"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc kabirul.dmc@gmail.com

দ্বিতীয় বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৭০]　　　　[প্রথম সংখ্যা—রথযাত্রা

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত—

আর্য্যশাস্ত্র

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

---

*　　*　　*

যুগ্ম-সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫.০০]　　　　[প্রতি সংখ্যা ১.৫০

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্ম প্রচার সঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিকমহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭০।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র মাসিক শাস্ত্রময় পত্র। ইহা প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষ আরম্ভ।

২। এই পত্রিকায় সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি), শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত শ্রীবিষ্ণু-পুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। বাৎসরিক সডাক গ্রাহক মূল্য ভারতে ১৫'০০। প্রতি সংখ্যা -১'৫০ নয়া পয়সা। পাকিস্তানেও ঐ একই মূল্য। ভারতের বাহিরে অন্যত্র প্রতি সংখ্যা— সডাক ২'০০, বাৎসরিক ২০'০০। গ্রাহক মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়, বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নিয়া পত্রিকা-কার্য্যালয়ে জানাইবেন নতুবা পত্রিকা-পরিচালকগণ এই জন্য দায়ী থাকিবেন না। ঠিকানা-পরিবর্তন এক মাস পূর্ব্বে জানাইলে সুবিধা হয়।

৫। পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি ও টাকা পয়সা "সঞ্চালক—আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৬। বিশেষ অনুরোধ যে মণিঅর্ডার কুপনে ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর ও নাম-ঠিকানা সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন।

সম্পূজক—**আর্য্যশাস্ত্র**

প্রধান কার্য্যালয়
শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, আলমবাজার,
কলিকাতা- ৩৫

শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত
নানাভাষাময়ী মাসিক ধর্মপত্রাবলি—

১। **প্রণবপারিজাত** নামক সংস্কৃতভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রখ্যাত পণ্ডিতবর্গের রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ। ভাদ্র মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসীতারামবৈদিকমহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড কলিকাতা—৩৫।

২। **দেবযান** নামক বহুজনসমাদৃত বঙ্গভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক—৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র। ভাদ্র মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। প্রাপ্তিস্থান—দেবযান কার্য্যালয়, পোঃ—মগরা, হুগলী।

৩। **আর্য্যনারী**—বঙ্গভাষাময়ী (কেবল মায়েদের জন্য) মাসিক ধর্মপত্রিকা। বার্ষিক মূল্য—সডাক ২৲ দুই টাকা মাত্র প্রাপ্তিস্থান—৯৪নং শান্তি রাম রাস্তা, বালী, হাওড়া।

৪। **জয়গুরু** নামক বঙ্গভাষাময় পাক্ষিক মিলন পত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲ তিন টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—জয়গুরু কার্য্যালয়, ৯৪ নং শান্তিরাম রাস্তা, বালী, হাওড়া।

৫। **দি মাদার** নামধেয় ইংরাজীভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ৮৲ আট টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—পি ১৯, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলিকাতা—১০।

৬। **পরমানন্দ** নামক হিন্দীভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রাপ্তিস্থান—৮৫নং ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, কলিকাতা—৩৭।

৭। **জয়জগন্নাথ** নামক উড়িয়া ভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনীলাচল আশ্রম, চটকপর্বত, পোঃ স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

৮। **আর্য্যশাস্ত্র**—

বাধূল-স্মৃতিঃ

পণ্ডিত—শ্রীযুক্তভূতেশচন্দ্র তর্কস্মৃতিতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

নিত্যকর্মবিধিবর্ণনম্।

বাধূলং মুনিমাসীনমভিগম্য মহর্ষয়ঃ।
প্রতিপূজ্য যথান্যায়মিদং বচনমব্রুবন্ ॥১
ভগবন্ ব্রাহ্মণাদীনামাচারং বদ তত্ত্বতঃ।
তচ্ছ্রুত্বা মুনিশার্দূলস্তানৃষীন্ প্রাহ ধর্মবিৎ ॥২
ব্রাহ্মান্মুহূর্তাদারভ্য ত্রিকালে বিহিতং তথা।
নিত্য-নৈমিত্তিকঞ্চৈব প্রবক্ষ্যামি যথামতি ॥৩
ব্রাহ্মে মুহূর্তে সংপ্রাপ্তে ত্যক্তনিদ্রঃ প্রসন্নধীঃ।
প্রক্ষাল্য পাদাবাচম্য হরিসংকীর্ত্তনং চরেৎ ॥৪
ব্রাহ্মে মুহূর্তে নিদ্রাঞ্চ কুরুতে সর্বদা তু যঃ।
অশুচিং তং বিজানীয়াদনর্হঃ সর্বকর্মসু ॥৫
নক্ষত্রজ্যোতিরারভ্য সূর্য্যস্যোদয়নং প্রতি।
প্রাতঃসন্ধ্যেতি তাং প্রাহুঃ শ্রুতয়ো মুনিসত্তমাঃ ॥৬

প্রাতঃসন্ধ্যাং সনক্ষত্রামুপাসীত যথাবিধি।
সাদিত্যাং পশ্চিমাং সন্ধ্যামর্ধাস্তমিতভাস্করাম্ ॥৭
দিবা সন্ধ্যাসু কর্মস্থো ব্রহ্মসূত্র উদঙ্মুখঃ।
কুর্য্যান্মূত্র-পুরীষে তু রাত্রৌ চেদ্দক্ষিণামুখঃ ॥৮
অবগুণ্ঠিতসর্বাঙ্গস্তৃণৈরাচ্ছাদ্য মেদিনীম্।
ঘ্রাণাস্যে বাসসাচ্ছাদ্য মল-মূত্রং ত্যজেদ্ বুধঃ ॥৯
অপ্রাবৃত্য শিরো যস্তু বিণ্মূত্রং সৃজতি দ্বিজঃ।
তচ্ছিরঃ শতধা ভূয়াদিতি বেদাঃ শপন্তি তম্ ॥১০
উত্থায় বামহস্তেন গৃহীত্বা চোর্দ্ধমেহনম্।
শৌচদেশমথাভ্যেত্য কুর্য্যাচ্ছৌচং মৃদম্বুভিঃ ॥১১
অরত্নিমাত্রমুৎসৃজ্য কুর্য্যাচ্ছৌচমনুদ্ধৃতে।
পশ্চাত্তচ্ছোধয়েত্তীর্থমন্যথা ন শুচির্ভবেৎ ॥১২

নিত্যকর্মের বিধান বর্ণনা করা হইতেছে।

বাধূল-মুনি আসনে সমাসীন রহিয়াছেন, এমন সময় মহর্ষিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়া এই বাক্য বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকলের আচার তত্ত্বানুসারে আপনি বলুন। মহর্ষিগণের এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মবিৎ মুনি-শার্দ্দূল বাধূল সেই ঋষিগণকে বলিলেন,—ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিকালে বিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম যথামতি আমি বলিব। ব্রাহ্ম- মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রসন্নচিত্তে নিদ্রাত্যাগ করিয়া পাদদ্বয় প্রক্ষালন করত (শৌচকর্ম শেষ করত) আচমন করিয়া হরিসংকীর্ত্তন করিবে।১-৪

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যে ব্যক্তি নিদ্রিত থাকে এবং যে সর্ব্বদা নিদ্রিত থাকিতে ভালবাসে, তাহাকে অশুচি বলিয়া জানিবে—সে সমস্ত বৈধকর্ম্মের অযোগ্য হইয়া থাকে। নক্ষত্রের জ্যোতিঃ হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যের উদয় পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। এই কালকেই প্রাতঃসন্ধ্যার কাল বলিয়া শ্রুতি ও মুনিশ্রেষ্ঠগণ বলিয়াছেন।৫-৬

প্রাতঃকালের সন্ধ্যা রাত্রিশেষে সনক্ষত্রা উপাসনা করিবে এবং পশ্চিমা সন্ধ্যা অর্থাৎ সায়ংকালের সন্ধ্যা সাদিত্যা অর্থাৎ সূর্য্যের অর্দ্ধ-অস্তমিত কালে উপাসনা করিবে।৭

দিনে ও সন্ধ্যাকালে মূত্র-পুরীষ ত্যাগ করিতে হইলে যজ্ঞোপবীত কর্ণে স্থাপন করিয়া উত্তরমুখ হইয়া মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ করিবে আর রাত্রিতে করিতে হইলে দক্ষিণমুখ হইয়া তাহা করিবে।৮

জ্ঞানীব্যক্তি সমস্ত অঙ্গ অবগুণ্ঠিত করিয়া ক্ষিতিতল

বিট্‌ছৌচং প্রথমং কুর্য্যান্মূত্রশৌচং ততঃপরম্।
পাদশৌচং ততঃ কুর্য্যাৎ করশৌচং ততঃ পরম্ ॥১৩
পঞ্চধা লিঙ্গশৌচং স্যাদ্ গুদশৌচং ত্রিবেষ্টিতম্।
পাদয়োর্লিঙ্গবচ্ছৌচং হস্তয়োস্তু চতুর্গুণম্ ॥১৪
এতচ্ছৌচং গৃহস্থানাং দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণাম্।
ত্রিগুণং তু বনস্থানাং যতীনাং তু চতুর্গুণম্ ॥১৫
যদ্দিবা বিহিতং শৌচং তদর্ধং নিশি কীর্তিতম্।
তদর্ধমাতুরপ্রোক্তমাতুরস্যার্ধমধ্বনি ॥১৬
বিণ্মূত্রকরণাৎ পূর্বমাদদ্যান্ মৃত্তিকাং তদা।
অদদানস্তু তাং পশ্চাৎ সবাসা জলমাবিশেৎ ॥১৭

তৃণসমূহ দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক নাসিকা ও মুখ বস্ত্রদ্বারা আবৃত করত মলমূত্র ত্যাগ করিবেন। যে দ্বিজ মস্তক আচ্ছাদন না করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করে, তাহার শির শতধা হইবে। এইরূপে বেদ তাহাকে অভিশাপ করেন।৯-১০

মলমূত্র-ত্যাগ শেষ করিয়া উঠিয়া বামহাতে লিঙ্গ উর্দ্ধদিকে ধরিয়া পরে শৌচ করিবার স্থানে উপস্থিত হইয়া মৃত্তিকা ও জলদ্বারা শৌচ করিবে। কনিষ্ঠাঙ্গুলী-ভিন্ন বদ্ধমুষ্টি হস্তকে অর্থাৎ কনুই হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত (দৈর্ঘ্য) পরিমাণের নাম অরত্নি। অনুদ্ধৃত জলে অরত্নিমাত্র স্থান ত্যাগ করিয়া শৌচ করিবে অর্থাৎ অরত্নি-পরিমাণ দূরে বসিয়া শৌচ করিবে। পরে তীর্থ অর্থাৎ অরত্নিমাত্র সেইস্থান জল দ্বারা শোধন করিবে, অন্যথা সেই ব্যক্তি শুচি হইবে না।১১-১২

প্রথমে পুরীষের শৌচ আচরণ করিবে, তাহার পর মূত্রের শৌচ আচরণ করিবে। তৎপরে পাদশৌচ করিবে, পশ্চাৎ কর শৌচ করিবে। লিঙ্গে শৌচ পাঁচবার করিবে, গুহ্যদ্বারে তিনবার, পাদদ্বয়ে লিঙ্গের মত শৌচ ও হস্তদ্বয়ে লিঙ্গ-শৌচের চারিগুণ শৌচ করিবে।১৩-১৪

এই শৌচ গৃহস্থের পক্ষে বলা হইল। ব্রহ্মচারিগণের পক্ষে ইহার দ্বিগুণ শৌচ, বানপ্রস্থাশ্রমিগণের পক্ষে তিনগুণ শৌচ এবং যতিগণের পক্ষে ইহার চারিগুণ শৌচ জানিবে।১৫

দিনের বেলায় শৌচ করার যে বিধান বলা হইল,

আর্দ্রামলমাত্রাস্তু গ্রাসা ইন্দুব্রতে স্মৃতাঃ।
তথৈবাহুতয়ঃ সর্বাঃ শৌচার্থে যাশ্চ মৃত্তিকাঃ ॥১৮
শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্ ॥১৯
শৌচে যত্নঃ সদা কার্য্যস্তন্মূলো হি দ্বিজঃ স্মৃতঃ।
শৌচাচারবিহীনস্য সমস্তা নিষ্ফলা ক্রিয়াঃ ॥২০
অন্তর্জানু শুচৌ দেশ উপবিষ্ট উদঙ্মুখঃ।
প্রাগ্‌বা ব্রাহ্মেণ তীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপস্পৃশেৎ ॥২১
গোকর্ণাকৃতিহস্তেন মাষমগ্নজলং পিবেৎ।
তন্ন্যূনমধিকং পীত্বা সুরাপানসমং ভবেৎ ॥২২

রাত্রিতে তাহার অর্দ্ধেক করিলেই হইবে। আতুর ব্যক্তির পক্ষে তাহারও অর্দ্ধেক শৌচ বিহিত এবং আতুরের শৌচেরও অর্দ্ধেক শৌচ পথিমধ্যে চলিতে পারে।১৬

মূত্র-পুরীষোৎসর্গের পূর্ব্বেই শৌচার্থ মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে। তখন সেই মৃত্তিকা গ্রহণ না করিলে মূত্র-পুরীষ ত্যাগ করিয়া পরে স্নানার্থ বস্ত্রসহিত জলে প্রবেশ করিবে।১৭

ইন্দুব্রত অর্থাৎ চান্দ্রায়ণ-ব্রতে সুপক্ক আমলকী ফলের তুল্য গ্রাস বিহিত; সমস্ত আহুতিও সেই পরিমাণেই বিহিত। সুতরাং শৌচার্থে যে মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে, তাহাও সেই পরিমাণ গ্রহণ করিবে।১৮

শৌচ দুই প্রকার উক্ত আছে—বাহ্যশৌচ ও আভ্যন্তরশৌচ। মৃত্তিকা ও জল দ্বারা যে শৌচ করার বিধান, তাহা বাহ্যশৌচ এবং যাহা দ্বারা ভাবের শুদ্ধি হয়, তাহাই আভ্যন্তর শৌচ বলিয়া জানিবে।১৯

শৌচকার্য্যে সর্ব্বদাই যত্ন করিবে। দ্বিজ শৌচমূল বলিয়া বিশ্রুত। শৌচ ও আচারবিহীন দ্বিজের সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফল হয়। উত্তরমুখ বা পূর্ব্বমুখে পবিত্রস্থানে উপবেশন করিয়া অন্তর্জানু অর্থাৎজানুর মধ্যবর্ত্তী স্থানে হস্তদ্বয় রাখিয়া ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা (অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশকে ব্রাহ্মতীর্থ বলে) নিত্য আচমন করিবে।২০-২১

গোকর্ণাকৃতি হস্ত দ্বারা (অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা বিস্তার করিলে মধ্যস্থিত স্থানকে গোকর্ণ বলা হয়) একটি

সংহতাঙ্গুলিনা তোয়ং গৃহীত্বা পাণিনা দ্বিজঃ।
মুক্তাঙ্গুষ্ঠ-কনিষ্ঠে তু শিষ্টেনাচমনং ভবেৎ ॥২৩
উপবিশ্য শুচৌ দেশে প্রাঙ্‌মুখো ব্রহ্মসূত্রধৃৎ।
বদ্ধচূড়ঃ কুশকরো দ্বিজঃ শুচিরুপস্পৃশেৎ ॥২৪
অপ্সু প্রাপ্তাসু হৃদয়ং ব্রাহ্মণঃ শুদ্ধতামিয়াৎ।
রাজন্যঃ কণ্ঠ-তালুস্পৃগ্‌ বৈশ্যঃ শূদ্রস্তথা স্ত্রিয়ঃ ॥২৫
সপবিত্রেণ হস্তেন কুর্য্যাদাচমনক্রিয়াম্।
নোচ্ছিষ্টং তৎপবিত্রং তু ভুক্তোচ্ছিষ্টং তু বর্জয়েৎ ॥২৬
কুশহস্তঃ পিবেত্তোয়ং কুশহস্তঃ সদাচমেৎ।
সগ্রন্থিকুশহস্তস্তু ন কদাচিদুপস্পৃশেৎ ॥২৭
প্রভাসাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।
বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে সন্তীতি মনুরব্রবীৎ ॥২৮

মাষকলাই মগ্ন হয় এরূপ পরিমাণ জল পান করিবে। তাহার ন্যূন বা অধিক জলপান করিলে তাহা সুরাপানের সমান হইবে।২২

দ্বিজব্যক্তি অঙ্গুলিসমূহ সংহত অর্থাৎ মিলিত করিয়া হাতে জলগ্রহণপূর্ব্বক পরে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিকে মুক্ত করত শিষ্টগণের বিধান অনুসারে আচমন করিবে। ব্রহ্মসূত্রধারী দ্বিজ পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া পবিত্রস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক শিখাবন্ধন ও কুশধারণ করত শুচি হইয়া আচমন করিবে।২৩-২৪

আচমনের জল পান করার পর হৃদয় পর্য্যন্ত গেলেই ব্রাহ্মণ পবিত্রতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই জল কণ্ঠগত হইলে ক্ষত্রিয়, তালুগত হইলেই বৈশ্য, শূদ্র ও স্ত্রীলোকগণ শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। পবিত্র (কুশ) যুক্তহস্ত দ্বারা আচমন-ক্রিয়া করিবে; তজ্জন্য সেই পবিত্র উচ্ছিষ্ট হয় না। কিন্তু ভোজন করার পর সেই পবিত্র উচ্ছিষ্ট হয়, তখন তাহা বর্জ্জন করিবে।২৫-২৬

কুশহস্ত হইয়া জলপান করিবে এবং কুশহস্ত হইয়া সর্ব্বদা আচমন করিবে। কিন্তু গ্রন্থিযুক্ত কুশ হাতে নিয়া কখনও আচমন করিবে না। বিপ্রের দক্ষিণকর্ণে প্রভাসাদি তীর্থসমূহ এবং গঙ্গাদি নদীসমূহ আছেন—ইহা মনু বলিয়াছেন।২৭-২৮

প্রাঙ্‌মুখোদঙ্‌মুখো বাপি সমাচম্য বিশুধ্যতি।
পশ্চিমে পুনরাচম্য যাম্যাং স্নানেন শুধ্যতি ॥২৯
আর্দ্রবাসা জলে কুর্য্যাৎ তর্পণাচমনং জপম্।
শুষ্কবাসাঃ স্থলে কুর্য্যাত্তর্পণাচমনং জপম্ ॥৩০
আম্রেক্ষুখণ্ড-তাম্বূলচর্বণে সোমপানকে।
বিষ্ণুঙ্ঘ্রিতোয়পানে চ নাদ্যন্তাচমনং ভবেৎ ॥৩১
বিষ্ণুপাদোদ্ভবং তীর্থং পীত্বা ন ক্ষালয়েৎ করম্।
ক্ষালয়েদ্‌ যদি মোহেন পঞ্চপাতকমাপ্নুয়াৎ ॥৩২
উপবসেদ্দিনে যস্তু দন্তধাবনকৃন্নরঃ।
স ঘোরং নরকং যাতি ব্যাঘ্রভক্ষশ্চতুর্যুগম্ ॥৩৩
প্রক্ষাল্য পাদৌ হস্তৌ চ মুখং চাদ্ভিঃ সমাহিতঃ।
আচম্য প্রাঙ্‌মুখঃ পশ্চাদ্দন্তধাবনমাচরেৎ ॥৩৪

পূর্ব্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হইয়া বিধান অনুসারে আচমন করিলে শুদ্ধ হওয়া যায়। কিন্তু পশ্চিমমুখ বা দক্ষিণমুখ হইয়া আচমন করিলে পুনঃ অশুদ্ধ হইবে। তজ্জন্য আবার স্নান করিয়া শুদ্ধ হওয়া যায়।২৯

স্নানের পর ভিজা কাপড়ে তর্পণ, আচমন ও জপ করিতে হইলে জলে থাকিয়া তাহা করিবে, আর শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া তর্পণ, আচমন বা জপ করিতে হইলে জল হইতে উঠিয়া স্থলে থাকিয়া তাহা করিবে।৩০

আম, ইক্ষুখণ্ড বা তাম্বুল চর্ব্বণ করিলে অথবা সোমরস পান করিলে কিংবা বিষ্ণুপাদোদক পান করিলে তাহার আদি বা অন্তে আচমন করিতে হয় না। বিষ্ণুপাদোদ্ভূত তীর্থজল পান করিয়া হস্ত-প্রক্ষালন করিবে না। যদি মোহবশতঃ তখন হস্ত-প্রক্ষালন করা হয়, তাহা হইলে পঞ্চপাতকসদৃশ পাপ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি উপবাস দিনে দন্তধাবন করে, সে ঘোর-নরকে পতিত হয় এবং চারিযুগ পর্য্যন্ত সে ব্যাঘ্রভক্ষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করে।৩১-৩৩

প্রথমে জল দ্বারা হস্ত, পদ ও মুখ প্রক্ষালনপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে সমাহিত হইয়া আচমন করত পরে দন্তধাবন করিবে।৩৪

দন্তধাবন-কার্য্যে দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করত—"আয়ুর্ব্বলং

আয়ুর্বলং যশোবর্চঃ প্রজাঃ পশু-বসূনি চ।
ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বং নো দেহি বনস্পতে ॥৩৫
যস্তু গণ্ডূষসময়ে তর্জ্জন্যা বক্ত্রশোধনম্।
কুর্বীত যদি মূঢ়াত্মা নরকে পততি দ্বিজঃ ॥৩৬
অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং প্রতিষিদ্ধদিনেষ্বপি।
অপাং ষোড়শগণ্ডূষৈর্মুখশুদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥৩৭
প্রতিপৎপর্বষষ্ঠীষু নবমী দ্বাদশী তথা।
দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগো দহত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥৩৮
সুরয়া লিপ্তদেহেঽপি প্রায়শ্চিত্তীয়তে দ্বিজঃ।
প্রাতরভ্যক্তদেহস্য নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে ॥৩৯
তৈলাভ্যঙ্গং মহারাজ ব্রাহ্মণানাং করোতি যঃ।
স স্নাতোঽব্দশতং সাঙ্গং গঙ্গায়াং নাত্র সংশয়ঃ ॥৪০
দ্রব্যান্তরযুতং তৈলং ন কদাচন দুষ্যতি।
তৈলমাজ্যেন সংসিক্তং গ্রহণেঽপি ন দুষ্যতি ॥৪১

যশোবর্চ্চঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পরে তাহা দ্বারা দন্তধাবন করিবে। উল্লিখিত মন্ত্রের অর্থ নিম্নরূপ—হে বনস্পতে! তুমি আমাদিগকে আয়ুঃ, বল, যশ, তেজ, প্রজা, পশু, ধন, ব্রহ্মপ্রজ্ঞা ও মেধা দান কর।৩৫

মূঢ়াত্মা দ্বিজ মুখ-প্রক্ষালন-সময়ে যদি তর্জ্জনী দ্বারা মুখশোধন করে, তবে সে নরকে পতিত হয়। যদি কোন-দিন দন্তকাষ্ঠলাভ না হয়, সেইদিনে এবং দন্তধাবনের শাস্ত্রীয় নিষিদ্ধ দিনেও ষোড়শগণ্ডূষ জলের দ্বারা মুখশোধন করিবে।৩৬-৩৭

প্রতিপদ্, ষষ্ঠী নবমী ও দ্বাদশীতিথিতে এবং পর্ব্বদিনে (অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিতিথিকে পর্ব্বদিন বলা হয়) দন্তে কাষ্ঠ-সংযোগ করিলে সাতপুরুষ পর্য্যন্ত কুল দগ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং এই সকল তিথিতে কাষ্ঠ-দ্বারা দন্তধাবন করিবে না।৩৮

সুরাদ্বারা দেহ-লেপন করিলে দ্বিজ প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে, কিন্তু প্রাতঃকালে যে দ্বিজ তৈলাভ্যঙ্গ করে, তাহার নিষ্কৃতির কোন বিধান নাই। হে মহারাজ! ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে তৈলাভ্যঙ্গ করে, সে একশত বৎসর গঙ্গায় সাঙ্গ স্নান করিবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই।৪০

ছায়ামন্ত্য-শ্বপাকানাং স্পৃষ্ট্বা স্নানং সমাচরেৎ।
চত্বারিংশৎপদাদূর্দ্ধং ছায়াদোষো ন বিদ্যতে ॥৪২
অস্পৃশ্যস্পর্শনে চৈব ত্রয়োদশনিমজ্জনম্।
আচম্য প্রযতঃ পশ্চাৎ স্নানং বিধিবদাচরেৎ ॥৪৩
জ্বরাভিভূতা যা নারী রজসা চ পরিপ্লুতা।
কথং তস্যা ভবেচ্ছৌচং শুধ্যতে কেন কর্মণা ॥৪৪
চতুর্থেঽহনি সংপ্রাপ্তে স্পৃশেদন্যা তু তাং স্ত্রিয়ম্।
সা সচৈলাবগাহ্যাপঃ স্নাত্বা স্নাত্বা পুনঃ স্পৃশেৎ ॥৪৫
দশ দ্বাদশকৃত্বো বা হ্যাচামেচ্চ পুনঃ পুনঃ।
অন্তে চ বাসসাং ত্যাগস্ততঃ শুদ্ধা ভবেত্তু সা ॥৪৬
দদ্যাচ্ছক্ত্যা ততো দানং পুণ্যাহেন বিশুধ্যতি।
আর্তবাভিপ্লুতে নার্য্যৌ সম্ভাষেতাং মিথো যদি ॥৪৭
উপবাসং তয়োরাহুরশুদ্ধৌ শুদ্ধিকারণম্।
শাবে চ সূতকে চৈব হ্যন্তরা চেদ্ ঋতুর্ভবেৎ ॥৪৮

তৈলাভ্যঙ্গে তিলের তৈলমাত্রই নিষিদ্ধ, দ্রব্যান্তর-সংযুক্ত তৈল কখনও দোষের নয়। ঘৃতের সহিত মিশ্রিত তৈল-গ্রহণেও দোষ হয় না।৪১

অন্ত্যজ ও চণ্ডালের ছায়া স্পর্শ করিয়া স্নান করিবে; চল্লিশপদ হইতে অধিক দূরে থাকিলে সেখানে ছায়া স্পর্শ-দোষ হয় না।৪২

অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে জলে নামিয়া তেরবার ডুব দিয়া আচমন করত সংযত হইয়া পরে বিধি অনুসারে স্নান করিবে।৪৩

যে নারী রজস্বলা হইয়া জ্বররোগে অভিভূতা হইয়াছে, তাহার শৌচ কিরূপে হইবে এবং কি কর্ম্ম দ্বারা সে শুদ্ধা হইতে পারে? ৪৪

রজোদর্শন-দিন হইতে চতুর্থদিনে অন্যকোন নারী সেই নারীকে স্পর্শ করিবে। স্পর্শের পর সেই নারী পরিহিত বস্ত্রসহ জলে অবগাহন-স্নান করিয়া পুনরায় স্নান করত জ্বরাভিভূতা সেই নারীকে পুনঃ স্পর্শ করিবে।৪৫

জ্বরাভিভূতা সেই নারী দশবার বা দ্বাদশবার পুনঃ পুনঃ আচমন করিবে এবং শেষে তদীয় পরিহিত বস্ত্র ত্যাগ করিবে। তাহার পরে সেই নারী শুদ্ধা

অস্নাত্বা ভোজনং কুর্য্যাদ্ ভুক্ত্বা চোপবসেদহঃ।
উৎসবে বাসুদেবস্য যঃ স্নাতি স্পর্শশঙ্কয়া ॥৪৯
স্বর্গস্থাঃ পিতরস্তস্য পতন্তি নরকে ক্ষণাৎ।
অস্পৃশ্যস্পর্শনে বান্তৌ অশ্রুপাতে ক্ষুতে ভগে ॥৫০
স্নানং নৈমিত্তিকং জ্ঞেয়ং দেবর্ষি-পিতৃবর্জিতম্।
স্বর্ধুন্যম্ভঃসমানি স্যুঃ সর্বাণ্যম্ভাংসি ভূতলে ॥৫১
কূপস্থান্যপি সোমার্কগ্রহণে নাত্র সংশয়ঃ।
অশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়ো বা অপাত্রং পাত্রমেব বা ॥৫২
বিপ্রব্রুবো বা বিপ্রো বা গ্রহণে দানমর্হতি।
সর্বং ভূমিসমং দানং সর্বো ব্রহ্মসমো দ্বিজঃ ॥৫৩
সর্বং গঙ্গাসমং তোয়ং গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ।
প্রাতরাচমনং কৃত্বা শৌচং কৃত্বা যথাবিধি ॥৫৪

দন্তশৌচং ততঃ কৃত্বা প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ।
দ্বৌ হস্তৌ যুগ্মতঃ কৃত্বা পূরয়েদুদকাঞ্জলিম্ ॥৫৫
গোশৃঙ্গমাত্রমুদ্ধৃত্য জলমধ্যে জলং ক্ষিপেৎ।
যেন তীর্থেন গৃহ্নীয়াৎ তেন দদ্যাজ্জলাঞ্জলিম্ ॥৫৬
অন্যতীর্থেন গৃহ্নীয়াত্তত্তোয়ং রুধিরং ভবেৎ।
পূর্বাশাভিমুখো দেবানুত্তরাভিমুখস্ত্বৃষীন্ ॥৫৭
পিতৃংস্তু দক্ষিণাস্যস্তু জলমধ্যে তু তর্পয়েৎ।
স্নানার্থমভিগচ্ছন্তং দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ ॥৫৮
বায়ুভূতাস্তু গচ্ছন্তি তৃষার্তাঃ সলিলার্থিনঃ।
তস্মান্ন পীড়য়েদ্ বস্ত্রমকৃত্বা পিতৃতর্পণম্ ॥৫৯
নিরাশাস্তে নিবর্তন্তে বস্ত্রনিষ্পীড়নে কৃতে।
তস্মান্ন পীড়য়েদ্ বস্ত্রং যে কে চ ইতি মন্ত্রতঃ ॥৬০

হইবে। রজোমতী দুই স্ত্রী যদি পরস্পর সম্ভাষণ করে, তবে তাহারা শক্তি অনুসারে পুণ্যাহে কিছু দান করিবে, তাহাতেই তাহারা শুদ্ধ হইবে।৪৬-৪৭

উল্লিখিত রজোমতী দুই স্ত্রীর অশুদ্ধি-বিষয়ে উপবাসকেই শুদ্ধির কারণ বলেন। মরণাশৌচ বা জননাশৌচ উপস্থিত হইলে তন্মধ্যে যদি ঋতু হয়, তবে সে নারী স্নান না করিয়াই ভোজন করিবে, এবং ভোজন করিয়া পরে একদিন উপবাস করিবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উৎসবে গমন করিয়া স্পর্শ-আশঙ্কায় যে স্নান করে, তাহার স্বর্গস্থ পিতৃগণ তৎক্ষণাৎ নরকে পতিত হন। অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে, বমি করিলে, অশ্রুপাত হইলে, হাঁচি হইলে ও গুহ্যস্থানের স্পর্শ ঘটিলে দেবতা, ঋষি ও পিতৃবর্জ্জিত নৈমিত্তিক-স্নান করিবে। চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্য্যগ্রহণকালে পৃথিবীতে সমস্ত জল (কূপস্থ জল ও) গঙ্গাজলের তুল্য হয়,—এবিষয়ে কোন সংশয় নাই। গ্রহণকালে শ্রোত্রিয় বা অশ্রোত্রিয়, পাত্র অথবা অপাত্র, বিপ্র বা বিপ্রব্রুব (নিন্দ্য-ব্রাহ্মণ) সকলকেই দান করা যাইতে পারে। চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য্যগ্রহণকালে সমস্ত দান ভূমিদানের তুল্য হয় এবং সকল দ্বিজই ব্রহ্মতুল্য হইয়া থাকেন এবং সমস্ত জল গঙ্গাজলসদৃশ হয়। প্রাতঃকালে মল-মূত্র ত্যাগের পর যথাবিধি শৌচ করিয়া আচমনপূর্বক দন্তশৌচ করত তৎপরে প্রাতঃস্নান করিবে। দুই হস্ত যুগ্মভাবে অঞ্জলি করিয়া জল দ্বারা তাহা পূর্ণ করিবে।৪৮-৫৪

গোশৃঙ্গ পরিমাণ উচ্চে হস্ত উঠাইয়া জলের মধ্যেই সেই জল ক্ষেপণ করিবে। যে তীর্থ দ্বারা জলগ্রহণ করিবে, সেই তীর্থ দ্বারা জলাঞ্জলি দান করিবে।৫৫

অন্য তীর্থ দ্বারা জলাঞ্জলি গ্রহণ করিলে সেই জল রুধির-তুল্য হইবে। পূর্ব্বদিক্ অভিমুখী হইয়া দেবতাগণের, উত্তরদিকে মুখ করিয়া ঋষিগণের এবং দক্ষিণমুখ হইয়া জলমধ্যে পিতৃগণের তর্পণ করিবে। স্নানের জন্য যিনি গমন করিয়াছেন, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিতৃগণের সহিত তৃষ্ণার্ত্ত দেবতাগণ জলার্থী হইয়া বায়ুভূত অবস্থায় অনুগমন করেন। সেইহেতু পিতৃতর্পণ না করিয়া স্নানবস্ত্র কখনও নিঙড়াইবে না।৫৬-৫৭

পিতৃতর্পণ না করিয়া স্নান বস্ত্র নিঙড়াইলে পিতৃগণের সহিত দেবতাগণ নিরাশ হইয়া চলিয়া যান। সেইহেতু তর্পণ না করিয়া স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে না। পরে "যে কে চ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা বস্ত্র চারিগুণ করত নিষ্পীড়নপূর্বক জল হইতে উঠিয়া বাম-প্রকোষ্ঠে বস্ত্র রাখিয়া দুইবার আচমন করিলে শুচি হইবে।৬০-৬১

বস্ত্রং চতুর্গু ণীকৃত্য নিষ্পীড্য চ জলাদ্ বহিঃ।
বামপ্রকোষ্ঠে নিক্ষিপ্য দ্বিরাচম্য শুচির্ভবেৎ ॥৬১
মনুষ্যতর্পণে চৈব স্নানবস্ত্রনিপীড়নে।
নিবীতী তু ভবেদ্ বিপ্রস্তথা মূত্র-পুরীষয়োঃ ॥৬২
নদীষু দেবখাতেষু গিরিপ্রস্রবণেষু চ।
স্নানং প্রতিদিনং কুর্য্যাৎ সর্বকর্মপ্রসিদ্ধয়ে ॥৬৩
পরকীয়নিপানেষু ন স্নায়াদ্ বৈ কদাচন।
নিপানকর্ত্তুঃ স্নাত্বা তু দুষ্কৃতাংশেন লিপ্যতে ॥৬৪
অন্যায়োপাত্তবিত্তস্য পতিতস্য চ বাৰ্দ্ধুষেঃ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥৬৫
অন্ত্যজৈঃ খাতিতাঃ কূপাস্তটাকা বাপ্য এব চ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥৬৬
পরকীয়নিপানেষু যদি স্নায়াৎ কথঞ্চন।
সপ্তপিণ্ডান্ সমুদ্ধৃত্য তত্র স্নানং সমাচরেৎ ॥৬৭

মনুষ্য তর্পণ করার সময়ে এবং স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়ন-কালে ও মূত্রপুরীষোৎসর্গকালে বিপ্র নিবীতী অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতকে মালার ন্যায় কণ্ঠলম্বিত করিবে। দেবখাত নদীসমূহে ও গিরিপ্রস্রবণ নদীসমূহে দৈব ও পৈত্র্য সকল কার্য্যসিদ্ধির জন্য প্রতিদিন স্নান করিবে।৬২-৬৩

পরকীয় জলাশয়সমূহে কখনও স্নান করিবে না। পরকীয় জলাশয়ে স্নান করিলে জলাশয়-কর্ত্তার কৃত পাপের দ্বারা লিপ্ত হইতে হয়। অন্যায়ভাবে বিত্তোপার্জ্জনকারী, পতিত ও বার্দ্ধুষি অর্থাৎ বৃদ্ধিজীবী (সুদখোর) ব্যক্তির জলাশয়ে স্নান বা জলপান করিয়া পাপনাশের জন্য প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে। ৬৪-৬৫

অন্ত্যজ ব্যক্তি কর্ত্তৃক যদি কূপ, তড়াগ বা পুকুর খনন করা হয়, তবে সেই জলে স্নান ও সেই জল পান করিলে কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। পরকীয় জলাশয়ে যদি কখনও স্নান করিতে হয়, তবে সেই জলাশয় হইতে সাতটি মৃৎপিণ্ড উদ্ধার করিয়া পরে তাহাতে স্নান করিবে।৬৬-৬৭

যে পুরুষ শয়ন হইতে উঠিয়াছে, তাহার দেহ লালা

লালা-স্বেদসমাকীর্ণঃ শয়নাদুত্থিতঃ পুমান্।
অশুচিং তং বিজানীয়াদনর্হঃ সর্বকর্মসু ॥৬৮
স্নানমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ সন্ধ্যোপাসনমেব চ।
স্নানাচারবিহীনস্য সর্বাঃ স্যুর্নিষ্ফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥৬৯
উষস্যুষসি যৎ স্নানং সন্ধ্যায়ামুদিতেঽপি বা।
প্রাজাপত্যেন তত্তুল্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥৭০
স্নানবস্ত্রেণ যঃ কুর্য্যাদ্দেহস্য পরিমার্জনম্।
শুনালীঢ়ং ভবেদ্ গাত্রং পুনঃ স্নানেন শুধ্যতি ॥৭১
উষঃকালে ভানুবারে যো নরঃ স্নানমাচরেৎ।
মাঘস্নানসহস্রাণি গঙ্গা-যমুনসঙ্গমে ॥৭২
জন্মর্ক্ষে বৈধৃতৌ পুণ্যে ব্যতীপাতে চ সংক্রমে।
অমায়াঞ্চ নদীস্নানং কুলকোটিং সমুদ্ধরেৎ ॥৭৩
অকৃত্যমপি কুর্বাণো ভুঞ্জানোঽপি যতস্ততঃ।
কদাচিন্নারকং দুঃখং প্রাতঃস্নায়ী ন পশ্যতি ॥৭৪

ও ক্লেদে সমাকীর্ণ থাকে, এজন্য তাহাকে অশুচি বলিয়া জানিবে। সে সকল কর্ম্মেই অনর্হ হইয়া থাকে।৬৮

সমস্ত ক্রিয়াই স্নানমূল অর্থাৎ স্নান করিয়া পরে ক্রিয়া করিতে হয়। সন্ধ্যোপাসনাও স্নান করিয়া করিতে হয়। সুতরাং স্নানাচারবিহীন ব্যক্তির সকল ক্রিয়াই নিষ্ফল হয়।৬৯

উষাকালে বা তৎসমীপবর্ত্তীকালে, সন্ধ্যা-সময়ে বা সূর্য্য উদিত হইলে যে স্নান করা হয়, তাহা মহাপাতক-নাশক প্রাজাপত্য-ব্রতের সমান জানিবে।৭০

যে ব্যক্তি স্নান করিয়া পরিহিত স্নানবস্ত্র দ্বারা দেহের পরিমার্জ্জন করে, কুকুরে গাত্র চাটিলে যেরূপ অশুদ্ধ হয়—তাহার গাত্রও সেইরূপ অশুদ্ধ হয়, পুনরায় স্নান করিলে সেই গাত্র শুদ্ধ হইবে।৭১

যে ব্যক্তি রবিবারে উষাকালে স্নান করে, তাহার সেই স্নান গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্নান ও মাঘমাসে সহস্রস্নানের সমান হয়। জন্মনক্ষত্রে, বৈধৃতি-যোগে, পুণ্যাহে, ব্যতীপাত-যোগে, সংক্রান্তিতে ও অমাবস্যায় নদীতে স্নান করিলে কোটিকুল উদ্ধার প্রাপ্ত হয়।৭২-৭৩

অবিহিত কার্য্য করিয়াও এবং যেখানে সেখানে

বিনা স্নানেন যো ভুঙ্‌ক্তে স মলাশী ন সংশয়ঃ।
অস্নাতাশী মলং ভুঙ্‌ক্তে হ্যজপঃ পূয়শোণিতম্ ॥৭৫
আহুতাশী কৃমিং ভুঙ্‌ক্তে হ্যদাতা বিষমশ্নুতে।
সংকল্পসূক্তপঠনং মার্জনং চাঘমর্ষণম্ ॥৭৬
দেবর্ষিতর্পণঞ্চৈব স্নানং পঞ্চাঙ্গমিষ্যতে।
হিরণ্যশৃঙ্গমিত্যুক্ত্বা জলং সমবগাহয়েৎ ॥৭৭
সুমিত্রা ইত্যুদাহৃত্য স্বাত্মানমভিষেচয়েৎ।
দুর্মিত্রা ইত্যুদাহৃত্য মৃৎস্থানে জলমুৎসৃজেৎ ॥৭৮
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টীত্যুদাহৃত্য তথা তত্র জলং ক্ষিপেৎ।
যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্ম ইতি পুনস্তত্র জলং ক্ষিপেৎ ॥৭৯
এবং ত্রির্মৃত্তিকাস্নানে জলমঞ্জলিনোৎসৃজেৎ।
নমোঽগ্নয়েতি মন্ত্রেণ নমস্কুর্য্যাজ্জলং ততঃ ॥৮০
যদপামিত্যমেধ্যাংশং নিরস্যেদ্দক্ষিণে জলম্।
অত্যশনাদিতি দ্বাভ্যাং ত্রিরালোড্য তু পাণিনা ॥৮১

ভোজন করিয়াও প্রাতঃস্নানকারী ব্যক্তি কখনও নরক সম্বন্ধীয় দুঃখ অনুভব করে না।৭৪

স্নান না করিয়া যে ব্যক্তি ভোজন করে, সে মল ভোজন করে—এবিষয়ে কোন সংশয় নাই। যে অস্নাত অবস্থায় ভোজন করে, সে মল ভোজন করে। জপ না করিয়া যে ভোজন করে, সে রক্ত ও পূঁয ভোজন করে। হোম না করিয়া ভোজন করিলে কৃমি ভোজন করা হয় এবং দান না করিয়া ভোজন করিলে তাহা বিষ-ভোজনের তুল্য হয়। সঙ্কল্প ও সঙ্কল্পসূক্তপাঠ, মার্জ্জন, অঘমর্ষণ, দেবতা ও ঋষিগণের তর্পণ—স্নানের এই পাঁচটি অঙ্গ জানিবে। "হিরণ্যশৃঙ্গং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া জলে সম্যক্ অবগাহন করিবে। "সুমিত্রা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বীয় মস্তকে অভিষেক করিবে। "দুর্মিত্রা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত মৃত্তিকা-স্থানে জল দিবে। "যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি" ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া সেইরূপে মৃত্তিকা-স্থানে জল প্রক্ষেপ "যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্ম" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া পুনরায় সেইস্থানে জল দিবে। এইরূপে মৃত্তিকা-স্থানে অঞ্জলি দ্বারা তিনবার জল দিবে। তৎপরে "নমোঽগ্নয়ে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা জলকে নমস্কার করিবে।৭৫-৮০

চতুরশ্রং তীর্থপীঠং পাণিনোল্লিখ্য বারিষু।
নন্দিনীত্যাদি নামানি বদ্ধাঞ্জলিপুটো ভবেৎ ॥৮২
আবাহয়ামি ত্বাং দেবি স্নানার্থমিহ সুন্দরি।
এহি গঙ্গে নমস্তুভ্যং সর্বতীর্থসমন্বিতে ॥৮৩
ইমং মে গঙ্গ ইত্যুক্ত্বা পুণ্যতীর্থানি চ স্মরেৎ।
আপো অস্মানিতি ঋচমুক্ত্বা মজ্জনমাচরেৎ ॥৮৪
আপো হি ষ্ঠাদিভির্মন্ত্রৈরভিপ্রোক্ষ্য চ বারিভিঃ।
ততো নারায়ণং স্মৃত্বা প্রজপেদঘমর্ষণম্ ॥৮৫
অঘমর্ষণসূক্তস্য ঋষিরেবাঘমর্ষণঃ।
ছন্দোঽনুষ্টুপ্ তথা দেবো ভাববৃত্তোঽধিদেবতা ॥৮৬
ত্রিবারমষ্টবারং বা নিমজ্জ্যাপ্তুজ্জলে জপেৎ।
এবম্ভূতস্য মন্ত্রেণ পুনঃ প্রোক্ষণমাচরেৎ ॥৮৭
আর্দ্রং জ্বলতি মন্ত্রেণ প্রাশয়েন্মন্ত্রিতং জলম্।
অকার্য্যকার্য্যমন্ত্রং তু পুনর্মজ্জন্ জলে জপেৎ ॥৮৮

"যদপাং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দক্ষিণদিকে জলনিক্ষেপ-পূর্ব্বক অমেধ্যাংশ নিরসন করিবে। "অত্যশনাৎ" ইত্যাদি দুইটি ঋক্‌মন্ত্রে দক্ষিণহস্তের দ্বারা তিনবার আলোড়ন করিয়া সেই জলের মধ্যেই হস্ত দ্বারা চতুরস্র তীর্থপীঠ উল্লেখ করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া "নন্দিনী" ইত্যাদি নামসমূহ পাঠ করিবে।৮১-৮২

"আবাহয়ামি ত্বাং দেবি" ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিবে। মন্ত্রের অর্থ—"হে দেবি! হে সুন্দরি! আমি স্নানের জন্য তোমাকে এখানে আবাহন করিতেছি। হে সর্ব্বতীর্থ সমন্বিতে গঙ্গে! তুমি এখানে এস। তোমাকে প্রণাম করি"।৮৩

"ইমং মে গঙ্গে" ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া পুণ্যতীর্থসমূহে স্মরণ করিবে। পরে "আপো অস্মান্" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করিয়া অবগাহন করিবে।৮৪

'অপো হি ষ্ঠা'দি মন্ত্রসমূহ পাঠ করত জল দ্বারা অভিপ্রোক্ষণ করিয়া তৎপরে নারায়ণকে স্মরণপূর্ব্বক অঘমর্ষণ-মন্ত্র জপ করিবে।৮৫

অঘমর্ষণ-সূক্তের অঘমর্ষণই ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ এবং ভাববৃত্ত ইহার দেবতা জানিবে। সেই

তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রেণ মজ্জেদপ্সু পুনঃ পুনঃ।
গায়ত্রী বৈষ্ণবী হ্যেষা বিষ্ণোঃ সংস্মরণায় বৈ ॥৮৯
প্রতিগৃহ্যাপ্রতিগ্রাহ্যং ভুক্ত্বা চাভক্ষ্যভক্ষণম্।
তদ্বিষ্ণোরিত্যপাং মধ্য সকৃজ্জপ্ত্বা বিশুধ্যতি ॥৯০
উত্তীর্য্য চ দ্বিরাচম্য দেবাদিস্তর্পয়েত্ততঃ।
উর্জ্জং বহন্তীরিতি চ তৃপ্যতেতি স্থলে ক্ষিপেৎ ॥৯১
স্নানবস্ত্রেণ হস্তেন যো দ্বিজোঽঙ্গং প্রমার্জতি।
ন ভবতি তৎস্নানং পুনঃ স্নানেন শুধ্যতি ॥৯২
মার্জয়েদ্ বস্ত্রশেষেণ নোত্তরীয়েণ বা শিরঃ।
ন চ নির্ধুনুয়াৎ কেশান্ ন তিষ্ঠন্ পরিমার্জয়েৎ ॥৯৩
স্নানং কৃত্বার্দ্রবস্ত্রস্তু ঊর্ধ্বমুত্তারয়েদ্ দ্বিজঃ।
স্নানবস্ত্রমধস্তাচ্চেৎ পুনঃ স্নানেন শুধ্যতি ॥৯৪

জলে তিনবার বা আটবার মজ্জনস্নান করিবে ও অঘমর্ষণ-মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ করার পর পুনরায় মন্ত্রদ্বারা প্রোক্ষণ করিবে।৮৬-৮৭

আর্দ্রদ্রব্যও মন্ত্রদ্বারা প্রজ্বলিত হয়, সুতরাং মন্ত্রপাঠ-করা (অভিমন্ত্রিত) জল পান করাইবে। কিন্তু "অকার্য্যকার্য্য" মন্ত্র পুনরায় মজ্জনস্নান করিয়া জলে জপ করিবে। "তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা জলে পুনঃ পুনঃ মজ্জন-স্নান করিবে, কারণ, বৈষ্ণবী গায়ত্রী বিষ্ণুর স্মরণ করার জন্যই ইহা বলা হইয়াছে। প্রতিগ্রহ করার অযোগ্য এরূপ দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিয়া এবং অভক্ষ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিয়া "তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্র জলে একবার জপ করিয়া স্নান করিলে শুদ্ধ হইতে পারে।৮৮-৯০

তৎপরে জল হইতে উঠিয়া দুইবার আচমন করিয়া দেবাদি সকলের তর্পণ করিবে। পরে "উর্জ্জং বহন্তী" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ ও "তৃপ্যত" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া স্থলে জল নিক্ষেপ করিবে।৯১

যে দ্বিজ স্নান বস্ত্রের দ্বারা বা হস্ত দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জন করে, তাহার সেইরূপে আবার স্নান করিতে হয় পুনরায় স্নানের দ্বারা সে শুদ্ধ হয়। দ্বিজ বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা বা উত্তরীয় দ্বারা শিরোমার্জ্জন করিবে না। কেশগুলিকে কখনও ধুনন করিবে না. এবং দাঁড়াইয়া কখনও শিরঃ পরিমার্জ্জন করিবে না।৯২-৯৪

প্রাতঃসন্ধ্যামুপাসীত বস্ত্রসংশোধপূর্বিকাম্।
উপাস্য মধ্যমাং সন্ধ্যাং বস্ত্রনিষ্পীড়নং পরম্ ॥৯৫
স্নানমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ সন্ধ্যোপাসনমেব চ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন স্নানং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥৯৬
প্রাতরুত্থায় যো বিপ্রঃ প্রাতঃস্নায়ী সদা ভবেৎ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥৯৭
অন্তরাচ্ছাদ্য কৌপীনং বাসসী পরিধায় চ।
উত্তরীয়ং সমাদদ্যাৎ তদ্বিনা নাচরেৎ ক্রিয়াঃ ॥৯৮
যজ্ঞোপবীতবদ্ধার্য্যমুত্তরীয়ং সদা দ্বিজৈঃ।
বন্দনে তর্পণে চৈব কট্যামেব চ ধারয়েৎ ॥৯৯
মুখজানামূর্ধ্বপুণ্ড্রং তিলকং বাহুজন্মনাম্।
পদাকারমূরুজানাং ত্রিপুণ্ড্রং পাদজন্মনাম্ ॥১০০

দ্বিজ স্নান করিয়া আর্দ্র বস্ত্র উপর দিকে উঠাইয়া খুলিবে। যদি স্নানবস্ত্র অধোদিকে নিয়া খোলা হয়, তবে পুনঃ স্নানের দ্বারা সে শুদ্ধ হইবে। বস্ত্রের সংশোধনপূর্ব্বক প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা করিবে। পরে মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা করিয়া বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে।৯৫-৯৬

সমস্ত ক্রিয়াই স্নানমূল অর্থাৎ স্নান করিয়া পরে করিতে হয়। সন্ধ্যোপাসনাও স্নান করিয়া করিতে হয়। সেইহেতু আলস্য পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ যত্ন-সহকারে স্নান করিয়া যে বিপ্র প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃস্নান করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমব্রহ্ম লাভ করিতে পারে। ৯৭-৯৮

গুপ্তস্থান আচ্ছাদন করিয়া কৌপীন ও বস্ত্রযুগ পরিধান করত উত্তরীয় গ্রহণ করিবে। উত্তরীয় গ্রহণ না করিয়া কোন বৈধক্রিয়া করিবে না। দ্বিজগণ সর্ব্বদা যজ্ঞোপবীতের ন্যায় উত্তরীয় ধারণ করিবে; বন্দন ও তর্পণ করার সময়ে তাহারা উত্তরীয় কটিতে ধারণ করিবে।৯৯

ব্রাহ্মণগণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিবে এবং ক্ষত্রিয়গণ তিলক করিবে, বৈশ্যগণ পদাকার চিহ্ন করিবে এবং শূদ্রগণ ত্রিপুণ্ড্র করিবে।১০০

ধৃতোর্ধ্বপুণ্ড্রঃ পরমীশিতারং
বিষ্ণুং পরং ধ্যায়তি মহাত্মা।
স্বরেণ মন্ত্রেণ সদা হৃদি স্থিতং
পরাৎপরং যন্মহতো মহান্তম্ ॥১০১
মহোপনিষদি প্রোক্তমূর্ধ্বপুণ্ড্রং পরং শুভম্।
ধৃতোর্ধ্বপুণ্ড্রঃ কৃতচক্রধারী
নারায়ণং সাংখ্যযোগাধিগম্যম্।
জ্ঞাত্বা বিমুচ্যেত নরঃ সমস্তৈঃ
সংশয়পাশৈরিহ চৈতি বিষ্ণুম্ ॥১০২
অথর্বশিরসি প্রোক্তমূর্ধ্বপুণ্ড্রবিধিং দ্বিজাঃ।
প্রবক্ষ্যামি হিতার্থং বো ভবপাপপ্রণাশনম্ ॥১০৩
হরেঃ পদাকৃতিং রম্যমাত্মনশ্চ হিতায় বৈ।
মধ্যে চ্ছিন্দমূর্ধ্বপুণ্ড্রং যো ধারয়তি সর্ব্বদা ॥১০৪
স পরস্য প্রিয়ো নিত্যং পুণ্যভাক্ মুক্তিভাগ্ ভবেৎ।
চতুরঙ্গুলমূর্ধ্বাগ্রং দ্ব্যঙ্গুলং বিস্তৃতং মৃদা ॥১০৫
দ্বিজঃ পুণ্ড্রমৃজুং সৌম্যং সান্তরালং তু ধারয়েৎ।
ঊর্ধ্বগত্যাং তু যস্যেচ্ছা তস্যোর্ধ্বপুণ্ড্রমুচ্যতে ॥১০৬
ঊর্ধ্বগত্যাং তু দেবত্বং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ।
পর্বতাগ্রে নদীতীরে বিষ্ণুক্ষেত্রে বিশেষতঃ ॥১০৭
সিন্ধুতীরেহথ বল্মীকে তুলসীমূলমাশ্রিতে।
মৃদ এতাস্তু সংগ্রাহ্যা বর্জ্যাশ্চান্যাশ্চ মৃত্তিকাঃ ॥১০৮
শ্যামং শান্তিকরং প্রোক্তং রক্তং বশ্যকরং ভবেৎ।
শ্রীকরং পীতমিত্যাহুর্মোক্ষদং শ্বেতমুচ্যতে ॥১০৯
অঙ্গুষ্ঠপুষ্টিদঃ প্রোক্তো মধ্যমা পুষ্করী ভবেৎ।
অনামিকান্নদা নিত্যং তর্জনী মুক্তি-ভুক্তিদা ॥১১০
অভিষিক্তং তু যচ্চূর্ণং বিষ্ণুবিম্বে তু যো নরঃ।
হারিদ্রং ধারয়েন্নিত্যং সোহশ্বমেধফলং লভেৎ ॥১১১

যে মহাত্মা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া পরম পরাৎপর, মহৎ হইতেও যিনি মহৎ সেই পরমেশ্বর বিষ্ণুকে ধ্যান করেন, স্বর ও মন্ত্রের সহিত সেই ভগবান্ সর্ব্বদা তাহার হৃদয়ে অবস্থিত থাকেন।১০১

মহোপনিষদে বলা হইয়াছে—ঊর্দ্ধপুণ্ড্র পরম-শুভজনক। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র যিনি ধারণ করেন এবং চক্র (তিলক) যিনি ধারণ করেন, সে ব্যক্তি সাংখ্যযোগাধিগম্য নারাণকে জানিয়া এ সংসারে সকল সংসার-পাশ হইতে মুক্ত হন এবং পরে বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হন।১০২

হে দ্বিজগণ! অথর্ব্ববেদের শিরোভাগে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-বিধি বলা হইয়াছে। আজ আপনাদের হিতের জন্য সংসার-কলুষনাশন সেই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-বিধি আমি বলিতেছি। শ্রীহরির চরণের আকৃতি মনোহর এবং মধ্যস্থল ছেদন করা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র যিনি সর্ব্বদা আত্মহিতের নিমিত্ত ধারণ করেন, তিনি সর্ব্বদা শত্রুর ও প্রিয় হইয়া থাকেন এবং পুণ্য ও মুক্তিভাগী হন। মৃত্তিকা দ্বারা চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ ও দুই অঙ্গুলি বিস্তৃত সরল, সৌম্য ও সমান্তরাল ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দ্বিজ ধারণ করিবেন। যাহার ঊর্দ্ধগতিতে ইচ্ছা আছে, তাহার সম্বন্ধে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বলা হইয়াছে। ঊর্দ্ধগতিতে গমন করিলে সে দেবত্ব প্রাপ্ত হইবে—ইহাতে সংশয় নাই। পর্ব্বতের অগ্রভাগে, নদীর তীরে এবং বিশেষতঃ বিষ্ণুক্ষেত্রে, সিন্ধুনদের তীরে, উইপোকার টিপিতে ও তুলসী বৃক্ষের মূলদেশে যে মৃত্তিকা থাকে, এই সকল মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে। অন্য মৃত্তিকা বর্জ্জন করিবে।১০৫-৮

শ্যামবর্ণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র শান্তিকর বলিয়া কথিত হইয়াছে। রক্তবর্ণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বশ্যকর হইবে। পীতবর্ণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রকে শ্রীকর বলিয়াছেন এবং শ্বেতবর্ণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রকে মোক্ষদ বলা হইয়াছে।১০৯

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করার সময়ে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি পুষ্টিদ, মধ্যমাঙ্গুলি পুষ্করী, অনামিকাঙ্গুলি সর্ব্বদাই অন্নদা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলি ভোগ ও মোক্ষদা হইয়া থাকে। বিষ্ণুবিম্বে যে চূর্ণ অভিষেক করা হইয়াছে, সেই হারিদ্র চূর্ণ যে ব্যক্তি ধারণ করেন, তিনি নিত্য অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফলতুল্য ফল লাভ করেন।১১০-১১

সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদয় হওয়ার কিছু পূর্ব্বে এবং পশ্চিমদিকে অস্তগমনের কিছু পূর্ব্বে যে বিপ্রগণ সন্ধ্যোপাসনা করে না, তাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া কিরূপে পরিচিত হইতে পারে? এই পৃথিবীতে দুষ্কর্ম্মকারী যতগুলি দ্বিজাতি আছে, তাহাদিগের পবিত্রতার জন্য

অনাগতাং তু যে পূর্বাং অনতীতাং তু পশ্চিমাম্।
সন্ধ্যাং নোপাসতে বিপ্রাঃ কথং তে ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥১১২
যাবন্তোঽস্যাং পৃথিব্যাং তু বিকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
তেষাং হি পাবনার্থায় সন্ধ্যা সৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা ॥১১৩
গায়ত্রী নাম পূর্বাহ্ণে সাবিত্রী মধ্যমে দিনে।
সরস্বতী চ সায়াহ্নে সৈব সন্ধ্যা ত্রিধা স্মৃতা ॥১১৪
প্রতিগ্রহাদন্নদোষাৎ পাতকাদুপপাতকাৎ।
গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাদ্ গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ ॥১১৫
সবিতৃদ্যোতনাচ্চৈব সাবিত্রী পরিকীর্তিতা।
জগতঃ প্রসবিত্রী চ সা বাগ্‌রূপত্বাৎ সরস্বতী ॥১১৬
আপো হি ষ্ঠেত্যৃচা কুর্য্যান্মার্জনং তু কুশোদকৈঃ।
প্রতিপ্রণবসংযুক্তং ক্ষিপেদ্ বারি পদে পদে ॥১১৭
বিপ্রুষোঽষ্টৌ ক্ষিপেদূর্ধ্বমধো যস্য ক্ষয়ায় চ।
সংবৎসরকৃতং পাপং মার্জনান্তে বিনশ্যতি ॥১১৮

ভগবান্ স্বয়ম্ভু সন্ধ্যা সৃষ্টি করিয়াছেন। যে দেবী পূর্বাহ্ণে গায়ত্রী-নাম, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী-নাম এবং সায়াহ্নে সরস্বতী-নাম ধারণ করিয়া উপাসিতা হন, ত্রিধা বিভক্তা হইয়াও তিনিই সন্ধ্যানামে কথিতা হন।১১২-১৪

সন্ধ্যামন্ত্রজপকারী ব্যক্তিকে অসৎপ্রতিগ্রহ-জন্য দোষ হইতে, অন্নদোষ হইতে এবং উপপাতকতুল্য পাতক হইতে যেহেতু ত্রাণ করেন, সেইহেতু ইহার নাম গায়ত্রী হইয়াছে।১১৫

এই দেবী হইতে সূর্য্যদেবের প্রকাশ হয় বলিয়া ইহার নাম সাবিত্রী হইয়াছে এবং এই জগতের প্রসবিত্রী দেবী বাক্যস্বরূপ বলিয়া ইহার নাম সরস্বতী হইয়াছে।১১৬

"আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রদ্বারা কুশের জলে মার্জ্জন করিবে। প্রত্যেক ঋক্‌মন্ত্রে প্রণব সংযোগ করিয়া মন্ত্রের প্রতিপাদেই জল নিক্ষেপ করিবে।১১৭

মার্জ্জন করার সময়ে পাপক্ষয়ের নিমিত্ত আটটি গোলাকার জলবিন্দু ঊর্দ্ধদিকে ক্ষেপণ করিবে এবং অধোদিকে তাদৃশ জলবিন্দু ক্ষেপণ করিবে। এইরূপে মার্জ্জন করার পর সংবৎসর পর্য্যন্ত যে পাপ করা হইয়াছে তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়।১১৮

রজস্তমো-মোহজাতান্ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিজান্।
বাঙ্-মনঃ-কায়জান্ দোষান্নবৈতান্ নবভির্দহেৎ ॥১১৯
নবপ্রণবযুক্তেন হ্যাপো হি ষ্ঠেত্যৃচেন চ।
সংবৎসরকৃতং পাপং মার্জনান্তে বিনশ্যতি ॥১২০
ঋগন্তে মার্জনং কুর্য্যাৎ পাদান্তে বা সমাহিতঃ।
ঋচস্যান্তেঽথবা কুর্য্যাচ্ছিষ্টানাং মতমীদৃশম্ ॥১২১
পশ্চাদুভাভ্যাং হস্তাভ্যাং পরিষিচ্য যথাক্রমম্।
সূর্যশ্চেতি জলং পীত্বা দধিক্রাব্ণেতি মার্জয়েৎ ॥১২২
পশ্চাদুভাভ্যাং হস্তাভ্যাং হ্যাদায়াপঃ সমাহিতঃ।
রবেরভিমুখস্তিষ্ঠন্ তার-ব্যাহৃতিপূর্বয়া ॥১২৩
গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্র্যাথ নিক্ষিপেদ্ দ্বিজসত্তমঃ।
তিষ্ঠন্ পাদৌ সমৌ কৃত্বা জলেনাঞ্জলিপূরণম্ ॥১২৪
গোশৃঙ্গমাত্রমুৎসৃজ্য জলমধ্যে জলং ক্ষিপেৎ।
সায়ংকালে তু যো বিপ্রো জলে ত্বর্ঘ্যং বিনিক্ষিপেৎ॥১২৫

রজোগুণ, তমোগুণ ও মোহ হইতে জাত দোষ-সকল, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিজাত দোষসকল এবং বাক্য, মন ও শরীর হইতে জাত দোষসকল—এই নয়টি দোষ মার্জ্জনের নয়টি মন্ত্র দ্বারা দগ্ধ হয়।১১৯

মার্জ্জনের "আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি নয়টি ঋক্‌মন্ত্রে নয়টি প্রণব সংযুক্ত করিয়া মার্জ্জন করিলে সংবৎসরব্যাপি-কৃত পাপ বিনষ্ট হয়।১২০

প্রত্যেক ঋক্‌মন্ত্রের অন্তে বা প্রত্যেক ঋক্‌মন্ত্রের পাদের অন্তে সমাহিত হইয়া মার্জ্জন করিবে অথবা তিনটি ঋকের অন্তে মার্জ্জন করিবে—শিষ্টব্যক্তিগণের এই প্রকার মত।১২১

পরে উভয় হস্ত দ্বারা যথাক্রমে পরিষেচন করিয়া "সূর্য্যশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা জলপানপূর্বক "দধিক্রাব্ণ ইত্যাদি মন্ত্রে মার্জ্জন করিবে।১২২

পরে সমাহিত হইয়া উভয় হস্ত দ্বারা জলগ্রহণ করত সূর্য্যের অভিমুখে দাঁড়াইয়া সপ্রণব

স মূঢ়ো নরকং যাতি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ।
যত্র সন্ধ্যা প্রকুর্বীত তত্রৈব জপমাচরেৎ ॥১২৬
অন্যত্র তু জপং কুর্বন্ পুনঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ ।
বেদোদিতানাং নিত্যানাং কর্মণাং সমতিক্রমে ॥১২৭
স্নাতকব্রতলোপে চ দিনমেকমভোজনম্ ।
অর্ঘ্যপ্রদানতঃ পূর্বমুদয়াস্তময়ে সতি ॥১২৮
গায়ত্র্যষ্টশতং জপ্যং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজাতিভিঃ ।
তত্র প্রাতরতিক্রামেদুপবাসোঽহরুচ্যতে ॥১২৯
তথা সায়মতিক্রামেদ্ রাত্রিং চোপবসেদ্ দ্বিজঃ ।
যদদ্যকচ্চং বৃত্রহন্ প্রাতরর্ঘ্যমনুস্মৃতঃ ॥১৩০
উচ্ছেদভীতিমধ্যাহ্নে প্রায়শ্চিত্তার্ঘ্যমুচ্যতে ।
ন তস্যেতি চ সায়াহ্নে ততোঽর্ঘ্যমুপসংহরেৎ ॥১৩১

মহাব্যাহৃতিপূর্বক গায়ত্রীমন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জল নিঃক্ষেপ করিবে এবং দাঁড়াইয়া উভয় পাদ সমান করিয়া জলদ্বারা অঞ্জলি পূরণ করিবে। গোশৃঙ্গ-পরিমাণ উচ্চ হইতে জলের মধ্যেই জল নিঃক্ষেপ করিবে। সায়ংকালে যে বিপ্র জলে অর্ঘ্য নিঃক্ষেপ করে, সেই মূঢ় ব্যক্তি প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করে। যখন সন্ধ্যা করিবে, তখনই জপ করিবে। ১২৩-১২৬

অন্যসময়ে জপ করিলে পুনরায় সন্ধ্যার আচরণ করিবে। বেদবিহিত নিত্যকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিতে না পারিলে এবং স্নাতক-ব্রতের লোপ ঘটিলে একদিন উপবাস করিবে। অর্ঘ্যপ্রদানের পূর্বে যদি সূর্য্য উদয় বা অস্ত হয়, তবে দ্বিজাতিগণ একশত আটবার গায়ত্রীজপরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। তাহাতে যদি প্রাতঃকাল অতিক্রান্ত হয়, তবে দিনে উপবাস করিবে এবং সেইরূপে যদি সায়ংকাল অতিক্রান্ত হয়, তবে দ্বিজ ব্যক্তি রাত্রিতে উপবাস করিবে। প্রাতঃকালে "যদদ্যকচ্চং বৃত্রহন্" ইত্যাদি মন্ত্রে, অর্ঘ্যদান করণীয়, মধ্যাহ্নকালে "উচ্ছেদভীতি" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিবে—তাহাই প্রায়শ্চিত্ত (সময় অতিক্রান্ত জনিত পাপক্ষালন নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তার্থ) মন্ত্র বলিয়া জানিবে। আর সায়াহ্নে অর্ঘ্যদান করিতে হইলে "ন তস্য" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিবে। তাহার পর অর্ঘ্যের উপসংহার করিবে।১২৭-৩১

সূতকে মৃতকে বাপি সন্ধ্যাকর্ম ন সন্ত্যজেৎ ।
মনসোচ্চারয়েন্মন্ত্রান্ প্রাণায়ামমৃতে দ্বিজঃ ॥১৩২
প্রণবেন তু সংযুক্তা ব্যাহৃতীঃ সপ্ত নিত্যশঃ ।
সাবিত্রীং শিরসা সার্ধং মনসা ত্রিঃ পঠেদ্ দ্বিজঃ ॥১৩৩
দেবার্চনে জপে হোমে স্বাধ্যায়ে শ্রাদ্ধকর্মণি ।
স্নানে দানে তথা ধ্যানে প্রাণায়ামাস্ত্রয়স্ত্রয়ঃ ॥১৩৪
আদাবন্তে চ গায়ত্র্যা প্রাণায়ামাস্ত্রয়স্ত্রয়ঃ ।
সন্ধ্যায়ামর্ঘ্যদানে চ প্রাণায়ামাঃ সকৃৎ সকৃৎ ॥১৩৫
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাস্তু তথৈব চ কনিষ্ঠয়া ।
প্রাণায়ামস্তু কর্তব্যো মধ্যমাং তর্জনীং বিনা ॥১৩৬
তর্জনীং মধ্যমাং স্পৃষ্ট্বা জপন্ শূদ্রসমো ভবেৎ ।
কৃত্বোত্তানৌ করৌ প্রাতঃ সায়ং চাধোমুখৌ করৌ॥১৩৭

সূতকাশৌচ বা মরণাশৌচে সন্ধ্যাকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। সন্ধ্যাকর্ম্মে দ্বিজব্যক্তি প্রাণায়াম ছাড়া সন্ধ্যার অন্যান্য মন্ত্রসমূহ মনে মনে উচ্চারণ করিবে। দ্বিজব্যক্তি প্রতিদিন সপ্তব্যাহৃতি ও প্রণব সংযুক্ত করিয়া গায়ত্রীশিরোমন্ত্রের সহিত সাবিত্রীমন্ত্র মনে মনে তিনবার পাঠ করিবে।১৩২-৩৩

দেবপূজা, জপ, হোম, বেদপাঠ, শ্রাদ্ধকর্ম্ম, স্নান, দান ও ধ্যান এই সকল কর্ম্মে তিনবার করিয়া প্রাণায়াম করিবে।১৩৪

গায়ত্রীজপের আদিতে ও অন্তে তিনবার করিয়া প্রাণায়াম করিবে এবং সন্ধ্যাকার্য্যে ও অর্ঘ্যদান-কালে একবার করিয়া প্রাণায়াম করিবে। তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলি পরিত্যাগ করিয়া অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি, অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা প্রাণায়াম করিবে।১৩৫-৩৬

তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিয়া জপ করিলে শূদ্রতুল্য হইবে। প্রাতঃকালে হস্তদ্বয় উত্তান করিয়া এবং সায়ংকালে হস্তদ্বয় অধোমুখ করিয়া জপ করিবে।১৩৭

মধ্যে স্কন্ধ-ভুজাভ্যাং তু জপ এবমুদাহৃতঃ।
অধোহস্তং তু পৈশাচং মধ্যহস্তং তু রাক্ষসম্ ॥১৩৮
বদ্ধহস্তং তু গান্ধর্ব্বমূর্ধ্বহস্তং তু দৈবতম্।
প্রদক্ষিণে প্রণামে চ পূজায়াং হবনে জপে ॥১৩৯
ন কণ্ঠাবৃতবস্ত্রঃ স্যাদ্দর্শনে গুরু-দেবয়োঃ।
দর্ভহীনা চ যা সন্ধ্যা যচ্চ দানং বিনোদকম্ ॥১৪০
অসংখ্যাতঞ্চ যজ্জপ্তং তৎসর্বং নিষ্ফলং ভবেৎ।
জপস্য গণনাং প্রাহুঃ পদ্মাক্ষৈর্ভক্তিবর্ধনম্ ।১৪১
জপেত্তু তুলসীকাষ্ঠৈঃ ফলমক্ষয়মশ্নুতে।
অচ্ছিন্নপাদা গায়ত্রী ব্রহ্মহত্যাং প্রযচ্ছতি ॥১৪২
ছিন্নপাদা তু গায়ত্রী ব্রহ্মহত্যাঃ ব্যপোহতি।
গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ শতমষ্টোত্তরং জপেৎ ॥১৪৩
বানপ্রস্থো যতিশ্চৈব জপেদষ্টসহস্রকম্।
প্রস্থধান্যং চতুঃষষ্টেরাহুতেঃ পরিকীর্তিতম্ ॥১৪৪

স্কন্ধ ও ভুজদ্বয়ের মধ্যে হস্তদ্বয় রাখিয়া জপ করিতে হয়—এরূপই জপের বিধান আছে। অধোহস্ত হইয়া যে জপ, তাহা পৈশাচ জপ এবং মধ্যহস্ত হইয়া যে জপ, তাহা রাক্ষস জপ। বদ্ধহস্ত হইয়া যে জপ, তাহা গান্ধর্ব্ব জপ এবং ঊর্দ্ধহস্ত হইয়া যে জপ, তাহা দৈবত জপ বলিয়া জানিবে। প্রদক্ষিণ, প্রণাম, পূজা, হোম ও জপ করার সময়ে এবং দেবতা ও গুরুর দর্শন-সময়ে কণ্ঠদেশ বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিবে না। কুশ ছাড়া যে সন্ধ্যা, জল ছাড়া যে দান এবং সংখ্যা না রাখিয়া যে জপ করা হয়, তৎ সমস্তই নিষ্ফল হয়। পদ্মাক্ষের দ্বারা জপের গণনা করিলে ভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় মণীষিগণ এরূপ বলেন।১৩৮-৪১

তুলসীকাষ্ঠের মালাদ্বারা জপ করিলে অক্ষয়ফল-ভোগ হয়। পাদচ্ছেদ না করিয়া গায়ত্রী জপ করিলে ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপ হয়।১৪২

পাদচ্ছেদ করিয়া গায়ত্রী জপ করিলে ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপ নষ্ট হয়। গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী একশত আটবার জপ করিবে এবং বানপ্রস্থাবলম্বী ব্যক্তি ও যতি ব্যক্তি অষ্টোত্তর সহস্রবার জপ করিবে। চৌষট্টি আহুতি দিতে হইলে একপ্রস্থ পরিমাণ ধান্য লইতে হইবে।

তিলানাং তু তদর্ধং স্যাত্তদর্ধং স্যাদ্‌ঘৃতস্য চ।
আত্মারূঢ়োঽপ্সু মজ্জেদ্ বা বদেদ্ বা পতিতাদিভিঃ ॥১৪৫
অথবা যোষিতং গচ্ছেদনৃতৌ কামমোহিতঃ।
বদন্ত্যেষু নিমিত্তেষু কেচিদগ্নিবিনাশনম্ ১৪৬॥
আপস্তম্বস্য তন্নেষ্টমাত্মারূঢ়ঃ সদা শুচিঃ।
যস্য ভার্য্যা বিদূরস্থা পতিতা বা রজস্বলা ১৪৭॥
অনিষ্টা প্রতিকূলা বা তস্যাঃ প্রতিনিধৌ ক্রিয়া।
অন্যে কুশময়ীং পত্নীং কৃত্বা তু প্রতিরূপিকাম্ ১৪৮॥
কেচিচ্ছরময়ীং পত্নীং নিত্যকর্মণি কারয়েৎ।
হোমার্থং গোঘৃতং গ্রাহ্যং তদলাভে তু মাহিষম্ ১৪৯॥
আজং বা তদলাভে তু সাক্ষাৎ তৈলং গ্রহিষ্যতে।
যঃ শূদ্রাদধিগম্যার্থমগ্নিহোত্রং করোতি চেৎ ১৫০॥
দাতা তৎফলমাপ্নোতি কর্ত্তা তু নরকং ব্রজেৎ।
ঋত্বিজস্তে হি শূদ্রাঃ স্যুর্ব্রহ্মবাদিষু গর্হিতাঃ ১৫১॥

কিন্তু তিল সম্বন্ধে তাহার অর্দ্ধেক হইবে এবং ঘৃত সম্বন্ধে তাহারও অর্দ্ধেক হইবে। আত্মারূঢ় ব্যক্তি পতিতাদির সহিত কথা বলিলে অথবা কামমোহিত হইয়া অনৃতুতে স্ত্রী-সংসর্গ করিলে এবং এই সকল নিমিত্ত ঘটিলে জলে অবগাহন-স্নান করিবেন। কেহ কেহ বলেন, তখন অগ্নি বিনাশ হইবে। কিন্তু আপস্তম্বের মতে তাহা হয় না, কারণ আত্মারূঢ় ব্যক্তি সর্ব্বদাই শুচি থাকেন। যাহার ভার্য্যা দূরে অবস্থিতা আছে অথবা পতিতা হইয়াছে এবং রজস্বলা অনিষ্টা বা প্রতিকূলা হইয়াছে, তাদৃশ স্ত্রীর পক্ষে প্রতিনিধিতে কার্য্য করিতে হয়। অন্যেরা বলেন, এতাদৃশস্থলে স্ত্রীর প্রতিরূপিকা কুশময়ী পত্নী করিয়া কার্য্য করিবে। ১৪৪-৪৮

কেহ কেহ বলেন, এতাদৃশস্থলে নিত্যকর্ম্মেতে শরময়ী পত্নী নির্ম্মাণ করাইবে। হোমের জন্য গব্য-ঘৃত গ্রহণ করিবে; তাহা সংগ্রহ করিতে না পারিলে মাহিষ্য-ঘৃত অথবা আজ-(ছাগ) ঘৃত গ্রহণ করিবে। তাহাও সংগ্রহ না হইলে সাক্ষাৎ তৈল গ্রহণ করিবেন। যদি কোন দ্বিজ শূদ্রের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া

মেরু-মন্দরতুল্যানি বাজপেয়শতানি চ।
কন্যাকোটিপ্রদানঞ্চ সমং সাময়িকাহুতেঃ ॥১৫২
কৃতদারো ন বৈ তিষ্ঠেৎ ক্ষণমপ্যগ্নিনা বিনা।
তিষ্ঠেত চেদ্ দ্বিজো ব্রাহ্মং ত্যক্ত্বা তু পতিতো ভবেৎ ॥১৫৩॥
সমিধাত্মসমারূঢ়ো দ্বিকালমহুতস্তথা।
ধারণাগ্নিশ্চতুর্বারং স বহ্নির্লৌকিকো ভবেৎ ১৫৪॥
আরোপিতাগ্নেঃ সমিধস্তু নাশে
সীমাদিলঙ্ঘে চ পরাগ্নিবেশাৎ।
আয়শ্চ মন্ত্রেণ চতুর্গৃহীত্বা
তেনৈব মন্ত্রেণ সকৃজ্জুহোতি ১৫৫॥
ব্রহ্মযজ্ঞে জপেৎ সূক্তং পৌরুষং চিন্তয়ন্ হরিম্।
স সর্বান্ জপতে বেদান্ সাঙ্গোপাঙ্গবিধানতঃ ॥১৫৬
বেদাক্ষরাণি যাবন্তি নিযুঞ্জ্যাদর্থকারণাৎ।
তাবতীং ব্রহ্মহত্যাং বৈ বেদবিক্রয্যপ্নুয়াৎ ॥১৫৭

প্রখ্যাপনং প্রাধ্যয়নং প্রশ্নপূর্বং প্রতিগ্রহঃ।
যাজনাধ্যাপনে বাদঃ ষড়্‌বিধো বেদবিক্রয়ঃ ১৫৮॥
আরবারে চ শৌক্রে চ মন্বাদিষু যুগাদিষু।
নাহরেত্তুলসীপত্রং মধ্যাহ্নাৎ পরতস্ততঃ ॥১৫৯
সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং নিশি-সন্ধ্যয়োঃ।
তুলসীং যে বিচিন্বন্তি তে কৃন্তন্তি হরেঃ শিরঃ ১৬০॥
তীর্থে পাপং ন কুর্বীত ন কুর্য্যাচ্চ প্রতিগ্রহম্।
দুর্জ্জরং পাতকং তীর্থে দুর্জ্জরশ্চ প্রতিগ্রহঃ ১৬১॥
ঋতামৃতাভ্যাং জীবেন মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন ॥১৬২
যো রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্যৈব শোচিতব্যে প্রহৃষ্যতি।
ন জানাতি কিলাত্মানং বিষ্ঠাকূপে নিপাতিতম্ ১৬৩॥
তৃণং বা যদি বা কাষ্ঠং মূলং বা যদি বা ফলম্।
অনাপৃষ্ট্বৈব গৃহ্ণীয়াদ্ধস্তচ্ছেদনমর্হতি ॥১৬৪

অগ্নিহোত্রযাগ করে, তবে অর্থদানকারী শূদ্র সেই যাগের ফল লাভ করে এবং যাগকর্ত্তা দ্বিজ নরকে গমন করে—যেহেতু যাগকারী সেই ঋত্বিক্‌গণ শূদ্রতুল্য এবং ব্রহ্মবাদি-বিপ্রগণের মধ্যে তাহারা নিন্দিত হন। সুমেরুপর্ব্বত বা মন্দর পর্ব্বতের তুল্য দান করিলে যে ফল হয়, সাময়িক আহুতিপ্রদানেও সেইরূপ ফল হয়। শত বাজপেয় যজ্ঞ করিলে বা কোটি কন্যাদান করিলে যে ফল হয়, সাময়িক আহুতি প্রদান করিলেও সেইরূপ ফল হয় ।১৪৯-১৫২

দ্বিজ দারগ্রহণ করার পর ক্ষণমাত্রও অগ্নিহীন হইয়া থাকিবে না। বেদ পরিত্যাগ করিয়া যদি দ্বিজ ক্ষণমাত্রও থাকে, তবে সে পতিত হয় ।১৫৩

সমিধ্ দ্বারা যে অগ্নি আত্মসমারূঢ় ও দুইকাল যাহাতে হোম করা হয় না এবং চারিবার ধারণ করা হইয়াছে যে অগ্নি, তাহাকে লৌকিক অগ্নি বলা হয় ।১৫৪

অগ্নিস্থাপন করার পর তাহার সমিধ্ নাশপ্রাপ্ত হইলে এবং সীমাদি লঙ্ঘন করিলে বা পরাগ্নিবেশ (কুণ্ড) হইতে "অয়াশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রে চারিবার গ্রহণ করিয়া সেই মন্ত্র দ্বারাই একবার হোম করিবে ।১৫৫

ব্রহ্মযজ্ঞে মনে মনে হরিকে চিন্তা করত পুরুষসূক্ত জপ করিবে। এরূপ করিলে সে বিধি অনুসারে সাঙ্গোপাঙ্গ সকল বেদ জপ করার ফললাভ করিবে। অর্থের নিমিত্ত যতগুলি বেদাক্ষর নিয়োগ করিবে, বেদ-বিক্রয়ী ব্যক্তি ততগুলি ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপ প্রাপ্ত হইবে ।১৫৬-৫৭

প্রখ্যাপন অর্থাৎ প্রচার করা, প্রাধ্যয়ন (প্রকৃষ্ট অধ্যয়ন), প্রশ্নপূর্ব্বক প্রতিগ্রহ, যাজন, অধ্যাপন ও বাদ এই ছয় প্রকার বেদবিক্রয় জানিবে ।১৫৮

মঙ্গলবার ও শুক্রবারে, মন্বাদি ও যুগাদিতে তুলসীপত্র আহরণ করিবে না, এবং মধ্যাহ্নের পরে তুলসীপত্র আহরণ করিবে না। সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও দ্বাদশীতিথিতে এবং রাত্রি ও সন্ধ্যাকালে যাহারা তুলসীপত্র চয়ন করে, তাহারা হরির শিরশ্ছেদনতুল্য পাপ সঞ্চয় করে ।১৫৯-৬০

তীর্থক্ষেত্রে কখনও পাপ করিবে না এবং তীর্থক্ষেত্রে কখনও প্রতিগ্রহ করিবে না। কারণ তীর্থে পাপ করিলে তাহা দুস্তর ও প্রতিগ্রহ করিলে তাহা দুর্জর হইয়া যায় ।১৬১

ঋত ও অমৃত দ্বারা জীবনধারণ করিবে অথবা

বানস্পত্যং মূল-ফলং দার্বগ্ন্যর্থং তৃণানি চ।
তৃণঞ্চ গোভ্যো গ্রাসার্থমস্তেয়ং মনুরব্রবীৎ ॥১৬৫
ভ্রূণ হত্যাং বাধু্র্ষিঞ্চ তুলায়াং সমতোলয়ন্।
প্রতিষ্ঠদ্ভ্রূণহা কোট্যাং বাধু্র্ষিং সমকম্পত ॥১৬৬
অযাচিতাহৃতং গ্রাহ্যমপি দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ।
অন্যত্র কুলটা-ষণ্ঢ-পতিতেভ্যংস্তথা দ্বিষঃ।
মহাপাতকিনশ্চৌরাদম্বষ্ঠাদ্বিগ্নজস্তথা।
মৃগয়োঃ পিশুনাচ্চৈব নাদদ্যাদাহৃতং দ্বিজঃ ॥১৬৭
কুলটা-ষণ্ঢ-পতিত-বৈরিভ্যঃ কাকিণীমপি।
উদ্যতামপি গৃহ্ণীয়াদাপদ্যপি কদা চ ন ॥১৬৮
পরার্থে তিলহোতারং পরার্থে মন্ত্রজাপিনম্।
মাতাপিত্রোরপোষ্টারং দৃষ্ট্বা চক্ষুর্নিমীলয়েৎ ॥১৬৯
কুক্কুট-শ্বান-মর্জারান্ পোষয়ন্তি দিনত্রয়ম্।
ইহ জন্মনি শূদ্রত্বং মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে ॥১৭০
পরহিংসারতাঃ ক্রূরাঃ পরদারপরায়ণাঃ।
পরদ্রব্যাপহারিণশ্চণ্ডালা যে চ নির্দ্দয়াঃ ॥১৭১
নগরে পট্টণে বাপি দ্বাদশাব্দস্ত যো বশেৎ।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥১৭২
রাজাশ্রয়েণ যো মর্ত্ত্যো দ্বাদশাব্দং বসেদ্ যদি।
জীবন্নেব ভবেচ্ছূদ্রো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥১৭৩
অনৃতাৎ স্বসমুৎকর্ষো রাজগামি চ পৈশুনম্।
গুরোশ্চালীকনির্বন্ধঃ সমানি ব্রহ্মহত্যয়া ॥১৭৪
যস্মিন্ দেশে যদা কালে যন্মুহূর্ত্তে চ যদ্দিনে।
হানির্বৃদ্ধির্যশোলাভঃ তত্তথা ন তদন্যথা ॥১৭৫

মরণতুল্য কষ্টভোগ করিয়াও জীবনধারণ করিবে অথবা সত্য-মিথ্যামিশ্রভাবে জীবনধারণ করিবে তথাপি শ্ববৃত্তি অর্থাৎ দাসত্ববৃত্তিদ্বারা কখনও জীবনধারণ করিবে না। যে ব্যক্তি রাজার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিয়া শোচ্য বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করে, সে জানে না যে নিজেকে বিষ্ঠাকূপে নিপাতিত করিয়াছে।১৬২-৬৩

পরের স্বত্ববিশিষ্ট কোন জিনিষ—তাহা তৃণই হোক্ বা কাষ্ঠই হোক্, মূল বা ফল যাহাই হোক্—জিজ্ঞাসা না করিয়া গ্রহণ করিলেই তাহার হস্ত ছেদন করিতে হয়। বৃক্ষের ফলমূল, অগ্নির জন্য তৃণ-কাষ্ঠ, গরুর ঘাসের জন্য তৃণ না বলিয়া গ্রহণ করিলেও তাহা চুরি হয় না—ইহা মনু বলিয়াছেন।১৬৪-৬৫

ভ্রূণহত্যাপাপ ও বাধু্র্ষি অর্থাৎ বৃদ্ধিজীবী (সুদখোর) এই উভয়কে তুলাদণ্ডে সমভাবে ওজন করিলে ভ্রূণহত্যাপাপ কোটিগুণ হইয়া বাধু্র্ষির সমান হইতে পারে।১৬৬

কোন দুষ্কৃতকারী ব্যক্তির নিকট হইতে অযাচিতভাবে কোন বস্তু আসিলে তাহা গ্রহণ করিবে। কিন্তু কুলটা, ষণ্ঢ (ক্লীব) ও পতিতের নিকট হইতে বা শত্রুর নিকট হইতে কোন বস্তু অযাচিতভাবে আসিলে গ্রহণ করিবে না। দ্বিজ মহাপাতকী, চোর, অম্বষ্ঠ, ভিষক্, ব্যাধ ও খল ইহাদের নিকট হইতে আহৃত কোন বস্তু কখনও গ্রহণ করিবে না। স্বয়ং দান করিতে ইচ্ছা করিলেও কুলটা, ষণ্ঢ, পতিত ও শত্রুর নিকট হইতে আপৎকালেও কদাচ কাকিণী (পাঁচগণ্ডা কড়ি) পরিমাণও গ্রহণ করিবে না। যে পরের জন্য তিলহোম করে এবং পরের জন্য মন্ত্রজপ করে কিন্তু মাতাপিতাকে পোষণ করে না, তাহাকে দেখিয়া চক্ষু নিমীলিত করিবে।১৬৭-৬৯

যে দ্বিজ মুরগী, কুকুর ও বিড়াল তিনদিন পোষণ করে, সে ইহজন্মে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং মৃত্যুর পর কুকুরযোনিতে জন্মলাভ করে।১৭০

যাহারা পরের হিংসায় রত, ক্রূর, পরের স্ত্রীতে আসক্ত, পরদ্রব্যাপহরণকারী ও নির্দ্দয়, তাহাদের চাণ্ডাল বলিয়াই জানিবে। কোন নগরে (শহরে) বা বন্দরে যিনি বারবছর বসবাস করেন, তিনি জীবিতাবস্থায় বংশের সহিত শীঘ্রই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।১৭১-৭২

যে মানুষ বারবছর পর্য্যন্ত রাজাশ্রয়ে বাস করেন; তিনি জীবিতাবস্থায় শূদ্রতুল্য হইয়া থাকেন—এ বিষয়ে আর বিচার করিবার কিছু নাই। মিথ্যা আচরণে যাহার সমুৎকর্ষ ঘটিয়াছে, যাহার নৃশংসতা রাজগামিনী এবং গুরুজনের নিকটে যিনি অলীক নির্বন্ধ প্রকাশ করেন, তাহার পাপ ব্রহ্মহত্যা-পাপের সমান জানিবে। ১৭৩-৭৪

যে দেশে, যে কালে, যে মুহূর্ত্তে যেদিনে যাহার

অজ্ঞাত্বা ধর্মশাস্ত্রাণি প্রায়শ্চিত্তং বদন্তি যে।
তৎপাপং শতধা ভূত্বা তদ্বক্তৃ মধিগচ্ছতি ॥১৭৬
চত্বারো বা ত্রয়ো বাপি যদ্ ব্রূয়ুর্বেদপারগাঃ।
স ধর্ম ইতি বিজ্ঞেয়ো নেতরস্তু সহস্রশঃ ॥১৭৭
যে পঠন্তি দ্বিজা বেদং পঞ্চযজ্ঞরতাশ্চ যে।
ত্রৈলোক্যং তারয়ন্ত্যেতে পঞ্চেন্দ্রিয়রতা অপি ॥১৭৮
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্মময়ো মৃগঃ।
ব্রাহ্মণশ্চানধীয়ানস্ত্রয়স্তে নামধারকাঃ ॥১৭৯
সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্।
যাজনাধ্যাপনাদীনাং ন তু শয্যাসনাশনাৎ ॥১৮০
সর্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি সম্প্রাপ্তে তু কলৌ যুগে।
নানুতিষ্ঠন্তি বেদোক্তং পাষণ্ডোপহতা জনাঃ ॥১৮১

যেরূপ হানি, বৃদ্ধি ও যশোলাভ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার সেইরূপই হয়, তাহার কখনও অন্যথা হয় না।১৭৫

ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান না জানিয়া যাহারা প্রায়শ্চিত্তের বিধান বলেন, প্রায়শ্চিত্তকারীর সেই পাপ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত-প্রবক্তার মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ তাদৃশ পাপভাগী হয়। তিনজন বা চারিজন বেদপারগ ব্রাহ্মণ একমত হইয়া যাহা বলেন, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। শাস্ত্রানভিজ্ঞ সহস্রব্যক্তি তদ্‌বিপরীত বলিলেও তাহা ধর্ম্ম নয়।১৭৬-৭৭

যে দ্বিজগণ নিত্য বেদপাঠ করেন এবং যাঁহারা ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ এই পঞ্চ যজ্ঞে নিরত থাকেন, তাঁহারা চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়-রত হইয়াও ত্রিলোকতারণ করেন।১৭৮

কাষ্ঠনির্মিত হস্তী ও চর্ম্মনির্মিত মৃগ যেরূপ নামধারকমাত্র হইয়া থাকে, হস্তী বা মৃগের কাজ সে কিছুই করিতে পারে না, সেইরূপ যে ব্রাহ্মণ নিত্য বেদ অধ্যয়ন করেন না, তিনিও ব্রাহ্মণনামধারকমাত্রই হইয়া থাকেন, ব্রাহ্মণের কার্য্য তিনি করিতে পারেন না।১৭৯

যে ব্যক্তি অজ্ঞানতঃ পতিতের সহিত সংবৎসর পর্য্যন্ত এক শয্যায় শয়ন, এক আসনে উপবেশন, এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজনরূপ লঘুসংসর্গের আচরণ করেন, তিনিও পতিত হন। যাজনাধ্যাপনাদি গুরুতর সংসর্গের

ষষ্ঠ্যষ্টমী হরিদিনং দ্বাদশী চ চতুর্দশী।
পর্বদ্বয়ঞ্চ সংক্রান্তিঃ শ্রাদ্ধাহো জন্মতারকাঃ ॥১৮২
শ্রবণব্রতকালশ্চ বিশেষদিবসাস্তথা।
এতে কালা নিষিদ্ধাঃ স্যুর্ভদ্রে মৈথুনকর্মণি ॥১৮৩
কৃতে সম্ভাষ্য পততি ত্রেতায়াং দর্শনেন তু।
দ্বাপরে ত্বন্নমাদায় কলৌ পততি কর্মণা ॥১৮২
চতুর্দশ্যষ্টমী চৈব হ্যামাবাস্যা তু পূর্ণিমা।
সর্বাণ্যেতানি বিপ্রেন্দ্রা রবিসংক্রান্তিরেব চ ॥১৮৫
অর্থার্থী যানি কর্মাণি করোতি কৃপণো জনঃ।
তান্যেব যদি ধর্মার্থং কুর্বন্ কো দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥১৮৬
চৈত্যবৃক্ষং চিতাধূমং চাণ্ডালং বেদবিক্রয়ম্।
অজ্ঞানাৎ স্পৃশতে যস্তু সচেলো জলমাবিশেৎ ॥১৮৭

জ্ঞানতঃ একবার আচরণেই কিন্তু পাতিত্য হয়, সংবৎসর পর্য্যন্ত আচরণ করিতে হয় না।১৮০

কলিযুগ আসিয়া উপস্থিত হইলে সকল বর্ণই বেদের কথা বলিবে, কিন্তু পাষণ্ডোপহত ব্যক্তিগণ কেহই বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না।১৮১

ষষ্ঠী, অষ্টমী, একাদশী, দ্বাদশী ও চতুর্দ্দশীতিথি, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা এই পর্বদ্বয়, সংক্রান্তি, শ্রাদ্ধদিন, জন্মনক্ষত্র ও শ্রবণানক্ষত্রযুক্তব্রতকাল এবং বিশেষ উৎসবদিন, এই সকল কাল শুভ মৈথুনকর্ম্মে নিষিদ্ধ জানিবে।১৮২-৮৩

সত্যযুগে পাপীর সহিত সম্ভাষণ করিয়া পতিত হয়, ত্রেতাযুগে পাপীর দর্শনের দ্বারা পতিত হয়। দ্বাপরযুগে পাপীর অন্নগ্রহণ করিয়া এবং কলিযুগে পাপকর্ম্মের দ্বারা পতিত হয়।১৮৪

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা রবিবার এবং সংক্রান্তি—ইহাদিগকে পর্ব্ব বলিয়া জানিবে। কৃপণ ব্যক্তি অর্থার্থী হইয়া যে সকল কর্ম্ম করে, সেই সকল কর্ম্ম যদি ধর্ম্মের জন্যই করা হয়, তবে দুঃখভাগী কে হইবে।১৮৫-৮৬

চৈত্যবৃক্ষ, চিতাধূম, চণ্ডাল ও বেদবিক্রয়কারীকে অজ্ঞানতঃ যিনি স্পর্শ করেন, তিনি স্নান করিবার জন্য সবস্ত্র জলে প্রবেশ করিবেন। ইক্ষুদণ্ড, জল, ফল, মূল,

ইক্ষূনপঃ ফলং মূলং তাম্বুলং পয় ঔষধম্
বিক্রয়িত্বাপি কর্ত্তব্যা স্নানদানাদিকা ক্রিয়া ॥১৮৮
শ্রুতি-স্মৃতী মমৈবাজ্ঞা যস্তামুল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্রোহী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ ১৮৯
বিষ্ণুনা তু পুরা গীতমেবং তত্তু ময়েরিতম্।
শ্রুতি-স্মৃতী তু বিপ্রাণাং চক্ষুষী দ্বে বিনির্মিতে ॥১৯০
কাণস্তত্রৈকয়া হীনো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্তিতঃ।
চর্মখণ্ডনভক্ষাণাং শুনাঘ্রাতমরোচকম্ ॥১৯১
পাপপূরিতদেহানাং ধর্মশাস্ত্রমরোচকম্।
অহেরিব ঋণাদ্ভীতঃ সম্মানান্মরণাদিব ॥১৯২
কুণপাদিব চ স্ত্রীভ্যঃ তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
শান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্॥১৯৩
তমগ্র্যং ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ব্রাহ্মণস্য চ দেহোঽয়ং নোপভোগায় কল্পতে ॥১৯৪

তাম্বুল, দুগ্ধ ও ঔষধ এই সমস্ত জিনিষ বিক্রয় করিয়াও স্নান-দানাদি ক্রিয়া করিবে।১৮৭-৮৮

শ্রুতি ও স্মৃতির বিধান—আমার আজ্ঞা বলিয়া জানিবে। যিনি এই শ্রুতি ও স্মৃতিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কর্ম্মান্তরে বর্ত্তমান থাকেন, তিনি আমার ভক্ত হইলেও আজ্ঞাচ্ছেদকারী ও আমার প্রতি দ্রোহী হন; তিনি বৈষ্ণব নন।১৮৯

শ্রুতি ও স্মৃতি বিপ্রগণের দুইটি চক্ষুস্বরূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাকালে ভগবান্ বিষ্ণু তাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের এরূপই মত—তাহা বলিলাম।১৯০

চক্ষুস্বরূপ শ্রুতি ও স্মৃতি এই দুইটির মধ্যে একটি হীন হইলে তাহাকে কাণ এবং দুইটিই হীন হইলে তাহাকে অন্ধ বলিয়া জানিবে। চর্ম্মখণ্ড-ভক্ষণকারী কুকুরের আঘ্রাত দ্রব্য যেরূপ গ্রহণের অযোগ্য, পাপপূর্ণ দেহধারী ব্যক্তিগণও সেইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রগ্রহণের অযোগ্য। ঋণকে যে সাপের মত ভয় করে, সম্মানকে যে মরণের মত ভয় করে এবং স্ত্রীগণকে যে পূতিগন্ধময় দ্রব্যের মত ভয় করে, দেবতাগণ তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবেন। শান্ত, তপস্যাজনিত ক্লেশসহনে ক্ষম, জিতক্রোধ, জিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করি। ইহা ছাড়া অন্য ব্রাহ্মণকে শূদ্রতুল্য জানিবে। কারণ, ব্রাহ্মণের দেহ উপভোগের জন্য কল্পিত হয় নাই।১৯১-৯৪

ইহ ক্লেশায় মহতে প্রেত্যানন্তসুখায় চ।
দর্শে তিলোদকং দদ্যাচ্ছুষ্কবাসা জলাদ্ বহিঃ ॥১৯৫
আর্দ্রবস্ত্রো যদি তদা নিরাশাঃ পিতরো গতাঃ।
শিলাতলে পটে পত্রে রোমস্থানেষু কুত্রচিৎ ॥১৯৬
তে তিলাঃ কৃমিতুল্যাঃ স্যুস্তত্তোয়ং রুধিরং ভবেৎ।
অঙ্গুষ্ঠোদরমূলে তু তিলান্নিক্ষিপ্য তর্পয়েৎ।
তে তিলা মেরুতুল্যাঃ স্যুস্তত্তোয়ং সাগরোপমম্ ॥১৯৭
পানীয়মপ্যত্র তিলৈর্বিমিশ্রং
দদ্যাৎ পিতৃভ্যঃ প্রযতো মনুষ্যঃ।
শ্রাদ্ধং কৃতং তেন সমা সহস্রং
রহস্যমেতৎ পিতরো বদন্তি ॥১৯৮
মাসিকে চ সপিণ্ডে চ প্রতি সংবৎসরে তথা।
ব্যর্থং ভবতি তচ্ছ্রাদ্ধং বাসুদেবং বিনা কৃতম্ ॥১৯৯

ইহলোকে ব্রাহ্মণের দেহ মহৎক্লেশভোগের নিমিত্ত এবং পরলোকে অনন্তসুখের নিমিত্ত জানিবে। অমাবস্যা তিথিতে জল হইতে উঠিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া তিলতর্পণ করিবে।১৯৫

অমাবস্যা তিথিতে ভিজা কাপড় পরিয়া যদি তিল-তর্পণ করা যায়, তবে পিতৃগণ নিরাশ হইয়া চলিয়া যান। শিলাতলে, পটে, পত্রে বা লোমযুক্ত কোন স্থানে তর্পণের তিল রাখিলে সেই তিলসমূহ কৃমি তুল্য হয়; তাহা দ্বারা তর্পণ করিলে তর্পণের জল রুধিরতুল্য হইবে। অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশে উদরাংশে তিল রাখিয়া তর্পণ করিবে, (কারণ) সেই তিল মেরুতুল্য হয় এবং সেইতিলযুক্ত জল সাগরজলের তুল্য হয়।১৯৬-১৯৭

মনুষ্য তর্পণকালে সংযত হইয়া তিলের সহিত মিশ্রিত পানীয় জল পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দান করিবে, তাহা দ্বারা সহস্র বৎসর শ্রাদ্ধ করার ফলের সমান ফল লাভ

জপস্তপঃ শ্রাদ্ধকর্ম স্বাধ্যায়াদিকমেব চ।
ব্যর্থং ভবতি তৎসর্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্ ॥২০০
শ্রাদ্ধং কৃত্বা পরদিনে ন দ্বিজান্ ভোজয়েদ্ যদি।
তচ্ছ্রাদ্ধমাসুরং লোকে প্রবদন্তি বিপশ্চিতঃ ॥২০১
শ্রাদ্ধং কৃত্বা পরদিনে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ যদি।
দেবাশ্চ পিতরস্তুষ্টাঃ কর্তুঃ কুর্বন্তি সম্পদঃ ॥১০২
শ্রাদ্ধে পাকমুপক্রম্য নান্দীশ্রাদ্ধং বিবাহকে।
ব্রতং চরতি সঙ্কল্পে সূতকং তু ন দোষকৃৎ ॥২০৩
শ্রাদ্ধে তু বিকিরং দত্ত্বা নাচামেন্মতিবিভ্রমাৎ।
পিতরস্তস্য ষণ্মাসং চাণ্ডালোচ্ছিষ্টভোজনাঃ ॥২০৪
সহোদরাণাং পুত্রাণাং পিতুরেকদিনে তথা।
শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণং বর্জ্যং ক্ষুরকর্ম তথৈব চ ॥২০৫

বিধুরঞ্চ যতিং চৈব সগোত্রং ব্রহ্মচারিণম্।
দেবার্থে বরয়েদ্ বিদ্বান্ ন পিত্রর্থে কদাচন ॥২০৬
বাসাংসি বাসসী বাসো যো দদাতি পিতুর্দিনে।
তন্তুসংখ্যাতবর্ষেণ দেবলোকে মহীয়তে ॥১০৭
অভিসর্জ্জনহীনং তু যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ।
তদন্নং মাংসসদৃশং তদ্ রসং সুরয়া সমম্ ॥২০৮
উদক্যায়াঃ পতিং তাবৎ সূতিকায়াঃ পতিং তথা।
ভাণ্ডস্পর্শনপর্য্যন্তং পৈতৃকে বর্জয়েৎ সুধীঃ ॥২০৯
বিভক্তা ভ্রাতরঃ সর্বে স্ব-স্বার্জিতধনাঃ শনৈঃ।
দর্শাব্দিকং তথা পিত্রোঃ শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ পৃথক্ পৃথক্ ॥২১০

করিবে। তিলতর্পণের এই রহস্য পিতৃগণ বলিয়াছেন। মাসিকশ্রাদ্ধে, সপিণ্ডীকরণে এবং প্রতিসংবৎসর-কর্ত্তব্য সাংবৎসরিকশ্রাদ্ধে বাসুদেবের পূজা না করিয়া যদি কার্য্য করা হয়, তবে সেই শ্রাদ্ধ বিফল হয়।১৯৮-৯৯

উর্দ্ধপুণ্ড্র না করিয়া যদি জপ, তপস্যা, শ্রাদ্ধকর্ম্ম বা বেদপাঠাদি বিহিত কর্ম্ম করা যায়, তবে সেই সমস্ত কর্ম্মই ব্যর্থ হয়।২০০

শ্রাদ্ধ করিয়া পরদিন যদি ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান না হয়, তবে সেই শ্রাদ্ধ ইহলোকে আসুর অর্থাৎ অসুরভোগ্য হইয়া থাকে—বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ এরূপ বলেন। শ্রাদ্ধ করিয়া পরদিন যদি ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান যায়, তবে দেবতাগণ ও পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।২০১-২০২

শ্রাদ্ধকর্ম্মে শ্রাদ্ধের পাক আরম্ভ হইলে, বিবাহকার্য্যে নান্দীশ্রাদ্ধ হইলে এবং ব্রতাচরণ-বিষয়ে ব্রতের সঙ্কল্প হইয়া গেলেই কার্য্য আরম্ভ করা হইল। কার্য্য আরম্ভ হইলে পর অশৌচ উৎপন্ন হইলেও তাহাতে দোষ হইবে না; তখন সেই কার্য্য করা যাইতে পারে। শ্রাদ্ধে বিকির দান করিয়া অশুচি আশঙ্কায় আচমন করিবে না। বুদ্ধিবিভ্রমবশতঃ তখন আচমন করিলে তাহার পিতৃগণ ছয়মাস চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া থাকে। সহোদর পুত্রগণের ও পিতার একদিনে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ বর্জ্জন করিবে এবং একদিনে ইহাদের ক্ষুরকর্ম্মও বর্জ্জন করিবে।২০৩-৫

দুরবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে যতি, সগোত্র ও ব্রহ্মচারীকে জ্ঞানীব্যক্তি দেবতার্থে বরণ করিতে পারেন, কিন্তু পিত্রর্থে কখনও ইহাদিগকে বরণ করিবেন না। যে ব্যক্তি পিতৃ-শ্রাদ্ধ দিনে তিনখানা, দুইখানা বা একখানা বস্ত্র দান করেন, তিনি বস্ত্রে যে পরিমাণ সূত্রসংখ্যা আছে তত বৎসর দেবলোকে পূজিত হন।২০৬-৭

যে ব্যক্তি দানহীন শ্রাদ্ধ করে, তদীয় অন্ন মাংসসদৃশ হয় এবং রস মদ্যতুল্য হইয়া থাকে। সুধীব্যক্তি পিতৃ-শ্রাদ্ধে রজোমতী স্ত্রীর পতিকে এবং নবপ্রসূতা স্ত্রীর পতিকে ভাণ্ডস্পর্শ পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিবে।২০৮-৯

বিভক্ত ভ্রাতৃগণ সকলেই ধীরে ধীরে নিজ নিজ ধন অর্জ্জন করিয়া দর্শশ্রাদ্ধ এবং মাতাপিতার আব্দিক শ্রাদ্ধ পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে করিবে।২১০

সন্ন্যাসী, বহুভোজনকারী, বৈদ্য, বানপ্রস্থাশ্রমী, অজাত-সন্তানবিশিষ্ট ব্যক্তি ও বেদহীনব্যক্তি দান এবং শ্রাদ্ধ বর্জ্জন করিবে। স্নান, দান, জপ, হোম, বেদপাঠ, পিতৃকর্ম্ম ও দেবতার আরাধনা করার সময়ে ত্যাজ্য—দোষ থাকে না।২১১-১২

সন্ন্যাসী বহুভক্ষাশ্চ বৈদ্যো বৈখানসস্তথা।
গর্ব্ববান্ বেদহীনশ্চ দানং শ্রাদ্ধঞ্চ বর্জয়েৎ ॥২১১
স্নানে দানে জপে হোমে স্বাধ্যায়ে পিতৃকর্মণি।
দেবতারাধনে চৈব ত্যাজ্যদোষো ন বিদ্যতে ॥২১২
প্রত্যাব্দিকে শতং জপ্যং মাসিকে স্যাৎ দ্বিষট্ শতম্।
সপিণ্ডে ত্রিসহস্রং স্যাচ্ছ্রাদ্ধে ত্রিংশসহস্রকম্ ॥২১৩
মাসিকে পক্ষমেকং স্যাদাব্দিকে চ তদর্দ্ধকম্।
একোদ্দিষ্টে বৎসরং স্যাৎ ষণ্মাসং তু সপিণ্ডনে ॥২১৪
মহালয়ে ত্রিরাত্রং স্যাচ্ছ্রাদ্ধে ত্বাকালিকং ভবেৎ।
শ্রাদ্ধান্নং তিলহোমঞ্চ দূরযাত্রাং প্রতিগ্রহম্ ॥২১৫
সিন্ধুস্নানং গয়াশ্রাদ্ধং বচনং শবধারণম্।
পর্বতারোহণং চৈব গর্ভকর্তা তু বর্জয়েৎ ॥২১৬
গর্ভকর্তা তু যো বিপ্রো ষণ্মাসাভ্যন্তরে যদি।
শ্রাদ্ধান্নাদীনি কুর্বাণো ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি ॥২১৭

মধ্যন্দিনে দৃঢ়াঙ্গো যঃ স্নানং ত্যক্ত্বার্চয়েদ্ধরিম্।
বৈশ্বদেবঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ স গুল্মব্যাধিপীড়িতঃ ॥২১৮
পিতরস্তত্র মোদন্তে গীয়ন্তে চ পিতামহাঃ।
প্রপিতামহাশ্চ নৃত্যন্তি শ্রোত্রিয়ে গৃহমাগতে ॥২১৯
দেশান্তরে দুরন্নানাং প্রায়শ্চিত্তদ্বয়ং স্মৃতম্।
সমুদ্রগানদীস্নানং শিষ্টাগারেষু ভোজনম্ ॥২২০
অনাচারস্য বিপ্রস্য পতিতান্নং যতেস্তথা।
শূদ্রান্নং বিধবান্নঞ্চ শ্বমাংসসদৃশং ভবেৎ ॥২২১
যো মোহাদথবালস্যাৎ কৃত্বা শ্রীকেশবার্চনম্।
অনৃতং মদ্যগন্ধঞ্চ দিবাস্বাপঞ্চ মৈথুনম্।
পুনাতি বৃষলস্যান্নং সায়ং সন্ধ্যা বহির্জলে ॥২২৩
স্নানং সন্ধ্যাং জপং হোমং স্বাধ্যায়ং পিতৃতর্পণম্।
দেবতারাধনং চৈব বৈশ্বদেবং যথাবিধি।
ন কুর্য্যাদ্ যদি মোহেন স চণ্ডালো ন সংশয়ঃ ॥২২৪
ইতি বাধূলস্মৃতিঃ সমাপ্তা ॥

প্রত্যাব্দিক শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে শত গায়ত্রী জপ করিবে। মাসিক শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে বারশত জপ, সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে তিনহাজার জপ এবং আদ্যশ্রাদ্ধে ভোজন করিলে ত্রিশহাজার গায়ত্রী জপ করিবে। মাসিক শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে একপক্ষ অশৌচ হয়, আব্দিক শ্রাদ্ধে ভোজনদ্বারা তাহার অর্দ্ধেক আটদিন, একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে একবৎসর এবং সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধে ভোজনদ্বারা ছয়মাস অশৌচ হয়। মহালয় শ্রাদ্ধে ভোজনে তিনরাত্রি ও আদ্যশ্রাদ্ধে ভোজন করিলে আকালিক অশৌচ হয়। গর্ভিণী স্ত্রীর পতি শ্রাদ্ধের অন্ন, তিলহোম, দূরদেশে যাত্রা, প্রতিগ্রহ, সমুদ্র-স্নান, গয়াশ্রাদ্ধ, মুণ্ডন, শববহন ও পর্ব্বতারোহণ—এ সকল কর্ম্ম বর্জ্জন করিবে।২১৩-২১৬

গর্ভিণীপতি (ব্রাহ্মণ) যদি ছয়মাস গর্ভমধ্যে শ্রাদ্ধে অন্ন-ভোজনাদি নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে, তবে শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। দৃঢ়াঙ্গ (সুস্থ) ব্রাহ্মণ মধ্যাহ্নে স্নান না করিয়া যদি হরির অর্চ্চনা করে এবং বৈশ্বদেব-বলিকার্য্য করে, তবে সে গুল্মব্যাধি দ্বারা প্রপীড়িত হয়।২১৭-১৮

বেদাধ্যায়ী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ গৃহে আসিলে তখন পিতৃগণ আনন্দিত হন, পিতামহগণ গান করিতে থাকেন এবং প্রপিতামহগণ নৃত্য করিতে থাকেন। দেশান্তরে দুষ্ট অন্নভোজনকারীর দুইটি প্রায়শ্চিত্ত জানিবে; তন্মধ্যে একটি সমুদ্রগা (গঙ্গাদি) নদীতে স্নান, অপরটি শিষ্টব্যক্তির গৃহে উপস্থিত হইয়া শিষ্টের প্রসাদ ভোজন।২১৯-২০

অনাচারী বিপ্রের অন্ন, পতিত ব্যক্তির অন্ন, যতির অন্ন, শূদ্রের অন্ন এবং বিধবার অন্ন কুকুরের মাংসের তুল্য জানিবে। যে ব্রাহ্মণ মোহবশতঃ অথবা আলস্যবশতঃ কেশবের অর্চ্চনা না করিয়া ভোজন করে, সে নরকে গমন করে, পরে কুকুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করে।২২১-২২

বাহিরে জলে নিত্য সায়ংসন্ধ্যা করিলে মিথ্যা বলা, মদের গন্ধ গ্রহণ, দিবানিদ্রা, মৈথুন ও বৃষলের অন্নভোজন করার পাপ হইতে পবিত্র হয়। নিত্য স্নান, সন্ধ্যা, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, পিতৃতর্পণ দেবতার আরাধনা ও বিধি অনুসারে বৈশ্বদেবকার্য্য যদি মোহবশতঃ কোন ব্রাহ্মণ না করে, তবে সে চণ্ডাল হয়—এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।২২৩-২৪

এই বাধূল-স্মৃতির বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।
ওঁ বাগ্দেবতায়ৈ নমঃ।

শ্রীভূতেশচন্দ্র তর্ক-স্মৃতি-তীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত-বাধূল-স্মৃতি সমাপ্ত

বৃদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ

পণ্ডিত—শ্রীযুক্তমাধবচন্দ্র-পঞ্চতর্কতীর্থকৃত-
বঙ্গভাষানুবাদসহিতা।

বৃদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ

শ্রীমাধবচন্দ্রপঞ্চতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

অথ পঞ্চসংস্কারপ্রতিপাদনবর্ণনম্।

অম্বরীষস্তু তং গত্বা হারীতস্যাশ্রমং নৃপঃ।
ববন্দে তং মহাত্মানং বালার্কসদৃশপ্রভম্ ॥১

সংস্পৃষ্টঃ কুশলস্তেন পূজিতঃ পরমাসনে।
উপবিষ্টস্ততো বিপ্রমুবাচ নৃপনন্দনঃ ॥২

ভগবন্! সর্বধর্ম্মজ্ঞ! তত্ত্ব-বেদবিদাম্বর!
পৃচ্ছামি ত্বাং মহাভাগ! পরমং ধর্মমব্যয়ম্ ॥৩

ব্রূহি বর্ণাশ্রমাণাস্তু নিত্যনৈমিত্তিকক্রিয়াঃ।
কর্তব্যা মুনিশার্দূল! নারীণাঞ্চ নৃপস্য চ ॥৪

স্বরূপং জীব-পরয়োঃ কথং মোক্ষপথস্য চ।
তৎপ্রাপ্তে সাধনং ব্রহ্মন্! বক্তুমর্হসি সুব্রত ॥৫

এবমুক্তস্তু বিপ্রর্ষিস্তেন রাজর্ষিণা তদা।
উবাচ পরমপ্রীত্যা নমস্কৃত্য জনার্দনম্ ॥৬

হারীত উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি সর্বং বেদোপবৃংহিতম্
যদুক্তং ব্রহ্মণা পূর্বং পৃচ্ছতো মম ভূপতে ॥৭

তদ্ব্রবীমি পরং ধর্মং শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসঃ।
সর্বেষামেব দেবানামনাদিঃ পুরুষোত্তমঃ ॥৮

ঈশ্বরস্তু স এবান্যে জগতো বিভুরব্যয়ঃ।
নারায়ণো বাসুদেবো বিষ্ণুর্ব্রহ্মাত্মনো হরিঃ ॥৯

স্রষ্টা ধাতা বিধাতা চ স এব পরমেশ্বরঃ।
হিরণ্যগর্ভঃ সবিতা গুণধৃঙ্ নির্গুণোঽব্যয়ঃ ॥১০

প্রথম অধ্যায়

মহারাজ অযোধ্যাধিপতি পরমবৈষ্ণব রাজর্ষি অম্বরীষ মহর্ষি হারীতের আশ্রমে গমন করত বালসূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন মহাত্মা মহর্ষিকে বন্দনা করিলেন।১

মহর্ষি রাজর্ষির কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতে উত্তম আসন দান করিলে রাজা তৎপ্রদত্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া মহর্ষিকে বলিলেন, ভগবন্! আপনি সমস্ত ধর্ম্মে অভিজ্ঞ এবং ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ মানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হে মহাভাগ! অবিনাশী শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি।২-৩

সমস্ত বর্ণ ও সমস্ত আশ্রমের নিত্য-নৈমিত্তিকাদি যে সব অনুষ্ঠান কর্ত্তব্যরূপে বিহিত আছে, তাহা এবং নারীধর্ম্ম ও রাজধর্ম্মসমূহের স্বরূপ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মোক্ষপথের স্বরূপ (পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একীভাবই জীবের মোক্ষ) এবং ঐ মুক্তিপথের সাধন-প্রণালী আপনি সানুগ্রহে তৎসমস্ত আমায় বলুন।৪-৫

রাজর্ষি অম্বরীষ ব্রহ্মর্ষির নিকট ইহা জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মর্ষি হারীত অতি প্রফুল্লমনে শ্রীভগবান্ জনার্দনকে প্রণাম করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।৬

নারায়ণ-স্বরূপ নির্ণয়।

হারীত বলিলেন—বেদে যাহা সবিস্তারে বর্ণিত আছে, তৎসমস্তই বলিতেছি,—আপনি শ্রবণ করুন। ইহা আমি পূর্ব্বে ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছি।৭

মদুক্ত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আপনি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন। অনাদি পুরুষোত্তম শ্রীহরিই সমস্ত দেবগণের আদি। অন্যে তাঁহাকে ঈশ্বর বলেন। তিনি অবিনাশী জগৎ-প্রভু। ইনিই নারায়ণ, ইনি বাসুদেব, ইনি বিষ্ণু,

পরমাত্মা পরংব্রহ্ম পরংজ্যোতিঃ পরাৎপরঃ।
ইন্দ্রঃ প্রজাপতিঃ সূর্য্যঃ শিবো বহ্নিঃ সনাতনঃ ॥১১
সর্ব্বাত্মকঃ সর্বসুহৃৎ সর্বভৃদ্ভূতভাবনঃ।
যমী চ ভগবান্ কৃষ্ণো মুকুন্দোঽনন্ত এব চ ॥১২
যজ্ঞো যজ্ঞোপতির্যজ্বা ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মণঃ পতিঃ।
স এব পুণ্ডরীকাক্ষঃ শ্রীশো নাথোঽধিপো মহান্ ॥১৩
সহস্রমূর্দ্ধা বিশ্বাত্মা সহস্রকরপাদবান্।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং হরেঃ ॥১৪
চতুর্ভিঃ শোভনোপায়ৈঃ সাধ্যোঽয়ং সুমহাত্মনঃ।
তুরীয়পদয়োর্ভক্ত্যা সসিদ্ধোঽয়মুদাহৃতঃ ॥১৫

ব্রহ্মস্বরূপ হরিও ইনিই। ইনি জগৎস্রষ্টা, জগৎবিধারক, জগৎপালক। ইনিই পরমেশ্বর। ইনি নির্গুণ অর্থাৎ গুণাতীত হইয়াও জগৎপালনাদি জন্য যখন স্বেচ্ছায় গুণাবলম্বনে সগুণ হন, তখন ইঁহাকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। তিনি অব্যয়, তিনিই জগতের সবিতা (স্রষ্টা)। ইনিই জগৎপ্রকাশক। ইনি অবিনাশী, নিত্য চিন্ময়স্বরূপ পরমাত্মা। ইনিই পরমব্রহ্ম, পরম জ্যোতিঃ, আবার হিরণ্যগর্ভ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ইনি ইন্দ্র, ইনি প্রজাপতি, ইনি সর্ব্বপ্রকাশক সূর্য্য, ইনি শিব, ইনি বহ্নি এবং ইনিই নিত্য পরমপুরুষ।৮-১১

সমস্তের স্বরূপ অন্তরাত্মা ইনি। ইনিই সকলের বন্ধু, সমস্ত জগৎ ইনিই ধারণ করিয়া আছেন। সৃষ্ট বস্তুনিচয়ের উৎপাদক ইনিই। ইনি সংযমের অবতার স্বয়ং যম। ইনিই শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ, ইনি অনন্ত এবং ইনিই পরম সুখদায়ক মুকুন্দ।১২

ইনি যজ্ঞ, ইনি যজ্ঞপুরুষ, ইনিই যাজক (ঋত্বিক্), ইনি ব্রহ্মণ্যদেব, ইনি ব্রহ্মারও পতি, ইনি বাসুদেব, ইনি পুণ্ডরীকাক্ষ, ইনি লক্ষ্মীপতি, ইনি জগতের নাথ, ইনি অধীশ্বর ও ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।১৩

ইঁহার সহস্র মস্তক, ইনি বিশ্বস্বরূপ, ইঁহার সহস্র হস্ত ও সহস্র চরণ, যে স্থানে যাইলে আর জন্মমৃত্যু হয় না, তাহাই হইল শ্রীহরির সেই পরমপাবন ধাম।১৪

স্বামিত্ব, সখ্য, দাস্য ও আত্মনিবেদন এই চারিটী

তৎ স্বীকুর্বন্তি বিদ্বাংসঃ স্বস্বরূপতয়া সদা।
নৈসর্গিকং হি সর্বেষাং দাস্যমেব হরেঃ সদা ॥১৬
স্বাম্যং পরস্বরূপং স্যাদ্দাস্যং জীবস্য সর্বদা।
প্রকৃত্যা ত্বাত্মনো রূপং স্বাম্যং দাস্যমিতি স্থিতঃ ॥১৭
দাস্যমেব পরং ধনং দাস্যমেব পরং হিতম্।
দাস্যেনৈব ভবেন্মুক্তিরন্যথা নিরয়ং ভবেৎ ॥১৮
বিষ্ণোর্দাস্যং পরা ভক্তির্যেষাং তু ন ভবেৎ ক্বচিৎ।
তেষামেব হি সংস্পৃষ্টং নিরয়ং ব্রহ্মণা নৃপ ॥১৯
নারায়ণস্য দাসা যে ন ভবন্তি নরাধমাঃ।
জীবন্ত এব চাণ্ডালা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥২০

শ্রেষ্ঠ সাধনোপায় দ্বারা সেই পরমাত্মা শ্রীহরিকে পাওয়া যায়। তুরীয় অবস্থাই ইঁহার নির্গুণ অবস্থা। উহা নিত্য চিন্ময়। ঐ চিন্ময়পাদদ্বয়ের প্রতি পরমভক্তি দ্বারা তাঁহাকে নির্বিশেষভাবে পাওয়া যায়। (এই শ্লোকে স্বরূপ-অর্থেই পাদ-শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। বৈষ্ণব-মতে নির্গুণ অবস্থাতেও চিন্ময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে—সাধকের ধ্যানের জন্য)।১৫

চতুর্বিধ উপায়ের স্বরূপ বর্ণন।

জ্ঞানবান্ মহাপুরুষগণ স্ব-স্বরূপভাবে তাঁহাকে লাভ করেন। সাধারণতঃ সকলের দাস্যই স্বাভাবিক সাধনোপায়। স্বামিত্বই পরম শ্রেষ্ঠ স্বরূপ। কিন্তু জীবের (সাধকের) দাস্যই স্বভাবতঃ সাধ্যস্বরূপ হইয়া থাকে। স্বাম্য ও দাস্যের এই পরিস্থিতি।১৬-১৭

বস্তুতঃ স্ব-স্বরূপভাব, স্ব-স্বামিভাব ও দাস্য এই ত্রিবিধই সাধনোপায় দেখা যায়। তন্মধ্যে (সুগম) দাস্যই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। দাস্যই অত্যন্ত হিতকর। দাস্যভাবের দ্বারা মুক্তি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার অভাবে সাধকের নরকগতি হয়।১৮

শ্রীবিষ্ণুর দাস্যভাবই পরাভক্তি—যাহা প্রায়শঃ কোথায়ও হয় না। হে রাজন্! ঐ দাস্যরূপ পরাভক্তির সম্পর্ক না থাকিলে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক তাহার নরকবাস বিহিত আছে।১৯

যাহারা শ্রীভগবান্ নারায়ণের দাস হয় না, তাহারা

তস্মাদ্দাসং পরাং ভক্তিমালম্ব্য নৃপসত্তম।
নিত্যং নৈমিত্তিকং সর্বং কুর্য্যাৎ প্রীত্যৈ হরেঃ সদা ॥২১
তস্য স্বরূপং রূপঞ্চ গুণাংশ্চাপি বিভূতয়ঃ।
জ্ঞাত্বা সমর্চ্চয়েদ্ বিষ্ণুং যাবজ্জীবমতন্দ্রিতঃ ॥২২
তমেব মনসা ধ্যায়েদ্ বাচা সঙ্কীর্তয়েৎ প্রভুম্।
জপেচ্চ জুহুয়াদ্ভক্তো তদ্বানেকবিলক্ষণঃ ॥২৩
শঙ্খচক্রোর্ধ্বপুণ্ড্রাদিধারণং দাস্যলক্ষণম্।
তন্নামকরণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে ॥২৪
অবৈষ্ণবাশ্চ যে বিপ্রা হর্ষদাস্তে নরাধমাঃ।
তেষাং তু নরকে বাসঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥২৫

তদাদিবর্ষসঞ্চারী মন্ত্ররত্নার্থতত্ত্ববিৎ।
বৈষ্ণবঃ স জগৎপূজ্যো যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥২৬
অচক্রধারী যো বিপ্রো বহুবেদশ্রুতোঽপি বা।
স জীবন্নেব চণ্ডালো মৃতো নিরয়মাপ্নুয়াৎ ॥২৭
তস্মাত্তে হরিসংস্কারাঃ কর্ত্তব্যা ধর্মকাঙ্ক্ষিণাম্।
অয়মেব পরো ধর্ম্মঃ প্রধানং সর্বকর্ম্মণাম্ ॥২৮

ইতি বৃদ্ধহারীতস্মৃত্যাং বিশিষ্টধর্ম্মশাস্ত্রে
পঞ্চসংস্কারপ্রতিপাদনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নরাধম এবং তাহারা জীবিত অবস্থাতেই চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়—সন্দেহ নাই।২০

অতএব হে নৃপশ্রেষ্ঠ! দাস্যরূপে পরাভক্তিকে আশ্রয় করিয়া শ্রীহরির প্রীতির জন্য সর্ব্বদা নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সমস্ত কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিবে।২১

সেই পরমাত্মা শ্রীহরির সচ্চিদানন্দরূপ তাঁহার স্বরূপ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম বনমালাদি শোভিত রূপ বা আকৃতি এবং অকৃত্রিম প্রেম, ভক্তোদ্ধার-জন্য রূপধারণ, কৃপা প্রভৃতি গুণ এবং নিমেষেই বহু ধেনুর সৃষ্টি, উদরমধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন প্রভৃতি বিভূতিসমূহ জানিয়া অনলস-ভাবে যাবজ্জীবন শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে।২২

মনে মনে সর্ব্বদা তাঁহার রূপ-গুণ-স্বরূপাদির চিন্তা করিবে। বাক্যের দ্বারা সর্ব্বদা ঐ জগৎপ্রভুর নামগুণের কীর্ত্তন করিবে। সর্ব্বদা তাঁহার স্থূল বা সূক্ষ্ম নাম জপ করিবে এবং তাঁহার হোম করিবে। অন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া তন্মাত্র-পরায়ণ হইবে।২৩

দাস্যের লক্ষণ।

স্বহৃদয়ে শঙ্খ-চক্রাদিচিহ্ন ধারণ, কপালে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রকাদি ধারণই দাস্যভাবের লক্ষণ। শ্রীভগবানের নামে পুত্রাদির নামকরণই বৈষ্ণবের লক্ষণ।২৪

যে সমস্ত ব্রাহ্মণ এতাদৃশ বৈষ্ণব নহেন, সেই নরাধমগণ (বেশের দ্বারা মাত্র) হর্ষদান করেন মাত্র কল্পকোটিকাল সেই বেশধারীমাত্রদের নরকবাস হইয়া থাকে। মন্ত্ররত্নের যথার্থ অর্থতত্ত্বজ্ঞ জগৎপূজ্য যে বৈষ্ণবগণ প্রভবাদি আদিবর্ষ (?) বিচরণ করেন, তিনিই দেহান্তে শ্রীবিষ্ণুর সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমপদ প্রাপ্ত হন।২৫-২৬

যিনি শঙ্খ-চক্রাদিচিহ্ন ধারণ করেন না, তিনি বহু-বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইলেও জীবিত অবস্থাতেই চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন এবং মরণান্তে নরকগতি লাভ করেন। অতএব ধর্ম্মলাভেচ্ছুগণের হরিপ্রাপ্তিবিষয়ে চিত্ত-সংস্কার জনক অনুষ্ঠানগুলি আচরণ করা উচিত। সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম।২৭-২৮

বৃদ্ধহারীত-স্মৃতিতে বিশিষ্টধর্মশাস্ত্রে পঞ্চসংস্কারপ্রতিপাদননামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

অথপুণ্ড্র সংস্কারবর্ণনম্

অম্বরীষ উবাচ।

ভগবন্! বৈষ্ণবাঃ পঞ্চ সংস্কারাঃ সর্ব্বকর্মণাম্।
প্রধানমিতি যচ্চোক্তং সর্ব্বৈরেব মহর্ষিভিঃ ॥১
তদ্বিধানং মমাচক্ষ্ব বিস্তরেণৈব সুব্রত।

হারীত উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি নির্মলা বৈষ্ণবাঃ ক্রিয়াঃ ॥২
যদুক্তং ব্রহ্মণা পূর্বং বসিষ্ঠাদ্যৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
সংস্কারাণাং তু সর্বেষামাদ্যং চক্রাদিধারণম্ ॥৩
তৎকর্তব্যং হি সর্বেষাং বিধীনাং বৈ দ্বিজন্মনাম্।
আচার্য্যং সংশ্রয়েৎ পূর্বমনঘং বৈষ্ণবং দ্বিজম্ ॥৪
শুদ্ধসত্ত্বগুণোপেতং নবেজ্যাকর্মকারণম্।
সৎসম্প্রদায়সংযুক্তং মন্ত্ররত্নার্থকোবিদম্ ॥৫
জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্নং বেদবেদাঙ্গপারগম্।
শাসিতারং সদাচার্য্যৈঃ সর্বধর্মবিদাং বরম্ ॥৬
মহাভাগতং বিপ্রং সদাচারনিষেবণম্।
আলোক্য সর্বশাস্ত্রাণি পুরাণানি চ বৈষ্ণবাঃ।৭
তদর্থমাচরেদ্ যস্তু স আচার্য্য উদাহৃতঃ।
আস্তিক্যমানসং সদ্ভিরুপেতং ধর্মবৎসলম্ ॥৮
শ্রদ্দধানং সদাচারং গুরুশুশ্রূষতৎপরম্।
সংবৎসরং পরীক্ষ্যার্থে তং শিষ্যং শাসয়েদ্ গুরুঃ ॥৯
তস্মাদৌ পঞ্চ সংস্কারান্ কুর্য্যাৎ সম্যগ্ বিধানতঃ।
প্রাতঃ স্নাত্বা শুচৌ দেশে পূজয়িত্বা জনার্দনম্ ॥১০
স্নানং শিষ্যং সমানীয় তেনৈব সহ দেশিকঃ।
স্নাপ্য পঞ্চামৃতৈর্গব্যৈশ্চক্রাদীনর্চ্চয়েত্ততঃ ॥১১

দ্বিতীয় অধ্যায়

অথ পুণ্ড্র-সংস্কার-বর্ণনম্।

অম্বরীষ বলিলেন—হে ভগবন্! বিষ্ণুভক্তদিগের পঞ্চবিধ সংস্কারই সর্ব্বকর্ম্মের প্রধান—এই সমস্ত কথা মহর্ষিগণ যাহা বলিয়াছেন, হে সুব্রত! তাহার বিধান বিস্তারপূর্ব্বক আমাকে বলুন।১

হারীত বলিলেন—হে রাজন্! বৈষ্ণবদিগের নির্ম্মল ক্রিয়ানুষ্ঠানগুলি পূর্ব্বে ব্রহ্মা এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি—আপনি শ্রবণ করুন।২

সমস্ত সংস্কারকর্ম্মের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ চক্রাদিচিহ্নধারণ। সমস্ত (বৈষ্ণব) ব্রাহ্মণদিগের যথাবিধি উহা কর্ত্তব্য। সেজন্য পূর্ব্বে একজন নিষ্পাপ বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণকে আচার্য্যরূপে আশ্রয় করা উচিত।৩-৪

তিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণসম্পন্ন ও নববিধ যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা হইবেন। শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়ের সহিত তিনি যুক্ত থাকিবেন। শ্রেষ্ঠমন্ত্রসমূহের অর্থজ্ঞানে সুপণ্ডিত, জ্ঞান-বৈরাগ্যসম্পন্ন, চারিটি বেদ ও ছয়টী বেদাঙ্গে পারদর্শী, সদ্ আচার্য্যের নিয়ন্ত্রণদ্বারা সুশাসিত, সকল ধর্ম্মের তাৎপর্য্যবেত্তা, মহাভাগবত অর্থাৎ তাদৃশ-লক্ষণান্বিত শ্রীভগবদ্ভক্তদের প্রধান, সদাচারসেবী সেই আচার্য্যকে গুরুরূপে আশ্রয় করিবে।৫-৭

সমস্ত শাস্ত্র ও পুরাণসমূহ আলোচনা করিয়া তাহার তাৎপর্য্য অনুসারে যিনি স্বয়ং অনুষ্ঠান করেন, তাহাকেই আচার্য্য বলা হয়।৮

এতাদৃশ গুরু আস্তিক্যভাব-সমন্বিতচিত্ত, ধর্ম্মানুরক্ত, সজ্জনগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত, শ্রদ্ধাশীল, সদাচার-পরায়ণ, গুরুশুশ্রূষাতৎপর শিষ্যকে পরীক্ষার জন্য সংবৎসর নিজশাসনে রাখিবেন।৯

প্রথমতঃ যথাবিধি তাদৃশ শিষ্যের পঞ্চসংস্কার গুরুই সম্পন্ন করিবেন। গুরু প্রাতঃকালে স্নানপূর্ব্বক পবিত্র-স্থানে বসিয়া শ্রীভগবান্ জনার্দ্দনকে পূজা করত স্নানপূত-শিষ্যকে আনিয়া তাহার সহিত পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা চক্রাদিকে স্নান করাইবেন এবং তাহার পর তাহাদিগকে পূজা করিবেন।১০-১১

পুষ্পৈর্ধূপৈশ্চ দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈরপি।
তত্তৎপ্রকাশকৈর্মন্ত্রৈরর্চ্চয়েৎ পুরতো হরেঃ ॥১২
অগ্নৌ হোমং প্রকুর্ব্বীত ইধ্মাধানাদিপূর্বকম্।
পৌরুষেণ তু সূক্তেন পায়সং ঘৃতমিশ্রিতম্ ॥১৩
আজ্যেন মূলমন্ত্রেণ হুত্বা চাষ্টোত্তরং শতম্।
বৈষ্ণব্যা চৈব গায়ত্র্যা জুহুয়াৎ প্রযতো গুরুঃ ॥১৪
পশ্চাদগ্নৌ বিনিক্ষিপ্য চক্রাদ্যায়ুধপঞ্চকম্।
পূজয়িত্বা সহস্রারং ধ্যাত্বা তদ্বহ্নিমণ্ডলে ॥১৫
ষড়ক্ষরেণ জুহুয়াদাজ্যং বিংশতিসংখ্যয়া।
সর্বৈশ্চ হেতিমন্ত্রৈশ্চ একৈকাজ্যাহুতিং ক্রমাৎ ॥১৬
ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা স শিষ্যো বহ্নিমাত্মবান্।
নমস্কৃত্য ততো বিষ্ণুং জপ্ত্বা মন্ত্রবরং শুভম্ ॥১৭
প্রাঙ্মুখং তু সামাসীনং শিষ্যমেকাগ্রচেতসম্।
প্রতপেচ্চক্র-শঙ্খৌ দ্বৌ হেতিভির্মন্ত্রমুচ্চরন্ ॥১৮
দক্ষিণে তু ভুজে চক্রং বামাংশে শঙ্খমেব চ।
গদাঞ্চ ভালমধ্যে তু হৃদয়ে নন্দকং তদা ॥১৯
মস্তকে তু তথা শার্ঙ্গমঙ্কয়েদ্ বিমলং তদা।
পশ্চাৎ প্রক্ষাল্য তোয়েন পুনঃ পূজাং সমাচরেৎ ॥২০
হোমশেষং সমাপ্যাথ বৈষ্ণবান্ ভোজয়েত্ততঃ।
এবং তাপক্রিয়াঃ কার্য্যা বৈষ্ণব্যঃ কল্মষাপহাঃ ॥২১
প্রধানং বৈষ্ণবং তেষাং তাপসংস্কারমুত্তমম্।
তাপসংস্কারমাত্রেণ পরাং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥২২
কেচিত্তু চক্র-শঙ্খৌ দ্বৌ প্রতপ্তৌ বাহুমূলয়োঃ।
ধারয়ন্তি মহাত্মানশ্চক্রমেকং তু চাপরে ॥২৩
বৈষ্ণবানাং তু হেতীনাং প্রধানং চক্রমুচ্যতে।
তেনৈব বাহুমূলে তু প্রতপ্তেনাঙ্কয়েদ্ বুধঃ ॥২৪
জাতপুত্রে পিতা স্নাত্বা হোমং কৃত্বা বিধানতঃ।
তেনাগ্নিনৈব সন্তপ্তচক্রেণ ভুজমূলয়োঃ ॥২৫

পুষ্প, ধূপ, দীপ ও বিবিধ নৈবেদ্য দ্বারা ইষ্টতত্ত্ব-প্রকাশক তৎতন্মন্ত্রের অবলম্বনে সম্মুখভাগে শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে। যজ্ঞকাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া তাহার দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করত তাহাতে হোম করিবে। পুরুষসূক্ত দ্বারা ঘৃতমিশ্রিত পরমান্ন ও ঘৃত দ্বারা মূলমন্ত্র-সাহায্যে অষ্টোত্তরশত হোম করিবে। গুরুদেব বিষ্ণুগায়ত্রী দ্বারা সংযতচিত্তে হোম করিবেন।১২-১৪

পরে চক্রাদি পঞ্চ আয়ুধচিহ্নগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। সহস্রারস্থিত ইষ্টকে ধ্যান করত ঐ বহ্নিমণ্ডলে ষড়ক্ষর মন্ত্র ("ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা") দ্বারা বিংশতিসংখ্যক হোম করিবে। সর্বত্র "চক্রাদ্যায়ুধ" ইত্যাদি মূলমন্ত্র দ্বারা এক একটী ঘৃতাহুতি দিবে।১৫-১৬

পরে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া আত্মবান্ শিষ্যসহিত সেই গুরু শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করত মঙ্গলময় মন্ত্র জপ করিয়া পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট একাগ্রচিত্ত শিষ্যকে শস্ত্রমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক শিষ্যের দক্ষিণবাহুতে হোমাগ্নি-প্রতপ্ত চক্র, বামবাহুমূলে প্রতপ্ত শঙ্খ-চিহ্ন, ললাটমধ্যে গদাচিহ্ন, স্বহৃদয়ে বাসুদেবের খড়্গচিহ্ন ও মস্তকে নির্ম্মলভাবে বিষ্ণুধনুর চিহ্ন অঙ্কন করিবেন। পরে জল দ্বারা সমস্ত প্রক্ষালিত করিয়া পুনরায় পূজা করিবে।১৯-২০

হোম সমাপন করিয়া বিষ্ণুভক্তদিগকে ভোজন করাইবে। এইরূপভাবে বৈষ্ণবগণের সর্ব্বপাপহারী তাপসংস্কারক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে।২১

বৈষ্ণবদের সংস্কারগুলির মধ্যে তাপসংস্কারকার্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাপসংস্কারমাত্রেই শ্রেষ্ঠ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।২২

কোন কোন মহাত্মা প্রতপ্ত শঙ্খ ও চক্রচিহ্ন দুইটী দুইবাহুমূলে ধারণ করিয়া থাকেন, কেহ বা চক্রচিহ্নই বাহুমূলে ধারণ করেন।২৩

বৈষ্ণবদের আয়ুধমধ্যে চক্রই প্রধান। সুতরাং সেই প্রতপ্ত চক্রচিহ্নই বৈষ্ণবগণ বাহুমূলে অঙ্কিত করেন।২৪

পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে জাতকর্ম্ম-সংস্কার-সময়ে পিতা স্নান করিয়া যথাবিধি হোম করত ঐ হোমাগ্নি দ্বারা

অঙ্কয়িত্বা শিশোঃ পশ্চান্নাম কুর্য্যাচ্চ বৈষ্ণবম্ ।
পশ্চাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি কুর্বীতাস্য বিধানতঃ ॥২৬

অঙ্কয়িত্বা ন চক্রেণ যৎকিঞ্চিৎ কর্ম সঞ্চরেৎ ।
তৎসর্বং যাতি বৈকল্যমিষ্টাপূর্তাদিকং নৃপ ॥২৭

কারয়েন্ মন্ত্রদীক্ষায়াং চক্রাদ্যাঃ পঞ্চহেতয়ঃ ।
চক্রং বৈ কর্ম সিধ্যর্থং জাতকর্ম্মণি ধারয়েৎ ॥২৮

অচক্রধারী বিপ্রস্তু সর্বকর্মসু গর্হিতঃ ।
অবৈষ্ণবঃ সমাপন্নো নরকং চাধিগচ্ছতি ॥২৯

চক্রাদি চিহ্নরহিতং প্রাকৃতং কলুষান্বিতম্ ।
অবৈষ্ণবস্তু তং দূরাৎ শ্বপাকমিব সন্ত্যজেৎ ॥৩০

অবৈষ্ণবস্তু যো বিপ্রঃ শ্বপাকাদধমঃ স্মৃতঃ ।
অশ্রদ্ধেয়ো হ্যপাঙ্‌ক্তেয়ো রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥৩১

অবৈষ্ণবস্তু যো বিপ্রঃ সর্বধর্মযুতোঽপি বা ।
স পাষণ্ডেতি বিজ্ঞেয়ঃ সর্বকর্মসু নার্হতি ॥৩২

সন্তপ্ত চক্রের চিহ্ন শিশুর বাহুমূলদ্বয়ে অঙ্কিত করিয়া পরে শ্রীবিষ্ণুবিষয়ক নামকরণ করিবে। পরে বিধানুসারে ঐ শিশুর অবশিষ্ট কর্ম্মসমূহ সম্পন্ন করিবে।২৫-২৬

হে রাজন্! চক্রচিহ্ন অঙ্কিত না করিয়া অন্য যাহা কিছু কর্ম্ম সম্পাদন করা হউক না কেন, তৎসমস্ত ইষ্টপূর্ত্তাদি কর্ম্ম বিফল হইবে। মন্ত্রদীক্ষাতে পঞ্চ অস্ত্রচিহ্নসংস্কার-কর্ম্ম করিবে। কর্ম্মসাধনের জন্য জাতকর্ম্মে চক্রচিহ্ন ধারণ করিবে।২৭-২৮

চক্রচিহ্ন ধারণ না করিলে সেই ব্রাহ্মণ সমস্ত কর্ম্মে নিন্দনীয় এবং তিনি অবৈষ্ণব হইয়া নরকগতি লাভ করিবে। চক্রাদিচিহ্নশূন্য পাপান্বিত সেই ইতর সাধারণ অবৈষ্ণবকে চণ্ডালের ন্যায় সমস্ত কর্ম্মেই পরিত্যাগ করিবে।২৯-৩০

যে অবৈষ্ণব, সে চণ্ডাল হইতেও অধম, সে অশ্রদ্ধেয়, তাহার সহিত পঙ্‌ক্তিভোজন নিষিদ্ধ এবং সে রৌরবনরকে গমন করিবে।৩১

যে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নহে, সে সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান-পরায়ণ হইলেও পাষণ্ড। সর্ব্বকর্ম্মেই সে অনধিকারী।৩২

তস্মাচ্চক্রং বিধানেন তপ্তং বৈ ধারয়েদ্ দ্বিজঃ ।
সর্বাশ্রমেষু বসতাং স্ত্রীণাঞ্চ শ্রুতিচোদনাৎ ॥৩৩

অনায়ুধাসো অসুরা অদেবা ইতি বৈ শ্রুতিঃ ।
চক্রেণ তামপবপ ইত্যৃচা সমুদাহৃতম্ ॥৩৪

অপেত্থমঙ্কমিত্যুক্তং বপেতি শ্রবণং তদা ॥
তস্মাদ্ বৈ তপ্তচক্রস্য চাঙ্কনং মুনিভিঃ শ্রুতম্ ।
পবিত্রং বিততং ব্রাহ্মং প্রভোর্গাত্রে তু ধারিতম্ ॥৩৫

শ্রুত্যৈব চাঙ্কয়েদ্ গাত্রে তদ্‌ব্রহ্মসমবাপ্তয়ে ।
যত্তে পবিত্রমর্চ্চিষ্যমগ্নের্বিততমন্তরা ॥৩৬

ব্রহ্মেতি নিহিতং নৈব ব্রহ্মণঃ শ্রুতিবৃংহিতম্ ।
পবিত্রমিতি চৈবাগ্নিরগ্নির্বৈ চক্রমুচ্যতে ॥৩৭

অগ্নিরেব সহস্রারঃ সহস্রা নেমিরুচ্যতে ।
নেমিতপ্ততনুঃ সূর্য্যো ব্রহ্মণা সমতাং ব্রজন্ ॥৩৮

যত্তে পবিত্রমর্চ্চিষ্যমগ্নেস্তু বৈ সুনিহিতঃ ।
দক্ষিণে তু ভুজে বিপ্রো বিভৃয়াদ্ বৈ সুদর্শনম্ ॥৩৯

অতএব বিধান অনুসারে (বৈষ্ণব) ব্রাহ্মণ প্রতপ্ত চক্র ধারণ করিবেন। সমস্ত আশ্রমনিবাসী ব্যক্তিদের স্ত্রীদেরও শ্রুতির বিধি অনুসারে তপ্তচক্রধারণ বিধেয়।৩৩

"অনায়ুধাসো অসুরা অদেবা" ইত্যাদিই শ্রুতিবাক্য। শ্রুতির অর্থ এইরূপ—যাহারা শ্রীভগবানের চক্রাদি আয়ুধচিহ্ন ধারণ করে না, তাহারা অসুর, তাহারা দ্যোতনস্বভাব দেবতা নহে অর্থাৎ তামসিক-বৃত্তি। "চক্রেণ তামপবপ" ইত্যাদি ঋগ্‌বাক্যই উদাহরণ। শ্রুতির তাৎপর্য্য—চক্রাদি আয়ুধের অঙ্কনদ্বারাই সেই তামসবৃত্তি ছেদন বা অপনয়ন কর।৩৪

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট অপ-শব্দের অর্থই অঙ্কন কর। এইজন্যই পরে শ্রুতি বপ-শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব স্বশরীরে তপ্তচক্রের অঙ্কন (চিহ্নধারণ) মুনিগণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। পবিত্র, বিস্তৃত (সুস্পষ্ট), ব্রহ্ম-জ্যোতিঃপূর্ণ ঐ চিহ্ন প্রভুর (শ্রীকৃষ্ণের) অঙ্গেও চিহ্নিত আছে। শ্রুতির বিধি অনুসারেই ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তির জন্য

সব্যে তু শঙ্খং বিভৃয়াদিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ
ইত্যাদি শ্রুতিভিঃ প্রোক্তং বিষ্ণোশ্চক্রস্য ধারণম্॥৪০
পুরাণেষ্বিতিহাসেষু সাত্ত্বিকেষু স্মৃতিষ্বপি।
শঙ্খচক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদিরহিতং ব্রাহ্মণং নৃপ ॥৪১
যঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়েদ্ বিপ্রঃ পিতৃণাং তস্য দুর্গতিঃ।
শঙ্খ-চক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদিচিহ্নৈঃ প্রিয়তমৈর্হরেঃ ॥৪২
রহিতঃ সর্বধর্মেভ্যশ্চ্যুতো নরকমাপ্নুয়াৎ।
রুদ্রার্চনং ত্রিপুণ্ড্রস্য ধারণং যত্র দৃশ্যতে ॥৪৩
তচ্ছূদ্রাণাং বিধিঃ প্রোক্তো ন দ্বিজানাং কদাচন।
প্রতিলোমানুলোমানাং দুর্গাগণস্তুভৈরবাঃ ॥৪৪
পূজনীয়া যথার্হেন বিল্ব-চন্দনধারিণঃ।
যক্ষ-রাক্ষস-ভূতানি বিদ্যাধরগণস্তদা ॥৪৫
চণ্ডালানামর্চনীয়া মদ্য-মাংসনিষেবিনাম্।
স্ববর্ণবিহিতং ধর্মমেবং জ্ঞাত্বা সমাচরেৎ ॥৪৬
রুদ্রার্চ্চনাদ্ ব্রাহ্মণস্তু শূদ্রেণ সমতাং ব্রজেৎ।
যক্ষ-ভূতার্চ্চনাৎ সদ্যশ্চণ্ডালত্বমবাপ্নুয়াৎ ॥৪৭
ন ভস্ম ধারয়েদ্ বিপ্রঃ পরমাপদ্গতোঽপি বা।
মোহাদ্ বা বিভৃয়াদ্ যস্তু স সুরাপো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥৪৮
তির্য্যক্ পুণ্ড্রধরং বিপ্রং পট্টাম্বরধরং তথা।
শ্বপাক ইববীক্ষেত ন সম্ভাষেত কুত্রচিৎ ॥
তস্মাদ্ দ্বিজাতিভির্ধার্য্যমূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিধানতঃ ॥৪৯
মৃদা শুভ্রেণ সততং সান্তরালং মনোহরম্।
স্নাত্বা শুদ্ধেঽপি পূর্বাহ্নে বিষ্ণুমভ্যর্চ্য দেশিকঃ ॥৫০

অঙ্গে ঐ আয়ুধচিহ্ন ধারণ করিবে। হে অগ্নে! তোমার মধ্যে যে সুবিস্তৃত (ব্রহ্ম) তেজ, উহাই পরম পবিত্র। ব্রহ্ম জগতের আধেয় পদার্থরূপে কোথাও নিহিত নাই, পরন্তু ব্রহ্মের মধ্যেই সমস্ত নিহিত,—ইহাই বেদের সারকথা। "অগ্নির্বৈ চক্রমুচ্যতে" (অগ্নিই চক্রস্বরূপ) এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে ঐ চক্র অগ্নিতুল্য পবিত্র। শিরস্থিত সহস্রদল পদ্মই অগ্নিস্বরূপ, উহাই চক্র, দলগুলিই চক্রের নেমিস্বরূপ, ঐ নেমিগুলি তপ্ত হইলেই উহা সূর্য্যস্বরূপ হয়। সুতরাং ঐ চক্রই ব্রহ্মের সহিত তুল্যতাপ্রাপ্ত সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপ। হে চক্র! অগ্নির যে পবিত্র তেজ, তাহাই তোমাতে সুন্দররূপে নিহিত আছে। এইজন্য দক্ষিণ বাহুতেই ব্রাহ্মণ সুদর্শন চক্র (চিহ্ন) ধারণ করিবে। বাম বাহুতে শঙ্খচিহ্ন ধারণ করিবে—ব্রহ্মজ্ঞগণ ইহাই জানেন। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিসকল দ্বারা বেশ জানা যাইতেছে—শ্রীবিষ্ণুর চক্রচিহ্ন ধারণ করিবে।৩৫-৪০

(শাস্ত্রসকল কেহ সাত্ত্বিক, কেহ রাজসিক ও কেহ তামসিক।) তন্মধ্যে সাত্ত্বিক পুরাণসকলে, রামায়ণাদি ইতিহাসে ও স্মৃতিশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে—শঙ্খ, চক্র, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র প্রভৃতিশূন্য ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবেন, তাহার পিতৃলোকের দুর্গতিই হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রীহরির শঙ্খ-চক্র-ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি প্রিয়তমচিহ্নশূন্য ব্যক্তি সর্ব্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া নরকে গমন করে।

রুদ্রের অর্চ্চন ও ত্রিপুণ্ড্রের ধারণমাত্র যে স্থানে দেখা যায়, তাহা শূদ্রের কর্ত্তব্য বিধি বলিয়া উল্লিখিত আছে, কখনও উহা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য বিধি নহে। ভূত, প্রেত ও রুদ্র প্রভৃতি দুর্গার গণ ও তত্তুল্য ভীষণ দেবগণ প্রতিলোম ও অনুলোম জাতিদেরই পূজনীয়। যথাযোগ্য বিল্বপত্র ও চন্দনধারী, যক্ষ-রাক্ষস ও ভূতগণ এবং বিদ্যাধরগণ মদ্যমাংসভোজী চাণ্ডালদেরই পূজনীয়। এইরূপ স্ববর্ণবিহিত ধর্ম্মতত্ত্ব জানিয়া (বৈষ্ণবগণ) তাহার আচরণ করিবে ৪১-৪৬

ব্রাহ্মণ রুদ্রের অর্চ্চনা করিলে শূদ্রতুল্য হইয়া থাকে। (রুদ্র শিবের গণবাচক শব্দ, শিব নহেন) এবং যক্ষ ও ভূতগণের অর্চ্চনাদ্বারা তৎক্ষণাৎ চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়। অত্যন্ত আপদ্গ্রস্ত হইয়াও (বৈষ্ণব) ব্রাহ্মণ ভস্ম ধারণ করিবে না; অজ্ঞানবশতঃ বৈষ্ণব ভস্মধারণ করিলে সে নিশ্চয়ই মদ্যপায়ীতুল্য পাপী হয়।৪৭-৪৮

তির্য্যক্পুণ্ড্রধারী এবং পট্ট-বস্ত্রধারী (বৈষ্ণব) ব্রাহ্মণকে চণ্ডালের ন্যায় দেখিবে, তাহার সহিত সম্ভাষণ করিবে না। অতএব বৈষ্ণব-দ্বিজাতিগণ যথাবিধি ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে।৪৯

ঐ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যে শুভ্রমৃত্তিকা দ্বারা রেখা অঙ্কন করিবে। গুরু স্নান করত বিশুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিবেন।৫০

স্নাতং শিষ্যং সমাহূয় হোমং কুর্বীত পূর্ববৎ।
পরোমাত্রেতি সূক্তেন পায়সং মধুমিশ্রিতম্ ॥৫১
হুত্বাহথ মূলমন্ত্রেণ শতমষ্টোত্তরং ঘৃতম্।
স্থণ্ডিলে তু ততঃ পশ্চান্মণ্ডলানি যদা ক্রমাৎ ॥৫২
দিক্ষ্বষ্ট মধ্যে চত্বারি বিন্যসেৎ পুরতো হরেঃ।
বিলিখেত্তত্র পুণ্ড্রাদি বিস্তারায়ামভেদতঃ ॥৫৩
তেষ্বর্চয়েত্ততো ধীমান্ কেশবাদীননুক্রমাৎ।
তত্র তত্র চ তন্মূর্ত্তিং ধ্যাত্বা মন্ত্রৈঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥৫৪
গন্ধ-পুষ্পাদি সকলং মন্ত্রেণৈবার্চয়েদ্ গুরুম্।
প্রদক্ষিণমনুব্রজ্য স শিষ্যঃ প্রণমেত্তথা ॥৫৫
তদ্বাহৌ নিক্ষিপেচ্ছিষ্যঃ কেশবাদীননুক্রমাৎ।
হৃদি বিন্যস্য পুণ্ড্রাণি গুরূক্তানি স বৈষ্ণবঃ ৫৬
শুভ্রেণৈব মৃদা পশ্চাদ্ বিভূয়াৎ সুসমাহিতঃ
ত্রিসন্ধ্যাসু মৃদা বিপ্রো যাগকালে বিশেষতঃ ॥৫৭

তৎপরে সুস্নাত শিষ্যকে আহ্বান করত পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে "পরোমাত্রা" ইত্যাদি সূক্তদ্বারা মধুমিশ্রিত পায়সের হোম করিবেন। অনন্তর মূলমন্ত্র (ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা) দ্বারা অষ্টোত্তরশত ঘৃতাহুতি প্রদান করিবেন। তারপর যথাক্রমে স্থণ্ডিলে মণ্ডল অঙ্কিত করিবেন।৫১-৫২

তারপর অষ্টদিকের মধ্যে শ্রীহরির সম্মুখে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এই চারিটি আয়ুধচিহ্ন মণ্ডলে অঙ্কিত করিবেন এবং তথায় দৈর্ঘ্য ও বিস্তারভেদে পুণ্ড্রাদি অঙ্কনপূর্ব্বক নির্ম্মলবুদ্ধি শ্রীগুরু তাহাতে যথাক্রমে কেশবাদিকে পূজা করিবেন। সেই সেই আয়ুধে কেশবাদিকে ধ্যান করত তৎতৎ মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবেন।৫৩-৫৪

পরে শিষ্য গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা শ্রীগুরুকে পূজা করিবে। শ্রীগুরুকে প্রদক্ষিণ করত প্রণাম করিবে। শিষ্য বাহুতে কেশবাদিকে স্থাপন করিবে। পরে বিষ্ণুভক্ত সেই শিষ্য গুরূপদেশক্রমে হৃদয়ে পুণ্ড্র-বিন্যাস করিবে।৫৫-৫৬

শুভ্রমৃত্তিকা দ্বারা ঐ বৈষ্ণব-শিষ্য একাগ্রচিত্তে ত্রিসন্ধ্যাকালে পুণ্ড্রাদি ধারণ করিবে। বিশেষতঃ, যাগাদি সময়ে অবশ্যই করিবে।৫৭

শ্রাদ্ধে দানে তথা হোমে স্বাধ্যায়ে পিতৃতর্পণে।
শ্রদ্ধালুরূর্দ্ধপুণ্ড্রাণি বিভূয়াদ্ দ্বিজসত্তমঃ ॥৫৮
শ্রাদ্ধো হোমস্তথা দানং স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্।
ভস্মীভবতি তৎসর্বমূর্ধ্বপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্ ॥৫৯
ঊর্ধ্বপুণ্ড্রং বিনা যস্তু শ্রাদ্ধং কুর্বীত স দ্বিজঃ।
সর্বং তদ্‌রাক্ষসৈর্নীতং নরকং চাধিগচ্ছতি ॥৬০
ঊর্ধ্বপুণ্ড্রবিহীনস্তু যঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়েদ্ দ্বিজম্।
অশ্নন্তি পিতরস্তস্য বিণ্মূত্রং নাত্র সংশয়ঃ ॥৬১
তস্মাত্তু সততং ধার্য্যমূর্ধ্বপুণ্ড্রং দ্বিজন্মনা।
ধারয়েন্ন তির্য্যক্ পুণ্ড্রমাপদ্যপি কদাচন ॥৬২
তির্য্যক্‌পুণ্ড্রধরং বিপ্রং চণ্ডালমিব সন্ত্যজেৎ।
সোঽনর্হঃ সর্বকৃত্যেষু সর্বলোকেষু গর্হিতঃ ॥৬৩
ঊর্ধ্বপুণ্ড্রবিহীনঃ সন্ সন্ধ্যাকর্ম্ম সমাচরেৎ।
সর্বং তদ্‌রাক্ষসৈর্নীতং নরকঞ্চ স গচ্ছতি ॥৬৪

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব শ্রাদ্ধকালে, দানসময়ে, হোমকালে, স্বাধ্যায় (বেদপাঠ ও জপ) ও পিতৃতর্পণসময়ে, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণ করিবেন।৫৮

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বিনা শ্রাদ্ধ, হোম, দান, স্বাধ্যায় (জপ ও বেদপাঠ) এবং পিতৃতর্পণ সমস্তই ভস্মীভূত (অর্থাৎ নিষ্ফল) হয়।৫৯

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ব্যতীত বৈষ্ণব-দ্বিজ * (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) যদি শ্রাদ্ধাদি করে, তৎসমস্তই রাক্ষসে গ্রহণ করে এবং কর্ত্তা নরকে গমন করে।৬০

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীন হইয়া যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন করায়, ঐ শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃগণ বিষ্ঠা-মূত্র ভোজন করেন—এবিষয়ে সন্দেহ নাই অর্থাৎ ঐ শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য বিষ্ঠা-মূত্র তুল্য অপবিত্র হয়।৬১

অতএব বৈষ্ণব-দ্বিজাতিগণ সতত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে। বিপদ্‌কালেও কখনও বৈষ্ণবগণ বক্রভাবে ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করিবে না।৬২

তির্য্যক্‌পুণ্ড্রধারী বৈষ্ণবব্রাহ্মণকে চণ্ডালের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। (যেহেতু) সে যে-কোনও দৈব ও পৈত্রকার্য্যে উপযোগী ও অধিকারী নহে; সমস্তলোকেই সে

যদি স্যাত্তু মনুষ্যাণামূর্ধ্বপুণ্ড্রবিবর্জিতম্।
দ্রষ্টব্যং নৈব তৎকিঞ্চিৎ শ্মশানমিব তদ্ভবেৎ ॥৬৫
ঊর্ধ্বপুণ্ড্রং মৃদা শুভ্রং ললাটে যস্য দৃশ্যতে।
চণ্ডালোঽপি হি শুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥৬৬
ঊর্ধ্বপুণ্ড্রস্য মধ্যে তু ললাটে সুমনোহরে।
লক্ষ্ম্যা সহ সমাসীনো রমতে তত্র বৈ হরিঃ ॥৬৭
নিরন্তরালং যঃ কুর্য্যাদূর্ধ্বপুণ্ড্রং দ্বিজাধমঃ
স হি তত্র স্থিতং বিষ্ণুং শ্রিয়ঞ্চৈব ব্যপোহতি ॥৬৮
অথেদমূর্ধ্বপুণ্ড্রস্তু যঃ করোতি দ্বিজাধমঃ।
কল্পকোটি সহস্রাণি রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥৬৯
তস্মাদ্রাগান্বিতং পুণ্ড্রং ধরেদ্ বিষ্ণুপদাকৃতি।
ললাটাদিষু চাঙ্গেষু সর্ব্বকর্মসু বৈষ্ণবঃ ॥৭০
নাসিকামূলমারভ্য ললাটান্তেষু বিন্যসেৎ।
অঙ্গুলদ্বয়মাত্রস্তু মধ্যচ্ছিদ্রং প্রকল্পয়েৎ ॥৭১
পার্শ্বে চাঙ্গুলমাত্রস্তু বিন্যসেদ্ দ্বিজসত্তমঃ।
পুণ্ড্রাণামন্তরালে তু হারিদ্রাং ধারয়েচ্ছ্রিয়ম্ ॥৭২
ললাটে পৃষ্ঠয়োঃ কণ্ঠে ভুজয়োরুভয়োরপি।
চতুরঙ্গুলমাত্রস্তু বিভৃয়াদায়তং দ্বিজঃ ॥৭৩
উরস্যষ্টাঙ্গুলং ধার্য্যং ভুজয়োরায়তং তদা।
উদরে পার্শ্বয়োর্নিত্যমায়তস্তু দশাঙ্গুলম্ ॥৭৪
কেশবাদি নমোঽন্তৈশ্চ প্রণবাদ্যৈরনুক্রমাৎ।
ললাটে কেশবং রূপং কুক্ষৌ নারায়ণং ন্যসেৎ ॥৭৫
বক্ষঃস্থলে মাধবঞ্চ গোবিন্দং কণ্ঠদেশতঃ।
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে পার্শ্বে বাহৌ চ মধুসূদনম্ ॥৭৬
ত্রিবিক্রমন্তু বাহ্বংশে বামনং বামপার্শ্বতঃ।
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশং তদা ভুজে ॥৭৭
পৃষ্ঠে চ পদ্মনাভস্তু গ্রীবে দামোদরং তদা।
তৎপ্রক্ষালনতোয়েন বাসুদেবেতি মূর্ধনি ॥৭৮

নিন্দিত। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীন হইয়া যিনি সন্ধ্যা ও কোনও অধ্যাত্ম কর্ম্ম করেন, তৎসমস্তই রাক্ষসে গ্রহণ করে এবং কর্ত্তার নরকগতি হয়।৬৩ ৬৪

যদি কোনও বৈষ্ণবমনুষ্যের কপাল ঊর্দ্ধপুণ্ড্রশূন্য হয়, তাহা কখনও দর্শন করিবে না, ঐ ললাট শ্মশানের তুল্য অপবিত্র। যাহার ললাটে মৃন্ময় শুভ্র ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দেখা যায়, সে ব্যক্তি চণ্ডাল হইলেও পবিত্রচিত্ত; এবং সে অন্তে বিষ্ণুলোকে গিয়া পূজিত হয়।৬৫-৬৬

ললাটস্থিত সুমনোহর ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যে লক্ষ্মীর সহিত স্বয়ং শ্রীহরি সানন্দে রমণ করেন। যে দ্বিজাধম ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নিরন্তরাল অর্থাৎ ফাঁক না করিয়া অঙ্কিত করে, ঐ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রস্থিত লক্ষ্মী ও শ্রীহরিকে সে দূরে তাড়াইয়া দেয়।৬৭-৬৮

আরও তাদৃশ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রনির্ম্মাণকারী দ্বিজাধম সহস্র সহস্র কল্পকোটিকাল রৌরবনরকে অবস্থান করে। অতএব শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত সমস্ত সন্ধ্যাদি কর্ম্মে বৈষ্ণবগণ ললাটাদি সমস্ত অঙ্গে বিষ্ণুপদাকৃতি পুণ্ড্র (চিহ্ন) ধারণ করিবে।৬৯-৭০

নাসিকার মূলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ললাট পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে অঙ্গুলিদ্বয়পরিমিত মধ্যভাগে ছিদ্র করিয়া পুণ্ড্র বিন্যাস করিবে। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ দ্বিজাতিগণ পার্শ্বে অঙ্গুলপরিমিত পুণ্ড্র অঙ্কিত করিবে। পুণ্ড্রের মধ্যভাগে হরিদ্রাভ শ্রী অঙ্কিত করিবে।৭১-৭২

ললাটে, পৃষ্ঠপার্শ্বদ্বয়ে, কণ্ঠে, উভয় বাহুতে চতুরঙ্গুল-পরিমিত দীর্ঘপুণ্ড্র ধারণ করিবে। বক্ষঃস্থলে অষ্টাঙ্গুল-পরিমিত এবং বাহুতেও তৎপরিমিত পুণ্ড্র হইবে। উদরে ও পার্শ্বদ্বয়ে সর্ব্বদাই দশাঙ্গুল-পরিমিত পুণ্ড্র ধারণ করিবে।৭৩-৭৪

ওঙ্কারপূর্ব্বক আদিতে কেশবাদি ও অন্তে নমঃ দিয়া পুণ্ড্রক অঙ্কন করিবে অর্থাৎ "ওঁ কেশবায় নমঃ" ইত্যাদিক্রমে অঙ্কিত করিবে। ললাটে কেশব ও উদরে নারায়ণমন্ত্রদ্বারা পুণ্ড্র বিন্যাস করিবে। বক্ষঃস্থলে মাধব, কণ্ঠদেশে গোবিন্দ, দক্ষিণপার্শ্বে বিষ্ণু, দক্ষিণবাহুতে মধুসূদন, দক্ষিণবাহুমূলে ত্রিবিক্রম, বামপার্শ্বে বামন, বামবাহুতে শ্রীধর, বামবাহুমূলে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ, গ্রীবায় দামোদর প্রভৃতি বাসুদেব-মন্ত্রে তৎ প্রক্ষালনজল দ্বারা উত্তমাঙ্গে পুণ্ড্রক অঙ্কিত করিবে। তৎতৎস্থানে তৎতদ্দেবতা-মূর্ত্তি

কেশবস্তু সুবর্ণাভঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ।
শুক্লাম্বরধরঃ সৌম্যো মুক্তাভরণভূষিতঃ ॥৭৯
নারায়ণো ঘনশ্যামঃ শঙ্খ-চক্র-গদাসিভৃৎ।
পীতবাসা মণিময়ৈর্ভূষণৈরুপশোভিতঃ ॥৮০
মাধবশ্চোৎপলপ্রখ্যশ্চক্র-শার্ঙ্গ-গদাসিভৃৎ।
চিত্রমাল্যাম্বরধরঃ পুণ্ডরীকনিভেক্ষণঃ ॥৮১
গোবিন্দঃ শশিবর্ণঃ স্যাৎ পদ্ম-শঙ্খ-গদাসিভৃৎ।
রক্তারবিন্দপাদাব্জস্তপ্তকাঞ্চনভূষণঃ ॥৮২
গৌরবর্ণো ভবেদ্ বিষ্ণুশ্চক্র-শঙ্খ-হলাসিভৃৎ।
ক্ষৌমাম্বরধরঃ স্রগ্বী কেয়ূরাঙ্গদভূষিতঃ ॥৮৩
অরবিন্দনিভঃ শ্রীমান্ মধুজিৎ কমলাসনঃ।
চক্রং শার্ঙ্গঞ্চ মুসলং পদ্মং দোর্ভির্বিভর্ত্ত্যসৌ ॥৮৪
ত্রিবিক্রমো রক্তবর্ণঃ শঙ্খ-চক্র-গদাসিভৃৎ।
কিরীট-হার-কেয়ূর-কুণ্ডলৈশ্চ বিরাজিতঃ ॥৮৫

বামনঃ কুন্দবর্ণঃ স্যাৎ পুণ্ডরীকায়তেক্ষণঃ।
দোর্ভির্বজ্রং গদাং চক্রং পদ্মং হৈমং বিভর্ত্ত্যসৌ ॥৮৬
শ্রীধরঃ পুণ্ডরীকাখ্যশ্চক্রশার্ঙ্গী চ পদ্মধৃক্।
রক্তারবিন্দনয়নো মুক্তাদামবিভূষিতঃ ॥৮৭
বিদ্যুদ্ বর্ণো হৃষীকেশশ্চক্র-শার্ঙ্গ-হলাসিভৃৎ।
রক্তমাল্যাম্বরধরঃ পুণ্ডরীকাবতংসকঃ ॥৮৮
ইন্দ্রনীলনিভশ্চক্র-শঙ্খ-পদ্ম-গদাধরঃ।
পদ্মনাভঃ পীতবাসাশ্চিত্রমাল্যানুলেপনঃ ॥
দামোদরঃ সার্বভৌমঃ পদ্ম-শার্ঙ্গাসি-শঙ্খভৃৎ ॥৮৯
পীতবাসা বিশালাক্ষো নানারত্নবিভূষিতঃ।
এবং পুণ্ড্রাণি সততং ধারয়েদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥৯০
পুণ্ড্রসংস্কার ইত্যেবং শিষ্যেনাপি চ কারয়েৎ
মন্ত্রশেষং সমাপ্যাথ বৈষ্ণবান্ ভোজয়েত্ততঃ ॥৯১

ইতি পুণ্ড্রসংস্কারো দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥

অঙ্কিত করিবে অর্থাৎ তৎতন্মন্ত্রে তৎতৎচিহ্নের অঙ্কনই তৎতদ্দেবতার অঙ্কন।৭৫-৭৮

কেশব সুবর্ণকান্তিতুল্য, শঙ্খচক্রগদাধারী, শুক্লবসনবিশিষ্ট, সৌম্যাকৃতি, মুক্তাভরণভূষিত।৭৯

নারায়ণ মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, শঙ্খ, চক্র, গদা ও খড়্গধারী, পীতবসন, মণিময় ভূষণ দ্বারা সুশোভিত। মাধব নীলপদ্মতুল্য বর্ণবিশিষ্ট, চক্র, ধনু, গদা ও খড়্গধারী, বিচিত্রমাল্য ও বস্ত্রবিভূষিত এবং শ্বেতপদ্মতুল্য নয়নদ্বয় বিশিষ্ট।৮০-৮১

গোবিন্দ চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, পদ্ম শঙ্খ, গদা ও খড়্গধারী, রক্তপদ্মতুল্য শ্রীপাদপদ্ম, তপ্তসুবর্ণ-কান্তি-ভূষণে বিভূষিত। বিষ্ণু গৌরবর্ণ, চক্র, শঙ্খ, হল ও খড়্গধারী, ক্ষৌমবস্ত্র-পরিহিত, মাল্যভূষিত কেয়ূর ও অঙ্গদ (বালা) অলঙ্কৃত। পদ্মতুল্য সৌন্দর্য্যযুক্ত, কমলাসন-সংস্থিত, মধু-দৈত্যহারী, বাহুসমূহে চক্র, ধনু, মুষল ও পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন।৮২-৮৪

ত্রিবিক্রম রক্তবর্ণ, শঙ্খ, চক্র, গদা ও খড়্গধারী, কিরীট (মুকুট), হার, কেয়ূর ও কুণ্ডল দ্বারা সুশোভিত।৮৫

বামন কুন্দপুষ্পসদৃশবর্ণবিশিষ্ট, পুণ্ডরীকের ন্যায় বিস্তৃত চক্ষুর্দ্বয় এবং বাহুসমূহ দ্বারা গদা, চক্র ও সুবর্ণপদ্ম ধারণ করিয়া আছেন।৮৬

শ্রীধর পুণ্ডরীকতুল্যবর্ণবিশিষ্ট, চক্র, ধনু ও পদ্মধারী, রক্তপদ্মের ন্যায় নয়নযুক্ত ও মুক্তামালা-বিভূষিত। হৃষীকেশ বিদ্যুতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, চক্র, ধনু, হল ও অসিধারী, রক্তবর্ণমাল্যে বিভূষিত, পদ্মশ্রেণী তাঁহার অলঙ্কার।৮৮

পদ্মনাভ পীতবাস, বিচিত্রমাল্য ও নানা অনুলেপন-যুক্ত, ইন্দ্রনীলমণিতুল্য বর্ণবিশিষ্ট, চক্র, শঙ্খ, গদা ও পদ্মধারী। আর দামোদর সর্ব্বভূমির অধীশ্বররূপে বর্ণিত (অর্থাৎ বৃহৎকায়), পদ্ম, ধনু, খড়্গ ও শঙ্খধারী। দামোদর পীতবাসা, বিশালনয়নদ্বয়, নানারত্নে বিভূষিত। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণ এইরূপে পুণ্ড্র সকল ধারণ করিবেন।৮৯-৯০

শিষ্যগণও এইরূপে পুণ্ড্রসংস্কার করিবে। অবশিষ্ট মন্ত্রসকল সমাপ্ত করিয়া বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে। ইহাই পুণ্ড্রসংস্কার।৯১

পুণ্ড্রসংস্কার সমাপ্ত।

অথ বৈষ্ণবানাং নামসংস্কারবর্ণনম্।

তৃতীয়ং নাম সংস্কারং কুর্ব্বীত শুভবাসরে ।৯২
স্নাত্বা সংপূজ্য দেবেশং গন্ধ-পুষ্পাদিভির্গুরূন্।
নামাধিদৈবতং পশ্চাৎ পূজয়েৎ প্রযতাত্মবান্ ॥৯৩
দ্বাদশৈব তু মাসাস্ত কেশবাদ্যৈরধিষ্ঠিতাঃ।
আরভ্য মার্গশীর্ষং তু যদা সঙ্খ্যা দ্বিজোত্তমঃ ॥৯৪
যস্মিন্মাসি ভবেদ্দীক্ষা তন্মূর্ত্তেনামচোদিতম্।
নৃসিংহ-রাম-কৃষ্ণাখ্যং দাসনাম প্রকল্পয়েৎ ॥৯৫
শক্ত্যা দশাবতারাণাং বর্জয়েন্নাম বৈষ্ণবঃ।
নাম দদ্যাৎ প্রযত্নেন বৈষ্ণবং পাপনাশনম্ ॥৯৬
যস্য বৈ বৈষ্ণবং নাম নাস্তি চেত্তু দ্বিজন্মনঃ।
অনামিকঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্বকর্মসু গর্হিতঃ ॥৯৭
চক্রস্য ধারণং যস্য জাতকর্মণি সম্ভবেৎ।
তত্র বৈ মাসনামাপি দদ্যাদ্ বিপ্রো বিধানতঃ।
ধ্যাত্বা সমর্চয়েন্নাম মূর্তিমন্ত্রেণ দেশিকঃ ॥৯৮
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং তাম্বুলঞ্চ সমর্পয়েৎ।
প্রদক্ষিণমনুব্রজ্য ভক্ত্যা সম্যক্ প্রণম্য চ ॥৯৯
তন্মন্ত্রং মূলমন্ত্রং বা জপেৎ সহস্রসঙ্খ্যয়া।
পশ্চাদ্ধোমং প্রকুর্বীত শতমষ্টোত্তরং হবিঃ ॥১০০
বৈষ্ণবৈরনুবাকৈশ্চ জুহুয়াৎ সর্পিষা তদা।
নাম দদ্যাৎ ততঃ শিষ্যং মন্ত্রতোয়ে সমাপ্লুতম্ ॥১০১
ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ।
বৈষ্ণবান্ ভোজয়েৎ পশ্চাদ্দক্ষিণাদ্যৈশ্চ তোষয়েৎ ॥১০২
এবং হি নাম সংস্কারং কুর্বীত দ্বিজসত্তমঃ।
গুণযোগেন চান্যানি বিষ্ণোর্নামানি লৌকিকে ॥১০৩
বিশিষ্টং বৈষ্ণবং নাম সর্বকর্মসু চোদিতম্।
হরেঃ পরং পিতুর্ন্নাম যো দদাত্যপরং সুতম্ ॥১০৪

বৈষ্ণবদিগের নামসংস্কার-বর্ণনা।

মঙ্গলময় দিনে নামকরণরূপ তৃতীয় সংস্কার করিবে। স্নান করিয়া দেবেশ ও গুরুদিগকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজাপূর্ব্বক সংযতচিত্তে নামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে পরে পূজা করিবে।৯২-৯৩

বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসই কেশব প্রভৃতি দ্বারা অধিষ্ঠিত অর্থাৎ কেশবাদি সেই সেই মাসের অধিদেবতা। মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) মাস হইতে আরম্ভ করিয়া যে মাসে দীক্ষা হইবে, সেই মাসের অধিদেবতা (কেশবাদির অন্যতম) নৃসিংহ, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি নাম দাসান্ত করিয়া কল্পনা করিবে। বৈষ্ণবগণ নামকরণে যথাশক্তি দশ অবতারের নাম ত্যাগ করিবে*। বিষ্ণুবিষয়ক যে কোনও নাম যত্নপূর্ব্বক দান করিবে, কারণ তাহাই পাপনাশক।৯৪-৯৬

যে বৈষ্ণবের বিষ্ণুবিষয়ক নাম নাই, তিনি অনামিক অর্থাৎ নামশূন্যরূপে প্রসিদ্ধ এবং সমস্ত কর্ম্মেই তিনি নিন্দনীয়।৯৭

জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠানে যাহার চক্রচিহ্নের ধারণ সম্ভব হয়, সেই সময়ে যথাবিধি মাসের নামও কল্পনা করিবে। গুরুনামের মূর্ত্তিকে (তৎ তৎ দেবতাকে) ধ্যান করত তৎতৎ মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে।৯৮

ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও তাম্বুল সমর্পণ করিবে। প্রদক্ষিণ করত ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া তাঁহার ঐ মন্ত্র অথবা মূলমন্ত্র সহস্রসংখ্যক জপ করিবে। পরে ঘৃত দ্বারা অষ্টোত্তরশতসংখ্যক হোম করিবে। বৈষ্ণবগণ বেদমন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ঘৃত দ্বারা হোম করিবে। পরে মন্ত্ররূপ জল দ্বারা সিক্ত করিয়া শিষ্যকে নামদান করিবেন।৯৯-১০১

তারপর পুষ্পাঞ্জলি দিয়া হোম শেষ করিবে এবং বিষ্ণুভক্তদিগকে ভোজন করাইবে। পরে দক্ষিণা দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবে।১০২

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণ এইরূপে নামসংস্কার করিবে এবং লৌকিক কার্য্যেও গুণাধিকার অনুসারে বিষ্ণুর অন্য নামও দান করিবে।১০৩

বিষ্ণুসম্বন্ধীয় বিশিষ্ট নাম সমস্ত কর্ম্মেই প্রশস্ত। পিতার নামও শ্রীহরিসম্বন্ধীয় রাখিবে এবং অপরাপর পুত্রকেও শ্রীহরির নামদান করিবে।১০৪

*এই স্থলে অন্যরূপ ব্যাখ্যা দেখা যায়,—বৈষ্ণবগণ নামকরণসংস্কারে শক্তির দশাবতারগণের নাম (কালী, তারা প্রভৃতি) বর্জ্জন করিবে।

অতিরোচনকং দিব্যং তৃতীয়ং শ্রুতিচোদিতম্।
তস্মাদ্ভগবতো নাম সর্ব্বেষু মুনিভিঃ স্মৃতম্ ॥১০৫

ইতি নামসংস্কারস্তৃতীয়ঃ।

অথ বৈষ্ণবানাং মন্ত্রসংস্কারবর্ণনম্।

এবং তৃতীয়সংস্কারং কৃত্বা বৈ বৈদিকোত্তমঃ।
চতুর্থমন্ত্রসংস্কারং কুর্বীত দ্বিজসত্তমঃ ॥১০৬
প্রাতঃ স্নাত্বা বিধানেন পূজয়েদ্ জগতাং পতিম্।
অষ্টোত্তরসহস্রং তু মন্ত্ররত্নং জপেদ্ গুরুঃ ॥১০৭
স্নাতং শিষ্যং সমাহূয় সুবেশং সমলঙ্কৃতম্।
আদায় কলশং রম্যং পবিত্রোদকপূরিতম্ ॥১০৮
পঞ্চত্বক্‌পল্লবযুতং পঞ্চরত্নসমন্বিতম্।
মঙ্গলদ্রব্যসংযুক্তং মন্ত্রেণৈবাভিমন্ত্রয়েৎ ॥১০৯
সম্মার্জয়েৎ ততঃ শিষ্যং তজ্জলেন কুশৈঃ শুভৈঃ।
সূক্তৈশ্চ বিষ্ণুদেবত্যৈঃ পাবমানৈস্তথৈব চ ॥১১০
অষ্টোত্তরশতং পশ্চান্ মন্ত্ররত্নেন মার্জয়েৎ।
অভিষিচ্য ততো মূর্দ্ধ্নি শুক্লবস্ত্রধরং শুচিম্ ॥১১১
স্বলংকৃতং সমাচান্তমূর্দ্ধপুণ্ড্রধরং তদা।
পবিত্রহস্তং পদ্মাক্ষমালয়া সমলঙ্কৃতম্ ॥১১২
নিবেশ্য দক্ষিণে স্বস্য আসনে কুশনির্মিতে।
স্বগৃহ্যোক্তবিধানেন পুরতোঽগ্নিং প্রকল্পয়েৎ ॥১১৩
পৌরুষেণ তু সূক্তেন শ্রীসূক্তেন তথৈব চ।
মধ্বাজ্যমিশ্রিতং রম্যং পায়সং জুহুয়াদ্‌গুরুঃ ॥১১৪
অষ্টোত্তরশতং পশ্চাদাজ্যং মন্ত্রদ্বয়েন চ।
মূলমন্ত্রেণ জুহুয়াচ্চরুং ঘৃতবিমিশ্রিতম্ ॥১১৫
কেশবাদীন্ সমুদ্দিশ্য নিত্যান্ মুক্তাংস্তথৈবচ।
একৈকামাহুতিং হুত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ ॥১১৬
ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা নমস্কৃত্বা জনার্দনম্।
আচার্যঃ স্বগুরং নত্বা জপেদ্‌গুরুপরম্পরাম্ ॥১১৭
মাতরং সর্বজগতাং প্রপদ্যেত শ্রিয়ং ততঃ।
ত্বং মাতা সর্বলোকানাং সর্বলোকেশ্বরপ্রিয়ে ॥১১৮

এই অলৌকিক বিষ্ণুনাম অত্যন্ত প্রিয়কর এবং শ্রুতিনির্দিষ্ট। অতএব সমস্ত মুনিগণ শ্রীভগবানের নামকেই সর্ব্বকর্ম্মে যোগ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।১০৫

বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের মন্ত্রসংস্কার বর্ণিত হইতেছে। ব্রাহ্মণসত্তম বৈষ্ণবগণ পূর্ব্বোক্তরূপে তৃতীয় সংস্কার অর্থাৎ নামসংস্কার শেষ করিয়া চতুর্থ-সংস্কাররূপ মন্ত্রসংস্কার করিবেন। প্রাতঃকালে স্নান করিয়া যথাবিধি জগৎপতি শ্রীহরিকে পূজা করিবেন। গুরু ঐ শ্রেষ্ঠমন্ত্রটী অষ্টোত্তর সহস্র জপ করিবেন।১০৬-৭

কৃতস্নান, নির্ম্মলবেশধারী, চক্রাদি চিহ্নদ্বারা অলঙ্কৃত শিষ্যকে আহ্বান করিয়া পবিত্রজলপূর্ণ মনোহর পঞ্চপল্লবযুক্ত পঞ্চরত্নসমন্বিত মঙ্গলদ্রব্যভূষিত কলস (কুম্ভ) মন্ত্রপূর্ব্বক অভিমন্ত্রিত করিবেন। তারপর শুভকুশযুক্ত জলের দ্বারা শিষ্যকে মার্জ্জিত করিবেন। (শিষ্যের মাথায় কুশ দিয়া ঐ জলের ছিটা দিবেন) মার্জ্জনের মন্ত্র—বিষ্ণুসূক্ত, পুরুষসূক্ত বা পাবমানী সূক্ত উচ্চারণপূর্ব্বক মন্ত্ররত্ন দ্বারা অষ্টোত্তরশতবার অভিষিক্ত করিবেন। ঐরূপে অভিষিক্ত করিয়া শিরোদেশে পবিত্র শুক্ল-বস্ত্রধারী, পবিত্র, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রান্বিত, চক্রাদি চিহ্নদ্বারা অলঙ্কৃত, পদ্মনির্ম্মিত জপমালা দ্বারা পবিত্রহস্ত শিষ্যকে নিজের আসনের দক্ষিণদিকে কুশনির্ম্মিত আসনে বসাইয়া সম্মুখে স্বগৃহ্যোক্ত বিধানে (নিজের বেদ অনুসারে—লাটায়ন, সাংখ্যায়ন, গোভিল, কাত্যায়ন প্রভৃতি গৃহ্য-সূত্রের নিয়মানুসারে) অগ্নিস্থাপন করিবেন। ১০৮-১৩

গুরু পুরুষসূক্ত এবং শ্রীসূক্ত দ্বারা মধু ও ঘৃতমিশ্রিত পায়স দ্বারা হোম করিবেন। ঐ মন্ত্রদ্বয়ের দ্বারা অষ্টোত্তর-শতসংখ্যক ঘৃতাহুতি দান করিবেন। পরে মূলমন্ত্র দ্বারা গুরু কেশবাদির উদ্দেশ্যে ঘৃতযুক্ত চরু হোম করিবেন এবং নিত্যমুক্তদিগের উদ্দেশ্যে এক একটি আহুতি দিয়া হোম শেষ করিবেন। তারপর প্রদক্ষিণ করিয়া জনার্দ্দনকে প্রণাম করত আচার্য্য স্বীয় গুরুকে প্রণাম করিয়া গুরুপরম্পরার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক প্রণাম

অপরাধশতৈর্জুষ্টং নমস্তেন মম চ্যুতম্।
এবং প্রপদ্য লক্ষ্মীং তাং শ্রিয়ং সদ্গুরুভাবতঃ ॥১১৯
নিত্যযুক্তং তয়া দেব্যা বাৎসল্যাদি গুণান্বিতম্।
শরণ্যং সর্বলোকানাং প্রপদ্যে তং সনাতনম্ ॥
নারায়ণ দয়াসিন্ধো বাৎসল্যগুণসাগর ॥১২০
এনং রক্ষ জগন্নাথ বহুজন্মাপরাধিনম্।
ইত্যাচার্য্যেণ সন্দিষ্টঃ প্রপদ্যেত জনার্দনম্ ॥১২১
প্রপদ্যেত ততঃ শিষ্যো গুরুমেব দয়ানিধিম্।
গুরো ত্বমেব মে দেবস্ত্বমেব পরমা গতিঃ ॥১২২
ত্বমেব পরমো ধর্মস্ত্বমেব পরমং তপঃ।
ইতি প্রপন্নমাচার্য্যো নিবেশ্য পুরতো হরেঃ ॥১২৩
প্রাগগ্রেষু সমাসীনং দর্ভেষু সুসমাহিতঃ।
স্বাচার্য্যং পুরতো ধ্যাত্বা নমস্কৃত্বাথ ভক্তিমান্ ॥১২৪
গুরোঃ পরম্পরাং জপ্ত্বা হৃদি ধ্যাত্বা জনার্দনম্।
কৃপয়া বীক্ষিতং শিষ্যং দক্ষিণং জ্ঞানদক্ষিণম্ ॥১২৫

নিক্ষিপ্য হস্তং শিরসি বামং হৃদি চ বিন্যসেৎ।
পাদৌ গৃহীত্বা শিষ্যস্তু গুরোঃ প্রযতমানসঃ ॥১২৬
ভো! গুরো! ব্রূহি মন্ত্রং মে ব্রূয়াদিতি দয়ানিধে!
অধ্যাপয়েত্ততস্তস্মৈ মন্ত্ররত্নং শুভাহ্বয়ম্ ॥১২৭
সন্ন্যাসঞ্চ সমুদ্রঞ্চ সর্ষি-চ্ছন্দোঽধিদৈবতম্।
সার্থমধ্যাপয়েচ্ছিষ্যং প্রযতং শরণাগতম্ ॥১২৮
অষ্টাক্ষরং দ্বাদশার্ণং ষট্কুক্ষীং বৈষ্ণবীং তদা।
রাম-কৃষ্ণ-নৃসিংহাখ্যান্ মন্ত্রান্ তস্মৈ
নিবেদয়েৎ (?) ॥১২৯
ন্যাসে বাপ্যর্চনে বাপি মন্ত্রমেকান্তিনং শ্রয়েৎ।
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নরকং ব্রজেৎ ॥১৩০
অবৈষ্ণবাদ্ গুরোর্মন্ত্রং যঃ পঠেদ্ বৈষ্ণবো দ্বিজঃ।
কল্পকোটিসহস্রাণি পচ্যতে নরকাত্মনা ॥১৩১
অচক্রধারিণং যস্তু মন্ত্রমধ্যাপয়েদ্ গুরুঃ।
রৌরবং নরকং প্রাপ্য চাণ্ডালীং যোনিমাপ্নুয়াৎ ॥১৩২

করিবে। পরে সমস্ত জগতের মাতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর শরণাপন্ন হইয়া বলিবে—হে লক্ষ্মীদেবী! তুমি সর্ব্বজগতের মাতা, সর্ব্বজগদাধিপতির প্রিয়া। আমি শত শত অপরাধ-পরিপূর্ণ এবং বিধিচ্যুত, তাই তোমাকে প্রণাম করিতেছি। এইরূপে সদ্গুরুভাবে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর শরণাপন্ন হইবে।১১৩-১৯

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত নিত্যমিলিত বাৎসল্যাদি গুণান্বিত সর্ব্বলোকের আশ্রয় সনাতন শ্রীশ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হইতেছি—এইরূপ বলিবে। আরও বলিবে—হে নারায়ণ! দয়ার সাগর! বাৎসল্য-গুণের সিন্ধু, হে জগন্নাথ! বহুজন্মের অপরাধী এই শিষ্যকে রক্ষা কর। এইরূপে আচার্য্য দ্বারা অভিমন্ত্রিত হইয়া জনার্দ্দন ভগবান্ বিষ্ণুর চরণাশ্রয় করিবে।১২০-২১

তারপর দয়ানিধি শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় করিবে। বলিবে—হে গুরো! তুমিই আমার দেবতা, তুমিই একমাত্র পরমা গতি, তুমিই আমার পরম ধর্ম্ম, তুমিই আমার শ্রেষ্ঠ তপস্যা। এইরূপে শ্রীহরির সম্মুখে শরণাপন্ন শিষ্যকে রাখিবে। প্রাগগ্র কুশাসনে একাগ্রচিত্তে উপবিষ্ট ভক্তিমান্ শিষ্য গুরুকে ধ্যান করত প্রণাম করিবে।১২২-২৪

গুরুপরম্পরার নাম পাঠ করিয়া স্বহৃদয়ে ভগবান্ জনার্দ্দনকে ধ্যানপূর্ব্বক কৃপা করিয়া গুরু শিষ্যকে সন্দর্শন করত জ্ঞানে উদার ও সরল দক্ষিণহস্ত শিষ্যের মস্তকে সংস্থাপনপূর্ব্বক বামহস্ত শিষ্যের হৃদয়ে রাখিবে। শিষ্য তখন শ্রীগুরুর পাদগ্রহণপূর্ব্বক পবিত্রচিত্তে বলিবে—হে গুরো! দয়ানিধে! আমাকে মন্ত্র বলুন। তখন গুরু শিষ্যকে শুভ মন্ত্ররত্ন অধ্যয়ন করাইবেন।১২৫-২৭

সায়ংকালে গুরু শরণাগত বিশুদ্ধ শিষ্যকে মুদ্রা, ঋষি, ছন্দ ও অধিদেবতাসহ সন্ন্যাসবিধি মন্ত্রের অধ্যাপনা করাইবেন (শিক্ষা দিবেন)। দ্বাদশদলসহ অষ্টাক্ষর ষট্কুক্ষী (?) রাম, কৃষ্ণ ও নৃসিংহবিষয়ক বৈষ্ণবমন্ত্র শিষ্যকে দান করিবেন।১২৮-২৯

বর্ণন্যাসে বা পূজায় একান্তভাবে ঐ মন্ত্রকে আশ্রয় করিবে। অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্রদ্বারা নরকে গতি হয়। যে বৈষ্ণব দ্বিজ অবৈষ্ণব গুরুর নিকট হইতে

তস্মাদ্দীক্ষাবিধানেন শিষ্যং ভক্তিসমন্বিতম্ ।
মন্ত্রমধ্যাপয়েদ্ বিদ্বান্ বৈষ্ণবং পাপনাশনম্ ॥১৩৩
অনধীত্য স্বয়ং মন্ত্রং যোঽন্যবৈষ্ণবমুত্তমম্ ।
অধীত্য মন্ত্রসংসিদ্ধিং ন প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥১৩৪
জাতকর্ম্মণি বা চৌলে তদা মৌঞ্জীনিবন্ধনে ।
চক্রস্য ধারণং যত্র ভবেত্তস্য তু তত্র বৈ ॥১৩৫
উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং গৃহ্যোক্তবিধিনা ততঃ ।
অধ্যাপয়েচ্চ সাবিত্রং ততো মন্ত্রং স্বয়ং শুভম্ ॥১৩৬
প্রাপ্তমন্ত্রস্ততঃ শিষ্যঃ পূজয়েচ্ছ্রদ্ধয়া গুরুম্ ।
গো-ভূ-হিরণ্য-রত্নাদ্যৈর্বাসোভির্ভূষণৈরপি ॥১৩৭
সদ্বক্তা শাসয়েচ্ছিষ্যমাচার্য্যঃ সংশিতব্রতঃ ।
স্বরূপং সাধনং সাধ্যং মন্ত্রেণাস্মৈ নিবেদয়েৎ ॥১৩৮
দ্বয়েন বৃত্তিযাথাত্ম্যং সম্যগস্মৈ নিবেদয়েৎ ।
আচার্য্যাধীনবৃত্তিস্তু সংযতস্তু বসেৎ সদা ॥১৩৯
কর্ম্মণা মনসা বাচা হরিমেব ভজেৎ সুধীঃ ।
যাবচ্চ তীরপাতস্তু দ্বয়মাবর্ত্তয়েৎ সদা ॥১৪০
এবং হি বিধিনা সম্যঙ্মন্ত্রসংস্কারসংস্কৃতঃ ॥১৪১

ইতি মন্ত্রসংস্কারশ্চতুর্থঃ ॥

অথ পঞ্চসংস্কারবিধিবর্ণনম্ ।

মন্ত্রার্থতত্ত্ববিদুষং যাগতন্ত্রে নিযোজয়েৎ ।
পূর্ব্বাহ্নে পূজয়েদ্দেবং তস্য প্রিয়তরং শুভঃ ॥১৪২
মন্ত্ররত্নবিধানেন গন্ধ-পুষ্পাদিভির্গুরুঃ ।
অর্চয়িত্বাচ্যুতং ভক্ত্যা হোমং পূর্ববদাচরেৎ ॥১৪৩
সর্ব্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈঃ পায়সং ঘৃতমিশ্রিতম্ ।
আজ্যং মন্ত্রেণ হোতব্যং শতমষ্টোত্তরং তদা ॥১৪৪
শক্ত্যা চ বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ সর্ব্বৈর্হোমং সমাচরেৎ ।
একৈকমাহুতিং হুত্বা সর্বাবরণদেবতা ॥১৪৫

গৃহীত মন্ত্র পাঠ করেন (জপ করেন), তিনি সহস্র সহস্র কোটিকল্পকাল নরকে বাস করেন ।১৩০-৩১

চক্রচিহ্নহীন শিষ্যকে যে গুরু মন্ত্রদীক্ষা দেন, তিনি রৌরবনরক ভোগ করিবার পর চাণ্ডালের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ।১৩২

অতএব যথাযথ দীক্ষার বিধান অনুসারে তত্ত্বজ্ঞ গুরু ভক্তিযুক্ত শিষ্যকে পাপনাশক বৈষ্ণবমন্ত্র শিক্ষা দিবেন। যুগলমন্ত্র মন্ত্র শিক্ষা না করিয়া যদি অন্য উত্তম বৈষ্ণবমন্ত্রও শিক্ষা করেন, তাহা হইলে সে মন্ত্রের সিদ্ধিলাভ হইবে না—ইহাতে সন্দেহ নাই ১৩৩-৩৪

জাতকর্ম্মে, চূড়াকরণে কিংবা উপনয়নে যে স্থানে চক্রচিহ্নের ধারণ হয়, সেখানেই গুরু শিষ্যকে উপনয়নাদি দিয়া স্ব-স্বগৃহ্যোক্ত বিধি অনুসারে গায়ত্রী শিক্ষা দিবেন এবং পরে মঙ্গলময় যুগলমন্ত্র শিক্ষা দিবেন ।১৩৫-৩৬

শিষ্য মন্ত্রলাভ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীগুরুকে গো, ভূমি, স্বর্ণ, রত্ন, বস্ত্র ও ভূষণাদি দ্বারা পূজা করিবেন। শ্রেষ্ঠ উপদেশক আচার্য্য সংযতচিত্তে শিষ্যকে শাসন করিবেন। মন্ত্রের স্বরূপ, সাধনবিধি ও সাধ্য দেবতা প্রভৃতি মন্ত্রার্থ শিষ্যকে শিক্ষা দিবেন ।১৩৭-৩৮

যুগলমন্ত্রের যথাযথ ব্যাখ্যা সম্যগ্‌রূপে শিষ্যকে বলিবেন। শিষ্যও আচার্য্যের অধীনে জীবিকানির্ব্বাহ-পূর্ব্বক সংযত হইয়া বাস করিবে। বিশুদ্ধবুদ্ধি শিষ্য কায়মনোবাক্যে শ্রীহরির ভজনই করিবে। শরীরপাত পর্য্যন্ত যথাবিধি সম্যগ্‌রূপে ঐ যুগলমন্ত্রই জপ করিবে। এইরূপে যথাবিধি মন্ত্র সংস্কার দ্বারা শিষ্য সংস্কৃত হইবে ।১৩৯-৪০

মন্ত্রসংস্কারনামক চতুর্থ সংস্কার বর্ণিত হইল।

পঞ্চ সংস্কারবিধি বর্ণনা।

যাগতন্ত্রে মন্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ বিদ্বান্‌কেই নিযুক্ত করিবে। মঙ্গলময় গুরু তাহার প্রিয়তর দেবতাকে পূর্ব্বাহ্নেই পূজা করিবেন। গুরুদেব মন্ত্ররত্নবিধি অনুসারে ভক্তিপূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা শ্রীশ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ হোম করিবেন ।১৪২-৪৩

সমস্ত বৈষ্ণবসূক্ত উচ্চারণপূর্ব্বক ঘৃতমিশ্রিত পায়স দ্বারা ঘৃতসহযোগে স্বাহান্ত মন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তরশত হোম করিবেন ।১৪৪

শক্তি অনুসারে সমস্ত বৈষ্ণবমন্ত্র দ্বারাই হোম সম্পন্ন করিবে। সমস্ত আবরণ দেবতার উদ্দেশ্যে এক একটি আহুতি দিবে। তাহাতে আদিতে প্রণব, পরে চতুর্থ্যন্ত দেবতার নাম এবং অন্তে স্বাহা শব্দযোগ করিয়া ঐ মন্ত্র

প্রণবাদিচতুর্থ্যন্তৈস্তেষাং বৈ নামভির্যজেৎ।
হোমশেষং সমাপ্যাথ বৈষ্ণবান্ ভোজয়েত্তদা ॥১৪৬
মন্ত্ররত্নেন তদ্বিম্বং পুষ্পাঞ্জলিশতং যজেৎ।
প্রণম্য ভক্ত্যা দেবেশং জপ্ত্বা মন্ত্রমনুত্তমম্ ॥১৪৭
আহূয় প্রণতং শিষ্যং তদ্বিম্বং দর্শয়েদ্ গুরুঃ।
কৃপয়াথ ততস্তস্মৈ দদ্যাদ্ বিম্বং হরের্গুরুঃ ॥১৪৮
এনং রক্ষ জগন্নাথ! কেবলং কৃপয়া তব।
অর্চনং যৎকৃতং তেন বিভো! স্বীকর্ত্তুমর্হসি ॥১৪৯
এবং লব্ধ্বা গুরোর্বিম্বং পূজয়েত্তং প্রযত্নতঃ।
হিরণ্য-বস্ত্রাভরণ-যান-শয্যাসনাদিভিঃ ॥১৫০
ততঃ প্রভৃতি দেবেশমর্চ্চয়েদ্ বিধিনা সদা।
শ্রৌত-স্মার্ত্তাগমোক্তানাং জ্ঞাত্বান্যতমমচ্যুতম্ ॥১৫১

ইতি বৃদ্ধহারীতস্মৃত্যাং বিশিষ্টধর্মশাস্ত্রে
পঞ্চসংস্কারবিধানং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

দ্বারা আহুতি দিবে। হোম শেষ করিয়া বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে।১৪৫-৪৬

মন্ত্ররত্ন দ্বারা শতপুষ্পাঞ্জলি দিয়া দেবতার (প্রতীক) মূর্ত্তিকে পূজা করিবে। অনন্তর ভক্তিসহকারে দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া ঐ শ্রেষ্ঠ মন্ত্রের জপ করিবে।১৪৭

পরে প্রণত শিষ্যকে আহ্বান করত দেবতার ঐ (প্রতিমা) মূর্ত্তিকে দেখাইবে। অশেষ কৃপা করত গুরু শ্রীহরির ঐ মূর্ত্তিকে শিষ্যহস্তে দান করিবে।১৪৮

'হে জগন্নাথ! এই শিষ্যকে রক্ষা কর'—ইহা বলিয়াই শিষ্যকে ঐ মূর্ত্তি দান করিবে। গুরু আরও বলিবেন—কেবলমাত্র তোমার কৃপাতেই তোমার যে পূজা করিলাম, হে বিভো! উহা তুমি গ্রহণ কর।১৪৯

ঐ শ্রীহরির মূর্ত্তি যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে। তৎসহ শ্রীগুরুর একটী প্রতিবিম্ব (ফটো) নিয়া যত্নপূর্ব্বক স্বর্ণ, বস্ত্র, আভরণ, যান, শয্যা ও আসনাদি দ্বারা পূজা করিবে।১৫০

সেই হইতে দেবপতি শ্রীহরিকে শ্রুতি, স্মৃতি এবং তন্ত্রোক্ত বিধির অন্যতম শ্রেষ্ঠ জানিয়া যথাবিধি সর্ব্বদা পূজা করিবে।১৫১

বৃদ্ধহারীতোক্ত-স্মৃতিতে বিশিষ্টধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চ-সংস্কারবিধাননামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

অথ ভগবন্মন্ত্রবিধানবর্ণনম্

অম্বরীষ উবাচ

ভগবন্ সর্বমন্ত্রাণাং বিধানং মম সুব্রত।
ব্রূহি সর্ব্বমশেষেণ প্রয়োগং সার্থসংস্কৃতম্ ॥১

হারীত উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রযোগমনুত্তমম্।
যথোক্তং বিষ্ণুনা পূর্বং ব্রহ্মণা পরমাত্মনা ॥২

সর্বেষামেব মন্ত্রাণাং প্রথমং গুহ্যমুত্তমম্।
মন্ত্ররত্নং নৃপশ্রেষ্ঠ! সদ্যো মুক্তিফলপ্রদম্ ॥৩

সর্বৈশ্বর্য্যপ্রদং পথ্যং সর্বেষাং সর্বকামদম্।
যস্যোচ্চারণমাত্রেণ পরিতুষ্টো ভবেদ্ধরিঃ ॥৪

দেশকালাদিনিয়মমরি-মিত্রাদিশোধনম্।
স্বরবর্ণাদিদোষশ্চ পৌরশ্চরণকং ন তু ॥৫

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাস্তথেতরাঃ
তস্যাধিকারিণঃ সর্বে সত্ত্ব-শীল-গুণা যদি ॥৬

পঞ্চসংস্কারসম্পন্নাঃ শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়কাঃ।
ভক্ত্যা পরময়াবিষ্টা যুক্তাস্তস্যাধিকারিণঃ ॥৭

পঞ্চবিংশাক্ষরো মন্ত্রঃ পদৈঃ ষড়্ভিঃ সমন্বিতঃ।
বাক্যদ্বয়ং পরং জ্ঞেয়ং মন্ত্ররত্নমনুত্তমম্ ॥৮

যদাশ্রয়তি বিদ্যাদিঃ সংস্থিতা জগতাং পতিম্।
তয়া বিদ্যাঽনপায়িন্যা সংযুতঃ পরমঃ পুমান্ ॥৯

নারায়ণোঽচ্যুতঃ শ্রীমান্ বাৎসল্যগুণসাগরঃ।
নাথঃ সুশীলঃ সুলভঃ সর্বজ্ঞঃ শক্তিমান্ পরঃ ॥১০

আপদ্‌বন্ধুঃ সদা মিত্রং পরিপূর্ণমনোরথঃ।
দয়াসুধাব্ধিঃ সবিতা বীর্যবান্ দ্যুতিমান্ বিভুঃ ॥১১

তৃতীয় অধ্যায়

ভগবানের মন্ত্রের বিধি বর্ণন।

রাজর্ষি অম্বরীষ বলিলেন—হে ভগবন্! হে সুব্রত! সমস্ত মন্ত্রের বিধান, প্রয়োগ ও অর্থের দ্বারা সুসংস্কৃত সমগ্রবিধি আমাকে বলুন।১

হারীত বলিলেন,—হে রাজন্! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রযোগ আমি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন—যাহা পূর্ব্বে পরমাত্মস্বরূপ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বলিয়াছেন।২

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! সমস্ত মন্ত্রের আদিভূত গোপনীয় শ্রেষ্ঠ মন্ত্ররত্নই সদ্যঃ মুক্তিফলপ্রদ, সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যফলপ্রদ অর্থাৎ সমস্ত ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিজন্য আনন্দের তুল্য আনন্দপ্রদ, অত্যন্ত হিতকর, সকলের সর্ব্বাভিলাষপূরক—যাহার উচ্চারণমাত্রেই শ্রীহরি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন।৩-৪

ইহাতে দেশকালাদি নিয়ম নাই। মন্ত্রের অরিমিত্রাদি বিচার করিয়া শুদ্ধ করিতে হয় না, স্বরবর্ণাদি-দোষ নাই, পুরশ্চরণ দ্বারা মন্ত্রচৈতন্য করিতে হয় না।৫

বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণসম্পন্ন ও সদাচার দ্বারা চরিত্রবান্ হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, স্ত্রী, শূদ্র কিম্বা ইতর শূদ্র যে কেহ হউন, সকলেই এই মন্ত্রের অধিকারী। পঞ্চসংস্কারসম্পন্ন, শ্রদ্ধাশীল, অসূয়াশূন্য ও পরমা ভক্তি দ্বারা আবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিমাত্রেই ইহার অধিকারী। ৬-৭

এখন মন্ত্ররত্নের স্বরূপ বলিতেছেন—এই মন্ত্ররত্ন পঞ্চবিংশ অক্ষর দ্বারা ঘটিত, ছয়টী পদ দ্বারা সমন্বিত, দুইটী বাক্যে সম্পূর্ণ।৮

যে আদিবিদ্যা আশ্রয় করিলে জগৎপতিতে সংস্থিত হওয়া যায়, সেই অবিনাশী তত্ত্ববিদ্যাময় পরমপুরুষ, নারায়ণ, অচ্যুত, শ্রীমান্, বাৎসল্যগুণের সাগর, সকলের নাথ, সুশীল, সুলভ অর্থাৎ সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বিপদে বন্ধু, সর্ব্বদাই মিত্র (পরমোপকারী), আপ্তকাম, দয়ার সুধাসমুদ্র সদৃশ, সর্ব্বপ্রকাশক, শক্তিশালী, তেজস্বী, সর্ব্বপ্রভু ও সকলের আশ্রয় শ্রীহরির শ্রীচরণ আমার পরম মঙ্গলের জন্য আশ্রয়

প্রপদ্যে চরণৌ তস্য শরণং শ্রেয়সে মম।
শ্রীমতে বিষ্ণবে নিত্যং সর্বাবস্থাসু সর্বদা ॥১২
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ কৈঙ্কর্যং করবাণ্যহম্।
এবমর্থং বিদিত্বৈব পশ্চান্মন্ত্রং প্রয়োজয়েৎ ॥১৩
নারায়ণো মহাশব্দো গায়ত্রী চ পরা শুভা।
স্বয়ং নারায়ণঃ শ্রীমান্ দেবতা সমুদাহৃতঃ ॥১৪
করয়োঃ স্থলয়োরাদ্যমক্ষরং বিন্যসেদ্ দ্বিজঃ।
শেষাক্ষরাণি দেয়ানি চতুর্বিংশতিপর্বসু ॥১৫
ষট্পদৈরঙ্গুলিন্যাসমঙ্গেষু চ যথাক্রমম্।
ষড়ঙ্গং ষট্পদৈঃ কৃত্বা মন্ত্রার্থৈশ্চ যথাক্রমম্ ॥১৬
মূর্ধ্নি ভালে নেত্র-নাসাশ্রবণেষু তথাননে।
ভুজয়োর্হৃৎপ্রদেশে চ স্তনয়োর্নাভিমণ্ডলে ॥১৭
পৃষ্ঠে চ জঘনে কট্যোরূর্বোর্জান্বোশ্চ পাদয়োঃ।
পঞ্চবিংশাক্ষরাণ্যস্য ক্রমেণাঙ্গেষু বিন্যসেৎ ॥১৮

করিতেছি। সমস্ত অবস্থাতেই সর্ব্বদা নিত্যস্বরূপ শ্রীমান্ অর্থাৎ লক্ষ্মীসহ নিত্যমিলিত শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করি। মমতাশূন্য হইয়া অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর কৈঙ্কর্য (দাসত্ব) করিতেছি। এইরূপ মনোবৃত্তি-সম্পন্ন হইয়া পরে মন্ত্রের প্রয়োগ করিবে।৯-১৩

নারায়ণ-মন্ত্রবিধি।

প্রথমে নারায়ণ, পরে মহা-শব্দ, পরে নারায়ণ-গায়ত্রী, এবং তাহার পরে শ্রীমান্ নারায়ণো দেবতা ইহা স্বশরীরে বিন্যাস করিবে। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ দুইহস্তে আদ্য অক্ষরের বিন্যাস করিবে। দুই হস্তের চতুর্বিংশতিসংখ্যক অঙ্গুলিপর্ব্বে অবশিষ্ট অক্ষরগুলির বিন্যাস করিবে। মন্ত্রস্থ ষট্পদের দ্বারা স্বশরীরে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া মন্ত্রাক্ষর দ্বারা যথাক্রমে নিজ অঙ্গে বর্ণন্যাস করিবে।১৪-১৬

মস্তকে, ললাটে, নেত্রদ্বয়ে, নাসিকাদ্বয়ে, কর্ণদ্বয়ে, এবং আননে বাহুদ্বয়ে ও হৃদয়ে স্তনদ্বয়ে ও নাভিমণ্ডলে, পৃষ্ঠে, জঘনে, কটিদেশে, ঊরুদেশে, জানুদ্বয়ে, পাদদ্বয়ে যথাক্রমে মন্ত্রের পঞ্চবিংশতি অক্ষর বিন্যস্ত করিবে—ইহাই বর্ণন্যাস।১৭-১৮

এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা পশ্চাদ্ ধ্যানং সমাচরেৎ।
ইন্দীবরদলশ্যামং কোটিসূর্য্যাগ্নিবর্চ্চসম্ ॥১৯
চতুর্ভুজং সুন্দরাঙ্গং সর্বাভরণভূষিতম্।
পদ্মাসনস্থং দেবেশং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্ ॥২০
রক্তারবিন্দসদৃশদিব্যহস্তপদাঙ্কিতম্।
মাণিক্যমুকুটোপেতং নীলকুন্তলশীর্ষজম্ ॥২১
শ্রীবৎসকৌস্তুভোরস্কং বনমালাবিরাজিতম্।
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গং দিব্যপুষ্পাবতংসকম্ ॥২২
হার-কুণ্ডল-কেয়ূর-নূপুরাদিবিরাজিতম্।
কটকৈরঙ্গুরীয়ৈশ্চ পীতবস্ত্রেণ শোভিতম্ ॥২৩
শঙ্খ-পদ্ম-গদা-চক্রপাণিং পুরুষোত্তমম্।
বামাঙ্কে চিন্তয়েত্তস্য দেবীং কমললোচনাম্ ॥২৪
তরুণীং সুকুমারাঙ্গীং সর্বলক্ষণশোভিতাম্।
দুকূলবস্ত্রসংযুক্তাং সর্বাভরণভূষিতাম্ ॥২৫

এইরূপে ন্যাসবিধি সমাপ্ত করিয়া পরে ধ্যান করিবে। নীলপদ্মদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, কোটি কোটি সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, চতুর্ভুজ, সুন্দর অঙ্গবিশিষ্ট, সমস্ত আভরণ দ্বারা বিভূষিত, পদ্মাসনস্থিত, দেবগণের অধিপতি, পুণ্ডরীকের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট, রক্তপদ্মতুল্য রক্তবর্ণ ও অলৌকিক হস্তপদ-সুশোভিত, মাণিক্যময়মুকুটধারী, নীলবর্ণ-কেশপাশ শোভিতমস্তক, শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভ-মণিশোভিতবক্ষ, বনমালা-ভূষিত, মনোহর চন্দন দ্বারা লিপ্ত শরীর, মনোরম পুষ্পমাল্যময় শিরোভূষণযুক্ত, হার, কুণ্ডল, কেয়ূর ও নূপুরাদি-সুশোভিত, কটক, অঙ্গুরীয়ক ও পীতবস্ত্র দ্বারা সমলঙ্কৃত, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী পুরুষোত্তমকে চিন্তা করিবে।১৯-২৩

আর তাঁহার বাম অঙ্কে (ক্রোড়দেশে) কমললোচনা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীকে চিন্তা করিবে। তিনি যুবতী, অতি সুকোমল অঙ্গবিশিষ্টা, সর্ব্ব-সুলক্ষণযুক্তা, পট্টবসনান্বিতা, সমস্ত আভরণে অলঙ্কৃতা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, স্থূল ও উন্নতস্তনী, রত্নময়কুণ্ডল ও নীলবর্ণকুন্তলশোভিতা, মনোরম সুগন্ধি চন্দন দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রলিপ্ত, মনোহর পুষ্প দ্বারা তাঁহার

তপ্তকাঞ্চনসঙ্কাশাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
রত্নকুণ্ডলসংযুক্তাং নীল-কুণ্ডলশীর্ষজাম্ ॥২৬
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গীং দিব্যপুষ্পাবতংসকম্।
মাতুলুঙ্গঞ্চ রক্তাব্জং দর্পণং বরদং তথা ॥২৭
দেবীঞ্চ বিভ্রতীং দোর্ভিশ্চিন্তয়েদিষ্টদাং সদা।
এবং ধ্যাত্বা পরং নিত্যমর্চয়েদচ্যুতং দ্বিজঃ ॥২৮
যথাত্মনি তথা দেবে জ্ঞানকর্ম সমাচরেৎ।
অর্চয়েদুপচারৈশ্চ মনসা বা জনার্দনম্ ॥২৯
আবাহনাসনে পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্।
স্নানং বস্ত্রোপবীতে চ ভূষণং গন্ধমেব চ ॥৩০
পুষ্পং ধূপং তথা দীপং নৈবেদ্যঞ্চ প্রদক্ষিণম্।
নমস্কারঞ্চ তাম্বূলং পুষ্পমালা নিবেদয়েৎ ॥৩১
নমস্কৃত্বা গুরুং পশ্চাজ্জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ।
অষ্টোত্তরসহস্রন্তু শতমষ্টোত্তরং তথা ॥৩২
ধ্যায়ন্ বৈ মনসা দেবং জপেদেকাগ্রমানসঃ।
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি সমাসীনঃ কুশাসনে ॥৩৩
ত্রিসন্ধ্যাসু জপেদ্দেবং সর্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
আদাবন্তে জপস্যাস্য প্রাণায়ামান্ সমাচরেৎ ॥৩৪
পূরকঃ কুম্ভকো রেচ্যঃ প্রাণায়ামস্ত্রিলক্ষণঃ।
বামেন পূরয়েদ্ বায়ুং বাহ্যং নাসা জপন্মনুম্ ॥৩৫
উভাভ্যাং ধারণং বায়োঃ কুম্ভকং সমুদাহৃতম্।
তদ্রেচনং দক্ষিণেন রেচনং সমুদাহৃতম্ ॥৩৬
পর্যাবৃত্যা পুনশ্চৈবং প্রাণায়ামত্রয়ং ক্রমাৎ।
পূরকে কুম্ভকে চৈব রেচকে চ বিশেষতঃ ॥৩৭
অষ্টাবিংশতিবারং তু জপেন্ মন্ত্রং সমাহিতঃ।
উত্তমং মুনিভিঃ প্রোক্তং প্রাণায়ামং নৃপোত্তম ।৩৮
জপন্ দ্বাদশবারং তু উত্তমং তৎপ্রকীর্তিতম্।
ষড্‌বারস্তু কনীয়ঃ স্যাত্রিবারমধমং স্মৃতম্ ।৩৯
মনসৈবার্চ্চয়েদ্দেবং পশ্চাদর্থং বিচিন্তয়েৎ।
প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা পশ্চান্ন্যাসং সমাচরেৎ ॥৪০
স্নাত্বা শুক্লাম্বরধরঃ কৃত্বা সন্ধ্যাদিকর্ম চ।
ধৃতোর্দ্ধপুণ্ড্রদেহশ্চ পবিত্রকর এব চ ॥৪১

শিরোদেশ অলঙ্কৃত, মাতুলুঙ্গ—(দাড়িম পুষ্প) রক্তপদ্ম-পুষ্পধারিণী, দর্পণ ও বরদমুদ্রা-ধারিণী, সর্ব্বাভীষ্টদায়িনী—দেবীকে এইরূপে চিন্তা করিবে।২৪-২৭

এইরূপে বামাঙ্কস্থিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীকে চিন্তা করিয়া শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। নিজের শরীরের ন্যায় দেব-শরীরেও অঙ্গন্যাস-করন্যাসাদি জ্ঞানজনক কর্ম্মাবলীর অনুষ্ঠান করিবে।২৮-২৯

কিম্বা মনে মনে সমস্ত উপচার দ্বারা শ্রীশ্রীজনার্দ্দনকে পূজা করিবে। আবাহন, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় জল, স্নান, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, ভূষণ, চন্দন, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য দিবে। অনন্তর প্রদক্ষিণ করিবে। পরে প্রণাম করিয়া তাম্বুলদান ও পুষ্পমাল্য নিবেদন করিবে।৩০-৩১

গুরুগণকে প্রণাম করিয়া পরে একাগ্রচিত্তে মন্ত্র জপ করিবে। অষ্টোত্তরসহস্র অথবা অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া মনে মনে দেবতাকে ধ্যান করিবে।৩২

পরে পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া একাগ্রচিত্তে জপ করিবে। তিন সন্ধ্যাতে দেবতার জপ করিবে। তাহাতে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিবে। জপের আদিতে ও অন্তে প্রাণায়াম করিবে।৩৩-৩৪

প্রাণায়াম ত্রিবিধ অঙ্গযুক্ত—পূরক, কুম্ভক ও রেচক। বামনাসিকা দ্বারা বাহ্যবায়ুর পূরণ (পূরক), উভয় নাসিকা দ্বারা বায়ুর বিধারণ—ইহাকেই কুম্ভক বলে এবং দক্ষিণনাসাপুট দ্বারা বায়ুর পরিত্যাগ করিবে—ইহাকে রেচক বলে।৩৫-৩৬

পুনরায় উক্তক্রমের আবৃত্তি করিয়া তিনটী প্রাণায়াম করিবে। একবার পূরক, কুম্ভক ও রেচক দ্বারা একটি প্রাণায়াম। এইরূপে তিনটী প্রাণায়াম করিতে হইবে। এইরূপে অষ্টাবিংশতিবার সমাহিতচিত্তে জপ করিবে। হে নৃপোত্তম! এইরূপ প্রাণায়াম-সমন্বিত জপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জপ।৩৭-৩৮

দ্বাদশবার জপই শ্রেষ্ঠ; ছয়বার তদপেক্ষা নিকৃষ্ট; তিনবার অধম জপ। মনে মনেই দেবতাকে পূজা করিবে। পরে তদর্থ চিন্তা করিবে। তিনটী প্রাণায়াম

ধৃত্বা পদ্মাক্ষমালাঞ্চ সন্নিধাবাসনে স্থিতঃ।
ভূতশুদ্ধিবিধানঞ্চ কৃত্বা মন্ত্রং প্রযোজয়েৎ ॥৪২
অষ্টাক্ষরস্য মন্ত্রস্য গুরুর্নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
ছন্দশ্চ দৈবী গায়ত্রী পরমাত্মা চ দেবতা।
জপশ্চাষ্টাক্ষরো মন্ত্রঃ সর্বপাপপ্রনাশনঃ ॥৪৩
সর্বদুঃখহরঃ শ্রীমান্ সর্বকামফলপ্রদঃ।
সর্বদেবাত্মকো মন্ত্রস্ততো মোক্ষপ্রদো নৃণাম্ ॥৪৪
ঋচো যজূংষি সামানি তথৈবাথর্বণানি চ।
সর্বমষ্টাক্ষরান্তস্থং তচ্চান্যদপি বাঙ্ময়ম্ ॥৪৫
সর্বার্থো বেদগর্ভস্থো বেদাশ্চাষ্টাক্ষরে স্থিতাঃ।
অষ্টাক্ষরস্ত প্রণবে অকারে প্রণবঃ স্থিতঃ ॥৪৬
ইহ লৌকিকমৈশ্বর্য্যং স্বর্গাদ্যং পারলৌকিকম্।
কৈবল্যং ভগবত্ত্বঞ্চ মন্ত্রোঽয়ং সাধয়িষ্যতি ॥৪৭
সকৃদুচ্চারণান্নৃণাং চতুর্বর্গফলপ্রদম্।
স্বরূপং সাধনং প্রাপ্যং দদাতি হি সমঞ্জসা ॥৪৮

করিয়া পরে ন্যাসাদি করিবে। স্নানান্তে পবিত্র শুভ্রবেশ ধারণ করিয়া কুশহস্তে উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণপূর্ব্বক সন্ধ্যাদি কর্ম্ম সমাপন করিবে।৩৯-৪১

পদ্মের জপমালা ধারণ করত দেবতার সন্নিধানে আসনে উপবিষ্ট হইয়া ভূতশুদ্ধিবিধানে মন্ত্রপ্রয়োগ করিবে। অষ্টাক্ষর (ওঁ নমো নারায়ণায়) মন্ত্রের গুরু নারায়ণ, ছন্দ দৈবীগায়ত্রী এবং পরমাত্মা দেবতা। এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র সর্ব্ববিধপাপনাশক।৪২-৪৩

সমস্ত দুঃখহারী, শ্রীদায়ক, সর্ব্বাভিলাষপ্রদ ও সর্ব্বদেবময় এইমন্ত্র মনুষ্যদের মুক্তিদায়ক। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদ সমস্তই ঐ অষ্টাক্ষর মন্ত্র; অন্য বাঙ্ময় মন্ত্রও ঐ অষ্টাক্ষর মন্ত্রে নিবিষ্ট।৪৪-৪৫

বেদ দ্বারাই সমস্ত বিষয় প্রকাশিত, ঐ বেদ এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রমধ্যে সন্নিবিষ্ট। অষ্টাক্ষর মন্ত্রও প্রণবমধ্যে নিবিষ্ট। প্রণব অকারমধ্যে ব্যবস্থিত।৪৬

এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র দ্বারা সমস্ত লৌকিক ঐশ্বর্য্য, স্বর্গাদি পারলৌকিক ঐশ্বর্য্য, এমন কি কৈবল্য ও ভগবৎতত্ত্বও সুসাধিত হইয়া থাকে।৪৭

মহাপাপং চাতিপাপং বিদ্যতে বোপপাপকম্।
জপাদস্য মনোরাশু প্রনশ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥৪৯
অশ্বমেধসহস্রাণি রাজসূয়শতানি চ।
সকৃদষ্টাক্ষরং জপ্ত্বা লভন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥৫০
গবামযুতদানস্য পৃথিব্যা মণ্ডলস্য চ।
কন্যাশতসহস্রস্য গজাশ্বানাং তথৈব চ ॥৫১
দানস্য যৎফলং নৃণাং সৎপাত্রে নৃপনন্দন।
শতবারং মনুং জপ্ত্বা তৎফলং সর্বমাপ্নুয়াৎ ॥৫২
সার্থং সমুদ্রং সন্ন্যাসং সর্ষি-চ্ছন্দোঽধিদৈবতম্।
অষ্টাক্ষরমনুং জপ্ত্বা বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥৫৩
পদত্রয়াত্মকং মন্ত্রং চতুর্থ্যা সহিতং তদা।
স্বরূপসাধনোপেয়মিতি গত্বা জপেদ্ বুধঃ ॥৫৪
প্রণবেন স্বরূপং স্যাৎ সাধনং মনসা তথা।
সংবিভক্ত্যা চতুর্থ্যাত্র পুরুষার্থো ভবেন্মনোঃ ॥৫৫

একবার উচ্চারণমাত্রেই এই মন্ত্র চতুর্বর্গফল দান করেন এবং শীঘ্রই দেবস্বরূপ ও সমস্ত সাধনতত্ত্বই দান করেন।৪৮

এই মন্ত্রের জপ দ্বারা মহাপাপ, অতিপাপ, কিম্বা উপপাতক সমস্তই মন হইতে বিনষ্ট হয়—ইহাতে সংশয় নাই। একবার এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রের জপ করিলেই সহস্র সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ, শত শত রাজসূয়যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে।৪৯-৫০

অযুতসংখ্যক ধেনুদান, সমগ্র পৃথিবীমণ্ডলদান, সৎপাত্রে শতসহস্র কন্যাদান এবং সহস্র সহস্র গজ ও অশ্বদান করিলে মনুষ্যের যে ফল হয়, হে নৃপনন্দন! শতসংখ্যক এই মন্ত্র জপ করিলে তৎসমস্ত ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৫১-৫২

অর্থ ও মুদ্রাসহিত সন্ন্যাসভাবে ঋষি, ছন্দ ও দেবতার জ্ঞানপূর্ব্বক অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিলেই সে ভক্ত বিষ্ণুর সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে।৫৩

"ওঁ নমো নারায়ণায়" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রে তিনটী পদ। নারায়ণ-পদে চতুর্থীবিভক্তি যুক্ত করিয়া উক্ত সম্পূর্ণ

অকারশ্চাপ্যুকারশ্চ মকারশ্চেতি তত্ত্বতঃ।
তান্যেকধা সমভবৎ তদ্ ওঁ ইত্যেতদুচ্যতে ॥৫৬
তস্মাদ্ ওঁ ইতি প্রণবো বিজ্ঞেয়ঃ সাক্ষরাত্মকঃ।
বেদত্রয়াত্মকং জ্ঞেয়ং ভূর্ভুবঃস্বরিতীতি বৈ ॥৫৭
অকারস্তু ভবেদ্ বিষ্ণুস্তদৃগ্বেদ উদাহৃতঃ।
উকারস্তু ভবেল্লক্ষ্মীর্যজুর্বেদাত্মকো মহান্ ॥৫৮
মকারস্তু ভবেজ্জীবস্তয়োর্দাস উদাহৃত।
পঞ্চবিংশাক্ষরঃ সাক্ষাৎ সামবেদস্বরূপবান্ ॥৫৯
পঞ্চবিংশোঽয়ং পুরুষঃ পঞ্চবিংশ আত্মেতি শ্রুতেঃ।
আত্মা পঞ্চবিংশঃ স্যাদিতি মমাত্মানং সংস্মরেৎ ॥৬০
ইত্যোপনিষদং হ্যর্থং বিদিত্বা স্বং নিবেদয়েৎ।
অবধারণমন্যে তু মধ্যমানং বদন্তি হি ॥৬১
তদেবাগ্নিস্তদায়ুস্তৎ-সূর্য্যস্তদপি চন্দ্রমাঃ।
ইত্যেবং ধারণশ্রুতেরেবমেবোপবৃংহিতম্ ॥৬২

ওঁকারেণৈব শ্রীশব্দঃ প্রোচ্যতে মুনিসত্তমঃ।
ন্যায়েন গুণসিদ্ধিস্তু তস্যৈব শ্রীপতের্বরৌ ॥৬৩
শ্রীরস্যেশানা জগতো বিষ্ণুপত্নীতি বৈ শ্রুতিঃ।
কল্যাণগুণসিদ্ধিস্তু লক্ষ্মীভর্তুশ্চ নেতরা ॥৬৪
সামানাধিকরণ্যত্বাৎ কারণত্বং তদোচ্যতে।
অকার এব সর্বেষামক্ষরাণাং হি কারণম্ ॥৬৫
অকারো বৈ সর্বা বাগিত্যাদি শ্রুতিবচস্তথা।
স্পর্শোষ্মভির্ব্যজ্যমানো নানাবহুবিধোঽভবৎ ॥৬৬
কারণত্বং তথৈবাস্য বিষ্ণোর্বৈ জগতাং পতেঃ।
তস্মাৎ স্রষ্টা চ দাতা চ বিধাতা জগতাং হরিঃ ॥৬৭
রক্ষিতা জীবলোকস্য গুণবানেব সর্বগঃ।
অনন্যা বিষ্ণুনা লক্ষ্মীর্ভাস্করেণ প্রভা যথা ॥৬৮
লক্ষ্মীমনুপগামিনীমিতি শ্রুতিবচো মহৎ।
তস্মাদকারো বৈ বিষ্ণুঃ শ্রীশ এব জগৎপতিঃ ॥৬৯

অষ্টাক্ষর মন্ত্র দেবস্বরূপ ও সাধনবিধি-সংযোগে পণ্ডিত বৈষ্ণবগণ জপ করিবেন।৫৪

প্রণব (ওঁকার) দ্বারা মন্ত্রের স্বরূপ জানা যায়। সাধন মানসিক ব্যাপার। অন্তে চতুর্থীবিভক্তি দ্বারা মন্ত্রের পুরুষার্থ (সিদ্ধি) নিশ্চয় হয়।৫৫

অকার, উকার ও মকার একত্র যুক্ত হইয়া 'ওঁ' (প্রণব) সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব "ওঁ" এই অক্ষরাত্মক প্রণবমন্ত্র বেদত্রয়স্বরূপ এবং ভূর্ভুবঃস্বঃপদের প্রতীক ত্রিলোকাত্মক। অকার বিষ্ণুবাচক—উহাই ঋগ্বেদস্বরূপ, উকার লক্ষ্মীর (মহাশক্তির) বাচক—ইনি যজুর্বেদস্বরূপ, "ম"কার জীববাচক—অকার ও উকারের দাস। পঞ্চবিংশাক্ষর মন্ত্র সাক্ষাৎ সামবেদস্বরূপ।৫৬-৫৭

"পঞ্চবিংশোঽয়ং পুরুষঃ", "পঞ্চবিংশ আত্মা" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা জানা যায়। পঞ্চবিংশস্বরূপ আত্মা বা আমি; আত্মাকে বা আমাকে স্মরণ করিবে।৫৯-৬০

শ্রৌত বা শ্রুতিগম্য এই অর্থ জানিয়া নিজেকে নিবেদন করিবে অর্থাৎ নিজেকে তৎস্বরূপে স্থির করিবে। কেহ কেহ বলেন, মধ্যমাক্ষরের অবধারণই আত্মতত্ত্ববোধক। উহাই অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, এবং উহাই চন্দ্রমা—এইরূপেই শ্রুত্যর্থের নিশ্চয় করিবে। ইহা দ্বারাই মন্ত্রশক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।৬১-৬২

লক্ষ্মী ও নারায়ণের অভেদনির্ণয়।

ওঙ্কারের দ্বারাই শ্রীশব্দ উল্লিখিত হইয়া থাকে। শ্রীর সহিত সম্মিলন দ্বারাই শ্রীপতির তাদৃশ গুণসকল সমন্বিত হয়। এইজন্যই তিনি শ্রেষ্ঠ। "শ্রীরস্যেশানা জগতো বিষ্ণুপত্নী" ইত্যাদি শ্রুতি। ইঁহার শ্রী—বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মীই জগন্নিয়ন্ত্রী, তিনিই বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী, লক্ষ্মীভর্তা বিষ্ণুর কল্যাণময় গুণাবলীর সিদ্ধি ইঁহার জন্যই হইয়া থাকে, অন্য কোনরূপে নহে।৬৩-৬৪

বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ সমান বিভক্তি দ্বারা জানা যায়, ইনিই জগৎকারণ। অকারই সমস্ত অক্ষরের মূলকারণ অর্থাৎ অকার হইতেই সকলের উৎপত্তি।৬৫

অকারই সমস্ত বাগ্ বা বাক্য। "অকারো বৈ সর্বা বাগ্" ইত্যাদি শ্রুতি ইহাই জানাইতেছেন। অকারই তাল্বাদি নানাস্থানের স্পর্শদ্বারা এবং উষ্মা দ্বারা অর্থাৎ উচ্চারণ বিষয়ে বায়ুপ্রধান শক্তি দ্বারা অভিব্যক্ত হয় বলিয়া বহুবিধরূপে বিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।৬৬

লক্ষ্মীপতিত্বং তস্যৈব নান্যস্যেতি সুনিশ্চিতম্ ।
নিত্যৈবৈষা জগন্মাতা হরেঃ শ্রীরনপায়িনী ॥৭০
যথা সর্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবৈষা জগন্ময়ী ।
তস্মাদকারো বৈ বিষ্ণুর্লক্ষ্মীভর্ত্তা জগৎপতিঃ ॥৭১
তস্মিংশ্চতুর্থীযুক্তত্বাৎ ত্রিপদস্য চ সংগ্রহঃ ।
অকারপ্রথমা তস্মাচ্চতুর্থ্যাং সংগ্রহং ন তু ॥৭২
তচ্চ শ্রুতিবিরোধত্বান্ন যুক্তমিতি চোদিতম্ ।
মহসে ব্রহ্মণে ত্বা বৈ ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত ॥৭৩
পরস্য চাত্মানং তস্মাদ্ভেদস্তত্র সুনিশ্চিতঃ ॥৭৪
ত্বমস্মাকং তপস্যৈব শ্রুত্যুক্তমপি পার্থিব ।
তৌ শাশ্বতৌ বিষচিতাবিয়ন্তাবিতি বৈ তথা ॥৭৫

এই জন্যই জগৎপতি বিষ্ণুতে সর্ব্বকারণত্ব উপচরিত হইয়া থাকে। তখন শ্রীহরি জগতের স্রষ্টা, দাতা ও বিধাতারূপে জ্ঞানবিষয় হন।৬৭

এই বিষ্ণু সর্ব্বগুণবান্, সর্ব্বব্যাপী ও জীবলোকের রক্ষক। যেমন সূর্য্যরশ্মি সূর্য্যের সহিত অভিন্ন, তদ্রূপ লক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণুর সহিত অভিন্ন।৬৮

শ্রীসূক্ত বলেন, "লক্ষ্মীমনুপ-গামিনীম্"। এই মহৎ শ্রুতিবাক্য অভেদ প্রতিপন্ন করেন। অতএব অকারই শ্রীবিষ্ণু, তিনিই লক্ষ্মীপতি ও জগৎপতি। শ্রীবিষ্ণুই লক্ষ্মীপতি, অন্য কেহ নহেন ইহা সুনিশ্চিত। ইনি অবিনাশিনী বিষ্ণুশক্তি চিরনিত্যা। ইনি জগন্মাতা। যেমন বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী, তদ্রূপ এই জগন্ময়ী মহাশক্তি লক্ষ্মীদেবীও সর্ব্বব্যাপিনী। অতএব অকারের অর্থ—লক্ষ্মীভর্ত্তা জগৎপতি শ্রীবিষ্ণু। উহাতে চতুর্থীবিভক্তি যুক্ত করিলেই তিন পদের সংগ্রহ হয়। অকারই প্রথম, সুতরাং চতুর্থী দ্বারা তাহার সংগ্রহ হয় না।৬৯-৭২

ঐ অর্থ যদি শ্রুতিবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে উহা যুক্তিযুক্ত হইত না। "মহসে ব্রহ্মণে ত্বা বৈ ওম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য প্রণবের পরমাত্মবাচকত্ব বলিয়াছেন! সুতরাং প্রণবের মুখ্য অর্থই পরমাত্মা।৭৩

জীবের স্বরূপ।

সুতরাং সিদ্ধান্তে পরমাত্মা ও জীবের ভেদই সুনিশ্চিত। (কারণ পরমাত্মস্বরূপ প্রণব উপাস্য এবং জীব উপাসক, কাজেই উপাস্য ও উপাসক ভিন্ন পদার্থ)।৭৪

হে রাজন্! "তুমি আমাদের তপস্যাই" এইরূপ শ্রুতিবচনে নির্দ্দেশ থাকিলেও তাহারা (উপাস্য ও উপাসক) দুইটীই জ্ঞানসম্পন্ন ও নিত্য পরিমিতদেহসম্পন্ন।৭৫

গৃভিহ্ন দয়া প্রাগেব বাত্মা ন বিশ্বভৃৎ ।
অসোঽহমমর্ত্তো মর্ত্ত্যেন নয়নেত্যেব যোনিতা ॥৭৬
ইত্যাদি শ্রুতয়ো ভেদং বদন্তি পর-জীবয়োঃ ।
দাস্যমেবাত্মনাং বিষ্ণোঃ স্বরূপং পরমাত্মনঃ ॥৭৭
সাম্যং লক্ষ্মীবরপ্রোক্তং দেবাদীনাং তথাত্মনাম্ ।
অনন্যশেষরূপো বৈ জীবস্তস্য জগৎপতেঃ ॥৭৮
দাস্যং স্বরূপং সর্বেষামাত্মনাং সততং হরেঃ ।
ভগবচ্ছেষমাত্মানমন্যথা যঃ প্রপদ্যতে ॥৭৯
স চৈব হি মহাপাপী চণ্ডালঃ স্যান্ন সংশয়ঃ ।
তস্মান্মকারবাচ্যোঽসৌ পঞ্চবিংশাত্মকঃ পুমান্ ॥৮০
অকারবাচ্যস্যেশস্য দাস এবাভিধীয়তে ।
অনুজ্ঞানাশ্রয়ো নিত্যো নির্বিকারোঽব্যয়ঃ সদা ।

"গৃভিহ্ন দয়া প্রাগেব বাত্মা ন বিশ্বভৃৎ, অসোঽহমমর্ত্তো মর্ত্ত্যেন নয়েনেত্যেব যোনিতা" ইত্যাদি শ্রুতি পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদ (পার্থক্য) নির্দ্দেশ করিয়াছেন পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর দাস্যই জীবের স্বরূপ।৭৬-৭৭

দেবাদির ও জীবের সাম্য লক্ষ্মীপতি বলিয়াছেন। জীবগণ জগৎপতি শ্রীবিষ্ণুর অনন্যশেষস্বরূপ। অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুব্যতীত জীবের উৎপত্তি হইত না, পৃথক্ অঙ্গ অসম্ভব হইত।৭৮

সর্ব্বদা শ্রীহরির দাস্যই সকল জীবের স্বরূপ। তাহা না হইলে যে জীব শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর অঙ্গরূপে নিজেকে প্রাপ্ত হয় (মনে করে), সে মহাপাপী চণ্ডাল—ইহাতে সংশয় নাই। অতএব পঞ্চবিংশ অক্ষরাত্মক মন্ত্রময় মহাপুরুষ শ্রীবিষ্ণু প্রণবের অন্তর্গত মকারের বোধ্য। মকার দ্বারা শ্রীবিষ্ণুকেই বুঝিতে হইবে।৭৯-৮০

দেহেন্দ্রিয়াৎ পরো জ্ঞাতা কর্ত্তা ভোক্তা সনাতনঃ ॥৮১
মকারবাচ্যো জীবোঽসৌ দাস এব হরেঃ সদা।
শ্রীশস্যাকারবাচ্যস্য বিষ্ণোরস্য জগৎপতেঃ ॥৮২
স্ব-স্বামিনোরুকারেণ হ্যবধারণমুচ্যতে।
স জীবঃ স্যাদতঃ স্বামী সর্বদা নৃপসত্তম ॥৮৩
অনয়োর্নান্যথেত্যুক্তমুকারেণ মহর্ষিভিঃ।
ইত্যেবং প্রণবস্যার্থং প্রণবস্য পদস্য তু ॥৮৪
আত্মনশ্চ স্বরূপত্বাদ্ বিজ্ঞেয়মৃষিসত্তমৈঃ।
সর্বেষামেব মন্ত্রাণাং কারণং প্রণবঃ স্মৃতঃ ॥৮৫
তস্মাদ্ ব্যাহৃতয়ো জাতাস্তাভ্যো বেদত্রয়ং তথা।
ভূরিত্যেব হি ঋগ্বেদো ভুবরিতি যজুস্তথা ॥৮৬
স্বরিতি সামবেদঃ স্যাৎ প্রণবো ভূর্ভুবঃস্বুবঃ।
ভূর্বিষ্ণুশ্চ তদা লক্ষ্মীর্ভুব ইত্যভিধীয়তে ॥৮৭
তয়োঃ স্বরিতি জীবস্তু স্বুব ইত্যভিধীয়তে।
অগ্নির্বায়ুস্তথা সূর্য্যস্তেভ্য এব হি জজ্ঞিরে ॥৮৮
য এতা ব্যাহৃতীর্হুত্বা সর্বং বেদং জুহোতি বৈ।
প্রসঙ্গাত্মহিতং চেদং মন্ত্রশেষমুদীর্য্যতে ॥৮৯
অস্বাতন্ত্র্যাত্তু জীবানামধীনং পরমাত্মনঃ।
নমসা প্রোচ্যতে তস্মাদহন্তা-মমতাঽপি তম্ ॥৯০
স্বরূপাদিত্রিবর্গস্য সংসিদ্ধির্নতু সৈব হি।
নমসা রহিতং সর্বং বিফলং সম্প্রকীর্ত্তিতম্ ॥৯১
নমসৈব হি সংসিদ্ধির্ভবেদত্র ন সংশয়ঃ।
পুরতঃ পৃষ্ঠতশ্চৈব পার্শ্বতশ্চাবশেষতঃ ॥৯২
নমসৈবেক্ষতে রাজন্! ত্রিবর্গঃ সর্বদেহিনাম্।
মকারেণ স্বতন্ত্রঃ স্যান্নরকস্তং নিষিধ্যতি ॥৯৩
তস্মাচ্চ নম ইত্যত্র স্বাতন্ত্র্যমপনোদতি।
দ্ব্যক্ষরস্তু ভবেন্মৃত্যুস্ত্র্যক্ষরস্তু হি শাশ্বতম্ ॥৯৪
মমেতি দ্ব্যক্ষরং মৃত্যুর্ন মমেতি তু শাশ্বতম্।
ন মমেতি চ সর্বত্র স্বাতন্ত্ররহিতায় বৈ ॥৯৫
যুজ্যতে মুনিভিঃ সম্যক্ সর্বকর্মসু পার্থিব!
তস্মাত্তু নমসা যুক্তা মন্ত্রাঃ সর্বে চ পার্থিব ॥৯৬

অকারের বোধ্য শ্রীভগবান্ অচ্যুতের দাসই জীব—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ বলা হইল। সর্ব্বজ্ঞানের আশ্রয়, নিত্য, নির্বিকার, অবিনাশী, ইন্দ্রিয়বেদ্য-বিষয়ের অতীত, সকলের জ্ঞাতা, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বভোক্তা ও সর্ব্বদা বিদ্যমান শ্রীহরির দাসই জীবসমূহ ।৮১

মকারার্থস্বরূপ জীবগণ অকারার্থস্বরূপ লক্ষ্মীপতি জগৎপতি শ্রীবিষ্ণুর দাস। উকার দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর সহিত জীবগণের স্ব-স্বামিভাবসম্বন্ধই অবধারণ করিতে হইবে—ইহা বলা হইল। জীবগণ সর্ব্বপ্রভু নারায়ণের ভৃত্য। তিনিই স্বামী। মহর্ষিগণ উকারের উক্ত অর্থের অন্যরূপ (ব্যাখ্যা) করেন না। এইরূপে প্রণবাক্ষরের ও প্রণবপদের অর্থ নির্ণীত হইয়াছে ।৮২-৮৪

প্রণবের সর্ব-কারণত্ব নির্ণয়।

প্রণবই আত্মস্বরূপ—ইহা ঋষিশ্রেষ্ঠগণ জানিয়াই ঐ অর্থ করিয়াছেন। সমস্ত মন্ত্রেরই মূল উপাদান-কারণে প্রণব। অতএব ঐ প্রণব হইতেই ভূর্ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি ব্যাহৃতিসকল উৎপন্ন হইয়াছে, এবং বেদত্রয় প্রণব হইতেই উৎপন্ন। 'ভূঃ' বলিলে ঋগ্‌বেদ, 'ভুবঃ' বলিলে যজুর্বেদ বুঝিবে এবং 'স্বঃ' বলিলে সামবেদ বুঝিবে। সুতরাং প্রণবই ভূর্ভুবঃ স্বঃস্বরূপ। 'ভূঃ' বিষ্ণুবাচক শব্দ, 'ভুবঃ' লক্ষ্মীবাচক শব্দ এবং 'স্বঃ' জীববাচক শব্দ। এইজন্য জীবকে সুবঃ বলা হয়। অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য্য ভূর্ভুবঃ ও স্বঃ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন ।৮৫-৮৮

যে ব্যক্তি ব্যাহৃতিসকল দ্বারা আহুতি দেয়, সে সমস্ত বেদ দ্বারাই আহুতি সম্পাদন করে। প্রসঙ্গতঃ আত্মহিতকর এই সমস্ত মন্ত্র ও তদঙ্গসকল বলা হইল ।৮৯

নমস্ শব্দার্থ নির্ণয়।

জীবের স্বাতন্ত্র্য না থাকায় তাহারা পরমাত্মার অধীন। নমস্ শব্দ দ্বারা অহন্তা (অহংভাব) এবং মমতা ('আমার' এই ভাব) ('আমি' ও 'আমার' ইত্যাদি অহংমূলক শব্দ) উল্লিখিত হইল। (অর্থাৎ নমস্ শব্দের উচ্চারণ করিয়া দেবতাকে দ্রব্যাদিদানের বিধি নমঃ দানার্থক শব্দ। ঐ নমস্ শব্দের দ্বারা অহন্তা ও মমতাও দেবতাকে নিবেদিত হয়—ইহাই ঋষির অভিপ্রায়।

সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা নৃণাং ভবন্ত্যত্র ন সংশয়ঃ।
নমসা রহিতা যে তু ন তু মুক্তিপ্রদা নৃণাম্ ॥৯৭
তস্মাত্তু নমসৈবৈষাং পারতন্ত্র্যত্বমীশিতুঃ।
পারতন্ত্র্যাল্লভেৎ সিদ্ধিং স্বাতন্ত্র্যান্নাশমেষ্যতি ॥৯৮
দাস্যমেব হি জীবানাং প্রোচ্যতে নমসৈব তু।
নমসা রহিতং লোকে কিঞ্চিদত্র ন বিদ্যতে ॥৯৯
নমো দেবেভ্যো নম ইতি যেষামীশে তথা মনঃ।
হৃতশ্চেদেনো নমসা আবিবাক্যেতি বৈ শ্রুতিঃ ॥১০০
ক্ষয়ে রকারঃ সম্প্রোক্তো নকারস্তং নিষিধ্যতি।
তস্মাত্তু নর ইত্যত্র নিত্যত্বেনোচ্যতে জনঃ ॥১০১

আরও দেবতাকে শুধু প্রণাম দ্বারাও অহন্তা ও মমতা লুপ্ত হয়)। নমস্ শব্দের দ্বারা অহন্তা ও মমতা পরিত্যক্ত হইলে দেবতার স্বরূপ, সাধন ও সন্ন্যাস এই ত্রিবর্গের সিদ্ধি হয়। স্বয়ং সিদ্ধি হয় না। নমস্‌শব্দশূন্য সমস্ত কর্ম্মই বিফল। নমস্ শব্দ দ্বারা অর্থাৎ প্রণাম দ্বারাই সম্মুখে, পৃষ্ঠদেশে, পার্শ্বদেশে অশেষভাবে প্রণাম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। এবিষয়ে সন্দেহ নাই।৯১-৯২

নমস্‌শব্দনির্দ্দিষ্ট প্রণাম দ্বারাই সকল জীবের ত্রিবর্গলাভ হয়। স্বতন্ত্রভাবে কেবল মকার দ্বারাই নরক নিবারিত হয়। অতএব 'নম' বলিলে স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ মমতা বিনষ্ট হয়। (তাৎপর্য্য এই—'ন মম' এই শব্দটীকেই সংক্ষেপে "নম" বলা হয়। সুতরাং নম-কথা দ্বারাই অহন্তা বা মমতার বিসর্জ্জন হইয়া থাকে) ।৯৩-৯৪

"মম" এই দ্ব্যক্ষর শব্দটাই মৃত্যুকারণ (অবিদ্যাবর্দ্ধক)। কিন্তু "ন মম" এই ত্র্যক্ষর শব্দটি চিরনিত্য (সুখবর্দ্ধক)। কারণ, মমতা-নাশের দ্বারাই-অবিদ্যা নাশ হয়; সুতরাং উহা নিত্য।৯৫

হে রাজন! মুনিগণ কর্তৃক সমস্ত কর্মে সম্যগ্‌রূপে তাহা প্রযুক্ত হইয়াছে। হে রাজন্! এই জন্যই সকল মন্ত্রই নমস্ শব্দ দ্বারা সমন্বিত। ঐ নমস্‌শব্দযুক্ত মন্ত্রগুলিই মনুষ্যের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ—ইহাতে সংশয় নাই। নমস্‌শব্দহীন যে মন্ত্র, তাহা মনুষ্যগণের মুক্তির কারণ হয় না। অতএব নমস্ শব্দ দ্বারাই মন্ত্রের ঈশ্বর-পরতন্ত্রতা ব্যবস্থিত হইয়াছে। পরতন্ত্রতা দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়,

নারা ইতি সমূহত্বে বাহুল্যত্বাজ্জনস্য চ।
তেষাময়নমাবাসস্তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥১০২
মহাভূতান্যহঙ্কারো মহদব্যক্তমেব চ।
অণ্ডং তদন্তর্গতা যে লোকাঃ সর্বে চতুর্দশ ॥১০৩
চতুর্বিধশরীরাণি কালঃ কর্ম্মেতি বা জগৎ।
প্রবাহরূপেণৈবৈষাং নারত্বেনোচ্যতে বুধৈঃ ॥১০৪
তেষামপি নিবাসত্বান্নারায়ণ ইতীরিতঃ।
অন্তর্বহিশ্চ জগতো ধাতা স চ সনাতনঃ ॥১০৫
স্রষ্টা নিয়ন্তা শরণং বিধাতা ভূতভাবনঃ।
মাতা পিতা সখা ভ্রাতা নিবাসশ্চ সুহৃদ্‌গতিঃ ॥১০৬

স্বাতন্ত্র্য দ্বারা বিনাশ প্রাপ্তি হয়। নমস্ শব্দ দ্বারাই জীবের ভগবদ্দাস্য বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। নমস্‌শব্দ-শূন্য হইলে জগতে কোনও কর্ম্মই হয় না।৯৬-৯৯

"দেবেভ্যো নমঃ" এই বাক্যে নমস্ শব্দ যেমন দেবতা সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ "মনঃ" সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হয়। কারণ নমঃ শব্দ দ্বারা অবিদ্যা-পাপ বিদূরিত হয়। "আবিবাক্যেতি" শ্রুতি দ্বারা ইহা প্রমাণিত।১০০

নারায়ণ শব্দার্থ নির্ণয়।

"নম" এই শব্দে ক্ষয়ার্থক "র" শব্দ ব্যবহৃত অর্থাৎ "র"এর অর্থ ক্ষয়। "ন" শব্দ দ্বারা তাহার নিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং "নর" শব্দ অক্ষয় বা নিত্য অর্থ-প্রকাশক—ইহাই লোকে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।১০১

"নারা" শব্দার্থ নির্ব্বাচন করিতেছেন,—"নরাণাং সমূহো নারঃ" এই অর্থে "নার" শব্দের অর্থ বহু নর; "তেষাময়নম্ আবাসঃ" অর্থাৎ নরসমূহের আবাসস্থানই "নারায়ণ" শব্দের অর্থ।১০২

ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, ও অব্যক্ত (প্রকৃতি) তদন্তর্গত অণ্ড অর্থাৎ চতুর্দ্দশভুবন। জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ শরীর, কাল ও কর্ম্মাত্মক জগৎ। ইহারা প্রবাহরূপেই পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নার-শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে।১০৩-৪

তৎসমস্তেরই আবাস বা আশ্রয়স্থান বলিয়া তিনি "নারায়ণ"। ইনিই অন্তরে ও বাহিরে সমস্ত জগতের স্রষ্টা ও পরিপোষক, ইনি সনাতন।১০৫

যোনৌ শ্রিয়ঃ শ্রীপরমস্তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
নরাণাং সর্বজগতাময়নং শরণং হরিঃ ॥১০৭
তস্মান্নারায়ণ ইতি মুনিভিঃ সম্প্রকীর্ত্যতে।
সর্বেষু দেশকালেষু সর্বাবস্থাসু সর্বদা ॥১০৮
তস্যৈব কিঙ্করোঽস্মীতি চতুর্থ্যা পরমাত্মনঃ।
ভগবৎপরিচর্য্যৈব জীবানাং ফলমুচ্যতে ॥১০৯
তদ্‌বিনা কিং শরীরেণ যাতনাস্য জনস্য তু।
যস্মিন্ শরীরে জীবানাং ন দাস্যং পরমাত্মনঃ ॥১১০
তদেব নিরয়ং প্রোক্তং সর্বদুঃখফলং ভবেৎ।
দাস্যমেব ফলং বিষ্ণোর্দাস্যমেব পরং সুখম্ ॥১১১
দাস্যমেব হরের্মোক্ষং দাস্যমেব পরং তপঃ।
ব্রহ্মাদ্যাঃ সকলা দেবা বশিষ্ঠাদ্যা মহর্ষয়ঃ ॥
কাঙ্ক্ষন্তঃ পরমং দাস্যং বিষ্ণোরেব যজন্তি তম্ ॥১১২
তস্মাচ্চতুর্থ্যা মন্ত্রস্য প্রধানং দাস্যমুচ্যতে।
ন দাস্যবৃত্তির্জীবানাং নাশহেতুঃ পরস্য হি ॥১১৩

ইনি সর্ব্বজগতের স্রষ্টা, ইনিই সকলের নিয়ন্তা (পরিচালক), ইনিই সকলের আশ্রয়, ইনি বিধাতা, ইনিই প্রাণিদের উৎপাদক। ইনি মাতা, পিতা, সখা, ভ্রাতা ও নিবাসস্থান, ইনিই সুহৃৎ, ইনিই জীবের গতি। যোনি অর্থাৎ মূলকারণ অর্থে শ্রীশব্দের প্রয়োগ। সেই শ্রীই যাহার পরম অর্থাৎ অভিন্ন শক্তি, তিনিই নারায়ণ বলিয়া বিখ্যাত ও কথিত। শ্রীহরিই সকল লোকের ও সমস্ত জগতের অয়ন অর্থাৎ, শরণ,—এই জন্য তাঁহাকে মুনিগণ সর্ব্বদেশে সর্ব্ব কালে সর্ব্ব অবস্থাতেই সর্ব্বদা নারায়ণ বলিয়াছেন।১০৬-৮

চতুর্বিধরূপে ঐ পরমাত্মা শ্রীহরির কিঙ্কর আমি—এই ভাবে শ্রীভগবানের পরিচর্য্যাই জীবের কাম্যফল। জীবের যে শরীরে পরমাত্মা শ্রীহরির দাসত্ব হয় না, সেই শরীরের দ্বারা লোকের কেবল যাতনাই হইয়া থাকে।১০৮-১০

যে শরীরের দ্বারা শ্রীহরির দাসত্ব নিষ্পন্ন হয় না, সেই শরীরই নরক। সমস্ত দুঃখলাভই তাহার ফল। দাসত্বই একমাত্র ফল, দাস্যই পরম সুখ। শ্রীহরির দাস্যই মুক্তি, দাস্যই পরম তপস্যা। ব্রহ্মাদি দেবগণ ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ পরম দাস্যকামনা করিয়াই শ্রীহরির পূজাদি করেন।১১১-১২

সুতরাং মন্ত্রের চতুর্থী বিভক্তির অর্থই প্রধানতঃ দাস্য। পরমাত্মা শ্রীহরির দাস্যবৃত্তি-শূন্যতাই জীবের নাশের কারণ। এই মন্ত্রার্থ চিন্তা করিয়াই অনলসভাবে মন্ত্রজপ করিবে। মন্ত্রের অর্থ না জানিয়া বিশুদ্ধ মনে জপ করিলেও সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না, স্বরূপ লাভও হইবে না। ঋষি ছন্দ ও দেবতাজ্ঞানসহ মুদ্রার সহিত কৃত সংসার; যজ্ঞের (নাম যজ্ঞের) সহ সধ্যান মন্ত্রকেই পূজা করিবে। (জপই প্রধান পূজা)। নারায়ণের আর্য গায়ত্রীই দেবতা, চন্দ্র অধিদেবতা। লক্ষ্মীপতি অচ্যুত, শ্রীবিষ্ণু হরিই পরমাত্মা, প্রণবই বীজ, চতুর্থীবিভক্তির অর্থ ই শক্তি।১১৩-১৭

ক্রুদ্ধোল্কায়, মহোল্কায়, বিষ্ণূল্কায়, জাল্কায় ও সহস্রোল্কায় এই পঞ্চাঙ্গ ন্যাস। হৃদয়ে, মস্তকে, শিখাতে ও নেত্রদ্বয়ে কবচ ন্যাস করিবে। বৈষ্ণবগণ সমস্তমন্ত্রেই এই পঞ্চাঙ্গন্যাসের বিধান করিয়াছেন।১১৮-১৯

"ওঁ নমো নারায়ণায়" এই ত্রিপদ নারায়ণমন্ত্রের দ্বারা

ইত্থং সঞ্চিন্ত্য মন্ত্রার্থং জপেন্মন্ত্রমতন্দ্রিতঃ।
অবিদিত্বা মনোরর্থং জপেৎ প্রযতমানসঃ ॥১১৪
ন সংসিদ্ধিমবাপ্নোতি স্বরূপঞ্চ ন বিন্দতি।
সংসারঞ্চ সমুদ্রঞ্চ সর্ষি-চ্ছন্দোঽধিদৈবতম্ ॥১১৫
সার্দ্ধং সযজ্ঞং সধ্যানং মন্ত্রমেব প্রপূজয়েৎ।
নারায়ণার্ষং গায়ত্রী দৈবী চন্দ্রোঽধিদেবতা ॥১১৬
পরমাত্মা চ লক্ষ্মীশো বিষ্ণুরেবাচ্যুতো হরিঃ।
প্রণবস্তু ভবেদ্ বীজং চতুর্থী শক্তিরুচ্যতে ॥১১৭
ক্রুদ্ধোল্কায় মহোল্কায় বিষ্ণূল্কায় তথৈব চ।
জাল্কায় সহস্রোল্কায় পঞ্চাঙ্গো ন্যাস উচ্যতে ॥১১৮
হৃন্মূর্দ্ধ্নোশ্চ শিখায়াঞ্চ কবচো নেত্রয়োর্ন্যসেৎ।
পঞ্চাঙ্গন্যাসমিত্যুক্তং সর্বমন্ত্রেষু বৈষ্ণবৈঃ ॥১১৯
যদা ত্রয়েণ কুর্বীত ষডঙ্গং তু যথাক্রমম্।
মূর্দ্ধ্যাননে চ হৃদয়ে ভুজয়োর্জঘনে তথা ॥১২০

পৃষ্ঠে চ জান্বোঃ পদয়োর্মন্ত্রার্ণানি যদা ন্যসেৎ।
অষ্টাক্ষরাণ্যষ্টদিক্ষু ক্রমেণ তদনন্তরম্ ॥১২১
নাসিকায়াং তথাক্ষোশ্চ শ্রোত্রয়োরাননে তথা।
কণ্ঠে চ স্তনয়োর্নাভৌ গুহ্যে চ তদনন্তরম্ ॥১২২
অচক্রায় বিচক্রায় সুচক্রায় তথৈব চ।
জ্বালা-মহাসুচক্রায় ত্রৈলোক্যায় তদনন্তরম্ ॥১২৩
আধারকালচক্রায় দশদিক্ষু যথাক্রমম্।
স্বাহান্তং প্রণবাদ্যন্তং ন্যসেচ্চক্রাণি বৈষ্ণবঃ ॥১২৪
এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা পশ্চাদ্ধ্যানং সমাচরেৎ।
হৃদয়ে প্রতিমায়াং বা জলে সবিতৃমণ্ডলে ॥১২৫
বহ্নৌ চ স্থণ্ডিলে বাঽপি চিন্তয়েদ্ বিষ্ণুমব্যয়ম্।
বালার্ককোটিসঙ্কাশং পীতবস্ত্রং চতুর্ভুজম্ ॥১২৬
পদ্মপত্রবিশালাক্ষং সর্বাভরণভূষিতম্।
চক্রমব্জং গদাং শঙ্খং চতুর্দোর্ভির্ধৃতং তথা ॥১২৭
শ্রী-ভূমিসহিতং দেবমাসীনং পরমাসনে।
তত্র চাধারশক্ত্যাদ্যৈর্ধর্মাদ্যৈঃ সূরিভির্ধৃতৈঃ ॥১২৮

দিব্যরত্নময়ে পীঠে পঙ্কজেঽষ্টদলে শুভে।
তৎকর্ণিকোপরিতলে তপ্তকাঞ্চনসন্নিভে ॥১২৯
দেবীভ্যাং সহিতং তস্মিন্নাসীনং পঙ্কজাসনে।
চিন্তয়েদ্দক্ষিণে পার্শ্বে লক্ষ্মীং কাঞ্চনসন্নিভাম্ ॥১৩০
পদ্মহস্তবিশালাক্ষীং দুকূলবসনাং শুভাম্।
বামে দূর্বাদলশ্যামাং বিচিত্রাম্বরভূষিতাম্ ॥১৩১
চিন্তয়েদ্ ধরণীং দেবীং নীলোৎপলধরাং শুভাম্।
মহিষ্যশ্চাদলাগ্রেষু চিন্তয়েদ্ ধৃতচামরাঃ ॥১৩২
এবং ধ্যাত্বা হরিং নিত্যং জপেৎপ্রযতমানসঃ।
স্নাতঃ শুক্লাম্বরধরঃ কৃতকৃত্যো যথাবিধি ॥১৩৩
ধৃতোর্দ্ধপুণ্ড্রদেহশ্চ পবিত্রকর এব চ।
শুচিঃ কৃষ্ণাজিনাসীনঃ প্রাণায়ামী চ ন্যাসকৃৎ ॥১৩৪
শঙ্খ-চক্র-গদা-খড়্গ-শার্ঙ্গ-পদ্মান্যনুক্রমাৎ।
তার্ক্ষ্যঞ্চ বনমালাঞ্চ মুদ্রা অষ্ট প্রপূজয়েৎ ॥১৩৫
পশ্চাদ্ ধ্যাত্বা জগন্নাথং মনসৈবার্চয়েদ্ বিভুম্।
গন্ধ-পুষ্পাদিসকলং মন্ত্রেণৈব নিবেদয়েৎ ॥১৩৬

যথাক্রমে মস্তকে, মুখে, হৃদয়ে, বাহুদ্বয়ে, জঘনে, পৃষ্ঠে, জানুদ্বয়ে ও পাদদ্বয়ে মন্ত্রগুলির ষড়ঙ্গ বিন্যাস করিবে। তারপর অষ্টদিকে ঐ অষ্টাক্ষর মন্ত্রের বিন্যাস করিবে। পরে নাসিকাতে, নেত্রদ্বয়ে, শ্রোত্রদ্বয়ে, মুখে, কণ্ঠে, স্তনদ্বয়ে, নাভিতে ও গুহ্যদেশে মন্ত্রন্যাস করিবে। তৎপর আয়ুধ ন্যাস করিবে। যথা—অচক্র, বিচক্র, সুচক্র, জ্বালামহাসুচক্র ত্রৈলোক্যেও মন্ত্রন্যাস করিবে।১২০-২৩

পরে আধারকালচক্রে ক্রমে দশদিকে প্রণবাদি স্বাহান্তমন্ত্রে বৈষ্ণব চক্রন্যাস করিবে। এইরূপে ন্যাসবিধি সমাপ্ত করিয় পরে ধ্যান করিবে। স্বহৃদয়ে অথবা প্রতিমাতে, জলে কিংবা সূর্য্যমণ্ডলে, বহ্নিতে কিংবা স্থণ্ডিলে সর্ব্বব্যাপী অবিনাশী বিষ্ণুকে চিন্তা করিবে। তিনি কোটি কোটি বালসূর্য্যসদৃশ, পীতবস্ত্রধারী, চতুর্ভুজ, পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল নয়নবিশিষ্ট, সর্ব্ব আভরণে বিভূষিত, এবং চতুর্বাহু দ্বারা চক্র, পদ্ম, গদা ও শঙ্খ ধারণ করিয়া আছেন।১২৪-২৭

লক্ষ্মী ও ভূমিসহ নিত্যযুক্ত, শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট, আধারশক্তি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বিদ্বন্মণ্ডলী দ্বারা ধৃত দিব্যরত্নময় পীঠে মঙ্গলময় অষ্টদল পদ্মোপরি উপবিষ্ট, তৎকর্ণিকার উপরে তপ্তকাঞ্চনতুল্য পদ্মাসনে দেবীদ্বয় সহ উপবিষ্ট শ্রীহরিকে চিন্তা করিবে। তার দক্ষিণ পার্শ্বে কাঞ্চনবর্ণতুল্য লক্ষ্মীদেবীকেও চিন্তা করিবে।১২৮-৩০

এবং তাঁহার বামপার্শ্বে পদ্মহস্তা, বিশালনয়না, দুকূলবসনা, দূর্ব্বাদলশ্যামা, বিচিত্রবস্ত্র ও বসনভূষিতা, নীলোৎপলধারিণী ধরণীদেবীকে চিন্তা করিবে। আসন-পদ্মে অষ্টদলে চামরধৃতা মহিষীগণকে চিন্তা করিবে। স্নানান্তে শুক্লাম্বরধারী হইয়া নিত্যকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক উল্লিখিত ধ্যানান্তে একাগ্রচিত্তে নিত্যই শ্রীহরির অর্থাৎ তন্মন্ত্রের জপ করিবে।১৩১-৩৩

উর্দ্ধপুণ্ড্র, হস্তে কুশধারণ করত শুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণসার-চর্ম্মে উপবিষ্ট হওত প্রাণায়ামপূর্ব্বক যথাবিধি ন্যাস করিবে এবং পরে শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গ, ধনু, পদ্ম গরুড় ও বনমালা এই অষ্টসংখ্যক মুদ্রাকে পূজা করিবে।১৩৪-৩৫

অনেনাভ্যর্চিতো বিষ্ণুঃ প্রীতো ভবতি তৎক্ষণাৎ।
অযুতং বা সহস্রং বা ত্রিসন্ধ্যাসু জপেন্মনুম্॥
বিষ্ণোঃ সমানরূপেণ শাশ্বতং পদমাপ্নুয়াৎ॥১৩৭
আয়ুষ্কামো জপেন্নিত্যং ষণ্মাসং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
অযুতং তু জপেন্মন্ত্রং সহস্রং জুহুয়াদ্ ঘৃতম্॥১৩৮
আয়ুর্নিরাময়ং সম্পদ্ভবেদ্ বর্ষশতাধিকম্।
বিদ্যাকামী জপেদ্ বর্ষং ত্রিসন্ধ্যাস্বযুতং মনুম্॥১৩৯
জুহুয়াদ্ বিমলৈঃ পুষ্পৈঃ সহস্রং নিযতেন্দ্রিয়ঃ।
অষ্টাদশানাং বিদ্যানাং ভবেদ্ ব্যাসসমো দ্বিজঃ॥১৪০
বিবাহার্থী জপেন্নিত্যমেবং বর্ষচতুষ্টয়ম্॥১৪১
রাজহোমী সহস্রং তু লভেৎ কন্যাং সুশোভিতাম্।
সম্পৎকামী জপেন্নিত্যং ত্র্যযুতং বৎসরত্রয়ম্॥১৪২

পরে আবার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে প্রভু জগন্নাথকে পূজা করিবে। সমস্ত গন্ধপুষ্পাদি ঐ মন্ত্র দ্বারাই নিবেদন করিবে।১৩৬

শ্রীশ্রীনারায়ণের পূজার ফল।

এইভাবে শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিলে তৎক্ষণাৎ তিনি প্রীত হইবেন। ত্রিসন্ধ্যায় অযুতসংখ্যক বা সহস্রসংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। ইহার দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর তুল্য হইয়া পরম শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হইবে।১৩৭

দীর্ঘায়ুষ্কামী সন্ন্যাস পর্য্যন্ত সংযতেন্দ্রিয় হইয়া নিত্যই অযুতসংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে ও সহস্রসংখ্যক ঘৃতাহুতি দান করিবে।১৩৮

ইহাতে শতবর্ষেরও অধিক নীরোগ দীর্ঘায়ু হইবে ও সম্পৎলাভ করিবে। বিদ্যাকামী ত্রিসন্ধ্যায় সংবৎসর পর্য্যন্ত অযুতসংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে।১৩৯

এবং সংযতেন্দ্রিয় হইয়া নির্ম্মল পুষ্প দ্বারা সহস্র হোম করিবে। তাহা হইলে ব্যাস সমান হইয়া ব্রাহ্মণ অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শী হইবে।১৪০

বিবাহার্থী ব্যক্তি বর্ষচতুষ্টয় পর্য্যন্ত প্রত্যহই ঐ মন্ত্র জপ করিবে এবং লাজ (খই) দ্বারা সহস্র হোম করিবে তাহা হইলে স্বালঙ্কৃতা উত্তমা কন্যা লাভ করিবে এবং

পদ্মৈর্বা পদ্মপত্রৈর্বা তথা হোমী শ্রিয়ং লভেৎ।
ভূকামী তু জপেন্নিত্যং বৎসরং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥১৪৩
দূর্বাভির্জুহুয়াত্তদ্বল্লভেদ্ভূমিমভীপ্সিতম্।
রাজ্যকামী জপেন্নিত্যং ষড়ব্দং ত্র্যযুতং তথা॥১৪৪
সহস্রং জুহুয়ান্ নিত্যং পায়সং ঘৃতমিশ্রিতম্।
চক্রবর্তী ভবেৎ সদ্যঃ পদ্মা ভর্ত্তুঃ প্রসাদতঃ॥১৪৫
দ্বাদশাব্দং জপেদেবং সততং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
আত্মহোমী তু যো নিত্যমিন্দ্রত্বং লভতে
নরঃ॥১৪৬
লক্ষং জপেচ্চ যো নিত্যং ত্রিংশদ্‌বর্ষং জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মত্বং বা শিবত্বং বা সমাপ্নোতি ন সংশয়ঃ॥১৪৭

সম্পৎকামী ব্যক্তি তিনবৎসরব্যাপী প্রত্যহ জপ করিয়া তিন অযুত সংখ্যক (৩০ হাজার) জপ করিবে। পদ্ম বা পদ্মপত্রের দ্বারা হোম করিলে সম্পৎলাভ করা যায়। ভূমিলাভেচ্ছু ব্যক্তি বৎসরকাল সংযতেন্দ্রিয় হইয়া নিত্যই জপ করিবে। দূর্ব্বা দ্বারা হোম করিলে অভীষ্ট ভূমিলাভ হইবে। রাজ্যকামী ব্যক্তি ছয়বৎসর পর্য্যন্ত নিত্য ত্রিশ হাজার জপ করিবে। নিত্যই ঘৃতমিশ্রিত পরমান্ন দ্বারা সহস্র হোম করিলে শ্রীশ্রীবিষ্ণুর অনুগ্রহে শীঘ্রই চক্রবর্ত্তী (সম্রাট্) হইবে। দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত পরমাত্মার ঐ মন্ত্র বিজিতেন্দ্রিয় হইয়া নিত্যই জপ করিলে মনুষ্য ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে পারে।১৪১-৪৬

ত্রিশবৎসর পর্য্যন্ত জিতেন্দ্রিয় হইয়া লক্ষ জপ করিলে ব্রহ্মত্ব বা শিবত্ব লাভ করিবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে যাবজ্জীবন নিত্যই অযুত-সংখ্যক জপ করিবে এবং বহ্নিতে সহস্র বা শতসংখ্যক ঘৃতমিশ্রিত চরু দ্বারা কিম্বা ঘৃতমিশ্রিত শর্করাযুক্ত তিলের দ্বারা কিম্বা পদ্মের দ্বারা অথবা বিল্বপত্র দ্বারা অথবা অশ্বত্থ-সমিধ্ দ্বারা কিম্বা সরস তুলসীদল দ্বারা হোম করিবে ও প্রত্যহ সনাতন শ্রীবিষ্ণুর তত্তন্মন্ত্রে পূজা করিবে, সে ব্যক্তি সত্বর গরুড় বা অনন্তের

যাবজ্জীবং তু যো নিত্যমযুতং সুসমাহিতঃ।
সহস্রং বা শতং বাপি হোতব্যং বহ্নিমণ্ডলে ॥১৪৮
আজ্যেন চরুণা বাপি তিলৈর্বা শর্করান্বিতৈঃ।
পদ্মৈর্বিল্বপত্রৈর্বা সমিদ্ভিঃ পিপ্পলস্য বা।
কোমলৈস্তুলসীপত্রৈরর্চয়িত্বা সনাতনম্ ॥১৪৯
অনন্তবিহগেশানাং ক্ষিপ্রমন্যতমো ভবেৎ।
কিমত্র বহুনোক্তেন সর্বসিদ্ধিপ্রদো নৃণাম্ ॥১৫০
শ্রীমদষ্টাক্ষরো মন্ত্রো নিত্যপ্রিয়তমো হরেঃ।
অসীনো বা শয়ানো বা তিষ্ঠন্ বা যত্র কুত্রচিৎ ॥১৫১
জপেদষ্টাক্ষরং মন্ত্রং তস্য বিষ্ণুঃ প্রসীদতি।
সংস্নাতঃ সর্বতীর্থেষু সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ॥১৫২
অভিতঃ সর্বদেবানাং যো জপেৎ সততং মনুম্।
ব্রহ্মঘ্নো বা কৃতঘ্নো বা মহাপাপযুতোঽপি বা ॥১৫৩
অষ্টাক্ষরস্য জপ্তারং দৃষ্ট্যা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
অষ্টাক্ষরস্য জপ্তারো যথা ভাগবতোত্তমাঃ ॥১৫৪
পুনন্তি সকলং লোকং সদেবাসুরমানুষম্।
অষ্টাক্ষরস্য জপ্তারং প্রণমেদ্ যস্তু ভক্তিতঃ ॥১৫৫
সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে।
অচিন্ত্যমেতন্মাহাত্ম্যং মনোরস্য জগৎপতেঃ ॥১৫৬
নহি বক্তুং ময়া শক্যং ব্রহ্মাদিত্রিদশৈরপি।
অথ বক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং দ্বাদশার্ণস্য পার্থিব ॥১৫৭
যস্যোচ্চারণমাত্রেণ দ্বাদশাব্দফলং লভেৎ।
নমো ভগবতে নিত্যং বাসুদেবায় শার্ঙ্গিণে ॥১৫৮
প্রণবেন সমাযুক্তং দ্বাদশার্ণমনুং জপেৎ।
পূর্ববৎ প্রণবস্যার্থং নমসশ্চ মহামনোঃ ॥১৫৯
ঐশ্বর্যঞ্চ তথা বীর্য্যং তেজঃ শক্তিরনুত্তমা।
জ্ঞানং বলং যদেতেষাং ষণ্ণাং ভগবদীরিতঃ ॥১৬০
এভির্গুণৈঃ পূর্ববাক্যঃ স এব ভগবান্ হরিঃ।
নিত্যা চ যা ভগবতী প্রোচ্যতে মুনিসত্তমৈঃ ॥১৬১

অন্যতম হইবে—সন্দেহ নাই। অধিক কি, ঐ মন্ত্র মনুষ্যের সর্ব্ব-সিদ্ধিপ্রদ।১৪৭-৫০

শ্রীহরির ঐ অষ্টাক্ষর মন্ত্র শ্রীবিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয়তম। উপবেশন করিয়াই হউক, শয়ান থাকিয়াই হউক, যাইতে যাইতেই হউক, দণ্ডায়মান থাকিয়াই হউক, যে স্থানেই হউক ঐ অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিলে শ্রীবিষ্ণু জাপকের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। জপকারীর সর্ব্বতীর্থে স্নানজনিত ফল হয় এবং তাহার সমস্ত যজ্ঞেই দীক্ষিত হওয়ার ফল লাভ হয়।১৫১-৫২

শ্রীহরি বা শ্রীশিব বা শ্রীদুর্গা, কালী প্রভৃতি যে কোন দেবতার সমীপে সতত যদি ঐ অষ্টাক্ষর বিষ্ণুমন্ত্র জপ করা যায়, তবে ব্রহ্মহত্যাকারী বা কৃতঘ্ন বা মহাপাপ যুক্ত হইলেও সে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। ঐ অষ্টাক্ষর বিষ্ণুমন্ত্রের জাপক ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ভাগবত হইয়া দেবতা, অসুর ও মনুষ্যের সহিত সমগ্র জগৎকে পবিত্র করে। যে ব্যক্তি ঐ অষ্টাক্ষর মন্ত্রের জপকারীকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়। জগৎপতি শ্রীবিষ্ণুর এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রের মাহাত্ম্য অচিন্তনীয়।১৫৫-৫৬

আমি কিম্বা ব্রহ্মাদি দেবগণ কেহই ঐ মন্ত্রের মাহাত্ম্য বলিতে সক্ষম নই। হে রাজন্! এখন দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের মাহাত্ম্য বলিতেছি।১৫৭

সেই মন্ত্রের উচ্চারণমাত্রেই দ্বাদশবর্ষব্যাপী জপেরই ফল হয়। ভগবান্ বাসুদেব শার্ঙ্গীকে নিত্য প্রণাম করি। ইহাতে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র বলা হইল, যথা—ওঁ "ভগবতে বাসুদেবায় শার্ঙ্গিণে" নমঃ।১৫৮

আদিতে প্রণব (ওঙ্কার) সংযুক্ত করিয়া উক্ত দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে অর্থাৎ "ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় শার্ঙ্গিণে", ইহাই মন্ত্র। প্রণবের ও নমস্ শব্দের অর্থ পূর্ব্ববৎ।১৫৯

সমগ্র ঐশ্বর্য্য (অনিমাদি), বীর্য্য, তেজঃ, অনুত্তম শক্তি, সমগ্র জ্ঞান ও বল এই ছয়টী গুণ শ্রীভগবৎ শক্তি। এই ছয়টী গুণ দ্বারা সিদ্ধবাক্ যিনি, তিনিই সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীহরি। (ঐ ছয়টি গুণকেই "ভগ" বলে)। মুনিশ্রেষ্ঠগণ যে ভগবতী শক্তিকে নিত্যা বলিয়াছেন

ঐশ্বর্যরূপা সা দেবী সুভগা কমলালয়া।
ঐশ্বরী সর্বজগতাং বিষ্ণুপত্নী সনাতনী ॥১৬২
তস্যাঃ পতিত্বাদীশস্য ভগবানিতি চোচ্যতে।
তস্মাত্তু ভগবান্ শ্রীমানেকার্থো মুনিভিঃ স্মৃতঃ ॥১৬৩
ভগবানিতি শব্দোঽয়ং তথা পুরুষ ইত্যপি।
নিরুপাধৌ চ বর্তেত বাসুদেবেঽখিলাত্মনি ॥১৬৪
বক্ষ্যন্তি কেচিদ্ভগবান্ জ্ঞানবানিতি সত্তমাঃ।
তদ্বাসুদেবেনোক্তং স্যাৎ সামান্যত্বাত্ততোঽন্যথা ॥১৬৫
তস্মাৎ কল্যাণগুণবান্ শ্রীমান্ যোঽসৌ জগৎপতিঃ।
স এব ভগবান্ বিষ্ণুর্বাসুদেবঃ সনাতনঃ ॥১৬৬
ভগবতে শ্রীমতে চেত্যেকার্থে হি প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
গুণবান্ ভগবানেব সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকৃৎ ॥১৬৭
দ্বৌ দ্বৌ গুণাবধিষ্ঠায় সর্বাদ্যমকরোৎ প্রভুঃ।
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ সঙ্কর্ষণ ইতীরিতঃ ॥১৬৮

তিনিই ঐশ্বর্য্যরূপা সুভগা, তিনিই কমলালয়া, সমস্ত জগতের নিয়ন্ত্রী, তিনিই সনাতনী বিষ্ণুপত্নী।১৬০-৬২

তাঁহার স্বামী বলিয়া তাঁহাকে (স্বামীকে) ভগবান্ বলা হয়। এই জন্যই মুনিগণ মিলিতার্থ করিয়া শ্রীবিষ্ণুকে শ্রীমান্ ভগবান্ বলিয়াছেন।১৬৩

সর্ব্ব জগতের আত্মা নিরুপাধি বাসুদেবকে "পুরুষ" "ভগবান্" ইত্যাদি বলা হয়। কেহ তাঁহাকে ভগবান্ বলেন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে জ্ঞানবান্ বলেন। শ্রীর সহিত মিলিতহেতু পরমাত্মা বাসুদেবের ঐ ঐ নাম বাসুদেবই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অন্যথা তাদৃশ নাম হইত না।১৬৪ ৬৫

অতএব সর্ব্বকল্যাণময়গুণযুক্ত যে জগৎপতি শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর সহিত মিলিত হইয়া আছেন, তিনিই ভগবান্ বিষ্ণু এবং তিনিই সনাতন বাসুদেব।১৬৬

পণ্ডিতগণ এইজন্যই বিষ্ণুবাচক "ভগবান্" ও "শ্রীমান্" এই শব্দদ্বয়কে একার্থে প্রযুক্ত করিয়াছেন। তাদৃশ গুণবিশিষ্ট ভগবান্ই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী।১৬৭

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর দুই দুইটী গুণ আশ্রয় করিয়াই প্রভু সনাতন শ্রীবিষ্ণু সৃষ্টি-স্থিত্যাদি লীলা করেন।

ভগবান্ বাসুদেবোঽসৌ সৃষ্ট্যাদ্যমকরোৎ স্বয়ম্।
ঐশ্বর্য্য-বীর্য্যবান্ সর্গে প্রদ্যুম্নঃ পর্য্যপদ্যত ॥১৬৯
তেজঃ শক্তিং সমাবিশ্য অনিরুদ্ধো হ্যপালয়েৎ।
বলজ্ঞানে তথা দ্বে তু সঙ্কর্ষণো হ্যধিষ্ঠিতঃ ॥১৭০
অকরোদ্ভগবানেব সংহারং জগতঃ পুনঃ।
এবং ষড়্গুণপূর্ণত্বাৎ পতিত্বাত্ত্বপি চ শ্রিয়ঃ ॥১৭১
সর্গাদেঃ কারণত্বাচ্চ ভগবানিতি চোচ্যতে।
সর্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ ॥১৭২
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিগণ্যতে।
চতুর্থী পূর্ববদ্ বিদ্যাৎ কৈঙ্কর্য্যার্থং মহাত্মনঃ ॥১৭৩
এবং জ্ঞাত্বা মনোরর্থং দ্বাদশার্ণস্য চক্রিণঃ।
সংসিদ্ধিং পরমাপ্নোতি সম্যগাবর্ত্য চেতসা ॥১৭৪
গত্বা গত্বা নিবর্তন্তে সর্বক্রতুফলৈরপি।
তদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ ॥১৭৫

তিনিই তখন প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এবং সঙ্কর্ষণনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ভগবান্ বাসুদেব স্বয়ং সৃষ্ট্যাদিকার্য্য করেন। সৃষ্টিকালে ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্যবান্ হইয়া প্রদ্যুম্নভাব প্রাপ্ত হন। তাঁহার তেজঃশক্তি আশ্রয় করিয়া অনিরুদ্ধরূপে জগৎ পালন করেন। বল ও জ্ঞানশক্তি আশ্রয় করিয়া সঙ্কর্ষণনাম ধারণ করত শ্রীভগবান্ বিষ্ণুই জগতের সংহারকার্য্য সম্পন্ন করেন। শ্রীর স্বামিহেতু পূর্ব্বোক্ত ছয়টী গুণ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া স্বয়ং-পরমাত্মা বিষ্ণু সৃষ্ট্যাদির কারণ ও ভগবান্রূপে অভিহিত হন। এই শ্রীবিষ্ণু সর্ব্বত্র সমস্ত বস্তুতে বাস করেন। এইজন্য বিদ্বান্গণ তাঁহাকে বাসুদেব বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত অর্থজ্ঞান অনুসারেই চতুর্থী বিভক্তির অর্থই মহাত্মা শ্রীবিষ্ণুর দাসত্ব অর্থাৎ দাসত্ব অর্থ প্রকাশের জন্যই চতুর্থীবিভক্তি দেওয়া হইয়াছে।১৬৮-৭৩

শ্রীভগবান্ চক্রধারীর দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের এইরূপ অর্থ জানিয়া এবং চিত্তে ঐরূপ অর্থ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত বা অবধারণ করিয়া পরম সংসিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।১৭৪

দ্বাদশার্ণং সকৃজ্জপ্ত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি তৎসংসর্গকৃতানি চ ॥১৭৬
দ্বাদশার্ণং মনোর্জপ্তু র্দহত্যগ্নিরিবেন্ধনম্।
সর্বসৌভাগ্যসুখদং পুত্র-পৌত্রাভিবর্দ্ধনম্ ॥১৭৭
সর্বকামপ্রদং নৃণামায়ুরারোগ্যবর্দ্ধনম্।
দেবত্বমমরেশত্বং শিব-ব্রহ্মত্বমেব চ ॥১৭৮
দ্বাদশার্ণমনুং জপ্ত্বা সমাপ্নোতি ন সংশয়ঃ।
দুরাচারোঽপি সর্বাশী কৃতঘ্নো নাস্তিকোঽপি বা ॥১৭৯
দ্বাদশার্ণমনুং জপ্ত্বা বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
প্রজাপতিঃ কশ্যপশ্চ মনুঃ স্বায়ম্ভুবস্তথা ॥১৮০
সপ্তর্ষয়ো ধ্রুবশ্চৈতে ঋষয়স্তস্য কীর্তিতাঃ।
বশিষ্ঠঃ কশ্যপোঽত্রিশ্চ বিশ্বামিত্রশ্চ গৌতমঃ ॥১৮১
জমদগ্নির্ভরদ্বাজস্ত্বেতে সপ্ত মহর্ষয়ঃ।
ভগবান্ বাসুদেবো বৈ দেবতাস্য প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১৮২
ছন্দশ্চ পরমাদৈবী গায়ত্রী সমুদাহৃতা।
সাধকানাং সদা রাজন্ কামধেনুরিতীরিতঃ ॥১৮৩
দশাঙ্গুলীষু তলয়োর্দ্বাদশার্ণানি বিন্যসেৎ।
পাদৈশ্চতুর্ভিরঙ্গেষু বিন্যসেত্তদনন্তরম্ ॥১৮৪
চতুরঙ্গেষু বিন্যস্য মন্ত্রেণোত্তরয়োর্দ্বয়োঃ।
মূর্দ্ধ্যাস্য-নেত্রয়োর্নাসা-কর্ণয়োর্ভুজয়োস্তথা ॥
হৃদি কুক্ষৌ তথা গুহ্যে উর্বোর্জান্বোশ্চ পাদয়োঃ ॥১৮৫
মন্ত্রার্ণানি তু বিন্যস্য ক্রমেণৈব নৃপোত্তম।
অচক্রায় বিচক্রায় সুচক্রায় তথৈব চ ॥১৮৬
তথা ত্রৈলোক্যচক্রায় মহাচক্রায় বৈ তথা।
অসুরান্তকচক্রায় স্বাহান্তং প্রণবাদিকম্ ॥১৮৭
হৃদয়াদিষড়ঙ্গেষু যথাশাস্ত্রং প্রযোজয়েৎ।
ক্ষীরাব্ধৌ শেষপর্য্যঙ্কে সমাসীনং শ্রিয়া সহ ॥১৮৮

সমস্ত যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়াও জীব প্রতি মরণান্তে আবার জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এই দ্বাদশাক্ষরের অর্থ চিন্তা-পরায়ণ সাধকের মরণান্তে আর জন্ম হয় না। দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র একবার জপ করিলেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এমন কি, ব্রহ্মহত্যাদিজন্য-পাপ ও তৎসংসর্গজন্যপাপ এতৎ সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রই জপকারীর হৃদয়স্থিত সমস্ত পাপ ধ্বংস করে! আরও, সমস্তসৌভাগ্যসুখদায়ক, পুত্রপৌত্রাদি-বর্দ্ধক, সর্ব্বাভিলষিত বস্তুদাতা, ঐ মন্ত্রজপকারী মনুষ্যদের আয়ু বর্দ্ধন ও আরোগ্য প্রদান করে। আরও ঐ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিলে দেবত্ব, ইন্দ্রত্ব, শিবত্ব এবং ব্রহ্মত্বও প্রাপ্ত হওয়া যায়—ইহাতে সন্দেহ নাই। নিতান্ত দুরাচার হইলেও অভক্ষ্য-ভক্ষ্যসমস্ত ভক্ষণ করিলে, কৃতঘ্ন হইলে কিম্বা নাস্তিক হইলেও মাত্র দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিলেই সেই জাপক শ্রীবিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রজাপতি ব্রহ্মা, কশ্যপ, সায়ম্ভুব মনু, সপ্তর্ষিগণ, ধ্রুব এবং অন্যান্য ঋষিগণ ইহা বলিয়াছেন। বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, বিশ্বামিত্র, গৌতম জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ এই সপ্ত মহর্ষিগণও ইহা বলিয়াছেন। উক্ত মন্ত্রের দেবতা ভগবান্ বাসুদেব। দৈবী গায়ত্রী ছন্দ—ইহা বলা হইয়াছে। হে রাজন্! ঐ মন্ত্রটী সাধকদের কামধেনুসদৃশ—ইহা উক্ত হইয়াছে।১৭৫-৮৩

হস্ততলের দ্বাদশ অঙ্গুলিতে উহার দ্বাদশ অক্ষরের বিন্যাস করিবে। তারপর চারিটী পদ সর্ব্বাঙ্গে বিন্যস্ত করিবে। মন্ত্রের শেষের দুইটী পদ চারিটী অঙ্গে বিন্যস্ত করিবে। হে নৃপোত্তম! শেষে মস্তকে, মুখে, নেত্রদ্বয়ে, নাসাদ্বয়ে, কর্ণদ্বয়ে, ভুজদ্বয়ে, হৃদয়ে, উদরে, গুহ্যদেশে, উরুদ্বয়ে, জানুদ্বয়ে, পাদদ্বয়ে মন্ত্রাক্ষরসমূহ যথাক্রমে বিন্যস্ত করিবে।১৮৪-৮৫

পরে প্রণবাদি স্বাহান্ত মন্ত্রে অচক্রায়, বিচক্রায়, সুচক্রায়, ত্রৈলোক্যচক্রায়, মহাচক্রায় ও অসুরান্তকচক্রায় এইরূপে হৃদয়াদি ষড়ঙ্গে যথাশাস্ত্র আয়ুধবিন্যাস করিবে। পরে শ্রীবিষ্ণুকে চিন্তা করিবে। যথা—তিনি শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যে শেষপর্য্যঙ্কে (অনন্তশয্যায়) উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার বর্ণ জলপূর্ণমেঘতুল্য নীল, তিনি

নীলজীমূতসঙ্কাশং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্ ।
পীতাম্বরধরং দেবং রক্তাব্জদললোচনম্ ॥১৮৯
দীর্ঘৈশ্চতুর্ভির্দোর্ভিশ্চ সর্বাভরণভূষিতৈঃ ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গান্ বিভ্রাণং পরমেশ্বরম্ ॥১৯০
নানাকুসুমসম্বদ্ধনীলকুন্তলশীর্ষজম্ ।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভোরস্কং বনমালাবিভূষিতম্ ॥১৯১
সমাশ্লিষ্টং শ্রিয়া দিব্যা পদ্ময়া পদ্মহস্তয়া ।
স্তূয়মানং বিমানস্থৈর্দেব-গন্ধর্ব-কিন্নরৈঃ ॥১৯২
মুনিভিঃ সনকাদ্যৈশ্চ সেবিতঞ্চ সুরর্ষিভিঃ ।
এবং ধ্যাত্বা হরিং নিত্যং জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ ॥১৯৩
অর্চ্চয়িত্বা হৃষীকেশং সুগন্ধকুসুমৈঃ সদা ।
শালগ্রামাদিকল্পিতমর্চ্চ্যমনুং জপেদ্ বুধঃ ॥১৯৪
জপিত্বা দশসাহস্রং যাবজ্জীবং সমাহিতঃ ।
বৈষ্ণবং পদমাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিবর্জিতম্ ॥১৯৫

তপ্তস্বর্ণালঙ্কারভূষিত, পীতাম্বরধারী, দীপ্তিমান্ রক্তপদ্ম-দলের ন্যায় তাঁহার নয়নদ্বয়, সুদীর্ঘ আজানুলম্বিত সর্বাভরণভূষিত চতুর্ভুজধারী, তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও ধনুর্ধারী,—এইরূপে পরমেশ্বরকে চিন্তা করিবে।১৮৬-৯০

তাঁহার মস্তক নানা কুসুমসংযুক্ত ও নীলবর্ণ-কুন্তলযুক্ত, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভমণি, বনমালাশোভিত তাঁহার কণ্ঠ। পদ্মহস্তা শ্রীপদ্মা (লক্ষ্মী) দ্বারা আলিঙ্গিত তাঁহার দেহ। বিমানস্থ দেব, গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন। সনকাদি মুনিগণ ও দেবর্ষিগণ তাঁহার সেবা করিতেছেন—এইরূপ চিন্তা করিবে। পূর্ব্বোক্তরূপে শ্রীহরির ধ্যানান্তে সমাহিতরূপে নিত্যই ঐ মন্ত্র জপ করিবে।১৯১-৯৩

সর্ব্বদা সুগন্ধ কুসুম দ্বারা সনাতন হৃষীকেশের পূজা করিয়া শালগ্রামাদি প্রতীকল্পিত নারায়ণকে পূজা করিয়া অর্চ্চনীয় সেই নারায়ণের মন্ত্র জপ করিবে।১৯৪

যাবজ্জীবন একাগ্রমনে প্রত্যহ দশ সহস্র জপ করিলে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইবে, আর পুনরায় জন্ম হইবে না। দীর্ঘায়ুষ্কামী ব্যক্তি সংবৎসরকাল পর্য্যন্ত

আয়ুষ্কামী জপেন্নিত্যং বৎসরং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সংখ্যা দ্বাদশসাহস্রং হোমং তিলসহস্রকম্ ॥১৯৬
লভেতায়ুঃ শতসমা দুঃখরোগবিবর্জিতম্ ।
বিবাহকামী ষণ্মাসং জপেন্নিত্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১৯৭
আজ্যহোমী সহস্রন্তু লভেৎ কন্যাং সুলক্ষণাম্ ।
সম্পৎকামী জপেন্নিত্যং বৎসরন্তু সহস্রশঃ ॥১৯৮
সাজ্যৈশ্চ ব্রীহিভির্হোমৈঃ সহস্রং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ ।
রাজ্যমিন্দ্রপদং বাপি শিবত্বং ব্রহ্মতামপি ॥১৯৯
বহুকালং বিল্বপত্রৈঃ কমলৈর্বা জপেন্মনুম্ ।
জুহুয়াচ্চ জপেন্নিত্যং তত্তৎপ্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥২০০
যং যং কাময়তে চিত্তে তত্র তত্র নৃপোত্তম !
জুহুয়ান্মালতীপুষ্পৈরযুতং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥২০১
তাং তাং সিদ্ধিমবাপ্নোতি পদং চাপ্নোতি বৈষ্ণবম্ ।
দ্বাদশার্ণেন মনুনা পক্ষে পক্ষে দ্বিজোত্তমঃ ॥২০২

জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিত্য দ্বাদশ সহস্র জপ করিবে এবং তিল দ্বারা সহস্র হোম করিবে।১৯৫-৯৬

ইহার দ্বারা দুঃখরোগশূন্য হইয়া শতবৎসর আয়ুঃ লাভ করিবে। আর বিবাহকামী ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া ষণ্মাসকাল নিত্যই জপ করিবে এবং ঘৃতের দ্বারা সহস্রসংখ্যক হোম করিবে, তাহাতে সে সুলক্ষণা কন্যা লাভ করিবে। সম্পৎকামী ব্যক্তি সংবৎসরকাল প্রত্যহ সহস্র জপ করিবে এবং ঘৃতমিশ্রিত ব্রীহি দ্বারা সহস্র হোম করিবে, তাহাতে শ্রী (লক্ষ্মী) লাভ হইবে। রাজ্য, ইন্দ্রত্ব, শিবত্ব বা ব্রহ্মত্ব ও লাভ হইতে পারে।১৯৭-৯৯

বহুকালব্যাপী ঐ মন্ত্রের জপান্তে বিল্বপত্র বা পদ্মের দ্বারা নিত্যই হোম করিলে রাজ্যাদি লাভ হইতে পারে। মনে যে যে কামনা জন্মে, তাহার পূরণের জন্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া মালতীপুষ্পদ্বারা হোম করিবে। তাহাতে সেই সেই অভিপ্রেত সিদ্ধি লাভ হইবে। এবং অন্তে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইবে। দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র দ্বারা পক্ষে পক্ষে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণ তাদৃশ হোম করিবেন, তাহাতেই সিদ্ধিলাভ হইবে। দ্বাদশীতে কোমল (সরস) তুলসীদল দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর

দ্বাদশ্যাং পূজয়েদ্ বিষ্ণুং কোমলৈস্তুলসীদলৈঃ।
বিষ্ণুতুল্যবপুঃ শ্রীমান্! মোদতে পরমে পদে ॥২০৩
দ্বাদশার্ণমনোরেবং বিধানং প্রোচ্যতে নৃপ!।
অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি ষড়ক্ষরমনোরিদম্ ॥২০৪
বিধানং সর্বফলদং জন্মমৃত্যুনিকৃন্তনম্।
ওঁ নমো বিষ্ণবে চেতি ষড়ক্ষরমুদাহৃতম্ ॥২০৫
পূর্ববৎ প্রণবস্যার্থো নমঃশব্দ উদাহৃতঃ।
ব্যাপ্তত্বাদ্ ব্যাপকত্বাচ্চ বিষ্ণুরিত্যভিধীয়তে ॥২০৬
সদৈকরূপরূপত্বাৎ সর্ব্বাত্মত্বাদ্ বিভুত্বতঃ।
অনাময়ত্বাদীশত্বাদ্ গভস্তিত্বাদ্ ঘৃণিত্বতঃ।
যথেষ্টফলদাতৃত্বাদ্ বিষ্ণুরিত্যভিধীয়তে ॥২০৭
ণকারো বলমিত্যুক্তঃ ষকারঃ প্রাণ উচ্যতে।
তয়োস্তু সঙ্গতির্যত্র তদাত্মেত্যুচ্যতে ধৃতিঃ ॥২০৮

পূজা করিবে, তাহাতেই শ্রীবিষ্ণুর তুল্য অক্ষয় শরীর প্রাপ্ত হইয়া পরমপদ লাভ করত আনন্দিত হইবে—ইহাতে সংশয় নাই।২০০-৩

হে রাজন্! আমি দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের এইরূপ বিধান বলিলাম। এখন তোমাকে ষড়ক্ষর মন্ত্রের বিধান বলিব।২০৪

ষড়ক্ষর মন্ত্রবিধি।

এই বিধি সর্ব্বফলদাতা এবং জন্মমৃত্যুবিনাশক। "ওঁ নমো বিষ্ণবে" ইহাই ষড়াক্ষর মন্ত্র। প্রণবের অর্থ ও নমস্ শব্দের অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখানেও তাহাই জানিবে। যিনি সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বব্যাপ্ত—তিনিই বিষ্ণু। ব্যাপ্তত্ব ও ব্যাপকত্ব হেতু তাঁহাকে বিষ্ণু বলা হয়। (বিষ্ঌ ব্যাপ্তৌ" এই অর্থে 'বিষ্ণু'পদ নিষ্পন্ন, সুতরাং যিনি সর্ব্বব্যাপী তিনিই বিষ্ণু)।২০৫-৬

বিষ্ণুশব্দের অর্থ কথন।

বিষ্ণু শব্দের তাৎপর্য্যার্থ আরও শুন—সর্ব্বদা এক-স্বভাব, সকলের অন্তঃস্থিত আত্মা, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বপ্রভু, রোগাদিদুঃখশূন্য, বলিয়া সকলের নিয়ন্তা, জ্যোতির্ম্ময় এবং যথেষ্ট ফলদাতা বলিয়া তাঁহাকে বিষ্ণু বলা হয়।২০৭

মূর্দ্ধন্য "ণ" কারের অর্থ বল, মূর্দ্ধন্য "ষ" এর অর্থ প্রাণ,

তস্মাণ্ণকার-ষকারাবনুসংহিতমুত্তমম্।
স প্রাণং সবলং দেব! সংহিতামুত্তমাং তু যঃ ॥২০৯
তস্যৈবায়ুষ্যমিত্যুক্তং নেতরস্যৈব চ শ্রুতেঃ।
এতদেব হি বিদ্বাংসো বক্ষ্যন্তে যে মহর্ষয়ঃ ॥২১০
এবং বক্ষ্যামহে কিন্তু কিমুত ব্যাখ্যামহে বয়ম্!
ইমৌ ণকার-ষকারাবনসংহিতমেতি যৎ ॥২১১
তদেব বিষ্ণু কৃষ্ণেতি জিষ্ণুরিত্যভিধীয়তে।
বিষ্ণবে নম ইত্যেষ মন্ত্রঃ সর্বফলপ্রদঃ ॥২০২
ঐশ্বর্যং তু বিকারঃ স্যাত্তাদাত্ম্যান্নদ্বয়ং স্মৃতম্।
ঐশ্বর্য্যদ্বয়বীজং স্যাদ্ বিষ্ণুমন্ত্রমনুত্তমম্ ॥২১৩
তৎষড়র্ণবিধানেন কেবলং বৈ জপেমহি।
ইত্যুক্ত্বা মুনয়ঃ সর্বে বেদবেদান্তপারগাঃ ॥২১৪
পরিত্যজ্যেতরং ধর্মং তদেকশরণং গতাঃ।
এবং মহামনুং জপ্ত্বা বিধানেনাচ্যুতং গতাঃ ॥২১৫

যেখানে উহাদের মিলন আছে, সেখানে তদাত্মস্বরূপ বিষ্ণু—এই বুদ্ধি হয়। এইজন্যই "ণ"কার ও "ষ"কারের একত্র তাদৃশ উত্তম সন্ধি হইয়াছে। উত্তম সন্ধিযুক্তহেতু তিনি সপ্রাণ ও সবল।২০৮-৯

ঐ উত্তম সন্ধিই আয়ুষ্য অর্থাৎ আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, এতদ্ভিন্ন যাহা, তাহা আয়ুষ্য নহে—ইহা শ্রুতি প্রমাণিত। ইহাই জ্ঞানবান্ মহর্ষিগণ বলিবেন।২১০

বিষ্ণু শব্দের মন্ত্রার্থ এইরূপ বলিলাম। অন্য কি আর বলিব! এই "ণ"কার ও "ষ"কারই যে গাঢ় সন্ধিযুক্ত হইয়া, বিষ্ণু কৃষ্ণ জিষ্ণু প্রভৃতি নিষ্পন্ন, ইহা বলা হইতেছে। "বিষ্ণবে নমঃ" এই মন্ত্র সর্ব্বফলপ্রদ।২১১-১২

"বি" কারেব অর্থ ঐশ্বর্য্য, বর্ণদ্বয়ের সন্ধি দ্বারা একার্থ প্রতীত হওয়ায় প্রাণ ও বল এই অর্থ প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং ইহকালের ও পরকালের দ্বিবিধ ঐশ্বর্য্যের বীজই এই শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুমন্ত্র।২১৩

অতএব এই ষড়ক্ষর মন্ত্রের বিধান দ্বারা শুধু ঐ মন্ত্র জপ করিব, ইহা বলিয়া মুনিগণ সকলে বেদ-বেদান্তের পারগামী হইয়াছেন।১১৪

অন্য সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মাত্র ঐ ষড়ক্ষর

তস্মাদেতন্মহামন্ত্রং সর্বসিদ্ধিপ্রদং নৃপ ! ।
সকৃদুচ্চারণেনাস্য হরিস্তত্র প্রসীদতি ॥২১৬
ব্রহ্মাদ্যাঃ সনকাদ্যাশ্চ মুনয়শ্চ জপন্তি হি ।
ছন্দস্তু তস্য গায়ত্রী দেবতা বিষ্ণুরচ্যুতঃ ॥২১৭
স্যাদোম্বীজং নমঃ শক্তির্মনোরস্য প্রকীর্তিতম্ ।
ত্রিভিঃ পদৈঃ ষড়ঙ্গেষু যথাসংখ্যং সুবিন্যসেৎ ॥২১৮
অঙ্গুলীষ্বপি চাঙ্গেষু মন্ত্রার্ণানি যথাক্রমাৎ ।
মূর্দ্ধ্যাস্যে হৃদয়ে বাহ্বোঃ পৃষ্ঠে গুহ্যে যথাক্রমম্ ॥২১৯
বিন্যস্য চক্রন্যাসঞ্চ পশ্চাদ্ধ্যানেষু তন্ময়ম্ ।
প্রণবেনোন্মুখীকৃত্য হৃৎপঙ্কজমধোমুখম্ ॥২২০
বিকাশয়েচ্চ মন্ত্রেণ বিমলং তস্য কেশরম্ ।
তস্যোপরি চ বহ্ন্যর্ক-সোমবিম্বানি চিন্তয়েৎ ॥২২১
তত্র রত্নময়ং পীঠং তন্মধ্যেঽষ্টদলাম্বুজম্ ।
তস্মিন্ কোটিশশাঙ্কাভং সর্বলক্ষণলক্ষিতম্ ॥২২২

মন্ত্রের শরণাপন্ন হইয়া যথাবিধি ঐ ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া শ্রীবিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ।২১৫

অতএব এই মহামন্ত্র সর্ববসিদ্ধিপ্রদাতা। হে রাজন্! ইহাকে একবার মাত্র উচ্চারণ করিলেই শ্রীহরি তাহার প্রতি প্রসন্ন হন ।২১৬

ব্রহ্মাদি দেবগণ ও সনকাদি ঋষিগণ এই মন্ত্র জপ করেন। এই মন্ত্রের ছন্দঃ গায়ত্রী এবং দেবতা শ্রীবিষ্ণু। এই মন্ত্রের বীজ "ওঁ" (প্রণব), "নমঃ" শক্তি। মন্ত্রস্থ উক্ত তিন পদের দ্বারা যথাক্রমে ষড়ঙ্গে ন্যাস করিবে। ২১৭-২১৮

অঙ্গুলীসমূহে ও সর্ববাঙ্গে যথাক্রমে মস্তকে, মুখে, হৃদয়ে, বাহুদ্বয়ে, পৃষ্ঠে ও গুহ্যদেশে মন্ত্রাক্ষরের বিন্যাস করিবে। অঙ্গন্যাস করিয়া চক্রন্যাস করিবে। পরে ধ্যানে তন্ময় হইবে অধোমুখ হৃৎপদ্মকে প্রণবের দ্বারা ঊর্দ্ধমুখ করিয়া ঐ মন্ত্রের দ্বারা বিমল কেশর ও দলগুলিকে বিকশিত করিবে। তাহার উপর সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিবিম্ব চিন্তা করিবে ।২১৯-২১

তাহাতে রত্নময় পীঠ আছে, তন্মধ্যে অষ্টদল পদ্ম, তাহাতে কোটিচন্দ্রতুল্য সর্ববসুলক্ষণযুক্ত ভগবান্ আছেন।

চতুর্ভুজং সুন্দরাঙ্গং যুবানং পদ্মলোচনম্ ।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যং নীলভ্রূলতিকালকম্ ॥২২৩
শ্লক্ষ্ণনাসং রক্তগণ্ডং বিম্বিতোজ্জ্বলকুণ্ডলম্ ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারণং দোর্ভিরুজ্জ্বলৈঃ ॥২২৪
কেয়ূরাঙ্গদ-হারাদ্যৈর্ভূষণৈশ্চন্দনৈরপি ।
অলঙ্কৃতং গন্ধ-পুষ্পৈ রক্তহস্তাঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্ ॥২২৫
মুক্তাফলাভদন্তালিং বমমালাবিভূষিতম্ ।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভোরস্কং দিব্যপীতাম্বরং হরিম্ ॥২২৬
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং পদ্ময়া পদ্মহস্তয়া ।
সমাশ্লিষ্টমমুং দেবং ধ্যাত্বা বিষ্ণুময়ো ভবেৎ ॥২২৭
মনসেবোপচারাণি কৃত্বা মন্ত্রং জপেত্ততঃ ।
ত্রিসন্ধ্যাসু জপেন্নিত্যং সহস্রং সাষ্টকং দ্বিজঃ ॥২১৮
বিষ্ণোর্লোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিবর্জিতম্ ।
পূর্ববজ্জপহোমাদ্যং কৃত্বা সিদ্ধিং নরো লভেৎ ॥২২৯

তিনি চতুর্ভুজ, সুন্দর অঙ্গবিশিষ্ট যুবক, পদ্মের ন্যায় তাঁহার বিস্তৃত নয়নদ্বয়, কোটি কন্দর্প (মদন) তুল্য লাবণ্য-বিশিষ্ট, নীলবর্ণ ভ্রূলতা, অলক (চূর্ণ কুন্তল) যুক্ত, নাসিকাদ্বয় কোমল, গণ্ডস্থল রক্তবর্ণ, তৎপ্রতিবিম্বযুক্ত উজ্জ্বল কুণ্ডল এবং সমুজ্জ্বল বাহুদ্বারা শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধরিয়া আছেন ।২২২-২৪

কেয়ূর, অঙ্গদ (বালা), হার প্রভৃতি ভূষণ দ্বারা এবং চন্দন ও গন্ধপুষ্প দ্বারা অলঙ্কৃত, রক্তবর্ণ হস্ত ও পাদপদ্ম, মুক্তাফলের ন্যায় দন্তশ্রেণী, বনমালা দ্বারা বিভূষিত, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভমণি শোভিত দিব্যপীতাম্বরধারী শ্রীহরিকে চিন্তা করিবে ।২২৫-২৬

তপ্তকাঞ্চনবর্ণ সদৃশ বর্ণ, পদ্মহস্তা লক্ষ্মী দ্বারা আলিঙ্গিত দেহ এই দীপ্তিমান্ শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করিলে বিষ্ণুময় হইবে ।২২৭

মানসোপচারে পূজা করিয়া ঐ মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ প্রত্যহ তিন সন্ধ্যা অষ্টোত্তর সহস্র জপ করিবে। তাহা হইলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইবে, পুনরায় জন্ম হইবে না। পূর্বেবাক্ত নিয়মে জপ-হোমাদি করিলে মানব সিদ্ধিলাভ করিবে ।২২৮-২৯

ভগবৎসন্নিধৌ বাপি তুলসী কাননেঽপি বা।
সমাহিতমনা জপ্ত্বা ষড়র্ণং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।২৩০
তিলহোমাযুতং কৃত্বা সর্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
এবং বিষ্ণুমনোঃ প্রোক্তং বিধানং নৃপসত্তম ॥২৩১
বিধানৈরধুনাঽমুষ্য মন্ত্রস্যাপি ব্রবীমি তে।
ষড়ক্ষরং দাশরথেস্তারক-ব্রহ্ম কথ্যতে ॥২৩২
সর্বৈশ্বর্যপ্রদং নৃণাং সর্বকামফলপ্রদম্।
এতমেব পরং মন্ত্রং ব্রহ্মারুদ্রাদিদেবতাঃ ॥২৩৩
ঋষয়শ্চ মহাত্মানো মুক্ত্বা জপ্ত্বা ভবাম্বুধৌ।
এতন্মন্ত্রমগস্ত্যস্তু জপ্ত্বা রুদ্রত্বমাপ্নুয়াৎ ॥২৩৪
ব্রহ্মত্বং কাশ্যপো জপ্ত্বা কৌশিকস্ত্বমরেশতাম্।
কার্ত্তিকেয়ো মনুত্বঞ্চ ইন্দ্রার্কৌ গিরি-নারদৌ ॥২৩৫
বালখিল্যাদিমুনয়ো দেবতাত্বং প্রপেদিরে।
এষ বৈ সর্বলোকানামৈশ্বর্য্যস্যৈব কারণম্ ॥২৩৬

শ্রীভগবানের নিকট বা তুলসীকাননে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া একাগ্রচিত্তে ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া অযুতসংখ্যক সতিলাজ্য হোম করিলে মানব সর্ববসিদ্ধি লাভ করিবে। হে রাজশ্রেষ্ঠ! আমি শ্রীবিষ্ণু মন্ত্রের এইরূপ বিধান বলিলাম। এক্ষণে ভগবান্ দাশরথির ষড়ক্ষর মন্ত্রের যথাবিধি অনুষ্ঠানের ফল বলিতেছি। শ্রীবিষ্ণুর এই ষড়ক্ষর মন্ত্র "তারক ব্রহ্ম" বলিয়া কথিত হইয়াছে।২৩০-৩২

এই মন্ত্র সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদ এবং সর্ব্বাভিলাষপ্রদাতা। ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবগণ, ঋষিগণ ও মহাত্মগণ এই পরম মন্ত্র জপ করিয়া ভবসমুদ্র হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য এই মন্ত্র জপ করিয়া রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কাশ্যপ এই মন্ত্র জপ করিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। কৌশিক দেবরাজ-ইন্দ্রপদ লাভ করেন এবং কার্ত্তিক মনুত্ব এবং গিরি ও নারদ ইন্দ্রত্ব ও সূর্য্যত্ব লাভ করেন।২৩৩-৩৫

বালখিল্যাদি মুনিগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হন। এই মন্ত্রই সর্ব্বলোকের ঐশ্বর্য্যলাভের মূল কারণ। এই মন্ত্র জপ করিয়াই রুদ্র ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করেন। ইহার প্রভাবে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া তিনি দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন।২৩৬-৩৭

ইমমেব জপেন্মন্ত্রং রুদ্রস্ত্রিপুরঘাতকঃ।
ব্রহ্মহত্যাদি নির্মুক্তঃ পূজ্যমানোঽভবৎ সুরৈঃ ॥২৩৭
অদ্যাপি কাশ্যাং রুদ্রস্তু সর্বেষাং ত্যক্তজীবিনাম্।
দিশত্যেতন্মহামন্ত্রং তারকব্রহ্মনামকম্ ॥২৩৮
তস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্ব এব দিবং গতাঃ।
শ্রীরামায় নমো হ্যেষ তারকব্রহ্মনামকঃ ॥২৩৯
নাম্নাং বিষ্ণোঃ সহস্রাণাং তুল্য এব মহামনুঃ।
অনন্তো ভগবন্মন্ত্রো নানেব তু সমাঃ কৃতাঃ।
শ্রিয়ো রমণসামর্থ্যাৎ সৌকর্য্যগুণগৌরবাৎ ॥২৪০
শ্রীরাম ইতি নামেদং তস্য বিষ্ণোঃ প্রকীর্তিতম্।
রময়া নিত্যযুক্তত্বাদ্ রাম ইত্যভিধীয়তে ॥২৪১
রকারমৈশ্বর্য্যবীজং মকারস্তেন সংযুতঃ।
অবধারণযোগেন রামেত্যস্যাম্মনোঃ স্মৃতঃ ॥২৪২
শক্তিঃ শ্রীরুচ্যতে রাজন্! সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদা।
শ্রিয়ো মনোরমো যোঽসৌ স রাম ইতি বিশ্রুতঃ॥২৪৩

এখনও স্বয়ং রুদ্র কাশী ধামে মৃতমানবের কর্ণে তারকব্রহ্মনামক এই মন্ত্রই দান করিয়া থাকেন।২৩৮

কাশীতে মৃত জীবগণ রুদ্রের মুখনিঃসৃত এই মন্ত্ররূপ তারকব্রহ্ম-নাম শুনিয়াই স্বর্গে গমন করে। এই তারক-ব্রহ্মনামক মন্ত্র হইল—'শ্রীরামায় নমঃ'।২৩৯

রামমন্ত্র-বিধি।

শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনামের তুল্য—এই মহামন্ত্র। ভগবানের অনন্ত মন্ত্র নানাভাবে প্রকাশিত হইলেও তাহার গুণ অর্থাৎ ফল সর্বত্র সমান। শ্রীর রমণসামর্থ্যহেতু সৌকর্য্যগুণের গুরুত্বনিবন্ধন "শ্রীরাম" এই নাম শ্রীবিষ্ণুরই নামরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। রমার (লক্ষ্মীর) সহিত নিত্যযুক্তত্বহেতু তাঁহাকে রাম বলা হয়।২৪০-৪১

"র"কার ঐশ্বর্য্যবীজ, "ম"কার তাহার সহিত সংযুক্ত। দুই মিলিত হইয়া "রাম" এই মন্ত্র উক্ত হইয়াছে।২৪২

"শ্রী"শব্দের অর্থ শক্তি। উহা সকল অভীষ্ট ফলদাতা। শ্রীর (লক্ষ্মীর) মনোরম (প্রিয়) যিনি, তিনি 'রাম'নামে বিখ্যাত।২৪৩

চতুর্থ্যা নমসশ্চৈব সোঽর্থঃ পূর্ববদেব হি।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ অগস্ত্যাদ্যা মহর্ষয়ঃ ॥২৪৪
ছন্দশ্চ পরমা দেবী গায়ত্রী সমুদাহৃতা।
শ্রীরামো দেবতা প্রোক্তঃ সর্বৈশ্বর্য্যপ্রদো হরিঃ ॥২৪৫
অঙ্গুলীষ্বপি চাঙ্গেষু ন্যাসকর্মাদ্যবীজতঃ।
মূর্দ্ধ্যাস্যে হৃদয়ে পৃষ্ঠে গুহ্যে চরণয়োস্তথা ॥২৪৬
বৈষ্ণবাচ্চ গুরোঃ পঞ্চসংস্কারবিধিপূর্বকম্।
অধীত্য মন্ত্রং বিধিনা পশ্চাদ্দেবং জপেদ্ বুধঃ ॥২৪৭
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাস্তথেতরাঃ।
মন্ত্রাধিকারিণঃ সর্বে হ্যনন্যশরণা যদি ॥২৪৮
স্নানাদি কৃতকৃত্যঃ সন্নূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রঃ পবিত্রধৃৎ।
কৃষ্ণাজিনে সমাসীনঃ প্রাণায়ামী চ ন্যাসকৃৎ ॥২৪৯
ধ্যায়েৎ কমলপত্রাক্ষং জানকীসহিতং হরিম্।
নৈব ধ্যানং প্রকুর্বীত বিগ্রহে সতি শার্ঙ্গিণঃ ॥২৫০

চন্দনাগুরুকর্পূরবাসিতে রত্নমণ্ডপে।
বিতানৈঃ পুষ্পমালাদ্যৈর্ধূপৈর্দিব্যৈর্বিরাজিতে ॥২৫১
তন্মধ্যে কল্পবৃক্ষস্য ছায়ায়াং পরমাসনে।
নানারত্নময়ে দিব্যে সৌবর্ণে সুমনোহরে ॥২৫২
তস্মিন্ বালার্কসঙ্কাশে পঙ্কজেঽষ্টদলে শুভে।
বীরাসনে সমাসীনং বামাঙ্কাশ্রিতসীতয়া ॥২৫৩
সুস্নিগ্ধ-শাদ্বলশ্যামং কোটিবৈশ্বানরপ্রভম্।
যুবানং পদ্মপত্রাক্ষং কনকাম্বরশোভিতম্ ॥২৫৪
সিংহস্কন্ধাম্বুরূপাংসং কম্বুগ্রীবং মহাহনুম্।
পীনবৃত্তায়তস্নিগ্ধমহাবাহুচতুষ্টয়ম্ ॥২৫৫
বিশালবক্ষসং রক্তহস্তপাদতলং শুভম্।
বন্ধুকস্মিতমুক্তাভ-দন্তৌষ্ঠদ্বয়শোভিতম্ ॥২৫৬
পূর্ণচন্দ্রাননং স্নিগ্ধং ভ্রূযুগং ঘননাসিকম্।
রম্ভোরুদ্বয়মানীলকুন্তলং সিতচন্দনম্ ॥২৫৭

"শ্রীরামায়" এই চতুর্থীবিভক্তির অর্থ ও নমস্ শব্দের অর্থ পূর্ব্ববৎ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ হইলেন—এই মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ—দেবী গায়ত্রী ও শ্রীরামচন্দ্র দেবতা। তিনি সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য প্রদতা শ্রীহরি। ঐ মন্ত্রের আদ্য বীজদ্বারা অঙ্গুলীসমূহে, অন্যান্য অঙ্গে, মস্তকে, মুখে, হৃদয়ে, পৃষ্ঠে, গুহ্যদেশে ও পাদদ্বয়ে মন্ত্র ন্যাস করিবে।২৪৪-৪৬

বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতে পঞ্চসংস্কারবিধিসহ যথাবিধি মন্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ভক্তগণ পরে জপ করিবে। অনন্যশরণ ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্যগণ, স্ত্রীগণ, এবং শূদ্রগণ ও অন্যান্য সকলেই এই মন্ত্রের অধিকারী। ২৪৭-৪৮

স্নানাদি কার্য্য সমাপ্ত করিয়া কৃতকৃত্য অর্থাৎ পবিত্র হইয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করত পবিত্র কৃষ্ণাজিনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়ামপূর্ব্বক ন্যাস করিবে।২৪৯

পরে কমলনয়না, জানকীর সহিত শ্রীহরিকে ধ্যান করিবে। শ্রীভগবানের মূর্ত্তি থাকিলে অন্যরূপ ধ্যানের প্রয়োজন নাই।২৫০

পরে নিম্নলিখিতরূপে শ্রীরামচন্দ্রকে চিন্তা করিবে। চন্দন-অগুরু-কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত একটী রত্নমণ্ডপ। তাহাতে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুশোভিত, দিব্যধূপাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত একটী চন্দ্রাতপ। ঐ রত্নমণ্ডপমধ্যে কল্পবৃক্ষ। ঐ কল্পবৃক্ষের ছায়াতে সুবর্ণ ও নানা মণিরত্ন নির্ম্মিত পরমশ্রেষ্ঠ দিব্য আসনে বালসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল শুভ অষ্টদল পদ্মের উপর বীরাসনে উপবিষ্ট, সুস্নিগ্ধ নূতন ঘাসের ন্যায় শ্যামবর্ণ, কোটিকোটি অগ্নি-তুল্য প্রভাবিশিষ্ট, পদ্মপত্রের ন্যায় নয়নদ্বয়-শোভিত, কনকোজ্জ্বল বস্ত্র দ্বারা সুশোভিত যুবক শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যমান। তাঁহার বামক্রোড়ে সীতা সমাশ্রিতা। শ্রীরাম-চন্দ্রের বাহুমূল সিংহের স্কন্ধের ন্যায় স্থূল, শঙ্খের ন্যায় ত্রিরেখাযুক্ত গ্রীবা, হনু (কপোলের প্রান্তভাগ) দেশ মহান্, বাহু চতুষ্টয়—স্থূল, গোলাকার, সুদীর্ঘ ও স্নিগ্ধ, বিশাল বক্ষঃস্থল, হস্ত ও পাদতল রক্তবর্ণ, দন্ত ও ওষ্ঠদ্বয় মুক্তার ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল। বন্ধুক পুষ্পের মত মনোরম হাস্য এবং মুক্তার ন্যায় শুভ্র দন্তের দ্বারা শোভিত ওষ্ঠদ্বয়, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ মুখমণ্ডল, ভ্রূদ্বয় সুমনোহর, ঘননাসিকা, ঊরুদ্বয় রামরম্ভার ন্যায় সুন্দর। কুন্তলগুচ্ছ নীলবর্ণ। সর্ব্বাঙ্গে শ্বেতচন্দনের অনুলেপন, নবোদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন কুণ্ডল দ্বারা শোভমান, হার-কেয়ূর-কটক ও অঙ্গুরীয়কাদি ভূষণে দ্বারা

তরুণাদিত্যসঙ্কাশকুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতম্ ।
হার-কেয়ূর-কটকৈরঙ্গুলীয়ৈশ্চ ভূষণৈঃ ॥২৫৮
শ্রীবৎস-কৌস্তুভাভ্যাঞ্চ বৈজয়ন্ত্যা বিভূষিতম্ ।
হরিচন্দনলিপ্তাঙ্গং কস্তুরীতিলকাঞ্চিতম্ ॥২৫৯
শঙ্খ-চক্র-ধনুর্বাণান্ বিভ্রাণং দোর্ভিরায়তৈঃ ।
বামাঙ্কে সুস্থিতাং দেবীং তপ্তকাঞ্চনসন্নিভাম্ ॥২৬০
পদ্মাক্ষীং পদ্মবদনাং নীলকুন্তলশীর্ষজাম্ ।
আরূঢ়যৌবনাং নিত্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ॥২৬১
দুকূলবস্ত্রসম্বীতাং ভূষণৈরুপশোভিতাম্ ।
ভজ তাং কামদাং পদ্মহস্তাং সীতাং বিচিন্তয়েৎ ॥২৬২
লক্ষ্মণং পশ্চিমে ভাগে ধৃতচ্ছত্রং মহাবলম্ ।
পার্শ্বে ভরত-শত্রুঘ্নৌ বালব্যজনপাণিনৌ ॥২৬৩
অগ্রতস্তু হনূমন্তং বদ্ধাঞ্জলিপুটং তথা ।
সুগ্রীবং জাম্ববন্তঞ্চ সুষেণঞ্চ বিভীষণম্ ॥২৬৪
নীলং নলঞ্চাঙ্গদঞ্চ ঋষভং দিক্ষু পূজয়েৎ ।
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কশ্যপঃ ॥২৬৫
মার্কণ্ডেয়শ্চ মৌদ্গল্যস্তথা পর্বত-নারদৌ ।
দ্বিতীয়াবরণং প্রোক্তং রামস্য পদমাত্মনঃ ॥২৬৬
ধৃষ্টির্জয়ন্তো বিজয়ঃ সুরাষ্ট্রো রাষ্ট্রবর্দ্ধনঃ ।
অলকো ধর্মপালশ্চ সুমন্তশ্চাষ্টমন্ত্রিণঃ ॥২৬৭
তৃতীয়াবরণং তস্য তত্র চন্দ্রাদি দেবতাঃ ।
কুমুদাদ্যাশ্চ চণ্ডাদ্যা বিমানে চান্তরীয়কাঃ ॥২৬৮
এবং ধ্যাত্বা জগন্নাথং পূজয়েন্মনসাঽপি বা ।
ষট্ সহস্রং জপেন্মন্ত্রং জুহুয়াচ্চ সহস্রকম্ ॥২৬৯
জুহুয়াচ্চরুণা বাপি শতং পুষ্পাঞ্জলিং ন্যসেৎ ।
এবং সংপূজ্য দেবেশং যাবজ্জীবমতন্দ্রিতঃ ॥২৭০
তদ্দেহপতনে তস্য সারূপ্যং পরমে পদে ।
বিদ্যা স্ত্রী রাজ্যবিত্তাদ্যং যং যং কাময়তে হৃদি ॥২৭১
অন্যং দেবং নমস্কৃত্য সর্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ।
বিনা বৈ বৈষ্ণবং মন্ত্রমন্যমন্ত্রান্ বিসর্জয়েৎ ॥২৭২
তমেব পূজয়েদ্ রামং তন্মন্ত্রং বৈ জপেৎ সদা ।
অন্যথা নাশমাপ্নোতি ইহলোকে পরত্র চ ॥২৭৩

বিভূষিত, শ্রীবৎস, কৌস্তুভমণি এবং বৈজয়ন্তী মালা-দ্বারা ভূষিত দেহ, হরিচন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত সর্ব্বাঙ্গ, কস্তুরী-তিলকভূষিত দীর্ঘ বাহুচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, ধনু ও বাণ ধারণ করিয়া আছেন। বাম অঙ্কে তপ্তকাঞ্চনতুল্যা দেবী সুস্থিতা, তাঁহার নয়ন পদ্মতুল্য, মুখ কমলদলের ন্যায়, নীলবর্ণ কেশপাশ দ্বারা মস্তক সুশোভিতা, ইনি যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, ইনি অবিনাশিনী, নিত্যা, স্তনদ্বয় স্থূল ও উন্নত, তিনি দুকূলবস্ত্র পরিহিতা, নানা ভূষণে সুশোভিতা, এইরূপ অভিমত ফলদায়িনী পদ্মহস্তা সীতাকে চিন্তা করিবে। শ্রীরামচন্দ্রের পৃষ্ঠদেশে ছত্রধারী মহাবলপরাক্রান্ত লক্ষ্মণ, উভয় পার্শ্বে ভরত ও শত্রুঘ্ন চামরব্যজনধারী, সম্মুখে কৃতাঞ্জলি পুটে হনুমান্ শোভমান, চারিদিকে সুগ্রীব, জম্ববান্, সুষেণ, বিভীষণ, নীল, নল, অঙ্গদ, ও ঋষভ কর্তৃক পরিবেষ্টিত এতাদৃশ রামচন্দ্রকে পূজা করিবে। পরমাত্মস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের দ্বিতীয় আবরণস্বরূপ বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ, মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, পর্ব্বত ও নারদ এই মহর্ষিগণ রহিয়াছেন। আর ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অলক, ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত এই আটজন মন্ত্রী ও দ্বিতীয় আবরণ মধ্যে শোভমান। তৃতীয়াবরণে চন্দ্রাদি দেবতাগণ, কুমুদাদি ও চণ্ডাদি। বিমানে ও অন্তরীক্ষমণ্ডলে শ্রীরামচন্দ্র ইহাদের সহিত শোভমান।২৬৭-৬৮

শ্রীজগন্নাথ রামচন্দ্রকে এইরূপে ধ্যান করিয়া মনে মনে মানসোপচারে পূজা করিবে। পরে ছয় হাজার মন্ত্র জপ করিবে এবং সহস্র হোম করিবে।২৬৯

চরু দ্বারা হোম করিয়া শতসংখ্যক পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। এইরূপে দেবাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রকে যাবজ্জীবন অনলসভাবে পূজাদি করিলে দেহপতনের পর তাঁহার সারূপ্য লাভ করত পরমপদে স্থিত হইবে। বিদ্যা, স্ত্রী, রাজ্য ও বিত্ত প্রভৃতি যাহা যাহা হৃদয়ের বাসনা, তৎসমস্তই প্রাপ্ত হইবে।২৭০-৭১

অন্য দেবতাকে নমস্কারাদি করিলে সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হইবে। বৈষ্ণব মন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্র পরিত্যাগ করিবে। শ্রীরামচন্দ্রকেই সর্ব্বদা পূজা করিবে। তাঁহার মন্ত্রই

অদ্বিতীয়ং যদা মন্ত্রং তারকং ব্রহ্মনামকম্।
জপিত্বা সিদ্ধিবাপ্নোতি অন্যথা নাশমাপ্নুয়াৎ ॥২৭৪
সাবিত্রীমন্ত্ররত্নঞ্চ তথা মন্ত্রদ্বয়ং শুভম্।
সর্বমন্ত্রং জপেৎ পূর্বং সংসিদ্ধ্যর্থং জপেৎ সদা ॥২৭৫
অজপ্যৈতাম্মহামন্ত্রান্ন তু সংসিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
তস্মাচ্ছক্ত্যা জপিত্বৈতান্ পশ্চান্মন্ত্রং প্রযোজয়েৎ॥২৭৬
বিদ্যা-স্ত্রী-বিত্ত-রাজ্যাদি-রূপারোগ্য-জয়ার্থিনঃ।
পুষ্পাজ্য-বিল্ব-রক্তাব্জ-জাতিদূর্বাঙ্কুরৈস্তথা ॥২৭৭
আরক্তকরবীরৈশ্চ হুত্বা সিদ্ধিমবাপ্নুয়ুঃ।
সর্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি তিলহোমেন বৈষ্ণবঃ ॥২৭৮
অষ্টোত্তরসহস্রং বা শতমষ্টোত্তরং তু বা।
সায়ং প্রাতশ্চ জুহুয়াৎ ষণ্মাসং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥২৭৯
জাবজ্জীবং জপেদ্ যস্তু ভক্ত্যা রামমনুস্মরন্।
সদারপুত্রঃ সগণপ্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে ॥২৮০

বষট্‌কারযুক্তং স্বাহান্তং রামাস্ত্রং সম্প্রকীর্তিতম্।
সর্বাপৎসু জপেন্মন্ত্রং রামং ধ্যাত্বা মহাবলম্ ॥২৮১
চৌরাগ্নিশত্রুসম্বাধে তথা রাগময়েষু চ।
তোয়-বাত-গ্রহাদিভ্যো ভয়েষু চ সভক্তিকম্ ॥২৮২
শঙ্খ-চক্র-ধনু-র্বাণপাণিনং সুমহাবলম্।
লক্ষ্মণানুচরং রামং ধ্যাত্বা রাক্ষসনাশনম্ ॥২৮৩
সহস্রন্তু জপেন্মন্ত্রং সর্বাপদ্‌ভ্যো বিমুচ্যতে।
সূর্য্যোদয়ে যথা নাশমুপৈতি ধ্বান্তমাশু বৈ ॥২৮৪
তথৈব রামস্মরণাদ্ বিনাশং যান্ত্যুপদ্রবাঃ।
এবং শ্রীরামমন্ত্রস্য বিধানং জ্ঞায়তে নৃপ! ॥২৮৫
বিধানং কৃষ্ণমন্ত্রস্য বক্ষ্যামি শৃণু পার্থিব।
শ্রীকৃষ্ণায় নমো হ্যেষ মন্ত্রঃ সর্বার্থসাধকঃ ॥২৮৬
কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র! মহাপাতককোটয়ঃ ॥২৮৭

সর্ব্বদা জপ করিবে। অন্যথা হইলে ইহলোকে ও পরলোকে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।২৭২-৭৩

তারকব্রহ্মনামক এই মন্ত্র অদ্বিতীয়। তাহা জপ করিলে সিদ্ধি লাভ হইবে। অন্যথায় বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।২৭৪

সাবিত্রীমন্ত্ররত্ন ও ঐ মন্ত্রদ্বয় অতিশয় শুভ। সকল মন্ত্র জপের পূর্ব্বে সিদ্ধিলাভের জন্য সাবিত্রীজপ করিবে। এই মহামন্ত্র জপ না করিলে সিদ্ধিলাভ হয় না। এতএব যথাশক্তি এই সাবিত্রীমন্ত্র জপ করিয়া পরে মহামন্ত্রের প্রয়োগ করিবে।২৭৪-৭৬

বিদ্যা, স্ত্রী, বিত্ত, রাজ্যাদি, রূপ, আরোগ্য ও জয়ার্থী ব্যক্তিগণ পুষ্প, ঘৃত, বিল্ব, রক্তপদ্ম, জাতিপুষ্প, দূর্বাঙ্কুর ও রক্তকরবীর দ্বারা হোম করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। কিন্তু বৈষ্ণবগণ তিলহোম দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করে।২৭৭-৭৮

ছয় মাসকাল সায়ং ও প্রাতঃকালে অষ্টোত্তর সহস্র কিম্বা অষ্টোত্তর শতসংখ্যক হোম করিবে ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিবে। যে ব্যক্তি সভক্তি শ্রীরামচন্দ্রকে ধ্যান করত যাবজ্জীবন তন্মন্ত্র জপ করে, সে মৃত্যুর পর স্ত্রী-পুত্রের সহিত সগণ (সপরিবার) স্বর্গে পূজিত হয়।২৭৯-৮০

স্বাহান্ত বষট্‌কারযুক্ত মন্ত্র অস্ত্রতুল্য বলা হইয়াছে। মহাবলশালী শ্রীরামচন্দ্রকে ধ্যান করিয়া ঐ মন্ত্র জপ করিলে সমস্ত বিপদ্ হইতে মুক্ত হইবে।২৮১

চৌর, অগ্নি ও শত্রুর উৎপীড়ন হইলে কিম্বা রোগাদির ভয় উপস্থিত হইলে কিম্বা জল, বাত্যা ও গ্রহাদি জনিত ভয় হইলে ভক্তিপূর্বক শঙ্খ, চক্র, ধনু ও বাণধারী, লক্ষ্মণরূপ অনুচরবিশিষ্ট ও রাক্ষস-বিনাশক শ্রীরামচন্দ্রকে ধ্যান করিয়া তাঁহার মন্ত্র জপ করিবে। ঐ মন্ত্র সহস্রসংখ্যক জপ করিলে সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত হইবে। সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকাররাশি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীরামচন্দ্রের স্মরণ দ্বারাই সমস্ত উপদ্রব বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্রের বিধান জানিবে।২৮২-৮৫

শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের বিধি

এখন শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রের বিধান বলিতেছি, শ্রবণ করুন। "শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" এই মন্ত্র সর্বার্থসাধক। "কৃষ্ণ" এই

সকৃৎ কৃষ্ণেতি যো ব্রূয়াদ্ ভক্ত্যা বাপি চ মানবঃ।
পাপকোটিবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥২৮৮
অশ্বমেধসহস্রাণি রাজসূয়শতানি চ।
ভক্ত্যা কৃষ্ণমনুং জপ্ত্বা সমাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥২৮৯
গবাঞ্চ কন্যাকানাঞ্চ গ্রামাণাঞ্চাযুতানি চ।
দত্ত্বা গোদাবরী কৃষ্ণা যমুনা চ সরস্বতী ॥২৯০
কাবেরী চন্দ্রভাগাদি স্নানং কৃষ্ণেতি যোঽসমম্।
কৃষ্ণেতি পঞ্চকৃজ্জপ্ত্বা সর্বতীর্থফলং লভেৎ ॥২৯১
কোটিজন্মার্জিতং পাপং জ্ঞানতোঽজ্ঞানতঃ কৃতম্।
ভক্ত্যা কৃষ্ণমনুং জপ্ত্বা দহ্যতে তুলরাশিবৎ ॥২৯২
অগম্যাগমনাৎ পাপাদভক্ষ্যাণাঞ্চ ভক্ষণাৎ।
সকৃৎ কৃষ্ণমনুং জপ্ত্বা মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥২৯৩

কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
উভয়োঃ সঙ্গতির্যত্র তদ ব্রহ্মেত্যভিধীয়তে ॥২৯৪
ণকারশ্চ ষকারশ্চ বলপ্রাণাবুভৌ স্মৃতৌ।
আত্মন্যেতৌ সমাযুক্তৌ জগতোঽস্যাপি কৃষ্ণতঃ ॥২৯৫
তস্মাৎ কৃষ্ণেতি মন্ত্রোঽয়ং বাচকঃ পরমাত্মনঃ।
কৃষ্ণেতি পরমো মন্ত্রঃ সর্ববেদাধিকঃ স্মৃতঃ ॥২৯৬
শ্রিয়ঃ সতঃ প্রাণপদাৎ শ্রীকৃষ্ণ ইতি বৈ স্মৃতঃ।
এবমর্থং বিদিত্বৈষ পশ্চান্মন্ত্রং জপেদ্ বুধঃ ॥২৯৭
সর্বকামপ্রদত্বাচ্চ বীজং কান্দর্পমুচ্যতে।
নিত্যানপায়া শ্রীশক্তির্মনোরস্য প্রযুজ্যতে ॥২৯৮
দেবর্ষিনারদস্তস্য গায়ত্রী চ্ছন্দ উচ্যতে।
দেবতা রুক্মিণীভর্তা কৃষ্ণঃ সবফলপ্রদঃ ॥২৯৯

মঙ্গলময় নাম যাহার জিহ্বায় সর্বদা থাকে, হে রাজেন্দ্র! তাহার কোটি কোটি মহাপাপ ভস্মীভূত হয়।২৮৬-৮৭

যে মানব ভক্তি বা অভক্তিপূর্ব্বক একবার শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে, সে কোটি কোটি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে।২৮৮

ভক্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিলে সহস্র সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ও শত শত রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই। বহু গোদান, বহু কন্যাদান ও অযুতসংখ্যক গ্রামদান করিলে যে ফল হয়, গোদাবরী, কৃষ্ণা, যমুনা, সরস্বতী, কাবেরী, চন্দ্রভাগা প্রভৃতি নদীতে স্নান করিলে যে ফল হয়, তাহা একবারমাত্র কৃষ্ণনাম জপের তুল্য নহে। পাঁচবার কৃষ্ণ নাম জপ করিলে সমস্ত তীর্থের ফল লাভ হয়।২৮৯-৯১

ভক্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণনাম জপ করিলে জ্ঞানতঃ অথবা অজ্ঞানতঃ উপার্জ্জিত কোটিজন্মের পাপ তুলা রাশির ন্যায় দগ্ধ হইয়া যায়। একবারমাত্র কৃষ্ণনাম জপ করিলে অগম্যা গমন ও অভক্ষ্যভক্ষণ জনিত সমস্তই পাপ নষ্ট হইয়া যায়। কৃষ্ণ এই নামের অন্তর্বর্ত্তী "কৃ" শব্দ ভূবাচক। "ণ"কার নির্বৃত্তি (মোক্ষ) বাচক। এই উভয়ে মিলিত হইয়া উচ্চারিত হইলে মোক্ষ লাভ হয়। যাঁহা হইতে মোক্ষ লাভ হয়, তিনিই কৃষ্ণ—এইরূপ অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতেই মোক্ষ হয়" যতো বা ইমানি…জায়তে, তৎব্রহ্ম" এই শ্রুতি বাক্য অনুসারে জানা যায়—কৃষ্ণই ব্রহ্মস্বরূপ।২৯৪

'ণ'কার ও 'ষ'কার এই দুইটি শব্দ বল ও প্রাণ এই উভয়ার্থবোধক। উহা আত্মাতেই মিলিত আছে, সুতরাং কৃষ্ণ হইতেই বল ও প্রাণের অভ্যুদয় হয়। অতএব কৃষ্ণই পরমাত্মা। এই মন্ত্র পরমাত্মার বোধক। কৃষ্ণ এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র সমস্ত বেদ হইতেও অধিক ফলপ্রদ।২৯২-৯৬

নিত্য "শ্রী"পদ, "ণ"কার ও "ষ"কারের অর্থ বল ও প্রাণ—পদ হইতেই শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র আবির্ভূত হইয়াছে—এই অর্থ জানিয়া পণ্ডিতগণ ঐ মন্ত্র জপ করিবেন।২৯৭

এই মন্ত্র সর্বাভিলাষপ্রদাতা—এজন্য ইহা কামবীজ। সেইজন্য "ক্লীং" ইহাকে কামবীজ বলা হয়। এই নিত্যা ও অবিনাশিনী শ্রীই এই মন্ত্রের শক্তি। নারদ এই মন্ত্রের ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ এবং সর্ব্বফলপ্রদ রুক্মিণীভর্তা শ্রীকৃষ্ণই এই মন্ত্রের দেবতা।২৯৮-৯৯

বৈষ্ণব গুরুর নিকট হইতে পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে মন্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক স্নান ও বস্ত্রাদি ধারণ দ্বারা শুদ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্রক ধারণপূর্ব্বক মঙ্গলময় তুলসীকানন-যুক্ত স্থানে পূর্ব্বমুখ হইয়া কুশাসনে অথবা কৃষ্ণসারচর্ম্মে উপবেশন

পূর্ববদ্ বিধিনা মন্ত্রং গৃহীত্বা বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ।
স্নানবস্ত্রাদিভিঃ শুদ্ধঃ কৃত্যং কৃত্বোর্দ্ধপুণ্ড্রধৃৎ ॥৩০০
তুলসীকাননে রম্যে দেশে বা প্রাঙ্মুখঃ শুভে।
কুশে কৃষ্ণাজিনে বাপি পুষ্পে বা শুভবাসরে ॥৩০১
সমাসীনস্তু কুর্বীত প্রাণায়ামাংশ্চ পূর্ববৎ।
আদিবীজেন কুর্বীত ষড়ঙ্গেষু যথাক্রমম্ ॥৩০২
অঙ্গুলীষ্বপি তেনৈব ন্যাসকর্ম সমাচরেৎ।
মুখে বাহ্বোশ্চ হৃদয়ে ধ্বজে জান্বোশ্চ পাদয়োঃ ॥৩০৩
বিন্যস্য মন্ত্রবর্ণানি চক্রং ন্যাসং ততঃ কৃতম্।
পূর্বজন্মময়াদীনি স্মরেদাভরণানি চ ॥৩০৪
বিচিত্র-শুভপর্য্যঙ্কে দিব্যকল্পতরোরধঃ।
সুগন্ধপুষ্পসঙ্কীর্ণে সর্বতঃ সুবিচিত্রিতে ॥৩০৫
তস্মিন্ দেব্যা সমাসীনং রুক্মিণ্যা রুক্মবর্ণয়া।
নীলোৎপলাভং কন্দর্পলাবণ্যং পদ্মলোচনম্ ॥৩০৬
চন্দ্রাননং জবাপুষ্পরক্তহস্ত-পদাম্বুজম্।
নীলকুঞ্চিতকেশঞ্চ সুকপোলং সুনাসিকম্ ॥৩০৭
সুভ্রূযুগং সুবিম্বোষ্ঠং সুদন্তালিবিরাজিতম্।
উন্নতাংসং দীর্ঘবাহুং পীনবক্ষসমব্যয়ম্ ॥৩০৮
নিরঙ্কচন্দ্রনখরং সর্বলক্ষণলক্ষিতম্।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভোদ্ভাসং বনমালামহোরসম্ ॥৩০৯
পীতাম্বরং ভূষণাঢ্যং বালার্কাভং সুকুণ্ডলম্।
হার-কেয়ূর-কটকৈরঙ্গুলীয়ৈশ্চ শোভিতম্ ॥৩১০
মৌক্তিকাঞ্চিতনাসাগ্রং কস্তূরী-তিলকাঞ্চিতম্।
হরিচন্দনলিপ্তাঙ্গং সদৈবারূঢ়যৌবনম্ ॥৩১১
মন্দারপারিজাতাদি কুসুমৈঃ কবরীকৃতম্।
অনর্ঘ্যমুক্তাহারৈশ্চ তুলসীবনমালয়া ॥৩১২
চক্র-শঙ্খসমেতাভ্যামুদ্বাহুভ্যাং বিরাজিতম্।
ইতরাভ্যাং তথা দেবীং সমাশ্লিষ্টং নিরন্তরম্ ॥৩১৩

করত পবিত্র শুভদিনে পূর্ববৎ প্রাণায়াম করিবে। আদিবীজ (প্রণব) দ্বারা যথাক্রমে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। অঙ্গুলীসমূহেও ন্যাসকর্ম্ম করিবে। মুখে, বাহুদ্বয়ে, হৃদয়ে, ধ্বজে, জানুদ্বয়ে, পাদদ্বয়ে, মন্ত্রাক্ষরের বিন্যাস করত পরে চক্রন্যাস করিবে। পূর্ববৎ মন্ত্রবর্ণসকল এবং আভরণসকল স্মরণ করিবে। শ্রীকৃষ্ণকে নিম্নোক্তরূপে চিন্তা করিবে। ৩০০-৪

দিব্য কল্পতরুর নিম্নে, সুগন্ধকুসুম পরিব্যাপ্ত মঙ্গলময় বিচিত্র পর্য্যঙ্কে স্বর্ণবর্ণা দেবী রুক্মিণীর সহিত উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিবে। নীলোৎপলের ন্যায় তাঁহার বর্ণ, কন্দর্পের ন্যায় লাবণ্য, পদ্মের ন্যায় নয়নদ্বয়, চন্দ্রের ন্যায় মুখ, জবাকুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ হস্ত ও পাদপদ্মদ্বয়, কেশপাশ নীলবর্ণ ও কুঞ্চিত, কপোলদ্বয় মনোরম, নাসিকাটুটী সুন্দর, পক্কবিম্ব ফলের ন্যায় রক্তবর্ণ ওষ্ঠ, সুন্দর ভ্রূদ্বয়, সুন্দর দন্তসমূহ দ্বারা (তিনি) শোভমান, তাঁহার বাহুমূল উন্নত, হস্তদ্বয় দীর্ঘ (আজানুলম্বিত), বক্ষঃস্থল স্থূল। তিনি অবিনাশী ও নিত্য, তাঁহার পাদনখগুলি নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায়, উজ্জ্বল ও সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত, বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভমণি দ্বারা উজ্জ্বল এবং বনমালা-সুশোভিত, তিনি পীতাম্বর, নানা ভূষণে বিভূষিত, বালসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, মনোরম কুণ্ডলধারী, হার, কেয়ুর, অঙ্গুরীয়ক, কটক প্রভৃতি অলঙ্কার দ্বারা সুশোভিত, তাঁহার নাসাগ্রে মুক্তা দোদুল্যমান, কস্তুরীর তিলক শোভিত, হরিচন্দন দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পরিলিপ্ত, সর্ব্বদাই তিনি যৌবনান্বিত, মন্দার-পারিজাত প্রভৃতি দেবপুষ্প দ্বারা তাঁহার মস্তক অলঙ্কৃত, মহামূল্য মুক্তাহার দ্বারা তিনি শোভমান, তুলসী ও বনমালা দ্বারা দেহ শোভিত চক্র ও শঙ্খযুক্ত বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধভাবে শোভিত, অন্য দুইটী বাহু নিরন্তর দেবীকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, অলঙ্কৃতা সত্যাদি মহিষীদ্বারা (তিনি) পরিবেষ্টিত। কালিন্দী, সত্যভামা, মিত্রবিন্দা, সত্যবিৎ, সুনন্দা সুশীলা, সুলক্ষণা জাম্ববতী, ইঁহারা পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মহিষী (শক্তি) বলিয়া কথিত আছে। এইরূপ সহস্র সহস্র রাজকন্যা দ্বারা (তিনি) সুসেবিত—যেন নিধিদ্বারা পরিবেষ্টিত তারকরাজ চন্দ্র রহিয়াছেন। এইরূপে শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া ও নিত্য পূজান্তে তন্মন্ত্র

অলঙ্কৃতাভিঃ সত্যাদিমহিষীভিঃ সমাবৃতম্ ।
কালিন্দী সত্যভামা চ মিত্রবিন্দা চ সত্যবিৎ ॥৩১৪
সুনন্দা চ সুশীলা চ জাম্ববতী সুলক্ষণা ।
এতা মহিষ্যঃ সংপ্রোক্তাঃ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥৩১৫
তাভিশ্চ রাজকন্যানাং সহস্রৈঃ পরিসেবিতম্ ।
তারকাবৃত্তরাজেব শোভিতং নিধিভির্বৃতম্ ॥৩১৬
এবং ধ্যাত্বা হরিং নিত্যমর্চ্চয়িত্বা জপেন্মনুম্ ।
শালগ্রামে চ তুলসীবনে বা স্থণ্ডিলে হৃদি ॥৩১৭
স্মৃত্বা জপেৎ ত্রিসন্ধ্যাসু ষট্‌সহস্রং মনুং দ্বিজঃ ।
বিষ্ণুতুল্যবপুঃ শ্রীমান্ বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥৩১৮
সর্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি ইহলোকে পরত্র চ ।
বিদ্যার্থী বেণুগায়ন্তং জপেদ্ ধ্যায়ন্ ঋতুত্রয়ম্ ॥৩১৯
জুহুয়াৎ কুসুমৈঃ শুভ্রৈর্বিদ্যাসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ।
আয়ুষ্কামী তু পূর্বাহ্নে বৎসরান্ হ্যযুতং জপেৎ ॥৩২০
ধ্যায়েচ্ছিশুতনুং কৃষ্ণং তিলৈর্হুত্বায়ুরাপ্নুয়াৎ ।
কন্যার্থী তু জপেৎ সায়ং ষোড়শং ত্র্যযুতং হরিম্ ॥৩২১
ধ্যাত্বা সহস্রং জুহুয়াল্লাজৈর্মধুবিমিশ্রিতৈঃ ।
স্ত্রিয়ং লভেৎ স্বাভিমতাং রূপৌদার্য্যবতীং সতীম্ ॥৩২২
সম্পৎকামী জপেন্নিত্যং মধ্যাহ্নে তু ঋতুত্রয়ম্ ।
দ্বারকায়াং সুধর্মায়াং রত্নসিংহাসনে স্থিতম্ ॥৩২৩
শঙ্খাদিনিধিভী রাজকুলৈরপি সুসেবিতম্ ।
হারাদিভূষণৈর্যুক্তং শঙ্খাদ্যায়ুধধারিণম্ ॥৩২৪
ধ্যাত্বা সংপূজ্য হোমঞ্চ জপশ্চাযুতসংখ্যয়া ।
অব্জ-বিল্বদলৈর্বাঽপি হোমং মধুবিমিশ্রিতম্ ॥৩২৫
শাশ্বতীং শ্রিয়মাপ্নোতি কুবেরসদৃশো ভবেৎ ।
রূপ-লাবণ্যকামী তু রাসমণ্ডলমধ্যগম্ ॥৩২৬
ধ্যায়ংস্ত্রিমাসমযুতং জপ্ত্বা লাবণ্যবান্ ভবেৎ ।
এবং কৃষ্ণমনোরস্য মাহাত্ম্যং পরিকীর্তিতম্ ॥৩২৭
অনন্তান্ ভগবন্মন্ত্রান্ বক্তুং শক্যং ন তে ময়া ।
বারাহং নারসিংহঞ্চ বামনং তুরগাননম্ ॥৩২৮
ক্রমেণৈব তু বক্ষ্যামি যথাবচ্ছৃণু পার্থিব ! ।
হুঙ্কারং প্রথমং বীজমাদ্যং বারাহমুচ্যতে ॥৩২৯

জপ করিবে। শালগ্রামে বা তুলসীবনে বা স্থণ্ডিলে অথবা স্বহৃদয়ে অবস্থিত শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যায় ছয়হাজার মন্ত্র জপ করিবে, তাহাতে বিষ্ণুর তুল্য শ্রীমান্ শরীর ধারণ করিয়া সে বিষ্ণুলোকে গমন করিবে।৩০৭-১৮

বিদ্যার্থী বেণু বাজাইতে বাজাইতে তিন ঋতুতেই শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া জপ করিলে ইহলোক ও পরলোকে সর্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।৩১৯

শ্বেতপুষ্পের দ্বারা হোম করিলে বিদ্যাবিষয়ে সিদ্ধিলাভ হয়। আয়ুষ্কামী ব্যক্তি একবৎসর পর্য্যন্ত পূর্বাহ্নে অযুত জপ করিবে। সতিল আজ্য দ্বারা শিশুতনু শ্রীকৃষ্ণকে হোম করিলে দীর্ঘ আয়ু লাভ হয়। কন্যাপ্রার্থী ব্যক্তি সন্ধ্যায় ষোড়শাধিক অযুতত্রয় শ্রীহরির জপ করিবে।৩২০-২১

শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া মধুমিশ্রিত লাজের (খই) দ্বারা সহস্র হোম করিবে। তাহা হইলে অভিমত সৌন্দর্য্য ও ঔদার্য্যগুণযুক্ত স্ত্রীলাভ হইবে। সম্পৎকামী ব্যক্তি তিন ঋতুতেই মধ্যাহ্নে প্রত্যহই জপ করিবে। দ্বারকাতে দেবসভাতে রত্নসিংহাসনে অবস্থিত, রাজসমূহ কর্তৃক শঙ্খাদিনিধি দ্বারা সুসেবিত, হারাদি ভূষণ দ্বারা বিভূষিত, শঙ্খাদি আয়ুধধারী শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া পূজা করত হোম করিবে এবং অযুতসংখ্যক জপ করিবে। পদ্ম বা বিল্বপত্র দ্বারা মধুমিশ্রিত ঘৃতসহযোগে হোম করিবে।৩২২-২৫

ইহাতে স্থির শাশ্বত লক্ষ্মী লাভ করিয়া কুবেরতুল্য হইবে। রূপলাবণ্যকামী ব্যক্তি রাসমণ্ডলমধ্যস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া তিনমাসকাল অযুতসংখ্যক জপ করিলে লাবণ্যযুক্ত হইবে। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইল।৩২৬-২৭

বরাহভগবানের মন্ত্রবিধি

শ্রীভগবানের মন্ত্র অনন্ত। আমি তাহা বলিতে

পশ্চাত্তু ধরণীবীজং লক্ষ্মীবীজং ততঃ পরম্।
ত্রীন্ বীজানাদিতঃ কৃত্বা পশ্চান্মন্ত্রপ্রযোজনম্ ॥৩৩০
ওঁ নমো ভগবতে পশ্চাদ্ বরাহরূপায় ভূর্ভুর্বঃ।
স্বঃ পতয়েতি ভূপতিত্বং মে দেহীতি
তদাপ্যায়স্বেতি ॥৩৩১
অঙ্গুলীষু যথাঙ্গেষু বীজেনাদ্যেন বৈ ক্রমাৎ।
তথা সন্ন্যাসবদ্ভূত্বা পশ্চাদ্ধ্যানং সমাচরেৎ ॥৩৩২
বৃহত্তনুং বৃহদ্গ্রীবং বৃহদ্দংষ্ট্রং সুশোভনম্।
সমস্তবেদ-বেদাঙ্গসাঙ্গোপাঙ্গযুতং হরিম্ ॥৩৩৩
রজতাদ্রিসমপ্রখ্যং শতবাহুং শতেক্ষণম্।
উদ্ধৃত্য দংষ্ট্র্যা ভূমিঞ্চ সমালিঙ্গ্য ভুজৈর্মুদা ॥৩৩৪
ব্রহ্মাদিভিস্ত্রিদশৈঃ সর্বৈঃ সনকাদ্যৈর্মুনীশ্বরঃ।
স্তূয়মানং সমন্তাচ্চ গীয়মানঞ্চ কিন্নরৈঃ ॥৩৩৫

অসমর্থ। বরাহরূপী ভগবানের, নরসিংহরূপী ভগবানের, বামনরূপী ভগবানের ও অশ্বমুখধারী ভগবানের মন্ত্রও আছে। ক্রমে সবই আমি যথাবৎ বলিতেছি—হে রাজন্! আপনি শ্রবণ করুন। আদ্য বরাহবীজ "হুঁ"কার। পরে পৃথ্বীবীজ তারপর লক্ষ্মীবীজ এই তিনটী বীজ পূর্ব্বে সংলগ্ন করিয়া পরে মন্ত্রের প্রয়োগ করিবে। মন্ত্রটীর আকার —"ওঁ নমো ভগবতে পশ্চাদ্বরাহরূপায় ভূর্ভুর্বঃস্বঃ পতয়েতি ভূপতিত্বং মে দেহীতি তদাপ্যায়স্বে"তি। অঙ্গুলীসমূহে এবং অঙ্গে আদ্য বীজের (হুং) দ্বারা ন্যাস করিয়া অর্থাৎ আদ্য বীজমন্ত্র দ্বারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া মন হইতে সমস্ত কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরে ধ্যান করিবে।৩২৮-৩২

বৃহৎশরীর, বৃহদ্গ্রীবাযুক্ত, বৃহদ্দন্ত, অতি সুশোভন-মূর্ত্তি, সাঙ্গোপাঙ্গ সমস্ত বেদ-বেদাঙ্গযুক্ত বরাহরূপী শ্রীহরিকে চিন্তা করিবে। রজত-পর্ব্বতের ন্যায় তাহার রূপ, তাঁহার শত বাহু, শত চক্ষুঃ, দন্তের দ্বারা পৃথিবী উত্তোলিত করিয়া তিনি আনন্দে বাহু দ্বারা আলিঙ্গন-পূর্ব্বক বর্ত্তমান।৩৩৩-৩৪

ব্রহ্মাদি দেবগণ ও সনকাদি সমস্ত মুনিশ্রেষ্ঠগণ, চারিদিক্ হইতে তাঁহাকে স্তব করিতেছেন। কিন্নরগণ

এবং ধ্যাত্বা হরিং নিত্যং প্রাতরষ্টোত্তরং শতম্।
জপ্ত্বা লভেচ্চ ভূপত্যং ততো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ ॥৩৩৬
নমো যজ্ঞবরাহায় ইত্যষ্টাক্ষরকো মনুঃ।
উক্তবীজত্রয়ং পূর্বং কৃত্বা মন্ত্রং জপেদ্ বুধঃ ॥৩৩৭
মূলমন্ত্রমিদং প্রাহুর্বারাহং মুনিপুঙ্গবাঃ।
এতমেব পরং মন্ত্রং জপ্ত্বা ভূমিপতির্ভবেৎ ॥৩৩৮
নিত্যমষ্টসহস্রং তু জপেদ্ বিষ্ণুং বিচিন্তয়ন্।
কমলৈর্বিল্বপত্রৈর্বা জুহুয়াচ্চ দশাংশকম্ ॥৩৩৯
এবং সংবৎসরং জপ্ত্বা সার্বভৌমো ভবেদ্ ধ্রুবম্।
রাজ্যং কৃত্বা চ ধর্মেণ পশ্চাদ্ বিষ্ণুপদং ব্রজেৎ ॥৩৪০
বিধানং নারসিংহস্য মনোর্বক্ষ্যামি সুব্রত!।
উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্বতোমুখম্ ॥৩৪১
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যোর্মৃত্যুং নমাম্যহম্।
আর্ষং ব্রহ্মাঽনুষ্টুপ্ছন্দো দেবতা চ নৃকেসরী ॥৩৪২

তাঁহার গান করিতেছে। এইরূপে প্রত্যহ শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া প্রাতঃকালে অষ্টোত্তর শত জপ করিবে। এইরূপে জপ করিলে ভূপতিত্ব লাভ হয় এবং দেহান্তে বিষ্ণুধামে গমন করে।৩৩৫-৩৬

"নমো যজ্ঞবরাহায়" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র বরাহরূপী শ্রীভগবানের, পণ্ডিতগণ পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত বীজ তিনটী সংযুক্ত করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবেন।৩৩৭

মুনিশ্রেষ্ঠগণ ইহাকে বরাহ মূলমন্ত্র বলিয়াছেন। এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র জপ করিলে ভূপতি হওয়া যায়। শ্রীবিষ্ণুকে চিন্তাপূর্ব্বক এই পরম মন্ত্র জপ করিয়া এবং পদ্ম বা বিল্বপত্র দ্বারা জপ-সংখ্যার দশাংশ হোম করিবে।৩৩৮-৩৯

এইরূপে সংবৎসর জপ ও হোম করিলে নিশ্চয়ই সার্ব্বভৌম হইতে পারে। ধর্ম্মানুসারে সাম্রাজ্য পালন করিয়া অন্তে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইবে।৩৪০

নারসিংহ মন্ত্রবিধি।

এখন নরসিংহ-মন্ত্রের বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর। উগ্র, বীর, দীপ্যমান শরীর, সর্ব্বতোমুখ, ভীষণাকার, মৃত্যুবিনাশক মঙ্গলময় মহাবিষ্ণু নৃসিংহকে প্রণাম করি।

চতুশ্চতুশ্চ ষট্ ষট্ চ ষট্ চতুশ্চ যথাক্রমম্।
শিরো-ললাট-নেত্রেষু মুখ-বাহ্বঙ্ঘ্রি সন্ধিষু ॥৩৪৩
সাগ্রেষু কুক্ষৌ হৃদয়ে গলে পার্শ্বদয়েঽপি চ।
অপরাঙ্গে ককুদি চ ন্যসেদ্ বর্ণাননুক্রমাৎ ॥৩৪৪
বায়োর্দশাক্ষরং যত্তু হুঙ্কারং বা জপেৎ সকৃৎ।
বিন্দুনা সহিতং যত্তু নৃসিংহবীজমুচ্যতে ॥৩৪৫
অঙ্গুলীষু তথাঙ্গেষু ন্যাসং তেনৈব চোদিতম্।
তদ্বীজমাদিতঃ কৃত্বা মন্ত্রং পশ্চাৎ প্রয়োজয়েৎ ॥৩৪৬

ওঁ নমো ভগগবতে বাসুদেবায় নমো নরসিংহায় জ্বালামালিনেদীর্ঘদংষ্ট্রায়াগ্নিনেত্রায় সর্বরক্ষোঘ্নায় সর্বভূতবিনাশায় দহ দহ পচ পচ রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা ইতি জ্বালামালিপাতালনৃসিংহায় নমঃ॥ বীজেনৈবন্যাসঃ। আং হ্রীং ক্ষৌং ক্রৌং হুং ফট্ অস্য মন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দো নৃসিংহো দেবতা নৃসিংহাস্ত্রমিদং বীজেনৈব ন্যাসঃ।

শ্রীকারপূর্বো নৃসিংহো দ্বির্জয়াদুপরিস্থিতঃ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো জপ্তুঃ স্যান্‌মহাভয়নিবারণম্ ॥৩৪৭
অস্য ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ প্রহ্লাদশ্চ মহর্ষয়ঃ।
তথৈব জগতিচ্ছন্দো দেবতা চ নৃকেসরী ॥
ন্যাসং বীজেন কুর্বীত ততো ধ্যানং নৃপোত্তম! ॥৩৪৮
মাণিক্যাদ্রিসমপ্রভং নিজরুচা সন্ত্রস্তরক্ষোগণং
জানুন্যস্তকরাম্বুজস্ত্রিনয়নং রত্নোল্লসদ্‌ভূষণম্।
বাহুভ্যাং ধৃতশঙ্খচক্রমনিশং দংষ্ট্রোল্লসৎস্বাননং
জ্বালাজিহ্বমুদগ্রকেশনিচয়ং বন্দে নৃসিংহং প্রভুম্ ॥৩৪৯
উদ্যৎকোটিরবিপ্রভং নরহরিং কোটিক্ষপেশোজ্জ্বলং
দংষ্ট্রাভিঃ সুমুখোজ্জ্বলং নখমুখৈর্দীর্ঘৈরনেকৈর্ভুজৈঃ।
নির্ভিন্নাসুরনায়কস্তু শশভৃৎসূর্য্যাগ্নিনেত্রত্রয়ং
বিদ্যুদ্‌জিহ্বসটাকলাপভয়দং বহ্নিং বহন্তং ভজে ॥৩৫০
কোপাদালোলজিহ্বং বিবৃতনিজমুখং সোমসূর্য্যাগ্নিনেত্রং
পাদাদ্ আনাভিরক্তং প্রসভমুপরি সংভিন্ন-
দৈত্যেন্দ্রগাত্রম্।

এই মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, অনুষ্টুপ্ ছন্দ, নৃসিংহ দেবতা। পরে ন্যাস করিবে। যথা—মস্তক, ললাট, নেত্র, মুখ, বাহু, পাদ ও পাদসন্ধি, উদর, হৃদয় গলদেশ, পার্শ্বদ্বয়, অন্যান্য অঙ্গ, ককুদ্ প্রভৃতি অঙ্গে মন্ত্রের বর্ণগুলি যথাক্রমে প্রতি অঙ্গে চারি চারি বার, ছয় ছয় বার ও ছয় চারিবার করিয়া বিন্যস্ত করিবে।৩৪১-৪৪

নৃসিংহ-মন্ত্রের আকার—বায়ুর মন্ত্রের দশটী অক্ষর, বা হুঙ্কার একবার জপ করিবে। বিন্দুর সহিত মিলিত যে বীজ, তাহাকে নৃসিংহবীজ জানিবে।৩৪৫

ঐ মন্ত্র দ্বারা অঙ্গুলীসমূহে ও অঙ্গসমূহে ন্যাস করিবে। প্রথমে ঐ বীজ সংযুক্ত করিয়া পরে মন্ত্রের প্রয়োগ করিবে।৩৪৬

"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমো নরসিংহায় জ্বালামালিনে দীর্ঘদংষ্ট্রায় অগ্নিনেত্রায় সর্ব্বরক্ষোঘ্নায় সর্ব্বভূত-বিনাশায় দহ দহ পচ পচ রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা ইতি জ্বালামালিপাতালনৃসিংহায় নমঃ"—এই বীজের দ্বারাই ন্যাস করিবে। "আং হ্রীং ক্ষৌং ক্রৌং হুং ফট্"—ইহাই মন্ত্র। এই মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ, নৃসিংহ দেবতা—ইহা নৃসিংহের অস্ত্রস্বরূপ। পূর্ব্বোক্ত বীজের দ্বারাই ন্যাস করিবে। প্রথমে দুইবার জয় জয়, পরে শ্রীনৃসিংহ অর্থাৎ "জয় জয় শ্রীনৃসিংহ" এই মন্ত্র একুশবার জপ করিলে মহাভয় বিদূরিত হয়। ইহা মহাভয় নিবারক মন্ত্র।৩৪৭

এই মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, রুদ্র ও প্রহ্লাদ। জগতী ছন্দ, নৃসিংহ দেবতা। বীজের দ্বারা ন্যাস করিয়া পরে ধ্যান করিবে।৩৪৮

ধ্যানের অর্থ—মাণিক্যময় পর্ব্বতের তুল্য কান্তি নিজের শারীর-প্রভা দ্বারা রাক্ষসগণ ভীত হইয়াছে। (তিনি) জানুতে হস্ত বিন্যস্ত করিয়া আছেন। তাঁহার তিনটি নেত্র। রত্নময় ভূষণে (তাঁহার) শরীর শোভিত, বাহুদ্বয় দ্বারা (তিনি) শঙ্খ ও চক্র ধারণ করিয়া আছেন, দন্তপঙ্‌ক্তি দ্বারা নিজ মুখ সুশোভিত, দীপ্তিসমূহ দ্বারা কেশগুলি উজ্জ্বল ও ভীষণদর্শন হইয়াছে—এইরূপ প্রভু নৃসিংহদেবকে বন্দনা করি।৩৪৯

যাঁহার রূপ উদীয়মান কোটি কোটি সূর্য্যের তুল্য প্রভাবিশিষ্ট, কোটি কোটি চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল দন্ত

চক্রং শঙ্খং সপাশাঙ্কুশ-মুসল-গদা-শার্ঙ্গ-বাণান্ বহন্তম্
ভীমং তীক্ষ্ণাগ্রদংষ্ট্রং মণিময়বিবিধাকল্পমীড়ে
নৃসিংহম্ ॥৩৫১
মহাভয়েম্বিদং ধ্যানং সৌম্যমভ্যুদয়েষু চ।
সৌবর্ণং মণ্ডপান্তস্থং পদ্মং ধ্যায়েৎ সকেসরম্ ॥৩৫২
পঞ্চাস্যবদনং ভীমং সোম-সূর্য্যাগ্নিলোচনম্।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতম্ ॥৩৫৩
উপেয়ন্যাসং সুমুখং তীক্ষ্ণদংষ্ট্র বিবাজিতম্।
ব্যাত্তাস্য মরুণোষ্ঠঞ্চ ভীষণৈর্নয়নৈর্যুতম্ ॥৩৫৪
সিংহস্কন্ধানুরূপাংসং বৃত্তায়তচতুর্ভুজম্।
জপাসমাঙ্ঘ্রি-হস্তাব্জং পদ্মাসনসুসংস্থিতম্ ॥৩৫৫
শ্রীবৎস-কৌস্তভোরস্কং বনমালাবিরাজিতম্।
কেয়ূরাঙ্গদ-হারাঢ্যং নূপুরাভ্যাং বিরাজিতম্ ॥৩৫৬

দ্বারা (যাহার) মুখখানি অতি উজ্জ্বল হইয়াছে, নখ, মুখ ও অনেক সুদীর্ঘ বাহুদ্বারা (যিনি) অসুরপতি হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছেন, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য (যাহার) তিনটি নয়ন, বিদ্যুতের শিখার ন্যায় জটাসমূহ দ্বারা (যিনি) ভয়দান করিতেছেন, বহ্নির ন্যায় (যিনি) তেজ ধারণ করিতেছেন, এতাদৃশ নৃসিংহদেবকে ভজনা করি।৩৫০

ক্রোধের জন্য (তাঁহার) জিহ্বা বাহিরে লক্ লক্ করিতেছে, তাঁহার মুখ বিবৃত, তাঁহার তিনটী নেত্র যেন চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি, চরণ হইতে নাভি পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ রক্তবর্ণ, বলপূর্ব্বক দেহোপরি বসিয়া তিনি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর গাত্র বিদীর্ণ করিতেছেন, তিনি শঙ্খ, চক্র, পাশ, অঙ্কুশ, মুসল, গদা, ধনুঃ ও বাণ ধারণ করিতেছেন, তাঁহার দন্তের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ এবং ভীষণ, তিনি মণিময় বিবিধভূষণধারী নৃসিংহদেবকে স্তব করি।৩৫১

মহাভয় উপস্থিত হইলে এবং অভ্যুদয়-সময়েও এই সৌম্যরূপের ধ্যান করিবে। মণ্ডপের অন্তঃস্থিত সুবর্ণময় কেশরের সহিত পদ্মের ধ্যান করিবে।৩৫২

তদুপরি পঞ্চবদন, ভীষণাকৃতি, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় নয়নত্রয়, বালসূর্য্যের তুল্য রূপবিশিষ্ট দুইটি কুণ্ডল

চক্র-শঙ্খাভয়-বরচতুর্হস্তং বিভুং স্মরেৎ।
বামাঙ্কে সংস্থিতাং লক্ষ্মীং সুন্দরীং ভূষণান্বিতাম্ ॥৩৫৭
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গীং দিব্যপুষ্পোপশোভিতাম্।
গৃহীতপদ্মযুগল-মাতুলিঙ্গকরাং চলাম্ ॥৩৫৮
এবং দেবীং নৃসিংহস্য বামাঙ্কোপরিসংস্থিতাম্।
ধ্যাত্বা জপেজ্জপং নিত্যং পূজয়েচ্চ যথাবিধি ॥৩৫৯
ক্ষ্রৌং হ্রীং শ্রীং নৃসিংহায় নমঃ ॥
ইমং লক্ষ্মীনৃসিংহস্য জপেৎ সর্ব্বার্থদং মনুম্।
অষ্টোত্তরসহস্রং বা জপেৎ সন্ধ্যাসু বাগ্‌যতঃ ॥৩৬০
অখণ্ডবিল্বপত্রৈশ্চ জুহুয়াদাজ্যমিশ্রিতৈঃ।
সর্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি ষণ্মাসং প্রযতো ভবেৎ ॥৩৬১
দেবত্বমরেশত্বং গন্ধর্বত্বং তথা নৃপ!।
প্রাপ্নুবন্তি নরাঃ সর্বে স্বর্গ-মোক্ষঞ্চ দুর্লভম্ ॥৩৬২

দ্বারা সুশোভিত, তীক্ষ্ণদন্ত-শোভিত সুন্দরমুখ, বিবৃতবদন, অরুণবর্ণ ওষ্ঠ, ভীষণনয়নযুক্ত, সিংহের স্কন্ধের ন্যায় বাহুমূল, সুগোল দীর্ঘ চারিটী বাহু, জবাকুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ হস্ত ও পাদ, পদ্মাসনে সমুপবিষ্ট, বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তভমণি দ্বারা সুশোভিত, বনমালালঙ্কৃত, কেয়ূর, অঙ্গদ ও হারাদি দ্বারা সমৃদ্ধ (শোভিত) দেহ, পাদদ্বয়ে নূপুর, চক্র-শঙ্খ-বর ও অভয় দ্বারা চারিটী হস্ত সুশোভিত প্রভু নৃসিংহদেবকে স্মরণ করিবে। তাঁহার বামক্রোড়দেশে সুন্দরী সর্ব্বভূষণে বিভূষিতা লক্ষ্মীদেবী অবস্থিত আছেন। তাঁহার (লক্ষ্মীদেবীর) অঙ্গ দিব্যচন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত, দিব্যপুষ্পসমূহ দ্বারা সুশোভিত, হস্তে পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন চপলাঙ্গী শ্রীনৃসিংহদেবের বামাঙ্কে সংস্থিত লক্ষ্মীদেবীকে চিন্তা করিয়া প্রত্যহ মন্ত্র জপ করিবে এবং যথাবিধি পূজা করিবে।৩৫৩-৫৯

"ক্ষ্রৌং হ্রীং শ্রীং নৃসিংহায় নমঃ"—লক্ষ্মীনৃসিংহের এই সর্ব্বার্থদায়ি মন্ত্র জপ করিবে অথবা বাক্ সংযম করিয়া অর্থাৎ মৌনী হইয়া প্রতি সন্ধ্যায় অষ্টোত্তর সহস্র জপ করিবে।৩৬০

ঘৃতমিশ্রিত অখণ্ড বিল্বপত্র দ্বারা ছয়মাস পর্য্যন্ত সংযতচিত্তে প্রত্যহ হোম করিলে সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।৩৬১

যং যং কাময়তে চিত্তে তং তমেবাপ্নুয়াদ্ ধ্রুবম্।
ব্রহ্মর্ষী তত্র গায়ত্রী নরসিংহশ্চ দেবতা ॥৩৬৩
তদেব বীজং শক্তিঃ শ্রীমনোরস্য বিধীয়তে।
ন্যাসমধ্যেন বীজেন চার্চনং তুলসীদলৈঃ ॥৩৬৪
পূর্বোক্তবিধিনা পীঠে পূজয়িত্বা সমাহিতঃ।
পরিতঃ পূজয়েদ্ দিক্ষু গরুড়ং শঙ্করং তথা ॥৩৬৫
শেষঞ্চ পদ্মযোনিঞ্চ শ্রিয়ং মায়াং ধৃতিং তথা।
পুষ্টিং সমর্চ্চয়েদ্দিক্ষু ততো লোকেশ্বরান্ যজেৎ ॥৩৬৬
মহাভাগবতং দৈত্যনাশকং দেবমগ্রতঃ।
এবং সম্পূজ্য দেবেশং নারসিংহং সনাতনম্ ॥৩৬৭
তৎপদং সমবাপ্নোতি মুদিতঃ সজনৈঃ সহ।
কর্পূরধবলং দেবং দিব্যকুণ্ডলভূষিতম্ ॥৩৬৮

হে রাজন্! এই মন্ত্র জপদ্বারা দেবত্ব, ইন্দ্রত্ব ও গন্ধর্বত্ব পর্য্যন্ত লাভ করা যায়। অধিক কি, স্বর্গ ও দুর্লভমোক্ষও লাভ করিতে পারে।৩৬২

যাহা যাহা মনে অভিলাষ হয়, তৎসমস্তই নিশ্চয় লাভ করা যায়। এই মন্ত্রেরও ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, নরসিংহ দেবতা।৩৬৩

এই মন্ত্রেরও পূর্ব্বোক্ত বীজ, পূর্ব্বোক্ত শক্তি বর্ণিত আছে। ঐ বীজের দ্বারা ন্যাস করিবে এবং তুলসীদল দ্বারা পূজা করিবে।৩৬৪

পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে সমাহিত হইয়া পীঠপূজা করিবে। পরে চারিদিকে গরুড়, শঙ্কর, অনন্ত, পদ্মযোনি ব্রহ্মা, শ্রী, মায়া, ধৃতি ও পুষ্টিকে পূজা করিবে। পরে দিক্‌পালগণের পূজা করিবে।৩৬৫-৬৬

অগ্রে মহাভাগবত-দৈত্যনাশক-দেব-বিষ্ণুকে পূজা করিবে। এইরূপে সনাতন দেবশ্রেষ্ঠ নরসিংহকে পূজা করিলে স্বজনের সহিত সানন্দচিত্তে ঐ পদ প্রাপ্ত হইবে।

বামন মন্ত্র।

নিম্নোক্তরূপে বামন দেবকে ধ্যান করিবে। যথা—তিনি কর্পূরের ন্যায় ধবলবর্ণ, দীপ্তিবিশিষ্ট, দিব্যকুণ্ডল দ্বারা অলঙ্কৃত, কিরীট-কেয়ূরধারী, পীতাম্বর, প্রভু,

কিরীট-কেয়ূরধরং পীতাম্বরধরং প্রভুম্।
পদ্মাসনস্থং দেবেশং চন্দ্রমণ্ডলমধ্যগম্ ॥৩৬৯
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং পূর্ণচন্দ্রনিভাননম্।
মেখলাজিনদণ্ডাদিধারণং বটুরূপিণম্ ॥৩৭০
কলধৌতময়ং পাত্রং দধানং বসুপূজিতম্।
পীযূষকলশং বামে দধানং দ্বিভুজং হরিম্ ॥৩৭১
সনকাদ্যৈঃ স্তূয়মানং সর্বদেবৈরুপাসিতম্।
এবং ধ্যাত্বা জপেন্নিত্যং স্বাসনে চ সমাহিতঃ ॥৩৭২
বিষ্ণবে বামনায়েতি প্রণবাদিনমোঽন্তকঃ।
ইন্দ্রার্ষঞ্চ বিরাট্‌ছন্দো দেবতা বামনঃ স্বয়ম্ ॥৩৭৩
সুধাবীজং সুদীর্ঘস্তু বীজমাদ্যন্তু বামনম্।
তেনৈব তু ষড়ঙ্গাদ্যং ন্যাসং কুর্ব্বীত বৈষ্ণবঃ ॥৩৭৪

পদ্মাসনস্থিত, দেবশ্রেষ্ঠ, চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যস্থিত, কোটি-সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, মুখখানি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, ব্রাহ্মণবালকদেহধারী, মেখলা অজিন ও দণ্ড ধারণ করিয়া আছেন, সুবর্ণময় পাত্র (কমণ্ডলু) ধারী, ধন দ্বারা পূজিত, বামহস্তে অমৃতময় কলস, দ্বিভুজ হরিকে চিন্তা করিবে এবং নিজের আসনে উপবিষ্ট হইয়া একচিত্তে ঐরূপ ধ্যান করিয়া জপ করিবে। আরও চিন্তা করিবে—সনকাদি ঋষিগণ তাঁহাকে স্তব করিতেছেন, এবং সমস্ত দেবগণ তাঁহার উপাসনা করিতেছেন।৩৬৭-৭২

আদিতে 'প্রণব' ও অন্তে 'নমঃ'যুক্ত বিষ্ণবে বামনায় অর্থাৎ "ওঁ বিষ্ণবে বামনায় নমঃ" এই দশাক্ষর বামন মন্ত্র। ইহার ঋষি ইন্দ্র, বিরাট্ ছন্দঃ এবং স্বয়ং বামন এই মন্ত্রের দেবতা।৩৭৩

সুদীর্ঘ সুধাবীজ ও আদ্যবীজ (প্রণব) বামন-বীজ। এই বীজের দ্বারা বৈষ্ণবগণ ষড়ঙ্গ ও করন্যাস করিবে। দধিমিশ্রিত অন্ন ও পায়সের দ্বারা প্রত্যহ হোম করিবে। গৃহস্থ দৈনন্দিন উপাসনার অগ্নিতে অষ্টোত্তর শত হোম করিবে।৩৭৪-৭৫

ইহাতে শীঘ্রই কুবেরতুল্য সম্পদযুক্ত হইবে—সন্দেহ নাই। "ওঁ নমো বিষ্ণবে পতয়ে মহাবলায় স্বাহা"—ইহাই বামনমন্ত্র।৩৭৬

দধ্যন্নং পায়সং বাঽপি জুহুয়াৎ প্রত্যহং দ্বিজঃ।
ঔপাসনাগ্নৌ জুহুয়াদষ্টোত্তরশতং গৃহী ॥৩৭৫
কুবেরসদৃশঃ শ্রীমান্ ভবেৎ সদ্যো ন সংশয়ঃ।
ওঁ নমো বিষ্ণবে পতয়ে মহাবলায় স্বাহা ॥৩৭৬
ইতি বামনমন্ত্রঃ—
স্মৃত্বা ত্রৈবিক্রমং রূপং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥৩৭৭
মুক্তো বন্ধাদ্ভবেৎ সদ্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
হ্রীং শ্রীং শ্রীবামনায় নম ইতি মূলমন্ত্রঃ।
ব্রহ্মার্ষং চৈব গায়ত্রী দেবতা চ ত্রিবিক্রমঃ।
ন্যাসং বীজেন জপ্ত্বাত্বষ্টোত্তরসহস্রকম্ ॥৩৭৮
ইতি বামনমন্ত্রস্য জপাদন্নপতির্ভবেৎ।
উদ্গীথপ্রণবোদ্গীথ সর্ববাগীশ্বরেশ্বর! ॥৩৭৯

ত্রিপদধারী বামনরূপ স্মরণ করিয়া একাগ্রচিত্তে ঐ মন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে শীঘ্রই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে—সন্দেহ নাই। এবিষয়ে অন্য বিচার কর্ত্তব্য নহে। "হ্রাং শ্রীং বামনায় নমঃ" ইহাই মূলমন্ত্র। ইহার ঋষি ব্রহ্মা, গায়ত্রী ছন্দ, ত্রিবিক্রম দেবতা। বীজমন্ত্রের দ্বারা ন্যাস করিয়া অষ্টোত্তর সহস্র জপ করিবে। ৩৭৭-৭৮

এইরূপে বামনমন্ত্রের জপ করিলে অন্নপতি হইবে। করজোড়ে—প্রার্থনা করিবে

"উদ্গীথ! প্রণবোদ্গীথ! সর্ববাগীশ্বরেশ্বর!
সর্ব্ববেদময়াচিন্ত্য! সর্ব্বং বোধয় মে পিতঃ!"

"হয়গ্রীব বিষ্ণুমন্ত্র"

"হুঁ ঐঁ হয়গ্রীবায় নমঃ"

এই মন্ত্রেরও ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, হয়গ্রীব দেবতা। বীজমন্ত্রের দ্বারা ন্যাস করিয়া পরে ধ্যান করিবে। ৩৭৯-৮০

শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় কান্তি, অশ্বের মুখের ন্যায় মুখ, মুক্তাময় আভরণ দ্বারা ভূষিত, দুই হস্তে চক্র ও শঙ্খ শোভমান, জানুদ্বয়ে হস্ত বিন্যস্ত আছে—এইরূপ (হয়গ্রীব) দেবকে আমরা ভজনা করি।৩৮১

সর্ববেদময়াচিন্ত্য! সর্বং বোধয় মে পিতঃ!।
হুং ঐং হয়গ্রীবায় নমঃ ॥
ব্রহ্মার্ষং চৈব গায়ত্রী হয়গ্রীবোঽস্য দেবতা।
ন্যাসং বীজেন কৃত্বাঽথ পশ্চাদ্ধ্যানং সমাচরেৎ ॥৩৮০
শরচ্ছশাঙ্কপ্রভমশ্ববক্ত্রং মুক্তাময়ৈরাভরণৈরুপেতম্
রথাঙ্গশঙ্খাঞ্চিতবাহুযুগ্মং জানুদ্বয়ন্যস্তকরং ভজামঃ॥৩৮১
শঙ্খাভঃ শঙ্খচক্রে করসরসিজয়োঃ পুস্তকং চান্যহস্তে
বিভ্রদ্ব্যাখ্যানমুদ্রাং লসদিতরকরো মণ্ডলস্থঃ
সুধাংশোঃ।
আসীনঃ পুণ্ডরীকে তুরগবরশিরাঃ পূরুষো মে পুরাণঃ
শ্রীমানজ্ঞানহারী মনসি নিবসতাম্ঋগ্-যজুঃ-
সামরূপঃ ॥৩৮২

শঙ্খের ন্যায় শুভ্রবর্ণ দেহ, করপদ্মদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র, অন্য হস্তে পুস্তক, অপর কর ব্যাখ্যান-মুদ্রা দ্বারা সুশোভিত, চন্দ্রমণ্ডলস্থিত, পদ্মে সমাসীন, শ্রেষ্ঠ অশ্বের মস্তকের ন্যায় শিরোমণ্ডল, পুরাণপুরুষ, ঋক্, যজুঃ ও সামবেদস্বরূপ শ্রীমান্ দেবকে যাঁহারা মনে মনে চিন্তা করেন, তাহাদের অজ্ঞান বিনষ্ট হয়।৩৮২

এইরূপে নৃসিংহ দেবকে ধ্যান করত জিতেন্দ্রিয় হইয়া তিনবেলা সন্ধ্যোপাসন-সময়ে মন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে সকল বেদার্থতত্ত্বে জ্ঞানসম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই।৩৮৩

অষ্টোত্তর সহস্র অথবা অষ্টোত্তর শত জপ করিবে। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ ছয়মাস পর্য্যন্ত ঐরূপ জপ করিয়া শুভ্র তণ্ডুলমিশ্রিত ঘৃতের দ্বারা হোম করিলে সর্ব্ববিদ্যাতে সিদ্ধিলাভ হইবে—সন্দেহ নাই। অষ্টাদশ বিদ্যাতেই বৃহস্পতি তুল্য পারদর্শী হইবে।৩৮৪-৮৫

সুদর্শন-মন্ত্র

"সহস্রারং হুঁ ফট্" ইহাই সুদর্শনদেবের মূলমন্ত্র। অহির্বুধ্ন ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দ, সুদর্শন দেবতা। অচক্রায়, বিচক্রায়, সুচক্রায়, বিচক্রায়, সুচক্রায়, জ্বালাচক্রায় এই ক্রমে উক্তমন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে।৩৮৬-৮৭

এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং সন্ধ্যাসু বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ববেদার্থতত্ত্বজ্ঞো ভবেদেব ন সংশয়ঃ ॥৩৮৩
অষ্টোত্তরসহস্রং বা শতমষ্টোত্তরন্তু বা।
জপেচ্চ জুহুয়াচ্চৈবং সাজ্যৈঃ শুভ্রৈঃ সতণ্ডুলৈঃ ॥৩৮৪
বিদ্যাসিদ্ধিমবাপ্নোতি ষণ্মাসং দ্বিজসত্তমঃ।
অষ্টাদশানাং বিদ্যানাং বৃহস্পতিসমো ভবেৎ ॥৩৮৫
সহস্রারং হুং ফড়িত্যেবং মূলং সৌদর্শনং মনুম্।
অহির্বুধ্ন্যোঽনুষ্টুভোঽস্য দেবতা চ সুদর্শনম্ ॥৩৮৬
অচক্রায় বিচক্রায় সুচক্রায় তথৈব চ।
বিচক্রায় সুচক্রায় জ্বালাচক্রায় বৈ ক্রমাৎ ॥৩৮৭
ষড়ঙ্গেষু চ বিন্যস্য পশ্চাদ্ ধ্যানং সমাচরেৎ।
নমশ্চক্রায় স্বাহেতি দশদিক্ষু যথাক্রমম্ ॥৩৮৮
চক্রেণ সহ বধ্নামীত্যুক্ত্যা প্রতিদিশেত্ততঃ।
ত্রৈলোক্যং রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা ইতিবৈ ক্রমাৎ॥৩৮৯
অগ্নিপ্রাকারমন্ত্রোঽয়ং সর্বরক্ষাকরঃ পরঃ।
ওঁ মূর্দ্ধ্নি স ভ্রূমধ্যে হংমুখে স্রাহমধীত্যতঃ।
রং গুহ্যে হং তু জান্বোশ্চ ফট্ পদদ্বয়সন্ধিষু ॥৩৯০
কল্পান্তার্কপ্রকাশং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তম্।
রক্তাক্ষং পিঙ্গকেশং রিপুকুলভয়দং
ভীমদংষ্ট্রাজহাসম্।
শঙ্খং চক্রং গদাব্জং পৃথুতরমুষলং চাপপাশাঙ্কুশাঢ্যম্
বিভ্রাণং দোর্ভিরাদ্যং মনসি মুররিপুং ভাবয়েচ্চক্র-
সংজ্ঞম্ ॥৩৯১
ওং নমো ভগবতে মহাসুদর্শনায় হুং ফট্।
ইতি ষোড়শাক্ষরমিতি সুদর্শনবিধানম্ ॥৩৯২

ইতি বৃদ্ধহারীতস্মৃতৌ বিশিষ্টধর্মশাস্ত্রে ভগবন্মন্ত্র-
বিধানং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩

অনন্তর ধ্যান করিবে। "নমশ্চক্রায় স্বাহা" এই মন্ত্রে দশদিকে বন্ধন করিবে। "চক্রেণ সহ বধ্নামি" ইহা বলিয়া এবং "ওঁ ত্রৈলোক্যং রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা" বলিয়া আত্মরক্ষা করিবে। ইহা অগ্নিপ্রাকারস্বরূপ সর্ব্বরক্ষাকর শ্রেষ্ঠমন্ত্র। "ওঁ" বলিয়া মস্তকে, "স" বলিয়া ভ্রূমধ্যে, "হুঁ" বলিয়া মুখে, "রং" গুহ্যে, "হং" জানুদ্বয়ে, 'ফট্' বলিয়া পদদ্বয়ে ও পাদসন্ধিতে ন্যাস করিবে।৩৮৮-৩৯০

প্রলয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী স্বীয় তেজ দ্বারা সমস্ত ত্রিভুবনকে পরিপূর্ণ করিতেছেন, (তিনি) রক্তচক্ষু, (তাঁহার) কেশগুচ্ছ পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট, শত্রুসমূহের ভয়দায়ক, ভীষণদন্তোৎপন্ন হাস্যযুক্ত, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, স্থূলতর মুষল, ধনু, পাশ ও অঙ্কুশধারী হস্তযুক্ত, মুররিপু চক্রনমাক শ্রেষ্ঠ সুদর্শনদেবকে মনে মনে ভাবনা করিবে।৩৯১

"ওঁ নমো ভগবতে মহাসুদর্শনায় হুঁ ফট্" সুদর্শনের এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র এবং পূজাবিধি উল্লিখিত হইল।

বৃদ্ধহারীতস্মৃতিতে বিশিষ্টধর্ম্মশাস্ত্রে ভগবান্ বিষ্ণুরমন্ত্রবিধাননামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

অথ প্রাপ্তকালে ভগবৎসমারাধনবিধিঃ।

হারীত উবাচ।

অথ বক্ষ্যামি রাজেন্দ্র! বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
প্রত্যুষে সহসোত্থায় সম্যগাচম্য বারিণা ॥১
আত্মানং দেহমীশঞ্চ চিন্তয়েৎ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানানন্দময়ো নিত্যো নিবিকারো নিরাময়ঃ ॥২
দেহেন্দ্রিয়াৎ পরঃ সাক্ষাৎ পঞ্চবিংশাত্মকো হ্যহম্।
অস্মিন্ দেশে বসাম্যদ্য শেষভূতো হি শার্ঙ্গিণঃ ॥৩
শুক্র-শোণিতসম্ভূতে জরা-রোগাদ্যুপদ্রবে।
মেদো-রক্তাস্থি-মাংসাদিদেহদ্রব্যসমাকুলে ॥৪
মল-মূত্র-বসা-পঙ্কে নানাদুঃখসমাকুলে।
তাপত্রয়মহাবহ্নি-দহ্যমানেঽনিশং ভৃশম্ ॥৫
ইষণাত্রয়কৃষ্ণাহিবাধ্যমানে দুরত্যয়ে।
ক্লিশ্যামি পাপভূয়িষ্ঠে কারাগৃহনিভেঽশুভে ॥৬
বহুজন্ম-বহুক্লেশগর্ভবাসাদি দুঃখিতে।
বসামি সর্বদোষাণামালয়ে দুঃখভাজনে ॥৭
অস্মাদ্ বিমোক্ষণায়ৈব চিন্তয়িষ্যামি কেশবম্।
বৈকুণ্ঠে পরমব্যোম্নি দুগ্ধাব্ধৌ বৈষ্ণবে পদে ॥৮
অনন্তভোগি-পর্য্যঙ্কে সমাসীনং শ্রিয়া সহ।
ইন্দ্রনীলনিভং শ্যামং চক্র-শঙ্খ-গদাধরম্ ॥৯
পীতাম্বরধরং দেবং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভোরস্কং সর্বাভরণভূষিতম্ ॥১০
চিন্তয়িত্বা নমস্কৃত্বা কীর্তয়েদ্দিব্যনামভিঃ।
সঙ্কীর্ত্য নামসাহস্রং নমস্কৃত্বা গুরূনপি ॥১১

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাপ্তকালে ভগবৎসমারাধন-বিধি বর্ণিত হইতেছে।

হারীত বলিলেন—হে রাজেন্দ্র! শ্রীবিষ্ণুর আরাধন-বিধি বলিতেছি। প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়া জলের দ্বারা আচমন করত সংযতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মা, স্বদেহ ও শ্রীভগবান্ ঈশ্বরকে চিন্তা করিবে। তিনি জ্ঞান ও আনন্দময়, নিত্য, নির্ব্বিকার নিরাময়দেহ, ইন্দ্রিয়ের অতীত, সাক্ষাৎ পঞ্চবিংশতত্ত্বাত্মক ভগবান্ অর্থাৎ মহদহঙ্কারাদি চতুর্বিংশতত্ত্বাত্মক সৃষ্ট পদার্থ, ভগবান্ ইহার অতীত পঞ্চবিংশতত্ত্বস্বরূপ চিন্ময় আত্মা। আমি আজ এই দেশে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অঙ্গভূত হইয়া বাস করিতেছি।১-৩

আমি শুক্র ও শোণিত হইতে উৎপন্ন হইয়া জরা ও রোগাদি উপদ্রব দ্বারা উপদ্রুত, মেদঃ, রক্ত, অস্থি, মাংসাদি দেহোপকরণ-দ্রব্য দ্বারা ভারাক্রান্ত, মল-মূত্র-বসারূপপঙ্কমধ্যে নিমগ্ন নানাদুঃখদ্বারা ব্যথিতচিত্তে দিবানিশি তাপত্রয়রূপ মহাবহ্নি দ্বারা অত্যন্ত দগ্ধ হইতে হইতে পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণাদি ইষণত্রয় রূপ দুর্নিবার কৃষ্ণসর্প (কেউটে সাপ) দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া অশুভ-কারাগার তুল্য পাপবহুল দেহমধ্যে বাস করিতেছি। এই দেহ বহুজন্ম, বহুক্লেশ, গর্ভবাস প্রভৃতি দুঃখসঙ্কুল, সমস্ত দোষের আলয় ও অত্যন্ত দুঃখভাজন।৪-৭

এই দেহ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিমুক্তির জন্য কেশবকে চিন্তা করি। পরমব্যোম বৈকুণ্ঠে দুগ্ধসমুদ্রে বৈষ্ণবপদে অনন্তফণাযুক্ত শেষপর্য্যঙ্কে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-দেবীর সহিত তিনি উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার বর্ণ ইন্দ্রনীলমণিতুল্য শ্যামল, তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী।৮-৯

পরিধানে পীতাম্বর, পদ্মপত্রের ন্যায় দীর্ঘ তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়, তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস ও কৌস্তুভমণি দ্বারা সুশোভিত, তিনি সমস্ত আভরণে অলঙ্কৃত। এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক দিব্যনামসমূহ অবলম্বনে তাঁহার নামকীর্ত্তন করিবে। এইরূপে সহস্র নামকীর্ত্তন করিবে এবং পরে গুরুজনদিগকে প্রণাম করিবে।৯-১১

তুলসীকানন ও গরুকে স্পর্শপূর্ব্বক একমনে বহির্গত হইয়া গৃহ হইতে দূরবর্ত্তী নির্জন পবিত্র

তুলসীং কাঞ্চনং গাঞ্চ সংস্পৃশ্যাথ সমাহিতঃ।
দূরাদ্ বহির্বিনিক্রম্য শুচৌ দেশে চ নির্জনে ॥১২
কর্ণস্থব্রহ্মসূত্রস্তু শিরঃ প্রাবৃত্য বাসসা।
কুর্য্যান্মূত্রপুরীষে চ ষ্ঠীবনোচ্ছ্বাসবর্জিতঃ ॥১৩
অহন্যুদঙ্মুখো রাত্রৌ দক্ষিণাভিমুখস্তথা।
সমাহিতমনা মৌনী বিণ্মূত্রে বিসৃজেত্ততঃ ॥১৪
উত্থায়াতন্দ্রিতঃ শৌচং কুর্য্যাদভ্যুদ্ধৃতৈর্জলৈঃ।
গন্ধলেপক্ষয়করং যথাসঙ্খ্যং মৃদা শুচিঃ ॥১৫
অর্দ্ধপ্রসৃতিমাত্রাং তু মৃদং দদ্যাদ্ যথোক্তবৎ।
ষড়পানে ত্রি লিঙ্গে তু সব্যহস্তে তথা দশ ॥১৬
উভয়োঃ সপ্ত দদ্যাচ্চ ত্রিস্ত্রিস্তিস্রস্তু পাদয়োঃ।
আজঙ্ঘাম্মণিবন্ধাত্তু প্রক্ষাল্য শুভবারিণা ॥১৭
উপবিষ্টঃ শুচৌ দেশে অন্তর্জানুকরস্তথা।
পবিত্রপাণিরাচামেৎ প্রকৃতিস্থঃ স বারিণা ॥১৮
ত্রিঃ প্রাশ্যাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিধোন্মৃজ্য কপোলকৌ।
মধ্যমাঙ্গুলিভিঃ পশ্চাদ্ দ্বিরোষ্ঠৌ মৃজয়েত্তথা ॥১৯
নাসিকৌষ্ঠান্তরং পশ্চাৎ সর্বাঙ্গুলিভিরেব চ।
পাদৌ হস্তৌ শিরশ্চৈব জলৈঃ সম্মার্জয়েত্ততঃ ॥২০
অঙ্গুষ্ঠ-তর্জনীভ্যাং তু স্পৃশেদ্ দ্বৌ নাসিকাপুটৌ।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাস্তু চক্ষুঃ-শ্রোত্রে জলৈঃ
স্পৃশেৎ ॥২১
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠনাভিঞ্চ তলেন হৃদয়ন্ততঃ।
সর্বাঙ্গুলিভিঃ শিরসি বাহুমূলে তথৈব চ ॥
নামভিঃ কেশবাদ্যৈশ্চ যথাসঙ্খ্যমুপস্পৃশেৎ ॥২২
দ্বিরাচমেত্তু সর্বত্র বিণ্মূত্রোৎসর্জনে ত্রয়ম্।
সামান্যমেতৎ সর্বেষাং শৌচং তু দ্বিগুণোদিতম্ ॥২৩
আচম্যাতঃপরং মৌনী দন্তান্ কাষ্ঠেন শোধয়েৎ।
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি কষায়ং তিক্তকণ্টকম্ ॥২৪

স্থানে যজ্ঞসূত্র কর্ণে সংস্থাপন করত বস্ত্র দ্বারা মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া থুথুফেলা ও দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ করিবে।১২-১৩

দিনে উত্তরমুখ হইয়া এবং রাত্রে দক্ষিণমুখ হইয়া একমনে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করিবে। উঠিয়া অনলসভাবে উদ্ধৃত জলের দ্বারা শৌচ করিবে। যে পর্য্যন্ত হস্তের দুর্গন্ধ ক্ষয় না হয়, তাবৎকাল মৃত্তিকা দ্বারা হস্ত শৌচ করিবে।১৪-১৫

অর্দ্ধপ্রসৃতি পরিমাণে (অর্দ্ধকোষ) মৃত্তিকা হস্তে দিবে। অপান (গুহ্য) দেশে ছয়বার, লিঙ্গে তিনবার, বামহস্তে দশবার, উভয় হস্তে শতবার এবং দুই পাদে তিন তিনবার মৃত্তিকা লেপন করিবে। জঙ্ঘা হইতে মণিবন্ধ (কনুই) পর্য্যন্ত পবিত্র জলের দ্বারা প্রক্ষালন করিবে।১৬-১৭

পবিত্রস্থানে উপবিষ্ট হইয়া হস্তদ্বয় জানুমধ্যে রাখিয়া পবিত্র হস্তে প্রকৃতিস্থ মনে জল দ্বারা আচমন করিবে। আচমনের বিধি বলিতেছেন—তিনবার জলপান করিয়া অঙ্গুষ্ঠমূলের দ্বারা দুইবার কপোল মার্জ্জন করিবে। পরে মধ্যমাঙ্গুলিসহ তিনটী অঙ্গুলি দ্বারা ওষ্ঠ মার্জ্জন করিবে। পরে সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা নাসিকাছিদ্র ও অন্য ওষ্ঠ স্পর্শ করিবে এবং জলের দ্বারা পাদদ্বয়, হস্তদ্বয় ও মস্তক মার্জ্জন, পরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা দুইটি নাসাছিদ্র স্পর্শ করিবে। এইরূপে জল দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা যোগে চক্ষুঃ ও শ্রোত্রদ্বয় স্পর্শ করিবে এবং কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাভি, এবং সর্ব্বাঙ্গুলির তলদেশদ্বারা বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিবে। সর্ব্বাঙ্গুলি দ্বারা শিরোদেশ ও বাহুমূল দুইটিকে স্পর্শ করিবে। তৎতৎস্পর্শ-সময়ে কেশব প্রভৃতির নাম করিবে।১৮-২২

সর্ব্বত্র বৈধকর্ম্মে দুইবার আচমন করিবে। কিন্তু বিষ্ঠা ও মূত্রত্যাগের পর শুচি হওয়ার জন্য তিনবার আচমন করিবে। এই সর্ব্বসাধারণ কর্ম্মজন্য সাধারণ-শৌচে দুইবার আচমন করিতে হইবে। আচমন করত মৌনী হইয়া দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তশুদ্ধি করিবে। পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া কষায়, তিক্তরস, কণ্টক-কাষ্ঠ দ্বারা দন্তমার্জ্জন করিবে।২৩-২৪

কনিষ্ঠাঙ্গুলি-পরিমিত স্থূল ও দ্বাদশাঙ্গুল দীর্ঘ দন্তকাষ্ঠ

কনিষ্ঠাগ্রমিতস্থূলং দ্বাদশাঙ্গুলমায়তম্।
পর্বাধঃকৃতকূর্চ্চেন তেন দন্তান্নিকর্ষয়েৎ ॥২৫
অপাং দ্বাদশগণ্ডূষৈর্বক্ত্রং সংশোধয়েদ্ দ্বিজঃ।
মুখং সম্মার্জয়িত্বাঽথ পশ্চাদাচমনং চরেৎ ॥
পবিত্রপাণিরাচম্য পশ্চাৎ স্নানং সমাচরেৎ ॥২৬
নদ্যাং তড়াগে খাতে বা তথা প্রস্রবণে জলে।
তুলসীমৃত্তিকাং ধাত্রীমুপলিপ্য কলেবরে ॥২৭
অভিমন্ত্র্য জলং পশ্চান্মূলমন্ত্রেণ বৈষ্ণবঃ।
নিমজ্জ্য তুলসীমিশ্রং জলং সম্প্রাশয়েত্ততঃ ॥২৮
আচম্য মার্জনং কুর্য্যাৎ কুশৈঃ সতুলসীদলৈঃ।
পৌরুষেণ তু সূক্তেন আপো হি ষ্ঠাদিভিস্তথা ॥২৯
নিমজ্জ্যাপ্সু জলে পশ্চাত্ত্রিবারমঘমর্ষণম্।
উত্থায় পুনরাচম্য পশ্চাদপ্সু নিমজ্জ্য বৈ ॥৩০
মন্ত্ররত্নং ত্রিবারং তু জপন্ ধ্যায়ন্ সনাতনম্।
পিবেদুত্থায় তেনৈব ত্রিবারমভিমন্ত্রিতম্ ॥৩১

অঙ্গুলীপর্ব্বের নিম্নে রাখিয়া কিংবা পশুলোমের তূলিকা দ্বারাও দন্তঘর্ষণ করিবে।২৫

পরে দ্বাদশগণ্ডূষ জল দ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে। রুগ্ন ব্যক্তির কাষ্ঠদ্বারা দন্তঘর্ষণ নিষিদ্ধ, সেস্থলে মাত্র দ্বাদশগণ্ডূষ জল দ্বারাও মুখশুদ্ধি হইতে পারে। মুখশুদ্ধির পর আচমন করিবে। পবিত্র হস্তে আচমন করিয়া পরে স্নান করিবে।২৬

নদীজলে, সরোবরে বা খাতজলে কিংবা স্রোতোজলে তুলসীসংযুক্ত মৃত্তিকা ও আমলকী-রস শরীরে প্রলিপ্ত করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা জলকে অভিমন্ত্রিত করত ঐ জলে স্নান করিবে। পরে বৈষ্ণবগণ তুলসীমিশ্রিত জল পান করিবে।২৭-২৮

স্নানানন্তর উক্তরূপে আচমন করিয়া তুলসীদলযুক্ত কুশের দ্বারা পুরুষসূক্ত ও আপো হি ষ্ঠাদি মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক মার্জ্জন করিবে। স্নান করিবার পর তিনবার অঘমর্ষণমন্ত্র জপ করিয়া ডুব দিবে এবং উঠিয়া পুনরায় আচমন করত পুনর্বার স্নান করিবে।২৯-৩০

স্নানের পর উঠিয়া সনাতন শ্রীবিষ্ণুর মন্ত্র জপ ও

আচম্য তর্পয়েদ্দেবান্ পিতৄনপি বিধানতঃ
নিষ্পীড্য কূলে বস্ত্রং তু পুনরাচমনং চরেৎ ॥৩২
ধৌতবস্ত্রং সোত্তরীয়ং সকৌপীনং ধরেৎ স্থিতম্।
নিবদ্ধশিখকচ্ছস্তু দ্বিরাচম্য যথাবিধি ॥৩৩
ধারয়েদূর্ধ্বপুণ্ড্রাণি মৃদা শুভ্রাণি বৈষ্ণবঃ।
শ্রীকৃষ্ণতুলসীদলমৃদা বাঽপি প্রযত্নতঃ ॥৩৪
মন্ত্রৈরেবাভিমন্ত্র্যাথ ললাটাদিষু ধারয়েৎ।
নাসিকামূলমারভ্য বিভূয়াচ্ছ্রীপদাকৃতি ॥৩৫
সান্তরালং ভবেৎ পুণ্ড্রং দণ্ডাকারং তু বা তথা।
ললাটাদি তথা পশ্চাদ্ গ্রীবান্তং কেশবাদিভিঃ ॥৩৬
নাম্নাং দ্বাদশভির্মূর্ধ্নি বাসুদেবং তলাম্বুনা।
পবিত্রপাণিঃ শুদ্ধাত্মা সন্ধ্যাং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ॥৩৭
প্রাদেশমাত্রৌ কৌশেয়ৌ সাগ্রৌ মূলযুতৌ তথা।
অন্তর্গর্ভৌ সুবিমলৌ পবিত্রং কারয়েদ্ দ্বিজঃ ॥৩৮

ধ্যান করিতে করিতে ঐ মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া তিনবার জলপান করিবে। পরে আচমন করত দেবতাদিগকে ও পিতৃগণকে যথাবিধি তর্পণ করিয়া তীরে বস্ত্র নিঙড়াইয়া পুনরায় আচমন করিবে।৩১-৩২

কৌপীনসহ উত্তরীয় ও ধৌতবস্ত্র ধারণ করত শিখা ও কচ্ছ বন্ধনপূর্বক আসীন হইয়া দুইবার যথাবিধি আচমন করিবে। পরে বৈষ্ণবগণ শুভ্র মৃত্তিকা দ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে কিংবা শ্রীকৃষ্ণতুলসী-মূলের মৃত্তিকা দ্বারাও যত্নসহকারে তিলকধারণ করিতে পারে।৩৩-৩৪

তৎ তৎ মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া ললাট প্রভৃতি স্থানে তিলক অঙ্কিত করিবে। নাসিকা-মূল হইতে আরম্ভ করিয়া পদচিহ্নাকৃতি তিলক ধারণ করিতে হইবে। পুণ্ড্রের মধ্যস্থান ফাঁকযুক্ত হইবে কিংবা কেবল দণ্ডাকৃতিও হইতে পারে। কেশবাদির নাম উচ্চারণপূর্বক ললাট আদি গ্রীবা পর্য্যন্ত তিলক ধারণ করিবে।৩৫-৩৬

দ্বাদশ নামের দ্বারা মস্তকে, হস্ততলস্থিত জলের দ্বারা বাসুদেব-স্মরণপূর্ব্বক আচমন করিবে। পরে

দেবার্চনে জপে হোমে কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্ম্যং পবিত্রকম্।
ইতরে বর্ত্তুলগ্রন্থিরেবং ধর্ম্মো বিধীয়তে ॥৩৯

পথি দর্ভাশ্রিতা দর্ভা যে দর্ভা যজ্ঞভূমিষু।
স্তরণাসনপিণ্ডেষু ব্রহ্মযজ্ঞে চ তর্পণে ॥৪০

পানে ভোজনকালে চ ধৃতান্ দর্ভান্ বিসর্জয়েৎ।
সপবিত্রকরেণৈব আচামেৎ প্রযতো দ্বিজঃ ॥৪১

আচান্তস্য শুচিঃ পাণির্যথাপাণিস্তথা কুশঃ।
সন্ধ্যাচমনকালে তু ধৃতং ন পরিবর্জয়েৎ ॥৪২

অপ্রসূতাঃ স্মৃতা দর্ভাঃ প্রসূতাস্তু কুশাঃ স্মৃতাঃ।
সমূলাস্তু কুশা জ্ঞেয়াশ্ছিন্নাগ্রাস্তৃণসংজ্ঞিতাঃ ॥৪৩

কুশোদকেন যৎকণ্ঠং নিত্যং সংশোধয়েদ্ দ্বিজঃ।
ন পর্য্যুর্ষন্তি পাপানি ব্রহ্মকূর্চং দিনে দিনে ॥৪৪

কুশাসনং সদা পূতং জপহোমার্চ্চনাদিষু।
কেশেনৈব কৃতং কর্ম সর্বমানন্ত্যমশ্নুতে ॥৪৫

তস্মাৎ কুশপবিত্রেণ সন্ধ্যাং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি।
স্বগৃহ্যোক্তবিধানেন সন্ধ্যোপাস্তিং সমাচরেৎ ॥৪৬

ধ্যাত্বা নারায়ণং দেবং রবিমণ্ডলমধ্যগম্।
গায়ত্র্যাঽর্ঘ্যং প্রদদ্যাচ্চ জপং কুর্বীত ভক্তিমান্ ॥৪৭

সূর্য্যস্যাভিমুখো জপ্ত্বা সাবিত্রীং নিয়তাত্মবান্।
উপস্থানং ততঃ কৃত্বা নমস্কুর্য্যাত্ততো হরিম্ ॥৪৮

নমো ব্রহ্মণ ইত্যাদি জপিত্বাঽথ বিসর্জয়েৎ।
ততঃ সন্তর্পয়েদ্ বিষ্ণুং মন্ত্ররত্নেন মন্ত্রবিৎ ॥৪৯

শতবারং সহস্রং বা তুলসীমিশ্রিতৈর্জলৈঃ।
বৈকুণ্ঠপার্ষদং পশ্চাত্তর্পয়েচ্চ যথাবিধি ॥৫০

অনন্তদীপারেখাদিদেবতানামনুক্রমাৎ।

পবিত্রহস্তে শুদ্ধচিত্তে একাগ্রমনে সন্ধ্যোপাসনা করিবে। অগ্র ও মূলযুক্ত প্রাদেশ (বিঘৎ) পরিমিত কুশের দ্বারা অন্তর্গর্ভ পবিত্র রচনা করিবে।৩৭-৩৮

দেবপূজায়, জপে ও হোমে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্ম (দীর্ঘ) পবিত্র নির্ম্মাণ করিবে। অন্যে বর্ত্তুল (গোল) পবিত্র নির্ম্মাণ করিবে। পথে পতিত কুশ, কুশের মধ্যস্থিত কুশ, যজ্ঞভূমিতে উৎপন্ন কুশ, আস্তরণ, আসন ও পিণ্ডে ব্যবহৃত কুশ, ব্রহ্মযজ্ঞে ও তর্পণে ব্যবহৃত কুশ এবং পান ও ভোজনকালে ব্যবহৃত কুশ পরিত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণ পবিত্র হস্তে নিয়া বিশুদ্ধমনেই আচমন করিবে। আচমন করিলেই যদ্রূপ হস্ত পবিত্র হয়, তদ্রূপ কুশও পবিত্র হয়। সন্ধ্যাকালে ও আচমনকালে ধৃত কুশ পরিত্যাগ করিবে না।৩৯-৪২

যে কুশ হইতে অন্য কুশ জন্মে না, তাহাকে দর্ভ বলে, কুশান্তর উৎপন্ন হইলে তাহাকে কুশ বলা হয়। মূলের সহিত যাহা, তাহাকে কুশ বলিয়া জানিবে, মূলশূন্য হইলে তাহা মাত্র তৃণ-পদবাচ্য। কুশোদক দ্বারা যে ব্রাহ্মণ প্রত্যহ কণ্ঠ শোধন করে, তাহার পাপসকল বাসী হয় না (অর্থাৎ জমা :থাকে না, ক্ষয়প্রাপ্ত হয়), এইরূপ প্রতিদিন ব্রহ্মকূর্চ আর্থাৎ কুশগুচ্ছসহকারে অঘমর্ষণ দ্বারা মস্তকে জলক্ষেপণ করিলে পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। জপ, হোম ও পূজাদিকার্য্যে কুশাসন সর্বদাই পবিত্র। কুশের দ্বারা যে কার্য্য করা যায়, তাহা অনন্তফল দান করে। অতএব কুশনির্ম্মিত পবিত্রদ্বারা যথাবিধি সন্ধ্যা করিবে, নিজ শাখার গৃহ্যসূত্রোক্ত বিধি অনুসারে সন্ধ্যোপসনা করিবে।৪৩-৪৬

ভক্তিমান্ ব্যক্তি সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থিত নারায়ণকে ধ্যান করত গায়ত্রীমন্ত্রের দ্বারা অর্ঘ্যদান করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। সংযতচিত্তে সূর্য্যাভিমুখে গায়ত্রী জপ করিয়া উপাসনান্তে শ্রীহরিকে প্রণাম করিবে।৪৭-৪৮

"ব্রহ্মণে নমঃ" ইত্যাদি বলিয়া গায়ত্রী বিসর্জ্জন করিবে। পরে মন্ত্রতত্ত্ববিৎ মন্ত্ররত্ন দ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে তৃপ্ত করিবে। পরে তুলসী মিশ্রিত জলের দ্বারা শতবার বা সহস্রবার শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদগণকে যথাবিধি পরিতৃপ্ত করিবে।৪৯-৫০

অনন্ত-দীপা-রেখাদি (?) দেবতার অনুক্রম অনুসারে এক এক অঞ্জলি জল দিয়া আচমন করিবে। শ্রীপতি বিষ্ণুর আরাধনার জন্য পুষ্প সঞ্চয় করিবে।৫১

এৈকৈকমঞ্জলিং দত্ত্বা পশ্চাদাচমনং চরেৎ।
শ্রীশস্যারাধনার্থং বৈ কুর্য্যাৎ পুষ্পস্য সঞ্চয়ম্ ॥৫১
তুলসী-বিল্বপত্রাণি দূর্বাং কৌশেয়মেব চ।
বিষ্ণুক্রান্তং মরুবকং কেশাম্বুদদলং তথা ॥৫২
উশীরং জাতিকুসুমং কুন্দঞ্চৈব কুরন্টকম্।
শমীং চম্পাং কদম্বঞ্চ চূতপুষ্পং চ মাধবীম্ ॥৫৩
পিপ্পলস্য প্রবালানি জাম্ববং পাটলং তথা।
আস্ফোটং কুটজং লোধ্রং কর্ণিকারঞ্চ কিংশুকম্ ॥৫৪
নীপার্জুনে শিংশপঞ্চ শ্বেতকিংশুকনামকম্।
জম্বীরং মাতুলিঙ্গঞ্চ যূথিকারচয়ং তথা ॥৫৫
পুন্নাগং বকুলং নাগকেশরাশোকমল্লিকাঃ।
শতপত্রঞ্চ হারিদ্রং করবীরং প্রিয়ঙ্গু চ ॥৫৬
নীলোৎপলং তুৎপলঞ্চ নন্দাবর্ত্তঞ্চ কৈতকম্।
ঘটজং স্থলপদ্মঞ্চ সর্বাণি জলদানি চ ॥৫৭
তৎকালসম্ভবং পুষ্পং গৃহীত্বাঽথ গৃহং বিশেৎ।
বিতানাদিযুতে দিব্যধূপ-দীপৈবিরাজিতে ॥৫৮
চন্দনাগুরুকস্তূরী কর্পূরামোদবাসিতে।
বিচিত্ররত্নবল্যাঢ্যে মণ্ডপে রত্নপীঠকে ॥৫৯
বিস্তীর্ণপুষ্পপর্য্যঙ্কে দেব্যা সহিতমচ্যুতম্।
সন্নিধাবাসনে স্থিত্বা কুশে পদ্মাসনে স্থিতঃ ॥৬০
প্রাণায়ামবিধানেন ভূতশুদ্ধিং বিধায় চ।
প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা পশ্চাদ্ধ্যানং যথোক্তবৎ ॥৬১
পরব্যোম্নি স্থিতং দেবং লক্ষ্মীনারায়ণং বিভুম্।
পরাভিঃ শক্তিভির্যুক্তং ভূলীলাবিমলাদিভিঃ ॥৬২
অনন্ত-বিহগাধীশ-সৈন্যাদ্যৈঃ সুরসত্তমৈঃ।
চণ্ডাদ্যৈঃ কুমুদাদ্যৈশ্চ লোকপালৈশ্চ সেবিতম্ ॥৬৩
চতুর্ভুজং সুন্দরাঙ্গং নানারত্নবিভূষণম্।
বামাঙ্কস্থশ্রিয়া যুক্তং শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্ ॥৬৪
মন্ত্ররত্নবিধানেন ন্যাসমুদ্রাদিকর্মকৃৎ।
পঞ্চোপনিষদং ন্যাসং কুর্য্যাৎ সর্বত্র কর্মসু ॥৬৫
ওমীশায় নমঃ পরায়েতি পরমেষ্ঠ্যাত্মনে নমঃ।
ওঁ যাং নমঃ পরায়েতি ততঃ পুরুষাত্মনে নমঃ ॥৬৬

তুলসী, বিল্বপত্র, দূর্ব্বা, কুশনির্ম্মিত পবিত্র, বিষ্ণুক্রান্ত, মরুবক, কেশাম্বুদের পত্র, উশীর, জাতিপুষ্প, কুন্দ, কুরন্টক, শমী, চম্পা, কদম্ব, চূতপুষ্প, মাধবীলতার পুষ্প, পিপ্পলবৃক্ষের (অশ্বত্থের) নবপত্র, রক্তবর্ণ জম্বু, আস্ফোট, কূটজ, লোধ্র, কর্ণিকার, কিংশুক, নীপ, অর্জ্জুন, শিংশপা, শ্বেতকিংশুক, জাম্বীর, মাতুলিঙ্গ, যূথিকা, পুন্নাগ, বকুল, নাগকেশর, অশোক, মল্লিকা, পদ্ম, হরিদ্রা- বর্ণের করবী, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, সাধারণ পদ্ম, নন্দ্যাবর্ত্ত, কেতক, ঘটজ, স্থলপদ্ম ও বর্ষাকালোৎপন্ন সমস্ত পুষ্প গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে। লতাদিসংযুক্ত, দিব্য দূপ ও দীপ যেস্থানে বিদ্যমান এবং চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কর্পূরাদির সুগন্ধ দ্বারা সুরভিত ও বিচিত্র রত্নসমূহ দ্বারা যেস্থান সমৃদ্ধ সেই রত্নপীঠময় মণ্ডপের মধ্যে বিস্তীর্ণপুষ্পময় পর্য্যঙ্কে দেবীর সহিত একাসনে মিলিত অচ্যুত শ্রীবিষ্ণুকে নিকটবর্ত্তী কুশময় আসনে পদ্মাসনে অবস্থিত হইয়া পূজা করিবে।৫২-৬৭

প্রাণায়াম-বিধান দ্বারা ভূতশুদ্ধি করিয়া তিনটী প্রাণায়াম করত পূর্ব্ববৎ বিধিতে ধ্যান করিবে।৬১

পরমাকাশে অবস্থিত ভূলীলা (?) ও বিমলাদি পরা-শক্তিসহ মিলিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণদেবকে ধ্যান করিবে। অনন্ত ও পক্ষিরাজ গরুড় প্রভৃতি সৈন্য, দেবশ্রেষ্ঠগণ, চণ্ড প্রভৃতি ও কুমুদ প্রভৃতি দিগ্‌হস্তী এবং লোকপালগণ দ্বারা সেবিত, চতুর্ভুজ, সুন্দর অঙ্গবিশিষ্ট, নানারত্ন দ্বারা ভূষিত, বামাঙ্কস্থিতা লক্ষ্মীদ্বারা মিলিত, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী শ্রীশ্রীনারায়ণকে চিন্তা করিবে।৬২-৬৪

মন্ত্ররত্নের দ্বারা যথাবিধি ন্যাস মুদ্রাদি কর্ম্ম করিবে। সমস্ত কর্ম্মেই পঞ্চসংখ্যক ঔপনিষদ্ ন্যাস করিবে। যথা—ওঁ ঈশায় নমঃ, পরায় নমঃ, পরমেষ্ঠ্যাত্মনে নমঃ, ওঁ যাং পরায় নমঃ ওঁ পুরুষাত্মনে নমঃ, ওঁ রাং পরায় নমঃ, বিশ্বাত্মনে নমঃ, ওঁ বাং পরায় নমঃ, স্বনিবৃত্যাত্মনে নমঃ, ওঁ লাং পরায় নমঃ, সর্ব্বাত্মনে নমঃ—এই সব মন্ত্র মস্তক, নাসাগ্র, হৃদয়, গুহ্যদেশ ও পাদদেশে বিন্যস্ত

ওঁ রাং নমঃ পরায়েতি ততো বিশ্বাত্মনে নমঃ।
ওঁ বাং নমঃ পরায়েতি স্বনিবৃত্যাত্মনে নমঃ ॥৬৭
ওঁ লাং নমঃ পরায়েতি ততঃ সর্বাত্মনে নমঃ।
শিরোনাসাগ্রহৃদয়গুহ্যপাদেষু বিন্যসেৎ ॥৬৮
যথাক্রমেণ তন্মন্ত্রান্ পঞ্চাঙ্গেষু ক্রমান্ ন্যসেৎ।
তন্মুদ্রয়া তদাবাহ্য দদ্যাদাসনমেব চ ॥৬৯
পাদ্যার্ঘ্যাচমন-স্নানপাত্রাণি স্থাপ্য পূজয়েৎ।
পূরয়িত্বা শুভজলং পাত্রেষু কুসুমৈর্যুতম্ ॥৭০
দ্রব্যাণি নিক্ষিপেৎ তেষু মঙ্গলানি যথাক্রমাৎ।
উশীরং চন্দনং কুষ্ঠং পাদ্যপাত্রে বিনিক্ষিপেৎ ॥৭১
বিষ্ণুক্রান্তঞ্চ দূর্ব্বাঞ্চ কৌশেয়ান্ তিলসর্ষপান্।
অক্ষতাংশ্চ ফলং পুষ্পমর্ঘ্যপাত্রে বিনিক্ষিপেৎ ॥৭২
জাতীফলঞ্চ কর্পূরমেলাঞ্চাচমনীয়কে।
মকরন্দং প্রবালঞ্চ রত্নং সৌবর্ণমেব চ ॥৭৩
তানি দদ্যাৎ স্নানপাত্রে ধাত্রীং সুরতরুং তথা।
দ্রব্যাণামপ্যলাভে তু তুলসীপত্রমেব চ ॥৭৪
চন্দনং বা সুবর্ণং বা কৌশেয়ং বা বিনিক্ষিপেৎ।
দর্শয়েৎ সুরভেমুদ্রাং পূজয়েৎ কুসুমব্রজৈঃ ॥৭৫
অভিমন্ত্র্য চ মন্ত্রেণ ধূপদীপৈনিবেদয়েৎ।
অনন্তরং চোদ্ধরণ্যা দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং তথা ॥৭৬
তৎপাত্রক্ষালনং কৃত্বা তথা পুষ্পাঞ্জলিং ন্যসেৎ।
সৌবর্ণানি চ রৌপ্যাণি তাম্রকাংস্যানি যোজয়েৎ ॥৭৭
পাত্রাণামপ্যলাভে তু শঙ্খমেকং বিশিষ্যতে।
শঙ্খোদকং সদা পূতমতিপ্রিয়তরং হরেঃ ॥৭৮
উদ্ধরিণ্যা জলং দদ্যান্নাপ্সু শঙ্খং নিমজ্জয়েৎ।
অষ্টাক্ষরেণ মনুনা মন্ত্ররত্নেন বা যজেৎ ॥৭৯
পাদ্যার্ঘ্যাচমনং দত্ত্বা মধুপর্কং নিবেদয়েৎ।
পুনরাচমনং দত্ত্বা পাদপীঠং নিবেদয়েৎ ॥৮০
দন্তধাবনগণ্ডূষদর্পণালোচনং তথা।
নিবেদ্যাভ্যঞ্জনং তৈলেনোদ্বর্ত্তং কেশরঞ্জনম্ ॥৮১
সুখোষ্ণিতজলৈঃ স্নানং পুনরুদ্বর্তনং চরেৎ।
কুঙ্কুমেন হরিদ্রেণ চন্দনেন সুগন্ধিনা ॥৮২

করিবে। ঐ মন্ত্রগুলি যথাক্রমে পঞ্চ অঙ্গে বিন্যাস করিবে। সেই সেই মুদ্রাসংযোগে ন্যাস করিতে হইবে। তৎ তৎ মুদ্রায় আবাহন করত আসনাদি উপচার দান করিবে।৬৫-৬৯

পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, স্নানীয় পাত্র স্থাপনপূর্ব্বক পূজা করিবে। পুষ্পযুক্ত পাত্র নির্ম্মল ও পবিত্র জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া উশীর, চন্দন, কুড় পাদ্যপাত্রে মাঙ্গল্য-দ্রব্য নিক্ষেপ করিবে।৬৮-৭১

আর বিষ্ণুক্রান্ত, দূর্ব্বা, কুশ নির্ম্মিত পবিত্রাদি, তিল, সর্ষপ, অক্ষত (আতপ তণ্ডুল), ফল ও পুষ্প অর্ঘ্যপাত্রে দিবে।৭২

এবং জাতীফল, কর্পূর ও এলাইচ আচমনীয় জলের পাত্রে নিক্ষেপ করিবে। মকরন্দ, প্রবাল (মণি), সুবর্ণ, আমলকী ও দেবপুষ্প স্নানীয় পাত্রে নিক্ষেপ করিবে। কোনও দ্রব্যের অলাভ হইলে তৎস্থানে তুলসীপত্র দিবে।৭৩-৭৪

অথবা চন্দন কিংবা সুবর্ণ বা কুশনির্ম্মিত পবিত্র তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। পরে ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া কুসুমগুচ্ছ দ্বারা পূজা করিবে।৭৫

মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া ধূপ-দীপাদি দ্বারা পূজা বিধেয়। উদ্ধরণী অর্থাৎ কুশীর দ্বারা পাদ্যাদি দান করিবে। সেই পাত্র প্রক্ষালিত করিয়া পরে পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে।৭৬

সুবর্ণপাত্র কিংবা রৌপ্যপাত্র, তাম্র-পাত্র বা কাংস্য-পাত্রও দিতে পারে। কোনও পাত্র না পাওয়া গেলে একটী শঙ্খ সেই স্থানে ব্যবহার করিবে। শঙ্খজল অতি পবিত্র এবং শ্রীহরির অতিপ্রিয়।৭৭-৭৮

কুশীর দ্বারা শঙ্খমধ্যে জল দিবে। শঙ্খকে জলমধ্যে ডুবাইবে না। অষ্টাক্ষর মন্ত্র বা মন্ত্ররত্ন দ্বারাই পূজা করিবে।৭৯

পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় দিয়া পরে মধুপর্ক দিবে। পুনরাচমনীয় জল দিয়া পাদপীঠ নিবেদন করিবে।৮০

দন্তধাবন-কাষ্ঠ, গণ্ডূষজল, দর্পণ নিবেদন করিয়া

উদ্বর্ত্ত্য গন্ধতোয়েন স্নাপয়েচ্চ পুনস্ততঃ।
স্নানপাত্রোদকং পশ্চাদাদায় কুসুমৈঃ সহ ॥৮৩
পৌরুষেণ তু সূক্তেন স্নাপয়েৎ কমলাপতিম্।
মার্জয়েচ্ছুভবস্ত্রেণ দীপৈর্নীরাজয়েত্তথা ॥৮৪
বস্ত্রৈশ্চৈবোপবীতঞ্চ দদ্যাদাভরণানি চ।
কস্তূরীতিলকং গন্ধং পুষ্পাণি সুরভীণি চ।
অঙ্কে নিবেশ্য দেবস্য লক্ষ্মীং সম্পূজয়েত্তথা ॥৮৫
পার্শ্বয়োরর্দ্ধধরণী মহিষ্যঃ পতিতাস্তথা।
বিমলোৎকর্ষণীত্যাপঃ পূর্বমেব প্রকীর্তিতাঃ ॥৮৬
চণ্ডাদি দ্বারপালাংশ্চ কুমুদাদীংস্তথার্চয়েৎ।
বাসুদেবঃ সীরপাণিঃ প্রদ্যুম্নশ্চ উষাপতিঃ।
দিক্ষু কোণেষু তৎপত্ন্যো লক্ষ্মীরেব রতী উষা ॥৮৭
দ্বিতীয়াবরণং পশ্চাৎ-কেশবাদ্যাঃ সশক্তয়ঃ।
সঙ্কর্ষণাদয়ঃ পশ্চান্মৎস্য-কূর্মাদয়স্তথা ॥৮৮

শ্রী র্লক্ষ্মীঃ কমলা পদ্মা পদ্মিনী কমলালয়া।
রমা বৃষাকপের্ধন্যা বৃত্তির্যজ্ঞান্তদেবতা ॥৮৯
শক্তয়ঃ কেশবাদীনাং সংপ্রোক্তাঃ পরমে পদে।
হিরণ্যা হরণী সত্যা নিত্যানন্দা ত্রয়ী সুখা ॥৯০
সুগন্ধা সুন্দরী বিদ্যা সুশীলা চ সুলক্ষণা।
সঙ্কর্ষণাদিমূর্ত্তীনাং শক্তয়ঃ সমুদাহৃতাঃ ॥৯১
বেদা বেদবতী ধাত্রী মহালক্ষ্মীঃ সুখালয়া।
ভার্গবী চ তদা সীতা রেবতী রুক্মিণী প্রভা ॥৯২
মৎস্য-কূর্মাদিমূর্ত্তীনাং শক্তয়ঃ সম্প্রকীর্তিতাঃ।
এবং সশক্তয়ঃ পূজ্যাঃ কেশবাদ্যাঃ সুরেশ্বরাঃ ॥৯৩
পশ্চাৎ সশক্তয়ঃ পূজ্যাশ্চক্র-শঙ্খাদি হেতয়ঃ।
শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং শার্ঙ্গঞ্চ মুষলং হলম্ ॥৯৪
বাণঞ্চ খড়্গ-খেটঞ্চ ছুরিকা-দিব্যহেতয়ঃ।
ভদ্রা সৌম্যা তথা মায়া জয়া চ বিজয়া শিবা ॥৯৫

তৈলের দ্বারা উৎবর্ত্তন, কেশপরিপাটির দ্রব্য, গন্ধতৈল, স্নানের জন্য ঈষদুষ্ণজল, পুনরায় উদ্বর্ত্তন দান করিবে। কুঙ্কুম, হরিদ্রা, চন্দন ও সুগন্ধিদ্রব্য দ্বারা পুনরায় উদ্বর্ত্তন করিয়াসুগন্ধ জলের দ্বারা পুনরায় স্নান করাইবে। পুষ্পসংযুক্ত স্নানপাত্রের জল আনিয়া পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা কমলাপতিকে স্নান করাইবে। পবিত্র বস্ত্র দ্বারা পরে গাত্রমার্জ্জন করিয়া দীপাবলি দ্বারা আরাত্রিক করিবে।৮১-৮৪

পরে শুষ্ক বস্ত্র, উপবীত ও অন্যান্য আভরণসকল কস্তুরীর তিলক, সুরভিচন্দন, সুগন্ধিপুষ্প দান করিবে। পরে শ্রীবিষ্ণুদেবের ক্রোড়দেশে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীকে বসাইয়া পূজা করিবে।৮৫

দুই পার্শ্বে ধরণী মহিষীগণ পতিত আছেন, উৎকর্ষণী মন্ত্রে নির্ম্মল জল দিবে। পরে চণ্ড আদি দ্বারপালগণকে ও কুমুদাদি দিক্‌হস্তীদিগকে পূজা করিবে। বাসুদেব, হলধর, প্রদ্যুম্ন, উষাপতি, অনিরুদ্ধ, চতুর্দ্দিকে ও কোণে তাঁহাদের পত্নীগণকে, লক্ষ্মীকে, রতিকে ও উষাকে পূজা করিবে।৮৬-৮৭

পরে দ্বিতীয় আবরণে সশক্তি কেশব প্রভৃতি, পরে সঙ্কর্ষণাদি, মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারগণ এবং শ্রী, লক্ষ্মী, কমলা, পদ্মা, পদ্মিনী কমলালয়া, রমা, বৃষাকপি, ধন্যা, বৃত্তি, যজ্ঞদেবতা প্রভৃতি কেশবাদির শক্তি। ইঁহারা পরমপদে থাকেন। হিরণ্যা, হরণী, সত্যা, নিত্যানন্দা, ত্রয়ী, সুখা, সুগন্ধা সুন্দরী, বিদ্যা, সুশীলা, সুলক্ষণা—ইঁহারা সঙ্কর্ষণ প্রভৃতির শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে।৮৯-৯১

বেদা, বেদবতী, ধাত্রী, মহালক্ষ্মী, সুখালয়া, ভার্গবী, সীতা, রেবতী, রুক্মিণী, প্রভা—ইঁহারা মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারের শক্তিগণ। এইরূপে সশক্তি কেশব প্রভৃতি সুরেশ্বরগণকে পূজা করিবে।৯২

পরে শঙ্খ-চক্রাদি আয়ুধসমূহকে সশক্তি পূজা করিবে। আয়ুধ যথা—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ধনু, মুষল, হল, বাণ, খড়্গ, খেটক, ছুরিকা—ইঁহারা দিব্য আয়ুধ।৯৩-৯৪

ভদ্রা, সৌম্যা, মায়া, জয়া, বিজয়া, শিবা, সুমঙ্গলা, সুনন্দা, হিতা, রম্যা, সুরক্ষিণী—ইঁহারা দিব্য আয়ুধগণের নিত্যশক্তি। ইঁহাদিগকে পূজা করিবে।৯৫-৯৬

সুমঙ্গলা সুনন্দা চ হিতা রম্যা সুরক্ষিণী।
শক্তয়ো দিব্যহেতীনাং পূজনীয়াঃ সনাতনাঃ ॥৯৬
বহির্লোকেশ্বরাঃ পূজ্যাঃ সাধ্যাশ্চ সমরুদ্গণাঃ।
এবমাবরণং সর্বমর্চ্চয়েৎ পরমাত্মনঃ ॥
পুনরর্ঘ্যাদিকং দত্ত্বা ধূপ-দীপৈর্নিবেদয়েৎ ॥৯৭
প্রাগুদীচ্যাঞ্চ সদৃশং নাগরাজং তথাপরে।
পুরতো বৈনতেয়ঞ্চ পূজয়েচ্ছক্তিভিঃ সহ ॥৯৮
সেনাপতেঃ সূত্রবতীং নাগরাজস্য বারুণীম্।
ভদ্রাঞ্চলাং তথা যস্য পূজয়েদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥৯৯
গুগ্গুলুং মহিষাক্ষীঞ্চ সালনির্য্যাসমেব চ।
অগুরুং দেবদারুঞ্চ উশীরং শ্রীফলং তথা ॥১০০
হ্রীবেরং চন্দনং মুস্তা দশাঙ্গং ধূপমুচ্যতে।
গবাজ্যেন চ সংযোজ্যং দদ্যাদ্ ধূপং সুবাসিতম্ ॥১০১
কার্পাসমার্কং ক্ষৌমঞ্চ শাল্মলীক্ষীরকোদ্ভবম্।
অম্ভোজং কৌটজং কাশ-তূলিকাহষ্টাঙ্গমুচ্যতে ॥১০২

গবাজ্যং তিলতৈলং বা কুসুমৈশ্চ সুবাসিতম্।
সংযোজ্য বহ্নিনা দীপং ভক্ত্যা বিষ্ণোর্নিবেদয়েৎ ॥১০৩
নৈবেদ্যং শুভমন্নাদ্যং পায়সাপূপসংযুতম্।
ফলৈশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ পানকৈর্ব্যঞ্জনৈঃ সহ ॥১০৪
গবাজ্যঞ্চ দধি ক্ষীরং শর্করাঞ্চ নিবেদয়েৎ।
শুদ্ধং হবিষ্যং হৃদ্যঞ্চ সুরুচ্যং বৈ নিবেদয়েৎ ॥১০৫
যচ্ছাস্ত্রেষু নিষিদ্ধং তু তৎ প্রযত্নেন বর্জয়েৎ।
কোদ্রবং চৌলকং লুব্ধং যাবনান্নং তথা সিতম্ ॥১০৬
নিষ্পাবঞ্চ মসূরঞ্চ তুচ্ছধান্যানি সর্ব্বশঃ।
ভুক্তং পর্য্যুষিতং রুক্ষং যজ্ঞে কর্মণি বর্জয়েৎ ॥১০৭
বর্জয়েদারনালঞ্চ মদ্য-মাংসসমানি চ।
নির্য্যাসান্ বর্জয়েৎ সর্ব্বান্ বিনা হিঙ্গু চ গুগ্গুলুম্ ॥১০৮
ছত্রাকং মূলকং শিগ্রুং করঞ্জং লশুনং তথা।
কুম্ভীদলঞ্চ পিণ্যাকং শ্বেতবৃন্তাকমেব চ ॥১০৯
আত্রঞ্চ নালিকাশাকং নালিকের্য্যাখ্যমেব চ।

বহির্লোকেশ্বর সাধ্যগণ ও মরুদ্গণ—ইঁহারা পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর আবরণ-দেবতা, ইঁহাদিগকে পূজা করিবে। তাহাকে পুনরায় পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি দিয়া ধূপদীপাদি নিবেদন করিবে।৯৭

পূর্ব্বদিকে ও উত্তরদিকে নাগরাজ এবং তত্তুল্য অপর দেবগণ, সম্মুখে বিনতানন্দন গরুড়কে সশক্তি পূজা করিবে।৯৮

সেনাপতির শক্তি সূত্রবতী, নাগরাজের শক্তি বারুণী, ভদ্রা ও চলা শক্তিকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণ পূজা করিবে। সুবাসিত ধূপ দান করিবে। যথা—গুগ্গুলু, মহিষাক্ষী, সালনির্য্যাস, অগুরু, দেবদারু, উশীর (বেণামূল), শ্রীফল, হ্রীবের (বালানামক সুগন্ধি দ্রব্য) চন্দন ও মুস্তা ইহারা দশাঙ্গধূপের উপকরণ। গব্যঘৃতের দ্বারা সংযুক্ত করিয়া একত্র মিশ্রিত করিলে সুগন্ধিধূপ হইবে, ইহাই দশাঙ্গ ধূপ। কার্পাসক্ষীর, অর্কক্ষীর, পট্টক্ষীর, শাল্মলীক্ষীর, পদ্ম, গিরিমল্লিকাসম্ভূত কাশ ও তূলিকামিশ্রিত দ্রব্যই অষ্টাঙ্গ ধূপ।৯৯-১০২

গোঘৃত, তিলতৈল, সুগন্ধিপুষ্প সংযুক্ত করিয়া বহ্নি প্রজ্বালিত দীপ শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিবে।১০৩

পরে নৈবেদ্য দিবে। পায়স-পিষ্টকযুক্ত, নানাভক্ষ্যভোজ্য-সমন্বিত, বহুফলসংযুক্ত, নানাপানীয় দ্রব্য ও ব্যঞ্জনসমৃদ্ধ মঙ্গলময় বিশুদ্ধ মনোহর, অন্ন নিবেদন করিবে। গোঘৃত, দধি, ক্ষীর, শর্করা, বিশুদ্ধঘৃতপক্ক মনোহর রুচিপ্রদ দ্রব্য যত্নপূর্ব্বক নিবেদন করিবে।১০৪-৫

শাস্ত্রনিষিদ্ধ অন্নাদি যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। কোদ্রবধান্যের অন্ন, চৌলক অন্ন, ব্যাধের অন্ন অথবা অন্যের লোভযুক্ত অন্ন, যবনসংস্পৃষ্ট অন্ন, মসুর, তুচ্ছ অর্থাৎ পচা, দুর্গন্ধ প্রভৃতি ধান্যের অন্ন, আহারের অবশিষ্ট, পর্য্যুষিত, রুক্ষ এই সমস্ত অন্নাদি যজ্ঞকর্ম্মে দেবতার ভোগে বর্জ্জন করিবে।১০৬-৭

কাঁজি, মদ্য, মাংস ও তত্তুল্য অপবিত্র বস্তু, সর্ব্বরকমের নির্য্যাস দেবতার ভোগে বর্জ্জন করিবে; কেবল হিং, গুগ্গুলু দিতে পারে। কিন্তু ছত্রাক, মূলক, শিগ্রু, করঞ্জ, লশুন, কুম্ভীদল, পিণ্যাক, শুভ্রবেগুন,

(পীলুং) বিলঞ্চ শণপুষ্পঞ্চ ভূস্তৃণং ভৌতিকং তথা ॥১১০

কোশাতকীং বিম্বফলং মদ্য-মাংসসমানি চ।
অভক্ষ্যাণ্যপ্যশেষাণি বর্জয়েদ্ যজ্ঞকর্মণি ॥১১১

কালিঙ্গং কতকং বিল্বফলং জম্বুফলং তথা।
বংশাঙ্কুরমলাবুঞ্চ তাল-হিন্তালকে ফলে ॥১১২

অশ্বত্থং প্লক্ষ-নীপঞ্চ বটমারগ্বধং তথা।
কলম্বিকা চ নিগুণ্ডি-মুণ্ডি-বার্ত্তাকুমেব চ ॥১১৩

ঊষরং লবণঞ্চৈব শ্বেতঞ্চ বৃহতীফলম্।
নখচর্মাতকঞ্চৈব চিঞ্চিলঞ্চেতি যত্নতঃ ॥১১৪

বিজ্ঞেয়ানি চ ভক্ষ্যাণি বর্জয়েদ্ যজ্ঞকর্ম্মণি।
শ্লেষ্মাতকঞ্চ বিড্জানি প্রত্যক্ষলবণং তথা ॥১১৫

অনির্দর্শাহগোক্ষীরমবৎসায়াস্তথাবিকাম্।
ওষ্ট্রমেকশফঞ্চৈব পশূনাং বিড্ভুজামপি ॥১১৬

অতিদীর্ণং তথা তক্রং করনির্ম্মন্থিতং দধি।
তাম্রেণ সংযুতং গব্যং ক্ষীরঞ্চ লবণান্বিতম্ ॥১১৭

ঘৃতং লবণসংযুক্তং প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ।
সূপান্নঞ্চ গুড়ান্নঞ্চ শর্করামধুসংযুতম্ ॥১১৮

মরীচিমিশ্রং দধ্যন্নং পায়সান্নং ফলৈঃ সহ।
তুলসীদলসম্মিশ্রং জলৈঃ সম্প্রোক্ষ্য বাগ্যতঃ ॥১১৯

অষ্টাবিংশতিবারস্তু মূলমন্ত্রাভিমন্ত্রিতম্।
মুদ্রাঞ্চ সৌরভেয়ীং তাং দর্শয়েন্মন্ত্রমুচ্চরন্ ॥১২০

সুধাব্ধিমমৃতং বীজং চিন্তয়ন্ পরমাত্মনঃ।
দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং পশ্চাদ্দশবারং সমাহিতঃ ॥১২১

আপোশনক্রিয়া পূর্বমন্নমস্মৈ নিবেদয়েৎ।
শতবারং জপেন্মন্ত্রং ঘণ্টাশব্দং নিনাদয়ন্ ॥১২২

জপেৎ পীযূষদেবত্যান্মন্ত্রানেকাগ্রচেতসঃ।
হরের্ভুক্তবতঃ পশ্চাদ্দদ্যাদ্ বারি সুবাসিতম্ ॥১২৩

আম্র, নালিকাশাক, নালিকেরী (?), বিল শণপুষ্প, ভূস্তৃণ, কোশাতকী, বিম্বফল (তেলকুঁচা), মদ্য-মাংসাদি এই সমস্ত অশেষ দ্রব্য দেবতার অভক্ষ্য, যজ্ঞকর্মে ইহাদের পরিত্যাগ করিবে।১০৮-১১

কালিঙ্গ, কতক, বিল্বফল, জম্বুফল, বংশাঙ্কুর, অলাবু, (লাউ) তাল, হিন্তাল, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, বট, কদম্ব, সোন্দাল, কলমীশাক, নিগুণ্ডী, মুণ্ডি, বার্ত্তাকু, ঊষর, লবণ, শ্বেতবৃহতী, নখচর্ম্মাতক ও চিঞ্চিল এইগুলি যত্নপূর্ব্বক দেবতাকে দান করিবে। ইহাদিগকে দেবতার ভক্ষ্য জানিবে। কিন্তু শ্লেষ্মাতক, বিড্জ এবং প্রত্যক্ষলবণ যজ্ঞকর্ম্মে পরিত্যাগ করিবে। প্রসবের পর যে গাভীর দশদিন অতিক্রান্ত হয় নাই, তাহার দুগ্ধ অপেয়। মৃতবৎসা ধেনুর দুগ্ধ, মেষী-দুগ্ধ, উষ্ট্রদুগ্ধ, একক্ষুরযুক্ত পশুর (অশ্বাদি) দুগ্ধ, ও বিষ্ঠাভোজী পশুর দুগ্ধ, অতিশয় বাসী ও পরিপক্ব ঘোল, হস্ত দ্বারা মথিত দধি, তাম্র সংযুক্ত গোদুগ্ধ, ও লবণমিশ্রিত গোদুগ্ধ এবং লবণসংযুক্ত ঘৃত যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। সূপ (ডাইল) মিশ্রিত অন্ন, গুড়মিশ্রিত অন্ন, শর্করা ও মধুসংযুক্ত অন্ন, মরীচি ও দধিসংযুক্ত অন্ন, পায়সান্ন ও নানা ফল তুলসীদল মিশ্রিত করিয়া জলের দ্বারা প্রোক্ষণ করত বাগ্যত হইয়া দেবতাকে দান করিবে।১১২-১৯

আঠারবার মূলমন্ত্রের দ্বারা তত্তৎ অন্ন অভিমন্ত্রিত করিয়া ও ধেনুমুদ্রান্ত সমস্ত মুদ্রা দেখাইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করত পরমাত্মার সুধাসমুদ্র ও অমৃতবীজ চিন্তা করিয়া দশবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সমাহিত মনে "আপোশান" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দেবতাকে নিবেদন করিবে। পরে শতবার মন্ত্র জপ করিবে ও ঘণ্টাধ্বনি করিবে।১২০-২২

পরে একাগ্রচিত্তে সুধাদৈবত মন্ত্র জপ করিবে। পরে শ্রীহরির ভোজন চিন্তা করিয়া সুবাসিত জল প্রদানানন্তর ঐ প্রসাদী অন্ন নিজে ভোজন করিবে। সুগন্ধি জলের দ্বারা আচমনীয় দান করিয়া পুরুষসূক্ত দ্বারা পুনরায় পূজা বিধেয়।১২৩-২৪

শ্রীবিষ্ণুকে যে সমস্ত দ্রব্য দেওয়া হইয়াছে, তাহার চারিভাগের একভাগ ক্রমে সুরশ্রেষ্ঠগণকে নিবেদন করিবে পরে অনন্ত, গরুড় ও সেনাপতি দিগকে নিবেদন করিবে। তীর্থযুক্ত হব্য পৃথক্ পাত্রে দান করিবে। জল দ্বারাই সকলকে

পশ্চাদাচমনং দত্ত্বাজ্জলৈর্গন্ধমিবিশ্রিতৈঃ।
অভ্যর্চ্য পৌরুষস্যাস্য সূক্তস্য সুরসত্তমান্ ॥১২৪
বিষ্ণ্বর্পিতচতুর্ভাগং ক্রমাদ্ধব্যস্য চার্পয়েৎ।
অনন্ত-তার্ক্ষ্য-সেনেশপবিত্রাণাং নিবেদয়েৎ ॥১২৫
তীর্থেন সহিতং হব্যং পৃথক্ পাত্রেষু নিক্ষিপেৎ।
সর্বেষাং বারিপূর্বেণ পশ্চাৎ পুষ্পাঞ্জলিঞ্চরেৎ ॥১২৬
নীরাজনং ততো দত্ত্বা তাম্বূলঞ্চ নিবেদয়েৎ।
প্রণমেচ্চ ততো ভক্ত্যা রম্যৈঃ স্তোত্রৈঃ
শুভাহ্বয়ৈঃ ॥১২৭
প্রসার্য্য বাহূ পাদৌ চ বদ্ধেনাঞ্জলিনা সহ।
স্তুবন্ স্তুতিভিরেবং তু প্রণামো দীর্ঘ উচ্যতে ॥১২৮
নত্বা দীর্ঘপ্রণামৈশ্চ স্তুত্বা স্তুতিভিরেব চ।
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ কুর্য্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥১২৯
সূক্তৈশ্চ বিষ্ণুদৈবত্যৈর্নামভিঃ শার্ঙ্গিণস্তথা।
ততঃ শুভাসনে স্থিত্বা জপেন্মন্ত্রমনুত্তমম্ ॥১৩০
ন্যাসমুদ্রাদিপূর্বেণ ধ্যায়ন্ বৈ কমলেক্ষণম্।
অষ্টোত্তরসহস্রং বা শতমষ্টোত্তরং তু বা ॥১৩১
জপ্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাদ্ যথাশক্ত্যা চ মন্ত্রতঃ।
নমেদ্ যোগেন দেবেশং হৃদিস্থং কমলেক্ষণম্ ॥১৩২
মনসি বাঽর্চয়িত্বাস্মিন্ সমাধৌ বিরমেৎ সুধী।
প্রাতরৌপাসনং কৃত্বা তত্র হোমং সমাচরেৎ ॥১৩৩
আজ্যেন চরুণা বাঽপি সমিদ্ভির্বা চ যজ্ঞিয়ৈঃ।
তণ্ডুলৈর্ঘৃতমিশ্রের্বা বিল্বপত্রৈরথাপি বা ॥১৩৪
তিলৈর্বা কুসুমৈর্বাঽপি যবৈর্মিশ্রিতৈরেব বা।
যজ্ঞরূপং হরিং ধ্যাত্বা সর্বং বেদময়ং বিভুম্ ॥১৩৫
দিব্যাভরণসম্পন্নং শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্।
বরদং পুণ্ডরীকাক্ষং বামাঙ্কস্থশ্রিয়ং হরিম্ ॥১৩৬
যজ্ঞস্বরূপিণং বহ্নৌ ধ্যায়ন্ মন্ত্রদ্বয়েন চ।
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈরেকৈকেনাহুতিং তথা ॥১৩৭
নামভিঃ কেশবাদ্যৈশ্চ সূক্তৈর্বিষ্ণুপ্রকাশকৈঃ।

নিবেদন করিবে। পরে পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া আরাত্রিক করত তাম্বুল নিবেদন করিবে। অনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক শুভ মনোহর স্তোত্রসমূহ দ্বারা স্তব করিতে করিতে প্রণাম করিবে।১২৩-১২৭

বাহুদ্বয় ও পাদদ্বয় প্রসারিত করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া স্তবমন্ত্রের দ্বারা স্তুতি করিতে করিতে যে প্রণাম, তাহাই দীর্ঘ প্রণাম।১২৮

এই দীর্ঘ প্রণাম দ্বারা প্রণত হইয়া নানা মনোহর স্তোত্র দ্বারা স্তব করিয়া বৈষ্ণবমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক শ্রীমূর্তিতে পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে।১২৯

বিষ্ণুদৈবতসূক্ত সহকারে শ্রীবিষ্ণুর নাম উচ্চারণ পূর্বক স্থির শুভ আসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীবিষ্ণুর অনুত্তম মন্ত্র জপ করিবে।১৩০

ন্যাস-মুদ্রাদিপূর্ব্বক পদ্মনয়ন শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া অষ্টোত্তরসহস্র অথবা অষ্টোত্তরশতসংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে।১৩১

জপের পর যথাশক্তি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি দিবে। মনঃসংযোগপূর্ব্বক হৃদয়স্থিত দেবাধিদেব কমললোচন শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করিবে।১৩২

অথবা মনে মনে মানসোপচার দ্বারা পূজা করিয়া স্থিরবুদ্ধিব্যক্তি সমাধি অবলম্বনে বিষয়বিরত হইবে। পরে প্রাতরুপাসনা শেষ করিয়া সেই 'ঔপাসন' অগ্নিতে হোম করিবে। কেবল ঘৃত বা চরু অথবা যজ্ঞিয় সমিধ্, কিংবা ঘৃতমিশ্রিত তণ্ডুল অথবা ঘৃতমিশ্রিত বিল্বপত্র দ্বারা হোম করিবে।১৩৩-১৩৪

কিম্বা ঘৃতাক্ত তিল অথবা পুষ্প কিম্বা ঘৃতমিশ্রিত যবের দ্বারা শ্রীহরিকে যজ্ঞরূপ ধ্যান করত হোম করিবে, কারণ, সর্ব্বজগৎপ্রভু শ্রীহরিই সর্ব্ববেদময়। দিব্য আভরণযুক্ত, শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, বরদায়ক, বামক্রোড় স্থিত শ্রী শ্রীলক্ষ্মীদেবী-সমভিব্যাহৃত পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীহরিকে চিন্তা করিবে।১৩৫ ৩৬

মন্ত্রদ্বয় দ্বারা যজ্ঞস্বরূপ শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া সমস্ত বৈষ্ণবমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বহ্নিতে এক একটি আহুতি দিবে।১৩৭

বৈকুণ্ঠপার্ষদং সর্বং হুত্বা চৈব ততো বলিম্ ॥১৩৮
ক্ষিপেচ্চতুর্বিধান্ ভূতানুদ্দিশ্য চ ততো ভুবি।
আচম্য পূজয়েৎ পশ্চাত্তদীয়ান্ সুসমাহিতঃ ॥১৩৯
তেভ্যঃ প্রণম্য ভক্ত্যাঽথ সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ।
বেদমধ্যাপয়েচ্ছক্ত্যা ধর্মশাস্ত্রঞ্চ সংহিতাঃ ॥১৪০
সাত্বিকানি পুরাণানি সেতিহাসানি বৈষ্ণবঃ।
সর্বোপনিষদামর্থং সদ্ভিঃ সহ বিচিন্তয়েৎ ॥১৪১
যোগ-ক্ষেমার্থবৃদ্ধিঞ্চ কুর্য্যাচ্ছক্ত্যা যথার্হতঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা বর্ণা যথাক্রমম্ ॥১৪২
আদ্যাস্ত্রয়ো দ্বিজাঃ প্রোক্তাস্তেষাং বৈ মন্ত্রসৎক্রিয়াঃ।
সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ ॥১৪৩

কেশবাদি নামযুক্ত শ্রীবিষ্ণুর মাহাত্ম্য-প্রকাশক সূক্ত দ্বারা শ্রীহরির সমস্ত পার্ষদগণকে আহুতি দিয়া পরে ভূতবলি প্রদান করিবে।১৩৮

চতুর্বিধ ভূতগণকে অর্থাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চতুর্বিধ প্রাণিগণকে উদ্দেশ্য করিয়া মৃত্তিকায় বলি প্রদান করিবে। পরে আচমন করত একাগ্রচিত্তে তাঁহার পূজা করিবে।১৩৯

ভক্তি সহকারে তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া পিতৃ-দেবতাদিগকে প্রণাম করত শিষ্যদিগকে যথাশক্তি বেদ ও অন্যান্য সংহিতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপনা করাইবে।১৪০

অতঃপর বৈষ্ণব পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতাদি ইতিহাসসকল যত্নপূর্ব্বক পড়াইবে এবং সজ্জনগণের সহিত যথাসম্ভব সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য্যার্থ আলোচনা ও চিন্তা করিবে।১৪১

পরে যথাশক্তি ও প্রয়োজন অনুসারে অপ্রাপ্তধনের প্রাপ্তি ও প্রাপ্তধনের পরিরক্ষা-নামক যোগক্ষেম এবং ধনবৃদ্ধিবিষয়ে ব্যবস্থা করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণেরই যথাবিধি যোগক্ষেমাদি কর্ত্তব্য।১৪২

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণসম্ভূত ব্যক্তিগণই দ্বিজ-শব্দে অভিহিত। ইহাদেরই মন্ত্রপূর্ব্বক

তেষাং সঙ্করযোগাশ্চ প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
বিপ্রান্মূর্ধাভিষিক্তস্তু ক্ষত্রিয়ায়ামজায়ত ॥১৪৪
বৈশ্যায়াস্তু তথাম্বষ্ঠো নিষাদঃ শূদ্রয়া তথা।
রাজন্যাদ্ বৈশ্যাশূদ্র্যাস্তু মাহিষ্যোগ্রৌ তু
তৌ স্মৃতৌ ॥১৪৫
শূদ্র্যাং বৈশ্যাৎ তু করণঃ স্থিরৈর্বা তেঽনুলোমজাঃ।
বিপ্রায়াং ক্ষত্রিয়াৎ সূতঃ বৈশ্যাদ্ বৈদেহিকস্তথা ॥১৪৬
চণ্ডালস্তু তথা শূদ্রাৎ সর্বকর্মসু গর্হিতঃ।
মাগধঃ ক্ষত্রিয়ায়াং বৈ বৈশ্যাৎ ক্ষত্তা তু শূদ্রতঃ॥১৪৭
শূদ্রাদয়োগবং বৈশ্যা জনয়ামাস বৈ সুতম্।
রথকারঃ করণ্যাস্তু মাহিষ্যেণ প্রজায়তে ॥১৪৮

কার্য্যানুষ্ঠান বিধেয়। তুল্যবর্ণ ব্যক্তির ঔরসে তুল্যবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে যে জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে সজাতীয় বলে।১৪৩

অসবর্ণা স্ত্রীতে প্রতিলোম ও অনুলোম-জাতির মিশ্রণজন্য উৎপন্ন সন্তান সঙ্করজাতি বলিয়া খ্যাত। ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে "মূর্দ্ধাভিষিক্ত" বলা হয়।১৪৪

ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত সন্তান "অম্বষ্ঠ" নামে প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন "নিষাদ" জাতি নামে প্রসিদ্ধ হইবে। আর ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত "মাহিষ্য" হইবে। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জাত "উগ্র" জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ—ইহারাই স্থানে স্থানে "আগুরি" বলিয়া খ্যাত।১৪৫

বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে "করণ" জাতির উৎপত্তি। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন সন্তান "সূত" জাতি নামে প্রসিদ্ধ। বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত সন্তান বৈদেহিক হইবে।১৪৬

শূদ্রের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত সন্তান "চণ্ডাল" নামে প্রসিদ্ধ হইবে। ইহারা সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মে নিন্দনীয়। বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে "মাগধ" জাতির উৎপত্তি ও শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে 'ক্ষত্তা' জাতির উৎপত্তি।১৪৭

অসৎসন্ততয়ো জ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
প্রতিলোমাসু বা জাতা গর্হিতাঃ সর্বকর্মণাম্ ॥১৪৯
এতেষাং ব্রাহ্মণাদ্যাশ্চ ষট্‌কর্মসু নিয়োজিতাঃ।
ত্রিকর্মসু ক্ষত্র-বিশাবেকস্মিন্ শূদ্রযোনিজঃ ॥১৫০
প্রতিগ্রহঞ্চ বৃত্ত্যর্থং ব্রাহ্মণস্তু সমাচরেৎ।
অসদেবাসতাং প্রোক্তং নিষিদ্ধং তদ্‌বিবর্জয়েৎ ॥১৫১
পাষণ্ডাঃ পতিতাঃ পাপাস্তথৈব প্রতিলোমজাঃ।
কুলটাশ্চ বিকর্মস্থা অসতঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥১৫২
লবণং তিল-কার্পাসং চর্ম্ম চ ত্রপু-সীসকম্।
আয়সং মধু মাংসঞ্চ বিষমন্নং ঘৃতং রুজম্ ॥১৫৩
কিল্বিসং গজমুষ্ট্রঞ্চ সর্ষপং জলমেব চ।
তৃণং কাষ্ঠঞ্চ কুষ্মাণ্ডং শিংশপাঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥১৫৪
মহিষীং গর্দভঞ্চৈব বাজিনঞ্চ তথাবিকম্ ॥

শূদ্রের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভে জাত সন্তান "অয়োগব" জাতি। মাহিষ্য ঔরসে ও করণী স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তান "রথকার" জাতি।১৪৮

প্রতিলোম ও অনুলোম জাতির সম্বন্ধ দ্বারা যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহারা অসৎসন্তান। প্রতিলোম-জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন সন্তান সমস্তকর্ম্মে অনধিকারী ও নিন্দনীয়।১৪৯

এই জাতীয় লোকদের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দ্বিজগণ ষট্‌কর্ম্মে (যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ) নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা যাজন, অধ্যয়ন ও দান এই ত্রিবিধ কর্ম্মে উপযুক্ত এবং শূদ্রগণ মাত্র একটী কর্ম্মে অর্থাৎ দান-ক্রিয়ায় অধিকারী। কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বীয় বৃত্তির জন্য সৎপ্রতিগ্রহ গ্রহণ করিবে। অসৎব্যক্তিগণের প্রদত্ত দান অসৎ বলিয়া কথিত, সেইহেতু উক্ত দান নিষিদ্ধ এবং তাহা বর্জ্জন করিবে।১৫০-৫১

পাষণ্ড, পতিত, পাপিষ্ঠ, প্রতিলোম-সংসর্গ-জাত সন্তানগণ, কুলটা এবং বিরুদ্ধ, নিন্দনীয়, নিষিদ্ধ-কর্ম্মকারী সন্তানগণ অসৎরূপে কীর্ত্তিত।১৫২

লবণ, তিল, কার্পাস, চর্ম্ম, রাং, দস্তা, সীসা, লৌহ,

দাসীমজাং যানবৃক্ষান্ পঞ্চানডুহং তুলাম্ ॥১৫৫
এবমাদ্যমসদ্ দ্রব্যং প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ।
ধান্যং বাসাংসি ভূমিঞ্চ সুবর্ণং রত্নমেব চ ॥১৫৬
পুষ্পাণি ফলমূলাদ্যং সদ্‌দ্রব্যং মুনিভিঃ স্মৃতম্।
সর্বত্র পরিগৃহ্নীয়াদ্ ভূমিং ধান্যং ফলাদিকম্ ॥১৫৭
ভূমিং যস্তু প্রগৃহ্নাতি ভূমিং যস্তু প্রযচ্ছতি।
তাবুভৌ পুণ্যকর্মাণৌ নিয়তৌ স্বর্গগামিনৌ ॥১৫৮
ধান্যং করোতি দাতারং প্রগৃহীতারমেব চ।
ধান্যং নৃপবরশ্রেষ্ঠ! ইহলোকে পরত্র চ ॥১৫৯
তস্মাদ্ধান্যং ধরিত্রীঞ্চ প্রতিগৃহ্নীত সর্বতঃ।
কুসুম্ভধান্য এব স্যাৎ কুসুম্ভধান্যবান্ নৃপ ॥১৬০
শীলোঞ্ছেনাপি বা জীবেচ্ছ্রুয়ানেষাং পরো বরঃ।
জীবেদ্ যাযাবরেণৈব বিপ্রঃ সর্বত্র সর্বদা ॥১৬১

মধু, মাংসজাত দ্রব্য, বিষ ও তন্মিশ্রিত অন্ন, ঘৃত, পাপকর্ম্ম, গজ, উষ্ট্র, সর্ষপ, জল, তৃণ, কাষ্ঠ, কুষ্মাণ্ড ও শংশপা বর্জ্জন করিবে।১৫৪

মহিষী, গর্দ্দভ, অশ্ব, মেষ, দাসী, ছাগী, যানবৃক্ষ, ষাঁড়, ও তুলা এই অসৎ দ্রব্যগুলি যত্নপূর্ব্বক পণ্যে পরিত্যাগ করিবে। ধান্য, বস্ত্র, ভূমি, সুবর্ণ, রত্ন, পুষ্প, ফল ও মূল এই দ্রব্যগুলি সৎদ্রব্য বলিয়া মুনিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভূমি, ধান্য ও ফলাদি সমস্ত স্থানেই প্রতিগ্রহ করিবে। যে ব্যক্তি ভূমিদান করে, কিম্বা যে ব্যক্তি গ্রহণ করে, তাহারা উভয়েই পুণ্যকর্ম্মকারী, উভয়েই স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! ধান্যের দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই ধান্য বৃদ্ধি হয়। ইহলোকে ও পরলোকে উভয়েই ধান্য লাভ করিয়া থাকে।১৫৫-৫৯

অতএব সর্ব্বস্থান হইতেই ধান্য ও ভূমিদান গ্রহণ করিবে। কুসুম্ভধান্য-দানকারী ব্যক্তি কুসুম্ভধান্যবান্ হইয়া থাকে।১৬০

ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানেই শীলবৃত্তি বা উঞ্ছবৃত্তি দ্বারাই জীবনধারণ করিবে,—ইহাই শ্রেষ্ঠবৃত্তি। ইঁহারা যাযাবর-ভাবেই কাল অতিবাহিত করিবেন।১৬১

বর্জয়িত্বৈব পাষণ্ডান্ পতিতাংশ্চান্যদৈবিকান্।
কৃষিণা বাঽপি জীবেত সতাং চানুমতেন বা ॥১৬২
ন বাহয়েদনডুহং ক্ষুধার্ত্তং শ্রান্তমেব চ।
তস্য পুংস্ত্বমহিত্বৈব বাহয়েদ্ দ্বিজপুঙ্গবঃ ॥১৬৩
কর্ম্মলোপমকুর্বন্ বৈ কৃষিং কুর্বীত বৈ দ্বিজঃ।
হরেঃ পূজাং যথাকালং কৃষিলোপে সমাচরেৎ ॥১৬৪
ন ব্রাহ্মং সন্ত্যজেদ্ বিপ্রস্তথা যজ্ঞাদিকর্ম চ।
আপদ্যপি ন কুর্বীত সেবাং বাণিজ্যমেব চ ॥১৬৫
অসৎপ্রতিগ্রহং স্তেয়ং তথা ধর্মস্য বিক্রয়ম্।
অন্যায়োপার্জ্জিতং দ্রব্যমাপদ্যপি বিবর্জয়েৎ ॥১৬৬
ভৃতকাধ্যাপনং চৈব সদাসৎকর্মভাবনম্।
প্রীতয়ে বাসুদেবস্য যদ্দত্তমসতামপি ॥১৬৭
মহাভাগবত স্পর্শাৎ তৎ সদিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
তাপাদীন্ পঞ্চ সংস্কারাংস্তথাকারৈস্ত্রিভির্যুতঃ ॥১৬৮
হরেরনন্যশরণো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ।
যক্ষ-রাক্ষস-ভূতানাং তামসানাং দিবৌকসাম্ ॥১৬৯
তেষাং যৎপ্রীতয়ে দত্তং তথা যদ্যপি বর্জয়েৎ।
বুদ্ধ-রুদ্রৌ তথা বায়ু দুর্গাগণ-সুভৈবাঃ ॥১৭০
যমঃ স্কন্দো নৈর্ঋতশ্চ তামসা দেবতাঃ স্মৃতাঃ।
এবং বিশুদ্ধিং দ্রব্যস্য জ্ঞাত্বা গৃহ্লীত সত্তমঃ ॥১৭১
কৃষিস্তু সর্ব্ববর্ণানাং সামান্যো ধর্ম উচ্যতে।
প্রতিগ্রহস্তু বিপ্রাণাং রাজ্ঞাং ক্ষ্মাপালনং তথা ॥১৭২
কুসীদঞ্চৈব বাণিজ্যং বিশামেব প্রকীর্তিতম্।
সেবাবৃত্তিস্তু শূদ্রাণাং কৃষির্বা সম্প্রকীর্তিতা ॥১৭৩
অশক্তস্তু ভবেদ্ রাজা পৃথিব্যাঃ পরিপালনে।
জীবেদ্‌বাঽপি বিশাং বৃত্ত্যা শূদ্রাণাং বা যথাসুখম্ ॥১৭৪
কৃষির্ভৃতিঃ পাশুপাল্যং সর্বেষাং ন নিষিধ্যতে।
স্তেয়ং পরস্ত্রীহরণং হিংসা কুহক-কৌশিকে ॥১৭৫

পাষণ্ডদের বৃত্তি, পতিতদের বৃত্তি এবং দৈবিক (গণক) বৃত্তি পরিত্যাগ করিবে। অথবা সজ্জনের অনুমতি নিয়া কৃষিকর্ম্ম দ্বারাও জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে।১৬২

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কৃষিকর্ম্ম করিলে ক্ষুধার্ত্ত বা শ্রান্ত বৃষের দ্বারা হলকর্ষণ করিবে না এবং ঐ বৃষের পুংস্ত্ব নষ্ট না করিয়াই হলকর্ষণে নিযুক্ত করিবে।১৬৩

স্বীয় ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মের লোপ বা ক্ষতি না করিয়াই ব্রাহ্মণ হলকর্ষণ করিবে। কৃষিকর্ম্মের লোপ বা ক্ষতি হইলেও যথাসময়ে শ্রীহরির পূজা করিবে।১৬৪

যে কোন অবস্থাতে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকর্ম্ম কিম্বা যজ্ঞাদি ত্যাগ করিবে না। বিপদ্‌কালেও বাণিজ্য বা শূদ্রোচিত সেবাকর্ম্ম করিবে না।১৬৫

বিপদ্‌কালেও অসৎপ্রতিগ্রহ, স্বর্ণচৌর্য্য, ধর্ম্মবিক্রয় (ধর্ম্মবিনিময়ে অর্থোপার্জ্জন) ও নিষিদ্ধ অন্যায়কর্ম্ম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন ব্রাহ্মণ ত্যাগ করিবে।১৬৬

ভৃতকাধ্যাপন (বেতনস্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা) ও সর্ব্বদা অসৎকর্ম্মের চিন্তা পরিত্যাগ করিবে। শ্রীবাসুদেবের প্রীতির জন্য অসদব্যক্তির দান গ্রহণ করিতেও পারে।১৬৭

মহাভাগবতব্যক্তির স্পর্শ হইলে পণ্ডিতগণ "তৎ সৎ" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তিনটী অকার অর্থাৎ অ, উ ও ম এই তিনটী অকারাদি অক্ষর অর্থাৎ "প্রণব" উচ্চারণ দ্বারা অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ ও তজ্জন্য সংস্কার অপনীত করিবে।১৬৮

যে ব্যক্তি শ্রীহরির অনন্যশরণ, তিনিই মহাভাগবত বলিয়া কথিত। যক্ষ, রাক্ষস ও তামসিক প্রাণির প্রীতির জন্য যে দান, তাহাও ত্যাগ করিবে। বুদ্ধ, রুদ্র, বায়ু, দুর্গা-গণ, ভৈরবগণ, যম, কার্ত্তিকেয়, রাক্ষস—ইহারা তামসিক দেবতা। সদ্‌ব্যক্তি এই সমস্ত জানিয়া দ্রব্যের শুদ্ধি বিবেচনাপূর্ব্বক বিশুদ্ধ দ্রব্য গ্রহণ করিবে।১৬৯-৭১

সমস্ত বর্ণেরই সাধারণ ধর্ম্ম কৃষিকর্ম্ম। ব্রাহ্মণগণের প্রতিগ্রহ, পৃথিবী-পালন ও বৈশ্যদিগের সুদগ্রহণ এবং বাণিজ্য করণ—ইহা বিশেষ ধর্ম্ম। শূদ্রদের ধর্ম্মই চতুর্বর্ণের সেবা এবং কৃষিকর্ম্ম।১৭২-৭৩

পৃথিবীপালনে অসমর্থ রাজা বৈশ্য বৃত্তিদ্বারা কিম্বা সুখকর শূদ্রবৃত্তি দ্বারা বৃত্তিনির্বাহ করিবে। কৃষি, বৃত্তিগ্রহণ ও পশুপালন এইগুলি সর্ব্বজাতির পক্ষেই

স্ত্রী-মদ্য-মাংস-লবণ বিক্রয়ং পতিতং স্মৃতম্ ।
অপকৃষ্টনিকৃষ্টানাং জীবিতং শিল্পকর্মভিঃ ॥১৭৬
হীনস্তু প্রতিলোমানামহীনমনুলোমিনাম্ ।
চর্ম-বৈণববস্ত্রাণাং হিংসা কর্ম চ নেজনম্ ॥১৭৭
গাণিক্যং (মাণিক্যং) বপনাগ্নিঞ্চ
মদ্য-মাংসক্রিয়া তথা ।
সারথ্যং বাহকানাঞ্চ রথানাং ভূভৃতামপি ॥১৭৮
এবমাদি নিষিদ্ধং যৎ প্রাতিলোম্যং যদুচ্যতে ।
যৎ সৌম্যশিল্পং লোকেঽস্মিন্ সৌম্যং তদনু-
লোমকম্ ॥১৭৯
মৃদ্দারু-শৈল-লোহানাং শিল্পং সৌম্যমিহোচ্যতে ।
ন্যায়েন পালয়েদ্ রাজা পৃথিবীং শাস্ত্রমার্গতঃ ॥১৮০

অনিষিদ্ধ। স্বর্ণচৌর্য্য, পরস্ত্রীহরণ, হিংসা এবং স্ত্রী, মদ্য, মাংস ও লবণবিক্রয়—পাতিত্যজনক কার্য্য। শিল্পকর্ম্ম দ্বারা যে জীবিকাসম্পাদন, তাহা অপকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট বৃত্তি।১৭৪-৭৬

চর্ম্ম, বংশ (বেণু) ও বস্ত্রের প্রক্ষালনাদি ও হিংসাদি প্রতিলোম-জাতির হীনকর্ম্ম কিন্তু অনুলোমজ-জাতির হীনকর্ম্ম নহে।১৭৭

গণিকা-কর্ম্ম (পক্ষান্তরে মাণিক্য-কর্ম্ম), কেশবপন, অগ্নিকর্ম্ম, মদ্য ও মাংসসম্বন্ধীয় ক্রিয়া, রাজগণের রথের সারথ্যক্রিয়া, বাহকত্ব প্রভৃতি প্রতিলোম-জাতির নিষিদ্ধ কর্ম্ম।১৭৮

বিহিত (অনিন্দনীয়) শিল্পকার্য্য—ইহলোকে যাহা সুন্দর বলিয়া বিখ্যাত, তাহা অনুলোম-জাতির বিধেয়।১৭৯

মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, প্রস্তর ও লৌহের শিল্পই সৌম্য-শিল্পরূপে বিখ্যাত। রাজা নীতি ও ধর্ম্মানুসারে শাস্ত্র সঙ্গতভাবে পৃথিবীপালন করিবেন।১৮০

স্বীয়রাষ্ট্রকৃত ধর্ম্মের ছয়ভাগের একভাগ রাজার প্রাপ্য, তিনি তাহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। রাজাদের রাষ্ট্রকৃত পাপেরও তাহাই ব্যবস্থা। ইহা ধর্ম্মবেত্তাগণ বলিয়াছেন।১৮১

স্বরাষ্ট্রকৃতধর্মস্য সদা ষড়্ভাগসিদ্ধয়ে ।
রাজ্ঞাং রাষ্ট্রকৃতং পাপমিতি ধর্মবিদো বিদুঃ ॥১৮১
তস্মাদপাপসংযুক্তাং যথা সংরক্ষয়েদ্ভুবম্ ।
অগ্নিদং গরদঞ্চোরং হিংস্রং দুর্ব্বৃত্তমেব চ ॥১৮২
ধূর্তং পতিতমিত্যাদীন্ হন্যাদেবাবিচারয়ন্ ।
অঙ্কয়িত্বা শ্বপাদেন গর্দভে চাধিরোহ্য বৈ ॥১৮৩
প্রবাসয়েৎ স্বরাষ্ট্রাত্তু ব্রাহ্মণং পতিতং নৃপঃ ।
কুলটাং কামচারেণ গর্ভঘ্নীং ভর্তৃহিংসকাম্ ॥১৮৪
নিকৃত্তকর্ণ-নাসোষ্ঠীং কৃত্বা নারীং প্রবাসয়েৎ ।
ন্যায়েন দণ্ডনং রাজ্ঞঃ স্বর্গকীর্তিবিবর্ধনম্ ॥১৮৫
অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা তথা দণ্ড্যানদণ্ডয়ন্ ।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকং চাধিগচ্ছতি ॥১৮৬

সেইজন্য পৃথিবী যাহাতে পাপরহিত হয়, সেইরূপে রাজা তাহাকে রক্ষা করিবেন। মনুষ্যের হননোদ্দেশ্যে অগ্নিদানকারী ও বিষদানকারী এবং চৌর, হিংস্র, দুর্বৃত্ত, ধূর্ত্ত ও মহাপাপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে বিনা বিচারেই হত্যা করিবেন। অথবা কুক্কুরের চরণচিহ্নেচিহ্নিত করিয়া গর্দ্দভের পৃষ্ঠে চড়াইয়া নিজ রাজ্য হইতে পতিত ব্রাহ্মণকে অপসারিত করিবেন। ইচ্ছানুসারে কামবৃত্তি-পরায়ণা কুলটাকে কিম্বা যে নারী গর্ভপাত কারিণী ও যে পত্নী স্বামীকে হিংসা করে, সেই নারী ও পত্নীকে কর্ণ, নাসিকা ও ওষ্ঠ ছেদন করিয়া বিদেশে বিতাড়িত করিবেন। যে রাজা নীতি-ধর্ম্ম অনুসারে দণ্ডবিধান করেন, তাঁহার স্বর্গলাভ ও কীর্ত্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।১৮২-৮৫

দণ্ডার্হব্যক্তিকে যে রাজা দণ্ডদান না করেন এবং দণ্ডের অযোগ্য (অনপরাধী) ব্যক্তিকে যে রাজা দণ্ড-দান করেন, তাঁহার মহা অযশ লাভ হয় এবং নরকগতি হইয়া থাকে।১৮৬

দণ্ড সাধারণতঃ চতুর্বিধ, যথা—দিগ্ দণ্ড (প্রবাস), বাগ্ দণ্ড (তিরস্কার), ধনদণ্ড (জরিমানা) এবং বধ দণ্ড। অপরাধের লঘুত্ব ও গুরুত্ব অনুসারে উক্ত নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের

দিগ্‌দণ্ডস্ত্বথ বাগ্‌দণ্ডো ধনদণ্ডো বধস্তথা।
জ্ঞাত্বাঽপরাধং দেশঞ্চ জনং কালমদোঽপি বা ॥১৮৭
বয়ঃ কর্ম্ম চ বিত্তঞ্চ দণ্ডং ন্যায়েন পাতয়েৎ।
নিশ্চিত্য শাস্ত্রমার্গেণ বিদ্বদ্‌ভিঃ সহ পার্থিবঃ ॥১৮৮
গুরূণাং তু গুরুং দণ্ডং পাপানাঞ্চ লঘোর্লঘুম্‌।
ব্যবহারান্‌ স্বয়ং পশ্যন্‌ কুর্য্যাৎ সভ্যৈর্ব্বতোঽন্বহম্‌॥১৮৯
মিথ্যাপবাদশুদ্ধ্যর্থং পঞ্চ দিব্যানি কল্পয়েৎ।
জ্ঞাত্বা শুদ্ধেষু দিব্যেষু শুদ্ধান্‌ বৈ মানয়েত্তথা ॥১৯০
তন্মিথ্যাশংসিনং দুষ্টং জিহ্বাচ্ছেদেন দণ্ডয়েৎ।
পরদ্রব্যাদিহরণং পরদারাভিমর্ষণম্‌ ॥১৯১
যঃ কুর্য্যাৎ তু বলাৎ তস্য হস্তচ্ছেদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
যো গচ্ছেৎ পরদারাংস্তু বলাৎ কামাচ্চ বানরঃ ॥১৯২
সর্ব্বস্বহরণং কৃত্বা লিঙ্গচ্ছেদঞ্চ দাপয়েৎ।
দহেৎ কটাগ্নিনা দেহং গুরুস্ত্রীগামিনং তদা ॥১৯৩
ব্রহ্মঘ্নঞ্চ সুরাপং বা গোস্ত্রীবালনিষূদনম্‌।
দেব-বিপ্রস্বহর্ত্তারং শূলমারোপয়েন্নরম্‌ ॥১৯৪
দৈবতং ব্রাহ্মণং গাঞ্চ পিতৃ-মাতৃ-গুরূংস্তথা।
পাদেন তাড়য়েদ্‌ যস্তু তস্য তচ্ছেদনং স্মৃতম্‌ ॥১৯৫
তেষামুপরি হস্তং তু দোষ্ণোশ্ছেদস্তু কামতঃ।
প্রত্যেকং দণ্ডনং কুর্য্যাদ্‌ দুর্ব্বৃত্তস্য পরস্ত্রিয়াম্‌ ॥১৯৬
চুম্বনে তালুবিচ্ছেদো দৌ হস্তৌ পরিরম্ভণে।
হস্তস্যাঙ্গুলিবেচ্ছেদঃ কেশাদিগ্রহণে স্ত্রিয়ঃ ॥১৯৭
দাহয়েত্তপ্ততৈলেন হস্তমুষ্ট্যা চ তাড়নম্‌।
সুরতং যাচমানস্য জিহ্বাচ্ছেদঞ্চ কামতঃ ॥১৯৮

মধ্যে দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া যে কোনও দণ্ড বিধান করিবেন।১৮৭

অপরাধীর বয়স, কর্ম্ম ও ধনসম্পদ অনুসারে যথাবিধি দণ্ডদান করিবেন। রাজা বিদ্বান্‌দের সহিত শাস্ত্রবিধি অনুসারে স্থির করিয়া দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন।১৮৮

পাপ গুরু হইলে গুরুতর দণ্ড দিবেন, লঘু হইলে লঘু দণ্ডের বিধান করিবেন। সদস্যদিগের মন্ত্রণা অনুসারে নির্দ্দিষ্ট ব্যবহারগুলি রাজা স্বয়ং বিচারপূর্ব্বক প্রতিদিন তাহা পরিচালনা করিবেন।১৮৯

মিথ্যা অপবাদের শুদ্ধি-জন্য অগ্নি, জল, ভৃগু (?) প্রভৃতি পঞ্চবিধ দিব্য কল্পনা করিবেন। ঐ দিব্য দ্বারা শুদ্ধ হইয়াছে—নিশ্চয় হইলে সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিকে সম্মানিত করিবেন।১৯০

মিথ্যা বলিয়াছে—প্রমাণিত হইলে সেই দুষ্টকে জিহ্বাচ্ছেদন করিয়া দণ্ডদান করিবেন। অন্যের দ্রব্য অপহরণ করিলে বা পরস্ত্রীকে ধর্ষণ করিলে বলপূর্ব্বক সেই দুষ্টের হস্তচ্ছেদন করিয়া দিবেন। বলপূর্ব্বক কিংবা কামবশতঃ পরস্ত্রীগমন করিলে তাহার সর্ব্বস্বহরণ করত লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া দিবেন এবং গুরুস্ত্রীগামী ব্যক্তিকে উৎকট অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবেন।১৯১-৯৩

ব্রহ্মহত্যাকারী, সুরাপানকারী, গো, স্ত্রী ও বালক-হত্যাকারী কিংবা দেবতার ও ব্রাহ্মণের ধন অপহরণকারী ব্যক্তিকে শূলে চড়াইয়া দিবে।১৯৪

যে ব্যক্তি দেবতাকে, ব্রাহ্মণকে বা গরুকে, কিংবা পিতা, মাতা বা গুরুদিগকে পায়ের দ্বারা আঘাত করে, তাহার সেই পা ছেদন করিয়া দিবেন আর তাঁহাদের উপর হস্তাঘাত করিলে বাহুদ্বয় ছেদন করিয়া দিবেন। সেই সব দুর্ব্বৃত্তদিগের প্রত্যেকেই দণ্ডদান করিবেন। পরস্ত্রীকে চুম্বন করিলে তালুদেশ ছেদন করিবেন। আলিঙ্গন করিলে উভয় হস্ত ছেদন করিবেন। স্ত্রীদের কেশাদি গ্রহণ করিলে হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলিছেদন করিয়া দিবেন।১৯৫-৯৭

হস্তমুষ্টির দ্বারা তাড়ন করিলে তপ্ত তৈলে দগ্ধ করিবেন। সুরতক্রিয়া প্রার্থনা করিলে যথেচ্ছভাবে জিহ্বাচ্ছেদন করিবেন।১৯৮

ইঙ্গিতের দ্বারা কাম প্রার্থনা করিলে তালু দগ্ধ করিয়া দিবেন। চক্ষুর দ্বারা ইসারা করিলে চক্ষু উপ্‌ড়াইয়া দিবেন।১৯৯

যাহারা মানকূট বা তুলাকূট প্রভৃতি কূটসাক্ষ্য দেয়, তাহাদের বৃত্তি অনুসারে সহস্র স্বর্ণ দণ্ডদান করিবেন। যে কোনও পাপে শরীরে দণ্ডদান

কামেঙ্গিতেষু সর্বত্র তাল্বোশ্চ দহনং স্মৃতম্ ।
দৃষ্ট্বা মুহুঃ প্রেরণে তু নেত্রয়োঃ স্ফোটনং চরেৎ ॥১৯৯
মানকূটং তুলাকূটং কূটসাক্ষ্যকৃতাং নৃণাম্ ।
সহস্রং দাপয়েদ্দণ্ডং বৃত্ত্যা স্বস্থাপনায়নে ॥২০০
তেষু কেষু চ পাপেষু শরীরে দণ্ডনং স্মৃতম্ ।
তেষু তেষ্বঙ্কনেনৈব অক্ষতো ব্রাহ্মণো ব্রজেৎ ॥২০১
পাপান্যেবাঙ্কয়িত্বাহস্য মুণ্ডয়িত্বা শিরোরুহান্ ।
সর্বস্বহরণং কৃত্বা রাষ্ট্রাৎ সম্যক্ প্রবাসয়েৎ ॥২০২
অবৈষ্ণবং বিকর্মস্থং হরিবাসরভোজনম্ ।
ব্রাহ্মণং গার্দভং যানমারোপ্যৈব বিবাসয়েৎ ॥২০৩
ন্যায়েন পালয়েদ্ রাজা ধর্মান্ ষড়্ভাগমাহরেৎ ।
ত্রিভাগমাহরেদ্ধান্যাদ্ধনাৎ ষড়্ভাগমেব চ ॥২০৪
গো-ভূ-হিরণ্য-বাসোভির্ধান্য-রত্ন-বিভূষণৈঃ ।
পূজয়েদ্ ব্রাহ্মণান্ ভক্ত্যা পোষয়েচ্চ বিশেষতঃ ॥২০৫

বিম্বানি স্থাপয়েদ্ বিষ্ণোর্গ্রামেষু নগরেষু চ ।
চৈত্যান্যায়তনান্যস্য রম্যাণ্যেব তু কারয়েৎ ॥২০৬
বস্ত্র-পুষ্পোপহারৌঘং ভূ-ধেন্বাদি সমর্পয়েৎ ।
ইতরেষাং সুরাণাঞ্চ বৈদিকানাং জনেশ্বরঃ ॥২০৭
ধর্মতঃ কারয়েদ্ যশ্চ চৈত্যান্যায়তানানি তু ।
বাপী-কূপ-তড়াগাদি ফল-পুষ্প-বনানি চ ॥২০৮
কুর্বীত সুবিশালানি পূর্বকান্যপি পালয়েৎ ।
ফলিতং পুষ্পিতং বাহপি বনং ছিন্দ্যাত্তু যো নরঃ ॥২০৯
তড়াগসেতুং যো ভিন্দ্যাৎ তং শূলেনানুরোহয়েৎ ।
অগ্নিদং গরদং গোঘ্নং বালস্ত্রীগুরুঘাতিনম্ ॥২১০
ভগিনীং মাতরং পুত্রীং গুরুদারান্ স্নুষামপি ।
সাধ্বীং তপস্বিনীং বাহপি গচ্ছন্তমতিপাপিনম্ ॥২১১

করিবেন—সেই সেই অঙ্গ অঙ্কিত করিয়া দিবেন তাহাতে ব্রাহ্মণ নিষ্পাপ হইয়া গমন করিবে। রাজা পাপের মাত্রা অনুসারে সেই অঙ্গ অঙ্কিত করাইয়া এবং কেশমুণ্ডন করাইয়া সর্ব্বস্ব গ্রহণপূর্ব্বক নিজ রাষ্ট্র হইতে সেই পাপীকে বিতাড়িত করিবেন। বিষ্ণুবিদ্বেষী, বিরুদ্ধ ও অবৈধকর্ম্মকারী, হরিবাসরে ভোজন-পরায়ণ (একাদশী তিথিতে অন্নভোজনকারী) ব্রাহ্মণকে গর্দ্দভের যানে চড়াইয়া নিজ দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন।২০১-৩

রাজা যথাশাস্ত্র ক্ষাত্রধর্মসকল পালন করিবেন এবং ষড়্ভাগৈকভাগ কর আদায় করিবেন। ধান্য হইতে তিনভাগের একভাগ আহরণ করিবেন এবং ধন হইতে ষড়্ভাগের একভাগ আহরণ করিবেন।২০৪

ধেনু, ভূমি, স্বর্ণ, বস্ত্রাদি, ধান্য, রত্ন ও অন্যান্য বিভূষণ দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে পোষণ এবং পূজা করিবেন। গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং মনোহর বিষ্ণুমন্দির ও উপাসনা-স্থান নির্ম্মাণ করিবেন।২০৫-৬

রাজা ধন, পুষ্পাদি পূজোপচারসমূহ, ভূমি, ধেনু প্রভৃতি ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। অন্য বেদোক্ত দেবতাদেরও ধর্ম্ম অনুসারে বিচিত্র মন্দির ও উপাসনা-স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। দীর্ঘিকা, কূপ, সরোবর, ফল ও পুষ্পের বন বৃহদাকারে নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। এবং পূর্ব্বকৃত ঐ সব রক্ষা করিবেন। ফলিত বা পুষ্পিত বৃক্ষ বা বন যে ব্যক্তি ছেদন করিবে, কিংবা জলাশয়ের উপরিস্থ সেতুকে যে ভাঙ্গিয়া দিবে, তাহাকে শূলে চড়াইবেন। হত্যার জন্য অগ্নিদাতা ও বিষদাতা, গোহত্যাকারী, বালক, স্ত্রী ও গুরুজনের হত্যাকারী ব্যক্তিকেও শূলে চড়াইবেন।২০৭-১০

ভগিনী, জননী, কন্যা, গুরুস্ত্রী, পুত্রবধূ, পতিব্রতা ও তপস্বিনী দীনা রমণীতে অভিগমন করিলে সেই অতিপাপযুক্ত ব্যক্তিকে বা হিংসাপর যন্ত্র যে প্রয়োগ করে, রাজা তাহাকে উৎকট অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করাইবেন। যদি রাজা দুর্বৃত্তদিগকে দণ্ডদান না করেন, তবে তাহাদের সেই পাপ রাজাতে সংক্রামিত হয়, তাহার ফলে রাজা নিরয়গামী হন। সুতরাং দণ্ডার্হকে রাজা

হিংস্রযন্ত্রপ্রযোক্তারং দাহয়েদ্ বৈ কটাগ্নিনা।
অদণ্ডয়িত্বা দুর্বৃত্তান্ তৎপাপং পৃথিবীপতিঃ ॥২১২
সম্প্রাপ্য নিরয়ং গচ্ছেত্তস্মাত্তান্ দণ্ডয়েত্তথা।
যঃ সবর্ণাশ্রমং হিত্বা স্বচ্ছন্দেন তু তর্পয়েৎ ॥২১৩
তং দণ্ডয়েদ্ বর্ষশতং নাশয়েত্তদ্ বিদেশতঃ।
সর্ব্বেষ্বেতেষু পাপেষু ধনদণ্ডং প্রযোজয়েৎ ॥২১৪
পিতেব পালয়েদ্ ভৃত্যান্ প্রজাশ্চ পৃথিবীপতিঃ।
প্রজাসংরক্ষণার্থায় সংগ্রামং কারয়েন্নৃপঃ ॥২১৫
তস্মিন্ মৃত্যুর্ভবেচ্ছ্রেয়ো রাজ্ঞঃ সংগ্রামমূর্দ্ধনি।
মৃতেন লভতে স্বর্গং জিতেন পৃথিবী শ্রিয়ম্ ॥২১৬
যশঃ-কীর্ত্তিবিবৃদ্ধ্যর্থং ধর্ম্মসংগ্রামমাচরেৎ।
মুক্তশীর্ষং মুক্তবস্ত্রং ত্যক্তহেতিং পলায়িতম্ ॥২১৭
ন হন্যাদ্ বন্দিনং রাজা যুদ্ধে প্রেক্ষণকুজ্জনান্।
ভগ্নে স্বসৈন্যপুঞ্জে চ সংগ্রামে বিনিবর্তিনঃ ॥২১৮

যথাযথ দণ্ডদান করিবেন। যে ব্যক্তি স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে চলিতে থাকে, রাজা তাহাকে শতবর্ষ পর্য্যন্ত দণ্ডদান করিবেন। বিদেশবর্ত্তী তাহার ধনাদিও নষ্ট করিবেন। এই সমস্ত পাপে ধন দণ্ড (জরিমানা) করিবেন।২১১-১৪

ভূপতি পিতার ন্যায় প্রজাগণকে এবং ভৃত্যগণকে পালন করিবেন। প্রজাদের রক্ষার জন্য রাজা বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিবেন। স্বরাজ্য-রক্ষার জন্য যুদ্ধে যদি রাজার মৃত্যুও হয়, তাহাও মঙ্গলজনক। যুদ্ধভূমিতে মৃত্যু হইলে রাজার স্বর্গলাভ হয়, আর জয়লাভ করিলে থিবী ভোগ করেন।২১৫-১৬

রাজা যশঃ ও কীর্ত্তিবৃদ্ধির জন্য ধর্ম্মযুদ্ধ করিবেন। রাজমুকুটত্যক্ত কবচাদিভূষণরহিত, অস্ত্রশূন্য, পলায়ন-পরায়ণ বা বন্দীভূত রাজাকে হত্যা করিবেন না। যুদ্ধদর্শনকারী লোকদিগকেও হত্যা করিবেন না। যে রাজা সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরাজিত স্বসৈন্যদের লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাঁহাকেও হত্যা করিবেন না।২১৭-১৮

পদে পদে সমগ্রস্য যজ্ঞস্য ফলমশ্নুতে।
নাতঃপরতরো ধর্মো নৃপাণাং বলশালিনাম্ ॥২১৯
যুদ্ধলব্ধা মহীশস্য দীয়তে নৃপসত্তমৈঃ।
জিত্বা শত্রুমহীং লব্ধ্বা লব্ধাং যত্নেন পালয়েৎ ॥২২০
পালিতাং বর্ধয়েন্নিত্যং বৃদ্ধাং পাত্রে বিনিক্ষিপেৎ।
পাত্রমিত্যুচ্যতে বিপ্রস্তপোবিদ্যাসমন্বিতঃ ॥২২১
ন বিদ্যয়া কেবলয়া তপসা বাঽপি পাত্রতা।
শ্রুতমধ্যয়নং শীলং তপ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥২২২
ঈশ্বরস্যাত্মনশ্চাপি জ্ঞানং বিদ্যেতি চোচ্যতে।
তথাবিধেষু পাত্রেষু দত্ত্বা ভূমিং ধনং নৃপঃ ॥২২৩
শাসনং কারয়েৎ সম্যক্ স্বহস্তলিখিতাদিভিঃ।
উপজীব্যোপসর্পেচ্চ রম্যে দেশে নৃপোত্তমঃ ॥২২৪
দুর্গাণি তত্র কুর্বীত জনকস্যাত্মগুপ্তয়ে।
তত্রকর্মসু নিষ্ণাতান্ কুশলান্ ধর্মনিষ্ঠিতান্ ॥২২৫

এইরূপ ধর্ম্মযুদ্ধে রাজা পদে পদে সমগ্র অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকেন। শক্তিমান্ রাজাদের ইহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই।২১৯

শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রাজারা যুদ্ধলব্ধ নরপতির দ্রব্যাদি দান করিবেন। শত্রুজয় করিয়া লব্ধ পৃথিবী রাজা যথাশাস্ত্র পালন করিবেন।২২০

পৃথিবী রক্ষা করিতে করিতে ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি করিবেন। বর্দ্ধিত ধনাদি সৎপাত্রে দান করিবেন। তপস্যা ও বিদ্যাযুক্ত ব্রাহ্মণই সৎপাত্র বলিয়া অভিহিত। কেবল বিদ্যা বা কেবল তপস্যা দ্বারা সৎপাত্রনির্ণয় হইবে না। শাস্ত্রজ্ঞান, বেদাদি অধ্যয়ন ও সৎচরিত্রতার সমবায়কেই পণ্ডিতগণ তপস্যা বলিয়া থাকেন।২২১-২২

ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ও আত্মসম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞানকেই বিদ্যা বলা হইয়া থাকে। তাদৃশ বিদ্যা ও তপস্যাসমন্বিত সৎ-পাত্রকে ভূমি ও ধন দান করিয়া রাজা স্বহস্তলিখিত শাসনাদি দ্বারা পৃথিবী শাসন করিবেন। রাজশ্রেষ্ঠগণ আশ্রিতগণকে সুরম্যস্থানে বসবাস করাইবেন। তাহাদের পিতৃপুরুষের ও নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া দিবেন এবং রাজা সেই দুর্গ রক্ষার জন্য

সত্য-শৌচযুতান্ শুদ্ধানধ্যক্ষান্ স্থাপয়েন্নৃপঃ।
অশীতিভাগো বৃদ্ধিঃ স্যান্মাসি মাসি সবন্ধকে ॥২২৬
অবন্ধকে স্যাদ্ দ্বিগুণং যথা তৎকালমাত্রকম্।
লেখয়েত্তদৃণং সম্যক্ সমা-মাসাদিকল্পনৈঃ ॥২২৭
দেয়ং সবৃদ্ধ্যা ধনিনে পুরুষৈস্ত্রিভিরেব তৎ।
নির্ধনস্তু শনৈর্দদ্যাদ্ যথাকালং যথোদয়ম্ ॥২২৮
ঔদ্ধত্যাদ্ বা বলাদ্ বা তু ন দদ্যাদ্ধনিনে ঋণম্।
দণ্ডয়িত্বৈব তং রাজা ধনিনে দাপয়েদৃণম্ ॥২২৯
ছিন্নে দগ্ধেঽথবা পত্রে সাক্ষিভিঃ পরিকল্পয়েৎ।
বস্ত্র-ধান্য-হিরণ্যানাং চতু-স্ত্রি-দ্বিগুণাদিভিঃ ॥২৩০
ন সন্তি সাক্ষিণস্তত্র দেশ-কালান্তরাদিভিঃ।
শোধয়িত্বা তু দিব্যেন দাপয়েদ্ধনিনে ঋণম্ ॥২৩১
মধ্যস্থস্থাপিতং দ্রব্যং বর্ধতে ন ততঃ পরম্।
কৃতে প্রতিগ্রহে চাধৌ পূর্বো বৈ বলবত্তরঃ ॥২৩২

অবধির্দ্বিবিধং প্রোক্তং ভোগ্যং গোপ্যং তথৈব চ।
ক্ষেত্রারামাদিকং ভোগ্যং গোপ্যং দ্রব্যমুপস্করম্ ॥২৩৩
গোপ্যাধিভোগ্যে নো বৃদ্ধিঃ সোপস্কারে তথাপি তে।
নষ্টং দেয়ং বিনষ্টঞ্চ দ্রব্যং রাজকৃতাদৃতে ॥২৩৪
উপস্থিতস্য ভোক্তব্যমাধিস্তেনোঽন্যথা ভবেৎ।
প্রয়োজনে সতি ধনং কুলান্যস্যাধিমাপ্নুয়াৎ ॥২৩৫
তৎকালকৃতমূল্যো বা তত্র তিষ্ঠেদবৃদ্ধিকম্।
বিনা ধারণকাদ্ বাপি বিক্রীণীতমসাক্ষিকম্ ॥২৩৬
তং বনস্থমনাখ্যায় ধান্যমস্য ন দীয়তে।
তদা যদধিকং দ্রবং প্রতিদেয়ং তথৈব চ ॥২৩৭
ন দাপ্যোঽপহৃতং ত্যক্তরাজদৈবিক-তস্করৈঃ।
ন প্রদদ্যাত্তু তন্মোহাৎ স দণ্ড্যশ্চোরবত্তদা ॥২৩৮
দদীত স্বেচ্ছয়া দণ্ডং দাপয়েদ্ বাপি সোদরম্।
যচিতান্বাহিতন্যায়ান্নিক্ষেপাদিষ্বয়ং বিধিঃ ॥২৩৯

কর্ম্মনিপুণ, অভিজ্ঞ, ধর্ম্মে পরিনিশ্চিতবুদ্ধি, সত্য-শৌচযুক্ত, ও পবিত্র অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। বন্ধক দিয়া টাকা ঋণ করিলে প্রতিমাসে অশীতিভাগ সুদ হইবে। বন্ধক না দিয়া ধার করিলে দ্বিগুণ সুদ হইবে। ঋণগ্রহণেরকালের পরিমাণ অনুসারেই সুদ দিতে হইবে। বৎসর মাসাদি কাল নিরূপণ করিয়া দলিল করিবে। সুদসহ ঋণের টাকা তিনপুরুষেও উত্তমর্ণকে (ধনিকে) দিবে। দরিদ্র অধমর্ণ ধীরে ধীরে যথাসময়ে নিজের ধনাগমকে অপেক্ষা করিয়া ঋণশোধ করিবে।২২৩-২৮

যদি ঋণগ্রাহী ঔদ্ধত্যবশত কিংবা বলপূর্ব্বক উত্তমর্ণের ঋণশোধ না করে, তবে রাজা তাহাকে দণ্ডিত করিয়া ধনিক উত্তমর্ণের ঋণ শোধ করাইয়া দিবেন।২২৯

দলিল ছিন্ন হইলে কিংবা দগ্ধ হইয়া গেলে সাক্ষি-ব্যবস্থা করিবেন। বস্ত্র, ধান্য ও স্বর্ণের চারিগুণ, তিনগুণ বা দ্বিগুণ (দণ্ডস্বরূপ) দিতে হইবে।২৩০

যদি তাদৃশ সাক্ষীও না পাওয়া যায়, তবে দেশ, কাল ও অন্যান্য বিষয়নির্ণয়দ্বারা দিব্য শপথক্রমে অধমর্ণ দ্বারা উত্তমর্ণ ধনিকের ঋণ পরিশোধ করাইবে।২৩১

মধ্যস্থ রাখিয়া দ্রব্যাদি দিলে তাহার সুদ হইবে না। তথাপি তারপর সুদ গ্রহণ করিলে পূর্ববাক্যই বলবান্ থাকিবে। অবধি (বন্ধক) দ্বিবিধ—ভোগ্য ও গোপ্য। ভূমি, উপবন, উদ্যান প্রভৃতিকে ভোগ্য বলা হয়। কোনও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদিকে গোপ্য বলা হয়।২৩২-৩৩

গোপ্য বা ভোগ্য বন্ধকস্থলে সুদ হইবে না। ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদিস্থলেও তাদৃশ ব্যবস্থা। রাজকৃত ব্যতীত বন্ধকীভূত দ্রব্য সম্পূর্ণ নস্ট হইলে বা কিয়দংশও নষ্ট হইলে তাহা সমস্তই ফেরৎ দিতে হইবে। যাহা বর্ত্তমান থাকে তাহাই ভোগ করিবে। ইহার বিপরীতে বন্ধকাভূত দ্রব্যের অপহরণকারী চোর বলিয়া গণ্য হইবে। প্রয়োজন হইলে অন্যের নিকট বন্ধকী দ্রব্য ও ধন পাইবে।২৩৪-৩৫

তৎসময়োপযোগি মূল্য দিবে, কিন্তু সুদ পাইবে না। ধারণক ব্যতীত সাক্ষি না রাখিয়া বিক্রয় করিতে পারে।২৩৬

বনস্থিত ব্যক্তিকে না বলিয়া তাহার ধান্য নিলে তাহা দিতে হইবে না। কিন্তু বেশী দ্রব্য নিলে তাহা ফেরৎ দিতে হইবে। গচ্ছিত বা ন্যস্ত দ্রব্য রাজা কর্ত্তৃক, দৈবকর্ত্তৃক বা চৌরকর্ত্তৃক অপহৃত বা নষ্ট হইলে তাহা দিতে হইবে

সুরা-কাম-দ্যূতকৃতং বৃথাদানং তথৈব চ।
দণ্ড-শুল্কাবশিষ্টঞ্চ পুত্রো দদ্যান্ন পৈতৃকম্ ॥২৪০
পিতরি প্রোষিতে প্রেতে ব্যসনাভিপ্লুতেঽপি বা।
পুত্র-পৌত্রৈর্ঋণং দেয়ং নিহ্নুতে সাক্ষিচোদিতম্॥২৪১
রিক্থগ্রাহী ঋণং দদ্যাদ্ যোষিদ্‌গ্রাহস্তথৈব চ।
পুত্রো ন স্বাশ্রিতদ্রব্যঃ পুত্রহীনস্ত রিক্থিনঃ ॥২৪২
প্রাতিভাব্যমৃণং সাক্ষ্যং দেয়ং তস্মৈ যথোচিতম্।
দীয়তে স্যাৎ প্রতিভুবা ধনিনে তু ঋণং যথা ॥২৪৩
দ্বিগুণং তৎ প্রদাতব্যং দণ্ডং রাজ্ঞে চ তৎ সমম্।
পুত্রাদিভির্ন দাতব্যং প্রাতিভাব্যমৃণং স্ত্রিয়াম্ ॥২৪৪
প্রতিপন্নং স্ত্রিয়া দেয়ং পত্যা চৈব হি যৎ কৃতম্।
স্বয়ং কৃতং তু যদৃণং নান্যস্ত্রী দাতুমর্হতি ॥২৪৫

পিতুঃ স্বকং ধনং পুত্রা বিভজেয়ুঃ সুনির্ণীতম্।
মাতৃকঞ্চেদ্ দুহিতরস্তদভাবে তু তৎসুতঃ ॥২৪৬
ভগিন্যশ্চ প্রমুদিতাঃ পৈতৃকাদাহরেদ্ধনাৎ।
ন স্ত্রীধনং তু দায়াদা বিভজেয়ুরনাপদি ॥২৪৭
পিতৃ-মাতৃ-সুতা-ভ্রাতৃ-পত্যপত্যাদ্যুপাগতম্।
আধিবেতনিকাদ্যঞ্চ স্ত্রীধনং পরিকীর্তিতম্ ॥২৪৮
অপুত্রযোষিতশ্চৈব ভর্তব্যাঃ সাধুবৃত্তয়ঃ।
নির্বাস্যা ব্যভিচারিণ্যঃ প্রতিকূলাস্তথৈব চ ॥২৪৯
নৈব ভাগং বনস্থানং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্।
পাষণ্ড-পতিতানাঞ্চ ন চাবৈদিককর্মণাম্ ॥২৫০
বিভক্তেষ্বনুজো জাতঃ সবর্ণো যদি ভাগভাক্।
অবিভক্তপিতৃকাণাং পিতৃব্যাদ্ ভাগকল্পনা ॥২৫১

না। কিন্তু যদি অসদভিপ্রায়ে তদ্‌দ্রব্য ফিরাইয়া না দেয়, তবে রাজা তাহাকে চৌরবৎ দণ্ডদান করিবেন। নিজের ইচ্ছানুসারে দণ্ডদান করিবেন কিংবা সোদরাদি দ্বারা দণ্ডদান করাইবেন। বন্ধকীভূত দ্রব্যের ন্যায় গচ্ছিত দ্রব্যেরও ইহাই নিয়ম ।২৩৭-৩৯

মদ্য, কাম, দ্যূতক্রীড়া, বৃথাদান বা জরিমানাদির জন্য পিতৃকৃত ঋণ পুত্র দিবে না, পিতা (উল্লিখিত কর্ম ছাড়া সংসারপ্রতিপালনাদির জন্য) ঋণ করিয়া প্রবাসী হইলে অথবা মৃত হইলে কিংবা কোনও বিপদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে পুত্র-পৌত্রাদি সেই ঋণ শোধ করিবে। ঋণের কথা গোপন করিলে সাক্ষী দ্বারা উহা নির্ণীত হইবে। ২৪০-৪১

ধনগ্রাহী ব্যক্তিই ঋণশোধ করিবে। স্ত্রীকে যে গ্রহণ করিবে, স্ত্রীকৃত ঋণ সেই শোধ করিবে। দ্রব্যাশ্রয়ী পুত্রাদি সে ঋণের জন্য দায়ী নহে। পুত্র না থাকিলে ঐ ধন ও সম্পদের ভোক্তাই সে ঋণের জন্য দায়ী থাকিবে ।২৪২

জামিন রাখিয়া যে ঋণ করা যায়, সেই সাক্ষিস্বরূপ জামিনদারই সেই ঋণ পরিশোধ করিবে—ঋণগ্রাহী না দিলেই এই ব্যবস্থা। ঋণগ্রাহীকে (অবশ্য) ঋণশোধের জন্য দায়ী হইতে হইবে ।২৪৩

স্ত্রীবিষয়ে জামিন রাখিয়া যে ঋণ করা যায়, তাহা না দেওয়া হইলে তাঁহার দণ্ডস্বরূপ দ্বিগুণ বা তত্তুল্য ধন রাজাকে দিতে হইবে ; পুত্রাদি ঐ ঋণের জন্য দায়ী নহে, পুত্রাদিকে তাহা দিতে হইবে না ।২৪৪

স্ত্রীকর্তৃক স্বীকৃত ঋণ কিংবা পতিকৃত ঋণ কিংবা স্বয়ংকৃত যে ঋণ, তাহা অন্য স্ত্রীকে দিতে হইবে না। পুত্রগণ সুনির্ণীত পিতৃধন বিভাগ করিবে। মাতৃধন তৎ-কন্যাগণ বিভাগ করিয়া লইবে। কন্যা না থাকিলে পুত্রগণ বিভাগ করিবে ।২৪৫-২৪৬

পিতার ধন পুত্রের ন্যায় কন্যাগণও আনন্দিতমনে বিভাগ করিয়া গ্রহণ করিবে। অত্যন্ত বিপৎকালব্যতীত স্ত্রীধন জ্ঞাতিগণ বিভাগ করিবেন না ।২৪৭

পিতা, মাতা, কন্যা, ভ্রাতা, পতি বা পুত্রগণের নিকট হইতে যৌতুকাদিরূপে প্রাপ্ত কিংবা বেতন-স্বরূপ লব্ধ যে ধনাদি স্ত্রী লাভ করেন, তাহা স্ত্রীধন বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। পুত্রহীনা সচ্চরিত্রা স্ত্রীগণকে অবশ্যই ভরণপোষণ করিবে। ব্যভিচারিণী ও প্রতিকূলাচারিণী স্ত্রীগণকে নির্বাসন দিবে ।২৪৮-৪৯

বাণপ্রস্থী, সন্ন্যাসী কিংবা ব্রহ্মচারী, পাষণ্ড, দুর্বৃত্ত, পতিত ও বেদাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মকারী ব্যক্তিগণ পিতার ধনের ভাগ (অংশ) পাইবে না ।২৫০

দ্বৈমাতৃণাং মাতৃতশ্চ কল্পয়েদ্ বা সমোঽপি বা।
বিভক্তস্যাস্য পুত্রস্য পত্নী দুহিতরস্তথা ॥২৫২
পিতরৌ ভ্রাতরশ্চৈব তৎসুতাশ্চ সপিণ্ডিনঃ।
সম্বন্ধি-বান্ধবাশ্চৈব ক্রমাদ্ বৈ রিকৃথভাগিনঃ ॥২৫৩
সীম্নোঽপবাদে ক্ষেত্রেষু সামন্তাঃ স্থবিরাদয়ঃ।
গোপাঃ সীমাকৃষাণাঞ্চ সর্বে ভবনগোচরাঃ ॥২৫৪
নয়েয়ুরেতে সীমানং স্থূণাঙ্গার-তুষ-দ্রুমৈঃ।
ন তু বল্মীক-নিম্নাস্থি-চৈত্যাদ্যৈরুপশোভিতাঃ ॥২৫৫
ঔরসো দত্তকশ্চৈব ক্রীতঃ কৃত্রিম এব চ।
ক্ষেত্রজঃ কানিকশ্চৈব দৌহিত্রঃ সপ্তমঃ স্মৃতঃ ॥২৫৬
পিণ্ডদশ্চ পরশ্চৈষাং পূর্বাভাবে পরঃ পরঃ।
পুত্রঃ পৌত্রশ্চ তৎপুত্রঃ পুত্রিকাপুত্র এব চ ॥২৫৭
পুত্রী চ ভ্রাতরশ্চৈব পিণ্ডদাঃ স্যুর্যথাক্রমাৎ।
এবং ধর্মেণ নৃপতিঃ শাসয়েৎ সর্বদা প্রজাঃ ॥২৫৮
যদুক্তং মনুনা ধর্মং ব্যবহারপদং প্রতি।
বিলোক্য তঞ্চ বিদ্বদ্ভির্বীতরাগৈর্বিমৎসরৈঃ ॥২৫৯
বিমৃশ্য ধর্মবিদ্ভিশ্চ বিমলৈঃ পাপভীরুভিঃ।
ধর্মেণৈব সদা রাজা শাসয়েৎ পৃথিবীং স্বকাম্ ॥২৬০
বিপরীতাং দণ্ডয়েদ্ বৈ যাবদ্দর্পোপনাশনম্।
সভ্যা অপি চ দণ্ড্যা বৈ শাস্ত্রমার্গবিরোধিনঃ ॥২৬১
রাজধর্মোঽয়মিত্যেবং প্রসঙ্গাৎ কথিতো ময়া।
কাত্যায়নেন মনুনা যাজ্ঞবল্ক্যেন ধীমতা ॥২৬২
নারদেন চ সম্প্রোক্তং বিস্তরাদিদমেব হি।
তস্মান্ময়া বিস্তরেণ নোক্তমত্র নৃপোত্তম ॥২৬৩

ধনভাগের পর যদি সবর্ণজাত অনুজ জন্মে, তাহা হইলে সেও ধনের অংশ পাইবে। পিতা প্রভৃতি অবিভক্ত থাকিলে পিতৃব্যের নিকট হইতে ধনের ভাগ হইবে।২৫১

দুই মায়ের সন্তান হইলে মাতা হইতে ভাগ হইবে অথবা তুল্যাংশ হইবে। পুত্রের ধনসম্পত্তি বিভক্ত হইলে যথাক্রমে পত্নী, দুহিতাগণ, পিতা, মাতা, ভ্রাতাগণ, ভ্রাতুষ্পুত্র ও সপিণ্ডগণ, এমন কি সম্বন্ধি-বান্ধবেরা পর্য্যন্ত পূর্ব-পূর্বাভাবে যথাক্রমে ঐ ধনের ভাগী হইবে।২৫২-৫৩

জমির সীমা নিয়া বিবাদ হইলে রাজকর্ম্মচারী ও নিরপেক্ষ বৃদ্ধগণ, গোপালক কিংবা সীমাস্থানবর্ত্তী কৃষকেরা ও সীমার নিকটে যাহাদের বাড়ী আছে—তাহারা সকলে মিলিত হইয়া সীমা নির্দ্ধারণ করত স্তম্ভ, অঙ্গার, তুষ দ্বারা বা বৃক্ষাদি-রোপণ দ্বারা সীমা নির্ধারণ করিবে। কিন্তু বল্মীক, নিম্নাস্থি ও চৈত্যবৃক্ষের দ্বারা সীমা রক্ষা করিবে না।২৫৪-৫৫

ঔরসপুত্র, দত্তকপুত্র, ক্রীতপুত্র, কৃত্রিম (পালিত)-পুত্র, ক্ষেত্রজপুত্র, কানীনপুত্র (কন্যার অবিবাহিত পুত্র) ও দৌহিত্র ইহারা মৃতের সম্পত্তির অধিকারী। অন্যে যদি অন্নদ্বারা প্রতিপালিত হয়, সেও ধনাংশভাগী হইবে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে পূর্ব পূর্ব অধিকারীর অভাব হইলেই ঐ ধন পর পর অধিকারীর প্রাপ্য হইবে। পুত্র, পৌত্র, পৌত্রের পুত্র, পুত্রিকাপুত্র, কন্যা ও ভ্রাতাগণ ইহারাই যথাক্রমে পিণ্ডদানের অধিকারী। রাজা এইরূপে ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণকে শাসন করিবেন।২৫৬-৫৮

মহর্ষি মনু রাজধর্ম্মবিচারাদি বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, ক্রোধ ও অসূয়া ত্যাগ করত পাপভীরু বিমলচিত্ত ধর্ম্মজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ তাহা চিন্তা করিয়া সেই ধর্ম্মানুসারেই রাজাকে পৃথিবীশাসনে নিযুক্ত করিবেন। ২৫৯-৬০

অহঙ্কার বিনষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত বিপরীত পথগামীকে দণ্ডদান করিবেন। শাস্ত্রীয় পথের বিরোধী সভ্যগণও দণ্ডনীয় হইবেন।২৬১

প্রসঙ্গক্রমে রাজধর্ম্ম বলিলাম। ইহা পূর্ব্বে মহর্ষি কাত্যায়ন, মহর্ষি মনু, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ও দেবর্ষি নারদ

পরং ভাগবতং ধর্মং বিস্তরেণ ব্রবীমি তে।
বিষ্ণোরভ্যর্চ্চনং যত্তু নিত্যং নৈমিত্তিকং নৃপ ॥২৬৪
যদাহ ভগবান্ ধাতুস্তেন স্বায়ম্ভুবস্য চ।
নারদস্য চ মে সম্যক্ তদদ্য কথয়ামি তে ॥২৬৫

* * *

ইতি বৃদ্ধহারীতস্মৃতৌ বিশিষ্টধর্মশাস্ত্রে প্রাপ্তকাল-ভগবৎসমারাধনবিধির্নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

সম্যগ্‌রূপে বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন। সুতরাং এখানে আমি আর বিস্তৃত করিলাম না।২৬২-৬৩

হে রাজন্! শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা, নিত্য-নৈমিত্তিকাদি পূজা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভাগবতধর্ম্মই আমি বিস্তৃতরূপে বলিতেছি। ভগবান্ ব্রহ্মা ও ব্রহ্মপুত্র নারদ যাহা সম্যগ্‌রূপে সবিস্তারে বলিয়াছেন, তাহাই অদ্য আমি তোমাকে বলিতেছি।২৬৪-৬৫

বৃদ্ধহারীতস্মৃতিনামক বিশিষ্টধর্ম্মশাস্ত্রে যথাসময়ে শ্রীভগবানের আরাধনাবিধিনামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

অথ ভগবতোনিত্য-নৈমিত্তিকসমারাধনবিধিঃ

অম্বরীষ উবাচ।

ভগবন্। ব্রহ্মণা যৎ তু সম্প্রোক্তং স্বাম্মনোঃ পুরা।
তৎসর্বং পরমং ধর্মং বক্তুমর্হসি মেঽনঘ ॥১

হারীত উবাচ।

স্বর্গাদৌ লোককর্তাঽসৌ ভগবান্ পদ্মসম্ভবঃ।
মন্বাদিপ্রমুখান্ বিপ্রান্ সসৃজে ধর্মগুপ্তয়ে ॥২
মনুর্ভৃগুর্বশিষ্ঠশ্চ মরীচির্দক্ষ এব চ।
অঙ্গিরাঃ পুলহশ্চৈব পুলস্ত্যোঽত্রির্মহাতপাঃ ॥৩
বেদান্তপারগাস্তে চ তং প্রণম্য জগদ্গুরুম্।
ভগবন্! পরমং ধমং ভববন্ধাপনুত্তয়ে ॥৪
বদ সর্বমশেষেণ শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্।
ইত্যুক্তঃ স দ্বিজৈঃ সোঽপি ব্রহ্মা নত্বা জনার্দনম্ ॥৫
বেদান্তগোচরং ধর্মং তেষাং বক্তুং প্রচক্রমে।
সর্বেষামেব লোকানাং স্রষ্টা ধাতা জনার্দনঃ ॥৬

পঞ্চম অধ্যায়

অতঃপর শ্রীভগবানের নিত্য ও নৈমিত্তিক সমারাধনবিধি কথিত হইতেছে

রাজর্ষি অম্বরীষ বলিতেছেন—হে ভগবন্! মহর্ষি মনুর পূর্বে ভগবান্ ব্রহ্মা যে সমস্ত ধর্ম্মবিধি বলিয়াছিলেন, আপনি সেই সমস্ত পরমধর্ম্মবিধি আমাকে বলুন।১

হারীত বলিলেন—কমলোদ্ভব ভগবান্ ব্রহ্মা জগৎসৃষ্টির প্রথমে ধর্ম্মরক্ষার জন্য মনু প্রভৃতি বিপ্রদিগকে সৃষ্টি করেন। মনু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, মরীচি, দক্ষ, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি প্রভৃতি মহাতপস্বী মহর্ষিগণ বেদান্তশাস্ত্রের পারগামী। সেই মহাতপা ব্রাহ্মণগণ জগৎগুরু ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, হে ভগবন্! আমরা সংসারবন্ধন-চ্ছেদনজন্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। এই কথা বলিলে ভগবান্ ব্রহ্মা জনার্দ্দনকে প্রণাম করিয়া বেদান্তবেদ্য ধর্ম্মশাস্ত্র তাঁহাদিগকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। কারণ, সেই জনার্দ্দনই সমস্ত জগতের স্রষ্টা ও বিধাতা।২-৬

সর্ববেদান্ততত্ত্বার্থ-সর্বযজ্ঞময়ঃ প্রভুঃ।
যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিত্যত্র প্রত্যক্ষং শ্রূয়তে শ্রুতিঃ ॥৭
ইজ্যতে যৎ সমুদ্দিশ্য পরমো ধর্ম উচ্যতে।
ভগবন্তমনুদ্দিশ্য হূয়তে যত্র কুত্র বৈ ॥৮
তত্র হিংসাফলং পাপং ভবেদত্র বিগর্হিতম্।
তস্মাৎ সর্বস্য যজ্ঞস্য ভোক্তারং পুরুষং হরিম্ ॥৯
ধ্যাত্বৈব জুহুয়াত্তস্মৈ হব্যং দীপ্তে হুতাশনে।
মুখমগ্নির্ভগবতো বিষ্ণোঃ সর্বগতস্য বৈ ॥১০
তস্মিন্নেব যজন্নিত্যমুত্তমং মুনিসত্তমাঃ।
যজেদ্ বিপ্রমুখে শক্ত্যা জলং মন্ত্রং ফলাদিকম্ ॥১১
প্রীতয়ে বাসুদেবস্য সর্বভূতনিবাসিনঃ।
তমেব চার্চয়েন্নিত্যং নমস্কুর্য্যাত্তমেব হি ॥১২
ধ্যাত্বা জপেত্তমেবেশং তমেব ধ্যাপয়েদ্‌হৃদি।
তন্নামৈব প্রগাতব্যং বাচা বক্তব্যমেব চ ॥১৩

বিষ্ণু, সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্য্যার্থ-তত্ত্বজ্ঞ ও প্রভু, সর্বযজ্ঞময় শ্রুতি প্রত্যক্ষতঃ বলেন—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" অর্থাৎ যজ্ঞই বিষ্ণুস্বরূপ।৭

যাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া যজ্ঞ করা হয়, তিনিই পরম ধর্ম্মস্বরূপ। শ্রীভগবান্ বিষ্ণুকে উদ্দেশ্য করিয়াই সর্বত্র হোম করা হয়।৮

তথায় হিংসা-ফল পাপ অত্যন্ত গর্হিত অর্থাৎ নিন্দিত। অতত্রব সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা পরমপুরুষ শ্রীহরি।৯

তাঁহাকে ধ্যান করিয়াই প্রজ্বলিত অগ্নিতে হোম করিবে। অগ্নিই সর্বগত বিষ্ণুর মুখস্বরূপ। প্রত্যহ তাঁহাকেই পূজাদি উপাসনা করিবে। হে মুনি-শ্রেষ্ঠগণ! তাহাই শ্রেষ্ঠ। জল, অন্ন, ফল প্রভৃতি যথাশক্তি ব্রাহ্মণমুখেই সর্বভূতনিবাসী বাসুদেবের প্রীতির জন্য দান করিবে। সেই বাসুদেবকেই পূজা করিবে এবং তাঁহাকেই নমস্কার করিবে।১০-১১

তাঁহাকে ধ্যান করিয়া তাঁহাকেই অর্থাৎ তাঁহার নামই জপ করিবে। সেই পরমেশ্বরকে হৃদয়ে ধ্যান করিবে। সদা তাঁহারই নাম গান করিবে। বাক্যের দ্বারা তাঁহার কথাই সদা বলিবে।১২-১৩

ব্রতোপবাসনিয়মান্ তমুদ্দিশ্যৈব কারয়েৎ।
তৎসমর্পিতভোগঃ স্যাদন্নপানাদিভক্ষণৈঃ ॥১৪
মতিঃ স্বার্থঃ সদারেষু নেতরত্র কদাচন।
ন হিংস্যাৎ সর্বভূতানি যজ্ঞেষু বিধিনা বিনা ॥১৫
সোঽহং দাসো ভগবতো মম স্বামী জনার্দনঃ।
এবং বৃত্তির্ভবেদস্মিন্ স্বধর্মঃ পরমো মতঃ ॥১৬
এষ নিষ্কণ্টকঃ পন্থাস্তস্য বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
অন্যস্তু কুপথং জ্ঞেয়ং নিরয়প্রাপ্তিহেতুকম্ ॥১৭
ভগবন্তমনুদ্দিশ্য যঃ কর্ম কুরুতে নরঃ।
সপাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ সর্বলোকেষু গর্হিতঃ ॥১৮
যো হি বিষ্ণুং পরিত্যজ্য সর্বলোকেশ্বরং হরিম্।
ইতরানর্চতে মোহাৎ স লোকায়তিকঃ স্মৃতঃ ॥১৯
উক্তধর্মং পরিত্যজ্য যো হ্যধর্মে চ বর্ততে।
পতিতঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সর্বধর্মবহিষ্কৃতঃ ॥২০

সমস্ত উপবাস, ব্রত-নিয়মাদি তাঁহার উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠান করিবে। অন্ন ও পানীয় প্রভৃতি সমস্ত ভক্ষ্যদ্রব্য তাঁহাকেই সমর্পণ করিয়া পরে ভোগ করিবে।১৪

নিজের স্ত্রীতেই সর্বদা অনুরক্ত থাকিবে। কখনও পরদারাদি অন্যত্র আসক্ত হইবে না বা বুদ্ধি করিবে না। বিধি ব্যতীত অবৈধভাবে যজ্ঞাদিতেও হিংসা করিবে না।১৫

আমি শ্রীভগবানের দাস, আমার প্রভুই জনার্দন—এইরূপে শ্রীভগবানে মনোবৃত্তি নিশ্চয় করিবে, তাহাই পরম ধর্ম্ম।১৬

পরমপদস্বরূপ শ্রীবিষ্ণুই ভবপারের নিষ্কণ্টক গন্তব্য পথ। অন্য সমস্তই নরকের হেতুস্বরূপ কুপথ জানিবে।১৭

শ্রীভগবান্ বিষ্ণুকে উদ্দেশ্য না করিয়া মনুষ্য যে সমস্ত কর্ম্মের আচরণ করে, তাহা সমস্তই পাষণ্ড কর্ম্ম. সমস্ত লোকেই তাহা নিন্দনীয়।১৮

যে ব্যক্তি সর্বলোকেশ্বর শ্রীহরি বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া মোহবশতঃ অন্য দেবতাকে অর্চ্চনা করে, তাহাকে নাস্তিক বৌদ্ধ বলিয়া জানিবে।১৯

যঃ কর্ম কুরুতে বিপ্রো বিনা বিষ্ণ্বর্চনং ক্বচিৎ।
ব্রাহ্মণ্যাদ্ ভ্রশ্যতে সদ্যশ্চণ্ডালত্বং স গচ্ছতি ॥২১

ব্রাহ্মণো বৈষ্ণবো বিপ্রো গুরুরগ্র্যশ্চ বেদবিৎ।
পর্য্যায়েণ চ বিদ্যেত নামানি ক্ষ্মাসুরস্য হি ॥২২

তস্মাদবৈষ্ণবত্বেন বিপ্রত্বাদ্ ভ্রশ্যতে হি সঃ।
অর্চয়িত্বাঽপি গোবিন্দমিতরানর্চয়েৎ পৃথক্ ॥২৩

অবৈষ্ণবত্বং তস্যাপি মিশ্রভক্ত্যা ভবেদ্ ধ্রুবম্।
ভোক্তারং সর্বযজ্ঞানাং সর্বলোকেশ্বরং হরিম্ ॥২৪

জ্ঞাত্বা তৎপ্রীতয়ে সর্বান্ জুহুয়াৎ সততং হরিম্।
দানং তপশ্চ যজ্ঞশ্চ ত্রিবিধং কর্মকীর্তিতম্ ॥২৫

তৎসর্বং ভগবৎপ্রীত্যৈ কুর্বীত সুসমাহিতঃ।
তস্মাত্তু বৈষ্ণবা বিপ্রাঃ পূজনীয়া যথা হরিঃ ॥২৬

যে তু বৈ হেতুকং বাক্যমাশ্রিত্যৈব স্ববাগ্বলাৎ।
বৈষ্ণবং প্রতিষিধ্যন্তি তে লোকায়তিকাঃ স্মৃতাঃ ॥২৭

যে যত্তু বৈষ্ণবং লিঙ্গং ধৃত্বা চ তমসাবৃতঃ।
ত্যজেচ্ছেদ্ বৈষ্ণবং ধর্মং সোঽপি পাষণ্ডতাং ব্রজেৎ ॥২৮

তস্মাত্তু বৈষ্ণবো ভূত্বা বৈদিকীং বৃত্তিমাশ্রিতঃ।
কুর্বীত ভগবৎপ্রীত্যৈ কুর্য্যাদ্ যজ্ঞাদিকর্মবৎ ॥২৯

তদ্বিশিষ্টমিতিপ্রোক্তং সামান্যমিতরং স্মৃতম্।
ফলহীনা ভবেৎ সা তু সামান্যা বৈদিকী ক্রিয়া ॥৩০

তোয়বর্জিতবাপীব নিরর্থো ভবতি ধ্রুবম্।
নৈসর্গিকস্তু জীবানাং দাস্যং বিষ্ণোঃ সনাতনম্ ॥৩১

তদ্বিনা বর্ত্ততে মোহাদাত্মচারঃ সনাতনাৎ।
তস্মাত্তু ভগবদ্দাস্যমাত্মনাং শ্রুতিচোদিতম্ ॥৩২

দাস্যং বিনা কৃতং যত্তু তদেব কলুষং ভবেৎ।
বিশিষ্টং পরমং ধর্মং দাস্যং ভগবতো হরেঃ ॥৩৩

কথিত পরম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে পতিত জানিবে, সে সমস্ত ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত।২০

বিষ্ণুপূজা না করিয়া ব্রাহ্মণ যাহা কিছু করে, তাহার দ্বারাই সে ব্রহ্মণ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ গুরু, তিনিই বেদজ্ঞ, ভূদেব ব্রাহ্মণের নাম পর্য্যায়ক্রমে রহিয়াছে। (তাঁহারাই পৃথিবীর দেবতা)। অতএব বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণব না হওয়ার দোষেই সে ব্রাহ্মণত্ব হইতে বিচ্যুত হয়। শ্রীগোবিন্দের পূজা করিয়াও পৃথগ্‌ভাবে অন্য দেবতার পূজা করিবে।২১-২৩

অন্য দেবতার পূজা করিলেও মিশ্রভক্তিবশতঃ তাঁহার অবৈষ্ণবত্ব দোষ নিশ্চয়ই থাকিবে। সুতরাং সমস্তযজ্ঞের ভোক্তা সর্বলোকেশ্বর শ্রীহরিকে জানিয়া তাঁহার প্রীতির জন্য সর্বদাই শ্রীহরির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, দান তপস্যা এই ত্রিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।২৪-২৫

অতএব শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য অতি একাগ্রচিত্তে সমস্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ শ্রীহরিকে সর্বদা অর্চ্চনা করিবে।২৬

যাহারা তামসিক কারণ দর্শাইয়া নিজের বাক্‌শক্তির প্রাবল্যে বৈষ্ণবতার প্রতিষেধ করে, তাহাদিগকে নাস্তিক বৌদ্ধ বলিয়া জানিবে।২৭

যে ব্যক্তি বৈষ্ণবের চিহ্ন ধারণ করিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ করে, তাহাকে পাষণ্ড বলিয়া জানিবে। অতএব বৈষ্ণব হইয়া বেদবিহিত-ব্যবহারসম্পন্ন হওতঃ শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।২৮-২৯

উক্তরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাদৃশ কর্ম্মই বিশিষ্ট কর্ম্মরূপে গণ্য হইবে। অন্য কর্ম্মকে সামান্য বলিয়া জানিবে। সামান্যভাবে অনুষ্ঠিত বৈদিক কর্ম্মকে ফলশূন্য জানিবে। জলশূন্য দীর্ঘিকার ন্যায় সেই কর্ম্মানুষ্ঠাতা ব্যক্তি নিশ্চয়ই ফলহীন হইয়া থাকে। শ্রীবিষ্ণুর দাসত্বই জীবের নিত্য স্বভাবসিদ্ধ।৩০-৩১

সেই সনাতন বিষ্ণুর দাস্যবিনা অজ্ঞানবশতঃ যে স্বেচ্ছামত আচরণ করে, সে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী। অতএব শ্রীভগবানের দাস্যই শ্রুতিবিহিত, তাহাই আত্মহিতকর।৩২

শ্রীভগবানের দাস্যবিনা যাহা কিছু করা যায়,

ঋষয় ঊচুঃ।

কথং দাস্যং হি তদ্বৃত্তিঃ কথং নৈসর্গিকং নৃণাম্।
তৎসর্বং ব্রুহি যত্নেন লোকানুগ্রহকাম্যয়া ॥৩৪

ব্রহ্মোবাচ

সুদর্শনোর্ধ্ব পুণ্ড্রাদিধারণং দাস্যমুচ্যতে।
তদ্বিধির্বৈদিকী যা চ তদাজ্ঞা চোদিতা ক্রিয়া ॥৩৫
তত্রাপ্যারাধনত্বেন কৃতা পাপস্য নাশিনী।
নিরূপণত্বাদ্ দাসস্য ধার্য্যং চক্রং মহাত্মনে ॥৩৬
অঙ্গত্বাৎ সর্বধর্ম্মাণাং বৈষ্ণবত্বাচ্চ ধর্ম্মতঃ।
কর্ম কুর্য্যাদ্ভগবতস্তস্মৈ রাজ্ঞামনুস্মরন্ ॥৩৭
বিধিনৈব প্রতপ্তেন চক্রেণ বাঙ্কয়েদ্ ভুজে।
তথৈব বিভৃয়াদ্ভালে পুণ্ড্রং শুভ্রতরং মৃদা ॥৩৮
বিভৃয়াদুপবীতন্তু সব্যস্কন্ধে বিধানতঃ।
কণ্ঠে পদ্মাক্ষমালাঞ্চ কৌশেয়ং দক্ষিণে করে ॥৩৯

তৎসমস্তই পাপ। শ্রীভগবান্ হরির দাস্যই বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ঋষিগণ বলিলেন, জীব কিরূপে দাস্য এবং দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে? মানুষের তাহাই যে স্বভাবসিদ্ধ, ইহাই বা কিরূপে হয়? লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এতৎসমস্ত আপনি যথাযথ বলুন।৩৩-৩৪

ব্রহ্মা বলিলেন, চক্রচিহ্ন ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদিধারণই দাস্যের লক্ষণ। তাহার বিধি বেদানুমোদিত এবং তাঁহার আদেশপালনই তাহার ক্রিয়া—ইহা বেদনির্দ্দিষ্ট। তদ্বিষয়ে যে সব কার্য্য করা হয়, তাহাই তাঁহার আরাধনরূপে গণ্য এবং তাহা সকলপাপনাশক। বেদে দাস্যই নিরূপিত আছে বলিয়া সেই মহাত্মা পরমাত্মা বিষ্ণুর চক্রচিহ্নই সকলের ধারণীয়।৩৫-৩৬

সকল ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া এবং বৈষ্ণবগণের ধর্ম্ম বলিয়া শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর প্রীতির জন্য সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্মরণ করিবে।৩৭

বিধি অনুসারে প্রতপ্ত চক্রদ্বারা বাহু অঙ্কিত করিবে। সেইরূপ ললাটে শুভ্রপুণ্ড্র ধারণ করিবে। বিধান অনুসারে বামস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে এবং

উভে চিহ্নে বিনা বিপ্রো ন ভবেদ্ধি কথঞ্চন।
ন লভেৎ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং বৈদিকানাং বিশেষতঃ ॥৪০
আশ্রমাণাং চতুর্ণাঞ্চ স্ত্রীণাঞ্চ শ্রুতিচোদনাৎ।
অঙ্কয়েচ্চক্র-শঙ্খাভ্যাং প্রতপ্তাভ্যাং বিধানতঃ ॥৪১
একৈকমুপবীতন্তু যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্।
গৃহিণাঞ্চ বনস্থানামুপবীতদ্বয়ং স্মৃতম্ ॥৪২
সোত্তরীয়ং ত্রয়ং বাঽপি বিভৃয়াচ্ছুভতন্তুনা।
ত্রয়মূর্দ্ধং দ্বয়ং তস্ত তন্তুত্রয়মধোবৃতম্ ॥৪৩
ত্রিবৃচ্চ গ্রন্থিনৈকেন উপবীতমিহোচ্যতে।
অর্ক-কার্পাস-কৌশেয়-ক্ষৌম-শণময়ানি চ ॥৪৪
তন্তূনি চোপবীতানাং যোজ্যানি মুনিসত্তমাঃ।
সর্বেষামপ্যলাভে তু কুর্য্যাৎ কুশময়ং দ্বিজঃ ॥৪৫
ঐণেয়মুত্তরীয়ং স্যাদ্ বনস্থব্রহ্মচারিণাম্।
শুক্ল-কাষায়বসনে গৃহস্থস্য যতেঃ ক্রমাৎ ॥৪৬

গলদেশে পদ্মবীজের মালা ও দক্ষিণহস্তে কুশময় পবিত্র ধারণ করিবে।৩৮-৩৯

ললাটে ও বাহুতে এই উভয়স্থানে দ্বিবিধ বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ ব্যতীত ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না এবং কোন অধ্যাত্মকর্মে বিশেষতঃ বৈদিক কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ হয় না। বেদের নির্দ্দেশ-হেতু ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমবাসিদের ও স্ত্রীদিগের যথাবিধি প্রতপ্ত চক্র ও শঙ্খচিহ্ন ধারণ করণীয়।৪০-৪১

যতি ও ব্রহ্মচারিদের এক একটি উপবীত অর্থাৎ ত্রিদণ্ডীযুক্ত যজ্ঞোপবীত ধারণ বিহিত এবং গৃহস্থ ও বানপ্রস্থিদের দুইটি করিয়া উপবীত (ত্রিদণ্ডী) ধারণ বিহিত আছে। পবিত্র সূত্র দ্বারা নির্ম্মিত উপবীত (ত্রিদণ্ডী) উত্তরীয় সহ তিনটিও ধারণ করিতে পারে। প্রথম তিনটি করিয়া সূত্র (ত্রিগুণিত সূত্র দ্বারা) দিয়া এক একটি ত্রিদণ্ডী হইবে। কিন্তু তিনটি ত্রিদণ্ডীর পর দ্বিগুণিত সূত্র দ্বারা দ্বিদণ্ডী হইবে।৪২-৪৩

ত্রিরাবৃত্ত (তিন পেচ্, গ্রন্থি) দ্বারা নির্ম্মিত এক একটি উপবীত-সংজ্ঞা হইবে। আকন্দ, কার্পাস, কৌশেয়, পট্ট ও শণ দ্বারা সূত্র নির্ম্মিত হইবে।৪৪

উক্তালাভে তু সর্বেষাং কুশ-চীরং বিশিষ্যতে।
মৌঞ্জী বৈ মেখলা দণ্ডং পালাশং ব্রহ্মচারিণঃ ॥৪৭
ত্রয়স্তু বৈষ্ণবা দণ্ডা যতেঃ কাষায়-বাসসী।
কুশ-চীরং বল্কলং বা বনস্থস্য বিধীয়তে ॥৪৮
কটীসূত্রঞ্চ কৌপীনং মহচ্চ শুক্লবাসসা।
কুণ্ডকে চাঙ্গুলীয়ানি গৃহস্থস্য বিধীয়তে ॥৪৯
মুণ্ডিনৌ সূক্ষ্মশিখিনৌ যত্যন্তেবাসিনাবুভৌ।
বানপ্রস্থো যতির্বা স্যাৎ সদা বৈ শ্মশ্রু-রোমধৃৎ ॥৫০
সুকেশী সুশিখো বা স্যাদ্ গৃহস্থঃ সৌম্যবেষবান্।
যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ উভৌ ভিক্ষাশনৌ স্মৃতৌ ॥৫১
শাক-মূল-ফলাশী স্যাদ্ বনস্থঃ সততং দ্বিজঃ।
কুসূল-কুম্ভধান্যো বা ত্র্যাহিকো বা ভবেদ্ গৃহী ॥৫২
প্রতিগৃহেণ সৌম্যেন জীবেদ্ যাযাবরস্তু বা।
যস্ত্বেকং দণ্ডমালম্ব্য ধর্মং ব্রাহ্মং পরিত্যজেৎ ॥৫৩
বিকর্ম্মস্থো ভবেদ্ বিপ্রঃ স যাতি নরকং ধ্রুবম্।
শিখা-যজ্ঞোপবীতাদি ব্রহ্মকর্ম যতিস্ত্যজেৎ ॥৫৪
সজীবং ন চ চাণ্ডালো মৃতঃ শ্বানোঽভিজয়তে।
স্বরূপেণৈব ধর্মস্য ত্যাগো হানির্ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥৫৫
কর্মণাং ফলসন্ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ স উদাহৃতঃ।
অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কৃত্যং কর্ম সমাচরেৎ ॥৫৬
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ স মুনিঃ সাত্বিকঃ স্মৃতঃ।
তুষ্ট্যর্থং বাসুদেবস্য ধর্মং বৈ যঃ সমাচরেৎ ॥৫৭
স যোগী পরমেকান্তং হরেঃ প্রিয়তমো ভবেৎ।
মোহাদ্দাস্যং বিনা বিষ্ণোঃ কিঞ্চিৎ কর্ম সমাচরেৎ॥৫

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! উপর্য্যুক্ত বৃক্ষের ত্বগ্ দ্বারা যথাযথভাবে নির্ম্মিত সূত্র উপবীতকার্য্যে ব্যবহার করিবে। উক্ত বৃক্ষের একটিও যদি না পাওয়া যায়, তবে কুশের সূত্র দ্বারাও উপবীত নির্ম্মাণ করিয়া ধারণ করিবে।৪৫

বনবাসি-ব্রহ্মচারিদের পক্ষে মৃগচর্ম্ম দ্বারা উত্তরীয়-নির্ম্মাণ বিধেয়। গৃহস্থদের পক্ষে শুক্লবর্ণ বসন ও যতিদের পক্ষে কাষায়বর্ণ বসন ধারণীয়।৪৬

উপর্য্যুক্ত বস্ত্র না পাইলে সকলেরই কুশ ও চীরবস্ত্রধারণ কর্ত্তব্য, তাহাই শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মচারিগণ মুঞ্জময় মেখলা ও পলাশবৃক্ষের দণ্ড ধারণ করিবে।৪৭

অন্য তিন আশ্রমের ব্যক্তিগণ বংশদণ্ড ধারণ করিবে। যতিগণ কাষায়বস্ত্র ও কাষায় উত্তরীয় ধারণ করিবে। বনবাসি-বানপ্রস্থিদের কুশ, চীর অথবা বল্কলধারণ কর্ত্তব্য। গৃহিগণ শুক্লবর্ণ বস্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত বৃহৎ কটিসূত্র ও কৌপীন এবং কুণ্ডল ও অঙ্গুরীয়ক ধারণ করিবে।৪৮-৪৯

যতি ও তাহার শিষ্যগণ উভয়েই মুণ্ডিতশিরা ও সূক্ষ্মশিখাযুক্ত হইবে। বানপ্রস্থী ও যতিগণ সর্ব্বদা শ্মশ্রুধারী ও রোমধারী হইয়া থাকিবে।৫০

গৃহস্থগণ সুন্দরকেশযুক্ত ও সুন্দরশিখাযুক্ত হইবে এবং সৌম্যবেশ ধারণ করিবে। যতি ও ব্রহ্মচারিগণ ভিক্ষান্ন দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।৫১

বানপ্রস্থী দ্বিজগণ নিত্য শাক, মূল ও ফলভোজী হইবে। তিনদিন অন্তর কুসূল (ধানের গোলা) গৃহী বা কুম্ভ হইতে ধান্য গ্রহণপূর্বক তাহার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে। যাযাবরগণ (প্রব্রজ্যাপরায়ণগণ) সৌম্যভাবে প্রতিগৃহের ভিক্ষান্ন দ্বারা বাঁচিয়া থাকিবে। একটি দণ্ড গ্রহণ করত যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, সে যাযাবর বা দণ্ডী সন্ন্যাসী।৫২-৫৩

যে গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ অবৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইবে। সন্ন্যাসিরা শিখা ও যজ্ঞোপবীতাদি গৃহস্থোচিত ব্রাহ্মকর্ম্ম ত্যাগ করিবেন।৫৪

জীবিত অবস্থাতে চাণ্ডালগণও মৃতকুক্কুরবৎ (ঘৃণ্য) হইয়া যায় না। স্বরূপেই ধর্ম্মত্যাগ হানিজনক হইয়া থাকে।৫৫

কর্ম্মফল-ত্যাগের নামই সন্ন্যাস। কর্ম্মফলকে আশ্রয় না করিয়াই কর্ত্তব্যবোধে করণীয় কার্য্য করিবে। যে ব্যক্তি বাসুদেবের সন্তোষের জন্যই ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে-ই যথার্থ সন্ন্যাসী, সে-ই যথার্থ যোগী, সে-ই সাত্বিক মুনি বলিয়া কথিত হইয়াছে।৫৬-৫৭

সে-ই শ্রেষ্ঠ যোগী, সে-ই শ্রীহরির নিতান্ত প্রিয়তম। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ শ্রীবিষ্ণুর দাস্যভাব ত্যাগ করিয়া কোনও কর্ম্ম আচরণ করে, সে তাহার সম্যক্ ফল

ন তস্য ফলমাপ্নোতি তামসীং গতিমশ্নুতে।
হিত্বা যজ্ঞোপবীতন্তু হিত্বা চক্রস্য ধারণম্ ॥৫৯
হিত্বা শিখোর্ধ্বপুণ্ড্রং চ বিপ্রত্বাদ্ ভ্রশ্যতে ধ্রুবম্।
পঞ্চসংস্কারপূর্বেণ মন্ত্রমধ্যাপয়েদ্ গুরুঃ ॥৬০
সংস্কারাঃ পঞ্চ কর্তব্যাঃ পারমৈকান্ত্যসিদ্ধয়ে।
প্রতিসংবৎসরং কুর্য্যাদুপাকর্ম হ্যনুত্তমম্ ॥৬১
সর্ববেদব্রতং কৃত্বা তত্র সম্পূজয়েদ্ধরিম্।
দদ্যাদত্রোপবীতানি বিষ্ণবে পরমাত্মনে ॥৬২
ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দত্ত্বাহথ বিভৃয়াৎ স্বয়মেব চ।
তদগ্নৌ পূজ্য সন্তর্প্য চক্রেণৈবাঙ্কয়েদ্ ভুজে ॥৬৩
এবং প্রাত্যাহ্নিকং ধার্য্যমুপবীতং সুদর্শনম্।
পুণ্ড্রাস্তু প্রতিসন্ধ্যাস্তু নিত্যমেব চ ধারয়েৎ ॥৬৪
দ্বারবত্যুদ্ভবং গোপীচন্দনং বেঙ্কটোদ্ভবম্।
সান্তরালং প্রকুর্বীত পুণ্ড্রং হরিপদাকৃতি ॥৬৫

প্রাপ্ত হয় না, অধিকন্তু তমোময় নরকগতি লাভ করে। যে যজ্ঞোপবীত, শ্রীবিষ্ণুর চক্রচিহ্ন, শিখা ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ত্যাগ করিয়া বাস করে, সে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণত্ব হইতে ভ্রষ্ট হয়। গুরু পূর্ব্বোক্ত পঞ্চসংস্কারযুক্ত শিষ্যকে মন্ত্র দান করিবেন।৫৮-৬০

সংসারপারের উপযুক্ত সিদ্ধিলাভের জন্য পঞ্চবিধ সংস্কার করিবে এবং প্রতিবর্ষে বৈদিক নিয়মে উপাকর্ম অর্থাৎ সংস্কারপূর্বক বেদ অধ্যয়ন করিবে।৬১

বেদব্রত সমাপন করিয়া শ্রীহরিকে পূজা করিবে এবং পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুকে উপবীত দান করিবে। ব্রাহ্মণদিগকেও উপবীত দান করিয়া স্বয়ং ধারণ করিবে। তারপর অগ্নিতে হোম করত এবং তর্পণ করিয়া চক্র দ্বারা বাহু অঙ্কিত করিবে।৬২-৬৩

এইরূপ প্রতিদিন আহ্নিকের সময়ে চক্রচিহ্ন ও উপবীত ধারণপূর্বকই আহ্নিক করিবে। প্রতিসন্ধ্যায় নিত্যই পুণ্ড্র (তিলক) ধারণ করিবে।৬৪

দ্বারকার মৃত্তিকা কিংবা গোপীচন্দন অথবা বেঙ্কট হইতে উৎপন্ন মৃত্তিকা দ্বারা পুণ্ড্র ধারণ করিবে। পুণ্ড্র হরির চরণের আকৃতি হইবে এবং মধ্যে ফাঁক থাকিবে।

শ্রাদ্ধকালে বিশেষেণ কর্ত্তা ভোক্তা চ ধারয়েৎ।
অর্থং পঞ্চকতত্ত্বজ্ঞঃ পঞ্চসংস্কারদীক্ষিতঃ ॥৬৬
মহাভাগবতো বিপ্রঃ সততং পূজয়েদ্ধরিম্।
নারায়ণং পরং ব্রহ্ম বিপ্রাণাং দৈবতং সদা ॥৬৭
তস্য ভুক্তাবশেষন্তু পাবনং মুনিসত্তমাঃ।
হরিভুক্তোহপি তং দদ্যাৎ পিতৃণাঞ্চ দিবৌকসাম্ ॥৬৮
তদেব জুহুয়াদ্ বহ্নৌ ভুঞ্জীয়াত্তু তদেব হি।
হরেরনর্পিতং যত্তু দেবানামর্পিতঞ্চ যৎ ॥৬৯
মদ্য-মাংসসমং প্রোক্তং তদ্ভুঞ্জীয়ান্ন কদাচন।
হরেঃ পাদজলং প্রাশ্যং নিত্যং নান্যদ্দিবৌকসাম্ ॥৭০
সুরাণামিতরেষাং তু ফল-পুষ্প-জলাদিকম্।
নির্মাল্যমশুভং প্রোক্তমস্পৃশ্যং হি কদাচন ॥৭১
বিধির্হ্যেষ দ্বিজাতীনাং নেতরেষাং কদাচন।
শিবার্চনং ত্রিপুণ্ড্রঞ্চ শূদ্রাণাং তু বিধীয়তে ॥৭২

বিশেষ করিয়া শ্রাদ্ধসময়ে কর্ত্তা ও ভোক্তা উভয়েই পুণ্ড্রধারী হইবে। পঞ্চতত্ত্বের অর্থজ্ঞানসম্পন্ন ও পঞ্চসংস্কারে দীক্ষিত মহাভাগবত ব্রাহ্মণই সর্ব্বদা শ্রীহরির পূজা করিবে। কারণ, নারায়ণই পরম ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণদের একমাত্র দেবতা।৬৫-৬৭

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! শ্রীহরির ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্যই অতিশয় পবিত্র। পিতৃগণকে ও অন্যান্য দেবতাগণকে ঐ হরিভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্যই দান করিবে।৬৮

ঐ ভুক্তাবশিষ্টই অগ্নিতে হোম করিবে এবং স্বয়ং উহাই ভোজন করিবে। শ্রীহরিকে যে বস্তু দেওয়া হয় নাই, অন্য দেবতাকে অর্পিত হইলেও তাহা মদ্য ও মাংসতুল্য অপবিত্র জানিবে, তাহা কখনও ভোজন করিবে না। শ্রীহরির চরণামৃত (জল) নিত্যই পান করিবে—অন্য দেবতার নহে।৬৯-৭০

অন্য দেবোদ্দেশে দত্ত ফল-পুষ্প-জলাদি সমস্ত নির্ম্মাল্যই অশুভ কথিত হইয়াছে, কিন্তু কখনও তাহা অস্পৃশ্য নহে (ভাবাশুদ্ধিবশতঃ অন্য দেবতাকে হরি হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্নচিন্তনকারী ব্যক্তির পক্ষেই এই সমস্ত বিধি)।৭১

তদ্বিধানামিদং যে চ বিপ্রাঃ শিবপরায়ণাঃ।
তে বৈ দেবলকা জ্ঞেয়া সর্ব্বকর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ ॥৭৩
বৈখানসাস্তু যে বিপ্রাঃ হরিপূজনতৎপরাঃ।
ন তে দেবলকা জ্ঞেয়া হরিপাদাব্জসংশ্রয়াৎ ॥৭৪
নাপহৃত্য হরের্দ্রব্যং গ্রামার্চনপরো ভবেৎ।
ভক্ত্যা সংপূজ্যদেবেশং নাসৌ দেবলকঃ স্মৃতঃ ॥৭৫
ভক্ত্যা যোঽপ্যর্চয়েদ্দেবং গ্রামার্চং হরিমব্যয়ম্।
প্রসাদতীর্থস্বীকারান্নাসৌ দেবলকঃ স্মৃতঃ ॥৭৬
শঙ্খ-চক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদিধারণং স্মরণং হরেঃ।
তন্নামকীর্ত্তনঞ্চৈব তৎপাদাম্বুনিষেবণম্ ॥৭৭
তৎপাদবন্দনঞ্চৈব তন্নিবেদিতভোজনম্।
একাদশ্যুপবাসশ্চ তুলস্যৈবার্চনং হরেঃ ॥৭৮
তদীয়ানামর্চনঞ্চ ভক্তির্নববিধা স্মৃতা।
এতৈর্নববিধৈর্যুক্তো বৈষ্ণবঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥৭৯
এতৈর্গুণৈর্বিহীনস্তু ন তু বিপ্রো ন বৈষ্ণবঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ন প্রমাদ্যেজ্জনার্দনম্ ॥৮০
ভক্তিঃ সা সাত্ত্বিকী জ্ঞেয়া ভবেদব্যভিচারিণী।
নান্যং দেবং নমস্কুর্য্যান্নান্যং দেবং প্রপূজয়েৎ ॥৮১
নান্যপ্রসাদং ভুঞ্জীত নান্যদায়তনং বিশেৎ।
ন ত্রিপুণ্ড্রং তথা কুর্য্যাৎ পট্যাকারং জগত্রয়ম্ ॥৮২
যতির্যস্য গৃহে ভুঙ্‌ক্তে তস্য ভুঙ্‌ক্তে হরিঃ স্বয়ম্।
হরির্যস্য গৃহে ভুঙ্‌ক্তে তস্য ভুঙ্‌ক্তে জগত্রয়ম্ ॥৮৩
মহাভাগবতো বিপ্রঃ সততং পূজয়েদ্ধরিম্।
পঞ্চকল্পবিধানেন নিমিত্তেষু বিশেষতঃ ॥৮৪

উপরি উক্ত সমস্ত বিধি দ্বিজাতিদের পক্ষেই জানিবে—অন্য জাতির পক্ষে কখনও নহে। শূদ্রদের শিবপূজা ও ত্রিপুণ্ড্রধারণ বিধেয় ।৭২

শূদ্রবিধি হেতু ব্রাহ্মণগণ যাহারা শিবপূজা-পরায়ণ হইবে, তাহাদিগকে দেবল বলিয়া জানিবে, তাহারা সমস্ত অধ্যাত্ম-কর্ম্ম হইতে বহির্ভূত ।৭৩

যে ব্রাহ্মণগণ হরিপূজা তৎপর, তাহারা মুনির ন্যায় বৈখানস (শ্রেষ্ঠ) ব্রাহ্মণ। শ্রীহরির চরণ পদ্মকে আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া তাহারা দেবল নহে জানিবে ।৭৪

শ্রীহরির পূজার কোনও দ্রব্য অপহরণ না করিয়া তাঁহার গ্রাম্যপূজা-পরায়ণ হইবে। ভক্তিপূর্ব্বক ঐ দেবপ্রধান বিষ্ণুর পূজা করিলে সে দেবল-দোষদুষ্ট হইবে না অর্থাৎ গ্রামযাজী-জন্য দোষ হইবে না ।৭৫

ভক্তি-সহকারে যিনি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত অবিনাশী শ্রীহরিকে পূজা করেন, শ্রীহরির প্রসাদ অন্নাদি ও তীর্থ জলাদি পান-ভোজন করিলেও তিনি দেবল-দোষদুষ্ট নহেন—গ্রামযাজিত্ব-নিবন্ধন তাহার পাতিত্ব-দোষ হইবে না ।৭৬

শঙ্খ, চক্র ও উর্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণ, বিষ্ণুর স্মরণ, তাঁহার নামকীর্ত্তন, তাঁহার চরণামৃত পান, তাঁহার পাদবন্দন, তাঁহার নিবেদিত অন্নের ভোজন, একাদশী তিথিতে উপবাস, তুলসী দ্বারা শ্রীহরির পূজা এবং তাঁহাদের পূজা এই নববিধ কর্ম্মই ভক্তিবর্দ্ধক বলিয়া ইহাদিগকে ভক্তি বলা হইয়াছে। যিনি এই নববিধ কর্ম্মময় ভক্তি দ্বারা যুক্ত, তাঁহাকেই যথার্থ বৈষ্ণব বলা হয়। যে উক্ত নববিধ কার্য্য অনুষ্ঠান করে না, সে বিপ্র এবং বৈষ্ণব নহে। কর্ম্ম, মন ও বাক্যের দ্বারা জনার্দ্দনের পূজা হইতে অনবহিত হইবে না ।৭৭-৮০

তাদৃশী ভক্তিই সাত্ত্বিকী ভক্তি, উহাই অব্যাভিচারিণী হরিভক্তি। বৈষ্ণব অন্য দেবতাকে অন্যদেবতাবোধে পূজা করিবে না। কিংবা প্রণামও করিবে না ।৮১

অন্যদেবতাবোধে তাঁহার প্রসাদও ভোজন করিবে না, অন্যদেবতাবোধে অন্যমন্দিরে প্রবেশও করিবে না। মধ্যে ফাঁক না থাকে এরূপভাবে বা অবিধিপূর্ব্বক ত্রিপুণ্ড্র করিবে না ।৮২

যতি যাহার গৃহে ভোজন করেন, তাঁহার গৃহে শ্রীহরি স্বয়ংই ভোজন করেন, অর্থাৎ যতির ভোজন শ্রীহরির ভোজনতুল্য। শ্রীহরি যাহার গৃহে ভোজন করেন, ত্রিভুবনের সমস্তই তাঁহার গৃহে ভোজন করিয়া থাকেন। শ্রীহরির ভোজন ত্রিভুবনবাসির ভোজনতুল্য। সুতরাং একজন যতির ভোজন দ্বারা সমস্ত ত্রিভুবনবাসির ভোজন হইয়া থাকে ।৮৩

অপ্স্বগ্নৌ হৃদয়ে সূর্য্যে স্থণ্ডিলে প্রতিমাসু চ।
ষট্ চ তেষু হরেঃ পূজা নিত্যমেব বিধীয়তে ॥৮৫
স্নানকালে তু সংপ্রাপ্তে নদ্যাং পুণ্যজলে শুভে।
ধ্যাত্বা নারায়ণং দেবং নাগপর্য্যঙ্কশয়িনম্ ॥৮৬
দ্বাদশার্ণেন মনুনা যোঽর্চয়িত্বাঽক্ষতাদিভিঃ।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা ততঃ স্নানং সমাচরেৎ ॥৮৭
এতদপ্যর্চনং প্রোক্তং ব্রাহ্মণস্য জগৎপতেঃ।
হোমকালে তু সততং পরিস্তীর্য্যানলং শুভম্ ॥৮৮
যজ্ঞরূপং মহাত্মানং চিন্তয়েৎ পুরুষোত্তমম্।
সাঙ্গত্রয়ীময়শুভ্রদিব্যাঙ্গোপাঙ্গশোভিতম্ ॥৮৯
সর্বলক্ষণসম্পন্নং শুদ্ধজাম্বুনদপ্রদম্।
যুবানং পুণ্ডরীকাক্ষং শঙ্খ-চক্র-ধনুর্ধরম্ ॥৯০
সর্বযজ্ঞময়ং ধ্যায়েদ্ বামাঙ্কাশ্রিতপদ্ময়া।
সম্পূজ্য চাক্ষতৈরেব পশ্চাদ্ধোমং সমাচরেৎ ৯১

প্রাণাগ্নিহোত্রসময়ে সম্যগাচম্য বারিণা।
কুশাসনে সমাসীনঃ প্রাগ্ বা প্রত্যঙ্মুখোঽপি বা ॥৯২
মন্ত্রেণোদ্বুধ্য হৃদয়পঙ্কজং কেশরান্বিতম্।
তস্মিন্ বহ্ন্যর্ক-শীতাংশুবিম্বান্যনুবিচিন্তয়েৎ ॥৯৩
সর্বাক্ষরময়ং দিব্যরত্নপীঠং তদুত্তরে।
তন্মধ্যেঽষ্টদলং পদ্মং ধ্যায়েৎ কল্পতরোরধঃ ॥৯৪
বীরাসনে সমাসীনং তস্মিন্নীশং বিচিন্তয়েৎ।
স্নিগ্ধদূর্বাদলশ্যামং সুন্দরং ভূষণৈর্যুতম্ ॥৯৫
পীতাম্বরং যুবানঞ্চ চন্দনস্রগ্বিভূষিতম্।
শরৎপদ্মাসনং রত্নপদ্মাভাঙ্ঘ্রিকরদ্বয়ম্ ॥৯৬
স্নিগ্ধবর্ণং মহাবাহুং বিশালোরস্কমব্যয়ম্।
চক্র-শঙ্খ-গদা-বাণপাণিং রঘুবরং হরিম্ ॥৯৭
জানকীলক্ষ্মণোপেতং মনসৈবার্চয়েদ্ বিভুম্।
মন্ত্রদ্বয়েনার্চয়িত্বা জপ্ত্বা চৈব ষড়ক্ষরম্ ॥৯৮

মহাভাগবত ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই পঞ্চকল্প-বিধান অনুসারেই শ্রীহরির পূজা করিবেন, বিশেষতঃ পার্বণাদি নিমিত্ত উপলক্ষ্যে পঞ্চকল্পবিধানে তাঁহার পূজা করিবেন। জলে, অগ্নিতে, হৃদয়ে, সূর্য্যমণ্ডলে, স্থণ্ডিলে অথবা প্রতিমাতে এই ছয়প্রকার প্রতীকে শ্রীহরির পূজা বিধেয়। স্নানসময় উপস্থিত হইলে নদীতে বা পবিত্র ও শুভগঙ্গাদিজলে অনন্তশায়ি-ভগবান্ নারায়ণকে ধ্যান করিয়া দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়") উচ্চারণপূর্ব্বক অক্ষত (আতপ তণ্ডুল) প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিবে এবং ঐ মন্ত্র অষ্টোত্তর শত জপ করত পরে সেই জলে স্নান করিবে।৮৪-৮৭

ব্রাহ্মণ শ্রীভগবান্ জগৎপতি শ্রীহরির হোম-সময়েও শুভমন্ত্রপূত হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া উক্তরূপে পূজা করিবে।৮৮

তখন মহাত্মা পুরুষোত্তমকে যজ্ঞরূপ মনে করিয়া ষড়ঙ্গবেদময়, শুভ্র, দিব্যাঙ্গ ও শোভিত পুরাণাদি উপাঙ্গ দ্বারা, সর্ব্বসুলক্ষণ সম্পন্ন, নির্ম্মলস্বর্ণতুল্য কান্তিবিশিষ্ট, যুবক, শঙ্খ-চক্র-ধনুর্ধারী পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীহরিকে ধ্যান করিবে। আরও মনে করিবে—বাম অঙ্কে স্থিতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী দ্বারা সর্ব্ব যজ্ঞময় ভগবান্ সুশোভিত। পরে অক্ষতাদি দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়া হোম আরম্ভ করিবে।৮৯-৯১

প্রাণাগ্নিহোত্রকালে (ভোজনকালে) জলের দ্বারা যথাবিধি আচমন করিয়া পূর্ব্বমুখে বা পশ্চিমমুখে কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রের দ্বারা কেশরান্বিত হৃদয়পদ্মকে উদ্বুদ্ধ করত অর্থাৎ ঊর্দ্ধমুখে বিকশিত করত ঐ পদ্মে বহ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্যবিম্ব চিন্তা করিবে।৯২-৯৩

তাহাতে সমস্ত বর্ণময় দিব্য মনোহর পীঠ (দেবতার আসন) বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে কল্পবৃক্ষের নিম্নে অষ্টদল পদ্ম চিন্তা করিবে।৯৪

ঐ পদ্মমধ্যে বীরাসনে উপবিষ্ট, স্নিগ্ধদূর্ব্বাদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, নানা ভূষণ দ্বারা অলঙ্কৃত, সুন্দর, পীতাম্বরধারী, যুবক, সচন্দনমাল্যবিভূষিত, শারদপদ্মাসনে সমাসীন, চরণ ও কর যুগল রত্নময় পদ্মের সৌন্দর্য্যে শোভিত, স্নিগ্ধবর্ণ, মহাবাহু, বিশালবক্ষঃস্থল, অবিনশ্বর, চক্র, শঙ্খ, গদা ও বাণধারী রঘুবর শ্রীহরিকে চিন্তা করিবে। আরও

পশ্চাদ্ বৈ জুহুয়াৎ পঞ্চ প্রাণানভ্যর্চ্য তং পুনঃ।
ধ্যায়ন্ বৈ মনসা বিষ্ণুং সুখং ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ ॥৯৯
এবং হৃদ্যর্চনং বিষ্ণোরুত্তমং মুনিসত্তমাঃ।
অত্যন্তাভিমতা বিষ্ণোর্হৃৎপূজা পরমাত্মনঃ ॥১০০
সন্ধ্যাকালে তু সম্প্রাপ্তে রবিমণ্ডলমধ্যগম্।
হিরণ্যগর্ভং পুরুষং হিরণ্যবপুষং হরিম্ ॥১০১
শ্রীবৎ-কৌস্তুভোরস্কং বৈজয়ন্তীবিরাজিতম্।
শঙ্খ-চক্রাদিভির্যুক্তং ভূষিতৈর্দোর্ভিরায়তৈঃ ॥১০২
শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং মুক্তাহারবিভূষিতম্।
ধ্যাত্বা সমর্চয়েদ্দেবং কুসুমৈরক্ষতৈরপি ॥১০৩
প্রণবেণ চ সাবিত্র্যা পশ্চাৎ সূক্তং নিবেদয়েৎ।
ধ্যায়ন্নেবং জপেদ্ বিষ্ণুং গায়ত্রীং ভক্তিসংযুতঃ ॥১০৪

ভাবিবে—জানকী ও লক্ষ্মণ তাঁহার সহিত যুক্ত আছেন। মনে মনে এই রূপটি চিন্তা করিয়া মনে মনেই পূজা করিবে। যুগলমন্ত্র দ্বারা পূজা করিয়া তাঁহার "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" এই ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করিবে। পরে পঞ্চপ্রাণকে অর্চ্চনা করিয়া মনে মনে শ্রীবিষ্ণুকে চিন্তা করিতে করিতে বাগ্‌যত হইয়া সুখে ভোজন করিবে।৯৫-৯৯

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এইরূপে হৃদয়মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হৃদয়মধ্যে পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর এইরূপ পূজা অত্যন্ত অভিমত ও আদৃত। সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইলে সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থিত সুবর্ণময়-শরীর হিরণ্যগর্ভ পুরুষ শ্রীহরিকে প্রথম চিন্তা করিবে।১০০-১

আরও ভাবিবে—তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস ও কৌস্তুভমণি দ্বারা সুশোভিত, তিনি বৈজয়ন্তী মালা দ্বারা অলঙ্কৃত, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, সুদীর্ঘবাহুচতুষ্টয় দ্বারা সুশোভিত, শুক্লাম্বরধারী, তাঁহার দেহ মুক্তাহারে বিভূষিত,—এইরূপে শ্রীহরি বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া আতপ তণ্ডুল ও পুষ্প প্রভৃতির দ্বারা পূজা করিবে।১০২-৩

পরে প্রণবসংযুক্ত গায়ত্রী জপের সহিত বিষ্ণুসূক্ত পাঠ করিবে। এইরূপে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান ও জপ-পূজাদির পর ভক্তিযুক্তচিত্তে প্রণবসংযুক্ত গায়ত্রী জপ করিবে।১০৪

তয়ৈবাভ্যর্চ্চ্য গোবিন্দং নমস্কৃত্বা বিসর্জয়েৎ।
এবমভ্যর্চয়েদ্দেবং ত্রিসন্ধ্যাসু তথা হরিম্ ॥১০৫
বৈশ্বদেবাবসানে তু পুরস্তাদ্ বৈ বিভাবসোঃ।
উপলিপ্য স্থণ্ডিলে তু জুহুয়াদ্ভক্তিকর্ম তৎ ॥১০৬
ধ্যাত্বা সর্বগতং বিষ্ণুং ঘনশ্যামং সুলোচনম্।
কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরস্কং তুলসীবনমালিনম্ ॥১০৭
পীতাম্বরধরং দেবং রত্নকুণ্ডলশোভিতম্।
হরিচন্দনলিপ্তাঙ্গং পুণ্ডরীকায়তেক্ষণম্ ॥১০৮
মৌক্তিকাঞ্চিতনাসাগ্রং জগন্মোহনবিগ্রহম্।
গোপীজনৈঃ পরিবৃতং বেণুং গায়ন্তমচ্যুতম্ ॥১০৯
ধ্যাত্বা কৃষ্ণং জগন্নাথং পূজয়িত্বা যথাবিধি।
জুহুয়াদ্ধরিচক্রং তদ্দেবানুদ্দিশ্য সত্তমাঃ ॥১১০

ঐ গায়ত্রী দ্বারা গোবিন্দকে অর্চ্চনা করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক গায়ত্রী বিসর্জ্জন করিবে। এইরূপে তিন সন্ধ্যায় দেব শ্রীহরিকে পূজা করিবে।১০৫

অগ্নি প্রজ্বালনের পূর্বে বৈশ্বদেব-কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া স্থান লেপন করতঃ স্থণ্ডিলে ভক্তিজনক হোমকর্ম্ম সমাধা করিবে।১০৬

পরে মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, সুলোচন, কৌস্তুভমণি উদ্ভাসিত-বক্ষঃ, তুলসী ও বনমালাধারী, পীতাম্বর, রত্নময়-কুণ্ডলশোভিত, সর্বাঙ্গ হরিচন্দনে অনুলিপ্ত, পুণ্ডরীকের ন্যায় সুদীর্ঘ নয়নযুগল, নাসাগ্রে মুক্তামালা, জগতের মোহজনক শরীরধারী, গোপীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত, বংশীবাদন-পরায়ণ, অচ্যুত, জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া যথাবিধি পূজা সমাপনপূর্ব্বক হোম করিবে। দেবতার উদ্দেশ্যে চক্রচিহ্ন ধারণ করিবে। পরে কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিয়া মনে মনে শ্রীহরিকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক পুনরায় আচমন করত শুদ্ধ হইয়া প্রণামান্তে অগ্নিবিসর্জ্জন করিবে।১০৭-১১

উক্তরূপে স্থণ্ডিলে যথাবিধি ত্রিসন্ধ্যায় শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে। বিশেষরূপে প্রতিমাতে পূজা শ্রেষ্ঠ।১১২

সুবর্ণ কিংবা রজতাদি, প্রস্তর কিংবা কাষ্ঠ প্রভৃতির দ্বারা সুন্দর সর্বাবয়বযুক্ত শ্রীহরির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ

জপ্ত্বা কৃষ্ণমনুং পশ্চাদভ্যর্চ্য মনসা হরিম্।
আচম্য প্রযতো ভূত্বা নমস্কৃত্য বিসর্জয়েৎ ॥১১১
স্থণ্ডিলেঽভ্যর্চনং বিষ্ণোরেবং কুর্য্যাদ্ বিধানতঃ।
ত্রিসন্ধ্যাস্বর্চয়েদ্ বিষ্ণুং প্রতিমাসু বিশেষতঃ ॥১১২
সুবর্ণ রজতাদ্যৈর্বা শিলা-দার্বাদিনাঽপি বা।
কৃত্বা বিম্বং হরেঃ সম্যক্ সর্বাবয়বশোভিতম্ ॥১১৩
সর্বলক্ষণসম্পন্নং সর্বায়ুধসমন্বিতম্।
ততোঽধিবাসনং কুর্য্যাত্রিরাত্রং শুদ্ধবারিষু ॥১১৪
তত্রার্চয়েদ্ বিধানেন জপ-হোমাদিকর্মভিঃ।
স্নাপ্য পঞ্চামৃতৈর্গব্যৈস্তদা মন্ত্রজলৈরপি ॥১১৫
যজ্ঞবেদ্যাং সমারোপ্য পূজয়েত্তত্র দীক্ষিতঃ।
মঙ্গলদ্রব্যসংযুক্তৈঃ পূর্ণকুম্ভৈঃ সমন্বিতঃ ॥১১৬
শরাবৈর্দ্রব্যসম্পূর্ণৈঃ পতাকৈস্তোরণাদিভিঃ।
কুম্ভেষু বাসুদেবাদীন্ সুরান্ সম্পূজয়েৎ ক্রমাৎ ॥১১৭
বাসুদেবো হয়গ্রীবস্তথা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ।
মহাবরাহঃ প্রদ্যুম্নো নারসিংহস্তথৈব চ ॥১১৮

করিবে। ঐ মূর্ত্তি সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন হইবে এবং সকল আয়ুধ দ্বারা সুশোভিত হইবে। তারপর তিনদিন শুদ্ধজল দ্বারা অধিবাস করিয়া জপ-হোমাদি কর্ম্মসহকারে যথাবিধি তাঁহার পূজা করিবে। ঐ মূর্ত্তিকে পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত প্রভৃতির দ্বারা তৎতৎ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক শুদ্ধ জলের দ্বারা স্নান করাইয়া যজ্ঞবেদীতে বসাইবে এবং বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার পূজা করিবে। মঙ্গলদ্রব্যযুক্ত পূর্ণকুম্ভ সজ্জিত থাকিবে। ধান্যাদিদ্রব্যপূর্ণ শরাব, বিচিত্র পতাকা ও তোরণাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া ঐ সকল কুম্ভে বাসুদেব প্রভৃতি দেবতাকে যথাক্রমে যথাবিধি পূজা করিবে। বাসুদেব, হয়গ্রীব, সঙ্কর্ষণ, মহাবরাহ, প্রদ্যুম্ন, নারসিংহ, অনিরুদ্ধ ও বামন ইঁহাদিগকে শস্যপূর্ণ শরাবাদিতে যথাক্রমে পূজা করিবে। পরে ভগবান্ সর্বলোকেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবে।১১৩-১৯

বেদীর মধ্যস্থানে পঞ্চরত্নযুক্ত বারুণ-কুম্ভ স্থাপন

অনিরুদ্ধো বামনশ্চ পূজনীয়া যথাক্রমাৎ।
তস্য পূর্ণশরাবেষু লোকেশানর্চয়েত্ততঃ ॥১১৯
মধ্যে তু বারুণং কুম্ভং পঞ্চরত্নসমন্বিতম্।
পূজয়েদ্ গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈর্ধ্যাত্বাঽস্মিন্ জলশায়িনম্ ॥১২০
ততঃ সম্পূজয়েদ্দেবং ধান্যোপরি নিধায় চ ॥১২১
ব্যাঘ্রচর্ম্ম সমাস্তীর্য্য তস্মিন্ কৌশেয়বাসসি।
নিবেদ্য পূজয়েদ্ বিম্বং মূলমন্ত্রেণ বৈষ্ণবঃ ॥১২২
তোরণেষু চতুর্দিক্ষু চণ্ডাদীনর্চয়েৎ তদা।
কুমুদাদি সুরান্ দিক্ষু তথা ধর্মাদি দেবতাঃ ॥১২৩
সম্পূজ্য বিধিনা তস্মিন্ পশ্চাদ্ধোমং সমাচরেৎ।
আগ্নেয়ং কল্পয়েৎ কুণ্ডং মেখলাদ্যুপশোভিতম্ ॥১২৪
অশ্বত্থাদ্ বা শমীগর্ভাদাহৃত্যাগ্নৌ বিনিক্ষিপেৎ।
বৈষ্ণবস্য গৃহাদ্ বাঽপি সমানীয়ানলং দ্বিজঃ ॥১২৫
গৃহ্যোক্তবিধিনৈবাত্র প্রতিষ্ঠাপ্য হুতাশনম্।
ইধ্মাধানাদি পর্য্যন্তং কৃত্বা হোমং সমাচরেৎ ॥১২৬
পায়সেন গবাজ্যেন তিলৈর্ব্রীহিভিরেব চ।

করিবে। তাহাতে জলশায়ি-শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে।১২০

ধান্যশরাবের উপর দেবতাকে পূজা করিবে। ব্যাঘ্রচর্ম্ম আস্তীর্ণ করিয়া তাহাতে কৌষেয়বসন বিন্যস্ত করত তাহাতে ঐ বিষ্ণুমূর্ত্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক পূজা করিবে। বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ মূলমন্ত্র দ্বারাই শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে।১২১-২২

চারিদিকস্থিত তোরণে চণ্ড প্রভৃতি দেবতার অর্চ্চনা করিবে। কুমুদ প্রভৃতি সুরগণের এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি দেবতার পূজা করিবে। যথাবিধি পূজা করিয়া পরে হোম করিবে।১২৩

অগ্নিদেবতার পূজা ও হোমজন্য মেখলাদি দ্বারা শোভিত কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে। অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে কিংবা শমীবৃক্ষের মধ্য হইতে অগ্নি চয়ন (সংগ্রহ) করিয়া ঐ কুণ্ডে বিন্যস্ত করিবে অথবা ব্রাহ্মণবৈষ্ণবের গৃহ হইতেও অগ্নি আনিতে পারে। গৃহ্যোক্ত বিধি অনুসারে ঐ অগ্নি যথাবিধি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক ইধ্ম (কাষ্ঠ)

চতুর্ভির্বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈঃ পায়সং জুহুয়াদ্ধবিঃ ॥১২৭
হিরণ্যগর্ভসূক্তেন শ্রীসূক্তেন তথৈব চ।
অহং রুদ্রেভিরিতি চ সূক্তেন প্রত্যৃচং
ব্রীহিভিস্তথা ॥১২৯
অগ্নিং নরো দীধিতিভিঃ সূক্তেন প্রত্যৃচং তথা।
সমিদ্ভিঃ পিপ্পলী রৌদ্রৈর্হোতব্যং মুনিসত্তমাঃ ॥১৩০
অষ্টোত্তরং সহস্রং বা শতমষ্টোত্তরং তু বা।
হোতব্যমাজ্যং পশ্চাত্তু তথা মন্ত্রচতুষ্টয়ম্ ॥১৩১
বৈকুণ্ঠপার্ষদং হোমং পায়সেন ঘৃতেন বা।
সমাপ্য হোমং হবিষঃ শেষং তস্মৈ নিবেদয়েৎ ॥
চতুর্মন্ত্রাংশ্চতুর্বেদাংশ্চতুর্দিক্ষু জপেত্ততঃ ॥১৩২
তত্র জাগরণং কুর্য্যাদ্ গীত-বাদিত্র-নর্ত্তকৈঃ।
রজন্যাং তু ব্যতীতায়াং স্নাত্বা নদ্যাং বিধানতঃ ॥১৩৩
বৈকুণ্ঠতর্পণং কুর্য্যাদৃত্বিগ্‌ভির্ব্রাহ্মণৈ সহঃ।
তর্পয়িত্বা পিতৄন্ দেবান্ বাগ্‌যতা ভবনং বিশেৎ ॥১৩৪
আচম্য পূর্ব্ববৎ পূজাং কৃত্বা হোমং সমাচরেৎ।
জুহুয়াদ্ ব্রাহ্মণঃ স্তত্যৈঃ সূক্তৈশ্চ ঘৃতপায়সম্ ॥১৩৫
পৌরুষেণ তু সূক্তেন শ্রীসূক্তেন তথৈব চ।
বৈকুণ্ঠপার্ষদং হুত্বা কর্ম্মশেষং সমাপয়েৎ ॥১৩৬
নয়নোন্মীলনং কুর্য্যাৎ সুমুহূর্ত্তেন বৈষ্ণবঃ।
মহাভাগবতঃ শ্রেষ্ঠঃ সূক্ষ্মহেমশলাকয়া ॥১৩৭
দ্বয়েনৈব প্রকুর্বীত নয়নোন্মীলনং হরেঃ।
নিবেশ্য ভদ্রপীঠে তু স্নাপয়েৎ সুসমাহিতঃ ॥১৩৮
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈর্ঋত্বিজঃ কলশোদকৈঃ।
ততস্তন্মধ্যমং কুম্ভমাদায় দ্বিজসত্তমঃ ॥১৩৯
স্নাপয়েন্মন্ত্ররত্নেন শতবারং সমাহিতঃ।
সৌবর্ণেন চ তাম্রেণ শঙ্খেন রজতেন বা ॥১৪০

আধানাদি সংস্কারকর্ম্ম পর্য্যন্ত সমাপন করত পরে হোম আরম্ভ করিবে।১২৪-২৬

পায়সের দ্বারা ও গোঘৃতযুক্ত তিল ও ব্রীহি দ্বারা চারিটি বৈষ্ণবসূক্ত (পুরুষসূক্ত) মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পায়স হোম করিবে। হিরণ্যগর্ভ-সূক্ত দ্বারা ও শ্রীসূক্ত দ্বারা এবং "অহং রুদ্রেভিঃ" ইত্যাদি দেবীসূক্ত দ্বারা গব্যঘৃত যোগে হোম করিবে।১২৭-২৮

"ত্বমগ্নে" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা প্রতিবেদমন্ত্রে তিনবার করিয়া হোম করিবে। "অস্য বাম" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা প্রতিমন্ত্রে ব্রীহি যোগে হোম করিবে।১১৯

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! "অগ্নিং নরো দীধিতিভিঃ" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা প্রতিবেদমন্ত্রের উচ্চারণে অশ্বত্থ ও বিল্ব-সমিধ্ দ্বারা হোম করিবে।১৩০

অষ্টোত্তর সহস্র বা অষ্টোত্তর শত আজ্যহোম করিবে। পরে মন্ত্রচতুষ্টয় দ্বারা ঘৃত কিম্বা পায়স দিয়া শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদগণের হোম করিবে। হোম সমাপ্ত করিয়া অবশিষ্ট ঘৃতাদি শ্রীহরিকে নিবেদন করিবে। পরে চারিদিকে চারিটি মন্ত্র ও চতুর্বেদ পাঠ করিবে।১৩১-৩২

সেই রাত্রি গীত, বাদ্য ও নৃত্য প্রভৃতি দ্বারা উৎসব করিয়া অতিবাহিত করিবে। রজনী অতীত হইলে যথাবিধি নদীতে স্নান করত শ্রীবিষ্ণুর তর্পণ করিবে। পুরোহিত ব্রাহ্মণদের সহিত দেবতর্পণ ও পিতৃতর্পণ সমাপ্ত করিয়া বাগ্‌যত হইয়া স্বভবনে প্রবেশ করিবে। পূর্ব্ববৎ আচমন করিয়া যথাবিধি ব্রহ্মার হোম করিবে। স্তবোপযোগি সুক্তমন্ত্র দ্বারা ঘৃতমিশ্রিত পায়সান্নযোগে হোম করিবে।১৩৪-৩৫

পুরুষ সূক্ত ও শ্রীসূক্ত দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পরিষদগণের হোম করিয়া অবশিষ্ট কর্ম্ম সমাপ্ত করিবে। মহাভাগবত বৈষ্ণবগণ সূক্ষ্ম স্বর্ণ-শলাকা দ্বারা শুভমুহূর্ত্তে শ্রীবিষ্ণুর প্রতিবিম্বের নয়ন উন্মীলিত করিবে (ইহাই চক্ষুর্দান নামে প্রসিদ্ধ)। দুইটি পদার্থ দিয়াই শ্রীহরির নয়নোন্মীলন হইতে পারে। পরে মঙ্গলময় পীঠে (আসনে) সংস্থাপিত করিয়া একাগ্রচিত্তে স্নান করাইবে।১৩৬-৩৮

ঋত্বিকগণ পুরুষসূক্তাদি সমস্ত বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা বেদীর মধ্যস্থিত কুম্ভ গ্রহণপূর্ব্বক ঐ কলসের জল দিয়া শ্রেষ্ঠমন্ত্ররত্ন উচ্চারণপূর্ব্বক একাগ্রমনে শতবার স্নান করাইবে। সুবর্ণপাত্র বা তাম্রপাত্র অথবা শঙ্খ বা রজতপাত্রস্থ জল দ্বারা কিংবা পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্য অথবা তুলসীমিশ্রিত জলধারা স্নান করাইয়া

স্নাপ্য পঞ্চামৃতৈর্গব্যৈরলঙ্কৃত্য শুভচন্দনৈঃ।
মন্ত্রেণ স্নাপয়িত্বা চ তুলসীমিশ্রিতৈর্জলৈঃ ॥১৪১
বাসোভির্ভূষণৈঃ সম্যগলঙ্কৃত্য চ বৈষ্ণবঃ।
উপচারৈঃ সমভ্যর্চ্য পশ্চান্নীরাজয়েত্তদা ॥১৪২
অলঙ্কৃতে শুভে গেহে পীঠে সংস্থাপয়েদ্ধরিম্।
সূক্তেনোত্তানপাদস্য দৃঢ়ং স্থাপ্য সুখাসনে ॥১৪৩
অষ্টোত্তরশতং বারং শুভমন্ত্রচতুষ্টয়াৎ।
ধ্যাত্বা পুষ্পাঞ্জলিং দদ্যান্মহাভাগবতোত্তমঃ ॥১৪৪
নত্বা গুরূন্ পরং ধাম্নি স্থিতং দেবং সনাতনম্।
ধ্যাত্বৈব মন্ত্ররত্নেন তস্মিন্ বিম্বে নিবেশয়েৎ ॥১৪৫
অর্চয়িত্বোপচারৈস্তু মঙ্গলানি নিবেদয়েৎ।
দর্পণং কপিলাং কন্যাং শঙ্খং দূর্বাক্ষতান্ পয়ঃ ॥১৪৬
সৌবর্ণমাজ্যং লাজাংশ্চ মধু-সর্ষপমঞ্জনম্।
এবং ত্রয়োদশে মাসি মঙ্গলানি নিবেদয়েৎ ॥১৪৭

তথৈব দশ মুদ্রাশ্চ মন্ত্রেণৈব সমীক্ষয়েৎ।
তদ্বিম্বমূর্তিং মন্ত্রেণ পশ্চাদ্দশশতানি তু ॥১৪৮
পুষ্পাণি দদ্যাদ্ভক্ত্যা চ জপেচ্চ সুসমাহিতঃ।
সতিলৈস্তণ্ডুলৈঃ শুভ্রৈর্জুহুয়াচ্চ দ্বিজোত্তমঃ ॥১৪৯
আশিষো বাচনং কৃত্বা দীপৈর্নীরাজয়েত্তদা।
ভোজয়িত্বা ততো বিপ্রান্ দক্ষিণাভিশ্চ তোষয়েৎ ॥১৫০
আচার্য্য মৃত্বিজশ্চাপি বিশেষেণ সমর্চয়েৎ।
তদগ্নিং সংগ্রহেন্নিত্যং হোমার্থং পরমাত্মনঃ ॥১৫১
ত্রিরাত্রমুৎসবং তত্র কুর্য্যাচ্ছক্ত্যা যতাত্মবান্।
বৈষ্ণবৈঃ পাপশান্ত্যর্থং তত্র পুষ্পাঞ্জলিং চরেৎ ॥১৫২
আজ্যেন চরুণা বাঽপি হোমং কুর্বীত বৈষ্ণবঃ।
প্রত্যহং ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ বৈষ্ণবান্ ঘৃতপায়সম্ ॥১৫৩
তন্মূর্তিপ্রীতয়ে শক্ত্যা দদ্যাদ্ বাসাংসি দক্ষিণাঃ।
কুর্য্যাদবভৃথেষ্টিঞ্চ মহাভাগবতৈঃ সহ ॥১৫৪

নানাবিধ বস্ত্র ও ভূষণ দ্বারা সুসজ্জিত করিবে। পরে বিবিধ উপচার দ্বারা পূজা করিয়া আরাত্রিক করিবে।১৩৯-৪২

পরে সুশোভিত গৃহের (মন্দিরের) পীঠাসনে শ্রীবিষ্ণুর সূক্তমন্ত্রের দ্বারা সুখাসনে শ্রীহরিকে সংস্থাপিত করিবে।১৪৩

অনন্তর মহাভাগবত বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ শুভ মন্ত্রচতুষ্টয় অষ্টোত্তর শতবার জপ করত ধ্যান করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। পরম ধামে সংস্থিত সনাতন দীপ্তিময় শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া সেই প্রতিমূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবে।১৪৪-৪৫

নানাবিধ উপচারে পূজা করিয়া মঙ্গল দ্রব্যসকল দেবতাকে দান করিবে। দেবতাকে দর্পণ, কপিলা কন্যা, শঙ্খ, দূর্ব্বা, অক্ষত, দুগ্ধ, পানীয় জল, সুবর্ণপাত্রস্থ ঘৃত, খই, মধু, সর্ষপ ও কজ্জল প্রভৃতি মাঙ্গল্যদ্রব্য ত্রয়োদশ মাসে শ্রীহরিকে নিবেদন করিবে।১৪৬-৪৭

উক্তরূপে যথাযথ মন্ত্রে দশবিধ মুদ্রা ঐ প্রতিমূর্ত্তিকে প্রদর্শন করাইবে। যথাযথ মন্ত্রে সভক্তি সহস্রসংখ্যক পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। পরে ভক্তিপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে জপ করিবে। অতঃপর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ সতিল শুভ্রবর্ণ তণ্ডুল দ্বারা হোম করিবে।১৪৮-৪৯

হোমান্তে শান্ত্যাশীর্বাদ-বাক্যের পর দীপ দ্বারা আরাত্রিক-কার্য্য সমাপন করিবে। তারপর ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দান করত তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবে।১৫০

আচার্য্যকে ও ঋত্বিক্‌গণকে বিশেষরূপে সম্মানিত করিয়া তৃপ্ত করিবে। পরমাত্মা শ্রীহরির প্রাত্যহিক হোমের জন্য ঐ অগ্নি সংগ্রহ করিয়া রাখিবে।১৫১

সংযতচিত্ত বৈষ্ণব যথাশক্তি ত্রিরাত্র উৎসব করিয়া পাপক্ষালনের জন্য বৈষ্ণবগণের সহিত মূর্ত্তিতে পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে।১৫২

বৈষ্ণবগণ ঘৃতের দ্বারা কিংবা চরুর দ্বারা হোম করিবে। প্রতিদিন বৈষ্ণবদিগকে ঘৃতমিশ্রিত পায়সান্ন দ্বারা ভোজন করাইবে।১৫৩

ঐ মূর্ত্তিময় শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির জন্য যথাশক্তি বস্ত্রাদি দক্ষিণা দিবে ও মহাভাগবত বৈষ্ণবদের সহিত অবভৃথ যাগ করিবে।১৫৪

সহস্রনামভির্বিষ্ণোঃ সূক্তৈর্বিষ্ণুপ্রকাশকৈঃ।
নদ্যামবভৃথং কৃত্বা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥১৫৫
অস্য বামেতি সূক্তেন পায়সং মধুসংযুতম্।
আজ্যেন মূলমন্ত্রেণ সহস্রং জুহুয়াত্তদা ॥১৫৬
আশিষো বাচনং কৃত্বা ভোজয়েদ্ দ্বিজসত্তমান্।
এবং সংস্থাপয়েদ্দেবমর্চয়েদ্ বিধিনা তদা ॥১৫৭
গৃহার্চায়াং স্থাপনে তু লঘুতন্ত্রং সমাচরেৎ।
অধিবাস-নৈবেদ্যাদিমন্ত্রমত্র বিবর্জয়েৎ ॥১৫৮
একত্র পঞ্চগব্যেষু বিনিক্ষিপ্য পরেহহনি।
পঞ্চামৃতৈঃ স্নাপয়িত্বা পশ্চাদুদ্বর্তনাদিকম্ ॥১৫৯
আদায় কলশং শুদ্ধং পবিত্রোদকপূরিতম্।
নিক্ষিপ্য পঞ্চরত্নানি স্বর্ণতুলসীদলম্ ॥১৬০
চন্দনাক্ষতদূর্বাশ্চ তিলান্ ধাত্রীশ্চ সর্ষপম্।
অভিমন্ত্র্য কুশৈঃ পশ্চান্মন্ত্ররত্নেন বৈষ্ণবঃ ॥১৬১
শতবারং সহস্রং বা মন্ত্রৈণৈবাভিষেচয়েৎ।
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈর্গায়ত্র্যা বৈষ্ণবেন চ ॥১৬২
নামভিঃ কেশবাদ্যৈশ্চ সর্বৈর্মন্ত্রৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
স্নাপ্য বস্ত্রৈর্ভূষণৈশ্চ শুভে ধান্যে নিবেশয়েৎ ॥১৬৩
স্থণ্ডিলেহগ্নিং প্রতিষ্ঠাপ্য ইধ্মাধানাদি পূর্ববৎ।
হোমং কুর্য্যাদ্ গবাজ্যেন পায়সান্নেন বৈষ্ণবঃ ॥১৬৪
কর্তুরৌপাসনাগ্নৌ তু হোমমত্র বিশিষ্যতে।
প্রত্যৃচং বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈর্জুহুয়াদ্ ঘৃতপায়সম্ ॥১৬৫
অসৎবামেতি সূক্তেন গবাজ্যং জুহুয়াত্ততঃ।
মন্ত্ররত্নেন জুহুয়াদষ্টোত্তরসহস্রকম্ ॥১৬৬
তদ্বিম্বমূর্তিমন্ত্রেণ তিলহোমং তথৈব চ।
অবিজ্ঞাতস্তু তন্মন্ত্রং মূলমন্ত্রেণ বা যজেৎ ॥১৬৭
যজেচ্ছ্রী ভদ্রপ্রকাশৈশ্চ গায়ত্র্যা বিষ্ণুসংজ্ঞয়া।
বৈকুণ্ঠপার্ষদং হোমং কৃত্বা হোমং সমাপয়েৎ ॥১৬৮

শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম দ্বারা ও মাহাত্ম্য-প্রকাশক সূক্তগুলি দ্বারা নদীজলে অবভৃথ-স্নান করিয়া পিতৃগণ ও দেবগণকে তর্পণ করিবে।১৫৫

"অস্য বাম" ইত্যাদি সূক্ত পড়িয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ-পূর্বক ঘৃত দ্বারা ও মধুসংযুক্ত পায়স দ্বারা সহস্র হোম করিবে।১৫৬

পরে শান্ত্যাশীর্বাদ করিয়া বৈষ্ণব ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগকে ভোজন করাইবে। এইরূপে যথাবিধি দেবতার পূজা ও প্রতিষ্ঠা করিবে।১৫৭

নিত্য গৃহ পূজাতে ও নিত্য দেবমূর্তি স্থাপনে স্বল্প আড়ম্বরাদি ও সংক্ষিপ্ত বিধির ব্যবহার করিবে। নিত্যপূজায় অধিবাস ও নৈবেদ্যাদি উপচারের তত্তৎ মন্ত্র পরিত্যাগ করিবে। পঞ্চগব্যের দ্রব্যগুলি একসঙ্গে মিলিত করিয়া পরদিন পঞ্চামৃত সহযোগে স্নান করাইয়া পরে উদ্বর্তনাদি দান করিবে।১৫৮-৫৯

পবিত্রজলপূর্ণ শুদ্ধ কলস গ্রহণ করত তাহাতে পঞ্চরত্ন নিক্ষেপ করিয়া পরে তাহাতে স্বর্ণ ও তুলসীদল প্রদান করিবে।১৬০

বৈষ্ণব সচন্দন আতপতণ্ডুল, দূর্বা, তিল, আমলকী, সর্ষপ দিয়া কুশের দ্বারা ঐ জল অভিমন্ত্রিত করিয়া মন্ত্ররত্ন দ্বারা শতবার বা সহস্রবার দেবতাকে অভিষেক করিবে। তাহাতে সমস্ত বিষ্ণুবিষয়ক সূক্ত ও বিষ্ণুগায়ত্রীর প্রয়োগ করিবে।১৬১-৬২

কেশবাদি নাম উচ্চারণপূর্বক সমস্ত বিষ্ণুবিষয়ক মন্ত্র দ্বারা স্নান করাইয়া নানাবিধ বস্ত্র ও ভূষণ দ্বারা সুশোভিত করত ধান্যসমন্বিত পাত্রে সংস্থাপিত করিবে।১৬৩

স্থণ্ডিলে অগ্নিস্থাপন পূর্বক পূর্ববৎ ক্রমে কাষ্ঠাদির আধান করিবে অর্থাৎ যজ্ঞীয় কাষ্ঠ, ঘৃত ও অন্যান্য দ্রব্যের সঞ্চয় করিবে। বৈষ্ণবগণ তখন গব্যঘৃতের দ্বারা ও পায়সান্ন দ্বারা হোম করিবে।১৬৪

নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠায়ি ব্যক্তির প্রত্যহ উপাসনা অগ্নিতে হোম করা বিধেয়। বৈষ্ণবসুক্তের প্রতিমন্ত্রে ঘৃতমিশ্রিত পায়স দ্বারা হোম করিবে।১৬৫

"অস্য বাম" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা মন্ত্ররত্ন উচ্চারণপূর্বক গব্যঘৃতের দ্বারা অষ্টোত্তর সহস্র হোম করিবে। প্রতিমূর্ত্তির নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক ঘৃতযুক্ত তিলের দ্বারা হোম করিবে। ঐ মন্ত্র না জানা থাকিলে মূলমন্ত্র দ্বারাও হোম কর্ত্তব্য।১৬৬-৬৭

নয়নোন্মীলনং কৃত্বা সৌবর্ণেন কুশেন বা।
নিবেশ্যাবাহয়েৎ পীঠে মন্ত্ররত্নেন বৈষ্ণবঃ ॥১৬৯
মন্ত্রেণৈবার্চনং কৃত্বা পশ্চাৎ পুষ্পাঞ্জলিং যজেৎ।
তস্মিন্ বিম্বে তু তন্মূর্তিং ধ্যাত্বা নিয়তমানসঃ ॥১৭০
অষ্টোত্তরসহস্রন্তু দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ।
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈর্দদ্যাৎ পুষ্পাণি বৈষ্ণবঃ ॥১৭১
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাৎ পায়সান্নং ঘৃতান্বিতম্।
শক্ত্যা চ দক্ষিণাং দত্ত্বা বিশেষেণার্চয়েদ্ গুরুম্ ॥১৭২
সহস্রনামভিঃ স্তুত্বা আশীর্ভিরভিবাদয়েৎ।
প্রদক্ষিণ-নমস্কারান্ কুর্বীতাত্র পুনঃ পুনঃ ॥১৭৩
প্রসীদ মম নাথেতি ভক্ত্যা সম্প্রার্থয়েদ্ বিভুম্।
দীপ্তৈর্নীরাজয়েৎ পশ্চাচ্ছক্ত্যা তেন সমাহিতঃ ॥১৭৪
হুতশেষং হবিঃ প্রাশ্য জপ্ত্বা মন্ত্রমনুত্তমম্।
ধ্যায়ন্ কমলপত্রাক্ষং ভূমৌ স্বপ্যাৎ কুশোত্তরম্ ॥১৭৫

এবং গৃহার্চাবিম্বস্থ বিষ্ণুং সংস্থাপ্য বৈষ্ণবঃ।
অর্চয়েদ্ বিধিনা নিত্যং যাবদ্দেহনিপাতনম্ ॥১৭৬
শালগ্রামশিলায়ান্তু পূজনং পরমাত্মনঃ।
কোটিকোটিগুণাধিক্যং ভবেদত্র ন সংশয়ঃ ॥১৭৭
ন জপো নাধিবাসশ্চ ন চ সংস্থাপনক্রিয়া।
শালগ্রামার্চনে বিষ্ণুস্তস্মিন্ সন্নিহিতস্তথা ॥১৭৮
মূর্তীনান্তু হরেস্তস্য যস্যাং প্রীতিরনুত্তমা।
তস্যামেব তু তাং ধ্যাত্বা পূজয়েৎ তদ্বিধানতঃ ॥১৭৯
মূর্ত্যন্তরমবিম্বে তু ন যষ্টব্যং তদেব তৎ।
শালগ্রামশিলায়ান্তু যষ্টব্যা ইষ্টমূর্তয়ঃ ॥১৮০
অর্চনং বন্দনং দানং প্রণামং দর্শনং নৃণাম্।
শালগ্রামশিলায়ান্তু সর্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥১৮১
সস্নাতঃ সর্বতীর্থেষু সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
যো বহেচ্ছিরসা নিত্যং শালগ্রামশিলাজলম্ ॥১৮২

সৌন্দর্য্য প্রকাশক ভ্রূভঙ্গীসহকারে বিষ্ণুগায়ত্রী দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পরিষদ্‌গণের হোম করিয়া হোম সমাপ্ত করিবে।১৬৮

বৈষ্ণব স্বর্ণ-শলাকা দ্বারা কিংবা কুশের দ্বারা নয়ন উন্মীলিত (চক্ষুর্দান) করিয়া পীঠে সংস্থাপনপূর্বক মন্ত্ররত্ন উচ্চারণ করত আবাহন করিবে।১৬৯

মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। সংযতচিত্তে সেই প্রতিমূর্ত্তিতে সেই দেবতার ধ্যান করিয়া অষ্টোত্তর সহস্র পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে।১৭০

বৈষ্ণবপ্রধান যাজ্ঞিক সমস্ত বৈষ্ণবসূক্ত উচ্চারণপূর্বক পুষ্পসমূহ দান করিবে। পরে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। ঘৃতসমন্বিত পায়স ব্রাহ্মণ-ভোজনে দান করিবে। যথাশক্তি তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দিবে। পরে শ্রীগুরুদেবকে বিশিষ্টরূপে পূজা করিবে।১৭১-৭২

সহস্রনাম দ্বারা শ্রীহরির স্তব করিয়া প্রণাম করিবে। পরে প্রদক্ষিণান্তে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিবে। "হে নাথ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন" এই কথা ভক্তি-সহকারে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিবে। পরে তিনি যথা শক্তি সমাহিত হইয়া প্রদীপ্ত দীপাবলি দ্বারা আরাত্রিক করিবে।

হুতশেষ ঘৃত ভোজনের পর দেবতার শ্রেষ্ঠ মন্ত্র জপ করিয়া ঐ পদ্মলোচন শ্রীহরিকে চিন্তা করিতে করিতে ভূমিতে কুশ-শয্যায় শয়ন করিবে।১৭৩-৭৫

বৈষ্ণব এইরূপে গৃহদেবতার প্রতিমাতে শ্রীবিষ্ণুকে সংস্থাপিত করিয়া দেহপাতের পূর্ব পর্য্যন্ত প্রত্যহ যথাবিধি অর্চ্চনা করিবে।১৭৬

শালগ্রাম-শিলাতে পরমাত্মা শ্রীহরির এইরূপে পূজা কোটিকোটিগুণে শ্রেষ্ঠ,—ইহাতে সন্দেহ নাই। শালগ্রামে শ্রীবিষ্ণুর পূজায় তাদৃশ অধিবাস, জপ ও প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই। শালগ্রামে শ্রীবিষ্ণু নিত্যই সুপ্রতিষ্ঠিত। শ্রীহরির মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে যে মূর্ত্তিতে সমধিক প্রীতি হয়, সেই মূর্ত্তিতেই শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করত যথাবিধি পূজা করিবে।১৭৭-৭৯

অনভিপ্রেত মূর্ত্তিতে বা অসুন্দর প্রতিবিম্বে পূজা করিবে না। কিন্তু শালগ্রাম-শিলাতে স্বীয় ইষ্টদেব-দেবীর পূজা অবশ্যই বিধেয়।১৮০

শালগ্রাম শিলাতে স্বীয় ইষ্ট দেব দেবীর ও ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা, বন্দনা, দান, প্রণাম, দর্শন, মনুষ্যের কোটি কোটি গুণ ফলদায়ক সন্দেহ নাই।১৮১

অসত্যকথনং হিংসামভক্ষ্যাণাঞ্চ ভক্ষণম্ ।
শালগ্রামজলং পীত্বা সর্বং দহতি তৎক্ষণাৎ ॥১৮৩
দ্বিজানামেব নান্যেষাং শালগ্রামশিলার্চনম্ ।
বালকৃষ্ণবপুর্দেবং পূজয়েত্তদ্ দ্বিজঃ সদা ॥১৮৪
পঠেদ্ বাহপ্যর্চয়েদ্ বিষ্ণুং বিশিষ্টঃ শূদ্রযোনিজঃ ।
স্থণ্ডিলে হৃদয়ে বাহপি পূজয়েত্তদ্ দ্বিজঃ সদা ॥১৮৫
বারাহং নারসিংহঞ্চ হয়গ্রীবঞ্চ বামনম্ ।
ব্রাহ্মণঃ পূজয়েদ্ বিষ্ণুং যজ্ঞমূর্তিঞ্চ কেবলম্ ॥১৮৬
ক্ষত্রিয়ঃ পূজয়েদ্ রামং কেশবং মধুসূদনম্ ।
নারায়ণং বাসুদেবমনন্তঞ্চ জনার্দনম্ ॥১৮৭
প্রদ্যুম্নমনিরুদ্ধঞ্চ গোবিন্দঞ্চাচ্যুতং হরিম্ ।
সঙ্কর্ষণং তথা কৃষ্ণং বৈশ্যঃ সংপূজয়েত্তদা ॥১৮৮
বালং গোপালবেষং বা পূজয়েচ্ছূদ্রযোনিজঃ ।
সর্বএব হি সংপূজ্যা বিপ্রেণ মুনিসত্তমাঃ ॥১৮৯
সর্বেহপি ভগবন্মন্ত্রা জপ্তব্যাঃ সর্বসিদ্ধিদাঃ ।
তস্মাদ্ দ্বিজোত্তমঃ পূজ্যঃ সর্বেষাং ভূতমিচ্ছতাম্ ॥১৯০
পঞ্চ সংস্কারসম্পন্নো মন্ত্ররত্নার্থকোবিদঃ ।
শালগ্রামশিলায়াং তু পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ।
পূজিতস্তুলসীপত্রৈর্দদ্যাদ্ধি সকলং হরিঃ ॥১৯১
যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে বিপ্রঃ শালগ্রামশিলাগ্রতঃ ।
পিতৃণাং তত্র তৃপ্তিঃ স্যাদ্ গয়াশ্রাদ্ধাদনন্তরম্ ॥১৯২
জপ্তং হুতং তথা দানং বন্দনঞ্চ ততঃ ক্রিয়া ।
শালগ্রামসমীপে তু সর্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥১৯৩
ধ্যাত্বা কমলপত্রাক্ষং শালগ্রামশিলোপরি ।
পৌরুষেণ তু সূক্তেন পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥১৯৪

যে ব্যক্তি শালগ্রাম-শিলার চরণামৃত মস্তকে ধারণ করে, সে সমস্ত তীর্থে স্নান-জন্য ফল ও সমস্ত যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া যজ্ঞ কার্য্যের ফল লাভ করে।১৮২

শালগ্রাম-শিলার স্নানাদি জল যে পান করে, তাহার অসত্য-কথন, হিংসা, অভক্ষ্যভক্ষণজনিত সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়।১৮৩

দ্বিজাতিদেরই কেবল শালগ্রামশিলা-পূজার অধিকার, অন্য কোনও বর্ণের শালগ্রামশিলা-পূজার অধিকার নাই। সুতরাং দ্বিজগণই সর্বদা বালকৃষ্ণ-শরীর ভগবান্ নারায়ণকে শালগ্রাম-শিলায় পূজা করিবে।১৮৪

বিশিষ্ট (সাত্ত্বিক) শূদ্রবংশে জাত ব্যক্তি বিষ্ণু-বিষয়ক ভাগবতাদি পাঠ ও শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবে। কিন্তু শালগ্রাম-শিলায় স্থণ্ডিলে বা স্বহৃদয়ে কেবল দ্বিজগণই শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে।১৮৫

ব্রাহ্মণগণ বরাহ-মূর্ত্তি, নারসিংহ মূর্ত্তি, হয়গ্রীব-মূর্ত্তি ও বামন-মূর্ত্তিতে যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে।১৮৬

ক্ষত্রিয় শ্রীরামচন্দ্র, কেশব, শ্রীমধুসূদন, নারায়ণ, বাসুদেব, অনন্ত ও জনার্দ্দনকে পূজা করিবে।১৮৭

বৈশ্যগণ প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, গোবিন্দ, অচ্যুত, শ্রীহরি, সঙ্কর্ষণ ও শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিবে। শূদ্রগণ বালগোপাল-বেশধারী ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করিবে। সমস্ত মূর্ত্তির পূজা ব্রাহ্মণ দ্বারাই করাইতে হইবে।১৮৮-৮৯

সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধিকামী ব্যক্তিগণ ভগবদ্‌বিষয়ক সমস্ত মন্ত্রগুলি ব্রাহ্মণ দ্বারাই জপ করাইবে। (ইহা কাম্যকর্ম্ম-বিষয়ে। অকামবিষয়ে নিজেই জপ করিবে)। সুতরাং উন্নতিকামী সকল ব্যক্তিরই বিশেষভাবে ব্রাহ্মণগণ পূজনীয়। পঞ্চসংস্কারসম্পন্ন মন্ত্ররত্নের অর্থতত্ত্ববিৎ ব্রাহ্মণ শালগ্রাম-শিলাতে ভগবান্ পুরুষোত্তমের পূজা করিবে। তুলসীপত্রাদি দ্বারা শ্রীহরি পূজিত হইয়া সকল বাঞ্ছিত ফল দান করিয়া থাকেন। ১৯০-৯১

যে ব্যক্তি গয়াশ্রাদ্ধের পর অর্থাৎ বার্ষিক শ্রাদ্ধে শালগ্রাম শিলাকে সমীপে রাখিয়া শ্রাদ্ধ করিলে, ঐ শ্রাদ্ধে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি হইয়া থাকে।১৯২

শালগ্রাম-শিলার সমীপে যাহা জপ, হোম, দান ও বন্দনা যাহা কিছু করা যায়, তাহার কোটিগুণ ফল হইয়া থাকে। শালগ্রাম-শিলাতে কমলদললোচন পুরুষোত্তম শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া পুরুষসূক্ত-মন্ত্র দ্বারা তাঁহার স্নান-পূজাদি করিবে। অনুষ্টুভ-সূক্তের ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ, জগৎকারণ পুরুষ শ্রীবিষ্ণু দেবতা এবং নারায়ণ ঋষি জানিবে।১৯৩-৯৫

অনুষ্টুভস্য সূক্তস্য ত্রিষ্টুপ্ছন্দোঽস্য দেবতা।
পুরুষো যো জগদ্বীজমৃষির্নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥১৯৫
প্রথমাং বিন্যসেদ্ বামে দ্বিতীয়াং দক্ষিণে করে।
তৃতীয়াং বামপাদে তু চতুর্থীং দক্ষিণে তথা ॥১৯৬
পঞ্চমীং বামজানৌ তু ষষ্ঠীং বৈ দক্ষিণে তথা।
সপ্তমীং বামকট্যাং তু হ্যষ্টমীং দক্ষিণেঽপি চ ॥১৯৭
নবমীং নাভিদেশে তু দশমীং হৃদি বিন্যসেৎ।
একাদশীং কণ্ঠদেশে দ্বাদশীং বামবাহুকে ॥১৯৮
ত্রয়োদশীং দক্ষিণে তু স্বাস্যদেশে চতুর্দশীম্।
অক্ষ্ণোঃ পঞ্চদশীং মূর্দ্ধ্নি ষোড়শীঞ্চৈব বিন্যসেৎ ॥১৯৯
এবং ন্যাসবিধিং কৃত্যা পশ্চাদ্ ধ্যানং সমাচরেৎ।
সহস্রার্কপ্রতীকাশং কন্দর্পাযুতসন্নিভম্ ॥২০০
যুবানং পুণ্ডরীকাক্ষং সর্বাভরণভূষিতম্।
পীনবৃত্তায়তৈর্দোর্ভিশ্চতুর্ভির্ভূষণান্বিতৈঃ ॥২০১
চক্রং পদ্মং গদাং শঙ্খং বিভ্রাণং পীতবাসসম্।
শুক্লপুষ্পানুলেপঞ্চ রক্তহস্তপদাম্বুজম্ ॥২০২
সুস্নিগ্ধনীলকুটিলকুন্তলৈরুপশোভিতম্।
শ্রিয়া ভূম্যা সমাশ্লিষ্টপার্শ্বং ধ্যাত্বা সমর্চয়েৎ ॥২০৩
যথাত্মনি তথা দেবে ন্যাসকর্ম্ম সমাচরেৎ।
আদ্যয়াবাহনং বিষ্ণোরাসনঞ্চ দ্বিতীয়য়া ॥২০৪
তৃতীয়য়া চ তৎপাদ্যং চতুর্থ্যার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।
পঞ্চম্যাচমনীয়ং তু দাতব্যঞ্চ ততঃ ক্রমাৎ ॥২০৫
ষষ্ঠ্যা স্নানন্তু সপ্তম্যা বস্ত্রমপ্যুপবীতকম্।
অষ্টম্যা চৈব গন্ধন্তু নবম্যাথ সুপুষ্পকম্ ॥২০৬
দশম্যা ধূপকঞ্চৈবমেকাদশ্যা চ দীপকম্।
দ্বাদশ্যা চ ত্রয়োদশ্যা চরুং দিব্যং নিবেদয়েৎ ॥২০৭
চতুর্দশ্যা নমস্কারং পঞ্চদশ্যা প্রদক্ষিণম্।
ষোড়শ্যা শয়নং দত্ত্বা শেষকর্ম্ম সমাচরেৎ ॥২০৮

প্রথম ঋক্‌কে বামকরে বিন্যস্ত করিবে, দ্বিতীয় ঋক্‌কে দক্ষিণকরে, তৃতীয় ঋক্‌কে বামপাদে, চতুর্থ ঋক্‌কে দক্ষিণপাদে, পঞ্চম ঋক্‌কে বাম জানুতে, ষষ্ঠী ঋক্‌কে দক্ষিণজানুতে, সপ্তম ঋক্‌কে বামকটিতে, অষ্টম ঋক্‌কে দক্ষিণকটিতে, নবম ঋক্‌কে নাভিতে, দশম ঋক্‌কে হৃদয়ে, একাদশ ঋক্‌কে কণ্ঠদেশে, দ্বাদশ ঋক্‌কে বামবাহুতে, ত্রয়োদশ ঋক্‌কে দক্ষিণবাহুতে, চতুর্দ্দশ ঋক্‌কে মুখে, পঞ্চদশ ঋক্‌কে চক্ষুর্দ্বয়ে এবং ষোড়শ ঋক্‌কে মস্তকে বিন্যস্ত করিবে।১৯৬-৯৯

এইরূপে যথাবিধি ন্যাস সমাপ্ত করিয়া ধ্যান করিবে। যথা—ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু সহস্রসূর্য্যতুল্য তেজোমণ্ডল মণ্ডিত, অযুত কন্দর্পতুল্য সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট, যুবক, পুণ্ডরীকদলের ন্যায় নয়নদ্বয়, সমস্ত আভরণে অলঙ্কৃত, স্থূল, গোলাকার, সুদীর্ঘ ভূষণান্বিত চতুর্বাহু দ্বারা চক্র, পদ্ম, গদা ও শঙ্খ ধারণ করিয়া আছেন, পরিধানে পীতবর্ণ বসন, সর্বাঙ্গে শুক্লবর্ণ পুষ্প শোভমান, হস্ত ও পাদসমূহ রক্তবর্ণ, সুস্নিগ্ধ নীলবর্ণকুঞ্চিত কেশসমূহ দ্বারা সুশোভিত, লক্ষ্মী ও ধরণীদেবী দ্বারা পার্শ্বদ্বয় আলিঙ্গিত শ্রীবিষ্ণুকে এইরূপ ধ্যান করিয়া পূজা করিবে।২০০-৩

নিজের শরীরে যেমন মন্ত্রন্যাস করিবে, তদ্রূপ দেবতার শরীরেও করিতে হইবে। আদ্য ঋকের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর আবাহন করিবে। দ্বিতীয় ঋকের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে আসন দান করিবে। তৃতীয় ঋকের দ্বারা পাদ্যজল দিবে। চতুর্থ ঋকের দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে। পঞ্চম ঋকের দ্বারা আচমনীয় জল দিবে।২০৪-৫

ষষ্ঠ ঋকের দ্বারা স্নানীয় জল দিবে। সপ্তম ঋকের দ্বারা বস্ত্র ও উপবীত দান করিবে। অষ্টম ঋকের দ্বারা গন্ধ (চন্দন) দান করিবে। নবম ঋকের দ্বারা সুরভি পুষ্প দিবে। দশম ঋকের দ্বারা ধূপ, একাদশ ঋকের দীপ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ ঋকের দ্বারা সুন্দর চরু দান করিবে। চতুর্দ্দশ ঋকের দ্বারা প্রণাম, পঞ্চদশ ঋকের দ্বারা প্রদক্ষিণ ও ষোড়শ ঋকের দ্বারা শয্যাদান করিয়া অবশিষ্ট কর্ম্ম সমাপ্ত করিবে।২০৬-৮

স্নানবস্ত্রোপবীতেষু চরৌ চাচমনং চরেৎ।
হুত্বা ষোড়শভির্মন্ত্রৈঃ ষোড়শাজ্যাহুতীঃ ক্রমাৎ ॥২০৯
অথবাজ্যেন হোতব্যমৃগ্‌ভিঃ পুষ্পাঞ্জলিং চরেৎ।
তচ্চ সর্বং জপেৎ সদ্যঃ পৌরুষং সূক্তমুত্তমম্ ॥২১০
কৃত্বা মাধ্যাহ্নিকস্নানমূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধরস্ততঃ।
নিত্যং সন্ধ্যামুপাস্যাথ রবিমণ্ডলমধ্যগম্ ॥২১১
হরিং ধ্যায়ন্নগদঃ স্যাদেনসঃ শুচিরিত্যৃচা।
সাবিত্রীঞ্চ জপেত্তিষ্ঠন্ প্রাণানায়ম্য পূর্বতঃ ॥২১২
সৌরেণ চানুবাকেন উপস্থানজপং তথা।
আত্মানঞ্চ পরীক্ষ্যাথ দর্ভান্তরপুটাঞ্জলিম্ ॥২১৩
দক্ষিণাঙ্কে তু বিন্যস্য জপযজ্ঞাপ্তয়ে বুধঃ।
সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং তু জপেত্তদা ॥২১৪
শক্ত্যা চ চতুরো বেদান্ পুরাণং বৈষ্ণবং জপেৎ।
চরিতং রঘুনাথস্য গীতাং ভগবতো হরেঃ ॥২১৫
ধ্যায়ন্ বৈ পুণ্ডরীকাক্ষং জপ্ত্বা বাহপ উপস্পৃশেৎ।
পূর্ববত্তর্পয়েদ্দেবং বৈকুণ্ঠপার্ষদং তথা ॥২১৬
দেবানৃষীন্ পিতৃংশ্চৈব তর্পয়িত্বা তিলোদকৈঃ।
নিষ্পীড্য বস্ত্রমাচম্য গৃহমাবিশ্য পূর্ববৎ ॥২১৭
পূজয়িত্বাঽচ্যুতং ভক্ত্যা পৌরুষেণ বিধানতঃ।
দৈবং ভূতং পৈতৃকঞ্চ মানুষঞ্চ বিধানতঃ ॥২১৮
প্রীতয়ে সর্বযজ্ঞস্য ভোক্তুর্বিষ্ণোর্যজেত্ততঃ।
বৈকুণ্ঠং বৈষ্ণবং হোমং পূর্ববজ্জুহুয়াত্তদা ॥২১৯
চতুর্বিধেভ্যো ভূতেভ্যো বলিং পশ্চাদ্ বিনিক্ষিপেৎ।
দ্বারি গোদোহমাত্রস্তু তিষ্ঠেদতিথিবাঞ্ছয়া ॥২২০
ভোজয়েচ্চাগতান্ কালে ফল-মূলোদনাদিভিঃ।
মহাভাগবতান্ বিপ্রান্ বিশেষেণৈব পূজয়েৎ ॥২২১
মধুপর্কপ্রদানেন পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভিঃ।
গন্ধৈঃ পুষ্পৈশ্চ তাম্বূলৈ র্ধূপৈর্দীপৈর্নিবেদনৈঃ ॥২২২

স্নানীয় বস্ত্র, উপবীত এবং চরুদানের পর আচমনীয় জল দান করিবে। পরে ষোড়শ সূক্ত মন্ত্র দ্বারা পর পর ষোলটী ঘৃতাহুতি দান করিবে।২০৯

অথবা ঘৃতাহুতি দানের পর সূক্ত মন্ত্র দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। পুরুষসূক্ত-মন্ত্র অবলম্বন করিয়াই উপর্যুক্ত সমস্ত পূজা জপাদি করিবে।২১০

পরে মাধ্যাহ্নিক স্নান করিয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে। পরে সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিত সন্ধ্যা (গায়ত্রী) দেবীর উপাসনা করিবে।২১১

পরে শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া নীরোগ হইবে এবং সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র হইবে। যথাযথ প্রাণায়ামপূর্বক মন্ত্র দ্বারা দণ্ডায়মান হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে।২১২

হস্তে কুশপুঞ্জ গ্রহণ করিয়া সূর্য্য অনুবাক্ মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যোপস্থান করিবে ও নিজেকে পাপমোচন বিষয়ে পরীক্ষা করিবে।২১৩

জপযজ্ঞের সম্পূর্ণ ফলপ্রাপ্তির জন্য পণ্ডিতগণ দক্ষিণ-ক্রোড়ে হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক সব্যাহৃতি সপ্রণব গায়ত্রী জপ করিবে।২১৪

শক্তি অনুসারে চারিটি বেদ ও বিষ্ণুপুরাণ পাঠ করিবে। শ্রীরামচরিত (রামায়ণ) এবং গীতাও পাঠ করিবে। পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করতঃ জপ করিয়া জলের দ্বারা আচমন করিবে এবং পূর্ব্ববৎ শ্রীবিষ্ণুর পরিষদ্‌গণের তর্পণ করিবে।২১৫-১৬

দেবতাদিগকে ঋষিদিগকে ও পিতৃগণকে তিলমিশ্রিত জলের দ্বারা তর্পণ করত বস্ত্র নিষ্পীড়নপূর্বক গৃহে প্রবেশ করিবে।২১৭

পুরুষ সূক্ত দ্বারা ভক্তি সহকারে অচ্যুতকে যথাবিধি পূজা করিয়া দৈব, ভূত, পৈতৃক ও মানুষবলি প্রদানের পর সর্বযজ্ঞের ভোক্তা যজ্ঞপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর প্রীতির জন্য শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে। পরে পূর্ব্ববৎ শ্রীবিষ্ণুর হোম করিবে।২১৮-১৯

চতুর্ব্বিধ প্রাণিকে বলি প্রদান করিবার পর ভবন-দ্বারে গোদোহন-পরিমিত-সময়ে অতিথিলাভের আশায় অপেক্ষা করিবে। যথাকালে সমাগত অতিথি ও ব্রাহ্মণ-দিগকে ফল-মূল ও অন্নাদি দ্বারা ভোজন করাইবে। মহাভাগবত-ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগকে বিশিষ্টরূপে পূজাদি দ্বারা সমাদর করিবে।২২০-২১

ব্রহ্মাসনে নিবেশ্যৈব পূজয়েচ্ছ্রদ্ধয়াঽন্বিতঃ।
সকৃৎ সংপূজিতে বিপ্রে মহাভাগবতোত্তমম্ ॥২২৪
কোটিজন্মার্জিতাৎ পুণ্যাদ্ ভ্রশ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
গৃহে তস্য ন চাশ্নাতি শতবর্ষাণি কেশবঃ ॥২২৫
মুখং হি সর্বদেবানাং মহাভাগবতোত্তমঃ।
তস্মিন্ সম্পূজিতে বিপ্রে পূজিতং স্যাজ্জগত্রয়ম্ ॥২২৬
অর্থপঞ্চকতত্ত্বজ্ঞঃ পঞ্চসংস্কারসংস্কৃতঃ।
নবভক্তিসমাযুক্তো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ ॥২২৭
কালে সমাগতে তস্মিন্ পূজিতে মধুসূদনঃ।
ক্ষণাদেব প্রসন্নঃ স্যাদীপ্সিতানি প্রযচ্ছতি ॥২২৮
মহাভাগবতানাঞ্চ পিবেৎ পাদোদকং তু যঃ।
শিরসা বা শ্রয়েদ্ভক্ত্যা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২২৯

যস্মিন্ কস্মিন্ হি বসতি মহাভাগবতোত্তমে।
অপ্যেকরাত্রমথবা তদ্দেশস্তীর্থসম্মিতঃ ॥২৩০
ভোজয়িত্বা মহাভাগান্ বৈষ্ণবানতিথীনপি।
ততো বাল-সুহৃদ্বৃদ্ধান্ বান্ধবাংশ্চ সমাগতান্ ॥২৩১
ভোজয়িত্বা যথাশক্ত্যা যথাকালং জিতক্ষুধঃ।
ভিক্ষাং দদ্যাৎ প্রযত্নেন যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্ ॥২৩২
শূদ্রো বা প্রতিলোমো বা পথিশ্রান্তঃ ক্ষুধাতুরঃ।
ভোজয়েত্তং প্রযত্নেন গৃহমভ্যাগতো যদি ॥২৩৩
পাষণ্ডঃ পতিতো বাঽপি ক্ষুধার্ত্তো গৃহমাগতঃ।
নৈব দদ্যাৎ স্বপক্বান্নমামমেব প্রদাপয়েৎ ॥২৩৪
স্বশক্ত্যা তর্পয়িত্বৈবমতিথীনাগতান্ গৃহে।
সম্যঙ্‌নিবেদিতং বিষ্ণোঃ স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ ॥২৩৫

মহাভাগবতোত্তম ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মাসনে বসাইয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, তাম্বুল প্রভৃতি দান করত শ্রদ্ধা পূর্বক পূজা করিবে। মহাভাগত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে একবার পূজা করিলে ষষ্ঠী সহস্রবৎসর পর্য্যন্ত শ্রীবিষ্ণু পূজিত হইয়া থাকেন অর্থাৎ ষাট্ হাজার বৎসর শ্রীবিষ্ণুপূজার ফল একটি মহাভাগবতের একবার পূজার দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশতঃ মহাভাগবতোত্তম ব্যক্তিকে পূজা করে না, সে কোটিজন্ম দ্বারা উপার্জ্জিত পুণ্য হইতে ভ্রষ্ট হয়—এবিষয়ে সন্দেহ নাই। অধিকন্তু তাহার গৃহে শতবর্ষ পর্য্যন্ত কেশব শ্রীবিষ্ণু ভোজন করেন না অর্থাৎ পূজাদি গ্রহণ করেন না।২২২-২৫

মহাভাগবতোত্তম বৈষ্ণবব্রাহ্মণ সমস্ত দেবগণের মুখস্বরূপ। সেই ব্রাহ্মণের পূজা করিলে ত্রিভুবনের পূজা করা হয়।২২৬

পঞ্চতত্ত্বের তাৎপর্য্যবেত্তা, পঞ্চসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত ও অর্চ্চন-বন্দনাদি নববিধভক্তি যুক্ত ব্যক্তিই মহাভাগবত বলিয়া প্রসিদ্ধ।২২৭

যথাকালে ঐ মহাভাগবত মহাত্মা উপস্থিত হইলে এবং পূজিত হইলে তৎক্ষণাৎ শ্রীমধুসূদন প্রসন্ন হইয়া অভিপ্রেত দ্রব্য দান করিয়া থাকেন।২২৮

যে ব্যক্তি মহাভাগবত মহাত্মার পাদোদক পান করে অথবা মস্তকে ভক্তিপূর্ব্বক ধারণ করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়।২২৯

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ মহাত্মা যে কোনও স্থানেই বাস করুন না কেন, একরাত্র বাস করিলেই সেই স্থান তীর্থসদৃশ পুণ্যময় হইয়া থাকে।২৩০

মহাভাগ বৈষ্ণব অতিথিদিগকে ভোজন করাইয়া পরে বালক, বন্ধু ও বৃদ্ধদিগকে এবং সমাগত আত্মীয়-বান্ধবদিগকে যথাশক্তি ভোজন করাইয়া স্বীয় ক্ষুধাকে জয় করিবে।২৩১

পরে সযত্নে যতি ও ব্রহ্মচারিদিগকে ভিক্ষাদান করিবে। শূদ্র বা প্রতিলোমজাতি (অন্ত্যজশূদ্র) পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অতিথিরূপে গৃহে উপস্থিত হইলে যত্নপূর্বক তাহাদিগকে ভোজন করাইবে। ২৩২-৩৩

পাষণ্ড বা পতিতব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গৃহে উপস্থিত হইলে পক্বান্ন দিবে না—অপক্ব তণ্ডুলাদিই তাহাদিগকে দান করিবে।২৩৪

গৃহাগত অতিথিগণকে শক্তি অনুসারে ভোজনাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া শ্রীবিষ্ণুকে সম্যক্ নিবেদিত অন্ন স্বয়ং বাগ্‌যত হইয়া ভোজন করিবে।২৩৫

প্রক্ষাল্য পাদৌ হস্তৌ চ সম্যগাচম্য বারিণা।
বিষ্ণোরভিমুখং পীঠে হেমদিগ্ধে কুশোত্তরে ॥২৩৬
প্রাগ্‌বা প্রত্যঙ্‌মুখো বাঽপি জান্বোরন্তঃকরঃ শুচিঃ।
উদঙ্‌মুখো বা পৈত্র্যে তু সমাসীতাভিপূজিতঃ ॥২৩৭
বংশতালাদিপত্রৈস্তু কৃতং বসনমশ্ম চ।
কপালমিষ্টকং বাপি বর্ণং তৃণময়ং তথা ॥২৩৮
চর্মাসনং শুষ্ককাষ্ঠং খলং পর্য্যঙ্কমেব চ।
নিষিদ্ধধাতুপীঠঞ্চ দান্তমস্থিময়ঞ্চ যৎ ॥২৩৯
দগ্ধং পরাবিতং তালমায়সঞ্চ বিবর্জয়েৎ।
বিভীতকং তিন্দুকঞ্চ করঞ্জং ব্যাধিঘাতকম্ ॥২৪০
ভল্লাতকং কপিত্থঞ্চ হিন্তালং শিগ্রুমেব চ।
নিষিদ্ধতরবো হ্যেতে সর্বকর্মসু গর্হিতাঃ ॥২৪১
শুদ্ধদারুময়ে পীঠে সমাসীনে কুশোত্তরে।
পীঠে ত্বলাভে সৌম্যে স্যাৎ কেবলং কুশবিষ্টরম্ ॥২৪২
চতুরস্রং ত্রিকোণং বা বর্তুলঞ্চার্দ্ধচন্দ্রকম্।
বর্ণানামানুপূর্বেণ মণ্ডলানি যথাক্রমাৎ ॥২৪৩
স্বলঙ্কৃতে মণ্ডলেঽস্মিন্ বিমলং ভাজনং ন্যসেৎ।
স্বর্ণং রৌপ্যঞ্চ কাংস্যং বা পর্ণং বা শাস্ত্রচোদিতম্ ॥২৪৪
চতুঃষষ্টিপলং কাংস্যং তদর্দ্ধং পাদমেব বা।
গৃহিণামেব ভোজ্যং স্যাৎ ততো হীনন্তু বর্জয়েৎ ॥২৪৫
পলাশ-পদ্মপত্রে তু গৃহী যত্নেন বর্জয়েৎ।
যতীনাঞ্চ বনস্থানাং পিতৃণাঞ্চ শুভপ্রদম্ ॥২৪৬
বটাশ্বত্থার্কপর্ণানি কুম্ভী-তিন্দুকয়োস্তথা।
এরণ্ড-তাল-বিল্বেষু কোবিদার-করঞ্জকে ॥২৪৭
ভল্লাতকাশ্বপর্ণানাং পর্ণানি পরিবর্জয়েৎ।
মোচাগর্ভপলাশঞ্চ বর্জয়েত্তু সর্বদা ॥২৪৮
মধুকং কুটজং ব্রাহ্ম-জম্বু-প্লক্ষ-মুডুম্বরম্।
মাতুলুঙ্গং পনসঞ্চ মোচাচর্মদলানি চ ॥২৪৯

হস্ত ও পাদ প্রক্ষালিত করিয়া জলের দ্বারা যথাবিধি আচমন করত শ্রীবিষ্ণুর সম্মুখে স্বর্ণাদি-যুক্ত পীঠাসনে বা কুশাসনে উপবেশন করিবে।২৩৬

পূর্বমুখে বা পশ্চিমমুখে জানুর মধ্যে হস্ত রাখিয়া পবিত্র হইয়া বসিবে। কিংবা পিতৃকার্য্য করিতে হইলে উত্তরমুখে শুদ্ধভাবে বসিবে।২৩৭

বংশপত্র বা তালপত্র দ্বারা নির্ম্মিত আসন কিংবা প্রস্তরময় আসন, অস্থি বা ইষ্টকনির্ম্মিত আসন, তৃণময় বর্ণযুক্ত আসন চর্ম্মাসন, শুষ্ক কাষ্ঠাসন, অনিষ্টজনক কুটিল আসন, খট্টাসন, লৌহাদি নিষিদ্ধধাতুনির্ম্মিত আসন, দন্তনির্ম্মিত আসন, অস্থিনির্ম্মিত আসন, দগ্ধ আসন, অন্যের আসন, তালের আসন, লৌহের আসন এই সব পরিত্যাগ করিবে।২৩৮-৩৯

শুষ্ককাষ্ঠাসন ব্যবহার করিবে। কিন্তু বহেড়া, গাব, করঞ্জ, ভেলাগাছ কপিত্থ (কদ্‌বেল), হিন্তাল, শিগ্রু (সজিনা) এই বৃক্ষগুলি ব্যবহারে নিষিদ্ধ।২৪০

ইহারা সমস্ত কর্ম্মেই নিন্দনীয়। ইহাদের আসন নিষিদ্ধ। এতদ ভিন্ন শুদ্ধ কাষ্ঠাসনে কুশাসন পাতিয়া বসিবে। সুন্দর শুভ কাষ্ঠাসন পাওয়া না গেলে কেবল কুশাসনেই বসিবে।২৪১-৪২

পরে খাদ্য পাত্র বিন্যাসের জন্য চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণ, কিম্বা বর্ত্তুল (গোল) বা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, রূপে মণ্ডল করিবে। ঐ মণ্ডল ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ অনুসারে যথাক্রমে চতুষ্কোণাদি হইবে।২৪৩

সুন্দর মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া জলাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া তদুপরি নির্ম্মল খাদ্য পাত্র বিন্যস্ত করিবে। ঐ পাত্র স্বর্ণ, বা রৌপ্য, বা কাংস্য নির্ম্মিত কিম্বা শাস্ত্র বিহিত ক্রীত পাত্র হইবে। কাংস্যপাত্র হইলে চতুঃষষ্টি পল পরিমিত বা তাহার অর্দ্ধপরিমিতি কিংবা তৎ চতুর্থাংশ পরিমিত হইবে। গৃহস্থদের এতৎ পরিমিত পূর্বোক্ত খাদ্য পাত্র হইবে। ইহার ন্যূন পরিমিত কাংস্যপাত্র কিংবা ভগ্ন-কাংস্যপাত্র ভোজনে নিষিদ্ধ।২৪৪-৪৫

পলাশ পত্র কিংবা পদ্মপত্র গৃহস্থ সযত্নে পরিত্যাগ করিবেন। যতি ও বনবাসীদের ও পিতৃগণের তৎতৎ পত্র শুভ প্রদ।২৪৬

পালাক্যবর্ণং শ্রীপর্ণং শুভানীমানি ভোজনে।
যথাকালোপপন্নে তু ভোজনে ঘৃতসংস্কৃতে ॥২৫০
পত্ন্যাদিভির্দত্তবস্তু বাসুদেবার্পিতে শুভে।
গায়ত্র্যা মুলমন্ত্রেণ সংপ্রোক্ষ্য শুভবারিণা ॥২৫১
ঋত-সত্যাভ্যামিতি চ মন্ত্রাভ্যাং পরিষেচয়েৎ।
অন্নরূপং বিরাজং সংধ্যাত্বা মন্ত্রং জপেদ্ বুধঃ ॥২৫২
ধ্যাত্বা হৃৎপঙ্কজে বিষ্ণুং সুধাংশুসদৃশদ্যুতিম্।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মপাণিং বৈ দিব্যভূষণম্ ॥২৫৩
মনসৈবার্চয়িত্বাঽথ মূলমন্ত্রেণ বৈষ্ণবঃ।
পাদোদকং হরেঃ পুণ্যং তুলসীদলমিশ্রিতম্ ॥২৫৪
অমৃতোপস্তরণমসীতি মন্ত্রেণ প্রাশয়েৎ।
উদ্দিশ্যৈব হরিং প্রাণান্ জুহুয়াৎ সঘৃতং হবিঃ ॥২৫৫

অন্নলাভে তু হোতব্যং শাক-মূল-ফলাদিভিঃ।
পঞ্চপ্রাণাদ্যাহুতয়োমন্ত্রৈস্তৈর্জুহুয়াদ্দ্বিজঃ ॥২৫৬
শ্রদ্ধায়াং প্রাণে নিবিষ্টেতি মন্ত্রেণ চ যথাক্রমাৎ।
তর্জনী-মধ্যমাঙ্গুষ্ঠৈঃ প্রাণায়েতি যজেদ্দ্বিজঃ ॥২৫৭
মধ্যমানামিকাঙ্গুষ্ঠৈরপানায়েত্যনন্তরম্।
কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্ব্যানায়েত্যাহুতিং ততঃ ॥২৫৮
কনিষ্ঠ-তর্জন্যঙ্গুষ্ঠৈরুদানায়েতি বৈ যজেৎ।
সমানায়েতি জুহুয়াৎ সর্বৈরঙ্গুলিভির্দ্বিজঃ ॥২৫৯
অয়মগ্নির্বৈশ্বানরিরিত্যাত্মানমনন্তরম্।
শতমষ্টোত্তরং মন্ত্রং মনসৈব জপেত্ততঃ ॥২৬০
ধ্যায়ন্ নারায়ণং দেবং ভুঞ্জীয়াৎ তু যথাসুখম্।
বক্ত্রাদপাতয়ন্ গ্রাসং চিন্তয়ন্ মধুসূদনম্ ॥২৬১

বট, অশ্বত্থ ও আকন্দ—ইহাদের পত্র, গাবের পাতা, পাটলিবৃক্ষের পত্র, এরণ্ডপত্র (ভেরেণ্ডা), তালপত্র ও বিল্বপত্র, রক্তকাঞ্চনবৃক্ষের পত্র, করঞ্জপত্র, বহেড়া ও অশ্বপর্ণ—ইহাদিগকে যত্নপূর্বক ভোজনাদিতে পরিত্যাগ করিবে। কলাগাছের অভ্যন্তরস্থ পত্রও সর্ব্বদাই ত্যাগ করিবে। যষ্টিমধু বা মহুয়ার ফুল, কুটজ, ব্রাহ্মী, জম্বু (জাম), প্লক্ষ (অশ্বত্থ), উডুম্বর (যজ্ঞডুম্বর) মাতুলুঙ্গ, (টাবা লেবু, দাড়িম্ব) কাঠাল, রম্ভা, চর্ম্মদল (ভূর্জপত্র), পালাক্যবর্ণ ও বিল্বপত্র এইগুলি ভোজনে শুভ। যথাকালে ঘৃতসংযুক্ত খাদ্যদ্রব্য উপস্থাপিত হইলে পত্নী প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত ও দত্ত খাদ্যবস্তু পবিত্রভাবে ভগবান্ বাসুদেবকে অর্পিত করিয়া গায়ত্রী ও মূলমন্ত্র-সহকারে পবিত্র জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া ঋত ও সত্য ইত্যাদি মন্ত্র দুইটির দ্বারা অভিষিক্ত করত অন্নরূপ বিরাট্ পুরুষকে ভাবনা করিয়া খাদ্যদ্রব্যে মন্ত্র জপ করিবে।২৪৭-৫২

হৃদয়পদ্মে চন্দ্রতুল্য দ্যুতিমান্ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী দিব্যভূষণান্বিত শ্রীবিষ্ণুকে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক বিষ্ণু-ভক্তগণ মানসোপচারে পূজা করিয়া "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" এই মন্ত্রে তুলসীদলমিশ্রিত শ্রীহরির পাদোদক পান করিবে। শ্রীহরির উদ্দেশ্যে সঘৃত খাদ্যদ্রব্য দ্বারা "প্রাণাগ্নি"-হোত্র সম্পাদন করিবে।২৫৩-৫৫

অন্ন ভোক্তার সম্মুখে উপস্থিত হইলেই শাক, মূল ও ফলাদি দ্বারা সেই সেই মন্ত্রপূর্বক শ্রীহরির উদ্দেশ্যে পঞ্চপ্রাণের আহুতি সম্পাদন করিবে।২৫৬

দ্বিজ "শ্রদ্ধায়াং প্রাণে নিবিষ্টেতি" মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে প্রথম তর্জ্জনী, মধ্যমা এবং অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা "প্রাণায় স্বাহা" মন্ত্রে খাদ্যদ্রব্যের আহুতি দিবে। (খাদ্যদ্রব্যকেই হবিঃ বলা হইয়াছে। কারণ, ভোজন অগ্নিহোত্রস্বরূপ)। পরে মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ-সহযোগে "অপানায় স্বাহা" মন্ত্রে দ্বিতীয় আহুতি দান করিবে। পরে কনিষ্ঠা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা "ব্যানায় স্বাহা" মন্ত্রে প্রাণে হোম করিবে। কনিষ্ঠ, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা "উদানায় স্বাহা" বলিয়া আহুতি দিবে এবং অবশেষে "সমানায় স্বাহা" মন্ত্রে সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা প্রাণাগ্নিহোত্র সমাপন করিবে। এই উদরস্থ অগ্নিই বৈশ্বানর-সম্বন্ধী—ইহা চিন্তা করিয়া সমস্ত খাদ্যরূপ হবিঃদ্বারা ধীরে ধীরে নিজেকে হোম করিবে। মনে মনেই অষ্টোত্তর শত মন্ত্র জপ করিবে।২৫৭-৬০

এই ক্রমে শ্রীশ্রীনারায়ণকে ধ্যান করিতে করিতে

নাসনারূঢ়পাদস্তু ন বেষ্টিতশিরাস্তথা।
ন স্কন্দয়ন্ ন চ হসন্ বহির্নাপ্যবলোকয়ন্ ॥২৬২
নাত্মীয়ান্ প্রলপন্ জল্পন্ বহির্জানুকরো ন চ।
ন পাদারোপিতকরঃ পৃথিব্যামপি বা ন চ॥২৬৩
ন প্রসারিতপাদশ্চ নোৎসঙ্গকৃতভাজনঃ।
নাশ্নীয়াদ্ভার্য্যয়া সার্ধং ন পুত্রৈ র্বাঽপি বিহ্বলঃ ॥২৬৪
ন শয়ানো নাতিসঙ্গো ন বিমুক্তশিরোরুহঃ।
অন্নং বৃথা ন বিকিরন্ নিষ্ঠিবন্ নাতিকাঙ্ক্ষয়া ॥২৬৫
নাতিশব্দেন ভুঞ্জীত ন বস্ত্রার্থোপবেষ্টিতঃ।
প্রগৃহ্য পাত্রং হস্তেন ভুঞ্জীয়াৎ পৈতৃকং যদি ॥২৬৬
চষকে পুটকে বাঽপি পিবেত্তোয়ং দ্বিজোত্তমঃ।
তক্রং বাঽপ্যথ বা ক্ষীরং পানকং বাঽপি ভোজনে ॥২৬৭
বক্ত্রেণ সাস্তর্ধানেন দত্তমন্যেন বা পিবেৎ।
গ্রাসশেষং ন চাশ্নীয়াৎ পীতশেষং পিবেন্ন তু ॥২৬৮
শাক-মূল-ফলাদীনি দন্তচ্ছিন্নং ন খাদয়েৎ।
উদ্ধৃত্য বামহস্তেন তোয়ং বক্ত্রেণ যঃ পিবেৎ ॥২৬৯
স সুরাং বৈ পিবেদ্ ব্যক্তাং সদ্যঃ পতিত রৌরবে।
শব্দেনাপোশনে পীত্বা শব্দেন দধিপায়সে ॥২৭০
শব্দেনান্নরসং ক্ষীরং পীত্বৈব পতিতো ভবেৎ।
প্রত্যক্ষলবণং শুক্তং ক্ষীরঞ্চ লবণান্বিতম্ ॥২৭১
দধিহস্তেন মথিতং সুরাপানসমং স্মৃতম্।
আরনালরসং তদ্বৎ তদ্বৈবানাপিতং হরেঃ ॥২৭২
আসনেন তু পাত্রেণ নৈব দদ্যাদ্ ঘৃতাদিকম্।
নোচ্ছিষ্টং ঘৃতমাদদ্যাৎ পৈতৃকে ভোজনে বিনা ॥২৭৩

সুখে সমস্ত ভোজনদ্রব্য দ্বারা আহুতি সম্পন্ন করিবে। শ্রীমধুসূদনকে চিন্তা করিতে করিতেই সমস্ত ভোজন করিবে—যাহাতে মুখ গহ্বর হইতে একটি গ্রাসও পতিত না হয়। আসনে পাদমাত্র দিয়া (অরোপণ করিয়া) এবং মস্তকে বস্ত্র বেষ্টন করিয়া মূত্র, পুরীষ ও রেতঃনিঃসরণ না হয় এমনভাবে হাসিতে হাসিতে এবং বাহিরে ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে খাইবে না।২৬১-৬২

আত্মীয়দের সহিত গল্প করিতে করিতে, অসম্বন্ধভাবে বহু কথা বলিতে বলিতে, হাটুর মধ্য হইতে হাত বাহির করিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া বা পায়ে হাত রাখিয়া এবং মাটিতেও হাত রাখিয়া ভোজন করিবে না।২৬৩

পাদ ছড়াইয়া দিয়া, ক্রোড়ে খাদ্যপাত্র রাখিয়া এবং ভার্য্যার সহিত বা পুত্রের সহিত বিহ্বলচিত্তে ভোজন করিবে না।২৬৪

শয়ন করিয়া, বহু লোকের সঙ্গে থাকিয়া, কেশ মুক্ত করিয়া, অকারণ অন্ন ছড়াইতে ছড়াইতে, হাঁচি দিতে দিতে, অত্যন্ত লোলুপ হইয়া, অত্যন্ত শব্দ করিতে করিতে এবং বস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ভোজন করিবে না। যদি ঐ অন্ন পৈতৃক হয়, তাহা হইলে হস্তের দ্বারা ভোজনপাত্র ধারণ করত ভোজন করিবে।২৬৫-৬৬

কোনও পবিত্র পান পাত্রে বা পত্রের পাত্রে (ঠোঙ্গায়) ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ জল পান করিবে এবং ভোজনসময়ে ঘোল বা দুগ্ধ বা পানীয় দ্রব্য পান করিবে।২৬৭

মুখে সংলগ্ন করিয়াই জলপান করিবে। উঁচু করিয়াও পান করা যায়। অন্যের দেওয়া জল পান করা যাইতে পারে। ভোজনের অবশিষ্ট (উচ্ছিষ্ট) অন্ন ভোজন করিবে না কিংবা পানের অবশিষ্ট জল পান করিবে না।২৬৮

দন্ত দ্বারা ছিন্ন শাক, মূল ও ফলাদি আহার করিবে না। কেবল বামহস্ত দ্বারা জলপাত্র তুলিয়া মুখের দ্বারা যে জল পান করে, তাহার প্রকাশ্যভাবে তাহা সুরাপান-তুল্য হয় এবং সে ব্যক্তি সদ্যঃই রৌরবনরকে পতিত হয়। শব্দ করিয়া জলপান, অন্নসূপাদি ভোজন, দধি ও পায়স ভোজন এবং দুগ্ধাদি পান করিলে সেই ব্যক্তি সদ্যঃই পতিত হয়। প্রত্যক্ষ লবণ (লবণ মাখিয়া), লবণসংযুক্ত শুক্ত অর্থাৎ অম্লরসযুক্ত দ্রব্য, লবণসংযুক্ত দুগ্ধ, হস্ত দ্বারা মথিত দধি ভুক্ত হইলে সুরাপানতুল্য হইয়া থাকে। শ্রীহরির অনিবেদিত দ্রব্য ও আরনাল (কাঁজি) সুরাসম জানিবে।২৭২

তথৈব তু পুরোডাশং পৃষদাজ্যঞ্চ মাক্ষিকম্।
পানীয়ং পায়সং ক্ষীরং ঘৃতং লবণমেব চ ॥২৭৪
হস্তদত্তং ন গৃহ্নীয়াত্তুল্যং গোমাংসভক্ষণম্।
অপূপং পায়সং মাংসং যাবকং কৃসরং মধু ॥২৭৫
কেবলং যো বৃথাঽশ্নাতি তেন ভুক্তং সুরাসমম্।
করঞ্জং মূলকং শিগ্রু লশুনং তিলপিষ্টকম্ ॥২৭৬
তলাস্থি শ্বেতবৃন্তাকং সুরাপানসমং স্মৃতম্।
অন্যচ্চ ফলমূলাদ্যং ভক্ষ্যং পানাদিকঞ্চ যৎ ॥২৭৭
স্রক্চন্দনাদি তাম্বূলং যো ভুঙ্ক্তে হর্য্যনর্পিতম্।
কল্পকোটিসহস্রাণি রেতোবিণ্মূত্রভুগ্ ভবেৎ ॥২৭৮
তস্মাৎ সর্বং সুবিমলং হরিভুক্তং যথোক্তবৎ।
স পবিত্রেণ যো ভুঙ্ক্তে সর্বযজ্ঞফলং লভেৎ ॥২৭৯
ধ্যায়ন্ নারায়ণং দেবং বাগ্যতঃ প্রযতাত্মবান্।
ভুক্ত্বা বানতিতৃপ্ত্যৈব প্রাশয়েদম্বু নির্ম্মলম্ ॥২৮০

আসনস্থ পাত্র দ্বারা ঘৃতাদি পরিবেষণ করিবে না। উচ্ছিষ্টপাত্রে ঘৃতাদি দিবে না। কেবল পৈতৃক-ভোজনাদিতে (শ্রাদ্ধাদিতে) দিতে পারিবে।২৭৩

যজ্ঞের পুরোডাশ (পিষ্টক), হোমান্ত ঘৃত, মধু, জল, দুগ্ধ, পায়স, ঘৃত ও লবণ হস্তের দ্বারা দিলে গ্রহণ করিবে না—কারণ, তাহা গোমাংসভক্ষণতুল্য হইবে।২৭৪

যে ব্যক্তি পিষ্টক, পায়স, মাংস, যাবক, মধু, কৃষরান্ন (খিচুড়ী) ও মধু বিনা-কারণে শুধু শুধু ভোজন করে, তাহার সুরাতুল্য ভোজন হয়।২৭৫

করঞ্জ, মূলা, সজিনা, রশুন, তিলের পিষ্টক ও সাদা বেগুন সুরাপানতুল্য জানিবে। অন্যান্য যে সব ফল-মূলাদি, ভক্ষ্য ও পানীয় দ্রব্য, স্রক্চন্দনাদি ও তাম্বুল শ্রীহরিকে নিবেদন না করিয়া যে ভোজন করে, সে সহস্র-কোটিকল্পকাল শুক্র-বিষ্ঠা-মূত্রভোজী হইয়া বাস করে।২৭৬-৭৮

সেইহেতু শ্রীহরিকর্ত্তৃক ভুক্ত সুনির্ম্মল পান বা অন্য ভোজ্য বস্তু যে ব্যক্তি পবিত্র হইয়া ভোজন করে, সে তাহার দ্বারা সমস্ত যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবে।২৭৯

অমৃতাপিধানমসীতি মন্ত্রেণ কুশপাণিনা।
কিঞ্চিদন্নমুপাদায় পীতশেষেণ বারিণা ॥২৮১
পৈতৃকেণ তু তীর্থেন ভূমৌ দদ্যাত্তদর্থিনাম্।
রৌরবে নরকে ঘোরে বসতাং ক্ষুৎপিপাসয়া ॥২৮২
তেষামন্নং সোদকঞ্চ অক্ষয্যমুপতিষ্ঠতু।
ইতি দত্ত্বোদকং তেষাং তস্মিন্নেবাসনে স্থিতঃ ॥২৮৩
প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ বক্ত্রং সংশোধ্য বারিভিঃ।
দ্বিরাচম্য বিধানেন মন্ত্রেণ প্রাশয়েজ্জলম্ ॥২৮৪
পীত্বা মন্ত্রজলং পশ্চাদাচম্য হৃদয়াম্বুজে।
রামমিন্দীবরশ্যামং চক্র-শঙ্খ-ধনুর্ধরম্ ॥২৮৫
সমাসীনঃ সুখাসনে বেদমধ্যাপয়েত্ততঃ।
সচ্ছিষ্যান্ যাংস্তু শাস্ত্রং বা স্নেহাদ্ বা ধর্মসংহিতাম্॥২৮৬
ইতিহাস-পুরাণং বা কথয়েচ্ছৃণুয়াচ্চ বা।
রবাবস্তং গতে সন্ধ্যাং বহিঃ কুর্বীত পূর্ববৎ ॥২৮৭

বাগ্যত হইয়া সংযতচিত্তে শ্রীশ্রীনারায়ণদেবকে ধ্যান করিয়া ভোজন করত অতিতৃপ্তিলাভের পূর্বেই ভোজন ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল জল পান করিবে। "অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" এই মন্ত্রে কুশহস্তে জল পান করিয়া পাত্র ত্যাগ করত কিছু ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন গ্রহণ করিয়া তদন্নপ্রার্থী কাক-কুক্কুরাদি জীবকে পিতৃতীর্থ দ্বারা ভূমিতে দান করিবে। ঘোর রৌরবনরকবাসী জীবগণের ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তির জন্য "তেষামন্নমুদকঞ্চ অক্ষয্যমুপতিষ্ঠতু" এই মন্ত্রে আসনে থাকিয়াই ঐ অন্ন ও ঐ জল দান করিবে। পরে জল দ্বারা মুখ শোধন করিয়া অর্থাৎ আচমন করত হস্ত ও পদ প্রক্ষালিত করিয়া যথাবিধি দুইবার আচমনপূর্বক শুদ্ধ হইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করত জলপান করিবে।২৮২-৮৪

মন্ত্রপূর্বক জলপান করিয়া পুনরায় আচমন করত হৃদয়পদ্মমধ্যে ইন্দীবর শ্যামল শঙ্খ-চক্র-ধনুর্ধারী যুবক পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীরামচন্দ্রকে ধ্যান করিয়া তন্মন্ত্র জপ করিবে।২৮৫

পরে সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া বেদের অধ্যাপনা

বহিঃসন্ধ্যা শতগুণং গোষ্ঠে শতগুণং তথা।
গঙ্গাজলে সহস্রং স্যাদনন্তং বিষ্ণুসন্নিধৌ ॥২৮৮
উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং জপ্ত্বা জপ্যং সমাহিতঃ।
পূর্ব্ববৎ পূজয়েদ্ বিষ্ণুং গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ॥২৮৯
অষ্টাক্ষরবিধানেন নিবেশ্যৈবং সমাহিতঃ।
সায়মৌপাসনং হুত্বা বৈষ্ণবং হোমমাচরেৎ ॥২৯০
ধ্যাত্বা যজ্ঞময়ং বিষ্ণুং মন্ত্রেণাষ্টোত্তরং শতম্।
তিল-ব্রীহ্যাজ্য-চরুভিস্তত্রৈকেনাপি বা যজেৎ ॥২৯১
বৈশ্বদেবং ভূতবলিং হুত্বা দত্ত্বা চ আচমেৎ।
শয্যায়াং বিন্যসেদ্দেবং পর্য্যঙ্কে সমলঙ্কৃতে ॥২৯২
সবিতানে গন্ধ-পুষ্প-ধূপৈরামোদিতে শুভে।
শায়য়িত্বা চ দেবেশং দেবীভ্যাং সহিতং হরিম্ ॥২৯৩
হিরণ্যগর্ভসূক্তেন নাসদাসীদনেন চ।
কৃত্বা পুষ্পাঞ্জলিং পশ্চাদুপচারৈঃ সমর্চয়েৎ ॥২৯৪
শ্রিয়ে জাত ইত্যৈচৈব ধ্রুবসূক্তেন চ দ্বিজঃ।
দীপৈর্নীরাজনং কৃত্বা পশ্চাদর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥২৯৫
সুবাসসা যবনিকাং বিন্যস্যাথ সমাহিতঃ।
দ্বাদশার্ণং মহামন্ত্রং জপেদষ্টোত্তরং শতম্ ॥২৯৬
অস্ত্রৈশ্চ শঙ্খ-চক্রাদ্যৈর্দিক্ষু রক্ষাং সুবিন্যসেৎ।
স্তোত্রৈঃ স্তুত্বা নমস্কৃত্বা পুনঃ পুনরনন্তরম্ ॥২৯৭
বৈষ্ণবৈশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ ভুঞ্জীয়াদর্পিতং হরেঃ।
আচম্যাগ্নিমুপস্পৃশ্য সমাসীনস্তু বাগ্‌যতঃ ॥২৯৮
ধ্যায়ন্ হৃদি শুভং মন্ত্রং জপেদষ্টোত্তরং শতম্।
শেষাহিশায়িনং দেবং মনসৈবার্চয়েত্ততঃ ॥২৯৯

করিবে। কিংবা স্নেহবশতঃ সৎশিষ্যদিগকে তদভিপ্রেত শাস্ত্র বা ধর্ম্মসংহিতা, ইতিহাস ও পুরাণাদি পড়াইবে কিংবা শ্রবণ করাইবে। পরে সূর্য্য অস্তমিত হইলে বাহিরে আসিয়া সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিবে; পূর্বোক্ত বিধিতেই উহার অনুষ্ঠান করিবে।২৮৬-৮৭

বাহিরে অনুষ্ঠিত সন্ধ্যা শতগুণফলদাত্রী, গোষ্ঠে শতগুণ, গঙ্গাজলে কৃত সন্ধ্যা সহস্রগুণ এবং শ্রীবিষ্ণু-সন্নিধানে কৃত সন্ধ্যা অনন্তগুণ ফল প্রদান করে।২৮৮

সায়ংকালীন সন্ধ্যা সমাপ্ত করিয়া জপ্য মন্ত্রের জপ সমাধা পূর্বক পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত প্রভৃতি দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে।২৮৯

অষ্টাক্ষর মন্ত্রের নিয়মানুসারে হৃদয়ে শ্রীবিষ্ণুকে স্থাপন করত সমাহিতচিত্তে সায়ংকালে উপাসন অগ্নিতে নিত্য হোমপূর্বক শ্রীবিষ্ণুর হোম করিবে।২৯০

যজ্ঞময় শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া অষ্টোত্তর শত অষ্টাক্ষর-মন্ত্র জপ করত তিল, ধান্য, ঘৃত ও চরু দ্বারা অথবা ইহার যে কোনও একটি দ্বারা হোম করিবে।২৯১

হোমাবসানে বৈশ্বদেব-ভূতবলি দিয়া আচমন করিবে। সুশোভিত পর্য্যঙ্কস্থিত শয্যায় দেব শ্রীবিষ্ণুকে সংস্থাপিত করিবে।২৯২

চন্দ্রাতপযুক্ত গন্ধ, পুষ্প ও ধূপ দ্বারা সুগন্ধীকৃত শুভ আসনে দেবী লক্ষ্মীর সহিত দেবেশ শ্রীহরিকে শয়ন করাইয়া হিরণ্যগর্ভ-সূক্ত দ্বারা এবং "নাসদাসীন্ন সদাসীৎ" ইত্যাদি বেদমন্ত্র দ্বারা স্নান ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়া উপচার-সমূহের দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিবে। ২৯৩-৯৪

ব্রাহ্মণ "শ্রিয়ে জাত" এই মন্ত্র দ্বারা এবং ধ্রুবসূক্ত দ্বারা দীপ দিয়া আরাত্রিক করত পরে অর্ঘ্য প্রদান করিবে।২৯৫

সুন্দর বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত একাগ্রচিত্তে "দ্বাদশার্ণ" মহামন্ত্র অষ্টোত্তর শত জপ করিবে। শঙ্খ, চক্র প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ দ্বারা রক্ষিত দেবতাকে চিন্তা করিবে। পুনঃ পুনঃ নানাবিধ স্তোত্র দ্বারা প্রণাম করিবে।২৯৬-৯৭

বিষ্ণুভক্ত সুহৃদবর্গের সহিত শ্রীহরির নিবেদিত প্রসাদদ্রব্য ভক্ষণ পূর্বক আচমন করত মুখ প্রক্ষালনান্তে বাগ্‌যত হইয়া উপবেশন করিবে।২৯৮

হৃদয়মধ্যে মঙ্গলময় মন্ত্র চিন্তা করিতে করিতে অষ্টোত্তর শত জপ করিবে। তারপর অনন্ত-শয্যায় শায়িত শ্রীভগবান্ শ্রীহরিকে মানসোপচার দ্বারাই পূজা করিবে।২৯৯

শয়ীত শুভশয্যায়াং বিমলে শুভমণ্ডলে।
ঋতৌ গচ্ছেদ্ধর্মপত্নীং বিনা পঞ্চসু পর্বসু ॥৩০০
পুত্রার্থী চেত্তু যুগ্মাসু স্ত্রীকামী বিষমাসু চ।
ন শ্রাদ্ধদিবসে চৈব নোপবাসদিনে তথা ॥৩০১
নাশুচির্মলিনো বাঽপি ন চৈব মলিনাং তথা।
ন ক্রুদ্ধাং ন চ ক্রুদ্ধঃ সন্ ন রোগী ন চ রোগিণীম্ ॥৩০২
ন গচ্ছেৎ ক্রূরদিবসে মঘা-মূলদ্বয়োরপি।
ব্রাহ্মেতি মুহূর্তে উত্থায় আচামেৎ প্রযতাত্মবান্ ॥৩০৩
যতী চ ব্রহ্মচারী চ বনস্থো বিধবা তথা।
অজিনে কম্বলে বাঽপি ভূমৌ স্বপ্যাৎ কুশোত্তরে ॥৩০৪
ধ্যায়ন্তঃ পদ্মনাভং তু শয়ীরন্ বিজিতেন্দ্রিয়াঃ।
অর্পয়েদ্ বাঽর্চয়েদ্ বিষ্ণুং ত্রিকালং শ্রদ্ধয়াঽন্বিতাঃ॥৩০৫
আচরেয়ুঃ পরং ধর্মং যথাবৃত্ত্যনুসারতঃ।
প্রাতঃ কৃষ্ণং জগন্নাথং কীর্তয়েৎ পুণ্যনামভিঃ ॥৩০৬

নির্মল মঙ্গলজনক স্থানে শুভশয্যায় শয়ন করিবে। পাঁচটি পর্বকাল-ব্যতীত ঋতুকালেই স্বীয় স্ত্রীগমন করিবে। পুত্রকামী ব্যক্তি যুগ্মদিনে এবং কন্যাপ্রার্থী ব্যক্তি অযুগ্মদিনে স্ত্রী-সহবাস করিবে। শ্রাদ্ধদিনে এবং উপবাস-দিনে স্ত্রী-সহবাস করিবে না।৩০০-১

অশুচি অবস্থায় স্ত্রীসংসর্গ করিবে না। নিজে মলিন থাকিয়া মলিনা স্ত্রীতে কিংবা নিজে ক্রুদ্ধ অবস্থায় ক্রুদ্ধভাবাপন্না স্ত্রীতে এবং নিজে রোগী থাকিয়া রোগিণী স্ত্রীতে উপগত হইবে না।৩০২

মঘা-নক্ষত্রে, মূলা-নক্ষত্রে, শনি ও মঙ্গলবারে, কিংবা ব্রাহ্মমুহূর্তে স্ত্রীসঙ্গ করিবে না। সহবাসের পর উঠিয়া আচমন করত শুদ্ধদেহে থাকিবে।৩০৩

যতী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও বিধবা চর্ম্মে, কম্বলে, কুশে বা ভূমিতে শয়ন করিবে। পদ্মনাভ শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করিতে করিতে জিতেন্দ্রিয় হইয়া শয়ন করিবে। তিনসন্ধ্যাতেই শ্রীবিষ্ণুকে খাদ্য প্রদান করিবে এবং তিনসন্ধ্যাতেই শ্রদ্ধাপূর্বক পূজা করিবে।৩০৪-৫

বিত্ত অনুসারে পরম ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে। পবিত্র নামসমূহ দ্বারা প্রাতঃকালে জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণকে কীর্ত্তন

শৌচাদিকন্তু যৎ কর্ম পূর্বোক্তং সর্বমাচরেৎ।
নৈমিত্তিকবিশেষেণ পূজয়েৎ পতিমব্যয়ম্ ॥৩০৭
তত্তৎকালে তু তন্মূর্তের্চনং মুনিভিঃ স্মৃতম্।
প্রসুপ্তে পদ্মনাভে তু নিত্যং মাসচতুষ্টয়ম্ ॥৩০৮
দ্রোণ্যাং দোলায়ামপি বা ভক্ত্যা সংপূজয়েদ্ বিভুম্।
ক্ষীরাব্ধৌ শেষপর্য্যঙ্কে শয়নং রময়া সহ ॥৩০৯
নীলজীমূতসঙ্কাশং সর্বালঙ্কারসুন্দরম্।
কৌস্তুভোদ্ভাসিততনুং বৈজয়ন্ত্যা বিরাজিতম্ ॥৩১০
লক্ষ্মীঘনকুচস্পর্শশুভোরস্কং সুবর্চসম্।
ধ্যাত্বৈবং পদ্মনাভস্তু দ্বাদশার্ণেন নিত্যশঃ।৩১১
পূজয়েদ্ গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈস্ত্রিসন্ধ্যাস্বপি বৈষ্ণবঃ।
নিবেদ্য পায়সান্নং তু দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥৩১২
সহস্রং শতবারং বা স্বয়ং মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ।
দ্বাদশার্ণমনুশ্চৈব জপ্ত্বাজ্যেন তিলৈশ্চ বা ॥৩১৩

করিবে। শৌচাদি কার্য্য পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারেই সুসম্পন্ন করিবে। নৈমিত্তিক-ব্যাপার উপস্থিত হইলে অবিনাশী জগৎপতিকে পূজা করিবে।৩০৬-৭

সেই সেই সময়ে সেই সেই বিহিত মূর্ত্তির পূজা করিতে হইবে—ইহা মুনিগণের নির্দ্দেশ। শ্রীবিষ্ণু নিদ্রিত হইলে অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর শয়ন অবস্থায় চারিমাস শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত ক্ষীর-সমুদ্রে অনন্তশয্যায় শয়ান শ্রীহরিকে ভক্তিপূর্বক জলদ্রোণীতে (ডোঙ্গায়) বা দোলাতে পূজা করিবে। জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, সর্ব অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, সুন্দরদেহ, কৌস্তুভমণি দ্বারা উদ্ভাসিত শরীর, বৈজয়ন্তীমালা দ্বারা সুশোভিত, লক্ষ্মীদেবীর ঘন স্তনদ্বয়-স্পর্শ দ্বারা আহ্লাদিত বক্ষঃস্থল, অতীব তেজঃসম্পন্ন পদ্মনাভ শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া তাঁহার দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে তিনসন্ধ্যাতেই বৈষ্ণবব্যক্তি গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। পরে পায়সান্ন নিবেদন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে।৩০৮-৩১২

সহস্রবার অথবা শতবার সুধী বৈষ্ণব অষ্টাক্ষর ও দ্বাদশাক্ষর এই দুইটি মন্ত্র জপ করিবে। মন্ত্রদ্বয়ের সম্যক্ উচ্চারণপূর্বক অত্যুচ্চৈঃস্বরে জপ করিয়া ঘৃতসংযুক্ত তিল

কেবলং চরুণা বাঽপি জুহুয়াৎ প্রতিবাসরম্।
অধঃশায়ী ব্রহ্মচারী সর্বভোগবিবর্জিতঃ ॥৩১৪
বার্ষিকাংশ্চতুরো মাসানেবমভ্যর্চ্চ্য কেশবম্।
বোধয়িত্বাঽথ কার্ত্তিক্যাং দদ্যাৎ পুষ্পাণ্যনেকশঃ॥৩১৫
সাজ্যৈস্তিলৈঃ পায়সেন মধুনা চ সহস্রশঃ।
মূলমন্ত্রেণ জুহুয়াৎ সূক্তেশ্চাবভৃথং ততঃ ॥৩১৬
সহস্রনামভিঃ কৃত্বা দদ্যাদ্দর্পণমেব চ।
গৃহং গত্বাঽথ দেবেশং পূজয়িত্বা যথাবিধি।৩১৭
ভোজয়েদ্ বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ দক্ষিণাভিশ্চ তোষয়েৎ।
শুক্লপক্ষে নভোমাসি দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবঃ শুচিঃ ॥৩১৮
পবিত্রারোপণং কুর্য্যান্নাভিমাত্রায়তং ন্যসেৎ।
তথা বক্ষসি পর্য্যন্তং সহস্রং তান্তবং স্মৃতম্ ॥৩১৯
কুশগ্রন্থিসহস্রস্তু পাদান্তঃ বিন্যসেত্ততঃ।
সৌবর্ণীং রাজতীং মালাং শতগ্রন্থিযুতাং ন্যসেৎ ॥৩২০

বা শুধু চরু দ্বারা প্রতিদিন হোম করিবে। সমস্ত ভোজ্যবস্তু ত্যাগ করিয়া ভূমিতে শয়ন করিবে ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করিবে।৩১৩-১৪

প্রতিবর্ষে শয়নের চারিমাস এইরূপে কেশব শ্রীবিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিয়া কার্ত্তিক মাসে প্রবুদ্ধ হইলে বহু পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। ঘৃতমিশ্রিত তিল কিংবা পায়স অথবা মধুর দ্বারা মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সহস্র হোম করিবে। পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা অবভৃথ-স্নান করিবে।৩১৫-১৬

স্নানের পর গৃহে গমন করত সহস্রনাম সহকারে দর্পণাদি দান করিয়া দেবপতি শ্রীবিষ্ণুকে যথাবিধি পূজা করিবে।৩১৭

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দান দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে। বৈষ্ণব পবিত্র হইয়া শুক্লপক্ষে ভাদ্রমাসে দ্বাদশীতিথিতে নাভিমাত্র দীর্ঘ পবিত্রারোপণ করিবে। সেই পবিত্র বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত লম্বা এবং সহস্রতন্তুময় হইবে ও সহস্রসংখ্যক কুশগ্রন্থি যুক্ত হইবে। ঐ পবিত্র বক্ষস্থল হইতে পাদ পর্য্যন্ত বিন্যাস করিবে। সুবর্ণ বা রজত-মালা শতগ্রন্থিযুক্ত করিয়া বিন্যাস করিবে।৩১৮-২০

মৃণালতান্তবং পশ্চাৎ পুষ্পমালাং ততঃ পরম্।
শতমৌক্তিককহ্লারাণি নানারত্নময়ান্যপি ॥৩২১
উপোষ্যৈকাদশীং তত্র রাত্রৌ জাগরণান্বিতঃ।
অভ্যর্চ্চয়েজ্জগন্নাথং গন্ধ-পুষ্প-ফলাদিভিঃ ॥৩২২
নীত্বা রাত্রিং নর্তনাদ্যৈঃ প্রভাতে বিমলে নদীম্।
গত্বা স্নাত্বা চ বিধিনা তর্পয়িত্বেশমর্চয়েৎ ॥৩২৩
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ (মন্ত্রৈঃ) সূক্তৈর্মধ্বাজ্য-তিল-পায়সৈঃ।
হুত্বা দত্বা দশার্ণেন সহস্রং জুহুয়াত্ততঃ ॥৩২৪
পশ্চাদারোপয়েদ্ বিষ্ণোঃ পবিত্রাণি শুভানি বৈ।
পরস্ব সোম ইতি চ জপন্ সূক্তং সুপাবনম্ ॥৩২৫
নিবেদয়েৎ পবিত্রাণি তথা বিষ্ণোর্যথাক্রমাৎ।
মন্দিরং কুশযোক্ত্রেণ বেষ্টয়ন্ পরমাত্মনঃ ॥৩২৬
বিতানপুষ্পমালাদ্যৈরলঙ্কৃত্য চ সর্বতঃ।
সহস্রং দ্বাদশর্ণেন ভক্ত্যা পুষ্পাঞ্জলিং ন্যসেৎ ॥৩২৭

মৃণালতন্তু-গ্রথিত পুষ্পমাল্য ও নানারত্নময় শত মুক্তাহার দান করিবে। একাদশীতে উপবাস করিয়া রাত্রি জাগরণপূর্বক গন্ধ-পুষ্প ফলাদি দ্বারা জগন্নাথ শ্রীহরিকে পূজা করিবে। নৃত্যগীতাদি দ্বারা ঐ রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে নদীতে গিয়া বিমল জলে স্নান করত যথাবিধি ভগবান্‌কে তর্পণ ও পূজা করিবে।৩২১-২৩

সমস্ত বৈষ্ণবসূক্ত দ্বারা মধু, ঘৃত, তিল ও পায়স দিয়া দশাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সহস্র হোম করিবে। পরে শ্রীবিষ্ণুর শুভ পবিত্র আরোপ করিবে।৩২৪-২৫

"পবস্ব সোমং" ইত্যাদি সুপাবন সূক্ত জপ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর পবিত্র নিবেদন করত কুশময়রজ্জু দ্বারা পরমাত্মা শ্রীহরির মন্দির বেষ্টন করিবে।৩২৬

চন্দ্রাতপ ও পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা মন্দির অলঙ্কৃত করিয়া ভক্তিপূর্বক দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র সহস্রবার জপ করত পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। পরে উপনিষদুক্ত পঞ্চসূক্ত ও "ত্বয়াহন্ পীতমিজ্যা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। পরে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া স্বয়ং পারণ করিবে। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ যথাশক্তি তিন দিন উৎসব করিবেন।৩২৭-২৯

অথোপনিষ[illegible]নি পঞ্চ সূক্তান্যনুক্রমাৎ।
ত্বয়াহন্ পীতমিজ্যাদি জপন্ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥৩২৮
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাৎ স্বয়ং কুর্বীত পারণম্।
শক্ত্যা বা চোৎসবং কুর্য্যাত্রিরাত্রং বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥৩২৯
প্রত্যব্দমেবং কুর্বীত পবিত্রারোপণং হরেঃ।
ক্রতুকোটিসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ ॥৩৩০
তত্র দুর্ভিক্ষ-রোগাদিভয়ং নাস্তি কদাচন।
সংপ্রাপ্তে কার্তিকে মাসে সায়াহ্নে পূজয়েদ্ধরিম্ ॥৩৩১
হৃদ্যৈঃ পুষ্পৈশ্চ জাতীভিঃ কোমলৈস্তুলসীদলৈঃ।
অর্চয়েদ্ বিষ্ণুং গায়ত্র্যাঽনুবাকৈর্বৈষ্ণবৈরপি ॥২৩২
পাবমান্যৈশ্চ তন্মাসং ভক্ত্যা পুষ্পাঞ্জলিং ন্যসেৎ।
অষ্টোত্তরসহস্রং বা শতমষ্টোত্তরং তু বা ॥৩৩৩
অষ্টাবিংশতিং বা শক্ত্যা দদ্যাদ্দীপান্ সুপালিকান্।
সুবাসিতেন তৈলেন গবাজ্যেনাথবা হরেঃ ॥৩৩৪
অষ্টোত্তরশতং নিত্যং তিলহোমং সমাচরেৎ।
মনুনা বৈষ্ণবেনাপি গায়ত্র্যা বিষ্ণুসংজ্ঞয়া ॥৩৩৫
হুত্বা পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা তাভ্যামেব তদা বিভোঃ।
হবিষ্যং মোদকং শুদ্ধং নক্তং ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ ॥৩৩৬
তৈলং শুক্তং তথা মাংসং নিষ্পাবাম্মাক্ষিকং তথা।
চণকানপি মাষাংশ্চ বর্জয়েৎ কার্তিকেঽহনি ॥৩৩৭
ভোজয়েদ্ বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ নিত্যং দানাদিশক্তয়ঃ।
অন্তে চ ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ দক্ষিণাভিশ্চ তোষয়েৎ॥৩৩৮
এবং সংপূজ্য দেবশং কার্ত্তিকে ক্রতুকোটিভিঃ।
পুণ্যং প্রাপ্যানঘো ভূত্বা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥৩৩৯
দশমীমিশ্রিতাং ত্যক্ত্বা বেলায়ামরুণোদয়ে।
উপোষ্যৈকাদশীং শুদ্ধাং দ্বাদশীং বাঽপি বৈষ্ণবঃ ॥৩৪০
স্নাত্বামলক্যা নদ্যাং তু বিধানেন হরিং যজেৎ।
সুগন্ধকুসুমৈঃ শুভ্রৈরুপচারৈশ্চ সর্বশঃ ॥৩৪১
রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাৎ পুরাণং সংহিতাং পঠেৎ।
জাগরেঽস্মিন্নশক্তশ্চেদ্দর্ভানাস্তীর্য্য বৈষ্ণবঃ ॥৩৪২
পুরতো বাসুদেবস্য ভূমৌ স্বপ্যাৎ সমাহিতঃ।
ততঃ প্রভাতসময়ে তুলসীমিশ্রিতৈর্জলৈঃ ॥৩৪৩

এইরূপে প্রতিবর্ষেই শ্রীহরির পবিত্র আরোপণ করিবে। তাহাতে সহস্রকোটি যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবে—সন্দেহ নাই।৩৩০

যে স্থানে পবিত্রারোপণ হয়, তথায় কখনও দুর্ভিক্ষ রোগাদির ভয় থাকে না। কার্ত্তিকমাস উপস্থিত হইলে সায়াহ্নে শ্রীহরির পূজা করিবে।৩৩১

নানাবিধ সুগন্ধি মনোরম পুষ্প, জাতিপুষ্প, কোমল তুলসীদল দ্বারা এবং গায়ত্রী ও অন্যান্য বেদবাক্য সহকারে বৈষ্ণবগণ শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে।৩৩২

পাবমানীসূক্ত দ্বারা ভক্তি-সহকারে মাসব্যাপী পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। অষ্টোত্তর সহস্র অথবা অষ্টোত্তর শত অথবা যথাশক্তি অষ্টাবিংশতিসংখ্যক সুরক্ষিত দীপ সুবাসিত তৈল বা গোঘৃত যোগে প্রজ্বালিত করত শ্রীহরিকে দান করিবে।৩৩৩-৩৪

প্রত্যহ অষ্টোত্তর শত তিলহোম করিবে। বিষ্ণু গায়ত্রী ও বৈষ্ণবমন্ত্র দ্বারাই উহা সম্পাদন করিবে। হোম করিয়া ঐ দ্বিবিধ মন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। বাগ্‌যত হইয়া রাত্রিতে হবিষ্য ভোজন করিবে অথবা পবিত্র মোদক ভক্ষণ করিবে।৩৩৫-৩৬

কার্ত্তিকমাসে তৈল, শুক্ত, মাংস, তণ্ডুল-কণা (ক্ষুদ্ বা আগড়া), বরবটী, মধু, মাষ ও ছোলা পরিত্যাগ করিবে। কার্ত্তিকমাসে যথাশক্তি দানাদি সহকারে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দান করত ব্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করিবে।৩৩৭-৩৮

কার্ত্তিকমাসে উক্তরূপে দেবেশ শ্রীবিষ্ণুকে কোটি-যজ্ঞফলদায়ক দ্রব্যাদি দ্বারা বিধিমতে পূজা করিলে সেই পুণ্যফলে নিষ্পাপ হইয়া বিষ্ণুলোকে সম্মানিত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ অরুণোদয়-বেলাতেও দশমী মিশ্রিত একাদশী ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ একাদশীতে বা দ্বাদশীতেও উপবাস করিয়া আমলকীপিষ্টরস গাত্রে ম্রক্ষণপূর্বক নদীতে যথাবিধি স্নান করত শ্রীহরির পূজা করিবে। ঐ পূজাতে শুভ্র সুগন্ধ কুসুম ও নানাবিধ উপচার ব্যবহার করিবে।৩৩৯-৪১

ঐ রাত্রিতে জাগরণ করিবে এবং পুরাণ ও

স্নাত্বা সন্তর্প্য দেবেশং তুলস্যা মূলমন্ত্রতঃ।
দ্বয়েন বা বিষ্ণুসূক্তৈঃ কুর্য্যাৎ পুষ্পাঞ্জলীংস্ততঃ ॥৩৪৪
তথৈব জুহুয়াদাজ্যং মন্ত্রেণৈব শতং ততঃ।
পায়সান্নং নিবেদ্যেশং ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ ॥৩৪৫
ধ্যায়ন্ কমলপত্রাক্ষং স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ।
অহঃশেষং সমানীয় পুরাণং বাচয়ন্ বুধঃ ॥৩৪৬
সায়াহ্নে সমনুপ্রাপ্তে দোলায়াং পূজয়েদ্ধরিম্।
অভ্যর্চ্চ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্ভক্ষৈর্নানাবিধৈরপি ॥৩৪৭
ব্রাহ্মণস্থ তু সূক্তৈশ্চ শনৈর্দোলাং প্রচালয়েৎ।
ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং গীতবাদ্যৈঃ প্রবন্ধকৈঃ ॥৩৪৮
এবং সংপূজয়েদ্দেবং তস্যাং নিশি সমাহিতঃ।
মধ্যাহ্নে পূজয়েদ্ বিষ্ণুং বৈষ্ণবেন সমাহিতঃ ॥৩৪৯
চম্পকৈঃ শতপত্রৈশ্চ করবীরৈঃ সিতৈরপি।
বৈষ্ণবেনৈব মন্ত্রেণ পূজয়েৎ কমলাপতিম্ ॥৩৫০

ন করীন্দ্রেতি সূক্তেন দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জ[illegible]ঃ।
মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতং দদ্যাৎ পুষ্পাণি ভক্তিতঃ ॥৩৫১
তথৈব হোমং কুর্বীত তিলৈর্ব্রীহিভিরেব বা।
সুদধ্যন্নং ফলযুতং নৈবেদ্যং বিনিবেদয়েৎ ॥৩৫২
দীপৈর্নীরাজনং কৃত্বা বৈষ্ণবান্ ভোজয়েত্ততঃ।
মন্দবারে তু সায়াহ্নে তাবৎসম্যগ্‌উপোষিতঃ ॥৩৫৩
তিলৈঃ স্নাত্বা বিধানেন সন্তর্প্য চ সনাতনম্।
নৃসিংহবপুষং দেবং পূজয়েত্তদ্বিধানতঃ ॥৩৫৪
মন্ত্ররাজেন গায়ত্র্যা মূলমন্ত্রেণ বা যজেৎ।
অখণ্ডবিল্বপত্রৈশ্চ জাতিকুন্দৈশ্চ যূথিকৈঃ ॥৩৫৫
ছন্নঃ পঞ্চোশনা শান্ত্যা ত্বমগ্নে! দ্যুভিরীতি চ।
দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ভক্ত্যা মন্ত্রেণৈব শতং যথা ॥৩৫৬
আভ্যামেবানুবাকাভ্যাং প্রত্যৃচং জুহুয়াদ্ ঘৃতম্।
মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতং বিল্বপত্রৈর্ঘৃতান্বিতৈঃ ॥৩৫৭

ধর্ম্মসংহিতা পাঠ করিবে। জাগরণে একান্ত অসমর্থ হইলে বৈষ্ণবগণ কুশ আস্তীর্ণ করিয়া বাসুদেবের সমীপে ভূমিতে একাগ্রমনে নিদ্রা যাইবে। পরে প্রাতঃকালে তুলসীজলের দ্বারা স্নান করিয়া শ্রীবিষ্ণুর মূলমন্ত্রের দ্বারা তর্পণ করত বিষ্ণুভক্ত কিংবা উক্ত দ্বিবিধ মন্ত্র দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। পূর্বোক্ত মন্ত্র দ্বারাই শতবার ঘৃতাহুতি দান করিবে। পরে পায়সান্ন নিবেদন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে।৩৪২-৩৪৫

কমলদলের ন্যায় নয়নবিশিষ্ট শ্রীহরিকে ধ্যান করিতে করিতে বাগ্‌যত হইয়া নিজে ভোজন করিবে। দিনের শেষভাগ পুরাণপাঠ দ্বারা অতিবাহিত করিবে।৩৪৬

সায়াহ্নে দোলাতে গন্ধপুষ্প প্রভৃতির দ্বারা এবং বহুবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য দ্বারা শ্রীহরির পূজা করিবে।৩৪৭

ব্রাহ্মণভক্ত দ্বারা ধীরে ধীরে দোলাকে চালাইবে ও ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি পাঠ ও গীতবাদ্যাদি দ্বারা কাল অতিবাহিত করিবে।৩৪৮

এইরূপে শ্রীভগবানের পূজা দ্বারা ঐ রাত্রি অতিবাহিত করিবে। পরদিন মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবমন্ত্র দ্বারা সমাহিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে। ঐ পূজায় চম্পক, পদ্ম, করবীর ও অন্যান্য শুভ্রপুষ্প ব্যবহার করিবে। শ্রীবিষ্ণুর মন্ত্র দ্বারা কমলাপতি শ্রীহরির পূজা সম্পন্ন করিবে।৩৫০

"ন করীন্দ্র" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা শ্রীহরির পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। পরে ভক্তিপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ করত অষ্টোত্তর শত পুষ্প দান করিবে।৩৫১

উৎকৃষ্ট দধ্যন্ন ও ফলাদি নিবেদন করিয়া তন্মন্ত্র সহকারে তিল বা ব্রীহি দ্বারা হোম করিবে।৩৫২

দীপমালা দ্বারা আরাত্রিক করিয়া বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে। শনিবারে যথাযথ উপবাস করিয়া সায়াহ্নে তিলের দ্বারা স্নানপূর্বক যথাবিধি সনাতন শ্রীবিষ্ণুকে তর্পণ করিয়া বিধি অনুসারে নৃসিংহদেবকে পূজা করিবে। মন্ত্ররাজ দ্বারা এবং গায়ত্রী দ্বারা অথবা মূলমন্ত্র দ্বারা অখণ্ড বিল্বপত্র এবং জাতি, কুন্দ ও যূথিকাপুষ্প দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে।৩৩৫-৫৫

"পঞ্চোশনা" শান্তি দ্বারা আবৃত বা সংযুক্ত হইয়া "ত্বমগ্নে! দ্যুভিঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারাও শতবার পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। ঐ বেদমন্ত্র দুইটির প্রতিমন্ত্র দ্বারা ঘৃতাহুতি দান করিবে। তন্মন্ত্র দ্বারা ঘৃতসংযুক্ত বিল্বপত্র দিয়া অষ্টোত্তর শত হোম করিবে।৩৫৬-৫৭

দ্বিতীয় বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৭০]   [দ্বিতীয় সংখ্যা—শায়নীযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্ত সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

*   *   *

যুগ্ম-সম্পূজক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০]   [প্রতি সংখ্যা ১'৫০

স্বত্বাধিকারী ঃ—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচার সঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিকমহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই ভাদ্র, ১৩৭০।

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র মাসিক শাস্ত্রময় পত্র। ইহা প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষ আরম্ভ।

২। এই পত্রিকায় সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি), শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত-শ্রীবিষ্ণু-পুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। বাৎসরিক সডাক গ্রাহক মূল্য ভারতে ১৫'০০। প্রতি সংখ্যা—১'৫০ নয়া পয়সা। পাকিস্তানেও ঐ একই মূল্য। ভারতের বাহিরে অন্যত্র প্রতি সংখ্যা—সডাক ২'০০, বাৎসরিক ২০'০০। গ্রাহক মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নিয়া পত্রিকা-কার্য্যালয়ে জানাইবেন নতুবা পত্রিকা-পরিচালকগণ এই জন্য দায়ী থাকিবেন না। কোন কারণে পত্রিকা প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইলে উক্ত নিয়ম পরিবর্তিত হইতে পারে। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন এক মাস পূর্ব্বে জানাইলে সুবিধা হয়।

৫। পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি ও টাকা পয়সা "সঞ্চালক—আর্য্যশাস্ত্র, ৬৮সি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৬। বিশেষ অনুরোধ যে মণিঅর্ডার কুপণে ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর ও নাম-ঠিকানা সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন।

সম্পূজক—**আর্য্যশাস্ত্র**
প্রধান কার্য্যালয়
শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত
নানাভাষাময়ী মাসিক ধর্মপত্রাবলি—

১। **প্রণবপারিজাত** নামক সংস্কৃতভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রখ্যাত পণ্ডিতবর্গের রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ। ভাদ্র মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসীতারামবৈদিকমহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড কলিকাতা—৩৫।

২। **দেবযান** নামক বহুজনসমাদৃত বঙ্গভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক—৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র। ভাদ্র মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। প্রাপ্তিস্থান—দেবযান কার্য্যালয়, পোঃ—মগরা, হুগলী।

৩। **আর্য্যনারী**—বঙ্গভাষাময়ী (কেবল মায়েদের জন্য) মাসিক ধর্মপত্রিকা। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা মাত্র প্রাপ্তিস্থান—৯৪নং শান্তি রাম রাস্তা, বালী, হাওড়া।

৪। **জয়গুরু** নামক বঙ্গভাষাময় পাক্ষিক মিলন পত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲ তিন টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—জয়গুরু কার্য্যালয়, ৯৪ নং শান্তিরাম রাস্তা, বালী, হাওড়া

৫। **দি মাদার** নামধেয় ইংরাজীভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ৮৲ আট টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—পি ১৯, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলিকাতা—১০।

৬। **পরমানন্দ** নামক হিন্দীভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রাপ্তিস্থান—৮৫নং ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, কলিকাতা—৩৭।

৭। **জয়জগন্নাথ** নামক উড়িয়া ভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনীলাচল আশ্রম, চটকপর্বত, পোঃ স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

৮। **আর্য্যশাস্ত্র**—

বৈকুণ্ঠপার্ষদং হুত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ।
মধু-শর্করাসংযুক্তানপূপান্ মোদকাংস্তথা ॥৩৫৮
মণ্ডকান্ বিবিধান্ ভক্ষ্যান্ সূপান্নং মধুমিশ্রিতম্।
সুবাসিতং পানকঞ্চ নৃসিংহায় সমর্পয়েৎ ॥৩৫৯
নৃত্যং গীতং তথা বাদ্যং কুর্বীত পুরতো হরেঃ।
ভোজয়েচ্চ ততো বিপ্রান্ নব সপ্তাথ পঞ্চ বা ॥৩৬০
হর্ষ্যপিতহবিষ্যান্নং ভুঞ্জীয়াদ্ বাগ্‌যতঃ স্বয়ম্।
ধ্যায়েন্নৃসিংহং মনসা ভূমৌ স্বপ্যাজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩৬১
এবং শনিদিনে দেবমভ্যর্চ্য নরকেসরিম্।
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি সোঽশ্বমেধাযুতং লভেৎ ॥৩৬২
ষষ্টিবর্ষসহস্রং স পূজাং প্রাপ্নোতি কেশবঃ।
কুলকোটিং সমুদ্ধৃত্য বৈকুণ্ঠপুরমাপ্নুয়াৎ ॥৩৬৩
প্রায়শ্চিত্তমিদং গুহ্যং পাতকেষু মহৎস্বপি।
অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো ধনমাপ্নুয়াৎ ॥৩৬৪

শ্রীবিষ্ণুর পরিষদ্‌গণের হোম করিয়া হোমকর্ম্ম সমাপন করিবে। পরে মধু-চিনিসংযুক্ত পিষ্টক, মোদক, মণ্ডক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য, সূপ-সহকৃত অন্ন, মধু-মিশ্রিত ভক্ষ্যদ্রব্য ও সুবাসিত পানীয় নৃসিংহদেবকে নিবেদন করিবে।৩৫৮-৫৯

শ্রীহরির সমীপে নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি করিবে। পরে নয়জন বা সাতজন বা পাঁচজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে।৩৬০

শ্রীহরিকে নিবেদন করত হবিষ্যান্ন বাগ্‌যত হইয়া ভোজন করিবে। মনে মনে নৃসিংহদেবকে চিন্তা করিতে করিতে জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভূমিতে শয়ন করিবে।৩৬১

উক্তরূপে শনিবারে শ্রীনৃসিংহদেবকে পূজা করিয়া মানুষ সমস্ত অভীষ্ট-বস্তু লাভ করিতে পারে এবং সে ব্যক্তি অযুতসংখ্যক অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ করে।৩৬২

অধিকন্তু সে ষাটহাজারবৎসরব্যাপী কেশব-পূজার ফল লাভ করে ও কোটিবংশ উদ্ধার করিয়া স্বয়ং বৈকুণ্ঠে গমন করে।৩৬৩

ইহা গুরুপাপসমূহেরও গুহ্য প্রায়শ্চিত্ত এবং ইহাতে

পক্ষে পক্ষে পৌর্ণমাস্যামুদিতেঽস্মিন্ নিশাকরে।
স্নাত্বা সংপূজয়েদ্ বিষ্ণুং বামনং দেবমব্যয়ম্ ॥৩৬৫
সমাসীনং মহাত্মানং তস্মিন্ পূর্ণেন্দুমণ্ডলে।
সন্তর্পয়েচ্ছুভজলৈঃ কুসুমাক্ষতমিশ্রিতৈঃ ॥৩৬৬
তত্র মূলেন মন্ত্রেণ পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্।
তুলসীকুন্দকুসুমৈরথ পুষ্পাঞ্জলিং চরেৎ ॥৩৬৭
ত্বং সোম ইতি সূক্তেন প্রত্যৃচা কুসুমৈর্যজেৎ।
পশ্চাদ্ধোমং প্রকুর্বীত পায়সান্নং সশর্করা ॥৩৬৮
মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতং সূক্তেন প্রত্যৃচং তথা।
অগ্নি সোমানুবাকেন সমিদ্ভিঃ পিপ্পিলৈর্যজেৎ ॥৩৬৯
সহস্রনামভিঃ স্তুত্বা নমস্কৃত্বা জনার্দনম্।
বৈষ্ণবান্ ভোজয়েৎ পশ্চাৎ পায়সান্নেন শক্তিতঃ ॥৩৭০
স্বয়ং ভুক্ত্বা হবিঃশেষং শয়ীত নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
এবং সংপূজ্য দেবেশং পৌর্ণমাস্যাং জনার্দনম্ ॥৩৭১

অপুত্র ব্যক্তি পুত্র ও নির্ধন ব্যক্তি ধনলাভ করে। প্রতিপক্ষে পৌর্ণমাসীতিথিতে সূর্য্য বা চন্দ্র উদিত হইলে স্নান করিয়া বামনরূপী অবিনাশী শ্রীবিষ্ণুকে সম্যক্ পূজা করিবে।৩৬৪-৬৫

পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলে উপবিষ্ট মহাত্মা শ্রীবিষ্ণুকে চিন্তা করিয়া পবিত্র জলের দ্বারা পুষ্প ও অক্ষত মিশ্রিত করিয়া তর্পণ করিবে।৩৬৬

মূলমন্ত্রের দ্বারা পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে। তুলসী, কুন্দ প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা অঞ্জলি প্রদান করিবে।৩৬৭

"ত্বং সোম" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা প্রতিবেদমন্ত্রে পুষ্প দিয়া পূজা করিবে। পরে শর্করা-সমন্বিত পায়সান্ন দ্বারা হোম করিবে।৩৬৮

বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা ও অষ্টোত্তর শতবার বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা প্রতিমন্ত্রে অগ্নীষোমাত্মক বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অশ্বত্থ-বৃক্ষের সমিধ্ দ্বারা হোম করিবে।৩৬৯

শ্রীবিষ্ণুর সহস্র নাম দ্বারা ভগবান্ জনার্দ্দনকে স্তব করিয়া প্রণাম করত যথাশক্তি পায়সান্ন দ্বারা বৈষ্ণব-ভোজন করাইবে।৩৭০

সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
মঘায়ামপি পূর্বাহ্ণে স্নাত্বা কৃষ্ণং জলৈর্দ্বিজঃ ॥৩৭২
সন্তর্প্য মূলমন্ত্রেণ তিলমিশ্রিতবারিভিঃ।
তর্পয়িত্বা পিতৄন্ দেবানর্চয়েদচ্যুতং ততঃ ॥৩৭৩
কৃষ্ণৈশ্চ তুলসীপত্রৈঃ কেতকৈঃ কামলৈরপি।
শোণিতৈঃ করবীরৈশ্চ জবা-কুটজ-পাটলৈঃ ॥৩৭৪
অস্য বামেতি সূক্তেন দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং হরেঃ।
মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতং কৃষ্ণং শ্রীতুলসীদলৈঃ ॥৩৭৫
তথৈব জুহুয়াদগ্নৌ তিলৈঃ কৃষ্ণৈঃ সশর্করৈঃ।
আজ্যেন পৌরুষং সূক্তং প্রত্যৃচং জুহুয়াৎ ততঃ ॥৩৭৬
নারায়ণানুবাকেন উপস্থায় জনার্দনম্।
সুসংযাবৈঃ সৌহৃদৈশ্চ শাল্যন্নং বিনিবেদয়েৎ ॥৩৭৭
বৈষ্ণবান্ ভোজয়েৎ পশ্চাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ।
তস্যাং রাত্রৌ জপেন্মন্ত্রমযুতং হরিসন্নিধৌ ॥৩৭৮
বৈষ্ণবৈরনুবাকৈশ্চ দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ।
পুরতো বাসুদেবস্য ভূমৌ স্বপ্যাৎ কুশোত্তরে ॥৩৭৯
এবং সংপূজ্য দেবেশং মঘায়াং বৈষ্ণবোত্তমঃ।
উদ্ধৃত্য বংশজান্ সর্বান্ বৈষ্ণবং পদমাপ্নুয়াৎ ॥৩৮০
ব্যতীপাতে তু সংপ্রাপ্তে হয়গ্রীবং জনার্দনম্।
পুষ্পৈশ্চ করবীরৈশ্চ পুণ্ডরীকৈঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥৩৮১
যোরযাত্যনুবাকেন প্রত্যৃচং বৈ যজেদ্ বুধঃ।
মন্ত্রেণ চ শতং দত্ত্বা পশ্চাদ্ধোমং সমাচরেৎ ॥৩৮২
যবৈশ্চ তণ্ডুলৈর্বাঽপি তিলৈঃ পুষ্পৈরমাপি বা।
মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতং জুহুয়াদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥৩৮৩
অভূদেকাদ্যষ্টসূক্তৈঃ প্রত্যৃচং জুহুয়াচ্চরুম্।
শেষং নিবেদ্য হরয়ে সংপ্রাশ্যাচমনং চরেৎ ॥৩৮৪
সহস্রশীর্ষসূক্তেন উপস্থায় জনার্দনম্।
শাল্যোদনং সূপযুতং বিবিধৈশ্চ ফলৈরপি ॥৩৮৫

অবশিষ্ট হবিঃ প্রভৃতি নিজে ভোজন করিয়া সংযতচিত্তে শয়ন করিবে। এইরূপ পৌর্ণমাসীতে দেবেশ শ্রীজনার্দনকে পূজা করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে। মঘানক্ষত্রে পূর্বাহ্ণে জলের দ্বারা স্নান করিয়া শ্রীবিষ্ণুর মূলমন্ত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের তর্পণ করত তিলমিশ্রিত জলের দ্বারা পিতৃগণের ও দেবগণের তর্পণপূর্বক শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবে।৩৭১-৭৩

কৃষ্ণবর্ণ তুলসীপত্র এবং কেতক, পদ্ম, রক্তবর্ণ করবীর, জবা, কুটজ ও পাটলপুষ্প দ্বারা "অস্য বাম" ইত্যাদি সূক্ত উচ্চারণপূর্বক এবং শ্রীহরির মন্ত্রে একশত আটবার শ্রীকৃষ্ণকে অঞ্জলি প্রদান করিবে।৩৭৪-৭৫

পুরুষসূক্তের প্রতিমন্ত্রে শর্করামিশ্রিত কৃষ্ণতিলসহ ঘৃত দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দান করিবে। নারায়ণসূক্ত দ্বারা জনার্দ্দনকে পূজা করিয়া বন্ধুদের সঙ্গে নিবেদিত সংযাব অর্থাৎ শিণার (সিন্নি) সহিত শাল্যন্ন ভোজন করিবে। পূর্বে বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইয়া পরে নিজে বাগ্যত হইয়া ভোজন করিবে। ঐ রাত্রিতে শ্রীহরির সমীপে থাকিয়া অযুতসংখ্যক শ্রীবিষ্ণুমন্ত্র জপ করিবে। পরে বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া শ্রীশ্রীবাসুদেবের সম্মুখে ভূমিতে কুশশয্যায় শয়ন করিবে। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণ এইরূপে মঘানক্ষত্রে দেবাদিদেব শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিয়া স্বীয় পূর্বপুরুষসকলকে উদ্ধার করত বিষ্ণুপদ লাভ করিবে।৩৭৬-৮০

ব্যতীপাত-যোগে হয়গ্রীবনামক জনার্দ্দনকে করবীর ও পদ্ম পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। "যোরয়ী" ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা প্রতিমন্ত্রে পূজা করত ঐ মন্ত্র দ্বারা শত পুষ্পাঞ্জলি দিয়া হোম করিবে।৩৮১-৮২

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণ মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক যব কিংবা তণ্ডুল অথবা তিল ও পুষ্পের সহিত ঘৃত দ্বারা হোম করিবে।৩৮৩

"অভূদেকাদি" অষ্টসংখ্যক সূক্ত দ্বারা প্রতিমন্ত্রে চরু দিয়া হোম করিবে। অবশিষ্ট চরু শ্রীহরিকে নিবেদন করিয়া স্বয়ং ভোজন করত আচমন করিবে।৩৮৪

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা জনার্দ্দনকে পূজা করিয়া শাল্যন্ন, সূপ (দাইল), বিবিধ ফল গোঘৃত সংযুক্ত করিয়া ভোগনিবেদন করিবে। পরে প্রদীপাদি দ্বারা আরাত্রিক করিবে। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া

গবাজ্যেন ঘৃতং দত্ত্বা দীপৈর্নীরাজয়েত্ততঃ ॥৩৮৬
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাদ্দক্ষিণাভিশ্চ তোষয়েৎ।
হবিষ্যন্তু স্বয়ং ভুক্ত্বা ভূমৌ স্বপ্যাজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩৮৭
এবং সংপূজ্য দেবেশং ব্যতীপাতে সনাতনম্।
দশবর্ষসহস্রস্য পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥৩৮৮
গ্রহণে রবিসংক্রান্তৌ বরাহবপুষং হরিম্।
কুমুদৈরুজ্জ্বলৈঃ পদ্মৈস্তুলসীভিঃ কুরন্দকৈঃ ॥৩৮৯
অর্চয়েদ্ ভূধরং দেবং তন্মন্ত্রেণৈব বৈষ্ণবঃ।
দূরাদিহেতি সূক্তেন দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং দ্বিজঃ ॥৩৯০
মন্ত্রেণ চ সহস্রং তু শতং বাঽপি যজেত্তদা।
তিলৈশ্চ জুহুয়াত্তদ্বৎ সূক্তেন প্রত্যৃচং ঘৃতম্ ॥৩৯১
সূপান্নং কৃসরান্নঞ্চ ভক্ষ্যাপূপান্ ঘৃতপ্লুতান্।
নৈবেদ্যং বিনিবেদ্যেশে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ ॥৩৯২
এবং সংপূজ্য দেবেশং সংক্রান্তৌ গ্রহণে হরিম্।
কল্পকোটিসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥৩৯৩

দক্ষিণা দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবে। নিজে হবিষ্যান্ন ভোজন করত সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ভূমিতে শয়ন করিবে। ব্যতীপাতযোগে উক্তরূপে সনাতন শ্রীহরিকে পূজা করিলে দশসহস্রবৎসরব্যাপী পূজা-জন্য ফল প্রাপ্ত হইবে। চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে, রবিসংক্রান্তিতে, বরাহ-শরীরধারী শ্রীহরিকে সুন্দর, সরস (অশুষ্ক) কুমুদ, পদ্ম, তুলসী, কুরন্দক পুষ্প দ্বারা তত্তৎ বিষ্ণুমন্ত্রে বৈষ্ণবগণ ভূধরদেবকে পূজা করিয়া "দূরাদিহ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে।৩৮৫-৯০

বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা সহস্র বা শতবার শ্রীহরিকে পূজা করিবে। বিষ্ণুসূক্ত উচ্চারণপূর্বক ঘৃতসংযুক্ত তিলের দ্বারা প্রতিমন্ত্রে হোম করিবে।৩৯১

সূপান্ন, খেচুড়ি, সুভক্ষ্য পিষ্টক ঘৃতপ্লুত করিয়া ও নিবেদনযোগ্য দ্রব্য শ্রীহরিকে নিবেদন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে।৩৯২

এইরূপে রবিসংক্রান্তি ও গ্রহণে শ্রীহরিকে পূজা করিলে সহস্রকোটি কল্পকাল বিষ্ণুলোকে থাকিয়া সে সম্মানিত হইবে।৩৯৩

বৈশাখে পূজয়েদ্ রামং কাকুৎস্থং পুরুষোত্তমম্।
সীতালক্ষ্মণসংযুক্তং মধ্যাহ্নে পূজয়েদ্ বিভুম্ ॥৩৯৪
পুন্নাগ-কেতকী-পদ্মৈরুৎপলৈঃ করবীরকৈঃ।
চাম্পেয়ৈর্বকুলৈঃ পূজাং ষড়র্ণেনৈব কারয়েৎ ॥৩৯৫
জাতয়ে বাতিসূক্তেন কুর্য্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ।
সংক্ষেপেণ শতশ্লোক্যাং প্রতিশ্লোকং যজেত্ততঃ ॥৩৯৬
পুষ্পাঞ্জলিং সহস্রং তু মন্ত্রেণৈব যজেত্ততঃ।
ত্বমগ্ন ইতি সূক্তেন পায়সং জুহুয়াদৃচা ॥৩৯৭
পশ্চান্মন্ত্রেণাজ্যহোমো নৈবেদ্যং পায়সং ঘৃতম্।
কদলীফলং শর্করা চ পানকঞ্চ নিবেদয়েৎ ॥৩৯৮
পঞ্চ সপ্ত ত্রয়ো বাঽপি পূজনীয়া দ্বিজোত্তমাঃ।
সুহৃদ্যৈরন্নপানাদ্যৈর্গো-হিরণ্যাদিদক্ষিণৈঃ ॥৩৯৯
হবিষ্যান্নং স্বয়ং ভুক্ত্বা পঠেদ্ রামায়ণং নরঃ।
এবং সংপূজ্য বিধিবদ্ রাঘবং জানকীযুতম্ ॥৪০০
ভুক্ত্বা ভোগান্ মনোরম্যান্ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে।

বৈশাখমাসে মধ্যাহ্নে সীতা ও লক্ষ্মণসহ বিভু কাকুৎস্থ পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রকে পূজা করিবে। ষড়ক্ষর মন্ত্র ("ওঁ বিষ্ণবে নমঃ") দ্বারা বৈশাখমাসে পুন্নাগ, কেতকী, পদ্ম, উৎপল (নীলপদ্ম), করবীর, চম্পা ও বকুলপুষ্প দিয়া শ্রীহরির পূজা করিবে।৩৯৪-৯৫

"জাতয়ে বাতিসূক্তেন" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা শ্রীহরিকে পূজান্তে পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। সংক্ষেপে শতশ্লোকী (তদাত্মক গীতা) প্রতি শ্লোক দিয়া পূজা করিবে। অনন্তরর বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে এবং "ত্বমগ্নে" ইত্যাদি সূক্তমন্ত্র দ্বারা প্রতিমন্ত্রে পায়স হোম করিবে।৩৯৬-৯৭

পরে বিষ্ণুমন্ত্র দিয়া ঘৃতহোম করত পায়স, ঘৃত, কদলীফল, চিনি ও পানীয় দ্রব্য দান করিবে। পাঁচজন বা সাতজন কিংবা অগত্যা তিনজন ব্রাহ্মণোত্তম বৈষ্ণবকে গো-সুবর্ণাদি দক্ষিণা-সহকৃত মনোরম হৃদ্য অন্ন-পানাদি দ্বারা ভোজন করাইয়া সম্মানিত করিবে। অবশেষে নিজে হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া রামায়ণ পাঠ করিবে। এইরূপে যথাবিধি জানকীসহ শ্রীরামচন্দ্রকে

লক্ষ্মীনারায়ণং দেবং ভার্গবে বাসবে নিশি ॥৪০১
অখণ্ডবিল্বপত্রৈশ্চ তুলসীকোমলৈর্দলৈঃ।
অর্চয়েন্মন্ত্ররত্নেন বামাঙ্কস্থশ্রিয়া সহ ॥৪০২
চন্দনং কুঙ্কুমোপেতং কস্তূর্য্যা চ সমর্চয়েৎ।
শ্রীসূক্ত-পুরুষসূক্তাভ্যাং দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ॥৪০৩
মন্ত্রদ্বয়েন পুষ্পাণাং সহস্রঞ্চ নিবেদয়েৎ।
ত্বমগ্ন ইতি সূক্তেন প্রত্যৃচং কুসুমাদ্ যজেৎ ॥৪০৪
অখণ্ডবিল্বপত্রৈর্বা পদ্মপত্রৈর্ঘৃতেন বা।
শ্রীসূক্ত-পুরুষসূক্তাভ্যাং প্রত্যৃচং জুহুয়াৎ ততঃ ॥৪০৫
অগ্নিং ন বেতি সূক্তেন তিলৈর্ব্রীহিভিরেব বা।
মন্ত্ররত্নেন জুহুয়াৎ সুগন্ধকুসুমৈঃ শতম্ ॥৪০৬
মণ্ডকান্ ক্ষীরসংযুক্তান্ পায়সান্নং সশর্করম্।
শাল্যন্নং পৃষদাজ্যঞ্চ ভক্ত্যাস্মৈ বিনিবেদয়েৎ ॥৪০৭

বৈশাখ মাসে পূজা করিলে মনোরম বিবিধ ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়া বিষ্ণুলোকে সম্মানিত হওয়া যায়। শুক্রবার দিবানিশি অখণ্ড বিল্বপত্র ও তুলসীর সরস পত্র দ্বারা মন্ত্ররত্ন উচ্চারণপূর্ব্বক বামাঙ্কস্থিত লক্ষ্মীদেবীর সহিত নিত্যমিলিত লক্ষ্মীনারায়ণকে পূজা করিবে। কুঙ্কুমযুক্ত চন্দনের দ্বারা ও কস্তুরী দ্বারা শ্রীহরিকে পূজা করিয়া শ্রীসূক্ত ও পুরুষসূক্তের প্রতিমন্ত্র দিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিবে।৩৯৮-৪০৩

এবং ঐ মন্ত্র দুইটি দ্বারা সহস্র পুষ্প সহকারে পূজা করিবে। "ত্বমগ্নে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা প্রতি মন্ত্রে পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। অখণ্ড বিল্বপত্র দিয়া কিংবা পদ্মদলের দ্বারা শ্রীসূক্ত ও পুরুষসূক্তের প্রতিমন্ত্রে হোম করিবে। "অগ্নিং ন বা" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা ও পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা তিল কিংবা ব্রীহিযুক্ত সুগন্ধ পুষ্প এক শত আহুতি দিবে।৪০৫-৬

ক্ষীরসংযুক্ত দ্রব্য, পিষ্টক, চিনিসংযুক্ত পায়সান্ন, শাল্যন্ন ও গব্যঘৃত ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিবে।৪০৭

অভ্যর্চ্য বিপ্রমিথুনান্ বাসোঽলঙ্কার-ভূষণৈঃ।
ভোজয়িত্বা যথাশক্ত্যা পশ্চাদ্ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥৪০৮
মন্বন্তরশতং বিষ্ণুং দুগ্ধাব্ধৌ হেমপঙ্কজৈঃ।
সংপূজ্য যদবাপ্নোতি তৎফলং ভৃগুবাসরে ॥৪০৯
এবং সংপূজ্যমানস্তু তস্মিন্নহনি বৈষ্ণবৈঃ।
লক্ষ্ম্যা সহ হরিঃ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষং তৎক্ষণাদ্ভবেৎ॥৪১০
কৃষ্ণাষ্টম্যাং চতুর্দ্দশ্যাং সায়ংসন্ধ্যাসমাগমে।
গোপালপুরুষং কৃষ্ণমর্চয়েচ্ছ্রদ্ধয়াঽন্বিতঃ।
মল্লিকা-মালতী-কুন্দ-যূথি-কূটজ-কেতকৈঃ ॥৪১১
লোধ্র-নীপার্জুনৈর্নাগৈঃ কর্ণিকারৈঃ কদম্বকৈঃ।
কোবিদারৈঃ করবীরৈর্বিল্বৈরাস্ফোটকৈরপি ॥৪১২
দশাক্ষরেণ মন্ত্রেণ পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্।
যে ত্রিংশতীতি সূক্তেন দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥৪১৩
দশাক্ষরেণ মন্ত্রেণ পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্।
শ্রীকৃষ্ণায় নম ইতি সূক্তেনাষ্টোত্তরং শতম্ ॥৪১৪

কোনও ব্রাহ্মণদম্পতিকে বস্ত্র, বিবিধ অলঙ্কার ও ভূষণাদি দ্বারা যথাশক্তি পূজা করত ভোজন করাইয়া স্বয়ং বাগ্যত হইয়া ভোজন করিবে।৪০৮

দুগ্ধসমুদ্রে শয়ান শ্রীবিষ্ণুকে শতমন্বন্তরকাল পর্য্যন্ত স্বর্ণপদ্ম দ্বারা পূজা করিলে যে ফল পাওয়া যায়, শুক্রবারে যথোক্তরূপে যথাবিধি পূজা করিলে সেই ফল পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যথাবিধি পূজা করিলে সেই দিনেই শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত মিলিত শ্রীহরিকে বৈষ্ণবগণ প্রত্যক্ষদর্শন করিতে পারেন।৪০৯-১০

কৃষ্ণাষ্টমী বা কৃষ্ণচতুর্দ্দশী দিবসে সায়ংসন্ধ্যা-সময়ে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক গোপালপুরুষবেশী পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে মল্লিকা, মালতী, কুন্দ, যূথিকা, কুটজ কেতক, কুর্চি, লোধ্র, কদম্ব, অর্জ্জুন, নাগকেশর, কর্ণিকার (সোন্দাল), কেয়াফুল, করবীর ও বিল্বপত্র দ্বারা পুরুষোত্তম "বিষ্ণবে পরমাত্মনে নমঃ" এই দশাক্ষরমন্ত্রে পূজা করিয়া "যে ত্রিংশতী" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দিবে।৪১১-১৩

"শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" ইত্যাদি সূক্তমন্ত্র দ্বারা তুলসীপত্র দিয়া প্রতিমন্ত্রে অষ্টোত্তর শত পূজা করিবে। পূজান্তে

পূজয়িত্বাঽথ হোমন্তু তিলৈঃ কৃষ্ণৈর্ঘৃতান্বিতৈঃ।
প্রত্যৃচং বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈর্জুহুয়াৎ পুরুষোত্তমম্ ॥৪১৫
সমিদ্ভিঃ পিপ্পলৈশ্চাপি মন্ত্রেণাষ্টোত্তরং শতম্।
নামভিঃ কেশবাদ্যৈশ্চ চরুং পশ্চাদ্ ঘৃতপ্লুতম্ ॥৪১৬
বৈষ্ণব্যা চৈব গায়ত্র্যা পৃষদাজ্যং শতং তথা।
গুড়োদনং সর্পিষাক্তং ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ ॥৪১৭
ক্ষীরান্নং শর্করোপেতং নৈবেদ্যঞ্চ সমর্পয়েৎ।
বৈষ্ণবান্ ভোজয়েৎ পশ্চাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ ॥৪১৮
এবমভ্যর্চ্য গোবিন্দং কৃষ্ণাষ্টম্যাং বিধানতঃ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥৪১৯
দ্বয়োরপ্যনয়োঃ শ্রীশং কূর্মরূপং সমর্চ্চয়েৎ
সসাগরাং মহীং সর্বাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৪২০
অর্চয়েন্মূলমন্ত্রেণ গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ।
অর্চয়িত্বা বিধানেন হবিষ্যং ব্যঞ্জনৈর্যুতম্ ॥৪২১
সুদীর্ঘযন্ত্রজান্ (?) সূপ-ঘৃতমিশ্রান্ নিবেদয়েৎ।
অহং পূর্বেতি সূক্তেন কুর্য্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥৪২২
সহস্রং মূলমন্ত্রেণ পূজয়েত্তুলসীদলৈঃ।
তিলমিশ্রৈশ্চ পৃথুকৈর্জুহুয়াদ্ধব্যবাহনে ॥৪২৩
প্রযদ্ব ইতি সূক্তাভ্যাং নাসদাসীত্যনেন চ।
মন্ত্রেণাজ্যং সহস্রন্তু জুহুয়াদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥৪২৪
ভোজয়েদ্ বৈষ্ণবান্ ভক্ত্যা বিশেষেণার্চ্চয়েদ্ গুরুম্।
কৌর্মে তু শতবর্ষন্তু সমভ্যর্চ্য বিধানতঃ ॥৪২৫
অত্রাপ্যর্চনমত্রেণ তৎফলং সমবাপ্নুয়াৎ।
মধুশুক্লপ্রতিপদি কেশবং পূজয়েদ্ দ্বিজঃ ॥৪২৬
স্নাত্বা মধ্যাহ্নসময়ে করবীরৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
অগ্নিমীল ইত্যাদ্যেন প্রত্যৃচং কুসুমৈর্যজেৎ ॥৪২৭
মন্ত্ররত্নেন বাঽভ্যর্চ্য চরু-পায়সহোমকৃৎ।
ঈলে দ্যাবেতি সূক্তেন যদিন্দ্রাগ্নীত্যনেন চ ॥৪২৮
বিষ্ণুসূক্তৈশ্চ জুহুয়াদ্ গায়ত্র্যা বিষ্ণুসংজ্ঞয়া।
অপূপান্ কটকাকারান্ শাল্যন্নং ঘৃতসংযুতম্ ॥৪২৯

বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা ঘৃতমিশ্রিত কৃষ্ণতিল দিয়া প্রতি মন্ত্রে হোম করিবে। অশ্বত্থ-সমিধের দ্বারা যথোক্ত মন্ত্রে অষ্টোত্তর শত হোম করিবে এবং কেশবাদি নাম উচ্চারণপূর্বক পশ্চাৎ ঘৃতপ্লুত চরু সমর্পণ করিবে। বিষ্ণুগায়ত্রী দ্বারা দধিমিশ্রিত ঘৃত, ঘৃতপ্লুত গুড়োদন ও বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য, চিনিসংযুক্ত দুগ্ধান্ন ও বহুবিধ নৈবেদ্য অর্পণ করিবে। বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং বাগ্‌যত হইয়া ভোজন করিবে।৪১৪-১৮

শ্রীকৃষ্ণাষ্টমীদিনে এইরূপ বিধানে যথাবিধি শ্রীশ্রীগোবিন্দকে অর্চ্চনা করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর সাযুজ্য লাভ করা যায়।৪১৯

পুরুষসূক্ত ও শ্রীসূক্তমন্ত্রে কূর্ম্মরূপী লক্ষ্মীপতি শ্রীহরিকে পূজা করিবে। তাহাতে সসাগরা সমগ্র পৃথিবী লাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।৪২০

গন্ধ-পুষ্প ও অক্ষতাদি দ্বারা মূলমন্ত্রে যথাবিধি পূজা করিয়া ব্যঞ্জনযুক্ত হবিষ্য, সুদীর্ঘযন্ত্র হইতে উৎপন্ন সূপ ও ঘৃতমিশ্রিত অধিক পক্ব মিষ্টান্ন নিবেদন করিবে। পরে "অহং পূর্ব্ব" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে।৪২১-৪২২

মূলমন্ত্রের দ্বারা সহস্র তুলসীপত্রে পূজা করিয়া তিলমিশ্রিত পৃথুক অর্থাৎ চিপিটক দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে। "প্রযদ্ব" ইত্যাদি সূক্ত দুইটি দ্বারা ও "নাসদাসীৎ" ইত্যাদি বেদমন্ত্র দ্বারা বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ সহস্র হোম করিবে। ভক্তিপূর্বক বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে। শ্রীগুরুকে বিশেষভাবে পূজা করিবে। শতবৎসর কূর্ম্মরূপী শ্রীভগবানকে পূজা করিলে যে ফল পাওয়া যায়, পূর্বোক্ত বিধানে পূজা করিলে তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত ফল প্রাপ্ত হইবে। বসন্তের শুক্ল প্রতিপদ্ তিথিতে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কেশবকে পূজা করিবেন। স্নান করিয়া মধ্যাহ্নসময়ে সুগন্ধি-করবীর-পুষ্প দ্বারা "অগ্নিমীলে পুরোহিত" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা প্রতি মন্ত্রে শ্রীবিষ্ণুপূজা করিবে।৪২৩-২৭

ঐরূপে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা পূজা করিয়া চরু ও পায়সান্ন-যোগে "ঈলে দ্যাবা" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা, "যদিন্দ্রাগ্নী"

ফলৈশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ নৈবেদ্যং বিনিবেদয়েৎ।
ভোজয়েদ্ ব্রাহ্মণান্ শক্ত্যা দক্ষিণাভিঃ
প্রপূজয়েৎ ॥৪৩০
সাগ্রং সংবৎসরং তত্র সম্যক্ সংপূজয়েদ্ধরিম্।
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি হয়মেধাযুতং লভেৎ ॥৪৩১
তস্মিন্নবম্যাং শুক্লে তু নক্ষত্রেঽদিতিদৈবতে।
তত্র জাতো জগন্নাথো রাঘবঃ পুরুষোত্তমঃ ॥৪৩২
তস্মিন্নুপোষ্য মধ্যাহ্নে স্নাত্বা সন্ধ্যাং বিধানতঃ।
তর্পয়িত্বা পিতৄন্ দেবানর্চয়েদ্ রাঘবং হরিম্ ॥৪৩৩
ষড়ক্ষরেণ মন্ত্রেণ গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ।
অভ্যর্চ্য জগতামীশং জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ ॥
শান্তিং শাস্ত্রং পুরাণঞ্চ নাম্নাং বিষ্ণোঃ সহস্রকম্ ॥৪৩৪
পাবমানৈর্বিষ্ণুসূক্তৈঃ কুর্য্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ।
রামায়ণশতশ্লোক্যা দদ্যাৎ পুষ্পাণি বৈষ্ণবঃ ॥৪৩৫
সশর্করং পায়সান্নং কপিলাঘৃতসংযুতম্।
রম্ভাফলং পানকঞ্চ নৈবেদ্যং বিনিবেদয়েৎ ॥৪৩৬
পীতানি নাগপর্ণানি স্নিগ্ধপূগীফলানি চ।
কর্পূরেণ চ সংযুক্তং তাম্বূলঞ্চ সমর্পয়েৎ ॥৪৩৭
দীপান্নীরাজয়েদ্ভক্ত্যা নমস্কৃত্য পুনঃ পুনঃ।
প্রীতয়ে রঘুনাথস্য কুর্য্যাদ্দানানি শক্তিতঃ ॥৪৩৮
ষড়ক্ষরেণ সাহস্রং তিলৈর্বা পায়সেন বা।
কমলৈর্বিল্বপত্রৈর্বা ঘৃতেন জুহুয়াত্ততঃ ॥৪৩৯
অস্য বামেতি সূক্তেন সামিদ্ভিঃ পিপ্পলস্য তু।
বৈকুণ্ঠপার্ষদং হুত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ ॥৪৪০
রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাদ্ দ্বি-ত্রিযামং সমর্চয়েৎ।
প্রভাতে বিমলে চাপি ততো ভরতজন্মনি ॥৪৪১
তৃতীয়েঽহনি মধ্যাহ্নে সৌমিত্রের্জন্মবাসরে।
সানুজং জগতামীশমর্চয়েৎ পূর্ববদ্ দ্বিজঃ ॥৪৪২

ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুগায়ত্রী ও পুরুষসূক্ত দ্বারা হোম করিবে। পরে পিষ্টক, শালিধান্যের অন্ন ঘৃতসংযুক্ত করিয়া এবং বিবিধ ফল, নানা সুস্বাদু ভক্ষ্য ও ভোজ্যদ্রব্য শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিবে। ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া যথাশক্তি দক্ষিণা দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবে।৪২৮-৩০

পূর্ণ সংবৎসর পর্য্যন্ত শ্রীহরিকে সম্যগ্‌ভাবে পূজা করিবে। তাহা হইলে সমস্ত অভিলষিত দ্রব্য প্রাপ্ত হইবে এবং অযুতসংখ্যক অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। যে মধু (চৈত্র) মাসের শুক্ল নবমীতে অদিতি-দৈবত অর্থাৎ পুনর্বসু-নক্ষত্রে পুরুষোত্তম জগন্নাথ রঘুপতি রামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন, সেইদিনে যথাযথ উপবাস করিয়া মধ্যাহ্নে স্নান করত যথাবিধি পিতৃগণের তর্পণ ও দেবতাদিগের পূজাপূর্বক শ্রীহরি রামচন্দ্রকে পূজা করিবে।৪৩১-৩৩

ষড়ক্ষর মন্ত্র দ্বারা এবং গন্ধ, পুষ্পমাল্যাদি অনুলেপন-দ্রব্য দ্বারা জগতের অধীশ্বর শ্রীরামচন্দ্রকে পূজা করিয়া একাগ্র মনে ভন্মন্ত্রের জপ করিবে। পরে শান্তি পাঠ করিয়া অন্য শাস্ত্র, পুরাণ ও শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম পাঠ করিবে। পরে পাবমানী সূক্ত ও পুরুষসূক্ত দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। অনন্তর বৈষ্ণবভক্ত শতশ্লোকী রামায়ণ দ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে নানাবিধ পুষ্প দান করিবে। চিনিসংযুক্ত পায়সান্ন কপিলধেনুর দুগ্ধজাত-ঘৃত মিশ্রিত করিয়া দান করিবে। রম্ভাফল ও পানীয় দ্রব্য এবং নানাবিধ নৈবেদ্য নিবেদন করিবে।৪৩৪-৩৬

পীতবর্ণ নাগকেশর-পত্র, সুন্দর সুপারিফল ও কর্পূর সংযুক্ত তাম্বুল দান করিবে। ভক্তিপূর্বক দীপাবলী দ্বারা আরাত্রিক করিয়া প্রণাম করিবে। রঘুনাথ শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতির জন্য যথাশক্তি নানাবিধ দানীয় দ্রব্য প্রদান করিবে।৪৩৭-৩৮

ষড়ক্ষর মন্ত্রে তিল বা পায়সান্নের দ্বারা পদ্ম বা বিল্বপত্র দিয়া ঘৃত-সহযোগে হোম করিবে। "অস্য বাম" ইত্যাদি সূক্তে অশ্বত্থ-সমিধ্‌ দ্বারা শ্রীহরির পার্ষদগণকে হোম করিয়া হোমশেষ (পূর্ণহোম) সমাপন করিবে। রাত্রিতে জাগরণ করিয়া দ্বিপ্রহর বা তৃতীয় প্রহরে পূজা করিবে। নির্ম্মল প্রভাতকালে ভরতের জন্মসময়ে ও তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নে লক্ষ্মণের জন্মদিনে ব্রাহ্মণ পূর্বোক্ত বিধিতে জগদীশ্বর সানুজ শ্রীরামচন্দ্রকে পূজা করিবে।৪৩৯-৪২

পূজাং পুষ্পাঞ্জলিং হোমং জপং ব্রাহ্মণভোজনম্ ।
অবিচ্ছিন্নং তথা কুর্য্যাদগ্নিহোত্রং ত্রিবাসসম্ ॥৪৪৩
এবং ত্রিরাত্রং কুর্বীত রাঘবাণাং বিধানতঃ ।
মহোৎসবং জন্মভেষু প্রত্যব্দং চৈত্রমাসিকে ॥৪৪৪
চতুর্থেহহ্নি তথা নদ্যাং কুর্য্যাদবভৃথং দ্বিজঃ ।
বৈষ্ণবৈরনুবাকৈশ্চ রামনামভিরেব চ ॥৪৪৫
চরিতং রঘুনাথস্য জপন্নবভৃথং চরেৎ ।
দেবান্ পিতৃংশ্চ সন্তর্প্য গৃহং গত্বাহর্চ্চয়েৎ প্রভুম্ ॥৪৪৬
কুর্য্যাদবভৃথেষ্টিঞ্চ চরুণা পায়সেন বা ।
অস্য বামেতি সূক্তেন পরোমাত্রেত্যনেন চ ॥৪৪৭
প্রত্যৃচং জুহুয়াৎ পশ্চান্মন্ত্রেণ শতসংখ্যয়া ।
হুত্বা সমাপ্য হোমন্তু শেষং সম্প্রাশয়েচ্চরুম্ ॥৪৪৮
আচম্য পূজয়েদ্দেবং বৈষ্ণবান্ ভোজয়েত্ততঃ ।
স্বয়ং ভুঞ্জীত তদ্রাত্রাবধঃশায়ী সমাহিতঃ ॥৪৪৯

পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, হোম, জপ, ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি ও অগ্নিহোত্রক্রিয়া তিনদিন পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপে রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্রের জন্মোৎসবে যথাবিধি প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে জন্মনক্ষত্রযুক্ত জন্ম তিথিতে তিনদিন মহোৎসব করিবে।৪৪৩-৪৪

চতুর্থদিনে নদীতে যজ্ঞান্ত-সাধ্য অবভৃথ-স্নান করিবে। পরে বৈষ্ণবসূক্তাদি বেদমন্ত্র দ্বারা এবং রামনামকীর্ত্তন দ্বারা রঘুনাথের চরিত্র পাঠ করত অবভৃথস্নান করিবে।

দেবতা ও পিতৃগণকে সন্তর্পিত করিয়া গৃহে গমন-পূর্বক পুনঃ জগৎপ্রভুর পূজা করিবে। "অস্য বাম" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা এবং "পরোমাত্রা" ইত্যাদি বেদমন্ত্রের দ্বারা চরু বা পায়সান্ন দিয়া অবভৃথ যাগ করিবে।৪৪৫-৪৭

উক্ত সূক্তাদির প্রতিমন্ত্র দিয়া শতসংখ্যক হোমান্তে হোম সমাপন করিয়া অবশিষ্ট চরু ভোজন করিবে। আচমন করিয়া দেবপূজা সমাপন করত বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে এবং পরে স্বয়ং ভোজন করিয়া ঐ রাত্রিতে সংযতচিত্তে অধঃশায়ী হইয়া থাকিবে। ৪৪৮-৪৯

এবং দ্বাদশভিঃ পূজ্যশ্চৈত্রে নাবমিকে তথা ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি শ্বেতদ্বীপনিবাসিনম্ ॥৪৫০
সংপূজয়েদবাপ্নোতি তদেবাত্র সমশ্নুতে ।
যজ্ঞাযুতশতং লব্ধ্বা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥৪৫১
তস্যৈব পৌর্ণমাস্যাঞ্চ শীতাংশোরুদয়ে তথা ।
স্নাত্বা সংপূজয়েদ্দেবং মাধবং রময়া সহ ॥৪৫২
শুদ্ধজাম্বূনদপ্রখ্যং কন্দর্পশতসন্নিভম্ ।
লক্ষ্ম্যা সহ সমাসীনং বিমলে হেমপঙ্কজে ॥৪৫৩
চন্দনেন সুগন্ধেন করবীরাব্জ-পঙ্কজৈঃ ।
কর্পূর-কুঙ্কুমোপেতচন্দনেন চ পূজয়েৎ ॥৪৫৪
তন্মন্ত্র-মন্ত্ররত্নাভ্যাং মাধবং বিধিনা যজেৎ ।
মণ্ডকান্ ক্ষীরসংযুক্তান্ শাল্যন্নং ঘৃতসংযুতম্ ॥৪৫৫
কৃষ্ণরম্ভাফলৈর্জুষ্টং নৈবেদ্যং বিনিবেদয়েৎ ।
অস জীবস্ব ইত্যাদি ষট্ সূক্তৈঃ কুসুমৈর্যজেৎ ॥৪৫৬

এইরূপে চৈত্রমাসের শুক্লনবমী হইতে দ্বাদশদিন শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করিবে। শ্বেতদ্বীপবাসী দেবকে ষাট্ হাজার বৎসর পূজা করিলে যে ফল হয়, ইহা করিলে সেই ফল ঐ দ্বাদশদিনেই প্রাপ্ত হইবে এবং শত অযুত সংখ্যক যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে গিয়া সম্মানিত হইবে।৪৫০-৫১

ঐরূপভাবে ঐ পৌর্ণমাসীতে চন্দ্রের উদয়কালে স্নান করিয়া লক্ষ্মীসহ সমাসীন মাধবকে (বিষ্ণুকে) পূজা করিবে।৪৫২

উজ্জ্বল স্বর্ণপদ্মের উপরে লক্ষ্মীদেবীর সহিত একত্র উপবিষ্ট অত্যুজ্জ্বল বিশুদ্ধস্বর্ণবর্ণ, শতকন্দর্প (মদন)-তুল্যকান্তিবিশিষ্ট শ্রীহরিকে সুগন্ধ চন্দনানুলিপ্ত করবীর, পদ্ম, উৎপল, কর্পূর ও কুঙ্কুমমিশ্রিত চন্দন দ্বারা পূজা করিবে।৪৫৩-৫৪

বিষ্ণুমন্ত্র ও পূর্বোক্ত মন্ত্ররত্ন দ্বারা যথাবিধি বিষ্ণুকে পূজা করিবে। পরে ক্ষীরসংযুক্ত মণ্ডক, ঘৃতযুক্ত শালি-তণ্ডুলের অন্ন, কৃষ্ণবর্ণ রম্ভা ও নানাবিধ ফল-রচিত নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। "অস্য জীবস্ব" ইত্যাদি ছয়টি সূক্ত দ্বারা ফুল দিয়া পূজা করিবে।৪৫৫-৫৬

মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতং কোমলৈস্তুলসীদলৈঃ।
সংপূজ্য হোমং কুর্ব্বীত সাজ্যেন চরুণা ততঃ ॥৪৫৭
বিহীভোতোরিত্যেতেন সূক্তেন প্রত্যৃচং দ্বিজঃ।
কমলৈর্বিল্বপত্রৈর্বা মন্ত্রেণাষ্টোত্তরং শতম্ ॥৪৫৮
হুত্বাঽথ পৌরুষং সূক্তং শ্রীসূক্তং জুহুয়াদ্ দ্বিজঃ।
সহস্রনামভিঃ স্তুত্বা বৈষ্ণবান্ যোজয়েত্ততঃ ॥৪৫৯
হুতশেষং স্বয়ং ভুক্ত্বা ভূমৌ স্বপ্যাজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
এবং সংপূজ্য দেবেশং মাধব্যাং মধুসূদনঃ ॥৪৬০
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি হরিসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
বৈশাখ্যাং পৌর্ণমাস্যান্তু মধ্যাহ্নে পুরুষোত্তমম্ ॥৪৬১
অর্চ্চয়েদ্ রক্তকমলৈরুৎপলৈঃ পাটলৈরপি।
হ্রীবের-করবীরৈশ্চ গায়ত্র্যা বিষ্ণুসংজ্ঞয়া ॥৪৬২
দধ্যন্নং ফলসংযুক্তং পায়সঞ্চ নিবেদয়েৎ।
প্রত্যৃচং চেদ্দিবং সূক্তৈঃ প্রত্যৃচং জুহুয়াত্ততঃ ॥৪৬৩

বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তর শতসংখ্যক সরস তুলসী পত্র দিয়া পূজা করিয়া ঘৃতমিশ্রিত চরুর দ্বারা হোম করিবে।৪৫৭

"বিহীভোতো" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা ব্রাহ্মণ প্রতি মন্ত্রে পদ্ম বা বিল্বপত্র দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম করিবে। পরে পুরুষসূক্ত বা শ্রীসূক্ত দ্বারা হোম করিবে।৪৫৮

শ্রীবিষ্ণুর সহস্র নাম দ্বারা স্তব করিয়া বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে। নিজে হুতাবশিষ্ট ভোজন করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভূমিতে শয়ন করিবে। বৈশাখমাসে দেবদেব শ্রীমধুসূদনকে উক্তরূপে পূজা করিয়া সাধক সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়া শ্রীহরির সাযুজ্য লাভ করে।৪৫৯-৬০

বৈশাখমাসের পূর্ণিমা-তিথিতে মধ্যাহ্নে পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুকে রক্তপদ্ম, উৎপল, পাটলপুষ্প, জবা ও করবী পুষ্পদ্বারা বিষ্ণুগায়ত্রী যোগে পূজা করিবে। পরে দধিমিশ্রিত অন্ন, নানা ফল ও পায়সান্ন নিবেদন করিবে এবং ঐ পুরুষসূক্তের প্রতিমন্ত্রে হোম করিবে।৪৬১-৬৩

"সৌরাষ্ট্রে" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা দীপাবলি সাহায্যে আরাত্রিক করিবে। যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শ্রীগুরুর পূজা করিবে।৪৬৪

সৌরাষ্ট্রে দ্রেতি সূক্তেন দীপৈর্নীরজয়েত্ততঃ।
শক্ত্যা বিপ্রান্ ভোজয়িত্বা পূজয়েদ্দেশিকং তথা॥৪৬৪
তস্মিন্ সম্পুজিতো দেবঃ প্রত্যক্ষস্তৎক্ষণাদ্ভবেৎ।
শয়নে ভোজয়েদ্ বিষ্ণুং পূজয়েচ্ছ্রদ্ধয়াঽন্বিতঃ ॥৪৬৫
কুশ-প্রসূন-দূর্বাগ্র-পুণ্ডরীক-কদম্বকৈঃ।
মূলমন্ত্রেণ শ্রীবিষ্ণুং গায়ত্র্যা চ সমর্চ্চয়েৎ ॥৪৬৬
সত্যেনোত্তমসূক্তেন ঋষিঃ পুষ্পাঞ্জলিং যজেৎ।
মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতং তুলসীপল্লবৈস্তথা ॥৪৬৭
পশ্চাদ্ধোমং প্রকুর্বীত বিষ্ণুসূক্তৈঃ সুপায়সম্।
মন্ত্ররত্নেন জুহুয়াদাজ্যমষ্টোত্তরং শতম্ ॥৪৬৮
সশর্করং পায়সান্নমপূপং বিনিবেদয়েৎ।
বিশ্বজিতেতি সূক্তেন কুর্য্যান্নীরাজনং ততঃ ॥৪৬৯
ভোজয়েদ্ বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ পূজয়েচ্চ বিশেষতঃ।
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি হয়মেধাযুতং লভেৎ ॥৪৭০

পূর্বোক্তরূপে শ্রীমধুসূদনদেবকে পূজা করিলে তিনি প্রত্যক্ষ হইয়া দর্শন দিয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণুর শয়নকালে শ্রদ্ধা সমন্বিত হইয়া তাঁহার পূজা করত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।৪৬৫

মূলমন্ত্র দ্বারা কুশ, পুষ্প, দূর্বা ও পদ্মসমূহ দ্বারা গায়ত্রী মন্ত্রসহকারে শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবে। "সত্যেন" ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ সূক্ত বেদমন্ত্র দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। এবং অষ্টোত্তর শতসংখ্যক তুলসী পত্র দিয়া বিষ্ণুমন্ত্রে পূজা করিবে।৪৬৬-৬৭

পুরুষসূক্ত দ্বারা পায়সান্নে হোম করিবে এবং মন্ত্ররত্ন দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম করিবে। চিনি সংযুক্ত পায়সান্ন ও পিষ্টক নিবেদন করিবে। তারপর "বিশ্বজিতা" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা আরাত্রিক করিবে। ৪৬৮-৬৯

বিশেষভাবে পূজা করত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। তাহাতে সর্বাভীষ্ট লাভ করিয়া অযুত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবে।৪৭০

রোহিণীনক্ষত্রের অধিপতি ব্রহ্মা। ব্রহ্মার অন্য নাম প্রজাপতি। সুতরাং প্রজাপতির নক্ষত্র রোহিণী নক্ষত্র। অতএব প্রাজাপত্যর্ক্ষ সংযুক্ত শব্দের অর্থ রোহিণী-

প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুক্ত্যা নভঃকৃষ্ণাষ্টমী যদা
নভবস্যৈব ভবেৎ সা তু জয়ন্তী পরিকীর্তিতা ॥৪৭১
তস্যাং জাতো জগন্নাথঃ কেশবঃ কংসমর্দনঃ।
তস্মিন্নুপোষ্য বিধিবৎ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৪৭২
অষ্টমী-রোহিণীযোগো মুহূর্তে বা দিবানিশম্।
মুখ্যকাল ইতি খ্যাতস্তত্র জাতঃ স্বয়ং হরিঃ।
মাসদ্বয়ং যদ্যলাভে যোগে তস্মিন্ দিবানিশি ॥৪৭৩
নবমীরোহিণীযোগঃ কর্তব্যো বৈষ্ণবৈর্দ্বিজৈঃ।
রাত্রিযোগস্তু বলবান্ তস্যাং জাতো জনার্দনঃ ॥৪৭৪
তিলেন বৈ ভবান্তে চ পারণা যত্র চোচ্যতে।
যামত্রয়বিযুক্তায়াং প্রাতরেব হি পারণা ॥৪৭৫
পূর্বেদ্যুর্নিয়মং কুর্য্যাদ্দন্তধাবনপূর্বকম্।
প্রাতঃ স্নাত্বা বিধানেন পূজয়েৎ কৃষ্ণমব্যয়ম্ ॥৪৭৬

নক্ষত্র-সংযুক্তা, ঐ রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহ পরিগ্রহ হয়। কাজেই ঐ তিথি কৃষ্ণজয়ন্তীনামে বিখ্যাত।৪৭১

ঐ তিথিতে কংসনাশন ভগবান্ জগন্নাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ঐ দিন যথাবিধি উপবাস করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।৪৭২

দিবারাত্রিতে যে মুহূর্তে রোহিণীসংযুক্ত অষ্টমী লাভ হয়, তাহাই মুখ্যকাল; তখনই শ্রীভগবান্ জন্মগ্রহণ করেন। সৌর শ্রাবণ ও ভাদ্র এই দুইমাসেও রোহিণী-যুক্ত অষ্টমী প্রাপ্ত না হইলে চান্দ্রভাদ্রের রাত্রিতে যখনই যোগ হইবে, তখনই ভগবান্ জন্মগ্রহণ করেন।৪৭৩

বৈষ্ণবব্রাহ্মণগণ রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত নবমীতেই উপবাস করিবে। রাত্রিতে সংযোগ হইলে তাহাই বলবান্ শ্রেষ্ঠ যোগ, কারণ ভগবান্ রাত্রিতেই রোহিণী-যুক্ত তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।৪৭৪

উপবাসের পর তিলের দ্বারা পারণের বিধি যেস্থলে বিহিত আছে, সেস্থলে রাত্রির তিনপ্রহর অতীত হইলে অর্থাৎ প্রাতঃকালেই ঐ পারণের বিধি জানিবে।৪৭৫

উপবাসের পূর্বদিন সংযম করিয়া দন্তধাবন করত প্রাতঃকালে যথাবিধি স্নানপূর্বক অবিনাশী নিত্যস্বরূপ

ষড়ক্ষরেণ মন্ত্রেণ বালকৃষ্ণতনুং হরিম্।
সুকৃষ্ণতুলসীপত্রৈরর্চয়েচ্ছ্রদ্ধয়াঽন্বিতঃ ॥৪৭৭
দুগ্ধং ক্ষীরং শর্করাঞ্চ নবনীতং নিবেদয়েৎ।
সহস্রমযুতং বাঽপি জপেন্মন্ত্রং ষড়ক্ষরম্ ॥৪৭৮
গবাজ্যং জুহুয়াদ্ বহ্নৌ কৃষ্ণমন্ত্রেণ পায়সম্।
সহস্রং শতবারং বা প্রত্যৃচং বিষ্ণুসূক্তকৈঃ ॥৪৭৯
হুত্বা সুগন্ধিপুষ্পাণি তৈরেব চ সমর্চয়েৎ।
সহস্রনাম্নাং গীতানাং পঠনং গুরুপূজনম্ ॥৪৮০
বৈষ্ণবান্ ভোজয়েচ্ছক্ত্যা হুতশেষং সকৃৎ স্বয়ম্।
ভুক্ত্বা কুশোত্তরে স্বপ্যাদ্ভূমৌ নিয়মবান্ শুচিঃ ॥৪৮১
পরেঽহ্ন্যুপোষ্য বিধিবৎ স্নাত্বা নদ্যাং বিধানতঃ।
তর্পয়িত্বা জগন্নাথং পিতৄন্ দেবাংশ্চ তর্পয়েৎ ॥৪৮২
পূর্ববৎ পূজয়িত্বেশং জপহোমাদিকং চরেৎ ॥৪৮৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিবে। ষড়ক্ষর মন্ত্র দ্বারা বাল-কৃষ্ণশরীরধারী শ্রীহরিকে সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ তুলসীপত্র দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্বক পূজা করিবে।৪৭৬-৭৭

দুগ্ধ, ক্ষীর, চিনি ও নবনীত নিবেদন করিবে। সহস্র বা দশসহস্র ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করিবে।৪৭৮

শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র দ্বারা গব্যঘৃতসংযুক্ত পায়স অগ্নিতে আহুতি দিবে। পুরুষসূক্তের প্রতিমন্ত্র দিয়া সহস্র অথবা শতবার আহুতি দিবে।৪৭৯

সুগন্ধি-পুষ্পসমূহ দ্বারা পূজা করিয়া ঐ সুগন্ধি-পুষ্পই আহুতি দিবে। বিষ্ণুর সহস্রনাম ও গীতা পাঠ করিবে গুরুপূজা করিবে।৪৮০

যথাশক্তি বৈষ্ণব-ভোজন করাইয়া হবনের অবশিষ্ট স্বয়ং একবার ভোজন করিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ভূমিতে কুশশয্যায় পবিত্রভাবে শয়ন করিবে।৪৮১

পরদিন উপবাস করিয়া নদীতে যথাবিধি স্নান করত শ্রীশ্রীজগন্নাথের পূজা ও তর্পণ করিয়া পিতৃগণ ও দেবতাগণকে তর্পণ করিবে।৪৮২

পূর্বোক্ত নিয়মে দেবদেবকে পূজা করিয়া জপ ও হোমাদি কর্ম্মসমূহ করিবে। অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে ঐ পূজাদি ব্যাপারে কথা দ্বারাও অর্চ্চিত বা সম্মানিত

অবৈষ্ণবং দ্বিজং তস্মিন্ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ।
পুরাণাদিপ্রপাঠেন রাত্রৌ জাগরণং চরেৎ ॥৪৮৪
শীতাংশাবুদিতে স্নাত্বা শুক্লাম্বরধরঃ শুচিঃ।
নবো নবো ভবতীত্যাচার্ঘ্যং বিনিবেদয়েৎ ॥৪৮৫
অর্চয়েন্মাতুরুৎসঙ্গে স্থিতং কৃষ্ণং সনাতনম্।
তুলসীগন্ধপুষ্পৈশ্চ কস্তুরীচন্দ্রচন্দনৈঃ ॥৪৮৬
ষড়ক্ষরেণ মন্ত্রেণ ভক্ত্যা সম্পূজয়েদ্ধরিম্।
বসুদেবং নন্দগোপং বলভদ্রঞ্চ রোহিণীম্ ॥৪৮৭
যশোদাঞ্চ সুভদ্রাঞ্চ মায়াং দিক্ষু প্রপূজয়েৎ।
প্রহ্লাদাদীন্ বৈষ্ণবাংশ্চ তথা লোকেশ্বরানপি ॥৪৮৮
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং তাম্বূলঞ্চ সমর্পয়েৎ।
অনূনমিতি সূক্তেন ভক্ত্যা নীরাজনং তথা ॥৪৮৯
শন্ন ইত্যাদি সূক্তৈশ্চ দদ্যাৎ পুষ্পাণি বৈষ্ণবঃ।
দশাক্ষরেণ মন্ত্রেণ পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥৪৯০

করিবে না। রাত্রিতে জাগরণ করিয়া পুরাণাদি পাঠ করত কাল অতিবাহিত করিবে।৪৮৩-৮৪

চন্দ্র উদিত হইলে স্নান করিয়া পবিত্র শুক্লবস্ত্র ধারণ করত পবিত্র হইয়া "নবো নবো ভবতি" ইত্যাদি বেদ মন্ত্রের দ্বারা অর্ঘ্যদান করিবে।৪৮৫

মাতা দেবকীর অঙ্কে সংস্থিত ভগবান্ সনাতন শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া তুলসী, গন্ধপুষ্প, কস্তুরী, কর্পূর ও চন্দন প্রভৃতি দ্বারা ভক্তিপূর্বক ষড়ক্ষর মন্ত্রে শ্রীহরিকে পূজা করিবে। ঐ সঙ্গে বসুদেব, নন্দগোপ, বলরাম, রোহিণী, যশোদা, সুভদ্রা ও মায়া চতুর্দ্দিকে অবস্থিত আছেন এইরূপ চিন্তা করিয়া পূজা করিবে। আরও প্রহ্লাদাদি বৈষ্ণবগণকে ও লোকপালদিগকে পূজা করিয়া ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও তাম্বুল প্রদান করিবে। "অনূনং" ইত্যাদি সূক্ত-মন্ত্র দ্বারা ভক্তি-সহকারে আরাত্রিক করিবে।৪৮৬-৮৯

"শন্নঃ" ইত্যাদি সূক্ত মন্ত্র দ্বারা বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ পুষ্পদান করিবে। এবং দশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা ভগবান্ পুরুষোত্তমকে পূজা করিবে।৪৯০

সহস্রনামভিঃ স্তুত্বা শয্যায়াং বিনিবেশয়েৎ।
গীতং নৃত্যঞ্চ বাদ্যঞ্চ যথাশক্ত্যা চ কারয়েৎ ॥৪৯১
ততঃ প্রভাতসময়ে সন্ধ্যামন্বাস্য বৈষ্ণবঃ।
দশাক্ষরেণ মন্ত্রেণ তুলসীচন্দনাদিভিঃ ॥৪৯২
সম্পূজ্য বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈঃ কুর্য্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ।
মন্ত্রেণ জুহুয়াদাজ্যং সহস্রং হব্যবাহনে ॥৪৯৩
মমাগ্র ইতি সূক্তাভ্যাং জুহুয়াৎ পায়সং ততঃ।
পরো মাত্রেতি সূক্তেন চরুং তিলবিমিশ্রিতম্ ॥৪৯৪
সর্বৈশ্চ ভগবন্মন্ত্রৈরেকৈকামাহুতিং যজেৎ।
নামভিঃ কেশবাদ্যৈশ্চ তথা সঙ্কর্ষণাদিভিঃ ॥৪৯৫
বৈকুণ্ঠপার্ষদং হুত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ।
ততো মঙ্গলবাদিত্রৈর্যানৈর্যোক্ত্রৈশ্চ চামরৈঃ ॥৪৯৬
লাজৈর্হরিদ্রাচূর্ণৈশ্চ গন্ধৈঃ পুষ্পৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
মুদা বিকীরয়ন্ সর্বে বাল-বৃদ্ধাশ্চ মধ্যমাঃ ॥৪৯৭

সহস্রনামের দ্বারা স্তব করিয়া তাহাকে শয্যাতে শয়ন করাইবে। যথাশক্তি নৃত্য গীত ও বাদ্য করাইবে। তারপর বৈষ্ণব প্রভাতকালে সন্ধ্যোপাসনা করত দশাক্ষর মন্ত্রে তুলসী-চন্দনাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। পরে যথোক্ত মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে সহস্র ঘৃতাহুতি দান করিবে।৪৯১-৯৩

"মমাগ্রে" ইত্যাদি সূক্ত দুইটি দ্বারা পায়সান্নের হোম করিবে। "পরো মাত্রা" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা তিলমিশ্রিত চরুসহযোগে শ্রীভগবানের মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক এক একটি আহুতি দান করিবে। কেশবাদি নামদ্বারা ও সঙ্কর্ষণাদি নামদ্বারা বৈকুণ্ঠের পরিষদ্বর্গের হোম করিয়া হোমশেষ সমাপ্ত করিবে। তারপর মঙ্গলগায়ক, যান, চামর, বাহন, লাজ (খৈ), হরিদ্রাচূর্ণ, গন্ধ সুগন্ধিপুষ্প সানন্দে বিকীর্ণ করিতে করিতে শ্রীহরিকে নিয়া বালক, বৃদ্ধ, মধ্যবয়স্ক, পতিদিগের সহিত নারীগণ এবং সুবাসিনী রমণীসকলকে পাল্কীতে আরোহণ করাইয়া কর্দ্দমশূন্য মনোরম নদীতে অথবা মনোহর তড়াগে কিংবা হিংস্র জলজন্তু, শৈবাল ও জলৌকাদি শূন্য জলাশয়ে গমন করিবে। তথায় পবিত্র

নার্য্যশ্চ রমণৈঃ সার্দ্ধং সুবাসিন্যশ্চ যোষিতঃ।
আরোপ্য শিবিকায়াস্তু দেবকীনন্দনং হরিম্ ॥৪৯৮

অকর্দমাং নদীং রম্যাং তড়াগং বা মনোহরম্।
গচ্ছেয়ুর্গ্রাহ-শৈবাল-জলৌকাদিবিবর্জ্জিতম্ ॥৪৯৯

কুর্য্যাদবভৃথং তত্র পাবমান্যৈঃ পবিত্রকৈঃ।
বিষ্ণুসূক্তৈশ্চ সুস্নাত্বা দেবান্ পিতৃংশ্চ তর্পয়েৎ ॥৫০০

বিচিত্রাণি চ ভক্ষ্যাণি দদ্যাত্তত্র শুভান্বিতঃ।
গৃহং গত্বা তথৈবেশং পূর্ববৎ পূজয়েদ্ দ্বিজঃ ॥৫০১

ভোজয়িত্বা ততো বিপ্রান্ দক্ষিণাভিশ্চ তোষয়েৎ।
হিরণ্য-বস্ত্রাভরণৈরাচার্য্যং পূজয়েত্তু সঃ ॥৫০২

স্বয়ঞ্চ পারণং কুর্য্যাৎ পুত্র-পৌত্রসমন্বিতঃ।
সায়াহ্নে সমনুপ্রাপ্তে দোলায়ামর্চয়েদ্ধরিম্ ॥৫০৩

চতুঃস্তম্ভাং চতুর্ধামবিতানাদ্যৈরলঙ্কৃতাম্।
ধূপৈর্দীপৈশ্চৈব রম্যাং দোলাং সম্পূজয়েদ্ দ্বিজঃ॥৫০৪

স্তম্ভেষু বেদান্ মন্ত্রাংশ্চ ধামস্বভ্যর্চ্য কচ্ছপম্।
পাদেষ্বাশাগজান্ পীঠে সপ্তচ্ছন্দাংসি চাস্তরে ॥৫০৫

প্রণবঞ্চাতপত্রে তু শেষং কেতৌ খগেশ্বরম্।
ইতিহাস-পুরাণানি সর্বতঃ পরিপূজয়েৎ ॥৫০৬

তস্যাং নিবেশ্য দোলায়াং বাসুদেবং শ্রিয়ঃ পতিম্।
উপচারৈরর্চয়িত্বা শনৈর্দোলাঞ্চ দোলয়েৎ ॥৫০৭

বেদাদ্যৈর্ব্রহ্মণস্পত্যৈঃ সূক্তৈরঙ্গৈর্দ্বিজোত্তমঃ।
সামগানৈঃ প্রবন্ধৈশ্চ গায়ন্ কৃষ্ণং জগদ্গুরুম্ ॥৫০৮

সুবাসিন্যো দোলয়িত্বা বৈষ্ণবান্ পূজয়েত্ততঃ।
এবং সংপূজ্য দেবেশং পাপৈর্মুক্তো হরিং
ব্রজেৎ ॥৫০৯

দোলায়াং দর্শনং বিষ্ণোর্মহাপাতকনাশনম্।
কোটিযাগানুজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৫১০

শিব-ব্রহ্মাদয়ো দেবা নারদাদ্যা মহর্ষয়ঃ।
দোলায়াং দর্শনার্থং বৈ প্রয়ান্ত্যনুচরৈঃ সহ ॥৫১১

গন্ধর্বাপ্সরসঃ সর্বা বিমানস্থাঃ সকিন্নরাঃ।
গায়ন্তি সামগানৈশ্চ দোলায়ামর্চিতং হরিম্ ॥৫১২

দ্বারা পাবমানী সূক্ত ও অন্যান্য সূক্তমন্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে অবভৃথ-স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃপুরুষকে তর্পণ করিবে।৪৯৫-৫০০

তারপর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ নানা বিচিত্র ভক্ষ্যদ্রব্য নিবেদন করিয়া গৃহে গিয়া পূর্বোক্ত বিধিমতে শ্রীহরিকে পূজা করিবে।৫০১

তারপর ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবে। সুবর্ণ, বস্ত্র ও আভরণাদির দ্বারা আচার্য্যকে পূজা করিবে।৫০২

নিজে পুত্র পৌত্রাদির সহিত পারণ করিবে। সায়াহ্নকাল উপস্থিত হইলে দোলাতে আরোহণ করাইয়া শ্রীহরিকে পূজা করিবে।৫০৩

ঐ দোলাটি চারিটি স্তম্ভ বিশিষ্ট চন্দ্রাতপাদি দ্বারা সুশোভিত চারিটি গৃহযুক্ত হইবে। ঐ মনোহর দোলাকেও ধূপ দীপাদি দ্বারা পূজা করিবে।৫০৪

দোলার স্তম্ভে বেদ ও মন্ত্রদিগকে গৃহে কচ্ছপ-রূপধারী বিষ্ণুকে পূজা করিবে। পায়াগুলিতে দিগ্‌গজ-দিগকে ও পীঠে সপ্তসংখ্যক ছন্দঃকে ও অস্তিমশয্যায় প্রণবকে, ছত্রে অনন্তদেবকে এবং পতাকাতে খগপতি গরুড়কে পূজা করিবে এবং চারিপার্শ্বে ইতিহাস ও পুরাণসমূহকে পূজা করিবে।৪৯৪-৫০৬

ঐ দোলাতে লক্ষ্মীপতি বাসুদেবকে সংস্থাপিত করিয়া নানাবিধ উপচার দ্বারা পূজা করত ধীরে ধীরে দোলাকে দোল দিবে।৫০৭

ব্রাহ্মণোত্তম ব্রহ্মণস্পত্য সূক্ত, বেদ ও বেদাঙ্গ দ্বারা এবং সামগান ও নানারূপ তালমানাদি কার্য্যদ্বারা জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের গান করিবে। সুবাসিনী রমণীগণ দোলাকে দোল দিবে। পরে বৈষ্ণবদিগকে ভোজনাদি দ্বারা পূজা করিবে। এইরূপে দেবেশ্বরকে পূজা করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীহরিকে লাভ করিবে। দোলাতে শ্রীবিষ্ণুর দর্শনই মহাপাপ বিনষ্ট করে ও কোটিকোটি যজ্ঞের ফল লাভ করে,—ইহাতে সন্দেহ নাই।৫০৮-১০

শিব ও ব্রহ্মাদি দেবগণ, নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণ

গবাজ্যসংযুতৈর্দীপৈর্ভক্ত্যা নীরাজনং চরেৎ।
মরুত্ত্ব ইন্দ্রসূক্তেন মঙ্গলাশীর্ভিরেব চ ॥৫১৩
তাম্বূল-ফলপুষ্পাদ্যৈর্বৈষ্ণবান্ ভোজয়েত্ততঃ।
আশিষো বাচনং কৃত্বা নমস্কৃত্বা বিসর্জয়েৎ ॥৫১৪
এবং সংপূজ্য দেবেশং জয়ন্ত্যাং মধুসূদনম্।
সর্বাংল্লোকান্ জপেত্ত্বাশু যাতি বিষ্ণোঃ
পরং পদম্ ॥৫১৫
মাসি ভাদ্রপদে শুক্লে দ্বাদশ্যাং বিষ্ণুদৈবতে।
আদিত্যামুদভূদ্ বিষ্ণুরুপেন্দ্রো বামনোঽব্যয়ঃ ॥৫১৬
তস্যাং স্নানোপবাসাদ্যমক্ষয্যং পরিকীর্তিতম্।
শ্রীকৃষ্ণজন্মবৎ সর্বং কুর্য্যাদত্রাপি বৈষ্ণবঃ ॥৫১৭
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥৫১৮

মাঘমাসে তু সপ্তম্যা মুদিতে চৈব ভাস্করে।
স্নাত্বা নদ্যাং বিধানেন পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥৫১৯
রক্তৈশ্চ করবীরৈশ্চ কুমুদেন্দীবরাদিভিঃ।
মন্ত্ররত্নেনার্চয়িত্বা পায়সান্নং নিবেদয়েৎ ॥৫২০
যতশ্চ গোপা ইত্যাদি দশ সূক্তান্যনুক্রমাৎ।
পুষ্পাণি দদ্যাদ্ভক্ত্যা বৈ প্রত্যৃচং বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥৫২১
সহস্রং শতবারং বা মন্ত্রেণাপি যজেত্ততঃ।
পশ্চাদ্ধোমং প্রকুর্বীত তিলৈঃ কৃষ্ণৈঃ সশর্করৈঃ ॥৫২২
বৈষ্ণবৈরনুবাকৈশ্চ মন্ত্রেরত্নেন মন্ত্রবিৎ।
বৈকুণ্ঠপার্ষদং হুত্বা শেষং কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥৫২৩
নীরাজনং ততো দদ্যাদয়ং গৌরিত্যনেন তু।
ইতি বা ইতি সূক্তেন উপস্থায় জনার্দনম্ ॥৫২৪

দোলাতে শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করিবার জন্য অনুচরের সহিত গমন করেন।৫১১

গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ সমস্ত কিন্নরগণ-সহ বিমানচারী হইয়া সামগান দ্বারা দোলাতে পূজিত শ্রীহরিকে প্রমুদিত করেন।৫১২

গব্যঘৃতের দ্বারা প্রজ্বালিত দীপাবলি দিয়া শ্রীহরিকে আরাত্রিক করিবে। তখন "মরুত্ত্ব" এই ইন্দ্রসূক্ত পাঠ এবং মঙ্গলময় আশীর্বচন-পাঠ দ্বারা নীরাজন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে।৫১৩

পরে তাম্বুল, ফল, পুষ্প প্রভৃতি দ্বারা বৈষ্ণবদিগকে পূজা ও ভোজন করাইয়া আশীর্বচন দ্বারা নমস্কারপূর্বক বিদায় দিবে।৫১৪

এইরূপে জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দেবদেব শ্রীমধুসূদনকে তৎকালে পূজা করিলে শীঘ্র সমস্তলোক জয় কারক শ্রীবিষ্ণুর পরমপদে গমন করিতে পারা যায়।৫১৫

ভাদ্রমাসে শুক্লদ্বাদশীতে বিষ্ণুদৈবত ও অদিতি-দৈবত পুনর্বসু-নক্ষত্রে উপেন্দ্র সনাতন বামনদেব আবির্ভূত হন (ঐদিনে শ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্তন হয়। সেইজন্য ঐ দিনে বামনদেবের পূজা প্রশস্ত)। ঐ দিনে স্নান ও উপবাসাদি কর্ম্ম অক্ষয়ফলদায়ক বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনের ন্যায় ঐদিনেও সমস্ত পূজাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন।৫১৬-১৭

ইহাতে সর্বাভিলাষ সিদ্ধ হইয়া বিষ্ণুর সাযুজ্য লাভ করিবে। মাঘমাসের সপ্তমীতিথিতে সূর্য্যোদয় হইলে নদীতে স্নান করিয়া পুরুষোত্তম হরিকে যথাবিধি পূজা করিবে।৫১৮-১৯

রক্ত-করবী, কুমুদ (নলিনী), ইন্দীবর (পদ্ম) প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুমন্ত্র দিয়া শ্রীহরিকে পূজা করত পায়সান্ন নিবেদন করিবে।৫২০

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভক্তিসহকারে "যতশ্চ গোপা" ইত্যাদি দশসংখ্যক সূক্তগুলি পাঠ করিয়া যথাক্রমে প্রতিমন্ত্রে পুষ্পদান করিবে।৫২১

সহস্রবার বা শতবার ঐ মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। পরে শর্করা-সমন্বিত কৃষ্ণতিলের দ্বারা হোম করিবে। মন্ত্রতত্ত্বার্থবিৎ বৈষ্ণবগণ মন্ত্ররত্ন ও বেদোক্ত বৈষ্ণবমন্ত্র দ্বারা বৈকুণ্ঠের পরিষদ্‌গণকে আহুতি দিয়া অবশিষ্ট কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিবে। পরে "অয়ং গৌঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা নীরাজন (আরাত্রিক) করিবে। "ইতি বা" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা জনার্দন শ্রীহরিকে উপস্থান করিবে।৫২২-২৪

সহস্রনামভিঃ স্তুত্বা বৈষ্ণবান্ ভোজয়েত্ততঃ।
গুরুং সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা ভুঞ্জীত তদ্ধবিঃ সকৃৎ ॥৫২৫
অধঃশায়ী ব্রহ্মচারী জপেদ্ রাত্রৌ সমাহিতঃ।
এবং সম্পূজ্য দেবেশং তস্মিন্নহনি বৈষ্ণবঃ ॥৫২৬
ত্রিকোটিকুলমুদ্ধৃত্য বৈষ্ণবং পদমাপ্নুয়াৎ।
দ্বাদশ্যামপি তস্যাং বৈ যজ্ঞবারাহমচ্যুতম্ ॥৫২৭
বৈষ্ণব্যা চৈব গায়ত্র্যা পুষ্পয়েৎ প্রযতাত্মবান্।
মহিষাখ্যং ঘৃতাক্তং বৈ ধূপং দদ্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥৫২৮
দদ্যাদষ্টাঙ্গদীপঞ্চ গবাজ্যেন চ বৈষ্ণবঃ।
স শর্করাজ্যং সূপান্নং মোদকান্ সুকৃসরং তথা ॥৫২৯
ইক্ষুদণ্ডানি রম্যাণি ফলানি চ নিবেদয়েৎ।
প্র তে মহীতি সূক্তেন দদ্যাৎ পুষ্পাণি ভক্তিমান্॥৫৩০
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈশ্চরুণা পায়সেন বা।
মধুসূক্তেন হোতব্যং গায়ত্র্যা বিষ্ণুসংজ্ঞয়া ॥৫৩১
আজ্যেন বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ ত্রিশতং ত্রিভিরেব তু।
বৈকুণ্ঠপার্ষদং হুত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ ॥৫৩২

পরে সহস্রনাম দ্বারা স্তব করিয়া বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে। ভক্তিপূর্বক শ্রীগুরুকে পূজা করিয়া ঐ হোমাবশিষ্ট হবিঃ একবার স্বয়ং ভোজন করিবে।৫২৫

ঐ রাত্রিতে ব্রহ্মচর্য্য-নিয়মে ভূমিশায়ী হইয়া একাগ্র-মনে কাল অতিবাহিত করিবে। এইরূপে দেবদেব শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিয়া ঐ দিনেই ত্রিকোটিকুল উদ্ধার পূর্বক বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইবে। ঐ দ্বাদশীতিথিতে ও যজ্ঞবরাহ অচ্যুত শ্রীবিষ্ণুকে বিষ্ণুগায়ত্রী দ্বারা সংযতচিত্তে পূজা করিবে। মাহিষ-ঘৃতপ্লুত ধূপ যত্নপূর্বক দান করিবে।৫২৬-২৮

গব্যঘৃত দ্বারা প্রজ্বালিত করিয়া অষ্টাঙ্গদীপ দান করিবে। পরে চিনি ও ঘৃতযুক্ত সুপান্ন, মোদক খিচুড়ি, ইক্ষুদণ্ড ও মনোহর ফলসকল নিবেদন করিবে। "প্র তে মহী" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা ভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুকে পুষ্পসকল দান করিবে।৫২৯-৩০

সমস্ত বিষ্ণুভক্ত দ্বারা চরু বা পায়স দিয়া বিষ্ণুগায়ত্রী সহকারে মধুসংযুক্ত করিয়া হোম করিবে। বিষ্ণুমন্ত্র

ভোজয়েদ্ ব্রাহ্মণান্ ভক্ত্যা গুরুং চাপি প্রপূজয়েৎ।
সর্বযজ্ঞেষু যৎপুণ্যং সর্বদানেষু যৎফলম্ ॥৫৩৩
তৎফলং লভতে মর্ত্যো বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
কোদণ্ডস্থে দিনকরে তস্মিন্ মাসি নিরন্তরম্ ॥৫৩৪
অরুণোদয়বেলায়াং প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ।
তর্পয়িত্বা বিধানেন কৃতকৃত্যঃ সমাহিতঃ ॥৫৩৫
নারায়ণং জগন্নাথমর্চ্চয়েদ্ বিধিবদ্ দ্বিজঃ।
পৌরুষেণ বিধানেন মূলমন্ত্রেণ বা যজেৎ ॥৫৩৬
শতপত্রৈশ্চ জাতীভিস্তুলসী-বিল্ব-পুষ্করৈঃ।
গন্ধৈর্ধূপৈশ্চ দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈরপি ॥৫৩৭
পায়সান্নং শর্করান্নং মুদ্গান্নং সঘৃতং হবিঃ।
সুবাসিতঞ্চ দধ্যন্নমপূপান্ মধুমিশ্রিতান্ ॥৫৩৮
মোদকান্ পৃথুকান্ লাজান্ সক্তুভিশ্চকানপি।
বিবিধানি চ ভক্ষ্যাণি ফলানি চ নিবেদয়েৎ ॥৫৩৯
বেদপরায়ণেনৈব মাসমেকং নিরন্তরম্।
ঋচাং দশসহস্রাণি ঋচাং পঞ্চশতানি চ ॥৫৪০

দ্বারা ঘৃতযোগে শ্রীবিষ্ণুর তিনশত তিনজন পরিষদকে হোম করিয়া হোমশেষ সমাপ্ত করিবে।৫৩১-৩২

ভক্তি-সহকারে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে এবং শ্রীগুরুকে পূজা করিবে। সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের যে পুণ্য হয়, সমস্ত দান করিলে যে ফল হয়, মনুষ্য এইরূপ পূজার দ্বারা সেই সমস্ত ফল লাভ করিতে পারে এবং অন্তে শ্রীবিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়।৫৩৩-৩৪

অরুণোদয়-সময়ে প্রাতঃস্নান করিয়া একাগ্রমনে যথাবিধি পিতৃপুরুষের তর্পণ করত মানুষ কৃতকৃত্য হইতে পারে।৫৩৫

জগন্নাথ নারায়ণকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিবে। পুরুষসূক্ত বা মূলমন্ত্রের দ্বারা পূজা করিতে হইবে। পদ্ম, জাতি, তুলসী, বিল্বদল, কমল, গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ ও বিবিধ নৈবেদ্যযোগে পূজা করিবে।৫৩৬-৩৭

পায়সান্ন, শর্করাযুক্ত অন্ন, মুদ্গ অন্ন, ঘৃত, সুবাসিত দধ্যন্ন, মধুমিশ্রিত পিষ্টক, মোদক, চিপিটক, খই, সক্তু (ছাতু), ছোলা বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য ও নানাবিধ ফল নিবেদন

ঋচামশীতিপাদশ্চ পারায়ণং প্রকীর্তিতম্।
বেদপারায়ণেনৈব প্রত্যহং কুসুমৈর্যজেৎ ॥৫৪১
রাত্রৌ হোমং প্রকুর্বীত তিলৈর্ব্রীহিভিরেব বা।
সর্ববেদেষশক্তস্তু হোমকর্মণি বৈষ্ণবঃ ॥৫৪২
বৈষ্ণবৈরনুবাকৈর্বা প্রত্যহং জুহুয়াদ্ বুধঃ।
যজুষাঽপি তথা সাম্নাং শক্ত্যা পুষ্পাঞ্জলিং চরেৎ॥৫৪৩
অশক্তো যস্তু বেদেন প্রতিবাসরমচ্যুতম্।
মূলমন্ত্রেণ সাহস্রং দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং দ্বিজঃ।৫৪৪
তেনৈব জুহুয়াদ্ভক্ত্যা সহস্রং বহ্নিমণ্ডলে।
অথবা রঘুনাথস্য চরিত্রেণ মহাত্মনঃ ॥৫৪৫
প্রতিশ্লোকেন পুষ্পাণি দদ্যান্মাসং নিরন্তরম্।
অধঃশায়ী ব্রহ্মচারী সকৃদ্ভোজী ভবেদ্ দ্বিজঃ ॥৫৪৬
মাসান্তে তু বিশেষেণ পূজয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ দ্বিজান্।
এবমভ্যর্চ্য গোবিন্দং ধনুর্মাসে নিরন্তরম্ ॥৫৪৭
দিনে দিনে বৈষ্ণবেষ্ট্যা ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ।
যং যং কাময়তে চিত্তে তং তমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥৫৪৮
মহদ্ভিঃ পাতকৈর্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে।
ততো মাস্যুদিতে ভানৌ মাসমেকং নিরন্তরম্ ॥৫৪৯
স্নাত্বা নদ্যাং তড়াগে বা তর্পয়েৎ পতিমচ্যুতম্।
অর্চয়েন্মাধবং নিত্যং তন্মন্ত্রেণৈব তত্র বৈ ॥৫৫০
মন্ত্ররত্নেন বা নিত্যং মাধবী-চূত-চম্পকৈঃ।
মণ্ডকানি বিচিত্রাণি শর্করাজ্যযুতানি চ ॥৫৫১
শাল্যন্নং দধিসংযুক্তং মোদকাংশ্চ নিবেদয়েৎ।
বৈষ্ণবৈঃ পাবমানৈশ্চ কুর্য্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥৫৫২
তিলৈশ্চ জুহুয়াদ্ বহ্নৌ মধু-শর্করমিশ্রিতৈঃ।
প্রত্যহং পুরুষসূক্তেন শ্রীসূক্তেনাপি বৈষ্ণবঃ ॥৫৫৩
সহস্রং মূলমন্ত্রেণ তন্মন্ত্রেণাপি বৈ দ্বিজঃ।
সহস্রং বা শতং বাঽপি শক্ত্যা চ জুহুয়াদ্ বুধঃ ॥৫৫৪

করিবে। একমাসব্যাপী বেদপারায়ণ (সমগ্র পাঠ) দ্বারা দশসহস্র ও পঞ্চশত ঋক্‌মন্ত্র জপ করিবে। ঋকের অশীতি-পাদ (অংশ) পাঠের নাম পরায়ণ। বেদপারায়ণে প্রতিমন্ত্রে পুষ্পদ্বারা পূজা করিতে হইবে।৫৩৮-৪১

সমস্ত বেদ-পারায়ণের দ্বারা হোমে অসমর্থ হইলে তিল বা ব্রীহি দ্বারা রাত্রিতে হোম করিবে।৫৪২

বিষ্ণুবিষয়ক বেদমন্ত্রের পাঠ দ্বারা প্রত্যহ হোম করিবে। যজুর্বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা কিংবা সামবেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা যথাশক্তি পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে।৫৪৩

যে ব্রাহ্মণ বেদপরায়ণ দ্বারা হোমে অশক্ত, সে প্রতিদিন অচ্যুত ভগবান্‌কে মূলমন্ত্র-সহকারে সহস্র পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে।৫৪৪

সেই মূলমন্ত্র দ্বারা ভক্তি-সহকারে বহ্নিতে সহস্র আহুতি দিবে অথবা মহাত্মা রঘুনাথের চরিত্র পাঠ করিয়া মাসব্যাপী নিরন্তর প্রতিশ্লোকে পুষ্পাঞ্জলি দিবে এবং তৎকাল পর্য্যন্ত ভূমিশায়ী হইবে। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের নিয়ম অবলম্বনপূর্বক একবারমাত্র ভোজনশীল হইবে। মাস পূর্ণ হইলে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষরূপে পূজা করিবে। এইরূপে শ্রীগোবিন্দদেবকে যথাবিধি পূজা করিয়া পৌষমাসে নিরন্তরভাবে প্রতিদিন বিষ্ণুযাগের দ্বারা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইবে। তাহাতে মনে যাহা যাহা অভিলাষ হইবে, তৎসমস্তই প্রাপ্ত হইবে। ইহাতে মহাপাপসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গিয়া সম্মানিত হইবে। পরবর্ত্তিমাসের আরম্ভে সূর্য্য উদিত হইলে প্রতিদিন নিরন্তর নদীতে বা বৃহৎ জলাশয়ে স্নান করিয়া অচ্যুত ভগবান্ জগৎপতিকে তর্পণ করিবে। মাধব শ্রীবিষ্ণুকে প্রতিদিন তথায় বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারাই পূজা করিবে।৫৪৫-৫০

ঐ শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা প্রতিদিন মাধবীলতা, আম্রমুকুল ও চম্পকপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। নানাবিধ বিচিত্র খাদ্যসমূহ, শর্করা ও ঘৃতমিশ্রিত, দধিযুক্ত শাল্যন্ন মোদক নিবেদন করিবে। তারপর পুরুষসূক্ত ও পাবমানী সূক্ত দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে।৫৫১-৫২

বৈষ্ণব পুরুষসূক্ত ও শ্রীসূক্তের প্রতিমন্ত্রে মধু ও শর্করাসংযুক্ত তিলের দ্বারা বহ্নিতে হোম করিবে।৫৩

ব্রাহ্মণ মূলমন্ত্র কিংবা পূর্বোক্ত সূক্তমন্ত্র দ্বারা যথাশক্তি সহস্রসংখ্যক অথবা শতসংখ্যক আহুতি দান করিবে। পরে "যজ্ঞে যজ্ঞে" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা দীপাবলি দিয়া

যজ্ঞে যজ্ঞমিতি ঋচা দীপান্নীরাজয়েত্ততঃ।
রাত্রৌ দোলার্চনং কুর্য্যাদ্ বৈষ্ণবৈর্দ্বিজসত্তমৈঃ ॥৫৫৫
মাসান্তে ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ বাসোঽলঙ্কার-ভূষণৈঃ।
এবং সম্পূজিতে তস্মিন্ প্রসন্নোঽভূজ্জনার্দনঃ ॥৫৫৬
দদাতি স্বপদং দিব্যং যোগিগম্যং সনাতনম্।
ফাল্গুন্যাং পৌর্ণমাস্যাং বৈ উদিতে চ নিশাকরে ॥৫৫৭
উপোষ্য বিধিবদ্ভক্তিং পূজয়েদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ।
তিলৈশ্চ করবীরৈশ্চ কর্ণিকারৈশ্চ পাটলৈঃ ॥৫৫৮
কুন্দসহস্রকুসুমৈর্যজেৎ তং কমলাপতিম্।
বিষ্ণুসূক্তৈঃ প্রত্যৃচঞ্চ চরুণাঽজ্যেন মন্ত্রতঃ ॥৫৫৯
ব্রহ্মা দেবানামনেন দীপান্নীরাজয়েত্ততঃ।
প্রসন্নো নিত্যমনেন উপস্থায় সনাতনম্।
বৈষ্ণবান্ ভোজয়েচ্ছক্ত্যা ভুঞ্জীয়াদ্ বাগযতঃ
স্বয়ম্ ॥৫৬০
এবং সম্পূজ্য দেবেশং তস্যাং রাত্রৌ সনাতনম্।
ষষ্টিবর্ষসহস্রস্য পূজামাপ্নোত্যসংশয়ঃ ॥৫৬১
এবং সম্পূজয়েদ্ বিষ্ণুং নিমিত্তেষু বিশেষতঃ।
যথাকালং যথাবর্ণং যথাশক্ত্যা যথাবলম্ ॥৫৬২
যথোক্তপুষ্পালাভে তু তলস্যা বৈ সমর্চ্চয়েৎ।
নৈবেদ্যস্যাপ্যলাভে তু হবিষ্যং বা নিবেদয়েৎ ॥৫৬৩
সূক্তানি বৈষ্ণবান্যেব সূক্তালাভে যথা জপেৎ।
একেন বা পৌরুষেণ সূক্তেন জুহুয়াত্তথা ॥৫৬৪
সর্বত্রাঽজ্যং প্রশস্তং স্যাদ্ধোমদ্রব্যাণ্যলাভতঃ।
মন্ত্রালাভে মূলমন্ত্রং সর্বতন্ত্রেষু যো যজেৎ ॥৫৬৫

নীরাজন (আরত্রিক) করিবে। রাত্রিতে ব্রাহ্মণোত্তম বৈষ্ণবগণ দোলারূঢ় শ্রীভগবান্‌কে পূজা করিবেন। ৫৫৪-৫৫

মাস পূর্ণ হইলে বস্ত্র, অলঙ্কার ও নানা বিভূষণ দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া ভোজন করাইবে। এইরূপে যথাবিধি পূজা করিলে জনার্দ্দন প্রসন্ন হইয়া অলৌকিক যোগিজনলভ্য সনাতন বিষ্ণুপদ দান করেন। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ফাল্গুনমাসীয় পূর্ণিমাতিথিতে উপবাস করিয়া চন্দ্র উদিত হইলে ভক্তিযুক্তচিত্তে শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবে। তিল, করবীর, কর্ণিকার ও পাটল পুষ্প দ্বারা এবং সহস্রসংখ্যক কুন্দকুসুম দ্বারা কমলাপতিকে পূজা করিবে। বিষ্ণুভক্তের (পুরুষসূক্ত) প্রতি মন্ত্রে চরু ও ঘৃতের দ্বারা হোম করিবে।৫৫৬-৫৯

পরে "ব্রহ্মা দেবানাং" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা দীপমালা দিয়া আরাত্রিক করিবে। প্রসন্নচিত্তে নিত্যই উক্তরূপে সনাতন শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করিয়া যথাশক্তি বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে। পরে বাক্‌যত হইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে।৫৬০

সেই রাত্রিতে পূর্বোক্ত বিধিতে দেবদেব সনাতন বিষ্ণুকে পূজা করিয়া ষাট হাজার বৎসরব্যাপী পূজার ফল প্রাপ্ত হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই।৫৬১

তত্তৎ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে পূর্বোক্ত নিয়মে যথাকালে যথাশক্তি শারীরিক বল অনুসারে বর্ণ (জাতি) অনুযায়ী বিশেষভাবে পূজা করিবে।৫৬২

যথোক্ত পুষ্প না পাইলে মাত্র তুলসীদলের দ্বারাই পূজা করিবে। নৈবেদ্য না পাইলে হবিষ্যান্নই নিবেদন করিবে।৫৬৩

সমগ্র সূক্ত অর্থাৎ বিষ্ণুসূক্ত না পাইলে যথাবিধি জপ করিবে। একটিমাত্র পুরুষসূক্ত দ্বারা হোম করিবে।৫৬৪

হোমের তৎতৎ দ্রব্যের অলাভ হইলে সর্ব্বত্রই মাত্র ঘৃতের দ্বারাই হোম করিবে; ঘৃতই প্রশস্ত। তৎতৎ বেদাদি মন্ত্রের অপ্রাপ্তি ঘটিলে যিনিই যেভাবে পূজা করুন, সমস্ত শাস্ত্রে মূলমন্ত্রই প্রশস্ত—তাহার দ্বারাই পূজাদি করিবে।৫৬৫

সর্বত্র "তদ্ বিষ্ণো" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা উপাসনা (পূজাদি) শ্রেষ্ঠ। "শ্রিয়ে জাতা" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা নীরাজন (আরাত্রিক) শ্রেষ্ঠ।৫৬৬

উপস্থানন্তু সর্বত্র তদ্বিষ্ণোরিতি বা ঋচা।
নীরাজনন্তু সর্বত্র শ্রিয়ে জাতেত্যনেন বা ॥৫৬৬

তত্তৎকালোচিতং সর্বং মনসা বাঽপি পূজয়েৎ।
তুলসীমিশ্রিতং তোয়ং ভক্ত্যা বাঽপি সমর্পয়েৎ ॥৫৬৭

তত্তৎ কালযোগ্য পূজাদি অসম্ভব হইলে মনে মনে অর্থাৎ মানসোপচারেই সমস্ত পূজা করিবে। ভক্তি-পূর্বক তুলসীযুক্ত জল দান করিবে।৫৬৭

সর্বেষ্বেষু নিমিত্তেষু মহাভাগবতোত্তমান্।
সম্পূজ্য পরিপূর্ণত্বমাপ্নোত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥৫৬৮

ইতি বৃদ্ধহারীতস্মৃতৌবিশিষ্টপরমধর্মশাস্ত্রে ভগবন্নিত্য-নৈমিত্তিকসমারাধনবিধির্নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

এই সমস্ত নৈমিত্তিক পূজাদিতে মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবদিগকে পূজা করিয়া ভোজনাদি করাইলে অঙ্গহীন হইলেও সমস্ত সম্পূর্ণ হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই।৫৬৮

বৃদ্ধহারীতনামক স্মৃতিতে বিশিষ্টপরমধর্ম্মস্মৃতিশাস্ত্রে শ্রীভগবানের নিত্য-নৈমিত্তিক সমারাধন-বিধিবর্ণন-নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ

অথ মহাপাপাদি প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্।

তত্র প্রথমং ভগবতো যাত্রোৎসববর্ণনম্।

হারীত উবাচ।

মহোৎসববিধিং কুর্য্যাদ্দেবস্য পরমাত্মনঃ ॥১
গ্রামার্চায়াঃ প্রকুর্বীত যথোক্তবিধিনা নৃপ।
যাত্রোৎসবে কৃতে বিষ্ণোঃ শ্রুতি-স্মৃত্যুক্তমার্গতঃ ॥২
অনাবৃষ্ট্যগ্নি-দুর্ভিক্ষভয়ং নাস্ত্যত্র কিঞ্চন।
বারিজং বাতজং বাহগ্নি-সর্প-বিদ্যুদ্-দ্বিষৎকৃতম্ ॥৩
মহারোগ-গ্রহৈশ্চৈবং যদ্ভয়ং গ্রামবাসিনাম্।
কৃতে মহোৎসবে তত্র ভয়ং নাস্তি ন সংশয়ঃ ॥৪
তস্য দাসা ভবিষ্যন্তি নানাজনপদেশ্বরাঃ।
সার্বভৌমো ভবেদ্ রাজা ভক্ত্যা কৃত্বা মহোৎসবম্ ॥৫

নবাহ্নিকঞ্চ সপ্তাহং পঞ্চাহং প্রত্যহং তথা।
সংবৎসরে ঋতৌ মাসি পক্ষে কুর্য্যাৎ ক্রমেণ তু ॥৬
তস্মিন্নাদৌ শুভদিনে স্বস্তিবাচনপূর্বকম্।
অঙ্কুরার্পণমাদৌ তু গরুত্মৎকেতুমুচ্ছ্রয়েৎ ॥৭
যাশ্চ ষড়িত্যোষধয়ঃ কেতুকো বেদ ইত্যপি।
অশ্বত্থাখ্যশমীগর্ভশুভামরণিমাহরেৎ ॥৮
নির্মথিতেতি সূক্তেন তথৈবাসীদমীতি চ।
আভ্যাঞ্চ প্রত্যৃচং তস্মিন্নিধ্মাধানাদি পূর্ববৎ ॥৯
চর্বাজ্যৈরথমন্নীতি উপস্থায়ার্চয়েত্তথা ॥১০
দীক্ষিতঃ স ভবেত্তাবদাচার্য্যো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বেদ-বেদাঙ্গবিচ্ছ্রৌত-স্মার্তকর্ম বিধানবৎ ॥১১

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহাপাপাদি প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ-বিধি।

প্রথম শ্রীভগবানের যাত্রোৎসব বর্ণন।

হারীত বলিলেন—পরমাত্মা দেবদেব সনাতনের মহোৎসব করিবে। যথোক্ত বিধি অনুসারে গ্রামস্থিত প্রতিমার উৎসব করিবে।১

শ্রীবিষ্ণুর যাত্রোৎসব শ্রুতি-স্মৃতিনির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারেই করিবে। ঐ উৎসব করিলে অনাবৃষ্টি, অগ্ন্যুৎপাত ও দুর্ভিক্ষ-ভয় থাকে না কিংবা জল বায়ু-প্রকোপ জন্য অথবা অগ্নি, সর্প, বিদ্যুৎ বা শত্রুজনিত কোনও ভয় থাকে না।২-৩

মহোৎসব করিলে গ্রামবাসিদের কুষ্ঠাদি মহারোগ ও ভীষণদুর্গ্রহ-সম্ভূত ভয়সকল থাকে না—ইহাতে সংশয় নাই।৪

ভক্তিপূর্বক ঐ মহোৎসব করিলে নানা জনপদ গ্রামের প্রভুগণও তাহার দাস হইয়া থাকে এবং উৎসবকারী ব্যক্তি সার্বভৌম রাজা হইতে পারে।৫

নয়দিনব্যাপী, সপ্তাহব্যাপী, পাঁচদিনব্যাপী প্রত্যহ, সংবৎসরে, ঋতুতে, মাসে ও পক্ষে ক্রমানুসারে উহা করিবে।৬

প্রথমতঃ শুভদিনে স্বস্তিবাচনপূর্বক আদিতে অঙ্কুরার্পণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া গরুড়চিহ্নিত পতাকা উত্তোলন করিবে।৭

"যাশ্চ ষড়্" ইত্যাদি মন্ত্রে ওষধি আহরণ এবং "কেতুকো বেদ" ইত্যাদি মন্ত্রে অশ্বত্থনামক শুভ শমীগর্ভ আরণি সংগ্রহ করিবে।৮

নির্মথিতা" এবং "আসীদমীতি" ইত্যাদি সূক্ত দুইটি দ্বারা প্রতিমন্ত্রে পূর্বোক্ত নিয়মে ইধ্মাধান (যজ্ঞকাষ্ঠ-সংগ্রহ) করিবে।৯

ঘৃতমিশ্রিত চরু দ্বারা "অথমন্নীতি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা উপস্থান (উপাসনা) করিয়া পূজা করিবে। যাহা দ্বারা উৎসব পরিপূর্ণ হইতে পারে—এইরূপ অগ্নিসংগ্রহ করিবে। বেদ-বেদাঙ্গবেত্তা শ্রৌত-স্মার্তকর্মবিধি-নিপুণ জিতেন্দ্রিয় আচার্য্য উৎসবকর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন।১০-১১

মহাভাগবতো বিপ্রস্তান্ত্রিকঃ সর্বকর্মসু।
লৌকিকে বা প্রকুর্বীত মথিতাগ্নির্ন চেদ্ যদি ॥১২
আভ্যামেব চ সূক্তাভ্যামগ্নৌ দেবং যজেদ্ বুধঃ।
প্রাতঃ স্মার্তবিধানেন ধৌতবস্ত্রোর্ধ্বপুণ্ড্রধৃৎ॥১৩
ঋত্বিগ্‌ভিব্রাহ্মণৈর্দান্তৈর্যাগভূমিং বিশেদ্ গুরুঃ।
দেবালয়স্য মধ্যে তু বেদীং রম্যাং প্রকল্পয়েৎ ॥১৪
অঙ্কুরার্পণপাত্রৈশ্চ ভদ্রকুম্ভৈরলঙ্কৃতাম্।
বিতান-কুসুমাদ্যুক্তাং কৃত্বা তত্র সুখাসনে ॥১৫
মহোৎসবার্হং বিম্বঞ্চ নিবেশ্যাস্মিন্ প্রপূজয়েৎ।
শ্রীভূনিলাদিসংযুক্তং নিত্যৈঃ পরিজনৈর্বৃতম্ ॥১৬
মন্ত্ররত্নবিধানেন পূজয়িত্বা জগদ্‌গুরুম্।
ইমে বিপ্রস্যেত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ সূক্তৈশ্চ পূজয়েৎ ॥১৭

অরণিমন্থনজন্য অগ্নি সংগৃহীত না হইলে লৌকিক অগ্নি দ্বারা কার্য্য করিবে। মহাভাগবত, তান্ত্রিক, (শাস্ত্রবিধি পরায়ণ), সর্বকর্ম্মে নিপুণ ব্রাহ্মণ লৌকিক অগ্নি সংগ্রহ করিয়া কার্য্য করিবে।১২

উক্ত সূক্ত দুইটি দ্বারা বিদ্বান্ যাজ্ঞিক প্রাতঃকালে স্নানপূর্বক ধৌত বস্ত্র ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী হইয়া স্মার্ত্ত বিধিতেই অগ্নিতে যজ্ঞ করিবেন।১৩

দমগুণান্বিত (বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমনকারী) ঋত্বিগ্-ব্রাহ্মণদের সহিত গুরু (আচার্য্য) যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করিবেন। দেবালয়ের মধ্যস্থানে মনোহর বেদী নির্ম্মাণ করিবে।১৪

অঙ্কুরার্পণ-পাত্র ও মঙ্গলকুম্ভাদি দ্বারা সুশোভিত চন্দ্রাতপ পুষ্পসমূহ দ্বারা সজ্জিত করিয়া তন্মধ্যে সুখাসনে মহোৎসবের যোগ্য বিম্ব (প্রতিমা) সংস্থাপন পূর্বক যথাবিধি তাঁহার পূজা করিবে। সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কারাদি দ্বারা সংযুক্ত, সর্বদা পরিজন-পরিবৃত জগদ্‌গুরুকে মন্ত্ররত্ন দ্বারা যথাবিধি পূজা করত "ইমে বিপ্রস্য" ইত্যাদি তিনটি সূক্ত দ্বারা পূজা করিবে।১৫-১৭

ঐ সূক্তের প্রতিমন্ত্রে সুগন্ধি পুষ্পসকল নিবেদন করিবে। চারিদিকে চারিজন মন্ত্রবিদ্ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ থাকিবেন। ঈশানাদি কোণে যজ্ঞবরাহ-মন্ত্র, নরসিংহ-মন্ত্র, বামনমন্ত্র ও রঘুপতি-মন্ত্র নিবেশিত করিয়া পূজা করিবে। অন্তরাল বিদিগ্ (?) কোণচতুষ্টয়ে চারিজন ঋত্বিক্ বিষ্ণুমন্ত্রকে পূজা করিবেন।১৮-১৯

সুরভীণি চ পুষ্পাণি প্রত্যৃচং বিনিবেদয়েৎ।
চতুর্দিক্ষু চ চত্বারো ব্রাহ্মণা মন্ত্রবিত্তমাঃ ॥১৮
বারাহং নারসিংহঞ্চ বামনং রাঘবং মনুম্।
ঈশান্যাদিষু চত্বারো বিষ্ণুমন্ত্রান্ বিদিক্ষু চ ॥১৯
বেদ্যা দক্ষিণতঃ কুম্ভং লক্ষণাঢ্যঞ্চ তত্র তু।
হুতাশনং প্রতিষ্ঠাপ্য ইধ্মাধানাদিকং চরেৎ ॥২০
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈশ্চরুং তিলবিমিশ্রিতম্।
প্রত্যৃচং জুহুয়াদ্ বহ্নৌ মধ্বাজ্য-গুড়মিশ্রিতম্ ॥২১
আজ্যং শ্রী-ভূমিসূক্তাভ্যাং ত্বং সোম ইতি পায়সম্।
পূর্বোক্তৈর্বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈস্তিলৈর্ব্রীহিভিরেব বা ॥২২
প্রত্যেকং জুহুয়াৎ পশ্চাদষ্টোত্তরশতং ক্রমাৎ।
বৈকুণ্ঠপার্ষদং হুত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ ॥২৩

বেদীর দক্ষিণদিকে সিন্দুর, দধি ও অক্ষত প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত সুলক্ষণযুক্ত কুম্ভ সংস্থাপন করিবে। অগ্নি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইধ্মাধানাদি (কাষ্ঠসংগ্রহাদি) কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিবে।২০

সমস্ত বৈষ্ণবসূক্ত সহকারে প্রতিমন্ত্রে মধু, ঘৃত, তিল ও গুড়মিশ্রিত চরু অগ্নিতে আহুতি দিবে।২১

শ্রীসূক্ত ও ভূমিসূক্ত দ্বারা ঘৃত দিবে। "ত্বং সোম" ইত্যাদি মন্ত্রে পায়স দিবে। পূর্বোক্ত বৈষ্ণবমন্ত্র দ্বারা প্রতিমন্ত্রে তিল কিংবা ব্রীহিযোগে হোম করিয়া পরে যথাক্রমে অষ্টোত্তর শত আহুতি দিবে। বৈকুণ্ঠের পরিষদ্‌গণের উদ্দেশে হোম করিয়া হোমের শেষকর্ম্ম সমাপন করিবে।২২-২৩

সুন্দর দধ্যন্ন, ফল ও পানীয় নিবেদন করিবে। অনন্তর তাম্বূল দান করিয়া ঋত্বিক্‌গণকেও পূজা করিবে।২৪

তারপর পতাকা ও ছত্রযুক্ত রথ আনয়নপূর্বক শ্রেষ্ঠলক্ষণান্বিত বহনোপযোগী শ্বেতবর্ণ অশ্ব তাহাতে সংযোজন করত বস্ত্র, পুষ্প, মণি ও স্বর্ণ দ্বারা

সুদধ্যন্নং ফলযুতং পানকঞ্চ নিবেদয়েৎ।
তাম্বূলঞ্চ সমর্প্যাথ ঋত্বিজশ্চাপি পূজয়েৎ ॥২৪
ততঃ স্যন্দনমানীয় পতাকাচ্ছত্রসংযুতম্।
শ্বেতৈঃ সলক্ষণৈরুচ্চহয়ানমশ্বৈঃ প্রকল্পিতৈঃ ॥২৫
বস্ত্র-পুষ্প-মণি-স্বর্ণভূষিতং তত্র চিত্রিতম্।
তস্মিন্ মৃদুতর-শ্লক্ষ্ণ-পর্য্যঙ্কং স্থাপ্য দেশিকঃ ॥২৬
তস্মিন্নিবেশ্য দেবেশং দেবীভ্যাং সহিতং হরিম্।
অর্চ্চয়েদ্ গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈর্ধূপ-দীপাদিভিস্তথা ॥২৭
রথচক্রেষু বেদাংশ্চ ধর্মাদীনপি পূজয়েৎ।
আধারশক্তিমাধারে ঈষাদণ্ডে পুরাণকম্ ॥২৮
ছন্দাংসি কূবরে সপ্ত পর্য্যঙ্কে ভুজগাধিপম্।
হয়েষু চতুরো মন্ত্রান্ যোক্ত্রে ষঙ্গানি ষট্ চ বৈ ॥২৯
ধ্বজে পতাকরাজানং ছত্রেঽনন্তং স্বরাণি তু।
তালবৃন্তে চামরে চ অক্ষরাণি চ পূজয়েৎ ॥৩০
অভ্যর্চ্যৈবং রথং দিব্যং পশ্চাৎ সংপূজয়েদ্ধরিম্।
দিক্পালাবরণাংশ্চৈবমর্চয়েদ্দিক্ষু সর্বতঃ ॥৩১

জীমূতস্যেতি সূক্তেন তত্র পুষ্পাঞ্জলিং চরেৎ।
মরুত্বানিন্দ্রেতি সূক্তেন কৃত্বা নীরাজনং ততঃ ॥৩২
বনস্পতীতি সূক্তেন বাদয়েৎ পটহাদিকম্।
গীতৈর্নৃত্যৈশ্চ বাদিত্রৈঃ পুণ্যস্তোত্রৈর্মনোহরৈঃ ॥৩৩
হয়েগজৈঃ স্যন্দনৈশ্চ পরিতস্তর্পয়েৎ প্রভুম্।
ঋত্বিজঃ পুরতো বেদানঙ্গানি চ জপেত্তদা ॥৩৪
গায়েৎ সামানি ভক্ত্যা বৈ পুরতঃ পার্শ্বতো হরেঃ।
কুঙ্কুমৈঃ কুসুমৈর্লাজৈর্বিকিরন্ বৈ সমন্ততঃ ॥৩৫
স্বলঙ্কৃতেষু বিধিষু পর্য্যটন্ সেবয়েৎ প্রভুম্।
গৃহদ্বারেষু মার্গেষু ভক্ষ্যৈরিক্ষুভিরেব চ ॥৩৬
কুসুমৈর্ধূপ-দীপৈশ্চ তাম্বূলৈশ্চাপি সেবয়েৎ ॥
এবং নিষেব্য দেবেশং পুনর্গেহং নিবেশয়েৎ ॥৩৭
তমভি প্রগায়তেতি জপন্ সূক্তং নিবেশয়েৎ।
প্রসন্নাজমিত্যনেন দীপান্নীরাজয়েত্ততঃ ॥৩৮
পীঠে নিবেশ্য দেবেশমুপচারান্ সমর্পয়েৎ।
বয়মুপেত্য ধ্যায়েম আশিষো বাচনং চরেৎ ॥৩৯

ভূষিত করিয়া বিচিত্ররূপে সাজাইবে। তন্মধ্যে গুরুদেব অতি কোমল ও মৃদু একখানি পর্য্যঙ্ক সংস্থাপন করিয়া তাহাতে দেবী লক্ষ্মী ও সরস্বতী সহিত মিলিত শ্রীহরিকে সংস্থাপিত করত গন্ধপুষ্প-ধূপ-দীপাদি দ্বারা পূজা করিবে।২৫-২৭

রথচক্রে বেদসকলকে ও ধর্ম্মাদিকে পূজা করিবে। আধারে আধার-শক্তি প্রভৃতির, মধ্যস্থ দণ্ডে পুরাণসমূহের, রথের অঙ্গে সপ্ত ছন্দের, পর্য্যঙ্কে অনন্তদেবের, অশ্বসমূহে, চারিটি মন্ত্রের এবং অশ্বের গলবেষ্টনীতে ছয়টী বেদাঙ্গের পূজা করিবে।২৮-২৯

ধ্বজে পতাকরাজকে পূজা করিবে। ছত্রে অনন্তকে ও স্বরসমূহকে পূজা করিবে। তালবৃন্তে ও চামরে অক্ষর-সমূহের পূজা করিবে।৩০

এইরূপে দিব্য রথকে পূজা করিয়া পরে শ্রীহরিকে পূজা করিবে। সর্বদিকে দিক্পালগণকে ও আবরণ দেবতাকে পূজা করিবে।৩১

জীমূতস্যেত্যাদি সূক্ত দ্বারা ঐ পূজায় পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। "মরুত্বান্ ইন্দ্র" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা আরাত্রিক করিবে।৩২

"বনস্পতি" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা পটহ (ঢকা) প্রভৃতি বাজাইবে। গীত-নৃত্য-বাদ্যাদি দ্বারা, পবিত্র মনোহর স্তবাদি দ্বারা এবং হস্তী, অশ্ব ও রথাদি দ্বারা প্রভুকে পরিতুষ্ট করিবে। ঋত্বিগ্‌গণের সম্মুখে বেদ ও ছয়টী বেদাঙ্গের অধ্যয়ন করিবে।৩৩-৩৪

ভক্তি সহকারে শ্রীহরির সম্মুখে ও পার্শ্বে সামগান করিবে। চারিদিকে কুঙ্কুম, পুষ্প ও খই বিকীর্ণ করিবে।৩৫

যথাবিধি গৃহদ্বার ও পথগুলি সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত করা হইলে প্রভু জগন্নাথকে রথারোহণে ভ্রমণ করাইয়া সেবা করিবে। ইক্ষু প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্য দ্বারা এবং কুসুম, ধূপ, দীপ ও তাম্বুল প্রভৃতি দ্বারা সেবা করিবে। এইরূপ ভাবে দেবদেবকে সেবা করিয়া পুনরায় তাঁহাকে গৃহে সংস্থাপিত করিবে।৩৬-৩৭

অনেন বিধিনা কুর্য্যাদুৎসবং প্রতিবাসরম্।
জপৈর্হোমৈস্তথা দানৈর্বিপ্রাণাং ভোজনৈরপি ॥৪০
সমাপ্তে চোৎসবে বিষ্ণোঃ কুর্য্যাদবভৃথং শুভম্।
নদীং খাতং তড়াগং বা দেবেন সহিতো ব্রজেৎ ॥৪১
স্যন্দনাদিষু যানেষু স্থিতা নার্য্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
পুরুষাশ্চ হরিদ্রাশ্চ চূর্ণাদীন্ বিকিরন্মিথঃ ॥৪২
কুর্য্যাদবভৃথং তত্র বিশিষ্টৈর্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
বাসুদেবোৎসবৈঃ স্নানমশ্বমেধফলং লভেৎ ॥৪৩
স্নাত্বা সন্তর্প্য দেবাদীন্ প্রবিশ্য হরিমন্দিরম্।
যজেতাবভৃথেষ্টিঞ্চ অস্য বামেতি সূক্ততঃ ॥৪৪
চরুমাজ্যং তিলৈর্বাপি অনুবাকৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
এবং হুত্বাবভৃথেষ্টিং বৈষ্ণবান্ ভোজয়েত্ততঃ ॥৪৫
গুরুঞ্চ ঋত্বিজশ্চৈব পূজয়েদ্ ভক্তিতস্ততঃ।
পিবাসোমেত্যধ্যায়েন কুর্য্যাৎ স্বস্ত্যয়নং হরেঃ ॥৪৬
ইচ্ছন্তি ত্বেত্যে ধ্যানেন প্রত্যৃচঞ্চ দ্বয়েন চ।
অষ্টোত্তরশতং জুহুয়াৎ কুসুমৈরেব বৈষ্ণবঃ ॥৪৭
হিরণ্যগর্ভসূক্তেন তথৈবাজ্যং দ্বিজোত্তমঃ।
পুনরেব তু হোতব্যং হুত্বা বৈকুণ্ঠপার্ষদম্ ॥৪৮
হোমশেষং সমাপ্যাথ বৈষ্ণবান্ ভোজয়েদপি।
সর্বযজ্ঞসমাপ্তৌ তু পুষ্পযাগং সমাচরেৎ ॥৪৯
সর্বং সম্পূর্ণতামেতি পরিতুষ্টো জনার্দনঃ।
এবং মহোৎসবং কুর্য্যাৎ প্রত্যব্দং পরমাত্মনঃ ॥৫০
অথ নিত্যোৎসবে পূজা হোমশ্চাত্র বিধীয়তে।
শিবিকায়াং নিবেশ্যেশং পূজয়িত্বা বিধানতঃ ॥৫১

"তমভি প্রগায়ত" ইত্যাদি সূক্তমন্ত্র পাঠ করিয়া গৃহে প্রবেশ করাইবে। "প্রসন্নাজং" ইত্যাদি মন্ত্রে দীপ দ্বারা আরাত্রিক করিবে।৩৮

আসনে সংস্থাপিত করিয়া দেবাদিদেবকে পূজার উপচারসমূহ প্রদান করিবে। "বয়মুপেত্য ধ্যায়েম" অর্থাৎ "আমরা সমীপে আসিয়া আপনার ধ্যান করিতেছি" ইহা বলিয়া আশীর্বাদ প্রার্থনা করিবে।৩৯

উক্ত বিধি অনুসারে প্রতিদিন উৎসব করিবে। ঐ উৎসব জপ, হোম, দান ও ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রভৃতি দ্বারাই সুসম্পন্ন করিবে। উৎসব সমাপ্ত হইলে মঙ্গলময় অবভৃথ স্নান করিবে। দেবতার সহিত নদীতে, ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ জলাশয়ে গমন করিবে।৪০-৪১

রমণীগণ সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়া ঐ স্নানোদ্দেশ্যে রথাদি যানে আরোহণ করিয়া গমন করিবে। পুরুষগণ হরিদ্রা-চূর্ণ প্রভৃতি ছড়াইতে ছড়াইতে যাইবে।৪২

বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণের সহিত অবভৃথ-স্নান করিবে। শ্রীশ্রীবাসুদেবের উৎসবে অবভৃথ-স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।৪৩

স্নান করিয়া দেবতাদিগকে তর্পণ করত শ্রীহরির মন্দিরে প্রবেশপূর্বক "অস্য বাম" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা অবভৃথ যাগ করিবে।৪৪

বৈষ্ণবগণ তাদৃশ বিহিত বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক ঘৃত তিল বা চরু দ্বারা অবভৃথ-যাগ সম্পন্ন করিয়া বৈষ্ণব-ভোজন করাইবে।৪৫

গুরু ও ঋত্বিক্‌গণকে ভক্তিপূর্বক নিজেই পূজা করিবে। "পিবা সোম" ইত্যাদি অধ্যায় দ্বারা শ্রীহরির স্বস্ত্যয়ন করিবে।৪৬

"ইচ্ছন্তি ত্বেত্থ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ধ্যান করিয়া প্রতিমন্ত্রে এবং দুইটি করিয়া মন্ত্র দ্বারা কুসুম দিয়াই বৈষ্ণবগণ হোম করিবে।৪৭

দ্বিজোত্তম হিরণ্যগর্ভ সূক্ত দ্বারা হোম করিবে। পুনরায় বৈকুণ্ঠের পরিষদ্‌গণের হোম করিয়া হোমশেষ সমাপ্ত করত বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে। সকল যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পুষ্পযাগ অনুষ্ঠান করিবে।৪৮-৪৯

শ্রীশ্রীজনার্দ্দন সন্তুষ্ট হইলে সমস্ত কর্ম্ম সম্পূর্ণ হয়। উক্তবিধিতে প্রতিবৎসর পরমাত্মা শ্রীহরির উৎসব করিবে।৫০

এইরূপ নিত্য উৎসবেও যথাবিধি পূজা ও হোমের বিধান আছে। পাল্কিতে (দোলায়) আরোহণ করাইয়া যথাবিধি পূজা করিবে। চামর, অন্য বাদ্যাদি, ভৃঙ্গার, তালবৃন্ত, অনেক দীপ মালা, দূর্বাগ্র, কুসুম ও অক্ষতাদি দ্বারা পূজা করিবে। ফল ও মোদকাদিধারিণী

তত্র চামর-বাদিত্র-ভৃঙ্গারৈস্তালবৃন্তকৈঃ।
দীপিকাভিরনেকাভির্দূর্বাগ্রকুসুমাক্ষতৈঃ ॥৫২
ফল-মোদকহস্তাভির্নারীভিঃ সমলঙ্কৃতম্।
দেবস্যায়তনং রম্যং ত্রিঃ প্রদক্ষিণমাচরেৎ ॥৫৩
তত্তন্মন্ত্রান্ জপেদ্দিক্ষু সর্বাসু দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
বলিঞ্চ নিক্ষিপেতাসু দেবানুদ্দিশ্য পূর্বতঃ ॥৫৪
প্রাচীং বিশ্বজিতে সূক্তমগ্নে তব অনন্তরম্।
যাম্যে পরে ইমাং সন্তু মোষুণস্তু তদন্তরম্ ॥৫৫
যচ্ছিদ্ধেতি প্রতীচ্যাস্তু বিহিহোত্যেত্যনন্তরম্।
স সোম ইতি সৌম্যাস্তু কদ্রুদ্রায়েত্যনন্তরম্ ॥৫৬
প্রজাপতিং তথা চোর্দ্ধমধশ্চ পৃথিবীং ক্ষিপেৎ।
এবং দিক্ষু বলিং দত্ত্বা পরিণীয় জনার্দনম্ ॥৫৭
স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিশ্চ ভবনং সম্প্রবেশয়েৎ।
পীঠে নিবেশ্য দেবেশং পূজয়িত্বা বিধানতঃ ॥৫৮
বিহিসোতাদি সূক্তেন দদ্যাৎ পুষ্পাণি শার্ঙ্গিণে।
নীরাজনং ততো দদ্যাদ্ ধ্রুবসূক্তেন বৈষ্ণবঃ ॥৫৯
শায়য়িত্বা চ শয্যায়াং দদ্যাৎ পুষ্পাণি মন্ত্রতঃ।
ইমং মহেতি সূক্তাভ্যাং পূজয়েৎ বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥৬০
সৌদর্শনেন মন্ত্রেণ রক্ষাং কুর্য্যাৎ সমন্ততঃ ॥৬১
এবং নিত্যোৎসবং কুর্য্যাদ্ রাত্রৌ চাহনি সর্বদা।
গুরূণামন্ত্যদিবসে ভগবজ্জন্মবাসরে ॥৬২
কার্তিক্যাং শ্রাবণে বাঽপি কুর্য্যাদিষ্টিঞ্চ বৈষ্ণবীম্।
উপোষ্য পূর্বদিবসে দীক্ষিতঃ সুসমাহিতঃ ॥৬৩
স্বস্তিবাচনপূর্বেণ কারয়েদঙ্কুরার্পণম্।
নদ্যাং স্নাত্বা চ ঋত্বিগ্ভিশ্চতুর্ভির্বেদপারগৈঃ ॥৬৪
পৌরুষেণ বিধানেন পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্।
গন্ধৈর্নানাবিধৈঃ পুষ্পৈর্ধূপৈর্দীপৈর্নিবেদনৈঃ ॥৬৫

নারীগণের দ্বারা সুশোভিতদেবতার অতি মনোহর মন্দির তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে।৫১-৫৩

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ সমস্তদিকে সেই সেই মন্ত্র পাঠ করিবে। প্রথমে দেবতাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলি (উপহার) নিক্ষেপ করিবে।৫৪

পূর্বদিকে বিশ্বজিৎ যজ্ঞোক্ত সূক্ত পাঠ করিয়া পরে "অগ্নেতব" ইত্যাদি পাঠ করিবে। দক্ষিণদিকে "পরে ইমাং সন্তু" মন্ত্র অনন্তর "মোষুণস্তু" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।৫৫

পশ্চিমদিকে "যচ্ছিদ্ধা" ইত্যাদি মন্ত্র এবং পরে "বিহিহোতি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। উত্তরদিকে "স সোম" ইত্যাদি মন্ত্র পরে "কদ্রুদ্রায়" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।৫৬

উর্দ্ধদিকে প্রজাপতিকে এবং অধোদিকে পৃথিবীকে দিবে। এইরূপে তৎতৎ মন্ত্রে সমস্তদিকে বলিপ্রদান করত ভগবান্ জনার্দ্দনের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া প্রভূত স্তবের দ্বারা শ্রীহরিকে স্বগৃহে প্রবেশ করাইবে। আসনে সংস্থাপিত করিয়া যথাবিধি দেবাদিদেবকে পূজা করত "বিহিসোতাদি" সূক্ত দ্বারা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে পুষ্পাঞ্জলি দিবে। ধ্রুবসূক্ত দ্বারা বৈষ্ণবগণ দেবতার নীরাজন (আরাত্রিক) করিবে।৫৭-৫৯

পরে উত্তম শয্যায় শয়ন করাইয়া "ইমং মহেতি" সূক্তমন্ত্র দুইটি দ্বারা পুষ্পযোগে সনাতন বিষ্ণুকে পূজা করিবে।৬০

সৌদর্শন-মন্ত্র দ্বারা চারিদিকে দেবতার রক্ষা করিবে। এইরূপে দিবা ও রাত্রিতে সকল সময়ে দেবতার নিত্যোৎসব করিবে। গুরুজনের মৃত্যুদিনে, শ্রীভগবানের জন্মদিনে, কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় ও শ্রাবণী পূর্ণিমায় বিষ্ণুযাগ করিবে। উহাতে পূর্বদিনে উপবাসী থাকিয়া দীক্ষিত হইয়া সমাহিত মনে যাগকর্ম্ম করিবে।৬১-৬৩

স্বস্তিবাচনপূর্বক অঙ্কুরার্পণ করিবে। নদীতে স্নান করিয়া চারিজন বেদপারগ ঋত্বিক্ দ্বারা পুরুষসূক্তবিধি অনুসারে পুরুষোত্তমকে পূজা করিবে। নানাবিধ গন্ধদ্রব্য, পুষ্প, ধূপ ও দীপমালা নিবেদন করত নানাবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্যদ্রব্য ও তাম্বুল দ্বারা পূজা করিবে সূক্তপাঠ করিয়া অর্ঘ্যাদি উপচার দ্বারা শ্রীহরিকে পূজা করিবে। অধ্যায় ও মণ্ডল (নির্দ্দিষ্টসংখ্যক

ফলৈশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ তাম্বুলাদ্যৈঃ প্রপূজয়েৎ।
অর্ঘ্যাদ্যৈরুপচারৈস্তু সূক্তান্তে পূজয়েদ্ধরিম্ ॥৬৬
অধ্যায়ান্তে মণ্ডলান্তে চ নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈরপি।
পূজয়িত্বা হরিং ভক্ত্যা বৈষ্ণবান্ ভোজয়েত্তথা ॥৬৭
আজ্যেন চরুণা বাঽপি তিলৈঃ পদ্মৈরথাপি বা।
সমিদ্ভির্বিল্বপত্রৈর্বা হোমং কুর্বীত বৈষ্ণবঃ ॥৬৮
যজ্ঞরূপং হরিং ধ্যায়ন্ প্রত্যৃচং বেদসংহিতাম্।
হোমঃ সমাপ্যতে যাবত্তাবদ্ বৈ দীক্ষিতো ভবেৎ ॥৬৯
জহুয়াদ্ বৈ গার্হপত্যো সোঽগ্নিমভ্যর্চ্য ভূপতে।
অগ্নিরক্ষণমপ্যুক্তং যাবদিষ্টিঃ সমাপ্যতে ॥৭০
বিশিষ্টান্ বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ ভোজয়েৎ প্রতিবাসরম্।
ঋত্বিজশ্চ পাঠেত্তাবচ্চতুর্মন্ত্রান্ সমাহিতঃ ॥৭১
যজেদবভৃথেষ্টিঞ্চ পাবমান্যৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
অন্তে সংপূজয়েদ্ বিপ্রান্ বাসোঽলঙ্কার-ভূষণৈঃ ॥৭২
ঋত্বিজশ্চ গুরুঞ্চৈব পূজয়েচ্চ বিশেষতঃ।
এবমিষ্টিস্তু যঃ কুর্য্যাদ্ বৈষ্ণবীং বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥৭৩
ক্রতূনাং দশকোটীনাং ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ।
যস্মিন্ দেশে বৈষ্ণবেষ্ট্যা অজিতো মধুসূদনঃ ॥৭৪
দুর্ভিক্ষরোগাগ্নিভয়ং তস্মিন্ নাস্তি ন সংশয়ঃ।
অশক্তঃ সর্বদেবেন কর্ত্তুমিষ্টিঞ্চ বৈষ্ণবীম্ ॥৭৫
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈর্জুহুয়াৎ প্রত্যৃচং হরিঃ।
তৈরেব পুষ্পাঞ্জলিঞ্চ কুর্যাদিষ্ট্যাঃ প্রপূর্ত্তয়ে ॥৭৬
অথবা মূলমন্ত্রং তু লক্ষং জপ্ত্বা হুতাশনে
অযুতং জুহুয়াত্তদ্বৎপুষ্পাণি চ সনাতনে ॥৭৭
ইষ্টিঃ সম্পূর্ণতাং যাতি সর্ববেদাঃ সদক্ষিণাঃ।
এবমিষ্টিং প্রকুর্বীত প্রত্যব্দং বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥৭৮
তুষ্ট্যর্থং বাসুদেবস্য বংশস্যোজ্জীবনায় চ।
বৃদ্ধ্যর্থমপি লোকস্য দেবতানাং হিতায় চ ॥৭৯

বেদমন্ত্রকে মণ্ডল বলা হয়) পাঠপূর্বক বিবিধ নৈবেদ্য নিবেদন করত শ্রীহরিকে পূজা করিয়া বৈষ্ণব-ভোজন করাইবে।৬২-৬৭

বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ঘৃত, চরু, তিল, পদ্ম, বিল্বপত্র কিংবা সমিধ্ দ্বারা হোম করিবে। যজ্ঞরূপশ্রীহরিকে ধ্যান করত বেদের সংহিতা-ভাগের প্রতিমন্ত্রে যে পর্য্যন্ত না হোম সমাপ্ত হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ঐ দ্বিজকে দীক্ষিত বলা হয়।৬৮-৬৯

হে ভূপতে! গার্হপত্যাগ্নির আহ্বান ও অর্চ্চনা করিয়া তাহাতে হোম করিবে। যাগ-সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত "অগ্নিরক্ষা" বিহিত আছে।৭০

প্রতিদিন বিশিষ্ট বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। ঋত্বিক্‌গণও সমাহিত মনে চারিটী মন্ত্র পাঠ করিবেন।৭১

পাবমানীসূক্ত সহকারে বৈষ্ণবগণ দ্বারা অবভৃথ-যাগ করিবে। যাগান্তে বস্ত্র, অলঙ্কার ও বিভূষণ দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিবে।৭২

ঋত্বিক্‌গণকে ও গুরুকে বিশেষভাবে পূজা করিবে। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ পূর্বোক্ত বিধানে বিষ্ণুযাগ করিলে দশকোটি যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। যে দেশে বিষ্ণুযাগের দ্বারা শ্রীমধুসূদন পূজিত হন, সেই দেশে দুর্ভিক্ষ, অগ্নি ভয় বা রোগ ভয় থাকে না —ইহাতে সংশয় নাই। সমস্ত দেবগণ দ্বারা বিষ্ণুযাগ করিতে অসমর্থ হইলে সমস্ত বিষ্ণুসূক্তের প্রতিমন্ত্র দ্বারা ঘৃতাহুতি দিবে। ঐ যজ্ঞ প্রপূরণজন্য ঐ বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দিবে।৭৩-৭৬

অথবা বিষ্ণুর মূলমন্ত্র লক্ষবার জপ করিয়া অগ্নিতে অযুত সংখ্যক আহুতি দিবে এবং শ্রীবিষ্ণুকে পুষ্পাঞ্জলি দিবে। এইরূপ করিলে বিষ্ণুযাগ সম্পূর্ণ হইবে, সমস্ত বেদ দক্ষিণা সহ পরিতুষ্ট হইবে। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ প্রতিবৎসর এইরূপ বিধিতে বিষ্ণুযাগ সম্পন্ন করিবে। বাসুদেবের সন্তোষ বিধান, বংশের সুসংবৃদ্ধি, লোক সকলের অভ্যুদয় এবং দেবতাগণের হিতের জন্য ইহা করিবে।৭৭-৭৯

যাগকালে পিতা, মাতা, ভ্রাতা বা অন্য বন্ধুগণ যদি মৃত্যুমুখে পতিত হন, তবে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কিরূপে উহা সম্পন্ন

পিতা বা যদি বা মাতা ভ্রাতা বাঽন্যে সুহৃজ্জনাঃ।
যদি পঞ্চত্বমাপন্নাঃ কথং কুর্য্যাদ্ দ্বিজোত্তমাঃ ॥৮০
কনিষ্ঠবর্জমেবাত্র বপনং মুনিভিঃ স্মৃতম্।
স্নাত্বাচম্য বিধানেন কারয়েৎ পূজনং হরেঃ ॥৮১
রোদনং বর্জয়িত্বৈব গোময়েন শুচিস্থলম্।
বিলিপ্য মণ্ডলে তত্র ধান্যস্যোপর্যুলূখলম্ ॥৮২
কলশাংস্তু চতুর্দিক্ষু তণ্ডুলোপরি নিক্ষিপেৎ।
হিরণ্য-পঞ্চগব্যানি পঞ্চত্বক্‌পল্লবান্ ন্যসেৎ ॥৮৩
বাসসা তন্তুনা বাঽপি বেষ্টয়েৎ ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্।
উলুখলে বাসুদেবং কলসেষু ক্রমেণ চ ॥৮৪
প্রদ্যুম্নমনিরুদ্ধঞ্চ সঙ্কর্ষণমধোক্ষজম্।
সম্পূজ্য গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈর্ভক্ত্যা ভক্ষ্যং নিবেদয়েৎ ॥৮৫
অভ্যর্চ্য মুষলং পুষ্পৈর্গায়ত্র্যা প্রণবেন চ।
হরিদ্রামবহন্যাত্তু পরোমাত্রেতি বৈ জপন্ ॥৮৬

করিবে? ইহার উত্তরে বলা হয়—কনিষ্ঠভিন্ন অন্য সকলেই মস্তকাদি মুণ্ডন করিবে। স্নান করিয়া আচমন করত যথাবিধি শ্রীহরির পূজা করাইবে। রত্নসমূহাদি দ্বারা উহাতে শ্রাদ্ধাদি মঙ্গল কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করিবে।৮০-৮১

রোদন করিবে না। গোময় দ্বারা স্থান পবিত্র করত তাহাতে মণ্ডল করিয়া ঐ মণ্ডলে ধান্যের উপর উলূখল (উদূখল) স্থাপন করত চারিদিকে তণ্ডুলের উপর কলস স্থাপন করিবে। সুবর্ণ, পঞ্চগব্য, ত্বক্‌যুক্ত পঞ্চপল্লব ঐ কলসে সংস্থাপন করিবে। বস্ত্র বা সূত্রদ্বারা তিনবার প্রদক্ষিণাকারে ঐ কলস বেষ্টন করিবে। উলুখলে বাসুদেবকে এবং কলসগুলিতে যথাক্রমে প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ ও অধোক্ষজ বিষ্ণুকে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা সভক্তি পূজা করিবে। পরে ভক্তি সহকারে নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য নিবেদন করিবে।৮২-৮৫

উদূখলমুষলকে গায়ত্রী ও প্রণবযোগে পুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া "পরো মাত্রা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে হরিদ্রা সহযোগে অবঘাত করিবে।৮৬

শ্রীভগবানের মন্দিরে হরিদ্রা প্রভৃতির দ্বারা

ভগবন্মন্দিরে বিষ্ণুং হরিদ্রাদ্যৈঃ প্রপূজয়েৎ।
পিতুঃ শরীরং বিধিবৎ স্নাপয়েৎ কলসোদকৈঃ ॥৮৭
তিলৈশ্চ পঞ্চগব্যৈশ্চ গায়ত্র্যা বৈষ্ণবেন চ।
উদ্বর্ত্য সর্বকর্মণেতি স্নাপয়েৎ পিতরং সুতঃ ॥৮৮
নারায়ণানুবাকেন চৈবং স্নাপ্য ততঃ পিতুঃ।
ধৌতবস্ত্রঞ্চ সংবেষ্ট্য ভূষণৈর্ভূষয়েত্ততঃ ॥৮৯
গন্ধ-মাল্যৈরলঙ্কৃত্য শুচৌ দেশে কুশোত্তরে।
তিলোপরি বিধায়ৈনং বস্ত্রং হিত্বাঽন্যতঃ সুতম্ ॥৯০
ধারয়েদুত্তরীয়ে দ্বে যাবৎকর্ম সমাপ্যতে।
হুত্বৈবোপাসনং তস্য আর্দ্রযজ্ঞীয়কাষ্ঠকৈঃ ॥৯১
শিবিকাং কারয়িত্বাঽথ বস্ত্র-মূল্যাদিভিঃ শুভম্।
তস্মিন্নিবেশ্য তং প্রেতং বাহকান্ বরয়েত্ততঃ ॥৯২
স্ববর্ণ বৈষ্ণবানেব পূজয়েৎ স্বর্ণদক্ষিণৈঃ।
বহেয়ুস্তেঽপি ভক্ত্যা তং পঠন্ বিষ্ণুস্তবান্ মুদা ॥৯৩

শ্রীশ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবে। যথাবিধি ঐ কলসের জল দ্বারা পিতার শরীরকে স্নান করাইবে।৮৭

পুত্র বিষ্ণুগায়ত্রী সহযোগে তিল ও পঞ্চগব্য দ্বারা উদ্‌বর্ত্তন (অনুলেপন) করিয়া "সর্বকর্ম্মণা" ইত্যাদি মন্ত্রে পিতাকে স্নান করাইবে।৮৮

নারায়ণ অনুবাক্ (তদধ্যায়োক্ত বেদমন্ত্র) দ্বারা পিতার স্নান সমাপন করিয়া ধৌত বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করত নানা বিভূষণে বিভূষিত করিবে।৮৮

গন্ধমাল্য দ্বারা সুশোভিত করিয়া পবিত্রস্থানে কুশোপরি তিলের উপর রাখিয়া পুত্র পরিহিত বস্ত্র ত্যাগ করত পৃথক্ বস্ত্র ও উত্তরীয়যুগ্ম ধারণ করিবে—যে পর্য্যন্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত না হয়। আর্দ্র যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বারা তাহার 'উপাসনাগ্নি'তে অন্ত্য আহুতি প্রদানপূর্বক বস্ত্রমূল্যাদি দ্বারা সুন্দর একখানি দোলামঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শবদেহ স্থাপনের জন্য বাহকদিগকে নিযুক্ত করিবে। স্বীয় বর্ণ (জাতি) বাহকদিগকে স্বর্ণাদি দক্ষিণা দ্বারা সম্মানিত করিয়া বহন করাইবে। ঐ সঙ্গে সানন্দে বিষ্ণুস্তব পড়িতে পড়িতে গমন করিবে। বৈষ্ণবগণ গীত, বাদ্য ও নৃত্য করিতে

হরিদ্রা-লাজ-পুষ্পাণি বিকিরন্ বৈষ্ণবা মুদা।
বাদিত্র-নৃত্য-গীতাদ্যৈর্ব্রজেয়ুঃ কীর্তয়ন্ হরিম্।
হুতাগ্নিমগ্রতঃ কৃত্বা গচ্ছেয়ুস্তস্য বান্ধবাঃ ॥৯৪
বাহকানামলাভে তু শকটে গো-বৃষান্বিতে।
নিবেশ্য শিবিকাং রম্যাং ব্রজয়ের্নগরাদ্ বহিঃ ॥৯৫
দক্ষিণেন মৃতং শূদ্রং পুরদ্বারেণ নির্হরেৎ।
পশ্চিমোত্তর-পূর্বেষু যথাসঙ্খ্যং দ্বিজাতয়ঃ ॥৯৬
প্রাগ্ দ্বারং সর্ববর্ণানাং ন নিষিদ্ধং কদাচন।
গত্বা শুভতরং দেশং রম্যং শুভজলান্বিতম্ ॥৯৭
যজ্ঞবৃক্ষসমাকীর্ণমমেধ্যাদিবিবর্জিতম্।
খাতয়েত্তত্র কুণ্ডং তু নিম্নং হস্তত্রয়ং তদা।
দ্বাভ্যাং ত্রিভির্বা বিস্তারং চতুরায়তমেব চ ॥৯৮
ততঃ সম্মার্জনং কৃত্বা গোময়ান্বিতবারিণা।
সম্প্রোক্ষ্য যজ্ঞিয়ৈঃ কাষ্ঠৈঃ স্থিতিং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি ॥৯৯
আস্তীর্য্য দক্ষিণামেবমেণাজিনমনুত্তমম্।
তস্মিন্নাস্তীর্য্য দর্ভাংস্তু বিকীর্য্য চ তিলাংস্তথা ॥১০০
তস্মিন্নিবেশ্য তং প্রেতং ঘৃতাক্তং নববস্ত্রকম্।
ঈষদ্ধৌতং নবং শ্বেতং সদশং যন্ন ধারিতম্ ॥১০১
অহতং তদ্বিজানীয়াদ্দৈবে পিত্র্যে চ কর্ম্মণি।
পরিষিচ্য চিতিং পশ্চাদাপোহপ্যস্মানিতীত্যৃচা ॥১০২
পরিস্তীর্য্য শুভৈর্দর্ভৈরপসব্যেন সব্যতঃ।
উরস্যগ্নিং নিধায়াস্য পাত্রাসাদানমাচরেৎ ॥১০৩
প্রোক্ষণং চমসাজ্যেন চরুমিধ্ম-স্রুবৌ তথা।
আসাদ্যোক্তবিধানেন ইধ্মাধানান্তমাচরেৎ ॥১০৪

করিতে হরিসংকীর্ত্তন সহকারে হরিদ্রাসংযুক্ত খই ও পুষ্প ছড়াইতে ছড়াইতে গমন করিবে এবং বান্ধবগণ ঐ শবযাত্রার পূর্বে আহুত অগ্নি অগ্রে অগ্রে লইয়া গমন করিবে।৯০-৯৪

মৃতের শিবিকা-বাহক না পাওয়া গেলে গো বা বৃষের শকটে ঐ শিবিকা সংস্থাপিত করিয়া ঐ রমণীয় শিবিকা নগরের বাহিরে লইয়া যাইবে।৯৫

শূদ্রের শবদেহ পুরদ্বারের দক্ষিণদিক্ হইতে বাহির করিবে। দ্বিজাতিদের শব ব্রাহ্মণাদিক্রমে পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্বদ্বার দিয়া নিঃসারণ করিবে।৯৬

সমস্ত বর্ণেরই শব পূর্ব্বদ্বার দিয়া নিঃসারিত করিতে পারিবে—ইহাতে নিষেধ নাই। ঐভাবে শব নিঃসারিত করিয়া পবিত্রজলসমন্বিত মঙ্গলময় রমণীয় স্থানে যাইবে। ঐ স্থান যজ্ঞবৃক্ষে পরিব্যাপ্ত হইবে, অপবিত্র কোনও পদার্থ থাকিবে না। তথায় গিয়া তিনহাত নীচু একটি গর্ত্ত (কুণ্ড) খনন করাইবে; তাহা প্রস্থে দুই হাত বা তিন হাত, দৈর্ঘ্যে চারি হাত হইবে। তারপর গোময়-যুক্ত জলের দ্বারা ঐ কুণ্ড (গর্ত্ত) মার্জ্জন করিবে। পরে প্রোক্ষণ সমাপ্ত হইলে উহাতে যথাবিধি যজ্ঞীয় কাষ্ঠ সংস্থাপিত করিবে।৯৭-৯৯

পরে শ্রেষ্ঠকৃষ্ণসারের চর্ম্ম দক্ষিণাভিমুখে আস্তীর্ণ করত তাহাতে কুশ পাতিয়া তিল বিকীর্ণ করিবে ঐ কুণ্ডে শবদেহকে সংস্থাপিত করিবে। পূর্বে শবকে ঘৃত মাখাইয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া দিবে। ঐ বস্ত্র ঈষদ্ ধৌত, নূতন, শুভ্রবর্ণ, দশাসমন্বিত ও অব্যবহৃত হইবে। তাদৃশ গুণ-সমন্বিত বস্ত্রকেই "অহত" বলে। দৈবকর্ম্মে ও পিতৃকর্ম্মে উহা প্রশস্ত। পরে "আপোহপ্যস্মান্" ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা ঐ চিতাকে পরিষিক্ত করিয়া অপসব্য-ক্রমে অর্থাৎ প্রাচীনাবীতী হইয়া শবের বামদিক হইতে অচ্ছিন্ন শুভ কুশ আস্তৃত করত বক্ষঃস্থলে অগ্নিদানপূর্বক যজ্ঞোপযোগি-পাত্রসমূহের আসাদন (সংস্থাপন) করিবে।১০০-৩

চমস্ (আহুতিদানের হাতা) দ্বারা ঘৃত প্রোক্ষণ করত চরু, ইধ্ম ও স্রুব সংস্থাপিত (সংগ্রহ) করিবে। পূর্বোক্ত নিয়মে ইধ্মাধান-কর্ম্ম সমাপন করিবে।১০৪

স্ববেদ ও স্বশাখোক্ত গৃহ্যসূত্র বিহিত নিয়মে সম্পূর্ণ-রূপে সমস্ত হোম করত পরে উপবীতী হইয়া ঘৃতযুক্ত হব্য হবন করিবে। (নিজের শরীর দিয়া আহুতি দেওয়া হয় বলিয়া ইহাকেই অন্ত্যাহুতি বলা হয়।) "সোমানং" ইত্যাদি প্রতি মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা চরুর অন্ন সংযুক্ত করিয়া "তং মহেন্দ্র" ইত্যাদি সূক্তের প্রতিমন্ত্র দিয়া আহুতি দিবে।১০৫-৬

স গৃহ্যোক্তবিধানেন হুত্বা সর্বমশেষতঃ।
পশ্চাদাজ্যযুতং হব্যং জুহুয়াদুপবীতবান্ ॥ ১০৫
সোমানমিত্যোদনেন প্রত্যৃচং তত আজ্যতঃ।
তং মহেন্দ্রেতি সূক্তেন হুত্বা প্রত্যৃচমেব চ ॥১০৬
এষ ইত্যনুবাকাভ্যাং পৃষদাজ্যং যজেত্ততঃ।
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ পৃথগষ্টোত্তরং শতম্ ॥১০৭
তিলৈশ্চ জুহুয়াৎ পাদমষ্টাবিংশতিমেব বা।
একৈকামাহুতিং পশ্চাদ্ বৈকুণ্ঠপার্ষদং যজেৎ ॥১০৮
ব্রহ্মমেধ ইতি প্রোক্তং মুনিভির্ব্রহ্মতৎপরৈঃ।
মহাভাগবতানাং বৈ কর্তব্যমিদমুত্তমম্ ॥১০৯
কেশবার্পিতসর্বাঙ্গং শশিভং মঙ্গলাদ্বয়ম্।
ন বৃথা দাপয়েদ্ বিদ্বান্ ব্রহ্মমেধবিধিং বিনা ॥১১০
পরমাবগতেনাপি কর্তব্যং হি দ্বিজন্মনঃ।
দ্রব্যালাভেঽপি হোতব্যং যজ্ঞিয়ৈশ্চ প্রসূনকৈঃ ॥১১১
শূদ্রস্যাপি বিশিষ্টস্য পরমৈকান্তিনস্তথা।
স্বাহাকারঞ্চ বেদঞ্চ হিত্বা পুষ্পৈর্যজেচ্ছুভৈঃ ॥১১২
তূষ্ণীমদ্ভিঃ পরিষিচ্য পরিস্তার্য্য কুশৈস্তিলৈঃ।
নামভিঃ কেশবাদ্যৈশ্চ তথা সঙ্কর্ষণাদিভিঃ ॥১১৩
মৎস্য-কূর্ম্মাদিভিশ্চৈব বেদার্থোক্তপ্রবন্ধকৈঃ।
নমোঽন্তমেব জুহুয়াৎ স্বাহাকারং বিবর্জয়েৎ ॥১১৪
অমন্ত্রকং প্রকুর্বীত শূদ্রঃ সর্বমশেষতঃ।
দগ্ধ্বা শরীরং বিধিবদ্ বৈষ্ণবস্য মহাত্মনঃ ॥১১৫
যন্মরণং তদবভৃথমিতি মত্বা বিচক্ষণঃ।
স্নানার্থং পুণ্যসলিলং ব্রজেদ্ভাগবতৈঃ সহ ॥১১৬
অনুলিপ্য ঘৃতং সর্বং গোময়ং বা তিলৈঃ সহ।
দূর্বাগ্রৈরক্ষতৈর্লাজৈঃ স্নানং কুর্বীত মঙ্গলম্ ॥১১
স্বগৃহ্যোক্তবিধানেন তস্য পুত্রাঃ স্বগোত্রজাঃ।
পিণ্ডোদকপ্রদানাদ্যৈঃ সর্বমপ্যৌর্ধ্বদেহিকম্ ॥১১৮

'এষ' এই অনুবাক (বেদের অংশবিশেষ) দুইটি দ্বারা দধি সমন্বিত ঘৃত যোগে যাগ করিবে। সমস্ত বিষ্ণু মন্ত্র দ্বারা পৃথগ্‌ভাবে অষ্টোত্তর শত তিলের দ্বারা আহুতি দিবে। পরে অষ্টাবিংশতিসংখ্যক বা এক শতের চাতুর্থাংশ আহুতি দিবে। বৈকুণ্ঠের পারিষদ্ গণকে এক একটি আহুতি দিয়া তাহাদের যাজন করিবে।১০৭-৮

ব্রহ্মনিষ্ঠ মুনিগণ ইহাকে "ব্রহ্মমেধ" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। মহাভাগবতদিগের ইহাই শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। যিনি কেশবকে সর্বাঙ্গ দান করিয়াছেন, চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মলকান্তি, দ্বিবিধ মঙ্গলযুক্ত শরীরকে বৃথা অর্থাৎ ব্রহ্মমেধ-বিধিব্যতীত অনিয়মে অগ্নিতে দান করিবে না। বিশেষরূপে অন্ত্যাহুতির বিধি অবগত হইয়া তাহা কর্তব্য। হোমীয় দ্রব্য পাওয়া না গেলে যজ্ঞীয় পুষ্পাদির দ্বারা হোম করিবে। বিশিষ্ট একান্ত ভক্ত শূদ্রেরও "স্বাহা" ও বেদমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গলময় যজ্ঞীয় পুষ্পের দ্বারাই আহুতি দান বিধেয়।১০৯-১২

বিনা মন্ত্রে স্নানাদি অভিষেক সম্পন্ন করিয়া কুশ ও তিল আস্তরণ করিবে পরে কেশবাদি ও সঙ্কর্ষণাদি নামের দ্বারা এবং মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতারসমূহের নাম উচ্চারণ করত বেদবিহিত ব্যাপারগুলি অনুষ্ঠানপুর্বক অন্তে "নমঃ" শব্দ যোগ করিয়াই হোম করিবে, তাহাতে "স্বাহা" পদ পরিত্যাগ করিবে।১১৩-১৪

শূদ্র বিনা মন্ত্রেই সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিবে। মহাত্মা বৈষ্ণবের মৃত্যুতে শবদেহের যে যথাবিধি দাহ করা হয়, তাহাই অবভৃথ (যজ্ঞ), বিচক্ষণ ব্যক্তি ইহা চিন্তা করিয়া স্নানের জন্য ভগবদ্‌ভক্তদের সহিত পবিত্র জলাশয়ে গমন করিবে।১১৫-১৬

সর্বাঙ্গ ঘৃত দ্বারা বা গোময়ের দ্বারা লিপ্ত করত তিল, দূর্ব্বা, অক্ষত ও লাজের সহিত স্নান করিবে। ঐ স্নানই মঙ্গলপ্রদ।১১৭

নিজ বেদ ও শাখার গৃহ্যসূত্রোক্ত বিধি অনুসারে মৃতের পুত্রগণ কিংবা স্বগোত্রসম্ভূতগণ পিণ্ড ও জলদানাদি সমস্ত ঊর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করত অনলস হইয়া বৈষ্ণবদের সহিত যথাশাস্ত্র যথাবিধি সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্মবিধি অনুসারে বিশিষ্ট ধর্ম্মবিহিত নারায়ণ-বলি (যাগ) করিবে। উহাতে পূর্বদিনে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ

নির্বর্ত্ত্য বিধিনা ধর্ম্মং সামান্যেনাবশেষতঃ।
বিশিষ্টং পরমং ধর্ম্মং নারায়ণবলিং ততঃ ॥১১৯
প্রকুর্য্যাদ্ বৈষ্ণবৈঃ সার্দ্ধং যথাশাস্ত্রমতন্দ্রিতঃ।
নিমন্ত্রয়েত্তু পূর্বেদ্যুর্ব্রাহ্মণান্ বৈষ্ণবান্ শুভান্ ॥১২০
চতুর্বিংশতিসংখ্যাকান্ মহাভাগবতোত্তমঃ।
কেশবা দীন্ সমুদ্দিশ্য চতুর্বিংশতিবৈষ্ণবান্ ॥১২১
রাত্রৌ নিমন্ত্র্য সম্পূজ্য তৈঃ সার্দ্ধং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রাতরুত্থায় তৈর্গত্বা নদীং পুণ্যজলান্বিতাম্ ॥১২২
ধাত্রীফলানুলিপ্তাঙ্গো নিমজ্জ্য বিমলে জলে।
জপন্ বৈ বৈষ্ণবান্ সূক্তান্ স্নানং
কুর্বীত বৈ দ্বিজঃ ॥১২৩
বৈকুণ্ঠতর্পণং কুর্য্যাৎ কুসুমৈঃ সতিলাক্ষতৈঃ।
গৃহং গত্বাঽর্চয়েদ্দেবং সর্বাবরণসংযুতম্ ॥১২৪
সুগন্ধপুষ্পৈর্বিবিধৈর্গন্ধৈর্ধূপৈশ্চ দীপকৈঃ।
নৈবেদ্যৈর্ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ ফলৈর্নীরাজনৈরপি ॥১২৫
অর্চয়িত্বা বিধানেন মূলমন্ত্রেণ বৈষ্ণবঃ।
পুরতোঽগ্নিং প্রতিষ্ঠাপ্য ইধ্মাধানং সমাচরেৎ ॥১২৬

করিবে। মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ চতুর্বিংশতিসংখ্যক কেশবাদিকে উদ্দেশ্য করিয়া চতুর্বিংশতিসংখ্যক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবে।১১৮-২১

রাত্রিতে নিমন্ত্রণ করিয়া পূজা সমাপনান্তে তাহাদের সহিত জিতেন্দ্রিয় হইয়া রাত্রি যাপনপূর্বক প্রাতঃকালে উঠিয়া তাহাদের সহিত পবিত্রজলা নদীতে গমন করত আমলকীফলের রসের দ্বারা সর্বাঙ্গ অনুলিপ্ত করিয়া ঐ নির্ম্মল জলে বিষ্ণুসূক্ত পড়িতে পড়িতে স্নান করিবে—ইহা ব্রাহ্মণের বিধি।১২২-২৩

পুষ্প ও সতিল অক্ষত দ্বারা বৈকুণ্ঠবাসিদের তর্পণ করত গৃহে গমন করিয়া সমস্ত আবরণ-দেবতা-সংযুক্ত সনাতনদেবকে সুগন্ধ পুষ্প, বিবিধ গন্ধদ্রব্য, ধূপ, দীপমালা, নৈবেদ্য, বিবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য ও নানাবিধ ফলের দ্বারা পূজা করিবে এবং আরাত্রিক দিবে। বৈষ্ণব যথাবিধি পূজা সমাপন করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা সম্মুখে অগ্নি প্রজ্বালিত করত ইধ্মাধান করিবে অর্থাৎ যজ্ঞীয় কাষ্ঠ দান করিবে।১২৪-২৬

চরুং সশর্করাজ্যন্তু জুহুয়াদ্ বহ্নিমণ্ডলে।
প্রত্যৃচং বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈঃ কেশবাদ্যৈশ্চ নামভিঃ ॥১২৭
হুত্বাঽথ বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ পৃথগষ্টোত্তরং শতম্।
গবাজ্যেনৈব জুহুয়াচ্চতুর্ভির্বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥১২৮
বৈকুণ্ঠপার্ষদং হুত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ।
অগ্নেরুত্তরভাগেণ গোময়েনানুলিপ্য চ ॥১২৯
আস্তীর্য্য দর্ভান্ প্রাগগ্রান্ চতুর্বিংশতিসংখ্যয়া।
উদকপ্রাবণিকেনৈব কেশবাদিক্রমেণ তু ॥১৩০
অভ্যর্চ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈস্তত্তন্মন্ত্রৈঃ পৃথক্ পৃথক্।
মধ্বাজ্য-তিলমিশ্রেণ চরুণা পায়সেন বা ॥১৩১
কুশেষু তেষু দদ্যাত্তু পিণ্ডান্ তীর্থং বিধানতঃ।
স্বাহাকারেণ মনসা কেশবাদীন্ ক্রমেণ বৈ ॥১৩২
দত্ত্বা পিণ্ডান্ সমভ্যর্চ্য গন্ধ-পুষ্পাক্ষতোদকৈঃ।
নিত্যমভ্যর্চ্য মুক্তেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যস্তথৈব চ ॥১৩৩
দদ্যাৎ পিণ্ডত্রয়ং চৈব তেষাং দক্ষিণতঃ ক্রমাৎ।
বিষ্ণোর্নুকেতি সূক্তেন উপস্থানজপং তথা ॥১৩৪

চরু ও শর্করাযুক্ত ঘৃত বহ্নিতে আহুতি দিবে। বৈষ্ণবসূক্তের প্রতিমন্ত্রে কেশবাদির নাম উচ্চারণপূর্বক আহুতি দিবে।১২৭

পরে বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা পৃথগ্‌ভাবে গোঘৃতযোগে অষ্টোত্তর শত আহুতি দিবে। পরে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠের পরিষদ্‌গণকে চারিটি আহুতি দিয়া হোমের অবশিষ্ট কর্ম্ম সমাপ্ত করিবে।১২৮

অগ্নির উত্তরদিকে গোময় লেপনপূর্বক পূর্বাগ্র করিয়া চতুর্বিংশতিসংখ্যক কুশ আস্তীর্ণ করত কেশব প্রভৃতি নামের ক্রমানুসারে জলপ্রবণ অর্থাৎ জলযুক্ত গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। তত্তৎ মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই অর্চ্চনা করিবে। পরে মধু, ঘৃত ও তিলমিশ্রিত চরু অথবা পায়স দ্বারা ঐ কুশের উপর তীর্থে পিণ্ডদানের বিধান অনুসারে পিণ্ডদান করিবে। মনে মনে কেশবাদি নামের ক্রমে 'স্বাহা' পদ উচ্চারণ পূর্বক পিণ্ড দান করিয়া গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত ও উদক দ্বারা

প্রদক্ষিণং নমস্কারং কৃত্বা ভক্ত্যাঽথ বৈষ্ণবঃ।
পিণ্ডাংস্তু সলিলে দত্ত্বা স্নাত্বা সংপূজ্য কেশবম্ ॥১৩৫
ব্রহ্মাণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাৎ পাদপ্রক্ষালনাদিভিঃ।
অর্ঘ্যাদ্যৈর্গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈর্বাসোঽলঙ্কার ভূষণৈঃ ॥১৩৬
কেশবাদীন্ সমুদ্দিশ্য নিত্যান্ মুক্তাংশ্চ বৈষ্ণবান্।
সম্পূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা মহাভাগবতোত্তমান্ ॥১৩৭
পায়সং সগুড়ং সাজ্যং শুদ্ধান্নং পানকৈঃ ফলৈঃ।
সম্ভোজ্য বিপ্রানাচান্তান্ প্রণিপত্য বিসর্জয়েৎ ॥১৩৮
হবিষ্যঞ্চ সকৃদ্ভুক্ত্বা ভূমৌ দদ্যাৎ কুশোত্তরে।
অয়ং নারায়ণবলির্মুনিভিঃ সম্প্রকীর্তিতঃ ॥১৩৯
স্বর্গস্থানাঞ্চ সর্বেষাং কর্তব্যো বৈষ্ণবোত্তমৈঃ।
অলাভেষু তু বিপ্রেষু বৈষ্ণবেষ্বপ্যশক্তিতঃ ॥১৪০
সর্বং কৃত্বা বিধানেন জপ-হোমার্চনাদিকম্।
কেশবাদীন্ সমুদ্দিশ্য নিত্যান্ মুক্তাংশ্চ বৈষ্ণবান্ ॥১৪১

একং বা ভোজয়েদ্ বিপ্রং মহাভাগবতোত্তমম্।
শ্রুতি-স্মৃত্যুদিতং ধর্মং বিশিষ্টাদ্যৈর্যমাচরেৎ ॥১৪২
বৈষ্ণবং পরমং ধর্মং মহাভাগবতোত্তমম্।
তস্মিন্ সম্পূজিতে বিপ্রে সর্বং সম্পূজিতং ভবেৎ॥১৪৩
তস্মাদ্ভাগবতশ্রেষ্ঠমেকং বাঽপি সুপূজয়েৎ।
হরিশ্চ দেবতাশ্চৈব পিতরশ্চ মহর্ষয়ঃ ॥১৪৪
তস্মিন্ সম্পূজিতে বিপ্রে তুষ্যন্ত্যেব ন সংশয়ঃ।
অর্চনং মন্ত্রপঠনং ধ্যানং হোমশ্চ বন্দনম্ ॥১৪৫
মন্ত্রার্থচিন্তনং যোগো বৈষ্ণবানাঞ্চ পূজনম্।
প্রসাদতীর্থসেবা চ নবেজ্যাকর্ম উচ্যতে।
পঞ্চসংস্কারসম্পন্নো নবেজ্যাকর্মকারকঃ ॥১৪৬
আকারত্রয়সম্পন্নো মহাভাগবতোত্তমঃ।
শ্রাদ্ধানামপ্যলাভে তু একং নারায়ণং বলিম্ ॥১৪৭

নিত্য মুক্ত বৈষ্ণবদিগকে অর্চ্চনা পূর্বক তাহাদের দক্ষিণদিক্ ক্রমে তিনটি পিণ্ড দান করিবে। এবং "বিষ্ণোর্নু ক" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা উপস্থানজপ করিবে। পরে বৈষ্ণব ভক্তি সহকারে প্রদক্ষিণান্তে নমস্কার করিয়া এবং পিণ্ড জলে দিয়া স্নান করত কেশবকে পূজা করিবে।১২৯-৩৫

পরে পাদপ্রক্ষালনাদি পূর্বক ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। অর্ঘ্য, গন্ধ-পুষ্প প্রভৃতি ও অলঙ্কার-বস্ত্র-বিভূষণাদ দ্বারা কেশব প্রভৃতির উদ্দেশ্যে পূজা করিয়া নিত্যমুক্ত বৈষ্ণবদিগকে পূজা করত যথাবিধি ভক্তি-পূর্বক মহাভাগবতশ্রেষ্ঠদিগকে পায়স, গুড়, ঘৃতযুক্ত পবিত্র অন্ন, পানীয় ও নানাবিধ ফল ভোজন করাইয়া কৃতাচমন ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করত বিসর্জ্জন করিবে। ১৩৬-৩৮।

একবার হবিষ্য ভোজন করিয়া ভূমিতে কুশের উপর বালদান করিবে। ইহাই "নারায়ণ-বলি" নামে মুনিগণ কর্তৃক প্রখ্যাত। যদি বৈষ্ণবব্রাহ্মণ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সামর্থ্য না থাকিলেও স্বর্গস্থিত সমস্ত পিতৃগণের উক্তরূপে পিণ্ডাদি দান বৈষ্ণবদের কর্ত্তব্য। যথাবিধি জপ-হোম পূজা প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া কেশবাদিকে উদ্দেশ্য করিয়া নিত্যমুক্ত বৈষ্ণব-দিগকে অথবা মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। বিশিষ্ট বিদ্বান্‌দিগের কথিত শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বিহিত ধর্ম্ম উক্তরূপে অনুষ্ঠান করিবে।১৩৯-৪২

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবপ্রীতিই পরম ধর্ম্ম। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে সম্যক্ পূজা করা হইলেই সমস্ত জগৎ পূজিত হইয়া থাকে।১৪৩

সুতরাং একজন মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে সম্যক্ পূজা করিবে। সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে সম্যক্ পূজা করা হইলে শ্রীহরি, সমস্ত দেবতা, পিতৃগণ ও মহর্ষিগণ সন্তুষ্ট হন—ইহাতে সংশয় নাই। পূজা, মন্ত্রপাঠ, ধ্যান, হোম, বন্দন, মন্ত্রার্থচিন্তন, যোগ, বৈষ্ণবদের পূজা ও প্রসাদতীর্থ-সেবা অর্থাৎ যে তীর্থসেবায় শ্রীভগবান প্রসন্ন হন এই নয়টীই যাগকর্ম্মরূপে বিহিত আছে। উক্ত নবযাগকারী ব্যক্তিই পঞ্চসংস্কার কর্ম্ম সম্পন্ন হন।১৪৪-৪৬

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদিযুক্ত, শ্রীহরির শঙ্খ-চক্র-গদাদি চিহ্নধারী সুবেশবান্ মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বিধিবিহিত শ্রাদ্ধাদিতে অসমর্থ হইল পরম ভক্তি সহকারে একটি

কুর্বীত পয়য়া ভক্ত্যা বৈকুণ্ঠপদমাপ্নুয়াৎ।
নিত্যঞ্চ প্রতিমাসঞ্চ পিত্রোঃ শ্রাদ্ধং বিধানতঃ ॥১৪৮
সোদকুম্ভং প্রদদ্যাত্তু যাবদিষ্ট্যান্তিকং দ্বিজঃ
প্রত্যব্দং পার্বণশ্রাদ্ধং মাতাপিত্রোর্ম্মৃতেঽহনি ॥১৪৯
অর্চয়িত্বাঽচ্যুতং ভক্ত্যা পশ্চাৎ কুর্য্যাদ্ বিধানতঃ।
বৈষ্ণবানেব বিপ্রাংস্তু সর্বকর্ম্মসু যোজয়েৎ ॥১৫০
সর্বত্রাবৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ পতিতানিব সন্ত্যজেৎ।
শঙ্খ-চক্রবিহীনাস্তু দেবতান্তরপূজকৈঃ ॥
দ্বাদশীবিমুখা বিপ্রাঃ শৈবাশ্চাবৈষ্ণবাঃ স্মৃতাঃ ॥১৫১
অবৈষ্ণবানাং সংসর্গাৎ পূজনাদ্ বন্দনাদপি।
যজনাধ্যাপনাৎ সদ্যো বৈষ্ণবত্বাচ্চ্যুতো ভবেৎ ॥১৫২
শ্রুতি-স্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মং নাতিক্রম্যাচরেৎ সদা।
স্বশাখোক্তবিধানেন বৈকুণ্ঠার্চনপূর্বকম্ ॥১৫৩
কর্তৃত্বফলসঙ্গিত্বে পরিত্যজ সমাচরেৎ।
ধর্ম্মস্য কর্তা ভোক্তা চ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥১৫৪
অধর্ম্মং মনসা বাচা কর্মণাঽপি ত্যজেৎ সদা।
অকৃত্যকরণাদ্ বিপ্রঃ কৃত্যস্যাকরণাদপি ॥১৫৫
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং সদ্যঃ পতনমৃচ্ছতি।
অনিশং মনসা যস্তু পাপমেবাভিচিন্তয়েৎ ॥১৫৬
কল্পকোটিসহস্রাণি নিরয়ং বৈ স গচ্ছতি।
যস্তু বাচা বদেৎ পাপমসত্যকথনাদিকম্ ॥১৫৭
কল্পাযুতসহস্রাণি তির্য্যগ্‌যোনিষু জায়তে।
যস্ত্বঘং কুরুতে নিত্যং চাপল্যাৎ করণাদিভিঃ ॥১৫৮
যুগকোটিসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে ক্রিমিঃ।
দান্তঃ শুচিস্তপস্বী চ সত্য-বাগ্‌বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১৫৯
স সাত্ত্বিকঃ শমযুতঃ সুরযোনিষু জায়তে।
যস্ত্বর্থকামনিরতঃ সদা বিষয়চাপলঃ ॥১৬০

"নারায়ণ বলি" দিলে বৈকুণ্ঠপদপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিত্যই প্রতিমাসে পিতামাতার শ্রাদ্ধ যথাবিধি করিবে। যে পর্য্যন্ত ঐ যাগক্রিয়া সুসম্পন্ন না হয় সেইপর্য্যন্ত শ্রাদ্ধে জলপূর্ণ কুম্ভ দান করিবে। প্রতিবর্ষে পিতা-মাতার মৃততিথিতে পার্বণশ্রাদ্ধ করিবে বর্ত্তমানে এই রীতি নাই।১৪৭-১৪৯

প্রথমে শ্রীবিষ্ণুকে ভক্তিপূর্বক পূজা করিয়া পরে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে। বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণদিগকেই সমস্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে।১৫০

সমস্ত কর্ম্মে অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগকে পতিতের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। শঙ্খ-চক্রাদিচিহ্নশূন্য মুখ্যতঃ অন্য দেবতার পূজক, দ্বাদশীবিমুখ ব্রাহ্মণগণ ও শিবোপাসক-গণকে "অবৈষ্ণব" বলা হয়।১৫১

অবৈষ্ণবদের সংসর্গ, তাহাদের পূজা, বন্দন, ভজন ও অধ্যাপনাদি দ্বারা তৎক্ষণাৎ বৈষ্ণবত্ব হইতে বিচ্যুত হইতে হয়।১৫২

শ্রুত্যুক্ত ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া কোনও কর্ম্ম করিবে না। নিজশাখার বিহিত বিধান অনুসারেই শ্রীবিষ্ণুর পূজাপূর্বক কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগপূর্বক সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। পরমাত্মা সনাতন শ্রীবিষ্ণুই সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্মের কর্ত্তা ও ভোক্তা। মনের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা কিংবা কর্ম্মের দ্বারাও অধর্ম্ম বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম সদা পরিত্যাগ করিবে। অকার্য্য করিলে ও কর্ত্তব্যকর্ম্ম না করিলে এবং ইন্দ্রিয়গণকে নিগৃহীত বা সংযত না করিলে মানব সদ্যঃই ধর্ম্ম হইতে পতিত হয়। যে ব্যক্তি দিবানিশি মনে মনে পাপবিষয় চিন্তা করে, সে সহস্রকোটিকল্পকাল নরকে বাস করে। যে ব্যক্তি বাক্যের দ্বারা অসত্য কথনাদি পাপকার্য্যের আচরণ করে, সে অযুতসহস্রকল্পকাল তির্য্যগ্‌যোনি অর্থাৎ পশুজন্ম গ্রহণ করে। আর যে ব্যক্তি চঞ্চলতা-হেতু ইন্দ্রিয় দ্বারা পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, সে সহস্র-কোটিযুগ বিষ্ঠার কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া অন্তরিন্দ্রিয় অর্থাৎ মন নিগ্রহপূর্ব্বক পবিত্রচিত্তে তপস্যা সহকারে সত্যবাক্ হয়, সেই সাত্ত্বিক ব্যক্তি শমগুণান্বিত বলিয়া দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি অর্থ ও কামে আসক্ত হইয়া সর্বদা বিষয়ানুসন্ধানে চঞ্চলচিত্ত, সেই রাজসিক ব্যক্তি মনুষ্য যোণিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেণ। আর যে ব্যক্তি ক্রোধশীল, সর্বদা অনবহিত, অহঙ্কারী, নাস্তিক অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন, বিপরীতভাষী ও

স রাজসো মনুষ্যেষু ভূয়োভূয়োঽভিজায়তে
ক্রোধী প্রমাদবান্ দৃপ্তো নাস্তিকো বিপরীতবাক্ ॥১৬১
নিদ্রালুস্তামসো যাতি বহুশো মৃগপক্ষিতাম্।
মহাপাপঞ্চাতিপাপং পাতকঞ্চোপপাতকম্ ॥
প্রাসঙ্গিকং নরঃ কৃত্বা নরকান্ যাতি দারুণান্ ॥১৬২
তামিস্রমন্ধতামিস্রং মহারৌরব-রৌরবৌ।
সঙ্ঘাতঃ কালসূত্রঞ্চ পূয়-শোণিত-কর্দমম্।১৬৩
কুম্ভীপাকং লৌহশঙ্কুস্তথা বিণ্মূত্রসাগরঃ।
তপ্তায়সাস্ত্রয়ো ঘোরাস্তপ্তায়সময়ং গৃহম্ ॥১৬৪
শয্যা তপ্তায়সময়ী পানকঞ্চাগ্নিসন্নিভম্।
শূল-মুদ্গরসঙ্ঘাতং কাক-কঙ্কোলদংশিতম্ ॥১৬৫
সিংহ-ব্যাঘ্র-মহানাগ-ভীকরং সম্প্রতাপনম্।
ক্রিমিরাশিমহাজ্বালাং তথা বিণ্মূত্রভোজনম্ ॥১৬৬
অসিপত্রবনং ঘোরং তপাঙ্গারময়ী নদী।
সঞ্জীবনং মহাঘোরমিত্যাদ্যা নরকাঃ স্মৃতাঃ ॥১৬৭

নিদ্রালু—সেই তামসিক ব্যক্তি বহুবার পশু-পক্ষি হইয়া মহাপাতক, অতিপাতক, সামান্যপাতক, ও উপপাতক কর্ম্মসমূহ প্রাসঙ্গিকভাবে অনুষ্ঠান করত দারুণ নরক-গতি লাভকরে।১৫৫-৬২

তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, সঙ্ঘাত, কালসূত্র, পূয ও শোণিতের কর্দ্দম, কুম্ভীপাক, লৌহশঙ্কু, বিষ্ঠা ও মূত্রের সাগর, ভীষণ তিনটি তপ্তায়স নরক, তপ্ত আয়সময় গৃহ, তপ্ত আয়সময়ী শয্যা, অগ্নিতুল্য পানীয়, যে নরকে শূল ও মুদ্গরসমূহ দ্বারা আঘাত দেওয়া হয়, যে নরকে কাক এবং কঙ্কোল প্রভৃতি দংশন করে, সিংহ, ব্যাঘ্র মহাসর্প হইতে যে স্থান সর্বদা ভীত, সম্যক্ সন্তাপময় যে স্থানে ক্রিমিসমূহ দ্বারা মহাজ্বালা ভোগ হয়, বিষ্ঠা ও মূত্র ভোজন, ভীষণ অসিপত্রবন, তপ্ত অঙ্গারময়ী নদী সঞ্জীবন প্রভৃতি মহাভীষণ নরক বলিয়া কথিত হয়। যে ব্যক্তি দুরাচাররত, সে ব্যক্তি ভীষণ মহাপাতক ও উপপাতকজ পাপের দ্বারা আক্রান্ত হেতু এই সকল

মহাপাতকজৈর্ঘোরৈরুপপাতকজৈরপি
ব্রজতীমান্ মহাঘোরান্ দুর্বৃত্তৈরন্বিতশ্চ যঃ ॥১৬৮
প্রায়শ্চিত্তমপৈত্যেনো যদকার্য্যকৃতং মহৎ।
কামতস্তু কৃতং যত্তু মরণাৎ সিদ্ধিমৃচ্ছতি ॥১৬৯
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং বিপ্রস্বর্ণস্য হরণম্।
গুরুদারাভিগমনং তৎসযোগশ্চ পঞ্চমঃ।
সংলাপাৎ স্পর্শনাদ্ বাসাদেকশয্যাসনাশনাৎ ॥১৭০
সৌহার্দাদ্ বীক্ষণাদ্দানাত্তেনৈব সমতাং ব্রজেৎ।
গুর্বাক্ষেপস্ত্রয়ীনিন্দা সুহৃদাং বধ এব চ ॥১৭১
ব্রহ্মহত্যাসমং জ্ঞেয়মধীতস্য চ নাশনম্।
যাগস্থং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং বিশিষ্টং শূদ্রমেব চ ॥১৭২
শরণাগতং স্বামিনঞ্চ পিতরং ভ্রাতরং গুরুম্।
পুত্রং তপস্বিনং শিষ্যং ভার্য্যাং তেষাঞ্চ সর্বতঃ ॥১৭৩
অন্তর্বত্নীং স্ত্রিয়ং গাশ্চ তথাত্রেয়ীং রজস্বলাঃ।
দেবতাপ্রতিমাং সাধ্বীং বালাংশ্চৈব তপস্বিনীম্ ॥১৭৪

মহাভয়ঙ্কর নরকে গমন করে। অকার্য্যজনিত পাপসমূহ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নষ্ট হয়। কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক বা অভিসন্ধিপূর্বক পাপকার্য্য করিলে তাহা মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অপনীত।১৬৫-৬৯।

ব্রহ্মহত্যা, মদ্যপান, ব্রাহ্মণের স্বর্ণহরণ, গুরুপত্নী-গমন ও তাহাদের সংসর্গকরণ—এই পঞ্চবিধ মহাপাপ। পাপীর সহিত সংলাপ, স্পর্শ, একত্রবাস, একশয্যায় শয়ন, এক আসনে উপবেশন, সৌহার্দ্দকরণ, অন্যোন্যদৃষ্টি, এবং দান এইগুলির দ্বারা সংসর্গ হয় এবং তাহা দ্বারা নিষ্পাপ ব্যক্তিও পাপীর তুল্য পাপবান্ হইয়া থাকে। গুরুনিন্দা, বেদাদি শাস্ত্রনিন্দা ও বন্ধুবধ, অধীত বেদাদি শাস্ত্রের নাশ অর্থাৎ ভ্রম এইগুলি ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপজনক জানিবে। যাগকার্য্যে নিযুক্ত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বিশিষ্ট শূদ্র, শরণাগত, প্রভু, পিতা, ভ্রাতা, গুরুজন, পুত্র, তপস্বিব্যক্তি, শিষ্য বা তাহাদের সর্বপ্রকারভার্য্যা, গর্ভবতী স্ত্রী, গরু, ঋতুমতী, রজস্বলা, পতিব্রতা নারী, বালিকা ও তপস্বিনী ইহাদিগকে হত্যা করিলে ও করাইলে এবং

ঘাতয়িত্বা সমাপ্নোতি ব্রহ্মহত্যাং ন সংশয়ঃ ॥১৭৪
জৈহ্ম্যমাত্মস্তবং ক্রূরং নিষিদ্ধানাঞ্চ ভক্ষণম্ ॥১৭৫
রজস্বলামুখাস্বাদঃ পঞ্চযজ্ঞাদিবর্জনম্ ।
অনৃতং কূটসাক্ষী চ মহাযন্ত্রপ্রবর্তনম্ ॥১৭৫
আকর্ষণাদি ষট্কর্ম লাক্ষা-লবণবিক্রয়ঃ ।
পাষাণ্ড-কল্ক-কুহক-বেদবাহ্যবিধিক্রিয়া ॥১৭৭
যক্ষ-রাক্ষস-ভূতানামর্চনং বন্দনং তথা ।
বক্ত্রে ণৈবাম্বুপানঞ্চ সুরাপ-স্ত্রীনিষেবণম্ ॥১৭৮
গবাং নিষ্পীড়নং ক্ষীরং তাম্রস্থং গব্যমেব চ ।
পাত্রান্তরগতং যত্তু নারিকেলফলাম্বু চ ॥১৭৯
তাল-হিন্তাল-মাধূকফলানাং রসমেব চ ।
খরোষ্ট্র-মানুষীক্ষীরং সুরাপানসমানি বৈ ॥১৮০
মানকূটং তুলাকূটং নিক্ষেপহরণানি চ ।
ভূ-রত্ন-নারীহরণং রসান্নস্তেয়মেব চ॥১৮১
গুড়-কার্পাস-লবণ-তিলকান্ সামিষাম্বু চ ।
কুপ্য-বস্ত্রে চ হৃত্বা চ লোহানাং হরণং তথা ॥১৮২
বিষাগ্নিদাহনং চৈব স্বর্ণস্তেয়সম্মিতম্ ।
সখী ভার্য্যা কুমারী চ সগোত্রা শরণাগতা ॥১৮৩
সাধ্বী প্রব্রজিতা রাজ্ঞী নিক্ষিপ্তা চ রজস্বলা ।
বর্ণোত্তমা তথা শিষ্যা ভার্যা ভ্রাতৃ-পিতৃব্যয়োঃ ॥১৮৪
মাতামহী পিতামহী পিতুর্মাতুশ্চ সোদরাঃ ।
অন্যা ভ্রাতৃব্যদুহিতা মাতুলানী পিতৃষ্বসা ॥১৮৫
জননী ভগিনী ধাত্রী দুহিতাচার্য্যভামিনী ।
স্নুষাচার্য্যসুতা চৈব তৎপত্নী সুমহাতপাঃ ॥১৮৬
মাতুঃ সপত্নী সার্বভৌমী দীক্ষিতা চৈব ভামিনী ।
কপিলা মহিষী ধেনুর্দেবতাপ্রতিমা তথা ॥১৮৭
আসামন্যতমাং গচ্ছেদ্ গুরুতল্পগ উচ্যতে ।
মহাপাতকিনামত্র তৎসংযোগিন এব চ ॥১৮৮

দেবতার প্রতিমা ভঙ্গ করিলে ও করাইলে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইবে—সন্দেহ নাই ।১৭০-৭৪

কুটিলতা, নিজের প্রশংসা, ক্রূরতা, নিষিদ্ধ বস্তুর ভক্ষণ, রজস্বলা নারীর মুখচুম্বন, পঞ্চমহাযজ্ঞের পরিত্যাগ, মিথ্যা ভাষণ, মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান, মহাযন্ত্রের প্রবর্তন, আকর্ষণাদি তন্ত্রোক্ত ষট্কর্ম্ম, লাক্ষা (গালা) ও লবণাদির বিক্রয়, পাষণ্ডোচিত পাপাচরণ, কুহক (ইন্দ্রজাল) কর্ম্মের অনুষ্ঠান, বেদবহির্ভূত নিষিদ্ধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, যক্ষ-রাক্ষস ও ভূতপ্রেতের পূজা এবং বন্দনাদি, মুখের দ্বারা অর্থাৎ উপুড় হইয়া জলপান, মদ্যপায়ীর স্ত্রীসম্ভোগ, গরুকে প্রহারাদি ক্লেশদান, তাম্রপাত্রস্থিত গোদুগ্ধ বা দধি-ঘৃতাদি পান, নারিকেল ফলের গর্ভস্থিত জলকে পাত্রান্তর করিয়া পান, তাল, হিন্তাল বা মধুকফলের রসপান, এবং গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও মানুষীর দুগ্ধ পান (ঔষধাতিরিক্ত) সুরাপানতুল্য ।১৭৫-৮০

কূট (মিথ্যা) পরিমিত ভ্রব ও ন্যূন ওজনের বাটখারা ব্যবহার, ন্যস্ত ধন, ভূমি, নারী ও রত্ন, রস, অন্ন, গুড়, কার্পাস, লবণ, তিল, ধন, কুপ্য—স্বর্ণ ও রজত ব্যতীত অন্যবিধ ধাতু, বস্ত্র, লৌহের অপহরণ, সামিষ জলপান বিষ ও অগ্নিতে দাহকরণ, এগুলি স্বর্ণস্তেয় জন্য পাপের তুল্য । ভার্য্যার সখী, কুমারী, সমানগোত্রা, রজস্বলা, বর্ণশ্রেষ্ঠা, শিষ্যা, ভ্রাতার বা পিতৃব্যের ভার্য্যা, মাতামহী, পিতামহী, পিতৃষ্বসা, মাতৃষ্বসা, অন্য মাতুলকন্যা, মাতুলানী, জননী (বিমাতা), ভগিনী, ধাত্রী (প্রতিপালিকা মাতা) কন্যা, আচর্য্যের স্ত্রী, পুত্রবধূ, আচার্য্যকন্যা, আচার্য্যপত্নী, কঠোর তপস্বিনী, মায়ের সপত্নী (সতিন), সার্বভৌম রাজার পত্নী, দীক্ষিতা স্ত্রী, কপিলা ধেনু, মহিষী, দেবতার প্রতিমা—ইহাদের যে অভিগমন করে, তাহাকে গুরুতল্পগামী বলা হইয়াছে ।১৮১-৮৮

মহাপাতকীদের অথবা তাহার সংসর্গকারিদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই । উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া বা অগ্নিপ্রবিষ্ট হইয়া মৃত্যুই তাহার প্রায়শ্চিত্ত ।১৮৯

হীনবর্ণাস্ত্রী গমন, ভ্রূণহত্যা, স্বামির হিংসা এগুলি স্ত্রী ও পুরুষের বিশেষ পাতিত্যজনক পাপ । স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্য বা ক্ষত্রিয়ের হত্যা, গোবধ, বালকবধ, ফল-পুষ্প সমন্বিত বৃক্ষের ছেদন, ঔষধবৃক্ষের হিংসা, বাপী, কূপ ও

প্রায়শ্চিত্তং নাস্তি তেষাং ভৃগ্বগ্নিপতনং স্মৃতম্ ॥১৮৯
হীনবর্ণাভিগমনং গর্ভঘ্নং ভর্তৃহিংসনম্।
বিশেষপতনীয়ানি স্ত্রীণাং পুংসাঞ্চ যানি তু।
স্ত্রী-শূদ্র-বিট্-ক্ষত্রবধো গোবালহননং তথা ॥১৯০
ফল-পুষ্প-দ্রুমাণাং হি চোষধীনাঞ্চ হিংসনম্।
বাপী-কূপ-তড়াগানাং ধ্বংসনং গ্রামঘাতকম্ ॥১৯১
অভিচারাদিকং কর্ম্ম শস্যধ্বংসনমেব চ।
উদ্যানারামহননং প্রপাবিধ্বংসনং তথা ॥১৯২
মাতাপিতৃ-সুতত্যাগো দারত্যাগস্তথৈব চ।
স্বাধ্যায়াগ্নি-গুরুত্যাগস্তথা ধর্ম্মস্য বিক্রয়ঃ ॥১৯৩
কন্যায়া বিক্রয়শ্চৈব স্বাধ্যায়-মন্ত্রবিক্রয়ঃ।
পরস্ত্রীগমনঞ্চৈব পরদ্রব্যাপহারণম্ ॥১৯৪
তথা পুংসোঽভিগমনং পশূনাং গমনং তথা।
বৃষ-ক্ষুদ্রপশূনাঞ্চ পুংস্ত্ববিধ্বংসনং তথা ॥১৯৫
কন্যায়া দূষণঞ্চৈব গবাং যোনিনিপীড়নম্।
মানুষাণাং পশূনাঞ্চ নাসাদ্যঙ্গবিভেদনম্।
গ্রামান্ত্যজস্ত্রীগমনং বিজ্ঞেয়মনুপাতকম্ ॥১৯৬
নিত্য-নৈমিত্তিকশ্রাদ্ধবর্জনং পশুহিংসনম্ ॥১৯৭
মৃগ-পক্ষি-মহাসর্প-যাদসাং হননক্রিয়া।
সাধারণস্ত্রীগমনং পত্ন্যস্যে মৈথুনং তথা ॥১৯৮
পারবিত্তং পারদার্য্যং নিন্দিতার্থোপজীবনম্।
তথৈবানাশ্রমে বাসো দেবদ্রব্যোপজীবনম্ ॥১৯৯
পয়ো-দধি-তিলানাঞ্চ বিক্রয়ং লবণক্রয়ম্।
শাক-মূল-ফলস্তেয়মতিবৃদ্ধ্যুপজীবনম্ ॥২০০
নিমন্ত্রিতাতিক্রমণং দুষ্প্রতিগ্রহমেব চ।
ঋণানামপ্রদানত্বং সন্ধ্যাকালাতিবর্তনম্ ॥২০১
বৃথৈবাত্মপরিত্যাগঃ সংগ্রামেষু পলায়িতা।
দুর্ভোজনং দুরালাপং স্বধর্ম্মস্য চ কীর্তনম্ ॥২০২
পরেষাং দোষবচনং পরদারনিরীক্ষণম্।
নাস্তিক্যং ব্রতলোপশ্চ স্বাশ্রমাচারবর্জনম্ ॥২০৩
অসচ্ছাস্ত্রাভিগমনং ব্যসনাস্যাত্মবিক্রয়ঃ।
ব্রাত্যতাত্মার্থবচনমেকৈকমুপপাতকম্ ॥২০৪

তড়াগের বিনাশ, গ্রামনাশ, অভিচার-কর্ম্মের অনুষ্ঠান, ধান্যাদি শস্যের বিনাশ, উদ্যান ও উপবনের বিনাশসাধন, পানীয়শালা বিধ্বংসীকরণ, মাতা, পিতা বা পুত্র-ত্যাগ, স্ত্রীপরিত্যাগ, স্বাধ্যায় (জপ বা বেদপাঠ) পরিত্যাগ, গৃহীত অগ্নির পরিত্যাগ, গুরুত্যাগ, ধর্ম্মের বিক্রয়, কন্যাবিক্রয়, স্বাধ্যায় ও মন্ত্রবিক্রয়, পরস্ত্রীগমন, পরদ্রব্যের অপহরণ. পুংমৈথুন, পশুমৈথুন, বৃষের বা ছোট ছোট পশুদের পুংস্ত্বের (অণ্ডকোষের) ছেদন, কন্যাদূষণ (অপবাদাদি), গরুর যোনির নিপীড়ন, মানুষের বা পশুর নাসিকাদি অঙ্গভেদ, গ্রামের অন্ত্যজস্ত্রীগমন—এগুলি অনুপাতক বলিয়া গণ্য।১৯০-৯৬

নিত্য ও নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধের পরিত্যাগ, পশুর হিংসা, মৃগ, পক্ষী, মহাসর্প ও জল জন্তুদের হত্যা, সাধারণ স্ত্রী-গমন, পত্নীর যোনিভিন্ন অন্য স্থানে (মুখাদিতে) মৈথুন, পরবিত্তে ও পরদারে আসক্তি, নিন্দিত অর্থের দ্বারা জীবিকানির্বাহ, অনাশ্রম অবস্থায় থাকা, দেবতার দ্রব্য দ্বারা জীবিকানির্বাহ, দুগ্ধ-দধি ও তিল প্রভৃতির বিক্রয়, লবণ বিক্রয়, শাক-মূল ও ফলের অপহরণ, ক্রূরকর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্বাহ, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহার উল্লঙ্ঘন, অত্যন্ত অসৎপ্রতিগ্রহ, ঋণের পরিশোধ না করা, সন্ধ্যোপাসনার কাল অতিবাহিত করা, নিজের সঙ্কটময় কার্য্যে বৃথা আসক্তি, সংগ্রামে পলায়ন, অসদ্‌বস্তু ভোজন, অসৎ আলাপ, নিজের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মকর্ম্মের উদ্‌ঘোষণ, অন্যের দোষকীর্ত্তন, পরের স্ত্রীকে অসৎ অভিপ্রায়ে নিরীক্ষণ, নাস্তিকতা, গৃহীত ব্রতের লোপ, স্বাশ্রমবিহিত কার্য্যের পরিত্যাগ, অসৎ শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ, ব্যসনাসক্তি, আত্ম-বিক্রয়, ব্রাত্যতা ও নিজের আত্মপ্রশংসা—ইহাদের এক একটিই উপপাতক।১৯৭-২০৪

জ্বালানী কাষ্ঠের জন্য বৃক্ষচ্ছেদন, ক্রিমিকীটাদি হিংসা, ভাবদুষ্ট, কালদুষ্ট ও ক্রিয়াদুষ্ট বস্তুর ভক্ষণ, মৃত্তিকা, চর্ম্ম, তৃণ, কাষ্ঠ ও জলের অপহরণ, অত্যধিক ভোজন, মিথ্যা বিষয়ে চঞ্চলতা, দিবানিদ্রা, অসৎ সংলাপ, অসৎ বাক্যপ্রয়োগ, পরকীয় অন্নভোজন, দিবামৈথুন, রজস্বলা, প্রসবিনী নারী, ও পরস্ত্রীকে দর্শন,

ইন্ধনার্থং দ্রুমচ্ছেদঃ ক্রিমি-কীটাদিহিংসনম্ ।
ভাবদুষ্টং কালদুষ্টং ক্রিয়াদুষ্টঞ্চ ভক্ষণম্ ॥২০৫
মৃচ্চর্ম্ম-তৃণ-কাষ্ঠাম্বুস্তেয়মত্যশনং তথা ।
অনৃতং বিষয়চাপল্যং দিবাস্বপ্নমসৎকথা ॥২০৬
তচ্ছ্রাবণং পরান্নঞ্চ দিবামৈথুনমেব চ ।
রজস্বলাসূতিকাঞ্চ পরস্ত্রীমভিদর্শনম্ ॥২০৭
উপবাসদিনে শ্রাদ্ধে দিবা পর্বণি মৈথুনম্ ।
শূদ্রপ্রেষ্যং হীনসখ্যমুচ্ছিষ্টস্পর্শনাদিকম্ ॥২০৮
স্ত্রীভির্হাস্য-কাম-জল্প-মুক্তকেশ্যাদিবীক্ষণম্ ।
মহাপাপং পাতকঞ্চ অনুপাতকমেব চ ॥২০৯
উপপাপং প্রকীর্ণঞ্চ পঞ্চধা তত্র কীর্তিতম্ ।
মহাপাতকতুল্যানি পাপান্যুক্তানি যানি তু ॥২১০
তানি পাতকসংজ্ঞানি তন্ন্যূনমনুপাতকম্ ।
উপপাপং ততো ন্যূনং ততো হীনং প্রকীর্ণকম্ ॥২১১
সংসর্গস্তু তথা তেষাং প্রসঙ্গাৎ সম্প্রকীর্তিতম্ ।
ক্রমেণ বক্ষ্যতে তেষাং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে ॥২১২
যো যেন সংবসেৎ তেষাং তস্যৈব ব্রতমাচরেৎ ।
সংসর্গিণস্তু সংসর্গস্তৎসংসর্গস্তথৈব চ ॥২১৩
চতুর্থস্য ন দোষস্তু পতত্যেষু যথাক্রমম্ ।
প্রকীর্ণকাদিদোষাণাং প্রাসঙ্গিকমবিদ্যতে ॥২১৪
স্বল্পত্বাৎ পাতনাভাবাত্তৎসংসর্গান্ন দুষ্যতি ।
স্নানাচ্চ শুদ্ধির্দোষস্য সংসর্গাৎ পতিতং বিনা ॥২১৫
সাবিত্র্যা বাঽপি শুধ্যেত কর্তুরেব ব্রতক্রিয়া ।
কৃতে পাপে যস্য পুংসঃ পশ্চাত্তাপোঽনুজায়তে ॥২১৬
প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈব কর্তব্যং নেতরস্য তু ।
জাতানুতাপস্য ভবেৎ প্রায়শ্চিত্তং যথোদিতম্ ॥২১৭
নানুতাপস্য পুংসস্তু প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ।
নাশ্বমেধফলেনাপি নানুতাপী বিশুধ্যতে ॥২১৮

উপবাস দিনে ও শ্রাদ্ধদিনে, দিবাতে এবং পর্বকালে মৈথুন, শূদ্রের ভৃত্যোচিত কর্ম্ম করা, হীনব্যক্তিদের সহিত মিত্রতা, উচ্ছিষ্টের স্পর্শন, স্ত্রীলোকের সহিত হাস্য-রসালাপ ও স্বেচ্ছায় তাহাদের সহিত গল্প করা, মুক্তকেশী স্ত্রীলোক-দর্শন ইত্যাদি যে সমস্ত দোষ, তাহা প্রকীর্ণপাতক বলিয়া কথিত—জানিবে ।২০৫-৯

মহাপাতক, (সাধারণ) পাতক, অনুপাতক, উপপাতক ও প্রকীর্ণ পাতক এই পঞ্চবিধ পাতক। মহাপাতকতুল্য যে সমস্ত পাপ কথিত হইয়াছে, তাহাই পাতক নামে অভিহিত। তদপেক্ষা ন্যূন পাপসমূহকে অনুপাতক বলা হয়। তদপেক্ষাও ন্যূন পাপগুলি উপপাতক নামে কীর্ত্তিত। তদপেক্ষা লঘুতর পাপগুলিকে প্রকীর্ণ পাপ নামে বলা হয়। পাপীদের সংসর্গে কি জাতীয় পাপ হয়, তাহাও প্রসঙ্গ ক্রমে বলা হইয়াছে। তাহাদের বিশুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধি বলা হইতেছে। ২১০-১২

যে পাপীর সঙ্গে একত্র বাস করে, তাহারও ঐ পাপবান্ ব্যক্তির ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্তক ব্রতাদি আচরণ করিতে হইবে। যে পাপীর সংসর্গ করে, সেই সংসর্গীও পাপী, তাহার সংসর্গও পাপের হেতু। সুতরাং তাহারও সংসর্গ পরিত্যাজ্য কারণ তাহাও পাপজনক। তবে চতুর্থসংসর্গে পাপ জন্মে না যেহেতু তাহা পাপহেতু নহে—উহা নির্দোষ। পাপাচারী ও তৎসংসর্গকারী ১ম, ২য় ও ৩য়সংসর্গ পর্য্যন্ত যথাক্রমে পতিত হইবে। প্রকীর্ণপাপের অনুষ্ঠাতার সংসর্গে পাতিত্য দোষ হয় না ।২১৩-১৪

প্রকীর্ণপাপ স্বল্পদোষজনক এবং তাহাতে পাতিত্য জন্মে না বলিয়া ঐ পাপের সংসর্গ দোষহেতু নহে। উহা স্বল্প দোষজনক বলিয়া উহার সংসর্গে স্নান দ্বারাই শুদ্ধি হইবে। কিন্তু পতিতের সংসর্গজনিত দোষের শুদ্ধি স্নানের দ্বারা হয় না ।২১৫

পতিত সংসর্গজন্য পাপের শুদ্ধি সাবিত্রী (গায়ত্রী) জপের দ্বারা হয়। কিন্তু পাপাচারী স্বয়ং যথাবিধি চান্দ্রায়ণাদি ব্রতাচরণ করিবে। পাপকর্ত্তারই ব্রতাচরণ বিধেয়, অন্যের নহে। পাপকার্য্য আচরণ করিবার পর যে ব্যক্তির অনুতাপ হয়, তাহাকেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অনুতাপব্যতীত প্রায়শ্চিত্ত শুদ্ধিজনক হয় না।

তস্মাজ্জাতানুতাপস্য প্রায়শ্চিত্তং বিশুধ্যতে।
চরেদকামতঃ কৃত্বা পতনীয়ং মহৎ পুমান্ ॥২১৯
ন কামতশ্চরেদ্ধর্ম্মং ভৃগ্বগ্নিপতনং বিনা।
যঃ কামতো মহাপাপং নরঃ কুর্য্যাৎ কথঞ্চন ॥২২০
ন তস্য শুদ্ধির্নিদিষ্টা ভৃগ্বগ্নিপতনং বিনা।
ইত্যুক্তং ব্রহ্মণা পূর্বং মনুনা চ মহর্ষিভিঃ ॥২২১
পাতকেষু সর্বত্র কামতো দ্বিগুণং ব্রতম্।
কামতঃ পতনীয়েষু মরণাচ্ছুদ্ধিমৃচ্ছতি ॥২২২
হয়মেধায় ন শুদ্ধিঃ সার্বভৌমস্য ভূপতেঃ।
কামতস্ত্বনুপাপেষু লোকেন ব্যবহার্য্যতা ॥২২৩
মহৎসু চাতিপাপেষু প্রদীপ্তজ্বলনং বিশেৎ।
প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদকামকৃতং ভবেৎ ॥২২৪
কামতো ব্যবহারস্তু বচনাদিহ জায়তে।
ইতি যোগেশ্বরেণোক্তমুপপাপেষু তত্র তৎ ॥২২৫
তস্মাদকামতঃ পাপং প্রায়শ্চিত্তেন শুধ্যতি।
তেষাং ক্রমেণ বক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে ॥২২৬
শিরঃ-কপাল-ধ্বজবান্ ভিক্ষাশী কর্ম বেদয়ন্।
ব্রহ্মা দ্বাদশাব্দানি পুণ্যতীর্থে সমাবিশেৎ ॥২২৭
প্রয়াগে সেতুবন্ধাদিপুণ্যক্ষেত্রেষু পাপকৃৎ।
তত্র বর্ষাদি বিজ্ঞাপ্য স্ব-স্বকল্পমশেষতঃ ॥২২৮
তত্রস্থৈর্ব্রাহ্মণৈরেবানুজ্ঞাতো ব্রতমাচরেৎ।
চত্বারো ব্রাহ্মণাঃ শিষ্টাঃ পর্ষদিত্যভিধীয়তে ॥২২৯
তৈরুক্তমাচরেদ্ধর্ম্মমেকো বাহধ্যাত্মবিত্তমঃ।
জটী বল্কলবাসাশ্চ বহিরেব সমাবিশন্ ॥২৩০

অনুতপ্ত ব্যক্তিরই যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কথিত হইয়াছে। অনুতপ্ত না হইলে সে ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয় নাই, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। অনুতাপ না জন্মিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভের দ্বারাও তাহার শুদ্ধি হয় না। সেইজন্য যাহার হৃদয়ে অনুতাপ জাগে, তাহারই প্রায়শ্চিত্ত দারা শুদ্ধি হয়। অনিচ্ছায় পাতিত্যের যোগ্য মহাপাপ আচরণ করিলে যথোক্ত ব্রতাচরণ দ্বারাই শুদ্ধি হয়। স্বেচ্ছায় পাতিত্যযোগ্য মহাপাপাদি আচরণ করিলে তাহার শুদ্ধির জন্য ধর্ম্মাচরণ নির্দ্দিষ্ট নাই। উচ্চস্থান হইতে পতন ও অগ্নিপ্রবেশাদি বিনা তাহার অন্য শুদ্ধি নাই। যে ব্যক্তি ইচ্ছানুসারে একবার, দুইবার বা ততোধিকবার কোনও মহাপাপের কার্য্য করে, তাহার শুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত নির্দিষ্ট হয় নাই। তাহার শুদ্ধির জন্য ভৃগুপতন অর্থাৎ পর্বতের অত্যুচ্চস্থান হইতে লম্ফপ্রদান, অগ্নিপ্রবেশ ও প্রায়োপবেশনাদিই বিহিত। পূর্বে ব্রহ্মা, মহর্ষি মনু ও অন্যান্য মহর্ষিগণ এইরূপ ব্যবস্থারই বিধান দিয়াছেন। স্বেচ্ছাকৃত সমস্ত পাপাচরণের বিষয়েই দ্বিগুণ ব্রতাদির অনুষ্ঠান বিধেয়। পাতিত্যযোগ্যপাপ স্বেচ্ছায় আচরণ করিলে মৃত্যু দ্বারাও শুদ্ধি হইবে।২১৬-২২

সার্বভৌম রাজার (সম্রাটের) স্বেচ্ছাকৃত অনুপাতকাদি আচরণের দ্বারা যে পাপ হয়, তাহা অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা শুদ্ধি হয়। কিন্তু তিনি লোকে ব্যবহারযোগ্যতা লাভ করিবেন না—অব্যবহার্য্যই থাকিবেন। মহাপাপ বা অতিপাপ করিলে প্রদীপ্ত বহ্নিমধ্যেই প্রবেশ করিবে। অনিচ্ছাকৃত অনুষ্ঠিত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ক্ষয় হয়। স্বেচ্ছায় পাপাচরণ করিলে প্রায়শ্চিত্তের পর যে ব্যবহার্য্যতার উল্লেখ আছে—তাহা বাচনিক, ইহা যোগেশ্বর কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ঐ বিধি উপপাতক সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। স্বেচ্ছানুষ্ঠানকারী মহাপাপাচারীর শুদ্ধির ব্যবস্থা নাই।২২৩-২৫

সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অনিচ্ছাকৃত পাপেরই ক্ষয় হয়, তাদৃশ পাপানুষ্ঠানকারীই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ হয়। তাহাদের শুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত-বিধি যথাক্রমে বলা হইতেছে। মস্তকে ও কপালে পতাকাধারী এবং ভিক্ষাভোজী হইয়া স্বীয় পাপকর্ম্ম সকলকে ঘোষণা করিতে করিতে ব্রহ্মহত্যাকারী দ্বাদশবর্ষ পুণ্যতীর্থে বাস করিবে। প্রয়াগে বা সেতুবন্ধ প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্রে পাপকারী ব্যক্তি সেই সেই স্থানের ব্রাহ্মণাদির অনুমতি নিয়া স্বীয় পাপযোগ্য কাল সম্পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া যথাবিধি কৃচ্ছ্রাদি ব্রত আচরণ করিবে। চারিজন শিষ্ট ব্রাহ্মণ-সমষ্টিই "পর্ষদ্" নামে অভিহিত।২২৮-২৯

স্নানং ত্রিষবণং কুর্বন্ ক্ষিতিশায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
একভুক্তেন নক্তেন ফলৈরনশনেন চ ॥২৩১
সমাপয়েৎ কর্মফলং যথাকালং যথাবলম্।
রামমিন্দীবরশ্যামং পৌলস্ত্যঘ্নমকল্মষম্ ॥২৩২
ধ্যাত্বা ষড়ক্ষরং মন্ত্রং নিত্যং তাবদহর্নিশম্।
এবং দ্বাদশবর্ষাণি পুণ্যতীর্থে সমাচরন্ ॥২৩৩
মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়াস্তপসা বীতকল্মষঃ।
চরিতব্রত আয়াতে যবসং গোষু দাপয়েৎ ॥২৩৪
তৈস্তস্য চ সুসংস্কারাঃ কর্তব্যা বান্ধবৈর্জনৈঃ।
বিপ্রমুখ্যায় গাং দত্ত্বা ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ ॥২৩৫
প্রারব্ধব্রতমধ্যে তু যদি পঞ্চত্বমাপ্নুয়াৎ।
বিশুদ্ধিস্তস্য বিজ্ঞেয়া শুভাং গতিমবাপ্নুয়াৎ ॥২৩৬
অসংস্কৃতস্তু গোষু স্যাৎ পুনরেব ব্রতং চরেৎ।
অশক্তস্তু ব্রতে দদ্যাদ্ গোসহস্রং দ্বিজন্মনাম্ ॥২৩৭
পাত্রে ধনং বা পর্য্যাপ্তং দত্ত্বা শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
ব্রহ্মহত্যাসমেষ্বেবং কামতো ব্রতমাচরেৎ ॥২৩৮
অকামতশ্চরেদর্দ্ধং পাপং মনসি চোচ্যতে।
আজ্ঞাপয়িতাঽনুমন্তাঽনুগ্রাহকস্তথৈব চ ॥২৩৯
উপেক্ষিতাঽশক্তিমাংশ্চেৎ পাদোনং ব্রতমাচরেৎ।
কামতস্তু চরেৎ পূর্ণং তত্রাপি দ্বিগুণং গুরৌ ॥২৪০
অন্তর্বত্ন্যাং তথাত্রেয্যাং তথৈব ব্রতমাচরেৎ।
আচার্য্যে চ বনস্থে চ মাতাপিত্রোর্গুরৌ তথা ॥২৪১
তপস্বিনি ব্রহ্মবিদি দ্বিগুণং ব্রতমাচরেৎ
যাবৎ স্বক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং বিশিষ্টং শূদ্রমেব চ ॥২৪২

তাঁহাদের উপদেশ অনুসারেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। অথবা জটাধারী বল্কলপরিধায়ী ভবনের বাহিরে (আশ্রমাদিতে) বাসকারী একজন আধ্যাত্মতত্ত্ববিদ যে উপদেশ দিবেন, তাহাই অনুষ্ঠেয়।৩০

তাঁহাদের উপদেশানুযায়ী ত্রিষবণস্নান করত ভূমিশায়ী হইয়া জিতেন্দ্রিয়ভাবে অবস্থানপূর্বক একাহারী, নক্তব্রতী, ফলভোজী কিংবা অনাহারী হইয়া যথাশক্তি ভোগের দ্বারা যথাকালে কর্ম্মফল সমাপন করিবে। তৎসহ ষড়ক্ষর রামমন্ত্র দিবানিশি নিত্যই জপ করিবে ও ইন্দীবরের ন্যায় শ্যামবর্ণ রাবণবংশনাশক অপাপবিদ্ধ শ্রীরামচন্দ্রকে ধ্যান করিবে। এইরূপে দ্বাদশবৎসর পুণ্যতীর্থে বাস করিয়া তত্তৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তপস্যা দ্বারা বিগতপাপ হইয়া ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ব্রতানুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে গরুকে গ্রাস (ঘাস) দান করিবে।২৩১-৩৪

তারপর বান্ধবগণ তাহার (গরুর) গাত্রমার্জ্জনাদি সংস্কার করিবে। পরে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে সেই গো দান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে।২৩৫

ব্রত আরম্ভ করিয়া মধ্যে যদি ব্রতী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই বিগত পাপ হইয়া বিশুদ্ধ হইবে, এবং তাহাতেই তাহার শুভগতি লাভ হইবে। যদি গরু গ্রাসগ্রহণ না করে বা অন্য কারণে গরু যথাবিধি সংকৃত না হয়, তবে পাপক্ষয় হয় নাই জানিয়া পুনরায় আদি হইতে ঐ ব্রত আচরণ করিবে। কিংবা তাদৃশ ব্রতাচরণে অসমর্থ হইলে সহস্র গো ব্রাহ্মণকে দান করিবে। অথবা সৎপাত্রে প্রভূত ধনদান করিলেও বিগতপাপ হইয়া শুদ্ধ হইবে। স্বেচ্ছায় ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপাচরণ করিলেও এতাদৃশ ব্রতানুষ্ঠানের বিধি আছে।২৩৬-৩৮

অনিচ্ছায় তাদৃশ পাপ অনুষ্ঠিত হইলেই প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ঐ পাপ মানস বলিয়া জানিবে। পাপকর্ম্মের আদেশদাতা, অনুমোদনকারী, সাহায্যকারী ও অনাসক্ত দর্শক সকলেই পাপভাগী। তাহারা তাদৃশ ব্রতাচরণে অসমর্থ হইলে একচতুর্থাংশ ন্যূন করিয়া ঐ ব্রত আচরণ করিবে। স্বেচ্ছায় পাপাচরণ করিলে সম্পূর্ণ ব্রত আচরণ করিতে হইবে। ইহাতেও গুরুপাপে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত জানিবে।২৩৯-৪০

গর্ভবতী বা রজস্বলা বিষয়েও তাদৃশ ব্রতাচরণের বিধি। আচার্য্য, বনবাসী, মাতা, পিতা, গুরু, তপস্বী বা ব্রহ্মবিদের হত্যায় দ্বিগুণভাবে তাদৃশ ব্রতের অনুষ্ঠান

কপিলাং গর্ভিণীং গাঞ্চ হত্বা পূর্ণব্রতং চরেৎ।
অকামতস্তু তেষর্ধং মুনিভিঃ সম্প্রকীর্তিতম্ ॥২৪৩
বিধেঃ প্রাথমিকাদস্মাদ্ দ্বিতীয়ে দ্বিগুণং চরেৎ।
তৃতীয়ে ত্রিগুণং প্রোক্তং চতুর্থে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥২৪৪
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ শৌচবৎ সাধনং চরেৎ।
প্রায়শ্চিত্তান্তরং মধ্যে কেচিদিচ্ছন্তি সূরয়ঃ ॥২৪৫
গো-ব্রাহ্মণপরিত্রাণমশ্বমেধাবভৃথং তথা।
ইয়ং বিশুদ্ধিরুদিতা প্রহৃত্যা কামতো দ্বিজান্ ॥২৪৬
অগ্নিপ্রপতনং কেচিদিচ্ছন্তি মুনিসত্তমাঃ।
লোমভ্যঃ স্বাহেত্যাদি মন্ত্রৈর্হুত্বা পৃথক্ পৃথক্ ॥২৪৭
অবাক্শিরাঃ প্রবিশ্যাগ্নৌ দগ্ধঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ।
অকামতঃ সুরাং পীত্বা মদ্যং বাঽপি দ্বিজোত্তমঃ ॥২৪৮
পূর্ববদ্ দ্বাদশাব্দানি চরেদ্ ব্রতমচিহ্নিতম্।
জপিত্বা দশসাহস্রং ত্রিসন্ধ্যাসু নিরন্তরম্ ॥২৪৯
দ্বাদশাব্দং মনুং জপ্ত্বা ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ।
যানি কানি চ পাপানি সুরাপানসমানি তু ॥২৫০
অকামতশ্চরেদর্ধং কামতঃ পূর্ণমাচরেৎ।
সর্বত্র পাতনীয়েষু চরিত্বা ব্রতমুক্তবৎ ॥২৫১
পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়শ্চৈব দ্বিজাতয়ঃ।
অজ্ঞানাত্তু সুরাং পীত্বা রেতোবিণ্মূত্রমেব চ ॥২৫২
মানুষীক্ষীরপানেন পুনঃ সংস্কারমর্হতি।
ইত্যুক্তং মনুনা পূর্বমন্যৈশ্চাপি মহর্ষিভিঃ ॥২৫৩
করঞ্জং লশুনং শিগ্রু মূলকং গ্রামশূকরম্।
ছত্রাকং কুক্কুটাণ্ডঞ্চ কাকং পিণ্যাকং লশুনং তথা॥২৫৪

করিবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বিশিষ্ট শূদ্র, কপিলা ধেনু বা গর্ভিণী ধেনুকে হত্যা করিলে সম্পূর্ণ ব্রতাচরণ করিবে। অনিচ্ছায় হত্যাকাণ্ড সাধিত হইলে ঐ ব্রতের অর্দ্ধ আচরণ করিবে—ইহা মুনিগণ বলিয়াছেন। প্রথমবার পাপ করিলে একবার যথাবিধি ব্রত পালনীয়। দ্বিতীয়বার পাপ করিলে উক্ত বিধির দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। তৃতীয়বার পাপ করিলে উহার তিনগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। চতুর্থবার পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা তাহার আর নিষ্কৃতি নাই।২৪১-৪৪

চারি আশ্রমেরই দৈনন্দিন শৌচের ন্যায় পাপক্ষয়-মাত্র সাধন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। দীর্ঘকাল সাধ্য প্রায়শ্চিত্ত-মধ্যে অন্য পাপ করিলে তন্মধ্যে অন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে—ইহা কোন কোন পণ্ডিতগণের অভিমত।২৪৫

গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষা, অশ্বমেধযজ্ঞান্তে অবভৃথ-স্নান—ইহারা পাপের শুদ্ধি কারক বলিয়া কথিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণবধাদি করিলে অগ্নিপ্রবেশ, ভৃগুপতনাদি দ্বারা মৃত্যুই তাহার প্রায়শ্চিত্ত—ইহা মুনিশ্রেষ্ঠগণ বলিয়াছেন। "লোমভ্যঃ স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে হোম করিয়া অধোমস্তকে অগ্নিতে প্রবেশ করত দগ্ধ হইলেই মনুষ্য শুদ্ধ হইবে। অনিচ্ছায় সুরা বা মদ্যপান করিলে ব্রাহ্মণ পূর্বের ন্যায় দ্বাদশবৎসর অচিহ্নিতভাবে ব্রতাচরণ করিবে এবং তিনসন্ধ্যায় প্রত্যহ দশহাজার গায়ত্রী জপ করিবে। দ্বাদশবৎসর ঐ মন্ত্র জপ করিলে পাপী পাপমুক্ত হইবে। যে কোনও সুরাপানতুল্য পাপ অনিচ্ছায় অনুষ্ঠিত হইলে পূর্ব ব্রতের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে; স্বেচ্ছায় করিলেই সম্পূর্ণ ব্রতাচরণ করিতে হইবে। পাতিত্যযোগ্য পাপে সর্বত্র পূর্বোক্ত ব্রতপালন করিয়া পুনরায় ত্রিবিধ দ্বিজাতিগণ উপনয়ন-সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইবে। অজ্ঞানতঃ সুরা, রেতঃ, বিষ্ঠা, মূত্র কিংবা মনুষ্যের দুগ্ধ পান করিয়া পুনরায় সংস্কার গ্রহণ করিবে—মহর্ষি মনু ও অন্যান্য মহর্ষিগণ ইহা বলিয়াছেন।২৪৬-৫৩

করঞ্জ, রশুন, শিগ্রু, অর্থাৎ সজিনা, মূলক, গ্রাম্য শূকর, মাকালফল, কুক্কুটডিম্ব, কাক, তিলকল্ক, হিঙ্গু, গৃধ্র, উষ্ট্র, মনুষ্য মাংস, গর্দ্দভ, গর্দ্দভের দুগ্ধজাত ঘোল, মহিষ মাংস, মকরের মাংস, ভল্লুক ও বানরের মাংস, নিষ্পীড়িত গোদুগ্ধ অর্থাৎ দুগ্ধ বিকৃত করিয়া ছানা নির্ম্মাণ; আরনাল (কাঁজি), মূষিক, মার্জ্জার, শ্বেতবার্ত্তাকু, কুম্ভীর, নিম্বদল, রাক্ষসের মাংস, ভেক, শৃগাল ও ব্যাঘ্রমাংস এইরূপ নিষিদ্ধ

গৃধ্রমুষ্ট্রং নৃমাংসঞ্চ খরং তত্তক্রমেব চ।
মাহিষং মাকরং মাংসমৃক্ষং বানরমেব চ ॥২৫৫
নিষ্পাড়িতঞ্চ গোক্ষীরমারনালঞ্চ মূষকম্।
মার্জারং শ্বেতবৃন্তাকং কুম্ভা-নিম্বদলং তথা ॥২৫৬
ক্রব্যাদঞ্চ তথা ভেকং শৃগালং ব্যাঘ্রমেব চ।
এবমাদিনিষিদ্ধাংস্তু ভক্ষয়িত্বা তু কামতঃ ॥২৫৭
চরেদ্ ব্রতং তথা পূর্ণং পাদোনং পাদকামতঃ।
নারিকেলরসং পীত্বা বায়ুনা তাড়িতং দ্বিজঃ ॥২৫৮
জগ্ধ্বা তাল-পলাশং বা করনির্মথিতং দধি।
তাম্রপাত্রগতং গব্যং ক্ষীরঞ্চ লবণান্বিতম্ ॥২৫৯
করাগ্রেণৈব যদ্দত্তং ঘৃতং লবণমম্বু চ।
সূতকান্নঞ্চ শূদ্রান্নং কদর্য্যাদ্যন্নমেব চ ॥২৬০
শ্বস্পৃষ্টং সূতিকাস্পৃষ্টমুদক্যা দৃষ্টমেব চ।
পাষণ্ড-ভণ্ড-চণ্ডাল-বৃষলীপতিবীক্ষিতম্ ॥২৬১
দত্তাবশিষ্টং যক্ষাণাং ভূতানাং রক্ষসাং তথা।
উদ্ধৃত্য বামহস্তেন বক্ত্রেণৈব পিবেদপঃ ॥২৬২
যচ্চান্নমাদ্যৈকোদ্দিষ্টমুচ্ছিষ্টমগুরোরপি।
হরেরনর্পিতং ভুক্ত্বা ন ভুক্ত্বা দেবতার্পিতম্ ॥২৬৩
কামতস্তু চরেদ্ ব্রতং চরেদ্ বেদমকামতঃ।
অকামতঃ সকৃজ্জগ্ধ্বা চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্ ॥২৬৪
ম্লেচ্ছ-চণ্ডাল-পতিত-পাষণ্ডান্নমকামতঃ।
উদক্যা সহ ভুক্ত্বা চ চরেদর্দ্ধব্রতং দ্বিজঃ ॥২৬৫
চণ্ডালকূপভাণ্ডস্থং মদ্যভাণ্ডস্থমেব চ।
পীত্বা সমাচরেৎ পাপং কামতোঽর্দ্ধং সমাচরেৎ ॥২৬৬
মদ্যগন্ধং সমাঘ্রায় কামতো ব্রতমাচরেৎ।
অকামতস্তু নিষ্ঠিব্য চরেদাচমনং দ্বিজঃ ॥২৬৭
অভিমন্ত্র্য জলং প্রাশ্য সাবিত্র্যা চ সমন্বিতম্।
বৃথামাংসাশনং চৈব ভাবদুষ্টাদিভক্ষণে ॥২৬৮
চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণমথাপি বা।
কামতস্তু চরেৎ পাদমভ্যাসে পূর্ণমাচরেৎ ॥২৬৯
কামতস্তু সুরাং পীত্বা সততং চাগ্নিসন্নিভম্।
গোমূত্রমম্বু বা পীত্বা মরণাচ্ছুদ্ধিমৃচ্ছতি ॥২৭০

বস্তু জ্ঞানত ভক্ষণ করিলে সম্পূর্ণ ব্রত আচরণ করিবে। অজ্ঞানতঃ ভক্ষণ করিলে এক চতুর্থাংশ ন্যূন ব্রত আচরণ করিবে। বায়ু তাড়িত (অন্যপাত্রস্থ) নারিকেল জলপান, তাল ও পলাশ দগ্ধ করণ, হস্তমথিত দধি, তাম্রপাত্রস্থিত গোদুগ্ধ বা লবণসংযুক্ত দুগ্ধ, হস্ত দ্বারা প্রদত্ত লবণ বা জল, অশুচি (রজস্বলা বা প্রসূতি) নারীর অন্ন, শূদ্রের অন্ন, কদর্য্য (দুর্গন্ধাদির দ্বারা বিকৃত) অন্ন, কুক্কুরস্পৃষ্ট অন্ন, অশুচি নারী, রজস্বলা নারী, পাষণ্ড, ভণ্ডধর্ম্মী, চণ্ডাল ও বৃষলীপতির দৃষ্ট অন্ন (পিতৃগৃহে অবিবাহিত কন্যা রজস্বলা হইলে তাহাকে বৃষলী বলে। তাহাকে যে বিবাহ করে সেই বৃষলী পতি), যক্ষ, রাক্ষস ও ভূতের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্যাবশিষ্ট, বামহস্ত দ্বারা উদ্ধৃত দ্রব্য, উপুড় হইয়া মুখের দ্বারা জলপান, আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধীয় অন্ন, গুরু ভিন্ন অন্নের উচ্ছিষ্ট অন্ন ও শ্রীহরিকে যে অন্ন নিবেদ করা হয়নি—সেই অন্ন ভোজন, দেবোদ্দেশে নিবেদিত অন্নের অভোজন—ইহাদের অন্যতমের স্বেচ্ছায় অনুষ্ঠানে ব্রতাচরণ করিবে। অনিচ্ছায় অনুষ্ঠান করিলে বেদাধ্যয়ন বা জপ করিবে। অনভিলাষী হইয়া একবার ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণব্রত আচরণ করিবে। দ্বিজ অনিচ্ছায় ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল, পতিত ও পাষণ্ড ব্যক্তির অন্ন এবং রজস্বলা নারীর সহিত একত্র ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ অর্দ্ধ ব্রতাচরণ করিবে। চণ্ডালের কূপ বা ভাণ্ডস্থিত জল কিংবা মদ্যভাণ্ডস্থিত জল স্বেচ্ছায় পান করিলে ঐ ব্রতের অর্দ্ধ আচরণ করিবে।২৫৪-৬৬

স্বেচ্ছায় মদ্যের গন্ধ অঘ্রাণ করিলে ব্রতাচরণ করিবে, অনিচ্ছায় আঘ্রাত হইলে আচমন দ্বারাই শুদ্ধ হইবে।২৬৭

বৃথা মাংসভোজনে ও ভাবদুষ্ট বস্তুর ভোজনে গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া জলপান করিবে। তাহা স্বেচ্ছায় করিলে কৃচ্ছ্র সান্তপন অথবা কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রতের এক চতুর্থাংশ আচরণ করিবে। পুনঃ পুনঃ ঐ কার্য্য করিলে উক্ত ব্রত সম্পূর্ণ পালন করিবে।২৬৭-৬৯

স্বেচ্ছায় সুরাপান করিলে অগ্নিতুল্য উষ্ণ বা তাদৃশ গোমূত্র বা তাদৃশ জল পান করিয়া মৃত্যু হইলে শুদ্ধ হইবে।২৭০

সুরায়াঃ প্রতিষেধস্তু দ্বিজানামেব কীর্তিতঃ।
বিশিষ্টস্যাপি শূদ্রস্য কেচিদিচ্ছন্তি সূরয়ঃ ॥২৭১
অনৃতং মদ্য-মাংসঞ্চ পরস্ত্রী-স্বাপহারণম্।
বিশিষ্টস্যাপি শূদ্রস্য পাতিত্যং মনুরব্রবীৎ ॥২৭২
সুরা বৈ মলমন্নাদেঃ পাপাদ্ বৈ মলমুচ্যতে।
তস্মাদ্ ব্রাহ্মণ-রাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ ॥২৭৩

চকারাদ্ বিশিষ্টস্য শূদ্রাস্যাপি পূর্ববচনাদ্ যত্তু রাজন্য-বৈশ্যয়োর্গবাজ্যাদি মদ্যস্যাপ্রতিষেধস্তন্ন মতং স্যাৎ, ন চ নিষিদ্ধাদীনাং সতাং মতঞ্চ। বিশিষ্টশূদ্রস্যাপি মদ্য-মাংসনিষিদ্ধত্বাৎ। ইজ্যাধ্যয়নাদিশ্রৌত-স্মার্তকর্মার্হস্য। ক্ষত্রবিশিষ্টস্যাপি তদ্বদ্ বৈশ্যস্য চ প্রতিষেধান্ ন তু প্রায়শ্চিত্তাল্পত্বপ্রতিপাদনপরাণ্যেব, ন ত্বপ্রতিষিদ্ধ-পরাণি। ব্রাহ্মণস্য মরণান্তিকমুপদিষ্টং রাজন্য-বৈশ্য-বিশিষ্টশূদ্রাণাম্ পূর্ণ-পাদোনার্দ্ধোনব্রতচর্য্যা উক্তা। সুরায়াস্তু সর্বেষাং দ্বিজানাং মরণান্তিকমেব, শূদ্রস্য গোসহস্রদানং বা পরিপূর্ণব্রতং বাচরিতব্যম্ ন তু মরণান্তিকম্।

অগ্নিবর্ণাং সুরাং পীত্বা সুরায়াস্তু দ্বিজাতয়ঃ।
মরণাচ্ছুদ্ধিমিচ্ছন্তি শূদ্রস্তু ব্রতমাচরেৎ ॥২৭৪
রাজন্য-বৈশ্যৌ তু মদ্যং পীত্বা চরেতাং ব্রতমেব চ।
শূদ্রস্ত্বর্থঞ্চরেৎ তদ্বদ্ ব্রাহ্মণো মরণাচ্ছুচিঃ ॥২৭৫
যক্ষ-রক্ষঃ-পিশাচান্নং মদ্যং মাংসং সুরাসমম্।
নাত্তব্যমেব বিপ্রেণ ভুক্ত্বা তু জ্বলনং বিশেৎ ॥২৭৬
মদ্যং বাঽপি সুরাং বাঽপি যঃ পিবেদ্ ব্রাহ্মণাধমঃ।
অগ্নিবর্ণন্তু গোমূত্রং পিবেদঞ্জলিপঞ্চকম্ ॥২৭৭
মরণাচ্ছুদ্ধিমাপ্নোতি জীবেদ্ যদি বিশুধ্যতি।
মদ্যস্য প্রতিষিধ্যর্থং ঘৃতং ক্ষীরমথাম্বু বা ॥২৭৮
প্রাশয়িত্বাঽগ্নিবর্ণন্তু তদ্বত্তাং শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
দত্ত্বা সুবর্ণং বিপ্রায় গাঞ্চ দত্ত্বা বিশুধ্যতি ॥২৭৯
ক্ষত্র-বিট্-শূদ্রজাতীনাং সুবর্ণে তু যথাক্রমম্।
পাদোনমর্দ্ধং পাদং বা চরেদ্ ব্রতং যথোক্তবৎ ॥২৮০
সমেঘর্ধং প্রকুর্বীত কামতঃ পূর্ণমাচরেৎ।
কামতঃ স্বর্ণহারী তু রাজ্ঞে মুসলমর্পয়েৎ ॥২৮১

কেবল ব্রাহ্মণেরই সুরাপান নিষেধ। কোনও কোনও পণ্ডিত বলেন, বিশিষ্ট শূদ্রের পক্ষে ঐ নিষেধপ্রযোজ্য। মিথ্যা, মদ্য, মাংস, পরস্ত্রী ও পরস্বের অপহরণ বিশিষ্ট শূদ্রের পক্ষেও পাতিত্যজনক,—ইহা মনু বলিয়াছেন। সুরা অন্নাদির মল, পাপ হইতেই মল হয়—ইহা বলা হইয়াছে। অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সুরাপান করিবে না।২৭১-৭৩

বচনে 'বৈশ্যশ্চ' এই চকার আছে বলিয়া এবং পূর্ববচনে মদ্যপান, বিশিষ্ট শূদ্রেরও পাতিত্যজনক বলা হইয়াছে বলিয়া সুরাপান বিশিষ্ট শূদ্রেরও পক্ষে নিষিদ্ধ। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গোঘৃত প্রভৃতি ও মদ্য নিষিদ্ধ নহে—এই যে বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। নিষিদ্ধ বস্তুর ব্যবহার সাধুদেরও অভিমত নহে। বিশিষ্ট শূদ্রদেরও মদ্য-মাংস নিষিদ্ধ আছে। যিনি যাগ ও অধ্যয়নাদি শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের যোগ্য তিনিই বিশিষ্ট শূদ্র বলিয়া আখ্যাত। সুতরাং তাঁহারও সুরাপান নিষিদ্ধ। এইরূপ বিশিষ্ট ক্ষত্রিয় ও বিশিষ্ট বৈশ্যেরও সুরাপান নিষিদ্ধ। সেই সব বচন অল্প প্রায়শ্চিত্তবোধক —ইহাও বলা যায় না। অনিষিদ্ধ তাৎপর্য্যপরও নহে। তবে সুরাপানে ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট আছে। কিন্তু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও বিশিষ্টশূদ্রদের পূর্ণ হইতে এক চতুর্থাংশ ন্যূন ও অর্দ্ধাংশ ন্যূন ব্রতাচরণের বিধান উক্ত হইয়াছে। সুরাপানে সমস্ত ব্রাহ্মণেরই মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু শূদ্রের সহস্র গোদান কিংবা সম্পূর্ণ ব্রতাচরণের বিধি মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত নহে—ইহাই ভেদ। কিন্তু শূদ্রের সুরাপান বিহিতও নহে, নির্দোষও নহে, ন্যূনাতিরেক মাত্র। দ্বিজাতিগণ সুরাপান করিলে অগ্নিবর্ণ অর্থাৎ অত্যন্ত উত্তপ্ত অগ্নিতুল্য সুরাপান করিয়া মৃত্যুবরণ করত পাপমুক্ত হয়—এতাদৃশ প্রায়শ্চিত্তই ঋষিসম্মত। কিন্তু শূদ্র

স্বকর্ম খ্যাপয়ংশ্চৈব হতো মুক্তোঽপি বা শুচিঃ।
রাজ্ঞা যদি বিমুক্তং স্যাৎ পূর্ববদ্ ব্রতমাচরেৎ ॥২৮২
আত্মতুল্যসুবর্ণং বা দদ্যাদ্ বিপ্রস্য তুষ্টিকৃৎ।
তৎসমব্যতিরিক্তেষু পাদমেব চরেদ্ ব্রতম্ ॥২৮৩
চান্দ্রায়ণং পরাকং বা কুর্য্যাদল্পেষু সর্বশঃ।
দ্রব্যপ্রত্যর্পণং কর্তুস্তন্মূল্যদ্রব্যমেব বা ॥২৮৪
ব্রতং সমাচরেৎ কৃত্বা যথা পরিষদীরিতম্।
বলাচ্চৌর্য্যেণ বা স্নেহাদ্ ব্যবহারাদিনাঽপি বা ॥২৮৫
সমাহরতি যদ্ দ্রব্যং তৎসর্বং স্তেয়মুচ্যতে।
দেশং কালং বয়ঃ শক্তিং পাপঞ্চাবেক্ষ্য সর্বতঃ ॥২৮৬
প্রায়শ্চিত্তং প্রদাতব্যং ধর্মবিদ্ভির্মনীষিভিঃ।
ভগিনীং মাতরং পুত্রীং স্নুষামাচার্য্যযোষিতম্ ॥২৮৭
অকামতঃ সকৃদ্ গত্বা চরেৎ পূর্ণব্রতং নরঃ।
পশ্চিমাভিমুখাং গঙ্গাং কলিন্দ্যা সহ সঙ্গতাম্ ॥২৮৮
প্লক্ষপ্রস্রবণং পুণ্যং দ্বারকাং সেতুমেব বা।
চন্দ্রপুষ্করণীং বাঽপি বেণী সাগরসঙ্গমম্ ॥২৮৯
গোদাবর্য্যাঃ শবর্য্যা বা গত্বা তত্রাচরেদ্ ব্রতম্।
পূর্ববৎ দ্বাদশাব্দানি চরেদ্ ব্রতমনুত্তমম্ ॥২৯০
কৃষ্ণায় নম ইত্যেষ মন্ত্রঃ সর্বাঘনাশনঃ।
ইমমেব জপন্মন্ত্রং ধ্যাত্বা হৃদি সনাতনম্ ।২৯১
ত্রিসন্ধ্যাস্বযুতং ভক্ত্যা নিত্যং দ্বাদশবৎসরম্।
চান্দ্রায়ণৈঃ পরাকৈর্বা কৃচ্ছ্রৈর্বা শময়েৎ সমাঃ ॥২৯২
জীবে ক্ষীণেঽথবা পুণ্যকামী মণ্ডপপাটলৈঃ।
নিবসিত্বা বহির্গ্রামাৎ ক্ষিতিশায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥২৯৩
মনঃসন্তাপকরণমুদ্বহেচ্ছোকমন্ততঃ।
সদা কৃষ্ণং হরিং ধ্যায়ন্ জপন্ মন্ত্রমনুত্তমম্ ॥২৯৪
দ্বাদশাব্দাদ্ বিমুচ্যেত পাপাদস্মাত্তপো বলাৎ।
ভগিন্যাদিষু যোষিৎসু যো গচ্ছেৎ কামতো নরঃ ॥২৯৫

সুরাপান করিলে সে শুদ্ধির জন্য ব্রতাচরণ করিবে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সুরাপান করিলে ব্রতাচরণ করিবে, তদ্রূপ শূদ্রও সুরাপান করিলে ব্রতাচরণই করিবে। কিন্তু মাত্র ব্রাহ্মণ মৃত্যু দ্বারাই শুদ্ধ হইবে। যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচের অন্ন, মদ্য ও মাংস সুরাতুল্য। ব্রাহ্মণ তাহা ভোজন করিবে না, করিলে অগ্নিপ্রবেশই বিধেয় ।২৭৪-৭৬

মদ্যই হউক বা সুরাই হউক যে ব্রাহ্মণ তাহা পান করে, সে পাঁচ অঞ্জলি অগ্নিবর্ণ গোমূত্র পান করিবে ।২৭৭

মৃত্যুতেই সে শুদ্ধিলাভ করিবে। যদিও বাঁচিয়া থাকে, তবে বিশুদ্ধ হইয়াই বাঁচিয়া থাকিবে। মদ্য নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া তাহার শুদ্ধির জন্য ঘৃত বা দুগ্ধ অথবা জল অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত করিয়া তাহা পান করাইলে শুদ্ধিলাভ করিবে। পরে ব্রাহ্মণকে সুবর্ণদান ও গোদান করিয়া সে পূর্ণ বিশুদ্ধ হইবে ।২৭৮-৭৯

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতিদের সুবর্ণস্তেয় জন্য পাপ-ক্ষয়ের নিমিত্ত যথাক্রমে যথোক্ত ব্রতের একচতুর্থাংশ ন্যূন, অর্দ্ধ ও একপাদ ব্রতাচরণের বিধি আছে ।২৮০

অজ্ঞানতঃ স্বর্ণাপহরণে যথোক্ত ব্রতের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। জ্ঞানতঃ অপহরণ করিলে সম্পূর্ণ ব্রতাচরণ করিবে। জ্ঞানতঃ সুবর্ণচৌর্য্যজন্য পাপের ক্ষয়নিমিত্ত ক্ষত্রিয়কে মুসল (শূল) দিবে ।২৮১

নিজের পাপকর্ম্ম প্রখ্যাপন করিতে করিতে তাদৃশ দণ্ডগ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিলে বা নিহত হইলেই শুদ্ধ হইবে। ক্ষত্রিয় যদি তাহাতে বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্বোক্ত ব্রত আচরণ করিবে ।২৮২

অথবা ব্রাহ্মণের সন্তোষবিধানের জন্য স্বীয় ওজন পরিমিত সুবর্ণ তাহাকে দান করিবে। স্বকীয়তুল্য ভিন্ন স্থলে একচতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত করিবে ।২৮৩

অল্প পাপে সর্বতোভাবে চান্দ্রায়ণ-ব্রত বা পরাক-ব্রত আচরণ করিবে। চৌর্য্যদ্রব্য প্রত্যর্পণ করিয়া বা তত্তুল্য মূল্যবান্ দ্রব্যান্তর দিয়াও শুদ্ধিলাভ হইতে পারে। অথবা সভাসদ্ব্যক্তিগণ যাহা ব্যবস্থা করিয়া বলিবেন, তাদৃশ ব্রতই আচরণ করিবে। বলপূর্বক বা বীরত্ব প্রকাশ করিয়া অথবা স্নেহবশতঃ কিংবা দুর্ব্যবহারাদি দ্বারা যে দ্রব্য দ্রব্যস্বামীর অনভিমতে সংগ্রহ করা যায়, তৎ সমস্তই অপহৃতদ্রব্যের অন্তর্গত। দেশ, কাল, বয়ঃ, শক্তি এবং পাপের পরিমাণ সর্বপ্রকারে বিচার করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ মনীষিগণ প্রায়শ্চিত্তের

প্রতপ্তায়সময়েন সমালিঙ্গ্য হুতাশনে।
শায়য়িত্বা সুমহদ্বহ্নৌ দগ্ধঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥২৯৬
এতাসু মতিদুষ্টাসু কামতো বহুশো ব্রজেৎ।
এবমগ্নিং বিশেদ্ধীমান্ পাপং বিজ্ঞাপ্য পর্ষদি ॥২৯৭
অকামতঃ সকৃদ্ গত্বা চরেদর্দ্ধব্রতং নরঃ।
অভ্যাসে তু চরেৎ পূর্ণং কামতঃ সকৃদেব বা ॥২৯৮
কামতোঽভ্যাসবিষয়ে তত্রাপি মরণান্তিকম্।
সমেষ্বর্থং প্রকুর্বীত সকৃদেব হ্যকামতঃ ॥২৯৯
কামতস্তু চরেৎ পূর্ণমভ্যাসে মরণান্তিকম্।
অকামতো বাঽভ্যাসে তু পূর্ণমেব ব্রতং চরেৎ ॥৩০০
অন্যাস্বপি চ নারীষু সকৃদ্ গত্বাঽপ্যকামতঃ।
পাদমেবাচরেদ্ বিদ্বানভ্যাসে ত্বর্দ্ধমাচরেৎ ॥৩০১
সাধারণাসু সর্বাসু চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্।
কামতো দ্বিগুণং তাসু অভ্যাসে ব্রতমাচরেৎ ॥৩০২
স্বদারাস্বাস্যগমনে পুংসি তির্য্যক্ষু কামতঃ।
চান্দ্রায়ণং পরাকং বা প্রাজাপত্যমথাপি বা।
উদক্যাং সূতিকাং গত্বা চরেৎ সান্তপনং ব্রতম্ ॥ ৩০৩
চান্দ্রায়ণং তথান্যাসু কামতো দ্বিগুণং চরেৎ।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং দিবা পর্বণি মৈথুনম্ ॥৩০৪
কৃত্বা সচৈলং স্নাত্বা চ বারুণিভিশ্চ মার্জয়েৎ।
চণ্ডালীং পুংশ্চলীং ম্লেচ্ছাং পাষণ্ডীং পতিতামপি ॥৩০৫
রজকীং বরুড়ীং ব্যাধাং সর্বা গ্রামান্ত্যজাঃ স্ত্রিয়ঃ।
অকামতঃ সকৃদ্ গত্বা চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্ ॥৩০৬
অভ্যাসে তু ব্রতং পূর্ণং তাভিশ্চ সহ ভোজনে।
কামতস্তু সকৃদ্ গত্বা ভুক্ত্বা ত্বর্দ্ধব্রতং চরেৎ ॥৩০৭

ব্যবস্থা দিবেন। ভগিনী, মাতা, কন্যা, পুত্রবধূ ও আচার্য্যপত্নীকে অজ্ঞানতঃ একবারমাত্র অভিগমন করিলে সম্পূর্ণ ব্রতের আচরণ করিবে। যমুনার সহিত মিলিত পশ্চিমমুখাভিগামিনী গঙ্গা, প্লক্ষনদী, দ্বারকা, সেতুবন্ধ, চন্দ্র-পুষ্করিণী, ত্রিবেণী, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, গোদাবরী বা শবরীতে গিয়া দ্বাদশবৎসরব্যাপী বাস করিয়া পূর্বোক্ত নিয়মে ব্রতাচরণ করিবে।২৮৪-৯০

তৎকালে "কৃষ্ণায় নমঃ" এই সর্বপাপনাশন মন্ত্র হৃদয়মধ্যে সনাতন শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করিতে করিতে জপ করিবে।২৯১

ত্রিসন্ধ্যাকালে ভক্তিপূর্বক দ্বাদশবৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যহ অযুতসংখ্যক জপ করত কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ বা পরাকব্রত অনুষ্ঠান পূর্বক বৎসরগুলি অতিবাহিত করিবে।২৯২

জীবন ক্ষয় হইতে থাকিলে কিংবা পাপশুদ্ধি দ্বারা পুণ্যকামী ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়ভাবে ভূমিশায়ী হইয়া গ্রামের বাহিরে বাস করিবে। মনের সন্তাপদায়ক শোক সর্বদাই পোষণ করিবে। সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার ঐ শ্রেষ্ঠ মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ করিয়া দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইলে স্বীয় তপস্যাবলে ঐ পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। ভগিনী প্রভৃতিতে বা আচার্য্যপত্নীতে স্বেচ্ছায় গমন করিলে সন্তপ্ত তপ্তলৌহমূর্ত্তিকে আলিঙ্গনপূর্বক বহ্নিতে শয়ন করিয়া দগ্ধ হইলে শুদ্ধ হইবে।২৯৩-৯৬

দুষ্টমতি হইয়া পূর্বোক্ত যে কোনও নারীতে স্বেচ্ছায় বহুবার গমন করিলে স্বীয় পাপকার্য্য পরিষদের সকলকে জানাইয়া অগ্নিপ্রবেশ করিবে। অনিচ্ছায় একবারমাত্র গমন করিলে মনুষ্য ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ব্রতের অর্দ্ধ আচরণ করিবে। পুনঃ পুনঃ গমন করিলে সম্পূর্ণ ব্রতাচরণ করিবে। আর স্বেচ্ছায় একবার মাত্র পাপ করিলেও সম্পূর্ণ ব্রতের আচরণ করিবে, স্বেচ্ছায় পুনঃ পুনঃ তাদৃশ পাপ করিলে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অনিচ্ছায় একবার মাত্র উক্ত পাপ করিলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। স্বেচ্ছায় একবার মাত্র পাপ করিলে সম্পূর্ণ ব্রতের আচরণ করিবে। পুনঃ পুনঃ করিলে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। অন্য কোনও নারীতে অনিচ্ছায় একবার মাত্র উপগত হইলে যথোক্ত ব্রতের একচতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত আর পুনঃ পুনঃ উপগত হইলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত হইবে।২৯৭-৩০১

সাধারণ সমস্ত নারীতে উপগত হইলে চান্দ্রায়ণ ব্রতের আচরণ করিবে। স্বেচ্ছায় পুনঃ পুনঃ সাধার

তত্র ভূয়শ্চরেৎ পূর্ণমভ্যাসে মরণান্তিকম্।
যো যেন সংবসেদেষাং তৎপাপং সোঽপি তৎসমঃ॥৩০৮
সংলাপ-স্পর্শনাদেব শয্যাশনাসনাদিভিঃ।
তদ্বদেবাচরেৎ সর্বং ব্রতং দ্বাদশবার্ষিকম্ ॥৩০৯
অকামতশ্চরেদর্দ্ধং ষণ্মাসাৎ পাদমাচরেৎ।
মাসত্রয়ে দ্বিবর্ষং স্যান্মাসমাত্রে তু বৎসরম্ ॥৩১০
কামতো দ্বিগুণং তত্র চরেদব্দাদিকং ব্রতম্।
উর্দ্ধন্তু বৎসরাৎ পূর্ণং দ্বৈগুণ্যাদ্যমতঃ ক্রমাৎ ॥৩১১
কামতো বৎসারাদূর্ধ্বং দ্বিগুণব্রতমাচরেৎ।
উর্ধ্বং দ্বিবর্ষাত্তস্যাপি মরণান্তিকমুচ্যতে ॥৩১২
যজনাধ্যাপনাদ্দানাৎ পানাচ্চ সহ ভোজনাৎ।
সদ্য এব পতত্যস্মিন্ পতিতেন সহাচরন্ ॥৩১৩
তত্রাপ্যকামতস্ত্বর্দ্ধং কামতঃ পূর্ণমাচরেৎ।
ষণ্মাসে বৎসরেঽপ্যত্র দ্বিগুণং ত্রিগুণং স্মৃতম্ ॥৪১১
উর্ধ্বে তু নিষ্কৃতির্ন স্যাদ্ ভৃগ্বগ্নিপতনং বিনা।
দ্বিতীয়স্য তৃতীয়স্য নেষ্যতে মরণান্তিকম্ ॥৩১৫
অর্দ্ধং পাদং সমুদ্দিষ্টং কামতঃ দ্বিগুণং তথা।
ব্রহ্মকূর্চোপবাসেন চতুর্থস্য বিনিষ্কৃতিঃ ॥৩১৬
পঞ্চমস্য ন দোষঃ স্যাদিতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ।
অন্যেষামপি সংসর্গাৎ প্রায়শ্চিত্তং প্রকল্পয়েৎ ॥৩১৭
পতনীয়েষু নারীণাং মরণান্তিকমুচ্যতে।
অকামতশ্চরেদর্দ্ধব্রতং পৃথু যথোদিতম্ ॥৩১৮
ব্যভিচারে তু সর্বত্র কামতো মরণাচ্ছুচিঃ।
অকামতশ্চরেৎ পূর্ণং প্রাতিলোম্যং গতা সতী ॥৩১৯
অর্দ্ধমেবাহঽনুলোম্যেষু তথৈব ভ্রূণহাদিষু।
যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ গত্বা স্ত্রিয়মকামতঃ ॥৩১৮
গুরুতল্পগমুদ্দিস্টং পূর্ণমর্থং সমাচরেৎ।
নামতো ব্রহ্মচারী তু পূর্ণমেবাচরেদ্ ব্রতম্ ॥৩১৯

স্ত্রীতে উপগত হইলে ঐ ব্রতের দ্বিগুণ আচরণ করিবে। স্বেচ্ছায় নিজের স্ত্রীরও যোনিভিন্ন মুখাদিতে মৈথুন করিলে, পুংমৈথুন কিংবা পশুমৈথুন করিলে চান্দ্রায়ণ, পরাক বা প্রাজাপত্য-ব্রতের আচরণ করিবে। রজস্বলা বা প্রসবান্তে অশুচি নারীতে উপগত হইলে সান্তপন ব্রতের আচরণ করিবে।৩০২-৩

স্বেচ্ছায় অন্য স্ত্রীতে উপগত হইলে দ্বিগুণ চান্দ্রায়ণ করিবে। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, দিবা কিংবা পর্বদিনে মৈথুন করিলে সবস্ত্র স্নান করিয়া মন্ত্রাদি দ্বারা লিঙ্গ মার্জ্জন করিবে। চাণ্ডালী, দুশ্চরিত্রা, ম্লেচ্ছা, পাষণ্ডী, পতিতা, রজকী, বরুড়ী (জাতিবিশেষ) ও ব্যাধরমণী এই সমস্ত গ্রামবাসিনীকে অন্ত্যজ স্ত্রী বলিয়া জানিবে। অনিচ্ছাবশতঃ একবার মাত্র ইহাদিগের উপগমনে চান্দ্রায়ণব্রতের আচরণ করিবে।৩০৪-৬

পুনঃ পুনঃ এই সকলে উপগত হইলেও তাহাদের সহিত একত্র ভোজন করিলে সম্পূর্ণ চন্দ্রায়ণ-ব্রতের আচরণ করিবে। স্বেচ্ছায় একবার মাত্র উপগত হইলে ও ভোজন করিলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যে স্থানে একাধিকবারের জন্য পূর্ণ ব্রতাচরণের বিধি তথায় পুনঃ পুনঃ স্বেচ্ছাকৃত তদনুষ্ঠানে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। ইহাদের একজনের সহিত যে বাস করে, সেও পাপীর তুল্যই পাপযুক্ত হয়।৩০৭-৮

যে ব্যক্তি পাপীর সহিত সংলাপ, স্পর্শ, একশয্যায় শয়ন, একত্র ভোজন ও এক আসনে উপবেশন করে, এইসকলের দ্বারা পাপ সংক্রমণের ফলে সেই ব্যক্তিও পাপীর তুল্য পাপযুক্ত হয়। তাহার ক্ষয়ের জন্য পূর্বোক্ত দ্বাদশবার্ষিক ব্রতের আচরণ করিতে হইবে।৩০৯

অনিচ্ছায় তাদৃশ স্ত্রীতে উপগত হইয়া ছয়মাস পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিলে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের একচতুর্থাংশ অর্থাৎ তিনবৎসরব্যাপী তাদৃশ ব্রতের আচরণ করিবে। তিনমাস পর্য্যন্ত ঐরূপ স্ত্রীতে উপগমন করিয়া অতিবাহিত করিলে দুই বৎসরকাল তাদৃশ ব্রতাচরণ করিবে। একমাসকাল উপগত হইলে একবৎসর তাদৃশ ব্রতের আচরণ করিবে। স্বেচ্ছায় করিলে অব্দাদি ব্রতের দ্বিগুণ করিবে। একবৎসরেরবেশী তাদৃশ স্ত্রীতে উপগত হইলে পূর্ণ ব্রতাচরণ করিবে আর পুনঃ পুনঃ আচরণের ফলে অভ্যাস জন্মাইলে দ্বিগুণাদি বুঝিবে।৩১০-১১

অর্দ্ধমেবানুলোম্যেষু তথৈব ভ্রূণহাদিষু ।
মতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ গত্বা স্ত্রিয়মকামতঃ ॥৩২০

গুরুতল্পগমুদ্দিষ্টং পূর্ণমর্দ্ধং সমাচরেৎ ।
নামতো ব্রহ্মচারী তু পূর্ণমেবাচরেদ্ ব্রতম্ ॥৩২১

যতেস্তু মরণাচ্ছুদ্ধিঃ শিশ্নঃ স্যাৎ কৃন্তনেন বা ।
তয়োস্তু রেতঃস্খলনে কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৩২২

জপ্ত্বা সহস্রং গায়ত্র্যা গৃহস্থঃ শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ।
দ্বিসহস্রং বনস্থস্তু জপেদ্ রেতোনিপাতনে ॥৩২৩

তত্রাপি কামতস্তেষাং দ্বিগুণ-ত্রিগুণাদিকম্ ।
পরিব্রাজনকামস্তু নয়নোৎপাটনং তথা ॥৩২৪

এবং সমাচরেদ্ধীমান্ প্রায়শ্চিত্তমতন্দ্রিতঃ ।
প্রায়শ্চিত্তমকুর্বাণঃ পাপেষু নিরতঃ সদা ॥৩২৫

কল্পাযুতশতং গত্বা নরকং প্রতিপদ্যতে ।
ধৃত্বা গোচর্ম্মমাত্রস্তু সমমেকং নিরন্তরম্ ॥৩২৬

পঞ্চগব্যং পিবন্ গোঘ্নো গুরুগামী বিশুধ্যতি ।
গোমূত্রেণৈব চ স্নাত্বা পীত্বা চাচম্য বারিভিঃ ॥৩২৭

বিষ্ণোঃ সহস্রনামানি জপেন্নিত্যং সমাহিতঃ ।
শয়ীত গোব্রজে রাত্রৌ গবাং হিতমনুস্মরন্ ॥৩২৮

ব্যাঘ্রাদিভির্গৃহীতাং গাং পঙ্কে নিপতিতাং তথা ।
স চরেদথবা প্রাণান্ তদর্থং বৈ পরিত্যজেৎ ॥৩২৯

তেনৈব হি বিশুদ্ধঃ স্যাদসম্পূর্ণব্রতোঽপি বা ।
ব্রতান্তে গোপ্রদো ভূত্বা ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥৩৩০

গোস্বামিনে চ গাং দত্ত্বা পশ্চাদেবং ব্রতং চরেৎ ।
দদ্যাৎ ত্রিরাত্রমুপোষ্য বৃষমেকঞ্চ গা দশ ॥৩৩১

যোক্ত্রে চ গৃহদাহাদ্যৈর্বন্ধনৈর্বা হতা যদি ।
মতিপূর্ব্বেণ গাং হত্বা চরেৎ ত্রৈবার্ষিকং ব্রতম্ ॥৩৩২

দ্বিবর্ষং পূর্ব্ববদ্ বাঽপি চর্ম্মণার্দ্রেণ বাসসা ।
কপিলাং গর্ভিণীং বাঽপি বৃষং হত্বা চ কামতঃ ॥৩৩৩

স্বেচ্ছায় একবৎসরের বেশী তাদৃশ পাপাচরণ করিলে দ্বিগুণ ব্রতানুষ্ঠান করিবে। দুইবৎসরের বেশী হইলে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত বুঝিবে। যজন, অধ্যাপনা, দানগ্রহণ, তদ্দত্ত পানীয় জলাদির পান, একত্র ভোজন ও তদন্ন-ভোজন তৎক্ষণাৎ পাতিত্যজনক পতিতের সহিত ব্যবহারাদি ক্রিয়াও তৎক্ষণাৎ পাতিত্যের হেতু, তাহাতে অনিচ্ছাকৃত কর্ম্মে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত, স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্মের ফলে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত। ছয়মাস বা বৎসরব্যাপী কর্ম্মের ফলে দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ প্রায়শ্চিত্তের বিধি। ইহার ঊর্দ্ধকালকৃত কর্ম্মের উচ্চস্থান হইতে পতন বা অগ্নিপ্রবেশ ব্যতীত নিষ্কৃতি বা প্রায়শ্চিত্ত নাই। দ্বিতীয় বা তৃতীয়-সংসর্গে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত অভিপ্রেত নহে।৩১২-১৫

অনিচ্ছাকৃত কর্ম্মের অর্দ্ধ-প্রায়শ্চিত্ত বা পাদ-প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে। স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্মের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত। চতুর্থ-সংসর্গে ব্রহ্মকূর্চ্চ অর্থাৎ কুশজলমিশ্রিত পঞ্চগব্য পানপূর্ব্বক উপবাস দ্বারাই শুদ্ধি জানিবে। পঞ্চম-সংসর্গের কিছুমাত্র দোষ নাই—ইহা ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়াছেন। অন্যবিধপাতকের সংসর্গ হেতু প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। নারীদিগের পাতিত্যযোগ্য পাপানুষ্ঠানে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। অনিচ্ছায় পাপানুষ্ঠিত হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ব্রতের বহু আচরণ করিবে। স্বেচ্ছায় ব্যভিচার করিলে নারীদের মরণেই শুদ্ধি। প্রতিলোম-জাতিতে স্বেচ্ছায় উপগতা হইলে পূর্ণব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। অনুলোম-জাতিতে উপগতা হইলে নারীগণ যথোক্তব্রতের অর্দ্ধ আচরণ করিলেই শুচি হইবে এবং ভ্রূণ-হত্যাতেও তাদৃশ প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। যতি কিংবা ব্রহ্মচারী অনিচ্ছায় কোন স্ত্রীতে উপগত হইলে গুরুতল্পগামিদের ব্রতই (প্রায়শ্চিত্তই) বিহিত, তাহারা সম্পূর্ণ বা অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিবে। ব্রহ্মচারীনামে প্রসিদ্ধ হইলে সম্পূর্ণ ব্রতই অনুষ্ঠান করিবে। যতি ঐরূপ উপগত হইলে মরণেই তাহার শুদ্ধি হইবে। কিংবা লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া সে শুদ্ধিলাভ করিবে। বীর্য্যপতনে গৃহস্থগণ সহস্র গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। বানপ্রস্থী বীর্য্যপতনে দুই সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে। সেইস্থলে যদি স্বেচ্ছায় শুক্রপাত করে, তবে দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ জপাদি করিতে হইবে। পরিব্রাজকগণের চক্ষু উৎপাটনেই শুদ্ধিলাভ হয় জানিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অনলসভাবে পূর্ব্বোক্ত বিধিতে প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবেন। প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া পাপকর্ম্মে নিরত থাকিলে শত অযুতসংখ্যক কল্পকাল

ব্রতং দ্বাদশবর্ষাণি চরেদ্ ব্রহ্মব্রতোদিতম্ ।
আচার্য্য-দেব-বিপ্রাণাং হত্বা চ দ্বিগুণং চরেৎ ॥৩৩৪
হোমধেনুং প্রসূতাঞ্চ দানে চ সমলঙ্কৃতাম্ ।
উপভুক্তাং বৃষেণাপি তাঞ্চ দ্বাদশবার্ষিকম্ ॥৩৩৫
নিষ্পীড়নং বাঽপি তেষু দীপেদ্বল্পমতন্দ্রিতঃ ।
শরণাগত-বাল-স্ত্রীঘাতুকৈঃ সংবসেন্ন তু ॥৩৩৬
চীর্ণব্রতানপি চরন্ কৃতঘ্নানপি সর্বদা ।
অগ্নিদাং গরদাং চণ্ডীং ভর্তৃঘ্নীং লোকঘাতিনীম্ ॥৩৩৭
হিংস্রয়ংস্তু বিধানস্ত্রীং হত্বা পাপং ন গচ্ছতি ।
গুরুং বা বাল-বৃদ্ধান্ বা শ্রোত্রিয়ং বা বহুশ্রুতম্ ॥৩৩৮
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্ ।
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন ॥৩৩৯
প্রখ্যাতদোষঃ কুর্বীত পরিত্যক্তং যথোদিতম্ ।
অনভিখ্যাতদোষস্তু রহস্যব্রতমাচরেৎ ॥৩৪০
কণ্ঠমাত্রজলে স্থিত্বা রামমন্ত্রং সমাহিতঃ ।
জপেদ্ বা দশসাহস্রং ব্রহ্মহা শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥৩৪১
সুরাপঃ স্বর্ণহারী তু জপেদষ্টাক্ষরং তথা ।
লক্ষং জপ্ত্বা কৃষ্ণমন্ত্রং মুচ্যতে গুরুতল্পগঃ ॥৩৪২
উপোষ্যান্তর্জলে স্থিত্বা বাসুদেবমনুং শুভম্ ।
জপেদ্ দ্বাদশসাহস্রং গোঘ্নঃ প্রযতমানসঃ ॥৩৪৩

নরকে বাস করিতে হয়। বৎসরকাল নিরন্তর গোচর্ম্ম পরিধানপূর্বক গোহত্যাকারী পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। গুরুতল্পগামীদেরও তাদৃশ প্রায়শ্চিত্ত। গোহত্যাকারী ব্যক্তি গোমূত্র দ্বারা স্নান করত গোমূত্র পান করিয়া জলের দ্বারা আচমন করিবে এবং প্রতিদিন সমাহিত মনে শ্রীবিষ্ণুর সহস্র নাম পাঠ করত রাত্রিতে গরুর মঙ্গলচিন্তা করিতে করিতে গোষ্ঠে শয়ন করিবে। ব্যাঘ্রাদি দ্বারা গরু ধৃত হইলে কিংবা গরু পঙ্কে নিপতিত হইলে তজ্জন্য ব্রতাচরণ করিবে, তাহার উদ্ধারকল্পে প্রাণকেও পরিত্যাগ করিবে।৩১৬-২৯

তাহার দ্বারা সেই ব্যক্তি শুদ্ধিলাভ করিবে, এইরূপ যে ব্যক্তির ব্রত অসম্পূর্ণ আছে, সেই ব্যক্তিও ব্রতের অবসানে গো দান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। গরুর মালিককে গো দান করিয়া পরে উক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। তিনদিন উপবাস করিয়া একটি বৃষ ও দশটি গরু দান করিবে। হলবন্ধনরজ্জু দ্বারা, গৃহদাহাদি দ্বারা বা শকটাদিতে নিযুক্ত অবস্থায় কোনও গরু যদি নিহত হয়, তবে গোহত্যা মনে করিয়া ত্রৈবার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। দুই বর্ষবয়স্ক বৃষকে জ্ঞানপূর্বক হত্যা করিলে অথবা কপিলা বা গর্ভিণী গরুকে হত্যা করিলে আর্দ্র বস্ত্র বা চর্ম্ম দ্বারা আবৃত দেহে পূর্বোক্ত বিধিমতে দ্বাদশবার্ষিক ব্রত করিবে।৩৩১-৩৩

ঐরূপ পাপক্ষয়ের জন্য ব্রহ্মহত্যাকারীর মত দ্বাদশবর্ষ-সাধ্য ব্রত পালন করিবে। আচার্য্য, দেবতুল্য কোন ব্যক্তি (কিংবা দেবপ্রতিমা ভঙ্গ করিলে) এবং অন্য ব্রাহ্মণকে হত্যা করিলে ঐ ব্রতের দ্বিগুণ আচরণ করিবে। হোমধেনু বা প্রসুতা গো কিংবা দানের জন্য সমলঙ্কৃত বা বৃষের দ্বারা উপভুক্ত গোরুর বধে ঐরূপ দ্বাদশবার্ষিক ব্রত করিবে। অথবা তাদৃশ গরুকে উৎপীড়ন করিলে দোষের অল্পতাহেতু অনলসভাবে ব্রতাচরণ করিবে। শরণাগত, বালক ও নারীর হত্যাকারীর সহিত একত্র অবস্থান করিবে না।৩৩৪-৩৬

এইরূপ সঙ্কল্পিত ব্রতভঙ্গকারী এবং কৃতঘ্নগণকে সর্বদা পরিত্যাগ করিবে। অগ্নিদাহকারিণী, বিষদানকারিণী, অত্যন্ত কোপন-স্বভাবা, স্বামীহত্যাকারিণী, লোকহত্যা-কারিণী স্ত্রীকে হিংসা করিলে কিংবা ব্যাভিচাররতা গুরুপাপকারিণী স্ত্রীকে হত্যা করিলেও পাপ হইবে না। গুরু, বালক, বৃদ্ধ, সৎকুলসম্ভূত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কিংবা বহুশাস্ত্রে পারদর্শীই হউন, যদি তিনি আততায়ীরূপে হিংসাজনক কার্য্য করিবার জন্য আগত হন, তাঁহাকে বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ হত্যা করিবে। এইরূপ আততায়ীর বধে বধকর্ত্তার কোনও পাপাদি দোষ হইবে না। দোষকীর্ত্তনাদি দ্বারা পাপকারীর দোষ প্রখ্যাপন করিয়া যথাশাস্ত্র তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যাহার দোষ কীর্ত্তিত না হয়, সে একান্তে যথোক্ত ব্রত আচরণ করিবে। অথবা ব্রহ্মহত্যাকারী কণ্ঠপরিমিত জলে অবস্থানপূর্বক সমাহিত মনে দশহাজার রামমন্ত্র জপ

অসংখ্যানি চ পাপানি অনুক্তান্যপি যানি চ।
চিত্তস্থো ভগবান্ কৃষ্ণঃ সর্বং হরতি তৎক্ষণাৎ ॥৩৪৪
একাদশ্যুপবাসস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
আষাঢ়াদিচতুর্মাসেষু কৃতে ভুক্ত্বা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩৪৫
দুগ্ধাব্ধৌ শেষপর্য্যঙ্কে শয়ানং কমলাপতিম্।
ধ্যাত্বা সমর্চয়েন্নিত্যং মহদ্ভির্মুচ্যতে হ্যঘৈঃ ॥৩৪৬

ইতি রহস্যপ্রায়শ্চিত্তবর্ণনম্ ॥

অথ মহাপাপাদিপ্রায়শ্চিত্তবর্ণনম্ ॥

রজস্বলাং সূতিকাঞ্চ চণ্ডালং পতিতং তথা।
পাষণ্ডিনং বিকর্মস্থং শৈবং স্পৃষ্ট্বাঽপ্যকামতঃ ॥৩৪৭
গোময়েনানুলিপ্তাঙ্গঃ সবাসা জলমাবিশেৎ।
গায়ত্র্যষ্টশতং জপ্ত্বা ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥৩৪৮
স্পৃষ্ট্বা তু কামতঃ স্নাত্বা চরেৎ সান্তপনং ব্রতম্।
শ্বপচং পতিতং স্পৃষ্ট্বা গোপালব্যজনাদৃতম্ ॥৩৪৯
বিড়্বরাহং শুনং কাকং গর্দভং যূপমেব চ।
মদ্যং মাংসং তথৈবোষ্ট্রং বিণ্মূত্রং দশমেব চ ॥৩৫০
করকং জলফেনঞ্চ বৃক্ষনির্য্যাসমেব চ।
কলঞ্জং লশুনঞ্চানুগচ্ছতি স্বস্য শুদ্ধয়ে ॥৩৫১
সচৈলমেকবাহ্যাপঃ সাবিত্রীং ত্রিশতং জপেৎ।
তৎস্পৃষ্ট-স্পৃষ্টিনৌ স্পৃষ্ট্বা সবাসা জলমাবিশেৎ ॥৩৫২
ঊর্ধ্বমাচমনং প্রোক্তং ধর্মবিদ্ভিরকল্মষৈঃ।
উচ্ছিষ্টকেশ-ভস্মাস্থি-কপালং মলমেব চ ॥৩৫৩
স্নানার্দ্রধরণীঞ্চৈব স্পৃষ্ট্বা স্নানং সমাচরেৎ।
প্রক্ষাল্য পাদৌ সংক্রম্য তথৈবাচম্য বারিণা ॥৩৫৪
মন্ত্রসম্মার্জিতজলং স্পৃষ্ট্বা তাঞ্চ বিশুধ্যতি।
বিশিষ্টানাঞ্চ বিপ্রাণাং গুরূণাং ব্রতশালিনাম্ ॥৩৫৫

করিলে শুদ্ধ হইবে। সুরাপায়ী, স্বর্ণাপহারী অথবা গুরুতল্পগামী ব্যক্তি অষ্টাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র লক্ষবার জপ করিলে শুদ্ধ হইবে। গো হত্যাকারী বিশুদ্ধমনে উপবাস করত জলমধ্যে অবস্থানপূর্বক মঙ্গলময় বাসুদেব-মন্ত্র দ্বাদশহাজার সংখ্যক জপ করিবে।৩৩৭-৪৩

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ চিত্তস্থ হইলে অর্থাৎ একাগ্রমনে ধ্যানাদি দ্বারা চিত্ত তাঁহাতে অভিনির্বিষ্ট হইলে তিনি চিত্তগত অসংখ্য পাপরাশি যাহা বলা হয় নাই, সেই সমস্ত পাপসমূহ তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিয়া দেন।৩৪৪

একাদশীতে যথাবিধি উপবাসের ফল মানব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আষাঢ়াদি চারিমাসে জিতেন্দ্রিয় হইয়া আহারের অনন্তরও দুগ্ধসমুদ্রে অনন্তপর্য্যঙ্কে শয়ান কমলাপতিকে ধ্যান করত নিত্যপূজা করিলে মহাপাপ হইতেও মুক্ত হওয়া যায়।৩৪৫-৪৬

রহস্যপ্রায়শ্চিত্তবিধিবর্ণন সমাপ্ত।

অথ মহাপাপাদি প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম্

রজস্বলা, সূতিকা (প্রসবের অন্তে অশুচি নারী), চণ্ডাল, পতিত, পাষণ্ডী, বিরুদ্ধকর্ম্মকারী ও শৈবকে অনিচ্ছায় স্পর্শ করিয়া গোময় দ্বারা শরীর লেপন করত সবস্ত্রে জলে প্রবেশ পূর্বক স্নান করিলে শুদ্ধ হইবে। এবং অষ্টশতসংখ্যক গায়ত্রী জপ করিয়া ঘৃত ভোজন করিলে বিশুদ্ধ হইবে। স্বেচ্ছায় উহাদিগকে স্পর্শ করিলে সান্তপন ব্রতের আচরণ করিবে। গোলোমের ব্যজনকারী চণ্ডাল ও পতিতকে স্পর্শ করিলে কিংবা বিষ্ঠাভোজী বরাহ, কুকুর, কাক, গর্দ্দভ, যূপকাষ্ঠ, মদ্য, মাংস, উষ্ট্র, বিষ্ঠা, মূত্র, বরফ, জলের ফেনা, বৃক্ষের আটা, কলঞ্জ (মাদকপর্য্যুসিত আমানী) ও লশুন ভোজনাদি নিমিত্ত ঘটিলে শুদ্ধির জন্য একবস্ত্র হইয়া জলে প্রবেশপূর্বক স্নান করত তিনশত গায়ত্রী জপ করিবে। ইহাদের স্পৃষ্টব্যক্তিকে কিংবা স্পর্শকারীকেও স্পর্শ করিলে সবস্ত্রে জলে স্নান করিবে এবং স্নানানন্তর আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে নিষ্পাপ ধর্ম্মজ্ঞগণ এইরূপ বলেন। উচ্ছিষ্ট ব্যক্তি, কেশ, ভস্ম, অস্থি, কপাল মল এবং স্নানজলের দ্বারা ভিজা মাটি স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। পরে পাদপ্রক্ষালন করিয়া ও জলের দ্বারা আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে।৩৪৭-৫৪

বিনীততরাণামুচ্ছিষ্টং স্পৃষ্ট্বা স্নানং সমাচরেৎ।
শৈবানাং পতিতানাঞ্চ বাহ্যানাং ত্যক্তকর্মণাম্ ॥৩৫৬
উচ্ছিষ্টস্পর্শনং কৃত্বা চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্।
উচ্ছিষ্টেন স্বয়ং চান্যমুচ্ছিষ্টং যদ্যকামতঃ ॥৩৫৭
স্পৃষ্ট্বা সচৈলং স্নাত্বা চ সাবিত্র্যষ্টশতং জপেৎ।
কামতশ্চাচরেৎ কৃচ্ছ্রং ব্রহ্মকূর্চ্চং দ্বিজোত্তমঃ ॥৩৫৮
রাজানঞ্চ বিশং শূদ্রং চরেচ্চান্দ্রায়ণং দ্বিজঃ।
তৌ চ স্নাত্বা চরেৎ কৃচ্ছ্রং গাং বা
দদ্যাৎ পয়স্বিনীম্ ॥৩৫৯
উচ্ছিষ্টিনং স্পৃশন্ শূদ্রমুচ্ছিষ্টং শ্বানমেব চ।
সবাসা জলমাপ্লুত্য চরেৎ সান্তপনব্রতম্ ॥৩৬০
তত্রাপি কামতঃ স্পৃষ্ট্বা পরাকদ্বয়মাচরেৎ।
পঞ্চগব্যং পিবেচ্ছূদ্রঃ স্নাত্বা নদ্যাং বিধানতঃ ॥৩৬১
চণ্ডালং পতিতং মদ্যং সূতিকাঞ্চ রজস্বলাম্।
উচ্ছিষ্টেন তু সংস্পৃষ্টঃ পরাকত্রয়মাচরেৎ ॥৩৬২
উচ্ছিষ্টেন চিরং কালমুষিত্বা স্নানমাচরেৎ।
উচ্ছিষ্টাশৌচমরণে চরেদব্দং দ্বিজাতয়ঃ ॥৩৬৩
রজস্বলা সূতিকা বা পঞ্চত্বং যদি চেদ্ গতা।
পঞ্চগব্যৈঃ স্নাপয়িত্বা পাবমান্যৈর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥৩৬৪
প্রত্যৃচং কলশৈঃ স্নাপ্য সপবিত্রৈর্জলৈঃ শুভৈঃ।
শুভ্রবস্ত্রেণ সংবেষ্ট্য দাহং কুর্য্যাদ্ বিধানতঃ ॥৩৬৫
চণ্ডালাৎ ব্রাহ্মণাৎ সর্পাৎ ক্রব্যাদাদুদকাদিভিঃ
হতানামপি কুর্বীত পূর্ববদ্ দ্বিজপুঙ্গবঃ ॥৩৬৬
তত্রাপি কামতঃ কুর্য্যাৎ ষড়ব্দং তস্য বান্ধবাঃ।
বিষাদ্যৈর্ঘনশস্ত্রাদ্যৈরাত্মানং যদি ঘাতয়েৎ ॥৩৬৭
গোশতং বিপ্রমুখ্যেভ্যো দদ্যাদেকং বৃষং তথা।
নারায়ণবলিং কৃত্বা সর্বমপ্যোর্ধ্বদৈহিকম্ ॥৩৬৮
রজস্বলা তু যা নারী স্পৃষ্ট্বা চান্যাং রজস্বলাম্।
চণ্ডালং পতিতং বাহপি শুনং গর্দভমেব চ ॥৩৬৯
তাবৎ তিষ্ঠেন্নিরাহারা চরেৎ সান্তপনং ব্রতম্।

মন্ত্রের দ্বারা সম্যক্ মার্জ্জিত জলকে স্পর্শ করিয়া পূর্বোক্ত দ্রব্যস্পর্শকারী শুদ্ধ হইবে। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, গুরু, ব্রতপরায়ণ কিংবা অত্যন্ত বিনীত লোকেরও উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিলে স্নান করিবে। শৈব (কাপালিক), পতিত, ধর্ম্মবাহ্য ও সন্ধ্যাদি কৃত্যকর্ম্মত্যাগকারী ব্যক্তিদের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিয়া চান্দ্রায়ণব্রতের আচরণ করিবে। অনিচ্ছায় উচ্ছিষ্টব্যক্তি যদি অন্য উচ্ছিষ্টব্যক্তিকে স্পর্শ করে, তবে তাহারা সবস্ত্র স্নান করিয়া অষ্টশতসংখ্যক গায়ত্রী জপ করিবে। স্বেচ্ছায় স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণোত্তম শুদ্ধিকামী হইয়া ব্রহ্মকূর্চ্চনামক কৃচ্ছ্রব্রত করিবে।৩৫৫-৫৮

ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্টহস্তে ক্ষত্রিয় রাজা, বৈশ্য বা শূদ্রকে স্পর্শ করিলে চান্দ্রায়ণ করিবেন। তাহারা উভয়ে স্নান করত কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণব্রতের পর দুগ্ধবতী ধেনু দান করিবেন।৩৫৯

উচ্ছিষ্টশূদ্র বা কুকুরকে স্পর্শ করিলে পরিহিতবস্ত্রের সহিত জল প্রবেশ করত স্নান করিয়া সান্তপনব্রতের আচরণ করিবে।৩৬০

স্বেচ্ছায় ঐ শূদ্রাদিকে স্পর্শ করিলে দুইটি পরাক ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। শূদ্র পঞ্চগব্য পান করত যথাবিধি নদীতে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে।৩৬১

উচ্ছিষ্টব্যক্তি চণ্ডাল, পতিত, মদ্য, সূতিকা ও রজস্বলাকে স্পর্শ করিলে তিনটি পরাকব্রতের আচরণ করিবে। উচ্ছিষ্টহস্তে দীর্ঘকাল থাকিলে স্নান বিধেয়। উচ্ছিষ্ট ও অশৌচ অবস্থায় মৃত্যু হইলে বার্ষিক ব্রতের আচরণ করিবে।৩৬২-৬৩

রজস্বলা বা প্রসবান্ত অশৌচবিশিষ্টা নারী যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে পঞ্চগব্যের দ্বারা ঐ মৃত নারীকে স্নান করাইয়া পাবমানীসূক্তের প্রতিমন্ত্রে কলস দ্বারা কুশসমন্বিত পবিত্র জল দ্বারা স্নান করাইয়া শুভ্রবস্ত্র বেষ্টন করত যথাবিধি দাহ করিবে।৩৬৪-৬৫

চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ, সর্প, রাক্ষসাদি দস্যু বা জলমগ্নাদি দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে পূর্বোক্ত নিয়মে স্নানাদি করাইয়া অনন্তর দাহ করিবে।৩৬৬

বিষ প্রভৃতি ও তীব্র শস্ত্রাদি দ্বারা যে ব্যক্তি স্বেচ্ছা

স্পৃষ্ট্বাঽপ্যকামতঃ স্নাত্বা পঞ্চগব্যৈঃ শুভৈর্জলৈঃ ॥৩৭০
চাতুর্বর্ণ্যস্য গেহেষু চণ্ডালঃ পতিতোঽপি বা।
অন্তর্বত্নী ভবেৎ সা চেৎ কথং স্যাত্তত্র নিষ্কৃতিঃ ॥৩৭১
তদ্ গৃহস্তু পরিত্যক্ত্বা দগ্ধ্বা বাঽন্যত্র সংস্থিতঃ।
সংসর্গোক্তপ্রকারেণ প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥৩৭২
পৃথক্ পৃথক্ প্রকুর্বীরন্ সর্বগৃহনিবাসিনঃ।
দারাঃ পুত্রাশ্চ সুহৃদঃ প্রায়শ্চিত্তং যথোদিতম্ ॥৩৭৩
সভর্তৃকাণাং নারীণাং বপনস্তু বিবর্জয়েৎ।
সর্বান্ কেশান্ সমুদ্ধৃত্য চ্ছেদয়েদঙ্গুলিত্রয়ম্ ॥৩৭৪
কেশানাং রক্ষণার্থায় দ্বিগুণং ব্রতমাচরেৎ।
প্রায়শ্চিত্তে তু সম্পূর্ণে কৃত্বা সান্তপনং ব্রতম্ ॥৩৭৫
ব্রহ্মকূর্চোপবাসং বা বিশুধ্যন্তি তদেনসঃ।
অর্বাক্ সংবৎসরাধাত্তু গৃহদাহং ন চোদিতম্ ॥৩৭৬

যদ্‌গৃহে পাতকোৎপত্তিস্তত্র যত্নেন দাহয়েৎ।
ত্যজেদ্ বা সন্নিকৃষ্টাচ্চ শুদ্ধিশ্চৈবাত্মনস্ততঃ ॥৩৭৭
সম্বন্ধাচ্চৈব সংসর্গাত্তুল্যমেব নৃণামঘম্।
তস্মাৎ সংসর্গসম্বন্ধান্ পতিতেষু বিবর্জয়েৎ ॥৩৭৮
চণ্ডালপতিতাদীনাং তোয়ং যস্তু পিবেন্নরঃ।
পরাকং কামতঃ কুর্য্যাদ্ ব্রহ্মকূর্চ্চমকামতঃ ॥৩৭৯
অভ্যাসে তু ষড়ব্দং স্যাচ্চান্দ্রায়ণমকামতঃ।
চাণ্ডালানাং তড়াগে বা নদীনাং তীর্থ এব বা ॥৩৮০
স্নাত্বা পীত্বা জলং বিপ্রঃ প্রাজাপত্যমকামতঃ।
কামতস্তু পরাকং বা চান্দ্রায়ণমথাপি বা ॥৩৮১
অভ্যাসে তু ব্রতং পূর্ণং ষড়ব্দং স্যাদকামতঃ।
সর্বেষাং প্রতিলোমানাং পীত্বা সান্তপনং চরেৎ ॥৩৮২
চান্দ্রায়ণং পরাকং বা ত্র্যব্দং বাঽপি যথাক্রমম্।
ভোজনে গমনেঽপ্যেবং প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥৩৮৩

নিজেকে হত্যা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির বান্ধবগণ ষড়্‌বর্ষ যাবৎ ব্রতানুষ্ঠান করিবে এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে শতসংখ্যক ধেনু ও একটি বৃষ দান করিবে। পরে নারায়ণ-বলি (যাগ) করিয়া সমস্ত ঔর্দ্ধদৈহিক শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিবে। • রজস্বলা নারী অন্য রজস্বলা নারীকে স্বেচ্ছায় স্পর্শ করিলে অথবা চণ্ডাল, পতিত, কুকুর কিংবা গর্দ্দভকে স্পর্শ করিলে নিরাহারে থাকিয়া সান্তপনব্রতের আচরণ করিবে; আর অনিচ্ছায় স্পর্শ করিলে তড়াগাদির পবিত্র জলে স্নান করিয়া পঞ্চগব্যপানে শুদ্ধ হইবে। চাতুর্বর্ণ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের গৃহে চণ্ডাল বা পতিতনারী উপভুক্তা হইয়া যদি গর্ভিণী হয়, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ হইবে?৩৬৭-৭১

সেই গৃহ পরিত্যাগপূর্বক তাহা দগ্ধ করিয়া অন্যত্র বাস করিবে এবং তাদৃশ সংসর্গ-প্রকরণোক্ত প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিবে। গৃহবাসী সকলব্যক্তিই—স্ত্রী, পুত্র, বন্ধুগণ সকলেই পৃথক্ পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।৩৭২-৭৩

সধবা স্ত্রীদের সর্বমুণ্ডন নিষিদ্ধ। তাহাদের সমস্ত কেশ একত্র ধরিয়া তাহার অগ্রভাগ হইতে তিন অঙ্গুলি কেশ ছেদন করিবে।৩৭৪

যদি মুণ্ডন না করিয়া সমস্ত কেশই রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তবে দ্বিগুণ ব্রতাচরণ করিবে। যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করিয়া সান্তপনব্রত আচরণ করিবে। কিংবা ব্রহ্মকূর্চ্চ পানদ্বারা উপবাস করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। সংবৎসরের অর্দ্ধাংশের পূর্বে গৃহদাহ শাস্ত্রবিহিত নহে।৩৭৫-৭৬

যে গৃহে তাদৃশ পাপ অনুষ্ঠিত হয়, সেই গৃহ সযত্নে দগ্ধই করিবে এবং তৎসন্নিহিত গৃহও ত্যাগ করিবে। তাহা হইলে স্বীয় সংসর্গ-পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। পাপকারীর পাপ যাদৃশ, তাহার সম্বন্ধ বা সংসর্গ দ্বারাও তাদৃশ পাপ হইয়া থাকে। অতএব পতিত ব্যক্তির সর্বরকম সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবে।৩৭৭-৭৮

চণ্ডাল বা পতিত প্রভৃতি ব্যক্তির জল স্বেচ্ছায় পান করিলে পরাকব্রতের এবং অনিচ্ছায় করিলে ব্রহ্মকূর্চ্চের অনুষ্ঠান করিবে।৩৭৯

পুনঃ পুনঃ করিলে ষাড়্‌বার্ষিক ব্রত করিবে। তাহা অনিচ্ছায় করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। চাণ্ডালজাতি-কর্তৃক নির্ম্মিত জলাশয়ে বা তৎস্বামিক নদীর ঘাটে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণ সেই জল পান করিলে অনিচ্ছাকৃতভাবে

চাণ্ডাল-পতিতাদীনাং গৃহেষন্নমপি দ্বিজঃ।
ভুক্ত্বাঽব্দমাচরেৎ কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণমকামতঃ ॥৩৮৪
চাণ্ডালবাটিকায়াস্তু সুপ্ত্বা ভুক্ত্বাঽপ্যকামতঃ।
চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণমথাপি বা ॥৩৮৫
চণ্ডালবাটিকায়াস্তু মৃতস্যাব্দং বিশোধনম্।
স্নাপনং পঞ্চগব্যৈশ্চ পাবমান্যৈঃ শুভৈর্জ্জলৈঃ ॥৩৮৬
শূদ্রান্নং সূতিকান্নং বা শুনা স্পৃষ্টঞ্চ কামতঃ।
ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং কৃচ্ছ্রং পরাকং বা সমাচরেৎ ॥৩৮৭
জলং পীত্বা তয়োর্বিপ্রঃ পঞ্চগব্যং পিবেদ্ দ্ব্যহম্।
চণ্ডালঃ পতিতো বাঽপি যস্মিন্ গেহে সমাবিশেৎ।
ত্যক্ত্বা মৃন্ময়ভাণ্ডানি গোভিঃ সংক্রময়েৎ ত্র্যহম্ ॥৩৮৮
মাসাদূর্দ্ধ্বং দশাহস্তু দ্বিমাসং পক্ষমেব বা।
ষণ্মাসাত্তু তথা মাসং গবাং বৃন্দং নিবেশয়েৎ ॥৩৮৯

ঊর্দ্ধ্বন্তু দহনং প্রোক্তং লাঙ্গুলেন চ খাতনম্
ব্রহ্মকূর্চ্চং তথা কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণমথাপি বা ॥৩৯০
অতিকৃচ্ছ্রং পরাকঞ্চ ত্র্যব্দং বাঽপি সমাচরেৎ।
ষড়ব্দমূর্দ্ধ্বং ষণ্মাসাৎ প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥৩৯১
বৎসরাদূর্দ্ধ্বং সম্পূর্ণং ব্রতমেবাচরেদ্ বুধঃ।
অমেধ্য-শব-চণ্ডাল-মদ্য-মাংসাদিদূষিতাৎ ॥৩৯২
কূপাদুদ্ধৃত্য কলশৈঃ সহস্রং রেচয়েজ্জলম্।
নিক্ষিপ্য পঞ্চগব্যানি বারুণৈরপি মন্ত্রয়েৎ ॥৩৯৩
তড়াগস্যাপি শুধ্যর্থং গোভিঃ সংক্রাময়েজ্জলম্।
ধান্যস্তু ক্ষালনাচ্ছুদ্ধির্বাহুল্যং প্রোক্ষণাদপি ॥৩৯৪
রসানাস্তু পরিত্যাগশ্চাণ্ডালাদিপ্রদূষণাৎ।
প্রাসাদদেবহর্ম্যাণাং চণ্ডালপতিতাদিষু ॥৩৯৫

প্রাজাপত্য করিবে এবং স্বেচ্ছায় করিলে পরাক বা চান্দ্রায়ণব্রতের আচরণ করিবে।৩৮০-৮১

অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে পুনঃ পুনঃ করিলে ষাড়্-বার্ষিক ব্রত সম্পূর্ণ করিবে। সমস্ত প্রতিলোম-জাতির জলাশয়াদিতে স্নান করিয়া সেই জল পান করিলে সান্তপনব্রতের আচরণ করিবে। কিংবা চান্দ্রায়ণ, পরাকব্রত বা ত্রৈবার্ষিকব্রত যথাক্রমে করিবে। তাহাদের অন্নভোজনে এবং স্ত্রীগমনেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। চাণ্ডাল কিংবা পতিত প্রভৃতির গৃহে ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ অন্নভোজন করিলে এক বৎসর কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ করিবে। চাণ্ডালের গৃহে অনিচ্ছায় শায়িত বা নিদ্রিত হইলে সান্তপন বা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ করিবে।৩৮২-৮৬

চাণ্ডালের বাড়ীতে যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহাকে পঞ্চগব্য দ্বারা এবং পাবমানীসূক্ত দ্বারা পবিত্র জলে স্নান করাইয়া দাহাদি করিলে তাহার বিশুদ্ধি হইবে। শূদ্রান্ন বা সূতিকাশৌচবিশিষ্টা নারীর অন্ন স্বেচ্ছায় ভোজন করিলে অথবা ভোজনানন্তর কুক্কুরস্পৃষ্ট হইলে কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ কিংবা পরাকব্রত করিবে।৩৮৭

চাণ্ডাল ও পতিতব্যক্তির জল পান করিলে ব্রাহ্মণ তিনদিন শুধু মাত্র পঞ্চগব্য পান করিবে। চাণ্ডাল বা পতিতব্যক্তি যে গৃহে প্রবেশ করে, সেই গৃহের মৃন্ময় ভাণ্ডগুলি পরিত্যাগ করিয়া ঐ গৃহে তিনদিন গো-চারণ করাইবে। কিংবা একমাস দশদিন, দুই মাস, আড়াই মাস, ছয়মাস বা ততোধিক একমাস অর্থাৎ সাতমাস গোসমূহকে ঐ গৃহে সংস্থাপিত করিবে।৩৮৮-৮৯

অতঃপর ঐ গৃহ দাহ করিবে এবং লাঙ্গলের দ্বারা (ভিত্তি) উৎখাত (চাষ) করিবে। তারপর ব্রহ্মকূর্চ্চ, কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণ বা পরাকব্রত আচরণ করিবে।৩৯০

অতিকৃচ্ছ্র বা তিনবৎসরব্যাপী পরাকব্রতের আচরণ করিবে। ছয় বৎসর ছয় মাস প্রায়শ্চিত্ত করিবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে একবৎসরের অধিক (১॥ বৎসর) কাল সম্পূর্ণ ব্রত আচরণ করিবে। অপবিত্র বস্তু, শব, চণ্ডাল ও মদ্য মাংসাদি দ্বারা কূপাদি জলাশয়ের জল দূষিত হইলে ঐ কূপাদি হইতে সহস্র কলস জল উত্তোলিত করিয়া ফেলিয়া দিবে এবং তাহাতে পঞ্চগব্য নিঃক্ষেপ করত বারুণ-মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহা শোধিত করিবে।৩৯১-৯৩

শবাদি দ্বারা অশুচি জলাশয়ের শুদ্ধির জন্য পূর্বোক্ত

অন্তঃপ্রবিষ্টেষু তদা শুদ্ধিঃ স্যাৎ কেন কর্ম্মণা।
গোভিঃ সংক্রমণং কৃত্বা গোমূত্রেণৈব লেপয়েৎ ॥৩৯৬
পুণ্যাহং বাচয়িত্বাঽথ তত্তোয়ৈর্দর্ভসংযুতৈঃ।
সম্প্রোক্ষ্য সর্বতঃ পশ্চাদেবং মহাভিষেচয়েৎ ॥৩৯৭
পঞ্চামৃতৈঃ পঞ্চগব্যৈঃ স্নাপয়িত্বাঽথ বৈষ্ণবঃ।
প্রত্যৃচং পাবমান্যৈশ্চ বৈষ্ণবৈশ্চাভিষেচয়েৎ ॥৩৯৮
অষ্টোত্তরসহস্রং বা শতমষ্টোত্তরং তু বা।
চতুর্ভির্বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ স্নাপ্য পুষ্পাঞ্জলিং তথা ॥৩৯৯
শ্রীসূক্তেন তদা দিব্যৈর্দদ্যান্নীরাজনং ততঃ।
অবৈষ্ণবস্পর্শনেঽপি এবং কুর্বীত বৈষ্ণবঃ।
ভিন্নে বিম্বে তথা দগ্ধে পরিত্যক্ত্বৈব তং গৃহে ॥৪০০

বৈদেহীং বৈষ্ণবীমিষ্ট্বা পুনঃ স্থাপনমাচরেৎ।
চোরাদ্যপহৃতৈর্নষ্টে বাসুদেবং যজেচ্চরুম্ ॥৪০১
স্থানান্তরগতে বিম্বে পুনঃ স্থাপনমাচরেৎ।
তোয়াধিবাসনং বেদ্যামধিরোহণমেব চ ॥৪০২
নয়নোন্মীলনং দীক্ষাং বর্জয়িত্বাঽন্যমাচরেৎ।
পঞ্চগব্যৈঃ স্নাপয়িত্বা পঞ্চত্বক্পল্লবাঞ্চিতৈঃ ॥৪০৩
মঙ্গলদ্রব্যসংযুক্তৈরদ্ভিঃ সমাভিষেচয়েৎ।
সূক্তেশ্চ ব্রহ্মণস্পত্যৈ রবিগৈর্বৈষ্ণবীস্তথা ॥৪০৪
চতুর্ভির্বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ পৃথগষ্টোত্তরং শতম্।
বৈষ্ণব্যা চৈব গায়ত্র্যা শঙ্খেন স্নাপয়েদ্ বুধঃ।
ধ্রুবসূক্তমৃচং স্মৃত্বা জপন্ সংস্থাপয়েদ্ধরিম্ ॥৪০৫

জল উত্তোলনাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের পর গরুসমূহকে ঐ জলে অবতরণ করাইবে। তাদৃশরূপে ধান্য অশুচি হইলে প্রক্ষালনের দ্বারাই তাহার শুদ্ধি হইবে। রাশিকৃত ধান্য হইলে জলপ্রোক্ষণেই শুদ্ধ হইবে। চণ্ডালাদি দ্বারা পক্ক অন্নরসাদি দুষ্ট হইলে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। চণ্ডাল বা পতিতব্যক্তির প্রবেশাদি দ্বারা প্রাসাদ বা দেবমন্দির অপবিত্র হইলে কিরূপে তাহাকে শুদ্ধ করা যায়—এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, তন্মধ্যে রক্ষিত গরুগণের মূত্রদ্বারা সমস্ত অভ্যন্তরভাগ অবলিপ্ত হইলেই শুদ্ধ হইবে। পুণ্যাহাদি বাচনের পর কুশের দ্বারা জল প্রোক্ষণ করত চারিদিকে ঐ কুশজল অভিমন্ত্রিত করিয়া ছিটাইয়া দিবে,—এইরূপে পরে মহাভিষেক করাইবে। ৩৯৪-৯৭

পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া বৈষ্ণবগণ পাবমানীসূক্তের প্রতিমন্ত্র দ্বারা মন্দিরাদি অভিষিক্ত করিবে। চতুর্বিধ বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তর সহস্র অথবা অষ্টোত্তর শতবার তাদৃশভাবে স্নান করাইয়া পুষ্পাঞ্জলি দিবে।৩৯৬-৯৭

শ্রীসূক্তের অলৌকিক মন্ত্র দ্বারা আরাত্রিক করিবে। অবৈষ্ণবের স্পর্শ হইলে বৈষ্ণবগণ উক্তরূপ সংস্কার করিবে। মূর্ত্তি ভগ্ন কিংবা দগ্ধ হইলে উহা পরিত্যাগ করত সেই গৃহে অন্য শ্রীরামপ্রিয়া সীতার মূর্ত্তি যজ্ঞাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিবে। চৌরাদি মূর্ত্তি অপহরণ করিলে কিংবা কোনও রূপে মূর্ত্তি নষ্ট হইলে পূজাদির পর চরু দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর হোম করিবে।৪০০ ১

প্রতিমূর্ত্তি অন্যস্থানে অপসারিত হইল পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিবে। ঐ প্রতিষ্ঠায় জলাদির অধিবাস, বেদীতে যথাবিধি আরোহণ সংস্কার, নয়ন উন্মীলন ও দীক্ষা ভিন্ন অন্য সমস্তই করিতে হইবে। পঞ্চগব্য দ্বারা মূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া পঞ্চপল্লব-সংযুক্ত মঙ্গল-দ্রব্যান্বিত ঘট-জলের দ্বারা মূর্ত্তিকে অভিষিক্ত করিবে। ব্রহ্মণস্পত্য-সূক্ত, সূর্য্যসূক্ত, এবং চারিটি বৈষ্ণবমন্ত্র দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অষ্টোত্তর শতবার অভিষিক্ত করিবে এবং শঙ্খজলের দ্বারা বিষ্ণুগায়ত্রী সহকারে স্নান করাইবে। ধ্রুবসূক্তমন্ত্রের ধ্যান সহকারে জপ করত শ্রীহরিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবে।৪০২-৫

তারপর ব্রাহ্মণ ঐ মূর্ত্তির মন্ত্র দ্বারা কিংবা মূলমন্ত্র দ্বারা দেবতাকে বা মন্ত্রকে স্মরণ করিতে করিতে সহস্র পুষ্পাঞ্জলি দিবে। পরে আবরণ-দেবতার সহিত শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবে।৪০৬-৭

"ইন্দ্রসোমং সোমপতেঃ" ইত্যাদি সর্বশ্রেষ্ঠ সূক্তমন্ত্র ভক্তিপূর্বক জপ করিতে করিতে অন্য দেবতাদের সহিত শ্রীবিষ্ণুর আরাত্রিক করিবে।৪০৮

প্রদক্ষিণান্তে প্রণাম করত ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে।

ততস্তন্মূর্তিমন্ত্রেণ মূলমন্ত্রেণ বা দ্বিজঃ।
দদ্যাৎ পুষ্পসহস্রাণি দেবতাং স মনুং স্মরন্ ॥৪০৬
পশ্চাৎ সাবরণং বিষ্ণোরর্চয়িত্বা বিধানতঃ ॥৪০৭
ইন্দ্রসোমং সোমপতেরিতি সূক্তমনুত্তমম্।
জপন্ ভক্ত্যাঽথ দেবৈস্তু দদ্যান্নীরাজনং দ্বিজঃ ॥৪০৮
প্রদক্ষিণং নমস্কারং কৃত্বা বিপ্রাংস্তু ভোজয়েৎ
অবৈষ্ণবেন বিপ্রেণ শূদ্রেণৈবার্চিতে হরৌ ॥৪০৯
সহস্রমভিষেকঞ্চ পুষ্পাঞ্জলিসহস্রকম্।
মহাভাগবতো বিপ্রঃ কুর্য্যান্মন্ত্রদ্বয়েন চ ॥৪১০
দেবতোত্তরসম্পর্কং বিনা স্বাহরণং হরৌ।
অবৈষ্ণবানাং মন্ত্রাণাং পক্কান্নস্য নিবেদনে ॥৪১১
কৃত্বা নারায়ণীমিষ্টিং পুনঃ সংস্কারমাচরেৎ।
দেশান্তরগতে বিম্বে চিরকালমনর্চিতে ॥৪১২
অধিবাসাদিকং সর্বং পূর্ববদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ।
বিষ্ণোরুৎসবমধ্যে তু বিদ্যুৎস্তনিতসম্ভবে ॥৪১৩
রথে বিম্বে ধ্বজে ভগ্নে বিম্বে চ পতিতে ভুবি।
গ্রামদাহেঽশ্মবর্ষে চ গুরাবৃত্বিজি বৈ মৃতে ॥৪১৪
নালঙ্কৃতেষু বিধিষু পরিণীতে জনার্দনে।
অবৈদিকক্রিয়োপেতে জপ-হোমাদিবর্জিতে ॥৪১৫
কুর্বীত মহতীং শান্তিং বৈষ্ণবীং বৈষ্ণবোত্তমঃ।
অগ্নিনাশে তু তন্মধ্যে পুনরাদানমাচরেৎ ॥৪১৬
কুর্বীত বৈনতেয়েষ্টিং বৈষ্বকৃসেনীমথাপি বা।
শ্ব-শূকরাদিসম্পর্কে পবিত্রেষ্টিং সমাচরেৎ ॥৪১৭
বৈষ্ণবেষ্টিং প্রকুর্বীত পষাণ্ডাদিপ্রদূষিতে।
অক্ষস্য সংপ্লবে বিষ্ণোর্যত্র যত্র চ সঙ্করম্ ॥৪১৮
তত্র তত্র যজেদিষ্টিং পাবমানীং দ্বিজোত্তমঃ।
স্বাপচারৈস্তথাঽন্যৈর্বা মুচ্যতে সর্বকিল্বিষৈঃ ॥৪১৯
অবৈষ্ণবেন বিপ্রেণ স্থাপিতে মধুসূদনে।
তদ্‌রাষ্ট্রং বা ভূপতির্বা বিনাশমুপযাস্যতি ॥৪২০
কুর্বীত বাসুদেবেষ্টিং সর্বপাপং প্রশাময়েৎ।
মহাভাগবতেনৈব পুনঃ সংস্কারমাচরেৎ ॥৪২১
সেনেশ-বৈনতেয়াদিনিত্যানাঞ্চ দিবৌকসাম্।
মুক্তানামপি পূজার্থং বিম্বানি স্থাপয়েদ্ যদি ॥৪২২

অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ কিংবা শূদ্র শ্রীহরিকে পূজা করিলে সহস্র-বার অভিষেক এবং সহস্র পুষ্পাঞ্জলি দিবে। উক্ত মন্ত্রদ্বয় সহকারে মহাভাগবত ব্রাহ্মণ উহা করিবেন। ৪০৯-১০

দেবতার সহিত সম্বন্ধ-ব্যতীত অর্থাৎ ভক্ত ব্যতীত অন্য কেহ শ্রীহরির দ্রব্য সংগ্রহ করিলে এবং অবৈষ্ণব-মন্ত্র দ্বারা পক্কান্নের নিবেদন করিলে নারায়ণ-যাগ করিয়া পুনরায় সংস্কারসাধন করিবে। প্রতিমূর্ত্তি স্থানান্তরে নীত হইলে কিংবা দীর্ঘকাল তাঁহার পূজা না হইলে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অধিবাসাদি সমস্ত কর্ম্মই পূর্বোক্ত বিধানে করিবে। শ্রীবিষ্ণুর উৎসবকালমধ্যে বিদ্যুদ্‌গর্জ্জন হইলে রথ, প্রতিমূর্ত্তি বা পতাকা ভগ্ন হইলে, প্রতিমূর্ত্তি ভূমিতে পড়িয়া গেলে, গ্রামদাহ হইলে, প্রচুর শিলাবৃষ্টি হইতে থাকিলে, গুরু বা পুরোহিতের মৃত্যু হইলে, যথাবিধি জনার্দ্দনকে অলঙ্কৃত না করিয়া পরিণয়ন করিলে কিংবা জপ-হোমাদি বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিলে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মহতী শান্তির ব্যবস্থা করিবে। তন্মধ্যে অগ্নির বিনাশ হইলে পুনরায় অগ্নিগ্রহণ করিবে। বৈনতেয়যাগ অথবা বিষ্বক্‌সেন যাগ করিবে। কুকুর কিংবা শূকর দ্বারা স্পর্শাদি সম্বন্ধ হইলে পবিত্র যাগ করিবে। পাষণ্ডাদির স্পর্শ দ্বারা দূষিত হইলে বিষ্ণুযাগ করিবে, শ্রীবিষ্ণুর কোনও রূপ স্পর্শাদি দোষ বা অপবিত্রতা উপস্থিত হইলে কিংবা এক সময়ে বহু অপবিত্রজনক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে পাবমানীযাগ করিবে। তাহার দ্বারা যে কোনও রূপ অপচার বা অপবিত্রতা হইতে মুক্তহইবে। অবৈষ্ণব ব্যক্তি শ্রীমধুসূদনকে স্থাপিত করিলে, সেই রাষ্ট্র বা সেই রাষ্ট্রের ভূপতি বিনাশ প্রাপ্ত হয়।৪২০

তখন বাসুদেব যাগ করিবে। তাহার দ্বারাই সমস্ত পাপ প্রশমিত হইবে। মহাভাগবত ব্রাহ্মণ দ্বারা পুনঃ সংস্কার আচরণ করিবে।৪২১

স নিবেশ্যৈকরাত্রন্তু গব্যৈঃ স্নাপ্যাঽথ দেশিকঃ।
সর্ববৈষ্ণবসূক্তৈশ্চ তদ্গায়ত্র্যা সহস্রকম্ ॥৪২৩
শঙ্খৈনৈবাভিষিচ্যাথ (ক) ভগবৎপুরতো ন্যসেৎ।
স্থণ্ডিলেঽগ্নিং প্রতিষ্ঠাপ্য যজেচ্চ পুরতো হরেঃ ॥৪২৪
অস্য বামেতি সূক্তেন পায়সং মধুমিশ্রিতম্।
অষ্টোত্তরশতং পশ্চাদাজ্যং মন্ত্রচতুষ্টয়াৎ ॥৪২৫
সুপর্ণ-তার্ক্ষ্যসূক্তাভ্যাং পৃষদাজ্যং যজেত্ততঃ।
তিলৈর্ব্যাহৃতিভির্হুত্বা পশ্চাদষ্টোত্তরং শতম্ ॥৪২৬
বৈকুণ্ঠপার্ষদৈশ্চৈব হোমশেষং সমাপয়েৎ।
অহমস্মীতি সূক্তেন পীঠে সংস্থাপয়েদ্ বুধঃ ॥৪২৭
প্রণবাদি চতুর্থ্যন্তনামভিস্তৎপ্রকাশকৈঃ।
আবাহ্য পূজয়িত্বাঽথ দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥৪২৮
দ্বাদশার্ণেন মনুনা সহস্রমথবা শতম্।
সোমরুদ্রেতি সূক্তেন দীপৈর্নীরাজয়েত্ততঃ ॥৪২৯

দেবসেনাপতি ও বৈনতেয়াদি নিত্যদেবগণের কিংবা মুক্তপুরুষদের পূজার জন্য যদি প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করা হয়, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠার পর একদিন পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া সমস্ত বিষ্ণুসূক্ত এবং সহস্র বিষ্ণুগায়ত্রী সহকারে শঙ্খজলের দ্বারা অভিষেক করিয়া শ্রীভগবানের সমীপে স্থণ্ডিলে অগ্নি প্রতিষ্ঠিত করত যাগ করিবে। "অস্য বাম" ইত্যাদি সূক্তমন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তর শতবার মধুমিশ্রিত পায়স আহুতি দিবে। পরে মন্ত্রচতুষ্টয় দ্বারা ঘৃতাহুতি দিবে, এবং সুপর্ণ ও তার্ক্ষ্য সূক্তদ্বয় দ্বারা দধিমিশ্রিত ঘৃতাহুতিপূর্বক যাগ করিবে। ব্যাহৃতিত্রয় দ্বারা সতিল হোম করত পরে বৈকুণ্ঠের পারিষদ্গণকে অষ্টোত্তর শতবার আহুতি দিয়া হোমের অবশিষ্টাঙ্গ সম্পন্ন করিবে। "অহমস্মি" এই সূক্ত দ্বারা মূর্ত্তিকে আসনে সংস্থাপিত করিবে।৪২২-৪২৭

ওঙ্কারাদি চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত নামসমূহ দ্বারা ও বিষ্ণুর অর্থপ্রকাশক নামের দ্বারা আবাহন করত পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে।৪২৮

দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা সহস্র কিংবা শতবার "সোমরুদ্র" ইত্যাদি সূক্ত উচ্চারণপূর্বক দীপমালার দ্বারা আরাত্রিক করিবে।৪২৯

ভোজয়িত্বা ততো বিপ্রান্ গুরুং সম্যক্ প্রপূজয়েৎ।
মৎস্য-কূর্মাদিমূর্ত্তীনামেবং সংস্থাপনং চরেৎ ॥৪৩০
তত্তৎপ্রকাশকৈর্মন্ত্রৈর্জপহোমাদিকং চরেৎ।
সহস্রনামভির্দদ্যাৎ পুষ্পাণি সুরভীণি চ ॥৪৩১
বাপী-কূপ-তড়াগানাং তরূণাং স্থাপনে তথা।
বারুণীভিশ্চ সৌম্যৈশ্চ জপহোমাদিকং চরেৎ ॥৪৩২
তরূণাং স্থাপনে গোপকৃষ্ণং মাতরমেব চ।
তাভ্যামেব তু মন্ত্রাভ্যাং সহস্রং জুহুয়াদ্ ঘৃতম্ ॥৪৩৩
বৈনতেয়াঙ্কিতং স্তম্ভং মধ্যে সংস্থাপয়েদ্ বুধঃ।
অবৈষ্ণবান্বয়ে জাতঃ কৃত্বেষ্টিং বৈষ্ণবীং দ্বিজঃ ॥৪৩৪
বৈষ্ণবৈঃ পঞ্চসংস্কারৈঃ সংস্কৃতো বৈষ্ণবো ভবেৎ।
দেবতান্তরশেষস্য ভোজনে স্পর্শনে তথা ॥৪৩৫
অনর্চিতে পদ্মনাভে তস্যানর্পিতভোজনে।
অবৈষ্ণবানাং বিপ্রাণাং পূজনে বন্দনে তথা ॥৪৩৬

পরে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া সম্যগ্রূপে শ্রীগুরুর পূজা করিবে। মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি বৈষ্ণবমূর্ত্তিরও এইরূপ ভাবেই প্রতিষ্ঠা করিবে।৪৩০

তত্তৎ নামপ্রকাশক মন্ত্র দ্বারা জপ-হোমাদি করিবে। সহস্রনাম উচ্চারণপূর্বক সুগন্ধি-পুষ্প দান করিবে।৪৩১

বৃহৎ জলাশয়, কূপ, তড়াগ (হ্রদ) কিংবা বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠাতেও বারুণী ও সৌম্য (সোম্যদেবতা) মন্ত্র দ্বারা জপ-হোমাদি সম্পন্ন করিবে।৪৩২

বৃক্ষপ্রতিষ্ঠায় গোপকৃষ্ণ ও গোপমাতাকে তদীয় মন্ত্রদ্বয় সহকারে সহস্র ঘৃতাহুতি দিবে।৪৩৩

গরুড়-নামাঙ্কিত স্তম্ভ মধ্যস্থানে স্থাপিত করিবে। অবৈষ্ণবের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিষ্ণুযাগ করিতে হইলে বৈষ্ণবোক্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি পঞ্চসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া বৈষ্ণব হইবে। অন্যদেবতার ভুক্তাবশেষ (প্রসাদ) ভোজন ও স্পর্শন করিলে শ্রীবিষ্ণুর অনিবেদিত বস্তুর

(ক) কুম্ভৈনৈবাভিষিচ্যাথ—পা।

যাজনেঽধ্যাপনে দানে শ্রাদ্ধে চৈষাঞ্চ ভোজনে।
অনর্চিতে ভাগবতে হরিবাসরভোজনে ॥৪৩৭
প্রায়শ্চিত্তং প্রকুর্ব্বীত বৈষ্ণ্যহীমিষ্টিমুত্তমাম্।
পশ্চাদ্ভাগবতানাঞ্চ পিবেৎ পাদজলং শুভম্ ॥৪৩৮
এতৎসমস্তপাপানাং প্রায়শ্চিত্তং মনীষিভিঃ।
নির্ণীতং ভগবদ্ভক্তপাদামৃতনিষেবণম্ ॥৪৩৯
অঙ্গীকৃতং মহাভাগৈর্মহাভাগবতৈর্দ্বিজৈঃ।
সর্ব্বাপচারৈর্মুচ্যেত পরাং গতিঞ্চ বিন্দতি ॥৪৪০
প্রায়শ্চিত্তে তথা চীর্ণে মহাভাগবতাদ্ দ্বিজাৎ।
বৈষ্ণবৈঃ পঞ্চসংস্কারৈঃ সংস্কৃতো হরিমর্চয়েৎ ॥৪৪১

ইতি বৃদ্ধহারীতস্মৃতৌ মহাপাপাদি-প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ভোজন করিলে অবৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের পূজা-বন্দনাদি, যাজন বা অধ্যাপনা করিলে, তাঁহাদিগকে দান বা তাঁহাদের শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে পূজা না করিলে এবং হরিবাসরদিনে ভোজন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ঐ প্রায়শ্চিত্তে বৈষ্ণ্যহী নামক বৈষ্ণব-যাগ করিবে। পরে মহাভাগবত ব্রাহ্মণের শুভ পাদোদক পান করিবে। মনীষিগণ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর ভক্তগণের পাদোদক-পানই সমস্ত পাপের বিনাশক। মহাভাগ মহাভাগবত ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছেন, মহাভাগবতের পাদোদক-সেবা দ্বারা উক্ত সমস্ত অন্যায়াচরণজনিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং পরম গতি লাভ হয়।৪৩৪-৪৪০

শাস্ত্রবিহিত যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হইলে পরে মহাভাগবত ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা বৈষ্ণবোক্ত পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া শ্রীহরিকে পূজা করিবে।৪৪১

বৃদ্ধহারীত-স্মৃতিতে মহাপাপাদি প্রায়শ্চিত্তপ্ররণনামক
ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ

নানাবিধোৎসববিধানম্

অম্বরীষ উবাচ ।

ভগবন্ ! ভবতা প্রোক্তা বিষ্ণোরারাধনক্রিয়া ।
প্রায়শ্চিত্তমকৃত্যানামসতাং দণ্ডমেব চ ॥১
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি শাশ্বতীং বৃত্তিমুত্তমাম্ ।
ইষ্টীনাঞ্চ বিধানানি বিশেষাংশ্চোৎসবান্ হরেঃ ॥২

হারীত উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি সর্বং নিরবশেষতঃ ।
ইষ্টীনাঞ্চ বিধানঞ্চ হরেরুৎসবকর্মণাম্ ॥৩
নারায়ণী বাসুদেবী গারুড়ী বৈষ্ণবী তথা ।
বৈয়্যূহী বৈভবী পাদ্মী পবিত্রী পাবমানিকা ॥৪
সৌদর্শিনী চ সেনেশী আনন্তী চ শুভাহ্বয়া ।
মহাভাগবতীত্যেতাঃ সর্বপাপহরাঃ শুভাঃ ॥৫
প্রায়শ্চিত্তার্থমপি বা ভোগার্থং বা সমাচরেৎ ।
পূর্বং বিখনসে বিষ্ণুঃ প্রোক্তবান্ বিখনসা ভৃগোঃ ॥৬
প্রোক্তং মমেরিতং তেন ভৃগুণা দিব্যমুত্তমম্ ।
গুহ্যং তৎসর্ববেদেষু নিশ্চিতং তে ব্রবীম্যহম্ ॥৭
অগ্নির্বৈ দেবানামব মে বিষ্ণুরীশ্বরঃ ।
তদন্তরেণ বৈ সর্বা দেবতা ইতি হ শ্রুতিঃ ॥৮
নিবসন্তি পুরোডাশমগ্নৌ বৈষ্ণবমব্যয়ম্ ।
দেবাশ্চ ঋষয়ঃ সর্বে যোগিনঃ সনকাদয়ঃ ॥৯
অগ্নৌ যদ্ধূয়তে হব্যং বিষ্ণবে পরমাত্মনে ।
তদগ্নৌ বৈষ্ণবং প্রোক্তং সর্বদেবোপজীবনম্ ॥১০
এতদেব হি কুর্বন্তি সদা নিত্যা অপীশ্বরাঃ ।
বিমুক্তা অপি ভোগার্থমেতমেব মুমুক্ষবঃ ॥১১

সপ্তম অধ্যায়

অম্বরীষ বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি শ্রীবিষ্ণুর আরাধনবিধির বর্ণনা করিলেন এবং অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত অসাধুদের দণ্ডবিধানও বলিলেন ।১

এখন আমি নিত্য উত্তম ব্যবহারাবলি, ইষ্টি (যাগ)-সমূহ এবং শ্রীহরির বিশেষ বিশেষ উৎসবগুলির বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ।২

হারীত বলিলেন, হে রাজন্! সমস্তই সম্পূর্ণভাবে বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। ইষ্টি (যাগ) সমূহের বিধান ও শ্রীহরির উৎসববিষয়ে সমস্তই বলিব ।৩

শ্রীহরির ইষ্টি বহুবিধ, যথা—"নারায়ণী", "বাসুদেবী", "গারুড়ী", "বৈষ্ণবী", "বৈয়্যূহী", "বৈভবী", "পাদ্মী", "পবিত্রী", "পাবমানিকা", "সৌদর্শিনী", সেনেশী", "আনন্তী", "শুভাহ্বয়া" ও "মহাভাগবতী" এই চতুর্দ্দশ-প্রকার ইষ্টি (যাগ)সমূহ মাহাপাপবিনাশক ও মঙ্গলময় ।৪-৫

প্রায়শ্চিত্তের জন্য অথবা দেবতার ভোগের জন্য এগুলির অনুষ্ঠান করিবে। পূর্বে বিষ্ণু স্বয়ং বিখনসৃকে এই যাগসমূহ বলেন, বিখনস্ ভৃগুকে বলেন ।৬

ভৃগু দিব্য উত্তম যাগগুলির বিষয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি শুনিয়াছি। ইহা সমস্ত বেদেরই রহস্য,—গোপনীয় বিষয়; তোমাকে নিশ্চিত ভাবে আমি বলিতেছি ।৭

"অগ্নির্বৈ দেবানাম্ অব মে বিষ্ণুরীশ্বরঃ, তদন্তরেণ বৈ সর্বা দেবতা'—ইহা শ্রুতিবাক্য। অবিনাশী সনাতন বিষ্ণুসম্বন্ধীয় যাগে পুরোডাশ (পিষ্টক) দেওয়া বিধি-হেতু দেবগণ, ঋষিগণ ও সনকাদি সমস্ত যোগিগণ অগ্নিতে বাস করেন। পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুকে উদ্দেশ্য করিয়া অগ্নিতে যে হব্য দেওয়া হয়, তাহা বৈষ্ণব এবং সর্বদেবগণের উপজীবিকা—ইহা কথিত আছে ।৮-১০

ঈশ্বরগণ সর্বদা নিত্য এবং বিমুক্ত হইলেও ভোগের জন্যই ইহা করিয়া থাকেন। মুমুক্ষুগণও ভোগের জন্য এইরূপ করেন ।১১

এতদেব পরং প্রীতিঃ সশ্রিয়ঃ পরমাত্মনঃ।
এতদ্বিনা ন তুষ্যেত ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ॥১২
যজ্ঞার্থমেব সংসৃষ্টমাত্মবর্গং চতুর্বিধম্।
যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্তু তদেষাং কর্মবন্ধনম্ ॥১৩
বহ্নির্জিহ্বা ভগবতো বেদা অঙ্গাঃ সদাঽধ্বরে।
অস্থীনি সমিধঃ প্রোক্তা রোমা দর্ভাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥১৪
স্বাহাকারঃ শিরঃ প্রোক্তং প্রাণা এব হবীংষি চ।
সর্ববেদক্রিয়া ভোগা মন্ত্রাঃ পত্ন্যঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥১৫
এবং যজ্ঞবপুর্বিষ্ণুর্বিদিত্বৈনং হুতাশনে।
জুহুয়াদ্ বৈ পুরোডাশং অজ্ঞাত্বৈবমুপতেদথ ॥১৬
যজ্ঞো যজ্ঞপতির্যজ্বা যজ্ঞাঙ্গো যজ্ঞবাহনঃ।
যজ্ঞভৃদ্ যজ্ঞকৃদ্ যজ্ঞী যজ্ঞভুগ্ যজ্ঞসাধনঃ ॥১৭
যজ্ঞান্তকৃদ্ যজ্ঞগুহ্যমন্নমন্নাদ এব চ।
তস্মাদেনং বিদিত্বৈবং যজ্ঞং যজ্ঞেন পূজয়েৎ ॥১৮

ইহাই শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমিলিত শ্রীহরির পরম প্রীতিদায়ক। এই যাগ বিনা ভগবান্ পুরুষোত্তম অন্য কিছুতেই তুষ্ট নহেন। যজ্ঞের জন্যই চতুর্বিধ আত্মবর্গ সংসৃষ্ট। যজ্ঞকর্ম্ম-ব্যতীত উহা অনুষ্ঠিত হইলে ঐ কর্ম্মই বন্ধনের হেতু হয়।১২-১৩

শ্রীভগবানের জিহ্বাই বহ্নি। যজ্ঞে সমস্ত বেদগণই সর্বদা তাঁহার অঙ্গস্বরূপ। সমিধ্‌গুলি অস্থিবৃন্দ এবং দর্ভসমূহ তাঁহার রোমাবলী।১৪

"স্বাহা" বাক্যই তাঁহার মস্তক, হবিঃসকল প্রাণ, সমস্ত বেদোক্ত ক্রিয়াই তাঁহার ভোগ এবং মন্ত্রই তাঁহার পত্নীগণ জানিবে।১৫

এইরূপে ভগবান্ বিষ্ণু যজ্ঞশরীর—ইহা জানিয়া অগ্নিতে পুরোডাশাদি হব্য আহুতি দিবে। এই স্বরূপতত্ত্ব না জানিলে পতিত হইবে।১৬

যজ্ঞ, যজ্ঞপতি, যাজ্ঞিক, যজ্ঞাঙ্গ, যজ্ঞবাহন, যজ্ঞ-পোষক, যজ্ঞধারী, যজ্ঞকর্ত্তা ,যজ্ঞী, যজ্ঞভুক্, যজ্ঞের সাধন, যজ্ঞান্তকারী, যজ্ঞরহস্য, অন্ন এবং অন্নভোক্তা এই সমস্তের তাৎপর্য্য-তত্ত্ব জানিয়া যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞকে অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবে।১৭-১৮

কোঽয়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কথং স্যাৎ পরতঃ শুচিঃ।
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথা পরে ॥১৯
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ সদা কুর্বন্তি যোগিনঃ ॥২০
হরের্ভোগতয়া কুর্য্যান্ন সাধনতয়া ক্বচিৎ।
সাধনং ভগবান্ বিষ্ণুঃ সাধ্যাঃ স্যুর্বৈদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥২১
শেষভূতশ্চ জীবস্য তদ্দাস্যৈকফলাঃ ক্রিয়াঃ।
শ্রুতি-স্মৃত্যুদিতং কর্ম তদ্দাস্যং পরিকীর্তিতম্ ॥২২
নৈসর্গিকং তথা কুর্য্যাত্তদ্দাস্যৈকং নিকীর্তিতম্।
বৈদিকেনৈব মার্গেণ পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥২৩
অন্যথা নরকং যাতি কল্পকোটিশতত্রয়ম্।
তস্মাচ্ছ্রুত্যুক্তমার্গেণ যজেদ্ বিষ্ণুং হি বৈষ্ণবঃ ॥২৪
অর্চায়ামর্চয়েৎ পুষ্পৈরগ্নৌ চ জুহুয়াদ্ধবিঃ।
ধ্যায়েত্তু মনসা বাচা জপেন্মন্ত্রান্ সুবৈদিকান্ ॥২৫

যজ্ঞহীনব্যক্তির ইহলোক বা পরলোক কিসের? কিরূপেই বা পরত্র তাঁহারা পবিত্র হইয়া সুখী হইবে। ঘৃত, সমিধ্ প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা যে যজ্ঞ হয়, তাহা দ্রব্যযজ্ঞ, শুধু জপই জপযজ্ঞ এবং যোগসাধনই যোগযজ্ঞ।১৯

যোগিগণ বেদপাঠ ও জপাদি দ্বারা স্বাধ্যায়-যজ্ঞ করেন এবং জ্ঞানানুশীলন দ্বারা জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।২০

যজ্ঞই শ্রীহরির ভোগ—ইহা স্থির করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে। কখনও নিজের সাধনরূপে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে না। শ্রীভগবান্ বিষ্ণুই সাধন, বেদোক্ত ক্রিয়াগুলি সাধ্য। যাহার শ্রীহরির দাস্যই একমাত্র ফল—তাদৃশ ক্রিয়ানুষ্ঠানগুলি জীবের অঙ্গস্বরূপ (অবশ্য অনুষ্ঠেয়)। শ্রুতি ও স্মৃতিনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াগুলিই তাঁহার দাস্য (দাস্যত্ব-হেতু)। শ্রীহরির দাস্যই জীবের স্বাভাবিক—ইহা কীর্ত্তিত হইয়াছে। বেদোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠানরূপ সাধনপথেই পরমেশ্বরকে পূজা করিবে।২১-২৩

তাহা না হইলে ত্রিশতকোটিকল্পকালব্যাপী নরক ভোগ হয়। অতএব বেদোক্ত সাধনমার্গেই বৈষ্ণবগণ ...র পূজা করিবে।২৪

এবং বিদিত্বা সৎকর্ম ভোগার্থং পরমাত্মনঃ।
কুর্বীত পরমৈকান্তী পত্যুঃ পত্নী যথা প্রিয়া ॥২৬
ইদং প্রসঙ্গেনোক্তং স্যাদ্ বিধানং তদ্ ব্রবীমি তে।
পূর্বপক্ষদশম্যাস্তু স্নাত্বা সম্পূজ্য কেশবম্ ॥২৭
স্বস্তিবাচনপূর্বেণ কুর্য্যাদত্রাঙ্কুরার্পণম্।
হরিং নারায়ণেষ্ট্যর্থমিতি সঙ্কল্প্য পূজয়েৎ ॥২৮
বিষ্ণুপ্রকাশকৈরাজ্যং ভূসূক্তাভ্যাং শতং ততঃ।
মন্ত্রেণ চৈব বৈকুণ্ঠং পার্ষদং হুত্বা সমাপয়েৎ ॥২৯
অযুতং তু জপেন্মন্ত্রং হোমঞ্চাষ্টোত্তরং শতম্।
শেষং নিবেদ্য দেবায় ভুঞ্জীয়াৎ স্বয়মেব চ ॥৩০
ততো মৌনী জপেন্মন্ত্রং শয়ীত পুরতো হরেঃ।
প্রভাতে চ নদীং গত্বা স্নাত্বা সন্তর্প্য দেবতাঃ ॥৩১
সন্ধ্যামন্বাস্য চাগত্য স্বগেহে সমলঙ্কৃতে।
বেদ্যাং সংপূজ্য দেবেশং মন্ত্ররত্নবিধানতঃ ॥৩২
সপ্তাবরণসংযুক্তং মহিষীভিঃ সমন্বিতম্।
অভ্যর্চ্য গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈর্ধূপ-দীপ-নিবেদনৈঃ ॥৩৩
অর্চয়িত্বা বিধানেন কুণ্ডং দক্ষিণভাগতঃ।
বিস্তারয়াম নিম্নৈশ্চ হস্তমাত্রং ত্রিমেখলম্ ॥৩৪
তত্র বহ্নিং প্রতিষ্ঠাপ্য ইধ্মাধানান্তমাচরেৎ।
ওঙ্কারঃ স্যাৎ পরং ব্রহ্ম সর্বমন্ত্রেষু নায়কঃ ॥৩৫
ত্র্যক্ষরং তত্ত্রয়াণাঞ্চ বেদানাং বীজমুচ্যতে।
অজায়ন্ত ঋচঃ পূর্বমকারাদ্ বিষ্ণুবাচকাৎ ॥৩৬
শ্রীবাচকাদুকারাত্তু যজূংষি তদনন্তরম্।
অজায়ন্ত তয়োঃ সঙ্গাৎ সামান্যন্যান্যনেকশঃ ॥৩৭

পুষ্প দ্বারাই শ্রীহরির প্রতিমাতে পূজা করিবে এবং অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দান করিবে। মন দিয়া ধ্যান করিবে এবং বাক্য ও মন দিয়া বেদোক্ত মন্ত্রগুলির জপ করিবে।২৫

এইরূপ তত্ত্বার্থ অবগত হইয়া পরমাত্মা শ্রীহরির ভোগের জন্যই পরম একান্তচিত্তে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। তাহাতে সৎকর্ম্ম দ্বারা পত্নী যেরূপ পতির প্রিয়া হয়, তদ্রূপ সাধক শ্রীভগবানের প্রিয় হইবে।২৬

প্রসঙ্গক্রমে এই তত্ত্বার্থগুলি বিবৃত হইল। এখন ঐ সব বিধানগুলি তোমাকে বলিতেছি। পূর্বপক্ষের দশমী তিথিতে স্নান করিয়া ভগবান্ কেশবকে পূজা করত স্বস্তিবাচনপূর্বক অঙ্কুরার্পণ করিবে। শ্রীহরি নারায়ণের তুষ্টির জন্যই সঙ্কল্প করিয়া পূজা করিবে।২৭-২৮

শ্রীবিষ্ণু-প্রকাশক মন্ত্র দ্বারা ঘৃতাহুতি দিবে। ভূসূক্ত দুইটি দ্বারা শতবার আহুতি দিবে। শ্রীবিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা বৈকুণ্ঠের পারিষদগণের উদ্দেশ্যে আহুতি দিয়া হোম সমাপন করিবে। অযুতসংখ্যক শ্রীবিষ্ণুমন্ত্র জপ করিবে। অষ্টোত্তর শত হোম করিবে। হোম ও পূজার অবশিষ্ট ভাগ দেবতাকে নিবেদন করিয়া পরে নিজে ভোজন করিবে।২৯-৩০

তারপর শ্রীভগবান্ শ্রীহরির সমীপে মৌনী হইয়া মন্ত্র জপ করিতে করিতে শয়ন করিবে। প্রভাতকালে নদীতে গিয়া স্নানান্তর দেবগণকে তর্পণ দ্বারা তৃপ্ত করত সন্ধ্যোপাসনপূর্বক সুশোভিত স্বগৃহে আসিয়া বেদীতে দেবদেব নারায়ণকে মন্ত্ররত্ন-বিধান অনুসারে পূজা করিবে।৩১-৩২

সপ্ত আবরণ-দেবতাযুক্ত এবং মহিষীগণ-সমন্বিত দেব সনাতন বিষ্ণুকে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ প্রভৃতি উপচার দ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া কুণ্ডের দক্ষিণ অংশে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ও গভীরতায় হস্তমাত্র মেখলান্বিত বহ্নিস্থাপন-যোগ্যস্থানে বহ্নি স্থাপন করত যথাবিধি ইধ্মাধান-কার্য্য করিবে। সমস্ত মন্ত্রের নায়ক ওঙ্কারই পরম ব্রহ্ম। (ওঙ্কার ভিন্ন কোনও মন্ত্র নাই, তাই নায়ক বলা হইল)। অ উ ম—এই ত্র্যক্ষর ঋক্, যজু ও সাম এই তিন বেদেরই বীজ (মূল)। বিষ্ণুবাচক অকার হইতে ঋগ্‌বেদগুলি উৎপন্ন হইয়াছে। ৩৩-৩৬

তারপর শ্রীবাচক উকার হইতে যজুর্বেদ উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ দুইয়ের সংসর্গে অনেক অঙ্গোপাঙ্গ-শাস্ত্রসহ সামবেদ উৎপন্ন হয়। ঐ দুইয়ের দাস মকার সমস্ত বর্ণ ও সমস্ত প্রাণিদের উৎপত্তিকারণ। পণ্ডিতগণ বলেন, অকার মূলতঃ সমস্তই।৩৭-৩৮

তয়োর্দাসো মকারেণ প্রোচ্যতে সর্বদেহিনঃ।
কারণং সর্ববর্ণানামকারঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥৩৮
অকারো বৈ চ সর্বা বাক্ সৈষা স্পর্শোষ্মভিঃ সদা।
বহ্নৌ সা বহ্ব্যগানাঽপি নানারূপা ইতি শ্রুতিঃ ॥৩৯
অকার এব লুপ্যন্তি সর্বমন্ত্রাক্ষরাণি হি।
অকারো বাসুদেবঃ স্যাত্তস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৪০
মন্ত্রো হি বীজং সর্বত্র ক্রিয়া তচ্ছক্তিরুচ্যতে।
মন্ত্র-তন্ত্রসমাযুক্তো যজ্ঞ ইত্যভিধীয়তে ॥৪১
মন্ত্রঃ পুমান্ ক্রিয়া স্ত্রী চ তদুক্তং মিথুনং স্মৃতম্।
তস্মাদ্ যজূংষি তন্ত্রাণি ঋচো মন্ত্রাণি চাধ্বরে ॥৪২
মন্ত্রক্রিয়াজুষ্টমেব মিথুনং যজ্ঞ উচ্যতে।
মন্ত্র-তন্ত্রাংশমেতে ঋগ্-যজুষী যজ্ঞকর্মণি ॥৪৩
উদ্গীতং তু ভবেৎ সাম তস্মাত্তদ্ বৈষ্ণবং ত্রয়ম্।
ঋগ্ভিরেব তমুদ্দিশ্য পুরোডাশং যজেদ্ বুধঃ ॥৪৪
তাভিরেব তু পুষ্পাণি দদ্যাৎ কর্মসু শার্ঙ্গিণে।
ইন্দ্রাগ্নি-বরুণাদীনি নামান্যুক্তানি তত্র তু।
জ্ঞেয়ানি বিষ্ণোস্তান্যত্র নান্যেষাং স্যুঃ কথঞ্চন ॥৪৫
অকারে রূঢ় ইত্যগ্নিমিন্দ্রত্বং বর ঈশ্বরে।
আত্মনাং প্রসবে সূর্য্যঃ সৌম্যত্বাৎ সাম ইত্যতঃ ॥৪৬
বায়ুঃ স্যাজ্জীবতঃ প্রাণাদ্ বরুণঃ সর্বজীবনঃ।
মিত্রঃ স্যাৎ সর্বমিত্রত্বাদাত্মৈকত্বাদ্ বৃহস্পতিঃ ॥৪৭
রোগনাশো ভবেদ্ রুদ্রো যমঃ স্যাত্তু নিয়ামকঃ।
হিরণ্যত্বমিতি প্রোক্তং নেতি প্রাপ্যত্বমুচ্যতে ॥৪৮
নিত্যসত্ত্বাদ্ধিরণ্যঃ স্যাত্তদ্গর্ভত্বাদ্ধিরণ্ময়ঃ।
হিরণ্যগর্ভ ইত্যুক্তঃ সত্ত্বগর্ভো জনার্দ্দনঃ ॥৪৯
হিরণ্ময়ঃ স ভূতেভ্যো দদৃশে ইতি বৈ শ্রুতিঃ।
সর্বান্ স ত্রাতি সবিতা পিতা চ পিতৃ-তৎপিতা ॥৫০
স্বর্ভূর্ভুব ইতি প্রোক্তো বেদবেদ্যেতি চোচ্যতে।

অকারই সমস্ত বাক্য বা শব্দ। "অকারো বৈ চ সর্বা বাক্" ইহা শ্রুতির প্রমাণ। ঐ অকাররূপ বাক্যই স্পর্শ ও উষ্ম প্রভৃতি বর্ণরূপে বহ্নিতে অভিব্যক্ত হইয়া নানারূপ ধারণ করিয়াছে। (কণ্ঠ-তাল্বাদি স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইলে তত্তৎ স্থানে তেজঃ উৎপন্ন হয়। এইজন্য বহ্নি বলা হইল।) ইহা শ্রুতিদেবীর অভিমত।৩৯

সমস্ত মন্ত্র বা অক্ষর অকারেই অন্তে লুপ্ত হয়, অকারই বাসুদেব। তাঁহাতেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত। সর্বত্র মন্ত্রই বীজ অর্থাৎ মূল উপাদান, তদনুযায়ী ক্রিয়া (অনুষ্ঠান) তাহার শক্তি। মন্ত্র তন্ত্র অর্থাৎ ক্রিয়া-সংযুক্তই যজ্ঞ—ইহা অভিহিত হইয়াছে। মন্ত্রই পুরুষ (চৈতন্যস্বরূপ), তাঁর ক্রিয়াই স্ত্রী (প্রকৃতি, শক্তি), উহাদের মিথুন হইতেই বেদ, তন্ত্রসমূহ, ঋক্ ও যজ্ঞ-কর্ম্মাদির মন্ত্রসমূহ উদ্ভূত হয়।৪০-৪২

ক্রিয়াযুক্ত মন্ত্রের মিথুনকেই যজ্ঞ বলা হইয়াছে। যজ্ঞকর্ম ঋক্ ও যজুর্বেদ হইতে মন্ত্র এবং তন্ত্রাংশ উদ্ভূত হইয়াছে। উচ্চৈঃস্বরে গান করা হয় বলিয়া তাই উদ্গীত বা উদ্গীথ, তাহা সামনামে আখ্যাত এবং উহাকেই বৈষ্ণব বেদ বলিয়া জানিবে। পণ্ডিতগণ শ্রীশ্রীবিষ্ণুকে উদ্দেশ্য করিয়া যজ্ঞে পুরোডাশাদি হব্য দ্বারা যজনা করেন। ঐ বেদমন্ত্র দ্বারাই যজ্ঞাদিকর্ম্মে পুষ্পদানের বিধি। ঐ যজ্ঞকর্ম্ম নিষ্পাদন জন্যই ইন্দ্র, অগ্নি ও বরুণাদি নাম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ নামগুলি বিষ্ণুরই নাম, কোনও রূপে অন্যের নহে।৪৩-৪৫

অকারেই প্রসিদ্ধ বলিয়া অগ্নি নাম হইয়াছে। যাগনিয়ন্ত্রণেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইন্দ্র নাম হইয়াছে। জগতের প্রসব (চৈতন্য-সম্পাদন) জন্যই সূর্য্য নাম হইয়াছে। অতি সৌম্য বলিয়া সাম নাম হইয়াছে।৪৬

প্রাণিদের প্রাণস্বরূপ বলিয়া বায়ু নাম হইয়াছে। সকলের জীবন বলিয়া বরুণ নাম হইয়াছে। (জলই জীবন, তৎপতিই বরুণ) সকলের মিত্র বলিয়া মিত্র নাম হইয়াছে। (সূর্য্যের অন্য নাম মিত্র)। সকলের আত্মাই বিষ্ণু বলিয়া তাঁহার বৃহস্পতি নাম হইয়াছে।৪৭

রোগ নাশ করেন বলিয়া তাঁহার নাম রুদ্র। সর্ব-নিয়ামক বলিয়া যম নাম হইয়াছে। হিরণ্য (সুবর্ণ) হেতু বলিয়া নহে, তিনি সকল জীবেরই শেষ প্রাপ্য ও নিত্য বিদ্যমান বলিয়া তিনিই হিরণ্য; তদভ্যন্তরস্থহেতু

যস্য ছন্দাংসি চাঙ্গানি স সুপর্ণমিহোচ্যতে ॥৫১
অত্রাঙ্গং বর্ণমিত্যুক্তং ছন্দোময়মুদাহৃতম্ ।
গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্ চ বৃহতী পঙ্‌ক্তিরেব চ ॥৫২
ত্রিষ্টুপ্ চ জগতী চৈব ছন্দাংস্যেতান্যনুক্রমাৎ ।
এতানি যস্য চাঙ্গানি স সুপর্ণ ইহোচ্যতে ॥৫৩
যস্মাজ্জাতাস্ত্রয়ো বেদা জাতবেদাঃ স উচ্যতে ।
পবমানঃ পাবয়িত্বা শিবঃ স্যাৎ সর্বদা শুভাৎ ॥৫৪
সুজনৈঃ সেব্যতে যস্তু অতো বৈ শম্ভুরিত্যজঃ ।
সর্ব্যান্যস্যৈব নামানি বৈদিকানি বিবেচনাৎ ॥৫৫
পুংনামানি যানি বিষ্ণোঃ স্ত্রী নামানি শ্রিয়স্তথা ।
পরস্য বৈদিকাঃ শব্দাঃ সমাকৃষ্যেতরেষ্বপি ॥৫৬

(হিরণ্ময় কোষের মধ্যবর্ত্তি) বলিয়া সত্বময় জনার্দ্দনকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয় ।৪৮-৪৯

"হিরণ্ময়ঃ স ভূতেভ্যো দদৃশে" ইহা শ্রুতিবাক্য। তাহার অর্থ সমস্ত প্রাণিগণ তাঁহাকে হিরণ্ময় রূপেই দেখিয়া থাকে। সকলকে ত্রাণ করেন বলিয়া তিনি সবিতা। পিতা পিতামহেরও প্রতিপালক বলিয়া তিনি পিতা। সমস্ত বেদ দ্বারা তাঁহাকেই জানিতে হয়, এইজন্য তিনি ভূঃ, তিনি ভুবঃ, তিনিই স্বঃ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সমস্ত বেদগুলি যাঁহার অঙ্গ, তিনিই সুপর্ণ নামে অভিহিত। অঙ্গকেই বর্ণ বলা হয়, এইজন্যই উহা ছন্দোময়। ছন্দ সপ্তবিধ। গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী—এই সপ্তবিধ ছন্দ তাঁহার অঙ্গ বলিয়া তিনি সুপর্ণ নামে খ্যাত। তাঁহা হইতেই সমস্ত বেদ উৎপন্ন বলিয়া তাঁহাকে জাতবেদা বলা হয়। সকলকে পবিত্র করেন বলিয়া তিনি পবমান। সর্বদা জীবের মঙ্গল করেন বলিয়া তাঁহাকেই শিব বলা হয় ।৫০-৫৪

সজ্জনগণ তাঁহাকে সর্বদা সেবা-পূজাদি করেন বলিয়া ঐ পরব্রহ্ম জনার্দ্দনের শম্ভু নাম হইয়াছে। অন্য যে সমস্ত নামে সেবিত হন, তৎসমস্ত বৈদিকার্থ বিবেচনাপূর্বক ব্যবহৃত হয়। পুরুষবাচক যত নাম আছে, তৎসমস্তই বিষ্ণুর নাম। স্ত্রীবাচক যত নাম আছে

ব্যবহ্রিয়ন্তে সততং লোকবেদানুসারতঃ ।
ন তু নারায়ণাদীনি নামান্যন্যস্য কর্হিচিৎ ॥৫৭
এতন্নাম্নাং গতির্বিষ্ণুরেক এব প্রচক্ষতে ।
শব্দব্রহ্মত্রয়ী সর্বং বৈষ্ণবং তদিহোচ্যতে ॥৫৮
দেবতান্তরশঙ্কা তু ন কর্তব্যা হি বৈদিকৈঃ ।
বষট্‌কৃতং যদ্ বেদেন তদত্যন্তপ্রিয়ং হরেঃ ॥৫৯
স্বাহা-স্বধাভ্যাং নমসা হুতং তদ্বৈষ্ণবং স্মৃতম্ ।
সমিদাজ্যৈর্যা আহুতীর্যে বেদেনৈব জুহ্বতি ।
যো মনসা সবর ইত্যচাং প্রোক্তঃ সদাঽধ্বরে ॥৬০
বেদেনৈব হরিং তস্মাদ্ যজেত দ্বিজসত্তমঃ ।
প্রসঙ্গাদেব মুক্তং স্যাদ্ বিধানং তদ্ ব্রবীমি তে ॥৬১

তৎসমস্তই শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর নাম। অন্য সমস্ত বৈদিক শব্দগুলি তাঁহারই নাম,—এইগুলি বেদ হইতেই চয়ন করিয়া ব্যবহৃত হইতেছে ।৫৫-৫৬

লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার অনুসারেই নামগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নারায়ণ প্রভৃতি সমস্ত নামসমূহ কখনও অন্যের নহে। ঐ সমস্ত নামের একমাত্র লক্ষ্য ও গতিই শ্রীশ্রীবিষ্ণু,—ইহা বলা হইয়াছে। শব্দ-ব্রহ্মময় সমস্ত বেদবিদ্যাগুলিই শ্রীবিষ্ণু হইতেই সমুদ্ভূত—ইহা নির্ণীত হইয়াছে। ঐ সমস্ত নাম বা ইহাদের কোনও একটি নাম অন্য দেবতার—এরূপ আশঙ্কা করা বেদপ্রিয় ব্রাহ্মণের উচিত নহে। বেদে যে বষট্‌কার দ্বারা দ্রব্যদানের বিধি আছে, ঐ বষট্‌কার সনাতন শ্রীবিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় ।৫৭-৫৯

"স্বাহা" "স্বধা" ও "নমস্" শব্দ দ্বারা যে দান বা হোম করা হয়, উহা বিষ্ণুপ্রিয়কর। সমিধ্ ও ঘৃত দ্বারা যে সব আহুতি দেওয়া হয়, কিংবা বেদমন্ত্র দ্বারা যে সব অন্য আহুতি দেওয়া হয়, "যো মনসা সবর" ইত্যাদি বেদমন্ত্র দ্বারা যজ্ঞে যে সব আহুতি দেওয়ার বিধান আছে, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিক ঐ সমস্ত বেদমন্ত্র দ্বারা শ্রীহরিকেই যজ্ঞে তৃপ্ত করিয়া থাকেন ।৬০

প্রসঙ্গক্রমে মুক্তদেরও বিধি তোমাকে বলিতেছি। ঋগ্‌বেদ সংহিতাতে দশটি মণ্ডলে যথাক্রমে যজ্ঞের বিধান

ঋগ্বেদসংহিতায়াস্তু মণ্ডলানি দশ ক্রমাৎ।
একৈকমিষ্ট্যা হোতব্যং চরুণা পায়সেন বা ॥৬২
ঘৃতেন বা তিলৈর্বাঽপি বিল্বপত্রৈরথাপি বা।
অগ্নিমীল ইতি পূর্বং মণ্ডলং প্রত্যূচং যজেৎ ॥৬৩
পুষ্পাণি চ তথা দদ্যাৎ সুগন্ধীনি জনার্দনে।
বিষ্ণুসূক্তৈর্হবির্হুত্বা চতুর্মন্ত্রৈঃ শতং যজেৎ ॥৬৪
বৈষ্ণবান্ ভোজয়েন্নিত্যমগ্নিঞ্চাপি সুসংগ্রহেৎ।
উপোষিতো দীক্ষিতশ্চ যাবদিষ্টিঃ সমাপ্যতে ॥৬৫
অন্তে চাবভৃথেষ্টিঞ্চ পুষ্পযাগঞ্চ পূর্ববৎ।
আচার্য্যং ব্রাহ্মণাংশ্চাপি দক্ষিণাভিঃ প্রপূজয়েৎ ॥৬৬
ইমাং নারায়ণেষ্টিঞ্চ সকৃদ্ বাঽপি যজেত্তু যঃ।
অনধীতবেদশ্চেষ্টিমযুতং মূলমন্ত্রতঃ ॥৬৭
হোমং পুষ্পাঞ্জলিং বাঽপি তথৈবাযুতমাচরেৎ।
পূজয়িত্বা ততো বিপ্রানিষ্ট্যাঃ সম্যক্‌ফলো ভবেৎ ॥৬৮

বলা আছে। উহার এক একটি যজ্ঞ-বিধানে চরু, পায়স, ঘৃত তিল বা বিল্বপত্র দ্বারা "অগ্নি মীলে" ইত্যাদি বেদমন্ত্রসহকারে প্রথম প্রতিমন্ত্রে পূজা করিবে।৬১-৬৩

এবং সুগন্ধি পুষ্পসকল জনার্দ্দনকে দান করিবে। বিষ্ণুসূক্তসমূহ দ্বারা ঘৃতাহুতি দিয়া চারিটি বেদোক্ত বিষ্ণুমন্ত্রে শতবার আহুতি দিবে। বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে, ঐ অগ্নিকেও সুরক্ষিত করিবে। উপবাসপূর্বক দীক্ষিত ব্যক্তি যজ্ঞসমাপ্তি পর্য্যন্ত অগ্নি রক্ষা করিবে। যজ্ঞাবসানে অবভৃথ-যাগ ও পুষ্পযাগ পূর্ববিধিমতেই করিতে হইবে এবং আচার্য্য ও ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দ্বারা পূজা করিবে।৬৪-৬৬

এইগুলি এবং নারায়ণ-যাগের অনুষ্ঠান যিনি একবারও করেন, বেদ অধ্যয়ন না করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা অযুতসংখ্যক হোম বা পুষ্পাঞ্জলি, অযুতসংখ্যক পূর্বোক্ত কার্য্য করিলে এবং ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিলে যজ্ঞসমূহের সম্যগ্‌রূপে সম্পূর্ণ ফললাভ হইবে।৬৭-৭৮

পুরুষসূক্ত ও চারিটি মন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তর শত

অবাক্যপৌরুষং সূক্তমষ্টোত্তরশতং চরুম্।
হুত্বা চতুর্ভির্মন্ত্রৈশ্চ লভেদিষ্টিং ন সংশয়ঃ ॥৬৯

অথ বাসুদেবেষ্টিরুচ্যতে।

একাদশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে সমুপোষ্য জনার্দনম্।
সমর্চ্চয়েদ্ বিধানেন রাত্রৌ জাগরণান্বিতঃ ॥৭০
দ্বাদশ্যাং প্রাতরুত্থায় স্নায়ান্নদ্যাং তিলৈঃ সহ।
দ্বাদশার্ণেন মনুনা সিঞ্চেদষ্টোত্তরং শতম্ ॥৭১
অভিমন্ত্র্য জলং পশ্চাত্তুলসীমিশ্রিতং পিবেৎ।
সর্বকর্মস্বভিহিত এতদেবাঘমর্ষণঃ ॥৭২
তত্তৎকর্মণি তন্মন্ত্রং যো জপেদঘমর্ষণে।
স্নাত্বা সন্তর্প্য দেবর্ষীন্ কৃতকৃত্যঃ সমাহিতঃ ॥৭৩
গৃহং গত্বাঽর্চয়েদ্দেবং বাসুদেবং সনাতনম্।
দ্বাদশার্ণবিধানেন কস্তুরীচন্দনাদিভিঃ ॥৭৪

চরু-হোম করিলে সম্পূর্ণ যজ্ঞের ফললাভ হইবে সন্দেহ নাই।৬৯

এখন "বাসুদেব-যাগ" কথিত হইতেছে।

কৃষ্ণপক্ষে একাদশীতে উপবাস করিয়া রাত্রিতে জাগরণপূর্বক যথাবিধি জনার্দ্দনকে পূজা করিবে।৭০

দ্বাদশীর প্রাতে গাত্রোত্থানপূর্বক নদীতে সতিল স্নান করিবে। দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তর শতবার অভিষিক্ত হইবে। পরে ঐ মন্ত্রে জলকে অভিমন্ত্রিত করিয়া তুলসীমিশ্রিত ঐ জল পান করিবে। সমস্ত কর্মে ইহাই অঘমর্ষণরূপে অভিহিত হইয়াছে। অঘমর্ষণ-বিষয়ে সেই সেই কর্ম্মে সেই সেই মন্ত্র জপ করিবে এবং স্নানান্তে সমাহিতচিত্তে দেবতা ও ঋষিদিগকে তর্পণ করত কৃতকৃত্য হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্বক সনাতন বাসুদেবদেবকে পূজা করিবে। দ্বাদশার্ণমন্ত্রের বিধি অনুসারে কস্তুরী, চন্দন প্রভৃতি দ্বারা জাতি, কেতক, কুন্দ প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা সুন্দর কৃষ্ণতুলসীপত্রে লক্ষ্মীর সহিত সুধাসমুদ্রে অনন্ত-শয্যায় শয়ান শ্রীহরিকে ধ্যান করত পূজা করিবে। ধ্যানের রূপ, যথা—ইন্দীবর (পদ্ম) দলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, শঙ্খ-চক্র

জাতি-কেতক-কুন্দাদ্যৈঃ সুকৃষ্ণতুলসীদলৈঃ।
সুধাব্ধৌ শেষপর্য্যঙ্কে সমাসীনং শ্রিয়া সহ ॥৭৫
ইন্দীবরদলশ্যামং চক্র-শঙ্খ-গদাধরম্।
সর্বাভরণসম্পন্নং সদা যৌবনমচ্যুতম্ ॥৭৬
অনন্তং বিহগাধীশং শৌনকাদ্যৈরুপাসিতম্।
ত্রিদশেন্দ্রৈর্বিমানস্থৈর্ব্রহ্ম-রুদ্রাদিভিস্তথা ॥৭৭
স্তূয়মানং হরিং ধ্যাত্বা অর্চয়েৎ প্রযতাত্মবান্।
সর্বমাবরণং পশ্চাদর্চ্চয়েৎ কুসুমাদিভিঃ ॥৭৮
প্রথমং মহিষীসঙ্ঘং লক্ষ্মী-ভূম্যৌ সনীলয়া।
অনন্তরঞ্চ গরুড়-ধর্ম্মসেনাদিভিস্তথা ॥৭৯
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-বৈরাগ্যাঃ পূজনীয়া যথাক্রমম্।
সনন্দনশ্চ সনকঃ সনৎকুমারঃ সনাতনঃ ॥৮০
ঔড়ুশ্চ সোমঃ কপিলঃ পঞ্চমো নারদস্তথা।
ভৃগুর্বিঘনসোঽত্রিশ্চ মরীচিঃ কশ্যপোঽঙ্গিরাঃ ॥৮১
পুলহঃ স্বায়ম্ভুবো দাল্ভ্যো বসিষ্ঠাদ্যাস্ততঃ ক্রমাৎ।
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ হারীতশ্চ পরাশরঃ ॥৮২
ব্যাসঃ শুকশ্চ প্রহ্লাদঃ শৌনকো জনকস্তথা।
মার্কণ্ডেয়ো ধ্রুবশ্চৈব পুণ্ডরীকশ্চ মারুতঃ ॥৮৩
রুক্মাঙ্গদঃ শিবো ব্রহ্মা পূজনীয়া যথাক্রমম্।
তথা লোকেশ্বরাঃ পূজ্যাঃ শঙ্খচক্রাদিহেতয়ঃ ॥৮৪
বেদাশ্চ সাঙ্গাঃ স্মৃতয়ঃ পুরাণং ধর্মসংহিতাঃ।
রাশয়ো গ্রহনক্ষত্রাঃ পূজনীয়াঃ সমন্ততঃ ॥৮৫
এবং সম্পূজ্য দেবেশমগ্ন্যাধানাদিপূর্বকম্।
দ্বিতীয়ং মণ্ডলমৃচা জুহুয়াৎ সব্রতং চরুম্ ॥৮৬
ধ্যাত্বা বহ্নৌ বাসুদেবং দদ্যাৎ পুষ্পাণি তত্র তু।
বৈষ্ণবাংশ্চ যজেত্তত্রাবভৃথং পুষ্পযাগকম্ ॥৮৭
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদন্তে গুরুঞ্চাপি প্রপূজয়েৎ।
ইমাঞ্চ বাসুদেবেষ্টিং যঃ কুর্য্যাদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥৮৮

গদাধারী, সমস্ত অলঙ্কারে ভূষিত, অক্ষুণ্ণ যৌবন, অচ্যুত ও অনন্তদেব এবং পক্ষিরাজ গরুড়কে চিন্তা করিবে শৌনকাদি তাঁহাকে উপাসনা করিতেছে। ব্রহ্মা, রুদ্র দেবশ্রেষ্ঠগণ প্রভৃতি বিমানস্থিত হইয়া সর্বদা তাঁহাকে স্তব করিতেছেন—সংযতচিত্তে ভগবানকে ধ্যান করিয়া করিবে। পরে পুষ্পাদি দ্বারা সমস্ত আবরণ দেবতার পূজা করিবে। প্রথম মহিষীসমূহ, পরে নীলার সহিত লক্ষ্মী ও ভূমি দেবী, অনন্তর গরুড় ও ধর্ম্মসেন প্রভৃতির সহিত ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে যথাক্রমে পূজা করিবে। সনন্দন, সনক, সনৎকুমার, সনাতন, ঔড়ু, সোম, কপিল, নারদ, ভৃগু, বিঘনস, অত্রি, মরীচি, কশ্যপ, অঙ্গিরা, পুলহ, স্বায়ম্ভুব ও দাল্ভ্য। তারপর বসিষ্ঠাদি, যথা—বসিষ্ঠ, বামদেব, হারীত, পরাশর, ব্যাস, শুকদেব, প্রহ্লাদ, শৌনক, জনক, মার্কণ্ডেয়, ধ্রুব, পুণ্ডরীক, মারুত, রুক্মাঙ্গদ, শিব ও ব্রহ্মা—ইঁহাদিগকে যথাক্রমে পূজা করিবে। তারপর শঙ্খ-চক্রাদি অস্ত্রধারী লোকেশ্বরগণকে পূজা করিবে। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ষড়ঙ্গের সহিত বেদ, স্মৃতি পুরাণ, ধর্ম্মসংহিতা, রাশি গ্রহ-নক্ষত্রাদিকে পূজা করিবে। পূর্বোক্তরূপে দেবেশ্বরকে পূজা করিয়া অগ্ন্যাধান (যথাবিধি হোমাগ্নি সংস্থাপন) করত দ্বিতীয় মণ্ডলস্থিত ঋক্-মন্ত্রগুলি দ্বারা চরুহোম নিষ্পন্ন করিবে। ঐ বহ্নিতে বাসুদেবের ধ্যান করত পুষ্পসকল দান করিবে। বৈষ্ণবদিগকে পূজা করিবে, পরে অবভৃথ ও পুষ্পযাগ করিবে।৭৪-৮৭

যাগাবসানে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে এবং শ্রীগুরুর পূজা করিবে। যে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ এই বাসুদেব-যাগের অনুষ্ঠান করে, সে কোটি কোটি কুল উদ্ধার করত স্বয়ং পরম পদ প্রাপ্ত হয়। কিংবা বাসুদেবের মন্ত্র দ্বারা ঐ বহ্নিতে অযুতসংখ্যক আহুতি দিবে। দেবদেব শ্রীবিষ্ণুকে প্রতিমন্ত্রে পুষ্প দান করিবে। ইহাতে বাসুদেব যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইবে।৮৮-৯০

হে রাজর্ষি! এখন তোমাকে বিষ্ণুযাগের বিধি বলিতেছি। শ্রবণানক্ষত্রে পূর্বাহ্নে পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে যাগকর্ম্মের আরম্ভ করিবে। পূর্বদিন উপবাস করিয়া রাত্রি জাগরণপূর্বক শ্রীহরিকে পূজা করিবে। প্রভাতে পূর্ববৎ যথাবিধি স্নান করিয়া জগৎপতির তর্পণ করিবে। পরমাকাশে অবস্থিত শ্রীহরিকে ষড়ক্ষর মন্ত্রের বিধি

কুলকোটিং সমুদ্ধৃত্য স গচ্ছেৎ পরমং পদম্।
অথবা বাসুদেবস্য মন্ত্রেণৈব দ্বিজোত্তমঃ ॥৮৯
জুহুয়াদযুতং বহ্নৌ বৈষ্ণবৈঃ প্রত্যৃচং তথা।
পুষ্পাণি দত্ত্বা দেবেশে সম্যগিষ্ট্যা লভেৎ ফলম্ ॥৯০
অথ বক্ষ্যামি রাজর্ষে! বৈষ্ণবেষ্ট্যা বিধিং ততঃ।
শ্রবণর্ক্ষে তু পূর্বাহ্নে পূর্ববচ্চ সমারভেৎ ॥৯১
উপোষ্য পূর্বদিবসে পূজয়েজ্জাগরে হরিম্।
প্রভাতে পূর্ববৎ স্নাত্বা তর্পয়েজ্জগতাং পতিম্ ॥৯২
ষড়ক্ষরবিধানেন পরমে ব্যোম্নি স্থিতং হরিম্।
বহ্ন্যর্ক-হেমবিম্বাদ্যৈর্যোগপীঠসুসংস্থিতম্ ॥৯৩
চতুর্ভুজং সুন্দরাঙ্গং সর্বাভরণভূষিতম্।
চক্র-শঙ্খ-গদা-শার্ঙ্গান্ বিভ্রাণং দোর্ভিরায়তৈঃ ॥৯৪
বামাঙ্কস্থশ্রিয়া সার্দ্ধং গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ।
নৈবেদ্যৈশ্চ ফলৈর্ভক্ষ্যৈর্দিব্যৈর্ভোজ্যৈঃ সুপানকৈঃ॥৯৫
অর্চয়েদ্দেবদেবেশং সর্বাভরণসংযুতম্।
শ্রীর্লক্ষ্মীঃ কমলা পদ্মা সীতা সত্যা চ রুক্মিণী ॥৯৬
সাবিত্রী পরিতঃ পূজ্যা ততস্তু তে বলাদয়ঃ।
অনন্ত-তার্ক্ষ্য-দেবেশ-সত্য-ধর্ম-দমাঃ শমাঃ ॥৮৭
বুদ্ধিশ্চ পূজনীয়াস্তে দিক্ষু সর্বাস্বনুক্রমাৎ।
ততো লোকেশ্বরাঃ পূজ্যাস্ততশ্চক্রাদিহেতয়ঃ ॥৯৮
মহাভাগবতাঃ পূজ্যাঃ হোমকর্ম সমাচরেৎ।
চতুর্ভির্বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈঃ প্রত্যৃচং জুহুয়াচ্চরুম্ ॥৯৯
ব্যাপকা মন্ত্ররত্নঞ্চ চতুর্মন্ত্রা উদাহৃতাঃ।
তৈরপ্যষ্টোত্তরশতং পৃথক্ পৃথগতো যজেৎ ॥১০০
তৃতীয়মণ্ডলং পশ্চাজ্জুহুয়াৎ প্রত্যৃচং ততঃ।
তথা পুষ্পৈশ্চ সম্পূজ্য কুর্য্যাদবভৃথং ততঃ ॥১০১
সমাপ্য পুষ্পযোগেন বৈষ্ণবান্ ভোজয়েত্ততঃ।
এবং কর্তুমশক্তশ্চেদ্ বৈষ্ণবীং বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥১০২
বৈষ্ণব্যা চৈব গায়ত্র্যা পুষ্পাঞ্জল্যযুতং চরেৎ।
ত্রিসহস্রং চরুং হুত্বা বৈষ্ণবেষ্ট্যাঃ ফলং লভেৎ ॥১০৩
ইমাং তু বৈষ্ণবীমিষ্টিং যঃ কুর্য্যাদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ।
ত্রিকোটিকুলমুদ্ধৃত্য যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥১০৪

অনুসারেই পূজা করিবে। চিন্তা করিবে—বহ্নি, সূর্য্য ও স্বর্ণবিম্ব প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত যোগপীঠে অবস্থিত, তাহাতে চতুর্ভুজ, সুন্দর অঙ্গবিশিষ্ট, সমস্ত অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত, বিস্তৃত সুদীর্ঘ বাহুসমূহ দ্বারা চক্র, শঙ্খ, গদা ও ধনু ধারণ করিয়াছেন, তাঁর বাম অঙ্গে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী শোভমানা—এরূপ লক্ষ্মীযুক্ত সর্বাভরণভূষিত দেবদেব নারায়ণকে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত প্রভৃতি নৈবেদ্য, প্রচুর ফল, বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্যদ্রব্য ও সুস্বাদু পানীয় দ্বারা পূজা করিবে।৯১-৯৬

শ্রী, লক্ষ্মী, কমলা, পদ্মা, সীতা, সত্যা, রুক্মিণী ও সাবিত্রী—ইঁহারা দেবাদিদেবের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত, ইহাঁদিগকেও পূজা করিবে। তারপর বলরাম প্রভৃতিকে পূজা করিবে। অনন্ত, গরুড়, দেবপতি, সত্য, ধর্ম্ম, শম, দম ও বুদ্ধি ইহাঁরা যথাক্রমে সমন্তদিকে অবস্থিত। ইহাঁদিগকে এবং লোকপালসমূহকে পূজা করিবে, পরে চক্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা করিবে। অতঃপর মহাভাগবত দিগকে পূজা করিবে। অনন্তর হোমকর্ম্ম আরম্ভ করিবে। চারিটি বিষ্ণুসূক্তের প্রতিমন্ত্রে চরু দ্বারা হোম করিবে।৯৭-৯৯

মন্ত্ররত্ন ও চতুর্বিধ মন্ত্র অত্যন্ত ব্যাপক কথিত হইয়াছে, অতএব সেই সব মন্ত্রদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অষ্টোত্তর-শত আহুতি দিবে। পরে তৃতীয় মণ্ডলের প্রতিমন্ত্রে আহুতি দান করিবে। তারপর পুষ্পসমূহ দ্বারা পূজা করত অবভৃথ ও পুষ্পযাগ সমাপনপূর্বক বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে। এইরূপ বিধিতে বৈষ্ণবী ইষ্টি অর্থাৎ বিষ্ণুযাগ করিতে অসমর্থ হইলে বিষ্ণুগায়ত্রী দ্বারা অযুত সংখ্যক পুষ্পাঞ্জলি দিবে এবং চরু দ্বারা তিনহাজার আহুতি দিবে, তাহা হইলেই বিষ্ণুযাগের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইবে।১০০-৩

যে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এই বিষ্ণুযাগ করিবে, সে তিনকোটি কুলের উদ্ধার সাধনকরত শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিতে পারিবে।১০৩

বৈষ্ণবগণ বৃত্তিভঙ্গজনিত মহাপাপে কিংবা দেব-কার্য্যের শান্তির জন্য এই প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিবে।১০৫

প্রায়শ্চিত্তমিদং কুর্য্যাদ্ ব্রুতিভঙ্গেষু বৈষ্ণবঃ।
শান্ত্যর্থং দেবকার্য্যেষু পাপেষু চ মহৎস্বপি ॥১০৫

অথ বৈয়ূহী ইষ্টিরুচ্যতে।

শুক্লপক্ষে তু দ্বাদশ্যাং সংক্রান্তৌ গ্রহণেঽপি বা।
উপোষ্য বিধিবদ্ বিষ্ণুং পূজয়িত্বা বিধানতঃ ॥১০৬
অভ্যর্চয়েদ্ গন্ধ-পুষ্পৈঃ কেশবাদীন্ পৃথক্ পৃথক্।
সঙ্কর্ষণাদীনপি চ পূজয়েৎ প্রযতাত্মবান্ ॥১০৭
তত্তন্মূর্ত্তিং পৃথগ্ ধ্যাত্বা পৃথগেব সমর্চয়েৎ।
কেশবস্তু সুবর্ণাভঃ শ্যামো নারায়ণোঽব্যয়ঃ ॥১০৮
মাধবঃ স্যাদুৎপলাভো গোবিন্দঃ শশিসন্নিভঃ।
গৌরবর্ণস্তথা বিষ্ণুঃ শোণো মধুজিদব্যয়ঃ ॥১০৯
ত্রিবিক্রমোঽগ্নিসঙ্কাশো বামনঃ স্ফটিকপ্রভঃ।
শ্রীধরস্তু হরিদ্রাভো হৃষীকেশোংঽশুমান্ যথা ॥১১০
পদ্মনাভো ঘনশ্যামো হৈমো দামোদরঃ প্রভুঃ।
সঙ্কর্ষণস্য মুক্তাভো বাসুদেবো ঘনদ্যুতিঃ ॥১১১
প্রদ্যুম্নো রক্তবর্ণঃ স্যাদনিরুদ্ধো যথোৎপলম্।
অধোক্ষজঃ শাদ্বলাভো রক্তাঙ্গঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১১২
নৃসিংহো মণিবর্ণঃ স্যাদচ্যুতোঽর্কঃ সমপ্রভঃ।
জনার্দনঃ কুন্দবর্ণ উপেন্দ্রো বিদ্রুমদ্যুতিঃ ॥১১৩
হরির্বৈ সূর্য্যসঙ্কাশঃ কৃষ্ণো ভিন্নাঞ্জনদ্যুতিঃ।
আয়ুধানি ব্রুবে চৈষাং দক্ষিণাধঃ করাদিতঃ ॥১১৪
পদ্মং শঙ্খং গদাচক্রং গদাং দধাতি কেশবঃ।
শঙ্খং পদ্মং গদাং চক্রং ধত্তে নারায়ণোঽব্যয়ঃ ॥১১৫
মাধবস্তু গদাং চক্রং শঙ্খং পদ্মং বিভর্ত্তি চ।
চক্রং গদাং তথা পদ্মং শঙ্খং গোবিন্দ এব চ ॥১১৬
গদাং পদ্মং গদাশঙ্খং চক্রং বিষ্ণুর্বিভর্ত্তি হি।
চক্রং শঙ্খং তথা পদ্মং গদাঞ্চ মধুসূদনঃ ১১৭
পদ্মং গদাং তথা চক্রং শঙ্খং চৈব ত্রিবিক্রমঃ।
শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং বামনো বিভৃয়াত্তথা ॥১১৮
পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং শ্রীধরঃ শ্রীপতির্দধৎ।

এখন বৈয়ূহী ইষ্টি কথিত হইতেছে।

শুক্লপক্ষে দ্বাদশী তিথিতে, সংক্রান্তি বা গ্রহণে উপবাস করিয়া যথাবিধি শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে।১০৬

কেশবাদিকে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। পরে সংযতচিত্তে সঙ্কর্ষণাদিকেও পূজা করিবে।১১৭

পৃথক্ পৃথগ্ ভাবে সেই সেই মূর্ত্তির ধ্যান করত পৃথক্ পৃথগ্ ভাবেইপূজা করিবে। তাঁহাদের রূপঃ—কেশব সুবর্ণের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন, অনশ্বর নারায়ণ শ্যামবর্ণ, মাধব নীলপদ্মসদৃশ কান্তিবিশিষ্ট, গোবিন্দ চন্দ্রতুল্যবর্ণ, বিষ্ণু গৌরবর্ণ, মধুজিৎ রক্তবর্ণ, ত্রিবিক্রম অগ্নিতুল্যকান্তি, বামন স্ফটিকের প্রভার ন্যায় উজ্জ্বল শুভ্র, শ্রীধর হরিদ্রার ন্যায় কান্তি-বিশিষ্ট, হৃষীকেশ সূর্য্যতুল্য, পদ্মনাভ জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় গাঢ় শ্যামবর্ণ, প্রভু দামোদর স্বর্ণকান্তি, সঙ্কর্ষণ মুক্তাদামতুল্য, বাসুদেব মেঘতুল্য শ্যামল, প্রদ্যুম্ন রক্তবর্ণ, অনিরুদ্ধ নীলপদ্মসদৃশ, অধোক্ষজ নূতন ঘাসের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, পুরুষোত্তম রক্তবর্ণ অঙ্গ বিশিষ্ট, নৃসিংহ মণির তুল্যকান্তিসম্পন্ন, অচ্যুত সূর্য্যতুল্য, জনার্দন কুন্দপুষ্প-সদৃশ, উপেন্দ্র বিদ্রুমমণিতুল্য, শ্রীহরি সূর্য্য-তুল্য, কৃষ্ণ মর্দ্দিত অঞ্জন-তুল্য ঘনকৃষ্ণবর্ণ, এখন ইঁহাদের অস্ত্রসমূহও ইঁহাদের দক্ষিণদিকের নিম্ন কর হইতে বর্ণিত হইতেছে। কেশব পদ্ম, শঙ্খ, গদা-চক্র অর্থাৎ বৃহৎ চক্র ও গদা ধারণ করেন। সনাতন নারায়ণ শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্র ধারণ করেন। মাধব গদা, চক্র, শঙ্খ ও পদ্ম ধারণ করেন এবং গোবিন্দ চক্র, গদা, পদ্ম ও শঙ্খ ধারণ করেন।১০৯-১৬

বিষ্ণু গদা, পদ্ম, গদাশঙ্খ অর্থাৎ বৃহৎ শঙ্খ ও চক্র ধারণ করেন। মধুসূদন চক্র, শঙ্খ, পদ্ম ও গদা ধারণ করেন। বামন শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করেন এবং ত্রিবিক্রম পদ্ম, গদা, চক্র ও শঙ্খ ধারণ করেন। শ্রীপতি পদ্ম, চক্র, গদা ও শঙ্খ ধারণ করেন। শ্রীধরও শ্রীপতির তুল্য অস্ত্রধারী। হৃষীকেশ গদা, চক্র, পদ্ম ও শঙ্খ ধারণ করেন এবং পদ্মনাভ শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদা ধারণ করেন। দামোদর পদ্ম, শঙ্খ, গদা ও চক্র ধারণ করেন। বাসুদেব গদা, শঙ্খ, চক্র ও পদ্ম ধারণ করেন। সঙ্কর্ষণ গদা, শঙ্খ, পদ্ম ও চক্র ধারণ করেন। প্রদ্যুম্ন চক্র, শঙ্খ, গদা ও

গদাং চক্রং হৃষীকেশঃ পদ্মং শঙ্খং বিভর্ত্তি হি ॥১১৯
পদ্মনাভস্তথা শঙ্খং পদ্মং চক্রং ধত্তে
দামোদরস্তথা ॥১২০
সঙ্কর্ষণো গদাং শঙ্খং পদ্মং চক্রং দধাতি হি।
বাসুদেবো গদাং শঙ্খং চক্রং পদ্মং বিভর্ত্তি হি ॥১২১
চক্রং শঙ্খং গদাং পদ্মং প্রদ্যুম্নো বিভৃয়াত্তথা।
অনিরুদ্ধস্তথা চক্রং শঙ্খং গদাঞ্চ পঙ্কজম্ ॥১২২
চক্রং পদ্মং তথা শঙ্খং গদাঞ্চ পুরুষোত্তমঃ।
পদ্মং গদাং তথা শঙ্খং চক্রং চাধোক্ষজো হরিঃ ॥১২৩
চক্রং পদ্মং গদাং শঙ্খং নরসিংহো বিভর্ত্তি হি।
অচ্যুতশ্চ গদাং পদ্মং চক্রং শঙ্খং বিভর্ত্তি হি ॥১২৪
জনার্দনস্তথা পদ্মং শঙ্খং চক্রং গদাং ধরেৎ।
উপেন্দ্রস্তু তথা শঙ্খং গদাং চক্রঞ্চ পঙ্কজম্ ॥১২৫
হরিস্তু শঙ্খং চক্রঞ্চ পদ্মং চৈব গদাং ধরেৎ।
শঙ্খং গদাং পঙ্কজঞ্চ চক্রং কৃষ্ণো বিভর্ত্তি হি ॥১২৬
এবং চতুর্বিংশতিস্তু মূর্তীর্ধ্যাত্বা সমর্চয়েৎ।
তত্তদ্ বিম্বেষু বা রাজন্! শালগ্রামশিলাসু বা ॥১২৭

পদ্ম ধারণ করেন। অনিরুদ্ধ চক্র, গদা, শঙ্খ ও পদ্ম ধারণ করেন। পুরুষোত্তম চক্র, পদ্ম, শঙ্খ ও গদা ধারণ করেন। অধোক্ষজ—হরি পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্র ধারণ করেন। নরসিংহ চক্র, পদ্ম, গদা ও শঙ্খ ধারণ করেন। অচ্যুত গদা, পদ্ম, চক্র ও শঙ্খ ধারণ করেন। জনার্দ্দন পদ্ম, শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করেন। উপেন্দ্র শঙ্খ, গদা, চক্র ও পদ্ম ধারণ করেন। শ্রীহরি শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদা ধারণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও চক্র ধারণ করেন।১১৭-২৬

এই চতুর্বিংশতি বিষ্ণুমূর্ত্তিকে যথাযথ ধ্যান করত সেই সেই মূর্তিতে যথাবিধি পূজা করিবে কিংবা সেই সেই মূর্ত্তির নাম করিয়া শালগ্রামেও সকলের পূজা হইতে পারে।১২৭

গন্ধ, পুষ্প, তাম্বূল, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি নিবেদন করত এবং বিবিধ ফল, নানা ভক্ষ্য-ভোজ্য ও চিনিসংযুক্ত পানীয় জল দ্বারা চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত নাম উচ্চারণপূর্বক

গন্ধৈঃ পুষ্পৈশ্চ তাম্বূলৈর্ধূপৈর্দীপৈর্নিবেদনৈঃ।
ফলৈশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ পানীয়ৈঃ
শর্করান্বিতৈঃ ॥১২৮
নামভিস্তৈশ্চতুর্থ্যন্তৈর্মূলমন্ত্রেণ বা যজেৎ।
দেবানাবরণীয়াংশ্চ পূজয়েৎ পরিতঃ ক্রমাৎ ॥১২৯
যং হেত্বাহতিসূক্তেন কুর্য্যান্নীরাজনং শুভম্।
পুরতোঽগ্নিং প্রতিষ্ঠাপ্য স্বগৃহ্যোক্তবিধানতঃ ॥
মণ্ডলেন চতুর্থেন প্রত্যৃচং জুহুয়াচ্চরুম্ ॥১৩০
পুষ্পৈঃ সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা কুর্য্যাদবভৃথং নরঃ।
ইমাং বৈয়ূহিকীমিষ্টিং সম্যক্ প্রাহুর্মহর্ষয়ঃ ॥১৩১
প্রায়শ্চিত্তমিদং প্রোক্তং পাতকেষু মহৎস্বপি।
অনপ্স্বপি চ বিম্বানাং শাস্ত্যর্থং বা সমাচরেৎ ॥১৩২
প্রায়শ্চিত্তং বিশিষ্টং স্যাদ্দেয়ং প্রত্যৃচং কর্মসু।
অনধীতঃ কথং কুর্য্যাদ্ বৈয়ূহীং বৈষ্ণবীং দ্বিজঃ ॥১৩৩
প্রত্যেকং শতমষ্টৌ চ মন্ত্রৈস্তেষাং যজেদ্ বুধঃ।
সর্বত্রাবভৃথেষ্টিঞ্চ পুষ্পযাগঞ্চ বৈষ্ণবঃ ॥১৩৪

অথবা তত্তৎ মূলমন্ত্র দ্বারা সকলের পূজা করিবে। দেবতাদের পূজা করত তত্তৎ আবরণ দেবতার ও যথাক্রমে পূজা করিবে। “যং হেত্বাহতি” ইত্যাদি সূক্তদ্বারা মঙ্গলময় আরাত্রিক করিবে। সম্মুখে বহ্নিস্থাপনপূর্বক স্ব-শাখার গৃহ্যসূত্রোক্ত বিধি অনুসারে তদ্-মণ্ডলস্থিত প্রতি মন্ত্রের দ্বারা চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত করিয়া চরুহোম করিবে। ভক্তিসহকারে বহুবিধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। তারপর অবভৃথ-স্নান করিবে। মহর্ষিগণ ইহাকেই বৈয়ূহিক যাগ বলিয়াছেন।১২৮-১৩১

মহাপাতক হইলেও ইহাই তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপে কথিত হইয়াছে। শান্তির জন্য জল-ব্যতীত অন্যস্থানেও প্রতিমূর্ত্তির পূজানুষ্ঠান হইতে পারে।১৩২

প্রতিমন্ত্রে আহুতি দিলেই বিশিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন না করিয়া কিরূপে শ্রীবিষ্ণুর বৈয়ূহী ইষ্টি (যাগ) করিবে।১৩৩

প্রতিমন্ত্রে একশত আটটি করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে

দ্বয়েন মূলমন্ত্রেণ কুর্বীত সুসমাহিতঃ।
বৈষ্ণবান্ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা কর্মান্তে সত্ত্বসিদ্ধয়ে ॥১৩৫
চতুর্বিংশতিসংখ্যান্ বৈ মহাভাগবতান্ দ্বিজান্।
একং বা ভোজয়েদ্ বিপ্রং মহাভাগবতোত্তমম্ ॥
সর্বং সম্পূর্ণতমেতি তস্মিন্ সংপূজিতে বিভো ॥১৩৬
যঃ করোতি শুভামিষ্টিং বৈয্যূহীং বৈষ্ণবোত্তমঃ।
অনন্তস্যাচ্যুতানাঞ্চ বিশিষ্টোঽন্যতমো ভবেৎ ॥১৩৭
বৈভবীমথ বক্ষ্যামি সর্বপাপপ্রণাশিনীম্।
পাবনীং সর্বলোকানাং সর্বকমপ্রদাং শুভাম্ ॥১৩৮
ভগবজ্জন্মদিবসে বারে সূর্য্যসুতস্য বা।
স্বজন্মর্ক্ষেঽপি বা কুর্য্যাদ্ বৈভবীং মঙ্গলাহ্বয়াম্ ॥১৩৯
পূর্বেঽহ্ন্যভ্যুদয়ং কুর্য্যাদঙ্কুরার্পণপূর্বকম্।
উপোষ্য পূজয়েদ্ বিষ্ণুমগ্ন্যাধানং সমাচরেৎ ॥১৩৯
স্নাত্বা পরেঽহ্নি বিধিনা সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ।
বিশিষ্টৈর্ব্রাহ্মণৈঃ সার্দ্ধমর্চয়িত্বা জনার্দনম্ ॥১৪০

হোম করিবে। সর্বত্রই অবভৃথ-যাগ ও পুষ্পযাগ করিবে। একাগ্রচিত্তে দুইটি মূলমন্ত্র দ্বারা যাগ করিবে। যাগের অন্তে সিদ্ধির জন্য ভক্তিপূর্বক বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে। চব্বিশজন মহাভাগবত বৈষ্ণবকে ভোজন করাইবে, অথবা একজনও শ্রেষ্ঠ মহাভাগবত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হইবে। সেই মহাভাগবতোত্তম ব্রাহ্মণকে সম্যক্ পূজা দ্বারা সন্তুষ্ট করা হইলে সমস্তই সম্পূর্ণ হইবে। যে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান্ অনন্তদেবের 'অচ্যুত' প্রভৃতি নামাবলম্বনে এই শুভ বৈয্যূহী ইষ্টি (যাগ) সম্পাদন করে, সে ঐ 'অচ্যুত' প্রভৃতির অন্যতমরূপে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবে।১৩৪-৩৭

এখন সর্বপাপবিনাশিনী বৈভবী (ইষ্টি) যাগ বলিতেছি। ইহা সকলের অত্যন্ত পবিত্রতাবিধায়ক এবং সর্বাভিলাষ-সম্পাদক। শ্রীভগবানের জন্মদিনে কিংবা শনিবারে অথবা নিজের জন্মনক্ষত্রে এই সর্ব্বমঙ্গল-কারিণী বৈভবী-ইষ্টি করিবে। পূর্বদিনে অঙ্কুরার্পণপূর্বক অভ্যুদয় করিবে। উপবাসী থাকিয়া শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করত যথাযথ বহ্নিস্থাপন করিবে।১৩৮-৪০

মৎস্যং কূর্মঞ্চ বরাহং নরসিংহঞ্চ বামনম্।
শ্রীরামং বলভদ্রঞ্চ কৃষ্ণং কল্কিনমব্যয়ম্ ॥১৪১
হয়গ্রীবং জগদ্‌যোনিং পূজয়েদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ।
নার্চয়েদ্ভার্গবং বুদ্ধং সর্বত্রাপি চ কর্মসু ॥১৪২
কুশগ্রন্থিষু বিম্বেষু শালগ্রামশিলাসু বা।
অর্চয়েদ্ গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈঃ প্রাগুদক্‌প্রবণেন চ ॥১৪৩
পৃথক্ পৃথক্ চ নৈবেদ্যং বিবিধং বৈ সমর্পয়েৎ।
মোদকান্ পৃথুকান্ সক্তূনপূপান্ পায়সাংস্তথা ॥১৪৪
হবিষ্যমন্নমুদ্‌গান্নং মণ্ডকান্ মধুসংযুতান্।
দধ্যন্নঞ্চ গুড়ান্নঞ্চ ভক্ত্যা তেভ্যো নিবেদয়েৎ ॥১৪৫
কর্পূরসংযুতং দিব্যং তাম্বূলঞ্চ নিবেদয়েৎ।
ইমা বিশ্বেতি সূক্তেন দদ্যান্নীরাজনং তথা ॥১৪৬
সহস্রনামভিঃ স্তুত্বা ভক্ত্যা চ প্রণমেদ্ বুধঃ।
ইধ্মাধানাদিপর্য্যন্তং কৃত্বা হোমং সমাচরেৎ ॥১৪৭
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈর্হুত্বা পূর্বং শুভং হবিঃ।
পঞ্চমং মণ্ডলং পশ্চাৎ প্রত্যৃচং জুহুয়াদ্ দ্বিজঃ ॥১৪৮

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ পরদিন স্নান করিয়া যথাবিধি পিতৃগণ ও দেবগণকে তর্পণ দ্বারা সন্তুষ্ট করত বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদের সহিত জনার্দ্দনকে পূজাপূর্বক মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ বামন, শ্রীরাম, বলভদ্র, শ্রীকৃষ্ণ, সনাতন কল্কী এবং জগৎকারণ হয়গ্রীবকে পূজা করিবে, কিন্তু ভার্গব ও বুদ্ধকে কখনও কোন কর্ম্মের উপলক্ষ্যে পূজা করিবে না। কুশগ্রন্থি দ্বারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া অথবা শালগ্রাম-শিলাতে পূর্বমুখী বা উত্তরমুখী হইয়া গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে বিবিধ নৈবেদ্য দান করিবে। মোদক অর্থাৎ মুড়কী, চিড়া, খই, ছাতু, পিষ্টক, পায়স, হবিষ্যোক্ত দ্রব্যের অন্ন, মুদ্‌গ-মিশ্রিত অন্ন, মধুযুক্ত মণ্ডক, দধ্যন্ন ও গুড়ান্ন ভক্তিপূর্বক প্রদান করিবে। কর্পূরসংযুক্ত সুন্দর তাম্বূল দিবে। "ইমা বিশ্বা" ইত্যাদি সূক্তমন্ত্র দ্বারা আরাত্রিক করিবে।১৪১-৪৭

পরে শ্রীবিষ্ণুর সহস্র নাম সহকারে স্তব করত ভক্তি-পূর্বক প্রণাম করিবে। ইধ্মাধানাদি (সমিধ্ আহরণাদি) কার্য্য শেষ করত হোম করিবে। পূর্বে বিষ্ণুসূক্ত দ্বারাই

ইমাস্তু বৈভবীমিষ্টিং কুর্য্যাদ্ বিষ্ণুপরায়ণঃ।
অকৃত্বা বৈভবীমন্ত্রং যোঽধ্যাপয়তি দেশিকঃ ॥১৪৯
রৌরবং নরকং যাতি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥১৫০
হোমং বিনা স শূদ্রাণাং কুর্য্যাৎ সর্বমশেষতঃ ॥১৫১
মন্ত্রৈর্বা জুহুয়াদাজ্যং তত্তন্মূর্তিপ্রকাশকৈঃ।
পূজয়িত্বা দ্বিজবরান্ পশ্চান্মন্ত্রং প্রদাপয়েৎ ॥১৫২
অশক্তো যস্তু বেদেন কর্তুমিষ্টিং দ্বিজোত্তমঃ।
তত্তন্মূর্তিময়ৈর্মন্ত্রৈঃ পৃথগষ্টোত্তরং শতম্ ॥১৫৩
হুত্বা চরুং ঘৃতযুতং সম্যগিষ্ট্যা ফলং লভেৎ।
বৈষ্ণবত্বাচ্যুতস্যাপি কারয়েদিষ্টিমুত্তমাম্ ॥১৫৪
উদ্দিশ্য বৈষ্ণবান্ স্ব-স্ব-পিতৄনপি চ বৈষ্ণবঃ।
যঃ কুর্য্যাদ্ বৈষ্ণবীমিষ্টিং ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥১৫৫
বৈষ্ণবত্বং কুলং সর্বং লভেত স ন সংশয়ঃ।
অত ঊর্ধ্বং প্রবক্ষ্যামি আনন্তীমঘনাশিনীম্ ॥১৫৬
পৌর্ণমাস্যাং প্রকুর্বীত পূর্বোক্তবিধিনা নৃপ!
আদানং পূর্ববৎ কৃত্বা অঙ্কুরার্পণপূর্বকম্ ॥১৫৭
উপোষ্যাভ্যর্চয়েদ্দেবমনন্তং পুরুষোত্তমম্।
সহস্রশীর্ষং বিশ্বেশং সহস্রকরলোচনম্ ॥১৫৮
সহস্রকিরণং শ্রীশং সদৈবাশ্রিতবৎসলম্।
পৌরুষেণ বিধানেন পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥১৫৯
গন্ধ-পুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ দীপৈশ্চাপি নিবেদনৈঃ।
পূজয়িত্বা জগন্নাথং পশ্চাদাবরণং যজেৎ ॥১৬০
পার্শ্বয়োশ্চ শ্রিয়ং ভূমিং নীলাঞ্চ শুভলোচনাম্।
হিরণ্যবর্ণা হরিণী জাতবেদা হিরণ্ময়ী ॥১৬১
চন্দ্রা সূর্য্যা চ দুর্ধর্ষা গন্ধদ্বারা মহেশ্বরী।
নিত্যপুষ্টা সহস্রাক্ষী মহালক্ষ্মী সনাতনী ॥১৬২
পূজনীয়া সমস্তাশ্চ গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ।
সংকর্ষণস্তথাঽনন্তঃ শেষো ভূধর এব চ ॥১৬৩

সমস্ত হোম করিয়া ব্রাহ্মণ পরে পঞ্চম-মণ্ডলোক্ত মন্ত্রের প্রতিমন্ত্রে আহুতি দিবে। বিষ্ণু-পরায়ণ বৈষ্ণব এই বৈভবী (ইষ্টি) যাগ করিবে। যে গুরু বৈভবীমন্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান না করিয়া শিষ্যকে অন্য যাগের উপদেশ দেন, প্রলয়কালপর্য্যন্ত তিনি রৌরব-নরকে বাস করেন। শূদ্র হোম-ব্যতীত অন্য সমস্তই সম্পূর্ণভাবে অনুষ্ঠান করিবে।১৪৮-৫১

তত্তদ্ মূর্ত্তিপ্রকাশক (সম্বন্ধীয়) মন্ত্রের দ্বারা শুধু ঘৃতাহুতি দিবে। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগকে পূজা করিয়া পরে মন্ত্রদান করিবে।১৫২

যে ব্যক্তি যথোক্ত বেদবিধি অনুসারে তাদৃশ যজ্ঞ করিতে অসমর্থ, সে সেই সেই মূর্ত্তিবিষয়ক মন্ত্রসমূহ দ্বারা পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে অষ্টোত্তর শত আহুতি দিবে। পরে হোমান্তে ঘৃতযুক্ত চরুদ্বারা হোম করিলে যজ্ঞোক্ত সমস্ত ফল প্রাপ্ত হইবে। বৈষ্ণব বলিয়া অচ্যুতেরও যথাযথ যাগ করিবে।১৫৩-৫৪

যে বৈষ্ণব পরম ভক্তি সহকারে নিজের বৈষ্ণব পিতৃ-পিতামহদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বৈষ্ণবী ইষ্টি (বিষ্ণুযাগ) করিবে, তাহার সমস্ত বংশই বৈষ্ণবত্ব লাভ করিবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। এখন আমি সর্বপাপনাশিনী আনন্তী ইষ্টির বিষয় বলিতেছি।১৫৫-৫৬

হে রাজন্! পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে পূর্ণিমাতেই যাগ করিতে হইবে। যথাবিধি অঙ্কুরার্পণপূর্বক যাগের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবে।১৫৭

উপবাসী থাকিয়া অনন্ত পুরুষোত্তমকে পূজা করিবে। সহস্রমস্তক, সহস্রকর, সহস্রনয়ন, সহস্রচরণ ও সর্বদা আশ্রিতবৎসল লক্ষ্মীপতি বিশ্বেশ্বর পুরুষোত্তমকে পুরুষ-সূক্তোক্ত বিধানে পূজা করিবে।১৫৮-৫৯

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও দীপাদি নিবেদনপূর্বক জগন্নাথকে যথাবিধি পূজা করিয়া আবরণ-দেবতার পূজা করিবে। পার্শ্বস্থিত লক্ষ্মী, ভূমি ও শুভনয়না নীলা দেবীকে পূজা করিবে। হিরণ্যবর্ণা, হরিণী, জাতবেদা, হিরণ্ময়ী, চন্দ্রা, সূর্য্যা, দুর্ধর্ষা, গন্ধদ্বারা, মহেশ্বরী, নিত্যপুষ্টা, সহস্রাক্ষী, মহালক্ষ্মী ও সনাতনী এই সমস্ত দেবীকেও গন্ধ-পুষ্প এবং অক্ষতাদি দ্বারা পূজা করিবে। সঙ্কর্ষণ, অনন্ত, শেষ, ভূধর, লক্ষ্মণ, নাগরাজ, বলভদ্র, হলায়ুধ এবং তাঁহাদের প্রাণাদি শক্তিকেও যথাযথ পূজা করিবে।১৬০-৬৪

লক্ষ্মণো নাগরাজশ্চ বলভদ্রো হলায়ুধঃ।
তচ্ছক্তয়ঃ পূজনীয়াঃ প্রাণাদিষু যথাক্রমম্ ॥১৬৪
রেবতী বারুণী কান্তিরৈশ্বর্য্যা চ ইলা তথা।
ভদ্রা সুমঙ্গলা গৌরী শক্তয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥১৬৫
অস্ত্রান্ লোকেশ্বরান্ পূজ্য পশ্চাদ্ধোমং সমাচরেৎ।
পশ্চাত্তু মণ্ডলং ষষ্ঠং প্রত্যৃচং জুহুয়াচ্চরুম্ ॥১৬৬
পুষ্পাণি চ তথা দত্ত্বা কুর্য্যাদবভৃথাদিকম্।
অশক্তশ্চেন্নৃসূক্তেন শতমষ্টোত্তরং চরুম্ ॥১৬৭
ইষ্টেৰ্বেষ্ট্যাঃ ফলং সম্যগাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ।
আনন্তীয়ামিমামিষ্টিং বৈকুণ্ঠপদমাপ্নুয়াৎ ॥১৬৮
ন দাস্যমীশস্য ভবেদ্ যস্য দাস্যং নৃণামসৎ।
তত্র কুর্য্যাদিমামিষ্টিং দাস্যৈকফলসিদ্ধয়ে ॥১৬৯
অধুনা বৈনতেয়েষ্টিং বক্ষ্যামি নৃপসত্তম।
পঞ্চম্যাং ভানুবারে বা কস্মিংশ্চিচ্ছুভবাসরে ॥১৭০
উপোষ্য পূর্ববৎ সর্বং কুর্য্যাদভ্যুদয়াদিকম্।
স্নাত্বাঽর্চয়িত্বা দেবেশং গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ॥১৭১
লক্ষ্ম্যা সহ সমাসীনং বৈকুণ্ঠভবনে শুভে।
সর্বমন্ত্রময়ে দিব্যে বাঙ্ময়ে পরমাসনে ॥১৭২
মন্ত্রস্বরৈরক্ষরৈশ্চ সাঙ্গৈর্বেদৈঃ সমন্বিতঃ।
তারেণ সহ সাবিত্র্যা সংস্তীর্ণে শুভবর্চসি ॥১৭৩
ঐশ্বর্য্যা চ সমাসীনং সহস্রার্কসমদ্যুতিম্।
চতুর্ভুজমুদারাঙ্গং কন্দর্পশতসন্নিভম্ ॥
যুবানং পদ্মপত্রাক্ষং চক্র-শঙ্খ-গদাঙ্গিনম্ ॥১৭৪
বৈষ্ণব্যা চৈব গায়ত্র্যা পূজয়েদ্ধরিমব্যয়ম্।
শ্রিয়ং দেবীং নিত্যপুষ্টাং সুভগাঞ্চ সুলক্ষণাম্ ॥১৭৫
ঐরাবতীং বেদবতীং সুকেশীঞ্চ সুমঙ্গলাম্।
অর্চয়েৎ পরিতো দেবীঃ স্বরূপা নিত্যযৌবনাঃ ॥১৭৬
ততঃ সমর্চয়েত্তার্ক্ষ্যং গরুড়ং বিনতাসুতম্।
সুপর্ণঞ্চ চতুর্দিক্ষু বিদিক্ষু শক্তয়স্তথা ॥১৭৭
শ্রুতি-স্মৃতীতিহাসাশ্চ পুরাণানীতি শক্তয়ঃ।
অস্ত্রাদীনীশ্বরান্ পশ্চাদর্চয়েৎ কুসুমাক্ষতৈঃ ॥১৭৮

উঁহাদের শক্তির নাম যথা—রেবতী, বারুণী, কান্তি, ঐশ্বর্য্যা, ইলা, ভদ্রা, সুমঙ্গলা ও গৌরী। ইহা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে।১৬৫

অস্ত্রসমূহকে ও লোকপালদিগকে পূজা করিয়া পরে হোম করিবে। পরে ষষ্ঠমণ্ডলের প্রতিমন্ত্রে চরু-হোম করিবে।১৬৬

পরে পুষ্পসকল দান করিয়া অবভৃথ-যাগাদি করিবে। অসমর্থ হইলে নৃ-সূক্ত দ্বারা অষ্টোত্তরশত চরু হোম করিবে।১৬৭

ইহাতেই যাগের সম্পূর্ণ ফল সম্যক্ প্রাপ্ত হইবে—সন্দেহ নাই। এই অনন্ত-সম্বন্ধীয় যাগের দ্বারা বৈকুণ্ঠ-পদ লাভ হয়।১৬৮

যে ব্যক্তির ভগবানের দাস্য সম্পূর্ণ লাভ হয় নাই, সে ইহার ফলে সম্পূর্ণ দাস্য প্রাপ্ত হইবে। দাস্যফল সিদ্ধির জন্য এই ইষ্টিই করিবে।১৬৯

হে রাজন্! এখন বৈনতেয় ইষ্টির বিধান বলিতেছি। পঞ্চমীতে রবিবারে বা কোনও শুভদিনে ঐ ইষ্টি করিতে হয়।১৭০

উপবাসী হইয়া পূর্বোক্তক্রমে অভ্যুদয়াদি করিতে হইবে। স্নান করিয়া গন্ধ পুষ্প ও অক্ষতাদি দ্বারা শুভ বৈকুণ্ঠভবনে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত একত্র মন্ত্রময় দিব্য বাঙ্ময় আসনে উপবিষ্ট, মন্ত্রস্বর ও মন্ত্রাক্ষর এবং ষড়ঙ্গবেদের সহিত সমন্বিত, প্রণবের সহিত গায়ত্রীর তেজোময় আস্তরণে ষড়ৈশ্বর্য্যের সহিত উপবিষ্ট, সহস্র সূর্য্যতুল্য প্রভাসম্পন্ন, নিত্যযুবক, পদ্মপত্রের ন্যায় দীর্ঘ নয়ন, শঙ্খ, চক্র ও গদা যাঁর অঙ্গে শোভমান—এরূপ সনাতন শ্রীহরিকে বিষ্ণুগায়ত্রী দ্বারা পূজা করিবে। তাঁহার চারিদিকে নিত্যযৌবনবতী স্বরূপা দেবীগণ বর্তমান; তাঁহাদিগের নাম—শ্রীদেবী, নিত্যপুষ্টা, সুলক্ষণা, সুভগা, ঐরাবতী, বেদবতী, সুকেশী, সুমঙ্গলা। ইঁহাদিগকেও পূজা করিবে।১৭১-৭৬

তারপর বিনতানন্দন তার্ক্ষ্য গরুড়কে পূজা করিবে।

ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং তাম্বূলঞ্চ সমর্চয়েৎ।
অয়ং হিতে চার্ষীতি দদ্যান্নীরাজনং শুভম্ ॥১৭৯
প্রদক্ষিণং নমস্কারং কৃত্বা হোমং সমাচরেৎ।
বসিষ্ঠেন চ সংদৃষ্টং সপ্তমং মণ্ডলং হুনেৎ ॥১৮০
পুষ্পাণি চ ততো দত্ত্বা কুর্য্যাদবভৃথাদিকম্।
রথ-যানাদিভঙ্গে চ বাহনধ্বংসনে তথা ॥১৮১
অবৈদিকক্রিয়াজুষ্টে কুর্যাদিষ্টিমিমাং শুভাম্।
অরিষ্টে চোপপাপেষু শান্ত্যর্থমপি বা যজেৎ ॥১৮২
ইষ্ট্যাহনয়া পূজিতেশে রোগ-সর্পাগ্নিভীঃ শমেৎ।
বৈনতেয়সমো ভূত্বা ভবেদনুচরো হরেঃ ॥১৮৩
বৈষ্বক্‌সেনীং ততো বক্ষ্যে সর্বপাপপ্রণাশিনীম্।
উপোষ্যৈকাদশীং শুদ্ধাং পূর্ববৎ পূজয়েদ্ধরিম্ ॥১৮৪
তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রাভ্যামুপচারৈঃ সমর্চয়েৎ।
বিষ্বক্‌সেনঞ্চ সেনেশং সেনান্ পঞ্চ চমূপতিম্ ॥১৮৫
অর্চয়িত্বা চতুর্দিক্ষু শক্তয়শ্চ বিদিক্ষু চ।
ত্রয়ীং সূত্রবতীং সৌম্যাং সাবিত্রীং চার্চয়েদ্ দ্বিজঃ ॥
অস্ত্রান্ (দিগীশান্) দীপাংশ্চ সম্পূজ্য হোমং পশ্চাৎ সমাচরেৎ ॥১৮৬
কৃত্বেধ্মাধানপর্যন্তমষ্টমং মণ্ডলং যজেৎ ॥১৮৭
পায়সেনাথ পুষ্পাণি দদ্যাৎ প্রযতমানসঃ।
অন্তে চাবভৃথেষ্টিঞ্চ প্রসূনযজনং তথা ॥১৮৮
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছক্ত্যা দক্ষিণাভিশ্চ তোষয়েৎ।
অশক্তো যস্তু বেদেন কর্তুমিষ্টিঞ্চ বৈষ্ণবঃ ॥১৮৯
তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রাভ্যাং সহস্রং জুহুয়াচ্চরুম্।
কৃত্বা পুষ্পাঞ্জলিঞ্চাপি সম্যগিষ্টিং লভেন্নরঃ ॥১৯০
বৈষ্বক্‌সেনীমিমাং হুত্বা বিষ্বক্‌সেনসমো ভবেৎ।
প্রভূতধন-ধান্যাঢ্যমৈশ্বর্য্যং চৈব বিন্দতি ॥১৯০
যক্ষ-রাক্ষস-ভূতানাং তামসানাং দিবৌকসাম্।
অভ্যর্চনে তদ্দোষস্য বিশুদ্ধ্যর্থমিদং যজেৎ ॥১৯১

চতুর্দ্দিকে সান্তরাল দিকে (কোণসমূহে) সুপর্ণকে, শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণ প্রভৃতি শক্তিগুলিকে এবং শঙ্খচক্রাদি অস্ত্রসমূহ ও ঈশ্বরবৃন্দকে পুষ্প, অক্ষত, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি ও তাম্বূল দ্বারা পূজা করিবে। "অয়ং হি তে চার্ষীতি" বেদমন্ত্র দ্বারা আরাত্রিক করিবে। পরে প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিয়া হোমের অনুষ্ঠান করিবে। বসিষ্ঠ ঋষি কর্ত্তৃক সম্যক্ দৃষ্ট সপ্তম মণ্ডলোক্ত বেদমন্ত্রসমূহ দ্বারা হোম করিবে।১৭৭-৮০

তারপর পুষ্পাদি দিয়া অবভৃথযাগাদি সম্পন্ন করিবে। রথ ভঙ্গ হইলে কিংবা বাহন বিধ্বস্ত হইলে অবৈদিক ক্রিয়া অর্থাৎ বেদবিহিত ভিন্ন ইচ্ছামত কার্য্যাদি অনুষ্ঠিত হইলে এই মঙ্গলময় বৈনতেয় যাগ করিতে হয়। কিংবা গৃহস্থের কোনও রিষ্টি উপস্থিত হইলে অথবা উপপাতক জন্মিলে তাহার শান্তির জন্যও এই যাগ করিবে।১৮১-৮২

এই যাগসমভিব্যাহারে দেবতা শ্রীহরিকে পূজা করা হইলে রোগ, সর্প ও অগ্নিজন্য ভয় প্রশমিত হয়। গরুড়ের তুল্য হইয়া শ্রীহরির অনুচর হইয়া থাকে।১৮৩

এখন সর্বপাপবিনাশক "বিষ্বক্‌সেন" যাগের বিধি বর্ণনা করিতেছি। শুক্লা একাদশীতে উপবাস করিয়া পূর্বোক্ত নিয়মে শ্রীহরিকে পূজা করিবে।১৮৪

"তদ্‌বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দুইটি দ্বারা নানা উপচারে পূজা করিবে। বিষ্বক্‌সেন, সেনাপতি, সৈন্যসমূহ ও পঞ্চ সৈন্যাধ্যক্ষকে পূজা করিয়া চতুর্দিকে ও সান্তরাল দিকে অবস্থিত শক্তিগণকে পূজা করিবে। পরে পূজক ব্রাহ্মণ বেদ, সূক্তবতী ও পরমসৌম্যা গায়ত্রীকে পূজা করিবে। অস্ত্রসমূহ, দিক্‌পতিসকল ও প্রজ্জ্বলিত দীপগুলিকে পূজা করিয়া পরে হোম করিবে।১৮৫-৮৬

ইধ্মাধান পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া অষ্টম মণ্ডল দ্বারা পায়স দিয়া হোম করিবে। পরে একাগ্রচিত্তে পুষ্পসকল দান করিবে। অবসানে অবভৃথযাগ ও নানা পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে।১৮৭-৮৮

শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। পরে দক্ষিণা দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবে। যে বৈষ্ণব যথোক্ত বেদমন্ত্র দ্বারা যথাযথ যাগ সম্পন্ন করিতে অসমর্থ, সে 'তদ্‌বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি মন্ত্র দুইটি দ্বারা সহস্রবার চরু যোগে আহুতি দিবে। অনন্তর পুষ্পাঞ্জলি দিলে যথোক্ত যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফললাভে সমর্থ হইবে।১৮৯-৯০

সৌদর্শনীং প্রবক্ষ্যামি সর্বপাপপ্রণাশিনীম্।
ব্যতীপাতে বৈধৃতৌ বা সমুপোষ্যার্চয়েদ্ধরিম্ ॥১৯৩
অখণ্ডবিল্বপত্রৈর্বা কোমলৈস্তুলসীদলৈঃ।
অর্চয়িত্বা হৃষীকেশং গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ॥১৯৪
পশ্চাৎ সমর্চনীয়াঃ স্যুঃ শ্রী-ভূ-নীলাদিমাতরঃ।
সুদর্শনসহস্রারং পবিত্রং ব্রহ্মণস্পতিম্ ॥১৯৫
সহস্রার্কং শতোদ্যামং লোকদ্বারং হিরণ্ময়ম্।
অভ্যর্চয়েৎ ক্রমাদ্দিক্ষু তথা শক্তীঃ সমর্চয়েৎ ॥১৯৬
অনিষ্টধ্বংসিনী মায়া লজ্জা পুষ্টিঃ সরস্বতী।
প্রকৃতীর্জগদাধারা কামধুক্ চাষ্টশক্তয়ঃ ॥১৯৭
তথা তাংশ্চৈব লোকেশাঃ পূজ্যা দিক্ষু যথাক্রমাৎ।
অভ্যর্চ্য গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈরপি ॥১৯৮
ঋগ্বেদোক্তস্য সূক্তেন ততো নীরাজনং হরেঃ।
নবমং মণ্ডলং পশ্চাদ্ধোতব্যং চরুণা নৃপ ॥১৯৯
আজ্যেন বা তিলৈর্বাঽপি বিল্বৈর্বাঽপি সরোরুহৈঃ।
হুত্বা পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা কুর্য্যাদবভৃথাদিকম্ ॥২০০
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাদ্ গুরুঞ্চাপি সমর্চয়েৎ।
উদ্বাহ্য বৈষ্ণবীং কন্যাং যাচিত্বা বৈষ্ণবীং তথা ॥২০১
হুত্বা বা বৈষ্ণবৈনৈব তথৈবাদিত্যভুজ্যপি।
অন্যলিঙ্গধৃতৌ চাপি কুর্য্যাদিষ্টিমিমাং দ্বিজঃ ॥২০২
সৌদর্শনেন মন্ত্রেণ সহস্রং জুহুয়াচ্চরুম্।
পুষ্পাণি দত্ত্বা সাহস্রং সম্যগিষ্ট্যাঃ ফলং লভেৎ ॥২০৩
অথ ভাগবতীমিষ্টিং প্রবক্ষ্যামি নৃপোত্তম।
উপোষ্যৈকাদশীং শুদ্ধাং দ্বাদশ্যাং পূর্ববদ্ধরিম্ ॥২০৪
অর্চয়িত্বা বিধানেন গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ।
পৌরুষেণ তু সূক্তেন শ্রীমদষ্টাক্ষরেণ বা ॥২০৫
অর্চয়েজ্জগতামীশং সর্বাভরণসংযুতম্।
ততো ভাগবতান্ সর্বানর্চয়েৎপরিতো দ্বিজঃ ॥২০৬

এই বিষ্বক্সেনযাগের অনুষ্ঠান করিলে বিষ্বক্সেনতুল্য হইবে। তখন প্রভূত ধনধান্যাদি ও বিপুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারিবে।১৯১

যক্ষ, রাক্ষস, ভূতের এবং তমোময় দেবগণের অর্চ্চন-জন্য দোষের শান্তির নিমিত্ত এই যাগের অনুষ্ঠান করিবে।১৯২

এখন সর্বপাপনাশিনী "সৌদর্শিনী" ইষ্টির বিধি বলিতেছি। ব্যতীপাত বা বৈধৃতিযোগে উপবাস করিয়া শ্রীহরির পূজা করিবে।১৯৩

গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতাদি দ্বারা অখণ্ড বিল্বপত্রসকল ও সরস তুলসীপত্র দ্বারা হৃষীকেশের পূজা করিয়া পরে ভূমি, লক্ষ্মী ও নীলাদি মাতৃগণকে পূজা করিবে। পূর্বাদিদিকে ও বিদিকে যথাক্রমে সুদর্শন, সহস্রার, পবিত্র, ব্রহ্মণস্পতি, সহস্রার্ক, শতোদ্যাম, লোকদ্বার ও হিরণ্ময়কে পূজা করিবে। তৎসহ শক্তিসকলকে পূজা করিবে। অনিষ্টধ্বংসিনী মায়া, লজ্জা, পুষ্টি, সরস্বতী, প্রকৃতি, জগদাধারা ও কামধুক্—এই অষ্টসংখ্যক শক্তিগণকে পূজা করিয়া দিক্‌সমূহে যথাক্রমে লোকপালগণকে পূজা করিবে। গন্ধ-পুষ্প ও বিবিধ নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া ঋগ্বেদোক্ত সূক্তের দ্বারা শ্রীহরির নীরাজন করিবে। হে রাজন্! পরে নবম-মণ্ডলোক্ত মন্ত্রসমূহযোগে চরু দ্বারা হোম করিবে। ঘৃত বা সঘৃত তিল অথবা সঘৃত বিল্বপত্র কিংবা সঘৃত পদ্ম দ্বারা হোম করত পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অবভৃথাদিযাগ করিবে। পরে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে এবং শ্রীগুরুকে পূজা করিবে। অতঃপর প্রার্থনা করিয়া বৈষ্ণবা কন্যাকে বিবাহ করিবে।১৯৪-২০১

সূর্য্যোদয়ে ভোজন করিলে কিংবা বৈষ্ণবভিন্ন অন্যের চিহ্ন ধারণ করিলে ব্রাহ্মণগণ এই যাগ করিবে।২০২

সুদর্শনসম্বন্ধীয় মন্ত্রের দ্বারা সহস্রবার চরু-হোম করিবে এবং সহস্র পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে যথোক্ত যাগের সম্পূর্ণ ফল লাভ হইবে।২০৩

এখন 'ভাগবতী' ইষ্টিবিধি বলিতেছি। হে রাজশ্রেষ্ঠ! তুমি শ্রবণ কর। শুক্লা একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে শ্রীহরিকে পূর্ববৎ পূজা করিবে।২০৪

যথাবিধি গন্ধ, পুষ্প অক্ষতাদি দ্বারা পূজা করিয়া

পুষ্পৈর্বা তুলসীপত্রৈঃ সলিলৈরক্ষতৈরপি।
প্রহ্লাদং নারদঞ্চৈব পুণ্ডরীকং বিভীষণম্ ॥২০৭
রুক্মাঙ্গদং তৎসুতঞ্চ হনুমন্তং শিবং ভৃগুম্।
বসিষ্ঠং বামদেবঞ্চ ব্যাসং শৌনকমেব চ ॥২০৮
মার্কণ্ডেয়ং চাম্বরীষং দত্তাত্রেয়ং পরাশরম্।
রুক্ম-দাল্‌ভ্যৌ কশ্যপঞ্চ হারীতঞ্চাত্রিমেব চ ॥২০৯
ভরদ্বাজং বলিং ভীষ্মমুদ্ধবাক্রূর-পুষ্করান্।
গুহং সূতঞ্চ বাল্মীকং স্বায়ম্ভুবমনুং ধ্রুবম্ ॥২১০
বৈণঞ্চ রোমশঞ্চৈব মাতঙ্গং শবরীং তথা।
সনন্দনঞ্চ সনকং বিঘনঞ্চ সনাতনম্ ॥২১১
বোঢ়ুং পঞ্চশিখঞ্চৈব গজেন্দ্রঞ্চ জটায়ুষম্।
সুশীলাং ত্রিজটাং গৌরীং শুভাং সন্ধ্যাবলিং তথা ॥২১২
অনসূয়াং দ্রৌপদীঞ্চ যশোদাং দেবকীং তথা।
সুভদ্রাঞ্চৈব গোপীশ্চ শুভা নন্দব্রজে স্থিতাঃ ॥২১৩
নন্দঞ্চ বাসুদেবঞ্চ দিলীপং দশরথং তথা।
কৌসল্যাঞ্চৈব জনককন্যামপি চ বৈষ্ণবান্ ॥২১৪
অর্চয়েদ্ গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈর্ধূপৈর্দীপৈর্নিবেদনৈঃ।
তাম্বূলৈর্ভক্ষ্য-ভোজ্যৈশ্চ দীপৈর্নীরাজনৈরপি ॥২১৫
অহং ভুবেতি সূক্তেন দদ্যান্নীরাজনং হরেঃ।
পশ্চাদ্ধোমং প্রকুর্বীত অগ্ন্যাধানাদিপূর্ববৎ ॥২১৬
দশমং মণ্ডলং সর্বং প্রত্যচং জুহুয়াদ্ধবিঃ।
তিলমিশ্রেণ সাজ্যেন চরুণা গোঘৃতেন বা ॥২১৭
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈশ্চতুর্ভিশ্চাষ্টোত্তরং শতম্।
নামভিশ্চ চতুর্থ্যন্তৈস্তান্ সর্বান্ বৈষ্ণবান্ যজেৎ ॥২১৮
পুষ্পৈরিষ্ট্বা চাবভৃথং প্রসূনেষ্টিঞ্চ কারয়েৎ।
হোমং কর্তুমশক্তশ্চেদ্ বেদেন নৃপনন্দন ॥২১৯
চতুর্ভির্বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ সাহস্রং বা পৃথক্ পৃথক্।
ইমাং ভগবতীমিষ্টিং যঃ কুর্য্যাদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥২২০
অনন্ত-গরুড়াদীনাময়মন্যতমো ভবেৎ।
পাবমানৈর্যদা ঋগ্‌ভিরিজ্যতে মধুসূদনঃ ॥২২১
তত্ত্বাবমানী মুনিভিঃ প্রোচ্যতে মধুসূদনঃ ॥২২২
যদা তু দ্বাদশী শুক্লা ভৃগুবাসরসংযুতা।

পুরুষসূক্ত দ্বারা কিংবা অষ্টাক্ষর শ্রীবিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা সর্বাভরণভূষিত জগদীশ্বরকে পূজা করিবে। পরে চতুর্দিকস্থিত সমস্ত ভগবদ্ভক্তদিগকে পূজা করিবে। ২০৫-৬

পুষ্প, তুলসীপত্র, জল অথবা অক্ষতের দ্বারাও প্রহ্লাদ, নারদ, পুণ্ডরীক, বিভীষণ, রুক্মাঙ্গদ, তৎপুত্র, হনুমান্, শিব, ভৃগু, বসিষ্ঠ, বামদেব, ব্যাস, শৌনক, মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ, দত্তাত্রেয়, পরাশর, রুক্ম, দাল্‌ভ্য, কশ্যপ, হারীত, অত্রি, ভরদ্বাজ, বলি, ভীষ্ম, উদ্ধব, অক্রূর, পুষ্কর, গুহ, সূত, বাল্মীক, স্বায়ম্ভুব মনু, ধ্রুব, বেণ-পুত্র পৃথু, রোমশ, মাতঙ্গ, শবরী, সনন্দন, সনক, বিঘন, সনাতন, বোঢ়ু, পঞ্চশিখ, গজেন্দ্র, জটায়ু, সুশীল, ত্রিজটা, গৌরী, শুভা, সন্ধ্যাবলি, অনসূয়া, দ্রৌপদী, যশোদা, দেবকী, সুভদ্রা, গোপী, নন্দের ব্রজস্থিত শুভাঙ্গিনী গোপীগণ, নন্দ, বাসুদেব, দিলীপ, দশরথ, কৌশল্যা, জনকতনয়া সীতা ও অন্যান্য বৈষ্ণবদিগকে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বিবিধ নৈবেদ্য, তাম্বুল ও নানাবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্যদ্রব্য দ্বারা পূজা করিয়া দীপের দ্বারা আরাত্রিক করিবে।২০৭-১৫

"অহং ভুবা" ইত্যাদি সূক্তমন্ত্র দ্বারা শ্রীহরির নীরাজন করিবে। পরে বহ্নিস্থাপনাদি পূর্বক শ্রীহরির হোম করিবে। দশমমণ্ডলোক্ত প্রতিমন্ত্রে তিলমিশ্রিত ঘৃত, চরু কিংবা গব্যঘৃতের দ্বারা হোম করিবে।২১৬-১৭

সমস্ত বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা কিংবা চতুর্বিধ বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তরশতসংখ্যক হোম করিবে। ঐ হোমে চতুর্থী-বিভক্ত্যন্ত বিষ্ণুনামসমূহ উচ্চারণপূর্বক স্বাহান্ত হোম করিতে হইবে।২১৮

পুষ্পসমূহ দ্বারা পূজা করিয়া অবভৃথযাগ ও পুষ্পযাগ করিবে। বেদোক্ত সমস্তবিধি অনুসারে হোম করিতে অসমর্থ হইলে চতুর্বিধ বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে সহস্র আহুতি দিবে। এই 'ভাগবতী' ইষ্টি (যাগ) যে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান করেন, তিনি অনন্ত ও গরুড়াদির অন্যতম একজন হইবেন। পাবমানী ঋক্‌সমূহ দ্বারা

তস্যামেব প্রকুর্বীত পাদ্মীমিষ্টিং দ্বিজোত্তমঃ।
মহাপ্রীতিকরং বিষ্ণো সদ্যোমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥২২৩
তস্যাং কৃতায়ামিষ্ট্যাং তু লক্ষ্মীর্ভর্ত্তা জনার্দনঃ।
প্রত্যক্ষো হি ভবেত্তত্র সর্বকামফলপ্রদঃ ॥২২৪
শ্রীধরং পূজয়েত্তত্র তন্মন্ত্রেণৈব বৈষ্ণবঃ।
সুবর্ণমণ্ডপে দিব্যে নানারত্নপ্রদীপিতে ॥২২৫
উদয়াদিত্যসঙ্কাশে হিরণ্যে পঙ্কজে শুভে।
লক্ষ্ম্যা সহ সমাসীনং কোটিশীতাংশুসন্নিভম্ ॥২২৬
চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্মপাণিনং শ্রীধরং বিভুম্।
পীতাম্বরধরং বিষ্ণুং বনমালাবিরাজিতম্ ॥২২৭
অর্চয়েজ্জগতামীশং সর্বাভরণভূষিতম্।
পদ্মাং পদ্মালয়াং লক্ষ্মীং কমলাং পদ্মসম্ভবাম্ ॥২২৮
পদ্মমাল্যাং পদ্মহস্তাং পদ্মনাভীং সনাতনীম্।
প্রাগাদিষু তথা দিক্ষু পূজয়েৎ কুসুমাদিভিঃ ॥২২৯

শ্রীমধুসূদনের যাগ করিবে। তত্ত্বার্থজ্ঞানবিশিষ্ট বলিয়া ঋষিগণ তাঁহাকে মধুসূদন বলেন।২১৯-২২

যখন শুক্লপক্ষের দ্বাদশী শুক্রবারযুক্তা হয়, সেই সময়ে ব্রাহ্মণোত্তম 'পদ্মা'নামক যাগ করিবেন। ইহা শ্রীবিষ্ণুর অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ, সদ্যঃমুক্তিদাতা।২২৩

এই পদ্মাযাগ করিলে লক্ষ্মীপতি জনার্দ্দন স্বয়ং প্রত্যক্ষ হইয়া সমস্ত অভিলাষ পূরণ করেন।২২৪

তখন শ্রীধরের মন্ত্রানুসারে শ্রীধরকে পূজা করিবে। নানারত্নময় সুবর্ণনির্ম্মিত মনোহর মণ্ডপে পূজা করিবে। ঐ মণ্ডপে উদয়কালীন সূর্য্যের তুল্য প্রভাবিশিষ্ট, কোটিচন্দ্রতুল্য কান্তিযুক্ত, লক্ষ্মীর সহিত সুবর্ণময় পদ্মোপরি একাসনে উপবিষ্ট, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী প্রভু শ্রীধর এবং পীতাম্বরধারী, বনমালা-সুশোভিত, সমস্ত বিভূষণে অলঙ্কৃত, জগতের অধীশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবে। পদ্মা, পদ্মালয়া, লক্ষ্মী, কমলা, পদ্মসম্ভবা, পদ্মমালী, পদ্মহস্তা, পদ্মনাভিযুক্তা সনাতনী শক্তিদিগকে পূর্বাদি দিক্‌সমূহে পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে।২২৫-২৯

অস্ত্রাদীনীশ্বরান্ পূজাং নমস্কুর্বীত ভক্তিতঃ।
ততো নীরাজনং দত্ত্বা শ্রীসূক্তেন তু বৈষ্ণবঃ ॥২৩০
পুরতো জুহুয়াদগ্নৌ পায়সং ঘৃতমিশ্রিতম্।
তন্মন্ত্রেণৈব সাহস্রং সূক্তাভ্যাং সকৃদেব হি ॥২৩১
হুত্বা মন্ত্রেণ সাহস্রং দদ্যাৎ পুষ্পাণি শার্ঙ্গিণে।
বৈষ্ণবং বিপ্রমিথুনং পূজয়েদ্ভোজয়েত্তথা ॥২৩২
ইমাং পাদ্মীং শুভামিষ্টিং যঃ কুর্য্যাদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ।
প্রভূতধনধান্যাঢ্যো মহাশ্রিয়মবাপ্নুয়াৎ ॥২৩৩
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।
লক্ষ্মা যুক্তো জগন্নাথঃ প্রত্যক্ষঃ সমভূদ্ধরিঃ ॥২৩৪
দদাতি সকলান্ কামানিহ লোকে পরত্র চ।
পুণ্যৈঃ পবিত্রদৈবত্যৈরিজ্যতে যত্র কেশবঃ ॥২৩৫
তাং পবিত্রেষ্টিমিত্যাহুঃ সর্বপাপপ্রণাশিনীম্।
যক্তে পবিত্রমিত্যাদি ঋগ্‌ভির্যত্র যজেদ্ দ্বিজঃ ॥২৩৬

শ্রীবিষ্ণুর শঙ্খ-চক্রাদি অস্ত্রসমূহকে ও ঈশ্বরদিগকে পূজা করত ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিবে। তারপর বৈষ্ণবগণ শ্রীসূক্ত দ্বারা নীরাজন করিবে।২৩০

শ্রীবিষ্ণুর মন্ত্র দ্বারাই শ্রীবিষ্ণুর সমীপে অগ্নিতে ঘৃতমিশ্রিত পায়স সহস্রবার এবং বিষ্ণুসূক্ত দুইটি দ্বারা একবার হোম করিবে।২৩১

মন্ত্রদ্বারা যথাবিধি হোম করিয়া শ্রীবিষ্ণুকে সহস্র পুষ্পদান করিবে। পরে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদম্পতীকে পূজা করত ভোজন করাইবে।২৩২

যে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ পাদ্মী ইষ্টি (যাগ) করিবে, সে প্রভূত ধনধান্য দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া মহান্ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবে।২৩৩

সে সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হয়, অন্তে বিষ্ণুলোকে গমন করে এবং লক্ষ্মীর সহিত মিলিত জগন্নাথ শ্রীহরিকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে।২৩৪

যে স্থানে পবিত্র দৈবত ও পবিত্র বস্তু দ্বারা শ্রীশ্রীকেশব পূজিত হন, সেস্থলে তিনি পূজককে ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত অভিলষিত বস্তু দান করেন।২৩৫

প্রায়শ্চিত্তার্থং সহসা শান্ত্যর্থং বা সমাচরেৎ।
এবং বিধানমিষ্টীনাং সম্যগুক্তং মহর্ষিভিঃ ॥২৩৭
বৈদিকেনৈব বিধিনা যথাশক্ত্যা সমাচরেৎ।
অবৈদিকক্রিয়াজুষ্টং প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ ॥২৩৮
ক্ষীরাব্ধৌ শেষপর্য্যঙ্কে বুধ্যমানে সনাতনে।
অত্রোৎসবং প্রকুর্বীত পঞ্চরাত্রং নিরন্তরম্ ॥২৩৯
নদ্যাশ্চ পুষ্করিণ্যা বা তীরে রম্যতলে শুচৌ।
মণ্ডপং তত্র কুর্বীত চতুর্ভিস্তোরণৈর্যুতম্ ॥২৪০
বিতান-পুষ্পমালাদি পতাকা-ধ্বজশোভিতম্।
অঙ্কুরার্পণপূর্বেণ যজ্ঞেবেদীঞ্চ কল্পয়েৎ ॥২৪১
ঋত্বিগ্‌ভিঃ সার্দ্ধমাচার্য্যো দীক্ষিতো মঙ্গলস্বনৈঃ।
রথমারোপ্য দেবেশং ছত্র-চামরসংযুতম্ ॥২৪২
পঠন্ বৈ শাকুনান্ মন্ত্রান্ যজ্ঞশালাং প্রবেশয়েৎ।
স্বস্তিবাচনপূর্বেণ কুর্য্যাৎ কৌতুকবন্ধনম্ ॥২৪৩
পূর্ণকুম্ভান্ শস্যযুতান্ পালিকাঃ পরিতঃ ক্ষিপেৎ।
অভ্যর্চ্য গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈঃ পশ্চাদাবরণং যজেৎ ॥২৪৪
বাসুদেবমনন্তঞ্চ সত্যং যজ্ঞং তথাঽচ্যুতম্।
মহেন্দ্রং শ্রীপতিং বিশ্বং পূর্ণকুম্ভেষু পূজয়েৎ ॥২৪৫
পালিকাঃ সদ্দিগীশাংশ্চ দীপিকাস্ত্বথ হেতয়ঃ।
তোরণেষু চ চণ্ডাদ্যাঃ পূজনীয়া যথাক্রমাৎ ॥২৪৬
বেদ্যাশ্চ দক্ষিণে ভাগে কুণ্ডং কুর্য্যাৎ সলক্ষণম্।
নিক্ষিপ্যাগ্নিং বিধানেন ইধ্মাধানন্তমাচরেৎ ॥২৪৭
আচার্য্যোপাসনাগ্নৌ বা লৌকিকে বা নৃপোত্তমে।
আধানং পূর্ববৎ কৃত্বা পশ্চাৎ কর্ম সমাচরেৎ ॥২৪৮
প্রাতঃ স্নাত্বা বিধানেন পূজয়িত্বা সনাতনম্।
প্রত্যৃচং পাবমানীভির্জুহুয়াৎ পায়সং শুভম্ ॥২৪৯
বৈষ্ণবৈরনুবাকৈশ্চ মন্ত্রৈঃ শক্ত্যা পৃথক্ পৃথক্।
চতুর্ভির্ব্যাপকৈশ্চান্যৈঃ প্রত্যেকং জুহুয়াদ্ ঘৃতম্ ॥২৫

"যত্তে পবিত্রং" ইত্যাদি বেদমন্ত্র দ্বারা যে পূজা করা হয়, তাহা সর্বপাপবিনাশিনী পবিত্রেষ্টি বলিয়া আখ্যাত। প্রায়শ্চিত্তের জন্য অথবা আশু শান্তির জন্য এই যাগের অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপে মহর্ষিগণ ইষ্টি (যাগ)-সকলের বিধি যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন।২৩৬-৩৭

বেদোক্ত বিধি অনুসারেই যথাশক্তি এই সকল যাগের অনুষ্ঠান করিবে। বেদবিধিশূন্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে।২৩৮

ক্ষীরসমুদ্রে অনন্তশয্যায় সনাতন শ্রীহরি প্রবুদ্ধ হইলে পঞ্চরাত্রি পর্য্যাপ্ত নিরন্তর উৎসব করিবে।২৩৯

নদী বা পুষ্করিণীর তীরে মনোহর পবিত্রস্থানে চারিটি তোরণ (বহির্দ্বার) যুক্ত মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে। চন্দ্রাতপ, পুষ্পমালাসমূহ, পতাকা ও ধ্বজ দ্বারা সুশোভিত যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করিবে। পূর্বে অঙ্কুরার্পণ-কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে।২৪১

ঋত্বিগ্‌গণের সহিত মঙ্গলধ্বনিপূর্বক দীক্ষিত আচার্য্য দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীকেশবকে রথে আরোহণ করাইয়া ছত্র-চামরাদি সংযুক্তভাবে অমঙ্গলনাশক মন্ত্রগুলি পড়িতে পড়িতে যজ্ঞগৃহে প্রবেশ করাইবে। স্বস্তিবাচনপূর্বক কৌতুকবন্ধন করিবে। গৃহরক্ষক বালিকাগণ ধান্যাদি-শস্যসমন্বিত পূর্ণকুম্ভদিগকে চারিদিকে বিন্যস্ত করিবে। গন্ধ-পুষ্প প্রভৃতি দ্বারা শ্রীহরিকে পূজা করিয়া পরে আবরণ-দেবতার পূজা করিবে।২৪৩-৪৪

তারপর বাসুদেব, অনন্ত, সত্য, যজ্ঞ, অচ্যুত, মহেন্দ্র, শ্রীপতি ও বিশ্বকে পূর্ণকুম্ভসমূহ মধ্যে পূজা করিবে।২৪৫

রক্ষিণীগণ, দিক্‌পালগণসমূহ, প্রদীপ ও অস্ত্রসমূহকে এবং তোরণসমূহে চণ্ডাদিকে যথাক্রমে পূজা করিবে।২৪৬

বেদীর দক্ষিণদিকে শুভলক্ষণান্বিত একটি কুণ্ড করিবে। তাহাতে যথাবিধি অগ্নিস্থাপনপূর্বক ইধ্মাধান পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে।২৪৭

হে রাজন্! আচার্য্যের নিত্য উপাসনাগ্নিতে কিংবা বৈদিক বা লৌকিক অগ্নিতে পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে অগ্ন্যাধান করত পরে হোমকর্ম্ম আরম্ভ করিবে।২৪৮

প্রাতঃকালে যথাবিধি স্নান করত সনাতন শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিয়া পাবমানী সূক্তের প্রতিমন্ত্রে পায়স দ্বারা হোম করিবে।২৪৯

বৈকুণ্ঠপার্ষদং হুত্বা হোমশেষং সমাচরেৎ।
তাভিরেব চ পুষ্পাণি দদ্যাচ্চ জগতাম্পতেঃ ॥২৫১
উদ্‌বোধয়িত্বা শয়নে দেবদেবং জনার্দনম্।
পশ্চাৎ সর্বমিদং কুর্য্যাদুৎসবার্থং দ্বিজোত্তমঃ ॥২৫২
অথ নাবং সুবিস্তীর্ণং কৃত্বা তস্মিন্ জলে শুভে।
পুষ্প-মণ্ডপচিহ্নাদি সমাস্তীর্ণসমন্বিতাম্ ॥২৫৩
সুতোরণবিতানাঢ্যাং পতাকাধ্বজশোভিতাম্।
তস্মিন্ কনকপর্য্যঙ্কে নিবেশ্য কমলাপতিম্ ॥২৫৪
অর্চয়িত্বা বিধানেন লক্ষ্ম্যা সার্দ্ধং সনাতনম্।
পুষ্পাঞ্জলিশতং তত্র মন্ত্ররত্নেন কারয়েৎ ॥২৫৫
শ্রী-পৌরুষাভ্যাং সূক্তাভ্যাং দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ।
পরিতঃ শক্তয়ঃ পূজ্যাস্তথাবরণদেবতাঃ ॥২৫৬
দীপৈর্নীরাজনং কৃত্বা বলিং দদ্যাৎ সমন্ততঃ।
নৌভিঃ সমস্তাদ্ বহুভির্গীতবাদিত্রসংযুতম্ ॥২৫৭
দীপিকাভিরনেকাভিস্তোত্রৈরপি মনোরমৈঃ।
প্লাবয়ন্তো জগন্নাথং তত্র তত্র জলাশয়ে ॥২৫৮
ফলৈর্ভক্ষ্যৈশ্চ তাম্বুলৈঃ কলসৈর্দধিমিশ্রিতৈঃ।
কুঙ্কুমৈঃ কুসুমৈর্লাজৈর্বিকিরন্তঃ পরস্পরম্ ॥২৫৯
গানৈর্বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ সেবেত নিশি কেশবম্।
ঋত্বিজো বারুণান্ সূক্তান্ জপেয়ুস্তত্র ভক্তিতঃ ॥২৬০
জপেচ্চ ভগবন্মন্ত্রান্ শান্তিপাঠং চরেত্তথা।
এবং সংসেব্য বহুধা রাত্রাবস্মিন্ জলাশয়ে ॥২৬১
প্রদেবত্রেতি সূক্তেন যজ্ঞশালাং প্রবেশয়েৎ।
তত্র নীরজনং দত্ত্বা কুর্য্যাদর্ঘ্যাদিপূজনম্ ॥২৬২
ধৃতব্রতেতি সূক্তেন তত্র নীরাজনং দ্বিজঃ ॥২৬৩
স্নাত্বা পূর্ববদভ্যর্চ্য হুত্বা পুষ্পাঞ্জলিং তথা।
আশিষো বাচনং কৃত্বা ভোজয়েদ্ ব্রাহ্মণান্ শুভান্ ॥২৬৪

বিষ্ণুসূক্ত ও অনুবাক্ (বেদের প্রকরণ অধ্যায় বিশেষ) মন্ত্রের দ্বারা যথাশক্তি পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে ও চারিটি ব্যাপক মন্ত্র এবং অন্যান্য মন্ত্র দ্বারাও প্রতিমন্ত্রে ঘৃতাহুতি দিবে। বৈকুণ্ঠের পারিষদগণের হোম করিয়া হোমকর্ম্ম সমাপ্ত করিবে। পূর্বোক্ত মন্ত্রসমূহ দ্বারাই জগৎপতিকে পুষ্পাঞ্জলি দিবে।২৫০-৫১

অনন্ত-শয্যা হইতে দেবদেব সনাতন জনার্দ্দন শ্রীবিষ্ণুকে প্রবুদ্ধ করিয়া পরে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উৎসবের জন্য সমস্ত কর্ম্ম করিবে।২৫২

পরে সেই জলে সুবিস্তীর্ণ একখানি নৌকা করিয়া পুষ্পমণ্ডপের চিহ্নাদি আস্তরণযুক্ত করিয়া তাহাকে সুন্দর তোরণ ও চন্দ্রাতপ দ্বারা সুসমৃদ্ধ ও পতাকা-ধ্বজাদি দ্বারা সুশোভিত করত তন্মধ্যে স্বর্ণপর্য্যঙ্কে (পালঙ্ক) লক্ষ্মীপতিকে সংস্থাপিত করত যথাবিধি শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত উপবিষ্ট সনাতন শ্রীবিষ্ণুকে পূজাপূর্বক মন্ত্ররত্ন দ্বারা শত পুষ্পাঞ্জলি দিবে।২৫৩-৫৫

তারপর শ্রীপুরুষসূক্ত ও বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। চতুর্দ্দিকস্থিত শক্তিসমূহকে ও আবরণ দেবতাকে পূজা করিবে।২৫৬

দীপমালা দ্বারা আরাত্রিক করত চারিদিকে বলি প্রদান করিবে। (বলি—পশুঘাত নহে, পূজোপহার নৈবেদ্য)। পরে বহু গীত-বাদিত্রসহ অনেক দীপ নৌকা-যোগে মালাসমন্বিত করিয়া বহু মনোরম স্তব পাঠ করিতে করিতে সেই জলাশয়ে জগন্নাথকে প্লাবিত করিবে। নানাবিধ ভক্ষ্যফল, তাম্বুল, দধিমিশ্রিত কলস, কুঙ্কুম, ফুল খইসমূহ দ্বারা চারিদিক বিকীর্ণ করিবে।২৫৭-৫৯

নানাবিধ গান, বেদপাঠ, পুরাণপাঠ দ্বারা সেই রাত্রি কেশবকে সেবা করিবে। ঋত্বিগ্‌গণ ভক্তি-সহকারে তথায় বারুণ-সূক্ত জপ (পাঠ) করিবে।২৬০

শ্রীভগবান্ সম্বন্ধীয় মন্ত্রপাঠ করিবে। পরে শান্তি-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপ বহুপ্রকারে সেই জলাশয়ে ঐ রাত্রিতে শ্রীভগবানের সেবা করিয়া "প্রদেবত্রেতি" সূক্ত পাঠ করিতে করিতে যজ্ঞশালাতে প্রবেশ করিবে। যজ্ঞশালাতে শ্রীবিষ্ণুর আরাত্রিক করত অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। "ধৃতব্রত" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা ব্রাহ্মণ আরাত্রিক করিবে।২৬১-৬৩

পরে স্নানপূর্বক পূর্ববৎ পূজা করিয়া হোম করত

শায়য়িত্বাহথ দেবেশং ভুঞ্জীয়াদ্ বাগ্‌যতঃ স্বয়ম্।
এবং প্রতিদিনং কুর্য্যাদুৎসবং পঞ্চবাসরম্ ॥২৬৫
অন্তে চাবভৃথেষ্টিঞ্চ পুষ্পযাগঞ্চ কারয়েৎ।
আচার্য্যমৃত্বিজো বিপ্রান্ পূজয়েদ্দক্ষিণাদিভিঃ ॥২৬৬
এবং ক্ষীরাব্ধিযজনং প্রত্যব্দং কারয়েন্নৃপ।
স্বসম্যগর্থবৃদ্ধ্যর্থং ভোগায় কমলাপতেঃ ॥২৬৭
বৃদ্ধ্যর্থমপি রাষ্ট্রস্য শত্রূণাং নাশনায় চ।
সর্বধর্মবিবৃদ্ধ্যর্থং ক্ষীরাব্ধিযজনং চরেৎ।
তত্র দুর্ভিক্ষ-রোগাগ্নি-পাপবাধা ন সন্তি হি ॥২৬৮
গাবঃ পূর্ণাদুঘা নিত্যং বহুলস্য ফলাধরাঃ।
পুষ্পিতাঃ ফলিতা বৃক্ষা নার্য্যো ভর্তৃপরায়ণাঃ ॥২৬৯
আয়ুষ্মন্তশ্চ শিশবো জায়তে ভক্তিরচ্যুতে।
যঃ করোতি বিধানেন যজনং জলশায়িনঃ ॥২৭০
ক্রতুকোটিফলং তত্র প্রাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ।
যস্ত্বিদং শৃণুয়ান্নিত্যং ক্ষীরাব্ধিযজনং হরেঃ ॥২৭১
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকশ্চ বিন্দতি।
পুষ্পিতে তু রসালে তু তত্রাপ্যুৎসবমাত্মনঃ ॥২৭২
ত্রিবাসরং প্রকুর্বীত দোলানামমহোৎসবম্।
উপোষিতঃ সংযতাত্মা দীক্ষিতো মাধবং হরিম্ ॥২৭৩
ছত্র-চামর-বাদিত্রৈঃ পতাকৈঃ শিবিকাং শুভাম্।
আরোপ্যালঙ্কৃতং বিষ্ণুং স্বয়ঞ্চ সমলঙ্কৃতঃ ॥২৭৪
হরিদ্রাং বিকিরন্তো বৈ গায়ন্তঃ পরমেশ্বরম্।
গচ্ছেয়ুরাক্রমং প্রাতর্নরনারীজনৈঃ সহ ॥২৭৫
তত্রাম্রবৃক্ষচ্ছায়ায়াং বেদ্যাং সম্পূজয়েদ্ধরিম্।
চূতপুষ্পৈঃ সুগন্ধৈর্ভির্মাধবীভিশ্চ যূথিকৈঃ ॥২৭৬
মরীচিমিশ্রং দধ্যন্নং মোদকঞ্চ সমর্পয়েৎ।
শষ্কুল্যাদীনি ভক্ষ্যাণি পানকঞ্চ নিবেদয়েৎ ॥২৭৭
সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং পূগীফলসমন্বিতম্।
সর্বমাবরণং পূজ্যং হোমং পশ্চাৎ সমাচরেৎ ॥২৭৮
কৃত্বেধ্মানাদিপর্য্যন্তং বিষ্ণুসূক্তৈশ্চরুং যজেৎ।

পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। পরে আশীর্বচনের অনন্তর ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে।২৬৪

পরে দেবদেব সনাতন শ্রীবিষ্ণুকে শয়ন করাইয়া বাসকংযমপূর্বক স্বয়ং ভোজন করিবে। পাঁচদিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন এইরূপ উৎসব করিবে।২৬৫

যাগাবসানে অবভৃথযাগ ও পুষ্পযাগ করিবে এবং দক্ষিণা দ্বারা আচার্য্য, ঋত্বিকগণ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে পূজা ও তৃপ্ত করিবে।২৬৬

এইরূপে প্রতিবৎসরই ক্ষীরসমুদ্রে শয়ান বাসুদেবের যাগ পূজাদি করিবে। ইহা নিজের অর্থবৃদ্ধির কারণ এবং শ্রীশ্রীকমলাপতির ভোগ সম্পাদক।২৬৭

রাষ্ট্রের বৃদ্ধি ও কল্যাণের নিমিত্ত, শত্রুদের বিনাশ ও স্বীয় ধর্ম্মবৃদ্ধির জন্য ক্ষীরসমুদ্রে শয়ান বাসুদেবের যাগ এইরূপে করিবে। ইহাতে দুর্ভিক্ষ, রোগাদি ও অগ্নির ভয় এবং পাপের বাধা থাকিবে না।২৬৮

আরও নিত্যই ধেনুগণ প্রচুর পরিমাণে পূর্ণ দুগ্ধ দান করিবে। বৃক্ষগুলি পুষ্পিত ও ফলিত হইবে। নারীগণ স্বামি-পরায়ণা (পতিব্রতা) হইবে।২৬৯

শিশুগণ দীর্ঘায়ু হইবে (অকালমৃত্যু থাকিবে না) এবং শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিযুক্ত হইবে। যে ব্যক্তি যথাবিধি জলশায়ী শ্রীবিষ্ণুর যাগ করিবে, সে পূর্বোক্ত ফল লাভ করিবে।২৭০

কোটিকোটি যজ্ঞের ফললাভ করিবে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি ক্ষীরসমুদ্রশায়ী শ্রীহরির পূর্বোক্ত যাগবিধি শ্রবণ করিবে, সেও সর্বাভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইবে এবং অন্তে বিষ্ণুলোকে গমন করিবে—সন্দেহ নাই। আম্রবৃক্ষ পুষ্পিত হইলে অর্থাৎ বসন্তকালে শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর উক্ত উৎসব করিবে।২৭১-৭২

তিনবৎসর পর্য্যন্ত এই দোলানামক মহোৎসব করিবে। উপবাসী থাকিয়া সংযতমনে দীক্ষিত হইয়া মাধব শ্রীহরিকে নৃত্যগীত-বাদ্যাদিসহ পতাকা-সুশোভিত ছত্র-চামরসমন্বিত মঙ্গলময় শিবিকাতে (দোলাতে) আরোহণ করাইয়া শ্রীবিষ্ণুকে নানালঙ্কারে সুশোভিত করিবে এবং নিজেও ভূষিত হইয়া হরিদ্রা বিকীরণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীপরমেশ্বরের সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রাতে বহু নরনারীগণ সহ কোনও আম্রবৃক্ষদর্শন-

মাধবেনৈব মন্ত্রনা শর্করাসংযুতান্ তিলান্ ॥২৭৯
সহস্রং জুহুয়াদ্ বহ্নৌ ভক্ত্যা বৈষ্ণবসত্তমঃ।
বৈকুণ্ঠং পার্ষদং হুত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ ॥২৮০
প্রত্যৃচং পাবমানীভির্দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং হরেঃ।
অথ দোলাং শুভাকারাং বদ্ধাস্মিন্ সমলঙ্কৃতাম্ ॥২৮১
বজ্র-বৈদূর্য্য-মাণিক্য-মুক্তা-বিদ্রুমভূষিতাম্।
তস্যাং নিবেশ্য দেবেশং লক্ষ্ম্যা সার্দ্ধং প্রপূজয়েৎ॥২৮২
গন্ধৈঃ পুষ্পৈর্ধূপ-দীপৈঃ ফলৈর্ভক্ষ্যৈর্নিবেদনৈঃ।
কুসুমাক্ষত-দূর্বাগ্র-তিল-সর্পির্মধূদকম্ ॥২৮৩
সর্ষপাণি চ নিক্ষিপ্য অষ্টাঙ্গার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।
পাদেষু চতুরো বেদান্ মন্ত্রাণ্যোক্তেষু চান্তরে ॥২৮৪
নাগরাজঞ্চ দোলায়াং পীঠে সর্বস্বরৈরপি।
ব্যজনৈর্বৈনতেয়ঞ্চ সাবিত্রীং চামরে তথা ॥২৮৫
দ্বি নিশামর্চয়েদ্দিক্ষু ঊর্ধ্বং ব্রহ্ম বৃহস্পতিঃ।
অধস্তাচ্চণ্ডিকাং রুদ্রং ক্ষেত্রপাল-বিনায়কৌ ॥২৮৬
বিতানে চন্দ্র-সূর্য্যৌ চ নক্ষত্রাণি গ্রহাংস্তথা।
বেদাংশ্চ সেতিহাসাংশ্চ পুরাণং দেবতাগণাঃ ॥২৮৭
ভূধরাঃ সাগরাঃ সর্বে পূজনীয়া সমন্ততঃ।
এবং সম্পূজ্য দোলায়াং লক্ষ্ম্যা সহ জনার্দনম্ ॥২৮৮
দোলয়েচ্চ ততো দোলাং চতুর্বেদৈশ্চতুর্দিনম্।
সূক্তৈশ্চ ব্রহ্মণোঽপত্যৈঃ সামগানৈঃ প্রবন্ধকৈঃ ॥২৮৯
নামভিঃ কীর্তয়ন্ দেবমেব মন্দং প্রদোলয়েৎ।
স্ত্রিয়ঃ স্বলঙ্কৃতাঃ সর্বা গায়ন্তী বিভুমচ্যুতম্ ॥২৯০
চরিতং রঘুনাথস্য কৃষ্ণস্য চরিতং তথা।
দোলয়েয়ুর্মুদা ভক্ত্যা দোলায়াং পরমেশ্বরম্ ॥২৯১
দোলায়া দর্শনং বিষ্ণোর্মহাপাতকনাশনম্।

স্থান পর্য্যন্ত গমন করিবে। সেই আম্রবৃক্ষের ছায়ায় বেদীতে শ্রীহরিকে পূজা করিবে। সুগন্ধি আম্রমুকুল, যুথিকা ও মাধবী লতার ফুলের দ্বারা পূজা করিবে। মরীচিমিশ্রিত দধ্যন্ন ও মোদক দান করিবে। শষ্কুলী অর্থাৎ পিষ্টক প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য ও পানীয় দান করিবে। কর্পূরসংযুক্ত তাম্বুল ও সুপারি-ফল নিবেদন করিবে। সমস্ত আবরণ-দেবতার পূজা করিয়া হোম করিবে। ইধ্মাধানাদি পর্য্যন্ত কার্য্য সমাপ্ত করিয়া বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা চরুহোম করিবে। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে শর্করাসংযুক্ত তিলের দ্বারা ভক্তিপূর্বক সহস্রবার অগ্নিতে আহুতি দিবে। এইরূপে শ্রীবিষ্ণু ও তাঁহার পার্ষদগণের হোম করিয়া হোমকর্ম সমাপন করিবে।২৭৩-৮০

পাবমানী সূক্তের প্রতিমন্ত্র দ্বারা শ্রীহরিকে পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। তারপর সুদৃশ্যা সুভূষিতা দোলাকে হীরক, বৈদূর্য্য, মাণিক্য, মুক্তা ও বিদ্রুম প্রভৃতি মণি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া তন্মধ্যে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর সহিত শ্রীশ্রীবিষ্ণুকে সংস্থাপিত করত পূজা করিবে।২৮১-৮২

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য নিবেদন করিবে। পুষ্প, আতপতণ্ডুল, দূর্বাগ্র, তিল, ঘৃত, মধুমিশ্রিত জল এবং সর্ষপ নিক্ষেপ করিয়া অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য নিবেদন করিবে। দোলার চারিপাদে চারি বেদের পূজা করিবে। শয্যায় মন্ত্রগুলির পূজা করিবে। দোলাতে নাগরাজ বাসুকিকে পূজা করিবে। পাদপীঠে সমস্ত স্বরের পূজা করিবে। ব্যজনে বৈনতেয় গরুড়ের পূজা করিবে। চামরে সাবিত্রীর পূজা করিবে।২৮৩-৮৫

দিকসমূহে দুইবার নিশাকে পূজা করিবে। ঊর্দ্ধদিকে ব্রহ্মাকে ও বৃহস্পতিকে পূজা করিবে। এবং নিম্নদিকে চণ্ডিকা, রুদ্র, ক্ষেত্রপাল ও বিনায়ককে পূজা করিবে। চন্দ্রাতপে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ও গ্রহগণের পূজা করিবে। চারিদিকে বেদসমূহ, ইতিহাস, পুরাণ ও অন্যান্য দেবগণকে পূজা করিবে। পর্বতসমূহ ও সমস্ত সাগরকেও চারিদিকে যত্নপূর্বক পূজা করিবে। দোলাতে এইরূপে পূজা করিয়া পরে লক্ষ্মীর সহিত মিলিত জনার্দ্দনকে পূজা করত পৃথক্ পৃথক্ চতুর্বেদ-মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক চারিদিন দোলায় দোল দিবে। ঐ দোলের সময় "ব্রহ্মণোঽপত্যৈঃ" ইত্যাদি সূক্তমন্ত্র দ্বারা সামবেদ গান করিতে করিতে

ভক্তিপ্রসাদনং নৃণাং জন্ম-মৃত্যুনিকৃন্তনম্ ॥২৯২
দেবাঃ সর্বে বিমানস্থা দোলায়ামর্চিতং হরিম্।
দর্শয়ন্তি ততঃ পুণ্যং দোলানামোৎসবং হরেঃ ॥২৯৩
ভক্ত্যা নীরাজনং দদ্যাৎ শ্রীসূক্তেনৈব বৈষ্ণবঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাদ্দক্ষিণাভিশ্চ তোষয়েৎ॥২৯৪
এবং ত্রিবাসরং কুর্য্যাদুৎসবং বৈষ্ণবোত্তমঃ।
প্রদ্যুম্নমেবং কুর্বীত তত্তৎকালে তু বৈষ্ণবঃ ॥২৯৫
শ্রৌতেনৈব চ মার্গেণ জপ-হোমপুরঃসরম্।
উৎসবং বাসুদেবস্য মহাশক্ত্যা সমাচরেৎ ॥২৯৬
যত্র যত্রোৎসবং বিষ্ণোঃ কর্তুমিচ্ছতি বৈষ্ণবঃ।
হোমং কুর্য্যাত্তত্র মন্ত্রৈস্তথা বিষ্ণুপ্রকাশকৈঃ ॥২৯৭
অতো দেবেতি সূক্তেন তথা বিণোর্নুকেন চ।
পরো মাত্রেতি সূক্তাভ্যাং পৌরুষেণ চ বৈষ্ণবঃ ॥২৯৮
নারায়ণানুবাকেন শ্রীসূক্তেনাপি বৈষ্ণবঃ।
প্রত্যৃচং জুহুয়াদ্ বহ্নৌ চরুণা পায়সেন বা ॥২৯৯

এবং শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত নামকীর্ত্তন করিতে করিতে ধীরে ধীরে দোল দিবে। অবিনাশী সনাতন প্রভুর নামগান করিতে করিতে স্বালঙ্কৃতা স্ত্রীলোকগণ রঘুনাথ ও শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র গান করিবে এবং সানন্দে ভক্তি সহকারে দোলাতে পরমেশ্বর ভগবান্‌কে দোল দিবে।২৮৬-৯১

দোলাতে শ্রীভগবান্ বিষ্ণুকে দর্শন করিলে মহাপাপ বিনষ্ট হয় এবং তাঁহার দর্শনে মনুষ্যদের ভক্তিবৃদ্ধি হইয়া চিত্ত প্রসন্ন হয় ও জন্মমৃত্যু নিবৃত্ত হয়।২৯২

দেবগণ বিমানে অবস্থিত হইয়া দোলাতে পূজিত শ্রীহরিকে দর্শন করেন। এইজন্যই শ্রীহরির দোলা-নামক মহোৎসব অত্যন্ত পুণ্যজনক।২৯৩

তখন বৈষ্ণব ভক্তিপূর্বক শ্রীসূক্ত দ্বারা শ্রীভগবানের নীরাজন করিবে। পরে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দ্বারা তাঁহাদিগকেও সন্তুষ্ট করিবে।২৯৪

তিনদিন পর্য্যন্ত পূর্বোক্ত নিয়মে উৎসব করিবে। বৈষ্ণবগণ সেই সময়ে প্রদ্যুম্নকেও পূজা করিবে। শক্তি অনুসারে বেদোক্তমার্গে নামকীর্ত্তন ও জপ-হোমাদি পূর্বক শ্রীশ্রীবাসুদেবের উৎসব করিবে।২৯৫-৯৬

চতুর্ভির্বৈষ্ণবৈর্ম ন্ত্রৈঃ পৃথগষ্টোত্তরং শতম্।
আজ্যহোমং প্রকুর্বীত গায়ত্র্যা বিষ্ণুসংজ্ঞয়া ॥৩০০
বৈকুণ্ঠপার্ষদং হুত্বা শেষং পূর্ববদাচরেৎ।
অনাদিষ্টেষু সর্বেষু কুর্য্যাদেবং বিধানতঃ ॥৩০১
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ সর্বং সম্পূর্ণতাং ব্রজেৎ।
অথবা মন্ত্ররত্নেন সহস্রং প্রতিবাসরম্ ॥ ৩০২
হুত্বা পুষ্পাণি দত্ত্বা চ শেষং পূর্ববদাচরেৎ।
হোমং বিনা ন কর্তব্যমুৎসবং পরমাত্মনঃ ॥৩০৩
জপ-হোমবিহীনন্তু ন গৃহ্লাতি জনার্দনঃ।
তস্মাচ্ছ্রৌতং প্রবক্ষ্যামি বিষ্ণোরারাধনং নৃপ ॥৩০৪
অশ্বযুক্‌কৃষ্ণপক্ষে তু সম্যগভ্যুদিতে রবৌ।
আদর্শাৎ সপ্তরাত্রন্তু পূজয়েৎ প্রভুমব্যয়ম্ ॥৩০৫
স্নাত্বা নদ্যাং বিধানেন কৃতকৃত্যঃ সমাহিতঃ।
গৃহীত্বা জলকুম্ভন্তু বারুণান্ প্রবরান্ ব্রজেৎ ॥৩০৬

বৈষ্ণব যখন যখন শ্রীশ্রীবাসুদেবের উৎসব করিতে ইচ্ছা করিবে, তখন তখনই বিষ্ণুর মাহাত্ম্য-প্রকাশক মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে।২৯৭

সুতরাং "দেবেতিসূক্ত" "বিষ্ণোর্নুক" সূক্ত "পরো মাত্রা" ইত্যাদি সূক্ত, পুরুষ-সূক্ত, নারায়ণের অনুবাকের দ্বারা এবং শ্রীসূক্ত দ্বারা প্রতিমন্ত্রে চরু ও পায়স দিয়া বহ্নিতে হোম করিবে।২৯৮-৯৯

চারিটি বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা পৃথগ্ভাবে অষ্টোত্তরশত আহুতি দিবে এবং বিষ্ণুগায়ত্রী দ্বারা ঘৃতাহুতি দিবে। বৈকুণ্ঠের পরিষদ্‌বর্গের হোম করিয়া পূর্বোক্ত বিধানে হোম সমাপ্ত করিবে। যে স্থানে পৃথক্ কোনও বিধান করা হয় নাই, তথায় উক্ত নিয়মানুসারেই কার্য্য করিবে। পরে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। তাহাতেই সমস্ত পরিপূর্ণ হইবে। কিংবা মন্ত্ররত্ন দ্বারা প্রতিদিন সহস্র হোম করত পুষ্পাঞ্জলি দিবে। অবশিষ্ট কার্য্য পূর্বোক্ত বিধানেই করিবে। হোম-বিনা পরমেশ্বরের কোনও উৎসব করিবে না।৩০০-৩

পঞ্চত্বক্‌পল্লবান্ পুষ্পাণ্যভিমন্ত্র্য বিনিক্ষিপেৎ।
সৌরভেয়ীং তথা মুদ্রাং দর্শয়িত্বা চ পূজয়েৎ ॥৩০৭
ত্রিবারং বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ শঙ্খেনৈবাভিষেচয়েৎ।
পূজয়িত্বা বিধানেন গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ॥৩০৮
অপূপান্ পায়সং শক্তূন্ কৃসরঞ্চ নিবেদয়েৎ।
মন্ত্রৈরষ্টোত্তরশতং দত্ত্বা পুষ্পাণি চক্রিণঃ ॥৩০৯
পশ্চাদ্ধোমং প্রকুর্বীত সাজ্যেন চরুণা ততঃ।
কস্য বা নৈতি সূক্তেন বৈষ্ণবৈরপি বৈষ্ণবঃ ॥৩১০
হুত্বা তু মন্ত্ররত্নেন ঘৃতমষ্টোত্তরং শতম্।
বৈকুণ্ঠং পার্ষদং হুত্বা বৈষ্ণবান্ ভোজয়েত্ততঃ ॥৩১১
সকৃদ্ভোজনসংযুক্তঃ ক্ষিতিশায়ী ভবেন্নিশি।
সায়াহ্নেঽপি সমভ্যর্চ্য জাতীপুষ্পৈঃ সুগন্ধিভিঃ ॥৩১২
বহুভির্দীপদণ্ডৈশ্চ সেবেরন্ পুরবাসিনঃ।
এবং মহোৎসবং কৃত্বা ধনধান্যযুতো ভবেৎ ॥৩১৩

জপ ও হোম-ব্যতীত জনার্দ্দন কিছুই গ্রহণ করেন না। এইজন্য হে রাজন্! শ্রুত্যুক্ত বিধান অনুসারে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা-বিধি বলিতেছি।৩০৪

আশ্বিনমাসের কৃষ্ণপক্ষে (অপর পক্ষে) সূর্য্য সম্যক্ উদিত হইলে অমাবস্যা হইতে সপ্তরাত্র পর্য্যন্ত অবিনাশী সনাতন প্রভু শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবে।৩০৫

নদাতে যথাবিধি স্নান করত কৃতার্থ হইয়া সমাহিত মনে জলপূর্ণ কলসী লইয়া পশ্চিমদিকে গমন করিবে। পঞ্চসংখ্যক তত্তৎ ত্বক্‌যুক্ত পল্লব ও পুষ্প অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবে এবং ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া তাহাতে পূজা করিবে।৩০৬-৭

বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা তিনবার শঙ্খজলে অভিষেক করিবে। গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতাদি দ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া পিষ্টক, পায়স, ছাতু ও খিচুড়ি নিবেদন করিবে। বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তরশতবার শ্রীবিষ্ণুকে পুষ্পদান করিবে। তারপর ঘৃতযুক্ত চরু দ্বারা হোম করিবে। "কস্য বা ন" ইত্যাদি সূক্ত ও বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা বৈষ্ণবগণ হোম করিবে।৩০৮-১০

এইরূপে মন্ত্ররত্ন দ্বারা অষ্টোত্তরশতবার আহুতি দিয়া

তত্তৎকালোচিতং বিষ্ণোরুৎসবং পরমাত্মনঃ।
দ্রব্যহীনোঽপিকুর্বীত পত্র-পুষ্পৈঃ ফলাদিভিঃ ॥৩১৪
সমিদ্ভির্বিল্বপত্রৈর্বা হোমং কুর্বীত বৈষ্ণবঃ।
সন্তর্পয়েচ্চ বিপ্রাংস্তু কোমলৈস্তুলসীদলৈঃ ॥৩১৫
ভক্ত্যা বৈ দেবদেবেশঃ পরিতুষ্টো ভবেদ্ ধ্রুবম্।
আস্তিক্যঃ শ্রদ্দধানশ্চ-বিযুক্ত-মদমৎসরঃ ॥৩১৬
পূজয়িত্বা জগন্নাথং যাজ্জীবমতন্দ্রিতঃ।
ইহ ভুক্ত্বা মনোরম্যান্ ভোগান্ সর্বান্
যথেপ্সিতান্ ॥৩১৭
সুখেন দেহমুৎসৃজ্য জীর্ণত্বচমিবোরগঃ।
স্থূল-সূক্ষ্মাত্মিকাঞ্চেমাং বিহায় প্রকৃতিং দ্রুতম্ ॥৩১৮
সারূপ্যমীশ্বরস্যাশু গত্বা তু স্বজনৈঃ সহ।
দিব্যং বিমানমারুহ্য বৈকুণ্ঠং নাম ভাস্করম্ ॥৩১৯
দিব্যাপ্সরোগণৈর্যুক্তো দিব্যভূষণভূষিতঃ।

বৈকুণ্ঠের অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁহার পরিষদ্‌গণের উদ্দেশ্যে হোম করত বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে। একবার মাত্র ভোজন করিয়া রাত্রিতে ভূমিশায়ী হইয়া থাকিবে। সায়ংকালেও সুগন্ধি জাতিপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া পুরবাসিগণ বহু দীপদণ্ড দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর সেবা করিবে। এই উৎসব দ্বারা ধনধান্যযুক্ত হইতে পারিবে।৩১১-১৩

শ্রীবিষ্ণুর পূজার যোগ্য দ্রব্যাদি না থাকিলেও পত্র, পুষ্প ও ফলাদি দ্বারা পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর তত্তৎ কালোচিত উৎসব করিবে।৩১৪

সমিধ্ (যজ্ঞকাষ্ঠ) ও বিল্বপত্র দ্বারা বৈষ্ণবগণ হোম করিবে। সরস তুলসীপত্র দ্বারা পূজা করিয়া ব্রাহ্মণ-দিগকে ভোজনাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবে।৩১৫

ভক্তি দ্বারাই দেবাদিদেব নিশ্চয়ই পরিতুষ্ট হইবেন। শ্রীভগবানে বিশ্বাসসম্পন্ন, আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন, শ্রদ্ধালু, অহঙ্কার ও মাৎসর্য্যহীন ব্যক্তি যাবজ্জীবন অনলসভাবে ভক্তি-সহকারে শ্রীশ্রীজগন্নাথ শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিয়া ইহকালে যথাভিপ্রেত সমস্ত মনোরম বিষয় ভোগ করিয়া সর্প যেমন অনায়াসে সুখে নিজের জীর্ণ খোলস্ ত্যাগ

স্তূয়মানঃ সুরগণৈর্গীয়মানশ্চ কিন্নরৈঃ ॥৩২০
ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য গত্বা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপম্ ।
বিষ্ণুচক্রেণ বৈ ভিত্বা সর্বানাবরণান্ ঘনান্ ॥৩২১
অতীত্য বীরজামাশু সর্ববেদস্রবাং নদীম্ ।
অভ্যুদ্গচ্ছদ্ভিরব্যগ্রৈঃ পূজ্যমানঃ সুরোত্তমৈঃ ॥৩২২
সম্প্রাপ্য পরমং ধাম যোগিগম্যং সনাতনম্ ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং হরেঃ ॥৩২৩
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম সদা পশ্যন্তি যোগিনঃ ।
শীতাংশুকোটিসঙ্কাশৈঃ সর্বৈশ্চ ভবনৈর্যুতম্ ॥৩২৪
আরূঢ়যৌবনৈর্দিব্যৈঃ পুংভিঃ স্ত্রীভিশ্চ সঙ্কুলম্ ।
সর্বলক্ষণসম্পন্নৈর্দিব্যভূষণভূষিতৈঃ ॥৩২৫
অক্ষরং পরমং ব্যোম যস্মিন্ দেবা অধিষ্ঠিতাঃ ।
ইরাবসী ধেনুমতী ব্যস্তভ্না সূয়বাসিনী ॥৩২৬

যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গাঃ সাঽযোধ্যাদেবপূজিতা ।
অনন্তব্যূহলোকৈশ্চ তথা তুল্যশুভাবহৈঃ ॥৩২৭
সর্ববেদময়ং তত্র মণ্ডপং সুমনোহরম্ ।
সহস্রস্থূণসদসি ধ্রুবে রম্যোত্তরে শুভে ॥৩২৮
তস্মিন্ মনোরমে পীঠে ধর্মাদ্যৈঃ সূরিভির্বৃতে ।
সহাসীনং কমলয়া দৃষ্ট্বা দেবং সনাতনম্ ॥৩২৯
স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিশ্চ প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ ।
প্রহর্ষপুলকো ভূত্বা তেন চালিঙ্গিতঃ ক্রমাৎ ॥৩৩০
পূজিতঃ সকলৈর্ভোগৈঃ শ্রিয়া চাপি প্রপূজিতঃ ।
অনন্তবিহগেশাদ্যৈরর্চিতঃ সর্বদৈবতৈঃ ॥৩৩১
তেষামন্যতমো ভূত্বা মোদতে তত্র দেববৎ ।
এষু কেষু চ লোকেষু তিষ্ঠতে কমলাপতিঃ ॥৩৩২

করে, তদ্রূপ অনায়াসে সুখে দেহত্যাগ করিয়া স্থূল, সূক্ষ্ম ও মানসিক প্রকৃতিকে শীঘ্র পরিত্যাগপূর্বক অতিসত্বর স্বজনগণের সহিত ঈশ্বরের সারূপ্য লাভ করত দিব্য-বিমানে আরোহণ করিয়া তেজোময় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকে।৩১৬-১৯

দিব্য অপ্সরাগণের সহিত মিলিয়া দিব্য আভরণসমূহ দ্বারা বিভূষিত হইয়া যখন সে যাইবে, তখন দেবগণ তাহাকে স্তব করিতে থাকিবেন এবং কিন্নরগণ তাহার প্রশংসা-গান করিতে থাকিবে।৩২০

ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডপে গমন করিবে। পরে বিষ্ণুচক্র দ্বারা সমস্ত ঘন আবরণ ভেদ করত বিরজানামক সর্ববেদপ্রসবিনী নদীকে অতিক্রম করিয়া অভ্যর্থনা করিতে সমাগত অব্যগ্রচিত্ত সুরশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া যোগিলভ্য সনাতন পরমধামে প্রবেশ করিবে। যে স্থানে গমন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না, বিষ্ণুর সেই পরমধামে গমন করিবে।৩২১-২৩

যোগিগণ শ্রীবিষ্ণুর সেই পরমধাম জ্ঞাননেত্রে সর্বদা দর্শন করেন। সেই ধাম কোটিচন্দ্রতুল্য ও সমস্ত ধামসমন্বিত।৩২৪

যুবতী স্ত্রীগণ ও যুবক পুরুষসমূহ সেই ধামে নিত্য পরিব্যাপ্ত। সেই স্ত্রী ও পুরুষগণ সর্বসুলক্ষণসম্পন্ন ও তাঁহাদের অঙ্গ দিব্যভূষণে বিভূষিত।৩২৫

যাহাতে দেবগণ সর্বদা অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই পরমাকাশ অবিনাশী। যে স্থানে ইরাবসী, ধেনুমতী, ব্যস্তভ্না ও অসূয়বাসিনী এবং ভূরিশৃঙ্গ গোসমূহ রহিয়াছে, সেই দেবপূজিতা অযোধ্যা। সেই স্থান অনন্তব্যূহস্থিতলোক কর্তৃক ও তুল্যশুভাবহলোক কর্তৃক সদা পূজিত।৩২৬

সেই স্থানে সর্ববেদময়, অতীব মনোহর একটি মণ্ডপ আছে। সহস্রস্তম্ভযুক্ত, নিত্য, অতীব রমণীয় মঙ্গলময় সেই মণ্ডপে মনোরম পাদপীঠ আছে। তাহা ধর্ম্মাদি দেবগণ কর্তৃক পরিবৃত। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত একাসনে উপবিষ্ট সনাতন দেব শ্রীবিষ্ণুকে তথায় উপবিষ্ট দেখিয়া বহু স্তবস্তুতির দ্বারা স্তব করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করত অত্যন্ত আনন্দসহকারে পুলকিত শরীরে সেই শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক আলিঙ্গিত, সমস্ত ভোগ্যদ্রব্য দ্বারা পূজিতা শ্রীলক্ষ্মদেবী কর্তৃক সমাদৃত এবং অনন্ত-গরুড়াদি ও সমস্ত দেবগণ কর্তৃক অর্চ্চিত হইয়া তথায় তাহাদের একজন অন্যতমরূপে দেববৎ আনন্দ লাভ করিবে। এই সমস্তের কোন কোনও লোকে কমলাপতি অবস্থান করেন। সেই সেই লোকে দেবদেবের নিত্যদাস হইয়া সর্বদা

তেষু তেষ্বপি দেবস্য নিত্যদাসো ভবেৎ সদা।
দাসবৎ পুত্রবত্তস্য মিত্রবদ্ বন্ধুবৎ সদা ॥৩৩৩
অশ্নুতে সকলান্ কামান্ সহ তেন বিপশ্চিতা।
ইমান্ লোকান্ কামভোগঃ কামরূপ্যনুসঞ্চরন্ ॥৩৩৪
সর্বদা দূরবিধ্বস্তদুঃখাবেশলবাংশকঃ।
গুণানুভবজপ্রীত্যা কুর্য্যাদ্দানমশেষতঃ ॥৩৩৫

থাকিবে। দাস, পুত্র, মিত্র কিংবা বন্ধুর ন্যায় তথায় অবস্থান করিবে।৩২৭-৩৩

এবং সেইস্থানে বিদ্বান্‌দিগের সহিত সর্ববিষয়ভোগ করিবে। ইচ্ছামত ভোগ করত কামরূপী হইয়া স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে করিতে এই লোকে বাস করিবে।৩৩৪

এস্থানে বিন্দুমাত্রও দুঃখের আবেশ নাই—তাহা সুদূরেই বিধ্বস্ত। সদ্‌গুণের অনুভূতি জন্য আনন্দের

ইমমেব পরং মোক্ষং বিদুঃ পরমযোগিনঃ।
কাঙ্ক্ষন্তি পরমং দাসা মুক্তমেকং মহর্ষয়ঃ ॥৩৩৬
হরের্দাস্যৈকপরমাং ভক্তিমালম্ব্য মানবঃ।
ইহৈব মুক্তো রাজর্ষে! সর্বকর্মনিবন্ধনৈঃ ॥৩৩৭

ইতি বৃদ্ধহারীতস্মৃতৌ বিশিষ্টপরমধর্মশাস্ত্রে নানাবিধোৎসববিধানং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

সহিত প্রচুর দান করিবে। পরমযোগিগণের ইহাই পরম মুক্তি বলিয়া জানিবে। শ্রীবিষ্ণুর দাসগণ ও মহর্ষিগণ এই পরমমুক্ত স্থান কামনা করেন।৩৩৫-৩৬

হে রাজর্ষে! মানব পরম ভক্তি অবলম্বন করিয়া শ্রীহরির একমাত্র দাস্যকে পরমাশ্রয় করত সমস্ত সৎকর্ম্মের ফলস্বরূপ এই পরম মুক্ত স্থানে বাস করেন। ৩৩৭

বৃদ্ধহারীতনির্ম্মিত-বিশিষ্ট-পরম-ধর্ম্মশাস্ত্রে নানাবিধ উৎসববিধাননামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ

অথ বিষ্ণুপূজাবিধিঃ

হারীত উবাচ।

অথ বক্ষ্যামি রাজেন্দ্র! বিষ্ণুপূজাবিধিং পরম্ ॥১

শ্রৌতং মহর্ষিভিঃ প্রোক্তং বসিষ্ঠাদ্যৈঃ পুরাতনৈঃ।

বৈখানসৈশ্চ ভৃগ্বাদ্যৈঃ সনকাদ্যৈশ্চ যোগিভিঃ ॥২

বৈষ্ণবৈর্বৈদিকৈঃ পূর্বৈর্যদ্‌যদাচরিতং পুরা।

তত্তে বক্ষ্যামি রাজেন্দ্র! মহাপ্রিয়তমং হরেঃ ॥৩

ব্রাহ্মে মুহূর্তে উত্থায় সম্যগাচম্য বারিণা।

ধ্যাত্বা হৃৎপঙ্কজে বিষ্ণুং পূজয়েন্মনসৈব তু ॥৪

তং প্রত্নেবেতি সূক্তেন বোধয়েৎ কমলাপতিম্।

বনস্পতেতি সূক্তেন তূর্য্যঘোষং নিনাদয়েৎ ॥৫

কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণং বিষ্ণোরতোদেবেত্যনেন তু।

তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রাভ্যাং ত্রিঃ প্রণম্যাচরেত্ততঃ ॥৬

কৃতশৌচস্তথাচান্তো দন্তধাবনপূর্বকম্।

স্নানং কুর্য্যাদ্ বিধানেন ধাত্রী-শ্রীতুলসীযুতম্ ॥৭

নারায়ণানুবাকেন কৃত্বা তত্রাঘমর্ষণম্।

কৃতকৃত্যঃ শুচির্ভূত্বা তর্পয়িত্বা চ পূর্ববৎ ॥৮

ধৃতোর্দ্ধপুণ্ড্রদেহশ্চ পবিত্রকর এব চ।

প্রবিশ্য মন্দিরং বিষ্ণোঃ সম্মার্জন্যা বিশোধয়েৎ ॥৯

বাস্তোষ্পতেতি বৈ সূক্তং জপন্ সম্মার্জয়েদ্ গৃহম্

আগাব ইতি সূক্তেন গোময়েনানুলেপয়েৎ।

আনো ভদ্রেতি সূক্তেন রঙ্গবল্লিঞ্চ নিক্ষিপেৎ ॥১০

ততঃ কলশমাদায় জপন্ বৈ শাকুনীর্ঋচঃ।

গত্বা জলাশয়ং রম্যং নির্মলং শুচিপাণ্ডুরম্ ॥১১

ইমং মে গঙ্গেতি ঋচা জলং ভক্ত্যাহভিমন্ত্রয়েৎ।

অষ্টম অধ্যায়

অনন্তর বিষ্ণুপূজাবিধি।

হারীত বলিলেন—হে রাজেন্দ্র! এখন সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবিষ্ণুর পূজা-বিধি বলিতেছি। বসিষ্ঠ প্রভৃতি পুরাতন ঋষিগণ, ভৃগু প্রভৃতি বৈখানস (যতিগণ) ও সনকাদি যোগিগণ ইহা শ্রুতিবাক্য অনুসারে নির্ণয় করিয়াছেন। বেদবিধিতে শ্রদ্ধাশীল প্রাচীন বৈষ্ণবগণ পূর্বে যাহা আচরণ করিয়াছেন, হে রাজশ্রেষ্ঠ! শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয় সেই সমস্ত বিধান তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।১-৩

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থানপূর্বক জলের দ্বারা যথাবিধি আচমন করত সনাতন শ্রীবিষ্ণুকে হৃৎপদ্মে ধ্যান করিয়া অনন্যমনে মানস-পূজা করিবে।৪

"তং প্রত্নোবেতি" সূক্তমন্ত্র দ্বারা কমলাপতি শ্রীহরিকে শয্যা হইতে উঠাইবে। "বনস্পতি" সূক্ত দ্বারা বাদ্যাদি যন্ত্রের উচ্চ ধ্বনি করিবে।৫

"অতো দেব" ইত্যাদি সূক্তমন্ত্র দ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করিবে। পরে "তদ্ বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় দ্বারা তিনবার প্রণাম করত শৌচাদি ক্রিয়া করিবে। শৌচ সমাপ্ত করিয়া আচমনান্তে দন্তধাবন করত যথাবিধি আমলকী ও তুলসীসংযুক্ত জলের দ্বারা স্নান করিবে।৬-৭

নারায়ণের অনুবাক (বেদের কতিপয় শ্লোক) দ্বারা অঘমর্ষণ করত কৃতার্থ হইয়া পবিত্রমনে পূর্ববৎ দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে।৮

পরে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র (তিলক) ধারণ করত কুশহস্তে শ্রীবিষ্ণুর মন্দিরে প্রবেশ করত সম্মার্জ্জনী (ঝাঁটা) দ্বারা মন্দির বিশোধিত করিবে অর্থাৎ ঝাঁট্ দিবে।৯

"বাস্তোষ্পতেতি" সূক্ত দ্বারা গৃহ সম্মার্জিত করিবে (ঝাঁট্ দিয়া ময়লা-শূন্য করিবে)। পরে "আগাব" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা গোময়লিপ্ত করিবে। "আনোভদ্রেতি" সূক্ত দ্বারা হরিদ্রাদি রঙে গৃহ চিত্রিত করিবে।১০

তারপর কলস নিয়া জল আনিবার জন্য "শাকুনি" মন্ত্র পড়িতে পড়িতে পবিত্র, নির্ম্মল, মনোহর ও শুভ্রবর্ণ জলাশয়ে যাইবে।১১

পরে শ্রদ্ধাসহকারে "ইমং মে গঙ্গেতি" বেদমন্ত্র দ্বারা

আপো অস্মানিতি ঋচা কলসং ক্ষালয়েদ্ দ্বিজঃ ॥১২
সমুদ্রজ্যেষ্ঠমন্ত্রেণ গৃহ্লীয়াৎ প্রযতো জলম্ ।
উতস্মেনং বস্ত্রভিরিতি বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য বৈষ্ণবঃ ॥১৩
প্রসত্রাজেতি সূক্তং বৈ জপন্ সম্প্রবিশেদ্ গৃহম্ ।
ধান্যোপরি তথা কুম্ভং ন্যসেদ্দক্ষিণতো হরেঃ ॥১৪
ইমং মে বরণেত্যৃচা মঙ্গলদ্রব্যসংযুতম্ ।
অঞ্জন্তি মিত্রত্বেতি সূক্তেন কুর্য্যাৎ পুষ্পস্য সঞ্চয়ম্ ॥১৫
অর্বাঞ্চি সুভগে দ্বাভ্যাং গন্ধাংশ্চ পেষয়েত্তথা ।
বাগ্‌যতঃ প্রযতো ভূত্বা শ্রীসূক্তেনৈব বৈষ্ণবঃ ॥
বিশ্বানিন ইতি ঋচা দীপং দদ্যাৎ সুদীপিতম্ ॥১৬
তত্তৎপাত্রেষু সলিলং দত্ত্বা গন্ধাংস্তু নিক্ষিপেৎ ।
শন্নো দেব্যা চ সলিলং গায়ত্র্যা চ কুশাংস্তথা ॥১৭
আয়নেতি চ পুষ্পাণি যবোঽসীতি ঋচাঽক্ষতান্ ।
গন্ধদ্বারেতি বৈ গন্ধানৌষধ্যা তিল-সর্ষপান্ ॥১৮
কাণ্ডাৎ কাণ্ডেতি দূর্বাগ্রান্ সহিরণ্যেতি রত্নকম্ ।
হিরণ্যরূপেতি ঋচা হিরণ্যং নিক্ষিপেত্তথা ॥১৯
এবং দ্রব্যাণি নিক্ষিপ্য তুলস্যা চ সমর্পয়েৎ ।
সবিতুশ্চেত্যাদি ঋচা দদ্যাদর্ঘ্যোদকং হরেঃ ॥২০
শ্রিয়েতি পাদেতি ঋচা দদ্যাৎ পাদজলং তথা ।
ভদ্রন্তে হস্তেত্যনেন হস্তপ্রক্ষালনং চরেৎ ॥২১
বয়ঃ সুপর্ণেতি ঋচা মুখসম্মার্জনং তথা ।
আপো অস্মানিতি ঋচা বক্ত্রগণ্ডূষমেব চ ॥২২
হিরণ্যদন্তেত্যনেন দন্তকাষ্ঠং নিবেদয়েৎ ।
বৃহস্পতে প্রথমেতি জিহ্বালেখনমেব চ ॥২৩
আপয়িত্বা উ ভেষজীরিতি গণ্ডূষমাচরেৎ ।
আপো হি ষ্ঠা ইত্যনেন কুর্য্যাদাচমনীয়কম্ ॥২৪
মূর্দ্ধামব ইত্যনেন তৈলাভ্যঙ্গং সমাচরেৎ ।
মূর্দ্ধানন্দীব ইত্যনেন গন্ধান্ কেশেষু লেপয়েৎ ॥২৫

জল অভিমন্ত্রিত করিবে। "আপো অস্মান্" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা কলস প্রক্ষালন করিবে।১২

অনন্তর প্রযত হইয়া "সমুদ্র জ্যেষ্ঠ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা জল গ্রহণ করিবে। "উতস্মেনং বস্ত্রভিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে বস্ত্র দ্বারা ঐ জল আচ্ছাদিত করিবে।১৩

পরে "প্রসত্রাজং" ইত্যাদি সূক্ত পড়িতে পড়িতে গৃহে প্রবেশ করিবে। শ্রীহরির দক্ষিণভাগে ধান্যোপরি ঐ জলকুম্ভ সংস্থাপিত করিবে।১৪

"ইমং মে বরুণ" ইত্যাদি বেদমন্ত্র দ্বারা মঙ্গলদ্রব্য সংযুক্তভাবে "অঞ্জন্তি ত্বেতি" সূক্তমন্ত্র জপ করিতে করিতে পুষ্পচয়ন করিবে।১৫

"অর্ব্বাঞ্চি সুভগে" ইত্যাদি মন্ত্র দুইটি পাঠ করিয়া চন্দনঘর্ষণ করিবে এবং বাক্‌সংযমপূর্বক শুদ্ধমনে শ্রীসুক্তমন্ত্রসমূহ এবং "বিশ্বানি ন" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া দিবে।১৬

সেই সেই পাত্রে জল দিয়া তাহাতে ঘর্ষিত চন্দন সংস্থাপিত করিবে। "শন্নো দেব্যা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা জল এবং গায়ত্রী দ্বারা কুশ দিবে।১৭

"আয়ন" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পুষ্প "যবোঽসীত্যাদি" মন্ত্র দ্বারা অক্ষত দিবে। "গন্ধদ্বারা" ইত্যাদি মন্ত্রে চন্দন এবং "নৌষধি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তিল ও সর্ষপ দিবে।১৮

"কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দূর্বাগ্র ও "সহিরণ্য" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা রত্ন দিবে। "হিরণ্যরূপা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তাহাতে সুবর্ণখণ্ড নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে অর্ঘ্যোক্ত সমস্ত দ্রব্য একটি পাত্রে নিক্ষেপ করত তুলসী দ্বারা উহা নিবেদন করিবে। "সবিতুশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা শ্রীহরিকে অর্ঘ্য ও জল দান করিবে।১৯-২০

"শ্রিয়া" ইত্যাদি ও "পাদ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা পাদ্যজল দিবে। "ভদ্রন্তে হস্ত" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হস্ত প্রক্ষালন করিবে।২১

"বয়ঃ সুপর্ণ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মুখসম্মার্জ্জন করিবে। "আপোঽস্মান্" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মুখগণ্ডূষ দিবে।২২

"হিরণ্যদন্ত" ইত্যাদি মন্ত্রে দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিবে। "বৃহস্পতে প্রথম" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা জিহ্বা-লেখন অর্থাৎ জিভছোলা দান করিবে।২৩

তদ্ধিয়স্তস্থৌ কেশবন্তে কেশান্ বৈ ক্ষালয়েৎ পুনঃ।
শ্রিয়ে পৃশ্ন ইতি ঋচা তদ্বর্চোদ্বর্তনাদিকম্ ॥২৬
আপোয়ম্বঃ প্রথমমিতি সূক্তেনাভ্যঙ্গসূচনম্।
কৃত্বাঽদঃ স্নাপয়েৎ সূক্তৈর্বৈষ্ণবৈর্গন্ধবারিণা ॥২৭
ততঃ পঞ্চামৃতৈর্গব্যৈঃ স্নাপয়েত্তৎপ্রকাশকৈঃ।
আপ্যায়স্বেত্যৃচা ক্ষীরং দধি-ক্রাবেন্নিতি বৈ দধি ॥২৮
ঘৃতমামিক্ষেতি ঘৃতং মধুবাতেতি বৈ মধু।
তন্তে বয়ং যথা গোভিরিত্যৃচেক্ষুরসং শুভম্ ॥২৯
এভিঃ পঞ্চামৃতৈঃ স্নাপ্য চন্দনঞ্চ নিবেদয়েৎ।
শ্রীসূক্ত-পুরুষসূক্তাভ্যাং পুনঃ সংস্থাপয়েদ্ধরিম্ ॥৩০
বনস্পতেতি সূক্তেন কুর্য্যাদ্ ঘোষসমন্বিতম্।
শ্রিয়ে জাত ইতি ঋচা দদ্যান্নীরাজনং ততঃ ॥৩১
যুবা সুবাসেতি ঋচা বস্ত্রেণাঙ্গং প্রমার্জয়েৎ।
প্রসেনানেতি মন্ত্রেণ বস্ত্রং সংবেষ্টয়েত্ততঃ ॥৩২
যুবং বস্ত্রাণিতি ঋচা উত্তরীয়ং তথৈব চ।
সর্বত্রাচমনং দদ্যাচ্ছন্নো দেবীত্যৃচা চ তু ॥৩৩
উপবীতং ততো দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণানিতি বৈ ঋচা।
ঋতস্য তন্তুবিততে দদ্যাৎ কুশপবিত্রকম্ ॥৩৪
পশ্চাদাচমনং দদ্যাদ্ ভূষণৈর্ভূষয়েদ্ধরিম্।
বিশ্বাজিৎ-সূক্তেন দদ্যাদ্ ভূষণানি শুভানি বৈ ॥৩৫
হিরণ্যকেশেতি ঋচা কেশান্ সংশোধয়েত্তথা।
সুপুষ্পৈঃ কবরীং দদ্যাদ্ বিহিসোতেত্যনেন বৈ ॥৩৬
কৃপায়মিন্দ্র তে রথ ইত্যৃচা তিলকং শুভম্।
গন্ধঞ্চ লেপয়েদ্ গাত্রে গন্ধদ্বারেতি বৈ ঋচা ॥৩৭

"আপস্মিত্বা উ ভেষজীঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গণ্ডূষ দিবে। "আপো হিষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আচমনীয় দান করিবে।২৪

"মূর্দ্ধামব" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তৈলম্রক্ষণের জন্য তৈল দান করিবে। "মূর্দ্ধানন্দীব" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা কেশসমূহে লেপনার্থ গন্ধ দান করিবে।২৫

"তদ্ধিয়স্তস্থৌ কেশবন্তে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা কেশ-প্রক্ষালনার্থ জল দিবে। "শ্রিয়ে পৃশ্ন" ইত্যাদি মন্ত্র এবং "তদ্‌বর্চ্চো" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা উদ্বর্ত্তনাদি (গাত্র-লেপনার্থ তৈল-হরিদ্রাদি) দান করিবে।২৬

"আপোযম্বঃ প্রথমম্" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা অভ্যঙ্গের অর্থাৎ তৈলমর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে। এই সমস্ত (পূর্বোক্ত) ক্রিয়াগুলি সমাপ্ত করিয়া বিষ্ণুসূক্তসমূহ দ্বারা সুগন্ধ জলে স্নান করাইবে। তারপর পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্য দ্বারা বিষ্ণুমন্ত্রসমূহে তাঁহাকে স্নান করাইবে। "আপ্যায়স্ব" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দুগ্ধ, "দধিক্রাবন্" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দধি, "ঘৃতমামিক্ষা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ঘৃত, "মধুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মধু ও "তন্তে বয়ং যথা গোভি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পবিত্র ইক্ষুরস দান করিবে।২৭-২৯

এই সমস্ত মিলিত পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া শ্রীসূক্ত ও পুরুষসূক্ত দ্বারা চন্দন নিবেদন করত পুনরায় শ্রীহরিকে পূজাপীঠে সংস্থাপিত করিবে। "বনস্পতেতি" সূক্তমন্ত্র দিয়া বাদ্যাদি সহকারে "শ্রিয়ে জাতঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক নীরাজন করিবে। "যুবা সুবাসা" ইত্যাদি মন্ত্রে বস্ত্র দিয়া অঙ্গমার্জ্জন করিবে। "প্রসেনানেতি" মন্ত্র দ্বারা বস্ত্র দ্বারা সংবেষ্টন করিবে।৩০-৩২

"যুবং বস্ত্রাণি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বস্ত্র ও উত্তরীয় দান করিবে। বস্ত্রাদি দানের পর "শন্নো দেবী" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সর্বত্র আচমন দান করিবে।৩৩

"ব্রাহ্মণান্" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা উপবীত দান করিবে। পরে "ঋতস্য তন্তুবিততে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা কুশ নির্ম্মিত পবিত্র দিবে।৩৪

পরে আচমনীয় দান করিবে এবং নানা ভূষণ দ্বারা শ্রীহরিকে বিভূষিত করিবে। "বিশ্বজিৎ" সূক্ত দ্বারা নানা সুশোভন ভূষণ দান করিবে।৩৫

"হিরণ্যকেশ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা কেশ শুষ্ক করিবে। সুন্দর সুন্দর পুষ্পসমূহ দ্বারা "বিহিসীত" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কবরী (খোপা) নির্ম্মাণ করিয়া দিবে।৩৬

"কৃপায়মিন্দ্র তে রথ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা শুভ তিলক দান করিবে। "গন্ধদ্বারা" ইত্যাদি মন্ত্রে গাত্রে গন্ধ বিলেপন করিয়া দিবে।৩৭

ত্রাতারমিন্দ্র ইত্যৃচ্যা পুষ্পমালাং সমর্পয়েৎ।
চক্ষুষঃ পিতেতি ঋচা চক্ষুষোরঞ্জনং শুভম্ ॥৩৮
সহস্রশীর্ষেতি ঋচা কিরীটং শিরসি ক্ষিপেৎ।
ঋক্‌সামাভ্যামিতি শ্রোত্রে কুণ্ডলে মা করেঽর্পয়েৎ॥৩৯
দমুনসৌ অপস ইতি কেয়ূরাদিবিভূষণম্।
অশ্বেতি যস্যেতি ঋচা হারাণি বিমলানি চ ॥৪০
হস্তাভ্যাং দশশাখাভ্যামিত্যৃচা চাঙ্গুলিয়কম্।
অস্য ত্রিপূর্ণমধুনা সূর্য্যাকে বিন্যসেচ্ছুভে ॥৪১
ইদন্ত্বদুত্তর ইতি কটিসূত্রং সুরোচিষম্।
স্বস্তিদা বিশম্পতিরিত্যায়ুধানি সমর্পয়েৎ ॥৪২
দ্যৌর্নয় ইন্দ্রেতি দদ্যাচ্ছত্রং সুবিমলং তথা।
সোমঃ পবর্ততেত্যৃচা চামরং হৈমমুত্তমম্ ॥৪৩
সোমাপূষণেত্যৃচা তালবৃন্তৌ সবর্চসৌ।
রূপং রূপমিতি ঋচা দদ্যাদাদর্শনং শুভম্ ॥৪৪

ইন্দ্রমেব ধীষণেতি ঋচাসনে বিনিবেশয়েৎ।
ইহৈবাস্তমেতি ঋচা দদ্যাচ্চ কুশবিষ্টরম্ ॥৪৫
আপ্‌স্বন্তরিতি ঋচা পাদ্যং দদ্যাচ্চ ভক্তিতঃ।
গৌরীমিমায় সূক্তেন অর্ঘ্যং হস্তে নিবেদয়েৎ ॥৪৬
নতমংহো ন দুরিতমিত্যাচমনং সমর্পয়েৎ।
পিবাসোমমিত্যনেন মধুপর্কঞ্চ প্রাশয়েৎ ॥৪৭
অপ্‌স্বগ্নে সধিষ্টয়েতি পুনরাচমনং চরেৎ।
অর্চন্তস্ত্বাহবামহেত্যক্ষতৈরর্চয়েচ্ছুভৈঃ ॥৪৮
তণ্ডুলাঃ সহরিদ্রাস্তু অক্ষতা ইতি কীর্তিতাঃ।
বিষ্ণোর্নুকমিতি সূক্তেন ধূপং দদ্যাদ্ ঘৃতান্বিতম্ ॥৪৯
ভাবামিতেতি সূক্তেন দীপান্নীরাজয়েচ্ছুভান্।
ইদন্তে পাত্রমিতি চ ভাজনং বিন্যসেচ্ছুভম্ ॥৫০
তস্মা অরং গমাম বেতি পাত্রপ্রক্ষালনং চরেৎ।
অস্মিন্ পদে পরমেতচ্ছিবাংসমিতি
গবাজ্যেনাভিপূরয়েৎ।

"ত্রাতারমিন্দ্র" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পুষ্পমাল্য দান করিবে। "চক্ষুষঃ পিতা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা চক্ষুতে কজ্জল দান করিবে।৩৮

"সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি মন্ত্রে মস্তকে কিরীট পরিধান করাইবে। ঋক্ ও সামমন্ত্র দ্বারা হস্তে না দিয়া শ্রবণে কুণ্ডল দান করিবে।৩৯

"দমুনসৌ অপস" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা কেয়ূরাদি ভূষণ দান করিবে। "আশ্বেতে যস্য" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা নির্ম্মল হার দিবে।৪০

"হস্তাভ্যাং দশশাখাভ্যাং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়ক দান করিবে। "অস্য ত্রিপূর্ণমধুনা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়ক সংস্থাপিত করিয়া দিবে।৪১

"ইন্দ্রত্বদুত্তর" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সুন্দর উজ্জ্বল কটিসূত্র দান করিবে। "স্বস্তিদা বিশম্পতি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা শঙ্খ-চক্রাদি আয়ুধসকল দান করিবে।৪২

"দ্যৌর্নয় ইন্দ্র" ইত্যাদি মন্ত্রে সুনির্ম্মল ছত্র দান করিবে। "সোমঃ পবতে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা স্বর্ণময় উত্তম চামর দান করিবে।৪৩

"সোমাপূষণ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সুন্দর সুশোভিত তালবৃন্ত অর্থাৎ তালপাতার পাখা দান করিবে। "রূপং রূপং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা শুভ আদর্শ (দর্পণ) দান করিবে।

"ইন্দ্রমেব ধীষণা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আসনে সংস্থাপিত করিবে। "ইহৈবাস্তমেতি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা কুশের আসন দান করিবে।৪৪-৪৫

"আপ্‌স্বন্ত" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ভক্তিপূর্বক পাদ্যজল দান করিবে। "গৌরীর্মিমায়" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা হস্তে অর্ঘ্য দান করিবে।৪৬

"নতমংহো ন দুরিতং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আচমনীয় জল দিবে। "পিবাসোমং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মধুপর্ক ভোজন করাইবে।৪৭

"অপ্‌স্বগ্নে সধিষ্টয়া" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পুনরাচমনীয় দান করিবে। "অর্চন্তস্ত্বাহবামহে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অক্ষত দিয়া পূজা করিবে।৪৮

হরিদ্রাযুক্ত তণ্ডুলই অক্ষত বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। "বিষ্ণোর্নুকং" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা ঘৃতসংযুক্ত ধূপ দান করিবে।৪৯

"ভাবামিত" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা দীপমালা দিয়া

পিতুং নুস্তোষমিতি সূক্তেন দদ্যাদন্নাদিকং হবিঃ ॥৫১
তদস্যানিকমিতি ঋচা সহিরণ্যং ঘৃতং তথা।
অস্মিন্ রায় বতয় ইতি দদ্যাদাপোশনে ঘৃতম্ ॥৫২
ততঃ প্রাণাদ্যাহুতয়ো হোতব্যাঃ পরমাত্মনি
অগ্নে বিবস্বদুষস ইতি পঞ্চভিশ্চ যথাক্রমম্ ॥৫৩
সমুদ্রা দূর্মীতি সূক্তেন ঘৃতধারাঃ সমাচরেৎ।
পরো মাত্রেতি সূক্তেন ভোজয়েৎ সশ্রিয়ং হরিম্ ॥৫৪
তুভ্যং হিন্বান ইত্যনেন বয়ঃ সর্বং নিবেদয়েৎ।
ইন্দ্র পীবেত্যনেন দদ্যাদাপোশনং পুনঃ ॥৫৫
প্রত আশ্বিনি পবমানেত্যৃচা হস্তপ্রক্ষালনং চরেৎ।
সরস্বতীং দেবয়ন্ত ইতি তিসৃভির্গণ্ডূষমেব চ ॥৫৬
বৃষ্টিং দিবীশঃ তদ্ধারেতি দদ্যাদাচমনং ততঃ।
শিশুং জিজ্বাগ্নিনমিতি ঋচা মুখ-হস্তৌ চ মার্জয়েৎ ॥৫৭

দক্ষিণাবতামিতি ঋচা দদ্যাত্তাম্বূলমুত্তমম্।
স্বাদুঃ পবস্বেতি ঋচা দদ্যাদাচমনং পুনঃ।
আহ্বয়ং গৌরিতি সূক্তাভ্যাং দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং
ততঃ ॥৫৮
দীপৈর্নীরাজয়েৎ পশ্চাদ্ ঘৃতসূক্তেন বৈষ্ণবঃ।
যত ইন্দ্রেত্যাদি ষড়্ভির্দিক্ষু রক্ষাং প্রদাপয়েৎ ॥৫৯
যজ্ঞো দেবানামিতি সূক্তেন উপস্থানজপং চরেৎ।
তদ্বিষ্ণোরিতি চ দ্বাভ্যাং প্রণমেচ্চৈব ভক্তিতঃ ॥৬০
গৌরীমিমায়েতি ঋচা দদ্যাদাচমনং ততঃ।
সহস্রনামভিঃ স্তুত্বা পশ্চাদ্ধোমং সমাচরেৎ ॥৬১
প্রাতরৌপাসনং হুত্বা তস্মিন্নগ্নৌ জনার্দনম্।
ধ্যাত্বা সংপূজ্য জুহুয়াদ্ বৈষ্ণবৈঃ প্রত্যৃচং হবিঃ ॥৬২

নীরাজন করিবে। "ইদন্তে পাত্রং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দেবতাকে তৈজসপাত্র দান করিবে।৫০

"তস্মা অরং গমাম বো" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পাদ প্রক্ষালন করাইলে "অস্মিন্ পদে পরং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গব্য ঘৃত দ্বারা পূর্ণ করিয়া "পিতুং নস্তোষ" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা অন্নাদি হব্য প্রদান করিবে।৫১

"তদস্যানিকম্" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা স্বুবর্ণ সহিত ঘৃত দান করিবে। "তস্মিন্ রায়বতয়" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ভোজনের পূর্ববর্ত্তী জলাস্তরণ ও ঘৃত দান করিবে।৫২

তারপর পরমাত্মাতে প্রাণাদি পঞ্চাহুতি দান করিবে। 'অগ্নে বিবস্বদুষসঃ' ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্রে যথাক্রমে প্রাণাদি পঞ্চককে আহুতি দিতে হইবে।৫৩

"সমুদ্রা দূর্ম্মী" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা ঘৃতধারা দান করিবে। "পরো মাত্রা" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা সলক্ষ্মী শ্রীহরিকে ভোজন করাইবে।৫৪

"তুভ্যং হিন্বান" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা সমস্ত দ্রব্য নিবেদন করিবে। "ইন্দ্র পীব" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা পুনরায় আপোশন (ভোজনান্তে পিধানাস্তরণ) দান করিবে।৫৫

"প্রত আশ্বিনি পবমান" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হস্ত প্রক্ষালন দিবে। "সরস্বতীং দেবয়ন্ত" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গণ্ডূষ দান করিবে।৫৬

"বৃষ্টিং দিবীশঃ তদ্ধারা" ইত্যাদি দ্বারা আচমনীয় দিবে। "শিশুং জিজ্বাগ্নিনম্" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মুখ ও হস্তদ্বয় মার্জ্জন করাইবে।৫৭

"দক্ষিণাবতাং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা উত্তম তাম্বুল দিবে। "স্বাদুঃ পবস্ব" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আচমনীয় দিবে। "আহ্বয়ং গৌঃ" ইত্যাদি সূক্তদ্বয় দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দিবে।৫৮

পরে বৈষ্ণববর ঘৃতসূক্ত দ্বারা দীপমালা দিয়া নারাজন করিবে। "যত ইন্দ্র" ইত্যাদি ছয়টি মন্ত্র দ্বারা চতুর্দ্দিকে রক্ষা প্রদান করিবে।৫৯

"যজ্ঞো দেবানাম্" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা উপস্থান জপ অনুষ্ঠান করিবে। পরে "তদ্‌বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি দুইটি মন্ত্র দ্বারা ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিবে।৬০

"গৌরীর্মিমায়" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আচমনীয় দিবে। পরে সহস্র নাম দ্বারা স্তব করিয়া হোমকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।৬১

প্রাতঃকালীন উপাসনা-কালে হোম করিয়া সেই অগ্নিতে ভগবান্ জনার্দ্দনকে ধ্যান ও পূজা করিয়া প্রতি-মন্ত্রে বৈষ্ণবগণ ঘৃতাহুতি দিবে।৬২

শ্রী-ভূসূক্তাভ্যামপি চ হুত্বা ঘৃতযুতং হবিঃ।
যাভিঃ সোমো মোদতেত্যনেন মাতৃভ্যাং
জুহুয়াদ্ধবিঃ ॥৬৩
কিংস্বিদ্বনমিতি ঋচা অন্নং তং জুহুয়াদ্ধবিঃ।
সুপর্ণং বিপ্রা ইতি ঋচা সুপর্ণায় মহাত্মনে ॥৬৪
চমূষচ্ছ্যেন ইতি চ সেনেশায়াপি হূয়তাম্।
পবিত্রন্ত হতি দ্বাভ্যাঞ্চক্রায়ামিততেজসে ॥৬৫
স্বাদুষং স ইতি ঋচা হেতিভ্যো জুহুয়াদ্ধবিঃ।
ইন্দ্রশ্রেষ্ঠানিতীন্দ্রায় অগ্নিমূর্ধে্তি পাবকম্ ॥৬৬
যমায় সোমেতি যমং নৈঋর্তং মোষুণেত্যৃচা।
যচ্চিদ্ধিতেতি বরুণং বায়বায়াহীতি মারুতম্ ॥
দ্রবিণোদা দদাতু নাদ্রবিণাত্মাশামেব চ ॥৬৭
ত্র্যম্বকমিত্যৃচা রুদ্রমানঃ প্রজাং প্রজাপতিম্।
যজ্ঞেনেত্যৃচা সাধ্যেভ্যো মরুতো যদ্ধবেতি চ ॥৬৮
যো নঃ সপত্নেতি ঋচা বসু-রুদ্রেভ্য এব চ।
বিশ্বেদেবাশ্চ তিসৃভির্যে দেবা স ঋচা তথা ॥৬৯
সর্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো জুহুয়াদন্নমুত্তমম্।
নাসত্যাভ্যামিতি ঋচা অশ্বি-চ্ছন্দোভ্য এব চ ॥৭০
সোমা পূষেণেতি ঋচা সূর্য্যাচন্দ্রমসোস্তথা।
সংমিদ্যুদবসূক্তেন বৈষ্ণবেভ্যস্তথা পুনঃ ॥৭১
ততঃ স্বিষ্টকৃতং হুত্বাভুক্তেভ্যশ্চ বলিং ক্ষিপেৎ।
নমো মহদ্ভ্য ইত্যৃচা বলিং ভুবি বিনিক্ষিপেৎ ॥৭২
আচম্য বারিণা পশ্চান্মন্ত্রযাগং সমাচরেৎ।
এতচ্ছ্রৌতং নৃপশ্রেষ্ঠ! মুনিভিঃ সম্প্রকীর্তিতম্ ॥৭৩
সম্যগুক্তং ময়া তেহদ্য নিশ্চিতং মতমুত্তমম্।
এতৎপ্রিয়তমং বিষ্ণোঃ শ্রিয়ো নাথস্য সর্বদা ॥৭৪

শ্রীসূক্ত ও ভূসূক্ত দ্বারা ঘৃতসংযুক্ত হবনীয় দ্রব্য দ্বারা হোম করিয়া "যাভিঃ সোমো মোদত" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ এই দ্বিবিধ মাতৃকাবর্ণের দ্বারা হোম করিবে। "কিং স্বিৎ বনম্" ইত্যাদি মন্ত্রে সেই অন্নযুক্ত হবি দ্বারা হোম করিবে। "সুপর্ণ বিপ্রা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মহাত্মা গরুড়কে এবং "চমূষচ্ছ্যেন" এই মন্ত্র দ্বারা সেনেশকে হোম করিবে। "পবিত্রন্ত" ইত্যাদি মন্ত্র দুইটি দ্বারা অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন সুদর্শন চক্রের উদ্দেশ্যে আহুতি দিবে।৬৩-৬৫

"স্বাদুষং স" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অন্য অস্ত্রসমূহকে আহুতি দান করিবে। "ইন্দ্রশ্রেষ্ঠান্" ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে এবং "অগ্নির্মূর্দ্ধা" ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিদেবের উদ্দেশ্যে হোম করিবে।৬৬

"যমায় সোমেতি" মন্ত্র দ্বারা যমকে এবং "মোষুণা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা নৈঋর্তকে হোম প্রদান করিবে। "যচ্চিদ্ধিতা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বরুণকে এবং "বায়বায়াহি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বায়ুকে হোম প্রদান করিবে। "দ্রবিণোদা দদাতু, নাদ্রবিণাদি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দিক্ সমূহের উদ্দেশ্যে হোম করিবে।৬৭

"ত্র্যম্বক" মন্ত্রে রুদ্রের এবং "আনঃ প্রজাং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা প্রজাপতির উদ্দেশ্যে হোম করিবে। "যজ্ঞেন" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সাধ্যগণকে এবং "যদ্ধবা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মরুদ্গণকে হোম প্রদান করিবে।৬৮

"যো নঃ সপত্ন" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বসু ও রুদ্রগণের উদ্দেশ্যে হোম করিবে। "বিশ্বে দেবাঃ স চ" ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র দ্বারা এবং "যে দেবা স" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সমস্ত দেবগণের উদ্দেশ্যে উত্তম অন্ন আহুতি দিবে। "নাসত্যাভ্যাম্" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অশ্বি ও ছন্দোগণকে আহুতি প্রদান করিবে।৬৯-৭০

"সোম পূষা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্রকে আহুতি দিবে। "সংসমিদ্যুদব" সূক্ত দ্বারা বৈষ্ণবগণের উদ্দেশ্যে আহুতি দিবে। তারপর "স্বিষ্টিকৃৎ" হোম করিয়া অভুক্ত প্রাণিদিগের উদ্দেশ্যে বলি (খাদ্যদ্রব্য) নিক্ষেপ করিবে। "নমো মরুদ্ভ্যঃ" এই মন্ত্র দ্বারা পৃথিবীতে বলি (খাদ্যদ্রব্য) নিক্ষপ করিবে।৭১-৭২

পরে জলের দ্বারা আচমন করিয়া মন্ত্রযাগের অনুষ্ঠান করিবে। হে রাজশ্রেষ্ঠ! মুনিগণ কর্তৃক ইহাই শ্রৌতোক্ত বিধিরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।৭৩

শ্রৌতেনৈব হরিং দেবমর্চয়ন্তি মনীষিণঃ।
শ্রৌত-স্মার্ত্তাগমৈর্বিষ্ণোস্ত্রিবিধং পূজনং স্মৃতম্ ॥৭৫
এতচ্ছ্রৌতং ততঃ স্মার্তং পৌরুষেণ চ যৎ স্মৃতম্।
মন্ত্রৈরষ্টাক্ষরাদ্যৈস্তু তদ্দিব্যাগম মুচ্যতে ॥৭৬
শ্রৌতমেব বিশিষ্টং স্যাত্তেষাং নৃপবরোত্তম।
শ্রৌতমেব তথা বিপ্রাঃ প্রকুর্বন্তি জনার্দনে ॥৭৭
যজন্তি কেচিত্রিতয়স্ত্রিসন্ধ্যাসু চ দেশিকাঃ।
যজন্তি কেচিত্রিতয়স্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ ॥৭৮
শুশ্রূষা চ তথা নামকীর্তনং শূদ্রজন্মনঃ।
অপি বা পরমেকান্তি বালকৃষ্ণপুর্হরিম্ ॥৭৯
স্ত্রীণামপ্যর্চনীয়ঃ স্যাৎ স্ববর্ণস্যানুরূপতঃ।
মন্ত্ররত্নেন বৈ পূজ্যো হিত্বা শ্রৌতং বিধানতঃ ॥৮০
এবমভ্যর্চ্চনং বিষ্ণোর্মুনিভিঃ সম্প্রকীর্তিতম্।
শ্রৌত-স্মার্তাগমোক্তাশ্চ নিত্যনৈমিত্তিকাঃ ক্রিয়াঃ॥৮
প্রায়শ্চিত্তমকৃত্যানাং দণ্ডমপ্যাততায়িনাম্।
অধুনা সম্প্রবক্ষ্যামি বৃত্তিমৈকান্তিলক্ষণাম্ ॥৮২
নারীণামপি কর্তব্যা অহন্যহনি শাশ্বতী।
উত্থায় পশ্চিমে যামে ভর্ত্তুঃ পূর্বমতন্দ্রিতাঃ ॥৮৩
কৃত্বা শৌচং বিধানেন দন্তধাবনমাচরেৎ।
কৃত্বাঽথ মঙ্গলস্নানং ধৃত্বা শুক্লাম্বরং তথা ॥৮৪
আচম্য ধারয়েদূর্ধ্বপুণ্ড্রং শুভ্রং মৃদৈব তু।
চন্দনেনাপি কস্তূর্য্যাঃ কুঙ্কুমেনাপি বাঽসতি ॥৮৫
জপ্ত্বা মন্ত্রং গুরুং পশ্চাদভিনন্দ্য চ বৈষ্ণবান্।
নমস্কৃত্বা জগন্নাথং জপ্ত্বা চ শরণাগতিম্ ॥৮৬
আত্মানং সমলঙ্কৃত্য চিন্তয়েন্মধুসূদনম্।
গৃহভাণ্ডাদিকং সর্বং বাগ্যতা নিয়তেন্দ্রিয়াঃ ॥৮৭

আমি আজ তোমাকে সুনিশ্চিতভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ বিধিগুলি যথাযথ বলিলাম। ইহা সর্বদা লক্ষ্মীপতি শ্রীবিষ্ণুর অত্যধিক প্রিয়তম বলিয়া জানিবে।৭৪

মনীষিগণ শ্রুত্যুক্ত বিধি অনুসারেই পরম দেব শ্রীহরির পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণুর পূজা শ্রুতি, স্মৃতি ও তন্ত্র এই ত্রিবিধশাস্ত্রসম্মত জানিবে।৭৫

মদুক্ত বিধিসমূহ শ্রুত্যুক্ত বিধি। তারপর পুরুষাকার দ্বারা যাহা সাধ্য তাহাই স্মৃত্যুক্ত বিধি। অষ্টাক্ষরাদি মন্ত্র দ্বারা যে পূজা সাধ্য, তাহাই দিব্যাগম বিধি—ইহা কথিত আছে। হে রাজশ্রেষ্ঠ! এই বিধিসমূহের মধ্যে শ্রুত্যুক্ত বিধিই সর্বশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণগণ শ্রৌত বিধি অনুসারেই জনার্দ্দনের পূজাদি করিয়া থাকেন।৭৬-৭৭

কোনও কোনও উপদেশক গুরুগণ তিনসন্ধ্যায় ত্রিবিধ বিধি অনুসারেই পূজা করেন। আর কোনও কোনও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের দ্বিজগণও ত্রিবিধ-বিধিকথিত পূজাই করিয়া থাকেন।৭৮

শূদ্রকুলোৎপন্ন লোকেরা ত্রিবর্ণের শুশ্রূষা ও নাম-কীর্ত্তনই করিবে কিংবা তাহারা ঐকান্তিক ভাবে বালকৃষ্ণ-শরীরধারী শ্রীহরিকে পূজা করিতে পারে।৭৯

স্ত্রীলোকেরাও নিজ নিজ বর্ণবিহিত দেবপূজা করিবে। শ্রুত্যুক্ত বিধি পরিত্যাগ করত তাহারা যে কোনও পূর্বোক্ত মন্ত্ররত্ন দ্বারা দেবপূজা করিতে পারিবে। মুনিগণ শ্রীবিষ্ণুর পূজাবিধি এইরূপই কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রুতি, স্মৃতি ও তন্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলি মদুক্ত বিধি অনুসারেই অনুষ্ঠান করিবে।৮০-৮১

অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত আততায়িগণও দণ্ডনীয়। এখন একান্তভাবে সকলের ব্যবহার-বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর।৮২

প্রতিদিন নারীগণেরও এই নিত্যক্রিয়া কর্তব্য। তাহারা অনলসভাবে রাত্রির শেষপ্রহরে স্বামীর পূর্বে গাত্রোত্থান করত যথাবিধি শৌচক্রিয়া সমাপনপূর্বক দন্তধাবন করিবে। পরে পবিত্রজলে স্নান করত পবিত্র ধৌত শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিবে, অনন্তর আচমন করত শুভ্রমৃত্তিকা দ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে; তদভাবে চন্দন, কস্তুরী কিংবা কুঙ্কুম দ্বারাও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিতে পারে। পরে গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিবে। গুরুকে ও বৈষ্ণবগণকে অভিবাদন করিবে। শ্রীশ্রীজগন্নাথকে প্রণাম করিবে। পরে শরণাগতি মন্ত্র পাঠ করিবে।৮৩-৮৬

নিজেকে সজ্জিত ও সুশোভিত করিয়া শ্রীমধুসূদনের

সংশোধয়েৎ প্রতিদিনং যজ্ঞতার্থং পরমাত্মনঃ।
মার্জয়িত্বা গৃহং পশ্চাদ্ গোময়েনানুলিপ্য চ ॥৮৮
রঙ্গবল্ল্যাদিভিঃ পশ্চাদলঙ্কৃত্য সমন্ততঃ।
চতুর্বিধানাং ভাণ্ডানাং ক্ষালনস্তু সমাচরেৎ ॥৮৯
পাচকানি বহিষ্ঠানি জলস্থানয়নানি চ।
স্থাপনানি জলার্থং বা চতুর্বিধমুদাহৃতম্ ॥৯০
পৃথক্ পৃথগুদঞ্চানি তেষু তেষ্বপি বিন্যসেৎ।
নান্যোন্যং সঙ্করং কুর্য্যাদ্ ভাণ্ডানাং সর্বকর্মসু ॥৯১
তানি তানি স্পৃশেৎ পাণিং প্রক্ষাল্যৈব পুনঃ পুনঃ।
সম্যক্ প্রক্ষাল্য ভাণ্ডানি দাহয়েদ্ যজ্ঞিয়ৈস্তৃণৈঃ ॥৯২
পুনঃ প্রক্ষাল্য সন্তপ্য পশ্চাৎ পচনমাচরেৎ।
রসভাণ্ডানি সর্বাণি ক্ষালয়েদুষ্ণবারিণা ॥৯৩

চতুর্ভিঃ পঞ্চভির্ধ্যাত্বা স্রুক্-স্রুবৌ ক্ষালয়েত্তদা।
বহির্ন নিক্রাময়ীত পাচকানি গৃহান্তিকাৎ ॥৯৪
তাভিরেব তু দদ্যাত্তু ভুঞ্জীত হি কথঞ্চন।
দত্ত্বা পাত্রান্তরে দদ্যাৎ কাংস্যে বা মৃন্ময়েঽপি বা॥৯৫
পুটে পর্ণময়ে বাঽপি দদ্যাদত্র তু বৈষ্ণবে।
স্রুবং দারুময়ং কাংস্যং কুর্বীতায়োময়ং ন তু ॥৯৬
ন দদ্যাদারনালস্য ঘটং তস্মিন্ মহাবনে।
আরনালস্য যৎ কুম্ভং ত্যজেন্মদ্যঘটং যথা ॥৯৭
আরনালং কারশাকং করঞ্জং তিলপিষ্টকম্।
লশুনং মূলকং শিগ্রুং ছত্রং কোশাতকীফলম্।
অলাবুঞ্চান্ত্রং শাকঞ্চ করনির্মথিতং দধি ॥৯৮
বিম্বং বিড্‌জঞ্চ নির্য্যাসং পীলুং শ্লেষ্মাতকং ফলম্।

চিন্তা করিবে। পরে সংযতবাক্ হইয়া পরমাত্মা শ্রীহরির যজ্ঞসম্পাদনের জন্য সংযত ইন্দ্রিয়ে প্রতিদিন গৃহস্থিত ভাণ্ড প্রভৃতি পরিমার্জ্জনাদি দ্বারা বিশুদ্ধ রাখিবে। পরে গৃহ প্রমার্জ্জন করত গোময় দ্বারা অনুলিপ্ত করিয়া চারিদিকে নানাবর্ণের গুণ্ডিকাদি দ্বারা গৃহ অলঙ্কৃত করিবে এবং চতুর্বিধ কার্য্যোপযোগী ভাণ্ডসমূহ প্রক্ষালন করিবে।৮৭-৮৯

পাকক্রিয়া-যোগ্য পাত্র, যজ্ঞসাধনার্থ পাত্র, জল আনয়নের যোগ্য পাত্র ও জলের জন্য রক্ষণীয় পাত্র—এই চতুর্বিধ পাত্র বলিয়া কথিত আছে।৯০

পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে সেই সেই কার্য্যের ব্যবহার-যোগ্য পাত্রগুলিকে সেই সেই স্থানে সংরক্ষণ করিবে। ভিন্ন কার্য্যোপযোগী পাত্রকে অন্যস্থানে মিলিত করিয়া রাখিবে না। এইরূপভাবে সমস্ত কর্ম্মেই পাত্ররক্ষার ব্যবস্থা জানিবে। সেই সেই ভাণ্ড হস্তস্পৃষ্ট হইলেই পুনরায় প্রক্ষালনপূর্বক যজ্ঞীয় কাষ্ঠের অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করত শুদ্ধ করিবে।৯১-৯২

পুনরায় ভাণ্ড প্রক্ষালন করত পরে পাকক্রিয়া আরম্ভ করিবে। উষ্ণজলের দ্বারাই তিক্ত, স্বাদু প্রভৃতি রসময় দ্রব্যের পাত্রগুলিকে প্রক্ষালিত করিবে।৯৩

স্রুক্, স্রুব ও দর্বী প্রভৃতিকে চারবার বা পাঁচবার অগ্নিসন্তপ্ত করিয়া প্রক্ষালিত করিবে। যিনি পাক করিবেন, তিনি গৃহমধ্য হইতে বাহিরে বহির্গত হইবেন না।৯৪

ঐরূপে বিশুদ্ধ দর্বী প্রভৃতি দ্বারা পরিবেশন করিবে, তারপর ভোজন করিবে। কাংস্য বা মৃন্ময়-পাত্রে ভোজন-জন্য অন্নাদি দিবে।৯৫

বৈষ্ণবদিগকে পত্রনির্ম্মিত পাত্রে অন্ন দিবে। স্রুব (হাতা) কাষ্ঠ বা কাংস্য দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে, কখনও লৌহ দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে না।৯৬

সেই যজ্ঞস্থানে বনে কাঁজির ঘট দিবে না। কাঁজির ঘট মদ্যঘটের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। আরনাল (কাঁজি), কারশাক (কালশাক), করঞ্জ (করমচা), তিলের পিষ্টক, লশুন, মুলা, সজিনা, শলফা (শাক), কোশাতকী (ঝিঙা), অলাবু (লাউ); শাক, হস্তমথিত দধি, তেলাকুচা ফল, পুরীষময়স্থানোৎপন্ন দ্রব্য ও তাহার রস, পীলু (তালের মাথি), শ্লেষ্মাতক ফল (চালতা), আরগ্বধ (সোন্দালু, সোনাল বলিয়া প্রসিদ্ধ), নির্গুণ্ডী (নিসিন্দা), কালিঙ্গ (তরমুজ), নালিকা (নাল), নারিকেরী শাক, সাদা বেগুন, উষ্ট্র, মেষ ও মানুষীর দুগ্ধ, মৃতবৎসা ধেনুর দুগ্ধ, যে ধেনুর প্রসবাশৌচ-দশদিন অতিক্রান্ত হয় নাই,

আরগ্বধঞ্চ নির্গুণ্ডীং কালিঙ্গং নালিকাং তথা ॥৯৯
নালিকের্য্যাখ্যশাকঞ্চ শ্বেতবৃন্তাকমেব চ।
উষ্ট্রাবি-মানুষীক্ষীরমবৎসানির্দশাহগোঃ ॥১০০
এতান্যকামতঃ স্পৃষ্ট্বা সবাসা জলমাবিশেৎ।
মত্যা জগ্ধ্বা ব্রতং কুর্য্যাম্মূর্জং জগ্ধ্বা পতেদধঃ ॥১০১
কেশানাং রঞ্জনার্থং বা ন স্পৃশেদারনালকম্।
চন্দনং ঘনসারং বা মকরন্দমথাপি বা ॥১০২
মাষ-মুদ্গাদিচূর্ণং বা তক্রং জাম্বীরমেব বা।
তিন্তিড়ীঞ্চ কলায়ং বা কেশরঞ্জনমাচরেৎ ॥১০৩
ঊর্দ্ধং মাসাৎ ত্যজেৎ সর্বং মৃন্ভাণ্ডং বৈষ্ণবোত্তমঃ।
ন ত্যজেল্লোহভাণ্ডানি তাপয়েচ্চ হুতাশনে ॥১০৪
দারূণাং সন্ত্যজেদ্ বাহপি তক্ষণং বা সমাচরেৎ।
অশ্মনামশ্মভির্ধ্যাত্বা গোবালৈর্ঘর্ষয়েত্তথা ॥১০৫

সূতকে মৃতকে বাহপি শুনাদিস্পর্শনে তথা।
স্পর্শনে বাহপ্যভক্ষ্যাণাং সদ্য এব পরিত্যজেৎ ॥১০৬
সম্প্রোক্ষ্যাদ্ভিঃ শুচৌ দেশে ধান্যং সংশোধয়েদ্ বুধঃ।
অবহন্যাচ্ছুভতরং গায়ন্তি মধুসূদনম্ ॥১০৭
সংশোধ্য তণ্ডুলান্ পশ্চাদদ্ভিঃ সংক্ষালয়েত্ত্রিভিঃ।
অন্তস্ত্রিবারং বস্ত্রেণ শোধয়িত্বা ঘটান্তরে ॥১০৮
কুশৈনৈব পবিত্রেণ তণ্ডুলান্ নির্বপেচ্ছুভান্।
অন্তর্ধায় কুশং তত্র মন্ত্ররত্নমনুস্মরন্ ॥১০৯
পাচয়েৎ সপবিত্রেণ বাগ্ যতো নিযতেন্দ্রিয়ঃ।
উপবিশ্য শুভে কুণ্ডে বহ্নিং প্রজ্জ্বালয়েত্ততঃ ॥১১০
অবৈষ্ণবস্য শূদ্রস্য পতিতস্য তথৈব চ।
পাষণ্ডস্যাপ্যশুদ্ধস্য গৃহস্থাগ্নিং বিবর্জয়েৎ ॥১১১
সম্প্রোক্ষ্য মন্ত্ররত্নেন বহ্নিং কুশজলৈস্ত্রিভিঃ।
যজ্ঞিয়ৈর্বিমলৈঃ কাষ্ঠৈর্ব্যজনেন প্রদীপয়েৎ ॥১১২

সেই ধেনুর দুগ্ধ—অজ্ঞানতঃ এইসমস্ত দ্রব্য ভোজনেচ্ছু হইয়া স্পর্শ করিলেও সবস্ত্র জলপ্রবেশ করিবে অর্থাৎ পরিহিত বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে। জ্ঞানতঃ ভোজন করিলে কৃচ্ছ্র ব্রত পালন করিবে। বলপূর্বক ভোজন করিলে অধঃপতিত হইবে। কেশ রঞ্জিত করিতেও কাঁজি স্পর্শ করিবে না। চন্দন, কর্পূর কিংবা মধু কেশরঞ্জন-কার্য্যে ব্যবহার করিবে না।৯৭-১০২

মাষ, মুদ্গ প্রভৃতি চূর্ণ, ঘোল, জাম্বীর (লেবু), তিন্তিড়ী (তেঁতুল) বা কলায় ইঁহাদিগকে কেশরঞ্জন-কার্য্যে ব্যবহার করিবে।১০৩

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ একমাসের ঊর্দ্ধে ব্যবহৃত মৃৎপাত্রসকল পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু লৌহপাত্র দীর্ঘদিন ব্যবহৃত হইলেও পরিত্যাগ কবিতে হইবে না—কেবল অগ্নিতে সন্তপ্ত করিয়া নিলেই শুদ্ধ হইবে।১০৪

কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র দীর্ঘ ব্যবহারের পর পরিত্যাগ করিবে কিংবা তক্ষণ দ্বারা (চাঁছিয়া) শুদ্ধ করিবে। প্রস্তরপাত্র প্রস্তরঘর্ষণ দ্বারা সন্তপ্ত করিবে এবং গোপুচ্ছ দ্বারা ঘর্ষণ করিবে।১০৫

জননাশৌচে, মরণাশৌচে, কুক্কুরাদি স্পর্শে কিংবা পলাণ্ডু প্রভৃতি অভক্ষ্যদ্রব্যের স্পর্শন ঘটিলে তৎক্ষণাৎ পাত্র পরিত্যাগ করিবে। (এইরূপে গৃহের পাত্রগুলির সংশোধন করত যজ্ঞের জন্য তাহাতে হবিঃ অর্থাৎ (ঘৃতাদি হবনীয় সংরক্ষণ করিবে)।১০৬

রাশিকৃত ধান্য অশুদ্ধ হইলে পবিত্রস্থানে জলের দ্বারা প্রোক্ষণ করত শুদ্ধ করিবে। ভালভাবে অবঘাত (তুষমোচনের জন্য উদূখলাদিতে আঘাত) করিবে এবং শ্রীমধুসূদনের মঙ্গলময় নামগান করিবে।১০৭

তণ্ডুলগুলি পূর্বোক্ত প্রকারে শুদ্ধ করিয়া জলের দ্বারা তিনবার প্রক্ষালিত করিবে। বস্ত্র দ্বারা তিনবার জল ছাকিয়া শুদ্ধ করিয়া অন্য পাত্রে ঘটাদিতে রাখিবে।১০৮

পবিত্রভাবে কুশনির্ম্মিত পবিত্র দ্বারা তণ্ডুলকে জল-প্রোক্ষণ করিবে। তথায় কুশ ফেলিয়া দিয়া মন্ত্ররত্ন জপ করিতে করিতে বাক্‌সংযমপূর্বক সংযতচিত্তে পবিত্রভাবে পাক করিবে। তারপর উপবিষ্ট হইয়া শুভ কুণ্ডে হোমের বহ্নি প্রজ্জ্বালিত করিবে।১০৯-১০

অবৈষ্ণব, শূদ্র, পতিত, পাষণ্ড (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানহীন) অথবা অপবিত্র লোকের গৃহস্থিত অগ্নি পরিত্যাগ করিবে। মন্ত্ররত্ন দ্বারা তিনবার কুশজলের প্রোক্ষণ দিয়া

সান্তর্ধানমুখেনাপি ধময়িত্বা প্রদীপয়েৎ।
পালাশৈর্খাদিরৈর্বৈল্বৈর্গোশকৃৎপিটকৈরপি ॥১১৩
অন্যৈর্বা যজ্ঞিয়ৈঃ কাষ্ঠৈস্তৃণৈর্বা যজ্ঞিয়ৈঃ শুভৈঃ।
বর্জয়েন্মদ্যদিগ্ধানি তথা বৈভীতকানি চ ॥১১৪
আরগ্বধানি শিগ্রূণি তথা নৈগুণ্ডিকানি চ।
নৈপানি চ কপিত্থানি কার্পাসৈরণ্ডকানি চ ॥১১৫
অমেধ্যানি সকীটানি দৌর্গন্ধানি তথৈব চ।
অসদ্বাহানি চৈত্যানি কাক-খট্বাসননানি চ ॥১১৬
দেবালয়ানি যৌপ্যাণি তথোপকরণানি চ।
মহিষোষ্ট্র-খরাদীনাং কারীষ-পীটকানি চ ॥১১৭
অন্যানাং পাকশেষাণি বর্জয়েদ্ যজ্ঞকর্মণি।
প্রদীপ্যাগ্নিং ততোঽন্নাদ্যং পচ্যান্নিযতমানসঃ ॥১১৮
চিন্তয়ন্ পরমাত্মানং জপন্মন্ত্রদ্বয়ং তথা।
শুদ্ধং হৃদ্যং তথা রুচ্যং পশ্চাদভ্যন্তরং শুভম্ ॥১১৯
নিষিদ্ধানি চ শাকানি ফলমূলানি বর্জয়েৎ।
অতিরুক্ষঞ্চাতিদুষ্টমতিরক্তঞ্চ বর্জয়েৎ ॥১২০
ভাবদুষ্টং ক্রিয়াদুষ্টং কালদুষ্টং তথৈব চ।
সংসর্গদুষ্টমপি চ বর্জয়েদ্ যজ্ঞকর্ম্মণি ॥১২১
রূপতো গন্ধতো বাঽপি যচ্চাভক্ষ্যৈঃ সমম্ভবেৎ।
ভাবদুষ্টঞ্চ যৎপ্রোক্তং মুনিভির্ধর্ম্মপারগৈঃ ॥১২২
আরনালঞ্চ মদ্যঞ্চ করনির্মথিতং দধি।
হস্তদত্তঞ্চ লবণং ক্ষীরং ঘৃতং পয়াংসি চ ॥১২৩
হস্তেনোদ্ধৃত্য যত্তোয়ং পীতং বক্ত্রেণ বৈকদা।
শব্দেন পীতং ভুক্তঞ্চ গব্যং তাম্রেণ সংযুতম্ ॥১২৪
ক্ষীরঞ্চ লবণোন্মিশ্রং ক্রিয়াদুষ্টমিহোচ্যতে।
একাদশ্যাং তু যচ্চান্নং যচ্চান্নং রাহুদর্শনে।
সূতকে মৃতকে চান্নং শুষ্কং পর্য্যুষিতং তথা ॥১২৫
নদীস্বসমুদ্রগাসু সিংহ-কর্কটয়োর্জলম্ ॥১২৬

বহ্নি প্রজ্জ্বালিত করিবে। নির্ম্মল যজ্ঞীয়কাষ্ঠে তালবৃন্তাদি নির্ম্মিত ব্যজন দ্বারা বাতাস করিয়া যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিতে হয়।১১১-১২

অথবা মুখ ঢাকিয়া ফুৎকার দ্বারাও প্রজ্জ্বালিত করিতে পারে। পলাশকাষ্ঠ, খদিরকাষ্ঠ, বিল্ববৃক্ষের কাষ্ঠ, গোময়-প্রস্তুত ঘুঁটে অন্য কোনও যজ্ঞীয় কাষ্ঠ অথবা যজ্ঞীয় পবিত্র তৃণের দ্বারাও যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিবে। কিন্তু মদ্যাদি সংস্পৃষ্ট কাষ্ঠ কিংবা বয়ড়া-বৃক্ষের কাষ্ঠ ত্যাগ করিবে।১১৩-১৪

আরগ্বধ (সোন্দালের কাষ্ঠ), সজিনা-বৃক্ষের কাষ্ঠ, নিসিন্দা-কাষ্ঠ, কদম্ব-কাষ্ঠ, কয়েদ্‌বেলের কাষ্ঠ, কার্পাস-বৃক্ষের কাষ্ঠ এবং কীটযুক্ত ও দুর্গন্ধ কাষ্ঠ, অসদ্‌ব্যক্তি কর্ত্তৃক বাহিত কাষ্ঠ, চৈত্যবৃক্ষের কাষ্ঠ, কাক ও খট্বার আসনগুলি, দেবালয়ের কাষ্ঠ, যূপকাষ্ঠ, বাসভবনাদির কাষ্ঠোপকরণ, মহিষ, উষ্ট্র ও গর্দ্দভের পুরীষপিষ্টক অর্থাৎ ঘুঁটে এবং অন্যের পাকাবশিষ্ট কাষ্ঠ যজ্ঞকার্য্যে পরিত্যাগ করিবে। কাষ্ঠ দ্বারা যথাবিধি অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া সংযতচিত্তে তাহাতে অন্নাদি পাক করিবে।১১৫-১৮

যুগলমন্ত্র জপ করিতে করিতে এবং পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে করিতে শুদ্ধ, মনোরম ও রুচিকর দ্রব্য পাক করিবে। ঐ পাক অভ্যন্তরস্থানেই করিবে, (বাহিরে নহে)। নিষিদ্ধ শাক ও ফলমূল পরিত্যাগ করিবে। অত্যন্ত রুক্ষ, অত্যন্ত দোষযুক্ত ও অত্যন্ত রক্তদ্রব্যকে পরিত্যাগ করিবে।১১৯-২০

যজ্ঞকার্য্যে ভাবদুষ্ট, ক্রিয়াদুষ্ট, কালদুষ্ট ও সংসর্গদুষ্ট দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। স্বরূপতঃ বা গন্ধ হেতু যে সমস্ত দ্রব্য অভক্ষ্যের তুল্য হয়, ধর্ম্মপারগামী মুনিগণ তাহাকে ভাবদুষ্ট বলিয়াছেন।১২১-২২

আরনাল (কাঁজি), মদ্য, হস্তমথিত দধি, হাতের দ্বারা দেওয়া লবণ, দুগ্ধ, ঘৃত ও জল, হস্ত দ্বারা তুলিয়া মুখের দ্বারা যে জল পান করা যায় (জলাশয়াদি হইতে দুই হাতে বা এক হাতে জল তুলিয়া কোশ করিয়া যে জলপান)—তাহা, শব্দ করিয়া যে জলাদি পান ও অন্নাদি ভোজন করা হয়—তাহা, তাম্রপাত্রে যে গব্যক্ষীরাদি পান—তাহা ও লবণমিশ্রিত দুগ্ধ—এই সমস্ত দ্রব্য ক্রিয়াদুষ্ট বলিয়া কথিত। একাদশীতে, চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণে ও জননমরণাশৌচ যে অন্ন ভোজন করা যায় কিংবা যে অন্ন শুষ্ক বা পর্য্যুষিত (বাসী)—তাহা, প্রসবের অশৌচ

নিঃশেষজলবাপ্যাদৌ যৎপ্রবিষ্টং নবোদকম্।
নাতীতপঞ্চরাত্রং তৎকালদুষ্টমিহোচ্যতে ॥১২৭
শৈব-পাষণ্ড-পতিতৈর্বিকর্মস্থৈনিরীশ্বরৈঃ।
অবৈষ্ণবৈর্দ্বিজৈঃ শূদ্রৈর্হরিবাসরভোক্তৃভিঃ ॥১২৮
শ্ব-কাক-সূকরোষ্ট্রাদ্যৈরুদক্যা-সূতিকাদিভিঃ।
পুংশ্চলীভিশ্চ নারীভির্বৃষলীপতিভিস্তথা ॥১২৯
দৃষ্টং স্পৃষ্টঞ্চ দত্তঞ্চ ভুক্তশেষং তথৈব চ।
অভক্ষ্যাণাঞ্চ সংযুক্তং সংসর্গদুষ্টমুচ্যতে ॥১৩০
বিম্বং শিগ্রুঞ্চ কালিঙ্গং তিলপিষ্টঞ্চ মূলকম্।
কোশাতকীমলাবুঞ্চ তথা কটুফলমেব চ ॥১৩১
শালিকা-নালিকেত্যাদি জাতিদুষ্টমিহোচ্যতে।
এবং সর্বাণ্যভক্ষ্যাণি তৎসঙ্গান্যপি সংত্যজেৎ ॥১৩২
তথৈবাভক্ষ্যভোক্তৃণাং হরিবাসরভোজিনাম্।
লোকায়তিকবিপ্রাণাং দেবতান্তরসেবিনাম্ ॥১৩৩

অনুত্তীর্ণ গরুর দুগ্ধ, ষষ্ঠী তিথিতে তৈল, সমুদ্রগামী নহে এমন যে নদীর জল শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে পান করা যায়—তাহা ও বিশুদ্ধ নিঃশেষিত জলাশয়ে পতিত যে নূতন জল—তাহা আনয়নের দিন হইতে পঞ্চরাত্রি অতীত না হইলে পান বা ভোজনযোগ্য নহে; সেই অভক্ষ্য অন্ন ও সেই অপেয় জল কালদুষ্ট বলিয়া গণ্য।১২৩-২৭

শৈব (কাপালিকাদি), পাষণ্ড (ধর্ম্মজ্ঞানহীন), পতিত, অসৎকর্ম্মকারী, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, অবৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ বা শূদ্র কিংবা হরিবাসরে ভোক্তা, কুক্কুর, কাক, শূকর, উষ্ট্র প্রভৃতি, রজস্বলা নারী, পুংশ্চলী ও বৃষলীপতি-নারী যে অন্নাদি দর্শন বা স্পর্শন করে কিংবা পরিবেশন করে—তাহা, ভুক্তাবশিষ্ট অন্নাদি এবং অভক্ষ্যদ্রব্যসংযুক্ত অন্নাদিই সংসর্গ-দুষ্ট বলিয়া কথিত। তেলাকুচা ফল, সজিনা, তরমুজ, তিলনির্ম্মিত পিষ্টকাদি, মূলা, ঝিঙা, লাউ, কটুফল, শালিকা, নালিকা ইত্যাদি জাতিদুষ্ট দ্রব্য। এইরূপ অভক্ষ্য দ্রব্য ও তাহার সংস্পৃষ্ট দ্রব্যগুলিও পরিত্যাগ করিবে।১২৮-৩২

সেইরূপ, অভক্ষ্যভোজী, হরিবাসরে ভোজনশীল, বৌদ্ধব্রাহ্মণের ও অন্য দেবতার সেবাপরায়ণ এবং

অবৈষ্ণবানামপি চ সংসর্গং দূরতস্ত্যজেৎ ॥১৩৪
পক্বান্নাদ্যং যথা পক্বং বাগ্‌যতো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
সম্মার্জয়েচ্ছুভতরং বারিণা বাসসৈব চ ॥১৩৫
করকৈরপিধায়াথ চক্রেণৈবাঙ্কয়েত্ততঃ।
গন্ধেন বা হরিদ্রেণ জলেনাপ্যথ বা লিখেৎ ॥১৩৬
সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং ভাণ্ডানাং যজ্ঞযোগিনাম্।
কুশোত্তরে শুচৌ দেশে বিন্যস্য কুশবারিণা ॥১৩৭
সংপ্রোক্ষ্য মন্ত্ররত্নেন বস্ত্রেণাচ্ছাদয়েত্ততঃ।
ক্ষালয়িত্বাঽথ দেবস্য ভাজনানি শুভৈর্জলৈঃ ॥১৩৮
অভিপূর্য্যং ততো দদ্যাদ্ভোজয়েচ্চ বিশেষতঃ।
ভোজয়েদাগতান্ কালে সখি-সম্বন্ধি-বান্ধবান্ ॥১৩৯
বালান্ বৃদ্ধান্ ভোজয়িত্বা ভর্তারং ভোজয়েত্ততঃ।
স্বয়ং হৃষ্টা ততোঽশ্নীয়াদ্ভর্তুর্ভুক্তাবশেষিতম্ ॥১৪০

অবৈষ্ণবদিগের সংস্পৃষ্ট অন্নাদিও দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে।১৩৩-৩৪

সম্যগ্‌ভাবে অন্নাদি বাক্‌সংযমপূর্বক সংযতেন্দ্রিয় হইয়া জল বা বস্ত্রের দ্বারা সুন্দররূপে স্থান পরিমার্জ্জিত করিয়া প্রস্তরাদি পাত্রের দ্বারা ঐ অন্ন আচ্ছাদন করিবে। পরে নিজের অঙ্গ চক্রাদি চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করিয়া গন্ধ (চন্দন), হরিদ্রা বা জলের দ্বারা স্থান সংশোধনপূর্বক সুদর্শন, পাঞ্চজন্য ও যজ্ঞোপযোগী পাত্রদিগকে পবিত্রস্থানে কুশের উপর রাখিবে এবং কুশজলের দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক সংপ্রোক্ষণ করত বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দেব-পূজাদির ঐ পাত্রগুলিকে পবিত্র জল দ্বারা প্রক্ষালন করত পূর্ণ করিয়া রাখিয়া পরে ভোজনসময়ে সমাগত আত্মীয়, সখা, বন্ধুপরিচিত সম্বন্ধবিশিষ্ট এবং বালক ও বৃদ্ধদিগকে ভোজন করাইবে। পরে স্বয়ং নিজ স্বামীকে ভোজন করাইবে। অতঃপর আনন্দিত মনে স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যবস্তু ভোজন করিবে।১৩৫-৪০

পৈশাচিক (সদাচারত্যাগী যথেচ্ছব্যবহারসম্পন্ন) ব্যক্তি, যক্ষ ও শাক্তচিহ্নধারীমাত্রদিগের, দ্বাদশীতে

পৈশাচিকানাং যক্ষাণাং শাক্তানাং লিঙ্গধারিণাম্।
দ্বাদশীবিমুখানাঞ্চ সংলাপাদি বিবর্জয়েৎ ॥১৪১
শৈব-বৌদ্ধ-স্কান্দ-শাক্তস্থানানি ন বিশেৎ ক্বচিৎ।
বর্জয়েত্তৎসমীপস্থং জল-পুষ্প-ফলাদি চ ॥১৪২
ন নিরীক্ষেত দেবানামুৎসবাদি কদাচন।
স্তুতিং বাঽপ্যন্যদেবানাং ন কুর্যাচ্ছৃণুয়ান্ন চ ॥১৪৩
কামপ্রসঙ্গসংলাপান্ পরিহাসাদি বর্জয়েৎ।
অন্যচিহ্নাঙ্কিতং বস্ত্রং ভূষণাসন-ভাজনম্ ॥১৪৪
বৃক্ষং পশুং কূপগৃহান্ ভাণ্ডং চৈব বিবর্জয়েৎ।
অন্যালয়ে হরিং দৃষ্ট্বা দেবতান্তরসংসদি ॥১৪৫
নার্চয়েন্ন প্রণমেচ্চ তীর্থসেবাং বিবর্জয়েৎ।
অবৈষ্ণবস্য হস্তাত্তু দিব্যদেশাদুপাগতম্ ॥১৪৬
হরেঃ প্রসাদ-তীর্থাদ্যং যত্নেন পরিবর্জয়েৎ।
আকারত্রয়সম্পন্নো নবজ্যাকর্ম্মণা স্থিতঃ ॥১৪৭
বিষ্ণোরনন্যশেষত্বং তথৈবানন্যসাধনম্।
তথৈবানন্যভোগ্যত্বমাকারত্রয়মুচ্যতে ॥১৪৮
অর্চনং মন্ত্রপঠনং ধ্যানং হোমশ্চ বন্দনম্।
স্তুতির্যোগঃ সমাধিশ্চ তথা মন্ত্রার্থচিন্তনম্।
এবং নববিধা প্রোক্তা চেজ্যা বৈষ্ণবসত্তমৈঃ ॥১৪৯
প্রাপ্যস্য ব্রহ্মণো রূপং প্রাপ্যঞ্চ প্রত্যগাত্মনঃ ॥১৫০
প্রাপ্ত্যুপায়ং ফলঞ্চৈব তথাপ্রাপ্তিবিরোধি চ।
জ্ঞাতব্যমেতদর্থস্য পঞ্চকং মন্ত্রবিত্তমৈঃ ॥১৫১
জগতঃ করণত্বঞ্চ তথা স্বামিত্বমেব চ।
শ্রীশত্বং সদ্গুরুত্বঞ্চ ব্রহ্মণো রূপমুচ্যতে ॥১৫২
দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যোঽন্যত্বং নিত্যত্বাদিগুণৌঘতা।
শ্রীহরের্দাস্যধর্মত্বং স্বরূপং প্রত্যগাত্মনঃ ॥১৫৩
উপায়াধ্যবসায়েন ত্যক্ত্বা কর্মৌঘমাত্মনঃ।
হরেঃ কৃপাবলম্বিত্বং প্রাপ্ত্যুপায়মিহোচ্যতে ॥১৫৪

যথাকালে পারণবিমুখ ও ব্রাহ্মণভোজনবিমুখ ব্যক্তিদের সহিত আলাপও পরিত্যাগ করিবে।১৪১

শৈব, বৌদ্ধ, শাক্ত ও কার্ত্তিকেয়ের উপাসনাকারিদের স্থানে (মন্দিরাদিতে) প্রবেশও করিবে না। তৎসমীপস্থিত জল, পুষ্প বা ফলাদি পরিত্যাগ করিবে।১৪২

অন্য দেবতার উৎসবাদি কখনও দেখিবে না। অন্য দেবতার স্তব করিবে না কিংবা সাগ্রহে শুনিবে না। কথাপ্রসঙ্গেও অন্য দেবতাসম্বন্ধীয় সংলাপ ও পরিহাসাদি পরিত্যাগ করিবে। অন্যচিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত বস্ত্র, ভূষণ, আসন ও পাত্র পরিত্যাগ করিবে। অন্যচিহ্নযুক্ত বৃক্ষ, পশু, কূপগৃহ বা ভাণ্ডও ত্যাগ করিবে। অন্য গৃহে অন্য দেবতাগণের মধ্যে শ্রীহরিকে দেখিলেও পূজা করিবে না বা প্রণাম করিবে না। অন্য তীর্থের সেবাও ত্যাগ করিবে। মনোরম পবিত্র স্থান হইতে সমাগত হইলেও অবৈষ্ণবের হস্তদত্ত শ্রীহরির প্রসাদ বা জলাদি যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে। আকারত্রয়সম্পন্ন হইয়া নব যজ্ঞকর্ম্মে নিযুক্ত রহিবে।১৪৩-৪৭

শ্রীবিষ্ণুর চিন্তনাদি দ্বারা সর্বদা শ্রীবিষ্ণুরই অঙ্গস্বরূপে অবস্থান, একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর উপাসনাই সাধন এবং শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র সেব্য এই ত্রিবিধকে আকারত্রয় বলা হইয়াছে।১৪৮

পূজা, মন্ত্রপাঠ, ধ্যান, হোম, বন্দন, স্তবস্তুতি, তাঁহাতে মিলিত থাকা, সমাধি এবং মন্ত্রার্থ চিন্তা এই নয়প্রকার কার্য্যকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণ ইজ্যা বলিয়াছেন।১৪৯

মন্ত্রবেত্তা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ একমাত্র প্রাপ্য ব্রহ্মের স্বরূপ ও রূপ, একমাত্র প্রাপ্য পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর প্রাপ্তির উপায়, তৎপ্রাপ্তির ফল এবং প্রাপ্তির বিরোধি-বস্তুসকল এই পঞ্চবিধ বিষয়ই জ্ঞাতব্য—ইহা বলা হইয়াছে। জগতের কারণ ও প্রভু তিনি, তিনিই লক্ষ্মীপতি, তিনিই গুরু—ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। তিনি দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন, নিত্যত্বাদি গুণসমূহের আধার শ্রীহরির দাস্যই একমাত্র ধর্ম্ম—ইহাই প্রত্যগাত্মা শ্রীহরির স্বরূপ। নিজের চেষ্টা ও উৎসাহ দ্বারা উপায় কর্ম্মসমূহ পরিত্যাগপূর্বক—নিজের পুরুষকার-কর্ম্মগুলিকে ত্যাগ করিয়া মাত্র শ্রীহরির কৃপাই একমাত্র অবলম্বনীয়। এইরূপে তৎকৃপাই হইল তৎপ্রাপ্তির উপায়।১৫০-৫৪

সর্বৈশ্বর্য্যফলং ত্যক্ত্বা শব্দাদিবিষয়ানপি।
দাস্যৈকসুখসঙ্গিত্বং বিষ্ণোঃ ফলমিহোচ্যতে ॥১৫৫
তজ্জনস্যাপরাধিত্বং শব্দাদিষ্বনুরক্ততা।
কৃত্যস্য চ পরিত্যাগো হ্যকৃত্যকরণং তথা ॥১৫৬
দ্বাদশীবিমুখত্বঞ্চ বিরোধি স্যাৎ ফলস্য হি।
অর্থপঞ্চকমেতদ্ধি জ্ঞাতব্যং স্যান্মুমুক্ষুভিঃ ॥১৫৭
বিহিতং সকলং কর্ম বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
নিবোধ তন্নৃপশ্রেষ্ঠ! ভোগার্থং পরমাত্মনঃ ॥১৫৮
বৃত্ত্যাখ্যস্য তরোরস্য সুদৃঢ়ং মূলমুচ্যতে।
ত্যাগেন চৈব ধর্ম্মস্য নিষিদ্ধাচরণেন চ ॥১৫৯
আজ্ঞাতিক্রমণাদ্ বিজ্ঞঃ পতত্যেব ন সংশয়ঃ।
জ্যোতিষ্টোমাদয়ঃ সর্বে যজ্ঞা বেদেষু কীর্তিতাঃ ॥১৬০
পুণ্যব্রতাঃ পুরাণোক্তা দানা নৈমিত্তিকাদিষু।
বিষ্ণোর্ভোগতয়া সর্বাঃ কর্তব্যা বৈষ্ণবোত্তমৈঃ ॥১৬১
যস্তূপায়তয়া কৃত্যং নিত্য-নৈমিত্তিকাদিকম্।
সৎকৃত্যং কুরুতে বিষ্ণোর্বৈষ্ণবঃ স উদীরিতঃ ॥১৬২
বিষ্ণোরজ্ঞতয়া যস্তু সৎকৃত্যং কুরুতে বুধঃ।
স একান্তীতি মুনিভিঃ প্রোচ্যতে বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥১৬৩
যস্তু ভোগতয়া বিষ্ণোঃ সৎকৃত্যং কুরুতে সদা।
স ভবেৎ পরমৈকান্তী মহাভাগবতোত্তমঃ ॥১৬৪
বর্জনীয়মকৃত্যন্তু সর্বেষাং করণৈস্ত্রিভিঃ।
অকামতস্তু যৎপ্রাপ্তং প্রায়শ্চিত্তাদ্ বিনশ্যতি ॥১৬৫
অকৃত্যং বৈষ্ণবৈঃ পাপবুধ্যা শাস্ত্রবিরোধিতঃ।
একান্তি পরমৈকান্তি রুচ্যভাবাচ্চ সন্ত্যজেৎ ॥১৬৬

সমস্ত ঐশ্বর্য্যফল ত্যাগ করত রূপ-রস-গন্ধাদি পঞ্চবিষয় পরিত্যাগপূর্বক শ্রীহরির দাস্যই একমাত্র সহায়—এই বোধই ফল।১৫৫

দাস্যে হীনত্ববুদ্ধিই অপরাধ। শব্দাদি বিষয়ে অনুরাগ ও কর্ত্তব্যকর্ম্মের পরিত্যাগ, অকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান, দ্বাদশীতে যথাকালে পারণে ও ব্রাহ্মণভোজনে বিমুখতা এগুলি ফলপ্রাপ্তির বিরোধী ও অপরাধজনক। মুমুক্ষুগণ এই পাঁচটি বিষয় নিশ্চয়ই জানিবেন।১৫৬-৫৭

শ্রীবিষ্ণুর আরাধন ও তদুপযোগি-বিধিবিহিত সমস্ত কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! ইহাই পরমাত্মা শ্রীহরির ভোগসম্পাদক বলিয়া জানিবে।১৫৮

সদাচার-রূপ বৃক্ষের ইহাই সুদৃঢ় মূল। এই বিহিত সদাচার পরিত্যাগ করিলে, নিষিদ্ধবিষয়ের অনুষ্ঠান করিলে এবং শ্রীগুরুর আদেশ উল্লঙ্ঘন করিলে পতিত হইবে সন্দেহ নাই।১৫৯

জ্যোতিষ্টোমাদি সকলই যজ্ঞ—ইহা বেদে কীর্ত্তিত হইয়াছে। পুরাণোক্ত পুণ্যময় ব্রতগুলি এবং নৈমিত্তিক অর্থাৎ গ্রহণ-সংক্রান্তি-যুগাদ্যা প্রভৃতি পুণ্য তিথ্যাদিতে দান—ইহারা সমস্তই শ্রীবিষ্ণুর ভোগের উপকরণ রূপে বিহিত হইয়াছে। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণ এতৎসমস্তের অনুষ্ঠান করিবেন।১৬০-৬১

শ্রীবিষ্ণুর প্রাপ্তির উপায়রূপে পূর্বকথিত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ত্তব্য এবং শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সদাচারোক্ত শুভকর্ম্মগুলি যিনি অনুষ্ঠান করেন, তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।১৬২

শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ না জানিয়া যিনি বিহিত সদাচার-কর্ম্মগুলির অনুষ্ঠান করেন, মুণিগণ তাঁহাকে একান্ত বৈষ্ণবোত্তম বলিয়াছেন।১৬৩

আর যিনি শ্রীবিষ্ণুর ভোগের জন্য এইরূপ জানিয়া সর্বদা সদাচার-কর্ম্মগুলির যথাযথ অনুষ্ঠান করেন, তিনি পরম ঐকান্তি ভক্ত—তিনি মহাভাগবতোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ। সকলেই কায়মনোবাক্যে ত্রিবিধভাবেই নিষিদ্ধ কর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ করিবে। অনিচ্ছায় যাহা অনুষ্ঠিত হইয়া যায়, তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই তাহা নষ্ট হইয়া যায়।১৬৪-১৬৫

যে বৈষ্ণব পাপ মনে করিয়াও আপাততঃ প্রিয় বলিয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ অকার্য্য অনুষ্ঠান করে, সে একান্তি বা পরমৈকান্তি হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে নিকৃষ্ট বৈষ্ণব শ্রুত্যুক্ত ও স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠান করে, তাহাকে পাষণ্ডী বলিয়া জানিবে। সর্ব্বলোকেই সে নিন্দনীয়। নিষিদ্ধ অকার্য্য অনুষ্ঠান করিলে, বিহিত

শ্রুতি-স্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মং যস্ত্যজেদ্ বৈষ্ণবাধমঃ।
স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ সর্বলোকেষু গর্হিতঃ ॥১৬৭
অকৃত্যকরণাদ্ বাঽপি কৃত্যস্যাকরণাদপি।
দ্বাদশীবিমুখত্বেন পতত্যেব ন সংশয়ঃ ॥১৬৮
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সৎকৃত্যং সর্বদা চরেৎ।
আজ্ঞাতিক্রমণাদ্ বিষ্ণোর্মুক্তোঽপি বিনিবধ্যতে ॥১৬৯
সমস্তযজ্ঞভোক্তারং জ্ঞাত্বা বিষ্ণুং সনাতনম্।
দৈবং পৈত্রং তথা যজ্ঞং কুর্য্যান্ন তু পরিত্যজেৎ ॥১৭০
ত্রিদণ্ডমবলম্বন্তে যতয়ো যে মহাধিয়ঃ।
তেষামপি হি কর্তব্যং সৎকৃত্যমিতরেষু কিম্ ॥১৭১
ব্রহ্ম ব্রহ্মা ব্রাহ্মণাশ্চ ত্রিতয়ং ব্রাহ্মমুচ্যতে।
তস্মাদ্ ব্রাহ্মেণ বিধিনা পরং ব্রহ্মাণমর্চয়েৎ ॥১৭২
তস্মাত্তু যজ্ঞভোক্তারমজ্ঞাত্বা বিষ্ণুমব্যয়ম্।
বেদোদিতং যঃ কুরুতে স লোকায়তিকঃ স্মৃতঃ ॥১৭৩

কর্ত্তব্য কার্য্য না করিলে এবং দ্বাদশীতে যথাকালে পারণ হইতে বিমুখ হইলে সে পতিত হইবে সন্দেহ নাই।১৬৬-৬৮

অতএব সর্বপ্রযত্নেই শাস্ত্রবিহিত সৎকার্য্য অনুষ্ঠান করিবে। শ্রীবিষ্ণুর শাস্ত্রমুখের আদেশ যে লঙ্ঘন করিবে, সে মুক্তকোটিতে প্রবিষ্ট হইলেও তাহাকে বদ্ধ বলিয়া জানিবে।১৬৯

সনাতন শ্রীবিষ্ণুকে সমস্ত যজ্ঞকর্ম্মের ভোক্তা জানিয়া দৈবকার্য্য, পৈত্রকার্য্য ও যজ্ঞকার্য্য অনুষ্ঠান করিবে, কিছুই পরিত্যাগ করিবে না।১৭০

যে সমস্ত তীক্ষ্ণতর মহাবুদ্ধিসম্পন্ন যতি (সন্ন্যাসী) ত্রিদণ্ড গ্রহণ করেন, তাঁহাদেরও শাস্ত্রবিহিত সদাচার অবশ্য পালনীয়। অন্য সাধারণের বিষয় কি বলিব? তাহারা ত পালন করিবেই।১৭১

ব্রহ্ম (সচ্চিদানন্দস্বরূপ), ব্রহ্মা (প্রজাপতি) ও ব্রাহ্মণগণ এই তিনজনকেই ব্রাহ্ম বলা হয়। এতএব ব্রাহ্ম-বিধি অনুসারেই পরব্রহ্মকে পূজা করিবে।১৭২

সনাতন নিত্য শ্রীবিষ্ণুকে সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা না জানিয়া বেদোক্ত কার্য্যগুলি যে অনুষ্ঠান করে,

যস্তু বেদোদিতং ধর্ম্মং ত্যক্ত্বা বিষ্ণুং সমর্চয়েৎ।
স পাষণ্ডমাপন্নো নরকং প্রতিপদ্যতে ॥১৭৪
বেদাঃ প্রাণা ভগবতো বাসুদেবস্য সর্বদা।
তদুক্তকর্মাকুর্বাণঃ প্রাণহর্তা ভবেদ্ধরেঃ ॥১৭৫
বিষ্ণোরারাধনাদ্ বেদং বিনা যস্ত্বন্যকর্মাণি।
প্রযুঞ্জীত বিমূঢ়াত্মা বেদহন্তা ন সংশয়ঃ ॥১৭৬
বৎসং মাতা লেঢ়ি যথা তথা লেঢ়ি স মাতরম্।
শ্রুতং বিষ্ণোঃ প্রিয়ং জ্ঞাত্বা বিষ্ণুং বেদেন বৈ যজেৎ ॥১৭৭
তস্মাদ্ বেদস্য বিষ্ণোশ্চ সংযোগো যস্তু দৃশ্যতে।
স এব পরমো ধর্মো বৈষ্ণবানাং যথা নৃপ ॥১৭৮
কশ্চিৎ পুরা নৃপশ্রেষ্ঠ! কাশ্যপো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
শাণ্ডিল্য ইতি বিখ্যাতঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥১৭৯

তাহাকে লোকায়তিক (বৌদ্ধ) বলা হইয়াছে। যে ব্যক্তি বেদোক্ত ধর্ম্মকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবিষ্ণুকে যথেচ্ছ বিধিতে পূজা করে, সে পাষণ্ডধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় ও তাহার নরকলাভ হয়।১৭৩-৭৪

বেদই শ্রীভগবান্ বাসুদেবের প্রাণ, যে ব্যক্তি সেই বেদোক্ত কর্ম্মসমূহের আচরণ করে না, তাহাকে ভগবান্ শ্রীহরির প্রাণহর্ত্তা বলিয়া জানিবে।১৭৫

যে ব্যক্তি বেদ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা ভিন্ন অন্য কর্ম্মে নিরত হয়, সে-ই বিমূঢ়চিত্ত বেদহন্তা—ইহাতে সন্দেহ নাই।১৭৬

গো-মাতা যেমন বৎসের গাত্র লেহন করে (চাটে), তদ্রূপ বিষ্ণু শ্রুতিকে লেহন করেন। বেদ বিষ্ণুর প্রিয় জানিয়া বেদবিধি অনুসারেই শ্রীবিষ্ণুর পূজা ও যাগাদি করিবে।১৭৭

হে রাজন্! বিষ্ণু ও বেদের তাদৃশ সম্বন্ধ যিনি যথার্থ জানেন, তাঁহাকে বৈষ্ণবদের মধ্যে পরম ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া জানিবে।১৭৮

পূর্বকালে কশ্যপবংশসম্ভূত শাণ্ডিল্যনামে প্রসিদ্ধ একজন সর্বশাস্ত্র-পারদর্শী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি

স তু ধর্মপ্রসঙ্গেন বিষ্ণোরারাধনং প্রতি।
অবৈদিকেন বিধিনা কৃতবান্ ধর্মসংহিতাম্ ॥১৮০
অবলম্ব্য মতং তস্য কেচিদত্র মহর্ষয়ঃ।
অবৈদিকেন মার্গেণ পূজয়ন্তি স্ম কেশবম্ ॥১৮১
অশাস্ত্রবিহিতং ধর্মং সর্বে কুর্বন্তি মানবাঃ।
স্বাহা-স্বধা-বষট্কারবর্জ্জিতং স্যান্ মহীতলম্ ॥১৮২
ততঃ ক্রুদ্ধো জগন্নাথঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ।
ইদমাহ মুনিশ্রেষ্ঠং শাণ্ডিল্যমমিতৌজসম্ ॥১৮৩
দুর্বুদ্ধে! মামকং ধর্মং পরমং বৈদিকং মহৎ।
অবৈদিকক্রিয়াজুষ্টং প্রাগলভ্যাৎ কৃতবানসি ॥১৮৪
যস্মাদবৈদিকং ধর্মং প্রবর্তয়সি মাং দ্বিজ।
তস্মাদবৈদিকং লোকং নিরয়ং গচ্ছ দারুণম্ ॥১৮৫
তদ্বাক্যাদেব দেবস্য শাণ্ডিল্যোঽভূদ্ভয়াকুলঃ।
স্তুবন্ প্রাহ জগন্নাথং প্রণিপত্য পুনঃ পুনঃ ॥১৮৬

ধর্ম্মকার্য্য প্রসঙ্গে বেদভিন্ন অন্য বিধি অনুসারে শ্রীবিষ্ণুর আরাধন-বিষয়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন।১৭৯-৮০

কোনও কোনও মহর্ষিগণ তাহার মত অবলম্বন করিয়া বেদভিন্ন অন্য বিধি অনুসারে কেশবকে পূজা করিয়াছিলেন।১৮১

সকল মানবগণ ক্রমে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্বক ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিল। পৃথিবীবাসী সকলেই স্বাহা, স্বধা ও বষট্কার ত্যাগ করিল।১৮২

তারপর শঙ্খ-চক্র-গদাধারী শ্রীশ্রীজগন্নাথ শ্রীহরি ক্রুদ্ধ হইয়া অপরিমিত তেজঃশক্তিসম্পন্ন মুনিশ্রেষ্ঠ শাণ্ডিল্যকে বলিলেন, হে দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন! আমার বেদোক্ত ধর্ম্মকর্ম্ম অতি মহান্—পরম শ্রেষ্ঠ। তুমি বেদবিধিকে অবলম্বন না করিয়া ঔদ্ধত্যবশতঃ অবৈদিক ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছ। হে ব্রাহ্মণ! যেহেতু অবৈদিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিতেছ, সেই জন্যই অবৈদিক-লোক—ভীষণ নরকে তুমি গমন কর।১৮৩-৮৫

সেই দেব-জগন্নাথের কথাতেই শাণ্ডিল্য অতিশয় ভয়বিহ্বল হইলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,

ত্রাহি ত্রাহি হি লোকেশ! মাং বিভো! সাপরাধিনম্
ততঃ স কৃপয়া বিষ্ণুর্ভগবান্ ভূতভাবনঃ ॥১৮৭
দিব্যবর্ষশতং বিপ্র! ভুক্ত্বা নরকযাতনাম্।
উৎপৎস্যসে ভৃগোর্বংশে জামদগ্নিরিতীরিতঃ ॥১৮৮
তত্রারাধ্য পুনর্মাং তু বৈদিকেনৈব ধর্মতঃ।
গচ্ছ তস্মিন্ মুনিশ্রেষ্ঠ! মম লোকং সুনির্মলম্ ॥১৮৯
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
শাণ্ডিল্যো নিরয়ং প্রাপ্য পুনরুৎপদ্য ভূতলে ॥১৯০
বেদোক্তবিধিনা বিষ্ণুমর্চয়িত্বা সনাতনম্।
বিশুদ্ধভাবাৎ সম্প্রাপ্য তদ্ধাম পরমং হরেঃ ॥১৯১
তস্মাদবৈদিকং ধর্মং দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ।
বৈদিকেনৈব বিধিনা ভক্ত্যা সম্পূজয়েদ্ধরিম্ ॥১৯২
শ্রৌতেন বিধিনা চক্রং ধৃত্বা বৈ বাহুমূলয়োঃ।
ধৃতোর্ধ্বপুণ্ড্রঃ শুদ্ধাত্মা বিধিনৈবার্চয়েদ্ধরিম্ ॥১৯৩

হে জগৎপতে! বিভো! আমি অপরাধ করিয়াছি। অপরাধী আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর। তারপর ভূত-ভাবন শ্রীভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! দিব্যপরিমাণের শতবর্ষ নরক-যাতনা ভোগ করিয়া ভৃগুর বংশে জমদগ্নিরূপে উৎপন্ন হইবে। সেই সময়ে পুনরায় যথোক্ত বেদবিধি অনুসারেই আমার উদ্দেশ্যে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করত আমার নির্ম্মললোকে গমন করিবে।১৮৬-৮৯

ইহা বলিয়া শ্রীভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। শাণ্ডিল্য নরক-ভোগ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করত বেদোক্ত বিধি অবলম্বনেই সনাতন শ্রীশ্রীবিষ্ণুর পূজা করিয়া বিশুদ্ধচিত্তে শ্রীহরির পরম ধামে গমন করেন।১৯০-৯১

সুতরাং বেদবিধি-শূন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে। বেদোক্ত বিধি অনুসারেই ভক্তিপূর্বক শ্রীহরির পূজাদি সম্পাদন করিবে।১৯২

বেদোক্ত বিধি অনুসারেই বাহুমূলে চক্রচিহ্ন ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্রান্বিত হইয়া বিশুদ্ধমনে যথাবিধি শ্রীহরির পূজা করিবে।১৯৩

কর্ম্মণা মনসা বাচা ন প্রমাদ্যেৎ সনাতনাৎ।
ন প্রমাদ্যেৎ পরং ধর্ম্মাৎ শ্রুতি-স্মৃত্যুক্তগৌরবাৎ॥১৯৪
সুশীলস্তু পরং ধর্ম্মং নারীণাং নৃপসত্তম।
শীলভঙ্গেন নারীণাং যমলোকঃ সুদারুণঃ॥১৯৫
মৃতে জীবতি বা পত্যৌ যা নান্যমুপগচ্ছতি।
সৈব কীর্ত্তিমবাপ্নোতি মোদতে রময়া সহ॥১৯৬
পতিং যা নাতিচরতি মনো-বাক্-কায়-কর্ম্মভিঃ।
সা ভর্তৃলোকমাপ্নোতি যথৈবারুন্ধতী তথা॥১৯৭
আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥১৯৮
যা স্ত্রী মৃতং পরিষ্বজ্য দগ্ধা চেদ্ধব্যবাহনে।
সা ভর্তৃলোকমাপ্নোতি হরিণা কমলা যথা॥১৯৯

কায়মনোবাক্যে সনাতন বেদবিধি হইতে বিচ্যুত হইবে না। শ্রুতি-স্মৃত্যুক্ত শ্রেষ্ঠ গৌরবময় ধর্ম্মপথ হইতে স্খলিত হইবে না।১৯৪

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! সচ্চরিত্র হইয়া সদাচারপরায়ণ হওয়াই নারীগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। চরিত্রহীন হইলে নারীগণ দারুণ যন্ত্রণাময় যমলোকে গমন করে।১৯৫

পতির জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় যে স্ত্রী অন্য পুরুষে উপগত না হয়, সেই নারীই মহতী কীর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া অন্তে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত একত্রে আনন্দ ভোগ করে।১৯৬

মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা যে নারী স্বামীর ব্যভিচার করে না অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে যে নারী সর্বদা স্বামীর অনুবর্ত্তন করে, সেই নারী অরুন্ধতীর ন্যায় পতিলোক প্রাপ্ত হয়।১৯৭

স্বামী পীড়িত বা দুঃখিত হইলে যে স্ত্রী নিজেকে পীড়িত বা দুঃখিত বলিয়া অনুভব করে, স্বামী আনন্দিত থাকিলে যে স্ত্রী আনন্দিতা থাকে, স্বামী বিদেশে গমন করিলে যে স্ত্রী মলিনবেশধারিণী ও কৃশাঙ্গী হয় এবং স্বামী মরিয়া গেলে যে নারী সহমৃতা হইয়া প্রাণবিসর্জ্জন দেয়, সেই নারীকেই পতিব্রতা বলিয়া জানিবে।১৯৮

যে স্ত্রী মৃত স্বামীর শব আলিঙ্গনপূর্বক ঐ চিতার

ব্রহ্মঘ্নং বা সুরাপং বা কৃতঘ্নং বাঽপি মানবম্।
যমাদায় মৃতা নারী তং ভর্ত্তারং পুনাতি হি॥২০০
সাধ্বীনামিহ নারীণামগ্নিপ্রপতনাদৃতে।
নান্যো ধর্ম্মোঽস্তি বিজ্ঞেয়ো মৃতে ভর্তরি কুত্রচিৎ॥২০১
বৈষ্ণবং পতিমাদায় যা দগ্ধা হব্যবাহনে।
সা বৈষ্ণবপদং যাতি যত্র গচ্ছন্তি যোগিনঃ॥২০২
মৃতে ভর্তরি যা নারী ভবেদ্ যদি রজস্বলা।
চিতাগ্নিসংগ্রহে তাবৎ স্নাত্বা তস্মিন্ প্রবেশয়েৎ॥২০৩
গর্ভিণী নানুগন্তব্যা মৃতং ভর্ত্তারমব্যয়া।
ব্রহ্মচর্য্যব্রতং কুর্য্যাদ্ যাবজ্জীবমতন্দ্রিতা॥২০৪
কেশরঞ্জন-তাম্বূল-গন্ধ-পুষ্পাদিসেবনম্।
ভূপতিং রঙ্গবস্ত্রঞ্চ কাংস্যপাত্রে চ ভোজনম্॥২০৫

অগ্নিতে দেহবিসর্জ্জন দেয়, সেই নারী—শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা লক্ষ্মী যেমন আনন্দানুভব করেন, তদ্রূপ পতিলোক প্রাপ্ত হইয়া আনন্দানুভব করে।১৯৯

স্বামী ব্রহ্মহত্যাকারী, সুরাপানকারী বা কৃতঘ্ন হইলেও যে নারী সেই মৃত স্বামীকে অবলম্বনপূর্বক দেহত্যাগ করে, সেই নারী স্বামীকে পবিত্র করে।২০০

স্বামী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে সাধ্বীনারীদের অগ্নিতে প্রবেশ ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। স্বামী বৈষ্ণব হইলে ঐ বৈষ্ণব মৃতপতিকে অবলম্বন করিয়া যে নারী চিতার অগ্নিতে দেহত্যাগ করে, সেই নারী—যে স্থানে মাত্র যোগিগণ যাইতে সমর্থ সেই বিষ্ণুলোকে গমন করে।২০১-২

স্বামীর মৃত্যু হইলে পত্নী যদি রজস্বলা হয়, তবে স্নানপূর্বক পতির চিতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিবে।২০৩

স্বামীর মৃত্যুকালে পত্নী যদি গর্ভবতী থাকে, তবে মৃত স্বামীর অনুগমন করিবে না, যাবজ্জীবন অনলসভাবে ব্রহ্মচর্য্যব্রত প্রতিপালন করিবে।২০৪

সেই নারী রঞ্জনদ্রব্যাদি দ্বারা কেশের পরিপাটী, তাম্বুলভক্ষণ, গন্ধপুষ্পাদির ব্যবহার, বিভূষণধারণ, রঞ্জিতবস্ত্র পরিধান, কাংস্যপাত্রে ভোজন, দিনে

দ্বিবারভোজনঞ্চাক্ষ্ণোরঞ্জনং বর্জয়েৎ সদা।
স্নাত্বা শুক্লাম্বরধরা জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়া ॥২০৬
ন কল্কা কুহকা সাধ্বী তন্দ্রালস্যবিবর্জিতা।
সুনির্মলা শুভাচারা নিত্যং সম্পূজয়েদ্ধরিম্ ॥২০৭
ক্ষিতিশায়ী ভবেদ্ রাত্রৌ শুচৌ দেশে কুশোত্তরে।
ধ্যানযোগপরা নিত্যং সত্যং সঙ্গব্যবস্থিতা ॥২০৮
তপশ্চরণসংযুক্তা যাবজ্জীবং সমাচরেৎ।
তাবত্তিষ্ঠেন্নিরাহারা ভবেদ্ যদি রজস্বলা ॥২০৯
সভর্তৃকা সতী বাঽপি পাণিপূরান্নভোজনম্।
একবারং সমশ্নীয়াদ্ রজসা চ পরিপ্লুতা ॥২১০
এবং সুনিযতাহারা সম্যগ্‌ব্রতপরায়ণা।
ভর্ত্রা সহ সমাপ্নোতি বৈকুণ্ঠপদমব্যয়ম্ ॥২১১

দগ্ধব্যা সাঽগ্নিহোত্রেণ ভর্ত্তুঃ পূর্বমৃতা তু যা।
স্বাংশমগ্নিং সমাদায় ভর্ত্তা পূর্ববদাচরেৎ ॥২১২
কৃত্বা কুশময়ীং পত্নীং যাবজ্জীবমতন্দ্রিতঃ।
জুহুয়াদগ্নিহোত্রং তু পঞ্চযজ্ঞাদিকং তথা ॥২১৩
অথচ প্রব্রজেদ্ বিদ্বান্ কন্যাং বাঽপি সমুদ্বহেৎ।
প্রব্রজামপি কুর্বীত কর্ম বেদোদিতং মহৎ ॥২১৪
আত্মন্যগ্নিং সমারোপ্য জুহুয়াদাত্মবান্ সদা।
মনসা বা প্রকুর্বীত নিত্য-নৈমিত্তিকক্রিয়াঃ ॥২১৫
গৃহস্থো বা বনস্থো বা যতির্বাঽপি ভবেদ্ দ্বিজঃ।
অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত যাবজ্জীবং দ্বিজোত্তমঃ ॥২১৬
বর্ণাশ্রমেষু সর্বেষাং পূজনীয়ো জনার্দনঃ।
ন ব্যাপকেন মন্ত্রেণ সদৈব চ মহীপতে ॥২১৭

দুইবার অন্নভোজন, চক্ষুতে কজ্জলাদি ধারণ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। স্নান করিয়া শুক্লবস্ত্র পরিধানপূর্বক ক্রোধ পরিত্যাগ (জয়) করত জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিবে।২০৫-৬

সেই বিধবা নারী কখনও পাপাচরণ করিবে না এবং কোন মায়ায় বশীভূত হইবে না, তন্দ্রা ও আলস্যশূন্য হইবে, নির্ম্মলচিত্ত ও মঙ্গলময় সদাচারসম্পন্ন হইয়া থাকিবে এবং নিত্যই শ্রীহরির পূজাপরায়ণা হইবে।২০৭

রাত্রিতে পবিত্রস্থানে কুশশয্যায় ভূমিতে শয়ন করিবে। নিত্যই শ্রীভগবানের ধ্যান করিবে, যোগপরায়ণা হইবে এবং সজ্জন (সাধু) সংসর্গে অবস্থান করিবে।২০৮

যাবজ্জীবন তপস্যার অনুষ্ঠান করিবে। যদি তন্মধ্যে রজস্বলা হয়, তবে অনাহারেই থাকিবে। সধবা নারী স্বামীর জীবিত অবস্থাতেও হস্তপূর্ণ করিয়া গ্রামান্ন ভোজন করিবে না এবং রজস্বলা অবস্থাতে একবারই ভোজন করিবে।২০৯-১০

এইরূপ সুসংযতাহারে যথাযথ ব্রতাচরণপরায়ণা হইয়া থাকিলে স্বামীর সহিত সনাতন বৈকুণ্ঠপদ প্রাপ্ত হইবে।২১১

স্বামীর পূর্বে স্ত্রীর মৃত্যু হইলে অগ্নিহোত্রের অগ্নির কিয়দংশ নিয়া সেই অগ্নিতে মৃতার দাহ করিবে। পরে স্বামী পূর্ববৎ অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত কর্ম্ম করিবে।২১২

তখন স্বামী কুশময়ী পত্নী নির্ম্মাণ করিয়া যাবজ্জীবন অনলসভাবে পূর্ববৎ অগ্নিহোত্রাদির হবনাদি অনুষ্ঠান করিবে এবং পঞ্চমহাযজ্ঞাদিরও আচরণ করিবে।২১৩

অথবা নিত্যাগ্নিহোত্রী গৃহস্থ জ্ঞানবান্ হইলে স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে। তাদৃশ জ্ঞানোদয় না হইলে ধর্ম্মরক্ষার জন্য দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু প্রব্রজ্যাগ্রহণই বেদোক্ত মহৎ কর্ম্ম।২১৪

স্বীয় আত্মাতে অগ্নির কল্পনা আরোপ করিয়া আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি সর্বদাই অগ্নিহোত্র হোম করিবে। তখন মানসিক চিন্তা দ্বারা নিত্যনৈমিত্তিক সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে। গৃহস্থই হউন, বানপ্রস্থীই হউন কিংবা সন্ন্যাসীই (চতুর্থাশ্রমীই) হউন, যে কোনও একটি আশ্রমের অন্তর্গত হইতেই হইবে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ যাবজ্জীবন কখনও অনাশ্রমী থাকিবে না।২১৫-১৬

বর্ণাশ্রমের মধ্যে থাকিয়াই ভগবান্ জনার্দ্দনকে পূজা করিবে। ইহাই সকলের কর্ত্তব্য। বিস্তৃত মন্ত্রাবলী অবলম্বন করিয়াই সকলে যাবজ্জীবন পূজাদি করিবে।২১৭

ব্যাপকানাঞ্চ সর্বেষাং জ্যায়ানষ্টাক্ষরো মনুঃ।
অষ্টাক্ষরস্য জপ্তা তু সাক্ষান্নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥২১৮
সন্ন্যাসঞ্চ সমুদ্রঞ্চ সর্ষি-চ্ছন্দোঽধিদৈবতম্।
সদীক্ষাবিধি-সধ্যানং সার্থং মন্ত্রমুদাহৃতম্ ॥২১৯
স্নাত্বা শুদ্ধঃ প্রসন্নাত্মা কৃতকৃত্যো জনার্দনম্।
মনসাঽপ্যর্চয়িত্বা বা জপেন্মন্ত্রং সদা বুধঃ ॥২২০
দান-প্রতিগ্রহৌ যাগং স্বাধ্যায়ং পিতৃতর্পণম্।
পিতৃক্রিয়াষ্টাক্ষরস্য জপ্তা কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥২২১
ধৃতোর্ধ্বপুণ্ড্রদেহশ্চ চক্রাঙ্কিতভুজস্তথা।
অষ্টাক্ষরং জপন্নিত্যং পুণাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥২২২
জপেদ্ ভোগতয়া মন্ত্রং সততং বৈষ্ণবোত্তমঃ।
ন সাধনতয়া জপ্যং কর্তব্যং বিষ্ণুতৎপরৈঃ ॥২২৩
অষ্টোত্তরসহস্রং বা শতমষ্টোত্তরন্তু বা।
ত্রিসন্ধ্যাসু জপেন্মন্ত্রং তদর্থমনুচিন্তয়ন্ ॥২২৪

উপোষ্য পূর্বদিবসে নদ্যাং স্নাত্বা বিধানতঃ।
আচার্য্যং সংশ্রয়েৎ পূর্বং মহাভাগবতং দ্বিজঃ ॥২২৫
আচার্য্যো বিষ্ণুমভ্যর্চ্য পবিত্রং চাপি পূজয়েৎ।
পুরতো বাসুদেবস্য ইধ্মাধানান্তমাচরেৎ ॥২২৬
প্রজপেঽস্য সূক্তেন পবিত্রন্তে বতেত্যৃচা।
পবমানস্য আদ্যেন ঋগ্‌ভিশ্চতসৃভিঃ ক্রমাৎ ॥২২৭
আজ্যং হুত্বা ততশ্চক্রং তদগ্নৌ প্রতপেদ্ গুরুঃ।
চরণং পবিত্রমিতি যজুষা তচ্চক্রেণাঙ্কয়েদ্ভুজম্ ॥২২৮
বামাং সম্প্রতপেৎ পশ্চাত্তাঞ্চ জন্যেন দেশিকঃ ॥২২৯
অগ্নির্মন্বেতি যজুষা তদ্ধোমাগ্নৌ প্রতপ্য বৈ।
ততস্তু পার্থিবৈঃ ঋগ্‌ভির্হুত্বা পুণ্ড্রাণি ধারয়েৎ ॥২৩০
অতো দেবেতি সূক্তেন বিষ্ণোর্মুকমনেন চ।
পূজয়েদ্ দ্বাদশভির্বৈ কেশবাদীননুক্রমাৎ ॥২৩১
কুশগ্রন্থিষু সংপূজ্য জুহুয়াত্তাভিরেব তু।
হুত্বাঽথ চরুণা সম্যঙ্ মুদা শুভ্রেণ দেশিকঃ ॥২৩২

ব্যাপক মন্ত্রসমূহের মধ্যে অষ্টাক্ষর মন্ত্রই শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ স্বয়ং নারায়ণই অষ্টাক্ষর মন্ত্রজপ করেন। মুদ্রাদি ও সম্যক্ ন্যাসাদি যুক্ত, ঋষি, ছন্দ ও দেবতা-জ্ঞান-সমন্বিত যে মন্ত্র, তাহাই সার্থ মন্ত্র, তাহাই দীক্ষাবিধি, তাহাই ধ্যান অর্থাৎ ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, মুদ্রা ও ন্যাসজ্ঞান-সমন্বিত মন্ত্রই জপ্তব্য।২১৮-১৯

স্নানান্তে বিশুদ্ধশরীর হইয়া প্রসন্নমনে কৃতার্থবোধে মনে মনেও জনার্দ্দনকে পূজা করিয়া বিদ্বান্ (যতি বা বানপ্রস্থী) মন্ত্রজপ করিবে।২২০

যে ব্যক্তি অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করে, সে দান, প্রতিগ্রহ, যাগ, স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পণ ও পিতৃশ্রাদ্ধাদি অনলসভাবে অনুষ্ঠান করিবে।২২১

দেহে উর্দ্ধপুণ্ড্রাদি পঞ্চসংস্কার-চিহ্ন ধারণ করিয়া হস্তে চক্রচিহ্ন ধারণপূর্বক যে নিত্যই অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করে, সে ত্রিভুবন পবিত্র করে।২২২

বৈষ্ণবোত্তম সর্বদা শ্রীভগবানের ভোগরূপেই মন্ত্র জপ করিবে। বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তি সাধনরূপে কখনও মন্ত্রজপ করিবে না। অষ্টোত্তরশত বা অষ্টোত্তরসহস্র মন্ত্র প্রতিদিন তিনসন্ধ্যাতেই জপ করিবে এবং তৎসহ মন্ত্রার্থও সর্বদা চিন্তা করিবে। মন্ত্রার্থচিন্তা-সহকৃত জপই কর্ত্তব্য। পূর্বদিনে উপবাস করিয়া নদীতে যথাবিধি স্নান করত ব্রাহ্মণ প্রথমেই মহাভাগবত আচার্য্যকে আশ্রয় করিবে। আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিয়া পবিত্রকেও পূজা করিবেন। শ্রীবাসুদেবের সমীপে ইধ্মাধানাদি যজ্ঞকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবেন।২২৩-২৬

"প্রজপেঽস্য" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা, "পবিত্রন্তে বত" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা এবং "পবমানস্য আদ্যেন" ইত্যাদি চারিটি বেদমন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে ঘৃত ও চরু আহুতি দিয়া গুরু সেই অগ্নিতে চক্র প্রতপ্ত করত "চরণং পবিত্রং" ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ প্রতপ্ত চক্র দ্বারা বাহু অঙ্কিত করিবেন।২২৭-২৮

অনন্তর গুরু চক্রাদি (হেতি) অস্ত্র প্রতপ্ত করিয়া বামভুজও অঙ্কিত করিবেন। সেই হোমাগ্নিতে "অগ্নির্মন্ব" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অস্ত্র প্রতপ্ত করিয়া পার্থিব মন্ত্রসমূহ দ্বারা হোম করত পুণ্ড্রাদি ধারণ করিবে।২২৯-৩০

"অতো দেব" ইত্যাদি সূক্ত, "বিষ্ণোর্মুকম্" ইত্যাদি

ললাটাদিষু চাঙ্গেষু ঋগ্ভিস্তাভিঃ ক্রমেণ বৈ।
নামভিঃ কেশবাদ্যৈশ্চ সচ্ছিদ্রাণ্যেব ধারয়েৎ ॥২৩৩
শ্রিয়ে জাত ইতি ঋচা কুঙ্কমঙ্কেষু ধারয়েৎ।
পরমাত্রেতি সূক্তেন উপস্থায় জনার্দনম্ ॥২৩৪
হোমশেষং সমাপ্যাথ মূর্ত্ত্যুদ্বাপনমাচরেৎ।
এবং পুণ্ড্র ক্রিয়াং কৃত্বা নাম দদ্যাত্ততঃ পরম্ ॥২৩৫
প্রবঃ পান্তমিতি সূক্তেন নামমূর্ত্তিং সমর্চয়েৎ।
গবাজ্যং প্রত্যুচং হুত্বা নাম দদ্যাচ্চ বৈষ্ণবম্ ॥২৩৬
অভিপ্রিয়াণীতি সূক্তেনোপস্থায় জনার্দনম্।
প্রদক্ষিণ-নমস্কারৌ কৃত্বা শেষং সমাচরেৎ ॥২৩৭
মন্ত্রদীক্ষাবিধানস্তু শ্রৌতং মুনিভিরীরিতম্।
নৈব হিতা ভবেদ্দীক্ষা ন পৃথক্তেন বক্ষ্যতে ॥২৩৮

মন্ত্র ও দ্বাদশ মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে কেশবাদি দ্বাদশনামের পূজা করিবে। কুশগ্রন্থিতে পূজা করিয়া ঐ কুশগ্রন্থি দ্বারা হোম করিবে। পরে যথাযথভাবে চরু দ্বারা হোম করত শুভ্র মৃত্তিকায় গুরু সেই সেই বেদমন্ত্রে ললাটাদি অঙ্গে কেশবাদি নাম দ্বারা সচ্ছিদ্র পুণ্ড্র (তিলক) ধারণ করাইবেন।২৩১-৩৩

"শ্রিয়ে জাত" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ললাটে কুঙ্কুম ধারণ করাইবেন। "পরো মাত্রা" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা জনার্দনকে পূর্বে পূজা করিয়া হোমশেষ সমাপ্ত করত মূর্ত্তির উদ্বাপন (মুণ্ডন) করিবেন। এইরূপভাবে পুণ্ড্রধারণক্রিয়া করিয়া পরে নামকরণ করিবেন।২৩৪-২৩৫

"প্রবঃ পান্তং" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা নামমূর্ত্তিকে পূজা করিবে। সূক্তের প্রতিমন্ত্রে গব্যঘৃত দ্বারা হোম করিয়া বিষ্ণুসম্বন্ধীয় নামকরণ করিবে।২৩৬

"অভিপ্রিয়াণি" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা জনার্দ্দনের উপাসনা করিয়া প্রদক্ষিণ ও নমস্কারান্তে অবশিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে।২৩৭

মুনিগণ শ্রুত্যুক্ত মন্ত্রদীক্ষার বিধান করিয়াছেন। দীক্ষার পৃথগ্‌বিধান ও অন্য দীক্ষা হিতকর নহে। এজন্য পৃথগ্‌ভাবে আর বলা হইল না।২৩৮

অদিক্ষিতো ভবেদ্ যস্তু মন্ত্রং বৈষ্ণবমুত্তমম্।
অর্চনং বাঽপি কুরুতে ন সংসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥২৩৯
নাদীক্ষিতঃ প্রকুর্বীত বিষ্ণোরারাধনক্রিয়াম্।
শ্রৌতং বা যদি বা স্মার্ত্তং দিব্যাগমমথাপি বা ॥২৪০
তস্মাদুক্তপ্রকারেণ দীক্ষিতো হরিমর্চ্চয়েৎ।
পূর্বেঽহ্ন্যুপোষ্য গুরুণা নদ্যাং স্নাত্বা কৃতক্রিয়ঃ ॥২৪১
আচার্য্যঃ পূজয়েদ্ বিষ্ণুং গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ।
ঈশান্যাদি চতুর্দিক্ষু সংস্থাপ্য কলসান্ শুভান্ ॥২৪২
তেষু গব্যানি নিক্ষিপ্য চতুর্মূর্ত্তীন্ সমর্চয়েৎ।
বারাহং নারসিংহঞ্চ বামনং কৃষ্ণমেব চ ॥২৪৩
তদ্বিষ্ণোরিতি চ দ্বাভ্যাং বারাহং পূজয়েত্ততঃ।
প্রতদ্বিষ্ণু ইতি ঋচা নারসিংহমনাময়ম্ ॥২৪৪

যে ব্যক্তি অদীক্ষিত অবস্থায় উত্তম বিষ্ণুমন্ত্র-বিধানে পূজাদি করে, সে ঐ কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। অদীক্ষিত ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাদি কার্য্য করিবে না। শ্রুত্যুক্ত বিধানে, স্মৃত্যুক্ত বিধানে অথবা তন্ত্রোক্ত বিধানে কোনও আরাধনা অদীক্ষিতের ফলপ্রসূ নহে। ২৩৯-৪০

অতএব পূর্বোক্ত প্রকারে দীক্ষিত হইয়া শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে। পূর্বদিনে উপবাস করিয়া গুরু কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া নদীতে যথাবিধি স্নানপূর্বক নিত্যক্রিয়া সম্পন্ন করিলে ঈশানাদি চতুর্দ্দিকে মঙ্গলময় কুম্ভ (কলস) সংস্থাপিত করিয়া গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতাদি দ্বারা আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুপূজা করিবেন।২৪১-৪২

তন্মধ্যে গব্য-দুগ্ধাদি নিক্ষেপ করত বরাহ, নরসিংহ, বামন ও কৃষ্ণ এই চতুর্বিধ বিষ্ণুমূর্ত্তির পূজা করিবে। "তদ্‌বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দুইটি দ্বারা বরাহদেবকে পূজা করিবে। পরে "প্রতদ্‌বিষ্ণু" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দুঃখশোকাদির অতীত "নরসিংহ" নামক বিষ্ণুমূর্ত্তির পূজা করিবে।২৪৩-৪৪

ন তে বিষ্ণোরিত্যনেন বামনং পূজয়েত্তথা।
বষট্‌তে বিষ্ণব ইতি কৃষ্ণং সংপূজয়েদ্ দ্বিজঃ ॥২৪৫
সংপূজ্যাবরণং সর্বং গন্ধ-পুষ্পৈর্বিধানতঃ।
প্রতিষ্ঠাপ্য ততো বহ্নিমিধ্মাধানান্তমাচরেৎ।
চতুর্ভির্বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈঃ পায়সং মধুমিশ্রিতম্ ॥২৪৬
হুত্বাজ্যং জুহুয়াৎ পশ্চাচ্ছ্রীসূক্তেন সমাহিতঃ।
অগ্নিমীল ইত্যনুবাকেন সাবিত্র্যা বৈষ্ণবেন চ ॥২৪৭
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ পৃথগষ্টোত্তরং শতম্।
হুত্বা বেদসমাপ্তিঞ্চ জুহুয়াদ্দেশিকোত্তমঃ ॥২৪৮
ততো ভদ্রাসনে শিষ্যমুপবিশ্যাভিষেচয়েৎ।
চতুর্ভির্বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ সূক্তৈস্তৎকলসোদকৈঃ ॥২৪৯
ঋত্বিগ্‌ভির্ব্রাহ্মণৈঃ শিষ্যমভিষিচ্যাহথ দেশিকঃ।
কৌপীনং কটিসূত্রঞ্চ তথা বস্ত্রঞ্চ ধারয়েৎ ॥২৫০

"ন তে বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে বামনদেবকে পূজা করিবে। "বষট্‌ তে বিষ্ণবে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির পূজা করিবে।২৪৫

পরে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা যথাবিধি সমস্ত আবরণ-দেবতার পূজা করিয়া যথাবিধি "বহ্নি" প্রতিষ্ঠিত বা প্রজ্বালিত করত ইধ্মাধানান্ত সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে। চতুর্বিধ বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা মধুমিশ্রিত পায়স হোম করিয়া পরে সমাহিত মনে শ্রীসূক্ত "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি বেদমন্ত্র এবং বিষ্ণুগায়ত্রী দ্বারা ঘৃতের হোম করিবে।২৪৬-৪৭

সমস্ত বিষ্ণুমন্ত্র দিয়া পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে অষ্টোত্তর-শত আহুতি দিবে। পরে শ্রেষ্ঠ বেদবিদ্ গুরু বেদ-সমাপ্তির আহুতি দিবেন।২৪৮

তারপর শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইয়া শিষ্যকে গুরু অভিষেক করিবেন। চতুর্বিধ বিষ্ণুমন্ত্র এবং বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা ঐ কলসের জলে শিষ্যকে অভিষিক্ত করিতে হইবে।২৪৯

গুরু ঋত্বিগ্‌ব্রাহ্মণগণ দ্বারা শিষ্যকে অভিষিক্ত করিয়া কৌপীন, কটিসূত্র ও বস্ত্র ধারণ করাইবেন।২৫০

ঊর্ধ্বপুণ্ড্রাণি পদ্মাক্ষ-তুলসীমালিকেঽপি চ।
কুশোত্তরে সমাসীনমাচান্তং বিনয়ান্বিতম্ ॥২৫১
অধ্যাপয়েদ্ বৈষ্ণবানি সূক্তানি বিমলানি চ।
ব্যাপকান্ বৈষ্ণবান্ মন্ত্রানন্যাংশ্চাপি বিধানতঃ ॥২৫২
তদর্থ-ন্যাস-মুদ্রাদি সর্ষি-চ্ছন্দোধিদৈবতম্।
তস্মিন্নিবেশ্য সদ্‌বৃত্তৌ শাসয়েচ্ছাসনাচ্ছ্রুতেঃ ॥২৫৩
শাসিতো গুরুণা শিষ্যঃ সদ্‌বৃত্তৌ সৎপথে স্থিতঃ।
অর্চয়েৎ পরমৈকান্ত্যসিদ্ধয়ে হরিমব্যয়ম্ ॥২৫৪
আচার্য্যাৎ সমনুপ্রাপ্তং বিগ্রহং সুমনোহরম্।
লব্ধ্বাহথ বিধিনা বিষ্ণোঃ পূজয়েত্তদনুজ্ঞয়া ॥২৫৫
পূর্বেঽহ্নি পূর্ববৎ পূজ্যঃ শ্রৌতৈরেবোপচারকৈঃ।
তাভিরেব চ হুত্বাহথ ঋগ্‌ভিরাজ্যং তথা ক্রমাৎ ॥২৫৬

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রগুলি, পদ্মাক্ষমালা ও তুলসীমালা ধারণ করাইবেন। পরে কুশাসনে উপবিষ্ট আচমনকারী বিনয়াবনত শিষ্যকে গুরু বিমল বৈষ্ণবসূক্তগুলি (বেদমন্ত্র-সমূহ) শিক্ষা দিবেন। বিস্তৃত বৈষ্ণবমন্ত্রগুলি ও অন্যান্য মন্ত্রগুলি যথাবিধি শিক্ষা দিবেন।২৫১-৫২

তাহার অঙ্গীভূত ন্যাস, মুদ্রা প্রভৃতি ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা ঐ মন্ত্রে সন্নিবেশিত করিয়া শ্রুত্যুক্ত সদাচারাদি অনুশাসন দ্বারা শিষ্যকে সৎপথে শাসিত করিবেন। শিষ্য গুরু দ্বারা শাসিত হইয়া সদাচারে ও সৎপথে অবস্থান পূর্বক পরমৈকান্তিসিদ্ধি (লাভ) জন্য সনাতন শ্রীহরিকে পূজা করিবে।২৫৩-৫৪

আচার্য্যের নিকট হইতে অতিমনোহর দেববিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অনুমতি অনুসারে যথাবিধি শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে।২৫৫

পূর্বদিনে শ্রুত্যুক্ত উপচারসমূহ দ্বারা শ্রীহরিকে পূজা করিবে। পূর্বোক্ত বিষ্ণুমন্ত্র বিষ্ণুসূক্ত প্রভৃতি ও বেদমন্ত্রসমূহ দ্বারা যথাক্রমে ঘৃতাহুতি দান করিবে। বেদবিদ্ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ গুরু শয্যা(?)সূক্ত ও মন্ত্রসমূহ দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিয়া সেই সমস্ত বেদোক্ত মন্ত্রগুলি

শয্যা-সূক্তান্তমাজ্যেন হুত্বাঽগ্নিং বৈষ্ণবোত্তমঃ।
অধ্যাপয়িত্বা তান্ মন্ত্রান্ বৈদিকান্
বৈদিকোত্তমঃ ॥২৫৭
পূজাবিধানং ত্রিবিধং তস্মৈ হোমান্তমাবিশেৎ।
স্নান-তর্পণ-হোমার্চা জপ্তাদ্যা বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥২৫৮
বৈশিষ্ট্যেণ গুরোর্জ্ঞাত্বা শক্ত্যা সর্বং সমাচরেৎ।
পরমাপদ্গতো বাঽপি ন ভুঞ্জীত হরেৰ্দিনে ॥২৫৯
ন তির্য্যগ্ধারয়েৎ পুণ্ড্রং নান্যং দেবং প্রপূজয়েৎ।
বৈষ্ণবঃ পুরুষো যস্তু শিব-ব্রহ্মাদিদৈবতান্ ॥২৬০
প্রণমেতার্চয়েদ্ বাঽপি বিষ্ঠায়াং জায়তে ক্রিমিঃ।
রজস্তমোঽভিভূতানাং দেবতানাং নিরীক্ষণাৎ ॥২৬১
পূজনাদ্ বন্দনাদ্ বাঽপি বৈষ্ণবো যাত্যধোগতিম্।
শুদ্ধসত্ত্বময়ো বিষ্ণুঃ পূজনীয়ো জগৎপতিঃ ॥২৬২
অনর্চনীয়া রুদ্রাদ্যা বিষ্ণোরাবরণং বিনা।
যস্তু স্বাত্মেশ্বরং বিষ্ণুমতীত্যান্যং যজেত হি ॥২৬৩

স্বাত্মেশ্বরায় হরয়ে চ্যবতে নাত্র সংশয়ঃ।
যজ্ঞাধ্যয়নকালে তু নমস্যানি বষট্কৃতা ॥২৬৪
তানি বৈ যজ্ঞিয়ান্যত্র যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
তস্যৈবাঽবরণং প্রোক্তং যজ্ঞাধ্যয়নকর্ম্মসু ॥২৬৫
স্তুবন্তি বেদাস্তস্যাত্র গুণ-রূপবিভূতয়ঃ।
তস্মাদাবরণং হিত্বা যে যজন্তি পরান্ সুরান্ ॥২৬৬
তে যান্তি নিরয়ং ঘোরং কল্পকোটিশতানি বৈ।
রুদ্রঃ কালী গণেশশ্চ কুষ্মাণ্ডা ভৈরবাদয়ঃ ॥২৬৭
মদ্য-মাংসাশিনশ্চান্যে তামসাঃ পরিকীর্তিতাঃ।
শুদ্ধানামপি দেবানাং যা স্বতন্ত্রাঽর্চ্চনা ক্রিয়া ॥২৬৮
সা দুর্গতিং নয়ত্যেব বৈষ্ণবং বীতকল্মষম্।
অর্চয়িত্বা জগন্নাথং বৈষ্ণবঃ পুরুষোত্তমম্ ॥২৬৯
তদাবরণরূপেণ যজেদ্দেবান্ সমন্ততঃ।
অন্যথা নরকং যাতি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥২৭০

শিক্ষা দিবেন। পূজার বিধি ত্রিবিধ। প্রতি বিধিতে অন্তে হোমকর্ম্ম আচরণ করিবে। স্নান, তর্পণ, হোম, পূজা ও জপ এই বিবিধ ক্রিয়া সমন্বিতই বিধি।২৫৭-৫৮

শ্রীগুরুর নিকট হইতে বিশেষ বিশেষ সমস্ত জানিয়া শক্তি অনুসারে সমস্তই অনুষ্ঠান করিবে। অত্যন্ত বিপন্ন হইলে ও হরিবাসরে অর্থাৎ একাদশীদিনে কিছু ভোজন করিবে না।২৫৯

বক্রভাবে পুণ্ড্র ধারণ করিবে না। শ্রীবিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতাকে পূজা করিবে না। যিনি যথার্থ বৈষ্ণব পুরুষ, তিনি শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাকে প্রণাম বা পূজা করিলে কিংবা রজোগুণ বা তমোগুণে অভিভূত দেবতাকে দর্শন করিলে বিষ্ঠাতে ক্রিমি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের পূজা ও বন্দন করিলে বৈষ্ণব অধোগতি প্রাপ্ত হয়। জগৎপতি বিষ্ণুই শুদ্ধ সত্ত্বময়, তাঁহাকেই পূজা করিবে।২৬০-৬২

রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ পূজার যোগ্য নহেন। তবে শ্রীবিষ্ণুর আবরণ দেবতার অন্তর্গত রুদ্রাদির পূজা করা যায়। তদ্ব্যতীত রুদ্রাদিকে পূজা করিবে না। যে ব্যক্তি নিজের অধীশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে অতিক্রম করিয়া অন্য দেবতার পূজাদি করে, সে নিজের অধীশ্বর শ্রীবিষ্ণুর অনুগ্রহ হইতে বিচ্যুত হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই। যজ্ঞ ও অধ্যয়নসময়ে বষট্কারের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুকেই প্রণাম করিবে। সেই প্রণামাদি যজ্ঞের অঙ্গভূত।২৬৩-৬৪

যজ্ঞই সনাতন শ্রীবিষ্ণু। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরব্যয়" ইহা শ্রুতির প্রমাণ। যজ্ঞ ও অধ্যয়নাদি কালে তাঁরই আবরণ-দেবতারূপে তাঁহাদের উল্লেখ আছে।২৬৫

বেদ শ্রীবিষ্ণুরই গুণ, রূপ ও বিভূতিরূপে রুদ্রাদির প্রশংসা ও স্তব করেন। অতএব আবরণদেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা অন্য দেবতাকে পূজা করে, তাহারা শতকল্পকোটিকাল নরকভোগ করিয়া থাকে। রুদ্র, কালী, গণেশ, কুষ্মাণ্ড ভৈরব প্রভৃতি এবং যে সমস্ত অন্য দেবতা মদ্যমাংসাশী, তাহারা তামস দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত। বিশুদ্ধ সত্ত্বময় অন্য দেবতাদেরও যে স্বতন্ত্র পূজাদি কার্য্য, তাহাও নিষ্পাপ বৈষ্ণবদিগকে দুর্গতি প্রদান করে। বৈষ্ণব পুরুষোত্তম জগন্নাথকে পূজা করিয়া তাঁহার আবরণরূপে অন্য দেবতার পূজা করিবেন

বাসুদেবং জগন্নাথমর্চয়িত্বৈব মানবঃ।
প্রাপ্নোতি মহদৈশ্বর্য্যং ব্রহ্মেন্দ্রত্বাদিকং ক্ষণাৎ ॥২৭১
মনসাঽপি জলেনাপি জগন্নাথং জনার্দনম্।
সম্প্রাপ্নোত্যমলাং সিদ্ধিং জগৎসর্বং সমর্চ্চিতম্ ॥২৭২
হৃষীকেশং ত্রয়ীনাথং লক্ষ্মীশং সর্বদং হরিম্।
তং বিনা পুণ্ডরীকাক্ষং কোঽর্চয়েদিতরান্ সুরান্ ॥২৭৩
নারায়ণং পরিত্যজ্য যোঽন্যং দেবমুপাসতে।
স্বপতিং নৃপতিং হিত্বা যথা স্ত্রী পুরুষাধমম্ ॥২৭৪
বিষ্ণোর্নিবেদিতং হব্যং দেবেভ্যো জুহুয়াত্তথা।
পিতৃভ্যশ্চৈব তদ্দদ্যাৎ সর্বমানন্ত্যমশ্নুতে ॥২৭৫
নির্মাল্যমিতরেষাং তু যদন্নাদ্যং দিবৌকসাম্।
উপভুজ্য নরো যাতি ব্রহ্মহত্যাং ন সংশয়ঃ ॥২৭৬

তাহা না হইলে স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার পূজাদি করিলে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত সে নরকগতি লাভ করে। ২৬৭-৭০

মানব জগন্নাথ বাসুদেবকেই পূজা করিয়া মহৎ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়, এমন কি ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব প্রভৃতিও মুহূর্ত্তমধ্যে সে লাভ করিতে পারে।২৭১

মনে মনে অথবা জলের দ্বারাও জগন্নাথ জনার্দ্দনকে পূজা করিলে নির্ম্মল সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। তাহাতেই সমস্ত জগৎপূজিত ও তৃপ্ত হইয়া থাকে।২৭২

হৃষীকেশ (সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি অর্থাৎ নিয়ন্তা), বেদের অধীশ্বর লক্ষ্মীপতি, সর্বাভীষ্টদায়ী পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীহরি ব্যতীত অন্য দেবতাকে কে পূজা করে? ২৭৩

শ্রীশ্রীনারায়ণকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসনা করে, স্ত্রী যেমন নিজের নৃপতি-স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য অধম (ঘৃণিত) পুরুষকে ভজনা করে, তদ্রূপ তাহার গতি হয়।২৭৪

শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া হব্যাদি অন্যের উদ্দেশ্যে হোম করিবে। তদ্রূপ শ্রীবিষ্ণুর নিবেদিত দ্রব্যই পিতৃগণকে (শ্রাদ্ধাদিতে) দান করিবে, তাহাতেই অনন্ত ফল ভোগ করিতে পারিবে।২৭৫

নৈবেদ্যভোজনং বিষ্ণোস্তৎপাদাম্বুনিষেবণম্।
তুলসীখাদনং নৃণাং পাপিনামপি মুক্তিদম্ ॥২৭৭
একাদশ্যুপবাসশ্চ শঙ্খ-চক্রাদিধারণম্।
তুলস্যাঃ পূজনং বিষ্ণোস্ত্রিতয়ং বৈষ্ণবং স্মৃতম্ ॥২৭৮
অবৈষ্ণবঃ স্যাদ্ যো বিপ্রো বহুশাস্ত্রে শ্রুতোঽপি বা।
স জীবন্নেব চণ্ডালো মৃতঃ শ্বানোঽভিজায়তে ॥২৭৯
ক্রতুসাহস্রিণং বাঽপি লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
চণ্ডালমিব নেক্ষেত বর্জয়েৎ সর্বকর্মসু ॥২৮০
ভগবদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ।
চণ্ডালোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন তু পূজ্যো হ্যবৈষ্ণবঃ॥২৮১
শঙ্খ-চক্রোর্ধ্বপুণ্ড্রাদিরহিতং ব্রাহ্মণাধমম্।
পূজয়িষ্যতি যঃ শ্রাদ্ধে সর্বকর্মাস্য নিষ্ফলম্ ॥২৮২

অন্য দেবতার নির্ম্মাল্য বা নিবেদিত অন্নাদি প্রসাদও ভোজন করিয়া মনুষ্য ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ অর্জ্জন করে—ইহাতে সংশয় নাই।২৭৬

শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্যভোজন, তাঁহার চরণামৃতপান কিংবা তুলসীভোজন পাপিষ্ঠ মনুষ্যদেরও মুক্তিদাতা। বৈধ একাদশীতে উপবাস, শঙ্খচক্রাদি চিহ্নধারণ ও তুলসীর পূজা এই তিনটিই বৈষ্ণবত্ব বলিয়া কথিত আছে।২৭৭-৭৮

যে ব্রাহ্মণ প্রকৃত অবৈষ্ণব, বহুশাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইলেও জীবিত অবস্থাতেই তাহাকে চণ্ডাল বলিয়া জানিবে। সে দেহান্তে কুকুর হইয়া জন্মগ্রহণ করে।২৭৯

সহস্রসংখ্যক যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা হইলেও অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে জগতের সকলে চণ্ডালের তুল্যও সন্দর্শন করে না। সমস্ত বৈধ কর্ম্মেই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।২৮০

শ্রীভগবানের প্রতি বিমলভক্তিরূপ প্রদীপ্ত অগ্নি দ্বারা যাহার অন্ত্যজাতিতে জন্মজন্য সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়াছে, সেই চণ্ডালও পণ্ডিতদের নিকট মাননীয় ও প্রশংসনীয়, কিন্তু অবৈষ্ণব কখনও সম্মাননীয় নহে।২৮১

শঙ্খচক্রচিহ্ন ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি শূন্য নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে সম্মানিত করে, তাহার সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয়।২৮২

তির্য্যক্ পুণ্ড্রধরং বিপ্রং যঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়িষ্যতি।
পিতরস্তস্য যান্ত্যেব কালসূত্রং সুদারুণম্ ॥২৮৩
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরং বিপ্রং চক্রাঙ্কিতভুজং তথা।
পূজয়িষ্যতি যঃ শ্রাদ্ধে গয়াশ্রাদ্ধাযুতং লভেৎ ॥২৮৪
শঙ্খ-চক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদ্যৈরন্বিতং বৈষ্ণবং দ্বিজম্।
ভক্ত্যা সম্পূজয়েদ্ যস্তু দৈবে পিত্র্যে চ কর্ম্মণি ॥২৮৫
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ।
যাস্যন্তি পিতরস্তস্য বিষ্ণুলোকং সুনির্ম্মলম্ ॥২৮৬
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরং বিপ্রং তপ্তচক্রাঙ্কিতাংসকম্।
শ্রাদ্ধে সম্পূজয়েদদ্ যস্তু গয়াশ্রাদ্ধাযুতং লভেৎ ॥২৮৭
তপ্তচক্রেণ বিধিনা বাহুমূলেন লাঞ্ছিতঃ।
পুনাতি সকলং লোকং নারায়ণ ইবাঘভিৎ ॥২৮৮
অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা শঙ্খচক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রধৃৎ।
ব্রাহ্মণঃ সর্বলোকেষু পূজ্যমানো হরির্যথা ॥২৮৯

বক্র পুণ্ড্র (তিলক) ধারী ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে ভোজন করায়, তাহার পিতৃগণ দারুণ কালসূত্র-নামক নরকে গমন করেন।২৮৩

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ও চক্রচিহ্নিত ভুজযুগলবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে যিনি শ্রাদ্ধে ভোজন করান, তাঁহার অযুতসংখ্যক গয়াশ্রাদ্ধজন্য ফললাভ হয়।২৮৪

যিনি দৈব ও পিতৃকার্য্যে শঙ্খ-চক্র-চিহ্নযুক্ত ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র প্রভৃতি শোভিত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে ভক্তিপূর্বক পূজা করেন, তাঁহার পিতৃগণ সহস্রকোটিকল্পকাল কিংবা শতকোটি কল্পকাল সুনির্ম্মল অপাপবিদ্ধ বিষ্ণুলোকে বাস করেন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ও তপ্তচক্রচিহ্নিত বাহুযুগলবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে যিনি শ্রাদ্ধে বিশেষভাবে পূজা করেন, তাঁহার অযুত গয়াশ্রাদ্ধজন্য ফললাভ হয়।২৮৫-৮৭

যাঁহার বাহুমূল যথাবিধি তপ্তচক্র দ্বারা অঙ্কিত, সেই ব্রাহ্মণ শ্রীভগবান্ নারায়ণসদৃশ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সমস্ত লোককে পবিত্র করেন।২৮৮

শঙ্খ, চক্র ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি যুক্ত ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ হউন বা মূর্খই হউন, শ্রীহরিসদৃশ তিনি সর্বলোকে পূজ্যমান হইবেন।২৮৯

দুরাশী বা দুরাচারী শঙ্খচক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রধৃৎ।
নৃণাং হন্তি সমস্তাঘং তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥২৯০
চক্রাঙ্কিতস্য বিপ্রস্য পাদপ্রক্ষালিতং জলম্।
পুনাতি সকলং লোকং যথা ত্রিপথগা নদী ॥২৯১
তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটী চ তীর্থানি ভুবনত্রয়ে।
চক্রাঙ্কিতস্য বিপ্রস্য পাদে তিষ্ঠন্ত্যসংশয়ঃ ॥২৯২
চক্রাঙ্কিতস্য বিপ্রস্য পাদপ্রক্ষালিতং জলম্।
পীত্বা পাতকসাহস্রৈর্মুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥২৯৩
শ্রাদ্ধে দানে ব্রতে যজ্ঞে বিবাহে চোপনায়নে।
চক্রাঙ্কিতং বিপ্রমেব পূজয়েদিতরান্ন তু ॥২৯৪
বিষ্ণুচক্রাঙ্কিতো বিপ্রো ভুঞ্জানোঽপি যতস্ততঃ।
ন লিপ্যতে স পাপেন তমসৈব প্রভাকরঃ ॥২৯৫
চক্রাঙ্কিতভুজো বিপ্রঃ পঙ্ক্তিমধ্যে তু ভুঞ্জতে।
পুনাতি সকলাং পঙ্ক্তিং গঙ্গেবোত্তরবাহিনী ॥২৯৬

দুরাশাযুক্ত বা দুরাচারী হইয়া শঙ্খ-চক্র-চিহ্নিত ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী হইলে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকাররাশির ন্যায় তাহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়।২৯০

চক্রচিহ্নিত ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালিত জলও প্রকৃত গঙ্গার ন্যায় সকল লোককে পবিত্র করে। ত্রিভুবনে সাড়ে তিনকোটি তীর্থ বিদ্যমান। কিন্তু চক্রচিহ্নিত ব্রাহ্মণের চরণে ঐ সমস্ত তীর্থ বর্ত্তমান—ইহাতে সংশয় নাই। চক্রচিহ্নিত ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালিত জল পান করিয়া সহস্রসংখ্যক পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়—এবিষয়ে সন্দেহ নাই।২৯১-৯৩

শ্রাদ্ধ, দান, ব্রত, যজ্ঞ, বিবাহ কিংবা উপনয়নে চক্রচিহ্নিত ব্রাহ্মণকেই পূজা অর্থাৎ সম্মান করিবে, অন্যকে করিবে না। শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শন-চক্রের চিহ্নযুক্ত ব্রাহ্মণ যেখানে সেখানে ভোজন করিলেও সূর্য্য যেমন অন্ধকার দ্বারা স্পৃষ্ট হন না, তদ্রূপ সে ব্যক্তি ঐ সমস্ত ভোজনজনিত পাপ দ্বারা লিপ্ত হন না।২৯৪-৯৫

চক্রচিহ্নিত ভুজদ্বয়বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ যদি পঙ্ক্তিমধ্যে ভোজন করেন, উত্তরবাহিনী গঙ্গার ন্যায় তিনি সকল পঙ্ক্তিকেই পবিত্র করেন।২৯৬

চক্রাঙ্কিতভুজং বিপ্রং যো ভূম্যামভিবাদয়েৎ।
ললাটে পাংশুসংখ্যানি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥২৯৭
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা বৈষ্ণবঃ পুমান্।
অর্চয়িত্বেতরান্ দেবান্ নিরয়ং যান্ত্যসংশয়ম্ ॥২৯৮
বিষ্ণোরাবরণং হিত্বা পূজয়িত্বেতরান্ সুরান্।
বৈষ্ণবঃ পুরুষো যাতি কালসূত্রমধোমুখঃ ॥২৯৯
মহাপাপী মহাপাপৈরন্বিতো যদি বৈষ্ণবঃ।
মন্বাদিধর্মশাস্ত্রোক্তং প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥৩০০
প্রায়শ্চিত্তবিশেষং তু পশ্চাৎ কুর্বীত বৈষ্ণবঃ।
বৈয়াসিকীং বৈষ্ণবীঞ্চ পবিত্রীঞ্চ সমাচরেৎ ॥৩০১
বৈষ্ণবানাস্তু বিপ্রাণাং পশ্চাৎ পাদজলং পিবেৎ।
বৃত্তৌ ন পরিপূর্ণোঽথ কর্মস্বধিকৃতো ভবেৎ ॥৩০২
মন্ত্ররত্নার্থবিচ্ছান্ত-নবেজ্যাকর্মসংযুতঃ।
দ্বাদশীনিয়তো বিপ্রঃ স এব পুরুষোত্তমঃ ॥৩০৩
কিমত্র বহুনোক্তেন সারং বক্ষ্যামি তে নৃপ।
একাদশ্যুপবাসশ্চ শঙ্খ-চক্রাদি ধারণম্ ॥৩০৪
তদীয়ানাং পূজনঞ্চ বৈষ্ণবং ত্রিতয়ং স্মৃতম্।
পুণ্যাদ্ বিষ্ণুদিনাদন্যন্নোপোষ্যং বৈষ্ণবৈঃ সদা ॥৩০৫
তথা ভাগবতাদন্যো নার্চনীয়ো হি কুত্রচিৎ।
ভগবন্তমনুদ্দিশ্য ন দদ্যান্ন যজেৎ ক্বচিৎ ॥৩০৬
নাবৈষ্ণবান্নং ভুঞ্জীত দদ্যান্নাবৈষ্ণবায় চ।
নার্চয়েদিতরান্ দেবান্ন তির্য্যগ্ধারয়েত্তথা ॥৩০৭
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত বসেন্নাবৈষ্ণবৈঃ সহ।
অষ্টাক্ষরস্য জপ্তারং শঙ্খ-চক্রধরং দ্বিজঃ ॥৩০৮

যাঁহার বাহুযুগল চক্রচিহ্নিত, সেই ব্রাহ্মণকে যিনি ভূলুণ্ঠিত হইয়া অভিবাদন করেন, তাহার ললাটে যতসংখ্যক ধূলি সংলগ্ন হয়, তৎপরিমিত কাল তিনি বিষ্ণুলোকে থাকিয়া সম্মানিত হন।২৯৭

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র হইলেও বৈষ্ণবব্যক্তি বিষ্ণুভিন্ন অন্য দেবতাকে (স্বতন্ত্রভাবে) পূজা করিলে নরকে গমন করে—ইহাতে সন্দেহ নাই।২৯৮

শ্রীবিষ্ণুর আবরণ-দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতাকে পূজা করিলে বৈষ্ণব ব্যক্তি অধোমুখ হইয়া কালসূত্র-নরকে বাস করেন।২৯৯

যদি বৈষ্ণব মহাপাপকর্ম্মের দ্বারা যুক্ত হইয়া মহাপাপী হয়, সে মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিবে।৩০০

বৈষ্ণব পরে বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। বৈয়াসিকী ও বৈষ্ণবী ও পবিত্রীনামক ইষ্টির অনুষ্ঠান করিবে।৩০১

বৈষ্ণব পরে ব্রাহ্মণদের চরণামৃত পান করিবে। তাহা হইলে সদাচার ও সদ্ব্যবহারে যোগ্য না হইলেও বৈধকর্ম্মে অধিকারী হইবে।৩০২

যিনি মন্ত্ররত্ন জানিতে ইচ্ছুক, নয়টি যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা এবং দ্বাদশীনিরত অর্থাৎ যথাকালে দ্বাদশীর পারণ করেন, সেই ব্রাহ্মণই পুরুষোত্তম বলিয়া জানিবে। হে রাজন্। অধিক আর কি বলিব, সারভূত বিষয় বলিতেছি। একাদশীতে বৈধ উপবাস, শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্নধারণ ও ঐ চিহ্নধারিদের পূজা-সম্মান—এই ত্রিবিধ কার্য্যই বৈষ্ণবত্বসূচক। বৈষ্ণব পবিত্র বিষ্ণুদিন বা বিষ্ণু-তিথিভিন্ন অন্যদিনে উপবাস করিবে না।৩০৩-৫

এবং ভাগবত বা ভগবদ্বিষ্ণুভক্ত-ব্যতীত অন্যকে কখনও অর্চ্চনা করিবে না। শ্রীভগবান্ শ্রীহরিকে উদ্দেশ্য না করিয়া দান বা যাগ-পূজাদি কখনও করিবে না।৩০৬

অবৈষ্ণবস্বামিক অন্ন বা অবৈষ্ণব-দত্ত অন্ন ভোজন করিবে না। অবৈষ্ণবকে কখনও কিছু দান করিবে না। বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতাকে পৃথক্ মনে পূজা করিবে না। কিংবা বক্রপুণ্ড্রাদি ধারণ করিবে না।৩০৭

একাদশীতে ভোজন ও অবৈষ্ণবের সহিত বসবাস করিবে না। অষ্টাক্ষর বিষ্ণুমন্ত্র যিনি জপ করেন—তাদৃশ শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্নধারী ব্রাহ্মণকে যে ব্রাহ্মণ অবজ্ঞা করে সেই বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ, ধেনু, তুলসী ও দ্বাদশীকে পূজা বা সম্মান না করিলে বৈষ্ণব দুর্গতি প্রাপ্ত হয়, তাহার নরকগতি হয়। ব্রাহ্মণ ধেনু ও বৈষ্ণবগণই শ্রীবিষ্ণুর প্রধান শরীর।৩০৮-১০

অবমত্য বিমূঢ়াত্মা সদ্যশ্চণ্ডালতাং ব্রজেৎ।
বৈষ্ণবং ব্রাহ্মণং গাঞ্চ তুলসীং দ্বাদশীং তথা ॥৩০৯
অনর্চয়িত্বা মূঢ়াত্মা নিরয়ং দুর্গতিং ব্রজেৎ।
বিষ্ণোঃ প্রধানতনবো বিপ্রা গাবশ্চ বৈষ্ণবঃ ॥৩১০
শক্ত্যা সংপূজ্য তানেব যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
একাদশ্যুপবাসশ্চ দ্বাদশ্যাং বিপ্রপূজনম্ ॥৩১১
নিত্যমামলকস্নানং পাপিনামপি মুক্তিদম্।
পক্ষে পক্ষে হরিদিনে চক্রাঙ্কিতভুজে নৃপ ॥৩১২
সংপূজ্যমানে বিপ্রেন্দ্রে হরিস্তেষাং প্রসীদতি।
অভাবে বৈষ্ণবে বিপ্রে সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে ॥৩১৩
তদ্বৎ সম্পূজয়েদ্ গাবং তুলসীং বাঽপি বৈষ্ণবঃ।
অগ্নিহোত্রন্তু জুহুয়াৎ সায়ং প্রাতর্দ্বিজোত্তমঃ ॥৩১৪
পঞ্চযজ্ঞাংশ্চ কুর্বীত বৈষ্ণবান্ বিষ্ণুমর্চয়েৎ।
তদপি তং বৈ ভুঞ্জীত পিবেত্তৎ পাদবারি বৈ ॥৩১৫
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি।
পূজয়েদ্ বৈষ্ণবং বিপ্রং দ্বাদশ্যামপি বৈষ্ণবঃ ॥৩১৬
বিষ্ণোঃ প্রসাদতুলসীং তীর্থং বাঽপি দ্বিজোত্তমঃ।
উপবাসদিনে বাঽপি প্রাশয়েদবিচারয়ন্ ॥৩১৭
উপবাসদিনে যস্তু তীর্থং বা তুলসীদলম্।
ন প্রাশয়েদ্ বিমূঢ়াত্মা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥৩১৮
হর্য্যর্পিতন্তু যচ্চান্নং তীর্থং বা পিতৃকর্মণি।
দদ্যাৎ পিতৃণাং যদ্ভক্ষ্যং গয়াশ্রাদ্ধাযুতং লভেৎ ॥৩১৯
হরের্নিবেদিতং ভক্ত্যা যো দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
পিতরস্তস্য যান্ত্যেব তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৩২০
তীর্থং বা তুলসীপত্রং যো দদ্যাৎ পিতৃদৈবতম্।
আ কল্পকোটি পিতরঃ পরিতৃপ্তা ন সংশয়ঃ ॥৩২১
যঃ শ্রাদ্ধকালে মূঢ়াত্মা পিতৃণাঞ্চ দিবৌকসাম্।
ন দদাতি হরের্ভুক্তং তস্য বৈ নারকী গতিঃ ॥৩২২
হর্য্যর্পিতন্তু যচ্চান্নং যচ্চ পাদোদকং হরেঃ।
তুলসীং বা পিতৃণাঞ্চ দত্ত্বা শ্রাদ্ধাযুতং লভেৎ ॥৩২৩
সর্বযজ্ঞময়ং বিষ্ণুং মত্বাদেবং জনার্দনম্।
আমন্ত্র্য বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধমতন্দ্রিতঃ ॥৩২৪

তাঁহাদিগকে যথাশক্তি পূজা করিলে শ্রীবিষ্ণুর পরমপদে গতি হয়। হে রাজন্! পক্ষে পক্ষে শ্রীহরি বাসরে (একাদশীতে) একাদশীর উপবাস, দ্বাদশীতে ব্রাহ্মণ-ভোজন, নিত্যই আমলকী দ্বারা স্নান পাপীদেরও মুক্তিপ্রদ। চক্রচিহ্নিত বাহুযুগলবিশিষ্ট ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে পূজা করিলে শ্রীহরি তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। তাদৃশ চিহ্নযুক্ত ব্রাহ্মণকে যদি হরিবাসর-দিনে না পাওয়া যায়, তবে যে কোনও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের পূজাদি করিলেও তিনি (শ্রীহরি) প্রসন্ন হইবেন।৩১১-১৩

তদ্রূপ বৈষ্ণব ধেনু ও তুলসীকেও পূজা করিবে। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে নিত্য অগ্নিহোত্র-হোম করিবেন।৩১৪

পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। বৈষ্ণবদিগকে ও শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবে। শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ ভোজন করিবে এবং শ্রীবিষ্ণুর চরণামৃত পান করিবে। শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয়পক্ষেই একাদশীর বৈধ উপবাসের দিন ভোজন করিবে না। দ্বাদশীতে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে ভোজনাদি দ্বারা পূজা করিবে।৩১৫-১৬

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উপবাস দিনে বিষ্ণুর প্রসাদী তুলসী অথবা তীর্থজল অবিচারপূর্বক গ্রহণ করিবে।৩১৭

উপবাসদিনে যে বিমূঢ় চিত্ত বৈষ্ণব তুলসীদল বা তীর্থজল ভোজন করে না, সে রৌরবনরকে গমন করে। শ্রীহরিকে নিবেদন করিয়া সেই অন্ন বা তীর্থজল পিতৃকর্ম্মে ব্যবহার করিবে। ভক্তিপূর্বক শ্রীহরিকে নিবেদন করিয়া সেই অন্ন যিনি শ্রাদ্ধকার্য্যে পিতৃপুরুষের ভক্ষ্যরূপে দান করেন, তাঁহার অযুত গয়াশ্রাদ্ধজন্য ফললাভ হয়। পিতৃগণও ঐ অন্ন ভক্ষণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর পরমপদে প্রবেশ করেন। তীর্থজল বা তুলসীদল শ্রাদ্ধে পিতৃদেবকে যিনি দান করেন, পিতৃগণ কোটিকল্পকাল পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই।৩১৮-২১

যে মূঢ়াত্মা শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণকে অথবা দেবগণকে শ্রীহরির ভুক্তদ্রব্য দান করেন না, তাহার নরকে গতি

প্রত্যব্দং পার্বণশ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ পিত্রোর্ম্মৃতেঽহনি।
অন্যথা বৈষ্ণবো যাতি ব্রহ্মহত্যাং ন সংশয়ঃ ॥৩২৫
অমায়াং কৃষ্ণপক্ষে চ পিত্র্যে বাঽভ্যুদয়ে তথা।
কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধং বিধানেন বিষ্ণোরাজ্ঞামনুস্মরন্ ॥৩২৬
ন কুর্য্যাৎ যো বিধানেন পিতৃযজ্ঞং নরাধমঃ।
আজ্ঞাতিক্রমণাদ্ বিষ্ণোঃ পতত্যেব ন সংশয়ঃ ॥৩২৭
শঙ্খ-চক্রোর্ধ্বপুণ্ড্রাদিচিহ্নৈঃ প্রিয়তমৈর্হরেঃ।
অন্বিতান্ ব্রাহ্মণানেব পূজয়েৎ সর্বকর্মসু ॥৩২৮
অশ্রাদ্ধিনোঽপ্যযজ্ঞস্য কর্মত্যাগিন এব চ।
বেদস্যাপ্যনধীতস্য সংসর্গং দূরতস্ত্যজেৎ ॥৩২৯
পিত্রোঃ শ্রাদ্ধং প্রকুর্বীত নৈকাদশ্যাং দ্বিজোত্তমঃ।
দ্বাদশ্যান্তৎ প্রকুর্বীত নোপবাসদিনে ক্বচিৎ ॥৩৩০
বিষ্ণোর্জন্মদিনে বাঽপি গুরূণাঞ্চ মৃতেঽহনি।
বৈষ্ণবেষ্টিং প্রকুর্বীত বৈদিকং বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥৩৩১
অগম্যাগমনং হিংসামভক্ষ্যাণাঞ্চ ভক্ষণম্।
অসত্যকথনং স্তেয়ং মনসাঽপি বিবর্জয়েৎ ॥৩৩২
তপ্তচক্রাঙ্কনং বিষ্ণোরেকাদশ্যামুপোষণম্।
ধৃতোর্ধ্বপুণ্ড্রদেহত্বং তন্মাত্রাণাং পরিগ্রহম্ ॥৩৩৩
নিত্যমামলকস্নানং দেবতান্তরবর্জনম্।
ধ্যানং মন্ত্রং জপো হোমস্তুলস্যাঃ পূজনং হরেঃ ॥৩৩৪
প্রসাদস্তীর্থদেবা চ তদীয়ানাঞ্চ পূজনম্।
শ্রবণং কীর্তনং সেবা সৎকৃত্যকরণং তথা।
অসৎকৃত্যপরিত্যাগো বিষয়ান্তরবর্জনম্ ॥৩৩৬
দানং দমস্তপঃ শৌচমার্জবং ক্ষান্তিরেব চ।

হয়। শ্রীহরির নিবেদিত অন্ন এবং শ্রীহরির পাদোদক অথবা তুলসীদল পিতৃগণকে দান করিলে অযুত শ্রাদ্ধজন্য ফললাভ হয়।৩২২-২৩

বিষ্ণুই—সর্বযজ্ঞময় ইহা মনে করিয়া জনার্দ্দনদেবকে ও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণকে আমন্ত্রণ করিয়া অনলসভাবে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিবে।৩২৪

প্রতিবৎসর পিতামাতার মৃত্যুদিনেই পার্বণশ্রাদ্ধ করিবে। তাহা না হইলে বৈষ্ণবকে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপভাগী হইতে হয়—ইহাতে সংশয় নাই।৩২৫

অমাবস্যাতে এবং কৃষ্ণপক্ষে পিতৃকৃত্যে অথবা আভ্যুদয়িকে যথাবিধি শ্রীবিষ্ণুর আদেশ স্মরণ করিয়াই শ্রাদ্ধ করিবে।৩২৬

যে নিকৃষ্টচিত্ত ব্যক্তি যথাবিধি পিতৃযজ্ঞ করে না, সে শ্রীবিষ্ণুর আদেশ লঙ্ঘন করত পতিত হয়—সন্দেহ নাই। শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয় শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্ন দ্বারা ভূষিত ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি যুক্ত ব্রাহ্মণদিগকেই সমস্ত বৈধকর্ম্মে পূজাদি দ্বারা সম্মানিত করিবে।৩২৭-২৮

যে শ্রাদ্ধ বা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না, নিত্য বৈধকর্ম্ম যে ত্যাগ করিয়াছে এবং যে বেদ অধ্যয়ন করে নাই, তাহার সংসর্গ দূর হইতেই ত্যাগ করিবে।৩২৯

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কেহই একাদশীর দিনে মাতাপিতার শ্রাদ্ধ করিবে না। একাদশীর কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ দ্বাদশীতেই করিবে। উপবাসদিনে কখনও শ্রাদ্ধ করিবে না। শ্রীবিষ্ণুর জন্মদিনে এবং পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুগণের মৃত্যুতিথিতেও (পার্বণ) শ্রাদ্ধ করিবে না।৩৩০-৩১

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠব্যক্তি বেদবিহিত বৈষ্ণব ইষ্টি (বিষ্ণুযাগ) করিবে। অগম্যাগমন, হিংসা, অভক্ষ্যবস্তুর ভক্ষণ, অসত্যকথন ও চৌর্য্য—এ সমস্ত মনে মনেও চিন্তা করিবে না।৩৩২

সন্তপ্ত বিষ্ণুচক্রের চিহ্নধারণ, একাদশীতে উপবাস, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রযুক্ত দেহধারণ, বিষ্ণুমন্ত্রের গ্রহণ, নিত্য আমলকী-রস দ্বারা স্নান, শ্রীবিষ্ণুভিন্ন অন্যদেবতাবর্জ্জন, ধ্যান, মন্ত্রজপ, হোম, শ্রীহরি ও তুলসীর পূজা, শ্রীহরির প্রসাদগ্রহণ, তীর্থসেবা, তীর্থস্থিত শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহসমূহের পূজা, যোগক্ষেমের অন্য উপায় পরিত্যাগ, মন্ত্রের লক্ষ্যার্থ চিন্তন, শ্রীবিষ্ণুর নাম ও লীলা শ্রবণ, নামাদি কীর্ত্তন, সেবা, সদাচারাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান, নিষিদ্ধ ও অসৎ-কার্য্যের পরিত্যাগ, অন্য বিষয়চিন্তা বর্জ্জন, দান, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, তপস্যা, শৌচ, সরলতা, ক্ষমা, অন্যের অনিষ্ট না করা, সৎসংসর্গ এইগুলি পরম ঐকান্তির হেতু।৩৩৩-৩৭

যে পরম ঐকান্তি তিনিই যথার্থ বৈষ্ণবপদবাচ্য, অন্যে

আনৃশংস্যং সতাং সঙ্গঃ পারমৈকান্ত্যহেতবঃ ॥৩৩৭
বৈষ্ণবঃ পরমৈকান্তী নেতরো বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ।
নাবৈষ্ণবো ব্রজেন্মুক্তিং বহুশাস্ত্রশ্রুতোঽপি বা ॥৩৩৮
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
এতত্তে কথিতং রাজন্ পারমৈকান্ত্যসিদ্ধিদম্ ॥৩৩৯
বৈশিষ্টং বৈষ্ণবং ধর্মশাস্ত্রং বেদোপবৃংহিতম্।
বিষ্বক্সেনায় ধাত্রে চ সম্প্রোক্তং পরমাত্মনা ॥৩৪০
বিষ্বক্সেনায় সম্প্রোক্তমেতদ্ বিখনসে পুরা।
ভৃগোঃ প্রোক্তং বিখনসা ভৃগুণা চ মহর্ষিণা ॥৩৪১
ভৃগুণা চ (বৈবস্বত) মনোঃ প্রোক্তং মনুনা চ মমেরিতম্।
মনুস্তু ধর্মশাস্ত্রস্তু সামান্যেনোক্তবান্ স্বয়ম্ ॥৩৪২
তদেব হি ময়া রাজন্! বৈশিষ্ট্যেণ তবেরিতম্।
বিশিষ্টং পরমং ধর্মশাস্ত্রং বৈষ্ণবমুত্তমম্ ॥৩৪৩

য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা কথয়েদ্ বা সমাহিতঃ।
পারমৈকান্ত্যসংসিদ্ধিং প্রাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ ॥৩৪৪
সর্বপাপবিনির্মুক্তো যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
যস্ত্বিদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা নিত্যং বিষ্ণোশ্চ সন্নিধৌ ॥৩৪৫
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ।
হারীতমেতচ্ছাস্ত্রস্তু পরমাং ধর্মসংহিতাম্ ॥৩৪৬
আলোক্য পূজয়ন্ বিষ্ণুং পারমৈকান্ত্যমশ্নুতে।
এতচ্ছ্রুত্বাম্বরীষস্তু হারীতোক্তং নৃপোত্তমঃ ॥৩৪৭
ববন্দে পরয়া ভক্ত্যা তমৃষিং বৈষ্ণবোত্তমঃ।
ত্বমেব পরমো ধর্ম্মস্ত্বমেব পরমং তপঃ ॥৩৪৮
ত্বদঙ্ঘ্রি যুগলং প্রাপ্য সর্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াম্।
মহামুনিমিতি স্তুত্বা রাজর্ষিঃ স মহাতপাঃ ॥৩৪৯
প্রাপ্তবান্ পরমৈকান্ত্যং তৎপ্রসাদাৎ সুসিদ্ধিদম্।
বৈশিষ্ট্যং পারমৈকান্ত্যমেতচ্ছাস্ত্রং মমাব্যয়ম্ ॥৩৫০

প্রকৃত বৈষ্ণব নয়। অবৈষ্ণব ব্যক্তি বহুশাস্ত্র জ্ঞানসম্পন্ন হইলেও মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না।৩৩৮

বৈষ্ণব নিকৃষ্ট জাতিতে উৎপন্ন হইলেও শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন। হে রাজন্! ইহাই প্রকৃত ঐকান্ত্যসিদ্ধির ও পরপারের বিষয়রূপে কথিত আছে। বৈষ্ণবধর্ম্মশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য বেদবিহিত এবং বেদ দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত—ভগবান্ পরমাত্মা ধাতা বিস্বক্সেনকে ইহা বলিয়াছিলেন।৩৩৯-৪০

পূর্বে বিস্বক্সেন বিখনসকে ইহা বলিয়াছিলেন। বিখনস্ মহর্ষি ভৃগুকে বলেন। মহর্ষি ভৃগুও মহর্ষি মনুকে ইহা বলেন। মহর্ষি মনু আমাকে বলিয়াছেন। মহর্ষি মনু নিজেই সর্বসাধারণের জন্যই ধর্ম্মশাস্ত্র বর্ণন করেন।৩৪১-৪২

হে রাজন্! আমি তাহাই বিশেষরূপে তোমাকে বলিলাম। বিশিষ্ট পরম ধর্ম্মশাস্ত্রই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবশাস্ত্র।৩৪৩

যে ব্যক্তি ইহা ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করিবে কিংবা সমাহিত হইয়া বর্ণন করিবে, সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ ঐকান্ত্যসিদ্ধি লাভ করিবে—সংশয় নাই। সেই ব্যক্তিই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ইহা শ্রীবিষ্ণুর সমীপে নিত্য ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করত যে পূজা করে, সে অত্যন্ত ঐকান্ত্যভাব প্রাপ্ত হয়। নৃপোত্তম অম্বরীষ ভগবান্ মহর্ষি হারীতের নিকট হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া ঐ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অম্বরীষ পরম ভক্তিসহকারে মহর্ষিকে প্রণাম করত বলিলেন, আপনিই শ্রেষ্ঠধর্ম্মস্বরূপ, আপনিই পরমতপঃস্বরূপ। আপনার পাদপদ্মদ্বয়ের অনুগ্রহ লাভ করিয়া আমি সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধি (পূর্ণতা) লাভ করিলাম। এইরূপে সেই মহাতপস্বী রাজর্ষি মহামুনিকে স্তব করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধিদাতা পরম ঐকান্ত্যভাব প্রাপ্ত হইলেন। আমার এই বৈষ্ণবশাস্ত্র অব্যয় সনাতন, পরম ঐকান্ত্যভাবের বৈশিষ্ট্যপ্রদর্শক।৩৪৪-৪৮

ভরদ্বাজাদি সমস্ত ঋষিগণ, জনকাদি রাজর্ষিগণ,

ভারদ্বাজাদয়ঃ সর্বে নৃপাশ্চ জনকাদয়ঃ।
যোগিনঃ সনকাদ্যাশ্চ নারদাদ্যাঃ সুরর্ষয়ঃ ॥৩৫১
বসিষ্টাদ্যা বৈষ্ণবাশ্চ বিম্বক্সেনাদয়ঃ সুরাঃ।
এতচ্ছাস্ত্রানুসারেণ পূজয়ামাসুরচ্যুতম্ ॥৩৫২

সনকাদি যোগিগণ, নারদাদি দেবর্ষিগণ, বসিষ্ঠাদি বৈষ্ণবগণ ও বিস্বক্‌সেনাদি দেবগণ সকলেই এই বৈষ্ণবশাস্ত্র অনুসারেই অচ্যুত শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিয়া থাকেন।৩৪৯-৫২

এই পরম বৈষ্ণবশাস্ত্র সমস্তই বেদবিহিত সর্বশ্রেষ্ঠ বিধান—ইহা জানিয়া পরম ঐকান্ত্যভাবপ্রাপ্ত সমস্ত

পরমং বৈদিকং শাস্ত্রমেতদ্ বৈষ্ণবমুত্তমম্।
জ্ঞাত্বৈব পরমৈকান্তী পূজয়েদ্ বিষ্ণুমীশ্বরম্ ॥৩৫৩।

* * *

ইতি বৃদ্ধহারীতস্মৃতৌ বিশিষ্টধর্ম্মশাস্ত্রে বৃত্যধিকারো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

বৈষ্ণবগণ ভগবান্ সর্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবেন।৩৫৩

মহর্ষি বৃদ্ধহারীতবর্ণিত স্মৃতিতে বিশিষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্রে পূজাবিধি ব্যবহার ও অধিকারনিরূপণনামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৃদ্ধহারীতসংহিতা সমাপ্ত হইল।

পণ্ডিত শ্রীমাধবচন্দ্রপঞ্চতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতা

বৃদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ সমাপ্তা ॥

ওঁ তৎসদ্ ব্রহ্মার্পণমস্তু।

লোহিত-স্মৃতিঃ

পণ্ডিত—শ্রীমন্নিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃত-
বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

লোহিত-স্মৃতিঃ

পণ্ডিত শ্রীমন্নিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

বিবাহাগ্নৌস্মার্ত্তকর্ম্মবিধানম্।

লোহিতং সর্ববেদান্ততত্ত্বজ্ঞং ন্যায়বিত্তমাঃ।
সামান্যজ্ঞানসঞ্জাতসংশয়াঃ সর্ববস্তুষু ॥১
বিশেষং পরিপপ্রচ্ছুর্ভার্য্যা-পুত্র-ধনাদিষু।
স্মার্ত্তং কর্ম্ম বিবাহাগ্নৌ কুর্বীত প্রত্যহং গৃহী ॥২
ইত্যত্র বিদ্যমানোঽগ্নিশব্দোঽয়ং সংশয়াস্পদম্।
প্রধানলাজহোমাগ্নির্বিবাহাগ্নিরিতি স্মৃতঃ ॥৩
সোঽয়ং নিত্যত্বধার্য্যত্ববিহিতো হি যতো মতঃ।
বিবাহ-পচনাগ্নিশ্চেৎ প্রকৃতে ন সমঞ্জসঃ ॥৪
তস্যোত্তরত্র কার্য্যেষু বিনিয়োগৈকশূন্যতঃ।
প্রধানহোমাগ্নৌ তত্র পুনঃ সংশয় ঐককঃ ॥৫
আদ্যাগ্নৌ বা দ্বিতীয়াগ্নৌ তৃতীয়াদ্যনলেঽপি বা।
অথ বা স্যাচ্চতুর্থাগ্নৌ পঞ্চমাগ্নৌ ন চেত্তথা ॥৬
সর্বত্রৈবাবিশেষেণ কুর্বীত প্রত্যহং গৃহী।
এবং পুনস্তথা পশ্চাৎ ক্ষত্রিয়াদ্যনলেষু বা ॥৭
কেন দ্রব্যেণ ভূয়শ্চ কথং মন্ত্রাশ্চ কে পুনঃ।
ইত্যেবং সংশয়ে জাতে নিশ্চয়ং বচ্মি বোঽদ্য তু ॥৮

বিবাহকালীন অগ্নিতে স্মৃত্যুক্ত ক্রিয়ার বিধান।

ন্যায়-মীমাংসাদি শাস্ত্রে বিদ্বত্তম হইয়াও সাধারণধর্ম্ম দর্শনজন্য ভার্য্যা, পুত্র, ধন প্রভৃতি সর্ববস্তুবিষয়ক শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাসমূহে সংশয়ান্বিত হইয়া সর্ববেদান্ততত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি লোহিতের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গৃহী প্রত্যহ বিবাহাগ্নিতে স্মার্ত্তকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে' এই বিধিবাক্যের অন্তর্গত 'অগ্নি'শব্দটি সংশয়াস্পদ; কারণ যে অগ্নিতে লাজহোমরূপ প্রধান কর্ম্ম করা হয়, উহাকে বিবাহাগ্নিরূপে ঋষিগণ স্মরণ করিয়াছেন।১-৩

যেহেতু এই বিবাহাগ্নির নিত্যত্ব ও ধার্য্যত্ব অর্থাৎ রক্ষণীয়ত্ব শাস্ত্রে বিহিত আছে, সেইহেতু প্রধানলাজ-হোমাগ্নিই বিবাহাগ্নি; বিবাহে পাকাগ্নিকে বিবাহাগ্নি বলিলে প্রকৃতস্থলে অসামঞ্জস্য হয়। কারণ, উত্তরকালীন স্মার্ত্তকর্ম্মে উহার কোন বিনিয়োগের ব্যবস্থা শাস্ত্রে বলা হয় নাই।৪

প্রধানলাজহোমাগ্নির বিষয়েও এইরূপ সংশয় হয়—প্রথমাগ্নিতে (প্রথমবিবাহের), অথবা দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে, কিংবা তৃতীয়বিবাহাগ্নিতে, অথবা চতুর্থ-বিবাহাগ্নিতে অথবা পঞ্চমবিবাহাগ্নিতে গৃহী অবিশেষে প্রত্যহ স্মার্ত্তকর্ম্ম করিবে, অথবা পূর্বোক্ত অগ্নিগুলির মধ্যে কোন্ বিশেষ অগ্নিতে করিবে? অথবা ক্ষত্রিয়া নারীর বিবাহাগ্নিতে স্মার্ত্তকর্ম করিবে? করিলেও কোন্ দ্রব্যের দ্বারা কোন্ কোন্ মন্ত্রপাঠ করত করিবে?—এইরূপ সংশয়সমূহ উৎপন্ন হইলে আমি (লোহিতমুনি) তাহার সমাধান তোমাদিগকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।৫-৮

বহুভার্য্যস্যৌপাসনাদৌ বিশেষঃ

ব্রহ্মচর্য্যনিবৃত্তিঃ সা যস্যাঃ সমুদপদ্যত।
ধর্ম্মপত্নী সৈব লোকে কথিতা তৎসমা চ সা ॥৯
ভর্ত্তুরর্দ্ধশরীরা চ সর্বধর্ম্মসমাশ্রয়া।
তদ্বিবাহসমুদ্ভূতো বহ্নির্নিখিলকর্ম্মণাম্ ॥১০
মন্ত্রপূতো বেদজন্যঃ সর্বযাগৈকসাধকঃ।
স এব হি প্রধানাগ্নির্ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ ॥১১
দ্বিতীয়াদ্যগ্নয়ঃ শিষ্টা দুর্বলাস্তৎসমা ন তু।
ন তু বৈদিককৃত্যস্য তূষ্ণীকা এব কেবলম্ ॥১২
ধর্ম্মপত্নীবীতিহোত্রে স্মার্ত্তং কর্ম্মাখিলং চরেৎ।
দ্বিতীয়াপত্ন্যগ্নিষু চেৎ তূষ্ণীকং কৃৎস্নকর্ম্ম তৎ ॥১৩
বেদোক্ত-মন্ত্রতন্ত্রাণি ন ভবেয়ুঃ কদাচন।
প্রত্যগ্নাবপি যত্নেন সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ ॥১৪
বেদোক্তমন্ত্রৈরখিলৈঃ কুর্য্যাদৌপাসনং বুধঃ।
রাজন্যাদ্যবলাগ্নীনাং নিত্যমৌপাসনং তু তৎ ॥১৫
ব্রাহ্মণেন তু কর্ত্তব্যং ব্রীহিভির্ন তু তণ্ডুলৈঃ।
শূদ্রকন্যৌপাসনন্তু ব্রাহ্মণেন বিপশ্চিতা ॥১৬
যবৈরমন্ত্রকং নিত্যং কর্ত্তব্যমিতি কাশ্যপঃ।
পঞ্চপত্ন্যো ব্রাহ্মণস্য স্বজাতৌ ধর্ম্মতো মতাঃ ॥১৭
রাজন্য-বৈশ্যয়োশ্চাপি স্বজাতাবেব বৈ তথা।
ত্রৈবর্ণিকানাং সততং ধর্মপত্নীধনঞ্জয়ম্ ॥১৮
প্রাথম্যেন পুরস্কৃত্য বৈদিকানি প্রচালয়েৎ।
পিতৃশ্রাদ্ধেষু সর্বেষু প্রথমেষ্বেব পঞ্চসু ॥১৯
তদগ্নৌ করণং কুর্য্যাদ্ বিশেষোঽয়মথোচ্যতে।
ধর্ম্মপত্ন্যনলে কুর্য্যান্ মন্ত্রবত্তদ্বিধানতঃ।
চতুর্ষ্বন্যেষমন্ত্রেণ হুনেদিতি মনোর্মতম্ ॥২০
এবং পিতুশ্চ মরণে প্রথমাগ্নৌ সুতেন বৈ ॥২১

যে নারীর পাণিগ্রহণের দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের পরসমাপ্তি হয়, তাহাকে ধর্ম্মপত্নী বলে। ধর্ম্মপত্নী ধর্ম্মতুল্যা, স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী এবং সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মের আশ্রয়। তাহার বিবাহ হইতে উৎপন্ন যে অগ্নি, উহা বেদমন্ত্রের দ্বারা পবিত্র। বেদ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় উহা সকল স্মার্ত্তকর্ম্মের এবং সকলপ্রকার যাগযজ্ঞের সাধক। মহাত্মা ব্রাহ্মণের পক্ষে উহাই প্রধান অগ্নি।৯-১১

ব্রাহ্মণী হইলেও দ্বিতীয়াদি পত্নীর বিবাহজন্য অগ্নি-সমূহ ধর্ম্মপত্নীর বিবাহজাত অগ্নি হইতে দুর্বল, উহার সমান নহে। এজন্য উহাদের দ্বারা কোন বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা চলিবে না, কিন্তু কেবল অমন্ত্রক স্মার্ত্তকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে।১২

কিন্তু ধর্ম্মপত্নীর অগ্নিতে সমন্ত্রক সকল বৈদিক ও স্মার্ত্তকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা চলিবে। দ্বিতীয়াদি পত্নীর অগ্নিতে অমন্ত্রক সকল স্মার্ত্তকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান চলিবে, কিন্তু উহাতে বেদমন্ত্রোচ্চারণপূর্বক কখনও কোন কর্ম্ম করা চলিবে না। প্রত্যগ্নিতে অর্থাৎ প্রধানাগ্নি বা ধর্ম্মপত্নীর অগ্নিতে ব্রাহ্মণ সযত্নে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে বেদোক্ত মন্ত্রে ঔপাসনকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। ক্ষত্রিয়া পত্নীর অগ্নিতে ঔপাসন কর্ম্মের অনুষ্ঠান নিত্যই করা যাইবে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ কখনই উহাতে তণ্ডুলের দ্বারা ঔপাসনকর্ম্ম করিবে না, ব্রীহির (ধান্যবিশেষের) দ্বারাই করিবে। কিন্তু শূদ্রা কন্যার বিবাহজাত অগ্নিতে ব্রাহ্মণ যবের দ্বারা অমন্ত্রক ঔপাসনকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে—ইহা মহর্ষি কাশ্যপের মত। ব্রাহ্মণ নিজ জাতি হইতে পাচটি পর্য্যন্ত পত্নী গ্রহণ করিতে পারিবে। এরূপ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও নিজ জাতি হইতে পাচটি পত্নী গ্রহণ করিতে পারিবে। ত্রৈবর্ণিকগণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ) সর্বদা ধর্ম্মপত্নীর বিবাহজাত অগ্নিতেই সকল বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।১৩-১৮

বৈদিক কর্ম্মগুলি প্রথমা পত্নীর পুরস্কারে কর্ত্তব্য। কিন্তু পিতৃশ্রাদ্ধে প্রথম হইতে পাঁচটি পত্নীর অগ্নিতে অগ্নৌকরণের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে; উহার মধ্যে বিশেষ এই যে, ধর্ম্মপত্নীর অগ্নিতে সমন্ত্রক এবং অন্য চারপত্নীর অগ্নিতে অমন্ত্রক অগ্নৌকরণ করিবে—ইহা মনুর মত।১৯-২০

এইরূপ পিতার মরণে পুত্র প্রথমাগ্নিতে সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সকল আহুতি প্রদান করত পশ্চাৎ

সর্বা আহুতয়ঃ কার্য্যাস্তন্মন্ত্রৈরখিলৈরপি ॥২১
পশ্চাদ্দ্বিতীয়াদ্যনলে তূষ্ণীকং তাঃ স্রুবাহুতীঃ।
কুর্য্যাদেব সমন্ত্রাস্তে তত্র স্যুঃ সর্বথৈব হি ॥২২
সর্বে মন্ত্রাশ্চ ধর্ম্মাশ্চ ক্রিয়াস্তন্ত্রাণি সূরিভিঃ।
ধর্ম্মপত্ন্যনলেম্বেব কর্ত্তব্যত্বেন চোদিতাঃ ॥২৩
ক্ষত্রিয়াদ্যবলাবহ্নিবিশেষা যেঽস্য তেঽভবন্।
তান্ সর্বান্ দীপ্যমানেঽস্মিন্ ক্রমাৎ তূষ্ণীং তু নির্বপেৎ ॥২৪
সর্বেম্বগ্নিষু তস্মাদ্ বৈ যাবজ্জীবং বিধানতঃ।
স্মার্ত্তকর্ম্মাণি কুর্বীত চৌপাসনমুখান্যপি ॥২৫
স্বজাতিবহ্নিষু সদা তদৌপাসনমাত্রকম্ ॥২৬
আস্তং সমন্ত্রকং নিত্যং স্থালীপাকং তথৈব চ।
সর্বং শ্রাদ্ধাদিকং শিষ্টং যদ্বা নৈমিত্তিকং ভবেৎ ॥২৭
তত্র সর্বত্র সততং প্রথমাগ্নৌ সমন্ত্রকম্।
ইতরাগ্নিম্বমন্ত্রং স্যাদ্ বৈশ্বদেবং যথারুচি ॥২৮

দ্বিতীয়াদি অগ্নিতে তূষ্ণীম্ভাবে অর্থাৎ মৌন হইয়া স্রুবের দ্বারা পূর্বোক্ত সকল আহুতি প্রদান করিবে। কিন্তু সমন্ত্রক আহুতি কেবল প্রথমাগ্নিতেই হইবে।২১-২২

কারণ, পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, সকল মন্ত্র, ধর্ম্ম, ক্রিয়া-কর্ম্ম এবং তান্ত্রিক অনুষ্ঠান সকলই ধর্ম্মপত্নীর অগ্নিতেই কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে।২৩

ক্ষত্রিয়া কন্যার বিবাহ হইতে যে সকল অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, দীপ্যমান সেই সকল অগ্নিতে তূষ্ণীম্ভাবে যথাক্রমে সকল আহুতি দিবে।২৪

সুতরাং দ্বিজগণ যাবজ্জীবন সকল অগ্নিতেই ঔপাসন-প্রমুখ সকল স্মার্ত্তকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে।২৫

তবে স্বজাতীয় পত্নীর অগ্নিতে ঔপাসনকর্ম্ম, স্থালীপাক, অবশিষ্ট শ্রাদ্ধকর্ম্মাদি আস্তকর্ম এবং সকল নৈমিত্তিক কর্ম্মেরই সমন্ত্রক অনুষ্ঠান করা চলিবে। সেস্থলে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রথমাগ্নিতেই সমন্ত্রক এবং দ্বিতীয়াদি অগ্নিতে অমন্ত্রকভাবেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। কেবল বলিবৈশ্বদেব-কর্ম্মের বেলাতেই যথারুচি সমন্ত্রক বা অমন্ত্রক করা চলিবে।২৬-২৮

ধর্ম্মপত্নী পত্নীগণের মধ্যে সর্বোত্তমা, সুতরাং তাহার

সর্বোত্তমা ধর্ম্মপত্নী তদগ্নিশ্চ তথাবিধঃ।
তৎপ্রাধান্যেন কুর্বীত কর্ম্ম চৌপাসনং সদা ॥২৯
ক্রমেণেতরকর্ম্মাণি ন ব্যত্যাসনে তচ্চরেৎ।
পৃথঙ্নিত্যং তথাকর্ত্তুমশক্তশ্চেদ্ বিচক্ষণঃ ॥৩০

অনেকাগ্নিসংসর্গঃ

সর্বেষামপি বহ্নীনাং সংসর্গং বিধিনাচরেৎ।
সংসর্গে তু কৃতে হোমে চৈকো বহ্নিস্ততো ভবেৎ ॥৩১
ততো হোমে কৃতে তাবন্মাত্রেণৈব সমন্ত্রকম্।
সর্বত্রাপি কৃতং সম্যগ্ ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥৩২
ধর্ম্মপত্নীবীতিহোত্রে প্রধানেঽস্মিন্ যথাবিধি।
ক্রমেণৈব স্থাপয়িত্বা হুত্বা মন্ত্রৈঃ স্তবৈরপি ॥৩৩
যোজয়েত্তেন বিধিনা নান্যবহ্নৌ কদাচন।
প্রাধান্যেন প্রধানাগ্নিং কৃত্বা তস্মিন্ পরান্ শুচীন্ ॥৩৪

অগ্নিও সর্বোত্তম; এজন্য তাহাতেই প্রধানরূপে ঔপাসনাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। যদি কেহ পৃথক্ পৃথগ্ভাবে সকল অগ্নিতে নিত্যই কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে অসমর্থ হয়, তবে প্রধানাগ্নিতেই যথাক্রমে অন্যান্য অগ্নিতে প্রদেয় আহুতিগুলিও প্রদান করিবে কিন্তু কখনও ব্যতিক্রমে আহুতি দিবে না।২৯-৩০

অনেক অগ্নির একত্র সম্মেলন।

বিধি অনুসারে সকল পত্নীর অগ্নিসমূহের মিশ্রণ করিবে। ঐরূপে একটিই অগ্নি প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই অগ্নিতে সমন্ত্রক হোম করিলে সকল অগ্নিতেই হোম করা হইবে—ইহাতে সংশয় নাই।৩১-৩২

যথাবিধি ধর্ম্মপত্নীর অগ্নিতে যথাক্রমে অপর পত্নী-গণের অগ্নি স্থাপন করিয়া মন্ত্র ও স্তুতি দ্বারা বিধিপূর্বক সংযোজন করিবে; কিন্তু কখনই অন্য পত্নীর অগ্নিতে ধর্ম্মপত্নীর অগ্নিকে সংযোজিত করিবে না। ধর্ম্মপত্নীর অগ্নির প্রাধান্যবশতঃ তাহাতে যোজিত সকল অগ্নি মিলিয়া উহাও প্রধানাগ্নিতেই পরিণত হইবে; ধার্ম্মিক দ্বিজ তখন ঐ অগ্নিতে বিধিপূর্বক চরুর দ্বারা হোম করিবে। যদি মোহবশতঃ কেহ দ্বিতীয়াদি পত্নীর

যোজয়েৎ সমিতৌত্যস্তু চরুধর্ম্মেণ ধর্ম্মবিৎ।
কদাচিন্মোহিতো যো বা দ্বিতীয়াদ্যনলেষু চেৎ ॥৩৫
সংসর্গং কুরুতে মূঢ়ঃ প্রধানমিতরাস্তু বা।
সর্বে নষ্টা হ্যগ্নয়স্তে লৌকিকত্বং ভজন্তি হি ॥৩৬
তদ্দোষশমনায়াথ পুনরগ্নিং যথাবিধি।
প্রতিষ্ঠাপ্যাখিলৈর্দারৈরুপবিশ্য যথাক্রমম্ ॥৩৭
প্রধানহোমং কুর্বীত লাজহোমঞ্চ পূর্ববৎ।
পত্নীসংখ্যাবিধানেন পশ্চাত্তৎসিদ্ধিরীরিতা ॥৩৮
অন্যথা দোষমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
শ্রৌতাগ্নৌ বিদ্যমানে স্বায়তনে তু তদান্বহম্ ॥৩৯
সায়ংপ্রাতর্হোমকালে ধর্ম্মপত্ন্যাঃ সদৈব হি।
সীমোল্লঙ্ঘনমাত্রেণ সদ্যোঽগ্নির্লৌকিকো ভবেৎ ॥৪০
তদধীনো ততো বহ্নিস্তথা তস্মাৎ প্রযত্নতঃ।
তাং ধর্ম্মপত্নীং তৎসীম্নঃ তৎকালোল্লঙ্ঘনং যথা ॥৪১
ন করোত্যেব সা যত্নাত্তথা যত্নেন বোধয়েৎ।
কদাচিদ্ যদি সা মোহাদবশাদ্ দুঃখপীড়নৈঃ ॥৪২
সীমান্তরং প্রবিষ্টা স্যাৎ পুনঃ সন্ধ্যানমাচরেৎ।
অপস্মারাদিনা সা চেদভিভূতাবশা ভবেৎ ॥৪৩
নিরোধয়েদ্ গৃহেষ্বেব নো চেদগ্নিস্তু লৌকিকঃ।

॥জ্যেষ্ঠাদি পত্নীনাং তৎসুতানাঞ্চ জ্যৈষ্ঠ্য-কানিষ্ঠ্যবিচারঃ॥

ধর্ম্মপত্নী বয়োন্যূনা দ্বিতীয়া বয়সাধিকা ॥৪৪
ধর্ম্মপত্নৈব সততং জৈষ্ঠ্যমর্হতি কর্ম্মসু।
বয়োধিকা দ্বিতীয়া সা সদা কানিষ্ঠভাগিনী ॥৪৫
ভবেদেবেতি নিখিলাঃ প্রাহুস্তে ব্রহ্মবাদিনঃ।
দ্বিতীয়াদিসুতো জ্যেষ্ঠো বয়সা কর্মশীলতঃ ॥৪৬
অধিকোঽপ্যাহিতাগ্নির্বা জাতপুত্রো বহুশ্রুতঃ।
ন জ্যেষ্ঠপত্নীতনয়ান্মৌঞ্জীবিরহিতাদপি ॥৪৭
ন সমো ধর্ম্মতঃ প্রোক্তঃ সোঽয়মেবৌরসঃ পরঃ।
আত্মজশ্চাপি কথিতো দ্বিতীয়াদি সুতাস্তু তে ॥৪৮
কামজা ইতি হি প্রোক্তাঃ শ্রুতি-স্মৃত্যর্থদর্শিভিঃ।
এতেনৈব প্রকথিতাস্তৃতীয়া তূর্য্যকাদয়ঃ।
জ্যৈষ্ঠ্য-কানিষ্ঠ্যধর্ম্মেষু ন্যূনাধিক্যেষ্বপি স্ফুটম্ ॥৪৯
ধর্ম্মপত্নীসুতেনৈব স দত্তো ভিন্নগোত্রজঃ ॥৫০

অগ্নিতে ধর্ম্মপত্নীর অগ্নিকে স্থাপন করে, তবে সকল অগ্নিই নষ্ট হইবে এবং উহা লৌকিক অগ্নিতে পরিণত হইবে। উক্ত দোষ প্রশমনের নিমিত্ত সকল পত্নীর সহিত যথাক্রমে উপবেশন করত পুনরায় অগ্নিস্থাপন করিয়া প্রধান হোম ও লাজহোম করিবে। পত্নীর সংখ্যানুসারে উহার অনুষ্ঠান করিলেই পুনরায় শ্রৌত অগ্নি সিদ্ধ হইবে, নতুবা মহাদোষ হইবে—ইহাতে বিচারের অবকাশ নাই। গৃহে শ্রৌতাগ্নি বিদ্যমান থাকিলে প্রতিদিন সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে ধর্ম্মপত্নীর সহিত হোম করিবার সময় যদি তৎকর্ত্তৃক অগ্নির সীমা উল্লঙ্ঘিত হয়, তবে সেই শ্রৌতাগ্নি তৎক্ষণাৎ লৌকিকাগ্নিতে পরিণত হয়।৩৫-৪০

যেহেতু শ্রৌতাগ্নি সীমার অধীন, সেইহেতু যাহাতে যথাকালে হোমের সময় উপস্থিত থাকে এবং অগ্নির সীমা উল্লঙ্ঘন না করে, সে বিষয়ে সযত্নে তাহাকে বুঝাইয়া অবহিত রাখিবে। যদি কখনও মোহবশতঃ ধর্ম্মপত্নী দুঃখপীড়িত হইয়া অগ্নিসীমাকে লঙ্ঘন করিয়া সীমান্তরে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় অগ্নিস্থাপন করিবে; যদি অপস্মারাদি রোগের দ্বারা অভিভূত হইয়া অগ্নিসীমা উল্লঙ্ঘন করত বাহিরে যাইবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে; নতুবা শ্রৌতাগ্নি লৌকিকাগ্নিতে পরিণত হইবে। ধর্ম্মপত্নী যদি বয়সে কনিষ্ঠাও হয় এবং অন্য পত্নী যদি বয়সে জ্যেষ্ঠাও হয়, তথাপি ধর্ম্মপত্নীরই জ্যেষ্ঠত্ব ও অপর পত্নীগণের কনিষ্ঠত্ব সূচিত হইবে—ইহা সকল বেদবাদী ঋষিই বলিয়াছেন। যদি দ্বিতীয়াদি পত্নীর গর্ভজাত পুত্র বয়সে, কর্ম্মে ও আচরণে অধিক হয় এবং আহিতাগ্নি, পুত্রবান্ ও বহুশাস্ত্রজ্ঞও হয়, তথাপি ধর্ম্মত সে ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত অনুপনীত পুত্রেরও সমান হইবে না; এজন্য

তুর্য্যভাগীতি কথিতো ন দ্বিতীয়াদিসূনুনা।
বিশেষোঽত্রাপি ভূয়শ্চ পালকো যদ্যকিঞ্চনঃ ॥৫১
মহাচারিত্রবন্ধুত্ব-শুশ্রূষাদ্যনুবর্ত্তনৈঃ।
শ্রীমদ্ভ্যামিতি তুষ্টাভ্যাং পিতৃভ্যাং প্রীতিপূর্বকম্ ॥৫২
কৃপয়া দত্তপুত্রঃ শ্রী-ভূমি-ক্ষেত্রাদি ভাগ্যবান্।
বহুলো জাতপুত্রশ্চ শনৈঃ কালেন বৈ তদা ॥৫৩
বৃদ্ধিং তাং পরমাং প্রাপ্তস্তৎসূন্বোশ্চ ততঃ পরম্।
তুল্যো ভাগঃ প্রকথিতো ন বিবাদঃ কদাত্র বৈ ॥৫৪
তত্রাপি জ্যৈষ্ঠ-কানিষ্ঠ্যে মাতৃজাত্মজহেতুতঃ।
বিবদন্ চাত্র সঃ পাপী রাষ্ট্রাৎ সদ্যঃ স এব হি ॥৫৫
নির্বাস্যস্তাড়নীয়শ্চ রাজ্ঞা বৈ ধর্ম্মভীরুণা।
এতেন সর্বদত্তানাং পুত্রাণাময়মেব বৈ ॥৫৬
ন্যায়ঃ প্রকথিতঃ সদ্ভিরেবং সত্যত্র কেবলম্।
এবং হি নিশ্চয়ো জ্ঞেয়ঃ যো বা লোকে ত্বকিঞ্চনঃ ৫৭
পরশ্রিয়ং সমুদ্বীক্ষ্য মহিমানঞ্চ পূজ্যতাম্।
তৎসাম্যপ্রাপ্তয়েঽতীব কালমুদ্বীক্ষ্য কেবলম্ ॥৫৮
পরাপুত্রত্বদুঃখজ্ঞো ভূত্বা পশ্চাৎ স্বয়ং শনৈঃ।
যুবাভ্যাং তনয়ং স্বীয়ং প্রদাস্যামীতি তৌ তরাম্ ॥৫৯
সম্প্রার্থ্য যত্নাৎ সম্বোধ্য সমাশ্রিত্য চ বন্ধুভিঃ।
মিত্রৈরাপ্তৈর্বোধয়িত্বা তদীয়ৈর্জ্ঞাতিসজ্জনৈঃ ॥৬০
স্বপুত্রং প্রদদেত্তাভ্যাং অপুত্রাভ্যাং তদিচ্ছয়া।
সোঽয়মেব সুতঃ প্রোক্তস্তুর্য্যভাগৌরসেন বৈ ॥৬১

তাহাকেই ঔরসপুত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও আত্মজ বলা হইয়াছে। শ্রুতি ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ দ্বিতীয়াদি পত্নীর পুত্রগণকে কামজ পুত্র বলিয়াছেন। ইহার দ্বারা তৃতীয়া, চতুর্থী প্রভৃতি পত্নীগণের পুত্রদেরও জ্যেষ্ঠত্ব, কনিষ্ঠত্ব এবং ন্যূনাধিক্যের ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে।৪১-৪৯

ভিন্নগোত্র হইতে আগত দত্তক ঔরসপুত্রলব্ধ পিতৃধনের চতুর্থভাগ প্রাপ্ত হইবে—এইরূপ যে ব্যবস্থা আছে, তাহা ধর্ম্মপত্নীপুত্ররূপ ঔরসপুত্র সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, দ্বিতীয়াদি পত্নীর পুত্রসম্বন্ধে নহে। তবে এখানেও একটি বিশেষ ব্যবস্থা আছে, যেমন—দত্তকের পালক পিতা যদি অকিঞ্চন অর্থাৎ দরিদ্র হন, কিন্তু স্বকীয় মহান্ চরিত্র, বন্ধুত্ব, শুশ্রূষা ও অনুবর্ত্তন প্রভৃতি গুণের দ্বারা কোন ধনী বহুপুত্র দম্পতিকে বশীভূত করেন এবং সেই দম্পতি তাহার উপর অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া নিজের কোন একটি (মধ্যম) পুত্র তাহাকে প্রদান করেন এবং তাহার পর দত্তকের সেই পালক ভাগ্যবশতঃ বহু ভূমি, ক্ষেত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হন এবং ধীরে ধীরে কালে ঔরসপুত্র লাভ করেন ও পরম সমৃদ্ধ হন, তবে সেইস্থলে সেই দত্তকপুত্র পিতৃধনে ঔরসপুত্রের সমান ভাগ প্রাপ্ত হইবে—ইহাতে বিবাদের কোনরূপ অবকাশ নাই।৫০-৫৪

সেস্থলেও যদি দত্তকপুত্রের অপেক্ষা ঔরসপুত্রের মাতৃজত্ব ও পিতৃজত্বহেতু জ্যেষ্ঠত্বের দাবী করিয়া ঔরসপুত্র পিতৃধনে অধিক ভাগ পাইবার জন্য বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, তবে ধর্ম্মভীরু রাজা সেই ঔরসপুত্রকে শাসন করিবেন এবং রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিবেন। এজন্য সাধুগণ সকল দত্তকপুত্র সম্বন্ধেই এই ন্যায় ব্যবস্থিত করিয়াছেন। স্থলবিশেষে ব্যবস্থার ভেদ হইবে, যেমন—যেস্থলে অকিঞ্চন এবং বহুপুত্রের পিতা অন্য কোন অপুত্রক পুরুষের ধন, ঐশ্বর্য্য, মহিমা, সমাজে পূজনীয়তা প্রভৃতি দর্শনে ধন ঐশ্বর্য্যাদিতে তাহার সমতাপ্রাপ্তির নিমিত্ত অতীব উদ্বেগে কালের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে এবং যখন দেখে যে, তাহার (অপুত্রক ধনীর) কোন পুত্র হইল না, তখন তাহার অপুত্রকত্ব-নিবন্ধন দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করত ধীরে ধীরে সেই ধনী ও মানী দম্পতির নিকট নিজপুত্রদানের প্রার্থনা করেন এবং তাহাদিগকে নিজে বুঝাইয়া ও তাহাদের জ্ঞাতি, বন্ধু, মিত্র ও গুরুজনের দ্বারা বুঝাইয়া সম্মত করত নিজপুত্র তাহাদিগকে প্রদান করেন, সেস্থলে ঐ দত্তকপুত্র পরবর্ত্তীকালে ঔরসপুত্রের চতুর্থভাগ পিতৃধন প্রাপ্ত হইবে।৫৫-৬১

পশ্চাজ্জাতেন ধর্ম্মেণ হেয়ো দত্তস্ততো যতঃ।
ভবত্যেব চ সর্বত্র ন চেদ্দত্তঃ পুনর্যদি ॥৬২
বিদ্যা-শ্রী-ধন-ভাগ্যেস্তু সমো বাঽভ্যধিকোঽথ বা।
ভ্রাতা সগোত্রস্তৎকামরহিতঃ পুষ্কলাত্মবান্ ॥৬৩
অপুত্রপ্রার্থনাপূর্বং দানধর্মৈকবর্ত্মনা।
পুত্রং জনানাং পুরতো গ্রাহয়ামাস কেবলম্ ॥৬৪
শপথৈরতুলৈর্ঘোরৈ রাজবন্ধ্বাদিজল্পিতৈঃ।
সপুত্রস্তেন তুলিতো রিকৃথদ্রব্যক্ষয়াদিষু ॥৬৫
অধিকোঽপি কদাচিৎ স্যাদৌরসাম্ন তু তৎকৃতৌ।
পৈতৃকে তু স এব স্যাজ্জ্যেষ্ঠোঽয়ং বয়সা তরাম্ ॥৬৬
ন্যূনোঽপি তাদৃশো দত্তঃ সমোঽভ্যধিক এব বা।
কানিষ্ঠ্যমেব লভতে ন তু জ্যৈষ্ঠ্যং কথঞ্চন ॥৬৭
প্রেতকৃত্যৈকভিন্নেষু বিভাগাদিষু তাদৃশঃ।
ঔরসেন সমঃ প্রোক্তঃ তাদৃশো যদি বা পুনঃ ॥৬৮

যশ্চাধিপো গ্রাম-ভূমি-জনতা-ধন-শেবধেঃ।
স এবার্হতি সর্বস্বপ্রদানাদিষু কেবলম্ ॥৬৯
স্বামিত্বঞ্চ তদাধিক্যং তৎকর্তৃত্বং তদীশতাম্।
ন্যূনত্বং দত্তমাত্রেণ লভতে কিল কেবলম্ ॥৭০
কিং তু তজ্জন্মজনকক্রিয়াভিঃ পূর্ব্বসংবিদৈঃ।
গ্রাহকস্যাবশ্যকত্বানাবশ্যত্বমুখৈঃ পরৈঃ ॥৭১
কৃতৈশ্চরিত্রৈঃ সুস্পষ্টং প্রভবেৎ স্বয়মেব বৈ।
বিদ্বদ্দত্তসুতোপায়সম্পাদিতমহাধনে ॥৭২
কিমৌরসস্য সমতা তুর্য্যতা বেতি বৈ জগুঃ।
তত্রাব্রুবন্ ধর্ম্মপরা মহান্তো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৭৩
দত্তঃ স্বপ্রার্থনাপূর্ব্বপ্রাপ্তপুত্রত্ববান্যদি।
ভিন্নগোত্রঃ পুনশ্চাপি তুর্য্যভাক্ তু স এব হি।
ঔরসেন সমো নাযং স্বযমেবাগতো যতঃ ॥৭৪

কারণ ঐ পুত্র ঔরসপুত্র অপেক্ষা সর্বত্র সর্বদাই হেয়। কিন্তু যদি বিদ্যা, শ্রী, ধন ও ভাগ্যে অধিক এমন দম্পতি কর্তৃক দত্তক প্রদত্ত হয়, তবে সে ঔরসপুত্রের সমান অথবা উহা হইতে অধিকও হইতে পারে। বিদ্যা, শ্রী, ধন ও ভাগ্যে অধিকই হউক অথবা সমানই হউক, সগোত্র ভ্রাতা যদি ধনাদি কামনার বশীভূত না হইয়া অপুত্রকত্বমাত্র-নিবন্ধন পুত্রের প্রার্থনা করে, তবে তাহাকে (ধনাদির ভাগদানে বৈষম্য না করার জন্য) শপথ করাইয়া এবং রাজা বা রাজপুরুষ, জ্ঞাতি, বন্ধু ও অন্যজনসমক্ষে দানধর্ম্মবুদ্ধিতে পুত্র প্রদান করিবে। তাহা হইলে ঐ দত্তকপুত্র প্রতিশ্রুতি অনুসারে পিতৃধনে ঔরসপুত্রের সমান বা অধিকভাগও পাইতে পারে। কিন্তু পৈতৃককর্ম্মে সে ঔরসপুত্রের সমান বা অধিক অধিকার পাইবে না, কারণ পৈতৃককৃত্যে ঔরসপুত্রই জ্যেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে।৬২-৬৬

দত্তকপুত্র বয়সে ঔরসপুত্র অপেক্ষা ন্যূন অর্থাৎ অল্প, সমান অথবা অধিকই হউক না কেন, ঔরসপুত্র সর্বাবস্থাতেই জ্যেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে। প্রেতকৃত্য ভিন্ন ধনবিভাগাদি স্থলে পূর্বোক্তাবস্থাভেদে সে ঔরসপুত্র অপেক্ষা সমান বা অধিকও হইতে পারে।৬৭-৬৮

যে ব্যক্তি প্রভূত গ্রাম, ভূমি, জনতা, ধন ও নিধির অধিকারী, সে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সর্বস্ব দান করিতে পারে, তাহাতে তাহার পুণ্য ও যশঃ বৃদ্ধিই পাইবে; কিন্তু তাহার স্বামিত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব যতই থাকুক না কেন, পুত্র প্রদান করা মাত্র সে ন্যূনতা প্রাপ্ত হইবে।৬৯-৭০

কিন্তু দাতার বংশমর্য্যাদা, কর্ম্ম, পূর্বখ্যাতি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এবং গ্রাহকের পুত্রগ্রহণের আবশ্যকতা ও দাতার পুত্রদানের অনাবশ্যকতা এবং কুল, শীল প্রভৃতিতে গ্রাহক হইতে দত্তক দম্পতি উচ্চ হইলে দত্তক স্বয়ংই গ্রাহক পিতার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু যেস্থলে বিদ্বান্ কর্তৃক দত্ত-পুত্রের দ্বারা বহু ধন-সম্পত্তি গ্রাহক পিতা লাভ করে, সেস্থলে দত্তক ঔরস-পুত্রের সমান বা চতুর্থ ভাগ পাইবে। ইহাতে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। এরূপ স্থলে মহাত্মা বেদবাদীগণ এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন—দত্তক যদি ভিন্ন গোত্রের হয় এবং নিজে প্রার্থনাপূর্বক গ্রাহকের পুত্রত্ব লাভ করে, তবে সেইরূপ দত্তক পরবর্তীকালে জাত ঔরসপুত্রের চতুর্থ ভাগ প্রাপ্ত হইবে। যেহেতু এই দত্তক স্বয়ং আগত, সেইহেতু সে ঔরসপুত্রের সমান হইবে না।৭১-৭৪

দ্বিতীয় বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৭০]　　　　[তৃতীয় সংখ্যা—দক্ষিণপার্শ্বিয়া যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

*　　*　　*

যুগ্ম-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০]　　　　[প্রতি সংখ্যা ১'৫০

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচার সঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিকমহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই আশ্বিন, ১৩৭০।

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র মাসিক শাস্ত্রময় পত্র। ইহা প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষ আরম্ভ।

২। এই পত্রিকায় সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি), শ্রীরামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমহাভারত, শ্রীবিষ্ণু-পুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। বাৎসরিক সডাক গ্রাহক মূল্য ভারতে ১৫.০০। প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নয়া পয়সা। পাকিস্তানেও ঐ একই মূল্য। ভারতের বাহিরে অন্যত্র সডাক প্রতি সংখ্যা ২.০০, বাৎসরিক ২০.০০। গ্রাহক-মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। পরমাসের প্রথম সপ্তাহেও পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নিয়া পত্রিকা-কার্য্যালয়ে জানাইবেন নতুবা পত্রিকা-পরিচালকগণ এই জন্য দায়ী থাকিবেন না। কোন কারণে পত্রিকা প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইলে উক্ত নিয়ম পরিবর্তিত হইতে পারে। ঠিকানা-পরিবর্তন এক মাস পূর্বে জানাইলে সুবিধা হয়।

৫। পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি ও টাকা-পয়সা "সঞ্চালক—আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৬। বিশেষ অনুরোধ যে মণিঅর্ডার কুপণে ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর ও নাম-ঠিকানা সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
প্রধান কার্য্যালয়
শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা- ৩৫

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র পড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

পালকপ্রার্থনাধিক্যং যা চ সা শপথাদিভিঃ ॥৭৫
প্রদানশপথপ্রোক্তি-মর্য্যাদাবাক্য-সূক্তিভিঃ।
স্বগোত্রসংগৃহীতো যঃ প্রত্যাসন্নোঽতিসুন্দরঃ ॥৭৬
কাপেয়রহিতঃ সূনুস্তৎসমত্বেন কল্পিতঃ।
বিদ্বদ্দত্তসুতোপায়সম্পাদিতমহাধনে ॥৭৭
বিভাগেচ্ছা পালকৌরসস্য জাতা তদা কিল।
সম্পাদকেচ্ছনিয়তাং সাম্যাংশশ্চ বিধীরিতঃ ॥৭৮
অত্রৌরসঃ প্রকথিতঃ ধর্ম্মপত্নীসমুদ্ভবঃ।
দ্বিতীয়াদিসুতাঃ সর্বে সূনু-পুত্রাদিশব্দিতাঃ ॥৭৯
ভবন্ত্যেবাত্র সততমৌরসত্বং ন তেষু তু।
এতাদৃশীয়ং মর্য্যাদা ধর্ম্মপত্নীস্থিতৌ তদা ॥৮০
দ্বিতীয়াদিসমুদ্ভূতপুত্রাণামিতি নির্ণয়ঃ।
ধর্ম্মপত্ন্যাং তু নষ্টায়াং পশ্চাৎ স্যাদ্ যা বিবাহিতা ॥৮১
সা চাপি ধর্ম্মপত্নীত্বং প্রাপ্নোত্যেবাচিরাৎ খলু।
তস্যামপি চ নষ্টায়াং পুনর্যা স্যাদ্ বিবাহিতা ॥৮২
কুলে সমানে সা চাপি ধর্ম্মপত্নীত্বমর্হতি।
জ্যেষ্ঠায়াং বিদ্যমানায়াং যা দ্বিতীয়া বিবাহিতা ॥৮৩
পুত্রার্থং সাপি কালে চ পুত্রিণী চেত্তথা ভবেৎ।
তথা ন চেদ্ ভোগিনী স্যাদ্ আপ্নোতি পুরুষপ্রসূঃ ॥৮৪
যত্নেন ধর্ম্মপত্নীত্বমনবাপ্যং সুনির্ম্মলম্।
বহুকালসুতাভাবাদ্ধর্ম্মপত্নী দ্বিতীয়য়োঃ ॥৮৫
পুত্রসংগ্রহণে জাতে দ্বিতীয়া পুত্রিণী যদি।
তদাপি তনয়ঃ সোঽয়মৌরসো ন ভবেদপি ॥৮৬
আত্মজত্বং দত্তপুত্রে অঙ্গাদঙ্গেতি মন্ত্রতঃ।
যতো নিক্ষিপ্তবান্ তাতঃ পরসঞ্জাতবিগ্রহে ॥৮৭
ততো দ্বিতীয়াসম্ভূতঃ তনয়স্তাদৃশো ন তু।
কিং ত্বয়ং কামজঃ কোঽপি সুতপুত্রাদিবাচ্যতা ॥৮৮

আর যদি পালকপিতা স্বয়ংই পুত্র প্রার্থনা করেন এবং "পুত্রের ধনবিভাগাদি বিষয়ে কোন বৈষম্য করিব না" এইরূপ শপথ করেন এবং দাতাও যদি ঐরূপ সর্ত্তে পুত্র প্রদান করিতে অঙ্গীকৃত হ'ন এবং পুত্র যদি সগোত্র মধ্য হইতে সংগৃহীত ও রূপে-গুণে সুন্দর হয়, তবে ঐ কাপেয়রহিত দত্তক ঔরসপুত্রের সমানাংশভাগী হইবে। যদি বিদ্বান্ কর্ত্তৃক দত্ত পুত্রের দ্বারা গ্রাহক মহাধনী হ'ন, তবে সেই ধনে পালকের ঔরসপুত্রের বিভাগেচ্ছার উদয় হইলে সকলে সমবেত হইয়া দত্তককে সমান অংশ প্রদান করিবে।৭৫-৭৮

এখানে ঔরসপুত্র বলিতে ধর্ম্মপত্নীর পুত্রকেই বুঝিতে হইবে। যদি ধর্ম্মপত্নীর পুত্র বর্ত্তমান থাকে, তবে দ্বিতীয়াদি পত্নীর পুত্রগণের 'সূনু', 'পুত্র' প্রভৃতি নামে অভিহিত হইবার যোগ্যতা থাকিলেও তাহাদিগকে ঔরস পুত্র বলা যাইবে না—ইহাই শাস্ত্রকারগণের সিদ্ধান্ত। ধর্ম্মপত্নী মৃতা হইলে যে পত্নীকে গ্রহণ করা হইবে, তাহাকেও অচিরাৎ ধর্ম্মপত্নী-শব্দে অভিহিত করা চলিবে। যদি দ্বিতীয়া পত্নীরও মৃত্যু হয়, তবে স্বজাতীয়া ও সমানকুলমর্য্যাদাসম্পন্না তৃতীয়া পত্নীও ধর্ম্মপত্নীত্ব লাভ করিবে। জ্যেষ্ঠা পত্নী বিদ্যমান থাকিতে তাহার পুত্র না থাকায় যদি পুত্রের নিমিত্ত পুনরায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করা হয় এবং সেই দ্বিতীয়া পুত্রবতী হয়, তবে সেও ধর্ম্মপত্নীত্ব প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু পুত্র যদি না হয়, তবে তাহার 'ভোগিনী' সংজ্ঞা হইবে। দুর্ল্লভ ও সুনির্ম্মল ধর্ম্মপত্নীত্বরূপ যে ধর্ম্ম, উহা দ্বিতীয়াদি পত্নী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেই লাভ করিতে পারিবে, নতুবা নহে।৭৯-৮৪

জ্যেষ্ঠা ও দ্বিতীয়া পত্নী উভয়েই দীর্ঘকাল পুত্রপ্রসব না করিলে যদি জ্যেষ্ঠা দত্তক গ্রহণ করার পর দ্বিতীয়া পত্নী পুত্রবতী হয়, তাহা হইলে সেই পুত্রকেও ঔরসপুত্র বলা যাইবে না।৮৫-৮৬

কারণ, গ্রাহক পিতা পরশরীরোৎপন্ন হইলেও দত্তকপুত্রে যেহেতু 'অঙ্গাদঙ্গেত্যাদি' মন্ত্রের দ্বারা আত্মজত্ব অর্পণ করিয়াছেন, সেইহেতু দ্বিতীয়াদি পত্নীর গর্ভজাত হইলেও তাহাকে ঔরস বলা যাইবে না। কিন্তু সে সুতপুত্রাদি শব্দের দ্বারা অভিহিত হইলেও কামজ পুত্র হইবে।৮৭-৮৮

তস্মিন্ তিষ্ঠতি বাঢ়ং সা নৌরসত্বং প্রতিষ্ঠতি।
আত্মজত্বঞ্চ মুখ্যেন গৌণত্বেনাখিলং তু তৎ ॥৮৯
প্রতিষ্ঠত্যেব কিং তেন নৌরসেন সমো ভবেৎ।
জ্যেষ্ঠাদ্বিতীয়য়োরারাৎ পিত্রা পুত্রঃ কৃতঃ পরঃ ॥৯০
উপনীতস্ততো জ্যেষ্ঠা মৃতা তস্যাঃ ক্রিয়াঞ্চ সঃ।
অকরোদ্দত্তপুত্রস্তু ততঃ কালেন সা পরা ॥৯১
পুত্রং প্রাসূত সোঽয়ং চেদ্দত্তোঽন্যকুলজোঽপি সন্।
তৎসমাংশী ভবেদেব নাত্রকার্য্যা বিচারণা ॥৯২
জ্যেষ্ঠাদ্বিতীয়য়োরারাত্তাতেন চ স্বীকৃতঃ সুতঃ।
সগোত্রো বাঽসগোত্রো বা কৃতমৌঞ্জ্যাদিসৎক্রিয়ঃ ॥৯৩
মৃতা দ্বিতীয়া তস্যাস্তু চকার প্রেতকৃত্যকম্।
দত্তোঽয়ং স্বেন ধর্ম্মেন মৃতায়া মাতুরেব হি ॥৯৪
পশ্চাৎ কালেন সা জ্যেষ্ঠা প্রাসূত যদি পুত্রকম্।
সোঽপিপুত্রোঽপি তেনৈব তুল্য ইত্যেব সূরিভিঃ ॥৯৫
কথিতো হি মহাভাগৈস্তস্মাৎ কর্ম্ম তথাবিধম্।
তাদৃক্কর্ম্মকরো মুখ্যো ভবত্যেব তু তাদৃশম্ ॥৯৬
কর্ম্ম সদ্ভিঃ প্রকথিতং তৎকর্ত্তা দুর্বলোঽপ্যয়ম্।
প্রবলঃ সন্ন এব স্যাদৌরসেন সমোঽপ্যতঃ ॥৯৭
এবং সত্যত্র ভূয়শ্চ নিশ্চয়ং বচ্মি চৈককম্।
দত্তপুত্রাদদত্তপুত্রসন্নিধানে পিতৃক্রিয়া ॥৯৮
অদত্তপুত্রেণৈব স্যাৎ কর্ত্তব্যাঽন্যেন নৈব হি।

ধর্ম্মপত্ন্যাঃ প্রাবল্যম্

জ্যেষ্ঠপত্ন্যেব সা পত্নী ধর্ম্মপত্ন্যপি সা পরা ॥৯৯
মুখ্যা বৈদিককৃত্যানাং নান্যা তৎসদৃশী ভবেৎ।
ধর্ম্মপত্নীসমুদ্ভূত ঔরসশ্চাত্মজশ্চ সঃ ॥১০০
বংশোদ্ধরণকর্তৃত্বসর্বধর্ম্মসমাশ্রয়ঃ।
ন তৎসমঃ পরস্তাত্ত্ব তদন্যে কামজাঃ স্মৃতাঃ ॥১০১
সর্বে ধর্ম্মা ধর্ম্মপত্ন্যাঃ সকাশাৎ সম্ভবন্তি হি।
পাকযজ্ঞাঃ সপ্ত তেঽপি হবির্যজ্ঞাস্তথৈব চ ॥১০২

ধর্ম্মপত্নীর দত্তকপুত্রও যদি থাকে, তবে দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্রে ঔরসত্ব ও আত্মজত্ব মুখ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে না; গৌণভাবে আত্মজত্ব ও ঔরসত্ব তাহাতে অবস্থান করিলেও সেই পুত্র ঔরসপুত্রের তুল্য হইবে না। (পুত্রহীনা) জ্যেষ্ঠা ও দ্বিতীয়া পত্নীর সন্নিধানে যদি পতি দত্তক গ্রহণ করিয়া দত্তকের উপনয়ন-সংস্কার করে এবং তাহার জ্যেষ্ঠা পত্নীর মৃত্যু হওয়ায় ঐ দত্তক তাহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পাদন করে, তবে দ্বিতীয়া পত্নী পুত্রপ্রসব করিলেও অন্যকুলোৎপন্ন ঐ দত্তকও পিতৃধনে ঐ পুত্রের সমান অংশভাগী হইবে—এবিষয়ে অন্য কোন বিচার করা কর্ত্তব্য নহে।৮৯-৯২

(পুত্রহীনা) জ্যেষ্ঠা ও দ্বিতীয়া পত্নীর বর্ত্তমানে পতি যদি সগোত্র বা অসগোত্র কোন পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করে এবং তাহার উপনয়ন-সংস্কার করে এবং পরে দ্বিতীয়া পত্নীর মৃত্যু হইলে তাহার প্রেতকৃত্যাদি অনুষ্ঠান করে, তবে জ্যেষ্ঠা পত্নী তখন পুত্র প্রসব করিলেও দত্তক পিতৃধনে সেই পুত্রের তুল্য অংশভাগী হইবে—ইহাই বিদ্বান্‌গণের সিদ্ধান্ত।৯৩-৯৫

ইহাতে কর্ম্মেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। যে পুত্র মৃত পিতামাতার শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করিবে, তাহারই মুখ্যত্ব সূচিত হইবে। এজন্য দত্তক ঔরসপুত্র হইতে দুর্বল হইলেও পিতৃধনে তাহার শুধু শ্রাদ্ধাদি কৃত্যানুষ্ঠানপ্রযুক্ত ঔরসতুল্যতাই সিদ্ধ হইবে।৯৬-৯৭

ঐরূপ হইলেও এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যেস্থলে দত্তকপুত্র ও ঔরসপুত্র উভয়ে বর্ত্তমান থাকিবে, সেস্থলে পৈতৃককর্ম্মে ঔরসপুত্রেরই মুখ্য অধিকার, দত্তকের নহে।

ধর্ম্মপত্নীর শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন।

যিনি জ্যেষ্ঠপত্নী, তিনিই ধর্ম্মপত্নী, তিনিই বৈদিক কর্ম্মে মুখ্যাধিকারিণী; অন্য পত্নী কোন অবস্থাতেই তৎসদৃশী নহেন। ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত পুত্রই ঔরস ও আত্মজ পুত্র এবং সে-ই বংশোদ্ধারকারী ও সকল ধর্ম্মের আশ্রয়; অন্য পত্নীর পুত্রগণ কামজ পুত্র হওয়ায় কখনও তাহার তুল্য নহে।৯৮-১০১

সকল ধর্ম্মই ধর্ম্মপত্নীর নিকট হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাতপ্রকার পাকযজ্ঞ, হবির্যজ্ঞ, সপ্ত সোমসংস্থা,

সোমসংস্থাঃসপ্তসংস্থাঃ নিত্যনৈমিত্তিকাঃ সবাঃ।
সহস্রসংখ্যাঃ কাম্যাশ্চ যজ্ঞেষ্টিপশুকাদয়ঃ ॥১০৩
অহীনাঃ ক্রতবশ্চাপি সত্রান্তে বিবিধাঃ পুনঃ।
ধর্ম্মপত্ন্যনলাজ্জাতাস্তেষামৌপাসনস্য তু ॥১০৪
প্রথমঃ কথিতঃ সদ্ভিঃ মুখং প্রবর উত্তমঃ।
তৎসমো বিদ্যতে ভূয়ো মূলভূতশ্চ কারণম্ ॥১০৫
তাদৃশস্যাস্য করণং ধর্ম্মপত্ন্যেব মুখ্যভূঃ।
তদধীনা বহ্নয়ঃ স্যুস্তস্মাৎ সা সন্ধ্যয়োর্দ্বয়োঃ ॥১০৬
সীমাসন্ধিপ্রদেশেষু ন গচ্ছেদেব সর্বথা।
নদীপাথঃ পরং পারং ন গচ্ছেদেব সর্বথা ॥১০৭
যদি মোহেন সা গচ্ছেদ্ বহ্নয়ঃ সদ্য এব বৈ।
লৌকিকত্বং প্রাপ্নুবন্তি তস্মাত্তু সরিতং নদীম্ ॥১০৮
মহানদীমল্পনদীং যত্নান্নাতিক্রমেত বৈ।
নদ্যুত্তরণমাত্রেণ ধর্ম্মপত্ন্যা বিশেষতঃ ॥১০৯
পত্নীমাত্রস্য সামান্যাৎ সজাতেরপি কেবলম্।
পক্ষবন্তো বহ্নয়স্তে প্রদ্রবন্ত্যাশু তৎক্ষণাৎ ॥১১০

তস্মাদত্যল্পসলিলকুল্যাগোষ্পদমাত্রকাঃ।
সরিৎস্নানায় গন্তব্যা ন ভবেত্তু তথা কিল ॥১১১
যদি মোহেন সা পত্নী অত্যল্পসলিলামপি।
কুল্যারূপামতিস্বল্পবিশালাং পাদমাত্রতঃ ॥১১২
সুসন্তরেয়াং (?) হেলার্থং লঙ্ঘয়েচ্চ তু সর্বদা।
স্রবন্ত্যা অপি তাদৃশ্যাঃ পরে পারেঽতিবাল্যতঃ ॥১১৩
অপ্যেকপাদং পূর্বং বা নিক্ষিপেত্তাবতৈব হি।
পুনঃসন্ধানমিত্যুক্তং বহ্নেরস্যেতি তজ্জগুঃ ॥১১৪
ধর্ম্মপত্ন্যতিরিক্তানাং তাদৃশো নিয়মো ন হি।
সংসর্গহোমাৎ পরতঃ পত্নীনামিতি নিশ্চয়ঃ ॥১১৫
সংসর্গহোমো যাবত্তু ন কৃতঃ স্যাত্তদা পুনঃ।
তাবত্তু তাসাং সাগ্নীনামবনায়ায়মেব বৈ ॥১১৬
নিয়মঃ কথিতঃ সদ্ভিঃ সংসর্গাৎ পরতঃ পুনঃ।
এতাদৃশস্তু নিয়মস্ত্বত্যন্তাবশ্যকো ন তু ॥১১৭
তস্মাদ্ দ্বিতীয়াদি ভার্য্যা বিশেষাণাঞ্চ সানিশম্।
শরণং বিশ্রামস্থানং সর্ববৈদিককর্ম্মণঃ ॥১১৮

নিত্য ও নৈমিত্তিক যজ্ঞসমূহ, সহস্রসংখ্যক কাম্য যাগ, পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যজ্ঞ, অহীন ক্রতুসমূহ, বিবিধ প্রকার সত্রযাগ প্রভৃতি ধর্ম্মপত্নীর বিবাহাগ্নিতেই সম্পাদিত হয়। উত্তম প্রবরকে যেমন মুখ্য বলা হয় এবং এজন্য গোত্রতুল্য, তেমনই ধর্ম্মপত্নীর অগ্নিই ঔপাসনকর্ম্মের, মুখ্য অধিষ্ঠান। এজন্য ঐ অগ্নির কারণীভূতা ধর্ম্মপত্নীকেও ধর্ম্মের মুখ্য কারণ বলা হয়। এজন্য ধর্ম্মপত্নী অগ্নিরক্ষার নিমিত্ত কখনও উভয় সন্ধ্যায় অগ্নির সীমাসন্ধিস্থলে গমন করিবে না এবং নদীজলে অথবা নদীর পরপারে যাইবে না।১০২-৭

যদি মোহবশতঃ ধর্ম্মপত্নী ঐ সকল স্থানে গমন করে, তবে শ্রৌতাগ্নি তৎক্ষণাৎ লৌকিকাগ্নিতে পরিণত হইবে। এজন্য ধর্মপত্নী কখনও ক্ষুদ্র নদীই হউক আর মহানদীই হউক, তাহা অতিক্রম করিবে না। যদি সে ঐরূপ করে, তাহা হইলে পত্নীমাত্রের সাদৃশ্য ও সজাতীয়তাবশতঃ অগ্নিসমূহ পক্ষবিশিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে উড়িয়া যান।১০৮-১০

যদি মোহবশতঃ ধর্ম্মপত্নী অল্পজলা বা বহুজলা নদী বা কুল্যা (প্রণালী) অতিক্রম করে অথবা বিশাল নদীতে একপাদমাত্র স্থানেও সন্তরণ করে কিংবা হেলাপূর্বক স্রোতস্বতী নদী উল্লঙ্ঘন করিয়া পরপারে যায় বা উহার মধ্যে একপাদনিক্ষেপ করে, তবে পুনরায় তাহার পতিকে অগ্নির আধান করিতে হইবে। ধর্ম্মপত্নীভিন্ন অপর পত্নীগণের সম্বন্ধে ঐরূপ নিষেধ নাই। তবে সকল পত্নীর অগ্নিসমূহ ধর্ম্মপত্নীর অগ্নিতে সংসৃষ্ট করা হইলে তাহাদের সম্বন্ধেও ঐ নিষেধগুলি প্রযোজ্য হইবে।১১১-১৫

যে পর্য্যন্ত সংসর্গহোম করা না হয়, সেই পর্য্যন্ত ঐ সাগ্নিকের জন্য নিয়মগুলি অগ্নিরক্ষার জন্য বিহিত হইয়াছে; সংসর্গহোম করা হইলে পর ঐ নিয়মসমূহের পালন অত্যাবশ্যক নহে।১১৬-১৭

সুতরাং ধর্ম্মপত্নী দ্বিতীয়াদি পত্নীগণের পক্ষেও সর্বদাই পরম শরণ এবং সকল বৈদিক কর্মের বিশ্রামস্থল।১১৮

যদি ধর্ম্মপত্নী সমীচীনা (সজাতীয়া), সতী ও

যদি সা স্যাৎ সমীচীনা ধর্ম্মপত্নী সতী শিবা।
তয়া সমুত্তারিতাঃ স্যুঃ সর্বাভার্য্যাঃ পরাস্তু যাঃ ॥১১৯
যদি সা স্যাদপ্রগল্‌ভা কর্ম্মজ্ঞা কর্ম্মনাশনী।
ধর্ম্মস্য সিদ্ধির্ন স্যাদিত্যেবং ধর্ম্মমানসম্ ॥১২০
অথাপি তস্য যো বহ্নিঃ সদা রক্ষ্যশ্চ সূক্ষ্মতঃ।
স হি প্রধানো ধর্ম্মস্য মুখ্যশ্চৌপাসনঃ শিবঃ ॥১২১
তস্মিন্নেবৌপাসনেঽন্যবহ্নয়ঃ শাস্ত্রবর্ত্মনা।
সংযোজ্যাস্তদভাবে তু দ্বিতীয়াদ্যনলেঽল্পকে ॥১২২
স্থালীপাকং পিতৃশ্রাদ্ধমাধানং সোম এব বা।
কর্ত্তুং ন শক্যতেঽতীব কৃতং যদ্যকৃতং ভবেৎ ॥১২৩
প্রথমায়াং ধর্ম্মপত্ন্যাং দূরগায়াং কদাচন।
প্রাপ্তেষু শ্রাদ্ধকৃত্যেষু সদ্যঃ সন্ধানকর্ম্ম তৎ ॥১২৪
কৃত্বা তস্মিন্ বীতিহোত্রে তানি কর্মাণি চাচরেৎ।
দ্বিতীয়াদ্যনলেষ্বেবং বিদ্যমানেষু চেৎ পুনঃ ॥১২৫
অমন্ত্রকেণ হোতব্যং অন্যথা কর্ম্ম নশ্যতি।
কঞ্চিৎ কালং ধর্ম্মপত্নী স্বধর্ম্মেণ স্থিতা ততঃ ॥১২৬
চিত্তব্যামোহরুক্‌ক্রোধাঽপস্মারাদিকুবুদ্ধিভিঃ।
ভর্ত্তারমপি সংলঙ্ঘ্য ভ্রষ্টা তুচ্ছাতিচারিণী ॥১২৭
যাতা যদি তদা তস্যাস্তমগ্নিং ধার্য্যধর্ম্মতঃ।
বিদ্যমানং সমিন্নিষ্ঠমথবাত্মনি সংস্থিতম্ ॥১২৮
তত্তৎকালেষু সংপ্রাপ্তশ্রাদ্ধেষু চ তথা পুনঃ।
পিত্রোশ্চ মাতামহয়োর্দর্শাদিষু চ কৃৎস্নশঃ ॥১২৯
নিত্যনৈমিত্তিকেষ্বেবং স্থালীপাকেষু মন্ত্রতঃ।
হুত্বাজ্যং ব্যাহৃতিভির্বৈ সর্বচিত্তপ্রপূর্বকম্ ॥১৩০
তস্মিন্নেব প্রধানাগ্নৌ তানি কর্ম্মাণি চাচরেৎ।
অতিদুষ্টেতি যাবৎ সা ত্যজ্যতে মন্ত্রসংস্কৃতা ॥১৩১
তেনৈব বহ্নিনা দাহং প্রাপ্যতে ঘটতাড়নাৎ।
তাবত্তস্মিন্ পাবকে তু তদ্ভর্ত্তা পিতুরাব্দিকম্ ॥১৩২
স্থালীপাকং তথাধানং যচ্চান্যদপি বৈদিকম্।
সংপ্রাপ্তমখিলং কুর্য্যাদ্ বিবাহো যদি বা পুনঃ ॥১৩৩
ঘটপ্রহরণাভাবে কর্ত্তব্যত্বেন নিশ্চিতঃ।
তস্মিন্ বহ্নৌ বিদ্যমানে সমিধ্যাত্মনি বা সদা ॥১৩৪

মঙ্গলময়ী হ'ন, তবে তাঁহার দ্বারাই অপর পত্নীগণও উদ্ধার প্রাপ্ত হইবেন।১১৯

যদি ধর্ম্মপত্নী অপ্রগল্‌ভা, কর্ম্মে অজ্ঞা এবং কর্ম্মনাশিনী হ'ন, তবে গৃহীর ধর্ম্ম সিদ্ধ হয় না; কিন্তু তাহা হইলেও তাহার অগ্নিকে সযত্নে রক্ষা করিবে; কারণ, ঐ অগ্নিই ঔপাসনাদি সকল কর্ম্মে মুখ্য ও মঙ্গলময়।১২০-২১

সেই ঔপাসন অগ্নিতেই শাস্ত্রবিধি অনুসারে অন্য অগ্নিগুলি সংযোজিত করিবে; কারণ, দ্বিতীয়াদ পত্নীর অগ্নিতে স্থালীপাক, পিতৃশ্রাদ্ধ, আধান, সোমযাগ প্রভৃতি কিছুই করা যাইবে না, করিলেও উহারা অকৃতই থাকিবে।১২২-২৩

ধর্ম্মপত্নী যদি কখনও কোন কারণে দূরে গমন করেন এবং সেই সময় শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ নূতন অগ্নির আধান করত সেই অগ্নিতে শ্রাদ্ধাদি কৃত্য সম্পাদন করিবে; অথবা দ্বিতীয়াদি পত্নীর অগ্নিতেও অমন্ত্রক উহার অনুষ্ঠান করিবে; নতুবা কর্ম্ম নাশপ্রাপ্ত হইবে। ধর্ম্মপত্নী যদি কিছুকাল সাধ্বীভাবে অবস্থান করত (কামাদির দ্বারা) চিত্তের ব্যামোহ, রোগ, ক্রোধ, অপস্মার অথবা কুবুদ্ধিবশে, ভ্রষ্টা হইয়া পতিকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তবে সেই বিদ্যমান অগ্নিকে সমিধাহুতি দ্বারা সযত্নে রক্ষা করিবে; পিতা-পিতামহাদির শ্রাদ্ধাদিকাল ও নিত্য-নৈমিত্তিকাদি যজ্ঞকর্ম্ম উপস্থিত হইলে প্রথমে ব্যাহৃতি হোম করত ঐকর্ম্মগুলি পত্নীবিহীন হইয়াই অনুষ্ঠান করিবে; কারণ মন্ত্রসংস্কৃতা হইলেও অতিদুষ্টা নারীকে পরিত্যাগই বিধেয় এবং এইরূপ অবস্থায় পত্নীহীন হইয়াও কর্ম্মানুষ্ঠান করা চলিবে।১২৪-৩১

পরিত্যক্তা সেই ধর্ম্মপত্নীর মৃত্যু হইলে ঘটতাড়না-পূর্বক সেই অগ্নির দ্বারাই তাহার দাহ করা চলিবে। তাহার মৃত্যুর পূর্বপর্য্যন্ত সেই অগ্নিতে স্থালীপাক, আধান

বিদ্যমানং মন্ত্রমুখাৎ পুনঃ সন্ধ্যায় বা ততঃ।
তস্মিন্ বহ্নৌ বিবাহোঽয়ং দ্বিতীয়ো মন্ত্রপূর্বকঃ ॥১৩৫
কর্ত্তব্যত্বেন বিহিতো ন চেদ্বানন্তরং পুনঃ।
তস্মিন্নেব চ সংসর্গহোমং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি ॥১৩৬
কিমর্থমেবমিতি চেৎ সা ভ্রষ্টাপি তদুদ্ভবঃ।
বহ্নিঃ শিবো ন সন্ত্যাজ্য আত্মগাম্যেব বৈ যতঃ ॥১৩৭
সোঽয়মেব প্রধানোঽগ্নিঃ যজমানস্য কেবলম্।
গার্হস্থ্যদায়কঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মচর্য্যনিবারকঃ ॥১৩৮
প্রবলস্তেন কথিতস্তস্মিন্ সতি ততঃ শিবে।
মুখ্যাগ্নাবাত্মনি পরে তমনাদৃত্য কেবলম্ ॥১৩৯
বহ্নিং গার্হস্থ্যদং দিব্যং পত্নীপ্রদ্বেষতো জড়ঃ।
যদা পত্নী গতা ভ্রষ্টা তদা সোঽপি বিভাবসুঃ ॥১৪০
নষ্ট এবেতি নিশ্চিত্য দুর্বুদ্ধা শাস্ত্রবর্ত্ম তৎ।
অজ্ঞাত্বেব জড়ো জাড্যং প্রাপ্য দুষ্টধিয়া বৃথা ॥১৪১

দ্বিতীয়াগ্নিমুখাদ্ যদ্‌যৎ কর্ম্ম ভ্রান্ত্যা করোতি চেৎ।
ব্যর্থমেব ভবেন্নূনং ফলদং ন ভবেদপি ॥১৪২
শ্রদ্ধাদিত্যাগদোষায় পাত্রমেব ভবেদ্ধ্রুবম্।
সতি তস্মিন্ প্রধানাগ্নৌ বাত্মন্যত্রাশুশুক্ষণৌ ॥১৪৩
দ্বিতীয়াদ্যনলে লৌকিকত্বেনৈব সমে স্থিতে।
অমন্ত্রেণৈব হোতব্যে সমন্ত্রেণ কৃতং তু চেৎ ॥১৪৪
ব্যত্যয়েন কৃতং তচ্চ তুষ্ণীং ন প্রভবিষ্যতি।
পিত্রোঃ শ্রাদ্ধে তথা ব্যর্থে জাতে তৎপরমেব বৈ॥১৪৫
সদ্যশ্চণ্ডালতা সা স্যাদনিবার্য্যা সুরৈরপি।
পুনর্মোহেন তস্মিন্ বৈ দ্বিতীয়াদ্যনলেঽল্পকে ॥১৪৬
প্রাধান্যেনৈব নিশ্চিত্য তানি কর্ম্মাণি মোহতঃ।
কৃতানি চেদ্ বৈদিকানি কা বা তস্য গতির্ভবেৎ ॥১৪৭
আদাবেকাং গতিং কৃত্বা পূর্বাগ্নেঃ শাস্ত্রবর্ত্মনা।
স্বাকারং বা ন চেত্ত্যাগং পশ্চাৎ কুর্য্যাৎ সবাদিকম্॥১৪৮

এবং অন্যান্য কালপ্রাপ্ত বৈদিক কর্ম্মগুলি অবশ্যই অনুষ্ঠান করিবে। ভ্রষ্টা ধর্ম্মপত্নীর মৃত্যুর পর যদি ঐ অগ্নিতে শবদাহ ও ঘটপ্রহরণ করা না হইয়া থাকে এবং পুনরায় যদি বিবাহ কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চিত হয়, তবে উক্ত ধর্ম্ম পত্নীর অগ্নিতেই পুনরায় বিবাহ হইতে পারিবে অথবা আত্মাতে নিত্য-বর্ত্তমান অগ্নিকে মন্ত্র দ্বারা প্রজ্বালিত করিয়া কিংবা পুনরায় অগ্ন্যাধান করিয়া সেই অগ্নিতে মন্ত্রপূর্বক বিবাহ হইতে পারিবে।১৩২-৩৫

বিবাহ যদি কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চিত না হয়, তবে ঐ প্রধানাগ্নিতেই যথাবিধি সংসর্গ-হোম করিবে।১৩৬

"এ কিরূপ বিধি"? এইরূপ আশঙ্কার নিরসনকল্পে বলা হইতেছে—পরবর্ত্তীকালে ভ্রষ্টা হইলেও বিবাহকালে ভ্রষ্টা না থাকায় তৎকালগৃহীত অগ্নি—পত্নী ভ্রষ্টা হইলেও বিশুদ্ধ ও মঙ্গলময় থাকিবে। যেহেতু ঐ অগ্নি নির্দ্দোষ আত্মাতে বর্ত্তমান, সেইহেতু উহা পরিত্যাজ্য নহে এবং শ্রীমান্, গার্হস্থ্য-সম্পাদক ও ব্রহ্মচর্য্য-নিবারক ঐ অগ্নিই প্রধান এবং অপর অগ্নিসমূহ হইতে প্রবল বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং ঐরূপ গার্হস্থ্য-সম্পাদক দিব্য মুখ্য অগ্নি বর্ত্তমান থাকিতে কেবল পত্নীর প্রতি বিদ্বেষবশতঃ "ধর্ম্মপত্নী যখন ভ্রষ্টা হইয়াছে, সুতরাং তাহার অগ্নিও নষ্ট হইয়াছে" এইরূপ নিশ্চয় করত শাস্ত্রবিধির অজ্ঞতা-বশতঃ বুদ্ধির জড়তাপ্রযুক্ত দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি যদি উক্ত অগ্নিকে অবহেলা করিয়া দ্বিতীয়াদি পত্নীর অগ্নিতে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তাহার সেই কর্ম্ম ব্যর্থ হওয়ায় ফলদায়ক হইবে না এবং শাস্ত্রে শ্রদ্ধাহীন হওয়ায় অবশ্য সে দোষভাজন হইবে। উক্ত প্রধানাগ্নি বর্ত্তমান থাকিতে যদি আত্মনিষ্ঠ অগ্নিতে অথবা দ্বিতীয়াদি পত্নীর লৌকিকাগ্নিতুল্য অমন্ত্রক হোতব্য অগ্নিতে মন্ত্র-পূর্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তবে বিপরীতভাবে কৃত কর্ম্ম তুষ্ণীভাবেও প্রভাববিস্তার করিবে না এবং সেজন্য ঐ পিত্রাদি শ্রাদ্ধকর্ম্ম ব্যর্থ হইবে এবং তাহার ফলে সে তৎক্ষণাৎ দেবতাগণেরও অপ্রতীকার্য্য চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইবে। এখানে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে—পুনরায় যদি ঐ ব্যক্তি মোহবশতঃ দ্বিতীয়াদি পত্নীর অপ্রধান অগ্নিকে প্রধানাগ্নি মনে করিয়া উহাতেই সকল বৈদিক কর্ম্ম নির্বাহ করে, তাহা হইলে তাহার কি গতি হইবে? ইহার উত্তরে কোন কোন বেদজ্ঞ আচার্য্য বলেন—যে অগ্নিকে পূর্বে

ইত্যেবং কেচন প্রাহুরাচার্য্যা ব্রহ্মবাদিনঃ।
বস্তুতস্তত্র নিষ্কর্ষং প্রবদামি সুখায় বৈ ॥১৪৯
আত্মস্থং বৈদিকাগ্নিং তং ভ্রষ্টায়ৈ ন কদাচন।
দাতুং বৈ শক্যতে তূষ্ণীং দত্তশ্চেদাশুশুক্ষণিঃ ॥১৫০
তাদৃশায়ৈ শপত্যেনং ঘটধ্বংসাৎ পরং ক্রুধা।
সপ্রাণাং পতিতাং ভার্য্যাং সমুদ্দিশ্যৈব পাবকম্ ॥১৫১
শুদ্ধমাত্মৈকশরণং বুদ্ধিপূর্বং কথং শুচিম্।
দাতুমিচ্ছত্যয়ং মূঢ়ঃ মামিত্যেবং সুদুঃখিতঃ ॥১৫২
ভবত্যয়ং বায়ুসখা তস্মাত্তাং ঘটতাড়নে।
লৌকিকেন দহেদ্ বৈশ্বানরেণৈব ন চান্যতঃ ॥১৫৩
পশ্চাৎ পূর্বোত্থিতে বহ্নৌ স্বাত্মন্যেব স্থিতে শিবে।
দ্বিতীয়াসম্ভবং বহ্নিং সংসৃজ্য বিধিবত্ততঃ ॥১৫৪
তস্মিন্নেবানলে সর্বং কর্ম্মজাতং তু বৈদিকম্।
কুর্য্যাদেব বিধানেন ন চেদ্দোষো মহান্ ভবেৎ ॥১৫৫

দুশ্চারিত্র্যাৎ পূর্বমেব সমুদ্ভূতঃ সুতঃ শুভঃ।
নির্দোষ এব স্বীকার্য্যঃ সৈব ত্যাজ্যা মনীষিভিঃ ॥১৫৬
তদূর্দ্ধং চেৎ সমুদ্ভূতঃ তস্যা গর্ভাৎ তু শাবকঃ।
সতাং গ্রাহ্যস্তু ন ভবেদিতি বেদান্তশাসনম্ ॥১৫৭
ঘটপ্রহারাৎ পরতঃ তৎপ্রকৃত্যা চ তাং ততঃ।
দগ্ধ্বা শ্রাদ্ধং চ নির্বর্ত্ত্য সকৃদেব স্বয়ং ততঃ ॥১৫৮
শুদ্ধো ভবেন্নচেত্তূষ্ণীং স্থিতেঽস্মিন্ বৈ তথা কিল।
শ্রৌত-স্মার্ত্তাদিকৃত্যানাং নাধিকারী ভবেদয়ম্ ॥১৫৯
ভ্রষ্টায়াং পতিতায়াং বা স্বৈরিণ্যাং যদি দৈবতঃ।
জাতায়ামপি তৎপত্ন্যাং ত্যাগং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥১৬০
শাস্ত্রমার্গেণ বিধিনা তমগ্নিং পরিগৃহ্য বৈ।
ত্যক্ত্বা তাং বিধিনা পশ্চাদ্ ভূয়ো ধর্ম্মার্থমেব বৈ ॥১৬১
আহরেদ্ বিধিবদ্দারান্ অগ্নীংশ্চৈবাবিলম্বয়ন্।
পঞ্চাগ্নয়ো ব্রাহ্মণস্য পঞ্চ দারাশ্চ শাস্ত্রতঃ ॥১৬২

ধর্ম্মপত্নীর বিবাহের সময় শাস্ত্রানুসারে সংস্থাপিত করা হইয়াছে, হয় উহাকে স্বীকার করিতে হইবে নতুবা উহাকে ত্যাগ করত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবে। ১৩৭-৪৮

বস্তুতঃ এখানে যাহা নিষ্কৃষ্ট (সুমীমাংসিত) সিদ্ধান্ত হইবে, তাহাই সকলের কল্যাণের জন্য বলিতেছি, আত্মস্থ বৈদিকাগ্নি ভ্রষ্টা নারীর শবদাহের জন্য তূষ্ণীম্ভাবেও কখনও দিবে না। অগ্নিপ্রদান করিলেও ঐ ঘটধ্বংসের (যে ঘটে অগ্নি রাখা হয়, ঐ ঘটের ধ্বংসের) অনন্তর উক্ত ভ্রষ্টা পত্নী ও তাহার জীবিত পতিকে অগ্নি শাপ প্রদান করেন এবং "পরম পবিত্র আমাকে কেন বুদ্ধিপূর্বক ঐ ভ্রষ্টার শবদেহে প্রদান করা হইল"—এই বলিয়া অগ্নি অত্যন্ত দুঃখিত হ'ন। সুতরাং ভ্রষ্টা-নারীর শবকে ঐ অগ্নিতে দাহ না করিয়া লৌকিক অগ্নিতেই দাহ করিবে।১৪৯-৫৩

পরে পূর্বোত্থিত ঐ অগ্নিতে দ্বিতীয়াদি পত্নীর অগ্নিকে সংসৃষ্ট করিয়া ঐ সংসৃষ্ট অগ্নিতেই বিধিপূর্বক সকল বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, নতুবা মহান্ দোষ উৎপন্ন হইবে।১৫৪-৫৫

পত্নী দুশ্চরিত্রা হইবার পূর্বে যে পুত্র জন্মিয়াছে, সে পুত্র শুদ্ধ হওয়ায় তাহাকে গ্রহণ করিয়া ভ্রষ্টা-মাত্রকেই পরিত্যাগ করিবে।১৫৬

ভ্রষ্টা হইবার পর যদি ঐ পত্নীর কোন পুত্র উৎপন্ন হয়, তবে ঐ পুত্র গ্রাহ্য হইবে না—ইহাই বেদান্তের অনুশাসন।১৫৭

ঘটপ্রহারের পর সেই স্বাভাবিক রীতি অনুসারেই ভ্রষ্টা নারীকে দাহ করত একবারমাত্র উহার শ্রাদ্ধ করিয়া পতি শুদ্ধিলাভ করিবে; কিন্তু যদি শ্রাদ্ধাদি কিছুই না করিয়া তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করে, তবে ঐ দ্বিজ শ্রৌত ও স্মার্ত্তকর্ম্মে অধিকারী হইবে না।১৫৮-৫৯

যদি দুরদৃষ্টবশতঃ ধর্ম্মপত্নী ভ্রষ্টা, পতিতা বা স্বেচ্ছাচারিণী হয়, তবে আলস্য না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে; কিন্তু উহার অগ্নিকে বিধিপূর্বক রক্ষা করত ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত পুনরায় বিবাহ করিবে এবং অবিলম্বে অগ্নিও গ্রহণ করিবে। ১৬০-৬১

ব্রাহ্মণ শাস্ত্রবিধি অনুসারে স্বজাতীয় পাঁচটি পত্নী

স্বজাতৌ বিহিতাঃ সন্তিস্তেষু দারেষু ধর্ম্মতঃ।
ঋতুগাম্যেব তু ভবেত্তাদৃশেন হি কর্মণা ॥১৬৩
অয়ং ভবেদ্ ব্রহ্মচারী সদা নিত্যবিশেষণঃ।
প্রজার্থং মৈথুনং কুর্বন্ তাভিঃ সম্প্রার্থয়ন্নতি ॥১৬৪
পুনঃ কুর্বংস্তথা নাপি চ্যবতে ব্রহ্মচর্য্যতঃ।
ব্রহ্মচর্য্যৈকসংসিদ্ধিঃ পত্নীপঞ্চকসংস্থিতৌ ॥১৬৫
সিধ্যতে ব্রাহ্মণস্যৈব ঋতুকালাভিগামিতঃ।
স্ত্রীকামপূর্ত্তিকরণাদ্ ব্রহ্মচর্য্যং কদাচন ॥১৬৬
ক্ষয়মাপ্নোতি নৈবেতি তে প্রাহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ।
পত্নীনাং করণং প্রোক্তং পঞ্চানাং স্যাৎ কৃতে যুগে ॥১৬৭
চাতুর্বর্ণ্যবিবাহোঽপি মাসেন শ্রাদ্ধসৎক্রিয়া।
অশ্বালম্ভো গবালম্ভো ভার্য্যান্তরপরিগ্রহঃ ॥১৬৮
দেবরাদিসুতোৎপত্তির্বিধবাগর্ভধারণম্।
এবমাদীনি চান্যানি কর্ম্মাণি ন কলৌ ক্ষিতৌ ॥১৬৯

॥ দ্বাদশবিধপুত্রাঃ ॥

প্রশস্তানীতি নোচুর্হি তথা দ্বাদশপুত্রকান্।
তত্রাদৌ ক্ষেত্রজো দুষ্টঃ স্বপত্ন্যামন্যসম্ভবঃ ॥১৭০
সগোত্রেণেতরেণাপি তাবুভৌ শাস্ত্রনিন্দিতৌ।
স্বস্মিন্ ব্যাধ্যাদিনা গ্রস্তে সতি সান্যেন সঙ্গতা ॥১৭১
যেন কেনচিদজ্ঞাতা গর্ভং ধৃত্বা রহস্যতি।
প্রসূতে যং সুতং সোঽয়ং সুতো গূঢ়জনামকঃ ॥১৭২
পিতৃমাত্রেণ সংজ্ঞাতজননো ব্যভিচারজঃ।
পিতৃণাং সর্বনরকপ্রদঃ পাপালয়ঃ খলঃ ॥১৭৩
বন্ধবন্ধুপ্রভেদেন দ্বিবিধোঽয়ঞ্চ কথ্যতে।
যা বিবাহাৎ পূর্বমেব জারসঙ্গতিতঃ কিল ॥১৭৪
গর্ভে ধৃতেঽথ তচ্চিহ্নৈর্জ্ঞাত্বা সত্বরমেব বৈ।
বিবাহিতাৎ পিতৃভ্যাং হি দত্ত্বা বৈ যস্য কস্যচিৎ ॥১৭৫
অকীর্ত্ত্যেকভয়াৎ সদ্যঃ সা প্রসূতে তু যং সুতম্।
কানীন ইতি বিখ্যাতঃ পুনশ্চায়ং তথা পরঃ ॥১৭৬
প্রকারান্তরতঃ প্রোক্তঃ সুতে কন্যৈব যং সুতম্।
সোঽয়ং তথাবিধশ্চাপি প্রথিতস্তেন দুর্জ্জনিঃ ॥১৭৭

গ্রহণ করিতে পারিবে। ঋতুকালে পত্নীগণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত হইয়া গৃহস্থ যদি পত্নীতে গমন করে, তবে গৃহস্থ ব্রহ্মচর্য্য হইতে চ্যুত হয় না ; কারণ, পুত্রোৎপাদনের জন্য প্রার্থিত হইয়া ঋতুকালমাত্রে পত্নীগণের মাত্র কামনা-পূর্ত্তির জন্য পুনঃ পুনঃ অভিগমন করিলেও উহাতে গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয় না—ইহা ব্রহ্মবাদীগণ বলিয়াছেন। স্বজাতীয় পাঁচটি পর্য্যন্ত পত্নীগ্রহণের কথা যাহা বলা হইয়াছে, উহা সত্যযুগের জন্যই বিহিত বুঝিতে হইবে।১৬২-৬৬

কারণ চতুর্বর্ণের স্ত্রীগ্রহণ, মাংসের দ্বারা শ্রাদ্ধ, অশ্বালম্ভ (অশ্বমেধ-যজ্ঞ), গবালম্ভ (গোমেধ-যজ্ঞ), দ্বিতীয়ভার্য্যা-গ্রহণ (প্রথমপত্নীর জীবিতাবস্থায়), দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন, বিধবার গর্ভধারণ অর্থাৎ বিধবার বিবাহ এই সকল কর্ম্মই কলিযুগের জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। ১৬৭-৬৯

দ্বাদশবিধ নিন্দিত পুত্র

ঐ কর্ম্মগুলি যেমন কলিযুগে নিন্দনীয়, তেমনই বক্ষ্যমাণ দ্বাদশপ্রকার পুত্রও সর্বদাই নিন্দনীয়। প্রথম দুষ্টপুত্র হইতেছে ক্ষেত্রজ-পুত্র ; নিজের পত্নীতে অন্যের দ্বারা উৎপন্ন পুত্রকেই ক্ষেত্রজ পুত্র বলে।১৭০

এই ক্ষেত্রজ-পুত্র আবার সগোত্র ও অসগোত্রজনক-ভেদে দুই প্রকার। পতি ব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত অবস্থায় স্ত্রী গোপনে অন্যের সহিত সঙ্গতা হইলে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, উহাকে গূঢ়জ পুত্র বলে।১৭১-৭২

পতির জ্ঞাতসারে অন্যের সহিত ব্যভিচারের দ্বারা পত্নীতে উৎপন্ন পুত্রকে ব্যভিচারজ পুত্র বলে। ঐ পাপিষ্ঠ খলপুত্র পিতৃপুরুষগণের নরকপ্রাপ্তির কারণ। এই ব্যভিচারজ পুত্র আবার বন্ধু (পিসতুত ও মাসতুত ভাই প্রভৃতি) ও অবন্ধুজনকভেদে দ্বিবিধ। যে নারী বিবাহের পূর্বেই জারসঙ্গবশতঃ গর্ভধারণ

তন্মাতা পতিতা পশ্চাদ্ যস্য কস্য বিবাহিতা।
কুলঘ্ন্যসচ্চরিত্রা সা গুহ্যপাপাতিনিন্দিতা ॥১৭৮
তুচ্ছেন যেন কেনাপি ভর্ত্তৃরূপেণ সঙ্গতা।
তজ্জায়াপতিভাবঞ্চ পশ্যতাং ধারয়ন্ত্যপি ॥১৭৯
প্রসূতে তং সুতং চাপি স্বীকৃত্য চ ততঃ পুনঃ।
পালয়ন্ত্যপি নির্দুষ্টপুত্রবৎ পৃথিবীতলে ॥১৮০
সাধ্বীষু চ সতীষ্বেবাহং কাচিদিতি বাদিনী।
স্বসুতানাং সৎকুলেষু বহুকালে গতে শনৈঃ ॥১৮১
দূরদেশস্থিতৈর্বন্ধুজাতৈঃ সম্বন্ধ্যমায়য়া।
বিদ্যমানাতিচপলা তেন পুত্রেণ সৎকুলান্ ॥১৮২
মহাত্মানো নাশয়ন্তী তৎপুত্রস্তাদৃশো হ্যয়ম্।
কানানস্তুপরঃ পাপী নিন্দিতো ব্রাহ্মণোত্তমৈঃ ॥১৮৩
অক্ষতায়াং ক্ষতায়াঞ্চ জাতৌ সুদুর্ভগৌ মতৌ।
তৌ চাপি নিন্দিতৌ পাপৌ পুত্রবাহ্যৌ
প্রকীর্ত্তিতৌ॥১৮৪
অকীর্ত্তিকারকৌ বন্ধুজনানাং দূষিতৌ খলৌ।
অতিনৈচ্যং গতৌ হেয়ৌ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রদূষিতৌ ॥১৮৫
পিতৃদোষৈকজনকৌ ন যোগ্যৌ যস্য কস্যচিৎ।

দত্তস্যৌরসসমভাগঃ।

দত্তঃ পিতৃভ্যাং দত্তাখ্যঃ সাপেক্ষাভ্যাঞ্চ সন্বিধঃ।
তথৈব নিরপেক্ষাভ্যাং তত্রাদ্যস্তু তুরীয়ভাক্।
তত্তো যো নিরপেক্ষাভ্যাং সকাশাৎ পালকস্য বৈ॥১৮৬
সোঽয়ং বৈ সমভাগী স্যাৎ পশ্চাজ্জাতৌরসেন বৈ।
দম্পত্যোরেব তদ্দানেঽধিকারস্তৎপ্রতিগ্রহে ॥১৮৭
দম্পত্যোরেব নান্যস্য যতের্বা ব্রহ্মচারিণঃ।
অকলত্রস্থ-তৎসামীপ্যমকলত্রস্য চ বা তথা ॥১৮৮

করিয়াছে, বিবাহের পর গর্ভলক্ষণদর্শনে তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহার পিতামাতার নিকট অথবা অন্য কাহারও নিকট অকীর্ত্তির ভয়ে প্রদান করিলে তদবস্থায় সেই নারীর গর্ভজাত সন্তানকে কানীন-পুত্র বলে। এইরূপ কন্যাবস্থায় অন্যপ্রকারে অর্থাৎ দেবতা প্রভৃতির দ্বারা উৎপন্ন পুত্রকেও কানীনপুত্র বলে; ঐ পুত্র ইহলোকে 'দুর্জনি' বলিয়া খ্যাত হয়।১৭৪-৭৭

ঐ কানীন পুত্রের জননীও পরে অন্য কাহারও সহিত বিবাহিতা হইলে পতিতাই হইবে। বাহিরে সচ্চরিত্রার মত অবস্থান করিয়া গুহ্যপাপকারিণী কুলঘ্নী এবং অতিনিন্দিতা কোন নারী যদি অতিতুচ্ছ যে কোন একটি পুরুষের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীভাবে বাস করত কোন পুত্র প্রসব করে এবং তাহাকেই নিজ পুত্র বলিয়া স্বীকার করত নির্দোষ পুত্রবৎ পালন করিয়া বহু দিন পরে দূরদেশস্থিত আত্মীয়স্বজনের সহিত পুত্রের দ্বারা সম্বন্ধ স্থাপন করত অতিচপলা হইয়াও সাধ্বীর মত অবস্থান করে, সেই নারী ঐ পুত্রের দ্বারা সমস্ত কুলকে নাশ করিয়া থাকে। পূর্বোক্ত কানীন পুত্রও ঐপুত্রতুল্য পাপী—ব্রাহ্মণোত্তমগণের দ্বারা অতিনিন্দিত।১৭৮-৮৩

অতিবাল্যে বিবাহিতা নারী ক্ষতযোনি অথবা অক্ষতযোনি অবস্থায় অন্যপুরুষের সংসর্গে যে দ্বিবিধ পুত্র প্রসব করে, ঐ পুত্রদ্বয় পাপিষ্ঠ, নিন্দিত ও পুত্রবাহ্য হইবে। উহারা আত্মীয়স্বজনের অকীর্ত্তিকারী, দূষিত, খল, অতিনীচ, হেয়, ধর্ম্মশাস্ত্রদৃষ্টিতে দোষযুক্ত এবং পিতার দোষমাত্রেরই উৎপাদনকারী হইবে; এজন্য উহারা পুত্রনামের যোগ্য নহে। সাপেক্ষ (অর্থাকাঙ্ক্ষাদি প্রযুক্ত) দম্পতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত যে দত্তক, সে পালক-পিতার ধনে ঔরসপুত্রের চতুর্থভাগ এবং নিরপেক্ষ দম্পতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত দত্তক ঔরসপুত্রের সমান ভাগ পাইবে। জীবিত দম্পতিরই পুত্রের দান বা প্রতিগ্রহে অধিকার।১৮৪-৮৭

দম্পতিরই দত্তকপুত্রগ্রহণে বা দানে অধিকার আছে; অন্যের নহে। যতি (সন্ন্যাসী), ব্রহ্মচারী, অবিবাহিত স্নাতক, বিবাহিত হইয়া স্ত্রীসান্নিধ্যশূন্য, বিধবা, বানপ্রস্থ, অশুচি (জাতাশৌচী), অনুপনীত, মৃতাশৌচী এবং ব্রতস্থ ইহাদের পুত্রদানে বা পুত্রগ্রহণে অধিকার নাই। যদি ইহারা কখনও কোন পুত্র দান বা গ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ পুত্র বিক্রীত পুত্র বলিয়া গণ্য হইবে।

বিধবায়া নাধিকারঃ প্রদানগ্রহণেঽপি বা।
বানপ্রস্থস্যাশুচের্বানুপনীতেঃ কদাচন ॥১৮৯
তদ্বৎসূতকিনশ্চাপি ব্রতিনো নাধিকারতা।
বিক্রীতঃ কথিতশ্চৈবং পিতৃভ্যাং তাদৃশৈরপি ॥১৯০
নির্বাহকেণ জ্যেষ্ঠেন পিতৃব্যেন তথৈব চ।
পিতামহেন তৎপত্ন্যা তথা মাতামহেন চ ॥১৯১
স্বয়ং ক্রীতশ্চ কথিতঃ পুত্রঃ কৃত্রিমসংজ্ঞিকঃ।
স্বয়ংদত্তস্তু দত্তাত্মা স্বপোষণপরঃ খলঃ ।১৯২
সহোঢ়জস্তথাপ্যন্যপুত্রঃ শাস্ত্রৈকনিন্দিতঃ।
গর্ভে বিয়োন্যঙ্গহেতুঃ পিতৃণাং নরকপ্রদঃ ॥১৯৩
স কানীনঃ পুনরপি সগোত্রেণ সমুদ্ভবঃ।
অতিপাপী স চণ্ডালাদধিকোঽস্পৃশ্য এব সঃ ॥১৯৪
স্মরণীয়ো ন বাচ্যোঽয়ং বংশমজ্জনকারকঃ।
অপুত্রেণ পরক্ষেত্রে নিয়োগোৎপাদিতঃ সুতঃ ॥১৯৫
উভয়োরপ্যসৌ রিকৃথী পিণ্ডদাতা চ ধর্ম্মতঃ।
হৈন্যন্যঙ্গৈকনিলয়ঃ পুত্রোঽয়ং কশ্চন স্মৃতঃ ॥১৯৬

ঐরূপ অনধিকারী ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত পুত্রকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতৃব্য, পিতামহ, পিতামহী এবং মাতামহ সকলেই বিক্রীত কৃত্রিমপুত্র বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। স্বীয় ভরণপোষণের নিমিত্ত যে পুত্র স্বয়ং নিজেকে পুত্ররূপে বিক্রয় করে, সেই সহোঢ়জ খলপুত্র শাস্ত্রমাত্র-নিন্দিত, বংশের নীচতা সম্পাদক অর্থাৎ অমর্য্যাদাকর এবং পিতৃপুরুষগণের নরকপ্রদ ।১৮৮-৯৩

পূর্বোক্ত কানীন পুত্র যদি সগোত্রের দ্বারা উৎপাদিত হয়, তবে সেই কানীন পুত্র অতি পাপিষ্ঠ এবং চণ্ডাল হইতে অধিক অস্পৃশ্য; বংশের নিমজ্জন-কারী ঐ পুত্রের স্মরণ ও উহার সহিত বাক্যালাপও নিষিদ্ধ। অপুত্রক কর্ত্তৃক পরক্ষেত্রে নিয়োগের দ্বারা উৎপাদিত যে পুত্র, সে অপুত্রক ও ক্ষেত্রী উভয়েরই ধর্ম্মতঃ পিণ্ডদাতা ও ধনভাগী হইবে; কিন্তু ঐ পুত্র উভয়েরই কুলের হীনতা সম্পাদন করিবে ।১৯৪-৯৬

পিতৃভ্যাং যঃ সমুৎসৃষ্টো মহাদোষসমুদ্ভবঃ।
গ্রাহকেণ স্বীকৃতো যঃ সোঽপবিদ্ধ ইতীরিতঃ ॥১৯৭
ত এতে নিখিলাঃ পুত্রাঃ সূত্রকারৈর্মহাত্মভিঃ।
দুঃখাদনঙ্গীকৃতাঃ স্যুঃ মহান্যায়ৈকসম্ভবাঃ ॥১৯৮
চরমস্ত্বপবিদ্ধস্তু কৃতাকৃত ইতীরিতঃ।
তস্মাদ্ দ্বাবেব তৌ প্রোক্তৌ তনয়ৌ
শাস্ত্রবিশ্রুতৌ ॥১৯৯
নরকোত্তারকৌ সদ্যো জন্মনৈব ন কর্ম্মণা।
আত্মজশ্চাপি দৌহিত্রঃ সমানৌ পৈতৃকেঽনিশম্ ॥২০০
কদাচিদধিকশ্চাপি দৌহিত্রস্তনয়াদতি।
দৌহিত্রাত্তনয়স্তদ্বদধিকঃ কেষু কর্ম্মসু ॥২০১
ঔরসো ধর্ম্মপত্নীজস্তৎসমঃ পুত্রিকাসুতঃ।
পুত্রভাবো যস্য বা স্যাৎ কাদাচিৎকেন কারণাৎ ॥২০২
পুত্রসংগ্রহণং সদ্যঃ কর্ত্তুমাশু ন শক্যতে।
চিরকালপ্রতীক্ষাদৌ তৎপিত্রোঃ কামপূরণম্ ॥২০৩

মহাদোষসমুদ্ভূত জানিয়া দম্পতি যদি অন্যকে স্বপুত্র দান করে, তবে অন্য কর্ত্তৃক গৃহীত ঐ পুত্র 'অপবিদ্ধ' নামে অভিহিত হইবে।১৯৭

পূর্বোক্ত সকলপ্রকার পুত্রকেই সূত্রকার মহর্ষিগণ—অতিদুঃখেও পুত্ররূপে অঙ্গীকারের অযোগ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে যে চরম অপবিদ্ধ, উহাকে 'কৃতাকৃত' বলা হইয়াছে অর্থাৎ পুত্র হইলেও অপুত্রবৎ বলা হইয়াছে। এজন্য আত্মজ ও দৌহিত্র এই দুইপুত্রকেই শাস্ত্রকারগণ পুত্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই দুই পুত্র জন্মমাত্রই পিতৃপুরুষগণকে নরক হইতে উদ্ধার করে; কোন কর্মসম্পাদনের প্রয়োজন হয় না, সুতরাং ইহারাই পৈতৃককর্ম্মে সমান অধিকারী। কোন কোন কর্ম্মে পুত্র হইতেও দৌহিত্র অধিক, আবার কোন কোন কর্ম্মে দৌহিত্র হইতেও পুত্র অধিক হইয়া থাকে। ধর্ম্মপত্নীর পুত্রকেই ঔরসপুত্র বলা হইয়াছে। পুত্রিকাপুত্র ঔরসপুত্রের তুল্য, কেননা 'কন্যার গর্ভজাত পুত্র আমার পুত্র হইবে' এইরূপ অঙ্গীকার করাইয়াই কন্যাকে প্রদান করা হইয়াছে।১৯৮-২০২

তৎপ্রার্থিতপ্রদানস্য শপথোক্ত্যাদিকস্ততঃ।
জনানাং পুরতো হোমঃ পশ্চাচ্ছপথবাচনম্ ॥২০৪
তস্যৈতস্য তু কৃৎস্নস্য তত্তৎকালে শনৈঃ শনৈঃ।
অত্যন্তদুঃখং সুক্রূরমনুভূয় সভার্য্যকঃ ॥২০৫
তং সংগৃহ্য বিধানেন জাতকর্মাদিকঞ্চ তৎ।
কৃত্বোৎসবো ননু ভূয়স্তস্য মৌঞ্জ্যাদিষু স্বয়ম্ ॥২০৬
পশ্চাজ্জাতে ধর্ম্মপত্ন্যাং তনয়ে বা তদৈব বৈ।
দ্বিতীয়ায়াং তৃতীয়ায়াং স্বকীয়োৎপত্তিমাত্রতঃ ॥২০৭
পূর্বকালগৃহীতং তং কুমারং শুদ্ধচেতসম্।
অপি তূষ্ণীং দ্বেষ্টি কিল তস্মাদন্যসুতং হঠাৎ ॥২০৮
সংগৃহ্য চোভয়ত্রাপি ভ্রষ্টং কৃত্বা স্বয়ং ততঃ।
অত্যন্তপাতকাবাস-মিথ্যাবাক্যবিশেষবান্ ॥২০৯
সমুদ্দিশ্য দিবারাত্রং প্রলপন্ দুর্মনাঃ পরম্।
রাজাজ্ঞাপাত্রভূতৈশ্চ সজ্জনৈরতিদূষিতঃ ॥২১০
সংলঙ্ঘ্য মিত্রবাক্যানি বন্ধুবাক্যানি ভূরিশঃ।
তৃণীকুর্বন্ দুষ্টবাক্যসহস্রেণায়মল্পকঃ ॥২১১
তুচ্ছো দুষ্যঃ প্রভবতি তন্মধ্যে চ পুনঃ পুনঃ।
তাড়িতো ধিক্কৃতো রাজকীয়ৈঃ পুম্ভিঃ প্রদূষিতঃ ॥২১২
হেয়ভূতশ্চ ভবতি তস্মাৎ পুত্রস্য সংগ্রহম্।
প্রকুর্বন্ত্যেব বিদ্বাংসঃ পুত্রাভাবে তু মুখ্যতঃ ॥২১৩
দৌহিত্রে সতি সোঽয়ং স্যাৎ পুত্রতুল্যস্ততোঽধিকঃ।
ন তস্য হোমঃ কর্ত্তব্যো গ্রহণং ন চ মন্ত্রতঃ ॥২১৪
ক্রিয়াঃ কাশ্চিন্ন সন্ত্যত্র জাতকর্মাদিকাঃ পরাঃ।
তনয়োৎপত্তিসময়ে স্বর্ণদানাদিকং পরম্ ॥২১৫
যদ্যত্তদেতদখিলং যত্নসাধ্যং ন বিদ্যতে।
স বা নূনং কৃতে কিঞ্চিৎ পুনরপ্যতিবার্দ্ধকে ॥২১৬
অস্যৈব পুরতো দৈবাৎ পুত্রে জাতেঽথবা তদা।
জাতং তমেনং দৌহিত্রো মাতুলো মম সম্প্রতি ॥২১৭

দত্তকগ্রহণ সহসা করিবে না। বহুকাল প্রতীক্ষা করিয়াও যদি পুত্র না জন্মে, তখন দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবে। কারণ, দাতা গ্রহীতাকে শপথ করাইয়া পুত্র দিবেন এবং গ্রহীতাকেও সর্বসমক্ষে হোম ও পরে 'স্বকীয়ধনভাগে কোন বৈষম্য করা হইবে না' এইরূপ শপথ করিয়াই পুত্রগ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রকার নানারূপ দুঃখকর ব্যাপার থাকায় দীর্ঘকাল পুত্রাভাবজনিত দুঃখভোগ করিয়া তবে পত্নীর সহিত বিধিপূর্বক পুত্রগ্রহণ করিবে। পুত্রগ্রহণ করিয়া উহার জাতকর্ম্ম, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়নাদি সংস্কার করিবে।২০৩-৬

দেখিতে পাওয়া যায়—ঐরূপভাবে যথারীতি পুত্রগ্রহণ করিলেও পরবর্ত্তীকালে নিজের ধর্ম্মপত্নী অথবা দ্বিতীয়াদি পত্নীর গর্ভে স্বকীয় পুত্র উৎপন্ন হইলে ঐ গ্রাহক-পিতাই দত্তকপুত্রকে আত্মজ-সন্তান হইতে পৃথক্ মনে করিয়া হঠাৎ মনে মনে দ্বেষ করিতে আরম্ভ করে।২০৭-৮

সেইহেতু গৃহীত অন্যপুত্রকে জনককুল ও গ্রহীতৃকুল হইতে ভ্রষ্ট করিয়া স্বয়ং নরকবাসী ও মিথ্যাবাদীরূপে পরিচিত হয়। সেই পুত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া ঐ দুর্ম্মনাঃ দিবারাত্র প্রলাপোক্তি করে। অনেক সময় এরূপ দেখা যায় যে, তাহার ঐরূপ মনোবৃত্তি-দর্শনে সজ্জনগণ, রাজপুরুষবৃন্দ, মিত্র ও বন্ধুগণ তাহাকে বুঝাইলে এবং নিন্দা করিলেও সে সকলের কথা তৃণবৎ অগ্রাহ্য করিয়া ঐ দত্তকপুত্রের প্রতি দুর্বাক্য ও দুর্ব্যবহার প্রয়োগ করিয়া থাকে এবং তাহার ফলে সেই ব্যক্তি রাজকীয় পুরুষগণের দ্বারা লাঞ্ছিত ও ধিক্কৃত হইয়া অবস্থান করে।২০৯-১২

এজন্য বিদ্বান্‌গণ কোনরূপ পুত্রজন্মিবার সম্ভাবনা না থাকিলেই দত্তকগ্রহণ করিবে। দৌহিত্র পুত্রতুল্য বা পুত্র হইতেও অধিক হওয়ায় তাহার গ্রহণে মন্ত্র প্রয়োজনীয় নহে, হোমও প্রয়োজনীয় নহে।২১৩-১৪

দৌহিত্রের দ্বারা মাতামহাদির পিণ্ডদান যেমন নির্বাহিত হয়, তেমনই অনেক ব্যয়ও করিতে হয় না, যেমন জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া ও স্বর্ণদানাদির ব্যয় মাতামহকে করিতে হয় না।২১৫

এই দৌহিত্র বর্ত্তমানে অতিবার্দ্ধক্যে যদি মাতামহের কোনও পুত্র জন্মে, তথাপি কোন অনর্থের সম্ভাবনা নাই; কারণ, ঐ দৌহিত্র 'আমার একটি মাতুল হইয়াছে'

সঞ্জাত ইতি সন্তোষপূর্ব্বকং তোষয়িষ্যতি।
তয়োশ্চিত্তং স্ববন্ধূনাং পশ্চাজ্জাতোঽপ্যয়ং
শিশুঃ ॥২১৮
সঞ্জাতমাত্রঃ পরমঃ সর্বপ্রাণেন সন্ততম্।
প্রপালয়তি স্বপ্রাণাধিকতো মানয়ন্নতি ॥২১৯
মানিতঃ পালিতঃ সম্যক্ তেনৈবং সতি সোঽপ্যতি।
প্রীত্যৈব সততং পশ্যন্ প্রতিষ্ঠত্যেব সর্বদা ॥২২০
তস্মাদ্ দৌহিত্রতুলিতো নাস্তি পুত্রো জগৎত্রয়ে।
দৌহিত্রে সতি পুত্রপ্রতিগ্রহাভাবঃ।
দৌহিত্রোৎপত্তিমাত্রেণ তৎকুলদ্বয়সম্ভবাঃ ॥২২১
উত্তারিতাঃ সদ্য ইব ভবেয়ুর্নাত্র সংশয়ঃ।
তামভ্যনুজ্ঞাং ভার্য্যায়াঃ পুত্রসংগ্রহহেতবে ॥২২২
ন দদ্যাৎ সতি দৌহিত্রে ম্রিয়মাণঃ স্বয়ংপতিঃ।
আপন্নিবারকঃ সোঽয়ং আপৎসাপুত্রশূন্যতা ॥২২৩
এক এব ভবেন্নূনং দুহিতাতনয়োঽখিলৈঃ।
দৌহিত্রে সতি পুত্রস্য গ্রহণং ন সমাচরেৎ ॥২২৪

জানিয়া আনন্দিতচিত্তে মাতুল ও মাতামহের চিত্তকে তোষিত করিবে।২১৬-১৮

পরবর্ত্তীকালে উৎপন্ন হইলেও ঐ শিশু জন্মিবামাত্রই নিজ জ্ঞাতিগণেরও আনন্দবর্দ্ধন করিবে এবং সকলের প্রাণাধিক হইয়া সকলকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক পালন করিবে। এইরূপে ঐ পুত্র কর্ত্তৃক সম্মানিত ও পালিত হইয়া বৃদ্ধপিতাও (দৌহিত্রের মাতামহ) সর্বদা অত্যন্ত আনন্দ ও প্রতিষ্ঠালাভ করিবেন।২১৯-২০

দৌহিত্র বর্ত্তমানে পুত্র-প্রতিগ্রহে নিষিদ্ধ

সুতরাং ত্রিভুবনে দৌহিত্রতুল্য কোন পুত্র নাই। দৌহিত্রের উৎপত্তিমাত্রই পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় কুলই উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়—ইহাতে সংশয় নাই। সুতরাং দৌহিত্র বর্ত্তমান থাকিতে মুমূর্ষু পতি ও পত্নীকে দত্তক-পুত্রগ্রহণে অনুমতি দিবেন না; কারণ দৌহিত্রই আপদ্ হইতে উদ্ধার করে এবং আপৎকালে পুত্রশূন্যতা পূরণ করে। সুতরাং দৌহিত্র বর্ত্তমানে দত্তকগ্রহণ বিধেয় নহে।২২১-২৪

অজাতপুত্রস্তেনৈব পুত্র্যেয়ং ধর্ম্মতো মতঃ।
অবিভক্তো জ্ঞাতিভির্যস্ত্বপুত্রো দৈবযোগতঃ ॥২২৫
মৃতশ্চেত্তস্য তে সর্বে তন্মুখেনৈব তৎক্রিয়াঃ।
মন্ত্রৈঃ কারয়িতব্যাঃ স্যুরন্যথা পাপভাগিনঃ ॥২২৬
জ্ঞাতয়ঃ প্রভবন্ত্যেব তৎক্রিয়ামাত্রতোঽস্য বৈ।
তদ্দ্রব্যভাক্ত্বং ন ভবেদবিভক্তা যতস্তু তে ॥২২৭
বিভক্তাস্তে খলু তদা ভবেয়ুর্যদি তেন বৈ।
পূর্বং মৃতে ন চেত্তেষাং জ্ঞাতীনাং তু ন কিঞ্চন ॥২২৮
লেশমাত্রং হি কিমপি ধর্ম্মতো ন ভবেদ্ ধ্রুবম্।
দ্রব্যং মৃতস্য যদ্বা তৎসর্বং পুত্রীসুতস্য বৈ ॥২২৯
স্বীয়মেব ভবেন্নূনং তস্মাজ্জাতেঽখিলা ভুবি।
দৌহিত্রে ভগ্নমনসঃ নষ্টকামা গতশ্রিয়ঃ ॥২৩০
ভবন্তি কিল ভূয়োঽপি কেচিদ্দুষ্টজনাস্তরাম্।
পরদ্রব্যাপহর্ত্তারো নিত্যচৌর্য্যৈকবৃত্তয়ঃ ॥২৩১
কথং জ্ঞাতের্বিভক্তস্য ধনং তূষ্ণীং দুরাশয়াঃ।
কদা কেন হরিষ্যাম ইতি চিন্তাসমন্বিতাঃ ॥২৩২

অপুত্রক ব্যক্তি দৌহিত্রের দ্বারাই পুত্রবান্ হয়। জ্ঞাতিগণের সহিত অবিভক্ত কোন অপুত্রক পুরুষের যদি দৈববশে মৃত্যু হয়, তবে জ্ঞাতিগণ মুখ্যাধিকারী ক্রমে তাহার ঔর্দ্ধদেহিক কৃত্য মন্ত্রপাঠপূর্বক সম্পাদন করিবেন, না করিলে পাপভাগী হইবেন; কারণ ঔর্দ্ধদেহিক কৃত্য সম্পাদনের দ্বারাই জ্ঞাতিগণের জ্ঞাতিত্ব সিদ্ধ হয়; কিন্তু যেহেতু তাঁহারা অবিভক্ত, সেইহেতু তাঁহারা ধনাদির অংশভাগী হইবেন না।২২৫-২৭

আর যদি জ্ঞাতিগণ তাহার সহিত বিভক্ত হ'ন, তবে মৃত্যুর পূর্বে বা পরে জ্ঞাতিগণ কেহই তাহার কিঞ্চিন্মাত্র বস্তুরও স্বত্বলাভ করিবেন না; কারণ তাহার দৌহিত্র থাকিলে সে-ই ধর্ম্মতঃ তাহার সকল ধনের অধিকারী হইবে। এজন্য দৌহিত্র জন্মিলে জ্ঞাতিগণ ভগ্নমনোরথ হইয়া জ্ঞাতিধনে হতাশ হইয়া থাকেন।২২৮-৩০

অনৃতানি চ বাক্যানি প্রলপন্তস্ততস্ততঃ।
সতাং প্রদ্বেষিণোঽতীব বর্ত্তন্তে পাপিনো জড়াঃ ॥২৩৩
তান্নিত্যং ধার্ম্মিকো রাজা বিচার্য্য শঠবুদ্ধিকান্।
ধর্ম্মেণ চারমুখতঃ তথা ব্যাভাষণাদিনা ॥২৩৪
তেষাং পরেষাং বিদুষাং ধর্ম্মজ্ঞানাং মিথোক্তিতঃ।
বিচারসূক্ষ্ময়া বুদ্ধ্যা সমালোচ্য ততঃ পরম্ ॥২৩৫
স্বীকৃত্য দণ্ডয়িত্বা চ ছীৎকৃত্য চ তদা তদা।
রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়েদ্ দুষ্টান্ সতঃ সম্যক্ প্রপূজয়েৎ॥২৩৬
দান-মানাদিনা নিত্যং তেনাস্য সুমহাত্মনঃ।
ভূতির্যশো ভগশ্চায়ুর্বর্দ্ধন্তেঽহ্নহমঞ্জসা ॥২৩৭
অপুত্রধনমাত্রে স্যুর্জ্জাতয়ো নিত্যমেব বৈ।
দৌহিত্রাজননে যত্নাদ্ধর্ত্তুং যত্না ভবন্তি বৈ ।২৩৮

দৌহিত্রজননে সদ্যো নষ্টকামাস্তথা পুনঃ।
অনিশং নিত্যদুঃখাশ্চ কল্মলং প্রাপ্নুবন্তি চ ॥২৩৯
শ্বশ্রূ-শ্বশুরয়োঃ পিত্রোঃ পত্যভাবে ততঃ পুনঃ।
অভ্যনুজ্ঞাপ্রদানেঽস্যা অপুত্রিন্যা বিপদ্যপি ॥২৪০
সঙ্গচ্ছতে কদাচিত্তু পুণ্যগ্রহণ কর্ম্মণঃ।
অধিকারো মনুপ্রোক্ত আপৎ সা পুত্রশূন্যতা ॥২৪১
আপন্নিবারকঃ সোঽয়ং দৌহিত্রস্তস্য চোদিতঃ।
বিধবা বা পিতৃভ্রাতৃকৃতা পুত্রগ্রহে তু যা ॥২৪২
অভ্যনুজ্ঞা জ্ঞাতিমতাং চেদ্ বন্ধূনাঞ্চ গ্রামিণাম্।
জনানামপি শিষ্যাণাং শ্রোতৃণামপি কৃৎস্নশঃ ॥২৪৩
যুক্তস্ত্বৈনৈককণ্ঠ্যাচ্চেত্তথাস্ত্বিতি মনোর্মতম্।
তদা তু গ্রহণং জ্ঞাতের্নান্যস্য তু কথঞ্চন ॥২৪৪

কিন্তু কোন কোন পরদ্রব্যাপহারী নিত্যচৌর্য্যপরায়ণ এমন দুষ্টজ্ঞাতিও থাকে, যাহারা দুরাশয়তাপ্রযুক্ত কখন কিভাবে কাহার দ্বারা ঐ অপুত্রক জ্ঞাতির ধন লাভ করিবে—এই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া সর্বদাই নানারূপ মিথ্যা ও প্রলাপবাক্য বলিতে থাকে এবং তজ্জন্য সেই জড়বুদ্ধি পাপিষ্ঠগণ সজ্জনগণের দ্বেষের পাত্র হয়। ধার্ম্মিক রাজা গুপ্তচরের মুখ হইতে ইহাদের দুষ্টবুদ্ধি ও মিথ্যা-প্রলাপাদি ভাষণ অবগত হইয়া ধর্ম্মজ্ঞ বিদ্বান্‌গণের দ্বারা তাহাদের দুষ্টকর্মের বিচার করত দণ্ডদানপূর্বক রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিবেন এবং সজ্জনগণকে সর্বদাই পূজিত ও সম্মানিত করিবেন—ইহাতে সেই মহাত্মা রাজার নিত্যই যশঃ, ঐশ্বর্য্য ও আয়ু বর্দ্ধিত হইবে। দৌহিত্র না থাকিলে অপুত্রকের ধনে জ্ঞাতিগণ অধিকারী হইবে। কিন্তু দৌহিত্র জন্মিলে জ্ঞাতিগণ ভগ্নমনোরথ হইয়া নিত্যই দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পতি না থাকিলে (ধনবতী) পুত্রহীনা (বিধবা নারী) আপৎকালে শ্বশুর, শাশুড়ী ও পিতামাতার অনুমতিক্রমে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পারে; কারণ পুত্রশূন্যতা একটি মহতী আপৎ—ইহা মনু বলিয়াছেন। এজন্য দৌহিত্রকে আপন্নিবারক পুত্র বলা হইয়াছে। পিতা ও ভ্রাতার অনুমতি থাকিলেও বিধবা তখনই পুত্র গ্রহণে অধিকারিণী হইবে, যখন জ্ঞাতি, বন্ধু, গ্রামবাসী জন, শিষ্য ও উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ সকলেই একবাক্যে তাহার পুত্রগ্রহণে সম্মতি দিবে; তখন জ্ঞাতিপুত্র গ্রহণ করিতে পারিবে, অন্য কাহারও পুত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না; অন্যথা বিধবার দত্তকপুত্র গ্রহণ করা চলিবে না।২৩১-৪৪

অপুত্রক দম্পতি পুত্রগ্রহণে ইচ্ছুক হইলে নিজের জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতার একটিমাত্র পুত্রকেই দত্তকরূপে গ্রহণ করিবে; কিন্তু পিতার একমাত্র পুত্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ করা চলিবে না।২৪৫-৪৬

এইরূপ কাহারও জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ পুত্র কিংবা পঙ্গু, মূক, চিররোগী, অন্ধ, বধির, ক্লীব ও শ্বিত্রী (শ্বেতকুষ্ঠী) এই সকল পুত্রকে কখনও দত্তকরূপে গ্রহণ করিবে না, গ্রহণ করিলেও পুত্রগ্রহণ ব্যর্থই হইবে। কারণ, ঔরসপুত্রও যদি পঙ্গু, মূক, জড় প্রভৃতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তবে তাহাদেরও পিতৃধনে অধিকার হইবে না, কেবল ভোজন-পানাদি দ্বারাই তাহারা ভরণীয় হইবে। যেহেতু বেদমন্ত্রের দ্বারা বৈদিক কর্ম্মের অধিকার-প্রাপ্তিই পিতৃধনের অধিকারপ্রাপ্তির কারণ, সেইহেতু ঐরূপ পুত্রের উৎপত্তি পিতৃপুরুষগণের কোন অদৃষ্টসাধন করিবে না; সুতরাং উহারা নিষ্প্রয়োজনীয় হওয়ায়

কদাচিদপি পুত্রস্য গ্রহণে সমুপস্থিতে।
অপুত্রিণোস্তদা ভ্রাতৃমধ্যে জ্যেষ্ঠান্ত্যয়োঃ কিল ॥২৪৫
একস্য গ্রহণং কার্য্যং ধর্ম্মতো যস্য কস্য বা।
গ্রহণং ত্বেকপুত্রস্য সর্বেষামপ্যসম্মতম্ ॥২৪৬
ন জ্যেষ্ঠস্য কনিষ্ঠস্য পঙ্গোর্মূকস্যারোগিণঃ।
অন্ধস্য বধিরস্যাপি ক্লীবস্য শ্বিত্রিণোঽপি বা ॥২৪৭
গ্রহণং নৈব কুর্বীত কুর্য্যাদ্ যদি বৃথৈব সঃ।
ঔরসৈরপি তৈঃ পুত্রৈঃ পঙ্গু-মূকাদিভির্জড়ৈঃ ॥২৪৮
নিরংশৈর্বেদমন্ত্রেকেনাধিকারনিদানতঃ।
নিষ্প্রয়োজনকৈস্তৈশ্চৈর্নামমাত্রৈকভাজনৈঃ ॥২৪৯
ভরণীয়ৈরন্নপানপ্রদানমুখতস্তরাম্।
প্রয়োজনং কিমপ্যস্তি তদুৎপন্নৈঃ কথঞ্চন ॥২৫০
বর্গত্রয়াৎ পরং তেষাং মূকাদ্যৌরসসন্ততৌ।
ভবেদ্ ব্রাহ্মণ্যপৌষ্কল্যং তৎপূর্বং তস্য খর্বতা ॥২৫১
মন্ত্রাদ্যুচ্চারণাভাবাত্তৎক্রিয়ানাঞ্চ লোপতঃ।
তথা তাবৎ প্রকথিতং ধর্ম্মজ্ঞৈস্তৈর্মহাত্মভিঃ ॥২৫২
জ্ঞাতিমত্যা কৃতা বন্ধু-সামন্তজনসম্মতা।
সা চেদ্ভর্তৃকৃতানুজ্ঞা পুত্রগ্রহণহেতবে ॥২৫৩
ফলত্যেবেতি ধর্ম্মজ্ঞা ন চেত্তু ন তু সিধ্যতি।
জ্ঞাতিমত্যা কৃতা যত্তু পুত্রসংগ্রহণাদিকম্ ॥২৫৪
ধরাদানক্রিয়াদ্যেবং বৈশ্বস্তং তত্তু সিধ্যতি।
সর্বজ্ঞাতিমতং যত্তদ্দানং বিশ্বস্তয়া কৃতম্ ॥২৫৫
ধরাং ধরাকৃতং চেত্তু সিধ্যত্যত্র ন চেন্ন তু।
দানকালনিষিদ্ধং যদ্দানং ধারং রহঃ কৃতম্ ॥২৫৬
দেশান্তরকৃতং চাপি ন সিধ্যত্যেব সর্বথা।
রণ্ডান্যদেশরচিতভূমিদানং মহাত্মভিঃ ॥২৫৭
তচ্চৌর্য্যকৃত্যমিত্যেব নিশ্চিতং শাস্ত্রবর্ত্মনা।
অপুত্রপুত্রগ্রহণং দৌহিত্রাজননে ভবেৎ ॥২৫৮
দৌহিত্রজননাদূর্দ্ধং তদপ্রামাণিকং ভবেৎ।
যাবন্নৃণাং বিভক্তানাং দৌহিত্রোৎপত্তিযোগ্যতা ॥২৫৯
তাবত্তু তস্য স্বীকারে যোগ্যতাপি ন জায়তে।
জাতেন্দ্রিয়াণাং দৌর্বল্যে দৌহিত্রে সতি সঙ্কটে ॥২৬০
অবসাদসুসন্দেহে পুত্রগ্রহণমিষ্যতে ॥
একস্য পঞ্চষেষ্বস্য গ্রহণং জ্যেষ্ঠ-খর্বয়োঃ ॥২৬১
বিহিতো যস্য কস্যাপি মধ্য একস্য সংগ্রহঃ।
ন তত্র জ্যৈষ্ঠ্য-কানিষ্ঠ্যনিয়মো মনুনা স্মৃতঃ ॥২৬২

উহাদের পিতৃধনে ভরণপোষণের অতিরিক্ত কোন স্বত্ব থাকিবে না।২৪৭-৫০

মূকাদি ঔরসপুত্রগণের ত্রিবর্গ অতীত হইবার পর পূর্ণব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হইবে, তৎপূর্ব পর্য্যন্ত তাহাদের খর্বতা অর্থাৎ জাতিব্রাহ্মণ্যমাত্র থাকিবে। তাহাদের মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিবার সামর্থ্য না থাকায় বৈদিকাদি ক্রিয়ার লোপ হওয়াতেও ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মগণ তাহাদের জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন।২৫১-৫২

জ্ঞাতি, বন্ধু, সামন্ত রাজপুরুষ এবং স্বামীর যদি অনুমতি থাকে, তবেই নারীর দত্তকগ্রহণ সিদ্ধ হইবে, নতুবা নহে। জ্ঞাতিগণের অনুমতিক্রমে দত্তকগ্রহণ করিলেও (ধনিনী) নারী বিশ্বস্ততা-সহকারে ভূমিদান ও ভূমিক্রয়াদি করিলেই উহা সিদ্ধ হইবে, নতুবা নহে। ঐ নারী যদি গোপনে বা দেশান্তরে ধরাদান বা অন্য নিষিদ্ধদানাদি করে, তবে ঐ দান সিদ্ধ হইবে না। বিধবা যদি অন্যদেশে অবস্থান করত ভূমিদান করে, তবে উহা চৌর্য্যকার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে—ইহা শাস্ত্রকার মহর্ষিগণের সিদ্ধান্ত। অপুত্রক দৌহিত্র না থাকিলেই পুত্রগ্রহণ করিবে, নতুবা দৌহিত্র জন্মিলেই ঐ দত্তকগ্রহণ অসিদ্ধ হইবে। যে পর্য্যন্ত দৌহিত্র জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে, সে পর্য্যন্ত দত্তকগ্রহণে অধিকারই জন্মিবে না। বার্দ্ধক্যবশতঃ ইন্দ্রিয়সমূহ দুর্বল হইলে এবং দৌহিত্র সঙ্কটাপন্ন হইলে এবং নিজের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলে দত্তকগ্রহণ করিতে পারিবে। জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতার পাঁচ ছয়টি পুত্র থাকিলে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র পরিত্যাগ করত মধ্যবর্ত্তী যে কোন একটিকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিবে, মধ্যবর্ত্তী পুত্রসমূহের মধ্যে আর জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব বিচারের প্রয়োজন নাই।২৫৩-৬২

গ্রহণং ত্রিষু মধ্যস্য ত্রয়াণাং পঞ্চসু স্মৃতম্।
ত্রয়াণাং ষট্সু সর্বো বা জ্যেষ্ঠো বা নিয়মো ন হি॥২৬৩
ত্রিষু পঞ্চসু ষট্স্বেবং ভ্রাতৃষ্বাদ্যান্ত্যয়োশ্চ ন।
মধ্য একস্ত্রয়শ্চত্বারঃ স্যুরত্রেতি বৈ জগুঃ॥২৬৪
সংগ্রাহ্যেষ্বাদ্য একঃ স্যাদ্ গ্রাহ্যো জ্যেষ্ঠো দ্বিতীয়কঃ।
তৃতীয়ো বা বিধানেন ন দ্বৌ সর্বাত্মনা স্মৃতৌ॥২৬৫
আদ্যান্ত্যাবেব সন্ত্যাজ্যৌ বহুভ্রাতৃষু তৎসুতৌ।
মধ্যে জ্যেষ্ঠদ্বিতীয়াদিনিয়মো নেতি চোচিরে॥২৬৬
যদি মোহাজ্জ্যেষ্ঠপুত্রো দত্তঃ স্যাচ্চেত্ততঃ স্বয়ম্।
কৃতমৌঞ্জীবিবাহোঽপি জনকস্য সুতো ভবেৎ॥২৬৭
ন পালকক্রিয়াযোগ্যো ন গৃহ্লীয়াদতস্ত্বিমম্।
যঃ কৃতো দত্তহোমস্য তূষ্ণীকং স্যান্ন সংশয়ঃ॥২৬৮
দত্তোঽয়ং বালিশো ভ্রষ্টো গ্রাহকস্য সুতো ন তু।
জনকস্য সুতঃ সোঽয়ং ইত্যুক্তে তং প্রবচ্ম্যপি॥২৬৯
ন কর্ম্মযোগ্যস্তস্যাপি কিং তু তূষ্ণীং ততঃ পরম্।
ক্রয়ক্রীতদ্রব্যসমঃ তৃণকাষ্ঠমৃদাদিভিঃ॥২৭০
তুলিতো ন ক্রিয়াযোগ্যো যতস্ত্যক্তশ্চ তেন বৈ।
অনেকজায়াসঞ্জাতপুত্রানেকস্য চেদপি॥২৭১
জায়ানামগ্রজস্ত্যাজ্যঃ কনিষ্ঠোঽপি তথৈব হি।
জ্যেষ্ঠান্ত্যয়োস্তু যে মধ্যাঃ সঞ্জাতাস্তনয়াস্তু তে॥২৭২
গ্রাহ্যাস্তত্র বিশেষেণ জৈষ্ঠ্য-কানিষ্ঠ্যসম্ভবঃ।
নিয়মো নেতি তত্র স্যাদিতি সর্বমতং তরাম্।২৭৩

একপুত্রস্য স্বীকরণনিষেধঃ।

যদ্যেকপুত্রো দত্তশ্চেদাত্মানং গ্রাহকং ততম্।
মাতৃদ্বয়ং তৎক্ষণেন নরকে পাতয়িষ্যতি॥২৭৪
উভয়োস্তাতয়োশ্চাপি জনন্যোরপি কর্ম্মণি।
নাধিকারী ভবেত্তস্মাদুভয়ভ্রষ্ট ঈরিতঃ॥২৭৫

তিনটি পুত্রের মধ্যে মধ্যমটি, পাঁচটি ছয়টি পুত্রের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী তিনটি পুত্র দত্তকগ্রহণের যোগ্য হইবে; উহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের নিয়ম নাই।২৬৩

যদি কাহারও তিনটি, পাঁচটি বা ছয়টি ভ্রাতা থাকে এবং জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপুত্রক বা একপুত্রক হ'ন, তবে সেস্থলে মধ্যম ভ্রাতাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠের মধ্যম পুত্রগণের প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুত্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিবে।২৬৪-৬৫

বহু ভ্রাতার বহু পুত্র থাকিলেও তাহাদেরও জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রকে পরিত্যাগ করত মধ্যবর্ত্তী পুত্রগণের জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব বিচার না করিয়া যে কোন একটিকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিবে।২৬৬

যদি মোহবশতঃ কাহারও জ্যেষ্ঠপুত্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ করা হয়, তবে তাহার উপনয়ন ও বিবাহাদি সম্পাদন করা হইলেও ঐ দত্তকে জনকেরই স্বত্ব থাকিবে। পালকপিতার কৃত্যে ঐ দত্তকে অধিকার থাকিবে না। এজন্য উহাকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিবে না, করিলেও মন্ত্রহীন দত্তকগ্রহণের ন্যায় তাহা বৃথাই হইবে।২৬৭-৬৮

'এই মূর্খ দত্তক ভ্রষ্ট, সুতরাং সে গ্রাহকের পুত্র নয়, জনকেরই পুত্র'—তাহাকে এইরূপ বলিলে সেস্থলে আমি ইহাই বলিব—ঐ পুত্র গ্রাহকের কর্ম্মেও যেমন অধিকারী নয়, তেমনই জনকের কৃত্যেও অধিকারী নহে। সে অর্থের বিনিময়ে ক্রীতকাষ্ঠাদি দ্রব্যের সহিত তুলিত হইবার যোগ্য; কেননা, সে পিতৃকুলকেও পরিত্যাগ করিয়াছে। যেস্থলে অনেক পত্নী থাকায় অনেক পুত্রও উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেস্থলে পত্নীগণের প্রত্যেকেরই জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রকে পরিত্যাগ করত মধ্যবর্ত্তী পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ বিচার না করিয়া কোন একটিকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিবে।২৬৯-৭৩

একপুত্রস্থলে দত্তকগ্রহণ নিষেধ

যদি দম্পতির একমাত্র পুত্র স্বেচ্ছায় নিজেকে কাহারও নিকট (ধনাদি লোভে) অর্পণ করে, তবে সে উভয় কুলকেই নরকে পাতিত করে; সে উভয় পিতা

প্রদানসময়ে স্বস্য সন্তু ভ্রাতৃষু তৎপরম্।
নষ্টেষু তেষু চেদবশিষ্টো যদি ভবেদয়ম্ ॥২৭৬
উভয়োঃ কর্ম্মকর্ত্তা স্যাত্তদা তদ্রিক্‌থভাগ্যপি।
একপুত্রোঽহমিত্যেবং বদন্ দত্তশ্চ সাম্প্রতম্ ॥২৭৭
সভায়াং ব্যবহারেষু বহিষ্কার্য্যো বিচক্ষণৈঃ।
বিধবাসংগৃহীতোঽহমিতি জল্পন্ সভাসু চেৎ ॥২৭৮
চপেটিকাপ্রদানেন ধিক্‌কার্য্যঃ সদ্য এব বৈ।
বিধুরেণ প্রদত্তোঽস্মি দূরভার্য্যেণ বৈ তদা ২৭৯
তথৈব সংগৃহীতোঽহং বদন্নেবং তু নির্ভয়ম্।
স দূরীকরণীয়ঃ স্যাচ্চোরবত্তু বিশেষতঃ ॥২৮০
বর্ণিনা যতিনাপৎসু দত্তোঽহং মাতৃমাত্রতঃ।
পিতৃমাত্রেণ দত্তোঽস্মি সংগৃহীতোঽহমিত্যপি ॥২৮১
সদ্ভিঃ সভাসু বিবদন্ দুশ্চরিত্রঃ পরস্বহৃৎ।
নির্লজ্জয়া ন্যঙ্গহীনঃ সজ্জনাকৃতিমাবহন্ ॥২৮২

ও উভয় মাতারই ঔর্দ্ধদৈহিক কর্ম্মে অনধিকারী হইয়া উভয় লোক হইতেই ভ্রষ্ট হইবে।২৭৪-৭৫

প্রদানসময়ে দত্তকের অনেক ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিলেও যদি তাহাদের মৃত্যু হওয়ায় একমাত্র দত্তকই পুত্ররূপে অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই দত্তক জনক ও পালক উভয়েরই পিণ্ড ও ধনে অধিকারী হইবে। সভাতে দাঁড়াইয়া নির্লজ্জভাবে যদি কোন দত্তক বলে—'আমি পিতার একমাত্র পুত্র হইয়াও এখন দত্তক হইয়াছি', তবে বিচক্ষণগণ তাহার সহিত সর্বপ্রকার ব্যবহার বর্জ্জন করিবেন। 'বিধবার দ্বারা আমি দত্তকরূপে গৃহীত হইয়াছি'—যে পুত্র সভাতে এই কথা বলিবে, তাহাকে চপেটাঘাত প্রদান করত ধিক্কার দিয়া বহিষ্কৃত করিবে। 'পত্নীশূন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক অথবা দূরভার্য্যা ব্যক্তি কর্ত্তৃক আমি প্রদত্ত হইয়াছি'। ইহা যে বলিবে, তাহাকে চৌরবৎ বর্জ্জন করিবে।২৭৬-৮০

'আমি আপৎকালে যতিকর্ত্তৃক, ব্রহ্মচারিকর্ত্তৃক, কেবল পিতৃকর্ত্তৃক অথবা কেবল মাতৃকর্ত্তৃক দত্ত ও সংগৃহীত'—এই কথা সভাতে যে সজ্জনাকৃতিধারী

পূর্বোত্তরবিরুদ্ধং তদ্বিবদন্ প্রলপন্নপি।
তস্য তৎপ্রতিবাক্যেষু যো বৈ তং নিগ্রহং শনৈঃ॥২৮৩
বিরোধান্ বিবিধান্ সম্যক্ সংগৃহ্যৈব ততঃ পুনঃ।
প্রদূষয়েত্তিরস্কৃত্য দেশাদুচ্চাটয়েদপি ॥২৮৪
দুষ্টনিগ্রহমাত্রেণ তদ্দেশস্য মহীপতেঃ।
তত্রত্যানাঞ্চ সর্বেষাং সর্বশ্রেয়ো মহদ্ভবেৎ ॥২৮৫
জ্যেষ্ঠোঽহমেকতনয়ঃ পিতৃভ্যাং পুনরেব বৈ।
দত্তোঽন্যাভ্যামিতি চ বৈ বিবদন্ পররিক্‌থকে ॥২৮৬
পুত্রত্বহেতুনা সোঽয়ং প্রসিদ্ধস্তস্করো মতঃ।
কুতস্তথেতি সন্দেহে তচ্চ সম্যঙ্ নিরূপ্যতে ॥২৮৭
ন দানার্হো জ্যেষ্ঠ পুত্রঃ কদাচিদপি বা ভবেৎ।
তত্রাপি চৈকঃ সুতরাং তৎক্রিয়ানধিকার্য্যপি ॥২৮৮
এবমেব পরে চাপি তনয়াঃ পরিরিক্‌থকে।
বিব্যাদমতিকুর্বন্তো দৌহিত্রাদিষু তাসু চ ॥২৮৯

নির্লজ্জ, ন্যঙ্গহীন, দুশ্চরিত্র, পরস্বাপহারী বলিবে এবং পূর্বোত্তরবিরুদ্ধ বহু প্রলাপোক্তি করিবে; তাহাকে যে ব্যক্তি সমস্ত বিরোধ স্বীকার করাইয়া ধীরে ধীরে নিগ্রহ করত দেশ হইতে উচ্চাটিত করিবে, সে সেই দেশের রাজা ও তদ্দেশস্থ প্রজাগণের শ্রেয়স্কারী হইবে।২৮১-৮৫

'পিতার জ্যেষ্ঠ ও একমাত্র পুত্র আমি পিতামাতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছি' এই বলিয়া যে পরধনপ্রাপ্তির জন্য বিবাদ করে, তাহাকে প্রসিদ্ধ তস্কর বলিয়া জানিবে। কেন—তাহা বলিতেছি।২৮৬-৮৭

জ্যেষ্ঠপুত্র কখনও দানযোগ্য নহে, তদুপরি একমাত্র পুত্র হইলে তো কোন কথাই নাই; সুতরাং সে পালকপিতার ক্রিয়ায় অনধিকারী হওয়ায় তাঁহার ধনেও অনধিকারী।২৮৮

এইরূপ, বিভক্ত মাতামহের দৌহিত্র বর্ত্তমান থাকিতে প্রদত্ত কন্যাগণ বিধবা হইয়া অবস্থান করিলে যদি মাতামহের (দৌহিত্রপক্ষে) কোন সপিণ্ড আসিয়া 'আমি সগোত্র মাতৃদত্ত দত্তক, আমিই এই ধনের অধিকারী; তোমরা ভিন্নগোত্র; সুতরাং আমার

তনয়াসু বিভক্তানাং প্রত্তাসু বিধবাসু চ।
দত্তপুত্রোঽহমস্মীতি সপিণ্ডোঽহং সগোত্ৰ্যতি ॥২৯০
সম্বন্ধো ভবতাং কো বা ভিন্নগোত্রিধনেঽতি বৈ।
প্রলপন্তঃ কেন দত্ত ইত্যুক্তৈর্নির্ভয়াম্বিতাঃ ॥২৯১
নির্লজ্জা মাতৃদত্তাঃ স্মঃ বিশ্বস্তাঃ স্বীকৃতাঃ স্বরাঃ!
অভ্যনুজ্ঞাকৃতস্বীকারা বৈ তম্ভর্ত্তৃবাক্যতঃ ॥২৯২
বয়ং তদ্‌গোত্রসম্ভূতা অস্মাকং তদ্ধনং মহৎ।
ন্যায়েন নিখিলং স্যাদ্ধি সুতাদৌহিত্রয়োঃ কথম্ ॥২৯৩
স্থিতয়োঃ পরগোত্রত্বে তদ্ধনং তু ভবিষ্যতি।
ইতি শাস্ত্রবিরুদ্ধানি বাক্যান্যন্যানি বা পুনঃ ॥২৯৪
সভাসু বৈ প্রলপতোঃ সদ্যো দেশাৎ প্রবাসয়েৎ।
পুত্রভিন্নাদস্ক্রযোত্রদত্তসাহস্রকাত্তরাম্ ॥২৯৫
অধিকো দুহিতাসূনুঃ সর্ব্বশাস্ত্রৈস্তথেদিতঃ।
কুতস্তথেতি চোক্তে তু প্রবদামি চ তৎস্ফুটম্ ॥২৯৬

দৌহিত্রপ্রশংসা।

দুহিতৃতনয়ো লোকে সর্বেষাং সর্বকর্ম্মসু।
নিত্যং মাতামহাদীনাং তৎপত্নীনাং চ পুত্রবৎ ॥২৯৭
করোতি হি স্বপিতৃভিঃসমত্বেন সমন্ত্রতঃ।
দর্শাদীন্যপি নিত্যানি তথা নৈমিত্তিকান্যপি ॥২৯৮
সর্ব্বশ্রাদ্ধানি কাম্যানি মাসিশ্রাদ্ধাদিকান্যপি।
শ্রাদ্ধপ্রতিনিধিত্বেন ক্রিয়মাণেষু কর্ম্মসু ॥২৯৯
তর্পণেষ্বপি সর্ব্বেষু নিত্যস্নানাদিকর্ম্মসু।
পিতৃবর্গসমত্বেন বর্গং মাতামহস্য বৈ ॥৩০০
মাতৃবর্গেণ তুলিতং তৎপত্নীনাং ত্রিকং তথা।
কো বা সপিণ্ডো যজতে কো বা ভ্রাতা চ তৎসমঃ॥৩০১
তৎসুতঃ তস্য পৌত্রো বা কদাচিত্তস্য কর্ম্মণি।
কৃতে কার্য্যবশাৎ পশ্চাৎ প্রতিসম্বৎসরং ততঃ ॥৩০২
লৌকিকাগ্নৌ শ্রাদ্ধমাত্রং তদ্দিনে ত্বাগতে তদা।
শ্রাদ্ধমাত্রস্তু তৎপত্ন্যাঃ অপি তূষ্ণীংকরোতিহি॥৩০৩
অকৃতে বা তস্য দোষঃ শাস্ত্রতো নাস্তি কেবলম্।
মৃতাদ্বিশেষলাভশ্চেদস্য তেন তু পশ্যতাম্ ॥৩০৪

পালকপিতার ধনে তোমাদের কোন অধিকার নাই' এইরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা সুতা ও দৌহিত্রকেও নির্লজ্জভাবে ও নির্ভয়ে বলে, তাহাকে সদ্যই দেশ হইতে নির্বাসিত করিবে। ঔরসপুত্র ছাড়া সগোত্র সহস্র দত্তক হইতেও দৌহিত্র শ্রেষ্ঠ—ইহা সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। কেন—তাহা সুস্পষ্টভাবে বলিতেছি।২৮৯-৯৬

দৌহিত্র-প্রশংসা।

দৌহিত্রই জগতে মাতামহাদি ও তাঁহাদের পত্নীগণের নিজপিতৃবর্গের ন্যায় সকলের শ্রাদ্ধাদি কৃত্য সম্পাদন করিয়া থাকে। দর্শাদি শ্রাদ্ধ, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যশ্রাদ্ধ, মাসিকশ্রাদ্ধ প্রভৃতি সকল শ্রাদ্ধই দৌহিত্র করিয়া থাকে। এইরূপে নৈমিত্তিক ও নিত্য স্নানাঙ্গতর্পণেও দৌহিত্র পিতৃবর্গের সহিত মাতৃবর্গের তিলজল তর্পণ করিয়া থাকে। কে এমন জ্ঞাতি বা ভ্রাতা আছে, যে জ্ঞাতি বা ভ্রাতার জন্য ঐরূপ করে? সুতরাং তাহারা কেহই দৌহিত্রের সমান নহে। সগোত্র জ্ঞাতি বা ভ্রাতার পুত্রপৌত্রগণ যদি তাহার কর্ম্ম করে এবং প্রতিবৎসর লৌকিকাগ্নিতে মৃততিথিতে তাহার ও তৎপত্নীর শ্রাদ্ধমাত্র করিলেও করিতে পারে। কিন্তু যদি না করে, তবে তাহার শাস্ত্রতঃ কোন দোষ হইবে না। যদি তাহার মৃত্যুতে ধনাদির বিশেষ লাভ হয়, তাহা হইলে হয়ত স্বেচ্ছায় তাহার কৃত্যগুলি করিতেও পারে অথবা লোকনিন্দার ভয়েও করিতে পারে।২৯৭-৩০৪

কিন্তু দৌহিত্রের বেলায় এরূপ নহে, কারণ দৌহিত্রই পুত্রহীন মাতামহাদির শ্রাদ্ধাদি মুখ্যকার্য্যে অধিকারী; সুতরাং অন্য মুখ্যকর্ত্তা করুক না করুক, তাহাকে মাতামহের সকল কৃত্য যথাশাস্ত্র করিতেই হইবে। মাতামহাদির ঔরসপুত্র মাতুলাদির ন্যায় সেও শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সমন্ত্রক অথবা তূষ্ণীম্ভাবেও ঐ ঔপাসনাদি কৃত্যগুলি—অর্থসঙ্গতি তেমন না থাকিলেও যথাশক্তি অনুষ্ঠান করিবে।৩০৫-৮

সতাং চিত্তসমাধানকার্য্যায় কিল তত্তথা।
অকীর্ত্তিভীত্যা ন প্রীত্যা তথাস্য করণং পরম্ ॥৩০৫

দৌহিত্রমাত্রস্য তু চেল্লোকে সর্বত্র কেবলম্।
তৎকর্ম্মণ্যকৃতেঽনেন মুখ্যকর্ত্রা কৃতেঽপি চ ॥৩০৬
সর্বশাস্ত্রোক্তমার্গেণ যথা পুত্রস্য সন্ততম্।
সর্বশ্রাদ্ধৈককরণমৌপাসনশুচৌ স্থিতঃ ॥৩০৭

তথাস্যাপি স্মৃতং তূষ্ণীং তদীয়দ্রবিণাদিকে।
স্বল্পে কস্মিন্নভাবেঽপি কিঞ্চিদ্বা বিহিতেন বৈ ॥৩০৮

তদীয়সর্বশ্রাদ্ধানি গয়াতীর্থাষ্টকাদিষু।
নান্দী-দধি-ঘৃতারণ্যকক্ষেষ্বিভতৃণাদিষু ॥৩০৯

তান্যজস্রেব বিধিনা তৎপত্নীরপি তৎসমম্।
বর্ত্ততে রাজতে তস্মাদপি কিঞ্চিদ্ধনং বিনা ॥৩১০

তমজানন্নপি তদা শাস্ত্রমর্য্যাদয়া বশাৎ।
তৎকিং বেত্ত্যবিচার্য্যৈব তাদৃশানেন কঃ সমঃ ॥৩১১

কর্ম্মকর্ত্তা প্রকথিতো নৈতেনান্যো মহীতলে।
তুলিতস্তনয়ঃ সদ্ভির্বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ ॥৩১২

নাস্তি সূনোঃ শতগুণো দৌহিত্রো গয়নামকঃ।
খঙ্গপাত্রং তিলাদর্ভাস্তথা নৈপালকম্বলঃ ॥৩১৩

গোধূমাঃ কণ্টকিফলং মাষা মুদ্গা যবা জলম্।
গব্যং তদ্রজতং গাঙ্গং শিবনির্ম্মাল্যমচ্যুতম্ ॥৩১৪
কুতপঃ শ্রোত্রিয়ো বীরো ভ্রূণো ব্রহ্ম সনাতনম্।
উপমারহিতাঃ সর্বে ত এতে পিতৃবল্লভাঃ ॥৩১৫

পুত্রদত্তাচ্ছতগুণা বিনাপ্যঞ্জলয়ো নৃণাম্।
তদ্দৌহিত্রেণ সন্ত্যক্তা অক্ষয্যাঃ প্রীতিকারকাঃ ॥৩১৬

মৃতানাং কথিতাঃ সদ্ভির্নিত্য-নৈমিত্তিকাদিষু।
ততঃ প্রত্যব্দভিন্নেষু সর্বশ্রাদ্ধেষু সন্ততম্ ॥৩১৭

স্বপিতুর্বর্গসাম্যেন জননীপিতৃবর্গকে।
স্বমাতৃবর্গসাম্যেন তন্মাতৃত্রয়কস্য চ ॥৩১৮

সমর্চন প্রকুরুতে দৌহিত্রোঽয়ং সুতাধিকঃ।
কশ্চিদ্ গীতঃ প্রসিদ্ধোঽত্র তাল্‌ভ্যপত্ন্যা পুরা স্ফুটঃ ॥৩১৯

সপত্নীতনয়ং দৃষ্টা বিবাদে ভনয়ং প্রতি।
অয়ং তবানুজো মহ্যং হ্যঞ্জলিদো হি তর্পণে ॥৩২০

এইরূপ মাতামহাদি ও তৎপত্নীগণের গয়াশ্রাদ্ধ, অষ্টকাশ্রাদ্ধ, নান্দীশ্রাদ্ধ, দধিশ্রাদ্ধ প্রভৃতি সকল শ্রাদ্ধই মাতামহাদির নিকট কিঞ্চিৎ ধনাদি প্রাপ্তির আশা না থাকিলেও করিবে ; শাস্ত্রমর্য্যাদা অনুসারে অবিচারিত-চিত্তে কোন লাভ বা ক্ষতির চিন্তা না করিয়াই তাহাকে এইসকল ক্রিয়া করিতে হইবে। সুতরাং দৌহিত্রের সহিত কাহার তুলনা হইতে পারে ?৩০৯-১১

সাধুগণ পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, দৌহিত্রের সমান পৈতৃক-কর্ম্মকর্ত্তা পৃথিবীতে কেহ অন্য নাই। পুত্রেরও শতগুণ অধিক দৌহিত্র গয়াসুরস্থানীয় *। খড়্গপাত্র, তিল, দর্ভ (কুশ), নেপালদেশোদ্ভূত কম্বল, গোধূম, কণ্টকিফল (কাঁটাল), মাষ, মুগ, যব, জল, গব্য দুগ্ধ, রজত, ঘৃত প্রভৃতি, অচ্যুত শিবনির্ম্মাল্য, গঙ্গাজল, কুতপ (মুহূর্ত্তকালবিশেষ), শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, বীর, ভ্রূণ, সনাতন ব্রহ্ম এই সকল বস্তুই পিতৃগণের পরমবল্লভ অর্থাৎ পরমতৃপ্তিকারকত্ব-হেতু আলম্বন। জলাঞ্জলি ব্যতিরেকে পুত্রপ্রদত্ত সকল শ্রাদ্ধীয় বস্তু অপেক্ষা নিত্যনৈমিত্তিকাদি শ্রাদ্ধে দৌহিত্রপ্রদত্ত বস্তু অধিক অক্ষয়ফলপ্রদ ও পিতৃগণের অধিক তৃপ্তিকারক—ইহা সাধুগণ বলিয়াছেন।৩১২-১৬

সুতরাং প্রতি সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ ভিন্ন সকল শ্রাদ্ধেই পুত্রাধিক দৌহিত্র পিতৃপক্ষের তিনপুরুষের সহিত মাতৃপক্ষের তিনপুরুষের এই ছয়পুরুষের শ্রাদ্ধ করিবে এবং স্বমাতৃবর্গের সহিত তাহার মাতৃবর্গত্রয়ের শ্রাদ্ধ করিবে। এইরূপ একটি আখ্যায়িকা আছে। একসময়ে তাল্‌ভ্য ঋষির পত্নী সপত্নীপুত্রের সহিত বিবদমান নিজের পুত্রকে বলিয়াছিলেন, "বৎস! কলহ করিও না। তোমার অনুজ ভ্রাতা এই বৎস আমার মৃত্যুর পর আমার খুব বেশী উপকার করিলে তর্পণের সময় দুই অঞ্জলি জল দিতে পারে ; ব্রহ্মযজ্ঞে বা দর্শাদি শ্রাদ্ধে ইহার দ্বারা আমার কোনই উপকৃত হইবার আশা নাই ; কিন্তু তোমার যে ভাগিনেয় আছে, সে তাহার

* গয়াতীর্থে পিণ্ডদান করিলে যেমন পিতৃকুল মুক্তিলাভ করিয়া আনন্দিত হ'ন, সেইরূপ দৌহিত্র কর্তৃক শ্রাদ্ধে পিণ্ড প্রদত্ত হইলে পিতৃগণ প্রেতত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হ'ন। সেইজন্য শাস্ত্রকার দৌহিত্রকে 'গয়াসুর' আখ্যা দিয়াছেন। ইহা দৌহিত্র-প্রশস্তি।

ব্রহ্মযজ্ঞেন দর্শাদিশ্রাদ্ধেষু তু ন কিঞ্চন।
ভাগিনেয়স্তু তে বৎস বৎসোঽয়ং সর্বকর্ম্মসু ॥৩২১
পৈতৃকেষু প্রসক্তেষু স্বমাতৃকুলসাম্যতঃ।
মদ্বর্গস্য সমগ্রস্য ত্র্যঞ্জলিদো হি কোঽত্র মে ॥৩২২
আবয়োঃ প্রবরঃ প্রোক্তঃ কো বা ত্বং বদ মে স্ফুটম্।
ইতি মাতুর্বচঃ শ্রুত্বা বৎসস্তু সুমহান্ ঋষিঃ।
সপত্নীতনয়াত্তস্যা দৌহিত্রমধিকং তরাম্ ॥৩২৩
শাস্ত্রবিন্মন্যতে নূনং সমালোচ্য স্বচেতসা ॥৩২৪

॥ দৌহিত্রত্রৈবিধ্যম্ ॥

তন্মাতামহগোত্রৈকঃ দৌহিত্রোঽন্যস্ততঃ পরঃ।
নির্দ্দোষস্ত্রিবিধো জ্ঞেয়স্তমেনং প্রবদামি চ ॥৩২৫
কন্যাপ্রদানসময়ে তেন মাতামহেন বৈ।
প্রোক্ত এবং যদি তদা সোঽয়মাদ্যোঽয়মীরিতঃ ॥৩২৬
অপুত্রোঽহং প্রদাস্যামি তুভ্যং কন্যামলঙ্কৃতাম্।
অস্যাং যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবিষ্যতি ॥৩২৭
এবং দ্বিতীয়ো বিজ্ঞেয়ঃ কালেঽস্মিন্নেব কেবলম্।
ভঙ্গ্যন্তরেণ চেৎ প্রোক্তঃ দৌহিত্রঃ কোঽপি কথ্যতে ॥৩২৮
অপুত্রাঽহং প্রদাস্যামি তুভ্যং কন্যাং ভবানপি।
পুত্রার্থী চেদিহোৎপন্নঃ স নৌ পুত্রো ভবিষ্যতি ॥৩২৯
অস্য গোত্রদ্বয়ং জ্ঞেয়ং তদ্বংশস্য ততঃ পরম্।
গোত্রদ্বয়ঞ্চ সংগ্রাহ্যং বিবাহাদিষু কর্ম্মসু ॥৩৩০
এতাদৃগভিসন্ধ্যেকরহিতেন যদি ত্বসৌ।
কন্যকায়াঃ প্রদত্তায়াস্তনয়ো দুহিতুঃ পুনঃ ॥৩৩১
তাতগোত্রৈব বিজ্ঞেয় এবং স ত্রিবিধো মতঃ।
ত্রিবিধোঽপি সমো জ্ঞেয়ো দৌহিত্রোঽয়মকল্মষঃ॥৩৩২
বর্গদ্বয়োদ্ধারকশ্চ সর্ববর্ণৈকসম্মতঃ।
তমেবং বীক্ষ্য দৌহিত্রং বিভক্তজ্ঞাতিসঞ্চয়ঃ ॥৩৩৩
বর্দ্ধমানং শ্রিয়া দীপ্ত্যা বর্চসা ভ্রাজকৌজসা।
যশসা কান্তি-দাক্ষিণ্য-সৌজন্যাদিগুণাদিভিঃ।

পিতৃকুলের সহিত তাহার মাতৃকুলান্তর্গত আমাদের সকলকে তিন তিন অঞ্জলি জল তর্পণের সময় প্রদান করিবে। এখন তুমিই বিচার করিয়া বল—আমাদের এই দুই পুত্রের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?" মাতার এই বাক্য শ্রবণ করত বৎসঋষি বিমাতার পুত্র অপেক্ষা দৌহিত্রকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। শাস্ত্রবিদ্‌গণও বিচারপূর্বক দৌহিত্রকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।৩১৭-২৪

দৌহিত্র তিনপ্রকার।

মাতামহগোত্রীয়, উভয়গোত্রীয় এবং নির্দ্দোষভেদে দৌহিত্র তিনপ্রকার—ইহাই বিস্তার করিয়া বলিতেছি। মাতামহ জামাতাকে কন্যাপ্রদানের সময়ে যেস্থলে বলেন, "আমি পুত্রহীন তোমাকে সালঙ্কারা কন্যা প্রদান করিতেছি। ইহার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সে আমার পুত্র হইবে", সেইস্থলে উৎপন্ন দৌহিত্র মাতামহগোত্রীয় হইবে। যেস্থলে মাতামহ জামাতাকে "পুত্রহীন আমি তোমাকে কন্যাসম্প্রদান করিতেছি; তুমিও পুত্রার্থী সুতরাং এই কন্যার গর্ভজাত পুত্র আমাদের উভয়ের পুত্র হইবে" এই সর্ত্তে কন্যাসম্প্রদান করেন, সেস্থলে ঐ কন্যাগর্ভজাত পুত্র উভয়গোত্রীয় দৌহিত্র হইবে এবং ঐ দৌহিত্রের বিবাহও উভয় গোত্র স্বীকার করিয়াই সম্পাদন করিতে হইবে।৩২৫-৩০

পূর্বোক্ত কোনপ্রকার সর্ত্ত আরোপ না করিয়াই যেস্থলে মাতামহ কন্যাসম্প্রদান করিবেন, সেইস্থলে উক্ত কন্যাগর্ভজাত পুত্র তৃতীয়প্রকার দৌহিত্র বলিয়া অভিহিত হইবে।৩৩১

এইরূপ দৌহিত্র পিতৃগোত্রীয়ই থাকিবে। এইভাবে বিভক্ত তিনপ্রকার দৌহিত্রই নিষ্পাপ বুঝিতে হইবে। এই তিনপ্রকার দৌহিত্রই পিতৃবর্গ ও মাতৃবর্গ উভয়েরই উদ্ধার করিয়া থাকে। ইহা সর্ববর্ণেই সমান। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, শ্রী, দীপ্তি, বর্চ্চঃ, ওজঃ প্রভৃতিতে বর্দ্ধমান এই দৌহিত্রকে দেখিয়া মাতামহের জ্ঞাতিগণ তাহার যশঃ, দাক্ষিণ্য, কান্তি, সৌজন্য প্রভৃতি গুণদর্শনে অতিশয় ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া মোহবশতঃ তাহার প্রতি বিনা কারণেই প্রকুপিত হইয়া নানাবিধ অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে।৩৩২-৩৪

নিষ্কারণং বৃথা মোহাৎ প্রকুপ্যতি হি কেবলম্ ॥৩৩৪
প্রতিগ্রহো বা হোমো বা দৌহিত্রস্য বিধীয়তে।
জননাদেব দৌহিত্রস্তৎকুলদ্বয়তারকঃ ॥৩৩৫
রৌরবাৎ সর্বকৃত্যানাং পিতৃণামতিতৃপ্তিকৃৎ।
নিবারকো দুর্গতেশ্চ তারকস্তনয়ঃ স চ ॥৩৩৬
দ্রব্যাভাবে ক্রিয়াভাবে মন্ত্রাভাবে তথৈব চ ॥৩৩৭
বিপ্রাভাবে ধনাভাবে শক্ত্যভাবেঽথবা পুনঃ।
সর্বাভাবেঽপি যত্নেন দৌহিত্রস্য সুমেধসঃ ॥৩৩৮
শ্রোত্রিয়স্যাস্য তজ্জগ্ধিমাত্রেণৈব চ তৎক্ষণাৎ।
পিতৃণাং নিত্যতৃপ্তিঃ স্যাদক্ষয্যা নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৩৯
তচ্ছ্রাদ্ধদেবতানাং বা শ্রাদ্ধকর্ত্তুরথাপি বা।
দৌহিত্র ইতি বিজ্ঞেয়ঃ কর্ত্তৃণামস্য বা পুনঃ ॥৩৪০
অমাদিকানাং শ্রাদ্ধানাং প্রকৃতিত্বেন কেবলম্।
প্রোক্তানাং পুনরন্যেষাং মনুভাটস্য তৎপরম্ ॥৩৪১
যুগাদ্যানাং তথা পশ্চান্মহালয়াক্ষয়স্য চ।
অষ্টকান্বষ্টকানাঞ্চ দ্বাদশানাং তথৈব চ ॥৩৪২
গজচ্ছায়া-তীর্থ-দধি-ঘৃতানামেকমেব বৈ।
উপায়ঃ কথিতঃ সদ্ভির্দৌহিত্রস্যাস্য ভোজনম্ ॥৩৪৩
লব্ধদ্রব্যেণ লঘুনা যেন কেন যথা তথা।
সর্বাভাবে তস্য ভুক্তিমাত্রেণৈব পরং কৃতম্ ॥৩৪৪
সম্যগ্ভবতি নাস্ত্যত্র সংশয়স্ত্বণুমাত্রকঃ।
প্রত্যব্দমাত্রমেকং তদ্বিধ্যুক্তেন পরং স্মৃতম্ ॥৩৪৫
কর্ত্তব্যত্বেন বিদ্বদ্ভির্নিশ্চিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ।
অন্নেনৈব দক্ষিণয়া হোমেন ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥৩৪৬
অগ্নৌ করণতো বাপি পিণ্ডদানেন ধর্মতঃ।
তদঙ্গতর্পণেনৈবং পিত্রোঃ প্রত্যব্দমেককম্ ॥৩৪৭
অত্যন্তাবশ্যকত্বেন কর্ত্তব্যত্বেন চোদিতম্।
অত্যন্তাপদি চ ত্যাজ্যং ন ভবেদেব সর্বদা ॥৩৪৮

॥ প্রাত্যাব্দিকাকরণে প্রত্যবায়ঃ ॥

যদি ত্যক্তং ভবেদেতং তৎক্ষণাদেব কেবলম্।
পতিতঃ স্যান্ন সন্দেহস্তস্মাত্তত্তু বিধানতঃ ॥৩৪৯

কিছু দান করিতে হইলে দৌহিত্রই প্রতিগ্রহের উপযুক্ত পাত্র; কারণ, সে জন্মিবামাত্রই রৌরবনামক নরক হইতে উভয়কুলের তারক হয় এবং নরকাদি দুর্গতির নিবারক উৎকৃষ্ট সেই তনয় পিতৃপুরুষগণের সকল পারলৌকিক কৃত্যে অতিশয় তৃপ্তির কারণ হয়।৩৩৫-৩৬

যদি দ্রব্য না থাকে, ক্রিয়া, মন্ত্র, বিপ্র, ধন ও শক্তির অভাব হইলে অথবা সমস্ত বিষয়ে অভাব হইলে একমাত্র সুমেধাঃ শ্রোত্রিয় দৌহিত্রকে তৃপ্তিসহকারে ভোজন করাইলেই পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। দৌহিত্র শ্রাদ্ধের দেবতাগণের, শ্রাদ্ধকর্ত্তৃগণের বা শ্রাদ্ধকর্তারই জানিবে।৩৩৭-৪০

অমাবস্যাশ্রাদ্ধ, মন্বন্তরাদি শ্রাদ্ধ, যুগাদ্যাশ্রাদ্ধ, মহালয়াক্ষয়নিমিত্তকশ্রাদ্ধ, দ্বাদশ অষ্টকা ও অন্বষ্টকাশ্রাদ্ধ, গজচ্ছায়াযোগ ও তীর্থনিমিত্তক শ্রাদ্ধ, দধি ও ঘৃতশ্রাদ্ধ এই সকল শ্রাদ্ধের প্রকৃতিরূপে দৌহিত্রকে গ্রহণ করা যাইতে পারে; সুতরাং দৌহিত্রের ভোজনে ঐ সকল শ্রাদ্ধেরই ফল হইবে।৩৪১-৪৩

যদি দ্রব্য অল্পও লব্ধ হয়, তাহা দ্বারাই যে কোন প্রকারে দৌহিত্রকে ভোজন করাইলেই শ্রাদ্ধফল সম্পূর্ণ হইবে—ইহাতে সন্দেহের অনুমাত্র অবকাশ নাই। একমাত্র প্রাত্যব্দিক শ্রাদ্ধই অন্নের দ্বারা ব্রাহ্মণের সহায়তায় হোমাদি অঙ্গসহকারে বিধিপূর্বক অনুষ্ঠান করিবে। অন্য শ্রাদ্ধ দৌহিত্র বর্ত্তমানে না করিলেও চলিতে পারে—ইহা বিদ্বান্‌গণ বলিয়াছেন।৩৪৪-৪৬

অগ্নৌকরণের দ্বারা, অথবা পিণ্ডদানের দ্বারা কিংবা অন্ততঃ তদঙ্গতর্পণের দ্বারাও প্রাত্যব্দিক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবে। উহা অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। আপৎকালেও উহাকে পরিত্যাগ করা চলিবে না—ইহাই শাস্ত্রবিধি ৩৪৭-৪৮

প্রাত্যব্দিক শ্রাদ্ধ অকরণজনিত প্রত্যবায়।

যদি কোন কারণবশতঃ উহা না করা হয়, তবে

সর্বপ্রাণেন কুর্য্যাদ্ বৈ ব্রাহ্মণ্যস্যাস্য সিদ্ধয়ে।
যদলভ্যং বস্তু তস্য প্রাপ্তয়ে মাস-পক্ষয়োঃ ॥৩৫০
পূর্বমেব যতন্ বাঢ়ং যেন কেন প্রকারতঃ।
তৎসম্পাদ্য প্রযত্নেন গোপয়েত্তস্য কর্ম্মণঃ ॥৩৫১
জলানি তণ্ডুলা মাষা মুদ্গাঃ শাকদ্বয়ং কৃতম্।
পত্রাণি দক্ষিণাং শক্ত্যা পাত্রাণ্যেতানি বাড়বাঃ ॥৩৫২
মন্ত্রজ্ঞাঃ শ্রাদ্ধকার্য্যায় দশ প্রোক্তা মনীষিভিঃ।
এতেষামেকলোপেঽপি ন শ্রাদ্ধং সুকৃতং ভবেৎ ॥৩৫৩
জলাভাবে কিমপি তন্ন সিধ্যত্যেব সর্বদা।
তানি যত্র সমৃদ্ধানি তত্র শ্রাদ্ধং হি সিধ্যতি ॥৩৫৪
তথৈব তণ্ডুলাভাবে ন প্রত্যব্দকথা ভবেৎ।
তণ্ডুলাশ্চ হিরণ্যঞ্চ প্রধানদ্রব্যমুচ্যতে ॥৩৫৫
কার্য্যমাত্রস্য কৃৎস্নস্য কিমুত শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ।
তদ্দ্বয়ং প্রথমং যত্নাৎ সংগৃহ্লাতি প্রযত্নতঃ ॥৩৫৬

তৎক্ষণাৎ তাহার পাতিত্যদোষ হইবে সন্দেহ নাই। সুতরাং অন্ততঃ ব্রাহ্মণ্যরক্ষার জন্যও প্রাণপণযত্নে প্রাত্যব্দিক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবে। এজন্য প্রাত্যব্দিক শ্রাদ্ধে যে সকল বস্তু দুর্লভ, তাহা পূর্বেই যে কোন প্রকারে সযত্নে সংগ্রহ করিয়া গোপনে গৃহে রাখিবে।৩৪৯-৫১

জল, তণ্ডুল, মাষ, মুগ, শাকদ্বয়, পত্র, যথাশক্তি দক্ষিণা, দক্ষিণাপাত্র, বাড়ব (অগ্নি) এবং মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-সমূহ—এই দশটি শ্রাদ্ধের পরম সাধন বলিয়া মনীষিগণ বলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে একটিরও অভাবে শ্রাদ্ধ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয় না।৩৫২-৫৩

বিশুদ্ধ জলের অভাবে কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না, বিশেষতঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মে জল প্রশস্ত। এইরূপ তণ্ডুলাভাবে প্রাত্যব্দিক শ্রাদ্ধের কথাই উঠিতে পারে না; কারণ তণ্ডুল ও সুবর্ণ ঐ শ্রাদ্ধের প্রধান দ্রব্যরূপে উক্ত হইয়াছে।৩৫৪-৫৫

শ্রাদ্ধের কথা আর কি বলিব, সকল কার্য্যের জন্যই তণ্ডুল ও সুবর্ণ এই দুইটি বস্তু কর্মকর্ত্তা সযত্নে সংগ্রহ করিয়া থাকে।৩৫৬

তৎকর্ত্তব্যং যত্র কুত্র মৃতেঽহন্যেব নান্যতঃ।
তদভাবে লোপ এব ভবেদেব তু তৎপুনঃ ॥৩৫৭
মুদ্গাভাবে মাষমাত্রৈঃ কর্ত্তুং সূপায় শক্যতে।
মাষাভাবে ত্বঙ্গলোপো ভবেদেব ন সংশয়ঃ ॥৩৫৮
মহাপদি কদাচিত্তু তেন লোপেন তৎপুনঃ।
শক্যতে হি তথা কর্ত্তুং ন ত্যাজ্যং তত্তু তেন বৈ॥৩৫৯
এষা হি চোদনাপ্রোক্তা সুমহাচার্য্যবর্ত্মনা।
শাকাঃ শাকৌ তথা শাকঃ পৃথক্‌কৃত্বেন মনীষিভিঃ ॥৩৬০
কীকটাদিষু তচ্ছূন্যে ন ত্যাজ্যং শ্রাদ্ধকর্ম্ম তৎ।
পয়ো-দধি-ঘৃত-ক্ষীর-সূপ-ভক্ষ্যাদিসম্ভবে ॥৩৬১
শাকাভাবে বিশেষেণ বাধকং ন ভবেদিতি।
লৌকিকানাং বৈদিকানাঞ্চ মহদুক্তির্মহত্তরা ॥৩৬২
লৌকিকোক্তির্বৈদিকোক্তিঃ স্বীকার্য্যে বৈদিকেঽপি চ।
ভবিষ্যতি কদাচিত্তু চাপৎকল্পং তদুচ্যতে ॥৩৬৩

যখনই শ্রাদ্ধ করিবে, মৃততিথিতেই করিবে; নতুবা উহা লোপ পাইবে এবং পুনরায় মৃততিথিতেই উহা করিতে হইবে।৩৫৭

মুগের অভাবে মাত্র মাষের দ্বারাই সূপ (ঝোল) তৈয়ার করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে; কিন্তু মাষেরও অভাব হইলে কার্য্য লোপ পাইবে সন্দেহ নাই।৩৫৮

মহা আপদ উপস্থিত হওয়ায় যদি কার্য্যের লোপ হয়, তবে পুনরায় (কৃষ্ণৈকাদশী বা অমাবস্যাতে) উহার অনুষ্ঠান করিবে, কখনও ত্যাগ করিবে না—ইহা মহাচার্য্যগণের বিধান। কীকটাদি শাকের মধ্যে একটি, দুইটি বা তিনটি শাকের দ্বারা যথাসম্ভব শ্রাদ্ধ করিবে, তথাপি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। তবে পয়ঃ (দুগ্ধ), দধি, ঘৃত, ক্ষীর, সূপ (ঝোল) প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্যের সংগ্রহ সম্ভব হইলে শাক না থাকিলেও বাধা হইবে না—ইহা লৌকিক ও বৈদিক সকল মহাত্মাগণেরই উক্তি।৩৫৯-৬২

আপৎকল্পে বৈদিকোক্তির মত লৌকিকোক্তিও বৈদিক কর্ম্মে গ্রহণীয়।৩৬৩

॥ শ্রাদ্ধদ্রব্যাভাবে অনুকল্পঃ ॥

ঘৃতস্য দুর্লভে জাতে কদাচিৎ সঙ্কটে স্বরে।
দেশনাশে রাষ্ট্রনাশে মহাবর্ষাদিদুর্ঘটে ॥৩৬৪
তৈলং প্রতিনিধিস্তস্য দুর্লভে তস্য চাগতে।
তস্য প্রতিনিধিস্ত্যাজ্যো দুর্লভে তু দ্বয়োরপি ॥৩৬৫
পয়ঃ প্রতিনিধিঃ প্রোক্তং তস্য প্রতিনিধির্দধি।
সর্বেষামপি চৈতেষাং দুর্লভে কিং পুনস্ত্বিতি ॥৩৬৬
পরং চিন্তয়তাং তত্র মহাদেবঃ প্রজাপতিঃ।
স্বয়মাগত্য চোবাচ সর্বলোকহিতায় বৈ ॥৩৬৭
পিষ্টং জলেন সংযোজ্য লোড়য়িত্বা বিশেষতঃ।
তেন পিষ্টজলেনৈব হোমকার্য্যাদিকং চরেৎ ॥৩৬৮
লব্ধেন মধুনা বাপি সর্বকার্য্যাণি সাধয়েৎ।
ফল-পত্রাদিসুদ্রব্যৈরন্নেন চ তদা কিল ॥৩৬৯
শ্রাদ্ধাদীন্যপি কার্য্যাণি ন ত্যাজ্যানি মনীষিভিঃ।
মাসপ্রযত্নদুর্লভ্যে তদা কুর্য্যাদ্ যথা তথা ॥৩৭০
শ্রেষ্ঠানাং ভুক্তিপত্রাণাং দুর্লভে সতি তৎপরম্।
শ্রাদ্ধকার্য্যায় মৃৎপাত্রং কথিতং যত্তু তেন তৎ ॥৩৭১
সংলব্ধং কথিতং শ্রীমন্ তেন তৎসাধয়েত্তরাম্।
আপৎসু পত্রালাভে তু লভ্যতে যত্তু তেন তৎ ॥৩৭২
সাধয়েদিতি সর্বেষাং সম্মতিঃ পরমা স্মৃতা।
বিপ্রাভাবে তু সর্বত্র দর্ভমুষ্টিষু তৎপিতৄন্ ॥৩৭৩
সুরানপি বিধানেন মন্ত্রৈরাবাহ্য ভূতলে।
কৃত্বা তাং নিখিলামর্চ্চাং অগ্নৌকরণমেব চ ॥৩৭৪
অন্নত্যাগঞ্চ তৎকৃত্বা সর্বং তৎপরিষেচনম্।
আপোশনাদিকাঃ কৃত্বা মন্ত্রমাত্রেণ চাহুতীঃ ॥৩৭৫
পঞ্চাপি জপ্ত্বা বিধিনা চাভিশ্রবণমেব চ।
উত্তরাপোশনং কৃত্বা মন্ত্রৈঃ পূর্ববদেব বৈ ॥৩৭৬
পিণ্ডপ্রদানং নির্বর্ত্ত্য তৎসর্বং সলিলে ক্ষিপেৎ।
তচ্ছেষঞ্চ ততো ভুক্ত্বা তর্পণঞ্চ পরেঽহনি ॥৩৭৭
কুর্য্যাদেব বিধানেন দক্ষিণাং তাং ততঃ পরম্।

শ্রাদ্ধদ্রব্য অভাবে অনুকল্প।

দেশনাশ, রাষ্ট্রনাশ অথবা মহাবর্ষাদি সঙ্কট উপস্থিত হইলে যদি ঘৃত দুর্লভ হয়, তবে তৈল তাহার প্রতিনিধি হইবে। তৈল দুর্লভ হইলে তাহার আর প্রতিনিধি দিবে না ; অথবা ঘৃত ও তৈল উভয়ের দুর্লভতায় পয়ঃ (দুগ্ধ) প্রতিনিধিরূপে দেয়। দুগ্ধের প্রতিনিধি দধি। এসমস্ত আপৎকল্পেই বুঝিতে হইবে। এইরূপে আপৎকালীন প্রতিনিধি সম্বন্ধে ঋষিগণ যখন চিন্তা করিতেছিলেন, তখন সকল লোকের হিতের জন্য প্রজাপতি মহাদেব স্বয়ং আসিয়া বলিলেন,—জলের সহিত পিষ্ট (চূর্ণিত) তণ্ডুলাদি গুলিয়া উহার দ্বারাই আপৎকালে হোমাদি কর্ম করিবে।৩৬৪-৬৮

অন্য দ্রব্যের অভাবে মধুর দ্বারাই সকল কর্ম করিবে। ফল, পত্রাদি সুদ্রব্য এবং অন্নের দ্বারা শ্রাদ্ধাদি কর্ম করিবে, তথাপি পরিত্যাগ করিবে না। একমাস পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াও যদি শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যসমূহ পাওয়া না যায়, তবে যেমন তেমন করিয়াই শ্রাদ্ধ করিবে।৩৬৯-৭০

শ্রাদ্ধকার্য্যের জন্য শ্রেষ্ঠ ভোজনপাত্রের অভাব হইলে মৃৎপাত্রেও শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিবে। মৃৎপাত্র সুলভ বলিয়াই উহার কথা বলা হইয়াছে। আপৎকালে তাহাও যদি দুর্লভ হয়, তবে যে কোন পাত্রে শ্রাদ্ধকার্য্য করিবে—ইহাতে সমস্ত শাস্ত্রকারগণেরই বিশেষ সম্মতি আছে। ব্রাহ্মণের অভাবে দর্ভময় (কুশনির্মিত) ব্রাহ্মণে পিতৃগণকে ও দেবতাগণকে মন্ত্রের দ্বারা ভূতলে আহ্বান করত তাঁহাদের অর্চ্চনা, অগ্নৌকরণ, অন্নত্যাগ প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া পরে পরিষেচন করিবে, অনন্তর আপোশন করত মন্ত্রদ্বারা পাঁচটি আহুতি প্রদান করিয়া বিধিপূর্বক অধিশ্রয়ণ ও উত্তরাপোশন করিবে। তৎপর মন্ত্রদ্বারা পিণ্ডপ্রদান করত পিণ্ডগুলি জলে নিক্ষেপ করিয়া অন্নশেষ ভোজন করিবে এবং পরদিন তর্পণ করিয়া যে কোন ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে—ইহাই শ্রৌত বিধি।৩৭১-৭৮

পাত্রসমূহের প্রাপ্তি নিজের ইচ্ছাধীন নহে। এজন্য অন্ততঃ তিনদিন পূর্ব্বে ঐগুলি নিজের অধীনে আনিবার

যস্মৈ কস্মৈচিদ্ বিপ্রায় দদ্যাদিতি হি সা শ্রুতিঃ ॥৩৭৮
অস্বাধীনানি পাত্রাণি পরেষাং পূর্বমেব বৈ।
ত্রিদিনাদেব স্বাধীনা সা কৃত্বা তৈস্ততঃ পরম্ ॥৩৭৯
তৈঃ শ্রাদ্ধং তু ততঃ কুর্য্যাৎ সদ্যো লব্ধ্বাঽথবাপদি।
যথা কথঞ্চিৎ কুর্য্যাচ্চ তেন চাপি বিধানতঃ ॥৩৮০
কৃতমেব ভবেন্নূনং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
মৃৎপাত্রাণি তু চেত্তানি পাত্রাভাবেঽথবা পুনঃ ॥৩৮১
কবলং কবলং হস্তে যাবদ্ দ্বাত্রিংশদাহুতীঃ।
প্রাণায়েত্যাদিভিঃ সর্বৈঃ ষড়াবৃত্যা ততঃ পুনঃ ॥৩৮২
তুরীয়পঞ্চমাভ্যাঞ্চ সপ্তমাবৃত্তিকর্ম্মণি।
পুরয়িত্বাবৃত্তিভেদং তাং বৃত্তিং তত্র কর্ম্মণি ॥৩৮৩
শ্রাদ্ধাখ্যে কারয়েদ্ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণানামনাপদি।
এবং কৃত্বা সদ্য এব সর্বভ্রষ্টো ভবেদপি ॥৩৮৪
বেদহন্তা শাস্ত্রহন্তা মর্য্যাদামারকশ্চ সঃ।
পিতৃঘ্নো বিপ্রহন্তা চ ভবেদেব ন সংশয়ঃ ॥৩৮৫
আপৎকল্পোক্তমর্য্যাদাঃ শাস্ত্রাণি বিবিধান্যতি।
অনাপৎসু ন গৃহ্নীয়াদ্ গৃহ্নন্ তানি পতেদধঃ ॥৩৮৬

যেন কেন প্রকারেণ পিত্রোঃ শ্রাদ্ধং বিধানতঃ।
অন্নেনৈব প্রকুর্বীত নান্যেন তু কদাচন ॥৩৮৭
তদন্নমতিশুদ্ধং যদ্ যোগ্যং তচ্ছ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
অতিশুদ্ধত্বমন্নস্য সদ্দ্রব্যেণৈব কেবলম্ ॥৩৮৮
সম্পাদিতস্য ভবতি নাসদ্দ্রব্যেণ তদ্ভবেৎ।
ন্যায়ার্জ্জিতস্য দ্রব্যস্য সত্ত্বং প্রকথিতং বুধৈঃ ॥৩৮৯
তদন্যায়ার্জ্জিতং দ্রব্যমসদিত্যেব সূরিভিঃ।
কথিতং সৎকর্ম্মজালাযোগ্যং নিরয়ভীতিদম্ ॥৩৯০
তৎসদ্দ্রব্যং ব্রাহ্মণস্য যাজনাধ্যাপনাদিভিঃ।
সম্প্রাপ্তং যদ্বিশেষেণ স্বীয়োর্বীসম্ভবঞ্চ যৎ ॥৩৯১
ধান্যাদিকং শাক-মূল-শলাটু-ফল-মূলকম্।
ন্যায়ার্জ্জিতমিতি প্রোক্তং যোগ্যং সৎকর্ম্মণাং সদা ॥৩৯২
মহাদানাদিসম্প্রাপ্তং গজদানাদিনাগতম্।
কুমাধ্যস্যাদিনাপ্রাপ্তং গ্রামসামান্যযাজিকম্ ॥৩৯৩
শৌদ্রং সৌতং রাথকারং তাক্ষ্ণং ত্বাষ্ট্রং তথৈণিকম্।
মালাকারীয়মাম্বষ্ঠং তান্তুবায়ঞ্চ সৌচিকম্ ॥৩৯৪

চেষ্টা করিবে এবং তাহার দ্বারা শ্রাদ্ধকর্ম্ম সম্পাদন করিবে। অথবা আপৎকালে সদ্যোলব্ধ পাত্রসমূহ দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করিবে, তথাপি পরিত্যাগ করিবে না। সেই পত্রগুলি যদি মৃৎপাত্রও হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করিবে, ইহাতে কোনও বিচার করিবে না।৩৭৯-৮১

মৃৎপাত্রেরও অভাব হইলে ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেকের হাতে হাতে দ্বাত্রিংশৎ (বত্রিশ) গ্রাস অন্ন দিবে; তন্মধ্যে পঞ্চপ্রাণের প্রত্যেকের নামে ছয়বার করিয়া গ্রাস প্রদান করিবে এবং চতুর্থ ও পঞ্চমপ্রাণের নামে সাতবার গ্রাস দিবে। এইরূপে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণের হাতে বত্রিশ গ্রাস অন্ন দিবে—এ সমস্তই আপৎকালীন ব্যবস্থা। অনাপৎকালে ঐরূপ করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা সর্বকর্ম্মভ্রষ্ট হইবে। ঐরূপ ব্যক্তি—বেদহন্তা, শাস্ত্রহন্তা, মর্য্যাদা-নাশক, পিতৃঘ্ন, বিপ্রহন্তা প্রভৃতি নামে অভিহিত ব্যক্তি-সকলের ন্যায় পাপে লিপ্ত হইবে।৩৮২-৮৫

আপৎকালবিহিত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাসমূহ অনাপৎ-কালে কখনও গ্রহণ করিবে না, করিলে পতিত হইবে। যে কোন প্রকারেই হউক অন্নের দ্বারাই পিত্রাদির শ্রাদ্ধ করিবে, অন্য দ্রব্যে নহে।৩৮৬-৮৭

অতিবিশুদ্ধ সেই অন্ন শ্রাদ্ধকর্ম্মের যোগ্য বলা হইয়াছে। ঐ অন্নসমূহের অতিবিশুদ্ধি সদ্দ্রব্যের দ্বারাই সম্পন্ন হয়, অসদ্দ্রব্যের দ্বারা নহে। ন্যায়ার্জ্জিত (শাস্ত্রবিহিত উপায়ে লব্ধ) দ্রব্যকেই পণ্ডিতগণ সদ্দ্রব্য বলিয়াছেন; আর অন্যায়োপার্জ্জিত দ্রব্যকে অসদ্দ্রব্য বলিয়াছেন। অসদ্দ্রব্য সর্ববিহিত কর্ম্মের অযোগ্য এবং নরকভীতিপ্রদ।৩৮৮-৯০

যাজন, অধ্যাপনাদি দ্বারা যে ধন উপার্জন করা যায়, বিশেষতঃ স্বীয় ভূমিজাত দ্রব্য ব্রাহ্মণের পক্ষে সদ্দ্রব্য। ধান্যাদি, শাক, মূল, শলাটু, ফল প্রভৃতিকে ন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্য ও সকল কর্ম্মের যোগ্য বলা হইয়াছে।৩৯১-৯২

কৌলকং সৌচিকং নাটং শৈলুষং ভারতং তথা।
পামরং জাল্মকং গাধং চাণ্ডালং যাবনং তথা ॥৩৯৫
ম্লৈচ্ছং হৌনং কৌঙ্কনং বা ভৃতকাধ্যাপনাদিভিঃ।
আত্মশ্রাদ্ধাদিসম্প্রাপ্তং স্বামিদ্রোহাদিনাগতম্ ॥৩৯৬
চৌর্য্যানৃতসমুদ্ভূতং দুষ্টযাজনসঙ্গতম্।
অহীনক্রতুসংলব্ধং কন্যকাবিক্রয়োত্থিতম্ ॥৩৯৭
নিক্ষেপ-বার্ধুষ্যাগতং যদন্যচ্ছাস্ত্রনিন্দিতম্।
তদেতদখিলং দ্রব্যমসমীচীনমুচ্যতে ॥৩৯৮
সমীচীনং তদেব স্যাৎ সচ্ছ্রোত্রিয়মুখাগতম্।
একবিংশতিসংখ্যকক্রতুদক্ষিণয়া তথা ॥৩৯৯
প্রীতিদত্তং শ্রাদ্ধকালমহসম্ভাবনাদিতঃ।
সম্প্রাপ্তং যাচ্ঞয়া প্রাপ্তং শনকৈঃ শনকৈরপি ॥৪০০
খলভব্যসুতোৎপত্তিপুরাণস্মৃতিপাঠকৈঃ।
পঠদ্ভিরপি তৎপ্রীত্যা সম্প্রাপ্তমবশাত্তদা ॥৪০১
দক্ষিণাদানরূপেণ সদস্যাদিমুখেন চ।
সোমপ্রবাকাদিমুখাদুৎসবাদিমুখেন চ ॥৪০২
সম্প্রাপ্তমবশাদ্দৈবাৎ সম্প্রাপ্তং ন্যায়বর্ত্মনা।
মধুপর্কাদিরূপেণ সমাগতমনীশ্বরাৎ ॥৪০৩
যচ্চান্যদখিলং ভূয়ঃ সদ্দ্রব্যমিতি তদ্বিদুঃ।
অসদ্দ্রব্যকৃতং শ্রাদ্ধং পিতৃণাং নিরয়প্রদম্ ॥৪০৪
ততোঽল্পেনাপি সদ্দ্রব্যসমানীতৈকবস্তুভিঃ।
স্বপত্নীহস্তরচিতপাকৈরত্যন্তপাবনৈঃ ॥৪০৫
ভাবশুদ্ধেন মনসা তাদৃশেনেন্ধনেন তৎ।
নির্বর্ত্ত্যমেকং প্রত্যব্দং মন্ত্রপূতঞ্চ তাতয়োঃ ॥৪০৬

শ্রাদ্ধে পাককর্ত্তারঃ।

তত্রাদৌ পাককর্ত্ত্র্যেকা ধর্ম্মপত্নী তথাপরাঃ।
কুলপত্ন্যোঽনন্যজাতিসম্ভবাঃ স্যুঃ প্রজাবতী ॥৪০৭
মাতরো জ্ঞাতিপত্ন্যশ্চ পিতৃস্বস্রাদিকাঃ পরাঃ
ভার্য্যাঃ স্বসারঃ শ্বশ্রবশ্চ মাতুলান্যস্তথৈব চ ॥৪০৮
অত্যারাদ্ বন্ধুপত্ন্যশ্চ গুরুপত্ন্যস্তথাবিধাঃ।
আনুকূল্যেন নির্দ্দিষ্টাঃ সর্বাভাবে স্বয়ং বরঃ ॥৪০৯

মহাদানাদি, গজদানাদি, কুমাধ্যস্থ্য, ভাবেপ্রাপ্ত, গ্রাম-সামান্য (যাজনলব্ধ), শূদ্র, সূত, রথকার, তক্ষা (সূত্রধর), ত্বষ্টা (সূত্রধরী), ঐণিক (ব্যাধ), মালাকার, অম্বষ্ঠ, তন্তুবায়, সৌচিক, কৌলক, নাট, শৈলুষ, ভারত, পামর, জাল্ম, গাধ, চণ্ডাল, যবন, ম্লেচ্ছ, হূণ, কুঙ্কণ, ভৃত-কাধ্যাপনা, আত্মশ্রাদ্ধ, স্বামিদ্রোহ, চৌর্য্য, মিথ্যাভাষণ, দুষ্ট যাজনকর্ম, অহীনক্রতু, কন্যা-বিক্রয়, গচ্ছিত দ্রব্য, কুসীদ এবং অন্য সকলপ্রকার শাস্ত্রনিন্দিত উপায় হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যসমূহকে অসমীচীন দ্রব্য বলা হইয়াছে।৩৯৩-৯৮

তাহাকেই সমীচীন দ্রব্য বলা হইয়াছে, যাহা শ্রোত্রিয়ের মুখ হইতে আগত এবং একবিংশতিপ্রকার যজ্ঞদক্ষিণা হইতে প্রাপ্ত।৩৯৯

প্রীতির দান, শ্রাদ্ধকালীন উৎসবসম্পদ, অল্প অল্প করিয়া যাচ্ঞা, খল বা সাধুগণের পুত্রোৎপত্তি উৎসবে পুরাণ ও স্মৃতিপাঠক, পাঠকের পাঠ শ্রবণে প্রীতিপ্রযুক্ত প্রাপ্ত ধন, সদস্যাদির দক্ষিণা, দানরূপে প্রাপ্ত দক্ষিণা, সোমযজ্ঞমুখ, উৎসবাদি মুখ ন্যায়পথে দৈব-বশে হঠাৎ প্রাপ্ত, মধুপর্কাদিরূপে ও রাজা ভিন্ন অন্য সৎপাত্র হইতে প্রাপ্ত এবং শাস্ত্রপ্রশস্ত দ্রব্যসমূহকেই সদ্দ্রব্য বলে। অসদ্দ্রব্যের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের নরকগতি হয়; এজন্য অল্প হইলেও সমানীত দ্রব্য পবিত্র কাষ্ঠে নিজপত্নীর দ্বারা পাক করাইয়া মন্ত্রপূত অত্যন্ত পবিত্র সেই অন্নের দ্বারা ভাবশুদ্ধ মনে পিতৃগণের প্রাত্যব্দিক শ্রাদ্ধ করিবে।৪০০-৬

শ্রাদ্ধে পাককর্ত্তা।

শ্রাদ্ধান্নের পাকে নিজ ধর্মপত্নীই মুখ্যাধিকারিণী, তাঁহার অভাবে স্বজাতীয়া পুত্রবতী জ্ঞাতিপত্নীও পাকে অধিকারিণী হইবে।৪০৭

এইরূপ মাতৃগণ, জ্ঞাতিপত্নী, পিতৃস্বসা (পিসী) প্রভৃতি দ্বিতীয়াদি পত্নী, ভগিনী, শ্বশ্রূ, মাতুলানী, অতি-নিকটবর্ত্তিনী বন্ধুপত্নী ও গুরুপত্নীগণ ইহাদের সকলেরই শ্রাদ্ধান্নপাকে অধিকার আছে। এই সকল অধিকারীর অভাবে শ্রাদ্ধকর্তা স্বয়ংই শ্রেষ্ঠ অধিকারী।৪০৮-৯

পাককর্ম্মণি সম্প্রোক্তঃ সৎসু দারেষু তৎপুরঃ।
ন তৎকর্ম্মণি নির্দ্দিষ্টো যজমানোঽপি তত্র চ ॥৪১০
যদি কর্ত্তা ব্রহ্মচারী তদা পাকং প্রযত্নতঃ।
ন কুর্য্যাদেব বিধিনা তস্য পাকে কদাচন ॥৪১১
অধিকারোঽস্তি ধর্ম্মেণ বনস্থস্য যতেরপি।
ব্রহ্মচারী যতির্বাপি যস্মিন্ দেশে যদা তদা ॥৪১২
পচনং কুরুতে মোহাত্তদ্রাষ্টং তৎক্ষণাৎ পরম্।
শ্রিয়াদিরহিতং সর্বদেব-বেদ-সুর-দ্বিজৈঃ ॥৪১৩
তীর্থৈঃ পুণ্যৈঃ পবিত্রৈশ্চ সপ্ততন্তুমুখাদিভিঃ।
প্রবর্জ্জিতং বিশেষেণ ভবেদূরীকৃতং তথা ॥৪১৪
নষ্টং ভ্রষ্টং প্রভগ্নঞ্চ ভ্রান্তনষ্টমৃগদ্বিজম্।
নির্মানুষ্যং শুষ্কজলমা শতাব্দাত্তবিষ্যতি ॥৪১৫
পাকভিন্নানি কার্য্যাণি সর্বাণ্যেবাবিশেষতঃ।
গুরোর্নিত্যং ব্রহ্মচারী কর্ত্তুং শক্নোতি সন্ততম্ ॥৪১৬
বিনা পাকং তমেকং তু কার্য্যাণ্যন্যানি যানি বা।
তদুক্তানি প্রকুর্বীত যতিশ্চাপি তথৈব হি ॥৪১৭

কিন্তু পত্নী বর্ত্তমান থাকিতে ও শ্রাদ্ধগৃহে উপস্থিত থাকিতে যজমানের শ্রাদ্ধপাকে অধিকার নাই।৪১০

যদি শ্রাদ্ধকর্ত্তা ব্রহ্মচারী হয়, তবে সে স্বয়ং পাক করিবে না, কারণ তাহার পাকে অধিকার নাই।৪১১

যতি, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারী ইহাদের কাহারও শ্রাদ্ধপাকে অধিকার নাই। যতি, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারী মোহবশতঃ যে দেশে যখন শ্রাদ্ধান্ন পাক করিবে, সেই সকল দেশ তখন হইতে একশত বৎসরের মধ্যে সর্বৈশ্বর্য্যশূন্য, সর্ববেদ ও সর্বদেবশূন্য হইবে; সপ্ততন্তুপ্রমুখ পুণ্যতীর্থ সেই দেশ হইতে অন্তর্হিত হইবে এবং সেই দেশ মৃগ-পক্ষিশূন্য, মানবশূন্য, জলশূন্য হইয়া নষ্ট-ভ্রষ্ট হইবে।৪১২-১৫

ব্রহ্মচারী শ্রাদ্ধপাক ভিন্ন গুরুর অন্য সকল কার্য্যই করিতে পারিবে এবং সন্ন্যাসীও পাকভিন্ন গুরুসেবার নিমিত্ত অন্যান্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে।৪১৬-১৭

যতি বা ব্রহ্মচারী যে ভূমিতে পাক করে, সেই ভূমি দগ্ধা ও প্রণষ্টা হইয়া ভয়ে কম্পিতা হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই।৪১৮

বর্ণিনা যতিনা পাকে কৃতা ভূমিস্তথা তরাম্।
ভীতা দগ্ধা প্রণষ্টা চ কম্পিতা স্যান্ন সংশয়ঃ ॥৪১৮
তস্মাত্তু যদি বর্ণী স্যাচ্ছ্রাদ্ধকর্ত্তা তদা কিল।
তন্মাতা তস্য ভগিনী যাশ্চ কাশ্চন তাস্তু বৈ ॥৪১৯
বন্ধুপত্ন্যো মিত্রপত্ন্যো গুরুপত্ন্যাদিকাঃ স্মৃতাঃ।
পাককর্ত্র্যো নরাঃ স্বীয়াঃ কীর্ত্তিতা ন স্বয়ং কদা॥৪২০
সর্বশ্রাদ্ধেষু সর্বত্র রণ্ডাপাকো বিশেষতঃ।
গর্হিতঃ স্যাত্তথা বন্ধ্যাপাকোঽপি পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৪২১
স্বসা মাতা তথা শ্বশ্রূর্মাতুলানী সুতা পিতা।
পিতৃব্যপত্নী বা ভার্য্যা ভগিনী বা তথাবিধা ॥৪২২
কর্ত্রীণাং তু পুরোক্তানামভাবে বিধবা অপি।
এতা গ্রাহ্যাঃ পাককার্য্যে শ্রাদ্ধকর্ম্মণি সঙ্কটে ॥৪২৩
জ্ঞাতিভার্য্যাশ্চ নিখিলাঃ প্রত্যাসন্নাস্তথাবিধাঃ।
সপিণ্ডভার্য্যাঃ সাধ্ব্যশ্চেদ্ গ্রাহ্যা এবেতি শণ্ডিলঃ॥৪২৪
শ্রাদ্ধপাকক্রিয়ায়াস্তাঃ প্রাহ শ্রীমানসৌ মহান্।
পুত্রিণীনাং ন রণ্ডাত্বং নিখিলৈর্নিশ্চিতং পুরা ॥৪২৫

এজন্য ব্রহ্মচারী যদি শ্রাদ্ধকর্ত্তা হয়, তবে তাহার মাতা, ভগিনী, বন্ধুপত্নী, মিত্রপত্নী এবং গুরুপত্নীগণের কেহ অথবা ঐরূপ কোন পুরুষ শ্রাদ্ধান্ন পাক করিবে; কিন্তু কদাচ স্বয়ং পাক করিবে না।৪১৯-২০

সকল শ্রাদ্ধেই রণ্ডা অর্থাৎ বিধবা এবং বন্ধ্যানারীর পাক অত্যন্ত গর্হিত। তবে ভগিনী, মাতা, শাশুড়ী, মাতুলানী, পিতা, পিতৃব্য-পত্নী, ভার্য্যা এবং জ্ঞাতিভগিনী প্রভৃতি সকলেরই অভাব হইলে সঙ্কটকালে অর্থাৎ ব্রহ্মচারী শ্রাদ্ধকর্ত্তা হইলে বিধবার পাকও শ্রাদ্ধে গ্রহণীয়।৪২১-২৩

শণ্ডিল মুনি বলিয়াছেন,—গৃহে উপস্থিত থাকিলে সাধ্বী জ্ঞাতিপত্নী ও সপিণ্ডপত্নীগণও শ্রাদ্ধান্ন পাক করিতে পারিবে।৪২৪

শণ্ডিল মুনি আরও বলিয়াছেন,—শ্রাদ্ধপাকে পুত্রবতী বিধবাকে বিধবা মনে করিবে না, এবং একবার পুত্র হইয়া মরিয়া গেলেও সেই নারীকে বন্ধ্যা মনে করিবে

বন্ধ্যাত্বং জাতপুত্রাণাং ন কদাচন বিদ্যতে।
কন্যকানুপনীতানাং ন কর্ম্মার্হত্বমূচিরে ॥৪২৬

॥ মৃতকার্য্যে কর্ত্তুরনুকল্পনিষেধঃ ॥

সতি কর্ত্রন্তরে ভূয়ো ন চেত্তেষাং তু কর্ত্তৃতা।
অস্ত্যেবেতি তদা প্রাহ মৃতকার্য্যে বিশেষতঃ ॥৪২৭
স্বধানিনয়নাদেব মন্ত্রকার্য্যাখিলামতা।
অথবা তদ্ ব্রতঃ কক্ষান্তরনিষ্ঠস্তু কশ্চন ॥৪২৮
তৎকার্য্যমখিলং কুর্য্যাত্তেন তৎসুকৃতং ভবেৎ।
বিনৈব বরণং তূষ্ণীং কর্ত্তুঃ স্বস্য স্বয়ং যদি ॥৪২৯
তৎকর্ত্তব্যত্বেন কুর্য্যাৎ কর্ম্ম তৎ স্যান্নিরর্থকম্।
যস্য কস্যাপি নষ্টস্য দূরে কর্ত্তরি সংস্থিতে ॥৪৩০

॥ কর্ত্তৃবৃতস্যাধিকারঃ ॥

তৎকর্ত্তব্যত্বেন নান্যঃ কর্ম্ম কুর্য্যাত্তথা যদি।
পুনঃ করণমিত্যেব নিশ্চিতং ত্বাদিতো যথা ॥৪৩১
অতদ্বৃতকৃতং কর্ম্মাকৃতমেবেতি সূরিভিঃ।
যতঃ সুনিশ্চিতং তদ্ধি করণং পুনরর্হতি ॥৪৩২
তাদৃশেষ্বেব কৃত্যেষু রণ্ডানাং পাককর্ত্তৃতা।
ন তদ্ভিন্নেষু পিত্র্যেষু চৈবং সতি যদাহবশাৎ ॥৪৩৩
মোহাত্তৎকৃতপাকেন কৃতং শ্রাদ্ধং তদা পুনঃ।
পরেহহন্যেব কুর্বীত স্নুষাপাকেন তৎসুতঃ ॥৪৩৪
জ্ঞাতাজ্ঞাতেতি রণ্ডে দ্বে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টে পরে তথা।
পতিং জানাতি যা জ্ঞাতা প্রথমা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥৪৩৫
তত্রাজ্ঞাতেতি যা সেয়ং ন জানাতি পতিং স্বকম্।
অত্যন্তপাপা সা জ্ঞাতা যস্যাঃ স্পর্শাৎ পরং তদা ॥৪৩৬
সুখদোষেণ মরণং তদ্ভর্ত্তা প্রতিপদ্যতে।
সা স্পৃষ্টেতি হি বিখ্যাতা হ্যলব্ধা তদ্রতিং পরাম্ ॥৪৩৭
রজসোহপ্যশ্নুতে ঘোরং বৈধব্যং পাপজং মহৎ।
সাহস্পৃষ্টেতি সমাখ্যাতাস্তা এতাঃ পূর্বজন্মনি ॥৪৩৮

না, কিন্তু কন্যা বা অনুপনীত পুরুষ শ্রাদ্ধপাকে কদাচ অধিকারী হইবে না।৪২৫-২৬

মৃতের কার্য্যে কর্ত্তার অনুকল্প নিষেধ।

মৃতের কার্য্যে মুখ্যকর্ত্তা ভিন্ন অন্য অধিকারিগণ থাকিলেও মৃত্যের কার্য্যে তাহাদের কর্তৃত্ব নাই—এই কথা শাস্ত্রকার বিশেষরূপে বলিয়াছেন। মন্ত্রকার্য্যের অখিল প্রীতি স্বধানিনয়ন অর্থাৎ স্বধাশব্দপ্রযোজ্য শ্রাদ্ধ হইতেই জন্মে। অথবা শ্রাদ্ধকর্ত্তা যদি তৎকার্য্য না করেন, তবে শ্রাদ্ধের অন্যতম নিকট অধিকারীই তাহার প্রতিনিধিরূপে শ্রাদ্ধ করিবে। তাহা হইলেই অখিল শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। যে কোনও মৃতের শ্রাদ্ধকর্ত্তা দূরে থাকিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা কর্ত্তৃক বৃত না হইয়া কর্ত্তব্যরূপে কিছু না বলিয়া স্বয়ং যদি কেহ শ্রাদ্ধ করে, তবে ঐ শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হইবে।৪২৭-৩০

শ্রাদ্ধাধিকারিকর্ত্তৃকব্রতের তৎকর্মে অধিকার।

তৎকর্ত্তৃক সাক্ষাদ্ভাবে বৃত না হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যরূপে কেহই শ্রাদ্ধ করিবে না, করিলে ঐ শ্রাদ্ধ পণ্ড হইবে এবং প্রথম হইতে পুনরায় উহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অবৃত পুরুষ কর্ত্তৃক কৃত শ্রাদ্ধ অকৃতই হইয়া থাকে—ইহা বিদ্বদ্গণের সুনিশ্চিত অভিমত; সুতরাং ঐরূপ স্থলে পুনরায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান কর্ত্তব্য।৪৩১-৩২

এইরূপ যেস্থলে মুখ্য পাককর্ত্তার অভাব হইবে, সেইস্থলেই পুত্রবতী বিধবাদির পাকে অধিকার, অন্য স্থলে নহে। যদি মোহবশতঃ অন্যস্থলেও বিধবাদি শ্রাদ্ধান্ন পাক করে, তবে ঐ শ্রাদ্ধ পণ্ড হওয়ায় পরদিন পুনরায় পুত্রবধূর পকান্নে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করিবে।৪৩৩-৩৪

জ্ঞাতা, অজ্ঞাতা, স্পৃষ্টা ও অস্পৃষ্টাভেদে রণ্ডা (বিধবা) চারি প্রকার। যে নারীর (অতিবাল্যে) পতির মৃত্যু হইলেও তাঁহার কথা স্মরণ আছে, তাহাকেই জ্ঞাতা রণ্ডা বলে। কিন্তু যাহার পতির কথা একটুও স্মরণ নাই, তাহাকেই অজ্ঞাতা বিধবা বলে। এই রণ্ডা অধিক পাপীয়সী। যে নারী স্পর্শ সুখ প্রদান করিলেও পতির মৃত্যুর কারণ হয়, তাহাকে স্পৃষ্টা বলে। যে নারী ঋতুমতী হইয়াও পতিসংবাস-লাভের পূর্বেই বৈধব্য প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই অস্পৃষ্টা রণ্ডা বলে। ইহারা সকলেই পূর্ব পূর্ব জন্মকৃত মহাপাপের ফলেই ঐরূপ বৈধব্য প্রাপ্ত হয়।৪৩৫-৩৮

নগ্নশ্রাদ্ধে নবশ্রাদ্ধে লোষ্ট্রব্রাহ্মণভোজনে।
আদ্যশ্রাদ্ধে চ ভোক্তারঃ প্রত্যক্ষান্নং বিনা শুচিম্॥৪৩৯
ক্রমেণৈব মহাপাপাঃ সপ্তানাং জন্মনাং পুরা।
অগ্নৌ প্রথমতঃ কৃত্বা হোমরূপেণ কর্ম্ম তৎ ॥৪৪০
সমাপ্য বিধিবদ্ ভূয়ো যথা সঙ্কল্পপূর্বকম্।
সম্যগ্ বিপ্রমুখেনাপি তাদৃক্‌কর্মচতুষ্টয়ম্ ॥৪৪১
প্রকর্ত্তব্যং প্রযত্নেন ন চেত্তু ব্রাহ্মণো বৃথা।
অধঃ পতেদেব তরাং নেহামুত্র চ নিষ্কৃতিঃ ॥৪৪২
তস্য ভোক্তুঃ প্রকথিতা তাদৃক্‌প্রেতক্রিয়াসু বৈ।
বিনাগ্নিমাদিতো বিপ্রমুখেন ক্রিয়মাণকে ॥৪৪৩
প্রাথম্যেনৈব তদ্ভোক্তুঃ পুলাকানাং তু সংখ্যয়া।
জ্ঞাতাদিরণ্ডাজন্মানি ভবেয়ুরিতি বৈ বিধিঃ ॥৪৪৪

॥ বিধবানাং নিন্দা ॥

শ্রীমান্ প্রজাপতিঃ প্রাহ সর্বলোকপিতামহঃ।
তাদৃশ্য এতাঃ সুক্রূরাঃ ক্রূরচিত্তা মহাজড়াঃ॥৪৪৫
দয়া-দাক্ষিণ্য-সৌভাগ্য-ক্ষান্তি-দান্তিবহিষ্কৃতাঃ।
ক্রূরাতিক্রূরসুক্রূরতমা ইতি জগৎত্রয়ে ॥৪৪৬
জন্মনৈব হি বিখ্যাতাস্তাদৃশীনাং সদা ক্ষয়ঃ।
পিতরৌ ভ্রাতরস্তজ্জাঃ পিতৃগেহে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৪৪৭
পতিগেহে তু তত্তাতভ্রাতরস্তজ্জাস্তজ্জনাঃ।
অপ্যেবং সতি সর্বত্র ন স্বাতন্ত্র্যকথা সদা ॥৪৪৮
তাসাং প্রকথিতা সদ্ভিরেবং সতি পিতুর্গৃহে।
পিত্রোস্তু কৃপয়া পাল্যাস্তৎকোষ্ঠজনিতোঽস্বহম্ ॥৪৪৯
ভ্রাত্রাদীনামপি তথা তজ্জাতানাং তথৈব চ।
এতদ্ভিন্নেন কেনাপি সম্বন্ধেন ন চৈব হি ॥৪৫০
পরং তু তত্র লোকানাং পশ্যতাং তাস্তথাবিধাঃ।
অনাথা ইব ভান্ত্যেতা ন তু তৎকৃপয়া তরাম্ ॥৪৫১
এতাদৃশী লোকরীতিস্তত্র ভর্ত্তৃনিকেতনে।
অত্যন্তপারবশ্যং তৎ সুস্পষ্টং লোকবর্ত্মতঃ ॥৪৫২

নগ্নশ্রাদ্ধ (তন্নামক শ্রাদ্ধ বিশেষ), নবশ্রাদ্ধ, লোষ্ট্রব্রাহ্মণভোজন (যে ব্রাহ্মণের সর্ববস্তুতে লোষ্ট্রবদ্ উপেক্ষাবুদ্ধি আসিয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ, সেই ব্রাহ্মণের ভোজন। কারণ, উক্ত ব্রাহ্মণের কোন বিচারবুদ্ধি থাকে না, সেইজন্য তিনি যত্রতত্র আহারা-বিহারাদিতে নিযুক্ত থাকেন।) এবং আদ্যশ্রাদ্ধে যে সকল ব্রাহ্মণ অপবিত্র অন্ন প্রত্যক্ষভাবে ভোজন করিবে, তাহারা ক্রমশঃ সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত মহাপাপী হইয়া অবস্থান করিবে। ঐ পাপ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে প্রথমতঃ অগ্নিতে তৎকর্ম্ম হোমরূপে সমাপ্ত করিয়া বিধিপূর্বক সঙ্কল্প করত সম্যক্‌রূপে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের দ্বারা ঐরূপ চারিটি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে; নতুবা ব্রাহ্মণ বৃথাই পতিত হইয়া ইহলোক ও পরলোকে নিষ্কৃতিশূন্য হইবে।৪৩৯-৪২

সেইরূপ প্রেতক্রিয়াসমূহে ভোজনকারী সেই বিপ্রেরও পূর্বোক্ত উপায়ে নিষ্কৃতি কথিত হইয়াছে। অগ্নি ভিন্ন ব্রাহ্মণমুখেই যেস্থলে শ্রাদ্ধকার্য্য হয়, সেস্থলে যে ব্রাহ্মণ প্রথম হইতেই ঐ শ্রাদ্ধপ্রদত্ত পুলাক (দগ্ধ অন্ন) সংখ্যাপূর্বক অর্থাৎ গণিয়া গণিয়া ভক্ষণ করে, সে জ্ঞাতাদি রণ্ডা হইয়া জন্মগ্রহণ করে—ইহাই শাস্ত্রবিধি।৪৪৩-৪৪

বিধবাগণের নিন্দা

সর্বলোকপিতামহ শ্রীমান্ প্রজাপতি বলিয়াছেন, পূর্বোক্ত রণ্ডাগণ অত্যন্ত ক্রূরচিত্তা, মহাজড়বুদ্ধিসম্পন্না, দয়াদাক্ষিণ্য, সৌভাগ্য, ক্ষমা ও দমাদিগুণশূন্যা হইয়া এই জগতে অত্যন্ত ক্রূরতমা বলিয়া ত্রিজগতে খ্যাত হইয়া থাকে; জন্মাবধি ইহাদের সর্বদাই ক্ষয় অর্থাৎ অবহেলা থাকে। পিতৃগৃহে পিতা, মাতা, ভ্রাতৃগণ ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণই ইহাদের রক্ষক এবং পতিগৃহে শ্বশুর, দেবর ও তাহাদের পুত্রপৌত্রগণই রক্ষক; ইহাদের স্বাতন্ত্র্যের কথা সাধুগণ স্বীকার করেন নাই। পিতৃগৃহে পিতামাতাই নিজকন্যাবোধে ইহাদিগকে পালন করিবেন। এইরূপ ভ্রাতাও ভ্রাতুষ্পুত্রগণও ভগিনী ও পিতৃষ্বসাবোধে ইহাদিগকে পালন করিবেন। কিন্তু আত্মীয় ভিন্ন অন্য কেহ ইহাদিগকে পিত্রাদি গৃহে অনাথা দুঃখিনীবোধে কৃপা পরবশ হইয়াও পালনে প্রবৃত্ত হইবেন না—ইহাই লোকরীতি। এইরূপ, পতিগৃহেও শ্বশুর, দেবর, দেবরপুত্রগণের দ্বারা পালিত হইয়া তাহাদের সম্পূর্ণ অধীনা

গতানাং তত্র নির্লজ্জং পুরস্কারৈকবর্জনাৎ।
হৈন্যমাদৌ জায়তে হি শনৈঃ কালেন তৎপরম্ ॥৪৫৩
ভাগাংশাদিপ্রশ্নমূলকলহে ন নিকৃষ্টতা।
স্বয়মেবোৎপদ্যতে চ জ্ঞাতে চৈবং বিশেষতঃ ॥৪৫৪
শাপ-রোদন-হুঙ্কার-ত্বঙ্কারাদিককশ্মলে।
সমুত্থিতে সঙ্কটেঽস্মিন্ মিথয়োঃ পশ্যতাং পুরঃ ॥৪৫৫
কিং কার্য্যমিতি তৈঃ প্রোক্তে তামেনাত্তাশ্চ বীক্ষ্য বৈ।
তৎপরং দীয়তে চেতি প্রতিজ্ঞাপ্য ততঃ পরম্ ॥৪৫৬
যচ্ছাস্ত্রেণৈব বিহিতং তাবন্মাত্রং তদা তদা।
অস্মাভির্দীয়তে চেতি নান্যৎকিমপি ক্ষুল্লকম্ ॥৪৫৭
ধর্মতোঽস্যাস্তু রণ্ডায়া মধ্যাহ্নেঽহ্নহমেব বৈ।
সার্দ্ধত্রিকরসম্পূর্ণাস্তণ্ডুলা লবণং সমিৎ ॥৪৫৮
বসনং ত্রিপণকক্রীতং ত্রিমাসানাং তথৈব চ।
এতাবদেব সাধ্বীনাং চোদিতং বিধবাশনম্ ॥৪৫৯
প্রদেয়ং শাস্ত্রমার্গেণ চৈতস্মাদধিকং ন হি।
ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং তাবন্মাত্রে ততঃ পুনঃ ॥৪৬০
দত্তেঽথ নালমেতন্মে চেতি রোদনপূর্বকম্।
দ্বারে নিরুদ্ধে জ্ঞাতেস্তু তত্র সন্তস্তু কেচন ॥৪৬১
কিমেতদিতি তূষ্ণীকং সন্ততং পশ্যতাং পুরঃ।
উভয়ৈঃ ক্রিয়তে চেতি হন্ত সম্প্রতি মাস্ত্বিতি ॥৪৬২
তৎকোষ্ঠপূরণে যাবত্তাবদ্দেয়মিতি ক্ব বা।
গচ্ছেদিয়মিতি প্রোক্ত্বা চৈতাবদ্ বৎসরস্য রাঃ ॥৪৬৩
দেয়া ভবদ্ভিরিত্যেবং ভূমিরূপেণ বা পুনঃ।
নিবন্ধদ্রব্যরূপেণ ধান্যরূপেণ বাথবা ॥৪৬৪
ভবেৎ কালেন নিষ্কর্ষ এবং সত্যত্র কেবলম্।
তস্যা নিকৃষ্টতা ঘোরা প্রসিদ্ধা জগতীতলে ॥৪৬৫
সিদ্ধাপি নাত্র বিষয়স্তস্মিন্ ভর্তৃকুলেঽহ্নহম্।
সম্প্রাপ্তজীবনাংশায়া এবং যত্নেন কালতঃ ॥৪৬৬

হইয়াই ইহারা অবস্থান করিবে। পতিগৃহে অনাথা ও দুঃখিনী বুঝিলেও অন্য কেহ কৃপাপরবশ হইয়া ইহাদিগকে পালন করিতে অগ্রসর হইবে না; তাহা করিলে তাহাদের প্রশংসারূপ পুরস্কারলাভ না হইয়া কালক্রমে নিন্দা ও লোকসমাজে হীনতা প্রাপ্তি হইবে।৪৪৫-৫৩

ইহাদের পালক পুরুষগণ (দেবরাদি) সম্পত্তির ভাগ ও অংশবিষয়ে ইহাদের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের নিকৃষ্টতা প্রদর্শন করিবে না। কিন্তু ইহাঁরা অর্থাভাবে স্বেচ্ছামত কিছু করিতে না পারিয়া স্বয়ংই মোহবশতঃ কলহসৃষ্টি করিয়া শাপ, রোদন, হুঙ্কার, ত্বঙ্কারাদি করত মহাসঙ্কটের সৃষ্টি করে, তবে দানধর্ম্মাদির জন্য কিছু অর্থপ্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া সঙ্কটের অবসান করিবে এবং 'শাস্ত্রবিধি অনুসারে যাহা আমরা দিতে পারি, তাহাই দিতেছি' এই বলিয়া দানব্রতাদির জন্য মধ্যে মধ্যে কিছু ধনাদি দিবে।৪৫৪-৫৭

প্রত্যহ "মধ্যাহ্নে সার্দ্ধত্রিমুষ্টি তণ্ডুল, লবণ, সমিধ্ (পাককাষ্ঠ), ত্রিপণক্রীত (অল্পমূল্যের) বসন এবং তিনমাস পর্য্যন্ত ভরণপোষণের যোগ্য একসঙ্গে দেয় দ্রব্যসমূহ ইহাই সাধ্বী বিধবার প্রাপ্য বস্তু, ইহার অধিক নহে"— ইহা বলিলেও যদি তাহাতে সন্তুষ্টা না হইয়া প্রতিপাল্যা বিধবা নারী রোদনপূর্বক গৃহদ্বার নিরুদ্ধ করে, তবে জ্ঞাতিকুল হইতে সাধুগণকে আহ্বান করিয়া সকল কথা বলিবে। তখন কোন কোন সাধু জ্ঞাতিগণ এইরূপ পরামর্শ দিয়া থাকেন—"তোমরা ঐরূপ কলহ না করিয়া তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান কর (নতুবা লোকনিন্দা হইবে)। বিধবার গৃহ যাহাতে পূর্ণ হয়—এরূপ ধন (দান-ব্রতাদির জন্য) দাও; অথবা সে যদি কোথায়ও (পিত্রালয়াদিতে) যাইতে চায়, তবে তাহাকে একবৎসরের ভরণপোষণের উপযোগী ধনাদি দান করিয়া তথায় পাঠাইয়া দাও; অথবা ধান্য বা দ্রব্যরূপে বাৎসরিক কিছু প্রদান কর, কিংবা আজীবন ভরণপোষণের উপযোগী কিছু ভূমি দান কর। ইহাদের এইরূপ ঘোর নিকৃষ্টতা জগতে প্রসিদ্ধ। সুতরাং ইহাদের সহিত কলহ করিয়া কোন লাভ নাই"।৪৫৮-৬৫

ঐরূপ কোন ব্যবস্থা না করিলে ভর্তৃকুলে বা পিতৃকুলে ভরণপোষণের কষ্ট অনুভব করিয়া যদি ঐ বিধবা অন্য গৃহে আশ্রয়গ্রহণ করে, তবে ভর্তৃকুলে শ্বশুর

পশ্চান্নিবাসো ভবনে পরেষাং চেন্ভবেদ্ যদি।
অযশো মহদেব স্যাদভ্রাত্রাদীনাং গৃহেষ্বপি ॥৪৬৭
তৎকলত্রাদি জনতাপ্রদ্বেষঃ পুনরেককঃ।
পরগেহনিবাসোত্থপ্রত্যবায়ো মহানপি ॥৪৬৮
জায়তে হি বিশেষণ বিশ্বস্তায়া ব্রতং তু সঃ।
সন্ত্যক্তপিতৃগেহায়া নিবাসো ভর্তৃমন্দিরে ॥৪৬৯
অন্বহং কৃচ্ছ্রফলদং জ্ঞাতিচিত্তানুবর্ত্তনাৎ।
স্বভর্তৃশয়নস্থানপালনান্বেষণাদিতঃ ॥৪৭০
ব্রহ্মচর্য্যং মহত্ত্বঞ্চ সৌজন্যমপি বর্ধতে।
তৎপুণ্যতীর্থনিখিলসর্বকৃচ্ছ্রব্রতান্যপি ॥৪৭১
প্রাপ্তান্যেব ভবন্ত্যস্যাস্তস্মাত্তত্রৈব ভক্তিতঃ।
যেন কেনাপ্যুপায়েন ভর্তৃজ্ঞাতিজনাশ্রয়ম্ ॥৪৭২

॥ রণ্ডায়া অস্বাতন্ত্র্যম্ ॥

কৃত্বা তত্রৈব নিবসেদ্দত্তাংশাপ্যনুসৃত্য তান্।
তত্রৈব মরণে চেত্তু গঙ্গাতীরমৃতৌ তু যা ॥৪৭৩
শ্রেয়সী কথিতা সম্ভিস্তামাপ্নোতীহ তৎক্ষণাৎ।
তেষামনুসৃতির্নাম স্বসম্পাদিতবস্তুনাম্ ॥৪৭৪
সমর্পণং যত্র কুত্র ত্যক্ত্বা তত্রার্পণং জগুঃ।
দত্তাংশায়াস্তু রণ্ডায়া যানি বস্তূনি সন্তি বৈ ॥৪৭৫
ভূষণাচ্ছাদনাদীনি পাত্র-ধান্য-ধনান্যপি।
যেভ্যঃ কেভ্যঃ পরেভ্যো বা স্বেভ্যো বা দাতুমুত্তমঃ॥৪৭৬
অধিকারোঽস্তি সততং যথেচ্ছং শাস্ত্রবর্ত্মনা।
পিতৃ-ভ্রাতৃ-পতিপ্রাপ্তধরণী যদি সংস্থিতা ॥৪৭৭
তত্তৎকুলপ্রসূতানাং বিনানুজ্ঞাং তু তাং হঠাৎ।
ন দদ্যাদেব বিধিনাঽন্যস্মৈ স্বচ্ছন্দতো ননু ॥৪৭৮
স্বীয়ানামেব বস্তূনাং দানং শাস্ত্রৈকসম্মতম্।
সামান্যানাং ধনাদীনাং দানং শাস্ত্রৈকনিন্দিতম্ ॥৪৭৯
ন সামান্যং ধনং দেয়ং পরভোজ্যং বিবাদতঃ।
স্পষ্টেতরং ভাবদুষ্টং নিষিদ্ধং স্বৈঃ পরৈরপি ॥৪৮০
নিয়মোঽয়ং সর্বধর্মঃ পিতৃভ্রাতৃমতাং সতাম্।
পুত্রিণামপি দানেষু তদনুজ্ঞাং বিনা ক্বচিৎ ॥৪৮১

দেবরাদির এবং পিতৃকুলে ভ্রাতা-ভ্রাতুষ্পুত্রাদির মহা অযশঃ ঘোষিত হইবে; যেমন দেবরপত্নী বা ভ্রাতৃপত্নী প্রভৃতির প্রতি বিদ্বেষভাব বৃদ্ধি পাইবে, তেমনই পরগৃহবাস-নিমিত্তক মহাপাপও হইবে।৪৬৬-৬৮

এজন্য বিশ্বস্তা সাধ্বী বিধবা নারীর পক্ষে পিতৃগেহ পরিত্যাগ করিয়াও পতিগৃহে নিত্য বাস, জ্ঞাতিগণের চিত্তের অনুবর্ত্তিনী হইয়া অবস্থান, কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদির ফলপ্রদান করিয়া থাকে। ইহা ব্যতিরেকে পতির শয়নগৃহ, ব্যবহৃত দ্রব্য প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারাও ব্রহ্মচর্য্য, মহত্ত্ব ও সৌজন্য প্রভৃতি বৃদ্ধি পায় এবং ইহার দ্বারাই ঐ বিধবা পুণ্যতীর্থসমূহের দর্শন এবং কৃচ্ছ্রব্রতসমূহের ফল লাভ করে; এজন্য যে কোন প্রকারে বিধবানারী পতির জ্ঞাতিগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভক্তির সহিত ভর্ত্তৃগৃহে অবস্থান করত তাঁহাদের সেবাপরায়ণা হইয়া অবস্থান করিবে।৪৬৯-৭২

বিধবার অস্বাতন্ত্র্য।

অধিকন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত অংশে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের অনুসরণ করত পতিগৃহেই মৃত্যুলাভ করিবে; তাহা হইলে তাহাতেই তাহার গঙ্গাতীরে মৃত্যুর সমান ফললাভ হইবে।৪৭৩

পতির জ্ঞাতি শ্বশুর দেবরাদির অনুসরণ করার অর্থ হইতেছে—স্বসম্পাদিত বস্তুসমূহ যেখানে সেখানে না রাখিয়া তাহাদের অভিপ্রেত স্থানে যথাবিধি সংরক্ষণ করা। স্বীয় অংশানুসারে বিধবাকে ভরণপোষণাদির জন্য যাহা কিছু দেওয়া হইবে, সেই সকল ভূষণ, আচ্ছাদন, পাত্র, ধান্য বস্তুগুলি যে কোন ব্যক্তিকে যথাশাস্ত্র দান সম্বন্ধে তাহার পূর্ণ অধিকার আছে। পিতা, ভ্রাতা ও পতির নিকট হইতে যদি বিধবা ভূমি প্রাপ্ত হয়, তবে সেই সেই কুলজাত পুরুষগণের অনুমতি ব্যতিরেকে বিধবা নিজের ইচ্ছামত তাহা কাহাকেও দিবে না।৪৭৪-৭৮

নিজের জিনিষ দান করাই শাস্ত্রসম্মত, সর্বসাধারণের অর্থাৎ যাহাতে অন্যেরও স্বত্ব আছে এরূপ জিনিষের দান শাস্ত্রনিন্দিত।৪৭৯

যে বস্তুটি সামান্য, যাহাতে অন্যেরও স্বত্ব আছে

কর্ত্তুং ন শক্যতেঽতীব ভূমিদানে তু কিং পুনঃ।
স্বতন্ত্রস্যাপি শক্তস্য পুংসঃ সম্পাদকস্য চ ॥৪৮২
সগোত্র-জ্ঞাতি-দায়াদ-সামন্তানুমতিঃ পরা।
অপেক্ষিতাধরাদানে হিরণ্যমুদকং তথা ॥৪৮৩
এবং সতি পুনর্নার্য্যা অধিকারস্তথাবিধে।
কথং ভবেদ্ভর্ত্তৃপুত্রপৌত্রবত্যাঃ প্রদানকে ॥৪৮৪
বিশ্বস্তায়াঃ সনাথায়াস্তস্মিন্ দানেঽতিসঙ্কটে।
তত্রাপি সুতরাং দূরমনাথায়াস্তু কা কথা ॥৪৮৫
দানে তু তাদৃশে ধারে হ্যশক্যে যেন কেনচিৎ।
কর্ত্তুং প্রযত্নশতকাদধিকারো ভবিষ্যতি ॥৪৮৬
কথং বেত্ত্যত্র দেবেশো জানাত্যন্যেন চৈব হি।
অষ্টবর্ষা তু বিধবা বিবাহাৎ পরতো যদি ॥৪৮৭
চিত্যগ্নিসদৃশী প্রোক্তা প্রথমেয়ং স্মৃতাঽখলা।
রোহিণীবিধবাচেত্তু চিতিধূমসমানিশম্ ॥৪৮৮
অবীরেত্যুচ্যতে নাম্না মহাপাপৈকসম্ভবা।
গৌরীদশায়াং বৈধব্যমাপন্না তাপিতা স্মৃতা ॥৪৮৯
চিত্যুল্মুকৈব সা জ্ঞেয়া রজসোঽর্বাগিতীব চ।
পুরোদিতাভী রণ্ডাভিঃ সাকং ভূয়ঃ পরাহতাঃ ॥৪৯০
সন্তি তাশ্চ প্রবক্ষ্যামি স্পষ্টার্থং বৈ প্রসঙ্গতঃ।
দুর্ভাগা কুটিলা কাষ্ঠা চরমা চটুলা বশা ॥৪৯১
বীররণ্ডা কুণ্ডরণ্ডা বাধারণ্ডা তথা পরা।
দশানামপি চৈতাসাং দশমাব্দাৎ পরং তথা ॥৪৯২
ঐকাদশাব্দপ্রভৃতি বৈধব্যং ক্রমতো যদি।
রজসঃ পরতো ভূয়ো ভবেয়ুস্তানি শূন্যতঃ ॥৪৯৩

অথবা যাহার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ থাকায় অস্পষ্টস্বত্বক, যাহা ভাবদুষ্ট এবং নিজের লোক ও অন্য লোক যাহা দান করিতে নিষেধ করে—এমন বস্তু দানের অযোগ্য। দান সম্বন্ধে সকলের পক্ষেই এই নিয়মগুলি সমান। পিতৃমান্ ও ভ্রাতৃমান্ পুরুষের পক্ষে যেমন কোন বস্তুর দানে পিতার ও ভ্রাতার অনুমতি অপেক্ষণীয়, তেমনই পুত্রবান্ গৃহস্থের পক্ষেও পুত্রাদির বিনা অনুমতিতে ভূমি-দান সঙ্গত নহে। এমন কি স্বয়ং অর্জ্জিত ভূমি, হিরণ্য ও জলাশয়াদি দানে সগোত্র, জ্ঞাতি, দায়াদ (পুত্র), সামন্তরাজা (রাজপুরুষ) প্রভৃতির অনুমতি অপেক্ষণীয় ৪৮০-৮৩

সুতরাং এইরূপ হইলে নারীকর্ত্তৃক দানে জ্ঞাতির অনুমতি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কি আছে? যে নারীর পতি, পুত্র, পৌত্রাদি বর্ত্তমান এরূপ সনাথা বিশ্বস্তা নারীর সঙ্কটকালীন দানেও যখন পত্যাদির অনুমতির অপেক্ষা আছে, সেস্থলে অনাথা সম্বন্ধে আর কথা কি? যেরূপ ভূমিদান অন্যের পক্ষেও বিনানুমতিতে অসম্ভব, সেরূপ দানে অনাথা বিধবার অধিকার কেন হইবে না? এইরূপ প্রশ্ন কেমন করিয়া মানুষের উদিত হয়, তাহা শ্রীভগবানই বলিতে পারেন, অন্যে কি করিয়া জানিবে?

অষ্টবর্ষা নারী বিবাহের পরেই যদি বিধবা হয়, তবে চিতার অগ্নিসদৃশী সেই বিধবাকে অখলা বলে। রোহিণী অর্থাৎ নববর্ষা বিধবাকে নিরন্তর চিতার ধূমসদৃশী মহাপাপপ্রযুক্ত বৈধব্যপ্রাপ্তা অবীরা বলিয়া জানিবে। গৌরী দশাতে অর্থাৎ অষ্টমবর্ষে যে নারী বিধবা হইয়াছে, চিতার সদৃশ সেই বিধবাকে ঋতুমতী হইবার পূর্ব পর্য্যন্ত তাপিতা উল্মুক বলিয়া জানিবে। এইরূপ পরাহতা (নিকৃষ্টা?) অনেক রণ্ডা আছে, পূর্বোক্ত রণ্ডাগণের সহিত তাহাদের কথাও স্পষ্টীকরণের নিমিত্ত প্রসঙ্গতঃ বলিতেছি। দুভর্গা, কুটিলা, কাষ্ঠা, চরমা, চটুলা, বশা, বীররণ্ডা, কুণ্ডরণ্ডা, বাধারণ্ডা এবং পরারণ্ডা এই দশপ্রকার নাম—দশমবর্ষের পর হইতে একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত যাহারা বিধবা হইবে—তাহাদের সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। রজোদর্শনের পর যাহারা বিধবা হইবে, তাহাদের ঐ সকল নাম না হইয়া তুচ্ছ অথবা অমঙ্গলবাচক নাম হইবে এবং বিধি অনুযায়ী কোন সন্নামক (মাঙ্গল্য) কর্ম্ম মাত্রে ইহাদের অধিকার থাকিবে না।৪৮৪-৯৪

তথাপি যদি ইহারা ভাগ্যবশতঃ ও সচ্চরিত্রতা-বশতঃ নিবন্ধরূপে পিতা, ভ্রাতা অথবা বন্ধুজনের নিকট হইতে নিবন্ধরূপে কোন ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হয় এবং তাহা

নামান্যেতানি তুচ্ছানি চৈতাসাং কর্ম্মমাত্রকে।
সন্নামকে নাধিকারস্তথাপ্যাসাং বিধের্বশাৎ ॥৪৯৪
সদ্‌বৃত্তির্বসুধারূপা নিবন্ধাদিস্বরূপকা।
সংপ্রাপ্তা পিপিতুর্ভর্ত্তুর্বন্ধূনামথবা পুনঃ ॥৪৯৫
সকাশাত্তু তয়া পশ্চাৎ শ্রিয়ং সুমহতীং পরাম্‌ ॥
সম্প্রাপ্তা অপি যদ্যেতাঃ সততং পরতন্ত্রকাঃ ॥৪৯৬
স্বপাত্রস্থার্ণকবলপ্রাশনেঽপ্যস্বতন্ত্রতঃ।
অত্যন্তশক্তিবিকলাঃ সর্বশাস্ত্রৈকবর্ত্মতঃ ॥৪৯৭
তথা হি তাসাং সর্বাসাং বনিতানাং মহৎকুলে।
সঞ্জাতানাং বিবাহস্য পশ্চাৎ সংবৎসরাৎ পরম্‌ ॥৪৯৮
কার্ত্তিক-গৌরীপূজায়াঃ তদ্দীপারাধনাৎ পরম্‌।
ত্রিযুদ্ধিমৃৎস্তম্ভমহানিকটে তদ্‌ব্রতে তদা ॥৪৯৯
মহাসুমঙ্গলীবৃন্দগীতবাক্যবিশেষতঃ।
প্রাপ্তায়া অপ্যনুজ্ঞায়াস্তৎপূর্ত্তিকরণায় বৈ ॥৫০০
নিত্যং ভুক্তিক্রিয়াকালে যাং কাঞ্চিদ্‌ যঞ্চ কঞ্চ বা।
দৃষ্ট্বা পৃষ্ট্বা ভোজনস্যাভ্যনুজ্ঞাং তদনন্তরম্‌ ॥৫০১
তয়া বা তেন বোক্তে বাঽভ্যনুজ্ঞানবিশেষকে।
সা ভুক্তিঃ ক্রিয়তে তস্মাদ্‌ বনিতামাত্রয়া ভুবি ॥৫০২

অভ্যনুজ্ঞানদেবাস্তে প্রথমং স্যাদ্‌ গণাধিপঃ।
বর্ষত্রয়ং ততঃ পশ্চাদ্‌ গুহস্তার্ক্ষ্যোঽথ বা স্মৃতৌ ॥৫০৩
বিকল্পত্বেন নির্দিষ্টৌ পূর্বাকালবিনির্ণয়ঃ।
পুষ্পবন্তৌ চ নির্দিষ্টৌ পশ্চাদ্যোচেজ্জগদ্‌গুরূ ॥৫০৪
উমা-মহেশ্বরৌ পশ্চাল্লক্ষ্মী-নারায়ণৌ ততঃ।
উভয়োরেতয়োঃ কালো দেবয়োঃ পরিকীর্তিতঃ ॥৫০৫
ততোঽপি দ্বিগুণস্তস্মাদ্‌ বনিতামাত্রতঃ স্মৃতাঃ।
অষ্টাদশ স্যুর্বর্ষান্তা ভোজনে নিয়তাঃ সদা ॥৫০৬
অভ্যনুজ্ঞাব্রতস্যাস্য চৈতাবদিতি লেখনম্‌।
জাতং মমেতি কাশ্যপ্যাং কৃত্বা ভক্ত্যা ততঃ পরম্‌ ॥৫০৭
তাং দেবতাং নমস্কৃত্য পশ্চাদ্ভোজনমুচ্যতে।
অপি পাত্রগতে চান্নে হস্তেনাদাতুমপ্যলম্‌ ॥৫০৮
বিনাভ্যনুজ্ঞাং তূষ্ণীকং ন যুক্তমিতি হি শ্রুতিঃ।
সুমঙ্গলীনাং ধর্মোঽয়ং মৃতে ভর্তরি তদ্‌ব্রতে ॥৫০৯
তদ্দেবতেয়ং বিধবা তদধীনৈব সর্বদা।
ভবেত্তৈনৈবাস্বতন্ত্র্যা পরমাপ্যবশা ভবেৎ ॥৫১০

হইতে পরবর্ত্তীকালে যথেষ্ট ধন ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হয়, তথাপি ইহারা সততই পরতন্ত্র থাকিবে, এমন কি স্বপাত্রস্থ ক্ষুদ্রগ্রাসগ্রহণেও ইহাদের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না—ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত।৪৯৫-৯৭

মহৎকুলে জাত নারীগণ বিবাহের সংবৎসরের পর কার্ত্তিকমাসে দীপদান ও গৌরীপূজারূপ মহাব্রত ত্রিযুদ্ধিমৃৎস্তম্ভমহানিকটে অর্থাৎ যে মৃত্তিকা স্তম্ভকে লক্ষ্য করিয়া তিনবার অথবা বিজিগীষু, শত্রু ও মধ্যস্থ এই তিনটি ব্যক্তির যুদ্ধ হয় তাহার অত্যন্ত সন্নিধানে মহাসুমঙ্গলীগণের গীত ও বাদ্যসহকারে গ্রহণ করিবে এবং উহার পূর্ত্তির জন্য প্রতিদিন ভোজনের পূর্বে যে কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক দেখিবে, তাহার নিকট হইতেই অনুমতি গ্রহণ করিয়া পরে ভোজন করিবে। এইরূপ ব্রতকালে প্রথম বর্ষ তিনবৎসর গণেশ, পরবর্ত্তী বর্ষে তিন বৎসর কার্ত্তিক বা গরুড়, তৃতীয়বর্ষে তিনবৎসর চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহাদের উপাস্য দেবতা হইবেন। পরবর্ত্তী তিন-বৎসর উমা-মহেশ্বর এবং পরবর্ত্তী ছয়বৎসর লক্ষ্মী-নারায়ণ তাঁহাদের উপাস্য দেবতা হইবেন। এইরূপে অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ভোজনে অনুমতি গ্রহণের নিয়ম রক্ষা করিবে। পরে “অদ্য হইতে আমার এই ব্রত সমাপ্ত হইল” এই বলিয়া নিজ দেবতাকে প্রণাম করত ভোজন করিবে। অন্ন পাত্রগত হইলেও অনুমতি ব্যতিরেকে তূষ্ণীম্ভাবে হস্তে অন্নগ্রহণ করিবে না—ইহাই সুমঙ্গলী নারীগণের আচরণ হইবে—শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন। পতির মৃত্যুর পর বিধবা হইয়াও তাহারা পূর্বোক্ত দেবতাগণেরই অধীনা ও অবশা থাকিবে; তাহাদের কখনও স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না।৪৯৮-৫১০

ব্রতকাল অতীত হইলে পতি-বাক্যানুসারে সুমঙ্গলী নারী অনেক স্বাতন্ত্র্য প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু বিবাহের পর কোন নারীরই পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য সম্ভব নয়

ব্রতকালে তাদৃশে তু ব্যতীতেহস্যা মহত্ত্বকম্।
স্বাতন্ত্র্যং ভর্তৃবাক্যেন শনৈস্তন্মুখতো ভবেৎ ॥৫১১
এবং সত্যত্র জগতি বনিতানাং বিশেষতঃ।
বিবাহাৎ পরতোহত্যন্তমস্বাতন্ত্র্যং শ্রুতি-স্ফুটম্॥৫১২
স্বপাত্রগতভিস্সৈকগ্রহণাণুস্বতন্ত্রকম্।
অত্যন্তৈকপরাধীনমতো নারীজনস্য বৈ ॥৫১৩
তাদৃশস্য কথং দানেহধিকারঃ স্বস্য বা পুনঃ।
বস্তুনঃ স্থাবরাদের্বাহভ্যনুজ্ঞাং তাং বিনৈব হি ॥৫১৪
জ্ঞাতীনামভ্যনুজ্ঞা চেদ্ জ্ঞাতিপ্রাপ্তক্ষিতেস্তথা।
পিতৃপ্রাপ্তক্ষিতেস্তস্য হ্যত্যন্তাবশ্যকীতি নু ॥৫১৫
যুক্তত্বেনৈব গৃহ্নন্তি লোকে সন্তঃ সুমেধসঃ।
কৃতেহপি তাদৃশে দানে কদাচিন্মূঢ়য়াপি হা ॥৫১৬
সমাগতো যতো মূলঃ স্থাবরো বনিতাস্পদম্।
যথা বা তদ্‌গতং ভূয়স্তথা কুর্য্যান্ন চেদ্ বৃথা ॥৫১৭
স্বগোত্রৈককৃতং ভূমিদানং স্যাদুত্তমোত্তমম্।
ভিন্নগোত্রকৃতং তত্তু তদর্দ্ধফলকং বিদুঃ ॥৫১৮

সৎসু সাধুষু তিষ্ঠৎসু স্বকীয়েষু জনেষু চেৎ।
আহিতাগ্নিষু বিদ্বৎসু তদ্ধিরণ্যাধিকারিষু ॥৫১৯
বিধবানাহিতাগ্নীনাং জনানাং তাদৃশীং ধরাম্।
ন দদ্যাদেব সহসা দত্তাপ্যেষা কথঞ্চন ॥৫২০
ন সিধ্যত্যেব তেষাং সা পুরোডাশঃ শুনামিব।
ভূরস্মাকমিদং মন্ত্রমাহিতাগ্নেঃ প্রতীষ্টিকে ॥৫২১
অধ্বর্য্যৌ সতি জপতি স্বীয়া সা ভূমিরুত্তমা।
তদীয়পূর্বকোপাত্তা কথমন্যত্র গচ্ছতি ॥৫২২
গতা বিনা ন্যায়বর্ত্মদ্বারা তস্য তু সা ততঃ।
বৃদ্ধিতা ন ভবত্যেব বৃদ্ধিদাত্র্যপি কেবলম্ ॥৫২৩
সদ্যস্ততঃ সর্ববংশমূলোন্মথনকারিণী।
ভবেদেব ন সন্দেহো হরিপত্ন্যখিলাশ্রয়া ॥৫২৪
কালেন মহতা তস্মান্ন কুর্য্যাৎ কর্ম তাদৃশম্।
নারীনরো বা মেধাবী সমালোচ্য চিরং স্থিতাম্ ॥৫২৫
স্ববংশেহস্যাধিকারঞ্চ তদাগমনকারণম্।
দেশং কালং যুক্তপাত্রং যুক্তং চাযুক্তমেব চ ॥৫২৬

অন্ততঃ পতির অধীনতা তাহার সর্ব্বদাই থাকিবে—ইহা স্পষ্ট শ্রুতিবাক্য। সুতরাং যে নারীর স্বপাত্রস্থ অন্নগ্রহণ পর্য্যন্ত সামান্য স্বাতন্ত্র্য নাই, সেই নারীর আত্মীয়স্বজনের বিনানুমতিতে নিজ ধনাদি দানে কেমন করিয়া অধিকার থাকিবে? সুতরাং বিধবানারীর পিত্রাদি হইতে প্রাপ্ত ধনাদি দানে পিত্রাদির অনুমতি এবং পত্যাদি হইতে প্রাপ্ত ধনাদি দানে শ্বশুরাদির অনুমতি গ্রহণ করিয়াই দান করিবে—ইহাই সাধুগণের বিধান; নতুবা মোহবশতঃ বিনানুমতিতে দান করিলে উহা সিদ্ধ হইবে না এবং পুনরায় উহা মূলে অর্থাৎ পিত্রাদির নিকটই ফিরিয়া আসিবে অর্থাৎ তাঁহাদেরই স্বত্বাধীন হইবে; সুতরাং এরূপ বৃথা কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে না।৫১১-১৭

সগোত্রীয় ব্রাহ্মণকে ভূমিদান সর্বোত্তম, ভিন্নগোত্রে দান তাহার অর্দ্ধফলপ্রদ।৫১৮

সুতরাং সাধু, বিদ্বান্ আহিতাগ্নি স্বজন ভূমি ও হিরণ্যদানের যোগ্য অধিকারী ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান থাকিতে বিধবা অগ্ন্যাধান করেন নাই এরূপ জনকে ভূমি বা হিরণ্যদান করিবে না, করিলে ঐ দান অসিদ্ধ হইবে এবং ঐ দত্তবস্তু কুক্কুরস্পৃষ্ট পুরোডাশ তুল্য (যজ্ঞীয় পিষ্টক) হইবে। প্রত্যেক ইষ্টিতে আহিতাগ্নি যজমানের অধ্বর্য্যু (ঋত্বিক) 'ভূরস্মাকম্' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন, সুতরাং তাহারই পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত ভূমি অন্যত্র কিরূপে যাইবে? ৫১৯-২২

যদি ন্যায়পথে শাস্ত্রীয়বিধি অনুসারে প্রদত্ত হওয়ায় অন্যের স্বত্বাধীন হইলেও বৃদ্ধি প্রদাত্রী ঐ ভূমি গ্রহীতার সমৃদ্ধির কারণ হইবে না, অধিকন্তু সদ্যই স্ববংশে গ্রহীতার মূলোচ্ছেদ করিবে। সুতরাং কোন নারী বা নর দীর্ঘকাল চিন্তা না করিয়া সগোত্র ভিন্ন ব্যক্তিকে চিরকালাগতা স্বকীয় ভূমি দান করিবে না।৫২৩-২৫

স্ববংশীয়গণের অধিকার, ভূমির প্রাপ্তির মূলকারণ, বিহিত কাল, যুক্ত বা অযুক্ত পাত্র—এই সকল শাস্ত্র দৃষ্টিতে বিচার করিয়া পশ্চাৎ ধর্ম্ম আচরণ করিবে।

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা সমালোচ্য পশ্চাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ।
পুংসো নিত্যাধিকারঃ স্যাত্তদ্দ্বারা তনয়স্য বা ॥৫২৭
পিত্রোঃ শ্বশুরয়োর্ভর্ত্তুরনুজ্ঞানাৎস্ত্রিয়স্য তু।
পুংসঃ শতগুণন্যূনা বনিতা সা সভর্তৃকা ॥৫২৮
তৎসহস্রগুণন্যূনা বিশ্বস্তা নষ্টপুত্রিকা।
তৎসহস্রগুণন্যূনা রণ্ডা সর্ববিবর্জিতা ॥৫২৯
চিত্যগ্নিধূমকাষ্ঠোল্মুকসমানাঽতিগর্হিতা।
সৈতাদৃশী চেতি বাক্যপ্রলাপনপরা খলা ॥৫৩০
সা রণ্ডা তত্র ভূদানং গ্রহদানঞ্চ নৈষ্কুটম্।
কুল্যাদানং কূপদানং বাপীদানঞ্চ গাহনম্ ॥৫৩১
ক্ষেত্রদানং বৃত্তিদানং সেতুদানঞ্চ বার্ষিকম্।
ঔদান্যং মাণ্ডপং সৌধং প্রাসাদং গৈহদং তদা ॥৫৩২
যদাকরোত্তথৈবাহং করিষ্যামীতি মামকম্।
বদন্ত্যেবং নির্ভয়েন নির্লজ্জং জনতাপুরঃ ॥৫৩৩
তস্মাদনুমতিং শ্বশ্রোর্জ্ঞাতীনাং চেত্তু মামকম্।
তুল্যৈবেতি পুনস্ত্বজ্জমজ্জনানাং বিশেষতঃ ॥৫৩৪

আকাঙ্ক্ষানুমতিশ্চাথাধিকো মম তু সাম্প্রতম্।
সা জ্ঞাতীননুস্মৃত্য স্বান্ তৎসম্মত্যা চকার হি ॥৫৩৫
ইত্যুক্তে চেন্মামকানাং জনানাং পরয়া ততঃ।
সম্মত্যৈব করিষ্যামি পশ্যতাং তদ্বিরোধিনাম্ ॥৫৩৬
তদ্বিরোধে কথং ত্বং বৈ করিষ্যসি নয়ো নতু।
ন যুক্তমেবং করণমিত্যুক্তে তত্র সজ্জনৈঃ ॥৫৩৭
পশ্যন্ত্বিরখিলৈর্ভূয়ো মামকে ক্ষিতিমাত্রকে।
অহং বৈ প্রবরা কর্ত্রী সম্প্রাপ্তে ব্যবহারতঃ ॥৫৩৮
মন্নিরোধায় সম্বন্ধঃ কো বাদ্যেত্যেবমেব বৈ।
পূর্বোত্তরবিরুদ্ধানি বচনানি প্রভাষতঃ ॥৫৩৯
দুষ্টবুদ্ধের্দুর্মুখস্য জ্ঞাতেরস্যেতি বাদিনীম্।
হুঙ্কৃত্য দূষয়িত্বৈব ভর্ৎসয়িত্বা বিশেষতঃ ॥৫৪০
তৎসহায়ানধর্ম্মজ্ঞান্ পামরান্ ধর্মবিদ্বিষঃ।
দানপ্রতিগ্রহব্যাজান্ মর্য্যাদামাত্রদূষকান্ ॥৫৪১
ভ্রংশয়িত্বা বহিষ্কৃত্য নিরোধনমুখেন চ।
ধিক্কৃত্য বেদবিদুষস্তাড়য়িত্বাপ্যভীক্ষ্ণশঃ ॥৫৪২

ভূমির দান বা বিক্রয়ে পুরুষের নিত্যই অধিকার আছে, তদ্দ্বারা তাহার পুত্রাদিরও অধিকার থাকিবে; কিন্তু স্ত্রীলোকের অধিকার পিতা, মাতা, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, এবং পতির অনুমতিক্রমেই জন্মিবে। পতিমতী নারী পুরুষ হইতে শতগুণ ন্যূনা, বিশ্বস্তা নষ্টপুত্রা নারী সহস্রগুণন্যূনা এবং বিধবা সর্ববর্জ্জিতা।৫২৬-২৯

চিতার অগ্নি, ধূম, কাষ্ঠ ও উল্মুকসদৃশী বিধবা ও অতিগর্হিতা। এইরূপ খল-প্রকৃতির রণ্ডাগণ প্রলাপবাক্যপরায়ণা হইয়া প্রায়শঃ জনসমক্ষে এইরূপ বলিয়া থাকে—"ভূদান, গ্রহদান, নিষ্কুট (গৃহোদ্যান), কুল্যা (প্রণালী), কূপ, বাপী (পুষ্করিণী), গহন (অরণ্য), ক্ষেত্র, বৃত্তি, সেতু, বার্ষিক (অর্থাৎ প্রতিবর্ষলভ্য কোন বৃত্তি) ওদন, মণ্ডপ, সৌধ (অট্টালিকা), প্রাসাদ, গৃহ প্রভৃতি দ্রব্যসমূহে যখন আমার স্বত্ব আছে, সুতরাং অন্যের ন্যায় আমিও এই সকল বস্তু দান করিব, আমার জ্ঞাতি, শ্বশুর, শাশুড়ী, তাঁহাদের আত্মীয়গণ বা আমার পিতৃকুলের আত্মীয়গণের অনুমতি আমার অনুমতি হইতে অধিক নহে; বরং আমার আকাঙ্ক্ষানুসারে আমার ইচ্ছাই অধিক হইবে; সুতরাং আমি আমার অনুকূল জনগণকে আমার বিরোধী জ্ঞাতিগণের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই আমার ইচ্ছামত আমার দ্রব্যসমূহ দান করিব, তোমার জ্ঞাতিগণ আমার কি করিবে? তোমাদের বিরোধ করা অন্যায়। হে সজ্জনবৃন্দ! আপনারা দেখুন, আমি আমার ভূম্যাদি দানে সর্বশ্রেষ্ঠা কর্ত্রী, অথচ পূর্বাপর বিরুদ্ধভাষী দুষ্টবুদ্ধি ও দুর্মুখ জ্ঞাতিগণ আমার কার্য্যে বিরোধ করিতে উদ্যত হইয়াছে" ॥৫৩০-৩৯

জ্ঞাতিগণের সমক্ষে উক্ত খলমতি বিধবা এইরূপ বলিলে বেদবিদ্গণ সম্মিলিত হইয়া তাহাকে হুঙ্কার ও ভর্ৎসনা করত তাহার সহায়ক অধর্ম্মজ্ঞ, পামর, ধর্ম্মবিদ্বেষী ও দানের প্রতিগ্রহচ্ছলে শাস্ত্রমর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী জনগণকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সেইস্থান হইতে ধিক্কারপূর্বক তাড়না করত বহিষ্কার করিবে এবং তাহাদের অপরাধানুসারে অন্যূন দ্বাদশসংখ্যক পণ গ্রহণ করিবেন

অপরাধানুগুণ্যেন দ্বাদশান্যূনকান্ পণান্।
তেভ্যঃ স্বীকৃত্য তাং গেহবর্ত্মাপণরসাদিকম্ ॥৫৪৩
স্থাবরং ন্যায়মার্গেণ দাপয়েৎ পৃথিবীপতিঃ।
তৎস্বামিনে যথাপূর্বং তেন স্বর্গো জিতো ভবেৎ ॥৫৪৪
জীবানাংশৈকসংলব্ধভূমিকা যাতি দুর্মতিঃ।
অহো দেবরপুত্রেণ পুত্রিণীতি ততো ময়া ॥৫৪৫
প্রদীয়তেঽস্মৈ মন্তাতসংলব্ধা ধরণীতি বৈ।
সংলব্ধানামনাথানাং বিধবানাং কদাচন ॥৫৪৬
ন ভূদানেঽধিকারোঽস্তীত্যুক্ত্বা বাক্যং ততশ্চ তাম্।
দূরতঃ প্রেষয়েদ্ দুষ্টাং তদ্দত্তামপি তাং ধরাম্ ॥৫৪৭
তৎস্বামিনে দাপয়েচ্চ তেন ক্রতুফলং ভবেৎ।
পুত্রিণী সৈব সম্প্রাপ্তা যা প্রসূয়েত জীবিনঃ ॥৫৪৮
পুত্রান্ বা পুত্রিকা বাপি যস্যাঃ সাঽস্তি হ্যপুত্রিণী।
পুত্রসংগ্রহেণাপি ভর্ত্রা সাকঞ্চ পুত্রিণী ॥৫৪৯
বন্ধ্যাঽপি প্রভবেদেব শাস্ত্রেণ রচিতেন চেৎ।
অনেকবারং পুত্রস্য গ্রহণং শাস্ত্রনিন্দিতম্ ॥৫৫০

এবং রাজা গৃহবৎ আপণাদি সমস্ত স্থাবর-বিষয় তাহার স্বামীকে প্রদান করিবেন, এইরূপ করিলে সেই পুণ্যবলে রাজা স্বর্গলাভ করিবেন ।৫৪০-৪৪

"অহো! দেবরের পুত্রের দ্বারাই আমি পুত্রবতী হইয়াছি; সুতরাং আমার পিতৃপ্রাপ্ত ভূমি হইলেও আমি ইহা তাহাকেই দিব" এইরূপ কথা যে বিধবা বলিবে, রাজা তাহাকে "অনাথা বিধবার ভূদানে কোন অধিকার নাই" একথা বলিয়া তাহাকে দূরদেশে নির্বাসিত করত ঐ ভূমি ভূমিস্বামীকে প্রদান করিবেন, তাহা হইলে রাজা যজ্ঞকৃত ফললাভ করিবেন। যে নারীর প্রসূত এক বা একাধিক পুত্র জীবিত আছে, তাহাকে পুত্রিণী নারী বলে। যাহার পুত্রিকাপুত্র আছে, সেও পুত্রিণী এবং অপুত্রা বন্ধ্যাও যদি পতির সহিত মিলিয়া শাস্ত্রানুসারে দত্তকপুত্র গ্রহণ করে, তবে তাহাকেও পুত্রিণী বলা যাইবে ।৫৪৫-৪৯

বহুবার পুত্রগ্রহণ শাস্ত্রনিন্দিত। দত্তক পুত্রের মৃত্যু হইলেও দত্তকগ্রহণ করিবে না; একটি পুত্রই দত্তকরূপে

নষ্টেঽপি দত্ততনয়ে ন পুনস্তচ্চরেদপি।
সংগৃহ্ণীয়াদেকমেব ন দ্বৌ ত্রীন্ চতুরোঽপি বা ॥৫৫১
অসকৃদ্ বা সকৃদ্ বাপি পুমান্ স্ত্রী বা পৃথঙ্ ন তু।
মিলিত্বৈবাহিতিযত্নেন কুর্য্যাত্তদ্গ্রহণং মুদা ॥৫৫২
সহস্রদঃ সহস্রাঢ্যো ব্রহ্মনিষ্ঠোঽন্নদস্তু তি।
বহুশিষ্য-ধন-জ্ঞাতি-গ্রাম-ভূমিবিশেষবান্ ॥৫৫৩
প্রথিতস্ত্বগ্নিচিন্নষ্টপুত্রো দৌহিত্রবানপি।
নষ্টভার্য্যো মিত্র-শিষ্য-জ্ঞাতিপ্রার্থনয়া তদা ॥৫৫৪
স্বীয়সন্ততিবিচ্ছিত্তৌ সর্বমত্যা বিধানতঃ।
সংগৃহ্ণীয়াজ্জ্ঞাতিপুত্রং দৌহিত্রস্য মতেন চেৎ ॥৫৫৫
অপি পত্নী তাদৃশস্য বিধবা নষ্টপুত্রকা।
কুল-শিষ্য-জ্ঞাতি-ধন-বন্ধু-গ্রামহিতায় চ ॥৫৫৬
তেষাং বাক্যেন দৌহিত্রমত্যা পুত্র্যাশ্চ তাদৃশে।
সঙ্কটে মহতি প্রাপ্তে প্রকুর্য্যাৎ পুত্রসংগ্রহম্ ॥৫৫৭
স পুত্রো দেবরসুতো ভবিতব্যো ন হীতরঃ।
পুত্রপ্রদশ্চ সর্বেষামমাত্যানাঞ্চ মধ্যমে ॥৫৫৮

গ্রহণীয়, দুই, তিন বা চারিটি নহে এবং যখনই দত্তকগ্রহণ করিবে, তখনই পতিপত্নী সম্মিলিতভাবেই করিবে। সহস্রপ্রার্থীকে যে দান করে, সহস্র লোকের মধ্যে যে আঢ্য (ধনী) বলিয়া প্রসিদ্ধ, যে বৈদিককর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠান করে, যে বহুলোককে অন্নদান করে, যাহার বহু শিষ্য, ধন, জ্ঞাতি, গ্রাম ও ভূমিবিশেষ আছে, —এইরূপ আহিতাগ্নি গৃহস্থ দ্বিজ যদি নষ্টপুত্র ও নষ্ট-ভার্য্যও হয়, তাহা হইলে দৌহিত্র থাকিতেও তাহার অনুমতিক্রমে মিত্র, শিষ্য ও জ্ঞাতিগণের প্রার্থনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বীয়বংশনাশ আশঙ্কায় সকলের সম্মতি ও দৌহিত্রের ইচ্ছা অনুসারে জ্ঞাতির কোন পুত্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিতে পারে ।৫৫০-৫৫

এইরূপ পুরুষের নষ্টপুত্রা বিধবা পত্নীও কুল, শিষ্য, জ্ঞাতি, ধন, বন্ধু ও গ্রামীণ জনসমূহের হিতের নিমিত্ত কন্যা ও দৌহিত্রের অনুমতিক্রমে সঙ্কটকালে দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে ।৫৫৬-৫৭

কিন্তু ঐরূপস্থলে দেবরের পুত্রই তাহার দত্তকরূপে

দেবরা এব বিখ্যাতা জ্ঞাতিভ্যো ন্যায়বর্ত্মনা।
দেবরেষ্বপি ভূয়শ্চ সর্বেষামন্ত্য এব চেৎ ॥৫৫৯
উত্তমঃ কথিতঃ সদ্ভির্মধ্যমস্য তু মধ্যমঃ।
জ্যেষ্ঠস্য তু সুতাঃ সর্বে চাধমাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥৫৬০
তদ্‌ভিন্না জ্ঞাতিপুত্রাশ্চেদধমাধমসংজ্ঞকাঃ।
এতেন খলু সর্বত্র দৌহিত্রে সতি সঙ্কটে ॥৫৬১
পুত্রস্যগ্রহণং দুষ্টং শাস্ত্রজালৈরশেষকৈঃ।
ইতি যত্তস্য দৌহিত্রামতং যদি তদা তরাম্ ॥৫৬২
ন কার্য্যমেব তন্নো চেন্মতেনাস্য মুদাদিনা।
সম্যক্ কর্ত্তুং শক্যতে হি তস্মিংশ্চেদ্ যদি
দুঃখিতে ॥৫৬৩
সংগৃহীতঃ স তু শিশুঃ পুত্রত্বেন ন বর্ধতে।
তৎসম্মতিশ্চ পরমা নাস্ত্যস্তীতি ততঃ পরম্ ॥৫৬৪
কালেন মহতা পশ্চাৎ কল্প্যা ফলবলেন হি।
তাদৃশস্য চ তাদৃশ্যা বিধুরস্য বিপশ্চিতঃ ॥৫৬৫
তৎপত্ন্যা বিধবায়া বা স এষঃ পুত্রসংগ্রহঃ।
উভয়োরেতয়োরেব পৃথক্‌ত্বেন তথাবিধম্ ॥৫৬৬
সঙ্গচ্ছতে কর্ম কর্ত্তুং নৈতাভ্যাং ভিন্নয়োর্ন্নৃ।
সর্বথা শক্যতে কর্ত্তুং নান্যস্য তু কথঞ্চন ॥৫৬৭
অন্যায়া বিধবায়া বৈ সোঽয়ং পুত্রপরিগ্রহঃ।
উপমারহিতশ্রীকো মিথিলোৎপত্তিসন্নিভঃ ॥৫৬৮
এতাদৃক্‌পুত্রকরণে গুণা হ্যাবশ্যকাঃ স্মৃতাঃ।
তেঽত্যন্তদুর্লভা দিব্যা তে সন্তি যদি বৈ তদা ॥৫৬৯
কর্ম কর্ত্তুং তাদৃশং চালং যুক্তং শাস্ত্রসম্মতম্।
তে গুণাশ্চাপি সুব্যক্তং নিরূপন্তেঽধুনা ক্রমাৎ ॥৫৭০
বংশদ্বয়বিশুদ্ধত্বমত্যন্তাবশ্যকং স্মৃতম্।
সহস্রদক্ষিণাদত্বং সহস্রধনবত্ত্বকম্ ॥৫৭১
পণ্ডিতত্বং শতাধিক্যশিষ্যবত্ত্বং মহোন্নতম্।
মহাগ্রামাধিকারিত্বং ব্রহ্মনিষ্ঠত্বমপ্যতি ॥৫৭২
অন্নদত্বং ব্রহ্মবিত্ত্বং শান্তি-দান্ত্যাদিপাত্রতা।
অগ্নিচিত্ত্বং ধরাধীশপূজ্যতা সর্বসম্মতা ॥৫৭৩
যস্যৈতে নিখিলা দিব্যাঃ সন্তি তস্যৈব তাদৃশে।
সময়ে কর্ম তৎকর্ত্তুং তৎকলত্রস্য শক্যতে ॥৫৭৪

গৃহীত হইবে, সকল জ্ঞাতির মধ্যে দেবরই পুত্রদাতারূপে প্রশস্ত। পুত্রদানে দেবরের মধ্যেও সর্বকনিষ্ঠ দেবরই উত্তম, মধ্যম দেবর মধ্যম এবং সর্বজ্যেষ্ঠ দেবর অধম অধিকারী। দেবরভিন্ন অন্য জ্ঞাতিগণের পুত্রগণ অধমাধম দত্তক হইবে। দৌহিত্র থাকিলে সঙ্কটকালেও পুত্রগ্রহণ সকল শাস্ত্রে নিন্দিত। যদি দৌহিত্রের অনুমতি না থাকে, তবে পুত্রগ্রহণ করিবে না; সুতরাং দৌহিত্রের সানন্দ সম্মতিতেই পুত্রগ্রহণ বিধেয়। পুত্রগ্রহণে দৌহিত্র যদি অসম্মত হয়, তবে উহা করিবে না; কারণ, ঐ দত্তকের পুত্রত্বই সিদ্ধ হইবে না। এজন্য দীর্ঘকাল দৌহিত্রের সম্মতি বা অসম্মতি পরীক্ষা করিয়া তাহার সম্মতি বুঝিলে উক্ত বিপত্নীক পুরুষ বা তাহার বিধবা পত্নীও এককভাবে দত্তকগ্রহণ করিতে পারিবে। এইরূপ পুরুষ ও নারীরই এককভাবে পুত্রগ্রহণ শাস্ত্রসম্মত, অন্যের নহে। অন্য বিপত্নীক পুরুষ বা বিধবা নারী ঐরূপভাবে দত্তকগ্রহণ করিবে না। মিথিলাপতিসদৃশ ধার্ম্মিক ও অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন পুরুষের ঐরূপ পুত্রগ্রহণে অধিকার জানিবে। এইরূপ পুত্রগ্রহণে যে সকল দিব্যগুণ থাকা অত্যাবশ্যক, তাহা অত্যন্ত দুর্লভ। যদি ঐ সকল শাস্ত্র সঙ্গত দিব্যগুণগুলি কাহারও মধ্যে সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত থাকে, তবে সে পুত্রগ্রহণ করিতে পারিবে। ঐ সকল গুণ কি, তাহা বলিতেছি। ৫৫৮-৭০

পিতৃ ও মাতৃকুলদ্বয়ের বিশুদ্ধতা, সহস্র দক্ষিণাদান-সামর্থ্য, সহস্রধনবত্তা, মহোন্নতচরিত্রতা, মহাগ্রামস্বামিত্ব, ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব, অন্নদাতৃত্ব, বেদবিত্ত্ব, শমদমপরায়ণতা, আহিতাগ্নিতা, ও ভূমিপতিপূজনীয়ত্ব—এই সকল গুণ যাহার থাকিবে, সেই এবং তাহার বিধবা পত্নীই পুত্রগ্রহণে অধিকারী হইবে—ইহা বিশ্বস্রষ্টার বিশেষ সূক্ষ্ম ব্যবস্থা ॥৫৭১-৭৫

বিধবায়াস্তাদৃশস্য বিধুরস্যেতি বিশ্বসৃট্।
পুত্রসংগ্রহণে শাস্ত্রং কল্পয়ামাস সূক্ষ্মতঃ ॥৫৭৫
অতিগুহ্যমিদং শাস্ত্রং সর্বসাধারণং ন তু।
তাদৃশানাং তু যা কাচিজ্জন্মান্তরতপঃফলাৎ ॥৫৭৬

॥ সমীচীনরণ্ডা ॥

মৃতে ভর্তরি তূষ্ণীকং সর্বং নিশ্চিত্য কেবলম্।
নশ্বরং দুঃখজনকমজ্ঞানাস্পদমধ্রুবম্ ॥৫৭৭
সদ্বাক্যেন বিনিশ্চিত্য কিমেতেন ভবেন্মুক্তিঃ ?
ক্ষান্তি-শান্তি-শমাদীনামালয়া সদ্গুণাশ্রয়া ॥৫৭৮
বেদান্তবাক্যশ্রবণং কুর্বন্তী মহতাং সতাম্।
বসন্তী নিকটে নিত্যং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥৫৭৯
কং খং ভূর্জ্যোস্তথা বায়ুঃ পুষ্পবন্তৌ সুরাসুরান্।
বৃকং খরং খগং ছাগং পশ্যন্তী ব্রহ্মশাশ্বতম্ ॥৫৮০
সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্।
সর্বোপনিষদাং সারং সর্বোপনিষদীরিতম্ ॥৫৮১
ভেদং সর্বং পরিত্যজ্য সোঽহং ভাবনয়েব হি।
বিভাবয়ন্তী সততং স্বাত্মত্বেন সমন্ততঃ ॥৫৮২

এই অতিগুহ্যতম শাস্ত্রবিধি সাধারণের গোচরীভূত করিবে না, কেননা, উহা ঐরূপ বিশেষ অধিকারীর জন্যই বিহিত।৫৭৬

সাধ্বী বিধবা

পতির মৃত্যু হইলে বিধবা নারী সাধুগণের ও বেদাদি-শাস্ত্রসমূহের উপদেশানুসারে দুঃখজনক, অজ্ঞানাস্পদ ও চঞ্চল জগৎকে নশ্বর নিশ্চয় করিয়া কি উপায়ে তাহা হইতে মুক্তি লাভ হইবেই—ইহা চিন্তা করিবে। ক্ষমা, শম ও দম প্রভৃতি সকল সদ্গুণের আশ্রয়স্থল হইয়া সজ্জনগণের মুখ হইতে বেদান্তবাক্যার্থ শ্রবণ করত জগতে অবস্থান করিবে এবং পৃথিবী, জল, চন্দ্র, সূর্য্য, সুর, অসুর, বৃক, গর্দ্দভ, ছাগ ও পক্ষী প্রভৃতি সকল বস্তুকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্বোপনিষদের সারতত্ত্ব ব্রহ্মরূপে চিন্তা করত সকল-প্রকার ভেদ-ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে "আমিই সেই ব্রহ্ম" বলিয়া ভাবনা করিবে।৫৭৭-৫৮২

সুখং দুঃখং ভবং ভাবং ভাবাভাবৌ তথৈব চ।
বিপত্তিমবিপত্তিঞ্চ দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্বে লয়ালয়ৌ ॥৫৮৩
শত্রুং মিত্রং তথানুষ্ণমুষ্ণং তেজস্তমস্তথা।
সিদ্ধান্তপূর্বপক্ষৌ চ ভেদরাহিত্যতোঽনিশম্ ॥৫৮৪
সমদৃষ্ট্যা প্রপশ্যন্তী পরত্বমপরত্বকম্।
কামং ক্রোধাদিকং চাপি রাগদ্বেষাদিকম্ পরম্ ॥৫৮৫
লাভালাভৌ চ সততং স্বাত্মন্যেব ব্যবস্থিতম্।
একমেবেতি মন্বানা দ্বিতীয়ং নেতি সূক্ষ্মতঃ ॥৫৮৬
মন্যমানা মহাভাগা মহতী ব্রহ্মবাদিনী।
জাতিং মানঞ্চ গর্বঞ্চ জন্ম-বর্ণাশ্রমাদিকম্ ॥৫৮৭
অহন্তাবং স্বকীয়ত্বং ত্যক্ত্বা বিস্মৃত্য সত্বরম্।
কিমপ্যকাঙ্ক্ষমানৈব সর্ববস্তুষু কেবলম্ ॥৫৮৮
কামমিচ্ছামি নাত্যন্তাস্পৃহয়া যেন কেনচিৎ।
লব্ধেন প্রাণবৃত্তিং তং কুর্বতী চ সুসংস্থিতা ॥৫৮৯
নিত্যতুষ্টা নষ্টদুঃখা পূর্ণকামা চ সন্ততম্।
অদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণং পূর্ণাৎ পূর্ণং বহিস্তথা ॥৫৯০
অন্তঃ পূর্ণমধঃ পূর্ণমূর্দ্ধং পূর্ণঞ্চ তেন হি।
পরেণ ব্রহ্মণা তেন স্বয়ং তদ্‌ব্রহ্ম কিং ক-খৌ ॥৫৯১

সুখ, দুঃখ, ভব অর্থাৎ উৎপত্তি, ভাব, অভাব, বিপত্তি, অবিপত্তি, দ্বন্দ্ব, অদ্বন্দ্ব, লয়, অলয়, শত্রু, মিত্র, শীত, উষ্ণ, পরত্ব, অপরত্ব, সিদ্ধান্ত, পূর্বপক্ষ, কাম, ক্রোধাদি, রাগদ্বেষাদি, লাভ ও ক্ষতি ইত্যাদি সকলবিষয়ে ভেদবুদ্ধি-শূন্যা হইয়া সকলকেই আত্মস্বরূপ চিন্তা করত মহাভাগা, সাধ্বী, ব্রহ্মবাদিনী সেই বিধবা নারী জাতি, কুল, মান, গর্ব, জন্ম, বর্ণাশ্রম, অহঙ্কার প্রভৃতি বিস্মৃত হইয়া সর্বাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্বক মাত্র প্রাণধারণোপযোগি অন্নের দ্বারা শরীর ধারণ করত অবস্থান করিবে। নিত্যতুষ্টা, নষ্টদুঃখা ও পূর্ণকামা হইয়া 'অন্তঃ, বহিঃ ঊর্দ্ধ, অধঃ দশদিক্ একমাত্র ব্রহ্মরূপে আমিই পূর্ণরূপে অবস্থান করিতেছি, এই ব্রহ্ম ভিন্ন পরমার্থতঃ আর কোন বস্তু নাই'—এইরূপ ভাবনা করত শাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে রণ্ডাও সকলের বন্দনীয়া হইবে।৫৮৩-৯২

যে রণ্ডার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, ইষ্ট-পর কোন

নেতঃ পরমহং ত্বস্মিংশ্চেতি বুদ্ধিঃ পরা দৃঢ়া।
রণ্ডাপি সা সর্ববন্দ্যা সদা শাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ॥৫৯২
যস্যাঃ স্যাৎ কাঙ্ক্ষিতং বস্তু পরমিষ্টং মমেতি ন।
সৈবং সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম সর্বং তস্যাঃ
প্রয়োজকম্ ॥৫৯৩
তচ্চর্য্যাজ্ঞাননিষ্ঠাদ্যাঃ সর্ববন্দ্যাঃ সদা জনৈঃ।
স্বীকার্য্যাঃ স্যুর্বিশেষেণ তস্যাং বুদ্ধিং তু মানুষীম্ ॥৫৯৪
ন কুর্য্যাদেব ধর্ম্মেণ সা ব্রহ্মৈব ন সংশয়ঃ।
ন যস্যাঃ স্বং পরং চেতি পরভাবোঽপ্যহংকৃতিঃ ॥৫৯৫
দেহে দুঃখ-সুখে ন স্তঃ সেয়মপ্রাকৃতা স্মৃতা।
সর্বপ্রাণিসমা দুঃখসুখতুল্যা নিরাকুলা ॥৫৯৬
নিরাশা নির্ম্মমা সাধ্বী রণ্ডাঽপীয়ং বিশিষ্যতে।
দুর্ব্যাপারমকৃত্বৈব পরেষাং স্বহিতায় বৈ ॥৫৯৭
বৃত্তি-ক্ষেত্র-গৃহ-ক্ষৌণীবিষয়ে নিস্পৃহা চ যা।
সাপি রণ্ডা সমীচীনা প্রাকৃতাভিঃ সমা ন তু ॥৫৯৮
ইদং কৃত্যমিদং কার্য্যমিদং শাস্ত্রমিদং পরম্।
ইদং যুক্তমিদং ন্যায্যমিদং ধর্ম্যং সনাতনম্ ॥৫৯৯
অপ্রদেয়ং দেয়মিদমবাচ্যং বাচ্যমেব চ।
অনুষ্ঠেয়ঞ্চ তদ্ভিন্নং ক্রেয়মক্রেয়মেব চ ॥৬০০
অশ্রাব্যং শ্রাব্যমিত্যেতজ্ জ্ঞানং তস্য নিরীক্ষণম্।
অনুষ্ঠানং বিশেষণ যস্যাঃ স্যুঃ সাপ্যকালতঃ ॥৬০১
ইয়ং রণ্ডাপ্যরণ্ডেব জ্ঞাত্রী ধর্মপরা সতী।
সর্বজ্ঞাত্র্যপি যা নূনং দুর্বুদ্ধ্যা সততং কলিম্ ॥৬০২
স্বজনৈর্জ্ঞাতিভিঃ সদ্ভিঃ পিতৃভ্যাং বান্ধবৈঃ পরৈঃ।
কুর্বতী সততং পীড়াং তদ্দ্রব্যহরণেচ্ছয়া ॥৬০৩
দুর্ব্যাপারাদিনা তেষাং মৃত্যুঃ সা সার্বকালিকী।
তাদৃশীং ধার্মিকো রাজা স্বদেশাদন্যতো নয়েৎ ॥৬০৪
তৎকৃত্বা দুষ্ক্রিয়াঃ সর্বা মার্জয়িত্বাঽথ সৎক্রিয়াঃ।
কারয়েদেব বিধিনা সদ্ধর্মস্থাপনায় বৈ ॥৬০৫
অসৎক্রিয়ৈককর্তারসদ্বাক্যৈকবাদিনম্।
সদ্দূষকং দুষ্টকর্মবোধকং রাষ্ট্রতো নয়েৎ ॥৬০৬
নিষ্ঠীবন্তং সভামধ্যাৎ সভায়াং নির্ভয়েণ বৈ।
তাম্বূলচর্বণপরং বাক্যেনোদ্বাসয়েত্ততঃ ॥৬০৭
কল্যাণরাজসদসি রাগেণ যদি বা ক্ষুতন্।

ভেদবুদ্ধি নাই, তাহাকে সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ব্রহ্মজ্ঞান-চর্চ্চা দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠা হওয়ায় সকলের বন্দনীয়া সেই বিধবা ব্রহ্মস্বরূপাই হ'ন সন্দেহ নাই, সুতরাং এইরূপ বিধবাতে মনুষ্যবুদ্ধি করিবে না। যাহার আত্মপর ভেদজ্ঞান নাই, অহঙ্কার এবং দেহের সুখ-দুঃখবোধ নাই—এইরূপ রণ্ডা অপ্রাকৃতা। সর্বপ্রাণিতে সমদৃষ্টিসম্পন্না, নিরাশা, নির্ম্মমা সাধ্বী রণ্ডা হইলেও সকলের চেয়ে বিলক্ষণা। যে রণ্ডা স্বহিতে বা পরহিতার্থে দুর্ব্যাপার করে না এবং সর্ববিষয়ে নিস্পৃহা, সেই রণ্ডাও সমীচীনা; সে প্রাকৃত রণ্ডার সহিত তুলনীয়া নহে।৫৯৩-৯৮

ইহা কৃত্য অর্থাৎ পুণ্য, ইহা কার্য্য, ইহা শাস্ত্র, ইহা শ্রেষ্ঠ, ইহা যুক্ত, ইহা ন্যায়, ইহা ধর্ম্ম্য-সনাতন, ইহা অদেয়, ইহা দেয়, ইহা বাচ্য, ইহা অবাচ্য, ইহা অনুষ্ঠেয়, ইহা অননুষ্ঠেয়, ইহা ক্রেয়, ইহা অক্রেয়, ইহা শ্রাব্য, ইহা অশ্রাব্য—এইরূপ ভেদবুদ্ধি অপনীত হইয়া যাহার সাম্যদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সর্বজ্ঞান-ময়ী ধর্ম্মপরায়ণা রণ্ডাকে অরণ্ডা বলিয়াই জানিবে। সর্বজ্ঞাত্রী হইয়াও যে বিধবা দুর্বুদ্ধিবশতঃ স্বজন, জ্ঞাতিবৃন্দ, সজ্জন, পিতামাতা এবং অন্যান্য বান্ধবগণের সহিত সর্বদাই কলহ করিয়া থাকে এবং দুষ্ট উপায়ে জ্ঞাতিগণের ধনাদি দ্রব্যহরণের ইচ্ছায় জ্ঞাতিগণের হৃদয়ে নানাপ্রকার পীড়া উৎপাদন করে, সেই বিধবা সর্বকালেই বন্ধুগণের পক্ষে মৃত্যুস্বরূপ—রাজা এইরূপ বিধবাকে দূরদেশে নির্বাসিত করিবেন।৫৯৯-৬০৪

অতঃপর সদ্ধর্ম্মস্থাপনের জন্য তাহার সকল দুষ্কর্ম্মকে মার্জ্জিত করিয়া সৎকার্য্যে পরিণত করিবেন ॥৬০৫

যে ব্যক্তি কেবল অসৎ কর্ম্মই করে, অসদ্বাক্যই বলে, সাধুসজ্জনগণের নিন্দা করে এবং শাস্ত্রদুষ্ট কর্ম্ম করিবার জন্য জনগণকে প্রেরণা দেয়, রাজা তাহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবেন ।৬০৬

যে ব্যক্তি সভামধ্য হইতে উত্থিত হইয়া সভাতেই

অপানয়ন্ বা দুর্বুদ্ধিং তুষ্ণীকং হি ততস্তু তৎ।
সদ্য উত্থাপয়িত্বৈব তত্র দর্ভৈর্ভুবং দহেৎ ॥৬০৮

॥ সভায়ামেকস্মিন্ অন্যস্য পতনে ॥

সভানুপতনে জাতে নিদ্রয়া যস্য কস্য বা ॥৬০৯
তদ্বস্ত্রং সহসাচ্ছিত্ত্বা বেষ্টয়িত্বা শিরোঽস্য বৈ।
বিসর্জয়িত্বা দূরেঽথ তং দূরীকৃত্য তৎপরম্ ॥৬১০
প্রহৃত্য পৃষ্ঠে হস্তেন তাং ভূমিঞ্চ ততঃ পরম্।
প্রোক্ষ্যোদ্ধৃত্যাথ তান্ পাংশূন্ বহির্গেহাদ্ বিসর্জয়েৎ ॥৬১১
মৃদন্তরেণ ভূয়শ্চ পূরয়েত্তাং ভুবং যথা।
ত্রিয়ম্বকেন মন্ত্রেণ জুহুনেদষ্টোত্তরং শতম্ ॥৬১২
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাচ্ছক্ত্যা চিত্রান্নষড্‌রসৈঃ।
আগামিসূতকং জ্ঞাত্বা গত্বা দেশান্তরং ত্বরন্ ॥৬১৩
লৌকিকং বৈদিকং তত্র নিত্যং নৈমিত্তিকং তু বা।
পরস্য স্বস্য বা কর্ম সম্প্রাপ্তং কুরুতে যদি ॥৬১৪
কারয়েদ্ বা বিশেষেণ যদ্‌যদেবাখিলং পরম্।
তৎসূতককৃতং নূনং ভবেদেব ন চান্যথা ॥৬১৫
কৃতস্য সূতকে যত্তু প্রায়শ্চিত্তমুদীরিতম্।
তথৈবেহাস্য কথিতং কর্মণো ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥৬১৬
তাদৃশং তমিমং রাজা বলাদাহৃত্য সত্বরম্।
উত্তমেনৈব দণ্ডেন দণ্ডয়েদ্ধর্মসিদ্ধয়ে ॥৬১৭
পরপ্রয়োজনদশায়াং প্রাপ্তায়াং তু মৃষাচ্ছলাৎ।
চিরাদ্দেশান্তরগতসূতকং নেতি বৈ বদন্ ॥৬১৮
দাপ্যঃ শতপণান্ সদ্যঃ তৎসত্যং চেত্তু তৎপুনঃ।
ত্বয়েদং দুষ্টং দুষ্কৃতং কিং কৃতং তদ্ধঠাদ্ যথা ॥৬১৯
ন যুক্তমেবং করণং তদিদানীং সহিষ্ণুনা!
ত্বয়াদ্যৈতাবৎপর্য্যন্তকালস্থিতং বিগর্হিতম্ ॥৬২০
এবং জনানাং পুরতো লজ্জয়েত্তং বিগর্হয়েৎ।
সূতকী সন্ পরে দেশে শ্রাদ্ধভুক্ শুভকর্মণঃ ॥৬২১

নিষ্ঠীবন থুথু ইত্যাদি পরিত্যাগ করে এবং নির্লজ্জভাবে সভাতে বসিয়াই তাম্বূল চর্বণ করিতে থাকে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ ভৎর্সনাবাক্যে সেই স্থান হইতে উঠাইয়া দিবে। সর্বকল্যাণকর রাজসভায় বসিয়া রাগবশতঃ (বুদ্ধিপূর্বক) যে ব্যক্তি হাঁচি দেয় এবং অধোবায়ু পরিত্যাগ করত চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তাহাকে তৎক্ষণাৎ সভা হইতে উঠাইয়া দিয়া সেই স্থান কুশাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে। সভার মধ্যে নিদ্রাবশতঃ পড়িয়া যাওয়ায় যদি কাহারও মস্তক কাটিয়া যায়, তবে যে কোন সভ্যের বস্ত্রাংশ ছিঁড়িয়া তাহার মস্তক বেষ্টনপূর্বক পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করত তাহাকে দূরে বিসর্জ্জন করিবে এবং তাহার পতনস্থান হইতে কিছু ধূলি গৃহের বাহিরে বিসর্জ্জন করত ঐ স্থান প্রোক্ষণ অর্থাৎ ধৌত করিবে এবং অন্য মৃত্তিকার দ্বারা সেই স্থান পূরণ করত "ত্র্যম্বকং যজামহে" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা অষ্টোত্তরশত হোম করিবে এবং পশ্চাৎ ষড়্‌রস সহিতনানাপ্রকার অন্নদ্বারা ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। আগামী সূতকের (জন্মাশৌচ) আশঙ্কায় দেশান্তরে গমন করিয়া যদি লৌকিক, বৈদিক, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করে অথবা অন্যের কর্ম অনুষ্ঠান করায়, তবে ঐ কর্মগুলি সূতকমধ্যে কৃত কর্মের তুল্যই হইবে; সুতরাং উহার প্রায়শ্চিত্তও সূতকমধ্যে কৃত কর্মের প্রায়শ্চিত্তের অনুরূপই হইবে—ইহা ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন।৬০৭-১৬

রাজা ঐরূপ ব্রাহ্মণকে সত্বর বলপূর্বক আনয়ন করিয়া ধর্মসিদ্ধির জন্য উত্তম দণ্ড প্রদান করিবেন।৬১৭

অন্যের যাজনকার্য্যসিদ্ধির জন্য দূরদেশগত জ্ঞাতির জন্মাশৌচ জানিয়াও মিথ্যা ছলপূর্বক অস্বীকার করে এবং পরে যদি উহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে তাহার নিকট হইতে দণ্ডস্বরূপ শতপণ গ্রহণ করিবেন এবং তাহাকে লজ্জিত করিবার জন্য সর্বসমক্ষে নিন্দা করিয়া বলিবেন—"তুমি হঠাৎ যে এইরূপ শাস্ত্রনিন্দিত কর্ম্ম করিয়াছ, ইহা তোমার পক্ষে করা উচিত হয় নাই, তবে প্রথমবার বলিয়া তোমাকে এই অল্প দণ্ডই প্রদান করিলাম। পরে এরূপ কখনও করিবে না, করিলে আরও অধিক দণ্ড দিব।" যে ব্রাহ্মণ সূতকাশৌচ গোপন করত অন্যদেশে গিয়া শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করে এবং

আৰ্ত্বিজ্যং বৈদিকস্যাপি কুর্বন্তো বর্ততে তরাম্।
তমেনং বালিশং মূর্খং সদ্যো রাজা বিশেষতঃ ॥৬২২
গ্রাহয়িত্বা রোধয়িত্বা মাসং বা পক্ষমেব বা।
তমেবং পূর্ববৎ কৃত্বা লজ্জয়িত্বা ততঃ পুনঃ ॥৬২৩
তস্য স্বার্থধনং সম্যগ্‌ধৃত্বা রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়েৎ।
পত্ন্যাং রজস্বলায়াং যঃ শ্রাদ্ধং ভুঙ্‌ক্তেঽতিকামতঃ॥৬২৪
স্বাযোগ্যতাং লোপয়িত্বা জনানাং সোঽয়মল্পকঃ।
নিষ্কাসিতো ধিক্‌কৃতশ্চ মোচনীয়ঃ স্বকাদ্ গৃহাৎ ॥৬২৫
চতুর্বিংশতিপণান্ বাপি দাপ্যঃ সদ্যোঽথ বা ভবেৎ
অমন্ত্রনিপুণো মন্ত্রৈঃ কুগ্রামেষু দ্বিজন্মনাম্ ॥৬২৬
বসতাং কর্ম সম্যগ্‌বঃ কারয়িষ্যামি সন্ততম্।
সংমন্ত্র্যেবং প্রতিজ্ঞাপ্য তথা কুর্বন্ন শাস্ত্রতঃ ॥৬২৭
ব্যামোহয়ন্ বাক্যজালৈর্নিত্যানুসরণাদিনা।
সেবয়া সঞ্চরন্নিত্যং শাস্ত্রমার্গং বিনাশয়ন্ ॥৬২৮
মন্ত্রক্রিয়াপরিজ্ঞানবিকলো নটবত্তরাম্।
তৎক্রিয়াভিনয়ান্ কুর্বন্ বৈদিকোঽহমিতি ব্রুবন্ ॥৬২৯
দুষ্টোঽয়মসতাং মুখ্যঃ সদ্‌দূষণপরঃ পুনঃ।
অজ্ঞাতশব্দার্থভয়রহিতঃ পামরো জড়ঃ ॥৬৩০
জ্ঞাতো বিপ্রমুখাদ্ রাজা সদ্যস্তং ভটৈর্ন্না।
আনায়য়িত্বা সন্তাড্য কিং কৃতঞ্চ ত্বয়ানিশম্ ॥৬৩১
বিধানং ব্রূহি পুরতো কর্মণাং বিপ্রসন্নিধৌ।
তূষ্ণীকং লোকবিপ্রত্বং নাশয়িষ্যসি কেবলম্ ॥৬৩২
সর্বং বঃ কারয়িষ্যামীত্যুক্তিমাত্রেণ তান্ জড়ান্।
ব্যামোহয়িত্বা পাপাত্মন্ এবমুক্ত্বা পুনশ্চ তম্ ॥৬৩৩
কপোলয়োস্তাড়য়িত্বা তত্তদ্‌গ্রামনিবাসিনাম্।
কার্য্যায় কর্মজালস্য দক্ষমেকং নিযুজ্য চ।
পশ্চাত্তস্যাপি সর্বস্বং হৃত্বা রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়েৎ ॥৬৩৪
বিশ্বস্তামশিরঃস্নাতাং শিরঃস্নাতাং সুবাসিনীম্।
কদাচিদবশাদ্ দৃষ্ট্বা কুর্য্যাৎ সূর্য্যাবলোকনম্ ॥৬৩৫
শিরঃস্নানং পতেঃ পিত্রোঃ কৃৎস্নশ্রাদ্ধদিনেষু
তৎ ॥৬৩৬

ঋত্বিগ্‌রূপে যজমানের বৈদিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করায়, তবে রাজা সেই বালিশ (মূর্খ) ব্রাহ্মণকে বলপূর্বক আনাইয়া পনর দিন বা একমাস বন্দী করিয়া রাখিবেন এবং পূর্বের মত দণ্ড ও লজ্জা দান করিবেন।৬১৭-২৩

অনন্তর তাহার ঐ অসদুপায়ে অর্জ্জিত ধন বলপূর্বক গ্রহণ করত রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিবেন। গৃহে পত্নী রজস্বলা হইলে তৎপ্রযুক্ত নিজের অযোগ্যতা গোপন করত যে ব্রাহ্মণ অতিলোভবশতঃ শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করে, সেই ক্ষুদ্রাশয় ব্রাহ্মণকে ধিক্কৃত করিয়া স্বগৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিবে অথবা তাহার নিকট হইতে দণ্ডস্বরূপ চতুর্বিংশতি (২৪) পণ আদায় করিবে। যে ব্রাহ্মণ বৈদিক কর্ম্ম ও মন্ত্রে নিপুণ নহে, অথচ নিজেকে বৈদিক মন্ত্র ও কর্ম্মে কুশল বলিয়া মিথ্যা পরিচয় প্রদান করত ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি মূর্খ দ্বিজগণ অধ্যুষিত গ্রামে গিয়া তাহাদিগকে বৈদিক কর্ম্ম করাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া অর্থলোভে নটবৎ তাহাদের পশ্চাদ্‌গমনাদি দ্বারা ব্যামোহিত করে এবং বৈদিক কর্ম্মের অভিনয়মাত্র করত তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়া অর্থগ্রহণ করে, তাহাকে শাস্ত্র মার্গবিনাশকারী মূর্খ ব্রাহ্মণ দুষ্টাগ্রগণ্য, সাধুগণের মার্গদূষণকারী, পামর ও জড়বুদ্ধি সম্পন্ন বলিয়া জানিবে।৬২৪-৩০

ব্রাহ্মণের মুখে শ্রবণমাত্র রাজা তাহাকে সৈন্য বা আরক্ষ দ্বারা ধরিয়া আনিয়া তাড়না করত বলিবেন—"তুমি ব্রাহ্মণ হইয়াও যে এইরূপ কুৎসিৎ কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা এই ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে স্বীকার করিয়া বিবৃত কর। তুমি 'তোমার সকল বৈদিক কর্ম্ম করাইব' বলিয়া মূর্খ দ্বিজগণকে ব্যামোহিত করত নিঃশব্দে বৈদিক কর্ম-কাণ্ড ও ব্রাহ্মণ্য নাশ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছ"। এইরূপে তাহাকে ভৎর্সিত ও লজ্জিত করিয়া দুই গণ্ডে চপেটাঘাত করিবে এবং সেই গ্রামবাসিগণের কর্মসমূহ নির্বাহের নিমিত্ত একজন দক্ষ বৈদিক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া উহার অকর্মকারী ব্রাহ্মণের সর্বস্ব হরণ করত রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিবেন।৬৩১-৩৪

শিরঃস্নাতা ও সুবাসিনী সাধ্বী (বিশ্বস্তা) নারীকে

পাকস্য হেতবে হি স্যান্ ন চেন্নাস্ত্যেব কিঞ্চ তৎ।
প্রত্যব্দমাত্রে ভবতি তদভাবেঽপি কেবলম্ ॥৬৩৭
শিরঃস্নানং গ্রহণয়োঃ পূর্বং চাপ্যপরং পরম্।
দ্বিবারমপি যত্নেন তথা বন্ধুমৃতাবৃতৌ ॥৬৩৮
চতুর্থেঽহনি তদ্বর্ত্ম নিয়মেন সমাসতঃ।
তথৈবাপূর্বতীর্থেষু চণ্ডালস্পর্শনাদিষু ॥৬৩৯
অভ্যঙ্গকালনৈয়ত্যমাথিকং প্রভবেদ্ধি বৈ।
অধ্বরাদ্যন্তয়োরেবং নান্যত্রাসাং তু মাস্তকম্ ॥৬৪০

॥ সুবাসিনীনাং শিরঃস্নাননিষেধঃ ॥

সুমঙ্গলীনাং তৎস্নানং হরিদ্রাবর্জনেন চেৎ।
জলং শ্মশানগর্তস্থং সত্যং স্যাদ্ধরণীগতম্ ॥৬৪১
যদ্ব্যুদ্ধৃতং ভাণ্ডগতং চণ্ডালচষকস্থিতম্।
তৎক্ষণাদেব ভবতি তদা তস্মাত্তথৈব হি ॥৬৪২

॥ হরিদ্রাস্নানবিধিঃ ॥

তথা স্নানং প্রকর্তব্যমজস্রং তদ্ধরিদ্রয়া।
অজস্রং বিহিতং স্নানং রাত্রৌ চেত্তজ্জলং পুনঃ ॥৬৪৩
দৈবাকীর্ত্যৈকচষকগতমেব ন সংশয়ঃ।
তাসামাকণ্ঠমেব স্যাদাস্যস্য ক্ষালনঞ্চ তৎ ॥৬৪৪
ভর্ত্রা স্নানং নিত্যমেব ন মধ্যাহ্নে বিধীয়তে।
ভর্তুঃ স্নানাৎ পরং প্রাতঃ হোমকার্য্যায় তচ্চ হি ॥৬৪৫
হোমাভাবে যথেচ্ছং স্যাৎ সঙ্গবে পাকহেতবে।
পাকাভাবেঽপি কালোঽয়ং সঙ্গবো বাথ তৎপরঃ ॥৬৪৬
মধ্যাহ্নো নাপরাহ্ণঃ স্যাৎ সদা কুর্য্যাদ্ধরিদ্রয়া।
হরিদ্রালেপনে নিত্যং তর্জন্যা বিদিশাং দিশাম্ ॥৬৪৭
সর্বাসাং দেবপত্নীনাং তস্যাদানঞ্চ ধর্মতঃ।

অশিরঃস্নাতা (রজঃস্বলা) অবস্থায় হঠাৎ দর্শন করিলে অথবা অশিরঃস্নাতা (রজস্বলা) পর নারীকে শিরঃস্নাতা ও সুবাসিনী অবস্থায় হঠাৎ দর্শন করিলে শুদ্ধির জন্য সূর্য্য অবলোকন করিবে।৬৩৫

পতি বা পিতামাতার সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধতিথিতে শ্রাদ্ধান্ন পাক করিতে হইলে নারীকে শিরঃস্নান (আমস্তক অবগাহন) করিতে হইবে, অন্যদিনে বা শ্রাদ্ধান্ন পাকের প্রয়োজন না থাকিলে শিরঃস্নানের প্রয়োজন নাই। ৬৩৬-৩৭

ইহা ছাড়াও চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণের সময় ও মুক্তির পর দুইবার স্ত্রীলোকের শিরঃস্নান বিধেয়, এতদ্ভিন্ন জ্ঞাতির মৃত্যুতে, ঋতুদর্শনের চতুর্থদিনে, প্রথম তীর্থদর্শনে এবং চণ্ডালাদির স্পর্শ হইলে স্ত্রীলোকের শিরঃস্নান বিধেয়। এইরূপ সমস্ত শরীরে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে এবং যজ্ঞের আদিতে ও অন্তে নারীর শিরঃস্নান কর্ত্তব্য; কিন্তু অন্য সময় মস্তক ডুবাইয়া স্নানের অত্যাবশ্যকতা নাই।৬৩৮-৪০

সুবাসিনী নারীর শিরঃস্নান নিষেধ

সুমঙ্গলী (সধবা) নারী যদি হরিদ্রা-ব্যতিরেকে শিরঃস্নান করে, তবে তাহার শরীরের জল ধরণীতে পতিত হইয়া শ্মশানগর্ত্তস্থিত জলবৎ অশুদ্ধ হইবে। ভাণ্ডস্থিত বা কূপাদি উদ্ধৃত জল চণ্ডালপাত্রগত হইলে যেমন অপবিত্র হয়, উক্ত শিরঃস্নানের জলও সেইরূপ হইবে। ৬৪১-৪২

হরিদ্রাস্নান বিধি

সুতরাং সুমঙ্গলী নারীকে যদি শিরঃস্নান করিতে হয়, তবে হরিদ্রা-সহকারেই করিবে, তাহা হইলে অজস্র স্নানেও দোষ হইবে না। কিন্তু হরিদ্রা-সহিত স্নানও যদি রাত্রিকালে করা হয়, তবে ঐ জলও দিবাকীর্ত্তির (চণ্ডালের) পাত্রস্থ জলের তুল্য অপবিত্র হইবে—ইহাতে সংশয় নাই; সুতরাং নারীগণের আকণ্ঠ স্নানই বিধেয়; মুখমণ্ডলমাত্র ধুইয়া ফেলিবে।৬৪৩-৪৪

স্বামীর সহিত স্ত্রী নিত্যই স্নান করিতে পারে। কিন্তু মধ্যাহ্নকালে নহে; স্বামীর স্নানের পরেই হোমকার্য্য করার জন্য স্নান করিতে পারে।৬৪৫

হোমাভাবে যথেচ্ছকালে স্নান করিতে পারে, পাকের জন্য সঙ্গবকালে (কালবিশেষে), পাকের প্রয়োজন না থাকিলেও সঙ্গবে বা মধ্যাহ্নকালে নারী স্নান করিতে পারে, কিন্তু কখনই অপরাহ্ণে স্নান করিবে না। সুমঙ্গলী

কর্তব্যত্বেন বিহিতং হরিদ্রায়া নিরন্তরম্ ॥৬৪৮
বিদিশাং দেবপত্নীনাং চতসৃণাং দিশামপি।
হরিদ্রাকল্কলেশাংস্তান্ অক্ষিপ্তেবাতিগর্বতঃ ॥৬৪৯
অজ্ঞানাজ্জ্ঞানতো বাপি নমস্কারপ্রপূর্বকম্।
যা স্নাতি বিধবা নূনং সত্যমেব ভবিষ্যতি ॥৬৫০
যা করোতি শিরঃস্নানং জীবভর্ত্রী সুমঙ্গলী।
পতিঘ্নী সা প্রকথিতা তথোক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥৬৫১
বিনাভ্যনুজ্ঞাং ভর্তুর্যা চৌপবস্তং করোতি বৈ।
ভর্তুরায়ুষ্যমশ্নাতি সৈষা পাপালয়া স্মৃতা ॥৬৫২

॥ **পতিব্রতাধর্মঃ** ॥

ভর্তুঃ শুশ্রূষণং নার্য্যাঃ পরমো ধর্ম উচ্যতে।
নৈতস্মাদধিকং ধর্ম্মো নৈতস্মাদধিকো জপঃ ॥৬৫৩
নৈতস্মাদধিকং দানং নৈতস্মাদধিকং তপঃ।
নৈতস্মাদধিকং তীর্থং নৈতস্মাদধিকো দমঃ ॥৬৫৪
নৈতস্মাদধিকাঃ কৃচ্ছ্রা নৈতস্মাদধিকাঃ সবাঃ।
মুক্ত্বা তৎপতিশুশ্রূষাং তস্মাদন্যন্ন কিঞ্চন ॥৬৫৫
ধর্মং চরেৎ প্রযত্নেন সাধ্বী নারী পতিব্রতা।
নৈনমুচ্চৈঃ প্রভাষেত প্রিয়মেবাস্য যচ্চরেৎ ॥৬৫৬
অপ্যেনং কুপিতং রোষাৎ প্রতিকুপ্যেৎ কথঞ্চন।
কঠোরং নির্দয়ং ক্রূরং নিরনুক্রোশমক্ষমম্ ॥৬৫৭
তাড়য়ন্তমহোরাত্রং শপন্তমপি দুর্হৃদম্।
ন দূষয়েন্ন চাক্রোশেন্ন ক্রুধ্যেৎ প্রশপেদপি ॥৬৫৮
ছায়ানুবর্তিনী নিত্যং দুঃখিতে দুঃখিতা ভবেৎ।
সুখিতে সুখিতা তস্মিন্ হৃষ্টে হৃষ্টা স্থিতে স্থিতা ॥৬৫৯
শয়িতে শয়িতা সুপ্তে পশ্চাৎ সুপ্তা স্বয়ং ভবেৎ।
আহূতাহতিত্বরা গচ্ছেদপি কার্য্যং বিহায় চ ॥৬৬০
শতং সহস্রং গোপ্যং বা গুহ্যমাবশ্যকং তু বা।
তাম্বূলচর্বণং নিত্যমক্ষোরঞ্জনমেব চ ॥৬৬১

নারী সর্বদাই হরিদ্রাসহিতই স্নান করিবে। সর্বদা তর্জ্জনী দ্বারাই হরিদ্রালেপন করিবে, তাহা হইতে দিক্ ও বিদিক্স্থিত দেবপত্নীগণ উহা প্রাপ্ত হইবেন; এজন্যই তর্জ্জনী দ্বারা হরিদ্রালেপন বিধেয়।৬৪৬-৪৮

যে নারী অতিগর্ববশতঃ দিক্স্থিত চতুঃসংখ্যকা ও বিদিক্স্থিত চতুঃসংখ্যকা দেবপত্নীগণের উদ্দেশ্যে জ্ঞানত বা অজ্ঞানতঃ হরিদ্রাকল্ক (হলুদের খোসা) নিক্ষেপ না করিয়া নমস্কারপূর্বক স্নান করে, সে নারী নিশ্চিতই বিধবা হইবে।৬৪৯-৫০

পতি জীবিত থাকিতে যে নারী (হরিদ্রাশূন্য) শিরঃস্নান করে, সে পতিহত্যার পাপে লিপ্তা হয়—ইহা ব্রহ্মবাদিগণ বলিয়াছেন।৬৫১

পতির বিনানুমতিতে যে নারী ঔপবস্ত (নিরম্বু উপবাস) করে, সেই নারী পতির আয়ু হরণ করে; সুতরাং তাহাকে পাপিনী বলা হইয়াছে।৬৫২

পতিব্রতার ধর্ম

অকপট হৃদয়ে পতির শুশ্রূষাই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম; ইহা হইতে নারীর অধিক কোন ধর্ম্ম, জপ, দান, তপস্যা, তীর্থ, দম, কৃচ্ছ্রব্রত অথবা যাগযজ্ঞ নাই। এজন্য সাধ্বী পতিব্রতা নারী পতির শুশ্রূষা পরিত্যাগ করিয়া কোন ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে না। পতিব্রতা নারী উচ্চৈঃস্বরে পতির সহিত কথা বলিবে না, সর্বদাই তাঁহার প্রিয় আচরণ করিবে।৬৫৩-৫৬

পতি ক্রোধ করিলেও তাঁহার প্রতি ক্রোধ করিবে না। পতি যদি কঠোর, নির্দয়, ক্রূর, নিরনুক্রোশ ও ক্ষমাশূন্য হইয়া দিবারাত্র তাড়নও করে, তথাপি তাঁহার দোষকীর্ত্তন করিবে না, তাঁহার প্রতি ক্রোধ, আক্রোশ বা শাপ অর্পণ করিবে না।৬৫৭-৫৮

পতিব্রতা ছায়ার ন্যায় পতির অনুবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার দুঃখে দুঃখিতা, সুখে সুখিতা, হর্ষে হর্ষিতা এবং তাহার স্থিতিতে নিজেও স্থির হইয়া অবস্থান করিবে। পতির শয়নের পর শয়ন এবং পতির নিদ্রার পর স্বয়ং নিদ্রিতা হইবে। পতি আহ্বান করিলেই সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করত তাঁহার নিকট যাইবে।৬৫৯-৬০

প্রয়োজন বোধ করিলে অর্থাৎ প্রকাশে পতির অনিষ্টের সম্ভাবনা বুঝিলে শতসহস্র বিষয় বা দোষ

কুঙ্কুমং চাপি সিন্দূরং কজ্জলং কঞ্চুকং কচঃ।
কবরী চ প্রশস্তং স্যাৎ সুগন্ধং স্রকুসুমাদিকম্ ॥৬৬২
নিত্যমাবশ্যকং স্ত্রীণাং সতীনাং বিধিচোদনাৎ।
ভর্তরি প্রোষিতে স্ত্রীণাং নালঙ্কারো বিধীয়তে ॥৬৬৩
পতিব্রতানাং ধর্মোঽয়ং তৎপুরোঽলঙ্কৃতিঃ পরা।
অন্বহং নিশয়া স্নানং সিন্দুরং কুঙ্কুমং সুমম্ ॥৬৬৪
সুগন্ধদ্রব্য-সদ্বস্ত্র-কঞ্চুক-স্রককজ্জলাঃ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু সংসেব্যাস্তাভিরিত্যপি ॥৬৬৫
নিত্যভব্যায় স মুনিরুবাচ পুলহঃ পুরা।
ভৌমবারে শুক্রবারে নিমজ্জন্তীং ধরাজলে ॥৬৬৬
সপতিং বনিতাং সাধ্বীং দৃষ্ট্বা তদ্দোষশান্তয়ে।
পদ্মাননে পদ্ম উরু পদ্মাক্ষি পদ্মসম্ভবে ॥৬৬৭
ত্বং মাং ভজস্ব ভদ্রাক্ষি যেন সৌখ্যং লভাম্যহম্।
ইতি মন্ত্রং শ্রিয়ো মূলং সমুচ্চার্য্যোদকেন বা ॥৬৬৮

নেত্রে প্রক্ষাল্য নোচেত্তু নবনীতেন মার্ষ্টি চ।
উদুত্যেন ততঃ সূর্য্যং প্রাঙ্মুখস্ত্ববলোকয়েৎ ॥৬৬৯
তথৈবমবশাদ্ দৃষ্ট্বা বিশ্বস্তাং রক্তদন্তকাম্।
তাম্বূলরঞ্জিতমুখীং সুগন্ধালিপ্তগাত্রকাম্ ॥৬৭০
স্বতন্ত্রাং বাতিহাসাং বা কাল্যোদ্বর্তিতবিগ্রহাম্।
বিচিত্রবস্ত্রাং বা তদ্বচ্ছ্লক্ষ্ণকায়াং সুচিত্রিতাম্ ॥৬৭১
অতিবৈদগ্ধ্যমাপন্নামত্যন্তোৎকটবাদিনীম্।
ক্ষুদ্রকণ্টকতচ্ছিত্রক্রিয়মাণাঙ্গকাং পুনঃ ॥৬৭২
তদা তদা ভূষণাঢ্যাং বস্তুনীলিতদুর্দতীম্।
স্বর্ণাদিসূত্রখচিত-বিদ্রুমাচ্ছাক্ষমালিকাম্ ॥৬৭৩
ব্যূহাধিপত্যং কুর্বন্তীং দানমানাদিদুর্নয়ৈঃ।
পরদ্রব্যাণি স্বীয়ত্ববুদ্ধ্যৈব স্বজনৈঃ কলৌ ॥৬৭৪
গ্রাহয়ন্তাং ধর্মমাত্রব্যাজেনৈব নিরন্তরম্।
সতোঽপি ভ্রাময়ন্তীং তু সৎকুলৈকবিভীষিকাম্ ॥৬৭৫

অন্যের নিকট গোপন করিবে। তাম্বূলচর্বণ, চক্ষুতে অঞ্জনদান, কুঙ্কুম, সিন্দুর, কজ্জল, কঞ্চুক (শরীরাবরণ), কচ (কেশ) প্রভৃতির ধারণ, প্রশংসনীয়ভাবে কবরী-বন্ধন, কবরীতে সুগন্ধকুসুম ও মাল্য ধারণ, এই সকল শৃঙ্গারসাধনসমূহ শাস্ত্রবিহিত মনে করিয়া পতির সন্তোষের নিমিত্ত অবশ্যই সতী নারী রচনা করিবে। কিন্তু পতি প্রবাসে থাকিলে সতী নারী অলঙ্কারাদির দ্বারা শরীরকে শোভিত করিবে না—ইহাই সতীর ধর্ম্ম; কিন্তু পতি নিকটে থাকিলে তাঁহার সমক্ষে শরীরকে অলঙ্কৃত করিবে; প্রতিদিন রাত্রিতে স্নান করত সিন্দূর, কুঙ্কুম, কুসুম, সুগন্ধ দ্রব্য, বস্ত্র, কঞ্চুক, মাল্য, কজ্জল প্রভৃতির দ্বারা স্বীয়বেষ যথাসম্ভব সুন্দরভাবে রচনা করিয়া পতির সেবায় রত থাকিবে। পুরাকালে মহর্ষি পুলহ বলিয়াছেন—নিজের নিত্য মঙ্গলের জন্যই সতী নারীর ঐরূপ প্রসাধন করা উচিত।৬৬১-৬৫

ভৌমবারে (মঙ্গলবারে) বা শুক্রবারে পতির সহিত কোন নারীকে ধরাজলে (জলাশয়ে) স্নান করিতে দেখিয়া উক্ত দোষ প্রশমনের জন্য ঐশ্বর্য্যের মূলীভূত 'পদ্মাননে পদ্ম উরু পদ্মাক্ষি পদ্মসম্ভবে। ত্বং মাং ভজস্ব ভদ্রাক্ষি যেন সৌখ্যং লভাম্যহম্' এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক জল বা নবনীতের দ্বারা নেত্রদ্বয় মার্জ্জন করত পূর্বমুখ হইয়া 'উদুত্যং জাতবেদসম্' ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যকে অবলোকন করিবে।৬৬৬-৬৯

এইরূপ বিশ্বস্তা, রক্তদন্তিকা, তাম্বূলরঞ্জিতমুখী, সুগন্ধালিপ্তকায়া, বিচিত্রবস্ত্রপরিহিতা, সুকোমলতনু, বিচিত্র বেশসজ্জিতা, অতিবিদুষী, অত্যন্তোৎকটভাষিণী, ক্ষুদ্র কণ্টকের দ্বারা হস্তাদি অঙ্গে অঙ্কনকারিণী ভূষণ-ভূষিতা, নীলরঙের দ্বারা রঞ্জিত দুর্দ্দন্তবিশিষ্টা, স্বর্ণাদি সূত্রে গ্রথিত বিদ্রুমাদি খচিত অক্ষমালাধারিণী দান-মানাদি দুষ্টোপায়ে বহুলোকের উপর প্রভুত্বকারিণী স্বজনগণের দ্বারা নিজ দ্রব্য বলিয়া পরদ্রব্য হরণকারিণী, ধর্ম্মকর্ম্ম-ছলে অন্যের সহিত কলহকারিণী, সাধুগণেরও বিভ্রমোৎপাদিনী, সৎকুলের বিভীষিকা-স্বরূপিণী, দুষ্টচিত্তা প্রতারণাকারিণী ভণ্ডা রণ্ডাকে হঠাৎ দর্শন করিলে তিনবার প্রাণায়াম করত পাদ প্রক্ষালনপূর্বক সূর্য্যের উপাসনা করিয়া 'উদ্বয়ন্তমসস্পরি' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণপূর্বক শ্রীহরির স্মরণ করিবে এবং ব্যাহৃতিত্রয় জপ করত 'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্' ইত্যাদিমন্ত্র

রণ্ডাং তথাবিধাং দৃষ্ট্বা দুষ্টচিত্তাং প্রতারকাম্।
প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা পাদপ্রক্ষালনাৎ পরম্ ॥৬৭৬
উপস্থায় চ সপ্তাশ্বমুদ্বয়দ্বয়তো হরিম্।
সংস্মৃত্য ব্যাহৃতীর্জপ্ত্বা চেদং বিষ্ণুং সকৃজ্জপেৎ ॥৬৭৭
রাজা চেত্তাদৃশীং শ্রুত্বা পৃষ্ট্বা বা সদ্য এব বৈ।
স্বদেশাদুদ্বসেন্নোচেচ্ছ্রেয়ো ভব্যং ন বিন্দতি ॥৬৭৮
ধনবন্তমদাতারং দরিদ্রমতপস্বিনম্।
কণ্ঠে বদ্ধা শিলাং গুর্বীং সিন্ধুমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ ॥৬৭৯
সত্যেঽপি নিত্যং দুর্মার্গগ্রাহকস্য দুরাত্মনঃ।
প্রাপ্তস্যাত্যন্তমিত্রত্বং শিক্ষা তেন হ্যভাষণম্ ॥৬৮০
দাসীপ্রাণহরো দণ্ডঃ শিরোমুণ্ডনমুচ্যতে।
রহস্যধেনুবালঘ্ন্যা গৃহদাহ্যাস্তথৈব চ ॥৬৮১
বিষপ্রদায়া দণ্ডোঽয়ং ধর্মশাস্ত্রৈকনিশ্চিতঃ।
তচ্চূর্ণক্ষুদ্রপাষাণবহ্নিনা বর্ষ্ম দীপনম্ ॥৬৮২
মহাবাতে প্রচলতি রাত্রৌ দ্বেষেণ দাহিনঃ।
গ্রামং বীথীং গৃহং বাপি দণ্ডোঽয়ং দেবনির্মিতঃ ॥৬৮৩
গ্রামাদ্ বহিঃ শিরশ্ছিত্ত্বা তরুশূলাধিরোহণম্।
সর্বশ্চতুর্থবর্ণাদিজনো পাপালয়োঽনিশম্ ॥৬৮৪
ধেনুচৌর্য্যং বাহচৌর্য্যং মেষচৌর্য্যং তথাবিধম্।
পুনরন্যানি চৌর্য্যাণি কুর্বন্নেব তদা তদা ॥৬৮৫
অবশাৎ সংগৃহীতশ্চেদ্ বহুলোকাপকারকঃ।
সন্তাড্য তং ভ্রাময়িত্বা সর্বা বীথীঃ সমাকুলাঃ ॥৬৮৬
ঘোষয়িত্বা বিশেষেণ যদ্যত্তত্তস্য সঞ্চিতম্।
শনৈঃ শনৈরুপায়েন সমাদায়াতিকৌশলাৎ ॥৬৮৭
ত্বাং বয়ং মোচয়িষ্যাম ইত্যুক্ত্বা তৎকৃতাঃ পুরা।
যত্র তত্র ক্রিয়াস্তাস্তা জ্ঞাত্বা তন্মুখতঃ পুনঃ ॥৬৮৮
চৌরান্তরাদি দুষ্টৌঘান্ বিজ্ঞায় তদনন্তরম্।
নিগলেন পুনঃ সম্যগ্ গ্রন্থয়িত্বা তদা তদা ॥৬৮৯
তাড়য়িত্বা স্থাপয়িত্বা বন্ধয়িত্বাতিনিষ্ঠুরম্।
অখিলং তাবকং কৃত্যং সম্যগ্ বদসি চেত্তদা ॥৬৯০
নিশ্চয়ান্মোচয়িষ্যামো ন চেন্মুক্তিস্তু তেন হি।
ত্রিবারমেবং সংশোধ্য পশ্চাল্লব্ধানি তন্মুখাৎ ॥৬৯১

সন্বর পাঠ করিবে। ঐরূপ বিধবা স্বদেশে বর্ত্তমানা আছে রাজা ইহা শ্রবণ করিলে পার্শ্ববর্ত্তী সজ্জনগণের নিকট হইতে জিজ্ঞাসা দ্বারা সত্যতা অবগত হইয়া তাহাকে স্বরাজ্য হইতে নির্বাসিত করিবেন, নতুবা মঙ্গল হইবে না।৬৭০-৭৮

ধনবান্ যদি দাতা না হয়, দরিদ্র হইয়াও যদি তপস্বী না হয়, তবে রাজা তাহাদের কণ্ঠে গুরু শিলা বন্ধন করিয়া সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিবেন।৬৭৯

অনন্ত মিত্র সাজিয়া যে দুরাত্মা সজ্জনকে উন্মার্গগামী করে, তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য দেখা হইলেও কথা বলিবে না।৬৮০

দাসীর প্রাণহরণকারীর দণ্ড শিরোমুণ্ডন, গোপনে ধেনু ও বালঘাতিনী, গৃহদাহিনী এবং বিষদায়িনী নারীর দণ্ড হইতেছে—ক্ষুদ্রপাষাণজাত অগ্নির দ্বারা তাহার শরীর দগ্ধকরণ।৬৮১-৮২

যখন খুব ঝড় বহিতেছে, সেই সময় যদি কেহ দ্বেষবশতঃ কাহারও গৃহ, গ্রাম বা প্রশস্ত পথ পুড়াইয়া দেয়, তবে তাহাকে গ্রামের বাহিরে আনিয়া তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করত বৃক্ষনির্ম্মিত শূলে তাহার শরীরটাকে বসাইয়া দিবে—ইহাই তাহার দণ্ড। শূদ্রবর্ণজাত পুরুষগণ প্রায়শঃই পাপাচরণ করে।৬৮৩-৮৬

ধেনু, বাহ (অশ্ব), মেষ ও অন্যান্য বস্তু যে চুরি করিয়া বহুলোকের অপকার করিয়াছে, তাহাকে বলপূর্বক আনাইয়া প্রথমে নগরের সকল পথ ঘুরাইবে এবং সকলের সমক্ষে তাহার সমস্ত কুকর্ম্মের কথা বলিবে এবং পরে 'যদি তুমি সকল সত্য কথা স্বীকার কর, তবে তোমাকে মুক্ত করিব' এই কথা বলিয়া তাহার মুখ দিয়া সকল অপরাধের কথা বলাইবে। তৎপর তাহাকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া তাড়ন, স্থাপন ও বন্ধন করিয়া তাহাকে বলিবে—"যদি তুমি তোমার সকল দুষ্কর্ম্মের কথা স্বেচ্ছায় বল, তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিব"—এইভাবে তিনবার পর্য্যন্ত তাহার দ্বারা বলাইয়া যত দ্রব্যের চুরির কথা জানা যাইবে, সেই সকল বস্তু ধর্ম্মকার্য্যে নিয়োগ করত তাহার একটি হাত ও পা

দ্রব্যাণি ধর্মকৃত্যেষু যোজয়িত্বা ততশ্চ তম্ ।
করমেকং পাদমেকং খণ্ডয়িত্বা বিমোচয়েৎ ॥৬৯২
গজচোরং মহাঘোরে পল্বলে গজসংগ্রহে ।
পুরাকৃতে তাদৃশেঽস্মিন্ কৃতেঽপ্যপি ধনে তথা ॥৬৯৩
পাতয়িত্বা খনিত্বৈনং প্রচ্ছাদ্যস্তম্ভমূলকে ।
কাষ্ঠৈর্নিখাতৈঃ পৃথুলৈর্হন্যাদেবাবিচারয়ন্ ॥৬৯৪
এড়ূকত্রোটনে দক্ষং তৎকালে তমসি স্থিতে ।
নৈপুণ্যধাবনপরং গ্রহণায়াগতান্ জনান্ ॥৬৯৫
কৃতপ্রহারং খড়্গেন গৃহীতমবশাজ্জনৈঃ ।
চোরং সদ্যস্তাড়য়িত্বা করৌ ছিত্বা প্রবাসয়েৎ ॥৬৯৬
যদি তেন হতঃ কোঽপি তস্মিন্ কালে বিশেষতঃ ।
হিংসিতাঃ স্যুঃ পরে ক্রৌর্য্যাদ্দণ্ডয়িত্বা প্রমাপয়েৎ ॥৬৯৭
যদি চেদ্ ব্রাহ্মণো দুষ্টশ্চৌরস্তত্রাপি হিংসকঃ ।
তস্মিন্ কালে বিশেষেণ খণ্ডদণ্ডাদিভির্জনান্ ॥৬৯৮
গৃহীতোঽয়ং হতান্ কৃত্বা তমেনং নিগলেন বৈ ।
বন্ধয়িত্বা পীড়য়িত্বা শোধয়িত্বা তদা তদা ॥৬৯৯
সংবৎসরাৎ পরং যত্নাৎ কৃত্বৈবাক্ষতমব্রণম্ ।
সর্বাঙ্গবপনং কৃত্বা ঘোষয়িত্বা পুরে স্বকে ॥৭০০
গর্দভারোহণেনাথ রাষ্ট্রাদস্মাদ্ বিবর্জয়েৎ ।
সর্বেষ্বপি চ কার্য্যেষু চাতিক্রূরেষু কেবলম্ ॥৭০১
কৃতেষ্বপি তথা তেন ত্বক্ষতো ব্রাহ্মণো ব্রজেৎ ।
স্ত্রীণাং ন হিংসা বিহিতা চাতিক্রূরেষু কর্মসু ॥৭০২
বালঘ্নীনাং তু রাগেণ পরেষাং স্বস্য বা পুনঃ ।
ক্ষুদ্রশূল-শিলা-বহ্নিবিগ্রহৈকপ্রদাহিতঃ ॥৭০৩
প্রপাতনং প্রকথিতং ব্রাহ্মণীনাং তু কেবলম্ ।
কেশানাং লুণ্ঠনং কৃত্বা ছিন্নং কৃত্বা যথাতথম্ ॥৭০৪
শ্ব-দণ্ড-ধ্বজ-শূলাপস্মার-চক্রাদিভিঃ সদা ।
গর্দভারোহণাদেব দেশাদুচ্চাটনং স্মৃতম্ ॥৭০৫
অজিতোঽস্মীতি বক্তারং জিতং ন্যায়েন শাস্ত্রতঃ ।
সভায়াং তং পরাজিত্য দূষয়িত্বা প্রবাসয়েৎ ॥৭০৬
দুষ্টং সতো দূষয়ন্তং স্বকার্য্যায়াস্বহং খলম্ ।
ত্যক্তকাপট্যকৌটিল্যাম্মোহয়ন্তমভীক্ষ্ণশঃ ॥৭০৭

কাটিয়া ছাড়িয়া দিবে। গজসংগ্রহের মধ্য হইতে যে হস্তী চুরি করিয়াছে, তাহার পূর্বাপর চুরির কথা জানিয়া লইয়া বনের মধ্যে গর্ত্ত খননপূর্বক তাহার মধ্যে প্রস্তরস্তম্ভের মূলমধ্যে কাষ্ঠদণ্ড প্রবেশ করাইয়া তাহার দ্বারা আঘাত করিতে করিতে তাহাকে বধ করিবে—এই বিষয়ে কোন বিচার করিবে না ।৬৯৩-৯৪

অন্তঃপ্রবিষ্ট কাষ্ঠ দেয়াল ভাঙ্গিতে দক্ষ কোন চোরকে অন্ধকারে ঐরূপ করিতে দেখিয়া বহুলোক যখন তাহাকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, তখন সে তাহাদিগকে খড়্গ দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রহার করিতেছে, এরূপ চোর যদি জনগণের দ্বারা ধৃত হয়, তবে রাজা তাহাকে তাড়ন করত হস্তদ্বয় ছেদন করিয়া নির্বাসিত করিবেন। যদি ঐ চোর ঐ সময়ে কাহাকেও বধ করিয়া থাকে অথবা পরবর্ত্তীকালেও ক্রূরতাবশতঃ অনেক মানুষকে বধ করে, তবে তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দিবে ।৬৯৫-৯৭

যদি কোন দুষ্ট ব্রাহ্মণ চোর হয় এবং তাহাকে ধরিবারকালে খণ্ডদণ্ডাদির দ্বারা বহু লোককে বধ করে, তবে রাজা তাহাকে নিগড়াবদ্ধ করিয়া একবৎসরকাল তাহাকে পীড়ন ও শোধন করত অক্ষত, অব্রণ অবস্থায় তাহার সর্বাঙ্গ মুণ্ডন করিয়া গর্দ্দভে আরোহণ করাইবে এবং রাজপথে তাহার কুকর্ম্মের কথা সকলের সমক্ষে ঘোষণা করিয়া রাষ্ট্র হইতে নির্বাসিত করিবে। যত ক্রূর কর্ম্মই ব্রাহ্মণ করুক না কেন তাহাকে অক্ষত অবস্থায় শাসন করিয়া ছাড়িয়া দিবে। এইরূপ অতি ক্রূর কর্ম করিলেও স্ত্রীলোকের প্রতি হিংসা বিহিত নহে ।৬৯৮-৭০২

রাগবশতঃ নিজের বা অন্যের বালঘাতিনী নারীর দণ্ড —উত্তপ্ত শূল বা শিলাখণ্ডসমূহের মধ্যে তাহাকে ফেলিয়া দিবে, কিন্তু ঐরূপ নারী ব্রাহ্মণী হইলে তাহার কেশ ছিঁড়িয়া ও উপড়াইয়া ফেলিয়া কুকুর, দণ্ড, ধ্বজ, শূল, অপস্মার, চক্র প্রভৃতি চিহ্ন প্রদানপূর্বক গর্দ্দভে চড়াইয়া দেশ হইতে তাহাকে নির্বাসিত করিবে ।৭০৩-৫

যে ব্রাহ্মণ ন্যায়তঃ ও শাস্ত্রতঃ পরাজিত হইয়াও নিজেকে অপরাজিত বলিয়া ঘোষণা করে, তাহাকে

ভেদয়ন্তং ভীষয়ন্তং হেতুবাক্যাদিভীষণৈঃ।
তৎসজ্জনাকারমাত্রং সজ্জনদ্বেষিণং তরাম্ ॥৭০৮
সৎক্রিয়াচরণব্যাজদুষ্টকার্য্যৈককারিণম্।
কাপেয়ং কর্কশং ক্রূরং সামান্যদ্রব্যহারিণম্ ॥৭০৯
গ্রামদ্রোহ-জনদ্রোহ-সর্বদ্রোহৈকলোলুপম্।
বিদ্যাবিহীনং পিশুনং পামরং পাপচেতসম্ ॥৭১০
যত্নেন রাজা নিশ্চিত্য কালেন মহতা শনৈঃ।
জনবাক্যেন মহতাং চর্য্যয়া ভাষণেন চ ॥৭১১
পূর্বোক্তান্ শিক্ষয়েৎ সম্যক্ সৎপথে বিনিবেশয়েৎ।
তস্যোপায়াংশ্চ বক্ষ্যামি স্পষ্টায় বিশদায় চ ॥৭১২
স্বামিনা স্বামিনং কার্য্যকালে তস্মিন্ সমাগতে।
বিবদন্তং সমক্ষেন সদ্যঃ সম্যক্ প্রতাড়য়েৎ ॥৭১৩
অজ্ঞং সভায়াং বিদুষা সমক্ষেনৈব নির্ভয়ম্।
বিবদন্তং ধরাধীশঃ সন্তাড্যোদ্বাসয়েদ্ বহিঃ ॥৭১৪
অশ্রোত্রিয়ং শ্রোত্রিয়েণ বিবদন্তং সভাস্বপি।
তূষ্ণীং বিনৈব মর্য্যাদা দমং কুর্য্যাত্তু হুঙ্কৃতৈঃ ॥৭১৫
গ্রামে রাষ্ট্রে চ সর্বত্র প্রধান্যেন চিরাৎস্থিতান্।
মহাত্মনো মহাভাগান্ দুষ্টাঃ কেচন সজ্জশঃ ॥৭১৬
মিলিত্বা তৎক্রিয়াঃ পৌর্বাপর্য্যমর্য্যাদয়া কৃতাঃ।
যত্নাদন্যথয়ন্তো বৈ নাস্মাকং সম্মতিঃ পরা ॥৭১৭
ইয়মিত্যেব যে দুষ্টাস্তান্ সদ্যো নির্দয়ং নৃপঃ।
একদা ভীষয়েচ্চেত্তু দণ্ডসংগ্রহণাৎ পরম্ ॥৭১৮

সভায় সর্বসমক্ষে পরাজিত করিয়া সে স্থান হইতে তাড়াইয়া দিবে।৭০৬

নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে দুষ্ট ও খল ব্যক্তি নিত্যই কপটতা ও কুটিলতাশূন্য সজ্জনগণকেও হেতুবাক্যাদির দ্বারা মোহিত, বিভেদিত ও সন্ত্রাসিত করে, সে সজ্জনের মত অভিনয় করিলেও বস্তুতঃ সজ্জনদ্বেষী। সৎকর্ম্মের আচরণের ছলে যে দুষ্টকর্ম্ম করে, যে কোপনস্বভাব, কর্কশপ্রকৃতি, ক্রূর এবং পরদ্রব্যাপহারী, গ্রামদ্রোহ, জনদ্রোহ প্রভৃতি সর্বপ্রকার দ্রোহকার্য্যে অত্যন্ত লোলুপ, বিদ্যাবিহীন, পিশুন অর্থাৎ খল,পামর ও পাপচেতাঃ, রাজা দীর্ঘকালব্যাপী চরমুখে তাহার কার্য্যকলাপ অবগত হইয়া জনগণের বাক্য, মহৎলোকের আচরণ এবং ভাষণের দ্বারা তাহাকে সৎশিক্ষা দিয়া সৎপথে ব্যবস্থাপিত করিবেন। স্পষ্টীকরণের নিমিত্ত আমি উহার উপায়সমূহ বিশদভাবে বলিব।৭০৭-১২

ভূম্যাদির স্বামী কার্য্যকালে ভূমিতে উপস্থিত হইলে ঐ ভূমির অপর স্বামী যদি 'এভূমি আমার, তোমার নহে' ইত্যাদি বলিয়া তাহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, তবে রাজা সদ্যঃই তাহাকে প্রতাড়িত করিবেন অর্থাৎ উভয়ের স্বত্ব প্রমাণিত করিয়া বিবাদকারীকে দণ্ডিত করিবেন।৭১৩

কোন মূর্খ ব্রাহ্মণ যদি সভামধ্যে কোন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের সমজ্ঞানে নির্ভয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, তবে ধরাধীশ তাহাকে সন্তাড়িত করিয়া সেই দেশ হইতে নির্বাসিত করিবে।৭১৪

শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের সহিত মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া অশ্রোত্রিয় বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে রাজা তাহাকে হুঙ্কার প্রদর্শনে দমন করিবে।৭১৫

গ্রামে ও রাষ্ট্রে সর্বত্রই যেসকল মহাভাগ্যবান্ মহাত্মা পুরুষ প্রাধান্য লাভ করিয়া বাস করিতেছেন, তাঁহাদের পুরুষপরম্পরাগত সেই মর্য্যাদা ও ক্রিয়াকলাপ-সমূহের নাশ বা হীনতা সম্পাদন করিবার জন্য কতকগুলি দুষ্ট লোক প্রবৃত্ত হইয়া থাকে—ইহা দেখা যায়। এইরূপ দুষ্ট প্রচেষ্টা সফল হউক—ইহাতে আমাদের মোটেই সম্মতি নাই।৭১৬-১৭

সুতরাং ঐরূপ দুষ্টলোকসমূহকে রাজা যুগপদ্ দণ্ডিত করত "পুনরায় এইরূপ করিতে চেষ্টা করিলে তোমাদিগকে কঠোর দণ্ড প্রদান করিব" এই বলিয়া ভয় দেখাইবেন।৭১৮

অনয়া নিখিলাশ্চাপি সদ্যঃ শান্তা ভবন্তি হি।
অনয়া নামভাবে তু লোকোঽয়ং সুখমশ্নুতে ॥৭১৯
লোকো যদা সুখী রাজা তদা সর্বান্ মনোরথান্।
অবশ্যাদেব লভতে নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৭২০

ইতীদং কথিতং শাস্ত্রং লোহিতেন মহাত্মনা।
হিতায় সর্বলোকানাং সারমুদ্ধৃত্য শাস্ত্রতঃ ॥৭২১

লোহিত-স্মৃতিঃ সমাপ্তা।

উক্ত নীতির দ্বারা সকল লোক তৎক্ষণাৎ শান্ত অর্থাৎ ন্যায়দণ্ডের ভয়ে স্থিরচিত্ত হইয়া পাপকর্ম হইতে নিবৃত্ত হয়। ন্যায়দণ্ডের অভাবে সকল প্রজা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ন্যায় দণ্ড প্রচলিত থাকিলে প্রজাসমূহ সুখী হয়। প্রজা-সমূহ যদি সুখী হয়, তবে রাজাও নিজের সকল অভীষ্ট অনায়াসে লাভ করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। সকল শাস্ত্র হইতে সার সঙ্কলন করতঃ সকল লোকের হিতের নিমিত্ত লোহিতমুনি এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ৭১৯-২১

লোহিতস্মৃতি সমাপ্ত।

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থ কৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতা
লোহিত-স্মৃতি সমাপ্তা।

দাল্‌ভ্য-স্মৃতিঃ

পণ্ডিত—শ্রীমন্নিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃত-
বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

দালভ্য-স্মৃতিঃ

শ্রীমন্নিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি নবতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

দাল্ভ্যম্প্রতি ঋষীণাং ধর্ম্মবিষয়কঃ প্রশ্নঃ

কৃতাভিষেকং দাল্ভ্যং স্বে আশ্রমে সমুপস্থিতম্।
পরিপৃচ্ছন্তি তত্ত্বজ্ঞমৃষয়ো বেদপারগাঃ ॥১
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকঞ্চ শুদ্ধির্জাতমৃতস্য চ।
আয়ুষ্যাণি চ তীর্থানি মাসশুদ্ধিস্তথৈব চ ॥২
শ্রাদ্ধকালঞ্চ ব্রহ্মঘ্ন-গোঘ্নচণ্ডালসঙ্করম্।
রসানাং পরিবেত্তা চ কথয়স্ব যথাযথম্ ॥৩
স্মৃতিসারং প্রবক্ষ্যামি যথা শঙ্খেন ভাষিতম্।
ইষ্টাপূর্ত্তবিধিশ্চৈব প্রায়শ্চিত্তবিধিস্তথা ॥৪
ইষ্টাপূর্ত্তৌ তু কর্ত্তব্যৌ ব্রাহ্মণেন প্রযত্নতঃ।
ইষ্টেন লভতে মোক্ষং পূর্ত্তে স্বর্গোঽভিধীয়তে ॥৫
একাহমপি কৌন্তেয় ভূমিস্থমুদকং কুরু।
কুলানি তারয়েৎ সপ্ত যত্র গৌর্বিতৃষা ভবেৎ ॥৬
ভূমিদানেন যে লোকা গোদানেন চ কীর্ত্তিতাঃ।
তান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়ান্মর্ত্ত্যঃ পাদপানাং প্ররোহণে ॥৭
বাপী-কূপ-তড়াগানি দেবতায়তনানি চ।
পতিতান্যুদ্ধরেদ্ যস্তু স পূর্ত্তফলমশ্নুতে ॥৮
অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং দেবানাং প্রতিপালনম্।
আতিথ্যং বৈশ্বদেবশ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে ॥৯
ইষ্টাপূর্ত্তৌ দ্বিজাতীনাং সামান্যৌ ধর্ম্মসাধকৌ।
অধিকারী ভবেচ্ছূদ্রঃ পূর্ত্তে ধর্ম্মে চ বৈদিকে ॥১০
যাবদস্থীনি গঙ্গায়াং তিষ্ঠন্তি পুরুষস্য চ।

যমুনাপুলিনে শিখিপুচ্ছধর!
শিশুভিঃ সখিভী রমমাণ হরে!
ব্রজবাসি-নৃমানসচোর! শঠ!
ব্রজ হে সততং মম চিত্তবনে ॥

অভিষেক-কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া নিজ আশ্রমে তত্ত্বদর্শী মহর্ষি দাল্ভ্য সমুপস্থিত রহিয়াছেন—এমন সময় বেদপারগ ঋষিগণ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহর্ষে, আপনি সমস্ত বস্তুর রসবেত্তা (তত্ত্ববিদ্), সুতরাং আপনি আমাদিগকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বিবেক, জন্মাশৌচ ও মৃতাশৌচ হইতে শুদ্ধি, আয়ুষ্কর তীর্থসমূহ, মাসশুদ্ধি, শ্রাদ্ধকাল, ব্রহ্মহত্যাকারী, গোহত্যাকারী ও চণ্ডালাদি সংস্পর্শে অশুদ্ধি—এই বিষয়গুলি যথাযথ উপদেশ করুন।১-৩

ঋষিগণের প্রশ্নবাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি দাল্ভ্য বলিলেন,—মহর্ষি শঙ্খ কর্ত্তৃক উক্ত স্মৃতিশাস্ত্রের সার-কথা আমি তোমাদিগকে বলিব; প্রথমেই ইষ্টাপূর্ত্তবিধি এবং প্রায়শ্চিত্তবিধি বিষয়ে বলিব।৪

ব্রাহ্মণ সযত্নে ইষ্ট ও পূর্ত্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে। কারণ ইষ্টকর্ম্মের দ্বারা মোক্ষ এবং পূর্ত্ত কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।৫

(ধৌম্যমুনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন,—) হে কুন্তীনন্দন! তুমি (বৃহৎ জলাশয় খনন করিতে যদি অসমর্থও হও, তথাপি) একদিনও যেখানে জলপানে গাভীর তৃষ্ণানিবৃত্তি হইতে পারে, এমন ভূমিস্থ উদক (ক্ষুদ্র জলাশয়) নির্ম্মাণ কর; তাহাতে তোমার সপ্তকুল পর্য্যন্ত উদ্ধার পাইবে।৬

ভূমিদানে ও গো-দানে যে সকল লোকপ্রাপ্তির কথা কীর্ত্তিত আছে, মানুষ কেবল বৃক্ষরোপণ করিয়াই সেই সকল লোক প্রাপ্ত হইতে পারে।৭

যে ব্যক্তি নষ্ট দীর্ঘিকা, কূপ, তড়াগ এবং দেব-মন্দিরের পুনরুদ্ধার করে, সে পূর্ত্তকর্ম্মের ফললাভ করে। অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্যকথন, দেববিগ্রহের প্রতিপালন, অতিথিসৎকার এবং বলিবৈশ্বদেব-কর্ম্ম ইহাদকে ইষ্ট-কর্ম্ম বলে।৮-৯

দ্বিজাতিগণের ইষ্ট ও পূর্ত্ত উভয়ই সমান ফলদায়ক। কিন্তু শূদ্রের পূর্ত্তকর্ম্মমাত্রেই অধিকার, ইষ্টে নহে. কারণ

তাবদ্ বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥১১
দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ জলে দদ্যাজ্জলাঞ্জলীন্।
অসংস্কৃতপ্রমীতানাং স্থলে দদ্যাজ্জলাঞ্জলীন্ ॥১২
কেশ-কীটক-শম্বুকমস্থিকণ্ঠকমেব চ।
স্থলেষু চ ন দাতব্যং কদাচিদশুচির্ভবেৎ ॥১৩
বামহস্তে তিলান্ স্থাপ্য যস্তু তর্পয়তে পিতৃন্।
পিতরস্তর্পিতাস্তেন রুধিরেণ জলেন বা ॥১৪
একমেব ঋষীণাং তু দ্বৌ দ্বৌ তু সনকাদয়ঃ।
অর্হন্তি পিতরস্ত্রীংস্ত্রীন্ স্ত্রিয়শ্চৈকৈকমঞ্জলিম্ ॥১৫
নাভিমাত্রে জলে স্থিত্বা সতিলং দক্ষিণামুখঃ।
ত্রীংস্ত্রীনপোহঞ্জলীন্ দদ্যাদুচ্চৈরুচ্চতরং দ্বিজঃ ॥১৬
জলে চৈব জলং দেয়ং পিতৃণাং নোপতিষ্ঠতি ॥১৭
নোদকেষু চ পাত্রেষু নাশুদ্ধো নৈকপাণিনা।
নোপতিষ্ঠতি তত্তোয়ং যদ্ভূম্যাং ন প্রদীয়তে ॥১৮
একদশাহে প্রেতস্য যস্য চোৎসৃজ্যতে বৃষঃ।
মুচ্যতে প্রেতলোকাচ্চ স্বর্গলোকং স গচ্ছতি ॥১৯
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ।
যজেত বা অশ্বমেধং নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ॥২০
লোহিতো যস্তু বর্ণেন মুখে পুচ্ছে চ পাণ্ডুরঃ।
শ্বেতঃ খুর-বিষাণাভ্যাং স নীলো বৃষ উচ্যতে ॥২১
প্রথমেঽহ্নি তৃতীয়ে চ পঞ্চমে সপ্তমে তথা।
নবমৈকাদশে শ্রাদ্ধং তন্নবশ্রাদ্ধমুচ্যতে ॥২২
নবশ্রাদ্ধে ত্রিপক্ষে চ ষণ্মাসে মাসিকাব্দিকে।
পতন্তি পিতরস্তস্য যো ভুঙ্‌ক্তে চাপদি দ্বিজঃ ॥২৩

ইষ্ট বৈদিক কর্ম্ম। যাবৎকাল পর্য্যন্ত ইষ্টাপূর্ত্তকর্মকারী ব্যক্তির অস্থি গঙ্গাতে অবস্থান করিবে, তাবৎ সহস্রবৎসর সে স্বর্গলোকে বাস করিবে।১০-১১

দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ সর্বদাই জলে করিবে; কিন্তু যে বালক অসংস্কৃত অবস্থায় মরিয়াছে, তাহার তর্পণ স্থলেই করিবে।১২

কেশ, কীট, শম্বুক (শামুক), অস্থি ও কন্টক এই-গুলিকে ভূমিতে ফেলিবে না, কারণ (ঐগুলির স্পর্শে বা আঘাতে কাটিয়া গেলে রক্তক্ষরণপ্রযুক্ত) অশুচি হইবার সম্ভাবনা আছে।১৩

বামহস্তে জল রাখিয়া যে ব্যক্তি পিতৃকুলের তর্পণ করে, সে রুধিরমিশ্রিত জল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিয়া থাকে (বস্তুতঃ তাহা নিন্দিত তর্পণ)।১৪

তর্পণে ঋষিগণ এক অঞ্জলি, সনকাদি মহামুনিগণ দুই দুই অঞ্জলি এবং পিতৃগণ প্রত্যেকে তিন অঞ্জলি জল পাইবার যোগ্য; স্ত্রীলোক হইলে প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিবে। দ্বিজগণ নাভিমাত্র জলে দাঁড়াইয়া দক্ষিণমুখ হইয়া উচ্চ হইতে উচ্চতররূপে পিতৃগণকে তিন তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবে।১৫-১৬

জলাকাঙ্ক্ষী পিতৃগণের তর্পণ জলেই করিবে; স্থলে তর্পণ করিলে পিতৃগণের সমীপে উহা উপস্থিত হয় না। পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যে বস্ত্রনিষ্পাড়িত জল প্রদান করা হয়, তাহা ভূমিতে না দিয়া পাত্র বা জলে প্রদান করিবে না, অথবা অশুদ্ধ অবস্থায় কিংবা একহস্তে প্রদান করিবে না, তাহা করিলে উহা পিতৃগণের নিকট উপস্থিত হইবে না।১৭-১৮

মৃত্যুর দিন হইতে একাদশদিনে যে মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গ করা হয়, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে।১৯

যদি একজন পুত্রও গয়ায় যাইয়া পিণ্ডদান করে, অথবা অশ্বমেধযজ্ঞ করে কিংবা নীলবৃষ উৎসর্গ করে— এই আশায় বহু পুত্রের কামনা করিবে।২০

যে বৃষের শরীরের বর্ণ লোহিত (রক্তবর্ণ), মুখ ও পুচ্ছ পাণ্ডুরবর্ণ এবং খুর ও বিষাণ (শিং) শ্বেতবর্ণ, তাহাকেই নীলবৃষ বলে।২১

মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রথম দিন (মৃত্যুর দিন) এবং মৃত্যুর দিন হইতে তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম এবং একাদশ দিন এই ছয় দিনের ছয়টি শ্রাদ্ধকেই পারিভাষিক নবশ্রাদ্ধ বলে।২২

আপৎকালেও যে ব্রাহ্মণ নবশ্রাদ্ধ, ত্রিপাক্ষিক, মাসিক, ষাণ্মাসিক এবং প্রথমাব্দিক শ্রাদ্ধসমূহে ভোজন করে, তাহার পিতৃপুরুষগণ নরকে পতিত হ'ন।২৩

মাসিকানি দশ দ্বে স্যাদাদ্যন্তে হ্যর্ধমাসিকে।
ঊনষাণ্মাসিকোনাব্দে শ্রদ্ধাসংখ্যাস্তু ষোড়শ ॥২৪
মৃতেঽহনি তু কর্ত্তব্যং প্রতিমাসং তু বৎসরম্।
প্রতিসংবৎসরং চৈবমাদ্যমেকাদশেঽহনি ॥২৫
যস্যৈতানি ন কুর্বীত একোদ্দিষ্টানি ষোড়শ।
পিশাচত্বং স্থিরং তস্য দত্তৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি ॥২৬
সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং যত্র যত্র প্রদীয়তে।
তত্র তত্র ত্রয়ং কুর্য্যাদেকতস্তু ক্ষয়েঽহনি ॥২৭
একোদ্দিষ্টং পরিত্যজ্য পার্বণং কুরুতে তু যঃ।
অকৃতং তদ্বিজানীয়াৎ স মাতৃ-পিতৃঘাতকঃ ॥২৮
নিত্যং নৈমিত্তিকং কার্য্যং নিত্যং তু পরিলজ্ঘয়েৎ।
আদৌ নৈমিত্তিকং কুর্য্যাৎ পশ্চান্নিত্যং সমাচরেৎ ॥২৯
অমায়াং তু ক্ষয়ো যস্য প্রেতপক্ষেঽথবা যদি।
সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং তস্যোক্তঃ পার্বণো বিধিঃ ॥৩০
ত্রিদণ্ডগ্রহণাদেব প্রেতত্বং নৈব জায়তে।
একাদশদিনে পূর্ণে পার্বণং তু বিধীয়তে ॥৩১
যস্য সংবৎসরাদর্বাক্ সপিণ্ডীকরণং কৃতম্।
প্রতিমাসং তথা তস্য প্রতিসংবৎসরং তথা ॥৩২
তস্যাপ্যন্নং সোদকুম্ভং দদ্যাৎ সংবৎসরং দ্বিজঃ।
নিত্যত্বাৎ কুলধর্ম্মাণাং পুংসাং চৈবায়ুষঃ ক্ষয়াৎ ॥৩৩
অস্থিরত্বাচ্ছরীরস্য দ্বাদশাহঃ প্রশস্যতে।
মাতুঃ সপিণ্ডীকরণং কথং কার্য্যং ভবেৎ সুতৈঃ ॥৩৪
পিতামহ্যা সহৈতস্যাঃ সপিণ্ডীকরণং স্মৃতম্।
পতিনৈকেন কর্ত্তব্যং সপিণ্ডীকরণং স্ত্রিয়ঃ ॥
সা মৃতাপি হি পত্যৈক্যং মাংস-মজ্জাস্থিভিঃ সহ ।৩৫
মাতুঃ প্রথমতঃ পিণ্ডং নির্বপেৎ পুত্রিকাসুতঃ ॥৩৬
দ্বিতীয়ং তু পিতুস্তস্যাস্তৃতীয়ং তু পিতুঃ পিতুঃ।
অথ চেন্মন্ত্রবিদ্‌যুক্তঃ শারীরৈঃ পঙ্‌ক্তিদূষকৈঃ ॥৩৭

দ্বাদশমাসিক, ঊনষাণ্মাসিক, ঊনাব্দিক, আদ্যশ্রাদ্ধ ও অন্ত্য অর্থাৎ সপিণ্ডীকরণ—এই ষোড়শসংখ্যক শ্রাদ্ধ বলিয়া জানিবে।২৪

আদ্যশ্রাদ্ধ মৃত্যুর দিন হইতে একাদশ দিনে করিবে; কিন্তু মাসিক, বাৎসরিক এবং প্রতিসাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ-সমূহ প্রতিমাসে ও বৎসরান্তে মৃততিথিতেই করিবে।২৫

যে মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে এই ষোড়শসংখ্যক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করা হইবে না, অন্য শত শ্রাদ্ধ করিলেও তাহার পিশাচত্ব অর্থাৎ প্রেতত্ব স্থিরই থাকিবে।২৬

সপিণ্ডীকরণের পর যখনই কোন মহালয়া-গ্রহণাদি নিমিত্তক নৈমিত্তিক-শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবে, তখনই পার্বণবিধি অনুসারে ত্রৈপুরুষিক শ্রাদ্ধই করিবে; কিন্তু মৃততিথিতে (নিরগ্নিক) পুরুষ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ না করিয়া পার্বণশ্রাদ্ধ করিলে তৎকৃত শ্রাদ্ধ পণ্ড তো হইবেই, অধিকন্তু সে পিতৃমাতৃহত্যার পাপে লিপ্ত হইবে।২৭-২৮

নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্য একদিনে প্রাপ্ত হইলে নিত্য কর্ম্ম না করিয়া নৈমিত্তিক কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে, কারণ উহার দ্বারা নিত্যকর্ম্মও সিদ্ধ হইবে; পরদিন পুনরায় নিত্য কর্ম পূর্ববৎ করিবে।২৯

অমাবস্যাতে অথবা প্রেতপক্ষে অর্থাৎ মহালয়পক্ষে (ভাদ্রীয় কৃষ্ণপক্ষে) যাহার মৃত্যু হইবে, সপিণ্ডীকরণের পর তাহার মৃত্যুতিথিতেও পার্বণবিধিক শ্রাদ্ধই করিবে। যে ব্যক্তি ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে, সে মৃত্যুর পর প্রেত হইবে না; সুতরাং তাহার মৃত্যুর পর একাদশ দিনে পার্বণবিধিক শ্রাদ্ধই হইবে।৩০-৩১

যাহার মৃত্যুর পর একবৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই অপকর্ষ-সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্যে দ্বিজগণ প্রথম বৎসরে প্রতিমাসে এবং পরে প্রতি-সংবৎসরে সোদকুম্ভ অন্ন প্রদান করিবে। বস্তুতঃ পক্ষে কুলপ্রাপ্ত ধর্মকর্মের নিত্যতাবশতঃ এবং আয়ুর কখন ক্ষয় হইবে—তাহার নিশ্চয়তা না থাকায় মৃত্যুর দিন হইতে দ্বাদশদিনে অর্থাৎ আদ্যশ্রাদ্ধের পরদিনেই (ক্ষত্রিয়ের পক্ষে চতুর্দ্দশ ও বৈশ্যের পক্ষে সপ্তদশ দিনে) সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ প্রশস্ত। মাতার সপিণ্ডীকরণ কিরূপে করিবে,—এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বলেন—পিতার জীবিতাবস্থায় পিতামহীর পিণ্ডের সহিত মাতার সপিণ্ডীকরণ করণীয়; বস্তুতঃ পতির পিণ্ডের সহিতই স্ত্রীর সপিণ্ডীকরণ বিধেয়, (এজন্য পিতার মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত মাতার সপিণ্ডীকরণ

অদূষ্যং তং যমঃ প্রাহ পঙ্‌ক্তিপাবন এব স।
অগ্নৌকরণশেষং তু পিতৃপাত্রেষু দাপয়েৎ।
পিতৃপাত্রং পিতৃণাঞ্চ ন দদ্যাদ্ বৈশ্বদেবিকে ॥৩৮
মৃন্ময়েষু চ পাত্রেষু শ্রাদ্ধে ভোজয়তে পিতন্ ॥৩৯
দাতুশ্চ নোপতিষ্টেত ভোক্তা চ নরকং ব্রজেৎ।
হস্তদত্তং তু যৎ স্নেহলবণব্যঞ্জনাদিকম্ ॥৪০
দাতুশ্চ নোপতিষ্ঠেত ভোক্তা ভুঞ্জীত কিল্বিষম্।
গণ্ডূষকরণাৎ পূর্ব্বং হস্তং প্রক্ষালয়েদ্ দ্বিজঃ ॥৪১
হতং দৈবঞ্চ পিত্র্যঞ্চ আত্মানং চোপপাতকৈঃ।
দ্বিস্ত্রিঃ পিবতি গণ্ডূষং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ ॥৪২
হতং দৈবঞ্চ পিত্র্যঞ্চ আত্মানং চোপপাতকৈঃ।
অৰ্দ্ধং পিবতি গণ্ডূষমর্দ্ধং ত্যজতি ভূমিষু ॥৪৩

প্রীণন্তি পিতরঃ সর্বে যে চান্যে ভূমিদেবতাঃ।
হস্তবাতাহতং ধূপং শ্রাদ্ধে যঃ সম্প্রদাস্যতি ॥৪৪
হতং দৈবঞ্চ পিত্র্যঞ্চ আত্মানং চোপপাতকৈঃ।
পবিত্রগ্রন্থিমুৎসৃজ্য নিক্ষিপেদ্ ভূমিমণ্ডলে ॥৪৫
প্রক্ষিপেদ্ভাজনে বিপ্রো ভ্রূণহত্যাং স বিন্দতি।
পিতা চ ম্রিয়তে যস্য জীবেত চ পিতামহঃ ॥৪৬
দ্বৌ পিণ্ডাবেকনামানাবেকস্মিন্ প্রপিতামহে।
পিতৃণাং ত্রীণি পূর্বাণাং ভোক্তা চ বমতে যদি ॥৪৭
তদ্দিনং চোপবাসশ্চ পুনঃ শ্রাদ্ধং পরেঽহনি।
জানুপাতং বহিঃ পাণিং হুঙ্কারং তর্জ্জনং বলিম্ ॥৪৮
হস্তাবলীঢ়নং কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধঘাতী প্রজায়তে।
পানীয়ং পিবতঃ পাত্রে মুখতো গলিতং যদি ॥৪৯

স্থগিত রাখিবে) কারণ, পত্নী মৃতা হইলেও সে পতির মাংস, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতির সহিত একীভূতা হইয়া অবস্থান করে।৩২-৩৫

পুত্রিকাপুত্র ('এই কন্যার গর্ভজাত পুত্র আমার হইবে' এইরূপ অঙ্গীকার করাইয়া জামাতাকে কন্যা সম্প্রদান করিলে ঐ কন্যাগর্ভজাত পুত্রকে পুত্রিকাপুত্র বলে) প্রথমতঃ মাতার পিণ্ড প্রদান করিয়া পরে পিতা ও পিতামহেরও পিণ্ডদান করিবে। এইরূপ মন্ত্রতন্ত্র- বিশারদ পুত্রিকাপুত্র যদি পঙ্‌ক্তিদূষক (পতিতাদি) পুরুষের শরীরস্পৃষ্টও হয়, তথাপি সে অপবিত্র হইবে না; কারণ, সে পঙক্তিপাবন ব্রাহ্মণ—ইহা যম বলিয়াছেন। অগ্নৌকরণের (অগ্নিতে আহুতিবিশেষের) শেষ পিতৃপাত্রেই প্রদান করিবে; পিতৃপুরুষগণের পাত্রে বৈশ্বদেবাদির বলি প্রদান করিবে না।৩৬-৩৮

মৃন্ময় পাত্রে পিতৃগণের পিণ্ডাদি প্রদান করিলে পিণ্ডদাতা তো উপকৃত হয়ই না, অধিকন্তু পিণ্ডভোক্তাও নরকে গমন করে। এইরূপ হস্ত দ্বারা স্নেহদ্রব্য (তৈল-ঘৃতাদি), লবণ, ব্যঞ্জন প্রভৃতি প্রদান করিলে দাতার কোন ফল হয় না। এবং ভোক্তাও পাপই ভক্ষণ করে গণ্ডূষ করিবার পূর্বে যে দ্বিজ হস্ত প্রক্ষালন করে, সে দৈব ও পৈত্র্য কর্ম্মকে তো নষ্ট করেই, অধিকন্তু নিজেও উপপাতকে লিপ্ত হয়। দৈব বা পিতৃকার্য্যে ভোজনের সময় যে ব্রাহ্মণ দুই তিনবার গণ্ডূষ করে সে ঐ দেব ও পিত্র্য কর্ম্মকে নাশ করিয়া নিজেও উপপাতক সঞ্চয় করে। সুতরাং পিতৃকার্য্যে ভোজনকারী ব্রাহ্মণ অর্দ্ধগণ্ডূষ পান করিয়া অপরার্দ্ধ ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে।৩৯-৪৩

ইহাতে পিতৃপুরুষগণ তৃপ্ত হইয়া থাকেন এবং অন্যান্য ভূদেব ব্রাহ্মণগণও তৃপ্ত হ'ন। ধূপ জ্বালাইয়া হাত দিয়া নিবাইয়া শ্রাদ্ধে প্রদান করিলে ঐ পিত্র্য কর্ম্ম ও দৈব কর্ম্ম পণ্ড হয় এবং দাতাও উপপাতকী হয়। ভোজনের সময় যে ব্রাহ্মণ (শ্রাদ্ধান্ন সংপৃক্ত) পবিত্রগ্রন্থি (কুশগ্রন্থি) উন্মোচিত করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করে, সে ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হয়।৪৪-৪৫

পিতামহ জীবিত থাকিতে যদি পিতার মৃত্যু হয়, তবে একনামেই (পিতার নামে) দুইটি পিণ্ড এবং প্রপিতামহ হইতে তিনপুরুষের তিনটি পিণ্ড প্রদান করিবে; কিন্তু ঐ শ্রাদ্ধে ভোক্তা ব্রাহ্মণ যদি ভোজনের সময় বমন করে, তবে ঐ শ্রাদ্ধ পণ্ড হওয়ায় সেই দিন উপবাস করিয়া পরদিন পুনরায় শ্রাদ্ধ করিবে।৪৬-৪৭

শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠাতা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সময় যদি পাতিত

হসতে বদতে চৈব নিরাশাঃ পিতরো গতাঃ ॥৪৯
বর্বরীকুসুমং চৈব কেতকী-করবীরকম্ ।
জাতীদর্শনমাত্রেণ নিরাশাঃ পিতরো গতাঃ ॥৫০
তুলসীশতপত্রাণি ভৃঙ্গরাজস্তথৈব চ ।
মারুতং মোগরং চৈব পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্ ॥৫১
কুলিত্থাশ্চণকাঢ়ক্যো মসূরা যাবনালকাঃ ।
নিষ্পাবা রাজমাষাশ্চ ঘ্নন্তি শ্রাদ্ধং পতত্যধঃ ॥৫২
শ্রাদ্ধে বৈ মৃন্ময়ং পাত্রং মৃত্তিকায়াশ্চ লেপনম্ ।
সাজ্যং ধূপং ঘৃতং চৈব নিরাশাঃ পিতরো গতাঃ ॥৫৩
ক্ষারস্য তু যল্লবণমুচ্ছিষ্টস্য তু যদ্‌ঘৃতম্ ।
মুখেন শ্রমিতং ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৫৪
অঙ্গুল্যা দন্তধাবেন প্রত্যক্ষলবণেন চ ।
পূতিকাভক্ষণং চৈব তুল্যং গোমাংসভক্ষণম্ ॥৫৫
শ্রাদ্ধং কৃত্বা পরশ্রাদ্ধে যস্তু ভুঞ্জীত লোলুপঃ ।
পতন্তি পিতরস্তস্য লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৫৬
শ্রাদ্ধং কৃত্বা তু যো বিপ্রো নৈব ভুঙ্‌ক্তে কদাচন ।
হব্যং দেবা ন গৃহ্ণন্তি কব্যানি পিতরস্তথা ॥৫৭
পুনর্ভোজনমধ্বানং ভারাধ্যয়নমৈথুনম্ ।
দানং প্রতিগ্রহং হোমং শ্রাদ্ধভুগস্ট বর্জ্জয়েৎ ॥৫৮
শ্রাদ্ধে নিযুক্তো ভুক্ত্বা চ ভোজয়িত্বাভিগম্য চ ।
ব্যবায়ী রেতসো গর্ত্তে মজ্জয়ত্যাত্মনঃ পিতৃন্ ॥৫৯
দেবপূর্বংভবেচ্ছ্রাদ্ধমদৈবং চাপি যদ্ভবেৎ ।
ব্রহ্মচারী ভবেদ্ ভুক্ত্বাঽভুক্ত্বা শ্রাদ্ধঞ্চ নৈত্যিকম্ ॥৬০
পিতৃপাত্রং সমুৎসৃজ্য পিণ্ডাংস্তত্র প্রদাপয়েৎ ॥৬১

জানুদ্বয়ের বহির্দেশে বাহুনিক্ষেপ, হুঙ্কার, তর্জ্জন-গর্জ্জন অথবা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য হস্ত দ্বারা পীড়ন করে (চটকাইয়া ফেলে), তবে সে ঐ শ্রাদ্ধের পণ্ডতার কারণ হইবে। পানীয় পান করিবার সময় শ্রাদ্ধভোক্তার মুখ হইতে যদি উহা নির্গলিত হয় এবং ঐ সময় সে যদি হাসে বা কথা বলে, তবে তাহাকে দেখিয়া পিতৃগণ নিরাশ হইয়া প্রস্থান করেন।৪৮-৪৯

বর্বরী, কেতকী, করবীর এবং জাতিপুষ্প শ্রাদ্ধে প্রদত্ত হইয়াছে দেখিলে পিতৃগণ নিরাশ হইয়া প্রস্থান করেন।৫০

তুলসী, পদ্মপুষ্প, ভৃঙ্গরাজ (মাকা), মারুত এবং মোগর পিতৃগণকে দিলে অক্ষয়ফল হইয়া থাকে।৫১

কুলিত্থ (বিউলি কলাই), চণকের (ছোলার) আঢ়কী (আড়া), মসূর, যবের নাল (কাঠি), নিষ্পাব (শস্যবিশেষ), রাজমাষ (বরটী) এই সকল বস্তু শ্রাদ্ধে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রদান করিলে শ্রাদ্ধ পণ্ড হয় এবং দাতা অধঃপতিত হয়।৫২

শ্রাদ্ধকালে মৃন্ময় পাত্র, (গোময়হীন) মৃত্তিকার দ্বারা লেপন, ঘৃতসহিত মৎস্য এবং মুদ্গসহিত মৎস্য দর্শন করিলে পিতৃগণ নিরাশ হইয়া প্রস্থান করেন।৫৩

ক্ষারবস্তু হইতে উদ্ভূত লবণ, উচ্ছিষ্ট দধি দুগ্ধাদি হইতে উৎপন্ন ঘৃত এবং মুখের দ্বারা শ্রমিত (মুখ হইতে বহির্গত) বস্তু ভোজন করিলে দ্বিজগণ চান্দ্রায়ণ করিবে। অঙ্গুলির দ্বারা দন্তধাবন এবং প্রত্যক্ষলবণ ও পুতিকা অর্থাৎ পুঁইশাক ভক্ষণ গোমাংসভক্ষণতুল্য।৫৪-৫৫

পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিয়া সেইদিন পরশ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃপুরুষগণ পিণ্ডোদক-ক্রিয়ার লোপবশতঃ নরকে পতিত হ'ন।৫৬

পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া শ্রাদ্ধাবশিস্ট অন্ন যে ভোজন করে না, পিতৃগণ তদ্দত্ত কব্য এবং দেবগণ তদ্দত্ত হব্য গ্রহণ করেন না।৫৭

শ্রাদ্ধান্নভোজী দ্বিতীয়বার (রাত্রিতে) ভোজন, ভারবহন, অধ্যয়ন, মৈথুন, দান, প্রতিগ্রহ ও হোম—এই আটটি কর্ম্ম বর্জন করিবে।৫৮

শ্রাদ্ধে নিযুক্ত হইয়া, শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিয়া এবং ভোজন করাইয়া যে ব্যক্তি স্ত্রীতে উপগত হইয়া রেতঃ-স্খলন করে, সে তাহার পিতৃগণকেই গর্ত্তে পতিত করে। দৈব বা অদৈব যেরূপ শ্রাদ্ধই হউক, শ্রাদ্ধান্ন-ভোজী (সেইদিন) ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে; নিত্য-শ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন না করিয়া পিতৃপাত্র (জলাদিতে) পরিত্যাগ করত সেইখানে পিণ্ডও নিক্ষেপ করিবে। মৃত পুরুষ বা নারী যদি পুত্রহীন বা পুত্রহীনা হয়, তবে তাহাদের শ্রাদ্ধ একোদ্দিস্টবিধিকই করিবে, পার্বণবিধিক নহে।৫৯-৬২

অপুত্রা যে মৃতাঃ কেচিৎ স্ত্রিয়ো বা পুরুষাস্তথা।
তেষাং শ্রাদ্ধন্তু কর্ত্তব্যমেকোদ্দিষ্টং ন পার্বণম্ ॥৬২
সূতকান্তরিতং শ্রাদ্ধং প্রমাদাদ্ গলিতং তথা।
তদ্দিনাদ্ দ্বাদশাহে বা কুর্য্যাৎ তন্মাসপর্বণি ॥৬৩
প্রত্যব্দং পার্বণেনৈব বিধিনা ক্ষেত্রজৌরসৌ।
কুর্য্যাতামিতরে কুর্য্যুরেকেদ্দিষ্টং সুতা দশ ॥৬৪
দ্বৌ দৈবে প্রাক্‌ত্রয়ঃ পিত্র্যে উদগেকৈকমেব বা।
মাতামহানামপ্যেবং তন্ত্রং বা বৈশ্বদেবিকম্ ॥৬৫
বহূনামপি বন্ধুনামেকশ্চেৎ পুত্রবান্ ভবেৎ।
সর্বে তে তেন পুত্রেণ পুত্রিণো মনুরব্রবীৎ ॥৬৬
বহূনামেকভার্য্যাণামেকা চেৎ পুত্রিণো ভবেৎ।
সর্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ পুত্রবত্য ইতি স্থিতিঃ ॥৬৭
অষ্টকাসু চ বৃদ্ধৌ চ প্রেতপক্ষে ক্ষয়েঽহনি।
মাতুঃ শ্রাদ্ধং পৃথক্ কুর্য্যাদন্যত্র পতিনা সহ ॥৬৮

আন্বষ্টকঞ্চ পূর্বেদ্যুর্মাসি মাস্যথ পার্বণম্।
কাম্যমাভ্যুদয়মাষ্টম্যামেকোদ্দিষ্টমথাষ্টমম্ ॥৬৯
চতুর্থাদ্যেষু সাগ্নীনামগ্নৌ হোমো বিধীয়তে।
পিত্রিয়দ্বিজপাণৌ চ উত্তরেষু চতুর্ষ্বপি ॥৭০
যচ্চ পাণিতলে দত্তং যচ্চান্যদুপকল্পিতম্।
একীভাবেন ভোক্তব্যং পৃথগ্‌ভাবো ন বিদ্যতে ॥৭১
প্রতিপৎপ্রভৃতিষ্বেকাং বর্জ্জয়িত্বা চতুর্দ্দশীম্।
শাস্ত্রেণৈব হতা যে তু তেষাং তত্র প্রদীয়তে ॥৭২
মাসিকেঽব্দে তু সম্প্রাপ্তে অন্তরামৃতসূতকে।
বদন্তি শুদ্ধৌ তৎকার্য্যং দর্শে বাপি মনীষিণঃ ॥৭৩
শ্রাদ্ধেঽহনি সমুৎপন্নে মৃতস্যাবিদিতে দিনে।
একাদশ্যাং তু কর্ত্তব্যং কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ ॥৭৪
সমত্বমাগতস্যাপি পিতুঃ শস্ত্রহতস্য চ।
একোদ্দিষ্টং সুতৈঃ কার্য্যং চতুর্দ্দশ্যাং মহালয়ে ॥৭৫

যদি অশৌচ বা প্রমাদবশতঃ শ্রাদ্ধ পতিত হয়, তবে শ্রাদ্ধতিথি হইতে দ্বাদশ দিবসে অথবা উহার পরবর্ত্তী পর্বতিথিতে (অমাবস্যায়) ঐ শ্রাদ্ধ করিবে।৬২

(সাগ্নিক) ক্ষেত্রজ ও ঔরসপুত্র পিতৃগণের সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ পার্বণবিধি অনুসারেই করিবে, কিন্তু অন্য দশবিধ পুত্র একোদ্দিষ্টবিধি অনুসারেই করিবে। দেবপক্ষে পূর্বমুখী দুই জন, পিতৃপক্ষে উত্তরমুখী তিনজন ও মাতামহ-পক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণ স্থাপন করিবে অথবা প্রত্যেক পক্ষে একজন করিয়া ব্রাহ্মণ কিংবা বৈশ্বদেব-যজ্ঞের মত তিনপক্ষেই একজন ব্রাহ্মণই স্থাপন করিবে।৬৪-৬৫

বহু সহোদর ভাইদের মধ্যে এক একজনও যদি পুত্রবান্ হয়, তবে সেই পুত্র দ্বারা সকল সহোদর ভাই পুত্রবান্ হয়—একথা মনু বলেন।৬৬

একজন পুরুষের বহু ভার্য্যার মধ্যে এক পত্নী যদি পুত্রবতী হয়, তবে তাহার দ্বারা সকলকেই পুত্রবতী বলা যাইবে। ৬৭

(কাম্য) অষ্টকাতে, বৃদ্ধিরকাল উপস্থিত হইলে ও প্রেতপক্ষে মাতার মৃতিতিথিতে (সামবেদীয়গণ) পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিবে, অন্যকালে পিতার সহিতই মাতার শ্রাদ্ধ করিবে।৬৮

মাংসাষ্টকা শাকাষ্টকা ও পূপাষ্টকা এই ত্রিবিধ অষ্টকাশ্রাদ্ধ, অপকর্ষশ্রাদ্ধ, মাসিক পার্বণ, কাম্য শ্রাদ্ধ, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, অষ্টমীতে বিহিত একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ—এই আট প্রকার শ্রাদ্ধের মধ্যে প্রথম চারিটি শ্রাদ্ধে অগ্নিতে অগ্নৌ করণহোম করিবে এবং পরবর্ত্তী চারিটি শ্রাদ্ধে পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণের হস্তে করিবে। শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণের হস্তে যাহা দেওয়া হইবে এবং যাহা তাহার উদ্দেশ্যেও দেওয়া হইবে—উভয়ই একত্র ভোজন করিবে, পৃথগভাবে নহে।৬৯-৭১

শস্ত্রাঘাতে যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের শ্রাদ্ধ চতুর্দ্দশী ভিন্ন তিথিতেই করণীয়।৭২

মাসিক ও আব্দিক শ্রাদ্ধ অশৌচবশতঃ পতিত হইলে অশৌচান্তে পরবর্তী দর্শে (অমাবস্যায়) অনুষ্ঠেয় —ইহা মনীষীগণের মত।৭৩

শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হইলে, মৃত তিথি জানা না থাকিলে তন্মাসীয় কৃষ্ণৈকাদশী তিথিতেই শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। ৭৪

মহালয়ে গয়াশ্রাদ্ধে মাতাপিত্রোঃ ক্ষয়েঽহনি।
কৃতোদ্বাহোঽপি কুর্বীত পিণ্ডদানং যথাবিধি ॥৭৬
একোদ্দিষ্টং দৈবহীনমেকার্ঘ্যৈকপবিত্রকম্।
আবাহনাগ্নৌকরণরহিতং হ্যপসব্যবৎ ॥৭৭
সঙ্কল্পং তু যদা কুর্য্যান্ন কুর্য্যাৎ পাত্রপূরণম্।
নাবাহনাগ্নৌকরণং পিণ্ডাংশ্চৈব ন দাপয়েৎ ॥৭৮
বিবাহ-ব্রত-বন্ধোর্ধ্বং বর্ষমব্দার্দ্ধমেব বা।
পিণ্ডান্ সপিণ্ডান্ নো দদ্যুর্ন কুর্য্যুস্তিলতর্পণম্ ॥৭৯
নিত্যশ্রাদ্ধমদৈবং স্যাদর্ঘ্যপিণ্ডবিবর্জ্জিতম্।
আমশ্রাদ্ধং তু নৈব স্যাচ্ছূদ্রঃ কুর্য্যাৎ সদৈব হি ॥৮০
অপত্নীকঃ প্রবাসী চ যস্য ভার্য্যা রজস্বলা।
আমশ্রাদ্ধো দ্বিজঃ কুর্য্যাচ্ছূদ্রঃ কুর্য্যাৎ সদৈব হি ॥৮১
যা সংখ্যা পক্বপাকস্য শুষ্কং তদ্দ্বিগুণং ভবেৎ।
চতুর্গুণং হিরণ্যং তু শ্রাদ্ধকর্ম্মণি সংস্থিতম্ ॥৮২

শস্ত্রাঘাতে মৃত পিতা যদি প্রেতত্ব হইতে দেবত্বও প্রাপ্ত হন, তথাপি মহালয়পক্ষে চতুর্দ্দশী তিথিতে তাঁহার একোদ্দিষ্ট বিধিক শ্রাদ্ধই কর্ত্তব্য।৭৫

বিবাহিত পুত্রও মহালয়পক্ষে, গয়াশ্রাদ্ধে এবং মাতাপিতার মৃততিথিতে একোদ্দিষ্টবিধি অনুসারেই পিণ্ডদান করিবে।৭৬

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে দেবপক্ষ নাই, উহাতে একটি মাত্র পবিত্র হইবে এবং উহাতে অপসব্যবৎ আবাহনাগ্নিতে অগ্নৌকরণ করিবে না।৭৭

যখন একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধের সঙ্কল্প করিবে তখন পাত্র পূরণ করিবে না, এবং আবাহনাগ্নিতে অগ্নৌকরণ-হোম ও পিণ্ডদান করিবে না।৭৮

বিবাহ, ব্রত (উপনয়ন) এবং বন্ধ অর্থাৎ মৌঞ্জীবন্ধন ব্যতিরেকে আব্দিক ও ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধে সপিণ্ডগণের পিণ্ডদান ও তিলতর্পণ করিবে না।৭৯

নিত্যশ্রাদ্ধে দেবপক্ষ অর্ঘ্যদান এবং পিণ্ডদান নাই আমান্নের দ্বারা নিত্য শ্রাদ্ধ করিবে না; কিন্তু শূদ্র সর্ব্বদাই আমান্নের দ্বারাই শ্রাদ্ধ করিবে।৮০

অপত্নীক যে দ্বিজ প্রবাসে অবস্থান করেন এবং পত্নী যদি রজস্বলা হয়, তবে উক্তাবস্থায় সেও আমশ্রাদ্ধ করিবে; শূদ্র সর্ব্বদাই আমশ্রাদ্ধ করিবে।৮১

শ্রাদ্ধকর্ম্মে পক্বান্নের দ্বিগুণ শুষ্কান্ন এবং চতুর্গুণ স্বর্ণ দক্ষিণারূপে দেয়।৮২

মাতুঃ শ্রাদ্ধং তু পূর্বং স্যাৎ পিতৄণাং তদনন্তরম্।
ততো মাতামহানাঞ্চ বৃদ্ধৌ শ্রাদ্ধত্রয়ং স্মৃতম্ ॥৮৩
দশকৃত্বা পিবেদাপো গায়ত্র্যা শ্রাদ্ধভুগ্ দ্বিজঃ।
ততঃ সন্ধ্যামুপাসীত হোমং চৈব যথাবিধি ॥৮৪
চান্দ্রায়ণং নবশ্রাদ্ধে পারাকো মাসিকে মতঃ।
পক্ষত্রয়েঽতিকৃচ্ছ্রং স্যাৎ ষণ্মাসে কৃচ্ছ্র এব তু ॥৮৫
আব্দিকে পাদকৃচ্ছ্রং স্যাদেকাহঃ পুনরাব্দিকে।
অত ঊর্দ্ধং ন দোষঃ স্যাচ্ছঙ্খস্য বচনং যথা ॥৮৬
শস্ত্রবিপ্রহতানাঞ্চ শৃঙ্গি-দংষ্ট্রি-সরীসৃপৈঃ।
আত্মনস্ত্যাগিনাং চৈব নিবর্ত্তেতোদকক্রিয়া ॥৮৭
গো-বিপ্র-নৃপহন্তৄণামন্ত্যক্ষং চাত্মঘাতিনাম্।
পাষণ্ডমাশ্রিতানাঞ্চ নিবর্ত্তেতোদকক্রিয়া ॥৮৮
অগ্নিদাতা তথা চান্যে যে চান্যে পাশচ্ছেদকাঃ।
তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যন্তি মনুরাহ প্রজাপতিঃ ॥৮৯

বৃদ্ধি শ্রাদ্ধে প্রথমে মাতার পরে পিতৃগণের এবং তৎপর মাতামহাদির পিণ্ডদান করিবে; এজন্য উহা ত্রৈপুরুষিক শ্রাদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়।৮৩

শ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণ দশবার গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক জল পান করিয়া পরে যথাবিধি সন্ধ্যা হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে। নবশ্রাদ্ধে ভোজনে চান্দ্রায়ণ, মাসিকশ্রাদ্ধে ভোজনে পরাক, ত্রিপাক্ষিক শ্রাদ্ধে ভোজনে অতি-কৃচ্ছ্রব্রত এবং ষাণ্মাসিকে ভোজন করিলে কৃচ্ছ্র ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। প্রথম বাৎসরিক শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে কৃচ্ছ্রব্রতের চতুর্থ ভাগ দ্বিতীয় সাংবৎসরিকে একদিন মাত্র কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে; ইহার পরবর্ত্তী শ্রাদ্ধ ভোজনে আর কোন দোষ হইবে না, ইহা শঙ্খ মুনির মত। শস্ত্র, বিপ্র, শৃঙ্গী, দংষ্ট্রী এবং সরীসৃপের (সর্পের) দ্বারা হত এবং আত্মহত্যাকারী ব্যক্তিগণের উদকক্রিয়া অর্থাৎ তর্পণাদি নিবৃত্ত হইবে।৮৪-৮৭

গো-ভূ-হিরণ্যহরণে স্ত্রীণাং ক্ষেত্র-গৃহেষু চ।
যমুদ্দিশ্য ত্যজেৎ প্রাণাংস্তমাহ ব্রহ্মঘাতকম্ ॥৯০
গোভির্হতং ততো বদ্ধং ব্রাহ্মণেন তু ঘাতিতম্।
তং স্পৃশন্তি চ যে বিপ্রা বোঢ়ারোঽগ্নিপ্রদায়কাঃ ॥৯১
উদ্যতা সহ যাবন্ত এককার্য্যেষ্ববস্থিতাঃ।
যদ্যেকো ঘাতয়েত্তত্র সর্বে তে ঘাতকাঃ স্মৃতাঃ ॥৯২
বহুনাং শস্ত্রঘাতানামেকশ্চেন্মর্ম্মভেদনম্।
সর্বে তে শুদ্ধিমিচ্ছন্তি স একো ব্রহ্মঘাতকঃ ॥৯৩
মহাপাতকিসংস্পর্শে স্নানমেব বিধীয়তে।
সংস্পৃষ্টস্তু তথা ভুঙ্ক্তে কৃচ্ছ্রসান্তপনং চরেৎ ॥৯৪
যস্য চাণ্ডালিসংযোগো ভবেৎ কিঞ্চিদকামতঃ।
তত্র সান্তপনং কৃত্বা প্রাজাপত্যদ্বয়ং চরেৎ ॥৯৫
কামতস্তু যদা কশ্চিচ্চণ্ডালীগমনং কৃতম্।
চান্দ্রায়ণেন শুদ্ধিঃ স্যাত্তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বয়ং চরেৎ ॥৯৬
চণ্ডালোদকসংস্পর্শে স্নাত্বা বিপ্রো বিশুধ্যতি।
তেনৈবোচ্ছিষ্টসংস্পর্শে ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যতি ॥৯৭
অজ্ঞানতঃ স্নানমাত্রমন্যেভ্যোঽপি বিশেষতঃ।
অত ঊর্দ্ধং ন দোষঃ স্যান্মদিরাস্পর্শনে তথা ॥৯৮
অস্থিভেদং গবাং কৃত্বা লাঙ্গুল-শফচ্ছেদনম্।
পাতনং চৈব শৃঙ্গাণাং মাসার্দ্ধং যাবকং পিবেৎ ॥৯৯
যবসন্তাবদুড়ব্যো যাবদ্ রোহতি তদ্‌ব্রণঃ।
তদ্বর্ণাং দক্ষিণাং দদ্যাত্ততঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥১০০
হলে বা শকটে চৈব দুর্বলং যো নিযোজয়েৎ।
প্রত্যবায়ে সমুৎপন্নে ততঃ প্রাপ্নোতি গোবধম্ ॥১০১
প্রযত্নাদ্ বাপী-কূপেষু বৃক্ষচ্ছেদনিপাতনে।
গবাশনং কৃন্তয়িত্বা ততঃ প্রাপ্নোতি গোবধম্ ॥১০২
অতিবাহাতিদোহাভ্যাং নাসিকাভেদনেন তু।
নদী-পর্বতসংরোধে পাদোনং ব্রতমাচরেৎ ॥১০৩

যাহারা গৃহে অগ্নি প্রদান করে এবং যাহারা পাশচ্ছেদক, তাহারা তপ্তকৃচ্ছ্র আচরণ করিলে ঐ পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে,---ইহা প্রজাপতি মনু বলিয়াছেন।৮৯

গো, ভূমি, হিরণ্য, স্ত্রী, ক্ষেত্র ও গৃহ হরণ করিবার সময় উহাদিগকে রক্ষা করিতে গিয়া যে কেহই হত হউক না কেন, ঐ হত্যাকারী ব্রহ্ম হত্যার পাপে লিপ্ত হইবে। যে ব্রাহ্মণ গরুগণ কর্তৃক আহত কোন গরুকে বন্ধনপূর্বক বধ করিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণ মরিলে তাহাকে যাহারা স্পর্শ করিবে, বহন করিবে ও দাহ করিবে এবং বহুলোক একত্রিত হইয়া তাহার দাহাদি কার্য্য করায়, যদিও মৃতব্যক্তি একাই হত্যাকারী তথাপি উহারা সকলেই ঘাতক হইবে।৯০-৯২

বহুলোক একত্রিত হইয়া ব্রাহ্মণকে শস্ত্রাঘাত করিলে উহাদের যে ব্যক্তি মর্ম্মে আঘাত করিবে, সেই ব্রহ্ম ঘাতক বলিয়া গণ্য হইবে আর অন্য ব্যক্তিগণ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবে। মহাপাতকীর স্পর্শ মাত্রে স্নানের দ্বারা, উহার সংসর্গ করিলে ও উহার সহিত ভোজন করিলে কৃচ্ছ্র সান্তাপন ব্রতের দ্বারা শুদ্ধ হইবে।

অজ্ঞানত চাণ্ডালীগমনে একটি সান্তপন ও দুই প্রজাপত্যের অনুষ্ঠান করিলে শুদ্ধ হইবে।৯৩-৯৫

কামতঃ যদি কেহ (ব্রাহ্মণ) চাণ্ডালী গমন করে, তবে চান্দ্রায়ণ ও তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বয়ের অনুষ্ঠানে শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ চাণ্ডালের জলস্পর্শে স্নানের দ্বারা এবং উহার উচ্ছিষ্ট সংস্পর্শে ত্রিরাত্রিতে শুদ্ধ হইবে।৯৬-৯৭

অজ্ঞানত অন্য অশুচি বস্তুর সংস্পর্শে স্নান মাত্রেই শুদ্ধ হইবে, এইরূপ অজ্ঞানত মদিরা (মদ্য) স্পর্শেও স্নানই বিধেয়। গরুর অস্থি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে এবং লাঙ্গুল ও খুর চ্ছেদন করিলে এক মাস যাবৎ যাবক (যবের মণ্ড) পান করিবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত উহার ক্ষতস্থান পূর্ণ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত উহার জন্য স্বয়ং ঘাস (যবস) কাটিয়া আনিবে, অবশেষে ঐ গরুর বর্ণের তুল্য বর্ণের স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু দ্রব্য দক্ষিণারূপে প্রদান করতঃ পাপ হইতে মুক্ত হইবে।৯৮-১০০

হল (লাঙ্গল) বা শকটে (গাড়ী) দুর্বল গরুকে নিযুক্ত করিলে গরু যদি মরিয়া যায়, তবে নিয়োগকর্ত্তা গোবধের পাপে লিপ্ত হইবে।১০১

যদি বুদ্ধি পূর্বক বৃক্ষাদি চ্ছেদন করিয়া কূপ বা

একা চেদ্ বহুভিঃ কৈশ্চিদ্দৈবাদ্ ব্যাপাদিতা যদি।
পাদং পাদঞ্চ হত্যায়াশ্চরেয়ুস্তে পৃথক্ পৃথক্ ॥১০৪
একপাদং চরেদ্ রোধে দ্বৌ পাদৌ বন্ধনে চরেৎ।
যোজনে চ ত্রয়ঃ পাদাশ্চরেৎ সর্বং নিপাতনে ॥১০৫
রোম্নাং তু প্রথমে পাদে দ্বিতীয়ে শ্মশ্রুবাপনম্।
পাদহীনে শিখাবর্জং সশিখং তু নিপাতনে ॥১০৬
পাদে বস্ত্রদ্বয়ং দদ্যাৎ দ্বিপাদে কাংস্যভাজনম্।
পাদহীনে চ গাং দদ্যান্মিথুনে চ নিপাতনে ॥১০৭
কথঞ্চিদ্ বৃষভং হত্বা হোমধেনুং তথৈব চ।
অন্নং তু দ্বিগুণং কুর্য্যাদ্দক্ষিণা দ্বিগুণা ভবেৎ ॥১০৮
রাজা বা রাজমান্যো বা ব্রাহ্মণো বা বহুশ্রুতঃ।
অকৃত্বা বপনং তেষাং প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ॥১০৯
কেশানাং রক্ষণার্থায় দ্বিগুণং ব্রতমাচরেৎ।
দ্বিগুণে তু ব্রতে চীর্ণে দ্বিগুণা দক্ষিণা ভবেৎ ॥১১০
দ্বৌ মাসৌ পালয়েদ্ বৎসং দ্বৌ মাসৌ দ্বৌ স্তনৌ দুহেৎ।
দ্বৌ মাসৌ চৈকবেলায়াং শেষং কালং যথেচ্ছয়া॥১১১
ঔষধং পথ্যমাহারো দদ্যাদ্ গো-ব্রাহ্মণেষু চ।
বৈকল্পতো বিপত্তৌ চ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥১১২
নিশিবন্ধবিরুদ্ধেষু ব্যাঘ্রসর্পহতেষু চ।
অগ্নি-বিদ্যুন্নিপাতেষু প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥১১৩
স্নেহাদ্ বা যদি বা লোভাদ্ভয়াদজ্ঞানতোঽপি বা।
বদন্ত্যনুগ্রহং যে বৈ তৎপাপং তেষু গচ্ছতি ॥১১৪
বলত্বেন দশাহে তু প্রেতত্বং যদি গচ্ছতি।

পুষ্করিণীর মধ্যে ফেলা হয়, অথবা গরুর ভক্ষ্য তৃণাদি যদি গোচরণ ভূমি হইতে কাটিয়া লওয়া হয়, তবে গোবধের পাপ হইবে।১০২

যদি গরুর দ্বারা অত্যধিক শকটাদি বহন করাইবার জন্য এবং নদী পর্বতাদি দুর্গমস্থান অতিক্রমণের জন্য উহার নাসিকায় ছিদ্র করা হয়, তবে পাদন্যূন (চারভাগের তিনভাগ) ব্রত (চান্দ্রায়ণ) অনুষ্ঠান করিবে।১০৩

বহু ব্রাহ্মণ কর্তৃক একপ্রযত্নে যদি একটি গরুর মৃত্যু সংঘটিত হয়, তবে প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্রূপে পাদ পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।১০৪

গরুকে অবরোধ করিলে একপাদ, বন্ধন করিলে দুই পাদ, শকটে যোজনা করিলে তিন পাদ এবং গোবধ করিলে পূর্ণ ব্রত (চান্দ্রায়ণ) করিবে।১০৫

পাদব্রতের আচরণে শরীরের রোমচ্ছেদন, দুই পাদ ব্রতে শ্মশ্রুবপন (দাড়ি কামান) এবং তিনপাদ ব্রতে শিখা-ব্যতিরেকে সকল রোমের বপন এবং পূর্ণব্রতে সশিখ মুণ্ডন করিবে।১০৬

পাদব্রতে দক্ষিণারূপে বস্ত্রদ্বয়, দুইপাদে কাংস্যপাত্র, তিনপাদে একটি গাভী এবং পূর্ণব্রতে গো-মিথুন (সবৎসা গাভী) দান করিবে।১০৭

কোনও প্রকারে যদি বৃষ বা হোমধেনুর বধ করা হয়, তবে উহার প্রায়শ্চিত্তে দ্বিগুণ অন্ন ও দ্বিগুণ দক্ষিণা দান করিবে।১০৮

রাজা, রাজমান্য পুরুষ অথবা বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ ইহাদের যদি প্রায়শ্চিত্তকালে কেশবপন করা সম্ভব না হয়, তবে তাঁহারা দ্বিগুণ ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া দ্বিগুণ দক্ষিণা প্রদান করিবেন।১০৯-১০

গাভী প্রসব করিলে দুইমাস পর্য্যন্ত উহাকে দোহন না করিয়া বৎস পালন করিবে, পরে (দুইমাস যাবৎ বৎস পান করিবার পর) উহার স্তনদ্বয় দোহন করিবে, তৎপর দুইমাস পর্য্যন্ত একবেলা দোহন করিবে, উহার পর যথেচ্ছভাবে দুইবেলাও দোহন করিতে পারিবে।১১১

গো ও ব্রাহ্মণকে ঔষধ ও পথ্য (সম্ভব হইলে বিনা মূল্যে) প্রদান করিবে; যদি তাহাতে উহার হঠাৎ মৃত্যুও হয়; তবে কোন পাপ হইবে না।১১২

রাত্রিকালে বন্ধনপ্রযুক্ত এবং দিনের বেলা চারণের সময় মুক্ত অবস্থায় যদি ব্যাঘ্র বা সর্পাদির দংশনে গোবধ হয়, তবে তাহাতে পাপ হইবে না। এইরূপে পূর্বাবস্থায় অগ্নিদাহে বা বজ্রপাতে গোবধ হইলেও কোন দোষ হইবে না।১১৩

(গোবধের) প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবার সময় যদি কেহ স্নেহ, অর্থলোভ, ভয় বা অজ্ঞানবশতঃ অনুগ্রহ

সদ্য এব তু শুদ্ধিঃ স্যান্ন শৌচং নৈব সূতকম্ ॥১১৫
আদন্তজন্মনঃ সদ্য আচূড়ান্নৈশিকী স্মৃতা।
আব্রতাত্তু ত্রিরাত্রং স্যাদ্দশরাত্রমতঃ পরম্ ॥১১৬
আচূড়াকরণাৎ সদ্যঃ প্রদানান্নৈশিকী স্মৃতা।
আবিবাহাৎ ত্রিরাত্রং স্যাদ্দশরাত্রমতঃ পরম্ ॥১১৭
অহস্ত্বদত্তকন্যাসু বালেষু চ বিশোধনম্।
গুর্বন্তেবাস্যনূচান-মাতুল-শ্রোত্রিয়েষু চ ॥১১৮
চতুর্থে দশরাত্রং স্যাৎ ষণ্ণিশাঃ পুংসি পঞ্চমে।
ষষ্ঠে চতুরহঃ প্রোক্তং সপ্তমে তু দিনত্রয়ম্ ॥১১৯
একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোহগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবলবেদজ্ঞস্তদ্ধীনো দশভির্দিনৈঃ ॥১২০

মন্ত্রকর্ম্মপরিভ্রংশাৎ সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিনাম্।
নামধারকবিপ্রাণাং ভস্মান্তং সূতকং ভবেৎ ॥১২১
সম্পর্কাজ্জায়তে দোষো নাহন্যোদোষোহস্তি ব্রাহ্মণে।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সম্পর্কং নৈব কারয়েৎ ১২২
আদাবারভ্য আশৌচং সংযোগো যস্য নাগ্নিষু।
আদাবন্তে চ বিজ্ঞেয়ং যস্য বৈতানি কো বিধিঃ ॥১২৩
শবসূতকমুৎপন্নং পশ্চাজ্জাতং ন সূতকম্।
শাবেন শুধ্যতি সূতিঃ সূত্যা শাবং ন শুধ্যতি ॥১২৪
জাতং জাতেন শুদ্ধং স্যান্মৃতকং মৃতকেন তু।
ন জাতে মৃতশুদ্ধিঃ স্যান্ন মৃতে জাতকং তথা ১২৫
মাতুরগ্রে প্রমীতিঃ স্যাদশুদ্ধৌ ম্রিয়তে পিতা।
পিতুঃ শেষেণ শুদ্ধিঃ স্যান্মাতুঃ কুর্য্যাত্তু পক্ষিণীম্ ॥১২৬

(লঘু প্রায়শ্চিত্ত বিধান) করেন, তবে ঐ পাপ তাহাকেই আক্রমণ করিবে অর্থাৎ তাহাতে সংক্রামিত হইবে।১১৪

বলন্তপ্রযুক্ত অর্থাৎ রোগে ফুলিয়া যাওয়ায় জন্মের দশম দিনে যদি শিশুর মৃত্যু হয়, তবে কোন জননাশৌচ ও মৃতাশৌচ কিছুই হইবে না।১১৫

জন্মের পর দন্তোদ্গমের পূর্ব পর্য্যন্ত শিশুর মৃত্যুতে সদ্যঃশৌচ, চূড়াকরণের পূর্ব পর্য্যন্ত একরাত্রি, উপনয়নের পূর্ব পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র এবং উহার পর মৃত্যুতে (ব্রাহ্মণের) দশরাত্র অশৌচ হইবে।১১৬

চূড়াকরণের পূর্বে কন্যার মৃত্যুতে সদ্যঃশৌচ হইবে এবং সম্প্রদানের পূর্বে (অরক্ষণীয়া হইবার পূর্বে) কন্যার মৃত্যুতে একরাত্রি এবং (দ্বাদশবৎসরের পর) বিবাহের পূর্ব পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র এবং বিবাহের পরে কন্যার মৃত্যু হইলে ভর্তৃকুলে (ব্রাহ্মণের) দশরাত্র অশৌচ হইবে।১১৭

অদত্তা কন্যা ও বালকের মৃত্যুতে একদিনে শুদ্ধি হইবে; এবং গুরু, অন্তেবাসী, (ব্রহ্মচারী শিষ্য) অনুচান (বেদাধ্যায়ী), মাতুল ও শ্রোত্রিয় (বেদপারদর্শী) ব্রাহ্মণগণের মৃত্যুতে এইরূপ একদিনে শুদ্ধি হইবে। ঊর্দ্ধতন চতুর্থপুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতির মৃত্যুতে দশরাত্রি, পঞ্চমপুরুষে ষড়্‌রাত্র, ষষ্ঠপুরুষে চারদিন এবং সপ্তমপুরুষে তিনদিন অশৌচ হইবে।১১৮-১৯

ব্রাহ্মণ যদি সাগ্নিক ও বেদজ্ঞ হয়, তবে (নিকটতম জ্ঞাতির মৃত্যুতেও) একদিনে, কেবল বেদজ্ঞ হইলে তিনদিনে, অগ্নি ও বেদ উভয়শূন্য হইলে দশ দিনে শুদ্ধ হইবে। বৈদিক মন্ত্র ও কর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট সান্ধ্যোপাসনাশূন্য নামমাত্র ব্রাহ্মণগণের ভস্মান্ত (আমরণ) অশৌচ থাকিবে অর্থাৎ তাহারা সর্বদাই অশুচি।১২০-২১

(অশুচি ও পাপীর) সম্পর্ক হইতেই ব্রাহ্মণে দোষ (অশুচিতা) উৎপন্ন হয়, নতুবা ব্রাহ্মণ স্বভাবতঃ অশুচি নহে; সুতরাং সর্বপ্রকার প্রযত্নে ব্রাহ্মণ অশুচি ও পাপীর সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে।১২২

যাহারা সাগ্নিক নহে, তাহাদের যদি একটি অশৌচের পূর্বার্দ্ধেই অপর অশৌচের উৎপত্তি হয় কিংবা এক অশৌচের অন্তিমার্দ্ধে অপর অশৌচ উৎপন্ন হয়, তবে সেরূপ অবস্থায় অশৌচের কিরূপ হইবে—তাহার ব্যবস্থা বলা হইতেছে।১২৩

শাবাশৌচ (মৃতাশৌচ) উৎপন্ন হইবার পর যদি সূতকাশৌচ (জাতাশৌচ) হয়, তবে শাবাশৌচের সহিত জাতাশৌচেরও অন্ত হইবে; কিন্তু জাতাশৌচকালের পূর্বার্দ্ধে বা পরার্দ্ধে যে কোন সময়েই মৃতাশৌচ হউক না কেন, জাতাশৌচের সহিত উহার অন্ত হইবে না।১২৪

পূর্বোৎপন্ন জাতাশৌচের দ্বারা পরবর্ত্তী জাতাশৌচের এবং পূর্ববর্ত্তী মৃতাশৌচের দ্বারা পরবর্ত্তী মৃতাশৌচের নাশ

স্রাবে মাতুস্ত্রিরাত্রং স্যাৎ সপিণ্ডাঃ শৌচবর্জ্জিতাঃ।
পাতে মাতুর্দশাহঃ স্যাৎ সপিণ্ডানাং দিনত্রয়ম্ ॥১২৭
আ চতুর্থাদ্ভবেৎ স্রাবঃ পাতঃ পঞ্চম-ষষ্ঠয়োঃ।
অত ঊর্দ্ধং প্রসূতিঃ স্যাৎ সূতকং তু যথোদিতম্ ॥১২৮
শিশোরভ্যুক্ষণং প্রোক্তং বালস্যাচমনং তথা।
রজস্বলায়াঃ সংস্পর্শে স্নানমেব কুমারকে ॥১২৯
আ চূড়াকরণাদ্ বাল আ দন্তাচ্চ শিশুঃ স্মৃতঃ।
কুমারকস্তু বিজ্ঞেয়ো যাবন্মৌঞ্জীনিবন্ধনাৎ ॥১৩০
বিবাহ-ব্রত-যজ্ঞেষু ত্বন্তরামৃতসূতকে।
পূর্বসঙ্কল্পিতার্থানি ভোজ্যানি মনুরব্রবীৎ ॥১৩১
বিবাহ-চৌলোপনয়নে যস্য মাতা রজস্বলা।
তস্যাঃ শুদ্ধেঃ পরং কার্য্যং মাঙ্গল্যং মনুরব্রবীৎ ॥১৩২
একবিংশত্যহর্যজ্ঞে বিবাহে দশ বাসরাঃ।
পঞ্চাহশ্চোপনয়নে নান্দীশ্রাদ্ধং পুরো ভবেৎ ॥১৩৩
বিবাহ-ব্রত-যজ্ঞেষু অন্তরামৃতসূতকে।
প্রারব্ধে সূতকং ন স্যাদনারব্ধে তু সূতকম্ ॥১৩৪
প্রারম্ভো বরণং যজ্ঞে সঙ্কল্পো ব্রত-সত্রয়োঃ।
বিবাহে মাতৃপূর্বং স্যাচ্ছ্রাদ্ধে পাকপরিক্রিয়া ॥১৩৫
নিমন্ত্রিতা যদা বিপ্রে শ্রাদ্ধকর্ম্মণ্যুপস্থিতে।
বিধিনা চৈব তৎকার্য্যং নাশৌচং নৈব সূতকম্ ॥১৩৬
ভুঞ্জানেষু চ বিপ্রেষু সূতকং জায়তে যদি।
অন্যগেহোদকাচান্তাঃ সর্বে তে শুদ্ধিমাপ্নুয়ুঃ ॥১৩৭
দেশান্তরে মৃতঃ কশ্চিৎ সপিণ্ডঃ শ্রূয়তে যদি।
ন ত্রিরাত্রমহোরাত্রং সদ্যঃ স্নাত্বা বিশুধ্যতি ॥১৩৮

হইবে; কিন্তু জাতাশৌচের দ্বারা কখনও মৃতাশৌচের নিবৃত্তি হইবে না এবং পূর্বোৎপন্ন মৃতাশৌচের দ্বারা উহার পরার্দ্ধে পতিত জাতাশৌচের নাশ হইবে না।১২৫

মাতার যদি পূর্বে মৃত্যু হয় এবং উহার পরে অশৌচ-কালের মধ্যেই যদি পিতারও মৃত্যু হয়, তবে পিতার অশৌচের শেষেই শুদ্ধি হইবে। মাতার অশৌচ পক্ষিণী (দুইরাত্রি ও একদিন) ব্যাপিনী হইবে।১২৬

গর্ভস্রাব হইলে মাতার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। উহাতে সপিণ্ডগণের কোন অশৌচ হইবে না; কিন্তু গর্ভপাত হইলে মাতার দশরাত্র এবং সপিণ্ডগণের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।১২৭

চতুর্থ মাস পর্য্যন্ত গর্ভভ্রংশের নাম হইল স্রাব, পঞ্চম ও ষষ্ঠমাসে গর্ভভ্রংশ হইলে উহাকে গর্ভপাত বলে এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠমাসের পর উহাকে প্রসূতিই (প্রসবই) বলা হইবে।১২৮

যদি রজস্বলার সহিত স্পর্শ হয়, তবে শিশুর অভ্যুক্ষণে (পবিত্র জলের ছিটায়) বালকের আচমনে এবং কুমারের স্নানে শুদ্ধি হইবে।১২৯

জন্মের পর হইতে দন্তোদ্গমের পূর্ব পর্য্যন্ত 'শিশু,' দন্তোদ্গম হইতে চূড়াকরণের পূর্ব পর্য্যন্ত 'বালক', চূড়াকরণ হইতে উপনয়ন পর্য্যন্ত 'কুমার' বলিয়া বুঝিতে হইবে। বিবাহ, ব্রত ও যজ্ঞ মধ্যে যদি মৃত ও জাতাশৌচ হয়, তবে পূর্ব সঙ্কল্পিত বিষয়গুলি ভোগ করিতে পারিবে—ইহা মনু বলিয়াছেন।১৩০-৩১

বিবাহ, চূড়াকরণ ও উপনয়নের অব্যবহিত পূর্বে যদি পুত্রের মাতা রজস্বলা হয়। তবে তাহার শুদ্ধির পর মাঙ্গলিক কর্ম্মগুলির অনুষ্ঠান বিধেয়,—ইহা মনুর অভিমত। ঐরূপ অবস্থায় রজোদর্শনের দিন হইতে একবিংশতি দিনের পর যজ্ঞের, দশদিনের পর বিবাহের, পাঁচদিনের পর উপনয়নের, এবং পঞ্চমদিনের পর নান্দীশ্রাদ্ধের (আভ্যুদয়িক) অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।১৩২-৩৩

বিবাহ, ব্রত ও যজ্ঞের আরম্ভ হইয়া গেলে কর্ত্তার কোন অশৌচ হইবে না; কিন্তু আরম্ভ না হইয়া থাকিলে অশৌচ হইবে।১৩৪

যজ্ঞে বরণ, ব্রত ও যজ্ঞে সঙ্কল্প, বিবাহে নান্দীশ্রাদ্ধ এবং শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধান্নের পাকক্রিয়াকেই আরম্ভ বলিয়া জানিবে। শ্রাদ্ধকর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য যদি ব্রাহ্মণকে বৃত করা হইয়া থাকে, তবে তাহার অশৌচ হইবে না; সে বিধিপূর্বক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে।১৩৫-৩৬

ব্রাহ্মণগণের ভোজনের সময় যদি যজমানের অশৌচ হয়, তবে অন্য গৃহের জলে আচমন করিলে তাঁহারা শুদ্ধ হইবেন।১৩৭

দেশান্তরং তু বিজ্ঞেয়ং ষষ্টিযোজনমায়তম্।
চত্বারিংশদ্ বদন্ত্যন্যে ত্রিংশদন্যে বিপশ্চিতঃ ॥১৩৯
বাচো যত্র বিভিদ্যন্তে গিরির্বা ব্যবধায়কঃ।
মহানদ্যন্তরং যত্র তদ্দেশান্তরমুচ্যতে ॥১৪০
স্বগোত্রো বান্যগোত্রো বা যদি স্ত্রী যদি বা পুমান্।
প্রথমেঽহনি যো দদ্যাৎ স দশাহং সমাপয়েৎ ॥১৪১
নির্দশে গুরুপাতে চ কৃতে চৈবোর্দ্ধদেহিকে।
ঊর্দ্ধং ত্রিরাত্রমাশৌচং দশাহমকৃতক্রিয়ঃ ॥১৪২
আ ত্রিমাসাৎ ত্রিরাত্রং স্যাৎ ষণ্মাসে পক্ষিণী স্মৃতা।
অহঃ সংবৎসরাদর্বাক্ ততঃ স্নানং সমাচরেৎ ॥১৪৩
রাত্রাবেব সমুৎপন্নে মৃতে রজসি সূতকে।
পূর্বমেব দিনং গ্রাহ্যং যাবন্নোদয়তে রবিঃ ॥১৪৪

কোনও সপিণ্ড যদি দেশান্তরে প্রাণত্যাগ করে, তবে তাহা শ্রবণ করিলে সপিণ্ডগণের ত্রিরাত্রের স্থলে একরাত্রিই অশৌচ হইবে।১৩৮

কেহ বলেন—ষষ্টি যোজনের (২৪০ ক্রোশের) পরবর্ত্তী ভূমিই দেশান্তর, কেহ বা চল্লিশ যোজনের (১৬০ ক্রোশের) পরবর্ত্তী ভূমিকে, আবার কেহ বা ত্রিশ যোজনের (১২০ ক্রোশের) পরবর্ত্তী ভূমিকেই দেশান্তর বলিয়াছেন।১৩৯

যে দেশে ভিন্ন ভাষা অথবা যে দেশকে কোন পর্বত ব্যবহিত করিয়াছে কিংবা কোন মহানদীর দ্বারা যে দেশ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহাকেই দেশান্তর বলিয়া বুঝিবে।১৪০

সগোত্রই হউক অথবা অসগোত্রই হউক মৃতের উদ্দেশ্যে প্রথম দিনে যে ব্যক্তি পিণ্ড দিবে, সেই ব্যক্তিই দশদিন পর্য্যন্ত তাহার পিণ্ড দিবে।১৪১

একটি অশৌচের দশদিন পর শ্রাদ্ধক্রিয়াসমাপ্তির অনন্তর যদি সপিণ্ডের মৃত্যু হয়, তবে শ্রাদ্ধকর্ত্তার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, শ্রাদ্ধ করা হইয়া থাকিলে দশরাত্রই অশৌচ হইবে।১৪২

তিনমাস পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র, চতুর্থমাস হইতে ষষ্ঠমাস পর্য্যন্ত পক্ষিণী (দুই রাত্রি ও একদিন), একবৎসর পর্য্যন্ত

উদিতে তু যদা সূর্য্যে নারীণাং দৃশ্যতে রজঃ।
জননং বা বিপত্তির্বা যস্যাহস্তস্য শর্বরী ॥১৪৫
উষসঃ প্রাগ্রজঃ স্ত্রীণাং বিজ্ঞেয়ং দিনপূর্বকম্।
অর্দ্ধরাত্রাবধিঃ কালঃ সূতকাদৌ বিধীয়তে ॥১৪৬
রাত্রিং কৃত্বা ত্রিভাগাং তু দ্বৌ ভাগৌ পূর্ব এব তু।
উত্তরং তু পরং জ্ঞেয়ং যুজ্যতে রুধিরঃ স্মৃতঃ ॥১৪৭
রজস্বলা যদি স্নাতা পুনরেব রজস্বলা।
একাদশদিনাদর্বাগশুচিত্বং ন বিদ্যতে ॥১৪৮
রজস্বলায়াং প্রেতায়াং সংস্কারাদীনি নাচরেৎ।
ঊর্দ্ধং ত্রিরাত্রতঃ স্নাতাং শবধর্ম্মেণ দাহয়েৎ ॥১৪৯
যা মৃতা সূতকী নারী যা মৃতা চ রজস্বলা।
পূর্ববস্ত্রং পরিত্যজ্য শবধর্ম্মেণ দাহয়েৎ ॥১৫০

একরাত্রি এবং বৎসর অতীত হইবার পর স্নানমাত্রনাশ্য অশৌচ হইবে।১৪৩

রাত্রিতে সূতক, মৃতক বা নারীর রজোদর্শন হইলে পূর্বদিনেই উহারা পতিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পর যদি রজোদর্শন, সূতক বা মৃতক (মৃতাশৌচ) হয়, তবে পূর্বরাত্রি বা দিন অশৌচ কালরূপে গণিত না হইয়া সেইদিন ও সেই রাত্রিই অশৌচের আধার-কালরূপে গণ্য হইবে।১৪৪-৪৫

ঊষাকালে যদি স্ত্রীলোকের রজোদর্শন হয়, তবে পরদিনই রজোদর্শনের কালরূপে গণ্য হইবে। অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত কালই পূর্বদিনের মধ্যে অন্তর্ভূ'ত হইবে। তাহার পরবর্ত্তী কাল নহে।১৪৬

অথবা রজোদর্শনে তিনভাগে বিভক্ত রাত্রির দুই ভাগকে পূর্ব দিনের মধ্যে এবং পরবর্ত্তী এক ভাগকে পরদিনের মধ্যে গ্রহণ করিবে।১৪৭

একবার রজস্বলা হইয়া উহার (চতুর্থ দিনের) পর যদি পুনরায় রজস্বলা হয়, তাহা হইলেও একাদশদিনের পর সেই নারীর আর অশুচিত্ব থাকিবে না। রজস্বলা অবস্থায় মৃত্যু হইলে শবসংস্কারাদি না করিয়া ত্রিরাত্রির পর শবকে স্নান করাইয়া দাহ করিবে।১৪৮-৪৯

যদি অশৌচ অবস্থায় অথবা রজস্বলা অবস্থায় কোন

অন্তরীক্ষে মৃতা যে বাহপ্যগ্নৌ চাপ্সু প্রসাদতঃ।
উদক্যাং সূতিকীং নারীং চরেচ্চান্দ্রায়ণত্রয়ম্ ॥১৫১
স্নাপয়েৎ পঞ্চগব্যেন মৃত্তিকাভিশ্চ লেপয়েৎ।
বংশপাত্রেণ তৎস্নানং ততঃ শুধ্যতি সূতিকা ॥১৫২
আতুরে স্নানমুৎপন্নে শতকৃত্বা হ্যনাতুরঃ।
স্নাত্বা স্নাত্বা স্পৃশেদেনং ততঃ শুধ্যতি আতুরঃ ॥১৫৩
শুনা পুষ্পবতী স্পৃষ্ট্বা পুষ্পবত্যন্যথা তথা।
শেষাণ্যহান্যুপবসেৎ ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥১৫৪
অন্ত্যজৈঃ স্বীকৃতে তীর্থে তড়াগেষু নদীষু চ।
পিবেৎ পানীয়মজ্ঞানাৎ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥১৫৫
তড়াগ-কূপ-গর্ত্তে তু চণ্ডালাদিবিদূষিতে।
অপাং শতঘটোদ্ধারঃ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥২৫৬

দারাগ্নিহোত্রসংযোগং কুরুতে যোঽগ্রজে স্থিতে।
পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তু পূর্বজঃ ॥১৫৭
পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যা যা চ পরিবিন্দতি।
সর্বে তে নরকং যান্তি দাতৃযাজকপঞ্চমাঃ ॥১৫৮
পিতৃব্যপুত্রাঃ সাপত্নাঃ পরনারীসুতাশ্চ যে।
দারাগ্নিহোত্রধর্ম্মেণ ন দোষঃ পরিবেদনে ॥১৫৯
জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যদাতিষ্ঠেদাধানং নৈব কারয়েৎ।
অনুজ্ঞাতস্তু কুর্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা ॥১৬০
আমমাসং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং স্নেহাশ্চ পত্রসম্ভবাঃ।
ম্লেচ্ছভাণ্ডগতা যে বৈ আত্মভাণ্ডগতাঃ শুচিঃ ॥১৬১
পত্রচূর্ণেষু যত্তোয়ং গোরসেষু চ সংস্থিতম্।
ন দুষ্যং তদ্ভবেদ্ বারি ইত্যেবং মনুরব্রবীৎ ॥১৬২

নারীর মৃত্যু হয়, তবে তাহার পরিহিত বস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া তাহাকে দাহ করিবে।১৫০

যাহারা অন্তরীক্ষে, জলে বা অগ্নিতে মারা যায়, (ঐরূপ অপমৃত্যুজন্য পাপ হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য) তাহাদের উদ্দেশ্যে চান্দ্রায়ণত্রয়ের অনুষ্ঠান করিবে।১৫১

রজস্বলা অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে এমন মৃতা রজস্বলা নারীকে দাহের পূর্বে পঞ্চগব্যের দ্বারা স্নান করাইয়া মৃত্তিকালেপন করত বাঁশের পাতায় জল ঢালিয়া স্নান করাইবে।১৫২

অশৌচাদিবশতঃ রোগাদি প্রযুক্ত আতুর ব্যক্তির যদি স্নান করার প্রয়োজন হয়, তবে অন্য কোন (সপিণ্ড) ব্যক্তি শতবার স্নান করিয়া প্রত্যেকবার স্নানান্তে তাহাকে স্পর্শ করিলে ঐ আতুর শুদ্ধ হইবে।১৫৩

যদি কোন রজস্বলা নারী কুকুরের দ্বারা কিংবা অন্য কোন রজস্বলার দ্বারা স্পৃষ্টা হয়, তবে অশৌচের অবশিষ্ট কাল উপবাস করত ঘৃতপ্রাশন করিলে শুদ্ধ হইবে।১৫৪

যে তীর্থ (পবিত্র জল), পুষ্করিণী বা নদী অন্ত্যজগণের (চাণ্ডালাদির) দ্বারা অধিকৃত, তাহাদের জলস্পর্শ করিয়া দ্বিজগণ পঞ্চগব্যপানে বিশুদ্ধ হইবে।১৫৫

কূপ, পুষ্করিণী বা গর্ত্তে (ডোবায়) অবস্থিত জল চাণ্ডালাদির দ্বারা দূষিত হইলে উহা হইতে একশত ঘট জল তুলিয়া ফেলিয়া ও পঞ্চগব্য প্রদান করিলে তবে উহা শুদ্ধ হইবে।১৫৬

যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ সহোদর থাকিতে বিবাহ ও অগ্নিগ্রহণ করে, সে 'পরিবেত্তা' এবং জ্যেষ্ঠ সহোদর 'পরিবিত্তি' বলিয়া অভিহিত হইবে।১৫৭

পরিবিত্তি, পরিবেত্তা, উভয়ের পত্নী, কন্যাদাতা এবং যাজক অর্থাৎ পুরোহিত এই পাঁচজনই নরকে গমন করিবে।১৫৮

পিতৃব্যপুত্র, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং পিতার অসবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রগণ কনিষ্ঠ হইলেও তাহাদের বিবাহে পরিবেত্তৃত্বাদি দোষ হইবে না।১৫৯

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনুমতি প্রদান করিলে অগ্নির আধান করিতে পারিবে এবং তাহাতে উক্ত দোষ হইবে না। আমমাংস (অপক্ব মাংস), ঘৃত, ক্ষৌদ্র (মধু) এবং পত্র হইতে উৎপন্ন স্নেহদ্রব্য এই সকল চাণ্ডালপাত্রে অবস্থিত থাকিলেও নিজপাত্রে আনয়ন করিলেই শুদ্ধ হইবে।১৬০-৬১

পত্রচূর্ণের (চূর্ণাবশেষ) মধ্যে এবং গোদুগ্ধের মধ্যে অবস্থিত যে জল, তাহা কখনই অশুদ্ধ হইবে না—

সংগ্রামে হট্ট-মার্গে চ যাত্রা-দেবগৃহেষু চ।
মহোৎসাহে মহোৎপাতে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টির্ন দুষ্যতি ১৬৩
দিবা কপিত্থছায়ায়াং রাত্রৌ দধিশমীষু চ।
ধাত্রীফলেষু সপ্তম্যামলক্ষ্মীর্বসতে সদা ॥১৬৪
শূর্পবাতো নখাদ্ বিন্দুঃ কেশ-বস্ত্র-ঘটোদকম্।
মার্জ্জনীরেণুসহিতং হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥১৬৫

যত্র যত্র চ সঙ্কীর্ণং পশ্যেদাত্মানমাত্মনা।
তত্র তত্র তিলৈর্হোমো গায়ত্র্যা বর্ত্তনং যথা ॥১৬৬
ইদং দাল্‌ভ্যকৃতং শাস্ত্রং শ্রাবয়িষ্যতি যো দ্বিজান্।
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা পুণ্যলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১৬৭

॥ ইতি শ্রীদাল্‌ভ্যপ্রোক্তং ধর্ম্মশাস্ত্রং সমাপ্তম্ ॥

॥ শুভমস্তু য়াৎ ॥

ইহা মনুর বচন। সংগ্রামে, হট্টে (হাটের মধ্যে), প্রশস্ত পথে, যাত্রায়, দেবগৃহে, মহোৎসাহে এবং মহোৎপাতে স্পর্শাস্পর্শ জন্য শুদ্ধি বা অশুদ্ধির বিচার করিবে না।১৬২-৬৩

দিনের বেলায় কপিত্থবৃক্ষের ছায়ায়, রাত্রিতে দধি ও শমীবৃক্ষে এবং সপ্তমীতিথিতে ধাত্রীফলে (আমলকীতে) অলক্ষ্মী বাস করে।১৬৪

শূর্পবাত (কুলোর হাওয়া), নখস্পৃষ্ট জলবিন্দু, কেশ, বস্ত্র ও ঘটের জল এবং মার্জ্জনীনিক্ষিপ্ত (ঝাঁটার) জল—ইহাদের স্পর্শ বা পানে পূর্বপুণ্য নষ্ট হয়।১৬৫

যখনই নিজের শরীরকে অশুদ্ধি বা পাপের দ্বারা আক্রান্ত মনে হইবে, তখনই গায়ত্রীমন্ত্রে তিলহোম করিলেই বিশুদ্ধ হইবে।১৬৬

মহর্ষি দাল্‌ভ্যকৃত এই শাস্ত্র যে ব্যক্তি দ্বিজগণকে শ্রবণ করাইবে, সে সকল পাপ হইতে নির্মুক্ত হইয়া পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইবে।১৬৭

মহর্ষি দাল্‌ভ্যকথিত ধর্ম্মশাস্ত্র সমাপ্ত।

পণ্ডিত শ্রীমন্নিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃত দাল্‌ভ্য-স্মৃতির বঙ্গভাষানুবাদ সমাপ্ত

কণ্ব-স্মৃতিঃ

পণ্ডিত—শ্রীমন্নিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃত-

বঙ্গভাষানুবাদসহিতা।

কণ্ব-স্মৃতিঃ

পণ্ডিত—শ্রীমন্নিবঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতা

কণ্বং নত্বা মহাভাগং মুনয়ো ব্রহ্মবিত্তমাঃ।
যুগভেদপ্রভেদেন সর্বধর্মান্ সনাতনান্ ॥১
পপ্রচ্ছুরখিলজ্ঞপ্ত্যৈ লোকানাং হিতকাম্যয়া।
কণ্ব বেদবিদাং শ্রেষ্ঠ সর্বলোকহিতায় বৈ ॥২
সর্ববৈদিককৃত্যানাং মুখ্যামুখ্যগুণাগুণম্।
প্রবিভজ্য সমাসেন সুস্পষ্টং কথয়স্ব নঃ ॥৩
মুখ্যং কল্পমমুখ্যঞ্চ গৌণং কাম্যমিয়ত্তমঃ।
এবমেতত্তথা নো চেৎ সাধ্যা সাধ্যে চ তৎপরম্ ॥৪
চিত্তং সদ্যস্তত্র তত্র সংগ্রহেণানুবিস্তরম্।
সুস্পষ্টং সুলভং তুল্যযোগযোগ্যং তথা বদ ॥৫
ইতি পৃষ্টো ব্রহ্মনিষ্ঠ ইদং প্রোবাচ তান্ প্রতি।
পৃষ্টং ভবদ্ভিঃ পরমং রহস্যং স্বর্গসাধনম্ ॥৬
চিত্তশুদ্ধিকরং ব্রহ্মজ্ঞানকারণমস্য বৈ।
ন শক্যতেঽন্যৈরেতদ্ধি বক্তুং শ্রোতুঞ্চ কৈশ্চিদ্ ॥৭
অথাপি বঃ প্রবক্ষ্যামি ধর্মসারং শ্রুতীরিতম্।
মুখ্যামুখ্যে বিভজ্যৈব চিত্তপূর্বং দ্বিজোত্তমাঃ ॥৮
ক্রিয়া কর্তা কারয়িতা কারণং তৎফলং হরিঃ।
সর্বমীশ্বরমেবেতি বুদ্ধির্যস্য সদা স্থিরা ॥৯
স এব কৃতকৃত্যো হি স তু জ্ঞানস্য ভাজনম্।
তৎকৃতস্য চ কার্য্যস্য বৈগুণ্যং নৈব জায়তে ॥১০
কদাচিদপি কেনাপি নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
যৎকিঞ্চিদ্ বা কৃতং তেন পারমেশ্বরতুষ্টয়ে ॥১১
তদক্ষয়মমোঘং স্যাদ্ ব্রহ্মজ্ঞানৈকসাধকম্।
যথাশাস্ত্রকৃতঞ্চ স্যাদশাস্ত্রকৃতমপ্যলম্ ॥১২

বংশীবাদনবাদবাদনপটো! রাধালিসম্মোহন!
গোপীস্বান্তনিতান্তমোহনকরী যা মাধুরী মাধুরিন্!
সা ভূয়ান্মম মোহমোহনকরী মায়াপহারীশ্বরী
কৃষ্ণপ্রেমসুধাসুধারিসুতরী শ্রেয়স্করী শেষতঃ ॥

মহর্ষি কণ্বের নিকট বেদবিত্তম মুনিগণ উপস্থিত হইয়া সকল মানুষের হিত-কামনায় সকলের অবগতির জন্য তাঁহাকে যুগভেদে সকল প্রকার সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে বেদবিদগ্রগণ্য মহর্ষি কণ্ব! আপনি কৃপা করিয়া সর্বলোকের হিতের জন্য মুখ্য ও গৌণ, সগুণ ও নির্গুণরূপে সকল বৈদিক কর্ম্মগুলির বিভাগ করত সংক্ষেপে ও সুস্পষ্টভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। মুখ্য, অমুখ্য ও গৌণকল্পে কর্ম্ম কিরূপ হইবে? কাম্য কর্ম্ম কি? কত প্রকার কর্ম্ম আছে? এইরূপ হইলে কর্ম্ম করিবে; এইরূপ হইলে কর্ম্ম করিবে না। চিত্ত কিরূপে শুদ্ধ হইবে, কিরূপে হইবে না? কোন্ কর্ম্মের সহিত কোন্ কর্ম্মের তুল্যযোগ আছে এবং নাই। এই সকল বিষয় শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানের উপদেশ হইতে সঙ্কলনপূর্বক বিস্তারিতভাবে সহজবোধ্য করিয়া সুস্পষ্টরূপে আমাদিগকে উপদেশ করুন।১-৫

এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ মহর্ষি কণ্ব সেই মুনিগণের প্রতি বলিলেন,—আপনারা আমাকে এমন বিষয়সমূহ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যাহা পরম গোপনীয়, স্বর্গসাধন, চিত্তশুদ্ধিকর এবং ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন। যাঁহারা বেদার্থবেত্তা নহেন, তাঁহারা এই সকল বিষয় যেমন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, তেমনই উপদেশও করিতে পারেন না। হে দ্বিজোত্তমগণ! এখন আমি আপনাদের নিকট বেদপ্রতিপাদ্য সারভূত ধর্ম্মসমূহ মুখ্য ও অমুখ্য-বিভাগক্রমে চিত্তশুদ্ধির উপায় সহ বর্ণনা করিব।৬-৮

ক্রিয়া, কর্ত্তা, কারয়িতা, কারণ এবং কর্ম্মের ফল এসকলই শ্রীভগবানের স্বরূপ—এইরূপ বুদ্ধি যাহার সর্বদা স্থির থাকে, সেই পুরুষই কৃতকৃত্য, সেই জ্ঞানের অধিকারী; তাহার কৃতকর্ম্মে কখনও বৈগুণ্য হয়

পরমেশ্বরতুষ্ট্যর্থকৃতং তস্মাত্তথা চরেৎ।
তস্মাদেবাণু সর্বত্র পরমেশ্বরতুষ্টয়ে ॥১৩
করিষ্যে কর্ম চেত্যুক্ত্বা সর্বকর্মাণ্যুপক্রমেৎ।
পরমেশ্বরশব্দং যে ত্যক্ত্বান্যং শব্দমুত্তমম্ ॥১৪
কর্মাদিষু প্রকুর্বন্তি তানি বৈগুণ্যমাপ্নুয়ুঃ।
সদ্য এব ন সন্দেহস্তস্মাত্তং তাদৃশং শিবম্ ॥১৫
পরমেশ্বরশব্দং যে কর্মাদিষু সমাহিতৈঃ।
প্রবদেদ্ বৈদিকৈঃ সিদ্ধিব্র্রহ্মশব্দং তথা সদা ॥১৬
শ্রীশব্দপূর্বকং নিত্যং তাবন্মাত্রেণ সা ক্রিয়া।
সম্যক্‌কৃতা দোষশূন্যা সর্বলক্ষণভূষিতা ॥১৭
সর্বাঙ্গোপাঙ্গসহিতা সর্বমন্ত্রকৃতা ভবেৎ।
দেশকালশ্চ বক্তব্যঃ কর্মাদৌ প্রত্যহং দ্বিজৈঃ ॥১৮
তত্র দেশাখিলানাঞ্চ মেরুদক্ষিণভাগগঃ।
ষট্‌পঞ্চাশৎপ্রভেদেন কথিতস্তং তথা বদেৎ ॥১৯
জম্বুদ্বীপং ভারতস্য বর্ষং ভারতখণ্ডকম্।
সর্বসাধারণং প্রোক্তমিদং সঙ্কল্পমাত্রকে ॥২০
যস্মিন্ দেশে স্থিতো মর্ত্যস্তং দেশং স্বগৃহাবধি।
সমুচ্চরেৎ পৈতৃকেষু নান্যত্রৈব বিদুর্বুধাঃ ॥২১
গণ্ডক্যা অপি গঙ্গায়া নর্মদায়াস্তথৈব চ।
গোদাবর্য্যাশ্চ কৃষ্ণায়াঃ কাবের্য্যাশ্চ ততঃ পরম্ ॥২২
তাম্রপর্ণ্যাশ্চ সেতোশ্চ মধ্যভাগে পঠেদ্ধি সঃ।
কালং পরার্ধং প্রথমং কল্পং মন্বন্তরং যুগম্ ॥২২
তৎপাদং সংবৎসরং মাসমৃতুং পক্ষং তিথিং ততঃ।
ক্রমাদ্ বারেণ সংযুক্তং সমুচ্চার্য্য চ তাদৃশে ॥২৪
সপ্তম্যন্তেন চ তিথৌ করিষ্যামীতি কর্মণঃ।
নামোচ্চার্য্য বদেদেবমেতৎ সঙ্কল্পমুচ্যতে ॥২৫
সংবৎসর ঋতুর্মাসো যুগঃ পক্ষস্তিথিস্তথা।
ত এতে কালভেদাঃ স্যুশ্চন্দ্রগত্যা সমুদ্ভবাঃ ॥২৬

না এবং কেহ চেষ্টা করিয়াও তাহার কর্ম্মে বৈগুণ্য উৎপাদন করিতে পারে না—ইহাতে সন্দেহ নাই। ঐরূপ ব্যক্তি পরমেশ্বরের তুষ্টির নিমিত্ত যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিবে, তাহাই অব্যর্থ ও অক্ষয় হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ হইবে। যথাশাস্ত্র করা হউক বা না হউক, 'পরমেশ্বরের তুষ্টির জন্যই আমি অণুমাত্র কর্ম্মও অনুষ্ঠান করিব'—এইরূপ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠান করিলে সকল কর্ম্মই পূর্ণফলপ্রদ হইবে; এজন্য সর্বদাই পরমেশ্বরের তুষ্টির উদ্দেশ্যেই সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে। যাহারা পরমেশ্বরের বাচক শব্দ ভিন্ন অন্য উত্তম শব্দও কর্ম্মসমূহে প্রয়োগ করে, তাহাদের সেই সকল কর্ম্মে বৈগুণ্য উৎপন্ন হয় সন্দেহ নাই। এজন্য যাহারা একাগ্রচিত্ত বৈদিকগণের দ্বারা কর্ম্মে পরমেশ্বরের বাচক শব্দের পূর্বে শ্রী-শব্দ যোগ করিয়া উচ্চারণ করায় অথবা ব্রহ্মশব্দ বা ব্রহ্মের বাচক 'ওঁ তৎসৎ' ইত্যাদি শব্দ পাঠ করায়, উহাতে তাহাদের সেই কর্ম্ম সকল দোষশূন্য, সর্বলক্ষণ-সমন্বিত, সাঙ্গোপাঙ্গ ও সর্বমন্ত্রকৃত হইয়া সিদ্ধি প্রদান করে।১৪-১৭

দ্বিজগণ প্রত্যহ কর্ম্মের প্রথমেই (সঙ্কল্পবাক্যে) দেশ ও কাল উল্লেখ করিবে। মেরুর (সুমেরুর) দক্ষিণভাগে অবস্থিত ষট্‌পঞ্চাশৎসংখ্যক (ছাপ্পান্ন) ভূমিকেই দেশ বলে।৯-১৯

ভারতীয় মনুষ্যমাত্রই জম্বুদ্বীপ এবং উহার অন্তর্গত ভারতবর্ষের নাম উল্লেখ করিবে। পৈতৃক-কর্ম্মে নিজ গৃহ পর্য্যন্ত নিজের বাসভূমিরূপ (বঙ্গদেশ প্রভৃতি) দেশেরও উল্লেখ করিবে, অন্যকর্ম্মে নহে।২০-২১

তত্তদ্দেশস্থ গণ্ডকী, গঙ্গা, নর্ম্মদা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, তাম্রপর্ণী, সেতুবন্ধ, প্রভৃতির নাম সঙ্কল্পের মধ্যভাগে উল্লেখ করিবে।২২

কালের মধ্যে প্রথম পরার্দ্ধের, পরে কল্প, মন্বন্তর, যুগ, যুগপাদ, বৎসর, মাস, ঋতু, পক্ষ ও তিথির নামের সহিত বারের নাম যোগ করিয়া সপ্তমীবিভক্ত্যন্ত করিয়া পাঠ করিবে এবং উহার পর নিজের নাম-গোত্র উল্লেখপূর্বক 'করিষ্যামি' বলিয়া শেষ করিবে। ইহাকেই সঙ্কল্প বলে।২৩-২৫

চন্দ্রের গতি অনুসারেই বৎসর, ঋতু, মাস, যুগ, পক্ষ, তিথি প্রভৃতি কালসমূহের উৎপত্তি হইয়া থাকে; (সুতরাং

যাবৎকলাশ্চন্দ্রমসঃ প্রথমা যাবদীরিতা।
বৃদ্ধি-ক্ষয়াভ্যাং তাবত্তু প্রথমেত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥২৭
এবং সর্বেঽপি তিথয়ো জ্ঞেয়াঃ পঞ্চদশাপি বৈ।
সুরপীতস্য চন্দ্রস্য কলাবৃদ্ধিক্ষয়ৌ স্মৃতৌ ॥২৮
ঘটিকাষষ্টিসাধ্যা হি প্রকৃত্যাথাপি তৎপরম্।
অতিবৃদ্ধি-ক্ষয়-সমগতিভেদৈস্তত্তদা তদা ॥২৯
যামার্ধ-যাম-ঘটিকা-দ্বি-ত্রি-পঞ্চক্ষণাদয়ঃ।
ব্যবস্থারহিতাশ্চ স্যুস্তিথ্যাদীনাং নিশাপতেঃ ॥৩০
তস্মাৎ সর্বেষু চাব্দাদিকালভেদেষু চন্দ্রমাঃ।
এক এব ভবেৎ কর্তা নান্যঃ কশ্চন চোদিতঃ ॥৩১
সূর্য্যাদীনাং তু কর্তৃত্বমুপচারাৎ প্রকীর্তিতম্।
বস্তুতস্তচ্চ কর্তৃত্বং যাথার্থ্যাত্তু বিধোর্মতম্ ॥৩২
তস্মান্মানস্তু চান্দ্রোঽয়ং সর্ববৈদিককর্মসু।
পরিগ্রাহ্যো ভবেন্নূনং তেন মানেন বৈদিকঃ ॥৩৩

তস্মাৎ সর্বাণি কর্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকান্যপি।
পৈতৃকাণ্যপি দৈবানি যানি কান্যখিলান্যপি ॥৩৪
ক্রান্তপ্রযুক্তানি বিনা চান্দ্রেণৈব সমাচরেৎ।
ক্রিয়মানেঽন্যথা তস্মিন্ যস্মিন্ কস্মিংশ্চ কর্মণি ॥৩৫
পক্ষ-মাসর্তুর্ভেদঃ স্যাত্তস্মাৎ সঙ্কল্প এব সঃ।
অন্যথৈব ভবেন্নূনং তস্মাত্তৎকর্ম কেবলম্ ॥৩৬
অন্যথৈবং কৃতং স্যাদ্ধি তেন তত্তু বিনশ্যতি।
কালভেদকৃতং কর্ম তস্মাত্তন্ন তথাচরেৎ ॥৩৭
যুগাব্দ-মাসর্তু-পক্ষ-তিথয়স্তত্র মুখ্যতঃ।
চান্দ্রমানে সম্ভবন্তি কৢপ্তাশ্চ নিয়তাঃ পুনঃ ॥৩৮
যত্র তে কথিতাঃ সন্তিরন্যে হ্যনিয়তাঃ কিল।
ক্রান্তয়ো নিখিলা যে চ নিশ্চয়াগমবর্জিতাঃ ॥৩৯
তেষাং মাসত্বনামেদং মুখ্যতস্তু ন সম্ভবেৎ।
মাসাদিমধ্যান্তলক্ষ্মরাহিত্যেন তথোদিতম্ ॥৪০

এখানে মনে রাখিতে হইবে—পূর্বোক্ত বৎসরাদি শব্দ চান্দ্র বৎসরাদিরই বাচক)।২৬

শুক্লপক্ষে বৃদ্ধিক্রমে এবং কৃষ্ণপক্ষে হ্রাসক্রমে চন্দ্রের প্রথম কলা যতক্ষণ অবস্থান করে, সেই কালকেই প্রথমা অর্থাৎ প্রতিপৎ তিথি—ইহা (জ্যোতির্বিদ্) পণ্ডিতগণ বলেন। এইভাবে এক এক কলার বৃদ্ধি ও হ্রাস ক্রমে দ্বিতীয়াদি তিথি হইতে পঞ্চদশী (পূর্ণিমা ও অমাবস্যা) পর্য্যন্ত তিথিসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেবগণ চন্দ্রের সুধা পান করেন বলিয়াই চন্দ্রের এইরূপ হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে।২৭-২৮

ইহা ছাড়া অতিবৃদ্ধি, অতিক্ষয়, ও সমগতি ভেদে ঐ তিথিরূপ কালও আবার ষষ্টিসংখ্যক (ষাট) ঘটিকায় (দণ্ডে) বিভক্ত হইয়া যাম (প্রহর), যামার্দ্ধ (প্রহরার্দ্ধ), ঘটিকা, দুই, তিন, পঞ্চক্ষণ প্রভৃতি অনিয়মিত নানাভাগে চন্দ্রের কলাসমূহ গণিত হইয়া থাকে।২৯-৩০

সুতরাং বৎসরাদি সকল কালের একমাত্র কর্ত্তা চন্দ্র, অন্য কেহ নহে। সূর্য্যাদির কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া যে সৌরমাসাদির ব্যবহার হয়, উহা ঔপচারিক অর্থাৎ গৌণ, বস্তুতঃ ঐ সকল কালে চন্দ্রের কর্তৃত্বই যথার্থ—ইহা পণ্ডিতগণের মত।৩১-৩২

এইজন্য সকল বৈদিককর্মেই চান্দ্রমানানুসারেই কালকে গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ, চান্দ্রমানানুসারেই বৈদিকত্ব সিদ্ধ হয়।৩৩

সেইহেতু সংক্রান্তিকৃত্য-ব্যতিরেকে নিত্য, নৈমিত্তিক সকল কর্ম এবং পৈতৃক ও দৈব-কর্ম্ম চান্দ্র মাস, পক্ষ, ঋতু, তিথি প্রভৃতির অনুসারেই অনুষ্ঠান করিবে; নতুবা কালাত্যয় হইয়া কর্মসমূহ পণ্ড হইবে। সুতরাং চান্দ্রমান ভিন্ন অন্যমানে গণিত কালে কর্ম করিবে না।৩৪-৩৭

সাধুগণ বলিয়াছেন,—বেদাদি শাস্ত্রে যে যুগ, অব্দ, মাস, ঋতু, পক্ষ, তিথি প্রভৃতির উল্লেখ আছে, উহারা মুখ্যতঃ চান্দ্রমানেই সম্ভাবিত হয়; সৌর প্রভৃতি মানান্তরে সংক্রান্তিভিন্ন যে কালের গণনা আছে, উহা অনিয়ত এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সুতরাং সৌরমাসাদি মুখ্য মাসরূপে গণ্য হইতে পারে না, কেন না মাস শব্দের লক্ষণ উহাতে গমন করে না।৩৮-৪০

তথাহি তৎসম্যগেব প্রকৃতেঽপ্যনিরূপ্যতে।
ইন্দ্রাগ্নী হূয়তে যত্র মাসাদিঃ সংপ্রকীর্তিতঃ ॥৪১
অগ্নীষোমৌ স্থিতৌ মধ্যে সমাপ্তৌ পিতৃ-সোমকৌ।
কিঞ্চ তন্মাসপর্যায়শব্দানাং তদনন্বয়াৎ ॥৪২
ন রাশয়ো মুখ্যমাসাস্তে হীমে কথিতাঃ শিবাঃ।
চৈত্রাদয়ো দ্বাদশাপি ন তু মেষাদয়স্তু তে ॥৪৩
মাসসামান্যশব্দাঃ স্যুস্তে চৈতেষু ভবন্তি হি।
তানপ্যুদাহরিষ্যামি স্পষ্টার্থং তত্র সাম্প্রতম্ ॥৪৪
দর্শান্তঃ পূর্ণিমামধ্য ঋত্বর্ধঃ প্রতিপন্মুখঃ।
ত্রিংশত্তিথিঃ পক্ষযুগং কৃৎস্নাব্দক্ষয়বৃদ্ধিকঃ ॥৪৫
মাসবাচকশব্দাঃ স্যুস্ত ইমে তত্র নো তরাম্।
সৌরমানে প্রবর্তন্তে মাসেষু কিল সর্বদা ॥৪৬
সর্বে মেষাদিশব্দাস্তে রাশীনামেব বাচকাঃ।
সমাসানাং মুখ্যতো বৈ গুণতশ্চেৎ কদাচন ॥৪৭
তদ্বাচকত্বকার্য্যায় ভবন্তি কিল তাবতা।
কথং তে মুখ্যমাসাঃ স্যুস্তদ্দ্বয়মৃতুরীরিতঃ ॥৪৮
তৎষট্কং বৎসরঃ প্রোক্তস্তস্মাদব্দমৃতুং ততঃ।
মাসং পক্ষং তিথিং চাপি মার্গেণানেন সন্ততম্ ॥৪৯
সম্যগালোচ্য সঙ্কল্পে ব্যত্যাসে ন ভবেদ্ যথা।
তথা সমুচ্চরেৎ সর্বাননূ্যনানতিরিক্ততঃ ॥৫০
তিথ্যাদীন্ যদি সঙ্কল্পে ব্যত্যাসেনোচ্চরেত্তদা।
পুনঃ কুর্য্যাত্তু তৎকর্ম নষ্টং তত্তেন তাবতা ॥৫১
স্নানদ্বয়ে নিত্যমেব সঙ্কল্পং সম্যগাচরেৎ।
কালাদীন্ প্রবদেচ্চাপি ত্বরন্ যদি তদা পুনঃ ॥৫২
সম্প্রাপ্তাস্মদ্দুরিতক্ষয়দ্বারেতি ততঃ পুনঃ।
পরমেশ্বরতুষ্ট্যর্থং করিষ্যামীতি বা বদেৎ ॥৫৩
করিষ্যে বেতি বা নিত্যং নিত্যকর্মসু কেবলম্।
অলমেতাবদেবেতি রহস্যং শ্রুতি চোদিতম্ ॥৫৪

মাস-শব্দের লক্ষণ কেন সৌরমাসাদিতে গমন করে না, তাহাই এস্থলে বলিতেছি। যে কালে ইন্দ্র ও অগ্নির হোম করা হয়, তাহাকেই মাসের আদি যে কালে অগ্নি ও সোমের (চন্দ্র) হোম করা হয়, তাহা মাস মধ্য এবং যে কালে পিতৃ-দেবতাগণ ও সোমের হোম করা হয়, তাহাকে মাসান্ত কাল বলা হয়। অধিকন্তু মাসের পর্য্যায়শব্দগুলিরও সৌরমাসে সমন্বয় হয় না, এইজন্য রাশিসমূহ মুখ্যমাসের কারণ হইবে না।৪১-৪২

মাসবিশেষের নামসমূহও মেষাদি ঘটিত না হইয়া চিত্রা প্রভৃতি নক্ষত্রঘটিত হওয়ায় মেষাদি রাশিগুলি মাসসামান্যের বাচক হইতে পারে না, এইজন্য মাসের পূর্ণ বিবরণ স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি।৪৩-৪৪

অমাবস্যার পরবর্ত্তী প্রতিপদ্ তিথি হইতে পূর্ণিমাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে দুই পক্ষের ত্রিশটি তিথি, যাহা প্রতিটি ঋতুর অর্দ্ধভাগ এবং যাহা সংবৎসর-ব্যাপী হ্রাস ও বৃদ্ধিক্রমে আবর্ত্তিত হইতেছে, উহা মাস-পদের বাচ্য কিন্তু সৌরমানের মাস নহে।৪৫-৪৬

মেষ, বৃষ প্রভৃতি শব্দগুলি মুখ্যতঃ সৌরমাসাধিষ্ঠিত রাশিগুলিরই বাচক। কখনও যদি গৌণী বৃত্তি অথবা লক্ষণার দ্বারা উহারা মাসকেও বুঝায়, তথাপি তাহাতে উহাদিগকে মাসের বাচক শব্দ বলা যাইতে পারে না।৪৭-৪৮

পূর্বোক্ত প্রকার মুখ্য চান্দ্রমাসদ্বয়ে একটি ঋতু, ছয় ঋতুতে এক বৎসর। এইভাবে বৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, তিথি প্রভৃতিকে চান্দ্রমানে গণনা করত উহাদের যাহাতে ব্যতিক্রম না হয় এবং ন্যূনাধিক্য না হয়—এইভাবে সঙ্কল্পবাক্য উচ্চারণ করিবে।৪৯-৫০

যদি সঙ্কল্পবাক্যে তিথি প্রভৃতির ক্রমভঙ্গ বা ন্যূনাধিক্য হয়, তবে কর্ম পণ্ড হইবে এবং উহার পুনরায় অনুষ্ঠান করিতে হইবে।৫১

প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন কালীন স্নানদ্বয়ে সম্যক্রূপে সঙ্কল্প করিবে এবং সঙ্কল্পে কালাদিরও উল্লেখ করিবে; যদি শীঘ্রতাবশতঃ প্রমাদের আশঙ্কা থাকে, তবে "সম্প্রাপ্তাস্মদ্দুরিতক্ষয় দ্বারা" অর্থাৎ পূর্বোচিত আমাদের সকল পাপক্ষয় দ্বারা এই অংশটুক সঙ্কল্পের অন্তর্ভুক্ত করিবে অথবা "পরমেশ্বরের তুষ্টির কামনা করিয়া কর্ম করিতেছি" —এইভাবে সঙ্কল্প উচ্চারণ করিবে।৫২-৫৩

স্বকীয় ফল কামনায় 'করিষ্যে' আর পরকীয় ফল

যত্র যত্রোচ্চার্য্যতে সঃ শব্দোঽয়ং পরমেশ্বরঃ।
শ্রীশব্দস্তত্র তত্র স্যাদন্যথা শুভভাঙ্‌ ন তু ॥৫৫
শম্ভুঃ পুণ্যশিবশ্রীভিরাদ্যন্তঃ কালকীর্তনাৎ
ভবন্তি শ্রীশুভাবাসাস্তস্মাদেতাস্তদা বদেৎ ॥৫৬
অশৌচপ্রোক্তশম্ভ্বাদি শব্দানাং শ্রুতিমাত্রতঃ।
অশৌচমধ্যে যদি তান্‌ শ্রীশম্ভুশুভপুণ্যকান্‌ ॥৫৭
বুদ্ধিরেব ভবেন্নূনং তস্মাত্তানপি যত্নতঃ।
প্রসমীক্ষ্য ত্যজেন্নূনমন্যথানর্থ এব বৈ ॥৫৮
ভবেদেব ন সন্দেহঃ অতস্তানত্র সন্ত্যজেৎ।
নৈমিত্তিকেষু সর্বত্র সর্বেষ্বপি শুচির্যতন্‌ ॥৫৯
দেশং কালবিশেষাংস্তান্‌ সঙ্কল্পে প্রবদেদ্‌ ভৃশম্‌।
উক্তিরেব হি সঙ্কল্পঃ কর্মাদিষু ন মানসঃ ॥৬০
সভাভ্যনুজ্ঞা চ পরাবশ্যকী দক্ষিণা চ সা।
তিথিভেদান্মাসভেদাৎ পক্ষভেদাদৃতোস্তু বা ॥৬১
অব্দভেদাৎ কর্ম নষ্টং প্রবদেন্নাত্র সংশয়ঃ।
ভেদো নামাত্র সঙ্কল্পে তথোক্তিরিতি তৎস্মৃতম্‌ ॥৬২

অয়নস্য প্রভেদোক্তির্ন দোষায় ভবেৎ কিল।
যতোঽয়নস্য সততং কৢপ্তির্নাস্তি ততস্তথা ॥৬৩
মেষাদীনামনেনৈব নক্ষত্রস্য চ সর্বদা।
প্রভেদোক্তৌ ন দোষোঽস্তি তেন তেষাং কদাচন ॥৬৪
উক্তিরাবশ্যকী নেতি সঙ্কল্পে শ্রুতিরাহ হি।
তস্মাদব্দমৃতুং মাসং পক্ষং তস্য তিথিং বিশাম্‌ ॥৬৫
সঙ্কল্পে হ্যত্যজন্‌ সর্বান্‌ প্রবদেৎ সর্বকর্মসু।
এতেষামন্যথোক্তৌ চেৎ সঙ্কল্পে তচ্চ কর্ম বৈ ॥৬৬
নষ্টমেব প্রভবতি তেন তচ্চ পুনশ্চরেৎ।
অন্যথা দোষমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৬৭
শ্রুতি-স্মৃত্যাদিতং কর্ম বিহিতং বৈদিকস্য যৎ।
তদুক্তেনৈব মার্গেণ কর্তব্যং নান্যথা চরেৎ ॥৬৮
যদি প্রমাদেন কৃতমন্যথা শাস্ত্রবর্ত্মনঃ।
তস্য তদ্দোষশান্ত্যর্থং সদ্যশ্চিত্তং শ্রুতীরিতম্‌ ॥৬৯
স্মৃত্যুক্তং বাথ সূত্রোক্তং পুরাণোক্তমথাপি বা।
সমাচরেদ্‌ বিধানেন ভক্তিশ্রদ্ধাপুরঃসরম্‌ ॥৭০

কামনায় 'করিষ্যামি' শব্দ সঙ্কল্পের অন্তে উচ্চারণ করিবে। নিত্য কর্মে কালাদির উল্লেখ না করিয়া 'অমুকগোত্রো-ঽহমিদং কর্ম করিষ্যে' এইটুকুই মাত্র বলিবে; অথবা সঙ্কল্প করিবার প্রয়োজনই নাই—ইহাই শ্রুতি রহস্য ।৫৪

যেখানেই পরমেশ্বরের বাচক কোন শব্দ উচ্চারণ করিবে, সেখানেই উহার পূর্বে শ্রী-শব্দ যোগ করিবে। নতুবা শুভ ফল হইবে না ।৫৫

যে ব্যক্তি কর্ম্মকালে 'শম্ভু', 'শ্রী', 'পুণ্য', 'শিব' প্রভৃতি শব্দ আদি ও অন্তে উচ্চারণ করে, সে শ্রী ও মঙ্গলের আলয় হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মকালে আদ্যন্তে ঐ সকল নাম উচ্চারণ করিবে ।৫৬

অশৌচি-ব্যক্তি কোন অশৌচি-পুরুষের উচ্চারিত শিব, শম্ভু প্রভৃতি শব্দ শ্রবণ করিলে অথবা স্বয়ং উচ্চারণ করিলে তাহার অশৌচ বৃদ্ধিই পাইতে থাকে; সুতরাং সে কখনও ঐ সকল শব্দ ঐ অবস্থায় উচ্চারণ করিবে না, করিলে অনর্থ—হইবে ইহাতে কোন সংশয়নাই। নৈমিত্তিকাদি সকল কর্ম্মেই সর্বত্র শুচি হইয়া সঙ্কল্পে কালাদির প্রবেশ করাইবে। স্পষ্টতঃ উচ্চারণ করাই কর্ম্মে সঙ্কল্প নামে অভিহিত, মানস সঙ্কল্প নহে ।৫৯-৬০

কর্ম্মসমূহে সভাস্থ ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণ পরম আবশ্যক। যদি সঙ্কল্পে বৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, তিথি প্রভৃতির ভেদ হয়। তবে কর্ম্ম নষ্ট হইবে—সন্দেহ নাই; এখানে 'ভেদ' শব্দের অর্থ তথোক্তি অর্থাৎ তিথ্যাদির অনুক্তি বা বিপরীতোক্তি ।৬১-৬২

কর্ম্মে অয়নের ভেদ দোষের নহে, কারণ নিয়মিত ভাবে অয়নের উল্লেখের বিধি শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। এইরূপ মেষাদি রাশি ও নক্ষত্রেরও নিয়ত উল্লেখ শাস্ত্রবিহিত নহে, এইজন্য সঙ্কল্পে উহা ভেদ বা অনুক্তি হইলেও কর্ম্ম নষ্ট হইবে না—ইহাই বেদবাক্য; অতএব নিয়মিতভাবে সঙ্কল্পে তিথি প্রভৃতিরই উল্লেখ করিবে; নতুবা কর্ম্ম নষ্ট হইবে—ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই ।৬৩-৬৭

বেদজ্ঞ পুরুষ শ্রৌত ও স্মার্ত্তকর্ম্ম যথাক্রমে শ্রুতির এবং স্মৃতির বিধি অনুসারেই যথাবৎ অনুষ্ঠান করিবে; উহার

কৃতমাত্রে তু তস্মিন্ বৈ প্রায়শ্চিত্তে তৎক্ষণাত্ততঃ।
তদ্দোষো বিলয়ং যাতি তেনায়ং স্যাৎ কৃতী শুচিঃ ॥৭১
ভবেদেব ন সন্দেহো ন চেদ্দোষোঽভিবর্ত্ততে।
কালেন মহতা ভূয়ো দৃষৎসু বটবীজবৎ ॥৭২
তস্মাদ্দোষং সমুৎপন্নং সদ্য এব প্রশাময়েৎ।
বাড়বঃ প্রাতরুত্থায় স্মরেদীশ্বরমব্যয়ম্ ॥৭৩
পাদৌ প্রক্ষাল্য গণ্ডূষং কৃত্বাচম্য বিধানতঃ।
সপ্তর্ষীনপি মৈনাকং মেরুং মন্দরপর্বতম্ ॥৭৪
গন্ধমাদনসংজ্ঞঞ্চ লোকালোকং গিরীশ্বরম্।
হিমবন্তঞ্চ কৈলাসং পুনরন্যাংশ্চ ভাকরান্ ॥৭৫
পতিব্রতাঃ পার্বতীং বা অহল্যাং দ্রৌপদীং শিবাম্।
তারাং মন্দোদরীং পুণ্যাং নিত্যকল্যাণসুন্দরীম্ ॥৭৬
সীতামরুন্ধতীং লক্ষ্মীং ভারতীং পরমেশ্বরীম্।
ইন্দ্রাণীং পুনরন্যাশ্চ নিত্যকল্যাণমূর্তিকাঃ ॥৭৭
ব্রহ্মনিষ্ঠান্ মহাভাগান্ ব্রাহ্মণান্ সংশিতব্রতান্।
লোকপালান্ লোকনাথান্ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরান্ ॥৭৮
স্মৃত্বা ব্রহ্মৈক্যসন্ধানং কৃত্বা ব্রহ্মাহমিত্যপি।
সর্বেভ্যশ্চ নমস্কুর্য্যান্নমো মহদ্ভ্য ইতি বৈ বদেৎ ॥৭৯
তত্র ধ্যান-স্মরণয়োঃ কালাদিনিয়মো নহি।
যদাবকাশো লভতে তদা নিত্যং তু শক্যতে ॥৮০
কর্তুং কিলাথ চ পুনঃ প্রাতশ্চেত্তদ্ বিশিষ্যতে।
পাদপ্রক্ষালনং নিত্যং পশ্চিমাভিমুখশ্চরেৎ ॥৮১
যদ্যন্যথাকৃতং তত্তু তদাম্ভস্তৎক্ষণে পরম্।
মূত্রমেব ভবেন্নূনং দক্ষিণাভিমুখাৎ কৃতে ॥৮২
উদগাভিমুখে চেত্তু তজ্জলং রক্তমেব হি।
প্রাক্ তু চেত্তজ্জলং মদ্যং তৎস্পৃষ্টোঽয়ং হি জায়তে॥৮৩
পাদপ্রক্ষালনং পশ্চাৎ পশ্চিমাভিমুখেন হি।
কর্তব্যং সততং যত্নান্নান্যয়া হরিতা ক্বচিৎ ॥৮৪
সার্বকালিকধর্মোঽয়ং সার্ববর্ণিক এব চ।
বৈদিকো নিখিলো ভূয়ো নূনং নিশ্চিনুতাঽধুনা ॥৮৫
শ্রাদ্ধে বিবাহে যজ্ঞে চ মৌঞ্জ্যাং স্বস্য পরস্য বা।
দিগিয়ং নিয়তা প্রোক্তা তৎকর্মণ্যাগতে সতি ॥৮৬

অন্যথা করিলে দোষশান্তির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে—ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন।৬৮-৬৯

স্মৃত্যুক্ত, কল্পসূত্রোক্ত অথবা পুরাণোক্ত সকল কর্ম্মই যথাবিধি ভক্তি-শ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠান করিবে। যদি কোন ত্রুটিবশতঃ দোষ হয়, তবে উহার শান্তির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেই সকল দোষ বিলীন হইবে। এবং কর্ম্মকর্ত্তা কৃতার্থ ও শুচি হইবে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত না করিলে দোষ শান্ত না হইয়া উপলখণ্ডে বটবীজের মত ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই হইবে। সুতরাং দোষ উৎপন্ন হওয়া মাত্রই উহার শান্তি করিবে। আহিতাগ্নি পুরুষ প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রথমতঃ অব্যয় ঈশ্বরের স্মরণ করিবে এবং পরে পাদদ্বয় প্রক্ষালনপূর্বক গণ্ডূষের জল লইয়া আচমন করত সপ্তর্ষি, মৈনাক, মন্দর, সুমেরু, গন্ধমাদন, লোকালোক, গিরিরাজ হিমালয়, কৈলাস এবং অন্যান্য মঙ্গলময় পর্বতসমূহ, পার্বতী, অহল্যা, দ্রৌপদী, তারা, মন্দোদরী এবং নিত্য কল্যাণময়ী সীতা, অরুন্ধতী প্রভৃতি পতিব্রতা নারীগণকে, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি পরমেশ্বরী দেবীগণকে, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি কল্যাণমূর্ত্তি দিক্‌পালপত্নীগণকে, ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাভাগ সংশিতব্রত ব্রাহ্মণগণকে, লোকপালগণকে এবং সকল লোকের প্রভু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে স্মরণ করিয়া 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ চিন্তা করত 'সর্বেভ্যো মহদ্‌ভ্যো নমঃ' এই বলিয়া নমস্কার করিবে।৭০-৭৯

উক্ত ধ্যান-স্মরণের কোন কাল-নিয়ম নাই। যখন অবকাশ পাইবে তখন করিবে। তবে প্রাতঃকালই উহার প্রশস্ত কাল। সর্বদা পশ্চিমমুখ হইয়াই পাদ প্রক্ষালন করিবে। যদি দক্ষিণমুখ হইয়া পাদ প্রক্ষালন করা হয়, তবে ঐ জল সদ্যঃই মূত্রবৎ অস্পৃশ্য হইয়া যায়।৮০-৮২

উত্তরমুখে পাদ প্রক্ষালন করিলে ঐ জল রক্তে এবং পূর্বমুখে করিলে উহা মদ্যে পরিণত হয়। এজন্য সর্বদাই পশ্চিমমুখ হইয়াই পাদ প্রক্ষালন করিবে, অন্য দিকে নহে—ইহা সর্ববর্ণের পক্ষে সার্বকালিক ধর্ম্ম। কিন্তু বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ইহা সততই মনে রাখিবেন

দক্ষিণাদিক্কৃতে তস্মিন্ কদাচিদ্যদি মোহতঃ।
অয়ং মন্ত্রো জপার্থঃ স্যাৎপবমানঃ সুবর্জনঃ ॥৮৭
প্রাচ্যা দিশস্তথামন্ত্রস্তদুত্তর ইতি শ্রুতিঃ।
উত্তরস্যাং দিশি প্রোক্তস্তস্যা অপ্যুত্তরো মহান্ ॥৮৮
শ্রাদ্ধকালে স্বয়ং চেত্তু তথা বিপ্রস্য বা বশাৎ।
তস্যাপ্যুচেঽনুবাকস্য দশবারজপো ভবেৎ ॥৮৯
মৌঞ্জ্যাং মোহেন চেদ্ ভূয়স্তথা কর্মাণি দিক্ষু বৈ।
অগ্নে তেজস্বিন্ননুবাকং দ্বাদশবারকম্ ॥৯০
অগ্নেস্তু পুরতস্তিষ্ঠন্ প্রজপেৎ পাণিপীড়নে।
শ্রীসূক্তং পূর্বানুবাকং তথাপি দ্বিগুণং জপেৎ ॥৯১
যজ্ঞে তু সম্ভারযজূংষি পত্ন্যনুবাককম্।
পুরুষসূক্তং বৈষ্ণবঞ্চ ঋচং দ্বাদশবারকম্ ॥৯২
প্রজপেদেব তস্মাত্তু পাদপ্রক্ষালনং তদা।
পশ্চিমাভিমুখেনৈব কর্তব্যং নান্যথা মতম্ ॥৯৩
মুখশব্দমকুর্বন্ বৈ নিত্যং গণ্ডূষমাচরেৎ।
সর্বতো মুখ-হস্তভ্যাং শুদ্ধাভ্যাং প্রাঙ্মুখোঽথবা ৯৪
উদঙ্মুখো যথেচ্ছং বা সশুদ্ধকরতস্তদা।
তথা শুদ্ধাভিরদ্ভির্বা বিপদ্যপি ন চাচরেৎ ॥৯৫
যদি গণ্ডূষকালে তু মুখাচ্ছব্দঃ প্রজায়তে।
বাগ্গতং তজ্জলং তস্য শ্বমূত্রসদৃশং ভবেৎ ॥৯৬
তদ্দোষপরিহারায় গায়ত্রীং ত্রিশতং জপেৎ।
এবমাচমনে প্রোক্তং জপমানে চ ভোজনে ॥৯৭
ভক্ষণে চাপি ভক্ষ্যাণাং খাদ্যানামপি খাদনে।
ভোজ্যানাং ভোজনে চাপি তথা বৈ লেহ্য-চোষ্যয়োঃ॥৯৮
অশব্দং সর্বতো কুর্বন্ তত্তৎ কর্ম সমাচরেৎ।
যদি শব্দং তথা কুর্বন্ সদ্যো নিরয়মৃচ্ছতি ॥৯৯
তদ্দোষপরিহারায় পূর্বচিত্তং সমাচরেৎ।
বিশেষতস্তক্র-দধি-পয়ো-দধি-ঘৃতাদিষু ॥১০০
যদি শব্দঃ সমুৎপন্নঃ পানে চ ভক্ষণে যদি।
মহাননর্থো ভবেৎ সদ্যস্তদ্দ্রব্যং মদ্যমেব হি ॥১০১
ভবেদেব ন সন্দেহস্তস্য চিত্তং ততস্ত্বিদম্।
পক্ষং তু যাবকাহারো নিরাহারো দিনত্রয়ম্ ॥১০২

যে, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, যজ্ঞ, উপনয়ন প্রভৃতি কর্ম্মে নিজের বা পরেরই হউক, উহা পূর্বদিকেই প্রশস্ত।৮৩-৮৬

যদি মোহবশতঃ দক্ষিণমুখ হইয়া ঐ সকল কর্ম্ম করা হয়, তবে পবমান স্তোত্র পাঠ করিবে। কিন্তু ঐ পবমান মন্ত্র উত্তরমুখ হইয়াই পাঠ করিবে। কারণ উহার পক্ষে উত্তরদিক্ই প্রশস্ত। কিন্তু শ্রাদ্ধকর্ত্তা যদি স্বেচ্ছায় অথবা কোন ব্রাহ্মণের বশীভূত হইয়া উত্তর মুখে পিতৃগণের শ্রাদ্ধীয় পিণ্ড প্রদান করে, তবে অনুবাকরূপ ঋঙ্ মন্ত্র দশবার জপ করিবে; এইরূপ উপনয়নে ও পাণিপীড়নে অর্থাৎ বিবাহকালীন পাণিগ্রহণসময়ে যদি উত্তরমুখ হইয়া কর্ম্ম করে, তবে 'অগ্নে তেজস্বিন্' এই অনুবাক অগ্নির সম্মুখে দাঁড়াইয়া দ্বাদশবার পাঠ করিবে; অথবা শ্রীসূক্ত বা পূর্বানুবাক দ্বিগুণ (চব্বিশ বার) জপ করিবে।৮৭-৯১

যজ্ঞে সম্ভার-যজুর্মন্ত্র, পত্ন্যনুবাক এবং বৈষ্ণবপুরুষ-সূক্তরূপ ঋঙ্মন্ত্র দ্বাদশবার জপ করিবে; সুতরাং পাদ-প্রক্ষালন সর্বদাই পশ্চিমমুখ হইয়াই করিবে।৯২-৯৩

মুখ ও হস্তের সংস্পর্শে কোনরূপ শব্দ না হয়—এইভাবে গণ্ডূষ করিবে; ইহা শুদ্ধ হস্তে পূর্বমুখ বা উত্তরমুখ অথবা যথেচ্ছভাবেই করা চলে, কিন্তু গণ্ডূষ-কালে কদাপি মুখ হইতে যেন শব্দ উত্থিত না হয়। ঐরূপ হইলে শব্দ সংস্পৃষ্ট ঐ জল তৎক্ষণাৎ শ্বমুত্রের (কুকুরের মূত্রের) তুল্য হইবে।৯৪-৯৬

ঐ দোষ পরিহারেরর জন্য তিনশতবার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ আচমন, জলপান, ভোজন, ভক্ষ্য-দ্রব্যের ভক্ষণ, এবং লেহ্য ও পেয় বস্তুর লেহন ও পানরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে কোনশব্দ না করাই বিধেয়; যদি কোন কারণে শব্দ করে, তবে সদ্যঃই নিরয় (নরক) গমন করিবে। উক্ত দোষ পরিহারের নিমিত্ত পূর্ববৎ গায়ত্রী জপ করিবে। বিশেষতঃ তক্র, দধি, দুগ্ধ এবং দধিযুক্ত ঘৃতাদির পানে বা ভক্ষণে যদি কোনরূপ শব্দ হয়, তবে মহান্ অনর্থ হয়, এবং সেই দ্রব্য তৎক্ষণাৎ মদ্যে পরিণত হয়—ইহাতে কোন সংশয় নাই। যদি কোন কারণ বশতঃ শব্দ হয়, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল—একপক্ষকাল যাবক অর্থাৎ যবের পালো আহার করিয়া

অষ্টানাং বা চতুর্ণাং বা ব্রহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্।
কুর্য্যাদেব ন সন্দেহোঽথবা গায়ত্রমাচরেৎ ॥১০৩
ত্রিসহস্রজপং মাসং সংহিতাত্রয়মেব বা।
চিত্তং তৎকথিতং তস্মান্ন তৎকুর্য্যাত্তথা দ্বিজঃ ॥১০৪
নিত্যং মূত্র-পুরীষাদিকর্মস্বেষু প্রচোদিতম্।
যত্র যত্র হ্যাচমনং তত্র তত্র পরো বিধিঃ ॥১০৫
অয়মেব সমাখ্যাতঃ প্রথমাচমনে খলু।
মন্ত্রো মানসিকঃ কার্য্যঃ কদাচিন্ন তু বাচকঃ ॥১০৬
দ্বিতীয়াচমনে সম্যঙ্‌মন্ত্রোচ্চারস্তু বাচিকঃ।
ন মানসঃ কদা কার্য্যঃ প্রথমে তু তথা চরেৎ ॥১০৭
তদ্দোষায় ভবেদেব তথা তন্ন সমাচরেৎ।
তদ্দোষপরিহারায় তন্মন্ত্রাস্তু ততঃ পরম্ ॥১০৮
পুণ্ডরীকাক্ষদশকং জপপূর্বশতাষ্টকম্।
প্রজপেদন্যথা দোষঃ স তু শান্তো ভবেন্ন তু ॥১০৯
কদাচিত্তু জলাভাবে দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ।
ত্রিবারং তত্র পূর্বং বৈ তূষ্ণীমেব ততঃ পরম্ ॥১১০
ওঁকারস্তু তমুচ্চার্য্যো ন চেৎ কৃষ্ণস্মৃতিঃ পরা।
শিবস্মৃতির্বা পরমা কর্তব্যা স্যাৎ সভক্তিতঃ ॥১১১
বিভক্ত্যৈব প্রথময়া বচনং তৎস্মৃতির্ভবেৎ।
প্রায়শ্চিত্তেষু সর্বত্র নামস্মৃতিবিধানকে ॥১১২
উক্তিরেব সমাখ্যাতা ন তু মানস ঈরিতঃ।
মন্ত্রাণামপ্যেবমেব সর্বত্র বিহিতো হি বৈ ॥১১৩
সর্বদাচমনং তদ্ধি সনামকং প্রশস্যতে।
মান্ত্রিকং তু সদা কর্ত্তুং শক্যতে স তু তৎকিমু ॥১১৪
চেত্তত্তু চ প্রবক্ষ্যামি যদি শুদ্ধস্তথাপরম্।
কর্ত্তুং হি মন্ত্রাচমনং শক্যতে নান্যথা ততঃ ॥১১৫
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু সর্বদেশেষু চাখিলৈঃ।
সুলভাচমনং বিদ্ধি নামাচমনমেব বৈ ॥১১৬
কর্তব্যত্বেন সৌলভ্যাদঙ্গীকৃতমিদং পরম্।
মাষমগ্নজলস্যৈব পানং তত্র পরং মতম্ ॥১১৭
ন্যূনাধিকাভ্যাং তচ্চেত্তু মহৎপাপং সমশ্নুতে।
তদ্দোষপরিহারায় সন্ধ্যাবন্দনকর্মণি ॥১১৮

তিনদিন উপবাস করিবে এবং পরে চারজন বা আটজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে; অথবা তিন সহস্র গায়ত্রী জপ কিংবা একমাস যাবৎ সংহিতাত্রয়ের পাঠ করিবে। ইহাই উক্ত কর্মের প্রায়শ্চিত্ত সুতরাং দ্বিজগণ কখনও ঐরূপ করিবে না।৯৭-১০৪

এইরূপ মূত্র, পুরীষাদি ত্যাগসময়ে যখনই আচমন করিবে, তখনই উক্ত বিধি অনুসারেই করিবে। প্রথম আচমনকালে মন্ত্র মানসিক হইবে; কিন্তু দ্বিতীয়াদি আচমনে মন্ত্রসমূহ উচ্চৈঃস্বরেই পাঠ করিবে—ঐস্থলে মানসিক আচমন বিধেয় নহে। উহা প্রথম আচমনেই বিধেয়। উহার বিপরীতকরণে দোষশান্তির জন্য পূর্বোক্ত মন্ত্রসমূহ জপ করিবে; অথবা একশত আটবার পুণ্ডরীকাক্ষের দশটি মন্ত্র জপ করিবে নতুবা দোষের শান্তি হইবে না।১০৫-৯

যদি কখনও জল না থাকে, তবে তিনবার তূষ্ণীম্ভাবে দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে, নচেৎ ওঙ্কার উচ্চারণ-পূর্বক শিব ও বিষ্ণুকে ভক্তিসহকারে স্মরণ করিবে। প্রথমা বিভক্তি যোগ করিয়া নাম উচ্চারণের নামই নামস্মরণ। প্রায়শ্চিত্তে নাম বা মন্ত্রের বাচিক উচ্চারণই বিহিত, মানস স্মরণ মাত্র নহে।১১০-১৩

যখন তখন আচমন করিতে হইলে নাম সহিত আচমনই করিবে। কারণ, নামে কাল নিয়ম না থাকায় উহাই প্রশস্ত; কিন্তু মন্ত্রাচমন করিতে হইলে উহা শুদ্ধাবস্থাতেই করিবে, অশুদ্ধাবস্থায় নহে।১১৪-১৫

এইজন্য যে কোন সময় যে কোন দেশে আচমন করিবার জন্য নামাচমনকেই প্রশস্ত ও সুলভ বলিয়া কর্তব্যতারূপে স্বীকার করা হইয়াছে। একটি মাষ ডুবিতে পারে—এই পরিমাণ জলের দ্বারাই আচমন প্রশস্ত; উহার ন্যূন বা অধিক জলে নহে, কারণ, তাহাতে মহাপাপ হয়। যদি কখনও প্রমাদাদিবশতঃ জলের ন্যূনাধিক্য হয়, তবে সন্ধ্যাবন্দনাকর্মে (অন্ততঃ দশবার) ত্রিপদা গায়ত্রীর জপ এবং সেই মন্ত্রে জল প্রক্ষেপ করিলে উক্ত দোষ প্রশমিত হইবে।১১৬-১৯

প্রায়শ্চিত্তের জন্য বিহিত সকল মন্ত্র যদি কাহারও

ত্রিপদা নামগায়ত্রী জলপ্রক্ষেপণং বুধৈঃ।
বিহিতত্বেন কথিতং তেন তচ্ছাম্যতেঽখিলম্ ॥১১৯
প্রায়শ্চিত্তোক্তমন্ত্রাণাং সর্বেষাং সর্বদা পরম্।
কিং কার্য্যমপরিজ্ঞানে ইদং বিষ্ণুশ্চ ব্যাহৃতিঃ ॥১২০
কর্ত্তব্যত্বেন বিহিতে গায়ত্রী চ তথা তদা
নৈতেভ্যস্তারকাঃ সন্তি তস্মাত্তান্ প্রবদেদ্ বুধঃ ॥১২১
নৈঋত্যামিষুনিক্ষেপে কুর্য্যান্মূত্র-পুরীষকে।
জলপাত্রেণ মৃৎপাত্রং শুচৌ নিক্ষিপ্য দূরতঃ ॥১২২
উদগহ্নি তথা রাত্রৌ এবং বৈ দক্ষিণামুখঃ।
যদ্যেতদ্ ব্যুৎক্রমাৎ কুর্য্যাৎ সূর্য্যশ্চেতি মহামনুম্ ॥১২৩
কৃত্বা শৌচং বিধানেন ততস্তু প্রজপেত্তদা।
অগ্নিশ্চেতি চ মন্ত্রঞ্চ অবন্ধং মনুরেব চ ॥১২৪
চতুর্বিংশতিবারং বা শতমষ্টোত্তরং শতম্।
গায়ত্রীমপি জপ্ত্বা বা ততঃ শুদ্ধো ভবেদসৌ ॥১২৫
মেহনে চৈকবারং স্যাদ্ গুদে পঞ্চ তথৈব হি।
পাদয়োঃ করয়োশ্চাপি পৃথক্‌ত্বেন সমাচরেৎ ॥১২৬

এবং হি মৃত্তিকাশৌচং গৃহস্থানাং বিধীয়তে।
ত্রিগুণং স্যাদ্ বনস্থানাং যতীনাং স্যাচ্চতুর্গুণম্ ॥১২৭
বর্ণং গৃহী বনস্থো বা ন কুর্য্যান্মৃত্তিকাক্রিয়াঃ।
পয়স্তুর্য্যাংশপর্য্যাপ্তং তস্য বিত্তমিদং স্মৃতম্ ॥১২৮
মৃত্তিকেহনমন্ত্রাদি কৃত্বা তৎপরমাং গতিম্।
পর্য্যন্তং হি ত্রিবারং স্যাজ্জপঃ কৃত্বা শুচিঃ স্বয়ম্ ॥১২৯
এককালস্য চিত্তং স্যাদেবং তৎকালসংখ্যয়া।
সম্যক্ সমীক্ষ্য তৎকুর্য্যাদন্যথা ভ্রষ্ট এব হি ॥১৩০
ভবেদেব ন সন্দেহস্তদূর্ধ্বং চেত্তথাবিধৈঃ।
পুনঃ সংস্কারতঃ শুদ্ধো ভবিষ্যতি ন চান্যথা ॥১৩১
যদি প্রক্ষালনং ত্যক্ত্বা মেহনস্য গুদস্য বা।
চরেদ্ বিপ্রো ব্রাত্য এব ন সম্ভাষ্যোঽখিলৈরপি ॥১৩২
মেহনাক্ষালনান্মাসমাত্রং বুদ্ধিবিপর্য্যয়াৎ।
ভ্রষ্টো ভবেত্ততো ভূয়ঃ পুনঃ সংস্কারতঃ শুচিঃ ॥১৩৩
যথার্থাকথনান্নিত্যং চিত্তে কর্ত্তা ভবেন্ন তু।
বুদ্ধিপূর্বগুদপ্রক্ষালনশূন্যোঽভক্ষণে ॥১৩৪

জানা না থাকে এবং অন্যের নিকট হইতেও জানিবার সময় না থাকে, তবে গায়ত্রী ও "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে; এই দুইটি মন্ত্রের ন্যায় পাপনাশক মন্ত্র আর নাই।১২০-২১

নিক্ষিপ্ত বানের বিরতি-স্থানে নৈঋতকোণে মল ও মূত্র ত্যাগ করিবে ও দিবাভাগে উত্তরমুখ এবং রাত্রিতে দক্ষিণমুখ হইয়া মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করিবে। তৈজসাদি পাত্রে জল নিয়া মৃৎপাত্রে (শৌচাদি কার্য্যের জন্য) ঢালিয়া রাখিয়া পূর্ব পাত্রটি দূরে রাখিবে। ইহার অন্যথা করিলে শৌচকার্য্য সমাপনপূর্বক শুচি হইয়া "সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ' এই মন্ত্র, 'অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ', এই অবন্ধ মন্ত্র চতুর্বিংশতিবার পাঠ করিবে কিংবা অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে।১২২-২৫

উপস্থে একবার, গুহ্যদেশে পাঁচবার এবং হস্ত ও পদেও পাঁচবার পৃথক্‌ভাবে মৃত্তিকালেপন করিবে। এইরূপ মৃত্তিকাশৌচ গৃহস্থের জন্যই বিহিত, বানপ্রস্থী উহার তিনগুণ এবং সন্ন্যাসী উহার চতুর্গুণ আচরণ করিবে।

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ অথবা বানপ্রস্থী যদি প্রমাদবশতঃ মৃত্তিকাশৌচ না করে, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ চতুর্থাংশ দুগ্ধমাত্র পান করিয়া 'মৃত্তিকে হন' ইত্যাদি 'পরমাং গতিম্' ইত্যন্ত মন্ত্র তিনবার জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। একবার মৃত্তিকাশৌচ না করিলে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইবে, অধিক বার না করিলে সেই অনুপাতে প্রায়শ্চিত্তের বৃদ্ধি হইবে। যদি পুনঃ পুনঃই জ্ঞানপূর্বক শৌচ পরিত্যাগ করে, তবে সে দ্বিজ ভ্রষ্ট হইবে এবং পুনরায় উপনয়ন-সংস্কার করাইয়া তাহার শুদ্ধি-সম্পাদন করিবে।১২৬-৩১

ব্রাহ্মণ যদি মূত্র ও বিষ্ঠা পরিত্যাগের পর মেহন (উপস্থ) বা গুহ্যদ্বার প্রক্ষালন না করিয়া বিচরণ করে, তবে সে ব্রাত্য হইবে এবং সকলের অসম্ভাষ্য হইবে যদি বুদ্ধিবিপর্য্যয়বশতঃ কোন ব্রাহ্মণ এক মাস মাত্র মূত্রপরিত্যাগপূর্বক মেহনের (উপস্থের) প্রক্ষালন না করে, তবে সে অবশ্য ভ্রষ্ট হইবে এবং পুনঃসংস্কার না করিলে শুচি হইবে না।১৩২-৩৩

জাতে তু সদ্যঃ পতিতস্তদ্‌যথার্থোক্তিতঃ পরম্‌।
আ ষণ্মাসাচ্ছিত্তকর্ম কর্ত্তুং শক্যং ততঃ পরম্‌ ॥১৩৫

পতিতো নাত্র সন্দেহশ্চিত্তং তস্য চ চোদিতম্‌।
পুনর্গর্ভবিধানেন পুনঃ সংস্কারতস্তরাম্‌ ॥১৩৬

শুদ্ধিঃ প্রকথিতা সদ্ভিস্তপ্তস্যৈব ন চান্যথা।
কৃত্বা তু তাদৃশং কর্ম ন কৃতং চেতি বক্ষ্যতি ॥১৩৭

সন্ত্যাজ্য এব সততং ন যোগ্যো যস্য কস্যচিৎ।
চরণৌ চ করৌ সম্যক্‌ প্রক্ষাল্য চ ততঃ পরম্‌ ॥১৩৮

নাচামেদ্‌ যদি তুষ্ণীকং ভবেদ্‌ ব্যর্থং ন সংশয়ঃ।
পুনঃ প্রক্ষাল্যাচামেচ্চ তৌ পাপস্য বিশুদ্ধয়ে ॥১৩৯

অনাচম্যেব যো মোহাদ্‌ বেদবর্ণং সমুচ্চরেৎ।
ভ্রূণহত্যামবাপ্নোতি তৎপাপবিনিবৃত্তয়ে ॥১৪০

পাহি ত্রয়োদশাখ্যমনুবাকং শতং জপেৎ।
লৌকিকোক্তেরিদং বিষ্ণুং প্রজপেদ্দশবারকম্‌ ১৪১॥

কদাচিন্মোহতো বিপ্রঃ অকৃত্বা দন্তধাবনম্‌।
স্নায়াৎ কৃত্বা দন্তশুদ্ধিং পুনঃ স্নায়াদ্‌ যথাবিধি ॥১৪২

তৃণ-পর্ণৈঃ সদা কুর্য্যাদমামেকাদশীং বিনা।
তয়োরপি চ কুর্বীত জম্বু-প্লক্ষাত্রপর্ণকৈঃ ॥১৪৩

অষ্টকাসু মৃতাহেষু অমা-মনু-যুগাদিষু।
মহালয়েষু পুণ্যেষু সংক্রান্তিষ্বয়নদ্বয়ে ॥১৪৪

ব্যতীপাতে গজচ্ছায়া-গ্রহণাদিষু সূতকে।
পুনরন্যাসু তিথিষু স্বজন্মনস্তিথৌ তথা ॥১৪৫

দন্তধাবনতঃ পাপং মহদাপ্নোতি কেবলম্‌।
তদ্দোষপরিহারায় অগ্নের্মন্ত্রনুবাককম্‌ ॥১৪৬

স্নাত্বা সঙ্কল্প্য বিধিনা প্রজপেৎ পঞ্চবারকম্‌।
পবিত্রপাণিরাচান্ত উপবিশ্যৈব নান্যথা ॥১৪৭

তিষ্ঠন্‌ ধাবন্‌ প্রজল্পন্‌ বা জপেদ্‌ যদি নিরর্থকম্‌।
ভবেদেব ন সন্দেহস্তস্মাত্তন্ন সমাচরেৎ ॥১৪৮

যে ব্যক্তি ঐরূপ নিন্দিত কর্ম করিয়া সত্য কথায় স্বীকার করে না, সে প্রায়শ্চিত্তেরও অধিকারী নহে; বুদ্ধিপূর্বক গুদ-প্রক্ষালন না করিয়া যদি ভক্ষণ করে, তবে সদ্যই পতিত হইবে এবং উহা স্বীকার করিলে ছয়মাসের পর প্রায়শ্চিত্তে অধিকারী হইবে; কিন্তু সেই ব্যক্তি পতিত হইবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে উক্ত আছে, যথা—গর্ভাধান হইতে যেসমস্ত সংস্কার আছে, পুনরায় তাহার অনুষ্ঠান করিলেই সে শুদ্ধ হইবে, নতুবা নহে। যে ব্যক্তি ঐরূপ কুৎসিত কর্ম্ম করিয়াও 'আমি করি নাই' বলিয়া অস্বীকার করে, তাহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কার করিবে, সে সর্বধর্মবহির্ভূত। চরণদ্বয় ও হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করত যদি কেহ প্রমাদবশে আচমন না করে এবং তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করে, তবে তাহার সমস্ত কর্ম ব্যর্থ হইবে,—ইহাতে কোন সংশয় নাই। উক্ত পাপশুদ্ধির জন্য পুনরায় তাহাকে পাদপ্রক্ষালনাদিপূর্বক আচমন অনুষ্ঠান করিতে হইবে।১৩৪-৩৯

যে দ্বিজ আচমন না করিয়াই বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে, সে ভ্রূণহত্যার পাপে পাপী হয়; ঐ পাপ হইতে মুক্তির জন্য সে ত্রয়োদশাখ্য অনুবাক শতবার এবং 'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে' এই মন্ত্র দশবার জপ করিবে।১৪০-৪১

যদি ব্রাহ্মণ মোহবশতঃ দন্তধাবন না করিয়াই স্নান করে, তবে দন্তধাবন করিয়া পুনরায় যথাবিধি স্নান করিবে। অমাবস্যা ও একাদশী ব্যতিরেকে অন্য তিথিতে তৃণ ও পত্রের দ্বারা দন্তধাবন করিবে এবং ঐ দুই তিথিতে জম্বু, প্লক্ষ ও আম্রবৃক্ষের পত্র দ্বারা দন্তধাবন করিবে।১৪২-৪৩

অষ্টকা, মৃতাহ, অমা (অমাবস্যা), মন্বন্তরাদি, যুগাদি, মহালয়, সংক্রান্তি, অয়নদ্বয়, ব্যতীপাত, গজচ্ছায়া ও গ্রহণনিমিত্তক শ্রাদ্ধের দিনে, অশৌচকালে, অন্যান্য শ্রাদ্ধনিমিত্তক তিথি এবং নিজের জন্মতিথিতে দন্তধাবন করিলে মহাপাপ হয়। ঐ পাপ হইতে মুক্তির জন্য স্নান করত উপবেশনপূর্বক আচমন করিয়া অগ্নির মন্ত্রনুবাক-মন্ত্র পাঁচ বার পাঠ করিবে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, দৌড়াইতে দৌড়াইতে অথবা কথা বলিতে বলিতে কখনও উহা পাঠ করিবে না; কারণ তাহা হইলে উহা ব্যর্থ হইবে,—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, অতএব তাহা করিবে না।১৪৬-৪৮

যদি দন্তধাবন না করিয়াই সন্ধ্যা করা হয়, তবে উহা ব্যর্থ হইবে; সুতরাং পুনরায় দন্তধাবন করিয়া সন্ধ্যা করিবে। দ্বাদশ গণ্ডূষ জলের দ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে;

যদি সন্ধ্যাং প্রকুর্বীত চাকৃত্বা দন্তধাবনম্।
ব্যর্থা ভবেত্তু সা সন্ধ্যা তস্মাত্তদ্ভূয় এব বৈ ॥১৪৯
দন্তধাবনতঃ পশ্চাৎ কুর্বীতৈব যথাবিধি।
অপাং দ্বাদশগণ্ডূষৈর্মুখশুদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥১৫০
তথৈব পৈতৃকে কুর্য্যাত্তস্মিন্নেষু তথা ন তু।
নিত্যস্নানং দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ প্রাতরুত্থায় ধর্মতঃ ॥১৫১
দেবর্ষি-পিতৃতৃপ্ত্যর্থমন্যথা তেঽখিলাঃ পরম্।
শপন্ত্যেতং জীবনাশবশতঃ কোপিতা হি তে ॥১৫২
স্নাতুং প্রয়ান্তং বিবুধাঃ পিতরো মুনয়োঽখিলাঃ।
দৃষ্ট্বা পয়োঽর্থিনঃ সন্তঃ অনুধাবন্তি পৃষ্ঠতঃ ॥১৫৩
যদি তেষাং তজ্জলং হ্যদত্ত্বৈব কিল মৌঢ্যতঃ।
সর্বস্বাঙ্গসমুৎসৃষ্টমন্যত্র কিল গচ্ছতি ॥১৫৪
তূষ্ণীং তিষ্ঠন্তি বা মূঢ়া ভবেত্তচ্ছাপভাজনম্।
তস্মাৎ স্নাত্বা প্রযত্নেন দেবাদীনাং বিধানতঃ ॥১৫৫
দেয়মেব ভবেন্নূনং সর্বস্বাঙ্গবিনির্গতম্।
স্নানাঙ্গতর্পণং চাপি নিত্যং কার্য্যং বিধানতঃ ॥১৫৬

অবশ্য এই নিয়ম পৈতৃক কৃত্যের জন্যই বুঝিতে হইবে, অন্য দিনের জন্য নহে। দ্বিজগণ প্রাতঃকালে উঠিয়া নিত্যই স্নান করিবে; নতুবা দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ তৃপ্ত না হইয়া এবং জীবননাশ দর্শন করিয়া কুপিত হইবেন এবং শাপ প্রদান করিবেন।১৪৯-৫২

পুত্রগণ স্নান করিতে যাইতেছে দেখিয়া পিতৃগণ, ঋষি, মুনি ও দেবতাগণ জলার্থী হইয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। পুত্রগণ যদি প্রমাদ বা মূঢ়তাবশতঃ তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে জল প্রদান না করিয়াই স্নানান্তে নিজের সমস্ত শরীরের জল ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ গাত্র মার্জন করিয়া অন্যত্র গমন করে কিংবা তূষ্ণীভাবে অবস্থান করে, তবে পিত্রাদিগণ তাহাদিগকে শাপ প্রদান করেন। এজন্য নিত্যই স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গবিনির্গত অর্থাৎ গাত্র মার্জন না করিয়া সজল গাত্রে স্নানাঙ্গ-তর্পণ অবশ্যই করিবে।১৫৩-৫৬

তর্পণ না করিলে স্নান বৃথা হয়, এজন্য স্নানাঙ্গ-তর্পণ

অকৃতে তর্পণে তস্মিন্ বৃথৈব প্রভবেত্তু তৎ।
কুর্বীত তর্পণং সর্বং স্নানেষু কিল মার্জনম্ ॥১৫৭
সঙ্কল্পং তদ্দ্বয়ং চাপি ন চেৎ স্নানং তু তদ্ভবেৎ।
যদ্যশক্তো ভবেৎ স্নানং সলিলেষু বিধানতঃ ॥১৫৮
নদী-তটাক-কূপেষু স্নানমুষ্ণেন বা চরেৎ।
কণ্ঠস্নানং কটিস্নানং পাদস্নানং তু বা চরেৎ ॥১৫৯
তত্রাপি যদ্যশক্যশ্চেৎ সর্বমুষ্ণেন বাচরেৎ।
অথবা কাপিলস্নানং প্রোক্ষণস্নানমেব বা ॥১৬০
স্নাতস্নানং বা কুর্বীত শুদ্ধবস্ত্রাণি বা ধরেৎ।
কায়ানুগুণতঃ সর্বং কার্য্যমেব ন চান্যথা ॥১৬১
প্রাতঃ সংক্ষেপতঃ স্নানং হোমার্থং তু বিধীয়তে।
মধ্যাহ্নেষু যথাশাস্ত্রং শনৈঃ সর্বং সমাচরেৎ ॥১৬২
জলস্নানং সর্বথা চেদশক্ত্যঃ কর্তুমেব বৈ।
কায়ানুগুণতো যদ্বা স্নানমেকং সমাচরেৎ ॥১৬৩
বহুপ্রোক্তেষু সর্বেষু দিব্যস্নানং বিশেষতঃ।
দুর্লভং সর্বমেতদ্ধি গঙ্গাস্নানং সমং হি তৎ ॥১৬৪

অবশ্য করিবে। এইরূপ স্নানে সঙ্কল্প, তর্পণ ও মার্জ্জন করিবে নতুবা উহা বৃথা হইবে। যদি শারীরিক অসুস্থতাদিবশতঃ নদী, তড়াগ ও কূপ প্রভৃতিতে স্নান করিতে অসমর্থ হয়, তবে উষ্ণজলে স্নান করিবে। উহাতে অসমর্থ হইলে কণ্ঠস্নান, কটিস্নান বা পাদস্নান করিবে। উহাতেও অসমর্থ হইলে কণ্ঠাদি স্নানও উষ্ণজলেই করিবে; অথবা কাপিলস্নান, প্রোক্ষণস্নান কিংবা স্নাতস্নান করিবে; অথবা অশুদ্ধ বস্ত্র পরিত্যাগ করত শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিবে। উক্ত যে কোন প্রকারেই কায়শুদ্ধির অনুগুণ কোন না কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।১৫৭-৬১

হোমাদির জন্য প্রাতঃকালে সংক্ষিপ্ত স্নানই বিধেয়। মধ্যাহ্নে যথাবিধি পূর্ণস্নান করিবে। জলে স্নান করিতে অসমর্থ হইলে শরীর-শুচির অনুগুণ কোন না কোন স্নান অবশ্যই করিবে।১৬২-৬৩

বহুপ্রকার (আট প্রকার) স্নানের মধ্যে দিব্যস্নানই

ন সঙ্কল্পাদি তত্র স্যাত্তর্পণং প্রাণসংযমঃ।
তথৈবাচমনং বাপি বায়ব্যেঽপি তথৈব চ ॥১৬৫
তত্তু প্রযত্নসাধ্যং স্যাৎ সায়ং প্রাতস্তথান্তরে।
ন বায়ব্যসমং স্নানং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥১৬৬
তদ্‌গঙ্গাস্নানতুলিতং পঞ্চপাতকনাশনম্।
উপপাতকসন্দোহনির্মূলকরণক্ষমম্ ॥১৬৭
ততঃ সন্ধ্যাং প্রকুর্বীত শক্তঃ স্নানপ্রপূর্বিকাম্।
নক্ষত্রসহিতাং পূর্বাং পশ্চিমাং সূর্য্যসংযুতাম্ ॥১৬৮
অসাবাদিত্যমন্ত্রেণ ধ্যানং তৎ ক্রিয়তে সদা।
ব্রাহ্মণস্যৈব সন্ধ্যা স্যাৎ সন্ধ্যাবহ্ন-ক্ষপামুখাৎ ॥১৬৯
সা ত্বর্ঘ্যপূর্বিকা তু স্যাদ্ গায়ত্র্যার্ঘ্যত্রয়ং চরেৎ।
সম্যগুচ্চার্য্য তাং বর্ণস্বরতঃ ক্রমতস্তথা ॥১৭০
ব্রাহ্মণ্যমূলং নৈব স্যাস্নান্যদস্তি জগৎত্রয়ে।
তন্মূলং তু ততঃ স হি সন্ধ্যানাং ত্রিতয়েঽনিশম্ ॥১৭১

বিশিষ্টস্নান; কারণ উহা অত্যন্ত দুর্লভ ও গঙ্গাস্নানতুল্য। দিব্যস্নানে সঙ্কল্প, তর্পণ, প্রাণসংযম অথবা আচমন কিছুরই প্রয়োজন নাই। বায়ব্য স্নানেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। এই বায়ব্য স্নান অত্যন্ত প্রযত্নসাধ্য, কারণ প্রাতঃকালে সায়ংকালে ও সন্ধিক্ষণে গোধূলিতে এই স্নান করিতে হয়। সুতরাং ইহার সমান স্নান ত্রিলোকে নাই; ইহা গঙ্গাস্নানতুল্য এবং পঞ্চমহাপাতকনাশক এবং সর্বপ্রকার উপপাতকনাশক।১৬৪-৬৭

তারপর স্নান করিতে সমর্থ হইলে স্নান করিয়া সন্ধ্যা করিবে। প্রাতঃকালে নক্ষত্রসহিত সূর্যোদয়ের পরবর্ত্তী এক-ঘটিকাকাল এবং সায়ংকালে সূর্য্যাস্তের একদণ্ড পূর্ব হইতে পরবর্ত্তী একদণ্ড পর্য্যন্ত কাল সন্ধ্যার জন্য প্রশস্ত। 'অসৌ আদিত্যঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে আদিত্যের ধ্যান কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের দিন রাত্রির উভয় সন্ধিকালই সন্ধ্যার পক্ষে প্রশস্ত।১৬৮-৬৯

অর্ঘ্যদানপূর্বক সন্ধ্যা করিবে; গায়ত্রীদ্বারাই তিনটি অর্ঘ্য প্রদান করিবে। এই সন্ধ্যা-মন্ত্রের বর্ণগুলির যথাবিধি সস্বর উচ্চারণই ব্রাহ্মণ্যের কারণ; সন্ধ্যার ন্যায় ব্রাহ্মণ্যসিদ্ধির এমন মূল আর কিছু নাই।১৭০-৭১

জপ্যাত্যন্তৈকনিয়মশতৈর্মন্ত্রশতাধিকম্।
এতন্মন্ত্রজপেনৈব ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্ ॥১৭২
সর্বলোকৈকবন্দ্যত্বং সর্বাচার্য্যত্বমেব চ।
বশ্যাকর্ষণবিদ্বেষস্তম্ভনোচ্চাটনাদিকম্ ॥১৭৩
নিগ্রহানুগ্রহৌ সর্বমহিমাসর্বপূজ্যতা।
এতন্মূলানি সর্বাণি তস্মাদেতং মন্তুং পরম্ ॥১৭৪
যথাশাস্ত্রমধীত্যৈব স্বরবর্ণক্রমান্বিতম্।
সম্যগেব জপেদ্ বিদ্বান্ ত্রিসন্ধ্যাসু যথোক্তিতঃ ॥১৭৫
অস্যাস্তু ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ স্বরবর্ণাদিশূন্যতঃ।
সন্ধ্যাত্রয়ীকরণগতো ব্রাহ্মণ্যং দূষিতং তরাম্ ॥১৭৬
দোষযুক্তঞ্চ ভবতি বর্ণোচ্চারণতঃ পরম্।
সর্বস্বরাদিশূন্যে ন ব্যত্যাসঃ স্বরতস্তথা ॥১৭৭
তদ্‌ব্রাহ্মণ্যং তাদৃগেব ভবেদেব ন সংশয়ঃ।
এতন্মন্ত্রং সমীচীনং প্রোক্তে কর্মণি বৈকৃতে ॥১৭৮

যেহেতু সন্ধ্যা ব্রাহ্মণ্যের মূল, সেইহেতু ত্রিসন্ধ্যায়ই নিয়মিতভাবে সকল মন্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ এই গায়ত্রীমন্ত্র অধিকসংখ্যক জপ করিবে। এই গায়ত্রীমন্ত্রের (অধিক) জপের দ্বারাই মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ সর্বলোকের বন্দনীয়ত্ব, সকলের আচার্য্যত্ব, বশীকরণ, আকর্ষণ, বিদ্বেষণ, স্তম্ভন ও উচ্চাটন প্রভৃতি কর্ম্ম, নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সামর্থ্য, সর্বমহত্ত্ব ও সর্বপূজ্যতা লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ এই সকলের মূলীভূত কারণ এই গায়ত্রীমন্ত্র অধিক সংখ্যায় জপ করিবে। যথাশাস্ত্র স্বর ও বর্ণক্রম শিক্ষা করিয়া ত্রিসন্ধ্যায় এই সন্ধ্যামন্ত্রগুলি সস্বর উচ্চারণ করিবে; স্বরবর্ণ ক্রমাদি শূন্য হইয়া ইহার অনুষ্ঠান করিলে ব্রাহ্মণ্য দূষিত হয়।১৭৫-৭৬

বর্ণের যথাযথ অনুচ্চারণে এবং স্বরের ব্যতিক্রমে সন্ধ্যা ও ব্রাহ্মণ্য উভয়ই দূষিত হয়। যত যত বর্ণশুদ্ধি ও স্বরশুদ্ধিপূর্বক সন্ধ্যা করা হইবে, তত তত্তই ব্রাহ্মণ্য বৃদ্ধি পাইয়া পরিপূর্ণতা লাভ করিবে। এই সন্ধ্যার মন্ত্র সমীচীনভাবে উচ্চারিত হইলে কর্ম্মের বৈগুণ্য হইলেও

অর্থাঃ সর্বেঽপি শুধ্যন্তি তদ্‌ব্রাহ্মণ্যঞ্চ পুষ্কলম্ ।
অতিশুদ্ধং মহচ্ছ্রীমৎ প্রভবেদ্ বীর্য্যবত্তরম্ ১৭৯
চতুর্বিংশতিবর্ণানামুক্তিমাত্রেণ কেবলম্ ।
আভাসমাত্রব্রাহ্মণ্যং তত্র তিষ্ঠতি কেবলম্ ॥১৮০
তস্মাৎ সম্যক্‌স্বরযুতং তন্মন্ত্রং বেদচোদিতম্ ।
বিপ্রত্বসিদ্ধয়েঽধীত্য সন্ধ্যাকর্মণি সিদ্ধয়ে ॥১৮১
ব্রহ্মধ্যানার্ঘ্যমাত্রার্থাঃ পুরা পদ্মভুবাখিলাঃ ।
শ্রুতয়ো বিশদত্বেন ব্রাহ্মণানাং প্রদর্শিতাঃ ॥১৮২
তস্মাদ্ বেদান্ বিধানেন সম্যগ্‌গুরুমুখাৎ পরম্ ।
অধীত্যাগ্রং তদন্তস্থাং গায়ত্রীং শিরসা সহ ॥১৮৩
নিত্যমাবর্তয়েদ্ ভক্ত্যা ত্রিসন্ধ্যাসু মহাশুচিঃ ।
ভূত্বা স্নাত্বা স্বরৈস্তত্তদ্বর্ণকৈরতিশোভনৈঃ ॥১৮৪
প্রজপেদ্ ব্রাহ্মণো ধীমাংস্তদর্থস্যানুচিন্তয়া ।
যো নঃ প্রচোদয়াম্নিত্যং ধিয়ঃ কর্মসু সংস্থ বৈ ॥১৮৫
বরেণ্যং সবিতুশ্চাপি দেবস্য পরমাত্মনঃ ।
গায়ত্র্যাখ্যঞ্চ তন্তর্গস্তেজো ধীমহি চিন্তয়া ॥১৮৬
ইত্যেবং প্রজপেদ্ ভক্ত্যা ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমঃ ।
এবং তমর্থানুস্মৃতিপূর্বকং প্রজপেদ্ সদা ॥১৮৭
জপং করোতি যঃ সোঽয়ং সর্বব্রহ্মবিদাং বরঃ ।
জীবন্মুক্তোঽপি সোঽয়ং স্যাদ্ দুর্ঘটোঽয়ং মহাত্মনাম্ ॥১৮৮
যোগিনামপি দিব্যানাং তদর্থস্য মহাজপঃ ।
তল্লাভো যস্য কস্য স্যাৎ স সর্বেষাং ভবেৎ কিল ॥১৮৯
তথৈবার্থানুসন্ধানং যস্য স্যাৎ স তু চোদিতম্ ।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং বৈ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ॥১৯০
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পরং ধ্যেয়ং পরাৎপরম্ ।
জগদ্ধেতুঃ শ্রুতিপ্রোক্তং জগজ্জন্মাদিকারণম্ ॥১৯১
ন সন্দেহোঽত্র কথিতঃ সন্দেহী পাপভাগ্‌ভবেৎ ।
তাদৃগর্থানুসন্ধানং কর্তা যস্তস্য কেবলম্ ॥১৯২
অপেক্ষ্যং নাস্তি কিমপি লোকেঽস্মিন্ সচরাচরে ।
স এব কৃতকৃত্যো বৈ স এব ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥১৯৩

সকল বিষয় বিশুদ্ধ হয় এবং পরিপূর্ণ, অতিশুদ্ধ, মহৎ, শ্রীমৎ ও বীর্য্যবত্তর ব্রাহ্মণ্য আবির্ভূত হয়।১৭৭-৭৯

গায়ত্রীর চতুর্বিংশতি অক্ষরমাত্রের শুদ্ধ উচ্চারণে আভাস-ব্রাহ্মণ্যের সিদ্ধি হয় মাত্র—পূর্ণ ব্রাহ্মণ্যের নহে। সুতরাং ব্রাহ্মণ্যের সিদ্ধির জন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট অধ্যয়ন করিয়া যথাযথভাবে সন্ধ্যার মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করত উহার অনুষ্ঠান করিবে; কেননা, প্রজাপতি ব্রহ্মের ধ্যান ও অর্ঘ্যপ্রদানের জন্যই ব্রাহ্মণগণকে সাঙ্গোপাঙ্গ-সহিত সকল শ্রুতি (বেদ) বিশদভাবে উপদেশ করিয়াছেন।১৮০-৮২

সুতরাং বিধিপূর্বক গুরুমুখ হইতে বেদাধ্যয়ন করত সশির গায়ত্রীমন্ত্র নিত্যই স্নানাদিপূর্বক অতিশুদ্ধ হইয়া বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ (নিত্যই) জপ করিবে এবং উহার অর্থেরও অনুচিন্তন করিবে। যে জগৎপ্রসবিতা পরমাত্মস্বরূপদেবতা সকল কর্ম্মে আমাদের বুদ্ধিকে প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার সেই বরণীয় ভর্গ অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী গায়ত্রীরূপা শক্তিকে আমরা ধ্যান করিতেছি,—এই অর্থচিন্তন করত বেদবিৎ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিবে।১৮৩-৮৭

এইভাবে অর্থানুসন্ধানপূর্বক যে ব্রাহ্মণ গায়ত্রী জপ করে, সে সকল ব্রহ্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ ও জীবন্মুক্ত এবং এরূপ ব্রাহ্মণ মহাত্মগণেরও দুর্লভ।১৮৮

যোগিগণও যদি (দ্বিজ হইলে) ঐ যোগাভ্যাসের সময় ঐরূপ অর্থানুসন্ধানপূর্বক গায়ত্রীজপ করেন, তবে তাঁহাদেরও মহালাভ হইবে। যে যোগী ঐরূপ অর্থানুসন্ধান করেন, তাঁহাকে সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ সর্ববেদৈকবেদ্য, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, সচ্চিদানন্দঘন পরাৎপর পরমধাম পরব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াই জানিবে। যে ইহাতে সন্দেহ করিবে, সেও পাপভাগী হইবে। ঐরূপ অর্থানুসন্ধানকারী ব্রাহ্মণের এই চরাচর জগতে অপেক্ষণীয় কিছুই নাই; সে-ই সর্বপ্রাপক ব্রাহ্মণ কৃতকৃত্য ও ব্রহ্মবিত্তম।১৮৯-৯৩

বাস্তবিক তত্ত্ব যাহা এখন তাহাই বলিতেছি,—বহু ব্রাহ্মণ যে উক্তপ্রকারে জপ করত ভক্তিপূর্বক

পরং ত্বত্র প্রবক্ষ্যামি কেবলং বস্তুতো যথা।
বহবো ব্রাহ্মণা ভূমৌ মন্ত্রমাত্রং সলক্ষণম্ ॥১৯৪
সমুচ্চরন্তঃ পরমং ভক্ত্যা সন্ধ্যামুপাসতে।
তাবতৈবাত্র জগতী চোদয়াস্তময়ৌ স্মৃতৌ ॥১৯৫
এতাবতী চ তদ্‌বৃষ্টির্ভাবাভাবৌ শিবাশিবৌ।
সুখ-দুঃখে জন্ম-মৃতী জগৎকার্য্যং প্রবর্ত্ততে ॥১৯৬
জগৎকৃত্যং জগৎকর্ত্তা চকমে বিপ্রসন্ধ্যয়া।
যেন কেনচিদন্যেন গুহ্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥১৯৭
সর্ব্বেষামপি লোকানাং সর্ব্বেষাং নাকিনামপি।
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশানাং মখানাং বহুনা কিমু ॥১৯৮
সর্ব্বকৃত্যং সন্ধ্যয়ৈব সম্যগেব সুসাধিতম্।
ব্রাহ্মণানাং প্রসাদেন ন চেৎ কিমপি নাস্তি বৈ ॥১৯৯
সন্ধ্যাভাবে সর্ব্বলোকবিনাশঃ সদ্য এব বৈ।
ভবেদেব ন সন্দেহো ব্রাহ্মণাস্তাদৃশা হি বৈ ॥২০০
সর্ব্বত্রাপি চ বর্ত্তন্তে কলৌ চৈতত্তু কেবলম্।
তিষ্ঠেৎ তিরোহিতত্বেন দেবাজ্ঞা তাদৃশা পরা ॥২০১

সন্ধ্যোপসনা করিতেছেন, ইহাতেই জগতে নিয়মিতভাবে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইতেছে।১৯৪-৯৫

ইহার ফলে যথাসময়ে বর্ষণ হইতেছে, শস্য উৎপন্ন হইতেছে এবং ভাবাভাব ও সুখদুঃখময় জগৎ প্রবৃত্ত হইতেছে; এজন্য জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর যে কোন প্রকারেই হউক ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাদ্বারা জগতের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন—এই পরম গুহ্য কথা আমি বলিতেছি।১৯৬-৯৭

সর্ব্বলোক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরপ্রমুখ সকল দেবগণের উদ্দেশ্যে বিহিত সকল কর্ম্মই সন্ধ্যানুষ্ঠান-পরায়ণ ব্রাহ্মণের প্রসাদেই প্রচলিত আছে, নচেৎ কিছুই থাকিত না।১৯৮-৯৯

যদি সকল ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা পরিত্যাগ করে, তবে এই মুহূর্ত্তে জগতের বিনাশ হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই; সুতরাং ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য অবর্ণনীয়। সকল ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যানুষ্ঠান ও গায়ত্রীজপ-পরায়ণ থাকিবে; কিন্তু কেবল কলিযুগে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইবে—ইহা পরমেশ্বরের আজ্ঞাস্বরূপ শাস্ত্রে লিখিত আছে।২০০-২০১

ব্রাহ্মণই সকল জগতের নিদানভূত, তাহার জন্যই জগৎ নিয়মের সহিত প্রচলিত হইতেছে; ইহার কারণ

ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বজগতাং নিদানং পরমং পরম্।
তদ্বিনা চেন্ন কিমপি তেনৈবৈতৎ প্রবর্ত্ততে ॥২০২
তৎকারণং হি গায়ত্রী বেদমাতা জগন্ময়ী।
তথৈতৎ সৃজ্যতে সর্ব্বং তথৈতৎ পাল্যতে পরম্ ॥২০৩
সংহ্রিয়তে তথৈবেতি সৈষা কিল জগৎপ্রসূঃ।
স্ত্রীলিঙ্গেন শ্রুতৌ নিত্যং লোলয়া ব্যবহ্রিয়তে ॥২০৪
লিঙ্গানাং বচনানাঞ্চ হৃদয়ং তত্র ব্রহ্মণি।
সর্ব্বলিঙ্গৈঃ সর্ব্বশব্দৈর্ব্বচনৈরখিলৈরপি ॥২০৫
প্রতিপাদ্যং পরং ব্রহ্ম নান্যৎ কিমপি বিদ্যতে।
স্ত্রীলিঙ্গং ব্যবহারোঽয়ং যথা ভবতি তত্তথা ॥২০৬
দেবতা হৃদয়ং প্রোক্তং পুংলিঙ্গো দেব ঈরিতঃ।
নপুংসকে ব্রহ্মবিদ্যা তদেতদখিলং স্মৃতম্ ॥২০৭
গায়ত্র্যাস্তু ছন্দো বৈ গায়ত্র্যেব ন চেতরৎ।
বিশ্বামিত্রঋষিঃ প্রোক্তো দেবতা সবিতা স্মৃতা ॥২০৮
মুখমগ্নিঃ সমাখ্যাতঃ শিখা ব্রহ্ম প্রকীর্ত্তিতা।
নারায়ণস্তু হৃদয়ং শিখা রুদ্রঃ সমীরিতঃ ॥২০৯

ব্রাহ্মণগণের উপাস্যা বেদমাতা জগন্ময়ী গায়ত্রীদেবী। এই জগন্মাতা গায়ত্রীদেবী জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন। তাঁহাকে স্ত্রীরূপে যে ব্যবহার করা হয়, তাহা শুধু লক্ষ্মীস্বরূপা বলিয়া, বস্তুতঃ তিনি স্ত্রীও ন'ন, পুরুষও ন'ন, সর্ব্বলিঙ্গবহির্ভূত সর্ব্বলিঙ্গ ও সর্ব্বশব্দ-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মস্বরূপিণী, তদ্‌ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। তথাপি ইঁহাতে যে স্ত্রী লিঙ্গ ব্যবহার হয়, তাহার কারণ দেবতা তাঁহার হৃদয়, এজন্য তাঁহাকে পুংলিঙ্গ দেব-শব্দের দ্বারা ব্যবহার করা হয়, আবার তিনিই ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপিণী হওয়ায় তাঁহাকে স্ত্রীশব্দেও ব্যবহার করা হয়। নপুংসক অর্থাৎ ক্লীব লিঙ্গে অখিলতত্ত্ব স্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া জানিবে। গায়ত্রীমন্ত্রের গায়ত্রীই ছন্দ—অন্য ছন্দ নহে, বিশ্বামিত্র উঁহার ঋষি, সবিতা তাঁহার দেবতা পরব্রহ্ম তাঁহার শিখা, নারায়ণ ইহার হৃদয়, অগ্নি মুখ এবং রুদ্র হইতেছেন শিখা।২০২-৯

এই গায়ত্রীরূপ মহামন্ত্রের আদ্যাক্ষরগ্রহণমাত্রেই ব্রাহ্মণকে মুখ্য ও প্রথম বলা হইয়াছে। ইহার স্বরবর্ণ যদি যথাযথ উচ্চারণ করত জপ করে, তবে পরিপূর্ণ

মহামন্ত্রস্য তস্যাস্ত্যবর্ণগ্রহণমাত্রতঃ ।
ব্রাহ্মণ্যং মুখ্যতঃ প্রোক্তং প্রথমং তু ততঃ পুনঃ ॥২১০
স্বরবর্ণসমীচীন-সমুচ্চারণতৎপরম্ ।
পৌষ্কল্যং তস্য সংপ্রোক্তং রাহিত্যাৎ সুস্বরস্য তু॥২১১
তদ্দুর্ব্রাহ্মণ্যমেব স্যাল্লুপ্তবর্ণৈঃ সুমধ্যমে ।
অব্রাহ্মণ্যং প্রকথিতং তয়োর্ব্রাহ্মণ্যয়োস্ততঃ ॥২১২
পরিহারায় যত্নেন কালেন মহতা শনৈঃ ।
বেদাভ্যাসমুখেনৈব গায়ত্রীং গুরুবাক্যতঃ ॥২১৩
সমীচীনাং তু কুর্ব্বেমাং প্রজপেন্নিত্যমঞ্জসা ।
সংশোধনং তু গায়ত্র্যা বেদাভ্যাসঃ পরো ভবেৎ ॥২১৪
বেদাভ্যাসেন বাগ্‌দোষা দুষ্টবর্ণস্বরাদিকাঃ ।
শনৈঃ শনৈর্বিনশ্যন্তি বজ্রবাচো ভবন্তি চ ॥২১৫
এতদর্থং পুরা ব্রহ্মা তস্মাধ্যাহ্নিককর্মণি ।
হংসমন্ত্রেণার্ঘ্যমেকং গায়ত্র্যাকল্পয়ৎ প্রভুঃ ॥২১৬
তস্মিন্ মন্ত্রে সমীচীনস্বাধীনে সতি তৎপরম্ ।
সম্যগ্‌ বক্তুং হি শক্যন্তে মন্ত্রাঃ সর্বত্র কর্মণি ॥২১৭

তস্মাদধ্যয়নং নিত্যং গায়ত্র্যাঃ কিল কেবলম্ ।
সমীচীনোচ্চারণৈকহেতবে তস্য নান্যথা ॥২১৮
তস্মাদেবং বিধিঃ খ্যাতো গায়ত্রীগ্রহণাৎ পরম্ ॥২১৯
এবং সতি তু যো মূঢ়ো গায়ত্রীগ্রহণাৎ পরম্ ।
অনধীত্যৈব তং বেদমসংশোধ্যৈব তামপি ২২০
গায়ত্রীং বর্ণসংযুক্তামুচ্চরেদ্ বেদবর্জ্জনাৎ ।
শ্রমমন্যত্র কুরুতে শাস্ত্রজালে বৃথাশ্রমী ॥২২১
বেদারতস্ত যো লোকে সোঽস্বাধীনৈকবাগ্‌ ভবেৎ ।
দেবী স্বাধীনবাক্ প্রোক্তস্তেন মন্ত্রাদিকং সদা ॥২২২
সম্যগুচ্চারণাচ্চৈব প্রভবেৎ কিল সন্ততম্ ।
সর্বদক্ষস্তু বেদী স্যাৎ সর্বসিদ্ধিশ্চ তেন সঃ ॥২২৩
প্রভবেদপি তেনৈব ইদং নিত্যং সমভ্যসেৎ ।
বেদান্ বেদৌ ন চেদ্ বেদং শাখামাত্রং তু কেবলম্ ॥২২৪
অধ্যেতব্যং প্রযত্নেন ন চেদব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ ।
দুর্ব্রাহ্মণো বা নো চেত্তু ব্রাহ্মণব্রুর্ন সংশয়ঃ ॥২২৫

ব্রাহ্মণ্যের আবির্ভাব হইবে। কিন্তু স্বরের ও বর্ণের অভাববশতঃ দৌর্ব্রাহ্মণ্য সমুৎপন্ন হয়, উভয়ের অভাবে একেবারে অব্রাহ্মণ্য অর্থাৎ পাতিত্য উৎপন্ন হইবে। এইজন্য ঐ দোষদ্বয় পরিহারের নিমিত্ত গুরুমুখ হইতে বেদাভ্যাস করত গায়ত্রীর সমীচীন উচ্চারণ জানিয়া উহার জপ করিবে; বেদাভ্যাসের দ্বারাই গায়ত্রীর সমীচীনতা সিদ্ধ হইবে এবং বেদাভ্যাসই গায়ত্রীর সংশোধনের শ্রেষ্ঠ উপায়। বেদভ্যাসের দ্বারাই বাগ্‌দোষ দুষ্টবর্ণ ও স্বরসমূহ ধীরে ধীরে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া বজ্রবাক্যে পরিণত হয় ।২১০-১৫

এইজন্য পুরাকালে ব্রহ্মা মাধ্যমিক কর্ম্মে হংসমন্ত্রের দ্বারা একটি অর্ঘ্য দিবার বিধান করিয়াছেন; ঐ মন্ত্রটি সমীচীনরূপে আয়ত্ত করিতে পারিলে সকল কর্ম্মের সকল মন্ত্রই যথাযথ উচ্চারণ করিতে পারিবে ।২১৬-১৭

সুতরাং বুঝিতে হইবে গায়ত্রীমন্ত্রের সমীচীন উচ্চারণ ও সংস্কারসাধন করিবার জন্যই শাস্ত্র গায়ত্রীগ্রহণের পর বেদাধ্যয়নের বিধান করিয়াছেন ।২১৮-১৯

অতএব যে মূঢ় গায়ত্রীগ্রহণের পর বেদাধ্যয়নের দ্বারা গায়ত্রীর উচ্চারণ ও সংস্কারসাধন না করিয়া অন্য শাস্ত্রসমূহে পরিশ্রম করে, তাহার সকল শ্রমই ব্যর্থ হয় ।২২০-২১

যে দ্বিজ বেদরতিশূন্য, সে অস্বাধীনবাক্ (নিজের ইচ্ছামত উচ্চারণে অক্ষম) হয়; কিন্তু বেদাধ্যায়ী দ্বিজ স্বাধীনবাক্ হ'ন; সেই মন্ত্রসমূহ সম্যক্ উচ্চারণ করিলেই সকল কর্ম্ম সফল হয়। বেদবিৎ পুরুষ সর্বকর্ম্মে দক্ষ হয় এবং সকল সিদ্ধি তাহার করায়ত্ত হয়; বেদই ইহার কারণ, এজন্য সর্বপ্রযত্নে নিত্যই বেদ অভ্যাস করিবে। সামর্থ্য অনুসারে কেহ কেহ চারিবেদ, তিনবেদ, কেহ দুইবেদ, কেহ একবেদ, কেহ বা নিজ নিজ শাখা-মাত্রের অভ্যাস করিবে; কিন্তু উহা পরিত্যাগ করিবে না, করিলে ব্রাহ্মণ্য থাকিবে না, তখন তাহাকে অব্রাহ্মণ, দুর্ব্রাহ্মণ বা নিন্দ্যব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ।২২৪-২৫

অথবা তাহারা ব্রহ্মবন্ধু (নিন্দিত বা পতিত ব্রাহ্মণ)

অথবা ব্রহ্মবন্ধুঃ স্যাত্তত্র তে ব্রহ্মযোনিজাঃ।
স্বকৃত্যতস্তু চত্বারস্তেষাং লক্ষণমুচ্যতে ॥২২৬
ব্রহ্মবীর্য্যসমুৎপন্নঃ সম্যঙ্ মন্ত্রৈর্ন সংস্কৃতঃ।
অশ্রোত্রিয়ৈকতা তেন কর্মাভাসৈকসংস্কৃতঃ ২২৭
অব্রাহ্মণ ইতি প্রোক্তো মন্ত্রাভাসজপাদিকঃ।
গর্ভাধানাদিসংস্কারচৌলপনয়নৈর্যুতঃ ॥২২৮
বেদশূন্যেন তৎপিত্রা সুধীর্ভক্ত্যাপ্রপূজিতঃ।
সদসদৎকৃতসংস্কারো দুর্ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥২২৯
মন্ত্রশূন্যকৃতৈঃ সর্বৈঃ সংস্কারৈর্নামমাত্রকৈঃ।
কৃতসংজ্ঞৈঃ প্রতিষ্ঠায়ৈ বিপ্রস্যোঙ্কারপূর্বতঃ ॥২৩০
সংস্কৃতঃ স্যাদ্ ব্রাহ্মণব্রুস্তু ষণ্ডীং নামধরস্তু সঃ।
গৃহীতমাত্রং গায়ত্রীবর্ণৈকস্বরশূন্যতঃ ॥২৩১
অকালকৃতসন্ধ্যাখ্যকৃত্যং পণ্ডিতমান্যপি।
কিং বেদেনেতি যৎকিঞ্চিদ্ যতো
বা নিখিলোঽপি বা ॥২৩৩
যৎকিঞ্চিন্নিখিলানাং স্যাদ্ যাবৎ কস্যাপি নাস্তি হি।
ইত্যেবং প্রলপন্ দুষ্টো দুষ্টাভিরতিযুক্তিভিঃ ॥২৩৩
দূষয়ন্ শ্রোত্রিয়ান্ বিপ্রাঞ্ছাস্ত্রমাত্রকৃতশ্রমঃ!
ব্রহ্মবন্ধুরিতিখ্যাতো ব্রহ্মবিদ্ভিস্ততঃ সদা ॥২৩৪
যস্মাদ্ বেদাধ্যয়নতো গায়ত্রীং বেদমাতরম্।
অপনীতৈঃ পরং যত্নাৎ পরৈর্দ্বাদশবৎসরৈঃ ॥২৩৫
কৃত্বা শুভাং সমীচীনাং শাস্ত্রস্বরসমন্বিতাম্।
সন্ধ্যাত্রয়ে চ প্রব্রজেত্তাদৃশেন জপেন বৈ ॥২৩৬
গায়ত্রী সিদ্ধিদা যত্নাচ্ছনৈর্ভবতি নান্যথা।
শুদ্ধস্বরযুতা দেবী হংসমন্ত্রসমন্বিতা ॥২৩৭
সম্যগ্ জপ্তা ব্রহ্মবিদ্যা সাযুজ্যফলদায়িনী।
সম্যগুচ্চারণং পূর্বমৃষিদেবাদিচিন্তনম্ ॥২৩৮
পশ্চান্ন্যাসস্তদর্থস্যানুসন্ধানং ততঃ পুনঃ।
উত্তরোত্তরতো মুখ্যঃ সর্বমর্থানুচিন্তনম্ ২৩৯
সিধ্যত্যেব ন সন্দেহশ্চিন্তনং তচ্চ বৈ ক্রমাৎ।
অনেকজন্মকৃতিনো ভবিষ্যন্তি ন চান্যথা ॥২৪০
অসাবাদিত্যো ব্রহ্মেতি ধ্যানরূপকৃতেঽন্তরাম্।
সন্ধ্যায়ৈ সমনুষ্ঠানযোগ্যতায়ৈ প্রচোদিতাঃ ॥২৪১

হইবে। নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে সেই ব্রহ্মবন্ধু চারিপ্রকার; তাহাদের লক্ষণ বলা হইতেছে—যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবীর্য্যে উৎপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত না হওয়ায় অশ্রোত্রিয়ের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়াছে, কেবল মন্ত্রাভাসের দ্বারা সংস্কৃত, তাহাকে মন্ত্রাভাসাদি জপপরায়ণ অব্রাহ্মণনামক ব্রহ্মবন্ধু বলিয়া জানিবে। যে ব্রাহ্মণ বেদশূন্য পিতার দ্বারা গর্ভাধানাদি উপনয়নান্ত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছে, যে সুধী ভক্তি দর্শনে সকলে যাহাকে পূজা করে এবং সৎ ও অসৎ উভয়প্রকার ব্রাহ্মণের দ্বারাই যে সংস্কৃত, তাহাকে দুর্ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে।২৬-২৯

যে ব্রাহ্মণ নামমাত্র মন্ত্রশূন্য সংস্কারে সংস্কৃত, ব্রাহ্মণত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল ওঙ্কার উচ্চারণের দ্বারাই সংস্কৃত, তাহাকে নামমাত্রধারী ব্রাহ্মণব্রুব ব্রহ্মবন্ধু বলিয়া জানিবে। যে ব্রাহ্মণ গায়ত্রীগ্রহণ করিলেও বর্ণ ও স্বরহীন, অকালসন্ধ্যাকারী এবং শাস্ত্রান্তরের অধ্যয়নবশত পণ্ডিতমানী হইয়া "বেদ পড়িয়া কি হইবে? সমগ্রবেদ বা উহার একাংশ পড়িবার লোকই এখন দেখা যায় না" এইরূপ প্রলাপবাক্যের দ্বারা শ্রোত্রিয়গণের চিত্তকেও বেদবিমুখ করে, শাস্ত্রান্তরে পণ্ডিত হইলেও তাহাকে চতুর্থপ্রকার ব্রহ্মবন্ধু বলিয়া জানিবে।২৩০-৩৪

এইজন্য ব্রহ্মবিদ্গণ উপনয়নের পর গায়ত্রী গ্রহণ করত সযত্নে দ্বাদশবৎসর বেদাধ্যয়ন করত বেদমাতা গায়ত্রীকে বর্ণস্বরের সমীচীনতাপ্রযুক্ত সংস্কার করিয়া ত্রিসন্ধ্যায় জপ করিয়া থাকেন।২৩৫-৩৬

এইরূপভাবে উপাসিতা হইয়া হংসমন্ত্রসমন্বিতা শুদ্ধস্বরা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী গায়ত্রীদেবী সাধককে সাযুজ্যমুক্তিরূপা সিদ্ধি দান করেন। প্রথম ঋষি, দেবতা প্রভৃতির স্মরণপূর্বক সম্যক্ উচ্চারণ করত জপ, পরে ন্যাস, তৎপর উহার অর্থানুসন্ধান করণীয়; ইহার মধ্যে অর্থানুসন্ধানপূর্বক জপই সর্বোৎকৃষ্ট।২৩৭-৩৯

এইরূপে নিষ্ঠা সহকারে জপ করিলে অবশ্যই সাধক সিদ্ধিলাভ করিবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। বহু জন্মকৃত

আপো হি ষ্ঠা ত্রয়ো মন্ত্রা যং জুষ্টেন নব স্মৃতাঃ।
প্রোক্ষণে বিনিযুক্তাঃ স্যুর্দধিক্রাব্ণঞ্চ সঙ্গতাঃ ॥২৪২
হিরণ্যাদিচতস্রশ্চ দ্বিপদা চ শিবা তথা।
স্নানমাচমনং চাপি প্রণায়ামস্ততঃ পুনঃ ॥২৪৩
সঙ্কল্পো নিখিলং চৈতৎ সন্ধ্যানুষ্ঠানহেতবে।
তৎপূজারূপমেব স্যাদর্ঘ্যদানং সমন্ত্রকম্ ॥২৪৪
রক্ষোনিরসনাদন্যদর্চনং তস্য কিং স্মৃতম্।
তেনার্চয়িত্বা তাং ধ্যায়েদ্ ব্রহ্মত্বেনাথ তৎস্বয়ম্ ॥২৪৫
অস্মীতি চৈব সন্ধ্যা হি সন্ধ্যয়োস্তাং সমাচরেৎ।
উভয়োঃ কালয়োর্মধ্যে দ্বিবারং ব্রাহ্মণঃ সদা ॥২৪৬
মধ্যসন্ধ্যা চ কর্ত্তব্যা মধ্যাহ্নে তদ্বদেব হি।
ত্রিবারমন্বহং প্রোক্তং সন্ধ্যাকর্ম্ম দ্বিজন্মনঃ ॥২৪৭
যাবজ্জীবং ভাবনা সা শক্তিঃ কর্ত্তুং ন চেদপি।
অর্ঘ্যদানাৎ পরং সম্যগসাবাদিত্যমন্ত্রকম্ ॥২৪৮
বদেদ্ বাচা কেবলং বা তাবন্মাত্রেণ কেবলম্।
ব্রাহ্মণ্যং সুস্থিরং তিষ্ঠেত্ততঃ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্ ॥২৪৯
ব্রাহ্মণ্যং গোপনীয়ং হি সর্বদেশেষু সর্বদা।
মন্ত্রোক্তিমাত্রতো নিত্যং তদর্থস্যানুচিন্তনম্ ॥২৫০
যোগিনামপ্যশক্যং স্যাত্তৎকর্ত্তা যশ্চ কশ্চন।
স মহাত্মা মহাভাগো ব্রহ্মনিষ্ঠো মহমনাঃ ॥২৫১
জীবন্মুক্তশ্চ ব্রহ্মৈব নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
সন্ধ্যামূলমিদং ব্রাহ্মং স্নানমূলং তথৈব চ ॥২৫২
শৌচমূলং মন্ত্রমূলং জপমূলং ক্রিয়াপরম্।
বেদশাস্ত্রোক্তমূলঞ্চ সর্বং গায়ত্রিকং স্মৃতম্ ॥২৫৩
ধ্যান-প্রদক্ষিণাপশ্চাদোমিত্যেকাক্ষরাদিকম্।
সমগুচ্চার্য্য সংযম্য নাসিকাগ্রহপূর্বকম্ ॥২৫৪
দশপ্রণবগায়ত্রীং রেচকৈঃ পূরকৈস্তরাম্।
কুম্ভকৈস্তদ্‌বিধানেন প্রাণায়ামং জপংশ্চরেৎ ॥২৫৫
কৃত্বা ত্রিবারং তৎপশ্চাৎ কৃত্বা সঙ্কল্পমপ্যসৌ।
সহস্রবারং মুখ্যং হি শতবারং হি মধ্যমম্ ॥২৫৬
অধমং দশবারং স্যাৎ করিষ্যেবমিতি স্ম বৈ।
জপং কুর্য্যাদ্ বিধানেন মন্ত্রং তত্তৎস্বরান্বিতম্ ॥২৫৭

উপসনার দ্বারাই সাধক সিদ্ধ হয়—একজন্মে নহে। 'অসৌ আদিত্যো ব্রহ্ম' এইরূপ ধ্যানের পর 'আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবঃ' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র দ্বারা মস্তকে জলপ্রোক্ষণ করিবে, হিরণ্যাদি চারিটি মন্ত্র ও মঙ্গলময়ী দ্বিপদামন্ত্র জপ করিয়া (মান্ত্র) স্নান, আচমন, প্রাণায়াম প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে।২৪০-৪৩

সন্ধ্যানুষ্ঠানের কারণীভূত সঙ্কল্পও করিবে এবং তাহার পূজারূপ অর্ঘ্যও সমন্ত্রক প্রদান করিবে। রাক্ষসগণের নিরসনের নিমিত্ত অন্য যে অর্চ্চনা বিহিত আছে, তাহা করিয়া নিজে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপে চিন্তা করত উভয় সন্ধ্যাকালে দুইবার ও মধ্যাহ্নে একবার—মোট তিনবার সন্ধ্যা করিবে; কেননা শাস্ত্র দ্বিজগণকে ত্রিসন্ধ্যা করিতেই বলিয়াছেন।২৪৪-৪৭

যাবজ্জীবনই ব্রাহ্মণকে সন্ধ্যা করিতে হইবে; যদি অসমর্থ হয়, তবে অর্ঘ্যদানানন্তর 'অসাবাদিত্যো ব্রহ্ম' এই মন্ত্র বলিবে অথবা কেবল এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক গায়ত্রীজপেই আপৎকালে ব্রাহ্মণ্য রক্ষিত হইবে; তারপর প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিবে।২৪৮-৪৯

সর্বদেশে সর্বদাই উক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অর্থানুসন্ধানের সহিত গায়ত্রীজপের দ্বারা ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য; কারণ, এই ব্রাহ্মণ্য যোগিগণেরও দুর্লভ। যে কেহ এই ব্রাহ্মণ্যকে রক্ষা করিবে, তাহাকেই মহাত্মা, মহাভাগ্যবান্ ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ বলিয়া জানিবে এবং সে যে জীবন্মুক্ত—ইহাতে সন্দেহ করিবে না। সন্ধ্যা, স্নান, শৌচ, মন্ত্র, গায়ত্রীজপ, বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং গায়ত্রীসংস্কারক বেদশাস্ত্র। এ সকলই ব্রাহ্মণ্যের মূল। ধ্যান ও প্রদক্ষিণ করিয়া 'ওঁ' এই একাক্ষর মন্ত্র সম্যক্‌রূপে উচ্চারণ করিয়া সংযতভাবে নাসিকায় হস্তপ্রদানপূর্বক দশটি প্রণবসহ সশির গায়ত্রীপাঠ করিতে করিতে পূরক, কুম্ভক ও রেচক এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম করত সঙ্কল্পপূর্বক গায়ত্রীমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিবে। সহস্রজপ উত্তম, শতজপ মধ্যম এবং দশবার জপ অধম; 'করিষ্যেবম্' এইরূপে সঙ্কল্প

তত্তদ্‌বেদী জপেদ্ভক্ত্যা তদ্‌বেদস্বরভিন্নতঃ।
বেদভ্রষ্টো ভবেৎ সদ্যস্তদ্দোষপ্রশমনায় বৈ ॥২৫৮
তদবান্তরভেদযজ্ঞস্তৎক্রমেণৈব তং মনুম্।
ত্রিমুহূর্ত্তং জপেদ্ভক্ত্যা তদ্দোষাত্তু প্রমুচ্যতে ॥২৫৯
তজ্‌জ্ঞানমাত্রে বিকলো ব্রহ্মবন্ধ্যাদিনামকঃ।
পরিতপ্তঃ সদা বিদ্বান্ নিত্যং পরিচরন্ ভিয়া ॥২৬০
উপকুর্বন্ পরং কুর্বন্ প্রদক্ষিণনমস্ক্রিয়াঃ।
দৃষ্টমাত্রাদ্ ব্রহ্মনিষ্ঠান্ শ্রোত্রিয়ান্ বেদপারগান্ ॥২৬১
সমুদ্দিশ্য প্রযত্নেন তৎপাদসলিলং তদা।
পিবন্ ধরংশ্চ শিরসা পক্ষে পক্ষে যতঃ শুচী ॥২৬২
ব্রহ্মকূর্চবিধানেন তৎপিবন্ হোমপূর্বকম্।
সমীচীনমহাসন্ধ্যারহিতস্য দুরাত্মনঃ।
নামানি তারকাণি স্যুঃ প্রজপ্তানি জগৎপতেঃ ॥২৬৪
বেদাক্ষরৈকশূন্যস্য পুরাণান্তর্গতাঃ পরাঃ।
শ্লোকাঃ কেচন সম্প্রোক্তাঃ স্নানসন্ধ্যাদিকর্ম্মসু ॥২৬৫

করিয়া জপ করিবে। জপের সময় যেন মন্ত্রের বর্ণ ও স্বরের ব্যতিক্রম না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিবে।২৫০-৫৭

যিনি যে বেদের অধ্যয়ন করেন, তিনি সেই বেদের স্বর অনুসারেই মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিবেন; উহা না করিলে বেদভ্রষ্ট হইবেন; ঐ পাপ হইতে মুক্তির জন্য উক্ত বেদের প্রতিপাদ্য যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান করিয়া সস্বর গায়ত্রীমন্ত্র ত্রিমুহূর্ত্তকাল বসিয়া জপ করিবে; তবেই ঐ পাপ হইতে মুক্ত হইবে।২৫৮-৫৯

'তত্তদ্‌বেদের বর্ণ ও স্বরাদির জ্ঞান না থাকিলে ব্রহ্মবন্ধু হইয়া যাইব' এই ভয় মনে রাখিয়া সযত্নে স্ব স্ব বেদশাখা অধ্যয়ন করিবে এবং প্রদক্ষিণ, নমস্কার, উপাকরণ প্রভৃতি সংস্কারের দ্বারা বেদের পরিচর্য্যা করিবে। ব্রহ্মনিষ্ঠ, বেদপারঙ্গত, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দেখামাত্রই তাঁহার পাদোদক পান করিবে ও মস্তকে ধারণ করিবে এবং পক্ষে পক্ষে শুচি হইয়া তাঁহাদের পাদোদক সংগ্রহ করিয়া রাখিবে।২৬০-৬২

ব্রহ্মকূর্চবিধানে হোম করত ঐ পাদোদক পান করিয়া শুচিভাবে কালাতিপাত করিবে, কারণ ঐ পাদোদক মানুষের ভবরোগের ঔষধস্বরূপ। যে দুরাত্মা

ন বৈদিকঃ পুরাণোক্তৈর্ম্মন্ত্রৈঃ কুর্য্যাৎ কথঞ্চন।
কিঞ্চিৎ কর্ম্মাপি তস্মাত্তৈর্বৈদিকৈরেব বাচরেৎ ॥২৬৬
সহস্রপরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাপরাম্।
সন্ধ্যাং নোপাসতে যে তু কথং তে ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥২৬৭
কলৌ তু কেবলং তিষ্ঠেদ্ গায়ত্রীবর্ণমাত্রতঃ।
তদেকদেশতশ্চাপি ক্রিয়ানুকরণাদপি ॥২৬৮
ব্রাহ্মণ্যং তচ্চ পূজ্যং স্যান্ন বিচার্য্য প্রযত্নতঃ।
ন নিষেধ্যং বিশেষেণ গোপনীয়তমং ভবেৎ ॥২৬৯
সন্ধ্যয়োঃ স্নানতো মৌঞ্জ্যাঃ বাহ্যৈকক্রিয়য়া পরম্।
মোদনীয়ং হি বিপ্রত্বং ন বিচার্য্যতমং ভবেৎ ॥২৭০
মূকস্যাপি চ বিপ্রত্বমস্তীত্যেবেতি কেচন।
প্রোচুর্মহর্ষয়ো মৌঞ্জ্যাং গায়ত্রীজলপানতঃ ॥২৭১
জলে সংলিখ্য গায়ত্র্যা মন্ত্রৈঃ কৃত্বাখিলাঃ ক্রিয়াঃ।
প্রাশয়েত্তং বিধানেন মূকবিপ্রত্বসিদ্ধয়ে ॥২৭২

দ্বিজ সমীচীন মহাসন্ধ্যা করে না, সে অন্ততঃ পক্ষে শ্রীভগবানের ভবতারক নাম জপ করিবে ২৬৩-৬৪

বেদাক্ষরশূন্য ব্রাহ্মণের স্নান-সন্ধ্যাদি কর্ম্মের জন্য কেহ কেহ পুরাণান্তর্গত কতকগুলি শ্লোকের বিধান করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈদিক ব্রাহ্মণ পৌরাণিক মন্ত্রে কখনও কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না, সর্বদা বৈদিক-মন্ত্রেই তাহা করিবে। যাহারা সহস্রবার, শতবার অথবা দশবারও গায়ত্রীজপ করে না, তাহাদিগকে কে ব্রাহ্মণ বলে? ২৬৫-৬৭

বিশেষতঃ কলিযুগে ব্রাহ্মণ অন্ততঃ পক্ষে গায়ত্রীমন্ত্র অবলম্বন করিয়াও ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে; কেননা ব্রাহ্মণ্য সদাই আদরণীয়, কোন বিচার না করিয়া সর্বপ্রযত্নে উহাকে রক্ষা করিবে। উভয় সন্ধ্যায় গায়ত্রীজপ, স্নান, উপবীতধারণ এবং ইহার উপর যদি বাহ্য শ্রাদ্ধাদি বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা যায়, তবে কলিযুগেও সানন্দে অবিচারিতভাবে ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করা যায়।২৬৮-৭০

কোন কোন মহর্ষি ব্রাহ্মণের মূক সন্তানেরও মৌঞ্জীবন্ধন এবং গায়ত্রী জলপানের দ্বারা ব্রাহ্মণ্যরক্ষার

তজ্জাতানাং পরং তত্তু বিপ্রত্বং দুর্লভং তরাম্।
ব্রহ্মচিত্তৈকসম্ভূত্যা পঞ্চপূর্বাৎ পরং তরাম্ ॥২৭৩
তাবৎ ক্রিয়াভিঃ সম্যগ্ বৈ কৃতাভিস্তৎকুলেঽপি বৈ।
বিপ্রত্বং প্রভবেদ্ ভূয়শ্চাস্খলদ্ বিপ্রকৃত্যতঃ ॥২৭৪
যদি মধ্যে তৎকুলীনাঃ প্রাস্খলন্ বৈ স্বকৃত্যতঃ।
নষ্টা এব ভবেয়ুর্বৈ তাবত্তত্র সমুদ্ভবাঃ ॥২৭৫
বেদশাস্ত্রপরাশ্চাপি সৎক্রিয়াভিশ্চ সংস্কৃতাঃ।
সৎকর্মিণোঽপি নিতরাং নান্যযোগ্যা ইতি শ্রুতিঃ ॥২৭৬
তে পরেষাং হব্য-কব্য-যোগ্যা ইত্যেব তৎপরম্।
ব্রহ্মবিদ্ভিঃ প্রকথিতাঃ পরিনিষ্ঠঃ কুলোদ্ভবঃ ॥২৭৭
বিপ্রত্বপ্রকৃতিং যাতি ন চেন্মূকস্তু কেবলম্।
কো বানুমেয়ঃ সদ্ভির্বৈ সদসত্তদ্ বিলক্ষণঃ ॥১৭৮
গায়ত্রীবর্ণরহিতে ক্রিয়ামাত্রৈকভূষিতে।
কথং তিষ্ঠতি বিপ্রত্বং মূকে কিং বহুনা পুনঃ ॥২৭৯
বিপ্রঃ সন্ধ্যাকারকোঽপি স্বক্রিয়ায়ৈ মহত্তরম্।
এনো মহদবাপ্নোতি সন্ধ্যায়া রোধনেন চ ॥২৮০
বিপ্রসন্ধ্যারাধনস্য বালকস্য বিরোধিনঃ।
তৎপানসময়েঽতীব ভক্তমত্তুং সমুদ্যতম্ ॥২৮১
বিঘ্নকর্তুঃ শ্রাদ্ধকালে বিঘ্নকর্তুর্দুরাত্মনঃ।
রতিকল্যাণমৌঞ্জাদিপরতৎকালহারিণঃ ॥২৮২
একঃ স্যাচ্চৈব সঙ্কল্পো যদ্দেবাদেবজালকম্।
কুষ্মাণ্ডং কথিতং দিব্যং শতবারজপাত্তু বৈ ॥২৮৩
সর্বেষু শ্রুতিরুৎকৃষ্টা রুদ্রৈকাদশিনী শ্রুতৌ।
পঞ্চাঙ্গরুদ্রন্যাসেন সর্বকল্মষনাশিনী ॥২৮৪
বিপ্রসন্ধ্যাবিঘাতস্য কর্ত্তা সদ্যঃ স্বয়ং তদা।
তস্য সন্ধ্যাং যতঃ কুর্য্যাদন্যথা কিল্বিষী ভবেৎ ॥২৮৫
ন সন্ধ্যাবিঘ্নকরণাদন্যৎ পাপং তু বিদ্যতে।
ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়াদেরপি শূদ্রস্য বা পুনঃ ॥২৮৬
সন্ধ্যাপরং তু হোমঃ স্যাৎ সা চ সন্ধ্যা জপোঽপি বা

বিধান করিয়াছেন। যথাবিধি উপনয়নের সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া জলে গায়ত্রীমন্ত্র লিখিয়া জপ করত উহা মূককে পান করাইলেই তাহার ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হইবে। কিন্তু মূক ব্রাহ্মণের পুত্রগণের ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। যদি মূকের পূর্ব পঞ্চ পুরুষ ও পরবর্ত্তী পঞ্চপুরুষ বৈদিককর্ম্মে রত থাকেন এবং ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সকল সংস্কার পুত্রগণের করান হয়, তবে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট না হওয়ায় মূকের পুত্র পৌত্রাদিরও ব্রাহ্মণ্য রক্ষিত হইবে।২৭১-৭৪

যদি মূকের মধ্যবর্ত্তী কয়েক পুরুষ ব্রাহ্মণের কর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়, তবে তাহারা ব্রাহ্মণ্যচ্যুত হইবে। ঐরূপ বংশোদ্ভূত পুত্রগণ বেদশাস্ত্রে পারঙ্গত, সৎকর্ম্মের দ্বারা সংস্কৃত এবং সৎকর্ম্মানুষ্ঠান-পরায়ণ হইলেও অন্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত (আহার, বিবাহাদি) ব্যবহারের যোগ্য হইবে না।২৭৫-৭৬

কিন্তু তাহারা স্বয়ং অন্য ব্রাহ্মণগণের হব্য ও কব্যের (যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধাদিতে আহারাদির) যোগ্য হইবে—ইহা ব্রহ্মবিদ্গণ বলিয়াছেন। পবিত্র ব্রাহ্মণবংশে উৎপন্ন হইলেও মূক (বোবা) পূর্বোক্তপ্রকারে জাতিমাত্র ব্রাহ্মণত্বের ভাগী হইবে, ব্যবহারযোগ্য হইবে না; কারণ সৎ ও অসৎ ব্রাহ্মণ হইতে বিলক্ষণ ঐ গায়ত্রীবর্ণরহিত, ক্রিয়ামাত্রসিদ্ধ মূককে দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া কে অনুমান করিতে পারে।২৭৭-৭৯

সন্ধ্যাবন্দন-পরায়ণ ব্রাহ্মণ হইয়াও যদি কেহ অন্য ব্রাহ্মণের সৎকর্ম্মে বা সন্ধ্যাকরণে বাধা সৃষ্টি করে, তবে সে মহাপাপ অর্জ্জন করিবে। (অথবা গোমাতাকে আহারের সময় বাঁধিয়া রাখিলে যেমন মহাপাপ হইয়া থাকে, সেইরূপ মহাপাপ হয়।) ব্রাহ্মণের সন্ধ্যোপাসনা করিবার সময় যে বালক আচমনীয় জল পান ও নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়া সন্ধ্যা ও আরাধনার বিঘ্ন ঘটায়, শ্রাদ্ধকালে যে দুরাত্মা বিঘ্ন উৎপাদন করে এবং যে দুরাত্মা রতি, কল্যাণব্রত, উপনয়নাদির কালকে অতিবাহিত করাইয়া বিঘ্ন উৎপাদন করে, ইহাদের সকলেরই মহাপাপ হয়; উহার বিনাশের জন্য একবার সঙ্কল্প করিয়া দেবাদেবজালক ও কুষ্মাণ্ডনামক বেদমন্ত্রসমূহ শতবার জপ করিবে।২৮০-৮৩

সকল প্রকার পাপনাশক মন্ত্রে রুদ্রবিষয়ক একাদশিনী শ্রুতিই উৎকৃষ্টা, উহার সহিত পঞ্চাঙ্গ রুদ্রন্যাস করিলে

মিত্রস্য চর্ষণীমন্ত্রাদুপস্থানাদিকং পরম্ ॥২৮৭
আহিতাগ্নেঃ পূর্বমেব চোদয়াদংশুমালিনঃ।
নিখিলং তদ্‌বিজানীয়াদগ্নেরুদ্ধরণং তথা ॥২৮৮
আহিতাগ্নেরগ্নিহোত্রং সর্বশ্রুতিসমীরিতম্।
নিখিলেভ্যশ্চ কর্ম্মভ্যঃ সততং হ্যতিরিচ্যতে ॥২৮৯
তৎকর্ম্মণঃ সর্বকর্ম্মজালং যত্তদশেষকম্।
পরং তদ্‌যোগ্যতামাত্রং সম্পাদকমিতি স্মৃতম্ ॥২৯০
তস্মাত্তদুদয়াৎ পূর্বং স্মার্ত্তং নির্বর্ত্য চাখিলম্।
ততঃ সঙ্কল্পনিয়তস্ত্বগ্নিহোত্রস্য কর্ম্মণঃ ॥২৯১
হোষ্যামীত্যেব সঙ্কল্প্য সায়ম্প্রাতঃ সমাচরেৎ।
সঙ্কল্পানন্তরং তস্য তদুদ্ধরণমুচ্যতে ॥২৯২
অকৃত্বৈব তু সঙ্কল্পং ন তদুদ্ধরণং চরেৎ।
কৃতে তস্মিংশ্চ সঙ্কল্পে তন্মধ্যে স্মার্ত্তকর্ম্ম তৎ ॥২৯৩
ন কিঞ্চিদপি কুর্বীত মহাবৈদিককর্ম্মণি।
কর্ম্মণোহন্যস্য সঙ্কল্পেহন্যকর্ম্মান্তরমুচ্যতে ॥২৯৪

সকল পাপ নাশ হয়। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যার বিঘ্নকারী—যাহাতে ব্রাহ্মণ পুনরায় নির্বিঘ্নে সন্ধ্যা করিতে পারে—স্বয়ং তাহার ব্যবস্থা করিবে, নতুবা পাপভাগী হইবে। সন্ধ্যাকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র যে কেহই হউক না কেন, কাহারও সন্ধ্যার বিঘ্ন করার মত আর পাপ নাই।২৮৪-৮৬

সন্ধ্যা করার পর হোম বা সন্ধ্যাকালীন জপাদি করিতে হইবে; তৎপর চর্ষণীমন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যের উপস্থান করিবে। আহিতাগ্নি দ্বিজ সূর্য্যোদয়ের পূর্বে সন্ধ্যাদি সকল কর্ম্ম সমাপন করিয়া অগ্নির উদ্ধরণ করিবে। সকল বেদ বলিয়াছেন—আহিতাগ্নির পক্ষে অগ্নিহোত্র কর্ম্মই সকল কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ।২৮৭-৮৯

অন্য সকল কর্ম্মই আহিতাগ্নির পক্ষে অগ্নিহোত্রের সম্পাদক বুঝিতে হইবে; সুতরাং আহিতাগ্নি দ্বিজ সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই সকল স্মার্ত্তকর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া 'হোষ্যামি' এইরূপ সঙ্কল্প করত অগ্নির উদ্ধরণপূর্বক প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিবে।২৯০-৯২

সঙ্কল্প না করিয়া অগ্নির উদ্ধরণ করিবে না; এবং

প্রবলং বৈদিকং কর্ম্ম সর্বেষ্বপি চ কর্ম্মসু।
তৎকৃত্বৈব পুরা পশ্চাৎ পিত্রোঃ কুর্য্যাচ্ছবক্রিয়াম্॥২৯৫
শবে নিপতিতে গেহে পিত্রোরপি পুনঃ কিমু।
স্নাত্বাদ্রবাসসা সায়মগ্নিহোত্রং যথা পুরা ॥২৯৬
নির্বর্ত্ত্য তৎপরং সর্বং কুর্য্যাদিতি পরা শ্রুতিঃ।
তদ্ বৈদিকস্য কৃত্যস্য সঙ্কল্পেহস্মিন্ কৃতে যদি ॥২৯৭
যস্য কস্যচিদেকস্য তদন্তঃপাতিনামপি।
মধ্যে বা ঋত্বিজাং নূনমাশৌচং সূতকস্তু বা ॥২৯৮
নাস্ত্যেবেতি ততঃ প্রাহ তস্মাদত্র তু ঋত্বিজঃ।
স্নাত্বা কর্ম্মাণি কুর্বীরন্ কর্ম্মকালে তু তৎপুনঃ ॥২৯৯
বৈতানিকস্থলং ত্যক্ত্বা দূরে তিষ্ঠতি নাত্র তৎ।
যাবৎকর্ম্ম ততো ভূয়ো বহিরন্বেতি তং পুনঃ ॥৩০০
এবং চেদৃত্বিজামন্যদ্‌গোত্রিণামপি কেবলম্।
লগ্নানাং তত্র বিপ্রাণাং কীদৃশং কর্ম তদ্ভবেৎ ॥৩০১

সঙ্কল্পের পর মধ্যভাগে অন্য কোন স্মার্ত্তকর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিবে না; কারণ, মহাবৈদিক কর্ম্মমধ্যে অন্য কর্ম্মের সঙ্কল্প করিলে উহা কর্ম্মান্তরে পরিণত হয়।২৯৩-৯৪

সকল প্রকার কর্ম্মের মধ্যে বৈদিক কর্ম্মই সর্বাধিক প্রবল; এমন কি মাতাপিতার শবও যদি গৃহে বর্ত্তমান থাকে, তবে প্রথমতঃ স্নান করিয়া অগ্নিহোত্র সমাপন করিবে, পরে শবদাহাদি কর্ম্ম করিবে—ইহাই পরম বেদবিধি। বৈদিক কর্ম্মের সঙ্কল্প করার পর ঋত্বিগ্‌গণের মধ্যে কাহারও যদি অশৌচও হয়, তথাপি সে কর্ম্মে অশুচি হইবে না, স্নান করিয়া কর্ম্ম করিবে; কর্ম্মকালে ঐ ঋত্বিকের অশৌচ যজ্ঞস্থল পরিত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান করে। যতক্ষণ যজ্ঞকর্ম চলিবে, ততক্ষণ তাঁহার অশৌচ হইবে না; কর্মশেষ হইলে বহির্গমন অর্থাৎ যজ্ঞস্থল পরিত্যাগ করিলে সেই অশৌচ তাঁহার অনুগমন করিবে অর্থাৎ তিনি অশৌচভাগী হইবেন।২৯৫-৩০০

অন্যগোত্রীয় ঋত্বিগ্‌গণেরও অন্যের অগ্নিহোত্র-কর্ম্মকালে অশৌচ স্পর্শ করে না, ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, অগ্নিহোত্রাদি বৈদিককর্মসমূহের কিরূপ অপূর্ব মাহাত্ম্য।৩০১

তত্তাদৃশং কর্ম তস্মাদুপমারহিতং পরম্।
তৎপরস্য ব্রাহ্মণস্য বৈদিকস্য মহাত্মনঃ ॥৩০২
তদ্ধর্মাঃ পৃথগেব স্যুঃ পিতৃদীক্ষাদয়োঽখিলাঃ।
গর্ভদীক্ষাদয়ঃ সর্বে তস্যাস্য চ পৃথক্ পৃথক্ ॥৩০৩
দিঙ্মাত্রমপি চোচ্যন্তে বৈদিকাস্ত্বাম্বহং তরাম্।
উদয়াস্তময়াৎ পূর্বং সূর্য্যোপস্থানমীরিতম্ ॥৩০৪
প্রতিপক্ষেষ্টিতস্তদ্বৎ ক্ষুরকর্ম হি পর্বণি।
অতঃ সপিত্রোরব্দে যা (দীক্ষাকেশস্থিতিঃ সদা)
কেশধারণরূপিণী ॥৩০৫
কন্যা-কুম্ভ-কুলীরেষু পত্নীগর্ভেষু সন্ততম্।
প্রত্যব্দ-মাস-পক্ষেষু চামা-মনু-যুগাদিষু ॥৩০৬
প্রোচ্যতে বেদবাক্যেন তস্মাত্তু ক্ষুরকর্ম তৎ।
আহিতাগ্নেঃ পর্বণি হি কথিতং তু বিশিষ্যতে ॥৩০৭
ইষ্ট্যন্যভাবেঽপি তৎকর্মমাত্রাদপি চ কেবলম্।
যৎকিঞ্চিৎ কর্মণা হীষ্টিকর্মৈকদেশতঃ কিল ॥৩০৮
কর্মণা হীষ্টিসিদ্ধিশ্চ ভবত্যেবেতি তৎকৃতম্ ॥৩০৯
যাবতঃ কর্মণঃ কর্তুমশক্তাবপি তস্য বৈ।
অঙ্গমাত্রাস্যাত্তু কৃতৌ সমীচীনং ভবেৎ কিল ॥৩১০
সোঽয়ং তস্মাদাহিতাগ্নের্ন কালাদির্নিরীক্ষণম্।
ক্ষুরস্য কার্য্যং নৈব স্যাৎ স কালঃ ক্ষুরকর্মণঃ ॥৩১১
নিত্যতঃ সমুপক্রান্তস্তস্যা ইষ্টেরুপক্রমে।
ত্যক্তনষ্টাগ্নিহোত্রস্যাহিতাগ্নেরেবমপ্যতি ॥৩১২
চোদিতং তদ্ধি চৈবং স্যাদাহিতাগ্নীতরস্য চ।
বর্ণিনো গৃহিণশ্চাপি বৈদিকস্যৈব কেবলম্ ॥৩১৩
উপাকর্মণি চোৎসর্গে ব্রতানাং সন্ততং তরাম্।
যদা তদা ক্ষুরং স্যাদ্ধি ন কালাদিনিরীক্ষণম্ ॥৩১৪
কুষ্মাণ্ডে গণহোমে চ প্রায়শ্চিত্তে হ্যুপস্থিতে।
সূতকান্তে প্রসূত্যন্তে ব্রত-চান্দ্রায়ণাদিষু ॥৩১৫
নৈমিত্তিকব্রহ্মকূর্চে ন কালাদিনিরীক্ষণম্।
দেবাসুর-নরাণাং তৎ ত্রিবিধং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৩১৬

সেইহেতু প্রসিদ্ধ তাদৃশ বৈদিক কার্য্যসকল উপমারহিত ও শ্রেষ্ঠ। অগ্নিহোত্র-পরায়ণ মহাত্মা বৈদিক ব্রাহ্মণের পিতৃদীক্ষা, গর্ভদীক্ষা প্রভৃতি সকল দীক্ষাদি কর্ম্মও পৃথক্ হইবে। আমি এই বৈদিক কর্ম্মের মহিমা দিঙ্‌মাত্র নির্দ্দেশ করিলাম; ইহার মহিমা অবর্ণনীয়। সূর্য্যের উদয় ও অস্তের পূর্বেই সন্ধ্যায় সূর্য্যোপস্থান এবং প্রতিপক্ষেষ্টি করণীয়; আহিতাগ্নি ক্ষৌরকর্ম্ম পর্বদিনেই করিবে। যেহেতু কন্যা, কুম্ভ, কর্কট প্রভৃতি রাশিতে সংক্রান্তি নিমিত্তক শ্রাদ্ধদিনে, এবং সাংবৎসরিক, মাসিক, পাক্ষিক এবং অমা, মন্বন্তর ও যুগাদিনিমিত্তক শ্রাদ্ধের এবং পত্নীর গর্ভাধানাদি সংস্কারের দিনে কেশধারণ করিবার জন্য বেদ বিধান করিয়াছেন, সেইহেতু অগ্নিহোত্রীর পক্ষে ক্ষৌরকর্ম্ম পর্বদিনে করাই বিধেয়।৩০২-৭

অগ্নিহোত্রী দ্বিজ যদি সাঙ্গ ইষ্টিকর্ম্মের অনুষ্ঠান নাও করিতে পারে, তথাপি কথঞ্চিৎ ইষ্টির একদেশ অনুষ্ঠান করত অগ্নিহোত্র-কর্ম্ম যথাবিধি অনুষ্ঠান করিলেই ইষ্টিকর্ম্মও সাঙ্গই অনুষ্ঠিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।৩০৮-৯

সকল কর্ম্ম করিতে অসমর্থ হইলেও আহিতাগ্নির পক্ষে অঙ্গমাত্র অনুষ্ঠানেই কর্ম্ম সমীচীনভাবে অনুষ্ঠিত হইবে।৩১০

এজন্য আহিতাগ্নির ক্ষৌরকর্ম্মের কাল-নিয়ম নাই, উক্ত পর্বকালই উহার কাল। যেহেতু আহিতাগ্নির অগ্নিহোত্র নিত্যকর্ম্ম, সেইহেতু ইষ্টিকর্ম্ম করিতে গিয়া যদি অগ্নিহোত্র-কর্ম্মের অঙ্গহানিও হয়, তাহাতেও ক্ষতি হইবে না।৩১১-১২

কিন্তু যাহারা আহিতাগ্নি নহে, সেইরূপ গৃহস্থও ব্রহ্মচারী বৈদিক হইলেও তাহাদের ক্ষৌরকর্ম্মে কালের নিয়ম আছে।৩১৩

কিন্তু তাহাদের পক্ষেও উপাকর্ম্ম, সমাবর্ত্তন প্রভৃতি সংস্কার-কর্ম্মে ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে কাল-নিয়মের প্রয়োজন নাই। এইরূপ অশৌচান্তে, গণহোমে, কুষ্মাণ্ডহোমে, প্রায়শ্চিত্তে, প্রসবান্তে, চান্দ্রায়ণাদি ব্রতে এবং নৈমিত্তিক ব্রহ্মকূর্চ্চে কালাদি নিরীক্ষণ করিবার প্রয়োজন নাই। দেবতা, অসুর ও মনুষ্যভেদে ক্ষৌরকর্ম্মও ত্রিবিধ।

শ্মশ্রূপপক্ষ-কেশানাং মানবং প্রথমং স্মৃতম্।
উপশ্মশ্রু-কেশবপনং তদ্দৈবতমীরিতম্ ॥৩১৭
এদস্তিন্নং তৃতীয়ং স্যাদাসুরত্বসমঞ্জসম্।
কেচিত্ত্বর্ঘ্যং প্রদায়াথ স্বমত্যা তৎপরং শুচিম্ ॥৩১৮
সমুদ্ধৃত্য বিধানেন চোদয়ান্তর্দশোত্তরম্।
জপং কুর্বন্তি গায়ত্র্যাস্তৎক্রিয়ামধ্য এব বৈ ॥৩১৯
উদয়ানন্তরং সূর্য্যোপস্থানমনন্তরম্।
অগ্নিহোত্রং হি কুর্বন্তি তদেতদসমঞ্জসম্ ॥৩২০
কর্মমার্গস্য কালং বৈ জ্ঞানিমার্গস্য চেৎ পুনঃ।
ব্রহ্মার্পণধিয়া সর্বং কর্ম তৎক্রিয়তে পরম্ ॥৩২১
স্নান-সন্ধ্যাগ্নিহোত্রাদি স্মার্ত্তং বৈদিকজালকম্।
যৎকর্ম তদ্‌ব্রহ্মধিয়া ক্রিয়তে কিল তেন বৈ ॥৩২২
কো ভেদঃ কর্মণাং চেতি কৃৎস্নানাং ব্রহ্মরূপতঃ।
তস্মাৎ কৃত্বাস্বহং সন্তঃ কৃত্বৈতদ্ বাধকন্তরাম্ ॥৩২৩
ন ভবেদিতি চ প্রোচুস্তদনুষ্ঠানমেতদু।
নোত্তমত্বেন মন্যন্তে জ্ঞানিনো বৈদিকাঃ পরম্ ॥৩২৪

ন কর্মণি তু ভিন্নস্য কর্মণঃ সমুপক্রমঃ।
বিধির্নালমিতি প্রোচুস্তত্রপর্য্যপি কেচন ॥৩২৫
ইষ্টমধ্যেঽগ্নিহোত্রং তৎ ক্রিয়তে বা ন চেৎ পুনঃ।
অন্বাধানাৎ পরং ভূয়স্ত্যজ্যতে কিং তদুচ্যতাম্ ॥৩২৬
অতঃ স্যাৎ কর্মমধ্যেঽপি কর্মান্যৎ কার্য্যমুচ্যতে।
বস্তুতস্তু পরং বচ্মি মধ্যেঽস্মিন্ স্মার্ত্তকর্মণঃ ॥৩২৭
কার্য্যান্তরং ন কুর্বন্তি যাবৎ কৃত্বা ততশ্চরেৎ।
নোপাসনাৎ পরো ধর্মো ব্রাহ্মণস্যেহ বিদ্যতে ॥৩২৮
ঔপাসনে কিলাধানমর্দ্ধং যাবত্তু বা দ্বিধা।
তেনাগ্নিহোত্রং তৎপশ্চাদ্দর্শাদিস্তদনন্তরম্ ॥৩২৯
আগ্রয়ণং চাতুর্মাস্যং নিরূঢ়পশুরেব চ।
অগ্নিষ্টোমাদয়ঃ পশ্চাৎ ক্রতবো নিখিলাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৩০
তস্মাদৌপাসনসমং ন ধর্মান্তরমস্তি হি।
অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে ॥৩৩১
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।
তস্মাদৌপাসনে সূর্য্যায়াহুতির্দীয়তে পরা ॥৩৩২

মানবোচিত অর্থাৎ অশৌচাদি-নিমিত্তক ক্ষৌরকর্ম্মে শ্মশ্রু, উপপক্ষ (মোঁছ) ও কেশের বপন করিবে। উপশ্মশ্রু ও কেশের বপন দৈব ক্ষৌর এবং এতদ্ভিন্ন সর্বপ্রকার ক্ষৌরকর্ম্মই আসুরের অন্তর্গত। কেহ কেহ নিজমতেই অর্ঘ্যপ্রদানের পরই অগ্নির উদ্ধরণ করত সূর্য্যোদয়ের পর গায়ত্রীজপ করে এবং ঐ কর্ম্মের মধ্যেই উদয়ের অনন্তর সূর্য্যোপস্থান ও অগ্নিহোত্র করে, কিন্তু এইরূপ সমীচীন নহে।৩১৪-২০

কারণ, কর্ম্মকরণে বিহিত কাল অবশ্য অপেক্ষণীয়; স্নান, সন্ধ্যা, অগ্নিহোত্রাদি সকল বৈদিক ও স্মার্ত্তকর্ম্ম ব্রহ্মার্পণ-বুদ্ধিতে অনুষ্ঠান করিলে উহা সর্বোৎকৃষ্ট কর্ম্ম হইবে।৩২১-২২

সমস্ত কর্ম্মই যখন ব্রহ্মস্বরূপ, তখন বৈদিক ও স্মার্ত্ত-কর্ম্মের ভেদ এবং কালভেদে দোষ ইত্যাদি কেন হইবে —এইরূপ মনে করিয়া যাহারা কর্ম্ম করে, তাহাদিগের ঐ বুদ্ধি ও কর্ম্মকে জ্ঞানী বৈদিক ব্রাহ্মণগণ উত্তম বলিয়া মনে করেন না।৩২৩-২৪

কেহ কেহ বলেন, "এক কর্ম্মের মধ্যে অন্য কর্ম্ম আরম্ভ করা যাইবে—এরূপ কোন বিধি যুক্তিযুক্ত নহে; সুতরাং ইষ্টকর্ম্মের মধ্যস্থলে অগ্নিহোত্র করা যাইতে পারে। যদি অগ্নিহোত্র করা না হয়, তবে কি অন্বাধানের অগ্নিহোত্র-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে? সুতরাং কর্ম্মমধ্যে কর্ম্মান্তর অনুষ্ঠেয়।" এস্থলে প্রকৃত সমাধান বলিতেছি। বৈদিক কর্ম্মের মধ্যে ঔপাসনরূপ স্মার্ত্তকর্ম্ম ভিন্ন অন্য স্মার্ত্তকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না, করিতে হইলে বৈদিক কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া পরে করিবে; কারণ উপাসন-কর্ম্মের ন্যায় ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই।৩২৫-২৮

আধানের অগ্নির অর্দ্ধেক ঔপাসনের ও অপর অর্দ্ধ অগ্নিহোত্রের; সুতরাং ঔপাসনের পর অগ্নিহোত্র, তৎ-পশ্চাৎ দর্শাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠেয়।৩২৯

দর্শাদির অনন্তর আগ্রয়ণ, চাতুর্ম্মাস্য, নিরূঢ়পশু, অগ্নিষ্টোমাদি সোমযাগ প্রভৃতি সকল যাগ অনুষ্ঠেয়। সুতরাং ঔপাসনের চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন ধর্ম্ম নাই।

তাবন্মাত্রেণ সর্বেষামন্নদানং ধরাতলে।
মহতাং বিদ্যমানানাং যোগিনাং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥৩৩৩
জঙ্গামানাঞ্চ সর্বেষাং ক্ষুধার্ত্তানাং বিশেষতঃ।
অন্নমন্নং মহাক্ষুন্নঃ কো বা তস্যা নিবৃত্তয়ে ॥৩৩৪
প্রদাস্যতি মহাভাগঃ অটতামিতি সর্বতঃ।
ভক্ষ্যভোজ্যেশ্চ লেহ্যৈশ্চ চোষ্যৈরপি সুধাস্রবৈঃ॥৩৩৫
সূপেন পরমান্নেন নানাশাকবিশেষতঃ।
প্রভূতসর্পিষা দধ্না পয়সা মধুনা ফলৈঃ ॥৩৩৬
দাতুরন্যস্তু যৎপুণ্যং তৎকোটিগুণিতং ফলম্।
মহদাপ্নোতি পরমং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৩৩৭
ঔপাসনে পরা দেবা বেদাঃ শাস্ত্রাণি কৃৎস্নশঃ।
তীর্থানি পুণ্যক্ষেত্রাণি ব্রতানি বিবিধান্যপি ॥৩৩৮
কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদীনি দানানি বিবিধান্যপি।
তুলাভারমুখান্যেবং যানি লোকেঽধিকানি বৈ ॥৩৩৯
ফলাধিকানি বর্তন্তে তৎকর্ত্তা তানি বিন্দতি।
তস্মাদৌপাসনং সায়ং প্রাতশ্চ সুসমাচরেৎ ॥৩৪০
ধৃতোখয়া বিশেষেণ বিবাহেঽগ্নিবিশেষবিৎ।
বিভূয়াদুখয়ৈবৈনং ন তু ভূমৌ বিনিক্ষিপেৎ ॥৩৪১
ভূমৌ তু গার্হপত্যস্য স্থাপনং স্মৃতিচোদিতম্।
ঔপাসনস্য তৎপ্রোক্তমুখাৎ কৃত্বা ততো যথা ॥৩৪২
সৌলভ্যাধারণামূলং ভবেত্তস্যাং নিধায় তম্।
নিত্যানুহরণং কুর্য্যাৎ কৃতে ত্বৈবং হি তদ্‌গৃহে ॥৩৪৩
ভব্যানুহরণে পূর্বং বভূবুর্যানি কৃৎস্নশঃ।
মঙ্গলানি প্রতিদিনং মহোৎসবপরম্পরাঃ ॥৩৪৪
পূর্বং তু শেষহোমস্য বিপ্রাগমবিশেষকাঃ।
তদর্চ্চনাবিশেষাচ্চ তদ্ভোজনপরম্পরাঃ ॥৩৪৫
সর্ববন্ধাগমাশ্চাপি স্বস্তিবাচনপূর্বকাঃ।
অসংখ্যকা অনন্তাঃ স্যুর্মঙ্গলধ্বনয়োঽনিশম্ ॥৩৪৬

অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি আদিত্যের নিকট উপস্থিত হয়; তাহার ফলে আদিত্য হইতে বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হয়। এজন্য ঔপাসন-কর্ম্মে সূর্য্যকে (আদিত্যকে) আহুতি প্রদান করা হয়।৩৩০-৩২

ঐ আহুতির দ্বারাই ধরাতলে সকলের অন্নদান সম্পন্ন হয়। যে সকল মহাত্মা যোগী, ব্রহ্মবাদী, এবং ক্ষুধার্ত্ত জঙ্গমমাত্রই (প্রাণীমাত্রই) "কে এমন মহাভাগ্যবান্ আছে, যে আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য অক্ষয়ফলদায়ক অন্ন প্রদান করিবে" এই বলিয়া অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহাদের তৃপ্তির যে ভাগ্যবান্ ঔপাসন অগ্নিতে ভক্ষ, ভোজ্য, লেহ্য, পেয়, সূপ, পরমান্ন, নানা শাক, প্রচুর ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, মধু ও ফল প্রভৃতির দ্বারা আহুতি প্রদান করে, তাহার পুণ্য অন্য পুণ্যের কোটিগুণ হইয়া পরম মহৎ ফল প্রদান করে—এই বিষয়ে কোন বিচার করা কর্তব্য নহে।৩৩৩-৩৭

ঔপাসনে দেবতা, বেদ, সকল শাস্ত্র, তীর্থ, পুণ্যক্ষেত্র, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ এবং অন্যান্য বিবিধদানসমূহ তুলিত হইলে ভারাধিক্যবশতঃ উহার কর্ত্তাকে অধিক ফল প্রদান করিয়া থাকে; সুতরাং সায়ং ও প্রাতঃকালে ঔপাসন কর্ম্মের সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠান করিবে।৩৮-৪০

বিবাহে যে অগ্নিগ্রহণ করিয়াছে, সে উখাতে (চুল্লীতে) ঔপাসক অগ্নিকে স্থাপন করিবে; কিন্তু গার্হপত্যাগ্নিকে ভূমিতে স্থাপন করিবে—ইহা স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান। উখা (চুল্লী) নির্ম্মাণ করিয়া যে ভাবে উহাতে সহজে অগ্নিধারণ করা যায়, সেইভাবে উখাতে অগ্নি রাখিয়া নিত্যই উহার অনুহরণ (উপাসনা) করিবে; তাহা হইলে ঐ গৃহ প্রতিদিন সর্বপ্রকার মঙ্গল ও মহোৎসবের আলয় হইবে।৩৪২-৪৪

শেষহোমের পূর্বে ব্রাহ্মণগণের আগমন, তাঁহাদের বিশেষ অর্চ্চনা ও ভোজন, স্বস্তিবাচনপূর্বক সকল আত্মীয় স্বজনের আগমন, প্রভৃতি অসংখ্য মাঙ্গলিক ধ্বনি ঐ গৃহে অনবরত শুনিতে পাওয়া যায়।৩৪৫-৪৬

যে গৃহে গৃহী উখাতে ঔপাসন অগ্নিকে স্থাপন করিয়া সায়ং ও প্রাতঃকালে উহার অর্চ্চনা করে, সেই গৃহ সকল প্রকার মঙ্গলের আয়তন হইয়া থাকে।৩৪৭

উখ্যানুহরণং যত্তৎ ক্রিয়তে গৃহিণাগ্নহম্ ।
সায়ংপ্রাতশ্চ বিধিনা মঙ্গলায়তনং হি তৎ ॥৩৪৭
তস্যানুহরণং পশ্চাদ্ রথস্থোৎসবনাদিকঃ ।
গৃহপ্রবেশহোমাখ্য আগ্নেয়শ্চ তথাবিধঃ ॥৩৪৮
সপ্তর্ষি অরুন্ধতীপূজাদর্শনাদিমহোৎসবঃ ।
ঔপাসনসমারম্ভস্তদ্‌গতের্বনমর্চ্চনম্ ॥৩৪৯
তদ্দীক্ষানিয়মা দিব্যা দম্পত্যালাপনাদিকাঃ ।
মহদাশীরুৎসবশ্চ ভূষণোৎসব এব চ ॥৩৫০
দীপোৎসবো দীপশান্তিঃ কুলাচারাদয়োঽখিলাঃ ।
চৌর্য্যোৎসবো হেলনাখ্যো বন্ধুভক্তিমহোৎসবঃ ॥৩৫১
গীতোৎসবো বাদ্যরন্ধ্রভাষণোৎসবসংজ্ঞকাঃ ।
শেষহোমো নাকবলি-মহেন্দ্রাণীসমর্চ্চনম্ ॥৩৫২
ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিসংখ্যা তদ্দেবানাং সমর্চ্চনম্ ।
মহাদিশমুৎসবশ্চ তাম্বূলোৎসব এব চ ॥৩৫৩
তদ্দম্পতী মহাপ্রজা তন্নামোক্ত্যুৎসবঃ পরঃ ।
গৃহাদ্ গ্রামবিনির্য্যাণাং মহাজলমহোৎসবঃ ॥৩৫৪

ঔপসনাগ্নির উপাসনার পর রথোৎসব, গৃহপ্রবেশ হোম, আগ্নেয়, পুরোডাশাদি, সপ্তর্ষি ও অরুন্ধতী পূজা-মহোৎসবাদি এ সকলই ঔপাসনাগ্নির স্থাপনাপ্রযুক্তই হইয়া থাকে।৩৪৮-৪৯

উক্ত আহিতাগ্নি দম্পতীর দীক্ষা নিয়ম ও দিব্য, দম্পতীর পরস্পর আনন্দালাপ, মহাত্মগণের আশীর্বদোৎসব এবং ভূষণোৎসব—এ সকলই তাহাদের অপূর্ব ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।৩৫০

দীপোৎসব, দীপশান্তি, সকল কুলাচার, চৌর্য্যোৎসব, হেলনোৎসব, বন্ধুভক্তিমহোৎসব, গীতোৎসব, বাদ্যরন্ধ্র-ভাষণোৎসব, শেষহোম, নাকবলি, মহেন্দ্রাণীসমর্চ্চন, ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটি (তেত্রিশকোটি) দেবতার অর্চ্চন, মহাদিশুৎসব, তাম্বূলোৎসব, তদ্দম্পতীমহাপূজা, গৃহ হইতে গ্রামনির্য্যাণ, মহাজলমহোৎসব, হরিদ্রাজল, চূর্ণ, গন্ধ ও কুঙ্কুম প্রভৃতির দ্বারা দোলোৎসব, দেবতোদ্বাসনোৎসব, কঙ্কনোদ্বাসনোৎসব ও বন্ধোদ্বাসনোৎসব—এই সকল উৎসব ঐ গৃহে অনুষ্ঠিত হয় এবং

হারিদ্রজল-তচ্চূর্ণ-গন্ধ-কুঙ্কুমবস্তুভিঃ ।
দোলোৎসবো দেবতোদ্বাসনসংজ্ঞোৎসবঃ পরঃ ॥৩৫৫
কঙ্কনোদ্বাসনো বন্ধোদ্বাসনাদিকমিত্যতঃ ।
যদ্‌দ্রব্যজাতং তৎসর্বমগ্ন্যহং তত্ততোঽধিকম্ ।
ভবত্যেব ততো যত্নাদুখ্যমগ্নিং সদা ধরেৎ ॥৩৫৬
যদি ভূমৌ নিক্ষিপেত্তু তৃপদ্‌ভূমিরশুচিঃ সদা ।
স শান্তিং কুরুতে তস্মাৎ পরং তণ্ডুলহোমতঃ ॥৩৫৭
গার্হপত্যাখ্যবহ্নৌ তু পুরোডাশাদিনা ন তু ।
হবিষাপাশুকেনৈব নিত্যশান্তো ভবেদহো ॥৩৫৮
ন চেদ্ গার্হপত্যাখ্যো যজমানস্য সন্ততম্ ।
তস্মিন্নতীতে বর্ষর্তৌ পললং হি তদিচ্ছতি ॥৩৫৯
বহ্নয়ো বৈদিকাস্তস্মাদ্ গার্হপত্যাদিকাস্ত্রয়ঃ ।
পঞ্চপাকাস্তাপনীয়া নায়মৌপাসনঃ কদা ॥৩৬০
তথাকর্ত্তুমশক্তশ্চেৎ সমারোপণতোঽপি বা ।
অশ্মনঃ সমিধো বাপি ভর্ত্তব্যঃ সন্ততং দ্বিজৈঃ ॥৩৬১
পরিত্যজেদ্ যদি শুচিং বিরহীত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥৩৬২

উহাদের সম্পাদনের উপযোগী দ্রব্যসমূহের (ধন-ধান্যাদিরও) প্রচুর সমাগম হয়; সুতরাং উখ্য (উখাতে স্থাপিত) ঔপাসন অগ্নির সততই উপাসনা করিবে। ঐ অগ্নি ভূমিতে কখনই নিক্ষেপ করিবে না, করিলে ঐ ভূমি অশুচি হইবে এবং উহার শান্তির জন্য আহিতাগ্নিকে ঐ অগ্নিতে তণ্ডুলহোম করিতে হইবে।৩৫১-৫৭

গার্হপত্যাগ্নিতে হোম করিলে পুরোডাশের দ্বারা হোম না করিয়া পশুর মাংসরূপ হবির দ্বারাই হোম করিবে, উহাতে চুল্লী অবশ্যই শান্তি হইবে। যদি উহা না করা হয়, তবে বর্ষ বা ঋতুতে গার্হপত্যাগ্নিতে মাংসের দ্বারা হোম করিবে। অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি এই ত্রিবিধ অগ্নিই গ্রহণ করিয়া উহাদের উপাসনা করেন এবং পঞ্চপাকের তপস্যা করিয়া থাকেন; কিন্তু ঔপাসনাগ্নি স্থাপন করেন না।৩৫৯-৬০

যদি ঐরূপভাবে অগ্নিস্থাপন করিতে সামর্থ্য না

সায়ং প্রাতস্ততো নিত্যং বহ্ন্যুপস্থানমাচরেৎ।
হোমাৎ পরমুপস্থানং কার্য্যো হোমস্ততো পুনঃ ॥৩৬৩
হোমং বিনা হ্যুপস্থানং ন কদাচিৎ সমাচরেৎ।
প্রচরেদ্ যদি তৎকালে শুচির্ভক্ত্যা সমন্বিতঃ ॥৩৬৪
সূর্য্যায়েদং নমমেতি তদ্‌গৃহাভিমুখো জপেৎ।
বুদ্ধা তং হোমকালং বৈ তথাস্বিষ্টকৃতশ্চ বৈ ॥৩৬৫
চতুর্থ্যন্তেন তৎপশ্চাত্তদুপস্থানমাচরেৎ।
প্রণমেত প্রযত্নেন গোত্রাভিবাদনঞ্চ তৎ ॥৩৬৬
কুর্য্যাদেব বিধানেন ন তু তূষ্ণীং স্বয়ং শুচৌ।
লৌকিকে জুহুয়াদ্ যত্র কুত্রাপি যদি বৈ তদা ॥৩৬৭
চরেদ্ বৃথা হি তৎকর্ম্ম তথা নষ্টং ভবেদ্ ধ্রুবম্।
যতোঽয়ং বহ্নিরেব হি ভার্য্যাধীনে বভূব হি ॥৩৬৮
পুরা তু ব্রহ্মসদনে নির্ণয়স্তু তথা কৃতঃ।
উপাসনে স্থিতে গেহে ভার্য্যাধীনেন কুত্রচিৎ ॥৩৬৯

প্রবাসে যজমানস্য যদি প্রত্যব্দমাগতম্।
তদা তু লৌকিকে কুর্য্যাদগ্নৌ পাণৌ ন চাচরেৎ ॥৩৭
দর্ভস্তম্বেঽপ্সু বা কুর্য্যাদগ্নৌকরণমাপদি।
ন কুর্য্যাদেব সহসা পাণ্যাদিষু হি যাজুষঃ ॥৩৭১
নিয়মোঽয়ং যাজুষস্য শ্রাদ্ধকর্ম্মণি পাবকঃ।
বৈদিকঃ কথিতঃ সদ্ভির্বহ্বৃচানাং তথৈব হি ॥৩৭২
মুখ্যঃ কল্পঃ পাবকে স্যাদগ্নৌকরণকর্ম্মণঃ।
বিকল্পাৎ পাণিহোমোঽপি তদাদিস্তদনন্তরম্ ॥৩৭৩
প্রয়তো বৈশ্বদেবান্তে ব্রাহ্মণানতিথীনপি।
ভোজয়ীত চ বালাদীম্মানুষোঽয়ং মহাসবঃ ॥৩৭৪
অজস্রং বৈশ্বদেবাদাববসানেঽথবা শুচিঃ।
ঔডুম্বর্য্যশ্চ সমিধো জুহুয়াদ্দশ বা শতম্ ॥৩৭৫
তাবৎসংখ্যাম্নাহুতীশ্চ শ্রীকামঃ কালয়োর্দ্বয়োঃ।
দেবযজ্ঞোঽয়মুদিতঃ কেচিত্তু শকলাহুতিঃ ॥৩৭৬

থাকে, তবে অগ্নির সমারোপণ করিয়া অশ্ম (প্রস্তর) ও সমিধের দ্বারা ভরিয়া দিবে; কদাচ অগ্নি পরিত্যাগ করিবে না, করিলে তাহাকে বিদ্বান্‌গণ বিরহী বলিয়া থাকেন।৩৬১-৬২

সায়ং ও প্রাতঃকালে বহ্নির উপস্থান করিবে; হোম হইতে উপস্থান শ্রেষ্ঠ, এজন্য উপস্থানের পর হোম করিবে; হোম বিনা উপস্থান কখনও করিবে না। ঐরূপ করিলে শুচি হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক "সূর্য্যায়েদং নমমেতি" ইত্যাদি অগ্নিগৃহের অভিমুখ হইয়া জপ করিবে; পরে হোমের সময় অগ্নির স্বিষ্টকৃৎ নামকরণ করিয়া উহাতে চতুর্থবিভক্ত্যন্ত দেবতার নামের সহিত 'স্বাহা' যোগ করিয়া অগ্নির উপস্থান হোম করিবে। পরে নিজের নাম গোত্রোল্লেখ করত বিধিপূর্ব্বক প্রণাম করিবে; কিন্তু যেখানেই থাকুক, আহিতাগ্নি দ্বিজ কখনও লৌকিকাগ্নিতে হোম করিবে না।৩৬৩-৬৭

যদি কখনও ঐরূপ করে, তবে কর্ম্ম নষ্ট হইবে যেহেতু এই অগ্নি ভার্য্যার অধীন, এজন্য পুরাকালে ব্রহ্মলোকে এইরূপ নির্ণয় হইয়াছে—ভার্য্যার অধীন ঔপাসন অগ্নি গৃহে থাকিলে অন্যত্র কোথাও যাইবে না; যদি বাধ্য হইয়া প্রবাসে যাইতে হয় এবং সেই সময় সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধের তিথি উপস্থিত হয়, তবে লৌকিক অগ্নিতে শ্রাদ্ধ করিবে, (ব্রাহ্মণের) হস্তে করিবে না। ৩৬৮-৭০

যজুর্ব্বেদিগণ কুশময় ব্রাহ্মণে অথবা জলে আপৎকালে অগ্নৌকরণ করিবে, তথাপি সহসা (ব্রাহ্মণ) হস্তে করিবে না। শ্রাদ্ধকর্ম্মে যজুর্ব্বেদিগণের পক্ষে বৈদিক অগ্নিই নিয়ত বিহিত; ঋগ্‌বেদিগণের পক্ষেও ঐ নিয়ম জানিবে।৩৭১-৭২

সকলের পক্ষেই বৈদক অগ্নিই অগ্নৌকরণ-কর্ম্মে মুখ্যকল্প; উহার অভাবে সামবেদিগণ পাণিহোম করিতে পারে।৩৭৩

হোমের পর বৈশ্বদেব-বলি প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ, অতিথিগণ বা বালকগণকে ভোজন করাইবে; কারণ উহা মানুষ-মহাযজ্ঞ। বৈশ্বদেবের আদি ও অন্তে উদুম্বর-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সমিধের দ্বারা দশ বা শতবার আহুতি প্রদান করিবে।৩৭৪-৭৫

যে ব্যক্তি ধনৈশ্বর্য্যকামী, সে সায়ং ও প্রাতঃ উভয়

ইমং যজ্ঞং তমেবোচুর্যৎ পিতৃভ্যঃ স্বধেতি বৈ।
তর্পণং ক্রিয়তে যত্তু পিতৃযজ্ঞং প্রচক্ষতে ॥৩৭৭
যেয়ং পূর্বং বলিঃ প্রোক্তা বায়সানাং শুনামপি।
এষা বৈ ভূতযজ্ঞঃ স্যাদতিথীনাং তু ভোজনম্ ॥৩৭৮
নৃযজ্ঞঃ কথিতঃ সদ্ভির্ব্রহ্মযজ্ঞস্ত্রয়ীময়ঃ।
এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞাঃ শ্রুতিপ্রোক্তাঃ সনাতনাঃ ॥৩৭৯
নৈষামঙ্গাঙ্গীভাবোঽস্তি স্বতন্ত্র্যাস্তে পরস্পরম্।
তর্পণং ব্রহ্মযজ্ঞস্য দেবাদীনাং যদীরিতম্ ॥৩৮০
তদঙ্গমেব তস্যাঃ স্যাত্তচ্চ নিত্যমিতীরিতম্।
দেবানাং প্রথমং তত্র তর্পণং সমুদীরিতম্ ॥৩৮১
ঋষীণামথ তৎ প্রোক্তং পিতৃণাং তু ততঃ পরম্।
ব্রহ্মাদয়োঽপি যে দেবা বেদোক্তা অষ্টমে মতাঃ ॥৩৮২
নমো ব্রহ্মণে সুস্পষ্টাঃ কাণ্ডানুক্রমতো মতাঃ।
তত্তদ্বেদেষ্বেবমেব কাণ্ডানুক্রমতস্ত্বিমে ॥৩৮৩
জ্ঞেয়া এব ন চান্যেঽত্র ব্রহ্মবাদিভিরীরিতাঃ।
ঋষয়স্ত্বেবমেব স্যুঃ পিতরোঽপি তথা মতাঃ ॥৩৮৪
শ্রুতিসম্বন্ধিনঃ কৃৎস্নাস্তত এব হি তর্পণম্।
তেষামেব প্রকর্ত্তব্যন্ত্বেন তচ্চোদিতং পরম্ ॥৩৮৫
গণাস্ত এব কথিতা অগ্নয়ে বায়বেত্যাদিনা।
একাদশৈতে কথিতাঃ পত্ন্যানেনাদিকাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৮৬
তত্র পত্ন্যনুবাকে যাঃ পত্ন্যস্তা এব চোদিতাঃ।
এতত্ত্বনুবাকোক্তপত্নীনাং মন্ত্রমূলতঃ ॥৩৮৭
পঠনাদপ্যপত্নীকঃ সপত্নীক ইতীরিতঃ।
অপত্নীকো ব্রহ্মমেধানধ্যায়ী শ্রোত্রিয়োঽপি সন্ ॥৩৮৮
সপত্নীকো ভবেদ্ ব্রহ্মমেধাধ্যায়ী ন সংশয়ঃ।
পত্নীপুত্রাদিরাহিত্যে বৈকল্যং শ্রোত্রিয়স্য ন ॥৩৮৯
বিশেষেণ ব্রহ্মমেধাধ্যেতুস্তন্নাস্তি সন্ততম্।
পঞ্চভার্য্যো দশসুতোঽপ্যপত্নীকোঽপ্যপুত্রবান্ ॥৩৯০
যো ব্রহ্মমেধানধ্যায়ী স এব কথিতস্তথা।
ভার্য্যামাত্রবিহীনেন ব্রহ্মমেধী মহামনাঃ ॥৩৯১
পত্নীমন্ত্রৈকসংলব্ধসংস্কারহোতৃসংস্কৃতঃ।
নিত্যপত্নী সমাযুক্তস্তচ্ছপত্নীবিনাশতঃ ॥৩৯২

কালেই উক্তসংখ্যক আহুতি প্রদান করিবে। কেহ কেহ শকলাহুতি প্রদানের কথা বলেন।৩৭৬

পিতৃগণের উদ্দেশ্যে 'স্বধা' উচ্চারণপূর্বক এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং পরে তর্পণ করাকেই পিতৃযজ্ঞ বলে। বায়স ও কুক্কুরাদির উদ্দেশ্যে পূর্বে যে বলিদানের কথা বলা হইয়াছে, উহাকে ভূতযজ্ঞ, এবং অতিথিগণের ভোজনকে নৃ-যজ্ঞ বলা হয়। ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিনবেদের অন্ততঃ তিনটি মন্ত্রের যে নিত্য সস্বর পাঠ, উহাকে ব্রহ্মযজ্ঞ বলে। পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবশূন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই পাঁচপ্রকার যজ্ঞই বেদে পঞ্চযজ্ঞরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মযজ্ঞের সহিত যে দেবতাগণের তর্পণ বিহিত হইয়াছে, উহা নিত্য এবং ব্রহ্মযজ্ঞের অঙ্গ; প্রথমতঃ দেবতাগণের, পরে ঋষিগণের এবং তৎপর পিতৃগণের তর্পণ বিধেয়। ব্রহ্মাদি যে সকল বেদোক্ত দেবতা অষ্টমকাণ্ডে বলা হইয়াছে, 'নমো ব্রহ্মণে' ইত্যাদি মন্ত্রে কাণ্ডানুক্রমে সুস্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে; উহাদিগকে তত্তদ্বেদে তত্তৎ কাণ্ডানুসারে বুঝিতে হইবে—ইহা বেদবিদ্গণ বলেন। এইরূপ ঋষিগণ ও পিতৃগণও তত্তৎ কাণ্ডানুক্রমে উল্লিখিত হইয়াছেন জানিবে।৩৭৭-৮৪

যেহেতু দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ সকলেই শ্রুতিপ্রাপ্ত, সুতরাং তাঁহাদের তর্পণও কর্ত্তব্যরূপে বেদেই বিহিত হইয়াছে। 'অগ্নয়ে' 'বায়বে' ইত্যাদিরূপে একাদশ গণ-দেবতার কথাও বেদেই উল্লিখিত আছে এইরূপ 'পত্ন্যা অনেন' ইত্যাদি মন্ত্রে দেবর্ষিপিতৃ-পত্নীরূপ দেবতাগণের উল্লেখ আছে; এই পত্ন্যনুবাক পাঠ করিলে অপত্নীক ব্যক্তি সপত্নীক হয় এবং অপত্নীক ব্রহ্মমেধানধ্যায়ী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ সপত্নীকও ব্রহ্মমেধাধ্যায়ী হইয়া থাকেন। পত্নী-পুত্রশূন্য হইলেও ব্রহ্মমেধাধ্যায়ী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের কর্ম্মের মধ্যে কোন বৈকল্য হয় না। পঞ্চপত্নী ও দশপুত্র-বিশিষ্ট হইয়াও যদি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ব্রহ্মমেধাধ্যায়ী না হয়, তবে তাহাকে অপত্নীক ও পুত্রহীনই বুঝিতে হইবে। ভার্য্যাশূন্য হইলেও ব্রহ্মমেধাধ্যায়ী

অপত্নীকঃ কথময়ং ভবতীত্যসকৃত্তরাম্ ।
মীমাংসা চাত্র কর্ত্তব্যা ধর্মব্রহ্মাদিবাদিভিঃ ॥৩৯৩
ব্রহ্ম বৈ চতুর্হোতারস্তেভ্যো যজ্ঞোঽধিনির্ম্মিতঃ ।
স হি নারায়ণো ব্রহ্মা পুরুষরূপেণ তত্র চ ॥৩৯৪
বর্ত্ততে চানুবাকেন চোত্তরেণ জগন্ময়ঃ ।
সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং কর্ত্তা কারণকারণম্ ॥৩৯৫
করণস্যাপি করণং জগজ্জন্মাদিকারণম্ ।
সত্যজ্ঞানানন্দময়ং সদসচ্চিন্ময়াত্মকম্ ॥৩৯৬
তদ্রূপেণাবতীর্ণং তত্তস্যাধ্যেতা তদাত্মকঃ ।
ব্রহ্মবাদ্যুচ্যতে সদ্ভিঃ স যৈর্ন নিষিধ্যতে ॥৩৯৭
স সর্ববেদযজ্ঞৌঘসৎকর্মব্রতকৃন্মতঃ ।
স উ বৈ বৈদিকশ্রেষ্ঠঃ কর্মিষ্ঠঃ কর্মঠোঽশঠঃ ॥৩৯৮
সর্বাচার্য্যঃ সর্ববন্ধুঃ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকঃ ।
সর্বাচারস্থাপকশ্চ সর্বলোকবিলক্ষণঃ ॥৩৯৯
সূক্ষ্মধর্মার্থতত্ত্বজ্ঞঃ সোঽয়ং কিল বিশেষবিৎ ।
বেদমার্গানুসারী চ পরং বেদোক্তমেব হি ॥৪০০
করোতি কর্মণান্যত্তু গৌণমুখ্যে তথা বলম্ ।
দেশ-কাল-মহাপাত্র-দ্রব্য-যোগাদিকেক্ষণে ॥৪০১
মুখ্যং তৎসমনুষ্ঠানং কুরুতে কিল সন্ততম্ ।
সৎকর্মভিঃ সদা পূজাং করোতি কুলসম্ভবঃ ॥৪০২
সপত্রপুষ্পাদি কৃতা দেবস্য পরমাত্মনঃ ।
ভবেন্ন তু সদা পূজা কিন্তু সাকর্মভিঃ কৃতৈঃ ॥৪০৩
যথাশাস্ত্রাদিবিহিতৈরলভ্যৈর্মহতীতি সা ।
প্রোচ্যতে তদ্ বিশেষজ্ঞৈঃ স হি সর্বোত্তমোত্তমঃ॥৪০৪
স সর্বসাধারণতো ন কর্ত্তুং শক্যতে কিল ।
সাধারণাশ্চ পুরুষাস্তাদৃশং দূষয়ন্ত্যপি ॥৪০৫

শ্রোত্রিয় পত্নীমন্ত্র- সম্বলিত ও হোতৃসংস্কৃত হইয়া তুচ্ছ-পত্নীশূন্য হইলেও নিত্যই সপত্নীক বলিয়াই ব্যবহৃত হইবে ।৩৮৫-৯২

অপত্নীক হইলেও তাহাকে কেন সপত্নীক বলা হয়, এ বিষয়ে ধর্ম্ম ও ব্রহ্মবাদিগণের বিচার কর্ত্তব্য। ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ চারজন হোতৃসমন্বিত অধ্বর্য্যু, হোতা, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা এই চারিজন ঋত্বিগের দ্বারাই যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। সেই নারায়ণস্বরূপ ব্রহ্মা পুরুষরূপে জগন্ময় হইয়া অনুবাকরূপে বেদ ও যজ্ঞের মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। যেহেতু সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ, কারণেরও কারণ, সচ্চিদানন্দঘন সত্য-জ্ঞানানন্দময় তিনি বেদরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেইহেতু ঐ বেদের যিনি অধ্যয়নকর্ত্তা তিনিও ব্রহ্মময় ও ব্রহ্মবাদী—ইহা সজ্জনগণ বলিয়াছেন এবং তিনি অপত্নীক হইলেও ব্রহ্মময়ত্বহেতু তাঁহার সপত্নীকত্বের নিষেধ করেন নাই। ৩৯৩-৯৭

এজন্য তিনিই সর্ববেদের সকল যজ্ঞ ও ব্রতের অনুষ্ঠাতা, কর্ম্মিষ্ঠ, অশঠ, বৈদিকশ্রেষ্ঠ, সর্বাচার্য্য, সর্ববন্ধু, সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক, সর্বাচারস্থাপক, সর্বলোক হইতে বিশিষ্ট, ও সূক্ষ্মধর্ম্মতত্ত্বের জ্ঞাতা; এই সেই বেদজ্ঞ যিনি বেদমার্গানুসারী হইয়া গৌণ ও মুখ্য সকল বেদোক্ত কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। দেশ, কাল, মহাপাত্র, দ্রব্য, যোগ প্রভৃতি বিচার করিয়া তিনি সর্বদাই মুখ্যভাবে বৈদিক কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করত সেই পরমাত্মারই পূজা করিয়া থাকেন। পত্র,-পুষ্পাদির দ্বারা যে পূজা, উহা বস্তুতঃ পূজা নহে; শাস্ত্রবিহিত দুর্লভ দ্রব্যসমূহের দ্বারা বেদোক্ত সৎকর্ম্ম-সমূহের অনুষ্ঠানে পরমাত্মার যে পূজা করা হয়, উহাই যথার্থ পূজা- ইহা বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং উক্ত বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণই সর্বোত্তমোত্তম; তাঁহাকে সাধারণ মানুষ বলিয়া গণ্য করা চলে না। কিন্তু দেখা যায় সাধারণ (অবৈদিক) মনুষ্যগণ তাঁহাদের কর্ম্ম ও স্বরূপের নিন্দা করত স্বকীয় বেদবর্জ্জিত কর্ম্ম ও পূজাকেই অধিক বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে ।৩৯৭-৪০৬

তাহারা নিজের ভাব প্রকাশ করত শ্রুতির মহিমা না জানিয়া শ্রৌতসন্মার্গকে হেয় ও নিজ মার্গকে সন্মার্গ বলিয়া তাহাদের উপাদেয়ত্ব প্রতিপাদন করে,—এইরূপ বৈদিক মার্গের নিন্দুক ব্যক্তিগণ স্বয়ং বৈদিক হইলেও তাহাদিগকে অবৈদিক বলিয়াই জানিবে। অখণ্ড বৈদিক মার্গ ই সকল কর্ম্মের মার্গস্বরূপ ।৪০৭-৮

তাং ক্রিয়াং তৎস্বরূপঞ্চ তন্মন্ত্রান্ বেদবর্জ্জিতান্।
মোচয়ন্তঃ স্বকাং পূজামধিকত্বেন কেবলম্ ॥৪০৬
বর্ধয়ন্তঃ পরং ভাবমজানন্তঃ শ্রুতেঃ পদম্ ॥
ব্যত্যাসয়ন্তি সম্মার্গানমার্গান্ বর্ণয়ন্ত্যপি ॥৪০৭
তদীয়মার্গভাগ্যো বৈ বৈদিকোঽপি ন বৈদিকঃ।
অখণ্ডবৈদিকো মার্গঃ সর্বেষামেব কর্মণাম্ ॥৪০৮
আরম্ভকালে সঙ্কল্পে পরমেশ্বরতুষ্টয়ে।
করিষ্যামীতি সঙ্কল্প্য তত্তৎকর্ম যথাবিধি ॥৪০৯
সমনুষ্ঠায় তৎপশ্চাত্তত্তৎকর্মান্ত এব হি।
প্রীণাতু ভগবান্ দেবঃ পরমাত্মা সদা হরিঃ ॥৪১০
অনেন কর্মণা চেতি ত্যাগং কুর্য্যাজ্জলেন বৈ।
এতচ্চক্রধরস্যাস্য পূজনং মহদেককম্ ॥৪১১
সদ্ভিরুক্তং বিধানেন পরমৈর্বৈদিকোত্তমৈঃ।
পূজনং দেবদেবস্য পরং কর্মভিরেব বৈ ॥৪১২
কথিতং তৎসমাসেন তানি কর্মাণি সাম্প্রতম্।
প্রবক্ষ্যামি ক্রমেণৈব ব্রহ্মজ্ঞানৈকসাধকম্ ॥৪১৩
ঔপাসনং বৈশ্বদেবং পার্বণঞ্চ তথাষ্টকাঃ।
মাসি শ্রাদ্ধং সর্পবলিরীশানবলিরেব চ ॥৪১৪

সকল কর্ম্মেরই আরম্ভকালে পরমেশ্বরের তুষ্টি কামনা-পূর্বক সঙ্কল্প করিয়া সেই সেই কর্ম্ম যথাবিধি অনুষ্ঠান করিবে এবং কর্ম্মের অন্তেও "পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীহরি আমার কর্ম্মের দ্বারা প্রীত হউন" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া জল প্রদান করিবে। পরম বৈদিকোত্তম সাধুগণ বলিয়াছেন—এইরূপভাবে বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীহরির যে প্রীতি উৎপাদন করা হয়, ইহাই একচক্রধর শ্রীবিষ্ণুর শ্রেষ্ঠ উপাসনা।৪০৯-১২

এখন ব্রহ্মজ্ঞানমাত্রের সাধক ঐ সকল কর্মের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি। ঔপাসন, বৈশ্বদেব, পার্বণ, অষ্টকা, মাসিকশ্রাদ্ধ, সর্পবলি, ঈশানবলি, অগ্নিষ্টোম, অতিপূর্ব, উক্থ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র, আপ্তোর্যাম এবং বাজপেয়—এই সপ্তবিধ যাগ; হবির্যজ্ঞ, অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস,

অগ্নিষ্টোমোঽতিপূর্বশ্চ উক্থ্যঃ ষোড়শসংজ্ঞিকাঃ।
অতিরাত্র্যাপ্তোর্যামশ্চ বাজপেয়শ্চ সপ্ত বৈ ॥৪১৫
কথিতাস্তু সমাসেন হবির্যজ্ঞাস্তথৈব চ।
অগ্নিহোমঞ্চ দর্শাদি তথৈবাগ্রয়ণং মহৎ ॥৪১৬
চাতুর্মাস্যনিরূঢ়ে চ সৌত্রামণিরতঃ পরম্।
পিতৃযজ্ঞাশ্চ কথিতা একবিংশতিসংজ্ঞিকাঃ ॥৪১৭
কর্ম যদ্যপি তৎপ্রোক্তং ত্রিক্ষণস্থায়ি কেবলম্।
তানীমানি তু কর্মাণি নিত্যান্যাহুর্মনীষিণঃ ॥৪১৮
কথং তদিতি হি প্রোক্তে বীপ্সাবাক্যেন কেবলম্।
তেন তৎকর্ম কথিতং কেচিদত্র মহর্ষয়ঃ ॥৪১৯
চত্বারিংশৎসংস্কারাঃ প্রোচুরেবঞ্চ তদ্‌যথা।
আবশ্যকাশ্চ বক্ষ্যামি ক্রমেণ তেষু যে চ তান্ ॥৪২০
গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তো জাতকর্ম চ।
নামান্নপ্রাশনং চৌলং মৌঞ্জীব্রতচতুষ্টয়ম্ ॥৪২১
স্নানং গোদানিকং চেতি বিবাহঃ পৈতৃমেধিকম্।
পরং নিষ্ক্রমণং ত্বেবং পরো বিষ্ণুবলিঃ পরঃ।
তদঙ্গভূতদিব্যানি সর্বাণ্যুক্তানি চ ক্রমাৎ ॥৪২২
যস্য বেদশ্চ বেদী চ বিচ্ছিদ্যতে ত্রিপৌরুষম্।

আগ্রয়ণ, চাতুমার্স্য, নিরূঢ়পশু, সৌত্রামণি—এই এক-বিংশতিসংখ্যক পিতৃযজ্ঞরূপ সকল কর্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধক হয়।৪১৩-১৭

যদিও ক্রিয়ামাত্রই ত্রিক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ পঞ্চমক্ষণনাশ্য, তথাপি মনীষিগণ এই সকল কর্মকে নিত্য বলিয়াছেন; ইহার কারণরূপে কোন কোন মহর্ষি বলিয়াছেন,—যেহেতু শাস্ত্রে ঐগুলি অনুষ্ঠান করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ বিধান করা হইয়াছে, সেইহেতু উহারা নিত্য।৪১৮-১৯

আপৎকাল বা অনাপৎকালকে লক্ষ্য করিয়া যে চত্বারিংশৎ (চল্লিশটি) সংস্কারের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও বলিতেছি।৪২০

গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চৌল (চূড়াকরণ), চারিপ্রকার মৌঞ্জীব্রত, স্নান (সমাবর্ত্তন), গোদানিক, বিবাহ, পৈতৃ-

স বৈ দুর্ব্রাহ্মণো নাম সর্বকর্মবহিষ্কৃতঃ ॥৪২৩
দৌর্ব্রাহ্মণ্যবিনাশায় দ্বিজো ভক্ত্যা ধিয়া যুতঃ।
নিত্যমেব যতস্তস্মাদ্ যজ্ঞেন তান্ সদা যজেৎ ॥৪২৪
পিতৃণাং প্রজয়া পশ্চাদেতেষু ত্রিষু সর্বদা।
চেতসা ভীতিযুক্তেন তদাপাকরণহেতবে ॥৪২৫
স্বাধ্যায়োঽয়মধ্যেতব্যো মহাতম্নিয়মৈর্যুতঃ ॥৪২৬
অনধীত্যৈব যো বেদং শাস্ত্রেষু কুরুতে শ্রমম্।
স পাপীয়ানৃষিঋণান্মুক্তো নৈব ভবত্যলম্ ॥৪২৭
বিপ্রজন্ম সমাসাদ্য বেদং তমনধীত্য চ।
তেন বেদেন কিং চেতি বদন্মম মহাজড় ॥৪২৮
শাস্ত্রমাত্রশ্রমোঽতীব সপ্ততন্তূন্ বিহায় চ।
সুস্বার্থং মৈথুনং কুর্বন্নদন্নিষ্টমটন্ বনম্ ॥৪২৯
সম্পাদয়ন্ বৃথাতীব সৎক্রিয়াশ্চ বিসৃজ্য বৈ।
কুটুম্বভরণেঽতীব নিত্যজাগরসম্মুখঃ ॥৪৩০
লুঠন্মহীতলে তূষ্ণীমধোগচ্ছতি মানবঃ।
অনধীতৈকবেদোঽপি তৎক্রিয়ামন্ত্রমাত্রতঃ ॥৪৩১
কৃত্বা কর্মাণি নিত্যানি জ্যোতিষ্টোমমুখানি বৈ।
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মসাযুজ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৪৩২
ত্রিপূর্ববেদিবিচ্ছিত্তাবিন্দ্রাগ্নী পশুনা যজেৎ।
ত্রিপূর্বসোমবিচ্ছিত্তৌ দৌর্ব্রাহ্মণ্যনিবৃত্তয়ে ॥৪৩৩
তদাশ্বিনাখ্য-পশুনা যজেতৈবাবিচারয়ন্।
বেদোক্তকর্মভির্নিত্যৈরেভিরেব হি জায়তে ॥৪৩৪
চিত্তশুদ্ধির্ব্রাহ্মণস্য নান্যৈঃ কর্মশতৈরপি।
বেদোক্তমার্গো যো দিব্যঃ কথিতশ্চিত্তশুদ্ধয়ে ॥৪৩৫
সুলভোঽয়ং তমেবাতঃ সেবেতৈব বিচক্ষণঃ।
চিত্তশুদ্ধির্বংশবৃদ্ধিঃ পিতৃণাং তু প্রসাদতঃ ॥৪৩৬
পিতৃপ্রসাদঃ শ্রাদ্ধেন ন চান্যেন কদাচন।
একবিংশতিযজ্ঞেষু মাসি শ্রাদ্ধং তথাষ্টকাঃ ॥৪৩৭

মেধিক, নিষ্ক্রমণ, বিষ্ণুবলি ও তদঙ্গভূতদিব্য - এই (ষোড়শ) প্রকার সংস্কার অবশ্যই কর্ত্তব্য।৪২১-২২

যে ব্যক্তির তিনপুরুষ হইতে বেদ ও বেদি বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহাকে সর্বকর্মবহিষ্কৃত দুর্ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে।৪২৩

উক্ত দৌর্ব্রাহ্মণ্যনাশের জন্য দ্বিজ ভক্তিপূর্বক পূর্বোক্ত সংস্কারসমূহের এবং পূর্বোক্ত কর্ম্মগুলিরও যথাযথ অনুষ্ঠান করিবে।৪২৪

প্রজোৎপত্তির (পুত্রোপত্তির) দ্বারা পিতৃঋণের পরিশোধ করত পূর্বোক্ত তিনপুরুষের বেদ ও বেদির বিচ্ছেদ-দোষের নিবৃত্তির জন্য ভীতিযুক্ত চিত্তে মৌঞ্জীব্রত পালনপূর্বক স্বাধ্যায়ের (বেদের) অধ্যয়ন করিবে।৪২৫-২৬

যে দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্রে পরিশ্রম করে, সেই পাপিষ্ঠ, কখনও ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হয় না। ৪২৭

ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করত যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্রমাত্রে পরিশ্রম করে এবং 'বেদ পড়িয়া কি হইবে' এইরূপ বলিয়া সপ্ততন্তু (যজ্ঞাদি কর্ম্ম) পরিত্যাগ করত কেবল ঐহিক সুখের জন্য মৈথুন, যাদৃচ্ছিক ভ্রমণাদি করিয়া সৎক্রিয়াসমূহ পরিত্যাগ করে এবং নিত্য সতর্কভাবে কুটুম্বগণের ভরণপোষণেই ব্যাপৃত থাকে, সেই ব্যক্তির মৃত্যুর পর অধোগতি হয়। সম্পূর্ণ একটি বেদ অধ্যয়ন না করিয়াও যে দ্বিজ কর্মানুষ্ঠানের উপযোগী মন্ত্রগুলি সস্বর অভ্যাস করত অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস এবং জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম অনুষ্ঠান করে, সে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করে—ইহাতে সংশয় নাই।৪২৮-৩২

ত্রৈপুরুষিক বেদির বিচ্ছেদে পশুকরণক ইন্দ্রাগ্নি-দেবতাক যাগ করিবে এবং ত্রৈপুরুষিক সোমযাগের বিচ্ছেদে দৌর্ব্রাহ্মণ্যনিবৃত্তির জন্য অশ্বিনীদেবতাক পশু-যাগ করিবে। উক্ত বৈদিক কর্মসমূহের দ্বারাই ব্রাহ্মণের চিত্তশুদ্ধি হইবে, অন্য শতকর্মেও তাহা হইবে না। যেহেতু দিব্য ও সুলভ এই বেদমার্গ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তরূপে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, সেইহেতু বিচক্ষণ পুরুষ বেদমার্গেরই সেবা করিবে। পিতৃপুরুষগণের প্রসাদেও চিত্তশুদ্ধি ও বংশবৃদ্ধি হয়।৪৩৩-৩৬

পিতৃপুরুষগণের প্রসন্নতা শ্রাদ্ধের দ্বারাই উৎপন্ন হয়,

মহাপিতৃযজ্ঞশ্চ পিতৃযজ্ঞস্তথৈব চ।
পৈতৃকাণি হি কর্ম্মাণি চত্বার্যাহুর্মনীষিণঃ ॥৪৩৮
প্রাধান্যেনৈব চোক্তানি জাতকর্ম্মমুখানি তু।
মানুষাণি তু সর্বত্র প্রসিদ্ধানি জগৎত্রয়ে ॥৪৩৯
পরাণি দৈবিকান্যাহুঃ সর্বাণ্যেতানি বৈ দ্বিজঃ।
প্রতিসংবৎসরং কুর্য্যাদেব পিত্র্যাণি শক্তিতঃ ॥৪৪০
শক্তিসাধ্যানি কার্য্যাণি কথং কুর্য্যাদকিঞ্চনঃ।
প্রভূতধনধান্যানি হ্যগ্নিহোত্রমুখানি বৈ ॥৪৪১
ইত্যাহুঃ কেচনাচার্য্যা বৈখানসমহর্ষয়ঃ।
অপরে বালখিল্যাস্তু বৈদিকামতয়োঽব্রুবন্ ॥৪৪২
যস্য ত্রিবার্ষিকং বিত্তং লক্ষং লক্ষার্দ্ধমেব বা।
স কথং মত্তমাতঙ্গমগ্নিহোত্রমুপাসতে ॥৪৪৩
পুনরন্যে হ্যশ্মকুট্টাঃ স্বমতং প্রাহুরুত্তমম্।
রম্ভাসম্ভোগকার্য্যায় স্বর্গোঽয়ং বিহিতঃ পুরা ॥৪৪৪

অন্য উপায়ে নহে। একবিংশতি যজ্ঞের মধ্যে মাসিক-শ্রাদ্ধ, অস্টকা, মহাপিতৃযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ—এই চারি প্রকার যজ্ঞকেই মণীষিগণ পৈতৃক কর্ম বলেন।৪৩৭-৩৮

উক্ত নির্দ্দিস্ট চত্বারিংশৎপ্রকার সংস্কারের মধ্যে গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম প্রভৃতি ষোড়শ সংস্কারই ত্রিজগতে প্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ।৪৩৯

দৈবিক কর্মসমূহই শ্রেষ্ঠ; এজন্য দ্বিজগণ দৈবকর্মসমূহের এবং পিতৃগণের প্রসাদের জন্য পৈতৃক কর্মেরও যথাশক্তি অনুষ্ঠান করিবে।৪৪০

বৈখানস (বানপ্রস্থী) মহর্ষিগণ কেহ কেহ বলেন,—প্রভূত ধন ও সামর্থ্যসাধ্য এই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ কেমন করিয়া অনুষ্ঠান করিবে? অপর বালখিল্য ঋষিগণ বলেন,—যে ব্যক্তির ত্রৈবার্ষিক আয় লক্ষ বা লক্ষার্দ্ধ মুদ্রা আছে, সে ব্যক্তিও কেমন করিয়া অগ্নিহোত্রের মত মত্ত মাতঙ্গকে পোষণ করিবে? ৪৪১-৪৩

অপর অশ্মকুট্ট ঋষিগণ বলেন,—দেবদেব পিতামহ রম্ভাদি অপ্সরা সম্ভোগের জন্যই স্বর্গাদি লোক সৃষ্টি করিয়া উহার প্রাপ্তির জন্যই দৈব যাগযজ্ঞাদির সৃজন

পিতামহেন দেবেন তৎকার্য্যায় মখঃ পরঃ।
রম্ভাসম্ভোগকামা যে তৈরেব হি স হি ক্রতুঃ ॥৪৪৫
সমনুষ্ঠেয় এবেতি নান্যকার্য্যায় স স্মৃতঃ।
নৈমিষাদি মহাক্ষেত্রে বিদ্যমানেশ্বরার্চ্চনাৎ ॥৪৪৬
মুক্তির্নাত্র বিরোধো হি তস্মাৎ কুর্য্যাদ্ধরেঃ সদা।
প্রতিমাসু পুরাণেষু মৃদ্দারুপ্রস্তরাত্মসু ॥৪৪৭
পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈরর্চ্চাং ষোড়শৈরুপচারকৈঃ।
নিত্যপূজাং বিশেষেণ তথা নৈমিত্তিকান্যপি ॥৪৪৮
কাম্যপূজাং পক্ষপূজাং মাসর্ত্ত্বব্দাদিপূজনম্।
জলাভিষেকপুষ্পাদিধূপাদ্যৈশ্চ নিবেদনৈঃ ॥৪৪৯
ব্রাহ্মণ্যং ব্রাহ্মণে জাতো ন্যায়োঽথায়ং ক্রিয়ামুখৈঃ।
উচ্যতে ব্রাহ্মণশ্চেতি স তু জাতো মহাঋণী ॥৪৫০
স্বাধ্যায়াধ্যয়নাচ্চাপি ব্রহ্মচর্য্যমুখাদিনা।
ঋণং তৎ প্রথমং লঙ্ঘ্যং যজ্ঞৈর্দৈবং ততস্তরেৎ ॥৪৫১

করিয়াছেন সুতরাং যাহাদের রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাগণের সম্ভোগের কামনা আছে, তাহারাই বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবে; যাহাদের ঐরূপ কামনা নাই, তাহাদের জন্য ঐ কর্ম বিহিত নহে।৪৪৪-৪৫

তাহারা নৈমিষাদি মহাক্ষেত্রে গমন করিয়া যদি তত্রত্য প্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বরের উপাসনা করে, তাহা হইলেই তাহাদের মুক্তি হইবে---ইহাতে কোন বিরোধ নাই। সুতরাং নিষ্কাম পুরুষগণ মৃত্তিকা, কাষ্ঠ ও প্রস্তরের দ্বারা শ্রীহরির মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া পত্র, পুষ্প, ফল, ষোড়শোপচার প্রভৃতির দ্বারা ঐ মূর্ত্তির নিত্য ও নৈমিত্তিক পূজা করিবে। এইরূপ জলাভিষেক, পুষ্প, ধূপ, দীপাদির নিবেদনের দ্বারা কাম্য পূজা, পাক্ষিক পূজা, মাস, ঋতু, বর্ষাদিতে বিশেষ তিথিনিমিত্তক বিশেষ পূজাও তাঁহারা করিবেন।৪৪৬-৪৯

ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেই জাতিগত ব্রাহ্মণ্য সিদ্ধ হইবে, উহার পূর্ণতার জন্যই বৈদিক কর্ম বিহিত; ব্রাহ্মণ জন্মের সহিতই ঋষিঋণ পিতৃঋণ ও দেবঋণে আবদ্ধ হয়।৪৫০

ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্বক বেদাধ্যয়নাদির দ্বারা প্রথমে

সাত্বতং বিধিমাস্থায় গীত-নৃত্তার্পণেন চ।
হরের্গানঞ্চ নৃত্তঞ্চ নটনঞ্চ বিশেষতঃ ॥৪৫২
সদা ব্রাহ্মণজাতীনাং বিহিতং নিত্যকর্মবৎ।
অর্ধাস্তমিত আদিত্যে পুনরর্দ্ধোদয়েঽনিশম্ ॥৪৫৩
দিবৈবারাধনং তস্য দৈবস্য পরমাত্মনঃ।
কৈবল্যদং সত্য এব তথা তদবলোকনম্ ॥৪৫৪
যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম লৌকিকং বৈদিকং তথা।
ভোজনং গমনং দানমলঙ্কারোঽথ ভূষণম্ ॥৪৫৫
সর্বং তৎপ্রীতয়ে কুর্য্যাত্তন্নির্মাল্যপরো ভবেৎ।
তেনোপভুক্তস্রগ্ গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতঃ ॥৪৫৬
উচ্ছিষ্টসম্ভোজনশ্চ তস্য মায়াং জয়ত্যসৌ।
বৈদিকানি তু কর্মাণি শক্রাদিপ্রীতয়ে খলু ॥৪৫৭
ভবন্তি বৈ মুক্তিরসা ভবত্যত্র কথং তথা।
মুখ্যং তমেব স্বীকার্য্যং বিপ্রত্বস্য হি সিদ্ধয়ে ॥৪৫৮
গার্হস্থ্যং ধর্মকার্য্যায় পরোপকৃতিহেতবে।
এবং তে বৈদিকং মার্গমশ্মকুট্টাদয়োঽখিলাঃ ॥৪৫৯

ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হইয়া পরে যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ হইতে মুক্ত হইবে।৪৫১

গীত, নর্ত্তন ও আত্মসমর্পণদ্বারা সাত্বত (বৈষ্ণব) বিধি অবলম্বনে শ্রীহরির গুণগান নৃত্য, নাট্য প্রভৃতির দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা ব্রাহ্মণের নিত্যকর্মবৎ কর্ত্তব্য। সূর্য্যের অর্দ্ধাস্তমিত ও অর্দ্ধোদয় অবস্থায় পরমাত্মা শ্রীহরির দিবাভাগে আরাধনা এবং দর্শনই প্রশস্ত,—উহাই কৈবল্য-মুক্তিদায়ক।৪৫৩-৫৪

যে কোন বৈদিক বা লৌকিক কর্ম, ভোজন, গমন, দান, অলঙ্কারাদি-ধারণ করাই হউক না কেন সকলই শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যেই করিবে এবং তাঁহার নিবেদিত বস্তুই গ্রহণ করিবে। এইভাবে নিবেদিত প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া এবং নিবেদিত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়া ভক্ত তাঁহার মায়াকে জয় করিতে পারে। বৈদিক কর্মসমূহ ইন্দ্রাদি দেবতার প্রীতির জন্যই বিহিত; সুতরাং উহাতে মুক্তি কেমন করিয়া হইবে? সুতরাং মুখ্যরূপে ব্রাহ্মণ্যসিদ্ধির জন্য শ্রীবিষ্ণুর উপাসনাই কর্ত্তব্য।৪৫৫-৫৮

বৈখানসৈকদশাপি চক্রুর্দূষণমেব বৈ।
তে তু ক্রমেণ তদ্ভক্ত্যা বৈখানসমহর্ষয়ঃ ॥৪৬০
বালখিল্যাস্ত সম্ভূত্বা পশ্চাজ্জন্মান্তরে পুনঃ।
সম্প্রক্ষালা ভবন্ত্যেব পশ্চাজ্জন্মান্তরে কিল ॥৪৬১
মরীচিপাঃ সম্ভবন্তি তস্মিঞ্জন্মনি কেবলম্।
বেদমার্গানুগাং বুদ্ধিং সম্প্রাপ্য মহতীং ততঃ ॥৪৬২
পিতৃভিঃ শিক্ষিতাঃ সম্যগ্ বেদাভ্যাসপরাস্তরাম্।
বাসং গুরুকুলে কৃত্বা ঋচঃ সামানি তানি চ ॥৪৬৩
যজূংষি লব্ধ্বা পুণ্যেন ভবেয়ুঃ কিল কর্মণা।
সন্তঃ সৎপথগা ধীরাশ্চাঞ্চল্যৈকবিবর্জ্জিতাঃ ॥৪৬৪
সতাং যজুঃ-সামঋচঃ শ্রীর্দিব্যা মহতী পরা।
তদ্বন্তশ্চ তদর্থজ্ঞাস্তদনুষ্ঠানতৎপরাঃ ॥৪৬৫
ক্রমেণৈব লভন্তে তং পন্থানং ব্রহ্মবাদিনাম্।
সম্প্রাপ্য দিব্যজ্ঞানং তন্নিদিধ্যাসনতৎপরাঃ ॥৪৬৬
সাযুজ্যনামকাং মুক্তিং লভন্তে সদ্গুরোস্তরাম্।
প্রসাদেনৈব কৃপয়া পিতৄণামর্চ্চয়া তথা ৪৬৭

গার্হস্থ্য আশ্রম ধর্মকার্য্য ও পরোপকারের নিমিত্তই বিহিত—এইরূপে অশ্মকুট্টাদি ও বৈখানস ঋষিগণ বৈদিক মার্গকে দূষিত করিয়া থাকেন। সেই বৈখানস ও বালখিল্য ঋষিগণ ক্রমে শ্রীহরির ভক্তির দ্বারা জন্মান্তরে সংপ্রক্ষাল ও মরীচিপরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই জন্মেই বেদমার্গানুসারিণী বুদ্ধি প্রাপ্ত হ'ন এবং পিতৃগণের দ্বারা শিক্ষিত ও সম্যক্‌প্রকারে বেদাভ্যাস-পরায়ণ হইয়া গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্য পালন করত অবস্থান করেন এবং বৈদিক সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইয়া চাঞ্চল্যশূন্য ধৈর্য্য অবলম্বন করত ঋক্, যজুঃ ও সমবেদীয় মন্ত্রসমূহের দ্বারা কর্মানুষ্ঠান-তৎপর হইয়া ব্রহ্মবাদিগণের মার্গলাভ করেন। তৎপর ব্রহ্ম-নিদিধ্যাসনে সদ্গুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ করত পিতৃগণের প্রসাদে সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করেন।৪৫৯-৬৭

বেদোক্ত অত্যন্ত সুলভ এই মার্গ ই হইতেছে মহা-

অয়মেব মহামার্গো বেদোক্তোঽত্যন্তসৌলভঃ।
অন্যঃ পন্থা নায়নায় শ্রুতিরেবমুবাচ সা ॥৪৬৮
ব্রাহ্মণস্যৈব তদ্বিদ্যাশিক্ষিতস্য বিশেষতঃ।
দ্রাগেব শ্রবণাদীনাং বেদবাক্যবিচারতঃ ॥৪৬৯
সূত্রাণাং শিক্ষয়া চাপি মুক্তিঃ স্যাত্তাদৃশী পরা।
বিনা বেদান্তবাক্যানাং দিব্যোপনিষদামপি ॥৪৭০
নৈব জ্ঞানং ভবেন্মুক্তিঃ সাক্ষাত্তেষাং ন সংশয়ঃ।
তদর্থভাষাশাস্ত্রাণি চিত্তব্যামোহকানি বা ॥৪৭১
বৈদিকেন ততস্তানি ত্যাজ্যান্যেব বিপশ্চিতা।
তথা সৎকর্মকালেষু ভাষা যা লৌকিকী চ সা ॥৪৭২
বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন তচ্চিত্তজ্ঞানশুদ্ধয়ে।
দিব্যভাষা সদা গ্রাহ্যা বৈদিকেন মহাত্মনা ॥৪৭৩
বিশেষাৎ কর্মকালেষু ততোঽপি শ্রাদ্ধকর্মসু।
মহামৌনৈককালেষু ক্রিয়াকারাদিনা তথা ॥৪৭৩
বিলোকনাদিনা কুর্য্যাৎ পাপসন্দর্শনং নৃষু।
যদি মৌনং ত্যজেদ্ বাঽপি হঠান্মোহাচ্ছলাত্তথা ॥৪৭৫

মার্গ, ইহা ব্যতীত মুক্তিলাভের অন্য কোন পথ নাই—এই কথা শ্রুতি বলিয়াছেন ।৪৬৮

ব্রহ্মবিদ্যায় শিক্ষিত ব্রাহ্মণেরই বেদোক্ত মহাবাক্যের শ্রবণ ও বিচারের দ্বারাই কৈবল্য-মুক্তি হইতে পারে, অন্যের নহে; দিব্যোপনিষদরূপ বেদান্তবাক্যের শ্রবণ ও বিচার-ব্যতিরেকে দিব্যজ্ঞান বা সাক্ষাৎমুক্তি হয় না—ইহাতে সংশয় নাই। ভাষাশাস্ত্র বেদান্তার্থ-প্রতিপাদক হইলেও উহা চিত্তের ব্যামোহক সুতরাং বৈদিক ব্রাহ্মণ ভাষাশাস্ত্র- সমূহ সর্বদাই পরিত্যাগ করিবেন, বিশেষতঃ সৎকর্মানুষ্ঠানের সময় উহা সর্বথা বর্জনীয়; চিত্ত ও জ্ঞানের শুদ্ধির নিমিত্ত বৈদিক মহাত্মা সর্বদা দেবভাষাই গ্রহণ করিবেন ।৪৬৯-৭৩

এইরূপ শ্রাদ্ধকালে ও মৌনব্রতকালেও দেবভাষাই গ্রাহ্য। মহামৌনকালে ক্রিয়া বা আকার বা দৃষ্টির দ্বারা যদি মনোভাব প্রদর্শন করা হয়, তবে তাহাতে পাপ হয়। হঠাৎ, মোহ বা ছলবশতঃও যদি মৌন পরিত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে চিত্তের শুদ্ধির জন্য দিব্যা বৈষ্ণবী নিষ্কৃতি

বৈষ্ণবী নিষ্কৃতির্দিব্যা চেতসশ্চ তথা পরাঃ।
দিব্যা ব্যাহৃতয়ো যদ্ বা গায়ত্রী বাঽতিপাবনী ॥৪৭৬
বেদমন্ত্রং বিনা নান্যত্তারকমিহ বিদ্যতে।
দুরালাপাদিকালেষু নামান্যাহুর্বিপশ্চিতঃ ॥৪৭৭
পাবনানি হরেরন্যদস্তীতি পরমং স্মৃতম্।
তস্মাদ্ বৈদিককৃত্যেষু নিষ্ণাতঃ সর্বদা ভবেৎ ॥৪৭৮
নিত্যং যজেত নিখিলৈর্নিত্যৈর্নৈমিত্তিকৈরপি।
শক্তস্ত্বহীনক্রতুভিঃ শতসংবৎসরাদিভিঃ ॥৪৭৯
যজেতৈব সদা বিষ্ণোরর্চ্চনায় দ্বিজাগ্রণীঃ।
অবেদবাদিনো দুষ্টান্ ধার্মিকান্ ধর্মদূষকান্ ॥৪৮০
তথাগতাংস্ত্যক্তযজ্ঞান্ কুচিত্তান্ যজ্ঞদূষকান্।
পরিত্যজেদ্ দূরতো তদাস্যানি নালোকয়েৎ ॥৪৮১
বিশেষেণ ব্রহ্মবিদ্যা বিপথে বৈ বৃথা কলিম্।
ন কুর্য্যাদেব সহসা শক্ত্যা নিত্যঃ স বো ভবেৎ ॥৪৮২
নানাহিতাগ্নিস্তিষ্ঠেত্তু ন চ দুর্ব্রাহ্মণোঽপি বা।
যেন কেনাপ্যুপায়েন দৌর্ব্রাহ্মণ্যং সমাগতম্ ॥৪৮৩

অবলম্বন করিবে; ব্যাহৃতির জপ বা অতিপাবনী গায়ত্রীর জপই হইল বৈষ্ণবী নিষ্কৃতি ।৪৭৪-৭৬

বেদমন্ত্র-ব্যতিরেকে অন্য কোন উৎকৃষ্ট পাপনাশক মন্ত্র নাই। দুরালাপাদিকালে শ্রীহরির নামোচ্চারণেও পাপ নষ্ট হয়; এইরূপ শ্রীহরির মন্ত্রজপ, পূজা উপাসনাদিকেও পাপনাশক বলা হইয়াছে। সুতরাং সর্বদাই বৈদিক কর্মে নিষ্ণাত হইবার জন্য যত্ন করিবে এবং সমর্থ হইলে যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর অর্চনার জন্য নিত্য, নৈমিত্তিক, অহীনক্রতু, সত্রযাগ প্রভৃতির অনুষ্ঠান অবশ্যই করিবে ।৪৭৭-৭৯

দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বিষ্ণু অর্চনার জন্য সর্বদা যাগে নিরত থাকিবে এবং আবেদবাদী ধর্মদূষক, দুষ্টচিত্ত, যজ্ঞদূষক দুষ্ট ধার্মিকগণকে এবং তথাগতগণকে (বৌদ্ধগণকে) সর্বথা দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে এবং উহাদের মুখও দেখিবে না ।৪৮০-৮১

বিশেষতঃ ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ে কাহারও সহিত কলহে

অপি স্বীকৃত্য চণ্ডালান্নাশয়েত ধনং দ্বিজঃ।
দৌর্ব্রাহ্মণ্যেন নষ্টস্যাশ্রোত্রিয়ত্বেন বা তথা ॥৪৮৪
অসোমযাজিত্বেনৈবং কো লোকঃ স্যাদহং তরাম্।
নৈব জানে নৈব জানে নৈব জানে পুনঃ পুনঃ ॥৪৮৫
বেদবিদ্ভ্যস্ততো যত্নাদ্ বিচ্ছিত্তির্ন ভবেদ্ যথা।
মনুষ্যযত্নঃ কর্ত্তব্যস্তদ্‌যত্নাদপি কেবলম্ ॥৪৮৬
অদৃষ্টলাভো ভবতি বিশেষেণ ন সংশয়ঃ।
নাহীনক্রতুভিস্তিষ্যে যজেতৈব ন চান্যথা ॥৪৮৭
কলাপহীনক্রতবো দুঃসাধ্যাঃ স্যুর্হি দেহিনাম্।
সর্বক্রতূনাং প্রথমমাধানাত্তু পরন্তরাম্ ॥৪৮৮
অগ্নিষ্টোমস্ত্বনুষ্ঠেয়ঃ অতিরাত্রোঽথবা সদা।
অতিরাত্রে প্রথমতো যদি চেৎ সমনুষ্ঠিতে ॥৪৮৯
অধিকারস্তু ভবেন্নু তেষু ক্রতুষু নৈব বৈ।
অগ্নিষ্টোমে প্রথমতঃ কৃতে তু কিল বচ্যুহম্ ॥৪৯০
ক্রতুনামপি সর্বেষামনুষ্ঠানায় যোগ্যতা।
উত্তরেষাং ভবেদেব নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৪৯১
অতিরাত্রাৎ পরং তস্যানুষ্ঠানং তু বিনৈব হি।
অগ্নিষ্টোমস্য মুখ্যস্য নোত্তরক্রতুযোগ্যতা ॥৪৯২
এষ হি প্রথমো যজ্ঞো নিখিলানাং মুখং পরম্।
ততোঽপ্যত্যগ্নিষ্টোমঃ স্যাদুক্‌থ্যঃ ষোড়শিকা-
স্ততঃ ॥৪৯৩
অতিরাত্রোঽপ্তোর্যামশ্চ বাজপেয়শ্চ তৎক্রমঃ।
ত এতে সপ্তসংখ্যকাঃ সোমসংস্থাশ্চ সন্ততম্ ॥৪৯৪
অনুষ্ঠেয়া ব্রাহ্মণেন অকরণে প্রত্যবায়িকাঃ।
হবির্যজ্ঞাস্ততো ভূয়ঃ অগ্নিহোত্রং ততঃ পুনঃ ॥৪৯৫
দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চাগ্রয়ণং তৎপরং তথা।
চাতুর্মাস্যানি প্রোক্তানি নিরূঢ়পশুরেব চ ॥৪৯৬
সৌত্রামণিস্তৎপরং স্যাৎ পিতৃযজ্ঞোঽন্ত্য উচ্যতে।
এতানি কিল কর্মাণি চতুর্দ্দশ মহান্ত্যপি ॥৪৯৭

কলহে প্রবৃত্ত হইবে না, নিত্যই যথাশক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে থাকিবে।৪৮২

অগ্নিশূন্য হইয়া অবস্থান করিবে না, যে কোন উপায়ে সমাগত দৌর্ব্রাহ্মণ্যকে বিদূরিত করিবে। চাণ্ডালের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিয়াও দৌর্ব্রাহ্মণ্য নাশ করিবে। দৌর্ব্রাহ্মণ্য, অশ্রোত্রিয়ত্ব অথবা অসমোযাজিত্ব-প্রযুক্ত যে ব্রাহ্মণ নষ্ট হইয়াছে, তাহার জন্য কোন উচ্চ লোক আছে বলিয়া আমি জানি না—ইহা তিনবার শপথ করিয়া বলিতেছি।৪৮৩-৮৫

এজন্য বেদবিদ্‌গণের নিকটে গিয়া যাহাতে দৌ-র্ব্রাহ্মণ্য দূরীভূত হয়, তাহার জন্য মনুষ্যের পক্ষে যেরূপ প্রযত্ন করা সম্ভব—তাহা অবশ্যই করিবে; এরূপ যত্নের দ্বারাও শুভ অদৃষ্ট লাভ হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই। তিষ্যে (পৌষমাসে) কখনও অহীনক্রতুর অনুষ্ঠান করিবে না, কলাপশূন্য যজ্ঞ দেহিগণের দুঃসাধ্য। সকল ক্রতুর (যজ্ঞের) প্রথমেই আধানান্তর অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। যদি প্রথমেই অতিরাত্র-সোমযাগের অনুষ্ঠান করা যায়, তবে অন্য ক্রতুর অনুষ্ঠানে অধিকার থাকে না; কিন্তু প্রথমে অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠানে সকল ক্রতুর অনুষ্ঠানেই অধিকার থাকে—ইহাতে বিচারের প্রয়োজন নাই।৪৮৬-৯১

অতিরাত্রের পর মুখ্য যাগ অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান না করিলে অন্য ক্রতুতে অধিকার হয় না।৪৯২

এই অগ্নিষ্টোমই হইতেছে প্রথম যজ্ঞ, ইহার পর অত্যগ্নিষ্টোম, তারপর ষোড়শপ্রকার উক্‌থ্য; তারপর অতিরাত্র, অপ্তোর্যাম এবং বাজপেয়—এই সাতপ্রকার সোমসংস্থা অর্থাৎ সোমযাগ সতত অনুষ্ঠেয়; ব্রাহ্মণ ইহাদের অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইবে।৪৯৩-৯৪

ইহার পর হবির্যজ্ঞ, তৎপর পুনরায় অগ্নিহোত্র, তৎপর দর্শপৌর্ণমাস, উহার পর আগ্রয়ণ, তারপর চাতুর্মাস্য, নিরূঢ়পশুযাগ, সৌত্রামণি এবং অন্তে পিতৃযজ্ঞ—এই চতুর্দ্দশপ্রকার মহৎ কর্মসমূহ দ্বিজাতিগণের পক্ষে নিত্য এবং চিত্তশুদ্ধি কারক বলিয়া কথিত; এই সকল কর্মও পূর্বোক্ত কর্মগুলি পূর্ণব্রাহ্মণ্যের কারণ।৪৯৫-৯৮

ঔপাসন, বৈশ্বদেব, পার্বণ, অষ্টকা, মাসিক শ্রাদ্ধ

নিত্যানি কথিতানি স্যুঃ পাবনানি দ্বিজন্মনাম্ ।
ব্রাহ্মণ্যপূর্ত্তিরেতৈঃ স্যাদেতৎপূর্বাণি তানি হি ॥৪৯৮
ঔপাসনং বৈশ্বদেবঃ পার্বণং ত্বষ্টকা তথা ।
মাসি শ্রাদ্ধং সর্পবলিরীশানবলিরেব চ ॥৪৯৯
সপ্তৈতে পাকযজ্ঞাঃ স্যুরেকবিংশতিসংখ্যয়া ।
কথিতানি সমস্তানি গৃহিণো ন তু বর্ণিনঃ ॥৫০০
বর্ণিনোঽধ্যয়নং ত্বেকং গুরুশুশ্রূষণং তথা ।
অগ্নিকার্য্যং প্রতিদিনং ভিক্ষাচরণমেব চ ॥৫০১
বিপ্রস্য জাতমাত্রস্য জাতকর্ম প্রকীর্ত্তিতম্ ।
কর্ত্তব্যত্বেন বিহিতং দিনাদ্ বা দশমাত্তু তৎ ॥৫০২
নিত্যং কর্ত্তুং ভবেদ্ ভূয়স্ত্বতীতেষ্ দশস্বপি ।
অহন্যেকাদশদিনে নামকরণাখ্যকর্মণা ॥৫০৩
কর্ত্তুং তচ্চ কৃতে ভূয়স্তচ্চ নামাখ্যকং পরম্ ।
তৎপরস্মিন্নপি দিনে কর্ত্তুং বৈ শক্যতে দিনে ॥৫০৪
দিনেঽতীতে দ্বাদশে তু ভক্তপ্রাশনকর্মণা ।
সদৈব বিহিতং শাস্ত্রান্ন পৃথগ্ভিন্নকালতঃ ॥৫০৫
মাসি ষষ্ঠে তচ্চ কর্ম কালেঽতীতে তু তস্য চ ।
বর্ষে তৃতীয়ে চৌলেন নান্তরা তচ্চ বৈ স্মৃতম্ ॥৫০৬

সর্পবলি ও ঈশানবলি এই সাতপ্রকার এবং একবিংশতি-সংখ্যক পাকযজ্ঞ গৃহস্থের জন্যই বিহিত, ব্রহ্মচারীর জন্য নহে। অধ্যয়ন, গুরুশুশ্রূষা, অগ্নিকার্য্য (অগ্নিহোত্র) এবং প্রতিদিন ভিক্ষাচরণ এইগুলিই ব্রহ্মচারীর পক্ষে কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের জন্মের দিন হইতে দ্বাদশদিন পর্য্যন্ত যে কোন দিন জাতকর্ম-সংস্কার করিবে; দশদিন অতীত হইলে করা যাইতে পারে, কিন্তু নামকরণ সংস্কার একাদশ দিনে করিতে হইবে।৪৯৯-৫০৩

দ্বাদশদিনেও নামকরণ করা যাইতে পারে; কিন্তু দ্বাদশদিন অতীত হইলে অন্নপ্রাশনরূপ সংস্কারকর্মের সহিত নামকরণ অনুষ্ঠেয়, অন্যদিনে নহে। ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন কর্ত্তব্য, কিন্তু সে সময় অতীত হইলে তৃতীয় বর্ষে চৌলকর্মের (চূড়াকরণের) সহিতই উহা অনুষ্ঠেয়, অন্য দিন নহে ৫০৪-৬

তস্য কালেঽপ্যতীতে তু মৌঞ্জ্যা সহ বিধীয়তে ।
কর্ত্তব্যত্বেন সততং জাতকাদীনি যানি বৈ ॥৫০৭
তানি তু নিখিলান্যত্র মৌঞ্জ্যা সহ বিধানতঃ ।
তদানীমেব কার্য্যাণি ন তু ভিন্নেন নেহসা ॥৫০৮
কর্ম কর্মান্তরেণৈব কর্ত্তব্যং স্যাৎ প্রযত্নতঃ ।
যদ্যতীতং কৃতং কর্ম ভিন্নে কালে প্রমাদতঃ ॥৫০৯
অপনীতে ব্রুবস্যাপি পুনঃ করণমর্হতি ।
পৃথগ্ভিন্নং ভিন্নকালঃ সমুহূর্ত্তাদয়ঃ স্মৃতাঃ ॥৫১০
প্রাজাপত্যেন মুখ্যেন তদ্দ্বিতীয়াদিনা মুখম্ ।
কর্ত্তব্যং স্যাদুপাকর্ম তথা চোৎসর্জ্জনং পুনঃ ॥৫১১
প্রাজাপত্যাখ্যকাণ্ডানি ব্রতানি নব বৈ তথা ।
সৌম্যান্যপি চ দিব্যানি সপ্তাগ্নেয়ানি সংবিধিঃ ॥৫১২
বৈশ্বদেবাখ্যকাণ্ডানি ষোড়শ স্যুর্হি সংখ্যয়া ।
প্রাজাপত্যে তত্র কাণ্ডং পৌরডাশে বিধীয়তে ॥ ৫১৩
যাজমানং দ্বিতীয়ং স্যাদ্ধোতারশ্চ তৃতীয়কম্ ।
হৌত্রং চতুর্থং সম্প্রোক্তং পিতৃমেধশ্চ পঞ্চমম্ ॥৫১৪
এতেষাং ব্রাহ্মণানি স্যুরনুব্রাহ্মণমেব চ ।
কাণ্ডত্রয়ং প্রকথিতং নবকাণ্ডঞ্চ চোদিতম্ ॥৫১৫

যদি চূড়াকরণেরও সময় অতীত হয়, তবে উহা উপনয়নের সহিতই অনুষ্ঠেয়। যদি যথাসময়ে জাতকর্মাদি পূর্ববর্ত্তী কোন সংস্কারই করা না হয়, তবে সবগুলি একসঙ্গে উপনয়নের সহিতই অনুষ্ঠান করিবে, অন্যদিনে নহে। কর্মের স্বকাল অতীত হইলে পরবর্ত্তী কর্মের সহিত উহার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।৫০৭-৯

ব্রতের অপনীতি (ভ্রংশ) হইলে পুনরায় শুভকাল মুহূর্ত্ত দেখিয়া প্রাজাপত্যানুষ্ঠানপূর্বক ব্রত করিবে। উপনয়নের উপাকর্ম এবং উহার পর উৎসর্জ্জন অর্থাৎ সমাবর্ত্তন করিবে। প্রাজাপত্যব্রতও নয়টি এবং উহার কাণ্ডও নয়টি। এইরূপ সপ্ত আগ্নেয়কাণ্ড এবং ষোড়শ বৈশ্বদেবাখ্যকাণ্ড; প্রাজাপত্যে যে কাণ্ড, তাহা পৌরডাশে বিহিত।৫১০-১৩

দ্বিতীয় যাজমান, তৃতীয় হোতৃকাণ্ড, চতুর্থ হৌত্রকাণ্ড,

তস্মাস্য নবকস্যাপি উপাকৃতিরথাপরম্ ।
উৎসর্জ্জনঞ্চ কথিতং সমারম্ভ-সমাপনে ॥৫১৬
তদ্দ্বয়ং চোদিতং সদ্ভিরেবং সৌম্যস্য তৎপরম্ ।
আধ্বর্য্যবং গ্রহশ্চাপি দক্ষিণা চ ততঃ পরম্ ॥৫১৭
সমিষ্টযজুংষি তৎপশ্চাদবভৃথযজূংষ্যপি ।
বাজপেয়শুক্রিয়াণি সবশ্চেতি ততস্তথা ॥৫১৮
ব্রাহ্মণানি চ তেষাং বৈ সৌম্যানি স্যুর্মনীষিণঃ ।
আপ উন্দস্তু দেবস্য প্রশ্নদ্বিতয়মধ্বরঃ ॥৫১৯
সজোষা ইন্দ্রপর্য্যন্তা আদধে প্রমুখা গ্রহঃ ।
ব্রহ্মসম্পদ্যমানোনুবাকাবপ্যধ্বরৌ মতৌ ॥৫২০
উদুত্যমনুবাকাংস্ত্রীন্ দক্ষিণামূচিরে বুধাঃ ।
ব্রাহ্মণত্রয়মেতেষাং যষ্ঠকাণ্ড উদাহৃতম্ ॥৫২১
সত্রাৎপ্রাচোঽনুবাকাংস্ত্রীনপি তদ্‌ব্রাহ্মণং বিদুঃ ।
উভয়ে বৈ প্রশ্ন আদ্য-পঞ্চমৌ ষষ্ঠ-সপ্তমৌ ॥৫২২
অগ্নে প্রপাঠকে তুর্য্যমন্তিমাশ্চতুরস্তথা ।
অধ্বরব্রাহ্মণং প্রাহুরনুবাকানিমানপি ॥৫২৩

ত্রিবৃৎসোম ইতি প্রশ্নঃ সবাখ্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।
নমো বাচে তদূর্দ্ধ্বে তু প্রশ্নৌ শুক্রিয়-তদ্বিধিঃ ॥৫২৪
পাকযজ্ঞমিতি প্রশ্নঃ সপ্তমাদ্যাঃ ষড়ীরিতাঃ ।
অনুবাকানাজপেয়ুস্তদ্বিধীন্ প্রথমাষ্টকে ॥৫২৫
প্রশ্নে দ্বিতীয়ে দেবা বৈ যথেত্যষ্টৌ প্রচক্ষতে ।
এবং নবোদিতান্ কাণ্ডান্ সৌম্যানাহুর্মনীষিণঃ ॥৫২৬
অগ্ন্যাধানং প্রথমতঃ অগ্নিহোত্রং ততঃ পরম্ ।
অগ্ন্যুপস্থানমিত্যেব মহাগ্নিচয়নং তথা ॥৫২৭
সাবিত্রং নাচিকেতশ্চ চাতুর্হোত্রং ততঃ পরম্ ।
বৈশ্বসৃজোরুণায়েতি তদ্‌ব্রাহ্মণমতঃ পরম্ ॥৫২৮
অনুব্রাহ্মণমেবঞ্চ সপ্তাগ্নেয়ানি চোচিরে ।
রাজসূয়ঃ প্রথমতঃ পশবঃ স্যুস্ততঃ পরম্ ॥৫২৯
ইষ্ট্যঃ স্যুস্ততঃ সর্বা নক্ষত্রেষ্টিঃ পরাতনঃ ।
দিবশ্যেনা অপাঘাশ্চ সূক্তবাকানি তানি চ ॥৫৩০
উপানুবাক্যঞ্চ তথা যাজ্যানুবাক্যাস্তথা পরাঃ ।
নরমেধোঽশ্বমেধশ্চ পশুবন্ধস্তথৈব চ ॥৫৩১

পঞ্চম পিতৃমেধকাণ্ড। ইহাদের আরও তিনটি ব্রাহ্মণকাণ্ড এবং নয়টি অনু ব্রাহ্মণকাণ্ড আছে। এই নবকাণ্ডের উপাকৃতি এবং উৎসর্জ্জন নামক দুইটি ক্রিয়া আছে। যাহা সমারম্ভে ও সমাপনে প্রযোক্তব্য। এই দুই ক্রিয়া সাধুগণ কর্ত্তব্যরূপে বিধান করিয়াছেন। তৎপর সোমযাগের আধ্বর্য্যব অর্থাৎ অধ্বর্য্যু সম্বন্ধীয় যে ক্রিয়া, গ্রহ ও দক্ষিণা—এই তিনটি ভেদ আছে। তারপর সমিস্টযজুঃ, তৎপর অবভৃথযজুঃ, বাজপেয়, শুক্রিয় এবং সব এইরূপে প্রয়োগ ভেদ আছে।৫১৪-১৮

ইহাদের আবার ব্রাহ্মণ আছে; উহাদের মধ্যে 'আপ উন্দস্তু দেবস্য' ইত্যাদিকে অধ্বর, 'আদধে' ইত্যাদি 'সজোষা ইন্দ্র' ইত্যন্ত মন্ত্র নিচয়কে গ্রহ বলে, 'ব্রহ্মসম্পদ্যমানঃ' ইত্যাদি দুইটি অনুবাকও অধ্বর বলিয়া কথিত, 'উদুত্যম্' ইত্যাদি অনুবাক তিনটি দক্ষিণা কাণ্ড। পূর্বোক্ত তিনটি ব্রাহ্মণ ষষ্ঠকাণ্ডে কথিত আছে। 'সত্রাৎ প্রাচ' এই তিন অনুবাককেও পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণ বলেন। পূর্বোক্ত প্রশ্নদ্বিতয় মধ্যে আদ্য ও পঞ্চম কাণ্ডে এক প্রশ্ন, এবং ষষ্ঠ-সপ্তম কাণ্ডে এক প্রশ্ন—এই দুই প্রশ্ন; 'অগ্নে প্রপাঠকে' ইত্যাদি চতুর্থ প্রশ্ন এবং অন্তিম চারিটি অনুবাককে অধ্বর ব্রাহ্মণ বলে। 'ত্রিবৃৎসোম' ইত্যাদি প্রশ্ন সবাখ্য বলিয়া কীর্তিত, 'নমো বাচে' এই দুইটি প্রশ্ন শুক্রিয় এবং তাহার বিধি বলিয়া কথিত।৫১৮-২৪

সপ্তম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত বেদসংহিতার ছয়টি কাণ্ড পাকযজ্ঞ প্রশ্ন বলিয়া কথিত। প্রথমাষ্টকে উক্ত অনুবাকগুলি এবং তার বিধিগুলির জপ করণীয়। দ্বিতীয় প্রশ্নে 'দেবা বৈ যথা' এই আটটি মন্ত্রের কথা বলা হইয়াছে; এইরূপ নয়টি সোমযাগোক্ত কাণ্ডের কথা মনীষিগণ বলিয়াছেন।৫২৫-২৬

প্রথম অগ্ন্যাধান, দ্বিতীয় অগ্নিহোত্র, তারপর ক্রমান্বয়ে অগ্ন্যুপস্থান, মহাগ্নিচয়ন, সাবিত্র, নাচিকেত ও চাতুর্হোত্র এই সপ্তাগ্নেয় এবং 'বৈশ্বসৃজোরুণায়' এই মন্ত্রকথিত হোত্রব্রাহ্মণ ও অনুব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রথম রাজসূয়, দ্বিতীয় পশুযাগসমূহ, তৎপর যথাক্রমে সকল ইষ্টি, সকলের শেষে নক্ষত্রেষ্টি, ইহা ছাড়া দিব্যশ্যেনা, অপাঘা প্রভৃতি সূক্তবাক্যগুলি আছে। তারপর উপানুবাক্য ও তৎপরবর্ত্তী যাজ্যানুবাক্যও প্রযোক্তব্য। নরমেধ, অশ্বমেধ, পশুবন্ধ, ব্রহ্মমেধ, তারপর

ব্রহ্মমেধস্তথা কৃত্যং সৌত্রামণিরথ ক্রমঃ।
অচ্ছিদ্রমখিলং চাপি বৈশ্বদেবাখ্যকাণ্ডকম্ ॥৫৩২
সম্যক্ ষোড়শসংখ্যকং সর্বাণ্যেতানি কালতঃ।
প্রাপ্তান্যেব ভবেয়ুর্হি কার্য্যাণি ব্রাহ্মণেন হি ॥৫৩৩
আদ্যকাণ্ডাষ্টমঃ প্রশ্নঃ রাজসূয়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তদ্ব্রাহ্মণং ত্রয়ঃ প্রশ্নাঃ ষষ্ঠাদ্যাঃ প্রথমেঽষ্টকে ॥৫৩৪
বায়ব্যং কাম্যপশবঃ পরে কাণ্ডেষ্টয়স্ত্রয়ঃ।
সৌত্রামণ্যচ্ছিদ্রনক্ষত্রেষ্টয়ঃ সমুদাহৃতাঃ ॥৫৩৫
তুভ্যন্তাদ্যাস্তথা প্রোক্তা দিবশ্যেনাদয়শ্চ তাঃ।
স্বাদ্বীন্তানর্বনগ্নের্ন ইতি প্রশ্না যথাক্রমম্ ॥৫৩৬
সৌত্রামণ্যচ্ছিদ্রনক্ষত্রেষ্টয়ঃ সমুদাহৃতাঃ।
উভাবামাদয়োত্যানুবাকা দ্ব্যধিকবিংশতিঃ ॥৫৩৭
যুক্ষ্ব্বাহীত্যনুবাকশ্চ যাজ্যা বিদ্বদ্ভিরীরিতাঃ।
দেবব্রতানি কৃত্বৈবং স্নানং কুর্য্যাদ্ বিধানতঃ ॥৫৩৮
বিধানেন ততো যত্নাল্লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
প্রধানহোমং নির্বর্ত্ত্য বাহয়েত্তাং সমন্ত্রকম্ ॥৫৩৯

সম্যক্ প্রবাহয়েদ্বা বৈ বহ্নিমাহৃত্য গোপথে।
স্বধাম চ বিধানেন সমাগত্যা বিলম্বয়ন্ ॥৫৪০
গৃহপ্রবেশহোমাখ্যং কুর্য্যাদেব সমন্ত্রকম্।
স্থালীপাকং তথাগ্নেয়ং বিধানেন সমাচরেৎ ॥৫৪১
কন্যাদাতৃগৃহাত্তস্য নির্গতস্য শনৈঃ শনৈঃ।
মার্গং চংক্রমতো মন্ত্রৈঃ কুর্বাণস্য চ তৎক্রিয়া ॥৫৪২
দিনানি যানি মার্গে স্যুস্তেষু কালদ্বয়েঽন্বহম্।
গুপ্তিহোমঃ প্রকর্ত্তব্যো বিবাহাগ্নের্বিশেষতঃ ॥৫৪৩
অকৃতে তু পুনস্তস্মিন্ সোঽয়মগ্নির্বিনশ্যতি।
পুনঃ প্রধানহোমস্য প্রাপ্তিরেব ভবিষ্যতি ॥৫৪৪
পুনস্তদগ্নিসিদ্ধ্যর্থমিয়ং নিষ্কৃতিরুচ্যতে।
নান্যত্র নিষ্কৃতিঃ প্রোক্তা গুপ্তিহোমং ততশ্চরেৎ ॥৫৪৫
গুপ্তিহোমং করিষ্যেতি বহ্নেঃ সংরক্ষণায় মে।
সঙ্কল্প্যৈবং বিধানেন পরিষিচ্য সমন্ত্রকম্ ॥৫৪৬
তদাহুতিদ্বয়ং কুর্য্যান্নান্যৎ কিমপি বিদ্যতে।
অয়ং হি গুপ্তিহোমে স্যান্নিত্যং কালদ্বয়ে চরেৎ ॥৫৪৭
তদগ্নিরক্ষণায়ৈব তদাদ্যেবং বিধীয়তে।
প্রধানাহুত্যাথ বিবাহাগ্নিসিদ্ধির্ভবেৎ কিল ॥৫৪৮

সৌত্রামণি, আরম্ভ, অচ্ছিদ্র প্রভৃতি বৈশ্বদেব কাণ্ডান্তর্গত। পৌরডাশকাণ্ডে যতগুলি পৌরডাশযাগ আছে, সে সবই কালভেদে ব্রাহ্মণ অনুষ্ঠান করিবে। আদ্য কাণ্ডের অষ্টম প্রশ্ন রাজসূয়, উহার ব্রাহ্মণ এবং তিনটি প্রশ্ন প্রথম অষ্টকে ষষ্ঠাদিকাণ্ডে বর্ণিত আছে।৫২৭-৩৪

ইহার বায়ব্য, কাম্যপশু, তারপর তিনটি ইষ্টিকাণ্ড,—সৌত্রামণি, অচ্ছিদ্র এবং নক্ষত্রেষ্টি নামে অভিহিত। ইহার পর যথাক্রমে 'তুভ্যন্তাদ্যাঃ', 'দিবশ্যেনাদি', 'স্বাদ্বীন্তানর্বগ্নের্ন' এই প্রশ্নগুলি আছে। সৌত্রামণি, অচ্ছিদ্র, নক্ষত্রেষ্টি প্রভৃতি বলা হইয়াছে, তৎপর 'উভাবামাদি' দ্বাবিংশতি যাজ্যা বলা হইয়াছে। 'যুক্ষ্বা-বাহীত্যা'দি অনুবাকও যাজ্যার কথা বিদ্বান্‌গণ বলিয়াছেন। এই সকল বেদব্রত অনুষ্ঠান করিয়া যথাবিধি স্নান করিবে অর্থাৎ সমাবর্ত্তন করিবে।৫৩৫-৩৮

তারপর বিধিপূর্বক সুলক্ষণা স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া প্রধান হোম সমাপনপূর্বক তাহাকে স্বগৃহে লইয়া যাইবে।৫৩৯

অথবা অগ্নি সঙ্গে লইয়া গোপথে অর্থাৎ গোযানে স্ত্রীকে লইয়া আসিবে; যদি আসিতে বিলম্ব হয়, তবে সমন্ত্রক গৃহপ্রবেশ-হোম করিবে এবং স্থালীপাক ও আগ্নেয় পুরোডাশ-যজ্ঞ বিধিপূর্বক করিবে। স্ত্রীকে লইয়া স্বগৃহে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতে যে কয়দিন অতিবাহিত হইবে, সেই কয়দিনই দুইবেলা বিবাহাগ্নিতে গুপ্তিহোম করিবে।৫৪০-৪৩

উহা না করিলে ঐ অগ্নি নষ্ট হইবে এবং পুনরায় প্রধান হোম করিতে হইবে। পুনরায় অগ্নিসিদ্ধির জন্য এই নিষ্কৃতি বলা হইল, অন্য কোন নিষ্কৃতি নাই; এজন্য গুপ্তিহোম অবশ্য করিবে। 'বহ্নির সংরক্ষণের জন্য গুপ্তিহোম করিব' এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া সমন্ত্রক পরিষেচন করত দুইটি আহুতি প্রদান করিবে, অন্য কিছু করিতে হইবে না। ইহা কালদ্বয়ে গুপ্তিহোমে কর্ত্তব্য।৫৪৪-৪৭

অগ্নিরক্ষার জন্যই প্রাগুক্ত বিধি সকল কথিত হইয়াছে। প্রধান আহুতির দ্বারাই বিবাহাগ্নির সিদ্ধি হইবে।

স্থালীপাকাদথ পুনস্তদুপক্রম উচ্যতে।
ঔপাসনস্য কৃত্যস্য কর্মণঃ শ্রুতিবোধনাৎ ॥৫৪৯
তাবন্মাসস্তু পক্ষো বা ঋতুর্বাপ্যয়নং শরৎ।
অহ-নক্তন্দিবং বাপি মার্গমধ্যে বিধানতঃ ॥৫৫০
সায়ং প্রাতস্তস্য কালো ন গৃহে সোঽয়মুচ্যতে।
শকটারোহণাৎ পশ্চাৎ বদ্ধা কৃশানুনা সহ ॥৫৫১
হোমকালে মার্গমধ্যে গুপ্তিহোমোঽয়মুচ্যতে।
গৃহপ্রবেশহোমস্য চার্বাগেব ততঃ পরম্ ॥৫৫২
যাবজ্জীবাখ্যসঙ্কল্পঃ পত্ন্যা কার্য্যো দ্বিজন্মনাম্।
অনুজ্ঞয়া দক্ষিণতস্তেষাং স্বপ্রার্থনাদিতঃ ॥৫৫৩
ঔপাসনারম্ভ-তুর্য্যযামিন্যপরপক্ষকে।
শেষহোমং প্রকুর্বীত মঙ্গলস্নানপূর্বকম্ ॥৫৫৪
বিবাহাৎ পূর্বদিবসে নান্দীশ্রাদ্ধমুদাহৃতম্।
ততঃ পরং বিধানেন লাজহোমাৎ পরং তরাম্ ॥৫৫৫
তদীক্ষায়ামনুষ্ঠেয়া দীক্ষাধর্মাঃ সনাতনাঃ।
নাতপে সঞ্চরেদ্ বাপি ন জ্যোৎস্নায়াং হিমেঽপি বা॥৫৫
নৈব স্নানং প্রকুর্বীত তটাকে বা সরিত্যপি।
হ্রদেবা দেবখাতে বা কূপে বা পল্বলেঽপি বা ॥৫৫৭
বেশন্তে দীর্ঘিকায়াং বা ন মন্ত্রৈরঘমর্ষণৈঃ।
স্নানাঙ্গতর্পণং নৈব ন সঙ্কল্পোঽপি বা তথা ॥৫৫৮
নিত্যমুষ্ণেন তৎ কুর্য্যাৎ সলিলেন সুগন্ধিনা।
অলঙ্কৃতেন পাত্রেণ বেষ্টিতেনাপি পর্ণকৈঃ ॥৫৫৯
গন্ধাক্ষতাদিভিঃ সম্যক্ সংস্কৃতেন কৃতেন চ।
তথা তৈল-হরিদ্রাভ্যামুদ্বর্ত্তনমুখাদিকম্ ॥৫৬০
সর্বমঙ্গলবাদ্যৈশ্চ বিনা শীর্ষং চরেদপি।
সন্ধ্যাত্রয়ং প্রকুর্বীত ধার্য্যং চন্দনমেব বৈ ॥৫৬১
নান্যেন পুণ্ড্রং কুর্বীত কুঙ্কুমাক্তঃ সদা ভবেৎ।
সদা পুষ্পঃ সদা চূর্ণঃ সুগন্ধো দিব্যভূষণঃ ॥৫৬২
নৈকাশ্নাশী ভবেচ্চাপি সদা বন্ধুভিরেব চ।
সুমঙ্গলীভির্বিপ্রৈশ্চ ভোজনং তদনুজ্ঞয়া ॥৫৬৩
কালদ্বয়ং যথেচ্ছঞ্চ চরেদেব বিধানতঃ।
প্রত্যক্ষলবণং ত্যক্ত্বা ভক্ষ্যভোজ্যাদিকং তথা ॥৫৬৪

স্থালীপাক হইতে পুনঃ শ্রুতিকথিত ঔপাসন কর্মের করণীয় যাহা, তাহার উপক্রম অর্থাৎ আরম্ভ বলিতেছি। একমাস, একপক্ষ, দুইমাস, ছয়মাস বা একবৎসর, একদিন বা আহোরাত্র—পথে আসিতে যতদিন লাগিবে, সেই সময় পথিমধ্যেই সায়ং ও প্রাতঃ উহার কাল বলা হইয়াছে, গৃহে নহে। বধূ লইয়া অগ্নিসহ শকটারোহণের গৃহপ্রবেশের পূর্ব পর্য্যন্ত পথিমধ্যেই গুপ্তিহোমের কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু গৃহপ্রবেশহোম উহার পরে করণীয়।৫৪৮-৫২

তারপর দ্বিজগণ স্ত্রীর সহিত যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রের সঙ্কল্প করিবে; স্বীয় প্রার্থনাবশতঃ দক্ষিণস্থ দ্বিজগণের অনুজ্ঞায় ঔপাসনের আরম্ভ হইতে অপর পক্ষের চতুর্থ দিনে মঙ্গলস্নানপূর্বক শেষহোম করিবে।৫৫৩-৫৪

বিবাহের পূর্বদিনে নান্দীশ্রাদ্ধ করিবে, তারপর বিধিপূর্বক লাজহোম করিয়া সেই দীক্ষাতে সনাতন দীক্ষাধর্ম সমূহের অনুষ্ঠান করিবে। এইগুলি দীক্ষাধর্ম —রৌদ্রে, জ্যোৎস্নায় বা হিমের মধ্যে সঞ্চরণ করিবে না, ক্ষুদ্র পুষ্করিণী, সরিৎ, হ্রদ, দেবখাত, কূপ, পল্বল (কৃত্রিম জলাশয়), বেশন্ত (অল্প সরোবর) বা দীর্ঘিকাতে স্নান করিবে না, অঘমর্ষণমন্ত্রেও স্নান করিবে না; এইরূপ স্নানাঙ্গতর্পণ বা সঙ্কল্পও করিবে না।৫৫৬-৫৮

নিত্যই পত্রের দ্বারা বেষ্টিত অলঙ্কৃত পাত্রে উষ্ণজলের দ্বারা স্নান করিবে এবং তৈল-হরিদ্রা দ্বারা শরীর লিপ্ত করিয়া মঙ্গলবাদ্য সহিত মস্তকাতিরিক্ত শরীরে জল দিবে এবং চন্দনাদি ধারণ ও নিয়মিত ত্রিসন্ধ্যা করিবে।৫৫৯-৬১

কুঙ্কুম ভিন্ন অন্য কিছুর দ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিবে না; সর্বদা পুষ্প, চূর্ণ (প্রসাধন), সুগন্ধ মাল্যধারণ ও দিব্য-ভূষণ পরিধান করিয়া থাকিবে। একবেলা আহার না করিয়া দুই বেলাই আহার করিবে এবং সর্বদাই বন্ধুগণ, সুমঙ্গলী নারী ও ব্রাহ্মণের সহিত তাহাদের অনুজ্ঞা লইয়া ভোজন করিবে। প্রত্যক্ষলবণ পরিত্যাগ করিয়া নিজের রুচিকর ভক্ষ্য, ভোজ্য প্রভৃতি বস্তু যথেষ্ট ঘৃতের সহিত ক্ষুধার অনুরূপ ভোজন করিবে।৫৬২-৬৫

ক্ষুত্তৃৎপত্তিভির্ভবেত্তীক্ষ্ণা প্রভৃতাজ্যেন তচ্ছিবম্ ।
ভুঞ্জীয়াদখিলং ভব্যং দ্রব্যং বুদ্ধ্যাভিধারিতম্ ॥৫৬৫
যদ্যত্র নিখিলং দ্রব্যং সম্মুখঃ স্নুমুখো মুদা ।
অশ্নীয়াদেব সততং প্রসন্নঃ সন্ বসেদপি ॥৫৬৬
দিবাস্বাপী ভবেন্নৈব নাহর্ভুক্তিদ্বয়ং চরেৎ ।
বধ্বা তথা শয়ীতৈব পৃথঙ্নৈব কদাচন ॥৫৬৭
কৃত্বা দণ্ডং গন্ধলিপ্তং মধ্যে কৃত্বা চ তং যতন্ ।
অভ্যর্চ্য বিধিনা দেববুদ্ধ্যা স্পৃষ্ট্বৈব তং স্বপেৎ ॥৫৬৮
দণ্ডং ছত্রং বৈণবঞ্চ তিরস্করণিকামপি ।
বিচিত্রামূর্দ্ধগাং কৃত্বা চতুর্ভিঃ ষড়্ভিরুত্তমৈঃ ॥৫৬৯
অষ্টভির্বা দ্বিজৈর্ধীরৈর্বেদঘোষপুরঃসরম্ ।
গীত-বাদিত্রসঙ্ঘৈশ্চ সর্বমঙ্গলসংবৃতঃ ॥৫৭০
বহির্গচ্ছেত্তদাগচ্ছেৎ সায়ং প্রাতশ্চ বর্ষতি ।
ন চরেন্নৈব নির্গচ্ছেন্ন তুষারেঽতিধর্মকে ॥৫৭১
ন তপ্তায়াং ধরায়াং বা সোপানৎকোঽপি মঙ্গলে ।
নার্দ্রায়াং কর্দ্দমে বাঽপি গচ্ছেদপি চ সঙ্কটে ॥৫৭২

যত ভোজ্য দ্রব্যই সম্মুখে থাকুক না কেন, নিজের চিত্ত যাহাতে প্রসন্ন হয়, সেই পরিমাণ দ্রব্য ভোজন করিবে এবং দিবানিদ্রা ও একদিনের মধ্যে দুইবার ভোজন বর্জ্জন করিবে এবং বধূকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী শয়ন করিবে না।৫৬৬-৬৭

(স্বামী-স্ত্রী উভয়ের) মধ্যে চন্দনলিপ্ত একটি দণ্ড রাখিয়া তাহাতে দেববুদ্ধি করত উহাকে স্পর্শ করিয়াই নিদ্রিত হইবে। বংশদণ্ড ও ছত্র ধারণ করিয়া মস্তকে বন্ধনপূর্বক চার, ছয়, বা আটজন উত্তম ব্রাহ্মণের সহিত উচ্চৈঃস্বরে বেদমন্ত্র পড়িতে পড়িতে গীতবাদ্যাদি সহকারে সর্বমঙ্গলে আবৃত হইয়া সায়ং ও প্রাতঃকালে বাহিরে গমনাগমন করিবে।৫৬৮-৭০

বর্ষণের সময় বাহির হইবে না অথবা কোথাও গমন করিবে না, তুষারাবৃত অবস্থায় বা অত্যন্ত তপ্তাবস্থায় ভূমিতে উপানৎ (পাদুকাবিশেষ) পরিধান করিয়াও বিচরণ করিবে না; সঙ্কটকালেও আর্দ্র বা কর্দমাক্ত ভূমিতে বিচরণ করিবে না।৫৭১-৭২

অবশাদাগতং দৈবাৎ সূতকং মৃতকং ত্যজেৎ ।
ইন্দ্রাণ্যুদ্বাসনাত্তদ্বদাকঙ্কণবিমোক্ষণাৎ ॥৫৭৩
লক্ষ্মী-নারায়ণধ্যানপরত্বেন সদা ভবেৎ ।
ইন্দ্রাণীমপি গৌরীঞ্চ সায়ং প্রাতঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥৫৭৪
যদি মোহেন তা নার্চ্চেন্নিত্যামঙ্গলভাগ্ ভবেৎ ।
নিত্যমৌপাসনং কৃত্বা বৃহৎ সামেতি মন্ত্রতঃ ॥৫৭৫
তদ্ভস্মনা প্রকুর্বীত স্বরক্ষাং তদ্বিধানতঃ ।
প্রণতানামিকাঙ্গুল্যা চেমাং ত্বমিতি মন্ত্রতঃ ॥৫৭৬
বধ্বারক্ষাং প্রকুর্বীত শুভিকে শিরমন্ত্রতঃ ।
যামাহরেতি মন্ত্রেণ মালিকামপি চ স্রজম্ ॥৫৭৭
বিভৃয়াদপি যত্নেন নীরাজনরতশ্চ বৈ ।
তদা তদা চ তন্মধ্যে বিপ্রাশীরপি সন্ততম্ ॥৫৭৮
অত্যন্তাবশ্যকী জ্ঞেয়া মঙ্গলেষু পদে পদে ।
আগতানাং বিশেষেণ বন্ধূনাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্ ॥৫৭৯
যাচকানাং দরিদ্রাণামপি পূজা বিশেষতঃ ।
বিধানেনৈব কর্তব্যা বাসোঽলঙ্কারভূষণৈঃ ॥৫৮০

এইরূপ ব্রতাচরণকালে দৈবাৎ জাতাশৌচ বা মৃতাশৌচ উপস্থিত হইলেও উহা গ্রহণ করিবে না। ইন্দ্রাণীর ব্রত ধারণ করায় কঙ্কণমোচন না করা পর্য্যন্ত কোন অশৌচ ঐ দম্পতীকে স্পর্শ করিবে না; সদা লক্ষ্মীনারায়ণের ধ্যানপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবে; সায়ং ও প্রাতঃকালে গৌরী ও ইন্দ্রাণীর অর্চ্চনা করিবে।৫৭৩-৭৪

যদি মোহবশতঃ উহা না করে, তবে নিত্যই অমঙ্গলের ভাগী হইবে। নিত্যই ঔপাসন কর্ম সমাপন করিয়া 'বৃহৎসাম' এই মন্ত্রের দ্বারা হোমভস্ম সাহায্যে নিজের রক্ষা বিধান করিবে। অনামিকার দ্বারা 'ইমং চ' ইত্যাদি মন্ত্রে বধূর আরক্ষার বিধান করিবে, 'শুভিকে' এই শিরোমন্ত্র দ্বারা মস্তক রক্ষা করিবে। 'যামাহর' এই মন্ত্রে পুষ্পমাল্য ধারণ করিবে এবং দেবীগণের নীরাজন (আরাত্রিক) করিবে। এই ব্রতেই মধ্যে মধ্যে গৃহাগত জ্ঞাতি ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ গ্রহণ অত্যন্ত আবশ্যক। যাচক দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র, অলঙ্কারাদির দ্বারা যথাবিধি পূজা করিবে।৫৭৫-৮০

দূরদেশান্তরস্থানাং বন্ধূনাং সুহৃদামপি।
বিশেষেণাত্র কর্ত্তব্যং মেলনং পূজনং পরম্ ॥৫৮১
কলহো নাত্র কর্ত্তব্যো নাত্র কঞ্চন পীড়য়েৎ।
দুঃখয়েত্তাড়য়েদ্ বাঽপি নাবমেত্তোষয়েৎ পরম্ ॥৫৮২
অসদ্-বন্ধু-সুহৃদ্-বিপ্র-বৈর্য্যুদাসীনপূজনম্।
গোরী-শচী-গণাতোষো ভবেদেব ন চান্যথা ॥৫৮৩
বিপ্রস্য করণং লক্ষ্মী-নারায়ণগতং ভবেৎ।
শত্রবোঽপ্যত্র পূজ্যাঃ স্যুর্দুর্হৃদাঃ কলিচেতসঃ ॥৫৮৪
দুষ্টা দুরাচারবতা অপি পূজ্যা বিশষতঃ।
যথাশক্তি প্রদানৈশ্চ সান্ত্ব-সংবাদনৈরপি ॥৫৮৫
শত্রবোঽপ্যত্র বাচ্যাঃ স্যুর্দত্ত্বা দেয়মপি স্বয়ম্।
সর্বেষ্বপি চ ভব্যেষু যুগ্মশাকক্রিয়া পরা ॥৫৮৬
কর্ত্তব্যযুগকং ত্যাজ্যং তত্রাপি ত্রয়মেককম্।
ন কুর্য্যাদেব সহসা কুর্য্যাচ্চেৎ সদ্য এব বৈ ॥৫৮৭
কশ্মলং তদ্‌গৃহে তস্মাত্তাদৃশং বৈ পরিত্যজেৎ।
সার্ষপং তদ্দ্বয়ং কার্য্যং ন কল্কান্যত্র কারয়েৎ ॥৫৮৮

সম্যগ্‌লবণ-শাকানি বিশেষেণ ভবন্তি হি।
আর্দ্রকং নালিকং ত্বাম্রং শিবমামলকং পরম্ ॥৫৮৯
দিনাষ্টকাৎ পূর্বমেব সম্পাদ্যাখিলবস্তুভিঃ।
সংস্কৃত্য সম্যগ্‌লবণদ্রব্যরাশিপরিষ্কৃতম্ ॥৫৯০
পাত্রাভিধারণং কৃত্বা পরিবেষণমাদিতঃ।
প্রকুর্য্যাত্তৎসতীগানপূর্বকং ভোজনেঽন্বহম্ ॥৫৯১
বন্ধূনাং তত্র ভোক্তৄণাং দ্বিজানাঞ্চ মহাত্মনাম্।
পয়ঃস্বাজ্যেষু দিব্যেষু দধিরম্যেষু ভূরিষু ॥৫৯২
বরয়োঃ সন্নিধৌ ভুক্তৌ বৈশ্বদেবৈকবর্জ্জনাৎ।
যদত্র বৃজিনং তন্ন লক্ষ্মী-নারায়ণৌ হি তৌ ॥৫৯৩
তৎসন্নিধানাদ্ গৌর্য্যাশ্চ শচ্যাঃ শোভনগীর্বতাম্।
আসন্নিধানে বরয়োরপঙ্‌ক্তৌ ভোজনে তরাম্ ॥৫৯৪
কৃচ্ছ্রত্রয়ং প্রকুর্বীত তাভ্যাং চেদ্ভোজনে কৃতে।
নৈতৎকিমপি তৎপ্রোক্তং পায়সং কৃসরং বিনা ॥৫৯৫
নাচরেদ্ বিদুষাং ভুক্তিং ভক্ষ্যাভাবে হ্যয়ং বিধিঃ।
সংস্থ ভক্ষ্যেষু দিব্যেষু পরমান্নেষু ভূরিষু ॥৫৯৬

দূরদেশস্থ বন্ধু ও সুহৃদ্‌গণ গৃহে আসিলে তাহাদের সহিত মিলনের আনন্দ উপভোগ করিবে এবং যথারীতি তাহাদের পূজা করিবে। কাহারও সহিত কলহ করিবে না এবং (বাক্যের দ্বারাও) কাহাকে কখনও পীড়িত ও অবমানিত করিবে না।৫৮১-৮২

এই ব্রতকালে অসদ্, বন্ধু, সুহৃদ, বিপ্র, শত্রু, উদাসীন প্রভৃতি সকলের সমানভাবে পূজা করিবে; ইহাতে গৌরী, শচী ও গণপতি সন্তুষ্ট হইবেন। ব্রাহ্মণকে পূজা করিলে উহা লক্ষ্মীনরায়ণেরই পূজা হইবে। এই ব্রতকালে শত্রু, দুষ্টচিত্ত, কলিগ্রস্থ, দুরাচাররত দুষ্টগণকেও যথাশক্তি দান, সান্ত্বনা ও সংলাপ দ্বারা স্বয়ং পূজা করিবে।৫৮৩

শত্রু হইলেও তাহাদের সহিত কথা বলিবে এবং দেয় বস্তু স্বয়ং দান করিবে। সকলপ্রকার মঙ্গলকার্য্যেই যুগ্মশাকাদির দ্বারা বিপ্রগণের অর্চ্চনা করিবে, কখনও অযুগ্মশাক দিবে না, এবং কখনও তিনটি শাককে একটি শাকে পরিণত করিবে না; যদি ঐরূপ করে, তবে সদ্যঃই গৃহে অমঙ্গল হইবে, সুতরাং ঐরূপ করিবে না। কল্ক পরিত্যাগ করিয়া সার্ষপ তৈলের দ্বারা রন্ধনাদি কর্ম করিবে, সম্যক্ লবণের (সৈন্ধব) সহিত শাকাদি পাক করিবে। আট দিন পূর্ব হইতেই আর্দ্রক, নালিক অর্থাৎ ডাটা শাকাদি ও আমলক প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া উহাদের সংস্কার করত সম্যক্ লবণের (সৈন্ধব) সহিত মিশাইয়া কোন পাত্রবিশেষে কিছুক্ষণ ঢাকিয়া রাখিবে; পরে ভোজনের সময় সতীর মঙ্গলগান করিতে করিতে প্রথমেই উহা পরিবেষণ করিবে।৫৮৪-৯১

নিমন্ত্রিত বন্ধু ও মহাত্মা দ্বিজগণের ভোজনের জন্য প্রচুর দুগ্ধ ঘৃত ও দিব্য রমণীয় দধি আয়োজন করিবে। বরবধূর সন্নিধানেই বৈশ্বদেববলি না দিয়া ভোজন করিলেও কোন দোষ হইবে না; কারণ, এই বরবধূ গৌরী, শচী ও মধুরভাষী মহানুভবগণের সান্নিধ্যবশতঃ লক্ষ্মী নারায়ণতুল্য বলিয়া জানিবে।৫৯২-৯৩

বর ও বধূর অসন্নিধানে বা তাহাদের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে না বসিয়া ভোজন করিলে তিনটি প্রাজাপত্য ব্রত অনুষ্ঠান করিবে, কিন্তু ইহাদের সন্নিধানে ও

নৈব কশ্চিত্তত্রামত্র নিয়মো মনুরব্রবীৎ।
বিপ্রমধ্যে সতীমধ্যে বিধবাং নৈব ভোজয়েৎ ॥৫৯৭
কল্যাণবেদিকামধ্যে তেষু সর্বদিনেষ্বপি।
যেষু কেষু দিনেষ্বেষু সতীষু ব্রাহ্মণেষু বা ॥৫৯৮
অকেশীর্বা সকেশীর্বা তত্র নৈবোপবেশয়েৎ।
ন গায়য়েদ্ বা চৈতাভির্গায়ন্তীর্বা নিষেধয়েৎ ॥৫৯৯
অপি তাভিঃ কৃতং পাকং যত্নেনৈব বিবর্জ্জয়েৎ।
চৌলে চোপনয়ে চাপি তাভিরপ্যাহৃতং জলম্ ॥৬০০
কুমারভোজনেঽপ্যেবং তথা ব্রহ্মৌদনে শিবে।
নাঙ্গীকুর্য্যাত্তু পাকায় তাভির্নাগ্নিং ন চানয়েৎ ॥৬০১
স্নানোদকায় পাকায় শাকসংবর্দ্ধনায় বা।
নাভিসংবর্দ্ধিতাঃ শাকবিশেষা দক্ষিণামুখাৎ ॥৬০২
পশ্চিমাভিমুখাদ্ বাপি কল্যাণেষু তু পাচিতাঃ।
যদি ভুক্তাস্তে দ্বিজৈর্বা তাভ্যাং তদ্বন্ধুভিস্ত বা ॥৬০৩
তদ্গৃহে মরণানি স্যুরশুভানি পদে পদে।
তস্মাত্তদ্বর্জ্জয়েদ্ যত্নাৎ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৬০৪
যদ্যপ্যাবশ্যকাস্তাস্তু তাদৃশঃ পুনরেব চ।
পঙ্ক্ত্যান্তরে যত্র কুত্র ভোজয়েদ্ বন্ধুধর্মতঃ ॥৬০৫
নাবমন্যাশ্চ নাযত্নাৎ পুজনীয়াশ্চ বাগ্‌যতঃ।
মাতৃশ্বশ্রূস্তাদৃশৈশ্চ নত্বান্যত্রৈব ভোজয়েৎ ॥৬০৬
গৃহিণো বর্ণিনো ভোজ্যাঃ সন্তো যজ্বান এব চ।
বানপ্রস্থাশ্চ ভোজ্যাঃ স্যুরেষু কর্মসু কেবলম্ ॥৬০৭
যতয়ো ন প্রবেশ্যাঃ স্যুরস্মিন্ সদসি কর্মসু।
ন তাম্বূলং বর্ণিনাং স্যাৎ প্রদেয়ং নাত্র সন্ততম্ ॥৬০৮
ভুক্তয়ে সর্বভক্ষ্যাদী পয়োদধ্যাজ্যপিষ্টকান্।
ভুক্তিযোগ্যান্প্রদদ্যাচ্চ স্রগ্‌গন্ধাদি বিবর্জ্জয়েৎ ॥৬০৯
নৈষু বিদ্যুতোঽর্জ্জুনস্য নামান্যুচ্চারয়েদ্ ভিয়া।
তাম্বূলাদিপ্রদানেষু তত্তৎকালেষু কেবলম্ ॥৬১০
যোগ্যান্মন্ত্রানুচ্চরেচ্চ নরমেধং বিবর্জ্জয়েৎ।
রক্ষোঘ্নান্ পিতৃসূক্তাংশ্চ ব্রহ্মমেধস্তথৈব চ ॥৬১১

পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিলে উহা করিতে হইবে না। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে কৃসর বিনা পায়স ভোজন করাইবে না; অবশ্য ভক্ষ্যের অভাব থাকিলেই এই বিধি বুঝিতে হইবে। যদি দিব্য পরমান্নাদি ভোজ্য দ্রব্য প্রচুর থাকে, সেস্থলে ঐ নিয়ম মানিবার প্রয়োজন নাই—এই কথা মনু বলিয়াছেন। সতী নারী ও ব্রাহ্মণের মধ্যে বিধবাকে ভোজন করাইবে না।৫৯৪-৯৭

ঐ ব্রতকালের মধ্যে কোনদিনই কল্যাণময়ী বেদিকা, ব্রাহ্মণ ও সতীর মধ্যে অকেশী বা সকেশীই হউক কোন বিধবাকে প্রবেশ করিতে দিবে না এবং গানরতা মঙ্গলময়ী নারীগণের সহিত বিধবাকে গান করিতে দিবে না, গান করিতে দেখিলে নিষেধ করিবে।৫৯৭-৯৯

এই ব্রতে, চূড়াকরণে, উপনয়নে, কুমার-ভোজনে এবং মঙ্গলকর ব্রাহ্মণভোজনে বিধবার পাক ও তৎকর্ত্তৃক আনীত জল বর্জ্জন করিবে। বিধবাকে দিয়া কখনও অগ্নি আনয়ন করাইবে না। স্নানের জলের জন্য, অন্নাদি পাকের জন্য ও শাক ভর্জ্জনে বিধবাকে বরণ করিবে না। কল্যাণকর্মে বিধবা দক্ষিণমুখী বা পশ্চিমমুখী হইয়াই পাক করুক না কেন, পক্ক শাক ভোজন করিবে না, ভোজন করিলে সেই ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতিগণের সহিত বর বধূর সকলের পদে পদে অশুভ হইয়া থাকে এজন্য ঐরূপ অন্ন বর্জ্জন করিবে। এখানে কার্য্যের কোন বিচার করিবে না। যদি বিধবাগণকে ভোজন করাইতেই হয়,তবে অন্যত্র ভোজন করাইবে; তাহাদের অবমান না করিয়া সযত্নে অন্যত্র ভোজন করাইবে; বিশেষতঃ মাতা বা শ্বশ্রূ (শাশুরী) যদি বিধবা হয়, তবে তাহাদিগকে প্রণামের দ্বারা সন্তুষ্ট করত অন্যত্র ভোজন করাইবে।৬০২-৬

গৃহী, ব্রহ্মচারী, যাজ্ঞিক ও বানপ্রস্থীগণকেও এইসব মঙ্গলকার্য্যে যত্নের সহিত ভোজন করাইবে; কিন্তু সন্ন্যাসীগণকে এইসব মঙ্গলালয়ে প্রবেশ করিতে দিবে না। ব্রহ্মচারীকে ভোজনের জন্য দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, পিষ্টক প্রভৃতি সকল ভোজ্য বস্তুই দিবে, কিন্তু তাম্বূল, চন্দন বা মাল্য প্রদান করিবে না।৬০৭-৯

এই সকল ব্রতে ভোজনের সময় বিদ্যুৎ বা অর্জ্জুনের নাম করিবে না; তাম্বূলাদি প্রদানের যোগ্য মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করিবে, কিন্তু নরমেধের মন্ত্র উচ্চারণ করিবে না। রক্ষোঘ্ন মন্ত্র, পিতৃসূক্ত, ব্রহ্মমেধ, প্রাণাদিকাণ্ড ব্যতিরেকে সকল আরণ্যক পাঠ করিবে, কিন্তু সমুদ্র,

কৃৎস্নমারণ্যকং কাণ্ডং সন্তং প্রাণাদিকং ত্যজেৎ।
সমুদ্রং গচ্ছজালঞ্চ তদোপনিষদাদিকম্ ॥৬১২
নোচ্চরেৎ তদন্যানি পুরাণাদীনি কৃৎস্নশঃ।
পিতৃক্রিয়াপ্রধানানি যামগাথাদিকানি চ ॥৬১৩
সপ্রযত্নেনোচ্চরেচ্চ পিতৃযজ্ঞাদিকং তথা।
সাকমেধং শুনাসীরীয়কং তদ্বৈশ্বদেবিকম্ ॥৬১৪
বারুণং তৎপ্রবাসঞ্চ কল্যাণেষু বিবর্জ্জয়েৎ।
কুষ্মাণ্ডশ্চাপি কুষ্মাণ্ডমসূরঃ কন্দসংজ্ঞকঃ ॥৬১৫
মূলানি শাকুটাদীনি কর্ণপ্রাবরণং পুনঃ।
নিম্বো নৈম্বো মহাসৌম্যঃ সোমকেতুঃ শিবারুণঃ॥৬১৬
(কর্ণমূলং কর্ণদামং·········পাপ্মনঃ।)
পুণ্যো বার্তাকুজাতীয়ঃ পটোলঃ পনসঃ শিবঃ ॥৬১৭
উর্বারুঃ সরণঃ সারঃ সারণোপসরিত্তটঃ।
এতে শাকাঃ শোভনদাঃ কল্যাণেষু মহর্ষিভিঃ ॥৬১৮
মুখ্যত্বেনৈব কুর্বীত সর্বসাধারণেন বৈ।
দেহে নিপতিতাঃ স্যুশ্চেৎ প্রমাদাদ্ বর্ণবিন্দবঃ ॥৬১৯
জপেৎ পৃথিব্যৈ স্বাহেতি চানুবাকং পরাঃ শিবাঃ।
যদি কাকেন দৈবেন তাড়িতস্ত্বানপেন বা ৬২০

পবতে সদবাক্যানি তানি সর্বাণি বৈ জপেৎ।
অবশাজ্জলসিক্তশ্চেদদ্ভ্যঃ স্বাহেতি বা জপেৎ ॥৬২১
শুনা স্পৃষ্টিরস্পৃশ্যাদিভিরেব স্পৃষ্টিরথবা।
হরিদ্রাতৈলচূর্ণানি দ্রব্যলিপ্তো যদাস্বহম্ ॥৬২২
উষ্ণোদকেন তু স্নানং পাবমানীভিরেব চ।
উত্তমাঙ্গং বিনা স্নায়াদিদং বিষ্ণুঞ্চ তু জপেৎ ॥৬২৩
ব্যহৃতীশ্চ যথাশক্তি প্রজপেত্তস্য শান্তয়ে।
আপন্তিম্বেষু চান্যেষু নিমিত্তেষু তদা যদি ॥৬২৪
সজাতেষ্বখিলেষ্বেবং শ্রীসূক্তং তারকং তরাম্।
ভূসূক্তঞ্চ কদাচিত্তু লক্ষ্মীসূক্তং কদাচন ॥৬২৫
ন চেত্তু সর্বশান্ত্যর্থং তৃতীয়দিবসে কিল।
গণনাথং প্রপূজ্যাদৌ ব্রহ্মাণঞ্চ সরস্বতীম্ ॥৬২৬
লোকপালাংস্তথাবাহ্য পূজয়িত্বা বিধানতঃ।
বিবাহমণ্ডপে ভক্ত্যা সদঃ কৃত্বা বহূন্ দ্বিজান্ ॥৬২৭
অভ্যর্চ্চ্য সমলঙ্কৃত্য প্রত্যেকং তৈশ্চ মান্ত্রিকম্।
বেদোক্তামাশিষং দিব্যাং গৃহ্ণীয়াদ্দক্ষিণাদিনা ॥৬২৮
সর্বপীড়াবিনির্মুক্তঃ সর্বমৃত্যুবিবর্জ্জিতঃ।
সর্বোপদ্রবসন্ত্যক্তঃ সর্বারিষ্টপরাঙ্মুখঃ ॥৬২৯

গচ্ছজাল ও উহাদের প্রতিপাদক উপনিষদের মন্ত্র এবং তদ্‌ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত পুরাণাদির পাঠ করিবে না। পিতৃক্রিয়াপ্রধান মন্ত্র, যামগাথা ও পিতৃযজ্ঞাদির মন্ত্র পাঠ করিবে। এইরূপ সাকমেধ, শুনাসীরীয়ক ও বৈশ্বদেবিক মন্ত্রও পাঠ করিবে, কিন্তু বারুণ ও বারুণ-প্রবাসের মন্ত্র এস্থলে বর্জ্জন করিবে। কল্যাণকর্মে কুষ্মাণ্ড, কুষ্মাণ্ডমসূর, কন্দ, শাকুটাদি মূল, কর্ণপ্রাবরণ, নিম্ব, নৈম্ব্য, মহাসৌম্য, সোমকেতু, শিবারুণ, (কর্ণমূল, কর্ণদাম,) উত্তম বার্ত্তাকুজাতীয়, পটোল, পনস, উর্বারু, সরণ, সার, সারণোপসরিৎ তট অর্থাৎ নদীকূলস্থিত সারণ—এই সকল শাক প্রশস্ত বলিয়া মহর্ষিগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। যদি প্রমাদবশতঃ বর্ণবিন্দু শরীরে পতিত হয়, তবে 'পৃথিব্যৈ স্বাহা' এই অনুবাক জপ করিবে যদি দৈববশে কাকের দ্বারা তাড়িত হইয়া পতিত হয়, তবে পবিত্রাসম্পাদক সদবাক্যরূপ মন্ত্রসমূহ পাঠ করিবে এবং দৈবাৎ জলসিক্ত হয়, 'অদভ্যঃ স্বাহা' এই মন্ত্র জপ করিবে।৬১১-২১

যদি কক্কুর বা অস্পৃশ্য জাতির সহিত স্পর্শ হয়, তবে হরিদ্রা-চূর্ণের সহিত তৈল মিশ্রিত করিয়া শরীরে লেপন করত পাবমানীসূক্ত পাঠপূর্বক উষ্ণোদকে মস্তক ব্যতিরেকে স্নান করিবে; অথবা উহার শান্তির জন্য 'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে' এই মন্ত্র ও ব্যাহৃতির জপ করিবে।৬২২-২৩

অন্যান্য দুর্নিমিত্তের দর্শন হইলেও শ্রীসূক্ত অথবা ভূসূক্ত জপ করিবে; অথবা সর্বশান্তির জন্য তৃতীয়দিবসে প্রথমতঃ গণেশের পূজা করত ব্রহ্মা, সরস্বতী এবং লোকপালগণকে পূজা করিয়া সভায় আমন্ত্রিত বহু বৈদিক ব্রাহ্মণের প্রত্যেককে অর্চনা ও অলঙ্কৃত করত দক্ষিণা দানপূর্বক তাঁহাদের নিকট যথাবিধি মান্ত্রিক দিব্য আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে।৬২৪-২৮

দীর্ঘায়ুর্দীর্ঘসম্পৎকঃ পুত্র-পৌত্রসমন্বিতঃ।
সম্প্রাপ্তকামঃ সম্প্রাপ্তব্রহ্মবিদ্যামহমনাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানং সম্প্রাপ্য ব্রহ্মসাযুজ্যমৃচ্ছতি ॥৬৩০
কিং চাস্য বক্ষ্যে মাহাত্ম্যং য এবং মহদাশিষম্।
কল্যাণমধ্যে কুরুতে কারয়ত্যপি বা উভৌ ॥৬৩১
কৃতার্থৌ সর্ববেদানাং যদ্বা পারায়ণে ফলম্।
যন্মখানাঞ্চ সর্বেষাং করণে ফলমুচ্যতে ॥৬৩১
এতে দ্বে তত্র বোক্তানাং নিত্য-নৈমিত্তিকাত্মনাম্।
কাম্যানামখিলানাঞ্চ ধ্রুবং বৈ তদুদাহৃতম্ ॥৬৩৩
মহত্তদ্দিব্যসন্দোহকৃতপ্রাপ্তমহাশিষাম্।
দৌর্ব্রাহ্মণ্যং কুলে তেষাং নাস্ত্যেবাদশপূর্বকম্ ॥৬৩৪
সর্বযাগপ্রতিনিধিঃ কল্পোঽয়ং কশ্চন স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণানাং পুরা সৃষ্টা ব্রহ্মণৈব মহাত্মনা ॥৬৩৫
বেদক্রিয়াসু চালস্যাদ্ যেঽপি বাতীব দুর্হৃদঃ ॥৬৩৬
তেষামপি হিতার্থায় মহাশীরিয়মুত্তমা।
সৃষ্টা কিলেতি চ পলং সর্ববেদস্বসারতঃ ॥৬৩৭
সমুদ্ধৃত্য সমুদ্ধৃত্য চৈকীকৃত্য চ তাং চিরাৎ।
প্রকাশিতা জগত্যত্র তদেতত্তাদৃশং শিবম্ ॥৬৩৮
মহত্তু বৈদিকং কর্ম ব্রাহ্মণানাং সুমেধসাম্।
যদ্যত্র শোভনে তস্য বস্ত্রং যৌতুকমুত্তমম্ ॥৬৩৯
বধ্বাহৃতস্য মাঙ্গল্যং বহ্নিস্পৃষ্টং ভবেদ্ যদি।
দগ্ধমাস্তং তথার্দ্ধং বা যৎকিঞ্চিদপি বা পুনঃ ॥৬৪০
উপদীকাহতাঃ কেশাঃ মূষিকৈর্বাপি দংশিতাঃ।
দ্বেষাচ্ছত্রুভিরুৎকৃত্তা যেষাং তেষাঞ্চ কর্মণাম্ ॥৬৪১
আয়ুষ্যসূক্তপঠনং লক্ষ্মীসূক্তস্য বৈ তদা।
পুনর্বস্ত্রান্তরাদীনাং তত্তন্মন্ত্রৈঃ পরিগ্রহঃ ॥
নিষ্কৃতিবিহিতা সদ্ভির্বেদবিদ্ভির্দ্বিজোত্তমৈঃ ৷৬৪২
যদি চণ্ডালসংস্পর্শো বরয়োঃ সম্ভবেত্তদা ॥৬৪৩

তাহা হইলে সর্বপীড়াবিনির্মুক্ত, সর্বমৃত্যুবিবর্জিত, সর্বোপদ্রবশূন্য ও সর্বারিষ্টশূন্য হইয়া দীর্ঘায়ুঃ লাভ করত দীর্ঘসম্পৎ ও পুত্র-পৌত্রাদি লাভ করিয়া সকল অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইবে এবং ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে ৷৬২৯-৩০

এইরূপ বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ-মাহাত্ম্যের কথা আর কি বলিব? যে ব্যক্তি কল্যাণব্রতে এইরূপ আশীর্বাদ লাভ করে, সে সকল বেদের পারায়ণে এবং নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য সকলপ্রকার যজ্ঞের যে ফল, সেই সমস্ত দিব্য ফল যুগপৎ প্রাপ্ত হয় ৷৬৩১-৩৩

মহাত্মগণের নিকট হইতে যে দিব্য আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়, তাহার কুলে কখনও দৌর্ব্রাহ্মণ্য আপতিত হয় না; সকল যজ্ঞের প্রতিনিধিরূপে ব্রহ্মা এই ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদকে সৃষ্টির প্রথমেই সৃষ্টি করিয়াছেন ৷৬৩৪-৩৫

যাঁহারা বৈদিক কর্ম আলস্যবশতঃ অনুষ্ঠান করে না, তাহাদের জন্যও এই ব্রাহ্মণাশীঃ পরমহিতকারিণী। সকল বেদ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সার উদ্ধৃত করিয়া বিধাতা এই পরমমঙ্গলময় ব্রাহ্মণাশীর্বাদে সৃজন করিয়াছেন ৷৬৩৬-৩৮

যেহেতু বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদের ঐরূপ মাহাত্ম্য, সেইহেতু বেদোক্ত কর্ম্মসমূহই সুমেধা ব্রাহ্মণ-গণের পক্ষে পরম মহৎ ও মঙ্গলকর বুঝিতে হইবে। যদি কোন মাঙ্গলিক কর্মে বরের যৌতুকস্বরূপ লব্ধ উত্তম বস্ত্র এবং বধূর পরিহিত মাঙ্গল্য-বস্ত্র বা মাল্য যদি অগ্নিসংযোগে সম্পূর্ণ বা অর্দ্ধেক দগ্ধ হয়, অথবা উপদীক অর্থাৎ পরগাছায় আহত হইয়া বধূর কেশ ছিন্ন হয় কিংবা মূষিকের দ্বারা ভক্ষিত হয়, বা হিংসাবশতঃ শত্রুকর্ত্তৃক ছিন্ন হয়, তবে উহার দ্বারা সূচিত পাপের প্রতীকারের জন্য আয়ুষ্যসূক্ত ও লক্ষ্মীসূক্ত পাঠ করিবে এবং সেই সেই মন্ত্র পাঠ করত পুনরায় বস্ত্রান্তর পরিধান করিবে—ইহাই উহার নিষ্কৃতিরূপে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ৷৬৩৯-৪২

যদি বরবধূর চাণ্ডালস্পর্শ হয়, তবে হরিদ্রামিশ্রিত উষ্ণজলে এবং যদি কুকুর ও কাকস্পর্শ হয়, তবে হরিদ্রা ও ঘৃতমিশ্রিত উষ্ণজলে স্নান করত তিনবার রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিবে ৷৬৪৩-৪৫

তদা স্যাম্মঙ্গলস্নানং হরিদ্রোষ্ণজলেন তু।
যদি শ্ব-কাকসংস্পৃষ্টিস্তদুষ্ণেনৈব বারিণা ॥৬৪৪
হরিদ্রামিশ্রিতেনৈব ঘৃতেন চ বিধীয়তে।
স্নানাৎ পরং রুদ্রজপস্ত্রিবারং নিষ্কৃতির্মতা ॥৬৪৫
আতপে ত্যাগো মূত্রস্য পুরীষস্য ভবেন্ন চেৎ।
দীক্ষায়ামত্র তু তয়োশ্ছত্রেণ সহ বৈ তদা ॥৬৪৬
ইদং বিষ্ণুর্ব্যাহৃতীশ্চ ত্র্যম্বকঞ্চ সুপাবনম্।
পশ্চাচ্চ শুদ্ধাচমনাদষ্টবারং জপেৎ ক্রমাৎ ॥৬৪৭
পুনশ্ছত্রং তত্তন্মন্ত্রাদ্ গৃহ্ণীয়াত্তদ্বিধানতঃ।
দীক্ষাসু সন্ততং তস্মাদ্ বিবাহস্য দ্বিজোত্তমঃ ॥৬৪৮
সচ্ছত্রস্ত্বাতপে কুর্য্যাত্ত্যাগং মূত্র-পুরীষয়োঃ।
শেষহোমাৎ পরং প্রাতঃ কুর্য্যান্নাকী বলিং
শিবাম্ ॥৬৪৯
তদ্বিধানঞ্চ বক্ষ্যামি শচীং গৌরীং সমর্চ্চয়েৎ।
বেদিকেশানদিগ্‌ভাগে কৃশরান্ননিবেদনৈঃ ॥৬৫০
ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিসংখ্যদেবানামর্চ্চনং ক্রমাৎ।
নমোঽস্তেনৈব কুর্বীত সম্যকং সঙ্কল্পপূর্বকম্ ॥৬৫১
অষ্টাভিঃ কলশৈঃ পূর্বভাগেস্তদ্বচ্চ সর্বতঃ।
সংস্থিতৈর্বেদিকং কৃত্বাঽলঙ্কৃত্যৈব বিধানতঃ ॥৬৫২

দীক্ষিতাবস্থায় যদি ছত্রসহ আতপে মূত্র বা পুরীষের ত্যাগ না করা হয়, তবে 'ইদং বিষ্ণুঃ', ব্যাহৃতি ও পাবন ত্র্যম্বক মন্ত্র শুদ্ধভাবে আচমন করত আটবার জপ করিবে এবং পুনরায় তত্তন্মন্ত্রে ছত্র গ্রহণ করিবে। সুতরাং বিবাহে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ছত্রসহিত আতপে (রৌদ্রমধ্যে) মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ করিবে। শেষহোমের পর স্বর্গার্থী ব্রাহ্মণ শিবাবলি প্রদান করিবে। সেই শচী ও গৌরীপূজার বিধান বলিতেছি। সম্যক্‌রূপে সঙ্কল্প করত বেদির ঈশানকোণে কৃশরান্ন নিবেদনপূর্বক 'নমোঽস্ত' মন্ত্রে তেত্রিশকোটি দেবতার পূজা করিবে।৬৪৬-৫১

বেদির পূর্ব হইতে সকল দিকেই আটটি কলস স্থাপন করত বেদিকে মাল্যাদির দ্বারা সাজাইবে এবং বেদির মধ্যে বৃহদাকার চারিটী কলস তন্তু, চন্দন,

তন্মধ্যে পৃথুলৈঃ কুম্ভৈশ্চতুর্ভিঃ স্থাপিতৈঃ শিবৈঃ।
তন্তুভির্বেষ্টিতৈর্গন্ধৈঃ পুষ্পৈস্তাম্বূলজালকৈঃ ॥৬৫৩
হরিদ্রাজলকুম্ভেন দ্বিমুখেন সুপাথসা।
নবার্চ্চান্যাসসংসিক্তৈঃ প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ চ ॥৬৫৪
তৎসংখ্যকৈঃ পুষ্পদীপৈঃ পুরন্ধ্রীভিঃ সমুদ্ধৃতৈঃ।
পরিক্রমণকর্ত্রীভিস্তৎকৃত্যমখিলং যথা ॥৬৫৫
সর্বদেবপদস্পৃষ্টতদ্ব্রাহ্মণ্যসুঘোষতঃ।
ত্রিঃ পরিক্রম্য বিধিনা দিগ্‌জয়াদিকলাঙ্গনম্ ॥৬৫৬
জলাক্ষতাভ্যাং সংস্কৃত্য পূজয়িত্বা স তানপি।
ঐবারতঞ্চ সম্পূজ্য দক্ষিণে চোত্তরে তথা ॥৬৫৭
সুপ্রতীকং ধরাধারং ত্রিঃ পরিক্রম্য তৎপরম্।
প্রতি প্রতি প্রবাদাভ্যাং বিনিয়ম্য পরস্পরম্ ॥৬৫৮
(ন তৎসৌমঙ্গল্যবদ্‌যথা)
কৃষ্ণান্মণীংশ্চ তৎকণ্ঠে তদ্দেবানাঞ্চ সন্নিধৌ।
বধ্নীয়াদ্ গীত-বাদিত্র-পুরন্ধ্রীগানপূর্বকম্ ॥৬৫৯
ততঃ পুনশ্চ সংকল্প্য ফলদানানি চাচরেৎ।
তথা তাম্বূলদানানি দক্ষিণাদীনি শক্তিতঃ ॥৬৬০
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রকুর্বীত তচ্চালঙ্কারপূর্বকম্।
সভাপূজাঞ্চ কুর্বীত তদাশীঃ প্রাপ্য তৎপরম্ ॥৬৬১

পুষ্প ও তাম্বুল দিয়া সাজাইয়া রাখিবে; হরিদ্রাজল-পূর্ণ দ্বিমুখ কুম্ভের দ্বারা বেদিকে অভিষিক্ত করিবে এবং দেবতার সমসংখ্যক পুষ্প, ধূপ ও দীপাদির পূজা করত পরিচারিকাগণসহ বরবধূ ব্রাহ্মণের বেদমন্ত্র-ঘোষের সহিত তিনবার দেবতাপদস্পৃষ্ট বেদি প্রদক্ষিণ করিবে। জল ও অক্ষতের দ্বারা দিগ্‌জয়াদিচিহ্ন সংস্কার করত মুখ্যদেবতাগণের পূজার পর তাহাদের দক্ষিণ ও উত্তরে ঐরাবতের পূজা করিয়া ধরাধারী শ্রীবিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করিবে এবং তাঁহার কণ্ঠে দেবগণের সন্নিধানে গীতবাদিত্র ও পরিচারিকাগণের মঙ্গলগান সহ নীল মণি পরাইয়া দিবে।৬৫২-৫৯

তারপর পুনরায় সঙ্কল্প করিয়া ব্রাহ্মণকে ফলদান করিবে এবং তাঁহাদিগকে অলঙ্কারাদির দ্বারা সজ্জিত করত যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান

দম্পতী চোপবেশ্যোভৌ দম্পতী পূজনক্রিয়াম্ ।
প্রকুর্য্যাতাং বিধানেন তদীয়ামাশিষং শিবাম্ ॥৬৬২
স্বীকুর্বতাং তৎপরঞ্চ দদ্যাত্তাভ্যাঞ্চ দক্ষিণাম্ ।
তাম্বূলঞ্চ ক্রমেণৈব সর্বেষাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্ ॥৬৬৩
তত্রত্যানাঞ্চ সর্বেষাং তাম্বূলং চাপি দক্ষিণাম্ ।
শক্ত্যা লোভৈর্ন দদ্যাচ্চ মঞ্চারোহণমেব চ ॥৬৬৪
দোলোৎসবোঽপি কর্ত্তব্যো মহাচূর্ণোৎসবস্তদা ।
বীথীপ্রদক্ষিণং চাপি পুনর্বেশ্মপ্রবেশনম্ ॥৬৬৫
জলক্রীড়াবিধানঞ্চ তাম্বূলস্য চ ভক্ষণম্ ।
মধ্যাহ্নে মঙ্গলস্নানং পুনশ্চ স্বস্তিবাচনম্ ॥৬৬৬
স্তম্ভপূজাং চতুর্দিক্ষু নমোঽন্তেনৈব চোদিতা ।
পুষ্প-ধূপাদিনৈবেদ্যৈঃ তং বৈ তাং তু সমাচরেৎ ॥৬৬৭
ব্রহ্মাদীনাং ততঃ পূজাং পঞ্চানামত্র কারয়েৎ ।
নবানামত্র কল্যাণে প্রত্যক্ষান্ননিবেদনম্ ॥৬৬৮
ভক্ষ্যভোজ্যৈঃ ফলৈর্দিব্যৈস্তাম্বূলৈশ্চ সদীপকৈঃ ।
নীরাজনান্তৈঃ কর্ত্তব্যমন্যথাঽল্পায়ুরেব হি ॥৬৬৯
ভবেদেব বরঃ সেব্যো বধূ পশ্চাৎ ক্রমেণ চেৎ ।
হরিদ্রা স্যুর্বান্ধবাশ্চ তথা তস্মাৎ সমাচরেৎ ॥৬৭০
হরিদ্রামিশ্রসলিলং দেবতা কিল চোদিতা ।
বসন্তশোভনকরস্তস্য পূজা পরাঽত্র বৈ ॥৬৭১
বিশেষেণ প্রকর্ত্তব্যা ভব্যবাহুল্যসিদ্ধয়ে ।
দেবতোদ্বাসনং কুর্য্যাদ্ যজ্ঞেনেতি চ মন্ত্রতঃ ॥৬৭২
মোচনং কৌতুকস্যাথ তৎসম্পূজ্যাথ তচ্চরেৎ ।
পুণ্যাহং বাচয়েৎ পশ্চাদ্ ব্রাহ্মণানপি ভোজয়েৎ ॥৬৭৩
স্বীকুর্য্যাদাশিষশ্চাপি দক্ষিণাদানপূর্বকম্ ।
য এবং বিধিনা ভব্যং কুরুতে ব্রাহ্মণোত্তমঃ ॥৬৭৪
তস্য নন্দন্তি তে সর্বে বৃদ্ধা যে প্রপিতামহাঃ ।
পিতামহা চ যে বৃদ্ধা বৃদ্ধা যে পিতরস্তথা ॥৬৭৫
ত এতে শুভদেবাঃ স্যুঃ সপ্ত এতে কুলোদ্ভবাঃ ।
তেষাং তুষ্ট্যা কুলস্যাস্য প্রবৃদ্ধির্জায়তে পরা ॥৬৭৬
এতেনৈব বিধানেন তস্মাৎ কল্যাণসন্ততম্ ।
মর্ত্ত্যঃ কুর্বীত সততং নিত্যকল্যাণসিদ্ধয়ে ॥৬৭৭
কল্যাণং পুত্রয়োঃ কৃত্বা দ্বৌ ষণ্মাসং ততঃ পরম্ ।
পিত্রোর্বিনা মৃতাহং তু অন্যদ্দর্শাদিকং তু যৎ ॥৬৭৮

করিবে এবং সভাস্থ ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া তাঁহাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে।৬৬০-৬১

তারপর কোন দম্পতীকে উপবেশন করাইয়া তাঁহাদের পূজাপূর্বক শুভ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করত দক্ষিণা প্রদান করিবে এবং তত্রত্য সকল ব্রাহ্মণকেই সাধ্যানুসারে তাম্বূল ও দক্ষিণা প্রদান করিবে, কোন কিছু প্রাপ্তির লোভবশতঃ তাহা দান করিবে না। তারপর মঞ্চারোহণ, দোলোৎসব, মহাচূর্ণোৎসব, বীথীপ্রদক্ষিণ, পুনর্গৃহপ্রবেশ, জলক্রীড়া, তাম্বুলভক্ষণ এবং মধ্যাহ্নে মঙ্গলস্নান ও স্বস্তিবাচন করিবে।৬৬২-৬৬

তদনন্তর চতুর্দ্দিকে পুষ্প-ধূপ-নৈবেদ্যাদির দ্বারা 'নমোঽন্ত' মন্ত্রে স্তম্ভপূজা করিয়া ব্রহ্মাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিবে। এইরূপ কল্যাণকর্ম্মে অন্ততঃ নয়টি দেবতাকে প্রত্যক্ষান্ন, ফল ও দিব্য তাম্বুলাদি নিবেদন করিয়া ধূপ-দীপ সহকারে নীরাজনান্ত কর্ম সমাপন করিবে; নতুবা অল্পায়ু হইবার সম্ভাবনা আছে।৬৬৭-৬৯

তারপর বরবধূ বান্ধবগণকর্ত্তৃক হরিদ্রাদির দ্বারা সেবিত হইয়া বান্ধবগণকেও স্বয়ং উহার দ্বারা সেবা করিবে।৬৭০

হরিদ্রামিশ্রিত জল দেবতা স্বরূপ এবং বসন্তের শোভাবর্দ্ধক, এজন্য অধিক মাঙ্গল্যসিদ্ধির জন্য উহারও বিশেষভাবে পূজা করিবে। অনন্তর 'যজ্ঞেন' এই মন্ত্রে দেবতার উদ্বাসন করত কৌতুকের পূজা করিয়া উহার মোচন করিবে এবং ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পুণ্যাহ-বাচন করাইয়া ভোজন করাইবে এবং পরে ভোজন-দক্ষিণা দানপূর্বক তাঁহাদের শুভাশীর্বাদ গ্রহণ করিবে। এইভাবে যে ব্রাহ্মণোত্তম বিধিপূর্বক মাঙ্গলিক ব্রতানুষ্ঠান করেন, তাঁহার পিতা-পিতামহ ও প্রপিতামহগণ অত্যন্ত প্রীত হ'ন; কারণ, তাঁহারাই এই ব্রতকর্ম্মে শুভদেবতা এবং পিতৃগণে প্রসাদে তাঁহার কুলের সমৃদ্ধি হয়।৬৭১-৬৭৬

এজন্য মর্ত্ত্যলোকস্থ মনুষ্যগণ নিত্য কল্যাণের সিদ্ধির নিমিত্ত উক্তবিধানে কল্যাণব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

দূর্বাক্ষতাভ্যাং তৎসর্বং কুর্য্যাদেবাবিচারয়ন্ ।
যদি দূর্বাক্ষতাংস্ত্যক্ত্বা কারুণ্যানাং পিতৃক্রিয়াম্ ॥৬৭৯
পিতৃব্য-মাতুলাদীনামপি দর্শাদিকঞ্চ যৎ ।
তদ্বাদিকং দর্ভতিলৈঃ ষণ্মাসঞ্চ শুভাৎ পরম্ ॥৬৮০
পুত্রয়োঃ স্বস্য বা মূঢ়ঃ সদা দুঃখী ভবেদয়ম্ ।
তস্মাৎ পৈতৃককৃত্যেষু স্বস্য বা পুত্রয়োঃ শুভাৎ ॥৬৮১
ষণ্মাসমধ্যপ্রাপ্তেষু দর্শনৈমিত্তিকাদিষু ।
দূর্বাক্ষতাঃ প্রশস্তাঃ স্যুর্ন দর্ভা ন তিলা অপি ॥৬৮২
পুত্রীবিবাহঃ পরমো বিবাহাত্তনয়স্য বৈ ।
যতন্ স্বগৃহে সম্যক্ ক্রিয়তেঽন্যত্র তস্য চেৎ ॥৬৮৩
তস্মাৎ পুত্রবিবাহস্য ষণ্মাসাত্তু পরং তরাম্ ।
শুভকর্মসমাচারঃ স্বনুষ্ঠেয়ো বিপশ্চিতা ॥৬৮৪
পুত্রোপনয়নং তস্মাদ্ বিবাহাত্তস্য কর্মণঃ ।
শুভাচরণনাম্না বৈ সততং হ্যতিরিচ্যতে ॥৬৮৫
যতো বিবাহঃ পুত্রস্য স্বীকৃতো হি গৃহান্তরে ।
তস্মাদত্র বিবাহস্য দৌর্বল্যং নিত্যমেব হি ॥৬৮৬
অত্রাপি সম্যক্ কুর্বীত বিবাহাত্তু তয়োঃ পরম্ ।

এইভাবে পুত্র ও পুত্রবধূর কল্যাণব্রত সমাপন করিয়া দুইটি ষণ্মাস (একবৎসর) মৃতাহভিন্ন দর্শাদি তিথিতে দূর্বাক্ষতের দ্বারা অবিচারিতভাবে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবে। যদি দূর্বাক্ষতাদির দ্বারা না করিয়া কুশ ও তিলের দ্বারা পিতৃগণ, পিতৃব্য ও মাতুলাদির শ্রাদ্ধ করা হয়, তবে ঐ মূঢ় সদাই দুঃখী হয়; সুতরাং পুত্র ও পুত্রবধূর কল্যাণব্রতের পর দ্বিষণ্মাসমধ্যপ্রাপ্ত দর্শাদি তিথিতে শ্রাদ্ধে দূর্বা ও অক্ষতই প্রশস্ত; দর্ভ ও তিল নহে। পুত্রের বিবাহ অপেক্ষা পুত্রীর বিবাহ শ্রেষ্ঠ, কেননা যত্নপূর্বক তাহা স্বীয় গৃহে অনুষ্ঠিত হয়, আর পুত্রের বিবাহ অন্যের গৃহে সম্পন্ন হয়। এজন্য পুত্রের বিবাহের ছয়মাসের পর বিপশ্চিৎ (বিদ্বান্) দ্বিজ অন্য শুভকর্ম করিবে।৬৭৯-৮৪

পুত্রের বিবাহের চেয়ে পুত্রের উপনয়ন শুভাচরণ সংজ্ঞাহেতু উৎকৃষ্ট, কেননা পুত্রের বিবাহ অন্যের গৃহে, কিন্তু উপনয়ন স্বগৃহে সম্পাদিত হয়।৬৮৫-৮৬

শুভাচরণকর্মাখ্যষণ্মাসঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ ॥৬৮৭
তৎক্রমাচ্চাপি বক্ষ্যামি মন্দবারে চ সৌম্যকে ।
বরয়োরুৎসবং কুর্য্যান্মঙ্গলস্নানপূর্বকম্ ॥৬৮৮
বন্ধূনাং বান্ধবানাঞ্চ সর্বেষাং প্রীতিভোজনম্ ।
নীরাজনাশীর্বাদৌ চ কর্ত্তব্যা চাত্র দক্ষিণা ॥৬৮৯
ভোক্ষ্য-ভোজ্যাদিকাংশ্চাপি শতবাদিত্রপূর্বকাঃ ।
যা যাঃ ক্রিয়া মঙ্গলার্থাস্তাস্তাঃ সর্ব বিচক্ষণৈঃ ॥৬৯০
অষ্টমে দিবসে চৈবং ষোড়শে দিবসে তথা ।
স্থালীপাকে তথান্বারম্ভরণ্যাং চৈবঞ্চ দর্শকে ॥৬৯১
বারেষু শুক্র-ভান্বোশ্চ কুশলোৎসবমেব চ ।
গমনাগমনে চৈব নির্গমে পারিভদ্রকে ॥৬৯২
ক্ষেমোৎসবো দ্বিতীয়েঽথ মাসে কল্যাণনামকঃ ।
শিবোৎসবস্তৃতীয়েঽথ তুর্য্যেঽন্যশ্রেয়সাত্মকঃ ॥৬৯৩
পঞ্চমে মঙ্গলাখ্যশ্চ ষষ্ঠে ভদ্রকনামকঃ ।
বরস্য কেশবৃদ্ধিস্তু তদা কিল বিধীয়তে ॥৬৯৪
ভুক্ত্যুত্তবশ্চ তন্মধ্যে যাবদ্ভাবত্তু চোদিতম্ ।
শুভবৃন্দং তথা তস্মাৎ প্রকর্ত্তব্যং বিচক্ষণঃ ॥৬৯৫

পুত্রের বিবাহের ছয়মাসের পর ধীরে ধীরে শুভাচরণনামক কর্ম করিবে।৬৮৭

যথাক্রমে উহার অনুষ্ঠানের কথা বলিতেছি—শনিবার ও বুধবারে মঙ্গলস্নানপূর্বক বরবধূর উৎসব করিবে।৬৮৮

জ্ঞাতি ও ব্রাহ্মণগণের প্রীতিভোজন ও নীরাজনাদি করিয়া ব্রাহ্মণগণের দক্ষিণা-দান প্রভৃতি সকল মাঙ্গলিক ক্রিয়াসমূহই সম্পাদন করিবে।৬৮৯-৯০

অষ্টম ও ষোড়শদিবসে, স্থালীপাকে, অন্বারম্ভণীদিনে এবং অমাবস্যাদিতে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবে এবং শুক্র ও রবিবারে কুশলোৎসব, গমনাগমন, নির্গম, পরিভদ্রক ও ক্ষেমোৎসব করিবে; দ্বিতীয়মাসে কল্যাণ-নামক এবং তৃতীয়মাসে শিবোৎসব ও চতুর্থ মাসে অন্যশ্রেয়সনামক উৎসবের অনুষ্ঠান করিবে।৬৯১-৯৩

পঞ্চমে মঙ্গলাখ্য, ষষ্ঠ ভদ্রকনামক উৎসব করিবে এবং এই সময় বরের কেশবৃদ্ধির বিধান করিবে এবং বিচক্ষণ

এতাদৃশা উৎসবাস্তু কল্যাণাত্তু পরং ন তু।
পুত্রস্য তু যতস্তস্মাৎ পুত্র্যাঃ কল্যাণমুত্তমম্ ॥৬৯৬
অতএবাত্র ভূয়শ্চ লোকিকী বাঙ্‌নিরূপ্যতে।
পুত্রাচ্ছতগুণং পুত্রো যদি পাত্রে প্রদীয়তে ॥৬৯৭
ইতি যা সা সুমহতী কিং চাত্র পুনরেককা।
বৈদিকো বাক্ চ দিব্যা স্যাৎ স্পষ্টার্থা সমুদীর্য্যতে ॥৬৯৮
পুত্রীদানং প্রশস্তং স্যাদনেককুলতারকম্।
তজ্জাতাং পুত্রতৌল্যং পিতৃকর্মণি চোদিতম্ ॥৬৯৯
এবং তু তনয়ে দত্তে ভিন্নগোত্রায় চাপদি।
তজ্জাতানাং পুনঃ স্বস্য জনকস্য কুলং প্রতি ॥৭০০
সমানয়নঞ্চ কার্য্যং তত্তাতপ্রার্থনাদিনা।
সহস্রঞ্চ পরং দত্ত্বা দায়াদানাঞ্চ তৎপিতুঃ ॥৭০১
তদ্দায়াদিঃ প্রকর্ত্তব্যো হরিদ্রাজললক্ষণম্।
পশ্চাচ্চ তৎস্বীকারোঽপি তদেতদখিলং কৃতম্ ॥৭০২
কিমাসীদিতি চালোচ্য চেতসা পশ্যতাধুনা।
গোত্র প্রবেশাদপিচ তৎসংস্পৃষ্টৌ তথা তরাম্ ॥৭০৩
জাতায়ামপি তস্যাঃ স্যাত্তদ্‌গোত্রস্য চ তাদৃশঃ
তদ্রিকৃথসম্বন্ধকথা তৎসমত্বকথাপি বা ॥৭০৪
ক জাতা তৎপরং চাস্য বংশো দুর্বল এব হি।
বভূব কিল হা তাবৎ প্রকৃতিং যাতি কেবলম্ ॥৭০৫
তাবদেব হি বিপ্রত্বং ন্যূনত্বং সমুপাগতম্।
তত্রাপি সম্যগধুনা স্পষ্টায় হি নিরূপ্যতে ॥৭০৬
অন্যগোত্রপ্রদত্তো যঃ স তু স্বপিতরং ক্রমাৎ।
পালয়িতা তস্য পিত্রা চ তৎপিত্রা দত্তকেন বা ॥৭০৭
সপিণ্ডীকরণে সম্যগ্‌যোজয়েত্তত্র বাধকম্।
ন ভবেৎ কিঞ্চিদপি বা দত্তজস্তু পুরা কিল ॥৭০৮
স্বপুত্রং ন্যস্য তাতৈকগোত্রসিদ্ধ্যর্থমাদরাৎ।
স্বতাতগোত্রমিত্যুক্তস্বপিতামহগোত্রকম্ ॥৭০৯
স্বতাত-তাতগোত্রস্য সিধ্যর্থমিতি তন্মনঃ।
সুস্পষ্টায় প্রকথিতং তদর্থো গুরুণোদিতঃ ॥৭১০
অন্যগোত্রপ্রদত্তোঽয়ং স তু স্বতনয়ং ততঃ।
জনকস্যৈব গোত্রেণ য়োজয়েদিতি বৈ মনুঃ ॥৭১১

ব্যক্তি তন্মধ্যে বিধি অনুসারে যে কোন ভুক্ত্যুৎসব ও শুভকর্ম্মসমূহ যথাশক্তি আচরণ করিবে।৬৯৪-৯৫

পুত্রের এতাদৃশ উৎসবের মধ্যে কল্যাণোৎসব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোনটা নহে, অতএব পুত্রের কল্যাণ অপেক্ষা পুত্রীর (কন্যার) কল্যাণ উত্তম। এজন্য লৌকিক প্রবাদ আছে—পুত্র হইতে কন্যা শতগুণে অধিকা—যদি সৎপাত্রে সম্প্রদান করা হয়। এস্থলে বেদবাণীও উল্লেখ করিতেছি—কন্যাদান প্রশস্ত কেননা উহা অনেক কুলকে উদ্ধার করে এবং কন্যাগর্ভোৎপন্ন পুত্র নিজপুত্রতুল্য এবং কন্যার পিতৃকর্ম্মে অধিকারী। ৬৯৬-৯৯

কিন্তু পুত্রকে ভিন্নগোত্রে প্রদান করিলে তাহার বা তাহার পুত্রগণের নিজকুলের কোন লাভ হয় না; এজন্য তাহা প্রদান করিলেও পুনরায় প্রার্থনাদির দ্বারা সন্তুষ্ট ও সম্মত করাইয়া নিজকুলে আনয়নকরা কর্ত্তব্য। যদি ইহাতে পুত্রের পালক পিতা ও তাহার দায়ভাগিগণকে সহস্রমুদ্রাও দিতে হয়, তাহাও দিয়া তাহাকে স্বগোত্রে প্রবেশ করাইবে; কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার পুত্রগণকেও স্বগোত্রে আনয়ন করিবে অন্যথা তাহার পুত্রগণ ভিন্নগোত্রেই থাকিবে; তাহার ফলে ঐ পুত্রের বংশ ন্যূনতাপ্রযুক্ত দুর্বল হইবে। এখানে স্পষ্টার্থ বলিতেছি—অন্যগোত্রে প্রদত্ত দত্তক নিজের জনক পিতাকেও পিণ্ডদানের দ্বারা পালন করিবে এবং সপিণ্ডীকরণের সময় পালক পিতা ও তাহার পিতার সহিত জনককে যোজিত করিবে—ইহাতে শাস্ত্রতঃ কোন বাধা নাই। পুরাকালে দত্তকপুত্র নিজপিতার গোত্রমাত্রের সিদ্ধির জন্য নিজ পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিয়া তাহাকে নিজ পিতা ও মাতামহের গোত্র শিখাইয়া নিজ পিতামহের গোত্রের সিদ্ধির জন্য তাহাকে সেই গোত্রও শিখাইয়া দিত।৭০০-১০

অন্যথা তস্য গোত্রস্য সাঙ্কর্য্যং প্রভবেৎ কিল।
তেন চণ্ডালতা ভূয়াত্তদ্বংশস্য ততস্ত্যজেৎ ॥৭১২
যদি দত্তঃ স্বতনয়ং স্বগোত্রে ন প্রবেশয়েৎ।
দত্তজাবথ তজ্জো বা তদ্‌গোত্রদ্বয়জাস্তু তে ॥৭১৩
দত্তজঃ পিতরং বৃত্তং গোত্রে তৎপালকস্য বৈ।
পিতুঃ সপিণ্ডীকরণং কুর্য্যাদিতি মনোর্মতম্ ॥৭১৪
দত্তস্তু পিতরং চেদ্ বৈ স্বগোত্রাদ্ভিন্নগোত্রিণম্।
মুক্ত্বেবং তূষ্ণীং তৎপশ্চাদ্ভোজয়েত্তত্তাতাদিভিঃ ॥৭১৫
তৎপিতা জনকো নৈব তজ্জং তৎপ্রপিতামহে।
যোজয়েদেব ধর্ম্মেণ শাস্ত্রেণ চ সুবর্ত্মনা ॥৭১৬
এবং পন্থা মহান্ প্রোক্ত এবং সত্যত্র দত্তজঃ।
স্ববংশসাঙ্কর্য্যভিয়া যুক্তো ধর্ম্মেণ সংযুতঃ ॥৭১৭
স্বপুত্রং স্বপিতুর্গোত্রে যোজনায় স্ববন্ধুভিঃ।
সম্যগালোচ্য তান্ জ্ঞাতিজনান্যুত্থাখিলানপি ॥৭১৮
কৃত্বা প্রদক্ষিণং নত্বা বংশোদ্ধরণহেতবে।
ইত্যেবং প্রার্থয়েৎ সর্বান্ বরং দত্ত্বা শতং শমম্ ॥৭১৯
সহস্রং বিভবে কুর্য্যাদ্ গোত্রভ্রষ্টস্য মে সুতম্।
বংশসাঙ্কর্য্যশূন্যোঽয়ং যুস্মদ্‌গোত্রে স্বকীয়কে ॥৭২০
অপনেষ্যামি যূয়ঞ্চ স্বীকৃত্যৈবং স্বগোত্রকে।
হরিদ্রাজলপানেন কৃতার্থং কুরুতাধুনা ॥৭২১
সম্যক্ ত্রিপূর্বপর্য্যন্ত অসৌ যদ্যপি নৈচ্যভাক্।
বংশজানামস্য পিতুস্ত্যাগ একস্য চোদিতঃ ॥৭২২
পিতামহস্য তৎপশ্চাদ্‌দ্বিতীয়স্য ততঃ পুনঃ।
তৃতীয়স্য পরিত্যাগস্ত্রয়াণাং তু ততঃ পরম্ ॥৭২৩
তদ্বংশজানাং সুস্পষ্টং ন্যঙ্গং নৈচ্যং চ তৎকুলে।
সুস্পষ্টমেব পিত্রাদিত্যাগস্তত্র সুবর্ত্মনা ॥৭২৪
যুস্মৎসাম্যং তৎপরং বৈ বংশজানাং ভবিষ্যতি।
তাবদেতাংস্ত্যক্তপিতৄন্ পশ্যন্তঃ কৃপয়া বত ॥৭২৫
যুস্মাভির্ন সমাহেতে পুত্র-পৌত্রাদয়স্ত্রয়ঃ।
গোত্র-প্রবর-রিক্থাদিব্যবহারেষু বচ্যপি ॥৭২৬
কৃপয়া বিপ্রমাত্রত্বস্বীকারেণ মুদা যুতাঃ।
অঙ্গীকৃত্য চ মামেবমেতদ্বংশঞ্চ ধর্মতঃ ॥৭২৭

অন্যগোত্রে প্রদত্ত পুত্র নিজের পুত্রকে নিজ জনকের গোত্রেই যোজনা করিবে—ইহা মনুর উক্তি।৭১১

তাহা না হইলে ঐ গোত্রের সন্তানগণের গোত্র-সাঙ্কর্য্য উপস্থিত হইবে এবং তাহার ফলে ঐ বংশের চাণ্ডালত্ব প্রাপ্তি হইবে; সুতরাং গোত্র সাঙ্কর্য্যরোধের জন্য জনকগোত্রে উহাদিগকে যোজনা করিবে।৭১২

যদি দত্তক নিজপুত্রকে জনকগোত্রে প্রবেশ না করায়, তবে তাহাতে দত্তকের জনকগোত্র ও পালকপিতার গোত্র এই উভয়গোত্রই হইবে।৭১৩

দত্তক মৃতপিতাকে পালকপিতার গোত্রে তাঁহার সহিত সপিণ্ডীকরণ করিবে—ইহার মনুর মত।৭১৪

দত্তক স্বগোত্র হইতে ভিন্নগোত্রীর পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজপিতৃগণের সহিত পশ্চাৎ ভোজন করায়, তথাপি তাহার পিতা তো আর জনক হইবে না, সুতরাং নিজ পুত্রগণকে প্রপিতামহের গোত্রে ধর্মশাস্ত্রানুসারে প্রবেশ করাইবে।৭১৫-১৬

শাস্ত্রোক্ত মহান্ পন্থা এইরূপ—দত্তক স্ববংশের গোত্র-সাঙ্কর্য্যের ভয়ে নিজ পুত্রকে জনকগোত্রে প্রবেশ করাইবার জন্য জ্ঞাতিবন্ধুগণের সম্মতি গ্রহণ করত 'গোত্রভ্রষ্ট আমার পুত্রগণের ধনৈশ্বর্য্যের অভাবে যেন কষ্ট না হয়' এইরূপ প্রার্থনা করত 'আমার পুত্রকে অপনাদের গোত্রেই উপনয়ন দিব' ইহা স্বীকার করিয়া 'এখন হরিদ্রাজল পানের দ্বারা ইহাকে কৃতার্থ করুন' এই বলিয়া গোত্রান্তরিত করিবে।৭১৭-২১

ত্রিপুরুষ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করায় যদিও ঐ পুত্র নীচতা প্রাপ্ত হইবে—কারণ পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিনপুরুষকে সে ত্যাগ করিয়াছে, এবং তাহার বংশজগণের পিতৃত্যাগবশতঃ নৈচ্য ও ন্যঙ্গ প্রাপ্তি হইবে, যদিও 'আমার এই পুত্রপৌত্রগণ তোমাদের সমান কদাপি হইতে পারে না, তথাপি তোমরা ব্রাহ্মণ মনে করিয়া ইহাদিগকে গ্রহণ করত কৃতার্থ কর; আমি তোমাদের শরণাগত হইলাম' এইভাবে জনকগোত্রীয়গণের নিকট প্রার্থনা করিবে; তখন তাঁহারাও 'ওম্' উচ্চারণ করত স্বীকার করিয়া ব্যাহৃতির দ্বারা শতাহুতি প্রদান

সমুদ্ধরত পাতাস্য শরণং বো গতোঽস্ম্যহম্ ।
ইত্যুক্তাস্তেঽপি সর্বে বৈ তথা কুর্য্যুস্তহস্তসা ॥৭২৮
ওমিত্যেবেতি তত্রাগ্নৌ ব্যাহৃতীশ্চ হুনেচ্ছতম্ ।
ততো মৌঞ্জীং প্রকুর্বীত তৎপুত্রস্তদনন্তরম্ ॥৭২৯
ন তৈঃ সমো ভবেত্তাবদ্ গোত্র-রিকৃথক্রিয়াদিষু ।
যাবত্তু ক্রমসাপিণ্ড্যসিদ্ধিঃ স্যাত্তাবদেব হি ॥৭৩০
স্বগোত্রাগতপুত্রস্য তাদৃশস্য পিতুর্মৃতৌ ।
আশৌচং ত্রিদিনং প্রোক্তমেবং মাতুশ্চ তৎসমম্ ॥৭৩১
দর্শাদিদেবতাশ্চাপি পিতামহমুখাস্ত্রয়ঃ ।
নোচ্চার্য্যশ্চ পিতা তেষু শ্রাদ্ধমাত্রং ত্রিপূর্বকম্ ॥৭৩২
তম্মার্গে নৈব কুর্বীত ততো মাতামহাশ্চ বৈ ।
পিতামহস্য এতেঽস্য চৈতস্যাপি মৃতৌ পিতুঃ ॥৭৩৩
তথৈবাশৌচমিত্যুক্তং এবং কিল মহত্তরম্ ।
অত্যন্তবাধকং ক্রূরমন্যগোত্রসুতস্য বৈ ॥৭৩৪
পরিগ্রহে প্রকথিতং ততস্তেতন্ন চাচরেৎ ।
স্বভ্রাতৃষু স্বগোত্রঞ্চ কৃতে পুত্রপরিগ্রহে ॥৭৩৫

করিবে এবং পরে তাহার উপনয়ন-সংস্কার করিবে। কিন্তু ঐ পুত্রগণ ধন ও পৈতৃক ক্রিয়ায় ততদিন পর্য্যন্ত জনকগোত্রীয়গণের সমান হইবে না, যতদিন ক্রমসাপিণ্ড্যের সিদ্ধি না হয়।৭২২-৩০

এইরূপে স্বগোত্রাগত পুত্রের পিতা ও মাতার মৃত্যুতে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে এবং পিতামহপ্রমুখ তিনপুরুষই দর্শাদি শ্রাদ্ধের দেবতা হইবে; পিতার নাম উচ্চারণ না করিয়া ত্রৈপুরুষিক শ্রাদ্ধ করিবে এবং ঐ মার্গেই মাতামহাদিরও শ্রাদ্ধ করিবে। পিতা ও পিতামহের মৃত্যুতেও পূর্ববৎ ত্রিরাত্রই অশৌচ হইবে। অন্য গোত্রের পুত্রকে দত্তকগ্রহণ করিলে এই সকল মহাবাধকের সৃষ্টি হয়, সুতরাং উহা করিবে না। নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মধ্যে কাহাকেও দত্তকগ্রহণ করিলে কোনও বাধা নাই; সুতরাং পুত্রাভাবে সম্যক্ আলোচনা করিয়া এবং পুত্রের পিতাকে প্রার্থিত প্রদান করত ও তাহার জীবিকার নিশ্চিন্তা সম্বন্ধে আশ্বাস

ন কিঞ্চিদ্বাধকং তৎস্যাত্তস্মাদেতচ্ছিবং বুধঃ ।
সমীক্ষ্য সম্যগালোচ্য পুত্রাভাবে প্রযত্নতঃ ॥৭৩৬
স্বীকুর্য্যাদ্ ভ্রাতৃপুত্রাদীন্ তৎসমাধানপূর্বকম্ ।
যদ্যত্তত্রার্থিনং দদ্যাদ্ হ্যাত্মনঃ পুত্রসংশয়ে ॥৭৩৭
সর্বস্বং বা তস্য দত্ত্বা তাদৃশী সময়ে পরম্ ।
গৃহ্ণীয়াত্তনয়ং বংশোদ্ধরণায় বিচক্ষণঃ ॥৭৩৮
পুত্রস্বীকারসময়ে যদ্যদুক্তং পুরা তয়োঃ ।
ন তস্যাস্ত্বন্যথাভাবঃ কদাচিদপি ধর্মতঃ ॥৭৩৯
তদুক্তিলঙ্ঘনকরো ব্রহ্মঘ্ন ইতি সূরিভিঃ ।
কথিতো হি ততস্তং বৈ রাজা রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়েৎ ॥৭৪০
তনয়গ্রহণে যো বা তৎপিত্রোঃ প্রার্থিতং তদা ।
দত্ত্বা শপথপূর্বং বৈ পুনরন্যানি ভাষতে ॥৭৪১
পুনশ্চ পুত্রসঞ্জাতে চিরাদ্দেবেন দুর্মতিঃ ।
তমেনং ধার্মিকো রাজা তদ্বন্ধূংস্তৎপরান্ খলান্ ॥৭৪২
তদুন্মুখাংস্তৎসহায়ান্ সন্তাড্য চ কপোলয়োঃ ।
ন্যক্কৃত্য ভীষয়িত্বা চ যথাযোগ্যং যথামতি ॥৭৪৩

দিয়া বংশের উদ্ধারের জন্য সগোত্র ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মধ্যে কাহাকেও দত্তক গ্রহণ করিবে। স্বীয় পুত্রলাভ প্রসঙ্গে জনকপিতা কর্তৃক প্রার্থিত ধনাদি প্রদান করত দত্তকগ্রহণ করিবে; এমন কি সর্বস্ব-দান করত বংশোদ্ধারের জন্য বিচক্ষণ ব্যক্তি দত্তক-গ্রহণ করিবে। পুত্রস্বীকারের যাহা যাহা প্রতিশ্রুতি দিবে, ধর্মতঃ তাহার অন্যথা করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইবে—ইহাই বিদ্বান্‌গণ বলিয়াছেন; সুতরাং ঐরূপ অন্যথাকারীকে রাজা স্বীয় রাষ্ট্র হইতে নির্বাসিত করিবেন।৭৩১-৪০

পুত্রগ্রহণের সময় শপথপূর্বক অঙ্গীকার করিয়া পরে ঔরসপুত্র জন্মিলে যে দুর্মতি ব্যক্তি পূর্ববাক্যের অন্যথা ভাষণ করে, রাজা তাহার সহায় ও সমর্থকগণকে কপোলদেশে তাড়না করিয়া ও ভয় দেখাইয়া সেই ব্যক্তির সর্বস্ব হরণ করত এবং তাহার পূর্ব প্রতিজ্ঞাকে নিশ্চল করিয়া অর্থাৎ পূর্ব স্বীকৃত বস্তু অবশ্য দেয়—ইহা স্থির করিয়া রাষ্ট্র হইতে নির্বাসিত করিবেন।৭৪১-৪৪

সর্বস্বহরণং কৃত্বা তয়োঃ পূর্বং নিবন্ধনাম্ ।
চাঞ্চল্যরহিতাং কৃত্বা দেশাত্তস্মাৎ প্রবাসয়েৎ ॥৭৪৪
পরস্মৈ পুত্রদানে তু মহতে তাদৃশং পুনঃ ।
বাধকং শাস্ত্রতো জ্ঞেয়ং পুত্রীদানে তু সাধকম্ ॥৭৪৫
দৌহিত্রঃ তনয়শ্চাপি সর্বশাস্ত্রসমৌ মতৌ ।
বিভক্তেষু তু তদ্‌ভ্রাতৃমুখেষু কিল তৎপরম্ ॥৭৪৬
স্বর্যাতস্য হ্যপুত্রস্য কর্ত্তা দৌহিত্র উচ্যতে ।
দৌহিত্রস্য তু কর্তৃত্বং ক্ষেত্রজৌরসপুত্রয়োঃ ॥৭৪৭
অভাবে কথিতং সদ্ভিঃ স্যুশ্চেত্তে তু এব হি ।
তেষামভাবে দৌহত্রো ভ্রাতৃপুত্রেষ্ সৎসু চেৎ ॥৭৪৮
অবিভক্তেষু তৈঃ সর্বৈস্তন্মুখেনৈব কেবলম্ ।
সর্বং কারয়িতব্যং স্যাৎ প্রেতকৃত্যমশেষকম্ ॥৭৪৯
নায়ং তদ্ধনভাগী স্যাজ্‌জ্ঞাতয়ো ধনভাগিনঃ ।
যৎকিঞ্চিত্তৈঃ প্রীতিদত্তমস্য তদ্ভবতি ধ্রুবম্ ॥৭৫০
ন চেৎ কিমপি নাস্ত্যেব বিভক্তেষু তু তেষু বৈ ।
তদ্ধনং নিখিলং চাস্য ধর্মতঃ প্রভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥৭৫১

যত এবমিতি প্রোক্তে পুত্রাভাবে তু চোদিতঃ ।
প্রীত্যাসন্নঃ সপিণ্ডো যঃ কর্ত্তা স ইতি নিশ্চয়ঃ ॥৭৫২
প্রীত্যাসন্নঃ সপিণ্ডত্বং দৌহিত্রস্যেদমুচ্যতে ।
ইতি তেষাং সপিণ্ডানামমুখ্যং তেন কেবলম্ ॥৭৫৩
অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবতি পুত্রবদ্ দুহিতা যতঃ ।
তৎসম্ভূতস্ত দৌহিত্রো ভ্রাতৃপুত্রাদয়স্তথা ॥৭৫৪
ন ভবেয়ুর্ভ্রাতৃজা হি তদুৎপন্না হি কেবলম্ ।
সম্বন্ধস্তত্র নৈতস্য পিতৃসম্বন্ধযোগতঃ ॥৭৫৫
তে সপিণ্ডাঃ প্রকথিতাস্তে তৎসম্বন্ধলেখতঃ ।
অতএব চ সোঽয়ং বৈ দৌহিত্রঃ সর্বকর্মসু ॥৭৫৬
অমাদর্শাদিষু তথা শ্রাদ্ধাখ্যেষু চ সন্ততম্ ।
স্বৌপাসনাগ্নৌ পিতৃভিঃ সমত্বেন নিরন্তরম্ ॥৭৫৭
মাতামহান্ শাস্ত্রবর্ত্মমহাপন্থানমাশ্রিতঃ ।
যজতে ধনভাগী বাঽধনভাগ্যেহি কেবলম্ ॥৭৫৮
তস্মাৎ সর্বসপিণ্ডানাং দৌহিত্রো মুখ্য উচ্যতে ।
নির্দ্দিষ্টং শ্রাদ্ধকৃত্যায় নান্যকৃত্যে নিযোজয়েৎ ॥৭৫৯

সুতরাং ইহা প্রমাণিত হইল যে, অন্যকে পুত্রদান করিলে নানারূপ বিপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু কন্যাদানে উহা তো নাইই, অধিকন্তু লাভ আছে; কারণ, দৌহিত্র ও ঔরসপুত্রকে সর্বশাস্ত্রই সমান বলিয়াছেন। জ্ঞাতিগণের সহিত বিভক্ত অপুত্রক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে দৌহিত্রই তাহার প্রেতকার্য্যে ও ধনে অধিকারী হইবে। অবশ্য মাতামহের ক্ষেত্রজ বা ঔরসপুত্রের অভাবে দৌহিত্রই ক্রিয়া ও ধনের অধিকারী হইবে এবং জ্ঞাতিগণের সহিত অবিভক্ত অপুত্রক ব্যক্তির ভ্রাতুষ্পুত্রগণ বর্ত্তমান থাকিলে তাহারাই ধনভাগী হইবে; কিন্তু তাহার প্রেতকৃত্যাদি সমস্তই দৌহিত্র করিবে। ভ্রাতুষ্পুত্রগণ স্বেচ্ছায় প্রীতিবশতঃ তাহাকে যাহা কিছু দিবে, সে তাহারই ভাগী হইবে, অন্য কিছুর নহে; কিন্তু অপুত্রক জ্ঞাতিগণের সহিত বিভক্ত হইলে দৌহিত্রই একমাত্র তাহার দায়ভাগী হইবে।৭৪৫-৫১

পুত্র না থাকিলে প্রীতির সহিত নিকটে আগত দৌহিত্রই হইবে সপিণ্ড এবং শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা—ইহা নিশ্চিত জানিবে। এই সপিণ্ডত্ব হইল প্রীত্যাসন্ন, সেইজন্য সপিণ্ডগণের সপিণ্ডত্ব তাহার তুলনায় গৌণ, কেননা পুত্রবৎ দুহিতার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় দৌহিত্রই ভ্রাতৃগণের তুলনায় নিকটতর আত্মীয়। পিতৃ-সম্বন্ধবশতঃই ভ্রাতুষ্পুত্রগণের সহিত সম্বন্ধ ও সপিণ্ডত্ব; অতএব পুত্রাভাবে দৌহিত্রই ক্রিয়া ও ধনবিভাগের কর্ত্তা।৭৫২-৭৫৬

অমাদর্শাদি শ্রাদ্ধে নিজের ঔপাসনাগ্নিতে যে ব্যক্তি যথাশাস্ত্র পিতৃগণের সহিত মাতামহাদিরও শ্রাদ্ধ করে, সে মাতামহের ধনভাগী হউক বা না হউক, সেই দৌহিত্রই সকল সপিণ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সুতরাং তাহাকেই শ্রাদ্ধকৃত্যে নিয়োগ করিবে, অন্যকৃত্যে নহে।৭৫৭-৫৯

দেবতার জন্য যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা অন্য কার্য্যে ব্যয় করিবে না এবং যাহা এক দেবতাকে নিবেদন করা হইয়াছে, তাহা অন্য দেবতাকে দিবে না।৭৬০

অনিবেদিত বস্তুর সহিত রুচ্যর্থ বস্তু যোগ করিতে

নির্দ্দিষ্টমন্যোদ্দেশন ন দেবায় নিবেদয়েৎ।
নিবেদিতং যদ্দেবস্য ন তদন্যেন যোজয়েৎ ॥৭৬০
তথানিবেদিতেনাপি রুচ্যর্থং বাপি যোজয়েৎ।
নিবেদিতেন রুচ্যর্থং যোজয়েন্ন নিবেদিতুম্ ॥৭৬১
যথা নিবেদিতং পূর্ব্বং স্বীকুর্য্যাচ্চ তথৈব হি।
অপক্কমতিপক্বং বা অত্যন্তোষ্ণমনুষ্ণকম্ ॥৭৬২
নিবেদয়েন্ন দেবায় কিন্তু তৎসম্যগেব হি।
সুখোষ্ণয়িত্বা তৎপক্কং সম্যগেব সমীক্ষ্য বৈ ॥৭৬৩
সূপ-শাকান্বিতং কৃত্বা ভক্ষ্যভোজ্যাদিসংযুতম্।
অভিধার্য্যাথ গায়ত্র্যা পরিষিচ্য হবিস্তথা ॥৭৬৪
আত্মানং হি ততো মন্ত্রৈঃ প্রাণাপানাদিভিশ্চরেৎ।
নান্যকার্য্যে যোজয়েত্তত্তৎকার্য্যমখিলঞ্চ যৎ ॥৭৬৫
যোজয়েত্তু ভবেদেব নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
হবিঃ স্বীকরণান্তো বৈ যাগঃ সর্বাঙ্গসংযুতঃ ॥৭৬৬
একং হবির্নান্যকার্য্যহেতবে প্রভবেৎ কিল।
স্থালীপাকাদিষু কৃতং হবিস্তদ্ব্রহ্মভোজনে ॥৭৬৭
প্রভূতসপিষান্যস্য কার্য্যস্য ন ভবেদহো।
মধুপর্কাদিষু কৃতং যদ্ধবিস্তত্তথৈব হি ॥৭৬৮
অন্যকার্য্যায় ন ভবেচ্ছ্রাদ্ধকর্মণি চেদ্ধবিঃ।
ঔপসনাগ্নৌ তৎপূর্বং কর্ত্তব্যং মুখ্যতো ন চেৎ ॥৭৬৯
লৌকিকাগ্নৌ সর্বজনসৌলভ্যায়ৈব কেবলম্।
ঔপাসনকৃতং চান্নমুদ্ধৃত্যাদাজ্ঞয়া কৃতম্ ॥৭৭০
তস্মেক্ষণেনোদ্ধৃতঞ্চ হোতব্যমধিকোষ্ণতঃ।
যাবত্তু প্রাশনং তেষাং তাবদুষ্ণং ভবেত্তরাম্ ॥৭৭১
ততঃ পরঞ্চ পিণ্ডেষু গতোষ্ণেষু নমো মনুঃ।
নমস্কারায় কথিতস্তস্মাৎ পৈতৃককর্ম যৎ ॥৭৭২
অত্যন্তোষ্ণেন নির্বর্ত্ত্যং তস্য প্রাশনকর্মণি।
প্রোক্ষণং সেচনং চাপি যজমানস্য মুখ্যতঃ ॥৭৭৩
কর্তৃণাং গৌণতঃ প্রোক্তে কুমারস্য তু ভোজনে।
গুরোরেব হি কর্ত্তৃত্বং ভুক্তেঃ সূনোর্মতং তরাম্ ॥৭৭৪
সেচনপ্রোক্ষণে ন স্তো ব্রাহ্মৌদনিককর্মণি।
হবির্ভক্ষণমাত্রেষু সর্বত্রৈবং বিধীয়তে ॥৭৭৫

পারিবে। কিন্তু রুচ্যর্থ বস্তুর সহিত নিবেদিতকে যোগ করিবে না ; কারণ, তাহা হইলে আর নিবেদন করা যাইবে না। অপক্ক, অতিপক্ক, অত্যন্ত উষ্ণ ও অনুষ্ণ বস্তু দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিবে না ; কিন্তু যথোপযুক্ত-ভাবে নিবেদন করিতে হইবে। ঈষদুষ্ণ অবস্থায় যথাযথভাবে দেখিয়া সূপ-শাকান্বিত করত ভক্ষ্যবস্তু গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঘৃতযুক্ত অবস্থায় প্রোক্ষণ করিবে ও প্রাণাপানাদি মন্ত্রে নিজে গ্রহণ করিবে। কিন্তু নিবেদিত বস্তু খাইতে অসুবিধা হইলে উহাকে ঈষদুষ্ণ করিয়া অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত মিলাইয়া গায়ত্রী মন্ত্রে প্রোক্ষণ করত প্রাণাপানাদি মন্ত্রে নিবেদন করিয়া গ্রহণ করিবে। দেবতার উদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট বস্তু অন্যকার্য্যে ব্যবহার করিবে না, বরং অন্য বস্তুও দেবতাকে নিবেদন করিবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। যেহেতু হবির স্বীকারের দ্বারাই সর্বাঙ্গযুক্ত যাগ সম্পন্ন হয়, সেইহেতু দেবোদ্দিষ্ট হবি অন্যকার্য্যে ব্যবহার করিবে না। স্থালীপাকাদিতে কৃত হবিঃ ব্রাহ্মণভোজন ভিন্ন অন্য কার্য্যে লাগিবে না। মধুপর্কাদিতে কৃত হবিঃ শ্রাদ্ধের যোগ্য নহে ; শ্রাদ্ধের হবিঃ অন্য দেবতার যোগ্য নহে। ঔপাসন-কর্ম্মের হবিঃও অন্য কর্ম্মের যোগ্য হইবে না, তবে সকলের সৌলভ্যের জন্য লৌকিকাগ্নিতে কর্ত্তব্য ঔপাসন-কর্ম্মাঙ্গীভূত হবিঃ অন্য কর্ম্মের জন্য অনুমতি লইয়া উদ্ধৃত করিয়া রাখা যাইতে পারে। ঔপাসনাগ্নিতে পিতৃকর্ম্মের অন্ন যাবৎকাল উষ্ণ থাকিবে, তাবৎকাল পিতৃপুরুষগণ আহার করিবেন ; পরে পিণ্ডসমূহের উষ্ণতা নষ্ট হইলে 'নমো নমঃ' মন্ত্রে নমস্কার করিবার জন্য বলা হইয়াছে ; সুতরাং পৈতৃক কর্ম্মে অত্যুষ্ণ অন্নই দেয় ; পিণ্ডের প্রোক্ষণ ও সেচন যজমান স্বয়ংই করিবেন, অন্যে নহে।৭৬১-৭৩

কুমারের ভোজনে পিতারই মুখ্য ভোজনকর্ত্তৃত্ব, পুত্রের গৌণ। ব্রাহ্মণভোজনের জন্য পক্ক অন্নকে সেচন ও প্রোক্ষণ করিবে না ; ভক্ষণমাত্রের জন্য প্রস্তুত হবিঃ সম্বন্ধেই এই নিয়ম বুঝিতে হইবে।৭৭৪-৭৫

এবমাগ্রয়ণস্যাক্ততণ্ডুলানাং তথা পুনঃ।
হবিষশ্চাপি তৎপ্রোক্তং ন তৈঃ কর্মান্তরং
চরেৎ ॥৭৭৬
হবিরন্তং সর্বকর্ম তস্মিন্নষ্টে পুনঃ ক্রিয়া।
হোমে জাতে বিকল্পঃ স্যাত্তস্মিন্ জাতেঽপি
কেষুচিৎ ॥৭৭৭
ইষ্যতে সম্যগারম্ভঞ্চ সর্বেষ্টিষু তু কেবলম্।
বিনাশে ভূয়ঃ কর্তব্যঃ প্রারম্ভ ইতি বৈ জগুঃ ॥৭৭৮
কদাচিদ্দৈবযোগেন সংঘাতমৃতিমৎসু চেৎ।
একস্মিন্নেবকালে বৈ শ্রাদ্ধে বৈ সমুপাগতে ॥৭৭৯
তদানুক্রমশস্ত্বেকপাকেনৈব সমন্ত্রকম্।
তন্ত্রেণ শ্রপণং কৃত্বা সর্বং কুর্য্যাদচিন্তিতম্ ॥৭৮০
তৎক্রমঞ্চ প্রবক্ষ্যামি পিতুঃ প্রথমতশ্চরেৎ।
বিপ্রানুদ্বাস্য ভূয়শ্চ তদ্ধবিস্ত্বনলে পুনঃ ॥৭৮১
শাস্ত্রেণ শ্রপণং কৃত্বা চাভিধার্য্য ততঃ কিল।
মাতুঃ শ্রাদ্ধং প্রকুর্য্যাচ্চ তদ্ধবিঃ পূর্ববৎ পুনঃ ॥৭৮৩
সংস্কৃত্যাথ পিতৃব্যস্য শ্রাদ্ধং কৃত্বা ততঃ পরম্।
ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য তৎপত্ন্যাঃ কনিষ্ঠস্য তথৈব বৈ ॥৭৮৩
তৎকলত্রস্য তৎপুত্রক্রমেণৈবং শনৈঃ শনৈঃ।
একেনৈব তু পাকেন সর্বং শক্যং হি শক্যতে ॥৭৮৪
শুভকর্মকৃতং চান্নং ন শ্রাদ্ধায় কদাচন।
যচ্ছ্রাদ্ধকার্য্যৈককৃতং ন তৎস্যাচ্ছুভকর্মণঃ ॥৭৮৫
দেবপূজা সর্বকালসর্বদেশশুভোত্তমা।
তাদৃগর্থং তন্নিমিত্তকৃতং সম্পাদিতং তথা ॥৭৮৬
দ্রব্যমন্নং জলং শাকং তৎসম্বন্ধি যদুচ্যতে।
ন তন্নিযোজয়েৎ পিত্রে দেব-ব্রাহ্মণসন্নিধৌ ॥৭৮৭
শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎপ্রযত্নেন শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ।
দেবপূজাং প্রকুর্বীত বৈশ্বদেবং ততঃ পরম্ ॥৭৮৮

এইরূপ আগ্রয়ণ-কর্ম্মের অঙ্গীভূত তণ্ডুল ও হবিঃ উভয়েরই প্রোক্ষণ ও সেচন নিষিদ্ধ এবং ঐ হবির দ্বারা অন্য কর্ম্ম করাও নিষিদ্ধ।৭৭৬

সকল কর্ম্মই হবিরন্ত (হবির্দ্দান যাহার শেষ অঙ্গ) সুতরাং কোন প্রকারে হবিঃ (আহুতির দ্রব্য) নষ্ট হইয়া গেলে পুনরায় কর্ম্মটি প্রথম হইতে করিতে হইবে; তবে যদি হোমের পর হবিঃ নষ্ট হয়, তাহা হইলে কর্ম্ম করা বা না করা কর্ত্তার ইচ্ছাধীন অর্থাৎ পুনরায় কর্ম্ম না করিলেও কর্ম্ম পণ্ড হইবে না। কেহ কেহ বলেন—হোমের হবিঃ নষ্ট হইলে কেবল ইষ্টিযাগেই কর্ম্ম প্রথম হইতে করিতে হইবে, অন্যত্র এ নিয়ম নহে।৭৭৭-৭৮

যদি কখনও দৈববশতঃ একদিনে বহু আত্মীয়ের মৃত্যু হওয়ায় একদিনে সকলেরই শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে একবার অন্নের দ্বারাই তন্ত্রন্যায়ে (একবস্তুর অনেক কার্য্যকারিত্বন্যায়ে) শ্রপণপূর্বক নিঃসন্দেহে সকলের শ্রাদ্ধ করিবে।৭৭৯-৮০

উহার ক্রম বলিতেছি—প্রথমতঃ পিতার পিণ্ডদান করিবে; তৎপর ঐ অন্ন অগ্নিতে তাপিত করিয়া শাস্ত্রানুসারে শ্রপণ ও অভিঘারণ করত মাতার পিণ্ডপ্রদান করিবে; পুনরায় ঐ হবিঃ পূর্বোক্ত প্রকারে সংস্কার করিয়া পিতৃব্যের, তৎপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার পত্নীর, অনন্তর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর, তারপর জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রগণেরও একই হবিঃকে প্রতিবার সংস্কার করিয়া পিণ্ড প্রদান করিবে।৭৮১-৮৪

শুভকর্ম্মের জন্য পক্ক অন্নের দ্বারা কদাপি শ্রাদ্ধকর্ম্ম করিবে না; এবং শ্রাদ্ধের নিমিত্ত পক্কান্নের দ্বারা শুভকর্ম্ম করিবে না।৭৮৫

সর্বদেশে ও সর্বকালে দেবপূজা শুভা ও উত্তমা; সুতরাং উহার জন্য সম্পাদিত দ্রব্য, অন্ন, জল, শাক প্রভৃতি দেবপূজা-সম্বন্ধী কোন বস্তুই দেব ও ব্রাহ্মণের সন্নিধানে পিতৃপুরুষগণকে নিবেদন করিবে না।৭৮৬-৮৭

সযত্নে শ্রদ্ধানুষ্ঠান কর্ত্তব্য; শ্রাদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ দেবপূজা এবং উহার পর বৈশ্বদেববলি কর্ত্তব্য—ইহাই বেদবিধি; কর্ম্মের অন্তে ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে। যে ব্রাহ্মণ অতিপবিত্র বেদশাখামাত্রে প্রশ্ন-ব্রহ্মপরায়ণ এবং যে সম্পূর্ণ একটি শাখার অধ্যয়নকারী, এই উভয়প্রকার ব্রাহ্মণই পঙ্‌ক্তিপাবন।

বৈদিকোঽয়ং বিধিঃ প্রোক্তঃ কর্মান্তে ব্রহ্মযজ্ঞকম্ ।
প্রশ্নব্রহ্মপরো যস্তু শাখামাত্রেঽতিপাবনে ॥৭৮৯
শাখাধ্যায়ী মহাভাগঃ পঙ্‌ক্তিপাবনপাবনঃ ।
শাখামাত্রৈকদেশস্যাধ্যয়নাচ্ছ্রোত্রিয়ত্বকম্ ॥৭৯০
ন প্রাপ্নোত্যেব বিধিনা শাখাধ্যায়ী ততো ভবেৎ ।
নিত্যস্নানঃ সদাচারঃ সদাবহ্নিঃ সদাশুচিঃ ॥৭৯১
সদাতুষ্টঃ সদাশান্তঃ সদাসূয়াবিবর্জ্জিতঃ ।
অগ্নিহোত্রাদ্যভাবেঽপি বেদ-বেদিবিবর্জ্জিতঃ ॥৭৯২
ব্রহ্মমেধক্রিয়াশুদ্ধঃ পূর্বতুল্যো ভবত্যপি ।
ইত্যেতদুক্তং কণ্বেন মুনিনা ধর্ম্মমুত্তমম্ ।
শাস্ত্রাণাং প্রবরং শাস্ত্রং হিতায় জগতাম্ তরাম্ ॥৭৯৩

॥ শ্রীকণ্ব-স্মৃতিঃ সমাপ্তা ॥

সম্পূর্ণশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ যেরূপ শ্রোত্রিয়ত্ব লাভ করে, শাখার একদেশ অধ্যয়ন করিয়া সেইরূপ শ্রোত্রিয়ত্বের অধিকারী হয় না। নিত্যস্নান ও সদাচার-পরায়ণ, নিত্যই অগ্নিসেবী, সর্বদাই শুচি, সদা সন্তুষ্টচিত্ত, সদা শান্ত ও সদাই অসূয়াশূন্য যে ব্রাহ্মণ, সে অগ্নিহোত্র না করিলেও এবং বেদ ও বেদিশূন্য হইলেও ব্রহ্মমেধ ও ক্রিয়ার দ্বারা শুদ্ধ হওয়ায় পূর্বোক্ত উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণের তুল্য হইবে। মহামুনি কণ্ব সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ এই ধর্ম্মশাস্ত্র জগতের হিতের নিমিত্ত উপদেশ করিয়াছেন।৭৮৮-৯৩

পণ্ডিত শ্রীমন্মিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত
কণ্বস্মৃতি সমাপ্ত।

দ্বিতীয় বর্ষ, আশ্বিন, ১৩৭০] [চতুর্থ সংখ্যা—বামপার্শ্বিকা যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকুল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

---

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচার সঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিকমহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই আশ্বিন, ১৩৭০।

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র মাসিক শাস্ত্রময় পত্র। ইহা প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষ আরম্ভ।

২। এই পত্রিকায় সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি), শ্রীরামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমহাভারত, শ্রীবিষ্ণু-পুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। বাৎসরিক সডাক গ্রাহক মূল্য ভারতে ১৫·০০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা। পাকিস্তানেও ঐ একই মূল্য। ভারতের বাহিরে অন্যত্র সডাক প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা এবং বাৎসরিক ২০·০০ টাকা। গ্রাহক-মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। পরমাসের প্রথম সপ্তাহেও পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নিয়া পত্রিকা-কার্য্যালয়ে জানাইবেন নতুবা পত্রিকা-পরিচালকগণ এই জন্য দায়ী থাকিবেন না। কোন কারণে পত্রিকাপ্রকাশে বিলম্ব ঘটিলে উক্ত নিয়ম পরিবর্তিত হইতে পারে। ঠিকানা-পরিবর্তন এক মাস পূর্বে জানাইলে সুবিধা হয়।

৫। পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি ও টাকা-পয়সা "সঞ্চালক—আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৬। বিশেষ অনুরোধ যে মণিঅর্ডার কুপনে ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর ও নাম-ঠিকানা সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন।

৭। পত্রের উত্তরের জন্য জবাবী-পত্র অবশ্যই প্রদেয়।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
প্রধান কার্য্যালয়
শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র পড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বৃহৎপরাশর-স্মৃতিঃ

(সুব্রতমুনি-প্রোক্তা)

শ্রীহরকান্তকৃত্য-স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থকৃত--বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

তত্রাদৌ বর্ণাশ্রমপ্রশ্নঃ

ব্যক্তাব্যক্তায় দেবায় বেধসেঽনন্ততেজসে।
নমস্কৃত্য প্রবক্ষ্যামি ধর্মান্ পরাশরোদিতান্ ॥১
অথাতো হিমশৈলাগ্রে দেবদারুবনাশ্রমে।
ব্যাসমেকাগ্রমাসীনমৃষয়ঃ প্রষ্টুমাগতাঃ ॥২
মনুষ্যাণাং হিতং ধর্মং বর্তমানে কলৌ যুগে।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ॥৩
যুগে যুগেষু যে প্রোক্তা ধর্মা মন্বাদিভির্মুনে।
বাক্যং তেনৈব তে কর্ত্তুং বর্ণৈরাশ্রমবাসিভিঃ ॥৪
স পৃষ্টো মুনিভির্ব্যাসো মুনিভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
প্রষ্টুং জগাম পিতরং ধর্মান্ পরাশরং ততঃ ॥৫
সর্বেষামাশ্রমাণাঞ্চ বরে বদরিকাশ্রমে।
স বিবেশাশ্রমে তস্মিন্ তনুং যোগীব বেধসঃ ॥৬
নানাপুষ্পলতাকীর্ণে ফলপুষ্পৈরলঙ্কৃতে।
নদী-প্রস্রবণানেকৈঃ পুণ্যতীর্থোপশোভিতে ॥৭
মৃগ-পক্ষিভিরাকীর্ণে দেবতায়তনাবৃতে।
যক্ষ-গন্ধর্ব-সিদ্ধৈশ্চ নৃত্য-গীতসমাকুলে ॥৮
তস্মিন্নৃষিসভামধ্যে শক্তিপুত্রঃ পরাশরঃ।
সুখাসীনো মহাতেজা মুনিমুখ্যগণাবৃতঃ ॥৯
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ব্যাসস্তু মুনিভিঃ সহ।
প্রদক্ষিণাভিবাদৈশ্চ মুনিভিঃ প্রতিপূজিতঃ ॥১০

প্রথম অধ্যায়

বর্ণাশ্রম প্রশ্ন।

যেই দেব ব্যক্ত ও অব্যক্ত, যিনি অনন্ত তেজে মহিমান্বিত, সেই বিধাতাকে নমস্কার করিয়া মহামুনি পরাশর-কথিত ধর্ম্মকার্য্যের সহায়ক উপদেশসমূহ প্রকৃষ্টরূপে বলিব।১

অনন্তর হিমালয়পর্বতের সম্মুখভাগে দেবদারু-তরুরাজি-সমাকীর্ণ আশ্রমে একাগ্রচিত্তে সমুপবিষ্ট ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ঋষিগণ সমাগত হইলেন।২

কলিযুগ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ের এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই আশ্রমচতুষ্টয়বাসী মনুষ্যদিগের হিতসাধক ধর্ম্মীয় উপদেশসমূহ বলুন।৩

হে মুনে! যুগে যুগে মনু আদি ধর্ম্মোপদেশকগণ যে ধর্ম্মীয় উপদেশসমূহ প্রকৃষ্টরূপে বলিয়াছেন, বর্ণাশ্রমিগণ তাঁহাদের উক্ত বাক্য প্রতিপালন করিবে। (তৎপর) মুনিগণ-পরিবেষ্টিত সেই ব্যাসদেব মুনিবৃন্দকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পিতৃদেব পরাশরের নিকট ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশসমূহ জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। বিধাতা-পুরুষের ন্যায় ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন শরীরধারী সেই যোগী ব্যাসদেব সমস্ত আশ্রমের মধ্যে সর্ববিষয়ে সুসমৃদ্ধ সেই বদরিকাশ্রমে প্রবেশ করিলেন।৪-৬

নানা কুসুমলতাব্যাপ্ত, বিবিধ ফলপুষ্পশোভিত, নদী, ঝরণা, পুণ্যতীর্থ প্রভৃতির দ্বারা মনোহরশোভালব্ধ, মৃগ ও পক্ষিকুলপরিব্যাপ্ত, দেবমন্দিরপরিশোভিত, যক্ষ, গন্ধর্ব ও সিদ্ধগণের (সাধনায় উত্তীর্ণ বা মুক্ত) নৃত্যগীতে মুখরিত সেইস্থানে ঋষিগণের সভামধ্যে মহামান্য মুনিগণ-

ততঃ সন্তুষ্টমনসা পরাশরমহামুনিঃ।
ব্যাসস্য স্বাগতং ব্রূয়াদ্ আসীনো মুনিপুঙ্গবঃ ॥১১
বৎস! স্বাগতং তেঽস্তু মহর্ষীণাং সমন্ততঃ।
কুশলং কুশলেত্যুক্ত্বা ব্যাসোঽপৃচ্ছদতঃপরম্ ॥১২
যদি জানাসি মাং ভক্তং স্নেহো বা যদি বৎসল!
ধর্মং কথয় মে তাত! অনুগ্রাহ্যোঽস্ম্যহং যদি ॥১৩
শ্রুতাস্তু মানবা ধর্মা গার্গীয়া গৌতমাস্তথা।
বাসিষ্ঠাঃ কাশ্যপাশ্চৈব তথা গোপালকস্য চ ॥১৪
আত্রেয়া বিষ্ণু-সংবর্ত্তা দাক্ষাশ্চাঙ্গিরসাস্তথা।
শাতাতপাশ্চ হারীত-যাজ্ঞবল্ক্যকৃতাস্তথা ॥১৫
আপস্তম্বকৃতা ধর্মাঃ সশঙ্খ-লিখিতাস্তথা।
কাত্যায়নকৃতাশ্চৈব প্রাচেতসকৃতাস্তথা ॥১৬
শ্রুতিরাস্মোদ্ভবা তাতঃ শ্রুত্যর্থা মানবাঃ স্মৃতাঃ।
মন্বর্থঃ সর্বধর্মাণাং কৃতাদিত্রিযুগেষু চ ॥১৭

ধর্মস্তু ত্রিযুগাচারঃ সুশক্যো হি কলৌ যুগে*।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ॥১৮
ব্যাসবাক্যাবসানে তু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ।
সুখাসীনো মহাতেজা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১৯
ক্রিয়ন্তে নৈব বেদাশ্চ নৈবাতিপ্রভবন্তি তে।
ন কশ্চিদ্ বেদকর্তাঽস্তি বেদস্মর্তা চতুর্মুখঃ ॥২০
তথা স ধর্মং স্মরতি মনুঃ কল্পান্তরান্তরে।
অন্যে কৃতযুগে ধর্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে ॥২১
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ।
তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে ॥২২
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে।
কৃতে তু মানবা ধর্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমস্য চ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ ॥২৩
ত্যজেদ্দেশং কৃতযুগে ত্রেতায়াং গ্রামমুৎসৃজেৎ।

পরিবেষ্টিত শক্তি-মুনির পুত্র মহাতেজঃসম্পন্ন মুনিবর পরাশর সুখোপবিষ্ট আছেন।৭-৯

(এমন সময়ে) ব্যাসদেব মুনিগণের সহিত মুনিগণপূজিত পরাশরমুনিকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রদক্ষিণ-পূর্বক অভিবাদন করিলেন।১০

তৎপর সুখাসীন মুনিশ্রেষ্ঠ মহামুনি পরাশর সন্তুষ্ট-চিত্তে স্বীয় পুত্র ব্যাসদেবকে স্বাগত জানাইলেন,—আজ্ঞানুবর্ত্তি-তনয়ের সর্বাঙ্গীন কুশল ত? অতঃপর ব্যাসদেব 'কুশল, কুশল' এই কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তাত! হে বৎসল! যদি আমাকে ভক্ত বলিয়া জানেন এবং যদি আমার প্রতি আপনার স্নেহ থাকে, তাহা হইলে আমার নিকটে ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ বলিয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন।১১-১৩

মনু, গর্গ, গৌতম, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, গোপালক, অত্রি, বিষ্ণু, সংবর্ত্ত, দক্ষ, অঙ্গিরাঃ, শাতাতপ, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, আপস্তম্ব, শঙ্খ, লিখিত, কাত্যায়ন, প্রচেতাঃ প্রভৃতি মুনিগণকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছি।১৪-১৬

হে তাত! শ্রুতি স্বয়ং উদ্ভূতা; মনুকৃত ধর্মশাস্ত্র শ্রুতির অর্থানুগামী বলিয়া কথিত। সত্যাদি ত্রিযুগে মনুর অর্থ ই অর্থাৎ মনুপ্রোক্ত ধর্মশাস্ত্র সর্বধর্ম্মের সার। যেহেতু সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই যুগত্রয়ের আচার এবং ধর্ম্ম সুসাধ্য ছিল, সেইহেতু কলিযুগের চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমবাসি-সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলুন।১৭-১৮

ব্যাসদেবের বাক্য সমাপ্ত হইলে সুখোপবিষ্ট মুনিশ্রেষ্ঠ মহাতেজাঃ পরাশর এই কথা বলিলেন,—বেদ কেহ রচনা করেন না এবং তিনি বহুরূপে উৎপন্নও হ'ন্ না। বেদের রচয়িতা কেহ নাই, কেবলমাত্র চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বেদ স্মরণ করিয়া থাকেন।১৯-২০

পূর্বোক্ত মনু সেই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কল্পে বেদের ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া থাকেন। সত্যযুগে যে ধর্ম্মের আচরণ যে প্রকার, ত্রেতাযুগে সেই ধর্ম্মাচরণ অন্যপ্রকার, দ্বাপরযুগে তাহাই আবার অন্যবিধ। যুগহ্রাসবশতঃ কলিযুগে মনুষ্যদিগের ধর্ম্ম অন্য প্রকার হইবে। সত্যযুগে তপস্যা; ত্রেতাযুগে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ ও কলিযুগে দান শ্রেষ্ঠ। কৃতযুগে (সত্যযুগে) মনুর ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে গৌতমের, দ্বাপরে শঙ্খ ও লিখিত মুনির এবং কলিযুগে পরাশরমুনির ধর্ম্মোপদেশ শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।২১-২৩

* 'ধর্মং তু ত্রিযুগাচারং সশক্যং হি কলৌ যুগে ॥' ইতি পাঠান্তরম্

দ্বাপরে কুলমেকং তু কর্ত্তারঞ্চ কলৌ যুগে ॥২৪
কৃতে সম্ভাষ্য পততি ত্রেতায়াং স্পর্শনেন চ।
দ্বাপরে ভক্ষণেঽন্নস্য কলৌ পততি কর্মণা। ॥২৫
অভিগম্য কৃতে দানং ত্রেতায়ামাহূয় দীয়তে।
দ্বাপরে যাচ্যমানস্তু সেবয়া দীয়তে কলৌ ॥২৬
অভিগম্যোত্তমং দানমাহূতঞ্চৈব মধ্যমম্।
অধমং যাচ্যমানং স্যাৎ সেবাদানঞ্চ নিষ্ফলম্ ॥২৭
কৃতে ত্বস্থিগতাঃ প্রাণাস্ত্রেতায়াং মাংসমেব চ।
দ্বাপরে রুধিরং যাবৎ কলৌ ত্বন্নাদ্যমেব চ ॥২৮
কৃতে তাৎক্ষণিকঃ শাপস্ত্রেতায়াং দশভির্দিনৈঃ।
মাসেন দ্বাপরে জ্ঞেয়ঃ কলৌ সংবৎসরেণ তু ॥২৯
যুগে যুগেষু যে ধর্মাস্তেষু ধর্মেষু যে দ্বিজাঃ।
তে দ্বিজা নাবমন্তব্যা যুগরূপা দ্বিজোত্তমাঃ ॥৩০
ধর্মশ্চ সত্যমায়ুশ্চ তুর্য্যাংশেন কলৌ যুগে।
অদনাত্তুদনাদ্ যস্য তুচ্ছমায়ুরকার্য্যতঃ ॥৩১
ধর্মশ্চ লোকদম্ভার্থং পাষণ্ডার্থং তপস্বিনঃ।
বিবিধা বাগ্বঞ্চনার্থং কলৌ সত্যানুসারিণী ॥৩২
অল্পক্ষীর-ঘৃতা গাবো হ্রস্বশস্যা চ মেদিনী।
স্ত্রীজনন্যঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বা রত্যর্থং কৃতমৈথুনাঃ ॥৩৩
পুরুষাশ্চ জিতা স্ত্রীভী রাজানো দস্যুভির্জিতাঃ।
জিতো ধর্মশ্চ পাপেন অনৃতেন তথা ঋতম্ ॥৩৪
শূদ্রাশ্চ ব্রাহ্মণাচারাঃ শূদ্রাচারাস্তথা দ্বিজাঃ।
অন্ত্যানুয়ায়িনশ্চাঢ্যা বর্ণাস্তদুপজীবিনঃ ॥৩৫
কৃতস্তু ব্রাহ্মণযুগং ত্রেতা তু ক্ষত্রিয়ং যুগম্।

পাপী যেই দেশে বাস করে, সত্যযুগে সেই দেশ, ত্রেতাযুগে সেই গ্রাম, দ্বাপরে সেই কুল এবং কলিযুগে সেই পাপীকে ত্যাগ করিবে।২৪

সত্যযুগে পাপীর সহিত সম্ভাষণ, ত্রেতাযুগে স্পর্শন, দ্বাপরে পাপীর অন্ন ভক্ষণ করিলে পতিত হয়, আর কলিযুগে স্বয়ং পাপকর্ম্ম দ্বারা পতিত হয়।২৫

সত্যযুগে দাতা গ্রহীতার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপূর্বক দান করিতেন, ত্রেতাযুগে গ্রহীতাকে সম্মানপূর্বক আহ্বান করিয়া দান করা হইত, দ্বাপরে গ্রহীতার প্রার্থনা অনুসারে দান করা হইত, কলিযুগে গ্রহীতা সেবাকর্ম্ম দ্বারা দাতার পরিতুষ্টিসাধন করিয়া দান গ্রহণ করিয়া থাকে।২৬

দাতা সাগ্রহে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপূর্বক গ্রহীতাকে যে দান করেন, তাহা উত্তম দান। গ্রহীতাকে আহ্বানপূর্বক যে দান, তাহা মধ্যম দান। গ্রহীতা দাতার নিকট প্রার্থনা করিলে যে দান করা হয়, ঐ দান অধম দানরূপে গণ্য হয়। গ্রহীতার নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিয়া যে দান করা হয়, সেই দান দ্বারা কিছুমাত্র ফল হয় না।২৭

জীবের প্রাণ সত্যযুগে অস্থিগত, ত্রেতাযুগে মাংসগত, দ্বাপরযুগে রুধিরগত এবং কলিযুগে অন্নাদিগত হইবে। সত্যযুগে কোনও ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া কাহাকেও অভিশাপ করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ ফলদায়ক হইত; ত্রেতাযুগে দশদিনের মধ্যে, দ্বাপর যুগে একমাসমধ্যে ফলদায়ক হয় এবং কলিযুগে একবৎসরে ফলদায়ক হইবে। যুগে যুগে বিহিত ধর্ম্মাচরণের প্রতি যে সকল দ্বিজ আন্তরিক আস্থাবান্, সেই ধর্ম্মাবলম্বি-দ্বিজগণের প্রতি অবমাননাকর ব্যবহার করা উচিত নয়; কেননা দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে যুগস্বরূপ বলিয়া জানিবে।২৮-৩০

ধর্ম্ম, সত্য ও আয়ু কলিযুগে অন্যান্য যুগের চতুর্থাংশের একাংশ হইবে এবং অভক্ষ্যভক্ষণ, পরপীড়ন ও অকর্ম্মাচরণের ফলে আয়ু অতি অল্প হইবে।৩১

কলিযুগে লোকের নিকট দম্ভ প্রকাশের জন্য ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান, পাষণ্ডবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তপস্যাচরণ এবং বঞ্চনা করিবার জন্য সত্যানুসারিণী নানাবিধ উক্তি প্রযুক্ত হইবে। কলিযুগে গাভী স্বল্পদুগ্ধপ্রদায়িনী এবং তাহাদের দুগ্ধে ঘৃতের পরিমাণ অত্যল্প হইবে; পৃথিবীতে অল্পপরিমাণ শস্য জন্মিবে; স্ত্রীলোকগণ অধিকসংখ্যক কন্যা প্রসব করিবে; স্ত্রীপুরুষের সংমিশ্রণ কেবলমাত্র রতিক্রিয়া সম্পাদনের জন্যই সংঘটিত হইবে (সত্যাদি যুগে স্ত্রীপুরুষের সংমিশ্রণ পিণ্ডপ্রদ পুত্র লাভের জন্যই সম্পন্ন হইত)।৩২-৩৩

কলিযুগে স্ত্রীলোকগণ পুরুষগণকে নানাছলে বশীভূত করিবে; পরাক্রমশালী দস্যুগণ নৃপতিবৃন্দকে পরাভূত

বৈশ্যং তু দ্বাপরযুগং কলিঃ শূদ্রযুগং স্মৃতম্ ॥৩৬
চাতুর্বর্ণিকনারীণাং তথা তুরীয়জন্মনাম্ ।
পতি-দ্বিজাভ্যুপাস্ত্যাদি ধর্ম্মো হি মহতী কলৌ ॥৩৭
শতেন যা কৃতে দত্তে ফলাপ্তিঃ পুরুষস্য সা ।
দত্তেষু দশভির্ন্ণাং ফলাপ্তিঃ স্যাৎ কলৌ যুগে ॥৩৮
কৃতে যৎ কোটিদস্য স্যাৎ ত্রেতায়াং লক্ষদস্য তৎ ।
দ্বাপরেঽযুতদস্য স্যাৎ শতদস্য কলৌ ফলম্ ॥৩৯
যুগস্বরূপমাখ্যাতমন্যং নিগদতঃ শৃণু ।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সর্বেষাং ধর্মসাধনম্ ॥৪০
মৃগঃ কৃষ্ণশ্চরেদ্ যত্র স্বভাবেন মহীতলে ।

করিবে; পাপপ্রভাবে ধর্ম্ম সঙ্কুচিত হইবে। মিথ্যার প্রভাবে সত্যের স্বরূপ লুপ্তপ্রায় হইবে ।৩৪

কলিযুগে শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের আচারানুরূপ আচার গ্রহণ করিবে এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি দ্বিজগণ শূদ্রাচারের অনুরূপ আচার গ্রহণ করিবে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ হীনজাতীয়গণের অনুগামী হইবে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় সেই হীনজাতীয়গণের নিকট হইতে জীবন-ধারণের উপায়ীভূত বৃত্তি গ্রহণ করিবে ।৩৫

সত্যযুগ ব্রাহ্মণের, ত্রেতাযুগ ক্ষত্রিয়ের, দ্বাপরযুগ বৈশ্যের ও কলিযুগ শূদ্রের অধিকারভুক্ত বলিয়া কথিত অর্থাৎ সত্যযুগে সামাজিক ব্যবস্থাদিতে ব্রাহ্মণের, ত্রেতায় ক্ষত্রিয়ের, দ্বাপরে বৈশ্যের এবং কলিযুগে শূদ্রের প্রাধান্য থাকে বলিয়া জানিবে। ঘোর কলিকালে চতুর্বর্ণের নারীদিগের ও চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসিদিগের যথাক্রমে পতিত্বের এবং দ্বিজত্বের অঙ্গীকারই ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইবে। সত্যযুগে শত অর্থ দান করিলে পুরুষের যে ফল-লাভ হইত, কলিযুগে তাহার দশভাগের একভাগ দান করিলে তাদৃশ ফলপ্রাপ্তি হইবে ।৩৬-৩৮

সত্যযুগে কোটি অর্থ দান করিয়া দাতা যেরূপ ফলভাগী হন, ত্রেতাযুগে লক্ষ অর্থদানে, দ্বাপরযুগে অযুতদানে (১০,০০০) এবং কলিযুগে শত অর্থ দান করিয়া দাতা তাদৃশ ফল লাভ করিবে ।৩৯

যুগের স্বরূপ কথিত হইয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণাদি

বসেত্তত্র দ্বিজাতিস্তু শূদ্রো যত্র তু তত্র তু ॥৪১
হিমপর্বত-বিন্ধ্যাদ্র্যোর্বিনশন-প্রয়াগয়োঃ ।
মধ্যে তু পাবনো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরম্ ॥৪২
দেশেষ্বন্যেষু যা নদ্যো ধন্যাঃ সাগরগাঃ শুভাঃ ।
তীর্থানি যানি পুণ্যানি মুনিভিঃ সেবিতানি চ ॥৪৩
বসেয়ুস্তদুপান্তেঽপি শমিচ্ছন্তো দ্বিজাতয়ঃ ।
মুনিভিঃ সেবিতত্বাচ্চ পুণ্যদেশঃ প্রকীর্তিতঃ ॥৪৪
যত্র পানমপেয়স্য দেশেঽভক্ষ্যস্য ভক্ষণম্ ।
অগম্যাগামিতা যত্র তং দেশং পরিবর্জয়েৎ ॥৪৫
এবং দেশঃ সমাখ্যাতো যজ্ঞিয়স্তু দ্বিজন্মনাম্ ।

চতুর্বর্ণের ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রমের ধর্ম্মসাধনের উপায় বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর ।৪০

মহীমণ্ডলে স্বাভাবিকভাবে যে স্থানে কৃষ্ণসার-মৃগ বিচরণ করে, সে স্থানে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় বাস করিবে; আর শূদ্র যেখানে সেখানে বাস করিবে ।৪১

হিমালয়পর্বত ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে এবং বিনশন অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র ও প্রয়াগের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে পবিত্র দেশ বলিয়া জানিবে; এতদ্ভিন্ন দেশকে ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া জানিবে ।৪২

অন্যান্য দেশের মধ্যে যে সকল নদী সাগরে গমন করিয়া ধন্য হইয়াছে, মুনিগণ-সেবিত যে সকল স্থান পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছে; মঙ্গলকামী দ্বিজগণ তাহার নিকটস্থ স্থানে বাস করিবে; কেননা মুনিগণ-সেবিত ঐ স্থানে পুণ্যস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে ।৪৩-৪৪

যে দেশে অপেয়পান, অভক্ষ্যভক্ষণ, অগম্যাগমন প্রভৃতি গর্হিত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই দেশ অবশ্যই বর্জ্জন করিবে ।৪৫

(নিম্নোক্ত) এইরূপ দেশ দ্বিজগণের যজ্ঞিয় স্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষিগণ এইরূপ দেশের অনুবর্ত্তন করিবে ।৪৬

যে কোনও স্থানেই বাস করুক না কেন স্বীয় কুলাচার কদাচ বর্জ্জন করিবে না। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্মের

এবমেবানুবর্ত্তেরন্ দেশং ধর্মানুকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৪৬
বসন্ বা যত্র তত্রাপি স্বাচারং ন বিবর্জয়েৎ।
ষট্ কর্মাণি চ কুর্বীরন্নিতি ধর্মস্য নিশ্চয়ঃ ॥৪৭
পরাশরঃ স্বয়ং প্রাহ শাস্ত্রং পুত্রস্য বৎসলঃ।
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি দ্বিজকর্মাদিকং দ্বিজাঃ ॥৪৮
ষট্‌কর্ম-বর্ণধর্মাশ্চ প্রশংসা গোবৃষস্য চ।
অদোহ্য-বাহ্যৌ যৌ তত্র ক্ষীরং ক্ষীরপ্রযোক্ত্রিণা ॥৪৯
অমাবাস্যানিষিদ্ধানি ততশ্চ পশুপালনম্।
অন্ন-তোয়প্রশংসা চ বাহ্যাঽবাহ্যা বসুন্ধরা ॥৫০
অথার্থকৃষতোঽপাপং তদপ্যস্যাপি শোধনম্।
বহ্নিং সীতামখঞ্চাপি বিবাহাঃ কন্যকা বরাঃ ॥৫১
স্ত্রীষু (পুং) ধর্মো মখাঃ পঞ্চ দ্বিজাতিস্বর্গসাধনাঃ ॥৫২
বিধিঃ প্রাণাঽগ্নিহোত্রস্য আধানাদিকসংস্কৃতিঃ।
ব্রতচর্য্যাদি তদ্ধর্মঃ প্রশংসা পুত্রজন্মনঃ ॥৫৩
কৃৎস্নো গৃহস্থধর্মশ্চ ভক্ষ্যাঽভক্ষ্যং তথৈব চ।
নিষিদ্ধবস্তু কথনং পাত্রশুদ্ধিস্ততঃ পরম্ ॥৫৪
দ্রব্যাণাঞ্চ তথা শুদ্ধিরুপাকর্মণি কর্ম চ।
অনধ্যায়াস্তথা শ্রাদ্ধং বিপ্র-কাল-হবির্যুতম্ ॥৫৫
বলির্নারায়ণীয়শ্চ সূতকাশৌচবেম চ।
পরিষৎপ্রায়শ্চিত্তানি তদ্‌ব্রতানি যথা দ্বিজাঃ ॥৫৬
বিধিবৎসর্বদানানি তেষাঞ্চৈব ফলানি চ।
ভূমিদানপ্রশংসা চ বিশেষো বিপ্র-কালয়োঃ ॥৫৭
ইষ্টাপূর্ত্তৌ তথা বিদ্বন্ তয়োর্ভিন্নফলানি চ।
প্রতিগ্রহবিধিস্তদ্বদ্ যথা তস্য প্রতিগ্রহঃ ॥৫৮
বিনায়কাদি শান্তীনাং বিষয়শ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
বানপ্রস্থস্য ধর্মোঽপি তথা ধর্মো যতেরপি ॥৫৯
চতুরাশ্রমভেদোঽপি বপুর্নিন্দা তথৈব চ।
যোগোঽর্চির্ধূমমার্গৌ চ কালং রুদ্রান্তমেব চ ॥৬০
দৃষ্টঞ্চ তৎপরং ধ্যেয়ং সর্বমেতৎ পরাশরঃ।
প্রোক্তবান্ ব্যাসমুখ্যানাং শেষং মুনিবিভাষিতম্ ॥৬১
নিযুক্তসুব্রতঃ শেষং বিপ্রাণাং খ্যাপনায় চ ॥৬২

আচরণ অবশ্যই করিবে—ইহাই ধর্ম্মরক্ষার নিশ্চিত উপদেশ।৪৭

পুত্রবৎসল মহামুনি পরাশর স্বয়ং এই শাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছেন। হে দ্বিজগণ! অনন্তর দ্বিজাতিগণের কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রকৃষ্টরূপে বলিব।৪৮

ষট্‌কর্মনিরত ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের ধর্ম এবং গোবৃষের প্রশংসা, অদোহ্য এবং অবাহ্য (যাহার দুগ্ধ দোহন করা উচিত নয় এবং যাহার দ্বারা বহন করান উচিত নয়) গোমিথুন, দুগ্ধ, দুগ্ধপ্রদায়ী, তৎপর অমাবস্যা তিথিতে নিষিদ্ধ কর্ম, পশুপালন, অন্ন এবং জলের প্রশংসা, কৃষ্য ও অকৃষ্য ভূমি, অর্থাকর্ষণকারীর পাপাভাব এবং পাপ হইলেও তাহার পরিশুদ্ধি, অগ্নি, হলচিহ্নিতস্থানে যজ্ঞ, বিবাহ, কন্যা, বর, স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের ধর্ম, দ্বিজাতির স্বর্গসাধনের উপায়ীভূত পঞ্চমহাযজ্ঞ, অগ্নিহোত্রের বিধি এবং প্রাণ, অগ্ন্যাধান প্রভৃতি সংস্কার, ব্রতাচরণ এবং তাহার ধর্ম, পুত্রজন্মের প্রশংসা, সমুদায় গৃহস্থধর্ম, ভক্ষ্য এবং অভক্ষ্য, নিষিদ্ধবস্তুনিরূপণ, পাত্রসমূহের শুদ্ধি, দ্রব্যসমূহের শুদ্ধি, উপাকর্ম অর্থাৎ সংস্কারপূর্বক বেদাধ্যয়নারম্ভ, কর্ত্তব্য কর্ম, অনধ্যায় দিবস, বিপ্র, কাল এবং হবির্যুক্ত শ্রাদ্ধ (শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ, শ্রাদ্ধের কাল ও শ্রাদ্ধীয় হবিঃ) নারায়ণবলি, সূতকাশৌচ, বিদ্বৎপরিষদে প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা, চান্দ্রায়ণাদিব্রত, বিধি অনুসারে সর্বস্বদান, ঐ দানের ফল, ভূমিদানের প্রশংসা গ্রহীতৃ-বিপ্র ও দানকালের বৈশিষ্ট্য, হে বিদ্বন্! যজ্ঞানুষ্ঠান ও যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্ণতা—এই উভয়ের মধ্যে ফলের বিভিন্নতা, প্রতিগ্রহ ও প্রতিগ্রহবিধি; হে দ্বিজোত্তমগণ! গণেশ প্রভৃতি দেবতার শান্তিবিষয়ক বিধি, বানপ্রস্থধর্ম ও যতিধর্ম, আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে বিভিন্নতা, নিন্দিতশরীর যোগসাধন, যজ্ঞাগ্নির শিখা, যজ্ঞীয় ধূম ও উহার নির্গমন-পথ, রুদ্রান্ত কাল, দৃষ্ট এবং ধ্যেয় এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে পরাশর ব্যাসপ্রমুখমুনিগণের নিকট

পরাশরো ব্যাসবচো নিশম্য
যদাহ শাস্ত্রং চতুরাশ্রমার্থম্ ।
যুগানুরূপঞ্চ সমস্তবর্ণ—
হিতায় বক্ষ্যত্যথ সুব্রতস্তৎ ॥৬৩

শক্তিসূনোরনুজ্ঞাতঃ সুতপাঃ সুব্রতস্ত্বিদম্ ।
চতুর্বর্ণাশ্রমাণাঞ্চ হিতং শাস্ত্রমথাব্রবীৎ ॥৬৪

ইতি শ্রীবৃহৎপারাশরীয়ে ধর্মশাস্ত্রে ব্যাসপ্রশ্নে সুব্রতপ্রোক্তায়াং শাস্ত্রসংগ্রহোদ্দেশকথনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

বলিয়াছিলেন । অবশিষ্ট কথা বিপ্রদিগের নিকট বলিবার জন্য সুব্রত মুনি নিযুক্ত হন ।৪৯-৬২

পরাশর-মুনি ব্যাসদেবের কথা শুনিয়া চতুরাশ্রম-বাসিগণ সম্বন্ধে যে শাস্ত্র বলিয়াছেন, যুগোপযোগী করিয়া সমস্ত বর্ণের হিতের জন্য সুব্রতমুনি তাহা বলিবেন ।৬৩

শক্তি-পুত্রের অনুজ্ঞা অনুসারে সুতপাঃ সুব্রতমুনি চতুরাশ্রমবাসিগণের হিতকর শাস্ত্রীয় কথা বলিলেন ।৬৪

শ্রীবৃহৎপারাশরীয় ধর্মশাস্ত্রে ব্যাসপ্রশ্নে সুব্রতমুনিপ্রোক্ত শাস্ত্রসংগ্রহোদ্দেশ কথননামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

অথাচারধর্মঃ

পরাশরমতং পুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্ ।
চিন্তিতং ব্রাহ্মণর্থায় ধর্মসংস্থাপনায় চ ॥১

চতুর্ণামপি বর্ণানামাচারো ধর্মপালনম্ ।
আচারভ্রষ্টদেহানাং ভবেদ্ধর্মঃ পরাঙ্ মুখঃ ॥২

ষট্‌কর্মাভিরতো নিত্যং দেবতাঽতিথিপূজকঃ ।
হুতশেষন্তু ভুঞ্জানো ব্রাহ্মণো নাবসীদতি ॥৩

কর্মাণি কানীহ কথঞ্চ তানি ।
কার্য্যাণি বর্ণৈশ্চ কিমাদ্যকানি ।
তেষামনেহাকরণে বিধিশ্চ ।
সর্বং প্রসাদাৎ প্রতনুষ্ব মহ্যম্ ॥৪

(পরাশর উবাচ)

কর্মষট্‌কং প্রবক্ষ্যামি যৎ কুর্বন্তো দ্বিজাতয়ঃ ।
গৃহস্থা অপি মুচ্যন্তে সংসারৈর্বন্ধহেতুভিঃ ॥৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনন্তর আচারধর্মের কথা বলা হইতেছে ।

ব্রাহ্মণ্যরক্ষা ও ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত পরাশরমুনির সুচিন্তিত ও পবিত্র মত পুণ্যদায়ক এবং পাপনাশক । এই মত গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ্য রক্ষিত হয় এবং ধর্মকার্য্যে অবাধ গতি হয় ।১

ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের নিমিত্ত যে আচার বিধি কথিত হইবে, তাহা পালন করিলে ধর্ম রক্ষিত হইবে । আচার বর্জ্জিত হইলে ধর্মবিমুখরূপে পরিগণিত হইবে ।২

যে ব্রাহ্মণ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা দান ও প্রতিগ্রহ—এই ছয়টি কর্মে নিরত, নিত্য অতিথি ও দেবতাপূজক, হুতাবশিষ্টভোজী সেই ব্রাহ্মণ কখনও দুঃখভোগ করেন না ।৩

ব্যাসদেব বলিলেন—ষট্‌কর্ম কি কি এবং তাহা কি প্রকার, ব্রাহ্মণাদিবর্ণের প্রাথমিক কর্ম কি কি, তাঁহাদের অন্যবিধ কার্য্যকরণেরই বা কি বিধি অনুগ্রহপূর্বক তৎসমস্ত আমার নিকটে বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করুন ।৪

পরাশর বলিলেন—কি কি ষট্‌কর্মের আচরণ করিয়া

অথোদ্দেশক্রমং শাস্ত্রং যচ্ছ্রুতং শ্রুতিদৃষ্টিকৃৎ।
তদুক্তং কর্ম যৎ পুংসাং শৃণুধ্বং পাপনাশনম্ ॥৬
সন্ধ্যা স্নানং জপশ্চৈব দেবতানাঞ্চ পূজনম্।
বৈশ্বদেবং তথাতিথ্যং ষট্‌কর্মাণি দিনে দিনে ॥৭
প্রিয়ো বা যদি বা দ্বেষ্যো মূর্খঃ পণ্ডিত এব বা।
বৈশ্বদেবে তু সম্প্রাপ্তঃ সোঽতিথিঃ স্বর্গসঙ্‌ক্রমঃ ॥৮
সন্ধ্যামথ প্রবক্ষ্যামি দেবতা-কাল-নামভিঃ।
বর্ণর্ষি-চ্ছন্দসা যুক্তাং যদ্বিধানং যথার্চনম্ ॥৯
যাবন্মন্ত্রা যথোপাস্তিরুপস্পর্শনমেব চ।
আবাহনং বিসর্গঞ্চ যাবন্মন্ত্রক্রমেণ তু ॥১০
দিবসস্য চ রাত্রেশ্চ সন্ধিঃ সন্ধ্যেতি কীর্তিতা।
সোপাস্যা সদ্‌দ্বিজৈর্যত্নাৎ স্যাত্তৈর্বিশ্বমুপাসিতম্ ॥১১
মধ্যাহ্নেঽপি চ সন্ধিঃ স্যাৎ পূর্বস্যাহ্নঃ পরস্য চ ॥১২

পূর্বাহ্নো হ্যপরাহ্নস্তু ক্ষপা চেতি শ্রুতিক্রমঃ।
পূর্বাসন্ধ্যা তু গায়ত্রী ব্রহ্মাণী হংসবাহনা ॥১৩
রক্তপদ্মারুণা দেবী রক্তপদ্মাসনস্থিতা।
রক্তাভরণভাসাঙ্গা রক্তমাল্যাম্বরা তথা ॥১৪
অক্ষমালা স্রুগ্ধরা চ বরহস্তামরার্চিতা।
প্রাগাদিত্যোদয়াদ্ বিদ্বান্ মুহূর্তে বৈধসে সতি ॥১৫
"প্রাতঃসন্ধ্যাং সনক্ষত্রামুপাসীত যথাবিধি।
সাদিত্যাং পশ্চিমাং সন্ধ্যামর্ধাস্তমিতভাস্করাম্ ॥"
উত্থায়োপাসয়েৎ সন্ধ্যাং যাবৎ স্যাদর্কদর্শনম্।
বিশ্বমাতঃ! সুরাভ্যর্চ্যে! পুণ্যে! গায়ত্রি! বৈধসি!
আবাহয়াম্যুপাস্ত্যর্থং এহ্যেনোঘ্নি! পুনীহি মাম্ ॥১৬
সন্ধ্যা মাধ্যাহ্নিকী শ্বেতা সাবিত্রী রুদ্রদেবতা ॥১৭

দ্বিজাতি গৃহস্থগণও সংসারের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে তাহা প্রকৃষ্টরূপে বলিব।৫

সংবাদক্রমে অর্থাৎ পারম্পর্য্যক্রমে শ্রুতিবিষয়ক জ্ঞানজনক যে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছি অনন্তর সংবাদক্রমে পুরুষের পাপনাশক সেই শাস্ত্র আমা কর্ত্তৃক উক্ত হইতেছে, তোমরা শ্রবণ কর। সন্ধ্যা, স্নান, জপ, দেবপূজা, বৈশ্বদেবক্রিয়া ও অতিথিসৎকার এই ছয়টি কর্ম প্রতিদিন করিবে। বৈশ্বদেবক্রিয়ার অনুষ্ঠানকালে কোনও অতিথি উপস্থিত হইলে সেই অতিথি প্রিয় অথবা অপ্রিয় হউক, মূর্খ অথবা পণ্ডিত হউক অর্থাৎ যেরূপই হউক না কেন, কর্মকর্ত্তার পক্ষে সেই অতিথিলাভ স্বর্গারোহণের সোপানতুল্য জানিবে।৬ ৮

অনন্তর বর্ণ, ঋষি, ছন্দোযুক্তা সন্ধ্যার উপাস্য দেবতা ও কালের নাম, উপাসনার শাস্ত্রীয় বিধান, উপাসনার প্রকার, ক্রমানুযায়ী মন্ত্র, উপাসনারূপ স্পর্শন, আবাহন ও বিসর্জ্জন প্রকৃষ্টরূপে বলিব।৯-১০

দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ সন্ধ্যানামে কথিত হইয়াছে। সেই সন্ধ্যা সদ্‌দ্বিজগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হইলে সমগ্র বিশ্বেরই উপাসনা হইয়া থাকে।১১

মধ্যাহ্নকালে দিবসের পূর্বভাগ ও পরভাগের সন্ধিক্ষণ সন্ধ্যানামে কথিত। শ্রুতিক্রমানুসারে পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ ও ক্ষপা অর্থাৎ রাত্রিনামে অভিহিতা হইয়াছে। প্রাতঃসন্ধ্যা-দেবী ব্রহ্মাণী গায়ত্রী হংসবাহনা, রক্তপদ্ম-সদৃশ অরুণবর্ণা, রক্তবর্ণপদ্মাসনস্থিতা, রক্তবর্ণাভরণে সমুজ্জ্বলদেহধারিণী, বরদানরত-হস্তা ও অমরনিকরপূজিতা। সূর্য্যোদয়ের পূর্বে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে যথাশাস্ত্র নক্ষত্রসহিতা প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করিবে। সূর্য্যের অর্দ্ধাস্তগমনসময়ে আদিত্য-সহিতা সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করিবে। শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া সূর্য্যদর্শন পর্য্যন্ত সন্ধ্যোপাসনা করিবে। হে দেবপূজ্যে, পুণ্যে, গায়ত্রি! ব্রহ্মাণি! বিশ্বজননি! উপাসনা করিবার জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি আগমন কর, হে পাপঘ্নি! আমাকে পবিত্র কর।১২-১৬

মধ্যাহ্নে উপাসিতা সন্ধ্যাদেবী শ্বেতবর্ণা সাবিত্রী, রুদ্র দেবতা, বৃষশ্রেষ্ঠ ইহার বাহন; ইনি সমুজ্জ্বল ত্রিশিখধারিণী, শ্বেতবসনপরিহিতা, শ্বেতবর্ণা, নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা শুক্লবর্ণ মাল্য ও অক্ষমালা-যুক্তা শঙ্করের প্রতি অনুরক্তা, জল ইঁহার আধার, এই দেবী

বৃষেন্দ্রবাহনা দেবী জ্বলত্ত্রিশিখধারিণী।
শ্বেতাম্বরাধরা শ্বেতা নানাভরণভূষিতা ॥১৮
শ্বেতস্রগগন্ধমালা চ কৃতানুরক্তিশঙ্করা।
জলাধারা ধরা ধাত্রী ধরেন্দ্রাঙ্গভবা তথা ॥১৯
স্বভাবিভাতভূরাদ্যা সুরৌঘনুতপাদদ্বয়া*।
মাতর্ভবানি! বিশ্বেশি! বিশ্বে বিশ্বজনার্চিতে ॥২০
শুভে! বরে! বরেণ্যেহি আহূতাসি পুনীহি মাম্ ॥২১
সন্ধ্যা সায়ন্তনী কৃষ্ণা বিষ্ণুদৈবী সরস্বতী।
খগগা কৃষ্ণবস্ত্রা তু শঙ্খ-চক্র-গদাধরা ॥২২
কৃষ্ণস্রগ্ ভূষণৈর্যুক্তা সর্বজ্ঞানময়া বরা।
সর্ববাগ্‌দেবতা সর্বা ব্রহ্মাদিবচসি স্থিতা ॥২৩
বীণাঽক্ষমালিকা চাপহস্তা স্মিতা বরাননা।
চতুর্দশজনাভ্যর্চ্যা কল্যাণী শুভবাক্‌প্রদা ॥২৪
মাতর্বাগ্‌দেবি! বরদে! বরেণ্যে! বচনপ্রদে।
সর্বমরুদ্গণস্তুতে! আহূতেহি! পুনীহি মাম্ ॥২৫ (১)

ধরণীর ধারণকর্ত্রী, বিশ্বপতি পরব্রহ্মের অঙ্গ হইতে উদ্ভূতা, আদ্যা, দেবতাবৃন্দসন্তুতপাদযুগলা, স্বীয় প্রভার দ্বারা শোভিতা ভূমি।১৭ ১৯

হে মাতঃ! ভবানি! বিশ্বেশ্বরি! বিশ্বে! বিশ্বজন-পূজিতে! শুভে! শ্রেষ্ঠে! তুমি পূজনীয়া, আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি (কৃপাপূর্বক) আগমন করিয়া আমাকে পবিত্র কর।২০

সায়ংকালোপাস্যা সন্ধ্যাদেবী কৃষ্ণবর্ণা, বিষ্ণু ইঁহার দেবতা, সরস্বতীরূপা; খগগামিনী, কৃষ্ণবস্ত্র-পরিহিতা শঙ্খ-চক্র-গদাধারিণী।২১

সায়ন্তনী সন্ধ্যাদেবী কৃষ্ণবর্ণমাল্য ও অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিতা, সর্বজ্ঞানময়ী, শ্রেষ্ঠা, বাক্যসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ব্রহ্মাদি দেবগণের বাক্যে অবস্থিতা, বীণা-অক্ষমালা-ধনুর্হস্তা, ঈষৎহাস্যবদনা; চতুর্দ্দশ ভুবনপূজ্যা, কল্যাণী ও কল্যাণবচনদায়িনী।২৩-২৪

হে মাতর্বাগ্‌দেবি! বরদে! বরেণ্যে! বচনপ্রদে, সর্বমরুদ্গণস্তবনীয়ে আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি, আগমন কর, আমাকে পবিত্র কর।২৫

ব্রহ্মেশার্ক-হরীণাং তু সঙ্গমোঽস্তু ভয়োর্ভবেৎ।
মাধ্যাহ্নিকায়াং সন্ধ্যায়াং সর্বদেবসমাগমঃ ॥২৬
পূজাভিকাঙ্ক্ষিণো যে চ যে চ কিঞ্চিজ্জলার্থিনঃ।
শ্রাদ্ধান্নভাগধেয়া যে যে চাগ্নিহুতভাগিনঃ ॥২৭
অন্যান্যুচ্চাবচানীহ স্থাবরাণি চরাণি চ।
মাধ্যাহ্নিকীমপেক্ষন্তে তেষামাপ্যায়িকা হি সা ॥২৮
যস্তস্যাং নার্চয়েদ্দেবাংস্তর্পয়েন্ন পিতৄংস্তথা।
ভূতান্যুচ্চাবচানীহ সোঽন্ধতামিস্রমৃচ্ছতি ॥২৯
ঈশান্যভিমুখো ভূত্বা দ্বিজঃ পূর্বোমুখোঽপি বা।
সন্ধ্যামুপাসয়েদ্ যদ্বত্তথাবত্তন্নিবোধত ॥৩০
আ মণের্বন্ধনাদ্ধস্তৌ পাদৌ চাজানুতঃ শুচিঃ।
প্রক্ষাল্যাচমেদ্ বিদ্বানন্তর্জানুকরো দ্বিজঃ ॥৩১
নির্মলাৎ ফেনপূতাভির্মনোজ্ঞাভিঃ প্রযত্নবান্।
আচামেদ্ ব্রহ্মতীর্থেন পুনরাচমনাচ্ছুচিঃ ॥৩২

প্রাতঃ ও সায়ং এই উভয় সন্ধ্যার কালে ব্রহ্মা, শিব, সূর্য্য ও হরি এই দেবতাগণ সম্মিলিত হ'ন। মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যার কালে সমস্ত দেবতার আগমন হয়।২৬

পূজা ও সামান্যজললাভেচ্ছু, শ্রাদ্ধীয় অন্নভাগী, অগ্নিতে প্রদত্ত হোমীয় দ্রব্যাভিলাষী, অন্ত্যজ, উচ্চ, নীচ স্থাবর জঙ্গম সকলেই স্ব স্ব অভিলষিত বস্তু লাভাকাঙ্ক্ষায় মধ্যাহ্নসন্ধ্যার কালে অপেক্ষা করিয়া থাকেন, যেহেতু মধ্যাহ্নসন্ধ্যোপাসনা ইহাদের সকলের তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে।২৭-২৮

যে ব্যক্তি মধ্যাহ্নসন্ধ্যার কালে দেববৃন্দের অর্চনায়, পিতৃলোকের তর্পণে, উচ্চনীচ প্রাণিগণের তৃপ্তিসাধক অনুষ্ঠানে বিরত থাকেন, সে অন্ধতামিস্রনামক (গাঢ় অন্ধকারময়) নরকে গমন করে।২৯

দ্বিজ ঈশানকোণাভিমুখ অথবা পূর্বাভিমুখ হইয়া যে প্রকারে সন্ধ্যোপাসনায় রত হইবে, তাহার প্রকৃষ্ট বিধি অবগত হও।৩০

বিদ্বান্ দ্বিজ মণিবন্ধ পর্য্যন্ত হস্তযুগল, জানুদেশ পর্য্যন্ত পাদযুগল প্রক্ষালন করতঃ পবিত্র হইয়া জানু-

* এইবচনে কেহ কেহ 'স্বভা-বিভাতভূরাদ্যৈঃ সুরৌঘৈর্নুতপাদদ্বয়া' এইরূপ পাঠ কল্পনা করিয়া "স্বীয় প্রভার দ্বারা বিভাত ভূলোকাদি লোকবাসিগণ কর্তৃক এবং দেবতাবৃন্দ কর্তৃক স্তুতপাদযুগলা" এইরূপ অর্থ করেন।

(১) এইস্থলে প্রদর্শিত সন্ধ্যাবিধি বর্তমানে প্রচলিত সন্ধ্যাবিধি হইতে ভিন্ন সুতরাং ইহা একটি মত।

বক্ত্রনির্মার্জনং কৃত্বা দ্বিস্তেনৈবাধরান্ যথা।
অদ্ভিশ্চ সংস্পৃশেৎ স্বানি সর্বাণ্যপি বিশুদ্ধয়ে ॥৩৩
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা সব্যপাণিস্থবারিণা।
ঘ্রাণং সংস্পৃশ্য নেত্রে চ তেনামিকয়া শ্রুতীঃ ॥৩৪
নাভিঞ্চ তৎকনিষ্ঠাভ্যাং বক্ষঃ করতলেন চ।
শিরঃ সর্বাভিরংসৌ চ হ্যঙ্গুল্যগ্রৈশ্চ সংস্পৃশেৎ ॥৩৫
আচম্য প্রাণসংরোধং কৃত্বা চোপস্পৃশেৎ পুনঃ।
অত্রোপস্পর্শনে মন্ত্রং প্রাতঃ কেচিৎ পঠন্তি হি ॥৩৬
সূর্য্যশ্চ মেতি মন্ত্রেণ প্রাতরাচমনং স্মৃতম্।
আপঃ পুনন্তু মধ্যাহ্নে সায়মগ্নিশ্চ মেতি চ ॥
মন্ত্রাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা ধীমান্ সন্ধ্যোপাসনমাচরেৎ ॥৩৭
আচম্য বিধিবদ্ ধীমান্ সন্ধ্যোপাসনমাচরেৎ ॥৩৮

সোঙ্কারাং চৈব গায়ত্রীং জপ্ত্বা ব্যাহৃতিপূর্বকম্।
আপো হি ষ্ঠাদি জল্পন্তি চ্ছন্দো-দেবর্ষিপূর্বকম্ ॥৩৯
ছন্দোভির্বিনিয়োগৈশ্চ মন্ত্র-ব্রাহ্মণসংযুতম্।
এতদ্ধীনে ন কুর্বীত কুর্য্যাদ্ হেতত্তদাসুরম্ ॥৪০
মৃত্যুভীতৈঃ পুরা দেবৈরাত্মনশ্ছাদনায় চ।
ছন্দাংসি সংস্মৃতানীহ চ্ছাদিতাস্তৈরতোঽমরাঃ ॥৪১
ছাদনাচ্ছন্দ উদ্দিষ্টং বাসসী কৃতিরেব বা।
ছন্দোভিরাবৃতং সর্বং বিদ্যাৎ সর্বত্র নান্যতঃ ॥৪২
যস্মিন্ মন্ত্রে তু যে দেবাস্তেন মন্ত্রেণ চিহ্নিতম্।
মন্ত্রং তদ্দৈবতং বিদ্যাৎ সৈব তস্য তু দেবতা ॥৪৩
যেন যদৃষিণা দৃষ্টং সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা তু যেন বৈ।
মন্ত্রেণ তস্য স প্রোক্তো মুনের্ভাবস্তদাত্মকঃ ॥৪৪

দ্বয়ের মধ্যে হস্তযুগল স্থাপনানন্তর আচমন করিবে। ৩১

(কর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি) নির্ম্মল স্থান হইতে ফেনসমূহে পবিত্রীকৃত মনোহর জল দ্বারা ব্রাহ্মতীর্থযোগে আচমন করিবে। এইরূপে পুনরায় আচমন করিলে পবিত্র হইবে। (পুনরায় আচমনের উপদেশ থাকায় কর্মের প্রারম্ভে দুইবার আচমনের উপযোগিতা প্রমাণিত হইতেছে) ।৩২

অনন্তর দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দুইবার মুখ মার্জ্জন করিয়া শুদ্ধির জন্য স্বকীয় অধর প্রভৃতি স্থান নিম্নোক্ত বিধি অনুসারে জল দ্বারা স্পর্শ করিবে। নাসিক, নেত্র ও কর্ণযুগল অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা, নাভিদেশ কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা, বক্ষোদেশ করতল দ্বারা, শিরোদেশ সমস্ত অঙ্গুলিযোগে ও স্কন্ধদ্বয় অঙ্গুলির অগ্রভাগযোগে স্পর্শ করিবে ।৩৩-৩৫

আচমনানন্তর প্রাণবায়ু রোধ করত পুনরায় পূর্বোক্ত স্থানসমূহ স্পর্শ করিবে, এইস্থলে স্পর্শন-সময়ে কেহ কেহ মন্ত্রপাঠ করিয়া থাকেন ।৩৬

"সূর্য্যশ্চ মা" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাতঃকালে, "আপঃ পুনন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রে মধ্যাহ্নে, "অগ্নিশ্চ মা" ইত্যাদি মন্ত্রে সায়ংকালে আচমন করিবে। পূর্বোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত কুশযোগে পবিত্রীকৃত সেই জল পান করিয়া ধীমান্ ব্যক্তি সান্ধ্যোপাসনা করিবে ।৩৭-৩৮

ওঁকার সহিতা এবং ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতিপূর্বা গায়ত্রী জপ করিয়া ছন্দঃ, দেবতা ও ঋষি উচ্চারণপূর্বক "আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে ।৩৯

ছন্দঃ ও বিনিয়োগের সহিত মন্ত্রব্রাহ্মণ যুক্ত উক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করত পূর্বোক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। কার্য্যানুষ্ঠানে ছন্দঃ প্রভৃতি উচ্চারিত না হইলে তাহা আসুর কার্য্য-তুল্য হইয়া থাকে ।৪০

পুরাকালে মৃত্যুভয়ে ভীত দেবগণ আত্মরক্ষার জন্য ছন্দঃসমূহ স্মরণ করিতেন বলিয়াই ছন্দঃসমূহ দ্বারা তাঁহারা রক্ষিত হইয়াছিলেন ।৪১

আচ্ছাদন অর্থাৎ রক্ষা করে বলিয়া ইহা ছন্দো-নামে অভিহিত, অথবা পুরুষদেহাচ্ছাদক বাসোযুগল-সদৃশ বা কৃতিতুল্য, সকল মন্ত্র, সকল বিদ্যা সমস্তই ছন্দঃসমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত, অন্য কিছু হইতে নহে ।৪২

যে মন্ত্রে যে যে দেবতা, সেই মন্ত্রচিহ্নিত মন্ত্রই সেই মন্ত্রের দেবতা বলিয়া জানিবে, সেই দেবতাই সেই মন্ত্রের দেবতা ।৪৩

ঋষি যে মন্ত্রে যে তত্ত্ব দর্শন করিয়াছেন এবং

যত্র কর্মণি চারব্ধে জপহোমার্চনাদিকে।
ক্রিয়তে যেন মন্ত্রেণ বিনিয়োগস্তু স স্মৃতঃ ॥৪৫
অস্য মন্ত্রস্য চাহর্থোঽয়ময়ং মন্ত্রোঽত্র বর্ততে।
তত্তস্য ব্রাহ্মণং জ্ঞেয়ং মন্ত্রস্যেতি শ্রুতিক্রমঃ ॥৪৬
এতদ্ধি পঞ্চকং জ্ঞাত্বা ক্রিয়তে কর্ম যদ্ দ্বিজৈঃ।
তদনন্তফলং তেষাং ভবেদ্ বেদনিদর্শনাৎ ॥৪৭
অকামেনাপি যন্ন্যূনং কুর্য্যাৎ কর্ম দ্বিজোঽপি যঃ।
তেনাসৌ হন্যতে কর্তাঽমৃতো গন্তাধমৃচ্ছতি ॥৪৮
কুর্বন্নজ্ঞো দ্বিজঃ কর্ম জপহোমাদি কিঞ্চন।
নাসৌ তস্য ফলং বিন্দেৎ ক্লেশমাত্রং হি তস্য তৎ ॥৪৯
আপদ্যতে স্থাণু গর্তং স্বয়ং বাপি প্রলীয়তে।
যাতযামানি ছন্দাংসি ভবন্ত্যফলদান্যপি ॥৫০
সিন্ধুদ্বীপ ঋষিশ্ছন্দো গায়ত্রী ঋক্ষু তিসৃষু।
আপো হি দৈবতং প্রাহুরাপো হি ষ্ঠাদিষু দ্বিজাঃ ॥৫১

যে মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহাই ঋষির স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। জপ, হোম, অর্চনা প্রভৃতি যে কর্ম্মে, আরম্ভ সময়ে যে মন্ত্রে অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই সেই মন্ত্রের বিনিয়োগ বলিয়া কথিত হইয়াছে।৪৪-৪৫

এই মন্ত্রের এই অর্থ, এই মন্ত্র এই স্থানে প্রবর্ত্তিত হয়—শ্রুতির ক্রমানুসারে ইহা অবগত হইয়া সেই মন্ত্রের সেই ব্রাহ্মণ ইহা নিশ্চয় করিবে।৪৬

যে সকল দ্বিজ এই পাঁচটি অবগত হইয়া কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়, সে সকল দ্বিজ অনন্তফললাভের অধিকারী হইয়া থাকে—ইহাই বেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।৪৭

দ্বিজ অনিচ্ছা পূর্বকও যদি হীনকর্ম্ম করে, তাহা হইলে সেই হীন কর্ম্ম দ্বারা ঐ দ্বিজ জীবিত অবস্থায় পতিত হয়। কিছুমাত্রও না জানিয়া যদি কোনও দ্বিজ জপ; হোম প্রভৃতি কোনও কর্ম্মে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ দ্বিজ সেই কর্ম্মের কিছুমাত্র ফললাভ ত করিবেই না, উপরন্তু কর্ম্মক্লেশ মাত্রই তাহার ফল হইবে।৪৮-৪৯

ঋষি-ছন্দাদি অবগত না হইয়া যে ব্যক্তি জপ করে, সে জড়তারূপ বিপত্তি প্রাপ্ত হয়; অবিধিপূর্বক স্বীয়কৃত জপ দ্বারা যে দুঃখরূপ গর্ত্ত সৃষ্ট হয়, সে সেই গর্ত্তে

গোভিলো (গাধিজো) রাজপুত্রস্তু দ্রুপদায়া-
মৃষির্ভবেৎ।
অনুষ্টুভং ভবেচ্ছন্দ আপশ্চৈব তু দৈবতম্ ॥৫২
সৌত্রামণ্যবভৃথকে বিনিয়োগোঽস্য কল্পিতঃ।
উদুত্যমৃষিঃ প্রস্কণ্বো গায়ত্রং সূর্য্যদেবতা ॥৫৩
চিত্রমিত্যত্র কুৎসস্তু শক্করী সূর্য্যদেবতা।
প্রণবো ভূর্ভুবঃ স্বশ্চ গায়ত্র্যাপ ঋচাং ত্রয়ম্ ॥৫৪
অঘমর্ষণসূক্তস্য ঋষিরেবাঘমর্ষণঃ।
ছন্দোঽস্যানুষ্টুভং প্রাহুরাপশ্চৈব তু দৈবতম্ ॥৫৫
দ্রুপদাঘমর্ষণং সূক্তং মার্জনে ব্যাহরেদিতি।
স্মৃতিভিঃ পরিশিষ্টৈশ্চ বিশেষস্তোয়সেচনে ॥৫৬
উক্তোঽধোর্ধ্ব বিভাগেন কর্তৃভ্যঃ সোঽপি সদ্দ্বিজৈঃ
আপো হি ষ্ঠেতি চ ঋচামষ্টাক্ষরপদেন চ ॥৫৭

নিপতিত হয়। জীর্ণ অর্থাৎ নষ্ট ছন্দোযুক্ত মন্ত্র জপেও কোন ফল হয় না।৫০

সাম, যজুঃ, ঋক্ এই তিন বেদেই ঋষি সিন্ধুদ্বীপ ছন্দোগায়ত্রী জানিবে। দ্বিজসকল 'আপো হি ষ্ঠা'দি মন্ত্রে অপ্‌ই (জল) দেবতা বলিয়া থাকেন।৫১

"দ্রুপদাদিব" মন্ত্রে রাজপুত্র গোভিল (গাধি-নন্দন বিশ্বামিত্র) ঋষি, ছন্দঃ অনুষ্টুপ, অপ্ দেবতা।৫২

সৌত্রামণি ও অবভৃথ স্নানে এই মন্ত্রের বিনিয়োগ কল্পিত হইয়াছে। "উদুত্য" এই মন্ত্রের ঋষি প্রস্কণ্ব, ছন্দোগায়ত্রী, দেবতা সূর্য্য। "চিত্রং" এই মন্ত্রের কুৎসঋষি, শক্করী ছন্দঃ, (প্রচলিত মন্ত্রে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ দেখা যায়) সূর্য্য দেবতা। সাম, যজুঃ, ঋক্ এই বেদত্রয়ের গায়ত্রী ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ও আপ্ যথাক্রমে ছন্দ ও দেবতা বলিয়া জানিবে। অঘমর্ষণ-সুক্তের অঘমর্ষণই ঋষি, ছন্দঃ অনুষ্টুপ, অপ্ দেবতা বলিয়া কথিত হইয়াছে।৫৩-৫৫

"দ্রুপদাদিব" ও অঘমর্ষণ মন্ত্র মার্জ্জনকালে ব্যবহার করিবে। স্মৃতিশাস্ত্র ও অবশিষ্ট শাস্ত্র জলসেচন ক্রিয়ায় এই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে বলিয়া বিশেষভাবে বলিয়াছেন। ঊর্দ্ধ ও অধঃ বিভাগক্রমে কর্ত্তব্য কর্ম উক্ত হইয়াছে;

পাদান্তে প্রক্ষিপেদ্ বারি পাদমধ্যে ন চ ক্ষিপেৎ।
ভূমৌ মূর্দ্ধ্নি তথাঽকাশে মূর্দ্ধ্ন্যাকাশে পুনর্ভুবি ॥৫৮
এবং বারি দ্বিজঃ সিঞ্চন্ তর্পয়েৎ সর্বদেবতাঃ।
ঋগন্তে মার্জনং কুর্য্যাৎ পাদান্তে বা সমাহিতঃ ॥৫৯
ঋগর্ধে বা প্রকুর্বীত শিষ্টানাং মতমীদৃশম্।
উদুত্যং চিত্রং দেবানামুপস্থানে নিয়োজয়েৎ ॥৬০
হংসঃ শুচিঃ যদিত্যাদি কেচিদিচ্ছন্তি সূরয়ঃ।
অব্যাকৃতমিদং হ্যাসীৎ সদেবাসুর-মানুষম্ ॥৬১
সঙ্ক্ষোভায়াসৃজদ্ ব্রহ্মা, সপ্তেমা ব্যাহৃতীঃ পুরা।
ভূর্ভুবঃ স্বর্মহর্জনস্তপঃ সত্যং তথৈব চ ॥৬২
আদ্যাস্তিস্রো মহা প্রোক্তাঃ সর্বত্রৈব নিয়োজনাৎ।
অগ্নির্বায়ুস্তথা সূর্য্যো বৃহস্পত্যাপ এব চ ॥৬৩

"আপো হি ষ্ঠা" এই মন্ত্রের অষ্টাক্ষর পদ দ্বারা সাধু দ্বিজগণ সেই কর্ত্তব্য কর্ম করিবেন।৫৬-৫৭

জলক্ষেপণ-বিধি বর্ণিত হইতেছে।

"আপো হি ষ্ঠা" প্রভৃতি পূর্বোক্ত মন্ত্রপাদ শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া ভূমিতে, মস্তকে, আকাশে, পুনর্বার মস্তকে, আকাশে, ভূমিতে জলক্ষেপণ করিবে; মন্ত্রের পাদমধ্য পঠনাবস্থায় জলক্ষেপণ করিবে না।৫৮

দ্বিজ এই প্রকার জলসেচন করিয়া সর্বদেবতার তৃপ্তি সাধন করিবে। মন্ত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে অথবা মন্ত্রের পাদ পর্য্যন্ত পাঠ সমাপ্ত হইলে সমাহিতচিত্ত হইয়া মার্জ্জন করিবে; অথবা মন্ত্রার্দ্ধপাঠ হইলে মার্জ্জন করিবে—শিষ্টদিগের এইরূপ ব্যবহারও দৃষ্ট হইতেছে। "উদুত্যং" ইত্যাদি ও "চিত্রং" ইত্যাদি মন্ত্র দেবতার উপাসনায় নিয়োজিত করিবে। 'হংসঃ শুচিঃ যদ্' ইত্যাদি মন্ত্র এই স্থলে কোনও কোনও মনীষী ইচ্ছা করিয়া থাকেন। পূর্বকালে দেবতা, অসুর ও মানুষের সহিত সমগ্র বিশ্ব অব্যক্ত ছিল। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহাই ব্যক্ত করিবার জন্য "ভূঃ" "ভুবঃ" "স্বঃ" "মহঃ" "জনঃ" "তপঃ" ও "সত্যং" এই সপ্তব্যাহৃতি সৃজন করিয়াছিলেন। "ভূঃ" "ভুবঃ" "স্বঃ" এই প্রথমোক্ত ব্যাহৃতিত্রয় সকল কর্মে প্রযুক্ত হইয়া থাকে বলিয়া মহাব্যাহৃতি-নামে কথিত হইয়াছে। অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বৃহস্পতি, অপ্, ইন্দ্রও

ইন্দ্রশ্চ বিশ্বেদেবাশ্চ দেবতাঃ সমুদাহৃতাঃ।
গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্ চ বৃহতী পঙ্‌ক্তিরেব চ ॥৬৪
ত্রিষ্টুপ্ চ জগতী চৈব ছন্দাংস্যেতান্যনুক্রমাৎ।
ভরদ্বাজঃ কশ্যপশ্চ গোতমোঽত্রিস্তথৈব চ ॥৬৫
বিশ্বামিত্রো জমদগ্নির্বশিষ্ঠশ্চর্ষয়ঃ ক্রমাৎ।
এতাভিঃ সকলং ব্যাপ্তমেতাভ্যো নাস্তি চাপরম্ ॥৬৬
সপ্তৈতে স্বর্গলোকা বৈ সত্যাদূর্দ্ধং ন বিদ্যতে।
তস্মাল্লোকাৎ পরা মুক্তিরর্বাচীনাদয়েক্ষয়া ॥৬৭
প্রাণসংযমনেষ্বেতা অভ্যস্যাঃ পূরকাদিভিঃ।
ওমাপোজ্যোতিরিত্যেতচ্ছিরঃ পশ্চাৎ প্রযুজ্যতে ॥৬৮
প্রত্যোঙ্কারসমাযুক্তো মন্ত্রোঽয়ং তৈত্তিরীয়কে।
অত্রোঙ্কারবদার্ষাদি বিদুর্ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥৬৯

বিশ্বেদেব প্রভৃতি সপ্তদেবতা যথাক্রমে ব্যাহৃতিসপ্তকের দেবতা বলিয়া কথিত আছে। গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী এই সপ্তছন্দঃ যথাক্রমে ব্যাহৃতিসপ্তকের ছন্দঃ। ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গৌতম, অত্রি, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ ব্যাহৃতি সপ্তকের ঋষি। এই সপ্তব্যাহৃতি দ্বারা সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত-এতদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নাই।৫৯ ৬৬

এই সপ্তব্যাহৃতিই স্বর্গলোক; সপ্তলোকের মধ্যে সত্যলোকই সকলের উর্দ্ধে, সত্যলোকের উর্দ্ধে আর কিছুই নাই। সেই সত্যলোক হইতেই পরা মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। অন্য লোক হইতে মুক্তি চেষ্টা দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। প্রাণবায়ু সংযত করিবার সময়ে পূরক, কুম্ভক ও রেচক প্রভৃতি প্রাণায়ামের বিধি অনুসারে এই সপ্তব্যাহৃতি অভ্যাস করিবে এবং প্রাণায়ামকালীন 'ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্' এই গায়ত্রী শির প্রয়োগ করিয়া প্রাণায়াম করিবে।৬৭-৬৮

তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই মন্ত্রের আদিতে ওঁকার উচ্চারণ করিয়া পশ্চাতেও ওঁকার যুক্ত করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ব্রহ্মবিদ্‌গণ এই মন্ত্রে ঋষি প্রভৃতির নামও ওঁকারের ন্যায় উচ্চারণ করণীয় বলিয়া জানেন।৬৯

প্রণবাদ্যন্ত-গায়ত্রী প্রাণায়ামেম্বয়ং বিধিঃ।
গায়ত্র্যাদিক-চিত্রান্তৈর্মন্ত্রৈশ্চ প্রাগুদীরিতঃ ॥৭০
উপাসীরন্ দ্বিজাস্তাবদ্ যাবন্নোদেতি ভাস্করঃ।
গবাং বালপবিত্রেণ যস্তু সন্ধ্যামুপাসতে ॥৭১
সর্বতীর্থাভিষেকং তু লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
গোবালং দর্ভসারঞ্চ খড়্‌গং কনকমেব বা ॥৭২
দর্ভ-তাম্র-তিলৈর্বাপি এতৈস্তর্পণকৃদ্ দ্বিজাঃ।
স সন্তর্প্য পিতৃন্ দেবানাত্মানং ত্রিদিবং নয়েৎ ॥৭৩
ত্রিংশৎ কোট্যস্তু বিখ্যাতা মন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ।
উদ্যন্তং তে বিবস্বন্তং বলাদিচ্ছন্তি খাদিতুম্ ॥৭৪
দিনে দিনে সহস্রাংশুরলক্ষ্যৈস্তৈরভিদ্রুতঃ।
ভানুর্হীনঃ কৃতস্তূর্ণং তদ্বশ্যত্বমিবাগতঃ ॥৭৫
অতস্তস্য চ তেষাং তু হ্যভূদ্ যুদ্ধং সুদারুণম্।
কিং ভবিষ্যতি যুদ্ধেঽস্মিন্ নিত্যভূসুরবিস্ময়ঃ ॥৭৬
অরুণস্য চ যে বাণা জ্বলন্তো যে চ ভাস্বতঃ।
বিলক্ষ্যাস্তে নিবর্তন্তে মন্দেহানামদর্শনাৎ ॥৭৭
রবেরপ্যংশবো হ্যস্মাৎ যাতায়াতা হ্যশক্তিতঃ।
অপ্রাপ্ত্যা চ শরীরাণাং স্বামিনৈব লয়ং গতাঃ ॥৭৮
হ্রেষাশব্দমকুর্বাণাঃ শফস্ফুরণবর্জিতাঃ।
স্তব্ধাঙ্গা নির্জয়াজ্জাতাঃ সূর্য্যস্যন্দনবাজিনঃ ॥৭৯
ততো দেবগণাঃ সর্বে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
যৎসন্ধ্যান্তে উপাসীত প্রক্ষিপন্তি জলং মহৎ ॥৮০
ওঁকারব্রহ্মসংযুক্তং গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রিতম্।
দহেরন্ তেন তে দৈত্যা বজ্রীভূতেন বারিণা ॥৮১
সহস্রাংশুরথে তিষ্ঠন্ যোঽধীয়ানশ্চতুঃ শ্রুতীঃ।
যাজ্ঞবল্ক্যঃ সমাপ্যৈতত্রিদশানুক্তবাংস্তথা ॥৮২
সন্ত্বে ত্বনুদিতাদিত্যে সন্ধ্যোপাস্তিকরো ভবেৎ।
উদিতে সতি যা সন্ধ্যা বালক্রীড়োপমা চ সা ॥৮৩

প্রাণায়াম করিবার সময় আদিতে এবং অন্তেতে প্রণব উচ্চারণ করত গায়ত্রী পাঠ করিবে—ইহাই প্রাণায়ামের বিধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। 'গায়ত্রী' হইতে আরম্ভ করিয়া 'চিত্রম্' এই মন্ত্র পর্য্যন্ত পূর্বে বলা হইয়াছে। সূর্য্য উদিত হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত দ্বিজগণ সন্ধ্যোপাসনা করিবে।৭০

গো-লাঙ্গুলস্পৃষ্ট পবিত্র বারি সেচন করিয়া যিনি সন্ধ্যোপাসনা করেন, তিনি সর্বতীর্থাভিষেক লাভ করেন—এই বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। গো-লাঙ্গুল, দর্ভসার, খড়্গ এবং স্বর্ণস্পৃষ্ট জল সন্ধ্যোপাসনার কার্য্যে প্রশস্ত। দর্ভ, তাম্র অথবা তিল এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা দ্বিজগণ তর্পণ করিবেন। যিনি পূর্বোক্ত দ্রব্যযোগে পিতৃলোক ও দেবলোকের তর্পণ করেন, তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।৭১-৭৩

মন্দেহানামক বিখ্যাত ত্রিশকোটি রাক্ষস আছে, সেই রাক্ষসগণ উদীয়মান সূর্য্যকে বলপূর্বক ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিল।৭৪

অদৃশ্য সেই রাক্ষসগণ প্রতিদিন সূর্য্যকে নানাভাবে পীড়িত করায় শীঘ্রই সূর্য্য তাহাদের নিকট দুর্বল হইয়া পড়িলেন এবং যেন তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। সূর্য্যকে পীড়িত করায় সূর্য্য এবং রাক্ষসদিগের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই মহাযুদ্ধে কি ফল হইবে, তাহা ভাবিয়া নিত্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের বিস্ময় জন্মিতে লাগিল।৭৫-৭৬

সূর্য্যের তেজস্কর উজ্জ্বল বাণসমূহ মন্দেহানামক রাক্ষসদিগকে দেখিতে না পাইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ফিরিয়া আসিল। সূর্য্যের কিরণমালা সূর্য্য হইতে পুনঃ পুনঃ গমন করিয়া স্বীয় শক্তিহীনতাবশতঃ রাক্ষসদিগের শরীর লাভ করিতে না পারিয়া স্বকীয় প্রভু সূর্য্যেতেই লয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সূর্য্য যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় সূর্য্যের যুদ্ধাশ্ব সমূহ হ্রেষা শব্দকরণে বিরত হইল, খুরচালনে নিবৃত্ত হইয়া স্তব্ধাঙ্গ হইয়া পড়িল।৭৭-৭৯

(সূর্য্যের এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া) তৎপর দেবগণ ও তপোনিরত ঋষিগণ যে সন্ধ্যোপাসনা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে পবিত্র জল নিঃক্ষেপ করিলেন। ওঁকার-ব্রহ্মসংযুক্তা গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া বজ্রসদৃশ বারি ক্ষেপণ করত সেই দৈত্যদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।৮০-৮১

সন্ধ্যা যেন ন বিজ্ঞাতা জ্ঞাত্বা নৈব হ্যুপাসিতা।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমহাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥৮৪
মান্ত্রং পার্থিবমাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব চ।
বারুণং মানসঞ্চেতি সপ্ত স্নানান্যনুক্রমাৎ ॥৮৫
শন্ন আপস্তু বৈ মান্ত্রং মৃদালম্ভং তু পার্থিবম্।
ভস্মনা স্নানমাগ্নেয়ং গোরেণুনানিলং স্মৃতম্ ॥৮৬
আতপে সতি যা বৃষ্টির্দিব্যস্নানং তদুচ্যতে।
বহির্নদ্যাদিকে স্নানং বারুণং প্রোচ্যতে বুধঃ ॥৮৭
যদ্ধ্যানং মনসা বিষ্ণোর্মানসং তৎপ্রকীর্তিতম্।
অসামর্থ্যেন কায়স্য কালশক্ত্যাদ্যপেক্ষয়া ॥৮৮
তুল্যফলানি সর্বাণি স্যুরিত্যাহ পরাশরঃ।
স্নানানাং মানসং স্নানং মন্বাদ্যৈঃ পরমং স্মৃতম্ ॥৮৯
কৃতেন যেন মুচ্যন্তে গৃহস্থা অপি তু দ্বিজাঃ।
দিব্যাদীনাং ত্রয়াণাং তু স্নানানামৌষসং পরম্ ॥৯০
সদ্যঃ পাপহরং প্রাহুঃ প্রাজাপত্যব্রতাধিকম্।
উষস্যুষসি যৎস্নানং ক্রিয়তেঽনুদিতে রবৌ ॥৯১
প্রাজাপত্যেন তত্তুল্যং মহাপাতকনাশনম্।
প্রাতরুত্থায় যো বিপ্রঃ প্রাতঃস্নায়ী সদা ভবেৎ ॥৯২
সর্বপাপবিনির্মুক্তঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।
অস্নাতো নাচরেৎ কর্ম জপহোমাদি কিঞ্চন ॥৯৩
ক্লিদ্যন্তে চ সুগুপ্তানি ইন্দ্রিয়াণি ক্ষরন্তি চ।
অঙ্গানি সমতাং যান্তি উত্তমান্যধমৈঃ সহ ॥৯৪
অত্যন্তমলিনঃ কায়ো নবচ্ছিদ্রসমন্বিতঃ।
স্রবত্যেষ দিবারাত্রৌ প্রাতঃস্নানেন শুধ্যতি ॥৯৫

সূর্য্য রথে থাকিয়া যে চতুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্যঋষি তাহারই সমাপ্তির জন্য দেবতাগণের নিকট সেই প্রকার বলিতে লাগিলেন।৮২

দ্বিজগণ আদিত্য উদিত হওয়ার পূর্বে সন্ধ্যোপাসনায় প্রবৃত্ত হইবেন। আদিত্য উদিত হওয়ার পরে যে সন্ধ্যোপাসনা করা হয়, তাহা বালকগণের ক্রীড়া তুল্য হইয়া থাকে।৮৩

যে দ্বিজ সন্ধ্যা জানে না অথবা জানিয়াও সন্ধ্যা করে না, সে জীবিত অবস্থায় সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৮৪

মান্ত্র, পার্থিব, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ (জল) ও মানস যথাক্রমে এই সপ্তপ্রকার স্নান উক্ত হইয়াছে।৮৫

"শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ" এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক স্নান করাকে মান্ত্র স্নান বলে; মৃত্তিকা দ্বারা দেহমার্জ্জন করা হইলে ঐ স্নান পার্থিব স্নাননামে অভিহিত হয়; ভস্মদ্বারা দেহমার্জন করা হইলে উহাকে আগ্নেয় স্নান বলে; গো-ক্ষুরোত্থিত ধূলি স্পর্শ হইলে উহা বায়ব্য স্নান নামে কথিত হয়; রৌদ্র থাকা সত্ত্বেও যদি বৃষ্টি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ বৃষ্টিতে স্নান করাকে দিব্য স্নান বলিয়া জানিবে; নদী প্রভৃতি জলাশয়ে অবগাহন স্নানকে পণ্ডিতগণ বারুণ স্নান বলিয়া থাকেন, মনে মনে বিষ্ণুর চিন্তা করাই মানস স্নানরূপে কীর্ত্তিত হয়। শারীরক সামর্থ্যের অভাব হইলে কাল এবং শক্তির প্রতি বিবেচনা করিয়া পূর্বোক্ত স্নান-মধ্যে যে কোনও প্রকার স্নানই করা হউক না কেন সকলপ্রকার স্নানেরই ফল সমান হইবে—ইহা মহামুনি পরাশর বলিয়াছেন। মনু প্রভৃতি ঋষিগণ মানস স্নানকেই সমস্ত স্নানের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্নান বলিয়াছেন।৮৬-৮৯

যে স্নান দ্বারা গৃহস্থগণ এবং দ্বিজগণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, সেই দিব্য, বারুণ ও মানস এই ত্রিবিধ স্নান ঊষাকালে প্রশস্ত; কেননা দিব্যাদি ত্রিবিধ স্নান সদ্যঃ পাপহরণ করিয়া থাকে; ইহা প্রাজাপত্য ব্রত অপেক্ষাও অধিক গুণে শ্রেষ্ঠ। প্রতিদিন ঊষাকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্বে যে স্নান করা হয়, তাহা মহাপাতকনাশক প্রজাপত্য ব্রততুল্য। যে ব্রাহ্মণ সর্বদা প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া প্রাতঃস্নায়ী হ'ন, তিনি সর্বপাপমুক্ত হইয়া পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্নান না করিয়া জপ, হোম প্রভৃতি কোনও কর্মের অনুষ্ঠান করিবে না।৮৫-৯৩

(স্নানের উপযোগিতা কি, এই প্রশ্নের উত্তরে তাহা বলিতেছেন)—সুগুপ্ত ইন্দ্রিয়সমূহ নিত্য ক্লিন্নও ক্ষরিত হইতেছে। নিত্য ক্ষরণশীল অধম ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত উত্তম অঙ্গ সমূহও সমতা প্রাপ্ত হইয়া যায়।৯৪

উষঃস্নানং প্রশংসন্তি সর্বে চ পিতরোঽমরাঃ।
দৃষ্টাদৃষ্টকরং পুণ্যং শংসন্তি পিতরো (ঋষয়ো)
ঽপি হি ॥৯৬
প্রাতঃস্নায়ী হি যো বিপ্রঃ সোঽর্হঃ স্যাৎ সর্বকর্মসু।
তৎকৃতং কর্ম যৎকিঞ্চিত্তৎসর্বং স্যাদ্ যথার্থবৎ ॥৯৭
অবিদ্বান্ স্নানকালে তু যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনম্।
পাপীয়ান্ রৌরবং যাতি পিতৃশাপহতো ধ্রুবম্ ॥৯৮
যচ্চ শ্মশ্রুষু কেশেষু যজ্জলং দেহলোমসু।
হস্তাভ্যাং ন তু বস্ত্রেণ জলং বিদ্বান্ হি মার্জয়েৎ ॥৯৯
মার্জিতে পিতরঃ সর্বে সর্বা অপি চ দেবতাঃ।
তথা সর্বে মনুষ্যাশ্চ ত্যজেরন্ নিয়তং দ্বিজম্ ॥১০০
স্নাতৃসঞ্চিন্তিতং সর্বে তীর্থং পিতৃদিবৌকসঃ।
ততো নদ্যাদ্যসৌ গচ্ছন্নিরাশাস্তে শপন্তি হি ॥১০১
যে তু স্নানার্থিনস্তীর্থং সঞ্চিন্তয়ন্তি জলাশ্রয়াৎ।
তদ্দেহমুপতিষ্ঠন্তি তৃপ্ত্যৈ পিতৃদিবৌকসঃ ॥১০২
অতো ন চিন্তয়েত্তীর্থং ব্রজেদেব ত্বচিন্তিতম্।
দেবখাত-নদীস্রোতঃ সরসস্তু স্নানমাচরেৎ ॥১০৩
স্নানং নদ্যাদিবন্ধেষু সদ্ভিঃ কার্য্যং সদম্বুষু।
কৃত্রিমং তোয়কূপস্থং তোয়ং তত্র ত্বকৃত্রিমম্ ॥১০৪
ন তীর্থে স্ত্র্যাকুলে স্নায়াদসজ্জনসমাবৃতো।
দর্ভহীনোঽন্যচিত্তস্তু ন নগ্নো ন শিরো বিনা ॥১০৫
কদাচিদ্ বিদুষা মিথ্যা ন স্নাতব্যং পরাম্ভসা।
অম্ভকৃদ্দুষ্কৃতাংশেন স্নানকর্তাপি লিপ্যতে ॥১০৬
পঞ্চ বা সপ্ত বা পিণ্ডান্ স্নায়াদুদ্ধৃত্য তত্র তু।
বৃথাস্নানাদিকানীহ বিশেষেণ বিবর্জয়েৎ ॥১০৭
বৃথা চোষ্ণোদকে স্নানং বৃথা জপ্যমবৈদিকম্।
বৃথা চাশ্রোত্রিয়ে দানং বৃথা ভুক্তমসাক্ষিকম্ ॥১০৮

নবছিদ্রবিশিষ্ট শরীর অত্যন্ত মলিন। এই শরীর হইতে দিবারাত্র মলের ক্ষরণ হইতেছে। প্রাতঃকালে স্নান দ্বারা তাহার শুদ্ধি করিবে।৯৫

ঊষাকালীন স্নানের বহু প্রশংসা দেবগণ ও পিতৃলোকগণ হইতে শুনা যায়। দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট বিষয়ে পিতৃলোকগণ ও ঋষিগণ প্রশংসা করিয়া থাকেন।৯৬

যে ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে স্নান করেন, তিনি সর্ববিধ কর্মে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হ'ন; তাহার কৃত কিঞ্চিন্মাত্র যে কর্ম্ম, তৎসমস্তই যথার্থ কর্মের ন্যায় হইয়া থাকে।৯৭

স্নানকালে যে অবিদ্বান্ ব্যক্তি দন্তধাবন করে, সেই পাপীয়ান্ ব্যক্তি পিতৃলোকের অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া রৌরব নামক নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকে—ইহা সুনিশ্চিত। শ্মশ্রু, কেশ, ও দেহস্থ লোমরাশিতে যে জল থাকে, বিদ্বান্ ব্যক্তি তাহা হস্তযুগল দ্বারা মার্জ্জন করিবে, বস্ত্র দ্বারা কখনও করিবে না; যদি বস্ত্র দ্বারা মার্জ্জন করে, তাহা হইলে পিতৃগণ, দেবগণ ও মনুষ্যগণ তাহাকে নিয়ত পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।৯৮-১০০

ঐ ব্যক্তি নদ্যাদিতে স্নানার্থ গমন করিলে স্নাতার সঞ্চিন্তিত তীর্থে সমস্ত পিতৃলোক ও দেবলোক আগমন করত নিরাশ হইয়া অভিশাপ প্রদান করিয়া থাকেন। যে সকল স্নানার্থী জল আশ্রয় করিয়া তীর্থচিন্তা করে, পিতৃলোক ও দেবলোকগণ তৃপ্তিলাভের জন্য তাহাদের দেহে উপস্থান (অবস্থান ?) করিয়া থাকেন।১০১-১০২

এইহেতু স্নান করিবার সময়ে তীর্থচিন্তা করিবে না, অচিন্তিতভাবেই স্নানার্থ গমন করিবে। দেবনামচিহ্নিত জলক্ষেত্রে, নদীতে, স্রোতোজলে ও সরোবরে স্নানানুষ্ঠান করিবে।১০৩

নদী, দীর্ঘিকা এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট জলে সজ্জনগণ স্নান করিবে। কূপস্থ কৃত্রিম জল প্রাপ্ত হইয়া সেই জলে স্নান করিবে না। আর যদি সেই জল অকৃত্রিম হয়, তাহা হইলে সেই জলে স্নান করিবে।১০৪

স্ত্রীলোক ও অসজ্জন-পরিবৃত তীর্থে স্নান করিবে না। কুশহীন ও অন্যচিত্ত হইয়া এবং নগ্ন অবস্থায় স্নান করিবে না; অশিরস্ক স্নান করিবে না অর্থাৎ শিরোমজ্জনপূর্বক স্নান করিবে।১০৫

বিদ্বান্ ব্যক্তি পরের জল দ্বারা (অন্যস্বামিক জলাশয়ে) কখনও স্নান করিবে না; যদি করে, তাহা হইলে উহা যথার্থ স্নান হইবে না। তাহার কারণ এই

মাসে নভসি ন স্নায়াৎ কদাচিন্নিম্নগাসু চ।
রজস্বলা ভবন্ত্যেতা বর্জয়িত্বা সমুদ্রগাঃ ॥১০৯
নাপো মূত্র-পুরীষাভ্যাং নাগ্নির্দহতি কর্মণা।
ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেণ ন বিপ্রোঽবেদকর্মণা ॥১১০
ন স্নায়াৎ ক্ষোভিতাস্বপ্সু স্বয়ং ন ক্ষোভয়েচ্চ তাঃ।
নির্গতাসু চ তীর্থাচ্চ পতন্তীম্বাহতাসু চ ॥১১১
রবি-সংক্রান্তিবারেষু গ্রহণেষু শশিক্ষয়ে।
ব্রতেষু চৈব ষষ্ঠীষু ন স্নায়াদুষ্ণবারিণা ॥১১২
ন স্নায়াচ্ছূদ্রহস্তেন নৈকহস্তেন বা তথা।
উদ্ধৃতাভিরপি স্নায়াদাহৃতাভির্দ্বিজাতিভিঃ ॥১১৩
স্বভাবাভিরনুষ্ণাভিঃ সহসাভিস্তথা দ্বিজাঃ।
নবাভিনির্দশাহাভিরসংস্পৃষ্টাভিরন্ত্যজৈঃ ॥১১৪
যঃ স্নানমাচরেন্নিত্যং তং প্রশংসন্তি দেবতাঃ।
তস্মাদ্ বহুগুণং স্নানং সদা কার্য্যং দ্বিজাতিভিঃ ॥১১৫
উৎসাহাপ্যায়নং স্বান্ত-প্রশান্তি-শক্তি-বৃদ্ধিদম্।
কীর্তি-কান্তি-বপুঃ-পুষ্টি-সৌভ্যাগ্যায়ুঃপ্রবর্ধনম্ ॥১১৬
স্বর্গ্যঞ্চ দশভির্যুক্তং গুণৈঃ স্নানং প্রশস্যতে।
সূর্য্যাদিদিনবারোক্তং তৈলাভ্যঞ্জনপূর্বকম্ ॥১১৭
হৃত্তাপ-কীর্তি-মরণ-সুত (লক্ষ্মী)-স্থানাপ্তি-মৃত্যবঃ।
আয়ুশ্চার্কাদিবারেষু তৈলাভ্যঙ্গে ফলং ক্রমাৎ ॥১১৮

যে, জলাশয়কারীর দুষ্কার্য্যের ফল স্নানকর্ত্তাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে।১০৬

সেই জলাশয় হইতে পাঁচ বা সাতটি মৃৎপিণ্ড উত্তোলন করিয়া তৎপরে স্নান করিবে। এইরূপ স্নানে বৃথা স্নান অবশ্যই বর্জ্জন করিবে।১০৭

উষ্ণোদকে স্নান করিলে উহা বৃথা স্নান হইবে। বৈদিক মন্ত্র ভিন্ন অন্য মন্ত্রজপ বৃথা; শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণকে দান বৃথা, অসাক্ষিক ভোজন বৃথা। দেবতা উদ্দেশ্যে ভোজনীয় দ্রব্য নিবেদন করা শাস্ত্রবিধি, তাহা না হইলে ভোজ্যদ্রব্যে সাক্ষীর অভাব স্বভাবতঃই ঘটিয়া থাকে।১০৮

সমুদ্রগামিনী ভিন্ন অন্য কোনও স্রোতস্বিনীতে শ্রাবণমাসে স্নান করিবে না; কেননা শ্রাবণমাসে ঐ সমস্ত স্রোতস্বিনী রজস্বলা হইয়া থাকে।১০৯

মলমূত্র দ্বারা স্রোতস্বিনীর জল অপবিত্র হয় না; দাহ-নিরোধক মণিসংযুক্ত হইয়া অগ্নি ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা সাময়িকভাবে দগ্ধ করে না; পরপুরুষসংসর্গে স্ত্রীলোকের পবিত্রতা-হানি হয় না। (এই কথাটি এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে যে স্বেচ্ছায় কোনও স্ত্রী যদি একবারমাত্র ব্যাভিচারিণী হয় অথবা বলপূর্বক কোনও পাষণ্ড যদি তাহার উপর অত্যাচার করে, তাহা হইলে ঐ স্ত্রী চিরদিনের জন্য অপবিত্রা থাকিবে না, সাময়িক পবিত্রতার হানি হওয়ায় শাস্ত্রানুমোদিত প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া পবিত্রতা আনয়ন করিবে)। বেদবিহিত কর্ম্মভিন্ন অন্য কর্ম্ম করিয়াও ব্রাহ্মণ অপবিত্র হইবে না।১১০

উত্তালতরঙ্গায়িত জলে স্নান করিবে না; জলে উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টিও করিবে না। তীর্থক্ষেত্র হইতে নির্গত, উচ্চস্থান হইতে নিপতিত ও অন্যস্থানে আঘাত প্রাপ্ত জলে স্নান করিবে না।১১১

রবিবারে সংক্রান্তিদিনে গ্রহণকালে কৃষ্ণপক্ষে ব্রতাচরণে ও ষষ্ঠীতিথিতে উষ্ণজল দ্বারা স্নান করিবে না।১১২

দ্বিজাতি-সংগৃহীত উদ্ধৃত জল দ্বারা বরং স্নান করিবে, তথাপি শূদ্রহস্তস্থ জল দ্বারা বা একহস্তস্থ জল দ্বারা স্নান করিবে না।১১৩

দ্বিজ স্বভাবতঃ শীতল, সহসা আনীত, দশদিন গত হয় নাই—এইরূপ জল, নূতন ও অন্ত্যজজাতি কর্তৃক অসংস্পৃষ্ট জল দ্বারা স্নান করিবে। যে নিত্য স্নান করে; দেবতাগণ তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। সেইহেতু দ্বিজগণ সদা বহুগুণজ্ঞাপক স্নান করিবে। উৎসাহ, আপ্যায়ন, চিত্তপ্রশান্তি, শক্তি এবং বুদ্ধি-প্রদায়ক, কীর্ত্তি, কান্তি, শরীরপুষ্টি, সৌভাগ্য এবং আয়ু প্রবর্দ্ধক—এই দশগুণযুক্ত স্বর্গলাভজনক স্নান প্রশস্ত। তৈলাভ্যঞ্জন পূর্বক রবি আদি বারে স্নান করিলে ঐ স্নানের ফল কিরূপ হইবে তাহা ক্রমশঃ বলা হইতেছে। রবিবারে হৃৎতাপ, সোমবারে কীর্ত্তি, মঙ্গলবারে মরণ, বুধবারে সুত, বৃহস্পতিবারে স্থান, শুক্রবারে মৃত্যু ও শনিবারে আয়ুঃলাভ হইয়া

জলাবগাহনং নিত্যং স্নানং সর্বেষু বর্ণিষু।
শক্তেরহরহঃ কার্য্যং তস্যাথ বিধিরুচ্যতে ॥১১৯
গোশকৃন্মৃৎ-কুশাংশ্চৈব পুষ্পাণি পত্রিকাং তথা।
স্নানার্থী প্রযতো নিত্যং স্নানকালে সমাহরেৎ ॥১২০
স্বমনোঽভিমতং তীর্থং গত্বা প্রক্ষাল্য পাদয়োঃ।
হস্তৌ চাচম্য বিধিবচ্ছিখাং বদ্ধৈকচেতসা ॥১২১
মৃদম্ভিঃ স্বগাত্রাণি ক্রমাৎ প্রক্ষালয়েদ্ যথা।
পাদৌ জঙ্ঘে কটিঞ্চৈব ক্রমাৎ প্রাণং
জলৈস্ত্রিভিঃ ॥১২২
প্রক্ষাল্য হস্তাবাচম্য নমস্কৃত্য চ তজ্জলম্।
গুহ্যোপগুহ্যমিত্যেতদ্ যজুষা প্রযতাঞ্জলিঃ ॥১২৩
উরুং হীতি চ মন্ত্রেণ কুর্য্যাদাপোঽভিমন্ত্রিতাঃ।
বিধিজ্ঞাঃ কবয়ঃ কেচিন্ মন্ত্রতত্ত্বার্থবেদিনঃ ॥১২৪
যত্র স্থানে তু যত্তীর্থং নদী পুণ্যতরা তথা।
তাং ধ্যায়েন্ মনসা নিত্যমন্যতীর্থং ন চিন্তয়েৎ ॥১২৫

গঙ্গাদিপুণ্যতীর্থানি কৃত্রিমাদিষু সংস্মরেৎ।
তাং ধ্যায়ন্ মনসা বাপি অন্যতীর্থং ন চিন্তয়েৎ ॥১২৬
মহাব্যাহৃতিভিঃ পশ্চাদাচমেৎ প্রযতোঽপি সন্।
উদুত্তমমিতি হ্যপ্সু মন্ত্রেণ প্রাঙ্মুখো বিশেৎ ॥১২৭
যেঽগ্নয়ো দিবি চেত্যেতৎ কুর্য্যাদালম্ভনং ততঃ।
সূর্য্যং পশ্যন্ জলং মুক্ত্বা সমুত্তীর্য্য ততঃ স্থলম্ ॥১২৮
আচম্যাথ হরেন্মৃৎস্নাং তথা কায়ং সমালভেৎ।
অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে ॥১২৯
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া পূর্বসঞ্চিতম্।
মৃত্তিকাহরণে মন্ত্রমিতি বাসিষ্ঠজোঽব্রবীৎ ॥
সমালভেত্ত্রিভির্মন্ত্রৈরিদং বিষ্ণ্বাদিভির্দ্বিজঃ ॥১৩০
শিরশ্চাংসাবুরশ্চোরূ পাদৌ জঙ্ঘে ক্রমেণ তু।
ভাস্করাভিমুখো মজ্জেদাপো হ্যস্মানিতি ত্রিভিঃ ॥১৩১
উন্মৃজ্য সর্বগাত্রাণি নিমজ্জেচ্চ পুনঃ পুনঃ।
উত্তীর্য্যাচম্য গাত্রাণি গোময়েনাথ লেপয়েৎ ॥১৩২

থাকে। ব্রাহ্মণাদিসকল বর্ণই প্রতিদিন জলে অবগাহন করিয়া স্নান করিবে। সমর্থ ব্যক্তি অবশ্যই প্রত্যহ স্নান করিবে—সে সম্বন্ধে বিধি বলা হইতেছে। স্নানার্থী সংযতচিত্ত হইয়া প্রত্যহ স্নানকালে গোবর, মৃত্তিকা, কুশ, পুষ্প ও পত্র সংগ্রহ করিবেন।১১৯-২০

স্বীয় মনের অভিপ্রায়ানুরূপ তীর্থে গমন করিয়া হস্ত ও পাদদ্বয় প্রক্ষালনপূর্বক আচমন করত একান্তচিত্তে যথাশাস্ত্র শিখাবন্ধন করিয়া মৃত্তিকামিশ্রিত জল দ্বারা যথাক্রমে তিনবার স্বীয় গাত্র প্রক্ষালন করিবে। পাদদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, কটিদেশ, নাসিকা ও হস্তদ্বয় প্রক্ষালনপূর্বক আচমনান্তর সেই জলকে নমস্কার করিয়া "গুহ্যোপগুহ্য" এই মন্ত্র দ্বারা প্রযতাঞ্জলি হইয়া বিধিজ্ঞ, পণ্ডিত ও মন্ত্রতত্ত্বার্থবেদিগণ "উরুং হি" এই মন্ত্র দ্বারা জল অভিমন্ত্রিত করিবে।১২১-২৪

যেস্থানে যে তীর্থ ও যেই পুণ্যতরা নদী আছে, সেইস্থানে সেই তীর্থ ও সেই নদীকে মনে মনে নিত্য ধ্যান করিবে, সেখানে অন্য তীর্থের কথা চিন্তাও করিবে না।১২৫

পুণ্যতীর্থেতর কৃত্রিম স্থানে গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থ স্মরণ করিবে। (অন্ততঃ পক্ষে) মনে মনেও গঙ্গা স্মরণ করিবে; কিন্তু অন্যতীর্থ চিন্তা করিবে না।১২৬

(প্রথমে) সংযতচিত্ত হইয়া পরে মহাব্যাহৃতি মন্ত্রপাঠপূর্বক আচমন করিয়া "উদুত্তমং" এই মন্ত্র উচ্চারণ করত জলমধ্যে পূর্বমুখ হইয়া উপবেশন করিবে।১২৭

তৎপর "যেঽগ্নয়ো দিবি চ" এই বলিয়া আলম্ভন করিবে; তৎপর জল ত্যাগ করিয়া স্থলে উত্থান করত সূর্য্যদর্শন করিয়া আচমনানন্তর উত্তম মৃত্তিকা আহরণান্তে শরীরে লেপন করিবে। "অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে। মৃত্তিকে হর মে পাপাপং যন্ময়া পূর্বসঞ্চিতম্"—মৃত্তিকা আহরণে মহামুনি পরাশর এই মন্ত্রটি বলিয়াছেন। দ্বিজ "বিষ্ণু" আদি মন্ত্রত্রয় উচ্চারণ করিয়া দেহে লেপন করিবে।১২৮-৩০

সূর্য্যাভিমুখ হইয়া "আপোহস্মান্" এই মন্ত্রত্রয় পাঠ করিয়া ক্রমে ক্রমে মস্তক, স্কন্ধদ্বয়, বক্ষঃ, উরুদ্বয়, পাদদ্বয় ও জঙ্ঘাদ্বয় নিমজ্জিত করিবে।১৩১

সর্বশরীর নিমজ্জিত করিয়া বার বার নিমজ্জিত

মানস্তোক ইতি হ্যক্ত্বা প্রাগ্বদঙ্গক্রমেণ তু।
ইমং মে বরুণ ত্বন্নঃ, সত্যং নয় উদুত্যমম্ ॥১৩৩
মুঞ্চ ত্ববভৃথেত্যেতৈরাত্মানমভিষেচয়েৎ।
নিমজ্জ্যাচম্য চাত্মানং দর্ভৈর্ম ন্ত্রৈশ্চ পাবয়েৎ ॥১৩৪
সর্বপাপাপনোদার্থং প্রাগ্বদঙ্গক্রমেণ তু।
আপো হি ষ্ঠাদিকৈর্মন্ত্রৈস্ত্রিভিরন্যৈশ্চ পাবয়েৎ ॥১২৫
হবিষ্মতীরিমা আপ ইদমাপস্তথৈব চ
দেবীরাপ ইতি দ্বাভ্যামাপো দেবীরিতি ত্র্যৃচা ॥১৩৬
সংস্মৃত্য দ্রুপদাং দেবীং শন্নো দেবীরপাং রসম্।
প্রত্যঙ্গং মন্ত্রনবকমাপো দেবী পুনন্তু মাম্ ॥১৩৭
চিৎপতিং মাং পুনাত্বেতন্মন্ত্রেণাপি চ পাবয়েৎ।
হিরণ্যবর্ণা ইতি চ পাবমান্যস্তথাপরম্ ॥১৩৮
তরৎসমন্দী ধাবতি পবিত্রাণ্যপি শক্তিতঃ।
স্নানকর্মাত্মকৈর্ম ন্ত্রৈরন্যৈরপ্যম্বুদৈবতৈঃ ॥১৩৯
প্লাব্যাত্মানং নিমজ্জ্যাথ আচান্তস্তন্যদাচরেৎ।
কাল-কায়-প্রদেশানাং তথা চৈবোদকস্য চ ॥১৪০
প্রাকৃত্যে সতি চৈবায়ং বিধিরন্যো বিপর্য্যয়ে।
সোঙ্কারাং চৈব গায়ত্রীং মাহাব্যাহৃতিভিঃ সহ ॥১৪১
ত্রি-ষণ্নবৈকধাবর্ত্য স্নায়াদ্ বিদ্বানপি দ্বিজঃ।
ছন্দো-মুন্যমরৈর্যুক্তং স্বশাখাস্বরসংযুতম্ ॥১৪২
আবর্ত্য প্রণবং স্নায়াচ্ছতমর্ধশতং দশ।
চিদ্রূপং পরমং জ্যোতির্নিরালম্বমনাময়ম্ ॥১৪৩
অব্যক্তমব্যয়ং শান্তং স্নায়াদ্ বাপি হরিং স্মরন্।
গায়ত্রীবারিসংস্নাতঃ প্রণবৈর্নির্মলীকৃতঃ ॥১৪৪

হইবে। অনন্তর জল হইতে উত্থিত হইয়া আচমন পূর্বক গোময় দ্বারা সর্বাঙ্গ লেপন করিবে।১৩২

"মানস্তোকে" "ইমং মে বরুণং"; "ত্বন্নঃ", "সত্যং নয়", "উদুত্যমং", "মুঞ্চন্ত্ববভৃথ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্বোক্ত অঙ্গক্রমে নিজকে অভিষিঞ্চিত করিবে। পুনরায় নিমজ্জিত হইয়া আচমন করত কুশ ও পূর্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা নিজকে পবিত্র করিবে।১৩৩-৩৪

সমস্ত পাপ অপনোদনের জন্য পূর্বোক্ত অঙ্গক্রমে "আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় উচ্চারণ করিয়া এবং নিম্নোক্ত অন্যবিধি মন্ত্র দ্বারা নিজকে পবিত্র করিবে।১৩৫

"হবিষ্মতীরিমা আপ ইদমাপস্তথৈব চ", "দেবীরাপ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে ও "আপোদেবীঃ" এই মন্ত্রে "দ্রুপদাং দেবীং", "শন্নোদেবীরপাং রসম" "আপো দেবী পুনন্তু মাম্" এই মন্ত্র নয়টি সম্যক্ স্মরণ করিয়া প্রত্যঙ্গ পবিত্র করিবে।১৩৬-৩৭

"চিৎপতিং মাং পুনাতু" এই মন্ত্র দ্বারাও পবিত্র করিবে। "হিরণ্যবর্ণা" এই মন্ত্র এবং "পাবমান্য" মন্ত্র পাঠ করিবে। 'তরৎসমন্দী' ইত্যাদি পাবনমন্ত্রও যথাশক্তি পাঠ করিবে। স্নানকর্ম্মাত্মক মন্ত্রে ও অম্বুদানাত্মক ব্রতে নিজকে প্লাবিত করিয়া আচমন পূর্বক অন্য কার্য্য করিবে। কাল, শরীর, প্রদেশ ও জল যদি যথার্থ অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে এই বিধি অনুসারে আচরণ করিবে। ইহার অন্যথা হইলে অন্যবিধ আচরণ করিবে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও ওঁকার এবং মহাব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া তিনবার, ছয়বার, নয়বার, বা একবার আবর্ত্তন করিয়া স্নান করিবে। (এই গায়ত্রী উচ্চারণে) ছন্দঃ, ঋষি দেবতা ও স্বশাখোক্ত স্বর যোজনা করিবে।১৩৮-৪২

শতবার, অর্দ্ধশতবার বা দশবার প্রণব উচ্চারণ করিয়া স্নান করিবে, অথবা চিদ্রূপ, পরমজ্যোতিঃ, নিরালম্ব, অনাময়, অব্যক্ত, অব্যয় ও শান্ত হরিকে স্মরণ করিয়া স্নান করিবে। প্রণবমন্ত্রে নির্ম্মলীকৃত গায়ত্রী-মন্ত্রপুটিত বারি দ্বারা কৃতস্নানব্যক্তি বিষ্ণুস্মরণ মাত্রে পবিত্র হইয়া সকল কর্ম্মে যোগ্য হইয়া থাকে। যিনি বেদ ও বেদার্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি সর্ববারিতে স্নাত বলিয়া জানিবে।১৪৩-৪৫

অপবিত্র ব্যক্তি স্বীয় অন্তঃকরণ পবিত্র করিবে, যেহেতু অন্তঃকরণ পবিত্র হইলেই পূর্ণ পবিত্রতা আসে। মানসস্নান মন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন করিবে, তাহাতে গোময়, মৃত্তিকা বা জলের আবশ্যকতা নাই। যদি গোময় মৃত্তিকা বা জলের দ্বারাই কেবল শুদ্ধি হইত, তাহা হইলে গো, খর ও মৎস্য ইহারাও স্নানের ফল প্রাপ্ত হইত।

বিষ্ণুস্মরণসংশুদ্ধো যোগ্যং সর্বেষু কর্মসু ।
যোঽধীত বেদ-বেদার্থান্ স স্নাতঃ সর্ববারিষু ॥১৪৫
শুধ্যেদশুচিনঃ স্বান্তস্তচ্ছুদ্ধস্তু শুচির্যতঃ ।
মন্ত্রৈশ্চ মনসা স্নানং ন গোময়-মৃদম্বুভিঃ ॥১৪৬
তৈশ্চেদ্ গো-খর-মৎস্যাশ্চ স্নানস্য ফলমাপ্নুয়ুঃ ।
ভাবপূতঃ পবিত্রঃ স্যান্মন্ত্রপূতস্তথা নরঃ ॥১৩৭
উভয়েন পবিত্রস্তু নিত্যস্নায়ী শুচির্নরঃ ।
বিধিদৃষ্টং তু যৎ কর্ম করোত্যবিধিনা তু যঃ ॥১৪৮
ন কিঞ্চিৎ ফলমাপ্নোতি ক্লেশমাত্রং হি তস্য তৎ ।
উৎপদ্যন্তে জলে মৎস্যা বিপদ্যন্তে তু তত্র চ ॥১৪৯
তিষ্ঠন্তোঽপি চ তে স্নানফলং নৈবাপ্নুয়ুর্যতঃ ।
বিধিহীনং ভাবদুষ্টং কৃতমশ্রদ্ধয়াপি চ ।
তদ্ধরন্ত্যসুরাস্তস্য মূঢ়ত্বাদকৃতাত্মনঃ ॥১৫০
শ্রদ্ধা-বিধিসমাযুক্তং যৎ কর্ম ক্রিয়তে নৃভিঃ ।
শুচিভিরেকচিত্তৈশ্চ তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥১৫১

উদাত্তমনুদাত্তঞ্চ স্বরিতং প্লুতমেব চ ।
দ্রুতঞ্চ স্বরিতোদাত্তং স্বরং বিদ্যাত্তথা প্লুতম্ ॥১৫২
স্বরান্তং ব্যঞ্জনান্তঞ্চ বিসর্গান্তং তথৈব চ ।
সানুস্বারং পৃথক্তুঞ্চ জ্ঞাতব্যমপরঞ্চ যৎ ॥১৫৩
বৃত্রং শতক্রতুর্হন্তি বজ্রেণ শতপর্বণা ।
যথা তথা প্রবক্তারং মন্ত্রো হীনঃ স্বরাদিভিঃ ॥১৫৪
স্বরতো বর্ণতঃ সম্যক্ সন্ধ্যা-ধ্যান-জপাদিষু ।
সর্বে মন্ত্রাঃ প্রযোক্তব্যা হীনাঃ স্যুরফলা নৃণাম্ ॥১৫৫
নাভেরধস্তাদঙ্গানি ক্ষালয়িত্বা মৃদম্ভসা ।
উপরিষ্টাৎ সিক্তবস্ত্রো মন্ত্রৈঃ প্রোক্ষ্য শুচির্ভবেৎ ॥১৫৬
চতুরশ্চতুরস্ত্বঙ্ঘ্র্যোর্দ্বে দ্বৌ চ জঙ্ঘ্যোস্তথা ।
দ্বৌ দ্বৌ চ জানুনোর্নস্য উর্বোঃ পঞ্চ চ পঞ্চ চ ॥১৫৭
দ্বাবপ্যেবং তথা গুহ্যে দশ দশোদর-বক্ষসোঃ ।
দ্বৌ দ্বৌ গলে চ বাহ্বোশ্চ দ্বৌ দ্বাবংস-মুখেষু চ॥১৫৮

মানুষ ভাবপূত এবং মন্ত্রপূত হইয়া পবিত্র হইয়া থাকে ।১৪৬-৪৭

ভাব এবং মন্ত্র দ্বারা পবিত্র হইয়া শুচি নর নিত্য-স্নায়ী হইবে। যে ব্যক্তি বিধিবোধিত কর্ম্ম বিধিহীন-ভাবে সম্পন্ন করে, তাহার কিছুমাত্র ফললাভ হয় না; অধিকন্তু ক্লেশভোগমাত্রই হইয়া থাকে। মৎস্য জলে উৎপন্ন হয় আবার সেই জলেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। জলে অবস্থান করিয়াও তাহারা ভাবশুদ্ধিহীনতার ফলে স্নান-ফললাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। মূঢ়তাবশতঃ যে ব্যক্তি পবিত্রতা-সম্পাদক কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত, সেই ব্যক্তির বিধিহীন, ভাবদুষ্ট এবং অশ্রদ্ধাপূর্বক কৃতকর্ম্মের ফল অসুরগণ হরণ করিয়া থাকে।১৪৮-৫০

(ভগবানে) একান্তচিত্ত পবিত্র যে সমস্ত মনুষ্য শ্রদ্ধা-পূর্বক বিধিবোধিত কর্ম্মানুষ্ঠানে রত হয়, তাহারা সেই কর্ম্মের অনন্ত ফললাভ করিয়া থাকে।১৫০-৫১

উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ও প্লুত এই স্বরচতুষ্টয়ের মধ্যে দ্রুত উচ্চারিত স্বরকে স্বরিত, উদাত্ত ও প্লুত বলিয়া জানিবে ।১৫২

স্বরান্ত, ব্যঞ্জনান্ত, বিসর্গান্ত, অনুস্বার সহিত ও তদ্ভিন্ন শব্দকে অনুদাত্ত বলিয়া জানিবে। যেরূপ শতপর্ববিশিষ্ট বজ্র দ্বারা শতক্রতু (ইন্দ্র) বৃত্রনামক অসুরকে বধ করিয়াছিলেন। সেই প্রকার উদাত্তাদি স্বরবিহীন মন্ত্র, মন্ত্রবক্তার প্রাণ নষ্ট করিয়া থাকে ।১৫৩-৫৪

সন্ধ্যা, ধ্যান এবং জপাদি কর্ম্মানুষ্ঠানকালে মন্ত্রোচ্চারণে স্বর ও বর্ণ যথাবিধি প্রয়োগ করিবে। যদি বিধি অনুসারে উচ্চারণ করা না হয়, তাহা হইলে মানুষের ঐ উচ্চারণ কিছুমাত্র ফলদায়ক হয় না ।১৫৫

নাভির নিম্নস্থিত অঙ্গসমূহ মৃত্তিকা এবং জল প্রক্ষালন করিয়া ও নাভির উপরিভাগ আর্দ্রবস্ত্রে মন্ত্র দ্বারা প্রক্ষালন করিলে পবিত্র হইবে। তারপর প্রতিচরণ চারবার, প্রতিজঙ্ঘা দুইবার, প্রতিজানু দুইবার, প্রতি উরু পাঁচবার, গুহ্য দুইবার, উদর দশবার, বক্ষঃ দশবার, কণ্ঠ দুইবার, প্রতিস্কন্ধ দুইবার, মুখ দুইবার, প্রতি চক্ষুঃ দুইবার, প্রতিকর্ণ দুইবার মস্তকে সাতবার "ওঁ"কার জপ করত প্রণতের ন্যায় সর্বাঙ্গ ন্যস্ত করিলে সর্ববারিতে স্নান করা হইবে। দ্বিজ শিরোদেশে "অকার", নেত্রমধ্যে

ম্বৌ ম্বৌ চ চক্ষুষোঃ শ্রুত্যোঃ সপ্তোঙ্কারাশ্চ মূর্ধনি।
ন্যস্তপ্রণবসর্বাঙ্গঃ স্নাতঃ স্যাৎ সর্ববারিষু ॥১৫৯
অকারং মূর্ধ্নি বিন্যস্য উকারং নেত্রমধ্যতঃ।
মকারং কণ্ঠদেশে তু ব্রহ্মী ভবতি বৈ দ্বিজঃ ॥১৬০
অব্যঙ্গাক্লিষ্টধৌতে তু বিদ্বাঞ্শুক্লে চ বাসসী।
পরিধায় মৃদম্বুভ্যাং করৌ পাদৌ চ মার্জয়েৎ ॥১৬১
তদ্বাসসোরসম্পত্তৌ শাণ-ক্ষৌমাবিকানি চ।
কুতপং যোগপট্টং বা দ্বিবাসাস্তু যথা ভবেৎ ॥১৬২
ন জীর্ণ-নীল-কাষায়-মাঞ্জিষ্ঠেন তু বাসসা।
মূত্রাদ্যুপগতেনৈব শুচিঃ স্যান্নৈকবাসসা ॥১৬৩
একং বাসো যথাপ্রাপ্তং পরিধায় মনঃশুচিঃ।
অন্যৎ কৃত্বোত্তরাসঙ্গমাচম্য প্রাঙ্মুখঃ স্থিতঃ ॥১৬৪
প্রত্যোঙ্কারসমাযুক্তাঃ প্রণবাদ্যন্তকাস্তথা।
মহাব্যাহৃতয়ঃ সপ্ত দৈবতার্ষাদিসংযুতাঃ ॥১৬৫
প্রণবাস্তা চ গায়ত্রী শিরস্তস্যাস্তথৈব চ।
ত্রিরাবর্তনমেতস্যাঃ প্রাণায়ামো বিধীয়তে ॥১৬৬

শক্ত্যাঽসুসংযমং কৃত্বা তথাচম্য বিধানতঃ।
উপাস্য বিধিবৎ সন্ধ্যামুপস্থায় চ ভাস্করম্ ॥১৬৭
গায়ত্রীং শক্তিতো জপ্ত্বা তর্পয়েদ্দেবতাঃ পিতৃন্।
অন্বারব্ধেন সব্যেন পাণিনা দক্ষিণেন তু ॥১৬৮
তৃপ্যতামিতি সেক্তব্যং নাম্না তু প্রণবাদিনা।
ব্রহ্মেশ-কেশবান্ পূর্বং প্রজাপতিমথো শ্রুতীঃ ॥১৬৯
ছন্দো যজ্ঞানৃষীন্ সিদ্ধানাচার্য্যাংস্তনয়ানপি।
গন্ধর্ব-বৎসরর্তূংশ্চ মাসান্ দিন-নিশাস্তথা ॥১৭০
দেবান্ দেবানুগাংশ্চৈব নাগান্নাগকুলানি চ।
সরিতঃ সাগরাংস্তীর্থান্ পর্বতান্ কুলপর্বতান্ ॥১৭১
কিন্নরান্ খেচরান্ যক্ষান্ মনুষ্যানথ তর্পয়েৎ।
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ ॥১৭২
আসুরিঃ কপিলশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
মানুষান্ যাতুধানাংশ্চ তেষাং চৈব কুলান্যপি ॥১৭৩
সুপর্ণাংশ্চ পিশাচাংশ্চ ভূতান্যথ পশূংস্তথা।
বনস্পতীনোষধীংশ ভূতগ্রামং চতুর্বিধম্ ॥১৭৪

"উকার" কণ্ঠমধ্যে "মকার" বিন্যাস করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইবে।১৫৬-৬০

বিদ্বান্ দ্বিজ অবিকৃত, অচ্ছিন্ন ও বিশেষরূপে ধৌত শুভ্র বাসোযুগল পরিধান করিয়া মৃত্তিকাযুক্ত জল দ্বারা হস্ত ও পাদদ্বয় মার্জ্জন করিবে।১৬১

তাদৃশ বস্ত্রলাভ অসম্ভব হইলে শণনির্ম্মিত বস্ত্র, ক্ষৌম-বস্ত্র, মেষলোমজ, কম্বল অথবা যোগীদিগের বস্ত্র পরিধান করিয়া দ্বিবস্ত্রধারী হইবে।১৬২

জীর্ণ, নীল, কষায় বর্ণরঞ্জিত, মঞ্জিষ্ঠাবর্ণখচিত, মূত্র প্রভৃতি অপবিত্র বস্তু দ্বারা দূষিত বস্ত্রে ও একবস্ত্রে পবিত্র হওয়া যায় না।১৬৩

যখন একটি মাত্র বস্ত্রসংগ্রহ সম্ভব হয়, তখন তাহাই পরিধান করিয়া অন্য কিছু উত্তরীয়রূপে ধারণ করত পবিত্র হইয়া পূর্বমুখে অবস্থানের পর আদিতে ও অন্তে সম্যগ্‌ভাবে ওঁকার উচ্চারণ করিয়া দেবতা এবং ঋষির নাম উল্লেখ করত সপ্ত মহাব্যাহৃতি পাঠ পূর্বক প্রণবান্তা গায়ত্রীর শিরোমন্ত্র পাঠ করিবে। এই বিধি অনুসারে সশিরস্ক, সপ্রণব ও সব্যাহৃতি গায়ত্রীর তিনবার পাঠ প্রাণায়ামরূপে বিহিত হইয়া থাকে। যথাশক্তি প্রাণায়াম করিয়া বিধি-বোধিতরূপে আচমন-পূর্বক যথাশাস্ত্র সন্ধ্যোপাসনা করিয়া সূর্য্যোপস্থান করিবে।১৬৪-৬৭

যথাশক্তি গায়ত্রী জপ করিয়া বামহস্তযুক্ত দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে। আদিতে প্রণব উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু, প্রজাপতি, ইহাদের প্রত্যেকের নাম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উল্লেখপূর্বক "তৃপ্যতাম্" এই মন্ত্রে জলসেচন করিবে—ইহাই শ্রুতির বিধান।১৬৮-৬৯

অনন্তর ছন্দঃ, যজ্ঞ, ঋষি, সিদ্ধ, আচার্য্য, তনয়, গন্ধর্ব, বৎসর, ঋতু, মাস, দিন, রাত্রি, দেব, দেবানুগ, নাগ, নাগকুল, সরিৎ, সাগর, তীর্থ, পর্বত, কুলপর্বত, কিন্নর, খেচর, যক্ষ ও মনুষ্য ইহাদিগের তর্পণ করিবে এবং সনক, সনন্দ, সনাতন, আসুরি, কপিল, বোঢ়ু ও পঞ্চশিখ ইহাদের তর্পণ করিবে। মানুষ, যাতুধান

ব্রহ্মাদয়ো ময়াহূতা আগচ্ছন্ত্বাদদস্ত্বপঃ।
অনৃণং মাং প্রকুর্বন্তু প্রসীদন্তু মমোপরি ॥১৭৫
ততঃ পূর্বাগ্রদর্ভেষু সাগ্রেষু সকুশেষু চ।
প্রাদেশিকেষু শুদ্ধেষু ব্রহ্মাদিভ্যোঽম্বু সেচয়েৎ ॥১৭৬
অঙ্গারব্ধাপসব্যেন পাণিনা দক্ষিণেন তু।
ভূস্থদক্ষিণজানুঃ সন্ দেবেভ্যঃ সেচয়েজ্জলম্ ॥১৭৭
দেবেভ্যশ্চ নমঃ স্বাহা পিতৃভ্যশ্চ নমঃ স্বধা।
মন্যন্তে কবয়ঃ কেচিদিত্যয়ং তর্পণক্রমঃ ॥১৭৮
তর্প্যমাণেষু কর্মত্বং ণিজন্তঞ্চ ক্রিয়াপদম্।
তর্পয়ামি পিতৃন্ দেবানিত্যাহুরপরে পুনঃ ॥১৭৯
সিচ্যমানেন তোয়েন মন্যন্তে মুনয়োঽপরে।
দেবাস্তৃপ্যন্তু পিতরস্তৃপ্যন্ত্বিতি নিদর্শনম্ ॥১৮০
উদীরতামাঙ্গিরস আয়ন্তু নোর্জমিত্যপি।
পিতৃভ্যশ্চ স্বধায়িভ্যো যে চেহ পিতরস্তথা ॥১৮১
অগ্নিষ্বাত্তোপহূতাশ্চ তথা বর্হিষদোঽপি চ।
যেন পূর্বে চ পিতরঃ সোমপানামুদীরয়েৎ ॥১৮২
আবাহ্য চ পিতৃনেতৈরপসব্যোপবীতিনা।
দক্ষিণাভিমুখো দ্বাভ্যাং করাভ্যামম্বু সেচয়েৎ ॥১৮৩
ভূলগ্নসব্যজানুশ্চ দক্ষিণাগ্রকুশেষু চ।
রুক্ম-রৌপ্য-তিলৈস্তাম্র-দর্ভ-মন্ত্রৈঃ ক্ষিপেৎ পয়ঃ॥১৮৪
বিনা রৌপ্য-সুবর্ণাভ্যাং বিনা-তাম্র-তিলৈরপি।
বিনা দর্ভৈশ্চ মন্ত্রৈশ্চ পিতৃণাং নোপতিষ্ঠতি ॥১৮৫
দর্ভৈর্লোহিতদর্ভৈশ্চ কাশ-বীরণ-বল্বজৈঃ।
শূকধান্য-তৃণৈর্বাপি দর্ভকার্য্যং শ্রয়েদ্ দ্বিজঃ ॥১৮৬
ন তর্পয়েৎ পতন্তীভির্বিদ্বানদ্ভিঃ কথঞ্চন।
পাত্রস্থাভিঃ সদর্ভাভিঃ সতিলাভিশ্চ তর্পয়েৎ ॥১৮৭
বসূন্ রুদ্রাংস্তথাদিত্যান্নমস্কারসমন্বিতান্।
এতে চ দিব্যাঃ পিতর এতদায়ত্তমানুষাঃ ॥১৮৮

(রাক্ষস) এবং তাহাদের কুল, সুপর্ণ (গরুড়), পিশাচ, ভূত, পশু, বনস্পতি, ওষধি, চতুর্বিধ প্রাণী (জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ) ইহাদিগের তর্পণ করিবে।১৭০-৭৪

আমি ব্রহ্মাদিকে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা আগমন করুন এবং আমার জল গ্রহণ করুন, আমাকে ঋণমুক্ত করুন, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।১৭৫

প্রদেশানুসারে পরিশুদ্ধ সাগ্র সকুশ পূর্বাগ্র দর্ভোপরি ব্রহ্মাদি উদ্দেশ্যে জলসেচন করিবে। দক্ষিণপদ ভূমিতে রাখিয়া বামহস্তযুক্ত দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দেবগণের উদ্দেশ্যে জলসেচন করিবে।১৭৬-৭৭

কোন কোনও পণ্ডিত "দেবেভ্যো নমঃ স্বাহা", "পিতৃভ্যো নমঃ স্বধা" এই প্রকার তর্পণক্রম চিন্তা করিয়া থাকেন।১৭৮

যাঁহাদিগের তর্পণ করা হয়, সেই তর্পণীয় দেবতা ও পিতৃগণ নিচ্‌প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের কর্ম্ম বলিয়া "দেবান্ তর্পয়ামি" "পিতৃন্ তর্পয়ামি" এই প্রকার বাক্য উল্লেখ করিয়া তর্পণ করিবে,—কোন কোন বিদ্বান্ এইরূপ বলিয়া থাকেন।১৭৯

অপর কোন কোন মুনি মনে করেন যে, তর্পণার্থে যখন জলসেচন করা হয়, তখন "দেবাস্তৃপ্যন্তু" "পিতরস্তৃপ্যন্তু" এই প্রকার বাক্য উচ্চারণকরিয়া তর্পণ করিবে।১৮০

'উদীরতামাঙ্গিরস', 'আয়ন্তু নোর্জ্জম্', 'পিতৃভ্যশ্চ স্বধায়িভ্যো যে চেহ পিতরস্তথা', 'অগ্নিষ্বাত্তোপহূতাশ্চ', 'বর্হিষদঃ' ইত্যাদি পূর্বোক্ত মন্ত্রে পিতৃলোকদিগকে আবাহন করিয়া দক্ষিণস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত স্থাপন করত দক্ষিণাভিমুখ হইয়া দুই হস্তে জলসেচন করিবে।১৮১-৮৩

বামজানু ভূমি সংলগ্ন করত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তিল যোগে তাম্র কুশ এবং মন্ত্রের সহিত জলক্ষেপণ করিবে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, তিল, দর্ভ এবং মন্ত্রভিন্ন পিতৃলোকদিগের তর্পণ করিলে সেখানে পিতৃলোকের উপস্থিতি হয় না।১৮৪-৮৫

দ্বিজ কর্ম্মকালে দর্ভসংগ্রহে অসমর্থ হইলে দর্ভ, লোহিত দর্ভ, কাশ, বীরণ, উলুখল, শূকধান্য বা তৃণ দর্ভরূপে ব্যবহার করিলে দর্ভব্যবহারের সমান ফল হইবে।১৮৬

বিদ্বান্ ব্যক্তি মেঘ হইতে পতিত জল দ্বারা কখনও তর্পণ করিবে না, পাত্রস্থ সতিল সদর্ভ জল দ্বারা তর্পণ করিবে।১৮৭

নমস্কার পূর্বক অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য

ধ্রুবো ধরশ্চ সোমশ্চ আপশ্চৈবানলোঽনিলঃ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্তিতাঃ ॥১৮৯
অজৈকপাদহির্বুধ্ন্যো বিরূপাক্ষোঽথ রৈবতঃ।
হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ সুরেশ্বরঃ ॥১৯০
সাবিত্রশ্চ জয়ন্তশ্চ পিনাকী চাপরাজিতঃ।
এতে রুদ্রাঃ সমাখ্যাতা একাদশ সুরোত্তমাঃ ॥১৯১
ইন্দ্রো ধাতা ভগঃ পূষা মিত্রোঽথ বরুণোঽর্য্যমা।
অংশুর্বিবস্বাংস্ত্বষ্টা চ সবিতা বিষ্ণুরেব চ ॥১৯২
এতে বৈ দ্বাদশাদিত্যা দেবানাং পরমাঃ স্মৃতাঃ।
এবং হি দিব্যাঃ পিতরঃ পূজ্যাঃ সর্বে প্রযত্নতঃ ॥১৯৩
কব্যবাহো নলঃ সোমো যমশ্চৈব তথার্য্যমা।
অগ্নিষ্বাত্তা সোমপাশ্চ তথা বর্হিষদোঽপি চ ॥১৯৪
এতে চান্যে চ পিতরঃ পূজ্যাঃ সর্বে প্রযত্নতঃ।
এতৈস্তু তর্পিতৈঃ সর্বৈঃ পুরুষাস্তর্পিতা নৃভিঃ ॥১৯৫

যমশ্চ ধর্মরাজশ্চ মৃত্যুশ্চৈব তথান্তকঃ।
বৈবস্বতশ্চ কালশ্চ সর্বভূতক্ষয়স্তথা ॥১৯৬
ঔদুম্বরশ্চ নীলশ্চ দধ্নশ্চ পরমেষ্ঠ্যপি।
চিত্রশ্চ চিত্রগুপ্তশ্চ বৃকোদরস্তথার্য্যমাঃ ॥১৯৭
এতৈস্তু তর্পিতৈঃ সন্তিবিশ্বং স্যাত্তর্পিতং নৃভিঃ।
তস্মাৎ প্রাক্ তর্পয়িত্বৈতান্ পিত্রাদীন্ তর্পয়েত্ততঃ॥১৯৮
মাতামহান্ মাতুলাংশ্চ সখি-সম্বন্ধি-বান্ধবান্।
স্বজনান্ জ্ঞাতিবর্গীয়ানুপাধ্যায়ান্ গুরূনপি ॥১৯৯
মিত্রান্ ভৃত্যানপত্যাংশ্চ যে ভবন্তি তদাশ্রিতাঃ।
তান্ সর্বাংস্তর্পয়েদ্ বিদ্বানীহন্তে তে যতো জলম্ ॥২০০
জলস্থশ্চ জলে সিঞ্চেৎ স্থলস্থশ্চ তথা স্থলে।
পাদৌ স্থাপ্যোভয়োশ্চৈব প্রক্ষাল্যোভয়তঃ শুচিঃ ॥২০১
যজ্জলে শুষ্কবস্ত্রেণ স্থলে চৈবার্দ্রবাসসা।
কুর্য্যাদ্ধোমং জপং দানং তৎসর্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥২০২

ইহাদিগের তর্পণ করিবে; কেননা ইহারা দিব্য পিতৃলোক, মনুষ্যগণ ইঁহাদিগের অধীন।১৮৮

এক্ষণে অষ্টবসু কে কে তাহাই বলা হইতেছে—ধ্রুব, ধর, সোম, অপ্, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস ইঁহারা অষ্টবসুরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।১৮৯

অজৈকপাদ্, অহির্বুধ্ন্য, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিণাকী ও অপরাজিত এই সুরোত্তমগণ একাদশ রুদ্র বলিয়া কথিত।১৯০-৯১

ইন্দ্র, ধাতা, ভগ, পূষা, মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, অংশু, বিবস্বান্, ত্বষ্টা, সবিতা ও বিষ্ণু ইঁহারা দ্বাদশ আদিত্য এবং দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। এইরূপ দেবগণই দিব্য পিতৃলোক বলিয়া কথিত হইয়াছে; সকল ব্যক্তিই যত্নপূর্বক ইঁহাদিগের পূজা করিবে।১৯২-৯৩

কব্যবাহ, নল, সোম, যম, অর্য্যমা, অগ্নিষ্বাত্তা, সোমপা এবং বর্হিষদ—ইঁহাদের ও অন্য পিতৃলোকের যত্নপূর্বক পূজা করিবে। ইঁহারা সকল মানুষ কর্ত্তৃক তাপত হইলে সমস্ত পিতৃপুরুষগণই তর্পিত হইয়া থাকেন।১৯৪-৯৫

যম, ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল, সর্বভূতক্ষয়, ঔদুম্বর, নীল, দধ্ন, পরমেষ্ঠী, চিত্র, চিত্রগুপ্ত, বৃকোদর ও অর্য্যমা ইঁহারা সজ্জনগণ কর্ত্তৃক তর্পিত হইলে সমগ্র বিশ্বমানবগণ কর্ত্তৃক তর্পিত হন। সেইহেতু প্রথমে ইঁহাদিগের তর্পণ করিয়া পরে পিতৃলোকগণের তর্পণ করিবে।১৯৬-৯৮

মাতামহ, মাতুল, সখা, সম্বন্ধী, বান্ধব, স্বজন, জ্ঞাতিবর্গ, উপাধ্যায়, গুরু, মিত্র, ভৃত্য, অপত্য এবং আশ্রিতগণের তর্পণ করিবে, কারণ ইঁহারা মানুষের নিকট হইতে জললাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন।১৯৯-২০০

পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া জলস্থ অবস্থায় জলে এবং স্থলস্থ অবস্থায় স্থলে পাদদ্বয় স্থাপন করত শুচি হইয়া জলে থাকিয়া তর্পণ করিবার সময়ে জলে এবং স্থলে থাকিয়া তর্পণ করিবার সময়ে স্থলে জলসেচন করিবে।২০১

শুষ্কবস্ত্রপরিহিত ব্যক্তি জলে থাকিয়া এবং আর্দ্রবস্ত্রপরিহিত ব্যক্তি স্থলে থাকিয়া যদি জপ, হোম এবং দানক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হইয়া যায়।২০২

নার্দ্রবাসাঃ স্থলস্থস্তু বুধস্তর্পণমাচরেৎ।
জানুদঘ্নজলস্থো বা বিগলৎ স্নানবস্ত্রকঃ ॥২০৩
গোশৃঙ্গমাত্রমুদ্ধৃত্য করৌ বিপ্রো জলে স্থিতঃ।
অম্বরে তু ক্ষিপেদ্ বাপি পিতৃণাং তৃপ্তিমাবহন্ ॥২০৪
উভাভ্যাং সেচয়েদ্ বারি আকাশে দক্ষিণামুখঃ।
পিতৃণাং স্থানমাকাশং দক্ষিণা দিক্ তথৈব চ ॥২০৫
স্থলগো নার্দ্রবাসাস্তু কুর্য্যাদ্ বৈ তর্পণাদিকম্।
প্রেতাদৃতে নার্দ্রবাসা নৈকবাসা সমাচরেৎ ॥২০৬
এবং হি তর্পণং কৃত্বা সর্বেষাং বিধিবদ্ দ্বিজাঃ।
নিষ্পীড়য়েৎ স্নানবস্ত্রং যেন স্নাতো ভবেদ্ দ্বিজঃ ॥২০৭
নিষ্পীড়য়তি যঃ পূর্বং স্নানবস্ত্রমবুদ্ধিমান্।
নিরাশাঃ পিতরস্তস্য যান্তি দেবাঃ মহর্ষিভিঃ ॥২০৮
নিষ্পীড়য়েৎ স্নানবস্ত্রং তিল-দর্ভসমন্বিতম্।
ন পূর্বং তর্পণাদ্ বস্ত্রং নৈবাম্ভসি ন পাদয়োঃ ॥২০৯

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি স্থলে অবস্থানপূর্বক আর্দ্রবস্ত্র-পরিহিত হইয়া, জানু-পরিমাণ জলে থাকিয়া এবং যে স্নানবস্ত্র হইতে জল বিগলিত হইতেছে সেইরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া তর্পণ করিবে না।২০৩

বিপ্র জলে অবস্থান করিয়া পিতৃলোকদিগের তৃপ্তি আকাঙ্ক্ষা করত করযুগল গোশৃঙ্গপরিমাণ ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্বক আকাশে জলক্ষেপণ করিবে।২০৪

দক্ষিণাভিমুখ হইয়া উভয় হস্ত দ্বারা আকাশের দিকে জলসেচন করিবে, কেননা পিতৃলোকদিগের দিক্ দক্ষিণ এবং স্থান আকাশ। স্থলে অবস্থিত ব্যক্তি আর্দ্রবস্ত্রে তর্পণাদি ক্রিয়া করিবে না। আর্দ্রবস্ত্রে এবং একবস্ত্রে থাকিয়া প্রেতকার্য্য ভিন্ন অন্য কোনও কার্য্য করিবে না। দ্বিজগণ বিধি অনুসারে এই প্রকারে সকলের তর্পণ করিয়া যে বস্ত্র পরিহিত হইয়া স্নান করিয়াছে, সেই স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়িত করিবে।২০৫-৭

যে নির্বোধ ব্যক্তি তর্পণ করিবার পূর্বে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়ন করে, তাহার পিতৃগণ ও ঋষিগণের সহিত দেবগণ নিরাশ হইয়া চলিয়া যান।২০৮

তিল-দর্ভসমন্বিত স্নানবস্ত্র তর্পণের পর নিষ্পীড়িত করিবে এবং তর্পণের পূর্বে কদাপি স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়িত করিবে না, এইরূপ পাদযুগলে ও জলমধ্যে নিষ্পাড়িত করিবে না। পাদযুগল ও জলমধ্যে বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিলে রাক্ষস তাহা গ্রহণ করে। হে বিপ্র! বস্ত্র নিষ্পীড়ন-সময়েনিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিবে।

এষু চেৎ পীড়য়েদ্ বস্ত্রং রাক্ষসং তদতিক্রমাৎ।
বস্ত্রনিষ্পাড়নে বিপ্র ইমং শ্লোকমুদাহরেৎ ॥২১০
যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডা পুত্র-দার-বিবর্জিতাঃ।
তেষাং প্রদত্তমক্ষয্যমিদমস্তু তিলোদকম্ ॥২১১
পিতৃবংশে মৃতা যে চ মাতৃবংশে কুমৃত্যুনা।
তেষাং তৃপ্তির্ভবত্বেষা তিলমিশ্রেণ বারিণা ॥১১২
জলমধ্যে চ যঃ কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্বলঃ।
নিষ্পীড়য়তি চেদ্ বস্ত্রং স্নানং তস্য বৃথা ভবেৎ ॥২১৩
যদপ্সু মলনিক্ষেপঃ শৌচ-স্নানাদি কুর্বতাম্।
তৎপাপস্য ব্যপোহার্থমিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥২১৪
যন্ময়া দূষিতং তোয়ং মলৈঃ শারীরসম্ভবৈঃ।
তস্য পাপস্য নিষ্কৃত্যৈ যক্ষ্মণস্তব তর্পণম্ ॥২১৫
অম্বুপেভ্যোঽথ যক্ষ্মভ্যো দদামীদং জলাঞ্জলিম্।
অন্যথা ঘ্নন্তি তে সর্বং সুকৃতং পূর্বসঞ্চিতম্ ॥২১৬

আমার বংশে পিণ্ডদাতার অভাবে যাহাদের পিণ্ড লুপ্ত হইয়াছে, যাহারা পুত্র ও পত্নীহীন, আমার প্রদত্ত এই তিলোদক তাহাদিগকে অক্ষয়তৃপ্তি প্রদান করুক। আমার পিতৃবংশে যাঁহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং মাতামহবংশে অবৈধভাবে মৃত্যুকবলিত হইয়াছেন, তিলমিশ্রিত এই বারি দ্বারা তাহাদের তৃপ্তি সাধিত হউক। কোনও জ্ঞানদুর্বল ব্রাহ্মণ যদি জলমধ্যে বস্ত্র নিষ্পীড়ন করে, তাহা হইলে তাহার স্নান বৃথা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। জলে মলনিক্ষেপ, শৌচ এবং স্নানাদি ক্রিয়া-সম্পাদনকারী তৎকর্ম্মজনিত পাপাপনোদনের জন্য এই (নিম্নলিখিত) মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।২০৯-১৪

আমি শরীরোৎপন্ন মলাদি নিঃক্ষেপ করিয়া জল দূষিত করিয়াছি; তৎকর্ম্মজনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতির জন্য যক্ষ্মের তর্পণ করিতেছি।২১৫

অপুত্রা যে মৃতাঃ কেচিৎ পুমাংসো
যোষিতোঽপি বা।
অস্মদ্বংশেঽপি তেভ্যো বৈ দত্তং বস্ত্রজলং ময়া ॥২১৭
নাস্তিক্যেনাপি যো বিপ্রস্তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।
স তত্তৃপ্তিকৃতো ধর্মান্ প্রাপ্নুয়াৎ পরমাং গতিম্ ॥২১৮
নাস্তিক্যাবস্থিতো যস্তু তর্পয়েন্ন পিবন্ দ্বিজঃ।
পিবন্তি দেহনিস্রাবং পিতরস্তজ্জলার্থিনঃ ॥২১৯
পিতৃণাং পিতৃতীর্থেন দেবানাং দৈবিকেন তু।
ইতি মত্বা প্রকুর্বাণা মুচ্যতে গৃহমেধিনঃ ॥২২০
পঞ্চতীর্থানি বিপ্রস্য করে তিষ্ঠন্তি দক্ষিণে।
ব্রাহ্মং দৈবং তথা পিত্র্যং প্রাজাপত্যং
তু সৌমিকম্ ॥২২১

অম্বুপায়ি-যক্ষ্মদিগকে আমি এই জলাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। যদি তাহাদিগকে এই জলাঞ্জলি প্রদান না করি, তাহা হইলে তাহারা আমার পূর্বসঞ্চিত সমস্ত সুকৃতি নষ্ট করিয়া দিবে।২১৬

আমার বংশে বা অন্যবংশে স্ত্রী বা পুরুষ যে সকল ব্যক্তি অপুত্র অবস্থায় মৃত্যু-কবলিত হইয়াছেন, আমি তাহাদের উদ্দেশ্যে বস্ত্রনিষ্পীড়িত জল প্রদান করিতেছি।২১৭

আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন না হইয়াও যে বিপ্র পিতৃলোক ও দেবলোকের তর্পণ করে, সে তাঁহাদিগের তৃপ্তি-বিধায়ক ধর্ম্মকার্য্য করায় পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (যে ব্যক্তি পরলোক এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, সে নাস্তিক বলিয়া কথিত হয়)।২১৮

যে নাস্তিক্য বুদ্ধিসম্পন্ন দ্বিজ পিতৃলোকের তর্পণ করে না, তাহার জলাকাঙ্ক্ষি-পিতৃগণ তাহার দেহনিঃসৃত জল পান করেন।২১৯

গৃহস্থগণ পিতৃতীর্থ দ্বারা পিতৃগণের এবং দেবতীর্থ দ্বারা দেবগণের ক্রিয়া করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণের দক্ষিণ হস্তে পাঁচটি তীর্থ আছে, (যথা) ব্রাহ্মতীর্থ, দৈবতীর্থ, পিতৃতীর্থ, প্রাজাপত্যতীর্থ ও সৌমিক-তীর্থ।২২০-২১

ব্রাহ্মং পশ্চিমলেখায়াং দৈবং হ্যঙ্গুলিমূর্ধনি।
প্রাজাপত্যং কনিষ্ঠাদৌ মধ্যে সৌম্যং বিজানতঃ ॥২২২
অঙ্গুষ্ঠস্য প্রদেশিন্যা মধ্যে পিত্র্যং প্রতিষ্ঠিতম্।
কুর্য্যাদ্ যোঽহরহশ্চৈবং সম্যগ্ জ্ঞাত্বা বিধানতঃ ॥২২৩
স প্রাপ্নুয়াদ্ গৃহস্থোঽপি ব্রহ্মণঃ পদমব্যয়ম্।
স্নাত্বা জপ্ত্বা চ হুত্বা চ দত্ত্বা চৈব তু যোঽশ্নুতে ॥২২৪
সোঽমৃতং নিত্যমশ্নাতি তস্য স্থানমনাময়ম্।
অস্নাত্বাঽশ্নন্ মলং ভুঙ্‌ক্তে অজপ্ত্বা পূয-শোণিতম্
অজুহ্বংশ্চ কৃমীন্ কীটানদদংশ্চ শকৃত্তথা ॥২২৫
আহ্লাদকারণং স্নানং দুঃখ-শোকাপহং তথা।
দুঃস্বপ্ননাশনং চৈব কার্য্যং স্নানমতঃ সদা ॥২২৬

হস্তের পশ্চাদ্‌ভাগ ব্রাহ্মতীর্থ, অঙ্গুলির অগ্রভাগ দৈবতীর্থ, কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ প্রাজাপত্যতীর্থ ও মধ্যভাগ সৌম্যতীর্থ।২২২

অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির মধ্যে পিতৃতীর্থ অবস্থিত; যিনি পূর্বোক্ত তীর্থ সম্বন্ধে সম্যক্ অবগত হইয়া বিধান অনুসারে প্রত্যহ ক্রিয়া করেন, তিনি গৃহস্থ হইয়াও অব্যয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হ'ন। স্নান, জপ, হোম ও দান করিয়া যিনি ভোজন করেন, তিনি নিত্য অমৃতভোজন করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাহার ভোগ্যদ্রব্য অমৃততুল্য হইয়া থাকে এবং অনাময় স্থান লাভ করেন। স্নান না করিয়া ভোজন করিলে ঐ ভোজ্যদ্রব্য মলতুল্য এবং জপ না করিয়া ভোজন করিলে ঐ ভোজ্যদ্রব্য পূয-শোণিততুল্য হয়। কৃমি এবং কীট উদ্দেশ্যে হোম ও দান না করিয়া ভোজন করিলে ঐ ভোজ্যদ্রব্য বিষ্ঠাতুল্য হয়।২২৩-২৫

স্নান আনন্দদায়ক, দুঃখ ও শোকাপহারক এবং দুঃস্বপ্ননাশক; সেইহেতু সর্বদা স্নান করা কর্ত্তব্য। (এক্ষণে স্নানের বহু প্রশংসা করা হইতেছে)। পুরুষ স্নান করিলে চিত্তে প্রসন্নতা লাভ করে, শরীরে বল ও সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি অনুভব করে, সাধন-ভজনে মনোনিবেশ হয়, মেধা, আয়ুঃ, শুচিতা, সৌভাগ্য,

চিত্তপ্রসাদ-বল-রূপতপাংসি মেধা-
মায়ুষ্য-শৌচং সুভগত্বমরোগিতাঞ্চ।
ওজস্বিতাং ত্বিষমদাৎ পুরুষস্য চীর্ণং।
স্নানং যশো-বিভব-সৌখ্যমলোলুপত্বম্ ॥২২৭
গীর্বাণবৃন্দদ্বিজসত্তমস্তুতঃ।
প্রাপ্তো ময়া যস্তু বসিষ্ঠপৌত্রতঃ
পাপপ্রণাশং বিতনোতি যঃ শ্রুতঃ
প্রোদীরিতঃ স্নানবিধিঃ স লেশতঃ ॥২২৮
উদ্দেশতো ময়া প্রোক্তঃ স্নানস্য পরমো বিধিঃ।
দ্বিজন্মনাং হিতার্থং তু জপস্যাতঃপরো বিধিঃ ॥২২৯

*

ইতি শ্রীবৃহৎপরাশরীয়ে ধর্মশাস্ত্রে সুব্রত-প্রোক্তায়াং স্মৃতায়াং স্নানবিধির্নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

অরোগিতা, ওজস্বিতা, কান্তি, যশঃ, ধন, সৌখ্যও অলোলুপতা প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়।২২৬-২৭

অমরবৃন্দ ও শ্রেষ্ঠদ্বিজ কর্ত্তৃক প্রশংসিত যে স্নানবিধি আমি বসিষ্ঠ-পৌত্র পরাশর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, যাহা শ্রবণ করিলে পাপ নষ্ট হয়, সেই স্নানবিধি সম্বন্ধে আমি কিঞ্চিন্মাত্র বলিয়াছি। অভিপ্রায় অনুসারে দ্বিজগণের হিতসাধনের নিমিত্ত আমি এই শ্রেষ্ঠ স্নানবিধি বলিয়াছি; অতঃপর জপবিধি বলিব।২২৮-২৯

বৃহৎ পরাশরীয়ধর্ম্মশাস্ত্রে-সুব্রতমুনি-কথিত স্নানবিধিনামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ
ওঁকারমন্ত্রবর্ণনম্

উপস্থাথ প্রবক্ষ্যামি বিধিং পারাশরোদিতম্ ।
যাবদ্বিধৌ জপো যস্ত যথা কার্য্যো দ্বিজাতিভিঃ ॥১
জপ্যানি ব্রহ্মসূক্তানি শিবসূক্তানি চৈব হি ।
বৈষ্ণবানি চ সূক্তানি তথা সৌরাণ্যনেকধা ॥২
সারস্বতানি দৌর্গাণি বারুণান্যানিলানি চ ।
পৌরাণিকানি চান্যানি তথা সিদ্ধান্তিকানি চ ॥৩
সর্বেষাং জপ্যসূক্তানামৃচাঞ্চ যজুষাং তথা ।
সাম্নাং বৈকাক্ষরাদীনাং গায়ত্রী পরমো জপঃ ॥৪
তস্যাশ্চৈব তু ওঙ্কারো ব্রাহ্মণা যমুপাসতে ।
আভ্যাং তু পরমং জপ্যং ত্রৈলোক্যেঽপি ন বিদ্যতে ॥৫
তয়োস্ত দেবতার্ষাদিসমাসেনাভিধীয়তে ।
যেন বিজ্ঞাতমাত্রেণ দ্বিজো ব্রহ্মত্বমাপ্নুয়াৎ ॥৬

আসীন্নৈব যদা কিঞ্চিৎ সদেবাঽসুর-মানুষম্ ।
তদৈকাক্ষর এবাসীদাত্মবিন্যস্তবিশ্বকঃ ॥৭
গতভীরদ্বিতীয়োঽপি একাকী স ন মোদতে ।
চিন্তয়ামাস গায়ত্রীং প্রত্যক্ষা সাঽভবত্তদা ॥৮
গায়ত্রী সাঽভবৎ পত্নী প্রণবোঽভূৎ পতিস্তদা ।
পুনরন্যৌ চ দম্পত্যাবিতি তাভ্যামভূজ্জগৎ ॥৯
প্রণবো হি পরং তত্ত্বং ত্রিবেদং ত্রিগুণাত্মকম্ ।
ত্রিদৈবতং ত্রিধামঞ্চ ত্রিপ্রজ্ঞং ত্রিরবস্থিতম্ ॥১০
ত্রিমাত্রঞ্চ ত্রিকালঞ্চ ত্রিলিঙ্গং কবয়ো বিদুঃ ।
সর্বমেতত্ত্রিরূপেণ ব্যাপ্তং তু প্রণবেন হি ॥১১
ঋগ্ যজুঃ-সামবেদাশ্চ ত্রিবেদ ইতি কীর্তিতঃ ।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব ত্রিগুণং তেন চোচ্যতে ॥১২

তৃতীয় অধ্যায়
ওঁকার মন্ত্র বর্ণন।

অনন্তর মহামুনি পরাশর-কথিত জপবিধি প্রকৃষ্টরূপে বলিব। যে জপ, যে প্রকার এবং দ্বিজগণের যে প্রকারে তাহা করা উচিত, বক্ষ্যমান বাক্যে তাহাই স্পষ্টরূপে প্রকাশ করা হইবে।১

বহু জপ্য মন্ত্র আছে, যথা ব্রহ্মসূক্ত, শিবসূক্ত, বিষ্ণু-বিষয়ক সূক্ত, সূর্য্য-সম্বন্ধীয়, সরস্বতী, দুর্গা, বরুণ এবং অনিল সম্বন্ধীয়, পৌরাণিক, সিদ্ধান্তিক অর্থাৎ সিদ্ধমন্ত্র প্রভৃতি সর্বপ্রকার জপ্য সূক্তের মধ্যে আদিতে অবস্থিত একাক্ষর-বিশিষ্ট গায়ত্রীজপই শ্রেষ্ঠ জপ।২-৪

ওঁকার সেই গায়ত্রীর অংশবিশেষ—ব্রাহ্মণগণ যাঁহার উপাসন করেন। ওঁকারযুক্তা গায়ত্রীজপের ন্যায় শ্রেষ্ঠ জপ ত্রিলোকে আর কিছুই নাই। ওঁকার এবং গায়ত্রী এই উভয়ের দেবতা ও ঋষি প্রভৃতি সংক্ষেপে বলিতেছি। যে ওঁকারযুক্তা গায়ত্রী বিজ্ঞাত হইলে দ্বিজ ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকে।৫-৬

মহাপ্রলয়কালে যখন সমস্ত দেবতা, অসুর এবং মনুষ্য কিছুমাত্র ছিল না, তখন একমাত্র ওঁকারই সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছিলেন।৭

সেই ওঁকার ভীতিহীন, একাকী এবং অদ্বিতীয় হইয়াও আনন্দলাভ করিতে না পারায় গায়ত্রীকে চিন্তা করিলে গায়ত্রী তাঁহার প্রত্যক্ষীভূতা হইলেন।৮

তখন গায়ত্রী ও ওঁকারের মধ্যে পতি-পত্নীসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইল। ওঁকার পতি ও সেই গায়ত্রী পত্নী হইলেন। অতঃপর অন্যদম্পতি হইতে সমগ্র জগৎ সৃষ্ট হইল।প্রণব পরম তত্ত্ব, ঋক্, যজুঃ ও সাম এই ত্রিবেদ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণস্বরূপ, ত্রিদেবতা, ত্রিধাম, ত্রিপ্রজ্ঞ, ত্রয়ে অবস্থিত, ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট, ত্রিকাল ও ত্রিলিঙ্গ—এই কথা বিদ্বান্‌গণ বলিয়া থাকেন। প্রণব ত্রিরূপে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন।৯-১১

শাস্ত্রে ঋক্, যজুঃ এবং সাম ত্রিবেদনামে কীর্ত্তিত আছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ত্রিগুণ বলিয়া কথিত হইয়াছে।১২

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথেশানস্ত্রিদৈবত ইতীষ্যতে।
অগ্নিঃ সোমশ্চ সূর্য্যশ্চ ত্রিধামেতি প্রকীর্তিতঃ ॥১৩
অন্তঃপ্রজ্ঞং বহিঃপ্রজ্ঞং ঘনপ্রজ্ঞমুদাহৃতম্।
হৃৎ-কণ্ঠ-তালুকং চেতি ত্রিস্থান ইতি কীর্ত্যতে ॥১৪
অকারোকারৌ মশ্চেতি ত্রিমাত্রঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ ত্রিকাল ইতি স স্মৃতঃ ॥১৫
স্ত্রী-পুং-নপুংসকং চেতি ত্রিলিঙ্গ ইতি কীর্তিতঃ।
ত্রিস্বভাবঃ স্থিতো দেবো মন্তব্যো ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥১৬
পর্য্যবস্যতি যত্রৈতদ্বিশ্বমুৎপদ্যতে যতঃ।
নির্মাত্রকঃ সমাত্রোঽপি সাদিরেব নিরাদিকঃ ॥১৭
স জপ্যঃ সর্বদা সদ্ভির্ধ্যাতব্যশ্চ বিধানতঃ।
বেদেষু চৈব শাস্ত্রেষু বহুধা স ব্যবস্থিতঃ ॥১৮
তথা সত্যপি চৈকোঽয়ং ঘটাকাশ ইব স্থিতঃ।
কর্মারম্ভেষু সর্বেষু ত্রিমাত্রঃ সম্প্রকীর্তিতঃ ॥১৯
স্থিতো যত্র যথোক্তশ্চ স্মর্তব্যং স তথৈব হি।
ঋগ্বেদে স্বরিতোদাত্ত উদাত্তস্তু যজুঃ শ্রুতৌ ॥২০
সামবেদে স বিজ্ঞেয়ো দীর্ঘঃ স প্লুত এব চ।
সনৎকুমারসিদ্ধান্তে প্রণবো বিষ্ণুরুচ্যতে ॥২১
যস্মিংস্তস্য চ বিশ্রান্তিস্তৎপরং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্।
উচ্চারিতস্য তস্যাথ বিশ্রান্তৌ চ যদক্ষরম্ ॥২২
তদক্ষরং সদা ধ্যায়েদ্ যস্তত্রৈব প্রলীয়তে।
ঘণ্টাস্বনিতবত্তস্য বিশ্রান্তিঃ শব্দবেধসঃ ॥২৩
কুর্বীত ব্রহ্মবিদ্ বিপ্রো যদীচ্ছেদ্ যোগমাত্মনঃ।
সর্বস্যাপি চ শব্দস্য হ্যন্তে উচ্চারিতস্য যৎ ॥২৪
তদ্ধ্যায়েদ্ যস্তু স জ্ঞানী শব্দব্রহ্মবিদুচ্যতে।
যাজ্ঞবল্ক্যো মুনীনাং প্রাগব্রবীজ্জনকস্য চ ॥২৫
বাসিষ্ঠজোঽপি তং ব্রূয়াৎ স্বভাবং শব্দবেধসঃ।
তৈলাধারামিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘং ঘণ্টানিনাদবৎ ॥২৬
অবাগ্রূপং প্রণবস্যায়ং যস্তং বেদ স বেদবিৎ।
স্থিত্বা সর্বেষু শব্দেষু সর্বং ব্যাপ্তমনেন হি।
ন তেন হি বিনা কিঞ্চিদ্ বক্তুং যাতি গিরা যতঃ ॥২৭
উদ্গীথমক্ষরং হ্যেতদুদ্গীথঞ্চ উপাসতে।
উপাস্যো মধ্যতস্ত্বেন নাদং বিশ্রাময়েদধ্বনি ॥২৮

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর এই তিনদেবতা; অগ্নি, সোম ও সূর্য্য এই ত্রিধাম; অন্তঃপ্রজ্ঞ, বহিঃপ্রজ্ঞ ও ঘনপ্রজ্ঞ এই ত্রিপ্রজ্ঞ; হৃদয়, কণ্ঠ ও তালু এই ত্রিস্থান। অকার, উকার ও মকার এই ত্রিমাত্রা; অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকাল; স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ এই ত্রিলিঙ্গ। পূর্বোক্ত ত্রিস্বভাবে ওঁকার অবস্থিত আছেন—ব্রহ্মবাদিগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন।১৩-১৬

যখন এই ত্রিস্বভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে, তখনই জগৎ সৃষ্ট হয়। তিনি মাত্রাহীন হইয়াও মাত্রাযুক্ত, অনাদি হইয়াও সাদি। এইজন্য সজ্জনগণ সর্বদা বিধি অনুসারে এই ওঁকারের জপ ও ধ্যান করিবে। বেদে এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে এই প্রণবের বহুত্বের কথা উল্লিখিত আছে। তিনি একক হইয়াও ঘটাকাশের ন্যায় বহুবিধ রূপে প্রতিভাত হন। অ, উ, ম—এই ত্রিমাত্রাত্মক প্রণব (ওঁকার) সমস্ত কর্মের প্রারম্ভে স্মর্তব্য বলিয়া বেদাদি শাস্ত্রে কথিত আছে।১৭-১৯

শাস্ত্রে যেখানে যে প্রকার উক্ত হইয়াছে, সেখানে সেই প্রকার স্মরণ করা উচিত। ঋগ্বেদে স্বরিত এবং উদাত্ত স্বর, যজুর্বেদে উদাত্ত স্বর, সামবেদে উদাত্ত এবং দীর্ঘ প্লুত স্বর ব্যবহার করিবে। ব্রহ্মার মানস পুত্র সনৎকুমার প্রণবকে বিষ্ণু বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যেখানে প্রণবের উচ্চারণের পরিসমাপ্তি হয়, তাহাই পরং ব্রহ্ম নামে অভিহিত হয়, সেই উচ্চারিত প্রণবের বিশ্রাম ঘটিলে যে অক্ষর থাকে; সেই অক্ষর যিনি ধ্যান করেন, তিনি তাহাতেই লীন হন। সেই শব্দব্রহ্মের বিশ্রান্তি ঘণ্টার শব্দের তুল্য ২০-২৩

ব্রহ্মজ্ঞানলব্ধ বিপ্র যদি পরব্রহ্মের সহিত নিজের সংযুক্তি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি প্রণবের ধ্যান করিবেন। উচ্চারিত সকল শব্দের অন্তে যাহা থাকে, তাহার যিনি ধ্যান করেন, তাঁহাকে শব্দব্রহ্মবিৎ জ্ঞানী বলিয়া অভিহিত করা হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য পূর্বে এই কথা মুণিগণের নিকটে এবং রাজর্ষি জনকের নিকট বলিয়াছিলেন। বসিষ্ঠ-পৌত্র পরাশরও রাজর্ষি জনকের নিকট সেই শব্দব্রহ্মের স্বাভাবিক অবস্থা এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, উহা তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন, দীর্ঘ, এবং ঘণ্টাধ্বনিতুল্য।২৪-২৬

শব্দব্রহ্মের ইহাই স্বভাব—যাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে

প্রণবাদ্যাঃ স্মৃতা বেদাঃ প্রণবে পর্য্যবস্থিতাঃ।
বাঙ্‌ময়ং প্রণবে সর্বং তস্মাৎ প্রণবমভ্যসেৎ ॥২৯
ব্রহ্মার্ষং তত্র বিজ্ঞেয়মগ্নিশ্চ দৈবতং মহৎ।
আদ্যং ছন্দঃ স্মরেত্তত্র নিয়োগো হ্যাদিকর্মণি ॥৩০
উৎপন্নমেতত্তু যতঃ সমস্তং
ব্যাবৃত্য তিষ্ঠেৎ প্রলয়েঽপি যত্র।
একাক্ষরেণাপি জগন্তি যেন
ব্যাপ্তানি কোঽন্যঃ পরমোঽস্তি তস্মাৎ ॥৩১
ধ্যেয়ং ন জপ্যং ন চ পূজনীয়ং
তস্মান্ন দেবাদ্ বরণীয়মন্যৎ।
দুস্তারসংসারপয়োধিমগ্ন-
তারায় বিষ্ণুঃ প্রণবঃ স পূজ্যঃ ॥৩২
উক্তমুদ্দেশতো হ্যেতদ্ রূপমেকাক্ষরস্য চ।
জপ্যা চ সততং দেবী গায়ত্রী সাঽধুনোচ্যতে ॥৩৩

* * *

ইতি শ্রীবৃহৎপারাশরীয়ে ধর্মশাস্ত্রে সুব্রত-প্রোক্তায়াং স্মৃত্যাং ষট্‌কর্মনিরূপণে প্রণবস্বরূপবর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

শব্দব্রহ্ম বাক্যজাত নহে, উহা নিত্য পদার্থ। এই নিত্য পদার্থ শব্দব্রহ্ম যিনি জানেন—তিনি বেদজ্ঞ। সমস্ত শব্দের মধ্যে অবস্থান করিয়া এই শব্দব্রহ্মই সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন। শব্দব্রহ্ম ভিন্ন কোনও উক্তি বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।২৭

এই শব্দব্রহ্মই প্রণব, এই প্রণবের উপাসনা করিবে। হৃদয়মধ্যে এই প্রণবের উপাসনা করিয়া নাদের পরিসমাপ্তি করিবে। বেদের আদি প্রণব এবং সেইভাবেই বেদ স্মৃত হয়, এই প্রণবেই বেদের অবস্থিতি, বাক্যময় সমস্তই প্রণবে অবস্থিত বলিয়া সর্বদা প্রণব অভ্যাস করিবে।২৮-২৯

ব্রহ্মা, ঋষি ও অগ্নি প্রভৃতি যেসকল শ্রেষ্ঠদেবতা সমস্তই প্রণবে অবস্থিত জানিবে। এই প্রণব অভ্যাস করিবার সময়ে প্রথমে ছন্দঃ স্মরণ করিয়া প্রত্যেক কর্মের আদিতে নিয়োগ করিবে।৩০

যাঁহা হইতে এই সমগ্র বিশ্ব উৎপন্ন, প্রলয়কালেও যাঁহাকে আবৃত করিয়া অবস্থান করে, যে একাক্ষর সমগ্র জগদ্‌ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কি আছে? প্রণব ভিন্ন অন্য কিছুই ধ্যেয়, জপ্য, পূজনীয় ও বরণীয় নাই। দুস্তরসংসারসমুদ্রমগ্ন ব্যক্তিদিগের পরিত্রাতা সেই প্রণব-বিষ্ণু পূজনীয়।৩১-৩২

প্রসঙ্গক্রমে একাক্ষরের স্বরূপ উক্ত হইল। সর্বদা গায়ত্রীদেবীর জপ করিবে। সেই গায়ত্রী কি, এক্ষণে তাহা বলা হইতেছে।৩৩

বৃহৎপারাশরীয়ধর্মশাস্ত্রে সুব্রতপ্রোক্ত স্মৃতিশাস্ত্রীয় ষট্‌কর্মনিরূপণ-বিষয়ে প্রণবস্বরূপবর্ণননামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

গায়ত্রীমন্ত্র-পুরশ্চারণবর্ণনম্

গায়ত্র্যাঃ সংপ্রবক্ষ্যামি দেবর্ষ্যাদি ক্রমেণ তু।
অক্ষরাণাঞ্চ বিন্যাসং তেষাং চৈব তু দেবতাঃ ॥১
জপ্যে যথাবিধা কার্য্যা যথারূপা চ সাঽর্চনে।
হোমে যথা চ কর্তব্যা যথা বা চাভিচারিকে ॥২
যৎফলং জপহোমাদৌ যদর্থং জপ্যতে তু সা।
ধ্যাতব্যা চ যথা দেবী যথাবত্তন্নিবোধত ॥৩
গায়ত্রী তু পরং তত্ত্বং গায়ত্রী পরমা গতিঃ।
সর্বামরৈরিয়ং ধ্যাতা সর্বং ব্যাপ্তং তয়া জগৎ ॥৪
উৎপদ্যতে ত্রিপাদায়াঃ পুনস্তস্যাং বিশেদিদম্।
গায়ত্রী প্রকৃতির্জ্ঞেয়া ওঁকারঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥৫
এতয়োরেব সংযোগাজ্জগৎ সর্বং প্রবর্ততে।
পাদাস্ত্রয়স্ত্রয়ো বেদাস্তেষু তত্ত্বাক্ষরাণি চ ॥৬
চতুর্বিংশতিরেবাস্যাং তৈর্হি ব্যাপ্তমিদং জগৎ।
আদায় চৈকং প্রথমং তু পাদ-
ম্বগেভ্যা দ্বিতীয়ং তু তথা যজুর্ভ্যঃ।
সাম্নস্তৃতীয়ং তু ততোঽভবৎ সা
সাবিত্রি দেবী স্বয়মেব সর্গে ॥৭
দৈবত্যমস্যাং সবিতাসুরার্চ্চ্য-
শ্ছন্দোঽপি গায়ত্রমভূচ্চ তস্যাঃ।
বিশ্বস্য মিত্রো দ্বিজরাজো পূজ্যো
মুনির্নিয়োগস্তু জপাদিকেষু ॥৮
অস্যাং তু তত্ত্বাক্ষরবিংশতিস্তু
চত্বারি পাদত্রিতয়ং তু দেব্যাম্।
ভূরাদিভিস্তিস্যৃভিঃ সংপ্রযুক্তং
সোঙ্কারমেতদ্ বদনঞ্চ তস্যাঃ ॥৯

চতুর্থ অধ্যায়

গায়ত্রী-মন্ত্রের পুরশ্চরণ বর্ণন

এক্ষণে ক্রমশঃ গায়ত্রীর দেবতা, ঋষি, অক্ষরের বিন্যাস, অক্ষরের দেবতা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিব। সেই গায়ত্রীর জপে, অর্চ্চনায়, হোমে ও অভিচার (উচ্চাটন-বশীকরণ) কর্মে যে প্রকার বিধি অবলম্বন করা কর্তব্য, জপ, হোম প্রভৃতি ক্রিয়ানুষ্ঠানে যেই প্রকার ফলপ্রাপ্তি ঘটে, যে প্রয়োজনে সেই গায়ত্রী জপ করা হয়, যে প্রকারে সেই দেবীর ধ্যান করা উচিত, তাহা যথাক্রমে অবগত হও।১-৩

গায়ত্রীদেবী পরম তত্ত্ব ও পরমা গতি। সমস্ত দেবতা এই দেবীকে ধ্যান করিয়া থাকেন, ইনি সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। ত্রিপদা গায়ত্রী হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়, আবার সেই গায়ত্রীতেই প্রবিষ্ট হয় অর্থাৎ লীন হয়। গায়ত্রী প্রকৃতি এবং ওঁকার পুরুষ বলিয়া কথিত, এই উভয়েরই সংযোগে সমগ্র জগৎ সৃষ্ট হয়। এই গায়ত্রীতে তিনটি পাদ, ঋক, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদ, সেই বেদত্রয়ে চতুর্বিংশতি পরম অক্ষর, সেই অক্ষর সমুহ দ্বারা এই বিশ্ব ব্যাপ্ত। ঋগ্‌বেদ হইতে গৃহীত একপাদ—যাহা গায়ত্রীর প্রথম পাদ, যজুর্বেদ হইতে গৃহীত একপাদ—যাহা দ্বিতীয় পাদ, সামবেদ হইতে গৃহীত একপাদ—যাহা তৃতীয় পাদ। সৃষ্টি-কালীন গায়ত্রীদেবী এই ত্রিপাদ হইতে স্বয়ং উৎপন্না হন।৪-৭

ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা বিনিয়োগ করত জপাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। গায়ত্রী-জপে দেবতা, ছন্দঃ ও ঋষি কি, তাহাই বলিতেছেন। গায়ত্রী-জপে দেবগণবন্দ্য সবিতা দেবতা, ছন্দঃ গায়ত্রী ও দ্বিজরাজবৃন্দবন্দ্য বিশ্বামিত্র-মুনি ঋষি। জপাদিতে ইঁহাদের বিনিয়োগ করিবে।৮

এই গায়ত্রীতে চতুর্বিংশতি পরম অক্ষর এবং তিনটি পাদ আছে। ওঁকারের সহিত ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ ত্রিমহাব্যাহৃতি সেই গায়ত্রীদেবীর বদন (অগ্রভাগ)।৯

কোন কোনও বেদপারগ সাবিত্রীদেবীকে অগ্নি-

কেচিদ্‌ধুতাশং বদনং বদন্তি
সাবিত্রিদেব্যাঃ শ্রুতিতত্ত্ববিজ্ঞাঃ।
ইদঞ্চ বক্ত্রং সকলামরাণা-
মিত্যেতয়া ব্যাপ্তমশেষমেতৎ ॥১০
ভূরাদিকেন ত্রিতয়েন পাদং
পাদঞ্চ বেদত্রিতয়েন চাস্যাঃ।
প্রাণাদিকেন ত্রিতয়েন পাদং
পাদৈস্ত্রিভির্ব্যাপ্তমশেষমস্যাঃ ॥১১
যস্তুর্যমস্যা দ্বিজ! বেত্তি পাদং
স বেত্তি বিদ্বন্ পরমং পদং তু
ব্যাপ্তিঃ পরাহস্যাঃ সকলাপি চৈষা
যো বেত্তি চৈনাং স তু বিত্তমঃ স্যাৎ ॥১২
গায়ত্রীং যো ন জানাতি জ্ঞাত্বা নৈব উপাসয়েৎ।
নামধারকমাত্রোহসৌ ন বিপ্রো বৃষলো হি সঃ ॥১৩
কিং বেদৈঃ পঠিতৈঃ সর্বৈঃ সেতিহাস-পুরাণকৈঃ।
সাঙ্গৈঃ সাবিত্রিহীনেন ন বিপ্রত্বমবাপ্যতে ॥১৪
গায়ত্রীমেব যো জ্ঞাত্বা সম্যগভ্যসতে পুনঃ।
ইহামুত্র চ পূজ্যোহসৌ ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১৫
গায়ত্রী চ তথা বেদা ব্রহ্মণা তুলিতাঃ পুরা।
বেদেভ্যোহপি ষডঙ্গেভ্যো গায়ত্র্যতিগরীয়সী ॥১৬
যদক্ষরেষু দৈবত্যং চতুর্বিংশতিষূচ্যতে।
সন্ন্যাসং যদ্বিবোধেন কুর্বন্ ব্রহ্মত্বমাপ্নুয়াৎ ॥১৭
জানীয়াদক্ষরং দেব্যাঃ প্রথমং ত্বাশুশুক্ষণম্।
প্রভঞ্জনং দ্বিতীয়ং তু তৃতীয়ং শশিদৈবতম্ ॥১৮
বিদ্যুতশ্চ তুরীয়ং তু পঞ্চমং তু যমস্য চ।
ষষ্ঠং তু বারুণং তত্ত্বং সপ্তমং তু বৃহস্পতেঃ ॥১৯
পার্জন্যমষ্টমং তত্ত্বং নবমং চেন্দ্রদৈবতম্।
গান্ধর্বং দশমং বিদ্যাত্ত্বাষ্ট্রমেকাদশং তথা ॥২০
মৈত্রাবরুণমন্যদ্ বৈ তথা পুষ্ণস্ত্রয়োদশম্।
চতুর্দশং সুরেশস্য প্রাগিদং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্ ॥২১
মরুদ্দৈবতকং জ্ঞেয়ং পঞ্চদশং যদক্ষরম্।
সৌম্যঞ্চ ষোড়শং তত্ত্বং তথা চাঙ্গিরসং পরম্ ॥২২

মুখ বলিয়া থাকেন। সমস্ত দেবতারও অগ্নিই মুখ; এই সাবিত্রীদেবীই অখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন।১০

ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই ত্রিতয়ে একপাদ, ঋক, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়ে একপাদ, প্রাণ, অপান ও ব্যান এই ত্রিতয়ে একপাদ,—সাবিত্রীদেবীর এই ত্রিপাদে সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত।১১

হে বিদ্বন্ দ্বিজ! যিনি সাবিত্রীদেবীর চতুর্থ পাদ জানিতে পারেন, তিনি পরব্রহ্মকে জানিলেন। সমগ্র বিশ্বে এই সাবিত্রীদেবী পরা-বিদ্যারূপে ব্যাপিয়া আছেন —ইহা যিনি জানিতে পারেন, তিনি জ্ঞানবান্‌গণের অন্যতম বলিয়া কথিত হন।১২

যে বিপ্র গায়ত্রী জানে না অথবা জানিয়াও উপাসনা করে না, ঐ ব্যক্তি বিপ্রনামধারীই বটে বস্তুতঃ পক্ষে সে শূদ্ররূপে গণ্য হয়।১৩

ইতিহাস, পুরাণ ও সমগ্র অঙ্গসহ বেদপাঠ করিলে সাবিত্রীহীন ব্যক্তির কি হইবে? সে বিপ্রত্ব লাভ করিতে পারে না (অর্থাৎ সাবিত্রী উপাসনায় বিরত ব্যক্তির বিপ্রত্বলাভ কখনও হয় না; ঐ ব্যক্তি যদি সমগ্র ইতিহাস, পুরাণ ও সমস্ত অঙ্গসহ পূর্ণবেদ পাঠ করে, তাহা হইলেও সে বিপ্রত্বলাভের অধিকারী হয় না)। যিনি গায়ত্রী জানিয়া পুনঃপুনঃ তাহার অভ্যাস করেন, তিনি ইহলোকে পূজনীয় ও পরলোকে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।১৪-১৫

পুরাকালে ব্রহ্মা তুলাদণ্ড দ্বারা বেদ ও গায়ত্রীকে পরিমাণ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ষড়ঙ্গবেদ অপেক্ষা গায়ত্রী অধিক পরিমাণে গরীয়সী। এই গায়ত্রীর চতুর্বিংশতি অক্ষরের প্রতি অক্ষরেই দেবতা কথিত হইয়াছে এবং এই গায়ত্রী সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিলে সন্ন্যাস করিতে করিতে অর্থাৎ সমস্ত তুচ্ছ মায়িক বস্তু পরিত্যাগ করিতে করিতে ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি হয়।১৬-১৭

সাবিত্রীদেবীর প্রথম অক্ষরের দেবতা আশুশুক্ষণ অর্থাৎ অগ্নি, দ্বিতীয় অক্ষরের প্রভঞ্জন (বায়ু বিশেষ), তৃতীয় অক্ষরের চন্দ্র, চতুর্থ অক্ষরের বিদ্যুৎ, পঞ্চম অক্ষরের যম, ষষ্ঠ অক্ষরের বরুণ, সপ্তম অক্ষরের বৃহস্পতি, অষ্টম অক্ষরের পর্জ্জন্য (আকাশাধিপতি), নবম অক্ষরের ইন্দ্র, দশম অক্ষরের গন্ধর্ব,

বিশ্বেষাং চৈব দেবানামষ্টাদশমথাক্ষরম্ ।
অশ্বিনোশ্চোনবিংশং তু বিংশং প্রজাপতের্বিদুঃ ॥২৩
একবিংশং কুবেরস্য দ্বাবিংশং শঙ্করস্য চ ।
ত্রয়োবিংশং তথা ব্রাহ্মং চাতুর্বিংশং তু বৈষ্ণবম্ ॥২৪
ইতি জ্ঞাত্বা দ্বিজঃ সম্যক্ সর্বাশ্চাক্ষরদেবতাঃ ।
কুর্বন্ জপাদিকং বিপ্রঃ পরং শ্রেয়োঽধিগচ্ছতি ॥২৫
পাদাঙ্গুষ্ঠাদি মূর্দ্ধান্তমাত্মনো বপুষি ন্যসেৎ ।
অক্ষরাণি চ সর্বাণি বাঞ্ছন্ ব্রহ্মত্বমাত্মনঃ ॥২৬
পাদাঙ্গুষ্ঠযুগে ত্বেকমেকৈকং গুল্ফয়োর্দ্বয়োঃ ।
জানুনোশ্চ দ্বয়োরেকমেকমূরুকয়োর্দ্বয়োঃ ॥২৭
গুহ্যে কট্যাং তথৈকৈকমেকৈকং জঠরোরসোঃ ।
স্তনদ্বয়ে তথৈকং তু ন্যসেদেকং গলে তথা ॥২৮

বক্ত্রে তালুনি দৃক্-শ্রুত্যোশ্চতুর্দ্ধে কৈকমেব চ ।
ভ্রুবোর্মধ্যে তথৈকং তু ললাটে চৈকমেব হি ॥২৯
যাম্য-পশ্চিম-সৌম্যেষু একৈকমেকমূর্ধনি ।
গায়ত্রীন্যস্তসর্বাঙ্গো গায়ত্রীবিপ্র উচ্যতে ॥৩০
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ।
প্রোক্তঃ প্রণববিন্যাসো ব্যাহৃতীনামথোচ্যতে ॥৩১
সপ্তাপি ব্যাহৃতীর্ন্যস্যাঃ সর্বদেহে জপাদিষু ।
ভূর্লোকং পাদয়োর্ন্যস্য ভুবর্লোকং তু জানুনোঃ ॥৩২
স্বর্লোকং কটিদেশে তু নাভিদেশে মহস্তথা ।
জনলোকং তু হৃদয়ে কণ্ঠদেশে তপস্তথা ॥৩৩
ভ্রুবোর্ললাটসন্ধ্যোস্তু সত্যলোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।
হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্মনিষ্কলম্ ॥৩৪

একাদশ অক্ষরের সূর্য্য, দ্বাদশ অক্ষরের মৈত্রাবরুণ, ত্রয়োদশ অক্ষরের পূষা, চতুর্দ্দশ অক্ষরের সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, পঞ্চদশ অক্ষরের বায়ু, ষোড়শ অক্ষরের সোম, সপ্তদশ অক্ষরের অঙ্গিরাঃ, অষ্টাদশ অক্ষরের বিশ্বেদেব, ঊনবিংশ অক্ষরের অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিংশ অক্ষরের প্রজাপতি, একবিংশ অক্ষরের কুবের, দ্বাবিংশ অক্ষরের শিব, ত্রয়োবিংশ অক্ষরের ব্রহ্মা এবং চতুর্বিংশ অক্ষরের দেবতা বিষ্ণু বলিয়া জানিবে ।১৮-২৪

সাবিত্রীদেবীর পূর্বোক্ত অক্ষর-দেবতাসমূহকে সম্যক্ অবগত হইয়া জপ করিলে ব্রাহ্মণ পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।২৫

ব্রহ্মত্ব-লাভেচ্ছু পুরুষ পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত স্বীয় সর্বাঙ্গে এই চতুর্দ্দশ অক্ষর ন্যাস করিবে ।২৬

অঙ্গে অক্ষরন্যাস--প্রণালী উক্ত হইতেছে ।

পাদদ্বয়ের দুই অঙ্গুষ্ঠে এক এক অক্ষর, গুল্ফদ্বয়ে এক এক অক্ষর, জানুদ্বয়ে এক এক অক্ষর, উরুদ্বয়ে এক এক অক্ষর, গুহ্যে এক অক্ষর, কটিদেশে এক অক্ষর, জঠরে এক অক্ষর, বক্ষোদেশে এক অক্ষর, স্তনে এক অক্ষর, গলে এক অক্ষর, মুখে এক অক্ষর, তালুদেশে এক অক্ষর, চক্ষুতে এক অক্ষর, কর্ণে এক অক্ষর, ভ্রূযুগলমধ্যে এক অক্ষর, ললাটে এক অক্ষর, ডানদিকে এক অক্ষর, পশ্চাদ্দিকে এক অক্ষর, বামদিকে এক অক্ষর ও মস্তকে এক অক্ষর ন্যাস করিবে। যে বিপ্র পূর্বোক্ত প্রকারে সর্বাঙ্গে গায়ত্রীদেবীকে ন্যস্ত করেন, তাঁহাকে গায়ত্রী-বিপ্র বলিয়া অভিহিত করা হয় ।২৭-৩০

পদ্মপত্রস্থ জল যেরূপ পদ্মপত্রে থাকিয়াও তাহার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকিতে পারে না, সেরূপ পূর্বোক্ত প্রকারে যিনি সর্বাঙ্গ গায়ত্রীর অক্ষরসমূহ ন্যাস করেন, তিনি পাপে লিপ্ত হন না। প্রণব-বিন্যাস বলা হইয়াছে। এক্ষণে ব্যাহৃতি-বিন্যাস সম্বন্ধে বলা হইতেছে ।৩১

জপাদি সকল কার্য্যে সর্বদেহে সপ্তব্যাহৃতি ন্যাস করিবে। পাদদ্বয়ে ভূর্লোক, জানুদ্বয়ে ভুবর্লোক, কটি-দেশে স্বর্লোক, নাভিদেশে মহলোক, হৃদয়ে জনলোক, কণ্ঠদেশে তপোলোক, ভ্রূ এবং ললাটের সন্ধিস্থলে সত্যলোক প্রতিষ্ঠিত আছেন। হিরণ্ময়নামক শ্রেষ্ঠ কোশে নিষ্কল বিরজব্রহ্ম আছেন। ব্রহ্মজ্ঞগণ যাহাকে 'তৎ' বলিয়া থাকেন, জ্যোতিষ্কসমূহের সেই শুদ্ধ জ্যোতিঃ সবিতৃদেবের বরণীয় তেজঃ জানিতেছি, তিনি আমাদের বুদ্ধিকে ব্রহ্মত্বে প্রেরণ করুন। ছন্দঃ, দেবতা, ঋষি, বিনিয়োগ

তচ্ছুদ্ধং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ।
দেবস্য সবিতুর্ভর্গো বরেণ্যং চৈব ধীমহি ॥৩৫
তদস্মাকং ধিয়ো যস্তু ব্রহ্মত্বে চ প্রচোদয়াৎ।
ছন্দোদৈবতমার্ষঞ্চ বিনিয়োগঞ্চ ব্রাহ্মণম্ ॥৩৬
মন্ত্রং পঞ্চবিধং জ্ঞাত্বা দ্বিজঃ কর্ম সমাচরেৎ।
স্বরতো বর্ণতশ্চৈব পরিপূর্ণং ভবেদ্ যথা ॥৩৭
হীনং ন বিনিযুঞ্জীত মন্ত্রং তু মাত্রয়াপি চ।
দেবতায়তেন কুর্য্যাজ্জপং নদ্যাদিকেষু চ ॥৩৮
আশ্রমেষু যতীনাং বা গোষ্ঠে বা স্বগৃহেঽপি বা।
চতুর্দ্ধস্তিমপূর্বেষু হ্যুত্তমাদিক্রমেণ তু ॥৩৯
দশগুণং সহস্রং স্যাৎ ফলং বিষ্ণাবনন্তকম্।
অপ্‌সমীপে জপং কুর্য্যাৎ সসঙ্খ্যং তদ্ভবেদ্ যথা ॥৪০
অসংখ্যমাসুরং যস্মাত্তস্মাত্তদ্‌গনয়েদ্‌ধ্রুবম্।
স্ফাটিকেন্দ্রাক্ষ-রুদ্রাক্ষৈঃ পুত্রজীবসমুদ্ভবৈঃ ॥৪১
অক্ষমালা প্রকর্তব্যা প্রশস্তা চোত্তরোত্তরা।
অভাবে ত্বক্ষমালায়া কুশগ্রন্থ্যাঽথ পাণিনা ॥৪২
যথা কথঞ্চিদ্‌গণয়েৎ সসঙ্খ্যং তদ্ভবেদ্ যথা।
প্রণবো ভূর্ভুবঃ স্বশ্চ পুনঃ প্রণবসংযুতম্ ॥৪৩
অন্ত্যোঽঙ্কারসমাযুক্তাং মন্যতে মুনয়োঽপরে।
প্রণবোঽন্তে তথা চাদাবাহুরন্যে জপে ক্রমম্ ॥৪৪
আদাবেব তু চোঙ্কার আবৃত্তাবাদিকোঽন্ততঃ।
তদাদ্যঞ্চ তদন্তঞ্চ কুর্য্যাৎ প্রণবসম্পুটম্ ॥৪৫
আদ্যন্তরক্ষিতাং কুর্য্যাদিতি পরাশরোঽব্রবীৎ।
যো ন বাঞ্ছতি সন্তানং মোক্ষমিচ্ছতি কেবলম্ ॥৪৬
প্রত্যোঙ্কারমসৌ কুর্বন্নক্ষরং মোক্ষমাপ্নুয়াৎ।
অক্ষরপ্রাতিলোম্যেন সোঙ্কারেণ ক্রমেণ তু ॥৪৭
ফট্‌কারান্তঞ্চ কুর্বীত প্রেচ্ছন্নরিবধং বুধঃ।
হোমে চাপি পঠন্ কুর্য্যাৎ প্রণবাবর্তনং দ্বিজঃ।
অভিপ্রেতার্থহোমাদৌ স্বাহান্তং তান্নুদীরয়েৎ ॥৪৮

ও ব্রাহ্মণ এই পঞ্চাঙ্গবিশিষ্ট এবং স্বর ও বর্ণে পরিপূর্ণ মন্ত্র জানিয়া দ্বিজ কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।৩২-৩৭

মাত্রাবিহীন মন্ত্রও কর্ম্মে বিনিয়োগ করিবে না। দেবতার আয়তনে, নদ্যাদি তীর্থক্ষেত্রে, যতিগণের আশ্রমে, গোষ্ঠে অথবা স্বগৃহে জপ করিবে। স্থানভেদে জপফলের গুণাধিক্য দেখাইতেছেন—স্বগৃহে জপ অপেক্ষা দেবতায়তনে জপের ফল দশগুণ বেশী, নদ্যাদিতে সহস্রগুণ এবং বিষ্ণুগৃহে জপ করিলে অনন্ত ফল হইয়া থাকে। জল-সমীপে জপ করার সময়ে সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া জপ করিতে হইবে। সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট না রাখিয়া যে জপ করা হয়, তাহা আসুর জপ বলিয়া কথিত হওয়ায় জপসংখ্যা অবশ্যই গণনা করিবে। স্ফটিক, ইন্দ্রাক্ষ (কাঁটা জামির গাছ), রুদ্রাক্ষ ও পুত্রজীব (জীয়াপুত) এই কয়েকটি দ্রব্য দ্বারা জপমালা প্রস্তুত করিবে। ইহাদের মধ্যে পর পর প্রশস্ত অর্থাৎ স্ফটিক অপেক্ষা ইন্দ্রাক্ষ, তদপেক্ষা রুদ্রাক্ষ, তদপেক্ষা পুত্রজীব প্রশস্ত। জপমালার অভাব হইলে কুশের মধ্যে গ্রন্থি তৈয়ার করিয়া হস্তদ্বারা যে কোনও প্রকারে গণনা করিবে যাহাতে সংখ্যার সহিত জপ হয়। প্রথমে প্রণব, তৎপর ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎপরে প্রণব সংযুক্ত করিয়া জপ করিবে। কোনও কোনও মুনি মনে করেন যে, গায়ত্রীর অন্তে ওঁকার যুক্ত করিবে, (এই কথা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, মধ্যে প্রণব উচ্চারণ করিবে না)। অন্যান্য অনেক মুনির মতে—জপকালে আদিতে ও অন্তেতে প্রণব উচ্চারণ করিবে।৩৮-৪৪

উচ্চারণের আদিতে ওঁকার ও অন্তে ওঁকার স্থাপন করিবে। এইভাবে প্রণব সম্পুটিত করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। মহামুনি পরাশর বলিয়াছেন যে, গায়ত্রীর আদিতে এবং অন্তেতে প্রণব স্থাপন করিবে। যিনি সন্তান বাঞ্ছা করেন না, কেবল মোক্ষই বাঞ্ছা করেন, তিনি ওঁকার স্থাপন করিয়া অক্ষরের ব্যতিক্রম করত ক্রমশঃ প্রত্যোঙ্কার স্থাপন করিয়া অক্ষরমোক্ষ (পুনরাবৃত্তিহীন মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।৪৫-৪৭

জ্ঞানীব্যক্তি অরি-বধের জন্য গায়ত্রীর অন্তে ফট্ উচ্চারণ করিবে। হোমকার্য্যেও প্রণব আবর্ত্তিত করিয়া গায়ত্রী উচ্চারণ করিবে। অভিপ্রেত কার্য্যসিদ্ধির জন্য হোমাদি অনুষ্ঠানে অন্তে স্বাহা-শব্দ নিযুক্ত করিয়া গায়ত্রী উচ্চারণ করিবে।৪৮

সংকীর্ণতাং যদা পশ্যেদ্ রোগাদ্ বা দ্বিষতোঽপি বা।
তদা জপেচ্চ গায়ত্রীং সর্বদোষাপনুত্তয়ে ॥৪৯
রুদ্রজাপ্যানি কার্য্যাণি সূক্তঞ্চ পুরুষস্য চ।
শিবসংকল্পজাপ্যঞ্চ সর্বং কুর্য্যাদ্ বিধানতঃ ॥৫০
জপ্যানি ঘ্নন্তি পাপানি শ্রেয়ো দদ্যুস্তদর্থিনাম্।
অতো জপং সদা কুর্য্যাদ্ যদিচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ ॥৫১
দ্রুপদাং বা জপেদ্দেবীমজপাং জম্বুকাং তথা।
প্রণবঞ্চ সদাভ্যস্যেদ্ যদি ব্রহ্মত্বমিচ্ছতি ॥৫২
প্রাণানামযুতাভ্যাঞ্চ তথা ষোড়শভিঃ শতৈঃ।
পুংসো গচ্ছত্যহোরাত্রং তৎসংখ্যামজপাং বিদুঃ ॥৫৩
রবিমণ্ডলমধ্যস্থে পুরুষে লোকসাক্ষিণি।
সমর্পিতং ময়া চেদং সূর্য্যাখ্যে ব্রহ্মণঃ পদে ॥৫৪
ন জপ্যং প্রসভং কুর্য্যাৎ প্রসভং ঘ্নন্তি রাক্ষসাঃ।
ব্রাহ্মণা ভাগধেয়াস্তু তেষাং দেবো বিধিক্রমঃ ॥৫৫

রোগ বা শত্রু হইতে যখন মন সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন এই সঙ্কীর্ণতারূপ সর্বদোষাপনোদনের জন্য গায়ত্রী জপ করিবে।৪৯

রুদ্রাধ্যায়, পুরুষসূক্ত ও শিবসঙ্কল্পমন্ত্র যথাবিধি জপ করিবে। জপ পাপরাশি নষ্ট করে এবং মঙ্গলার্থিগণকে মঙ্গলজনক ফল প্রদান করে। অতএব আত্মশুভাকাঙ্ক্ষিগণ সর্বদা জপ করিবে।৫০-৫১

ব্রহ্মত্বলাভেচ্ছু পুরুষ দ্রুপদা, অজপা ও জম্বুকা জপ করিবে এবং সর্বদা প্রণবকে জানিতে চেষ্টা করিবে।৫২

প্রতিদিন অহোরাত্র একুশহাজার ছয়শতবার পুরুষের প্রাণবায়ুর আগম ও নির্গম হয়, এই আগম-নির্গম-সংখ্যাই অজপা-নামে কথিত।৫৩

রবিমণ্ডলমধ্যস্থ লোকসাক্ষি-পুরুষ সূর্য্যনামক ব্রহ্মার পদে আমি ইহা অর্পণ করিলাম। হঠাৎ জপ করিবে না। হঠাৎ জপ করিলে রাক্ষসগণ তাহা নষ্ট করিয়া দেয়। ব্রাহ্মণগণ যে জপ করিবেন, সেই জপজনিত ফলভাগীও তাঁহারা অবশ্যই হইবেন; কিন্তু জপ করিবার সময়ে তাঁহাদিগকে শাস্ত্রীয় বিধির বিহিত ক্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।৫৪-৫৫

উপাংশু তু জপং কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণো বাথ মানসম্।
বিবৃতোষ্ঠমুপাংশুঃ স্যাদচলোষ্ঠং তু মানসম্ ॥৫৬
দ্বিবিধস্তু জপঃ প্রোক্ত উপাংশুর্মানসস্তথা।
উপাংশু স্যাচ্ছতগুণঃ সাহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ ॥৫৭
উপাংশুজপযুক্তস্তু মানসে চ রতস্তথা।
ইহৈব যাতি বৈধস্ত্বমিতি পরাশরোঽব্রবীৎ ॥৫৮
বিধিযজ্ঞাঃ পাপযজ্ঞা যে চান্যে বহবো মখাঃ।
সর্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥৫৯
জপ্যেনৈকেন সিদ্ধেন কিং ন সিদ্ধং ভবেদিহ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥৬০
শতেন জন্মজনিতং সহস্রেণ পুরা কৃতম্।
অযুতেন ত্রিজন্মোত্থং গায়ত্রী হন্তি পাতকম্ ॥৬১
দশভির্জন্মজনিতং শতেন তু পুরা কৃতম্।
সহস্রেণ ত্রিজন্মোত্থং গায়ত্রী হন্তি পাতকম্ ॥৬২

ব্রাহ্মণ উপাংশু অথবা মানস জপ করিবে। ওষ্ঠ বিবৃত করিয়া জপ করার নাম উপাংশু জপ এবং ওষ্ঠচালন না করিয়া জপ করার নাম মানস জপ।৫৬

জপ দ্বিবিধ—উপাংশু ও মানস। উপাংশু জপ করিলে শতগুণ ও মানস জপ করিলে সহস্রগুণ ফল হয়।৫৭

পরাশর মুনি বলিয়াছেন যে, উপাংশু এবং মানস জপে রত ব্যক্তি ইহলোকেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হ'ন। বিধিবোধিত যজ্ঞ, পাকযজ্ঞ প্রভৃতি যে সমস্ত বহুবিধ যজ্ঞ আছে, সে সমস্ত যজ্ঞ জপযজ্ঞের ষোলভাগের একভাগেরও তুল্য নহে।৫৮-৫৯

একটি মাত্র সিদ্ধমন্ত্র জপ করিলে উপকারী ব্যক্তির সমস্তই সিদ্ধ হয়, তাহার কিছুই আর অসিদ্ধ থাকে না। অন্য কোনও জপ করুন আর নাই করুন, সেই জপকৃৎ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরূপে পরিগণিত হন।৬০

শতবার গায়ত্রী জপ করিলে ইহজন্মজনিত, সহস্রবার জপ করিলে পূর্বজন্মকৃত, অযুতসংখ্যক জপ করিলে ত্রিজন্মকৃত পাপ নষ্ট হয়।৬১

পুরাকৃত দশজন্মার্জ্জিত পাপ শতসংখ্যক গায়ত্রীজপ

অস্মিন্ কলৌ চ বিদুষা বিধিবৎ কর্ম যৎ কৃতম্ ।
ভবেদ্দশগুণং তদ্ধি কৃতাদেযুর্গতো ধ্রুবম্ ॥৬৩
ন চ তচ্ছক্যতে কর্তুং মন্ত্রাম্নায়েঽস্য দূষণাৎ ।
অযথার্থকৃতাৎ পাঠাৎ মন্ত্রসিদ্ধির্গরীয়সী ॥৬৪
ন চ ক্রমন্ন চ হসন্ন পার্শ্বমবলোকয়ন্ ।
নান্যসক্তো ন জল্পংশ্চ ন চৈবোর্দ্ধ্বশিরস্তথা ॥৬৫
নাঙ্ঘ্রিণা পীড়য়েৎ পাদং ন চৈব হি তথা করম্ ।
নৈবংবিধং জপং কুর্য্যান্ন চ সঞ্চালয়েৎ করম্ ॥৬৬
প্রচ্ছন্নানি চ দানানি জ্ঞানঞ্চ নিরহংকৃতম্ ।
জপ্যানি চ সুগুপ্তানি তেষাং ফলমনন্তকম্ ॥৬৭
য এবমভ্যসেন্নিত্যং ব্রাহ্মণঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।
স ব্রহ্মলোকমাপ্নোতি তথা ধ্যানার্চনাদপি ॥৬৮

দ্বারা নষ্ট হয়। ত্রিজন্মার্জ্জিত পাপ সহস্র গায়ত্রীজপ দ্বারা নষ্ট হয়।৬২

এই কলিযুগে বিদ্বান্ (বেদপারগ) ব্যক্তি বিধি অনুসারে যে কর্ম্ম করেন, তাহা সত্যাদি ত্রিযুগের কৃত-কর্ম্মের দশগুণের সমান—ইহা নিশ্চিত জানিবে।৬৩

মন্ত্রাম্নায়ে (বেদে) বিধিবিহীন কর্ম্ম নিন্দিত হওয়ায় বিধিবিহীন কর্ম্ম করিতে পারা যায় না। অযথার্থ পাঠ অপেক্ষা মন্ত্রসিদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।৬৪

চলিতে চলিতে, হাসিতে হাসিতে, পার্শ্ব অবলোকন করিতে করিতে, অন্যবিষয়ে আসক্ত হইয়া, জল্পনা করিতে করিতে, ঊর্দ্ধশির হইয়া, এক পায়ের দ্বারা অন্য পা পীড়ন করিয়া, এক হাত দ্বারা অন্য হাত পীড়ন করিয়া এবং হাত নাড়াচাড়া করিতে করিতে জপ করিবে না।৬৫-৬৬

যাঁহাদের দান প্রচ্ছন্ন, জ্ঞান অহঙ্কারশূন্য ও জপ সুগোপ্য, তাঁহারা অনন্ত ফল লাভ করেন।৬৭

যে ব্রাহ্মণ সংযতেন্দ্রিয় হইয়া নিত্য এই প্রকার জপ অভ্যাস করেন, সেই ব্রাহ্মণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হ'ন ; আবার পরমেশ্বরের ধ্যান অর্চ্চনা করিয়াও ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হয়।৬৮

অনন্তর অন্য কথা বিশেষভাবে বলিব। পিতামহ কি ভাবে গায়ত্রীর ধ্যান লাভ করিয়াছিলেন ? একদা

অথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি যথা তাতপিতামহঃ ।
লব্ধবান্ বেধসঃ পৃষ্ঠাদ্ গায়ত্র্যাধ্যানমুত্তমম্ ॥৬৯
যদক্ষরেষু যদ্বর্ণং যত্র যত্র চ যঃ স্মরেৎ ।
তৎফলং লভতে কৃত্বা যথা তস্যাঃ সমর্চনম্ ॥৭০
তৎ প্রকৃতিঃ স স্বাতং বিকারো বুদ্ধিরেব চ ।
তুরিত্যেতদহংকারং বশব্দং বিদ্ধি পাপহম্ ॥৭১
রেস্পর্শং তু ণি রূপঞ্চ য়ংরসং গন্ধমত্র ভ ।
র্গো শ্রোত্রং দে ত্বচং বা ব চক্ষুঃ স্য রসনা তথা ॥৭২
ধী নাসা চম বাচা চ হি হস্তৌ ধি চ পাদদ্বয়ম্ ।
যো উপস্থং মুখং যো হন্যো নঃ খং প্র কারমারুতম্ ॥
চো তেজো দ জলং য়াৎ ক্ষ্মা গায়ত্র্যাস্তত্ত্বচিন্তনম্ ।
চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি প্রত্যেকমক্ষরেষু যঃ ॥৭৪

পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে গায়ত্রীর উত্তম ধ্যান বলেন। এইভাবে পিতামহ গায়ত্রীর ধ্যান লাভ করেন। যে যে অক্ষরে যে যে বর্ণ, যেখানে যেখানে যাহা যাহা স্মরণ করা উচিত, যাহা যাহা স্মরণ করিয়া যে যে ফল লাভ হয় এবং তাহার অর্চ্চনার বিধি যে প্রকার, (তাহা বিশেষভাবে বলিব)। ৬৯-৭০

গায়ত্রীর প্রতিটি অক্ষরের অর্থ বলা হইতেছে।

তৎ শব্দের অর্থ প্রকৃতি, স—স্বাত, বি—বুদ্ধি, তু—অহঙ্কার, ব—পাপনাশক, রে—স্পর্শ, ণি—রূপ, য়ং—রস, ভ—গন্ধ, র্গো—শ্রোত্র, দে—ত্বক্, ব—চক্ষু, স্য—রসনা, ধী—নাসা, ম—বাক্, হি—হস্ত, ধি—পাদদ্বয়, যো—উপস্থ, মুখ, যো—অন্য, নঃ—খ, প্র—মারুত, চো—তেজঃ, দ—জল, য়াৎ—পৃথিবী। কিভাবে গায়ত্রীর তত্ত্ব চিন্তা করিতে হয়, তাহাই বলা হইতেছে। যে যোগী গায়ত্রীর চতুর্বিংশতি অক্ষরের প্রত্যেকটি অক্ষরে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব স্মরণ করেন, সেই যোগী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হ'ন।৭১-৭৪

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাকৃতি শান্ত পদ্মাসনারূঢ় 'তৎ'কার পাদদ্বয়ে ন্যাস করিয়া ধ্যান করিলে পাপ নষ্ট হয়।৭৫

অতসীপুষ্পসন্নিভ পদ্মমধ্যস্থিত সৌম্য "স"কার

গায়ত্র্যাঃ সংস্মরেদ্ যোগী স যাতি ব্রহ্মণঃ পদম্।
তৎকারং পাদয়োর্ন্যস্য ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাকৃতিম্ ॥ ৭৪
শান্তং পদ্মাসনারূঢ়ং ধ্যানাদ্দহতি কিল্বিষম্ ॥৭৫
সকারং গুল্ফয়োর্ন্যস্যেদতসীপুষ্পসন্নিভম্।
পদ্মমধ্যস্থিতং সৌম্যং দহতে চোপপাতকম্ ॥৭৬
বিকারং জঙ্ঘয়োর্দীপ্তং ধ্যায়েদ্দেতদ্ বিচক্ষণঃ।
ব্রহ্মহত্যাকৃতং পাপং হন্যাত্তদ্ধি স্মৃতং ক্ষণাৎ ॥৭৭
তুর্‌কারং জানুদেশে তু ইন্দ্রনীলসমপ্রভম্
নির্দহেৎ সর্বপাপানি গ্রহরোগমুপদ্রবম্ ॥৭৮
ঊর্বোর্বং বিমলং ধ্যায়েচ্ছুদ্ধস্ফটিকবিদ্যুতিম্।
বিজ্ঞাতং হন্তি তৎপাপমগম্যাগমনাৎ কৃতম্ ॥৭৯
রেকারং বৃষণে প্রোক্তং বিদ্যুৎস্ফুরিততেজসম্।
মিত্রদ্রোহকৃতং পাপং স্মরণাদেব নাশয়েৎ ॥৮০
নিগুহ্যং শ্বেতবর্ণং তু জাতিপুষ্পসমদ্যুতিম্।
গুরুহত্যাকৃতং পাপং শোধয়েদ্ধ্যানচিন্তনাৎ ॥৮১
যং কট্যাং তারকাবর্ণং চন্দ্রবহ্নিঋষ্যভূষিতম্।
যোগিনাং বরদং প্রাহুর্ব্রহ্মহত্যাবিশোধনম্ ॥৮২
ভং (ভকারং চালি) নভোবলির্বর্ণাভং
মেঘোন্নতিসমদ্যুতিম্।
ধ্যাত্বা কমলমধ্যস্থং মহদ্ দহতি পাতকম্ ॥৮৩
জঠরে রক্তবর্ণং তু মাত্রাদ্বয়বিভূষিতম্।
গোহত্যাদি কৃতং পাপং গোকারস্তু বিশোধয়েৎ ॥৮৪
শ্যামরক্তঞ্চ দেকারং ধ্যানং তদ্দেশয়ে হৃদি।
হিম-কুন্দেন্দু বর্ণাভং বকারমমৃতং স্রবৎ ॥৮৫
পিতৃ-মাতৃ-বধোদ্ভূতং মিত্রাবরুণদৈবতম্।
গুরুহত্যাকৃতং পাপং বকারেণ প্রণশ্যতি ॥৮৬
স্যকারং বিন্যসেৎ কণ্ঠে ত্বাষ্ট্রং স্ফটিকসন্নিভম্।
মনসোপার্জিতং পাপং স্যকারেণ প্রণশ্যতি ॥৮৭
ধীকারং বসুদৈবত্যং বদন্তি স্বর্ণসন্নিভম্।
প্রতিগ্রহকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥৮৮

গুল্‌ফদ্বয়ে ন্যাস করিলে উপপাতক দগ্ধ হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তি জঙ্ঘাদ্বয়ে প্রদীপ্ত "বি"কার ধ্যান করিবেন, কারণ এই ধ্যান করিলে ক্ষণকালের মধ্যে ব্রহ্মহত্যাকৃত পাপ নষ্ট হয়।৭৬-৭৭

ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় প্রভাবশালী জানিয়া "তু"কার জানুদেশে ন্যাস করিলে সর্বপাপ দগ্ধীভূত হয় এবং গ্রহ-সূচিত রোগ ও উপদ্রব নষ্ট হয়।৭৮

শুদ্ধ স্ফটিকতুল্য বিমল, দীপ্তিসম্পন্ন মনে ভাবিয়া "ব"কার উরুদ্বয়ে ন্যাস করিলে অগম্যাগমনজনিত জ্ঞাত পাপ নষ্ট হয়।৭৫

বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে—এই প্রকার তেজঃসম্পন্ন "রে"কার বৃষণদ্বয়ে ন্যাস করিলে স্মরণমাত্রেই মিত্রদ্রোহ-জনিত পাপ নষ্ট হয়।৮০

জাতিপুষ্পের দ্যুতির ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ গোপনীয় "নি"কার ধ্যান এবং চিন্তন করিলে গুরুহত্যা-জনিত পাপ নষ্ট হয়।৮১

তারকা-শোভিত চন্দ্রের ন্যায় তারকা-বর্ণতুল্য "য"-কার কটিদেশে ন্যাস করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ নষ্ট হয়। এইরূপে-ন্যাসকারীকে যোগিগণের বরদাতা বলিয়া বলা হয়।৮২

ইন্দ্রধনুতুল্য বর্ণবিশিষ্ট ও উন্নতমেঘসদৃশ দ্যুতি সম্পন্ন পদ্মাসন-মধ্যস্থ "ভ"কার ধ্যান করিলে মহাপাপ নষ্ট হয়। মাত্রাদ্বয়-বিভূষিত রক্তবর্ণ "গো"কার জঠরে ধ্যান করিলে গোহত্যাদি জনিত পাপ নষ্ট হয়।৮৩-৮৪

"দে"কারকে শ্যাম ও রক্তবর্ণরূপে ধ্যান করিয়া হৃদয়দেশে স্থাপন করিবে। মিত্রাবরুণ দৈবত হিম-কুন্দ-ইন্দুবর্ণাভ অমৃতস্রাবী "ব"কার পিতৃমাতৃবধোদ্ভূত গুরু-হত্যাজনিত পাপ নষ্ট করে।৮৫-৮৬

বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় স্ফটিক-সন্নিভ "স্য"কার কণ্ঠদেশে বিন্যাস করিলে মনে মনে যে পাপ উপার্জ্জিত হইয়াছে, তাহা বিনষ্ট হইবে।৮৭

"ধী"কারকে বসুদৈবত বলা হয়। এই "ধী"কার স্বর্ণবর্ণসদৃশ সমুজ্জ্বলরূপে চিন্তিত হইলে অন্যের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করা হয়, ঐ পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।৮৮

মকারং পদ্মরাগাভং শিরস্থং দীপ্ততেজসম্।
পূর্বজন্মকৃতং পাপং মকারেণ প্রণশ্যতি ॥৮৯
হ্নিকারং নাসিকাগ্রে তু পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভম্।
পূর্বাৎ পূর্বতরং পাপং স্মরণাদেব নশ্যতি ॥৯০
ধিকারং শান্তমক্ষোশ্চ পীতবর্ণং সুধাংশুবৎ।
মনো-বাক্কায়জং পাপং চিন্তনাদেব নশ্যতি ॥৯১
যো কারৌ দ্বৌ ধূম্র-নীলৌ ভ্রূললাটে চ সংস্থিতৌ।
ধ্যায়ন্নিত্যং দ্বিজো নূনং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৯২
নকারং তু মুখে পূর্বং দ্বাদশাদিত্যসন্নিভম্।
সকৃদ্ধ্যাত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ প্রাপ্নোতি ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥৯৩
প্রকারং দক্ষিণে বক্ত্রে কালাগ্নি-রুদ্রসন্নিভম্।
সকৃদ্ধ্যাত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঐশ্বরং পদমাপ্নুয়াৎ ॥৯৪
চোকারং পশ্চিমে বক্ত্রে বিদ্যুদ্দীপ্তিসমপ্রভম্।
একবারং দ্বিজো ধ্যাত্বা বৈষ্ণবং পদমাপ্নুয়াৎ ॥৯৫

"ম"কার প্রদীপ্ত তেজঃসম্পন্ন শিরোদেশস্থ পদ্মরাগমণির আভার ন্যায় আভাতুল্যরূপে ধ্যাত হইলে পূর্বজন্মকৃত পাপ নষ্ট হয়।৮৯

নাসিকার অগ্রভাগে পূর্ণচন্দ্রসদৃশরূপে "হি"কার স্মরণ করিলে পূর্ব পূর্ব জন্মের পাপ নষ্ট হয়।৯০

শান্ত পীতবর্ণ সুধাংশুতুল্য "ধি"কারকে অক্ষিযুগলে চিন্তা করিলে মানস, বাচিক ও কায়িক এই ত্রিবিধ পাপ নষ্ট হয়।৯১

"যো"কারদ্বয় যথাক্রমে ধূম্র ও নীলবর্ণ। ভ্রূ ও ললাটস্থরূপে এই "যো"কারদ্বয় নিত্য চিন্তা করিয়া দ্বিজ সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।৯২

প্রথমে মুখে "ন"কারকে একবারমাত্র দ্বাদশাদিত্য-সন্নিভরূপে ধ্যান করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হ'ন। বক্ত্রের দক্ষিণভাগে "প্র"কারকে কালাগ্নি-রুদ্রসন্নিভ-রূপে একবারমাত্র চিন্তা করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরপদ প্রাপ্ত হ'ন।৯৩-৯৪

দ্বিজ বক্ত্রের পশ্চিমভাগে "চো"কারকে একবার-মাত্র বিদ্যুদ্দীপ্তিসমপ্রভ চিন্তা করিয়া বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হন।৯৫

দকারমুত্তরে বক্ত্রে শুক্লবর্ণসমদ্যুতিম্।
সকৃদ্ধ্যানাদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রাপ্নুয়াৎ পদমব্যয়ম্ ॥৯৬
য়াৎকারস্তু শিরঃ প্রোক্তং চতুর্বদনসংযুতম্।
স এষ ত্রিগুণঃ প্রোক্তশ্চতুর্বিংশতিমঃ স্মৃতঃ ॥৯৭
যং যং পশ্যতি চক্ষুর্ভ্যাং যং যং স্পৃশতি পাণিনা।
যং যচ্চ ভাষতে কিঞ্চিত্তৎসর্বং পূতমেব চ ॥৯৮
জপ্যে তু ত্রিপদা জ্ঞেয়া পূজনে তু চতুষ্পদা।
ন্যাসে জপ্যে তথা ধ্যানে অগ্নিকার্য্যে তথার্চনে ॥৯৯
সর্বত্র ত্রিপদা জ্ঞেয়া ব্রাহ্মণৈস্তত্ত্বচিন্তকৈঃ।
জম্বুকা নাম সা দেবী যজুর্বেদে প্রতিষ্ঠিতা ॥১০০
সা দেবী দ্রুপদা নাম মন্ত্রে বাজসনেয়কে।
অন্তর্জলে ত্রিরাবর্ত্য মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥১০১
সোঽপনীয় সমস্তানি মহেনাংসি দ্বিজোত্তমঃ।
ব্রহ্মণঃ পদমাপ্নোতি যদ্গত্বা ন নিবর্ততে ॥১০২

বক্ত্রের উত্তরভাগে "দ"কারকে একবারমাত্র শুক্লবর্ণ ও সমদ্যুতিসম্পন্ন ধ্যান করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ অব্যয় পদ প্রাপ্ত হ'ন।৯৬

"য়াৎ"কার চতুর্বদনসংযুত শিরঃ বলিয়া কথিত। সেই "য়াৎ"কার ত্রিগুণবিশিষ্ট চতুর্বিংশতি অক্ষরের মান বলিয়া উক্ত আছে।৯৭

পূর্বোক্তরূপে গায়ত্রী-তত্ত্বজ্ঞ জীব নয়নযুগল দ্বারা যাহা যাহা দেখে, হস্ত দ্বারা যাহা যাহা স্পর্শ করে এবং মুখে যাহা কিছু বলে, সেই সমস্তই পবিত্র বলিয়া জানিবে।৯৮

জপকালে গায়ত্রী ত্রিপদা, পূজনে চতুষ্পদা। ন্যাস, জপ, ধ্যান ও অগ্নিকার্য্যে এবং অর্চ্চনায় সকলস্থলেই তত্ত্বচিন্তক ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রীকে ত্রিপদা বলিয়া জানিবে। সেই গায়ত্রীদেবী যজুর্বেদে জম্বুকা নামে প্রতিষ্ঠিতা। ৯৯-১০০

সেই গায়ত্রীদেবী যজুর্বেদীয় মন্ত্রে "দ্রুপদা" নামে অভিহিতা হইয়াছেন। গায়ত্রীর অক্ষরসমূহ পুরুষের দেহে ন্যাস করিবার যে বিধি পূর্বোক্ত শ্লোকসমূহে বর্ণিত হইয়াছে, সেই বিধি অনুসারে পুরুষ জলমধ্যে অবস্থান করত অক্ষরসমূহ তিনবার ন্যস্ত করাইয়া

বিনা শ্রদ্ধাং প্রমাদাদ্ বা জপং কুর্বংশ্চ্যবেদ্ যদি।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি স্মৃতিঃ ॥১০৩
তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রোঽয়ং স্মর্তব্যঃ সর্বকর্মসু।
আবর্ত্যঃ প্রণবো বাপি সর্বস্যাদির্যতো হি সঃ ॥১০৪
অভ্যসেৎ প্রণবং নিত্যমেকচিত্তঃ সমাহিতঃ।
গায়ত্রীঞ্চ তথা দেবীমভ্যস্যন্ মুক্তিমাপ্নুয়াৎ ॥১০৫
বৈদিকং তু জপং কুর্য্যাৎ পৌরাণং পাঞ্চরাত্রিকম্।
যো বেদস্তানি চৈতানি যান্যেতানি চ সা শ্রুতিঃ ॥১০৬
জপেন যেনেহ কৃতেন পুংসো-
দদাতি মার্গং সবিতাপি কর্ত্তুঃ।
অয়ং হি সর্বেষ্টিকৃতাং বরিষ্ঠো-
বিধেঃ পদং যাস্যতি নির্বিকল্পম্ ॥১০৭

যদুক্তং সর্বশাস্ত্রেষু তথা সর্বশ্রুতিষ্বপি।
উপনিষন্মতং তদ্ বো বিপ্রা হ্যেতৎ প্রকীর্তিতম্॥১০৮
ন্যাসং তনুত্রং ন ববন্ধ দেহে
জগ্রাহ নোঙ্কারমসিঞ্চ তীক্ষ্ণম্।
বিপ্রো বশে যস্ত্রিপদাং ন চক্রে
লোকে স রুষ্টঃ কিমু কস্য কুর্য্যাৎ ॥১০৯
উদ্দেশেন ময়া প্রোক্তো বিধির্জপ্যস্য পাবনঃ।
দেবার্চনবিধানং তু সম্প্রবক্ষ্যাম্যতঃ পরম্ ॥১১০
ইতি শ্রীবৃহৎপরাশরীয়ে ধর্মশাস্ত্রে জপনির্ণয়ঃ।

অথ দেবার্চনবিধিঃ

দেবার্চনং প্রবক্ষ্যামি যদুক্তমৃষিভিঃ পুরা।
বৈদিকৈরেব তন্মন্ত্রৈর্যস্য যে তস্য তৈরিতি ॥১১১

ব্রহ্মহত্যা দ্বারা উদ্ভূত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। সেই দ্বিজোত্তম সমস্ত মহাপাপ অপনয়ন করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হ'ন—যে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলে জীব পুনর্জন্মরূপ দুঃখে নিপতিত হয় না।১০১-১০২

শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া অথবা প্রমাদবশতঃ জপকালে যদি জপক্রিয়ার বিচ্যুতি ঘটে, তাহা হইলে "তদ্বিষ্ণোঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিষ্ণুস্মরণ করিলে জপ সম্পূর্ণ হয় বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রকার উপদেশ করিয়াছেন।১০৩

আদিতে প্রণব স্থাপন করিয়া "তদ্বিষ্ণোঃ" এই মন্ত্রটি সর্বকর্মে স্মরণ করিবে। প্রণব সকল মন্ত্রের আদি বলিয়াই সকল মন্ত্রের আদিতে প্রণব স্থাপন করিবে।১০৪

একান্তভাবে সমাহিতচিত্ত হইয়া নিত্য প্রণব অভ্যাস করিবে। পূর্বোক্তভাবে গায়ত্রী অভ্যাস করিয়া জীব মুক্তিলাভের অধিকারী হয়।১০৫

বৈদিক-মন্ত্রজপাধিকারিগণ বৈদিক-মন্ত্র জপ করিবেন; তদ্ভিন্ন অন্যব্যক্তিগণ "পুরাণকথিত" বা "পঞ্চরাত্র" কথিত বিধানানুসারে জপ করিবেন। যাহা বেদমন্ত্র বলিয়া উক্ত আছে, তাহাই পৌরাণাদি মন্ত্র বলিয়া জানিবে, কারণ, ইঁহারাও বেদ বলিয়া কথিত অর্থাৎ বৈদিক-মন্ত্রভিন্ন অন্য মন্ত্রগুলি বৈদিক মন্ত্রই জানিবে।১০৬

এই জগতে ভগবান্ পুরুষোত্তমের মন্ত্রজপকারী ব্যক্তিকেও সবিতৃদেব মুক্তির পথ প্রদান করেন। সমস্ত যজ্ঞকৃৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই জাপক ব্রহ্মার নির্বিকল্প পদ প্রাপ্ত হ'ন।১০৭

হে বিপ্রগণ! সর্বশাস্ত্রে ও সর্ববেদে যাহা উক্ত হইয়াছে, উপনিষদেরও ইহাই মত বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে।১০৮

যে বিপ্র দেহে দেহরক্ষকরূপ ন্যাস বন্ধন করে নাই, ওঁকাররূপ তীক্ষ্ণ অসি গ্রহণ করে নাই এবং ত্রিপদা গায়ত্রীকে বশ করে নাই, এই সংসারে সেই বিপ্র ক্রুদ্ধ হইয়া কাহার কি করিতে পারে?১০৯

প্রসঙ্গক্রমে জপের পবিত্র বিধি বলিয়াছি। অতঃপর দেবার্চ্চন-বিধি সম্যক্ প্রকারে বলিব।১১০

শ্রীবৃহৎপরাশরীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের জপনির্ণয় সমাপ্ত।

অনন্তর দেবার্চ্চন-বিধি বর্ণিত হইতেছে।

যে যে দেবতার অর্চ্চনায় যে যে মন্ত্র, সেই সেই দেবতার সেই সেই বৈদিক মন্ত্র দ্বারা পূজা-বিষয়ে পুরাকালে ঋষিগণ যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহা প্রকৃষ্টরূপে বলিব।১১১

অর্চয়ন্ বৈদিকৈর্ম ন্ত্রৈর্নানুগ্রহমপেক্ষতে।
বৈদিকোঽনুগ্রহস্তস্য বেদস্বীকরণেন তু ॥১১২
ব্রহ্মাণং বৈধসৈর্ম ন্ত্রৈর্বিষ্ণুং স্বৈঃ শঙ্করং স্বকৈঃ।
অন্যানপি তথা দেবা নার্চয়েৎ স্বীয়মন্ত্রকৈঃ ॥১১৩
মন্ত্রন্যাসং পুরা কৃত্বা স্বদেহে দেবতাসু চ।
গায়ত্র্যোঙ্কারন্যস্তাঙ্গঃ পূজয়েদ্ বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥১১৪
ন্যস্বা তু ব্যাহৃতীঃ সর্বাঃ প্রোক্তস্থানক্রমেণ তু।
ব্রহ্মভূতঃ শুচিঃ শান্তো দেবযাগমুপক্রমেৎ ॥১১৫
বিষ্ণুরাদিরয়ং দেবঃ সর্বামরগণার্চিতঃ।
নামগ্রহণমাত্রেণ পাপপাশং ছিনত্তি যঃ ॥১১৬
তদর্চনং প্রবক্ষ্যামি বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
যৎ কৃত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরং সাযুজ্যমাপ্নুয়ুঃ ॥১১৭

বৈদিক মন্ত্র দ্বারা দেবার্চ্চন করিলে দেবানুগ্রহের অপেক্ষা থাকে না, কেননা বেদের প্রাধান্য স্বীকৃত হওয়ায় বৈদিক মন্ত্রই অনুগ্রহ অর্থাৎ দেবগণ বেদপ্রিয়, বেদমন্ত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিলে তাঁহারা অবশ্যই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন; সেস্থলে আর অনুগ্রহের অপেক্ষা থাকে না।১১২

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং অন্যান্য দেবগণকে স্বীয় স্বীয় মন্ত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। প্রথমে স্বীয় অঙ্গে এবং দেবতাঙ্গে মন্ত্রন্যাস করিয়া গায়ত্রী ও ওঁকার-ন্যস্তাঙ্গ হইয়া অব্যয় বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে।১১৩-১৪

পূর্বে যে সমস্ত স্থানে ন্যাস করার কথা বলা হইয়াছে, সে সমস্ত স্থানে ক্রমানুসারে ব্যাহৃতিসমূহ ন্যাস করত পবিত্র, শান্ত ও ব্রহ্মভূত হইয়া দেবার্চ্চন আরম্ভ করিবে।১১৫

আদিদেব বিষ্ণু সকল দেবগণ কর্তৃক অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। সেই বিষ্ণু তাঁহার নামগ্রহণমাত্র ভক্তের পাপবন্ধন ছেদন করিয়া দেন।১১৬

অমিততেজোরাশির আকর বিষ্ণুর অর্চ্চনার বিধি প্রকৃষ্টরূপে বলিব—যে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া মুনিগণ পরম সাযুজ্যলাভ করিয়াছিলেন।১১৭

ষট্‌স্বেতেষু হরেঃ সম্যগর্চনং মুনিভিঃ স্মৃতম্।
অপ্‌স্বগ্নৌ হৃদয়ে সূর্য্যে স্থণ্ডিলে প্রতিমাসু চ ॥১১৮
অগ্নৌ ক্রিয়াবতাং দেবো দিবি দেবো মনীষিণাম্।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং যোগিনাং হৃদয়ে হরিঃ ॥১১৯
আপো হ্যায়তনং তস্য তস্মাত্তাসু সদা হরিঃ।
সর্বগত্বেন বিষ্ণোস্তু স্থণ্ডিলে ভাবিতাত্মনাম্ ॥১২০
দদ্যাৎ পুরুষসূক্তেন আপঃ পুষ্পাণি চৈব হি।
অর্চিতং স্যাদিদং তেন নিত্যং ভুবনসপ্তকম্ ॥১২১
আনুষ্টুভস্য সূক্তস্য ত্রৈষ্টুভস্য চ দৈবতম্।
পুরুষো যো জগদ্বীজমৃষির্নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥১২২
তস্য সূক্তস্য সর্বস্য ঋচাং ন্যাসং যথাক্রমম্।
দেবে চৈবাত্মনি তথা সম্প্রবক্ষ্যাম্যতঃ পরম্ ॥১২৩

মুনিগণ বলিয়াছেন যে, জল, অগ্নি, হৃদয়, সূর্য্য, স্থণ্ডিল ও প্রতিমা এই ছয়টি আধারে সম্যক্‌রূপে হরির অর্চ্চনা করিবে।১১৮

যজ্ঞাদিক্রিয়ানুষ্ঠাতৃগণের অগ্নিতে, মনীষিগণের স্বর্গে, অল্পবুদ্ধিশালিগণের প্রতিমাতে এবং যোগিগণের হৃদয়ে পরমদেব শ্রীহরি পূজিত হ'ন।১১৯

জল সেই হরির আয়তন বলিয়াই হরি সর্বদা জলে অবস্থিতি করেন। সর্বত্র তাঁহার গতি থাকায় আত্ম-ভাবুকগণের নিকটে তিনি স্থণ্ডিলে অবস্থান করেন।১২০

পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা শ্রীহরিকে পুষ্প ও জল প্রদান করিবে। শ্রীহরির অর্চ্চনা হইলে এই সপ্তভুবন নিত্য অর্চ্চিত হয়।১২১

এই পুরুষসূক্তের ছন্দঃ অনুষ্টুপ্ ও ত্রিষ্টুপ্, দেবতা জগৎকারণ পুরুষ এবং ঋষি নারায়ণ বলিয়া কথিত।১২২

দেবতাঙ্গে ও স্বীয় অঙ্গে সেই পুরুষসূক্তের মন্ত্রসমূহের ন্যাসবিধি অতঃপর যথাক্রমে প্রকৃষ্টরূপে বলিব।১২৩

প্রথমে হস্তন্যাস করিয়া তৎপর অব্যয় বিষ্ণুকে স্মরণ করত স্বীয় চিত্তমধ্যে বিষ্ণুকে সম্যক্‌রূপে চিন্তা করিয়া শিখা ও দিগ্‌বন্ধন করিবে।১২৪

হস্তন্যাসং পুরা কৃত্বা স্মৃত্বা বিষ্ণুং তথাঽব্যয়ম্।
শিখাবন্ধঞ্চ দিগ্বন্ধং সঞ্চিন্ত্য বিষ্ণুমাত্মনি ॥১২৪
প্রথমাং বিন্যসেদ্ বামে দ্বিতীয়াং দক্ষিণে করে।
তৃতীয়াং বামপাদে তু চতুর্থীং দক্ষিণে ন্যসেৎ ॥১২৫
পঞ্চমীং বামজানৌ তু ষষ্ঠীঞ্চ দক্ষিণে ন্যসেৎ।
সপ্তমীং বামকট্যাঞ্চ দক্ষিণায়াং তথাষ্টমীম্ ॥১২৫
নবমীং নাভিমধ্যে তু দশমী হৃদি বিন্যসেৎ।
একাদশীং বামপাদে দ্বাদশীং দক্ষিণে ন্যসেৎ ॥১২৭
কণ্ঠে ত্রয়োদশীং ন্যস্য তথা বক্ত্রে চতুর্দশীম্।
অক্ষ্নোঃ পঞ্চদশীং ন্যস্য ষোড়শীং মূর্দ্ধ্নি বিন্যসেৎ ॥১২৮
এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা পশ্চাদ্ যাগং সমাচরেৎ।
আসনং চিন্তয়েন্মেরুমষ্টপত্রং সকর্ণিকম্ ॥১২৯
ব্যাহৃতীনামথ ন্যাসং কুর্য্যাচ্চ বিধিবদ্ দ্বিজঃ।
ভূর্লোকং পাদয়োর্ন্যস্য ভুবর্লোকং তু জানুনোঃ ॥১৩০
স্বর্লোকং কটিদেশে তু নাভিদেশে মহস্তথা।
জনলোকং তু হৃদয়ে কণ্ঠদেশে তপস্তথা ॥১৩১
ভ্রুবোর্ললাটসন্ধ্যোস্তু সত্যলোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্ ॥১৩২
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ।
আবাহনমথ প্রাহুর্বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥১৩৩
যথার্চা ক্রিয়তে তস্য স্বদেহে চিন্তয়েত্তথা।
আদ্যয়াবাহয়েদ্ দেবমৃচা তু পুরুষোত্তমম্ ॥১৩৪
যথা দেবে তথা দেহে ন্যাসং কুর্য্যাদ্ বিধানতঃ।
দ্বিতীয়য়াসনং দদ্যাৎ পাদ্যং চৈব তৃতীয়য়া ॥১৩৫
চতুর্থ্যার্ঘ্যঃ প্রদাতব্যঃ পঞ্চম্যাচমনং তথা।
ষষ্ঠ্যা স্নানং প্রকুর্বীত সপ্তম্যা বসনং তথা ॥১৩৬
যজ্ঞোপবীতং চাষ্টম্যা নবম্যা গন্ধমেব চ।
পুষ্পং দেয়ং দশম্যা তু একাদশ্যা চ ধূপকম্ ॥১৩৭
দ্বাদশ্যা দীপকং দদ্যাত্ত্রয়োদশ্যা নৈবেদ্যকম্।
চতুর্দশ্যাঞ্জলিং কুর্য্যাৎ পঞ্চদশ্যা প্রদক্ষিণম্ ॥১৩৮
ষোড়শ্যোদ্বাসনং কুর্য্যাচ্ছেষকর্মণি পূর্ববৎ।
স্নানে বস্ত্রে চ নৈবেদ্যে দদ্যাদাচমনং হরেঃ।
ষণ্মাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি এবমেব হি যোঽর্চ্চয়েৎ ॥১৩৯

প্রথমা ঋক্ (মন্ত্র) বামকরে, দ্বিতীয় দক্ষিণকরে, তৃতীয় বামপাদে, চতুর্থ দক্ষিণপাদে, পঞ্চম বামজানুতে, ষষ্ঠ দক্ষিণজানুতে, সপ্তম বামকটিতে, অষ্টম দক্ষিণকটিতে, নবম নাভিমধ্যে, দশম হৃদিমধ্যে, একাদশ বামপাদে, দ্বাদশ দক্ষিণপাদে, ত্রয়োদশ কণ্ঠদেশে, চতুর্দ্দশ মুখে, পঞ্চদশ চক্ষুযুগলে ও ষোড়শ মন্ত্র মস্তকে ন্যাস করিবে।১২৫-২৮

এই প্রকারে ন্যাসকার্য্য সম্পন্ন করিয়া বক্ষ্যমান বিধি অনুসারে কার্য্য করিবে। সকর্ণিক অষ্টদল-পদ্মের মধ্যস্থিত স্থানকে শ্রীবিষ্ণুর আসনরূপে চিন্তা করিবে।১২৯

অনন্তর দ্বিজ বিধি অনুসারে বক্ষ্যমান স্থানসমূহে সপ্তব্যাহৃতির ন্যাস করিবে। পাদদ্বয়ে ভূর্লোক, জানুদ্বয়ে ভুবর্লোক, কটিদেশে স্বর্লোক, নাভিদেশে মহর্লোক, হৃদয়ে জনলোক, কণ্ঠদেশে তপোলোক, ভ্রূ এবং ললাটের সন্ধিস্থলে সত্যলোক প্রতিষ্ঠিত আছে—এরূপ চিন্তা করিয়া ন্যাসক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। হিরণ্ময়-শ্রেষ্ঠ কোশে গুণাতীত পূর্ণব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন। সেই শুভ্রজ্যোতিঃ পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতিঃসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—ইহা আত্মতত্ত্বজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন। অনন্তর অমিত তেজের আকর বিষ্ণুর আবাহন বলা হইতেছে।১৩০-৩৩

সেই পূর্ণব্রহ্মের অর্চ্চনা যেভাবে করিবে, স্বীয় দেহমধ্যে সেইভাবে তাঁহাকে চিন্তা করিবে। পুরুষসূক্তের প্রথম মন্ত্র দ্বারা পুরুষোত্তমকে আবাহন করিবে।১৩৪

বিধি অনুসারে দেবদেহে যে প্রকার ন্যাস করিবে, সেই প্রকার স্বীয় দেহেও ন্যাস করিবে। পুরুষসূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা আসন, তৃতীয় মন্ত্র দ্বারা পাদ্য, চতুর্থ মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্য, পঞ্চম মন্ত্র দ্বারা আচমন, ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা স্নান, সপ্তম মন্ত্র দ্বারা বস্ত্র, অষ্টম মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞোপবীত, নবম মন্ত্র দ্বারা গন্ধ, দশম মন্ত্র দ্বারা পুষ্প, একাদশ মন্ত্র দ্বারা ধূপ, দ্বাদশ মন্ত্র দ্বারা দীপ, ত্রয়োদশ মন্ত্র দ্বারা নৈবেদ্য, চতুর্দ্দশ মন্ত্র দ্বারা অঞ্জলি, পঞ্চদশ মন্ত্র দ্বারা প্রদক্ষিণ ও ষোড়শ মন্ত্র দ্বারা উদ্বাসন করিবে এবং অবশিষ্ট কর্ম্মও পূর্বের ন্যায় করিবে। স্নানীয় ও বস্ত্রদানের পর পুনরায় হরিকে আচমনীয় দিবে। যিনি পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে ছয়মাস অর্চ্চনা করেন, তাঁহার অবশ্যই সিদ্ধিলাভ হইবে।১৩৫-৩৯

আদিত্যমণ্ডলে দেবং ধ্যাত্বা বিষ্ণুং মনোময়ম্।
স যাতি ব্রহ্মণঃ স্থানং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥১৪০
ধ্যেয়ো দিনেশপরিমণ্ডলমধ্যবর্তী
নারায়ণঃ সরসিজানসসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ মকরকুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খ-চক্রঃ ॥১৪১
সূক্তেন বিষ্ণুবিধিনা সমুদীরিতেন
যোঽনেন নিত্যমজমাদিমনন্তমূর্তিম্।
ভক্ত্যাঽর্চয়েৎ পঠতি যশ্চ স বিষ্ণুদেহং
বিপ্রো বিশেদ্ধরিবরেণ কৃতার্থদেহঃ ॥১৪২
পঞ্চরাত্রবিধানেন স্থণ্ডিলে বাপি পূজয়েৎ।
জলমধ্যগতো বাপি পূজয়েজ্জলমধ্যতঃ ॥১৪৩
দ্বাদশাহং নবব্যূহং পঞ্চরাত্রক্রমেণ তু।
অভাবে ধৌতবস্ত্রস্য পত্রিকায়াস্তথা দ্বিজঃ ॥২৪৪

যিনি আদিত্যমণ্ডলে মনোময় বিষ্ণুদেবকে ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি পরব্রহ্মস্থান লাভ করেন— এই বিষয়ে আর বিচারণীয় কিছুই নাই।১৪০

সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তি-স্থানে অবস্থিত পদ্মাসনে সমুপবিষ্ট, কেয়ূর-মকরকুণ্ডল-হার-কিরীটধারী, স্বুবর্ণময়-শরীর ও শঙ্খ-চক্রধারী নারায়ণকে ধ্যান করিবে। নিত্য, অজ, আদি, অনন্তমূর্ত্তি বিষ্ণুকে বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা যে ব্রাহ্মণ ভক্তিপূর্বক অর্চ্চনা করেন এবং পাঠ করেন, সেই ব্রাহ্মণ স্বদেহকে কৃতার্থ মনে করিয়া শ্রীহরির প্রসাদে শ্রীহরির দেহে প্রবেশ করেন অর্থাৎ শ্রীহরিতে বিলীন হ'ন।১৪১-৪২

অথবা হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র-নামক গ্রন্থের বিধান অনুসারে স্থণ্ডিলে শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে বা জল-মধ্যে অবস্থান করিয়া কিংবা জলাধারে শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে।১৪৩

পঞ্চরাত্র-বিধিমতে দেহীর দেহাভ্যন্তরে নবদ্বারমধ্যস্থ দ্বাদশদলপদ্মে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। ধৌত বস্ত্র ও পত্রের অভাবে জলাধারে জল দ্বারাই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। 'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' এই নাম

জলেঽপি হি জলেনৈব মন্ত্রৈরেবার্চয়েদ্ধরিম্
বিষ্ণু বিষ্ণুরিত্যজস্রং চিন্তয়েদ্ধরিমেব তু ॥১৪৫
তিষ্ঠন্ ব্রজংস্তথাসীনঃ শয়ানোঽপি হরিং সদা।
সংস্মরন্নাশুভং পশ্যেদিহামুত্র চ বৈ দ্বিজঃ ॥১৪৬
রুদ্রং রুদ্রবিধানেন ব্রহ্মাণঞ্চ বিধানতঃ।
সূর্য্যং সংহতিমন্ত্রৈশ্চ তদীরিতবিধানতঃ ॥১৪৭
দূর্গাং কাত্যায়নীং চৈব তথা বাগ্দেবতামপি।
স্কন্দং বিনায়কং চৈব যোগিনীং ক্ষেত্রপালকান্ ॥১৪৮
বিধিবদর্চয়েৎ সর্বান্ যো বিপ্রো ভক্তিতৎপরঃ।
বিষ্ণুনা সুপ্রসন্নেন বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১৪৯
গ্রহাংশ্চ পূজয়েদ্ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণঃ শান্তিতৎপরঃ।
আরোগ্য-পুষ্টিসংযুক্তো দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ ॥১৫০
গৃহা গাবো নৃপা বিপ্রাঃ সদ্ভিঃ পূজ্যাঃ সদা নরৈঃ।
পূজিতাঃ পূজয়ন্ত্যেতে নির্দহন্ত্যপমানিতাঃ ॥১৫১

অজস্রবার উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীহরিকে চিন্তা করিবে।১৪৪-৪৫

কোথাও অবস্থিতি করার সময়ে, চলিবার সময়ে, উপবিষ্ট অবস্থায় ও শায়িত অবস্থায় শ্রীহরিকে স্মরণ করিলে দ্বিজ ইহলোকে এবং পরলোকে কিছুমাত্র অশুভ দর্শন করে না।১৪৬

রুদ্রির বিধানানুসারে রুদ্রদেবতার, ব্রহ্মার্চ্চনের বিধি অনুসারে ব্রহ্মার, সূর্য্যসংহিতায় কথিত বিধি অনুসারে সূর্য্যের, দুর্গা, কাত্যায়নী, সরস্বতী, কার্ত্তিকেয়, গণেশ, যোগিনী ও ক্ষেত্রপাল ইঁহাদিগের বিধি অনুসারে ভক্তি-তৎপর হইয়া যে বিপ্র ইঁহাদের অর্চ্চনা করেন, শ্রীবিষ্ণু তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হ'ন; সেই সুপ্রসন্ন বিষ্ণুর সহিত তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হ'ন।১৪৭-৪৯

শান্তিতৎপর বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ আদিত্যাদি নবগ্রহের অর্চ্চনানন্তর আরোগ্য ও পুষ্টিলাভ করিয়া দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হ'ন। সদ্ভাবাপন্ন মানব সর্বদা গৃহদেবতা, গো, নৃপ ও বিপ্রদিগের পূজা করিবে। ইঁহারা পূজিত হইয়া সকলকে সম্মানিত করেন আর অনাদৃত হইয়া দগ্ধীভূত করিয়া ফেলেন।১৫০-৫১

যো হিতঃ সর্বসত্ত্বেষু নৃপ-গো-ব্রাহ্মণেষু চ।
ইহামুত্র চ পূজ্যোঽসৌ বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১৫২
উক্তো গৃহস্থস্য সুরার্চনস্য
ধন্যো বিধিবিষ্ণুপদোপলব্ধ্যৈ।
কার্য্যো দ্বিজাতেঃ প্রতিবাসরং যো
বেদোক্তমন্ত্রৈঃ স ময়া হিতায় ॥১৫৩
দেবপূজাবিধিঃ প্রোক্ত এষ উদ্দেশতো যথা।
বৈশ্বদেবস্য বক্তব্যো বিধির্বিপ্রা ময়াধুনা ॥১৫৪

ইতি দেবপূজাবিধিঃ ॥

অথ বৈশ্বদেববিধিঃ ॥

বৈশ্বদেবং প্রবক্ষ্যামি যথাকার্য্যং দ্বিজাতিভিঃ।
স্বগৃহ্যোক্তবিধানেন জুহুয়াদ্ বৈশ্বদেবিকম্ ॥১৫৫

সর্বজীবের বিশেষতঃ নৃপ, গো, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির হিতসাধনে রত ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে পূজনীয় হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হ'ন।১৫২

বিষ্ণুর পাদপদ্ম সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভের জন্য বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা গৃহস্থের প্রতিদিন করণীয় দেবার্চ্চন-বিধি দ্বিজাতির হিতের জন্য আমি বলিয়াছি।১৫৩

হে বিপ্রগণ! প্রসঙ্গক্রমে আমি দেবপূজার বিধি বলিয়াছি, এক্ষণে বৈশ্বদেব-সম্বন্ধীয় বিধি বলিব।১৫৪

দেবপূজা-বিধি সমাপ্ত।

অনন্তর বৈশ্বদেব-বিধি বর্ণিত হইতেছে।

দ্বিজাতিগণ যে বিধি অবলম্বনে বৈশ্বদেব-কার্য্যানুষ্ঠান করিবে, তাহা প্রকৃষ্টরূপে বলিব। স্বীয় গৃহ্যবিধি অনুসারে বৈশ্বদেব সম্বন্ধীয় হোম করিবে। (সামবেদীয়-গণ গোভিল-গৃহ্যোক্ত বিধি অনুসারে, যজুর্বেদীয়গণ পারস্কর-গৃহ্যোক্ত বিধি অনুসারে এবং ঋগ্বেদীয়গণ আশ্বলায়ন-গৃহ্যোক্ত বিধি অনুসারে বৈশ্বদেব সম্বন্ধীয় হোম করিবে।)।১৫৫

দ্বিজ হোমযোগ্য যথার্থ হবিষ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইলে যে পক্ব হবিঃ সংগৃহীত হইবে,

হবিষ্যস্য দ্বিজোঽভাবে যথালাভং শৃতং হবিঃ।
জুহুয়াদ্ বিধিবদ্ভক্ত্যা যথা স্যাচ্চিত্তনির্বৃতিঃ ॥১৫৬
যদ্ বা তদ্ বাপি হোতব্যমগ্নৌ কিঞ্চিদ্ দ্বিজাতিভিঃ।
ফলং বা যদি বা মূলং ঘাসং বা যদি বা পয়ঃ ॥১৫৭
অহুত্বা চ দ্বিজোঽশ্নীয়াদ্ যৎকিঞ্চিৎ স্বয়মশ্নুতে।
অশ্নীয়াচ্চেদহুত্বাপি নরকং স সমাবিশেৎ ॥১৫৮
জুহুয়াদ্ ব্যঞ্জন-ক্ষারবর্জ্জমন্নং হুতাশনে।
অনুজ্ঞাতো দ্বিজৈস্তৈস্তু ত্রিঃ কৃত্বা পুরুর্ষভঃ ॥১৫৯
যত্বগ্নৌ হূয়তে নৈব যস্য চাগ্রং ন দীয়তে।
অভোজ্যং তদ্ দ্বিজাতীনাং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং
চরেৎ ॥১৬০
লৌকিকে বৈদিকে চৈব বৈশ্বদেবো হি নিত্যশঃ।
লৌকিকে পাপনাশায় বৈদিকে স্বর্গমাপ্নুয়াৎ ॥১৬১

সেই পক্ব হবিঃ দ্বারা বিধিবোধিতভাবে ভক্তিপূর্বক হোম করিবে। যেরূপ অনুষ্ঠানের কথা উক্ত হইয়াছে, সেরূপ অনুষ্ঠান করিলে চিত্তে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়।১৫৬

ফল, মূল, তৃণ বা দুগ্ধ যে দ্রব্যই সংগৃহীত হয়, দ্বিজ সেই দ্রব্যই অগ্নিতে আহুতি দিবে।১৫৭

যে দ্বিজ অগ্নিতে আহুতি প্রদান না করিয়া কোন কিছু ভোজন করে বা ভোজন করায়, সেই দ্বিজ নরকে প্রবেশ করে।১৫৮

দ্বিজ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ তিন তিন বার করিয়া ক্ষারবর্জ্জিত অন্ন ও ব্যঞ্জন অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে।১৫৯

যে দ্রব্য এবং যে দ্রব্যের আদ্যভাগ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া না হয়, সেই দ্রব্য দ্বিজাতিগণের অভোজ্য; উহা ভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।১৬০

লৌকিক এবং বৈদিক-কর্ম্মানুষ্ঠানে বৈশ্বদেব-কর্ম্মানুষ্ঠান নিত্য বলিয়া জানিবে। বৈশ্বদেব-কর্ম্মানুষ্ঠান লৌকিক-কর্ম্মে পাপনাশক এবং বৈদিক-কর্ম্মে স্বর্গপ্রাপ্তির সহায়ক।১৬১

অভাবাদগ্নিহোত্রস্য আবসথ্যস্য বা তথা।
যস্মিন্নগ্নৌ পচেদন্নং তত্র হোমো বিধীয়তে ॥১৬২
অগ্নিঃ সোমঃ সমস্তৌ তৌ বিশ্বেদেবাস্তথৈব চ।
ধন্বন্তরিঃ কুহূস্তদ্বদনুমতিঃ প্রজাপতিঃ ॥১৬৩
দ্যাবাভূম্যোঃ স্বিষ্টকৃতে হুত্বৈতেভ্যঃ পুনস্ততঃ।
কুর্য্যাদ্ বলিহৃতিং পশ্চাৎ সর্বদিক্ষু প্রদক্ষিণম্ ॥১৬৪
সূত্রাম্নে তস্য পুংভ্যশ্চ যমায় চ সহানুগৈঃ।
বরুণায় সহৈতৈশ্চ সোমায় চ সহানুগৈঃ ॥১৬৫
মরুদ্ভিশ্চ ক্ষিপেদ্ বারি অশ্বিভ্যাঞ্চ তথা হরেৎ।
বনস্পতিভ্যঃ সর্বেভ্যো মুসলোলুখলে হরেৎ ॥১৬৬
শ্রিয়ৈ চ ভদ্রকাল্যৈ চ উচ্ছীর্ষে পাদয়োঃ ক্রমাৎ।
ব্রহ্মণে সানুগায়েতি মধ্যে চৈব বলিং হরেৎ ॥১৬৭
বাস্তবে সানুগায়েতি বাস্তুমধ্যে বলিং হরেৎ।
বিশ্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো বলিমাকাশ উৎক্ষিপেৎ ॥১৬৮
দ্যুচরেভ্যশ্চ ভূতেভ্যো নক্তঞ্চারিভ্য এব চ।
বাস্তোঃ পৃষ্ঠে চ কুর্বীত বলিং সর্বানুতৃপ্তয়ে ॥১৬৯
পিতৃভ্যো বলিশেষং তু সর্বং দক্ষিণতো হরেৎ।
পতিতেভ্যঃ শ্বপাকেভ্যঃ পাপানাং
পাপরোগিণাম্ ॥১৭০
কৃমি-কীট-পতঙ্গানাং সর্বেভ্যোঽপি বলিং হরেৎ।
এবং সর্বাণি ভূতানি যো বিপ্রো নিত্যমর্চয়েৎ ॥১৭১
তৎস্থানং পরমাপ্নোতি যজ্জ্যোতিঃ পরবেধসঃ।
গৃহ্যেঽগ্নৌ বৈশ্বদেবং তু প্রোক্তমেতন্ মনীষিভিঃ ॥১৭২
অনগ্নিকস্তু কুর্বীত বৈশ্বদেবং কথং ত্বিতি।
মহাব্যাহৃতিভিস্তিস্রঃ সমস্তাভিস্তথাঽপরে ॥১৭৩

যথাবিধি স্থাপিত অগ্নির অভাব হইলে অথবা যজ্ঞীয় মণ্ডপের অভাব হইলে যে অগ্নিতে অন্নপাক করা হয়, সেই অগ্নিতে হোম করিবে।১৬২

সমগ্র বিশ্বাত্মক সেই অগ্নি এবং সোম, বিশ্বেদেব, ধন্বন্তরি, অমাবস্যা, শুক্লচতুর্দ্দশীযুক্তা পূর্ণিমা, প্রজাপতি স্বর্গলোক, ভূর্লোক এবং স্বিষ্টকৃৎ ইহাদের উদ্দেশ্যে হোম করিয়া বলি উৎসর্গ করিবে, পরে সর্বদিকে প্রদক্ষিণ করিবে।১৬৩-৬৪

সূত্রামন্-নামক যজ্ঞের জন্য সেই যজ্ঞনির্বাহক পুরুষদিগের উদ্দেশ্যে, অনুগামিগণের সহিত যমদেবতার উদ্দেশ্যে, ইহাদিগের সহিত বরুণ দেবতার উদ্দেশ্যে ও অনুগামিগণের সহিত সোমদেবতার উদ্দেশ্যে বলি আহরণ করিবে এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উদ্দেশ্যে বলি আহরণ করিবে ও বায়ুদেবতার উদ্দেশ্যে বারি ক্ষেপণ করিবে। বৃক্ষসমূহের উদ্দেশ্যে মুষল (অর্থাৎ খদির-কাষ্ঠনির্ম্মিত তীক্ষ্ণাগ্র দণ্ড) ও উলূখল আহরণ করিবে। শ্রী এবং ভদ্রকালী দেবতার উদ্দেশ্যে যথাক্রমে শিরোদেশে ও পাদযুগলে, অনুগামীর সহিত ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে মধ্যস্থলে এবং অনুগামীর সহিত বাস্তুদেবতার উদ্দেশ্যে বাস্তুমধ্যে বলি উৎসর্গ করিবে। বিশ্বেদেব উদ্দেশ্যে আকাশাভিমুখে ঊর্দ্ধদিকে বলি ক্ষেপণ করিবে। খেচর এবং নিশাচর প্রাণীর উদ্দেশ্যে এবং সমস্ত প্রাণীর তৃপ্ত্যর্থে বাস্তুপৃষ্ঠে বলি উৎসর্গ করিবে। পতিত, শ্বপাক, পাপী, পাপবশতঃ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের, কৃমি, কীট ও পতঙ্গ ইহাদের সকলের উদ্দেশ্যে বলি উৎসর্গ করিবে। যে বিপ্র এই প্রকারে সকল প্রাণীর উদ্দেশ্যে নিত্য অর্চ্চনা করেন, তিনি পরব্রহ্মের জ্যোতির্ম্ময় শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করেন। মনীষিগণ গৃহ্যসূত্রে অগ্নি উদ্দেশ্যে এই প্রকার বৈশ্যদেব বিধি বলিয়াছেন। ১৬৫-৭২

পূর্বোক্ত বিধিসমূহ সাগ্নিক সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে নিরগ্নিকগণ সম্বন্ধে বলা হইতেছে।

নিরগ্নিকগণ কি উপায়ে বৈশ্বদেব করিবেন? সমস্ত মহাব্যাহৃতি দ্বারা তিনটি আহুতি এবং অপর আরও একটি আহুতি দিবে, এই আহুতি চতুষ্টয় এবং দেবতার উদ্দেশ্যে একটি আহুতি দিবে। "ত্রিয়ম্বকং যজামহে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া দুইটি আহুতি দিবে।১৭৩-৭৪

অপমৃত্যু-নিবৃত্তির জন্য, আয়ুঃ ও শারীরিক পুষ্টি বৃদ্ধির জন্য বৈশ্বদেব উদ্দেশ্যে হোম করিবে,—এ সম্বন্ধে বিশেষ-রূপে অন্যত্র উক্ত আছে।১৭৫

ইত্যাহুতীশ্চতস্রস্তু তথা দেবকৃতেঽপি চ।
ত্রিয়ম্বকং যজামহ ইত্যাদি চাহুতিদ্বয়ম্ ॥১৭৪
বৈশ্বদেবেন জুহুয়াদ্ বিশেষোঽন্যত্র বৈ পুনঃ।
অপমৃত্যুনিরত্যর্থমায়ুঃ-পুষ্টিবিবৃদ্ধয়ে ॥১৭৫
জুহুয়াৎ ত্র্যম্বকং দেবং বিল্বপত্রৈস্তিলৈস্তথা।
বিনায়কায় হোতব্যা ঘৃতস্যাহুতয়স্তথা ॥১৭৬
সর্ববিঘ্নোপশান্ত্যর্থং পূজয়েদ্ যত্নতস্তু তম্।
গণানাং ত্বেতি মন্ত্রেণ স্বাহাকারান্তমাদৃতঃ ॥১৭৭
চতস্রো জুহুয়াত্তস্মৈ গণেশায় তথাহুতীঃ।
তদ্বিষ্ণোরিতি জুহুয়াদ্ বিধিসম্পূর্ণতাকৃতে ॥১৭৮
প্রণবেন চ গায়ত্র্যা কেচিজ্জুহ্বতি তদ্ দ্বিজাঃ।
এতৌ বৈ সর্বদৈবত্যৌ এতৎ পরং ন কিঞ্চন ॥১৭৯
এতাভ্যাং তু হুতেনৈব সর্বেভ্যোঽপি হুতং ভবেৎ।
জুহুয়াৎ সর্পিষাঽভ্যক্তং গব্যেন পয়সাঽথ বা ॥১৮০
ক্রীতেন গোবিকারেণ তিলতৈলেন বা পুনঃ।
সম্প্রোক্ষ্য পায়সা বাঽন্নং নাভ্যক্তং চাশ্নুয়াদপি ॥১৮১
অস্নেহা যব-গোধূমাঃ শালয়ো হবনীয়কাঃ।
হবিস্তু হবিরভ্যক্তমহবিস্তু হবির্যতঃ ॥১৮২
অভ্যক্তমেব হোতব্যমতো রূক্ষং বিবর্জয়েৎ।
দারিদ্র্যং শ্বিত্রিতামেকে রূক্ষান্নহবনে বিদুঃ ॥১৮৩
জঠরাগ্নেঃ ক্ষয়ং চৈকে রূক্ষমন্নং ন হূয়তে।
ওঙ্কারপূর্বিকা সর্বাঃ স্বাহাকারান্তিকাস্তথা ॥১৮৪
জুহুয়াদগ্নিকে বিপ্রো গৃহমেধী হি নিত্যশঃ।
বলিং চোপান্তভূতেভ্যঃ সর্বেভ্যোঽপ্যবিশেষতঃ ॥১৮৫
হুত্বাঽথ কৃষ্ণবর্ত্মানং কৃতাঞ্জলিঃ প্রসাদয়েৎ।
ত্বমগ্নে দ্যুভিরেতেন মন্ত্রেণ ভক্তিমান্ দ্বিজঃ ॥১৮৬
আব্রহ্মন্নিতি মন্ত্রং তু জপেদ্ বৈ সার্বকামিকম্।
আহাব্যগ্ন ইতি হ্যেনং মন্ত্রঞ্চ প্রযতো জপেৎ ॥১৮৭

বিল্বপত্র এবং তিল দ্বারা ত্র্যম্বকদেবের হোম করিবে। ঘৃতাহুতি দিয়া গণেশের হোম করিবে। সর্ববিঘ্ন উপশমনের জন্য যত্নপূর্বক গণেশের পূজা করিবে। ঐ পূজায় "গণানাং ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রের অন্তে স্বাহা শব্দ প্রয়োগ করিয়া সেই গণেশদেবতার উদ্দেশ্যে চারিটি আহুতি দিয়া হোম করিবে। বিধির সম্পূর্ণতার জন্য "তদ্বিষ্ণোঃ" এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে।১৭৬-৭৮

কোন কোন দ্বিজ প্রণব এবং গায়ত্রী দ্বারা হোম করিয়া থাকে। এই প্রণব এবং গায়ত্রী সর্বদেবময়, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। এই মন্ত্রদ্বয়ে হোম করিলে সকল মন্ত্রেই হোম করার তুল্য হয়। ঘৃতাভ্যক্ত, গোদুগ্ধ, ক্রীত দধি, তিলতৈল দ্বারা হোম করিবে; অথবা জল দ্বারা ঘৃতাভ্যক্ত অন্ন সম্যক্‌রূপে প্রোক্ষণ করিয়া হোম করিবে; জল দ্বারা ঘৃতাভ্যক্ত অন্ন প্রোক্ষণ না করিয়া ভোজনও করিবে না।১৭৯-৮১

স্নেহপদার্থশূন্য হবনীয় যব, গোধূম, শালিধান্য প্রভৃতি দ্রব্য হবিঃ না হইয়াও হবির্যুক্ত হইয়া হবিঃরূপে পরিণত হয়।১৮২

ঘৃতাভ্যক্ত দ্রব্য দ্বারা হোম করিবে—এইরূপ বিধান থাকায় রূক্ষ অর্থাৎ অনভ্যক্ত দ্রব্য দ্বারা হোম করিবে না। অনভ্যক্ত দ্রব্যে হোম করিলে দারিদ্র্য ও শ্বিত্ররোগ হয়—এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, অভ্যক্ত না করিয়া হোম করিলে জঠরাগ্নি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অতএব রূক্ষদ্রব্য দ্বারা হোম করিবে না। সাগ্নিক ও গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পূর্বে ওঁকার ও অন্তে স্বাহা শব্দ স্থাপন করিয়া আহুতি প্রদান করিবে। কোনও প্রকার বিশেষ ক্রিয়া না করিয়া সমীপস্থ সমস্ত প্রাণীর উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করিবে।১৮৩-৮৫

অনন্তর ভক্তিমান্ দ্বিজ "ত্বমগ্নে দ্যুভিঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হোম করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্বক অগ্নিদেবকে প্রসন্ন করাইবে।১৮৬

সর্বকামপ্রদ "আব্রহ্মন্" এই মন্ত্র জপ করিবে এবং "আহাব্যগ্নে" এই মন্ত্রও সংযতচিত্ত হইয়া জপ করিবে। অনন্তর অন্য হোতাশন-মন্ত্র জপ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। তৎপর অন্যান্য পবিত্রসূক্তও জপ করিবে এবং সর্বপ্রকার শান্তিকার্য্যের জন্য "অগ্নির্দেবতা" এই মন্ত্রে ঐরূপ জপ করিবে।১৮৭-৮৮

জ্ঞান, ধন, আরোগিতা ও গতি অর্থাৎ মুক্তি লাভেচ্ছু

অন্যং হৌত্তাশনং মন্ত্রং জপিত্বাঽথ ক্ষমাপয়েৎ।
অন্যানি চৈব সূক্তানি পবিত্রাণি ততো জপেৎ।
সর্বশান্তিককৃত্যর্থং তথাগ্নির্দেবতেতি চ ॥১৮৮
জ্ঞানং ধনমরোগিত্বং গতিমিচ্ছংস্তথা দ্বিজঃ।
শম্ভুমগ্নিং রবিং বিষ্ণুমর্চয়েদ্ভক্তিতঃ ক্রমাৎ ॥১৮৯
অজ্ঞানন্ যো দ্বিজো নিত্যমহুত্বাঽপি শৃতং হবিঃ।
পিতৃ-দেব-মনুষ্যাণামৃণযুক্তঃ স যাত্যধঃ ॥১৯০
শাকং বাঽপি তৃণং বাঽপি হুত্বাগ্নাবশ্নুতে দ্বিজঃ।
সর্বকামসমাযুক্তঃ সোঽত্রৈব সুখমশ্নুতে ॥১৯১
স্বরেণ বর্ণেন চ যদ্বিহীনং
তথৈব হীনং ক্রিয়য়াপি যচ্চ।
তথাতিরিক্তং মম তৎক্ষয়স্থ
তদস্তু চাগ্নে পরিপূর্ণমেতৎ ॥১৯২
সর্বপাপাপনোদায় সর্বকামায় বৈ দ্বিজাঃ।
দ্বিজন্মনাং হিতার্থায় বৈশ্বদেব উদাহৃতঃ ॥১৯৩
ইতি বৈশ্বদেববিধিঃ।

দ্বিজ শম্ভু, অগ্নি, সূর্য্য ও বিষ্ণুকে ক্রমান্বয়ে ভক্তিপূর্বক অর্চনা করিবে।১৮৯

যে দ্বিজ নিত্যহোম না করিয়া এবং শৃত (পক্ব) হবিঃ না জানিয়া ভোজন করে, সেই দ্বিজ পিতৃলোক দেব ও মনুষ্যদিগের ঋণযুক্ত হইয়া অধোগামী হয়। দ্বিজ শাকই হউক আর তৃণই হউক (যে কোনও দ্রব্য) অগ্নিতে হোম করিয়া ভোজন করিবে। এইরূপ করিলে সেই দ্বিজ সর্বপ্রকার কামনায় পূর্ণতা লাভ করিয়া ইহলোকেই সুখ ভোগ করিয়া থাকেন।৯০-৯১

হে অগ্নে! এই অর্চ্চনায় স্বর ও বর্ণবিহীন, ক্রিয়াহীন এবং অতিরিক্ত যাহা কিছু করিয়াছি, তৎসমস্তই আপনার প্রসাদে পরিপূর্ণ হউক। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। হে দ্বিজগণ! সকল পাপ অপনোদনের জন্য এবং সকল কামনা সিদ্ধির জন্য দ্বিজগণের হিতার্থে বৈশ্বদেব-বিধি কথিত হইল।১৯২-৯৩

বৈশ্বদেব-বিধি সমাপ্ত।

অথাতিথ্যবিধিঃ ॥
আতিথ্যং সম্প্রবক্ষ্যামি চাতুর্বর্ণ্যফলপ্রদম্।
চাতুর্বর্ণ্যোঽতিথিঃ প্রোক্তঃ কালে
প্রাপ্তোঽধ্বগোঽশ্রুতঃ ॥১৯৪
অদৃষ্টোঽপৃষ্টগোত্রাদিরজ্ঞাতাচার-বিদ্যকঃ।
সন্ধ্যামাত্রকৃতাচারস্তজ্‌জ্ঞৈঃ সোঽতিথিরুচ্যতে ॥১৯৫
ক্ষুত্তৃষ্ণাঽধ্ব-শ্রমশ্রান্তঃ প্রাণত্রাণান্নযাচকঃ।
গৃহীতপাত্রমাত্রঃ সন্ গৃহদ্বারমুপাগতঃ ॥১৯৬
বিষ্ণুরূপোঽতিথিঃ সোঽয়মুত্তরার্থমুপাগতঃ।
ইতি মত্বা মহাভক্ত্যা বৃণুয়াদ্ভোজনায় তম্ ॥১৯৭
এষ স্বর্গ্যঃ সমায়াতঃ সর্বদেবময়োঽতিথিঃ।
নির্দহ্য সর্বপাপানি মমায়ং সম্প্রযাস্যতি ॥১৯৮
ব্রাহ্মণৈঃ সহ ভোক্তব্যো ভক্ত্যা প্রক্ষাল্য পাদদ্বয়ম্।
আসনার্ঘ্যাদিকং দত্ত্বা কৃত্বা স্রক্-চন্দনাদিকম্ ॥১৯৯
যোগিনো বিবিধৈ রূপৈর্ভ্রমন্তি ধরণীতলে।
নরাণামুপকারায় তে চাজ্ঞাতস্বরূপিণঃ ॥২০০

অনন্তর আতিথ্য বিধি বর্ণিত হইতেছে।

ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের অতিথিসেবা-সম্বন্ধে প্রকৃষ্টরূপে বলিব। ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ ই অতিথি বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথাকালে প্রাপ্ত যে পথচারী—যাহার সম্বন্ধে কখনও কিছু শ্রুত হয় নাই, যাহার গোত্র জানা নাই, এবং গোত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, যাহার আচার ও বিদ্যা জানা নাই, যদি কেবলমাত্র তাহার সন্ধ্যা-বন্দনারূপ আচারপালন-সম্বন্ধে জানা যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে অতিথি বলিয়া জানিবে।১৯৪ ৯৫

ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, প্রাণরক্ষার জন্য অন্নপ্রার্থী হইয়া এবং কেবলমাত্র ভোজনপাত্র হস্তে করিয়া গৃহদ্বারে উপস্থিত সেই অতিথি যেন বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়া কিছু বলিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন—এইরূপ মনে করিয়া অতিশয় ভক্তি-সহকারে ভোজন করাইবার জন্য তাঁহাকে বরণ করিবে।১৯৬-৯৭

সর্বদেবময় স্বর্গীয় এই অতিথি সমাগত হইয়াছেন। ইনি আমার সমস্ত পাপ নষ্ট করিয়া চলিয়া যাইবেন।

তস্মাদভ্যর্চয়েৎ প্রাপ্তং শ্রাদ্ধকালেঽতিথিং দ্বিজঃ।
শ্রাদ্ধক্রিয়াফলং হন্তি তত্রৈবাপূজিতোঽতিথিঃ ॥২০১
তস্মাদপূর্বমেবাত্র পূজয়েদাগতাঽতিথিম্।
কদাচিৎ কশ্চিদাগচ্ছেত্তারয়েদ্ যস্ত পূর্বজান্ ॥২০২
যতির্ব্রত্যগ্নিহোত্রী চ তথা চ মখকৃদ্ দ্বিজঃ।
সদৈতেঽতিথয়ঃ প্রোক্তা অপূর্বাশ্চ দিনে দিনে ॥২০৩
অতিথেঽমরদেহস্ত্বং মত্তারার্থমিহাগতঃ।
সংসারপঙ্কমগ্নং মামুদ্ধরস্বাঽঘনাশন ॥২০৫
নৈকাশ্রমে বসন্ বিপ্রো মুনীন্দ্রৈরুচ্যতেঽতিথিঃ।
অন্যত্র দৃষ্টপূর্বো যো নাসাবতিথিরুচ্যতে ॥২০৫
ক্ষাত্রিয়ো যদি বা গচ্ছেদতিথিত্বেন বেশ্মনি।
ভুক্তেষু সৎসু বিপ্রেষু কামতস্তু তমাশয়েৎ ॥২০৬
বৈশ্যো বা যদি বা শূদ্রো বিপ্রগেহং সমাব্রজেৎ।
তৌ ভৃত্যৈঃ সহভোক্তব্যাবিতি পরাশরোঽব্রবীৎ॥২০৭
ক্লীবো বা যদি বা কাণঃ কুষ্ঠী বা ব্যাধিতোঽপি বা।
আগতো বৈশদেবান্তে দ্রষ্টব্যঃ সর্বদেববৎ ॥২০৮
ক্ষত্রিয়েণাপি বৈশ্যেন তথৈব বৃষলেন চ।
আতিথ্যং সর্ববর্ণানাং কর্তব্যং স্যাদসংশয়ম্ ॥২০৯
যোঽতিথিং পূজয়েদ্ভক্ত্যা অন্যাভ্যাগতমেব চ।
বাল-বৃদ্ধাদিকং চৈব তস্য বিষ্ণুঃ প্রসীদতি ॥২১০
দেবা মনুষ্যাঃ পিতরশ্চ সর্বে
স্যর্ঘেন তৃপ্তেন চ ভূরি দিষ্টম্।
তস্মান্ন দাতুস্ত্বমবাঙ্গনাভি-
স্তস্যাতিথেঃ কেন সমত্বমস্তি ॥২১১
ইতি আতিথ্যবিধিঃ।

ব্রাহ্মণ ভক্তির সহিত অতিথির পাদদ্বয় প্রক্ষালন করত আসন ও অর্ঘ্য প্রদানানন্তর মাল্য ও চন্দনাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া তাহাকে ভোজন করাইবে।১৯৮-৯৯

যাঁহাদের স্বরূপ জনসাধারণের পরিজ্ঞাত নহে—এইরূপ যোগিগণ বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়া মনুষ্যগণের উপকারের জন্য পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেন। সেইহেতু দ্বিজ পিতৃলোকের শ্রাদ্ধকালে অতিথি প্রাপ্ত হইয়া সম্মান-সহকারে তাঁহার পূজা করিবে। যদি সেই সময়ে অতিথি অপূজিত অবস্থায় ফিরিয়া যান, তাহা হইলে শ্রাদ্ধক্রিয়া-জন্য যে ফল হইত, তাহা নষ্ট হইয়া যায়। যদি কোনও অতিথি কখনও শ্রাদ্ধকালে সমাগত হ'ন, তাহা হইলে—অতিথির আগমনে পূর্ব্বপুরুষগণ পরিত্রাণ লাভ করেন বলিয়া সমাগত এবং পূর্বে অনাগত অতিথির অবশ্যই পূজা করিবে।২০০-২

যতি, ব্রতী, অগ্নিহোত্রী ও যজ্ঞকৃদ্ দ্বিজ ইঁহারা যদি প্রতিদিন অপূর্ব অর্থাৎ পূর্বে অনাগত হইয়া উপস্থিত হ'ন, তাহা হইলে সকল সময়েই তাঁহারা অতিথি বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন।২০৩

হে পাপনাশন অতিথে! আপনি আমাকে পরিত্রাণ করিবার জন্য দেবদেহ-ধারণ করিয়া আমার এই গৃহে সমাগত হইয়াছেন। মায়াময়সংসাররূপ কর্দমে আমি নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে এই কর্দম হইতে উদ্ধার করুন।২০৪

মুনিশ্রেষ্ঠগণ বলিয়াছেন যে, একাশ্রমবাসী বিপ্র অন্য বিপ্রের গৃহে সমাগত হইলে তিনি অতিথি বলিয়া পরিগণিত হইবেন না। যে বিপ্রকে পূর্বে কোথায়ও দেখা গিয়াছে, সেই বিপ্র অতিথিশ্রেণীভুক্ত নহেন।২০৫

বিপ্রগণ ভোজন করিলে তৎপর যদি ক্ষত্রিয় বিপ্র-গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হ'ন, তাহা হইলে বিপ্র সেই ক্ষত্রিয়কে ইচ্ছানুরূপ ভোজন করাইবে।২০৬

মহামুনি পরাশর বলিয়াছেন যে, বৈশ্য এবং শূদ্র যদি বিপ্রগৃহে অতিথিরূপে সমুপস্থিত হয়, তাহা হইলে বিপ্র সেই বৈশ্য ও শূদ্রকে তাহাদের ভৃত্যের সহিত ভোজন করাইবে।২০৭

বৈশ্বদেব-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর যদি ক্লীব, কাণ, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তি ও ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তি গৃহে সমাগত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সর্বদেবতার ন্যায় জানিবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র তদ্‌গৃহাগত সকল বর্ণের নিঃসংশয়ে আতিথ্য করিবে। যিনি ভক্তিপূর্বক বালক-বৃদ্ধাদি যে কোনও অতিথি ও অভ্যাগত ব্যক্তির পূজা করেন, বিষ্ণু সেই ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হ'ন।২০৮-১০

ভাগ্যবশতঃ সমাগত অতিথিকে অন্নদানে পরিতৃপ্ত

অথ বর্ণাশ্রমধর্মঃ ॥

বর্ণধর্মান্ প্রবক্ষ্যামি যৎ কৃত্যং ব্রাহ্মণাদিভিঃ।
নিবোধধ্বং দ্বিজাস্তদ্ বৈ সংক্ষেপেণ পৃথক্ পৃথক্ ॥২১২
যজনং যাজনং বিপ্রে তথা দান-প্রতিগ্রহৌ।
অধ্যাপনমধ্যয়নং কর্মাণ্যেতানি ষট্ তথা ॥২১৩
প্রজানাং রক্ষণং দানমরীণাং নিগ্রহস্তথা।
যজনাঽধ্যয়নে রাজ্ঞি বিষয়াসক্তিবর্জনম্ ॥২১৪
যজনাঽধ্যয়নে দানং পাশুপাল্যং তথা বিশি।
বাণিজ্যঞ্চ কুসীদঞ্চ কর্মষট্‌কং প্রকীর্তিতম্ ॥২১৫
শুশ্রূষা ব্রাহ্মণাদীনাং তদাজ্ঞাপালনং তথা।
এষ ধর্মঃ স্মৃতঃ শূদ্রে বাণিজ্যেন চ জীবনম্ ॥২১৬

সর্বেষাং জীবনং প্রোক্তং ধর্মেণৈব চ কর্ষণম্।
ভিন্নবৃত্তির্যথা ন স্যাৎ কুর্য্যাদ্ বিপ্রস্তথা চ তৎ ॥২১৭

কুর্বন্নুক্তানি কর্মাণি বৃত্ত্যা বা ক্ষত্রিয়স্য চ।
বৃত্ত্যভাবে দ্বিজো জীবেদ্ভিন্নবৃত্তিং বিবর্জয়েৎ ॥২১৮

প্রজানাং পালনং দানং শস্ত্রভৃত্ত্বং প্রচণ্ডতা।
নির্জয়ঃ পরসৈন্যানামেষ ধর্মঃ স্মৃতো নৃপে ॥২১৯

পুষ্পং পুষ্পং বিচিন্বীয়ান্ মূলচ্ছেদং ন কারয়েৎ।
মালাকার ইবারামে প্রজাসু স্যাত্তথা নৃপঃ ॥২২০

লোহকর্মরথানাঞ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালনম্।
গোরক্ষা-কৃষি-বাণিজ্যং বৈশ্যবৃত্তিরুদাহৃতা ॥২২১

করিলে কেবল দাতাই ফলভাগী হ'ন না, দেবাঙ্গনাগণের সহিত দেবগণ, মনুষ্যগণ ও পিতৃলোকগণ পরিতৃপ্ত হ'ন। সেইহেতু সেই অতিথির সমান কে আছে? ২১১

আতিথ্য-বিধি সমাপ্ত।

অনন্তর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বর্ণিত হইতেছে।

হে দ্বিজগণ! আমি পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের চতুরাশ্রমে যাহা করণীয়, সেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সংক্ষেপে প্রকৃষ্টরূপে বলিব—ইহা তোমরা বিশেষরূপে অবগত হও। ।২১২

বিপ্র যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্ম করিবে। ক্ষত্রিয় বিষয়াসক্তি-বর্জ্জন, প্রজাগণের রক্ষণ, দান, শত্রুনিগ্রহ, যজন ও অধ্যয়ন করিবে ।২১৩-১৪

বৈশ্য যজন, অধ্যয়ন, দান, পশুপালন, বাণিজ্য ও কুসীদ বৃত্তি (টাকা ধার দিয়া সুদগ্রহণ) এই ষট্‌কর্ম্ম করিবে ।২১৫

শূদ্র ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষা, তাহাদের আজ্ঞা-পালন ও বাণিজ্য দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিবে—ইহাই শূদ্রের পালনীয় ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ।২১৬

সর্ববর্ণের জীবনধারণের উপায় কথিত হইল। প্রত্যেক বর্ণই স্ব স্ব বৃত্তির ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবন-ধারণ করিবে। যাহাতে বৃত্ত্যন্তর গৃহীত না হয় বিপ্র সে প্রকার কার্য্য করিবে ।২১৭

বিপ্র পূর্বোক্ত কর্ম্ম করিয়া অথবা ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করিয়া জীবিকানির্বাহ করিবে, বৃত্তির অভাব হইলেও ভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করিবে না, ভিন্ন বৃত্তি অবশ্যই বর্জ্জন করিবে ।২১৮

প্রজাগণের পালন, দান, তীক্ষ্ণাস্ত্রধারণ ও শত্রুসৈন্যের পরাজয় এইগুলি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ।২১৯

মালাকার যেরূপ পুষ্পোদ্যান হইতে একটি একটি করিয়া পুষ্প চয়ন করে অথচ পুষ্পবৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করে না, সেরূপ রাজা প্রজাদিগকে পালন করিবেন, কদাচ তাহাদের কিছুমাত্র ক্ষতি করিবেন না ।২২০

লৌহ ও রথ-বিষয়ক কর্ম্ম, গোপালন, গোরক্ষা, কৃষি এবং বাণিজ্য এই সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বৈশ্য জীবনধারণ করিবে বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ।২২১

দ্বিজগণের শুশ্রূষাই শূদ্রগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শূদ্র ইহার অন্যথাচরণ করিলে তাহার সমস্তই নিষ্ফল হইবে ।২২২

শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা পরো ধর্মঃ প্রকীর্তিতঃ।
অন্যথা কুরুতে যত্তু তদ্ভবেত্তস্য নিষ্ফলম্ ॥২২২
লবণং মধু তৈলঞ্চ দধি তক্রং ঘৃতং পয়ঃ।
ন দুষ্যেচ্ছূদ্রজাতীনাং কুর্য্যাৎ সর্বস্য বিক্রয়ম্ ॥২২৩
বিক্রয়ং মদ্য-মাংসানামভক্ষ্যস্য চ ভক্ষণম্।
অগম্যাগামিতা চৌর্যং শূদ্রে স্যুঃ পাতহেতবঃ ॥২২৪
কপিলাক্ষীরপানেন ব্রাহ্মণীগমনেন চ।
বেদাক্ষরবিচারেণ শূদ্রস্য নরকো ধ্রুবম্ ॥২২৫
ইতি শ্রীবৃহৎপরাশরীয়ে ধর্মশাস্ত্রে সুব্রতপ্রোক্তায়াং
সংহিতায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

শূদ্রজাতির লবণ, মধু, তৈল, দধি, ঘোল, ঘৃত ও দুগ্ধ এই সমস্ত দ্রব্য দূষিত হয় না। শূদ্র এই সমস্ত দ্রব্য সকলের নিকটে বিক্রয় করিবে।২২৩

মদ্য ও মাংসবিক্রয়, অভক্ষ্যভক্ষণ, অগম্যাগমন ও চৌর্য্য এই সমস্ত কার্য্য শূদ্রের পাতকের কারণ বলিয়া জানিবে। কপিলা-গাভীর দুগ্ধপান, ব্রাহ্মণীগমন এবং বেদাক্ষর বিচার করিলে শূদ্র নিশ্চয়ই নরকগামী হইবে।২২৪-২৫

শ্রীবৃহৎপরাশরীয়-ধর্মশাস্ত্রে সুব্রতমুনিপ্রোক্ত-সংহিতার চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

অথ গোমহিমবর্ণনম্

অতঃপরং গৃহস্থস্য কর্ম্মাচারং কলৌ যুগে।
বর্ণসাধারণং সাক্ষাচ্চাতুর্বর্ণ্যক্রমেণ তু ॥১
যুষ্মাকং সম্প্রবক্ষ্যামি পরাশরবচোদিতম্।
ষট্‌কর্ম্মসহিতো বিপ্রঃ কৃষিবৃত্তিং সমাশ্রয়েৎ ॥২
হীনাঙ্গং ব্যাধিসংযুক্তং প্রাণহীনঞ্চ দুর্বলম্।
ক্ষুদ্‌যুক্তং তৃষিতং শ্রান্তমনড্বাহং ন বাহয়েৎ ॥৩
স্থিরাঙ্গং নীরুজং তৃপ্তং সাণ্ডং ষণ্ডবিবর্জিতম্।
অধৃষ্যং সবলপ্রাণমনড্বাহং তু বাহয়েৎ ॥৪
বাহয়েদ্ দিবসস্যাথ ততঃ স্নানং সমাচরেৎ।
কুগবৈর্ন কৃষিং কুর্য্যাৎ সর্বথা ধেনুসংগ্রহম্ ॥৫
বন্ধনং পালনং রক্ষাং দ্বিজঃ কুর্য্যাদ্ গৃহী গবাম্।
বৎসাশ্চ যত্নতো রক্ষ্যা বর্ধন্তে তে যথা ক্রমাৎ ॥৬
ন দূরে তাস্তু নেতব্যাশ্চারণায় কদাচন।
দূরে গাবশ্চরন্ত্যো হি ন ভবন্তি শুভাবহাঃ ॥৭
প্রাতরেব হি দোগ্ধব্যা দুহ্যাৎ সায়ং ন তা গৃহী।
দোগ্ধৃভিঃ পয়সো নৈব বর্ধন্তে তাঃ কদাচন ॥৮
অনাদেয়তৃণান্যত্ত্বা স্রবন্ত্যনুদিতং পয়ঃ।
তুষ্টিদা দেবতাদীনাং পূজ্যা গাবঃ কথং ন তাঃ ॥৯
স্পৃষ্টাশ্চ গাবঃ শময়ন্তি পাপং
সংসেবিতাশ্চোপনয়ন্তি বিত্তম্।
তা এব দত্তাস্ত্রিদিবং নয়ন্তি
গোভির্ন তুল্যং ধনমস্তি কিঞ্চিৎ ॥১০
যস্যাঃ শিরসি ব্রহ্মাস্তে স্কন্ধদেশে শিবঃ স্থিতঃ।
পৃষ্ঠে নারায়ণস্তস্থৌ শ্রুতয়শ্চরণেষু চ ॥১১

পঞ্চম অধ্যায়

অনন্তর গো-মহিমা বর্ণিত হইতেছে।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বর্ণনের পর কলিযুগে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে মুনিবর পরাশর-কথিত গৃহস্থের বর্ণানুক্রমিক কর্ম্মপদ্ধতি তোমাদের নিকটে সাক্ষাৎভাবে বিশেষরূপে বলিব। যজনাদি ষট্‌কর্ম্মান্বিত বিপ্র কৃষিবৃত্তি গ্রহণ করিবে।১-২

ধর্ম্মোদেশ্যে নিবেদিত যদৃচ্ছাভ্রমণরত ষণ্ডভিন্ন, হীনাঙ্গ, ব্যাধিগ্রস্ত, মুমূর্ষু, দুর্বল, ক্ষুধায় পীড়িত, তৃষ্ণার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত বৃষকে হলবহন-কার্য্যে নিযুক্ত করিবে না। সুস্থিরাঙ্গ, নীরোগ, পরিতৃপ্ত, অণ্ডযুক্ত, অপ্রধানবৃষ, অপরাজেয় ও সবলপ্রাণ বৃষকে বহনকার্য্যে নিযুক্ত করিবে। দিবসের শেষভাগে বহন করাইবে, তৎপর সম্যক্‌রূপে স্নান করিবে। কুৎসিৎ গরু দ্বারা কৃষিকার্য্য করিবে না। সর্বপ্রযত্নে ধেনুসংগ্রহ করিবে। গৃহস্থ দ্বিজ গো-বন্ধন, গো-পালন ও গো-রক্ষা করিবে এবং যত্নপূর্বক গোবৎসসমূহকে এরূপভাবে রক্ষা করিবে, যেন তাহারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে পারে।৩-৬

সেই গরুগুলিকে কখনও দূরবর্ত্তি-স্থানে বিচরণ করাইতে নিবে না। দূরবর্ত্তি-স্থানে গোসমূহকে বিচরণ করাইলে তাহা শুভপ্রদ হয় না। গৃহী প্রাতঃকালে গো-দোহন ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে, কখনও সায়ংকালে গো-দোহন করিবে না। দুইবার গোদুগ্ধ দোহন করিলে সেই গোসমূহ কখনও বর্দ্ধিত হয় না।৭-৮

সাধারণের আদেয় অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য নহে এইরূপ তৃণ ভোজন করিয়া যে গো-সমূহ প্রতিদিন দুগ্ধক্ষরণ ও তুষ্টিপ্রদান করিয়া থাকে, সেই গো সমূহ কেন পূজনীয়া হইবে না? গো স্পৃষ্টা হইয়া স্বীয় স্পর্শনকারীর পাপ প্রশমিত করে, সংসেবিতা হইয়া স্বীয় সেবকের ধনাগম ঘটায় এবং প্রদত্তা হইয়া স্বীয় দাতাকে স্বর্গে পৌঁছায়; সুতরাং গো-সমান ধন আর কিছুই নাই।৯-১০

গাভীর শিরোদেশে ব্রহ্মা, স্কন্ধদেশে শিব, পৃষ্ঠদেশে নারায়ণ, চরণচতুষ্টয়ে বেদসমূহ এবং লোমসমূহে

যা অন্যা দেবতাঃ কাশ্চিত্তস্যা লোমসু তাঃ স্থিতাঃ।
সর্বদেবময়া গাবস্তুষ্যেত্তদ্ভক্তিতো হরিঃ ॥১২
হরন্তি স্পর্শনাৎ পাপং পয়সা পোষয়ন্তি যাঃ।
প্রাপয়ন্তি দিবং দত্তাঃ পূজ্যা গাবঃ কথং ন তাঃ ॥১৩
যৎ খুরাহতভূমের্যে উৎপদ্যন্তে রজঃকণাঃ।
প্রলীনং পাতকং তৈস্তু পূজ্যা গাবঃ কথং ন তাঃ ॥১৪
শকৃন্মূত্রং হি যস্যাস্তু পীতং দহতি পাতকম্।
কিমপূজ্যং হি তস্যা গোরিতি পরাশরোঽব্রবীৎ ॥১৫
গৌরবৎসা ন দোগ্ধব্যা ন চৈবং গর্ভসন্ধিনী।
প্রসূতা চ দশাহার্বাগ্‌দোগ্ধি চেন্নরকং ব্রজেৎ ॥১৬
দুর্বলা ব্যাধিসংযুক্তা পুষ্পিতা যা দ্বিবৎসকা।
সাধুভির্ন চ দোগ্ধব্যা ধার্মিকৈর্ধনমীপ্সুভিঃ ॥১৭
কুলান্তে পুষ্পিতা গাবঃ কুলান্তে বহবস্তিলাঃ।
কুলান্তে চলচিত্তা স্ত্রী কুলান্তে বন্ধুবিগ্রহঃ ॥১৮

একত্র পৃথিবী সর্বা সশৈলং-বন-কাননা।
তস্যা গৌর্জ্যায়সী সাক্ষাদেকত্রোভয়তোমুখী ॥১৯
যথোক্তবিধিনা চৈতা বর্ণৈঃ পাল্যাঃ সুপূজিতাঃ।
পালয়ন্ পূজয়েন্ন তাঃ স প্রেত্যেহ চ মোদতে ॥২০
দক্ষিণাভিমুখা গাব উত্তরাভিমুখা অপি।
বন্ধনীয়াস্তথৈতাঃ স্যুর্ন প্রাক্-পশ্চিমতো মুখাঃ ॥২১
বাজি-গো-বৃষশালায়াং সুতীক্ষ্ণং লোহদাত্রকম্।
স্থাপ্যং তু সর্বদা তৎ স্যাদবলুপ্তবিমোক্ষকৃৎ ॥২২
গাবো দেয়াঃ সদা রক্ষ্যাঃ পাল্যাঃ পোষ্যাশ্চ সর্বদা।
তাড়য়ন্তি চ যে পাপা যে চাক্রোশন্তি তা নরাঃ ॥২৩
নরকাগ্নৌ প্রপচ্যন্তে গোনিঃশ্বাসপ্রপীড়িতাঃ।
সপলাশেন শুষ্কেণ তা দণ্ডেন নিবর্তয়েৎ ॥২৪
গচ্ছ গচ্ছেতি তাং ব্রুয়ান্ মা মা ভৈরিতি বারয়েৎ।
সংস্পৃশন্ গাং নমস্কৃত্য কুর্য্যাত্তাঞ্চ প্রদক্ষিণম্ ॥২৫

অন্যান্য সকল দেবতা অবস্থিত বলিয়া গাভী সর্বদেবরূপা; এতাদৃশ গাভীকে ভগবান্ শ্রীহরি ভক্তিপূর্বক তুষ্ট করেন।১১-১২

যে গাভী স্পর্শনমাত্র স্পর্শনকারীর পাপ হরণ করে, দুগ্ধ দ্বারা পুষ্টিসম্পাদন করে, দত্তা হইয়া দাতাকে স্বর্গলোক প্রাপ্ত করায়, সেই গাভী কেন পূজনীয়া হইবে না? যে গাভীর খুরাঘাতে ভূমি হইতে উৎপন্ন ধূলিকণা পাপ বিনষ্ট করে, সেই গাভী কেন পূজনীয়া হইবে না?১৩-১৪

পরাশর মুনি বলিয়াছেন যে, যে গাভীর পুরীষ ও মূত্র ভক্ষণ করিলে পাপ নষ্ট করে, তাঁহার আর অপূজ্য কি আছে?১৫

বৎসহীনা ও গর্ভগ্রহণের জন্য বৃষাক্রান্তা ঋতুমতী গাভীর দুগ্ধ দোহন করিবে না এবং প্রসবের দশদিনের মধ্যে গাভীর দুগ্ধ দোহন করিলে নরকে গমন করিবে।১৬

সজ্জনগণ এবং ধনলিপ্সু ধার্ম্মিকগণ দুর্বলা, ব্যাধি-গ্রস্তা, ঋতুমতী, দ্বিবৎসিকা গাভী দোহন করিবে না। কুলক্ষয়কাল উপস্থিত হইলে গাভী পুষ্পিতা হয় (অর্থাৎ গাভীর শরীরে সাদা ফোট জন্মে), শরীরে বহু তিলচিহ্ন হয়, স্ত্রী চঞ্চলচিত্তা হয় এবং বন্ধুর সহিত বিবাদ হয়। সশৈলবনকাননা সমগ্র পৃথিবী একদিকে এবং উভয়মুখী অর্থাৎ আসন্নপ্রসবা গো একদিকে এতদুভয়ের মধ্যে গো পৃথিবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা।১৭-১৯

ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ যথোক্ত বিধি অনুসারে গো-পালন ও গো-পূজা করিবে। যে এই গো-সমূহের পালন ও পূজা করে, সে গো-সেবার ফল প্রাপ্ত হইয়া ইহলোকে আনন্দ প্রাপ্ত হয়।২০

দক্ষিণাভিমুখ ও উত্তরাভিমুখ করিয়া গো-বন্ধন করিবে। পূর্বমুখ ও পশ্চিমমুখ করিয়া কখনও গো-বন্ধন করিবে না।২১

অশ্ব, গো ও বৃষগৃহে সর্বদা সুতীক্ষ্ণ লৌহনির্ম্মিত অস্ত্র স্থাপন করিবে। (অশ্বাদির) অপহরণ-সময়ে ঐ লৌহাস্ত্র অশ্বাদিকে রক্ষা করে।২২

সকল সময়ে গো-দান, রক্ষণ, পালন ও পোষণ করিবে। যে সকল পাপাশয় নর সেই গরুকে তাড়ন ও আক্রোশ করে, তাহারা গরুর বেদনা-জ্ঞাপক উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে প্রপীড়িত হইয়া নরকাগ্নিতে দগ্ধ হয়। শুষ্কদণ্ডে

প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
তৃণোদকাদিসংযুক্তং যঃ প্রদদ্যাদ্ গবাহ্নিকম্ ॥২৬
সোঽশ্বমেধসমং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
গবাং কণ্ডূয়নং স্নানং গবাং দানসমং ভবেৎ ॥২৭
তুল্যং গোশতদানস্য ভয়তো গাং প্রপাতি যঃ।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্রং সরাংসি চ ॥২৮
গবাং শৃঙ্গোদকস্নানকলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।
পাতকানি কুতস্তেষাং যেষাং গৃহমলঙ্কৃতম্ ॥২৯
সততং বাল-বৎসাভির্গোভিঃ শ্রীভিরিব স্বয়ম্।
ব্রাহ্মণাশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধা কৃতম্ ॥৩০
তিষ্ঠন্ত্যেকত্র মন্ত্রাস্তু হবিরেকত্র তিষ্ঠতি।
গোভির্যজ্ঞাঃ প্রবর্তন্তে গোভির্দেবাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৩১
গোভির্বেদাঃ সমুদ্গীর্ণাঃ ষড়ঙ্গাঃ সপদ-ক্রমাঃ।
সৌরভেয়াস্তু যস্যাগ্রে পৃষ্ঠতো যস্য তাঃ স্থিতাঃ ॥৩২
বসন্তি হৃদয়ে নিত্যং তাসাং মধ্যে বসন্তি যে।
তে পুণ্যপুরুষাঃ ক্ষৌণ্যাং নাকেঽপি দুর্লভাশ্চ তে॥৩৩
যে গোভক্তিকরা নিত্যং ভবন্তে যে চ গোপ্রদাঃ।
শৃঙ্গমূলে স্থিতো ব্রহ্মা শৃঙ্গমধ্যে তু কেশবঃ।
শৃঙ্গাগ্রে শঙ্করং বিদ্যাত্রয়ো দেবাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৩৪
শৃঙ্গাগ্রে সর্বতীর্থানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
সর্বে দেবাঃ স্থিতা দেহে সর্বদেবময়ী হি গৌঃ ॥৩৫
ললাটাগ্রে স্থিতা দেবী নাসামধ্যে তু ষণ্মুখঃ।
কম্বলাঽশ্বতরৌ নাগৌ তৎকর্ণাভ্যাং ব্যবস্থিতৌ ॥৩৬
স্থিতৌ তস্যাশ্চ সৌরভ্যাশ্চক্ষুষোঃ শশি-ভাস্করৌ।
দন্তেষু বসনশ্চাষ্টৌ জিহ্বায়াং বরুণঃ স্থিতঃ ॥৩৭
সরস্বতী চ হুংকারে যম-যক্ষৌ চ গণ্ডয়োঃ।
ঋষয়ো রোমকূপেষু প্রস্রাবে জাহ্নবীজলম্ ॥৩৮
কালিন্দী গোময়ে তস্যা অপরা দেবতাস্তথা।

পুষ্পদল নিবদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা সেই গরুদিগকে নিবৃত্ত করিবে। (পুষ্পদল স্বভাবতঃ কোমল; গরুকে নিবৃত্ত করা আবশ্যক হইলে শুষ্কদণ্ডাগ্রে নিবদ্ধ কোমল পুষ্পদল দ্বারা নিবৃত্ত করিলে গরু শরীরে আঘাত প্রাপ্ত হয় না) ।২৩-২৪

চলিয়া যাও, চলিয়া যাও, ভয় নাই, ভয় নাই,—গরুকে এইরূপ বলিবে। গরুকে স্পর্শ করত নমস্কার করিয়া প্রদক্ষিণ করিবে। যিনি গরুকে প্রদক্ষিণ করেন—তিনি সপ্তদ্বীপা পৃথিবীই প্রদক্ষিণ করেন। যে ব্যক্তি প্রতিদিন গরুকে তৃণোদকাদি-সংযুক্ত খাদ্য প্রদান করে, সেই ব্যক্তি অশ্বমেধযজ্ঞ-জন্য ফলের সমান ফললাভ করেন এই বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। গরুর শরীর চুলকাইয়া দিলে ও গরুকে স্নান করাইলে গো-দানের তুল্য ফল হয়।২৫-২৭

যে ব্যক্তি ভীত গরুকে ভয় হইতে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করে, সেই ব্যক্তি শতগোদানের সমফল প্রাপ্ত হয়। গরুর শৃঙ্গোদকরূপ তীর্থে স্নান করিলে যে ফল জন্মে, সমুদ্র হইতে সরোবর পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ আছে, সে সমস্ত তীর্থে স্নান করিলে তাহার ষোড়শ-ভাগের একভাগও ফল হয় না। যাহাদের গৃহ স্বীয় শিশুসন্তানতুল্য গোবৎস ও শ্রীতুল্য গোসমূহ দ্বারা অলঙ্কৃত তাহাদের আর পাপ কোথায়? বিধাতা মন্ত্র ও হবির জন্য একটি কুলকে দুইভাগ করিয়াছেন, একভাগ ব্রাহ্মণ ও অপরভাগ গো। একস্থলে অর্থাৎ ব্রাহ্মণে মন্ত্র ও গোতে হবিঃ থাকে। গো দ্বারা অর্থাৎ গো হইতে উৎপন্ন হবির্দ্বারা যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হয় ও গো দ্বারা দেবগণ প্রতিষ্ঠিত হন।২৮-৩১

গো কর্ত্তৃক পদ ও ক্রমের সহিত ষড়ঙ্গবেদ উৎগীর্ণ হইয়াছে। যে পুরুষের অগ্রে বৃষভ, পশ্চাতে গো এবং হৃদয়ে (সর্বদেবময়) গো বিরাজমান থাকে, সেই গো-সমূহের মধ্যে যাঁহারা বাস করেন, যাঁহারা নিত্য গো-ভক্তি-পরায়ণ ও গো প্রদান করেন, সেই পুণ্যবান্ পুরুষগণ পৃথিবীতে, এমন কি স্বর্গেও দুর্লভ। গরুর শৃঙ্গমূলে ব্রহ্মা, শৃঙ্গমধ্যে কেশব এবং শৃঙ্গাগ্রে শঙ্কর অবস্থান করেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই দেবত্রয় গো-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানিবে।৩২-৩৪

গো-শৃঙ্গের অগ্রভাগে সকল তীর্থ, স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত পদার্থ এবং দেহে সমস্ত দেবতা অবস্থান করেন

অষ্টাবিংশতি দেবানাং কোট্যো লোমসু তাঃ স্থিতাঃ ॥৩৯

উদরে গার্হপত্যোঽগ্নির্হৃদয়ে দক্ষিণস্তথা।
মুখে চাহবনীয়স্তু সভ্যাবসথ্যৌ চ কুক্ষিষু ॥৪০

এবং যো বর্ততে গোষু তাড়নক্রোধবর্জিতঃ।
মহতীং শ্রিয়মাপ্নোতি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৪১

কুলং তস্যা ন শঙ্কেন পূতিগন্ধং ন বর্জয়েৎ।
যাবৎ পিবতি তদ্দুগ্ধং তাবৎ পুণ্যং প্রবর্ধতে ॥৪২

যো গাং পয়স্বিনীং দদ্যাত্তরুণীং বৎসসংযুতাম্।
শিবস্যায়তনে দত্ত্বা দত্তং তেন তু বিশ্বকম্ ॥৪৩

ইতি গোমহিমাবর্ণনম্ ॥

অথ সমহত্ত্ব-বৃষভপূজনবিধিঃ

উক্ষাণো বেধসা সৃষ্টাঃ শস্যস্যোৎপাদনায় চ।
তৈরুৎপাদিতশস্যেন সর্বমেতদ্বিধার্য্যতে ॥৪৪

যশ্চৈতান্ পালয়েদ্ যত্নাদ্ বর্ধয়েচ্চৈব যত্নতঃ।
জগন্তি তেন সর্বাণি সাক্ষাৎ স্যুঃ পালিতানি চ ॥৪৫

যাবদ্গোপালনে পুণ্যমুক্তং পূর্বমনীষিভিঃ।
উক্ষোঽপি পালেন তেষাং ফলং দশগুণং ভবেৎ ॥৪৬

জগদেতদ্ধৃতং সর্বমনড্‌ভিশ্চরাচরম্ ॥৪৭

বৃষ এব ততো রক্ষ্যঃ পালনীয়শ্চ সর্বদা।
ধর্মোঽয়ং ভূতলে সাক্ষাদ্ ব্রহ্মণা হ্যবতারিতঃ ॥৪৮

ত্রৈলোক্যধারণায়ালমন্নানাঞ্চ প্রসূতয়ে।
অনাদেয়ানি ঘাসানি বিঘসন্তি স্বকামতঃ ॥৪৯

ভ্রমিত্বা ভূতলং দূরমুক্ষাণং কো ন পূজয়েৎ।
উৎপাদয়ন্তি শস্যানি মর্দয়ন্তি বহন্তি চ ॥
আনয়ন্তি দবীয়স্তদ্ধুক্ষতঃ কোঽধিকো ভুবি ॥৫০

স্কন্ধেন দূরাচ্চ বহন্তি ভার-
মাখ্যাতি পত্যুর্ন চ ভারযুক্তাঃ।

বলিয়া গো সর্বদেবময়ী। গরুর ললাটাগ্রে দেবী, নাসামধ্যে কার্ত্তিকেয় এবং কর্ণদ্বয়ে কম্বল ও অশ্বতর-নামে নাগদ্বয় অবস্থান করেন।৩৫-৩৬

সেই গাভীর চক্ষুদ্বয়ে চন্দ্র ও মহাদেব, দন্তরাশিতে অষ্টবসু, জিহ্বায় বরুণ, হুংকারে সরস্বতী, গণ্ডদ্বয়ে যম ও যক্ষ, রোমকূপসমূহে ঋষিগণ, প্রস্রাবে জাহ্নবীজল, গোময়ে কালিন্দী ও অন্যান্য দেবতাগণ, লোমসমূহে আটাশকোটি দেবতা, উদরে গার্হপত্যাগ্নি, হৃদয়ে দক্ষিণাগ্নি, মুখে আহবনীয় অগ্নি, কুক্ষিতে সভ্য এবং আবসথ্যনামক অগ্নি অবস্থিত।৩৮-৪০

তাড়নেচ্ছা ও ক্রোধ বর্জনপূর্বক যিনি গরুকে পূর্বোক্ত প্রকারে জানিয়া তাহার সেবায় প্রবর্ত্তিত হ'ন, তিনি ইহলোকে প্রভূত শ্রীলাভ করেন এবং দেহান্তে স্বর্গলোকে পূজিত হ'ন।৪১

সেই গরুর কুল-সম্বন্ধে কোনও আশঙ্কা করিবে না, মুত্রাদির পূতিগন্ধ ক্ষালন করিবে না, যতকাল তাহার দুগ্ধ পান করিবে ততকাল পুণ্য বর্দ্ধিত হইবে।৪২

যিনি শিবায়তনে তরুণী সবৎসা দুগ্ধবতী গো দান করেন, তিনি যেন বিশ্বদান করিলেন অর্থাৎ তাঁহার এই দান বিশ্বদানের তুল্য ফলদায়ক।৪৩

গোমহিমা-বর্ণন সমাপ্ত।

অনন্তর বৃষের মহত্ত্ব ও তাহার পূজন বিধি বর্ণিত হইতেছে।

বিধাতা শস্য উৎপাদনের জন্য বৃষ সমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই বৃষবৃন্দ দ্বারা কর্ষিত ভূমিতে উৎ-পাদিত শস্য সমগ্র জগৎকে রক্ষা করিতেছে।৪৪

যিনি এই বৃষশ্রেণীকে যত্নপূর্বক পালন ও বর্দ্ধন করেন, সাক্ষাদ্ভাবে সমগ্র জগৎ তাঁহার দ্বারা পালিত হয়। (বৃষপালন করিলে সমগ্র বিশ্বকেই যেন পালন করা হইল)।৪৫

পূর্বে মনীষিগণ গোপালনে যত পুণ্য সঞ্চিত হয় বলিয়াছেন, বৃষ-পালনে তাহার দশগুণ ফল হয়।৪৬

এই চরাচর সমগ্র জগৎ ধারণ করিয়া আছে বলিয়াই বৃষ সর্বদা রক্ষণীয় ও পালনীয়। ত্রিলোকের রক্ষণ এবং শস্য উৎপাদনের জন্য ব্রহ্মা সাক্ষাদ্ভাবে বৃষের পূজন ও

স্বীয়েন দেহেন পরস্য জীবান্
পুষ্যন্তি রক্ষন্তি চ বর্ধয়ন্তি ॥৫১
পুণ্যাস্তু গাবো বসুধাতলে যা
বিভ্রত্যমুং গোবৃষগর্ভভারম্।
ভারঃ পৃথিব্যা দশতাড়িতায়া-
একস্য চোক্ষ্ণো হ্যপি সাধুবাচঃ ॥৫২
একেন দত্তেন বৃষেণ যেন
ভবন্তি দত্তা দশ সৌরভেয়্যঃ।
মাহেয্যপীয়ং ধরণীসমানা
তস্মাদ্ বৃষাৎ পূজ্যতমোঽস্তি নান্যঃ ॥৫৩
উৎপাদ্য শস্যানি তৃণং চরন্তি
তদেব ভূয়ঃ সততং বহন্তি।
ন ভারখিন্নাঃ প্রবদন্তি কিঞ্চিদ্
অহো বৃষৈর্জীবতি জীবলোকঃ ॥৫৪

তৃতীয়েঽব্দে চতুর্থে বা যদা বৎসো দৃঢ়ো ভবেৎ।
তদা নাসাঽস্য ভেত্তব্যা নৈব প্রাগ্ দুর্বলস্য চ ॥৫৫
নানাবেধনকীলং তু খাদিরং বাথ শৈংশপম্।
দ্বাদশাঙ্গুলকং কার্য্যং তজ্জৈস্তৈশ্চ সমঞ্চ বা ॥৫৬
শালং দ্বিজেন্দ্রা বৃষ-গো-হয়নাং
তাং যাম্যদিগ্দ্বারবতীং বিদধ্যাৎ।
সৌম্যাককুব্দ্বারবতীং সুশোভাং
তেষাং শমিচ্ছন্ ধ্রুবমাত্মনশ্চ ॥৫৭
গাবো বৃষা বা হয়-হস্তিনো বা
অন্যেঽপি সর্বে পশবো দ্বিজেন্দ্রাঃ।
যাম্যামুখা বোত্তরদিঙ্মুখা বা
নান্যাশকান্তে খলু বন্ধনীয়াঃ ॥৫৮

পালনরূপ ধর্ম্মের অবতারণা করিয়াছেন। বৃষ স্বেচ্ছায় পরিভ্রমণ করিয়া তুচ্ছ তৃণ খাদ্য ভক্ষণ করে।৪৭-৪৯

দূর ভূতল পরিভ্রমণ করিয়া কোন ব্যক্তি না এইরূপ বৃষের পূজা করিবে। বৃষ শস্য উৎপাদন করে, মর্দ্দনীয় ধান্যাদি শস্য মর্দ্দন করে, একস্থান হইতে অন্যস্থানে শস্য বহন করিয়া লইয়া যায়; এমন কি দূরবর্ত্তি-স্থান হইতে শস্যাদি আনয়ন করে বলিয়া ভূলোকে বৃষ অপেক্ষা অধিক পূজনীয় কে? ৫০

বৃষ ভারযুক্ত হইয়া দূর হইতে স্কন্ধে করিয়া প্রভুর ভার বহন করে, তথাপি প্রভুর নামে কিছুমাত্র বলে (অভিযোগ করে) না। বৃষ স্বীয় দেহ দ্বারা অপরের জীবন পোষণ রক্ষণ ও বর্দ্ধিত করে। (এই কারণেই বৃষ পূজ্য ও রক্ষণীয়)।৫১

বসুধাতলে গাভীগণ পুণ্যবতী। যে গাভী গোবৃষের ঐ গর্ভভার ধারণ করে, সে অধিক পুণ্যবতী। একটি গোবৃষ-তাড়িতা গাভীর ভার পৃথিবীর ভার অপেক্ষা দশগুণ অধিক বলিয়া সেই গাভী সাধুবাদার্হা।৫২

দশটি গাভী দান করিলে যে ফল হয়, একটি বৃষ দান করিলে তাদৃশ ফল হয়। সেইহেতু গাভী ধরণীতুল্যা পূজনীয়া হইলেও বৃষ অপেক্ষা পূজ্যতম কেহই নহে।৫৩

বৃষ শস্য উৎপাদন করিয়া সেই শস্যের তৃণে বিচরণ করে, আবার তাহাই সতত বহন করে। ভারবহনে ঘর্ম্মাক্ত দেহ হইয়া কিছুমাত্রও বলে না। আহা! (অধিক কি) জীবলোক বৃষ দ্বারা জীবনধারণ করে।৫৪

তৃতীয় বা চতুর্থবর্ষে বৃষবৎসের শরীর যখন সুদৃঢ় হয়, তখন তাহার নাসা বিদীর্ণ করিবে; ইহার পূর্বে বিদীর্ণ করিবে না। দুর্বল বৃষবৎসের নাসা ও বিদীর্ণ করিবে না।৫৫

খদির বা শিংশপাবৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা নাসা বিদীর্ণ করার জন্য দ্বাদশাঙ্গুল-পরিমিত শলাকা প্রস্তুত করিবে, অথবা তজ্জাত বা তত্তুল্য শলাকা প্রস্তুত করিবে।৫৬

হে দ্বিজেন্দ্রগণ! বৃষ, গো ও অশ্বদিগের নিজের মঙ্গল ইচ্ছা করিয়া তাহাদের বাসের জন্য দক্ষিণমুখী সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ দ্বারযুক্ত সুশোভন গৃহ নির্ম্মাণ করিবে।৫৭

হে দ্বিজেন্দ্রগণ! গো, বৃষ, অশ্ব, হস্তী, এবং অন্যান্য পশুদিগকে দক্ষিণমুখ বা উত্তরমুখ করিয়া বন্ধন করিবে, কেননা ঐ পশুসমূহ অন্যদিকের প্রতি অনুরক্ত নহে।৫৮

বিধিজ্ঞ রাজাও বৃষ, গো, অন্যান্য পশু, অশ্ব, হস্তী, প্রভৃতির গৃহে প্রবেশকালে অগ্নিতে যথাশাস্ত্র হোম ও

শালাপ্রবেশে বৃষ-গো পশূনাং
রাজাহপি যত্নাদ্ধয়-কুঞ্জরাণাম্ ।
হোমঞ্চ সপ্তার্চিষি শাস্ত্রযুক্তং
কুর্য্যাদ্ বিধিজ্ঞো দ্বিজপূজনঞ্চ ॥৫৯
ইতি সমহত্ত্ব-বৃষভপূজনবর্ণনম্ ।

অথ হলবেধকরণবিধিঃ ॥

লাঙ্গলং সম্প্রবক্ষ্যামি যৎকাষ্ঠং যৎপ্রমাণতঃ ।
হলেষায়াস্তথোন্মানং প্রতোদস্য যুগস্য চ ॥৬০
চত্বারিংশত্তথা চাষ্টাবঙ্গুলানি কুথঃ স্মৃতঃ ।
অর্দ্ধার্দ্ধমঙ্গুলৈর্ভাজ্যো হলেষাবেধতশ্চ যঃ ॥৬১
ষোড়শৈব তু তস্যাধঃ ষড়্বিংশতি তথোপরি ।
বেধস্তস্যাশ্চ কর্তব্যঃ প্রমাণেন ষড়ঙ্গুলম্ ॥৬২
অঙ্গুলৈশ্চাষ্টভিস্তস্মাদ্ বেধঃ স্যাৎ প্রাতিহারিকঃ ।
তস্যাধস্তাচ্চ চত্বারি বেধশ্চ চতুরঙ্গুলঃ ॥৬৩
অষ্টাঙ্গুলমুরস্তস্য বেধাদূর্দ্ধং প্রকল্পয়েৎ ।
গ্রীবা দশাঙ্গুলা চোর্দ্ধং হস্তগ্রাহী ততঃ স্মৃতাঃ ॥৬৪
সাহপি তজ্জ্ঞৈঃ শুভা কার্য্যা তদ্বেধস্ত্র্যঙ্গুলো ভবেৎ ।
পঞ্চাঙ্গুলং পরস্তস্য শিরসোহপি বিভাবনম্ ॥৬৫
পৃথুত্বং শিরসো ধার্য্যং হস্ততলপ্রমাণকম্ ।
অঙ্গুলানি তথা চাষ্টৌ উরসঃ পৃথুতা ভবেৎ ॥৬৬
বেধাদ্ বহিঃ প্রতীকারী ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলা ভবেৎ ।
সুতীক্ষ্ণলোহফলাকা মৃৎকাষ্ঠাদিবিদারকৃৎ ॥৬৭
ন সীরং ক্ষীরবৃক্ষস্য ন বিল্ব-পিচুমর্দয়োঃ ।
ইত্যাদীনাং হি কুর্বাণো ন নন্দতি চিরং গৃহী ॥৬৮
প্লক্ষাক্ষয়োর্ন তৎ কুর্য্যাৎ কীর্তিঘ্নৌ তৌ
প্রকীর্তিতৌ ।
তয়োঃ কাষ্ঠস্য তৎ কুর্বন্ সশস্যে নশ্যতি ধ্রুবম্ ॥৬৯
প্রাঞ্জলা সপ্তহস্তা চ চতুরস্রাহগ্রবর্তুলা ।
সালাদিশুভকাষ্ঠানাং হলীষা বিদুষা মতা ॥৭০

দ্বিজপূজা করিবেন। ('রাজাও করিবেন' এই উক্তি দ্বারা অন্যেরও অবশ্য করণীয় বলিয়া প্রমাণিত হইল) ।৫৯

বৃষের মহত্ত্ব ও তাহার পূজন-বর্ণন সমাপ্ত।

অনন্তর হলচ্ছিদ্রকরণবিধি বর্ণিত হইতেছে।

হলদণ্ড যে কাষ্ঠ ও যে প্রমাণানুসারে নির্ম্মিত হইবে এবং হলদণ্ড, চাবুক ও জোয়ালের বিশেষ পরিমাণ কিরূপ হইবে, তাহা বিশেষ ভাবে বলিব ।৬০

গরুর পৃষ্ঠ আবৃত করার জন্য অষ্টচত্বারিংশৎ অঙ্গুলি-পরিমিত বিচিত্র পৃষ্ঠাবরক রচনা করিবে। হলদণ্ড ছিদ্র করিবার সময়ে অর্দ্ধার্দ্ধ অঙ্গুল পরিমাণ ভাগ করিবে ।৬১

সেই হলদণ্ডের ঊর্দ্ধভাগে ষড়ঙ্গুল-পরিমিত ষড়্‌বিংশতি এবং অধোভাগে ষড়ঙ্গুল-পরিমিত ষোড়শ ছিদ্র করিবে ।৬২

তাহা হইতে অষ্টাঙ্গুল-পরিমিত স্থানে 'প্রাতিহারিক' ছিদ্র করিবে। তাহার নিম্নভাগে চতুরঙ্গুল পরিমাণ চারটি ছিদ্র করিবে ।৬৩

ছিদ্রের ঊর্দ্ধে অষ্টাঙ্গুল-পরিমিত স্থান বক্ষঃ বলিয়া কল্পনা করিবে। তৎপর ঊর্দ্ধদিকে দশাঙ্গুল পরিমিত স্থান হস্তগ্রাহী গ্রীবা বলিয়া কথিত ।৬৪

গ্রীবা সম্বন্ধে অভিজ্ঞগণ অঙ্গুলিত্রয় পরিমিত ছিদ্রযুক্ত সেই সুন্দর গ্রীবা নির্ম্মাণ করিবে। তাহার অগ্র ও শিরোভাগ পঞ্চাঙ্গুল-পরিমিত জানিবে ।৬৫

হস্ততল-প্রমাণানুরূপ শিরোভাগের বিস্তৃতি করিবে। সেইরূপ, বক্ষের বিস্তৃতি অষ্টাঙ্গুল পরিমাণ করিবে ।৬৬

ছিদ্রের বাহিরে মৃত্তিকা ও কাষ্ঠাদি-বিদারণক্ষম প্রতীকার-সমর্থ ষট্‌ত্রিংশৎ অঙ্গুল-পরিমিত সুতীক্ষ্ণ লৌহ-ফলক স্থাপিত হইবে ।৬৭

ক্ষীরবৃক্ষ (বট, অশ্বত্থ, উড়ুম্বর ইত্যাদি), বিল্ববৃক্ষ ও পিচুমর্দ (নিম্ব) বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা লাঙ্গল নির্ম্মাণ করিবে না। উক্ত বৃক্ষসমূহের কাষ্ঠ দ্বারা লাঙ্গল নির্ম্মাণ করিলে গৃহী কোনও কালেই আনন্দ লাভ করে না ।৬৮

পাকুড় ও বহেড়া-বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা লাঙ্গল নির্ম্মাণ করিবে না। কেননা ইহারা কীর্ত্তিনাশক বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই পাকুড় ও বহেড়া-বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা লাঙ্গল নির্ম্মাণ করাইলে গৃহী শস্যের সহিত নিশ্চিত

অস্যা বেধঃ সকর্ণায়াঃ কার্য্যো নববিতস্তিভিঃ।
নীচোচ্চবৃষমানেন তজ্‌জ্ঞা এবং বদন্তি হি ॥৭১
চতুর্হস্তং যুগং কার্য্যং স্কন্ধস্থানেঽর্দ্ধচন্দ্রবৎ।
মেষশৃঙ্গ্যাঃ কদম্বস্য সালাগুন্যতমস্য বা ॥৭২
শম্যা বেধাদ্ বহিঃ কার্য্যা দশাঙ্গুলপ্রমাণিকা।
তন্মানেন প্রণালী চ তদন্তরদশাঙ্গুলম্ ॥৭৩
প্রতোদশ্চ সমগ্রন্থিবৈর্ণবশ্চ চতুষ্করঃ।
তদগ্রে চাপি কর্তব্যো যবাকারস্তু লোহজঃ ॥৭৪
হীনাতিরিক্তং কর্তব্যং নৈব কিঞ্চিৎ প্রমাণতঃ।
কুর্য্যাদনুডুহোঽদৈন্যাদ্দৈন্যাত্তু নরকং ব্রজেৎ ॥৭৫
যথা দৃঢ়ং যথাশোভং বাহকস্য প্রমাণতঃ।
ভূমেশ্চ কর্ষণায়ালং তজ্‌জ্ঞঃ সীরং বদন্তি হি ॥৭৬

যোজনং তু হলস্যাথ প্রবক্ষ্যামি যথা তথা।
জ্যেষ্ঠানক্ষত্রসংযুক্তে পুণ্যেঽহ্নি তদ্‌বিধীয়তে ॥৭৭
অন্যত্র বা শুভে ভে চ তত্র কার্য্যং বিপশ্চিতা।
যত্তু কৃত্যং হিতং বাপি পুণ্যং বা মনসি স্ফুরেৎ ॥৭৮
মাতৃশ্রাদ্ধং দ্বিজঃ কুর্য্যাদ্ যথোক্তবিধিনা গৃহী।
দ্রব্য-কালানুসারেণ কুর্বাণো ধর্মতঃ কৃষিম্ ॥৭৯
প্রোল্লিখ্য মণ্ডলং পুষ্প-ধূপ-দীপৈঃ সমর্চ্য তৎ।
ইন্দ্রায় চ তথাঽশ্বিভ্যাং মরুদ্‌ভ্যশ্চ তথা দ্বিজঃ ॥৮০
কুর্য্যাদ্ বলিহৃতিং বিদ্বান্ উদগ্ বৈ কশ্যপায় চ।
তথা কুমার্য্যৈ সীতায়ৈ অনুমত্যৈ তথা বলিঃ ॥৮১
নমঃ স্বাহেতি মন্ত্রেণ স চেচ্ছন্মাত্মনো হিতম্।
দধি-গন্ধাঽক্ষতৈঃ পুষ্পৈঃ শমীপত্রৈস্তিলৈস্তথা ॥৮২

বিনষ্ট হয়, (শস্য নষ্ট হয় এবং গৃহীও নষ্ট হয়)। সরল, সপ্তহস্ত-পরিমিত চতুষ্কোণবিশিষ্ট, অগ্রভাগ বর্ত্তুলাকার সাল প্রভৃতি সুন্দর কাষ্ঠের নির্ম্মিত হলদণ্ড প্রশস্ত -ইহাই বিদ্বান্‌গণের অভিমত।৬৯-৭০

নীচতা ও উচ্চতানুযায়ী বৃষের পরিমাণানুসারে নব-দ্বাদশাঙ্গুল খুঁটি দ্বারা এই হলদণ্ডের মধ্যবর্ত্তি-স্থানে পূর্বোক্ত ছিদ্র করিবে—তৎসম্বন্ধে জ্ঞানিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। স্কন্ধস্থানে অর্দ্ধচন্দ্রাকার করিয়া চারহাত পরিমাণ জোয়াল প্রস্তুত করিবে। তিনীশ, কদম্ব অথবা সাল ইহার যে কোনও একটি বৃক্ষের কাষ্ঠ জোয়াল-প্রস্তুতির কার্য্যে ব্যবহার করিবে।৭১-৭২

ছিদ্রের বাহিরে শমীবৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা দশাঙ্গুল পরিমিত একটি প্রণালী প্রস্তুত করিবে। সেই প্রণালীর পরিমাণ অনুসারে তন্মধ্যে আরও একটি দশাঙ্গুল-পরিমিত ছিদ্র করিবে।৭৩

চতুষ্কোণ, সমানগ্রন্থিবিশিষ্ট বংশদণ্ড দ্বারা প্রতোদ (চাবুক) করিবে এবং তাহার অগ্রভাগে লোহনির্ম্মিত যবাকার একটি শলাকা স্থাপন করিবে।৭৪

হীন বা অতিরিক্ত কিছুই করিবে না, (পূর্বোক্ত বিধানানুযায়ী) সমস্তই প্রমাণানুসারে করিবে। শারীরিক দৈন্যহীন সবল বৃষ হইতে কার্য্যসম্পাদনের ব্যবস্থা করিবে। শারীরিক দৈন্যযুক্ত বৃষ হইতে কার্য্য-সম্পাদনের ব্যবস্থা করিবে না! যদি কেহ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি নরকে গমন করিবে।৭৫

বাহকের প্রমাণানুসারে যথাবিধি সুদৃঢ়, সুশোভন এবং ভূমিকর্ষণের পক্ষে যথাযোগ্য হইলে লাঙ্গলাভিজ্ঞগণ, তাহাকে লাঙ্গল বলিয়া থাকেন।৭৬

অনন্তর যে প্রকারে ভূমিতে হল যোজনা করিতে হয়, তাহা বিশেষভাবে বলিব। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র-সংযুক্ত পুণ্যদিনে ভূমিতে হল যোজনা করিবে; অথবা বিদ্বান্ ব্যক্তি কোনও শুভনক্ষত্রে হল যোজনা করিবেন। যে কার্য্য হিতকর ও পুণ্যজনক বলিয়া মনে উদিত হয়, তাহা করিবে।৭৭-৭৮

দ্রব্য ও কালের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে কৃষিকর্ম্মে রত গৃহস্থাশ্রমবাসী দ্বিজ শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে মাতৃশ্রাদ্ধ করিবে।৭৯

বিদ্বান্ দ্বিজ বিশেষভাবে একটি মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া পুষ্প, ধূপ ও দীপ দ্বারা সেই মণ্ডল অর্চ্চনা করত ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু ও কশ্যপ ইঁহাদের উদ্দেশ্যে উত্তরমুখ হইয়া বলিপ্রদান করিবে। কুমারী সীতা ও অনুমতি ইহাদের উদ্দেশ্যেও সেই প্রকার বলি প্রদান করিবে।৮০-৮১

দদ্যাদ্ বলিং বৃষাণাঞ্চ মধ্বাজ্যপ্রাশনং তথা।
সংঘৃষ্য সীরফালাগ্রং হেম্না বা রজতেন বা ॥৮৩
প্রলিপ্য মধু-সর্পির্ভ্যাং কুর্য্যাচ্চ তৎপ্রদক্ষিণম্।
অগ্ন্যুক্ষোর্মণ্ডলং কৃত্বা কুর্য্যাৎ সীরপ্রবাহণম্ ॥৮৪
পুণ্য লাঙ্গল কল্যাণ কল্যাণায় নমোঽস্ত্বিতি।
সীতায়াঃ স্থাপনং কৃত্বা পরাশরমৃষিং স্মরন্ ॥৮৫
সীরা যুঞ্জন্তি ইত্যাদ্যৈর্মন্ত্রৈঃ সীরং প্রবাহয়েৎ।
দধি-দূর্বাঽক্ষতৈঃ পুষ্পৈঃ শমীপত্রৈশ্চ পুণ্যদৈঃ ॥৮৬
সীতাং পূজ্যবৃষৌ ভক্ত্যা রক্তবস্ত্র-বিষাণকৌ।
সপ্তধান্যানি চাদায় প্রোক্ষ্য পূর্বমুখো হলী।
তানি কৃত্বোক্ষোঃ ক্ষেত্রে চ কিরন্ ভূমিং কৃসেদ্
দ্বিজঃ ॥৮৭
ন তিলৈর্ন যবৈর্হীনং দ্বিজঃ কুর্বীত কর্ষণম্।
তদ্বিহীনং তু কুর্বাণং ন প্রশংসন্তি দেবতাঃ ॥৮৮

তিলপাত্রচ্যুতং তোয়ং দক্ষিণস্যাং পতেদ্দিশি।
তেন তৃপ্যন্তি পিতরো যাবন্ন তিলবিক্রয়ঃ ॥৮৯
বিক্রীণীতে তিলান্যস্তু মুক্ত্বাঽন্যদ্ধান্যসামকান্।
বিমুচ্য পিতরস্তং তু প্রযন্তি হি তিলৈঃ সহ ॥৯০
তুষাজ্জলং যবস্থঞ্চ পাত্রেভ্যো ভূতলে পতৎ।
পয়ো-দধি-ঘৃতাদ্যৈস্তু তর্পয়েৎ সর্বদেবতাঃ ॥৯১
দৈব-পর্জন্য-ভূ-সীরযোগাৎ কৃষিঃ প্রজায়তে।
ব্যাপারাৎ পুরুষস্যাপি তস্মাত্তত্রোদ্যতো ভবেৎ ॥৯২
শালীক্ষু-শণ-কার্পাস-বার্তাকুপ্রভৃতীনি চ।
বাপয়েৎ শস্যবীজানি সর্বং বাপি ন সীদতি ॥৯৩
চন্দ্রক্ষয়েঽমতির্বিপ্রো যো যুনক্তি বৃষং ক্বচিৎ।
তং পঞ্চদশ বর্ষাণি ত্যজন্তি পিতরো হিতম্ ॥৯৪
চন্দ্রক্ষয়ে তু যো বিদ্বান্ দ্বিজো ভুঙ্‌ক্তে পরাশনম্।
ভোক্তুর্মাসার্জিতং পুণ্যং ভবেদশনদস্য বৈ ॥৯৫

সেই দ্বিজ স্বকীয় হিত ইচ্ছা করিয়া "নমঃ স্বাহা" এই মন্ত্রযোগে দধি, গন্ধ, অক্ষত, পুষ্প, শমীপত্র ও তিল দ্বারা বলিপ্রদান করিবে।৮২

বৃষবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলি, মধু ও ঘৃত ভক্ষণার্থ প্রদান করিবে। লাঙ্গল-ফলাকার অগ্রভাগ স্বর্ণ বা রজত দ্বারা বিশেষভাবে ঘর্ষণ করিয়া মধু ও ঘৃত দ্বারা প্রলিপ্ত করত তাহা প্রদক্ষিণ করিবে। অগ্নি ও বৃষের মধ্যস্থলে মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া লাঙ্গল-বহন করাইবে।৮৩-৮৪

"পুণ্য লাঙ্গল কল্যাণ কল্যাণায় নমোঽস্তু" এই মন্ত্র-পাঠপূর্বক লাঙ্গল চিহ্নিত রেখা স্থাপন করত পরাশর-মুনিকে স্মরণ করিতে করিতে "সীরা যুঞ্জন্তি" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করত লাঙ্গল চালনা করিবে। হলধারী দ্বিজ দধি, দূর্বা, অক্ষত, পুষ্প এবং পুণ্যপ্রদ শমীপত্র দ্বারা লাঙ্গল-চিহ্নিত রেখা ও রক্তবস্ত্র-সমাচ্ছাদিতশৃঙ্গ বৃষকে ভক্তিভরে পূজা করিয়া সাতটি ধান্য গ্রহণানন্তর উহা প্রোক্ষণ করত পূর্বমুখ হইয়া সেই ধান্যগুলি হস্তে লইয়া বৃষদ্বয়ের মধ্যে এবং ক্ষেত্রে ছড়াইয়া ভূমিকর্ষণ করিবে।৮৫-৮৭

দ্বিজ তিল ও যবহীন কর্ষণ করিবে না। তিল ও যবহীন কর্ষণ করিলে দেবতাগণ সেই কর্ষক দ্বিজকে প্রশংসা করেন না।৮৮

যে পর্য্যন্ত তিল-বিক্রয় না হয়, সে পর্য্যন্ত তিল-পাত্রচ্যুত জল দক্ষিণদিকে পতিত হইলে সেই জল দ্বারা পিতৃলোকগণ তৃপ্তিলাভ করেন।৮৯

সামক ধান্য প্রভৃতির বিক্রয় ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি তিল বিক্রয় করে, তাহার পিতৃলোকগণ তাহাকে ত্যাগ করিয়া তিলের সহিত প্রয়াণ করেন।৯০

তুষ ও যবস্থিত জল ভূতলে পতিত হইলে দুগ্ধ, দধি ও ঘৃতাদি মিশ্রিত সেই জল দ্বারা সকল দেবতাগণের তর্পণ করিবে। দৈব, পর্জ্জন্য, ভূ ও লাঙ্গলযোগে পুরুষের প্রযত্নবশতঃ কৃষিকর্ম্মজাত শস্যাদি জন্মিয়া থাকে। সেইহেতু উক্ত কৃষিকর্ম্মে উদ্যোগী হইবে।৯১৯২

শালি, ইক্ষু, শণ, কার্পাস, বার্ত্তাকু (বেগুণ) প্রভৃতি শস্যবীজ বপন করিবে অথবা সর্বপ্রকার শস্যবীজ বপন করিবে। কিন্তু সব বীজ সেরূপ ফলপ্রসূ হয় না।৯৩

যে বুদ্ধিহীন বিপ্র কৃষ্ণপক্ষে কোনও স্থানে হলকর্ষণ-কার্য্যে বৃষকে নিযুক্ত করে, পিতৃলোকগণ পঞ্চদশবর্ষ ব্যাপিয়া তাহার হিতসাধক কর্ম্ম ত্যাগ করেন।৯৪

যে অবিদ্বান্ বিপ্র কৃষ্ণপক্ষে পরান্নভোজন করে, সেই পরান্নভোজীর মাসার্জ্জিত পুণ্য ভোজন-দাতা লাভ করেন।৯৫

চন্দ্রার্কয়োস্তু সংযোগে কুর্য্যাদ্ যঃ স্ত্রীনিষেবণম্ ।
স্যু রেতোভোজনাস্তস্য তম্মাসং পিতরো হতাঃ ॥৯৬
চন্দ্রক্ষয়ে তু যঃ কুর্য্যাত্তরুস্তম্ভনিকৃন্তনম্ ।
তৎপর্ণসংখ্যয়া তস্য ভবন্তি ভ্রূণহত্যকাঃ ॥৯৭
বনস্পতিগতে সোমে যেঽধ্বানং তু ব্রজেদ্ দ্বিজঃ ।
প্রভ্রষ্টদ্বিজকর্মাণং তং ত্যজন্ত্যমরাদয়ঃ ॥৯৮
বাসাংসীন্দুপ্রণাশে যো রজকস্যাগ্রতঃ ক্ষিপেৎ ।
পিবন্তি পিতরস্তস্য মাসং বস্ত্রমলাম্বু তৎ ॥৯৯
সোমক্ষয়ে দ্বিজো যাতি ত্যক্ত্বা যস্তু হুতাশনম্ ।
স দেব-পিতৃশাপাগ্নিদগ্ধো নরকমাবিশেৎ ॥১০০
অষ্টমী কামভোগেন ষষ্ঠী তৈলোপভোগতঃ ।
কুহূশ্চ দন্তকাষ্ঠেন হিনস্ত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥১০১
চন্দ্রাপ্রতীতৌ পুরুষস্তু দৈবাদ্
অদ্যাদমত্যা যদি দন্তকাষ্ঠম্ ।
তারাধিরাজঃ স্বাদিতস্তু তেন
ঘাতঃ কৃতঃ স্যাৎ পিতৃ-দেবতানাম্ ॥১০২
তত্রাভ্যজ্য বিষাণানি গাবশ্চৈব তথা বৃষাঃ ।
চরণায় বিসৃজ্যন্তে আগতান্ নিশি ভোজয়েৎ ॥১০৩
য উৎপাদ্যেহ শস্যানি সর্বাণি তৃণচারিণঃ ।
জগৎ সর্বং ধৃতং যৈস্তু পূজ্যন্তে কিং ন তে বৃষাঃ ॥১০৪
চরণায় বিসৃষ্টং তু যস্য গোদশকং ভবেৎ ।
যদ্রূপেণ হি ধর্মঃ পূজ্যন্তে কিং ন তে বৃষাঃ ॥১০৫
স্যুঃ পাল্যা যত্নতস্তে বৈ বাহনীয়া যথাবিধি ।
স যাতি নরকং ঘোরং যো বাহয়ত্যপালয়ন্ ॥১০৬
নাধিকাঙ্গো ন হীনাঙ্গঃ পুষ্পিতাঙ্গো ন দূষিতঃ ।
বাহনীয়ো হি শূদ্রেণ বাহয়ন্ ক্ষয়মশ্নুতে ॥১০৭

চন্দ্র এবং সূর্য্যের সংযোগে অর্থাৎ অমাবস্যাতিথিতে যে ব্যক্তি পত্নীতে উপগত হয়, তাহার পিতৃলোকগণ অন্যায় কার্য্যের জন্য আঘাত প্রাপ্ত হইয়া স্খলিত রেতোরাশি ভোজন করিয়া থাকেন।৯৬

কৃষ্ণপক্ষে যে ব্যক্তি গাছের গুঁড়ি ছেদন করে, সে ব্যক্তি তদ্‌বৃক্ষপত্রের সংখ্যানুরূপ ভ্রূণহত্যার পাপে লিপ্ত হয়।৯৭

চন্দ্র বনস্পতিগত হইলে পর যে দ্বিজ পথে গমন করে, দ্বিজোচিত কর্ম্ম হইতে বিশেষরূপে ভ্রষ্ট সেই দ্বিজকে সকল দেবতা ত্যাগ করেন।৯৮

যে ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষে রজকের নিকট বস্ত্র প্রেরণ করে, তাহার পিতৃলোকগণ একমাস ব্যাপিয়া সেই বস্ত্রের মলযুক্ত জল পান করেন।৯৯

কৃষ্ণপক্ষে যে দ্বিজ হোমাগ্নি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সেই দ্বিজ দেব ও পিতৃগণের অভিশাপে দগ্ধ হইয়া নরকে প্রবেশ করে।১০০

যে ব্যক্তি অষ্টমীতিথিতে কামভোগ, ষষ্ঠীতিথিতে তৈলমর্দ্দন এবং অমাবস্যাতিথিতে দন্তকাষ্ঠ-ব্যবহার করে, তাহার সপ্তমকুল পর্য্যন্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয়।১০১

চন্দ্র অপরিদৃষ্ট হইলে অর্থাৎ অমাবস্যাতিথিতে অজ্ঞানপূর্বক দৈবাৎ যে পুরুষ দণ্ডকাষ্ঠ ব্যবহার করে, সে ব্যক্তি যেন তারাপতি চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া থাকে এবং পিতৃলোক ও দেববৃন্দকে আঘাত হানিয়া থাকে।১০২

গো ও বৃষগণের শৃঙ্গসমূহ ঘৃতদ্বারা অভ্যক্তিত করিয়া উহাদিগকে বিচরণ করিবার জন্য ছাড়িয়া দিবে এবং রাত্রিতে গৃহে আগমন করিলে ভোজন করাইবে।১০৩

তৃণভূমি-বিচরণকারী যে সকল বৃষ সমস্ত শস্য উৎপাদন করিয়া এই সমগ্র জগৎ ধারণ করিতেছে, তাহারা কেন পূজিত হইবে না?১০৪

যাহাতে ধর্ম রক্ষিত হয়—এমনভাবে যাহার দশটি গো-বৃষ বিচরণ করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহার সে বৃষসমূহ কেন পূজিত হইবে না?১০৫

যত্নপূর্বক সেই বৃষগুলিকে পালন করিবে এবং যথানিয়মে তাহাদিগকে বহনকার্য্যে নিযুক্ত করিবে। যে ব্যক্তি বৃষকে যত্নপূর্বক পালন না করিয়া তাহার দ্বারা বহন করায়, সে ঘোর নরকে গমন করে।১০৬

যে বৃষ অধিকাঙ্গ, হীনাঙ্গ, পুষ্পিতাঙ্গ ও দূষিত, শূদ্র

বর্জয়েদ্ দ্রষ্টৃদোষাংশ্চ বাহনে দোহনে নরঃ।
পাল্যা বৈ যত্নতঃ সর্বে পালয়ন্ শুভমাপ্নুয়াৎ ॥১০৮
অন্নার্থমেতানুক্ষাণঃ সসর্জ পরমেশ্বরঃ।
অন্নেনাপ্যায়তে সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥১০৯
অগ্নির্জ্বলন্তি চান্নার্থং বাতি চান্নায় মারুতঃ।
গৃহ্লাতি চাম্ভসাং সূর্য্যো রসানন্নায় রশ্মিভিঃ ॥১১০
অন্নং প্রাণো বলং চান্নমন্নাজ্জীবিতমুচ্যতে।
অন্নঞ্চ জগদাধারং সর্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১১১
সর্বেষাং দেবতাদীনামন্নং জীবঃ প্রকীর্তিতঃ।
তস্মাদন্নাৎ পরং তত্ত্বং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥১১২
দ্যৌঃ পুমান্ ধরণী নারী অম্ভো বীজং দিবশ্চ্যুতম্।
দ্যু-ধাত্রীতোয়সংযোগাদন্নাদীনাং হি সম্ভবঃ ॥১১৩
আপো মূলং হি সর্বস্য সর্বমপ্সু প্রতিষ্ঠিতম্।
আপোঽমৃতরসো হ্যাপ আপঃ শুক্রং বলং মহঃ ॥১১৪

সর্বস্য বীজমাপো হি সর্বমদ্ভিঃ সমাবৃতম্।
সদ্য আপ্যায়না হ্যাপ আপো জ্যেষ্ঠতরা হ্যতঃ ॥১১৫
কিঞ্চিৎকালং বিনাঽন্নাদ্যৈর্জীবন্তি মনুজাদয়ঃ।
ন জীবন্তি বিনা তাভিস্তস্মাদাপোঽমৃতং স্মৃতাঃ ॥১১৬
দত্তাভিরদ্ভিরেতস্যাং কিং ন দত্তঃ কলৌ যুগে।
যথান্নেন প্রদত্তেন সর্বং দত্তং ভবেদিহ ॥১১৭
অতোঽপ্যন্নার্থভাবেন কর্তব্যং কর্ষণং দ্বিজৈঃ।
যথোক্তেন বিধানেন লাঙ্গলাদিপ্রয়োজনম্ ॥১১৮
সীতে সৌম্যে কুমারি ত্বং দেবি দেবার্চিতে শ্রিয়ে।
শক্তিসূনোর্যথা সিদ্ধা তথা মে সিদ্ধিদা ভব ॥১১৯
শক্তিসূনোর্বিনা নাম্না সীতায়াঃ স্থাপনং বিনা।
বিনাঽভ্যুক্ষণরক্ষার্থং সর্বং হরতি রাক্ষসঃ ॥১২০
বাপনে লবণে ক্ষেত্রে খলে গন্ত্রীপ্রবাহনে।
এষ এব বিধির্জ্ঞেয়ো ধান্যানাঞ্চ প্রবেশনে ॥১২১

সেই বৃষকে দিয়া বহন করাইবে না; যদি বহন করায়, তাহা হইলে সেই শূদ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।১০৭

বৃষ দ্বারা বহন করাইতে এবং গাভী দোহন করিবার সময় কোনও দ্রষ্টার দোষদৃষ্টি বর্জ্জন করিবে। যত্নপূর্বক ইহাদের সকলকে পালন করিবে এবং পালন করিয়া শুভফল প্রাপ্ত হইবে।১০৮

জীবের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় অন্ন উৎপাদনের জন্য পরমেশ্বর বৃষসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। চরাচরের সহিত সমগ্র ত্রিলোক এই অন্ন দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া থাকে। অন্নের জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, বায়ু প্রবাহিত হয় ও সূর্য্য কিরণমালা দ্বারা জলের রস গ্রহণ করেন।১০৯-১০

অন্ন প্রাণ, অন্ন বল, অন্ন হইতে জীবন এবং অন্ন জগতের আধার। অতএব সমস্তই অন্নে প্রতিষ্ঠিত। অন্ন সমস্ত দেবতার জীবন বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে। সেইহেতু অন্ন হইতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব জগতে আর হয় নাই এবং হইবেও না।১১১-১২

স্বর্গ পুরুষ, ধরিত্রী নারী ও স্বর্গ হইতে ক্ষরিত জল বীজ। স্বর্গ, ধরিত্রী ও জলের সংযোগে অন্নাদির জন্ম হইয়াছে। সকল বস্তুর মূল জল, সকল বস্তুই জলে প্রতিষ্ঠিত, জল অমৃতময় রস, জল শুক্র, বল ও মহর্লোক।১১৩-১৪

যেহেতু জল সকলের কারণ, যেহেতু সমস্ত বস্তু জলদ্বারা সমাবৃত এবং যেহেতু জল সদ্যঃ আপ্যায়িত করে, সেইহেতু জল সকল বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।১১৫

মানবাদি জীবগণ অন্নাদি খাদ্য ভিন্ন কিছুকাল জীবনধারণ করিতে পারে, কিন্তু সেই জল ভিন্ন অল্প কালও জীবনধারণ করিতে পারে না বলিয়া জল অমৃত বলিয়া কথিত হইয়াছে। কলিযুগে এই পৃথিবীতে জলদান করিলে কি না দান করা হইল অর্থাৎ সমস্তই দান করা হইল। যেরূপ অন্নদান করিলে সমস্তই দান করা হয়, সেইরূপ জলদান করিলেও সমস্তই দান করা হয়।১১৬-১৭

এইহেতু অন্নের জন্য দ্বিজগণ ভূমিকর্ষণ করিবে। যথোক্ত বিধান অনুসারে ঐ কৃষিকর্মে লাঙ্গলাদি প্রয়োজনীয় বলিয়া জানিবে। হে সীতে, হে সৌম্যে, হে কুমারি, হে দেবগণার্চ্চিতে দেবি! তুমি শ্রীর জন্য শক্তিপুত্র পরাশর কর্ত্তৃক যেরূপ সিদ্ধা হইয়াছিলে, সেইরূপ আমার দ্বারাও সিদ্ধা হও।১১৮-১৯

শক্তিপুত্র পরাশরের নাম ভিন্ন, লাঙ্গলপদ্ধতি

দেবতায়তনোদ্যান-নিপাতস্থান-গোব্রজান্।
সীমা-শ্মশানভূমিঞ্চ বৃক্ষচ্ছায়াং ক্ষিতিং তথা ॥১২২
ভূমিং নিঘাতং যূপাংশ্চ অয়নস্থানমেব চ।
অন্যামপি হি চাহবাহ্যাং ন কৃষেৎ কৃষিকৃদ্ধরাম্ ॥১২৩
নোষরাং বাহয়েদ্ ভূমিং ন চাহশ্ম-শর্করাবৃতাম্।
ন গোচরাং ন প্রদত্তাং ন নদীপুলিনাং তথা ॥১২৪
যদ্যসৌ বাহয়েল্লোভাদ্ দ্বেষাদ্ বাপি হি মানবঃ।
ক্ষীয়তেহসৌ চিরাৎ পাপাৎ স পুত্র পশুবান্ধবঃ ॥১২৫
নরকং ঘোরতামিস্রং পাপীয়ান্ যাতি নিশ্চিতম্।
যোহপহৃত্য পরকীয়াং কৃষিকৃদ্ বাহয়েদ্ধরাম্ ॥১২৬
স ভূমিস্তেয়পাপেন সুচিরং নরকে বসেৎ।
একসখ্যামপি স্বর্ণং ভূমিমঙ্গুলমাত্রিকাম্ ॥১২৭
তথৈকামপি গাং হৃত্বা সৃষ্ট্যন্তং নরকং বসেৎ।
ন দূরে বাহয়েৎ ক্ষেত্রং ন চৈবাত্যন্তিকে তথা ॥১২৮
বাহয়েন্ন পথি ক্ষেত্রং বাহয়ন্ দুঃখভাগ্ ভবেৎ।
ক্ষেত্রেষ্বেবং বৃতিং কুর্য্যাদ্ যামুষ্ট্রো নাবলোকয়েৎ ॥১২৯
ন লঙ্ঘয়েৎ পশুর্নাশ্বো ন ভিন্দ্যাদ্ যাঞ্চ শূকরঃ।
বন্ধাশ্চ যত্নতঃ কার্য্যা মৃগাদিত্রাসনায় চ ॥১৩০
অত্রাপ্যুপদ্রব্যং রাজ্ঞা তস্করাদিসমুদ্ভবম্।
সংরক্ষেৎ সর্বতো যত্নাদ্ যস্মাদ্
গৃহ্নাত্যসৌ করান্ ॥১৩১
কৃষিকৃম্মানবস্ত্বেবং মত্বা ধর্ম্মং কৃষেদ্ধরাম্।
অনবদ্যাং শুভাং স্নিগ্ধাং জলাবগাহনক্ষমাম্ ॥১৩২
নিম্নাং হি বাহয়েদ্ ভূমিং যত্র বিশ্রমতে জলম্।
বাহয়েত্তু জলাভ্যর্ণমবৃষ্টৌ সেকসম্ভবঃ ॥১৩৩
শারদ্যভূচ্ছ কৈর্ভূমৌ কঙ্গ্বাদ্যং বাপয়েদ্ধলী।
অধিত্যকাসু কার্পাসং বদন্ত্যন্যত্র হৈমকম্ ॥১৩৪

(লাঙ্গলচিহ্নিত রেখা) স্থাপন ভিন্ন, অভ্যুক্ষণ ও রক্ষার্থ ভিন্ন শস্য বপন করিলে রাক্ষস তাহা হরণ করিয়া লইয়া যায়। শস্য বপন ও ছেদন করার সময়ে, শস্যক্ষেত্রে, শস্য মাড়াইবার ক্ষেত্রে, গোযান চালাইবার সময়ে ও গৃহে ধান্য তুলিবার সময়ে পূর্বোক্ত বিধি জানিবে।১২০-২১

কৃষক দেবস্থান, উদ্যান, শস্যাদি নিপাতন-স্থান, গো-বিচরণস্থান, সীমারেখা, শ্মশান-ভূমি, বৃক্ষচ্ছায়া-নিপতিত ভূমি, গর্ত্তভূমি, যজ্ঞীয় পশুবন্ধন-স্থান, বিশ্রামস্থান এবং হলকর্ষণের অযোগ্যভূমি কর্ষণ করিবে না।১২২-২৩

যদি কৃষক লোভবশতঃ লবণাক্ত, প্রস্তরময়, কঙ্করাবৃত, গোচারণ, অন্যকে প্রদত্তা ও নদীতটস্থ ভূমিতে চাষ করে, তাহা হইলে পাপানুষ্ঠান-হেতু সেই ব্যক্তি চিরকাল পুত্র, পশু ও বান্ধবের সহিত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।১২৪-২৫

যে কৃষক পরভূমি অপহরণ করিয়া হলকর্ষণ করে, সেই পাপী মহান্ধকারময় নরক প্রাপ্ত হয়। ভূমি অপহরণ করার অপরাধে অর্থাৎ পাপে সে ব্যক্তি চিরকাল নরকে বাস করিবে। একখণ্ড স্বর্ণ, একাঙ্গুল-পরিমিত ভূমি ও একটি মাত্র গো হরণ করিয়া সৃষ্টির অন্তকাল যাবৎ নরকে বাস করিবে। দূরে ও অত্যন্ত নিকটস্থিত ক্ষেত্রে হলকর্ষণ করিবে না। পথিস্থিত ক্ষেত্রে হলকর্ষণ করিবে না; যদি করা হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি দুঃখভাগী হইবে। ক্ষেত্রসমূহে এরূপভাবে বৃতি অর্থাৎ বেড়া দিবে, যেন উষ্ট্র শস্য দেখিতে না পায়, অন্য কোনও পশু এবং অশ্ব যেন লঙ্ঘন করিতে না পারে এবং শূকর যেন ভেদ করিতে সমর্থ না হয়। মৃগাদির ভয় উৎপাদনের জন্য যত্নপূর্বক বন্ধন করিবে।১২৬-৩০

রাজা প্রজাগণের নিকট হইতে কর আদায় করেন বলিয়াই তস্করাদি হইতে উদ্ভূত সর্বপ্রকার উপদ্রব হইতে যত্নপূর্বক ভূমি রক্ষা করিবেন। (এই ভূমির রক্ষা-ব্যাপারে রাজারও যথেষ্ট দায়িত্ব আছে—ইহাই গ্রন্থকর্ত্তার অভিমত)।১৩১

নির্দ্দুষ্টা, (অভীষ্টানুরূপ) শুভফলদায়িনী, স্নিগ্ধা, জলাবগাহন-সমর্থা, নিম্না, যেখানে জল বিশ্রান্ত হয়, জলের নিকটস্থ ও অনাবৃষ্টি হইলে যেস্থানে সেচন সম্ভব হয়, এইরূপ ভূমি কর্ষণ করা ধর্মজনক মনে করিয়া কৃষক ভূমিকর্ষণ করিবে।১৩২-৩৩

বাসন্তং গ্রীষ্মকালীয়ং বাপ্যং স্নিগ্ধেষু তদ্বিদা।
কেদারেষু তথা শালীঞ্জলোপান্তেষু চেক্ষবঃ ॥১৩৫
বৃন্তাক-শাকমূলানি কন্দানি চ জলান্তিকে।
বৃষ্টিবিশ্রান্তপানীয়ক্ষেত্রেষু চ যবাদিকান্ ॥১৩৬
গোধূমাশ্চ মসূরাশ্চ খল্যাঃ খলকুশাস্তথা।
সমস্নিগ্ধেষু বাপ্যাশ্চ ভূমিজীবান্ বিজানতা ॥১৩৭
তিলা বহুবিধাশ্চোপ্যা অতসী-শাণমেব চ।
সমস্নিগ্ধেষু বাপ্যানি ধ্যান্যান্যন্যানি যোগতঃ ॥১৩৮
কুলত্থা মুদ্গ-মাষাশ্চ রাজমাষাদিকাস্তথা।
বাপ্যা ভূমিবিশেষে তু ভূমিজীবং বিজানতা ॥১৩৯
মৃদম্বু যোগজং সর্বং বাপয়েৎ কৃষিকৃন্নরঃ।
সম্পশ্যেচ্চরতঃ সর্বান্ গোবৃষাদীন্ স্বয়ং গৃহী ॥১৪০
চিন্তয়েৎ সর্বমাত্মীয়ং স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ।
প্রথমং কৃষিবাণিজ্যং দ্বিতীয়ং পশুপোষণম্ ॥১৪১
তৃতীয়ং ক্রীতবিক্রীতং চতুর্থং রাজসেবনম্।
নখৈর্বিলিখনে যস্যাঃ পাপমাহুর্মনীষিণঃ ॥১৪২
তস্যাঃ সীরবিদারেণ কিং ন পাপং ক্ষিতের্ভবেৎ।
তৃণৈকচ্ছেদমাত্রেণ প্রোচ্যতে ক্ষয় আয়ুষঃ ॥১৪৩
অসঙ্খ্যকন্দনির্নাশাদসঙ্খ্যাতং ভবেদঘম্।
যদ্ বর্ষে মৎস্যবন্ধিনাং তথা সঙ্করিণামপি ॥১৪৪
অংহঃ কুক্কুটিকানাঞ্চ তদ্দিনে কৃষিকারিণাম্।
বধকানাঞ্চ যৎ পাপং যৎ পাপং মৃগয়োরপি।
কদর্য্যাণাঞ্চ যৎ পাপং তদ্দিনে কৃষিকারিণাম্ ॥১৪৫
বর্ণানাঞ্চ গৃহস্থানাং কৃষিবৃত্ত্যুপজীবিনাম্।
তদেনসো বিশুদ্ধ্যর্থং প্রাহ সত্যবতীপতিঃ ॥১৪৬
দ্বাদশো নবমো বাপি সপ্তমঃ পঞ্চমোঽপি বা।
ধান্যভাগঃ প্রদাতব্যো সীরিণা খলকে ধ্রুবম্ ॥১৪৭
অশ্মর্যব্যূঢ়ভূমৌ চ বিংশাংশী ক্ষেত্রভুগ্ ভবেৎ।
একৈকাংশায় কর্ষঃ স্যাদ্ যাবদ্ দশম-সপ্তমৌ ॥১৪৮

কৃষক শরৎকালে উচ্চভূমিতে কাঙ্গনি (ধান্যবিশেষ) প্রভৃতি বপন করিবে। পর্বতোপরি সমতল ভূমিতে কার্পাস এবং অন্যত্র হৈমন্তিক-শস্য বপন করিবে। জমির মাটি নরম হইলে তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে শালিধান্য এবং বর্ষান্তে ইক্ষুদণ্ড বপন করিবে। বেগুন, শাক, মূলা, আলু প্রভৃতি এই সমস্ত দ্রব্য জলের নিকটে বপন করিবে। বৃষ্টির অবসান হইলে যে ক্ষেত্রে জল জমিয়া থাকে, সেইরূপ ক্ষেত্রে যব প্রভৃতি বপন করিবে। খামার, খামারস্থ কুশ ও ভূমির জীবাণু সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি সমস্নিগ্ধ ক্ষেত্রে গোধূম ও মসূর বপন করিবে।১৩৪-৩৭

সস্নিগ্ধ ক্ষেত্রে বহুবিধ তিল, অতসী ও শণ বপন করিবে এবং অন্যান্য ধান্য বিশেষ যোগ অনুসারে বপন করিবে। ভূমির জীবাণু সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ভূমি-বিশেষে কুলথ কলাই, ক্ষুদ্র মাষকলাই এবং রাজমাষকলাই বপন করিবে। কৃষক মৃত্তিকা এবং জলযুক্ত করিয়া সকল বীজ বপন করিবে। গৃহী স্বয়ং বিচরণ-রত সমস্ত গো-বৃষাদিকে সম্যক্‌রূপে দেখিবে। সকলকেই আত্মীয়-রূপে চিন্তা করিবে এবং নিজেই কৃষিকার্য্যে গমন করিবে।

কৃষি ও বাণিজ্য প্রথম কর্ম, পশুপালন দ্বিতীয় কর্ম, ক্রয়-বিক্রয় তৃতীয় কর্ম এবং রাজসেবা চতুর্থ কর্ম। যে ভূমিতে নখদ্বারা আঁচড় দিলে পাপ হয় বলিয়া মনীষিগণ বলিয়াছেন, সেই ভূমি লাঙ্গল দ্বারা বিদীর্ণ হইলে কি পাপ হইবে না? (অবৈধভাবে) একটি মাত্র তৃণচ্ছেদন করিলে আয়ুঃক্ষয় হয়—একথা শাস্ত্রে উক্ত আছে।১৩৮-৪৩

অসংখ্য মূল নষ্ট করিলে কৃষকের অসংখ্য পাপ হয়। যে বর্ষের যে দিন ধীবর, সঙ্করজাত, কুক্কুটিক, কৃষক, ব্যাধ, ও কৃপণ ব্যক্তিগণকে বধ করিলে বধকারিদিগের যে পাপ হয়, সেই বর্ষের সেই দিনে কৃষিকর্ম করিলে কৃষকদিগেরও সেই পাপ হয়।১৪৪-৪৫

ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের এবং কৃষি-বৃত্তি যাহাদের একমাত্র উপজীবিকা এইরূপ গৃহস্থদিগের সেই পাপ হইতে বিশুদ্ধির জন্য সত্যবতী-পতি অর্থাৎ মহামুনি পরাশর বলিয়াছেন।১৪৬

ধান্যশস্য খামারে নিশ্চিতভাবে আসিলে কৃষক দ্বাদশ, নবম, সপ্তম বা পঞ্চমভাগের একভাগ শস্য গ্রামাধীশ এবং নৃপকে প্রদান করিবে। প্রস্তরময় ভূমি ও হলকর্ষণ করা কষ্টসাধ্য এরূপ ভূমিতে কর্ষণ করিয়া কৃষক বিংশ-

গ্রামেশস্য নৃপস্যাপি বর্ণিভিঃ কৃষিজীবিভিঃ।
শস্যভাগঃ প্রদাতব্যো যতস্তৌ কৃষিভাগিনৌ ॥১৪৯
ব্রাহ্মণস্তু কৃষিং কুর্বন্ বাহয়েদিচ্ছয়া ধরাম্ ॥১৫০
ন কিঞ্চিৎ কস্যচিদ্দদ্যাৎ স সর্বস্য প্রভুর্যতঃ।
ব্রহ্মা বৈ ব্রাহ্মণং চাস্যাৎ প্রভুস্ত্বসৃজদাদিতঃ ॥১৫১
তদ্রক্ষণায় বাহুভ্যামসৃজৎ ক্ষত্রিয়ানপি।
পশুপাল্যাশনোৎপত্ত্যৈ উরুভ্যাঞ্চ তথা বিশঃ।
দ্বিজদাস্যায় পণ্যায় পদ্ভ্যাং শূদ্রমকল্পয়ৎ ॥১৫২
যৎকিঞ্চিজ্জগতীহাত্র ভূ-গেহাশ্চ গজাদিকম্।
স্বভাবেন হি বিপ্রাণাং ব্রহ্মা স্বয়মকল্পয়ৎ ॥১৫৩
ব্রাহ্মণশ্চৈব রাজা চ দ্বাবপ্যেতৌ ধৃতব্রতৌ।
ন তয়োরন্তরং কিঞ্চিৎ প্রজাধর্মাভিরক্ষণে ॥১৫৪
তস্মান্ন ব্রাহ্মণো দদ্যাৎ কুর্বাণো ধর্মতঃ কৃষিম্।
গ্রামেশস্য নৃপস্যাপি কিয়ন্তমপ্যসৌ বলিম্ ॥১৫৫
অথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি কৃষিকৃচ্ছুদ্ধিকারণম্।
সংশুদ্ধঃ কর্ষকো যেন স্বর্গলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১৫৬
সর্বসত্ত্বোপকারায় সর্বযজ্ঞোপসিদ্ধয়ে।
নৃপস্য কোশবৃদ্ধ্যর্থং জায়তে কৃষিকৃন্নরঃ ॥১৫৭
কুর্য্যাৎ কৃষিং প্রযত্নেন সর্বসত্ত্বোপজীবিনীম্।
পিতৃদেব-মনুষ্যানাং পুষ্টয়ে স্যাৎ কৃষীবলঃ ॥১৫৮
বয়াংসি চান্যসত্ত্বানি ক্ষুত্তৃষ্ণাপীড়িতাঃ প্রজাঃ।
উপযুঞ্জন্তি শস্যানি ক্ষেত্রজাতানি নিত্যশঃ ॥১৫৯
পুষ্ট্যর্থং মুষ্টিমেকাং বা দদৎ পাপং ব্যপোহতি ॥১৬০
যস্য ক্ষেত্রস্য যাবন্তি শস্যান্যদন্তি প্রাণিনঃ।
তাবন্তোঽপি বিমুচ্যন্তে পাতকাৎ কৃষিকারকাঃ ॥১৬১

ভাগের একভাগ ক্ষেত্রস্বামীকে প্রদান করিবে অর্থাৎ ক্ষেত্রস্বামী বিশভাগের একভাগ পাইবে। ক্ষেত্র উৎকৃষ্ট রূপে কর্ষিত হওয়া পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত ফলন অনুসারে ক্ষেত্র-স্বামীকে দেয় অংশের পরিমাণ এক এক ভাগ করিয়া বর্দ্ধিত হইবে, যে পর্য্যন্ত দশম বা সপ্তমভাগের একভাগ না হয়।১৪৭-৪৮

কৃষিজীবিগণ গ্রামাধিপতি ও নৃপকে কৃষিকার্য্যে উৎপন্ন শস্যের যথার্থ ভাগ প্রদান করিবে, কারণ তাঁহারাও কৃষিকর্মে উৎপন্ন শস্যলাভের অধিকারী।১৪৯

কৃষিকর্ম্ম-রত ব্রাহ্মণ ভূমিতে ইচ্ছানুরূপ হল-বহন করাইবেন। ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের প্রভু বলিয়া তিনি কাহাকেও কিছু প্রদান করিবেন না অর্থাৎ উৎপন্ন শস্যাংশ কাহাকেও প্রদান করিবেন না।১৫০

প্রভু ব্রহ্মা প্রথমে স্বীয় মুখ হইতে ব্রাহ্মণকে সৃজন করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবার জন্য বাহুযুগল হইতে ক্ষত্রিয়গণকে সৃজন করিয়াছেন। পশু-পালন এবং খাদ্য উৎপাদনের জন্য বৈশ্যগণকে উরুযুগল হইতে সৃজন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের সেবা এবং বাণিজ্য করিবার জন্য পদযুগল হইতে শূদ্রকে কল্পনা করিয়াছিলেন।১৫১-৫৩

এই জগতে ভূমি, গৃহ, গজাদি যাহা কিছু আছে তৎ-সমস্তই ব্রাহ্মণ উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা স্বয়ং কল্পনা করিয়াছিলেন। ধর্মরক্ষণরূপ-ব্রতধারী ব্রাহ্মণ এবং প্রজারক্ষণরূপ-ব্রতধারী ক্ষত্রিয় এই দুইবর্ণ ধর্ম ও প্রজা রক্ষা করেন বলিয়া ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। ধর্মরক্ষা করেন বলিয়া ব্রাহ্মণ ধর্মানুযায়ী কৃষিকর্মলব্ধ শস্যের কিছুমাত্র অংশও গ্রামাধীশ ও নৃপকে প্রদান করিবেন না। অনন্তর কৃষিকর্মকারীর শুদ্ধির কারণরূপ অন্য বিষয় বলা হইতেছে—কৃষক যেভাবে পরিশুদ্ধ হইয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে সেই কথা বিশেষভাবে বলিব। সর্বজীবের উপকারার্থে সর্বযজ্ঞসিদ্ধির এবং নৃপের কোষবৃদ্ধির জন্য কৃষক জন্মলাভ করে বলিয়া সর্বজীবের উপজীবিকা কৃষিকর্ম যত্নপূর্বক করিবে। পিতৃলোক, দেবলোক ও মনুষ্যলোকের পুষ্টির জন্য কৃষিবল আবশ্যক ১৫৪-৫৮

ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় পীড়িত প্রজাগণ বয়স ও জীব অনুযায়ী ক্ষেত্রজাত শস্য নিত্য ভোগ করিবে অথবা পুষ্টির জন্য একমুষ্টিমাত্র দান করিয়া পাপমুক্ত হইবে।১৫৯-৬০

যে ক্ষেত্রের যে পরিমাণ শস্য প্রাণিগণ ভোজন করে, কৃষক পাপ হইতে সেই পরিমাণ মুক্তিলাভ করিয়া

হুতাগ্নিকার্য্যদেহোঽপি ব্রাহ্মণোঽন্যতমোঽপি বা।
আদদানঃ পরক্ষেত্রাৎ পথি গচ্ছন্ন লিপ্যতে ॥১৬২
ক্ষেত্রী বিমুচ্যতে দোষান্নিয়তং কৃষিসম্ভবাৎ।
গৃহীতং ক্ষেত্রিণো ধান্যং নিবেদয়তি বাণ্বপি ॥১৬৩
অনিবেদিতে তদর্দ্ধং স্যাৎ পাতকং কর্ষুকস্য চ।
ভাবশুদ্ধাবতো ধর্মো হ্যনেন তদ্বিশোধয়েৎ ॥১৬৪
মুষ্টিং তু কল্পয়ন্ ধান্যং সর্বপাপং ব্যপোহতি।
যৎকিঞ্চিদর্থিনে দদ্যাদ্ ভিক্ষামাত্রঞ্চ ভিক্ষবে ॥১৬৫
অন্নং সুসংস্কৃতং বাপি তেন সীরী বিশুধ্যতি।
সীতাযজ্ঞঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ সিদ্ধশস্যে খলাগতে ॥১৬৬
অনন্তকৃতপাপোঽপি ভুক্তো ভবতি কর্ষুকঃ।
খলযজ্ঞং প্রবক্ষ্যামি তৎকুর্বাণা দ্বিজাতয়ঃ।
বিমুক্তাঃ সর্বপাপেভ্যঃ স্বর্গে ৈকস্ত্বমবাপ্নুয়ুঃ ॥১৬৭
চতুর্দিক্ষু খলে কুর্য্যাৎ প্রাচ্যমতিঘনাবৃতিম্।
সেকদ্বারং পিধানঞ্চ বিদধ্যাচ্চৈব সর্বতঃ ॥১৬৮
খরোষ্ট্রাজোরণাংস্তত্র বিশতস্তু নিবারয়েৎ।
শ্ব-শূকর-শৃগালাদি কাকোলুক-কপোতকম্ ॥১৬৯
ত্রিসন্ধ্যং প্রোক্ষণং কুর্য্যাদানীতাভ্যুক্ষণাম্বুভিঃ।
রক্ষাঞ্চ ভস্মনা কুর্য্যাজ্জলধারাভিরক্ষণম্ ॥১৭০
ত্রিসন্ধ্যমর্চয়েৎ সীতাং পরাশরমুষিং স্মরন্।
প্রেত-ভূতাদিনামানি ন বদেচ্চ তদগ্রতঃ ॥১৭১
সূতিকাগৃহবত্তত্র কর্তব্যং পরিরক্ষণম্।
হরন্ত্যরক্ষিতং যস্মাদ্ রক্ষাংসি সর্বমেব হি ॥১৭২
প্রশস্তদিনপূর্বাহ্ণে নাঽপরাহ্ণে ন সন্ধ্যয়োঃ।
ধান্যোন্মানং সদা কুর্য্যাৎ সীতাপূজনপূর্বকম্ ॥১৭৩
যজেত খলভিক্ষাভিঃ কালে রোহিণ এব হি।
ভক্ত্যা সর্বং প্রদত্তং হি তৎসমস্তমিহাক্ষয়ম্ ॥১৭৪
খলযজ্ঞে দক্ষিণৈষা ব্রহ্মণা নির্মিতা পুরা।

থাকে। ব্রাহ্মণ বা অন্য কোনও ব্যক্তি কাহারও দেহে অগ্নিকার্য্য করিয়া পথে গমন করার সময়ে পরের ক্ষেত্র হইতে শস্য গ্রহণ করিলে পাপলিপ্ত হয় না।১৬১-৬২

নিয়ত কৃষিজ শস্য উৎপন্ন হয় বলিয়া ক্ষেত্রস্বামী দোষ হইতে মুক্ত হয়। কারণ, ক্ষেত্রীর গৃহীত ধান্য অল্পমাত্রও যদি নিবেদিত হয়।১৬৩

উৎপন্ন শস্য নিবেদন করা না হইলে কর্ষকের অর্দ্ধেক পাতক জন্মিবে। ধর্ম এই (নিম্নলিখিত) উপায়ে চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া উক্ত ব্যক্তির পাতক পরিশোধ করেন। মুষ্টিপরিমাণ ধান্য আন্দাজ করিয়া প্রার্থি-ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান করিলে সর্বপাপ বিনষ্ট হয়।১৬৪-৬৫

পক্কশস্য খামারে আসিলে যে কৃষক লাঙ্গল-পূজা করে, সে অনন্ত পাপ করিয়াও মুক্তিলাভ করে। খামার অর্চ্চনা বলিতেছি,—খামার অর্চ্চনা করিয়া দ্বিজাতিগণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করত দেবত্ব লাভের অধিকারী হয়।১৬৬-৬৭

খামারের চতুর্দ্দিকের মধ্যে পূর্বদিকে অত্যন্ত ঘন করিয়া বেড়া দিবে। সকল দিকে সেচনদ্বার ও আচ্ছাদন দিবে। গর্দ্দভ, উষ্ট্র, অজ, মেষ, কুকুর, শূকর, শৃগালাদি জন্তু, কাক, পেচক ও কপোত ইহাদিগের সেখানে প্রবেশ নিবারিত করিবে।১৬৮-৬৯

আনীত অভ্যুক্ষণীয় জল দ্বারা ত্রিসন্ধ্যায় প্রোক্ষণ করিবে। ভস্ম দ্বারা এবং বিশেষভাবে জলধারা দ্বারা রক্ষা করিবে।১৭০

পরাশর-মুনিকে স্মরণ করিতে করিতে ত্রিসন্ধ্যায় লাঙ্গল অর্চ্চনা করিবে, লাঙ্গলের সম্মুখে প্রেত, ভূত প্রভৃতির নাম বলিবে না।১৭১

সূতিকাগৃহ যেরূপ যত্নপূর্বক সুরক্ষিত হয়, সেইরূপ লাঙ্গলও যত্নপূর্বক রক্ষা করিবে; যদি রক্ষা করা না হয়, তাহা হইলে রাক্ষস সমস্তই হরণ করিয়া লইয়া যায়।১৭২

লাঙ্গল অর্চ্চনা করিয়া সর্বদা শাস্ত্রবিহিত প্রশস্ত দিনে পূর্বাহ্ণে ধান্যের পরিমাণ করিবে। অপরাহ্ণে এবং প্রাতঃ ও সায়ং এই উভয় সন্ধ্যায় ধান্যের পরিমাণ করিবে না।১৭৩

নবম মুহূর্ত্তকালে খামারের আহার্য্যদ্রব্য দ্বারা সমাগত-দিগের পূজা করিবে। ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে।১৭৪

এই খামার-পূজায় ব্রহ্মা নিশ্চিতরূপে দক্ষিণার

ভাগধেয়ময়ীং কৃত্বা তাং গৃহ্নন্তীহ মামিকাম্ ॥১৭৫
শতক্রত্বাদয়ো দেবাঃ পিতরঃ সোমপাদয়ঃ।
সনকাদি মনুষ্যাশ্চ যে চান্যে দক্ষিণাশনাঃ ॥১৭৬
এতানুদ্দিশ্য বিপ্রেভ্যঃ প্রদদ্যাৎ প্রথমং হলী ॥১৭৭
বিবাহে খলযজ্ঞে চ সঙ্ক্রান্তৌ গ্রহণেষু চ।
পুত্রে জাতে ব্যতীপাতে দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥১৭৮
অন্যেষামর্থিনাং পশ্চাৎ কারুকাণাং ততঃ পরম্।
দীনানামপ্যনাথানাং কুষ্ঠিনাং কৃশরীরিণাম্।
ক্লীবাহন্ধ-বধিরাদীনাং সর্বেষামপি দীয়তে ॥১৭৯
বর্ণানাং পতিতানাঞ্চ দদদ্ভুক্তানি তর্পয়েৎ।
চাণ্ডালংশ্চ শ্বপাকাংশ্চ প্রীণাত্যুচ্চাবচাংস্তথা ॥১৮০
যে কেচিদাগতাস্তত্র পূজ্যাস্তেহতিথিবদ্ দ্বিজাঃ ॥১৮১
স্তোকশঃ সীরিভিঃ সর্বৈর্বর্ণভির্গৃহমেধিভিঃ।
দত্ত্বা সূনৃতয়া বাচা ক্রমেণাথ বিসর্জয়েৎ ॥১৮২

পরিমাণ করিয়াছেন। 'আমার প্রদত্ত দক্ষিণা ভাগ করত আপনারা গ্রহণ করুন'।১৭৫

ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, সোমপা প্রভৃতি পিতৃলোকগণ, সনকাদি ঋষিগণ, মনুষ্যগণ এবং অন্য যাহারা দক্ষিণাভোগী, তাঁহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া কৃষক প্রথমে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। বিবাহে, খামার অর্চনায়, সংক্রান্তিদিনে, গ্রহণে, পুত্র জন্মিলে ও ব্যতীপাত যোগে দত্ত বস্তু অক্ষয় হয়। অতঃপর অন্যান্য প্রার্থিদিগকে দান করিয়া তৎপর শিল্পিগণকে এবং দীন, অনাথ, কুষ্ঠরোগী, বিকলাঙ্গ, ক্লীব, অন্ধ, বধির প্রভৃতি সকলকে দান করিবে। বর্ণী এবং পতিতদিগকে ভোজ্য দান করিয়া তাহাদিগের তৃপ্তি জন্মাইবে। চাণ্ডাল, শ্বপাক, উচ্চ-নীচ প্রভৃতি সকলকে দান করিয়া তাহাদিগের প্রীতি সম্পাদন করিবে।১৭৬-৮০

অতিথির ন্যায় যে সকল দ্বিজ সেখানে আগমন করিবেন, তাঁহাদিগকে পূজা করিবে। সর্ববর্ণীয় গৃহস্থ কৃষকগণ অল্প অল্প দান করিয়া সুমধুর বাক্যে ক্রমে ক্রমে সকলকে বিদায় করিবে।১৮১-৮২

তৎকৃত্বা স্বগৃহং গত্বা শ্রাদ্ধমাভ্যুদয়ং চরেৎ।
শরদ্ধেমন্ত-বাসন্ত-নবান্নৈঃ শ্রাদ্ধমাচরেৎ।
নোহদত্বান্ন তদশ্নীয়াদশ্নংশ্চেদঘমশ্নুতে ॥১৮৩
কৃষাবুৎপাদ্য ধান্যানি খলযজ্ঞং সমাপ্য চ।
সর্বসত্বহিতে যুক্ত ইহামুত্র সুখী ভবেৎ ॥১৮৪
কৃষেরন্যত্র নো ধর্মো ন লাভঃ কৃষিতোহন্যতঃ।
সুখং ন কৃষিতোহন্যত্র যদি ধর্মেণ বর্ততে ॥১৮৫
অবস্ত্রত্বং নিরন্নত্বং কৃষিতো নৈব জায়তে।
অনাতিথ্যঞ্চ দুঃখিত্বং গোমতো ন কদাচন ॥১৮৬
নির্ধনত্বমসত্যত্বং বিদ্যাযুক্তস্য কর্হিচিৎ।
অস্থানিত্বমভাগ্যত্বং ন সুশীলস্য কর্হিচিৎ ॥১৮৭
বদন্তি মুনয়ঃ কেচিৎ কৃষ্যাদীনাং বিশুদ্ধয়ে।
লাভস্যাংশপ্রদানঞ্চ সর্বেষাং শুদ্ধিকৃদ্ভবেৎ ॥১৮৮
প্রতিগ্রহাচ্চতুর্থাংশং বণিগ্ লাভাৎ তৃতীয়কম্।

পূর্বোক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্বগৃহে গমন করত আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে। কৃষিতে উৎপন্ন সেই অন্ন দান না করিয়া ভোজন করিবে না; যদি ভোজন করে, তাহা হইলে সে পাপভাগী হইবে।১৮৩

কৃষক কৃষিকর্ম্মে ধান্য উৎপাদন করিয়া খল (খামার) —যজ্ঞানুষ্ঠান সমাপনানন্তর সর্বজীবের হিতার্থে নিজেকে যুক্ত করত ইহ ও পরলোকে সুখী হয়।১৮৪

ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া কৃষিকর্ম করিবে। কৃষি হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মও নাই, কৃষি হইতে অধিক লাভজনক অন্য কোনও কর্ম্ম নাই। ধর্মানুসারে কৃষিকর্ম করিলে কৃষি হইতে অধিক সুখ অন্য কোনও কার্য্যে নাই।১৮৫

কৃষিকর্ম্ম করিলে কখনও বস্ত্র এবং অন্নের অভাব হয় না, অতিথি-পূজার ত্রুটি হয় না; গো-সম্পদ-সম্পন্ন কৃষকের কখনও দুঃখ হয় না।১৮৬

সুশীল বিদ্বান্ ব্যক্তির ধন, সততা ও স্থানের অভাব হয় না এবং সে কখনও ভাগ্যহীন হয় না।১৮৭

কোন কোনও মুনি বলেন যে, সর্বপ্রকার কৃষি-কর্ম্মের বিশুদ্ধির জন্য লাভের অংশ প্রদান করিবে।

কৃষিতো বিংশতিং চৈব দদতো নাস্তি পাতকম্ ॥১৮৯
রাজ্ঞো দত্ত্বা চ ষড়্ভাগং দেবতানাঞ্চ বিংশকম্।
ত্রয়স্ত্রিংশঞ্চ বিপ্রাণাং কৃষিকর্ম্মা ন লিপ্যতে ॥১৯০
কৃষ্যা যথোৎপাদ্যঃ যবাদিকানি
ধান্যানি ভূয়াংসি মখান্ বিধায়।
মুক্তো গৃহস্থোঽপি পরাশরঃ প্রাক্
তস্যা ময়া কশ্চিদবাদি শেষঃ ॥১৯১
দেবা মনুষ্যাঃ পিতরশ্চ সর্বে
সাধ্যাশ্চ যক্ষাশ্চ সকিন্নরাশ্চ।
গাবো দ্বিজেন্দ্রাঃ সহ সর্বসত্ত্বৈঃ
কৃষ্যন্নতৃপ্তানি মনাক্ করোতি ॥১৯২
যশ্চৈতদালোচ্য কৃষিং বিদধ্যাৎ
লিপ্যেন্ন পাপেন স ভূভবেন।
সীরেণ তস্যাতিবিদারিতাপি
স্যাদ্ ভূতধাত্রী বনদানদাত্রী ॥১৯৩
ষট্‌কর্ম্মাণি কৃষিং যে তু কুর্য্যুর্জ্ঞাত্বা বিধিং দ্বিজাঃ।
তেঽমরাদিবরপ্রাপ্তাঃ স্বর্গলোকমবাপ্নুয়ুঃ ॥১৯৪
ষট্‌কর্ম্মভিঃ কৃষিঃ প্রোক্তা দ্বিজানাং গৃহমেধিনাম্।
গৃহঞ্চ গৃহিণীমাহুস্তদ্ বিবাহো মযোচ্যতে ॥১৯৫

ইতি শ্রীবৃহৎপরাশরীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে সুব্রত-প্রোক্তায়াং স্মৃত্যাং কৃষিকর্ম-সীতাযজ্ঞোপধর্ম্মো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

এইভাবে লাভের অংশ প্রদান করিয়া কৃষক আত্মশুদ্ধি করিবে।১৮৮

প্রতিগ্রাহী প্রতিগৃহীত দ্রব্যের এক চতুর্থাংশ, বণিক্ বাণিজ্য-জনিত লাভের এক তৃতীয়াংশ এবং কৃষক কৃষি-কর্ম্মে উৎপন্ন দ্রব্যের বিশভাগের এক ভাগ দান করিলে পাপে লিপ্ত হয় না।১৮৯

রাজাকে ছয়ভাগের একভাগ, দেবগণকে বিশভাগের একভাগ ও বিপ্রগণকে তেত্রিশভাগের একভাগ দান করিলে কৃষক পাপে লিপ্ত হয় না।১৯০

গৃহস্থ কৃষিকর্ম্ম দ্বারা বহুল পরিমাণে যবাদি ধান্য প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া খলযজ্ঞানুষ্ঠান করত পাপমুক্ত হয়—ইহা পরাশর মুনি বলিয়াছেন। আমি সে সম্বন্ধে কোনও একটি অবশিষ্ট কথা বলিয়াছি।১৯১

কৃষক কৃষিকর্ম্ম করিয়া দেব, মনুষ্য, পিতৃলোক, সাধ্য, যক্ষ, কিন্নর, গো ও সর্বজীবগণের সহিত দ্বিজশ্রেষ্ঠ-গণকে অল্পমাত্রও অতৃপ্ত রাখে না।১৯২

যিনি এই শাস্ত্রবিধি আলোচনা করিয়া কৃষিকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি পার্থিব কোনও পাপে লিপ্ত হ'ন না। লাঙ্গল দ্বারা অতিশয়রূপে বিদীর্ণা হইয়াও পৃথিবী ভূতগণকে ধারণ করিতেছেন এবং বৃক্ষলতা প্রভৃতি দান করিতেছেন।১৯৩

যে সকল দ্বিজ শাস্ত্রীয় বিধি অবগত হইয়া ষট্‌কর্ম্ম ও কৃষিকর্ম্ম করেন, তাঁহারা দেবগণের বরলাভ করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন।১৯৪

গৃহস্থ দ্বিজগণের উদ্দেশ্যে ষট্‌কর্ম্মের সহিত কৃষি কর্ম্মের বিষয় উক্ত হইয়াছে। গৃহ শব্দে গৃহিণীকে বুঝায়, বিবাহানুষ্ঠান দ্বারা গৃহিণীলাভ হয়। সেই বিবাহ সম্বন্ধে এক্ষণে বলিতেছি।১৯৫

শ্রীবৃহৎপরাশরীয়ধর্ম্মশাস্ত্রে সুব্রতমুনিপ্রোক্ত-স্মৃতিগ্রন্থে কৃষিকর্ম্ম-সীতাযজ্ঞোপধর্ম্মনামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ

অথ বিবাহ বিধিঃ

স্বয়ঞ্চ বাহিতৈঃ ক্ষেত্রৈর্ধান্যৈশ্চ স্বয়মর্জিতৈঃ।
কুর্য্যাদ্ বিবাহযোগাদি পঞ্চযজ্ঞাংশ্চ নিত্যশঃ ॥১
অষ্টৌ বিবাহা নারীণাং সংস্কারার্থং প্রকীর্তিতাঃ।
ব্রাহ্মাদিকক্রমেণৈতান্ সম্প্রবক্ষ্যাম্যতঃ পৃথক্ ॥২
জাত্যাদিগুণযুক্তায় পুংস্ত্বে সতি বরায় চ।
কন্যাঽলঙ্কৃত্য দীয়েত বিবাহো বৈধসঃ স্মৃতঃ ॥৩
রেতো মজ্জতি যস্যাপ্সু মূত্রঞ্চ হ্রাদি ফেনিলম্।
স্যাৎ পুমাঁল্লক্ষণৈরেতৈর্বিপরীতস্তু ষণ্ঢকঃ ॥৪
যো যজ্ঞে বর্তমানে তু ঋত্বিজে কর্ম কুর্বতে।
কন্যাঽলঙ্কৃত্য দীয়তে বিবাহঃ স তু দৈবিকঃ ॥৫
বরায় গুণযুক্তায় বিদুষে সদৃশায় চ।
কন্যা গোদ্বয়মাদায় দীয়েতার্ষঃ স উচ্যতে ॥৬

কন্যা চৈব বরশ্চোভৌ স্বেচ্ছয়া ধর্মচারিণৌ।
স্যাতামিতি চ যত্রোক্ত্বা দানং কায়বিধিস্ত্বয়ম্ ॥৭
এতাবদ্দেহি মে দ্রব্যমিত্যুক্ত্বা প্রার্থরায় চ।
যত্র কন্যা প্রদীয়েত স বৈ দৈত্যবিধিঃ স্মৃতঃ ॥৮
যত্রান্যোন্যাভিলাষেণ উভয়োর্বর-কন্যয়োঃ।
তয়োস্তু যো বিবাহঃ স্যাদগান্ধর্বঃ প্রথিতঃ স তু ॥৯
যুদ্ধে হৃত্বা বলাৎ কন্যা যত্রাচ্ছিদ্যাঽপহৃত্য চ।
উহ্যতে স তু বিদ্বদ্ভির্বিবাহো রাক্ষসঃ স্মৃতঃ ॥১০
সুপ্তা বাপি প্রমত্তা বা বলাৎ কন্যা প্রগৃহ্যতে।
সর্বেভ্যঃ স তু পাপিষ্ঠঃ পৈশাচঃ প্রথিতোঽষ্টমঃ ॥১১
আদ্যা আদ্যস্য ষট্প্রোক্তা ধর্মাশ্চত্বার এব হি।
চত্বারোঽন্যে দ্বিতীয়স্য আদ্যস্য চ দ্বয়স্য চ ॥১২

ষষ্ঠ অধ্যায়

অনন্তর বিবাহ বিধি বর্ণিত হইতেছে।

স্বয়ংবাহিত ক্ষেত্র অর্থাৎ স্বীয় বৃষদ্বারা স্বয়ং হল-কর্ষিত ভূমি ও স্বয়ং অর্জ্জিত ধান্য দ্বারা বিবাহযোগাদি ও নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ করিবে।১

সংস্কারের জন্য নারীগণের আটপ্রকার বিবাহ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ব্রাহ্মাদি ক্রমে এই আটপ্রকার বিবাহ সম্বন্ধে অতঃপর পৃথগ্‌ভাবে বিশেষরূপে বলিব।২

পুরুষত্বসম্পন্ন হইলে জাতি প্রভৃতি গুণযুক্ত বরকে অলঙ্কৃতা কন্যা প্রদান করিবে—ইহাই ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।৩

যাহার শুক্র জলমধ্যে নিপতিত হইলে ডুবিয়া যায় এবং মূত্র শব্দযুক্ত ও ফেনিল—এইরূপ লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি পুরুষ বলিয়া আখ্যাত হয়, আর ইহার বিপরীত অর্থাৎ পূর্বোক্ত লক্ষণবর্জ্জিত ব্যক্তি ষণ্ঢক অর্থাৎ নপুংসক বলিয়া জানিবে।৪

যজ্ঞকর্ম্ম উপস্থিত হইলে যিনি যজ্ঞকর্ম্ম সম্পন্ন করেন, সেই ঋত্বিক্‌কে অলঙ্কৃতা কন্যা দান করিলে ঐ বিবাহ দৈববিবাহ নামে অভিহিত হয়।৫

বিদ্বান্, গুণবান্ ও যোগ্য বরকে গোদ্বয় (গোমিথুন) সহ কন্যাদান করা হইলে ঐ বিবাহকে আর্ষবিবাহ বলে। কন্যা ও বর এই উভয়কে স্বেচ্ছানুসারে "ধর্ম্মাচরণশীল হইবে" এই কথা বলিয়া যে বিবাহে কন্যাদান করা হয়, সেই বিবাহকে কায়বিধি বিবাহ বলে।৬-৭

"এতৎপরিমাণ দ্রব্য আমাকে দান কর" প্রথমে এইরূপ বলিয়া যে স্থলে কন্যাদান করা হয়, সেই বিবাহ-বিধি দৈত্যবিবাহ-বিধি নামে কথিত হয়।৮

যেস্থলে বর ও কন্যা এই উভয়ের মধ্যে পরস্পরের অভিলাষ অনুসারে তাহাদের দুইজনের বিবাহ সম্পন্ন হয়, সেইস্থলে ঐরূপ বিবাহ গন্ধর্ববিবাহ নামে কথিত হয়। যুদ্ধে বলপূর্বক কন্যাকে হরণ করিয়া অথবা আচ্ছাদন করত অর্থাৎ গোপনে অপহরণ করিয়া যে বিবাহ করা হয়, সেইরূপ বিবাহকে বিদ্বানগণ রাক্ষসবিবাহ নামে অভিহিত করেন।৯-১০

পঞ্চমশ্চ তথা ষষ্ঠঃ স্মৃতৌ তৌ ত্রি-চতুর্থয়োঃ।
দ্বিতীয়স্যাপি যে প্রোক্তা এতয়োস্তে ন চাষ্টমঃ ॥১৩
বৈধসাম্যনুরূপেণ দ্বিতীয়ঃ পরয়োঃ স্মৃতঃ।
সর্বে সপ্তমমেকস্য দ্বিতীয়স্যৈব কীর্তিতঃ ॥১৪
অন্ত্যাবত্যধমৌ চোক্তাবুদ্বাহৌ শক্তিসূনুনা।
তথা যুগস্বরূপেণ প্রোক্তো দৈত্যস্তু মানুষঃ ॥১৫
তার্য্যন্তে প্রোক্ততোঽধস্তাচ্চতুরাদ্যবিবাহজৈঃ।
স্বাত্মনা দ্বিগুণান্ বংশ্যান্ দশ-সপ্ত-ত্রয়শ্চ ষট্ ॥১৬
স্ত্রীণামাজন্মশর্মার্থং বংশশুদ্ধৌ প্রযত্নবান্।
বরং হি বরয়েদ্ বিদ্বান্ জাত্যাদিগুণসংযুতম্ ॥১৭
জাতি-বিদ্যা-বয়ঃ-শক্তিরারোগ্যং বহুপক্ষতা।
অর্থিত্বং বিত্তসম্পত্তিরষ্টাবেতে বরে গুণাঃ ॥১৮

জাতির্বিদ্যা চ রূপঞ্চ শীলং চৈব নবং বয়ঃ।
অরোগিত্বং বিশেষেণ পুংস্ত্বে সত্যপি লক্ষয়েৎ ॥১৯
জাতিং রূপঞ্চ শীলঞ্চ বয়ো নবমরোগিতাম্।
স্বাচারত্বং বিশেষেণ সংলক্ষ্য বরমাশ্রয়েৎ ॥২০
সজ্জাতিং রূপ-বিত্তঞ্চ তথাঽগ্রবয়সং দৃঢ়ম্।
সন্তোষজননং স্ত্রীণাং প্রজ্ঞাবানাশ্রয়েদ্ বরম্ ॥২১
ন জাতিং ন চ বিদ্যাঞ্চ বিত্তং নাঽচরণং স্ত্রিয়ঃ।
কিন্তু তাঃ প্রীতিমিচ্ছন্তি তস্মাৎ প্রীতিকরং শ্রয়েৎ॥২২
পিত্রা যত্র সগোত্রত্বং মাত্রা যত্র সপিণ্ডতা।
ন চ তামুদ্বহেৎ কন্যাং দারকর্মণ্যনাদৃতাম্ ॥২৩
কন্যায়াশ্চ বরস্যাপি যত্রোভয়োর্ভবেদ্ রতিঃ।
তথা কন্যাং বরো ধীমান্ বরয়েদ্ বংশশুদ্ধয়ে ॥২৪

নিদ্রিতা বা প্রমত্তা কন্যাকে:ছলনা করিয়া যে ব্যক্তি গ্রহণ করে, সকল গ্রহীতৃমধ্যে সে ব্যক্তি মহাপাপিষ্ঠ; এই প্রকার বিবাহ পৈশাচ বিবাহ নামে কথিত। এই অষ্টবিধ বিবাহ জগতে প্রসিদ্ধ। অষ্টপ্রকার বিবাহমধ্যে প্রথম চারিটি বিবাহ ধর্মযুক্ত বলিয়া কথিত, দ্বিতীয়ভাগের অন্য যে চারিটি বিবাহ আছে, তাহার মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ অষ্টপ্রকার বিবাহমধ্যে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ সংখ্যক বিবাহ ধর্মযুক্ত। এইভাবে প্রথম হইতে ছয়টি বিবাহ ধর্মযুক্ত বলিয়া কীর্তিত। অবশিষ্ট দ্বিতীয়ভাগের তৃতীয় ও চতুর্থ বিবাহ মধ্যে অষ্টম চতুর্থ বিবাহ ধর্মযুক্ত নহে। ব্রাহ্মাদিবিবাহের অনুরূপ সকল বিবাহ ধর্মযুক্ত বলিয়া কীর্তিত। দ্বিতীয়ভাগের শেষোক্ত দুইটির মধ্যে দ্বিতীয় অর্থাৎ অষ্টম ধর্মযুক্ত নহে এবং প্রথম হইতে গণনা করিলে সপ্তমসংখ্যক বিবাহও ধর্মযুক্ত নহে।১১-১৪

আটটি বিবাহের মধ্যে শেষ দুইটি অর্থাৎ রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ অত্যন্ত অধম বিবাহ বলিয়া শক্তি-পুত্র পরাশর কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। তাহাই আবার যুগের স্বরূপ অনুযায়ী দৈত্য ও মানুষের বিবাহ রূপে কথিত হইবে—ইহাও তিনি বলিয়াছেন।১৫

বিবাহজ ধর্ম পূর্ববর্তী চারপুরুষ এবং পরবর্তী চার-পুরুষকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। নিজের সহিত দ্বিগুণিত করিয়া স্ববংশোদ্ভূতদিগকে এবং দশ, সপ্ত, ত্রি ও ষট্, পুরুষকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের সমগ্রজীবনের সুখের জন্য যত্নবান্ বিদ্বান্ ব্যক্তি পবিত্র বংশে জাত্যাদি গুণালঙ্কৃত বরকে বরণ করিবে।১৬-১৭

জাতি, বিদ্যা, বয়স, শারীরিক শক্তি, রোগশূন্যতা, বহুপক্ষতা (বহুবিষয়ে কর্মক্ষমতা), অর্থশালিত্ব ও বিত্ত-সম্পত্তি—বরের এই আটটি গুণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবে। বরের পুরুষত্ব থাকিলেও জাতি, বিদ্যা, রূপ, স্বভাব, নবীন বয়স ও রোগশূন্যতা এই কয়েকটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবে।১৮-১৯

জাতি, রূপ, স্বভাব, নূতন বয়স, রোগহীনতা এবং স্বকীয় আচারপালনের প্রতি যত্নশীলতা প্রভৃতি গুণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া বরগ্রহণ করিবে। প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি সদ্বংশ, রূপ, বিত্ত, নবীন বয়স, সুদৃঢ় শরীর ও স্ত্রীগণের সন্তোষউৎপাদনে সামর্থ্য—এইসকল গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে বররূপে গ্রহণ করিবেন।২১

স্ত্রীগণ জাতি, বিদ্যা, বিত্ত ও আচরণ ইত্যাদি কিছু মাত্র ইচ্ছা করে না, কিন্তু তাহারা কেবলমাত্র প্রীতিই ইচ্ছা করে। সুতরাং কন্যা-সম্প্রদাতা জাত্যাদি বিচার-কালে বরের প্রীতিসম্পাদনের যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রীতিসম্পাদন-সমর্থ বরকে গ্রহণ করিবেন।২২

পিতার সহিত যে কন্যার সমান গোত্রভাগিত্ব ও মাতামহের সহিত সপিণ্ডত্ব আছে, বিবাহ স্থলে দার-

নানা মতানি সর্বেষাং সতাং সন্তি বরম্প্রতি।
সন্তানস্য বিশুদ্ধ্যর্থং জাত্যাদিষু চ নাঽন্যতঃ ॥২৫
দূরস্থানামবিদ্যানাং মোক্ষধর্মানুযায়িনাম্।
শূরাণাং নির্ধনানাঞ্চ ন দেয়া কন্যকা বুধৈঃ ॥২৬
নাঽতিদূরে ন চাঽসন্ন অত্যাঢ্যে চাঽতিদুর্বলে।
বৃত্তিহীনে চ মূর্খে চ ষট্সু কন্যা ন দীয়তে ॥২৭
বর্জয়েদতিরিক্তাঙ্গীং কন্যাং হীনাঙ্গরোগিণীম্।
অতিলোম্নীং হীনলোম্নীমবাচমতিবাগ্যুতাম্ ॥২৮
পিতা পিতামহো ভ্রাতা মাতা মাতামহোঽপি বা।
কন্যাদাঃ স্যুঃ ক্রমেণৈতে পূর্বাঽভাবে পরঃ পরঃ ॥২৯
অধিকারী যদা ন স্যাত্তদাখ্যায় নৃপস্য সা।
তদ্গিরা চ স্বয়ং গম্যং কন্যাপি বরয়েদ্ বরম্ ॥৩০

পিঙ্গলাং কপিলাং কৃষ্ণাং দুষ্টবাক্-কাকনিঃস্বনাম্।
স্থূলাঙ্গ-জঙ্ঘ-পাদাঞ্চ সদা চাঽপ্রিয়বাদিনীম্ ॥৩১
ত্যজেন্নগ-নদীনাম্নীং পক্ষি-বৃক্ষর্ক্ষনামিকাম্।
অহি-প্রেষ্যাঽন্ত্যনাম্নীঞ্চ তথা ভীষণনামিকাম্ ॥৩২
স্বজাতিমুদ্বহেৎ কন্যাং সুরূপাং লক্ষণান্বিতাম্।
অরোগিণীং সুশীলাঞ্চ তথা ভ্রাতৃমতীমপি ॥৩৩
সর্বাবয়বসম্পূর্ণামসগোত্রাং কুলোদ্ভবাম্।
হংস-মাতঙ্গগমনাং সুমৃদ্বঙ্গীং সুলোচনাম্ ॥৩৪
সলজ্জাং শুভনাসাঞ্চ পতিপ্রীতিকরীমপি।
শ্বশ্রূ-শ্বশুর-গুর্বাদি শুশ্রূষাকারিণীং প্রিয়াম্ ॥৩৫
অব্যঙ্গাং কুলজাতাং তামনভিশস্তবংশজাম্।
প্রস্বেদশুভগন্ধাঞ্চ শুভমিচ্ছন্ সমুদ্বহেৎ ॥৩৬

কর্ম্মে অনাদৃতা সে কন্যাকে বিবাহ করিবে না। যেস্থলে কন্যা ও বর এই উভয়ের মধ্যে অনুরাগ জন্মে, সেস্থলে ধীমান্ বর বংশশুদ্ধির জন্য সেইরূপ কন্যাকে বরণ করিবে।২৩-২৪

সন্তানের বিশুদ্ধির জন্য এবং জাতি প্রভৃতির বিচারে বর-সম্বন্ধে সজ্জনগণের নানাবিধ মত আছে কিন্তু অন্য মতভেদ নাই।২৫

দূরস্থ, অবিদ্যাশ্রয়ী, মোক্ষধর্ম্মানুগামী, শূর ও নির্ধন এই সকল বরকে জ্ঞানিগণ কন্যাসম্প্রদান করিবে না। অত্যন্ত দূরে ও অতি নিকটে অবস্থিত, অতিশয় ধনাঢ্য, অতি দুর্বল এবং বৃত্তিহীন মূর্খ এই ছয়প্রকার বরকে কন্যা-সম্প্রদান করিবে না।২৬-২৭

অধিকাঙ্গী, হীনাঙ্গী, রোগিণী, অধিকলোমযুক্তা, লোমহীনা, বাক্যহীনা, ও অধিকভাষিণী কন্যা বর্জ্জন করিবে অর্থাৎ বিবাহ করিবে না।২৮

পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, মাতা ও মাতামহ ইঁহারা যথাক্রমে পূর্ব পূর্ব অভাবে পর পর কন্যাদানের অধিকারী হইবেন।২৯

যে কন্যাকে সম্প্রদান করিবার কোন অধিকারী নাই, সেই কন্যা রাজার নিকটে বলিয়া জাত্যাদি দ্বারা গমনযোগ্য বরকে স্বয়ং বাক্য দ্বারা বরণ করিবে।৩০

পিঙ্গল, কপিল ও কৃষ্ণবর্ণা, যাহার বাক্য দুষ্ট, যাহার বাক্য কাকের শব্দের ন্যায়, যাহার অঙ্গ, জঙ্ঘা ও পাদ স্থূল এবং যে সর্বদা অপ্রিয়বাদিনী, যে পর্বত, নদী, পক্ষী, বৃক্ষ, ভল্লুক, সর্প, দাসী নিকৃষ্ট ও ভীষণনামিকা, সেই কন্যাকে ত্যাগ করিবে অর্থাৎ সেইরূপ কন্যাকে বিবাহ করিবে না।৩১-৩২

স্বজাতি, সুরূপা, সুলক্ষণান্বিতা, আরোগিণী, সুশীলা ও ভ্রাতৃমতী কন্যা বিবাহ করিবে।৩৩

যাহার শরীরের সমস্ত অবয়ব পরিপূর্ণভাবে আছে, যিনি সমানগোত্র-সম্ভূতা নহেন অথচ শ্রেষ্ঠবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাহার গতি হংস ও মাতঙ্গ-তুল্য ধীর, শরীর অতিশয় কোমল, নয়নযুগল সুশোভন, যিনি লজ্জাশীলা, যাহার নাসিকা সুন্দর, যিনি পতির প্রীতিসম্পাদনে সমর্থা, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের শুশ্রূষাকরণযোগ্যা, প্রিয়া, অপরিহাসাস্পদা, সৎ-কুলোদ্ভূতা, সমাজে অকলঙ্কিত-বংশজাতা, প্রচুর ঘর্ম্মবিন্দু বিনির্গত হইলেও যাহার শরীরে সুন্দর গন্ধ থাকে—এই প্রকার কন্যাকে মঙ্গলকামনায় বিবাহ করিবে।৩৪-৩৬

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকুলোৎপন্না কন্যা এবং অপর দুই কন্যা অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকুলোৎপন্না কন্যাকে বিবাহ করিবে; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়কুলোৎপন্না ও বৈশ্যকুলোৎপন্না

বিপ্রঃ স্বামপরে দ্বে তু রাজ্ঞা স্বামপরে তথা।
বৈশ্যঃ স্বাঞ্চ চতুর্থীঞ্চ ক্রমেণৈবং সমুদ্বহেৎ ॥৩৭
পিতৃতঃ সপ্তমীমেকে মাতৃতঃ পঞ্চমীমপি।
উদ্বহেদিতি মন্যন্তে কুলধর্মান্ সমাশ্রিতাঃ ॥৩৮
উক্তলক্ষণকন্যায়াঃ কৃত্বা পাণিগ্রহং দ্বিজঃ।
ধর্ম্মোদ্বাহেন কেনাপি সমাদধ্যাদ্‌ধুতাশনম্ ॥৩৯
দায়াদ্যকালে বা দদ্যাত্তদুক্তং কর্মকৃদ্ দ্বিজৈঃ।
যদা বাপি ভবেদ্ ভক্তিঃ সম্পত্তির্বা যদা ভবেৎ ॥৪০
ঋতাবৃতৌ স্ত্রিয়ং গচ্ছেৎ স্ত্রীচ্ছয়া চ বরং স্মরন্।
সর্বং তদিচ্ছয়া কুর্য্যাদ্ যথোভয়োর্ভবেদ্‌ধৃতিঃ ॥৪১
ভোজ্যাঽলঙ্কার-বাসোভিঃ পূজ্যাঃ স্যুঃ সর্বদা স্ত্রিয়ঃ।
যথা তা নৈব শোচন্তি নিত্যং কার্য্যং তথা নৃভিঃ ॥৪২
আয়ুর্বিত্তং যশঃ পুত্রাঃ স্ত্রীপ্রীত্যা স্যুর্নৃণাং সদা।
নশ্যন্তে তে তদপ্রীতৌ তাসাং শাপাদসংশয়ম্ ॥৪৩

স্ত্রিয়শ্চ যত্র পূজ্যন্তে সর্বদা ভূষণাদিভিঃ।
দেবাঃ পিতৃ-মনুষ্যাশ্চ মোদন্তে তত্র বেশ্মনি ॥৪৪
স্ত্রিয়স্তুষ্টাঃ শ্রিয়ঃ সাক্ষাদ্ রুষ্টাশ্চ রুষ্টদেবতাঃ।
বর্ধয়ন্তি কুলং তুষ্টা নাশয়ন্ত্যপমানিতাঃ ॥৪৫
নাঽপমান্যাঃ স্ত্রিয়ঃ সদ্ভিঃ পতি-শ্বশুর-দেবরৈঃ।
ভ্রাত্রা পিত্রা চ মাত্রা চ তথা বন্ধুভিরেব চ ॥৪৬
স্ত্রিয়াশ্চ পুরুষস্যাপি যত্রোভয়োর্ভবেদ্‌ধৃতিঃ।
তত্র ধর্মা-ঽর্থ-কামাঃ স্যুস্তদধীনা যতস্ত্রমী ॥৪৭
ষট্ কর্মাণি নৃণাং তেষাং যেষাং ভার্য্যা পতিব্রতা।
পতিলোকন্তু তা যান্তি তপসা যেন যোগবিৎ ॥৪৮
পতিব্রতা তু সাধ্বী স্ত্রী অপি দুষ্কৃতকারিণম্।
পতিমুদ্ধৃত্য যাতি দ্যাং কেকীব পতিতোরুগাম্ ॥৪৯
জীবন্ বাপি মৃতো বাপি পতিরেব প্রভুঃ স্ত্রিয়াঃ।
নান্যচ্চ দৈবতং তাসাং তমেব প্রভুমর্চয়েৎ ॥৫০

কন্যাকে বিবাহ করিবে; এইরূপে বৈশ্য বৈশ্যকুলোৎপন্না এবং চতুর্থী অর্থাৎ শূদ্রবংশজাতা কন্যাকে বিবাহ করিবে। পিতৃগোত্র হইতে সপ্তমী এবং মাতামহ গোত্র হইতে পঞ্চমী কন্যা ত্যাগ করিয়া* কুলধর্ম আশ্রয় করত বিবাহ করিবে—ইহা কেহ কেহ বলেন।৩৭-৩৮

ধর্ম্মীয় বিবাহ দ্বারা পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্তা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সম্যক্‌রূপে অগ্ন্যাধান করিবে।৩৯

কর্ম্মকুশল দ্বিজ পৈতৃকধনগ্রহণকালে তদুক্ত ধনদান করিবে, অথবা যখন ভক্তি জন্মিবে ও (দানযোগ্য) সম্পত্তি হইবে, তখন দান করিবে।৪০

উত্তম বিষয় স্মরণ করিতে করিতে প্রতি ঋতুতে স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে উপগত হইবে। সমস্তই পত্নীর ইচ্ছানুসারে করিবে—যাহাতে সর্ববিষয়ে উভয়ের মধ্যে প্রীতি বর্ত্তমান থাকে।৪১

ভোজ্য, অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি দ্বারা সর্বদা স্ত্রীগণের প্রীতিসম্পাদন করিবে। স্ত্রীগণ যাহাতে দুঃখপ্রাপ্ত না হন—পুরুষগণ নিত্যই সেইরূপ কার্য্য করিবেন।৪২

পুরুষের আয়ুঃ, বিত্ত, যশঃ ও পুত্র প্রভৃতি সম্পদ স্ত্রী-প্রীতি দ্বারা সম্ভব হইয়া থাকে। স্ত্রী অনাদৃতা হইলে তাহাদের অভিশাপে পুরুষের সমস্তই নষ্ট হয়—এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।৪৩

যে গৃহে স্ত্রীগণ ভূষণাদি দ্বারা পরিতুষ্টা হন, সে গৃহে দেবগণ, পিতৃগণ এবং মনুষ্যগণ আনন্দ লাভ করেন।৪৪

তুষ্টা স্ত্রীগণ সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা। তাহারা তুষ্ট হইলে দেবতাগণও তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং রুষ্ট হইলে দেবতাগণও রুষ্ট হ'ন্। স্ত্রীগণ তুষ্ট হইলে কুল বর্দ্ধিত হয়, অপমানিতা হইলে কুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।৪৫

সৎস্বভাবাপন্ন পতি, শ্বশুর, দেবর, ভ্রাতা, পিতা, মাতা ও বন্ধু ইহারা কখনও স্ত্রীগণকে অপমানিত করিবে না।৪৬

যে গৃহে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে সৌখ্য থাকে, সে গৃহে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ তাহাদের উভয়ের অধীন হইয়া থাকে।৪৭

যে সকল পুরুষের ভার্য্যা পতিব্রতা, তাহাদের শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ষট্‌কর্ম সিদ্ধ হয়। যোগী যেরূপ তপোবলে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, সেইরূপ পতির প্রীতি-সম্পাদিকা

* সপ্তমীং পরিহৃত্য ইতি উদ্বাহতত্ত্বে রঘুনন্দনঃ।

মনসাপি হি দুষ্টা স্ত্রী যান্যভাবা প্রিয়ং পতিম্।
স যাতি নরকং ঘোরং তদ্দ্রোহাদণুতোঽপি চ ॥৫১
নিযোজ্য গৃহকৃত্যেষু সর্বদা তা নৃভিঃ স্ত্রিয়ঃ।
গৃহার্থাসক্তচিত্তাস্তাস্তদেবার্হন্তি শোচিতুম্ ॥৫২
স্ত্রীণামষ্টগুণঃ কামো ব্যবসায়শ্চ ষড়্গুণঃ।
লজ্জা চতুর্গুণা তাসামাহারশ্চ তদর্ধকঃ ॥৫৩
ন বিত্তং নৈব জাতিশ্চ নাঽপি রূপমপেক্ষতে।
কিন্তু তাভিঃ পুমানেষ ইতি মত্বৈব ভুজ্যতে ॥৫৪
বিকুর্বাণাঃ স্ত্রিয়ো ভর্তুরায়ুষ্য-ধননাশকাঃ।
অনায়াসেন তাস্তস্য পরাসক্তা ভবন্তি হি ॥৫৫
নারীণাঞ্চ নদীনাঞ্চ গতির্ন জ্ঞায়তে বুধৈঃ।
কুলং কুলপ্রপাতে চ কালক্ষেপো ন বিদ্যতে ॥৫৬

চেষ্টা-চারিত্র-চিত্রাণি দেবা নৈব বিদুঃ স্ত্রিয়াম্।
কিং পুনঃ প্রাণিমাত্রাস্তু সর্বথা নষ্টবুদ্ধয়ঃ ॥৫৭
তস্মাত্তাঃ সর্বথা রক্ষ্যাঃ সর্বোপায়ৈর্নৃভিঃ সদা।
শ্বশুরৈর্দেবরাদ্যৈস্তাং পিতৃ-ভ্রাত্রাদিভিস্তথা ॥৫৮
বিবাহাৎ প্রাক্ পিতা রক্ষেৎ যৌবনে তু পতিস্ততঃ।
রক্ষেয়ুর্বার্ধকে পুত্রা নাস্তি স্ত্রীণাং স্বতন্ত্রতা ॥৫৯
স্বাতন্ত্র্যেণ বিনশ্যন্তি কুলজা অপি যোষিতঃ।
অস্বাতন্ত্র্যমতঃ স্ত্রীণাং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ ॥৬০
অশৌচাশ্চ সশৌচাশ্চ অমেধ্যা অপি পাবনাঃ।
দুর্বাচোঽপি সুবাচস্তাস্তস্মাদন্বেষয়েন্ন তাঃ ॥৬১
শৌচং বাচঞ্চ মেধ্যত্বং সোম-গন্ধর্ব-পাবকাঃ।
দদুস্তাসাং বরানেতাংস্তস্মান্মেধ্যতরাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৬২

পতিব্রতা ভার্য্যা পতিলোকে গমন করেন। স্বামী দুষ্কৃতকারী হইলেও পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী স্বামীকে দুষ্কর্ম হইতে উদ্ধার করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন। কোনও ব্যক্তি সর্পের আক্রমণে পতিত হইলে ময়ূর যেমন তাহাকে সর্পের আক্রমণ হইতে উদ্ধার করে, সেইরূপ সাধ্বী স্ত্রী পতিকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। জীবিত বা মৃত যে কোনও অবস্থায় পতিই স্ত্রীলোকের একমাত্র প্রভু। সেই স্ত্রীলোকগণের অন্য কোনও দেবতা নাই, তাহারা সেই পতিকেই একমাত্র প্রভু বলিয়া অর্চ্চনা করিবে।৪৮-৫০

যে দুষ্টা স্ত্রী প্রিয় পতির প্রতি মনে মনেও অন্যভাবাপন্না হইয়া প্রতিকূল আচরণ করে এবং পতির প্রতি অল্পমাত্রও দ্রোহভাব পোষণ করে, সেই স্ত্রী ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকে। পুরুষগণ উক্ত স্ত্রীলোকদিগকে সর্বদা গৃহকর্মে নিযুক্ত করিয়া গৃহকর্মে আকৃষ্ট করিলেও তাহারা শোক করিয়া থাকে। স্ত্রীগণের কাম আটগুণ, চেষ্টা ছয়গুণ, লজ্জা চারগুণ এবং আহার তাহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ দ্বিগুণ।৫১-৫৩

তাহারা বিত্ত, জাতি ও রূপ কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না; কেবলমাত্র ইনি পুরুষ—ইহা মনে করিয়া সে পুরুষমাত্রকে উপভোগ করে।৫৪

প্রতিকূলচারিণী স্ত্রীগণ সেই পতির আয়ুঃ ও ধননাশিনী হইয়া অনায়াসেই পরপুরুষের প্রতি আসক্তা হইয়া পড়ে।৫৫

নারী ও নদীসমূহের গতি বিজ্ঞগণও অবগত নহেন। যেমন নদী যখন তীরদেশ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে, তখন তীরের মুহুর্মুহুঃ পতন দেখিয়াও ক্ষণ কাল অপেক্ষা করে না, সেইরূপ কুলকালিমা-লিপ্ত হইবে বুঝিয়াও কুলটা নারী ক্ষণকালের অপেক্ষা করে না।৫৬

স্ত্রীগণের চেষ্টা, চারিত্রিক অবস্থা এবং বিচিত্র কর্মরাশি দেবগণও যখন জানেন না তখন সর্বপ্রকারে নষ্টবুদ্ধি জীবমাত্র কি করিয়া জানিবে।৫৭

সেইহেতু স্ত্রীগণকে পুরুষগণ সর্ববিধ উপায় অবলম্বন করত সর্বদা রক্ষা করিবে। এইরূপে শ্বশুর, দেবর, পিতা এবং ভ্রাতা প্রভৃতিও সেই স্ত্রীগণকে সর্বদা রক্ষা করিবে।৫৮

নারীগণকে বিবাহের পূর্বে পিতা, যৌবনকালে পতি এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রগণ রক্ষা করিবে। আত্মরক্ষায় স্ত্রীগণের কখনও স্বাতন্ত্র্য নাই। শ্রেষ্ঠবংশোদ্ভূতা যোষিদ্‌গণও (স্ত্রীগণও) আত্মরক্ষায় স্বয়ং কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া বিনষ্ট হয়। এইহেতু আত্মরক্ষায় কর্তৃত্বগ্রহণ স্ত্রীগণের অনুচিত—ইহা প্রজাপতি কল্পনা করিয়াছেন।৫৯-৬০

ভর্তারো বো ভবিষ্যন্তি যুষ্মচ্ছিত্তানুসারিণঃ।
যথেচ্ছাকামিনং সর্বে তাসামিন্দ্রো বরং দদৌ ॥৬৩
তস্মাত্তদিচ্ছয়া প্রীতিং পুমানিচ্ছেত্তথা স্ত্রিয়ঃ।
রক্ষণীয়াস্ততস্তাস্তু সর্বভাবেন যোষিতঃ ॥৬৪
সামাহমস্মিকৃথমিত্যাদ্যৈর্দেবৈর্ন্যস্তা নৃণাং তনৌ।
অর্ধকায়া নরাণাং তাঃ স্ত্রীণাং নাতঃ পৃথক্ ব্রতম্ ॥৬৫
ন দিবাপি স্ত্রিয়ং গচ্ছেদিচ্ছংস্তদিচ্ছয়াপি চ।
ন পর্বসু ন সন্ধ্যাসু নাদ্যর্তুচতুরাত্রিষু ॥৬৬
বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেত্তব্যা নবমে চ মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রী জননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী ॥৬৭
নোদক্যাং ন দিবা গচ্ছেৎ সগর্ভাঞ্চ ব্রতস্থিতাম্।
অধিগচ্ছেদবিদ্বান্ যস্তদায়ুঃ ক্ষয়মেতি চ ॥৬৮
ন বক্ত্রেঽভিগমং কুর্য্যাৎ পাণিগ্রাহী স্বযোষিতঃ।
কুর্য্যাচ্চেৎ পিতরস্তস্য পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥৬৯
ভার্য্যাধীনং সুখং পুংসাং ভার্য্যাধীনং গৃহং ধনম্।
ভার্য্যাধীনা সুখোৎপত্তির্ভার্য্যাধীনঃ শুভোদয়ঃ ॥৭০
যত্র ভার্য্যা গৃহং তত্র ভার্য্যাহীনং গৃহং বনম্।
ন গৃহেণ গৃহস্থঃ স্যাদ্ ভার্য্যয়া কথ্যতে গৃহী ॥৭১
গৃহী স্যাদ্ গৃহধর্মেণ স বৈ পঞ্চমখাদিকঃ।
তদ্ধীনেন গৃহস্থঃ স্যাৎ কুর্য্যাত্তং যত্নতস্ততঃ ॥৭২

যে সকল স্ত্রী স্বতন্ত্রভাবে জীবনযাপন করে, তাহারা অশুচি হউক অথবা শুচি হউক, অপবিত্র অথবা পবিত্র হউক, দুর্বাক্য প্রয়োগ করুক অথবা সুবাক্য প্রয়োগ করুক তাহাদিগের কোন খবরও লইবে না।৬১

সোম, গন্ধর্ব ও অগ্নি সেই স্ত্রীলোকদিগকে যথাক্রমে শুচিতা, প্রিয়ভাষিতা ও পবিত্রতা এই তিনটি বর প্রদান করিয়াছেন, সেইহেতু স্ত্রীগণ পবিত্রতরা হইবে।৬২

সেই স্ত্রীগণকে ইন্দ্র 'তোমাদের চিত্তের অভিপ্রায়ানুরূপ যথেচ্ছকামিগণ সকলে তোমাদের স্বামী হইবে', এইরূপ বর প্রদান করিয়া থাকেন।৬৩

এইহেতু সেই ইচ্ছানুসারে পুরুষ এবং স্ত্রীগণ পরস্পর পরস্পরের প্রীতি ইচ্ছা করিবে। সুতরাং সেই স্ত্রীগণকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করিবে।৬৪

"সাহমস্মিকৃথং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা দেবগণ নরগণের শরীরে সেই স্ত্রীদেহন্যস্ত করিয়াছেন বলিয়া স্ত্রীগণ নরগণের অর্দ্ধাঙ্গিনী। এইহেতু স্ত্রীগণের পতিসেবা ভিন্ন অন্য কোনও ব্রত নাই; পতির আরাধনা করিলেই স্ত্রীগণের সর্বপ্রকার ব্রত প্রতিপালিত হয়।৬৫

স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে অথবা পুরুষ স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া দিবাভাগে স্ত্রীতে উপগত হইবে না। (চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই সকলকে পর্ব্ব কহে) পর্বদিনে, সন্ধ্যাকালে ও আদ্যঋতুর চাররাত্রিমধ্যে পুরুষ পত্ন্যভিগামী হইবে না।৬৬

আদ্যঋতুর ষোড়শরাত্রমধ্যে অষ্টমরাত্রিতে উপগত হইলে পত্নী বন্ধ্যা, নবমরাত্রিতে উপগত হইলে সন্তানের মৃত্যু এবং একাদশ রাত্রিতে উপগত হইলে পত্নী অপ্রিয়-বাদিনী কন্যার জননী হয়।৬৭

দিবাভাগে এবং ঋতুমতী, সগর্ভা বা ব্রতরতা ভার্য্যাতে অভিগমন করিবে না। যে অবিদ্বান্ ব্যক্তি পূর্বোক্ত অবস্থায় উপগত হয়, তাহার আয়ুঃ ক্ষয় হয়।৬৮

পাণিগ্রহীতা স্বীয় পত্নীর মুখে অভিগমন করিবে না। যদি কোনও ব্যক্তি এরূপ দুষ্কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহার পিতৃলোকগণ অপবিত্র নরকে গমন করেন।৬৯

পুরুষগণের সুখ, গৃহ, ধন, সুখোৎপত্তি ও শুভ অভ্যুদয় প্রভৃতি সমস্তই ভার্য্যার অধীন অর্থাৎ ভার্য্যা হইতেই পুরুষ পূর্বোক্ত বিষয়গুলি অনায়াসে লাভ করিতে পারে।৭০

যেখানে ভার্য্যার অবস্থিতি, সেখানেই পুরুষের গৃহ। যে পুরুষের গৃহে ভার্য্যা নাই, সেই পুরুষের নিকট সেই গৃহ অরণ্যসদৃশ। কেবলমাত্র গৃহ থাকিলেই পুরুষ গৃহস্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না; যাহার গৃহে ভার্য্যা আছে, তিনিই গৃহী বলিয়া গণ্য হন।৭১

গৃহ-সম্বন্ধীয় ধর্মসমূহ প্রতিপালন করিলে গৃহী-নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য হন। সেই গৃহধর্ম হইল—পঞ্চমহাযজ্ঞ। পঞ্চমহাযজ্ঞহীন ব্যক্তি গৃহস্থ-

পঞ্চযজ্ঞবিধানেন কুর্য্যাৎ পঞ্চ মহামখান্।
শ্রৌতে বা যদি বা স্মার্ত্তে পঞ্চ যজ্ঞান্ন হাপয়েৎ ॥৭৩
কুর্য্যুঃ পঞ্চমহাযজ্ঞান্ সূনাদোষাপনুত্তয়ে।
পঞ্চসূনা ভবন্ত্যত্র সর্ব্বেষাং গৃহমেধিনাম্।
কণ্ডন্যুদককুম্ভী চ চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ ॥৭৪
যদাদৌ বেদমারভ্য স্নাত্বা ভক্ত্যা দ্বিজোত্তমঃ।
অধ্যাপয়েদ্ দ্বিজান্ শিষ্যান্ স বৈ ব্রহ্মমখঃ স্মৃতঃ ॥৭৫
যৎ স্নাত্বাহহরহঃ সর্বান্ দেবাংশ্চ মনুজান্ পিতৃন্।
তর্পয়েদম্ভসা ভক্ত্যা পিতৃযজ্ঞঃ স বৈ মতঃ ॥৭৬
শ্রৌতে বা যদি বা স্মার্ত্তে যজ্জুহোতি হুতাশনে।
বিধিবন্নিত্যশো বিপ্রঃ স তু দৈবমখঃ স্মৃতঃ ॥৭৭
দশস্বাশাসু যঃ কুর্য্যাদ্ধুতশেষাদ্ বলিং দ্বিজঃ।
ইন্দ্রাদিভ্যস্তথাহন্যেভ্যঃ স বৈ ভূতমখো মতঃ ॥৭৮
সমায়াতাতিথিং ভক্ত্যা যদ্ভোজয়তি নিত্যশঃ।
অন্যানভ্যাগতাংশ্চৈব সা মনুষ্যেষ্টিরুচ্যতে ॥৭৯
এবং পঞ্চমখান্ কুর্বন্ মধু-মাংসাজ্য-পায়সৈঃ।
স সন্তর্প্য পিতৄন্ দেবান্ মনুষ্যান্ স্বর্গমাপ্নুয়াৎ ॥৮০
গৃহস্থা য উপাসীরন্ বাচং ধেনুং চতুস্তনীম্।
স্বর্গে ৈকসাং পিতৃণাঞ্চ পূজ্যাস্তেঽতিথিবদ্দিবি ॥৮১
চত্বারস্তু স্তনা এতে যে চতুর্বেদসংজ্ঞিতাঃ।
স্বাহাকারো বষট্কারো হন্তকারস্তথা স্বধা ॥৮২
দেবানাং ভাগধেয়ো দ্বৌ অন্যে চ মনুজন্মনান্।
পিতৃণাঞ্চ চতুর্থস্তু ইতি বেদনিদর্শনম্ ॥৮৩
ইতি নির্বর্ত্য বিধিবৎ সকলং কর্ম নৈত্যকম্।
প্রাণাগ্নিহোত্রবিধিনা ভুঞ্জীতান্নমঘাপহম্ ॥৮৪
অদত্ত্বা পোষ্যবর্গস্য হ্যকৃত্বাহধ্যাপনাদিকম্
অসাক্ষিকঞ্চ যোহশ্নীয়াৎ সোহশ্নীয়াৎ কিল্বিষং দ্বিজঃ॥৮৫
প্রাঙ্মুখাদিক্রমেণাহশ্নন্নায়ুঃ কীর্তিং শ্রিয়ম্ ঋতম্।

নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নহে, সেইহেতু যত্ন-পূর্বক পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে।৭২

পঞ্চমহাযজ্ঞের বিধানানুসারে পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত কর্মে পঞ্চমহাযজ্ঞ ত্যাগ করিবে না।৭৩

সমস্ত গৃহস্থের পঞ্চসূনা-জনিত পাপ জন্মিয়া থাকে ; সুতরাং পঞ্চসূনা-জনিত পাপাপনোদনের জন্য পঞ্চমহাযজ্ঞ করিবে। উদূখল মুষল, জলকুম্ভ, চুল্লী, শিলনোড়া ও সম্মার্জ্জনী এই পাঁচটিকে পঞ্চসূনা বলে।৭৪

দ্বিজশ্রেষ্ঠ স্নানপূর্বক ভক্তি-সহকারে অধ্যাপন আরম্ভ করিয়া আদিতেই দ্বিজ-শিষ্যদিগকে বেদ অধ্যয়ন করাইলে সেই বেদাধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ-নামে কথিত হয়।৭৫

প্রত্যহ স্নানানন্তর সমস্ত দেব, মনুষ্য ও পিতৃলোককে ভক্তিপূর্বক জল দ্বারা তর্পণ করাকে পিতৃযজ্ঞ বলা হয়। শ্রুতি বা স্মৃতিবিহিতরূপে সংস্থাপিত অগ্নিতে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে প্রত্যহ বিপ্র যে হোম করেন, সেই হোম দেবযজ্ঞ নামে কথিত হয়।৭৬-৭৭

যে দ্বিজ হুতাবশিষ্ট দ্রব্য ইন্দ্রাদি দেবগণ উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য জীবগণের উদ্দেশ্যে দশদিকে দান করেন, তাঁহার সেই দান ভূতযজ্ঞ-নামে অভিহিত হয়।৭৮

সমাগত অতিথি ও অপর অভ্যাগতকে প্রতিদিন ভক্তি-সহকারে ভোজন করান হইলে ঐ অনুষ্ঠান মনুষ্যযজ্ঞ-নামে অভিহিত হয়।৭৯

এইরূপে গৃহী মধু, মাংস, ঘৃত ও পায়স দ্বারা পঞ্চ-মহাযজ্ঞ করিয়া পিতৃ দেব ও মনুষ্যদিগকে সম্যক্‌রূপে তৃপ্ত করত স্বর্গপ্রাপ্ত হন।৮০

যে সকল গৃহস্থ বাক্যের উপাসনা করে এবং চতুঃস্তন-বিশিষ্টা ধেনুর উপাসনা করে, তাহারা স্বর্গে স্বর্গস্থ পিতৃগণের সমীপে অতিথির ন্যায় সমাদৃত হয়। চারিবেদ-নামপ্রাপ্ত ধেনুর চারিটি স্তন—স্বাহা, বষট্, হন্ত ও স্বধাকার নামে প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে দুইভাগ দেবগণের, অন্যান্যগুলি মনুষ্যগণের এবং চতুর্থভাগ পিতৃগণের—ইহাই বেদের নিদর্শন।৮১-৮৩

এই প্রকারে প্রতিদিন বিধি অনুসারে সকল কর্ম সম্পাদন করিয়া প্রাণাগ্নিহোত্র-বিধি অনুসারে পাপনাশক অন্ন ভোজন করিবে।৮৪

যে দ্বিজ পোষ্যবর্গকে ভোজনীয় প্রদান না করিয়া

অবিধির্বিধিগত্যাস্তু যত্তদশ্নন্তি রাক্ষসাঃ ॥৮৬
অথ প্রাণাগ্নিহোত্রস্য শ্রূয়তাং দ্বিজসত্তমাঃ।
বক্ষ্যমাণো বিধিঃ পুণ্যঃ প্রেত্য চেহ চ পাবনঃ ॥৮৭
যো বিধির্দেবতাভ্যস্তঃ সংসারবন্ধ-নাশকৃৎ।
তদ্‌বিদস্তু দিবং যান্তি মুক্তা দৈবাদৃণাদপি ॥৮৮
উদ্ধরেদ্ যদ্‌বিদিত্বাশ্নন্ পুরুষানেকবিংশতিম্।
সর্বেষ্টিফলভাগ্ যায়াদ্ বৈধসং ক্ষয়মক্ষয়ম্ ॥৮৯
যঃ কালাকালবিদ্ বিপ্রো নৈনঃস্পর্শী স কর্হিচিৎ।
সোঽস্পৃষ্টৈনা বিশেত্তত্র যদ্গত্বা নৈতি সংসৃতৌ ॥৯০
দশ পঞ্চাঙ্গুলব্যাসং নাসিকায়া বহিঃ স্থিতম্।
জীবো যত্র বিশুদ্ধ্যেন সা কলা ষোড়শী স্মৃতা ॥৯১
সর্বমেতত্তয়া ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
ব্রহ্মবিদ্যেতি বিখ্যাতা বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতা ॥৯২
ন বেদং বেদমিত্যাহুর্বেদ্যন্নাম পরং পদম্।
তৎপদং বিদিতং যেন স বিপ্রো বেদপারগঃ ॥৯৩
আহুতিঃ সা পরা জ্ঞেয়া সা চ শান্তিঃ প্রকীর্তিতা।
গায়ত্রী সা চ বিজ্ঞেয়া সা চ সন্ধ্যা প্রকীর্তিতা ॥৯৪
তজ্জপ্যং তচ্চ বৈ জ্ঞেয়ং তদ্‌ব্রতং তদুপাসিতম্ ॥৯৫
তাং কলাং যো বিজানাতি স কালজ্ঞো দ্বিজঃ স্মৃতঃ।
তত্তুরীয়পদং শান্তং যস্মিঁল্লীনমিদং জগৎ।

এবং অধ্যাপনাদি পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে বিরত থাকিয়া সাক্ষীহীনভাবে ভোজন করে, সেই ব্যক্তি পাপ ভোজন করে, অর্থাৎ তাহার ভোজ্যদ্রব্যে পাপরাশির অধিষ্ঠান হয়। (ভোজনকালে ভোজ্যবস্তু দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিবার বিধান শাস্ত্রে আছে। সুতরাং ভোজনকালে দেবতার উদ্দেশ্যে ভোজ্যবস্তু নিবেদিত হইলে ঐ দেবতাই ভোজনকালীন সাক্ষী বলিয়া গণ্য হন) ।৮৫

যিনি যথাবিধি পূর্বাদি মুখে ভোজন করেন, তিনি আয়ুঃ, কীর্ত্তি, ধন ও যথার্থ জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। গত্যন্তরাভাবে ও অবিধিপূর্বক যথেচ্ছভোজন রাক্ষস ভোজন বলিয়া জানিবে ।৮৬

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অনন্তর প্রাণাগ্নিহোত্র-সম্বন্ধে বক্ষ্যমান পুণ্যবিধি শ্রবণ করুন, যাহা পরলোকে ও ইহলোকে পবিত্র করে ।৮৭

যে বিধি সংসারের বন্ধননাশক, দেবতাগণের পূজাতে অভ্যস্ত, সেই বিধি যাঁহারা জানেন, তাঁহারা দেবঋণ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। যিনি ইহা জানিয়া অস্মদীয় একবিংশতি পুরুষকে উদ্ধার করনে, তিনি বেধস্-সম্বন্ধীয় ক্ষয় ও অক্ষয় সর্বপ্রকার ইষ্টিফল-ভাগী হন। যে বিপ্র কাল ও অকাল জানেন, পাপ তাঁহাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। পাপ কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট সেই বিপ্র এইরূপস্থানে (শ্রীবিষ্ণুর পরমপদাদি স্থানে) গমন করেন, যেস্থানে গমন করিয়া সংসারে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না ।৯০

নাসিকার বহিঃস্থিত-পঞ্চদশাঙ্গুল বিস্তৃত যে স্থান, তাহা ষোড়শীকলা-নামে কথিত হইয়াছে—যেস্থানে জীব বিশুদ্ধি লাভ করে। চরাচরের সহিত এই সমগ্র ত্রিলোক সেই ষোড়শী কলা দ্বারা ব্যাপ্ত; ইহা বেদান্ত-দর্শনে ব্রহ্মবিদ্যা-নামে বিখ্যাতা ও প্রতিষ্ঠিতা। বেদ বেদ নহে, বেদনীয় নামই পরম পদ; সেই পদ যিনি বিদিত হইয়াছেন, তিনিই বেদপারগ বিপ্র। তাহাই শ্রেষ্ঠ আহুতি, তাহাই শান্তি বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। ৯১-৯৪

তাহাই গায়ত্রী, তাহাই সন্ধ্যা-নামে কীর্ত্তিতা। তাহাই জপ্য, তাহাই জ্ঞেয়, তাহাই ব্রত এবং তাহাই উপাসনা। যিনি সেই ষোড়শী কলা বিশেষরূপে জানেন, তিনি ষোড়শী-কলাজ্ঞ দ্বিজ নামে কথিত। তাহাই শান্ত ব্রহ্মপদ—যাহাতে এই জগৎ লীন আছে; সেই পরমতত্ত্ব জানিয়া পুরুষ পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না ।৯৫-৯৬

ইড়া, পিঙ্গলা, ও সুষুম্না নামে তিনটি নাড়ী প্রাণবায়ুর তিনটি পথ নামে কথিত আছে। ইড়া বৈষ্ণবী নাড়ী, পিঙ্গলা ব্রহ্মাণী নাড়ী এবং সুষুম্না ঈশ্বরী নাড়ী; এই তিনটি নাড়ী প্রাণবায়ুকে বহন করে। ইড়া-নাম্নী নাড়ীকে উত্তর, সুষুম্নাকে দক্ষিণ এবং

তজ্‌জ্ঞাত্বা পরমং তত্ত্বং ন ভূয়ঃ পুরুষো ভবেৎ ॥৯৬
প্রাণমার্গাস্ত্রয়ঃ প্রোক্তাস্তিস্রো নাড্যঃ প্রকীর্তিতাঃ।
ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চ তৃতীয়কা ॥৯৭
ইড়া চ বৈষ্ণবী নাড়ী ব্রহ্মাণী পিঙ্গলা স্মৃতা।
সুষুম্না চেশ্বরী নাড়ী ত্রিধা প্রাণবহাঃ স্মৃতাঃ ॥৯৮
উত্তরং দক্ষিণং জ্ঞেয়ং দক্ষিণোত্তরসংজ্ঞিতম্।
মধ্যে তু বিষুবং জ্ঞেয়ং পুটদ্বয়বিনিঃসৃতম্ ॥৯৯
সংক্রান্তি-বিষুবে চৈব যো বিজানাতি বিগ্রহে।
নিত্যমুক্তঃ স যোগী চ ব্রহ্মবাদিভিরুচ্যতে ॥১০০
মধ্যাহ্নে চার্ধরাত্রে চ প্রভাতেঽস্তময়ে তথা।
বিষুবন্তং বিজানীয়াৎ পুটদ্বয়বিনিঃসৃতম্ ॥১০১
হৃৎপুণ্ডরীকমরণীং মনোমন্থানমেব চ।
প্রাণরজ্জ্বা ন্যসেদগ্নিমাত্মাধ্বর্যুঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥১০২
জ্বালয়েৎ পূরকেণাঽগ্নিং স্থাপয়েৎ কুম্ভকেন তু।
রেচকেনোর্ধ্ববক্ত্রেণ ততো হোমং করোতি যঃ ॥১০৩
যত্তদ্‌ধৃদি স্থিতং পদ্মমধোনালং ব্যবস্থিতম্।
তস্মিন্ বিকসিতে পদ্মে প্রাণো বায়ুবিসর্পতি ॥১০৪
বামহস্তধৃতে পাত্রে দক্ষিণে চাম্ভসি স্থিতে।
সনাদমুচ্চরেদ্ বিপ্রো অচ্ছিন্নাগ্রং তু পূরয়েৎ ॥১০৫
পূরণাৎ পূরকং প্রাহুর্নিশ্চলং কুম্ভকং ভবেৎ।
নির্গচ্ছতি শনৈর্বায়ু রেচকং তং বিনির্দিশেৎ ॥১০৬
স্বাহান্তৈঃ প্রণবাদ্যৈশ্চ স্ব-স্বনাম্না চ বায়ুভিঃ।
জীবাত্মা যোজিতঃ ষষ্ঠঃ ষড়াহুত্যা হুতং ভবেৎ ॥১০৭
জিহ্বাদত্তং গ্রসেদন্নং দন্তৈশ্চৈব ন তৎ স্পৃশেৎ।
দশনৈঃ স্পৃষ্টমাত্রেণ পুনরাচমনং চরেৎ ॥১০৮
মুখ আহবনীয়োঽগ্নির্গার্হপত্যস্তথোদরে।
হৃদয়ে দক্ষিণাগ্নিশ্চ গৃহ্যাগ্নিশ্চাপি দক্ষিণে ॥১০৯
সভ্যশ্চোত্তরতশ্চিন্ত্য ইত্যগ্নিস্মরণক্রমঃ।
প্রাণাদ্যেবাগ্নিহোত্রাদি চিন্তয়েত্তদ্বদেব তু ॥১১০
হোতারং প্রাণমিত্যাহুরুদ্গাতারমপানকম্।
ব্রহ্মাণং ব্যানমিত্যেকে উদানোঽধ্বর্যুমিত্যপি ॥১১১
সমানং চেহ যজ্ঞানমিতি ঋত্বিক্‌ক্রমং বুধ ॥১১২।

মধ্যস্থিত পিঙ্গলা নাড়াকে বিষুব বলিয়া জানিবে—যাহা দ্বারা নাসাপুটদ্বয়যোগে বায়ু বিনির্গত হয়।৯৭-৯৯

বিষুব-সংক্রান্তিদিনে যিনি স্বশরীরে বিষুব নাড়ীকে বিশেষরূপে জানেন, ব্রহ্মবাদিগণ তাঁহাকে নিত্যমুক্ত যোগী বলিয়া থাকেন।১০০

প্রভাতকালে, মধ্যাহ্নকালে, সায়ংকালে ও অর্দ্ধরাত্রে নাসাপুটদ্বয় বিনিঃসৃত সেই বিষুবকে জানিবে। হৃৎপদ্ম—অরণিকাষ্ঠ, মনঃ—মন্থন-দণ্ড, প্রাণবায়ু—রজ্জু ও আত্মা—অধ্বর্য্যু (প্রধান হোতা) রূপে অগ্নি নিক্ষেপ করিবে। পূরকক্রিয়া দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে, কুম্ভক-ক্রিয়া দ্বারা স্থাপন করিবে এবং রেচক-ক্রিয়া দ্বারা ঊর্দ্ধবক্ত্রযোগে হোম করিবে।১০১-৩

হৃদয়স্থিত বিশেষরূপে অবস্থিত যে অধোনাল পদ্ম আছে, সেই পদ্ম বিকশিত হইলে প্রাণবায়ু গমন করে। পাত্র বামহস্তে থাকিলে ও দক্ষিণ হস্তে জল থাকিলে বিপ্র নাদ-সহকারে উচ্চারণ করত অচ্ছিন্ন বায়ু দ্বারা পূর্ণ করিবে। পূরণ করা হেতু ইহার নাম পূরক, নিশ্চল অবস্থার নাম কুম্ভক এবং ধীরে ধীরে বায়ু বিনির্গত হইলে তাহাকে রেচক কহে।১০৪-৬

প্রণবাদি স্বাহান্ত মন্ত্রে তাহাদের নামানুসারে প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর সহিত যোজিত ষষ্ঠ (ষষ্ঠ প্রাণস্বরূপ) জীবাত্মা ছয়টি আহুতি দ্বারা হুত হইবেন।১০৭

জিহ্বার উপর দত্ত অন্ন গ্রাস করিবে, তাহা দন্তদ্বারাও স্পর্শ করিবে না। দন্তদ্বারা স্পর্শ করিলে পুনরায় আচমন করিবে।১০৮

মুখে আহবনীয় অগ্নি, উদরে গার্হপত্য অগ্নি, হৃদয়ে দক্ষিণাগ্নি, দক্ষিণদিকে গৃহ্যাগ্নি এবং উত্তরদিকে সভ্য অগ্নি চিন্তা করিবে—ইহাই অগ্নিস্মরণের ক্রম।১০৯-১০

সেইরূপ প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পঞ্চপ্রাণবায়ুকেই অগ্নিহোত্রাদি বলিয়া চিন্তা করিবে। প্রাণবায়ুকে হোতা, অপান-বায়ুকে উদ্গাতা, ব্যান-বায়ুকে ব্রহ্মা, উদানবায়ুকে অধ্বর্য্যু ও সমানবায়ুকে যজ্ঞা বলে; ইহাই ঋত্বিক্‌ক্রম বলিয়া জানিবে।১১১-১২

অহঙ্কারং পশুং কৃত্বা প্রণবং যূপমিত্যপি।
বুদ্ধিরিত্যরণিঃ পৃথ্বী লোমানি চ কুশাঃ স্মৃতাঃ ॥১১৩
মনো বিভক্তা ত্বগ্‌জিহ্বা ইতি তজ্‌জ্ঞাঃ প্রচক্ষতে।
কৃত্বা ত্রিমাত্রমোঙ্কারং হুঙ্কারঞ্চ তথা পুনঃ ॥১১৪
উত্তিষ্ঠ জননাথাঽগ্নে হরিল্লোহিতপিঙ্গল।
সপ্তপরিধয়ে তুভ্যং ক্ষুদ্‌বহ্নিদৈবতঞ্চ যৎ ॥১১৫
বিজিহ্ব-জাঠরায়াঽগ্নে স্বাহাপ্রাণায় ব্যত্যয়ঃ।
ইন্দ্রগোপকবর্ণায় ত্রিজিহ্বায়াগ্নিদৈবতম্ ॥১১৬
ওঁ স্বাহেতি অপানায় স্বাহাকারান্তমুচ্চরেৎ।
গোক্ষীরসমবর্ণায় পর্জন্যং বহ্নিদৈবতম্ ॥১১৭
স্বাহোদানায় সোঙ্কারমনলায় পরার্চিষে।
তড়িৎসমানবর্ণায় বায়ুগ্নিদৈবতায় তে ॥১১৮
ওঁ স্বাহা চ সমানায় হুঁ স্বাহা চাহ বেধসে।
তর্জনী-মধ্যমাঙ্গুষ্ঠৈর্লগ্না প্রাণস্য চাহুতিঃ ॥১১৯
কনিষ্ঠাঽনামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্ব্যানস্য পরিকীর্তিতা।
মধ্যমাঽনামিকাঙ্গুষ্ঠৈরপানায়াহুতিঃ স্মৃতা ॥১২০
মধ্যমানামিকাস্ত্বন্যামুদানে জুহুয়াদ্ বুধঃ।
সমানে সর্বৈরুদ্ধৃত্য আহুতিঃ স্যাৎ সমানতঃ ॥১২১
জলং পীত্বা তু তৃপ্যন্তি রেচয়েচ্চ শনৈঃ শনৈঃ।
ততোঽন্যদ্রব্যমশ্নীয়াৎ পূরণায়োদরস্য চ ॥১২২
বিধিং প্রাণাগ্নিহোত্রস্য যে দ্বিজা নৈব জানতে।
অপানেন তু ভুঞ্জন্তি তেষাং মুখমপানবৎ ॥১২৩
যো জ্ঞাত্বা তু বিধিং ভুঙ্‌ক্তে যথোক্তমিদমাচরেৎ।
ইহামুত্র চ পূজ্যত্বং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥১২৪
ত্রিসপ্তকুলমুদ্ধৃত্য দাতুরপ্যক্ষয়ং ভবেৎ।
দাতুরপি হি যৎ পুণ্যং ভোক্তুশ্চৈব হি তৎ ফলম্ ॥১২৫

অহঙ্কার-তত্ত্বকে পশুরূপে কল্পনা করিয়া প্রণবকে যূপকাষ্ঠরূপে কল্পনা করিবে। বুদ্ধিতত্ত্বকে অরণিকাষ্ঠ এবং ক্ষিতিতত্ত্ব ও লোমসমূহকে কুশ বলিয়া জানিবে। মনস্তত্ত্ব হইতে ত্বক্ ও জিহ্বা বিভক্ত—ইহা তদভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন। ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট ওঁকার উচ্চারণ করিয়া পুনরায় 'হুঁ' উচ্চারণপূর্বক "হে হরিল্লোহিত পিঙ্গলবর্ণ জননাথ অগ্নে! তুমি উত্থিত হও, তুমি ক্ষুদ্ বহ্নিদেবতার জিহ্বা-বিশেষ। হে অগ্নে! তুহি সপ্তপরিধি বিশিষ্ট" (করালী, ধূমিনী, শ্বেতা, লোহিতা, নীললোহিতা, পদ্মরাগা ও সুবর্ণা—ইহাই অগ্নির সপ্ত পরিধি); জঠরোদ্ভূত সেই অগ্নির উদ্দেশ্যে "প্রাণায় স্বাহা" বলিয়া আহুতি প্রদান করিবে। এইরূপ ইন্দ্রগোপকবর্ণ জিহ্বাত্রয়বিশিষ্ট অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে স্বাহা-শব্দ অন্তে উচ্চারণ করিয়া 'ওঁ অপানায় স্বাহা' এই বলিয়া আহুতি প্রদান করিবে। গোক্ষীর-সমবর্ণ-পর্জ্জন্য বহ্নিদেবতাক পরার্চ্চিঃ অনল উদ্দেশ্যে 'ওঁ উদানায় স্বাহা' বলিয়া আহুতি দিবে। বিদ্যুদ্বর্ণ বায়ু ও অগ্নিদেবতাদিগের উদ্দেশ্যে 'ওঁ সমানায় স্বাহা' এবং 'ওঁ বেধসে স্বাহা' বলিয়া আহুতি দিবে। তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া প্রাণবায়ুর উদ্দেশ্যে, কনিষ্ঠা অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে ব্যানবায়ুর উদ্দেশ্যে, মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে অপানবায়ুর উদ্দেশ্যে, মধ্যমা, অনামিকা ও অন্য অঙ্গুলিযোগে উদান বায়ুর উদ্দেশ্যে, সমস্ত অঙ্গুলি যোগে উদ্ধৃত করিয়া সমান বায়ুর উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করিবে।১১৩-১২১

জলপান করিয়া তৃপ্ত হইবে এবং ধীরে ধীরে রেচন করিবে। তৎপর উদর পূরণের জন্য অন্যদ্রব্য ভোজন করিবে।১২২

যে সকল দ্বিজ প্রাণাহুতির বিধি জানে না, তাহাদের মুখ মলদ্বার সদৃশ বলিয়া তাহারা মলদ্বার যোগে ভোজন করে।১২৩

যিনি প্রাণাগ্নিহোত্র বিধি অবগত হইয়া ভোজন করেন, যথোক্ত বিধি আচরণ করেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে পূজনীয় হইয়া ব্রহ্মজ্ঞরূপে কল্পিত হন। একবিংশতি কুল উদ্ধার করিয়া দাতারও অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়। দাতার দানদ্বারা যে পুণ্য হয়, ভোক্তার ও সেই ফললাভ হয়। দাতা এবং ভোক্তা উভয়েই স্বর্গগামী হয়। যিনি এই বিধি জানেন তিনি ব্রহ্মজ্ঞ গণের অন্যতম।১২৪-১২৬

দাতা চৈব তু ভোক্তা চ তাবুভৌ স্বর্গগামিনৌ।
যো জানাতি বিধিং চেমং স ভবেদ্ ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥১২৬
একং পিবতি গণ্ডূষং ত্যজেদর্ধং ধরাতলে।
মহতঃ পিতৃদৈবত্যমাত্মানং নরকং ব্রজেৎ ॥১২৭
রহস্যং সর্বশাস্ত্রেষু সর্বশাস্ত্রেষু দুর্লভম্।
জ্ঞানানামুত্তমং জ্ঞানং ন কস্যচিৎ প্রকাশয়েৎ ॥১২৮
বিপ্রাণামগ্নিহোত্রস্য যে দ্বিজা নৈব জানতে।
জ্ঞানানি যোঽপ্রকাশ্যানি পুংসামবিদুষাং বদেৎ।
স প্রণাশ্য ফলং তেষামাত্মানং নরকং নয়েৎ ॥১২৯
যোঽজ্ঞাত্বা হ্যপ্রকাশ্যানি পুংসামবিদুষাং বদেৎ।
প্রাণায়ামফলং হত্বা আত্মানং নরকং নয়েৎ ॥১৩০
যোঽশ্নীয়াদ্ বিধিবদ্ বিপ্রঃ কৃতপাত্রপরিগ্রহঃ।
পূজিতান্নমবাগ্‌জুষ্টং সাপোশানং সসাক্ষিকম্ ॥১৩১
বাগ্‌যতো ন্যস্তপাত্রে চ বিপ্র-ক্ষত্র-বিশাং ক্রমাৎ॥১৩২
বাগ্‌যতো ন্যস্তপাত্রস্ত্রীন্ মাসানষ্টাবপি দ্বিজঃ।
তস্য ত্রিরাত্রং পুণ্যাপ্তির্দানেঽপি কবয়ো বিদুঃ ॥১৩৩
চতুস্ত্রিকোণং বৃত্তঞ্চ বিপ্র-ক্ষত্র-বিশাং ক্রমাৎ।
প্রাহুঃ পরিহৃতং সন্তস্তদ্ধীনান্নং তু রাক্ষসম্ ॥১৩৪
গৃহ্নীয়াৎ প্রাগপোশানং তথা ভুক্ত্বা সকৃত্ত্বপঃ।
অনগ্নমমৃতং তৎ স্যাদ্ ভুক্তমন্নং দ্বিজন্মনাম্ ॥১৩৫
কালে ভুক্ত্বা সমুত্থায় প্রেক্ষ্য বিপ্রং সমীক্ষ্য চ।
অহঃপতিং তত্র স্থিত্বা চিন্তয়েদ্ বহুকৃত্যকম্ ॥১৩৬
ভার্য্যাভোজনবেলায়াং ভিক্ষাং সপ্তাঽথ পঞ্চ বা।
দত্ত্বা শেষং সমশ্নীয়াৎ সাপত্য-ভৃত্যকৈঃ সহঃ ॥১৩৭
নির্বর্ত্য সকলং সাপি কিঞ্চিৎ স্থিত্বা সুখেন তু।
স্বকীয়রতিকার্য্যেষু সাপি স্যাত্তৎপরা পুনঃ ॥১৩৮
উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং হুত্বা চৈব হুতাশনম্।
কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ সমশ্নীয়াৎ সায়ং প্রাতরিতি শ্রুতিঃ ॥১৩৯

যে ব্যক্তি একগণ্ডূষ জলপানকালে ভূমিতে অর্দ্ধেক ফেলিয়া দেয়, সে স্বয়ং হত হয় এবং পিতৃগণের দেবত্ব-প্রাপ্ত আত্মাকে নরকে প্রেরণ করে।১২৭

সকল শাস্ত্রেই রহস্য অর্থাৎ গোপনীয় তত্ত্ব আছে এবং সকল শাস্ত্রেই দুর্লভ জ্ঞানজনক উপদেশ আছে। জ্ঞান-সমূহের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।১২৮

বিপ্রগণের মধ্যে যে অগ্নিহোত্র-বিধি জানে না, যে অপ্রকাশ্য জ্ঞানজনক উপদেশসমূহ অ-বিদ্বান্ পুরুষগণের নিকটে বলে, সে তাহাদের পুণ্যফল বিশেষভাবে নষ্ট করাইয়া নিজকে নরকগামী করে। কোন্ বিষয় প্রকাশ্য এবং কোন্ বিষয় অপ্রকাশ্য এবিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন না করিয়া যে ব্যক্তি অ-বিদ্বান্ পুরুষগণের সমীপে অপ্রকাশ্য বিষয় প্রকাশ করে, সে প্রাণায়াম-কৃত ফল নষ্ট করিয়া নিজকে নরকগামী করে।১২৯-৩০

বিপ্র দেবোদ্দেশ্যে নিবেদিত, যাহা বাক্য দ্বারাও সেবিত হয় নাই, আপোশানকর্ম-সহিত ও যে অন্ন সাক্ষীর সহিত বর্তমান (অন্নের বিশুদ্ধি-সম্বন্ধে যিনি সাক্ষ্য দিতে পারেন, সেইরূপ ব্যক্তির উপস্থিতি ও যে অন্ন সমীপে আছে) তাদৃশ অন্ন সংযতবাক্ হইয়া পাত্রে স্থাপন করত বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ক্রমানুসারে যোগ্যপাত্র হইতে পরিগ্রহ করিয়া বিধি-অনুসারে ভোজন করিবেন। যে দ্বিজ সংযতবাক্ হইয়া পাত্রে স্থাপন করিয়া তিন বা আটগ্রাস ভোজন করেন, তাঁহার ত্রিরাত্র-মধ্যে পুণ্যলাভ হয় এবং এইরূপে দান করিলেও পুণ্যলাভ হয়—ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন।১৩১-৩৩

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের ভোজনীয় পাত্রের নিম্নস্থ ভূমিতে যথাক্রমে চতুষ্কোণ, ত্রিকোণ ও গোলাকার মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। এই বিধি পরিত্যাগ করত পূর্বোক্ত মণ্ডলহীন স্থানে স্থাপিত অন্ন রাক্ষসসম্বন্ধীয় অন্নরূপে পরিগণিত হয়।১৩৪

প্রথমে আপোশান-কর্ম করিয়া তৎপর একবার জলপানপূর্বক ভোজন করিবে, দ্বিজগণের ভুক্ত সেই অন্ন আবৃত অমৃততুল্য হয়।১৩৫

যথাকালে ভোজন সমাপনপূর্বক আসন হইতে উঠিয়া বিপ্র-দর্শনানন্তর সূর্য্যদর্শন করিবে এবং তথায় অবস্থান করত বহু কার্য্য চিন্তা করিবে।১৩৬

ভার্য্যা ভোজনকালে সপ্ত বা পঞ্চগ্রাস ভিক্ষা

স্বাধ্যায়মভ্যসেৎ কিঞ্চিদ্ যামদ্বয়ং শয়ীত চ।
শয়ানো মধ্যমৌ যামৌ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥১৪০
সুশয়নে শয়ীতাথ একান্তে চ স্ত্রিয়া সহ।
গোপনং মৈথুনাদীনাং বদন্তি মুনিপুঙ্গবাঃ ॥১৪১
ঋতুক্ষপাসু পুত্রার্থী আধানবিধিনা দ্বিজঃ।
প্রসাদ্য ভস্মনা যোনিমিতি মন্ত্রনিদর্শনাৎ ॥১৪২
কৃত্বাধানবিধানং তু স্ত্রীযোগমভ্যসেৎ পুনঃ।
মস্থেদবিকৃতো যোনৌ বিকারাদ্ বিকৃতাঃ প্রজাঃ ॥১৪৩
ব্রাহ্মে মুহূর্তে উত্থায় প্রাতঃসন্ধ্যামুপক্রমেৎ।
আ সূর্য্যদর্শনাৎ প্রাতঃ সায়ং চৈবর্ক্ষদর্শনাৎ ।১৪৪
বহিঃসন্ধ্যামুপাসীত সম্প্রাপ্তাবম্ভসঃ সদা।
উপাসিতা বহিঃসন্ধ্যা বিশিষ্টফলদা ভবেৎ ॥১৪৫
অনৃতং মদ্যগন্ধঞ্চ দিবামৈথুনমেব চ।
পুনাতি বৃষলস্যান্নং সন্ধ্যা বহিরুপাসিতা ॥১৪৬
সিন্দুরারুণভং ভাতি নভো যাবদ্ দ্বিতারকম্।
উদয়েঽস্তময়ে ভানোস্তাবৎ সন্ধ্যেতি শক্তিজঃ ॥১৪৭
আধানতো দ্বিতীয়ে তু মাসে পুংসবনং ভবেৎ।
সীমন্তোন্নয়নং ষষ্ঠে কার্য্যং মাসেঽষ্টমেঽপি চ ॥১৪৮
জাতস্য জাতকর্ম স্যাদ্ বিধিবচ্ছ্রাদ্ধপূর্বকম্।
দিনে চৈকাদশে নাম কর্ম স্যাচ্চ দ্বিজন্মনাম্ ॥১৪৯
তূর্য্যে নিষ্ক্রমণং মাসে ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং তথা।
চূড়াকর্ম তৃতীয়েঽব্দে কার্য্যং বা কুলধর্মতঃ ॥১৫০
সর্বং স্ত্রিয়াং বিমন্ত্রং তু কার্য্যং কায়বিশুদ্ধয়ে।
যস্য ন স্যুর্দ্বিজস্যৈতাঃ ক্রিয়াশ্চৈব কথঞ্চন ॥১৫১

প্রদান করিয়া অবশিষ্ট অন্ন অপত্য ও ভৃত্যগণের সহিত ভোজন করিবে।১৩৭

সেই ভার্য্যাও সকল কার্য্য সম্পাদনপূর্বক কিছুকাল সুখে বিশ্রাম করিয়া স্বকীয় আসক্তির অনুরূপ কার্য্যে পুনরায় তৎপরা হইবেন।১৩৮

সায়ংকালীন সন্ধ্যোপাসনা সমাপ্ত করিয়া হুতাশনে হোম করত পরে কিঞ্চিৎ ভোজন করিবে,—সায়ং ও প্রাতঃকাল সম্বন্ধে ইহাই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।১৩৯

প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া বেদাভ্যাস করিবে ও প্রহরদ্বয় শয়ন করিবে। রাত্রির মধ্যম-যামদ্বয়ে শয়ান ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপে কল্পিত হয়।১৪০

অনন্তর সুখকর শয্যায় পত্নীর সহিত একপ্রান্তে শয়ন করিবে। মৈথুনাদি ক্রিয়ার গোপন তথ্য মুনিশ্রেষ্ঠ-গণ বলিতেছেন।১৪১

পুত্রার্থী দ্বিজ ঋতুকালের রাত্রিতে আধান-বিধি অনুসারে ভস্ম দ্বারা যোনি প্রসাদিত করিয়া মন্ত্রনিদর্শন অনুসারে আধান-ক্রিয়া সম্পন্ন করত স্ত্রীর সহিত পুনরায় যুক্ত হইবে। অবিকৃতচিত্ত হইয়া মৈথুন-ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। যদি মৈথুন-ক্রিয়াকালে চিত্তে বিকৃতি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সন্ততিসমূহ বিকলাঙ্গ হয়।১৪২-৪৩

ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা আরম্ভ করিবে। সূর্য্যদর্শন পর্য্যন্ত প্রাতঃকাল, নক্ষত্রদর্শন হইতেই সায়ংকাল জানিবে।১৪৪

সকল সময়েই জল পাওয়া যাইলে বাহিরে সন্ধ্যোপাসনা করিবে। বাহিরে উপাসিতা সন্ধ্যা বিশিষ্টফলদায়িনী হয়।১৪৫

বাহিরে সন্ধ্যোপাসনা করিলে ঐ সন্ধ্যোপাসনা মিথ্যাভাষণ, মদ্যগন্ধ, দিবামৈথুন ও শূদ্রান্ন প্রভৃতির অপবিত্রতা দূর করিয়া পবিত্রতা আনয়ন করে।১৪৬

মহামুনি পরাশর বলিয়াছেন যে, সূর্য্যের উদয় ও অস্তকালে যখন গগনমণ্ডল তারকাবিহীন হইয়া সিন্দুরের ন্যায় অরুণবর্ণ আভা ধারণ করে, সেই সময়কেই সন্ধ্যা বলিয়া জানিবে।১৪৭

গর্ভাধান-ক্রিয়ার দ্বিতীয়মাসে পুংসবন করিবে। ষষ্ঠ বা অষ্টমমাসে সীমন্তোন্নয়ন করিবে। বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়া জাতকের জাতকর্ম করিবে। দ্বিজ-সন্তানগণের জন্মদিন হইতে একাদশদিবসে নামকরণ করিবে। চতুর্থমাসে নিষ্ক্রমণ, ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন ও তৃতীয়বর্ষে চূড়াকরণ করিবে অথবা কুলধর্মানুসারে চূড়াকর্ম করিবে। কায়-বিশুদ্ধির জন্য স্ত্রীসন্তানগণের সকল ক্রিয়াই মন্ত্রহীনভাবে করিবে। যে

স ব্রাত্যঃ সন্ পরিত্যাজ্যো দ্বিজো যস্মাদ্ দ্বিজন্মনাম্।
মুঞ্জমৌর্ণ-শণানাং তু ত্রিবৃতা রশনা স্মৃতা ॥১৫২
কার্পাস-শণ-মেষৌর্ণান্যুপবীতানি বর্ণশঃ।
পলাশ-বট-পীলূনাং দণ্ডাশ্চ ক্রমশঃ স্মৃতাঃ ॥১৫৩
বার্ষ্ণঞ্চ রৌরবং বাস্তমজিনানি দ্বিজন্মনাম্।
শিরো-ললাট-নাসান্তাঃ ক্রমাদ্দণ্ডাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥১৫৪
অব্রণাঃ সত্বচোঽদগ্ধা উক্তাঃ শুভকরা নৃণাম্।
গায়ত্র্যা ত্রিষ্টুপ্-জগত্যা ত্রয়াণামুপনায়নম্ ॥১৫৫
গায়ত্র্যামবিশেষো বা মুঞ্জাদিষ্বপরেষু চ।
তৎসবিতুস্তাং সবিতুর্বিশ্বা রূপাণি বা ক্রমাৎ ॥১৫৬
ঔপনায়নিকা মন্ত্রা বিপ্রাদীনামুদাহৃতাঃ।
ব্রাহ্মণো বিপ্রগেহেষু নৃপস্তেষূত্তমেষু চ ॥১৫৭
বৈশ্যো বিপ্র-নৃপেম্বেষু কুর্য্যাদ্ ভিক্ষাং স্ববৃত্তয়ে।
একান্নং ন দ্বিজোঽশ্নীয়াদ্ ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ ॥১৫৮

ভিক্ষাব্রতং দ্বিজাতীনামুপবাসসমং স্মৃতম্।
প্রতিগ্রহো ন ভিক্ষা স্যান্ন তস্যাঃ পরপাকতা ॥১৫৯
সোমপানসমা ভিক্ষা অতোঽশ্নীত সভিক্ষয়া।
ভিক্ষয়া যস্তু ভুঞ্জীত নিরাহারঃ স উচ্যতে ॥১৬০
ভিক্ষামনভিশস্তেষু স্বাচারেষু দ্বিজেষু চ।
ভিক্ষেত নিত্যং ক্রমশো গুরোঃ কুলং বিবর্জয়েৎ॥১৬১
স্বসারং মাতরং চাপি মাতৃষ্বসারমেব চ।
ভিক্ষেত প্রথমাং ভিক্ষাং যা চান্যা ন বিমানয়েৎ ॥১৬২
'ভবতি ভিক্ষাং মে দেহি' 'ভিক্ষাং ভবতি দেহি মে'।
'ভিক্ষাং মে দেহি ভবতি' ক্রমেণৈবমুদাহরেৎ ॥১৬৩
দ্বাদশাব্দং ব্রতং ধার্য্যং ষট্‌ত্র্যব্দং তু শ্রুতিম্প্রতি।
আদিত্যাব্দে ত্যজেত্তদ্ বৈ দত্ত্বা তু গুরুবে বরম্ ॥১৬৪
ত্রয়স্তু স্নাতকাঃ প্রোক্তাঃ বিদ্যাব্রতোপসেবিনঃ।
বিদ্যাং সমাপ্য যঃ স্নায়াদ্ বিদ্যাস্নাতক উচ্যতে ॥১৬৫

দ্বিজ-বালকের এই সমস্ত ক্রিয়া কোনও প্রকারেও সম্পন্ন হয় নাই, সেই দ্বিজ-বালক দ্বিজগণের সমীপে ব্রাত্যরূপে পরিগণিত হইয়া পরিত্যাজ্য হইবে। শরতৃণ, ঊর্ণাতন্তু ও শণের ত্রিবৃত রজ্জু এবং কার্পাস, শণ, মেষলোম এইগুলি বর্ণানুসারে উপবীত করিবে। বর্ণানুক্রমিক পলাশ, বট এবং পীলুবৃক্ষের দণ্ড গ্রহণ করিবে। যথাক্রমে কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম, রুরু-মৃগচর্ম ও ছাগচর্ম দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের উপবীত যুক্ত করিবে। ব্রাহ্মণগণের শিরোদেশ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়গণের ললাট পর্য্যন্ত ও বৈশ্যগণের নাসাপর্য্যন্ত দণ্ডের পরিমাপ হইবে বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে।১৪৮-৫৪

অক্ষত বল্কলযুক্ত ও অদগ্ধ দণ্ড নরগণের পক্ষে শুভজনক। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দঃ পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের উপনয়ন করাইবে।১৫৫

গায়ত্রী ও মুঞ্জাদি অপরগুলিতে কোনও বিশেষ নাই, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ 'তৎসবিতুর্বরেণ্যং', ক্ষত্রিয় 'তাং সবিতুঃ' ও বৈশ্য 'বিশ্বারূপাণি' এইরূপ বর্ণানুক্রমিক পাঠ করিবে।১৫৬

ব্রাহ্মণগণের উপনয়ন-সম্বন্ধীয় মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। স্বীয় জীবিকার জন্য ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণগৃহে, ক্ষত্রিয় তদপেক্ষা উত্তম ক্ষত্রিয়গৃহে এবং বৈশ্য ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এই উভয়ের গৃহে ভিক্ষা করিবে। ব্রহ্মচারি-রূপে অবস্থিত দ্বিজ একজনের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া ভোজন করিবে না। (ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মচারী একাধিক ব্যক্তির নিকট হইতে ভিক্ষা করিবে)। ১৫৭-৫৮

দ্বিজাতিগণের ভিক্ষাব্রত উপবাসতুল্য বলিয়া জানিবে। এই ভিক্ষা প্রতিগ্রহ নহে এবং তাহার পরপকত্ব-দোষও নাই। ভিক্ষান্ন-ভোজন সোমরস-পানতুল্য বলিয়া সেই দ্বিজ-ব্রহ্মচারী ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা সংগৃহীত অন্ন ভোজন করিবে। ভিক্ষা দ্বারা যিনি ভোজন-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তাহাকে নিরাহার বলে অর্থাৎ উপবাসি-রূপে গণ্য করা হয়।১৫৯-৬০

অকলঙ্কিত ও স্বকীয় আচারে প্রতিষ্ঠিত দ্বিজের নিকটে নিত্য ক্রমে ক্রমে ভিক্ষা করিবে, কিন্তু গুরুকুল বিশেষভাবে বর্জ্জন করিবে।১৬১

মাতা, ভগিনী ও মাতৃষ্বসা—ইঁহাদের নিকট প্রথম ভিক্ষা-প্রার্থনা করিবে। অন্য যে সকল রমণী ভিক্ষা-

সমাপ্য চ ব্রতং যস্তু ব্রতস্নাতক উচ্যতে।
যজ্ঞং সমাপ্য যঃ স্নাতি স দ্বিনামাঽভিধীয়তে ॥১৬৬
দ্বয়ং সমাপ্য যঃ স্নায়াৎ স দ্বিনামাঽভিধীয়তে।
অষ্টৈক-দ্বাদশাব্দানি সগর্ভাণি দ্বিজন্মনাম্ ॥১৬৭
মুখ্যকালো ব্রতস্যৈষ হ্যন্য উক্তো বিপর্য্যয়ে।
দ্বিগুণাব্দেষু কর্তব্যা ক্রমাদুপনতির্দ্বিজৈঃ ॥১৬৮
হীনগায়ত্রিকা ব্রাত্যা উক্তকালাদনন্তরম্।
নাধ্যাপ্যা নৈব চোদ্বাহ্যা ব্যবহারবিবর্জিতাঃ।
ন যাজ্যা নার্য্যকার্য্যেষু প্রযোজ্যাস্ত ইতি শ্রুতিঃ ॥১৬৯
স্ত্রীবন্নির্লোমবক্ত্রা যে নির্লোমদেহ-বক্ষসঃ।
উচ্চোরস্কাঽনপত্যাশ্চ অদেশ্যাস্তেঽপি গর্হিতাঃ ॥১৭০
যেঽজস্রং বিহিতং কুর্য্যুঃ প্রাপ্নুয়ুস্তে সদা শুভম্।
দীর্ঘমায়ুশ্চমদারিদ্র্যং সুপ্রজাস্ত্বমরোগিতা ॥১৭১
অগর্হিতত্বং লোকেঽত্র বিদুরনিষিদ্ধকারিণঃ ॥১৭২
ক্ষীণায়ুস্ত্বং দরিদ্রত্বমপ্রজাস্ত্বঞ্চ রোগিতা।
গর্হিতত্বঞ্চ লোকেষু বিদুর্নিষিদ্ধকারিণঃ ॥১৭৩
প্রাতর্বা যদি বা সায়ং নাদ্যাদন্নমনর্চিতম্।
নানাদ্যমানপোশানং শুভপ্রেপ্সুর্দ্বিজন্মনা ॥১৭৪
আপোশানং বিনা নাদ্যান্নাদ্যাদন্নমনর্চিতম্।
অনাদ্যং ন দিবা সায়ং শুভমিচ্ছন্ সমশ্নুতে ॥১৭৫
ষোড়শাব্দানি বিপ্রস্য দ্বাবিংশতির্নৃপস্য চ।
চতুর্বিংশতিরন্যস্য ব্রাত্যাস্তে স্যুরতঃপরম্ ॥১৭৬
উপনেয়া ন তে বিপ্রৈর্নাধ্যাপ্যাঃ শূদ্রধর্মিণঃ।
ব্যবহার্য্যা নৈব যাজ্যা ইতি ধর্মবিদো বিদুঃ ॥১৭৭

দান করিতে আসিবেন, তাঁহাদের সম্মান কখনও বিনষ্ট করিবে না অর্থাৎ তাঁহাদের নিকটেও ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে।১৬২

"ভবতি ভিক্ষাং দেহি মে", "ভিক্ষাং ভবতি দেহি মে" এবং "ভিক্ষাং মে দেহি ভবতি" ক্রমশঃ এইরূপ উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা-প্রার্থনা করিবে।১৬৩

দ্বাদশবর্ষ যাবৎ এই ব্রত আচরণ করিবে। নয়বৎসর শ্রুতি অধ্যয়ন করিবে। দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হইলে গুরুকে দক্ষিণা দান করিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিবে।১৬৪

বিদ্যোপসেবী, ব্রতোপসেবী ও বিদ্যা-ব্রতোপসেবী এই ত্রিবিধ স্নাতক বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মচারি-রূপে গুরুর নিকটে অবস্থান করিয়া বেদাধ্যয়ন সমাপনপূর্বক যিনি স্নান করেন, তাহাকে বিদ্যা-স্নাতক কহে। যিনি ব্রত সমাপন করত স্নান করেন, তাহাকে ব্রত-স্নাতক কহে। যজ্ঞ সমাপন করিয়া যিনি স্নান করেন, তিনি বিদ্যোপসেবী ও ব্রতোপসেবী এই দুই নামে অভিহিত হন।১৬৫-৬৬

বিদ্যা এবং ব্রত এই উভয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যিনি স্নান করেন, তিনিও বিদ্যোপসেবী ও ব্রতোপসেবী এই দুই নামে অভিহিত হন। দ্বিজগণের সগর্ভ নবম এবং দ্বাদশবর্ষ হইল ব্রতগ্রহণের মুখ্য কাল; ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে অন্যবিধি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। দ্বিগুণ অর্থাৎ সগর্ভ নবম ও দ্বাদশবর্ষের দ্বিগুণ বয়স হইলেও দ্বিজগণ উপনয়ন-ক্রিয়া করিবে।১৬৭-৬৮

পূর্বোক্ত কালের পরেও গায়ত্রীহীন ব্রাত্যগণকে বেদ অধ্যয়ন ও বিবাহ করাইবে না এবং ইহাদের সহিত বিশেষরূপে ব্যবহার বর্জ্জন করিবে। তাহারা যাজন-কর্মের অযোগ্য, এবং আর্য্যগণের অনুষ্ঠেয় কার্য্যে প্রযোজ্য নহে—ইহাই বেদে উক্ত হইয়াছে।১৬৯

যাহাদের মুখমণ্ডল স্ত্রীগণের মুখমণ্ডলের ন্যায় লোম-হীন, যাহাদের দেহ ও বক্ষঃ লোমবর্জ্জিত, যাহাদের বক্ষঃস্থল উন্নত এবং যাহাদের অপত্য নাই—তাহারা এবং ক্ষুদ্র শত্রুগণ নিন্দনীয়।১৭০

যাঁহারা নিরন্তর শাস্ত্রবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা সকল সময়ে কল্যাণ, দীর্ঘজীবন, দারিদ্র্যহীনতা, সুশীল অপত্য ও অনাময়তা (রোগশূন্যতা) প্রাপ্ত হন। যাঁহারা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিষিদ্ধ কর্ম করেন না, এই সংসারে তাঁহারা নিন্দনীয় নহে। যাঁহারা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা অল্পায়ুঃ, দরিদ্র, অপত্যহীন ও নিন্দিত হয় বলিয়া শাস্ত্রবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন।১৭১-৭৩

স্ত্রীণামুদ্বাহ একো বৈ বেদোক্তপাবনো বিধিঃ।
স্ত্রী-পুংসোর্যত্র বিন্যাসস্তয়োরন্যোন্যমুচ্যতে ॥১৭৮
স্বস্মিন্ যস্মাদ্ বিভর্ত্যেষা পতিং, বিভর্তি সোঽপি তাম্।
অতো ভার্য্যা চ ভর্তা চেত্যত্র বেদো নিদর্শনম্ ॥১৭৯
পতিবিশতি যজ্জায়াং গর্ভো ভূত্বেহ মাতরম্।
তস্যাং পুনর্নবো ভূত্বা দশমে মাসি জায়তে ॥১৮০
জায়োক্তা তেন ভর্তা বৈ যদস্যাং জায়তে পুনঃ।
ইয়মাভবনং ভার্য্যা বীজমস্যাং নিষিচ্যতে ॥১৮১
দেবা ঊচুর্মনুষ্যাংশ্চ স্বভার্য্যা জননী তু বঃ।
আত্মনা জায়তে হ্যাত্মা সা চৈব পতিতারিণী ॥১৮২
ভার্য্যা জায়া জনন্যেষা ইতি বেদে প্রতিষ্ঠিতা।
যস্মাৎ স ত্রাতি পুন্নাম্নো নরকাৎ পুত্র উচ্যতে ॥১৮৩
সর্বাং সংস্থতিমাহৃত্য স যাতি ব্রহ্মণৈকতাম্ ॥১৮৪
পিতা জাতস্য পুত্রস্য পশ্যেচ্চেজ্জীবতো মুখম্।
সর্বং তেন ফলং প্রাপ্তমৈহিকামুষ্মিকঞ্চ যৎ ॥১৮৫
কিং দণ্ডৈরজিনৈস্তীর্থৈস্তপোভিঃ কিং সমাধিভিঃ।
পুমাংসঃ পুত্রমিচ্ছধ্বং স বৈ লোকে বদাবদঃ ॥১৮৬
প্রাম্নোঽন্নমস্মিন্ শরণং হি বাসো
রূপ্যং হিরণ্যং পশবো বিবাহাঃ।

শুভাকাঙ্ক্ষী দ্বিজ প্রাতঃ ও সায়ংকালে দেবোদ্দেশ্যে অনিবেদিত অন্ন ভোজন করিবে না এবং আপোশান-কর্ম না করিয়া ভোজন করিবে না।১৭৪

আপোশান-কর্ম না করিয়া ভোজন করিবে না এবং অনর্চ্চিত অন্ন ভোজন করিবে না। শুভেচ্ছু ব্যক্তি দিবাভাগে ও সায়ংকালে অনর্চ্চিত ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করিবে না, অর্চ্চনা করিয়া তবে ভোজন করিবে।১৭৫

ব্রাহ্মণের ষোড়শবর্ষ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশবর্ষ ও বৈশ্যের চতুর্বিংশতিবর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়ন না হইলে অতঃপর তাহারা ব্রাত্য-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।১৭৬

ধর্মশাস্ত্রজ্ঞগণ বলেন যে, ব্রাত্যতা-বশতঃ শূদ্রধর্ম-প্রাপ্ত সেই ব্যক্তিদিগকে বিপ্রগণ উপনয়ন প্রদান করিবেন না এবং বেদাধ্যয়ন করাইবেন না, কারণ তাহারা অব্যবহার্য্য ও অযাজ্য।১৭৭

স্ত্রীগণের বেদোক্ত বিবাহই একমাত্র পবিত্র হইবার বিধি। এই বিবাহানুষ্ঠানে স্ত্রী এবং পুরুষ এই উভয়কে পরস্পরের উপর ন্যস্ত করা হয়।১৭৮

সেইহেতু ভার্য্যা নিজেতে পতিকে ভরণ করেন, পতিও স্বীয় ধনাদি দ্বারা ভার্য্যাকে ভরণ করেন বলিয়া উভয়েই ভার্য্যা ও ভর্ত্তা নামে পরিচিত—ইহাই বেদের নিদর্শন। এই সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পতি মাতৃস্বরূপা জায়া-মধ্যে গর্ভ হইয়া প্রবেশ করে এবং সেই জায়াতেই পুনরায় নবরূপ ধারণ করিয়া দশম-মাসে জন্মলাভ করে।১৭৯-৮০

পতি এই পত্নীতে পুনরায় জন্মলাভ করে বলিয়া পত্নী জায়া-নামে কথিতা হইয়া থাকেন। এই ভার্য্যাই প্রকৃত গৃহ, এই ভার্য্যাতেই পতি বীজ নিষেক করেন।১৮১

দেবগণ মনুষ্যদিগকে বলিলেন,—স্বীয় ভার্য্যা তোমাদের জননী; আত্মা (পতি) নিজেই স্বীয় ভার্য্যাতে জন্মলাভ করেন; সেই ভার্য্যাই পতির উদ্ধারকারিণী।১৮২

এই ভার্য্যা জায়া ও জননীনামে বেদে কীর্ত্তিত। পুং-নামক নরক হইতে ত্রাণ করে বলিয়া সে পুত্রনামে অভিহিত হয়।১৮৩

সমস্ত সংস্থতি আহরণ করিয়া সে ব্রহ্মার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়। পিতা জাত জীবৎপুত্রের মুখদর্শন করিবেন। পুত্রমুখ দর্শন করিয়া পিতা ঐহিক ও আমুষ্মিক (পারলৌকিক) সকল ফল প্রাপ্ত হন।১৮৪-৮৫

দণ্ডধারণ, অজিন-পরিধান, তীর্থগমন, তপস্যা ও সমাধির কি প্রয়োজন? পুরুষগণ পুত্র ইচ্ছা করুক, পুত্রই পরিত্রাণ করিবে—এসম্বন্ধে কোনও তর্ক-বিতর্কই নাই। (দণ্ডাদি ধারণ করিলে জীব পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু পুত্রলাভ করিলেই যদি পরিত্রাণের পথ সুগম হয়, তাহা হইলে দণ্ডাদি ধারণের প্রয়োজন কি? দণ্ডাদি ধারণ অপেক্ষা পুত্রলাভের অধিক মাহাত্ম্য শাস্ত্রকারগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন)।১৮৬

সখা চ যজ্বা কৃপণশ্চ পুত্রী
জ্যোতিঃ পরং পুত্র ইহাপ্যমুত্র ॥১৮৭
সপুণ্যকৃত্তমো লোকে যস্য পুত্রাশ্চিরায়ুষঃ।
বিশেষেণ হি ধর্মজ্ঞাঃ স পরং ব্রহ্ম বিন্দতি ॥১৮৮
পুত্রেণ প্রাপ্যতে স্বর্গো জাতমাত্রেণ তু ধ্রুবম্।
তস্মাদিচ্ছন্তি সর্বে হি পশবোঽপি বয়াংসি চ ॥১৮৯
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ।
পুত্রস্যাপি চ পুত্রত্বং যত্রাতি নরকার্ণবাৎ ॥১৯০
স পিতা স তু পুত্রঃ স্যাজ্জায়ৈব হি জনন্যপি।
ন পৃথক্ত্বং বিদুস্তজ্জ্ঞাশ্চয়োশ্চাঽপরয়োরপি ॥১৯১
অয়ং হি পন্থাঃ পুরুষস্য তস্য
ধ্রুবং ভবেৎ পুত্রজন্মেহ যস্য।
তদ্বীক্ষ্য চোর্দ্ধ্বং পশবো বয়াংসি
পুত্রার্থিনো মাতরমারুহন্তি ॥১৯২

জনিষ্যমানানিচ্ছন্তি পিতরঃ স্বকুলে সুতান্।
কশ্চিদগত্বা গয়ায়াং নোঽবশ্যং পিণ্ডান্ প্রদাস্যতি॥১৯৩
যক্ষ্যত্যন্যোঽশ্বমেধেন নীলং ভোক্ষ্যতে গোবৃষম্।
এষ্টব্যং পিতৃভিঃ সর্বং পুত্রেভ্যঃ সকলং ফলম্ ॥১৯৪
শুদ্ধঃ শৌর্য্যৈকচিত্তো বা প্রাণাম্মোক্ষতি সংযুগে।
দানদো বা কুরুক্ষেত্রে জ্ঞানী বাথ ভবিষ্যতি ॥১৯৫
জীবতো বাক্যকরণাৎ ক্ষয়াহে ভূরিভোজনাৎ।
গয়ায়াঃ পিণ্ডদানাচ্চ ত্রিভিঃ পুত্রস্য পুত্রতা ॥১৯৬
পুচ্ছে শিরসি যঃ শুক্লঃ শুক্লায়াল্লোহিতং বপুঃ।
দেবাদ্যভীষ্টো নীলোঽয়মুৎসৃষ্টঃ পাবনো বৃষঃ ॥১৯৭
রক্তো বা যদি বা শুক্লঃ সুবিষাণঃ শুভেক্ষণঃ।
যো ন হীনাতিরিক্তাঙ্গস্তং গোসহিতমুৎসৃজেৎ ॥১৯৮
দুহিতাপি তথা সাধ্বী শ্বশুরয়োরুপাস্তিকৃৎ।
পতিব্রতা চ ধর্মজ্ঞা পিত্রোর্দ্দুর্গতিকৃন্তবেৎ ॥১৯৯

প্রাণবায়ু,অন্ন, আশ্রয়কেন্দ্র, বস্ত্র, রজত, হিরণ্য, পশু, বিবাহ, সখা, বেদবিহিতযজ্ঞকারী, কৃপণ ও কন্যা এই সমস্তই এই সংসারে জ্যোতির্ময় কিন্তু পুত্র ইহলোকে ও পরলোকে পরমজ্যোতিঃস্বরূপ। যাঁহার পুত্রগণ দীর্ঘজীবন লাভ করে, এই সংসারে সেই ব্যক্তি পুণ্যকৃদ্গণের অন্যতম। বিশেষতঃ যাঁহার পুত্রগণ ধর্মপরায়ণ, সেই ব্যক্তি পরব্রহ্মের সাযুজ্য লাভ করেন।১৮৭-৮৮

পুত্র জন্মগ্রহণ করা-মাত্রই পিতা নিশ্চিতরূপে স্বর্গলাভ করেন। সেইহেতু পশু-পক্ষিগণও সকলে পুত্র ইচ্ছা করে।১৮৯

পতি জায়াতে পুনরায় জন্মলাভ করে বলিয়াই জায়ার জায়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নরক-সাগর হইতে ত্রাণ করে বলিয়া পুত্রেরও পুত্রত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।১৯০

যিনি পিতা, তিনিই পুত্র এবং জায়াই জননী। পতি ও পত্নীর মধ্যে ভিন্নত্ব না থাকায় সেই দুইয়ের মধ্যে পৃথকত্বও নাই—এই কথা তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞগণ বলেন।১৯১

এই সংসারে যাহার পুত্র জন্মে, ইহাই তাহার নিশ্চিত পন্থা। সেই পন্থা দেখিয়া পশু-পক্ষিগণও পুত্রার্থী হইয়া জায়াতে উপগত হয়।১৯২

পিতৃগণ স্বীয় বংশে পুত্রগণের জন্মলাভ আকাঙ্ক্ষা করেন। পুত্রগণের মধ্যে কেহ অবশ্যই গয়াধামে যাইয়া পিণ্ডদান করিবে, অথবা কেহ অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিবে, কিংবা কেহ নীলবৃষ উৎসর্গ করিবে। পিতৃগণ পুত্রগণ হইতে সকল ফলই ইচ্ছা করিবেন।১৯৩-৯৪

কেহ শুদ্ধাচার, কেহ বা শৌর্য্যোল্লম্বিতচিত্ত হইবে, কেহ রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিবে, অথবা কেহ দাতা হইবে, কিংবা কেহ কুরুক্ষেত্রে জ্ঞানী হইবে।১৯৫

জীবিত অবস্থায় পিতার বাক্যপালন, পিতার মৃতাহে প্রচুর ভোজন করান এবং গয়াধামে পিণ্ডদান এই কার্য্যত্রয় যথাবিধি সম্পন্ন করিলে পুত্রের পুত্রত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।১৯৬

যে বৃষের পুচ্ছ ও শিরোদেশ শুক্লবর্ণ, দেহ লোহিত বর্ণ, দেবাদির অভীষ্ট এবং পবিত্রতা-সম্পাদক এইরূপ নীলবৃষ উৎসর্গ করিবে।১৯৭

রক্ত বা শুক্লবর্ণ, সুন্দরশৃঙ্গ, সুন্দরনেত্র, অহীনাঙ্গ ও অনতিরিক্তাঙ্গ বৃষ গো-সহিত উৎসর্গ করিবে।

যঃ পিতা স চ বৈ পুত্রস্তৎসমা দুহিতাঽপি চ।
পুত্রশ্চ দুহিতা চোভৌ পিতুঃ সন্তানকারকৌ ॥২০০
তৎসুতঃ পাবয়েদ্ বংশান্ ত্রীন্ বৈ মাতামহাদিকান্।
দৌহিত্রঃ পুত্রবৎ স্বর্গমুক্তো শাস্ত্রৈশ্চ তৌ সমৌ ॥২০১
আধানাদিকসংস্কারাঃ প্রোক্তা যে বৈ দ্বিজন্মনঃ।
কর্তব্যাশ্চ স্বশাখোক্তাঃ কেচিৎ কুলক্রমেণ চ ॥২০২
চত্বারিংশচ্চ তে সর্বে নিষেকাদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
মখদীক্ষা চ বিবিধা তথৈবান্ত্যেষ্টিকর্ম চ ॥২০৩
কুলাচারোঽপি কর্তব্য ইতি শাস্ত্রবিদো বিদুঃ।
দেশাচারস্তথা ধর্ম ইতি প্রাহ পরাশরঃ ॥২০৪
অয়ং হি পরমো ধর্মঃ সর্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ।
হীনাচারশ্চ পুরুষো নিন্দ্যো ভবতি সর্বশঃ ॥২০৫
ক্লেশভাগী চ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেব চ।
আচারে ব্যবহারে চ দুরাচারো বিপর্যয়ঃ ॥২০৬

নৃণামাচরতো ধর্মঃ স্যাদধর্মো বিপর্য্যয়াৎ।
তস্মাদাদ্যেঽনুবর্তেত ব্যত্যয়ং তু বিবর্জয়েৎ ॥২০৭
আচারবন্তো মনুজা লভন্তে
আয়ুশ্চ বিত্তঞ্চ সুতাংশ্চ সৌখ্যম্।
ধর্মং তথা শাশ্বতমীশলোকম্
অত্রাপি বিদ্বজ্জনপূজ্যতাঞ্চ ॥২০৮
বেদাঃ সহাঙ্গৈঃ সপুরাণবিদ্যাঃ
শাস্ত্রাণি বেদ্যানি চ তদ্বিহীনম্।
কুর্য্যুর্ন বৈ তান্যপি সংস্মৃতানি
নরং পবিত্রং প্রবদন্তি বেদাঃ ॥২০৯
যেঽধীতবেদাঃ ক্রিয়য়া বিহীনা-
জীবন্তি বেদৈর্মনুজাধমাস্তান্।
বেদাস্ত্যজেয়ুর্নিধনস্য কালে
নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ ॥২১০

সেই প্রকার শ্বশুর ও শ্বশ্রূর উপাসনাকারিণী সাধ্বী, পতিব্রতা এবং ধর্মজ্ঞা দুহিতা পিতামাতার স্বর্গগমনের জন্য এইরূপ কার্য্যে ব্রতী হইবে।১৯৮-৯৯

যিনি পিতা, তিনিই পুত্র, দুহিতাও তত্তুল্যা। পুত্র এবং দুহিতা উভয়েই পিতার সন্তানের কারক। সেই দুহিতার পুত্র-মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহ এই তিনপুরুষকে উদ্ধার করে। পুত্র যেমন পিতৃলোকগণের স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ, সেইরূপ দৌহিত্রও মাতামহাদির স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া শাস্ত্রকারগণ পুত্র ও দৌহিত্র এই উভয়কে সমান বলিয়াছেন।২০০-১

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহাদিগের যে সকল গর্ভাধানাদি সংস্কার উক্ত হইয়াছে, স্বীয় শাখোক্ত বিধি অনুসারে সে সকল করা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ কুল-ক্রমানুসারে করিবে।২০২

সে সমস্ত নিষেকাদি চল্লিশপ্রকার ক্রিয়ার কথা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। বিবিধ মখদীক্ষা ও অন্ত্যেষ্টি-কর্ম এইগুলি কুলাচার অনুসারে করাই কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়াছেন। পরাশরমুনি দেশাচারকেও ধর্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।২০৩-৪

দেশাচার-পালন সকলের পক্ষেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম—ইহা নিশ্চয় বলিয়া জানিবে। আচারহীন পুরুষ সকলের নিন্দনীয় হয় এবং সে সর্বদা ক্লেশভোগ করে এবং ব্যাধিগ্রস্ত ও অল্পায়ু হয়। আচারে ও ব্যবহারে দুরাচার ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তির বিপরীত। ধর্মীয় আচার হইতেই মানুষের ধর্ম্ম প্রকাশ পায়; ইহার বিপরীত আচরণকে অধর্ম বলে। সেইহেতু প্রথমে ধর্মাচরণের অনুবর্ত্তন করিবে এবং ইহার বৈপরীত্য বর্জ্জন করিবে।২০৫-৭

আচারবান্ ব্যক্তিগণ আয়ুঃ বিত্ত, বহু সুত, সৌখ্য, ধর্ম ও নিত্য-ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন এবং সংসারে বিদ্বান্‌গণের পূজার পাত্র হন।২০৮

সাঙ্গবেদ, সপুরাণ বিদ্যা, বেদ্য ও শাস্ত্রসমূহ মানুষকে আচারবিহীন করে না। যে ব্যক্তি বেদ্য শাস্ত্রসমূহ স্মরণও করেন, বেদ সেই ব্যক্তিকে পবিত্র বলিয়া থাকেন।২০৯

যেরূপ পক্ষ জন্মিলে পক্ষিগণ নীড় ত্যাগ করে, সেইরূপ

আচারহীন-নরদেহগতাশ্চ বেদাঃ
শোচন্তি কিং নু গতবন্ত ইতি স্ম চিত্তে।
যন্মোহভবদ্ বপুষি চাস্য শুভপ্রহীণে।
স্থানং তদত্র ভগবান্ বিধিরেব শোচ্যঃ ॥২১১
কর্ত্তব্যং যত্নতঃ শৌচং শৌচমূলা দ্বিজাতয়ঃ।
শৌচাচারবিহীনানাং সর্বাঃ স্যুর্নিষ্ফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥২১২
তৎসদ্ভির্দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা।
বিণ্মূত্রশোধনং বাহ্যং চিত্তশুদ্ধিস্তথান্তরম্ ॥২১৩
মৃদ্ভিরদ্ভিরনালস্যং তৎকর্ত্তব্যং দ্বিজাতিভিঃ।
ভাবশুদ্ধিঃ পরং শৌচমাহুরাভ্যন্তরং বুধাঃ ॥২১৪
গন্ধলেপাপহং বাহ্যং শৌচমাহুর্মনীষিণঃ।
যস্য পুংসস্তু তচ্ছৌচং শৌচৈস্তস্য কিমন্যকৈঃ ॥২১৫

বাঙ্-মনো-জলশৌচানি সদা যেষাং দ্বিজন্মনাম্।
ত্রিভিঃ শৌচৈরুপেতো যঃ স স্বর্গ্যো
নাত্র সংশয়ঃ ॥২১৬
স্ত্রিয়ং রিরংসুর্দ্রবিণং জিহীর্ষুর্বধং চিকীর্ষুর্মনুজঃ পরস্য।
বিবক্ষুরত্যন্তমবাচ্যবাচং কথং স শুদ্ধিং সমুপৈতি-
শোকাৎ ॥২১৭
কিং নিষ্কামস্য নারীভিঃ কিং গতাসোশ্চ ভেষজৈঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্য কিং শৌচৈর্নিষ্ফলং মূর্খদানবৎ ॥২১৮
ন গতির্মূর্খদানেন ন তারোহম্বুনি চাশ্মনঃ।
তস্মাত্তস্য ন দাতব্যং সহ দাত্রা স মজ্জতি ॥২১৯
যথা ভস্ম তথা মূর্খো বিদ্বান্ প্রজ্বলিতাগ্নিবৎ।
হোতব্যঞ্চ সমিদ্ধেহগ্নৌ জুহুয়াৎ কো নু ভস্মনি ॥২২০

যে সকল নরাধম বেদ অধ্যয়ন করিয়া ক্রিয়া-হীনভাবে বেদাবলম্বনে জীবনযাপন করে, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে বেদ সে সকল নরাধমকে ত্যাগ করে।২১০

বেদসমূহ আচারহীন নরদেহ-গত হইয়া, "আহা! কি করিয়াছি? কেন এই আচারহীন ব্যক্তির দেহগত হইলাম" এইরূপ বলিয়া চিত্তে শোক করেন। 'এই ব্যক্তির আচারহীন দেহে আমাদের স্থান হইয়াছে', এবিষয়ে বিধান-কর্ত্তা ভগবান্ই একমাত্র শোকের পাত্র।২২১

যত্নপূর্বক শৌচক্রিয়া সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য, কেননা শৌচক্রিয়াই দ্বিজাতিগণের একমাত্র মূল। শৌচ এবং আচারহীন ব্যক্তিগণের সকল ক্রিয়াই নিষ্ফল হয়।২১২

সজ্জনগণ বলিয়া থাকেন যে, সেই শৌচ বাহ্য ও আভ্যন্তর-ভেদে দ্বিবিধ। মল-মূত্রশোধন বাহ্য শৌচ এবং চিত্তশুদ্ধি আন্তর শৌচ।২১৩

দ্বিজগণ মৃত্তিকা ও জল দ্বারা অনলসভাবে বাহ্যশৌচ করিবে। বুধগণ বলেন যে, ভাবশুদ্ধিই পরম আভ্যন্তর শৌচ।২১৪

মনীষিগণ বলেন,—সুগন্ধদ্রব্য লেপন করিয়া মল-মূত্রাদির দুর্গন্ধ বিনষ্ট করাই বাহ্যশৌচ। যে পুরুষের আভ্যন্তর শৌচ-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছে, তাহার আর অন্য শৌচের প্রয়োজন কি?২১৫

যে সকল দ্বিজাতির বাক্য, মন ও জলশৌচ সর্বদা কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে যিনি পূর্বোক্ত ত্রিবিধশৌচপরায়ণ হন, তিনিই স্বর্গ্য অর্থাৎ স্বর্গভোগ তাঁহার করায়ত্ত—এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।২১৬

যে ব্যক্তি পরস্ত্রী রমণ করিতে, পরদ্রব্য অপহরণ করিতে, অপরকে বধ করিতে এবং অত্যন্ত অবাচ্য বলিতে ইচ্ছুক, সে শৌচ হইতে কি প্রকারে শুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে?২১৭

নারী দ্বারা নিষ্কাম ব্যক্তির (যাহার চিত্তে কামরিপুর তাড়না নাই) কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? যাহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে, ঔষধে তাহার কি প্রয়োজন? জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির শৌচের প্রয়োজন কি? যেরূপ মূর্খ ব্যক্তিকে দান করিলে ঐ দান নিষ্ফল হয়, সেইরূপ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির শৌচ-ক্রিয়াও নিষ্ফল হয়।২১৮

যেরূপ জলে প্রস্তরের পরিত্রাণ হয় না, সেইরূপ মূর্খ ব্যক্তিকে দান করিলে দাতারও উৎকৃষ্ট গতিহয় না। সেই-হেতু মূর্খ ব্যক্তিকে দান করিবে না; যদি দান করে, তাহা

যথা শূদ্রস্তথা মূর্খঃ শূদ্রশ্চ ভস্মবত্তথা।
শূদ্রেণ সহ সংবাসং মূর্খে দানং বিবর্জয়েৎ ॥২২১
গ্রহীতা যো ন চেদ্ বিদ্বান্ তদ্দাতা গ্রাহকো যথা।
আত্মানং তারয়েন্নৈব নদীং বৈতরণীং দ্বিজঃ ॥২২২
যো মূর্খো বিশদাচারঃ ষট্কর্মাভিরতঃ সদা।
স নয়ন্ স্বর্গমাত্মানং বৃদ্ধাংশ্চৈব ন পীড়য়েৎ ॥২২৩
ন বিদ্যা ন তপো যস্য স্যাদত্তে চ প্রতিগ্রহম্।
নিপাতয়ন্ স দাতারমাত্মানমপ্যধো নয়েৎ ॥২২৪
হেম-ভূমি-তিলান্ গাশ্চ অবিদ্বানাদদাতি যঃ।
ভস্মীভবতি সোঽহ্নায় দাতুঃ স্যান্নিষ্ফলঞ্চ তৎ ॥২২৫
তস্মাদবিদ্বান্নাদদ্যাদল্পশোঽপি প্রতিগ্রহম্।
বিষতত্ত্বাপরিজ্ঞানী বিষেণাল্পেন নশ্যতি ॥২২৬
সর্বং গবাদিকং দানং পাত্রে দাতব্যমর্চিতম্।
বিদ্বদ্ভির্ন ত্বপাত্রে তু গতিমিচ্ছদ্ভিরাত্মনঃ ॥২২৭
হস্তি কৃষ্ণাজিনাদ্যাস্ত গর্হিতা যে প্রতিগ্রহাঃ।
সদ্ বিপ্রাস্তান্ন গৃহ্নীয়ুর্গৃহ্নানাস্ত পতন্তি তে ॥২২৮
কৃষ্ণাজিনপ্রতিগ্রাহী হয়ানাং শুক্রবিক্রয়ী।
নবশ্রাদ্ধস্য যো ভোক্তা ন ভূয়ঃ পুরুষো ভবেৎ ॥২২৯
যো গৃহ্নাতি কুরুক্ষেত্রে গ্রামং গাং দ্বিমুখীং গজম্।
নবশ্রাদ্ধান্নভুগ্ যশ্চ বর্জ্যা নির্মাল্যবদ্ দ্বিজাঃ ॥২৩০
এতে যান্ত্যন্ধতামিস্রং যাবন্ মন্বসহস্রকম্ ॥২৩১
বিষ্ণোশ্চ বহ্নেশ্চ রবেশ্চ জাতা
পৃথ্বী চ রাজ্ঞশ্চ মুনীশ গৌশ্চ।
কালে সুপাত্রে বিধিনা প্রদত্তা
প্রাপ্নোতি লোকত্রয়মেতদুক্তম্ ॥২৩২

হইলে, মূর্খ গ্রহীতাও দাতার সহিত নরকে নিমজ্জিত হয় ।২১৯

ভস্মে হোম করিলে যেরূপ ফল হয় না, মূর্খকে দান করিলেও সেরূপ ফল হয় না, কেননা শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, প্রজ্বলিত অগ্নিতে হোম করিবে, ভস্মে হোম করিবে না। বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রজ্বলিত অগ্নিস্বরূপ এবং মূর্খ ভস্মস্বরূপ। এইহেতু মূর্খকে দান করিবে না ।২২০

শূদ্র যে প্রকার দানগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র নহে, মূর্খও সেই প্রকার। শূদ্র হোমাযোগ্য ভস্মতুল্য। শূদ্রের সহিত বাস ও মূর্খকে দান বর্জন করিবে ।২২১

যে গ্রহীতা সে যদি বিদ্বান্ না হয়, তবে সেই দাতা গ্রাহকের ন্যায় নিজকে বৈতরণী নদী ত্রাণ করায় না। যে ব্যক্তি মূর্খ হইয়াও শাস্ত্রবিহিত আচার পালন করে এবং সর্বদা দ্বিজোচিত ষট্কর্মে রত থাকে, সে স্বর্গে গমন করে, অধিকন্তু শ্রেষ্ঠদিগের পীড়াদায়ক হয় না ।২২২-২৩

যাহার বিদ্যা নাই এবং তপস্যাও নাই, সে যদি কোনও দাতার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করে, তাহা হইলে সে দাতাকে অধঃপতিত করিয়া নিজেও অধোগামী হয় ।২২৪

যে অবিদ্বান্ ব্যক্তি স্বর্ণ, ভূমি, তিল ও গো-দান গ্রহণ করে, সে দ্রুত ভস্মীভূত হয় এবং দাতার সে দান সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হয় ।২২৫

সেইহেতু অবিদ্বান্ ব্যক্তি অল্পপরিমাণ প্রতিগ্রহও করিবে না, করিলে তাহার অধঃপতন সুনিশ্চিত। যেমন বিষক্রিয়া-সম্বন্ধে যাহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, সে যেরূপ অল্পবিষ দ্বারা বিনষ্ট হয়, সেইরূপ অবিদ্বান্ ব্যক্তি অল্প প্রতিগ্রহ করিলেও বিনষ্ট হইবে। মুক্তিকামী বিদ্বান্গণ গো আদি সমস্ত দানীয় দ্রব্য অর্চনা করিয়া যোগ্যপাত্রে দান করিবেন, কখনও অপাত্রে দান করিবেন না ।২২৬-২৭

হস্তী ও কৃষ্ণসার-মৃগ প্রভৃতি যে সকল গর্হিত প্রতিগ্রহ-দ্রব্য বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সদ্বিপ্রগণ তাহা গ্রহণ করিবেন না; যদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অধঃপতিত হইবেন ।২২৮

কৃষ্ণসার-মৃগ-প্রতিগ্রাহী, অশ্বসমূহের শুক্র-বিক্রেতা এবং নবশ্রাদ্ধের ভোক্তা পুনরায় আর মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয় না ।২২৯

যে সকল ব্যক্তি কুরুক্ষেত্রে গ্রাম, গর্ভবতী গো ও হস্তী গ্রহণ করে এবং নবশ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন করে, সেই সকল ব্যক্তিকে দ্বিজগণ নির্মাল্যের ন্যায় বর্জন করিবে ।২৩০

বেদবিদ্বান্ সদাচারঃ সদা বসতি সন্নিধৌ ।
ভোজনে চৈব দানে চ বর্জনীয়ো ন সত্তমৈঃ ॥২৩৩
অত্যাসন্নানধীয়ানান্ ব্রাহ্মণান্ যো ব্যতিক্রমেৎ ।
ভোজনে চৈব দানে চ হিনস্ত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥২৩৪
অনূচোঽপি নিরাচারাঃ প্রতিবাসনিবাসিনঃ ।
অন্যত্র হব্য-কব্যাভ্যাং ভোজ্যাঃ স্যুরুৎসবাদিষু ॥২৩৫
প্রোক্ত-প্রতিগ্রহাভাবে প্রাপ্তায়াং বৃহদাপদি ।
বিপ্রোঽশ্নন্ প্রতিগৃহ্নন্ বা যতস্ততোঽপি
নাধভাক্ ॥২৩৬
গুর্বাদিপোষ্যবর্গার্থং দেবাদ্যর্থঞ্চ সর্বতঃ ।
প্রত্যাদদ্যাদ্ দ্বিজাগ্রস্ত ভৃত্যর্থমাত্মনোঽপি চ ॥২৩৭
দধি-ক্ষীরাজ্য-মাংসানি গন্ধ-পুষ্পাঽম্বু-মৎস্যকান্ ।
শয্যাসনাশনং শাকং প্রত্যাখ্যেয়ং ন কর্হিচিৎ ॥২৩৮
অপি দুষ্কৃতকর্মভ্যঃ সমাদদ্যাদযাচিতম্ ।
পতিতাদিস্তদন্যেভ্যঃ প্রতিগ্রাহ্যমসংশয়ম্ ॥২৩৯
শক্তং প্রতিগ্রহীতুং যো বেদবৃত্তঃ সুসংবৃতম্ ।
লভ্যমানং ন গৃহ্লাতি স্বর্গস্তস্যাল্পকং ফলম্ ॥২৪০
প্রতিগ্রহমৃণং বাপি যাচিতং যো ন যচ্ছতি ।
তৎকোটিগুণগ্রস্তোঽসৌ মৃতো দাসত্বমৃচ্ছতি ॥২৪১
দাতা চ ন স্মরেদ্দানং প্রতিগ্রাহী ন যাচতে ।
উভৌ তৌ নরকং যাতৌ দাতা চাপি প্রতিগ্রহী ॥২৪২
অপাত্রস্য হি যদ্দত্তং দানং স্বল্পমপি দ্বিজাঃ ।
গ্রহীতা তৎক্ষণাদ্ যাতি ভস্মত্বং চাপ্যবারিতঃ ॥২৪৩

সহস্র মনু (কালের পরিমাণ) যাবৎ এই সকল গ্রহীতৃগণ ও ভোক্তৃগণ অন্ধতামিস্রনামক নরকভোগ করে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! বিষ্ণু, বহ্নি ও রবি হইতে উৎপন্ন পৃথ্বী ও রাজার গো যথাকালে যোগ্যপাত্রে বিধি অনুসারে প্রদত্তা হইলে দাতা ত্রিলোক প্রাপ্ত হন,—ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।২৩১-২৩২

যদি বেদবিদ্যায় বিদ্বান্ ও সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তি সর্বদা নিকটে বাস করেন, তাহা হইলে সজ্জনগণ দান ও ভোজনকালে তাঁহাকে বর্জন করিবেন না।২৩৩

বেদাধ্যয়নরত অতিসন্নিহিত ব্রাহ্মণগণকে যিনি ভোজন ও দানকালে ব্যতিক্রম করেন অর্থাৎ নিয়মিত ক্রমের অন্যথা করেন, তিনি স্বীয় সপ্তমকুল পর্য্যন্ত বিনষ্ট করেন।২৩৪

যাহারা বেদ অধ্যয়ন করে নাই এবং আচারহীন, তাহারা যদি প্রতিবেশী হয়, তাহা হইলে উৎসবাদি ব্যাপারে তাহাদিগকে ভিন্নস্থানে হব্য-কব্যাদি দ্বারা ভোজন করাইবে।২৩৫

কথিত দানগ্রহণের জন্য প্রতিগ্রাহীর অভাব হইলে এবং মহাবিপৎকাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ সেই দান গ্রহণ ও অন্নাদি ভোজন করিয়া অধোভাগী হইবেন না। গুরু আদি পোষ্যবর্গ, দেবতা প্রভৃতি এবং নিজের ভরণপোষণের জন্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সকলের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবেন।২৩৬-৩৭

দধি, ক্ষীর, ঘৃত, মাংস, গন্ধ, পুষ্প, জল, মৎস্য, শয্যা, আসন, ভোজ্য ও শাক কখনও প্রত্যাখ্যান করিবে না।২৩৮

দুষ্কার্য্যকারিগণের নিকট হইতে অযাচিতভাবে প্রতিগ্রহ করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠও পতিত ইত্যাদি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন ব্যক্তিগণের নিকট হইতে নিঃসংশয়ে প্রতিগ্রহ করিবে।২৩৯

বেদবিদ্যা-পারঙ্গত যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াও লভ্যমান উৎকৃষ্টগুণাবৃত বস্তু গ্রহণ করে না, স্বর্গ তাহাকে অল্পমাত্র ফল প্রদান করে।২৪০

ঋণগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি উত্তমর্ণ কর্ত্তৃক যাচিত হইয়াও উত্তমর্ণের প্রাপ্য প্রত্যর্পণ করে না, সে গৃহীত ঋণের কোটিগুণ ঋণগ্রস্ত হইয়া দেহাবসানে দাসত্ব প্রাপ্ত হয়।২৪১

দাতা দান করিয়া দানের কথা স্মরণ করিবে না; প্রতিগ্রহীতা দানলাভের জন্য যাচ্ঞা করিবে না। যদি উভয়ে যথাক্রমে স্মরণ ও দানলাভের প্রার্থনা করে, তাহা হইলে দাতা ও প্রতিগ্রাহী উভয়েই নরকগামী হয়।২৪২

শাস্ত্র যাহাকে দানের যোগ্যপাত্র বলিয়া নিশ্চয় করেন নাই—এইরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে অল্পমাত্রও

বদন্তি কবয়ঃ কেচিদ্দান-প্রতিগ্রহৌ প্রতি।
প্রত্যক্ষলিঙ্গমেবেহ দাতৃ-যাচকয়োরতঃ ॥২৪৪
দাতৃহস্তো ভবেদূর্দ্ধ্বং গ্রহীতুশ্চ ভবেদধঃ।
দাতৃ-যাচকয়োর্ভেদো হস্তাভ্যামেব সূচিতঃ ॥২৪৫
সূন্যাদীনাং চতুর্ণাঞ্চ যথা নিন্দিতভূপতেঃ
ন বিদ্বান্ প্রতিগৃহ্লীয়াৎ প্রতিগৃহ্নন্ ব্রজত্যধঃ ॥২৪৬
দুষ্টা দশগুণং পূর্বাৎ সূনী চক্র্যথ মদ্যকৃৎ।
বেশ্যা নিষিদ্ধনৃপতিঃ প্রতিগ্রহে পরঃ ক্রমাৎ ॥২৪৭
পরপাকং বৃথা মাংসং দেবানামপি দূষিতম্।
অনুপাকৃতমাংসঞ্চ নাদ্যঞ্চ লশুনাদিকম্ ॥২৪৮
ন ভোক্তব্যমভোজ্যান্নং কন্দ-মূলাদিকঞ্চ যৎ
ন পাতব্যমপেয়ঞ্চ দ্বিজৈরত্যন্তগর্হিতম্ ॥২৪৯

সত্যং যুক্তং সদা ক্রূয়াচ্ছনৈর্ধর্মং সমাচরেৎ।
যমান্ সনিয়মান্ কুর্য্যাদ্ গার্হস্থ্যং ব্রতমাচরন্ ॥২৫০
মাতৃঃ পিতৃনুপাধ্যায়ান্ গুরূন্ বিপ্রান্ সদার্হর্চয়েৎ।
এতান্ শ্রেষ্ঠাংস্তথা চান্যান্নিত্যং বিপ্রাভিবন্দনম্ ॥২৫১
দমং সেবেত সততং দানং দদ্যাচ্চ সর্বদা।
দয়াঞ্চ সর্বদা কুর্য্যাৎ তদ্বিনা নরকাশ্রয়ঃ ॥২৫২
দাম্যন্ স সর্বদাত্মানং মনোদাম্যং সদা দ্বিজৈঃ।
দয়ধ্বমিতি চৈবৈষাং শ্রুতির্বাজসনেয়িকী ॥২৫৩
যত্ত্রিধা কারকং কুর্য্যাৎ স্তনয়িত্নুর্ধ্বনিং দিবি।
দদেদ্ বেত্তি দমং দানং দয়ামিতি চ শিক্ষয়েৎ ॥২৫৪
রসা রসৈঃ সমা গ্রাহ্যা দেয়া অপি চ নান্যথা।
ন রসৈর্লবণং গ্রাহ্যং সমতো হীনতোঽপি বা ॥২৫৫

দান গ্রহণ করিয়া দ্বিজ অবাধে তৎক্ষণাৎ ভস্মত্ব প্রাপ্ত হয়।২৪৩

এইহেতু বিজ্ঞগণ দান ও প্রতিগ্রহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে ইহাই প্রত্যক্ষ চিহ্ন যে, দাতার হস্ত ঊর্দ্ধে থাকে এবং গ্রহীতার হস্ত নিম্নে থাকে ; দাতা ও গ্রহীতার হস্ত-দ্বয়ের যথাক্রমে ঊর্দ্ধে ও নিম্নে স্থাপন দ্বারাই দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে ভেদ সূচিত হইতেছে।২৪৫

বিদ্বান্ ব্যক্তি নিন্দিত-ভূপতি হইতে দানগ্রহণ করিবে না ; যদি এই বিধি লঙ্ঘন করিয়া দানগ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি অধোগামী হয়। নিন্দিত ভূপতিসম্বন্ধে শাস্ত্রে যেরূপ নিষেধ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ সূনী আদি নিম্নোক্ত চারব্যক্তি হইতেও দান গ্রহণ করিবে না—ইহাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।২৪৬

পূর্বোক্ত নিন্দিত দাতৃগণ অপেক্ষা সূনী, মদ্যপ্রস্তুত-কারী, চক্রী ও বেশ্যা এই চারজন এবং নিন্দিত নৃপতি প্রতিগ্রহ-কার্য্যে ক্রমান্বয়ে পর পর দশগুণ দোষপ্রাপ্ত। পরকৃত পক্কান্ন, বৃথা মাংস (যাহা দেবতোদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় নাই), দেবতাদিগের নিকটেও দূষিত অনুপাকৃত মাংস (যে পশুকে সংস্কারপূর্বক বধ করা হয় নাই—তাদৃশ পশুমাংস) এবং রশুন প্রভৃতি ভোজন করিবে না।২৪৭-৪৮

দ্বিজগণ অভোজ্য অন্ন এবং কন্দমূল হইতে উৎপন্ন ফলাদি ভোজন করিবে না, এবং অত্যন্ত গর্হিত অপেয় বস্তু পান করিবে না।২৪৯

সর্বদা সত্য ও যুক্তিযুক্ত কথা বলিবে এবং ধীরে ধীরে ধর্মাচরণ করিবে। গার্হস্থ্যব্রত আচরণ করিয়া যম, নিয়ম প্রভৃতি অভ্যাস করিবে।২৫০

মাতা, পিতা, উপাধ্যায়, গুরু, বিপ্র প্রভৃতিকে ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণকে সর্বদা বন্দনা করিবে এবং বিপ্রগণকে নিত্য অভিবন্দন করিবে।২৫১

সর্বদা দমগুণের সেবা করিবে অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়-সমূহকে দমন করিবে এবং সর্বদা দান করিবে ; সর্বদা জীবমাত্রে দয়াও করিবে। ইহার অন্যথা করিলে নরকবাস হইবে।২৫২

দ্বিজ সর্বদা আত্মা ও মনকে দমন করিয়া পূর্বোক্ত গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদিগের নিকট 'আপনি আমাকে দয়া করুন' এইরূপ প্রর্থনা করিবে, ইহা বাজসনেয়িকী শ্রুতিতে উক্ত আছে। (যজুর্বেদের অংশবিশেষের নাম বাজসনেয়ী)।২৫৩

মেঘ যেরূপ আকাশে ত্রিমপ্রকার ধ্বনি করে,

তিলা অপি সমা দেয়া ধান্যৈরন্যৈর্দ্বিজাতিভিঃ।
প্রপীড্যা নৈব যন্ত্রেষু ক্রয়ুরেতন্মনীষিণঃ ॥২৫৬
তিলবৎ সর্ববস্তূনি সস্নেহানি দ্বিজাতিভিঃ।
অপ্রপীড্যানি যন্ত্রেষু ক্রয়ুরেতন্মনীষিণঃ ॥২৫৭
বিক্রয়ব্যপদেশেন দুগ্ধ-দধ্যাদিসর্পিষাম্।
শুশ্রূষ্যান্ন তিরস্কুর্য্যাদুপাস্যান্নাবধীরয়েৎ ॥২৫৮
লোভাৎ কুর্য্যাদ্ দ্বিজন্মা যঃ স তু শূদ্রসমস্ত্র্যহাৎ
ন নিন্দ্যাচ্চ সমভ্যর্চ্যান্ন বিক্রীণীত গর্হিতান্ ॥২৫৯
অদেয়ানি ন বৈ দদ্যাদত্যাজ্যানি ন বৈ ত্যজেৎ।
অভাষ্যান্নৈব ভাষেচ্চ হীনাঙ্গাদ্যাংশ্চ ন ক্ষিপেৎ ॥২৬০
ন সংবদেচ্চ পিত্রাদ্যৈঃ পতিতাদ্যৈর্ন সংবিশেৎ।
ন মতিং নীচবর্ণায় দদ্যাদুচ্ছিষ্টমেব চ ॥২৬১

(মেঘ ধ্বনিদ্বারা দম, দান ও দয়ারূপ ত্রিবিধগুণের সূচনা করে) সেইরূপ দম, দান ও দয়া এই তিনটিও শিক্ষা করিবে।২৫৪

রসের পরিবর্ত্তে সমপরিমাণ রস গ্রহণ ও প্রদান করিবে। ইহার অন্যথা করিবে না। কিন্তু কখনও রসের পরিবর্ত্তে লবণ গ্রহণ করিবে না, তাহা উৎকৃষ্টই হউক আর নিকৃষ্টই হউক।২৫৫

দ্বিজাতিগণ অন্য ধান্যের সহিত সমপরিমাণ তিলও প্রদান করিবে। সেইগুলি যন্ত্রদ্বারা প্রপীড়িত করিয়া দিবে না—মনীষিগণ ইহাই বলিয়াছেন।২৫৬

মনীষিগণ ইহাও বলিয়াছেন যে, দ্বিজাতিগণ তিলের ন্যায় সকল স্নেহযুক্ত পদার্থ প্রপীড়িত অর্থাৎ চূর্ণীকৃত না করিয়াই যত্নপূর্বক প্রদান করিবে।২৫৭

দুগ্ধ, দধি, ঘৃত প্রভৃতির বিক্রয়চ্ছলে সমাগত ব্যক্তির কথা ইচ্ছাপূর্বক শ্রবণ করিবে, তাহাকে কখনও তিরস্কার করিবে না। উপকার প্রত্যাশায় তাহার অনুবর্ত্তন করিবে, কোনও প্রকারেই অবজ্ঞা করিবে না।২৫৮

কোনও দ্বিজ যদি লোভবশতঃ তিনদিন দুগ্ধ, দধি, ঘৃত প্রভৃতি বিক্রয় করে, তাহা হইলে সে শূদ্রতুল্য হয়, সুতরাং ব্রাহ্মণ দুগ্ধাদি বিক্রয় করিবে না। দুগ্ধাদি বিক্রয়রত গর্হিত জনগণকে নিন্দাও করিবে না, সমাদরও করিবে না।২৫৯

মতিং শূদ্রস্য যো দদ্যাদ্ যশ্চৈনং পর্য্যুপাসতে।
ন কিঞ্চিত্তস্য চাখ্যেয়ং ব্রতাদি-নিয়মাদিকম্ ॥২৬২
আচক্ষাণস্তু তদ্ধর্মং নরকাগ্নৌ প্রপচ্যতে।
নাদ্যাদন্নং নিষিদ্ধস্থং স্বপ্যাদ্ বা নার্দ্ধরাত্রিষু ॥২৬৩
বেদবিদ্যাবিতানানি বিক্রীণীত ন কাহচিৎ।
নাপত্যানি রসাদ্যানি ভূবৃত্তিং চান্বয়ে সতি ॥২৬৪
নাপঃ পিবেৎ স্বপাণিভ্যাং ন চ কণ্ডূতিকৃদ্ভবেৎ।
বিদিক্-প্রত্যগ্-উদগ্রস্তু শয়ীতাহ্নি ন সন্ধ্যয়োঃ ॥২৬৫
পাদুকাদি চ পালাশং ন বৃক্ষাদিনিকৃন্তনম্।
নোৎসৃজ্যং ষ্ঠীবনাদ্যঞ্চ কদাচিদ্ বৈ গবাদিষু ॥২৬৬
পদ্ভ্যাং স্পৃশ্যং গবাদ্যং নো নোচ্ছিষ্টং ন চ তদ্গতিঃ।
ন লঙ্ঘ্যং বৎস-তন্ত্র্যাদি বায্বগ্ন্যোর্নান্তরা গতিঃ ॥২৬৭

যে দ্রব্য দানযোগ্য নহে—তাহা দান করিবে না, যাহা পরিত্যাজ্য নহে—তাহা পরিত্যাগ করিবে না, যাহা বক্তব্য নহে—তাহা বলিবে না, এবং হীনাঙ্গদিগকে পরিত্যাগ করিবে না।২৬০

পিত্রাদি গুরুস্থানীয়গণের সহিত অবিনীতভাবে কথা বলিবে না। পতিত প্রভৃতির সহিত একাসনে উপবেশন করিবে না। নীচবর্ণ ব্যক্তিগণকে জ্ঞানদান করিবে না এবং উচ্ছিষ্টদ্রব্য প্রদান করিবে না।২৬১

যে ব্যক্তি শূদ্রের আচরণে আত্মবুদ্ধি নিবেশিত করে এবং শূদ্রের প্রতি সেবা-পরায়ণ হয়, সেই ব্যক্তি-সম্বন্ধে ব্রত-নিয়মাদি কিছুই বক্তব্য নাই। যিনি এইরূপ ব্যক্তিকে ধর্মোপদেশ করেন, তিনি নরকাগ্নিতে দগ্ধীভূত হন। নিষিদ্ধ স্থানের অন্ন ভোজন করিবে না, অর্দ্ধরাত্রে নিদ্রাগত হইবে না, বেদবিদ্যাবিস্তারক গ্রন্থাদি কখনও বিক্রয় করিবে না। সন্তান থাকিলে সন্তান, রসাদ্য দ্রব্য এবং জীবিকানির্বাহের ভূমি বিক্রয় করিবে না।২৬২-৬৪

স্বীয় হস্তদ্বয় দ্বারা অর্থাৎ অঞ্জলি করিয়া জলপান করিবে না, সর্বদা কণ্ডুয়ন-পরায়ণ হইবে না। ঈশান, বায়ু, অগ্নি ও নৈঋতকোণের দিকে এবং পশ্চিম ও উত্তরদিকে মস্তক রাখিয়া দিবসে প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ্যায় শয়ন করিবে না।২৬৫

ন দ্বয়োর্বিপ্রয়োর্নাগ্ন্যোঃ সৌরভেয্যোঃ পতি-স্ত্রিয়োঃ।
বিপ্রাগ্ন্যোর্বিপ্রপিণ্ডানাং নোগ্রোক্ষ্ণোর্বিষ্ণু-
তার্ক্ষ্যয়োঃ ॥২৬৮
সৌরভেয্যোর্জলাগ্ন্যোশ্চ মাহেয়ী-জলয়োরপি।
ভানু-ব্যোমাদিকানাং(?) তু ন কুর্য্যাদন্তরা গতিম্॥২৬৯
ভোজনাদিষু নাসক্তাং পশ্যেন্ন বিগতাংশুকাম্।
ন গচ্ছেৎ স্ত্রীং রজোযুক্তাং ন চাশ্নীয়াত্তয়া সহ।
ন গচ্ছেৎ স্ত্রীং রোগযুক্তাং প্রস্বপ্যান্ন তয়া সহ ॥২৭০
উত্তরীয়ং বিনা নৈব ন নগ্নোঽধঃ শয়ীত চ।
ন গেহে চৈব মার্গাদৌ ন নিষিদ্ধককুব্ মুখঃ ॥২৭১
নোপগঙ্গং সুরার্চাদি ন চ বিষ্ঠাগৃহান্তিকে।
অতিকালাতিগানে চ শুভমিচ্ছন্ বিবর্জয়েৎ ॥২৭২
জ্যেষ্ঠেন্দ্রচাপ-ভদ্রাখ্যা মূলনাম্না ন নির্দিশেৎ।
(ইন্দ্রচাপং ধয়ন্তী গৌর্ন খ্যাতব্যে পরস্য তে) ॥২৭৩
বর্জয়েদ্ধাবনং চৈব পাদয়োঃ কাংস্যভাজনে।
পৈশুন্যং মর্মভেদঞ্চ ন বদেন্ ম্লেচ্ছভাষিতম্ ॥২৭৪
প্রাকৃতঞ্চ কুশাস্ত্রাণি পাষণ্ডং হৈতুকানি চ।
ন শ্রোতব্যানি বিপ্রেণ যাতনাকারণানি চ ॥২৭৫
ন করং মস্তকে দদ্যান্মস্তকং ন করে তথা।
ন জান্বনোঃ শিরো ধার্য্যং নাঽপ্রাবৃতশিরা ভ্রমেৎ॥২৭৬
বৈণাশ্চ বদ্ধাশ্চ কদর্য্যচোরাঃ
ক্লীবাভিশস্তা গণিকা তু যা চ।
যো বৃদ্ধজীবী গণদীক্ষকা যে
তেষাং ন ভোজ্যং হ্যশনং দ্বিজাতৈঃ ॥২৭৭

পলাশকাষ্ঠনির্ম্মিত পাদুকা ব্যবহার ও বৃক্ষাদি ছেদন করিবে না। থুথু প্রভৃতি কখনও গো আদি পশুদেহে নিঃক্ষেপ করিবে না।২৬৬

গবাদি পশু ও উচ্ছিষ্ট পদ দ্বারা স্পর্শ করিবে না, উচ্ছিষ্ট-স্থান দিয়া গমন করিবে না। বৎস ও তন্ত্রী (বন্ধন-রজ্জু) প্রভৃতি লঙ্ঘন করিবে না, বায়ু ও অগ্নি-কোণের মধ্যদিয়া গমন করিবে না।২৬৭

বিপ্রদ্বয়, অগ্নিদ্বয়, গাভীদ্বয়, স্বামী-স্ত্রী, বিপ্র ও অগ্নি, বিপ্রপিণ্ডসমূহ, ভয়ঙ্কর বৃষদ্বয়, বিষ্ণু ও গরুড়, সৌরভেয়ীদ্বয়, জল ও অগ্নি, গাভী ও জল, সূর্য্য ও ব্যোমাদির মধ্যদিয়া গমন করিবে না।২৬৯

ভোজনাদি ব্যাপারে আসক্তা এবং বিবসনা স্ত্রীকে দর্শন করিবে না। রজোযুক্তা স্ত্রীতে উপগত হইবে না এবং তাহার সহিত ভোজন করিবে না; রোগগ্রস্তা স্ত্রীতে উপগত হইবে না এবং তাহার সহিত শয়ন করিবে না।২৭০

উত্তরীয় ভিন্ন নগ্নভাবে কখনও অধঃশায়ী হইবে না, গৃহে কিংবা পথ প্রভৃতিতে চলিবার সময়ে নিষিদ্ধ দিগভিমুখে চলিবে না, গঙ্গার সমীপে অন্য দেবতার অর্চনা করিবে না ও গৃহ-সন্নিকটে মলত্যাগ করিবে না। শুভেচ্ছু ব্যক্তি কাল ও যান-অতিক্রম বর্জন করিবে।২৭১-৭২

জেষ্ঠের নাম ধরিয়া ডাকিবে না, কোন অঙ্গ বক্র দেখিয়া 'ইন্দ্রধনু' ইত্যাদি বলিয়া উপহাস করিবে না, হঠাৎ কোন গর্হিত কর্মের জন্য কাহাকেও উনি 'ভদ্র' লোক কাজেই কোন দোষ হইবে না—ইত্যাদি স্থলে 'ভদ্র' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিবে না এবং পুত্রাদি ব্যতীত কাহাকেও তাহার প্রকৃত নাম ধরিয়া ডাকিবে না।২৭৩

কাংস্যপাত্রে পদযুগল প্রক্ষালন ও খলতা বর্জন করিবে। মর্ম-বিদারক ও ম্লেচ্ছ-কথিত ভাষা বলিবে না।২৭৪

নীচ, ধর্মবিরোধী, যুক্তি-প্রদর্শিত অশাস্ত্রীয় এবং ব্যথাদায়ক কথা বিপ্র শ্রবণ করিবে না।২৭৫

মস্তকে হস্তস্থাপন, হস্তে মস্তকস্থাপন ও জানুদ্বয়ে শিরঃস্থাপন করিবে না। বিশেষতঃ অনাবৃত মস্তকে ভ্রমণ করিবে না।২৭৬

বর্ণসঙ্কর, (রাজদ্বারে) অবরুদ্ধ, কৃপণ, চোর, ক্লীব, অভিশাপগ্রস্ত, বেশ্যা, সুদখোর ও সর্ববর্ণদীক্ষাদানকারিদিগের অন্ন দ্বিজগণ ভোজন করিবে না।২৭৭

ক্রূরাতুরা বৃদ্ধ-চিকিৎসকাশ্চ
যা পুংশ্চলী যৌ চ বিরোধি-শত্রূ।
ব্রাত্যোগ্রমত্তা অবলাজিতাশ্চ
অগ্রাহ্যমেষামশনং দ্বিজস্য ॥২৭৮

যে দাম্ভিকা যে চ সুবর্ণকারা
উচ্ছিষ্টভোজী পতিতশ্চ যশ্চ
যে পুত্রভার্য্যা বহুযাজকা যে
বিপ্রেণ চৈষাং ন হি ভোজ্যমন্নম্ ॥২৭৯

যে সোম-শস্ত্রাস্ত্র-কৃতাম্বু-তক্র-
ক্ষীরাজ্য-মাংসং লবণাজিনানি।
ক্ষৌমাণি লাক্ষা চ তিলান্ ফলানি
বিক্রেয়ুরেষামশনং ন ভোগ্যম্ ॥২৮০

জীবন্তি বৃত্ত্যা রসদানপানাং
কর্মারকা যেঽপি চ তন্তুবায়াঃ।
রাজা নৃশংসো রজকঃ কৃতঘ্নো-
ভোজ্যাশনা নৈব বিহিংসকাশ্চ ॥২৮১

যে চৈলধাবাশ্চ সুরাকৃতো যে
পৈশুন্যবাচো হ্যনৃতংবদাশ্চ।
যে বন্দিনো যেঽপি চ চাক্রিকাশ্চ
বিপ্রস্য চৈতেঽপি ন ভোজ্যশস্যাঃ ॥২৮২

মধ্বাসব-মধূচ্ছিষ্ট-দধি-ক্ষীর-রসৌদনান্।
মনুষ্যোপল-ধূপাংশ্চ কুশ-মৃৎ-পুষ্প-বীরুধঃ ॥২৮৩

কৌশেয়-কেশ-কুতপাম্নীরং বিষরসাংস্তথা।
শাকৈকশফ-পিণ্যাকগন্ধানৌষধিমূলকাঃ ॥২৮৪

বিক্রীণন্তি য এতানি বস্তূনি মনুজাধমাঃ।
তেষামন্নং ন ভোক্তব্যং তথোপপতিবেশ্মনঃ ॥২৮৫

যোঽপচস্য কদর্য্যস্য ভুঞ্জীতান্নং দ্বিজাধমঃ।
তৎক্ষণাচ্ছূদ্রবৎ স স্যান্মৃতো বিট্‌শূকরো
ভবেৎ ॥২৮৬

যোঽন্নং বার্দ্ধুষিকস্যাদ্যাদজাপালাদিকস্য চ।
অন্যস্যাপি নিষিদ্ধস্য সোঽনন্তং নরকং ব্রজেৎ ॥২৮৭

ক্রূর, আতুর, বৃদ্ধ, চিকিৎসক, পরপুরুষগামিনী নারী, বিরুদ্ধাচারী, শত্রু, ব্রাত্য (যথাকালে অনুপনীত), উগ্র, মত্ত ও অবলাজিতদিগের অন্ন দ্বিজের পক্ষে গ্রাহ্য নহে।২৭৮

দাম্ভিক, সুবর্ণকার, উচ্ছিষ্টভোজী, পতিত, পুত্র-ভার্য্যগামী ও বহুযাজকদিগের অন্ন বিপ্র ভোজন করিবে না।২৭৯

যাহারা সোম (কর্পূর), শস্ত্র, অস্ত্র, স্বকৃত জলাশয়ের জল, তক্র, ক্ষীর, ঘৃত, মাংস, লবণ, চর্ম, ক্ষৌম, লাক্ষা, তিল ও ফল বিক্রয় করে, বিপ্র তাহাদের অন্ন ভোজন করিবে না।২৮০

যাহারা মদ্যাদি রসের দান ও পানবৃত্তি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে এবং যাহারা কর্মকার ও তন্তুবায়ের বৃত্তি অবলম্বনে জীবনধারণ করে—তাহাদের অন্ন এবং নৃশংস ব্যক্তি, রাজা, রজক ও কৃতঘ্নদিগের অন্ন অহিংসা-পরায়ণ ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিবে না।২৮১

বস্ত্রধৌতকারী (ধোবা), সুরাপ্রস্তুতকারী, পৈশুন্য-বাদী (কর্কশভাষী), মিথ্যাবাদী, বন্দনাকারী এবং চাক্রিক অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধভাবে চক্রাকারে বন্দনাকারিদিগের (এইস্থলে 'চাক্রিক' শব্দে জাতিবিশেষকেও বুঝায়।) শস্য বিপ্রের ভোজ্য নহে। মধু, আসব, সোম, দধি, ক্ষীর, মদ্য, অন্ন, মনুষ্য, প্রস্তর, ধূপ, কুশ, মৃত্তিকা, পুষ্প, লতা, কৌশেয়, কেশ, ছাগলোমনির্ম্মিত কম্বল, জল, বিষাক্ত রস, শাক, অবিভক্তখুর পশু (অশ্বাদি), পিণ্যাক, গন্ধদ্রব্য, ওষধি ও মূল (আদা ইত্যাদি) প্রভৃতি দ্রব্য যে সমস্ত নরাধম বিক্রয় করে, ব্রাহ্মণ তাহাদের এবং উপপতির গৃহের অন্ন ভোজন করিবে না।২৮২-৮৫

যাহার পক্কান্ন গ্রাহ্য নহে—এইরূপ ব্যক্তির পক্কান্ন ও কৃপণ ব্যক্তির অন্ন যে দ্বিজাধম ভোজন করে, সে তৎক্ষণাৎ শূদ্রতুল্য হয় এবং মৃত্যুর পরে শূকর-বিষ্ঠায় পরিণত হয়।২৮৬

বার্দ্ধুষিক (সুদখোর), অজা (ছাগ)পালকাদি এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ ব্যক্তির অন্ন যে ভোজন করে, সে অনন্তকাল ধরিয়া নরকভোগ করে।২৮৭

পাণিগৃহীতভার্যায়াং সত্যাং যস্তু নরাধমঃ।
শূদ্রীহস্তেন ভুঞ্জীত পতিতঃ স সদৈব তু ॥২৮৮
ত্যক্তা যেনোঢ়ভার্য্যা তু ত্যক্তঃ স পিতৃদৈবতৈঃ।
ত্যক্তো দেবৈঃ স পাপীয়ান্ শূদ্রাদপ্যধমঃ স্মৃতঃ ॥২৮৯
যঃ শূদ্রীং ভজতে নিত্যং শূদ্রী তু গৃহমেধিনী।
বর্জিতঃ পিতৃদেবৈস্তু রৌরবং যাত্যসৌ দ্বিজঃ ॥২৯০
যঃ শূদ্র্যাঞ্চ স্বয়ং জাতো হ্যন্যস্যাং সোঽপি বৈ পুনঃ।
অন্যস্যাঞ্চ পুনঃ সোঽপি কিমস্য প্রেত্যচিন্তনম্ ॥২৯১
সর্বাদ্ ভুঞ্জীত নরকান্ বিংশতিং ত্বেকবর্জিতাম্।
রৌরবাদীন্ ক্রমেণৈব পাপিষ্ঠো যাবদম্বরম্ ॥২৯২
হেমন্ত-শিশিরর্ত্বোশ্চ প্রোষ্ঠপদ্যাঃ পরস্য চ।
পঞ্চস্বপরপক্ষেষু কার্য্যাঃ সাগ্নিভিরষ্টকাঃ ॥২৯৩
হেমন্তে শিশিরে চৈকা একৈকাথ তথা পরা।
প্রোষ্টপদ্যাং দ্বিজাতিস্ত্রো হ্যষ্টকা ইতি কেচন ॥২৯৪
দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চ তথৈবাগ্রয়ণদ্বয়ম্।
চাতুর্মাস্যব্রতান্যেব কার্য্যাণি সাগ্নিকৈর্দ্বিজৈঃ ॥২৯৫
অনূচানকৃতং কুর্য্যুঃ সদৈব ব্রতচারিণঃ।
অনূচানকুলে জাতাঃ সদৈব ব্রতচারিণঃ।
অগ্নিহোত্র রতা নিত্যং মাতাপিত্রাদিপূজকাঃ ॥২৯৬
প্রতিগ্রহনিবৃত্তাশ্চ জপ-হোমপরায়ণাঃ।
বৃত্তবন্তশ্চ যে বিপ্রাং স্নাতকাস্তে প্রকীর্তিতাঃ ॥২৯৭
সংক্রান্তিরর্কবারশ্চ ব্যতীপাতো যুগাদয়ঃ।
শুভর্ক্ষ-দিন-যোগেষু কার্য্যাঃ সাগ্নিভিরষ্টকাঃ ॥২৯৮
ন শূদ্রাদ্ভিক্ষিতেনৈতৎ কর্তব্যং মর্ম সদ্দ্বিজৈঃ।
চণ্ডালত্বমবাপ্নোতি যজ্ঞার্থং শূদ্রযাচকঃ ॥২৯৯
লব্ধং যজ্ঞায় যো বিপ্রো ন দদ্যাদ্ যজ্ঞকর্মণি।
স বায়সোঽথ বা গৃধ্রঃ কাকো বাঽথ প্রজায়তে ॥৩০০
শিলোঞ্ছবৃত্তিবিপ্রঃ স্যাদথবৈকাহিকাশনঃ।

বিবাহিতা ভার্য্যা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যে নরাধম শূদ্রী-পক্ব অন্ন ভোজন করে, সে সর্বদা পতিতরূপে গণ্য হয়।২৮৮

যে ব্যক্তি বিবাহিতা ভার্য্যা বর্জন করে, পিতৃপুরুষগণ ও দেবতাগণ তাহাকে বর্জন করে; সেই পাপিষ্ঠ শূদ্রাপেক্ষাও অধম।২৮৯

যে দ্বিজ নিত্য শূদ্রী-ভজনা করে এবং শূদ্রী যাহার গৃহিণীরূপে অবস্থান করে, সেই দ্বিজ পিতৃদেবগণ কর্তৃক বর্জিত হইয়া রৌরবনামক নরকে গমন করে।২৯০

যে স্বয়ং শূদ্রীগর্ভে জন্মলাভ করিয়াছে, সে পুনঃ পুনঃ অন্যান্য শূদ্রীগর্ভে পুত্ররূপে জন্মলাভ করিবে—সেবিষয়ে চিন্তা করিবার কি আছে? যে পর্য্যন্ত গগনমণ্ডল বর্ত্তমান আছে, সে পর্য্যন্ত সেই পাপিষ্ঠ ব্যক্তি রৌরবাদি একোনবিংশতি সমস্ত নরক ক্রমশঃ ভোগ করে।২৯১-৯২

হেমন্ত ও শীতঋতুতে, পূর্বভাদ্রপদ এবং উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে, পর এবং অপর পক্ষে এই পাঁচটি দিনে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিবে।২৯৩

দ্বিজগণ হেমন্ত ও শীতঋতুতে এক একটি করিয়া এবং পূর্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের পর একটি (মোট) এই তিনটি অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিবেন—ইহা কেহ বলেন।২৯৪

সাগ্নিক দ্বিজগণ অমাবস্যা, পৌর্ণমাসী আগ্রয়ণদ্বয় এবং চাতুর্মাস্য ব্রত করিবেন।২৯৫

ব্রতচারিগণ সর্বদা অনূচান (যিনি সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহাকে অনূচান বলে)-কৃত কর্ম করিবেন। অনূচানকুলে জাতগণ সর্বদা ব্রতাচরণশীল হইয়া থাকে। যে সকল বিপ্র প্রতিগ্রহ করেন না, নিয়ত জপ ও হোম-পরায়ণ এবং বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান-তৎপর, তাহারা স্নাতক বলিয়া কীর্ত্তিত হন।২৯৬-৯৭

সংক্রান্তি, রবিবার, ব্যতীপাত-যোগ, যুগাদি, শুভ নক্ষত্র, শুভদিন এবং শুভযোগে সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিবেন।২৯৮

সদ্দ্বিজ শূদ্র হইতে ভিক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা অষ্টকা শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কর্ম করিবে না। যজ্ঞার্থে শূদ্র হইতে যাচ্ঞা করিয়া যে ব্রাহ্মণ যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন করে, সে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।২৯৯

ত্র্যাহাহিকাশনো বা স্যাৎ কুম্ভী কুশূলধান্যকঃ ॥৩০১
পূর্বপূর্বতরঃ শ্রেয়ান্ তেষাং সন্তিঃ প্রকীর্তিতঃ।
সোমপঃ স্যাৎ ত্রিবর্ষান্নস্তৎপূর্বকৃৎ সমাশনঃ ॥৩০২
সোমেষ্টিং পশুযজ্ঞঞ্চ কুর্বীত প্রতিবাসরম্।
ইষ্টির্বৈশ্বানরী যা তু কর্ত বৈ্যতদসম্ভবে ॥৩০৩
সত্যামর্থস্য সম্পত্তৌ ন কুর্য্যাদ্ধীনদক্ষিণাম্।
তৎ কৃতঞ্চ ভবেদ্ ব্যর্থং প্রাপ্নুয়াৎ পশুযোনিতাম্ ।৩০৪
শ্রদ্ধাপূতং প্রদাতব্যং পাত্রে দানং সমর্চিতম্।
যাচিতেঽপি হি দাতব্যং পূতঞ্চ শ্রদ্ধয়া ধনম্ ॥৩০৫
শূদ্রান্নং ব্রাহ্মণোঽশ্নন্ বৈ মাসং মাসার্ধমেব চ।
তদ্‌যোনাবেব জায়তে সত্যমেতদ্ বিদুর্বুধাঃ ॥৩০৬
আশূদরস্থ-শূদ্রান্নো মৃতঃ শ্বা চোপজায়তে।
দ্বাদশ দশ বাষ্টৌ চ গৃধ্র-শূকর-পুক্কসাঃ ॥৩০৭
উদরস্থিত শূদ্রান্নো হ্যধীয়ানোঽপি নিত্যশঃ
জুহ্বন্ বাপি জপন্ বাপি গতিমূর্ধ্বাং ন বিন্দতি ॥৩০৮
অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃ স্মৃতম্।
বৈশ্যস্য চান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং রুধিরং স্মৃতম্ ॥৩০৯
আমং শূদ্রস্য পক্বান্নং পক্বমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে।
তস্মাদামঞ্চ পক্বঞ্চ শূদ্রস্য পরিবর্জয়েৎ ।৩১০
তস্মাচ্ছূদ্রং ন ভিক্ষেরন্ যজ্ঞার্থং সদ্‌দ্বিজাতয়ঃ।
শ্মশানমেব চ যচ্ছূদ্রস্তস্মাত্তং পরিবর্জয়েৎ ॥৩১১
কম্যানামথ বা ভিক্ষাং কুর্য্যাচ্ছেদ্ বৃত্তিকর্শিতঃ।
সচ্ছূদ্রাণাং গৃহে কুর্বন্ন তৎ পাপেন লিপ্যতে ॥৩১২
বিশুদ্ধান্বয়সঞ্জাতো নিবৃত্তো মাংস-মদ্যতঃ।
দ্বিজভক্তির্বণিগ্‌বৃত্তিঃ সচ্ছূদ্রঃ সম্প্রকীর্তিতঃ ॥৩১৩

যে ব্রাহ্মণ যজ্ঞার্থে লব্ধ অর্থ যজ্ঞকর্মে প্রদান করে না, সে ব্রাহ্মণ কাক, গৃধ্র অথবা খঞ্জ হইয়া জন্মলাভ করে। ব্রাহ্মণ শিলোঞ্ছ-বৃত্তিসম্পন্ন হইবে বা আহিকাশন অর্থাৎ একদিনের অন্নসঞ্চয়ী হইবে কিংবা ত্র্যাহাহিকাশন অর্থাৎ তিনদিনের অন্নসঞ্চয়ী হইবে অথবা কুম্ভী অর্থাৎ একটি কুম্ভে (জালা প্রভৃতি) যে পরিমাণ অন্ন ধরিবে, সেই পরিমাণ অন্ন সঞ্চয় করিবে, বা কুশূলধান্যক অর্থাৎ বেড় দিয়া যে ধান্য রাখার স্থান প্রস্তুত করা হয়, (মরাই, ধানের গোলা প্রভৃতি) তাহাতে অন্ন সঞ্চয় করিবে। ইহাদের মধ্যে পূর্ব পূর্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া অর্থাৎ কুশূলধান্যক হইতে কুম্ভী, তাহা হইতে ত্র্যাহাহিকাশন এইরূপে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সন্তগণ বলিয়াছেন। ত্রিবর্ষান্ন অর্থাৎ যাহার তিন বৎসর পর্য্যন্ত অন্নের সংস্থান আছে, সেই ব্যক্তি সোমপায়ী অর্থাৎ সোমযাগ করিবে। সমাশন অর্থাৎ যাহার একবৎসরের অন্নসংস্থান আছে, সেই ব্যক্তি সোমযাগের পূর্ববর্ত্তী ক্রিয়ানুষ্ঠানপরায়ণ হইবে। প্রতিদিন সোমযাগ ও পশুযাগ করিবে, সোমযাগ ও পশুযাগ করা অসম্ভব হইলে বৈশ্বানরযাগ করিবে। ধনসংগ্রহ থাকিলে দক্ষিণা-বিহীন যাগ করিবে না, যদি করা হয়, তাহা হইলে তৎকৃত যাগকর্ম ব্যর্থ হয় এবং সে পশুজন্ম লাভ করে।৩০০-৪

যোগ্যপাত্রে যথাবিধিসমর্চিত ও শ্রদ্ধাপূত দান করিবে। যাচিত হইয়াও শ্রদ্ধাপূর্বক পবিত্র ধন দান করিবে। বুধগণ বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ এক মাস বা মাসার্ধকাল শূদ্রান্ন ভোজন করিলে দেহান্তে সে শূদ্র-যোনি লাভ করে ইহা নিশ্চিত সত্য।৩০৫-৬

যে ব্রাহ্মণ অতিশীঘ্র শূদ্রান্ন উদরস্থ করিয়াছে, সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া কুকুররূপে জন্মলাভ করে এবং দ্বাদশ, দশ, ও অষ্টজন্ম (যথাক্রমে) গৃধ্র, শূকর ও পুক্কস (জাতিবিশেষ) হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন উদরস্থ করিয়াছে, সে নিত্য বেদাধ্যয়ন, হোম এবং জপ করিলে ঊর্দ্ধগতি লাভ করে না। ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃততুল্য, ক্ষত্রিয়ের অন্ন দুগ্ধতুল্য, বৈশ্যের অন্ন অন্নতুল্য, আর শূদ্রান্ন রুধিরতুল্য। শূদ্রস্বামিক আমান্ন পক্বান্নতুল্য, পক্বান্ন উচ্ছিষ্টতুল্য বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত থাকায় শূদ্রস্বামিক আমান্ন ও পক্বান্ন বিশেষরূপে বর্জন করিবে।৩০৭-১০

শূদ্রান্ন বর্জনীয় বলিয়া শাস্ত্রে নির্দেশ থাকায় সদ্-দ্বিজগণ যজ্ঞার্থে শূদ্রের নিকট ভিক্ষা করিবে না। শূদ্রকে শ্মশানবৎ মনে করিয়া তাহাকে বিশেষভাবে বর্জন করিবে। জীবন ধারণের আশা ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইলে সৎ শূদ্রগৃহে তণ্ডুলকণা ভিক্ষা করিবে, তাহাতে শূদ্রান্নগ্রহণ জনিত পাপে লিপ্ত হইবে না। বিশুদ্ধ বংশ-সম্ভূত ভোজননিবৃত্ত দ্বিজভক্তি-পরায়ণ বণিক্, সৎশূদ্র বলিয়া শাস্ত্রে সম্যগ্‌রূপে কীর্তিত হইয়াছে।৩১১-১৩

উদক্যাস্পৃষ্ট-সঙ্ঘৃষ্টং বাঞ্ছিতং বাপ্যুদক্যয়া।
শ্বস্পৃষ্টং শকুনোৎসৃষ্টং প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ ॥৩১৪
উচ্ছিষ্টঞ্চ পদা স্পৃষ্টং শুক্রঞ্চ পতিতেক্ষিতম্।
পর্য্যুষিতং চিরস্থঞ্চ কেশ-কীটাদ্যুপাহতম্ ॥৩১৫
পঙ্‌ক্ত্যুচ্ছিষ্টং গবাঘ্রাতং প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ।
নাশ্নীরন্নেতদশনং শমিচ্ছন্তো দ্বিজাতয়ঃ ॥৩১৬
শূদ্রাণামপি ভোজ্যান্নাঃ স্যুঃ সীরি-নাপিতাদয়ঃ।
সস্নেহমশনং ভোজ্যং চিরস্থমপি যদ্ ভবেৎ ॥৩১৭
অনাক্তা অপি ভোজ্যাঃ স্যুঃ সদ্যঃশ্রিতযবাদয়ঃ।
গর্ভিণ্যবৎসসূতিক্যা গবাদের্বর্জয়েৎ পয়ঃ ॥৩১৮
স্ত্রীণামেকশফোষ্ট্রীণাং তথারণ্যকমাবিকম্।
প্রসূতা ব্রাহ্মণী গৌশ্চ মহিষ্যোজাস্তথৈব চ ॥৩১৯
দশরাত্রেণ শুধ্যন্তি ভূমিশস্যং নবং পয়ঃ।
শাকাদিকঞ্চ বিড্‌জাতং করকাণি চ বর্জয়েৎ ॥৩২০
মাংসং কীটাদিভির্জুষ্টং প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ।
যে বয়ঃ ক্রব্যমশ্নন্তি তথা বিষ্ঠাভুজশ্চ যে ॥৩২১
শুক-টিট্টিভ-দাত্যূহাঃ কপোত-পিক-সারিকাঃ।
গোধাদ্যাংশ্চ পঞ্চনখান্ সিংহাদ্যান্ মৎস্যকাং-
স্তথা ॥৩২২
ধর্মশাস্ত্রোদিতানদ্যাৎ খর্বাকারাংশ্চ বর্জয়েৎ।
ভক্ষ্যং প্রাণাত্যয়ে মাংসং শ্রাদ্ধ-যজ্ঞোৎসবেষ্বপি ॥৩২৩
কৃত্বা চ বিধিবচ্ছ্রাদ্ধং পশ্চাত্তৎ স্বয়মশ্নুতে।
নাদ্যাদবিধিনা মাংসং মৃত্যুকালেঽপি ধর্মবিৎ ॥৩২৪
যদৈবাব্যয়সম্পত্তিস্তদৈবং মন্ত্রয়েদ্ দ্বিজান্।
যত্র বা তত্র বা কালে নাদ্যং ত্ববিধিনামিষম্ ॥৩২৫
ভক্ষয়ন্নরকে তিষ্ঠেৎ পশুলোমসমাঃ সমাঃ।
গৃহস্থোঽপি হি যো নাদ্যাৎ পিশিতং তু কদাচন ॥৩২৬
স সাক্ষান্মুনিভিঃ প্রোক্তো যোগী চ ব্রহ্মলোকগঃ।
ন স্বয়ঞ্চ পশুং হন্যাচ্ছ্রাদ্ধকালেঽপ্যুপস্থিতে ॥৩২৭

ঋতুমতী রমণী কর্তৃক স্পৃষ্ট, বিমর্দিত ও বাঞ্ছিত-দ্রব্য, কুকুরস্পৃষ্ট এবং শকুনপরিত্যক্ত-দ্রব্য বিশেষরূপে যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে।৩১৪

উচ্ছিষ্ট, পদস্পৃষ্ট, পতিতদৃষ্ট, নবনীত, পর্য্যুসিত, বহুকালযাবৎস্থিত, কেশ-কীটাদি দ্বারা দূষিত, পঙ্‌ক্তিস্থিত উচ্ছিষ্ট ও গো-কর্তৃক আঘ্রাত-দ্রব্য যত্নপূর্ব্বক বর্জন করিবে; মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দ্বিজগণ এই সমস্ত দ্রব্য ভোজন করিবে না।৩১৫-১৬

শূদ্রদিগের মধ্যে ভূমিকর্ষক ও নাপিতাদির অন্ন ভোজন করিবে এবং যে দ্রব্য বহুকালের স্নেহপদার্থযুক্ত, তাহাও ভোজন করিবে।৩১৭

সদ্যঃ আশ্রিত যবাদি স্নেহপদার্থযুক্ত না হইলে তাহা ভোজন করিবে। গর্ভিণী এবং মৃতবৎসা গাভীর দুগ্ধ বর্জন করিবে। অবিভক্তখুরবিশিষ্টা উষ্ট্রীগণের ও আরণ্যক-মেষীগণের দুগ্ধ বর্জ্জন করিবে। প্রসূতী ব্রাহ্মণী, গো, মহিষী ও তজ্জাত সন্তানগণ, ভূমিশস্য ও নবদুগ্ধ দশরাত্র অতীত হইলে শুদ্ধ হয়। বিট্ হইতে উৎপন্ন শাক ও করক (বংশাঙ্কুর, ব্যাঙের ছাতা) বর্জন করিবে। কীটাদিসেবিত মাংসবিশেষ যত্ন সহকারে বর্জন করিবে। যে সকল পক্ষী মাংস ভোজন করে এবং যে সকল পক্ষী বিষ্ঠা ভোজন করে, সে সকল পক্ষী এবং শুক, টিট্টিভ, চাতক, কপোত, কোকিল ও শালিক-পক্ষিণী বর্জন করিবে। ধর্মশাস্ত্রোক্ত গোধাদি পঞ্চনখ (শশক, সজারু, গোসাপ, কূর্ম ও গণ্ডার), সিংহাদি পশু ও মৎস্য ভোজন করিবে কিন্তু খর্বাকার অর্থাৎ শিশু অবস্থায় ইহাদিগকে বর্জন করিবে। প্রাণসংশয়কাল উপস্থিত হইলে এবং শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ, উৎসব প্রভৃতি শাস্ত্রীয় কার্য্যে নিবেদিত মাংস ভক্ষণ করিবে। বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিবে। ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলেও বিধি অনুসারে নিবেদিত মাংস ভিন্ন অন্য মাংস ভক্ষণ করিবে না।৩১৮-২৪

যখনই ধন সঞ্চিত হইবে, তখনই দ্বিজগণকে আমন্ত্রণ করিবে অর্থাৎ আমন্ত্রণ করিয়া সাধ্যমত ধনাদি প্রদান করিবে। যে কোনও সময়েই অবিধিপূর্বক আমিষ ভোজন করিবে না। যদি

ক্রব্যাদৈঃ সারমেয়াদ্যৈর্হতং মৃগাদিমাহরেৎ।
এতচ্ছাকবদিচ্ছন্তি পবিত্রং দ্বিজসত্তমাঃ ॥৩২৮
সমর্থো যস্য যস্তু স্যাদন্নং দত্ত্বা তু দেহিনাম্।
সত্যামিতি নিরাতঙ্কো লোকদৃষ্টং নিগদ্যতে ॥৩২৯
অন্যাদেরপি ভক্ষ্যস্য স্নেহ-মদ্যামিষস্য চ।
মহাফলা নিবৃত্তিঃ স্যাৎ প্রবৃত্তিরস্বর্গসাধনাঃ ॥৩৩০
একোঽব্দশতমশ্বেন যজেত পশুনা দ্বিজঃ।
নান্যস্তু মাংসমশ্নাতি স্বর্গপ্রাপ্তিস্তয়োঃ সমাঃ ॥৩৩১
হেম-রজত-শঙ্খানাং পাত্রাণাং বৈণবস্য চ।
চর্মণো রজ্জুবস্ত্রাণাং শুদ্ধির্জায়েত করিণা ॥৩৩২
স্ফ্যাদীনাং যজ্ঞপাত্রাণাং ধান্যানাং বাসসামপি।
অন্যেষাং চয়রূপাণাং প্রোক্ষণাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥৩৩৩

অবিধিপূর্বক আমিষ ভোজন করে, তাহা হইলে পশুর গায়ে যত লোম আছে তত বৎসর নরকে অবস্থান করিতে হইবে। গৃহস্থ হইয়াও যিনি কদাচ মাংস ভোজন করেন না, মুনিগণ তাঁহাকে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত যোগী বলেন। শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হইলে শ্রাদ্ধার্থে স্বয়ং পশুবধ করিবে না। রাক্ষস এবং সারমেয়াদি জন্তু দ্বারা হত-মৃগাদি শ্রাদ্ধার্থে সংগ্রহ করিবে। দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ এইরূপে সংগৃহীত মাংসকে শাকতুল্য পবিত্র মনে করেন।৩২৫-২৮

যাহার যেরূপ সামর্থ্য, সে তৎপরিমাণ অন্ন সাধু-ব্যক্তিগণকে দান করিয়া নিজেকে অর্থ-সঞ্চয়-হেতু আতঙ্ক হইতে মুক্ত করিবে। (মনীষিগণ) ইহাকেই লোকদৃষ্ট নিরাতঙ্ক বলেন। অন্নাদি ভক্ষ্যদ্রব্য, স্নেহপদার্থ, মদ্য ও আমিষ-দ্রব্যের প্রতি প্রবৃত্তি অর্থাৎ ভোজনাসক্তি স্বর্গসাধনরহিত আর তদ্বস্তু হইতে নিবৃত্তিই হইল মহাফল অর্থাৎ মোক্ষসাধনের উপায়।৩২৯-৩০

একজন দ্বিজ যদি শতবৎসর অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, আর অন্য ব্যক্তি যদি মাংসভোজন ত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই দুই ব্যক্তির মধ্যে স্বর্গলাভের অধিকারে সমতাই লক্ষিত হয়, কিছুমাত্র সমতার তারতম্য হয় না।৩৩১

স্বর্ণ, রজত, তাম্র, শঙ্খ, বংশ ও চর্মনির্মিত পাত্র রজ্জু বস্ত্র ও জল দ্বারা শুদ্ধিলাভ করে।৩৩২

মার্জনাম্মখপাত্রাণাং হস্তেন মখকর্মণি।
অম্ভোজপত্রকৈরুষ্ণৈঃ শুধ্যতঃ কৌশিকাবিকে ॥৩৩৪
শ্রীফলৈরংশুপট্টানাং সারিষ্টৈঃ কুতপস্য চ।
মৃণ্ময়ানি পুনঃ পাকৈঃ ক্ষৌমাণি সিতসর্ষপৈঃ ॥৩৩৫
শুধ্যেত কারুহস্তস্থং পণ্যং যৎ স্যাৎ প্রসারিতম্।
ভৈক্ষ্যঞ্চ প্রোক্ষণাচ্ছুধ্যেৎ স্পৃষ্টিঃ
সাক্ষান্ন যস্য তু ॥৩৩৬
স্ত্রীমুখঞ্চ সদা শুদ্ধং ভূমির্লেপবিবর্জিতা।
অপরা দহনাদ্যৈশ্চ গৃহং মার্জন-লেপনৈঃ ॥৩৩৭
দ্রবদ্রব্যাণি শুধ্যন্তি বহ্নিনা প্লাবনেন চ।
ক্রব্যাদাদ্যৈর্হতং মাংসং সর্বদা শুচি কীর্তিতম্ ॥৩৩৮

যজ্ঞবেদিতে ব্যবহার্য্য খড়গাকৃতি কাষ্ঠখণ্ডসমূহ, যজ্ঞীয় পাত্র, ধান্য, বস্ত্র ও চয়তুল্য অন্যান্য দ্রব্য প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে বলিয়া শাস্ত্রকারগণ ইচ্ছা করেন। (বেড় প্রভৃতি খনন করিলে তত্তীরে স্তূপীকৃত মৃত্তিকার নাম চয়)।৩৩৩

যজ্ঞকর্মে যজ্ঞীয়-পাত্র হস্তদ্বারা মার্জন করিলেই শুদ্ধ হয়। কৌশেয় ও মেষলোমজাত বস্ত্র উষ্ণ পদ্মপত্র দ্বারা শুদ্ধ হয়।৩৩৪

পট্টবস্ত্র শ্রীফল দ্বারা, ছাগলোমজাত কম্বল রিঠা দ্বারা, মৃণ্ময়-পাত্র পুনরায় পাক দ্বারা এবং ক্ষৌমবস্ত্র শ্বেতসর্ষপ দ্বারা শুদ্ধ হয়।৩৩৫

শিল্পী-হস্তস্থিত প্রসারিত পণ্য স্বয়ং শুদ্ধ। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য যে কোনও ব্যক্তির সাক্ষাদ্‌ভাবে স্পর্শ না হইলে প্রোক্ষণ করিলেই শুদ্ধ হয়।৩৩৬

স্ত্রীমুখ সর্বদা শুদ্ধ, কোন অশুদ্ধদ্রব্যের লেপবর্জিতা ভূমি স্বয়ং শুদ্ধা, অন্য ভূমি অর্থাৎ যে ভূমি লেপযুক্তা, তাহা অগ্ন্যাদি দ্বারা এবং গৃহ মার্জন ও গোময়াদি লেপন দ্বারা শুদ্ধ হয়। রসাল দ্রব্য অগ্নি এবং প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধ হয়। রাক্ষসাদি কর্তৃক আহৃত মাংস সর্বদা শুচি বলিয়া শাস্ত্রে কীর্তিত আছে।৩৩৭-৩৮

গাভীর তৃপ্তি-সম্পাদক ভূমিতলগত স্বাভাবিক-

তৃপ্তিকৃৎ সৌরভেয়াশ্চ স্বভাবস্থং মহীগতম্।
বদন্তি সূরয়ো বারি পবিত্রমিব সর্বদা ॥৩৩৯
গৌর্বহ্নি-ভানবচ্ছায়া জলমশ্বং বসুন্ধরা।
বিপ্রুষো মক্ষিকা বায়ুর্ন দুষ্যন্তি কদাচন ॥৩৪০
শুচিঃ প্রস্থাপনে বৎসো অজাশ্বৌ মুখতস্তথা।
শুচিঃ প্রস্রবণে বৎসস্তথাজাশ্বৌ মুখে শুচী।
ন তু গৌর্মুখতো মেধ্যা ন চ গোমুখজা মলাঃ ॥৩৪১
সোম-ভাস্করয়োর্ভাভিঃ পথশুদ্ধিঃ প্রকীর্তিতা।
ওষ্ঠাধরৌ শ্মশ্রুকরৌ সস্নেহৌ ভোজনাদনু ॥৩৪২
ন দুষ্যেচ্ছক্তিজঃ প্রাহ বাল-বৃদ্ধ-স্ত্রিয়ো মুখম্ ॥৩৪৩
স্নাত্বা পীত্বা চ ভুক্ত্বা চ সুপ্ত্বা তপ্ত্বা তথৈব চ।
গত্বা রথ্যাদিকে চৈব শুদ্ধিরাচমনেন তু ॥৩৪৪
নাপো মূত্র-পুরীষাভ্যাং নাগ্নির্দহতি কর্মণা।
ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেণ ন বিপ্রোঽবেদকর্মণা ॥৩৪৫

ভাবে অবস্থিত দ্রব্য জলের ন্যায় সর্বদা পবিত্র বলিয়া দেবগণ বলিয়া থাকেন।৩৩৯

গো, অগ্নি, সূর্য্যচ্ছায়া, জল, অশ্ব, বসুন্ধরা, গোলাকার জলবিন্দু, মক্ষিকা এবং বায়ু কদাচ দূষিত হয় না। গো-বৎস একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থাপন করিলে শুচি। অজ এবং অশ্বমুখ শুচি। দুগ্ধক্ষরণকালে গো-বৎস, অজা এবং অশ্বমুখ শুচি। গোমুখ পবিত্র নহে, গোমুখজ মলও পবিত্র নহে। চন্দ্র এবং সূর্য্যকিরণে পথ শুদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে। শ্মশ্রুযুক্ত স্নেহপদার্থলিপ্ত ওষ্ঠ এবং অধর ভোজনের পর শুদ্ধ। শক্তিমুনির পুত্র পরাশর বলিয়াছেন যে, বালক, বৃদ্ধ এবং স্ত্রীলোকের মুখ দুষ্ট হয় না।৩৪০-৪৩

স্নান, পান ও ভোজন করিয়া, নিদ্রা যাইয়া, উত্তপ্ত (আতপাদি দ্বারা) হইয়া এবং রাস্তা প্রভৃতিতে গমন করিয়া আচমন দ্বারা শুদ্ধ হইবে।৩৪৪

মূত্র ও বিষ্ঠা দ্বারা বাহিত জল দূষিত হয় না, অগ্নি কর্ম দ্বারা দগ্ধ করে না, জার-সংসর্গে অর্থাৎ মনের দ্বারা অন্য পুরুষের সংসর্গে স্ত্রী দুষ্টা হয় না এবং বেদবহির্ভূত কর্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ দুষ্ট হন না।৩৪৫

পদ্মাশ্ম-লোহাঃ ফল-কাষ্ঠ-চর্ম-
ভাণ্ডস্থতোয়ৈঃ স্বয়মেব শৌচাৎ।
পুংসাং নিশাস্বধ্বনি চাঽসখানাং
স্ত্রীণাঞ্চ শুদ্ধির্বিহিতা সদাপি ॥৩৪৬
নভসঃ পঞ্চদশ্যাং তু পঞ্চম্যাঞ্চ তথাঽপরে।
নভস্যস্য চতুর্দশ্যামুপাকর্ম যথোদিতম্ ॥৩৪৭
তদ্বিদঃ কেচিদিচ্ছন্তি নভসঃ শ্রবণেন তু।
হস্তেন বাথ পঞ্চম্যামধ্যায়ানাং বদন্তি তৎ ॥৩৪৮
যচ্ছাখয়োপনীতঃ স্যাদ্ ব্রহ্মচারী দ্বিজোত্তমঃ।
তচ্ছাখাবিহিতং তস্য উপাকর্মাদি কীর্ত্যতে ॥৩৪৯
অতো বেদাধিকারিত্বং বেদপাঠস্য কীর্তনে।
অনুপাকৃতবিপ্রাদের্বেদাধ্যয়নদুষ্কৃতম্ ॥৩৫০
মুঞ্জোপবীতাজিন-দণ্ডকাষ্ঠং
ত্যাজ্যং ন তৎ স্যাদ্ ব্রত- চারিণাপি।

পদ্ম, প্রস্তর ও লোহ, ফল, কাষ্ঠ ও চর্মভাণ্ডস্থ জল স্বয়ংই শুদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রে কীর্তিত আছে। রাত্রিতে ও পথে সখাহীন পুরুষগণের এবং সখীহীনা স্ত্রীগণের সর্বদাই শুদ্ধি জানিবে।৩৪৬

ভাদ্রমাসের চতুর্দশীতিথিতে সংস্কারপূর্বক বেদগ্রহণ যেরূপ কথিত হইয়াছে, শ্রাবণমাসের পঞ্চদশী ও পঞ্চমী তিথিতেও সেরূপ সংস্কারপূর্বক বেদগ্রহণ কর্তব্য বলিয়া কেহ কেহ বলেন। তদ্‌বিষয়ে অভিজ্ঞগণ বলেন যে, শ্রাবণমাসের শ্রবণা-নক্ষত্র, হস্তা-নক্ষত্র ও পঞ্চমীতিথিতে সংস্কারপূর্বক বেদগ্রহণ কেহ কেহ ইচ্ছা করেন।৩৪৭-৪৮

দ্বিজোত্তম ব্রহ্মচারী বেদের যে শাখোক্ত বিধিতে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, সেই শাখা-বিহিত সংস্কার-করণানন্তর বেদগ্রহণ তাহার কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে। এইহেতু বেদপাঠ ও কীর্তনে তাহার অধিকার নিশ্চিত হইয়াছে। যে সকল বিপ্র সংস্কারপূর্বক বেদগ্রহণ করে নাই, তাহাদের পক্ষে বেদাধ্যয়ন গর্হিত কর্ম।৩৪৯-৫০

উপনয়নের পর ব্রতপরায়ণগণও মুঞ্জমেখলা,

অক্লিষ্টমেকো ব্রতলোপপাপং
সংস্কারমন্যং পুনরর্হয়েয়ুঃ ॥৩৫১
ওষধানাং তু সদ্‌ভাবে স্বশাখবিহিতং তু যৎ।
রোহিণ্যাঞ্চ সহস্তস্য উপাকর্মণি কুর্বতে ॥৩৫২
ন ভবেদনুপাকর্মা ব্রাহ্মণঃ স্নাতকো ব্রতী।
কর্মচ্যুতো ভবেদ্ ব্রাত্যো ব্রাত্যো নিষ্কৃতিকৃচ্ছুচিঃ॥৩৫৩
অথাহতঃ স্যাদনধ্যায়ো মৃতগুর্বাদিষু ত্র্যহম্।
মিত্রকাদিষ্বহোরাত্রমধীত্যারণ্যকৈঃ শুচিঃ ॥৩৫৪
অষ্টকাসু তথাষ্টম্যাং পৌর্ণমাস্যাং শশিক্ষয়ে।
মন্বাদৌ যুগ-পক্ষাদাবিন্দ্রচাপোচ্ছ্রয়েষু চ ॥৩৫৫
চাতুর্মাস্যে দ্বিতীয়ায়াং চতুর্দশ্যামহর্নিশম্।
অহোরাত্রে নৃপে সংস্থে ব্রতিনি শ্রোত্রিয়ে যতৌ॥৩৫৬
অত্র ত্র্যহমনধ্যায়মিচ্ছন্তি চাপরে দ্ব্যহম্।
অশৌচে সূতকান্তে চ যাবচ্ছুদ্ধিস্তয়োর্ভবেৎ ॥৩৫৭

যজ্ঞোপবীত, অজিন ও দণ্ডকাষ্ঠ ত্যাগ করিবে না। যদি পূর্বোক্ত দ্রব্যগুলি ত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অক্লেশসাধ্য ব্রতলোপ-হেতু পাপভাগী হইয়া পুনরায় সে সংস্কারার্হ হইবে।৩৫১

ওষধি অর্থাৎ ধান্য-যবাদি দ্রব্য পাওয়া গেলে অগ্রহায়ণ-মাসে রোহিণীনক্ষত্রে স্বশাখোক্ত উপাকর্ম করিবে।৩৫২

স্নাতক, ব্রতী ও ব্রাহ্মণ কখনও উপাকর্ম-বর্জিত হইবে না। উপাকর্মচ্যুত ব্রাহ্মণ ব্রাত্যনামে অভিহিত হয়। ব্রাত্য ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নিষ্কৃতি (পাপমুক্তি) লাভ করিয়া শুচি হয়।৩৫৩

অনন্তর অনধ্যায় সম্বন্ধে বলা হইতেছে,—গুরু প্রভৃতির মৃত্যু হইলে তিনদিন অনধ্যায়, মিত্রাদির মৃত্যু হইলে একরাত্রি অনধ্যায়। যদি অনধ্যায় দিবসে অধ্যয়ন করে, তবে আরণ্যকপাঠ দ্বারা শুদ্ধি হইবে। (বেদের উপসংহার-ভাগ ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের উপসংহার-ভাগ আরণ্যক)।৩৫৪

অষ্টকাত্রয়ে, অষ্টমীতিথিতে, পৌর্ণমাসীতে, অমাবস্যায়, মন্বাদি, যুগাদি ও পক্ষাদিতে, পৌষমাসে, আশ্রয়স্থল নষ্ট হইলে, চতুর্মাস্য ব্রত আরম্ভ হইলে, দ্বিতীয়াতিথি ও চতুর্দশীতিথিতে অহোরাত্র অনধ্যায়। নৃপ, ব্রতী,

দেশান্তরগতে প্রেতে শ্রুতেঽপি স্যাদহর্নিশম্।
গুর্বাদৌ বা নৃপত্যাদৌ ইতি বাসিষ্ঠজোঽব্রবীৎ ॥৩৫৮
প্রতিগৃহ্য ত্বহোরাত্রং ভুক্ত্বা শ্রাদ্ধিকমেব চ।
তজ্‌জ্ঞা ক্রয়ুরনধ্যায়ানৃতুসন্ধাবহর্নিশম্ ॥৩৫৯
পশ্বাদ্যৈরন্তরায়াতৈরহোরাত্রং বিদুর্বুধাঃ।
অকালগর্জিতে বৃষ্টাবগ্নিদাহে চ সপ্তসু ॥৩৬০
সামানি দুঃখিতানাঞ্চ খরাদীনাঞ্চ নিঃস্বনে।
পতিত-শ্যাব-শূদ্রা-হন্ত্যসন্নিধানে ন কীর্তয়েৎ ॥৩৬১
আত্মন্যশুচি দেশে তু বিদ্যুৎ-স্তনিত-রোহিতে।
মৃধে চ কলহে দেশবিপ্লবে লোকবিগ্রহে ॥৩৬২
পাংশুবর্ষেঽম্বুমধ্যে চ দিগ্‌দাহ-গ্রামদাহয়োঃ।
নীহারে চ ভবেদ্ বিদ্বান্ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি ॥৩৬৩
ধাবংশ্চ ন পঠেদ্ বিদ্বান্ পূতিগন্ধস্তথৈব চ।
বিশিষ্টে জগতে গেহে গাত্রাস্পৃঙ্নির্গমে তথা ॥৩৬৪

শ্রোত্রিয় ও যতির মৃত্যু হইলে অহোরাত্র অনধ্যায়—এস্থলে কেহ কেহ তিনদিন, কেহ কেহ বা দুইদিন অনধ্যায় ইচ্ছা করেন। অশৌচ উৎপন্ন হইলে এবং অশৌচ অন্ত হইলে যে পর্য্যন্ত না উভয়ের মধ্যে শুদ্ধি জন্মে, সে পর্য্যন্ত অনধ্যায়।৩৫৫-৫৭

পরাশর মুনি বলিয়াছেন যে, গুরু ও নৃপতি প্রভৃতি দেশান্তরে যাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়াও অহর্নিশ অনধ্যায় পালন করিবে। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রতিগ্রহ ও ভোজন করিয়া অহোরাত্র অনধ্যায় পালন করিবে। তদ্‌বিষয়ে অভিজ্ঞগণ বলেন যে, উভয় ঋতুর সন্ধিতে দিবা রাত্রি অনধ্যায়।৩৫৮-৫৯

অধ্যয়নকালে পশু প্রভৃতি অধ্যাপক ও শিষ্যের মধ্যদিয়া গমন করিলে অহোরাত্র অনধ্যায়—ইহা জ্ঞানিগণ বলেন। অকালে মেঘগর্জন, বৃষ্টি অথবা অগ্নিদাহ হইলে অনধ্যায়। এই সপ্ত অবস্থায় অনধ্যায় জানিবে। (১। গুরু ও ২। নৃপতির বিদেশে মৃত্যু, ৩। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যগ্রহণ ও ভোজন, ৪। অধ্যয়নকালে গুরু ও শিষ্যের মধ্য দিয়া পশ্বাদির গমন, ৫। অকালে মেঘগর্জন, ৬। বৃষ্টি ও ৭। অগ্নিদাহ)।৩৬০

ভোজনায়োপবিষ্টস্য হ্যুত্থিতস্যার্দ্রপাণিনঃ।
বান্তাহঽচান্তে তথাঽজীর্ণে মহারাত্রেঽতি-
মারুতে ॥৩৬৫
রজোবৃষ্টৌ চ যানাদৌ আরূঢ়স্য তথা দ্বিজঃ।
এতানন্যাংশ্চ তৎকালাননধ্যায়ান্ বিদুর্বুধাঃ ॥৩৬৬
যো বর্জয়েদনধ্যায়ান্ বেদাধ্যয়নকৃদ্ দ্বিজঃ।
ভবন্তি তস্য সফলা বেদাঃ প্রোক্তাঃ ফলপ্রদাঃ ॥৩৬৭
যে চৈতেষু পঠন্ত্যজ্ঞাঃ পাঠলোভেন লোভিতাঃ।
ন শাশ্বতা ভবেদ্ বিদ্যা নিষ্ফলা চৈব জায়তে ॥৩৬৮
যঃ পঠেদ্ বিধিবদ্ বেদান্ ব্রতী চেন্দ্রিয়সংযমী।
ব্রহ্মত্বমিহ লোকেঽপি ঐশ্বর্য্য-সুখভাগ্ ভবেৎ ॥৩৬৯

জনানাং শৃণ্বতাং মার্গে গচ্ছন্ যস্তু পঠেদ্ দ্বিজঃ।
নিষ্ফলাস্তস্য বেদাশ্চ বেদবিপ্লবদোষভাক্ ॥৩৭০
যঃ পঠেৎ স্বরহীনস্তু লক্ষণেন বিবর্জিতম্।
সঙ্কীর্ণগ্রামমধ্যে তু স ভবেদ্ বেদবিপ্লবী ॥৩৭১
যে স্বাধ্যায়মধীয়ীরন্নধ্যায়েষু লোভতঃ।
বজ্ররূপেণ তে মন্ত্রাস্তেষাং দেহে ব্যবস্থিতাঃ ॥৩৭২
নাক্রামেদমরাদীনাং ছায়াঞ্চ পরযোষিতাম্।
বান্ত-ষ্ঠীবন-বিণ্মূত্র-কার্পাসা-ঽস্থি-কপালিকাঃ ॥৩৭৩
নাবজ্ঞেয়াঃ কদাপি স্যুর্নৃপ-বিপ্রোরগাদয়ঃ।
শ্রিয়ং কামং সমাকাঙ্ক্ষেন্ন স্পৃশেন্মর্ম কস্যচিৎ ॥৩৭৪
নিত্যং বর্তেত চাজস্রং ধর্মার্থৌ চ সদাঽর্জয়েৎ।

সামগান করিবার সময়ে স্বর কষ্টদায়কভাবে ধ্বনিত হইলে সামগান করিবে না এবং পতিত ও শ্যাব (নীল ও পীতবর্ণমিশ্রিত বর্ণ যাহার, তাহাকে শ্যাব বলে) শূদ্র ও অন্ত্যজ-সন্নিধানে সামগান করিবে না।৩৬১

স্বয়ং অপবিত্র স্থানে থাকিলে, বিদ্যুৎ চমকাইলে, মেঘ গর্জন হইলে, সরলরেখাবিশিষ্ট ইন্দ্রধনু আকাশে দৃষ্ট হইলে, যুদ্ধকালে, কলহ উপস্থিত হইলে, দেশবিপ্লবে, লোকবিগ্রহে, অশুভরাশিদৃষ্ট বর্ষে, জলমধ্যে, দিগ্‌দাহ ও গ্রামদাহে, নীহারবিন্দু পতিত হইলে এবং উভয় সন্ধ্যাকালে বেদপারগ বিদ্বান্ ব্যক্তি অনধ্যায় পালন করিবে।৩৬২-৬৩

ধাবমান অবস্থায়, দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া, বিশিষ্ট ব্যক্তি গৃহে আগত হইলে, শরীরে হইতে রক্ত নির্গত হইলে, ভোজনার্থে উপবিষ্ট, গমনার্থে উত্থিত ও আর্দ্রহস্ত ব্যক্তির সন্নিধানে, বমন ও আচমনকালে, উদরে অজীর্ণ দেখা দিলে, গভীররাত্রে প্রবলভাবে বায়ু প্রবাহিত হইলে, রজোবৃষ্টি হইলে এবং যানাদিতে আরূঢ় ব্যক্তির নিকটে বিদ্বান্ দ্বিজ বেদপাঠ করিবে না। পূর্বোক্ত এই সকল কাল এবং অন্যান্য কালকে বুধগণ অনধ্যায় বলিয়া থাকেন।৩৬৪-৬৬

যে বেদাধ্যায়ী-দ্বিজ অনধ্যায়কাল বর্জন করিয়া বেদাধ্যয়ন করে, তাহার ফলপ্রদায়ক বেদপাঠ সফল হয় —ইহা শাস্ত্রে উক্ত আছে।৩৬৭

যে সকল অজ্ঞব্যক্তি পূর্বোক্ত অনধ্যায়কালে বেদপাঠজনিত ফললাভের আশায় লুব্ধ হইয়া বেদপাঠ করে, তাহার শাশ্বত বিদ্যা ত হয়ই না অধিকন্তু পাঠ নিষ্ফল হয়।৩৬৮

যিনি ব্রতাচরণপূর্বক ইন্দ্রিয়সমূহকে নিগৃহীত করিয়া বিধিবোধিতরূপে বেদপাঠ করেন, তিনি ইহলোকে ঐশ্বর্য্য ও সুখভাগী হইয়া দেহান্তে ব্রহ্মত্ব লাভ করেন।৩৬৯

পথে গমনকালে শ্রোতৃজনগণের নিকট যে দ্বিজ বেদপাঠ করে, তাহার বেদপাঠ নিষ্ফল হয় এবং সে বেদবিপ্লব-দোষভাগী হয়।৩৭০

যে ব্যক্তি সঙ্কীর্ণ গ্রামমধ্যে লক্ষণবর্জ্জিত ও স্বরবিহীন বেদপাঠ করে, সে বেদবিপ্লবী নামে অভিহিত হয়।৩৭১

যাহারা বেদপাঠজনিত ফললাভের লোভে অনধ্যায় কালে বেদ অধ্যয়ন করে, বৈদিক মন্ত্রসমূহ তাহাদের দেহে বজ্র হইয়া বিশেষভাবে অবস্থান করেন।৩৭২

দেবগণের ও পরস্ত্রীগণের ছায়া এবং বমন, থুথু, বিষ্ঠা, মূত্র, কার্পাস, অস্থি ও মাথার খুলি পায়ের দ্বারা মাড়াইবে না।৩৭৩

নৃপ, বিপ্র ও উরগ (সর্প) ইহাদিগকে কখনও অবজ্ঞা

ন কঞ্চিত্তাড়য়েদ্ধীমান্ সুতং শিষ্যঞ্চ তাড়য়েৎ।
তাড়য়েন্নাভিতোঽধস্তান্ন তানন্যত্র তাড়য়েৎ ॥৩৭৫
আচারেণ সদা বিদ্বান্ বর্ত্তেত যো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স ব্রহ্ম পরমাপ্নোতি বরেণ্যোঽমুত্র চেহ চ ।৩৭৬
আচারমূলং শ্রুতিশাস্ত্রবিত্তম্
আচারশাখাশ্চ তদুক্তকৃত্যম্।
আচারপর্ণানি হি তন্নিয়োগ-
আচারপুষ্পাণি যশোধনানি ॥৩৭৭
আচার বৃক্ষস্য ফলং হি নাক-
স্তস্মাচ্চ সুস্বাদুরসশ্চ মুক্তিঃ।
তস্মাদনন্তং ফলদং তু তত্ত্ব-
মাচারমেবাশ্রয় যত্নপূর্বম্ ॥৩৭৮

যে ধর্মশাস্ত্রে বিহিতাশ্চ কেচিদ্
ধর্মা দ্বিজাগ্নোরপি তে চ সর্বে।
যত্নেন কার্য্যাঃ পিতৃ-দেবভক্তৈঃ
শ্রাদ্ধানি কার্য্যাণ্যথ তানি বক্ষ্যে ॥৩৭৯
যত্নেন ধর্মো গৃহমেধিবিপ্রৈঃ
প্রীতেন বাচা বপুষা চ কার্য্যঃ।
আয়ুঃ প্রজা শ্রীর্ভুবি পূজিতত্বং
তস্মাল্লভন্তে দিবি দেবভোগান্ ॥৩৮০

* * *

ইতি শ্রীবৃহৎপরাশরীয়ে ধর্মশাস্ত্রে সুব্রতপ্রোক্তায়াং
ধর্মস্মৃত্যাং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

করিবে না। সর্বদা শ্রী ও কাম্য বস্তু আকাঙ্ক্ষা করিবে, কাহারও মর্মস্থলে কখন আঘাত করিবে না।৩৭৪

ধীমান্ ব্যক্তি ধর্ম এবং অর্থলাভের জন্য নিত্য প্রবৃত্ত হইবে এবং নিরন্তর ধর্ম ও অর্থ অর্জন করিবে। কখনও কাহাকেও তাড়না করিবে না, কেবল শিষ্য ও পুত্রকে শিক্ষার জন্য তাড়না করিবে কিন্তু তাহাদের নাভির অধোদেশে তাড়না (প্রহার) করিবে, অন্যত্র তাড়না করিবে না। যে জিতেন্দ্রিয় বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্বদা আচারপালনে প্রবৃত্ত থাকেন, তিনি ইহলোকে বরেণ্য ও পরলোকে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।৩৭৫-৭৬

বেদশাস্ত্রবৃক্ষের আচারই মূল, বেদোক্ত কৃত্য সেই আচারের শাখা, বেদোক্ত নিয়োগ সেই আচারের পত্র এবং যশঃ ও ধন সেই আচারের পুষ্প।৩৭৭

বেদরূপ আচারবৃক্ষের ফল স্বর্গ, তাহা হইতে সুখে উত্তমরসভোগ ও মুক্তি হয়। সেইহেতু অনন্তফলদায়ক বেদবিহিততত্ত্বস্বরূপ আচারকেই যত্নপূর্বক আশ্রয় করিবে।৩৭৮

ধর্মশাস্ত্রে দ্বিজ ও অগ্নি সম্বন্ধে এবং অন্য যে কোন ধর্ম সম্বন্ধে যাহা বিহিত হইয়াছে, সে সকল ধর্ম যত্নপূর্বক পালন করিবে। পিতৃ ও দেবগণের প্রতি ভক্তিমান্ ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য—অনন্তর সেইসকল কথা বলিব। গৃহস্থ বিপ্র যত্নপূর্বক প্রীতমনে বাক্য ও শরীর দ্বারা ধর্মাচরণ করিবে। এরূপ করিলে সেই বিপ্র আয়ুঃ, প্রজা, শ্রী ও জগৎপূজ্যত্ব লাভ করিয়া দেহের অবসান হইলে স্বর্গলোকে গমন করত দেবভোগ লাভ করেন।৩৭৯-৮০

শ্রীবৃহৎপরাশরীয়-ধর্মশাস্ত্রে সুব্রতমুনিপ্রোক্ত ধর্মসম্বন্ধীয় স্মৃতিশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ

অথ শ্রাদ্ধবিধিঃ

শ্রাদ্ধং বৃদ্ধাবচন্দ্রেভচ্ছায়া-গ্রহণ-সঙ্ক্রমে।
ব্যতীপাত-বিষুব-কৃষ্ণপক্ষ-পাত্রার্থলব্ধিষু ॥১
অষ্টকা হ্যয়নে দ্বে চ শ্রাদ্ধং প্রতি যদা রুচিঃ।
পুণ্যশ্রাদ্ধস্য কালোঽয়মৃষিভিঃ পরিকীর্তিতঃ ॥২
যুগাদিষু চ কর্তব্যং মন্বন্তরাদিকেঽপি চ।
শ্রাদ্ধকালো হ্যয়ং প্রোক্তো মন্বাদ্যৈর্ধর্মকর্তৃভিঃ ॥৩
নবান্নে নবতোয়ে চ নবচ্ছন্নে তথা গৃহে।
নবৈক্ষবেষু চেহন্তে পিতরো হি মঘাস্বিব ॥৪
কানঃ পৌনর্ভবো রোগী পিশুনো বৃদ্ধিজীবিকঃ।
কৃতঘ্নো মৎসরো ক্রূরো মিত্রধ্রুক্ কুনখী গদী ॥৫
বিদ্ধপ্রজননঃ শ্বিত্রি-শ্যাবদন্তাবকীর্ণিনঃ।
হীনাঙ্গশ্চাতিরিক্তাঙ্গো বিক্লবঃ পরনিন্দকঃ ॥৬
ক্লীবা-ঽভিশস্ত-বাগ্‌দুষ্ট-ভৃতকাধ্যাপকাস্তথা।
কন্যাদূষী বণিগ্‌বৃত্তিবিনাগ্নিঃ সোমবিক্রয়ী ॥৭
ভার্য্যাজিতোঽনপত্যশ্চ কুণ্ডাশী কুণ্ড-গোলকঃ।
পিত্রাদিত্যাগকৃৎ স্তেনো বৃষলীপতি-তর্জকৌ ॥৮
অনুক্তবৃত্তিস্ত্বজ্ঞাতঃ পর-পূর্বাপতিস্তথা।
অজাপালো মাহিষিকঃ কর্মদুষ্টাশ্চ নিন্দিতাঃ ॥৯
যোঽসৎপ্রতিগ্রহগ্রাহী যশ্চ নিত্যং প্রতিগ্রহী।
গ্রহসূচক-দূতৌ চ পিতৃশ্রাদ্ধেষু বর্জিতাঃ ॥১০

সপ্তম অধ্যায়

অনন্তর শ্রাদ্ধবিধি বর্ণিত হইতেছে।

বৃদ্ধি (সংস্কার-কর্ম) উপস্থিত হইলে, অমাবস্যা তিথিতে, গজচ্ছায়াযোগে, গ্রহণ হইলে, সূর্য্যসংক্রমণে, ব্যতীপাতযোগে (রবিবারে অমাবস্যাতিথি, শ্রবণা, অশ্বিনী, ধনিষ্ঠা, আর্দ্রা ও অশ্লেষানক্ষত্র যুক্ত হইলে তাহাকে ব্যতীপাতযোগ কহে), বিষুব দিনে ও কৃষ্ণপক্ষে শ্রাদ্ধগ্রহণযোগ্য পাত্র অর্থপ্রাপ্তির জন্য আগমন করিলে শ্রাদ্ধ করিবে।১

পূপাষ্টকা, শাকাষ্টকা, মাংসাষ্টকা, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন, শ্রাদ্ধকাল এবং যখনই শ্রাদ্ধ করিবার রুচি হয়, তখনই এই পুণ্যজনক শ্রাদ্ধ করিবার উপযুক্ত কাল বলিয়া ঋষিগণ কর্তৃক কীর্তিত হইয়াছে।২

যুগচতুষ্টয়ের প্রথমদিনে এবং মন্বন্তরদিনে শ্রাদ্ধ করিবার কাল বলিয়া মনু আদি ধর্মশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন। পিতৃগণ মঘানক্ষত্রযোগে যেইরূপ শ্রাদ্ধের আকাঙ্ক্ষা করেন, সেইরূপ গৃহে নূতন ধান্য উঠিলে, নূতন জল নিপতিত হইলে, নূতনভাবে গৃহ আচ্ছাদিত হইলে এবং ইক্ষুরসোৎপন্ন নূতন গুড় বা চিনি প্রস্তুত হইলে পিতৃলোকগণ পুত্রাদির নিকট হইতে শ্রাদ্ধলাভের ইচ্ছা করেন।৩-৪

কাণচক্ষুঃ, পৌনর্ভব (বৈধব্যলাভের পর পুনর্বিবাহিতার গর্ভজাত সন্তানকে পৌনর্ভব বলে), রোগী, খল, সুদখোর, কৃতঘ্ন, ঈর্ষ্যাপরায়ণ, ক্রূর, মিত্রদ্রোহী, কুৎসিৎ-নখধারী, বিষবান্ বিদীর্ণপ্রজননেন্দ্রিয়, শ্বিত্ররোগী, কৃষ্ণবর্ণদন্ত, ব্রতভ্রষ্ট, হীনাঙ্গ, অতিরিক্তাঙ্গ, বিহ্বলচিত্ত, পরনিন্দক, ক্লীব, অভিশস্ত, বাগ্‌দুষ্ট, ভৃতিগ্রাহী শিক্ষক, কুমারীধর্ষক, বণিকের বৃত্তিধারী, নিরগ্নি, সুরাবিক্রয়ী, পত্নী-বশীভূত, অপত্যহীন, জারজান্নভোজী, কুণ্ড (সধবার উপপতিজাত সন্তান), গোলক (বিধবা অবস্থায় জাত সন্তান), পিত্রাদিত্যাগী, চোর, শূদ্রা-বিবাহকারী ব্রাহ্মণ, ক্রোধে গর্জনকারী, শাস্ত্রানুল্লেখ্য-বৃত্তিসম্পন্ন অজ্ঞাতকুল, অপরের বিবাহিতা বা বাগ্‌দত্তা স্ত্রীর পতি, অজা-পালক, ব্যভিচারিণীর অন্নপুষ্টব্যক্তি অথবা মহিষোপজীবী, দুষ্টকর্মকারিগণ, নিন্দিতগণ, অসৎপ্রতিগ্রাহী, নিত্য-প্রতিগ্রাহী, প্রতিগ্রহ-সূচনাকারী এবং দূত ইহারা পিতৃশ্রাদ্ধ হইতে বর্জিত অর্থাৎ ইহাদের পিতৃশ্রাদ্ধের অধিকার নাই।৫-১০

একাদশাহে ভুঞ্জন্তঃ শূদ্রান্ন-রসসংযুতাঃ।
গুরুতল্পগো ব্রহ্মঘ্নো যস্য চোপপতির্গৃহে ॥১১
প্রেতস্পৃক্ তৈলনির্ণেক্তা বহুযাজক-যাচকৌ।
বক-কাক-বিড়ালাহশ্ব-শূদ্রবৃত্তিশ্চ গর্হিতঃ ॥১২
বাগ্দুষ্ট-বালদমকৌ নিত্যমপ্রিয়বাক্ চ যঃ।
আসক্তো দ্যূতকামাদাবতিবাক্ চৈব দূষিতঃ ॥১৩
নিরাচারাশ্চ যে বিপ্রাঃ পিতৃ-মাতৃবিবর্জিতাঃ।
বিদ্বাংসোহপি হি নাভ্যর্চ্যাঃ পিতৃশ্রাদ্ধেষু সত্তমৈঃ ॥১৪
ন বেদৈঃ কেবলৈর্বাপি তপসা কেবলেন বা।
সদ্বৃত্তৈরেব সা প্রোক্তা পাত্রতা ব্রাহ্মণস্য চ ॥১৫
যত্র বেদাস্তপো যত্র যত্র বৃত্তং দ্বিজাগ্রগে।
পিতৃশ্রাদ্ধে তং যত্নাদ্ বিদ্বান্ বিপ্রং সমর্চয়েৎ ॥১৬

মৃত্যুদিন হইতে একাদশদিনে রসসংযুক্ত শূদ্রান্নভোজী ব্রাহ্মণগণ, গুরুদারাভিগামী, ব্রহ্মহত্যাকারী, যাহার গৃহে উপপতির সমাগম হয়, প্রেতস্পর্শকারী, তৈলশোধক, বহুযাজন-পরায়ণ ব্রাহ্মণ, যাচক, বকবৃত্তি, কাকবৃত্তি, বিড়ালবৃত্তি, অশ্ববৃত্তি ও শূদ্রবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি পিত্রাদি শ্রাদ্ধে নিন্দিত হয় অর্থাৎ ইহাদের শ্রাদ্ধাধিকার নাই।১১-১২

যাহার বাক্য দুষ্ট, যে ব্যক্তি বালককে প্রহার করে, যে নিত্য অপ্রিয়ভাষী, যে দ্যূতক্রীড়ায় ও কামক্রিয়ায় আসক্ত এবং যে বহুভাষী, সে পিতৃশ্রাদ্ধে দূষিত বলিয়া অনধিকারী।১৩

আচারহীন ও পিতৃমাতৃবর্জিত ব্রাহ্মণ বেদবিদ্যায় পারদর্শী হইলেও সজ্জনশ্রেষ্ঠগণ পিতৃশ্রাদ্ধে তাহাদিগের অর্চনা করিবে না।১৪

কেবল বেদাধ্যয়ন ও কেবলমাত্র তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণ পাত্র বলিয়া গণ্য হ'ন না, বেদ অধ্যয়ন ও তপস্যা-পরায়ণ হইয়া সদ্বৃত্তিসম্পন্ন হইলে সেই ব্রাহ্মণ পাত্ররূপে পরিগণিত হ'ন।১৫

যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বেদবিদ্যায় অভিজ্ঞ, তপস্যারত ও সদাচার-পরায়ণ, সেই বিপ্রকে বিদ্বান্ ব্যক্তি পিতৃশ্রাদ্ধে অর্চনা করিবেন।১৬

বেদশাস্ত্রার্থবিচ্ছান্তঃ শুচির্ধর্মমনাঃ সদা।
গায়ত্রী-ব্রহ্মচিন্তাকৃৎ পিতৃশ্রাদ্ধেষু পাবনঃ ॥১৭
রথন্তর-বৃহজ্জ্যেষ্ঠ-সামবিৎ-ত্রিসুপর্ণকঃ।
ত্রিমধুশ্চাপি যো বিপ্রঃ পিতৃশ্রাদ্ধেষু পূজিতঃ ॥১৮
মাতামহশ্চ দৌহিত্রো ভাগিনেয়োহথ মাতুলঃ।
মাতৃস্বস্রেয়স্তজ্জশ্চ তথা মাতুলজোহপি বা ॥১৯
জামাতা শ্বশুরো বন্ধুর্ভার্য্যাভ্রাতা চ তৎসুতঃ।
সুবৃত্তাশ্চ সদাচারাশ্চৈতে শ্রাদ্ধেষু পাবনাঃ ॥২০
ঋত্বিগ্ গুরুরুপাধ্যায় আর্চার্য্যঃ শ্রোত্রিয়োহপরঃ।
এতে শ্রাদ্ধেষু বৈ পূজ্যা জ্ঞাতি-সম্বন্ধি-বান্ধবাঃ ॥২১
অগ্নিহোত্রী চ যো বিপ্র আবসথ্যাগ্নিকোহপি চ।
পিতৃ-মাতৃপরাবেতৌ ভোক্তব্যৌ হব্য-কব্যয়োঃ ॥২২

বেদশাস্ত্রার্থবিৎ, শান্তস্বভাব, শুচি, সর্বদা ধর্মবিষয়ে মতিমান্ এবং গায়ত্রী ও ব্রহ্মচিন্তাকারী বিপ্র পিতৃশ্রাদ্ধে পবিত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে।১৭

যে বিপ্র সামবেদের রথন্তরাদি বৃহৎ শাখার সহিত শ্রেষ্ঠ সামবেদবিৎ, ত্রিবেদের সুষ্ঠুভাবে পল্লববেত্তা, যিনি ত্রিবেদের রসরূপ ত্রিমধু আস্বাদন করিয়াছেন, তিনি পিতৃশ্রাদ্ধে পূজার্হ হ'ন।১৮

মাতামহ, দৌহিত্র, ভাগিনেয়, মাতুল, মাতার ভগিনীপুত্র, মাতার ভগিনীপুত্রের পুত্র, মাতুলপুত্র, জামাতা, শ্বশুর, বন্ধু, ভার্য্যার ভ্রাতা ও ভার্য্যার ভ্রাতৃপুত্র, উত্তমবৃত্তিগ্রাহী এবং সদাচারশীলগণ শ্রাদ্ধে পবিত্র।১৯-২০

ঋত্বিক্, গুরু, উপাধ্যায়, আচার্য্য, শ্রোত্রিয়, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও বান্ধব ইঁহারা শ্রাদ্ধে পূজনীয়। পিতা ও মাতার প্রতি ভক্তিপরায়ণ অগ্নিহোত্রী ও আবসথ্যাগ্নিক এই উভয়কে হব্য ও কব্য দ্বারা ভোজন করাইবে। জীবনধারণের জন্য যাহার কৃষিই একমাত্র বৃত্তি, যিনি মাতা প্রভৃতির প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও ষট্কর্মনিরত, সকল সময়েই তিনি শ্রাদ্ধবাসরে হব্য-কব্য দ্বারা পূজনীয়।২১-২৩

সদাচার, মাতা প্রভৃতির প্রতি ভক্তিমান্, শুচি, ষট্কর্মকৃৎ এবং ক্ষত্রিয়বৃত্তিপরায়ণ বিপ্র হব্য ও কব্যদ্বারা

কৃষ্যেকবৃত্তিজীবী যো ভক্তো মাত্রাদিকেষু চ।
ক্ষত্রবৃত্তিঃ সদাচারো মাত্রাদিভক্তিতৎপরঃ ॥২৪
যুগানুরূপতো যস্তু বিদ্যাচারাদিসংযুতঃ।
স পূজ্যোঽনভিশস্তশ্চ ষট্কর্মনিরতো দ্বিজঃ ॥২৫
ইত্যুক্তগুণসম্পন্নান্ ব্রাহ্মণান্ পূর্ববাসরে।
নিমন্ত্রয়েত তান্ ভক্ত্যা নিয়োগাখ্যানপূর্বকম্ ॥২৬
সব্যেন দেবতার্থং তু পিত্রর্থমপসব্যবান্।
ততস্তৈশ্চরিতব্যং স্যাদুক্তং পিতৃব্রতং দ্বিজৈঃ ॥২৭
জিতেন্দ্রিয়ৈস্তু ভাব্যং স্যাদহোরাত্রমতন্দ্রিতৈঃ।
তস্মিন্নহনি প্রাতর্বা যত্র শ্রাদ্ধমুপস্থিতম্ ॥২৮
নিমন্ত্রয়েৎ তান্ ভক্ত্যা তৈশ্চ ভাব্যং জিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
বিপ্রোরঃ-পার্শ্ব-পৃষ্ঠস্থাঃ পিতৃ-মাতামহাদয়ঃ ॥২৯
ভুঞ্জন্তি ক্রমশঃ শ্রাদ্ধে তথা পিণ্ডাশিনোঽপি চ।
নিমন্ত্রিতো দ্বিজঃ শ্রাদ্ধে ন শয়ীত স্ত্রিয়া সহ ॥৩০

অধ্বানং ন তু বৈ যায়ান্ন ব্রূয়াদনৃতং বচঃ।
নাধীয়ীত দিবাস্বাপং ন কুর্বীত ন সংবদেৎ ॥৩১
ন ম্লেচ্ছপতিতৈঃ সার্ধং ন বদেত্তু নিষিদ্ধকম্।
প্রাঙ্মুখৌ দৈবিকৌ বিপ্রৌ বিপ্রাস্ত্রয় উদঙ্মুখাঃ ॥৩২
একৈকো বোভয়ত্র স্যাদসম্পত্তাবিতি ক্রমঃ।
পাত্রং বা দৈবিকং কৃত্বা বিপ্র একস্তু পৈতৃকে ॥৩৩
ইতি বা নির্বপেচ্ছ্রাদ্ধং নির্ধনশ্চান্যদাচরেৎ।
গত্বারণ্য মমানুষ্যমূর্দ্ধবাহুর্বিরৌত্যদঃ ॥৩৪
নিরন্নো নির্ধনো দেবাঃ পিতরো মাঽনৃণং কৃথাঃ।
ন মেঽস্তি বিত্তং ন গৃহং ন ভার্য্যা
শ্রাদ্ধং কথং বঃ পিতরঃ! করোমি।
বনে প্রবিশ্যেহ কৃতং ময়োচ্চৈ-
র্ভুজৌ কৃতৌ বর্ত্মনি মারুতস্য ॥৩৫
শ্রাদ্ধর্ণমেতদ্ভবতাং প্রদত্তং
মহ্যং দয়ধ্বং পিতৃদেবতাঃ।

পূজনীয়। যে দ্বিজ যুগানুরূপ বিদ্যা ও আচার প্রভৃতি যুক্ত, অনভিশপ্ত এবং ষট্কর্মনিরত, তিনি পূজনীয়। শ্রাদ্ধের পূর্বদিনে পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন সেই ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তিসহকারে কার্য্যের নাম উল্লেখ করিয়া নিমন্ত্রণ করিবে।২৪-২৬

দেবতাবিষয়ক-কার্য্যে সব্যোত্তরীয় (উপবীতী) ও পিতৃবিষয়ক কার্য্যে অপসব্যোত্তরীয় (প্রাচীনাবীতী) হইবে। তৎপর সেই দ্বিজগণ উক্ত পিতৃব্রত আচরণ করিবে। যে দিনে শ্রাদ্ধ হইবে, সেই দিনে প্রাতঃকালে অনলসভাবে জিতেন্দ্রিয় হইয়া পিতৃলোকগণের শ্রাদ্ধের বিষয় ভাবনা করিবে।২৭-২৮

সেই বিপ্রদিগকে ভক্তি সহকারে নিমন্ত্রণ করিবে; তাঁহারাও জিতেন্দ্রিয় হইয়া শ্রাদ্ধের কথা ভাবনা করিবেন। নিমন্ত্রিত বিপ্রের বক্ষঃ, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠস্থ পিতৃগণ, মাতামহগণ এবং পিণ্ডভোগিগণও ক্রমশঃ শ্রাদ্ধে ভোজন করিবেন। শ্রাদ্ধবাসরে ভোজনার্থে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ স্ত্রীর সহিত শয়ন করিবে না।২৯-৩০

নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ (দূর) পথে গমন করিবে না, মিথ্যা কথা বলিবে না, অধ্যয়ন করিবে না, দিবানিদ্রা যাইবে না, অধিক কথা ও নিষিদ্ধ কথা বলিবে না এবং ম্লেচ্ছ ও পতিতের সহিত বাক্যালাপ করিবে না। দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণদ্বয় পূর্বমুখ ও পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণত্রয় উত্তরমুখ হইয়া বসিবে।৩১-৩২

ব্রাহ্মণের অভাব হইলে উভয়স্থলে এক একজন করিয়া ব্রাহ্মণ থাকিবে—ইহাই ক্রম; অথবা দেবপক্ষে পাত্রমাত্র স্থাপন করিয়া পিতৃপক্ষে একজন ব্রাহ্মণ রাখিবে।৩৩

এই প্রকারে শ্রাদ্ধ করিবে; নির্ধন ব্যক্তি অন্যরূপ আচরণ করিবে। নির্ধন ব্যক্তি মনুষ্যবর্জ্জিত অরণ্যে গমন করিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে (বিশেষভাবে শব্দ করিয়া) বলিবে, "আমি দান করিতে অক্ষম, নিরন্ন ও নির্ধন। হে দেবগণ! হে পিতৃগণ! তোমরা আমাকে ঋণমুক্ত কর। আমার বিত্ত নাই, গৃহ নাই, ভার্য্যা নাই, হে পিতৃগণ! আমি কি করিয়া শ্রাদ্ধ করিব? আমি এই বনে প্রবেশ করিয়া বায়ুর পথে ভুজদ্বয় স্থাপন করত উচ্চৈঃস্বরে রব করিতেছি। হে পিতৃদেবগণ! এই শ্রাদ্ধরূপ ঋণ আপনাদেরই প্রদত্ত; আপনারা আমাকে দয়া (ঋণমুক্ত) করুন"। এইরূপ বলিয়া

আখ্যায় চোৎক্ষিপ্য ভুজাবিতস্ততো
দিবা চ রাত্রিং সমুপোষ্য তিষ্ঠেৎ ॥৩৬
ভবেন্নরস্তেন কৃতেন তেষা-
মৃণেন মুক্তঃ পিতৃদেবতানাম্ ।
নির্বিত্ত-নির্ভাগ্য-নিরাশ্রয়াণাং
শ্রাদ্ধস্য মার্গঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ ॥৩৭
ময়াখ্যাতং রুদিত্বা বঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধদেবতাঃ ।
শ্রাদ্ধর্ণস্য বিমুক্তোঽহং মহিতাঃ পিতরো ময়া ॥৩৮
কৃতোপবাসস্তত্রাহ্নি শ্রাদ্ধর্ণান্মুচ্যতে দ্বিজঃ ।
এতচ্চাপি ন যঃ কুর্য্যাৎ পিতরস্তেন বৈ হতাঃ ॥৩৯
সম্পত্তাবর্থ-পাত্রাণামেকৈকস্য ত্রয়স্ত্রয়ঃ ।
পিত্রাদের্ব্রাহ্মণাঃ প্রোক্তাশ্চত্বারো বৈশ্বদৈবিকে ॥৪০
দ্বৌ বাপি দৈবিকে বিপ্রৌ চৈকৈকো বা ন দোষ-
ভাক্ ।
স্যান্মাতামহিকেঽপ্যেবমেকোঽপি বৈশ্বদৈবিকে ॥৪১

ইতস্ততঃ ভুজযুগল ঊর্দ্ধদিকে ক্ষেপণ করিয়া (উত্তোলন করিয়া) দিবারাত্রি উপবাসী থাকিবে ।৩৪-৩৬

মানুষ ঐরূপ আচরণ করিলে সে সেই পিতৃদেবগণের ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে। মুনিশ্রেষ্ঠগণ বিত্ত, ভাগ্য ও আশ্রয়হীন ব্যক্তিগণের জন্য পিতৃদেবতার শ্রাদ্ধবিষয়ে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন ।৩৭

"হে শ্রাদ্ধদেবতা-পিতৃগণ! আমি রোদন করিয়া তোমাদের নিকটে আমার পূর্বোক্ত কথা বলিয়াছি, আমি তোমাদের পূজা করিয়াছি, এক্ষণে আমি শ্রাদ্ধ-ঋণ হইতে মুক্ত হইলাম। সেই দিন উপবাস করিয়া দ্বিজ শ্রাদ্ধ-ঋণ হইতে মুক্ত হয়। (পূর্বোক্ত) এইঅনুষ্ঠানও যে করে না, সে তাহার পিতৃগণকে নিজেই যেন বধ করে ।৩৮-৩৯

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, অর্থ এবং শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ সহজলভ্য হইলে পিতৃগণের এক এক জনের উদ্দেশ্যে তিন তিন জন করিয়া ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্বদৈবিক শ্রাদ্ধে চারজন ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধসিদ্ধির জন্য উপস্থাপিত করিবে ।৪০

অথবা দৈবশ্রাদ্ধে দুইজন ব্রাহ্মণ নতুবা একজন হইলেও দোষাবহ হয় না। মাতামহ-সম্বন্ধীয় শ্রাদ্ধেও এইরূপ জানিবে। বৈশ্বদেবকি শ্রাদ্ধে একজন ব্রাহ্মণ হইলেও দোষাবহ নহে ।৪১

নত্বেবৈকং তু সর্বেষামাশ্বলায়নমতস্থিতঃ ।
পিতৃণামর্চয়েদ্ বিপ্রমত্র পিণ্ডা নিদর্শনম্ ॥৪২
ন মাতামহিকং শ্রাদ্ধং শ্রৌতমুক্তং তু সাগ্নিকৈঃ ।
অনগ্নিকস্তু তৎ কুর্য্যাদিতি কেচিন্মতং বিদুঃ ॥৪৩
সাগ্নিকৈরপি কার্য্যং স্যাচ্ছ্রাদ্ধং মাতামহং দ্বিজৈঃ ।
ষড়্দৈবত্যমিতি হ্যেকে একে তু পার্বণদ্বয়ম্ ॥৪৪
অপুত্রস্য পিতৃব্যস্য তৎপুত্রৈর্ভ্রাতৃজো ভবেৎ ।
স এব তস্য কুর্বীত পিণ্ডদানোদকক্রিয়াঃ ॥৪৫
পার্বণং তেন কার্য্যং স্যাৎ পুত্রবদ্ ভ্রাতৃজেন তু ।
পিতৃস্থানেষু তং কৃত্বা শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ ॥৪৬
শ্রাদ্ধং পত্যাপি কার্য্যং স্যাদপুত্রায়াস্তু যোষিতঃ ।
তস্যাপি হি তয়া কার্য্যমেকত্বং হি তয়োর্যতঃ ॥৪৭
ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য কুর্বীত জ্যেষ্ঠো ভ্রাতাঽনুজস্য চ ।
দৈবহীনং তু তৎ কুর্য্যাদিতি ধর্মবিদো বিদুঃ ॥৪৮
পিতুঃ পুত্রেণ কর্তব্যা পিণ্ডদানোদকক্রিয়া ।
পুত্রাভাবে তু পুত্রী চ তদভাবে সহোদরঃ ॥৪৯

অথবা আশ্বলায়ন-মতাবলম্বী হইয়া একজন ব্রাহ্মণকে নমস্কার করত একজন ব্রাহ্মণকেই অর্চনা করিবে, সকল পিতৃলোকের পিণ্ডই শ্রাদ্ধের নিদর্শন ।৪২

মাতামহাদির শ্রাদ্ধ শ্রুত্যুক্ত নহে বলিয়া সাগ্নিকগণ বলেন। অনগ্নিক ব্যক্তি মাতামহাদির শ্রাদ্ধ করিবে—এইরূপ মত কেহ কেহ বলেন ।৪৩

কেহ কেহ বলেন—সাগ্নিকগণও ষড়্দেবতাক মাতামহ-শ্রাদ্ধ করিবে; আবার কেহ কেহ বলেন—পার্বণদ্বয় করিবে ।৪৪

অপুত্রক-পিতৃব্যের ভ্রাতুষ্পুত্রই তাহার পুত্রতুল্য। পুত্রতুল্য সেই ভ্রাতুষ্পুত্রই পিতৃব্যের পিণ্ডদান, উদকক্রিয়া প্রভৃতি কার্য্য করিবে ।৪৫

পুত্রবৎ সেই ভ্রাতুষ্পুত্রই পিতৃব্যের পার্বণশ্রাদ্ধ করিবে। পিতৃস্থানে পিতৃব্যের নাম করিয়া অবশিষ্ট কার্য্য পূর্ববৎ উচ্চারণ করিবে ।৪৬

মিত্রাদীনাঞ্চ কর্তব্যং সমীহন্তে যতোঽপ্যমী।
নাবজ্ঞেয়াস্তু তে সর্বে কৃতে তু স্যান্মহাফলম্ ॥৫০
পিতামহস্তদন্যো বা যস্য জীবন্ ভবেদ্ দ্বিজঃ।
প্রত্যক্ষাস্তেঽপি বৈ পূজ্যাঃ সংস্থিত্যর্থং যতশ্চ তৎ ॥৫১
বিদ্যমানত্রয়াণাং স্যাৎ প্রত্যক্ষঃ পূজ্য এব সঃ।
গৌতমস্য মতং ত্বেতদিতি বাসিষ্ঠজোঽব্রবীৎ ॥৫২
বিদ্যমানে তু পিতরি শ্রাদ্ধং কর্তুমুপস্থিতঃ।
পিতৃবৎ পিতৃপিত্রাদেঃ কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধমসংশয়ম্ ॥৫৩
পুত্রিকায়াঃ সুতঃ শ্রাদ্ধং নির্বপেন্মাতুরেব সঃ।
তৎপিতুর্নির্বপত্যস্মাৎ তৃতীয়ং তু পিতুঃ পিতুঃ ॥৫৪
অতএব দ্বিজঃ পুত্রীমুদ্বহেন্ন কথঞ্চন।
উদ্বোঢ়ুঃ পুত্রঃ পুত্রোঽসৌ পুত্রোঽসৌ মাতুরেব হি ॥৫৫
পুত্রশ্চ দুহিতুঃ পুত্রঃ সমৌ তৌ ধার্মিকে পথি।
অর্থাহৃতৌ চ বিপ্রোক্তৌ তুল্যৌ তৌ শক্তিজোঽব্রবীৎ ॥৫৬
মুখ্যং যথা পিতৃশ্রাদ্ধং তথা মাতামহস্য চ।
পুত্র-দৌহিত্রয়োর্লোকে বিশেষো নোপপদ্যতে ॥৫৭
দৌহিত্রঃ পাবনঃ শ্রাদ্ধে কালস্তু কুতপস্তথা।
তথা কৃষ্ণাস্তিলা বিদ্ধিমিতি শাস্ত্রবিদো বিদুঃ ॥৫৮
কাম্যমাভ্যুদয়ং চৈব দ্বিবিধং পার্বণং স্মৃতম্।
যথাকামং তু কাম্যং স্যাদ্ বৃদ্ধাবভ্যুদয়ে স্মৃতম্ ॥৫৯

পুত্রহীনা স্ত্রীলোকের শ্রাদ্ধ পতিও করিবে। পতি ও পত্নীর মধ্যে বিবাহ দ্বারা একত্ব স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া পতির শ্রাদ্ধ পত্নীও করিতে পারিবে (যদি পতি অপুত্রক হয়)।৪৭

ধর্মতত্ত্বজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে, অপুত্রক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শ্রাদ্ধ কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার শ্রাদ্ধ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা করিতে পারিবেন। তবে সেই শ্রাদ্ধ দৈবহীন করিতে হইবে। পুত্র পিতার পিণ্ডোদকদানক্রিয়া করিবে। পুত্রের অভাব হইলে কন্যা এবং কন্যার অভাব হইলে সহোদর পিণ্ডোদকদান-ক্রিয়া করিবে।৪৮-৪৯

মিত্রাদির শ্রাদ্ধও মিত্রাদির করা কর্ত্তব্য, কেননা উহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সম্ভ্রমযুক্ত। সুতরাং মিত্রদিগকে অবজ্ঞা করিবে না; মিত্রাদি মিত্রাদির শ্রাদ্ধ করিলে মহাফললাভ হয়।৫০

যাহার পিতামহ বা অন্য কেহ বাঁচিয়া আছেন, প্রত্যক্ষীভূত তাঁহারাও পূজনীয়,যেহেতু তোমার সংস্থিতির কারণস্বরূপ তাঁহারা আজও জীবিত আছেন।৫১

বিদ্যমানত্রয়ের মধ্যে যিনি প্রত্যক্ষ, তিনিই পূজ্য—ইহাই গৌতমের মত বলিয়া পরাশর মুনি বলিয়াছেন।৫২

পিতা বিদ্যমান থাকিলে শ্রাদ্ধ করিবার জন্য সমুপস্থিত পুত্র পিতার পিত্রাদির শ্রাদ্ধ করিবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই।৫৩

পুত্রিক-পুত্র মাতার, তাহার পিতার এবং তৃতীয়তঃ পিতার পিতার অর্থাৎ পিতামহের শ্রাদ্ধ করিবে।৫৪

এইহেতু দ্বিজ কখনও পুত্রী বিবাহ করিবে না। উদ্বাহকারীর যে পুত্র, সে মাতার পুত্রই হইয়া থাকে।৫৫

ধর্মীয়পথে স্বীয় পুত্র ও দুহিতৃপুত্র উভয়েই সমান। বিপ্রের আহৃত অর্থে পুত্র ও দৌহিত্র উভয়েই তুল্য।৫৬

পিতার শ্রাদ্ধ যেমন মুখ্য, মাতামহের শ্রাদ্ধও তেমনই মুখ্য। এই সংসারে পুত্র ও দৌহিত্রের মধ্যে কিছুই বিশেষ নাই।৫৭

হে বিদ্বন্! শাস্ত্রবিদ্‌গণ বলেন যে, শ্রাদ্ধে দৌহিত্রই সর্বত্র পবিত্র বলিয়া কথিত। শ্রাদ্ধে কুতপমুহূর্ত্তই প্রকৃত কাল এবং কৃষ্ণতিল বিশেষ উপচার।৫৮

পার্বণশ্রাদ্ধ দুই প্রকার বলিয়া কথিত, যথা—কাম্য ও আভ্যুদয়িক; কামনা অনুসারে করণীয় শ্রাদ্ধ কাম্য এবং বৃদ্ধিনিমিত্তক-কার্য্যে করণীয় শ্রাদ্ধ আভ্যুদয়িক।৫৯

ব্রাহ্মণ-পিতার ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্রকে দ্বিজশ্রেষ্ঠের ন্যায় নিশ্চয় করিবে।৬০

ক্ষত্রিয়ের পুত্র ও বৈশ্যের পুত্র দ্বিজপিতৃগণকে তর্পণ দ্বারা তৃপ্ত করিয়া সঘৃত পক্বান্ন দ্বারা দুইটি শ্রাদ্ধ করিবে।৬১

শূদ্র আমান্ন দ্বারা অমন্ত্রক দ্বিজপূজা করিবে।

ক্ষত্রিয়ায়াং তু যো জাতো বৈশ্যায়াঞ্চ তথা সুতঃ।
ব্রাহ্মণস্য পিতুস্তৌ তু নির্বপেতাং দ্বিজাগ্র্যবৎ ॥৬০
ক্ষত্রিয়স্য সুতশ্চৈব তথা বৈশ্যসুতোঽপি চ।
শৃতান্নেন দ্বিজাংস্তর্প্য শ্রাদ্ধদ্বয়ঞ্চ নির্বপেৎ ॥৬১
আমান্নেন তু শূদ্রস্য তূষ্ণীঞ্চ দ্বিজপূজনম্।
কৃত্বা শ্রাদ্ধং তু নির্বাপ্য সজাতীনশয়েত্তথা ॥৬২
যঃ শূদ্রো ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ শৃতপাকাশনেন তু।
স তদ্ বিপ্রকৃতৈনোভির্লিপ্যতে শক্তিজোঽব্রবীৎ ॥৬৩
শূদ্রপাকং দ্বিজেভ্যশ্চ বিভবান্ধো দদাতি যঃ।
কৃমী ভবতি পাতালে স যুগান্যেকবিংশতিম্ ॥৬৪
ভোজিতেন তু বিপ্রেণ যৎপাপং তস্য জায়তে।
তেনাসৌ লিপ্যতে মূঢ়ো যঃ শূদ্রো ভোজয়েদ্
দ্বিজান্ ॥৬৫
যোঽহম্মন্যো দ্বিজাগ্র্যাংস্তু শূদ্রশ্রিতেন ভোজয়েৎ।
স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥৬৬

যৎকিঞ্চিৎ কিল্বিষং বিপ্রে কৃতপূর্বং তু তিষ্ঠতি।
তেনাসৌ লিপ্যতে পাপী যঃ শূদ্রো
ভোজয়েদ্ দ্বিজান্ ॥৬৭
শূদ্রোচ্ছিষ্টং তু যো ভুঙ্ক্তে মতিপূর্বং দ্বিজাধমঃ।
কৃমিত্বং যাতি বিষ্ঠায়াং যুগানি হ্যেকবিংশতিম্ ॥৬৮
শূদ্রোচ্ছিষ্টং তু যো ভুঙ্ক্তে পঞ্চাহানি দ্বিজাধমঃ
স তদ্ বিষ্ঠাকৃমিত্বং তু প্রাপ্নোতি হি শতং সমাঃ ॥৬৯
অতো ন ভোজয়েদ্ বিপ্রান্নির্বপেন্নৈব পূজয়েৎ।
শূদ্রান্নং ভোজনাদ্ব্যুক্তং ইতি পরাশরোঽব্রবীৎ ॥৭০
ন ভোজয়েৎ স্ত্রিয়ং শ্রাদ্ধে যদ্যপি ব্রতচারিণীম্।
পাত্রং তস্যৈ সমর্প্যং স্যাদিতি ধর্মবিদব্রবীৎ ॥৭১
দ্বিজন্মানো ন কুর্বীরন্ শ্রাদ্ধমামাশনেন তু।
যদৈব স্যুঃ প্রবাসস্থা ভার্য্যা যত্র ন সন্নিধৌ ॥৭২
ব্যবধানেন ভার্য্যায়া গ্রহণে পুত্রজন্মনি।
কুর্য্যাদামাশনশ্রাদ্ধমিতি পরাশরোঽব্রবীৎ ॥৭৩

শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপন করিয়া সমানজাতীয়দিগকে ভোজন করাইবে।৬২

যে শূদ্র ব্রাহ্মণকে তাহার পাকান্ন ভোজন করায়, সেই শূদ্র ঐ ব্রাহ্মণের কৃত পাপে লিপ্ত হয়—ইহা পরাশর মুনি বলিয়াছেন।৬৩

বিভব-প্রাচুর্য্যে অন্ধসম হইয়া যে ব্যক্তি দ্বিজগণকে শূদ্রপক্বান্ন প্রদান করে, সে একবিংশতি যুগ যাবৎ পাতালে কৃমি হইয়া অবস্থান করে।৬৪

শূদ্রপক্বান্নভোজি-দ্বিজগণ যেইরূপ পাপে লিপ্ত হয়, যে শূদ্র দ্বিজগণকে পক্বান্ন ভোজন করাইয়াছে ঐ মূঢ়ও সেইরূপ পাপে লিপ্ত হয়।৬৫

যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে শূদ্রপক্বান্ন ভোজন করায়, সে ব্যক্তি ঘোরনরকে গমন করে এবং তাহার পুনঃ মনুষ্যজন্ম দুর্লভ হয়।৬৬

যে শূদ্র দ্বিজগণকে পক্বান্ন ভোজন করায়, ঐ দ্বিজগণের পূর্বকৃত কর্মের জন্য যৎকিঞ্চিন্মাত্র পাপও সেই শূদ্রে সংক্রেমিত হয় অর্থাৎ শূদ্র সেই পাপে লিপ্ত হয়।৬৭

যে দ্বিজাধম স্বেচ্ছায় শূদ্রোচ্ছিষ্ট ভোজন করে, সে একবিংশতি যুগ পর্য্যন্ত বিষ্ঠামধ্যে কৃমিজন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৬৮

যে দ্বিজাধম পাঁচদিন যাবৎ শূদ্রোচ্ছিষ্ট ভোজন করে, সে শতবৎসর যাবৎ তাহার বিষ্ঠার কৃমি হইয়া জন্মলাভ করে।৬৯

শূদ্রান্নভোজনকারী ঐরূপ বিপ্রগণকে ভোজন করাইবে না, কোনও দ্রব্য বিতরণ করিবে না এবং পূজাও করিবে না—ইহাই উচিত বলিয়া পরাশর মুনি বলিয়াছেন।৭০

ধর্মজ্ঞব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, ব্রতচারিণী স্ত্রীলোককে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না, কারণ, তাহা হইলে তাহাকে পাত্র সমর্পণ করিতে হইবে। (শ্রাদ্ধে স্ত্রীলোকের পাত্রাধিকার নাই)।৭১

প্রবাসী হইলে এবং ভার্য্যা সন্নিকটে না থাকিলেও দ্বিজগণ আমান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে না।৭২

পরাশর মুনি বলিয়াছেন যে, গ্রহণকালে এবং পুত্রের

অগ্নৌকরণ-পিণ্ডাংশ্চ কুর্য্যাদামাশনেন তু।
সতিলৈর্দধি-মধ্বাজ্যসম্পৃক্তৈঃ সকুশৈরপি ॥৭৪
যবাদ্যং সংস্কৃতান্নেন দ্রবং বাপি চ নির্বপেৎ।
জলেন পয়সা বাপি ন স্যাদশ্রাদ্ধকৃদ্ যথা ॥৭৫
আমান্নেন দ্বিজৈঃ কার্য্যং ন কদাচিদপি দ্বিজাঃ।
শ্রপয়িত্বা দ্বিজৌকস্সু তথাপি পাকমাশ্রয়েৎ ॥৭৬
ন কুর্য্যাৎ পরপাকেণ নৈকপাকেন তু স্বয়ম্।
নৈকশ্রাদ্ধে স্বয়ং কুর্য্যান্ন চ কুর্য্যাৎ পরান্নভুক্ ॥৭৭
পিত্রাদীনাং সগোত্রা যে তথা মাতামহস্য চ।
তেষামেকেন পাকেন কার্য্যং পিণ্ডবিবর্জিতম্ ॥৭৮
কেচিৎ সাপিণ্ডমিচ্ছন্তি সমগোত্রতয়াঽনঘ।
অপি মাতামহো ন স্যাদ্ভিন্নগোত্রতয়া তথা ॥৭৯
পৃথক্ কর্তুমশক্যং স্যাদর্ঘপাত্রাদ্যসম্ভবে।
অবশ্যং তত্র কর্তব্যমেকদৈবমতঃ শ্রয়েৎ ॥৮০

যেষাং নোদ্বাহসংস্কারা হ্যন্যসংস্কারসংস্কৃতাঃ
সাঙ্কল্পিকং ভবেত্তেষাং শ্রাদ্ধং কার্য্যং মৃতেঽহনি ॥৮১
কেচিৎ সাপিণ্ডমিচ্ছন্তি ব্রহ্মসংস্কারবত্তয়া।
আদ্যো হি ব্রহ্মসংস্কারস্তস্মাৎ পিণ্ডঃ প্রদীয়তে ॥৮২
পর্বস্বপি নিমিত্তেষু কর্তব্যং পিণ্ডসংযুতম্।
পিতৄণাং ত্রিবিধা যস্মাদ্ গতিঃ প্রোক্তা মুনীশ্বরৈঃ ॥৮৩
বৈশ্বদেবঃ সদা কার্য্যঃ শ্রাদ্ধে চ সমুপস্থিতে।
পাকশুদ্ধ্যর্থমেবৈতৎ পূর্বমেব বিধীয়তে ॥৮৪
বৈশ্বদেবোঽগ্রতশ্চৈব শ্রাদ্ধকালে বিশেষতঃ।
পাকশুদ্ধিস্তু বিজ্ঞেয়া ভুক্তোচ্ছিষ্টং তু বর্জয়েৎ ॥৮৫
সম্প্রাপ্তে পার্বণশ্রাদ্ধে একোদ্দিষ্টে তথৈব চ।
অগ্রতো বৈশ্বদেবঃ স্যাৎ পশ্চাদেকাদশেঽহনি ॥৮৬
একোদ্দিষ্টে বিশেষেণ প্রাগেব হ্যগ্নিপূজনম্।
কালস্তু কুতপস্তস্য রৌহিণঃ পার্বণস্য চ ॥৮৭

জন্ম হইলে ভার্য্যার ব্যবধানবশতঃ দ্বিজগণ আমান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে।৭৩

সতিল দধি ও মধু-ঘৃতসংযুক্ত কুশের দ্বারা এবং আমান্নের দ্বারা অগ্নৌকরণ ও পিণ্ড করিবে।৭৪

সংস্কৃত অন্নের সহিত যবাদি দ্রব্যও পিতৃলোক উদ্দেশ্যে প্রদান করিবে এবং জল ও দুগ্ধ প্রদান করিবে। শ্রাদ্ধে অদেয়-দ্রব্য যাহাতে প্রদান করা না হয়—তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।৭৫

দ্বিজগণের গৃহে দ্বিজগণ আমান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে, কখনও পাক করিয়া পক্বান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে না।৭৬

পরকৃত পক্বান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে না এবং একপাকে প্রস্তুত অন্নদ্বারা দুইটি শ্রাদ্ধও করিবে না। একজনের শ্রাদ্ধে দুইটি পাক করিবে না এবং পরান্নভোজন করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে না।৭৭

যাহারা পিত্রাদির এবং মাতামহাদির সগোত্র, তাহাদের মধ্যে যে কোন এক ব্যক্তি দ্বারা কৃত পক্বান্নে পিণ্ডবর্জ্জিত শ্রাদ্ধ করিবে।৭৮

কেহ কেহ ইচ্ছা করেন—সমানগোত্র বলিয়া সপিণ্ডকৃত পক্বান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে, ভিন্নগোত্র বলিয়া মাতামহাদির দ্বারা করাইবে না।৭৯

অর্ঘ এবং শ্রাদ্ধীয় পাত্র (ব্রাহ্মণ) দুর্লভ হইলে এবং পৃথগ্‌ভাবে শ্রাদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলে একদৈবিক শ্রাদ্ধ অবশ্য করিবে।৮০

যাহাদের বিবাহসংস্কার হয় নাই অথচ অন্য সংস্কারকর্ম হইয়াছে, তাহাদের মৃত্যুতিথিতে সাঙ্কল্পিক শ্রাদ্ধ করিবে।৮১

আদ্য সংস্কারই ব্রহ্মসংস্কার; সেই ব্রহ্মসংস্কার হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ তাহাদের সাপিণ্ড ইচ্ছা করেন, এইহেতু তাহাদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডপ্রদান করিবে।৮২

যেহেতু মুনিশ্রেষ্ঠগণ পিতৃলোকগণের ত্রিবিধ গতি বলিয়াছেন, সেইহেতু পর্বনিমিত্তক-শ্রাদ্ধে পিতৃলোক-গণের পিণ্ডদ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে।৮৩

শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে সর্বদাই বৈশ্বদেব করিবে। পাকশুদ্ধির জন্য এই বৈশ্বদেব পূর্বেই করিবে। ৮৪

বামতশ্চাসনং দদ্যাৎ পিতৃকার্য্যেষু সত্তমঃ।
দৈবিকং দক্ষিণং তদ্বদিতি পরাশরোঽব্রবীৎ ॥৮৮
আসনে চাসনং দদ্যাদ্ বামে বা দক্ষিণেঽপি বা।
পিতৃকার্য্যেষু বামং তু দৈবে কর্ম্মণি দক্ষিণম্ ॥৮৯
পিতৃশ্রাদ্ধেষু যো দদ্যাদ্দক্ষিণং দর্ভমাসনম্।
নাশ্নন্তি পিতরস্তস্য সার্দ্ধানি বৎসরাণি ষট্ ॥৯০
তস্মাদ্ বামত এবাত্র পিতৃকর্ম্মণি চাসনম্।
দৈবিকে দক্ষিণং তদ্বদিতি বাসিষ্ঠজোঽব্রবীৎ ॥৯১
কুত্র কালে চ কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং তৎপৈতৃকং প্রভো!।
বদস্ব নিশ্চয়ং তত্র বিবদন্ত্যপরেঽত্র তু ॥৯২
পঞ্চদশমুহূর্ত্তাহস্তৎ প্রাগর্দ্ধ দিনং স্মৃতম্।
অপরার্দ্ধং স্মৃতা রাত্রিস্তন্মধ্যঃ কুতপো মতঃ ॥৯৩
যথা যথা চ হ্রস্বত্বং পুংসঃ স্থানেন সম্ভবেৎ।
তথা তথা পবিত্রঃ স্যাৎ কালঃ শ্রাদ্ধার্চনাদিষু ॥৯৪
ছায়েয়ং পুরুষস্যৈবং তৎপাদাধো ভবেদ্ যথা
আধান-শ্রাদ্ধ-দানাদেঃ স কালোঽক্ষয়কৃৎ স্মৃতঃ ॥৯৫
অযুতং তু মুহূর্ত্তানামর্দ্ধং হ্যষ্টাদশাধিকম্।
ত্রিংশদ্ভিস্তৈরহোরাত্রমিতি মাধ্যন্দিনী শ্রুতিঃ ॥৯৬
মধ্যাহ্নে তু গতে সূর্য্যে ন পূর্ব্বে ন চ পশ্চিমে।
তুল্যাগ্রসংস্থিতে চৈব সোঽষ্টমো ভাগ উচ্যতে ॥৯৭
দিবসস্যাষ্টমে ভাগে মন্দো ভবতি ভাস্করঃ।
স কালঃ কুতপো জ্ঞেয়স্তত্র দত্তং তু চাক্ষরম্ ॥৯৮
মধ্যাহ্নচলিতো ভানুঃ কিঞ্চিন্মন্দগতির্ভবেৎ।
স কালো রোহিণো নাম পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্ ॥৯৯
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন রোহিণং তু ন লঙ্ঘয়েৎ।
অকালে বিধিনা দত্তং ন দেব-পিতৃগামি তৎ ॥১০০
অব্দবৃদ্ধির্ভবেদ্ যত্র তত্রাহব্দমুভয়াত্মকম্।
শ্রাদ্ধং তত্র চ কুর্বীত মাসয়োরুভয়োরপি ॥১০১

শ্রাদ্ধকালে অগ্রেই বিশেষরূপে বৈশ্বদেব-ক্রিয়া করিবে। অগ্রে বৈশ্বদেব-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে পাকদ্রব্যের শুদ্ধি হয়। শ্রাদ্ধে ভুক্ত উচ্ছিষ্ট দ্রব্য বর্জ্জন করিবে। পার্বণ ও একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে অগ্রেই বৈশ্বদেব-ক্রিয়া করিবে, পরে একাদশাহে করণীয় শ্রাদ্ধ করিবে।৮৫-৮৬

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে প্রথমেই বিশেষভাবে অগ্নির পূজা করিবে। অষ্টম মুহূর্ত্ত একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধের কাল এবং নবমমুহূর্ত্ত পার্বণশ্রাদ্ধের কাল বলিয়া জানিবে।৮৭

সজ্জন ব্যক্তি পিতৃকার্য্যে বামদিকে ও দৈবকার্য্যে দক্ষিণদিকে আসন দিবে—ইহা পরাশর মুনি বলিয়াছেন। বামদিকে ও দক্ষিণদিকে আসনোপরি আসন দিবে। ঐ আসন পিতৃকার্য্যে বামদিকে ও দৈবকার্য্যে দক্ষিণদিকে দিবে। পিতৃশ্রাদ্ধে যে ব্যক্তি দক্ষিণদিকে (ডানদিকে) দর্ভাসন প্রদান করে, পিতৃলোকগণ তাহার প্রদত্ত শ্রাদ্ধ সার্দ্ধ ছয়বৎসর যাবৎ গ্রহণ করেন না।৮৮-৯০

সেইহেতু পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে পিতৃকার্য্যে বামদিকে আসন দিবে এবং সেইরূপে দৈবকর্ম্মে দক্ষিণদিকে আসন দিবে—ইহা পরাশর মুনি বলিয়াছেন।৯১

হে প্রভো! পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ কোন্ কালে করা কর্ত্তব্য তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন। কারণ, এই বিষয় লইয়া কেহ কেহ বিবাদ করিয়া থাকেন। পঞ্চদশ মুহূর্ত্তে একদিন হয়। তাহার পূর্বার্দ্ধ দিন, অপরার্দ্ধ রাত্রি এবং দিবা ও রাত্রি এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী মুহূর্ত্ত কুতপ নামে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ।৯২-৯৩

স্থানানুসারে যে যে স্থানে সূর্য্যের গতি যে যে প্রকার হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয়, শ্রাদ্ধার্চনাদি কার্য্যে সেই সেই স্থানে সেইরূপ কালই পবিত্র কাল বলিয়া জানিবে। সূর্য্যের এই ছায়া যে কালে তাহার পাদদেশের নিম্নভাগে পতিত হয়, সেই কালই আধান (অগ্ন্যাধান প্রভৃতি), শ্রাদ্ধ ও দানাদি ক্রিয়ার পক্ষে অক্ষয়কারী বলিয়া কথিত।৯৪-৯৫

প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে অর্দ্ধেক করিয়া তাহার সহিত আঠার পল যোগ করিলে সেই সময়কে 'অযুত' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয় এবং সেই ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক দিবারাত্র হয়—ইহাই মাধ্যন্দিনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।৯৬

সূর্য্য মধ্যাহ্নগত হইলে এবং পূর্ব ও পশ্চিমদিকে গমন না করিয়া সমানভাবে সম্মুখস্থ হইলে সেই সময়ই দিবার অষ্টমভাগ বলিয়া জানিবে। দিবসের অষ্টমভাগে

ন বন্ধ্যং দিবসং কুর্য্যান্মাসয়োরুভয়োরপি।
পিণ্ডবর্জমসঙ্ক্রান্তে সঙ্ক্রান্তে পিণ্ডসংযুতঃ।
ষষ্টিভির্দিবসৈর্মাসস্ত্রিংশদ্ভিঃ পক্ষ উচ্যতে ॥১০২
সংক্রান্তিরহিতঃ পক্ষস্তত্র কার্য্যং বিপিণ্ডকম্।
সিনীবালীমতিক্রম্য যদা সংক্রমতে রবিঃ॥
যুক্তঃ সাধারণৈর্মাসৈঃ স কাল উত্তরো ভবেৎ ॥১০৩
সঙ্ক্রান্তিবর্জিতঃ কালঃ সমলঃ পাপসম্ভবঃ।
রক্ষসাং ভাগধেয়োঽসৌ উৎসবাদিবিবর্জিতঃ ॥১০৪
তত্র নৈমিত্তিকং কার্য্যং শ্রাদ্ধং পিণ্ডবিবর্জিতম্।
নিত্যং তু সততং কার্য্যমিতি পরাশরোঽব্রবীৎ ॥১০৫
অহোভির্গুণিতৈর্যৎ স্যাত্তৎ কার্য্যং যত্র সর্বদা।
তিথি-নক্ষত্র-যোগাশ্চ জাতকর্মাদিকাশ্চ যে ॥১০৬
নৈমিত্তিকাশ্চ যে চান্যে কার্য্যাস্তেঽপি মলিম্লুচে ।১০৭
তীর্থস্নানং গজচ্ছায়াং দ্বিমুখী-গোপ্রদানবৎ ॥
মলিম্লুচেঽপি কর্তব্যং সপিণ্ডীকরণাদিকম্ ॥১০৮
আগ্রয়ণমমাবাস্যামষ্টকাগ্রহসঙ্ক্রমম্।
অধিমাসেঽপি কার্য্যং স্যাদিতি পরাশরোঽব্রবীৎ ॥১০৯
নিতঞ্চ নিত্যশঃ কার্য্যমিষ্টী কাম্যাশ্চ বর্জয়েৎ।
বার্ষিকং পিণ্ডবর্জং স্যাদন্যস্মিন্‌পিণ্ডসংযুতম্ ॥১১০
ইষ্টিরাগ্রয়ণং শ্রাদ্ধমন্বাহার্য্যঞ্চ সর্বদা।
কর্তব্যং সততং বিপ্রৈরিষ্টীঃ কাম্যাশ্চ বর্জয়েৎ ॥১১১
দৈবে কর্মণি সম্প্রাপ্তে তিথির্যত্রোদিতো রবিঃ।
সা তিথিঃ সকলা জ্ঞেয়া বিপরীতা তু পৈতৃকে ॥১১২

সূর্য্যকর (সূর্য্যরশ্মি) মন্দীভূত হয়। সেই সময়কে কুতপ-মুহূর্ত্ত বলিয়া জানিবে। কুতপ-মুহূর্ত্তে পিতৃ উদ্দেশ্যে দত্ত দ্রব্য অক্ষয় হয়। সূর্য্য মধ্যাহ্নকাল হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়া যখন কিছুমাত্র মন্দগতি হইতে আরম্ভ করে, সেই কাল রোহিণ নামে খ্যাত হয়; সে সময়ে পিতৃ উদ্দেশ্যে দত্ত দ্রব্য অক্ষয় হয়। সেইহেতু সর্বপ্রযত্নে রোহিণ-মুহূর্ত্তমধ্যে পিত্রাদির উদ্দেশ্যে দ্রব্যাদি দান করিবে, কিছুতেই রোহিণ-মুহূর্ত্ত লঙ্ঘন করিবে না। অকালে বিধি অনুসারে দান করিলেও তাহা দেবগামী ও পিতৃগামী হয় না।৯৭-১০০

যে বর্ষে মাস বৃদ্ধি হইবে অর্থাৎ মলমাস হইবে, সেই বর্ষ মল ও শুদ্ধ এই উভয় মাসাত্মক। সেই বর্ষে মল ও শুদ্ধ এই উভয় মাসেই শ্রাদ্ধ করিবে।১০১

বৃদ্ধিমাস এবং ক্ষয়মাস এই উভয়মাসে নিষ্ফলভাবে দিন কাটাইবে না অর্থাৎ নিত্য বৈধ-কর্ম্ম করিবে। রবি-সংক্রান্তিবর্জ্জিত-মাসে পিণ্ডহীন ও রবি- সংক্রান্তিযুক্ত মাসে সপিণ্ড শ্রাদ্ধ করিবে। ষষ্টি (ষাট্) দিবসে একমাস ও ত্রিশদিনে একপক্ষ হয়।১০২

অমাবস্যা অতিক্রম করিয়া যখন সূর্য্য-সংক্রমণ হয়, তখন সেই মাস সংক্রান্তি-রহিত-মাসনামে অভিহিত হয়; সেই সংক্রান্তি-রহিত পক্ষে পিণ্ডবর্জ্জিত শ্রাদ্ধ করিবে। সাধারণ মাসের সহিত যুক্ত পরবর্ত্তী মাস শুদ্ধ কাল। সংক্রান্তি-বর্জ্জিত কাল মলযুক্ত, তাহা পাপ হইতে উৎপন্ন। উৎসবাদি-বর্জ্জিত ঐ মলমাস রাক্ষসদিগের ভাগ ধারণ করে। সেই মলমাসে পিণ্ডবর্জ্জিত নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ করিবে। পরাশর মুনি বলিয়াছেন যে, নিত্যশ্রাদ্ধ সর্বদা করিবে অর্থাৎ মলমাসে তাহা বাধিত হইবে না; দিন গণনা করিয়া যে কার্য্য হয়, তাহা সর্বদা করিতে পারিবে। তিথি, নক্ষত্র ও যোগবশতঃ যে সকল নৈমিত্তিক ক্রিয়া উপস্থিত হয়, মলমাসে সে সকল কার্য্য করিবে।১০৩-৭

আসন্নপ্রসবা-গো-দানের ন্যায় তীর্থস্নান, গজচ্ছায়া-নিমিত্তক শ্রাদ্ধ এবং সপিণ্ডীকরণ মলমাসেও করিবে। পরাশর মুনি বলিয়াছেন যে, নবান্ন, অমাবস্যা, অষ্টকা, গ্রহণ ও সংক্রান্তি-নিমিত্তক শ্রাদ্ধ মলমাসেও করিবে। মলমাসে নিত্যকর্ম্ম নিত্য করিবে, কিন্তু যজ্ঞ ও কাম্যকর্ম্ম বর্জ্জন করিবে। মলমাসে পিণ্ডবর্জ্জিত বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিবে এবং শুদ্ধমাসে পিণ্ডযুক্ত শ্রাদ্ধ করিবে।১০৮-১০

বিপ্রগণ নিত্য যাগ, অন্বাহার্য্যশ্রাদ্ধ এবং প্রতিমাসকরণীয় পিতৃশ্রাদ্ধ সর্বদা করিবে; কিন্তু কাম্য ইষ্টি বর্জ্জন

বৃদ্ধিমদ্দিবসে কার্য্যং শ্রাদ্ধমাভ্যুদিকং দ্বিজৈঃ।
ক্ষীয়মাণে দিনে কার্য্যং শ্রাদ্ধং বিদ্বন্ ক্ষয়াহ্নিকম্॥১১৩
মিত্রে চৈবমগোত্রে চ পিতৃ-মাতৃসহোদরে।
আসনং নৈব দাতব্যং ভোক্তব্যা এবমেব হি ॥১১৪
ব্রাহ্মণং ন সগোত্রঞ্চ পূজয়েৎ পিতৃকর্ম্মণি।
নোপতিষ্ঠন্তি তত্তেষাং কিন্তু স্যাচ্চ নিরাশতা ॥১১৫
স্বগোত্রং ভোজয়েদ্ যস্তু পিতৃশ্রাদ্ধেষু বৈ দ্বিজঃ।
হতাঃ স্যুঃ পিতরস্তেন ন ভোক্তুমুপতিষ্ঠতে ॥১১৬
শ্রাদ্ধং কুর্বন্ দ্বিজোঽজ্ঞানাং স্বগোত্রং যস্তু ভোজয়েৎ।
স লুপ্তপিতৃদেবঃ সন্নরকং প্রতিপদ্যতে ॥১১৭
তস্মান্ন গোত্রিণং বিপ্রং ভোজয়েদ্ বিধিপূর্বকম্।
জ্ঞাতিমন্ত্রেন ভোজ্যাস্তে উত্থিতৈস্তু
দ্বিজোত্তমৈঃ ॥১১৮
দক্ষিণাপ্রবণে দেশে শ্রাদ্ধং কুর্য্যাত্তু পৈতৃকম্।
পিতৃণাং পাবনো দেশঃ স
প্রোক্তোঽক্ষয়তৃপ্তিকৃৎ ॥১১৯

দেশে কালে চ পাত্রে চ বিধিনা হবিষা চ যৎ।
তিলৈর্দর্ভৈশ্চ মন্ত্রৈশ্চ শ্রাদ্ধং
স্যাচ্ছ্রদ্ধয়ান্বিতম্ ॥১২০
তৈজসানি তু পাত্রাণি হ্যর্ঘ্যার্থং ভোজনায় চ।
মৃৎ-পাষাণময়ান্যেকে অপরাণ্যপরে বিদুঃ ॥১২১
পলাশ-পদ্ম-পত্রাণি অনিষিদ্ধানি যানি চ।
তানি শ্রাদ্ধেষু কার্য্যাণি পিতৃ-দেবহিতানি চ ॥১২২
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধেষু মন্যন্তে মৃণ্ময়ানি তু কেচন।
শৌনকস্য মতং হ্যেতদ্ যথা কার্য্যং তু মৃণ্ময়ম্ ॥১২৩
একদ্রব্যাণি কার্য্যাণি পাত্রাণি ভোজনার্ঘয়োঃ।
ত্রীণি পৈতৃকপাত্রাণি দ্বে দৈবে বৈশ্বদৈবিকে ॥১২৪
একস্য বৈশ্বদেবানি পৈতৃকাণ্যেকবস্তুনঃ।
ইতি বা তানি কার্য্যাণি ভেদমেকত্র বর্জয়েৎ ॥১২৫
বটাঽশ্বত্থাঽর্কপত্রেষু কুম্ভী-তিন্দুকয়োরপি।
কোবিদার-করঞ্জেষু ন ভুঞ্জীত কদাচন ॥১২৬

করিবে। দেবপূজাদি কর্ম্মে যে তিথিতে রবি উদিত হয়, সেই তিথি দেবপূজায় প্রশস্ত জানিবে; কিন্তু পিতৃকার্য্যে ইহার বিপরীত জানিবে।১১১-১২

হে বিদ্বন্! বৃদ্ধিমদ্দিবসে (সংস্কারকর্ম্ম-দিবসে) দ্বিজগণ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে। ক্ষয়দিবসীয় (মৃত্যু-দিবসীয়) শ্রাদ্ধ ক্ষীয়মাণ (মৃত) তিথিতে করিবে।১১৩

পিত্রাদির শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণকে যে আসন প্রদান করা হয়, মিত্র, সগোত্র এবং পিতৃমাতৃসহোদর ইহাদিগকে সে আসন প্রদান করিবে না। অর্থাৎ উপরোক্ত ব্যক্তিগণকে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ করিবে না; ইহাদিগকে কেবলমাত্র ভোজন করাইবে।১১৪

পিতৃকার্য্যে সমানগোত্রীয় ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ-রূপে পূজা করিবে না। যদি সমানগোত্রীয় ব্রাহ্মণকে পূজা করে, তাহা হইলে সেস্থলে পিতৃলোকের উপস্থিতি হয় না এবং পিতৃলোকের শ্রাদ্ধপ্রাপ্তির আশা নষ্ট হয়।১১৫

যে দ্বিজ পিতৃশ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণরূপে স্বগোত্রীয়কে ভোজন করায়, সেই দ্বিজই যেন পিতৃলোকগণকে বধ করিয়া তদ্বধজনিত পাপে লিপ্ত হয়; পিতৃলোক সেই শ্রাদ্ধে ভোজন করিবার জন্য উপস্থিত হন না।১১৬

কোনও দ্বিজ যদি অজ্ঞানতাবশতঃ পিতৃশ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণরূপে স্বগোত্রীয়কে ভোজন করায়, তাহা হইলে সে পিতৃদেব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নরকগামী হয়।১১৭

সেইহেতু শ্রাদ্ধে সগোত্রীয় ব্রাহ্মণকে বিধিবোধিত-ভাবে ভোজন করাইবে না; উত্থানশীল দ্বিজশ্রেষ্ঠ সগোত্রীয় ব্রাহ্মণকে জ্ঞাতিরূপে ভোজন করাইবে।১১৮

উত্তরদিক্ অপেক্ষা দক্ষিণদিক্ নিম্ন (ঢালু) এইরূপ স্থানে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবে। দক্ষিণপ্রবণ স্থান পিতৃলোকের শ্রাদ্ধের পক্ষে অতিশয় পবিত্র ও অক্ষয় তৃপ্তিকর।১১৯

বিধি অনুসারে যথাযোগ্য দেশ, কাল ও পাত্রে ঘৃত, তিল, দর্ভ ও মন্ত্র দ্বারা শ্রদ্ধাযুক্তভাবে যাহা করা হয়, তাহাই শ্রাদ্ধ।১২০

সুরভী-নাগকর্ণাদ্যৈঃ করবীর-করঞ্জকৈঃ।
বিল্বৈর্বস্ত্বর্চয়েদ্ বিদ্বান্ পিতৄন্ শ্রাদ্ধেষু গর্হিতৈঃ ॥১২৭
তদ্ভুঞ্জন্তেঽসুরাঃ শ্রাদ্ধং নিরাশৈঃ পিতৃভির্গতৈঃ।
সর্বাণি রক্তপুষ্পাণি নিষিদ্ধান্যপরাণি চ।
বর্জয়েৎ পিতৃকার্য্যেষু কেতকীকুসুমানি চ ॥১২৮
গো-রম্ভা-ভৃঙ্গরাজাদ্যৈর্মল্লিকা-কুব্জকৈরপি।
সমর্চয়েদ্ দ্বিজান্ শ্রাদ্ধে হব্য-কব্যোদিতৈর্দ্বিজঃ ॥১২৯
ন দদ্যাদ্ গুগ্গুলং শ্রাদ্ধে দ্বিজানাং পিতৃদৈবতে।
ধূপাভাবে গুড়ো দেয়ো ঘৃতদীপং দ্বিজোত্তমাঃ ॥১৩০
কুঙ্কুমাদ্যং চন্দনঞ্চ দেয়ং গন্ধবিমিশ্রিতম্।
ঊর্দ্ধঞ্চ তিলকং কুর্য্যাদ্ দৈবে পিত্র্যে চ কর্মণি ॥১৩১
নিরাশাঃ পিতরো যান্তি যস্তু কুর্য্যাৎ ত্রিপুণ্ড্রকম্।
পবিত্রং যদি বা দর্ভং করে কৃত্বা দ্বিজান্নরঃ ॥১৩২
সমালভেদ্ দ্বিজানজ্ঞস্তচ্ছ্রাদ্ধমাসুরং ভবেৎ।
গন্ধাশ্চ বিবিধা দেয়াঃ কর্পূরাগুরুমিশ্রিতাঃ ॥১৩৩
শক্ত্যা বস্ত্রাণি দেয়ানি তদভাবে চ নিষ্ক্রয়ম্।
দীপশ্চ সর্পিষা দেয়স্তিলতৈলেন বা পুনঃ ॥
ন কাষ্ঠতৈলৈরন্যৈস্তু কদাচিৎ সার্ষপাতসৈঃ ॥১৩৪
দেশধর্মং সমাশ্রিত্য বংশধর্মং তথাপরে।
সূরয়ঃ শ্রাদ্ধমিচ্ছন্তি পার্বণঞ্চ ক্ষয়াহ্যপি ॥১৩৫
স্ত্রীণামপি পৃথক্ শ্রাদ্ধং তে মন্যন্তে স্বধর্মতঃ।
মাতামহস্য গোত্রেণ মাতুস্তেন সপিণ্ডতাম্ ॥১৩৬
মাতামহ্যা সহেচ্ছন্তি মাতুস্তেঽপি সপিণ্ডতাম্।
স্ত্রীণাং স্ত্রীগোত্রসম্বন্ধাৎ পুংগোত্রেণ নৃণাং যতঃ ॥১৩৭

শ্রাদ্ধে অর্ঘ্য ও ভোজনীয় পাত্র তৈজস-নির্ম্মিত হইবে। কেহ কেহ মৃৎ ও প্রস্তরময় পাত্র, কেহ কেহ অন্যান্য পাত্রের কথাও উল্লেখ করিয়া থাকেন।১২১

পলাশ ও পদ্মপত্র এবং যে সকল পাত্র শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ বলিয়া কথিত হয় নাই, সেই সকল পাত্র এবং পিতৃকার্য্যে ও দেবকার্য্যে বিহিত পাত্রসকল শ্রাদ্ধে ব্যবহার করিবে।১২২

কেহ কেহ মনে করেন, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে মৃণ্ময় পাত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। শৌনক মুনিরও ইহাই মত যে, মৃণ্ময় পাত্রই ব্যবহার্য্য।১২৩

ভোজনীয় পাত্র ও অর্ঘ্যপাত্র একজাতীয় পদার্থ দ্বারা নির্মাণ করিবে। পিতৃপক্ষে তিনটি পাত্র এবং বিশ্বদেব সম্বন্ধীয় দেবপক্ষে দুইটি পাত্র প্রস্তুত করিবে।১২৪

বিশ্বেদেব-পাত্র এক বস্তুর দ্বারা ও পিতৃপাত্র অন্য বস্তুর দ্বারা রচনা করিবে অথবা একত্র উহাদের পারস্পরিক ভেদ বর্জন করিবে।১২৫

বিশ্বেদেব ও পিতৃগণ বট, অশ্বত্থ, অর্ক, পাক, গাব, রক্তকাঞ্চন ও করঞ্জপত্রে কখনও ভোজন করে না।১২৬

যে বিদ্বান্ ব্যক্তি মল্লিকা, ভেরেণ্ডা, করবীর, করঞ্জ ও বিল্ব প্রভৃতি গর্হিত দ্রব্য দ্বারা শ্রাদ্ধে পিতৃগণের অর্চনা করেন, তাঁহার পিতৃগণ নিরাশ হইয়া চলিয়া যান এবং সেই শ্রাদ্ধ অসুরগণ ভোজন করে। সকল প্রকার রক্তপুষ্প, অন্যান্য নিষিদ্ধ পুষ্প এবং কেতকীপুষ্প পিতৃকার্য্যে বর্জন করিবে। দ্বিজ গো, রম্ভা, ভৃঙ্গরাজাদি, মল্লিকা, শ্বেত গোলাপ এবং হব্যকব্যোদিত দ্রব্য দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধে দ্বিজগণকে অর্চনা করিবে।১২৭-২৯

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা পিতৃদেবতার শ্রাদ্ধে গুগ্গুল্ দিবে না (জ্বালাইবে না), ধূপ না থাকিলে গুড় দিবে এবং ঘৃত-প্রদীপ প্রজ্বালিত করিবে।১৩০

শ্রাদ্ধে গন্ধমিশ্রিত কুঙ্কুম প্রভৃতি চন্দন দিবে। দৈব ও পৈত্র্যকার্য্যে ঊর্দ্ধতিলক ধারণ করিবে। যদি কেহ ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করে, তাহা হইলে পিতৃগণ নিরাশ হইয়া চলিয়া যান। শ্রাদ্ধকালে মানুষ পবিত্র বা কুশ হস্তে লইয়া দ্বিজগণকে স্পর্শ করিবে। যে অজ্ঞ নর পবিত্র বা কুশ হস্তে না লইয়া দ্বিজগণকে স্পর্শ করে, তাহার কৃত সেই শ্রাদ্ধ অসুরভোগ্য হয়। শ্রাদ্ধে কর্পূর ও অগুরুমিশ্রিত বিবিধ গন্ধদ্রব্য প্রদান করিবে। শক্তি অনুসারে বস্ত্রও দিবে; বস্ত্র দিতে অসমর্থ হইলে তন্নিমিত্ত মূল্য দিবে। ঘৃত অথবা তিলতৈল দ্বারা দীপ দিবে। কখনও কাষ্ঠনিষ্কাসিত তৈল, অন্য কোনও তৈল বা সর্ষপজাত তৈল ও অতসজাত তৈল দ্বারা দীপ দিবে না।১৩১-৩৪

সপিণ্ডীকরণে কালে শ্রাদ্ধদ্বয়মুপস্থিতম্ ।
দেবাদ্যং প্রথমং কুর্য্যাৎ পিতৃণাং তদনন্তরম্ ॥১৩৮

দেবাদ্যং পার্বণং প্রোক্তং প্রেতশ্রাদ্ধমথাপরম্ ।
একত্বং তু ততঃ পশ্চাৎ কৃত্বা বিপ্রাংশ্চ
ভোজয়েৎ ॥১৩৯

পিতৃণামর্ঘ্যপাত্রাণি প্রেতপাত্রমথাপরম্ ।
প্রেতপাত্রং তু তৎকৃত্বা পিতৃপাত্রেষু যোজয়েৎ ॥১৪০

যে সমানা ইতি দ্বাভ্যাং পূর্ববচ্ছেষমাচরেৎ ॥
সপিণ্ডীকরণং যস্য কৃতং ন স্যাদ্ দ্বিজন্মনঃ ॥১৪১

অদৈবং তস্য দেয়ং স্যাৎ পিণ্ডমেকং তু নির্বপেৎ ।
সপিণ্ডীকরণং চৈতৎ স্ত্রিয়াশ্চৈব ক্ষয়াহ্নিকম্ ॥১৪২

একাদশাহ্নিকং ত্বাদ্যং মাসি মাসি চ মাসিকম্ ।
বর্ষে বর্ষে চ কর্তব্যং মৃতেঽহনি চ তৎ পুনঃ ॥১৪৩

নাঽপুত্রস্য সপিণ্ডত্বং কেচিদিচ্ছন্তি তদ্বিদঃ ।
বিশেষতোঽনপত্যস্য সত্যপ্যত্রাধিকারিণি ॥১৪৪

বিদ্যমানঃ পিতা যস্য স চেদ্ যদি বিপদ্যতে
তদন্তরা সপণ্ডিত্বং বদন্তি শ্রাদ্ধবাদিনঃ ॥১৪৫

আভ্যুদয়িকসম্পত্তাবর্চাং প্রাগেব কারয়েৎ ।
কুর্য্যাৎ পরিজনেনৈতৎ স্বয়ং বাপি দ্বিজোত্তমঃ ॥১৪৬

সন্ন্যসন্ সর্বকর্মাণি তচ্ছ্রাদ্ধায় চ তদ্দিনম্ ।
অগ্নিদাহদিনং চৈকে কেচিন্মৃতদিনং বিদুঃ ॥১৪৭

বিদেশস্থে শ্রুতাহস্তু কৃষ্ণা বা দ্বাদশী সিতা ।
সংগ্রামে সংস্থিতানাঞ্চ প্রেতপক্ষে শশিক্ষয়ে ॥১৪৮

অগ্নি-সর্পাদিমৃত্যুনাং ষণ্মাসোপরি সৎক্রিয়া ।
তেষাং পার্বণমেবোক্তং ক্ষয়াহেঽপি চ সত্তমৈঃ ॥১৪৯

চন্দ্রক্ষয়াহ্নাশক-সংযুগেষু
যঃ প্রেতপক্ষে মৃতবান্ সপিণ্ডঃ ।

দেশধর্ম্ম ও বংশধর্ম আশ্রয় করিয়া মৃত্যুতিথিতে পার্বণশ্রাদ্ধ করিবে—ইহা অন্যান্য পণ্ডিতগণ ইচ্ছা করেন। স্ত্রীলোকদিগেরও স্বকীয় দেশ, কুল ও ধর্ম্মানুসারে পৃথগ্-ভাবে পার্বণশ্রাদ্ধ করিবে—ইহাও তাঁহারা ইচ্ছা করেন। মাতামহের যে গোত্র, সেই গোত্র দ্বারা মাতার সপিণ্ডীকরণ করিবে। (যেহেতু) তাঁহারা মাতামহীর সহিতও মাতার সপিণ্ডতা ইচ্ছা করেন। পুরুষ-গোত্রের সহিত স্ত্রী-গোত্রের সম্বন্ধহেতু স্ত্রীলোকদিগের পুরুষ-গোত্রানুসারে সপিণ্ডীকরণ করিবে।১৩৫-৩৭

সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধকালে দুইটি শ্রাদ্ধের উপস্থিতি হয়; প্রথমে বিশ্বেদেবাদির শ্রাদ্ধ করিয়া পরে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবে। বিশ্বেদেবাদির পার্বণশ্রাদ্ধ করিয়া অনন্তর প্রেতশ্রাদ্ধ করিবে। তৎপর প্রেতের সহিত তৎপিত্রাদির একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিপ্রগণকে ভোজন করাইবে।১৩৮-৩৯

পিতৃগণের অর্ঘ্যপাত্র ও প্রেতের অর্ঘ্যপাত্র ভিন্নভাবে স্থাপন করিবে। প্রেতার্ঘ্য পিতৃগণের অর্ঘ্যের সহিত মিলিত করিবে।১৪০

"যে সমানা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে পূর্বের ন্যায় অবশিষ্ট কার্য্য করিবে। যে দ্বিজের সপিণ্ডীকরণ করা হয় নাই, তদুদ্দেশ্যে দেবপক্ষবিহীন একটিমাত্র পিণ্ড প্রদান করিবে। মৃত্যুতিথিতে স্ত্রীলোকেরও সপিণ্ডীকরণ করিবে। একাদশাহে করণীয় শ্রাদ্ধ আদ্যশ্রাদ্ধ, প্রতিমাসে মৃত্যুতিথিতে করণীয় শ্রাদ্ধ মাসিক-শ্রাদ্ধ এবং পুনরায় প্রতিবৎসর মৃত্যুতিথিতে করণীয় শ্রাদ্ধ বার্ষিক-শ্রাদ্ধ নামে অভিহিত হয়।১৪১-৪৩

পুত্রহীন ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণ করিবার বিশেষ অধিকারী থাকিলেও সপিণ্ডীকরণ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ পুত্রহীন ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণ ইচ্ছা করেন না।১৪৪

পিতা বর্ত্তমান থাকিতে যদি কোনও পুত্রের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই পুত্রের সপিণ্ডীকরণ হইবে—ইহা শ্রাদ্ধ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন।১৪৫

আভ্যুদয়িক উপস্থিত হইলে দ্বিজোত্তম পূর্বেই স্বয়ং মাতৃগণের অর্চনা করিবে অথবা পরিজন দ্বারা করাইবে। সমস্ত কর্ম সম্যগ্‌রূপে সেই শ্রাদ্ধের জন্য ন্যস্ত করিয়া সেই দিন যাপন করিবে। কেহ কেহ অগ্নিদাহ-দিনকেই মৃত্যুদিন বলিয়া

সপিণ্ডনানন্তরমাব্দিকানি
ভবন্তি তেষামিহ পার্বণানি ॥১৫০
অগ্নি-সর্পাদিমৃত্যুনাং ষণ্মাসোপরি সৎক্রিয়া।
ক্ষয়াহ্নিকানি কার্য্যাণি ক্রয়ুর্ধর্মবিদো জনাঃ ॥১৫১
অব্দাদূর্ধ্বং বদন্ত্যেকে কৃত্বা চ বৈষ্ণবং বলিম্।
বিষ্ণ্বর্চনং বিনা নার্বাক্ প্রদত্তমুপতিষ্ঠতি ॥১৫২
বিদ্যুতা বৃক্ষপাতেন সর্পেণ মহিষেণ বা।
ইত্যাদিকেন মৃত্যুঃ স্যাত্তিথৌ যত্র চ তত্র বৈ ॥১৫৩
তন্নিমিত্তস্য তৃপ্ত্যর্থং মাসি মাসি ক্ষয়াহ্নিকম্।
কর্তব্যমবধৌ যাবত্ততঃ কুর্বীত সৎক্রিয়াম্ ॥১৫৪

অনাশকমৃতানাঞ্চ ক্ষয়াহেঽপি চ পার্বণম্।
সন্ন্যাসবদ্ধি মন্যন্তে কেচিদ্ বিদুরদৈবিকম্ ॥১৫৫
একোদ্দিষ্টমদৈবং স্যাত্তথৈকার্ঘ্যপবিত্রকম্।
আবাহনাঽগ্নৌকরণহীনং তদপসব্যবৎ ॥১৫৬
পূর্বোত্তরপ্লবে দেশে শ্রাদ্ধং স্যান্মাতৃপূর্বকম্।
সিত-পীতাদিপিস্টেন চার্চিতে ভূতলে চ তৎ ॥১৫৭
উদ্দিস্টক্রতুকালস্য তৎপ্রাগেব বিধীয়তে।
আভ্যুদয়িকদৈবানি পূর্বাহ্ণে স্যুরিতি স্মৃতিঃ ॥১৫৮
তিলাক্ষতোদকৈর্যুক্তান্যাসনানি প্রদক্ষিণাৎ।
পরিহৃত্যাদি পৃষ্ঠেন কৃত্বা চ শান্তিপূর্বকম্ ॥১৫৯

থাকেন। পুত্রাদি বিদেশে অবস্থান করিলে যে দিন মৃত্যু-সংবাদ শ্রুত হয়, সেই দিনই মৃত্যুদিন অথবা কৃষ্ণ বা শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতিথি এবং মৃত্যুতিথি সংগ্রামে মৃতব্যক্তিগণের প্রেতপক্ষীয় অমাবস্যা-তিথি মৃত্যুতিথি।১৪৬-৪৮

অগ্নি ও সর্পাদি দ্বারা মৃতব্যক্তিদিগের ছয়মাসের পর শ্রাদ্ধাদি সৎক্রিয়া করিবে; তাহাদেরও মৃত্যুতিথিতে পার্বণ শ্রাদ্ধ করিবে,—ইহা সজ্জনগণ বলিয়া থাকেন। অমাবস্যা-তিথিতে প্রাণনাশকর-দিন ভিন্ন অন্যদিনে অর্থাৎ অপঘাতে মৃত্যু হইলে, যুদ্ধে এবং প্রেতপক্ষে মৃত সপিণ্ডের সপিণ্ডীকরণের পর আব্দিক শ্রাদ্ধ পার্বণবিধি অনুসারে করিবে।১৪৯-৫০

ধর্মশাস্ত্রার্থবিদ্‌গণ বলিয়াছেন যে, অগ্নিতে ও সর্পাদির আঘাতে মৃত ব্যক্তিগণের ছয়মাসের পর বেদাদি শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া ও মৃত্যুদিবস-সম্বন্ধীয় কার্য্যসমূহ করিবে। কেহ কেহ বলেন,—এক বৎসরের ঊর্দ্ধ হইলে পর নারায়ণবলি-যাগ করিয়া পারলৌকিক অনুষ্ঠান করিবে। কেননা পূর্বোক্ত প্রকারে মৃতগণের ঊর্দ্ধগতির জন্য বৎসরমধ্যে বিষ্ণুর অর্চনা না করিয়া যদি কোনও অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে সে সমস্ত ক্রিয়ার ফল মৃতগণের নিকট উপস্থিত হয় না।১৫১-৫২

যে কোনও তিথিতেই হউক না কেন বিদ্যুৎ, বৃক্ষপতন, সর্প ও মহিষ ইত্যাদি দ্বারা যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই মৃতব্যক্তির তৃপ্তির জন্য প্রতিমাসে মৃত্যুতিথিতে করণীয়-কার্য্য বর্ষাবধি করিবে, তৎপর বেদাদি-বিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে।১৫৩-৫৪

অস্বাভাবিকভাবে মৃতব্যক্তিদিগের মৃত্যুতিথিতে দেবপক্ষহীন পার্বণশ্রাদ্ধ করিবে ইহা কেহ কেহ বলেন এবং তাঁহারা ইহা সন্ন্যাসের ন্যায় মনে করেন।১৫৫

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে দেবপক্ষ থাকিবে না এবং একটি মাত্র অর্ঘ্য ও একটি মাত্র পবিত্র দিবে। আবাহনীয় মন্ত্রপাঠ ও অগ্নৌকরণ করিবে না এবং অপসব্যোত্তরীয় হইবে।১৫৬

শুক্ল ও পীত প্রভৃতি পিস্টক (পিঁঠুলি) দ্বারা প্রলিপ্ত ভূমিতে পূর্ব ও উত্তরদিগস্থ ঢালু (নীচু) স্থানে মাতৃপূর্বক শ্রাদ্ধ করিবে।১৫৭

উদ্দেশপ্রাপ্ত ক্রতুকাল সম্বন্ধে পূর্বেই বিধান করা হইয়াছে। আভ্যুদয়িকে দৈবপক্ষীয় কার্য্য পূর্বাহ্ণেই হইবে—ইহাই স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান।১৫৮

প্রথমে শান্তিকর্ম করিয়া আদিতেই পৃষ্ঠদেশ পরিহার করত প্রদক্ষিণের পর তিল, অক্ষত ও উদকযুক্ত আসনগুলি এবং ব্রীহি, যব, গোধূম ও অক্ষতচূর্ণ পিণ্ডদানে প্রশস্ত বলিয়া কথিত থাকায় অক্ষত, আমলক, দধি ও বদরিকামিশ্রিত পিণ্ডগুলি নান্দীমুখ-দেবগণ ও নান্দীমুখ-পিতৃগণ উদ্দেশ্যে প্রদক্ষিণক্রমে প্রদান করিবে।১৫৯-৬১

সেই নান্দীমুখে দেবগণ ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে

ব্রীহয়ো যব-গোধূমা অক্ষতাশ্চ হতাঃ স্মৃতাঃ।
অক্ষতামলকৈঃ পিণ্ডান্ দধি-কর্কন্ধুমিশ্রিতৈঃ ॥১৬০
নান্দীমুখেভ্যো দেবেভ্যঃ প্রদক্ষিণকুশাসনম্।
পিতৃভ্যস্তন্মুখেভ্যশ্চ প্রদক্ষিণমিতি স্মৃতিঃ ॥১৬১
কর্কন্ধুভির্যবৈঃ পুষ্পৈঃ শমীপত্রৈস্তিলৈস্তথা।
তেভ্যো হ্যর্ঘ্যঃ প্রদাতব্যঃ পিতৃভ্যো দৈবতৈঃ সহ ॥১৬২
মাতামহানামপ্যেবং ষড়্‌দৈবত্যং শ্রিয়ে দ্বিজঃ।
মাঙ্গল্যপূর্বকং সর্বং গন্ধাদ্যপি চ ধারয়েৎ ॥১৬৩
তৃপ্তিকৃৎ পিতৃ-মাতৃণাং ধূপো দেয়শ্চ গুগ্‌গুলঃ।
ঘৃতাভিঘারধূপো বা যথা স্যাৎ পরিপূর্ণতা ॥১৬৪
দীপাশ্চ বহবো দেয়াঃ বিপ্রং প্রতি ঘৃতেন চ।
তৈলেন যেন কেনাপি নবনীতেন চৈব হি ॥১৬৫
মালত্যা শতপত্র্যা বা মল্লিকা-কুন্দয়োরপি।
কেতক্যা পাটলয়া বা স্রজো দেয়া ন লোহিতাঃ ॥১৬৬
বাসাংসি চ যথাশক্ত্যা দদ্যাৎ তেভ্যোঽপি নিষ্ক্রয়ম্।
পরিপূর্ণং যথা তৎ স্যাত্তথা কার্য্যং ভবেদিতি ॥১৬৭
সুবেশভূষণৈস্তত্র সালঙ্কারৈস্তথা নরৈঃ।
কুঙ্কুমাদ্যনুলিপ্তাঙ্গৈর্ভাব্যং তু ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥১৬৮
স্ত্রিয়োঽপি স্যুস্তথাভূতা গীত-নৃত্যাদিহর্ষিতাঃ।
দুন্দুভিনাদহৃষ্টাঙ্গা মঙ্গলধ্বনিকারিকাঃ ॥১৬৯
সোমসদোঽগ্নিষ্বাত্তাশ্চ তথা বর্হিষদোঽপি চ।
সোমপাশ্চ তথা বিদ্বংস্তথৈব চ হবির্ভুজঃ ॥১৭০
আজ্যপাশ্চ তথা বৎস তথা হ্যন্যে সুকালিনঃ।
এতে চান্যে চ পিতরঃ পূজ্যাঃ সর্বে দ্বিজাতিভিঃ ॥১৭১
বসবশ্চ তথা রুদ্রাস্তথৈবাদিতিসূনবঃ।
দেবতা অপি যজ্ঞেষু স্বায়ম্ভুবা হি কীর্তিতাঃ ॥১৭২
এতে চ পিতরো দিব্যাস্তথা বৈবস্বতাদয়ঃ।
এতৎ পৌত্র-প্রপৌত্রাশ্চ অসংখ্যাঃ পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥১৭৩
এতে শ্রাদ্ধেষু সন্তর্প্যা উৎপন্নান্নৈর্দ্বিজাতিভিঃ।
সন্তর্পিতা ইমে সর্বান্ প্রীণয়ন্তি নৃণাং পিতৄন্ ॥১৭৪
প্রাগেব কথিতান্ বিপ্রান্ স্নাতান্ কালে সমাগতান্।

বদরিকা, যব, পুষ্প, শমীপত্র ও তিলযুক্ত অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ষড়্‌দৈবত-শ্রাদ্ধে দ্বিজ শ্রীলাভের জন্য মাতামহাদির উদ্দেশ্যেও এইরূপ দিবে। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানপূর্বক শুভগন্ধাদি দ্রব্য ধারণ করিবে।১৬২-৬৩

পিতৃ-মাতৃগণের তৃপ্তিপ্রদ ধূপ ও গুগ্‌গুল দিবে, অথবা ঘৃতাভিঘারিত ধূপ দিবে—যাহাতে পিতৃমাতৃগণের পরিপূর্ণ তৃপ্তি হয়। প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণ উদ্দেশ্যে ঘৃত, যে কোনও তৈল অথবা নবনীত দ্বারা বহু দীপ দিবে।১৬৪-৬৫

মালতী, পদ্ম, মল্লিকা, কুন্দ, কেতকী ও পাটলা-পুষ্পের মালা দিবে, কিন্তু লোহিতবর্ণ পুষ্প দিবে না। তাহাদের উদ্দেশ্যে যথাশক্তি বস্ত্র অথবা তন্মূল্য দিবে—যেভাবে পরিপূর্ণ হয়, সেইভাবে কার্য্য করিবে। ভূষণ ও অলঙ্কার দ্বারা সুন্দরবেশধারী মানবগণ কুঙ্কুমাদি দ্বারা অনুলিপ্তাঙ্গ হইয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত পিতৃলোকগণকে ভাবনা করিবে।১৬৬-৬৮

সেইরূপ বেশভূষণ-মণ্ডিতা স্ত্রীলোকগণও নৃত্য-গীতাদি দ্বারা হৃষ্টা ও দুন্দুভি (ঢাক) নিনাদে পুলকিতা হইয়া মঙ্গলধ্বনি করিবে।১৬৯

হে বিদ্বন্! হে বৎস! সোমসদ, অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদ, সোমপ, আজ্যপ, সুকালিন প্রভৃতি পিতৃগণ ও হবির্ভুক্ অন্যান্য পিতৃগণ দ্বিজাতিগণের পূজনীয়।১৭০-৭১

অষ্টবসু, একাদশরুদ্র, অদিতি-পুত্রগণ ও স্বায়ম্ভুব যজ্ঞকর্মে দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত। ইঁহারা, দিব্যপিতৃগণ, বৈবস্বতাদিগণ এবং ইঁহাদিগের অসংখ্য পৌত্র ও প্রপৌত্রাদিগণ পিতৃলোক বলিয়া উক্ত হন; দ্বিজগণ শ্রাদ্ধান্ন দ্বারা ইঁহাদিগেরও সম্যগ্‌রূপে তৃপ্তিসম্পাদন করিবে। ইঁহারা সম্যগ্‌রূপে তৃপ্ত হইয়া মানবগণের পিতৃগণকে প্রীত করেন।১৭২-৭৪

পূর্বেই প্রার্থনা দ্বারা নিমন্ত্রিত, স্নাত, কৃতশৌচ ও যথাকালে সমাগত পূর্বোক্ত বিপ্রগণকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া উপবেশন করাইবে। যাহারা মেঘনিঃসৃত জলস্পৃষ্ট জল দ্বারা আচমন ও

দত্ত্বার্ঘ্যান্ কৃতসচ্ছৌচানাচান্তানুপবেশয়েৎ ॥১৭৫
যে স্পৃশন্তস্তু খাদ্যন্তিরাচামন্তি পিবন্তি চ।
তেষাং ন জায়তে শুদ্ধিরাচামন্ত্যসৃজা হি তে ॥১৭৬
সর্বাণি স্বানি বক্ত্রাণি কায়চ্ছিদ্রাণি চাত্মনঃ।
তৈরাচান্তৈর্ভবেচ্ছুদ্ধিরশুচিস্ত্বন্যথা ভবেৎ ॥১৭৭
ব্যাহৃত্য বৈষ্ণবান্ মন্ত্রান্ স্মৃত্বা চ বেদমাতরম্।
শান্তস্বান্তো দ্বিজান্ পৃচ্ছেৎ করিষ্যে শ্রাদ্ধমিত্যথ ॥১৭৮
করবৈ করবাণীতি পৃষ্টা ব্রূয়ুর্দ্বিজা হ্যতঃ।
অনুজ্ঞায়ৈ বচো হ্যেতৎ কুরুষ্ব ক্রিয়তাং কুরু ॥১৭৯
ততো দর্ভাসনং দদ্যাদ্দেবেভ্যঃ সযবং পুনঃ।
দক্ষিণং জানুমন্বাস্য দক্ষিণঞ্চ তথাসনম্ ॥১৮০
পাত্রদ্বয়মতোঽর্ঘ্যার্থং তৈজসং চৈকবস্তুজম্।
সাপঞ্চ সপবিত্রং তৎ সমভ্যর্চ্য বিধানতঃ ॥১৮১
প্রাঙ্মুখোঽমরতীর্থেষু শন্নো দেব্যোদকং ক্ষিপেৎ।
যবোঽসীতি যবাংস্তত্র তুষ্ণীং পুষ্পাণি চন্দনম্ ॥১৮২
যবোঽসি পুণ্যামৃতমিশ্রিতোঽসি
সমস্তধান্যপ্রভুরস্যমুত্র।
মরুন্মনুষ্য-পিতৃবংশতৃপ্ত্যৈ
ক্ষিতাবতীর্ণোঽসি হিতোঽসি পুংসাম্ ॥১৮৩
উৎপাদ্যপূর্বকমিমানমৃতেন বেধা-
ভূয়ঃ প্রসন্নমনসা তদুপাসিতঃ সন্।
চিক্ষেপ তান্ বরুণলোকহিতায় সিক্তাং-
স্তেনামৃতা বরুণদৈবতকা বভূবুঃ ॥১৮৪
আনীতবান্ বিধিরিমান্ বরুণস্য লোকাদ্
অন্নপ্রভূন্ ভুবি যবান্ সুরলোকতৃপ্ত্যৈ।
তৎপিষ্ট-পক্ক-হবিষা পিতৃদেবতানাং
তৃপ্তা বসন্তি দিবি তে বরদানবাচঃ ॥১৮৫
ততঃ সব্যং করং ন্যস্য বিপ্রদক্ষিণজানুনি।
দেবানাবাহয়িষ্যেঽহমিতি বাচমুদীরয়েৎ ॥১৮৬
আবাহয়েত্যনুজ্ঞাতো বিশ্বেদেবাস আগতম্।
বিশ্বে দেবাঃ শৃণুতেমমিতি মন্ত্রদ্বয়ং পঠেৎ ॥১৮৭
সোমেন সহ রাজেন্তি কেচিৎ পঠন্ত্যদোঽপি চ।
ব্যাহৃত্য মন্ত্রমাবাহ্য হস্তে দত্ত্বা পবিত্রকম্ ॥১৮৮

জলপান করে, তাহাদের যেন রক্ত দ্বারা আচমন করা হয়—কোনও মতেই শুদ্ধি হয় না।১৭৫-৭৬

উক্ত মেঘস্পৃষ্ট জলে আচান্ত ব্যক্তি পুনরায় অন্য পবিত্র জলে আচমন করিয়া স্বীয় বক্ত্র (মুখ) ও অন্যান্য কায়ছিদ্র (নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি) জলহস্তে স্পর্শ করিলে অর্থাৎ ধৌত করিলে শুচি হইবে, অন্যথা অশুচিই থাকিবে।১৭৭

বৈষ্ণব-মন্ত্র উচ্চারণ করত এবং স্বীয় অন্তরে বেদমাতা গায়ত্রীকে স্মরণ করিয়া শান্তভাব অবলম্বন পূর্বক দ্বিজদিগকে পরে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে—"শ্রাদ্ধং করিষ্যে", 'শ্রাদ্ধং করবৈ' বা 'শ্রাদ্ধং করবাণি' এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া দ্বিজগণের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিবে। দ্বিজগণ জিজ্ঞাসিত হইয়া, "শ্রাদ্ধং কুরুষ্ব", "শ্রাদ্ধং ক্রিয়তাম্" বা "শ্রাদ্ধং কুরু" এইরূপে অনুজ্ঞা বাক্য বলিবে।১৭৮-৭৯

তৎপর দেবগণ উদ্দেশ্যে পুনরায় যবের সহিত দর্ভাসন দিবে। এবং দক্ষিণজানু পাতিত করিয়া পিতৃগণকে দক্ষিণাগ্র আসন দিবে। জল ও পবিত্রের সহিত একদ্রব্যজাত দুইটি তৈজস-পাত্র স্থাপন করিয়া বিধি অনুসারে অর্চনা করত পূর্বমুখ হইয়া দেবতীর্থে "শন্নোদেবী" এই মন্ত্রে জল, "যবোঽসি" এই মন্ত্রে যব এবং অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প দিবে।১৮০-৮২

যব! তুমি পুণ্য এবং অমৃত দ্বারা মিশ্রিত হইয়াছ। তুমি সমস্ত ধান্যগণের প্রভু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। ইহলোকে বায়ু, মনুষ্য ও পিতৃবংশীয়গণের তৃপ্তির জন্য তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ। তুমি নরগণের হিতকারী। পূর্বে ব্রহ্মা এই যবসমূহকে অমৃতের সহিত উৎপাদন করিয়া পুনরায় তৎকর্তৃক উপাসিত হইয়া বরুণলোকের হিতের জন্য অমৃত দ্বারা আর্দ্র করত বরুণলোকে নিঃক্ষেপ করেন। সেইহেতু বরুণদেবতাক অমৃতস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হন।১৮৩-৮৪

ব্রহ্মা সুরলোকের তৃপ্তির জন্য বরুণলোক হইতে ভূলোকে অন্নশ্রেষ্ঠ যব আনয়ন করিয়াছেন। পিষ্ট, পক্ক ও ঘৃতমিশ্রিত সেই যব স্বর্গলোকে বরদানবাচক

অর্চয়েত্তং দ্বিজং পুষ্পৈর্দদ্যাদর্ঘ্যং করে পুনঃ।
বিশ্বেভ্যস্ত্বেষ দেবেভ্যস্তুভ্যমর্ঘ্যঃ প্রদীয়তে ॥১৮৯
যা দিব্যা ইতি মন্ত্রেণ পাণৌ বিপ্রস্য তৎ ক্ষিপেৎ।
অপসব্যমতঃ কৃত্বা নির্বর্ত্য বৈশ্বদৈবিকম্ ॥১৯০
আপো ভূমিগতাঃ কেচিদাদিত্যেত্যভিমন্ত্র্য চ।
পুনস্তাভিঃ করাভ্যাঞ্চ কুর্বন্তি মুখমার্জনম্ ॥১৯১
উদকং গন্ধ-ধূপাংশ্চ বাসাংসি চন্দনং স্রজঃ।
দত্বাঽপসব্যবদ্ ভূত্বা দদ্যাৎ পিতৃকুশাসনম্ ॥১৯২
সোদকান্ দ্বিগুণং ভুগ্নান্ সতিলান্ সকুশানপি।
গোকর্ণমাত্রকান্ সাগ্রান্ প্রদদ্যাদ্ বামপার্শ্বতঃ ॥১৯৩
চতুর্থ্যং তং সগোত্রঞ্চ পিতৃনাম চ শর্মবৎ
উচ্চার্য্যং পরয়োস্তদ্বদিদং তুভ্যং কুশাসনম্ ॥১৯৪

পিত্রর্থমর্ঘ্যপাত্রাণি সম্পূজ্য দক্ষিণামুখঃ।
তিলোঽসীত্যেতদুচ্চার্য্য যবস্থানে তিলান্ ক্ষিপেৎ॥১৯৫
ভূলগ্নসব্যজানুঃ সন্ পিতৃতীর্থেন চাহস্বরঃ।
পিতৃধ্যানমনাঃ কুর্য্যাৎ পিতৃকার্য্যমশেষতঃ ॥১৯৬
আবাহয়িষ্যে পিত্রাদীননুজ্ঞাহঽবাহয়েতি চ।
উশন্তস্ত্বেতি প্রোদীর্য্য তথায়ন্তু ন ইত্যপি ॥১৯৭
অন্যেঽপ্যপহতাসুরা ইত্যাদ্যপি পঠন্তি হি।
অন্নবিঘ্নব্যপোহার্থং বক্তব্যমিতি কেচন ॥১৯৮
প্রাগ্বদ্ বিপ্রার্চনং কার্য্যং প্রাগ্বদর্ঘ্যপ্রসেচনম্।
প্রাগ্বন্মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য প্রাগ্বচ্চ মুখমার্জনম্ ॥১৯৯
এতে তিলাস্তু বিধিনা শশিলোকতস্তু
প্রাহুত্য ভোজনহিতেন শুভায় ধন্যাঃ।

হইয়া পিতৃদেবতাগণের সমীপে তৃপ্তির সহিত বাস করে। তৎপর শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণের দক্ষিণজানুতে স্বকীয় দক্ষিণহস্ত স্থাপন করিয়া "দেবানাবাহয়িষ্যে" এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিবে।১৮৫-৮৬

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক "আবাহয়" এইপ্রকার অনুজ্ঞাত হইয়া "বিশ্বে দেবাস আগতঃ" এবং "বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং" এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিবে।১৮৭

"ওষধয়ঃ সমবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা" এই মন্ত্রও কেহ কেহ পাঠ করেন। পূর্বোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করত বিশ্বেদেবগণকে আবাহন করিয়া ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্র দিয়া পরে সেই ব্রাহ্মণকে পুষ্পদ্বারা অর্চনা করিবে এবং পুনরায় তাহার হস্তে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। "বিশ্বেদেব উদ্দেশ্যে তোমাকে এই অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি" অর্ঘ্যপ্রদান-সময়ে এইরূপ বলিবে।১৮৮-৮৯

"যা দিব্যা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিপ্রহস্তে তাহা প্রদান করিবে। তৎপর বিশ্বেদেব-সম্বন্ধীয় কার্য্য শেষ করিয়া অপসব্যোত্তরীয় হইয়া "আপো ভূমিগতা" এই মন্ত্রে অথবা কাহারও কাহারও মতে "আদিত্য" এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া পুনরায় সেই জল দ্বারা এবং হস্তদ্বয় দ্বারা মুখমার্জন করিবে।১৯০-৯১

অপসব্যোত্তরীয় হইয়া পিতৃলোক উদ্দেশ্যে জল, গন্ধ, ধূপ, বস্ত্র, চন্দন, ও মাল্য প্রদান করিয়া কুশাসন দিবে। তিলোদক-মিশ্রিত দ্বিগুণভুগ্ন সাগ্র কুশ গোকর্ণ-পরিমিত করিয়া ব্রাহ্মণের বামপার্শ্বে দিবে।১৯২-৯৩

গোত্রের সহিত শর্মন্‌শব্দযুক্ত চতুর্থ্যন্ত পিতৃনাম উচ্চারণপূর্বক "এই কুশাসন তোমাকে দিলাম" এই বলিয়া ব্রাহ্মণের করযুগলে কুশাসন দিবে।১৯৪

দক্ষিণাভিমুখ হইয়া পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য-পাত্রগুলি অর্চনা করিয়া "তিলোঽসি" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যবস্থানে তিল দিবে। বামজানু ভূমিসংলগ্ন করিয়া ধীরচিত্তে পিতৃলোককে মনে মনে চিন্তা করত বিশেষভাবে পিতৃকার্য্য করিবে।১৯৫-৯৬

"পিত্রাদীন্ আবাহয়িষ্যে" এই বলিয়া অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ "আবাহয়" এইরূপ অনুমতি করিবেন। "উশন্তস্ত্বা" ও "আয়ন্তু নঃ" এই মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণ করিবে। কেহ কেহ "অপহতাসুরা রক্ষাংসি" ইত্যাদি মন্ত্রও পাঠ করেন। কেহ কেহ বলেন,—অন্নোৎসর্গে বিঘ্ন বিদূরিত করিবার জন্য এই মন্ত্র পাঠ করিবে।১৯৭-৯৮

পূর্বের ন্যায় বিপ্রার্চন, অর্ঘ্যপ্রসেচন, মন্ত্রোচ্চারণ ও মুখমার্জন করিবে।১৯৯

ক্ষিপ্তা মলানি পুরুষস্য চ তর্পণাদ্যৈ-
র্যে ঘ্নন্তি তেষু ভুবি সৎসু কুতো ভয়ং স্যাৎ ॥২০০
তিলোঽসি তারাপতি-দৈবতোঽসি
হিতোঽস্য শেষপিতৃদেবতানাম্।
কর্তাসি তৃপ্তিং পরমাং পিতৃণাং
মুক্তস্ততস্ত্বং বিধিসম্ভবোঽসি ॥২০১
অর্ঘ্যপাত্রাণি সর্বাণি কৃত্বা তান্যাদ্যপাত্রকে।
পিতৃভ্যস্থানমসীতি ন্যুব্জং কুর্য্যাদধশ্চ তৎ ॥২০২
যস্তদ্ধরেত্তদজ্ঞানাদর্ঘ্যপাত্রং তু পৈতৃকম্।
তদ্ধি শ্রাদ্ধমভোজ্যং স্যাৎ ক্রুদ্ধৈঃ পিতৃগণৈর্গতৈঃ ॥২০৩
আশ্রিত্য প্রথমং পাত্রং তিষ্ঠন্তি পিতরো নৃণাম্।
শ্রাদ্ধে তস্মান্ন তদ্বিদ্বানুদ্ধরেৎ প্রথমং সুধীঃ ॥২০৪
বাচয়েৎ পরিপূর্ণং তু বাসো দত্ত্বা বিধানতঃ।

বিধি চন্দ্রলোক হইতে এই ধন্য-তিল বিশেষভাবে আহরণ করিয়া পুরুষের ভোজনহিতার্থে এবং তর্পণাদি দ্বারা লোকহিতার্থে ভূলোকে ক্ষেপণ করিয়াছেন। যে তিলসমূহ অশুভ বিনষ্ট করে, সেই তিল বিদ্যমান থাকিতে আর ভয় কি? 'চন্দ্রদৈবত তিল! তুমি পিতৃলোক ও দেবলোকের অশেষহিতকারী, তুমি পিতৃলোকের পরমতৃপ্তি-সম্পাদন করিয়া থাক, সেইহেতু তুমি মুক্ত এবং বিধিকর্তৃক উৎপন্ন হইয়াছ।' সমস্ত অর্ঘ্যপাত্রগুলি অর্থাৎ অর্ঘ্যপাত্রস্থ জলরাশি প্রথম পাত্রে স্থাপন করিয়া "পিতৃভ্যঃ স্থানমসি" এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রগুলি ভূমিতে অধোমুখ করিয়া (উপুড় করিয়া) রাখিবে।২০০-২

যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশতঃ উক্ত পৈতৃক অর্ঘ্যপাত্র উত্থান করে, পুত্রকৃত সেই শ্রাদ্ধ পিতৃগণের অভোজ্য হয় এবং তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া যান।২০৩

মানবগণের পিতৃগণ প্রথম পাত্র আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। সেইহেতু শ্রাদ্ধকালে বেদপারগ সুধী-পুত্র প্রথম পাত্র উত্থান করিবে না।২০৪

বিধান অনুযায়ী বস্ত্র প্রদান করিয়া "বস্ত্রদান পরিপূর্ণ হইয়াছে" এই কথা ব্রাহ্মণ দ্বারা বলাইবে। তৎপরে

নত্বা সর্বান্ দ্বিজান্ পৃচ্ছেৎ করিষ্যেঽগ্নাবিতি দ্বিজঃ ॥২০৫
অস্ত্বেতৎপরিপূর্ণং তু ব্রূয়ুরেতে দ্বিজাতয়ঃ।
সসর্পিঃ পাত্রমাদায় সপিধানং বিধানতঃ ॥২০৬
কুরুষ্বেতি হ্যনুজ্ঞাতো জুহোত্যগ্নৌ ততঃ পুনঃ।
ভোজনে পিতৃবিপ্রাণামিতি মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥২০৭
অগ্নিশব্দং চতুর্থ্যেকবচনান্তং সমুচ্চরেৎ।
কব্যবাহনশব্দঞ্চ সোমং পিতৃমদিত্যপি ॥২০৮
পঙ্‌ক্তিমূর্ধন্যমেবাত্র পৃচ্ছেদিতি হি কেচন।
পিতৃশ্রাদ্ধে প্রধানত্বাৎ সোমস্তেনাথ বা পুনঃ ॥২০৯
তূষ্ণীং যত্র তু হোমাদৌ প্রজাপতিস্তু তত্র তু।
তৃতীয়ং মনসা দদ্যাদ্ যমায়াস্ত্বিতি বা পুনঃ ॥২১০
অহন্যেবাস্মিংস্তস্মিন্ বা সংবাদোঽভূন্মনোর্গিরঃ।
অহব্যা বাগ্ যতো বাণী অভূদ্ যজ্ঞে প্রজাপতেঃ ॥২১১

দ্বিজ দ্বিজগণকে প্রণাম করিয়া "অগ্নৌ করিষ্যে" এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে। দ্বিজগণ তখন "এতৎ পরিপূর্ণমস্তু" (ইহা পরিপূর্ণ হউক) এই কথা বলিবেন। বিধান অনুযায়ী আচ্ছাদিত সঘৃত অন্নপাত্র হস্তে লইয়া ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক "কুরুষ্ব" এই প্রকারে অনুজ্ঞাত হইয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। পিতৃব্রাহ্মণগণের ভোজনকালে এই প্রকার মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। চতুর্থী-বিভক্তির একবচন অন্তে রাখিয়া অগ্নিশব্দ উচ্চারণ করিবে (অগ্নয়ে)। কব্যবাহন, সোম ও পিতৃমৎ-শব্দের অন্তেও চতুর্থীবিভক্তির একবচন উচ্চারণ করিবে।২০৫-৮

কেহ কেহ বলেন,—এস্থলে যিনি পঙ্‌ক্তিশ্রেষ্ঠ থাকেন, তাঁহার নিকটেই জিজ্ঞাসা করিবে। পিতৃশ্রাদ্ধে প্রধানত সোমনামেই আহুতি দিবে (ওঁ সোমায় পিতৃমতে)।২০৯

যেখানে হোমাদিতে প্রজাপতির নাম উল্লেখ আছে, সেখানে উচ্চারণ না করিয়া মনে মনে দিবে; অথবা মনে মনে চিন্তা করিয়া "যমায় অস্তু" এই বলিয়া তৃতীয় আহুতি দিবে।২১০

এইদিনে অথবা সেইদিনে পরস্পরের মধ্যে তাঁহাদের

অগ্নাবাহুতয়ঃ প্রোক্তাস্তিস্র এব মনীষিভিঃ।
অগ্নিবদ্ বিপ্রপাত্রেষু পশ্চাত্তজ্জুহুয়াদ্ দ্বিজঃ ॥২১২
অগ্নৌকরণশেষং তু পিতৃপাত্রেষু দাপয়েৎ।
প্রতিপাদ্য পিতৃণাং তু দদ্যাদ্ বৈ বৈশ্বদেবিকে ॥২১৩
যশ্চাগ্নৌকরণং দদ্যাৎ পিতৃ-বিপ্রকরেষু চ।
তেনোচ্ছেষিতমেতৎ স্যাৎ সমাপ্তিস্তাবতৈব তু ॥২১৪
পিতরঃ করবক্ত্রাশ্চ বহ্নিবক্ত্রাশ্চ দেবতাঃ।
অতঃ পাণৌ ন তদ্দেয়ং পাত্রে দেয়ং কুশান্বিতে ॥২১৫
বৈশ্বদেবিকবিপ্রাণাং পাত্রে বা যদি বা করে।
অনগ্নিকস্তু তদ্দদ্যাৎ প্রথমং বৈশ্বদেবিকে ॥২১৬
হুতশেষমশেষাণাং পাত্রে দদ্যাদ্ দ্বিজোত্তমঃ।
পৃচ্ছেৎ সর্বাংশ্চ যৎকৃত্যং সামান্যেন দ্বিজোত্তমান্ ॥২১৭
দত্ত্বাহগ্নৌকরণং চান্যৎ বিপ্রাণাং তৃপ্তিকৃদ্ধবিঃ।
পরিবেষ্যমিতি ব্রূয়ুস্ততো বিধিরনন্তরম্ ॥২১৮
প্রাগগ্নৌকরণং দদ্যাদ্দত্ত্বা চান্যত্তু তৃপ্তিকৃৎ।
একীকৃতং তু ভুঞ্জানাঃ প্রীণয়ন্তি নৃণাং পিতৃন্ ॥২১৯
পরিবেষ্য হবিঃ সর্বং তদর্থং যচ্চ বৈ শৃতম্।
অভিমন্ত্র্য ততঃ পাত্রে আপোশানপ্রদানবৎ ॥২২০
অন্নপূর্ণস্য পাত্রস্য কর্তব্যমভিষেচনম্।
আমো দত্ত্বা তু সঙ্কল্পমেষ শ্রাদ্ধবিধির্বরঃ ॥২২১
বর্জিতানি ন দেয়ানি পিতৃপ্রীতিবিজানতা।
হবিষ্যাণি প্রদেয়ানি বক্ষ্যমাণানি বর্জয়েৎ ॥২২২
নিষ্পাবান্ রাজমাষাংশ্চ কুলিত্থান্ কোরদূষকান্।
মসূরান্ শীতপাকঞ্চ পুলাকং শণ-মর্কটাঃ ॥২২৩
আঢক্যঃ সিতসিদ্ধার্থং বল্লানি স্বিন্নধান্যকম্।
পিণ্যাকং পরিদগ্ধঞ্চ মথিতঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥২২৪

আলাপ হয়—ইহা মনুর কথা। প্রজাপতির যজ্ঞে সংযতবাক্ হইয়া হব্যরহিতা বাণী উচ্চারণ করিবে।২১১

মনীষিগণ বলিয়াছেন যে, অগ্নিতে তিনটি আহুতি দিবে। পরে দ্বিজ অগ্নিতে আহুতির ন্যায় বিপ্রপাত্রেও আহুতি দিবে। অগ্নৌকরণ করিবার পর অবশিষ্ট দ্রব্য পিতৃপাত্র- সমূহে দিবে, পিতৃলোকগণের তৃপ্তিসম্পাদন করিয়া বিশ্বেদেব-পাত্রে প্রদান করিবে।২১২-১৩

যিনি পিতৃকরে এবং বিপ্রকরে অগ্নৌকরণ প্রদান করেন, তিনি উৎকৃষ্টরূপে এই ক্রিয়া-নিষ্পত্তি করিলেন এবং তাহা দ্বারাই ক্রিয়া-সমাপ্তি হয়।২১৪

পিতৃগণ করবক্ত্র অর্থাৎ করই পিতৃগণের মুখ এবং দেবগণ বহ্নিবক্ত্র অর্থাৎ বহ্নিই দেবতাদের মুখ। এইহেতু হস্তে তাহা দিবে না, কুশযুক্ত পাত্রে দিবে।২১৫

বিশ্বেদেব-সম্বন্ধীয় শ্রাদ্ধে বিশ্বেদেব-সম্বন্ধীয় বিপ্রগণের পাত্রে বা হস্তে অনগ্নিক বিপ্র প্রথমে সেই দ্রব্য দিবে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হুতাবশেষ কিছুমাত্র অবশিষ্ট না রাখিয়া পাত্রে প্রদান করিবে এবং সমস্ত দ্বিজোত্তমকে সাধারণভাবে যাহা করণীয়—তাহা জিজ্ঞাসা করিবে। অগ্নৌকরণ প্রদান করিয়া বিপ্রগণের উদ্দেশ্যে অন্য হবিঃ পরিবেষণ করিবে এবং "অনন্তর কি বিধি, তাহা বলুন" এই কথা বিপ্রগণের নিকট বলিবে।২১৬-১৮

প্রথমে অগ্নৌকরণ প্রদান করিয়া তৎপর তৃপ্তিকর অন্য দ্রব্য প্রদান করত একীকৃতভাবে ভোজন করাইয়া পিতৃগণকে প্রীত করাইবে।২১৯

শ্রাদ্ধার্থে যে সমস্ত পক্ব হবিঃ প্রস্তুত করা হয়, পাত্রে সে সমস্ত পরিবেষণ করিয়া অভিমন্ত্রিত করত আপোশান প্রদানের ন্যায় অন্নপূর্ণ পাত্রের অভিষেচন করিবে, তৎপর জলপ্রদান করিয়া সঙ্কল্প করিবে—ইহাই শ্রেষ্ঠ শ্রাদ্ধবিধি। যে দ্রব্যে পিতৃলোকের প্রীতি জন্মে, সে সম্বন্ধে যিনি বিশেষরূপে জানেন, তিনি শ্রাদ্ধে পিতৃলোকের প্রীতি-সম্পাদক হবিষ্য-দ্রব্য প্রদান করিবেন। যে সকল দ্রব্য শ্রাদ্ধে প্রদান করা উচিত নয় বলিয়া ঋষিগণ কর্ত্তৃক বর্জিত হইয়াছে, সে সকল দ্রব্য শ্রাদ্ধে প্রদান করিবে না। বক্ষ্যমাণ দ্রব্যগুলি শ্রাদ্ধে বর্জ্জন করিবে।২২০-২২

বরবটী, রাজমাষ (কলাই), কুলত্থ-কলাই, কোরদূষক (কোদনামক ধান্য), মসুর, শীতপাক (তুচ্ছ ধান্য বা দগ্ধ অন্ন), শণ, মর্কট, আঢক্য, শ্বেতসর্ষপ, ভক্ষ্যদ্রব্য স্বিন্নধান্য (সিদ্ধধানের চাউল), পিণ্যাক, পরিদগ্ধ ও মথিত দ্রব্য বর্জ্জন করিবে।২২৩-২৪

দ্বিতীয় বর্ষ, মাঘ, ১৩৭০]   [অষ্টম সংখ্যা—শল্যোদলী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ-প্রবর্তিত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

---

*   *   *

যুগ্ম-সম্পূজক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা।   [প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচার সঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, ন্যায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাঙ্কিত।

১৫ই মাঘ, ১৩৭০।

'আর্য্যশাস্ত্র'

[১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রসমূহের রেজিষ্ট্রীকরণ (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ নং ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্য প্রকাশিত হইল। ফর্ম নং ৪]

১।	প্রকাশনস্থান—	শ্রীশ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয় ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫
২।	প্রকাশনের কালক্রম—	মাসিক
৩।	মুদ্রাপকের নাম—	শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
	জাতি—	ভারতীয়
	ঠিকানা—	১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
৪।	প্রকাশকের নাম—	শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
	জাতি—	ভারতীয়
	ঠিকানা—	শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয় ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫
৫।	যুগ্ম সম্পাদকের নাম—	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্তকালীপদতর্কাচার্য্য
	জাতি—	ভারতীয়
	ঠিকানা—	শান্তিনগর, পোঃ ভদ্রকালী, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ
		শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ
		ভারতীয়
		ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ
৬।	স্বত্বাধিকারিগণের নাম ও ঠিকানা এবং মোট মূলধনের শতকরা এক বা তাহার বেশী সংখ্যক অংশের মালিকগণ।	—শ্রীসত্যধর্মপ্রচারসঙ্ঘ (জয়গুরু সম্প্রদায়) ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা ৩৫

আমি শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থ এতদ্ দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিপ্রদত্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর

শ্রীরামরঞ্জন কাব্যব্যাকরণতীর্থ

প্রকাশক

১।৩।৬৪

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি), শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত-শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিক পত্র, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮/সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্য কারণবশতঃ যে সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশের চেষ্টা চলিতেছে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

পৈশাচমস্ত্রং দয়িতং মোহনং নাম নামতঃ।
প্রতীচ্ছ নরশার্দূল রাজপুত্র মহাযশঃ ॥১৭
তামসং নরশার্দূল সৌমনঞ্চ মহাবলম্।
সংবর্তঞ্চৈব দুর্ধর্ষং মৌসলঞ্চ নৃপাত্মজ ॥১৮
সত্যমস্ত্রং মহাবাহো তথা মায়াময়ং পরম্।
সৌরং তেজঃপ্রভং নাম পরতেজোঽপকর্ষণম্ ॥১৯
সোমাস্ত্রং শিশিরং নাম ত্বাষ্ট্রমস্ত্রং সুদারুণম্।
দারুণঞ্চ ভগস্যাপি শীতেষুমথ মানদম্ ॥২০
এতান্ রাম মহাবাহো কামরূপান্ মহাবলান্।
গৃহাণ পরমোদারান্ ক্ষিপ্রমেব নৃপাত্মজ ॥২১
স্থিতস্তু প্রাঙ্মুখো ভূত্বা শুচির্মুনিবরস্তদা।
দদৌ রামায় সুপ্রীতো মন্ত্রগ্রামমনুত্তমম্ ॥২২
সবসংগ্রহণং যেষাং দৈবতৈরপি দুর্লভম্।
তান্যস্ত্রাণি তদা বিপ্রো রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ ॥২৩

ইচ্ছানুসারে নানারূপ ধারণ করে। ইহারা মহাশক্তিশালী ও অতিবিশাল। অতএব হে রাজকুমার! তুমি অতি সত্বর এই অস্ত্রসমূহ আমার নিকট হইতে গ্রহণ কর। এই বলিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্র পবিত্রভাবে পূর্বমুখে উপবেশন করিলেন। রামকে সম্মুখে বসাইয়া সন্তুষ্ট-মনে উত্তমমন্ত্রসমূহ দান করিলেন।১৩ ২২

যে সকল অস্ত্রের সংগ্রহ করা দেবতাগণের পক্ষে সম্ভব হয় না, বিশ্বামিত্র রামকে সেই সকল অস্ত্র সমর্পণ করিলেন।২৩

অনন্তর বিশ্বামিত্র অস্ত্রস্বরূপ পূর্বোক্ত মন্ত্রসমূহ জপ করিতে লাগিলেন। জপের প্রভাবে মহাশক্তিযুক্ত অস্ত্র-

জপতস্তু মুনেস্তস্য বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
উপতস্থুর্মহার্হাণি সর্বাণ্যস্ত্রাণি রাঘবম্ ॥২৪
ঊচুশ্চ মুদিতা রামং সর্বে প্রাঞ্জলয়স্তদা।
ইমে চ পরমোদার! কিঙ্করাস্তব রাঘব ॥২৫
যদ্ যদিচ্ছসি ভদ্রং তে তৎসর্বং করবাম বৈ।
ততো রামঃ প্রসন্নাত্মা তৈরিত্যুক্তো মহাবলৈঃ ॥২৬
প্রতিগৃহ্য চ কাকুৎস্থঃ সমালভ্য চ পাণিনা।
মানসা মে ভবিষ্যধ্বমিতি তান্যভ্যচোদয়ৎ ॥২৭
ততঃ প্রীতমনা রামো বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্।
অভিবাদ্য মহাতেজা গমনায়োপচক্রমে ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ।

সকল সশরীরে রামের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহারা প্রফুল্লচিত্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া রামকে বলিতে লাগিল,—উদারচরিত রাম! এই আমরা সকলে তোমার অনুগত কিঙ্কর। তুমি যেরূপ আদেশ করিবে, আমরা তাহাই করিব। তোমার মঙ্গল হউক। শক্তিমান্ অস্ত্রসমূহ এইরূপ বলিলে প্রসন্নচিত্ত রাম তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। নিজহস্তের দ্বারা তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—তোমরা সকলে আমার মানসে সর্বদা বিরাজ কর। রাম দিব্য অস্ত্রসমূহকে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং পরে মহামুনি বিশ্বামিত্রকে অভিবাদনপূর্বক যাইতে উদ্যত হইলেন।২৪-২৮

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ

(বিশ্বামিত্রেণ রামং প্রতি শস্ত্রাণাং সংহারবিধেরুপদেশঃ, ততো রামচন্দ্রস্যান্যবিধাস্ত্রলাভশ্চ বিশ্বামিত্রসমীপে রামস্য যজ্ঞস্থানাশ্রমবিষয়কঃ প্রশ্নঃ।)

প্রতিগৃহ্য ততোঽস্ত্রাণি প্রহৃষ্টবদনঃ শুচিঃ
গচ্ছন্নেব চ কাকুৎস্থো বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ ॥১
গৃহীতাস্ত্রোঽস্মি ভগবন্ দুরাধর্ষঃ সুরৈরপি।
অস্ত্রাণাং ত্বহমিচ্ছামি সংহারান্মুনিপুঙ্গব ॥২
এবং ব্রুবতি কাকুৎস্থে বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
সংহারান্ ব্যজহারাথ ধৃতিমান্ সুব্রতঃ শুচিঃ ॥৩
সত্যবন্তং সত্যকীর্তিং ধৃষ্টং রভসমেব চ।
প্রতিহারতরং নাম পরাঙ্মুখমবাঙ্মুখম্ ॥৪
লক্ষ্যালক্ষ্যাবিমৌ চৈব দৃঢ়নাভ-সুনাভকৌ।
দশাক্ষ-শতবক্ত্রৌ চ দশশীর্ষ-শতোদরৌ ॥৫
পদ্মনাভ-মহানাভৌ দুন্দুনাভ-স্বনাভকৌ।
জ্যোতিষং শকুনং চৈব নৈরাশ্যবিমলাবুভৌ ॥৬
যৌগন্ধর-বিনিদ্রৌ চ দৈত্যপ্রমথনৌ তথা।
শুচিবাহুর্মহাবাহুর্নিষ্কলির্বিরুচস্তথা ॥
সার্চিমালী ধৃতিমালী বৃত্তিমান্ রুচিরস্তথা ॥৭
পিত্র্যঃ সৌমনসশ্চৈব বিধূত-মকরাবুভৌ।
করবীরং (ক) রতিং চৈব ধন-ধান্যৌ চ রাঘব ॥৮
কামরূপং কামরুচিং মোহমাবরণং তথা।
জৃম্ভকং সর্পনাথঞ্চ পন্থান-বরুণৌ তথা ॥৯
কৃশাশ্বতনয়ান্ রাম ভাস্বরান্ কামরূপিণঃ।
প্রতীচ্ছ মম ভদ্রস্তে পাত্রভূতোঽসি রাঘব ॥১০
বাঢ়মিত্যেব কাকুৎস্থঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
দিব্যভাস্বরদেহাশ্চ মূর্তিমন্তঃ সুখপ্রদাঃ ॥১১
কেচিদঙ্গারসদৃশাঃ কেচিদ্ধূমোপমাস্তথা।
চন্দ্রার্কসদৃশাঃ কেচিৎ প্রহ্বাঞ্জলিপুটাস্তথা ॥১২

অষ্টাবিংশ সর্গ

[বিশ্বামিত্রকর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে অস্ত্রসকলের সংহারবিধির উপদেশ এবং তাঁহার নিকট হইতে শ্রীরামের অন্যান্য অস্ত্রলাভ। বিশ্বামিত্রের নিকট শ্রীরামচন্দ্রের যজ্ঞস্থান ও আশ্রমবিষয়ক প্রশ্ন।]

অনন্তর রাম পবিত্রভাবে অস্ত্রসকল গ্রহণ করিয়া প্রফুল্লবদনে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—ভগবন্! আমি ঐ সকল অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া দেবগণেরও দুরাধর্ষ হইয়াছি। কিন্তু মুনিবর! ঐ সকল অস্ত্রের উপসংহার জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।১-২

রাম এইরূপ বলিলে পর মহাতপস্বী, সুব্রত ও ধৈর্য্যশীল বিশ্বামিত্র পবিত্রভাবে ঐ সকল অস্ত্রের উপসংহার মন্ত্রসমূহ রামকে বলিয়া দিলেন। রাম! তোমার মঙ্গল হউক। তুমিই অস্ত্রসকল গ্রহণের সৎপাত্র। আমার নিকট হইতে তুমি সত্যবান্, সত্যকীর্তি, ধৃষ্ট, রভস, প্রতীহারতর, পরাঙ্মুখ, অবাঙ্মুখ, লক্ষ্য, অলক্ষ্য, দৃঢ়নাভ, সুনাভ, দশাক্ষ, শতবক্ত্র, দশশীর্ষ, শতোদর, পদ্মনাভ, মহানাভ, দুন্দুনাভ, স্বনাভ, জ্যোতিষ, শকুন, নৈরাশ্য, বিমল, যৌগন্ধর, বিনিদ্র, দৈত্য-প্রমথন, শুচিবাহু, মহাবাহু, নিষ্কলি, বিরুচ, অর্চিমালী, ধৃতিমালী, বৃত্তিমান্, রুচির, পিত্র্য, সৌমনস, বিধূত, মকর, করবীর, রতি, ধন, ধান্য, কামরূপ, কামরুচি, মোহ, আবরণ, জৃম্ভক, সর্পনাথ, পন্থান ও বরুণ এই সকল কামরূপী ও তেজস্বী কৃশাশ্ব-প্রজাপতির পুত্ররূপী অস্ত্র গ্রহণ কর।৩-১০

রাম হৃষ্টচিত্তে ঐ সকল অস্ত্রকে 'তথাস্তু' বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ঐ অস্ত্রসকল দিব্য উজ্জ্বলদেহধারী ও সুখপ্রদ। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অঙ্গারের মত কৃষ্ণবর্ণ, কতকগুলি ধূমের মত ধূসরবর্ণ এবং কতকগুলি চন্দ্র ও সূর্য্যের মত উজ্জ্বলপ্রভ। তাহারা সকলে নম্রভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া সুমধুর ভাষায় রামকে বলিল,—পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই আমরা সকলে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। আপনি আদেশ করুন, আমরা কি কার্য্য করিব?১১-১৩

রাম বলিলেন,—তোমরা এখন ইচ্ছামত গমন

পাঠান্তর :—(ক) পরবীরং—।

রামং প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বাহব্রুবন্মধুরভাষিণঃ।
ইমে স্ম নরশার্দূল শাধি কিং করবাম তে ॥১৩
গম্যতামিতি তানাহ যথেষ্টং রঘুনন্দনঃ।
মানসাঃ কার্য্যকালেষু সাহায্যং মে করিষ্যথ ॥১৪
অথ তে রামমামন্ত্র্য কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
এবমস্ত্বিতি কাকুৎস্থমুক্ত্বা জগ্মুর্যথাগতম্ ॥১৫
স চ তান্ রাঘবো জ্ঞাত্বা বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্।
গচ্ছন্নেবাথ মধুরং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রবীৎ ॥১৬
কিমেতন্মেঘসঙ্কাশং পর্বতস্যাবিদূরতঃ।
বৃক্ষষণ্ডমিতো ভাতি (ক) পরং কৌতূহলং হি মে ॥১৭
দর্শনীয়ং মৃগাকীর্ণং মনোহরমতীব চ।
নানাপ্রকারৈঃ শকুনৈর্বল্গুভাষৈরলঙ্কৃতম্ ॥১৮
নিঃসৃতাঃ স্মো মুনিশ্রেষ্ঠ কান্তারাদ্ রোমহর্ষণাৎ।
অনয়া ত্ববগচ্ছামি দেশস্য সুখবত্তয়া ॥১৯
সর্বং মে শংস ভগবন্ কস্যাশ্রমপদং ত্বিদম্।
সম্প্রাপ্তা যত্র তে পাপা ব্রহ্মঘ্না দুষ্টচারিণঃ ॥২০
তব যজ্ঞস্য বিঘ্নায় দুরাত্মানো মহামুনে।
ভগবংস্তস্য কো দেশঃ সা যত্র তব যাজ্ঞিকী ॥২১
রক্ষিতব্যা ক্রিয়া ব্রহ্মন্ ময়া বধ্যাশ্চ রাক্ষসাঃ।
এতৎ সর্বং মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং প্রভো ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ।

কর, কার্য্যকালে আমার মানসস্থিত হইয়া সাহায্য করিও। অনন্তর ঐ সকল অস্ত্র রামবাক্যে সম্মতিজ্ঞাপন করিল এবং রামের অনুমতি গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেল।১৪-১৫

রাম অস্ত্রসকলের প্রয়োগ ও উপসংহার অবগত হইয়া যাইতে যাইতে মহামুনি বিশ্বামিত্রকে কোমল ও মধুরভাবে বলিলেন, মুনিবর! ঐ পর্বতের অনতিদূরে মেঘসমূহের ন্যায় যে তরুরাজি দৃষ্ট হইতেছে, উহা কি? আমার খুবই কৌতূহল হইয়াছে। এই স্থানটি দেখিতে সুন্দর ও মনোহর। মৃগগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, মধুরশব্দবিশিষ্ট নানাপ্রকার পক্ষিগণে এই স্থান অলঙ্কৃত হইয়াছে। ভয়াবহ বন হইতে আমরা বাহিরে আসিয়াছি। মুনিশ্রেষ্ঠ! এইজন্য স্থানটিকে সুখকর বলিয়া মনে করিতেছি।১৬-১৯

ভগবন্! এই আশ্রমস্থানটি কাহার? আপনি এই আশ্রম-সম্বন্ধীয় সকল কথা আমাকে বলুন। মহাত্মন্! যেস্থানে পাপিষ্ঠ দুরাচার ব্রাহ্মণদ্রোহী দুরাত্মা রাক্ষসগণ আপনার যজ্ঞক্রিয়ায় বিঘ্ন করে, যেস্থানে রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া আমাকে যজ্ঞক্রিয়া রক্ষা করিতে হইবে, সেইস্থান কত দূরে? মুনিশ্রেষ্ঠ! প্রভো! আমি এই সকল বিষয় আপনার নিকট হইতে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।২০-২২

পাঠান্তরঃ—(ক) বৃক্ষখণ্ডমিতো ভাতি—।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামং প্রতি বিশ্বামিত্রেণ পৃষ্টপ্রশ্নস্যোত্তরদানম্, স্বীয়াশ্রমে যজ্ঞকরণঞ্চ ।]

অথ তস্যাপ্রমেয়স্য বচনং পরিপৃচ্ছতঃ ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা ব্যাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥১
ইহ রাম মহাবাহো বিষ্ণুর্দেবনমস্কৃতঃ ।
বর্ষাণি সুবহূনীহ তথা যুগশতানি চ ॥২
তপশ্চরণ-যোগার্থমুবাস সুমহাতপাঃ ।
এষ পূর্বাশ্রমো রাম বামনস্য মহাত্মনঃ ॥৩
সিদ্ধাশ্রম ইতি খ্যাতঃ সিদ্ধো হ্যত্র মহাতপাঃ ।
এতস্মিন্নেব কালে তু রাজা বৈরোচনির্বলিঃ ॥৪
নির্জিত্য দৈবতগণান্ সেন্দ্রান্ সহমরুদ্গণান্ ।
কারয়ামাস তদ্রাজ্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥৫
যজ্ঞঞ্চকার সুমহানসুরেন্দ্রো মহাবলঃ ।
বলেস্তু যজমানস্য দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ ॥
সমাগম্য স্বয়ঞ্চৈব বিষ্ণুমূচুরিহাশ্রমে ॥৬
বলির্বৈরোচনির্বিষ্ণো যজতে যজ্ঞমুত্তমম্ ।
অসমাপ্তব্রতে তস্মিন্ স্বকার্য্যমভিপদ্যতাম্ ॥৭
যে চৈনমভিবর্তন্তে যাচিতার ইতস্ততঃ ।
যচ্চ যত্র যথাবচ্চ সর্বং তেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ॥৮
স ত্বং সুরহিতার্থায় মায়াযোগমুপাশ্রিতঃ ।
বামনত্বং গতো বিষ্ণো কুরু কল্যাণমুত্তমম্ ॥৯
এতস্মিন্নন্তরে রাম কশ্যপোঽগ্নিসমপ্রভঃ ।
অদিত্যা সহিতো রাম দীপ্যমান ইবৌজসা ॥১০
দেবীসহায়ো ভগবান্ দিব্যং বর্ষসহস্রকম্ ।
ব্রতং সমাপ্য বরদং তুষ্টাব মধুসূদনম্ ॥১১
তপোময়ং তপোরাশিং তপোমূর্ত্তিং তপাত্মকম্ ।
তপসা ত্বাং সুতপ্তেন পশ্যামি পুরুষোত্তমম্ ॥১২

ঊনত্রিংশ সর্গ

[শ্রীরামের প্রতি বিশ্বামিত্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরদান এবং স্বীয় আশ্রমে যজ্ঞকরণ ।]

অপরিমিতশক্তিশালী রাম এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র বলিতে লাগিলেন,—শক্তিধর রাম! এই আশ্রমে সর্বদেববন্দিত বিষ্ণু বহুবৎসর ও বহুযুগকাল তপস্যা করিবার জন্য বাস করিয়াছিলেন। রাম! বিষ্ণু তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া এই আশ্রম সিদ্ধাশ্রমনামে বিখ্যাত হইয়াছে। ইহা মহাত্মা বামনদেবেরও আশ্রম। তিনিও এখানে পূর্বে তপস্যা করিয়াছিলেন। এই আশ্রমে ভগবান্ বিষ্ণু যে সময় তপস্যারত ছিলেন, সেই সময় বিরোচনের পুত্র বলি ইন্দ্র ও মরুদ্গণসহিত সকল দেবতাকে পরাজিত করিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত হন এবং সেই রাজ্য পালন করিতে থাকেন। মহাবলশালী অসুরশ্রেষ্ঠ বলি সেই সময় একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন। বলির যজ্ঞানুষ্ঠান চলিতে থাকার সময় দেবতাগণ অগ্নিকে অগ্রবর্তী করিয়া এই আশ্রমে তপস্যারত বিষ্ণুর নিকট আসিলেন এবং বলিলেন,—ভগবন্ বিষ্ণো! বিরোচনপুত্র বলি একটি উত্তম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। ঐ যজ্ঞ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই আপনি আপনার আশ্রিত দেবগণের কার্য্য সম্পাদন করুন।১-৭

ঐ যজ্ঞের উপলক্ষ্যে নানাদিক্ হইতে প্রার্থিগণ আসিয়া বলির নিকট উপস্থিত হইতেছে। তাহারা যেখানে যেভাবে যাহা যাহা চাহিতেছে, বলি তদনুরূপ দান করিতেছেন।৮

বিষ্ণো! দেবগণের হিতের জন্য আপনি মায়া আশ্রয় করিয়া মানবত্ব প্রাপ্ত হউন এবং আমাদের পরমমঙ্গলসাধন করুন।৯

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—রাম! শ্রবণ কর। এই সময়েই অগ্নিতুল্যতেজস্বী কশ্যপ স্বীয়তেজে প্রদীপ্ত হইয়া অদিতিদেবীর সহিত সহস্রবর্ষব্যাপি-ব্রতসমাপনান্তে বরদাতা মধুসূদনকে স্তব করিতে থাকেন।১০-১১

শরীরে তব পশ্যামি জগৎ সর্বমিদং প্রভো।
ত্বমনাদিরনির্দেশ্যস্ত্বামহং শরণং গতঃ ॥১৩
তমুবাচ হরিঃ প্রীতঃ কশ্যপং গতকল্মষম্।
বরং বরয় ভদ্রং তে বরার্হোঽসি মতো মম ॥১৪
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য মারীচঃ কশ্যপোঽব্রবীৎ।
আদিত্যা দেবতানাঞ্চ মম চৈবানুযাচিতম্ ॥১৫
বরং বরদ সুপ্রীতো দাতুমর্হসি সুব্রত।
পুত্রত্বং গচ্ছ ভগবন্নদিত্যা মম চানঘ ॥১৬
ভ্রাতা ভব যবীয়াংস্ত্বং শক্রস্যাসুরসূদন।
শোকার্তানাং তু দেবানাং সাহায্যং কর্তুমর্হসি ॥১৭
অয়ং সিদ্ধাশ্রমো নাম প্রসাদাত্তে ভবিষ্যতি।
সিদ্ধে কর্মণি দেবেশ উত্তিষ্ঠ ভগবন্নিতঃ ॥১৮

কশ্যপ বলিলেন,—প্রভো! আপনি তপোময়, তপোরাশি, তপোমূর্তি, তপঃস্বরূপ ও পুরুষোত্তম। আমি উত্তম তপস্যা দ্বারা আপনাকে দেখিতে পাইলাম। আপনার শরীরে নিখিল জগৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি। আপনি অনাদি ও অনির্দেশ্য। আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম।১২-১৩

ভগবান্ হরি এইরূপ স্তুতিতে প্রীত হইয়া নিষ্পাপ কশ্যপকে বলিলেন,—তুমি বরপ্রার্থনা কর। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি বরপ্রাপ্তির যোগ্যপাত্র—ইহা আমি মনে করি।১৪

শ্রীহরির বচন শুনিয়া মরীচির পুত্র কশ্যপ বলিলেন,—ভগবন্! আপনি সর্বদোষবর্জিত, সুব্রত ও সকলের বরদাতা। অদিতির, দেবতাগণের ও আমার প্রার্থিত এই বর আপনি প্রীত হইয়া দান করুন। আমাদের প্রার্থনা,—আপনি অদিতির ও আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করুন। অসুরনাশক! আপনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ হউন এবং শোকার্ত দেবতাগণের সাহায্য করুন।১৫-১৭

দেবেশ! ভগবন্! আপনার প্রসাদে এইস্থান সিদ্ধাশ্রম বলিয়া বিখ্যাত হইবে। আপনার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, অতএব দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য এইস্থান হইতে উত্থিত হউন।১৮

অথ বিষ্ণুর্মহাতেজা অদিত্যাং সমজায়ত।
বামনং রূপমাস্থায় বৈরোচনিমুপাগমৎ ॥১৯
ত্রীন্ পদানথ ভিক্ষিত্বা প্রতিগৃহ্য চ মেদিনীম্।
আক্রম্য লোকাঁল্লোকার্থী সর্বলোকহিতে রতঃ ॥২০
মহেন্দ্রায় পুনঃ প্রাদান্নিয়ম্য বলিমোজসা।
ত্রৈলোক্যং স মহাতেজাশ্চক্রে শক্রবশং পুনঃ ॥২১
তেনৈব পূর্বমাক্রান্ত আশ্রমঃ শ্রমনাশনঃ।
ময়াপি ভক্ত্যা তস্যৈব বামনস্যোপভুজ্যতে ॥২২
এনমাশ্রমমায়ান্তি রাক্ষসা বিঘ্নকারিণঃ।
অত্র তে পুরুষব্যাঘ্র হন্তব্যা দুষ্টচারিণঃ ॥২৩
অদ্য গচ্ছামহে রাম সিদ্ধাশ্রমমনুত্তমম্।
তদাশ্রমপদং তাত তবাপ্যেতদ্ যথা মম ॥২৪

অনন্তর মহাতেজস্বী বিষ্ণু অদিতিগর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং বামনরূপ ধারণ করিয়া বিরোচনপুত্র বলির নিকট গমন করিলেন। সর্বলোকের হিতকারী বিষ্ণু বলির নিকট ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনা করিয়া ত্রিলোক-আক্রমণে ইচ্ছুক হইলেন এবং পৃথিবীসহিত সমস্ত লোক গ্রহণ করিয়া বলপূর্বক বলিকে বন্ধন করিলেন। পরে তিনি ইন্দ্রকে পুনর্বার ত্রিলোকের আধিপত্য প্রদান করিলেন। মহাতেজস্বী বামন ত্রিভুবনকে ইন্দ্রের অধীন করিয়া দিলেন।১৯-২১

পূর্বকালে সকলশ্রমনাশক এই আশ্রমে ভগবান্ বামনদেব অবস্থিতি করিয়াছিলেন, এখন আমি তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হওয়ায় এই আশ্রমে বাস করিতেছি।২২

যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসেরা এই স্থানেই আসিয়া থাকে। এই স্থানেই তোমাকে ঐ দুষ্টরাক্ষসগণের বিনাশসাধন করিতে হইবে। রাম! আজই আমরা সিদ্ধাশ্রমে গমন করিতেছি। বৎস! এই আশ্রম যেমন আমার, তোমারও তেমনই। এইরূপ বলিয়া পরমপ্রীত বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। পুনর্বসুনামক নক্ষত্রদ্বয়ের সহিত মিলিত নির্মলচন্দ্রের যেরূপ শোভা হয়, রাম-

ইত্যুক্ত্বা পরমপ্রীতো গৃহ্য রামং সলক্ষ্মণম্ ।
প্রবিশন্নাশ্রমপদং ব্যরোচত মহামুনিঃ ॥
শশীব গতনীহারঃ পুনর্বসুসমন্বিতঃ ॥২৫
তং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্বে সিদ্ধাশ্রমনিবাসিনঃ ।
উৎপত্যোৎপত্য সহসা বিশ্বামিত্রমপূজয়ন্ ॥২৬
যথার্হং চক্রিরে পূজাং বিশ্বামিত্রায় ধীমতে ।
তথৈব রাজপুত্রাভ্যামকুর্বন্নতিথিক্রিয়াম্ ॥২৭
মুহূর্তমথ বিশ্রান্তৌ রাজপুত্রাবরিন্দমৌ ।
প্রাঞ্জলী মুনিশার্দূলমূচতূ রঘুনন্দনৌ ॥২৮
অদ্যৈব দীক্ষাং প্রবিশ ভদ্রং তে মুনিপুঙ্গব ।
সিদ্ধাশ্রমোঽয়ং সিদ্ধঃ স্যাৎ সত্যমস্তু বচস্তব ॥২৯
এবমুক্তো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহানৃষিঃ ।
প্রবিবেশ তদা দীক্ষাং নিয়তো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥৩০
কুমারাবপি তাং রাত্রিমুষিত্বা সুসমাহিতৌ ।
প্রভাতকালে চোত্থায় পূর্বাং সন্ধ্যামুপাস্য চ ॥৩১
প্রশুচী পরমং জাপ্যং সমাপ্য নিয়মেন চ ।
হুতাগ্নিহোত্রমাসীনং বিশ্বামিত্রমবন্দতাম্ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একোনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥২৯

লক্ষ্মণসমন্বিত বিশ্বামিত্রেরও তখন সেইরূপ শোভা হইয়াছিল ।২৩-২৫

সিদ্ধাশ্রমবাসী মুনিগণ দূর হইতে বিশ্বামিত্রকে দেখিতে পাইয়া প্রত্যেকে নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহার পূজা করিলেন ।২৬

তাঁহারা সুধী বিশ্বামিত্রের যথাযোগ্য পূজা করিয়া রাম-লক্ষ্মণেরও যথোচিত অতিথিসৎকার করিলেন ।২৭

অনন্তর শক্রহন্তা রঘুকুলজাত রাজপুত্রদ্বয় সেই স্থানে মুহূর্তকাল বিশ্রাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে বলিলেন ।২৮

মুনিবর ! আপনি অদ্যই যজ্ঞে দীক্ষিত হউন। আপনার মঙ্গল হইবে। এই সিদ্ধাশ্রম আপনার যজ্ঞ-সিদ্ধিতে পুনর্বার সার্থক হউক এবং আপনার বাক্য সত্য হউক ।২৯

মহাতেজস্বী জিতেন্দ্রিয় মহামুনি বিশ্বামিত্র সেই দিনেই যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন ।৩০

স্কন্দ ও বিশাখানামক কুমারদ্বয়ের তুল্য রাম ও লক্ষ্মণ রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিলেন এবং শুচি ও সমাহিত হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনান্তে যথানিয়মে গায়ত্রীজপ করিলেন। অনন্তর যেখানে বিশ্বামিত্র অগ্নিহোত্র সমাপ্ত করিয়া উপবিষ্ট আছেন, সেইস্থানে যাইয়া মুনিকে অভিবাদন করিলেন ।৩১-৩২

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে ঊনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

ত্রিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ যজ্ঞস্য রক্ষণম্, রাক্ষসানাং বধশ্চ ।]

অথ তৌ দেশ-কালজ্ঞৌ রাজপুত্রাবরিন্দমৌ ।
দেশে কালে চ বাক্যজ্ঞাবব্রূতাং কৌশিকং বচঃ ॥১
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছাবো যস্মিন্ কালে নিশাচরৌ ।
সংরক্ষণীয়ৌ তৌ ব্রূহি নাতিবর্তেত তৎক্ষণম্ ॥২
এবং ব্রুবাণৌ কাকুৎস্থৌ ত্বরমাণৌ যুযুৎসয়া ।
সর্বে তে মুনয়ঃ প্রীতাঃ প্রশশংসুর্নৃপাত্মজৌ ॥৩
অদ্য প্রভৃতি ষড়্‌রাত্রং রক্ষতাং রাঘবৌ যুবাম্ ।
দীক্ষাং গতো হ্যেষ মুনির্মৌনিত্বঞ্চ গমিষ্যতি ॥৪
তৌ তু তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রৌ যশস্বিনৌ ।
অনিদ্রং ষড়হোরাত্রং তপোবনমরক্ষতাম্ ॥৫

উপাসাঞ্চক্রতুর্বীরৌ যত্তৌ পরমধন্বিনৌ ।
ররক্ষতুর্মুনিবরং বিশ্বামিত্রমরিন্দমৌ ॥৬
অথ কালে গতে তস্মিন্ ষষ্ঠেঽহনি তথাগতে ।
সৌমিত্রিমব্রবীদ্ রামো যত্তো ভব সমাহিতঃ ॥৭
রামস্যৈবং ব্রুবাণস্য ত্বরিতস্য যুযুৎসয়া ।
প্রজজ্বাল ততো বেদিঃ সোপাধ্যায়পুরোহিতা ॥৮
সদর্ভ-চমস-স্রুক্কা সসমিৎ-কুসুমোচ্চয়া ।
বিশ্বামিত্রেণ সহিতা বেদির্জজ্বাল সর্ত্বিজা ॥৯
মন্ত্রবচ্চ যথান্যায়ং যজ্ঞোঽসৌ সংপ্রবর্ততে ।
আকাশে চ মহাঞ্ছব্দঃ প্রাদুরাসীদ্ভয়ানকঃ ॥১০

ত্রিংশ সর্গ

[শ্রীরামকর্তৃক যজ্ঞরক্ষা ও রাক্ষসসংহার ।]

অনন্তর দেশ-কালোচিত ব্যবহারে নিপুণ শত্রুনাশকারী রাম ও লক্ষ্মণ যথাস্থানে ও যথাসময়ে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন ।১

ভগবন্! যে সময়ে যজ্ঞরক্ষার জন্য মারীচ ও সুবাহু-নামক রাক্ষসদ্বয়ের গতিরোধ করিতে হইবে, সেই সময়ের নির্দেশ শুনিতে ইচ্ছা করি—যেন সেই সময়টি অতীত না হইয়া যায় ।২

এইরূপ কথা বলিয়া কাকুৎস্থ রাম ও লক্ষ্মণ যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় ত্বরান্বিত হইলেন। আশ্রমবাসী মুনিগণ দুইভ্রাতাকে যুদ্ধোদ্যত দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন ।৩

তারপর তাঁহারা বলিলেন,—রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ! শ্রবণ কর। আজ হইতে ছয়দিন তোমাদিগকে যজ্ঞ-কার্য্য রক্ষা করিতে হইবে। বিশ্বামিত্র যজ্ঞদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছেন এবং এই ছয়দিন মৌনভাবে অবস্থান করিবেন ।৪

যশস্বী রাম-লক্ষ্মণ মুনিগণের বচন শুনিয়া নিদ্রা পরিত্যাগপূর্বক ছয়রাত্রি পর্য্যন্ত তপোবন রক্ষা করিতে লাগিলেন ।৫

একাগ্রচিত্ত শ্রেষ্ঠধনুর্ধারী বীর রাম ও লক্ষ্মণ এই কয়দিন সর্বদা বিশ্বামিত্রের নিকটেই থাকিতে লাগিলেন এবং শত্রুনাশী মুনিবর বিশ্বামিত্রকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইভাবে পাঁচদিন অতীত হইল। ষষ্ঠদিবস সমাগত হইলে রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—তুমি এখন সতর্কভাবে সজ্জিত হইয়া থাক ।৬-৭

রাম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিতেছিলেন, এমন সময় উপাধ্যায় ও পুরোহিতগণ কর্তৃক পরিব্যাপ্ত বেদীতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল ।৮

ঐ বেদীতে কুশ, চমসপাত্র, স্রুক্‌পাত্র, সমিধ ও কুসুমসমূহ স্থাপিত রহিয়াছে। সেখানে ঋত্বিগ্‌গণ সহ বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট আছেন। এই অবস্থায় সেখানে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল ।৯

অতঃপর যথানিয়মে বেদমন্ত্র দ্বারা ঐ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এমন সময় আকাশে ভীতিজনক ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল ।১০

বর্ষাকালে যেরূপ আকাশকে আচ্ছাদিত করিয়া মেঘমালাকে ধাবিত হইতে দেখা যায়, সেইরূপে মারীচ

আবার্য্য গগনং মেঘো যথা প্রাবৃষি দৃশ্যতে।
তথা মায়াং বিকুর্বাণৌ রাক্ষসাবভ্যধাবতাম্ ॥১১
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ তয়োরনুচরাস্তথা।
আগম্য ভীমসঙ্কাশা রুধিরৌঘানবাসৃজন্ ॥১২
তাং তেন রুধিরৌঘেণ বেদিং বীক্ষ্য সমুক্ষিতাম্!
সহসাভিদ্রুতো রামস্তানপশ্যত্ততো দিবি ॥১৩
তাবাপতন্তৌ সহসা দৃষ্ট্বা রাজীবলোচনঃ।
লক্ষ্মণং ত্বভিসংপ্রেক্ষ্য রামো বচনমব্রবীৎ ॥১৪
পশ্য লক্ষ্মণ দুর্বৃত্তান্ রাক্ষসান্ পিশিতাশনান্।
মানবাস্ত্রসমাধূতাননিলেন যথা ঘনান্ ॥১৫
করিষ্যামি ন সন্দেহো নোৎসহে হন্তুমীদৃশান্।
ইত্যুক্ত্বা বচনং রামশ্চাপে সন্ধায় বেগবান্ ॥১৬

মানবং পরমোদারমস্ত্রং পরমভাস্বরম্।
চিক্ষেপ পরমক্রুদ্ধো মারীচোরসি রাঘবঃ ॥১৭
স তেন পরমাস্ত্রেণ মানবেন সমাহতঃ।
সম্পূর্ণং যোজনশতং ক্ষিপ্তঃ সাগরসংপ্লবে ॥১৮
বিচেতনং বিঘূর্ণন্তং শীতেষুবলপীড়িতম্।
নিরস্তং দৃশ্য মারীচং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥১৯
পশ্য লক্ষ্মণ শীতেষুং মানবং মনুসংহিতম্।
মোহয়িত্বা নয়ত্যেনং ন চ প্রাণৈর্বিযুজ্যতে ॥২০
ইমানপি বধিষ্যামি নির্ঘৃণান্ দুষ্টচারিণঃ।
র‍্যক্ষসান্ পাপকর্মস্থান্ যজ্ঞঘ্নান্ রুধিরাশনান্ ॥২১
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণঞ্চাশু লাঘবং দর্শয়ন্নিব।
বিগৃহ্য সুমহচ্চাস্ত্রমাগ্নেয়ং রঘুনন্দনঃ ॥২২

ও সুবাহুনামক রাক্ষসদ্বয় মায়া বিস্তারপূর্বক আকাশ আবৃত করিয়া ধাবিত হইল।১১

মারীচ, সুবাহু ও তাহাদের অনুচরেরা ভীষণ শরীর ধারণপূর্বক আকাশপথে আসিয়া যজ্ঞস্থলে রক্তধারা বর্ষণ করিতে লাগিল।১২

প্রচুর রক্তধারায় যজ্ঞবেদীর নিকটবর্তী স্থানটিকে প্লাবিত হইতে দেখিয়া রাম অতিদ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন এবং আকাশে সেই দুরাচার রাক্ষসগণকে দেখিতে পাইলেন।১৩

কমললোচন রাম মারীচ ও সুবাহুকে সহসা আসিতে দেখিয়া লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং বলিলেন।১৪

দেখ, লক্ষ্মণ! এই রাক্ষসগণ স্বভাবতই দুরাচার ও মাংসাশী। আমি ইহাদিগকে নিহত করিতে ইচ্ছা করি না। বেগবান্ বায়ু যেমন আকাশস্থিত মেঘকে দূরে সরাইয়া দেয়, আমি সেইভাবে মানবাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া রাক্ষসদিগকে দূরে সরাইয়া দিতেছি, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ক্ষিপ্রকারী রাম এই কথা বলিতে বলিতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অত্যুত্তমতেজস্বী মানববাণ ধনুতে যোজনা করিয়া মারীচের বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন।১৫-১৭

মারীচ ঐ মানবনামক মহাস্ত্রের দ্বারা আহত হইয়া শতযোজন-দূরবর্তী সমুদ্রগর্ভে পতিত হইল। রাম শীতেষুনামক মানবাস্ত্রের দ্বারা আহত মারীচকে মূর্চ্ছিত, বিঘূর্ণিত ও যুদ্ধে নিরস্ত দেখিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন।১৮-১৯

দেখ, লক্ষ্মণ! মনুপ্রযুক্ত শীতেষুনামক মানবাস্ত্রের কিরূপ শক্তি! মারীচকে মোহিত করিয়া দূরে লইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহাতে মারীচের প্রাণবিয়োগ হইতেছে না।২০

অন্যান্য রাক্ষসেরা নির্দয়, দুরাচার, পাপকর্মকারী, যজ্ঞনাশক ও রক্তপানশীল। এইজন্য আমি ইহাদিগকে অবশ্যই বিনাশ করিব।২১

এই কথা বলিয়া রাম অনুজকে নিজহস্তের শীঘ্র-কারিতা দেখাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ সুমহৎ আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং সুবাহুনামক রাক্ষসের বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। সে অস্ত্রবিদ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। মহাযশস্বী অতিশয় উদার রাম বায়ব্য অস্ত্র গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট রাক্ষসদিগকে নিহত করিলেন। ইহাতে মুনিগণের বিশেষ আনন্দ হইল।২২-২৩

সুবাহুরসি চিক্ষেপ স বিদ্ধঃ প্রাপতদ্ভুবি।
শেষান্ বায়ব্যমাদায় নিজঘান মহাযশাঃ॥
রাঘবঃ পরমোদারো মুনীনাং মুদমাবহন্॥২৩
স হত্বা রাক্ষসান্ সর্বান্ যজ্ঞঘ্নান্ রঘুনন্দনঃ।
ঋষিভিঃ পূজিতস্তত্র যথেন্দ্রো বিজয়ে পুরা॥২৪
অথ যজ্ঞে সমাপ্তে তু বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
নিরীতিকা দিশো দৃষ্টা কাকুৎস্থমিদমব্রবীৎ॥২৫
কৃতার্থোঽস্মি মহাবাহো কৃতং গুরুবচস্ত্বয়া।
সিদ্ধাশ্রমমিদং সত্যং কৃতং বীর মহাযশঃ॥
স হি রামং প্রশস্যৈবং তাভ্যাং সন্ধ্যামুপাগমৎ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ॥৩০

পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র বিজয়লাভ করিলে পর তিনি যেরূপ দেবগণকর্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ রঘুনন্দন রামও যজ্ঞনাশকারী রাক্ষসসমূহকে বিনষ্ট করিয়া বিজয়লাভ করিলে পর ঋষিগণকর্তৃক পূজিত হইলেন।২৪

যজ্ঞানুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে মহামুনি বিশ্বামিত্র সমস্ত দিক্ বিঘ্নহীন দেখিয়া রামকে বলিলেন,—মহাবীর! আমি কৃতার্থ হইলাম। তুমি গুরুবাক্য প্রতিপালন করিয়াছ। তুমি নিজপ্রভাবে এই সিদ্ধাশ্রমের নাম সার্থক করিলে। এইভাবে বিশ্বামিত্র রামের প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহাদের দুইজনকেই সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিলেন।২৫-২৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একত্রিংশঃ সর্গঃ

সর্ষি-রাম-লক্ষ্মণ-বিশ্বামিত্রস্য মিথিলাং প্রতি প্রস্থানম্, সায়ং শোণভদ্রতটোপরি বিশ্রামশ্চ।]

অথ তাং রজনীং তত্র কৃতার্থৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
ঊষতুর্মুদিতৌ বীরৌ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা॥১
প্রভাতায়াং তু শর্বর্য্যাং কৃতপৌর্বাহ্ণিকক্রিয়ৌ।
বিশ্বামিত্রমৃষীংশ্চান্যান্ সহিতাবভিজগ্মতুঃ॥২
অভিবাদ্য মুনিশ্রেষ্ঠং জ্বলন্তমিব পাবকম্।
ঊচতুঃ পরমোদারং বাক্যং মধুরভাষিণৌ॥৩
ইমৌ স্ম মুনিশার্দূল কিঙ্করৌ সমুপাগতৌ।
আজ্ঞাপয় মুনিশ্রেষ্ঠ শাসনং করবাব কিম্॥৪
এবমুক্তে তয়োর্বাক্যে সর্ব এব মহর্ষয়ঃ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য রামং বচনমব্রুবন্॥৫
মৈথিলস্য নরশ্রেষ্ঠ জনকস্য ভবিষ্যতি
যজ্ঞঃ পরমধর্মিষ্ঠস্তত্র যাস্যামহে বয়ম্॥৬

একত্রিংশ সর্গ

[রাম, লক্ষ্মণ ও ঋষিগণের সহিত বিশ্বামিত্রের মিথিলা যাত্রা এবং পথে শোণভদ্রনদীর তীরে বিশ্রাম গ্রহণ।]

মহাবীর রাম-লক্ষ্মণ কৃতকার্য্য হইয়া আনন্দিত হইলেন এবং হৃষ্টচিত্তে ঐ আশ্রমে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে পর তাঁহারা আহ্নিকাদি ক্রিয়া সমাপ্ত করিলেন, তারপর উভয়ে মিলিত হইয়া বিশ্বামিত্র ও ঋষিগণের নিকট গমন করিলেন।১-২

প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করিয়া মিষ্টভাষী দুই ভ্রাতা মধুরবাক্যে বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার কিঙ্কর দুইজন উপস্থিত হইয়াছে। আদেশ করুন, আমরা আপনার কোন্ অনুশাসন পালন করিব? রাম ও লক্ষ্মণ এই কথা বলায় মহর্ষিগণ বিশ্বামিত্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া রামকে বলিলেন।৩-৫

নরশ্রেষ্ঠ! মিথিলার অধিপতি জনকরাজার উত্তম-

ত্বঞ্চৈব নরশার্দূল সহাস্মাভির্গমিষ্যসি।
অদ্ভুতঞ্চ ধনূরত্নং তত্র ত্বং দ্রষ্টুমর্হসি ॥৭
তদ্ধি পূর্ব্বং নরশ্রেষ্ঠ দত্তং সদসি দৈবতৈঃ।
অপ্রমেয়বলং ঘোরং মখে পরমভাস্বরম্ ॥৮
নাস্য দেবা ন গন্ধর্বা নাসুরা ন চ রাক্ষসাঃ।
কর্তুমারোপণং শক্তা ন কথঞ্চন মানুষাঃ ॥৯
ধনুষস্তস্য বীর্য্যং হি জিজ্ঞাসন্তো মহীক্ষিতঃ।
ন শেকুরারোপয়িতুং রাজপুত্রা মহাবলাঃ ॥১০
তদ্ধনুর্নরশার্দূল মৈথিলস্য মহাত্মনঃ।
তত্র দ্রক্ষ্যসি কাকুৎস্থ যজ্ঞঞ্চ পরমাদ্ভুতম্ ॥১১
তদ্ধি যজ্ঞফলং তেন মৈথিলেনোত্তমং ধনুঃ।
যাচিতং নরশার্দূল সুনাভং সর্ব্বদৈবতৈঃ ॥১২
আযাগভূতং নৃপতেস্তস্য বেশ্মনি রাঘব।
অর্চিতং বিবিধৈর্গন্ধৈর্ধূপৈশ্চাগুরুগন্ধিভিঃ ॥১৩

এবমুক্ত্বা মুনিবরঃ প্রস্থানমকরোত্তদা।
সর্ষিসঙ্ঘঃ সকাকুৎস্থ আমন্ত্র্য বনদেবতাঃ ১৪
স্বস্তি বোঽস্তু গমিষ্যামি সিদ্ধঃ সিদ্ধাশ্রমাদহম্।
উত্তরে জাহ্নবীতীরে হিমবন্তং শিলোচ্চয়ম্ ॥১৫
ইত্যুক্ত্বা মুনিশার্দূলঃ কৌশিকঃ স তপোধনঃ।
উত্তরাং দিশমুদ্দিশ্য প্রস্থাতুমুপচক্রমে ॥১৬
তং ব্রজন্তং মুনিবরমন্বগাদনুসারিণাম্।
শকটীশতমাত্রন্তু প্রয়াণে ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥১৭
মৃগ-পক্ষিগণাশ্চৈব সিদ্ধাশ্রমনিবাসিনঃ।
অনুজগ্মুর্মহাত্মানো বিশ্বামিত্রং তপোধনম্ ॥১৮
নিবর্ত্তয়ামাস ততঃ সর্ষিসঙ্ঘঃ স পক্ষিণঃ।
তে গত্বা দূরমধ্বানং লম্বমানে দিবাকরে ॥১৯
বাসং চক্রুর্মুনিগণাঃ শোণাকূলে সমাহিতাঃ।
তেঽস্তং গতে দিনকরে স্নাত্বা হুতহুতাশনাঃ ॥২০

ধর্ম্মময় একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে। আমরা সেই স্থানে গমন করিতেছি। নরোত্তম! আমাদের সহিত তুমিও তথায় চল। সেখানে বিস্ময়জনক একটি শ্রেষ্ঠধনু আছে, তাহা তুমি দেখিতে পাইবে।৬-৭

রাম! পূর্ব্বকালে যজ্ঞস্থলের সভায় দেবতাগণ অপরিমিতবলযুক্ত ভয়ঙ্কর ও সমুজ্জ্বল এই ধনুটি জনককে প্রদান করিয়াছিলেন।৮

দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর, রাক্ষস ও মানুষের মধ্যে কেহই এই ধনুতে গুণযোজনা করিতে সমর্থ হয় না।৯

মহাবলবান্ রাজন্যবর্গ ও রাজপুত্রগণ এই ধনুর শক্তির পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা ধনুতে গুণযোজনা করিতে পারে নাই।১০

রঘুনন্দন! মহাত্মা মিথিলাপতির ঐ অদ্ভুতধনু ও উৎকৃষ্ট যজ্ঞ দেখিতে পাইবে।১১

মহারাজ জনক দেবতাগণের নিকট ঐ সুনাভনামক ধনু যজ্ঞের ফলরূপে প্রার্থনা করেন। দেবতাগণ তাহা প্রদান করায় ঐ ধনু জনকের নিকটে রক্ষিত আছে।১২

জনকের ভবনে যজনীয় দেবতারূপে ঐ ধনু গন্ধ, ধূপ, অগুরু প্রভৃতি নানা উপচারে পূজিত হইতেছে। এই সকল কথা বলিয়া বিশ্বামিত্র ঋষিগণকে ও রাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া মিথিলার উদ্দেশে গমন করিলেন। যাইবার সময় বনদেবতাসমূহকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক বলিলেন,—আমি এই সিদ্ধাশ্রমের তপস্যা হইতেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। তোমাদের মঙ্গল হউক। এখন আমি গঙ্গার উত্তরতীরবর্ত্তী হিমালয়পর্বতে যাইতেছি। তারপর মুনিশ্রেষ্ঠ তপস্বী বিশ্বামিত্র উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।১৩-১৬

সেই সময় বিশ্বামিত্রের অনুগমনকারী ঋষিগণের অগ্নিহোত্রাদি দ্রব্যসমূহ শতশকটে পূর্ণ করা হইল। ঐ শকটসমূহের সহিত ঋষিগণ ও সিদ্ধাশ্রমবাসী পশু-পক্ষী বিশ্বামিত্রের অনুগমন করিল। বিশ্বামিত্র অনুগমন-কারী ঋষিগণের সহিত কোনপ্রকারে পক্ষিসমূহকে নিবৃত্ত করিলেন। তারপর সমস্ত দিবস দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া সূর্য্যের অস্তগমনসময়ে তাঁহারা সকলে শোণ-নদের তীরে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় বাস করিতে ইচ্ছুক হইলেন। সূর্য্য অস্তগমন করিলে পর তাঁহারা

বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য নিষেদুরমিতৌজসঃ।
রামোঽপি সহসৌমিত্রির্মুনীংস্তানভিপূজ্য চ ॥২১
অগ্রতো নিষসাদাথ বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
অথ রামো মহাতেজা বিশ্বামিত্রং তপোনিধিম্(ক) ॥২২
পপ্রচ্ছ মুনিশার্দুলং কৌতূহলসমন্বিতম্।
ভগবন্ কোঽন্বয়ং দেশঃ সমৃদ্ধবনশোভিতঃ ॥২৩
শ্রোতুমিচ্ছামি ভদ্রং তে বক্তুমর্হসি তত্ত্বতঃ।
চোদিতো রামবাক্যেন কথয়ামাস সুব্রতঃ।
তস্য দেশস্য নিখিলমৃষিমধ্যে মহাতপাঃ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ

স্নান করিয়া সন্ধ্যাকালের হোমাদি সমাপ্ত করিলেন। অনন্তর অতিতেজস্বী মুনিগণ বিশ্বামিত্রকে সম্মুখে রাখিয়া উপবিষ্ট হইলেন। লক্ষ্মণের সহিত রামও মুনিগণকে অভিবাদন করিয়া বিশ্বামিত্রের সম্মুখে উপবেশন করিলেন। তারপর তেজস্বী রাম কৌতূহলবশতঃ তপস্বী মুনিবর বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন! সমৃদ্ধবনের দ্বারা সুশোভিত এই দেশের নাম কি? আমি ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনার শুভ হউক। আপনি যথার্থরূপে তৎসমস্ত প্রকাশ করুন। সুব্রত বিশ্বামিত্র রামের প্রশ্নে প্রেরিত হইয়া ঋষিগণের সম্মুখে সেই দেশের সকল বিবরণ বলিতে লাগিলেন।১৭-২৪

পাঠান্তর :——(ক) বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ

[ব্রহ্মপুত্র-কুশস্য পুত্রচতুষ্টয়ানাং বর্ণনম্, তেষু কুশনাভস্য শতকন্যালাভঃ, বায়ুনা তাসাং দেহসৌষ্ঠবস্য হরণম্।]

ব্রহ্মযোনির্মহানাসীৎ কুশো নাম মহাতপাঃ।
অক্লিষ্টব্রতধর্মজ্ঞঃ সজ্জনপ্রতিপূজকঃ ॥১
স মহাত্মা কুলীনায়াং যুক্তায়াং সুমহাবলান্।
বৈদর্ভ্যাং জনয়ামাস চতুরঃ সদৃশান্ সুতান্ ॥২
কুশাম্বং কুশনাভঞ্চ অসূর্তরজসং বসুম্।
দীপ্তিযুক্তান্ মহোৎসাহান্ ক্ষত্রধর্মচিকীর্ষয়া ॥৩
তানুবাচ কুশঃ পুত্রান্ ধর্মিষ্ঠান্ সত্যবাদিনঃ।
ক্রিয়তাং পালনং পুত্রা ধর্মং প্রাপ্স্যথ পুষ্কলম্ ॥৪
কুশস্য বচনং শ্রুত্বা চত্বারো লোকসত্তমাঃ।
নিবেশং চক্রিরে সর্বে পুরাণাং নৃবরাস্তদা ॥৫
কুশাম্বস্তু মহাতেজাঃ কৌশাম্বীমকরোৎ পুরীম্।
কুশনাভস্তু ধর্মাত্মা পুরং চক্রে মহোদয়ম্ ॥৬

দ্বাত্রিংশ সর্গ

[ব্রহ্মপুত্র কুশের চারিটি পুত্রের বর্ণন। তাহাদের মধ্যে কুশনাভের শতকন্যা লাভ এবং বায়ু কর্তৃক তাহাদের দেহের শোভা নাশ।]

রাম! শ্রবণ কর। পুরাকালে কুশনামে একজন অতিতপস্বী নরপতি ছিলেন। তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প, সজ্জন-প্রতিপালক ও ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন। ঐ মহাত্মা নরপতি নিজসদৃশী কুলীনা বৈদর্ভীনাম্নী পত্নীর গর্ভে অতুল্য চারিটি পুত্র উৎপাদন করেন। তাহাদের নাম কুশাম্ব, কুশনাভ, অসূর্তরজাঃ ও বসু। মহারাজ কুশ ক্ষত্রিয়ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে দীপ্তিমান্ উৎসাহযুক্ত ধর্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদী পুত্রচতুষ্টয়কে বলিলেন,—বৎসগণ। তোমরা প্রজাগণের পালন কর, সম্পূর্ণ ধর্মলাভ করিবে।১-৪

কুশের এইরূপ বচন শুনিয়া নরশ্রেষ্ঠ রাজপুত্রগণ প্রজাপালনের জন্য চারিটি নগর সংস্থাপন করিলেন। মহাতেজস্বী কুশাম্ব কৌশাম্বীনাম্নী, ধর্মনিষ্ঠ কুশনাভ মহোদয়নাম্নী, মহামতি অসূর্তরজা ধর্মারণ্যনাম্নী

অসূর্ত্তরজসো নাম ধর্ম্মারণ্যং মহামতিঃ।
চক্রে পুরবরং রাজা বসুনাম গিরিব্রজম্ ॥৭
এষা বসুমতী নাম বসোস্তস্য মহাত্মনঃ।
এতে শৈলবরাঃ পঞ্চ প্রকাশন্তে সমন্ততঃ ॥৮
সুমাগধী নদী রম্যা মাগধান্ বিশ্রুতা যযৌ।
পঞ্চানাং শৈলমুখ্যানাং মধ্যে মালেব শোভতে ॥৯
সৈষা হি মাগধী রাম বসোস্তস্য মহাত্মনঃ।
পূর্ব্বাভিচরিতা রাম সুক্ষেত্রা শস্যমালিনী ॥১০
কুশনাভস্তু রাজর্ষিঃ কন্যাশতমনুত্তমম্।
জনয়ামাস ধর্ম্মাত্মা ঘৃতাচ্যাং রঘুনন্দন ॥১১
তাস্তু যৌবনশালিন্যো রূপবত্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
উদ্যানভূমিমাগম্য প্রাবৃষীব শতহ্রদাঃ ॥১২
গায়ন্ত্যো নৃত্যমানাশ্চ বাদয়ন্ত্যস্তু রাঘব।
আমোদং পরমং জগ্মুর্বরাভরণভূষিতাঃ ॥১৩

অথ তাশ্চারু সর্ব্বাঙ্গ্যো রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।
উদ্যানভূমিমাগম্য তারা ইব ঘনান্তরে ॥১৪
তাঃ সর্ব্বা গুণসম্পন্না রূপ-যৌবনসংযুতাঃ।
দৃষ্ট্বা সর্ব্বাত্মকো বায়ুরিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৫
অহং বঃ কাময়ে সর্ব্বা ভার্য্যা মম ভবিষ্যথ।
মানুষস্ত্যজ্যতাং ভাবো দীর্ঘমায়ুরবাপ্স্যথ ॥১৬
চলং হি যৌবনং নিত্যং মানুষেষু বিশেষতঃ।
অক্ষয়ং যৌবনং প্রাপ্তা অমর্য্যশ্চ ভবিষ্যথ ॥১৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বায়োরক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
অপহাস্য ততো বাক্যং কন্যাশতমথাব্রবীৎ ॥১৮
অন্তশ্চরসি ভূতানাং সর্ব্বেষাং সুরসত্তম।
প্রভাবজ্ঞাশ্চ তে সর্ব্বাঃ কিমর্থমবমন্যসে ॥১৯
কুশনাভসুতা দেব সমস্তাঃ সুরসত্তম।
স্থানাচ্চ্যাবয়িতুং দেবং রক্ষামস্তু তপো বয়ম্ ॥২০

এবং মহারাজ বসু গিরিব্রজনাম্নী পুরী সংস্থাপিত করিলেন।৫-৭

রাম! মহাত্মা বসুর এই প্রদেশটি বসুমতীনামে পরিচিত। ইহার চতুর্দ্দিকে পাঁচটি পর্ব্বত বিরাজিত রহিয়াছে। সুমাগধীনাম্নী সুন্দরী প্রসিদ্ধা নদী মগধদেশে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। পাঁচটি শ্রেষ্ঠপর্ব্বতের মধ্য ঐ নদী প্রবাহিত হওয়ায় মালার ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছে।৮-৯

ঐ মাগধী নদী মহাত্মা বসুর নগরীর পূর্ব্বদিক্ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, এইজন্য ইহার উভয় তটভূমি উর্ব্বর ও শস্যপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।১০

রঘুনন্দন! ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজর্ষি কুশনাভ ঘৃতাচীর গর্ভে অত্যুত্তম শতকন্যা উৎপাদন করেন। কালক্রমে কন্যাগণ রূপযৌবনযুক্ত ও বিবিধভূষণে ভূষিত হইয়া একদিন বর্ষাকালের বিদ্যুতের ন্যায় আলোকিত করত উদ্যান-ভূমিতে গমন করিল। সেখানে উত্তমালঙ্কারধারিণী সকল কন্যা সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্য প্রভৃতির অনুষ্ঠানে পরমানন্দ লাভ করিতেছিল।১১-১৩

ঐ কন্যারা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, রূপসৌন্দর্য্যে পৃথিবীতে অনুপমা। তাহারা উপবনে আসিয়া মেঘান্তরালস্থিত তারার ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। রূপ, যৌবন ও গুণের দ্বারা মণ্ডিত কন্যাসমূহকে দেখিয়া সর্ব্বত্রগতি বায়ু তাহাদিগকে বলিলেন।১৪-১৫

কন্যাগণ! আমি তোমাদের সকলকে কামনা করিতেছি। তোমরা আমার ভার্য্যা হও। এই মানুষ-ভাব পরিত্যাগ কর। দীর্ঘ আয়ু লাভ করিতে পারিবে। যৌবন স্বভাবতই চঞ্চল, বিশেষতঃ মানুষের যৌবন অতি চঞ্চল। তোমরা অক্ষয় যৌবন প্রাপ্ত হইয়া দেবপত্নী হইতে পারিবে।১৬-১৭

দৃঢ়বিক্রম বায়ুর এইরূপ বচন শুনিয়া উপেক্ষাসূচক হাস্যের সহিত কন্যাগণ তাঁহাকে বলিল।১৮

দেবশ্রেষ্ঠ! তুমি সকল প্রাণীর অন্তরে বিচরণ করিয়া থাক। আমরা সকলে তোমার প্রভাব জানি। তুমি আমাদের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া অবমানিত করিতেছ কেন? সুরশ্রেষ্ঠ! আমরা কুশনাভ-নরপতির দুহিতা। আমরা তোমাকে স্থানচ্যুত করিতে পারি।

মা ভূৎ স কালো দুর্মেধঃ পিতরং সত্যবাদিনম্।
অবমন্য স্বধর্মেণ স্বয়ং বরমুপাস্মহে ॥২১
পিতা হি প্রভুরস্মাকং দৈবতং পরমঞ্চ সঃ ॥
যস্য নো দাস্যতি পিতা স নো ভর্তা ভবিষ্যতি ॥২২
তাসাং তু বচনং শ্রুত্বা হরিঃ পরমকোপনঃ।
প্রবিশ্য সর্বগাত্রাণি বভঞ্জ ভগবান্ প্রভুঃ ॥২৩
অরত্নিমাত্রাকৃতয়ো ভগ্নগাত্রা ভয়ার্দিতাঃ।
তাঃ কন্যা বায়ুনা ভগ্না বিবিশুর্নৃপতের্গৃহম্।

কিন্তু নিজেদের তপস্যা রক্ষা করিতেছি, সেইজন্য তাহা করিতে ইচ্ছা করি না। অশুভচিত্ত! পবন! সত্যবাদী পিতাকে অবজ্ঞা করিয়া কামনাবশতঃ স্বয়ংবরা হইব, এইরূপ সময় যেন আমাদের জীবনে না আসে। পিতাই আমাদের প্রভু ও পরমদেবতা; তিনি যাঁহার নিকট আমাদিগকে সমর্পণ করিবেন, তিনিই আমাদের পতি হইবেন।১৯-২২

কন্যাগণের এইরূপ অবজ্ঞাসূচক বচন শুনিয়া বায়ু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। বায়ুকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভগ্নাকৃতি খর্বদেহ ভীত

প্রবিশ্য চ সুসম্ভ্রান্তাঃ সলজ্জাঃ সাশ্রুলোচনাঃ ॥২৪
স চ তা দয়িতা ভগ্নাঃ কন্যাঃ পরমশোভনাঃ।
দৃষ্ট্বা দীনাস্তদা রাজা সম্ভ্রান্ত ইদমব্রবীৎ ॥২৫
কিমিদং কথ্যতাং পুত্র্যঃ কো ধর্মমবমন্যতে।
কুব্জাঃ কেন কৃতাঃ সর্বাশ্চেষ্টন্ত্যো নাভিভাষথ।
এবং রাজা বিনিঃশ্বস্য সমাধিং সন্দধে ততঃ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

কন্যাগণ রাজভবনে প্রবেশ করিল। সেখানে উদ্বিগ্ন কন্যাগণ লজ্জায় ও সাশ্রুনয়নে অবস্থান করিতে লাগিল। পরমসুশ্রী প্রিয়কন্যাগণকে ভগ্নগাত্র ও দৈন্যযুক্ত দেখিয়া উদ্বিগ্ন কুশনাভ জিজ্ঞাসা করিলেন।২৩-২৫

পুত্রীগণ! তোমাদের এই অবস্থার কারণ কি তাহা বল। কোন্ ব্যক্তি ধর্মের অবমাননা করিয়াছে? কে তোমাদিগকে কুব্জা করিয়াছে? তোমরা চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারিতেছ না কেন? কুশনাভ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং কারণ জানিবার জন্য অবহিত হইলেন।২৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ

[রাজ্ঞা কুশনাভেন স্ব-তনযানাং ক্ষমায়াঃ প্রশংসনম্, মহামতি-ব্রহ্মদত্তেন সহ তাসাং বিবাহদানঞ্চ ।]

তস্য তদ্‌বচনং শ্রুত্বা কুশনাভস্য ধীমতঃ।
শিরোভিশ্চরণৌ স্পৃষ্ট্বা কন্যাশতমভাষত ॥১
বায়ুঃ সর্বাত্মকো রাজন্ প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছতি।
অশুভং মার্গমাস্থায় ন ধর্মং প্রত্যবেক্ষতে ॥২
পিতৃমত্যঃ স্ম ভদ্রং তে স্বচ্ছন্দে ন বয়ং স্থিতাঃ।
পিতরং নো বৃণীষ্ব ত্বং যদি নো দাস্যতে তব ॥৩
তেন পাপানুবন্ধেন বচনং ন প্রতীচ্ছতা।
এবং ব্রুবন্ত্যঃ সর্বাঃ স্ম বায়ুনাভিহতা ভৃশম ॥৪
তাসাং তু বচনং শ্রুত্বা রাজা পরমধার্মিকঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ কন্যা শতমনুত্তমম্ ॥৫
ক্ষান্তং ক্ষমাবতাং পুত্র্যঃ কর্তব্যং সুমহৎ কৃতম্।
ঐকমত্যমুপাগম্য কুলং চাবেক্ষিতং মম ॥৬
অলঙ্কারো হি নারীণাং ক্ষমা তু পুরুষস্য বা।
দুষ্করং তচ্চ বৈ ক্ষান্তং ত্রিদশেষু বিশেষতঃ ॥৭
যাদৃশী বঃ ক্ষমা পুত্র্যঃ সর্বাসামবিশেষতঃ।
ক্ষমা দানং ক্ষমা সত্যং ক্ষমা যজ্ঞাশ্চ পুত্রিকাঃ ॥৮
ক্ষমা যশঃ ক্ষমা ধর্মং ক্ষমায়াং বিষ্ঠিতং জগৎ।
বিসৃজ্য কন্যাঃ কাকুৎস্থ রাজা ত্রিদশবিক্রমঃ ॥৯
মন্ত্রজ্ঞো মন্ত্রয়ামাস প্রদানং সহ মন্ত্রিভিঃ।
দেশে কালে চ কর্তব্যং সদৃশে প্রতিপাদনম্ ॥১০
এতস্মিন্নেব কালে তু চূলী নাম মহাদ্যুতিঃ।
ঊর্ধ্বরেতাঃ শুভাচারো ব্রাহ্মং তপ উপাগমৎ ॥১১
তপস্যন্তমৃষিং তত্র গন্ধর্বী পর্যুপাসতে।
সোমদা নাম ভদ্রং তে ঊর্মিলাতনয়া তদা ॥১২

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ

[রাজা কুশনাভকর্তৃক নিজ কন্যাগণের ক্ষমাগুণের প্রশংসা এবং মহামতি ব্রহ্মদত্তের সহিত তাহাদের বিবাহদান।]

বুদ্ধিমান্ কুশনাভের বচন শুনিয়া কন্যাগণ নিজমস্তক দ্বারা তাঁহার চরণ স্পর্শ করিলেন এবং পিতাকে বলিলেন,—মহারাজ ! সর্বব্যাপী বায়ু অশুভজনক পথ অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে ধর্ষিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। সে ধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই।১-২

আমরা বায়ুকে বলিয়াছিলাম যে—আমাদের পিতা বর্তমান আছেন। আমরা কেহই স্বমতে থাকি না। তুমি পিতার নিকট যাইয়া প্রার্থনা কর, যদি তিনি তোমার নিকট আমাদিগকে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে আমরা তোমারই ভার্য্যা হইব। তোমার মঙ্গল হউক। আমরা এইরূপ বলিতেছিলাম, কিন্তু পাপমতি বায়ু আমাদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া সকলকে ভগ্ন ও বিকৃতদেহ করিয়াছে। পরমধার্মিক অতিতেজস্বী মহারাজ কুশনাভ কন্যাগণের কথা শুনিয়া তাহাদিগকে বলিলেন।৩-৫

পুত্রীগণ! ক্ষমবান্ ব্যক্তিগণের পক্ষে ক্ষমা অবশ্য কর্তব্য। তোমরা যে একমত হইয়া ক্ষমাপ্রদর্শন করিয়াছ, তাহাতে আমার কুলগৌরব রক্ষিত হইয়াছে। ক্ষমাপ্রদর্শন মহৎ কর্তব্য। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই ক্ষমা অলঙ্কারস্বরূপ। তোমরা যেরূপ ক্ষমা দেখাইয়াছ, সেইরূপ ক্ষমা দেবতামধ্যেও দুর্লভ। পুত্রীগণ! ক্ষমাই দান, ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই যজ্ঞ, ক্ষমাই যশ, ক্ষমাই ধর্ম, ক্ষমাতেই এই সংসার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। রঘুনন্দন! ইন্দ্রতুল্যপরাক্রমী রাজা কুশনাভ নিজকন্যাগণকে এইরূপ বলিয়া বিদায় দিলেন। তারপর মন্ত্রণাকুশল রাজা মন্ত্রিগণের সহিত কন্যাগণের বিবাহবিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন, যেহেতু পিতার কর্তব্য হইল—দেশ ও কাল চিন্তা করিয়া যোগ্যপাত্রে কন্যাদান করা।৬-১০

এই সময়ে মহাদ্যুতি ঊর্ধ্বরেতা সদাচারসম্পন্ন চূলীনামক তপস্বী ব্রহ্মবিষয়ক একাগ্রতার জন্য তপস্যা করিতেছিলেন। সেখানে ঊর্মিলার কন্যা সোমদানাম্নী গন্ধর্বী তপস্যার সহায়তার জন্য চূলীর সেবা করিতে থাকে। ধর্মভাবাপন্না সোমদা প্রণতভাবে চূলীর শুশ্রূষা

সা চ তং প্রণতা ভূত্বা শুশ্রূষণপরায়ণা।
উবাস কালে ধামষ্ঠা তস্যাস্তুষ্টোঽভবদ্ গুরুঃ ॥১৩
স চ তাং কালযোগেন প্রোবাচ রঘুনন্দন।
পরিতুষ্টোঽস্মি ভদ্রং তে কিং করোমি তব প্রিয়ম্॥১৪
পরিতুষ্টং মুনিং জ্ঞাত্বা গন্ধর্বী মধুরস্বরম্।
উবাচ পরমপ্রীতা বাক্যজ্ঞা বাক্যকোবিদম্ ॥১৫
লক্ষ্ম্যা সমুদিতো ব্রাহ্ম্যা ব্রহ্মভূতো মহাতপাঃ।
ব্রাহ্মেণ তপসা যুক্তং পুত্রমিচ্ছামি ধার্মিকম্ ॥১৬
অপতিশ্চাস্মি ভদ্রং তে ভার্য্যা চাস্মি ন কস্যচিৎ।
ব্রাহ্মেণোপগতায়াশ্চ দাতুমর্হসি মে সুতম্ ॥১৭
তস্যাঃ প্রসন্নো ব্রহ্মর্ষির্দদৌ ব্রাহ্মমনুত্তমম্।
ব্রহ্মদত্ত ইতি খ্যাতং মানসং চুলিনঃ সুতম্ ॥১৮

স রাজা ব্রহ্মদত্তস্তু পুরীমধ্যবসত্তদা।
কাম্পিল্যাং পরয়া লক্ষ্ম্যা দেবরাজো যথা দিবম্ ॥১৯
স বুদ্ধিং কৃতবান্ রাজা কুশনাভঃ সুধার্মিকঃ।
ব্রহ্মদত্তায় কাকুৎস্থ দাতুং কন্যাশতং তদা ॥২০
তমাহূয় মহাতেজা ব্রহ্মদত্তং মহীপতিঃ।
দদৌ কন্যাশতং রাজা সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা ॥২১
যথাক্রমং তদা পাণিং জগ্রাহ রঘুনন্দন।
ব্রহ্মদত্তো মহীপালস্তাসাং দেবপতির্যথা ॥২২
স্পৃষ্টমাত্রে তদা পাণৌ বিকুব্জা বিগতজ্বরাঃ।
যুক্তং পরময়া লক্ষ্ম্যা বভৌ কন্যাশতং তদা ॥২৩
স দৃষ্ট্বা বায়ুনা মুক্তাঃ কুশনাভো মহীপতিঃ।
বভূব পরমপ্রীতো হর্ষং লেভে পুনঃ পুনঃ ॥২৪

করিতে করিতে বহুদিন অতিবাহিত করিল। কালক্রমে তপস্বী গুরু চূলী তাহার প্রতি তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন,—শুশ্রূষাকারিণি! আমি তোমার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমার কি প্রিয়কার্য্য করিব? ১১-১৪

বাক্‌চতুরা সোমদা বাক্যকুশল মুনিকে সন্তুষ্ট জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল এবং মধুরস্বরে বলিল,—আপনি ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ও মহাতপস্বী। আপনি ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিয়াছেন। আমি আপনার নিকট ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ধার্মিক একটি পুত্র প্রার্থনা করিতেছি।১৫-১৬

আমি কাহাকেও পতিরূপে গ্রহণ করি নাই, কাহারও ভার্য্যা হইব না। আপনার শুশ্রূষার জন্য অনুগতা হইয়াছি। আপনি ব্রাহ্মনিয়মে* আমাকে মনোমত পুত্র প্রদান করুন। ব্রহ্মর্ষি চূলী সোমদা-গন্ধর্বীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অতিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মতেজোমণ্ডিত নিজ মানসজাত পুত্র প্রদান করিলেন। ঐ পুত্র ব্রহ্মদত্ত-নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিল।১৭-১৮

* সনক-সনন্দন যেমন ব্রহ্মার মানসপুত্র, সেইরূপ মানসপুত্র আমি প্রার্থনা করি।

ব্রহ্মদত্ত রাজা হইয়া কাম্পিল্যনগরে বাস করিতে লাগিলেন। স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের মত পরম সমৃদ্ধিতে তিনিও পূর্ণ হইলেন। পরমধার্মিক নরপতি কুশনাভ নিজকন্যাগণকে ঐ ব্রহ্মদত্তের হস্তে সম্প্রদান করিতে সঙ্কল্প করিলেন।১৯-২০

মহাতেজস্বী কুশনাভ ব্রহ্মদত্তকে আহ্বান করিয়া হৃষ্টচিত্তে নিজকন্যাগণকে সম্প্রদান করিলেন। রঘুনন্দন! দেবরাজতুল্য নরপতি ব্রহ্মদত্ত যথাক্রমে তাহাদের পাণিগ্রহণ করিলেন।২১-২২

ব্রহ্মদত্ত কন্যাগণের পাণি স্পর্শ করিবামাত্র তাহাদের কুব্জভাব দূর হইল। দুশ্চিন্তাও বিগত হইল। পরমসৌন্দর্য্যে যুক্ত হইয়া শতকন্যাই পরমশোভা ধারণ করিল। কুশনাভ নরপতি নিজ কন্যাগণকে বায়ুর আক্রমণ হইতে মুক্ত দেখিয়া পরমপ্রীত হইলেন এবং বারংবার আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। ২৩-২৪

অতঃপর তিনি বিবাহিত ভূপতি ব্রহ্মদত্তকে পত্নীগণ ও উপাধ্যায়গণের সহিত কাম্পিল্যনগরে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মদত্তের মাতা সোমদা নিজপুত্রের উপযুক্ত

কৃতোদ্বাহং তু রাজানং ব্রহ্মদত্তং মহীপতিম্।
সদারং প্রেষয়ামাস সোপাধ্যায়গণং তদা ॥২৫
সোমদাপি সুতং দৃষ্ট্বা পুত্রস্য সদৃশীং ক্রিয়াম্।
যথান্যায়ঞ্চ গন্ধর্বী স্নুষাস্তাঃ প্রত্যনন্দত ॥
স্পৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা চ তাঃ কন্যাঃ কুশনাভং প্রশস্য চ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

বিবাহ দেখিয়া হৃষ্ট হইলেন এবং যথারীতি পুত্রবধূগণকে অভিনন্দিত করিলেন। বধূগণের গাত্রস্পর্শ করিয়া তিনি বারংবার কুশনাভের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।২৫-২৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ

[পরমধার্মিকস্য গাধেরুৎপত্তিঃ, বিশ্বামিত্রেণ কৌশিক্যাঃ প্রশংসনম্, মধ্যরাত্রস্য বর্ণনঞ্চ।]

কৃতোদ্বাহে গতে তস্মিন্ ব্রহ্মদত্তে চ রাঘব।
অপুত্রঃ পুত্রলাভায় পৌত্রীমিষ্টিমকল্পয়ৎ ॥১
ইষ্ট্যাং তু বর্তমানায়াং কুশনাভং মহীপতিম্।
উবাচ পরমোদারঃ কুশো ব্রহ্মসুতস্তদা ॥২
পুত্রস্তে সদৃশঃ পুত্র ভবিষ্যতি সুধার্মিকঃ।
গাধিং প্রাপ্স্যসি তেন ত্বং কীর্তিং লোকে চ শাশ্বতীম্॥৩
এবমুক্ত্বা কুশো রাম কুশনাভং মহীপতিম্।
জগামাকাশমাবিশ্য ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ॥৪
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য কুশনাভস্য ধীমতঃ।
জজ্ঞে পরমধর্মিষ্ঠো গাধিরিত্যেব নামতঃ ॥৫
স পিতা মম কাকুৎস্থ গাধিঃ পরমধার্মিকঃ।
কুশবংশপ্রসূতোঽস্মি কৌশিকো রঘুনন্দন ॥৬
পূর্বজা ভগিনী চাপি মম রাঘব সুব্রতা।
নাম্না সত্যবতী নাম ঋচীকে প্রতিপাদিতা ॥৭
সশরীরা গতা স্বর্গং ভর্তারমনুবর্তিনী।
কৌশিকী পরমোদারা প্রবৃত্তা চ মহানদী ॥৮

চতুস্ত্রিংশ সর্গ

[পরমধার্মিক গাধির উৎপত্তি, বিশ্বামিত্র কর্তৃক স্বীয় জ্যেষ্ঠা কৌশিকীর প্রশংসা ও মধ্যরাত্রের বর্ণন।]

রঘুনন্দন! ব্রহ্মদত্ত বিবাহিত হইয়া গমন করিলে পর অপুত্রক কুশনাভ পুত্রলাভের জন্য পুত্রেষ্টিযাগের আয়োজন করিলেন। পুত্রেষ্টিযাগের অনুষ্ঠান চলিতে থাকার সময় উদারস্বভাব ব্রহ্মপুত্র কুশ সেখানে আসিয়া নিজপুত্র কুশনাভকে বলিলেন,—বৎস! তোমার একটি যোগ্য পরমধার্মিক পুত্র হইবে। তুমি গাধিনামে একটি পুত্র প্রাপ্ত হইবে। সেই পুত্রের দ্বারা অক্ষয়কীর্তিলাভ করিতে পারিবে।১-৩

এই কথা বলিয়া কুশ আকাশপথে সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তারপর কিছুকাল অতীত হইলে ধীমান্ কুশনাভের গাধিনামে প্রসিদ্ধ পরমধার্মিক পুত্র হইল। রাম! সেই পরমধর্মপরায়ণ গাধি আমার পিতা। রঘুনন্দন! আমি কুশের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেইজন্য কৌশিক বলিয়া পরিচিত।৪-৬

সদাচারসম্পন্না সত্যবতীনাম্নী আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। ঋচীকের নিকট তাঁহাকে সম্প্রদান করা হইয়াছিল। উদারপ্রকৃতি সত্যবতী পতির অনুগামিনী হইয়া সশরীরে স্বর্গে গিয়াছেন। তিনি লোকসমাজের কল্যাণের জন্য প্রবৃত্ত হইয়া মহানদীরূপে পরিণত হইয়াছেন এবং হিমালয়পর্বতকে আশ্রয় করিয়া ঐ মহানদী প্রশংসনীয় শোভাময় ও পবিত্র বারিযুক্ত

দিব্যা পুষ্পোদকা (ক) রম্যা হিমবন্তমুপাশ্রিতা।
লোকস্য হিতকার্য্যার্থং প্রবৃত্তা ভগিনী মম ॥৯

ততোহহং হিমবৎপার্শ্বে বসামি নিয়তঃ সুখম্।
ভগিন্যাং স্নেহসংযুক্তঃ কৌশিক্যাং রঘুনন্দন ॥১০

সা তু সত্যবতী পুণ্যা সত্যে ধর্মে প্রতিষ্ঠিতা।
পতিব্রতা মহাভাগা কৌশিকী সরিতাং বরা ॥১১

অহং হি নিয়মাদ্ রাম হিত্বা তাং সমুপাগতঃ।
সিদ্ধাশ্রমমনুপ্রাপ্য (খ) সিদ্ধোহস্মি তব তেজসা ॥১২

এষা রাম মমোৎপত্তিঃ স্বস্য বংশস্য কীর্তিতা।
দেশস্য হি মহাবাহো যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥১৩

গতোহর্ধরাত্রঃ কাকুৎস্থ কথাঃ কথয়তো মম।
নিদ্রামধ্যে হি ভদ্রংতে মা ভূদ্ বিঘ্নোহধ্বনীহ নঃ ॥১৪

নিষ্পন্দাস্তরবঃ সর্বে নিলীনা মৃগ-পক্ষিণঃ।
নৈশেন তমসা ব্যাপ্তা দিশশ্চ রঘুনন্দন ॥১৫

শনৈর্বিসৃজ্যতে সন্ধ্যা নভো নেত্রৈরিবাবৃতম্।
নক্ষত্র-তারাগহনং জ্যোতির্ভিরবভাসতে ॥১৬

উত্তিষ্ঠতে চ শীতাংশুঃ শশী লোকতমোনুদঃ।
হ্লাদয়ন্ প্রাণিনাং লোকে মনাংসি প্রভয়া স্বয়া ॥১৭

নৈশানি সর্বভূতানি প্রচরন্তি ততস্ততঃ।
যক্ষ-রাক্ষসসঙ্ঘাশ্চ রৌদ্রাশ্চ পিশিতাশনাঃ ॥১৮

এবমুক্ত্বা মহাতেজা বিররাম মহামুনিঃ।
সাধু সাধ্বিতি তে সর্বে মুনয়ো হ্যভ্যপূজয়ন্ ॥১৯

কুশিকানাময়ং বংশো মহান্ ধর্মপরঃ সদা।
ব্রহ্মোপমা মহাত্মানঃ কুশবংশ্যা নরোত্তমাঃ ॥২০

বিশেষেণ ভবানেব বিশ্বামিত্র মহাযশঃ।
কৌশিকী সরিতাং শ্রেষ্ঠা কুলোদ্দ্যোতকরী তব ॥২১

হইয়াছে। রঘুনন্দন! আমার ভগিনী কৌশিকীর প্রতি স্নেহবশতঃ আমি হিমালয়ের পার্শ্বদেশে সর্বদা সুখে অবস্থান করি।৭-১০

আমার ভগিনী সত্যবতী সত্যই পুণ্যবতী। সে সত্য ও ধর্মে সর্বথা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। সে পতিব্রতা ও ভাগ্যবতী, এখন মহানদীরূপে প্রবাহিত হইতেছে।১১

আমি যজ্ঞে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধাশ্রমে আসিয়াছিলাম। সেখানে তোমার প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়াছি।১২

রাম! আমি তোমার নিকটে আমার জন্ম ও বংশপরিচয় বিবৃত করিলাম। এই দেশের কথা তুমি যাহা জানিতে চাহিয়াছিলে, তাহাও বলিলাম। কাকুৎস্থ! এই সকল কথা বলিতে বলিতে অর্ধরাত্র অতীত হইল। এখন তুমি নিদ্রিত হও। আগামী কল্য পথপর্য্যটনে যেন বিঘ্ন না হয়। তোমার মঙ্গল হউক। দেখ, রাম! এই মধ্যরাত্রিতে তরুসমূহ নিষ্পন্দ এবং মৃগ ও পক্ষিগণ নিদ্রাভিভূত। রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে দশদিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। রাত্রি সার্ধপ্রহর অতীত হইয়াছে। অন্ধকারাবৃত আকাশ নেত্রতুল্য নক্ষত্র ও তারাগণের দ্বারা পূর্ণ হইয়া প্রভাময় হইয়াছে।১৩-১৬

সংসারের অন্ধকারনাশকারী শুভ্রকিরণ চন্দ্রমা নিজ জ্যোৎস্নার দ্বারা প্রাণিগণের চিত্ত প্রফুল্ল করিয়া উদিত হইতেছে। যক্ষ, রাক্ষস আদি ভয়ঙ্কর মাংসাহারী প্রাণিগণ ও অন্যান্য নিশাচর জন্তু ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। এইরূপ বলিয়া মহামুনি বিশ্বামিত্র নীরব হইলেন। তখন মুনিগণ সকলে সাধু সাধু শব্দের দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন এবং বলিলেন,—এই কুশিকবংশ অতিশয় ধর্মপরায়ণ ও মহান্। যাঁহারা এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মহাত্মা, শ্রেষ্ঠমানব ও ব্রহ্মতুল্য। বিশেষতঃ আপনি এই বংশে সত্যই ব্রহ্মতুল্য ও মহাযশস্বী। আপনার ভগিনী মহানদী কৌশিকীও বংশের গৌরবরক্ষা করিয়াছেন।১৭-২১

এইভাবে আনন্দিত ও মুনিবর্য্যগণকর্তৃক প্রশংসিত

পাঠান্তর ঃ—(ক) দিব্যা পুণ্যোদকা—। (খ) সিদ্ধাশ্রমমুপ্রাপ্তঃ—

মুদিতৈর্মুনিশার্দ্দূলৈঃ প্রশস্তঃ কুশিকাত্মজঃ।
নিদ্রামুপাগমচ্ছ্রীমানস্তং গত ইবাংশুমান্ ॥২২
রামোঽপি সহসৌমিত্রিঃ কিঞ্চিদাগতবিস্ময়ঃ।
প্রশস্য মুনিশার্দ্দূলং নিদ্রাং সমুপসেবতে ॥২৩
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ

হইয়া বিশ্বামিত্র অস্তগত সূর্য্যের ন্যায় নিদ্রিত হইলেন। সুমিত্রানন্দনের সহিত রাম কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বিশ্বামিত্রের প্রশংসা করত নিদ্রাভিভূত হইলেন।২২-২৩

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ।

[গঙ্গোমযোরুৎপত্তিবর্ণনম্।]

উপাস্য রাত্রিশেষং তু শোণাকুলে মহর্ষিভিঃ।
নিশায়াং সুপ্রভাতায়াং বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত ॥১
সুপ্রভাতা নিশা রাম পূর্ব্বা সন্ধ্যা প্রবর্ত্ততে।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে গমনায়াভিরোচয় ॥২
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কৃতপূর্ব্বাহ্লিকক্রিয়ঃ।
গমনং রোচয়ামাস বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ ॥৩
অয়ং শোণঃ শুভজলোঽগাধঃ পুলিনমণ্ডিতঃ।
কতরেণ পথা ব্রহ্মন্ সন্তরিষ্যামহে বয়ম্ ॥৪
এবমুক্তস্তু রামেণ বিশ্বামিত্রোঽব্রবীদিদম্।
এষ পন্থা ময়োদ্দিষ্টো যেন যান্তি মহর্ষয়ঃ ॥৫
তে গত্বা দূরমধ্বানং গতেঽর্দ্ধদিবসে তদা।
জাহ্নবীং সরিতাং শ্রেষ্ঠাং দদৃশুর্মুনিসেবিতাম্ ॥৬
তাং দৃষ্ট্বা পুণ্যসলিলাং হংস-সারসসেবিতাম্।
বভূবুর্মুনয়ঃ সর্ব্বে মুদিতাঃ সহরাঘবাঃ ॥৭
তস্যাস্তীরে তদা সর্ব্বে চক্রুর্বাসপরিগ্রহম্।
ততঃ স্নাত্বা যথান্যায়ং সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ ॥৮

পঞ্চত্রিংশ সর্গ

[গঙ্গাদেবী ও উমাদেবীর উৎপত্তি বর্ণন।]

বিশ্বামিত্র মহর্ষিগণের সহিত শোণনদীর তীরে অবশিষ্ট রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি সুপ্রভাত হইলে পর তিনি রামকে বলিলেন,—রাম! রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। প্রাতঃসন্ধ্যার সময় উপস্থিত। তুমি গাত্রোত্থান কর, যাইবার জন্য উদ্যোগী হও। বিশ্বামিত্রের বচন শুনিয়া রাম পূর্ব্বাহ্লিক ক্রিয়া সমাপ্ত করিলেন। তারপর যাইতে লাগিলেন এবং বিশ্বামিত্রকে বলিলেন।১-৩

ব্রহ্মন্! এই শোণ নদ অগাধ ও পুলিনশোভিত। ইহার জল অতিস্বচ্ছ। আমরা কোন্ পথ দিয়া পরপারে যাইব। রামকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন;—যে পথ দিয়া মহর্ষিরা গমন করিয়া থাকেন, আমিও সেই পথই নির্দিষ্ট করিয়াছি। অনন্তর তাঁহারা বহুদূরপথ অতিক্রম করিয়া মধ্যাহ্নসময় অতীত হইলে পর মুনিজনসেবিত নদীশ্রেষ্ঠ গঙ্গাকে দেখিতে পাইলেন।৪-৬

হংস, সারস আদি পক্ষিশোভিতা পুণ্যজলা গঙ্গাকে দেখিয়া রামের সহিত তাঁহারা সকলে আনন্দিত হইলেন। সকলে গঙ্গার তীরে সেই সময় অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিলেন। তারপর তাঁহারা যথাবিধি স্নান করত পিতৃগণের ও দেবগণের তর্পণ করিলেন। অনন্তর অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিয়া অমৃততুল্য যজ্ঞশেষ ভক্ষণ করিলেন। অতঃপর সদাচারসম্পন্ন সকলেই হৃষ্টচিত্তে গঙ্গাতীরে স্বনির্মিত-বাসস্থানে প্রবেশ করিলেন।৭-৯

হুত্বা চৈবাগ্নিহোত্রাণি প্রাশ্য চামৃতবদ্ধবিঃ।
বিবিশুর্জাহ্নবীতীরে শুভাঃ মুদিতমানসাঃ ॥৯

বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং পরিবার্য্য সমন্ততঃ।
বিষ্ঠিতাশ্চ যথান্যায়ং রাঘবৌ চ যথার্হত ॥১০

সম্প্রহৃষ্টমনা রামো বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি গঙ্গাং ত্রিপথগাং নদীম্।
ত্রৈলোক্যং কথমাক্রম্য গতা নদ-নদীপতিম্ ॥১১

চোদিতো রামবাক্যেন বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
বৃদ্ধিং জন্ম চ গঙ্গায়া বক্তুমেবোপচক্রমে ॥১২

শৈলেন্দ্রো হিমবান্ রাম ধাতূনামাকরো মহান্।
তস্য কন্যাদ্বয়ং রাম রূপেণাপ্রতিমং ভুবি ॥১৩

যা মেরুদুহিতা রাম তয়োর্মাতা সুমধ্যমা।
নাম্না মেনা মনোজ্ঞা বৈ পত্নী হিমবতঃ প্রিয়া ॥১৪

তস্যাং গঙ্গেয়মভবজ্জ্যেষ্ঠা হিমবতঃ সুতা।
উমা নাম দ্বিতীয়াভূৎ কন্যা তস্যৈব রাঘব ॥১৫

অথ জ্যেষ্ঠাং সুরাঃ সর্বে দেবকার্য্যচিকীর্ষয়া।
শৈলেন্দ্রং বরয়ামাসুর্গঙ্গাং ত্রিপথগাং নদীম্ ॥১৬

দদৌ ধর্মেণ হিমবাংস্তনয়াং লোকপাবনীম্।
স্বচ্ছন্দপথগাং গঙ্গাং ত্রৈলোক্যহিতকাম্যয়া ॥১৭

প্রতিগৃহ্য ত্রিলোকার্থং ত্রিলোকহিতকাঙ্ক্ষিণঃ।
গঙ্গামাদায় তেঽগচ্ছন্ কৃতার্থেনান্তরাত্মনা ॥১৮

যা চান্যা শৈলদুহিতা কন্যাসীদ্ রঘুনন্দন।
উগ্রং সুব্রতমাস্থায় তপস্তেপে তপোধনা ॥১৯

উগ্রেণ তপসা যুক্তাং দদৌ শৈলবরঃ সুতাম্।
রুদ্রায়াপ্রতিরূপায় উমাং লোকনমস্কৃতাম্ ॥২০

এতে তে শৈলরাজস্য সুতে লোকনমস্কৃতে।
গঙ্গা চ সরিতঃ শ্রেষ্ঠা উমাদেবী চ রাঘব ॥২১

এতত্তে সর্বমাখ্যাতং যথা ত্রিপথগামিনী।
খং গতা প্রথমং তাত গতিং গতিমতাং বর ॥২২

সৈষা সুরনদী রম্যা শৈলেন্দ্রতনয়া তদা।
সুরলোকং সমারূঢ়া বিপাপা জলবাহিনী ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ

সেখানে ঋষিগণ মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে বেষ্টন করিয়া যথানিয়মে উপবেশন করিলেন। রাম-লক্ষ্মণও যথাযোগ্য স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। আনন্দিতমনে রাম বিশ্বামিত্রকে বলিলেন—ভগবন্! ত্রিপথগামিনী গঙ্গার বিষয়ে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। এই গঙ্গা কিভাবে ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছেন। এইভাবে রামকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহামুনি বিশ্বামিত্র গঙ্গার বৃদ্ধি ও উৎপত্তির কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। সর্বধাতুর আকর হিমবান্-নামক অতিমহান্ পর্বতরাজ আছেন। রাম! পৃথিবীতে রূপে তুলনারহিত তাঁহার দুইটি কন্যা আছেন। সুমেরুপর্বতের কন্যা ও হিমালয়ের মনোজ্ঞা প্রিয়া ভার্য্যা মেনকা ঐ কন্যাদ্বয়ের জননী। সেই মেনকার গর্ভে এই গঙ্গা হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং উমানাম্নী কন্যা কনিষ্ঠা হইয়াছেন।১০-১৫

অনন্তর দেবগণ নিজকার্য্যসিদ্ধির জন্য পর্বতরাজ হিমালয়ের নিকট জ্যেষ্ঠকন্যা ত্রিপথগামিনী গঙ্গাকে প্রার্থনা করিলেন। হিমবান্ ত্রিভুবনের হিতের জন্য লোকপাবনী স্বচ্ছন্দগামিনী নিজতনয়া গঙ্গাকে ধর্মানুসারে দেবগণের নিকট সমর্পণ করিলেন। ত্রিভুবনের হিতৈষী দেবগণ সকলের কল্যাণের জন্য গঙ্গাকে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থচিত্তে স্বর্গে গমন করিলেন।১৬-১৮

রঘুনন্দন! সেই হিমালয়ের যে কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন, তিনি তপস্বিনী হইয়া কঠোরব্রতগ্রহণপূর্বক তপস্যা করিয়াছিলেন। কঠোরতপস্যারতা সর্বলোকবন্দিতা উমাকে হিমালয় অদ্বিতীয় রুদ্রদেবের হস্তে সম্প্রদান করেন। রাঘব! নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাদেবী ও উমাদেবী—ইঁহারা সর্বলোকবন্দিতা এবং পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা।১৯-২১

সর্বশ্রেষ্ঠ! রাম! ত্রিপথগামিনী গঙ্গা যেভাবে প্রথমে আকাশে গমন করিয়াছিলেন, আমি তাহা সবই তোমার নিকট বলিলাম। এই সেই দেবনদী—অতিরমণীয়া হিমালয়কন্যা। পাপনাশিনী প্রবাহময়ী এই গঙ্গা স্বর্গলোকে আরোহণ করিয়াছিলেন।২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ

[উমাদেব্যা বৃত্তান্তবর্ণনম্]

উক্তবাক্যে মুনৌ তস্মিন্নুভৌ রাঘব-লক্ষ্মণৌ।
প্রতিনন্দ্য কথাং বীরাবূচতুর্ম্মুনিপুঙ্গবম্ ॥১
ধর্ম্মযুক্তমিদং ব্রহ্মন্ কথিতং পরমং ত্বয়া।
দুহিতুঃ শৈলরাজস্য জ্যেষ্ঠায়া বক্তুমর্হসি।
বিস্তরং বিস্তরজ্ঞোঽসি দিব্যমানুষসম্ভবম্ ॥২
ত্রীন্ পথো হেতুনা কেন প্লাবয়েল্লোকপাবনী।
কথং গঙ্গা ত্রিপথগা বিশ্রুতা সরিদুত্তমা ॥৩
ত্রিষু লোকেষু ধর্ম্মজ্ঞ কর্ম্মভিঃ কৈঃ সমন্বিতা।
তথা ব্রুবতি কাকুৎস্থে বিশ্বামিত্রস্তপোধনঃ ॥৪
নিখিলেন কথাং সর্বামৃষিমধ্যে ন্যবেদয়ৎ।
পুরা রাম কৃতোদ্বাহঃ শিতিকণ্ঠো মহাতপাঃ ॥৫
দৃষ্ট্বা চ ভগবান্ দেবীং মৈথুনায়োপচক্রমে।
তস্য সংক্রীড়মানস্য মহাদেবস্য ধীমতঃ ॥
শিতিকণ্ঠস্য দেবস্য দিব্যং বর্ষশতং গতম্ ॥৬
ন চাপি তনয়ো রাম তস্যামাসীৎ পরন্তপ।
সর্বে দেবাঃ সমুদ্যুক্তাঃ পিতামহপুরোগমাঃ ॥৭
যদিহোৎপদ্যতে ভূতং কস্তৎ প্রতিসহিষ্যতি।
অভিগম্য সুরাঃ সর্বে প্রণিপত্যেদমব্রুবন্ ॥৮
দেবদেব মহাদেব লোকস্যাস্য হিতে রত।
সুরাণাং প্রণিপাতেন প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥৯
ন লোকা ধারয়িষ্যন্তি তব তেজঃ সুরোত্তম।
ব্রাহ্মেণ তপসা যুক্তো দেব্যা সহ তপশ্চর ॥১০

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ

[উমাদেবীর বৃত্তান্তবর্ণন]

বিশ্বামিত্র এই সকল কথা বলিলে পর মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই তাঁহার কথাকে অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন,—ব্রহ্মন্। আপনি ধর্ম্মযুক্ত উত্তম আখ্যান কীর্ত্তন করিলেন। এখন আপনি পর্বতরাজ হিমালয়ের জেষ্ঠকন্যা গঙ্গার কথা বিস্তৃতভাবে বলুন। আপনি সকলবিষয়ই বিশেষভাবে অবগত আছেন। এইজন্য আপনি এই লোকপাবনী গঙ্গার দেবলোক ও মানুষ-লোকের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহা বিস্তৃত করিয়া বলুন। লোকের পবিত্রতাদায়িনী কি কারণে তিনপথে প্রবাহিত হইয়াছেন এবং এই মহানদী কেনই বা ত্রিপথগা-নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন? কোন্ কর্ম্মের দ্বারা এইরূপ হইয়াছেন, তাহা প্রকাশ করুন। কাকুৎস্থ রাম বিশ্বামিত্রকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তপস্বী বিশ্বমিত্র ঋষিগণের সমক্ষে বিস্তৃতভাবে সকল কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—রাম! পূর্বকালে মহাতপস্বী ভগবান্ নীলকণ্ঠ বিবাহিত হইয়া একদা দেবীকে দর্শন করিবার পর তাঁহার সহিত বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দেবীর সহিত নিবিড়ভাবে বিহার করিতে করিতে ধীমান্ নীলকণ্ঠ-মহাদেবের দেবপরিমিত শতবর্ষ অতীত হইল, কিন্তু দেবীর গর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইল না। সেই সময় পিতামহ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সকলে উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—শিববীর্য্যে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, কে তাহাকে ধারণ বা সহন করিবে? এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবতাসকল মহাদেবের নিকট গমন করত তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তারপর বলিলেন,—দেবদেব মহাদেব! আপনি ত এই সংসারের কল্যাণ-সাধন করেন। আপনি দেবতাগণের প্রণিপাতে তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। সুরোত্তম! এই সংসারে কেহই আপনার তেজ ধারণ করিতে পারিবে না। অতএব বৈদিকতপস্যায় ব্রতী হইয়া দেবীর সহিত তপশ্চরণ করুন। আপনি ত্রিলোকের মঙ্গলকামনা করিয়া নিজশরীরে ঐ তেজ ধারণ করুন। সকল লোককে রক্ষা করুন, সকল লোককে বিনাশ করা

ত্রৈলোক্যহিতকামার্থং তেজস্তেজসি ধারয়।
রক্ষ সর্বানিমাঁল্লোকান্নালোকং কর্তুমর্হসি ॥১১
দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা সর্বলোকমহেশ্বরঃ।
বাঢ়মিত্যব্রবীৎ সর্বান্ পুনশ্চেদমুবাচ হ ॥১২
ধারয়িষ্যাম্যহং তেজস্তেজসৈব সহোময়া।
ত্রিদশাঃ পৃথিবী চৈব নির্বাণমধিগচ্ছতু ॥১৩
যদিদং ক্ষুভিতং স্থানান্মম তেজো হ্যনুত্তমম।
ধারয়িষ্যতি কস্তন্মে ব্রুবন্তু সুরসত্তমাঃ ॥১৪
এবমুক্তাস্ততো দেবাঃ প্রত্যুচুর্বৃষভধ্বজম্।
যত্তেজঃ ক্ষুভিতং তেহদ্য (ক) তদ্ধরা ধারয়িষ্যতি ॥১৫
এবমুক্তঃ সুরপতিঃ প্রমুমোচ মহাবলঃ।
তেজসা পৃথিবী যেন ব্যাপ্তা সগিরি-কাননা ॥১৬
ততো দেবাঃ পুনরিদমূচুশ্চাপি হুতাশনম্।
আবিশ ত্বং মহাতেজো রৌদ্রং বায়ুসমন্বিতঃ ॥১৭
তদগ্নিনা পুনর্ব্যাপ্তং সঞ্জাতং শ্বেতপর্বতম্।
দিব্যং শরবনঞ্চৈব পাবকাদিত্য-সন্নিভম্ ॥১৮
যত্র জাতো মহাতেজাঃ কার্তিকেয়োহগ্নিসম্ভবঃ।
অথোমাঞ্চ (খ) শিবঞ্চৈব দেবাঃ সর্ষিগণাস্তথা ॥১৯
সমন্যুরশপৎ সর্বান্ ক্রোধসংরক্তলোচনা।
যস্মান্নিবারিতা চাহং সঙ্গতা পুত্রকাম্যয়া ॥২১
অপত্যং স্বেষু দারেষু নোৎপাদয়িতুমর্হথ।
অদ্য প্রভৃতি যুষ্মাকমপ্রজাঃ সন্তু পত্নয়ঃ।
পত্ন্যো ন জনয়িষ্যন্তি অদ্য প্রভৃতি চাত্মজান্ ॥২২
এবমুক্ত্বা সুরান্ সর্বান্ শশাপ পৃথিবীমপি।
অবনে নৈকরূপা ত্বং বহুভার্য্যা ভবিষ্যসি ॥২৩
ন চ পুত্রকৃতাং প্রীতিং মৎক্রোধকলুষীকৃতা।
প্রাপ্স্যসে ত্বং সুদুর্মেধে মম পুত্রমনিচ্ছতী ॥২৪

উচিত হইবে না। দেবতাগণের বাক্য শুনিয়া সর্বলোকেশ্বর মহাদেব 'তথাস্তু' বলিয়া সম্মত হইলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন।১-১২

দেবগণ! আমি নিজশক্তিতেই উমার সহিত নিজতেজ ধারণ করিব। পৃথিবী শান্তিলাভ করুক।১৩

কিন্তু যে শ্রেষ্ঠতেজ ক্ষুব্ধ হইয়া স্থানচ্যুত হইয়াছে, তাহা কে ধারণ করিবে? তোমরা এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া নির্দেশ কর।১৪

বৃষভবাহন এইরূপ বলিলে পর দেবতাগণ তাঁহাকে বলিলেন,—এখন আপনার যে তেজ ক্ষুব্ধ হইয়াছে, তাহা পৃথিবী ধারণ করিবে। দেবগণ এই কথা বলায় মহাবলশালী দেবাদিদেব নিজতেজ ত্যাগ করিলেন। ঐ তেজের দ্বারা পর্বত ও অরণ্যসহিত সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইল।১৫-১৬

ইহা দেখিয়া দেবতারা অগ্নিকে বলিলেন,—তুমি বায়ুর সহিত রুদ্রের মহাতেজে প্রবেশ কর। অনন্তর অগ্নি প্রবেশ করিলে পর অগ্নিব্যাপ্ত হইয়া ঐ তেজ শ্বেতপর্বতরূপে ও শরবণরূপে পরিণত হইল। ঐ পর্বত ও বন অগ্নি এবং সূর্য্যের মত উজ্জ্বল হইল। ঐ শরবনে মহাতেজস্বী অগ্নিপুত্র কার্তিকেয় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তখন দেবতাগণ ও ঋষিগণ অতিশয় আনন্দিতমনে উমা ও মহেশ্বরের পূজা করিলেন। কিন্তু শৈলপুত্রী উমা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, তিনি রোষরক্তনয়নে সকল দেবতাকে শাপ দিয়া বলিলেন,—আমি পুত্রকামনায় স্বামীর সহিত মিলিত হইয়াছিলাম। যেহেতু তোমরা তাহাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়াছ, এইজন্য অদ্য হইতে তোমরা নিজপত্নীতে সন্তান উৎপাদন করিতে পারিবে না, তোমাদের পত্নীগণ অপুত্রক হইবে। দেবগণকে এইরূপ শাপপ্রদান করিয়া রুদ্রতেজ ধারণ করার জন্য পৃথিবীকেও শাপ দিলেন যে—পৃথ্বি! তুমি বহুরূপিণী ও বহুভোগ্যা হইবে। যেহেতু তুমি আমার পুত্রলাভ অনুমোদন করিলে না, সেইজন্য তুমি কখনই পুত্রপ্রাপ্তির সুখভোগ করিতে পারিবে না। তুমি মন্দবুদ্ধি বলিয়া আমার ক্রোধে মলিনতা প্রাপ্ত হও।১৭-২৪

অনন্তর দেবাদিদেব শিব দেবগণকে ব্যথিত দেখিয়া সেইস্থান হইতে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন। মহাদেব

পাঠান্তর :—(ক) যত্তেজঃ ক্ষুভিতং হ্যদ্য।

(খ) অথোবাহ—

তান্ সর্বান্ পীড়িতান্ দৃষ্ট্বা সুরান্ সুরপতিস্তদা।
গমনায়োপচক্রাম দিশং বরুণপালিতাম্ ॥২৫
স গত্বা তপ আতিষ্ঠৎ পার্শ্বে তস্যোত্তরে গিরেঃ।
হিমবৎপ্রভবে শৃঙ্গে সহ দেব্যা মহেশ্বরঃ ॥২৬
এষ তে বিস্তরো রাম শৈলপুত্র্যা নিবেদিতঃ।
গঙ্গায়াঃ প্রভবং চৈব শৃণু মে সহলক্ষ্মণঃ ॥২৭
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥৩৬

সেখানে যাইয়া হিমালয়ের উত্তরপার্শ্বে অবস্থিত হিমবৎ-প্রভবনামক শৃঙ্গে দেবীর সহিত তপস্যায় রত হইলেন। রাম! আমি শৈলনন্দিনী উমার কথা বিস্তৃতভাবে তোমার নিকট বলিলাম। এখন তুমি লক্ষ্মণের সহিত আমার নিকট গঙ্গার উৎপত্তিবৃত্তান্ত শ্রবণ কর।২৫-২৭

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ

[গঙ্গাদেব্যা বৃত্তান্তবর্ণনম্, গঙ্গাগর্ভে কার্তিকেয়োৎপত্তিশ্চ।]

তপ্যমানে তদা দেবে সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
সেনাপতিমভীপ্সন্তঃ পিতামহমুপাগমন্ ॥১
ততোঽব্রুবন্ সুরাঃ সর্বে ভগবন্তং পিতামহম্।
প্রণিপত্য সুরা রাম সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ ॥২
যেন সেনাপতির্দেব দত্তো ভগবতা পুরা।
স তপঃ পরমাস্থায় তপ্যতে স্ম সহোময়া ॥৩
যদত্রানন্তরং কার্য্যং লোকানাং হিতকাম্যয়া।
সংবিধৎস্ব বিধানঞ্চ ত্বং হি নঃ পরমা গতিঃ ॥৪
দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা সর্বলোকপিতামহঃ।
সান্ত্বয়ন্মধুরৈর্বাক্যৈস্ত্রিদশানিদমব্রবীৎ ॥৫
শৈলপুত্র্যা যদুক্তং তন্নপ্রজাঃ স্বাসু পত্নিষু।
তস্যা বচনমক্লিষ্টং সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥৬
ইয়মাকাশগঙ্গা চ যস্যাং পুত্রং হুতাশনঃ।
জনয়িষ্যতি দেবানাং সেনাপতিমরিন্দমম্ ॥৭
জ্যেষ্ঠা শৈলেন্দ্রদুহিতা মানয়িষ্যতি তং সুতম্।
উমায়াস্তদ্‌বহুমতং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৮

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

[গঙ্গাদেবীর বৃত্তান্তবর্ণন ও গঙ্গার গর্ভে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের জন্ম]

মহাদেব তপস্যায় রত হইলে ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ সেনাপতি পাইবার জন্য লোকপিতামহ ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন। রাম! সমস্তদেবতা ভগবান্ পিতামহকে প্রণাম করিয়া বলিলেন।১-২

দেব! পূর্বে আপনি আমাদিগকে যে সেনাপতি দিয়াছেন, তিনি উমার সহিত পরমতপস্যায় নিমগ্ন আছেন। আপনি উপায়বিৎ ও আমাদের একমাত্র আশ্রয়। অতএব সকললোকের হিতের জন্য এবিষয়ে যাহা কর্তব্য—তাহার বিধান করুন। সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবতাগণের বচন শুনিয়া মধুরবাক্যে তাহাদিগকে সান্ত্বনাপ্রদানপূর্বক বলিলেন,—দেবগণ! শৈলসুতাদেবী বলিয়াছেন যে, তোমাদের পত্নীগণের গর্ভে সন্তান হইবে না। এই কথা সর্বথা সত্য—ইহাতে সন্দেহ নাই; তাঁহার বাক্য অব্যর্থ। তোমরা এই যে আকাশগঙ্গাকে দেখিতেছ, অগ্নি ইঁহাতে শত্রুনাশী দেবসেনাপতি-পুত্রকে উৎপাদন করিবে। হিমালয়ের জ্যেষ্ঠকন্যা গঙ্গা ঐ পুত্রকে সম্মতির সহিত গ্রহণ করিবেন। উমারও এইরূপ ব্যবস্থা বিশেষভাবে অনুমোদিত হইবে।৩-৮

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কৃতার্থা রঘুনন্দন।
প্রণিপত্য সুরাঃ সর্বে পিতামহমপূজয়ন্ ॥৯

তে গত্বা পর্বতং রাম (ক) কৈলাসং ধাতুমণ্ডিতম্।
অগ্নিং নিয়োজয়ামাসুঃ পুত্রার্থং সর্বদেবতাঃ ॥১০

দেবকার্য্যমিদং দেব সমাধৎস্ব হুতাশন।
শৈলপুত্র্যাং মহাতেজো গঙ্গায়াং তেজ উৎসৃজ ॥১১

দেবতানাং প্রতিজ্ঞায় গঙ্গামভ্যেত্য পাবকঃ।
গর্ভং ধারয় বৈ দেবি দেবতানামিদং প্রিয়ম্ ॥১২

ইত্যেতদ্ বচনং শ্রুত্বা দিব্যং রূপমধারয়ৎ।
স তস্যা মহিমাং দৃষ্ট্বা সমন্তাদবশীর্য্যতঃ ॥১৩

সমন্ততস্তদা দেবীমভ্যষিঞ্চত পাবকঃ।
সর্বস্রোতাংসি পূর্ণানি গঙ্গায়া রঘুনন্দন ॥১৪

তমুবাচ ততো গঙ্গা সর্বদেবপুরোগমম্।
অশক্তা ধারণে দেব তেজস্তব সমুদ্ধতম্ ॥১৫

দহ্যমানাগ্নিনা তেন সংপ্রব্যথিতচেতনা।
অথাব্রবীদিদং গঙ্গাং সর্বদেবহুতাশনঃ ॥১৬

ইহ হৈমবতে পার্শ্বে গর্ভোঽয়ং সংনিবেশ্যতাম্।
শ্রুত্বা ত্বগ্নিবচো গঙ্গা তং গর্ভমতিভাস্বরম্ ॥১৭

উৎসসর্জ মহাতেজাঃ স্রোতোভ্যো হি তদানঘ।
যদস্যা নির্গতং তস্মাত্তপ্তজাম্বূনদপ্রভম্ ॥১৮

কাঞ্চনং ধরণীং প্রাপ্তং হিরণ্যমতুলপ্রভম্।
তাম্রং কার্ষ্ণায়সঞ্চৈব (খ) তৈক্ষ্ণ্যাদেবাভিজায়ত ॥১৯

মলং তস্যাভবত্তত্র ত্রপু সীসকমেব চ।
তদেতদ্ধরণীং প্রাপ্য নানাধাতুরবর্ধত ॥২০

নিক্ষিপ্তমাত্রে গর্ভে তু তেজোভিরভিরঞ্জিতম্।
সর্বং পর্বতসম্বদ্ধং সৌবর্ণমভবদ্ বনম্ ॥২১

জাতরূপমিতি খ্যাতং তদাপ্রভৃতি রাঘব।
সুবর্ণাং পুরুষব্যাঘ্র হুতাশনসমপ্রভম্* ॥২২

রঘুনন্দন! এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া দেবতাগণ কৃতার্থ হইলেন এবং প্রণামপূর্বক পিতামহ ব্রহ্মার পূজা করিলেন। রাম! অনন্তর সকলদেবতা নানাধাতুভূষিত কৈলাসপর্বতে গমন করিলেন এবং সকলে পুত্রোৎপত্তির জন্য অগ্নিকে নিয়োগ করিলেন।৯-১০

দেবতারা বলিলেন,—দেব! হুতাশন! তুমি দেবগণের এই কার্য্যটি সম্পন্ন কর। শৈলসুতা গঙ্গাতে শৈবতেজ নিক্ষেপ কর। দেবতাগণের বাক্য শুনিয়া অগ্নি প্রতিশ্রুতি দান করিলেন এবং গঙ্গার নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—দেবি! দেবতাগণের প্রিয় এই গর্ভ তুমি ধারণ কর।১১-১২

অগ্নির বচন শুনিয়া গঙ্গা দিব্যস্ত্রীরূপ ধারণ করিলেন। অগ্নি গঙ্গার সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া বীর্য্য ধারণ করিতে অবশ হইলেন। তখন তিনি নিজশরীরে ধৃত শিববীর্য্যের দ্বারা গঙ্গাকে অভিষিক্ত করিলেন। রঘুনন্দন! অগ্নিনিক্ষিপ্ত শিবতেজের দ্বারা গঙ্গার সকলস্রোত পূর্ণ হইয়া গেল।১৩-১৪

অনন্তর গঙ্গা অগ্নিতুল্য শিবতেজে দগ্ধ হইয়া হৃদয়ে অতিশয় ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি সকল দেবতার অগ্রগামী ও হিতকর অগ্নিকে বলিলেন,—দেব! তোমার এই অতিশয় উগ্রতেজ ধারণ করিবার শক্তি আমার নাই। গঙ্গার এইরূপ বাক্য শুনিয়া সর্বদেবময় অগ্নি বলিলেন,—তুমি হিমালয়ের এই পার্শ্বদেশে এই গর্ভটি পরিত্যাগ কর। অগ্নির কথা শ্রবণ করিয়া গঙ্গা নিজস্রোত হইতে সমুজ্জ্বল গর্ভটিকে ত্যাগ করিলেন। ঐ শিববীর্য্য গঙ্গা হইতে নির্গত হইয়া ভূমিতে পতিত হওয়ায় তাহা তপ্তসুবর্ণরূপে ও প্রভাময় রজতরূপে পরিণত হইল। উহার তীক্ষ্ণতার জন্য তাম্র ও লৌহ উৎপন্ন হইল। উহার মল হইতে ত্রপু ও সীসক উৎপন্ন হইল। ঐ শিবতেজ পৃথিবীতে পতিত হওয়ায় নানাবিধ ধাতুর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ঐ গর্ভ নিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পর্বতসমীপস্থ সকলবন গর্ভের তেজে অভিরঞ্জিত হইল এবং সুবর্ণরূপতা প্রাপ্ত হইল। রাঘব! এইজন্য সেই সময় হইতে অগ্নিতুল্যপ্রভাবময় সুবর্ণ 'জাতরূপ' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।১৫-২২

পাঠান্তর :—(ক) তে গত্বা পরমং রাম—।

(খ) কার্ষ্ণং তাম্রায়সঞ্চৈব —।

* এইস্থলে ২২ নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকাংশটি গ্রন্থবিশেষে দেখা যায়,—

তৃণ-বৃক্ষ-লতা-গুল্মং সর্বং ভবতি কাঞ্চনম্।

তং কুমারং ততো জাতং সেন্দ্রাঃ সহমরুদ্‌গণাঃ।
ক্ষীরসম্ভাবনার্থায় কৃত্তিকাঃ সমযোজয়ন্ ॥২৩

তাঃ ক্ষীরং জাতমাত্রস্য কৃত্বা সময়মুত্তমম্।
দদুঃ পুত্ত্রোঽয়মস্মাকং সর্বাসামিতি নিশ্চিতাঃ ॥২৪

ততস্তু দেবতাঃ সর্বাঃ কার্তিকেয় ইতি ব্রুবন্।
পুত্ত্রস্ত্রৈলোক্যবিখ্যাতো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥২৫

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা স্কন্নং গর্ভপরিস্রবে।
স্নাপয়ন্ পরয়া লক্ষ্ম্যা দীপ্যমানং যথানলম্ ॥২৬

স্কন্দ ইত্যব্রুবন্ দেবাঃ স্কন্নং গর্ভপরিস্রবে।
কার্তিকেয়ং মহাবাহুং কাকুৎস্থ জ্বলনোপমম্ ॥২৭

প্রাদুর্ভূতং ততঃ ক্ষীরং কৃত্তিকানামনুত্তমম্।
যণ্ণাং ষড়াননো ভূত্বা জগ্রাহ স্তনজং পয়ঃ ॥২৮

গৃহীত্বা ক্ষীরমেকাহ্না সুকুমারবপুস্তদা।
অজয়ৎ স্বেন বীর্য্যেণ দৈত্যসৈন্যগণান্ বিভুঃ ॥২৯

সুরসেনাগণপতিমভ্যষিঞ্চন্মহাদ্যুতিম্।
ততস্তমমরাঃ সর্বে সমেত্যাগ্নিপুরোগমাঃ ॥৩০

এষ তে রাম গঙ্গায়া বিস্তরোঽভিহিতো ময়া।
কুমারসম্ভবশ্চৈব ধন্যঃ পুণ্যস্তথৈব চ ॥৩১

ভক্তশ্চ যঃ কার্তিকেয়ে কাকুৎস্থ ভুবি মানবঃ।
আয়ুষ্মান্ পুত্র-পৌত্রৈশ্চ স্কন্দসালোক্যতাং ব্রজেৎ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥৩৭

অনন্তর ঐ গর্ভ হইতে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করিল। তখন ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ঐ শিশুকে দুগ্ধপান করাইবার জন্য কৃত্তিকা প্রভৃতি নক্ষত্রগণকে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা দেবতাগণের নিকট নিশ্চিতভাবে জানিয়া লইলেন যে, ঐ শিশু তাহাদের সকলের পুত্র। তখন সকলে নিয়ম করিয়া উৎপন্ন শিশুকে দুগ্ধপান করাইতে লাগিলেন।২৩-২৪

অনন্তর দেবতাগণ কৃত্তিকাগণকে বলিলেন—, তোমাদের এই পুত্র কার্তিকেয় নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত হইবে। দেবতাগণের বাক্য শুনিয়া কৃত্তিকাগণ গর্ভক্লেদ-মধ্যস্থিত অতিশয়শোভায় উজ্জ্বল অগ্নিতুল্য শিশুর স্নানকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তারপর দেবগণ বলিলেন যে, যেহেতু অগ্নিতুল্য মহাবলবান্ কার্তিকেয় গঙ্গাকর্তৃক পরিত্যক্ত গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেইজন্য ইহার 'স্কন্দ' এই নাম হইবে। দুগ্ধ পান করাইবার সময় ছয় কৃত্তিকার স্তনেই উত্তমদুগ্ধ সঞ্চার হইল। ঐ শিশু ছয় মুখ প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ ষড়ানন হইয়া তাহাদের স্তন্য পান করিতে লাগিলেন। কার্তিকেয় সুকোমলদেহ হইলেও একদিনমাত্র স্তন্যপান করিয়াই মহাবলশালী হইলেন এবং নিজশক্তির দ্বারা দানবগণকে পরাজিত করিলেন।২৫-২৯

অনন্তর অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ কার্তিকেয়ের নিকটে আসিয়া মহাদ্যুতিসম্পন্ন কার্তিকেয়কে দেবতাগণের সেনাপতিরূপে অভিষিক্ত করিলেন। রাম! আমি তোমার নিকট গঙ্গার বিস্তৃত বৃত্তান্ত এবং কুমার কার্তিকেয়ের প্রশংসনীয় ও পুণ্যময় জন্মকথা বর্ণন করিলাম। কাকুৎস্থ! ভূতলে যে মানব কার্তিকেয়ের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইবে, সে ইহলোকে দীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়া পুত্র-পৌত্রাদিসম্পন্ন হয় এবং পরলোকে স্কন্দলোকে গমন করে।৩০-৩২

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ

[তপসা তুষ্ট-ভৃগুমুনিসমীপতঃ সগরস্য পুত্রপ্রাপ্তিবরলাভঃ, কিয়ৎকালং সংসারধর্মপ্রতিপালনানন্তরং যজ্ঞকরণে স্পৃহা চ।]

তাং কথাং কৌশিকো রামে নিবেদ্য মধুরাক্ষরাম্।
পুনরেবাপরং বাক্যং কাকুৎস্থমিদমব্রবীৎ ॥১
অযোধ্যাধিপতির্বীরঃ পূর্বমাসীন্নরাধিপঃ।
সগরো নাম ধর্মাত্মা প্রজাকামঃ স চাপ্রজঃ ॥২
বৈদর্ভদুহিতা রাম কেশিনী নাম নামতঃ।
জ্যেষ্ঠা সগরপত্নী সা ধর্মিষ্ঠা সত্যবাদিনী ॥৩
অরিষ্টনেমিদুহিতা সুপর্ণভগিনী তু সা।
দ্বিতীয়া সগরস্যাসীৎ পত্নী সুমতিসংজ্ঞিতা ॥৪
তাভ্যাং সহ মহারাজঃ পত্নীভ্যাং তপ্তবাংস্তপঃ।
হিমবন্তং সমাসাদ্য ভৃগুপ্রস্রবণে গিরৌ ॥৫
অথ বর্ষশতে পূর্ণে তপসারাধিতো মুনিঃ।
সগরায় বরং প্রাদাদ্ ভৃগুঃ সত্যবতাং বরঃ ॥৬
অপত্যলাভঃ সুমহান্ ভবিষ্যতি তবানঘ।
কীর্তিঞ্চাপ্রতিমাং লোকে প্রাপ্স্যসে পুরুষর্ষভ ॥৭
একা জনয়িতা তাত পুত্রং বংশকরং তব।
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি অপরা জনয়িষ্যতি ॥৮
ভাষমাণং নরব্যাঘ্রং রাজপুত্র্যৌ প্রসাদ্য তম্।
উচতুঃ পরমপ্রীতে কৃতাঞ্জলিপুটে তদা ॥৯
একঃ কস্যাঃ সুতো ব্রহ্মন্ কা বহূন্ জনয়িষ্যতি।
শ্রোতুমিচ্ছাবহে ব্রহ্মন্ সত্যমস্তু বচস্তব ॥১০
তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ভৃগুঃ পরমধার্মিকঃ।
উবাচ পরমাং বাণীং স্বচ্ছন্দোঽত্র বিধীয়তাম্ ॥১১
একো বংশকরো বাঽস্তু বহবো বা মহাবলাঃ।
কীর্তিমন্তো মহোৎসাহাঃ কা বা কং বরমিচ্ছতি ॥১২
মুনেস্তু বচনং শ্রুত্বা কেশিনী রঘুনন্দন।
পুত্রং বংশকরং রাম জগ্রাহ নৃপসন্নিধৌ ॥১৩
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি (ক) সুপর্ণভগিনী তদা।
মহোৎসাহন্ কীর্তিমতো জগ্রাহ সুমতিঃ সুতান্ ॥১৪

অষ্টত্রিংশ সর্গ

[তপস্যার দ্বারা তুষ্ট ভৃগুমনির নিকট হইতে সগররাজার পুত্রপ্রাপ্তি বরলাভ ও কিছুকাল সংসারধর্ম প্রতিপালনের পর যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা।]

কৌশিকমুনি রামের নিকট পূর্বোক্ত মাধুর্য্যপূর্ণ কথা বলিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—বীর! রাম! পূর্বকালে সগরনামক নরপতি অযোধ্যার অধিপতি ছিলেন। তিনি ধর্মপরায়ণ ও পুত্রলাভার্থী হইয়াও অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার দুই মহিষী। প্রথমা মহিষী বিদর্ভরাজকন্যা কেশিনী যেমন সত্যবাদিনী তেমনই ধর্মপরায়ণা। দ্বিতীয়া মহিষী সুমতি কশ্যপের কন্যা ও সুপর্ণের ভগিনী। পুত্রহীন সগররাজা এই দুই পত্নীর সহিত হিমালয়পর্বতে গমন করিয়া ভৃগুপ্রস্রবণ- নামক পর্বতপ্রদেশে তপস্যা করিতে থাকেন। একশত বৎসর পূর্ণ হইলে পর সত্যবাদিশ্রেষ্ঠ ভৃগুমুনি তপস্যার দ্বারা প্রসন্ন হইয়া সগররাজাকে বরদান করিলেন।১-৬

মুনি বলিলেন,—পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি নিষ্পাপ হইয়াছ। তোমার বহুপুত্রলাভ হইবে। তাহার ফলে পৃথিবীতে তুমি অনুপম যশ প্রাপ্ত হইবে। রাজন্! তোমার এক মহিষী বংশরক্ষাকারী একটি পুত্র প্রসব করিবে, অন্য মহিষী ষষ্টিসহস্র (ষাট্‌হাজার) পুত্র প্রসব করিবে।৭-৮

নরশ্রেষ্ঠ ভৃগু এইরূপ বলিলে রাজমহিষীদ্বয় অতীব আনন্দিত হইলেন এবং মুনিকে প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনার বাক্য সত্য হউক। কিন্তু আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি, আমাদের উভয়ের মধ্যে কাহার একটি পুত্র হইবে এবং কে বহুপুত্র প্রসব করিবে? ৯-১০

পরম ধার্মিক ভৃগু মহিষীদিগের ঐরূপ বাক্য শুনিয়া উদার বচন বলিলেন,—এ বিষয়ে তোমাদের ইচ্ছা প্রকাশ কর। 'একটি বংশরক্ষাকারী পুত্র হউক' অথবা 'কীর্তিমান উৎসাহযুক্ত মহাবলশালী বহুপুত্র হউক' এই

পাঠান্তর:—(ক) ষষ্টিং পুত্র সহস্রাণাং—।

প্রদক্ষিণমৃষিং কৃত্বা শিরসাভিপ্রণম্য তম্।
জগাম স্বপুরং রাজা সভার্য্যো রঘুনন্দন ॥১৫
অথ কালে গতে তস্য জ্যেষ্ঠা পুত্রং ব্যজায়ত।
অসমঞ্জ ইতি খ্যাতং কেশিনী সগরাত্মজম্ ॥১৬
সুমতিস্তু নরব্যাঘ্র গর্ভতুম্বং ব্যজায়ত।
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি তুম্বভেদাদ্ বিনিঃসৃতা ॥১৭
ঘৃতপূর্ণেষু কুম্ভেষু ধাত্র্যস্তান্ সমবর্দ্ধয়ন্।
কালেন মহতা সর্বে যৌবনং প্রতিপেদিরে ॥১৮
অথ দীর্ঘেণ কালেন রূপ-যৌবনশালিনঃ।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি সগরস্যাভবংস্তদা ॥১৯
স চ জ্যেষ্ঠো নরশ্রেষ্ঠঃ সগরস্যাত্মসম্ভবঃ।
বালান্ গৃহীত্বা তু জলে সরয্বা রঘুনন্দন ॥৩০

প্রক্ষিপ্য প্রাহসন্নিত্যং মজ্জতস্তান্নিরীক্ষ্য বৈ।
এবং পাপসমাচারঃ সজ্জনপ্রতিবাধকঃ ॥২১
পৌরাণামহিতে যুক্তঃ পিত্রা নির্বাসিতঃ পুরাৎ।
তস্য পুত্রোংঽশুমান্নাম অসমঞ্জস্য বীর্য্যবান্ ॥২২
সম্মতঃ সর্বলোকস্য সর্বস্যাপি প্রিয়ম্বদঃ।
ততঃ কালেন মহতা মতিঃ সমভিজায়ত ॥২৩
সগরস্য নরশ্রেষ্ঠ যজেয়মিতি নিশ্চিতা
স কৃত্বা নিশ্চয়ং রাজা সোপাধ্যায়গণস্তদা ॥
যজ্ঞকর্মণি বেদজ্ঞো যষ্টুং সমুপচক্রমে ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডেঽষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ ॥৩৮

দুইটি বরের মধ্যে কে কোনটি ইচ্ছা কর? রঘুনন্দন! ভৃগুমুনির বচন শুনিয়া কেশিনী সগররাজের সম্মুখেই তাঁহার নিকট বংশধর একপুত্র প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর সুপর্ণভগিনী সুমতি উৎসাহযুক্ত কীর্তিমান্ ষষ্টিসহস্র পুত্র প্রার্থনা করিলেন।১১-১৪

রাম! পত্নীদ্বয়ের সহিত মহারাজ সগর ভৃগুমুনিকে প্রদক্ষিণ ও অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া স্বরাজ্যে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর কিছুকাল অতীত হইলে জ্যেষ্ঠা মহিষী কেশিনী অসমঞ্জনামে পরিচিত সগরপুত্রকে প্রসব করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ! রাম! সগরের দ্বিতীয়া মহিষী সুমতি যথাসময়ে তুম্বফলাকৃতি একটি গর্ভপিণ্ড প্রসব করিলেন। ঐ তুম্ব ভেদ করিয়া ষষ্টিসহস্র পুত্র নির্গত হইল। ধাত্রীগণ ঘৃতপূর্ণকুম্ভে রাখিয়া তাহাদিগকে বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। দীর্ঘকাল অতীত হইলে ঐ পুত্রগণ যৌবনপ্রাপ্ত হইল। দীর্ঘকালে সগরের ষষ্টিসহস্র পুত্র রূপযৌবনসম্পন্ন হইয়া উঠিল। রাম! নরবর সগরের জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জ অন্যান্য বালকগণকে লইয়া সরযূজলে নিক্ষেপ করিত এবং তাহাদিগকে জলমগ্ন হইতে দেখিয়া হাস্য করিতে থাকিত। এইরূপ পাপাচারী সজ্জনদ্রোহী ও পুরবাসীদের অনিষ্টকারক অসমঞ্জকে মহারাজ সগরপুরী অযোধ্যা হইতে নির্বাসিত করিলেন। ঐ অসমঞ্জের বীর্য্যবান্ পুত্র অংশুমান্ সর্বলোকপ্রিয় ও সকলের নিকট প্রিয়বাদী হইলেন। নরবর রাম! এইভাবে অনেককাল অতীত হইলে পর মহারাজ সগরের 'আমি যাগানুষ্ঠান করিব' এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প হইল। বেদবিদ্ রাজা উপাধ্যায়গণের সহিত মিলিত হইলেন এবং নিজের দৃঢ়সঙ্কল্পানুসারে যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন।১৫-২৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[ইন্দ্রেণ যজ্ঞাশ্বস্য হরণম্, সগরপুত্রৈঃ পৃথিব্যাঃ সর্বত্রান্বেষণম্, দেবগণেন ব্রহ্মণঃ সমীপে তদ্‌বৃত্তান্তস্য বর্ণনঞ্চ ।]

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা কথান্তে রঘুনন্দনঃ ।
উবাচ পরমপ্রীতো মুনিং দীপ্তমিবানলম্ ॥১
শ্রোতুমিচ্ছামি ভদ্রং তে বিস্তরেণ কথামিমাম্ ।
পূর্বজো মে কথং ব্রহ্মন্ যজ্ঞং বৈ সমুপাহরৎ (ক) ॥২
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতঃ ।
বিশ্বামিত্রস্তু কাকুৎস্থমুবাচ প্রহসন্নিব ॥৩
শ্রূয়তাং বিস্তরো রাম সগরস্য মহাত্মনঃ ।
শঙ্করশ্বশুরো নাম্না হিমবানিতি বিশ্রুতঃ ॥৪
বিন্ধ্যপর্বতমাসাদ্য নিরীক্ষেতে পরস্পরম্ ।
তয়োর্মধ্যে সমভবদ্ যজ্ঞঃ স পুরুষোত্তম ॥৫
স হি দেশো নরব্যাঘ্র প্রশস্তো যজ্ঞকর্মণি ।
তস্যাশ্চর্য্যাং তু কাকুৎস্থ দৃঢ়ধন্বা মহারথঃ ॥৬
অংশুমানকরোত্তাত সগরস্য মতে স্থিতঃ ।
তস্য পর্বণি তং যজ্ঞং যজমানস্য বাসবঃ ॥৭
রাক্ষসীং তনুমাস্থায় যজ্ঞিয়াশ্বমপাহরৎ ।
হ্রিয়মাণে তু কাকুৎস্থ তস্মিন্নশ্বে মহাত্মনঃ ॥৮
উপাধ্যায়গণাঃ সর্বে যজমানমথাব্রুবন্ ।
অয়ং পর্বণি বেগেন যজ্ঞিয়াশ্বোঽপনীয়তে ॥৯
হর্তারং জহি কাকুৎস্থ হয়শ্চৈবোপনীয়তাম্ ।
যজ্ঞচ্ছিদ্রং ভবত্যেতৎ সর্বেষামশিবায় নঃ ॥১০

ঊনচত্বারিংশ সর্গ

[ইন্দ্র কর্তৃক সগররাজার যজ্ঞীয় অশ্বের অপহরণ, সগরপুত্র দ্বারা সমস্ত পৃথিবী অন্বেষণ ও দেবগণকর্তৃক ব্রহ্মার নিকট সমস্ত সংবাদ বর্ণন ।]

রঘুনন্দন রাম বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন এবং কথাশেষে প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য মুনিকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমার পূর্বপুরুষ মহারাজ সগর কিভাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা আমি বিস্তৃতরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনার মঙ্গল হউক ।১-২

রামের এইরূপ বাক্য শুনিয়া বিশ্বামিত্রও কৌতূহল-সমন্বিত হইলেন এবং সাধারণ লোকের মত রামেরও নিজবংশ প্রীতি দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—রাম! মহাত্মা সগরের যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা বিস্তৃতভাবে শ্রবণ কর। মহাদেবের শ্বশুর হিমালয়নামে বিখ্যাত পর্বত বিন্ধ্যপর্বতের সমান উচ্চতা লাভ করিয়াছে। সেইজন্য তাহারা পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন করিয়া থাকে। নরোত্তম! এই দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে সগরের যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নরশ্রেষ্ঠ! কাকুৎস্থ! যাগানুষ্ঠানের জন্য ঐ দেশ প্রশস্ত। মহাধনুর্ধর মহারথ অংশুমান্ সগরের অনুগত ছিলেন বলিয়া অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্বের রক্ষকরূপে অনুগমন করিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠাতা মহারাজ সগরের অনুষ্ঠানক্রমে অশ্বের আলম্ভন (বলিদান) দিবস উপস্থিত হইল। ঐ দিবসে আলম্ভনের পূর্বে ইন্দ্র রাক্ষসমূর্তি ধারণ করিয়া যজ্ঞস্থল হইতে যজ্ঞীয় অশ্বটিকে অপহরণ করিলেন। কাকুৎস্থ! মহাত্মা সগরের যজ্ঞীয় অশ্ব অপহৃত হইল দেখিয়া উপাধ্যায়গণ সকলে যজমান সগরকে বলিলেন,—আজ অশ্বালম্ভনদিনে যজ্ঞীয় অশ্ব অপহৃত হইয়াছে। কাকুৎস্থ সগর। ঐ অশ্বহরণকারীকে নিহত কর এবং অশ্বটিকে সত্বর আনয়ন কর। অশ্বের অভাবে যজ্ঞের অঙ্গহানি হইতেছে, ইহাতে আমাদের সকলের অশুভ হইবে ।৩-১০

রাজন্! যাহাতে যজ্ঞানুষ্ঠান দোষহীন হয়, আপনি সেইরূপ ব্যবস্থা করুন। উপাধ্যায়গণের এইরূপ বচন শুনিয়া মহারাজ সগর ঐ সভাতেই ষষ্টিসহস্র পুত্রকে বলিলেন,—পুত্রগণ! তোমরা সকলেই শ্রেষ্ঠপুরুষ। এই যজ্ঞস্থলে রাক্ষসের আগমনের কোন সম্ভাবনা আমি দেখিতেছি না, যেহেতু মন্ত্রপূত মহাভাগ ঋত্বিক্‌সকল এই অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিতেছেন। অতএব

পাঠান্তরম্—(ক) যজ্ঞং বৈ সমুপাহরন্ ।

তত্তথা ক্রিয়তাং রাজন্ যজ্ঞোঽচ্ছিদ্রঃ কৃতো ভবেৎ।
সোপাধ্যায়বচঃ শ্রুত্বা তস্মিন্ সদসি পার্থিবঃ ॥১১
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি বাক্যমেতদুবাচ হ।
গতিং পুত্রা ন পশ্যামি রক্ষসাং পুরুষর্ষভাঃ ॥১২
মন্ত্রপূতৈর্মহাভাগৈরাস্থিতোঽপি মহাক্রতুঃ।
তদ্গচ্ছথ বিচিন্বধ্বং পুত্রকা ভদ্রমস্তু বঃ ॥১৩
সমুদ্রমালিনীং সর্বাং পৃথিবীমনুগচ্ছথ।
একৈকং যোজনং পুত্রা বিস্তারমভিগচ্ছথ ॥১৪
যাবত্তুরগসন্দর্শস্তাবৎ খনত মেদিনীম্।
তমেব হয়হর্তারং মার্গমাণা মমাজ্ঞয়া ॥১৫
দীক্ষিতঃ পৌত্রসহিতঃ সোপাধ্যায়গণস্ত্বহম্।
ইহ স্থাস্যামি ভদ্রং বো যাবত্তুরগদর্শনম্ ॥১৬
তে সর্বে হৃষ্টমনসো রাজপুত্রা মহাবলাঃ।
জগ্মুর্মহীতলং রাম পিতুর্বচনযন্ত্রিতাঃ ॥১৭

তোমরা যাও, অশ্বহরণকারীকে অন্বেষণ কর। তোমাদের মঙ্গল হউক।১১-১৩

পুত্রগণ! তোমরা আমার আদেশে অশ্বটির অনুসন্ধান করিতে করিতে সমুদ্রবেষ্টিত সম্পূর্ণ ভূমণ্ডল ভ্রমণ কর। একযোজনস্থানে বিশেষভাবে অন্বেষণ করিয়া যোজনান্তরে অন্বেষণ করিবে। এইভাবে অগ্রসর হইয়াও যদি অশ্বকে না দেখিতে পাও, তাহা হইলে যতক্ষণ অশ্বকে না দেখিবে ততক্ষণ পৃথিবীকে খনন করিতে থাকিবে। আমি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ অশ্বকে দেখিতে না পাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পৌত্রগণ ও উপাধ্যায়গণের সহিত এই স্থানেই অপেক্ষা করিয়া রহিতেছি।১৪-১৬

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—রাম! মহাবলবান্ রাজপুত্রগণ পিতার বচনে অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহার নির্দেশমত ভূমণ্ডল ভ্রমণে গমন করিলেন। সম্পূর্ণ ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিয়াও অশ্বের অপহরণকারীকে যখন তাঁহারা

গত্বা তু পৃথিবীং সর্বামদৃষ্ট্বা তং মহাবলাঃ* ॥
যোজনায়ামবিস্তারমেকৈকো ধরণীতলম্।
বিভিদুঃ পুরুষব্যাঘ্রা বজ্রস্পর্শসমৈর্ভুজৈঃ ॥১৮
শূলৈরশনিকল্পৈশ্চ হলৈশ্চাপি সুদারুণৈঃ।
ভিদ্যমানা বসুমতী ননাদ রঘুনন্দন ॥১৯
নাগানাং বধ্যমানানামসুরাণাঞ্চ রাঘব।
রাক্ষসানাং দুরাধর্ষং সত্ত্বানাং নিনদোঽভবৎ ॥২০
যোজনানাং সহস্রাণি ষষ্টিস্তু রঘুনন্দন।
বিভিদুর্ধরণীং রাম রসাতলমনুত্তমম্ ॥২১
এবং পর্বতসম্বাধং জম্বুদ্বীপং নৃপাত্মজাঃ।
খনন্তো নৃপশার্দূল সর্বতঃ পরিচক্রমুঃ ॥২২
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সাসুরাঃ সহপন্নগাঃ।
সম্ভ্রান্তমনসঃ সর্বে পিতামহমুপাগমন্ ॥২৩

পাইলেন না, তখন রসাতলে অন্বেষণের জন্য প্রত্যেকে একযোজনবিস্তীর্ণ ভূভাগকে বজ্রতুল্যকঠিন বাহু দ্বারা খনন করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন! বজ্রসম সুদারুণ শূল ও হলের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া ভূমি আর্তনাদ করিতে লাগিল। রাঘব! পৃথিবীখননসময়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ম্রিয়মাণ নাগ, অসুর, রাক্ষস ও অন্যান্য প্রাণীগণের বিকট শব্দ উত্থিত হইল। রাম! সগরপুত্রগণ অশ্বের জন্য ষষ্টিসহস্রযোজন পরিমিত ভূমিকে সুন্দর রসাতল পর্য্যন্ত খনন করিয়া ফেলিলেন। নরশ্রেষ্ঠ! রাজপুত্রগণ এই ভাবে পর্বতসঙ্কুল সমগ্র জম্বুদ্বীপ খনন করিয়া সর্বত্র অশ্বের জন্য ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।১৭-২২

তখন দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর ও নাগগণ মিলিত হইয়া বিহ্বলচিত্তে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। অতিশয়ভীত বিষণ্ণবদন দেব, গন্ধর্ব প্রভৃতি সকলে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন,—ভগবন্! সগরের পুত্রগণ সমগ্র পৃথিবীকে খনন করিতেছে এবং তজ্জন্য বৃহৎশরীরধারী অনেক জলচর আদি প্রাণী নিহত

* পুস্তকবিশেষে এই শ্লোকার্দ্ধটি দেখা যায় না—

তে প্রসাদ্য মহাত্মানং বিষণ্ণবদনাস্তদা।
উচুঃ পরমসন্ত্রস্তাঃ পিতামহমিদং বচঃ ॥২৪
ভগবন্ পৃথিবী সর্বা খন্যতে সগরাত্মজৈঃ।
বহবশ্চ মহাত্মানো বধ্যন্তে জলচারিণঃ ॥২৫
অয়ং যজ্ঞহরোঽস্মাকমনেনাশ্বোঽপনীয়তে।
ইতি তে সর্বভূতানি হিংসন্তি সগরাত্মজাঃ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥৩৯

হইতেছে। এই প্রাণীই আমাদের যজ্ঞনাশকারী এবং অশ্বের অপহরণও ইহারই কার্য্য—এইরূপ মনে করিয়া তাহারা সমস্ত প্রাণীকে নিহত করিতেছে। ২৩-২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[সগরপুত্রাণাং যজ্ঞীয়াশ্বান্বেষণং, কপিলদেবস্য ক্রোধবহ্নিনা তেষাং বিনাশশ্চ।]

দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ বৈ পিতামহঃ।
প্রত্যুবাচ সুসন্ত্রস্তান্ কৃতান্তবলমোহিতান্ ॥১
যস্যেয়ং বসুধা কৃৎস্না বাসুদেবস্য ধীমতঃ।
মহিষী মাধবস্যৈষা স এষ ভগবান্ প্রভুঃ ॥২
কাপিলং (ক) রূপমাস্থায় ধারয়ত্যনিশং ধরাম্।
তস্য কোপাগ্নিনা দগ্ধা ভবিষ্যন্তি নৃপাত্মজাঃ ॥৩
পৃথিব্যাশ্চাপি নির্ভেদো দৃষ্ট এব সনাতনঃ।
সগরস্য চ পুত্রাণাং বিনাশো দীর্ঘদর্শিনাম্ ॥৪
পিতামহবচঃ শ্রুত্বা ত্রয়স্ত্রিংশদরিন্দমাঃ।
দেবাঃ পরমসংহৃষ্টাঃ পুনর্জগ্মুর্যথাগতম্ ॥৫
সগরস্য চ পুত্রাণাং প্রাদুরাসীন্মহাস্বনঃ।
পৃথিব্যাং ভিদ্যমানায়াং নির্ঘাতসমনিঃস্বনঃ ॥৬
ততো ভিত্ত্বা মহীং সর্বাং কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
সহিতাঃ সাগরাঃ সর্বে পিতরং বাক্যমব্রুবন্ ॥৭
পরিক্রান্তা মহী সর্বা সত্ত্ববন্তশ্চ সূদিতাঃ।
দেব-দানব-রক্ষাংসি পিশাচোরগ-পন্নগাঃ ॥৮

চত্বারিংশ সর্গ

[সগরপুত্রগণ কর্তৃক যজ্ঞীয় অশ্বের অন্বেষণ ও কপিলদেবের ক্রোধবহ্নিদ্বারা তাহার বিনাশ।]

ভগবান্ পিতামহ দেবতাগণের বচন শুনিলেন। অনন্তর বহু প্রাণীর সংহারক সগর পুত্রগণের শক্তিতে মোহিত ও অতিশয় ভয়প্রাপ্ত দেব গন্ধর্ব আদি সকলকে বলিলেন,—যে ধীমান্ বাসুদেবের পালিতা এই সমগ্র পৃথিবী; এই পৃথিবী সেই বাসুদেব-মাধবের মহিষী, সেই ভগবান্ই ইহার একমাত্র অধীশ্বর। তিনি কপিলমূর্তি ধারণ করিয়া সর্বদা এই ধরিত্রীকে ধারণ করিতেছেন। তাঁহার ক্রোধাগ্নিতে রাজপুত্রগণ দগ্ধ হইবে। এইভাবে পৃথিবীর বিদারণ প্রতিকল্পেই হওয়ায় ইহা অবশ্যম্ভাবী এবং কোপিলের কোপে সগরতনয়গণ বিনষ্ট হইবে—ইহাও দূরদর্শীদের সুবিদিত। ১-৪

পিতামহের বাক্য শুনিয়া শত্রুনাশকারী তেত্রিশজন দেবতা ও অন্যান্য সকলে অতিহৃষ্ট হইলেন এবং স্ব-স্থানে গমন করিলেন। ৫

এদিকে সগরপুত্রগণের পৃথিবীবিদারণ চলিতে থাকায় নির্ঘাততুল্য ভীষণ কোলাহল হইতে লাগিল। এইভাবে সমস্ত পৃথিবী খনন করিয়া তলদেশে অন্বেষণ করিতে করিতে সর্বত্র পরিভ্রমণ করিলেন, অবশেষে অকৃতকার্য্য হইয়া সগর পুত্রগণ সকলেই পিতার নিকট ফিরিয়া

পাঠান্তর :—(ক) কপিলং—।

ন চ পশ্যামহেঽশ্বং তে (ক) অশ্বহর্তারমেব চ।
কিং করিষ্যাম ভদ্রং তে বুদ্ধিরত্র বিচার্য্যতাম্ ॥৯
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা পুত্রাণাং রাজসত্তমঃ।
সমন্যুরব্রবীদ্ বাক্যং সগরো রঘুনন্দন ॥১০
ভূয়ঃ খনত ভদ্রং বো বিভেদ্য বসুধাতলম্ (খ)।
অশ্বহর্ত্তারমাসাদ্য কৃতার্থাশ্চ নিবর্তত ॥১১
পিতুর্বচনমাসাদ্য সগরস্য মহাত্মনঃ।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি রসাতলমভিদ্রবন্ ॥১২
খন্যমানে ততস্তস্মিন্ দদৃশুঃ পর্বতোপমম্।
দিশাগজং বিরূপাক্ষং ধারয়ন্তং মহীতলম্ ॥১৩
সপর্বতবনাং কৃৎস্নাং পৃথিবীং রঘুনন্দন।
ধারয়ামাস শিরসা বিরূপাক্ষো মহাগজঃ ॥১৪
যদা পর্বণি কাকুৎস্থ বিশ্রামার্থং মহাগজঃ।
খেদাচ্চালয়তে শীর্ষং ভূমিকম্পস্তদা ভবেৎ ॥১৫
তে তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা দিশাপালং মহাগজম্।
মানয়ন্তো হি তে রাম জগ্মুর্ভিত্বা রসাতলম্ ॥১৬
ততঃ পূর্বাং দিশং ভিত্ত্বা দক্ষিণাং বিভিদুঃ পুনঃ।
দক্ষিণস্যামপি দিশি দদৃশুস্তে মহাগজম্ ॥১৭
মহাপদ্মং মহাত্মানং সুমহৎপর্বতোপমম্।
শিরসা ধারয়ন্তং গাং বিস্ময়ং জগ্মুরুত্তমম্ ॥১৮
তে তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা সগরস্য মহাত্মনঃ।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি পশ্চিমাং বিভিদুর্দিশম্ ॥১৯
পশ্চিমায়ামপি দিশি মহান্তমচলোপমম্।
দিশাগজং সৌমনসং দদৃশুস্তে মহাবলাঃ ॥২০

আসিলেন এবং বলিলেন,—দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, উরগ, পন্নগ আদি বহুপ্রাণীর প্রাণনাশ করিয়াছি, কিন্তু আপনার যজ্ঞীয় অশ্ব ও অশ্বের অপহর্তাকে দেখিতে পাই নাই। এখন আমরা কি করিব, তাহা চিন্তা করিয়া বলুন। আপনার মঙ্গল হউক। রঘুনন্দন! পুত্রগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া রাজশ্রেষ্ঠ সগর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—তোমরা পুনর্বার পৃথিবী খনন কর, পৃথিবী ভেদ করত অশ্বহর্তাকে অন্বেষণ কর এবং তাহাকে প্রাপ্ত হইলে কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিও। তোমাদের মঙ্গল হউক। মহাত্মা সগরের ষষ্টিসহস্র পুত্র পিতার আদেশ পাইয়া রসাতলের দিকে ধাবিত হইলেন।৬-১২

তারপর পৃথিবী খনন করিতে করিতে তাঁহারা পৃথিবীধারণকারী পর্বততুল্য বিরূপাক্ষনামক দিগ্‌হস্তীকে দেখিতে পাইলেন। ঐ বিরূপাক্ষ-মহাগজ নিজমস্তকে পর্বত ও অরণ্য সহিত সমগ্র ভূতলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যে সময় ঐ মহাগজ ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য মস্তক সঞ্চালন করে, সেই সময়ে ভূমিকম্প হইয়া থাকে।১৩-১৫

রাম! সগরতনয়গণ ঐ দিক্‌পাল মহাগজকে প্রদক্ষিণ ও সম্মান করিয়া পৃথিবীখননের ফলে রসাতলে উপস্থিত হইলেন। তারপর রসাতলেও পূর্বদিক্ ভেদ করিয়া দক্ষিণদিক্ ভেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা দক্ষিণদিকেও একটি মহাগজকে দেখিতে পাইলেন। সুবৃহৎপর্বততুল্য-বিশালদেহ পৃথিবীধারণকারী মহাপদ্ম নামক ঐ হস্তীকে দেখিয়া তাঁহারা অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন। মহাত্মা সগরের পুত্রগণ ঐ মহাগজকে প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চিমদিক্ ভেদ করিতে লাগিলেন। বলবান্ রাজপুত্রগণ সেইদিকেও পর্বততুল্য বিশাল সৌমনস নামক দিগ্‌গজকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা ঐ হস্তীকে প্রদক্ষিণপূর্বক কুশলজিজ্ঞাসা করিয়া খনন করিতে করিতে উত্তরদিকে চলিলেন। রঘুশ্রেষ্ঠ! তাঁহারা উত্তরদিকেও তুষারশুভ্রসুন্দর শরীর দ্বারা এই ধরাকে ধারণকারী ভদ্রনামক মহাহস্তীকে দেখিতে পাইলেন। ঐ হস্তীকে স্পর্শ ও প্রদক্ষিণ করিয়া ষষ্টি-সহস্র সগরপুত্রেরা পৃথিবী খনন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পূর্ব ও উত্তরদিকের মধ্যস্থিত ঈশাননামে বিখ্যাত দিকে গমন করিয়া তাঁহারা সকলে মিলিতভাবে

পাঠান্তর :—(ক) ন চ পশ্যামহেঽশ্বং তৎ—।
(খ) —নির্ভিদ্য বসুধাতলম্।

তে তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা পৃষ্ট্বা চাপি নিরাময়ম্।
খনন্তঃ সমুপাক্রান্তা দিশং সোমবতীং তদা ॥২১
উত্তরস্যাং রঘুশ্রেষ্ঠ দদৃশুর্হিমপাণ্ডুরম্।
ভদ্রং ভদ্রেণ বপুষা ধারয়ন্তং মহীমিমাম্ ॥২২
সমালভ্য ততঃ সর্বে কৃত্বা চৈনং প্রদক্ষিণম্।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি বিভিদুর্বসুধাতলম্ ॥২৩
ততঃ প্রাগুত্তরাং গত্বা সাগরাঃ প্রথিতাং দিশম্।
রোষাদভ্যখনন্ সর্বে পৃথিবীং সগরাত্মজাঃ ॥২৪
তে তু সর্বে মহাত্মানো ভীমবেগা মহাবলাঃ।
দদৃশুঃ কপিলং তত্র বাসুদেবং সনাতনম্ ॥২৫
হয়ঞ্চ তস্য দেবস্য চরন্তমবিদূরতঃ।
প্রহর্ষমতুলং প্রাপ্তাঃ সবে তে রঘুনন্দন ॥২৬

তে তং যজ্ঞহনং জ্ঞাত্বা ক্রোধপর্য্যাকুলেক্ষণাঃ।
খনিত্র-লাঙ্গলধরা নানাবৃক্ষ-শিলাধরাঃ ॥২৭
অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধাস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রুবন্।
অস্মাকং ত্বং হি তুরগং যজ্ঞিয়ং হৃতবানসি ॥২৮
দুর্মেধস্ত্বং হি সংপ্রাপ্তান্ বিদ্ধি নঃ সগরাত্মজান্।
শ্রুত্বা তদ্বচনং তেষাং কপিলো রঘুনন্দন ॥২৯
রোষেণ মহতাবিষ্টো হুঙ্কারমকরোত্তদা।
ততস্তেনাপ্রমেয়েণ কপিলেন মহাত্মনা ॥
ভস্মরাশীকৃতাঃ সর্বে কাকুৎস্থ সগরাত্মজাঃ ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥৪০

ক্রোধবশতঃ পৃথিবী খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৬ ২৪

অতিবেগবান, মহাবলশালী ও প্রযত্নযুক্ত রাজপুত্রগণ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই কপিলরূপী সনাতনবাসুদেবকে ও তাঁহার অনতিদূরে যজ্ঞীয় অশ্বটিকে বিচরণ করিতে দেখিয়া অতীব আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। রঘুনন্দন! তাঁহারা সকলে কপিলদেবকে যজ্ঞনাশকারী মনে করিয়া ক্রোধে রক্তচক্ষু হইলেন এবং খনিত্র, লাঙ্গল, নানাবিধ বৃক্ষ ও শিলা ধারণ করত অতিক্রোধে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" অর্থাৎ "থাম্ থাম্" বলিতে বলিতে ধাবিত হইলেন এবং কপিলের নিকটে যাইয়া বলিতে লাগিলেন, দুরাত্মন্! তুই আমাদের যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করিয়াছিস। আমরা সগররাজার পুত্রেরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি, ইহা জানিয়া রাখ। রঘুনন্দন! সগরপুত্রগণের এইরূপ বচন শুনিয়া কপিলদেব অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন এবং হুঙ্কার-গর্জন করিলেন। কাকুৎস্থ! অপরিমিত-শক্তি মহাত্মা কপিলের হুঙ্কারে মহারাজ সগরের ষষ্টি-সহস্র পুত্র ভস্মীভূত হইয়া গেলেন।২৫-৩০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[রাজ্ঞা সগরেণ প্রেষিতস্যাংশুমতো যজ্ঞীয়াশ্বানয়নম্, পিতৃণাং নিধনবার্তাজ্ঞাপনঞ্চ]

পুত্রাংশ্চিরগতান্ জ্ঞাত্বা সগরো রঘুনন্দন।
নপ্তারমব্রবীদ্ রাজা দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥১
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ পূর্বৈস্তুল্যোঽসি তেজসা।
পিতৃণাং গতিমন্বিচ্ছ যেন চাশ্বোঽপবাহিতঃ ॥২
অন্তর্ভৌমানি সত্ত্বানি বীর্যবন্তি মহান্তি চ।
তেষাং তু প্রতিঘাতার্থং সাসিং গৃহ্ণীষ্ব কার্মুকম্ ॥৩
অভিবাদ্যাভিবাদ্যাংশ্চ হত্বা বিঘ্নকরানপি।
সিদ্ধার্থঃ সন্নিবর্তস্ব মম যজ্ঞস্য পারগঃ ॥৪
এবমুক্তোংঽশুমান্ সম্যক্ সাগরেণ মহাত্মনা।
ধনুরাদায় খড়্গঞ্চ জগাম লঘুবিক্রমঃ ॥৫
স খাতং পিতৃভির্মার্গমন্তর্ভৌমং মহাত্মভিঃ।
প্রাপদ্যত নরশ্রেষ্ঠ তেন রাজ্ঞাভিচোদিতঃ ॥৬
দেব-দানব-রক্ষোভিঃ পিশাচ-পতগোরগৈঃ।
পূজ্যমানং মহাতেজা দিশাগজমপশ্যত ॥৭
স তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা পৃষ্ট্বা চৈব নিরাময়ম্।
পিতৄন্ স পরিপপ্রচ্ছ বাজিহর্তারমেব চ ॥৮
দিশাগজস্তু তচ্ছ্রুত্বা প্রত্যুবাচ মহামতিঃ।
আসমঞ্জ কৃতার্থস্ত্বং সহাশ্বঃ শীঘ্রমেষ্যসি ॥৯
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্বানেব দিশাগজান্।
যথাক্রমং যথান্যায়ং প্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥১০

একচত্বারিংশ সর্গ।

[সাগররাজ কর্তৃক প্রেষিত অংশুমানের যজ্ঞীয়াশ্ব আনয়ন ও পিতৃগণের নিধনবার্তা জ্ঞাপন।]

রঘুনন্দন! এদিকে মহারাজ সগর বহুদিন অতীত হইলেও পুত্রগণকে ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া নিজ-তেজে দীপ্যমান অংশুমান্-নামক নিজপৌত্রকে বলিলেন, বৎস! তুমি বীর ও ধনুর্বিদ্যাবিশারদ, তেজস্বিতায় পূর্বপুরুষগণের তুল্য। অতএব পিতৃব্যগণের ও যজ্ঞীয় অশ্বের অপহরণকারীর অনুসন্ধান কর। পৃথিবীগর্ভে যেসকল বলবান্ বিশাল প্রাণী আছে, তাহাদের বিনাশের জন্য খড়্গ ও ধনুর্বান্ সঙ্গে লও। প্রণম্যগণকে প্রণাম করিয়া এবং বিঘ্নকারীদিগকে নিহত করিয়া কৃতকার্য্য হওয়ার পর প্রতিনিবৃত্ত হও। তুমিই আমার যজ্ঞের সমাপ্তি করিতে সমর্থ। মহাত্মা সগর এইরূপ বলিলে পর দ্রুতগতি অংশুমান্ ধনু ও খড়্গ লইয়া গমন করিলেন। সগররাজার প্রেরণায় অগ্রসর হইয়া শক্তিমান্ পিতৃব্যগণ কর্তৃক নির্মিত ভূগর্ভস্থিত একটি পথ দেখিতে পাইলেন। ঐ পথে যাইতে যাইতে মহাতেজস্বী অংশুমান্ দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, পক্ষী ও উরগগণ কর্তৃক পূজ্যমান একটি দিগ্‌গজকে দেখিলেন।১-৭

হস্তীকে দেখিয়া অংশুমান্ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন অনন্তর পিতৃব্যগণের ও অশ্বাপহারীর সংবাদ জানিতে চাহিলেন। মহামতি দিগ্‌গজ অংশুমানের বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—অসমঞ্জ-পুত্র! তুমি কৃতকার্য্য হইয়া অশ্বের সহিত শীঘ্রই প্রতি-নিবৃত্ত হইবে। ঐ হস্তীর বচন শ্রবণ করিয়া অংশুমান্ যথাক্রমে যথারীতি সকল দিগ্ হস্তীতেই জিজ্ঞাসা করিলেন। বাক্যনিপুণ পরচিত্তজ্ঞাতা দিক্‌পাল সকল হস্তীই বলিলেন, তুমি সম্মানিত হইয়া অশ্বের সহিত ফিরিয়া আসিবে।৮-১১

দিগ্‌হস্তীদিগের বচন শুনিয়া দ্রুতগামী অংশুমান্ যেস্থানে সগরপুত্র পিতৃব্যগণ ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন, সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় পিতৃব্যগণের নিধনবার্তা শুনিয়া অসমঞ্জপুত্র অংশুমান্ অতিশয় দুঃখে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত আর্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। শোকে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া নরোত্তম অংশুমান্ অল্পদূরে বিচরণরত যজ্ঞীয় অশ্বটিকেও দেখিতে পাইলেন।১২-১৪

অনন্তর অংশুমান্ সগর রাজার পুত্রগণের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলির দ্বারা তর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু

তৈশ্চ সর্বৈর্দিশাপালৈর্বাক্যজ্ঞৈর্বাক্যকোবিদৈঃ।
পূজিতঃ সহয়শ্চৈবাগস্তাসীত্যভিচোদিতঃ ॥১১
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা জগাম লঘুবিক্রমঃ।
ভস্মারাশীকৃতা যত্র পিতরস্তস্য সাগরাঃ ॥১২
স দুঃখবশমাপন্নস্ত্বসমঞ্জসুতস্তদা।
চুক্রোশ পরমার্তস্তু বধাত্তেষাং সুদুঃখিতঃ ॥১৩
যজ্ঞিয়ঞ্চ হয়ং তত্র চরন্তমবিদূরতঃ।
দদর্শ পুরুষব্যাঘ্রো দুঃখ-শোকসমন্বিতঃ ॥১৪
স তেষাং রাজপুত্রাণাং কর্তুকামো জলক্রিয়াম্।
স জলার্থী মহাতেজা ন চাপশ্যজ্জলাশয়ম্ ॥১৫
বিসার্য্য নিপুণাং দৃষ্টিং ততোঽপশ্যৎ খগাধিপম্।
পিতৃণাং মাতুলং রাম সুপর্ণমনিলোপমম্ ॥১৬
স চৈনমব্রবীদ্ বাক্যং বৈনতেয়ো মহাবলঃ।
মা শুচঃ পুরুষব্যাঘ্র বধোঽয়ং লোকসম্মতঃ ॥১৭
কপিলেনাপ্রমেয়েণ দগ্ধা হীমে মহাবলাঃ।
সলিলং নার্হসি প্রাজ্ঞ দাতুমেষাং হি লৌকিকম্ ॥১৮
গঙ্গা হিমবতো জ্যেষ্ঠা দুহিতা পুরুষর্ষভ।
তস্যাং কুরু মহাবাহো পিতৃণাং সলিলক্রিয়াম্ ॥১৯
ভস্মরাশীকৃতানেতান্ প্লাবয়েল্লোকপাবনী।
তয়া ক্লিন্নমিদং ভস্ম গঙ্গয়া লোককান্তয়া
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি স্বর্গলোকং গমিষ্যতি ॥২০
নির্গচ্ছাশ্বং মহাভাগ সংগৃহ্য পুরুষর্ষভ।
যজ্ঞং পৈতামহং বীর নির্বর্তয়িতুমর্হসি ॥২১
সুপর্ণবচনং শ্রুত্বা সোঽংশুমানতিবীর্য্যবান্।
ত্বরিতং হয়মাদায় পুনরায়ান্মহাতপাঃ ॥২২
ততো রাজানমাসাদ্য দীক্ষিতং রঘুনন্দন।
ন্যবেদয়দ্ যথা বৃত্তং সুপর্ণবচনং তথা ॥২৩
তচ্ছ্রুত্বা ঘোরসঙ্কাশং বাক্যমংশুমতো নৃপঃ।
যজ্ঞং নির্বর্তয়ামাস যথাকল্পং যথাবিধি ॥২৪
স্বপুরং ত্বগমচ্ছ্রীমানিষ্টযজ্ঞো মহীপতিঃ।
গঙ্গায়াশ্চাগমে রাজা নিশ্চয়ং নাধ্যগচ্ছত ॥২৫
অগত্বা নিশ্চযং রাজা কালেন মহতা মহান্।
ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি রাজ্যং কৃত্বা দিবং গতঃ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥৪১

জল অন্বেষণ করিতে যাইয়া সেইস্থানে কোন জলাশয় দেখিতে পাইলেন না। রাম! চতুর্দিকে নিপুণ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া তিনি গরুড়কে দেখিতে পাইলেন। এই পক্ষিরাজ বায়ুতুল্যবেগবান্ এবং পিতৃব্যগণের মাতুল। মহাবলবান্ বিনতানন্দন গরুড় অংশুমানের নিকট আসিয়া বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! তুমি পিতৃব্যগণের নিধনে শোক করিও না। সগরপুত্রগণের বিনাশ সকললোকের হিতকর হইয়াছে। অপরিমিতশক্তি-সম্পন্ন কপিলকর্তৃক মহাবলশালী রাজপুত্রগণ ভস্মীভূত হইয়াছে। বৎস! তুমি প্রাজ্ঞ, নিজপিতৃব্যগণকে তৃপ্ত করিতে সাধারণ জল দেওয়া তোমার উচিত হইবে না। নরশ্রেষ্ঠ! গঙ্গা হিমালয়পর্বতের জ্যেষ্ঠা কন্যা। মহাবীর! তুমি ঐ গঙ্গাতেই পিতৃব্যগণের তর্পণক্রিয়া সম্পন্ন কর। সর্বলোকপাবনী গঙ্গা যদি ভস্মীভূত রাজপুত্রগণকে প্লাবিত করেন, তাহা হইলে সকললোক-কাম্যা ঐ গঙ্গার দ্বারা তোমার পিতৃব্যগণের ভস্ম সিক্ত হইবে। বৎস! তাহার ফলে ষষ্টিসহস্র সগরপুত্র স্বর্গলোকে গমন করিবে।১৫-২০

নরশ্রেষ্ঠ! তুমি মহাভাগ্যবান্। তুমি অশ্বটিকে লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হও। বীর! পিতামহের যজ্ঞ সম্পন্ন করা তোমার কর্তব্য। অতিশয় বীর্য্যবান্ অংশুমান গরুড়ের বচন শুনিয়া অশ্বকে গ্রহণ করিলেন এবং সত্বর যজ্ঞস্থলে ফিরিয়া আসিলেন। রঘুনন্দন! অংশুমান্ ব্রতী সগরের নিকট উপস্থিত হইয়া পিতৃব্যগণের সংবাদ ও গরুড়ের কথা নিবেদন করিলেন। মহারাজ সগর অংশুমানের নিকট ঐরূপ নিদারুণ বচন শুনিলেন, তারপর বিধিমত ক্রমানুসারে অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন। মহীপতি সগর যজ্ঞশেষ করিয়া অযোধ্যা-পুরীতে গমন করিলেন, কিন্তু গঙ্গার আনয়নের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। বহুদিন যাবৎ চিন্তা করিয়াও কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া মহারাজ সগর ত্রিংশৎসহস্র (ত্রিশহাজার) বৎসর কাল রাজ্যপালন করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন।২১-২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[গঙ্গায়ৈ অংশুমদ্-ভগীরথয়োস্তপশ্চরণম্, ব্রহ্মণা ভগীরথায় বরদানম্, গঙ্গায়া ধারণার্থং শঙ্করস্যাঙ্গীকারায় উপদেশঃ।]

কালধর্মং গতে রাম সগরে প্রকৃতীজনাঃ।
রাজানং রোচয়ামাসুরংশুমন্তং সুধার্মিকম্ ॥১

স রাজা সুমহানাসীদংশুমান্ রঘুনন্দন।
তস্য পুত্রো মহানাসীদ্দিলীপ ইতি বিশ্রুতঃ ॥২

তস্মৈ রাজ্যং সমাদিশ্য দিলীপে রঘুনন্দন।
হিমবচ্ছিখরে রম্যে তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥৩

দ্বাত্রিংশচ্ছতসাহস্রং বর্ষাণি সুমহাযশাঃ।
তপোবনগতো রাজা স্বর্গং লেভে তপোধনঃ ॥৪

দিলীপস্তু মহাতেজাঃ শ্রুত্বা পৈতামহং বধম্।
দুঃখোপহতয়া বুদ্ধ্যা নিশ্চয়ং নাধ্যগচ্ছত ॥৫

কথং গঙ্গাবতরণং কথং তেষাং জলক্রিয়া।
তারয়েয়ং কথং চৈতানিতি চিন্তাপরোঽভবৎ ॥৬

তস্য চিন্তয়তো নিত্যং ধর্মেণ বিদিতাত্মনঃ।
পুত্রো ভগীরথো নাম জজ্ঞে পরমধার্মিকঃ ॥৭

দিলীপস্তু মহাতেজা যজ্ঞৈর্বহুভিরিষ্টবান্।
ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি রাজা রাজ্যমকারয়ৎ ॥৮

অগত্বা নিশ্চয়ং রাজা তেষামুদ্ধরণং প্রতি।
ব্যাধিনা নরশার্দূল কালধর্মমুপেয়িবান্ ॥৯

ইন্দ্রলোকং গতো রাজা স্বার্জিতেনৈব কর্মণা।
রাজ্যে ভগীরথং পুত্রমভিষিচ্য নরর্ষভঃ ॥১০

ভগীরথস্তু রাজর্ষির্ধার্মিকো রঘুনন্দন।
অনপত্যো মহারাজঃ প্রজাকামঃ স চ প্রজাঃ ॥১১

মন্ত্রিষ্বাধায় তদ্রাজ্যং গঙ্গাবতরণে রতঃ।
তপো দীর্ঘং সমাতিষ্ঠদ্ গোকর্ণে রঘুনন্দন ॥১২

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

[গঙ্গা আনয়নের জন্য অংশুমান ও ভগীরথের তপস্যা, ব্রহ্মাকর্তৃক ভগীরথকে বরদান ও গঙ্গার পতনবেগ ধারণ করিবার জন্য মহাদেবের প্রতিশ্রুতিগ্রহণের উপদেশ।]

মহারাজ সগর কালধর্ম অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে পর প্রজাবর্গ অতিধার্মিক অংশুমান্‌কে রাজা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। রঘুনন্দন! সেই অংশুমান্ অতি-মহৎ রাজা ছিলেন। অংশুমানের পুত্র মহাত্মা দিলীপও বিখ্যাত হইয়াছিলেন। রাঘব! অংশুমান্ দিলীপের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া হিমালয়ের সুরম্য শিখরে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। মহাকীর্তিমান্ তপস্বী অংশুমান্ তপোবনে বাস করিযা দ্বাত্রিংশ (বত্রিশ) লক্ষবৎসর যাবৎ তপস্যা করিলেন এবং তারপর স্বর্গলোকে গমন করিলেন।১-৪

মহাতেজস্বী দিলীপ পিতামহগণের বিনাশবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দুঃখে অভিভূত হইলেন, কিন্তু বিহ্বলমনে কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। গঙ্গার অবতরণ কিরূপে হইবে? কিরূপেই বা পিতৃপুরুষগণের তর্পণ হইবে? কি উপায়ে ইঁহাদের উদ্ধারসাধন করিতে পারিব—এই চিন্তায় তিনি তন্ময় হইয়া পড়িলেন। এইভাবে সদা চিন্তাপরায়ণ পরমধার্মিক দিলীপের ভগীরথনামে একটি ধর্মপরায়ণ পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। মহাতেজা দিলীপ বহুযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং ত্রিংশৎসহস্র (তিশহাজার) বৎসর রাজ্য-পালন করিয়াছিলেন।৫-৮

নরোত্তম রাম! রাজা দিলীপ নিজ পূর্বপুরুষ-গণের উদ্ধারের কোন উপায় করিতে না পারিয়া ব্যাধির আক্রমণে কালধর্ম অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন। নরশ্রেষ্ঠ রাজা দিলীপ নিজপুত্র ভগীরথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বোপার্জিত কর্মের দ্বারা ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন।৯-১০

রঘুনন্দন! রাজর্ষি ভগীরথ পরমধার্মিক ছিলেন, কিন্তু সন্তানহীন হওয়ায় সন্তানকামনায় তিনি মন্ত্রীদিগের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন এবং গোকর্ণক্ষেত্রে যাইয়া পুত্রপ্রাপ্তি ও গঙ্গানয়নের উদ্দেশ্যে দীর্ঘকালানুষ্ঠেয় তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ঊর্ধ্ববাহু হইয়া পঞ্চাগ্নিমধ্যে থাকিয়া তপশ্চরণ করিতেছিলেন,

ঊর্ধ্ববাহুঃ পঞ্চতপা মাসাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তস্য বর্ষসহস্রাণি ঘোরে তপসি তিষ্ঠতঃ ॥১৩
অতীতানি মহাবাহো তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
সুপ্রীতো ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজানাং প্রভুরীশ্বরঃ ॥১৪
ততঃ সুরগণৈঃ সার্ধমুপাগম্য পিতামহঃ।
ভগীরথং মহাত্মানং তপ্যমানমথাব্রবীৎ ॥১৫
ভগীরথ মহারাজ প্রীতস্তেঽহং জনাধিপ।
তপসা চ সুতপ্তেন বরং বরয় সুব্রত ॥১৬
তমুবাচ মহাতেজাঃ সর্বলোকপিতামহম্।
ভগীরথো মহাবাহুঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ ॥১৭
যদি মে ভগবান্ প্রীতো যদ্যস্তি তপসঃ ফলম্।
সগরস্যাত্মজাঃ সর্বে মত্তঃ সলিলমাপ্নুয়ুঃ ॥১৮
গঙ্গায়াঃ সলিলক্লিন্নে ভস্মন্যেষাং মহাত্মনাম্।
স্বর্গং গচ্ছেয়ুরত্যন্তং সর্বে চ প্রপিতামহাঃ ॥১৯
দেব যাচে হ সন্তত্যৈ নাবসীদেৎ কুলঞ্চ নঃ।
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে দেব এষ মেঽস্তু বরঃ পরঃ ॥২০
উক্তবাক্যং তু রাজানং সর্বলোকপিতামহঃ।
প্রত্যুবাচ শুভাং বাণীং মধুরাং মধুরাক্ষরাম্ ॥২১
মনোরথো মহানেষ ভগীরথ মহারথ।
এবং ভবতু ভদ্রং তে ইক্ষ্বাকুকুলবর্ধন ॥২২
ইয়ং হৈমবতী জ্যেষ্ঠা গঙ্গা হিমবতঃ সুতা।
তাং বৈ ধারয়িতুং রাজন্ হরস্তত্র নিযুজ্যতাম্ ॥২৩
গঙ্গায়াঃ পতনং রাজন্ পৃথিবী ন সহিষ্যতে।
তাং বৈ ধারয়িতুং রাজন্নান্যং পশ্যামি শূলিনঃ ॥২৪
তমেবমুক্ত্বা রাজানং গঙ্গাং চাভাষ্য লোককৃৎ।
জগাম ত্রিদিবং দেবৈঃ সর্বৈঃ সহ মরুদ্গণৈঃ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥৪২

ইন্দ্রিয়সংযম করিবার জন্য মাসান্তে একবার আহার করিতে থাকেন। এইভাবে কঠোর তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার সহস্রবৎসর অতিবাহিত হইল। অনন্তর লোকাধিপতি সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্মা ভগীরথের তপস্যায় অতিশয় প্রীত হইলেন। তিনি অন্যান্য দেবতাগণের সহিত আসিয়া তপস্যারত মহাত্মা ভগীরথকে বলিলেন। ১১-১৫

মহারাজ ভগীরথ! তুমি সুব্রত ও জননায়ক। তোমার সুন্দরভাবে আচরিত তপস্যায় আমি প্রীত হইয়াছি। তুমি আমার নিকট বরপ্রার্থনা কর। মহাতেজস্বী ভগীরথ কৃতাঞ্জলি হইয়া সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—ভগবান্ যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, যদি আমার তপস্যার ফল-সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সগরপুত্রেরা সকলে আমার নিকট হইতে তর্পণজলাঞ্জলি লাভ করুন।১৬-১৮

ঐ মহাত্মাদিগের ভস্ম গঙ্গার সলিলের দ্বারা প্লাবিত হইলে আমার ঐ সকল পিতামহ অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হইবেন। দেব! আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, আমি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিতেছি—যেন আমার এই বংশ লুপ্ত না হয়। মহারাজ ভগীরথ এইরূপ বলিলে পর সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে মঙ্গলজনক সুমধুর স্নিগ্ধবাক্য বলিলেন—মহাবীর! ভগীরথ! তুমি ইক্ষ্বাকুবংশের বৃদ্ধিকারী। তোমার মহতী মনোবাসনা পূর্ণ হউক, তোমার মঙ্গল হউক। হিমালয়সমীপস্থিতা তদীয় জ্যেষ্ঠা-কন্যা গঙ্গা। মর্তলোকে এই গঙ্গাকে ধারণ করিবার জন্য মহাদেবকে নিয়োজিত কর। রাজন্! গঙ্গার পতনের বেগ সহ্য করিতে পৃথিবী সক্ষম হইবে না। মহাদেব ভিন্ন অন্যকেহ তাহা ধারণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে করিনা। মহারাজ ভগীরথকে এইরূপ বলিয়া এবং গঙ্গাকে রাজার প্রতি অনুগ্রহ করিতে নির্দেশ দান করিয়া সকলদেবতার সহিত ব্রহ্মা স্বর্গে গমন করিলেন।১৯-২৫

মহর্ষিবাল্মীকি প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[ভগীরথতপস্তুষ্টেন শিবেন গঙ্গায়া ধারণম্, গঙ্গায়া অহঙ্কারখণ্ডনম্, ততো বিন্দুসরোবরে নিক্ষেপণম্, গঙ্গায়াঃ সপ্তধারায়া বিবরণম্, জহ্নুসন্দেশঃ, ভগীরথস্য পূর্বপুরুষাণাং মুক্তিলাভশ্চ।]

দেবদেবে গতে তস্মিন্ সোঽঙ্গুষ্ঠাগ্রনিপীড়িতাম্।
কৃত্বা বসুমতীং রাম বৎসরং সমুপাসত ॥১

অথ সংবৎসরে পূর্ণে সর্বলোকনমস্কৃতঃ।
উমাপতিঃ পশুপতী রাজানমিদমব্রবীৎ ॥২

প্রীতস্তেঽহং নরশ্রেষ্ঠ করিষ্যামি তব প্রিয়ম্।
শিরসা ধারয়িষ্যামি শৈলরাজসুতামহম্ ॥৩

ততো হৈমবতী জ্যেষ্ঠা সর্বলোকনমস্কৃতা।
তদা সাতিমহদ্রূপং কৃত্বা বেগঞ্চ দুঃসহম্ ॥৪

আকাশাদপতদ্ রাম শিবে শিবশিরস্যুত।
অচিন্তয়চ্চ সা দেবী গঙ্গা পরমদুর্ধরা ॥৫

বিশাম্যহং হি পাতালং স্রোতসা গৃহ্য শঙ্করম্।
তস্যাবলেপনং (ক) জ্ঞাত্বা ক্রুদ্ধস্তু ভগবান্ হরঃ ॥৬

তিরোভাবয়িতুং বুদ্ধিং চক্রে ত্রিনয়নস্তদা।
সা তস্মিন্ পতিতা পুণ্যা পুণ্যে রুদ্রস্য মূর্ধনি ॥৭

হিমবৎপ্রতিমে রাম জটামণ্ডলগহ্বরে।
সা কথঞ্চিন্ মহীং গন্তুং নাশক্নোদ্ যত্নমাস্থিতা ॥৮

নৈব সা নির্গমং লেভে জটামণ্ডলমন্ততঃ।
তত্রৈবাবভ্রমদ্দেবী সংবৎসরগণান্ বহূন্ ॥৯

তামপশ্যৎ পুনস্তত্র তপঃ পরমমাস্থিতঃ।
স তেন তোষিতশ্চাসীদত্যন্তং রঘুনন্দন ॥১০

বিসসর্জ ততো গঙ্গাং হরো বিন্দুসরঃ প্রতি।
তস্যাং বিসৃজ্যমানায়াং সপ্ত স্রোতাংসি জজ্ঞিরে ॥১১

হ্লাদিনী পাবনী চৈব নলিনী চ তথৈব চ।
তিস্রঃ প্রাচীং দিশং জগ্মুর্গঙ্গাঃ শিবজলাঃ শুভাঃ ॥১২

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ

[ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট শিবকর্তৃক গঙ্গার পতনবেগ ধারণ, গঙ্গাদেবীর অহঙ্কার খণ্ডন, তারপর বিন্দুসরোবরে নিক্ষেপ, গঙ্গার সপ্ত ধারার বিবরণ, জহ্নুমুনির সংবাদ এবং ভগীরথের পূর্বপুরুষগণের মুক্তিলাভ।]

রাম! বরদান করিয়া ব্রহ্মা দেবলোকে গমন করিলে পর মহারাজ ভগীরথ পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া একবৎসর শিবের আরাধনা করিলেন। একবৎসর পূর্ণ হইলে সর্বজনবন্দিত উমাপতি মহাদেব ভগীরথকে বলিলেন—নরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। তোমার প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান অবশ্যই করিব। আমি হিমালয়-কন্যা গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিব। অনন্তর হিমালয়-নন্দিনী সর্বলোক-বন্দিতা গঙ্গা বৃহদ্দেহ ধারণ করিলেন এবং দুঃসহ বেগবতী হইয়া শোভাময় শিবমস্তকে নিপতিত হইলেন। অতিবেগবতী হওয়ায় গঙ্গাকে ধারণ করা সম্ভব নয়। শিবমস্তকে নিপতিত হইবার সময় গঙ্গা ভাবিলেন—আমি প্রবল স্রোতের দ্বারা শঙ্করকে ভাসাইয়া লইয়া পাতালে প্রবেশ করিব। ভগবান্ হর গঙ্গার অহঙ্কারের কথা বুঝিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ত্রিলোচন গঙ্গাকে নিজজটামধ্যে গোপন করিয়া রাখিতে সঙ্কল্প করিলেন। লোকপাবনী গঙ্গা পবিত্রতম হিমালয়সদৃশ শিবমস্তকে নিপতিত হইয়া জটাজুটরূপ গহ্বরে তিরোহিতা হইলেন। বহুযত্ন করিয়াও কোন প্রকারেই পৃথিবীতে যাইতে পারিলেন না।১-৮

এমন কি জটামণ্ডলের প্রান্তভাগেও আসিতে পারিলেন না। শিবমস্তকে বহুবৎসর যাবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। গঙ্গাকে শিবজটামধ্যে তিরোহিত দেখিয়া ভগীরথ পুনর্বার তপস্যা আরম্ভ করিলেন। রঘুনন্দন! ভগীরথ তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে অতিশয় সন্তুষ্ট করিলেন।৯-১০

অনন্তর মহাদেব নিজমস্তক হইতে গঙ্গাকে বিন্দু সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন। শিবকর্তৃক নিক্ষিপ্ত হওয়ায় ঐ সময় গঙ্গার সপ্তধারা উৎপন্ন হইল। শুভকরী পবিত্রবারি হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনীনামে তিনটি ধারা পূর্বদিকে প্রবাহিত হইল। সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধুনামে তিনটি শুভকরী ধারা পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইল। গঙ্গার সপ্তমধারাটি ভগীরথের রথকে অনুসরণ করিল।

পাঠান্তরঃ—(ক) স্বস্যাবলেপনং—।

সুচক্ষুশ্চৈব সীতা চ সিন্ধুশ্চৈব মহানদী।
তিস্রশ্চৈতা দিশং জগ্মুঃ প্রতীচীং তু দিশং শুভাঃ (ক) ॥১৩
সপ্তমী চান্বগাত্তাসাং ভগীরথরথং তদা।
ভগীরথোঽপি রাজর্ষির্দিব্যং স্যন্দনমাস্থিতঃ ॥১৪
প্রায়াদগ্রে মহাতেজা গঙ্গা তং চাপ্যনুব্রজেৎ।
গগনাচ্ছঙ্করশিরস্ততো ধরণিমাগতা ॥১৫
অসর্পত জলং তত্র তীব্রশব্দপুরস্কৃতম্।
মৎস্য-কচ্ছপসঙ্ঘৈশ্চ শিশুমারগণৈস্তথা ॥১৬
পতদ্ভিঃ পতিতৈশ্চৈব ব্যরোচত বসুন্ধরা।
ততো দেবর্ষি-গন্ধর্বা যক্ষ-সিদ্ধ-গণাস্তথা ॥১৭
ব্যলোকয়ন্ত তে তত্র গগনাদ্ গাঙ্গতাং তদা।
বিমানৈর্নগরাকারৈর্হয়ৈর্গজবরৈস্তদা ॥১৮
পারিপ্লবগতাশ্চাপি দেবতাস্তত্র বিষ্ঠিতাঃ।
তদদ্ভুতমিমং লোকে গঙ্গাবতরমুত্তমম্ ॥১৯
দিদৃক্ষবো দেবগণাঃ সমায়ুরমিতৌজসঃ।
সংপতদ্ভিঃ সুরগণৈস্তেষাং চাভরণৌজসা ॥২০
শতাদিত্যমিবাভাতি গগনং গততোয়দম্।
শিশুমারোরগগণৈ (খ) র্মীনৈরপি চ চঞ্চলৈঃ ॥২১
বিদ্যুদ্ভিরিব বিক্ষিপ্তৈরাকাশমভবত্তদা।
পাণ্ডুরৈঃ সলিলোৎপীড়ৈঃ কীর্য্যমাণৈঃ সহস্রধা ॥২২
শারদাভ্রৈরিবাকীর্ণং গগনং হংসসম্প্লবৈঃ।
ক্বচিদ্ দ্রুততরং যাতি কুটিলং ক্বচিদায়তম্ ॥২৩
বিনতঃ ক্বচিদুদ্ভূতং ক্বচিদ্ যাতি শনৈঃ শনৈঃ।
সলিলেনৈব সলিলং ক্বচিদভ্যাহতং পুনঃ ॥২৪

মহাতেজস্বী রাজর্ষি ভগীরথও দিব্যরথে আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন, গঙ্গাও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। গঙ্গাদেবী প্রথমে আকাশ হইতে শিবের মস্তকে এবং সেখান হইতে পৃথিবীতে আগমন করিলেন।১১-১৫

সেই সময় গঙ্গার জল তুমুলশব্দে অগ্রসর হইতে লাগিল। গঙ্গার স্রোতে স্থিত মৎস্য, কচ্ছপ ও শিশুমার- (বানরের মত জলজন্তু বিশেষ) সমূহ ভূপতিত এবং পতনোন্মত হওয়ায় পৃথিবী শোভান্বিত হইল। তখন দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব, যক্ষ ও সিদ্ধগণ নগরতুল্যবিমানে, অশ্বে কিংবা হস্তীতে আরোহণ করিয়া আকাশ হইতে ভূপতিতা গঙ্গাকে দেখিতে আসিলেন। দেবতাগণ নিজবাহনে স্থিত হইয়া অতি-সম্ভ্রমের সহিত পৃথিবীতে অতি অদ্ভুত গঙ্গাবতরণ দেখিতে লাগিলেন। অপরিমিততেজস্বী দেবগণ ঐ দৃশ্য দেখিবার জন্য আসিলে তাঁহাদের তেজে ও তদীয় অঙ্গাভরণের প্রভায় মেঘশূন্য আকাশ শতসূর্য্যোদয়ের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চঞ্চলস্বভাব শিশুমার, সর্প ও মৎস্যসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় মনে হইতেছিল—আকাশ যেন বিদ্যুতের দ্বারা শোভিত হইয়াছে। শুভ্রবর্ণ ফেনাসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ায় বোধ হইতেছিল যেন হংসমালা-শোভিত শরৎকালীন মেঘে গগন ব্যাপ্ত হইয়াছে। গঙ্গার ধারা কোথাও অতিদ্রুতভাবে, কোথাও কুটিলভাবে, কোথাও বিস্তৃতভাবে, কোথাও সঙ্কীর্ণভাবে এবং কোথাও বা অতিধীরভাবে প্রবাহিত হইতেছিল। আবার কোনস্থানে জলের দ্বারা জল ব্যাহত হইয়া বারংবার উপরদিকে উঠিতেছিল এবং ভূমিতে পতিত হইতেছিল। শঙ্করের মস্তক হইতে পতিত বারি পুনঃ পুনঃ ভূপতিত হইলে ঐ নির্মল নিষ্পাপ বারি শোভান্বিত হইল। সেই সময় ঋষিগণ, গন্ধর্বগণ ও পৃথিবীবাসিগণ শিব-শিরোভ্রষ্ট বারিকে পবিত্র মনে করিয়া স্পর্শ করিলেন। যাহারা শাপগ্রস্ত হওয়ায় স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতেছিল, তাহারা গঙ্গাপ্রবাহে অবগাহন করিয়া পাপশূন্য হইল এবং ঐ বারিস্পর্শে নিষ্পাপ ও মঙ্গলভাজন হইয়া আকাশপথে নিজ নিজ লোকে গমন করিল। ঐ প্রভাবসম্পন্ন জলে অবগাহন করিয়া সকললোক অতিশয় আনন্দিত ও নিষ্পাপ হইল। রাজর্ষি ভগীরথ দিব্যরথে আরোহণ করিয়া অগ্রে যাইতে লাগিলেন, গঙ্গা তাঁহাকে অনুগমন করিতে করিতে চলিলেন। রাম! দেবতা, ঋষি, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর, নাগ, সর্প ও অপ্সরা-

পাঠান্তরম্—(ক)—প্রতীচীং তু শুভোদকাঃ।
(খ) শিংশুমারোরগগণৈ—।

মুহুরূর্ধ্বপথং গত্বা পপাত বসুধাং পুনঃ।
তচ্ছঙ্করশিরোভ্রষ্টং ভ্রষ্টং ভূমিতলে পুনঃ ॥২৫
ব্যরোচত তদা তোয়ং নির্মলং গতকল্মষম্।
তত্রর্ষিগণ-গন্ধর্বা বসুধাতলবাসিনঃ ॥২৬
ভবাঙ্গপতিতং তোয়ং পবিত্রমিতি পস্পৃশুঃ।
শাপাৎ প্রপতিতা যে চ গগনাদ্ বসুধাতলম্ ॥২৭
কৃত্বা তত্রাভিষেকং তে বভূবুর্গতকল্মষাঃ।
ধূতপাপাঃ পুনস্তেন তোয়েনাথ শুভান্বিতাঃ ॥২৮
পুনরাকাশমাবিশ্য স্বাঁল্লোকান্ প্রতিপেদিরে।
মুমুদে মুদিতো লোকস্তেন তোয়েন ভাস্বতা ॥২৯
কৃতাভিষেকো গঙ্গায়াং বভূব গতকল্মষঃ।
ভগীরথো হি রাজর্ষির্দিব্যং স্যন্দনমাস্থিতঃ ॥৩০
প্রয়াদগ্রে মহারাজস্তং গঙ্গা পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ।
দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সর্বে দৈত্য-দানব-রাক্ষসাঃ ॥৩১
গন্ধর্ব-যক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নর-মহোরগাঃ।
সর্বাশ্চাপ্সরসো রাম ভগীরথরথানুগাঃ ॥৩২
গঙ্গামন্বগমন্ প্রীতাঃ সর্বে জলচরাশ্চ যে।
যতো ভগীরথো রাজা ততো গঙ্গা যশস্বিনী ॥৩৩
জগাম সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্বপাপপ্রণাশিনী।
ততো হি যজমানস্য জহ্নোরদ্ভুতকর্মণঃ ॥৩৪
গঙ্গা সংপ্লাবয়ামাস যজ্ঞবাটং মহাত্মনঃ।
তস্যাবলেপনং জ্ঞাত্বা ক্রুদ্ধো জহ্নুশ্চ রাঘব ॥৩৫
অপিবত্তু জলং সর্বং গঙ্গায়াঃ পরমাদ্ভুতম্।
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বা ঋষয়শ্চ সুবিস্মিতাঃ ॥৩৬
পূজয়ন্তি মহাত্মানং জহ্নুং পুরুষসত্তমম্।
গঙ্গা চাপি নয়ন্তি স্ম দুহিতৃত্বে মহাত্মনঃ ॥৩৭
ততস্তুষ্টো মহাতেজাঃ শ্রোত্রাভ্যামসৃজৎ প্রভুঃ।
তস্মাজ্জহ্নুসুতা গঙ্গা প্রোচ্যতে জাহ্নবীতি চ ॥৩৮
জগাম চ পুনর্গঙ্গা ভাগীরথরথানুগা।
সাগরং চাপি সংপ্রাপ্তা সা সরিৎপ্রবরা তদা ॥৩৯
রসাতলমুপাগচ্ছৎ সিদ্ধ্যর্থং তস্য কর্মণঃ।
ভগীরথোঽপি রাজর্ষির্গঙ্গামাদায় যত্নতঃ ॥৪০
পিতামহান্ ভস্মকৃতানপশ্যদ্ গতচেতনঃ।
অথ তদ্ভস্মনাং রাশিং গঙ্গাসলিলমুত্তমম্।
প্লাবয়ৎ পূতপাপ্মানঃ স্বর্গং প্রাপ্তা রঘূত্তম ॥৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

সকল ভগীরথের রথের পশ্চাদ্‌গামী হইয়া গঙ্গাকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। সমস্ত জলজন্তুরাও ঐভাবে চলিতে লাগিল। রাজা ভগীরথ যে পথে যাইতেছিলেন, সর্বপাপনাশিনী যশস্বিনী নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাও সেই পথে যাইতে লাগিলেন। এইভাবে যাইতে যাইতে গঙ্গাদেবী যজ্ঞানুষ্ঠানরত অদ্ভুতকর্মা মহাত্মা জহ্নুর যজ্ঞস্থলকে প্লাবিত করিয়া দিলেন। রাঘব! জহ্নু গঙ্গার গর্বিতভাব বুঝিতে পারিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং গঙ্গার সমস্ত জল অদ্ভুতভাবে পান করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে দেবতা, গন্ধর্ব ও ঋষিগণ অতিশয় বিস্মিত হইয়া নরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা জহ্নুর পূজা করিলেন এবং গঙ্গাকেও ঐ মহাত্মার কন্যা বলিয়া স্বীকার করিলেন।১৬-৩৭

অনন্তর মহাতেজস্বী শক্তিমান্ জহ্নু সন্তুষ্ট হইয়া কর্ণপথে গঙ্গাকে নিষ্কাশিত করিলেন। সেইজন্য গঙ্গা 'জহ্নুসুতা' ও 'জাহ্নবী' নামে উল্লিখিত হইয়া থাকেন। তারপর পুনর্বার গঙ্গা ভগীরথের রথানুগতা হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। ঐ নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা যাইতে যাইতে সমুদ্রের সহিত মিলিত হইলেন। অনন্তর ভগীরথের পূর্বপুরুষগণের উদ্ধারের জন্য রসাতলে গমন করিলেন। রাজর্ষি ভগীরথ অতিযত্নের সহিত গঙ্গাকে লইয়া গেলেন। সেখানে তিনি নিজপূর্বপুরুষগণকে ভস্মীভূত দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রঘুশ্রেষ্ঠ! পরম পবিত্র গঙ্গাজল সগরপুত্রগণের ভস্মরাশিকে প্লাবিত করিল। তাহার ফলে তাঁহারা সকলে পাপশূন্য হইলেন এবং স্বর্গে গমন করিলেন।৩৮-৪১

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[ব্রহ্মণা ভগীরথস্য প্রশংসনম্, তং প্রতি পিতৃণাং সলিলক্রিয়োপদেশঃ, গঙ্গামহিমবর্ণনঞ্চ ।]

স গত্বা সাগরং রাজা গঙ্গয়ানুগতস্তদা ।
প্রবিবেশ তলং ভূমের্যত্র তে ভস্মসাৎকৃতাঃ ॥১
ভস্মন্যথাপ্লুতে রাম গঙ্গায়াঃ সলিলেন বৈ ।
সর্বলোকপ্রভুর্ব্রহ্মা রাজানমিদমব্রবীৎ ॥২
তারিতা নরশার্দূল দিবং যাতাশ্চ দেববৎ ।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি সগরস্য মহাত্মনঃ ॥৩
সাগরস্য জলং লোকে যাবৎ স্থাস্যতি পার্থিব ।
সগরস্যাত্মজাঃ সর্বে দিবি স্থাস্যন্তি দেববৎ ॥৪
ইয়ঞ্চ দুহিতা জ্যেষ্ঠা তব গঙ্গা ভবিষ্যতি ।
ত্বৎকৃতেন চ নাম্নাথ লোকে স্থাস্যতি বিশ্রুতা ॥৫
গঙ্গা ত্রিপথগা নাম দিব্যা ভাগীরথীতি চ ।
ত্রীন্ পথো ভাবয়ন্তীতি তস্মাৎ ত্রিপথগা স্মৃতা ॥৬
পিতামহানাং সর্বেষাং ত্বমত্র মনুজাধিপ ।
কুরুষ্ব সলিলং রাজন্ প্রতিজ্ঞামপবর্জয় ॥৭
পূর্বকেণ হি তে রাজংস্তেনাতিযশসা তদা ।
ধর্মিণাং প্রবরেণাথ নৈষ প্রাপ্তো মনোরথঃ ॥৮
তথৈবাংশুমতা বৎস লোকেঽপ্রতিমতেজসা ।
গঙ্গাং প্রার্থয়তা নেতুং প্রতিজ্ঞা নাপবর্জিতা ॥৯
রাজর্ষিণা গুণবতা মহর্ষিসমতেজসা ।
মত্তুল্যতপসা চৈব ক্ষত্রধর্মস্থিতেন চ ॥১০
দিলীপেন মহাভাগ তব পিত্রাতিতেজসা ।
পুনর্ন শকিতা নেতুং গঙ্গাং প্রার্থয়তানঘ ॥১১
সা ত্বয়া সমতিক্রান্তা প্রতিজ্ঞা পুরুষর্ষভ ।
প্রাপ্তোঽসি পরমং লোকে যশঃ পরমসম্মতম্ ॥১২

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ

[ব্রহ্মাকর্তৃক ভগীরথের প্রশংসা, তাহার প্রতি পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করিবার উপদেশ ও গঙ্গামহিমা বর্ণন ।]

এইভাবে রাজা ভগীরথ গঙ্গা কর্তৃক অনুসৃত হইয়া যেখানে তাঁহার পূর্বপুরুষগণ ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, সেই ভূমির তলদেশে প্রবেশ করিলেন। রাম! গঙ্গার বারির দ্বারা ঐ ভস্মরাশি প্লাবিত হইলে সর্বলোকপতি ব্রহ্মা ভগীরথকে বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! তুমি মহাত্মা সগরের ষষ্টিসহস্র পুত্রকে উদ্ধার করিলে। এখন তাহারা দেবতার মত স্বর্গে গমন করিল। রাজন্! সাগরের জল যতদিন পর্যন্ত থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত সমস্ত সগরপুত্রগণ দেবতার ন্যায় স্বর্গে বাস করিবে।১-৪

এখন এই গঙ্গা তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা হইলেন এবং তোমার নামযুক্ত হইয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবেন অর্থাৎ ভগীরথ কর্তৃক আনীত হওয়ায় "ভাগীরথী" নামে খ্যাত হইবেন। এই পুণ্যময়ী গঙ্গা ত্রিপথগামী ও ভাগীরথী-নাম প্রাপ্ত হইবেন। ইনি তিনটি পথ অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছেন, সেইজন্য 'ত্রিপথগা' নামে পরিচিত হইবেন। নরাধিপ! তোমার পিতামহ-সকলের তর্পণক্রিয়া এই জলে সম্পন্ন কর। নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর। রাজন্! অতিযশস্বী পরমধার্মিক তোমার পূর্বপুরুষ সগর নিজমনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। বৎস! অপরিমিততেজস্বী অংশুমান্ গঙ্গাকে আনয়ন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে সমর্থ হন নাই। মহর্ষিতুল্য তেজস্বী সবগুণবান্ দিলীপ রাজর্ষি তোমার পিতা। তিনি আমার তুল্য তপস্বী, অতিতেজস্বী ও ক্ষত্রিয়ধর্মপালনরত হইয়াও গঙ্গানয়নের প্রতিজ্ঞা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও পূর্ণ করিতে সক্ষম হন নাই। নরবর! মহাভাগ! তুমি গঙ্গানয়নের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছ। সেইজন্য সংসারে সবজনবাঞ্ছিত নির্মল যশ প্রাপ্ত হইলে। শত্রুনাশক! তুমি যেহেতু গঙ্গাকে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ করাইয়াছ, সেইহেতু তুমি ধর্মলভ্য মহৎস্থান প্রাপ্ত হইবে। নরোত্তম! সর্বদা স্নানযোগ্য এই পুণ্য সলিলে নিজেকে প্লাবিত কর। পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি শুচি হইয়া পুণ্যফল লাভ কর। তুমি নিজ পিতামহগণের উদ্দেশ্যে সলিলক্রিয়া (তর্পণ) কর। তোমার মঙ্গল হউক। আমি নিজ স্থানে গমন করিতেছি। তুমিও স্নান-তর্পণ সম্পন্ন করিয়া নিজরাজ্যে

তচ্চ গঙ্গাবতরণং ত্বয়া কৃতমরিন্দম।
অনেন চ ভবান্ প্রাপ্তো ধর্মস্যায়তনং মহৎ ॥১৩
প্লাবয়স্ব ত্বমাত্মানং নরোত্তম সদোচিতে।
সলিলে পুরুষশ্রেষ্ঠঃ শুচিঃ পুণ্যফলো ভব ॥১৪
পিতামহানাং সর্বেষাং কুরুস্ব সলিলক্রিয়াম্।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি স্বং লোকং গম্যতাং নৃপ ॥১৫
ইত্যেবমুক্ত্বা দেবেশঃ সর্বলোকপিতামহঃ।
যথাগতং তথাগচ্ছদ্দেবলোকং মহাযশাঃ ॥১৬
ভগীরথস্তু রাজর্ষিঃ কৃত্বা সলিলমুত্তমম্।
যথাক্রমং যথান্যায়ং সাগরাণাং মহাযশাঃ ॥১৭
কৃতোদকঃ শুচী রাজা স্বপুরং প্রবিবেশ হ।
সমৃদ্ধার্থো নরশ্রেষ্ঠঃ স্বরাজ্যং প্রশশাস হ ॥১৮

প্রমুমোদ চ লোকস্তং নৃপমাসাদ্য রাঘব।
নষ্টশোকঃ সমৃদ্ধার্থো বভূব বিগতজ্বরঃ ॥১৯
এষ তে রাম গঙ্গায়া বিস্তরোঽভিহিতো ময়া।
স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রং তে সন্ধ্যাকালোঽতিবর্ততে ॥২০
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুত্র্যং স্বর্গ্যমথাপি চ।
যঃ শ্রাবয়তি বিপ্রেষু ক্ষত্রিয়েষ্বিতরেষু চ ॥২১
প্রীয়ন্তে পিতরস্তস্য প্রীয়ন্তে দৈবতানি চ।
ইদমাখ্যানমায়ুষ্যং গঙ্গাবতরণং শুভম্ ॥২২
যঃ শৃণোতি চ কাকুৎস্থ সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।
সর্বে পাপাঃ প্রণশ্যন্তি আয়ুঃ কীর্তিশ্চ বর্ধতে ॥২৩
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥৪৪

গমন কর। মহাযশস্বী সর্বলোকপিতামহ দেবপতি ব্রহ্মা ভগীরথকে এইরূপ বলিয়া যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেই-ভাবেই দেবলোকে গমন করিলেন। কীর্তিমান্ রাজর্ষি ভগীরথও সগরতনয়গণের যথাক্রমে বিধিমত তর্পণক্রিয়া সমাপন করিলেন, অনন্তর অন্যান্য পরিচিত মৃতগণের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দান করত শুচিতা লাভ করিয়া নিজ-নগরে প্রবেশ করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ রাম! ভগীরথ পূর্ণ-মনোরথ হইয়া নিজরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। রাঘব! প্রজাবর্গ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। তাহাদের শোক ও চিন্তা দূরীভূত হইল, এবং অভিলাষ পূর্ণ হইল। রাম! আমি তোমার নিকট গঙ্গার বৃত্তান্ত এইভাবে বিস্তৃত করিয়া বর্ণন করিলাম। তুমি মঙ্গলপ্রাপ্ত হও। তোমার কল্যাণ হউক। এক্ষণে সন্ধ্যাকাল অতীত হইয়া যাইতেছে।৫-২০

এই আখ্যানটি কীর্তিদানকারী, আয়ুর্বর্ধক, পুত্রপ্রদ ও স্বর্গদানসমর্থ। যে ব্যক্তি এই প্রশংসনীয় আখ্যানটি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিংবা অন্যান্য ব্যক্তিগণকে শ্রবণ করাইয়া থাকেন, তাঁহার প্রতি পিতৃগণ ও দেবগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি গঙ্গার অবতরণরূপ আয়ুষ্কর শুভ আখ্যান শ্রবণ করেন, কাকুৎস্থ! তিনি সকল অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হন, তাঁহার সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং তাহার আয়ু ও কীর্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।২১-২৩

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[স্ববংশবৃত্তান্তশ্রবণেন জাতবিস্ময়স্য রামস্য বিশালানগরীদর্শনম্, তদ্‌বিষয়কঃ প্রশ্নশ্চ ; বিশ্বামিত্রেণ তৎপ্রশ্নস্যোত্তরদানম্। সুরাসুরৈঃ ক্ষীরসমুদ্রস্য মন্থনম্, রুদ্রস্য হলাহলপানম্, বিষ্ণোঃ কামঠরূপধারণম্ সমুদ্রমন্থনঞ্চ, ধন্বন্তরিঃ, অপ্‌সরসঃ, বারুণী, উচ্চৈঃশ্রবাঃ, কৌস্তুভশ্চেত্যেদীনামুৎপত্তিঃ। দেবাসুরসংগ্রামঃ, ইন্দ্রস্য স্বর্গরাজ্যলাভঃ।]

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ ॥১

অত্যদ্ভুতমিদং ব্রহ্মন্ কথিতং পরমং ত্বয়া।
গঙ্গাবতরণং পুণ্যং সাগরস্যাপি পূরণম্ ॥২

ক্ষণভূতেব নৌ রাত্রিঃ সংবৃত্তেয়ং পরন্তপ।
ইমাং চিন্তয়তঃ সর্বাং নিখিলেন কথাং তব ॥৩

তস্য সা শর্বরী সর্বা মম সৌমিত্রিণা সহ।
জগাম চিন্তয়ানস্য বিশ্বামিত্রকথাং শুভাম্ ॥৪

ততঃ প্রভাতে বিমলে বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।
উবাচ রাঘবো বাক্যং কৃতাহ্নিকমরিন্দমঃ ॥৫

গতা ভগবতী রাত্রিঃ শ্রোতব্যং পরমাদ্ভুতম্।
তরাম সরিতাং শ্রেষ্ঠাং পুণ্যাং ত্রিপথগাং নদীম্ ॥৬

নৌরেষা হি সুখাস্তীর্ণা ঋষীণাং পুণ্যকর্মণাম্।
ভগবন্তমিহ প্রাপ্তং জ্ঞাত্বা ত্বরিতমাগতা ॥৭

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
সন্তারং কারয়ামাস সর্ষিসঙ্ঘস্য কৌশিকঃ ॥৮

উত্তরং তীরমাসাদ্য সংপূজ্যর্ষিগণং ততঃ।
গঙ্গাকূলে নিবিষ্টাস্তে বিশালাং দদৃশুঃ পুরীম্ ॥৯

ততো মুনিবরস্তূর্ণং জগাম সহরাঘবঃ।
বিশালাং নগরীং রম্যাং দিব্যাং স্বর্গোপমাং তদা ॥১০

অথ রামো মহাপ্রাজ্ঞো বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্।
পপ্রচ্ছ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিশালামুত্তমাং পুরীম্ ॥১১

কতমো রাজবংশোহয়ং বিশালায়াং মহামুনে।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভদ্রং তে পরং কৌতূহলং হি মে ॥১২

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রামস্য মুনিপুঙ্গবঃ।
আখ্যাতুং তৎ সমারেভে বিশালায়াঃ পুরাতনম্ ॥১৩

শ্রূয়তাং রাম শক্রস্য কথাং কথয়তঃ শ্রুতাম্।
অস্মিন্ দেশে হি যদ্ বৃত্তং শৃণু তত্ত্বেন রাঘব ॥১৪

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ

[স্বীয় বংশবৃত্তান্ত শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন শ্রীরামচন্দ্রের বিশালানগরী দর্শন এবং সেই বিষয়ে প্রশ্ন, বিশ্বামিত্র কর্তৃক সেই প্রশ্নের উত্তর দান। সুরাসুরকর্তৃক ক্ষীর-সমুদ্র মন্থন, রুদ্রের বিষ পান, বিষ্ণুর কচ্ছপমূর্তি ধারণ ও সমুদ্রমন্থন, ধন্বন্তরি, অপ্‌সরাগণ, বারুণী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব ও কৌস্তুভমণি প্রভৃতির উৎপত্তি। দেবাসুরের সংগ্রাম, ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্যলাভ।]

বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনিয়া রাম লক্ষ্মণের সহিত অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি গঙ্গার পুণ্যময় অবতরণ ও তাহার দ্বারা সাগরের পূরণবৃত্তান্ত যাহা বলিলেন, তাহা অতিশয় অদ্ভুত। শত্রুনাশক! মুনিবর! আপনার এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে আমাদের এই রাত্রি ক্ষণকাল বলিয়া মনে হইতেছে। এইরূপ বলিয়া রাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রবর্ণিত মঙ্গলময় বৃত্তান্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন ; তাহাতেই রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। নির্মল প্রভাতকাল সমাগত হইলে তপোধন বিশ্বামিত্র আহ্নিক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন, পরে রাঘব তাঁহাকে বলিলেন,—শত্রুনাশক! ঋষিশ্রেষ্ঠ! সৎকথাযুক্তা পুণ্যময়ী রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে। অতিশয় অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে আমরা নদীশ্রেষ্ঠা পুণ্যময়ী ত্রিপথগা-গঙ্গার পরপারে যাই। ভগবন্! আপনি আসিয়াছেন—ইহা জানিতে পারিয়া পুণ্যকর্মা ঋষিগণের নৌকা অতিশীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে সুখকর আস্তরণ (শয্যা) আছে। সুতরাং নৌকায় আরোহণ করুন। মহাত্মা রাঘবের বচন শুনিয়া বিশ্বামিত্র ঋষিগণের সহিত গঙ্গা পার হইলেন।১-৮

তাঁহারা গঙ্গার উত্তরতীরে আসিয়া সেই স্থানে ঋষিগণের অভ্যর্থনা করিলেন। পরে গঙ্গাতটে উপবিষ্ট হইয়া বিশালা নগরীকে দেখিতে পাইলেন। তারপর বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণের সহিত রমণীয় স্বর্গতুল্য দিব্য-

পূর্বং কৃতযুগে রাম দিতেঃ পুত্রামহাবলাঃ।
অদিতেশ্চ মহাভাগা বীর্য্যবন্তঃ সুধার্মিকাঃ ॥১৫
ততস্তেষাং নরব্যাঘ্র বুদ্ধিরাসীন্মহাত্মনাম্।
অমরা বিজরাশ্চৈব কথং স্যামো নিরাময়াঃ ॥১৬
তেষাং চিন্তয়তাং তত্র বুদ্ধিরাসীদ্ বিপশ্চিতাম্।
ক্ষীরোদমথনং কৃত্বা রসং প্রাপ্স্যাম তত্র বৈ ॥১৭
ততো নিশ্চিত্য মথনং যোক্ত্রং কৃত্বা চ বাসুকিম্।
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা মমন্থুরমিতৌজসঃ ॥১৮
অথ বর্ষসহস্রেণ যোক্ত্রসর্পশিরাংসি চ।
বমন্তোঽতিবিষং তত্র দদংশুর্দশনৈঃ শিলাঃ ॥১৯
উৎপপাতাগ্নিসঙ্কাশং হালাহলমহাবিষম্।
তেন দগ্ধং জগৎ সর্বং সদেবাসুর-মানুষম্ ॥২০

অথ দেবা মহাদেবং শঙ্করং শরণার্থিনঃ।
জগ্মুঃ পশুপতিং রুদ্রং ত্রাহি ত্রাহীতি তুষ্টুবুঃ ॥২১
এবমুক্তস্ততো দেবৈর্দেবদেবেশ্বরঃ প্রভুঃ।
প্রাদুরাসীত্ততোঽত্রৈব শঙ্খ-চক্রধরো হরিঃ ॥২২
উবাচৈনং স্মিতং কৃত্বা রুদ্রং শূলধরং হরিঃ।
দৈবতৈর্মথ্যমানে তু যৎপূর্বং সমুপস্থিতম্ ॥২৩
তত্ত্বদীয়ং সুরশ্রেষ্ঠ সুরাণামগ্রতো হি যৎ।
অগ্রপূজামিহ স্থিত্বা গৃহাণেদং বিষং প্রভো ॥২৪
ইত্যুক্ত্বা চ সুরশ্রেষ্ঠস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
দেবতানাং ভয়ং দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা বাক্যং তু শার্ঙ্গিণঃ ॥২৫
হালাহলং বিষং ঘোরং সংজগ্রাহামৃতোপমম্।
দেবান্ বিসৃজ্য দেবেশো জগাম ভগবান্ হরঃ ॥২৬

নগরীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাপ্রাজ্ঞ রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া মহামুনি বিশ্বামিত্রকে উত্তম বিশালা পুরী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুনিবর! বিশালা নগরীতে সম্প্রতি কোন্ রাজবংশ রাজত্ব করিতেছেন, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। আমার অতিশয় কৌতূহল হইয়াছে। আপনার মঙ্গল হউক। মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র রামের বাক্য শুনিয়া বিশালা-নগরীর পুরাতন বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন,—রাম! এই প্রদেশে পূর্বে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি ইন্দ্রের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। আমার নিকট তুমি সমস্তই শ্রবণ কর। রাম! পূর্বে সত্যযুগে দিতির মহাবলশালী পুত্রগণ ও অদিতির ভাগ্যবান্ বল ও ধর্মযুক্ত পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। নরশ্রেষ্ঠ! একদা মহাবুদ্ধিমান্ দিতি-পুত্র ও অদিতি-পুত্রগণের এইরূপ চিন্তা হইল— আমরা কিরূপে মৃত্যু, জরা ও রোগশূন্য হইব? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিজ্ঞ দৈত্য ও আদিত্যগণ স্থির করিলেন—ক্ষীরোদসমুদ্র মন্থন করিয়া মৃত্যু জরা-ব্যাধিনাশক রস লাভ করিব। এইভাবে সমুদ্রমন্থনের নিশ্চয় করিয়া অপরিমিততেজস্বী দৈত্য ও আদিত্যগণ বাসুকিনাগকে মন্থনরজ্জু ও মন্দরগিরিকে মন্থনদণ্ড করিয়া ক্ষীরোদসমুদ্রকে মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। সহস্রবৎসরকাল মন্থন চলিতে থাকায় মন্থন-রজ্জু বাসুকির মস্তকসমূহ তীব্রবিষ উদ্‌গিরণ করিতে লাগিল এবং দন্তের দ্বারা মন্দরপর্বতের শিলাতে দংশন করিতে লাগিল। তাহার ফলে হলাহলনামক অগ্নিসম মহাবিষ উত্থিত হইল। ঐ বিষের তেজে দেবতা, অসুর ও মানুষসহিত সমস্ত সংসার দগ্ধ হইতে আরম্ভ করিল। তখন দেবগণ শরণার্থী হইয়া সর্বমঙ্গলকারী মহাদেবের নিকট গমন করিলেন এবং 'ত্রাহি, ত্রাহি' অর্থাৎ 'রক্ষা করুন, রক্ষা করুন' বলিয়া পশুপতি রুদ্রের স্তুতি করিতে লাগিলেন। দেগণকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া দেবদেবেশ্বর প্রভু মহাদেব সেই স্থানে প্রাদুর্ভূত হইলেন। এমন সময় শঙ্খ-চক্রধারী হরিও তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। অনন্তর হরি ঈষদ্‌হাস্য করিয়া শূলধারী রুদ্রকে বলিলেন,—দেবতা-কর্তৃক ক্ষীরসমুদ্র মথিত হওয়ায় প্রথমে যাহা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনারই প্রাপ্য, যেহেতু আপনি দেবগণের অগ্রগণ্য। সেইজন্য আপনি এইস্থানে অবস্থান করিয়া অগ্রপূজাস্বরূপ এই বিষ গ্রহণ করুন।৯-২৪

এইরূপ বলিয়া দেবশ্রেষ্ঠ হরি সেইস্থানে অন্তর্হিত হইলেন। তখন মহাদেব দেবতাগণের ভয় দেখিয়া ও শার্ঙ্গধারী বিষ্ণুর কথা শুনিয়া অমৃতের মত হলাহল-বিষকে গ্রহণ করিলেন। তারপর ভগবান্ হর দেবগণকে ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।২৫-২৬

রঘুনন্দন! অনন্তর দেব ও অসুরগণ মিলিত হইয়া

ততো দেবাঃ সুরাঃ সর্বে মমন্থু রঘুনন্দন।
প্রবিবেশাথ পাতালং মন্থানঃ পর্বতোত্তমঃ ॥২৭
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাস্তুষ্টুবুর্মধুসূদনম্।
ত্বং গতিঃ সর্বভূতানাং বিশেষেণ দিবৌকসাম্ ॥২৮
পালয়াস্মান্ মহাবাহো গিরিমুদ্ধর্তুমর্হসি।
ইতি শ্রুত্বা হৃষীকেশঃ কামঠং রূপমাস্থিতঃ ॥২৯
পর্বতং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা শিশ্যে তত্রোদধৌ হরিঃ
পর্বতাগ্রং তু লোকাত্মা হস্তেনাক্রম্য কেশবঃ ॥৩০
দেবানাং মধ্যতঃ স্থিত্বা মমন্থ পুরুষোত্তমঃ।
অথ বর্ষসহস্রেণ আয়ুর্বেদময়ঃ পুমান্ ॥৩১
উদতিষ্ঠৎ সুধর্মাত্মা সদণ্ডঃ সকমণ্ডলুঃ।
অথ ধন্বন্তরির্নাম (ক) অপ্সরাশ্চ সুবর্চসঃ ॥৩২
অপ্সু নির্মথনাদেব রসাত্তস্মাদ্ বারস্ত্রিয়ঃ।
উৎপেতুর্মনুজশ্রেষ্ঠ তস্মাদপ্সরসোঽভবন্ ॥৩৩
ষষ্টিঃ কোট্যোঽভবংস্তাসামপ্সরাণাং সুবর্চসাম্।
অসংখ্যেয়াস্তু কাকুৎস্থ যাস্তাসাং পরিচারিকাঃ ॥৩৪
ন তাঃ স্ম প্রতিগৃহ্ণন্তি সর্বে তে দেব-দানবাঃ।
অপ্রতিগ্রহণাদেব তা বৈ সাধারণাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৫
বরুণস্য ততঃ কন্যা বারুণী রঘুনন্দন।
উৎপপাত মহাভাগা মার্গমাণা পরিগ্রহম্ ॥৩৬
দিতেঃ পুত্রা ন তাং রাম জগৃহুর্বরুণাত্মজাম্।
অদিতেস্তু সুতা বীর জগৃহুস্তামনিন্দিতাম্ ॥৩৭
অসুরাস্তেন দৈতেয়াঃ সুরাস্তেনাদিতেঃ সুতাঃ।
হৃষ্টাঃ প্রমুদিতাশ্চাসন্ বারুণীগ্রহণাৎ সুরাঃ ॥৩৮
উচ্চৈঃশ্রবা হয়শ্রেষ্ঠো মণিরত্নঞ্চ কৌস্তুভম্।
উদতিষ্ঠন্নরশ্রেষ্ঠ তথৈবামৃতমুত্তমম্ ॥৩৯
অথ তস্য কৃতে রাম মহানাসীৎ কুলক্ষয়ঃ।
অদিতেস্তু ততঃ পুত্রা দিতিপুত্রানযোধয়ন্ ॥৪০

ক্ষীরসাগরকে পুনর্বার মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মন্থনদণ্ড পর্বতশ্রেষ্ঠ মন্দর পাতালে প্রবেশ করিল। তখন গন্ধর্বগণের সহিত দেবতাবৃন্দ মধুসূদনের স্তুতি করিতে করিতে বলিলেন,—প্রভো! আপনি সকল প্রাণীরই আশ্রয়, বিশেষতঃ দেবগণের একমাত্র আশ্রয়। মহাভুজ! আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। এই মন্দরপর্বতকে উদ্ধার করুন। দেবতাগণের এইরূপ কাতরবাক্য শুনিয়া হৃষীকেশ বিষ্ণু এক অংশে কচ্ছপের রূপ ধারণ করিলেন এবং পৃষ্ঠদেশে মন্দরগিরি ধারণ করিয়া সেই ক্ষীরসমুদ্রে শয়ন করিলেন। সর্বাত্মা কেশব স্বয়ং দেবগণের মধ্যে থাকিয়া নিজহস্ত দ্বারা পর্বতের অগ্রভাগ ধারণপূর্বক মন্থন করিতে লাগিলেন।২৭-৩০

পুরুষোত্তম হরি দেবতাগণের মধ্যে থাকিয়া মন্থন করিতেছেন—এইভাবে সহস্রবৎসর অতীত হইল। অনন্তর সেই সমুদ্র হইতে আয়ুর্বেদনিপুণ পরমধার্মিক ধন্বন্তরিনামক পুরুষ দণ্ড-কমণ্ডলুধারণপূর্বক উত্থিত হইলেন এবং উত্তমকান্তিমতী বহুরমণীও উত্থিত হইল। নরশ্রেষ্ঠ! ক্ষীররূপ অপ্ (জল) মন্থনের ফলে যে সারভূত রস উত্থিত হইয়াছিল, সেই রস হইতে উৎপন্ন হওয়ায় ঐ রমণীগণ 'অপ্সরা' নামে পরিচিত হইল। ঐ সুন্দরী অপ্সরাদের সংখ্যা ষাট্ কোটি। কাকুৎস্থ! ঐ অপ্সরাদের পরিচারিকা অসংখ্য। দেবগণ ও দানবগণের কেহই উহাদিগকে গ্রহণ করিলেন না, সেইজন্য উহারা সাধারণ স্ত্রী বলিয়া গণ্য হইল। রঘুনন্দন! অনন্তর সমুদ্র হইতে সুরার অধিষ্ঠাত্রী বরুণকন্যা বারুণী গ্রহীতা পুরুষকে অন্বেষণ করিতে করিতে উত্থিত হইল।৩১-৩৬

দিতির পুত্রগণ অনিন্দিতা বরুণকন্যাকে গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু অদিতির পুত্রগণ তাহাকে গ্রহণ করিলেন। রাম! সুরাকে গ্রহণ না করার জন্য দিতির পুত্রগণ অসুর ও সুরা-গ্রহণ করায় অদিতির পুত্রগণ সুর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। সুরগণ বারুণীকে গ্রহণ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট ও পুলকিত হইলেন।৩৭-৩৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ! অনন্তর সমুদ্র হইতে উচ্চৈঃশ্রবানামক শ্রেষ্ঠ অশ্ব, কৌস্তুভনামক শ্রেষ্ঠ মণি ও অবশেষে উত্তম অমৃত উত্থিত হইল। রাম! তারপর ঐ অমৃতের জন্য বংশধ্বংসকারী মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অদিতির পুত্রগণ দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অসুরগণ

পাঠান্তর :—(ক) পূর্বং ধন্বন্তরির্নাম—।

একতামগমন্ সর্বে অসুরা রাক্ষসৈঃ সহ।
যুদ্ধমাসীন্মহাঘোরং বীর ত্রৈলোক্যমোহনম্ ॥৪১
যদা ক্ষয়ং গতং সর্বং তদা বিষ্ণুর্মহাবলঃ।
অমৃতং সোঽহরত্তূর্ণং মায়ামাস্থায় মোহিনীম্ ॥৪২
যে গতাভিমুখং বিষ্ণুমক্ষরং পুরুষোত্তমম্।
সংপিষ্টাস্তে তদা যুদ্ধে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥৪৩
অদিতেরাত্মজা বীরা দিতেঃ পুত্রান্ নিজঘ্নিরে।
অস্মিন্ ঘোরে মহাযুদ্ধে দৈতেয়াদিত্যয়োর্ভৃশম্ ॥৪৪
নিহত্য দিতিপুত্রাংস্তু রাজ্যং প্রাপ্য পুরন্দরঃ।
শশাস মুদিতো লোকান্ সর্ষিসঙ্ঘান্ সচারণান্ ॥৪৫
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

রাক্ষসগণের সহিত মিলিত হইল। বীর! সর্বলোক-বিস্ময়কারী মহাঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। যখন দেবতা ও অসুর উভয়পক্ষই দুর্বল হইয়া পড়িল, তখন মহাবলবান্ বিষ্ণু মোহিনী মায়া আশ্রয় করিয়া সত্বর অমৃত হরণ করিলেন। সেই সময় যাহারা অক্ষয় পুরুষোত্তম বিষ্ণুর অভিমুখে গমন করিয়াছিল, প্রভাবশালী বিষ্ণুকর্তৃক তাহারা সকলে যুদ্ধে নিহত হইল। দৈত্য ও আদিত্য-গণের ঘোর মহাযুদ্ধে অদিতির পুত্রগণ দিতির পুত্রগণকে বহুল পরিমাণে নিহত করিলেন। তারপর ইন্দ্র দিতির পুত্রগণকে নিহত করিয়া স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন এবং ঋষিগণ ও চারণগণ-সহিত সমস্তলোককে শাসন করিতে লাগিলেন।৩৯-৪৫

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[পুত্রাণাং বধেন দুঃখিতায়া দিতেঃ কশ্যপসমীপে ইন্দ্রহন্তৃপুত্রপ্রার্থনা, পুত্রার্থিনীং দিতিং প্রতি তপশ্চরণায় কশ্যপস্যোপদেশঃ, কুশপ্লবস্থানে দিতেস্তপশ্চরণম্, তপোনিরতায়া দিতেঃ সেবায়ৈ ইন্দ্রস্যাত্মনিয়োগঃ, ইন্দ্রেণ দিতের্গর্ভস্য সপ্তধা ছেদনম্, দিতেঃ সমীপে ক্ষমাপ্রার্থনঞ্চ।]

হতেষু তেষু পুত্রেষু দিতিঃ পরমদুঃখিতা।
মারীচং কশ্যপং নাম ভর্তারমিদমব্রবীৎ ॥১
হতপুত্রাস্মি ভগবংস্তব পুত্রৈর্মহাত্মভিঃ।
শক্রহন্তারমিচ্ছামি পুত্রং দীর্ঘতপোঽর্জিতম্ ॥২
সাহং তপশ্চরিষ্যামি গর্ভং মে দাতুমর্হসি।
ঈশ্বরং শক্রহন্তারং ত্বমনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥৩
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মারীচঃ কশ্যপস্তদা।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা দিতিং পরমদুঃখিতাম্ ॥৪
এবং ভবতু ভদ্রং তে শুচির্ভব তপোধনে।
জনয়িষ্যসি পুত্রং ত্বং শক্রহন্তারমাহবে ॥৫
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শুচির্যদি ভবিষ্যসি।
পুত্রং ত্রৈলোক্যহন্তারং মত্তস্ত্বং জনয়িষ্যসি ॥৬

ষট্চত্বারিংশ সর্গ

[পুত্রগণের বধে দুঃখিতা দিতির কশ্যপসমীপে ইন্দ্রহন্তা পুত্র প্রার্থনা, কশ্যপকর্তৃক পুত্রার্থিনী দিতির প্রতি তপশ্চরণের উপদেশ, কুশপ্লবস্থানে তাহার তপস্যা, তপোনিরতা দিতির সেবা করিবার জন্য ইন্দ্রের আত্মনিয়োগ, ইন্দ্রকর্তৃক দিতির গর্ভের সপ্তধা ছেদন ও দিতির নিকট ইন্দ্রের ক্ষমাপ্রার্থনা।]

নিজপুত্রগণ নিহত হইলে পর দিতি অতিশয় দুঃখিত হইয়া মরীচপুত্র স্বীয়পতি কশ্যপকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনার বলবান্ পুত্রগণ আমাকে পুত্রহীন করিয়াছে। আমি সুদীর্ঘ তপস্যার দ্বারা প্রাপ্ত ইন্দ্রহন্তা-পুত্র পাইতে ইচ্ছা করি। আমি তপস্যা আচরণ করিব, আপনি আমার গর্ভে ইন্দ্রহন্তা পুত্র উৎপাদন করুন। দিতির এইরূপ বচন শুনিয়া মরীচপুত্র তেজস্বী কশ্যপ অতি-দুঃখিতা দিতিকে বলিলেন,—তপস্যাকারিণি! তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি পবিত্রভাবে অবস্থান কর। যুদ্ধে ইন্দ্রকে নাশ করিতে সমর্থ এইরূপ পুত্র প্রাপ্ত হইবে। সম্পূর্ণ সহস্রবর্ষকাল যদি পবিত্র হইয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে আমার নিকট হইতে ত্রিলোকনাশ-সমর্থ পুত্র প্রাপ্ত হইবে। মহাতেজস্বী

এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ পাণিনা সংমমার্জ তাম্ ।
তামালভ্য ততঃ স্বস্তি ইত্যুক্ত্বা তপসে যযৌ ॥৭
গতে তস্মিন্নরশ্রেষ্ঠ দিতিঃ পরমহর্ষিতা ।
কুশপ্লবং সমাসাদ্য তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥৮
তপস্তস্যাং হি কুর্বত্যাং পরিচর্য্যাং চকার হ ।
সহস্রাক্ষো নরশ্রেষ্ঠ পরয়া গুণসম্পদা ॥৯
অগ্নিং কুশান্ কাষ্ঠমপঃ ফলং মূলং তথৈব চ ।
ন্যবেদয়ৎ সহস্রাক্ষো যচ্চান্যদপি কাঙ্ক্ষিতম্ ॥১০
গাত্রসংবাহনৈশ্চৈব শ্রমাপনয়নৈস্তথা ।
শক্রঃ সর্বেষু কালেষু দিতিং পরিচচার হ ॥১১
পূর্ণে বর্ষসহস্রে সা দশোনে রঘুনন্দন ।
দিতিঃ পরমসংহৃষ্টা সহস্রাক্ষমথাব্রবীৎ ॥১২
তপশ্চরন্ত্যা বর্ষাণি দশ বীর্য্যবতাং বর ।
অবশিষ্টানি ভদ্রং তে ভ্রাতরং দ্রক্ষ্যসে ততঃ ॥১৩
যমহং ত্বৎকৃতে পুত্র তমাধাস্যে জয়োৎসুকম্ ।
ত্রৈলোক্যবিজয়ং পুত্র সহ ভোক্ষ্যসি বিজ্বরঃ ॥১৪
যাচিতেন সুরশ্রেষ্ঠ পিত্রা তব মহাত্মনা ।
বরো বর্ষসহস্রান্তে মম দত্তঃ সুতং প্রতি ॥১৫
ইত্যুক্ত্বা চ দিতিস্তত্র প্রাপ্তে মধ্যং দিনেশ্বরে ।
নিদ্রয়াপহৃতা দেবী পাদৌ কৃত্বাথ শীর্ষতঃ ॥১৬
দৃষ্ট্বা তামশুচিং শক্রঃ পাদয়োঃ কৃতমূর্ধজাম্ ।
শিরঃস্থানে কৃতৌ পাদৌ জহাস চ মুমোদ চ ॥১৭
তস্যাঃ শরীরবিবরং প্রবিবেশ পুরন্দরঃ ।
গর্ভঞ্চ সপ্তধা রাম চিচ্ছেদ পরমাত্মবান্ ॥১৮

কশ্যপ দিতিকে এইরূপ বলিয়া হস্তদ্বারা তাহার অঙ্গমার্জন করিলেন এবং তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—তোমার মঙ্গল হউক। তারপর কশ্যপ তপস্যা করিতে গমন করিলেন ।১-৭

নরশ্রেষ্ঠ! রাম! কশ্যপ প্রস্থান করিলে পর দিতি অতিশয় আনন্দিত হইয়া কুশপ্লবনামক স্থানে গমন করত কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন ।৮

নরবর! দিতির তপস্যাকালে সহস্রনেত্র ইন্দ্র আসিয়া অতীব যত্ন ও বিনয়-সহকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র দিতির অভিলাষমত অগ্নি, কুশ, কাষ্ঠ, জল, ফল, মূল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করিয়া দিতে লাগিলেন। কঠোর তপস্যায় শ্রান্ত হইলে শ্রম দূর করিবার জন্য ইন্দ্র ব্যজনাদির দ্বারা সেবা ও গাত্রসংবাহনও করিয়া দিতেন। এইরূপে সর্বদা সেবারত হইয়া ইন্দ্র দিতির পরিচর্য্যা করিতে উদ্‌যুক্ত রহিলেন। এইভাবে একসহস্রবৎসর পূর্ণ হইতে দশবৎসরকালমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে একদিন দিতি সহস্রলোচন ইন্দ্রকে বলিলেন,— বীরশ্রেষ্ঠ! আমার তপস্যার নিয়মিত সময় পূর্ণ হইতে মাত্র দশবৎসর অবশিষ্ট আছে। এই দশবৎসর অতীত হইলে তুমি ভ্রাতাকে দেখিতে পাইবে। বৎস! আমি তোমাকে নিহত করিবার জন্য পুত্রের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম, দেবরাজ! তোমার মহাত্মা পিতা আমাকে বরদান করিয়া বলিয়াছিলেন,—তপস্যার দ্বারা সহস্রবৎসর অতীত হইলে ঐরূপ পুত্র হইবে। কিন্তু বৎস! আমি ঐ পুত্রকে তোমার বিজয়াভিলাষী করিয়া দিব। তুমি ঐ ভ্রাতার সাহায্যে ত্রিলোক জয় করিয়া নিশ্চিন্তভাবে সুখভোগ করিতে পারিবে ।৯-১৫

দিতি ইন্দ্রকে এইরূপ বলিলেন। অনন্তর মধ্যাহ্ন-কাল উপস্থিত হইলে শয্যায় মস্তক রাখিবার স্থানে পদদ্বয় এবং পদদ্বয় রাখিবার স্থানে মস্তক রাখিয়া বিপরীত ভাবে নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন। ব্রতপালনাবস্থায় দিবানিদ্রা এবং পাদস্থানে মস্তক ও মস্তকস্থানে পাদস্থাপন করায় দিতিকে অশুচি দেখিয়া ইন্দ্র হাসিলেন এবং আনন্দিত হইলেন। তারপর পুরন্দর (ইন্দ্র) দিতির শরীর-ছিদ্রে প্রবেশ করিলেন এবং সাবধান হইয়া দিতির গর্ভকে সাতভাগে খণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন ।১৬-১৭

রাম! শতপর্ব-বজ্র দ্বারা খণ্ডিত হইয়া গর্ভস্থ শিশু উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। ইহাতে দিতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। কিন্তু ইন্দ্র গর্ভস্থ শিশুকে বারংবার বলিতে লাগিলেন—কাঁদিও না। মহাতেজস্বী ইন্দ্র এইরূপ বলিয়া ক্রন্দনকারী শিশুকে পুনর্বার খণ্ডিত করিতে

ভিদ্যমানস্ততো গর্ভো বজ্রেণ শতপর্বণা।
রুরোদ সুস্বরং রাম ততো দিতিরবুধ্যত ॥১৯
মা রুদো মা রুদশ্চেতি গর্ভং শক্রোঽভ্যভাষত।
বিভেদ চ মহাতেজা রুদন্তমপি বাসবঃ ॥২০
ন হন্তব্যং ন হন্তব্যমিত্যেব দিতিরব্রবীৎ।
নিষ্পপাত ততঃ শক্রো মাতুর্বচনগৌরবাৎ ॥২১

প্রাঞ্জলির্বজ্রসহিতো দিতিং শক্রোঽভ্যভাষত।
অশুচির্দেবি সুপ্তাসি পাদয়োঃ কৃতমূর্দ্ধজা ॥২২
তদন্তরমহং লব্ধ্বা শক্রহন্তারমাহবে।
অভিন্দং সপ্তধা দেবি তন্মে ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥২৩
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

লাগিলেন। তখন দিতি বলিলেন,—মারিয়া ফেলিও না, মারিয়া ফেলিও না। এই কথা শুনিয়া মাতৃবাক্যের গৌরব-রক্ষার জন্য ইন্দ্র দিতির গর্ভ হইতে নির্গত হইলেন।১৯-২১

অনন্তর বজ্রধারী ইন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—দেবি! আপনি পাদস্থাপনের স্থানে মস্তক রাখিয়া অশুচি অবস্থায় নিদ্রিতা হইলেন, আমি এই সুযোগে যুদ্ধে ইন্দ্রনিধনকারী ভাবী শত্রুকে সাতভাগে ছিন্ন করিয়াছি। দেবি! আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।২২-২৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[দিত্যা সপ্তধা-বিভক্ত স্বপুত্রাণাং 'মারুত' ইতি নামকরণম্, যথাযথস্থানে তেষাং নিয়োগঃ, বিশালানগরী নৃপাণাং বর্ণনঞ্চ।]

সপ্তধা তু কৃতে গর্ভে দিতিঃ পরমদুঃখিতা।
সহস্রাক্ষং দুরাধর্ষং বাক্যং সানুনয়াব্রবীৎ ॥১
মমাপরাধাদ্ গর্ভোঽয়ং সপ্তধা শকলীকৃতঃ।
নাপরাধো হি দেবেশ তবাত্র বলসূদন ॥২
বাতস্কন্ধা ইমে সপ্ত চরন্তু দিবি পুত্রক।
মরুতাং সপ্ত সপ্তানাং স্থানপালা ভবন্তু তে ॥৩
প্রিয়ং ত্বৎকৃতমিচ্ছামি মম গর্ভবিপর্য্যয়ে।
মারুতা ইতি বিখ্যাতা দিব্যরূপা মমাত্মজাঃ ॥৪

ব্রহ্মলোকং চরত্বেক ইন্দ্রলোকং তথাপরঃ।
দিব্যবায়ুরিতি খ্যাতস্তৃতীয়োঽপি মহাযশাঃ ॥৫

চত্বারস্তু সুরশ্রেষ্ঠ দিশো বৈ তব শাসনাৎ।
সঞ্চরিষ্যন্তি ভদ্রং তে কালেন হি মমাত্মজাঃ ॥৬

ত্বৎকৃতেনৈব নাম্না বৈ মারুতা ইতি বিশ্রুতাঃ।
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ॥৭

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ

[সপ্তধা বিভক্ত স্বীয় পুত্রগণের দিতিকর্তৃক 'মারুত' এই নামকরণ এবং যথাযথস্থানে তাহাদের নিয়োগ। বিশালানগরীর নৃপগণের বর্ণন।]

ইন্দ্রকর্তৃক দিতির গর্ভ সপ্তধা ছিন্ন হইলে দিতি অতি দুঃখিত হইয়া অপরাজেয় সহস্রাক্ষকে বিনয়নম্রভাবে বলিলেন,—দেবরাজ! বলসূদন! আমার অপরাধের জন্যই এই গর্ভ সাতভাগে ছিন্ন হইয়াছে। তোমার কোন অপরাধ নাই। গর্ভের বিপর্য্যয় হইলেও যাহাতে তোমার ও আমার প্রিয় হয়, তাহা করিতে ইচ্ছা করি। আমার এই সাতটি পুত্র সাতটি বায়ুলোকের রক্ষাকারী হউক। পুত্র! দিব্যরূপী আমার পুত্রগণ মারুতনামে বিখ্যাত হইয়া বাতস্কন্ধনামে সপ্তধা বিভক্ত আকাশে বিচরণ করুক। ইহাদের মধ্যে একজন ব্রহ্মলোকে, অন্য জন ইন্দ্রলোকে, অপরজন দিব্যবায়ুনামে খ্যাত হইয়া আকাশে এবং অবশিষ্ট চারিজনও তোমার শাসনানুসারে চারিদিকে বিচরণ করুক। বৎস! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি "মা রুদঃ" এই কথা বলিয়াছিলে। এইজন্য তোমার কৃত 'মারুত' নামে ইহারা পরিচিত হইবে। দিতির এইরূপ বচন শুনিয়া বলাসুরের নিহন্তা ইন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আপনার পুত্রগণ দিব্যরূপী হইয়া বিচরণ করিবে। আপনার মঙ্গল হউক। রাম!

উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যমিতীদং বলসূদনঃ।
সর্বমেতদ্ যথোক্তং তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৮
বিচরিষ্যন্তি ভদ্রং তে দেবরূপাস্তবাত্মজাঃ।
এবং তৌ নিশ্চয়ং কৃত্বা মাতাপুত্রৌ তপোবনে ॥৯
জগ্মতুস্ত্রিদিবং রাম কৃতার্থাবিতি নঃ শ্রুতম্।
এষ দেশঃ স কাকুৎস্থ মহেন্দ্রাধ্যুষিতঃ পুরা ॥১০
দিতিং যত্র তপঃসিদ্ধামেবং পরিচচার সঃ।
ইক্ষ্বাকোস্তু নরব্যাঘ্র পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ ॥১১
অলম্বুষায়ামুৎপন্নো বিশাল ইতি বিশ্রুতঃ।
তেন চাসীদিহ স্থানে বিশালেতি পুরী কৃতা ॥১২
বিশালস্য সুতো রাম হেমচন্দ্রো মহাবলঃ।
সুচন্দ্র ইতি বিখ্যাতো হেমচন্দ্রাদনন্তরঃ ॥১৩
সুচন্দ্রতনয়ো রাম ধূম্রাশ্ব ইতি বিশ্রুতঃ।
ধূম্রাশ্বতনয়শ্চাপি সৃঞ্জয়ঃ সমপদ্যত ॥১৪
সৃঞ্জয়স্য সুতঃ শ্রীমান্ সহদেবঃ প্রতাপবান্।
কুশাশ্বঃ সহদেবস্য পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ ॥১৫
কুশাশ্বস্য মহাতেজাঃ সোমদত্তঃ প্রতাপবান্।
সোমদত্তস্য পুত্রস্তু কাকুৎস্থ ইতি বিশ্রুতঃ ॥১৬
তস্য পুত্রো মহাতেজাঃ সংপ্রত্যেষ পুরীমিমাম্।
আবসৎ পরমপ্রখ্যঃ সুমতির্নাম দুর্জয়ঃ ॥১৭
ইক্ষ্বাকোস্তু প্রসাদেন সর্বে বৈশালিকা নৃপাঃ।
দীর্ঘায়ুষো মহাত্মানো বীর্য্যবন্তঃ সুধার্মিকাঃ ॥১৮
ইহাদ্য রজনীমেকাং সুখং স্বপ্স্যামহে বয়ম্।
শ্বঃ প্রভাতে নরশ্রেষ্ঠ জনকং দ্রষ্টুমর্হসি ॥১৯
সুমতিস্তু মহাতেজা বিশ্বামিত্রমুপাগতম্।
শ্রুত্বা নরবরশ্রেষ্ঠঃ প্রত্যাগচ্ছন্মহাযশাঃ ॥২০
পূজাঞ্চ পরমাং কৃত্বা সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ।
প্রাঞ্জলিঃ কুশলং পৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ ॥২১
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে বিষয়ং মুনে।
সংপ্রাপ্তো দর্শনং চৈব নাস্তি ধন্যতরো মম ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

বিমাতা দিতি ও পুত্র ইন্দ্র উভয়ে তপোবনে এইরূপ নিশ্চয় করত কৃতার্থ হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন। আমি এইরূপ কথা পূর্বে শুনিয়াছি। কাকুৎস্থ! যে স্থানে বাস করিয়া মহেন্দ্র পূর্বকালে তপস্যাকারিণী দিতির সেবা করিয়াছিলেন, এইটি সেই স্থান। নরশ্রেষ্ঠ! ইক্ষ্বাকু-নরপতির অলম্বুষানাম্নী পত্নীর গর্ভে পরমধার্মিক বিশাল-নামক পুত্র হইয়াছিল। ঐ বিশাল এইস্থানে বিশালা-নামে একটি নগরী স্থাপন করেন।১-১২

রাম! বিশালের পুত্র মহাবলশালী হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের পর তাহার পুত্র সুচন্দ্রনামে খ্যাত হন। সুচন্দ্রের পুত্র ধূম্রাশ্বনামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। সৃঞ্জয় নামে ধূম্রাশ্বের পুত্র উৎপন্ন হয়। সৃঞ্জয়ের পুত্র প্রতাপ-সম্পন্ন সহদেব। সহদেবের পুত্র কুশাশ্ব পরমধার্মিক। কুশাশ্বের পুত্র মহাতেজস্বী প্রতাপশালী সোমদত্ত। সোমদত্তের পুত্র কাকুৎস্থনামে খ্যাত। ঐ কাকুৎস্থের পুত্র মহাতেজস্বী দেবতুল্য দুর্জয় সুমতি বর্তমানে এই পুরীতে বাস করিতেছেন। ইক্ষ্বাকুনৃপতির প্রসাদে বিশালার সকল রাজাই দীর্ঘায়ু, মহাত্মা, বলবান্ ও পরম-ধার্মিক।১৩-১৮

যাহাই হউক! রাম! অদ্য আমরা এই স্থানে এই রাত্রি সুখেই অতিবাহিত করিব। নরশ্রেষ্ঠ! আগামী কল্য প্রভাতে জনকরাজাকে দেখিতে পাইবে। এমন সময় মহাতেজস্বী মহাযশস্বী নৃপতিশ্রেষ্ঠ সুমতি বিশ্বামিত্র আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। উপাধ্যায়গণ ও বন্ধুগণের সহিত বিশেষভাবে পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্রের কুশলজিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন,—মুনিবর! আমি ধন্য হইলাম, আমার রাজ্যে আপনার আগমনে অনুগৃহীত হইলাম। আমি আপনার দর্শন লাভ করিলাম। ইহাতে মনে হইতেছে—আমা অপেক্ষা ধন্যতর কেহ নাই।১৯-২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[বিশ্বামিত্রসমীপে বিশালাধিপতিসুমতেঃ প্রশ্নঃ, বিশ্বামিত্রেণ তৎপ্রশ্নস্যোত্তরদানম্, মিথিলায়ামুপবনমেকং দৃষ্ট্বা রামচন্দ্রস্য প্রশ্নঃ, তৎপ্রশ্নস্যোত্তরদানপ্রসঙ্গেন বিশ্বামিত্রস্য অহল্যোপাখ্যানবর্ণনম্।]

পৃষ্টা তু কুশলং তত্র পরস্পরসমাগমে।
কথান্তে সুমতির্বাক্যং ব্যাজহার মহামুনিম্ ॥১
ইমৌ কুমারৌ ভদ্রং তে দেবতুল্যপরাক্রমৌ।
গজসিংহগতী বীরৌ শার্দূলবৃষভোপমৌ ॥২
পদ্মপত্রবিশালাক্ষৌ খড়্গ-তূণ-ধনুর্ধরৌ।
অশ্বিনাবিব রূপেণ সমুপস্থিতযৌবনৌ ॥৩
যদৃচ্ছয়েব গাং প্রাপ্তৌ দেবলোকাদিবামরৌ।
কথং পদ্ভ্যামিহ প্রাপ্তৌ কিমর্থং কস্য বা মুনে ॥৪
ভূষয়ন্তাবিমং দেশং চন্দ্র-সূর্য্যাবিবাম্বরম্।
পরস্পরেণ সদৃশৌ প্রমাণেঙ্গিত-চেষ্টিতৈঃ ॥৫
কিমর্থঞ্চ নরশ্রেষ্ঠৌ সংপ্রাপ্তৌ দুর্গমে পথি।
বরায়ুধধরৌ বীরৌ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥৬
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা যথাবৃত্তং ন্যবেদয়ৎ *।
বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাজা পরমবিস্মিতঃ ॥৭
অতিথী পরমং প্রাপ্তৌ পুত্রৌ দশরথস্য তৌ।
পূজয়ামাস বিধিবৎ সৎকারার্হৌ মহাবলৌ ॥৮
ততঃ পরমসৎকারং সুমতেঃ প্রাপ্য রাঘবৌ।
উষ্য তত্র নিশামেকাং জগ্মতুর্মিথিলাং ততঃ ॥৯
তাং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্বে জনকস্য পুরীং শুভাম্।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ

[বিশ্বামিত্রের নিকট বিশালাধিপতি সুমতির প্রশ্ন এবং বিশ্বামিত্রকর্তৃক তৎপ্রশ্নের উত্তর দান। মিথিলায় এক উপবন দেখিয়া শ্রীরামের প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের উত্তরদানপ্রসঙ্গে বিশ্বামিত্রকর্তৃক অহল্যার উপাখ্যান বর্ণন।]

সুমতি ও বিশ্বামিত্র পরস্পর মিলিত হইলে সুমতি মুনিবরের কুশলজিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর কথাবসরে তাঁহাকে বলিলেন,—মুনিবর! আপনার মঙ্গল হউক। এই রাজপুত্রদ্বয় দেবতুল্যপরাক্রমশালী, হস্তী ও সিংহের ন্যায় ধীর ও অপ্রতিহতগতি, শৌর্য্যে ব্যাঘ্র ও বৃষভতুল্য এবং মহাবীর। ইঁহাদের নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত। খড়্গ, তূণ ও ধনুর্ধারণকারী এই কুমারদ্বয় নবযৌবনে পদার্পণ করিয়া রূপে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সদৃশ হইয়াছেন। মনে হয়, যেন স্বর্গলোক হইতে দুইটি দেবতা স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে আসিয়াছেন। ইঁহারা পদব্রজে আসিয়াছেন কেন? কেনই বা এখানে আসিয়াছেন? ইঁহারা কাহার তনয়? চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন আকাশকে শোভিত করেন, তেমনই ইঁহারা এই স্থানকে শোভিত করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়ে আকৃতি, ইঙ্গিত ও আচরণে পরস্পরের সদৃশ। এই দুই নরশ্রেষ্ঠ ও বীরশ্রেষ্ঠ অস্ত্র ধারণ করত এই দুর্গম পথে কেন আসিয়াছেন, তাহা বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।১-৬

সুমতির এইরূপ বচন শুনিয়া বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণের আনুপূর্বিক সকল কথা বলিলেন। বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া রাজা অতিশয় বিস্মিত হইলেন। অনন্তর মহাবলশালী সৎকারযোগ্য দশরথপুত্রদ্বয় বিশিষ্ট অতিথি-রূপে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া তিনি বিধিপূর্বক তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। সুমতির নিকট সমুচিত সৎকার লাভ করিয়া রাম-লক্ষ্মণ একরাত্রি সেইস্থানে বাস করিলেন, পরদিন মিথিলাভিমুখে গমন করিলেন। বিশ্বামিত্রসঙ্গী মুনিগণ জনকের মঙ্গলময়ী নগরীকে দর্শন করিয়া 'সাধু' 'সাধু' শব্দ উচ্চারণপূর্বক মিথিলার প্রশংসা করিলেন। রঘুনন্দন রাম মিথিলার উপবনে পুরাতন নির্জন মনোরম একটি আশ্রম দেখিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বা-মিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! এই স্থানটি একটি আশ্রমের মত মনে হইতেছে, অথচ এই স্থানে মুনিগণ

* কোন কোন গ্রন্থে ৭ নং শ্লোকার্দ্ধের পর নিম্নলিখিত শ্লোকার্ধটি দেখা যায়;—
'সিদ্ধাশ্রমনিবাসঞ্চ রাক্ষসানাং বধং যথা'।

সাধু সাধ্বিতি শংসন্তো মিথিলাং সমপূজয়ন্ ॥১০
মিথিলোপবনে তত্র আশ্রমং দৃশ্য রাঘবঃ।
পুরাণং নির্জনং রম্যং পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবম্ ॥১১
ইদমাশ্রমসঙ্কাশং কিং ন্বিদং মুনিবর্জিতম্।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ কস্যায়ং পূর্ব আশ্রমঃ ॥১২
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবেণোক্তং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥১৩
হন্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণু তত্ত্বেন রাঘব।
যস্যৈতদাশ্রমপদং শপ্তং কোপান্মহাত্মনঃ ॥১৪
গৌতমস্য নরশ্রেষ্ঠ পূর্বমাসীন্মহাত্মনঃ।
আশ্রমো দিব্যসঙ্কাশঃ সুরৈরপি সুপূজিতঃ ॥১৫
স চাত্র তপ অতিষ্ঠদহল্যাসহিতঃ পুরা।
বর্ষপূগাণ্যনেকানি রাজপুত্র মহাযশঃ ॥১৬
তস্যান্তরং বিদিত্বা চ সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ।
মুনিবেষধরো ভূত্বা অহল্যামিদমব্রবীৎ ॥১৭
ঋতুকালং প্রতীক্ষন্তে নার্থিনঃ সুসমাহিতে।
সঙ্গমং ত্বহমিচ্ছামি ত্বয়া সহ সুমধ্যমে ॥১৮
মুনিবেষং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন।
মতিঞ্চকার দুর্মেধা দেবরাজকুতূহলাৎ ॥১৯
অথাব্রবীৎ সুরশ্রেষ্ঠং কৃতার্থেনান্তরাত্মনা।
কৃতার্থাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো ॥২০
আত্মানং মাঞ্চ দেবেশ সর্বথা রক্ষ গৌতমাৎ।
ইন্দ্রস্তু প্রহসন্ বাক্যমহল্যামিদমব্রবীৎ ॥২১
সুশ্রোণি পরিতুষ্টোঽস্মি গমিষ্যামি যথাগতম্।
এবং সঙ্গম্য তু তদা নিশ্চক্রামোটজাত্ততঃ ॥২২
স সম্ভ্রমাত্ত্বরন্ রাম শঙ্কিতো গৌতমং প্রতি।
গৌতমং সন্দদর্শাথ প্রবিশন্তং মহামুনিম্ ॥২৩
দেব-দানবদুর্ধর্ষং তপো-বলসমন্বিতম্।
তীর্থোদকপরিক্লিন্নং দীপ্যমানমিবানলম্ ॥২৪

থাকেন না কেন? পূর্বে এই আশ্রম কাহার ছিল, ইহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। রাঘবের এইরূপ বচন শুনিয়া বাগ্মী মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র বলিলেন,—রাঘব! যে মহাত্মার ক্রোধবশতঃ এই আশ্রম অভিশপ্ত হইয়াছে, তাঁহার সকল কথা তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর।৭-১৪

নরোত্তম! স্বর্গাশ্রমতুল্য দেবগণপূজিত এই আশ্রম পূর্বে মহাত্মা গৌতমের বাসস্থান ছিল। তিনি নিজ-পত্নী অহল্যার সহিত এই আশ্রমে বহুবৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। একদিন গৌতমের অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া শচীপতি ইন্দ্র গৌতমের অনুরূপ বেশ ধারণপূর্বক অহল্যার নিকটে আসিয়া বলিলেন,—তপস্বিনি! রমণার্থীরা ঋতুকালের প্রতীক্ষা করিতে পারে না। ক্ষীণকটি সুন্দরি! আমি এখনই তোমার সহিত সঙ্গম করিতে ইচ্ছা করি। রঘুনন্দন! দুর্বুদ্ধি অহল্যা মুনিবেশধারীকে ইন্দ্র বলিয়া জানিয়াও দেবরাজের সহিত রতিক্রীড়ায় কৌতুহলবশতঃ ঐ কর্মে সম্মতি দিলেন। অনন্তর প্রহৃষ্টমনে দেবরাজকে বলিলেন,—সুরশ্রেষ্ঠ! আমি কৃতার্থা হইয়াছি। এখন তুমি অতি শীঘ্র এই স্থান হইতে পলায়ন কর।১৫-২০

দেবরাজ! তুমি গৌতম হইতে নিজেকে ও আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা কর। তখন ইন্দ্র হাসিতে হাসিতে অহল্যাকে বলিলেন,—নিতম্বিনি! আমি অতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। যেমন আসিয়াছি, তেমনই চলিয়া যাইতেছি। এইরূপ বলিয়া অহল্যার সহিত সঙ্গমপূর্বক কুটির হইতে নির্গত হইলেন। রাম! গৌতমের আগমনের আশঙ্কা করিয়া সভয়ে সত্বর বহির্গত হইবার সময় ইন্দ্র দেখিতে পাইলেন যে, মহামুনি গৌতম আশ্রমে প্রবেশ করিতেছেন। দেব-দানবকর্তৃক অপরাজেয় তপোবলযুক্ত প্রজ্বলিতবহ্নিতুল্য গৌতমকে তীর্থজলস্নাতশরীরে কুশ ও সমিধ্-গ্রহণপূর্বক আসিতে দেখিয়া দেবরাজ অতীব ভীত হইলেন এবং তাঁহার মুখ বিষাদে ছাইয়া গেল।২১-২৫

তারপর সদালাপরত গৌতম অসদাচারী ইন্দ্রকে

গৃহীতসমিধং তত্র সকুশং মুনিপুঙ্গবম্ ।
দৃষ্ট্বা সুরপতিস্ত্রস্তো বিষণ্ণবদনোঽভবৎ ॥২৫
অথ দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষং মুনিবেষধরং মুনিঃ ।
দুর্ব্বৃত্তং বৃত্তসম্পন্নো রোষাদ্ বচনমব্রবীৎ ॥২৬
মম রূপং সমাস্থায় কৃতবানসি দুর্ম্মতে ।
অকর্তব্যমিদং যস্মাদ্ বিফলস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥২৭
গৌতমেনৈবমুক্তস্য সরোষেণ মহাত্মনা ।
পেততুর্ব্বৃষণৌ ভূমৌ সহস্রাক্ষস্য তৎক্ষণাৎ ॥২৮
তথা শপ্ত্বা চ বৈ শক্রং ভার্য্যামপি চ শপ্তবান্ ।
ইহ বর্ষসহস্রাণি বহূনি নিবসিষ্যসি ॥২৯
বাতভক্ষা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী ।
অদৃশ্যা সর্বভূতানামাশ্রমেঽস্মিন্ বসিষ্যসি ॥৩০
যদা ত্বেতদ্ বনং ঘোরং রামো দশরথাত্মজঃ ।
আগমিষ্যতি দুর্ধর্ষস্তদা পূতা ভবিষ্যসি ॥৩১
তস্যাতিথ্যেন দুর্বৃত্তে লোভ-মোহবিবর্জিতা ।
মৎসকাশং মুদা যুক্তা স্বং বপুর্ধারয়িষ্যসি ॥৩২
এবমুক্ত্বা মহাতেজা গৌতমো দুষ্টচারিণীম্ ।
ইমমাশ্রমমুৎসৃজ্য সিদ্ধ-চারণসেবিতে ॥৩৩
হিমবচ্ছিখরে রম্যে তপস্তেপে মহাতপাঃ ॥৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

মুনিবেশধারী দেখিয়া অতিক্রুদ্ধভাবে বলিলেন,—দুষ্ট ! তুই আমার বেশ ধারণ করিয়া এইরূপ অকর্তব্য কর্ম করিয়াছিস্, এইজন্য তুই অণ্ডকোষহীন হইবি। অতি-রোষবশতঃ মহাত্মা গৌতম এইরূপ বলার সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের অণ্ডদ্বয় ভূতলে পতিত হইল। ইন্দ্রকে ঐরূপ শাপ প্রদান করিয়া অহল্যাকেও শাপ দিয়া বলিলেন,—দুরাচারিণি ! তুই এই আশ্রমে বহুসহস্রবৎসর বাস করিবি। নিজকার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়া নিরাহারে বায়ুভক্ষণপূর্বক সর্বপ্রাণীর অদৃশ্যভাবে ভস্ম-শয্যায় শয়ন করত এই স্থানে বাস কর্।২৬-৩০

দশরথনন্দন অপরাজেয় রাম যখন এই নিবিড় বনে আগমন করিবেন, তখনই তুই পবিত্রতালাভ করিতে পারিবি। দুষ্টে! তুই রামের আতিথ্যসৎকার দ্বারা লোভ মোহশূন্য হইয়া আমার নিকটে আগমন করিবার যোগ্য নিজ শরীর ধারণ করিবি। মহাতেজস্বী গৌতম দুস্টচারিণী পত্নীকে এইরূপ বলিয়া এই আশ্রম পরিত্যাগ করত সিদ্ধ-চারণসেবিত রম্য হিমালয়-শৃঙ্গে গমনপূর্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন।৩১-৩৪

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[মুষ্কহীনপুরন্দরস্য মেষবৃষণলাভঃ, শ্রীরামদর্শনেন অহল্যায়াঃ শাপমুক্তিঃ, অহল্যয়া সহ গৌতমস্য পুনর্মিলনম্, উভয়াভ্যাং শ্রীরামস্য সৎকারশ্চ]

অফলস্তু ততঃ শক্রো দেবানগ্নিপুরোগমান্।
অব্রবীত্রস্তনয়নঃ সিদ্ধ-গন্ধর্ব-চারণান্ ॥১

কুর্বতা তপসো বিঘ্নং গৌতমস্য মহাত্মনঃ।
ক্রোধমুৎপাদ্য হি ময়া সুরকার্য্যমিদং কৃতম্ ॥২

অফলোঽস্মি কৃতস্তেন ক্রোধাৎ সা চ নিরাকৃতা।
শাপমোক্ষেণ মহতা তপোঽস্যাপহৃতং ময়া ॥৩

তস্মাৎ সুরবরাঃ সর্বে সর্ষিসঙ্ঘাঃ সচারণাঃ।
সুরকার্য্যকরং যূয়ং সফলং কর্তুমর্হথ ॥৪

শতক্রতোর্বচঃ শ্রুত্বা দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
পিতৃদেবানুপেত্যাহুঃ সর্বে সহ মরুদ্গণৈঃ ॥৫

অয়ং মেষঃ সবৃষণঃ শক্রো হ্যবৃষণঃ কৃতঃ।
মেষস্য বৃষণৌ গৃহ্য শক্রায়াশু প্রযচ্ছত ॥৬

অফলস্তু কৃতো মেষঃ পরাং তুষ্টিং প্রদাস্যতি।
ভবতাং হর্ষণার্থঞ্চ যে চ দাস্যন্তি মানবাঃ ॥

অক্ষয়ং হি ফলং তেষাং যূয়ং দাস্যথ পুষ্কলম্ ॥৭

অগ্নেস্তু বচনং শ্রুত্বা পিতৃদেবাঃ সমাগতাঃ।
উৎপাট্য মেষবৃষণৌ সহস্রাক্ষে ন্যবেশয়ন্ ॥৮

তদা প্রভৃতি কাকুৎস্থ পিতৃদেবাঃ সমাগতাঃ।
অফলান্ ভুঞ্জতে মেষান্ ফলৈস্তেষামযোজয়ন্ ॥৯

ইন্দ্রস্তু মেষবৃষণস্তদাপ্রভৃতি রাঘব।
গৌতমস্য প্রভাবেণ তপসা চ মহাত্মনঃ ॥১০

তদাগচ্ছ মহাতেজ আশ্রমং পুণ্যকর্মণঃ।
তারয়ৈনাং মহাভাগামহল্যাং দেবরূপিণীম্ ॥১১

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ

[মুষ্কহীন ইন্দ্রের মেষবৃষণ লাভ ও শ্রীরামদর্শনে অহল্যার শাপমুক্তি, গৌতম ও অহল্যার পুনর্মিলন এবং উভয়ের দ্বারা শ্রীরামের সৎকার।]

অনন্তর কোষহীন ইন্দ্র ভীতনয়নে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও চারণগণকে বলিলেন,—আমি মহাত্মা গৌতমের তপস্যায় বিঘ্নসম্পাদনের জন্য তাঁহার ক্রোধ উৎপাদন করিয়া দেবকার্য্য সাধন করিয়াছি। তিনি ক্রোধবশতঃ আমাকে কোষহীন করিয়াছেন এবং অহল্যাকে শাপদানপূর্বক ত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপ ক্রোধবশতঃ অভিশাপদান করাইয়া আমি তাঁহার তপোবল অপহরণ করিয়াছি। আমি দেবতাগণের কার্য্য করিয়াছি। এখন দেবগণ, ঋষিগণ ও চারণগণ তোমরা সকলে আমাকে কোষযুক্ত কর। ইন্দ্রের বাক্য শুনিয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ মরুদ্গণের সহিত পিতৃদেবগণের নিকট গমন করিয়া বলিলেন,—ইন্দ্র কোষহীন হইয়াছেন। এই মেষটি কোষযুক্ত আছে। মেষের কোষদ্বয় গ্রহণ করিয়া তোমরা ইন্দ্রকে প্রদান কর। কোষহীন মেষ তোমাদিগকে পরম তৃপ্তি দান করিবে। যে সকল মানব তোমাদের তৃপ্তির জন্য কোষহীন মেষ দান করিবে, তোমরা তাহাদিগকে অক্ষয় ও প্রচুর ফল দান করিবে।১-৭

অগ্নির বচন শুনিয়া উপস্থিত পিতৃদেবগণ মেষের কোষদ্বয় উৎপাটিত করিয়া ইন্দ্রের যথাস্থানে সন্নিবেশ করিলেন। কাকুৎস্থ! সেই সময় হইতে পিতৃদেবগণ কোষরহিত মেষ ভক্ষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু কোষযুক্ত-মেষদানের ফলই দিয়া থাকেন। রাঘব! মহাত্মা গৌতমের তপস্যাপ্রভাবে তখন হইতে ইন্দ্র মেষের কোষদ্বয় দ্বারা যুক্ত হইলেন। রাম! তুমি মহাতেজস্বী। এখন পুণ্যকর্মা গৌতমের আশ্রমে প্রবেশ কর এবং মহাভাগা দেবরূপিণী অহল্যাকে উদ্ধার কর। বিশ্বামিত্রের

বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য আশ্রমং প্রবিবেশ হ ॥১২
দদর্শ চ মহাভাগাং তপসা দ্যোতিতপ্রভাম্।
লোকৈরপি সমাগম্য দুর্নিরীক্ষ্যাং সুরাসুরৈঃ ॥১৩
প্রযত্নান্নির্মিতাং ধাত্রা দিব্যাং মায়াময়ীমিব।
ধূমেনাভিপরীতাঙ্গীং দীপ্তামগ্নিশিখামিব ॥১৪
সতুষারাবৃতাং সাভ্রাং পূর্ণচন্দ্রপ্রভামিব।
মধ্যেঽম্ভসো দুরাধর্ষাং দীপ্তাং সূর্য্যপ্রভামিব ॥১৫
সা হি গৌতমবাক্যেন দুর্নিরীক্ষ্যা বভূব হ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং যাবদ্ রামস্য দর্শনম্ ॥
শাপস্যান্তমুপাগম্য তেষাং দর্শনমাগতা ॥১৬
রাঘবৌ তু তদা তস্যাঃ পাদৌ জগৃহতুর্মুদা।
স্মরন্তী গৌতমবচঃ প্রতিজগ্রাহ সা হি তৌ ॥১৭
পাদ্যমর্ঘ্যং তথাতিথ্যং চকার সুসমাহিতা।
প্রতিজগ্রাহ কাকুৎস্থো বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥১৮
পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদ্দেবদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ।
গন্ধর্বাপ্সরসাং চৈব মহানাসীৎ সমুৎসবঃ ॥১৯
সাধু সাধ্বিতি দেবাস্তামহল্যাং সমপূজয়ন্।
তপো-বলবিশুদ্ধাঙ্গীং গৌতমস্য বশানুগাম্ ॥২০
গৌতমোঽপি মহাতেজা অহল্যাসহিতঃ সুখী।
রামং সংপূজ্য বিধিবত্তপস্তেপে মহাতপাঃ ॥২১
রামোঽপি পরমাং পূজাং গৌতমস্য মহামুনেঃ।
সকাশাদ্ বিধিবৎ প্রাপ্য জগাম মিথিলাং ততঃ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একোনপঞ্চাশঃ স্বর্গঃ ॥৪৫

বাক্য শুনিয়া রাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।৮-১২

সেখানে মহাভাগা অহল্যাকে দেখিতে পাইলেন। তপস্যার প্রভাবে অহল্যার প্রভা সেইস্থানকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। মানুষের কথা দূরে থাকুক, দেব-দানবগণও তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারে না। দেখিলে মনে হয়, যেন বিধাতা অতিযত্নে এই মায়াময়ী দিব্যরমণী-মূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন। ধূমাচ্ছাদিত দীপ্ত অগ্নিশিখার মত, তুষারাবৃত ও মেঘযুক্ত পূর্ণচন্দ্রের প্রভার মত এবং জলমধ্যে পতিত দুর্দশনীয় দীপ্তসূর্য্যপ্রভার মত অহল্যা ঐ আশ্রমে অবস্থিতা রহিয়াছেন। ঐ অহল্যা রামের দর্শন না পাওয়া পর্য্যন্ত গৌতমের শাপে ত্রিলোকবাসীর অদৃশ্য হইয়াছিলেন। এখন রামের দর্শনে শাপের অবসান হওয়ায় অহল্যা দৃষ্টিগোচরা হইলেন। তখন রাম ও লক্ষ্মণ সানন্দে অহল্যার চরণবন্দনা করিলেন। অহল্যাও গৌতমের বাক্য স্মরণ করিয়া রাম-লক্ষ্মণকে মাননীয় অতিথিরূপে গ্রহণ করিলেন। তিনি একাগ্রচিত্তে পাদ্য-অর্ঘ্য দ্বারা অতিথিসৎকার করিলেন। রাম অহল্যার আতিথ্য শাস্ত্রবিধানানুসারে গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় দেবদুন্দুভিশব্দের সহিত প্রচুর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব ও অপ্সরাদিগের মহোৎসব হইতে লাগিল। তপস্যাপ্রভাবে পবিত্রদেহা গৌতমানুগামিনী অহল্যাকে সাধু সাধু শব্দে অভিনন্দিত করিয়া দেবগণ তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাতেজস্বী ও মহাতপস্বী গৌতম অহল্যার সহিত মিলিত হইয়া সুখী হইলেন এবং বিধিপূর্বক রামচন্দ্রের সম্বর্ধনা করিয়া তদনন্তর তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রও মহর্ষি গৌতমের নিকট হইতে যথাবিধি সাদর সম্বর্ধনা লাভ করিয়া মিথিলানগরীতে প্রবেশ করিলেন।১৩-২২

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চাশঃ সর্গঃ

[সরাম-লক্ষ্মণ-বিশ্বামিত্রস্য মিথিলাগমনং, রাজ্ঞা জনকেন বিশ্বামিত্রস্য সৎকারঃ, রাম-লক্ষ্মণয়োঃ পরিচয়লাভশ্চ।]

ততঃ প্রাগুত্তরাং গত্বা রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য যজ্ঞবাটমুপাগমৎ ॥১
রামস্তু মুনিশার্দূলমুবাচ সহলক্ষ্মণঃ।
সাধ্বী যজ্ঞসমৃদ্ধির্হি জনকস্য মহাত্মনঃ ॥২
বহূনীহ সহস্রাণি নানাদেশনিবাসিনাম্।
ব্রাহ্মণানাং মহাভাগ বেদাধ্যয়নশালিনাম্ ॥৩
ঋষিবাটাশ্চ দৃশ্যন্তে শকটীশতসঙ্কুলাঃ।
দেশো বিধীয়তাং ব্রহ্মন্ যত্র বৎস্যামহে বয়ম্ ॥৪
রামস্য বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
নিবাসমকরোদ্দেশে বিবিক্তে সলিলান্বিতে ॥৫
বিশ্বামিত্রমনুপ্রাপ্তং শ্রুত্বা নৃপবরস্তদা।
শতানন্দং পুরস্কৃত্য পুরোহিতমনিন্দিতঃ ॥৬
ঋত্বিজোঽপি মহাত্মানস্ত্বর্ঘ্যমাদায় সত্বরম্।
প্রত্যুজ্জগাম সহসা বিনয়েন সমন্বিতঃ ॥৭
বিশ্বামিত্রায় ধর্মেণ দদৌ ধর্মপুরস্কৃতম্।
প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং জনকস্য মহাত্মনঃ ॥৮
পপ্রচ্ছ কুশলং রাজ্ঞো যজ্ঞস্য চ নিরাময়ম্।
স তাংশ্চাথ মুনীন্ পৃষ্ট্বা সোপাধ্যায়পুরোধসঃ ॥৯
যথার্হমৃষিভিঃ সর্বৈঃ সমাগচ্ছৎ প্রহৃষ্টবৎ।
অথ রাজা মুনিশ্রেষ্ঠং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥১০
আসনে ভগবানাস্তাং সহৈভির্মুনিপুঙ্গবৈঃ।
জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা নিষসাদ মহামুনিঃ ॥১১
পুরোধা ঋত্বিজশ্চৈব রাজা চ সহ মন্ত্রিভিঃ।
আসনেষু যথান্যায়মুপবিষ্টাঃ সমন্ততঃ ॥১২

পঞ্চাশ সর্গ

[রাম-লক্ষ্মণ সহ বিশ্বামিত্রের মিথিলাগমন, রাজা জনককর্তৃক বিশ্বামিত্রের সৎকার ও রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় লাভ।]

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রকে অগ্রবর্তী করিয়া উত্তরপূর্বাভিমুখে কিয়দ্দূর গমনপূর্বক জনকের যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণের সহিত রাম মুনিবরকে বলিলেন,—মহাত্মা জনকের যজ্ঞের সামগ্রী অতিপ্রচুর ও প্রশংসনীয়। নানাদেশবাসী বেদাধ্যয়নরত বহুসহস্রসংখ্যক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়াছেন। শত শত শকটে পরিপূর্ণ ঋষিগণের বাসস্থল দেখিতেছি। ব্রহ্মন্! যেখানে আমরা বাস করিব, সেই স্থান স্থির করুন।১-৪

রামের বচন শুনিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র জলসুলভ নির্জনস্থানে বাস করিবার স্থির করিলেন। বিশ্বামিত্রের আগমনবার্তা পাইয়া নৃপশ্রেষ্ঠ জনক ত্বরান্বিত হইয়া পুরোহিত শতানন্দ ও মহাত্মা ঋত্বিগ্‌দিগকে অগ্রে লইয়া বিনীতভাবে যথারীতি অর্ঘ্যাদি গ্রহণপূর্বক বিশ্বামিত্রের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। অনন্তর শাস্ত্রবিধানানুসারে ধর্মানুমোদিত অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্রও পূজা গ্রহণ করিয়া মহাত্মা জনকের কুশল ও যজ্ঞের বিঘ্নহীনতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে উপাধ্যায়, পুরোহিত প্রভৃতি সকলের কুশলজিজ্ঞাসা করিয়া আনন্দের সহিত যথাযোগ্যভাবে সকল ঋষির সহিত মিলিত হইলেন। অনন্তর রাজা জনক মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনি সমাগত মুনিগণের সহিত আসনে উপবেশন করুন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র জনকের বচন শুনিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। পুরোহিত ও ঋত্বিকসমূহ এবং মন্ত্রিগণের সহিত রাজা জনক যথাযোগ্যভাবে চারিদিকে আসনে উপবিষ্ট হইলেন।৫-১২

অনন্তর নরপতি বিশ্বামিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—অদ্য দেবগণকর্তৃক আমার যজ্ঞের

দৃষ্ট্বা স নৃপতিস্তত্র বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ।
অদ্য যজ্ঞসমৃদ্ধির্মে সফলা দৈবতৈঃ কৃতা ॥১৩
অদ্য যজ্ঞফলং প্রাপ্তং ভগবদ্দর্শনান্ময়া।
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে মুনিপুঙ্গব ॥১৪
যজ্ঞোপসদনং ব্রহ্মন্ প্রাপ্তোঽসি মুনিভিঃ সহ।
দ্বাদশাহং তু ব্রহ্মর্ষে দীক্ষামাহুর্মনীষিণঃ (ক) ॥১৫
ততো ভাগার্থিনো দেবান্ দ্রষ্টুমর্হসি কৌশিক।
ইত্যুক্ত্বা মুনিশার্দূলং প্রহৃষ্টবদনস্তদা ॥১৬
পুনস্তং পরিপপ্রচ্ছ প্রাঞ্জলিঃ প্রয়তো নৃপঃ।
ইমৌ কুমারৌ ভদ্রন্তে দেবতুল্যপরাক্রমৌ ॥১৭
গজতুল্যগতী (খ) বীরৌ শার্দূল-বৃষভোপমৌ।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষৌ খড়্গ-তূণী-ধনুর্ধরৌ ॥
অশ্বিনাবিব রূপেণ সমুপস্থিতযৌবনৌ ॥১৮
যদৃচ্ছয়েব গাং প্রাপ্তৌ দেবলোকাদিবামরৌ।
কথং পদ্ভ্যামিহ প্রাপ্তৌ কিমর্থং কস্য বা মুনে ॥১৯

বরায়ুধধরৌ বীরৌ কস্য পুত্রৌ মহামুনে।
ভূষয়ন্তাবিমং দেশং চন্দ্র-সূর্য্যাবিবাম্বরম্ ॥২০
পরস্পরস্য সদৃশৌ প্রমাণেঙ্গিত-চেষ্টিতৈঃ।
কাকপক্ষধরৌ বীরৌ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥২১
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা জনকস্য মহাত্মনঃ।
ন্যবেদয়দমেয়াত্মা পুত্রৌ দশরথস্য তৌ ॥২২
সিদ্ধাশ্রমনিবাসঞ্চ রাক্ষসানাং বধং তথা।
তত্রাগমনমব্যগ্রং বিশালায়াশ্চ দর্শনম্ ॥২৩
অহল্যাদর্শনঞ্চৈব গৌতমেন সমাগমম্।
মহাধনুষি জিজ্ঞাসাং কর্ত্তুমাগমনং তথা ॥২৪
এতৎ সর্বং মহাতেজা জনকায় মহাত্মনে।
নিবেদ্য বিররামাথ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥৫০॥

আয়োজন সফল হইল। ব্রহ্মন্! আমি আপনাকে দর্শন করিয়া অদ্যই যজ্ঞফল প্রাপ্ত হইলাম। আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম, যেহেতু আপনি মুনিগণের সহিত আমার যজ্ঞস্থলে আগমন করিয়াছেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ! মনীষিগণ আমাকে বলিয়াছেন যে, দীক্ষার নিয়মিত-কালের দ্বাদশদিনমাত্র অবশিষ্ট আছে। কৌশিক! আপনি দ্বাদশদিন পরে যজ্ঞভাগার্থী দেবগণকে দেখিতে পাইবেন। মুনিবরকে এইরূপ বলিয়া প্রহৃষ্টবদনে সংযতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুনিবর! আপনার মঙ্গল হউক। এই কুমারদ্বয় দেবতুল্যপরাক্রমশালী, হস্তীর তুল্য ধীরগতি, ব্যাঘ্র ও বৃষভের তুল্য মহাবীর। ইঁহাদের নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত। খড়্গ, তূণ ও ধনুর্ধারী এই কুমারদ্বয় নব-যৌবনে পদার্পণ করিয়া রূপে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সদৃশ হইয়াছেন। দেখিয়া মনে হয়—যেন দুইটি দেবতা স্বর্গলোক হইতে স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে আসিয়াছেন। ইঁহারা পদব্রজে আসিয়াছেন কেন? কেনই বা এখানে আসিয়াছেন? ইঁহারা কাহার তনয়? চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন আকাশকে শোভিত করেন, ইঁহারাও তেমনই এই স্থানকে শোভিত করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়ে আকৃতি, ইঙ্গিত ও আচরণে পরস্পরের সদৃশ। এই কাকপক্ষ-(জুলফি) ধারী বীরদ্বয়ের পরিচয় যথার্থভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি। মহাত্মা জনকের এইরূপ বচন শুনিয়া অপরিমিত-শক্তি বিশ্বামিত্র বলিলেন,—ইঁহারা মহারাজ দশরথের পুত্র। ইঁহারা সিদ্ধাশ্রমে বাস করিয়া বহুরাক্ষসের বিনাশসাধন করিয়াছেন। নির্বিঘ্নে আগমন করত বিশালানগরী দর্শন করিয়াছেন, অনন্তর অহল্যাকে শাপ-মুক্ত করিয়া গৌতমের সহিত মিলিত করিয়াছেন, অতঃপর আপনার শ্রেষ্ঠ ধনুর বিষয় জানিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন—ইত্যাদি সকল বিবরণ জনকের নিকট নিবেদন করিয়া মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র বিরত হইলেন।১৩-২৫

পাঠান্তরঃ—(ক) দীক্ষামাহুর্মনস্বিনঃ—।
(খ) গজ-সিংহগতী—।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[রামদর্শনতুষ্টশতানন্দেন বিশ্বামিত্রসমীপে প্রশ্নঃ, বিশ্বামিত্রেণ তৎপ্রশ্নস্যোত্তরদানম্, রামসমীপে শতানন্দেন বিশ্বামিত্রস্য জীবনচরিতবর্ণনঞ্চ ।]

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ ।
হৃষ্টরোমা মহাতেজাঃ শতানন্দো মহাতপাঃ ॥১
গৌতমস্য সুতো জ্যেষ্ঠস্তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ ।
রামসন্দর্শনাদেব পরং বিস্ময়মাগতঃ ॥২
এতৌ নিষণ্ণৌ সংপ্রেক্ষ্য শতানন্দো নৃপাত্মজৌ ।
সুখাসীনৌ মুনিশ্রেষ্ঠং বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ ॥৩
অপি তে মুনিশার্দূল মম মাতা যশস্বিনী ।
দর্শিতা রাজপুত্রায় তপো-দীর্ঘমুপাগতা ॥৪
অপি রামে মহাতেজা (ক) মম মাতা যশস্বিনী ।
বন্যৈরুপাহরৎ পূজাং পূজার্হে সর্বদেহিনাম্ ॥৫
অপি রামায় কথিতং যদ্বৃত্তং তৎপুরাতনম্ ।
মম মাতুর্মহাতেজো দেবেন দুরনুষ্ঠিতম্ ॥৬
অপি কৌশিক ভদ্রং তে গুরুণাহমসঙ্গতা ।
মম মাতা মুনিশ্রেষ্ঠ রামসন্দর্শনাদিতঃ ॥৭
অপি মে গুরুণা রামঃ পূজিতঃ কুশিকাত্মজ ।
ইহাগতো মহাতেজাঃ পূজাং প্রাপ্য মহাত্মনঃ ॥৮
অপি শান্তেন মনসা গুরুর্মে কুশিকাত্মজ ।
ইহাগতেন রামেণ পূজিতেনাভিবাদিতঃ ॥৯
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।
প্রত্যুবাচ শতানন্দং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্ ॥১০
নাতিক্রান্তং মুনিশ্রেষ্ঠ যৎকর্তব্যং কৃতং ময়া ।
সঙ্গতা মুনিনা পত্নী ভার্গবেণেব রেণুকা ॥১১
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ ।
শতানন্দো মহাতেজা রামং বচনমব্রবীৎ ॥১২

একপঞ্চাশ সর্গ

[রামদর্শনে আনন্দিত শতানন্দকর্তৃক বিশ্বামিত্রের নিকট প্রশ্ন, বিশ্বামিত্রকর্তৃক তৎপ্রশ্নের উত্তরদান ও রামের নিকট শতানন্দ দ্বারা বিশ্বামিত্রের জীবনচরিত্র বর্ণন ।]

ধীমান্ বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনিয়া শতানন্দ পুলকিত হইলেন এবং রামকে দর্শন করিয়া অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলেন। মহাতেজস্বী ও মহাতপস্বী শতানন্দ গৌতমের জ্যেষ্ঠপুত্র। তপস্যার প্রভায় তাঁহার দেহ উদ্ভাসিত হইয়াছে। তিনি রাজকুমার রাম-লক্ষ্মণকে সুখোপবিষ্ট দেখিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—মুনিবর! এই রাজপুত্রের সকাশে দীর্ঘকালতপস্যাকারিণী যশস্বিনী আমার জননীকে দেখাইয়াছেন ত? যশস্বিনী তেজস্বিনী মদীয়া জননী সকল প্রাণীর পূজ্য রামকে বন্য ফল-পুষ্পাদির দ্বারা অর্চনা করিয়াছেন ত? পূর্বে যাহা ঘটিয়াছিল, সেই সকল পুরাতন ইন্দ্রানুষ্ঠিত দুরাচরণের কথা আপনি রামকে বলিয়াছেন কি? কুশিকতনয়! আপনার মঙ্গল হউক। রামকে দর্শন করার পর আমার মাতা অহল্যা পিতা গৌতমের সহিত মিলিত হইয়াছেন ত? কৌশিক! মহাতেজস্বী রাম মদীয় পিতৃদেব কর্তৃক পূজিত হইয়াছেন ত? মহাত্মার পূজা গ্রহণ করিয়া এখানে আসিবার পূর্বে শান্তমনে আমার পিতাকে অভিবাদন করিয়াছেন ত? শতানন্দের এইরূপ বচন শুনিয়া বচনকুশল মহর্ষি বিশ্বামিত্র বাক্য বিশারদ শতানন্দকে বলিলেন ।১-১০

মুনিবর! আমার যাহা করণীয় তাহা সমস্তই করিয়াছি, কিছুই বিস্মৃত হই নাই। জমদগ্নির সহিত রেণুকা যেরূপ মিলিত হইয়াছিলেন, অহল্যাও সেইরূপ গৌতমের সহিত মিলিত হইয়াছেন। ধীমান্ বিশ্বামিত্রের বচন শুনিয়া তেজস্বী শতানন্দ রামকে বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! রাঘব! তোমার শুভাগমন হউক। আমার সৌভাগ্যবশতই তুমি অপরাজেয় মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে অগ্রবর্তী করিয়া এখানে আসিয়াছ। এই ব্রহ্মর্ষি মহাতেজস্বী। তপস্যার দ্বারা ইনি অভাবনীয় কার্য্য করিয়াছেন। ইঁহার প্রভাবের সীমা নাই। ইঁহাকে আমাদের পরম আশ্রয় মনে করি। যে

পাঠান্তরঃ—(ক) অপি রামে মহাভাগা—।

স্বাগতং তে নরশ্রেষ্ঠ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি রাঘব।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য মহর্ষিমপরাজিতম্ ॥১৩

অচিন্ত্যকর্মা তপসা ব্রহ্মর্ষিরমিতপ্রভঃ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা বেৎস্যেনং পরমাং গতিম্(ক)॥১৪

নাস্তি ধন্যতরো রাম ত্বত্তোঽন্যো ভুবি কশ্চন।
গোপ্তা কুশিকপুত্রস্তে যেন তপ্তং মহত্তপঃ ॥১৫

শ্রূয়তাং চাভিধাস্যামি কৌশিকস্য মহাত্মনঃ।
যথাবলং যথাতত্ত্বং তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥১৬

রাজাসীদেষ ধর্মাত্মা দীর্ঘকালমরিন্দমঃ।
ধর্মজ্ঞঃ কৃতবিদ্যশ্চ প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ ॥১৭

প্রজাপতিসুতস্ত্বাসীৎ কুশো নাম মহীপতিঃ।
কুশস্য পুত্রো বলবান্ কুশনাভঃ সুধার্মিকঃ ॥১৮

কুশনাভসুতস্ত্বাসীদ্ গাধিরিত্যেব বিশ্রুতঃ।
গাধেঃ পুত্রো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥১৯

বিশ্বামিত্রো মহাতেজাঃ পালয়ামাস মেদিনীম্।
বহুবর্ষসহস্রাণি রাজা রাজ্যমকারয়ৎ ॥২০

কদাচিত্তু মহাতেজা যোজয়িত্বা বরূথিনীম্।
অক্ষৌহিণীপরিবৃতঃ পরিচক্রাম মেদিনীম্ ॥২১

নগরাণি চ রাষ্ট্রাণি পরিতশ্চ মহাগিরীন্।
আশ্রমান্ ক্রমশো রাজা বিচরন্নাজগাম হ ॥২২

বসিষ্ঠস্যাশ্রমপদং নানাপুষ্পলতাদ্রুমম্।
নানামৃগগণাকীর্ণং সিদ্ধ-চারণসেবিতম্ ॥২৩

দেব-দানব-গন্ধর্বৈঃ কিন্নরৈরুপশোভিতম্।
প্রশান্তহরিণাকীর্ণং দ্বিজসঙ্ঘনিষেবিতম্ ॥২৪

ব্রহ্মর্ষিগণসঙ্কীর্ণং দেবর্ষিগণসেবিতম্।
তপশ্চরণসংসিদ্ধৈরগ্নিকল্পৈর্মহাত্মভিঃ ॥২৫

সততং সঙ্কুলং শ্রীমদ্‌ব্রহ্মকল্পৈর্মহাত্মভিঃ।
অব্ভক্ষৈর্বায়ুভক্ষৈশ্চ শীর্ণ-পর্ণাশনৈস্তথা ॥২৬

ফল-মূলাশনৈর্দান্তৈর্জিতদোষৈর্জিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
ঋষিভির্বালখিল্যৈশ্চ জপ-হোমপরায়ণৈঃ ॥২৭

অন্যৈর্বৈখানসৈশ্চৈব সমন্তাদুপশোভিতাম্।
বসিষ্ঠস্যাশ্রমপদং ব্রহ্মলোকমিবাপরম্ ॥
দদর্শ জয়তাং শ্রেষ্ঠো বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥৫১॥

বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা করিয়াছেন, তিনি তোমার রক্ষক হইয়াছেন। রাম! তোমার অপেক্ষা ধন্যতর অন্য কেহ এই ভূমণ্ডলে নাই। ১১-১৫

এই মহাত্মা কুশিক-তনয়ের যেরূপ শক্তি আছে, তাহা আমি তোমার নিকট যথাযথভাবে বিবৃত করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। এই ধার্মিক বিশ্বামিত্র পূর্বে দীর্ঘকাল যাবৎ অরিদমনকারী রাজা ছিলেন। ইনি ধর্মরহস্যবিৎ, বিদ্বান্ ও প্রজাহিতৈষী ছিলেন। পূর্বকালে প্রজাপতির কুশনামক এক পুত্র রাজা হইয়াছিলেন। কুশের পুত্র পরমধার্মিক ও বলবান্ কুশনাভ। কুশনাভের তনয় গাধিনামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ঐ গাধির পুত্র হইলেন মহর্ষি বিশ্বামিত্র। মহাতেজস্বী রাজা বিশ্বামিত্র বহুসহস্র বৎসর পৃথিবীকে পালন ও রাজ্যশাসন করিলেন।১৬-২০

রাজ্যশাসনকালে একদা তেজস্বী বিশ্বামিত্র হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি লইয়া অক্ষৌহিণী-পরিমিত সৈন্যের সহিত পৃথিবী ভ্রমণ করেন। ইনি ক্রমশঃ বহু নগর, রাষ্ট্র, নদী, মহাপর্বত ও আশ্রম পর্য্যটন করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হন। ঐ আশ্রম বিবিধলতা-পুষ্প-বৃক্ষসমন্বিত। অসংখ্য নানাজাতীয় হরিণ সেখানে বিচরণ করিতেছে। সিদ্ধ, চারণ, দেব, গন্ধর্ব, দানব, কিন্নর প্রভৃতির দ্বারা ঐ আশ্রমের শোভাবৃদ্ধি হইয়াছে। শান্ত হরিণসমূহ ইতস্ততঃ উপবিষ্ট রহিয়াছে। ব্রাহ্মণগণ ঐ আশ্রমের সেবা করিতেছেন। ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণও সেখানে অবস্থান করিতেছেন। অগ্নিতুল্যতেজস্বী ও ব্রহ্মতুল্য মহাত্মা মহর্ষিগণের দ্বারা ঐ আশ্রম পরিব্যাপ্ত। জলাহারী, বায়ুভোজী, গলিতপত্রভোজী, ফল-মূলাহারী, জিতেন্দ্রিয়, সর্বদোষশূন্য ও সর্বদা জপ-হোমরত বালখিল্য ও বৈখানস আদি ঋষিগণের জন্য ঐ আশ্রম শোভান্বিত হইয়া দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকতুল্য হইয়াছে। বিজয়ি-শ্রেষ্ঠ বলবান্ বিশ্বামিত্র ঐ আশ্রম দর্শন করিলেন।২১-২৮

পাঠান্তরঃ—(ক) —বেৎস্যেনং পরমাং গতিম্।

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রয়োঃ সংবাদঃ, অতিথিসৎকারায় বসিষ্ঠদেবেন হোমধেনোরাহ্বানম্, তৎপ্রতি অন্ন-পানীয়াদীনাং নির্মাণে নির্দেশশ্চ।]

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতো বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।
প্রণতো বিনয়াদ্ বীরো বসিষ্ঠং জপতাং বরম্ ॥১
স্বাগতং তব চেত্যুক্তো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
আসনং চাস্য ভগবান্ বসিষ্ঠো ব্যাদিদেশ হ ॥২
উপবিষ্টায় চ তদা বিশ্বামিত্রায় ধীমতে।
যথান্যায়ং মুনিবরঃ ফল-মূলমুপাহরৎ ॥৩
প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং বসিষ্ঠাদ্ রাজসত্তমঃ।
তপোঽগ্নিহোত্রশিষ্যেষু কুশলং পর্য্যপৃচ্ছত ॥৪
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা বনস্পতিগণে তদা।
সর্বত্র কুশলং প্রাহ বসিষ্ঠো রাজসত্তমম্ ॥৫
সুখোপবিষ্টং রাজানং বিশ্বামিত্রং মহাতপাঃ।
পপ্রচ্ছ জপতাং শ্রেষ্ঠো বসিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥৬
কচ্চিত্তে কুশলং রাজন্ কচ্চিদ্ধর্মেণ রঞ্জয়ন্।
প্রজাঃ পালয়সে রাজন্ রাজবৃত্তেন ধার্মিক ॥৭
কচ্চিত্তে সম্ভৃতা ভৃত্যাঃ কচ্চিত্তিষ্ঠন্তি শাসনে।
কচ্চিত্তে বিজিতাঃ সর্বে রিপবো রিপুসূদন ॥৮
কচ্চিদ্ বলেষু কোশেষু মিত্রেষু চ পরন্তপ।
কুশলং তে নরব্যাঘ্র পুত্র-পৌত্রে তথানঘ ॥৯
সর্বত্র কুশলং রাজা বসিষ্ঠং প্রত্যুদাহরৎ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা বসিষ্ঠং বিনয়ান্বিতম্ ॥১০
কৃত্বা তৌ সুচিরং কালং ধর্মিষ্ঠৌ তাঃ কথাস্তদা।
মুদা পরময়া যুক্তৌ প্রীয়েতাং তৌ পরস্পরম্ ॥১১
ততো বসিষ্ঠো ভগবান্ কথান্তে রঘুনন্দন।
বিশ্বামিত্রমিদং বাক্যমুবাচ প্রহসন্নিব ॥১২

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ

[বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের পরস্পর আলাপ, অতিথি-সৎকারের জন্য বশিষ্ঠদেব কর্তৃক হোমধেনুর আহ্বান, ও তাহার প্রতি অন্ন-পানীয়াদির প্রস্তুতের জন্য নির্দেশ।]

মহাবলবান্ বীর বিশ্বামিত্র ঐ আশ্রম দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন এবং বিনয়বশতঃ মুনিবর বশিষ্ঠের নিকট যাইয়া প্রণাম করিলেন। তখন মহাত্মা বশিষ্ঠ স্বাগত প্রশ্ন করিয়া বসিবার জন্য আসন দিতে শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন। ধীমান্ বিশ্বামিত্র আসনে উপবিষ্ট হইলে মহর্ষি যথারীতি তাঁহাকে ফল-মূল উপহার দিলেন। রাজশ্রেষ্ঠ তেজস্বী বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠপ্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া তপস্যা, অগ্নিহোত্র ও শিষ্যবর্গের কুশলজিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর আশ্রমস্থিত বৃক্ষগণেরও কুশল জানিতে চাহিলেন। বশিষ্ঠও সকলের সম্বন্ধেই কুশল জানাইলেন।১-৫

কুশলজ্ঞাপনান্তে ব্রহ্মসুত সুতপস্বী জপ পরায়ণ বশিষ্ঠ পরমসুখে উপবিষ্ট বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—রাজন্! আপনার মঙ্গল ত? আপনি রাজধর্মানুসারে প্রজাগণের মনোরঞ্জন করিয়া যথাযথ-ভাবে তাহাদিগকে পালন করিতেছেন ত? বেতন-প্রাপ্ত ভৃত্যগণ সর্বথা আপনার শাসনানুসারে আছে ত? অরিদমন! আপনার সকল শত্রু পরাজিত হইয়াছে ত? আপনার সৈন্য, কোষ, মিত্র, পুত্র, পৌত্র প্রভৃতির সর্বথা কুশল ত? বশিষ্ঠ এইরূপ প্রশ্ন করিলে মহাতেজা বিশ্বামিত্র বিনীতভাবে সকলবিষয়ের কুশলসংবাদ বশিষ্ঠের নিকট নিবেদন করিলেন।৬-১০

অনন্তর পরমধার্মিক বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র অতীব আনন্দের সহিত নানাকথার আলোচনায় বহুক্ষণ অতিবাহিত করিয়া পরস্পর প্রীতিলাভ করিলেন। রঘুনন্দন! কথান্তে ভগবান্ বশিষ্ঠ হাসিতে হাসিতে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—মহাবলশালিন রাজন্! আপনার

আতিথ্যং কর্তুমিচ্ছামি বলস্যাস্য মহাবল।
তব চৈবাপ্রমেয়স্য যথার্হং সংপ্রতীচ্ছ মে ॥১৩
সৎক্রিয়াং হি ভবানেতাং প্রতীচ্ছতু ময়া কৃতাম্।
রাজংস্ত্বমতিথিশ্রেষ্ঠঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥১৪
এবমুক্তো বসিষ্ঠেন বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
কৃতমিত্যব্রবীদ্ রাজা পূজাবাক্যেন মে ত্বয়া ॥১৫
ফলমূলেন ভগবন্ বিদ্যতে যত্তবাশ্রমে।
পাদ্যেনাচমনীয়েন ভগবদ্দর্শনেন চ ॥১৬
সর্বথা চ মহাপ্রাজ্ঞ পূজার্হেণ সুপূজিতঃ।
নমস্তেঽস্তু গমিষ্যামি মৈত্রেণেক্ষস্ব চক্ষুষা ॥১৭
এবং ব্রুবন্তং রাজানং বসিষ্ঠঃ পুনরেব হি।
ন্যমন্ত্রয়ত ধর্মাত্মা পুনঃ পুনরুদারধীঃ ॥১৮
বাঢ়মিত্যেব গাধেয়ো বসিষ্ঠং প্রত্যুবাচ হ।
যথাপ্রিয়ং ভগবতস্তথাস্তু মুনিপুঙ্গব ॥১৯
এবমুক্তস্তথা তেন বসিষ্ঠো জপতাং বরঃ (ক)।
আজুহাব ততঃ প্রীতঃ কল্মাষীং ধূতকল্মষাম্ ॥২০
এহ্যেহি শবলে ক্ষিপ্রং শৃণু চাপি বচো মম।
সবলস্যাস্য রাজর্ষেঃ কর্তুং ব্যবসিতোঽস্ম্যহম্ ॥
ভোজনেন মহার্হেণ সৎকারং সংবিধৎস্ব মে ॥২১
যস্য যস্য যথাকামং ষড়্রসেষ্বভিপূজিতম্।
তৎসর্বং কামধুগ্ দিব্যে অভিবর্ষ কৃতে মম ॥২২
রসেনান্নেন পানেন লেহ্য-চোষ্যেণ সংযুতম্।
অন্নানাং নিচয়ং সর্বং সৃজস্ব শবলে ত্বর ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥৫২॥

সৈন্যগণের ও আপনার যথাযোগ্য আতিথ্য করিতে ইচ্ছা করি। আপনি সম্মত হউন। রাজন্! আপনি মৎকৃত এই অতিথিসৎকার গ্রহণ করুন। যেহেতু আপনি শ্রেষ্ঠ অতিথি, সেইহেতু অতিযত্নে আপনার পূজা করা উচিত। বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে মহামতি বিশ্বামিত্র বলিলেন,—ভগবন্! আপনার অতিথি-সৎকারানুকূল-কথাতেই আমার সৎকার সম্পাদিত হইয়াছে। আপনার আশ্রমস্থিত ফল-মূল এবং পাদ্য আচমনীয়ের দ্বারা, বিশেষভাবে আপনার দর্শনের দ্বারা আমি সৎকৃত হইয়াছি। মহাপ্রাজ্ঞ! পূজাযোগ্য বস্তুর দ্বারাই সুপূজিত হইয়াছি। আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আমি এখন গমন করি। আপনি স্নেহদৃষ্টিতে আমাকে দেখিবেন।১১-১৭

বিশ্বামিত্র এইভাবে অনুনয়বাক্য বলিলেও উদারচেতা ধার্মিক বশিষ্ঠ নিমন্ত্রণগ্রহণের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন গাধিপুত্র 'বাঢ়ম্' বলিয়া সম্মতি জানাইলেন এবং বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! ভগবন্! যাহা আপনার অভিপ্রেত, তাহাই হউক। বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে তপস্বী বশিষ্ঠ অতিশয় প্রীত হইয়া পাপ-রহিতা চিত্রবর্ণা হোমধেনুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—শবলে! তুমি অতিশীঘ্র আগমন কর এবং আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি সৈন্যসমন্বিত রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের আতিথ্যসৎকার করিতে উদ্যত হইয়াছি। তুমি উৎকৃষ্ট ভোজ্যপ্রদানের দ্বারা সৎকার করিতে সাহায্য কর। ছয়প্রকার রসের মধ্যে যাহার যাহাতে অভিরুচি, তাহার সন্তোষের জন্য সেই রস প্রদান কর। শবলে! তুমি আমার অনুরোধে সরস অন্ন, পানীয়, লেহ্য, চোষ্য প্রভৃতি ভোজ্যসমূহ অতিশীঘ্র নির্মাণ কর।১৮-২৩

পাঠান্তরঃ—(ক) —জয়তাং বরঃ।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[শবলাধেনুত উত্তমোত্তমানি বিবিধানি ভোজ্যানি প্রাপ্য রাজ্ঞো বিশ্বামিত্রস্য তৎসৈন্যানাঞ্চ পরমতৃপ্তিলাভঃ, বসিষ্ঠসমীপে বিশ্বামিত্রস্য কামধেনু-প্রার্থনম্, প্রার্থনপূরণে বসিষ্ঠস্যাস্বীকারশ্চ।]

এবমুক্তা বসিষ্ঠেন শবলা শত্রুসূদন।
বিদধে কামধুক্কামান্ যস্য যস্যেপ্সিতং যথা ॥১
ইক্ষূন্ মধূংস্তথা লাজান্ মৈরেয়াংশ্চ বরাসবান্।
পানানি চ মহার্হাণি ভক্ষ্যাংশ্চোচ্চাবচানপি ॥২
উষ্ণাঢ্যস্যৌদনস্যাত্র রাশয়ঃ পর্বতোপমাঃ।
মৃষ্টান্যন্নানি সূপাংশ্চ দধিকুল্যাস্তথৈব চ ॥৩
নানাস্বাদুরসানাঞ্চ খাণ্ডবানাং তথৈব চ।
ভোজনানি সুপূর্ণানি গৌড়ানি চ সহস্রশঃ ॥৪
সর্বমাসীৎ সুসন্তুষ্টং হৃষ্ট-পুষ্টজনায়ুতম্।
বিশ্বামিত্রবলং রাম বসিষ্ঠেন সুতর্পিতম্ ॥৫
বিশ্বামিত্রো হি রাজর্ষিহৃ‌ষ্ট-পুষ্টস্তদাভবৎ।
সান্তঃপুরবরো রাজা সব্রাহ্মণ-পুরোহিতঃ ॥৬
সামাত্যো মন্ত্রিসহিতঃ সভৃত্যঃ পূজিতস্তদা।
যুক্তঃ পরমহর্ষেণ বসিষ্ঠমিদমব্রবীৎ ॥৭
পূজিতোঽহং ত্বয়া ব্রহ্মন্ পূজার্হেণ সুসৎকৃতঃ।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি বাক্যং বাক্যবিশারদ ॥৮
গবাং শতসহস্রেণ দীয়তাং শবলা মম।
রত্নং হি ভগবন্নেতদ্ রত্নহারী চ পার্থিবঃ ॥৯
তস্মান্মে শবলাং দেহি মমৈষা ধর্মতো দ্বিজ।
এবমুক্তস্তু ভগবান্ বসিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ ॥১০
বিশ্বামিত্রেণ ধর্মাত্মা প্রত্যুবাচ মহীপতিম্।
নাহং শতসহস্রেণ নাপি কোটিশতৈর্গবাম্ ॥১১
রাজন্ দাস্যামি শবলাং রাশিভী রজতস্য বা।
ন পরিত্যাগমর্হেয়ং মৎসকাশাদরিন্দম ॥১২

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ

[শবলা-ধেনু হইতে প্রাপ্ত উত্তম হইতেও উত্তম বিবিধ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া রাজা বিশ্বামিত্র ও তাঁহার সৈন্যগণের পরমতৃপ্তি লাভ। বশিষ্ঠের নিকট বিশ্বামিত্রের কামধেনু প্রার্থনা ও প্রার্থনা-পূরণে বশিষ্ঠের অস্বীকার।]

অরিদমন! রাম! বশিষ্ঠকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া কামধেনু শবলা যাহার যেরূপ অভিরুচি তদনুসারে নানাবিধ কাম্যবস্তু উৎপাদন করিল। ইক্ষু, মধু, লাজ (খই), মৈরেয় মদ্য, অন্যান্য উত্তম মদ্য, নানাবিধ মূল্যবান্ পানীয় ও বহুপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য সৃষ্ট হইল। পর্বততুল্য উষ্ণ অন্নরাশি, পায়স, সূপ, দধিকুল্যা এবং নানাবিধ সুস্বাদু সরস খাদ্য ও খাণ্ডবনামক খাদ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ সহস্র সহস্র রজতপাত্র সৃষ্ট হইল। রাম! বশিষ্ঠকর্তৃক তর্পিত হইয়া বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণ সন্তোষ ও পুষ্টিলাভ করিল।১-৫

রাজর্ষি বিশ্বামিত্রও ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও অন্তঃপুরবাসীদের সহিত আনন্দ ও পুষ্টিলাভ করিলেন। তিনি অমাত্য, মন্ত্রী ও ভৃত্যগণের সহিত এইভাবে সৎকৃত হইয়া পরমানন্দিত হইলেন এবং বশিষ্ঠকে বলিলেন,— ব্রহ্মন্! আপনিই আমার পূজনীয়। তথাপি আপনা কর্তৃক সম্যগ্‌ভাবে সৎকৃত হইয়াছি। বাক্যবিশারদ! আমি আপনাকে একটি কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ভগবন্! একলক্ষ ধেনুর বিনিময়ে আপনি আমাকে এই শবলাধেনুটি প্রদান করুন। এই ধেনুটি রত্নস্বরূপ। রাজাই রত্নগ্রহণের অধিকারী। অতএব আপনি শবলাকে প্রদান করুন! ন্যায়ানুসারে এই ধেনু আমারই প্রাপ্য। বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে পর ধর্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বশিষ্ঠ নরপতিকে বলিলেন,—রাজন্! শতসহস্র কিংবা শতকোটি ধেনুর বিনিময়ে অথবা রাশীকৃত রজতের বিনিময়েও শবলাকে দিতে পারিব না। অরিদমন! আমার নিকট হইতে এই ধেনু দূরে থাকিবার যোগ্য নয়। মনস্বীব্যক্তির কীর্তির

শাশ্বতী শবলা মহ্যং কীর্তিরাত্মবতো যথা।
অস্যাং হব্যঞ্চ কব্যঞ্চ প্রাণযাত্রা তথৈব চ ॥১৩
আয়ত্তমগ্নিহোত্রঞ্চ বলির্হোমস্তথৈব চ।
স্বাহাকার-বষট্‌কারৌ বিদ্যাশ্চ বিবিধাস্তথা ॥১৪
আয়ত্তমত্র রাজর্ষে সর্বমেতন্ন সংশয়ঃ।
সর্বস্বমেতৎ সত্যেন মম তুষ্টিকরী তথা ॥১৫
কারণৈর্বহুভী রাজন্ন দাস্যে শবলাং তব।
বসিষ্ঠেনৈবমুক্তস্তু বিশ্বামিত্রেঽব্রবীত্তদা ॥১৬
সংরব্ধতরমত্যর্থং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।
হৈরণ্যকক্ষ্য-গ্রৈবেয়ান্ সুবর্ণাঙ্কুশভূষিতান্।
দদামি কুঞ্জরাণাং তে সহস্রাণি চতুর্দশ ॥১৭
হৈরণ্যানাং রথানাঞ্চ শ্বেতাশ্বানাং চতুর্যুজাম্ ॥১৮
দদামি তে শতান্যষ্টৌ কিঙ্কিণী কবিভূষিতান্।
হয়ানাং দেশজাতানাং কুলজানাং মহৌজসাম্ ১৯
সহস্রমেকং দশ চ দদামি তব সুব্রত।
নানাবর্ণবিভক্তানাং বয়ঃস্থানাং তথৈব চ ॥
দদাম্যেকাং গবাং কোটিং শবলা দীয়তাং মম ॥২০
যাবদিচ্ছসি রত্নানি হিরণ্যং বা দ্বিজোত্তম।
তাবদ্দদামি তে সর্বং দীয়তাং শবলা মম ॥২১
এবমুক্তস্তু ভগবান্ বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
ন দাস্যামীতি শবলাং প্রাহ রাজন্ কথঞ্চন ॥২২
এতদেব হি মে রত্নমেতদেব হি মে ধনম্।
এতদেব হি সর্বস্বমেতদেব হি জীবিতম্ ॥২৩
দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চ যজ্ঞাশ্চৈবাপ্তদক্ষিণাঃ।
এতদেব হি মে রাজন্ বিবিধাশ্চ ক্রিয়াস্তথা ॥২৪
অতো মূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্বা মম রাজন্ন সংশয়ঃ।
বহুনা কিং প্রলাপেন ন দাস্যে কামদোহিনীম্ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥৫৩॥

মত এই শবলা আমার নিত্যসহচরী। ইহাতেই হব্য, কব্য ও আমার জীবনযাত্রা অবলম্বিত হইয়াছে। অগ্নিহোত্র, বলি, হোম, স্বাহা ও বষট্‌কারপ্রযুক্ত যজ্ঞ ও বিবিধ বিদ্যা এই ধেনুরই অধীন। রাজন্! আমার সমস্তই এই ধেনুর অধীন—ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, এই ধেনু আমার সর্বস্ব ও সন্তোষের একমাত্র হেতু। এইরূপ নানা কারণে শবলাকে প্রদান করিতে পারিতেছি না। বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে পর বিশ্বামিত্র অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—আমি সুবর্ণের কণ্ঠভূষণ ও সুবর্ণ-নির্মিত অঙ্কুশাদি ভূষিত চতুর্দশসহস্র হস্তী, চারিটি শ্বেত অশ্বযুক্ত সুবর্ণনির্মিত কিঙ্কিণীভূষিত অষ্টশত রথ, সুদেশোৎপন্ন সৎকুলজাত মহাতেজস্বী একসহস্র দশটি অশ্ব এবং বিবিধবর্ণের প্রাপ্তবয়স্কা এককোটি ধেনু প্রদান করিতেছি, আপনি আমাকে এই শবলা ধেনুটি প্রদান করুন।৬-২০

দ্বিজোত্তম! আপনি যত রত্ন ও সুবর্ণ লইতে ইচ্ছা করেন, আমি সবই দিতে প্রস্তুত আছি। আপনি শবলাকে দান করুন! এইভাবে বিশ্বামিত্র বলিলে পর ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাজন্! আমি কোন-প্রকারেই শবলাকে দান করিতে পারিব না। এই ধেনুই আমার রত্ন, এই ধেনুই আমার সম্পত্তি। ইহাই আমার সর্বস্ব, ইহাই আমার প্রাণ। রাজন্! এই ধেনু দর্শ, পৌর্ণমাস ও অন্যান্য দক্ষিণা-যুক্ত যাগের নিদান। ইহাই আমার সকল ক্রিয়ার মূল—ইহাতে কোন সংশয় নাই। বেশী প্রলাপের প্রয়োজন নাই। আমি এই কামধেনুকে প্রদান করিব না।২১-২৫

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[বিশ্বামিত্রেণ বলপূর্বকং কামধেনোর্গ্রহণম্, দুঃখিতায়াঃ শবলায়া বসিষ্ঠসমীপে তৎপ্রতীকারপ্রার্থনম্, বসিষ্ঠানুজ্ঞয়া শবলাসঞ্জাত-সশস্ত্র-শক-যবন-পহ্লবপ্রভৃতীনাং বিশ্বামিত্রস্য সৈন্যসংহারশ্চ ।]

কামধেনুং বসিষ্ঠোঽপি যদা ন ত্যজতে মুনিঃ ।
তদাস্য শবলাং রাম বিশ্বামিত্রোঽন্বকর্ষত ॥১
নীয়মানা তু শবলা রাম রাজ্ঞা মহাত্মনা ।
দুঃখিতা চিন্তয়ামাস রুদন্তী শোককর্ষিতা ॥২
পরিত্যক্তা বসিষ্ঠেন কিমহং সুমহাত্মনা ।
যাহং রাজভৃতৈর্দীনা হ্রিয়েয়ং ভৃশদুঃখিতা ॥৩
কিং ময়াপকৃতং তস্য মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ ।
যন্মামনাগসং দৃষ্ট্বা ভক্তাং ত্যজতি ধার্মিকঃ ॥৪
ইতি সঞ্চিন্তয়িত্বা তু নিঃশ্বস্য চ পুনঃ পুনঃ ।
জগাম বেগেন তদা বসিষ্ঠং পরমৌজসম্ ॥৫
নির্ধূয় তাংস্তদা ভৃত্যাঞ্শতশঃ শত্রুসূদন ।
জগামানিলবেগেন পাদমূলং মহাত্মনঃ ॥৬
শবলা সা রুদন্তী চ ক্রোশন্তী চেদমব্রবীৎ ।
বসিষ্ঠস্যাগ্রতঃ স্থিত্বা রুদন্তী মেঘনিস্বনা ॥৭
ভগবন্ কিং পরিত্যক্তা ত্বয়াহং ব্রহ্মণঃসুত ।
যস্মাদ্ রাজভৃতা (ক) মাং হি নয়ন্তে ত্বৎসকাশতঃ ॥৮
এবমুক্তস্তু ব্রহ্মর্ষিরিদং বচনমব্রবীৎ ।
শোকসন্তপ্তহৃদয়াং স্বসারমিব দুঃখিতাম্ ॥৯
ন ত্বাং ত্যজামি শবলে নাপি মেঽপকৃতং ত্বয়া ।
এষ ত্বাং নয়তে রাজা বলান্মত্তো মহাবলঃ ॥১০
নহি তুল্যং বলং মহ্যং রাজা ত্বদ্য বিশেষতঃ ।
বলী রাজা ক্ষত্রিয়শ্চ পৃথিব্যাঃ পতিরেব চ ॥১১
ইয়মক্ষৌহিণী পূর্ণা গজ-বাজি-রথাকুলা ।
হস্তি-ধ্বজসমাকীর্ণা তেনাসৌ বলবত্তমঃ ॥১২

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ।

[বিশ্বামিত্রকর্তৃক বলপূর্বক কামধেনু গ্রহণ, দুঃখিতা শবলা কর্তৃক বশিষ্ঠের নিকট ইহার প্রতীকার প্রার্থনা এবং বশিষ্ঠের আজ্ঞায় শবলা হইতে উৎপন্ন সশস্ত্র শক, যবন, পহ্লব প্রভৃতির দ্বারা বিশ্বামিত্রের সৈন্য-সংহার ।]

শতানন্দ বলিলেন,—রাম! এইভাবে বশিষ্ঠমুনি যখন কিছুতেই কামধেনুকে ছাড়িতে চাহিলেন না, তখন বিশ্বামিত্র বলপূর্বক বশিষ্ঠের ধেনু শবলাকে লইয়া চলিলেন। রাম! বিশ্বামিত্র যখন শবলাকে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন দুঃখিতা শোকসন্তপ্তা শবলা কাঁদিতে কাঁদিতে চিন্তা করিতে লাগিল—মহাত্মা বশিষ্ঠ-কর্তৃক আমি কি পরিত্যক্ত হইলাম? অন্যথা রাজভৃত্যগণ তীব্র যন্ত্রণা দিতে দিতে আমাকে লইয়া যাইতেছে কেন? আমি জিতেন্দ্রিয় মহর্ষির এমন কি অপকার করিয়াছি! তিনি ধার্মিক হইয়া পাপশূন্যা অনুগতা আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন! এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক অতিবেগে রাজপুরুষ-দিগের বেষ্টন হইতে সবেগে বশিষ্ঠের নিকট গমন করিল, বায়ুবেগে মহাত্মা বশিষ্ঠের নিকট যাইয়া তাঁহার পাদমূলে পতিত হইল।১-৬

অনন্তর শবলা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বশিষ্ঠের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মেঘের মত গম্ভীর শব্দে বলিল,—ভগবন্! ব্রহ্মতনয়! আপনি কি আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, যাহার জন্য রাজভৃত্যগণ আমাকে আপনার নিকট হইতে লইয়া যাইতেছে? শবলা এইরূপ বলিলে বশিষ্ঠ শোকাক্রান্তা দুঃখিতা ভগিনীর মত শবলাকে বলিলেন,—শবলে! আমি তোমাকে ত্যাগ করি নাই। তুমিও আমার কোনরূপ অপকার কর নাই। মহাপরাক্রান্ত প্রমত্ত এই নরপতি বল-পূর্বক তোমাকে লইয়া যাইতেছেন।৭-১০

ইঁহার তুল্য শক্তি ত আমার নাই। বিশেষতঃ

পাঠান্তরঃ—(ক) যস্মাদ্ রাজভটা—।

এবমুক্তা বসিষ্ঠেন প্রত্যুবাচ বিনীতবৎ ।
বচনং বচনজ্ঞা সা ব্রহ্মর্ষিমতুলপ্রভম্ ॥১৩
ন বলং ক্ষত্রিয়স্যাহুর্ব্রাহ্মণাঃ বলবত্তরাঃ ।
ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবলং দিব্যং ক্ষত্রাচ্চ বলবত্তরম্ ॥১৪
অপ্রমেয়ং বলং তুভ্যং ন ত্বয়া বলবত্তরঃ ।
বিশ্বামিত্রো মহাবীর্য্যস্তেজস্তব দুরাসদম্ ॥১৫
নিযুঙ্‌ক্ষ্ব মাং মহাতেজস্ত্বং ব্রহ্মবলসম্ভৃতাম্ ।
তস্য দর্পং বলং যত্নং নাশয়ামি দুরাত্মনঃ ॥১৬
ইত্যুক্তস্তু তয়া রাম বসিষ্ঠস্তু মহাযশাঃ ।
সৃজস্বেতি তদোবাচ বলং পরবলার্দনম্ ॥১৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সুরভিঃ সাসৃজত্তদা ।
তস্যা হুম্ভারবোৎসৃষ্টাঃ পহ্লবাঃ শতশো নৃপ ॥১৮
নাশয়ন্তি বলং সর্ব্বং বিশ্বামিত্রস্য পশ্যতঃ ।
স রাজা পরমক্রুদ্ধঃ ক্রোধবিস্ফারিতেক্ষণঃ ॥১৯
পহ্লবান্নাশয়ামাস শস্ত্রৈরুচ্চাবচৈরপি ।
বিশ্বামিত্রার্দিতান্ দৃষ্ট্বা পহ্লবাঞ্ছতশস্তদা ॥২০
ভূয় এবাসৃজদ্ ঘোরাঞ্ছকান্ যবনমিশ্রিতান্ ।
তৈরাসীৎ সংবৃতা ভূমিঃ শকৈর্যবনমিশ্রিতৈঃ ॥২১
প্রভাবদ্ভির্মহাবীর্য্যৈর্হেম-কিঞ্জল্কসন্নিভৈঃ ।
তীক্ষ্ণাসি-পট্টিশধরৈর্হেমবর্ণাম্বরাবৃতৈঃ ॥২২
নির্দ্দগ্ধং তদ্বলং সর্ব্বং প্রদীপ্তৈরিব পাবকৈঃ ।
ততোহস্ত্রাণি মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মুমোচ হ ॥
তৈস্তে যবনকাম্বোজা বর্ব্বরাশ্চাকুলীকৃতাঃ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥৫৪

ইনি রাজা। বিশ্বামিত্র বলবান্ ক্ষত্রিয়রাজা এবং পৃথিবীর অধিপতি। হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতিতে সমারূঢ় অক্ষৌহিণী পরিমিত সৈন্যের প্রভু বিশ্বামিত্র আমার অপেক্ষা অধিক বলবান্। বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে বাক্যপটু শবলা বিনীতভাবে অতুলনীয় প্রভাবান্ ব্রহ্মর্ষিকে বলিল,—ব্রহ্মন্! ক্ষত্রিয় অল্প বলবান্। ব্রাহ্মণই তদপেক্ষা অধিক বলবান্। ব্রাহ্মণের বল দিব্য বল, ক্ষত্রিয়ের বল অপেক্ষা বলবত্তর, এই কথা বুধগণ বলিয়া থাকেন। আপনার বল অপরিমিত, ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র আপনার অপেক্ষা অধিক বলবান্ নহেন। যদিও বিশ্বামিত্র মহাবলবান্, কিন্তু আপনার তেজ তাঁহার পক্ষে সহ্য করা কিছুতেই সম্ভব নয়।১১-১৫

তেজস্বিপ্রবর! আমি ব্রহ্মবলসমন্বিতা। আপনি আমাকে নিয়োগ করুন। আমি ঐ দুরাত্মার অহঙ্কার, সৈন্য ও যত্ন বিনাশ করিব। রাম! শবলা এইরূপ বলিলে মহাযশস্বী বশিষ্ঠ তখন বলিলেন,—তুমি পরসৈন্যবিনাশক সৈন্য সৃষ্টি কর। বশিষ্ঠের বচন শুনিয়া শবলা সৈন্যসৃষ্টি করিতে লাগিল। জনপালক রাম! ঐ ধেনুর হম্বা-শব্দে শত শত পহ্লবনামক ম্লেচ্ছ উৎপন্ন হইল এবং বিশ্বামিত্রের সাক্ষাতেই সকল সৈন্যকে নাশ করিতে লাগিল। তখন বিশ্বামিত্রের নেত্রদ্বয় ক্রোধে বিস্ফারিত হইল, তিনি অতিশয় কুপিত হইয়া নানাবিধ শস্ত্রের দ্বারা পহ্লবগণকে নিহত করিলেন। শত শত পহ্লবগণকে বিশ্বামিত্রকর্ত্তৃক বিনাশিত হইতে দেখিয়া শবলা পুনর্বার ভয়ানক যবন-জাতীয় শকগণকে সৃষ্টি করিলেন। ঐ সকল যবন-জাতীয় শকসৈন্যের দ্বারা সম্পূর্ণ পৃথিবী আচ্ছাদিত হইয়া গেল। তাহারা সকলে বীর্য্যবান্, প্রভাসম্পন্ন ও চম্পককেসরতুল্যবর্ণ। প্রত্যেকেই তীক্ষ্ণ খড়্গ এবং পট্টিশ ধারণ করিয়াছে। সকলেই পীত বস্ত্রধারী ও প্রজ্বলিত অগ্নির তুল্য দীপ্তিমান্। তাহারা বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন মহাতেজা বিশ্বামিত্র তাহাদের উপর অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ অস্ত্রসমূহের দ্বারা যবন কাম্বোজ ও বর্বরগণ ব্যাকুল হইয়া পড়িল।১৬-২৩

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[বসিষ্ঠস্য হুঙ্কারেণ বিশ্বামিত্রস্য শতপুত্রবিনাশঃ, পরাজিত-বিশ্বামিত্রস্য তপশ্চরণম্, মহাদেবানুগ্রহান্নানাবিধ-দিব্যাস্ত্রলাভঃ, প্রতিশোধায় বসিষ্ঠাশ্রমে বিশ্বামিত্রস্য পুনরাগমনম্, বিশ্বামিত্রায় সমুচিতশিক্ষাপ্রদানার্থং বসিষ্ঠস্য ব্রহ্মদণ্ডধারণঞ্চ।]

ততস্তানাকুলান্ দৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রাস্ত্রমোহিতান্।
বসিষ্ঠশ্চোদয়ামাস কামধুক্ সৃজ যোগতঃ ॥১
তস্যা হুঙ্কারতো জাতাঃ কাম্বোজা রবিসন্নিভাঃ।
ঊধসশ্চাথ সম্ভূতা বর্বরাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥২
যোনিদেশাচ্চ যবনা শকৃদ্দেশাচ্ছকাঃ স্মৃতাঃ।
রোমকূপেষু ম্লেচ্ছাশ্চ হারীতাঃ সকিরাতকাঃ ॥৩
তৈস্তন্নিষূদিতং সর্বং বিশ্বামিত্রস্য তৎক্ষণাৎ।
সপদাতি-গজং সাশ্বং সরথং রঘুনন্দন ॥৪
দৃষ্ট্বা নিষূদিতং সৈন্যং বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
বিশ্বামিত্রসুতানাং তু শতং নানাবিধায়ুধম্ ॥৫
অভ্যধাবৎ সুসংক্রুদ্ধং বসিষ্ঠং জপতাং বরম্।
হুঙ্কারেণৈব তান্ সর্বান্নির্দদাহ মহানৃষিঃ ॥৬
তে সাশ্ব-রথ-পাদাতা বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
ভস্মীকৃতা মুহূর্তেন বিশ্বমিত্রসুতাস্তথা ॥৭
দৃষ্ট্বা বিনাশিতান্ সর্বান্ বলঞ্চ সুমহাযশাঃ।
সব্রীড়ং চিন্তয়াবিষ্টো বিশ্বামিত্রোঽভবত্তদা ॥৮
সমুদ্র ইব নির্বেগো ভগ্নদংষ্ট্র ইবোরগঃ।
উপরক্ত ইবাদিত্যঃ সদ্যো নিষ্প্রভতাং গতঃ ॥৯
হতপুত্রবলো দীনো লূনপক্ষ ইব দ্বিজঃ।
হতসর্ববলোৎসাহো নির্বেদং সমপদ্যত ॥১০
স পুত্রমেকং রাজ্যায় পালয়েতি নিযুজ্য চ।
পৃথিবীং ক্ষত্রধর্মেণ বনমেবাভ্যপদ্যত ॥১১
স গত্বা হিমবৎপার্শ্বে কিন্নরোরগসেবিতে।
মহাদেবপ্রসাদার্থং তপস্তেপে মহাতপাঃ ॥১২

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ

[বশিষ্ঠের হুঙ্কারে বিশ্বামিত্রের শতপুত্রের বিনাশ, পরাজিত বিশ্বামিত্রের তপস্যা ও মহাদেবের প্রসাদে নানাবিধ দিব্যাস্ত্র প্রাপ্তি, প্রতিশোধগ্রহণার্থ বশিষ্ঠাশ্রমে বিশ্বামিত্রের পুনরাগমন এবং বিশ্বামিত্রকে সমুচিত শিক্ষাপ্রদানার্থ বশিষ্ঠেরও ব্রহ্মদণ্ড ধারণ।]

বিশ্বামিত্রের অস্ত্রের দ্বারা মোহিত ও পলায়নরত সৈন্যগণকে দেখিয়া বশিষ্ঠ শবলাকে প্রেরণা দিলেন—বৎসে! তুমি কামধেনু, সুতরাং যোগবলে পুনর্বার সৈন্য সৃষ্টি কর। অনন্তর শবলার হুঙ্কার হইতে সূর্য্য-তুল্যতেজস্বী বহু কাম্বোজসৈন্য উৎপন্ন হইল। তাহার স্তন হইতে শস্ত্রধারী বর্বরসৈন্য, যোনিদেশ হইতে অনেক যবনসৈন্য, গুহ্যদেশ হইতে অনেক শকসৈন্য এবং রোমকূপ হইতে অনেক হারীত ও কিরাত ম্লেচ্ছসৈন্য উৎপন্ন হইল। রঘুনন্দন! এই সকল সৈন্য অল্প সময়েই হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সহিত বিশ্বামিত্রের সকল সৈন্যকে নিহত করিল। মহাত্মা বশিষ্ঠকর্তৃক এইভাবে সৈন্যগণকে নিহত দেখিয়া বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র অতিক্রোধে নানাবিধ অস্ত্র ধারণপূর্বক অগ্রসর হইল। তপস্বী মহর্ষি বশিষ্ঠ হুঙ্কার দ্বারা তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা অশ্ব, রথ, পদাতি সহিত সৈন্যগণকে ও বিশ্বামিত্র পুত্রগণকে একমুহূর্তে ভস্মীভূত করিলেন। মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র নিজসৈন্যগণকে ও পুত্রগণকে বিনষ্ট দেখিয়া সলজ্জভাবে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তরঙ্গশূন্য সমুদ্রের ন্যায়, বিষদন্তশূন্য সর্পের ন্যায় এবং রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় তেজঃশূন্য হইয়া গেলেন। পুত্র ও সৈন্য বিনষ্ট হওয়ায় ছিন্নপক্ষ পক্ষীর মত শক্তি ও উৎসাহহীন হইয়া নির্বেদ প্রাপ্ত হইলেন।১-১০

তিনি একটি পুত্রকে "ক্ষত্রিয়ধর্মানুসারে পৃথিবী পালন কর" এই বলিয়া নিযুক্ত করিয়া বনে গমন করিলেন। মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র কিন্নর-নাগসেবিত হিমালয়পার্শ্বে গমন করিয়া মহাদেবের প্রসন্নতার জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল অতীত হইলে

কেনচিত্ত্বথ কালেন দেবেশো বৃষভধ্বজঃ।
দর্শয়ামাস বরদো বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্ ॥১৩
কিমর্থং তপ্যসে রাজন্ ব্রূহি যত্তে বিবক্ষিতম্।
বরদোঽস্মি বরো যস্তে কাঙ্ক্ষিতঃ সোঽভিধীয়তাম্ ॥১৪
এবমুক্তস্তু দেবেন বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
প্রণিপত্য মহাদেবং বিশ্বামিত্রোঽব্রবীদিদম্ ॥১৫
যদি তুষ্টো মহাদেব ধনুর্বেদো মমানঘ।
সাঙ্গোপাঙ্গোপনিষদঃ সরহস্যঃ প্রদীয়তাম্ ॥১৬
যানি দেবেষু চাস্ত্রাণি দানবেষু মহর্ষিষু।
গন্ধর্ব-যক্ষ-রক্ষঃসু প্রতিভান্তু মমানঘ ॥১৭
তব প্রসাদাদ্ ভবতু দেবদেব মমেপ্সিতম্।
এবমস্ত্বিতি দেবেশো বাক্যমুক্ত্বা গতস্তদা ॥১৮
প্রাপ্য চাস্ত্রাণি দেবেশাদ্ বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।
দর্পেণ মহতা যুক্তো দর্পপূর্ণোঽভবত্তদা ॥১৯
বিবর্দ্ধমানো বীর্য্যেণ সমুদ্র ইব পর্বণি।
হতং মেনে তদা রাম বসিষ্ঠমৃষিসত্তমম্ ॥২০
ততো গত্বাশ্রমপদং মুমোচাস্ত্রাণি পার্থিবঃ।
যৈস্তত্তপোবনং নাম নির্দগ্ধং চাস্ত্রতেজসা ॥২১
উদীর্য্যমাণমস্ত্রং তদ্ বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
দৃষ্ট্বা বিপ্রদ্রুতা ভীতা মুনয়ঃ শতশো দিশঃ ॥২২
বসিষ্ঠস্য চ যে শিষ্যা যে চ বৈ মৃগ-পক্ষিণঃ।
বিদ্রবন্তি ভয়াদ্ ভীতা নানাদিগ্ভ্যঃ সহস্রশঃ ॥২৩
বসিষ্ঠস্যাশ্রমপদং শূন্যমাসীন্মহাত্মনঃ।
মুহূর্তমিব নিঃশব্দমাসীদীরিণসন্নিভম্ ॥২৪
বদতো বৈ বসিষ্ঠস্য মা ভৈরিতি মুহুর্মুহুঃ।
নাশয়াম্যদ্য গাধেয়ং নীহারমিব ভাস্করঃ ॥২৫

দেবাদিদেব বৃষভবাহন বরদাতা হইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট আত্মপ্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন,—রাজন্! তুমি কি জন্য তপস্যা করিতেছ? তোমার অভিপ্রায় কি তাহা প্রকাশ কর। আমি বরদান করিবার জন্য আসিয়াছি। তোমার যাহা অভীষ্ট, তাহা আমার নিকট প্রার্থনা কর। মহাদেব এইরূপ বলিলে পর তপস্বী বিশ্বামিত্র মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,।১১ ১৫

মহাদেব! অনঘ! যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অঙ্গ, উপাঙ্গ ও রহস্যের সহিত সম্পূর্ণ ধনুর্বেদ আমাকে প্রদান করুন। দেব, দানব, মহর্ষি, গন্ধর্ব, যক্ষ ও রাক্ষসদিগের মধ্যে যে সকল অস্ত্র আছে, সেই সকল অস্ত্র আপনার প্রসাদে আমাতে প্রতিভাত হউক, ইহাই আমার একমাত্র অভীষ্ট। বিশ্বামিত্র প্রার্থনা করিলে দেবদেব শঙ্কর 'তথাস্তু' অর্থাৎ 'তাহাই হউক' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহাবল বিশ্বামিত্র মহাদেবের নিকট হইতে অস্ত্রলাভ করিয়া অতিদর্পে দর্পিত হইলেন, এবং বীর্য্যপ্রভাবে পর্বদিনের সমুদ্রের ন্যায় বর্ধিত হইয়া উঠিলেন। রাম! তখন বিশ্বামিত্র ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে নিহত বলিয়াই মনে করিলেন।১৬-২০

অনন্তর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের আশ্রমে যাইয়া অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল অস্ত্রের তেজে বশিষ্ঠের তপোবন দগ্ধ হইয়া গেল। ধীমান্ বিশ্বামিত্রের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহকে দেখিয়া আশ্রমবাসী মুনিগণ অতিভীত হইয়া দিগ্‌বিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠের শিষ্যগণ ও আশ্রমস্থ পশু-পক্ষিগণ ভয়ে ভীত হইয়া দলে দলে নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাত্মা বশিষ্ঠের আশ্রমটি একমুহূর্তে শূন্য হইয়া গেল। নিঃশব্দ ঐ আশ্রম ঊষরভূমির ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। যদিও বশিষ্ঠ বারংবার বলিতেছিলেন যে 'ভয় করিও না, ভীত হইও না, সূর্য্য যেমন শিশির বিনাশ করেন, সেইরূপে আমিও গাধিপুত্রকে বিনাশ করিতেছি', তথাপি কেহই তাহা শ্রবণ করে নাই।২১-২৫

তপস্বিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ এইরূপে সকলকে আশ্বাসদান করিয়া অতিশয় ক্রোধের সহিত বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—ওরে দুরাচার! তুই অতি নির্বোধ। তুই যখন আমার বহুকালপালিত ও বর্ধিত আশ্রম নষ্ট করিয়াছিস,]

এবমুক্ত্বা মহাতেজা বসিষ্ঠো জপতাং বরঃ।
বিশ্বামিত্রং তদা বাক্যং সরোষমিদমব্রবীৎ ॥২৬
আশ্রমং চিরসংবৃদ্ধং যদ্‌বিনাশিতবানসি।
দুরাচারো হি যন্মূঢ়স্তস্মাত্ত্বং ন ভবিষ্যসি ॥২৭
ইত্যুক্ত্বা পরমক্রুদ্ধো দণ্ডমুদ্যম্য সত্বরঃ।
বিধূম ইব কালাগ্নির্যমদণ্ডমিবাপরম্ ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

তখন আর তুই জীবিত থাকিতে পারিবি না। এইরূপ বলিয়া সবেগে যমদণ্ডের ন্যায় একটি দণ্ড উত্তোলন করিয়া অতিক্রোধে ধূমহীন প্রলয়াগ্নির মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিলেন।২৬-২৮

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ

[বিশ্বামিত্রেণ বসিষ্ঠোপরি নানাবিধ-দিব্যাস্ত্রাণাং প্রয়োগঃ, বসিষ্ঠেন ব্রহ্মদণ্ডদ্বারা প্রযুক্তাস্ত্রাণাং দমনম্, ব্রাহ্মণত্বলাভায় বিশ্বামিত্রস্য তপশ্চরণাভিলাষশ্চ।]

এবমুক্তো বসিষ্ঠেন বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।
আগ্নেয়মস্ত্রমুদ্দিশ্য তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥১
ব্রহ্মদণ্ডং সমুদ্যম্য কালদণ্ডমিবাপরম্।
বসিষ্ঠো ভগবান্ ক্রোধাদিদং বচনমব্রবীৎ ॥২
ক্ষত্রবন্ধো স্থিতোঽস্ম্যেষ যদ্বলং তদ্ বিদর্শয়।
নাশয়ম্যদ্য তে দর্পং শস্ত্রস্য তব গাধিজ ॥৩
ক্ব চ তে ক্ষত্রিয়বলং ক্ব চ ব্রহ্মবলং মহৎ।
পশ্য ব্রহ্মবলং দিব্যং মম ক্ষত্রিয়পাংসন ।৪
তস্যাস্ত্রং গাধিপুত্রস্য ঘোরমাগ্নেয়মুত্তমম্।
ব্রহ্মদণ্ডেন তচ্ছান্তমগ্নের্বেগ ইবাম্ভসা ॥৫
বারুণং চৈব রৌদ্রঞ্চ ঐন্দ্রং পাশুপতং তথা।
ঐষীকং চাপি চিক্ষেপ কুপিতো গাধিনন্দনঃ ॥৬
মানবং মোহনং চৈব গান্ধর্বং স্বাপনং তথা।
জৃম্ভণং মোহনঞ্চৈব সন্তাপন-বিলাপনে ॥৭
শোষণং দারুণঞ্চৈব বজ্রমস্ত্রং সুদুর্জয়ম্।
ব্রহ্মপাশং কালপাশং বারুণং পাশমেব চ ॥৮
পিনাকমস্ত্রং দয়িতং শুষ্কার্দ্রে অশনী তথা।
দণ্ডাস্ত্রমথ পৈশাচং ক্রৌঞ্চমস্ত্রং তথৈব চ ॥৯

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

[বিশ্বামিত্রকর্তৃক বশিষ্ঠদেবের উপর নানাবিধ-দিব্য অস্ত্রসকলের প্রয়োগ, বশিষ্ঠকর্তৃক ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা প্রযুক্ত অস্ত্রসকলের দমন ও ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য বিশ্বামিত্রের তপস্যা করিবার অভিলাষ।]

বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে পর মহাবলবান্ বিশ্বামিত্র আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন এবং 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' অর্থাৎ 'দাঁড়াও দাঁড়াও' বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ বশিষ্ঠ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কালদণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মদণ্ড উত্তোলন করিলেন এবং বলিলেন,—রে ক্ষত্রিয়াধম! এই আমি দাঁড়াইলাম, তোর যত যত শক্তি আছে প্রকাশ কর। আমি অদ্য তোর অস্ত্রের দর্প চূর্ণ করিব। ওরে ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গার! কোথায় তোর তুচ্ছ ক্ষত্রিয়শক্তি আর কোথায় আমার মহতী ব্রহ্মশক্তি! তুই আমার অলৌকিক ব্রহ্মশক্তি প্রত্যক্ষ কর।১-৪

জলের দ্বারা যেমন অগ্নি শান্ত হয়, সেইরূপ বিশ্বামিত্রের অতিভয়ঙ্কর আগ্নেয় অস্ত্র বসিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা শান্ত হইয়া গেল। তখন গাধিতনয় অতি কুপিত হইয়া বারুণ, ভয়দ ঐন্দ্র, পাশুপত, ঐষীক, মানব, মোহনরূপ গান্ধর্ব, স্বাপন, জৃম্ভণ, মোহন, সন্তাপন, বিলাপন, শোষণ, দারুণ ও সুদুর্জয় বজ্রাস্ত্র, ব্রহ্মপাশ, কালপাশ, বারুণপাশ, প্রিয় পিনাকাস্ত্র, শুষ্ক ও আর্দ্র বজ্রদ্বয়, দণ্ডাস্ত্র, পিশাচাস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, ধর্মচক্র, কালচক্র

ধর্মচক্রং কালচক্রং বিষ্ণুচক্রং তথৈব চ।
বায়ব্যং মথনঞ্চৈব অস্ত্রং হয়শিরস্তথা ॥১০
শক্তিদ্বয়ঞ্চ চিক্ষেপ কঙ্কালং মুসলং তথা।
বৈদ্যাধরং মহাস্ত্রঞ্চ কালাস্ত্রমথ দারুণম্ ॥১১
ত্রিশূলমস্ত্রং ঘোরঞ্চ কাপালমথ কঙ্কণম্।
এতান্যস্ত্রাণি চিক্ষেপ সর্বাণি রঘুনন্দন ॥১২
বসিষ্ঠে জপতাং শ্রেষ্ঠে তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
তানি সর্বাণি দণ্ডেন গ্রসতে ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥১৩
তেষু শান্তেষু ব্রহ্মাস্ত্রং ক্ষিপ্তবান্ গাধিনন্দনঃ।
তদস্ত্রমুদ্যতং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ ॥১৪
দেবর্ষয়শ্চ সম্ভ্রান্তা গন্ধর্বাঃ সমহোরগাঃ।
ত্রৈলোক্যমাসীৎ সন্ত্রস্তং ব্রহ্মাস্ত্রে সমুদীরিতে ॥১৫
তদপ্যস্ত্রং মহাঘোরং ব্রাহ্মং ব্রাহ্মেণ তেজসা।
বসিষ্ঠো গ্রসতে সর্বং ব্রহ্মদণ্ডেন রাঘব ॥১৬
ব্রহ্মাস্ত্রং গ্রসমানস্য বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
ত্রৈলোক্যমোহনং রৌদ্রং রূপমাসীৎ সুদারুণম্ ॥১৭
রোমকূপেষু সর্বেষু বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
মরীচ্য ইব নিষ্পেতুরগ্নের্ধূমাকুলার্চিষঃ ॥১৮
প্রাজ্বলদ্ ব্রহ্মদণ্ডশ্চ বসিষ্ঠস্য করোদ্যতঃ।
বিধূম ইব কালাগ্নির্যমদণ্ড ইবাপরঃ ॥১৯
ততোঽস্তুবন্ মুনিগণা বসিষ্ঠং জপতাং বরম্ (ক)।
অমোঘং তে বলং ব্রহ্মংস্তেজো ধারয় তেজসা ॥২০
নিগৃহীতস্ত্বয়া ব্রহ্মন্ বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।
অমোঘং তে বলং শ্রেষ্ঠ লোকাঃ সন্তু গতব্যথাঃ ॥২১
এবমুক্তো মহাতেজাঃ শমং চক্রে মহাবলঃ।
বিশ্বামিত্রো বিনিকৃতো বিনিঃশ্বস্যেদমব্রবীৎ ॥২২
ধিগ্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বরম্।
একেন ব্রহ্মদণ্ডেন সর্বাস্ত্রাণি হতানি মে ॥২৩
তদেতৎ প্রসমীক্ষ্যাহং প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসঃ।
তপো মহৎ সমাস্থাস্যে যদ্বৈ ব্রহ্মত্বকারণম্ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ষট্পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥৫৬

বিষ্ণুচক্র, বায়ব্য ও মথনাস্ত্র, হয়শীর্ষাস্ত্র, কঙ্কাল ও মুষলনামক শক্তিদ্বয়, বিদ্যাধর মহাস্ত্র, দারুণ কালাস্ত্র, অতি ভয়ানক ত্রিশূল, কাপাল ও কঙ্কণাস্ত্র প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন! বশিষ্ঠের উপর ঐ সকল অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইলে পর একটি অদ্ভুত ব্যাপার হইল। ব্রহ্মপূত বশিষ্ঠ ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারাই ঐ সকল অস্ত্রকে নিবারণ করিয়া ফেলিলেন। সকল অস্ত্রের প্রয়োগ ব্যর্থ হইল দেখিয়া গাধিনন্দন ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ঐ অস্ত্রকে পতনোন্মুখ দেখিয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ, দেবর্ষি, গন্ধর্ব ও নাগগণ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করায় ত্রিলোকস্থিত সকলে অতিশয় ভীত হইয়া উঠিল।৫-১৫

রাঘব! বশিষ্ঠ ব্রাহ্মতেজের প্রভাবে ব্রহ্মদণ্ড দ্বারাই ঐ মহাঘোর ব্রহ্মাস্ত্রকেও সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। ব্রহ্মাস্ত্র গ্রাস করিবার সময় মহাত্মা বশিষ্ঠের মূর্তি ত্রিলোকের মোহজনক অতি দারুণ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। মহাত্মা বশিষ্ঠের সমস্ত রোমকূপ হইতে ধূমযুক্ত অগ্নির জ্বালার ন্যায় স্ফুলিঙ্গসকল নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার হস্তস্থিত যমদণ্ডতুল্য ব্রহ্মদণ্ড ধূমশূন্য প্রলয়াগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। তখন আশ্রমস্থিত মুনিগণ তপস্বিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের স্তুতি করিয়া বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনার শক্তি অব্যর্থ; কিন্তু আপনি নিজ মহিমায় তেজ সম্বৃত করুন।১৬-২০

ব্রহ্মন্! মহাবলবান্ বিশ্বামিত্রও আপনার দ্বারা নিগৃহীত হইলেন! আপনার বল অব্যর্থ। কিন্তু এখন সকল লোক নিশ্চিন্ত হউক। ঋষিগণ এইরূপ বলিলে মহাবলবান্ বশিষ্ঠ শান্তভাব ধারণ করিলেন। পরাজিত বিশ্বামিত্র দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নিজমনে বলিতে লাগিলেন—ক্ষত্রিয়ের শক্তিকে ধিক্কার দিই। ব্রাহ্মণের শক্তিই একমাত্র শক্তি, একটি মাত্র ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা আমার সকল অস্ত্র প্রতিহত হইয়া গেল। এইরূপ ঘটনা দেখিয়া আমি শুদ্ধমনে ইন্দ্রিয়জয়পূর্বক মহাতপস্যা করিব, যে তপস্যা আমার ব্রাহ্মণত্বলাভের কারণ হইবে।২১-২৪

পাঠান্তর:—(ক) —জয়তাং বরম্।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষট্পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[বিশ্বামিত্রস্য তপশ্চরণম্, সশরীরস্বর্গগমনায় যজ্ঞং কর্ত্তুং বসিষ্ঠসমীপে রাজ্ঞস্ত্রিশঙ্কোর্গমনম্, বসিষ্ঠেন প্রত্যাখ্যাতস্য ত্রিশঙ্কোস্তৎপুত্রগণসমীপে গমনম্]

ততঃ সন্তপ্তহৃদয়ঃ স্মরন্নিগ্রহমাত্মনঃ।
বিনিশ্বস্য বিনিশ্বস্য কৃতবৈরো মহাত্মনা ॥১
স দক্ষিণাং দিশং গত্বা মহিষ্যা সহ রাঘব।
ততাপ পরমং ঘোরং বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ॥২
ফল-মূলাশনো দান্তশ্চচার পরমং তপঃ।
অথাস্য জজ্ঞিরে পুত্রাঃ সত্য-ধর্মপরায়ণাঃ ॥৩
হবিষ্যন্দো মধুষ্যন্দো দৃঢ়নেত্রো মহারথঃ।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥৪
অব্রবীন্মধুরং বাক্যং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।
জিতা রাজর্ষিলোকাস্তে তপসা কুশিকাত্মজ ॥৫
অনেন তপসা ত্বাং হি রাজর্ষিরিতি বিদ্মহে।
এবমুক্ত্বা মহাতেজা জগাম সহ দৈবতৈঃ ॥৬
ত্রিবিষ্টপং ব্রহ্মলোকং লোকানাং পরমেশ্বরঃ।
বিশ্বামিত্রোঽপি তচ্ছ্রুত্বা হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ ॥৭
দুঃখেন মহতাবিষ্টঃ সমন্যুরিদমব্রবীৎ।
তপশ্চ সুমহত্তপ্তং রাজর্ষিরিতি মাং বিদুঃ ॥৮
দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সর্বে নাস্তি মন্যে তপঃফলম্।
এবং নিশ্চিত্য মনসা ভূয় এব মহাতপাঃ ॥৯
তপশ্চচার ধর্মাত্মা কাকুৎস্থ পরমাত্মবান্।
এতস্মিন্নেব কালে তু সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১০
ত্রিশঙ্কুরিতি বিখ্যাত ইক্ষ্বাকুকুলবর্ধনঃ।
তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না যজেয়মিতি রাঘব ॥১১
গচ্ছেয়ং সশরীরেণ দেবতানাং পরাং গতিম্।
বসিষ্ঠং স সমাহূয় কথয়ামাস চিন্তিতম্ ॥১২
অশক্যমিতি চাপ্যুক্তো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
প্রত্যাখ্যাতো বসিষ্ঠেন স যযৌ দক্ষিণাং দিশম্ ॥১৩
ততস্তৎকর্ম সিদ্ধ্যর্থং পুত্রাংস্তস্য গতো নৃপঃ।
বাসিষ্ঠা দীর্ঘতপসস্তপো যত্র হি তেপিরে ॥১৪

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

[বিশ্বামিত্রের তপস্যা, সশরীরে স্বর্গে গমনের জন্য যজ্ঞ করিবার অভিপ্রায়ে রাজা ত্রিশঙ্কুর বশিষ্ঠদেবের নিকট গমন এবং বশিষ্ঠ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাঁহার পুত্রগণের নিকট ত্রিশঙ্কুর গমন।]

মহাত্মা বশিষ্ঠের সহিত বৈরিতা করিয়া নিজ পরাজয়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে বিশ্বামিত্রের হৃদয় অতি সন্তপ্ত হইল, তিনি বারংবার দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রাঘব! মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র নিজ মহিষীর সহিত দক্ষিণ দিকে যাইয়া অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য ভক্ষ্য বর্জনপূর্বক কেবল ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় বিশ্বামিত্রের হবিষ্যন্দ, মধুষ্যন্দ, দৃঢ়নেত্র ও মহারথ নামক সত্য ও ধর্মপরায়ণ চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তপস্যা করিতে করিতে সহস্র বৎসর অতীত হইলে পর লোকপিতামহ ব্রহ্মা তপস্বী বিশ্বামিত্রকে মধুর বাক্য বলিলেন—কুশিকতনয়! তুমি তপস্যা দ্বারা রাজর্ষিলোক জয় করিয়াছ। এই তপস্যার ফলে আমরা তোমাকে রাজর্ষি বলিয়া বুঝিলাম। এইরূপ বলিয়া তেজস্বী সকল-লোকপ্রভু ব্রহ্মা দেবগণের সহিত দেবলোকে গমন করিলেন। ব্রহ্মার বচন শুনিয়া বিশ্বামিত্র লজ্জায় কিঞ্চিৎ নতমুখ হইলেন এবং অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রোধের সহিত বলিলেন,—আমি এত সুকঠোর তপস্যা করিলাম, তাহাতেও দেবতা ও ঋষিগণ আমাকে রাজর্ষিই মনে করিলেন। আমার মনে হয় তপস্যায় কোন ফল হয় নাই। মহাতপস্বী ধার্মিক জিতেন্দ্রিয়

ত্রিশঙ্কুস্তু মহাতেজাঃ শতং পরমভাস্বরম্।
বসিষ্ঠপুত্রান্ দদৃশে তপ্যমানাম্মনস্বিনঃ ॥১৫
সোঽভিগম্য মহাত্মানঃ সর্বানেব গুরোঃ সুতান্।
অভিবাদ্যানুপূর্বেণ হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্‌মুখঃ ॥১৬
অব্রবীৎ স মহাত্মানঃ সর্বানেব কৃতাঞ্জলিঃ।
শরণং বঃ প্রপন্নোঽহং শরণ্যান্ শরণং গতঃ ॥১৭
প্রত্যাখ্যাতো হি ভদ্রং বো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
যষ্টুকামো মহাযজ্ঞং তদনুজ্ঞাতুমর্হথ ॥১৮
গুরুপুত্রানহং সর্বান্নমস্কৃত্য প্রসাদয়ে।
শিরসা প্রণতো যাচে ব্রাহ্মণাংস্তপসি স্থিতান্ ॥১৯
তে মাং ভবন্তঃ সিদ্ধ্যর্থং যাজয়ন্তু সমাহিতাঃ।
সশরীরো যথাহং বৈ দেবলোকমবাপ্নুয়াম্ ॥২০
প্রত্যাখ্যাতো বসিষ্ঠেন গতিমন্যাং তপোধনাঃ।
গুরুপুত্রানৃতে সর্বান্নাহং পশ্যামি কাঞ্চন ॥২১
ইক্ষ্বাকূণাং হি সর্বেষাং পুরোধাঃ পরমা গতিঃ।
তস্মাদনন্তরং সর্বে ভবন্তো দৈবতং মম ॥২২
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

বিশ্বামিত্র নিজ মনে এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। এই সময় ইক্ষ্বাকুবংশবর্ধন জিতেন্দ্রিয় ও সত্যবাদী ত্রিশঙ্কুনামে বিখ্যাত রাজার সঙ্কল্প হয়—"আমি এইরূপ যাগানুষ্ঠান করিব" যে যজ্ঞের দ্বারা সশরীরে দেবগণের স্থান স্বর্গলোকে গমন করিতে পারি"। অনন্তর বশিষ্ঠকে আহ্বান করিয়া নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মহাত্মা বশিষ্ঠ ত্রিশঙ্কুর অভিপ্রায় শুনিয়া বলিলেন যে, সশরীরে স্বর্গগমন অসম্ভব। বশিষ্ঠকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া তিনি দক্ষিণদিকে গমন করিলেন। ত্রিশঙ্কু স্বকর্মসিদ্ধির জন্য সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, যেখানে দীর্ঘতপা বশিষ্ঠ-পুত্রেরা তপস্যা করিতেছেন। মহাতেজস্বী ত্রিশঙ্কু অতিসমুজ্জ্বল, মনস্বী ও তপস্যারত শতসংখ্যক বশিষ্ঠ-পুত্রগণকে দেখিতে পাইলেন।১-১৫

মহাত্মা গুরুপুত্রগণের নিকট যাইয়া যথাক্রমে সকলকে সে অভিবাদন করিয়া লজ্জাবশতঃ কিঞ্চিৎ অবনত-মুখ হইলেন। অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া মহাত্মাদিগকে বলিলেন, আমি আপনাদের শরণাগত হইলাম, আপনারা আমার একমাত্র শরণ। সেইজন্য আপনাদের শরণ লইলাম। আপনাদের মঙ্গল হউক। আমি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইয়া মহাত্মা বশিষ্ঠকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি, আপনারা আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। আপনারা আমার গুরুপুত্র। আপনাদের সকলকে নমস্কার করিয়া প্রসন্ন করিতেছি। আমি অবনতমস্তকে তপস্যারত আপনাদের মত ব্রাহ্মণগণের নিকট প্রার্থনা করিতেছি—আমার ইষ্টসিদ্ধির জন্য আপনারা একাগ্র হইয়া যাগানুষ্ঠান করাইয়া দিন, যাহাতে আমি সশরীরে স্বর্গগমন করিতে পারি। তপোধনগণ বশিষ্ঠকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া গুরুপুত্রগণকে ছাড়িয়া অন্যকোন উপায় দেখিতেছি না। ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের পুরোহিতই একমাত্র আশ্রয়। তাহার পর আপনারা সকলে আমার প্রধান দেবতা।১৬-২২

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[বশিষ্ঠপুত্রাণাং শাপেন ত্রিশঙ্কোশ্চাণ্ডালরূপধারণম্, তস্য বিশ্বামিত্রসমীপে গমনং স্বাভিপ্রায়জ্ঞাপনঞ্চ।]

ততস্ত্রিশঙ্কোর্বচনং শ্রুত্বা ক্রোধসমন্বিতম্।
ঋষিপুত্রশতং রাম রাজানমিদমব্রবীৎ ॥১
প্রত্যাখ্যাতোঽসি দুর্মেধো গুরুণা সত্যবাদিনা।
তং কথং সমতিক্রম্য শাখান্তরমুপেয়িবান্ ॥২
ইক্ষ্বাকূণাং হি সর্বেষাং পুরোধাঃ পরমা গতিঃ।
ন চাতিক্রমিতুং শক্যং বচনং সত্যবাদিনঃ ॥৩
অশক্যমিতি সোবাচ বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
তং বয়ং বৈ সমাহর্তুং ক্রতুং শক্তাঃ কথঞ্চ ন ॥৪
বালিশস্ত্বং নরশ্রেষ্ঠ গম্যতাং স্বপুরং পুনঃ।
যাজনে ভগবান্ শক্তস্ত্রৈলোক্যস্যাপি পার্থিব ॥৫
অবমানং কথং কর্তুং তস্য শক্ষ্যামহে বয়ম্।
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ক্রোধপর্য্যাকুলাক্ষরম্ ॥৬
স রাজা পুনরেবৈতানিদং বচনমব্রবীৎ।
প্রত্যাখ্যাতো ভগবতা গুরুপুত্রৈস্তথৈব চ ॥৭
অন্যাং গতিং গমিষ্যামি স্বস্তি বোঽস্তু তপোধনাঃ।
ঋষিপুত্রাস্তু তচ্ছ্রুত্বা বাক্যং ঘোরাভিসংহিতম্ ॥৮
শেপুঃ পরমসংক্রুদ্ধাশ্চণ্ডালত্বং গমিষ্যসি।
ইত্যুক্ত্বা তে মহাত্মানো বিবিশুঃ স্বং স্বমাশ্রমম্ ॥৯
অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং রাজা চণ্ডালতাং গতঃ।
নীলবস্ত্রধরো নীলঃ পরুষো ধ্বস্তমূর্ধজঃ ॥১০
চিত্যমাল্যাঙ্গরাগশ্চ আয়সাভরণোঽভবৎ।
তং দৃষ্ট্বা মন্ত্রিণঃ সর্বে ত্যজ্য চণ্ডালরূপিণম্ ॥১১
প্রাদ্রবন্ সহিতা রাম পৌরা যেঽস্যানুগামিনঃ।
একো হি রাজা কাকুৎস্থ জগাম পরমাত্মবান্ ॥১২

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

[বশিষ্ঠপুত্রগণের শাপে রাজা ত্রিশঙ্কুর চণ্ডালরূপ ধারণ, বিশ্বামিত্রের নিকট ত্রিশঙ্কুর গমন ও স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন।]

রাম! বশিষ্ঠের একশত পুত্র ত্রিশঙ্কুরাজার এইরূপ বচন শুনিয়া অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন এবং রাজাকে বলিলেন,—দুষ্টচিত্ত! সত্যনিষ্ঠ পিতৃদেব তোমাকে প্রত্যাখান করিয়াছেন। অতএব তুমি তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কিরূপে অন্যের আশ্রয় লইতে চাহিতেছ? ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের পুরোহিত বশিষ্ঠই একমাত্র আশ্রয়, ঐ সত্যবাদী বশিষ্ঠের বচন লঙ্ঘন করা কোনরূপেই উচিত নহে। ভগবান্ মহর্ষি বশিষ্ঠ যখন ইহা অসাধ্য বলিয়াছেন, তখন আমরা কোনরূপই এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হইব না। নরশ্রেষ্ঠ! তুমি এই বিষয়ে অজ্ঞ। তুমি নিজ পুরীমধ্যে প্রবেশ কর। রাজন্! ভগবান্ বশিষ্ঠ ত্রিলোকের সকল যজ্ঞ করাইতে সমর্থ। আমরা কিরূপে তাঁহার অবমাননা করিব? এইভাবে বশিষ্ঠের পুত্রগণ ক্রোধপূর্ণ বাক্য বলিলে পর রাজা ত্রিশঙ্কু তাঁহাদিগকে পুনর্বার বলিলেন,—আমি ভগবান্ বশিষ্ঠকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি, এখন তাঁহার পুত্রগণকর্তৃকও প্রত্যাখ্যাত হইলাম। আপনাদের মঙ্গল হউক। তাপসগণ! আমি অন্য উপায় অনুসন্ধান করিব। ত্রিশঙ্কুর দুরভিপ্রায়সূচক এইরূপ বাক্য শুনিয়া বশিষ্ঠতনয়গণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং 'তুমি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইবে' এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলেন। অনন্তর ঐ মহাত্মা ঋষিপুত্রগণ নিজ নিজ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। রাত্রি অতীত হইলে পর ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি নীলবর্ণদেহ ও নীলবর্ণবস্ত্রধারণকারী হইলেন। তাঁহার কেশসমূহ রুক্ষ ও খর্ব হইল। চিতার মালা ও চিতাভস্মে শরীর ভূষিত হইল এবং লৌহনির্মিত অলঙ্কার শরীরের ভূষণ হইল। রাম! ত্রিশঙ্কুর মন্ত্রিগণ, অন্যান্য অনুচরগণ ও পুরবাসিগণ তাঁহাকে চণ্ডালরূপী দেখিয়া পরিত্যাগ করত পলায়ন করিলেন। কাকুৎস্থ! অতি ধৈর্য্যবান্ রাজা ত্রিশঙ্কু একাকী দুঃখে দগ্ধ হইয়া তপস্বী বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিলেন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত চণ্ডালত্বপ্রাপ্ত ত্রিশঙ্কু রাজাকে দেখিয়া অতিশয় দয়ান্বিত

দহ্যমানো দিবারাত্রং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্ ।
বিশ্বামিত্রস্তু তং দৃষ্ট্বা রাজানং বিফলীকৃতম্ ॥১৩
চণ্ডালরূপিণং রাম মুনিঃ কারুণ্যমাগতঃ ।
কারুণ্যাৎ স মহাতেজা বাক্যং পরমধার্মিকঃ ॥১৪
ইদং জগাদ ভদ্রন্তে রাজানং ঘোরদর্শনম্ ।
কিমাগমনকার্য্যং তে রাজপুত্র মহাবল ॥১৫
অযোধ্যাধিপতে বীর শাপাচ্চণ্ডালতাং গতঃ ।
অথ তদ্বাক্যমাকর্ণ্য রাজা চণ্ডালতাং গতঃ ॥১৬
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্ ।
প্রত্যাখ্যাতোঽস্মি গুরুণা গুরুপুত্রৈস্তথৈব চ ॥১৭
অনবাপ্যৈব তং কামং ময়া প্রাপ্তো বিপর্য্যয়ঃ ।
সশরীরো দিবং যায়ামিতি যে সৌম্যদর্শন ॥১৮
ময়া চেষ্টং ক্রতুশতং তচ্চ নাবাপ্যতে ফলম্ ।
অনৃতং নোক্তপূর্বং মে ন চ বক্ষ্যে কদাচন ॥১৯
কৃচ্ছ্রেম্বপি গতঃ সৌম্য ক্ষত্রধর্মেণ তে শপে ।
যজ্ঞৈর্বহুবিধৈরিষ্টং প্রজা ধর্মেণ পালিতাঃ॥২০
গুরবশ্চ মহাত্মানঃ শীলবৃত্তেন তোষিতাঃ ।
ধর্মে প্রয়তমানস্য যজ্ঞং চাহর্তুমিচ্ছতঃ ॥২১
পরিতোষং ন গচ্ছন্তি গুরবো মুনিপুঙ্গব ।
দৈবমেব পরং মন্যে পৌরুষং তু নিরর্থকম্ ॥২২
দৈবেনাক্রম্যতে সর্বং দৈবং হি পরমা গতিঃ ।
তস্য মে পরমার্তস্য প্রসাদমভিকাঙ্ক্ষতঃ ॥
কর্তুমর্হসি ভদ্রন্তে দৈবোপহতকর্মণঃ ॥২৩
নান্যাং গতিং গমিষ্যামি নান্যচ্ছরণমস্তি মে ।
দৈবং পুরুষকারেণ নিবর্তয়িতুমর্হসি ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডেঽষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

হইলেন। পরমধার্মিক মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র করুণাবশতঃ বিকটাকৃতি রাজাকে বলিলেন,—তোমার মঙ্গল হউক। রাজনন্দন! তোমার এখানে আগমনের প্রয়োজন কি? মহাবলবান্ অযোধ্যাপতি তুমি শাপবশতঃ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। চণ্ডালত্বপ্রাপ্ত রাজা ত্রিশঙ্কু বাগ্মী বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—প্রিয়দর্শন! মুনিবর! আমি পুরোহিত বশিষ্ঠ ও তদীয় পুত্রগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি। আমার প্রার্থিত বস্তু লাভ না করিয়া আমি এইরূপ বিপর্য্যয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছি, অথচ আমার ইচ্ছা ছিল "সশরীরে স্বর্গে যাইব"। আমি একশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। কিন্তু তাহার ফল পাইলাম না। আমি কখনও মিথ্যাকথা বলি নাই। যত বিপদে বা কষ্টে পতিত হই না কেন, কখনই মিথ্যা বলিব না। সৌম্য! ক্ষত্রিয়ধর্ম উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি, ধর্মানুসারে প্রজাগণের পালন করিয়াছি, মহাত্মা গুরুজনদিগকে সদ্গুণ ও সদাচারের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছি, আমি ধর্মরক্ষায় প্রযত্নশীল হইয়া বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু মুনিবর! আমার গুরু বশিষ্ঠ ও তদীয় পুত্রগণ সন্তুষ্ট হইতেছেন না। এখন আমি মনে করিতেছি—দৈবই প্রধান, পুরুষকার অকিঞ্চিৎকর।১-২২

দৈবই সকলকে আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে। দৈবই একমাত্র গতি। দৈবের দ্বারা আমার সকল কর্ম বিফল হইয়াছে। আমি অতিশয় আর্তভাবে আপনার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনার মঙ্গল হউক। আমি অন্য উপায় অবলম্বন করিব না। আপনি ব্যতীত আমার আশ্রয় কেহ নাই। আপনি পুরুষকারপ্রভাবে দৈবশক্তি রোধ করিতে সমর্থ।২৩-২৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[ত্রিশঙ্কোর্যজ্ঞকরণায় বিশ্বামিত্রস্যাঙ্গীকারঃ, পুত্রাণাং শিষ্যাণাং যজ্ঞদ্রব্যসংগ্রহায় ব্রাহ্মণাদীনাং নিমন্ত্রণায় চ প্রেষণম্ , বসিষ্ঠপুত্রবাক্যং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রস্য ক্রোধঃ, তেষাং নাশশ্চ ।]

উক্তবাক্যন্তু রাজানং কৃপয়া কুশিকাত্মজঃ ।
অব্রবীন্মধুরং বাক্যং সাক্ষাচ্চণ্ডালতাং গতম্ ॥১
ইক্ষ্বাকো স্বাগতং বৎস জানামি ত্বাং সুধার্মিকম্ ।
শরণং তে প্রদাস্যামি মা ভৈষীর্নৃপপুঙ্গব ॥২
অহমামন্ত্রয়ে সর্বান্মহর্ষীন্ পুণ্যকর্মণঃ ।
যজ্ঞসাহ্যকরান্ রাজংস্ততো যক্ষ্যসি নির্বৃতঃ ॥৩
গুরুশাপকৃতং রূপং যদিদং ত্বয়ি বর্ততে ।
অনেন সহ রূপেণ সশরীরো গমিষ্যসি ॥৪
হস্তপ্রাপ্তমহং মন্যে স্বর্গং তব নরাধিপ ।
যস্ত্বং কৌশিকমাগম্য শরণ্যং শরণাগতঃ ॥৫
এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ পুত্রান্ পরমধার্মিকান্ ।
ব্যাদিদেশ মহাপ্রাজ্ঞান্ যজ্ঞসম্ভারকারণাৎ ॥৬
সর্বান্ শিষ্যান্ সমাহূয় বাক্যমেতদুবাচ হ ।
সর্বানৃষীন্ সবাসিষ্ঠানানয়ধ্বং মমাজ্ঞয়া ॥৭
সশিষ্যান্ সুহৃদশ্চৈব সত্বিজঃ সুবহুশ্রুতান্ ।
যদন্যো বচনং ব্রূয়ান্মদ্বাক্যবলচোদিতঃ ॥৮
তৎসর্বমখিলেনোক্তং মমাখ্যেয়মনাদৃতম্ ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দিশো জগ্মুস্তমাজ্ঞয়া ॥৯
আজগ্মুরথ দেশেভ্যঃ সর্বেভ্যো ব্রহ্মবাদিনঃ ।
তে চ শিষ্যাঃ সমাগম্য মুনিং জ্বলিততেজসম্ ॥১০
ঊচুশ্চ বচনং সর্বং সর্বেষাং ব্রহ্মবাদিনাম্ ।
শ্রুত্বা তে বচনং সর্বে সমায়ান্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥১১
সর্বদেশেষু চাগচ্ছন্ বর্জয়িত্বা মহোদয়ম্ ।
বাসিষ্ঠং যচ্ছতং সর্বং ক্রোধপর্য্যাকুলাক্ষরম্ ॥১২

ঊনষষ্টিতম সর্গ

[ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞ করিতে বিশ্বামিত্রের স্বীকার, যজ্ঞদ্রব্য সংগ্রহ এবং ব্রাহ্মণ ও ঋত্বিগ্‌গণকে নিমন্ত্রণের জন্য পুত্র এবং শিষ্যগণকে প্রেরণ, বশিষ্ঠপুত্রগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্রের ক্রোধ এবং তাহাদিগের বিনাশ ।]

ত্রিশঙ্কু এইরূপ বলিলে পর কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র করুণাবশতঃ চণ্ডালত্বপ্রাপ্ত রাজাকে মধুরভাবে বলিলেন,—বৎস ! ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন ! তোমার আগমন শুভ হউক, আমি তোমাকে পরমধার্মিক বলিয়া জানি। আমি তোমাকে আশ্রয়দান করিলাম,—নরশ্রেষ্ঠ ! তুমি ভীত হইও না। রাজন্ ! আমি তোমার যজ্ঞের সাহায্য করিবার জন্য পুণ্যকর্মা মহর্ষিগণকে আমন্ত্রণ করিব। তুমি তাঁহাদের সাহায্যে নিশ্চিন্ত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে পারিবে। যদিও গুরুপুত্রগণের অভিশাপে তোমার শরীর বিরূপ হইয়াছে, তথাপি তুমি এই শরীরে স্বর্গে যাইতে পারিবে।১-৪

নরাধিপ ! তুমি যখন শরণাগতবৎসল কৌশিকের শরণ লইয়াছ, তখন স্বর্গ তোমার হস্তগত হইয়াছে বলিয়াই মনে করি। মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র রাজাকে এইরূপ বলিয়া পরমধার্মিক মহাপ্রাজ্ঞ পুত্রগণকে যজ্ঞের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—তোমরা আমার আদেশে বশিষ্ঠপুত্রগণকে এবং শিষ্য ও বান্ধবসহিত অন্যান্য বহু শাস্ত্রজ্ঞ ঋত্বিগ্‌দিগকে আনয়ন কর। আমার আহ্বানে অনাদর করিয়া কেহ নিন্দাসূচক মন্তব্য করিলে, তাহা আমার নিকট অবিকল নিবেদন করিও। বিশ্বামিত্রের এইরূপ আদেশ শুনিয়া শিষ্যগণ আদেশমত নানাদিকে গমন করিলেন। অনন্তর নানাদেশ হইতে ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ আসিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্রের

যথাহ বচনং সর্বং শৃণু ত্বং মুনিপুঙ্গব ।
ক্ষত্রিয়ো যাজকো যস্য চণ্ডালস্য বিশেষতঃ ॥১৩
কথং সদসি ভোক্তারো হবিস্তস্য সুরর্ষয়ঃ ।
ব্রাহ্মণা বা মহাত্মানো ভুক্ত্বা চাণ্ডালভোজনম্ ॥১৪
কথং স্বর্গং গমিষ্যন্তি বিশ্বামিত্রেণ পালিতাঃ
এতদ্ বচনং নৈষ্ঠুর্য্যমূচুঃ সংরক্তলোচনাঃ ॥১৫
বাসিষ্ঠা মুনিশার্দূল সর্বে সহমহোদয়াঃ ।
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্বেষাং মুনিপুঙ্গবঃ ॥১৬
ক্রোধসংরক্তনয়নঃ সরোষমিদমব্রবীৎ ।
যদ্দূষয়ন্ত্যদুষ্টং মাং তপ উগ্রং সমাস্থিতম্ ॥১৭
ভস্মীভূতা দুরাত্মানো ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ।
অদ্য যে কালপাশেন নীতা বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥১৮
সপ্তজাতি শতান্যেব মৃতপাঃ সম্ভবন্তু তে ।
শ্বমাংসনিয়তাহারা মুষ্টিকা নাম নির্ঘৃণাঃ ॥১৯
বিকৃতাশ্চ বিরূপাশ্চ লোকাননুচরন্তিমান্ ।
মহোদয়শ্চ দুর্বুদ্ধির্মামদূষ্যং হ্যদূষয়ৎ ॥২০
দূষিতঃ সর্বলোকেষু নিষাদ ত্বং গমিষ্যতি ।
প্রাণাতিপাতনিরতো নিরনুক্রোশতাং গতঃ ॥২১
দীর্ঘকালং মম ক্রোধাদ্দুর্গতিং বর্তয়িষ্যতি ।
এতাবদুক্ত্বা বচনং বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ॥
বিররাম মহাতেজা ঋষিমধ্যে মহামুনিঃ ॥২২
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

শিষ্যগণও প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তেজোদীপ্ত বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মবাদী মুনিগণের কথা জানাইলেন। তাঁহারা বলিলেন,—আপনার আহ্বান শুনিয়াই সকলদেশের ব্রাহ্মণগণ আসিতেছেন, কেবল মহোদয়নামক মুনি ও বশিষ্ঠপুত্রগণ আসিতে চাহিলেন না। তাঁহারা সকলে ক্রোধান্বিত হইয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, মুনিশ্রেষ্ঠ! তাহা আপনি শ্রবণ করুন। যে যজ্ঞের যাজক ক্ষত্রিয়, বিশেষতঃ চণ্ডাল-যজমানের যজ্ঞস্থলে দেবতা ও ঋষিগণ কিরূপে যজ্ঞভাগ ভোজন করিবেন? মহাত্মা ব্রাহ্মণগণই বা চণ্ডালের অন্নাদি ভোজন করিয়া বিশ্বামিত্রকর্তৃক পালিত হইলেও কিরূপে স্বর্গে গমন করিবেন? মুনিশ্রেষ্ঠ! মহোদয়সহিত বশিষ্ঠপুত্রগণ ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছেন। শিষ্যগণের বাক্য শুনিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্র ক্রোধপূর্ণনেত্রে কঠোরভাবে বলিলেন,—আমি উগ্র তপস্যায় রত আছি, কোনও অন্যায় করি নাই, তথাপি যখন দুরাচার বশিষ্ঠপুত্রগণ আমাকে দূষিত করিয়াছে, তখন অবশ্যই তাহারা ভস্মীভূত হইবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই। অদ্যই তাহারা কালপাশে বদ্ধ হইয়া যমলোকে গমন করিবে। সেখানে সাতশত জন্ম পর্য্যন্ত মুষ্টিক (ডোম) হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। কুকুরমাংসই উহাদের আহার্য্য হইবে। বিকৃতরূপ ও বিকৃত আচার প্রাপ্ত হইয়া অতি নির্দয়ভাবে শববস্ত্রাদি আহরণ করিবে। এইভাবে তাহারা যমলোকে কাল কাটাইবে। দুর্বুদ্ধি মহোদয়ও যেহেতু বিনা দোষে আমাকে দূষিত করিয়াছে, সেও এই সকললোকের নিকট দূষিত হইয়া ব্যাধত্ব প্রাপ্ত হইবে। অতি নিষ্ঠুরতা প্রাপ্ত হইয়া প্রাণিগণের প্রাণনাশ করত আমার ক্রোধের জন্যই দীর্ঘকাল দুর্গতি ভোগ করিবে। এইরূপ বলিয়া মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র মৌনভাব ধারণ করিলেন ।৫-২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ঊনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[সশরীরস্বর্গাভিলাষিণস্ত্রিশঙ্কোর্যজ্ঞকরণায় ঋষীন্ প্রতি বিশ্বামিত্রস্যানুরোধঃ, ঋষিভির্যজ্ঞস্যারম্ভঃ, ত্রিশঙ্কোঃ সশরীরেণ স্বর্গগমনম্, ইন্দ্রেণ স স্বর্গচ্যুতঃ, তেন ক্রোধাকুল-বিশ্বামিত্রস্যাপর-স্বর্গসর্জনম্, দেবানামনুরোধেন ততো বিরামশ্চ।]

তপোবলহতান্ জ্ঞাত্বা বাসিষ্ঠান্ সমহোদয়ান্।
ঋষিমধ্যে মহাতেজা বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত ॥১
অয়মিক্ষ্বাকুদায়াদস্ত্রিশঙ্কুরিতি বিশ্রুতঃ।
ধর্মিষ্ঠশ্চ বদান্যশ্চ মা চৈব শরণং গতঃ ॥২
স্বেনানেন শরীরেণ দেবলোকজিগীষয়া।
যথায়ং স্বশরীরেণ দেবলোকং গমিষ্যতি ॥৩
তথা প্রবততাং যজ্ঞো ভবদ্ভিশ্চ ময়া সহ।
বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা সর্ব এব মহর্ষয়ঃ ॥৪
ঊচুঃ সমেতাঃ সহসা ধর্মজ্ঞা ধর্মসংহিতম্।
অয়ং কুশিকদায়াদো মুনিঃ পরমকোপনঃ ॥৫
যদাহ বচনং সম্যগেতৎ কার্য্যং ন সংশয়ঃ।
অগ্নিকল্পো হি ভগবান্ শাপং দাস্যতি রোষতঃ ॥৬
তস্মাৎ প্রবর্ত্যতাং যজ্ঞঃ সশরীরো যথা দিবি।
গচ্ছেদিক্ষাকুদায়াদো বিশ্বামিত্রস্য তেজসা ॥৭
ততঃ প্রবর্ত্ত্যতাং যজ্ঞঃ সর্বে সমধিতিষ্ঠত।
এবমুক্ত্বা চ ঋষয়ঃ (ক) সংজহ্রুস্তাঃ ক্রিয়াস্তদা ॥৮
যাজকশ্চ মহাতেজা বিশ্বামিত্রোঽভবৎ ক্রতৌ।
ঋত্বিজশ্চানুপূর্ব্যেণ মন্ত্রবন্মন্ত্রকোবিদাঃ ॥৯
চক্রুঃ সর্বাণি কর্মাণি যথাকল্পং যথাবিধি।
ততঃ কালেন মহতা বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ॥১০
চকারাবাহনং তত্র ভাগার্থং সর্বদেবতাঃ।
নাভ্যাগমংস্তদা তত্র ভাগার্থং সর্বদেবতাঃ ॥১১
ততঃ কোপসমাবিষ্টো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
স্রুবমুদ্যম্য সক্রোধস্ত্রিশঙ্কুমিদমব্রবীৎ ॥১২

ষষ্টিতম সর্গ

[সশরীরে স্বর্গগমনাভিলাষী ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞ করিবার জন্য ঋষিগণের নিকট বিশ্বামিত্রের অনুরোধ, ঋষিগণ কর্তৃক যজ্ঞারম্ভ, ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গে গমন, ইন্দ্রকর্তৃক স্বর্গ হইতে ত্রিশঙ্কুর বিচ্যুতি, সেইহেতু ক্রোধাকুল বিশ্বামিত্রের অন্য একটি স্বর্গ সৃজন ও দেবগণের অনুরোধে তাহা হইতে বিরতি।]

অনন্তর বিশ্বামিত্র মহোদয়সহিত বশিষ্ঠপুত্রগণকে স্বীয় তপস্যাপ্রভাবে নিহত জানিয়া ঋষিগণসমক্ষে বলিলেন,—ত্রিশঙ্কুনামে বিখ্যাত এই রাজা ইক্ষ্বাকু-বংশজাত দাতা ও ধার্মিক। ইনি সশরীরে স্বর্গে গমন করিবার ইচ্ছায় আমার শরণাগত হইয়াছেন। অতএব ইনি যাহাতে সশরীরে স্বর্গে গমন করিতে পারেন, আপনারা আমার সহিত সেইরূপে যাগের অনুষ্ঠান করুন। বিশ্বামিত্রের এইরূপ বচন শুনিয়া ধর্মজ্ঞ মহর্ষিগণ সকলে মিলিত হইলেন এবং পরস্পর আলোচনা করিয়া ধর্মসঙ্গত বাক্য বলিলেন,—কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র মুনি হইয়াও অতিক্রুদ্ধপ্রকৃতি। তিনি যাহা বলিয়াছেন, বিনা দ্বিধায় তাহা করা আমাদের কর্তব্য। অন্যথা অগ্নিতুল্য ভগবান্ বিশ্বামিত্র আমাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিবেন।১-৬

অতএব যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ হউক। যাহাতে বিশ্বামিত্রের প্রভাবে ইক্ষ্বাকুবংশধর ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে গমন করেন, সেইরূপ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হউক। সকলে নিজ নিজ কার্য্য করিতে উদ্যত হউন। এইরূপ আলোচনা করিয়া ঋষিগণ যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। মহাতেজা বিশ্বামিত্র সেই যজ্ঞে পুরোহিত (অধ্বর্য্যু) হইলেন। মন্ত্রবিৎ ঋত্বিক্‌সমূহ আনুপূর্বিক সম্পূর্ণমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কল্পশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে বিধিমত সকল কর্ম করিতে লাগিলেন। এইরূপ অনুষ্ঠানে বহুসময় অতীত হইলে পর মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্য দেবগণকে আবাহন করিলেন। কিন্তু দেবগণের মধ্যে কেহই ঐ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে আসিলেন না। তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র অতিশয় কুপিত হইলেন এবং অতিক্রোধে স্রুব উত্তোলন করিয়া ত্রিশঙ্কুকে বলিলেন।৭-১২

পাঠান্তর :—(ক) এবমুক্ত্বা মহর্ষয়ঃ—।

পশ্য মে তপসো বীর্য্যং স্বার্জিতস্য নরেশ্বর।
এষ ত্বাং স্বশরীরেণ নয়ামি স্বর্গমোজসা ॥১৩
দুষ্প্রাপং স্বশরীরেণ স্বর্গং গচ্ছ নরেশ্বর।
স্বার্জিতং কিঞ্চিদপ্যস্তি ময়া হি তপসঃ ফলম্ ॥১৪
রাজংস্ত্বং তেজসা তস্য সশরীরো দিবং ব্রজ।
উক্তবাক্যে মুনৌ তস্মিন্ সশরীরো নরেশ্বরঃ ॥১৫
দিবং জগাম কাকুৎস্থ মুনীনাং পশ্যতাং তদা।
স্বর্গলোকং গতং দৃষ্ট্বা ত্রিশঙ্কুং পাকশাসনঃ ॥১৬
সহ সর্বৈঃ সুরগণৈরিদং বচনমব্রবীৎ।
ত্রিশঙ্কো গচ্ছ ভূয়স্ত্বং নাস্তি স্বর্গকৃতালয়ঃ ॥১৭
গুরুশাপহতো মূঢ় পত ভূমিমবাক্‌শিরাঃ ॥
এবমুক্তো মহেন্দ্রেণ ত্রিশঙ্কুরপতৎ পুনঃ ॥১৮
বিক্রোশমানস্ত্রাহীতি বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ক্রোশমানস্য কৌশিকঃ ॥১৯
রোষমাহারয়ত্তীব্রং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।
ঋষিমধ্যে স তেজস্বী প্রজাপতিরিবাপরঃ ॥২০
সৃজন্ দক্ষিণমার্গস্থান্ সপ্তর্ষীনপরান্ পুনঃ।
নক্ষত্রবংশমপরমসৃজৎ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥২১
দক্ষিণাং দিশমাস্থায় ঋষিমধ্যে মহাযশাঃ।
সৃষ্ট্বা নক্ষত্রবংশঞ্চ ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ ॥২২
অন্যমিন্দ্রং করিষ্যামি লোকো বা স্যাদনিন্দ্রকঃ।
দৈবতান্যপি স ক্রোধাৎ স্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥২৩
ততঃ পরমসম্ভ্রান্তাঃ সর্ষিসঙ্ঘাঃ সুরাসুরাঃ।
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানমূচুঃ সানুনয়ং বচঃ ॥২৪
অয়ং রাজা মহাভাগ গুরুশাপপরিক্ষতঃ।
সশরীরো দিবং যাতুং নার্হত্যেব তপোধন ॥২৫
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবানাং মুনিপুঙ্গবঃ।
অব্রবীৎ সুমহদ্বাক্যং কৌশিকঃ সর্বদেবতাঃ ॥২৬

নরাধিপ! তুমি আমার উপার্জিত তপস্যার শক্তি দেখ। এই আমি নিজশক্তিতে সশরীরে তোমাকে স্বর্গে লইতেছি। নরেশ্বর! সশরীরে স্বর্গগমন সম্ভব হয় না, তথাপি তুমি সশরীরে স্বর্গে গমন কর। আমার অনুষ্ঠিত তপস্যায় যদি কিঞ্চিৎ ফল হইয়া থাকে, রাজন্! তুমি সেই তপস্যার ফলে সশরীরে স্বর্গে গমন কর। বিশ্বামিত্র এইরূপ বাক্য বলিলে পর ত্রিশঙ্কুরাজা সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন। কাকুৎস্থ! সমবেত মুনিগণ ঐ দৃশ্য দর্শন করিলেন। ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে আগত দেখিয়া পাকশাসন ইন্দ্র দেবতাবৃন্দের সহিত তাঁহাকে বলিলেন,—ত্রিশঙ্কো! মূঢ়! তুমি পুনর্বার মর্তলোকে গমন কর, তুমি স্বর্গে বাসযোগ্য নহ। তুমি গুরুর অভিশাপে পতিত হইয়াছ, সুতরাং অধোমস্তকে ভূতলে পতিত হও। ইন্দ্র এইরূপ বলিলে ত্রিশঙ্কু পুনর্বার ভূতলে নিপতিত হইলেন, পতনকালে বিশ্বামিত্রমুনিকে উদ্দেশ্য করিয়া 'ত্রাহি ত্রাহি'—'রক্ষা করুন, রক্ষা করুন' শব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন। কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র আর্ত ত্রিশঙ্কুর করুণ শব্দ শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। ঋষিগণমধ্যে অবস্থিত তেজস্বী বিশ্বামিত্র ক্রোধে অন্ধ হইয়া দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় দক্ষিণদিক্ অবলম্বনপূর্বক অন্য সপ্তর্ষিমণ্ডল সৃষ্টি করিলেন এবং সপ্তবিংশতি-সংখ্যক নক্ষত্রমালাও সৃষ্টি করিলেন। নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করিয়া যশস্বী বিশ্বামিত্র ক্রোধবশতঃ স্থির করিলেন—এই স্থানে অন্য ইন্দ্র সৃষ্টি করিব অথবা এইস্থান ইন্দ্রশূন্য থাকিবে। এইরূপ স্থির করিয়া দেবতাগণের সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলেন।১৩-২৩

তখন ঋষি, দেবতা ও অসুরগণ অতিব্যাকুলভাবে মহাত্মা বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া অনুনয়-বিনয় করত বলিলেন,—মহাভাগ! তপোধন! এই ত্রিশঙ্কু রাজা গুরুর শাপে ক্ষীণ হইয়াছে, সশরীরে স্বর্গে যাইবার যোগ্যতা ইহার নাই। মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র দেবতাগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া তাঁহাদিগকে এই সুমহৎ বাক্য বলিলেন,—আমি এই ত্রিশঙ্কুনরপতির সশরীরে স্বর্গে আরোহণের প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। এই প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিতে ইচ্ছা করি না। আপনাদের মঙ্গল হউক। এখন এই ত্রিশঙ্কুর সশরীরে চিরকাল স্বর্গবাস হউক। আমার সৃষ্ট নক্ষত্রসকলও চিরকাল

সশরীরস্য ভদ্রং বস্ত্রিশঙ্কোরস্য ভূপতেঃ।
আরোহণং প্রতিজ্ঞাতং নানৃতং কর্তুমুৎসহে ॥২৭
স্বর্গোঽস্তু সশরীরস্য ত্রিশঙ্কোরস্য শাশ্বতঃ।
নক্ষত্রাণি চ সর্বাণি মামকানি ধ্রুবাণ্যথ ॥২৮
যাবল্লোকা ধরিষ্যন্তি তিষ্ঠন্ত্বেতানি সর্বশঃ।
মৎ কৃতানি সুরাঃ সর্বে তদনুজ্ঞাতুমর্হথ ॥২৯
এবমুক্তাঃ সুরাঃ সর্বে প্রত্যূচুর্মুনিপুঙ্গবম্।
এবং ভবতু ভদ্রস্তে তিষ্ঠন্ত্বেতানি সর্বশঃ ॥৩০
গগনে তান্যনেকানি বৈশ্বানরপথাদ্ বহিঃ।
নক্ষত্রাণি মুনিশ্রেষ্ঠ তেষু জ্যোতিঃষু জাজ্বলন্ ॥৩১
অবাক্‌শিরাস্ত্রিশঙ্কুশ্চ তিষ্ঠত্বমরসন্নিভঃ।
অনুযাস্যন্তি চৈতানি জ্যোতীংষি নৃপসত্তমম্ ॥৩২
কৃতার্থং কীর্তিমন্তঞ্চ স্বর্গলোকগতং যথা।
বিশ্বামিত্রস্তু ধর্মাত্মা সর্বদেবৈরভিষ্টুতঃ ॥৩৩
ঋষিমধ্যে মহাতেজা বাঢ়মিত্যেব দেবতাঃ।
ততো দেবা মহাত্মানঃ ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥
জগ্মুর্যথাগতং সর্বে যজ্ঞস্যান্তে নরোত্তম ॥৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥৬০

অবস্থিত থাকুক। যতদিন এই সংসার থাকিবে, ততদিন এই নক্ষত্রসমূহও থাকিবে। দেবগণ! আমি যাহা করিয়াছি, আপনারা তাহা অনুমোদন করুন।২৪-২৯

বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে পর দেবগণ মুনিবরকে বলিলেন,—তাহাই হউক। তোমার মঙ্গল হউক। তোমার সৃষ্ট নক্ষত্রসমূহ গগনে জ্যোতিশ্চক্রের গতির বহির্দেশে অবস্থিত থাকুক। মুনিবর! ঐ জ্যোতির্ময় নক্ষত্রমধ্যে উজ্জ্বল হইয়া ত্রিশঙ্কু অধোমস্তকে দেবতার ন্যায় অবস্থিতি করুক। এই নক্ষত্রসমূহ স্বর্গগত কীর্তিমান্ কৃতার্থ ত্রিশঙ্কুর অনুগমন করুক। এইরূপ বলিয়া দেবগণ ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্রের স্তুতি করিলেন। তখন ঋষিগণমধ্যে অবস্থিত বিশ্বামিত্র "তথাস্তু" বলিয়া দেবতাগণের বাক্যে সম্মতি জানাইলেন। নরশ্রেষ্ঠ! রাম! অনন্তর দেবগণ ও তপস্বী মহাত্মা ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ণ হওয়ার পর যথাস্থানে গমন করিলেন।৩০-৩৪

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ

পুষ্করতীর্থে বিশ্বামিত্রস্য তপশ্চরণম্, রাজর্ষিণাম্বরীষেণ ঋচীকস্য মধ্যমপুত্রস্য শুনঃশেফস্য যজ্ঞপশুরূপেণ ক্রয়পূর্বকমানয়নঞ্চ ।]

বিশ্বামিত্রো মহাতেজাঃ প্রস্থিতান্ বীক্ষ্য তানৃষীন্ ।
অব্রবীন্নরশার্দূলঃ সর্বাংস্তান্ বনবাসিনঃ ॥১
মহাবিঘ্নঃ প্রবৃত্তোঽয়ং দক্ষিণামাস্থিতো দিশম্ ।
দিশমন্যাং প্রপৎস্যামস্তত্র তপ্স্যামহে তপঃ ॥২
পশ্চিমায়াং বিশালায়াং পুষ্করেষু মহাত্মনঃ ।
সুখং তপশ্চরিষ্যামঃ সুখং তদ্ধি তপোবনম্ ॥৩
এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ পুষ্করেষু মহামুনিঃ ।
তপ উগ্রং দুরাধর্ষং তেপে মূল-ফলাশনঃ ॥৪
এতস্মিন্নেব কালে তু অযোধ্যাধিপতির্মহান্ ।
অম্বরীষ ইতি খ্যাতো যষ্টুং সমুপচক্রমে ॥৫
তস্য বৈ যজমানস্য পশুমিন্দ্রো জহার হ ।
প্রনষ্টে তু পশৌ বিপ্রো রাজানমিদমব্রবীৎ ॥৬
পশুরভ্যাহৃতো রাজন্ প্রনষ্টস্তব দুর্নয়াৎ ।
অরক্ষিতারং রাজানং ঘ্নন্তি দোষা নরেশ্বর ॥৭
প্রায়শ্চিত্তং মহদ্ধ্যেতন্নরং বা পুরুষর্ষভ ।
আনয়স্ব পশুং শীঘ্রং যাবৎ কর্ম প্রবর্ততে ॥৮
উপাধ্যায়বচঃ শ্রুত্বা স রাজা পুরুষর্ষভঃ ।
অন্বিয়েষ মহাবুদ্ধিঃ পশুং গোভিঃ সহস্রশঃ ॥৯
দেশান্ জনপদাংস্তাংস্তান্নগরাণি বনানি চ ।
আশ্রমাণি চ পুণ্যানি মার্গমাণো মহীপতিঃ ॥১০
স পুত্রসহিতং তাত সভার্য্যং রঘুনন্দন ।
ভৃগুতুঙ্গে মমাসানমৃচীকং সন্দদর্শ হ ॥১১
তমুবাচ মহাতেজাঃ প্রণম্যাভিপ্রসাদ্য চ
মহর্ষিং তপসা দীপ্তং রাজর্ষিরমিতপ্রভঃ ॥১২

একষষ্টি সর্গ

[পুষ্করতীর্থে বিশ্বামিত্রের তপস্যা এবং রাজর্ষি অম্বরীষ কর্তৃক ঋচীকের মধ্যমপুত্র শুনঃশেফকে যজ্ঞপশুরূপে ক্রয়পূর্বক আনয়ন।]

নরোত্তম ! মহাতেজা বিশ্বামিত্র বনবাসী ঋষিগণকে নিজ নিজ স্থানে যাইতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—দক্ষিণদিকে অবস্থান করার জন্য তপস্যায় মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইল। এখন অন্যদিকে গমন করিব এবং সেইস্থানে তপস্যা করিব। মহাত্মগণ! বিশাল-তপোবনযুক্ত পশ্চিমদিকে পুষ্করক্ষেত্রে যাইয়া সুখে তপস্যা করিতে পারিব। ঐ তপোবন অতিসুখকর। মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঋষিগণকে এইরূপ বলিয়া পুষ্করে গমন করিলেন এবং ফলমূল ভক্ষণ করিয়া অপরাজেয় কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।১-৪

ঐ সময়ে অম্বরীষনামে খ্যাত অযোধ্যার মহারাজ যজ্ঞ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে যজমান রাজার যজ্ঞীয় অশ্বটিকে ইন্দ্র অপহরণ করিলেন। অশ্বটি অপহৃত হইলে পুরোহিত রাজাকে বলিলেন,—রাজন্! যে যজ্ঞীয় পশু আনীত হইয়াছিল, তাহা আপনার দুর্নীতির জন্যই অপহৃত হইল। নরাধিপ! যে রাজা রক্ষাকার্য্যে অসমর্থ হয়, প্রত্যবায়সমূহ তাহাকে বিনষ্ট করে। পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই দোষের জন্য একটি মহৎ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আপনার এই যজ্ঞানুষ্ঠান যতকাল প্রচলিত আছে, তাবৎকালের মধ্যে ঐ পশুর প্রতিনিধি প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ একটি মনুষ্য আনয়ন করুন।৫-৮

পুরোহিতের এইরূপ বাক্য শুনিয়া নরশ্রেষ্ঠ মহাবুদ্ধি অম্বরীষ সহস্র সহস্র ধেনুর বিনিময়ে নরপশুকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এইজন্য মহীপতি নানাদেশ, জনপদ, নগর, অরণ্য ও বহু পুণ্য আশ্রমে ভ্রমণ করিলেন। বৎস! রঘুনন্দন! এইভাবে সর্বত্র অন্বেষণ করিতে করিতে ভৃগুতুঙ্গনামক পর্বতশৃঙ্গে অবস্থিত পত্নী-পুত্রসহিত ঋচীককে দেখিতে পাইলেন। তেজস্বী উজ্জ্বলকান্তি রাজর্ষি অম্বরীষ তপস্যাপ্রভাবে দীপ্তিমান্ ঋচীকের নিকট গমন করিয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার প্রসন্নতাবিধান করিয়া কুশলজিজ্ঞাসার পর বলিলেন,—মুনিবর!

পৃষ্ট্বা সর্বত্র কুশলমৃচীকং তমিদং বচঃ।
গবাং শতসহস্রেণ বিক্রীণীষে সুতং যদি ॥১৩
পশোরর্থে মহাভাগ কৃতকৃত্যোঽস্মি ভার্গব।
সর্বে পরিগতা দেশা যজ্ঞিয়ং ন লভে পশুম্ ॥১৪
দাতুমর্হসি মূল্যেন সুতমেকমিতো মম।
এবমুক্তো মহাতেজা ঋচীকস্ত্বব্রবীদ্ বচঃ ॥১৫
নাহং জ্যেষ্ঠং নরশ্রেষ্ঠ বিক্রীণীয়াং কথঞ্চন।
ঋচীকস্য বচঃ শ্রুত্বা তেষাং মাতা মহাত্মনাম্ ॥১৬
উবাচ নরশার্দূলমম্বরীষমিদং বচঃ।
অবিক্রেয়ং সুতং জ্যেষ্ঠং ভগবানাহ ভার্গবঃ ॥১৭
মমাপি দয়িতং বিদ্ধি কনিষ্ঠং শুনকং প্রভো।
তস্মাৎ কনীয়সং পুত্রং ন দাস্যে তব পার্থিব ॥১৮
প্রায়েণ হি নরশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠাঃ পিতৃষু বল্লভাঃ।
মাতৃণাঞ্চ কনীয়াংসস্তস্মাদ্ রক্ষ্যে কনীয়সম্ ॥১৯
উক্তবাক্যে মুনৌ তস্মিন্ মুনিপত্ন্যাং তথৈব চ।
শুনঃশেফঃ স্বয়ং রাম মধ্যমো বাক্যমব্রবীৎ ॥২০
পিতা জ্যেষ্ঠমবিক্রেয়ং মাতা চাহ কনীয়সম্।
বিক্রেয়ং মধ্যমং মন্যে রাজপুত্র নয়স্ব মাম্ ॥২১
অথ রাজা মহাবাহো বাক্যান্তে ব্রহ্মবাদিনঃ।
হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য কোটিভী রত্নরাশিভিঃ ॥২২
গবাং শতসহস্রেণ শুনঃশেফং নরেশ্বরঃ।
গৃহীত্বা পরমপ্রীতো জগাম রঘুনন্দন ॥২৩
অম্বরীষস্তু রাজর্ষী রথমারোপ্য সত্বরঃ।
শুনঃশেফং মহাতেজা জগামাশু মহাযশাঃ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

মহাভাগ! আমার যজ্ঞীয় পশু হইবার জন্য যদি আপনি শতসহস্র ধেনুর বিনিময়ে নিজপুত্রকে বিক্রয় করেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব। ভৃগুনন্দন! আমি যজ্ঞীয় পশুর জন্য সকল দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু যজ্ঞীয় পশু প্রাপ্ত হই নাই। এইজন্য মূল্যের পরিবর্তে একটি পুত্রকে প্রদান করুন। অম্বরীষ এইরূপ বলিলে পর মহাতেজা ঋচীক বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! আমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে কখনই বিক্রয় করিব না। ঋচীকের বচন শুনিয়া ঐ মহাত্মা পুত্রগণের জননী নরশ্রেষ্ঠ অম্বরীষকে বলিলেন,—ভগবান্ ভৃগুনন্দন বলিলেন, 'জ্যেষ্ঠপুত্র বিক্রীত হইবে না।' রাজন্! এই কনিষ্ঠতনয় শুনক আমার অতিশয়স্নেহপাত্র, এইজন্য কনিষ্ঠকে আমি কিছুতেই দান করিতে পারিব না।৯-১৮

নরশ্রেষ্ঠ! জ্যেষ্ঠপুত্র প্রায়ই পিতার প্রীতিপাত্র হয় এবং কনিষ্ঠপুত্র মাতার প্রীতিপাত্র হয়, এইজন্য আমি কনিষ্ঠকে নিজের নিকটে রাখিতে চাই। রাম! ঋচীকমুনি ও তদীয় পত্নী ঐরূপ বলিলে শুনঃশেফ-নামক মধ্যমপুত্র নিজেই রাজাকে বলিলেন,—পিতা জ্যেষ্ঠকে ও মাতা কনিষ্ঠকে বিক্রয়যোগ্য বলিয়া মনে করিতেছেন না। ইহাতে মনে হইতেছে যে মধ্যমপুত্রই বিক্রয়যোগ্য। রাজন্! আপনি আমাকে লইয়া চলুন। মহাবীর! রঘুনন্দন! ব্রহ্মবাদী শুনঃশেফের কথা শেষ হইলে পর নরপতি অম্বরীষ বহুকোটি সুবর্ণরত্নসমূহ ও শতসহস্রধেনুর পরিবর্তে শুনঃশেফকে লইয়া গমন করিলেন। নিজ রথে শুনঃশেফকে লইয়া মহাতেজা যশস্বী রাজর্ষি অতিসত্বর গমন করিতে লাগিলেন।১৯-২৪

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[শুনঃশেফস্য রক্ষণায় বিশ্বামিত্রস্যামোঘপ্রযত্নঃ, পুষ্করক্ষেত্রে পুনস্তপশ্চরণঞ্চ ।]

শুনঃশেফং নরশ্রেষ্ঠ গৃহীত্বা তু মহাযশাঃ ।
ব্যশ্রময়ৎ পুষ্করে রাজা মধ্যাহ্নে রঘুনন্দন ॥১
তস্য বিশ্রমমাণস্য শুনঃশেফো মহাযশাঃ ।
পুষ্করং জ্যেষ্ঠমাগম্য বিশ্বামিত্রং দদর্শ হ ॥২
তপ্যন্তমৃষিভিঃ সার্ধং মাতুলং পরমাতুরঃ ।
বিষণ্ণবদনো দীনস্তৃষ্ণয়া চ শ্রমেণ চ ॥৩
পপাতাঙ্কে মুনে রাম বাক্যং চেদমুবাচ হ ।
ন মেঽস্তি মাতা ন পিতা জ্ঞাতয়ো বান্ধবাঃ কুতঃ ॥৪
ত্রাতুমর্হসি মাং সৌম্য ধর্মেণ মুনিপুঙ্গব ।
ত্রাতা ত্বং হি নরশ্রেষ্ঠ সর্বেষাং ত্বং হি ভাবনঃ ॥৫
রাজা চ কৃতকার্য্যাঃ স্যাদহং দীর্ঘায়ুরব্যয়ঃ ।
স্বর্গলোকমুপাশ্নীয়াং তপস্তপ্ত্বা হ্যনুত্তমম্ ॥৬
স মে নাথো হ্যনাথস্য ভব ভব্যেন চেতসা ।
পিতেব পুত্রং ধর্মাত্মংস্ত্রাতুমর্হসি কিল্বিষাৎ ॥৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ।
সান্ত্বয়িত্বা বহুবিধং পুত্রানিদমুবাচ হ ॥৮
যৎকৃতে পিতরঃ পুত্রান্ জনয়ন্তি শুভার্থিনঃ ।
পরলোকহিতার্থায় তস্য কালোঽয়মাগতঃ ॥৯
অয়ং মুনিসুতো বালো মত্তঃ শরণমিচ্ছতি ।
অস্য জীবিতমাত্রেণ প্রিয়ং কুরুত পুত্রকাঃ ॥১০
সর্বে সুকৃতকর্মাণঃ সর্বে ধর্মপরায়ণাঃ ।
পশুভূতা নরেন্দ্রস্য তৃপ্তিমগ্নেঃ প্রযচ্ছত ॥১১
নাথবাংশ্চ শুনঃশেফো যজ্ঞশ্চাবিঘ্নতো ভবেৎ ।
দেবতাস্তর্পিতাশ্চ স্যুর্মম চাপি কৃতং বচঃ ॥১২

দ্বিষষ্টি সর্গ

[শুনঃশেফের রক্ষাবিধানার্থ বিশ্বামিত্রের সফল প্রযত্ন ও পুষ্করক্ষেত্রে বিশ্বামিত্রের পুনর্বার তপস্যা।]

নরশ্রেষ্ঠ! রঘুনন্দন! মহাযশস্বী রাজা অম্বরীষ শুনঃশেফকে লইয়া যাইতে যাইতে মধ্যাহ্নকালে পুষ্কর-ক্ষেত্রে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তিনি বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় যশস্বী শুনঃশেফ দেখিতে পাইলেন, যে তাঁহার জ্যেষ্ঠমাতুল বিশ্বামিত্র পুষ্করতীর্থে আসিয়া ঋষিগণের সহিত তপস্যা করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া পিপাসায় কাতর ও পরিশ্রমে বিষণ্ণবদন শুনঃশেফ তাঁহার ক্রোড়ে পতিত হইলেন এবং বলিলেন,—আমার মাতা ও পিতা নাই, সুতরাং জ্ঞাতি ও বন্ধু কিরূপে থাকিবে? মুনিবর! সৌম্য! ধর্মানুসারে আমাকে রক্ষা করুন। নরশ্রেষ্ঠ! আপনিই আমার রক্ষাকর্তা। আপনি সকলের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। আমার অভিলাষ এই যে, রাজা অম্বরীষ কৃতকার্য্য হউন আর আমি দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইয়া উত্তম তপস্যার অনুষ্ঠান করত স্বর্গলোকে গমন করিতে পারি। অনাথ আমি, অতএব আপনি প্রসন্নচিত্তে আমার রক্ষক হউন। পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, ধর্মাত্মন্! আপনি সেইরূপ আমাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন। ১-৭

মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র শুনঃশেফের এইরূপ কাতর বচন শুনিয়া তাহাকে বহুভাবে সান্ত্বনা দিলেন এবং নিজ পুত্রগণকে বলিলেন,—পুত্রগণ! শুভার্থী পিতৃগণ যে পরলোকের মঙ্গলের জন্য পুত্র উৎপাদন করিয়া থাকেন, তোমাদের নিকট পরলোকে মঙ্গলসাধনের সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই ঋষিকুমার আমার শরণাগত হইয়াছে। তোমরা ইহার প্রাণরক্ষা করিয়া আমার প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন কর। তোমরা সকলেই কৃতকর্মা ও ধর্মপরায়ণ। এক্ষণে রাজা অম্বরীষের যজ্ঞের পশু হইয়া অগ্নির তৃপ্তিবিধান কর। এইরূপ করিলে

মুনেস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মধুচ্ছন্দাদয়ঃ সুতাঃ।
সাভিমানং নরশ্রেষ্ঠ সলীলমিদমব্রুবন্ ॥১৩

কথমাত্মসুতান্ হিত্বা ত্রায়সেঽন্যসুতং বিভো।
অকার্য্যমিব পশ্যামঃ শ্বমাংসমিব ভোজনে ॥১৪

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা পুত্রাণাং মুনিপুঙ্গবঃ।
ক্রোধসংরক্তনয়নো ব্যাহর্তুমুপচক্রমে ॥১৫

নিঃসাধ্বসমিদং প্রোক্তং ধর্মাদপি বিগর্হিতম্।
অতিক্রম্য তু মদ্বাক্যং দারুণং রোমহর্ষণম্ ॥১৬

শ্বমাংসভোজিনঃ সর্বে বাসিষ্ঠা ইব জাতিষু।
পূর্ণং বর্ষসহস্রন্তু পৃথিব্যামনুবৎস্যথ ॥১৭

কৃত্বা শাপসমাযুক্তান্ পুত্রান্মুনিবরস্তদা।
শুনঃশেফমুবাচার্তং কৃত্বা রক্ষাং নিরাময়াম্ ॥১৮

পবিত্রপাশৈরাবদ্ধো রক্তমাল্যানুলেপনঃ।
বৈষ্ণবং যূপমাসাদ্য বাগ্‌ভিরগ্নিমুদাহর ॥১৯

ইমে চ গাথে দ্বে দিব্যে গায়েথা মুনিপুত্রক।
অম্বরীষস্য যজ্ঞেঽস্মিংস্ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥২০

শুনঃশেফো গৃহীত্বা তে দ্বে গাথে সুসমাহিতঃ।
ত্বরয়া রাজসিংহং তমম্বরীষমুবাচ হ ॥২১

রাজসিংহ মহাবুদ্ধে শীঘ্রং গচ্ছাবহে বয়ম্।
নির্বর্তয়স্ব রাজেন্দ্র দীক্ষাঞ্চ সমুদাহর ॥২২

তদ্বাক্যমৃষিপুত্রস্য শ্রুত্বা হর্ষসমন্বিতঃ।
জগাম নৃপতিঃ শীঘ্রং যজ্ঞবাটমতন্দ্রিতঃ ॥২৩

সদস্যানুমতে রাজা পবিত্রকৃতলক্ষণম্।
পশুং রক্তাম্বরং কৃত্বা যূপে তং সমবন্ধয়ৎ ॥২৪

শুনঃশেফ অনাথ হইবে না। রাজার যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে, দেবতাবৃন্দ তৃপ্ত হইবেন এবং আমার কথাও রক্ষিত হইবে। নরশ্রেষ্ঠ! রাম! বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া মধুচ্ছন্দ প্রভৃতি পুত্রগণ অভিমান ও পরিহাসের সহিত বলিতে লাগিল,—বিভো! আপনি নিজপুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের পুত্রকে রক্ষা করিতেছেন কেন? উৎকৃষ্ট পায়সাদি প্রাপ্ত হইলেও যদি কেহ তাহা ত্যাগ করিয়া কুক্কুরমাংস ভোজন করে, তাহা যেমন অতি অকার্য্য, সেইরূপ গুণবান্ নিজপুত্রকে পরিত্যাগপূর্বক অন্যের পুত্রকে রক্ষা করাও অকার্য্যই মনে করি। মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র নিজপুত্রগণের এইরূপ বচন শুনিয়া ক্রোধে রক্তচক্ষু হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন।৮-১৫

তোরা আমার বচন লঙ্ঘন করিয়া নির্ভয়ে ধর্মবিগর্হিত রোমহর্ষণকর এইরূপ বাক্য বলিয়াছিস্। এইজন্য তোরা সকলেই বশিষ্ঠপুত্রগণের ন্যায় মুষ্টিকজাতিতে জন্মগ্রহণপূর্বক কুক্কুরমাংসভোজী হইয়া সহস্রবৎসর যাবৎ পৃথিবীতে বিচরণ করিতে থাক্। এইভাবে নিজ পুত্রগণকে অভিশপ্ত করিয়া ব্যথিত শুনঃশেফকে দুঃখনাশক-রক্ষাবিধানপূর্বক বলিলেন,—বৎস! তুমি রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনাদির দ্বারা ভূষিত হইয়া রাজার যজ্ঞস্থলে যখন পবিত্রপাশে বদ্ধ হইবে এবং বৈষ্ণবযূপের নিকট নীত হইবে, সেই সময় আগ্নেয়মন্ত্রের দ্বারা অগ্নির স্তুতি করিও। মুনিপুত্র! তুমি স্তুতিরূপে এই দুইটি দিব্য গাথাও গান করিও, তাহা হইলে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। শুনঃশেফ অবহিতভাবে দুইটি গাথা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর রাজশ্রেষ্ঠ অম্বরীষের নিকট সত্বর আসিয়া বলিলেন,—রাজশ্রেষ্ঠ! মহাপ্রাজ্ঞ! এখন আমরা তাড়াতাড়ি গমন করি। আপনি যজ্ঞানুষ্ঠানের দীক্ষা গ্রহণ করুন এবং সত্বর যজ্ঞ সম্পন্ন করুন। ঋষিপুত্র শুনঃশেপের এইরূপ বাক্য শুনিয়া আনন্দিত নরপতি আলস্যত্যাগপূর্বক অতিসত্বর যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। অনন্তর অম্বরীষ সদস্যদিগের অনুমতিক্রমে পবিত্রপাশে বদ্ধ ও রক্তবস্ত্রপরিহিত শুনঃশেফকে পশুর মত যূপে বন্ধন করিলেন। তখন পাশবদ্ধ শুনঃশেফ প্রথমে অগ্নির স্তুতি করিয়া উৎকৃষ্ট ভাবায় ইন্দ্র ও ইন্দ্রানুজ বিষ্ণুর যথারীতি স্তুতি করিতে লাগিলেন।১৬-২৫

স বদ্ধো বাগ্‌ভিরগ্র্যাভিরভিতুষ্টাব বৈ সুরৌ
ইন্দ্রমিন্দ্রানুজঞ্চৈব যথাবন্মুনিপুত্রকঃ ॥২৫
ততঃ প্রীতঃ সহস্রাক্ষো রহস্যস্তুতিতোষিতঃ।
দীর্ঘমায়ুস্তদা প্রাদাচ্ছুনঃশেফায় বাসবঃ ॥২৬
স চ রাজা নরশ্রেষ্ঠ যজ্ঞস্য চ সমাপ্তবান্।

ফলং বহুগুণং রাম সহস্রাক্ষপ্রসাদজম্ ॥২৭
বিশ্বামিত্রোঽপি ধর্মাত্মা ভূয়স্তেপে মহাতপাঃ।
পুষ্করেষু নরশ্রেষ্ঠ দশবর্ষ শতানি চ ॥২৮
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

রহস্যপূর্ণ স্তুতিবাক্যে তুষ্ট ও প্রীত সহস্রলোচন ইন্দ্র শুনঃশেফকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ! রাম! রাজা অম্বরীষও ইন্দ্রের প্রসন্নতার জন্য যজ্ঞের বহুগুণ ফললাভ করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ! মহাতপস্বী ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্র পুনর্বার ঐ পুষ্করক্ষেত্রে সহস্রবৎসর তপস্যা করিলেন।২৬-২৮

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে দ্বিষষ্টি সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[বিশ্বামিত্রস্য 'ঋষিঃ মহর্ষি'শ্চেতি পদপ্রাপ্তিঃ, মেনকয়া তস্য তপোভঙ্গঃ, ব্রহ্মর্ষিপদলাভায় দুষ্করং তপশ্চরণঞ্চ।]

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু ব্রতস্নাতং মহামুনিম্।
অভ্যাগচ্ছন্ সুরাঃ সর্বে তপঃফলচিকীর্ষবঃ ॥১
অব্রবীৎ সুমহাতেজা ব্রহ্মা সুরুচিরং বচঃ।
ঋষিস্ত্বমসি ভদ্রন্তে স্বার্জিতৈঃ কর্মভিঃ শুভৈঃ ॥২
তমেবমুক্ত্বা দেবেশস্ত্রিদিবং পুনরভ্যগাৎ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা ভূয়স্তেপে মহত্তপঃ ॥৩
ততঃ কালেন মহতা মেনকা পরমাপ্সরাঃ।
পুষ্করেষু নরশ্রেষ্ঠ স্নাতুং সমুপচক্রমে ॥৪

তাং দদর্শ মহাতেজা মেনকাং কুশিকাত্মজঃ।
রূপেণাপ্রতিমাং তত্র বিদ্যুতং জলদে যথা ॥৫
কন্দর্পদর্পবশগো মুনিস্তামিদমব্রবীৎ।
অপ্সরঃ স্বাগতং তেঽস্তু বস চেহ মমাশ্রমে ॥৬
অনুগৃহ্নীষ্ব ভদ্রং তে মদনেন বিমোহিতম্।
ইত্যুক্ত্বা সা বরারোহা তত্র বাসমথাকরোৎ ॥৭
তপসো হি মহাবিঘ্নো বিশ্বামিত্রমুপাগমৎ।
তস্যাং বসন্ত্যাং বর্ষাণি পঞ্চ পঞ্চ চ রাঘব ॥৮

ত্রিষষ্টিতম সর্গ

[বিশ্বামিত্রের ঋষি ও মহর্ষি-পদপ্রাপ্তি, মেনকা কর্তৃক তাঁহার তপোভঙ্গ এবং ব্রহ্মর্ষি-পদলাভের জন্য বিশ্বামিত্রের দুষ্কর তপস্যা।]

সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে বিশ্বামিত্র ব্রতোদ্‌যাপনের স্নান করিলেন। তখন ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাবৃন্দ তপস্যার ফল প্রদান করিবার জন্য তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। অনন্তর অতিতেজস্বী ব্রহ্মা সুমধুর বচনে বলিলেন,—তুমি অনুষ্ঠিত শুভকর্মের দ্বারা ঋষিত্বলাভ করিয়াছ। তোমার মঙ্গল হউক। দেবপতি ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে এইরূপ বলিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। মহাতেজা বিশ্বামিত্রও পুনর্বার অতিকঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। বহুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন সুন্দরী অপ্সরা মেনকা পুষ্করতীর্থে স্নান করিবার জন্য উদ্যত হইল। মহাতেজা কুশিকতনয় মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় অতুলনীয় রূপবতী মেনকাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র মুনি কামপীড়িত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—সুন্দরি! তোমার আগমন শুভ হউক। তুমি

বিশ্বামিত্রাশ্রমে সৌম্যে সুখেন ব্যতিচক্রমুঃ।
অথ কালে গতে তস্মিন্ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥৯
সব্রীড় ইব সংবৃত্তশ্চিন্তাশোকপরায়ণঃ।
বুদ্ধির্মুনেঃ সমুৎপন্না সামর্ষা রঘুনন্দন ॥১০
সর্বং সুরাণাং কর্মৈতত্তপোঽপহরণং মহৎ।
অহোরাত্রাপদেশেন গতাঃ সংবৎসরা দশ ॥১১
কাম-মোহাভিভূতস্য বিঘ্নোঽয়ং প্রত্যুপস্থিতঃ।
স নিঃশ্বসন্মুনিবরঃ পশ্চাত্তাপেন দুঃখিতঃ ॥১২
ভীতামপ্সরসং দৃষ্ট্বা বেপন্তীং প্রাঞ্জলিং স্থিতাম্।
মেনকাং মধুরৈর্বাক্যৈর্বিসৃজ্য কুশিকাত্মজঃ ॥১৩
উত্তরং পর্বতং রাম বিশ্বামিত্রো জগাম হ।
স কৃত্বা নৈষ্ঠিকীং বুদ্ধিং জেতুকামো মহাযশাঃ ॥১৪
কৌশিকীতীরমাসাদ্য তপস্তেপে দুরাসদম্।
তস্য বর্ষসহস্রাণি ঘোরং তপ উপাসতঃ ॥১৫
উত্তরে পর্বতে রাম দেবতানামভূদ্ভয়ম্।
আমন্ত্রয়ন্ সমাগম্য সর্বে সর্ষিগণাঃ সুরাঃ ॥১৬
মহর্ষিশব্দং লভতাং সাধ্বয়ং কুশিকাত্মজঃ।
দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা সর্বলোকপিতামহঃ ॥১৭
অব্রবীন্মধুরং বাক্যং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।
মহর্ষে স্বাগতং বৎস তপসোগ্রেণ তোষিতঃ ॥১৮
মহত্ত্বমৃষিমুখ্যত্বং দদামি তব কৌশিক।
ব্রহ্মণস্তু বচঃ শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রস্তপোধনঃ ॥১৯
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা প্রত্যুবাচ পিতামহম্।
ব্রহ্মর্ষিশব্দমতুলং স্বার্জিতৈঃ কর্মভিঃ শুভৈঃ ॥২০
যদি মে ভগবন্নাহ ততোঽহং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
তমুবাচ ততো ব্রহ্মা ন তাবৎ ত্বং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥২১

আমার এই আশ্রমে বাস কর এবং কামশরতপ্ত আমাকে অনুগৃহীত কর। তোমার মঙ্গল হউক। বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে মেনকা সেইস্থানে বাস করিতে লাগিল ।১-৭

রাঘব! এইভাবে বিশ্বামিত্রের তপস্যায় মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইল। তিনি রমণীয় নিজাশ্রমে অপ্সরাকে সঙ্গে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। পরমসুখে দশবৎসরকাল অতীত হইয়া গেল। অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র তপস্যার কথা ভাবিয়া চিন্তিত ও শোকযুক্ত হওয়ায় নিজের নিকটই লজ্জিত হইলেন। রঘুনন্দন! তখন দেবগণের প্রতি বিশ্বামিত্রের ক্রোধপূর্ণ ভাব উদিত হইল। তিনি স্থির করিলেন—আমার তপস্যানাশকে মহৎকার্য্য মনে করিয়া দেবতাগণই এইরূপ করিয়াছে; এইজন্য দশবৎসরকাল অহোরাত্রের ন্যায় অতীত হইয়া গেল ।৮-১১

কামমোহে অভিভূত হওয়াতেই আমার এইরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইল। এইরূপ ভাবিয়া দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক অনুতাপে ব্যথিত হইলেন। বিশ্বামিত্রের তাদৃশভাব দেখিয়া মেনকা ভীতা ও কম্পিতা হইল এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। কুশিকনন্দন তাহাকে ঐরূপ দেখিয়া মধুরবচনে বিদায় দিলেন এবং উত্তরপর্বতে গমন করিলেন। মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র কামজয় করিবার ইচ্ছায় অতিদৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন এবং কৌশিকীনদীর তীরে দুষ্কর তপস্যা করিতে লাগিলেন। রাম! উত্তরপর্বতে অতিঘোর তপস্যা করিতে করিতে বিশ্বামিত্রের সহস্রবৎসর অতীত হইয়া গেল। এই তপস্যায় দেবতাগণের মহাভয় হইল। তখন তাহারা ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করত বলিলেন,—এই কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র সঙ্গতভাবেই মহর্ষিত্ব লাভ করুন। সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবতাগণের বচন শুনিয়া বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিলেন এবং তপস্বী বিশ্বামিত্রকে এই মধুর বাক্য বলিলেন,—বৎস! কৌশিক! আমি তোমার উগ্রতপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমাকে মহত্ত্ব ও ঋষিশ্রেষ্ঠত্বপদ প্রদান করিলাম। ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শুনিয়া তপস্বী বিশ্বামিত্র প্রণত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে পিতামহকে বলিলেন,—আমার অনুষ্ঠিত শুভ-

যতস্ব মুনিশার্দূল ইত্যুক্ত্বা ত্রিদিবং গতঃ।
বিপ্রস্থিতেষু দেবেষু বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥২২
ঊর্ধ্ববাহুর্নিরালম্বো বায়ুভক্ষস্তপশ্চরন্।
ঘর্মে পঞ্চতপা ভূত্বা বর্ষাস্বাকাশসংশ্রয়ঃ ॥২৩
শিশিরে সলিলেশায়ী রাত্র্যহানি তপোধনঃ।
এবং বর্ষসহস্রং হি তপো ঘোরমুপাগমৎ ॥২৪

তস্মিন্ সন্তপ্যমানে তু বিশ্বামিত্রে মহামুনৌ।
সন্তাপঃ সুমহানাসীৎ সুরাণাং বাসবস্য চ ॥২৫
রম্ভামপ্সরসং শক্রঃ সর্বৈঃ সহ মরুদ্‌গণৈঃ।
উবাচাত্মহিতং বাক্যমহিতং কৌশিকস্য চ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥৬৩

কর্মের দ্বারা প্রাপ্য দুর্লভ ব্রহ্মর্ষি-শব্দ আমাকে উদ্দেশ করিয়া আপনি প্রয়োগ করেন নাই, ইহাতেই বুঝিতে পারিলাম যে, আমি এখনও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারি নাই। তখন ব্রহ্মা বলিলেন,—তুমি এখনও জিতেন্দ্রিয় হইতে পার নাই, এই বিষয়ে যত্ন কর। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা স্বর্গলোকে গমন করিলেন। দেবতাগণও প্রস্থান করিলে মহামুনি বিশ্বামিত্র ঊর্ধ্ববাহু, অবলম্বনহীন ও বায়ুমাত্রভোজন করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি গ্রীষ্মকালে চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিস্থাপনপূর্বক, বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে থাকিয়া এবং শীতকালে বহু অহোরাত্র জলে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া তপশ্চরণ আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সহস্রবৎসর যাবৎ তপস্যা চলিতে থাকিল। বিশ্বামিত্রকে এইরূপ তপস্যা করিতে দেখিয়া দেবগণের ও দেবরাজ ইন্দ্রের সন্তাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তিনি মরুৎ প্রভৃতি দেবতাগণের সহিত মিলিতভাবে রম্ভানাম্নী অপ্সরার নিকট গমনপূর্বক নিজেদের হিতকর এবং বিশ্বামিত্রের অনিষ্টকর বাক্য বলিলেন।১২-২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[বিশ্বামিত্রস্যাভিশাপেন রম্ভায়াঃ প্রস্তরমূর্তিধারণম্, ব্রাহ্মণত্বলাভায় বিশ্বামিত্রস্য পুনর্দুষ্করং তপশ্চরণম্ ।]

সুরকার্য্যমিদং রম্ভে কর্তব্যং সুমহত্ত্বয়া ।
লোভনং কৌশিকস্যেহ কামমোহসমন্বিতম্ ॥১
তথোক্তা সাপ্সরা রাম সহস্রাক্ষেণ ধীমতা ।
ব্রীড়িতা প্রাঞ্জলির্বাক্যং প্রত্যুবাচ সুরেশ্বরম্ ॥২
অয়ং সুরপতে ঘোরো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।
ক্রোধমুৎস্রক্ষ্যতে ঘোরং ময়ি দেব ন সংশয়ঃ ॥৩
ততো হি মে ভয়ং দেব প্রসাদং কর্তুমর্হসি ।
এবমুক্তস্তয়া রাম সভয়ং ভীতয়া তদা ॥৪
তামুবাচ সহস্রাক্ষো বেপমানাং কৃতাঞ্জলিম্ ।
মা ভৈষী রম্ভে ভদ্রং তে কুরুষ্ব মম শাসনম্ ॥৫
কোকিলো হৃদয়গ্রাহী মাধবে রুচিরদ্রুমে ।
অহং কন্দর্পসহিতঃ স্থাস্যামি তব পার্শ্বতঃ ॥৬
ত্বং হি রূপং বহুগুণং কৃত্বা পরমভাস্বরম্ ।
তমৃষিং কৌশিকং ভদ্রে ভেদয়স্ব তপস্বিনম্ ॥৭
সা শ্রুত্বা বচনং তস্য কৃত্বা রূপমনুত্তমম্ ।
লোভয়ামাস ললিতা বিশ্বামিত্রং শুচিস্মিতা ॥৮
কোকিলস্য তু শুশ্রাব বল্গু ব্যাহরতঃ স্বনম্ ।
সংপ্রহৃষ্টেন মনসা স চৈনামন্বৈক্ষত ॥৯
অথ তস্য চ শব্দেন গীতেনাপ্রতিমেন চ ।
দর্শনেন চ রম্ভায়া মুনিঃ সন্দেহমাগতঃ ॥১০

চতুঃষষ্টিতম সর্গ

[বিশ্বামিত্রের অভিশাপে রম্ভার পাষাণরূপে পরিণতি এবং ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য পুনরায় বিশ্বামিত্রের ঘোরতর তপশ্চরণের প্রতিজ্ঞা ।]

সুন্দরি ! তুমি অতিমহৎ দেবতাগণের হিতকর এই কার্য্যটি সাধন কর। কামজনিত মোহের সহিত বিশ্বামিত্রের লোভ উৎপন্ন কর। রাম! বিজ্ঞ সহস্রনেত্র ইন্দ্রকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া রম্ভা সলজ্জভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিল,—দেবরাজ ! এই বিশ্বামিত্র মহর্ষি অতিভয়ঙ্কর। তাঁহার নিকট গমন করিলে তিনি আমার উপর অতিশয় ক্রোধ করিবেন—ইহাতে সন্দেহ নাই। দেব ! এইজন্য আমার ভয় হইতেছে। আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। রাম ! রম্ভা বিশ্বামিত্রের ভয়ে ভীত হইয়া ইন্দ্রকে এইরূপ বাক্য বলিল।১-৪

তখন ইন্দ্র রম্ভাকে কৃতাঞ্জলি ও কম্পিতদেহে অবস্থান করিতে দেখিয়া বলিলেন,—রম্ভে ! তুমি ভয় করিও না। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি আমার আদেশ পালন কর। আমি সুশোভনবৃক্ষযুক্ত বসন্তকালে মনোহর কোকিল হইয়া কামের সহিত তোমার পার্শ্বে অবস্থান করিব। ভদ্রে ! তুমি স্বীয় সৌন্দর্য্য বহুগুণে বর্দ্ধিত ও অতিশয় উজ্জ্বল করিয়া তপস্যারত বিশ্বামিত্রের চিত্তকে চঞ্চল কর। রম্ভাসুন্দরী ইন্দ্রের এইরূপ বচন শুনিয়া অতিশয় সুন্দররূপ ধারণ করিল এবং বিশ্বামিত্রের নিকটে যাইয়া মনোহর হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টিত হইল। ঐ সময় কলকণ্ঠ কোকিলের কূজন বিশ্বামিত্রের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। তিনি অতিহৃষ্টচিত্তে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া রম্ভাকে দেখিতে পাইলেন।৫-৯

অকস্মাৎ কোকিলকূজন ও তুলনারহিত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া এবং রম্ভাকে দেখিয়া বিশ্বামিত্রে সংশয় করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ কুশিকতনয় বুঝিতে পারিলেন যে, এই সব সহস্রলোচন দেবরাজের কার্য্য। ইহা বুঝিয়া তিনি কুপিত হইয়া রম্ভাকে অভিশাপ দিলেন —রম্ভে ! আমি কাম-ক্রোধ জয় করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি।

সহস্রাক্ষস্য তৎসর্বং বিজ্ঞায় মুনিপুঙ্গবঃ।
রম্ভাং ক্রোধসমাবিষ্টঃ শশাপ কুশিকাত্মজঃ ॥১১
যস্মাং লোভয়সে রম্ভে কাম-ক্রোধজয়ৈষিণম্।
দশবর্ষসহস্রাণি শৈলী স্থাস্যসি দুর্ভগে ॥১৩
ব্রাহ্মণঃ সুমহাতেজাস্তপোবলসমন্বিতঃ।
উদ্ধরিষ্যতি রম্ভে ত্বাং মৎক্রোধকলুষীকৃতাম্ ॥১৩
এবমুক্ত্বা মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
অশক্নুবন্ ধারয়িতুং কোপং সন্তাপমাত্মনঃ ॥১৪
তস্য শাপেন মহতা রম্ভা শৈলী তদাভবৎ।
বচঃ শ্রুত্বা চ কন্দর্পো মহর্ষেঃ স চ নির্গতঃ ॥১৫
কোপেন চ মহাতেজাস্তপোঽপহরণে কৃতে।
ইন্দ্রিয়ৈরজিতৈ রাম ন লেভে শান্তিমাত্মনঃ ॥১৬
বভূবাস্য মনশ্চিন্তা তপোঽপহরণে কৃতে।
নৈবং ক্রোধং গমিষ্যামি ন চ বক্ষ্যে কথঞ্চন ॥১৭
অথবা নোচ্ছ্বসিষ্যামি সংবৎসরশতান্যপি।
অহং হি শোষয়িষ্যামি আত্মানং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১৮
তাবদ্ যাবদ্ধি মে প্রাপ্তং ব্রাহ্মণ্যং তপসার্জিতম্।
অনুচ্ছ্বসন্নভুঞ্জানস্তিষ্ঠেয়ং শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥১৯
নহি যে তপ্যমানস্য ক্ষয়ং যাস্যন্তি মূর্তয়ঃ।
এবং বর্ষসহস্রস্য দীক্ষাং স মুনিপুঙ্গবঃ ॥
চকারাপ্রতিমাং লোকে প্রতিজ্ঞাং রঘুনন্দন ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥৬৪

তুই আমাকে প্রলোভিত করিতে আসিয়াছিস্? ভাগ্যরহিতে! তুই দশসহস্রবৎসর পাষাণময়ী হইয়া অবস্থান কর্। আমার ক্রোধবশত তোর যে দুরবস্থা হইল, তাহা হইতে অতিতেজস্বী তপস্যাবলসম্পন্ন কোন ব্রাহ্মণ তোকে উদ্ধার করিবেন। মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্রোধসংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া রম্ভাকে শাপ দিলেন, কিন্তু পরে অনুতপ্ত হইলেন।১০-১৪

বিশ্বামিত্রের অভিশাপে রম্ভা শিলাময়ী হইল। ইন্দ্র ও কন্দর্প বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। রাম! ক্রোধের দ্বারা তপস্যা-শক্তি বিনষ্ট হইলে পর বিশ্বামিত্র ইন্দ্রিয় জয় না হওয়ার জন্য চিত্তে শান্তি পাইলেন না। তপস্যা-শক্তি নষ্ট হওয়ায় তাঁহার মনে চিন্তা হইল। তিনি চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন—আর কখনই ক্রোধপ্রকাশ করিব না এবং কোনমতেই অভিশাপ-বাক্য বলিব না।১৫-১৭

কিংবা আমি শত শত বৎসর যাবৎ নিশ্বাস রোধ করিয়া থাকিব। আমি ইন্দ্রিয়সমূহকে পরাজিত করিয়া এই শরীরকে শোষণ করিব। যাবৎকাল পর্য্যন্ত আমি তপস্যার দ্বারা অর্জিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ না করিতে পারিতেছি, তাবৎকাল পর্য্যন্ত নিশ্বাস রোধ করিয়া এবং ভোজন না করিয়া থাকিব। এইরূপে তপস্যা করিতে থাকিলে আমার শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না। রঘুনন্দন! বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিয়া সহস্রবৎসরব্যাপী তপশ্চরণের প্রতিজ্ঞা করিলেন। পৃথিবীতে এইরূপ প্রতিজ্ঞার তুলনা নাই।১৮-২০

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে চতুষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[বিশ্বামিত্রস্য সুকঠোরং তপশ্চরণম্, ব্রাহ্মণত্বলাভঃ, বসিষ্ঠেন সহ সখ্যস্থাপনম্, রাজ্ঞা জনকেন তস্য প্রশংসনঞ্চ]

অথ হৈমবতীং রাম দিশং ত্যক্ত্বা মহামুনিঃ।
পূর্বাং দিশমনুপ্রাপ্য তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥১
মৌনং বর্ষসহস্রস্য কৃত্বা ব্রতমনুত্তমম্।
চকারাপ্রতিমং রাম তপঃ পরমদুষ্করম্ ॥২
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু কাষ্ঠভূতং মহামুনিম্।
বিঘ্নৈর্বহুভিরাধূতং ক্রোধো নান্তরমাবিশৎ ॥৩
স কৃত্বা নিশ্চয়ং রাম তপ আতিষ্ঠতাব্যয়ম্।
তস্য বর্ষসহস্রস্য ব্রতে পূর্ণে মহাব্রতঃ ॥৪
ভোক্তুমারব্ধবানন্নং তস্মিন্ কালে রঘূত্তম।
ইন্দ্রো দ্বিজাতির্ভূত্বা তং সিদ্ধমন্নমযাচত ॥৫
তস্মৈ দত্ত্বা তদা সিদ্ধং সর্বং বিপ্রায় নিশ্চিতঃ।
নিঃশেষিতেঽন্নে ভগবানভুক্ত্বৈব মহাতপাঃ ॥৬
ন কিঞ্চিদবদদ্ বিপ্রং মৌনব্রতমুপাস্থিতঃ।
তথৈবাসীৎ পুনর্মৌনমনুচ্ছ্বাসং চকার হ ॥৭
অথ বর্ষসহস্রঞ্চ নোচ্ছ্বসন্মুনিপুঙ্গবঃ।
তস্যানুচ্ছ্বসমানস্য মূর্ধ্নি ধূমো ব্যজায়ত ॥৮
ত্রৈলোক্যং যেন সন্ত্রাস্তমাতাপিতমিবাভবৎ।
ততো দেবর্ষি-গন্ধর্বাঃ পন্নগোরগ-রাক্ষসাঃ ॥৯
মোহিতাস্তপসা তস্য তেজসা মন্দরশ্ময়ঃ।
কশ্মলোপহতাঃ সর্বে পিতামহমথাব্রুবন্ ॥১০
বহুভিঃ কারণৈর্দেব বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
লোভিতঃ ক্রোধিতশ্চৈব তপসা চাভিবর্ধতে ॥১১
নহ্যস্য বৃজিনং কিঞ্চিদ্দৃশ্যতে সূক্ষ্মমপ্যুত।
ন দীয়তে যদি ত্বস্য মনসা যদভীপ্সিতম্ ॥১২

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ

[বিশ্বামিত্রের সুকঠোর তপস্যা, ব্রাহ্মণত্বলাভ, বশিষ্ঠের সহিত সখ্যতাস্থাপন এবং রাজা জনককর্তৃক বিশ্বামিত্রের প্রশংসা।]

শতানন্দ বলিলেন,—রাম! মহামুনি বিশ্বামিত্র উত্তরদিক্ পরিত্যাগ করিয়া পূর্বদিকে গমন করিলেন এবং সেখানে অতিকঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি সহস্রবৎসর পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট মৌনব্রত গ্রহণ করিয়া অতিদুঃসাধ্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইভাবে সহস্রবৎসর অতীত হইলে বিশ্বামিত্র শুষ্ককাষ্ঠতুল্য হইয়া গেলেন। যদিও তিনি বহুপ্রকার বিঘ্নে উপদ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরে ক্রোধের উদয় হয় নাই। রাম! বিশ্বামিত্র দৃঢ়সঙ্কল্পানুসারে এইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী অক্ষয় তপস্যা করিলেন। সহস্রবর্ষ পূর্ণ হইলে পর মহাব্রতকারী মুনি ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া অন্নভোজন করিতে উদ্যত হইলেন। রঘুনন্দন! সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট আসিলেন এবং সিদ্ধ অন্ন প্রার্থনা করিলেন। বিশ্বামিত্র বিনা দ্বিধায় ঐ ব্রাহ্মণবেশধারীকে সমস্ত সিদ্ধ অন্ন প্রদান করিলেন। মহাতপস্বী মুনিবর অন্ন নিঃশেষিত হওয়ায় অভুক্তই রহিলেন; কিন্তু মৌনব্রত অবলম্বনের জন্য ঐ ব্রাহ্মণকে কিছুই বলিলেন না, এবং পূর্বের মতই মৌনব্রতী হইয়া নিশ্বাসনিরোধপূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। মুনিবর এইভাবে নিশ্বাস রোধ করিয়া সহস্রবৎসর থাকিলেন। অনন্তর নিশ্বাসরোধকারী বিশ্বামিত্রের মস্তক হইতে ধূমসহিত অগ্নি উৎপন্ন হইতে লাগিল। ঐ অগ্নির তেজে ত্রিভুবন সন্তপ্ত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িল। অনন্তর দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব, পন্নগ, উরগ ও রাক্ষসগণ ঐ তেজে নিষ্প্রভ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ব্যথিতচিত্তে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্বক বলিলেন।৬-১০

দেব! রম্ভাকে পাঠাইয়া বিশ্বামিত্রকে প্রলুব্ধ এবং

বিনাশয়তি ত্রৈলোক্যং তপসা সচরাচরম্ ।
ব্যাকুলাশ্চ দিশঃ সর্বা ন চ কিঞ্চিৎ প্রকাশতে ॥১৩
সাগরাঃ ক্ষুভিতাঃ সর্বে বিশীর্য্যন্তে চ পর্বতাঃ ।
প্রকম্পতে চ বসুধা বায়ুর্বাতীহ সঙ্কুলঃ ॥১৪
ব্রহ্মন্ন প্রতিজানীমো নাস্তিকো জায়তে জনঃ ।
সংমূঢমিব ত্রৈলোক্যং সম্প্রক্ষুভিতমানসম্ ॥১৫
ভাস্করো নিষ্প্রভশ্চৈব মহর্ষেস্তস্য তেজসা ।
বুদ্ধিং ন কুরুতে যাবন্নাশে দেব মহামুনিঃ ॥১৬
তাবৎ প্রসাদো ভগবন্নগ্নিরূপো মহাদ্যুতিঃ ।
কালাগ্নিনা যথাপূর্বং ত্রৈলোক্যং দহ্যতেঽখিলম্ ॥১৭
দেবরাজ্যং চিকীর্ষেত দীয়তামস্য যন্মনঃ ।
ততঃ সুরগণাঃ সর্বে পিতামহপুরোগমাঃ ॥১৮
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং বাক্যং মধুরমব্রুবন্ ।
ব্রহ্মর্ষে স্বাগতং তেঽস্তু তপসা স্ম সুতোষিতাঃ ॥১৯
ব্রাহ্মণ্যং তপসোগ্রেণ প্রাপ্তবানসি কৌশিক ।
দীর্ঘমায়ুশ্চ তে ব্রহ্মন্ দদামি সমরুদ্গণঃ ॥২০
স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রং তে গচ্ছ সৌম্য যথাসুখম্ ।
পিতামহবচঃ শ্রুত্বা সর্বেষাং ত্রিদিবৌকসাম্ ॥২১
কৃত্বা প্রণামং মুদিতো ব্যাজহার মহামুনিঃ ।
ব্রাহ্মণ্যং যদি মে প্রাপ্তং দীর্ঘমায়ুস্তথৈব চ ॥২২
ওঁকারোঽথ বষট্কারো বেদাশ্চ বরয়ন্তু মাম্ ।
ক্ষত্রবেদবিদাং শ্রেষ্ঠো ব্রহ্মবেদবিদামপি ॥২৩
ব্রহ্মপুত্রো বসিষ্ঠো মামেবং বদতু দেবতাঃ ।
যদ্যেবং পরমঃ কামঃ কৃতো যান্তু সুরর্ষভাঃ ॥২৪
ততঃ প্রসাদিতো দেবৈর্বসিষ্ঠো জপতাং বরঃ ।
সখ্যং চকার ব্রহ্মর্ষিরেবমস্ত্বিতি চাব্রবীৎ ॥২৫
ব্রহ্মর্ষিস্ত্বং ন সন্দেহঃ সর্বং সম্পদ্যতে তব ।

অন্নপ্রার্থনাদির দ্বারা ক্রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার তপস্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইতেছে। আমরা তাঁহার অতি অল্প পাপও দেখিতেছি না। তথাপি যদি আপনি তাঁহাকে বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান না করেন, তাহা হইলে তপস্যাপ্রভাবে তিনি স্থাবর-জঙ্গমসহিত ত্রিভুবনকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন। বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভায় দিক্‌সমূহ অভিভূত হইয়াছে, কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না। সমুদ্রসকল ক্ষোভিত ও পর্বতসমূহ বিশীর্ণ হইতেছে। বসুধা কম্পিত ও বায়ু বিক্ষুব্ধ হইতেছে। ব্রহ্মন্! আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সকল লোক নাস্তিক (দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করিয়াও ফল পাওয়া যাইতেছে না। এইজন্য কেহই ঐরূপ তপস্যাকে সার্থক মনে করিতে পারিতেছে না) হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে ত্রিভুবন ক্ষুব্ধচিত্ত ও নিশ্চেষ্ট-প্রায় হইতেছে। মহর্ষির তেজে সূর্য্যও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। দেব! মহামুনির ত্রিভুবননাশের সঙ্কল্প করিবার পূর্বেই আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন এবং অগ্নিতুল্য মহাতেজা মুনিকে প্রসন্ন করুন। ভগবন্! পূর্বে কালাগ্নি যেমন সকল সংসারকে দগ্ধ করিয়াছিল, ঐরূপ হওয়ার পূর্বেই প্রতীকার করুন। তিনি যদি স্বর্গরাজ্য পাইতে ইচ্ছা করেন কিংবা অন্য কিছু প্রার্থনা করেন, আপনি তাহা প্রদান করুন। অনন্তর দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করিয়া মহাত্মা বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিলেন এবং মধুর বাক্যে বলিলেন,—ব্রহ্মর্ষে! তোমার মঙ্গল হউক। তোমার তপস্যায় আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। কুশিকনন্দন! উগ্র তপস্যা করিয়া তুমি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছ। ব্রহ্মন্! আমরা সকলেই তোমাকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করিতেছি।১১-২০

তুমি শান্তিলাভ কর। তোমার মঙ্গল হউক। সৌম্য! তুমি হৃষ্টচিত্তে স্বস্থানে গমন কর। বিশ্বামিত্র মহামুনি দেবগণসহিত পিতামহ ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং প্রণাম করিয়া বলিলেন,—যদি আমি ব্রাহ্মণত্ব ও দীর্ঘজীবনই প্রাপ্ত হইলাম, তাহা হইলে ওঁকার, বষট্কার ও সমুদায় বেদ আমাকে বরণ করুক। ধনুর্বেদবিৎ ও চতুর্বেদবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করুন। দেবগণ! যদি আপনারা আমার এইরূপ অভিলাষ পূর্ণ করেন, তাহা হইলে আপনারা স্বস্থানে গমন করিতে পারেন। তখন দেবতাবৃন্দ তপস্বিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে প্রসন্ন করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন

ইত্যুক্ত্বা দেবতাশ্চাপি সর্বা জগ্মুর্যথাগতম্ ॥২৬
বিশ্বামিত্রোঽপি ধর্মাত্মা লব্ধ্বা ব্রাহ্মণ্যমুত্তমম্ ।
পূজয়ামাস ব্রহ্মর্ষিং বসিষ্ঠং জপতাং বরম্ ॥২৭
কৃতকামো মহীং সর্বাং চচার তপসি স্থিতঃ ।
এবং ত্বনেন ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্তং রাম মহাত্মনা ॥২৮
এষ রাম মুনিশ্রেষ্ঠ এষ বিগ্রহবাংস্তপঃ ।
এষ ধর্মঃ পরো নিত্যং বীর্য্যস্যৈষ পরায়ণম্ ॥২৯
এবমুক্ত্বা মহাতেজা বিররাম দ্বিজোত্তমঃ ।
শতানন্দবচঃ শ্রুত্বা রাম-লক্ষ্মণসন্নিধৌ ॥৩০
জনকঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমুবাচ কুশিকাত্মজম্ ।
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে মুনিপুঙ্গব ॥৩১
যজ্ঞং কাকুৎস্থসহিতঃ প্রাপ্তবানসি কৌশিক ।
পাবিতোঽহং ত্বয়া ব্রহ্মন্ দর্শনেন মহামুনে ॥৩২
গুণা বহুবিধাঃ প্রাপ্তাস্তব সন্দর্শনান্ময়া ।
বিস্তরেণ চ বৈ ব্রহ্মন্ কীর্ত্যমানং মহত্তপঃ ॥৩৩
শ্রুতং ময়া মহাতেজো রামেণ চ মহাত্মনা ।
সদস্যৈঃ প্রাপ্য চ সদঃ শ্রুতাস্তে বহবো গুণাঃ ॥৩৪
অপ্রমেয়ং তপস্তুভ্যমপ্রমেয়ঞ্চ তে বলম্ ।
অপ্রমেয়া গুণাশ্চৈব নিত্যং তে কুশিকাত্মজ ॥৩৫
তৃপ্তিরাশ্চর্য্যভূতানাং কথানাং নাস্তি মে বিভো ।
কর্মকালো মুনিশ্রেষ্ঠ লম্বতে রবিমণ্ডলম্ ॥৩৬
শ্বঃ প্রভাতে মহাতেজো দ্রষ্টুমর্হসি মাং পুনঃ ।
স্বাগতং জপতাং শ্রেষ্ঠ মামনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥৩৭

এবং বলিলেন,—তাহাই হউক। তুমি ব্রহ্মর্ষি হইয়াছ—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণত্বলাভে যাহা যাহা অপেক্ষিত, সেই সকল বস্তু তোমার অধিগত হইবে। বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে পর দেবতাগণও ঐরূপ বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।২১-২৬

ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্র এইভাবে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্বলাভ করিয়া তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের পূজা করিলেন এবং তপস্যার দ্বারা পূর্ণমনোরথ হইয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। শতানন্দ বলিলেন,—রাম! এই মহাত্মা বিশ্বামিত্র এইভাবে ব্রাহ্মণত্বলাভ করিয়াছেন। রামচন্দ্র! এই মুনিশ্রেষ্ঠ তপস্যার মূর্তি। ইনি পরম-ধার্মিক ও পরাক্রমের একমাত্র আশ্রয়। এইভাবে বিশ্বামিত্রের কথা বলিয়া তেজস্বী দ্বিজবর শতানন্দ বিরত হইলেন। শতানন্দের বাক্য শুনিয়া জনকরাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের সাক্ষাতেই কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—মুনিবর! আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আমার যজ্ঞস্থলে রাম-লক্ষ্মণ-সহিত আপনি আগমন করিয়াছেন। ব্রহ্মন্! মুনিবর! আপনি দর্শনদান করিয়া আমাকে পবিত্র করিলেন। আপনাকে দর্শন করিয়া আমি বহু পুণ্য ও সদ্‌গুণের অধিকারী হইলাম। তেজস্বিশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মন্! শতানন্দ আপনার কঠোর তপস্যার বিবরণ বিস্তৃতভাবে কীর্তন করিলেন, আমি তাহা শ্রবণ করিলাম, মহাত্মা রাম ও অন্যান্য সভাসদ্‌গণও শুনিলেন। আপনার তপস্যা অপরিসীম। কুশিকনন্দন! আপনার বল ও গুণসমূহ পৃথিবীতে সত্যই অতুলনীয়।২৭-৩৫

মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার বিস্ময়কর গুণকথা শুনিয়া উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি হইতেছে না। কিন্তু এখন রবিমণ্ডল অস্তাচলগামী হইয়াছেন। নিত্যক্রিয়ার সময় অতীত হইয়া যাইতেছে। তেজস্বিবর! আগামীকল্য প্রভাতে পুনর্বার সাক্ষাৎ হইবে। মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি সুখে বিশ্রাম করুন। আমাকেও অনুমতি দান করুন। এইরূপ কথা শুনিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ জনকের প্রশংসা করিলেন এবং প্রীতিপূর্ণচিত্তে তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। তখন মিথিলাধিপতি জনক

এবমুক্তো মুনিবরঃ প্রশস্য পুরুষর্ষভম্ ।
বিসসর্জাশু জনকং প্রীতং প্রীতমনাস্তদা ॥৩৮
এবমুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠং বৈদেহো মিথিলাধিপঃ ।
প্রদক্ষিণং চকারাশু সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ ॥৩৯
বিশ্বামিত্রোঽপি ধর্মাত্মা সহরামঃ সলক্ষ্মণঃ ।
স্ববাসমভিচক্রাম পূজ্যমানো মহাত্মভিঃ ॥৪০
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

উপাধ্যায় ও বান্ধবগণের সহিত বিশ্বামিত্রকে প্রদক্ষিণ করিলেন। রাম-লক্ষ্মণের সহিত ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্রও মহাত্মাদের দ্বারা পূজিত হইয়া নিজেদের আবাসগৃহে গমন করিলেন।৩৬-৪০

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[মহারাজেন জনকেন বিশ্বামিত্র-রাম-লক্ষ্মণানামর্চনম্, রক্ষিতধনুষ ইতিবৃত্তবর্ণনম্, ধনুষি গুণযোজন-সমর্থায় শ্রীরামায় অযোনিসম্ভবায়াঃ সীতাদেব্যাঃ সম্প্রদানবার্তাজ্ঞাপনঞ্চ ।]

ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃতকর্মা নরাধিপঃ
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানমাজুহাব সরাঘবম্ ॥১
তমর্চয়িত্বা ধর্মাত্মা শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা ।
রাঘবৌ চ মহাত্মানৌ তদা বাক্যমুবাচ হ ॥২
ভগবন্ স্বাগতং তেঽস্তু কিং করোমি তবানঘ ।
ভবানাজ্ঞাপয়তু মামাজ্ঞাপ্যো ভবতা হ্যহম্ ॥৩
এবমুক্তঃ স ধর্মাত্মা জনকেন মহাত্মনা ।
প্রত্যুবাচ মুনিশ্রেষ্ঠো বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥৪
পুত্রৌ দশরথস্যেমৌ ক্ষত্রিয়ৌ লোকবিশ্রুতৌ ।
দ্রষ্টুকামৌ ধনুঃশ্রেষ্ঠং যদেতত্ত্বয়ি তিষ্ঠতি ॥৫
এতদ্দর্শয় ভদ্রং তে কৃতকামৌ নৃপাত্মজৌ ।
দর্শনাদস্য ধনুষো যথেষ্টং প্রতিযাস্যতঃ (ক) ॥৬
এবমুক্তস্তু জনকঃ প্রত্যুবাচ মহামুনিম্ ।
শ্রূয়তামস্য ধনুষো যদর্থমিহ তিষ্ঠতি ॥৭
দেবরাত ইতি খ্যাতো নিমের্জ্যেষ্ঠো মহীপতিঃ ।
ন্যাসোঽয়ং তস্য ভগবন্ হস্তে দত্তো মহাত্মনঃ ॥৮

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ

[মহারাজ জনক কর্তৃক বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্মণের অর্চনা, আপনার নিকট রক্ষিত ধনুর ইতিবৃত্তান্ত বর্ণন, ধনুতে গুণযোজনা করিতে পারিলে শ্রীরামের হস্তে স্বীয় অযোনিসম্ভবা কন্যা সীতার সম্প্রদানের কথা জ্ঞাপন।]

অনন্তর নির্মল প্রভাতকালে রাজা জনক প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া রাম-লক্ষ্মণসহিত মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে আহ্বান করিলেন। ধার্মিক রাজা শাস্ত্রবিধি অনুসারে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ও রাম-লক্ষ্মণের অর্চনা করিয়া বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনার আগমন শুভজনক হউক। পুণ্যাত্মন্! আমি আপনার অভিপ্রেত কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করিব? আপনি আমাকে আদেশ করুন। আপনার আদেশ পালন করা আমার কর্তব্য। মহাত্মা জনক এইরূপ বলিলে পর ধর্মাত্মা সুবক্তা মুনিবর প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—এই দুইটি ক্ষত্রিয়কুমার, মহারাজ দশরথের পুত্র ও সর্বলোকবিখ্যাত। আপনার নিকট যে শ্রেষ্ঠ ধনু আছে, তাহা দেখিবার জন্য ইঁহারা দুই-জনেই উৎসুক। আপনি ইঁহাদিগকে সেই ধনুটি প্রদর্শন করান। ইঁহারা ধনুটিকে দেখিয়া পূর্ণমনোরথে স্বেচ্ছায় চলিয়া যাইবেন। বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে রাজা জনক মুনিবরকে বলিলেন,—যে কারণে ঐ ধনু আমার নিকট রহিয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন।১-৭

পাঠান্তর :—(ক) —প্রতিপৎস্যত।

দক্ষযজ্ঞবধে পূর্বং ধনুরায়ম্য বীর্য্যবান্ ।
বিধ্বংস্য ত্রিদশান্ রোগাৎ সলীলমিদমব্রবীৎ (ক) ॥৯

যস্মাদ্ভাগার্থিনো ভাগং নাকল্পয়ত যে সুরাঃ ।
বরাঙ্গানি মহার্হাণি ধনুষা শাতয়ামি বঃ ॥১০

ততো বিমনসঃ সর্বে দেবা বৈ মুনিপুঙ্গব ।
প্রসাদয়ন্ত দেবেশং তেষাং প্রীতোঽভবদ্ভবঃ ॥১১

প্রীতিযুক্তস্তু সর্বেষাং দদৌ তেষাং মহাত্মনাম্ ।
তদেতদ্দেবদেবস্য ধনূরত্নং মহাত্মনঃ ॥১২

ন্যাসভূতং তদা ন্যস্তমস্মাকং পূর্বজে বিভৌ ।
অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ ॥১৩

ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা ।
ভূতলাদুত্থিতা সা তু ব্যবর্ধত মমাত্মজা ॥১৪

বীর্য্যাশুল্কেতি মে কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজা ।
ভূতলাদুত্থিতাং তাং তু বর্ধমানাং মমাত্মজাম্ ॥১৫

বরয়ামাসুরাগত্য রাজানো মুনিপুঙ্গব ।
তেষাং বরয়তাং কন্যাং সর্বেষাং পৃথিবীক্ষিতাম্ ॥১৬

বীর্য্যশুল্কেতি ভগবন্ন দদামি সুতামহম্ ।
ততঃ সর্বে নৃপতয়ঃ সমেত্য মুনিপুঙ্গব ॥১৭

মিথিলামপ্যুপাগম্য বীর্য্যং জিজ্ঞাসবস্তদা ।
তেষাং জিজ্ঞাসমানানাং শৈবং ধনুরুপাহৃতম্ ॥১৮

ন শেকুর্গ্রহণে তস্য ধনুষস্তোলনেঽপি বা ।
তেষাং বীর্য্যবতাং বীর্য্যমল্পং জ্ঞাত্বা মহামুনে ॥১৯

প্রত্যাখ্যাতা নৃপতয়স্তন্নিবোধ তপোধন ।
ততঃ পরমকোপেন রাজানো মুনিপুঙ্গব ॥২০

অরুন্ধন্মিথিলাং সর্বে বীর্য্যসন্দেহমাগতাঃ ।
আত্মানমবধূতং মে বিজ্ঞায় নৃপপুঙ্গবাঃ ॥২১

পুরাকালে নিমির জ্যেষ্ঠপুত্র দেবরাত-নামে বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। ভগবন্! সেই মহাত্মার হস্তে এই ধনু ন্যাসস্বরূপে অর্পিত হইয়াছিল। পূর্বে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিবার সময় বীর্য্যবান্ মহাদেব এই ধনু আকর্ষণ করিয়া যজ্ঞনাশপূর্বক দেবতাগণকে ক্রোধের সহিত বলিয়াছিলেন,—দেবগণ! আমি বিধিমতে যজ্ঞভাগ পাইবার অধিকারী। তথাপি তোমরা আমাকে যজ্ঞভাগ প্রদান কর নাই, এইজন্য এই ধনু দ্বারাই তোমাদের সর্বজনপূজ্য মস্তক ছেদন করিব। মুনিবর! তাহা শুনিয়া দেবগণ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং মহাদেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দেবতাগণের প্রতি প্রীত হইলেন। প্রীতিযুক্ত হইয়া মহাদেব ঐ ধনু দেবতাগণকে দান করিলেন। মহাত্মা মহাদেবের সেই শ্রেষ্ঠ ধনুই আমার নিকট আছে। দেবতাগণ এই ধনুটি আমার পূর্বপুরুষ দেবরাতের নিকট ন্যাসস্বরূপে রাখিয়াছিলেন। একদা ক্ষেত্রকর্ষণ করিবার সময় আমার হলাগ্র হইতে একটি কন্যারত্ন উত্থিত হয়। ক্ষেত্রশোধন করিতে থাকা-কালে প্রাপ্ত হওয়ায় সেই কন্যা সীতা নামে পরিচিত হইয়াছে। ভূতল হইতে উত্থিত হইলেও আমার কন্যারূপেই সে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এই অযোনিসম্ভবা আমার কন্যাকে বীর্য্যশুল্কা (যিনি সমুচিত বল দেখাইবেন, তিনিই কন্যালাভ করিবেন—এইরূপ পণবদ্ধা) বলিয়া স্থির করিলাম। মুনিবর! ভূতলসম্ভূতা আমার কন্যা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহযোগ্য হইলে বহু নরপতি আসিয়া সীতাকে বরণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু ভগবন্! আমার কন্যা বীর্য্যশুল্কা বলিয়া সমুচিত বল প্রদর্শন না করার জন্য উৎসুক-নরপতিগণের মধ্যে কাহাকেও কন্যাদান করি নাই। মুনিবর! তখন সকল ভূপতি মিলিত হইয়া মিথিলায় গমন করিলেন এবং নিজ নিজ বীর্য্য প্রদর্শন করিবার জন্য পণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি ঐ সকল নরপতির নিকট শৈব ধনু উপস্থাপিত করিলাম। কিন্তু নরপতিগণ ঐ ধনুটিকে গ্রহণ ও উত্তোলন করিতে পারিলেন না। মুনিবর! ঐ নরপতিগণের বীর্য্য অল্প দেখিয়া আমি তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। এই প্রত্যাখ্যানের ফলে যাহা হইল, তাহা শ্রবণ করুন। মুনিশ্রেষ্ঠ! রাজন্যবর্গ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নিজেদের বীর্য্যবিষয়ে সন্দেহান্বিত হইলেন এবং আমার মিথিলানগরী অবরোধ করিলেন। আমি তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা

পাঠান্তরঃ—(ক)—সলীলমিদকল্পয়ৎ।

রোষেণ মহতাবিষ্টাঃ পীড়য়ন্মিথিলাং পুরীম্।
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে ক্ষয়ং যাতানি সর্বশঃ ॥২২
সাধনানি মুনিশ্রেষ্ঠ ততোহহং ভৃশদুঃখিতঃ।
ততো দেবগণান্ সর্বাংস্তপসাহং প্রসাদয়ম্ ॥২৩
দদুশ্চ পরমপ্রীতাশ্চতুরঙ্গবলং সুরাঃ।
ততো ভগ্না নৃপতয়ো হন্যমানা দিশো যযুঃ ॥২৪
অবীর্য্যা বীর্য্যসন্দিগ্ধাঃ সামাত্যাঃ পাপকারিণঃ।
তদেতন্মুনিশার্দূল ধনুঃ পরমভাস্বরম্ ॥২৫
রাম-লক্ষ্মণয়োশ্চাপি দর্শয়িষ্যামি সুব্রত।
যদ্যস্য ধনুষো রামঃ কুর্য্যাদারোপণং মুনে ॥
সুতামযোনিজাং সীতাং দদ্যাং দাশরথেরহম্ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

করিয়াছি—এইরূপ মনে করিয়া তাহারা অতিক্রোধে মিথিলাকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। মুনিবর! সংবৎসর পূর্ণ হইতেই আমার সকল যুদ্ধসাধন সৈন্যাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। এইজন্য আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম। অনন্তর তপস্যা দ্বারা আমি দেবতাগণকে প্রসন্ন করিলাম। দেবতাগণ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া চতুরঙ্গ সৈন্য প্রদান করিলেন। ঐ চতুরঙ্গ সৈন্যের দ্বারা পরাস্ত ও নিহতপ্রায় হইয়া বীর্য্যহীন ও সন্দিগ্ধবীর্য্য পাপিষ্ঠ নরপতিগণ নানাদিকে গমন করিল। মুনিশ্রেষ্ঠ! তপস্বিপ্রবর! পরম উজ্জ্বল সেই ধনু আমি রাম-লক্ষ্মণকে দেখাইতেছি। মুনিবর! যদি রাম ঐ ধনুতে জ্যা আরোপণ (গুণযোজনা) করিতে পারেন, তাহা হইলে এই দশরথনন্দনের হস্তে অযোনিজা কন্যা সীতাকে সম্প্রদান করিব।৮-২৬

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের
আদিকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ ধনুষো ভঙ্গঃ, বিশ্বামিত্রস্যানুজ্ঞয়া জনকেন অযোধ্যাধিপতি-দশরথস্য সমীপে মন্ত্রিণাং প্রেরণঞ্চ।]

জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
ধনুর্দর্শয় রামায় ইতি হোবাচ পার্থিবম্ ॥১
ততঃ স রাজা জনকঃ সচিবান্ ব্যাদিদেশ হ।
ধনুরানীয়তাং দিব্যং গন্ধমাল্যানুলেপিতম্ ॥২
জনকেন সমাদিষ্টাঃ সচিবাঃ প্রাবিশন্ পুরম্।
তদ্ধনুঃ পুরতঃ কৃত্বা নির্জগ্মুরমিতৌজসঃ ॥৩
নৃণাং শতানি পঞ্চাশদ্ ব্যায়তানাং মহাত্মনাম্।
মঞ্জুষামষ্টচক্রাং তাং সমূহুস্তে কথঞ্চন ॥৪
তামাদায় সুমঞ্জূষামায়সীং যত্র তদ্ধনুঃ।
সুরোপমং তে জনকমূচুর্নৃপতিমন্ত্রিণঃ ॥৫
ইদং ধনুর্বরং রাজন্ পূজিতং সর্বরাজভিঃ।
মিথিলাধিপ রাজেন্দ্র দর্শনীয়ং যদীচ্ছসি ॥৬
তেষাং নৃপো বচঃ শ্রুত্বা কৃতাঞ্জলিরভাষত।
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং তাবুভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৭
ইদং ধনুর্বরং ব্রহ্মন্ জনকৈরভিপূজিতম্।
রাজভিশ্চ মহাবীর্যৈরশক্তৈঃ পূরিতুং তদা (ক) ॥৮
নৈতৎসুরগণাঃ সর্বে সাসুরা ন চ রাক্ষসাঃ।
গন্ধর্ব-যক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নর-মহোরগাঃ ॥৯
ক্ব গতির্মানুষাণাঞ্চ ধনুষোঽস্য প্রপূরণে।
আরোপণে সমাযোগে বেপনে তোলনে তথা ॥১০
তদেতদ্ধনুষাং শ্রেষ্ঠমানীতং মুনিপুঙ্গব।
দর্শয়ৈতন্মহাভাগ অনয়ো রাজপুত্রয়োঃ ॥১১
বিশ্বামিত্রঃ সরামস্তু (খ) শ্রুত্বা জনকভাসিতম্।
বৎস রাম ধনুঃ পশ্য ইতি রাঘবমব্রবীৎ ॥১২

সপ্তষষ্টিতম সর্গ

[শ্রীরাম কর্তৃক ধনুর্ভঙ্গ এবং বিশ্বামিত্রের সম্মতিক্রমে জনক কর্তৃক অযোধ্যায় রাজা দশরথের নিকট মন্ত্রিগণের প্রেরণ।]

মহামুনি বিশ্বামিত্র জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—আপনি রামকে সেই ধনু দর্শন করিতে দিন। অনন্তর রাজা জনক মন্ত্রিগণকে আদেশ করিলেন—তোমরা মাল্য-চন্দনাদিভূষিত দিব্য ধনু আনয়ন কর। জনকের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া পরাক্রমশালী মন্ত্রিগণ পুরীতে প্রবেশ করিলেন এবং ধনুটিকে অগ্রে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। অষ্টচক্রবিশিষ্ট মঞ্জুষায় (সিন্দুকে) সুরক্ষিত ঐ ধনুটিকে পাঁচহাজার দীর্ঘকায় বলবান্ পুরুষ অতিকষ্টে বহন করিয়া আনয়ন করিল। দিব্য ধনুর আধার লৌহনির্মিত মঞ্জুষাটি জনকের সম্মুখে স্থাপন করিয়া মন্ত্রিগণ দেবতুল্য নরপতিকে বলিলেন।১-৫

রাজন্! সর্বনরপতিপূজ্য এই ধনু আপনার নিকট আনয়ন করিয়াছি। মিথিলাধীশ্বর! মহারাজ! আপনার ইচ্ছা হইলে ইঁহাদিগকে দেখাইতে পারেন। মন্ত্রিগণের বাক্য শুনিয়া মহারাজ কৃতাঞ্জলিপুটে মহাত্মা বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্মণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—ব্রহ্মন্! এই দিব্য ধনু জনকবংশজাত নরপতিগণের সম্পূজিত। যখন নানাদেশীয় রাজন্যবর্গ বীর্যবত্তা দেখাইবার জন্য আসিয়া এই ধনু উত্তোলন করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারাও এই ধনুর পূজা করিয়াছিলেন। দেবতা, অসুর, রাক্ষস, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর ও নাগগণের মধ্যে কেহই এই ধনুটিকে উত্তোলন, আকর্ষণ, সঞ্চালন, গুণযোজন বা শরযোজন করিতে পারেন নাই, মানুষের যে সামর্থ নাই তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। মুনিবর! মহাভাগ! সেই অদ্ভুত শ্রেষ্ঠধনু আপনার সম্মুখে আনীত হইয়াছে। আপনি

পাঠান্তরঃ—(ক) —পূরিতুং তদা। (খ) বিশ্বামিত্রঃ সধর্মাত্মা—।

মহর্ষের্বচনাদ্ রামো যত্র তিষ্ঠতি তদ্ধনুঃ।
মঞ্জূষাং তামপাবৃত্য দৃষ্ট্বা ধনুরথাব্রবীৎ ॥১৩
ইদং ধনুর্বরং দিব্যং সংস্পৃশামীহ পাণিনা।
যত্নবাংশ্চ ভবিষ্যামি তোলনে পূরণেঽপি বা ॥১৪
বাঢ়মিত্যব্রবীদ্ রাজা মুনিশ্চ সমভাষত।
লীলয়া স ধনুর্মধ্যে জগ্রাহ বচনান্মুনেঃ ॥১৫
পশ্যতাং নৃসহস্রাণাং বহূনাং রঘুনন্দনঃ।
আরোপয়ৎ স ধর্মাত্মা সলীলমিব তদ্ধনুঃ ॥১৬
আরোপয়িত্বা মৌর্বীঞ্চ পূরয়ামাস তদ্ধনুঃ।
তদ্বভঞ্জ ধনুর্মধ্যে নরশ্রেষ্ঠো মহাযশাঃ ॥১৭
তস্য শব্দো মহানাসীন্নির্ঘাতসমনিঃস্বনঃ।
ভূমিকম্পশ্চ সুমহান্ পর্বতস্যেব দীর্য্যতঃ ॥১৮
নিপেতুশ্চ নরাঃ সর্বে তেন শব্দেন মোহিতাঃ।
বর্জয়িত্বা মুনিবরং রাজানং তৌ চ রাঘবৌ ॥১৯

প্রত্যাশ্বস্তে জনে তস্মিন্ রাজা বিগতসাধ্বসঃ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং বাক্যজ্ঞো মুনিপুঙ্গবম্ ॥২০
ভগবন্ দৃষ্টবীর্য্যো মে রামো দশরথাত্মজঃ।
অত্যদ্ভুতমচিন্ত্যঞ্চ অতর্কিতমিদং ময়া ॥২১
জনকানাং কুলে কীর্তিমাহরিষ্যতি মে সুতা।
সীতাভর্তারমাসাদ্য রামং দশরথাত্মজম্ ॥২২
মম সত্যা প্রতিজ্ঞা সা বীর্য্যশুল্কেতি কৌশিক।
সীতা প্রাণৈর্বহুমতা দেয়া রামায় মে সুতা ॥২৩
ভবতোঽনুমতে ব্রহ্মন্ শীঘ্রং গচ্ছন্তু মন্ত্রিণঃ
মম কৌশিক ভদ্রন্তে অযোধ্যাং ত্বরিতা রথৈঃ ॥২৪
রাজানং প্রশ্রিতৈর্বাক্যৈরানয়ন্তু পুরং মম।
প্রদানং বীর্য্যশুল্কায়াঃ কথয়ন্তু চ সর্বশঃ ॥২৫

এই দুই রাজপুত্রকে ধনু দর্শন করিতে বলুন। রামের সহিত বিশ্বামিত্র জনকের বাক্য শুনিয়া রঘুনন্দন রামকে বলিলেন,—বৎস! রাম! তুমি এই ধনু দর্শন কর।৮-১২

বিশ্বামিত্রের বাক্যানুসারে রাম ধনুর আধারস্বরূপ ঐ লৌহনির্মিত মঞ্জুষা উদ্‌ঘাটিত করিয়া ধনুটিকে দর্শন করিলেন ও বলিলেন,—আমি দিব্য ধনুশ্রেষ্ঠকে হস্তের দ্বারা স্পর্শ করিতেছি এবং এই ধনু উত্তোলন করিতে ও গুণযোজনা করিতে চেষ্টা করিতেছি। রাজা জনক 'বাঢ়ম্' বলিয়া সম্মতি জানাইলেন, বিশ্বামিত্রও তাহাই করিলেন। তখন রাম বিশ্বামিত্রের বাক্যানুসারে অবলীলাক্রমে ধনুর মধ্যভাগ গ্রহণ করিলেন এবং সহস্র সহস্র দর্শকের সম্মুখে অনায়াসেই ঐ ধনুতে গুণযোজনা করিলেন। গুণযোজনা করত ঐ ধনুতে শরসন্ধান করিবার জন্য আকর্ষণ করিয়াই যশস্বী রাম ধনুর মধ্যস্থল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় বজ্রশব্দের ন্যায় ঘোর শব্দ হইল। পর্বত বিদীর্ণ হইলে যেরূপ ভূমিকম্প হয়, ধনুর্ভঙ্গকালে সেইরূপ ভূমিকম্প হইল। ঐ সময় রাজা জনক, বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্মণ ভিন্ন সকল লোকই বিকট শব্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পর সকল লোক আশ্বস্ত হইলে পর রাজা জনক নিশ্চিন্ত হইলেন এবং বাগ্মী নরপতি কৃতাঞ্জলি হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠকে বলিলেন। ১৩-২০

ভগবন্! আমি দশরথনন্দন রামের শক্তি দর্শন করিলাম। এই অতিশয় অদ্ভুত চিন্তাতীত ব্যাপার রামের দ্বারা সম্পন্ন হইবে—ইহা আমি সম্ভাবনাও করিতে পারি নাই। আমার কন্যা সীতা দশরথতনয় রামকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া জনকবংশে কীর্তিবৃদ্ধি করিবে। কুশিকনন্দন: আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—আমার কন্যা সীতা বীর্য্যশুল্কা। সেই প্রতিজ্ঞা অদ্য সত্য হইল। আমি প্রাণাধিকা কন্যাকে রামের হস্তে সম্প্রদান করিব। ব্রহ্মন্! আপনার অনুমতি হইলে আমার মন্ত্রিগণ অতিসত্বর অযোধ্যায় গমন করিতে পারে। মুনিবর! আপনার মঙ্গল হউক। আপনি অনুমতি করুন, আমার মন্ত্রিগণ ত্বরান্বিত হইয়া বিনীত বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া মহারাজ দশরথকে রথের দ্বারা আনয়ন করিতে পারে। তাহারা অযোধ্যায় যাইয়া বীর্য্যশুল্কা সীতার সম্প্রদানবৃত্তান্ত ও বিশ্বামিত্রের দ্বারা

মুনিগুপ্তৌ চ কাকুৎস্থৌ কথয়ন্তু নৃপায় বৈ।
প্রীতিযুক্তং তু রাজানমানয়ন্তু সুশীঘ্রগাঃ ॥২৬
কৌশিকস্তু তথেত্যাহ রাজা চাভাষ্য মন্ত্রিণঃ।
অযোধ্যাং প্রেষয়ামাস ধর্মাত্মা কৃতশাসনান্ ॥
যথাবৃত্তং সমাখ্যাতুমানেতুঞ্চ নৃপং তথা ॥২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

সুরক্ষিত রাম-লক্ষ্মণের সংবাদ মহারাজকে নিবেদন করুক। অনন্তর অতিসত্বর প্রীত দশরথকে এখানে আনয়ন করুক। বিশ্বামিত্র 'তথাস্তু' বলিয়া সম্মতি জানাইলে পর জনক মন্ত্রিগণকে কর্তব্যকর্মের অনুশাসন করিয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিতে ও দশরথকে আনয়ন করিতে অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন।২১-২৭

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[জনকরাজেন প্রেষিতানাং মন্ত্রিণাং সমীপতো রাম-লক্ষ্মণয়োঃ সন্দেশং প্রাপ্য
রাজ্ঞো দশরথস্য মিথিলাযাত্রোদ্যমঃ।]

জনকেন সমাদিষ্টা দূতাস্তে ক্লান্তবাহনাঃ।
ত্রিরাত্রমুষিতা মার্গে তেঽযোধ্যাং প্রাবিশন্ পুরীম্ ॥১
তে রাজবচনাদ্ গত্বা রাজবেশ্ম প্রবেশিতাঃ।
দদৃশুর্দেবসঙ্কাশং বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্ ॥২
বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ সর্বে দূতা বিগতসাধ্বসাঃ।
রাজানং প্রশ্রিতং বাক্যমব্রুবন্ মধুরাক্ষরম্ ॥৩
মৈথিলো জনকো রাজা সাগ্নিহোত্রপুরস্কৃতঃ।
মুহুর্মুহুর্মধুরয়া স্নেহসংরক্তয়া গিরা ॥৪
কুশলং চাব্যয়ং চৈব সোপাধ্যায়পুরোহিতম্।
জনকস্ত্বাং মহারাজ পৃচ্ছতে সপুরঃসরম্ ॥৫
পৃষ্ট্বা কুশলমব্যগ্রং বৈদেহো মিথিলাধিপঃ।
কৌশিকানুমতে বাক্যং ভবন্তমিদমব্রবীৎ ॥৬
পূর্বং প্রতিজ্ঞা বিদিতা বীর্য্যশুল্কা মমাত্মজা।
রাজানশ্চ কৃতামর্ষা নির্বীর্য্যা বিমুখীকৃতাঃ ॥৭
সেয়ং মম সুতা রাজন্ বিশ্বামিত্রপুরস্কৃতৈঃ।
যদৃচ্ছয়াগতৈ রাজন্নির্জিতা তব পুত্রকৈঃ ॥৮
তচ্চ রত্নং ধনুর্দিব্যং মধ্যে ভগ্নং মহাত্মনা।
রামেণ হি মহাবাহো মহত্যাং জনসংসদি ॥৯
অস্মৈ দেয়া ময়া সীতা বীর্য্যশুল্কা মহাত্মনে।
প্রতিজ্ঞাং তর্তুমিচ্ছামি তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥১০

অষ্টষষ্টিতম সর্গ

[জনকরাজ কর্তৃক প্রেরিত মন্ত্রিগণের মুখে রাম-লক্ষ্মণের সংবাদ পাইয়া অযোধ্যাধিপতি দশরথের মিথিলা-যাত্রার উদ্যম।]

জনকের আদেশপ্রাপ্ত দূতগণ বাহনসমূহের ক্লান্তির জন্য পথে তিনরাত্রি অতিবাহিত করিয়া অযোধ্যা-পুরীতে প্রবেশ করিল। অনন্তর দ্বাররক্ষীর দ্বারা মহারাজ দশরথের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ঐ দূতগণ রাজভবনে আনীত হইল। সেখানে তাহারা দেবতুল্য বৃদ্ধ দশরথনরপতিকে দেখিতে পাইল। দেখিয়াই দূতগণ ভয়-সঙ্কোচশূন্য হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহারাজ দশরথকে বিনীতভাবে মধুর বচন বলিলেন,—অযোধ্যাধিপ! মিথিলাপতি মহারাজ জনক অগ্নিহোত্র-কারী ঋত্বিক্সমূহের সহিত স্নেহপূর্ণবাক্যে বারংবার আপনার ও আপনার পুরোহিত, উপাধ্যায় ও ভৃত্যগণের অক্ষয়কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।১-৫

বিদেহরাজ জনক আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বিশ্বামিত্রের সম্মতিক্রমে আপনাকে বলিয়াছেন—'আমার কন্যা সীতা বীর্য্যশুল্কা অর্থাৎ উৎকর্ষপূর্ণ বীর্য্য প্রদর্শনকারীই সীতাকে বিবাহ করিতে পারিবে'

সোপাধ্যায়ো মহারাজ পুরোহিতপুরস্কৃতঃ।
শীঘ্রমাগচ্ছ ভদ্রন্তে দ্রষ্টুমর্হসি রাঘবৌ ॥১১
প্রতিজ্ঞা মম রাজেন্দ্র নির্বর্তয়িতুমর্হসি।
পুত্রয়োরুভয়োরের প্রীতিং ত্বমুপলপ্স্যসে ॥১২
এবং বিদেহাধিপতির্মধুরং বাক্যমব্রবীৎ।
বিশ্বামিত্রাভ্যনুজ্ঞাতঃ শতানন্দমতে স্থিতঃ ॥১৩
দূতবাক্যন্তু তচ্ছ্রুত্বা রাজা পরমহর্ষিতঃ।
বসিষ্ঠং বামদেবঞ্চ মন্ত্রিণশ্চৈবমব্রবীৎ ॥১৪
গুপ্তঃ কুশিকপুত্রেণ কৌসল্যানন্দনবর্ধনঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বিদেহেষু বসত্যসৌ ॥১৫

দৃষ্টবীর্য্যস্তু কাকুৎস্থো জনকেন মহাত্মনা।
সম্প্রদানং সুতায়াস্তু রাঘবে কর্তুমিচ্ছতি ॥১৬
যদি বো রোচতে বৃত্তং জনকস্য মহাত্মনঃ।
পুরীং গচ্ছামহে শীঘ্রং মা ভূৎ কালস্য পর্য্যয়ঃ ॥১৭
মন্ত্রিণো বাঢ়মিত্যাহুঃ সহ সর্বৈর্মহর্ষিভিঃ।
সুপ্রীতশ্চাব্রবীদ্ রাজা শ্বো যাত্রেতি চ মন্ত্রিণঃ ॥১৮
মন্ত্রিণস্তু সুরেন্দ্রস্য রাত্রিং পরমসৎকৃতাঃ।
ঊষুঃ প্রমুদিতাঃ সর্বে গুণৈঃ সর্বৈঃ সমন্বিতাঃ ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥৬৮

আমি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। আপনি নিশ্চয়ই ইহা অবগত আছেন। আমার ঐরূপ প্রতিজ্ঞার ফলে অনেক নরপতি বীর্য্যহীনতার জন্য প্রত্যাখ্যাত হইয়া আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। রাজন্! এক্ষণে বিশ্বামিত্রের অনুবর্তী হইয়া রাম যদৃচ্ছাক্রমে মিথিলায় আসিয়াছেন এবং আমার কন্যাকে জয় করিয়াছেন। মহাবীর! মহতী জনসভায় মহাত্মা রাম আমার গৃহস্থিত দিব্য শৈবধনুর মধ্যভাগ ভগ্ন করিয়াছেন। আমি মহাত্মা রামকে বীর্য্যশুল্কা কন্যা দান করিতে ইচ্ছা করি। এই সময়ে আমার পূর্ব প্রতিজ্ঞা পালন করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি অনুমতি প্রদান করুন।৬-১০

মহারাজ! আপনি উপাধ্যায় ও পুরোহিতগণকে সঙ্গে লইয়া অতিসত্বর মিথিলায় আগমন করুন এবং আপনার পুত্রদ্বয়কে দর্শন করুন। রাজেন্দ্র! আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার সুযোগ দান করুন। আপনি এখানে উভয়পুত্রেরই বিবাহনিবন্ধন প্রীতিলাভ করিবেন। বিশ্বামিত্রের সম্মতিপ্রাপ্ত ও পুরোহিত শতানন্দের উপদেশপ্রাপ্ত মহারাজ জনক আপনাকে এইরূপ মধুর বাক্য বলিয়াছেন। দূতগণের বাক্য শুনিয়া দশরথ অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং বশিষ্ঠ, বামদেব ও মন্ত্রিগণকে বলিলেন,—কৌশল্যার আনন্দবর্ধনকারী রাম বিশ্বামিত্রকর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বিদেহনগরে বাস করিতেছেন। সেখানে মহাত্মা জনক রামের বীর্য্যশক্তি দর্শন করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি রামকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যদি মহাত্মা জনকের এই প্রস্তাব আপনাদের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই আমারা মিথিলায় গমন করি। কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই। সকল মহর্ষির সহিত মন্ত্রিগণ 'বাঢ়ম্' বলিয়া সম্মতি জানাইলেন। তখন রাজা দশরথ আনন্দিত হইয়া মন্ত্রিগণকে বলিলেন,—আগামী কল্য যাত্রা করিব। অনন্তর মহারাজ জনকের সর্বগুণভূষিত মন্ত্রিগণ সুখপ্রদ দৌত্যকার্য্যের জন্য দশরথকর্তৃক সমাদৃত হইয়া আনন্দের সহিত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।১১-১৯

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[বসিষ্ঠাদিমুনিভিঃ চতুরঙ্গসৈন্যৈশ্চ সহ প্রভূতধনসমন্বিতস্য সবান্ধবস্য রাজ্ঞো দশরথস্য মিথিলাগমনম্, তত্র রাজ্ঞা জনকেন তেষাং স্বাগতসৎকারশ্চ ।]

ততো রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ ।
রাজা দশরথো হৃষ্টঃ সুমন্ত্রমিদমব্রবীৎ ॥১
অদ্য সর্বে ধনাধ্যক্ষা ধনমাদায় পুষ্কলম্ ।
ব্রজন্ত্বগ্রে সুবিহিতা নানারত্নসমন্বিতাঃ ॥২
চতুরঙ্গবলঞ্চাপি শীঘ্রং নির্যাতু সর্বশঃ ।
মমাজ্ঞাসমকালঞ্চ যানং যুগ্যমনুত্তমম্ ॥৩
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কশ্যপঃ ।
মার্কণ্ডেয়স্তু দীর্ঘায়ুঋর্ষিঃ কাত্যায়নস্তথা ॥৪
এতে দ্বিজাঃ প্রযান্ত্বগ্রে স্যন্দনং যোজয়স্ব মে ।
যথা কালাত্যয়ো ন স্যাদ্দূতা হি ত্বরয়ন্তি মাম্ ॥৫
বচনাচ্চ নরেন্দ্রস্য সেনা চ চতুরঙ্গিণী ।
রাজানমৃষিভিঃ সার্ধং ব্রজন্তং পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ ॥৬
গত্বা চতুরহং মার্গে বিদেহানভ্যুপেয়িবান্ ।
রাজা চ জনকঃ শ্রীমান্ শ্রুত্বা পূজামকল্পয়ৎ ॥৭
ততো রাজানমাসাদ্য বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্ ।
মুদিতো জনকো রাজা প্রহর্ষং পরমং যযৌ ॥৮
উবাচ বচনং শ্রেষ্ঠো নরশ্রেষ্ঠং মুদান্বিতম্ ।
স্বাগতং তে নরশ্রেষ্ঠ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি রাঘব ॥৯
পুত্রয়োরুভয়োঃ প্রীতিং লপ্স্যসে বীর্য্যনির্জিতাম্ ।
দিষ্ট্যা প্রাপ্তো মহাতেজা বসিষ্ঠো ভগবান্ ঋষিঃ ॥১০
সহ সর্বৈর্দ্বিজশ্রেষ্ঠৈর্দেবৈরিব শতক্রতুঃ ।
দিষ্ট্যা মে নির্জিতা বিঘ্না দিষ্ট্যা মে পূজিতং কুলম্ ॥১১
রাঘবৈঃ সহ সম্বন্ধাদ্ বীর্য্যশ্রেষ্ঠৈর্মহাবলৈঃ ।
শ্বঃ প্রভাতে নরেন্দ্র ত্বং সংবর্তয়িতুমর্হসি ॥১২

একোনসপ্ততিতম সর্গ

[বশিষ্ঠাদি ঋষি, চতুরঙ্গ সৈন্য ও প্রচুর ধন-রত্নাদি লইয়া সবান্ধব রাজা দশরথের মিথিলা গমন এবং তথায় রাজা জনক কর্তৃক তাঁহাদের স্বাগত সৎকার ।]

অনন্তর ঐ রাত্রি অতীত হইলে উপাধ্যায় ও বান্ধবগণ সহিত মহারাজ দশরথ আনন্দিত হইয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন,—অদ্য কোষাধ্যক্ষগণ প্রচুর ধন ও নানাবিধ রত্নাদির সহিত সুরক্ষিতভাবে অগ্রে অগ্রে গমন করুক। অতিশীঘ্র চতুরঙ্গ সৈন্য নির্গত হউক। এখনই উৎকৃষ্ট শিবিকা, দোলা প্রভৃতিও নির্গত হউক। বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, চিরজীবী মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন ঋষি—এই সকল ব্রাহ্মণেরা অগ্রে গমন করুন। তুমি আমার রথ যোজনা কর। জনকরাজার দূতগণ আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে। যাহাতে কালবিলম্ব না হয় সেইরূপ ব্যবস্থা কর।১-৫

তখন দশরথের আদেশে চতুরঙ্গিণী সেনা ঋষিগণ-সহিত গমনকারী মহারাজকে অনুসরণ করিয়া চলিল। চারিদিনে পথ অতিক্রম করিয়া দশরথ বিদেহনগরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমান্ জনক দশরথের আগমন-সংবাদ শুনিয়া অভ্যর্থনার আয়োজন করিলেন। অনন্তর বৃদ্ধ দশরথ রাজার নিকট গমন করিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিলেন। মহারাজ জনক অতিহৃষ্ট নরশ্রেষ্ঠ দশরথকে বলিলেন,—রঘুবংশজাত ! নরাধিপ ! আপনার শুভাগমন হউক। আমি সৌভাগ্যবশতঃ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি নিজপুত্রগণের শক্তির দ্বারা উপার্জিত প্রীতি লাভ করিবেন। দেবগণ-বেষ্টিত হইয়া ইন্দ্র যেরূপ আগমন করেন, সেইরূপ মহাতেজস্বী ভগবান্ বশিষ্ঠ মহর্ষি ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণপরিবৃত হইয়া আমার সৌভাগ্যবশতই এখানে আগমন করিয়াছেন। এই পুণ্যবলে আমার সকল বিঘ্ন দূরীভূত হইল। ভাগ্যপ্রভাবে আমার কন্যার বিবাহসম্বন্ধ

যজ্ঞস্যান্তে নরশ্রেষ্ঠ বিবাহমৃষিসত্তমৈঃ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ঋষিমধ্যে নরাধিপঃ ॥১৩
বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ মহীপতিম্।
প্রতিগ্রহো দাতৃবশঃ শ্রুতমেতন্ময়া পুরা ॥১৪
যথা বক্ষ্যসি ধর্মজ্ঞ তৎ করিষ্যামহে বয়ম্।
তদ্ধর্মিষ্ঠং যশস্যঞ্চ বচনং সত্যবাদিনঃ ॥১৫
শ্রুত্বা বিদেহাধিপতিঃ পরং বিস্ময়মাগতঃ।
ততঃ সর্বে মুনিগণাঃ পরস্পারসমাগমে ॥১৬
হর্ষেণ মহতা যুক্তাস্তাং রাত্রিমবসন্ সুখম্।

[অথ রামো মহাতেজা লক্ষ্মণেন সমং যযৌ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য পিতুঃ পাদাবুপস্পৃশন্ ॥]
রাজা চ রাঘবৌ পুত্রৌ নিশাম্য পরিহর্ষিতঃ ॥১৭
উবাস পরমপ্রীতো জনকেনাভিপূজিতঃ।
জনকোঽপি মহাতেজাঃ ক্রিয়াধর্মেণ তত্ত্ববিৎ ॥
যজ্ঞস্য চ সুতাভ্যাঞ্চ কৃত্বা রাত্রিমুবাস হ ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥৬৯

মহাবলশালী মহাবীর রঘুবংশীয়গণের সহিত হওয়ায় আমার বংশ সম্মানিত হইবে। নরপতিশ্রেষ্ঠ! আগামী কল্য ঋষিগণের সহিত যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করুন। সুবক্তা অযোধ্যাপতি দশরথ মহারাজ জনকের এইরূপ বাক্য শুনিয়া ঋষিগণ-সমক্ষে বলিলেন,—বিদেহাধিপ! ধর্মজ্ঞ! আমি পূর্বে শুনিয়াছি যে, কোন বস্তুর প্রতিগ্রহ দাতারই অধীন। সুতরাং আপনি যেরূপ বলিলেন, আমরা সেইরূপই করিব। সত্যবাদী দশরথের এইরূপ ধর্মযুক্ত যশস্কর বচন শুনিয়া বিদেহপতি জনক অতিশয় বিস্ময়যুক্ত হইলেন। অনন্তর পরস্পর-মিলনে মুনিগণ পরমানন্দ-সমন্বিত হইয়া সুখে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। মহাতেজস্বী রাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রকে অগ্রবর্তী করিয়া দশরথের পাদবন্দনা করিতে গমন করিলেন। রাজা দশরথ পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া অতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং জনককর্তৃক পূজিত হইয়া পরমপ্রীতিসহকারে রাত্রিযাপন করিলেন। মহাতেজস্বী তত্ত্বজ্ঞানবান্ জনক যজ্ঞের অবশিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিলেন এবং কন্যাদ্বয়ের বিবাহে পূর্বদিবসে অনুষ্ঠানোচিত ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।৬-১৮

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে একোনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত

সপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[জনকস্যেচ্ছয়া সাঙ্কাশ্যানগরীতঃ স্বীয়ভ্রাতুঃ কুশধ্বজস্যানয়নম্, বাক্যো দশরথস্যানুরোধেন বসিষ্ঠেন সূর্য্যবংশস্য পরিচয়দানম্, শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োর্হস্তে জনককন্যায়াঃ সীতায়াঃ ঊর্মিলায়াশ্চ সম্প্রদানবিষয়ে বসিষ্ঠস্যানুমোদনম্।]

ততঃ প্রভাতে জনকঃ কৃতকর্মা মহর্ষিভিঃ।
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞঃ শতানন্দং পুরোহিতম্ ॥১
ভ্রাতা মম মহাতেজা বীর্য্যবানতিধার্মিকঃ।
কুশধ্বজ ইতি খ্যাতঃ পুরীমধ্যবসচ্ছুভাম্ ॥২
বার্য্যাফলকপর্যন্তাং পিবন্নিক্ষুমতীং নদীম্।
সাঙ্কাশ্যাং পুণ্যসঙ্কাশাং বিমানমিব পুষ্পকম্ ॥৩
তমহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি যজ্ঞগোপ্তা স মে ততঃ।
প্রীতিং সোঽপি মহাতেজা ইমাং ভোক্তা ময়া সহ ॥৪
এবমুক্তে তু বচনে শতানন্দস্য সন্নিধৌ।
আগতাঃ কেচিদব্যগ্রা জনকস্তান্ সমাদিশৎ ॥৫
শাসনাত্তু নরেন্দ্রস্য প্রযযুঃ শীঘ্রবাজিভিঃ।
সমানেতুং নরব্যাঘ্রং বিষ্ণুমিন্দ্রাজ্ঞয়া যথা ॥৬
সাঙ্কাশ্যাং তে সমাগম্য দদৃশুশ্চ কুশধ্বজম্।
ন্যবেদয়ন্ যথাবৃত্তং জনকস্য চ চিন্তিতম্ ॥৭
তদ্বৃত্তং নৃপতিঃ শ্রুত্বা দূতশ্রেষ্ঠৈর্মহাজবৈঃ।
আজ্ঞয়া তু নরেন্দ্রস্য আজগাম কুশধ্বজঃ ॥৮
স দদর্শ মহাত্মানং জনকং ধর্মবৎসলম্।
সোঽভিবাদ্য শতানন্দং জনকং চাতিধার্মিকম্ ॥৯
রাজার্হং পরমং দিব্যমাসনং সোঽধ্যরোহত।
উপবিষ্টাবুভৌ তৌ তু ভ্রাতরাবমিতদ্যুতী ॥১০

সপ্ততিতম সর্গ

[জনকরাজার ইচ্ছায় স্বীয়ভ্রাতা কুশধ্বজকে সাঙ্কাশ্যানগরী হইতে আনয়ন, দশরথ রাজার অনুরোধে বশিষ্ঠকর্তৃক সূর্য্যবংশের পরিচয় প্রদান এবং শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের হস্তে জনককন্যা সীতা ও ঊর্মিলার সম্প্রদান-বিষয়ে বশিষ্ঠের সাদর অনুমোদন।]

অনন্তর প্রাতঃকালে বাগ্মী জনকরাজা মহর্ষিগণের সহিত প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া পুরোহিত শতানন্দকে বলিলেন,—আমার ভ্রাতা কুশধ্বজ অতিধার্মিক, তেজস্বী ও মহাবলবান্। তিনি পুষ্পকবিমানের মত মনোহর কল্যাণময়ী সাঙ্কাশ্যানগরীতে বাস করিতেছেন। ঐ নগরীর প্রান্তদেশ পরিখারূপে ইক্ষুমতী নদীর দ্বারা বেষ্টিত। আমার ভ্রাতা ঐ নদীর জল পান করেন। ঐ কুশধ্বজ আমার যজ্ঞাদি কার্য্যের রক্ষাকর্তা। এই সময় আমি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি। তিনি এখানে আসিয়া আমার সহিত এই উৎসবে আনন্দলাভ করুন। শতানন্দের নিকট জনক এইরূপ বলিলে পর কয়েকজন কর্মপটু পুরুষ সেইস্থানে উপস্থিত হইল। মহারাজ জনক তাহাদিগকে আদেশ করিলেন।১-৫

ইন্দ্রের আদেশে দেবদূতগণ যেভাবে বিষ্ণুকে আনয়ন করিতে গমন করিয়াছিল, সেইভাবে জনকের আদেশানুসারে ঐ পুরুষগণ দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া কুশধ্বজকে আনয়ন করিতে গমন করিল। তাহারা সাঙ্কাশ্যানগরীতে উপস্থিত হইয়া কুশধ্বজকে দর্শন করিল। অনন্তর মহারাজ জনকের মনোভাব যথাযথভাবে নিবেদন করিল। দ্রুতগামী দূতগণের নিকট জনকের অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে কুশধ্বজ মিথিলায় আগমন করিলেন। আসিয়াই ধর্মপ্রিয় মহাত্মা জনককে দর্শন করিলেন এবং পরমধার্মিক শতানন্দকে ও জনককে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর কুশধ্বজ রাজোচিত দিব্য আসনে উপবেশন করিলেন। অতিশয় দীপ্তিমান্ দুই ভ্রাতা—জনক ও কুশধ্বজ নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রিপ্রবর সুদামনকে আদেশ করিলেন,—মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ! তুমি শীঘ্র গমন কর। অপরিমিত-প্রভাবান্ অপরাজেয় ইক্ষ্বাকুনন্দন রাজা দশরথকে পুত্র ও মন্ত্রিগণের সহিত এই স্থানে আনয়ন কর। মন্ত্রিপ্রবর সুদামন শিবিরে গমন করিয়া রঘুকুলবর্ধন দশরথকে দর্শন করিলেন এবং অবনতমস্তকে অভিবাদন করিয়া

প্রেষয়ামাসতুর্বীরৌ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠং সুদামনম্ ।
গচ্ছ মন্ত্রিপতে শীঘ্রমিক্ষ্বাকুমমিতপ্রভম্ ॥১১
আত্মজৈঃ সহ দুর্দ্ধর্ষমানয়স্ব সমন্ত্রিণম্ ।
ঔপকার্য্যাং স গত্বা তু রঘূণাং কুলবর্দ্ধনম্ ॥১২
দদর্শ শিরসা চৈনমভিবাদ্যেদমব্রবীৎ ।
অযোধ্যাধিপতে বীর বৈদেহো মিথিলাধিপঃ ॥১৩
স ত্বাং দ্রষ্টুং ব্যবসিতঃ সোপাধ্যায়-পুরোহিতম্ ।
মন্ত্রিশ্রেষ্ঠবচঃ শ্রুত্বা রাজা সর্ষিগণস্তদা ॥১৪
সবন্ধুরগমত্তত্র জনকো যত্র বর্ত্ততে ।
রাজা চ মন্ত্রিসহিতঃ সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ ॥১৫
বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠো বৈদেহমিদমব্রবীৎ ।
বিদিতং তে মহারাজ ইক্ষ্বাকুকুলদৈবতম্ ॥১৬
বক্তা সর্ব্বেষু কৃত্যেষু বসিষ্ঠো ভগবান্ ঋষিঃ ।
বিশ্বামিত্রাভ্যনুজ্ঞাতঃ সহ সর্ব্বৈর্মহর্ষিভিঃ ॥১৭
এষ বক্ষ্যতি ধর্মাত্মা বসিষ্ঠো মে যথাক্রমম্ ।
তুষ্ণীম্ভূতে দশরথে বসিষ্ঠো ভগবান্ ঋষিঃ ॥১৮
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞো বৈদেহং সপুরোধসম্ ।
অব্যক্তপ্রভবো ব্রহ্মা শাশ্বতো নিত্য অব্যয়ঃ ॥১৯
তস্মান্মরীচিঃ সংজজ্ঞে মরীচেঃ কশ্যপঃ সুতঃ ।
বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মনুর্বৈবস্বতঃ স্মৃতঃ ॥২০
মনুঃ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বমিক্ষ্বাকুশ্চ মনোঃ সুতঃ ।
তমিক্ষ্বাকুমযোধ্যায়াং রাজানং বিদ্ধি পূর্ব্বকম্ ॥২১
ইক্ষ্বাকোস্তু সুতঃ শ্রীমান্ কুক্ষিরিত্যেব বিশ্রুতঃ ।
কুক্ষেরথাত্মজঃ শ্রীমান্ বিকুক্ষিরুদপদ্যত ॥২২
বিকুক্ষেস্তু মহাতেজা বাণঃ পুত্রঃ প্রতাপবান্ ।
বাণস্য তু মহাতেজা অনরণ্যঃ প্রতাপবান্ ॥২৩
অনরণ্যাৎ পৃথুর্জজ্ঞে ত্রিশঙ্কুস্তু পৃথোরপি ।
ত্রিশঙ্কোরভবৎ পুত্রো ধুন্ধুমারো মহাযশাঃ ॥২৪

বলিলেন,—অযোধ্যাধিপ ! বীরবর ! মিথিলাপতি জনক উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত আপনাকে দেখিতে অভিলাষী হইয়াছেন। মন্ত্রিশ্রেষ্ঠের এইরূপ বাক্য শুনিয়া রাজা দশরথ ঋষিগণের সহিত বন্ধুগণকে সঙ্গে লইয়া গমন করিলেন। জনকরাজা যেস্থানে অবস্থিত আছেন, উপাধ্যায়, মন্ত্রী ও বন্ধুজনের সহিত সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া সুবক্তা দশরথ জনককে বলিলেন,—মহারাজ ! আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, মহর্ষি ভগবান্ বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুগণের কুলদেবতা। তিনি সকলকার্য্যেই আমার বক্তব্যবিষয় সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন। এখন বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য ঋষিগণের সম্মতি হইলে তিনি যথাক্রমে আমার বংশপরিচয় বর্ণন করিবেন। এইরূপ বলিয়া দশরথ মৌনভাব অবলম্বন করিলে পর ভগবান্ বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ পুরোহিতসহিত জনককে বলিলেন,—মায়া-সমন্বিত ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ ব্রহ্মা দ্বিপরার্ধকাল পর্য্যন্ত থাকেন বলিয়া আমাদের অপেক্ষায় নিত্য ও অক্ষয়। ব্রহ্মা হইতে মরীচি, মরীচি হইতে কশ্যপ, কশ্যপ হইতে বিবস্বান্, বিবস্বান্ হইতে মনুনামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ঐ মনু প্রজাপতি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। মনুর ইক্ষ্বাকু নামে পুত্র হয়। ঐ ইক্ষ্বাকুকেই অযোধ্যা-পুরীর প্রথম রাজা বলিয়া জানিবেন। ইক্ষ্বাকুর পুত্র শ্রীমান্ "কুক্ষি" নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি, বিকুক্ষির পুত্র বাণ অতিশয় তেজস্বী ও প্রতাপশালী ছিলেন। তাহার পুত্র অনরণ্যও মহাতেজা এবং প্রতাপবান্ ছিলেন। অনরণ্য হইতে পৃথু, পৃথু হইতে ত্রিশঙ্কু, ত্রিশঙ্কু হইতে মহাযশস্বী ধুন্ধুমার, ধুন্ধুমার হইতে মহাবীর যুবনাশ্ব, যুবনাশ্ব হইতে মহীপতি মান্ধাতা, মান্ধাতা হইতে শ্রীমান্ সুসন্ধি জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর সুসন্ধি হইতে ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ নামে দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ধ্রুবসন্ধির পুত্র যশস্বী ভরত। ভরতের পুত্র মহাতেজা অসিত। হৈহয়, তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দু আদি বীরগণ ভরতপুত্র অসিতের শত্রু হইয়াছিল। তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অসিতরাজা সৈন্যের অল্পতার জন্য পরাজিত ও নির্বাসিত হইয়াছিলেন। তিনি ভার্য্যাদ্বয়ের সহিত হিমালয়ে গমন করেন এবং সৈন্য না থাকায় রাজ্য উদ্ধার করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করেন। শোনা

ধুন্ধুমারান্মহাতেজা যুবনাশ্বো মহারথঃ।
যুবনাশ্বসুতশ্চাসীন্মান্ধাতা পৃথিবীপতিঃ ॥২৫
মান্ধাতুস্তু সুতঃ শ্রীমান্ সুসন্ধিরুদপদ্যত।
সুসন্ধেরপিপুত্রৌ দ্বৌ ধ্রুবসন্ধিঃ প্রসেনজিৎ ॥২৬
যশস্বী ধ্রুবসন্ধেস্তু ভরতো নাম নামতঃ।
ভরতাত্তু মহাতেজা অসিতো নাম জায়ত ॥২৭
যস্যৈতে প্রতিরাজান উদপদ্যন্ত শত্রবঃ।
হৈহয়াস্তালজঙ্ঘাশ্চ শূরাশ্চ শশবিন্দবঃ ॥২৮
তাংশ্চ সম্প্রতিযুধ্যন্ বৈ যুদ্ধে রাজা প্রবাসিতঃ।
হিমবন্তমুপাগম্য ভার্য্যাভ্যাং সহিতস্তদা ॥২৯
অসিতোঽল্পবলো রাজা কালধর্ম্মমুপেয়িবান্।
দ্বে চাস্য ভার্য্যে গর্ভিণ্যৌ বভূবতুরিতি শ্রুতিঃ ॥৩০
একা গর্ভবিনাশার্থং সপত্ন্যৈ সগরং দদৌ।
ততঃ শৈলবরে রম্যে বভূবাভিরতো মুনিঃ ॥৩১
ভার্গবশ্চ্যবনো নাম হিমবন্তমুপাশ্রিতঃ।
তত্র চৈকা মহাভাগা ভার্গবং দেববর্চসম্ ॥৩২
ববন্দে পদ্মপত্রাক্ষী কাঙ্ক্ষন্তী সুতমুত্তমম্।
তমৃষিং সাভ্যুপাগম্য কালিন্দী চাভ্যবাদয়ৎ ॥৩৩
স তামভ্যবদদ্ বিপ্রঃ পুত্রেপ্সুঃ পুত্রজন্মনি।
তব কুক্ষৌ মহাভাগে সুপুত্রঃ সুমহাবলঃ ॥৩৪
মহাবীর্য্যো মহাতেজা অচিরাৎ সংজনিষ্যতি।
গরেণ সহিতঃ শ্রীমান্ মা শুচঃ কমলেক্ষণে ॥৩৫
চ্যবনঞ্চ নমস্কৃত্য রাজপুত্রী পতিব্রতা।
পতিনা রহিতা তস্মাৎ (ক) পুত্রং দেবী ব্যজায়ত ॥৩৬
সপত্ন্যা তু গরস্তস্যৈ দত্তো গর্ভজিঘাংসয়া।
সহ তেন গরেণৈব সঞ্জাতঃ সগরোঽভবৎ ॥৩৭
সগরস্যাসমঞ্জস্তু অসমঞ্জাদথাংশুমান্।
দিলীপোঽংশুমতঃ পুত্রো দিলীপস্য ভগীরথঃ ॥৩৮
ভগীরথাৎ ককুৎস্থশ্চ ককুৎস্থাচ্চ রঘুস্তথা।
রঘোস্তু পুত্রস্তেজস্বী প্রবৃদ্ধঃ পুরুষাদকঃ ॥৩৯
কল্মাষপাদোঽপ্যভবত্তস্মাজ্জাতস্তু শঙ্খণঃ।
সুদর্শনঃ শঙ্খণস্য অগ্নিবর্ণঃ সুদর্শনাৎ ॥৪০
শীঘ্রগস্ত্বগ্নিবর্ণস্য শীঘ্রগস্য মরুঃ সুতঃ।
মরোঃ প্রশুশ্রুকস্ত্বাসীদম্বরীষঃ প্রশুশ্রুকাৎ ॥৪১

যায় যে, ঐ সময় অসিতের দুই পত্নীই গর্ভবতী ছিলেন ।৬-৩০

তাহাদের মধ্যে একজন সপত্নীর গর্ভনাশ করিবার জন্য তাহাকে বিষপ্রদান করেন। সেই সময় ঐ রমণীয় হিমালয়পর্বতে ভৃগুপুত্র চ্যবন তপস্যারত ছিলেন। একদিন কমললোচনা ভাগ্যবতী কালিন্দী দেবতুল্য-তেজস্বী চ্যবনের নিকট যাইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিল এবং উত্তমপুত্র কামনা করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। তখন বিপ্রবর চ্যবন পুত্রার্থিনী কালিন্দীকে পুত্রজন্মসম্বন্ধে বলিলেন,—ভাগ্যবতি! তোমার গর্ভে মহাবলবান্ মহাতেজা মহাবীর উত্তম পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। কমলনয়নে! তুমি শোক করিও না। তোমার পুত্র বিষের সহিত ভূমিষ্ঠ হইবে। এই কথা শুনিয়া পতিব্রতা পতিহীনা রাজপুত্রী কালিন্দী চ্যবনকে প্রণাম করিলেন। কিছুদিন পরে ঐ কালিন্দী একটি পুত্র প্রসব করেন। সপত্নী কালিন্দীর গর্ভনাশ করিবার জন্য বিষদান করিয়াছিল। ঐ বিষের (গর) সহিত পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ায় পুত্রটি 'সগর' নামে পরিচিত হইল ।৩১-৩৭

সগরের পুত্র অসমঞ্জ, অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান্, অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, এইরূপ ভগীরথের ককুৎস্থ, ককুৎস্থের রঘু ও রঘুর পুত্র তেজস্বী প্রবৃদ্ধ। এই প্রবৃদ্ধ শাপবশতঃ রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কল্মাষপাদ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। কল্মাষপাদের পুত্র শঙ্খণ, শঙ্খণের পুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের শীঘ্রগ পুত্র হয়। অনন্তর শীঘ্রগের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রশুশ্রুক,

(ক) পত্যা বিরহিতা তস্মাৎ—।

অম্বরীষস্য পুত্রোঽভূন্নহুষশ্চ মহীপতিঃ।
নহুষস্য যযাতিস্তু নাভাগস্তু যযাতিজঃ ॥৪২
নাভাগস্য বভূবাজঃ অজাদ্দশরথোঽভবৎ।
অস্মাদ্দশরথাজ্জাতৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৪৩
আদিবংশবিশুদ্ধানাং রাজ্ঞাং পরমধর্ম্মিণাম্।
ইক্ষ্বাকুকুলজাতানাং বীরাণাং সত্যবাদিনাম্ ॥৪৪
রাম-লক্ষ্মণয়োরর্থে ত্বৎসুতে বরয়ে নৃপ।
সদৃশাভ্যাং নরশ্রেষ্ঠ সদৃশে দাতুমর্হসি ॥৪৫
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

প্রশুশ্রুকের পুত্র অম্বরীষ, অম্বরীষের পুত্র নহুষরাজা, নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র নাভাগ, নাভাগের পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ। এই দশরথ হইতে রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নরনাথ! চিরকালবিশুদ্ধ পরমধার্মিক মহাবীর ও সত্যবাদী ইক্ষ্বাকু-বংশীয়গণের বংশে জাত রাম ও লক্ষ্মণের জন্য আপনার কন্যাদ্বয়কে প্রার্থনা করিতেছি। নরশ্রেষ্ঠ! উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত কন্যাদ্বয়কে সম্প্রদান করুন।৩৮-৪৫

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণে আদিকাণ্ডে সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত

একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[রাজ্ঞা জনকেন স্ববংশস্য কীর্তনম্, শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োর্হস্তে সীতায়া ঊর্মিলায়াশ্চ সম্প্রদানবিষয়ে প্রতিজ্ঞা।]

এবং ব্রুবাণং জনকঃ প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ।
শ্রোতুমর্হসি ভদ্রং তে কুলং নঃ পরিকীর্তিতম্ ॥১
প্রদানে হি মুনিশ্রেষ্ঠ কুলং নিরবশেষতঃ।
বক্তব্যং কুলজাতেন তন্নিবোধ মহামতে ॥২
রাজা ভূৎ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ স্বেন কর্ম্মণা।
নিমিঃ পরমধর্ম্মাত্মা সর্বসত্ত্ববতাং বরঃ ॥৩
তস্য পুত্রো মিথির্নাম জনকো মিথিপুত্রকঃ।
প্রথমো জনকো রাজা জনকাদপ্যুদাবসুঃ ॥৪
উদাবসোস্তু ধর্ম্মাত্মা জাতো বৈ নন্দিবর্ধনঃ।
নন্দিবর্ধসুতঃ শূরঃ সুকেতুর্নাম নামতঃ ॥৫
সুকেতোরপি ধর্ম্মাত্মা দেবরাতো মহাবলঃ।
দেবরাতস্য রাজর্ষের্বৃহদ্রথ ইতি স্মৃতঃ ॥৬

একসপ্ততিতম সর্গ

[রাজা জনককর্ত্তৃক নিজবংশপরিচয়কীর্ত্তন এবং শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের হস্তে যথাক্রমে সীতা ও ঊর্মিলাকে সম্প্রদানের প্রতিজ্ঞা।]

দশরথের বংশপরিচয়প্রদানকারী বশিষ্ঠকে মহারাজ জনক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—মুনিবর! আপনার মঙ্গল হউক। আমি নিজবংশপরিচয় কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ! কন্যাদানকালে বংশপরিচয়কীর্ত্তন করা সৎকুলজাত ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। সেইজন্য আমি বলিতেছি, আপনি অবহিত হউন। পুরাকালে নিমি-নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি পরমধার্মিক ও বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। স্বীয়কর্মপ্রভাবে তিনি ত্রিলোকে বিশেষভাবে খ্যাত হইয়াছিলেন। নিমির পুত্র মিথি, মিথির পুত্র জনক। এই জনকই প্রথম জনকরাজনামে পরিচিত হন। তাঁহার নামানুসারে এই বংশের সকলেই জনকনামে খ্যাত হইয়া থাকেন। জনক হইতে উদাবসু, উদাবসু হইতে ধার্মিক নন্দবর্ধন, নন্দিবর্ধনের পুত্র মহাবীর সুকেতু, সুকেতুর পুত্র ধার্মিক ও মহাবলবান দেবরাত, দেবরাতের পুত্র রাজর্ষি বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র বলবান্

বৃহদ্রথস্য শূরোঽভূন্মহাবীরঃ প্রতাপবান্।
মহাবীরস্য ধৃতিমান্ সুধৃতিঃ সত্যবিক্রমঃ ॥৭
সুধৃতেরপি ধর্মাত্মা ধৃষ্টকেতুঃ সুধার্মিকঃ।
ধৃষ্টকেতোশ্চ রাজর্ষের্হর্য্যশ্ব ইতি বিশ্রুতঃ ॥৮
হর্য্যশ্বস্য মরুঃ পুত্রো মরোঃ পুত্রঃ প্রতীন্ধকঃ।
প্রতীন্ধকস্য ধর্মাত্মা রাজা কীর্তিরথঃ সুতঃ ॥৯
পুত্রঃ কীর্তিরথস্যাপি দেবমীঢ় ইতি স্মৃতঃ।
দেবমীঢ়স্য বিবুধো বিবুধস্য মহীধ্রকঃ ॥১০
মহীধ্রকসুতো রাজা কীর্তিরাতো মহাবলঃ।
কীর্তিরাতস্য রাজর্ষের্মহারোমা ব্যজায়ত ॥১১
মহারোম্নস্তু ধর্মাত্মা স্বর্ণরোমা ব্যজায়ত।
স্বর্ণরোম্নস্তু রাজর্ষের্হ্রস্বরোমা ব্যজায়ত ॥১২
তস্য পুত্রদ্বয়ং রাজ্ঞো ধর্মজ্ঞস্য মহাত্মনঃ।
জ্যেষ্ঠোঽহমনুজো ভ্রাতা মম বীরঃ কুশধ্বজঃ ॥১৩
মান্তু জ্যেষ্ঠং পিতা রাজ্যে সোঽভিষিচ্য পিতা মম।
কুশধ্বজং সমাবেশ্য ভারং ময়ি বনং গতঃ ॥১৪

বৃদ্ধে পিতরি স্বর্যাতে ধর্মেণ ধুরমাবহম্।
ভ্রাতরং দেবসঙ্কাশং স্নেহাৎ পশ্যন্ কুশধ্বজম্ ॥১৫
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সাঙ্কাশ্যাদাগতঃ পুরাৎ।
সুধন্বা বীর্য্যবান্ রাজা মিথিলামবরোধকঃ ॥১৬
স চ মে প্রেষয়ামাস শৈবং ধনুরনুত্তমম্।
সীতা চ কন্যা পদ্মাক্ষী মহ্যং বৈ দীয়তামিতি ॥১৭
তস্যাপ্রদানান্মহর্ষে (ক) যুদ্ধমাসীন্ময়া সহ।
স হতো বিমুখো (খ) রাজা সুধন্বা তু ময়া রণে ॥১৮
নিহত্য তং মুনিশ্রেষ্ঠ সুধন্বানং নরাধিপম্।
সাঙ্কাশ্যে ভ্রাতরং শূর (গ) মভ্যষিঞ্চং কুশধ্বজম্ ॥১৯
কনীয়ানেষ মে ভ্রাতা অহং জ্যেষ্ঠো মহামুনে।
দদামি পরমপ্রীতো বধ্বৌ তে মুনিপুঙ্গব ॥২০
সীতাং রামায় ভদ্রং তে ঊর্মিলাং লক্ষ্মণায় বৈ।
বীর্য্যশুল্কাং মম সুতাং সীতাং সুরসুতোপমাম্ ॥২১
দ্বিতীয়ামূর্মিলাং চৈব ত্রির্বদামি ন সংশয়ঃ।
দদামি পরমপ্রীতো বধ্বৌ তে মুনিপুঙ্গব ॥২২

প্রতাপশালী মহাবীর নামে খ্যাত হন। মহাবীরের পুত্র ধৈর্য্যবান্ পরাক্রমী সুধৃতি, সুধৃতির পুত্র ধার্মিক ধৃষ্টকেতু, রাজর্ষি ধৃষ্টকেতুর পুত্র হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্বের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রতীন্ধক, প্রতীন্ধকের পুত্র রাজা কীর্তিরথ, কীর্তিরথের পুত্র দেবমীঢ়, দেবমীঢ়ের পুত্র বিবুধ, বিবুধের পুত্র মহীধ্রক, মহীধ্রকের পুত্র কীর্তিরাত, রাজর্ষি কীর্তিরাতের পুত্র ছিলেন মহারোমা। মহারোমার পুত্র স্বর্ণরোমা, স্বর্ণরোমার পুত্র হ্রস্বরোমা, হ্রস্বরোমার দুই পুত্র—আমি জ্যেষ্ঠ ও এই কুশধ্বজ কনিষ্ঠ। আমি জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া এবং কুশধ্বজের ভার আমার উপর অর্পণ করিয়া মদীয় পিতৃদেব বনে গমন করেন।১-১৪

বৃদ্ধপিতা স্বর্গগমন করিলে পর দেবসদৃশ ভ্রাতা কুশধ্বজকে স্নেহের সহিত পালন করিতে করিতে ধর্মানুসারে রাজ্যভার বহন করিতেছি। এইভাবে কিছুকাল অতীত হইলে একদা সাঙ্কাশ্যানগরী হইতে আসিয়া মহাবলবান্ সুধন্বানামক রাজা মিথিলা অবরোধ করেন। তিনি দূত পাঠাইয়া নিজ অভিপ্রায় জানাইলেন—শ্রেষ্ঠ শৈবধনু ও কমললোচনা সীতাকে আমার হস্তে প্রদান কর। ঋষিশ্রেষ্ঠ! আমি তাঁহার প্রার্থিত বস্তু প্রদান না করায় আমার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে সুধন্বাকে বিমুখ করত নিহত করিয়াছিলাম। মুনিবর! সুধন্বাকে নিহত করিয়া কনিষ্ঠভ্রাতা মহাবীর কুশধ্বজকে সাঙ্কাশ্যাপুরীতে অভিষিক্ত করিলাম। এই আমার কনিষ্ঠ-ভ্রাতা ও আমি জ্যেষ্ঠ। মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি কন্যাদ্বয়কে রঘুবংশের বধূ করিবার জন্য প্রীতির সহিত দান করিতেছি। দেবকন্যাসদৃশী বীর্য্যশুল্কা আমার কন্যা সীতাকে রামের হস্তে এবং ঊর্মিলাকে লক্ষ্মণের হস্তে সম্প্রদান করিতেছি। এই কথা ত্রিসত্য করিয়া

পাঠান্তরঃ—(ক) তস্যাপ্রদানাদ্ ব্রহ্মর্ষে—।
(খ) হতোঽভিমুখো—। (গ) —অভিষিক্য

রাম-লক্ষ্মণয়ো রাজন্ গোদানং কারয়স্ব হ।
পিতৃকার্য্যঞ্চ ভদ্রং তে ততো বৈবাহিকং কুরু ॥২৩
মঘা হ্যদ্য মহাবাহো তৃতীয়দিবসে প্রভো।
ফাল্গুন্যামুত্তরে রাজংস্তস্মিন্ বৈবাহিকং কুরু ॥
রাম-লক্ষ্মণয়োরর্থে দানং কার্য্যং সুখোদয়ম্ ॥২৪
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

বলিতেছি—ইহাতে কোনরূপ সংশয় নাই। আমি প্রীত হইয়াই দান করিতেছি। মহারাজ! দশরথ! রাম-লক্ষ্মণের নিমিত্ত গোদান, পিতৃকার্য্য, নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধাদি করুন। মহাবীর! আজ মঘানক্ষত্র, সেইজন্য আগামী তৃতীয়দিবসে উত্তরফাল্গুনীনক্ষত্রে আপনি বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করুন। এই অবসরে রাম ও লক্ষ্মণের মঙ্গলের জন্য সুখজনক স্বর্ণাদি দ্রব্য দান করা উচিত।১৫-২৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রয়োর্ভরত-শত্রুঘ্নাভ্যাং জনকভ্রাতৃসুতে দাতুং জনকং প্রত্যুক্তিঃ, বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রপূজনং, দশরথস্য জনক-কুশধ্বজপ্রশংসা, আবাসগমনম্, শ্রাদ্ধাদিকরণঞ্চ।]

তমুক্তবন্তং বৈদেহং বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
উবাচ বচনং বীরং বসিষ্ঠসহিতো নৃপম্ ॥১
অচিন্ত্যান্যপ্রমেয়াণি কুলানি নরপুঙ্গব।
ইক্ষ্বাকূণাং বিদেহানাং নৈষাং তুল্যোঽস্তি কশ্চন ॥২
সদৃশো ধর্ম্মসম্বন্ধঃ সদৃশো রূপসম্পদা।
রাম-লক্ষ্মণয়ো রাজন্ সীতা চোর্মিলয়া সহ ॥৩
বক্তব্যঞ্চ নরশ্রেষ্ঠ শ্রূয়তাং বচনং মম।
ভ্রাতা যবীয়ান্ ধর্ম্মজ্ঞ এষ রাজা কুশধ্বজঃ ॥৪
অস্য ধর্ম্মাত্মনো রাজন্ রূপেণাপ্রতিমং ভুবি।
সুতাদ্বয়ং নরশ্রেষ্ঠ পত্ন্যর্থং বরয়ামহে ॥৫
ভরতস্য কুমারস্য শত্রুঘ্নস্য চ ধীমতঃ।
বরয়ে তে সুতে রাজংস্তয়োরর্থে মহাত্মনোঃ ॥৬
পুত্রা দশরথস্যেমে রূপ-যৌবনশালিনঃ।
লোকপালসমাঃ সর্বে দেবতুল্যপরাক্রমাঃ ॥৭
উভয়োরপি রাজেন্দ্র সম্বন্ধেনানুবধ্যতাম্।
ইক্ষ্বাকুকুলমব্যগ্রং ভবতঃ (ক) পুণ্যকর্ম্মণঃ ॥৮

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ

[জনকভ্রাতা কুশধ্বজের সুতাদ্বয়কে ভরত ও শত্রুঘ্নের হস্তে সম্প্রদানের জন্য জনকের প্রতি বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের উক্তি, বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের পূজা, দশরথ কর্তৃক জনক ও কুশধ্বজের প্রশংসা, বাসস্থানে গমন ও শ্রাদ্ধাদি করণ।]

বিদেহরাজ জনক এই বলিতে থাকিলে মহামুনি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সহিত মহাবীর জনককে বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! ইক্ষ্বাকু ও বিদেহবংশ অচিন্তনীয় ও অপ্রমেয়। এই দুই বংশের তুল্য অন্য কোন বংশ নাই। এই দুই বংশে পরস্পর বিবাহসম্বন্ধ অতি উপযুক্ত। রামের পক্ষে সীতা ও লক্ষ্মণের পক্ষে উর্মিলা রূপ-সৌন্দর্য্যে পরস্পরের অনুরূপ হইয়াছে। নরশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমার একটি বক্তব্য আছে, তাহা শ্রবণ করুন। আপনার কনিষ্ঠভ্রাতা কুশধ্বজ ধর্ম্মপরায়ণ। রাজন্! এই ধার্মিক কুশধ্বজের দুইটি কন্যা আছে। তাহারা রূপে পৃথিবীতে তুলনারহিত। ঐ দুইটি কন্যাকে রঘুবংশের বধূরূপে বরণ করিতে ইচ্ছা করি।১-৫

কুমার ভরত ও শত্রুঘ্ন অতিশয় বুদ্ধিমান্। সেই দুই মহাত্মার জন্য ঐ দুইটি কন্যা প্রার্থনা করিতেছি। মহারাজ দশরথের চারিটি পুত্রই রূপযৌবনসম্পন্ন, লোকপালতুল্য এবং দেবতুল্যবিক্রমশালী। রাজেন্দ্র! আপনি

পাঠান্তরঃ—(ক) —ভবতঃ পুণ্যকর্ম্মণঃ।

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা বসিষ্ঠস্য মতে তদা।
জনকঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমুবাচ মুনিপুঙ্গবৌ ॥৯
কুলং ধন্যমিদং মন্যে যেষাং তৌ মুনিপুঙ্গবৌ।
সদৃশং কুলসম্বন্ধং যদাজ্ঞাপয়তঃ স্বয়ম্ ॥১০
এবং ভবতু ভদ্রং বঃ কুশধ্বজসুতে ইমে।
পত্ন্যৌ ভজেতাং সহিতৌ শত্রুঘ্ন-ভরতাবুভৌ ॥১১
একাহ্না রাজপুত্রীণাং চতসৃণাং মহামুনে।
পাণীন্ গৃহ্ণন্তু চত্বারো রাজপুত্রা মহাবলাঃ ॥১২
উত্তরে দিবসে ব্রহ্মন্ ফল্গুনীভ্যাং মনীষিণঃ।
বৈবাহিকং প্রশংসন্তি ভগো যত্র প্রজাপতিঃ ॥১৩
এবমুক্ত্বা বচঃ সৌম্যং প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
উভৌ মুনিবরৌ রাজা জনকো বাক্যমব্রবীৎ ॥১৪
পরো ধর্মঃ কৃতো মহ্যং শিষ্যোঽস্মি ভবতোস্তথা।
ইমান্যাসনমুখ্যানি আস্যতাং মুনিপুঙ্গবৌ ॥১৫

যথা দশরথস্যেয়ং তথাঽযোধ্যা পুরী মম।
প্রভুত্বে নাস্তি সন্দেহো যথার্হং কর্তুমর্হথঃ ॥১৬
তথা ব্রুবতি বৈদেহে জনকে রঘুনন্দনঃ।
রাজা দশরথো হৃষ্টঃ প্রত্যুবাচ মহীপতিম্ ॥১৭
যুবামসংখ্যেয়গুণৌ ভ্রাতরৌ মিথিলেশ্বরৌ।
ঋষয়ো রাজসঙ্ঘাশ্চ ভবদ্ভ্যামভিপূজিতাঃ ॥১৮
স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রং তে গমিষ্যামঃ স্বমালয়ম্।
শ্রাদ্ধকর্মাণি বিধিবদ্ বিধাস্য ইতি চাব্রবীৎ ॥১৯
তমাপৃষ্ট্বা নরপতিং রাজা দশরথস্তদা।
মুনীন্দ্রৌ তৌ পুরস্কৃত্য জগামাশু মহাযশাঃ ॥২০
স গত্বা নিলয়ং রাজা শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ।
প্রভাতে কাল্যমুত্থায় চক্রে গোদানমুত্তমম্ ॥২১
গবাং শতসহস্রঞ্চ ব্রাহ্মণেভ্যো নরাধিপঃ।
একৈকশো দদৌ রাজা পুত্রানুদ্দিশ্য ধর্মতঃ ॥২২

উভয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া নিজপুণ্যবলে ইক্ষ্বাকু-বংশকে ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আবদ্ধ করুন। বশিষ্ঠের অনুমোদিত বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনিয়া জনক কৃতাঞ্জলি-পুটে মুনিদ্বয়কে বলিলেন,—আমার বংশকে ধন্য বলিয়া মনে করিতেছি, যেহেতু মুনিশ্রেষ্ঠ আপনারা দুইজন উপযুক্ত কুলে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে আজ্ঞা করিতেছেন। আপনারা যেরূপ বলিতেছেন, সেইরূপই হউক। কুশধ্বজের কন্যাদ্বয় ভরত ও শত্রুঘ্নের পত্নী হইয়া উভয়কে ভজন করুক। মুনিবর! একদিনেই মহাবলবান্ রাজপুত্রচতুষ্টয় চারিটি রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করুন। ব্রহ্মন্! আগামী পরশ্বদিবসে উত্তরফাল্গুনীনক্ষত্র হইবে। ঐ নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভগ-নামক প্রজাপতি। মনীষিগণ ঐ দিবসে অনুষ্ঠিত বিবাহকার্য্যের প্রশংসা করেন। এইরূপ মনোহর বাক্য বলিয়া গাত্রোত্থান-পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে রাজা জনক উভয়মুনিকে বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠদ্বয়! আপনারা উভয়ে আমার পরমধর্ম সম্পাদন করিলেন। আমি আপনাদের শিষ্য। আপনারা এই উত্তম আসনে উপবেশন করুন।৯-১৫

এক্ষণে এই মিথিলানগরী যেরূপ দশরথের নিজস্ব হইয়াছে, সেইরূপ অযোধ্যাপুরীও আমার নিজস্ব হইয়াছে। সুতরাং আপনাদের প্রভুত্বস্বীকারে আমাদের কোনরূপ সন্দেহ নাই। যাহা যোগ্য বলিয়া মনে করিবেন, তাহাই করিবেন। বিদেহপতি জনক এইরূপ বলিতে থাকিলে রঘুনন্দন দশরথ অতিশয় হর্ষান্বিত হইয়া মহারাজ জনককে বলিলেন,—মিথিলাপতি আপনারা উভয়ভ্রাতাই অসংখ্যগুণান্বিত। আপনারা ঋষিগণের ও রাজগণের সম্মান করিয়া থাকেন। আপনারা কল্যাণলাভ করুন। আপনাদের মঙ্গল হউক। এক্ষণে আমরা স্বীয় আবাসে গমন করি। বিধিপূর্বক শ্রাদ্ধকর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে—এই কথাও বলিলেন। যশস্বী রাজা দশরথ জনককে আমন্ত্রণ-পূর্বক বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে অগ্রে লইয়া স্বীয় আবাসে সত্বর গমন করিলেন। সেখানে গমন করিয়া দশরথ বিধিপূর্বক শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন করিলেন এবং প্রাতঃকালে অনুষ্ঠেয় উত্তম গোদান-ক্রিয়া নির্বাহ করিলেন। নরপতি দশরথ পুত্রগণের মঙ্গলের জন্য ধর্মানুসারে প্রত্যেক পুত্রের

সুবর্ণশৃঙ্গাঃ সম্পন্নাঃ সবৎসাঃ কাংস্যদোহনাঃ।
গবাং শতসহস্রাণি চত্বারি পুরুষর্ষভঃ ॥২৩

বিত্তমন্যচ্চ সুবহু দ্বিজেভ্যো রঘুনন্দনঃ।
দদৌ গোদানমুদ্দিশ্য পুত্রাণাং পুত্রবৎসলঃ ॥২৪

স সুতৈঃ কৃতগোদানৈর্বৃতঃ সন্ নৃপতিস্তদা।
লোকপালৈরিবাভাতি বৃতঃ সৌম্যঃ প্রজাপতিঃ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে একলক্ষসংখ্যক ধেনু দান করিলেন। এইভাবে সুবর্ণশৃঙ্গবতী বৎস-সহিতা দুগ্ধবতী চারিলক্ষ ধেনু কাংস্যনির্মিত দোহনপাত্রসহিত দান করিলেন। পুত্রবৎসল অযোধ্যাপতি গোদান-ক্রিয়া উপলক্ষ্যে প্রচুরপরিমাণে ধন দান করিলেন। অনন্তর গোদানক্রিয়াকারী পুত্রগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া মহারাজ দশরথ লোকপালবেষ্টিত প্রজাপতির ন্যায় শোভিত হইলেন।১৬-২৫

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত

ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[যুধাজিতো দশরথসন্নিধাবাগমনম্, দশরথস্য জনকযজ্ঞভূমিগমনম্, বসিষ্ঠ-জনকয়োরুক্তি-প্রত্যুক্তী, জনক-বাক্যেন বসিষ্ঠস্য পৌরহিত্যকরণম্, রামাদীনাং বিবাহশ্চ।]

যস্মিংস্তু দিবসে রাজা চক্রে গোদানমুত্তমম্।
তস্মিংস্তু দিবসে বীরো যুধাজিৎ সমুপেয়িবান্ ॥১

পুত্রঃ কেকয়রাজস্য সাক্ষাদ্ ভরতমাতুলঃ।
দৃষ্ট্বা পৃষ্ট্বা চ কুশলং রাজানমিদমব্রবীৎ ॥২

কেকয়াধিপতী রাজা স্নেহাৎ কুশলমব্রবীৎ।
যেষাং কুশলকামোঽসি তেষাং সম্প্রত্যনাময়ম্ ॥৩

স্বস্রীয়ং মম রাজেন্দ্র দ্রষ্টুকামো মহীপতিঃ।
তদর্থমুপযাতোঽহমযোধ্যাং রঘুনন্দনঃ ॥৪

শ্রুত্বা ত্বহমযোধ্যায়াং বিবাহার্থং তবাত্মজান্।
মিথিলামুপয়াতাংস্তু ত্বয়া সহ মহীপতে ॥৫

ত্বরয়াভ্যুপযাতোঽহং দ্রষ্টুকামঃ স্বস্রুঃ সুতম্
অথ রাজা দশরথঃ প্রিয়াতিথিমুপস্থিতম্ ॥৬

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ

[দশরথের সমীপে যুধাজিতের আগমন, জনকের যজ্ঞভূমিতে দশরথের গমন, বশিষ্ঠ এবং জনকের মধ্যে উভয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তি, জনকের বাক্যানুসারে বশিষ্ঠের পৌরহিত্যকরণ ও রামাদির বিবাহ।]

যেদিন রাজা দশরথ গোদান-নামক শ্রেষ্ঠকার্য্য সম্পন্ন করিলেন, সেই দিন মহাবীর যুধাজিৎ মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। এই যুধাজিৎ কেকয়রাজার পুত্র ও ভরতের মাতুল। তিনি দশরথকে দর্শন ও কুশল-জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—রাজন্! কেকয়রাজ স্নেহবশতঃ আপনার কুশলজিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং আপনি যাহাদের কুশল কামনা করেন, তাঁহাদের কুশলসংবাদ জানাইয়াছেন। রাজেন্দ্র কেকয়রাজ আমার ভাগিনেয় ভরতকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সেইজন্য আমি অযোধ্যায় গমন করিয়াছিলাম। আপনার পুত্রগণ বিবাহের জন্য মিথিলায় আপনার সহিত আসিয়াছেন—এই কথা অযোধ্যায় শুনিয়া আমি ভাগিনেয়কে দেখিবার জন্য সত্বর এখানে আসিয়াছি। তখন রাজা দশরথ সম্মাননীয় প্রিয় অতিথিকে যথোচিত উপচারে সম্মানিত করিলেন। অনন্তর মহাত্মা পুত্রগণের সহিত তিনি সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগপূর্বক প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া ক্রিয়ানিপুণ

দৃষ্ট্বা পরমসংকারৈঃ পূজনার্হমপূজয়ৎ ।
ততস্তামুষিতো রাত্রিং সহ পুত্রৈর্মহাত্মভিঃ ॥৭
প্রভাতে পুনরুত্থায় কৃত্বা কর্মাণি তত্ত্ববিৎ ।
ঋষীংস্তদা পুরস্কৃত্য যজ্ঞবাটমুপাগমৎ ॥৮
যুক্তে মুহূর্তে বিজয়ে সর্বাভরণভূষিতৈঃ ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রামঃ কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ ॥৯
বসিষ্ঠং তু পুরস্কৃত্য মহর্ষীনপরানপি ।
বসিষ্ঠো ভগবানেত্য বৈদেহমিদমব্রবীৎ ॥১০
রাজা দশরথো রাজন্ কৃতকৌতুকমঙ্গলৈঃ ।
পুত্রৈর্নরবরশ্রেষ্ঠো দাতারমভিকাঙ্ক্ষতে ॥১১
দাতৃ-প্রতিগ্রহীতৃভ্যাং সর্বার্থাঃ সম্ভবন্তি হি ।
স্বধর্মং প্রতিপদ্যস্ব কৃত্বা বৈবাহ্যমুত্তমম্ ॥১২
ইত্যুক্তঃ পরমোদারো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা বাক্যং পরমধর্মবিৎ ॥১৩

কঃ স্থিতঃ প্রতিহারো মে কস্যাজ্ঞাং সংপ্রতীক্ষতে ।
স্বগৃহে কো বিচারোঽস্তি যথা রাজ্যমিদং তব ॥১৪
কৃতকৌতুকসর্বস্বা বেদিমূলমুপাগতাঃ ।
মম কন্যা মুনিশ্রেষ্ঠ দীপ্তা বহ্নেরিবার্চিষঃ ॥১৫
সদ্যোঽহং ত্বৎপ্রতীক্ষোঽস্মি বেদ্যামস্যাং প্রতিষ্ঠিতঃ ।
অবিঘ্নং ক্রিয়তাং সর্বং কিমর্থং হি বিলম্ব্যতে ॥১৬
তদ্বাক্যং জনকেনোক্তং শ্রুত্বা দশরথস্তদা ।
প্রবেশয়ামাস সুতান্ সর্বানৃষিগণানপি ॥১৭
ততো রাজা বিদেহানাং বসিষ্ঠমিদমব্রবীৎ ।
কারয়স্ব ঋষে সর্বামৃষিভিঃ সহ ধার্মিকঃ ॥১৮
রামস্য লোকরামস্য ক্রিয়াং বৈবাহিকীং প্রভো ।
তথেত্যুক্ত্বা তু জনকং বসিষ্ঠো ভগবান্ ঋষিঃ ॥১৯
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য শতানন্দঞ্চ ধার্মিকম্ ।
প্রপামধ্যে তু বিধিবদ্ বেদিং কৃত্বা মহাতপাঃ ॥২০

দশরথ ঋষিগণের সহিত যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। বিবাহের পূর্বে অনুষ্ঠেয় সূত্রবন্ধনাদি মাঙ্গলিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে সর্বাভরণভূষিত ভ্রাতৃগণের সহিত শুভ লগ্নে বিজয়মুহূর্তে বশিষ্ঠ ও অন্যান্য মহর্ষিগণকে অগ্রবর্তী করিয়া রামও ঐ যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। তখন ভগবান্ বশিষ্ঠ বিদেহরাজ জনককে বলিলেন।১-১০

রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ মাঙ্গলিক আচারসম্পন্ন পুত্রগণের সহিত আসিয়া দাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। দাতা ও প্রতিগ্রহীতা উপস্থিত হইলে দানক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। অতএব এই উত্তম বিবাহকর্ম সম্পন্ন করিয়া আপনার দাতৃধর্ম রক্ষা করুন। মহাত্মা বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে উদারপ্রকৃতি পরমধার্মিক মহাতেজা জনক বলিলেন,—দ্বারদেশে দ্বাররক্ষক কে আছে—যে দশরথের আগমনে বাধা দিতেছে? তিনি কাহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছেন? নিজগৃহে প্রবেশ করিতে দ্বিধা-ভাব কেন? এই রাজ্য অযোধ্যা-রাজ্যের মত তাঁহারই। মুনিশ্রেষ্ঠ! আমার কন্যাগণ মাঙ্গলিক আচার সম্পন্ন করিয়া উজ্জ্বল অগ্নিশিখার ন্যায় বেদিমধ্যে অবস্থান করিতেছে। আমিও বেদিতে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিয়াছি। তিনি নির্বিঘ্নে সকল কার্য্য সম্পন্ন করুন, বিলম্ব করিতেছেন কেন? রাজা দশরথ জনকের বক্তব্য বশিষ্ঠের নিকট শুনিয়া ঋষিগণকে ও পুত্রগণকে সভাস্থলে আনয়ন করিলেন। তখন বিদেহরাজ বশিষ্ঠকে বলিলেন,—পরম-ধার্মিক! মুনিবর! আপনি ঋষিগণের সহিত জনপ্রিয় রামের বিবাহসম্বন্ধী কার্য্যসমূহ সম্পাদন করুন। ভগবান্ বশিষ্ঠ জনককে তথাস্তু বলিয়া সম্মতি জানাইলেন এবং ধর্মজ্ঞ বিশ্বামিত্র ও শতানন্দকে সঙ্গে লইয়া বিবাহ-মণ্ডপে যথাবিধি বেদি নির্মাণ করিলেন। অনন্তর সেই বেদির চারিদিক্ গন্ধ, পুষ্প ও সুবর্ণনির্মিত পালিকার দ্বারা অলঙ্কৃত করিলেন। পরে যথাস্থানে যথাবিধি অঙ্কুর সমন্বিত চিত্রিতকুম্ভ, অঙ্কুরযুক্ত শরাব, ধূপযুক্ত ধূপপাত্র, শঙ্খপাত্র, স্রুব, স্রুক্ প্রভৃতি অর্ঘ্যযুক্ত পাত্র, লাজ (খই) পূর্ণপাত্র, সংস্কারযুক্ত আতপতণ্ডুল ও কুশসমূহ স্থাপন করিলেন। অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ মহাতেজা বশিষ্ঠ বিধি অনুসারে মন্ত্র উচ্চারণ করত ঐ বেদিতে অগ্নিস্থাপন করিলেন এবং শাস্ত্রবিধানানুসারে মন্ত্রের সহিত ঐ অগ্নিতে আহুতি দিলেন। এই কার্য্যটি সমাপ্ত

অলঞ্চকার তাং বেদিং গন্ধ-পুষ্পৈঃ সমন্ততঃ।
সুবর্ণপালিকাভিশ্চ চিত্রকুম্ভৈশ্চ সাঙ্কুরৈঃ ॥২১
অঙ্কুরাঢ্যৈঃ শরাবৈশ্চ ধূপপাত্রৈঃ সধূপকৈঃ।
শঙ্খপাত্রৈঃ স্রুবৈঃ স্রুগ্ভিঃ পাত্রৈরর্ঘ্যাদি পূজিতৈঃ ॥২২
লাজপূর্ণৈশ্চ পাত্রীভিরক্ষতৈরপি সংস্কৃতৈঃ।
দর্ভৈঃ সমৈঃ সমাস্তার্য্য বিধিবন্মন্ত্রপূর্বকম্ ॥২৩
অগ্নিমাধায় তাং বেদ্যাং বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতম্।
জুহাবাগ্নৌ মহাতেজা বসিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ ॥২৪
ততঃ সীতাং সমানীয় সর্বাভরণভূষিতাম্।
সমক্ষমগ্নেঃ সংস্থাপ্য রাঘবাভিমুখে তদা ॥২৫
অব্রবীজ্জনকো রাজা কৌশল্যানন্দবর্ধনম্।
ইয়ং সীতা মম সুতা সহধর্মচরী তব ॥২৬
প্রতীচ্ছ চৈনাং ভদ্রং তে পাণিং গৃহ্ণীষ্ব পাণিনা।
পতিব্রতা মহাভাগা ছায়েবানুগতা সদা ॥২৭
ইত্যুক্ত্বা প্রাক্ষিপদ্ রাজা মন্ত্রপূতং জলং তদা।
সাধু সাধ্বিতি দেবানামৃষীণাং বদতাং তদা ॥২৮
দেবদুন্দুভিনির্ঘোষঃ পুষ্পবর্ষো মহানভূৎ।
এবং দত্ত্বা সুতাং সীতাং মন্ত্রোদক পুরস্কৃতাম্ ॥২৯
অব্রবীজ্জনকো রাজা হর্ষেণাভি পরিপ্লুতঃ।
লক্ষ্মণাগচ্ছ ভদ্রং তে ঊর্মিলামুদ্যতাং ময়া ॥৩০
প্রতীচ্ছ পাণিং গৃহ্ণীষ্ব মা ভূৎকালস্য পর্য্যয়ঃ।
তমেবমুক্ত্বা জনকো ভরতং চাভ্যভাষত ॥৩১
গৃহাণ পাণিং মাণ্ডব্যাঃ পাণিনা রঘুনন্দন।
শত্রুঘ্নং চাপি ধর্মাত্মা অব্রবীন্মিথিলেশ্বরঃ ॥৩২
শ্রুতকীর্তের্মহাবাহো পাণিং গৃহ্ণীষ্ব পাণিনা।
সর্বে ভবন্তঃ সৌম্যাশ্চ সর্বে সুচরিতব্রতাঃ ॥৩৩
পত্নীভিঃ সন্তু কাকুৎস্থা মা ভূৎ কালস্য পর্য্যয়ঃ।
জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা পাণীন্ পাণিভিরস্পৃশন্।
চত্বারস্তে চতস্বণাং বসিষ্ঠস্য মতে স্থিতাঃ।
অগ্নিং প্রদক্ষিণং কৃত্বা বেদিং রাজানমেব চ ॥৩৫
ঋষীংশ্চাপি মহাত্মানঃ সহভার্য্যা রঘূদ্বহাঃ।
যথোক্তেন ততশ্চক্রুর্বিবাহং বিধিপূর্বকম্ ॥৩৬
পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদন্তরিক্ষাৎ সুভাস্বরা।
দিব্যদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্গীতবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ ॥৩৭

হইলে জনকরাজা সকলাভরণভূষিতা সীতাকে আনয়ন করিলেন এবং অগ্নির সাক্ষাতে রামের অভিমুখে তাহাকে বসাইয়া কৌশল্যানন্দবর্ধন রামকে বলিলেন,—আমার কন্যা সীতা তোমার সহধর্মিণী হউক। তুমি ইহাকে গ্রহণ কর, তোমার মঙ্গল হউক। এখন তুমি নিজ হস্ত দ্বারা ইহার হস্ত ধারণ কর। এই সীতা পতিব্রতা হইয়া ছায়ার ন্যায় তোমার অনুগামিনী হইবে। এইরূপ বলিয়া রাজা জনক মন্ত্রপূত জল রামের হস্তে নিক্ষেপ করিলেন। সেই সময় দেবতা ও ঋষিগণ সাধু সাধু বলিয়া হর্ষপ্রকাশ করিলেন। দেবদুন্দুভির নিনাদ ও পুষ্পবৃষ্টি হইল। এইভাবে মন্ত্রপূত জল দ্বারা কন্যা সীতাকে রামের হস্তে সমর্পণ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট জনক বলিলেন,—লক্ষ্মণ! তুমি এইস্থানে আগমন কর। তোমাকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যতা ঊর্মিলাকে তুমি গ্রহণ কর। ইহার হস্ত গ্রহণ কর, শুভ সময় অতীত না হইয়া যায়। লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া জনক ভরতকে বলিলেন।১১-৩১

রঘুনন্দন ভরত! তুমি নিজ হস্ত দ্বারা মাণ্ডবীর পাণিগ্রহণ কর। অনন্তর মিথিলাপতি ধার্মিক রাজা শত্রুঘ্নকে বলিলেন,—মহাবীর! তুমিও নিজ হস্ত দ্বারা শ্রুতকীর্তির পাণিগ্রহণ কর। তোমরা চারিভ্রাতা সকলেই প্রিয়দর্শন ও ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রতপালনকারী। তোমরা এখন পত্নী গ্রহণ কর। বিলম্বের প্রয়োজন নাই। জনকের বাক্য শুনিয়া চারি ভ্রাতা বশিষ্ঠের সম্মতি অনুসারে নিজহস্ত দ্বারা চারিটি রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ভার্য্যাদিগের সহিত অগ্নিবেদি জনকরাজা ও ঋষিগণকে প্রদক্ষিণ করিলেন। এইভাবে মহাত্মা রঘুকুলকুমারগণ শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে বিধিপূর্বক বিবাহ করিলেন। সেই সময় অত্যুজ্জ্বল পুষ্পসমূহের বর্ষণ হইতে লাগিল। দেবদুন্দুভি-

ননৃতুশ্চাপ্সরঃসঙ্ঘা গন্ধর্বাশ্চ জগুঃ কলম্।
বিবাহে রঘুমুখ্যানাং তদদ্ভুতমদৃশ্যত ॥৩৮
ঈদৃশে বর্তমানে তু তূর্যোদ্ঘুষ্টনিনাদিতে (ক)।
ত্রিরগ্নিং তে পরিক্রম্য উহুর্ভার্য্যা মহৌজসঃ ॥৩৯

অথোপকার্য্যং জগ্মুস্তে সভার্য্যা রঘুনন্দনাঃ।
রাজাপ্যনুযযৌ পশ্যন্ সর্ষিসঙ্ঘঃ সবান্ধবঃ ॥৪০
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ স্বর্গঃ ॥

শব্দ, সঙ্গীত ও বাদ্যশব্দের সহিত অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল এবং গন্ধর্বগণ গান করিতে লাগিল। রঘুনন্দনগণের বিবাহকালে সকল ব্যাপারই অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হইল। তূর্য্য প্রভৃতি বাদ্যের ধ্বনিতে মুখরিত ঐ সময়ে মহাবলবান্ ভ্রাতৃচতুষ্টয় অগ্নিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া পত্নীগণকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ভার্য্যাগণের সহিত শিবিরে গমন করিলেন। রাজা দশরথও ঋষিগণ ও বন্ধুগণের সহিত তাঁহাদিগকে দেখিতে দেখিতে অনুগমন করিলেন।৩২-৪০

পাঠান্তরঃ—(ক) তূর্য্যোৎকৃষ্টে নিনাদিতে।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[বিশ্বামিত্রস্য প্রস্থানম্, দশরথস্য অযোধ্যাগমনম, দশরথসমীপে পরশুরামস্যাগমনম্, ঋষিদত্তার্ঘগ্রহণঞ্চ।]

অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
আপৃষ্ট্বা তৌ চ রাজানৌ জগামোত্তরপর্বতম্ ॥১
বিশ্বামিত্রে গতে রাজা বৈদেহং মিথিলাধিপম্।
আপৃষ্ট্বৈব জগামাশু রাজা দশরথঃ পুরীম্ ॥২
[গচ্ছন্তং তং তু রাজানমন্বগচ্ছন্নরাধিপঃ]
অথ রাজা বিদেহানাং দদৌ কন্যাধনং বহু।
গবাং শতসহস্রাণি বহূনি মিথিলেশ্বরঃ ॥৩

কম্বলানাঞ্চ মুখ্যানাং ক্ষৌম্যান্ কোট্যম্বরাণি চ।
হস্ত্যশ্ব-রথ-পাদাতং দিব্যরূপং স্বলঙ্কৃতম্ ॥৪
দদৌ কন্যাশতং তাসাং দাসীদাসমনুত্তমম্।
হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য মুক্তানাং বিদ্রুমস্য চ ॥৫
দদৌ রাজা সুসংহৃষ্টঃ কন্যাধনমনুত্তমম্।
দত্ত্বা বহুবিধং রাজা সমনুজ্ঞাপ্য পার্থিবম্ ॥৬
প্রবিবেশ স্বনিলয়ং মিথিলাং মিথিলেশ্বরঃ।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান, দশরথের অযোধ্যাগমন ও তাঁহার সমীপে পরশুরামের আগমন, ঋষিপ্রদত্ত অর্ঘ গ্রহণ]

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে মহামুনি বিশ্বামিত্র মহারাজ দশরথ ও মহারাজ জনকের নিকট বিদায় লইয়া উত্তরপর্বতে প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্র গমন করিলে পর দশরথ বিদেহমতি জনকের নিকট বিদায় লইয়া অতিসত্বর অযোধ্যায় যাইতে আয়োজন করিতে লাগিলেন। বিদেহরাজ জনক কন্যাদিগকে একলক্ষ ধেনু, বহু উৎকৃষ্ট কম্বল, অনেক ক্ষৌমবস্ত্র, কোটিসংখ্যক সাধারণ বস্ত্র, হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি-সমন্বিত সৈন্য, সুন্দরী এবং আভরণসহিতা শতসংখ্যক দাসী ও বহুভৃত্য, রজত, সুবর্ণ, মুক্তা ও প্রবালসমূহ এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কার স্ত্রীধনরূপে প্রদান করিলেন। অনন্তর দশরথ গমন করিতে আরম্ভ করিলে মিথিলাধীশ্বর তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দশরথের অনুমতিক্রমে প্রত্যাবর্তন করত মিথিলায় নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন। মহাত্মা পুত্রগণের সহিত অযোধ্যাপতি দশরথও সকল মহর্ষিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যসমূহ অনুগমন

রাজাপ্যযোধ্যাধিপতিঃ সহ পুত্রৈর্মহাত্মভিঃ ॥৭
ঋষীন্ সর্বান্ পুরস্কৃত্য জগাম সবলানুগঃ।
গচ্ছন্তং তু নরব্যাঘ্রং সর্ষিসঙ্ঘং সরাঘবম্ ॥৮
ঘোরাস্তু পক্ষিণো বাচো ব্যাহরন্তি সমন্ততঃ।
ভৌমাশ্চৈব মৃগাঃ সর্বে গচ্ছন্তি স্ম প্রদক্ষিণম্ ॥৯
তান্ দৃষ্ট্বা রাজশার্দূলো বসিষ্ঠং পর্য্যপৃচ্ছত।
অসৌম্যাঃ পক্ষিণো ঘোরা মৃগাশ্চাপি প্রদক্ষিণাঃ ॥১০
কিমিদং হৃদয়োৎকম্পি মনো মম বিষীদতি।
রাজ্ঞো দশরথস্যৈতচ্ছ্রুত্বা বাক্যং মহান্ ঋষিঃ ॥১১
উবাচ মধুরাং বাণীং শ্রূয়তামস্য যৎফলম্।
উপস্থিতং ভয়ং ঘোরং দিব্যং পক্ষিমুখাচ্চ্যুতম্ ॥১২
মৃগাঃ প্রশময়ন্ত্যেতে সন্তাপস্ত্যজ্যতাময়ম্।
তেষাং সংবদতাং তত্র বায়ুঃ প্রাদুর্বভূব হ ॥১৩

কম্পয়ন্ মেদিনীং সর্বাং পাতয়ংশ্চ মহাদ্রুমান্।
তমসা সংবৃতঃ সূর্য্যঃ সর্বে নাবেদিষুর্দিশঃ ॥১৪
ভস্মনা চাবৃতং সর্বং সংমূঢ়মিব তদ্বলম্।
বসিষ্ঠ ঋষয়শ্চান্যে রাজা চ সসুতস্তদা ॥১৫
সসংজ্ঞা ইব তত্রাসন্ সর্বমন্যদ্ বিচেতনম্।
তস্মিংস্তমসি ঘোরে তু ভস্মচ্ছন্নেব সা চমূঃ ॥১৬
দদর্শ ভীমসঙ্কাশং জটামণ্ডলধারিণম্।
ভার্গবং জামদগ্নেয়ং রাজা রাজবিমর্দনম্ ॥১৭
কৈলাসমিব দুর্ধর্ষং কালাগ্নিমিব দুঃসহম্।
জ্বলন্তমিব তেজোভির্দুর্নিরীক্ষ্যং পৃথগ্জনৈঃ। ১৮
স্কন্ধে চাসজ্য পরশুং ধনুর্বিদ্যুদ্গণোপমম্।
প্রগৃহ্য শরমুগ্রঞ্চ ত্রিপুরঘ্নং যথা শিবম্ ॥১৯

করিতে লাগিল। এই সময়ে চারিদিকে পক্ষিসমূহ বিকট শব্দ ও ভূমিতে মৃগগণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিতে লাগিল। তাহাদিগকে দেখিয়া রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—অশুভসূচক পক্ষিগণ বিকট-শব্দ করিতেছে, মৃগগণ প্রদক্ষিণ করিতেছে, হৃৎকম্পজনক এইরূপ ঘটনা কেন হইতেছে? ইহা দেখিয়া আমার মন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। দশরথের বাক্য শুনিয়া মহর্ষি মধুর বাক্য বলিলেন, এইরূপ ঘটনার ফল শ্রবণ কর। আমাদের সম্মুখে অতিভীষণ ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইতেছে, ইহাই পক্ষীদের মুখনিঃসৃত শব্দে জানা যাইতেছে। কিন্তু মৃগগণ প্রদক্ষিণ করিতেছে, ইহাতে ঐ ভয় প্রশমিত হইবে—ইহাও সূচিত হইতেছে। অতএব আপনি দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করুন। তাঁহারা উভয়ে এইরূপ আলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। বায়ুর প্রভাবে পৃথিবী কম্পিত, সুবৃহৎ বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত হইল এবং সূর্য্য অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। কেহই দিক্‌নির্ণয় করিতে পারিতেছিল না। চতুর্দিক ভস্মে আচ্ছাদিত হইল, সৈন্যসমূহ অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িল। বশিষ্ঠ, অন্যান্য ঋষিগণ ও পুত্রগণ সহিত দশরথ সচেতন রহিলেন, অন্যান্য সকলেই চৈতন্যহীন হইয়া পড়িল। ঐ নিবিড় অন্ধকারে সৈন্যগণ ভস্মাচ্ছাদিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় দশরথ ভীষণাকৃতি জটাধারী ভৃগুবংশজাত ক্ষত্রিয়নাশকারী জমদগ্নিপুত্র পরশুরামকে দেখিতে পাইলেন। ঐ পরশুরাম কৈলাসগিরির মত বিশালদেহসম্পন্ন, প্রলয়-কালের অগ্নির ন্যায় দুঃসহ, নিজপ্রভায় সমুজ্জ্বল এবং সাধারণজনের দৃষ্টি যাঁহার দর্শনে অসমর্থ। তিনি স্বীয় স্কন্ধদেশে পরশু (কুঠার), হস্তে বিদ্যুৎপুঞ্জসদৃশ ধনু ও ভীষণ বাণ ধারণ করিয়া ত্রিপুরনাশকারী মহাদেবের মত অতিভয়ঙ্কর হইয়াছেন।১-১৯

প্রজ্বলিত অগ্নির তুল্য ভীমমূর্তি পরশুরামকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া জপ-হোমকারী বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ও মুনিগণ মিলিত হইলেন এবং পরস্পর বলিতে লাগিলেন—পিতৃহত্যাজনিত ক্রোধের জন্য ইনি কি ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করিবেন? পূর্বে ত ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করিয়া ক্রোধশূন্য ও প্রসন্ন হইয়াছিলেন। এখন কি পুনর্বার ইঁহার ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস করিবার ইচ্ছা হইয়াছে? এইরূপ পরস্পর আলোচনা করিয়া মুনিগণ অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণপূর্বক তাঁহার নিকট অগ্রসর হইলেন।

তং দৃষ্ট্বা ভীমসঙ্কাশং জ্বলন্তমিব পাবকম্ ।
বসিষ্ঠপ্রমুখা বিপ্রা জপ-হোমপরায়ণাঃ ॥২০
সঙ্গতা মুনয়ঃ সর্বে সংজজল্পুরথো মিথঃ ।
কচ্চিৎ পিতৃবধামর্ষী ক্ষত্রং নোৎসাদয়িষ্যতি ॥২১
পূর্বং ক্ষত্রবধং কৃত্বা গতমন্যুর্গতজ্বরঃ ।
ক্ষত্রস্যোৎসাদনং ভূয়ো ন খল্বস্য চিকীর্ষিতম্ ॥২২
এবমুক্ত্বার্ঘ্যমাদায় ভার্গবং ভীমদর্শনম্ ।
ঋষয়ো রাম রামেতি মধুরং বাক্যমব্রুবন্ ॥২৩
প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজামৃষিদত্তাং প্রতাপবান্ ।
রামং দাশরথিং রামো জামদগ্ন্যোঽভ্যভাষত ॥২৪
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

তাঁহাকে অর্ঘ্যাদি সমর্পণ করিয়া রাম ! রাম ! এই নামে সম্বোধন ও শান্ত করিতে লাগিলেন । প্রতাপশালী জামদগ্নিতনয় পরশুরাম ঋষিগণ কর্তৃক প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিলেন এবং দশরথনন্দন রামকে বলিতে লাগিলেন ।২০-২

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদরামায়ণের আদিকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ।

পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[পরশুরামস্য রামং প্রত্যুক্তিঃ, তং প্রতি দশরথস্যানুনয়ঃ, তস্য দশরথবাক্যানদরঃ, রামং প্রতি পুনরুক্তিশ্চ ।]

রাম দাশরথে বীর বীর্য্যং তে শ্রূয়তেঽদ্ভুতম্ ।
ধনুষো ভেদনং চৈব নিখিলেন ময়া শ্রুতম্ ॥১
তদদ্ভুতমচিন্ত্যঞ্চ ভেদনং ধনুষস্তথা ।
তচ্ছ্রুত্বাহমনুপ্রাপ্তো ধনুর্গৃহ্যাপরং শুভম্ ॥২
তদিদং ঘোরসঙ্কাশং জামদগ্ন্যং মহদ্ধনুঃ ।
পূরয়স্ব শরেণৈব স্ববলং দর্শয়স্ব চ ॥৩
তদহং তে বলং দৃষ্ট্বা ধনুষোঽপ্যস্য পূরণে ।
দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রদাস্যামি বীর্য্যশ্লাঘ্যমহং তব ॥৪
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা দশরথস্তদা ।
বিষণ্ণবদনো দীনঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥৫
ক্ষত্ররোষাৎ প্রশান্তস্ত্বং ব্রাহ্মণশ্চ মহাতপাঃ ।
বালানাং মম পুত্রাণামভয়ং দাতুমর্হসি ॥৬
ভার্গবাণাং কুলে জাতঃ স্বাধ্যায়-ব্রতশালিনাম্ ।
সহস্রাক্ষে প্রতিজ্ঞায় শস্ত্রং প্রক্ষিপ্তবানসি ॥৭
স ত্বং ধর্মপরো ভূত্বা কশ্যপায় বসুন্ধরাম্ ।
দত্ত্বা বনমুপাগম্য মহেন্দ্রকৃতকেতনঃ ॥৮

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ

[রামের প্রতি পরশুরামের উক্তি, তাঁহার প্রতি দশরথের অনুনয়, পরশুরামের দশরথ বাক্যানদর ও রামের প্রতি পুনরুক্তি]।

বীর ! দশরথনন্দন ! তোমার অদ্ভুত শক্তির কথা শুনিয়াছি এবং শৈবধনু-ভঙ্গের কথাও সমস্তই শুনিয়াছি। ধনুর্ভঙ্গ অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় ব্যাপার। আমি ঐ সংবাদ শুনিয়া অন্য একটি উত্তম ধনু লইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। এই মহাধনু জমদগ্নির নিকট প্রাপ্ত ও অতিভীষণ। তুমি এই ধনুতে বাণযোজনা কর এবং নিজশক্তি প্রদর্শন কর। এই ধনুতে বাণযোজনা করিতে পারিলে আমি তোমার শক্তি বুঝিতে পারিব, তখন তোমার সহিত বীরজন-প্রশংসিত মল্লযুদ্ধ করিব। পরশুরামের ঐরূপ বাক্য শুনিয়া রাজা দশরথ বিষণ্ণ-বদনে অতিদীনভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—ভগবন! আপনি ত এখন ক্ষত্রিয়গণের প্রতি জাত-ক্রোধ ত্যাগ করিয়া শান্ত হইয়াছেন। আপনি স্বয়ং মহাতপস্বী ব্রাহ্মণ এবং বেদাধ্যয়ন ও তপস্যাসমন্বিত ভৃগুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব আমার

মম সর্ববিনাশায় সংপ্রাপ্তস্ত্বং মহামুনে।
ন চৈকস্মিন্ হতে রামে সর্বে জীবামহে বয়ম্ ॥৯
ব্রুবত্যেবং দশরথে জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্।
অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং রামমেবাভ্যভাষত ॥১০
ইমে দ্বে ধনুষী শ্রেষ্ঠে দিব্যে লোকাভিপূজিতে।
দৃঢ়ে বলবতী মুখ্যে সুকৃতে বিশ্বকর্মণা ॥১১
অনুসৃষ্টং সুরৈরেকং ত্র্যম্বকায় যুযুৎসবে।
ত্রিপুরঘ্নং নরশ্রেষ্ঠ ভগ্নং কাকুৎস্থ যত্ত্বয়া ॥১২
ইদং দ্বিতীয়ং দুর্ধর্ষং বিষ্ণোর্দত্তং সুরোত্তমৈঃ।
তদিদং বৈষ্ণবং রাম ধনুঃ পরপুরঞ্জয়ম্ ॥১৩
সমানসারং কাকুৎস্থ রৌদ্রেণ ধনুষা ত্বিদম্।
তদা তু দেবতাঃ সর্বাঃ পৃচ্ছন্তি স্ম পিতামহম্ ॥১৪
শিতিকণ্ঠস্য বিষ্ণোশ্চ বলাবলনিরীক্ষয়া।
অভিপ্রায়ং তু বিজ্ঞায় দেবতানাং পিতামহঃ ॥১৫
বিরোধং জনয়ামাস তয়োঃ সত্যবতাং বরঃ।
বিরোধে তু মহদ্‌যুদ্ধমভবদ্ রোমহর্ষণম্ ॥১৬
শিতিকণ্ঠস্য বিষ্ণোশ্চ পরস্পরজয়ৈষিণোঃ।
তদা তু জৃম্ভিতং শৈবং ধনুর্ভীমপরাক্রমম্ ॥১৭
হুংকারেণ মহাদেবঃ স্তম্ভিতোঽথ ত্রিলোচনঃ।
দেবৈস্তদা সমাগম্য সর্ষিসঙ্ঘৈঃ সচারণৈঃ ॥১৮
যাচিতৌ প্রশমং তত্র জগ্মতুস্তৌ সুরোত্তমৌ।
জৃম্ভিতং তদ্ধনুর্দৃষ্ট্বা শৈবং বিষ্ণুপরাক্রমৈঃ ॥১৯
অধিকং মেনিরে বিষ্ণুং দেবাঃ সর্ষিগণাস্তথা।
ধনূ রুদ্রস্তু সংক্রুদ্ধো বিদেহেষু মহাযশাঃ ॥২০
দেবরাতস্য রাজর্ষের্দদৌ হস্তে সসায়কম্।
ইদঞ্চ বৈষ্ণবং রাম ধনুঃ পরপুরঞ্জয়ম্ ॥২১
ঋচীকে ভার্গবে প্রাদাদ্ বিষ্ণুঃ স ন্যাসমুত্তমম্।
ঋচীকস্তু মহাতেজাঃ পুত্রস্যাপ্রতিকর্মণঃ ॥২২

বালক-পুত্রগণকে অভয়দান করুন। ইন্দ্রের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিয়া অস্ত্র-শস্ত্রত্যাগ করিয়াছেন। এখন আপনি ত ধর্মপরায়ণ হইয়া কশ্যপকে পৃথিবীদানপূর্বক বনে গমন করিয়াছেন এবং মহেন্দ্রপর্বতে বাস করিতেছেন। মুনিবর। আপনি কি আমার সর্বনাশ করিবার জন্য আসিয়াছেন ? এক রাম না থাকিলেই আমরা কেহই জীবিত থাকিব না। দশরথ এইরূপ কাতরভাবে বলিতে থাকিলেও প্রতাপশালী পরশুরাম তাঁহার বাক্য উপেক্ষা করিয়াই রামকে বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ ! বিশ্বকর্মা অতিযত্নসহকারে সুন্দরভাবে দুইটি ধনু নির্মাণ করিয়াছিল। দুইটি ধনুই উৎকৃষ্ট, সুদৃঢ়, শ্রেষ্ঠ ও সর্বলোকপূজ্য। কাকুৎস্থ ! ঐ ধনু দুইটির মধ্যে একটি ধনু ত্রিপুরকে নাশ করিবার জন্য যুদ্ধোদ্যত শিবকে দেবগণ দান করিয়াছিলেন—যে ধনুটি তুমি ভগ্ন করিয়াছ। আমার হস্তস্থিত এই ধনুটি দ্বিতীয়, দেবগণ বিষ্ণুকে এই ধনু প্রদান করিয়াছিলেন। রাম ! এই বৈষ্ণব ধনু শত্রুনগর-বিজয়ে সর্বথা সক্ষম ।১-১৩

এই ধনু শৈবতেজঃ সমন্বিত এবং সেই ধনুর তুল্য সারযুক্ত। সেই সময় একদিন দেবগণ মহাদেব ও বিষ্ণুর বলাবল বুঝিবার জন্য ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন। পিতামহ দেবতাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া শিব ও বিষ্ণুর মধ্যে বিরোধ ঘটাইয়া দেন। বিরোধ উপস্থিত হইলে তাঁহাদের উভয়ের রোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ হয়। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে পরাজিত করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিষ্ণুর হুঙ্কারে ত্রিলোচন মহাদেব স্তম্ভিত হইয়া পড়েন এবং ভীমপরাক্রমে শৈবধনু শিথিল হইয়া পড়ে। সেই সময় দেবগণ ঋষি ও চারণ সমূহের সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন এবং শান্ত হইতে প্রার্থনা জানাইলেন। তখন শিব ও বিষ্ণু শান্ত হইলেন। বিষ্ণুর পরাক্রমে শৈবধনুটিকে শিথিল দেখিয়া দেবগণ ও ঋষিগণ বিষ্ণুকেই অধিক শক্তিমান্ মনে করিলেন। মহাযশস্বী রুদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বাণ সহিত ঐ ধনু বিদেহস্থিত রাজর্ষি দেবরাতের হস্তে সমর্পণ করেন। রাম ! শত্রুপুরজয়ী এই বৈষ্ণব ধনুটিকে ভগবান্ বিষ্ণু ভৃগুবংশীয় ঋচীককে ন্যাসরূপে দান করেন। মহাতেজা ঋচীক প্রতিশোধ-বাসনাশূন্য নিজপুত্র মহাত্মা জমদগ্নিকে ঐ ধনু দান করেন। আমার পিতা ঐ জমদগ্নি তপস্যাবলে বলীয়ান্ হওয়ায় শস্ত্র ত্যাগ করেন। এইজন্য

পিতুর্মম দদৌ দিব্যং জমদগ্নের্মহাত্মনঃ।
ন্যস্তশস্ত্রে পিতরি মে তপোবলসমন্বিতে ॥২৩
অর্জুনো বিদধে মৃত্যুং প্রাকৃতাং বুদ্ধিমাস্থিতঃ।
বধমপ্রতিরূপস্তু পিতুঃ শ্রুত্বা সুদারুণম্‌ ॥
ক্ষত্রমুৎসাদয়ং রোষাজ্জাতং জাতমনেকশঃ ॥২৪
পৃথিবীং চাখিলাং প্রাপ্য কশ্যপায় মহাত্মনে।
যজ্ঞস্যান্তে দদৌ রামো দক্ষিণাং পুণ্যকর্মণে ॥২৫
দত্ত্বা মহেন্দ্রনিলয়স্তপোবলসমন্বিতঃ।
শ্রুত্বা তু ধনুষো ভেদং ততোঽহং দ্রুতমাগতঃ ॥২৬
তদেবং বৈষ্ণবং রাম পিতৃপৈতামহং মহৎ।
ক্ষত্রধর্মং পুরস্কৃত্য গৃহ্ণীষ্ব ধনুরুত্তমম্‌ ॥২৭
যোজয়স্ব ধনুঃশ্রেষ্ঠে শরং পরপুরঞ্জয়ম্‌।
যদি শক্তোঽসি কাকুৎস্থ দ্বন্দ্বং দাস্যামি তে ততঃ ॥২৮
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥৭৫

কার্তবীর্য্য-অর্জুন নীচবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে নিহত করে। তখন আমি অতিদারুণ ও বিসদৃশ পিতৃহত্যার সংবাদ শুনিয়া ক্রোধবশতঃ অনেকবার ক্ষত্রিয়জাতিকে নিহত করিয়াছি। অনন্তর সম্পূর্ণ পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া আমি যজ্ঞানুষ্ঠান করি এবং যজ্ঞশেষে পুণ্যকর্মা মহাত্মা কশ্যপকে দক্ষিণারূপে পৃথিবী দান করিয়াছি। অনন্তর মহেন্দ্রপর্বতে তপস্যাশক্তিসমন্বিত হইয়া বাস করিতেছি। এমন সময় শুনিলাম যে, তুমি হরধনু ভঙ্গ করিয়াছ, শুনিয়াই আমি অতি দ্রুতগতিতে এখানে আসিয়াছি।১৭ ২৬

রাম! এই সেই বৈষ্ণব ধনু—আমি পিতৃপিতামহক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছি। ক্ষত্রিয়ধর্মের গৌরব-রক্ষা করিয়া তুমি এই উত্তম ধনু গ্রহণ কর, এবং শত্রুপুরজয়ী বাণ এই শ্রেষ্ঠ ধনুতে যোজনা কর। কাকুৎস্থ! যদি তুমি ইহা করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে আমি মল্লযুদ্ধ করিবার সুযোগ দিব।২৭ ২৮

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[রামস্য পরশুরামং প্রতি বাক্যং, তত্তেজোহরণং, তৎপ্রার্থনয়া তত্তপস্যার্জিতলোকনাশঃ, পরশুরামস্য প্রস্থানং, দেবানাঞ্চ রামপ্রশংসা।]

শ্রুত্বা তু জামদগ্ন্যস্য বাক্যং দাশরথিস্তদা।
গৌরবাদ্‌ যন্ত্রিতকথঃ পিতু রামমথাব্রবীৎ ॥১
কৃতবানসি যৎকর্ম কৃতবানস্মি ভার্গব (ক)।
অনুরুধ্যামহে ব্রহ্মন্‌ পিতুরানৃণ্যমাস্থিতঃ ॥২
বীর্য্যহীনমিবাশক্তং ক্ষত্রধর্মেণ ভার্গব।
অবজানাসি মে তেজঃ পশ্য মেঽদ্য পরাক্রমম্‌ ॥৩
ইত্যুক্ত্বা রাঘবঃ ক্রুদ্ধো ভার্গবস্য বরায়ুধম্‌।
শরঞ্চ প্রতিজগ্রাহ হস্তাল্লঘুপরাক্রমঃ ॥৪

ষট্‌ সপ্ততিতম সর্গ।

[পরশুরামের প্রতি রামের বাক্য, তাঁহার তেজ হরণ, পরশুরামের প্রার্থনায় তাঁহার তপস্যার্জিত লোক নাশ, পরশুরামের প্রস্থান ও দেবগণ কর্তৃক রামের প্রশংসা।]

জমদগ্নিপুত্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া দশরথনন্দন পিতৃগৌরব-প্রদর্শনের জন্য বাক্‌সংযম করত তাঁহাকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্‌! ভৃগুকুলজাত! আপনি পিতৃবধের প্রতিশোধ লইবার জন্য যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা আমি শুনিয়াছি। আপনার ঐ কার্য্যকে উচিত বলিয়া অঙ্গীকারও করিতেছি। কিন্তু আপনি বীর্য্যহীনের ন্যায় ক্ষত্রিয়ধর্মপালনে অক্ষম মনে করিয়া আমাকেও অবজ্ঞা করিতেছেন। আপনি এখন আমার তেজ-পরাক্রম দর্শন করুন। এইরূপ বলিয়া শীঘ্রবিক্রম রাম অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং পরশুরামের হস্ত হইতে ঐ শ্রেষ্ঠধনু ও শর গ্রহণ করিলেন।১-৪

পাঠান্তর :—(ক) কৃতবানসি যৎ কর্ম ক্রতবানস্মি ভার্গব।

আরোপ্য স ধনু রামঃ শরং সজ্যং চকার হ।
জামদগ্ন্যং ততো রামং রামঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদিদম্ ॥৫
ব্রাহ্মণোঽসীতি পূজ্যো মে বিশ্বামিত্রকৃতেন চ।
তস্মাচ্ছক্তো ন তে রাম মোক্তুং প্রাণহরং শরম্ ॥৬
ইমাং বা ত্বদ্গতিং রাম তপোবলসমর্জিতান্।
লোকানপ্রতিমান্ বাপি হনিষ্যামীতি মে মতিঃ ॥৭
ন হ্যয়ং বৈষ্ণবো দিব্যঃ শরঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
মোঘঃ পততি বীর্য্যেণ বলদর্পবিনাশনঃ ॥৮
বরায়ুধধরং রামং দ্রষ্টুং সর্ষিগণাঃ সুরাঃ।
পিতামহং পুরস্কৃত্য সমেতাস্তত্র সর্বশঃ ॥৯
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব সিদ্ধ-চারণ-কিন্নরাঃ।
যক্ষ-রাক্ষস-নাগাশ্চ তদ্দ্রষ্টুং মহদদ্ভুতম্ ॥১০
জড়ীকৃতে তদা লোকে রামে বরধনুর্ধরে।
নির্বীর্য্যো জামদগ্ন্যোঽসৌ রামো রামমুদৈক্ষত ॥১১
তেজোভির্গতবীর্য্যত্বাজ্জামদগ্ন্যো জড়ীকৃতঃ।
রামং কমলপত্রাক্ষং মন্দং মন্দমুবাচ হ ॥১২

ধনুতে গুণযোজনা করিয়া শরসন্ধান করিলেন এবং অতিক্রুদ্ধ হইয়া জমদগ্নিপুত্রকে বলিলেন,—রাম! আপনি ব্রাহ্মণ বলিয়াই আমার পূজ্য, বিশেষতঃ গুরু বিশ্বামিত্রের ভগিনীর পৌত্র হওয়ায় অবশ্য পূজ্য। সেইজন্য আপনার প্রাণবিনাশী বাণ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। রাম! আমার ইচ্ছা হইতেছে যে—আমি এই বাণের দ্বারা আপনার এইরূপ উদ্ধত গতিশক্তি বিনাশ করি, যেহেতু নিজপ্রভাবে শত্রুপুরজয়ী দিব্য এই বৈষ্ণব শর কখনই নিষ্ফল হয় না। সেই সময় শ্রেষ্ঠধনুর্ধারী রামকে দর্শন করিবার জন্য ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ঋষিগণের সহিত দেবগণ, অপ্সরাগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, কিন্নরগণ, যক্ষ-রাক্ষস ও নাগগণ সেইস্থানে সমবেত হইলেন এবং অতি অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলেন। শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী রামের মধ্যে পরশুরামের বৈষ্ণব তেজ লীন হওয়ায় তেজের অভাবে পরশুরাম জড়ের মত হইয়া গেলেন। তখন বীর্য্যহীন জমদগ্নিনন্দন কিছুক্ষণ যাবৎ রামকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুতেজ ও তপস্যাশক্তি-রহিত

কাশ্যপায় ময়া দত্তা যদা পূর্বং বসুন্ধরা।
বিষয়ে মে ন বস্তব্যমিতি মাং কাশ্যপোঽব্রবীৎ ॥১৩
সোঽহং গুরুবচঃ কুর্বন্ পৃথিব্যাং ন বসে নিশাম্।
তদাপ্রভৃতি কাকুৎস্থ কৃতা মে কাশ্যপস্য হ ॥১৪
তামিমাং মদ্গতিং বীর হন্তুং নার্হসি রাঘব।
মনোজবং গমিষ্যামি মহেন্দ্রং পর্বতোত্তমম্ ॥১৫
লোকাস্ত্বপ্রতিমা রাম নির্জিতাস্তপসা ময়া।
জহি তাঞ্ছরমুখ্যেন মা ভূৎকালস্য পর্য্যয়ঃ ॥১৬
অক্ষয্যং মধুহন্তারং জানামি ত্বাং সুরেশ্বরম্।
ধনুষোঽস্য পরামর্শাৎ স্বস্তি তেঽস্তু পরন্তপ ॥১৭
এতে সুরগণাঃ সর্বে নিরীক্ষন্তে সমাগতাঃ।
ত্বামপ্রতিমকর্মাণমপ্রতিদ্বন্দ্বমাহবে ॥১৮
ন চেয়ং তব কাকুৎস্থ ব্রীড়া ভবিতুমর্হতি।
ত্বয়া ত্রৈলোক্যনাথেন যদহং বিমুখীকৃতঃ ॥১৯
শরমপ্রতিমং রাম মোক্তুমর্হসি সুব্রত।
শরমোক্ষে গমিষ্যামি মহেন্দ্রং পর্বতোত্তমম্ ॥২০

হওয়ায় জড়তুল্য জামদগ্ন্য কমলনয়ন রামকে মৃদুভাবে বলিলেন,—পূর্বে আমি যখন কশ্যপকে পৃথিবী দান করিয়াছিলাম, তখন কশ্যপ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, 'আমার রাজ্যে তুমি বাস করিও না।' যেদিন আমি কশ্যপকে পৃথিবীদান করিলাম, সেই দিন হইতে গুরু কশ্যপের বাক্যানুসারে একরাত্রিও পৃথিবীতে বাস করি না। রাঘব! বীর! তুমি আমার এই গতিশক্তি বিনষ্ট করিও না। আমি মনের মত অতিদ্রুতগতিতে শ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রপর্বতে গমন করিব। রাম! আমি তপস্যা দ্বারা যে সকল দিব্যলোক উপার্জন করিয়াছি, তুমি এই শ্রেষ্ঠবাণের দ্বারা ঐ লোকসমূহ বিনষ্ট কর। কালবিলম্ব যেন না হয়। তুমি যে দেবশ্রেষ্ঠ অবিনাশী মধুসূদন, তাহা এই বৈষ্ণবধনু আকর্ষণ করাতেই আমি জানিতে পারিয়াছি। শত্রুনাশন! তোমার মঙ্গল হউক।১৫-১৭

তুমি অদ্ভুতকর্মকারী ও যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই দেবগণ সমবেত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন। কাকুৎস্থ! তুমি ত্রিভুবনের অধীশ্বর। তুমি যে আমাকে বিমুখ

তথা ব্রুবতি রামে তু জামদগ্ন্যে প্রতাপবান্।
রামো দাশরথিঃ শ্রীমাংশ্চিক্ষেপ শরমুত্তমম্ ॥২১
স হতান্ দৃশ্য রামেণ স্বাঁল্লোকাংস্তপসার্জিতান্।
জামদগ্ন্যো জগামাশু মহেন্দ্রং পর্বতোত্তমম্ ॥২২
ততো বিতিমিরাঃ সর্বা দিশশ্চোপদিশস্তথা।
সুরাঃ সর্ষিগণা রামং প্রশশংসুরুদায়ুধম্ ॥২৩
রামং দাশরথিং রামো জামদগ্ন্যঃ প্রপূজিতঃ।
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য জগামাত্মগতিং প্রভুঃ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে ষট্সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

করিয়াছ—ইহাতে আমার লজ্জা হইতে পারে না। সুব্রত রাম! তুমি এই অদ্ভুত শরত্যাগ কর। শর পরিত্যাগ করিলে আমি মহেন্দ্রপর্বতে গমন করিব। জমদগ্নিতনয় পরশুরাম এইরূপ বলিতে থাকিলে প্রতাপশালী শ্রীমান্ দশরথনন্দন শ্রেষ্ঠ বাণটি নিক্ষেপ করিলেন।১৮-২১

তখন পরশুরাম তপস্যা দ্বারা উপার্জিত স্বীয় দিব্য লোকসমূহকে বিনষ্ট দেখিয়া মহেন্দ্রপর্বতে গমন করিলেন। পরশুরাম চলিয়া যাওয়ায় দিক্সমূহ অন্ধকারনাশের ফলে নির্মল হইল। ঋষিগণসহিত সকল দেবতা ধনুর্ধারী রামের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাবীর পরশুরাম পূজিত হইয়া দশরথতনয় রামকে প্রদক্ষিণ করত স্বস্থানে গমন করিলেন।২২-২৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষট্সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[রামবাক্যেন দশরথস্যাযোধ্যাগমনম্, অন্তঃপুরপ্রবেশঃ, তৎপত্নীনাঞ্চ বধূবরণম্, ভরতস্য পিতৃ-নির্দেশেন মাতুলালয়গমনম্, রামস্য চ পিতৃশুশ্রূষাদি।]

গতে রামে প্রশান্তাত্মা রামো দাশরথির্ধনুঃ।
বরুণায়াপ্রমেয়ায় দদৌ হস্তে মহাযশাঃ ॥১
অভিবাদ্য ততো রামো বসিষ্ঠপ্রমুখান্ ঋষীন্।
পিতরং বিকলং দৃষ্ট্বা প্রোবাচ রঘুনন্দনঃ ॥২
জামদগ্ন্যো গতো রামঃ প্রযাতু চতুরঙ্গিণী।
অযোধ্যাভিমুখী সেনা ত্বয়া নাথেন পালিতা ॥৩
রামস্য বচনং শ্রুত্বা রাজা দশরথঃ সুতম্।
বাহুভ্যাং সংপরিষ্বজ্য মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় রাঘবম্ ॥৪
গতো রাম ইতি শ্রুত্বা হৃষ্টঃ প্রমুদিতো নৃপঃ।
পুনর্জাতং তদা মেনে পুত্রমাত্মানমেব চ ॥৫
চোদয়ামাস তাং সেনাং জগামাশু ততঃ পুরীম্।
পতাকাধ্বজিনীং রম্যাং তূর্যোদ্‌ঘুষ্টনিনাদিতাম্ ॥৬

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ

[রামের বাক্যানুসারে দশরথের অযোধ্যাগমন, অন্তঃপুরপ্রবেশ এবং তাঁহার (দশরথের) পত্নীগণের বধূবরণ, পিতার আদেশে ভরতের মাতুলালয়গমন ও রামের পিতৃশুশ্রূষাদি।]

পরশুরাম গমন করিলে পর দাশরথি রাম শান্ত হইলেন এবং সমাগত দেবগণমধ্যে অবস্থিত অপরিমিত-শক্তি বরুণকে ঐ বৈষ্ণবধনু প্রদান করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণকে অভিবাদনপূর্বক দশরথকে বিহ্বল দেখিয়া রঘুনন্দন রাম বলিলেন,—জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম চলিয়া গিয়াছেন। এখন এই চতুরঙ্গিণী সেনা আপনার দ্বারা রক্ষিত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করুক। রাজা দশরথ রামের বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গনপূর্বক তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। পরশুরাম চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া আনন্দিত ও পুলকিত রাজা দশরথ নিজেকে ও পুত্র রামকে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত মনে করিলেন।১-৫

অনন্তর তিনি সৈন্যগণকে যাইতে আদেশ দিলেন

সিক্তরাজপথারম্যাং প্রকীর্ণকুসুমোৎকরাম্।
রাজপ্রবেশসুমুখৈঃ পৌরৈর্মঙ্গলপাণিভিঃ ॥৭
সম্পূর্ণাং প্রাবিশদ্ রাজা জনৌঘৈঃ সমলঙ্কৃতাম্।
পৌরৈঃ প্রত্যুদ্গতো দূরং দ্বিজৈশ্চ পুরবাসিভিঃ ॥৮
পুত্রৈরনুগতঃ শ্রীমান্ শ্রীমদ্ভিশ্চ মহাযশাঃ।
প্রবিবেশ গৃহং রাজা হিমবৎ সদৃশং প্রিয়ম্ ॥৯
ননন্দ স্বজনৈ রাজা গৃহে কামৈঃ সুপূজিতঃ।
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ সুমধ্যমা ॥১০
বধূপ্রতিগ্রহে যুক্তা যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ।
ততঃ সীতাং মহাভাগামূর্মিলাঞ্চ যশস্বিনীম্ ॥১১
কুশধ্বজসুতে চোভে জগৃহুর্নৃপযোষিতঃ।
মঙ্গলালাপনৈর্হোমৈঃ শোভিতাঃ ক্ষৌমবাসসঃ ॥১২
দেবতায়তনান্যাশু সর্বাস্তাঃ প্রত্যপূজয়ন্।
অভিবাদ্যাভিবাদ্যাংশ্চ সর্বা রাজসুতাস্তদা ॥১৩

রেমিরে মুদিতাঃ সর্বা ভর্তৃভিঃ সহিতা রহঃ।
কৃতদারাঃ কৃতাস্ত্রাশ্চ (ক) সধনাঃ সসুহৃজ্জনাঃ ॥১৪
শুশ্রূষমাণাঃ পিতরং বর্তয়ন্তি নরর্ষভাঃ।
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য রাজা দশরথঃ সুতম্ ॥১৫
ভরতং কৈকয়ীপুত্রমব্রবীদ্ রঘুনন্দনঃ।
অয়ং কৈকয়রাজস্য পুত্রো বসতি পুত্রক ॥১৬
ত্বাং নেতুমাগতো বীরো যুধাজিন্মাতুলস্তব।
শ্রুত্বা দশরথস্যৈতদ্ ভরতঃ কৈকয়ীসুতঃ ॥১৭
গমনায়াভিচক্রাম শত্রুঘ্নসহিতস্তদা।
আপৃচ্ছ্য পিতরং শূরো রামং চাক্লিষ্টকারিণম্ ॥১৮
মাতৃশ্চাপি নরশ্রেষ্ঠঃ শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ।
যুধাজিৎ প্রাপ্য ভরতং সশত্রুঘ্নং প্রহর্ষিতঃ ॥১৯

এবং অতিসত্বর অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় অযোধ্যানগরী ক্ষুদ্র বৃহৎ বিচিত্র পতাকাসমূহে রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। তূর্য্য আদি বাদ্যের ধ্বনিতে মুখরিত হইয়াছে। রাজপথসমূহ সিক্ত ও কুসুমরাশি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। মাঙ্গলিক দ্রব্য হস্তে ধারণ করিয়া পুরবাসিগণ দশরথের প্রবেশের জন্য প্রসন্নমুখে অপেক্ষা করিতেছে। রাজা অগণিত জনগণকর্তৃক পরিব্যাপ্ত অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। পৌরজন ও পুরবাসী ব্রাহ্মণগণ দূর হইতে রাজার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। মহাযশস্বী দশরথ শ্রীমান্ পুত্রগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া হিমালয়তুল্য নিজভবনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে স্বজনগণ কর্তৃক বহু কাম্যবস্তু দ্বারা পূজিত হইয়া আনন্দিত হইলেন। এদিকে অন্তঃপুরে রাজমহিষী কৌশল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ী বধূগণকে বরণপূর্বক গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। অন্যান্য রাজমহিষীগণও সেই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। অনন্তর রাজমহিষীগণ সৌভাগ্যবতী সীতাকে, যশস্বিনী উর্মিলাকে ও কুশধ্বজকন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তিকে গ্রহণ করিলেন। বধূগণ সকলেই পট্টবস্ত্রধারিণী ও মাঙ্গলিক চন্দনাদি দ্বারা শোভিতা ছিলেন। রাজকন্যাগণ অন্তপুরে প্রণম্যগণকে প্রণাম করিয়া দেবমন্দিরে শীঘ্র গমন করত পূজাদি সম্পন্ন করিলেন।৬-১৩

পরে একান্তে নিজ পতির সহিত মিলিত হইয়া আনন্দের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। বিবাহিত অস্ত্রবিৎ ধনবান্ সুহৃৎপরিবৃত রাজপুত্রগণ পিতার শুশ্রূষা করিতে করিতে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুদিন অতীত হইলে রঘুনন্দন রাজা দশরথ কৈকেয়ীপুত্র ভরতকে বলিলেন,—বৎস! কেকয়রাজের পুত্র তোমার মাতুল বীর যুধাজিৎ তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন। কৈকেয়ীতনয় ভরত দশরথের বাক্য শুনিয়া শত্রুঘ্নের সহিত মাতুলালয়ে যাইতে উদ্যত হইলেন। মহাবীর নরশ্রেষ্ঠ ভরত ও শত্রুঘ্ন পিতাকে, মাতৃগণকে ও অক্লিস্টকারী রামকে আমন্ত্রণ করিয়া গমন করিলেন। যুধাজিৎ শত্রুঘ্নসহিত ভরতকে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তাহাদিগকে লইয়া তিনি স্বীয় নগরীতে প্রবেশ করিলেন। ইহাতে তাঁহার

নিম্নলিখিত শ্লোকার্ধটি গ্রন্থবিশেষে ১৪ নং শ্লোকের মধ্যে দেখা যায়—

কুমারাশ্চ মহাত্মানো বীর্য্যেণাপ্রতিমা ভুবি॥

পাঠান্তর :—(ক) কৃতদারাঃ কৃতজ্ঞাশ্চ—।

স্বপুরং প্রাবিশদ্ বীরঃ পিতা তস্য তুতোষ হ।
গতে চ ভরতে রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ ॥২০
পিতরং দেবসঙ্কাশং পূজয়ামাসতুস্তদা।
পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য পৌরকার্য্যাণি সর্বশঃ ॥২১
চকার রামঃ সর্বাণি প্রিয়াণি চ হিতানি চ।
মাতৃভ্যো মাতৃকার্য্যাণি কৃত্বা পরমযন্ত্রিতঃ ॥২২
গুরূণাং গুরুকার্য্যাণি কালে কালেঽন্ববৈক্ষত।
এবং দশরথঃ প্রীতো ব্রাহ্মণা নৈগমাস্তথা ॥২৩
রামস্য শীলবৃত্তেন সর্বে বিষয়বাসিনঃ।
তেষামতিযশা লোকে রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥২৪
স্বয়ম্ভূরিব ভূতানাং বভূব গুণবত্তরঃ।
রামশ্চ সীতয়া সার্ধং বিজহার বহূন্ ঋতূন্ ॥২৫
মনস্বী তদ্গতমনাস্তস্যা হৃদি সমর্পিত
প্রিয়া তু সীতা রামস্য দারাঃ পিতৃকৃতা ইতি ॥২৬
গুণাদ্ রূপ-গুণাচ্চাপি প্রীতির্ভূয়োঽভিবর্ধতে।
তস্যাশ্চ ভর্তা দ্বিগুণং হৃদয়ে পরিবর্ততে ॥২৭
অন্তর্গতমপি ব্যক্তমাখ্যাতি হৃদয়ং হৃদা।
তস্য ভূয়ো বিশেষেণ মৈথিলী জনকাত্মজা ॥
দেবতাভিঃ সমা রূপে সীতা শ্রীরিব রূপিণী ॥২৮
তয়া স রাজর্ষিসুতোঽভিকাময়া
সমেয়িবানুত্তমরাজকন্যয়া।
অতীব রামঃ শুশুভে মুদান্বিতো
বিভুঃ শ্রিয়া বিষ্ণুরিবামরেশ্বরঃ ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

আদিকাণ্ডং সম্পূর্ণম্।

বালকাণ্ডে তু সর্গাণাং কথিতা সপ্তসপ্ততিঃ। শ্লোকানাং দ্বে সহস্রে চ পঞ্চাশচ্চ শতদ্বয়ম্ ॥১
বালে বালেন কল্পেন কৃত্বা সংরক্ষণং ক্রতোঃ। সীতা অঙ্কে ধৃতা যেন স রামঃ পাতু নঃ সদা ॥২

পিতা কেকয়রাজ সন্তুষ্ট হইলেন। ভরত মাতুলালয়ে গমন করিলে মহাবলবান্ রাম ও লক্ষ্মণ দেবতুল্য পিতাকে পূজা করিতে লাগিলেন। পিতার আদেশ গ্রহণ করিয়া পুরবাসীদের প্রিয় ও হিতকর কার্য্যসমূহ সর্বতোভাবে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রবিধি-নিয়ন্ত্রিত হইয়া যথাসময়ে মাতৃগণের প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান পূর্বক অন্যান্য গুরুজনের যথাবিহিত কর্তব্যকর্ম করিতে লাগিলেন। রামের স্বভাব ও আচরণে দশরথ অতীব প্রীত হইলেন। ব্রাহ্মণ হইতে বণিক্ পর্য্যন্ত রাজ্যবাসী সকল প্রজাই অতি প্রীত হইলেন। ভ্রাতৃগণের মধ্যে রাম অধিক যশস্বী ও যথার্থ বিক্রমশালী। প্রাণীদের মধ্যে যেমন ব্রহ্মা সমধিক গুণবান্, ভ্রাতৃগণের মধ্যে রামও ঐরূপ অধিকগুণবান্। মনস্বী রাম সীতার হৃদয়ে বাস করত সীতাতে মন সমর্পণপূর্বক তাঁহার সহিত দ্বাদশবৎসর যাবৎ বিহার করিলেন। সীতা জনকরাজ-কর্তৃক প্রদত্তা পত্নী বলিয়াই রামের অতি প্রিয়া, তাহার উপর আবার রূপ ও গুণের আধিক্য থাকায় সীতার প্রতি রামের প্রীতি দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল। মূর্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপা দেবতাসদৃশরূপলাবণ্যবতী জনকতনয়া নিজহৃদয়ে রামের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেন বলিয়া মনে হইত যেন, তাঁহার হৃদয়ে পতি দ্বিগুণভাবে বর্ধিত হইতেছেন। রাজর্ষি দশরথের পুত্র রাম মনোমুগ্ধকারিণী শ্রেষ্ঠরাজকন্যা সীতার সহিত মিলিত হইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। দেবশ্রেষ্ঠ বিভু বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত মিলিত হইয়া যেরূপ শোভিত হন, জানকীর সহিত মিলনে রামও সেইরূপ শোভিত হইলেন।১৪-২৯

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত

আদিকাণ্ড সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীভগবন্নামমহিমা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঁকারনাথ

দ্বিতীয় বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৭০]

[নবম সংখ্যা—দোলযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ-প্রবর্তিত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

---

*　　*　　*

যুগ্ম-সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫.০০ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচার সঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৭০।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি), শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত-শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্ত্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিক পত্র, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি. বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশের চেষ্টা চলিতেছে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

নিবেদন

শ্রীশ্রীঠাকুর দিগম্বুই সাধনসমিতির সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে ও পরমগুরুদেবের আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে আর্য্যশাস্ত্রের বহুল প্রচার কামনায় প্রথম বৎসরের আর্য্যশাস্ত্রের বার্ষিক মূল্য ১৫'০০ টাকার স্থলে ১০'০০ টাকা করিয়া দিয়াছেন।

অযোধ্যাকাণ্ডম্

প্রথমঃ সর্গঃ

[শত্রুঘ্নেন সহ ভরতস্য মাতুলালয়গমনম্, রামস্য জন্মহেতুকথনম্ তদ্‌গুণকীর্তনঞ্চ, রামস্যাভিষেকার্থং দশরথস্য চিন্তা, অমাত্যৈঃ সহ সংমন্ত্র্য যৌবরাজ্যাভিষেকে নিশ্চয়ঃ, মহীপালানামন্ত্রয়িতুম্ অমাত্যং প্রতি দশরথস্যাদেশঃ, দশরথসমীপে রাজ্ঞাং গমনঞ্চ]

গচ্ছতা মাতুলকুলং ভরতেন তদানঘঃ।
শত্রুঘ্নো নিত্যশত্রুঘ্নো নীতঃ প্রীতিপুরস্কৃতঃ ॥১
স তত্র ন্যবসদ্ ভ্রাত্রা সহ সংকারসংকৃতঃ।
মাতুলেনাশ্বপতিনা পুত্রস্নেহেন লালিতঃ ॥২
তত্রাপি নিবসন্তৌ তৌ তর্প্যমাণৌ চ কামতঃ।
ভ্রাতরৌ স্মরতাং বীরৌ বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্ ॥৩
রাজাপি তৌ মহাতেজাঃ সস্মার প্রোষিতৌ সুতৌ
উভৌ ভরত-শত্রুঘ্নৌ মহেন্দ্র-বরুণোপমৌ ॥৪
সর্ব এব তু তস্যেষ্টাশ্চত্বারঃ পুরুষর্ষভাঃ।
স্বশরীরাদ্ বিনির্বৃত্তাশ্চত্বার ইব বাহবঃ ॥৫
তেষামপি মহাতেজা রামো রতিকরঃ পিতুঃ।
স্বয়ম্ভূরিব ভূতানাং বভূব গুণবত্তরঃ ॥৬
স হি দেবৈরুদীর্ণস্য রাবণস্য বধার্থিভিঃ।
অর্থিতো মানুষে লোকে জজ্ঞে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥৭
কৌসল্যা শুশুভে তেন পুত্রেণামিততেজসা।
যথা বরেণ দেবানামদিতির্বজ্রপাণিনা ॥৮
স হি রূপোপপন্নশ্চ বীর্য্যবানসূয়কঃ।
ভূমাবনুপমঃ সূনুর্গুণৈর্দশরথোপমঃ ॥৯
স চ নিত্যং প্রশান্তাত্মা মৃদুপূর্বঞ্চ ভাষতে।
উচ্যমানোঽপি পুরুষং নোত্তরং প্রতিপদ্যতে ॥১০
কদাচিদুপকারেণ কৃতেনৈকেন তুষ্যতি।
ন স্মরত্যপকারাণাং শতমপ্যাত্মবত্তয়া ॥১১
শীলবৃদ্ধৈর্জ্ঞানবৃদ্ধৈর্বয়োবৃদ্ধৈশ্চ সজ্জনৈঃ।
কথয়ন্নাস্ত বৈ নিত্যমস্ত্রযোগ্যান্তরেষ্বপি ॥১২

প্রথম সর্গ

[শত্রুঘ্নের সহিত ভরতের মাতুলালয় গমন, সেইস্থানে অবস্থান, রামের জন্মহেতু কথন ও তাঁহার গুণকীর্তন, রামের অভিষেকের জন্য দশরথের চিন্তা, অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষেকের জন্য নিশ্চয়তা, মহীপালগণকে আমন্ত্রণ করিবার জন্য অমাত্যের প্রতি দশরথের আদেশ এবং দশরথের নিকট রাজগণের গমন।]

ভরত মাতুলালয়ে গমন করিবার সময় কামক্রোধাদি সহজ শত্রুজয়কারী নিষ্পাপ শত্রুঘ্নকে প্রীতিবশতঃ সঙ্গে লইয়া গেলেন। মাতুলালয়ে ভরত ভ্রাতার সহিত নানাবিধ সংকারে সংকৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং মাতুল যুধাজিৎ পুত্রতুল্য স্নেহে তাহাদের দুই ভ্রাতাকে লালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বীর ভরত ও শত্রুঘ্ন ইচ্ছানুরূপ ভোগ্যবস্তু পাইয়া তৃপ্ত হইলেও এবং বহুদূরে কেকয়দেশে বাস করিতে থাকিলেও বৃদ্ধ পিতা দশরথকে সর্বদা স্মরণ করিতেন। মহাতেজা রাজা দশরথও ইন্দ্র ও বরুণতুল্য বিদেশস্থিত দুইপুত্রকে স্মরণ করিতেন। মহারাজ দশরথের নরোত্তম চারিটী পুত্রই অতিশয় প্রিয় ছিলেন। চতুর্ভুজ পুরুষের চারিটী বাহু যেমন নিজ শরীর হইতে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ দশরথের শরীর হইতে চারিটি পুত্রই উৎপন্ন হইয়াছিলেন! কিন্তু সকল পুত্রের মধ্যে মহাতেজা রাম পিতা দশরথের অতিশয় সুখপ্রদ ছিলেন! যেহেতু প্রাণিগণের মধ্যে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার ন্যায় রাম সর্বাপেক্ষা অধিক গুণভূষিত ছিলেন। রাম স্বয়ং সনাতন বিষ্ণু। উদ্ধত রাবণের সংহারেচ্ছু দেবগণের প্রার্থনায় তিনি মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

বুদ্ধিমান্ মধুরাভাষী পূর্বভাষী প্রিয়ংবদঃ।
বীর্য্যবান্ন চ বীর্য্যেণ মহতা স্বেন বিস্মিতঃ ॥১৩
ন চানৃতকথো বিদ্বান্ বৃদ্ধানাং প্রতিপূজকঃ।
অনুরক্তঃ প্রজাভিশ্চ প্রজাশ্চাপ্যনুরজ্যতে ॥১৪
সানুক্রোশো জিতক্রোধো ব্রাহ্মণপ্রতিপূজকঃ।
দীনানুকম্পী ধর্মজ্ঞো নিত্যং প্রগ্রহবান্ শুচিঃ ॥১৫
কুলোচিতমতিঃ ক্ষাত্রং স্বধর্মং বহু মন্যতে।
মন্যতে পরয়া কীর্ত্যা (ক) মহৎ স্বর্গফলং ততঃ ॥১৬
নাশ্রেয়সি রতো যশ্চ ন বিরুদ্ধকথারুচিঃ।
উত্তরোত্তরযুক্তীনাং বক্তা বাচস্পতির্যথা ॥১৭
অরোগস্তরুণো বাগ্মী বপুষ্মান্ দেশ-কালবিৎ।
লোকে পুরুষসারজ্ঞঃ সাধুরেকো বিনির্মিতঃ ॥১৮
স তু শ্রেষ্ঠৈর্গুণৈর্যুক্তঃ প্রজানাং পার্থিবাত্মজঃ।
বহিশ্চর ইব প্রাণো বভূব গুণতঃ প্রিয়ঃ ॥১৯

সর্ববিদ্যাব্রতস্নাতো যথাবৎ সাঙ্গবেদবিৎ।
ইষ্বস্ত্রে চ পিতুঃ শ্রেষ্ঠো বভূব ভরতাগ্রজঃ ॥২০
কল্যাণাভিজনঃ সাধুরদীনঃ সত্যবাগৃজুঃ।
বৃদ্ধৈরভিবিনীতশ্চ দ্বিজৈর্ধর্মার্থদর্শিভিঃ ॥২১
ধর্ম-কামার্থতত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্।
লৌকিকে সময়াচারে কৃতকল্পো বিশারদঃ ॥২২
নিভৃতঃ সংবৃতাকারো গুপ্তমন্ত্রঃ সহায়বান্।
অমোঘক্রোধ-হর্ষশ্চ ত্যাগ-সংযমকালবিৎ ॥২৩
দৃঢ়ভক্তিঃ স্থিরপ্রজ্ঞো নাসদ্গ্রাহী ন দুর্বচঃ।
নিস্তন্দ্রীরপ্রমত্তশ্চ স্বদোষ-পরদোষবিৎ ॥২৪
শাস্ত্রজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ পুরুষান্তরকোবিদঃ।
যঃ প্রগ্রহানুগ্রহয়োর্যথান্যায়ং বিচক্ষণঃ ॥২৫
সৎসংগ্রহানুগ্রহণে স্থানবিন্নিগ্রহস্য চ।
আয়কর্মণ্যুপায়জ্ঞঃ সন্দৃষ্টব্যয়কর্মবিৎ ॥২৬

দেবমাতা আদিতি যেমন দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের দ্বারা শোভিত হইয়া থাকেন, অপরিমিততেজস্বী রামের দ্বারা কৌশল্যাও সেইরূপ শোভিত হইয়াছেন। মহাবীর রাম পরম সৌন্দর্য্যবান্ ও অসূয়ারহিত ছিলেন। পৃথিবীতে তাঁহার গুণের উপমা ছিলনা। তিনি সর্ববিষয়ে দশরথের তুল্য ছিলেন, সর্বদা শান্তস্বভাব রাম মৃদুভাবে কথা বলিতেন। কেহ যদি তাঁহার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিত, তিনি নিরুত্তর থাকিতেন।১-১০

কেহ যদি কখনও কিঞ্চিৎ উপকার করিত, তাহা হইলে ঐ একটি মাত্র উপকারের দ্বারাই চিরকাল সন্তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু কেহ যদি শত শত অপকার করিত, তাহা হইলেও তিনি উদারতা-বশতঃ তার অপকারের কথা মনে রাখিতেন না। শ্রীমান্ রাম অস্ত্রবিদ্যাভ্যাসে রত থাকিলেও অবসর সময়ে সৎস্বভাবসম্পন্ন, জ্ঞানবৃদ্ধ ও সজ্জন বয়োবৃদ্ধব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া সর্বদা নানাবিষয় আলাপ করিতেন। বুদ্ধিমান্ রাম মধুরভাবে হিতকর বাক্য বলিতেন। সাধারণ ব্যক্তির সহিত ব্যবহারেও তিনি প্রথমেই কথা বলিতেন। তিনি মহাবীর ছিলেন, কিন্তু বীরত্বের জন্য গর্বিত ছিলেন না! বিদ্বান্ রাম কখনও মিথ্যা কথা বলিতেন না! সর্বদা বয়োজেষ্ঠ্যগণের সম্মান করিতেন। তিনি প্রজাগণের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন, প্রজাগণও তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিল। সকলের প্রতি সদয় থাকিলেও দীনজনের প্রতি সর্বদা তাঁহার দয়াদৃষ্টি ছিল। পরমপবিত্র রাম ক্রোধশূন্য, ব্রাহ্মণপূজাকারী, ধর্মপরায়ণ ও অধর্মের নিগ্রহকারী ছিলেন। তিনি বংশানুরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন এবং ঐ ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করিলেই শ্রেষ্ঠ কীর্তি ও মহৎ স্বর্গফল লাভ হয়, ইহাও মনে করিতেন। তিনি অমঙ্গলজনক কর্মে প্রবৃত্ত হইতেন না। ধর্ম বিরুদ্ধ আলাপে রুচিহীন ছিলেন। বিবাদ সময়ে তিনি বৃহস্পতির ন্যায় ক্রমশঃ বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিতেন। অপরূপদেহসম্পন্ন তরুণ রাম সর্বদা ব্যাধিশূন্য সুবক্তা দেশকালজ্ঞ ও পুরুষগণের বলাবলনির্বাচনে সমর্থ ছিলেন। তিনি এই সংসারে অদ্বিতীয় সাধুরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। সর্বগুণভূষিত দাশরথি রাম প্রজাগণের বহিশ্চর প্রাণতুল্য ছিলেন ও নিজগুণপ্রভাবে প্রাণতুল্য প্রিয় হইয়াছিলেন। ভরতাগ্রজ শ্রীমান্ রাম যথারীতি

পাঠান্তরঃ—(ক) মন্যতে পরয়া প্রীত্যা—।

শ্রৈষ্ঠ্যং চাস্ত্রসমূহেষু প্রাপ্তো ব্যামিশ্রকেষু চ।
অর্থ-ধর্মৌ চ সংগৃহ্য সুখতন্ত্রো ন চালসঃ ॥২৭
বৈহারিকাণাং শিল্পানাং বিজ্ঞাতার্থবিভাগবিৎ।
আরোহে বিনয়ে চৈব যুক্তো বারণ-বাজিনাম্ ॥২৮
ধনুর্বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো লোকেঽতিরথসম্মতঃ।
অভিযাতা প্রহর্তা চ সেনানয়বিশারদঃ ॥২৯
অপ্রধৃষ্যশ্চ সংগ্রামে ক্রুদ্ধৈরপি সুরাসুরৈঃ।
অনসূয়ো জিতক্রোধো ন দৃপ্তো ন চ মৎসরী ॥৩০
নাবজ্ঞেয়শ্চ ভূতানাং ন চ কালবশানুগঃ।
এবং শ্রেষ্ঠৈগুণৈর্যুক্তঃ প্রজানাং পার্থিবাত্মজঃ ॥৩১
সম্মতস্ত্রিষু লোকেষু বসুধায়াঃ ক্ষমাগুণৈঃ।
বুদ্ধ্যা বৃহস্পতেস্তুল্যো বীর্য্যে চাপি শচীপতেঃ ॥৩২
তথা সর্বপ্রজাকান্তৈঃ প্রীতিসঞ্জননৈঃ পিতুঃ।
গুণৈর্বিরুরুচে রামো দীপ্তঃ সূর্য্য ইবাংশুভিঃ ॥৩৩
তমেবং বৃত্তসম্পন্নমপ্রধৃষ্যপরাক্রমম্।
লোকনাথোপমং নাথমকাময়ত মেদিনী ॥৩৪
এতৈস্তু বহুভির্যুক্তং গুণৈরনুপমৈঃ সুতম্।
দৃষ্ট্বা দশরথো রাজা চক্রে চিন্তাং পরন্তপঃ ॥৩৫
অথ রাজ্ঞো বভূবৈবং বৃদ্ধস্য চিরজীবিনঃ।
প্রীতিরেষাং কথং রামো রাজা স্যান্ ময়ি জীবতি ॥৩৬

বেদাঙ্গ সহিত সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সকল বিদ্যা গ্রহণের পর সমাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু ধনুর্বিদ্যায় পিতা দশরথ হইতেও অধিক নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিলেন।১১-২০

কল্যাণের আকর, সাধুচরিত্র, সর্বদা দৈন্যরহিত, সত্যবাদী, সরল রাম ধর্মার্থদর্শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকর্তৃক বিশেষভাবে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি ধর্ম, কাম ও অর্থবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি ও প্রতিভা ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি লৌকিক ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে সুদক্ষ ছিলেন। সর্বত্রই তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। শ্রীমান্ রাম বিনীত হইলেও তাঁহার অভিপ্রায় অতিনিগূঢ় ছিল, তিনি মন্ত্রণাদিবিষয় গোপনে রাখিতে পারিতেন এবং বহু সহায়যুক্ত হইয়া থাকিতেন। তাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ নিষ্ফল ছিল না। তিনি অর্থের ব্যয় ও উপার্জনের বিধি সম্যগ্‌রূপে জানিতেন। গুরুজনের প্রতি অতিশয় ভক্তিমান্ এবং দৃঢ়সঙ্কল্প রাম কখনও অসদ্‌বস্তু গ্রহণ করিতেন না এবং দুর্বাক্য বলিতেন না। তিনি সর্বদা আলস্যহীন ও প্রমাদ শূন্য থাকিতেন। নিজের ও অপরের দোষ জানিবার শক্তি তাঁহার ছিল।২১-২৪

তিনি ছিলেন শাস্ত্রবিৎ, কৃতজ্ঞ ও অন্যের মনোভাব বুঝিতে সমর্থ। বিধান অনুসারে নিগ্রহ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। তিনি সজ্জনগণের সংগ্রহে ও পালনে এবং দুষ্টগণের দমনে দেশ ও কালের অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিতেন! ভ্রমর যেমন পুষ্পকে পীড়িত না করিয়া মধু আহরণ করে, সেইরূপ রামও প্রজাগণকে পীড়িত না করিয়া রাজস্বগ্রহণ করিতে পটু ছিলেন। যেমন অর্থ উপার্জনের সকল উপায় জানিতেন, তেমনই নিয়মানুসারে অর্থ ব্যয় করিতেও জানিতেন। তাঁহার নানা শাস্ত্রে ও বিবিধভাষায় লিখিত নাটক প্রভৃতিতে শ্রেষ্ঠতা ছিল। বিলাসিতার জন্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ সঙ্গীতাদি শিল্পবিদ্যায় তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। হস্তী ও অশ্বের শিক্ষাদানে ও আরোহণে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। ধনুর্বেদনিপুণ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া রাম সংসারে অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সৈন্য পরিচালনায় অতিদক্ষরাম শত্রুকে আক্রমণ ও প্রতিহত করিতে পারিতেন! যুদ্ধক্ষেত্রে দেবতা অসুর প্রভৃতি কুপিত হইয়া ও তাঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইত না। তিনি অসূয়াশূন্য ছিলেন এবং ক্রোধকে জয় করিয়াছিলেন। দর্প ও মাৎসর্য্য তাঁহার ছিলনা। শ্রীমান্ রাম কাহারও অবজ্ঞার পাত্র ছিলেন না, এবং কালের বশীভূত ছিলেন না। দশরথতনয় এই সকল শ্রেষ্ঠগুণে ভূষিত হওয়ায় প্রজাগণের অতিশয় প্রিয় ও ত্রিলোকপূজ্য হইয়াছিলেন। তিনি ক্ষমাগুণে পৃথিবীতুল্য, বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য ও বীরত্বে ইন্দ্রের তুল্য ছিলেন। ২৫-৩২

এষা হ্যস্য পরা প্রীতির্হৃদি সংপরিবর্ত্ততে।
কদা নাম সুতং দ্রক্ষ্যাম্যভিষিক্তমহং প্রিয়ম্ ॥৩৭
বৃদ্ধিকামো হি লোকস্য সর্বভূতানুকম্পকঃ।
মত্তঃ প্রিয়তরো লোকে পর্জ্জন্য ইব বৃষ্টিমান্ ॥৩৮
যম-শক্রসমো বীর্য্যে বৃহস্পতিসমো মতৌ।
মহীধরসমো ধৃত্যাং মত্তশ্চ গুণবত্তরঃ ॥৩৯
মহীমহমিমাং কৃৎস্নামধিতিষ্ঠন্তমাত্মজম্।
অনেন বয়সা দৃষ্ট্বা যথা স্বর্গমবাপ্নুয়াম্ ॥৪০
ইত্যেবং বিবিধৈস্তৈস্তৈরন্যপার্থিবদুর্লভৈঃ।
শিষ্টৈরপরিমেয়ৈশ্চ লোকে লোকোত্তমৈর্গুণৈঃ ॥৪১
তং সমীক্ষ্য তদা রাজা যুক্তং সমুদিতৈর্গুণৈঃ।
নিশ্চিত্য সচিবৈঃ সার্দ্ধং যৌবরাজ্যমমন্যত ॥৪২
দিব্যন্তরিক্ষে ভূমৌ চ ঘোরমুৎপাতজং ভয়ম্।
সংচচক্ষেঽথ মেধাবী শরীরে চাত্মনো জরাম্ ॥৪৩
পূর্ণচন্দ্রাননস্যাথ শোকাপনুদমাত্মনঃ।
লোকে রামস্য বুবুধে সম্প্রিয়ত্বং মহাত্মনঃ ॥৪৪
আত্মনশ্চ প্রজানাঞ্চ শ্রেয়সে চ প্রিয়েণ চ।
প্রাপ্তে কালে স ধর্মাত্মা ভক্ত্যা ত্বরিতবান্নৃপঃ ॥৪৫
নানানগর-বাস্তব্যান্ পৃথগ্ জানপদানপি।
সমানিনায় মেদিন্যাং প্রধানান্ পৃথিবীপতিঃ ॥৪৬
তান্ বেশ্ম নানাভরণৈর্যথার্হং প্রতিপূজিতান্।
দদর্শালঙ্কৃতো রাজা প্রজাপতিরিব প্রজাঃ ॥৪৭
ন তু কেকয়রাজানং জনকং বানরাধিপঃ।
ত্বরয়া চানয়ামাস পশ্চাত্তৌ শ্রোষ্যতঃ প্রিয়ম্ ॥৪৮
অথোপবিষ্টে নৃপতৌ তস্মিন্ পরপুরার্দ্দনে।
ততঃ প্রবিবিশুঃ শেষা রাজানো লোকসম্মতাঃ ॥৪৯

প্রদীপ্ত সূর্য্য যেরূপ নিজ কিরণসমূহের দ্বারা শোভা ধারণ করে, পিতার প্রীতিপ্রদ, প্রজাগণের কাম্য, সদ্গুণ-সম্পন্ন ও অকুণ্ঠশক্তি লোকপাল-তুল্য হওয়ায় বসুন্ধরা তাঁহাকে অধিপতিরূপে কামনা করিয়াছিলেন। অতুলনীয় বহুগুণের দ্বারা নিজপুত্রকে ভূষিত দেখিয়া শত্রুজয়ী রাজা দশরথ মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আমি বহুকাল যাবৎ রাজ্য পালন করিতে করিতে বৃদ্ধ হইয়াছি। আমি জীবিত থাকিতে রাম কিরূপে রাজা হইতে পারে এবং তাহার ফলে আমার যে আনন্দ হইবে,তাহারই বা উপায় কি? 'আমি প্রিয়পুত্র রামকে কবে অভিষিক্ত হইতে দেখিব' এই কথা ভাবিয়া আমার হৃদয়ে অতিশয় আনন্দ হইতেছে। সকললোকের উন্নতিকারী ওসর্বভূতে দয়াবান্ রাম বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় জনপ্রিয়তায় আমাকেও অতিক্রম করিয়াছে। সে শক্তিতে যম ও ইন্দ্রের তুল্য, বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য, ধৈর্য্যে পর্বতসদৃশ এবং আমা অপেক্ষাও অধিক গুণসম্পন্ন হইয়াছে! আমি এই বৃদ্ধ-বয়সে রামকে সমস্ত ভূমণ্ডল পালন করিতে দেখিয়া কি প্রকারে যথাসময়ে স্বর্গে গমন করিব। এইরূপ স্বগত চিন্তা করিয়া দশরথ রামের গুণের কথাই আলোচনা করিতে লাগিলেন। অন্যনরপতিদুর্লভ অতিশ্রেষ্ঠ বিবিধ সদ্গুণসমূহের দ্বারা রামকে ভূষিত দেখিয়া তিনি অবশেষে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন এবং রামকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিতে নিশ্চয় করিলেন। বুদ্ধিমান্ রাজা মন্ত্রীদিগকে বলিলেন,—স্বর্গে, অন্তরীক্ষে ও ভূতলে নানা প্রকার উৎপাত দেখা যাইতেছে, সেইজন্য আমার অতিশয় ভয় হইতেছে। আমার শরীরেও জরার আক্রমণ হইয়াছে। পূর্ণচন্দ্রের মত মুখ শ্রীসম্পন্ন রামই তাঁহার শোক দূর করিতে সমর্থ, মহাত্মা রামই সকল প্রজারও অতিশয় প্রিয়, ইহাই দশরথ বুঝিলেন। অনন্তর তিনি উপযুক্ত সময়ে নিজের ও প্রজাগণের মঙ্গল ও প্রীতির জন্য হর্ষের সহিত রামকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করিতে তরান্বিত হইলেন। পৃথিবীপতি দশরথ নানা-নগরে বাসকারী ও গ্রামবাসী জনগণকে এবং পৃথিবীস্থিত শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গকে ও প্রধান নাগরিকগণকে আনয়ন করিলেন। সমাগত ব্যক্তিগণকে উত্তমগৃহ ও বিবিধ আভরণাদি উপহারের দ্বারা যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করাইলেন এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা যেরূপ প্রজাগণকে দর্শন করেন, সেইরূপ দশরথও শোভিত হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিলেন।৩৩-৪৭

অথ রাজবিতীর্ণেষু বিবিধেষ্বাসনেষু চ।
রাজানমেবাভিমুখা নিষেদুর্নিয়তা নৃপাঃ ॥৫০

স লব্ধমানৈর্বিনয়ান্বিতৈর্নৃপৈঃ
পুরালয়ৈর্জানপদৈশ্চ মানবৈঃ।
উপোপবিষ্টৈর্নৃপতির্বৃতো বভৌ
সহস্রচক্ষুর্ভগবানিবামরৈঃ ॥৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ ॥১

কিন্তু অতিসত্বর অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে বলিয়া কেকয়রাজকে ও মিথিলাধিপতি জনককে আনয়ন করিলেন না, যেহেতু তাঁহারা উভয়ে রামের অভিষেক-সংবাদ পরে শ্রবণ করিতে পারিবেন। শত্রু-সৈন্যনাশী দশরথ উপবেশন করিয়াছেন এমন সময় সমাগত লোকমান্য নরপতিগণ সেখানে আগমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা দশরথপ্রদত্ত নানাবিধ আসনে সংযত-ভাবে দশরথকে সম্মুখে রাখিয়া উপবেশন করিলেন। সেই সময় দশরথ সম্মানিত ও বিনীত নরপতি, নগরবাসী, গ্রামবাসী ও নিকটে উপবিষ্ট মানবগণ কর্তৃক বেষ্টিত হওয়ায় দেবগণপরিবৃত ভগবান্ ইন্দ্রের মত অতিশয় শোভিত হইলেন।৪৮-৫১

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

[রাজ্ঞা দশরথেন শ্রীরামচন্দ্রস্য রাজ্যাভিষেকস্য প্রস্তাবোত্থাপনম্, যুক্তিপ্রদর্শনপূর্বকং গুণকীর্তনকারি-সভাসদ্বর্গৈরুক্তপ্রস্তাবস্য সর্বথা সমর্থনম্।]

ততঃ পরিষদং সর্বামামন্ত্র্য বসুধাধিপঃ।
হিতমুদ্ধর্ষণং চৈবমুবাচ প্রথিতং বচঃ ॥১

দুন্দুভিস্বরকল্পেন গম্ভীরেণানুনাদিনা।
স্বরেণ মহতা রাজা জীমূত ইব নাদয়ন্ ॥২

রাজলক্ষণযুক্তেন কান্তেনানুপমেন চ।
উবাচ রসযুক্তেন স্বরেণ নৃপতির্নৃপান্ ॥৩

বিদিতং ভবতামেতদ্ যথা মে রাজ্যমুত্তমম্।
পূর্বকৈর্মম রাজেন্দ্রৈঃ সুতবৎ পরিপালিতম্ ॥৪

সোঽহমিক্ষ্বাকুভিঃ সর্বৈর্নরেন্দ্রৈঃ প্রতিপালিতম্।
শ্রেয়সা যোক্তুমিচ্ছামি সুখার্হমখিলং জগৎ ॥৫

ময়াপ্যাচরিতং পূর্বৈঃ পন্থানমনুগচ্ছতা।
প্রজা নিত্যমনিদ্রেণ যথাশক্ত্যভিরক্ষিতাঃ ॥৬

ইদং শরীরং কৃৎস্নস্য লোকস্য চরতা হিতম্।
পাণ্ডুরস্যাতপত্রস্য চ্ছায়ায়াং জরিতং ময়া ॥৭

প্রাপ্য বর্ষসহস্রাণি বহূন্যায়ুংষি জীবিতঃ।
জীর্ণস্যাস্য শরীরস্য বিশ্রান্তিমভিরোচয়ে ॥৮

দ্বিতীয় সর্গ।

[রাজা দশরথ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক-প্রস্তাব উত্থাপন এবং শ্রীরামের গুণকীর্তনকারী সভাসদ্বর্গকর্তৃক যুক্তিপ্রদর্শনপূর্বক উক্ত প্রস্তাবের সর্বপ্রকারে সমর্থন।]

অনন্তর রাজা দশরথ দুন্দুভিশব্দের ন্যায় গম্ভীর প্রতিধ্বনিযুক্ত, রাজোচিত, অতুলনীয়, কমনীয় ও সরস স্বরে মেঘের মত দিক্‌সমূহ মুখরিত করিয়া সভাসদ্গণকে সম্বোধন করিলেন এবং হিতকর, প্রীতিজনক ও সকলের শ্রবণযোগ্য বাক্য বলিলেন,—সভ্যগণ! আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, আমার পূর্বপুরুষ নরপতিশ্রেষ্ঠগণ এই উত্তম রাজ্যকে পুত্রের মত পরিপালন করিয়াছেন। আমি ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরেন্দ্রগণকর্তৃক প্রতিপালিত সাম্রাজ্যকে পরমমঙ্গলযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি, ইহাতে সকল সংসার সুখান্বিত হইবে। আমিও পূর্বপুরুষগণের অনুসৃত পথ অবলম্বনপূর্বক আলস্য বর্জন করিয়া যথাশক্তি প্রজাগণকে রক্ষা করিয়াছি। সকল লোকের মঙ্গলসাধনে ব্রতী হইয়া শুভ্ররাজচ্ছত্রের ছায়ায় আমি নিজ শরীর জীর্ণ করিয়াছি। বহুসহস্রবৎসর আয়ুলাভ করিয়া আমি জীবিত আছি। এক্ষণে শরীরের জরাজীর্ণতার জন্য বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করি।

রাজপ্রভাবজুষ্টাঞ্চ দুর্বহামজিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
পরিশ্রান্তোঽস্মি লোকস্য গুর্বীং ধর্মধুরং বহন্ ॥৯
সোঽহং বিশ্রামমিচ্ছামি পুত্রং কৃত্বা প্রজাহিতে।
সন্নিকৃষ্টানিমান্ সর্বাননুমান্য দ্বিজর্ষভান্ ॥১০
অনুজাতো হি মাং সর্বৈর্গুণৈঃ শ্রেষ্ঠো মমাত্মজঃ।
পুরন্দরসমো বীর্য্যে রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥১১
তং চন্দ্রমিব পুষ্যেণ যুক্তং ধর্মভৃতাং বরম্।
যৌবরাজ্যে নিযোক্তাস্মি প্রাতঃ পুরুষপুঙ্গবম্ ॥১২
অনুরূপঃ স বো নাথো লক্ষ্মীবাঁল্লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
ত্রৈলোক্যমপি নাথেন যেন স্যান্নাথবত্তরম্ ॥১৩
অনেন শ্রেয়সা সদ্যঃ সংযোক্ষ্যেঽহমিমাং মহীম্।
গতক্লেশো ভবিষ্যামি সুতে তস্মিন্নিবেশ্য বৈ ॥১৪
যদিদং মেঽনুরূপার্থং ময়া সাধু সুমন্ত্রিতম্।
ভবন্তো মেঽনুমন্যন্তাং কথং বা করবাণ্যহম্ ॥১৫
যদ্যপ্যেষা মম প্রীতির্হিতমন্যদ্ বিচিন্ত্যতাম্।
অন্যা মধ্যস্থচিন্তা তু বিমর্দাভ্যধিকোদয়া ॥১৬
ইতি ব্রুবন্তং মুদিতাঃ প্রত্যনন্দন্ নৃপা নৃপম্।
বৃষ্টিমন্তং মহামেঘং নর্দন্ত ইব বর্হিণঃ ॥১৭
স্নিগ্ধোঽনুনাদঃ সঞ্জজ্ঞে ততো হর্ষসমীরিতঃ।
জনৌঘোদ্‌ঘুষ্টসন্নাদো মেদিনীং কম্পয়ন্নিব ॥১৮
তস্য ধর্মার্থবিদুষো ভাবমাজ্ঞায় সর্বশঃ।
ব্রাহ্মণা বলমুখ্যাশ্চ পৌর-জানপদৈঃ সহ ॥১৯
সমেত্য তে মন্ত্রয়িতুং সমতাগতবুদ্ধয়ঃ।
ঊচুশ্চ মনসা জ্ঞাত্বা বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্ ॥২০

শৌর্য্যবীর্য্য আদি রাজোচিত প্রভাবের দ্বারাই এই গুরুতর ভার বহন করা সম্ভব হয়। ইন্দ্রিয়বশীভূত ব্যক্তিরা কখনই এইভার বহন করিতে পারেনা। আমি নিজশক্তিতে ধর্মানুসারে প্রজাপালনরূপ এই ভার দীর্ঘকাল বহন করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। এইজন্য এখানে উপস্থিত দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের অনুমতিগ্রহণ-পূর্বক নিজপুত্রকে প্রজাগণের হিতসাধনে নিযুক্ত করিয়া বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করি।৯-১০

আমার জ্যেষ্ঠপুত্র রাম আমার সকলগুণই প্রাপ্ত হইয়াছে। সে ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমশালী ও শত্রুনগর-বিজয়ী। পুষ্যানক্ষত্র উদিত চন্দ্রের ন্যায় সর্বকার্য্যসাধন-কুশল, ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ও নরোত্তম রামকে যুবরাজপদে আগামী প্রাতঃকালে অভিষিক্ত করিব।১১-১২

লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণাগ্রজ রামই আপনাদের উপযুক্ত পালক। আমার মনে হয়—রামকে পালকরূপে পাইলে ত্রিভুবনই নিজপালকের জন্য গর্ববোধ করিবে। আমি অতিসত্বর এই পৃথিবীর সহিত রামের অভিষেকরূপ পরমমঙ্গলের সম্বন্ধ করিতে ইচ্ছা করি। রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সকলক্লেশমুক্ত হইব। এক্ষণে আমার এই প্রস্তাব যদি আপনাদের অনুকূল ও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে আপনারা আমাকে অনুমোদন করুন, অন্যথা আমি কি করিব তাহা বলুন। এই প্রস্তাব যদি আমারই প্রীতিদায়ক মনে করেন, তাহা হইলে যাহাতে সকলের হিত হয়—এমন অন্য কিছু চিন্তা করুন। সাধারণতঃ মধ্যস্থব্যক্তিগণের চিন্তা পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ অবলম্বনে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া উৎকৃষ্ট নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়। বর্ষণরত মহামেঘকে দর্শন করিয়া ময়ূরসমূহ কেকাধ্বনি দ্বারা যেমন অভি-নন্দিত করে, সেইরূপ রামের অভিষেকবার্তা-কীর্তনরত দশরথকে উপস্থিত নরপতিগণ আনন্দিত হইয়া অভি-নন্দিত করিলেন। তখন ঐ সভায় স্নেহসূচক আনন্দময় কোলাহল উত্থিত হইল। জনগণের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত উচ্চশব্দে পৃথিবী যেন কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর ধর্মার্থতত্ত্ববিৎ দশরথের অভিপ্রায় বুঝিয়া ব্রাহ্মণগণ ও সেনাপতিগণ নগরবাসী ও গ্রামবাসীদের সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রত্যেকেই নিজমনে বুঝিতে পারিলেন যে রাজা দশরথ সত্যই বৃদ্ধ হইয়াছেন। অনন্তর সকলে একমত হইয়া দশরথকে বলিলেন,—মহারাজ! আপনার বয়স বহুসহস্রবৎসর হইয়াছে, সত্যই আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন। অতএব আপনি রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। মহাবীর মহাবাহু রাম যুবরাজ হইয়া বিশালহস্তীতে আরোহণপূর্বক

অনেকবর্ষসাহস্রো বৃদ্ধস্ত্বমসি পার্থিব।
স রামং যুবরাজানমভিষিঞ্চস্ব পার্থিবম্ ॥২১
ইচ্ছামো হি মহাবাহুং রঘুবীরং মহাবলম্।
গজেন মহতা যান্তং রামং ছত্রাবৃতাননম্ ॥২২
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা তেষাং মনঃ প্রিয়ম্।
অজানন্নিব জিজ্ঞাসুরিদং বচনমব্রবীৎ ॥২৩
শ্রুত্বৈতদ্ বচনং যন্মে রাঘবং পতিমিচ্ছথ।
রাজানঃ সংশয়োঽয়ং মে তদিদং ব্রূত তত্ত্বতঃ ॥২৪
কথং ন ময়ি ধর্মেণ পৃথিবীমনুশাসতি।
ভবন্তো দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি যুবরাজং মহাবলম্ ॥২৫
তে তমূচুর্মহাত্মানঃ পৌর-জানপদৈঃ সহ।
বহবো নৃপ কল্যাণগুণাঃ সন্তি সুতস্য তে ॥২৬

গুণান্ গুণবতো দেব দেবকল্পস্য ধীমতঃ।
প্রিয়ানানন্দনান্ কৃৎস্নান্ প্রবক্ষ্যামোঽদ্য তান্ শৃণু॥২৭
দিব্যৈর্গুণৈঃ শক্রসমো রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
ইক্ষ্বাকুভ্যোঽপি সর্বেভ্যো হ্যতিরিক্তো বিশাম্পতে॥২৮
রামঃ সৎপুরুষো লোকে সত্যঃ সত্যপরায়ণঃ।
সাক্ষাদ্ রামাদ্ বিনির্বৃত্তো ধর্মশ্চাপি শ্রিয়া সহ ॥২৯
প্রজাসুখত্বে চন্দ্রস্য বসুধায়াঃ ক্ষমাগুণৈঃ।
বুদ্ধ্যা বৃহস্পতেস্তুল্যো বীর্য্যে সাক্ষাচ্ছচীপতেঃ ॥৩০
ধর্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ শীলবানন সূয়কঃ।
ক্ষান্তঃ সান্ত্বয়িতা শ্লক্ষ্ণঃ কৃতজ্ঞো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩১
মৃদুশ্চ স্থিরচিত্তশ্চ সদা ভব্যোঽনসূয়কঃ।
প্রিয়বাদী চ ভূতানাং সত্যবাদী চ রাঘবঃ ॥৩২

রাজচ্ছত্রে শোভিত হইয়া গমন করিতেছেন—এইরূপ দৃশ্য দেখিতে আমরা অভিলাষ করিতেছি। তখন দশরথ যুবরাজপদে রামের অভিষেক তাহাদের সকলের প্রিয় জানিয়াও যেন ঠিক জানিতে পারেন নাই—এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন এবং স্পষ্টভাবে জানিবার জন্য বলিতে লাগিলেন,—নরপতিগণ! আপনারা আমার প্রস্তাব অনুসারে রামকে পালকরূপে পাইতে ইচ্ছা করিতেছেন। ইহাতে আপনাদের মনোভাব যথার্থভাবে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে। আপনারা নিজ মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত করুন। আমি ত ধর্মানুসারে এই পৃথিবীকে পালন করিতেছি, তথাপি আপনারা কেন মহাবলবান্ রামকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন?১৩-২৫

দশরথ এইরূপ বলিলে পর নগরবাসী ও গ্রামবাসীদের সহিত নৃপতিগণ তাঁহাকে বলিলেন,—রাজন্! আপনার পুত্রের অনেক মঙ্গলময় সদ্‌গুণ আছে। দেব! বহুগুণ-সম্পন্ন বুদ্ধিমান্ দেবতুল্য রামের সর্বজনপ্রীতিদায়ক সর্বজনকাম্য গুণসমূহ আপনার নিকট অদ্য কীর্তন করিতেছি। শ্রীমান্ রাম নিজ দিব্যগুণসমূহের দ্বারা ইন্দ্রতুল্য, তাঁহার পরাক্রম কখনও বিফল হয় না। তিনি ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি পূর্বপুরুষগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ। পুরুষোত্তম রাম সংসারে সত্যনিষ্ঠ বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। ধর্ম ও অর্থ সাক্ষাদ্‌ভাবে রামের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রজাগণের আনন্দবিধানে তিনি চন্দ্রতুল্য ও ক্ষমাগুণে পৃথিবীসদৃশ। তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতির তুল্য। শক্তিতে তাঁহার ইন্দ্রের সহিতই তুলনা হয়। শ্রীমান্ রাম ধার্মিক, সত্যসঙ্কল্প সচ্চরিত্র, অসূয়াশূন্য, ক্ষমাশীল, সান্ত্বনাদাতা, প্রিয়ভাষী, কৃতজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি কোমলস্বভাব, দৃঢ়চিত্ত ও মঙ্গলময় এবং সকল লোককে তিনি প্রিয় ও সত্যবাক্য বলিতে অভ্যস্ত। বহুশাস্ত্রদর্শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের শুশ্রূষারত বলিয়া তাঁহার অনুপম কীর্তি, যশ ও তেজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। তিনি দেবতা, অসুর ও মনুষ্যলোকের সকল অস্ত্রে পরম পটুতা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যাগ্রহণাদিরূপ ব্রতানুষ্ঠানের পর সমাবর্তন হইয়াছে। তিনি ষড়ঙ্গসহিত সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। ভরতাগ্রজ রাম সঙ্গীতবিদ্যায় পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। মহামতি উদারচিত্ত সাধুস্বভাব রাম সকল মঙ্গলের আশ্রয়। তিনি ধর্মার্থনিপুণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকর্তৃক শিক্ষিত হইয়াছেন। তিনি যদি যুদ্ধের জন্য গ্রামে বা নগরে লক্ষ্মণের সহিত গমন করেন, তবে শত্রুকে পরাজিত না করিয়া কখনই প্রতিনিবৃত্ত হন

বহুশ্রুতানাং বৃদ্ধানাং ব্রাহ্মণানামুপাসিতা।
তেনাস্যেহাতুলা কীর্তির্যশস্তেজশ্চ বর্ধতে ॥৩৩
দেবাসুর-মনুষ্যাণাং সর্বাস্ত্রেষু বিশারদঃ।
সম্যগ্‌বিদ্যাব্রতস্নাতো যথাবৎ সাঙ্গবেদবিৎ ॥৩৪
গান্ধর্বে চ ভুবি শ্রেষ্ঠো বভূব ভরতাগ্রজঃ।
কল্যাণাভিজনঃ সাধুরদীনাত্মা মহামতিঃ ॥৩৫
দ্বিজৈরভিবিনীতশ্চ শ্রেষ্ঠৈর্ধর্মার্থ নৈপুণৈঃ।
যদা ব্রজতি সংগ্রামং গ্রামার্থে নগরস্য বা ॥৩৬
গত্বা সৌমিত্রিসহিতো নাবিজিত্য নিবর্ততে।
সংগ্রামাৎ পুনরাগত্য কুঞ্জরেণ রথেন বা ॥৩৭
পৌরান্ স্বজনবন্নিত্যং কুশলং পরিপৃচ্ছতি।
পুত্রেষ্বগ্নিষু দারেষু প্রেষ্যশিষ্যগণেষু চ ॥৩৮
নিখিলেনানুপূর্ব্যা চ পিতা পুত্রানিবৌরসান্।
শুশ্রূষন্তে চ বঃ শিষ্যাঃ কচ্চিদ্ বর্মসু দংশিতাঃ ॥৩৯
ইতি বঃ পুরুষব্যাঘ্র সদা রামোঽভিভাষতে।
ব্যসনেষু মনুষ্যাণাং ভৃশং ভবতি দুঃখিতঃ ॥৪০
উৎসবেষু চ সর্বেষু পিতেব পরিতুষ্যতি।
সত্যবাদী মহেষ্বাসো বৃদ্ধসেবী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৪১
স্মিতপূর্বাভিভাষী চ ধর্মং সর্বাত্মনাশ্রিতঃ।
সম্যগ্‌ যোক্তা শ্রেয়সঞ্চ ন বিগৃহ্য কথারুচিঃ ॥৪২
উত্তরোত্তরযুক্তৌ চ বক্তা বাচস্পতির্যথা।
সুভ্রূরায়ততাম্রাক্ষঃ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরিব স্বয়ম্ ॥৪৩
রামো লোকাভিরামোঽয়ং শৌর্য্য-বীর্য্যপরাক্রমৈঃ।
প্রজাপালনসংযুক্তো ন রাগোপহতেন্দ্রিয়ঃ ॥৪৪
শক্তস্ত্রৈলোক্যমপ্যেষ ভোক্তুং কিং নু মহীমিমাম্।
নাস্য ক্রোধঃ প্রসাদশ্চ নিরর্থোঽস্তি কদাচন ॥৪৫
হন্ত্যেষ নিয়মাদ্ বধ্যানবধ্যেষু ন কুপ্যতি।
যুনক্ত্যর্থৈঃ প্রহৃষ্টশ্চ তমসৌ যত্র তুষ্যতি ॥৪৬

না। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রথে কিংবা হস্তীতে আরোহণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন এবং স্বজনগণের মত সকল পুরবাসীকে কুশলজিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। তাহাদের প্রত্যেকের পুত্র, অগ্নি, স্ত্রী, শিষ্য ও ভৃত্যবর্গের সকল সংবাদ আনুপূর্বিক জিজ্ঞাসা করেন। পিতা যেমন নিজপুত্রগণের কুশলজিজ্ঞাসা করেন, সেইভাবে 'আপনাদের শিষ্যগণ একাগ্রচিত্তে আপনাদের শুশ্রূষা করে ত' এইরূপ বাক্যে নরোত্তম রাম সর্বদা প্রজাগণের সহিত কথা বলেন। মানুষের বিপদ্ উপস্থিত হইলে তিনি অতিশয় দুঃখিত হন।২৬-৪০

মানুষের আনন্দ উপস্থিত হইলে তিনি পিতার মত সন্তোষলাভ করেন। তিনি ঈষদ্‌হাস্যযুক্ত মুখে সর্বদা কথা বলেন। তিনি সর্বতোভাবে ধর্মকে আশ্রয় করিয়াছেন। তিনি সকলের কল্যাণপ্রদাতা। বৃথাতর্কে তাঁহার রুচি নাই, অথচ নিজমতস্থাপনে উত্তরোত্তর যুক্তিপ্রয়োগে তিনি বৃহস্পতিসদৃশ নিপুণ। বিশালনয়ন উত্তম-ভ্রূসম্পন্ন লোকপ্রিয় রাম শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রমে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর তুল্য। তিনি সর্বদা প্রাজাপালনে রত। বিষয়ের আসক্তিতে তাঁহার ইন্দ্রিয় অভিভূত হয় নাই। পৃথিবী-পালনের কি কথা, তিনি ত্রিভুবন পালন করিতে সমর্থ। তাঁহার ক্রোধ ও প্রসন্নতা কখনও বিফল হয় না। তিনি নিয়মানুসারে বধ্যগণকে নিহত করেন, কিন্তু অবধ্যগণের প্রতি কুপিত হন না। যাহার উপর সন্তুষ্ট হন, তাহাকে সানন্দে বহু অর্থ প্রদান করেন। সূর্য্য যেমন নিজরশ্মির দ্বারা প্রদীপ্ত হন, সেইরূপ নিজচিত্তরোধসমর্থ সর্বজন-কাম্য আনন্দপ্রদ গুণসমূহের দ্বারা শ্রীমান্ রাম প্রদীপ্ত হইয়াছেন। এই সকলগুণসমন্বিত সত্যপরাক্রম লোকপালতুল্য রামকে অধিপতিরূপে পাইতে পৃথিবীও কামনা করিতেছেন। আপনার পুত্র শ্রীমান্ রাম সৌভাগ্যবশতই আমাদের মঙ্গলসাধনে তৎপর হইয়াছেন। আপনারও ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্য যে, আপনার পুত্র মরীচিতনয় কশ্যপের মত পুত্রোচিত নিখিলগুণের আকর হইয়াছেন। দেবতা, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব ও নাগগণের মধ্যে সকলেই সর্বজনবিখ্যাত রামের বল, আরোগ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া থাকে। পুরবাসী, রাষ্ট্রবাসী, গ্রামবাসী, অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ, স্ত্রী, বৃদ্ধ, যুবতি প্রভৃতি সকলেই প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে মনস্বী রামের

দান্তৈঃ সর্বপ্রজাকান্তৈঃ প্রীতি সংজননৈর্নৃণাম্ ।
গুণৈর্বিরোচতে রামো দীপ্তঃ সূর্য্য ইবাংশুভিঃ ॥৪৭
তমেবং গুণসম্পন্নং রামং সত্যপরাক্রমম্ ।
লোকপালোপমং নাথমকাময়ত মেদিনী ॥৪৮
বৎসঃ শ্রেয়সি জাতস্তে দিষ্ট্যাসৌ তব রাঘবঃ ।
দিষ্ট্যা পুত্রগুণৈর্যুক্তো মারীচ ইব কশ্যপঃ ॥৪৯
বলমারোগ্যমায়ুশ্চ রামস্য বিদিতাত্মনঃ ।
দেবাসুর-মনুষ্যেষু সগন্ধর্বোরগেষু চ ॥৫০
আশংসতে জনঃ সর্বে রাষ্ট্রে পুরবরে তথা ।
আভ্যন্তরশ্চ বাহ্যশ্চ পৌরজানপদো জনঃ ॥৫১
স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাস্তরুণ্যশ্চ সায়ং প্রাতঃ সমাহিতাঃ ।
সর্বা দেবান্নমস্যন্তি রামস্যার্থে মনস্বিনঃ ॥৫২
তেষাং তদ্ যাচিতং দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ সমৃধ্যতাম্ ।
রামমিন্দিবরশ্যামং সর্বশত্রুনিবর্হণম্ ॥
পশ্যামো যৌবরাজ্যস্থং তব রাজোত্তমাত্মজম্ ॥৫৩
তং দেবদেবো পরমাত্মজং তে
সর্বস্য লোকস্য হিতে নিবিষ্টম্ ।
হিতায় নঃ ক্ষিপ্রমুদারজুষ্টং
মুদাভিষেক্তুং বরদ ত্বমর্হসি ॥৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥২

মঙ্গলের জন্য দেবতাগণকে একাগ্রচিত্তে প্রণাম করিয়া থাকে। মহারাজ! সকল লোকের রামাভিষেক-কামনা আপনার আনুকূল্যে সফল হউক।৪১-৫২

নরপতিশ্রেষ্ঠ! নীলকমলকান্তি সর্বশত্রুনাশী রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিতে ইচ্ছা করি। সকল লোকের হিতসম্পাদনরত উদার গুণমণ্ডিত আপনার পুত্র শ্রীমান্ রাম ভগবান্ বিষ্ণুর সমান। আপনি আমাদের প্রতি বরদাতা হইয়া সানন্দে অতিসত্বর তাঁহাকে আমাদের হিতের জন্য যুবরাজপদে অভিষিক্ত করুন।৫৩-৫৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

[রাজ্ঞো দশরথস্য বসিষ্ঠসমীপে রামস্যাভিষেকায় প্রয়োজনীয়োপকরণং সংগ্রহীতুমাদেশপ্রার্থনম্, রাজসেবকান্ প্রতি বসিষ্ঠস্যানুমতিদানম্, রাজাজ্ঞয়া সুমন্ত্রেণানীতং পুত্রং রামং প্রতি দশরথস্যোপদেশবাক্যম্ ।]

তেষামঞ্জলিপদ্মানি প্রগৃহীতানি সর্বশঃ ।
প্রতিগৃহ্যাব্রবীদ্ রাজা তেভ্যঃ প্রিয়হিতং বচঃ ॥১
অহোঽস্মি পরমপ্রীতঃ প্রভাবশ্চাতুলো মম ।
যন্মে জ্যেষ্ঠং প্রিয়ং পুত্রং যৌবরাজ্যস্থমিচ্ছথ ॥২
ইতি প্রত্যর্চিতান্ রাজা ব্রাহ্মণানিদমব্রবীৎ ।
বসিষ্ঠং বামদেবঞ্চ তেষামেবোপশৃণ্বতাম্ ॥৩
চৈত্রঃ শ্রীমানয়ং মাসঃ পুণ্যঃ পুষ্পিতকাননঃ ।
যৌবরাজ্যায় রামস্য সর্বমেবোপকল্প্যতাম্ ॥৪
রাজ্ঞস্তূপরতে বাক্যে জনঘোষো মহানভূৎ ।
শনৈস্তস্মিন্ প্রশান্তে চ জনঘোষে জনাধিপঃ ॥৫
বসিষ্ঠং মুনিশার্দূলং রাজা বচনমব্রবীৎ ।
অভিষেকায় রামস্য যৎ কর্ম সপরিচ্ছদম্ ॥৬
তদদ্য ভগবন্ সর্বমাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি ।
তচ্ছ্রুত্বা ভূমিপালস্য বসিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ ॥৭
আদিদেশাগ্রতো রাজ্ঞঃ স্থিতান্ যুক্তান্ কৃতাঞ্জলীন্ ।
সুবর্ণাদীনি রত্নানি বলীন্ সর্বৌষধীরপি ॥৮
শুক্লমাল্যানি লাজাংশ্চ পৃথক্ চ মধুসর্পিষী ।
অহতানি চ বাসাংসি রথং সর্বায়ুধান্যপি ॥৯
চতুরঙ্গবলং চৈব গজঞ্চ শুভলক্ষণম্ ।
চামরব্যজনে চোভে ধ্বজং ছত্রঞ্চ পাণ্ডুরম্ ॥১০
শতঞ্চ শেতকুম্ভীনাং কুম্ভানামগ্নিবর্চসাম্ ।
হিরণ্যশৃঙ্গমৃষভং সমগ্রং ব্যাঘ্রচর্ম চ ।১১
যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদেষ্টব্যং তৎ সর্বমুপকল্প্যতাম্ ।
উপস্থাপয়ত প্রাতরগ্ন্যাগারে মহীপতিঃ ॥১২

তৃতীয় সর্গ

[রাজা দশরথকর্তৃক বশিষ্ঠের নিকট রামের রাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের আদেশ প্রার্থনা, বশিষ্ঠকর্তৃক রাজসেবকগণকে তদনুরূপ আদেশ দান এবং রাজাজ্ঞায় সুমন্ত্রকর্তৃক আনীত পুত্র রামের প্রতি দশরথের উপদেশবাক্য ।]

সভাস্থিত সকলেই কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিলে দশরথ তাঁহাদের শ্রদ্ধা বিনয়গ্রহণপূর্বক হিতকর মধুর বাক্য বলিলেন। অহো! আমি অদ্য অতিশয় আনন্দিত হইলাম। আমি বুঝিলাম যে, আমার প্রভাব অতুলনীয়, যেহেতু আপনারা আমার অতিপ্রিয় জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে যুবরাজপদে অভিষিক্তরূপে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। রাজা দশরথ এইভাবে সভাসদ্‌গণকে অভিনন্দিত করিয়া বশিষ্ঠ, বামদেব এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে সর্বজনসমক্ষে বলিলেন। অতিশোভাময় শুভচৈত্রমাস উপস্থিত। এই সময়ে সকল কাননই কুসুমিত হইয়াছে। এই মাসেই আপনারা রামের যুবরাজ-পদে অভিষেকের জন্য সকল সামগ্রী সংগ্রহ করুন। দশরথের বাক্য সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের আনন্দধ্বনিতে মহাকোলাহল উত্থিত হইল। ক্রমশঃ ঐ কোলাহল শান্ত হইলে জননায়ক দশরথ মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে বলিলেন,—ভগবন্! রামের অভিষেকের জন্য যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে, অদ্যই আপনি ঐ সকলের সংগ্রহের জন্য আদেশ করুন। নরপতির বাক্য শুনিয়া মুনিবর বশিষ্ঠ দশরথের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে স্থিত রাজকার্যে নিযুক্ত সচিবগণকে আদেশ করিলেন—তোমরা সুবর্ণাদি রত্নসমূহ, প্রয়োজনীয় পূজাসামগ্রী, সর্বৌষধি, শুভ্রপুষ্পমাল্য, লাজ (খই), পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে মধু ও ঘৃত, দশা (পাড়) বিশিষ্ট নূতনবস্ত্র, রথ, সকলপ্রকার অস্ত্র, চতুরঙ্গ সৈন্য, শুভলক্ষণান্বিত হস্তী, দুইটি চামর-ব্যজন, পতাকা, শ্বেতছত্র, অগ্নির মত উজ্জ্বল একশত সুবর্ণকুম্ভ সুবর্ণনির্মিত-শৃঙ্গখচিত একটি বৃষভ, অখণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম এবং অন্যান্য

অন্তঃপুরস্য দ্বারাণি সর্বস্য নগরস্য চ।
চন্দন-স্রগ্ ভিরর্চ্যন্তাং ধূপৈশ্চ ঘ্রাণহারিভিঃ ॥১৩
প্রশস্তমন্নং গুণবদ্দধি-ক্ষীরোপসেচনম্।
দ্বিজানাং শতসাহস্রং যৎপ্রকামমলং ভবেৎ ॥১৪
সংকৃত্য দ্বিজমুখ্যানাং শ্বঃ প্রভাতে প্রদীয়তাম্।
ঘৃতং দধি চ লাজশ্চ দক্ষিণাশ্চাপি পুষ্কলাঃ ॥১৫
সূর্য্যেঽভ্যুদিতমাত্রে শ্বো ভবিতা স্বস্তিবাচনম্।
ব্রাহ্মণাশ্চ নিমন্ত্র্যন্তাং কল্প্যন্তামাসনানি চ ॥১৬
আবধ্যন্তাং পতাকাশ্চ রাজমার্গশ্চ সিচ্যতাম্।
সর্বে চ তালাপচরা গণিকাশ্চ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥১৭
কক্ষ্যাং দ্বিতীয়ামাসাদ্য তিষ্ঠন্তু নৃপবেশ্মনঃ।
দেবায়তনচৈত্যেষু সান্নভক্ষ্যাঃ সদক্ষিণা ॥১৮
উপস্থাপয়িতব্যাঃ স্যুর্মাল্যযোগ্যাঃ পৃথক্ পৃথক্।
দীর্ঘাসিবদ্ধগোধাশ্চ সন্নদ্ধা মৃষ্টবাসসঃ ॥১৯
মহারাজাঙ্গনং শূরাঃ প্রবিশন্তু মহোদয়ম্।
এবং ব্যাদিশ্য বিপ্রৌ তৌ ক্রিয়াস্তত্র বিনিষ্ঠিতৌ ॥২০
চক্রতুশ্চৈব যচ্ছেষং পার্থিবায় নিবেদ্য চ।
কৃতমিত্যেব চাব্রূতামভিগম্য জগৎপতিম্ ॥২১
যথোক্তবচনং প্রাপ্তৌ হর্ষযুক্তৌ দ্বিজোত্তমৌ।
ততঃ সুমন্ত্রং দ্যুতিমান্ রাজা বচনমব্রবীৎ ॥২২
রামং তত্রানয়াঞ্চক্রে রথেন রথিনাং বরম্।
অথ তত্র সহাসীনাস্তদা দশরথং নৃপম্ ॥২৩
রাম কৃতাত্মা ভবতা শীঘ্রমানীয়তামিতি।
সা তথেতি প্রতিজ্ঞায় সুমন্ত্রো রাজশাসনাৎ* ॥২৪

প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ কর। অনন্তর মহারাজের অগ্নিহোত্রগৃহে আগামী প্রাতঃকালে ঐ সকল সংগৃহীত সামগ্রী উপস্থাপিত করিও। অন্তঃপুরের ও সমস্ত অযোধ্যানগরের দ্বারসমূহ চন্দন, মালা ও অতিসুগন্ধযুক্ত ধূপের দ্বারা সুশোভিত কর। উৎকৃষ্ট সুপক্ক বহু অন্ন দধি, ক্ষীর আদি উপকরণসহিত এত প্রচুর প্রস্তুত করিয়া রাখ, যাহা লক্ষ ব্রাহ্মণের পরিতৃপ্তি করিতে পারে। আগামীকল্য প্রভাতে শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণগণকে সৎকারপূর্বক ঘৃত, দধি, লাজ (খই) ও প্রচুর দক্ষিণা প্রদান করিও। আগামী কল্য সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই স্বস্তিবাচন হইবে। অদ্যই ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ কর এবং তাঁহাদের উপবেশনের জন্য আসনের ব্যবস্থা কর। প্রতিগৃহে পতাকা উত্তোলন করিতে নির্দেশ দাও, রাজপথসকল সিক্ত করার ব্যবস্থা কর। সঙ্গীতজীবী ও বেশ্যাগণ বিবিধভূষণে ভূষিত হইয়া রাজভবনের দ্বিতীয় কক্ষায় আসিয়া এখনই উপস্থিত হউক। সকল দেবালয়ে ও চতুষ্পথে অন্নাদি ভক্ষ্যদ্রব্য, মাল্যাদি পূজা-সামগ্রী ও দক্ষিণা উপস্থাপিত কর। বীরগণ নিজ নিজ যোগ্য পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধানপূর্বক বৃহৎ আসি, চর্ম ও কবচ ধারণ করিয়া মহোৎসবযুক্ত রাজপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করুক। রাজকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে বশিষ্ঠ এইরূপ নির্দেশ দিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ ও বামদেব অবশিষ্ট কর্তব্য-বিষয়ে দশরথকে নিবেদন করিয়া রাজগৃহে অবস্থানপূর্বক পুরোহিত-কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে পৃথিবীপতি দশরথের নিকট যাইয়া বলিলেন—আপনার কথা অনুসারে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। অনন্তর দ্যুতিমান্ দশরথ সুমন্ত্রকে বলিলেন,—তুমি শুদ্ধাত্মা রামকে শীঘ্রই এই স্থানে আনয়ন কর। সুমন্ত্র তথাস্তু বলিয়া সম্মতি জানাইলেন এবং মহারাজের নির্দেশমত মহারথ রামকে রথে আরোহণ করাইয়া লইয়া আসিতে গমন করিলেন। সেই সময় ঐ স্থানে দশরথ-নরপতির নিকটে উপবিষ্ট পূর্বদেশীয়, পশ্চিমদেশীয়, উত্তরদেশীয় ও দক্ষিণদেশীয় নরপতিগণ, ম্লেচ্ছগণ, আর্য্যগণ, বনবাসী ও পর্বতবাসী ব্যক্তিগণ সকলে যেভাবে দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রের সেবা করেন। সেইভাবে দশরথের সেবা করিতেছিলেন, দেবগণ-মধ্যস্থিত ইন্দ্রের ন্যায় সমাগত-নরপতিগণের মধ্যে অবস্থিত মহারাজ দশরথ প্রাসাদে স্থিত হইয়া নিজপুত্র রামকে আসিতে দেখিলেন। শ্রীমান্ রাম গন্ধর্বরাজতুল্য, সংসারে তাঁহার বীরত্ব বিখ্যাত হইয়াছে। তিনি আজানুলম্বিত-ভুজ, মহাবলবান্ ও মত্তহস্তীর মত ধীরগতিশীল। চন্দ্রের মত কমনীয় তাঁহার বদন।

* কোন কোন গ্রন্থে ২৪ নং শ্লোকটি ২৩ নম্বরে এবং ২৩ নম্বর শ্লোকটি ২৪ নম্বরে দেখা যায়।

প্রাচ্যোদীচ্যাঃ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ ভূমিপাঃ।
ম্লেচ্ছাশ্চার্য্যাশ্চ যে চান্যে বনশৈলান্তবাসিনঃ ॥২৫
উপাসাঞ্চক্রিরে সর্বে তং দেবা বাসবং যথা।
তেষাং মধ্যে স রাজর্ষির্মরুতামিব বাসবঃ ॥২৬
প্রসাদস্থো দশরথো দদর্শায়ান্তমাত্মজম্।
গন্ধর্ব্বরাজপ্রতিমং লোকে বিখ্যাতপৌরুষম্ ॥২৭
দীর্ঘবাহুং মহাসত্ত্বং মত্তমাতঙ্গগামিনম্।
চন্দ্রকান্তাননং রামমতীব প্রিয়দর্শনম্ ॥২৮
রূপৌদার্য্যগুণৈঃ পুংসাং দৃষ্টিচিত্তাপহারিণম্।
ঘর্মাভিতপ্তাঃ পর্জন্যং হ্লাদয়ন্তমিব প্রজাঃ ॥২৯
ন ততর্প সমায়ান্তং পশ্যমানো নরাধিপঃ।
অবতার্য্য সুমন্ত্রস্তু রাঘবং স্যন্দনোত্তমাৎ ॥৩০
পিতুঃ সমীপং গচ্ছন্তং প্রাঞ্জলিঃ পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ।
স তং কৈলাসশৃঙ্গাভং প্রাসাদং রঘুনন্দনঃ ॥৩১
আরুরোহ নৃপং দ্রষ্টুং সহসা তেন রাঘবঃ।
স প্রাঞ্জলিরভিপ্রেত্য প্রণতঃ পিতুরন্তিকে ॥৩২
নাম স্বং শ্রাবয়ন্ রামো ববন্দে চরণৌ পিতুঃ।
তং দৃষ্ট্বা প্রণতং পার্শ্বে কৃতাঞ্জলিপুটং নৃপঃ ॥৩৩
গৃহ্যাঞ্জলৌ সমাকৃষ্য সস্বজে প্রিয়মাত্মজম্।
তস্মৈ চাভ্যুদ্যতং সম্যঙ্ মণি-কাঞ্চনভূষিতম্ ॥৩৪
দিদেশ রাজা রুচিরং রামায় পরমাসনম্।
তদাসনবরং প্রাপ্য ব্যদীপয়ত রাঘবঃ ॥৩৫
স্বয়ৈব প্রভয়া মেরুমুদয়ে বিমলো রবিঃ।
তেন বিভ্রাজিতা তত্র সা সভাপি ব্যরোচত ॥৩৬
বিমলগ্রহ-নক্ষত্রা শারদী দ্যৌরিবেন্দুনা।
তং পশ্যমানো নৃপতিস্তুতোষ প্রিয়মাত্মজম্ ॥৩৭
অলঙ্কৃতমিবাত্মানমাদর্শতলসংস্থিতম্।
স তং সুস্থিতমাভাষ্য পুত্রং পুত্রবতাং বরঃ ॥৩৮
উবাচেদং বচো রাজা দেবেন্দ্রমিব কশ্যপঃ।
জ্যেষ্ঠায়ামসি মে পত্ন্যাং সদৃশ্যাং সদৃশঃ সুতঃ ॥৩৯

অতিশয় সুন্দর দেহ-বিশিষ্ট তিনি সৌন্দর্য্য, ঔদার্য্যাদি গুণের দ্বারা সকললোকের নয়ন ও মন হরণ করেন। গ্রীষ্মসন্তপ্ত প্রজাগণকে মেঘ যেমন আনন্দ দান করে, সেইরূপ তিনি সকল লোককে আনন্দদান করিয়া থাকেন। এইরূপ গুণসম্পন্ন রামকে আসিতে দেখিয়া দশরথের আশা মিটিতেছিল না। উত্তম রথ হইতে রামকে নামাইয়া সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে পিতৃসমীপে গমনকারী রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন রাম পিতাকে দেখিবার জন্য কৈলাস-শিখরতুল্য প্রাসাদে সুমন্ত্রের সহিত অতিত্বরায় আরোহণ করিলেন। পিতার নিকটে যাইয়া রাম কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং নিজনাম উল্লেখ করিয়া পিতার চরণস্পর্শ করিলেন। প্রণামান্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান প্রিয়পুত্রকে দশরথ হস্তে ধারণ করিলেন এবং টানিয়া নিকটে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর রাজা দশরথ মণিকাঞ্চন-ভূষিত উৎকৃষ্ট উন্নত আসনে বসিবার জন্য রামকে আদেশ করিলেন। ঐ উৎকৃষ্ট আসনে বসিয়া রাম বিশেষ শোভান্বিত হইলেন এবং এমনভাবে আসনটিকে উজ্জ্বল করিলেন, যেমনভাবে উদয়কালে সূর্য্য নিজ-প্রভায় মেরুপর্বতকে উজ্জ্বল করেন। নির্মল গ্রহ-নক্ষত্র-পূর্ণ শরৎকালীন আকাশ চন্দ্রের দ্বারা যেমন শোভিত হয়, সেইরূপ রামের দ্বারা আলোকিত ঐ সভাও অতিশয় শোভিত হইল। মানুষ স্বীয় অলঙ্কৃতশরীরের প্রতিবিম্ব দর্পণে দর্শন করিয়া যেরূপ তৃপ্তিলাভ করে, প্রিয় তনয়কে দর্শন করিয়া দশরথও সেইরূপ তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কশ্যপ যেরূপে ইন্দ্রকে বলিয়া থাকেন, সেইরূপে স্থিরভাবে উপবিষ্ট নিজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া সৎপুত্রবান্ দশরথ বলিলেন,—রাম! বৎস! তুমি আমার জ্যেষ্ঠা ও যোগ্যা পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি আমার যোগ্যপুত্র ও সকলপুত্রের মধ্যে অতিশয়গুণান্বিত। তুমি আমার বিশেষ প্রিয় হইয়াছ। যেহেতু তুমি নিজগুণসমূহের দ্বারা প্রজাগণকে অনুরঞ্জিত করিয়াছ, সেইজন্য পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুভ সময়ে যুবরাজপদ লাভ কর। তুমি স্বভাবতই অতিশয় গুণসম্পন্ন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছ। গুণবান্ হইলেও তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ আমি তোমাকে হিতকর বাক্য বলিতেছি। বৎস! যদিও তুমি

উৎপন্নস্ত্বং গুণৈর্জ্যেষ্ঠো মম রামাত্মজঃ প্রিয়ঃ।
ত্বয়া যতঃ প্রজাশ্চেমাঃ সগুণৈরনুরঞ্জিতাঃ ॥৪০
তস্মাত্ত্বং পুষ্যযোগেন যৌবরাজ্যমবাপ্নুহি।
কামতস্ত্বং প্রকৃত্যৈব নির্ণীতো গুণবানিতি ॥৪১
গুণবত্যপি তু স্নেহাৎ পুত্র বক্ষ্যামি তে হিতম্।
ভূয়ো বিনয়মাস্থায় ভব নিত্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৪২
কাম-ক্রোধসমুত্থানি ত্যজস্ব ব্যসনানি চ।
পরোক্ষয়া বর্তমানো বৃত্ত্যা প্রত্যক্ষয়া তথা ॥৪৩
আমাত্যপ্রভৃতীঃ সর্বাঃ প্রজাশ্চৈবানুরঞ্জয়।
কোষ্ঠাগারায়ুধাগারৈঃ কৃত্বা সন্নিচয়ান্ বহূন্ ॥৪৪
ইষ্টানুরক্তপ্রকৃতির্যঃ পালয়তি মেদিনীম্।
তস্য নন্দন্তি মিত্রাণি লব্ধ্বামৃতমিবামরাঃ ॥৪৫

বিনীত, তথাপি আরও অধিক বিনয় অবলম্বন করিয়া সর্বদা জিতেন্দ্রিয় হইও। কাম ও ক্রোধ হইতে যে সকল ব্যসন উৎপন্ন হয়, তুমি তাহাদের ত্যাগ করিও। তুমি দূতমুখে পরোক্ষভাবে ও স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে অনুসন্ধান ও বিচার করিয়া অমাত্য প্রভৃতি প্রজাগণকে অনুরঞ্জিত কর। যে নরপতি বহুধনভাণ্ডার, অস্ত্রগৃহ প্রভৃতি পরিপূর্ণ করিয়া প্রজাগণকে প্রীত ও অনুরক্ত করত পৃথিবীপালন করেন, অমৃতলাভে দেবতাগণের ন্যায় তাঁহার মিত্রগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দলাভ করেন।১৭-৪৫

বৎস! তুমি আত্মসংযম করিয়া কর্ত্তব্য-কর্মের আচরণ কর। দশরথের এইরূপ বাক্য শুনিয়া রামের

তস্মাৎ পুত্র ত্বমাত্মানং নিয়ম্যৈবং সমাচর।
তচ্ছ্রুত্বা সুহৃদস্তস্য রামস্য প্রিয়কারিণঃ ॥৪৬
ত্বরিতাঃ শীঘ্রমাগত্য কৌসল্যায়ৈ ন্যবেদয়ন্।
সা হিরণ্যঞ্চ গাশ্চৈব রত্নানি বিবিধানি চ ॥৪৭
ব্যাদিদেশ প্রিয়াখ্যেভ্যঃ কৌসল্যা প্রমদোত্তমা।
অথাভিবাদ্য রাজানং রথমারুহ্য রাঘবঃ ॥
যযৌ স্বং দ্যুতিমদ্ বেশ্ম জনৌঘৈঃ প্রতিপূজিতঃ ॥৪৮
তে চাপি পৌরা নৃপতের্বচস্ত-
চ্ছ্রুত্বা তদা লাভমিবেষ্টমাশু।
নরেন্দ্রমামন্ত্র্য গৃহাণি গত্বা
দেবান্ সমানর্চুরভিপ্রহৃষ্টাঃ ॥৪৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥

হিতৈষী বন্ধুগণ সত্বর কৌশল্যার নিকট যাইয়া এই সংবাদ নিবেদন করিলেন। রাজমহিষী কৌশল্যা সুখকর-সংবাদ-দানকারীদিগকে সুবর্ণ, বিবিধরত্ন ও ধেনু প্রদান করিলেন। অনন্তর রাম দশরথকে প্রণাম করিয়া রথে আরোহণ এবং জনগণকর্তৃক পূজিত হইয়া স্বকীয় সমুজ্জ্বল গৃহে গমন করিলেন। সভাস্থিত পৌরগণ দশরথের বাক্য শুনিয়া ইষ্টবস্তুপ্রাপ্তিস্বরূপ মনে করিলেন এবং অতিশয় হৃষ্টমনে দশরথের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্বক নিজ নিজগৃহে গমন করিলেন। তাঁহারা সকলে রামের অভিষেক-কার্য্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ার জন্য দেবতাগণের অর্চনা করিলেন।৪৬-৪৯

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত

চতুর্থঃ সর্গঃ

[দশরথস্য রামাভিষেকমন্ত্রণা, পিতৃসকাশাদ্ রামস্য স্বকীয়ান্তঃপুরগমনম্, কৌসল্যাসমীপে স্বীয়াভিষেক-বার্তাজ্ঞাপনম্, মাতুরাশীর্বাদলাভঃ, মাতৃ-ভ্রাতৃভ্যাং সহ কথোপকথনঞ্চ ।]

গতেষ্বথ নৃপো ভূয়ঃ পৌরেষু সহমন্ত্রিভিঃ ।
মন্ত্রয়িত্বা ততশ্চক্রে নিশ্চয়জ্ঞঃ স নিশ্চয়ম্ ॥১
শ্ব এব পুষ্যো ভবিতা শ্বোঽভিষেচ্যস্তু মে সুতঃ ।
রামো রাজীবপত্রাক্ষো যুবরাজ ইতি প্রভুঃ ॥২
অথান্তর্গৃহমাবিশ্য রাজা দশরথস্তদা ।
সূতমামন্ত্রয়ামাস রামং পুনরিহানয় ॥৩
প্রতিগৃহ্য তু তদ্বাক্যং সূতঃ পুনরুপাযযৌ ।
রামস্য ভবনং শীঘ্রং রামমানয়িতুং পুনঃ ॥৪
দ্বাঃস্থৈরাবেদিতং তস্য রামায়াগমনং পুনঃ ।
শ্রুত্বৈব চাপি রামস্তং প্রাপ্তং শঙ্কান্বিতোঽভবৎ ॥৫
প্রবেশ্য চৈনং ত্বরিতো রামো বচনমব্রবীৎ ।
যদাগমনকৃত্যং তে ভূয়স্তদ্ব্রূহ্যশেষতঃ ॥৬
তমুবাচ ততঃ সূতো রাজা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি ।
শ্রুত্বা প্রমাণং তত্র ত্বং গমনায়েতরায় বা ॥৭
ইতি সূতবচঃ শ্রুত্বা রামোঽপি ত্বরয়ান্বিতঃ ।
প্রযযৌ রাজভবনং পুনর্দ্রষ্টুং নরেশ্বরম্ ॥৮
তং শ্রুত্বা সমনুপ্রাপ্তং রামং দশরথো নৃপঃ ।
প্রবেশয়ামাস গৃহং বিবক্ষুঃ প্রিয়মুত্তমম্ ॥৯
প্রবিশন্নেব চ শ্রীমান্ রাঘবো ভবনং পিতুঃ ।
দদর্শ পিতরং দূরাৎ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥১০

চতুর্থ সর্গ

[রাজা দশরথের রামাভিষেক মন্ত্রণা, পিতার নিকট হইতে রামচন্দ্রের স্বীয় অন্তঃপুর গমন, কৌশল্যার নিকট স্বীয় অভিষেকবার্তা জ্ঞাপন, মাতার আশীর্বাদ লাভ এবং মাতা ও ভ্রাতার সহিত কথোপকথন ।]

পুরবাসীরা নিজ নিজ গৃহে গমন করিলে পর দেশ-কাল-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ দশরথ পুনর্বার মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন—আগামীকল্য পুষ্যানক্ষত্র হইবে, এইজন্য কল্যই আমার পুত্র অভিষিক্ত হইবে, কমললোচন রাম যুবরাজ হইবে। এইরূপ বলিয়া রাজা অন্তঃপুরে গমন করিলেন এবং সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—রামকে পুনর্বার এইস্থানে আনয়ন কর। দশরথের আদেশ গ্রহণ করিয়া সুমন্ত্র রামকে আনয়ন করিবার জন্য সত্বর তাঁহার গৃহে গমন করিলেন। দ্বারপালগণ সুমন্ত্রের আগমনবার্তা রামের নিকট জানাইল। সুমন্ত্র আসিয়াছেন শুনিয়াই রাম অতিশয় শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। দ্বারপালগণ অতিশীঘ্র সুমন্ত্রকে গৃহমধ্যে লইয়া আসিলে রাম ত্বরান্বিত হইয়া বলিলেন,—তোমার পুনর্বার আগমনের প্রয়োজন বিস্তৃতভাবে বিবৃত কর। সুমন্ত্র বলিলেন,—মহারাজ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন। যাওয়া উচিত কিংবা না যাওয়া উচিত, তাহা আপনিই স্থির করুন। সুমন্ত্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া রাম ত্বরান্বিত হইয়া পুনর্বার নরপতি দশরথকে দর্শন করিবার জন্য রাজভবনে গমন করিলেন। দৌবারিকের নিকট রামের আগমন-বার্তা শুনিয়া রাজা দশরথ অতিশয় প্রিয় বক্তব্য বলিবার জন্য রামকে গৃহমধ্যে আনয়ন করিলেন। শ্রীমান্ রঘুনন্দন পিতৃগৃহে প্রবেশ করিয়াই দূর হইতেই পিতাকে প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন।১-১০

ভূমিপতি দশরথ প্রণত পুত্রকে ভূমি হইতে উঠাইলেন এবং আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর উপবেশনের জন্য

প্রণমন্তং সমুত্থাপ্য সংপরিষ্বজ্য ভূমিপঃ।
প্রদিশ্য চাসনং চাস্মৈ রামঞ্চ পুনরব্রবীৎ ॥১১
রাম বৃদ্ধোঽস্মি দীর্ঘায়ুর্ভুক্তা ভোগা যথেপ্সিতাঃ।
অন্নবদ্ভিঃ ক্রতুশতৈর্যথেষ্টং ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥১২
দত্তমিষ্টমধীতঞ্চ ময়া পুরুষসত্তম ॥১৩
অনুভূতানি চেষ্টানি ময়া বীর সুখান্যপি।
দেবর্ষি-পিতৃ-বিপ্রাণামনৃণোঽস্মি তথাত্মনঃ ॥১৪
ন কিঞ্চিন্মম কর্তব্যং তবান্যত্রাভিষেচনাৎ।
অতো যত্ত্বামহং ব্রূয়াং তস্মে ত্বং কর্তুমর্হসি ॥১৫
অদ্য প্রকৃতয়ঃ সর্বাস্ত্বামিচ্ছন্তি নরাধিপম্।
অতস্ত্বাং যুবরাজানমভিষেক্ষ্যামি পুত্রক ॥১৬
অপি চাদ্যাশুভান্ রাম স্বপ্নান্ পশ্যামি রাঘব।
সনির্ঘাতা দিবোল্কাশ্চ পতন্তি হি মহাস্বনাঃ ॥১৭

অনুমতি দিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—বৎস! রাম! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইয়া বাঞ্ছিত বস্তুসকল ভোগ করিয়াছি। বহু অন্নময় প্রচুরদক্ষিণা-যুক্ত শত শত যজ্ঞের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়াছি। পৃথিবীতে তুলনাহীন বহুপ্রার্থিত তুমি আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আমি প্রার্থীদিগকে অভীষ্ট বস্তু দান করিয়াছি। পুরুষোত্তম! বৎস! আমি সকল শাস্ত্রের অধ্যয়নও করিয়াছি। বীর! আমি সকল প্রকার অভীষ্ট সুখভোগ করিয়াছি। এখন আমি দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, ব্রাহ্মণঋণ ও আত্মঋণ হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার অভিষেক ভিন্ন আমার অন্য কোন কর্তব্য অবশিষ্ট নাই। এইজন্য আমি তোমাকে যাহা বলিব, তাহা তোমার অবশ্যই করা উচিত।১১-১৫

এক্ষণে প্রজাবর্গ তোমাকে নরপতিরূপে পাইতে কামনা করিতেছে। বৎস! এইজন্য আমি তোমাকে যুবরাজরূপে অভিষিক্ত করিব। রাম! আমি অদ্য অতি অশুভ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি। আকাশ হইতে বিকটশব্দময়ী উল্কা পতিত হইতেছে এবং বজ্রপতন-শব্দ হইতেছে। বৎস! দৈবজ্ঞগণ বলিতেছেন যে, আমার

অবষ্টব্ধঞ্চ মে রাম নক্ষত্রং দারুণগ্রহৈঃ।
আবেদয়ন্তি দৈবজ্ঞাঃ সূর্য্যাঙ্গারকরাহুভিঃ ॥১৮
প্রায়েণ চ (ক) নিমিত্তানামীদৃশানাং সমুদ্ভবে।
রাজা হি মৃত্যুমাপ্নোতি ঘোরাং চাপদমৃচ্ছতি ॥১৯
তদ্‌যাবদেব মে চেতো ন বিমুহ্যতি রাঘব।
তদ্‌যাবদেবাভিষিঞ্চস্ব চলা হি প্রাণিনাং মতিঃ ॥২০
অদ্য চন্দ্রোঽভ্যুপগমৎপুষ্যাৎ পূর্বং পুনর্বসুম্।
শ্বঃ পুষ্যযোগং নিয়তং বক্ষ্যন্তে দৈবচিন্তকাঃ ॥২১
তত্র পুষ্যেঽভিষিঞ্চস্ব মনস্ত্বরয়তীব মাম্।
শ্বস্ত্বাহমভিষেক্ষ্যামি যৌবরাজ্যে পরন্তপ ॥২২
তস্মাত্ত্বয়াদ্য প্রভৃতি নিশেয়ং নিয়তাত্মনা।
সহ বধ্বোপবস্তব্যা দর্ভপ্রস্তরশায়িনা ॥২৩

জন্মনক্ষত্র সূর্য্য, মঙ্গল ও রাহুনামক বিকটগ্রহের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। এইরূপ অশুভলক্ষণ উপস্থিত হইলে প্রায়শঃ রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হন কিংবা ঘোর বিপদে পতিত হন। রাঘব! এইজন্য যে পর্য্যন্ত আমার চিত্ত মোহপ্রাপ্ত না হয়, সেই সময়ের মধ্যেই তুমি নিজেকে অভিষিক্ত কর, যেহেতু প্রাণীদিগের বুদ্ধি পরিবর্তিত হইয়া যায়।১৬-২০

দৈবজ্ঞগণ বলিতেছেন যে, চন্দ্র অদ্য পুষ্যানক্ষত্রের পূর্ববর্তী পুনর্বসুনক্ষত্রে গমন করিয়াছেন, আগামী কল্য পুষ্যানক্ষত্রে অবশ্যই গমন করিবেন। ঐ পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত কালে তুমি নিজেকে অভিষিক্ত কর। আমার মন আমাকে যেন অতিশয় ত্বরান্বিত করিতেছে। শত্রুনাশক! রাম! আমি আগামীকল্য যুবরাজপদে তোমাকে অভিষিক্ত করিব। অতএব অদ্য প্রদোষ সময় হইতে তুমি সংযতচিত্তে কুশনির্মিত ভূশয্যায় শয়ন করিয়া পত্নীর সহিত উপবাসের দ্বারা এই রাত্রি অতিবাহিত কর। তোমার বন্ধুবর্গ সাবধান হইয়া সর্বতোভাবে অদ্য তোমাকে রক্ষা করুক। এইরূপ কার্য্য বহুবিধ বিঘ্ন দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে ভরত অযোধ্যা হইতে দূরে

পাঠান্তর :—(ক) প্রায়েণ বৈ—।

সুহৃদশ্চাপ্রমত্তাস্ত্বাং রক্ষন্তত্ত্ব সমততঃ।
ভবন্তি বহুবিঘ্নানি কার্য্যাণ্যেবং বিধানি হি ॥২৪
বিপ্রোষিতশ্চ ভরতো যাবদেব পুরাদিতঃ।
তাবদেবাভিষেকস্তে প্রাপ্তে কালো মতো মম ॥২৫
কামং খলু সতাং বৃত্তে ভ্রাতা তে ভরতঃ স্থিতঃ।
জ্যেষ্ঠানুবর্তো ধর্মাত্মা সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥২৬
কিন্তু চিত্তং মনুষ্যাণামনিত্যমিতি মে মতম্।
সতঞ্চ ধর্মনিত্যানাং কৃতশোভি চ রাঘব ॥২৭
ইত্যুক্তঃ সোঽভ্যনুজ্ঞাতঃ শ্বোভাবিন্যভিষেচনে।
ব্রজেতি রামঃ পিতরমভিবাদ্যাভ্যয়াদ্গৃহম ॥২৮
প্রবিশ্য চাত্মনো বেশ্ম রাজ্ঞাদিষ্টেঽভিষেচনে।
তৎক্ষণাদেব নিষ্ক্রম্য মাতুরন্তঃপুরং যযৌ ॥২৯

তত্র তাং প্রবণামেব মাতরং ক্ষৌমবাসিনীম্।
বাগ্যতাং দেবতাগারে দদর্শাযাচতীং শ্রিয়ম্ ॥৩০
প্রাগেব চাগতা তত্র সুমিত্রা লক্ষ্মণস্তথা।
সীতা চানয়িতা শ্রুত্বা প্রিয়ং রামাভিষেচনম্ ॥৩১
তস্মিন্ কালেঽপি কৌসল্যা তস্থাবামীলিতেক্ষণা।
সুমিত্রয়ান্ বাস্যমানা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥৩২
শ্রুত্বা পুষ্যে চ পুত্রস্য যৌবরাজ্যেঽভিষেচনম্।
প্রাণায়ামেন পুরুষং ধ্যায়মানা জনার্দনম্ ॥৩৩
তথা সনিয়মামেব সোঽভিগম্যাভিবাদ্য চ।
উবাচ বচনং রামো হর্ষয়ংস্তামিদং বরম্ ॥৩৪
অম্ব পিত্রা নিযুক্তোঽস্মি প্রজাপালনকর্মণি।
ভবিতা শ্বোঽভিষেকো মে যথা মে শাসনং পিতুঃ ॥৩৫

বিদেশে মাতুলালয়ে আছে; এই সময়েই তোমার অভিষেক হওয়া উচিত বলিয়া আমি মনে করি*। যদিও তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরত সর্বথা সদাচাররত, ধর্মপরায়ণ, দয়ালু, জিতেন্দ্রিয় ও তোমার অনুগত, তথাপি আমার মনে হয়, কারণ উপস্থিত হইলে মনুষ্যদিগের মন বিকার-ভাব প্রাপ্ত হইয়াই থাকে। রাঘব! সর্বদা ধর্মপরায়ণ সজ্জনগণের মনও কখন কখন রাগ-দ্বেষাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে। দশরথ এইরূপ বলিলে পর রাম পিতার অভিপ্রায় অনুসারে আগামী দিবসে অনুষ্ঠেয় অভিষেকে সম্মতি দিলেন এবং "এক্ষণে গমন কর" এইরূপ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া পিতার নিকট বিদায়গ্রহণপূর্বক নিজভবনে গমন করিলেন। মহারাজ দশরথের আদেশযুক্ত অভিষেক-সংবাদ সীতাকে বলিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও নিজভবনে সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। সেইজন্য তৎক্ষণাৎ নিজভবন হইতে নির্গত হইয়া মাতার অন্তঃপুরে গমন করিলেন। শ্রীমান্ রাম সেখানে যাইয়া দেখিলেন—মাতা কৌশল্যা পট্টবস্ত্র ধারণ করিয়া দেবতার সম্মুখে ধ্যানরতা আছেন, তিনি মৌন অবলম্বন করিয়া নিজপুত্রের রাজশ্রী প্রার্থনা করিতেছেন।২১-৩০

লোকমুখে রামের অভিষেক হইবার সংবাদ শুনিয়া সুমিত্রা ও লক্ষ্মণ পূর্বেই কৌশল্যার নিকটে আসিয়াছেন। কৌশল্যা সুখদায়ক রামাভিষেক-সংবাদ শুনিয়া সেই স্থানে সীতাকে আনয়ন করিয়াছেন। রামের মাতৃ-ভবনে প্রবেশসময়ে কৌশল্যা নয়ন মুদ্রিত করিয়া উপবেশন করিয়াছিলেন এবং সুমিত্রা, সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁহার পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলেন। 'যুবরাজপদে নিজপুত্রের অভিষেক আগামীকল্য পুষ্যানক্ষত্রে হইবে' এই সংবাদ শুনিয়া তিনি প্রাণায়ামপূর্বক পরমপুরুষ জনার্দনের ধ্যান করিতেছিলেন। এইভাবে নিয়মপালন-কারিণী নিজজননীর নিকট গমনপূর্বক রাম তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর শুভসংবাদপ্রদানে আনন্দিত করিয়া মধুরভাবে বলিলেন,—জননি! পিতা আমাকে প্রজা-পালনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। আগামীকল্য আমার অভিষেক হইবে। পিতার যেরূপ আদেশ হইয়াছে, সেই অনুসারে আমার সহিত সীতাকেও এই রাত্রি উপবাসে অতিবাহিত করিতে হইবে। উপাধ্যায়গণ

* কৈকেয়ীর পুত্রই রাজা হইবে। এইরূপ প্রতিশ্রুতির দ্বারা কেকয়রাজকে সন্তুষ্ট করিয়া দশরথ কৈকেয়ীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই কথা মনে করিয়াই ভরতকে আশঙ্কা করিতেছেন

সীতয়াপ্যুপবস্তব্যা রজনীয়ং ময়া সহ ।
এবমুক্তমুপাধ্যায়ৈঃ স হি মামুক্তবান্ পিতা ॥৩৬
যানি যান্যত্র যোগ্যানি শ্বো ভাবিন্যভিষেচনে ।
তানি মে মঙ্গলান্যদ্য বৈদেহ্যাশ্চৈব কারয় ॥৩৭
এতচ্ছ্রুত্বা তু কৌসল্যা চিরকালাভিকাঙ্ক্ষিতম্ ।
হর্ষবাষ্পাকুলং বাক্যমিদং রামমভাষত ॥৩৮
বৎস রাম চিরং জীব হতাস্তে পরিপন্থিনঃ ।
জ্ঞাতীন্মে ত্বং শ্রিয়া যুক্তঃ সুমিত্রায়াশ্চ নন্দয় ॥৩৯
কল্যাণে বত নক্ষত্রে ময়া জাতোঽসি পুত্রক ।
যেন ত্বয়া দশরথো গুণৈরারাধিতঃ পিতা ॥৪০
অমোঘং বত মে ক্ষান্তং পুরুষে পুষ্করেক্ষণে ।
যেয়মিক্ষ্বাকুরাজশ্রীঃ পুত্রত্বাং সংশ্রয়িষ্যতি ॥৪১
ইত্যেবমুক্তো মাত্রা তু রামো ভ্রাতরমব্রবীৎ ।
প্রাঞ্জলিং প্রহ্বমাসীনমভিবীক্ষ্য স্ময়ন্নিব ॥৪২
লক্ষ্মণেমাং ময়া সার্ধং প্রশাধি ত্বং বসুন্ধরাম্ ।
দ্বিতীয়ং মেঽন্তরাত্মানং ত্বামিয়ং শ্রীরুপস্থিতা ॥৪৩
সৌমিত্রে ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগাংস্ত্বমিষ্টান্ রাজ্যফলানি চ ।
জীবিতং চাপি রাজ্যঞ্চ ত্বদর্থমভিকাময়ে ॥৪৪
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং রামো মাতরাবভিবাদ্য চ ।
অভ্যনুজ্ঞাপ্য সীতাঞ্চ যযৌ স্বঞ্চ নিবেশনম্ ॥৪৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥৪

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া পিতা ঐরূপে থাকিতে বলিয়াছেন। ৩১-৩৬

আগামী দিবসের অভিষেক উপলক্ষ্যে অন্য যে সকল মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত, সেই সকল অনুষ্ঠান আমার ও সীতার জন্য পুরোহিতের দ্বারা সম্পাদন করুন। বহুপূর্ব হইতেই আকাঙ্ক্ষিত রামের অভিষেক-সংবাদ শুনিয়া কৌশল্যা আনন্দাশ্রুসিক্তবাক্যে রামকে বলিলেন,—বৎস ! রাম ! তুমি দীর্ঘজীবী হও। তোমার বিরোধকারী ব্যক্তিরা নিহত হউক। তুমি রাজ্যশ্রী প্রাপ্ত হইয়া আমার ও সুমিত্রার বন্ধুগণকে আনন্দিত কর। বৎস ! অতিশুভনক্ষত্রে আমি তোমাকে প্রসব করিয়াছি, কারণ তুমি নিজগুণসমূহের দ্বারা পিতাকে তুষ্ট করিয়াছ। আমি পদ্মপলাশলোচন পুরুষোত্তম শ্রীহরির প্রসন্নতার জন্য যে সকল ব্রত উপবাস করিয়াছি, তাহা সার্থক হইয়াছে। বৎস ! সেইজন্যই এই ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজলক্ষ্মী তোমাকে আশ্রয় করিতেছেন। জননী কৌশল্যা এইরূপ বলিলে পর রাম বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া উপবিষ্ট কনিষ্ঠভ্রাতাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—ভ্রাতঃ ! লক্ষ্মণ ! তুমি আমার সহিত এই পৃথিবী শাসন কর। তুমি আমার দ্বিতীয় অন্তরাত্মা। এইজন্য তোমাকে রাজলক্ষ্মী আশ্রয় করিতেছেন। সুমিত্রানন্দন ! তুমি অভিলষিত ভোগ্য-বস্তুসমূহ ভোগ কর এবং রাজ্যপালনের ফল ধর্ম্ম ও অর্থ প্রাপ্ত হও। আমি তোমারই জন্য জীবন ও রাজ্য প্রার্থনা করি। শ্রীমান্ রাম অনুজ লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া কৌশল্যা ও সুমিত্রা দুই জননীকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া সীতার সহিত নিজগৃহে গমন করিলেন।৩৭-৪৫

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চমঃ সর্গঃ

[বসিষ্ঠস্য রামসমীপে গমনং, রামসকাশাৎ দশরথসমীপে গমনঞ্চ।]

সন্দিশ্য রামং নৃপতিঃ শ্বো ভাবিন্যভিষেচনে।
পুরোহিতং সমাহূয় বসিষ্ঠমিদমব্রবীৎ ॥১
গচ্ছোপবাসং কাকুৎস্থং কারয়াদ্য তপোধন।
শ্রেয়সে রাজ্যলাভায় বধ্বা সহ যতব্রত ॥২
তথেতি চ স রাজানমুক্ত্বা বেদবিদাং বরঃ।
স্বয়ং বসিষ্ঠো ভগবান্ যযৌ রামনিবেশনম্ ॥৩
উপবাসয়িতুং বীরং মন্ত্রবিন্মন্ত্রকোবিদম্।
ব্রাহ্মং রথবরং যুক্তমাস্থায় সুধৃতব্রতঃ ॥৪
স রামভবনং প্রাপ্য পাণ্ডুরাভ্রঘনপ্রভম্।
তিস্রঃ কক্ষ্যা রথেনৈব বিবেশ মুনিসত্তমঃ ॥৫
তমাগতমৃষিং রামস্ত্বরন্নিব সসম্ভ্রমম্।
মানয়িষ্যন্ স মানার্হং নিশ্চক্রাম নিবেশনাৎ ॥৬
অভ্যেত্য ত্বরমাণোঽথ রথাভ্যাসং মনীষিণঃ।
ততোঽবতারয়ামাস পরিগৃহ্য রথাৎ স্বয়ম্ ॥৭
স চৈনং প্রশ্রিতং দৃষ্ট্বা সম্ভাষ্যাভিপ্রসাদ্য চ।
প্রিয়ার্হং হর্ষয়ন্ রামমিত্যুবাচ পুরোহিতঃ ॥৮
প্রসন্নস্তে পিতা রাম যত্ত্বং রাজ্যমবাপ্স্যসি।
উপবাসং ভবানদ্য করোতু সহ সীতয়া ॥৯
প্রাতস্ত্বামভিষেক্তা হি যৌবরাজ্যে নরাধিপঃ।
পিতা দশরথঃ প্রীত্যা যযাতিং নহুষো যথা ॥১০

পঞ্চম সর্গ

[বসিষ্ঠের রামসমীপে গমন ও রামের নিকট হইতে দশরথসমীপে গমন।]

এদিকে রাজা দশরথ আগামী দিবসের অভিষেক-বিষয়ে কর্তব্য-সম্বন্ধে রামকে নির্দেশ দিয়া কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে আহ্বানপূর্বক বলিলেন,—তপোধন! আপনি রামের নিকট গমন করুন। আপনি স্বয়ং ব্রতাচরণরত। মঙ্গলজনক রাজ্যলাভের জন্য রামকে সীতার সহিত অদ্য উপবাস করিতে প্রবৃত্ত করুন। বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ 'তথাস্তু' বলিয়া দশরথের কথায় সম্মতি জানাইলেন এবং রামের ভবনে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণের আরোহণযোগ্য উত্তমরথে আরোহণ করিয়া মন্ত্রজ্ঞ ও ব্রতানুষ্ঠাননিপুণ বশিষ্ঠ মন্ত্রবিৎ বীরবর রামকে উপবাস করাইতে চলিলেন। তিনি শুভ্রমেঘের ন্যায় প্রভাময় রামভবনে উপস্থিত হইয়া রথের দ্বারাই তিনটি কক্ষা অতিক্রম করিলেন। মুনিবর বশিষ্ঠকে সমাগত দেখিয়া রাম অতিসম্ভ্রমের সহিত সত্বর সম্মাননীয় মহর্ষিকে সম্মানিত করিবার জন্য নিজগৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন। অতিশীঘ্রগতিতে মনীষী বশিষ্ঠের রথের নিকট আসিয়া স্বয়ং তাঁহার হস্তধারণ করত রথ হইতে নামাইলেন। অনন্তর পুরোহিত বশিষ্ঠ প্রিয়কথাযোগ্য রামকে বিনীত দেখিয়া কুশলজিজ্ঞাসা করিলেন এবং প্রশংসা-বাক্যে প্রসন্নতা ও হর্ষ-সম্পাদন করিয়া বলিলেন,—রাম! তোমার পিতা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, যেহেতু তুমি আগামী কল্য রাজ্যপ্রাপ্ত হইবে। তুমি সীতার সহিত অদ্য উপবাস কর। যেভাবে নহুষ নিজপুত্র যযাতিকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেইভাবে নরপতি দশরথ আগামী প্রাতঃকালে তোমাকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। ১-১০

এইরূপ বলিয়া নিয়মিতব্রতকারী শুদ্ধাত্মা বশিষ্ঠ সীতাসহিত রামকে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক উপবাসের সঙ্কল্প করাইলেন। অনন্তর রাজগুরু বশিষ্ঠ রামকর্তৃক যথাবিধি অর্চিত হইলেন এবং রামের নিকট বিদায় লইয়া রাম-ভবন হইতে গমন করিলেন। অনন্তর রাম প্রিয়ভাষী বন্ধুগণের সহিত কিছুক্ষণ থাকিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন এবং নিজেও তাহাদের দ্বারা সমাদৃত হইয়া স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন। বিকসিতকমলপূর্ণ ও

ইত্যুক্ত্বা স তদা রামমুপবাসং যতব্রতঃ।
মন্ত্রবৎ কারয়ামাস বৈদেহ্যা সহিতং শুচিঃ ॥১১
ততো যথাবদ্ রামেণ স রাজ্ঞো গুরুরর্চিতঃ।
অভ্যনুজ্ঞাপ্য কাকুৎস্থং যযৌ রামনিবেশনাৎ ॥১২
সুহৃদ্ভিস্তত্র রামোঽপি সহাসীনঃ প্রিয়ংবদৈঃ।
সভাজিতো বিবেশাথ তাননুজ্ঞাপ্য সর্বশঃ ॥১৩
হৃষ্টনারীনরযুতং রামবেশ্ম তদা বভৌ।
যথা মত্তদ্বিজগণং প্রফুল্লনলিনং সরঃ ॥১৪
স রাজভবনপ্রখ্যাত্তস্মাদ্ রামনিবেশনাৎ।
নির্গত্য দদৃশে মার্গং বসিষ্ঠো জনসংবৃতম্ ॥১৫
বৃন্দবৃন্দৈরযোধ্যায়াং রাজমার্গাঃ সমন্ততঃ।
বভূবুরভিসংবাধাঃ কুতূহলজনৈর্বৃতাঃ ॥১৬
জনবৃন্দোর্মিসংঘর্ষহর্ষস্বনবতস্তদা।
বভূব রাজমার্গস্য সাগরস্যেব নিঃস্বনঃ ॥১৭

সিক্তসংমৃষ্টরথ্যা হি তথা চ বনমালিনী।
আসীদযোধ্যা তদহঃ সমুচ্ছ্রিত গৃহধ্বজা ॥১৮
তদা হ্যযোধ্যানিলয়ঃ সস্ত্রীবালাকুলো জনঃ।
রামাভিষেকমাকাঙ্ক্ষন্নাকাঙ্ক্ষন্নুদয়ং রবে ॥১৯
প্রজালঙ্কারভূতঞ্চ জনস্যানন্দবর্ধনম্।
উৎসুকোঽভূজ্জনো দ্রষ্টুং তমযোধ্যামহোৎসবম্ ॥২০
এবং তজ্জনসংবাধং রাজমার্গং পুরোহিতঃ।
ব্যূহন্নিব জনৌঘং তং শনৈ রাজকুলং যযৌ ॥২১
সিতাভ্রশিখরপ্রখ্যং প্রাসাদমধিরুহ্য চ।
সমীয়ায় নরেন্দ্রেণ শক্রেণেব বৃহস্পতিঃ ॥২২
তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য হিত্বা রাজাসনং নৃপঃ।
পপ্রচ্ছ স্বমতং তস্মৈ কৃতমিত্যভিবেদয়ৎ ॥২৩
তেন চৈব তদা তুল্যং সহাসীনাঃ সভাসদঃ।
আসনেভ্যঃ সমুত্তস্থুঃ পূজয়ন্তঃ পুরোহিতম্ ॥২৪

মত্তবিহঙ্গমুখরিত সরোবরের ন্যায় আনন্দিত-নরনারী-পূর্ণ রামের গৃহ অতিশয় শোভিত হইয়াছিল। এদিকে মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজভবনসদৃশ রামভবন হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন যে, সকল পথই মানুষের দ্বারা আবৃত হইয়া গিয়াছে। কুতূহল-সমন্বিত লোকেরা দলে দলে চারিদিক্ হইতে আসিয়া অযোধ্যার সকল রাজপথ অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।১১-১৬

তরঙ্গসমূহের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে সমুদ্রে যেমন তুমুল কোলাহল হইয়া থাকে, সেইরূপ জনসমূহের হর্ষাতিশয্যের জন্য সংঘর্ষের ফলে রাজপথেও তুমুল কোলাহল হইতেছে। অযোধ্যার সকল পথই জলসিক্ত ও পরিষ্কৃত হইয়াছে। সকল গৃহের দ্বারদেশ বনমালায় ভূষিত হইয়াছে এবং প্রতিটি গৃহে পতাকা উত্তোলন করা হইয়াছে। সেই সময় অযোধ্যাবাসী বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী প্রভৃতি সকলেই রামের অভিষেক-কামনা করিয়া সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতেছে। অযোধ্যায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সর্বজনসুখবর্ধক মহামহোৎসব দর্শন করিতে অতিশয় উৎসুক হইয়াছে, যেহেতু এই মহোৎসব সমস্ত প্রজার বিশেষশোভা সম্পাদন করিবে। পুরোহিত বশিষ্ঠ এইরূপ জনগণের দ্বারা অবরুদ্ধ রাজপথে আসিলেন এবং জন-সমূহকে নির্দিষ্ট-ভাবে ব্যবস্থিত করিয়া মৃদুগতিতে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। হিমালয়শৃঙ্গতুল্য রাজপ্রাসাদে আরোহণ করিয়া বশিষ্ঠ ইন্দ্রের সহিত বৃহস্পতির মিলিত হওয়ার ন্যায় নরপতির সহিত মিলিত হইলেন। দশরথ মহর্ষি বশিষ্ঠকে সমাগত দেখিয়া রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন এবং দণ্ডায়মান হইয়া অভিমতকার্য্য-সম্পাদনের কথা জানিতে চাহিলেন। বশিষ্ঠ জানাইলেন যে, সকল কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দশরথের আসন-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সমবেত সকল সভাসদ্ই পুরোহিত বশিষ্ঠকে সম্মানিত করিবার জন্য নিজ নিজ আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর ভূপতি দশরথ বশিষ্ঠের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সভাসদ্গণকে বিদায় দিলেন এবং পর্বতগুহায় সিংহের প্রবেশের ন্যায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তারাগণবেষ্টিত আকাশের

গুরুণা ত্বভ্যনুজ্ঞাতো মনুজৌঘং বিসৃজ্য তম্।
বিবেশান্তঃপুরং রাজা সিংহো গিরিগুহামিব ॥২৫
তদগ্র্যবেষপ্রমদাজনাকুলং
মহেন্দ্রবেশ্মপ্রতিমং নিবেশনম্।
ব্যদীপয়ংশ্চারু বিবেশ পার্থিবঃ
শশীব তারাগণসঙ্কুলং নভঃ ॥২৬
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ

মধ্যভাগে চন্দ্রমা যেমন প্রবেশ করেন, উত্তমবেশভূষায় সজ্জিত মহিলাগণের দ্বারা ব্যাপ্ত ইন্দ্রভুবনতুল্য সুন্দর অন্তঃপুর শোভিত করিয়া দশরথও সেইরূপ প্রবেশ করিলেন।১৭-২৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

[রামস্য বিষ্ণূপাসনা, পৌরাণাং নগরশোভাকরণং পরস্পরং সহর্ষকথোপকথনঞ্চ।]

গতে পুরোহিতে রামঃ স্নাতো নিয়তমানসঃ।
সহ পত্ন্যা বিশালাক্ষ্যা নারায়ণমুপাগমৎ ॥১
প্রগৃহ্য শিরসা পাত্রীং হবিষো বিধিবত্ততঃ।
মহতে দৈবতায়াজ্যং জুহাব জ্বলিতানলে ॥২
শেষঞ্চ হবিষস্তস্য প্রাশ্যাশাস্যাত্মনঃ প্রিয়ম্।
ধ্যায়ন্নারায়ণং দেবং স্বাস্তীর্ণে কুশসংস্তরে ॥৩
বাগ্‌যতঃ সহ বৈদেহ্যা ভূত্বা নিয়তমানসঃ।
শ্রীমত্যায়তনে বিষ্ণোঃ শিশ্যে নরবরাত্মজঃ ॥৪
একযামাবশিষ্টায়াং রাত্র্যাং প্রতিবিবুধ্য সঃ।
অলঙ্কারবিধিং সম্যক্ কারয়ামাস বেশ্মনঃ ॥৫
তত্র শৃণ্বন্ সুখা বাচঃ সূত-মাগধ-বন্দিনাম্।
পূর্বাং সন্ধ্যামুপাসীনো জজাপ সুসমাহিতঃ ॥৬
তুষ্টাব প্রণতশ্চৈব শিরসা মধুসূদনম্।
বিমলক্ষৌমসংবীতো বাচয়ামাস স দ্বিজান্ ॥৭
তেষাং পুণ্যাহঘোষোঽথ গম্ভীরমধুরস্তথা।
অযোধ্যাং পূরয়ামাস তূর্য্যঘোষানুনাদিতঃ ॥৮

ষষ্ঠ সর্গ

[শ্রীরামের বিষ্ণূপাসনা, পুরবাসিগণকর্ত্তৃক নগরের শোভাকরণ এবং আনন্দের সহিত পারস্পরিক কথোপকথন।]

পুরোহিত প্রস্থান করিলে পর শ্রীমান্ রাম স্নান করিলেন এবং বিশালনয়না সীতার সহিত একাগ্রচিত্তে নারায়ণের আরাধনা করিলেন। অনন্তর ঘৃতপূর্ণ পাত্র মস্তকে ধারণ করিয়া পরমদেবতা নারায়ণের উদ্দেশে প্রজ্বলিত অগ্নিতে বিধি অনুসারে আহুতি প্রদান করিলেন। পরে হোমশেষ ঘৃত ভক্ষণ করিলেন এবং নিজমঙ্গল প্রার্থনা করিয়া ইষ্টদেব নারায়ণের ধ্যান করিতে করিতে ঐ সুন্দর বিষ্ণুমন্দিরে কুশের দ্বারা নিজেই শয্যা নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর মৌন হইয়া সংযতচিত্তে সীতার সহিত স্বনির্ম্মিত কুশশয্যায় শয়ন করিলেন। একপ্রহর রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতেই শ্রীমান্ রাম জাগ্রত হইলেন। ভৃত্যাদির দ্বারা নিজগৃহ পরিষ্কৃত ও অলঙ্কৃত করাইলেন। ঐ সময়ে স্বকার্য্যরত সূত, মাগধ ও বন্দিগণের সুমধুর মাঙ্গলিক গান শুনিতে শুনিতে প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপ্ত করিয়া একাগ্রচিত্তে গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন। জপ সমাপ্ত হইলে অবনত-মস্তকে মধুসূদনকে প্রণামপূর্বক স্তুতি করিলেন। অনন্তর

কৃতোপবাসন্তু তদা বৈদেহ্যা সহ রাঘবম্।
অযোধ্যানিলয়ঃ শ্রুত্বা সর্বঃ প্রমুদিতো জনঃ ॥৯
ততঃ পৌরজনঃ সর্বঃ শ্রুত্বা রামাভিষেচনম্।
প্রভাতাং রজনীং দৃষ্ট্বা চক্রে শোভয়িতুং পুরীম্ ॥১০
সিতাভ্রশিখরাভেষু দেবতায়তনেষু চ।
চতুষ্পথেষু রথ্যাসু চৈত্যেষ্বট্টালকেষু চ ॥১১
নানাপণ্যসমৃদ্ধেষু বণিজামাপণেষু চ।
কুটুম্বিনাং সমৃদ্ধেষু শ্রীমৎসু ভবনেষু চ ॥১২
সভাসু চৈব সর্বাসু বৃক্ষেষ্বালক্ষিতেষু চ।
ধ্বজাঃ সমুচ্ছ্রিতাঃ সাধু পতাকাশ্চাভবংস্তথা ॥১৩
নট-নর্তকসঙ্ঘানাং গায়কানাঞ্চ গায়তাম্।
মনঃ-কর্ণসুখা বাচঃ শুশ্রাব জনতা ততঃ ॥১৪
রামাভিষেকযুক্তাশ্চ কথাশ্চক্রুর্মিথো জনাঃ।
রামাভিষেকে সংপ্রাপ্তে চত্বরেষু গৃহেষু চ ॥১৫
বালা অপি ক্রীড়মানা গৃহদ্বারেষু সঙ্ঘশঃ।
রামাভিষবসংযুক্তাশ্চক্রুরেব কথা মিথঃ ॥১৬
কৃতপুষ্পোপহারশ্চ ধূপ-গন্ধাধিবাসিতঃ।
রাজমার্গঃ কৃতঃ শ্রীমান্ পৌরৈ রামাভিষেচনে ॥১৭
প্রকাশকরণার্থঞ্চ নিশাগমনশঙ্কয়া।
দীপবৃক্ষাংস্তথা চক্রুরনুরথ্যাসু সর্বশঃ ॥১৮
অলঙ্কারং পুরস্যৈবং কৃত্বা তৎ পুরবাসিনঃ।
আকাঙ্ক্ষমাণা রামস্য যৌবরাজ্যাভিষেচনম্ ॥১৯
সমেত্য সঙ্ঘশঃ সর্বে চত্বরেষু সভাসু চ।
কথয়ন্তো মিথস্তত্র প্রশশংসুর্জনাধিপম্ ॥২০

পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া ব্রাহ্মণকর্তৃক স্বস্তিবাচন করাইলেন। ব্রাহ্মণগণের গম্ভীর ও মধুর পুণ্যাহশব্দ তূর্য্যশব্দের সহিত সম্মিলিত হইয়া অযোধ্যাকে মুখরিত করিল। বিদেহরাজকন্যা সীতার সহিত রাম উপবাস করিয়া রহিয়াছেন—এই সংবাদ শুনিয়া অযোধ্যাবাসী সকললোক অতিশয় আনন্দিত হইল। অনন্তর পুরবাসী সকলেই রামের অভিষেক আরম্ভ হইবে শুনিয়া এবং রাত্রি প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া অযোধ্যাপুরীকে সুশোভিত করিতে লাগিল।৯-১০

হিমালয়শৃঙ্গতুল্য সমুন্নত দেবালয়, চতুষ্পথ, রথ্যা, চৈত্য, অট্টালিকা, বহুবিধপণ্যদ্রব্যপূর্ণ বিপণি, সুসমৃদ্ধ সুশ্রী গৃহস্থ-গৃহ ও বণিগ্‌দের গৃহ, সভাগৃহ ও অত্যুন্নত বৃক্ষসমূহে নানাবিধচিহ্নযুক্ত ও চিহ্নরহিত পতাকাসমূহ উত্তোলিত হইল। অযোধ্যার জনগণ নট, নর্তক ও গায়কগণের মনোহর শ্রবণসুখকর গান শ্রবণ করিতে লাগিল। রামের অভিষেক-সময় উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া সকলেই চত্বরে ও গৃহে সর্বত্র রামাভিষেক-বিষয়ক কথা পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিল। ক্রীড়াপরায়ণ বালকগণ গৃহদ্বারে দলবদ্ধ হইয়া পরস্পর রামাভিষেক-বিষয়ে নানাচর্চা করিতে লাগিল। রামাভিষেকের উপলক্ষ্যে পৌরগণ অযোধ্যার রাজপথ-সমূহকে পুষ্পভূষিত ও ধূপগন্ধের দ্বারা অধিবাসিত করিল। অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন হইতে যদি রাত্রি হইয়া যায় এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহারা অযোধ্যাকে আলোকিত করিবার জন্য সকল পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষতুল্য দীপস্তম্ভ-সমূহ প্রস্তুত করিল। অযোধ্যাবাসী নাগরিকগণ এই ভাবে নগরীকে অলঙ্কৃত করিয়া রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক কামনা করিতে করিতে সভায় ও চত্বরে দলে দলে মিলিত হইতে লাগিলেন এবং পরস্পর নানা প্রকার আলাপ করিয়া জনাধিপ দশরথের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আহা! আমাদের মহারাজ ইক্ষ্বাকু-বংশের প্রদীপতুল্য। তিনি সত্যই মহাত্মা, যেহেতু নিজে বৃদ্ধ হইয়াছেন জানিয়া রামকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিতেছেন।১১-২১

আমরা সকলে অতিশয় অনুগৃহীত হইয়াছি, যেহেতু রাম ভূপতি হইতেছেন। সকল লোকের দোষ-গুণ বুঝিতে সক্ষম রাম চিরকাল আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। শান্তপ্রকৃতি, বিদ্বান্, ধার্মিক ও ভ্রাতৃবৎসল রাম নিজ ভ্রাতৃগণের প্রতি যেরূপ স্নেহশীল, আমাদের প্রতিও সেইরূপ স্নেহশীল। যাঁহার অনুগ্রহে আমরা রামকে অভিষিক্ত দেখিব, সেই নিষ্পাপ ধর্মপরায়ণ মহারাজ দশরথ দীর্ঘজীবী হউন। এইভাবে পৌরগণ নানাকথা

অহো মহাত্মা রাজায়মিক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ।
জ্ঞাত্বা বৃদ্ধং স্বমাত্মানং রামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥২১
সর্বে হ্যনুগৃহীতাঃ স্ম যন্নো রামো মহীপতিঃ।
চিরায় ভবিতা গোপ্তা দৃষ্টলোকপরাবরঃ ॥২২
অনুদ্ধতমনা বিদ্বান্ ধর্মাত্মা ভ্রাতৃবৎসলঃ।
যথা চ ভ্রাতৃষু স্নিগ্ধস্তথাস্মাস্বপি রাঘবঃ ॥২৩
চিরং জীবতু ধর্মাত্মা রাজা দশরথোঽনঘঃ।
যৎপ্রসাদেনাভিষিক্তং রামং দ্রক্ষ্যামহে বয়ম্ ॥২৪
এবংবিধং কথয়তাং পৌরাণাং শুশ্রুবুঃ পরে।
দিগ্ভ্যো বিশ্রুতবৃত্তান্তাঃ প্রাপ্তা জানপদা জনাঃ ॥২৫
তে তু দিগ্ভ্যঃ পুরীং প্রাপ্তা দ্রষ্টুং রামাভিষেচনম্।
রামস্য পূরয়ামাসুঃ পুরীং জানপদা জনাঃ ॥২৬
জনৌঘৈস্তৈর্বিসর্পদ্ভিঃ শুশ্রুবে তত্র নিঃস্বনঃ।
পর্বসূদীর্ণবেগস্য সাগরস্যেব নিঃস্বনঃ ॥২৭
ততস্তদিন্দ্রক্ষয়সন্নিভং পুরং
দিদৃক্ষুভির্জানপদৈরুপাহিতৈঃ।
সমন্ততঃ সস্বনমাকুলং বভৌ
সমুদ্রযাদোভিরিবার্ণবোদকম্ ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ

আলোচনা করিতেছিল। সেই সময় রামের অভিষেক-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গ্রামবাসী জনগণ নানাদিক হইতে উপস্থিত হইল এবং পৌরগণের আলাপ শ্রবণ করিতে লাগিল। গ্রামবাসী জনগণ রামের অভিষেক দেখিতে নানাদিক্ হইতে আসিয়া রামের অযোধ্যাকে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। পূর্ণিমাদিবসে অতিবেগবান্ সমুদ্রের যেরূপ শব্দ শ্রুত হয়, অযোধ্যায় প্রবেশকারী জনসমূহেরও সেইরূপ শব্দ শ্রুত হইতেছিল। জল-জন্তুসমূহের দ্বারা আলোড়িত সমুদ্রের জলরাশি শব্দায়মান হইয়া যেরূপ শোভা ধারণ করে, ইন্দ্র-পুরীতুল্য অযোধ্যানগরীকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক সমাগতগ্রামবাসী জনসমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত ও কোলাহলপূর্ণ অযোধ্যাও সেইরূপ শোভা ধারণ করিল।২২-২৮

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তমঃ সর্গঃ

[অযোধ্যাশোভাং দৃষ্ট্বা রামধাত্রীং প্রতি মন্থরায়া জিজ্ঞাসা, মন্থরাং প্রতি ধাত্রীবাক্যং, তদ্‌বাক্যং শ্রুত্বা অমর্ষিতায়া মন্থরায়াঃ কৈকয়ীং প্রতি বাক্যম্, কৈকয্যাস্তাং প্রতি বিষাদকারণজিজ্ঞাসা, মন্থরায়াশ্চ তৎকথনম্, কৈকয্যা মন্থরায়ৈ পারিতোষিকদানম্, তাং প্রতি উক্তিশ্চ ।]

জ্ঞাতিদাসী যতো জাতা কৈকেয্যা তু সহোষিতা ।
প্রাসাদং চন্দ্রসঙ্কাশমারুরোহ যদৃচ্ছয়া ॥১

সিক্তরাজপথাং কৃৎস্নাং প্রকীর্ণকমলোৎপলাম্ ।
অযোধ্যাং মন্থরা তস্মাৎ প্রাসাদাদন্ববৈক্ষত ॥২

পতাকাভির্বরার্হাভির্ধ্বজৈশ্চ সমলঙ্কৃতাম্ ।
সিক্তাং চন্দনতোয়ৈশ্চ শিরঃস্নাতজনৈর্যুতাম্ ॥৩

মাল্য-মোদকহস্তৈশ্চ দ্বিজেন্দ্রৈরভিনাদিতাম্ ।
শুক্লদেবগৃহদ্বারাং সর্ববাদিত্রনাদিতাম্ ॥৪

সংপ্রহৃষ্টজনাকীর্ণাং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতাম্ ।
প্রহৃষ্টবরহস্ত্যশ্বাং সংপ্রণর্দিতগোবৃষাম্ ॥৫

হৃষ্টপ্রমুদিতৈঃ পৌরৈরুচ্ছ্রিতধ্বজমালিনীম্ ।
অযোধ্যাং মন্থরা দৃষ্ট্বা পরং বিস্ময়মাগতা ॥৬

সা হর্ষোৎফুল্লনয়নাং পাণ্ডুরক্ষৌমবাসিনীম্ ।
অবিদূরে স্থিতাং দৃষ্ট্বা ধাত্রীং পপ্রচ্ছ মন্থরা ॥৭

উত্তমেনাভিসংযুক্তা হর্ষেণার্থপরা সতী ।
রামমাতা ধনং কিং নু জনেভ্যঃ সংপ্রযচ্ছতি ॥৮

অতিমাত্রং প্রহর্ষং কিং জনস্যাস্য চ শংস মে ।
কারয়িষ্যতি কিং বাপি সংপ্রহৃষ্টো মহীপতি ॥৯

বিদীর্য্যমাণা হর্ষেণ ধাত্রী তু পরয়া মুদা ।
আচচক্ষেঽথ কুব্জায়ৈ ভূয়সীং রাঘবে শ্রিয়ম্ ॥১০

শ্বঃ পুষ্যেণ জিতক্রোধং যৌবরাজ্যেন চানঘম্ ।
রাজা দশরথো রামমভিষেক্তা হি রাঘবম্ ॥১১

ধাত্র্যাস্তু বচনং শ্রুত্বা কুব্জা ক্ষিপ্রমমর্ষিতা ।
কৈলাসশিখরাকারাৎ প্রাসাদাদবরোহত ॥১২

সা দহ্যমানা ক্রোধেন মন্থরা পাপদর্শিনী ।
শয়ানামেব কৈকেয়ীমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৩

সপ্তম সর্গ

[অযোধ্যার শোভা দেখিয়া রামের ধাত্রীর প্রতি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা, মন্থরার প্রতি ধাত্রীর বাক্য, ধাত্রীর বাক্যশ্রবণে অমর্ষিতা মন্থরার কৈকেয়ীর প্রতি উক্তি, কৈকেয়ীর তাহার প্রতি বিষাদকারণ জিজ্ঞাসা, মন্থরাকর্তৃক বিষাদকারণবর্ণন, কৈকেয়ীকর্তৃক মন্থরাকে পারিতোষিক দান ও তাহার প্রতি উক্তি ।]

কৈকেয়ীর দ্বারা প্রতিপালিত মন্থরানাম্নী এক দাসী ছিল। সে কৈকেয়ীর পিতৃগৃহ হইতে সঙ্গে আসিয়াছিল। তাহার গৃহ, বংশ ও স্বভাবের কোন পরিচয় কেহই জানিত না। রামের অভিষেকের পূর্বদিবসে ঐ মন্থরা ইচ্ছাক্রমে চন্দ্রতুল্যশুভ্র ও সুন্দর প্রাসাদে আরোহণ করিল। সেই প্রাসাদ হইতে মন্থরা দেখিল যে, অযোধ্যার রাজপথসমূহ ধৌত হইয়াছে। শুভ্রকমল ও নীলকমলে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং চিহ্নযুক্ত ও চিহ্নরহিত পতাকায় সকল গৃহ অলঙ্কৃত হইয়াছে এবং চন্দনমিশ্রিত জলের দ্বারা সিক্ত হইয়াছে। স্নানের দ্বারা শোভিত জনগণকে দেখা যাইতেছে। মাল্য-মোদকাদি দ্রব্য হস্তে লইয়া স্তুতি-পাঠকারী ব্রাহ্মণগণের ধ্বনিতে অযোধ্যা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। দেবমন্দিরের দ্বারদেশ শুভ্র করা হইয়াছে। সকলপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইতেছে। আনন্দিত জন-গণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত অযোধ্যাপুরী বেদধ্বনিতে মুখরিত হইতেছে। অতিশয় উত্তম হস্তী, অশ্ব, ধেনু ও বৃষগণ হৃষ্ট হইয়া আনন্দধ্বনি করিতেছে। অযোধ্যা-পুরবাসী সকলে আনন্দে পুলকিত হইয়া পতাকা ও মালার দ্বারা সম্পূর্ণ পুরীকে শোভিত করিয়াছে। অযোধ্যাপুরীকে এইরূপ শোভান্বিত দেখিয়া মন্থরা অতিশয় বিস্মিত হইয়া গেল। অনন্তর ঐ মন্থরা অল্পদূরে অবস্থিত রামধাত্রীকে দেখিতে পাইল। রামধাত্রীর নেত্রদ্বয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে এবং সে শুভ্রপট্টবস্ত্র পরিধান করিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া মন্থরা জিজ্ঞাসা করিল,—অতিশয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া অর্থবতী রাম-মাতা কিজন্য লোকদিগকে দান করিতে-

উত্তিষ্ঠ মূঢ়ে কিং শেষে ভয়ং ত্বামভিবর্ত্ততে।
উপপ্লুতমঘৌঘেন নাত্মানমববুধ্যসে ॥১৪

অনিষ্টে সুভগাকারে সৌভাগ্যেন বিকত্থসে।
চলং হি তব সৌভাগ্যং নদ্যাঃ স্রোত ইবোষ্ণগে ॥১৫

এবমুক্তা তু কৈকেয়ী রুষ্টয়া পরুষং বচঃ।
কুব্জয়া পাপদর্শিন্যা বিষাদমগমৎ পরম্ ॥১৬

কৈকেয়ী ত্বব্রবীৎ কুব্জাং কচ্চিৎ ক্ষেমং ন মন্থরে।
বিষণ্ণবদনাং হি ত্বাং লক্ষয়ে ভৃশদুঃখিতাম্ ॥১৭

মন্থরা তু বচঃ শ্রুত্বা কৈকেয্যা মধুরাক্ষরম্।
উবাচ ক্রোধসংযুক্তা বাক্যং বাক্যবিশারদা ॥১৮

সা বিষণ্ণতরা ভূত্বা কুব্জা তস্যাং হিতৈষিণী।
বিষাদয়ন্তী প্রোবাচ ভেদয়ন্তী চ রাঘবম্ ॥১৯

অক্ষয়ং সুমহদ্দেবি প্রবৃত্তং ত্বদ্‌বিনাশনম্।
রামং দশরথো রাজা যৌবরাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥২০

সাম্প্রত্যগাধে ভয়ে মগ্না দুঃখ-শোকসমন্বিতা।
দহ্যমানানলেনেব ত্বদ্ধিতার্থমিহাগতা ॥২১

তব দুঃখেন কৈকেয়ি মম দুঃখং মহদ্ভবেৎ।
ত্বদ্‌বৃদ্ধৌ মম বৃদ্ধিশ্চ ভবেদিহ ন সংশয়ঃ ॥২২

নরাধিপকুলে জাতা মহিষী ত্বং মহীপতেঃ।
উগ্রত্বং রাজধর্ম্মাণাং কথং দেবি ন বুধ্যসে ॥২৩

ধর্মবাদী শঠো ভর্ত্তা শ্লক্ষ্ণবাদী চ দারুণঃ।
শুদ্ধভাবেন জানীষে তেনৈবমতিসন্ধিতা ॥২৪

উপস্থিতঃ প্রযুঞ্জানস্ত্বয়ি সান্ত্বমনর্থকম্।
অর্থেনৈবাদ্য তে ভর্ত্তা কৌসল্যাং যোজয়িষ্যতি ॥২৫

ছেন? সকললোকের অতিশয় আনন্দেরই বা কারণ কি, তাহা আমাকে বল। ভূপতি দশরথ অতি হৃষ্ট হইয়া কোন কার্য্য করাইবেন না কি? মন্থরার প্রশ্ন শুনিয়া রামের ধাত্রী অতিশয় আনন্দে বিগলিত হইয়া রামের মহতী রাজলক্ষ্মী-লাভের কথা কুব্জা মন্থরাকে বলিল। ধাত্রী পুনর্বার বলিল,—মহারাজ দশরথ আগামীকল্য পুষ্যানক্ষত্রে নিষ্পাপ ও ক্রোধরহিত রামকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। রামধাত্রীর বাক্য শুনিয়া মন্থরা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং অতিদ্রুতগতিতে কৈলাসশৃঙ্গতুল্য উচ্চ প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিল। পাপদর্শিনী মন্থরা অতিশয় ক্রোধে দগ্ধপ্রায় হইয়া শয়নগৃহে গমনপূর্বক শয়ানা কৈকেয়ীকে বলিল,—মূঢ়ে! কৈকেয়ি! তুমি কিরূপে শয়ন করিয়া রহিয়াছ? তোমার সম্মুখে ভয় উপস্থিত হইতেছে। তুমি দুঃখরাশির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও নিজেকে জানিতে পারিতেছ না। যেজন অন্তরে তোমার প্রতি প্রতিকূল অথচ বাহিরে তোমার প্রতি অনুকূল, সেই পতির জন্য তুমি নিজসৌভাগ্যের শ্লাঘা করিয়া থাক, কিন্তু গ্রীষ্মকালের স্রোতের ন্যায় তোমার সৌভাগ্য অচিরে নাশপ্রাপ্ত হইবে। ক্রুদ্ধা পাপদর্শিনী কুব্জা মন্থরা এইরূপ রূঢ়বাক্য বলিলে পর কৈকেয়ী অতিশয় বিষাদপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর কৈকেয়ী কুব্জাকে বলিলেন,—মন্থরে! তোমার কি কোন অমঙ্গল হইয়াছে? তোমাকে অতিশয় বিষণ্ণ ও দুঃখিত দেখিতেছি। কৈকেয়ীর মধুর বাক্য শুনিয়া বাক্যনিপুণা ক্রুদ্ধা মন্থরা বলিল। কৈকেয়ীর হিতাকাঙ্ক্ষিণী মন্থরা নিজেকে অতিশয় বিষাদযুক্ত করিয়া কৈকেয়ীকেও বিষাদগ্রস্ত করিতে করিতে রামের প্রতি স্নেহ দূর করিবার ইচ্ছায় বলিতে লাগিল—দেবি! তোমার বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে, ইহার প্রতীকার নাই। রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছেন। আমি দুঃখে ও শোকে অভিভূত হইয়া অগাধ ভয়ে নিমগ্ন হইয়াছি। অগ্নিতে দগ্ধপ্রায় হইয়াই তোমার হিতের জন্য এখানে আসিয়াছি। কৈকেয়ি! তোমার দুঃখে আমার অতিশয় দুঃখ হইবে। তোমার উন্নতি হইলে আমারও উন্নতি হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। তুমি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং রাজার মহিষী হইয়াছ। দেবি! তুমি রাজধর্মের উগ্রতা কেন বুঝিতে পারিতেছ না? তোমার ভর্ত্তা মুখে ধর্মকথা বলেন, কিন্তু কার্য্যে তিনি অতি শঠ। তাঁহার মুখে মধুর বাক্য, কিন্তু হৃদয় অতি-ক্রূর। তুমি তাঁহাকে বিশুদ্ধস্বভাব বলিয়া মনে কর, সেইজন্য বঞ্চিত হইতেছ। তোমার স্বামী তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া কতকগুলী অনর্থক প্রিয়বাক্য বলেন। তিনিই অদ্য রাজ্যৈশ্বর্য্য কৌশল্যাকে প্রদান করিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন।১-২৫

দুষ্টপ্রকৃতি নরপতি ভরতকে তোমার পিতৃগৃহে প্রবাসে পাঠাইয়া আগামীকল্য নিষ্কণ্টক রাজ্যে রামকে স্থাপন করিতেছেন। মুগ্ধে! মাতা যেরূপ পুত্রের মঙ্গল-

অপবাহ্য তু দুষ্টাত্মা ভরতং তব বন্ধুষু।
কাল্যে স্থাপয়িতা রামং রাজ্যে নিহতকণ্টকে ॥২৬
শত্রুঃ পতিপ্রবাদেন মাত্রেব হিতকাম্যয়া।
আশীবিষ ইবাঙ্গেন বালে পরিধৃতস্ত্বয়া ॥২৭
যথা হি কুর্য্যাচ্ছত্রুর্বা সর্পো বা প্রত্যুপেক্ষিতঃ।
রাজ্ঞা দশরথেনাদ্য সপুত্রা ত্বং তথা কৃতা ॥২৮
পাপেনানৃতসান্ত্বেন বালে নিত্যং সুখোচিতা।
রামং স্থাপয়তা রাজ্যে সানুবন্ধা হতা হ্যসি ॥২৯
সা প্রাপ্তকালং কৈকয়ি ক্ষিপ্রং কুরু হিতং তব।
ত্রায়স্ব পুত্রমাত্মানং মাঞ্চ বিস্ময়দর্শনে ॥৩০
মন্থরায়া বচঃ শ্রুত্বা শয়নাৎ সা শুভাননা।
উত্তস্থৌ হর্ষসম্পূর্ণা চন্দ্রলেখেব শারদী ॥৩১
অতীব সা তু সন্তুষ্টা কৈকয়ী বিস্ময়ান্বিতা।
দিব্যমাভরণং তস্মৈ কুব্জায়ৈ প্রদদৌ শুভম্ ॥৩২
দত্ত্বা ত্বাভরণং তস্মৈ কুব্জায়ৈ প্রমদোত্তমা।
কৈকয়ী মন্থরাং হৃষ্টা পুনরেবাব্রবীদিদম্ ॥৩৩
ইদং তু মন্থরে মহ্যমাখ্যাতং পরমং প্রিয়ম্।
এতন্মে প্রিয়মাখ্যাতং কিং বা ভূয়ঃ করোমি তে ॥৩৪
রামে বা ভরতে বাহহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।
তস্মাত্তুষ্টাস্মি যদ্রাজা রামং রাজ্যেহভিষেক্ষ্যতি ॥৩৫
ন মে পরং কিঞ্চিদিতো বরং পুনঃ
প্রিয়ং প্রিয়ার্হে সুবচং বচোহমৃতম্।
তথা হ্যবোচস্ত্বমতঃ প্রিয়োত্তরং
বরং পরং তে প্রদদামি তং বৃণু ॥৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ ॥৭

কামনা পোষণ করেন, সেইরূপ মঙ্গলকামনার সহিত তুমি সর্পের ন্যায় ক্রূরশত্রুকে পতিবোধে অঙ্গে ধারণ করিয়াছ। শত্রু ও সর্প উপেক্ষিত হইলে যেরূপ আচরণ করিয়া থাকে, অদ্য রাজা দশরথও তোমার পুত্রের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিতেছেন।২৬-২৮

তুমি সর্বদা সুখভোগে অভ্যস্ত হইয়াছ, কিন্তু মুগ্ধে! পাপকার্য্যকারী মিথ্যা অথচ মধুরবাক্যের বক্তা দশরথ রামকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তোমাকে সপরিজনে নিহত করিতেছেন। কৈকেয়ি! এই সময় তোমার হিতসাধক কার্য্য অতিশীঘ্র সম্পন্ন কর। তোমাকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইতেছি, যেহেতু এই দুঃসংবাদ শুনিয়াও তোমার আনন্দের চিহ্ন দেখিতেছি। কিন্তু তুমি নিজেকে, নিজপুত্রকে ও আমাকে রক্ষা কর। শুভমুখী কৈকেয়ী মন্থরার কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দে পূর্ণ হইলেন এবং শরৎকালীন চন্দ্রকলার ন্যায় প্রকাশমান হইয়া শয্যা হইতে উঠিলেন। রামের অভিষেক-বার্তা শুনিয়া সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হইয়া ঐ কুব্জাকে দিব্য উত্তম আভরণ প্রদান করিলেন। কুব্জাকে আভরণ প্রদান করিয়া রমণীশ্রেষ্ঠা কৈকেয়ী আনন্দের সহিত পুনর্বার মন্থরাকে বলিলেন,—মন্থরে! তুমি আমাকে অতিসুখকর সংবাদ শুনাইলে: এই যে প্রিয়সংবাদ তুমি বলিলে, ইহার জন্য আমি তোমাকে আর কি দান করিব? আমি ত রামে ও ভরতে কোন পার্থক্য দেখিনা। যেহেতু রাজা দশরথ রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছেন, সেইজন্য আমি সন্তুষ্টই হইয়াছি। রামের অভিষেক-সংবাদ অপেক্ষা অধিকপ্রীতিকর সংবাদ আমার নিকট কিছুই হইতে পারে না। তুমি ঐ সংবাদ আমাকে বলিয়াছ, এইজন্য তুমি উত্তম প্রিয়বস্তু পাইবার যোগ্য। অতিসুখকর শ্রেষ্ঠসংবাদ তুমি বলিয়াছ, অতএব তোমাকে শ্রেষ্ঠবস্তু দান করিব, তুমি প্রার্থনা কর।২৯-৩৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টমঃ সর্গঃ

[রামাভিষেকমধিকৃত্য কৈকয়ী-মন্থরয়োরুক্তি-প্রত্যুক্তী ।]

মন্থরা ত্বভ্যসূয়ৈনামুৎসৃজ্যাভরণং হি তৎ ।
উবাচেদং ততো বাক্যং কোপ-দুঃখসমন্বিতা ॥১

হর্ষং কিমর্থমস্থানে কৃতবত্যসি বালিশে ।
শোকসাগরমধ্যস্থং নাত্মানমববুধ্যসে ॥২

মনসা প্রসহামি ত্বাং দেবি দুঃখাদিতা সতী ।
যচ্ছোচিতব্যে হৃষ্টাসি প্রাপ্য ত্বং ব্যসনং মহৎ ॥৩

শোচামি দুর্মতি ত্বং তে কা হি প্রাজ্ঞা প্রহর্ষয়েৎ ।
অরেঃ সপত্নীপুত্রস্য বৃদ্ধিং মৃত্যোরিবাগতাম্ ॥৪

ভরতাদেব রামস্য রাজ্যসাধারণাদ্ভয়ম্ ।
তদ্ বিচিন্ত্য বিষণ্ণাস্মি ভয়ং ভীতাদ্ধি জায়তে ॥৫

লক্ষ্মণো হি মহাবাহু রামং সর্বাত্মনা গতঃ ।
শত্রুঘ্নশ্চাপি ভরতং কাকুৎস্থং লক্ষ্মণো যথা ॥৬

প্রত্যাসন্নক্রমেণাপি ভরতস্যৈব ভামিনি ।
রাজ্যক্রমো বিসৃষ্টস্তু তয়োস্তাবদ্ যবীয়সোঃ ॥৭

বিদুষঃ ক্ষত্রচারিত্রে প্রাজ্ঞস্য প্রাপ্তকারিণঃ ।
ভয়াৎ প্রবেপে রামস্য চিন্তয়ন্তী তবাত্মজম্ ॥৮

সুভগা কিল কৌসল্যা যস্যাঃ পুত্রোঽভিষেক্ষ্যতে ।
যৌবরাজ্যেন মহতা শ্বঃ পুষ্যেণ দ্বিজোত্তমৈঃ ।৯

প্রাপ্তাং বসুমতীং প্রীতিং প্রতীতাং হতবিদ্বিষম্ ।
উপস্থাস্যসি কৌসল্যাং দাসীবত্ত্বং কৃতাঞ্জলিঃ ॥১০

এবঞ্চ ত্বং সহাস্মাভিস্তস্যাঃ প্রেষ্যা ভবিষ্যসি ।
পুত্রশ্চ তব রামস্য প্রেষ্যত্বং হি গমিষ্যতি ॥১১

হৃষ্টা খলু ভবিষ্যন্তি রামস্য পরমাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
অপ্রহৃষ্টা ভবিষ্যন্তি স্নুষাস্তে ভরতক্ষয়ে ॥১২

অষ্টম সর্গ

[রামাভিষেক-সম্বন্ধে কৈকেয়ী এবং মন্থরার উক্তি-প্রত্যুক্তি ।]

ক্রোধে ও দুঃখে অভিভূত মন্থরা কৈকেয়ীপ্রদত্ত আভরণ ফেলিয়া দিয়া অসূয়াপ্রদর্শনপূর্বক বলিল,—বুদ্ধিরহিতে। তুমি দুঃখের সময়ে কিজন্য আনন্দ প্রকাশ করিতেছ? তুমি শোকসাগরমধ্যে পতিত হইয়াও নিজে বুঝিতে পারিতেছ না। দেবি। তোমার দুঃখে মর্মাহত হইয়াও মনে মনে হাস্য করিতেছি এই কারণে যে, তুমি ঘোরবিপদের সম্মুখীন হইয়াও শোকের পরিবর্তে হর্ষপ্রকাশ করিতেছ। তোমার দুর্মতির জন্য আমি অনুশোচনা করিতেছি। মৃত্যুতুল্য সপত্নীপুত্ররূপ শত্রুর উন্নতিতে কোন্ বুদ্ধিমতী মহিলা আনন্দ লাভ করে? রাজ্য সকলভ্রাতার সাধারণভোগ্য। এই কারণে ভরত হইতেই রামের ভয় হইয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি বিষণ্ণ হইয়াছি। কেননা ভীতব্যক্তি হইতে বেশী ভয় হইয়া থাকে (ভীতব্যক্তি ভয়দাতার প্রতি প্রতিশোধ লইতে সর্বদা চেষ্টা করে)। মহাবাহু লক্ষ্মণ সর্বতোভাবে রামের অনুগত। লক্ষ্মণ যেরূপ রামের অনুগত, শত্রুঘ্নও সেইরূপ ভরতের অনুগত। সুতরাং ঐ দুই ভ্রাতা হইতে রামের কোনরূপ ভয় নাই। ভামিনি। উৎপত্তিক্রমানুসারে ভরতের রাজ্য আক্রমণ করা সম্ভব। কনিষ্ঠ বলিয়া লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন হইতে এরূপ কোন আশঙ্কা নাই। রাম পরমবিদ্বান্ ও ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্যসাধনে নিপুণ। তাঁহার নিকট হইতে তোমার পুত্রের প্রতি অবশ্যম্ভাবী অনর্থের কথা চিন্তা করিয়া আমি ভয়ে কম্পিত হইতেছি। যাহার পুত্র দুর্লভ যুবরাজ-পদে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকর্তৃক কল্য অভিষিক্ত হইবে, সেই কৌশল্যা সত্যই সৌভাগ্যবতী। কৌশল্যা সম্পূর্ণ পৃথিবীকে প্রাপ্ত হইবেন এবং তজ্জন্য পরমপ্রীতিলাভ করিবেন, তাঁহার শত্রু কেহ থাকিবে না। তুমি দাসীর ন্যায় কৃতাঞ্জলি হইয়া কৌশল্যার সেবা করিতে বাধ্য হইবে।১-১০

এইভাবে আমাদের সহিত তুমিও কৌশল্যার

তাং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতাং ব্রুবন্তীং মন্থরাং ততঃ।
রামস্যৈব গুণান্ দেবী কৈকয়ী প্রশশংস হ ॥১৩
ধর্মজ্ঞো গুণবান্ দান্তঃ কৃতজ্ঞঃ সত্যবাক্ শুচিঃ।
রামো রাজসুতো জ্যেষ্ঠো যৌবরাজ্যমতোঽর্হতি ॥১৪
ভ্রাতৄন্ ভৃত্যাংশ্চ দীর্ঘায়ুঃ পিতৃবৎ পালয়িষ্যতি।
সন্তপ্যসে কথং কুব্জে শ্রুত্বা রামাভিষেচনম্ ।১৫
ভরতশ্চাপি রামস্য ধ্রুবং বর্ষশতাৎ পরম্।
পিতৃ-পৈতামহং রাজ্যমবাপ্স্যতি নরর্ষভঃ ॥১৬
সা ত্বমভ্যুদয়ে প্রাপ্তে দহ্যমানেব মন্থরে।
ভবিষ্যতি চ কল্যাণে কিমিদং পরিতপ্যসে ॥১৭
যথা বৈ ভরতো মান্যস্তথা ভূয়োঽপি রাঘবঃ।
কৌসল্যাতোঽতিরিক্তঞ্চ মম শুশ্রূষতে বহু ॥১৮
রাজ্যং যদি হি রামস্য ভরতস্যাপি তত্তদা।
মন্যতে হি যথাত্মানং তথা ভ্রাতৄংস্তু রাঘবঃ ॥১৯
কৈকয্যা বচনং শ্রুত্বা মন্থরা ভৃশদুঃখিতা।
দীর্ঘমুষ্ণং বিনিঃশ্বস্য কৈকয়ীমিদমব্রবীৎ ।২০
অনর্থদর্শিনী মৌর্খ্যান্নাত্মানমববুধ্যসে।
শোক-ব্যসনবিস্তীর্ণে মজ্জন্তী দুঃখসাগরে।২১
ভবিতা রাঘবো রাজা রাঘবস্য চ যঃ সুতঃ।
রাজবংশাত্তু ভরতঃ কৈকয়ি পরিহাস্যতে ॥২২
নহি রাজ্ঞঃ সুতাঃ সর্বে রাজ্যে তিষ্ঠন্তি ভামিনি।
স্থাপ্যমানেষু সর্বেষু সুমহাননয়ো ভবেৎ ॥২৩
তস্মাজ্জ্যেষ্ঠে হি কৈকয়ি রাজ্যতন্ত্রাণি পার্থিবাঃ।
স্থাপয়ন্ত্যনবদ্যাঙ্গি গুণবৎস্বিতরেষ্বপি ॥২৪

পরিচারিকা হইবে এবং তোমার পুত্র ভরতও রামের দাসত্ব করিবে। রামের পত্নী সীতা সখীগণের সহিত অতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইবেন এবং ভরতের বিপত্তিতে তোমার পুত্রবধূ সখীগণের সহিত দুঃখিত হইবেন। এইরূপ কটুভাষিণী মন্থরাকে রামের প্রতি বিদ্বেষভাবযুক্ত দেখিয়া দেবী কৈকেয়ী রামের সদ্গুণসমূহের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী বলিলেন,—মন্থরে! তুমি কি জান না যে, শ্রীমান্ রাম পরমধার্মিক, সর্বসদ্গুণ-সম্পন্ন, সুশিক্ষিত, কৃতজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ ও অতিপবিত্রচেতা। মহারাজের পুত্রগণের মধ্যে রামই জ্যেষ্ঠ। অতএব সে যৌবরাজ্য পাইবার যোগ্য। শ্রীমান্ রাম দীর্ঘজীবী হইয়া পিতার ন্যায় ভ্রাতৃগণকে ও ভৃত্যগণকে পালন করিতে থাকিবে। কুব্জে! রামের অভিষেক-সংবাদ শুনিয়া তুমি এত সন্তপ্ত হইতেছ কেন? রামের শতবর্ষ রাজ্যপালনের পর নরশ্রেষ্ঠ ভরতও পিতৃ-পিতামহপালিত রাজ্য প্রাপ্ত হইবে। মন্থরে! ভবিষ্যৎকালের মঙ্গলের হেতু এই মহোৎসব সময়ে তুমি অগ্নিদগ্ধ হওয়ার মত কেন পরিতাপ ভোগ করিতেছ? আমি যেরূপ ভরতের শুভার্থিনী, সেইরূপ, অথবা তাহা হইতে অধিকতর রামের শুভার্থিনী। শ্রীমান্ রাম নিজজননী কৌশল্যা অপেক্ষা আমাকে অধিকতর শ্রদ্ধা ও আদর করে। যদি রামের রাজ্যপ্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে ভরতেরও ত রাজ্যপ্রাপ্তি হইয়াই গেল, যেহেতু রাম ভ্রাতাদিগকে নিজশরীরের মত মনে করে। কৈকেয়ীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া মন্থরা অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং তপ্তদীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কৈকেয়ীকে পুনর্বার বলিতে লাগিল,—কৈকেয়ি! তুমি মূর্খতাবশতঃ নিজস্বার্থ দেখিতেছ না, এইজন্য নিজের দুরবস্থা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। শোক-বিপৎপূর্ণ দুঃখসমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছ। এক্ষণে রাম রাজা হইতেছেন, ইহার পরে তাঁহার পুত্র রাজা হইবেন। এইরূপ হইলে অবশ্যই রাজবংশ হইতে ভরত অপসারিত হইবেন। ভামিনি! রাজার সকল পুত্রই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় না। সকল পুত্রকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলে অতিশয় দুর্নীতি প্রকাশ পায়। সুন্দরি! কৈকেয়ি! এইজন্যই ভূপতিগণ অন্যান্য পুত্রেরা সদ্গুণ-সম্পন্ন হইলেও জ্যেষ্ঠপুত্রের উপরই রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া থাকেন। পুত্রবৎসলে! তোমার পুত্র অনাথ-বালকের মত সকল সুখ ও রাজবংশ হইতে অত্যন্ত বঞ্চিত হইবেন।১১-২৫

আমি তোমার স্বার্থেই এখানে আসিয়াছি, কিন্তু তুমি আমার অভিপ্রায় বুঝিতেছ না। এইজন্য সপত্নীর শ্রীবৃদ্ধিতেও তুমি আমাকে উত্তম পারিতোষিক দান

অসাবত্যন্তনির্ভগ্নস্তব পুত্রো ভবিষ্যতি।
অনাথবৎ সুখেভ্যশ্চ রাজবংশাচ্চ বৎসলে ॥২৫

সাহং ত্বদর্থে সম্প্রাপ্তা ত্বং তু মাং নাববুধ্যসে।
সপত্নিবৃদ্ধৌ যা মে ত্বং প্রদেয়ং দাতুমর্হসি ॥২৬

ধ্রুবং তু ভরতং রামঃ প্রাপ্য রাজ্যমকণ্টকম্।
দেশান্তরং নায়য়িত্বা লোকান্তরমথাপি বা ॥২৭

বাল এব তু মাতুল্যং ভরতো নায়িতস্ত্বয়া।
সন্নিকর্ষাচ্চ সৌহার্দং জায়তে স্থাবরেষ্বিব ॥২৮

ভরতানুবশাৎ সোঽপি শত্রুঘ্নস্তৎসমং গতঃ।
লক্ষ্মণো হি যথা রামং তথায়ং ভরতং গতঃ ॥২৯

শ্রূয়তে হি দ্রুমঃ কশ্চিচ্ছেত্তব্যো বনজীবনৈঃ।
সন্নিকর্ষাদিষীকাভির্মোচিতঃ পরমাদ্ভয়াৎ ॥৩০

গোপ্তা হি রামং সৌমিত্রির্লক্ষ্মণং চাপি রাঘবঃ।
অশ্বিনোরিব সৌভ্রাত্রং তযোর্লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥৩১

তস্মান্ন লক্ষ্মণে রামঃ পাপং কিঞ্চিৎ করিষ্যতি।
রামস্তু ভরতে পাপং কুর্য্যাদেব ন সংশয়ঃ ॥৩২

তস্মাদ্ রাজগৃহাদেব বনং গচ্ছতু রাঘবঃ।
এতদ্ বিরোচতে মহ্যং ভৃশং চাপি হিতং তব ॥৩৩

এবং তে জ্ঞাতিপক্ষস্য শ্রেয়শ্চৈব ভবিষ্যতি।
যদি চেদ্ ভরতো ধর্ম্মাৎ পিত্র্যং রাজ্যমবাপ্স্যতি ॥৩৪

স তে সুখোচিতো বালো রামস্য সহজো রিপুঃ।
সমৃদ্ধার্থস্য নষ্টার্থো জীবিষ্যতি কথং বশে ॥৩৫

অভিদ্রুতমিবারণ্যে সিংহেন গজযূথপম্।
প্রচ্ছাদ্যমানং রামেণ ভরতং ত্রাতুমর্হসি ॥৩৬

দর্পান্নিরাকৃতা পূর্বং ত্বয়া সৌভাগ্যবত্তয়া।
রামমাতা সপত্নী তে কথং বৈরং ন যাপয়েৎ ॥৩৭

যদা চ রামঃ পৃথিবীমবাপ্স্যতে
প্রভূতরত্নাকরশৈলসংযুতাম্।

করিতে উদ্যত হইয়াছ। রাম নিষ্কণ্টক-রাজ্যলাভ করিয়া ভরতকে নিশ্চয়ই দেশান্তরে নির্বাসিত কিংবা পরলোকে প্রেরিত করিবেন। তুমি ভরতকে বালক অবস্থা হইতে মাতুলালয়ে প্রেরণ করিয়া রাখিয়াছ। ভরত যদি দশরথের নিকটে থাকিতেন, তাহা হইলে রামের ন্যায় তাঁহার প্রতিও দশরথের স্নেহভাব প্রকাশ পাইত। স্থাবরবস্তুও নিকটে থাকিলে লোকের তাহাতে মমতা হয়। ভরতের প্রতি আনুগত্য থাকায় শত্রুঘ্নও তাহার সহিত গিয়াছেন। লক্ষ্মণ যেরূপ রামের অনুগত, শত্রুঘ্নও সেইরূপ ভরতের অনুগত। লোকমুখে শোনা যায় যে-বন হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া জীবিকানির্বাহকারী ব্যক্তিগণ একটি বৃক্ষকে ছেদন করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বহুকণ্টকে বেষ্টিত থাকায় অতিশয় ভয়ে ঐ বৃক্ষকে ত্যাগ করিয়াছিল।২৬-৩০

সুমিত্রানন্দন রামকে রক্ষা করিবেন এবং রাম তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় তাঁহাদের উভয়ের ভ্রাতৃপ্রেম লোকবিখ্যাত হইয়াছে। এইজন্য রাম লক্ষ্মণের প্রতি কোনরূপ পাপাচরণ করিবেন না, কিন্তু রাম ভরতের প্রতি পাপাচরণ করিবেনই—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন আমার নিকট ইহাই অভিপ্রেত মনে হইতেছে যে, রামের নিকট হইতে পাপাচরণ হইতে পারে বলিয়া রঘুনন্দন ভরত মাতুল-গৃহ হইতেই বনে গমন করুন (*)। ইহাই তোমার পক্ষে বর্তমানে হিতকর। যদি ভরত পিতার অনুমতিক্রমে রাজ্যপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তোমার জ্ঞাতিগণের মঙ্গল হইবে। রাজসুখযোগ্য তোমার তনয় রামের সহজ-শত্রু। রাজ্যনাশ হইলে তিনি কিরূপে ঐশ্বর্য্যবান্ রামের অধীনে থাকিবেন? অরণ্যে সিংহের দ্বারা আক্রান্ত যূথপতি হস্তীর ন্যায় রামের দ্বারা আক্রান্ত ভরতকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য। নিজসৌভাগ্যের জন্য তুমি সপত্নী রাম-মাতাকে গর্ববশতঃ পূর্বে অবজ্ঞা করিয়াছ। এখন তিনি বৈরিতার প্রতিশোধ লইবেন না কেন? ভামিনি! প্রচুররত্নপূর্ণ সমুদ্র ও পর্বতের দ্বারা বেষ্টিত পৃথিবীকে রাম যখন প্রাপ্ত হইবেন, তখন তুমি নিজপুত্রের সহিত অতিদীনভাবে অমঙ্গলজনক পরাজয়

* ৩৩ নং শ্লোকের ব্যাখ্যাতে কেহ কেহ 'রাঘব' পদের অর্থ 'শ্রীরামচন্দ্র' করিয়া তাঁহারই বনগমন—এইরূপ দেখাইয়াছেন। কিন্তু টীকাকার বলিয়াছেন—'রাজগৃহ' অর্থাৎ তদাখ্যমাতুলগৃহ হইতে ভরতের বনগমন; কারণ, মন্থরার আশঙ্কা হইল—রামচন্দ্র রাজা হইয়া ভরতকে ধ্বংস করিবেন। মৃত্যু অপেক্ষা বনে যাইয়া জীবনধারণ শ্রেয়। 'জীবন্ ভদ্রাণি পশ্যতি'—ইহা শাস্ত্রবাক্য।

তদা গমিষ্যস্যশুভং পরাভবং
সহৈব দীনা ভরতেন ভামিনি ॥৩৮
যদা হি রামঃ পৃথিবীমবাপ্স্যতে
ধ্রুবং প্রণষ্টো ভরতো ভবিষ্যতি।
অতো হি সংচিন্তয় রাজ্যমাত্মজে
পরস্য চৈবাস্য বিবাসকারণম্ ॥৩৯
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ ॥

প্রাপ্ত হইবে। রাম যখন পৃথিবী প্রাপ্ত হইবেন, তখন ভরত নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন। অতএব চিন্তা করিয়া স্থির কর, কিরূপে তোমার পুত্রের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত হয় এবং রামের নির্বাসন হয়।৩১-৩৯

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবমঃ সর্গঃ

[রামাভিষেচনপ্রতিবন্ধকোপায়ং চিন্তয়িতুং মন্থরাং প্রতি কৈকেয্যা আদেশঃ, মন্থরায়াশ্চ তদুপায়কথনম্, কৈকেয্যা ক্রোধাগারং প্রবিশ্য মন্থরয়া সহ কথোপকথনং ভূমিশয়নঞ্চ।]

এবমুক্তা তু কৈকেয়ী ক্রোধেন জ্বলিতাননা।
দীর্ঘমুষ্ণং বিনিঃশ্বস্য মন্থরামিদমব্রবীৎ ॥১
অদ্য রামমিতঃ ক্ষিপ্রং বনং প্রস্থাপয়াম্যহম্।
যৌবরাজ্যেন ভরতং ক্ষিপ্রমদ্যাভিষেচয়ে ॥২
ইদং ত্বিদানীং সম্পশ্য কেনোপায়েন সাধয়ে।
ভরতঃ প্রাপ্নুয়াদ্ রাজ্যং ন তু রামঃ কথঞ্চন ॥৩
এবমুক্তা তু সা দেব্যা মন্থরা পাপদর্শিনী।
রামার্থমুপহিংসন্তী কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ ॥৪
হন্তেদানীং প্রপশ্য ত্বং কৈকেয়ি শ্রূয়তাং বচঃ।
যথা তে ভরতো রাজ্যং পুত্রঃ প্রাপ্স্যতি কেবলম্ ॥৫
কিং ন স্মরসি কৈকেয়ি স্মরন্তী বা নিগূহসে।
যদুচ্যমানমাত্মার্থং মত্তস্ত্বং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৬
ময়োচ্যমানং যদি তে শ্রোতুং ছন্দো বিলাসিনি।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি শ্রুত্বা চৈতদ্ বিধীয়তাম্ ॥৭
শ্রুত্বৈবং বচনং তস্যা মন্থরায়াস্তু কৈকয়ী।
কিঞ্চিদুত্থায় শয়নাৎ স্বাস্তীর্ণাদিদমব্রবীৎ ॥৮
কথয়স্ব মমোপায়ং কেনোপায়েন মন্থরে।
ভরতঃ প্রাপ্নুয়াদ্ রাজ্যং ন তু রামঃ কথঞ্চন ॥৯

নবম সর্গ

[রামের অভিষেক বন্ধ করিবার উপায় চিন্তা করিবার জন্য মন্থরার প্রতি কৈকেয়ীর আদেশ, মন্থরার তদুপায়কথন, ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া কৈকেয়ীর মন্থরার সহিত কথোপকথন ও ভূমিশয়ন।]

মন্থরা এইরূপ বলিলে পর কৈকেয়ী ক্রোধে আরক্ত-মুখী হইয়া তপ্তদীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক মন্থরাকে বলিলেন,—আমি অদ্যই রামকে অযোধ্যা হইতে অরণ্যে সত্বর প্রেরণ করিব এবং অদ্যই ভরতকে যৌবরাজ্যে শীঘ্রই অভিষিক্ত করিব। কি উপায় অবলম্বন করিলে ভরত রাজ্যপ্রাপ্ত হইবে এবং রাম কখনই পাইবে না, তুমি এখন সেই উপায় স্থির কর। কৈকেয়ী এইরূপ বলিলে পাপদর্শিনী মন্থরা রামের অভিষেকে বিঘ্ন করিবার জন্য কৈকেয়ীকে বলিল,—কৈকেয়ি! যে উপায়ে তোমার পুত্র ভরতই রাজ্যপ্রাপ্ত হয়, তাহা এখন আমি বলিতেছি। আমার কথা শ্রবণ কর এবং বিচার করিয়া দেখ। কৈকেয়ি! তুমি কি স্মরণ করিতে পারিতেছ না কিংবা স্মরণ করিয়াও গোপন করিতেছ, যেজন্য নিজ-হিতের প্রয়োজনে আমার নিকট হইতে উপায় শুনিতে চাহিতেছ? বিলাসিনি! আমার নিকট হইতে শুনিতেই যদি তোমার একান্ত ইচ্ছা, তবে আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর এবং অনন্তর তদনুসারে কার্য্য কর। মন্থরার এইরূপ বাক্য শুনিয়া কৈকেয়ী উত্তম শয্যা হইতে কিঞ্চিৎ উত্থিত হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন,—

এবমুক্তা তদা দেব্যা মন্থরা পাপদর্শিনী।
রামার্থমুপহিংসন্তী কৈকয়ীমিদমব্রবীৎ ॥১০
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে সহ রাজর্ষিভিঃ পতিঃ।
অগচ্ছত্ত্বামুপাদায় দেবরাজস্য সাহ্যকৃৎ ॥১১
দিশমাস্থায় কৈকেয়ী দক্ষিণং দণ্ডকান্ প্রতি।
বৈজয়ন্তমিতি খ্যাতং পুরং যত্র তিমিধ্বজঃ ॥১২
স শম্বর ইতি খ্যাতঃ শতমায়ো মহাসুরঃ।
দদৌ শক্রস্য সংগ্রামং দেবসঙ্ঘৈরনিন্দিতঃ ॥১৩
তস্মিন্মহতি সংগ্রামে পুরুষান্ ক্ষতবিক্ষতান্।
রাত্রৌ প্রসুপ্তান্ ঘ্নন্তি স্ম তরসাপাস্য রাক্ষসাঃ ॥১৪
তত্রাকরোম্মহাযুদ্ধং রাজা দশরথস্তদা।
অসুরৈশ্চ মহাবাহুঃ শস্ত্রৈশ্চ শকলীকৃতঃ ॥১৫
অপবাহ্য ত্বয়া দেবি সংগ্রামান্নষ্টচেতনঃ।
তত্রাপি বিক্ষতঃ শস্ত্রৈঃ পতিস্তে রক্ষিতস্ত্বয়া ॥১৬
তুষ্টেন তেন দত্তৌ তে দ্বৌ বরৌ শুভদর্শনে।
স ত্বয়োক্তঃ পতির্দেবি যদেচ্ছেয়ং তদা বরম্ ॥১৭
গৃহ্নীয়াং তু তদা ভর্ত্তস্তথেত্যুক্তং মহাত্মনা।
অনভিজ্ঞা হ্যহং দেবি ত্বয়ৈব কথিতং পুরা ॥১৮
কথৈষা তব তু স্নেহান্মনসা ধার্য্যতে ময়া।
রামাভিষেকসম্ভারান্নিগৃহ্য বিনিবর্তয় ॥১৯
তৌ চ যাচস্ব ভর্ত্তারং ভরতস্যাভিষেচনম্।
প্রব্রাজনঞ্চ রামস্য বর্ষাণি চ চতুর্দ্দশ ॥২০
চতুর্দ্দশ হি বর্ষাণি রামে প্রব্রাজিতে বনম্।
প্রজাভাবগতস্নেহঃ স্থিরঃ পুত্রো ভবিষ্যতি ॥২১
ক্রোধাগারং প্রবিশ্যাদ্য ক্রুদ্ধেবাশ্বপতেঃ সুতে।
শেষ্বানন্তর্হিতায়াং ত্বং ভূমৌ মলিনবাসিনী ॥২২
মাস্মৈনং প্রত্যুদীক্ষেথা মা চৈনমভিভাষথাঃ।
রুদন্তী পার্থিবং দৃষ্ট্বা জগত্যাং শোকলালসা ॥২৩

মন্থরে! তুমি আমাকে সেই উপায় বল, যে উপায় অবলম্বন করিলে ভরত রাজ্য পায় এবং রাম না পায়। কৈকেয়ী এরূপ বলিলে পাপদর্শিনী মন্থরা রামের অভিষেকে ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য তাঁহাকে বলিল,—অনেকদিন পূর্বে দেবতা ও অসুরের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তোমার পতি দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্যকারী হইয়া রাজর্ষিগণের সহিত গমন করিয়াছিলেন। তিনি তোমাকেও লইয়া গিয়াছিলেন। কৈকেয়ি! দক্ষিণদিকে দণ্ডকনামক দেশে বৈজয়ন্তনামে বিখ্যাত নগর আছে। তিমিধ্বজনামক দৈত্য ঐ নগরের অধিপতি। ঐ দৈত্য অতিশয় মায়াবী ও বলবান্। সে শম্বরনামেও বিখ্যাত। ঐ শম্বর-দৈত্য দেবগণসহিত ইন্দ্রকে সংগ্রামে আহ্বান করিয়াছিল। শম্বরের সহিত মহাযুদ্ধ চলিতে থাকায় ক্ষতবিক্ষত সৈন্যগণ রাত্রিকালে সুপ্ত হইলে রাক্ষসগণ সত্বর আসিয়া বলপূর্বক আকর্ষণ করত তাহাদিগকে নিহত করিত। ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে মহারাজ দশরথ তুমুলসংগ্রাম করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে অসুরগণ শস্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলে। তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলে তুমি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে অপসারিত করিয়াছিলে এবং সেখানে শস্ত্রের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত পতিকে রক্ষা করিয়াছিলে। দেবি! শুভদর্শনে! তোমার পতি ইহাতে অতিতুষ্ট হইয়া তোমাকে দুইটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন। তখন তুমি বলিয়াছিলে যে—যখন ইচ্ছা হইবে, তখন বরগ্রহণ করিব। ইহাতে তোমার মহাত্মা স্বামী 'তথাস্তু' বলিয়া সম্মতি দিয়াছিলেন। অবশ্য আমি এই বিষয়ের কিছুই জানিতাম না, পূর্বে তুমিই আমাকে এই সব বলিয়াছিলে। তোমার প্রতি স্নেহবশত আমি এই সকল কথা মনে করিয়া রাখিয়াছি। এখন তুমি রামের অভিষেক হইতে মহারাজকে বলপূর্বক নিবৃত্ত কর। তুমি পতির নিকট সেই দুইটি বর প্রার্থনা কর, এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, অন্য বরে চতুর্দশবৎসর যাবৎ রামের নির্বাসন।১-২০

চতুর্দশবৎসর যাবৎ রাম যদি বনে নির্বাসিত হন, তাহা হইলে তোমার পুত্র প্রজাগণের প্রীতিভাজন হইয়া রাজ্যে অটল হইতে পারিবে। অশ্বপতিনন্দিনি! অদ্য তুমি ক্রুদ্ধা হইয়া ক্রোধাগারে প্রবেশ কর এবং মলিন-বস্ত্র ধারণ করিয়া শয্যাহীন-ভূমিতে শয়ন করিয়া থাক।

দয়িতা ত্বং সদা ভর্তুরত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ।
ত্বৎকৃতে চ মহারাজো বিশেদপি হুতাশনম্ ॥২৪
ন ত্বাং ক্রোধয়িতুং শক্তো ন ক্রুদ্ধাং প্রত্যুদীক্ষিতুম্।
তব প্রিয়ার্থং রাজা তু প্রাণানপি পরিত্যজেৎ ॥২৫
ন হ্যতিক্রমিতুং শক্তস্তব বাক্যং মহীপতিঃ।
মন্দস্বভাবে বুধ্যস্ব সৌভাগ্যবলমাত্মনঃ ॥২৬
মণি-মুক্তা-সুবর্ণানি রত্নানি বিবিধানি চ।
দদ্যাদ্ দশরথো রাজা মাস্ম তেষু মনঃ কৃথাঃ ॥২৭
যৌ তৌ দেবাসুরে যুদ্ধে বরৌ দশরথো দদৌ।
তৌ স্মারয় মহাভাগে সোহর্থো ন ত্বা ক্রমেদতি ॥২৮
যদা তু তে বরং দদ্যাৎ স্বয়মুত্থাপ্য রাঘবঃ।
ব্যবস্থাপ্য মহারাজং ত্বমিমং বৃণুযা বরম্ ॥২৯
রামপ্রব্রজনং দূরং নব বর্ষাণি পঞ্চ চ।
ভবতঃ ক্রিয়তাং রাজা পৃথিব্যাং পার্থিবর্ষভ ॥৩০
চতুর্দশ হি বর্ষাণি রামে প্রব্রাজিতে বনম্।
রূঢ়শ্চ কৃতমূলশ্চ শেষং স্থাস্যতি তে সুতঃ ॥৩১
রামপ্রব্রাজনং চৈব দেবি যাচস্ব তং বরম্।
এবং সেৎস্যন্তি পুত্রস্য সর্বার্থাস্তব কামিনি ॥৩২
এবং প্রব্রাজিতশ্চৈব রামোহরামো ভবিষ্যতি।
ভরতশ্চ গতামিত্রস্তব রাজা ভবিষ্যতি ॥৩৩
যেন কালেন রামশ্চ বনাৎ প্রত্যাগমিষ্যতি।
অন্তর্বহিশ্চ পুত্রস্তে কৃতমূলো ভবিষ্যতি ॥৩৪
সংগৃহীতমনুষ্যশ্চ সুহৃদ্ভিঃ সাকমাত্মবান্।
প্রাপ্তকালং নু মন্যেহহং রাজানং বীতসাধ্বসা ॥৩৫
রামাভিষেকসঙ্কল্পান্নিগৃহ্য বিনিবর্তয়।
অনর্থমর্থরূপেণ গ্রাহিতা সা ততস্তয়া ॥৩৬
হৃষ্টা প্রতীতা কৈকেয়ী মন্থরামিদমব্রবীৎ।
সা হি বাক্যেন কুব্জায়াঃ কিশোরীবোৎপথং গতা ॥৩৭

দশরথকে সমাগত দেখিয়া শোকাবেগে রোদন করিও, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না এবং তাঁহার সঙ্গে কোন কথাও বলিও না। তুমি পতির প্রিয়তমা পত্নী—ইহাতে আমার সংশয় নাই। মহারাজ তোমার জন্য অগ্নিতেও প্রবেশ করিতে পারেন। তিনি তোমার ক্রোধ উৎপাদন করিতে পারেন না। তুমি ক্রুদ্ধ হইলে তিনি তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহসী হইবেন না। তোমার প্রীতির জন্য রাজা প্রাণও পরিত্যাগ করিতে পারেন। ভূপতি কখনই তোমার কথা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবেন না। কৈকেয়ি! তুমি অতিমন্দবুদ্ধি, সেইজন্য বলিতেছি যে, তুমি নিজের সৌভাগ্য-শক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ। রাজা দশরথ তোমাকে নানাবিধ মণি, মুক্তা, রত্ন ও সুবর্ণ দিতে চাহিবেন, কিন্তু তুমি ঐসব বস্তুতে অভিলাষ করিও না। মহাভাগ্যবতি! রাজা দশরথ দেবাসুরযুদ্ধকালে যে দুইটি বর দিয়াছিলেন, সেই দুইটি বরের কথা মহারাজকে স্মরণ করাইও। তুমি প্রার্থিতব্য বিষয় দুইটি ভুলিয়া যাইও না। রঘুনন্দন দশরথ যখন তোমাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া বর দিতে উদ্যত হইবেন, তখন তুমি মহারাজকে শপথ করাইয়া এই বর প্রার্থনা করিবে যে—রাজেন্দ্র। চতুর্দশবৎসর যাবৎ দূরস্থিত অরণ্যে রামকে নির্বাসিত করুন এবং পৃথিবীতে ভরতকে রাজা করুন।২১-৩০

রাম যদি চতুর্দশবৎসর বনে নির্বাসিত হন, তাহা হইলে তোমার পুত্র সকলকে বশীভূত করিয়া নিষ্কণ্টকে চিরকাল রাজ্যে থাকিতে পারিবে। দেবি! তুমি রামের নির্বাসনরূপ ঐ বর প্রার্থনা কর, তাহা হইলে তোমার পুত্রের সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। নির্বাসিত হইলে রাম কালক্রমে প্রজাগণের প্রীতি হইতে বঞ্চিত হইবেন। তখন তোমার ভরত শত্রুহীন রাজা হইতে পারিবেন। চতুর্দশবর্ষ পরে রাম যে সময় বন হইতে ফিরিয়া আসিবেন, ততদিনে ভরত স্বাধীনসৈন্য ও সুহৃদ্‌গণের সহিত প্রজাগণের অন্তরে ও বাহিরে প্রভুশক্তি সমূলে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন। এইজন্য আমি উপযুক্ত সময়ে বলিতেছি যে, তুমি নির্ভয়ে রামের অভিষেক-সঙ্কল্প হইতে মহারাজকে বলপূর্বক নিবৃত্ত কর। এইভাবে অতিশয় অনর্থকে স্বার্থ বলিয়া বুঝাইয়া মন্থরা কৈকেয়ীকে তাহা গ্রহণ করাইল। কুব্জা মন্থরার বাক্যে কৈকেয়ী বিপথে প্রবৃত্ত হইলেন। শিশু অশ্বের

কৈকয়ী বিস্ময়ং প্রাপ্য পরং পরমদর্শনা ।
প্রজ্ঞাং তে নাবজানামি শ্রেষ্ঠে শ্রেষ্ঠাভিধায়িনি ॥৩৮

পৃথিব্যামসি কুব্জানামুত্তমা বুদ্ধিনিশ্চয়ে ।
ত্বমেব তু মমার্থেষু নিত্যযুক্তা হিতৈষিণী ॥৩৯

নাহং সমববুধ্যেয়ং কুব্জে রাজ্ঞশ্চিকীর্ষিতম্ ।
সন্তি দুঃসংস্থিতাঃ কুব্জাঃ বক্রাঃ পরমপাপিকাঃ ॥৪০

ত্বং পদ্মমিব বাতেন সন্নতা প্রিয়দর্শনা ।
উরস্তেঽভিনিবিষ্টং বৈ যাবৎ স্কন্ধাৎ সমুন্নতম্ ॥৪১

অধস্তাচ্চোদরং শান্তং সুনাভমিব লজ্জিতম্ ।
প্রতিপূর্ণঞ্চ জঘনং সুপীনৌ চ পয়োধরৌ ॥৪২

বিমলেন্দুসমং বক্ত্রমহো রাজসি মন্থরে ।
জঘনং তব নির্ঘৃষ্টং রশনা-দামভূষিতম্ ॥৪৩

জঙ্ঘে ভৃশমুপন্যস্তে পাদৌ চ ব্যায়তাবুভৌ ।
ত্বমায়তাভ্যাং সক্থিভ্যাং মন্থরে ক্ষৌমবাসিনি ॥৪৪

অগ্রতো মম গচ্ছন্তী রাজসেঽতীব শোভনে ।
আসন্ যাঃ শম্বরে মায়াঃ সহস্রমসুরাধিপে ॥৪৫

হৃদয়ে তে নিবিষ্টাস্তা ভূয়শ্চান্যাঃ সহস্রশঃ ।
তদেব স্থগু যদ্দীর্ঘং রথঘোণমিবায়তম্ ॥৪৬

মতয়ঃ ক্ষত্রবিদ্যাশ্চ মায়াশ্চাত্র বসন্তি তে ।
অত্র তেঽহং প্রমোক্ষ্যামি মালাং কুব্জে হিরণ্ময়ীম্ ॥৪৭

অভিষিক্তে চ ভরতে রাঘবে চ বনং গতে ।
জাত্যেন চ সুবর্ণেন সুনিষ্টপ্তেন সুন্দরি ॥৪৮

লব্ধার্থা চ প্রতীতা চ লেপয়িষ্যামি তে স্থগু ।
মুখে চ তিলকং চিত্রং জাতরূপময়ং শুভম্ ॥৪৯

কারয়িষ্যামি তে কুব্জে শুভান্যাভরণানি চ ।
পরিধায় শুভে বস্ত্রে দেবতেব চরিষ্যসি ॥৫০

চন্দ্রমাহূয়মানেন (ক) মুখেনাপ্রতিমাননা ।
গমিষ্যসি গতিং মুখ্যাং গর্বয়ন্তী দ্বিষজ্জনে ॥৫১

মাতা যেমন কশাঘাত প্রাপ্ত হইয়াও পুত্রের জন্য বিপথে যায়, সেইরূপ কৈকেয়ীও নিজপুত্রের জন্য ধর্মপথ ত্যাগ করিয়া বিপথে গেলেন। পরমা সুন্দরী কৈকেয়ী মন্থরার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং অতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়া মন্থরাকে বলিলেন,—হিতভাষিণি! এতদিন পর্য্যন্ত তোমার এমন বুদ্ধি জানিতে পারি নাই। আমার মনে হয়, কর্তব্য-অকর্তব্য-নির্ণয়ে পৃথিবীস্থিত কুব্জাদিগের মধ্যে তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তুমি হিতৈষিণী হইয়া আমার সমস্ত স্বার্থবিষয়ে সর্বদা অবহিত রহিয়াছ। কুব্জে! আমি ত রাজার দুরভিসন্ধি * বুঝিতেই পারি নাই। কুব্জে! আমার মনে হয়, পৃথিবীতে বিকলাঙ্গী পাপীয়সী অনেক কুব্জা আছে, কিন্তু তুমিই বায়ুবেগে অবনত পদ্মিনীর ন্যায় সর্বাপেক্ষা সুন্দরী। তোমার বক্ষঃস্থল স্কন্ধ হইতে উন্নত হইয়া কুব্জাকৃতি হইয়াছে। তোমার জঘন পরিপূর্ণ ও স্তনদ্বয় অতিস্থূল। তোমার বদন নির্মলচন্দ্রমার মত সুন্দর। মন্থরে! আহা! কিরূপ শোভিত হইয়াছ! তোমার জঘনদেশ বিস্তীর্ণ, নির্দোষ ও কাঞ্চীদামশোভিত। তোমার জঙ্ঘাদ্বয় অতিসুন্দর ও পদদ্বয় সুদীর্ঘ। যখন বিশালজঙ্ঘাবতী তুমি পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া আমার সম্মুখে গমন কর, তখন তোমার অতিশয় শোভাবৃদ্ধি হয়। অসুরাধিপতি শম্বরের সহস্রপ্রকারের মায়া এবং অন্যান্য সহস্র সহস্র প্রকারেরর মায়া তোমার হৃদয়ে নিবিষ্ট রহিয়াছে। তোমার শরীরে রথচক্রসদৃশ যে স্থগুনামক (কুঁজ) বিরাট মাংসপিণ্ড আছে, তাহাতে বুদ্ধি, ক্ষত্রবিদ্যা ও মায়াসমূহ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ভরতের অভিষেক হইলে এবং রাম বনগমন করিলে আমি তোমার ঐ মাংসপিণ্ডে (কুঁজে) সুবর্ণনির্মিত মালা পরাইয়া দিব। অভিপ্রেতসিদ্ধি হইলে সন্তুষ্ট হইয়া আমি তোমার ঐ স্থগু (কুঁজ) উৎকৃষ্ট গলিতসুবর্ণের দ্বারা বাঁধাইয়া দিব। কুব্জে! আমি তোমার জন্য বহুবিধ উত্তম আভরণ ও মুখের শোভার জন্য রত্নখচিত উত্তম সুবর্ণনির্মিত তিলক প্রস্তুত করাইব। উত্তম বস্ত্রদ্বয় পরিধান করিয়া তুমি দেবতার ন্যায় বিচরণ করিবে।৩১-৫০

অতুলনীয় মুখের দ্বারা চন্দ্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা

* রামের রাজ্যাভিষেক-সময়ে ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনয়ন না করা।

পাঠান্তর:—(ক) চন্দ্রমাহ্বয়মানেন—।

তবাপি কুব্জাঃ কুব্জায়াঃ সর্বাভরণভূষিতা।
পাদৌ পরিচরিষ্যন্তি যথৈব ত্বং সদা মম ॥৫২
ইতি প্রশস্যমানা সা কৈকয়ীমিদমব্রবীৎ।
শয়ানাং শয়নে শুভ্রে বেদ্যামগ্নিশিখামিব ॥৫৩
গতোদকে সেতুবন্ধো ন কল্যাণি বিধীয়তে।
উত্তিষ্ঠ কুরু কল্যাণং রাজানমনুদর্শয় ॥৫৪
তথা প্রোৎসাহিতা দেবী গত্বা মন্থরয়া সহ।
ক্রোধাগারং বিশালাক্ষী সৌভাগ্যমদগর্বিতা ॥৫৫
অনেকশতসাহস্রং মুক্তাহারং বরাঙ্গনা।
অবমুচ্য বরার্হাণি শুভান্যাভরণানি চ ॥৫৬
তদা হেমোপমা তত্র কুব্জাবাক্যবশং গতা।
সংবিশ্য ভূমৌ কৈকয়ী মন্থরামিদমব্রবীৎ ॥৫৭
ইহ বা মাং মৃতাং কুব্জে নৃপায়াবেদয়িষ্যসি।
বনং তু রাঘবে প্রাপ্তে ভরতঃ প্রাপ্স্যতে ক্ষিতিম্ ॥৫৮
সুবর্ণেন ন মে হ্যর্থো ন রত্নৈর্ন চ ভোজনৈঃ।
এষ মে জীবিতস্যান্তো রামো যদ্যভিষিচ্যতে ॥৫৯
অথো পুনস্তাং মহিষীং মহীক্ষিতো
বচোভিরত্যর্থমহাপরাক্রমৈঃ।
উবাচ কুব্জা ভরতস্য মাতরং
হিতং বচোরামমুপেত্য চাহিতম্ ॥৬০
প্রপৎস্যতে রাজ্যমিদং হি রাঘবো
যদি ধ্রুবং ত্বং সসুতা চ তপ্স্যসে।
ততো হি কল্যাণি যতস্ব তত্তথা
যথা সুতস্তে ভরতোঽভিষেক্ষ্যতে ॥৬১
তথাতিবিদ্ধা মহিষীতি কুব্জয়া
সমাহতা বাগিষুভির্মুহুর্মুহুঃ।
বিধায় হস্তৌ হৃদয়েঽতিবিস্মিতা
শশংস কুব্জাং কুপিতা পুনঃ পুনঃ ॥৬২

করিয়া তুমি শত্রুজনের নিকট গর্বপ্রকাশ করিতে করিতে শ্রেষ্ঠ অবস্থা লাভ করিবে। তুমি যেমন আমার পদসেবা করিয়া থাক, সেইরূপ অনেক কুব্জা নানাভূষণে ভূষিত হইয়া তোমার পদসেবা করিবে। এইভাবে প্রশংসিত হইয়া মন্থরা বেদিমধ্যস্থিত অগ্নিশিখার ন্যায় শুভ্রশয্যাশায়িনী কৈকেয়ীকে বলিল,—কল্যাণি! জল নির্গত হইয়া গেলে সেতুবন্ধন করার প্রয়োজন থাকেনা। অতএব গাত্রোত্থান কর। নিজের কল্যাণসাধন কর। ক্রোধাগারে যাইয়া পূর্বোক্তরীতিতে নিজেকে রাজার নিকট উপস্থিত কর। এইভাবে প্রোৎসাহিত হইয়া সৌভাগ্যগর্বিতা বিশালনেত্রা কৈকেয়ীদেবী মন্থরার সহিত ক্রোধাগারে গমন করিলেন। সেখানে বহুমূল্য মুক্তাহার ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট আভরণসমূহ ত্যাগ করিয়া স্বর্ণবর্ণা সুন্দরী কৈকেয়ী মন্থরার কথানুসারে ভূমিতে শয়ন করিলেন এবং পরে মন্থরাকে বলিলেন,—'রাম বনে গমন করিবে এবং ভরত পৃথিবীলাভ করিবে' এই সংবাদ তুমি আমাকে জানাইবে, নতুবা আমার মৃত্যুসংবাদ মহারাজকে নিবেদন করিবে। সুবর্ণ, রত্ন ও ভোগ্যবস্তুতে আমার প্রয়োজন নাই। রাম যদি অভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে এইভাবেই আমার জীবনের সমাপ্তি হইবে। অনন্তর মন্থরা রাজমহিষী ভরতমাতা কৈকেয়ীকে অতিশয় শক্তিশালী বাক্যের দ্বারা ভরতের হিত ও রামের অহিতবিষয়ে বলিতে লাগিল,—যদি রাম এই রাজ্য প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে পুত্রের সহিত তুমি নিশ্চয়ই সন্তপ্ত হইবে। কল্যাণি! এইজন্য তুমি সেইরূপ চেষ্টা কর, যাহাতে তোমার পুত্র ভরত অভিষিক্ত হয়। এইভাবে মন্থরার বাক্যবাণে অতিশয় বিদ্ধ ও আহত হইয়া রাজমহিষী কৈকেয়ী হৃদয়ে হস্তস্থাপনপূর্বক বিস্ময়প্রকাশ করিলেন এবং মহারাজের প্রতারণা বুঝিতে পারিয়া অতিক্রোধে মন্থরাকে বারংবার বলিতে লাগিলেন,—কুব্জে! দীর্ঘকালের জন্য রাম বনে গমন করিলে ভরতের মনোরথ পূর্ণ হইবে। নতুবা আমি এইস্থান হইতে যমালয়ে গমন করিয়াছি—ইহা দেখিয়া মহারাজকে জানাইয়া দিবে। রাম যদি অযোধ্যা হইতে বনে গমন না করেন, তাহা হইলে আমি শয্যা, মালা, চন্দন, অঞ্জন, পানভোজন প্রভৃতি কিছুই ইচ্ছা করিনা, এমন কি বাঁচিয়া থাকিতেও ইচ্ছা করিনা। কৈকেয়ী এইরূপ অতিদারুণ বচন বলিয়া ও সকল আভরণ ত্যাগ করিয়া শয্যাশূন্য ভূমিতে স্বর্গভ্রষ্ট

যমস্য বা মাং বিষয়ং গতামিতো
নিশম্য কুব্জে প্রতিবেদয়িষ্যসি।
বনং গতে বা সুচিরায় রাঘবে
সমৃদ্ধকামো ভরতো ভবিষ্যতি ॥৬৩
অহং হি নৈবাস্তরণানি ন স্রজো
ন চন্দনং নাঞ্জনপানভোজনম্।
ন কিঞ্চিদিচ্ছামি ন চেহ জীবনং
ন চেদিতো গচ্ছতি রাঘবো বনম্ ॥৬৪
অথৈবমুক্ত্বা বচনং সুদারুণং
নিধায় সর্বাভরণানি ভামিনী।
অসংস্কৃতামাস্তরণেন মেদিনীং
তদাধিশিশ্যে পতিতেব কিন্নরী ॥৬৫
উদীর্ণসংরম্ভতমোবৃতাননা
তদাবমুক্তোত্তমমাল্যভূষণা।
নরেন্দ্রপত্নী বিমলা বভূব সা
তমোবৃতা দ্যৌরিব মগ্নতারকা ॥৬৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ।

কিন্নরীর ন্যায় শয়ন করিলেন। উৎকট-ক্রোধান্ধকারে আবৃতবদনা উত্তমমাল্য ও ভূষণত্যাগকারিণী দশরথ-মহিষী অতিশয় বিমনা হইলেন। তারকাহীন অন্ধকারাবৃত আকাশের মত কৈকেয়ীর অবস্থা হইল।৫১-৬৬

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে নবম সর্গ সমাপ্ত।

দশমঃ সর্গঃ

[কুব্জাপরামর্শানুসারেণ কৃত্রিমরোষভরেণ কৈকয্যাঃ ক্রোধাগারে গমনম্, নিরাভরণা সতী ভূতলে শয্যাগ্রহণঞ্চ, কৈকয়ীভবনং গত্বা কৈকয়ীঞ্চানবলোক্য চিন্তিতস্য বিস্মিতস্য চ রাজ্ঞো দশরথস্য ক্রোধাগারপ্রবেশঃ, ভূতলশায়িনীং কৈকয়ীঞ্চ দৃষ্ট্বা দুঃখপ্রকাশঃ, নানাপ্রকারেণ তস্যৈ সান্ত্বনাদানঞ্চ।]

বিদর্শিতা যদা দেবী কুব্জয়া পাপয়া ভৃশম্।
তদা শেতে স্ম সা ভূমৌ দিগ্ধবিদ্ধেব কিন্নরী ॥১
নিশ্চিত্য মনসা কৃত্যং সা সম্যগিতি ভামিনী।
মন্থরায়ৈ শনৈঃ সর্বমাচচক্ষে বিচক্ষণা ॥২
সা দীনা নিশ্চয়ং কৃত্বা মন্থরাবাক্যমোহিতা।
নাগকন্যেব নিঃশ্বস্য দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ ভামিনী ॥৩
মুহূর্তং চিন্তয়ামাস মার্গমাত্মসুখাবহম্।
সা সুহৃচ্চার্থকামা চ তং নিশম্য বিনিশ্চয়ম্ ॥৪

দশম সর্গ

[কুব্জার পরামর্শ অনুসারে কৃত্রিমরোষভরে কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে গমন ও নিরাভরণা হইয়া ভূতলে শয্যাগ্রহণ, কৈকেয়ীভবনে যাইয়া কৈকেয়ীকে না দেখিয়া চিন্তিত ও বিস্মিত রাজা দশরথের ক্রোধগারে প্রবেশ ও ভূতলশায়িনী কৈকেয়ীকে দর্শন করিয়া দুঃখপ্রকাশ এবং তাহাকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা দান।]

যখন পাপীয়সী কুব্জা দৃঢ়ভাবে কৈকেয়ীকে বিপরীত কার্য্য করিতে বুঝাইয়া দিল, তখন তিনি বিষলিপ্ত বাণের দ্বারা আহত কিন্নরীর (কাম ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ পার্বত্য-স্ত্রীর) ন্যায় ভূমিতে শয়ন করিলেন। অতিনিপুণা ক্রুদ্ধা কৈকেয়ী মনে মনে ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া ধীরে ধীরে মন্থরাকে সব কথা বলিলেন। অনন্তর মন্থরা-বাক্যে মোহিত হইয়া স্বকর্তব্য-বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় করত কৈকেয়ী অতিদীনভাবে নাগকন্যার ন্যায় উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং মুহূর্তকাল নিজসুখকর উপায় চিন্তা করিলেন। কৈকেয়ীর হিতাকাঙ্ক্ষিণী বান্ধবী মন্থরা তাঁহার দৃঢ়নিশ্চয়তা দেখিয়া

বভূব পরমপ্রীতা সিদ্ধিং প্রাপ্যেব মন্থরা।
অথ সা রুষিতা দেবী সম্যক্ কৃত্বা বিনিশ্চয়ম্ ॥৫
সংবিবেশাবলা ভূমৌ নিবেশ্য ভ্রুকুটিং মুখে।
ততশ্চিত্রাণি মাল্যানি দিব্যান্যাভরণানি চ ॥৬
অপবিদ্ধানি কৈকেয্যা তানি ভূমিং প্রপেদিরে।
তয়া তান্যপবিদ্ধানি মাল্যান্যাভরণানি চ ॥৭
অশোভয়ন্ত বসুধাং নক্ষত্রাণি যথা নভঃ।
ক্রোধাগারে চ পতিতা সা বভৌ মলিনাম্বরা ॥৮
একবেণীং দৃঢ়াং বদ্ধ্বা গতসত্ত্বেব কিন্নরী।
আজ্ঞাপ্য তু মহারাজো রাঘবস্যাভিষেচনম্ ॥৯
উপস্থানমনুজ্ঞাপ্য প্রবিবেশ নিবেশনম্।
অদ্য রামাভিষেকো বৈ প্রসিদ্ধ ইতি জজ্ঞিবান্ ॥১০
প্রিয়ার্হাং প্রিয়মাখ্যাতুং বিবেশান্তঃপুরং বশী।
স কৈকয্যা গৃহং শ্রেষ্ঠং প্রবিবেশ মহাযশাঃ ॥১১
পাণ্ডুরাভ্রমিবাকাশং রাহুযুক্তং নিশাকরঃ।
শুক-বর্হিসমাযুক্তং ক্রৌঞ্চ-হংসরুতাযুতম্ ॥১২
বাদিত্ররবসঙ্ঘুষ্টং কুব্জাবামনিকাযুতম্।
লতাগৃহৈশ্চিত্রগৃহৈশ্চম্পকাশোকশোভিতৈঃ ॥১৩
দান্ত-রাজত-সৌবর্ণবেদিকাভিঃ সমাযুতম্।
নিত্যপুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈর্বাপীভিরুপশোভিতম্ ॥১৪
দান্ত-রাজত-সৌবর্ণৈঃ সংবৃতং পরমাসনৈঃ।
বিবিধৈরন্নপানৈশ্চ ভক্ষ্যৈশ্চ বিবিধৈরপি ॥১৫
উপপন্নং মহার্হৈশ্চ ভূষণৈস্ত্রিদিবোপমম্।
স প্রবিশ্য মহারাজঃ স্বমন্তঃপুরমৃদ্ধিমৎ ॥১৬

স্বীয়কামনা-পূর্তিজনিত আনন্দিত হওয়ার ন্যায় অতিশয় আনন্দিত হইল। অতিক্রুদ্ধা কৈকেয়ী দৃঢ়ভাবে নিশ্চয় করিয়া ভ্রূকুটিপূর্ণমুখে ভূমিতে শয়ন করিলেন। বিচিত্রমালা ও দিব্য আভরণসমূহ পরিত্যক্ত হইয়া ভূমিতে ছড়াইয়া পড়িল। নক্ষত্রসমূহ যেরূপ আকাশকে শোভিত করে, কৈকেয়ী-পরিত্যক্ত মাল্য ও আভরণসমূহও সেইরূপ ভূতলকে শোভিত করিল। মলিনবস্ত্রা কৈকেয়ী ক্রোধাগারে পতিত হইয়া মস্তকে একটিমাত্র বেণী দৃঢ়ভাবে বন্ধনপূর্বক অচেতনা কিন্নরীর ন্যায় শোভাধারণ করিলেন। এদিকে মহারাজ দশরথ রামের অভিষেকের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে আদেশ করিয়া সভাস্থিত ব্যক্তিগণকে স্ব স্ব গৃহে যাইতে অনুমতি দিলেন, অনন্তর স্বয়ং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রামের রাজ্যাভিষেক অদ্যই নিশ্চিত হইয়াছে (এখনও কৈকেয়ী এই সংবাদ জানেনা বোধ হয়) ইহা বুঝিয়া প্রীতিজনক সংবাদ জানাইবার জন্য জিতেন্দ্রিয় দশরথ কৈকেয়ীর অন্তঃপুরেই প্রবেশ করিলেন, যেহেতু কৈকেয়ী এই প্রীতিজনক সংবাদ শুনিবার অধিকারিণী। মহাযশস্বী রাজা অন্তঃপুরে যাইয়া কৈকেয়ীর বিশালগৃহে প্রবেশ করিলেন; ইহাতে মনে হইল যেন, শুভ্রমেঘযুক্ত রাহুসমাক্রান্ত আকাশে চন্দ্রমা উপস্থিত হইলেন। কৈকেয়ীর অন্তঃপুর শুক ও ময়ূরপক্ষীর দ্বারা শোভিত, ক্রৌঞ্চ-হংসাদির শব্দে পূর্ণ, নানাবিধ-বাদ্যশব্দে মুখরিত এবং অনেক কুব্জা ও খর্বাকৃতি দাসী দ্বারা পরিব্যাপ্ত। চম্পক ও অশোকবৃক্ষের দ্বারা শোভিত লতাগৃহ ও বিচিত্র গৃহসমূহের দ্বারা ঐ অন্তঃপুর সমৃদ্ধ ছিল। গজদন্তনির্মিত, সুবর্ণনির্মিত ও রজতনির্মিত বেদীসকল অন্তঃপুরের শোভাবৃদ্ধি করিয়াছিল। সর্বদা পুষ্প-ফলসমন্বিত বৃক্ষ ও সরোবরসমূহবিশিষ্ট ঐ অন্তঃপুর গজদন্ত, সুবর্ণ ও রজতের দ্বারা নির্মিত অনেক আসনে পূর্ণ ছিল। নানাপ্রকারের অন্ন, পানীয় ও অন্যান্য রকমের বহু ভক্ষ্যদ্রব্য সেখানে সংগৃহীত ছিল। মহামূল্য অলঙ্কারসমূহে শোভিত স্বর্গতুল্য ও সমৃদ্ধিযুক্ত ঐ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর গৃহে যাইয়া উত্তম শয্যায় প্রিয়তমা পত্নীকে দেখিতে পাইলেন না। কামবাণপীড়িত রমণার্থী নরপতি প্রিয়তমা ভার্য্যাকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় বিষন্ন হইলেন এবং অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ীদেবী পূর্বে কখনই অন্যস্থানে থাকিয়া রাজার আগমন-সময় অতিক্রম করেন নাই। দশরথও কখনও শূন্যগৃহে প্রবেশ করেন নাই। অনন্তর গৃহস্থিত রাজা বিবেক-শূন্যা স্বার্থপরা কৈকেয়ী কোন্ স্থানে আছেন তাহা

ন দদর্শ স্ত্রিয়ং রাজা কৈকয়ীং শয়নোত্তমে।
স কামবলসংযুক্তো রত্যর্থী মনুজাধিপঃ ॥১৭
অপশ্যন্ দয়িতাং ভার্য্যাং পপ্রচ্ছ বিষসাদ চ।
নহি তস্য পুরা দেবী তাং বেলামত্যবর্ত্তত ॥১৮
ন চ রাজা গৃহং শূন্যং প্রবিবেশ কদাচন।
ততো গৃহগতো রাজা কৈকয়ীং পর্য্যপৃচ্ছত ॥১৯
যথা পুরমবিজ্ঞায় স্বার্থলিপ্সুমপণ্ডিতাম্।
প্রতীহারী ত্বথোবাচ সন্ত্রস্তা তু কৃতাঞ্জলিঃ ॥২০
দেব দেবী ভৃশং ক্রুদ্ধা ক্রোধাগারমভিদ্রুতা।
প্রতীহার্য্যা বচঃ শ্রুত্বা রাজা পরমদুর্মনাঃ ॥২১
বিষসাদ পুনর্ভূয়ো লুলিত-ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
তত্র তাং পতিতাং ভূমৌ শয়ানামতথোচিতাম্ ॥২২
প্রতপ্ত ইব দুঃখেন সোঽপশ্যজ্জগতীপতিঃ।
স বৃদ্ধস্তরুণীং ভার্য্যাং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্ ॥২৩
অপাপঃ পাপসঙ্কল্পাং দদর্শ ধরণীতলে।
লতামিব বিনিষ্কৃত্তাং পতিতাং দেবতামিব ॥২৪
কিন্নরীমিব নির্ধূতাং চ্যুতামপ্সরসং যথা।
মায়ামিব পরিভ্রষ্টাং হরিণীমিব সংযতাম্ ॥২৫
করেণুমিব দিগ্ধেন বিদ্ধাং মৃগয়ুনা বনে।
মহাগজ ইবারণ্যে স্নেহাৎ পরমদুঃখিতাম্ ॥২৬
পরিমৃজ্য চ পাণিভ্যামভিসন্ত্রস্তচেতনঃ।
কামী কমলপত্রাক্ষীমুবাচ বনিতামিদম্ ॥২৭
ন তেঽহমভিজানামি ক্রোধমাত্মনি সংশ্রিতম্।
দেবি কেনাভিযুক্তাসি কেন বাসি বিমানিতা ॥২৮
যদিদং মম দুঃখায় শেষে কল্যাণি পাংশুষু।
ভূমৌ শেষে কিমর্থং ত্বং ময়ি কল্যাণচেতসি ॥২৯
ভূতোপহতচিত্তেব মম চিত্তপ্রমাথিনি।
সন্তি মে কুশলা বৈদ্যাস্ত্বভিতুষ্টাশ্চ সর্বশঃ ॥৩০
সুখিতাং ত্বাং করিষ্যন্তি ব্যাধিমাচক্ষ্ব ভামিনি।
কস্য বাপি প্রিয়ং কার্য্যং কেন বা বিপ্রিয়ং কৃতম্ ॥৩১
কঃ প্রিয়ং লভতামদ্য কো বা সুমহদপ্রিয়ম্।
মা রৌৎসীর্মা চ কার্ষীস্ত্বং দেবি সংপরিশোষণম্ ॥৩২
অবধ্যো বধ্যতাং কো বা বধ্যঃ কো বা বিমুচ্যতাম্।
দরিদ্রঃ কো ভবেদাঢ্যো দ্রব্যবান্ বাপ্যকিঞ্চনঃ ॥৩৩

জানিতে না পারিয়া দ্বাররক্ষিণীকে তাহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্বাররক্ষিণী অতিভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল।১-২০

দেব! কৈকেয়ীদেবী অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া দ্রুত-গতিতে ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন। দ্বারপালিকার কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত ব্যাকুল ও ক্ষুব্ধ হইয়া অধিকতর বিষাদপ্রাপ্ত হইলেন। পৃথিবীপতি দশরথ দুঃখে দগ্ধ-প্রায় হইয়া ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন এবং ভূতল যাহার যোগ্য শয্যা নয়, সেই কৈকেয়ীকে ভূতলে শয়ানাবস্থায় পতিত থাকিতে দেখিলেন। নিষ্পাপ বৃদ্ধ-নরপতি প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা পাপমতি তরুণী ভার্য্যাকে ভূতলে পতিত দেখিলেন; তাঁহার মনে হইল—একটি ছিন্নলতা, স্বর্গভ্রষ্টা দেবী, ভূপতিতা কিন্নরী, স্বর্গচ্যুতা অপ্সরা, দেবলোকভ্রষ্টা মায়া ও পাশবদ্ধা হরিণীর মত কৈকেয়ী শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। অরণ্যে ব্যাধকর্ত্তৃক বিষলিপ্তবাণের দ্বারা বিদ্ধা হস্তিনীর মত পরমদুঃখিতা পত্নীকে মহাগজতুল্য নরপতি স্নেহবশতঃ স্বহস্তে মার্জন করিতে লাগিলেন। কামী দশরথ অতিশয় সন্ত্রস্ত হইয়া কমলনয়না প্রিয়তমাকে বলিলেন,—দেবি! তোমার ক্রোধের কারণ আমি কিছুই জানি না। কে তোমাকে পরাভূত কিংবা তিরস্কৃত করিয়াছে? কল্যাণি! তুমি ধূলিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছ, ইহাতে আমার অতিশয় দুঃখ হইতেছে। আমি সর্বদা তোমার কল্যাণসাধনে কৃতসঙ্কল্প আছি, তথাপি তুমি কিজন্য ভূতলে শয়ন করিয়াছ? ভূতাবিষ্টার ন্যায় এইভাবে ধূলিধূসরিত হইয়া আমার চিত্তকে মথিত করিতেছ। ভামিনি! তোমার কি ব্যাধি হইয়াছে, তাহা বল। মৎপালিত অভিজ্ঞ বহু চিকিৎসক আছেন। তাঁহারা তোমাকে সুস্থ করিবেন। কাহার প্রিয়কার্য্য করা তোমার অভিপ্রেত? কে তোমার অপ্রিয়কার্য্য করিয়াছে? কোন্ ব্যক্তি অভীষ্ট লাভ করিবে? কোন্ ব্যক্তিই

অহঞ্চ হি মদীয়াশ্চ সর্বে তব বশানুগাঃ।
ন তে কঞ্চিদভিপ্রায়ং ব্যাহন্তুমহমুৎসহে ॥৩৪
আত্মনো জীবিতেনাপি ব্রূহি যন্মনসি স্থিতম্।
বলমাত্মনি জানন্তী ন মাং শঙ্কিতুমর্হসি ॥৩৫
করিষ্যামি তব প্রীতিং সুকৃতেনাপি তে শপে।
যাবদাবর্ত্ততে চক্রং তাবতী মে বসুন্ধরা ॥৩৬
দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গ-মগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশি-কোসলাঃ ॥৩৭
তত্র জাতং বহুদ্রব্যং ধন-ধান্যমজাবিকম্।
ততো বৃণীষ্ব কৈকয়ি যদ্‌যত্ত্বং মনসেচ্ছসি ॥৩৮
কিমায়াসেন তে ভীরু উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ শোভনে।
তত্ত্বং মে ব্রূহি কৈকেয়ি যতস্তে ভয়মাগতম্ ॥৩৯
তত্তে ব্যপনয়িষ্যামি নীহারমিব রশ্মিবান্।
তথোক্তা সা সমাশ্বস্তা বক্তুকামা তদপ্রিয়ম্।
পরিপীড়য়িতুং ভূয়ো ভর্তারমুপচক্রমে ॥৪০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ।

বা অতিশয় অনিষ্ট লাভ করিবে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর। দেবি! তুমি রোদন করিও না। এইভাবে শরীর শোষণ করিও না। কোন্ অবধ্যব্যক্তিকে বধ করিতে হইবে এবং কোন্ বধ্যকে মুক্তি দিতে হইবে? কোন্ দরিদ্রকে ধনবান্ এবং কোন্ ধনবান্‌কে দরিদ্র করিতে হইবে, তাহা তুমি বল। আমি ও আমার সকল পরিজন তোমার অধীন ও অনুগত। আমি তোমার কোন অভিপ্রায়কে ব্যাহত করিতে সাহস করি না। তোমার মনে যাহা আছে—প্রকাশ কর, আমি নিজপ্রাণ দিয়া তাহা সম্পাদন করিব। তুমি ত নিজসৌভাগ্যবল জান। এইজন্য আমার প্রতি আশঙ্কা করা উচিত নয়। আমি নিজপুণ্যরাশি স্মরণ করিয়া শপথ করিতেছি যে, অবশ্যই তোমার প্রীতিসাধন করিব। সূর্য্যমণ্ডল যতদূর পর্য্যন্ত প্রকাশিত করে, ততদূর পর্য্যন্ত আমার রাজ্য বিস্তৃত। দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ, মৎস্য, কাশী, কোশল প্রভৃতি সমৃদ্ধদেশসমূহ আমার অধীন। ঐ সকল দেশে ধন, ধান্য, ছাগ, মেষ প্রভৃতি বহুদ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; তাহাতেও আমারই অধিকার। কৈকেয়ি! তুমি যাহা যাহা কামনা কর, তাহা আমার নিকট প্রার্থনা কর। ভীরু! তোমার কষ্টভোগের প্রয়োজন কি? সুন্দরি! ভূমি হইতে উত্থিত হও, গাত্রোত্থান কর। যে কারণে তোমার ভয় হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বল। সূর্য্য যেমন শিশির নষ্ট করিয়া থাকেন, আমি সেইরূপ তোমার ভয় নষ্ট করিব। দশরথ এইরূপ বলিলে পর কৈকেয়ী সমাশ্বস্ত হইলেন এবং সেই অপ্রিয়কথা বলিতে ইচ্ছুক হইয়া পতিকে অধিকতর ব্যথিত করিবার জন্য উপক্রম করিলেন।২১-৪০

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দশম সর্গ সমাপ্ত

একাদশঃ সর্গঃ

[কৈকয়ী-দশরথয়োরুক্তি-প্রত্যুক্তী, কৈকয্যা রামনির্বাসন-ভরতাভিষেচনরূপ-বরদ্বয়প্রার্থনঞ্চ ।]

তং মন্মথশরৈর্বিদ্ধং কামবেগবশানুগম্ ।
উবাচ পৃথিবীপালং কৈকয়ী দারুণং বচঃ ।১
নাস্মি বিপ্রকৃতা দেব কেনচিন্নাবমানিতা ।
অভিপ্রায়স্তু মে কশ্চিত্তমিচ্ছামি ত্বয়া কৃতম্ ॥২
প্রতিজ্ঞাং প্রতিজানীষ্ব যদি ত্বং কর্ত্তুমিচ্ছসি ।
অথ তে ব্যাহরিষ্যামি যথাভিপ্রার্থিতং ময়া ॥৩
তামুবাচ মহারাজঃ কৈকয়ীমীষদুৎস্ময়ঃ ।
কামী হস্তেন সংগৃহ্য মূর্ধজেষু ভুবি স্থিতাম্ ॥৪
অবলিপ্তে ন জানাসি ত্বত্তঃ প্রিয়তরো মম ।
মনুজো মনুজব্যাঘ্রাদ্ রামাদন্যো ন বিদ্যতে ॥৫
তেনাজয্যেন মুখ্যেন রাঘবেণ মহাত্মনা ।
শপে তে জীবনার্হেণ ব্রূহি যন্মনসেপ্সিতম্ ॥৬
যং মুহূর্তমপশ্যংস্তু ন জীবেয়মহং ধ্রুবম্ ।
তেন রামেণ কৈকয়ী শপে তে বচনক্রিয়াম্ ॥৭
আত্মনা চাত্মজৈশ্চান্যৈর্বৃণে যং মনুজর্ষভম্ ।
তেন রামেণ কৈকেয়ি শপে তে বচনক্রিয়াম্ ॥৮
ভদ্রে হৃদয়মপ্যেতদনুমৃশ্যোদ্ধরস্ব মে ।
এতৎ সমীক্ষ্য কৈকেয়ি ব্রূহি যৎ সাধু মন্যসে ॥৯
বলমাত্মনি পশ্যন্তী ন বিশঙ্কিতুমর্হসি ।
করিষ্যামি তব প্রীতিং সুকৃতেনাপি তে শপে ॥১০

একাদশ সর্গ

[কৈকেয়ী এবং দশরথের উক্তি-প্রত্যুক্তি, রামের নির্বাসন ও ভরতের রাজ্যাভিষেক—কৈকেয়ীর এই দুইটি বরপ্রার্থনা।]

কন্দর্পবাণবিদ্ধ কামাতুর ভূপতিকে কৈকেয়ী এই নিদারুণ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন,—মহারাজ! কোন ব্যক্তি কর্তৃক আমি পরাজিত বা অপমানিত হই নাই। আমার একটি অভিপ্রায় আছে, তাহা আপনার দ্বারা পূর্ণ হউক, ইহাই আমি ইচ্ছা করি। যদি আপনি আমার অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করুন। পরে আমার যাহা অভিপ্রেত তাহা আপনাকে বলিব। কামী মহারাজ দশরথ ঈষৎ হাস্য করিয়া ভূপতিতা কৈকেয়ীর কেশসমূহে হস্তসঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন,—সৌভাগ্যগর্বিতে! তুমি কি জান না যে, নরোত্তম রাম ব্যতীত তোমা অপেক্ষা অধিক প্রিয় আমার কেহ নাই। আমি প্রাণাধিক অপরাজিত মহাত্মা রামের শপথ করিতেছি। তোমার অভিলাষ প্রকাশ কর। কৈকেয়ি! যাহাকে একমুহূর্ত না দেখিলে আমি নিশ্চয়ই বাঁচিতে পারিব না, আমি সেই রামের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি তোমার বাক্য রক্ষা করিব। আমি নিজদেহ, পুত্রগণ ও অন্যান্য বন্ধুগণের পরিবর্তে যে রামকে অঙ্গীকার করি, সেই রামের শপথ করিয়া বলিতেছি, কৈকেয়ি! তোমার কথা রক্ষা করিব। ভদ্রে! তুমি আমার বাক্য অনুসারে আমার হৃদয়কেও বিচার করিয়া দেখ এবং এই দুঃখ হইতে আমাকে উদ্ধার কর। কৈকেয়ি! এই সব চিন্তা করিয়া যাহা ভাল মনে কর, তাহা আমার নিকট বল। তোমাতে আমার আসক্তি আছে জানিয়া কোনরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। আমি ধর্মের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, অবশ্যই তোমার প্রীতিসাধন করিব।১-১০

স্বার্থসাধনরতা কৈকেয়ী নিজ অভীষ্টসাধনে দশরথের আগ্রহ বুঝিয়া স্বীয়পুত্রের উপর পক্ষপাতবশতঃ আনন্দিতভাবে সর্বথা অযোগ্য কথা বলিতে উপক্রম করিলেন। তিনি দশরথের শপথবাক্যে অতিশয় আনন্দিত হইয়া সমাগত যমের ন্যায় প্রাণহর মহাঘোর স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কৈকেয়ী বলিলেন,—রাজন্! যেরূপ ক্রমানুসারে আপনি শপথ করিতেছেন এবং আমাকে বরদান করিতেছেন, তাহা ইন্দ্রাদি

সা তদর্থমনা দেবী তমভিপ্রায়মাগতম্ ।
নির্মাধ্যস্থ্যাচ্চ হর্ষাচ্চ বভাষে দুর্বচং বচঃ ॥১১
তেন বাক্যেন সংহৃষ্টা তমভিপ্রায়মাত্মনঃ ।
ব্যাজহার মহাঘোরমভ্যাগতমিবান্তকম্ ॥১২
যথাক্রমেণ শপসে বরং মম দদাসি চ ।
তচ্ছৃণ্বন্তু ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ ॥১৩
চন্দ্রাদিত্যৌ নভশ্চৈব গ্রহা রাত্র্যহনী দিশঃ ।
জগচ্চ পৃথিবী চেয়ং সগন্ধর্বা সরাক্ষসা ।১৪
নিশাচরাণি ভূতানি গৃহেষু গৃহদেবতাঃ ।
যানি চান্যানি ভূতানি জানীয়ুর্ভাষিতং তব ॥১৫
সত্যসন্ধো মহাতেজা ধর্মজ্ঞঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ।
বরং মম দদাত্যেষ সর্বে শৃণ্বন্তু দৈবতাঃ ॥১৬
ইতি দেবী মহেষ্বাসং পরিগৃহ্যাভিশস্য চ ।
ততঃ পরমুবাচেদং বরদং কামমোহিতম্ ॥১৭

স্মর রাজন্ পুরা বৃত্তং তস্মিন্ দেবাসুরে রণে ।
তত্র ত্বাং চ্যাবয়চ্ছত্রুস্তব জীবিতমন্তরা ॥১৮
তত্র চাপি ময়া দেব যত্ত্বং সমভিরক্ষিতঃ ।
জাগ্রত্যা যতমানায়াস্ততো মে প্রদদৌ বরৌ ॥১৯
তৌ দত্তৌ চ বরৌ দেব নিক্ষেপৌ মৃগয়াম্যহম্ ।
তবৈব পৃথিবীপাল সকাশে রঘুনন্দন ॥২০
তৎ প্রতিশ্রুত্য ধর্মেণ ন চেদ্দাস্যসি মে বরম্ ।
অদ্যৈব হি প্রহাস্যামি জীবিতং ত্বদ্ বিমানিতা ॥২১
বাঙ্মাত্রেণ তদা রাজা কৈকেয্যা স্ববশে কৃতঃ ।
প্রচস্কন্দ বিনাশায় পাশং মৃগ ইবাত্মনঃ ॥২২
ততঃ পরমুবাচেদং বরদং কামমোহিতম্ ।
বরৌ মে যৌ ত্বয়া দেব তদা দত্তৌ মহীপতে ॥২৩
তৌ তাবদহমদ্যৈব বক্ষ্যামি শৃণু মে বচঃ ।
অভিষেকসমারম্ভো রাঘবস্যোপকল্পিতঃ ॥২৪

তেত্রিশদেবতা শ্রবণ করুন। চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, গ্রহ, রাত্রি, দিবস, দিক্‌সমূহ, জগৎ, পৃথিবী, গন্ধর্ব, রাক্ষস, নিশাচরপ্রাণী, গৃহস্থিত দেবতা ও অন্যান্য জীবগণ সকলে আপনার বাক্য অবগত হউন।১১-১৫

দেবতাগণ! আপনারা শ্রবণ করুন। সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাতেজস্বী ধার্মিক সত্যবাদী শুদ্ধস্বভাব মহারাজ দশরথ আমাকে বরপ্রদান করিতেছেন। রাজমহিষী কৈকেয়ী মহাধনুর্ধারী কামমোহিত বরদানকারী রাজাকে এইভাবে বিবশ ও প্রশংসা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন,—রাজন্! অনেকদিন পূর্বে দেবাসুরযুদ্ধে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা স্মরণ করুন। সেই যুদ্ধে শম্বর নামক শত্রু আপনার প্রাণনাশ না করিয়া সর্বতোভাবে আপনাকে আহত করিয়াছিল। দেব! সেখানে আমি সাবধানে যত্নের সহিত আপনাকে রক্ষা করিয়াছিলাম। আপনি আমার সাবধানতা ও যত্নের জন্য দুইটি বর প্রদান করিয়াছিলেন। দেব! তখন আমি প্রাপ্তবর দুইটি আপনার নিকট নিক্ষেপ অর্থাৎ গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম। রঘুকুলনন্দন! মহারাজ! এক্ষণে আমি সেই দুইটি বর প্রার্থনা করিতেছি। আপনি ধর্মানুসারে প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি এক্ষণে সেই বর দুইটি প্রদান না করেন, তাহা হইলে আপনার দ্বারা অপমানিত হইয়া আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিব। হরিণ যেমন ব্যাধের অনুকরণ-শব্দে বশীভূত হইয়া আত্মবিনাশের জন্য পাশের (জাল) নিকট গমন করে, রাজা দশরথও কৈকেয়ীর বাক্য-মাত্রে বশীভূত হইয়া আত্মবিনাশের জন্য বরদান করিতে অগ্রসর হইলেন। অনন্তর কৈকেয়ী কামমোহিত বরদানোদ্যত মহারাজকে বলিলেন,—রাজন্! আপনি যে দুইটি বর দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যই দিতে হইবে। সেই দুইটি বর আমি চাহিতেছি। আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন। মহারাজ! রামের অভিষেকের জন্য যে সকল সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার দ্বারা ভরতকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করুন। দেব! আপনি প্রীত হইয়া সেই দেবাসুরযুদ্ধের সময় আমাকে যে দ্বিতীয় বর দিয়াছিলেন, ঐ দ্বিতীয় বরপ্রার্থনারও সময় উপস্থিত হইয়াছে। ধৈর্য্যবান্ রাম বল্কল ও মৃগচর্ম ধারণ করিয়া চতুর্দশবৎসরকাল দণ্ডকারণ্যে বাস করত তপস্বী হউক। ভরত অদ্যই

অনেনৈবাভিষেকেণ ভরতো মেঽভিষিচ্যতাম্।
যো দ্বিতীয়ো বরো দেব দত্তঃ প্রীতেন মে ত্বয়া ॥২৫
তদা দেবাসুরে যুদ্ধে তস্য কালোঽয়মাগতঃ।
নব পঞ্চ চ বর্ষাণি দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ ॥২৬
চীরাজিনধরো ধীরো রামো ভবতু তাপসঃ।
ভরতো ভজতামদ্য যৌবরাজ্যমকণ্টকম্ ॥২৭
এষ মে পরমঃ কামো দত্তমেব বরং বৃণে।
অদ্য চৈব হি পশ্যেয়ং প্রয়ান্তং রাঘবং বনে ॥২৮
স রাজরাজো ভব সত্যসঙ্গরঃ
কুলঞ্চ শীলঞ্চ হি জন্ম রক্ষ চ।
পরত্র বাসে হি বদন্ত্যনুত্তমং
তপোধনাঃ সত্যবচো হিতং নৃণাম্ ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ।

নিষ্কণ্টক যৌবরাজ্য লাভ করুক। আপনি বর দিয়াছিলেন বলিয়াই প্রার্থনা করিলাম। ইহাই আমার একমাত্র অভিলাষ। রাম বনে যাইতেছে—ইহা আমি অদ্যই দেখিতে ইচ্ছা করি। অতএব মহারাজ আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন। নিজ বংশ, স্বভাব ও জন্মপরিচয় রক্ষা করুন। তপস্বী পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, মানবগণের সত্যবাক্য পরলোকে অতিশয় হিতকর হয়।১৬-২৯

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ সর্গঃ

[কৈকয়ীবাক্যশ্রবণকারিণো দশরথস্য বিলাপোক্তিঃ।]

ততঃ শ্রুত্বা মহারাজঃ কৈকেয্যা দারুণং বচঃ।
চিন্তামভিসমাপেদে মুহূর্তং প্রততাপ চ ॥১
কিন্নু মেঽয়ং দিবাস্বপ্নশ্চিত্তমোহোঽপি বা মম।
অনুভূতোপসর্গো বা মনসো বাপ্যুপদ্রবঃ ॥২
ইতি সঞ্চিন্ত্য তদ্ রাজা নাধ্যগচ্ছত্তদা সুখম্।
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং কৈকেয়ীবাক্যতাপিতঃ ॥৩
ব্যথিতো বিক্লবশ্চৈব ব্যাঘ্রীং দৃষ্ট্বা যথা মৃগঃ।
অসংবৃতায়ামাসীনো জগত্যাং দীর্ঘমুচ্ছ্বসন্ ॥৪
মণ্ডলে পন্নগো রুদ্ধো মন্ত্রৈরিব মহাবিষঃ।
অহো ধিগিতি সামর্ষো বাচমুক্ত্বা নরাধিপঃ ॥৫
মোহমাপেদিবান্ ভূয়ঃ শোকোপহতচেতনঃ।
চিরেণ তু নৃপঃ সংজ্ঞাং প্রতিলভ্য সুদুঃখিতঃ ॥৬
কৈকেয়ীমব্রবীৎ ক্রুদ্ধো নির্দহন্নিব তেজসা।
নৃশংসে দুষ্টচারিত্রে কুলস্যাস্য বিনাশিনি ॥৭
কিং কৃতং তব রামেণ পাপে পাপং ময়াপি বা।
সদা তে জননীতুল্যাং বৃত্তিং বহতি রাঘবঃ ॥৮
তস্যৈবং ত্বমনর্থায় কিং নিমিত্তমিহোদ্যতা।
ত্বং ময়াত্মবিনাশায় ভবনং স্বং নিবেশিতা ॥৯

দ্বাদশ সর্গ

[কৈকেয়ীর বাক্য শ্রবণ করিয়া দশরথের বিলাপোক্তি।]

মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর এই প্রকার দারুণ বচন শুনিয়া একমুহূর্তকাল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে চিন্তা করিতে লাগিলেন—ইহা কি আমার দিবাস্বপ্ন অথবা চিত্তবিভ্রম কিংবা ভূতাবিষ্টতার জন্য মনের অস্বাভাবিকতা? দশরথ এইরূপ চিন্তা করিয়াও স্বস্তিলাভ করিতে না পারিয়া পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন। কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া কৈকেয়ীবাক্যসন্তপ্ত রাজা অতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং হরিণ যেমন ব্যাঘ্রীকে দেখিয়া ব্যাকুল হয়, সেইরূপ কৈকেয়ীকে দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অনাবৃত ভূতলেই বসিয়া পড়িলেন। মন্ত্ররচিত গণ্ডীমধ্যে অবরুদ্ধ বিষধর সর্পের ন্যায় মহারাজের দশা হইল। অতিশয়ক্রুদ্ধ

অবিজ্ঞানান্নৃপসুতা ব্যালা তীক্ষ্ণবিষা যথা।
জীবলোকো যদা সর্ব্বো রামস্যাহ গুণস্তবম্ ॥১০
অপরাধং কমুদ্দিশ্য ত্যক্ষ্যামীষ্টমহং সুতম্।
কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ ত্যজেয়মপি বা শ্রিয়ম্ ॥১১
জীবিতং চাত্মনো রামং ন ত্বেব পিতৃবৎসলম্।
পরা ভবতি মে প্রীতির্দৃষ্ট্বা তনয়মগ্রজম্ ॥১২
অপশ্যতস্তু মে রামং নষ্টং ভবতি চেতনম্।
তিষ্ঠেল্লোকো বিনা সূর্য্যং শস্যং বা সলিলং বিনা ॥১৩
ন তু রামং বিনা দেহে তিষ্ঠেত্তু মম জীবিতম্।
তদলং ত্যজ্যতামেষ নিশ্চয়ঃ পাপনিশ্চয়ে ॥১৪
অপি তে চরণৌ মূর্দ্ধ্না স্পৃশাম্যেষ প্রসীদ মে।
কিমর্থং চিন্তিতং পাপে ত্বয়া পরমদারুণম্ ॥১৫
অথ জিজ্ঞাসসে মাং ত্বং ভরতস্য প্রিয়াপ্রিয়ে।
অস্তু যত্তত্ত্বয়া পূর্ব্বং ব্যাহৃতং রাঘবং প্রতি ॥১৬
স মে জ্যেষ্ঠসুতঃ শ্রীমান্ ধর্মজ্যেষ্ঠ ইতীব মে।
তত্ত্বয়া প্রিয়বাদিন্যা সেবার্থং কথিতং ভবেৎ ॥১৭
তচ্ছ্রুত্বা শোকসন্তপ্তা সন্তাপয়সি মাং ভৃশম্।
আবিষ্টাসি গৃহে শূন্যে সা ত্বং পরবশং গতা ॥১৮
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে দেবি সংপ্রাপ্তঃ সুমহানয়ম্।
অনয়ো নয়সম্পন্নে যত্র তে বিকৃতা মতিঃ ॥১৯
নহি কিঞ্চিদযুক্তং বা বিপ্রিয়ং বা পুরা মম।
অকরোস্ত্বং বিশালাক্ষি তেন ন শ্রদ্দধামি তে ॥২০
ননু তে রাঘবস্তুল্যো ভরতেন মহাত্মনা।
বহুশো হি স্ম বালে ত্বং কথাঃ কথয়সে মম ॥২১

নরপতি 'আমাকে ধিক্' 'আমাকে ধিক্' এইরূপ বলিয়া শোকবশতঃ চৈতন্যলোপ পাওয়ায় পুনর্বার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ ভূপতি তেজের দ্বারা দগ্ধ করিয়াই যেন কৈকেয়ীকে বলিলেন,—কৈকেয়ি! তুমি অতিনৃশংস-প্রকৃতি, তুমি দুশ্চরিত্রা, তুমি এই রঘুবংশের বিনাশ-কারিণী। ওরে পাপীয়সি! রাম তোমার কি অপকার করিয়াছে? আমিই বা তোমার কি অপকার করিয়াছি? রাম ত তোমার প্রতি নিজজননীতুল্য ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহার অনিষ্টের জন্য তুমি কি কারণে উদ্যত হইয়াছ? আমি না জানিয়া আত্মবিনাশের জন্য তীক্ষ্ণবিষযুক্তা কালসর্পীর ন্যায় তোমাকে নিজগৃহে আনয়ন করিয়াছি। সংসারের সকল লোকই যখন রামের গুণের প্রশংসা করিতেছে, তখন আমি এমন প্রিয়তম পুত্রকে কোন্ অপরাধে পরিত্যাগ করিব? আমি কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং রাজলক্ষ্মীকে ত্যাগ করিতে পারি, এমন কি স্বয়ং প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও পারি, কিন্তু পিতৃবৎসল রামকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। জ্যেষ্ঠপুত্রকে দেখিয়া আমার অতিশয় আনন্দ হয়। রামকে না দেখিলে আমার চৈতন্য লোপ পায়। হয়ত সূর্য্য না থাকিলেও সংসার থাকিতে পারে, হয়ত জল না থাকিলেও শস্য থাকিতে পারে, কিন্তু রামকে ছাড়িলে আমার দেহে প্রাণ কখনই থাকিবে না। অতএব পাপীয়সি! তুমি রাম-নির্বাসনরূপ নিশ্চয় অর্থাৎ দুরাগ্রহ পরিত্যাগ কর। আমি নিজমস্তক দ্বারা তোমার চরণস্পর্শ করিতেছি। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। পাপিষ্ঠে! তুমি কি জন্য এইরূপ অতিভয়ঙ্কর সঙ্কল্প করিয়াছ?১-১৫

ভরতের প্রতি আমার প্রীতি আছে কিংবা বিদ্বেষ আছে, ইহাই যদি তুমি জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ভরতের সম্বন্ধে যাহা তুমি প্রার্থনা করিয়াছ, তাহাই হউক। পূর্বে তুমি আমার নিকট প্রায়ই বলিতে যে, 'শ্রীমান্ রাম ধার্মিকশ্রেষ্ঠ, রামই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র।' কিন্তু এখন আমার মনে হইতেছে যে, তুমি ঐরূপ প্রিয় বাক্য বলিতে কেবল নিজ অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য, যেহেতু রামের অভিষেক-বার্তা শুনিয়াই শোকান্বিত হইয়া পড়িলে এবং আমাকে অতিশয় সন্তাপ দিলে। আমার মনে হয়, শূন্যগৃহে থাকার জন্য তুমি ভূতগ্রস্ত হইয়াছ এবং বিবশ হইয়া পড়িয়াছ। দেবি! তুমি ত নীতিশাস্ত্রে পারদর্শিনী। তোমার বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে, আর ইহাতেই মনে হয় ইক্ষ্বাকুবংশে অতিশয় অন্যায় প্রবেশ করিতেছে। বিশালনেত্রে! তুমি ত

তস্য ধর্মাত্মনো দেবি বনে বাসং যশস্বিনঃ।
কথং রোচয়সে ভীরু নব বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥২২
অত্যন্তসুকুমারস্য তস্য ধর্মে কৃতাত্মনঃ।
কথং রোচয়সে বাসমরণ্যে ভৃশদারুণে ॥২৩
রোচয়স্যভিরামস্য রামস্য শুভলোচনে।
তব শুশ্রূষমাণস্য কিমর্থং বিপ্রবাসনম্ ॥২৪
রামো হি ভরতাদ্ভূয়স্তব শুশ্রূষতে সদা।
বিশেষং ত্বয়ি তস্মাত্তু ভরতস্য ন লক্ষয়ে ॥২৫
শুশ্রূষাং গৌরবং চৈব প্রমাণং বচনক্রিয়াম্।
কস্তু ভূয়স্তরং কুর্য্যাদন্যত্র পুরুষর্ষভাৎ ॥২৬
বহূনাং স্ত্রীসহস্রাণাং বহূনাং চোপজীবিনাম্।
পরিবাদোঽপবাদো বা রাঘবে নোপপদ্যতে ॥২৭

সান্ত্বয়ন্ সর্বভূতানি রামঃ শুদ্ধেন চেতসা।
গৃহ্লাতি মনুজব্যাঘ্রঃ প্রিয়ৈর্বিষয়বাসিনঃ ॥২৮
সত্যেন লোকান্ জয়তি দ্বিজান্ দানেন রাঘবঃ।
গুরূঞ্ছুশ্রূষয়া বীরো ধনুষা যুধি শাত্রবান্ ॥২৯
সত্যং দানং তপস্ত্যাগো মিত্রতা শৌচমার্জবম্।
বিদ্যা চ গুরুশুশ্রূষা ধ্রুবাণ্যেতানি রাঘবে ॥৩০
তস্মিন্নার্জবসম্পন্নে দেবি দেবোপমে কথম্।
পাপমাশংসসে রামে মহর্ষিসমতেজসি ॥৩১
ন স্মরাম্যপ্রিয়ং বাক্যং লোকস্য প্রিয়বাদিনঃ।
স কথং ত্বৎকৃতে রামং বক্ষ্যামি প্রিয়মপ্রিয়ম্ ॥৩২
ক্ষমা যস্মিংস্তপস্ত্যাগঃ সত্যং ধর্মঃ কৃতজ্ঞতা।
অপ্যহিংসা চ ভূতানাং তমৃতে কা গতির্মম ॥৩৩

পূর্বে কোনদিনই কোন অন্যায় বা আমার অপ্রীতিকর কার্য্য কর নাই। এইজন্য অদ্য অতিদুঃখপ্রদ নীতিশূন্য তোমার প্রার্থনায় আমি বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিতেছি না। কৈকেয়ি! তুমি ত আমার নিকট বহুবার এই কথা বলিয়াছ যে, তোমার নিকট মহাত্মা ভরত যেরূপ প্রিয়, রামও সেইরূপ প্রিয়। দেবি! ধর্মাত্মা যশস্বী সেই রামের চতুর্দশবৎসর যাবৎ বনে বাস তোমার রুচিকর হইল কিরূপে? ধর্মনিষ্ঠ অতিশয় কোমল রামের অতিভীষণ অরণ্যে বাস তুমি প্রার্থনা করিতেছ কিরূপে? শুভনেত্রে! রাম ত সর্বদা তোমার শুশ্রূষা করিয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি কেন সর্বজন-প্রিয় রামের নির্বাসন প্রার্থনা করিতেছ? রাম তোমায় ভরত অপেক্ষা সর্বদা অধিক শুশ্রূষা করিয়া থাকে। আমি তোমার প্রতি ভক্তিভাব-বিষয়ে রাম অপেক্ষা ভরতের কোন বৈশিষ্ট্য দেখি না।১৬-২৫

পুরুষোত্তম রাম ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি এত অধিক তোমার শুশ্রূষা, মর্য্যাদা, পূজা ও আদেশপালন করিয়া থাকে? আমার অন্তঃপুরে বহুসহস্র মহিলা ও ভৃত্যগণ আছে, কিন্তু তাহারা কেহই রামের সম্বন্ধে কোনরূপ অপবাদ করে না। নরোত্তম রাম সরলমনে সকল প্রাণীকে সান্ত্বনাদান করে এবং প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা রাজ্যবাসী জনগণকে বশীভূত করিয়াছে। শ্রীমান্ রাম সত্যগুণের দ্বারা সকল লোককে, ধনদানের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে এবং শুশ্রূষার দ্বারা গুরুজনকে জয় করিয়াছে। মহাবীর রাঘব যুদ্ধে ধনুর দ্বারা শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া থাকে। সত্য, দান, তপস্যা, নির্লোভতা, মিত্রতা, শুচিতা, সরলতা, বিদ্যা ও গুরুশুশ্রূষা—এই সকল গুণ সর্বদা শ্রীরামে বিদ্যমান। মহর্ষিতুল্যতেজস্বী সরলচিত্ত দেবসদৃশ শ্রীমান্ রামের সম্বন্ধে তুমি এইরূপ অনিষ্ট আচরণে ইচ্ছুক হইয়াছ কেন? সকল লোকের সহিত প্রিয়বাক্য বলিতে অভ্যস্ত রামের মুখে কখনও কোন অপ্রিয়বাক্য শুনিয়াছি বলিয়া আমার মনে পড়ে না। তবে তোমার জন্য এমন প্রিয়পুত্রকে আমি কিরূপে অপ্রিয়বাক্য বলিব? ক্ষমা, তপস্যা, নির্লোভতা, সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম, কৃতজ্ঞতা ও সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসাদি গুণ যে রামে সর্বথা বিরাজিত, সেই রাম না থাকিলে আমার কি গতি হইবে? কৈকেয়ি! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, অন্তিমকাল নিকটবর্তী হওয়ায় আমার শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। আমি দীনভাবে তোমার নিকটে বিলাপ করিতেছি, এক্ষণে আমার উপর করুণা প্রকাশ করা উচিত। সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত পৃথিবীতে যে সকল বস্তু পাওয়া যায়,

মম বৃদ্ধস্য কৈকয়ি গতান্তস্য তপস্বিনঃ।
দীনং লালপ্যমানস্য কারুণ্যং কর্তুমর্হসি ॥৩৪

পৃথিব্যাং সাগরান্তায়াং যৎকিঞ্চিদধিগম্যতে।
তৎ সর্বং তব দাস্যামি মা চ ত্বং মৃত্যুমাবিশ (ক) ॥৩৫

অঞ্জলিং কুর্মি কৈকয়ি পাদৌ চাপি স্পৃশামি তে।
শরণং ভব রামস্য মাধর্মো মামিহ স্পৃশেৎ ॥৩৬

ইতি দুঃখাভিসন্তপ্তং বিলপন্তমচেতনম্।
ঘূর্ণমানং মহারাজং শোকেন সমভিপ্লুতম্ ॥৩৭

পারং শোকার্ণবস্যাশু প্রার্থয়ন্তং পুনঃ পুনঃ।
প্রত্যুবাচাথ কৈকয়ী রৌদ্রা রৌদ্রতরং বচঃ ॥৩৮

যদি দত্ত্বা বরৌ রাজন্ পুনঃ প্রত্যনুতপ্যসে।
ধার্মিকত্বং কথং বীর পৃথিব্যাং কথয়িষ্যসি ॥৩৯

যদা সমেতা বহবস্ত্বয়া রাজর্ষয়ঃ সহ।
কথয়িষ্যন্তি ধর্মজ্ঞ তত্র কিং প্রতিবক্ষ্যসি ॥৪০

যস্যাঃ প্রসাদে জীবামি যা চ মামভ্যপালয়ৎ।
তস্যাঃ কৃতা ময়া মিথ্যা কৈকয্যা ইতি বক্ষ্যসি ॥৪১

কিল্বিষং ত্বং নরেন্দ্রাণাং করিষ্যসি নরাধিপ।
যো দত্ত্বা বরমদ্যৈব পুনরন্যানি ভাষসে ॥৪২

শৈব্যঃ শ্যেন-কপোতীয়ে স্বমাংসং পক্ষিণে দদৌ।
অলর্কশ্চক্ষুষী দত্ত্বা জগাম গতিমুত্তমাম্ ॥৪৩

সাগরঃ সময়ং কৃত্বা ন বেলামতিবর্ততে।
সময়ং মানৃতং কার্ষীঃ পূর্ববৃত্তমনুস্মরন্ ॥৪৪

স ত্বং ধর্মং পরিত্যজ্য রামং রাজ্যেঽভিষিচ্য চ।
সহ কৌসল্যয়া নিত্যং রন্তুমিচ্ছসি দুর্মতে ॥৪৫

আমি সেই সকল বস্তু তোমাকে দান করিব, তুমি আমার মৃত্যুস্বরূপ এই অভিলাষ পরিত্যাগ কর।২৬-৩৫

কৈকেয়ি! আমি কৃতাঞ্জলি হইতেছি, তোমার পাদদ্বয় স্পর্শ করিতেছি। তুমি রামকে রক্ষা কর, আমাকে যেন অধর্ম স্পর্শ না করে। এইভাবে অতিশয় দুঃখে সন্তপ্ত মহারাজ দশরথ বিলাপ করিতেছেন, কখনও অচেতন হইয়া পড়িতেছেন, কখনও শোকে অভিভূত হইয়া অস্থির হইতেছেন, এবং শোকসমুদ্র পার হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ কৈকেয়ীকে নানাভাবে প্রার্থনা করিতেছেন। দশরথের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অতিনিষ্ঠুরপ্রকৃতি কৈকেয়ী তাঁহাকে অতিভয়ঙ্কর কথা বলিতে লাগিলেন—রাজন্! যদি আপনি আমাকে বর দুইটি দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া এক্ষণে অনুতপ্ত হন, তাহা হইলে পৃথিবীতে নিজেকে ধার্মিকরূপে কিভাবে পরিচিত করিবেন? ধর্মজ্ঞ! যখন বহু রাজর্ষি আপনার সহিত মিলিত হইয়া আমার বরদানাদি বিষয়ে প্রকৃত ঘটনা জানিতে চাহিবেন, তখন আপনি কি উত্তর দিবেন? আপনি কি তখন এই কথা বলিবেন যে,—"যে কৈকেয়ীর অনুগ্রহে আমি বাঁচিয়া আছি, যে কৈকেয়ী আমাকে রক্ষা করিয়াছে, সেই কৈকেয়ীর নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা সত্য করি নাই।" নরাধিপ! আপনি স্ববংশীয় পূর্বতন নরপতিগণের কলঙ্কঘোষণা করিতেছেন, যেহেতু বরদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া পরক্ষণেই পুনর্বার অন্যরূপ বলিতেছেন। শ্যেনপক্ষীর সহিত কপোতের বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজা শৈব্য নিজ-প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য স্বীয়মাংস প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা অলর্ক প্রতিশ্রুতিপালনের জন্য নিজ নেত্রদ্বয় অন্ধ-ব্রাহ্মণকে দান করিয়া দিব্যগতি লাভ করিয়াছিলেন। সমুদ্র দেবগণের নিকট প্রতিজ্ঞা করার জন্য কখনও তীরভূমি অতিক্রম করে না। রাজন্! এই সকল পুরাতন বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া নিজ প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিবেন না। মহারাজ! আপনার দুর্মতি হইয়াছে, সেইজন্য আপনি ধর্মত্যাগ করিয়া রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছেন। রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কৌশল্যার সহিত সর্বদা বিহার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।৩৬-৪৫

রামের নির্বাসন ও ভরতের অভিষেক ধর্মই হউক কিংবা অধর্মই হউক, সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, আপনি যখন প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তখন তাহার অন্যথা হইতে পারে না। রাম যদি অভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে আমি এখনই আপনার সম্মুখেই প্রচুর-পরিমাণে বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। আমি

পাঠান্তর :—(ক) মন্যুমাবিশ। (খ) প্রলপন্তং পুনঃ পুনঃ

ভবত্বধর্মো ধর্মো বা সত্যং বা যদি বানৃতম্ ।
যত্ত্বয়া সংশ্রুতং মহ্যং তস্য নাস্তি ব্যতিক্রমঃ ॥৪৬
অহং হি বিষমদ্যৈব পীত্বা বহু তবাগ্রতঃ।
পশ্যতস্তে মরিষ্যামি রামো যদ্যভিষিচ্যতে ॥৪৭
একাহমপি পশ্যেয়ং যদ্যহং রামমাতরম্ ।
অঞ্জলিং প্রতিগৃহ্ণন্তীং শ্রেয়ো নন্বু মৃতির্মম ॥৪৮
ভরতেনাত্মনা চাহং শপে তে মনুজাধিপ ।
যথা নান্যেন তুষ্যেয়মৃতে রামবিবাসনাৎ ॥৪৯
এতাবদুক্ত্বা বচনং কৈকয়ী বিররাম হ ।
বিলপন্তঞ্চ রাজানং ন প্রতিব্যাজহার সা ॥৫০
শ্রুত্বা তু রাজা কৈকয্যা বাক্যং পরমশোভনম্ ।
রামস্য চ বনে বাসমৈশ্বর্য্যং ভরতস্য চ ॥৫১
নাভ্যভাষত কৈকয়ীং মুহূর্ত্তং ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ ।
প্রৈক্ষতানিমিষো দেবীং প্রিয়ামপ্রিয়বাদিনীম্ ॥৫২
তাং হি বজ্রসমাং বাচমাকর্ণ্য হৃদয়াপ্রিয়াম্ ।
দুঃখশোকময়ীং শ্রুত্বা রাজা ন সুখিতোঽভবৎ ॥৫৩
স দেব্যা ব্যবসায়ঞ্চ ঘোরঞ্চ শপথং কৃতম্ ।
ধ্যাত্বা রামেতি নিঃশ্বস্য চ্ছিন্নস্তরুরিবাপতৎ ॥৫৪
নষ্টচিত্তো যথোন্মত্তো বিপরীতো যথাতুরঃ ।
হৃততেজা যথা সর্পো বভূব জগতীপতিঃ ॥৫৫
দীনয়াতুরয়া বাচা ইতি হোবাচ কৈকয়ীম্ ।
অনর্থমিমমর্থাভং কেন ত্বমুপদেশিতা ॥৫৬
ভূতোপহতচিত্তেব ব্রুবন্তী মাং ন লজ্জসে ।
শীল-ব্যসনমেতত্তে নাভিজানাম্যহং পুরা ॥৫৭
বালায়াস্তত্ত্বিদানীং তে লক্ষয়ে বিপরীতবৎ ।
কুতো বা তে ভয়ং জাতং যা ত্বমেবংবিধং বরম্ ॥৫৮
রাষ্ট্রে ভরতমাসীনং বৃণীষে রাঘবং বনে ।
বিরমৈতেন ভাবেন ত্বমেতেনানৃতেন চ ॥৫৯
যদি ভর্ত্তুঃ প্রিয়ং কার্য্যং লোকস্য ভরতস্য চ ।
নৃশংসে পাপসঙ্কল্পে ক্ষুদ্রে দুষ্কৃতকারিণি ॥৬০
কিন্নু দুঃখমলীকং বা ময়ি রামে চ পশ্যসি ।
ন কথঞ্চিদৃতে রামাদ্ভরতো রাজ্যমাবসেৎ ॥৬১

যদি রামমাতা কৌশল্যাকে রাজমাতা বলিয়া সাধারণ-লোকের কৃতাঞ্জলি নমস্কার গ্রহণ করিতে একদিনও দেখি, তাহা হইলে আমার মরণই মঙ্গল। মহারাজ! আমি প্রাণস্বরূপ ভরতের শপথ করিয়া আপনার নিকট বলিতেছি যে, রামের বনবাস ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই আমি সুখী হইব না। এই সকল কথা বলিয়া কৈকেয়ী নীরব হইলেন। দশরথ কাতরভাবে বিলাপ করিতে থাকিলেও কোনরূপ প্রত্যুত্তর দিলেন না। অনন্তর রাজা দশরথ রামের নির্বাসন ও ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি প্রার্থনা-রূপ অতিশয় অশোভন বাক্য শুনিয়া কৈকেয়ীকে কোন কথা বলিতে পারিলেন না, ক্ষুব্ধচিত্তে নিমেষশূন্যনেত্রে অপ্রিয়ভাষিণী পত্নীর দিকে মুহূর্তকাল তাকাইয়া রহিলেন। দুঃখ-শোকজনক বজ্রতুল্যভয়ঙ্কর অপ্রিয়-বাক্য শুনিয়া রাজা অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি রামের নির্বাসনে কৈকেয়ীর দৃঢ়নিশ্চয়ের কথা ও নিজের অতিভীষণ শপথের কথা চিন্তা করিয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পড়িয়া গেলেন। তখন বিকৃতচিত্ত উন্মত্তের ন্যায়, বিকারপ্রাপ্ত রোগীর ন্যায় ও মন্ত্রের দ্বারা নিস্তেজ সর্পের ন্যায় মহারাজের অবস্থা হইল।৪৬-৫৫

কিছুক্ষণ পর তিনি দৈন্যযুক্ত আতুরবাক্যে বলিলেন,—কৈকেয়ি! এই অনর্থকর বিষয়টিকে প্রয়োজনীয় বলিয়া কে তোমাকে বুঝাইয়াছে? ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় আমার নিকট এইরূপ অনর্থকর বাক্য বলিতে লজ্জিত হইতেছ না? আমি পূর্বে কখনও তোমার এইরূপ স্বভাব ও ব্যবহার জানিতে পারি নাই, যদিও তখন তোমার বয়স অল্প ছিল। কিন্তু এই প্রৌঢ়বয়সে তোমার স্বভাব ও ব্যবহার বিপরীত বলিয়া মনে হইতেছে। কি কারণে রাম হইতে তোমার ভয় উপস্থিত হইয়াছে, যেজন্য তুমি এইরূপ বর প্রার্থনা করিতেছ,—ভরতকে রাজাসনে বসাইতে হইবে এবং রামকে বনে পাঠাইতে হইবে? কৈকেয়ি! পাপকারিণি! তোমার হৃদয় অতিনিষ্ঠুর, তোমার সঙ্কল্প পাপপূর্ণ। তুমি অতিক্ষুদ্রপ্রকৃতি। যদি তুমি নিজপতির, সকললোকের এবং ভরতের

রামাদপি হি তং মন্যে ধর্মতো বলবত্তরম্।
কথং বক্ষ্যসি রামস্য বনং গচ্ছেতি ভাষিতে ॥৬২
মুখবর্ণং বিবর্ণং তু যথৈবেন্দুমুপপ্লুতম্।
তাং তু মে সুকৃতাং বুদ্ধিং সুহৃদ্ভিঃ সহ নিশ্চিতাম্ ॥৬৩
কথং দ্রক্ষ্যাম্যপাবৃত্তাং পরৈরিব হতাং চমূম্।
কিং মাং বক্ষ্যন্তি রাজানো নানাদিগ্ভ্যঃ সমাগতাঃ ॥৬৪
বালো বতায়মৈক্ষ্বাকশ্চিরং রাজ্যমকারয়ৎ।
যদা হি বহবো বৃদ্ধা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ ॥৬৫
পরিপ্রক্ষ্যন্তি কাকুৎস্থং বক্ষ্যামি কিমিয়ং তদা (ক)।
কৈকেয্যা ক্লিশ্যমানেন পুত্রঃ প্রব্রাজিতো ময়া ॥৬৬
যদি সত্যং ব্রবীম্যেতত্তদসত্যং ভবিষ্যতি।
কিং মাং বক্ষ্যতি কৌসল্যা রাঘবে বনমাস্থিতে ॥৬৭
কিঞ্চৈনাং প্রতিবক্ষ্যামি কৃত্বা বিপ্রিয়মীদৃশম্।
যদা যদা চ কৌসল্যা দাসীব চ সখীব চ ॥৬৮
ভার্য্যাবদ্ভগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতি।
সততং প্রিয়কামা মে প্রিয়পুত্রা প্রিয়ংবদা ॥৬৯
ন ময়া সৎকৃতা দেবী সৎকারার্হা কৃতে তব।
ইদানীং তত্তপতি মাং যন্ময়া সুকৃতং ত্বয়ি ॥৭০
অপথ্যব্যঞ্জনোপেতং ভুক্তমন্নমিবাতুরম্।
বিপ্রকারঞ্চ রামস্য সংপ্রযাণং বনস্য চ ॥৭১
সুমিত্রা প্রেক্ষ্য বৈ ভীতা কথং মে বিশ্বসিষ্যতি।
কৃপণং বত বৈদেহী শ্রোষ্যতি দ্বয়মপ্রিয়ম্ ॥৭২
মাঞ্চ পঞ্চত্বমাপন্নং রামঞ্চ বনমাশ্রিতম্।
বৈদেহী বত মে প্রাণাঞ্ছোচন্তী ক্ষপয়িষ্যতি ॥৭৩
হীনা হিমবতঃ পার্শ্বে কিন্নরেণেব কিন্নরী।
নহি রামমহং দৃষ্ট্বা প্রবসন্তং মহাবনে ॥৭৪

প্রীতিজনক কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ভরতের অভিষেক ও রামের নির্বাসনরূপ মন্দ সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হও।৫৬-৬০

আমার মধ্যে তোমার দুঃখের কারণ বা অপরাধ কি দেখিয়াছ? রামের মধ্যেই বা তোমার দুঃখের কিংবা অপরাধের কি আচরণ দেখিয়াছ? রামকে ছাড়িয়া ভরত কখনই রাজ্যে রাজা হইয়া বসিবে না। আমি ভরতকে রাম অপেক্ষাও অধিক ধার্মিক বলিয়া মনে করি। "তুমি বনে গমন কর" এই কথা রামকে বলিব কিরূপে? এইরূপ বলিলে পর রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় বিবর্ণ রামের মুখ আমি কিরূপে দেখিব? আমি নিজে দৃঢ়ভাবে যে সঙ্কল্প করিয়াছি, বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহার নিশ্চয় করিয়াছি, এক্ষণে শত্রুকর্তৃক পরাজিত সৈন্যের ন্যায় তোমার দ্বারা কিভাবে বিপর্য্যস্ত হইতে দেখিব? নানাদিক্ হইতে আগত নৃপতিগণ আমাকে কি বলিবেন? তাঁহারা হয়ত বলিবেন—ইক্ষ্বাকুনন্দন দশরথ অতিশিশু। ইনি এতদিন কিভাবে রাজ্য-পালন করিলেন? যখন বহুশাস্ত্রদর্শী গুণবান্ বৃদ্ধগণ আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন—কাকুৎস্থ শ্রীমান্ রাম কোথায় আছেন? তখন আমি তাঁহাদিগকে কি বলিব? যদি আমি সত্য কথাই বলি যে, কৈকেয়ীর পীড়নের জন্য আমি প্রিয়পুত্রকে নির্বাসিত করিয়াছি। আমার এই কথায় তাঁহাদের বিশ্বাস হইবে না। রাম বনে গমন করিলে কৌশল্যা আমাকে কি বলিবেন? এইরূপ অপ্রিয় কার্য্য করিয়া আমিই বা তাঁহাকে কি বলিব? যখন যেরূপ প্রয়োজন, সেই অনুসারে কৌশল্যা আমার সেবা করেন। তিনি শুশ্রূষায় দাসীর ন্যায়, ক্রীড়া-সময়ে সখীর ন্যায়, ধর্মাচরণে পত্নীর ন্যায়, কল্যাণ-কামনায় ভগিনীর ন্যায় ও স্নেহপ্রদানে মাতার ন্যায় সর্বদা আমার প্রিয়কামনা করিয়া থাকেন; আমার অতিপ্রিয়পুত্রের জননী প্রিয়ভাষিণী কৌশল্যাদেবী সত্যই আমার সমাদর পাইবার অধিকারিণী, কিন্তু আমি তোমার জন্যই তাঁহার সমাদর করিতে পারি নাই। রোগগ্রস্ত ব্যক্তি অপথ্য-ব্যঞ্জনাদিসহ অন্নভোজন করিয়া যেরূপ কষ্ট পায়, আমি পূর্বে তোমার প্রতি যে সদ্ ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে সেইরূপ আমিও কষ্ট পাইতেছি। রামের অভিষেক-নিবৃত্তি ও বনগমন দেখিয়া সুমিত্রা অতীব ভয়প্রাপ্ত হইবেন এবং নিজের পুত্রের বিষয়ে আমাকে বিশ্বাস করিবেন না। আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছি এবং রাম বনে গমন

পাঠান্তর:—(ক) বক্ষ্যামীহ কথং তদা।

চিরং জীবিতুমাশংসে রুদন্তীং চাপি মৈথিলীম্ ।
সা নূনং বিধবা রাজ্যং সপুত্রা কারয়িষ্যসি ॥৭৫
সতীং ত্বামহমত্যন্তং ব্যবস্যাম্যসতীং সতীম্ ।
রূপিণীং বিষসংযুক্তাং পীত্বেব মদিরাং নরঃ ॥৭৬
অনৃতৈর্বত মাং সান্ত্বৈঃ সান্ত্বয়ন্তীব ভাষসে (ক) ।
গীতশব্দেন সংরুধ্য লুব্ধো মৃগমিবাবধীঃ ॥৭৭
অনার্য্য ইতি মামার্য্যাঃ পুত্রবিক্রায়কং ধ্রুবম্ ।
বিকরিষ্যন্তি রথ্যাসু সুরাপং ব্রাহ্মণং যথা ॥৭৮
অহো দুঃখমহো কৃচ্ছ্রং যত্র বাচঃ ক্ষমে তব ।
দুঃখমেবংবিধং প্রাপ্তং পুরা কৃতমিবাশুভম্ ॥৭৯
চিরং খলু ময়া পাপে ত্বং পাপেনাভিরক্ষিতা ।
অজ্ঞানাদুপসম্পন্না রজ্জুরুদ্বন্ধনী যথা ॥৮০

রমমাণস্ত্বয়া সার্ধং মৃত্যুং ত্বাং নাভিলক্ষয়ে ।
বালো রহসি হস্তেন কৃষ্ণসর্পমিবাস্পৃশম্ ॥৮১
তং তু মাং জীবলোকোঽয়ং নূনমাক্রোষ্টুমর্হতি ।
ময়া হ্যপিতৃকঃ পুত্রঃ স মহাত্মা দুরাত্মনা ॥৮২
বালিশো বত কামাত্মা রাজা দশরথো ভৃশম্ ।
স্ত্রীকৃতে যঃ প্রিয়ং পুত্রং বনং প্রস্থাপয়িষ্যতি ॥৮৩
বেদৈশ্চ ব্রহ্মচর্য্যৈশ্চ গুরুভিশ্চোপকর্শিতঃ ।
ভোগকালে মহৎ কৃচ্ছ্রং পুনরেব প্রপৎস্যতে ॥৮৪
নালং দ্বিতীয়ং বচনং পুত্রো মাং প্রতিভাষিতুম্ ।
স বনং প্রব্রজেত্যুক্তো বাঢ়মিত্যেব বক্ষ্যতি ॥৮৫
যদি মে রাঘবঃ কুর্য্যাদ্ বনং গচ্ছেতি চোদিতঃ ।
প্রতিকূলং প্রিয়ং মে স্যান্নতু বৎসঃ করিষ্যতি ॥৮৬

করিয়াছেন—এই দুইটি অপ্রিয় সংবাদ জানকী অতিকষ্টে শ্রবণ করিবেন। ইহা ভাবিয়াই আমি ব্যথিত হইতেছি। হিমালয়ের পার্শ্বদেশে কিন্নরবিহীনা কিন্নরীর ন্যায় শোক করিতে করিতে আমার আদরণীয়া পুত্রবধূ বৈদেহী নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবে। রামকে বনবাসী ও সীতাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বেশীক্ষণ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না। তুমি বিধবা হইয়া সপুত্রের সহিত অবশ্যই রাজ্যপালন করিবে। কোন ব্যক্তি বিষযুক্ত সুন্দর মদ্য পান করিয়া পরে শরীর-বিকার উপস্থিত হইলে যেমন উহাকে বিষ বলিয়া বুঝিতে পারে, সেইরূপ আমি এতকাল তোমার প্রকৃত স্বভাব বুঝিতে পারি নাই। এতকাল তোমাকে সতী মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন ব্যবহারের দ্বারা তোমাকে অসতী বলিতে দ্বিধা নাই। এতদিন যাবৎ মিথ্যা সান্ত্বনাবাক্যে আমাকে প্রীত করিয়াছ। ব্যাধ যেমন গীতশব্দের দ্বারা হরিণকে আকৃষ্ট করিয়া বধ করে, তুমিও সেইরূপ প্রিয়বাক্যে আমাকে আকৃষ্ট করিয়া বধ করিতে উদ্যত হইয়াছ। আমি যদি পুত্রের পরিবর্তে তোমার প্রীতি-সাধন করি, তাহা হইলে আর্য্যগণ যেমন মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণকে অনার্য্য বলিয়া নিন্দা করেন, সেইরূপ আমাকেও পথে গমন করিতে দেখিলে অনার্য্য বলিয়া নিন্দা করিবেন। হায়, আমার কি দুঃখ! কি কষ্ট! যে, তোমার এইরূপ অসঙ্গত বাক্যেও আমি তোমাকে ক্ষমা করিতেছি! মনে হয়—আমার পূর্বজন্মে অতিশয় অশুভ কর্ম করা হইয়াছিল, সেইজন্য এইরূপ মহাদুঃখ প্রাপ্ত হইলাম। পাপীয়সি! আমি অতিশয় মূর্খ। সেইজন্য কণ্ঠসংলগ্ন মৃত্যু-রজ্জুর ন্যায় তোমাকে অজ্ঞানবশতঃ এতদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছি।৬১-৮০

আমি তোমার সহিত বিহার করিয়াছি, কিন্তু তুমি যে আমার মৃত্যুরূপিণী ইহা বুঝিতে পারি নাই। বালক যেমন নির্জনস্থানে হস্তের দ্বারা মৃত্যুস্বরূপ কৃষ্ণসর্পকে স্পর্শ করে, আমিও সেইরূপেই তোমাকে স্পর্শ করিয়াছি। আমি অতীব দুরাত্মা বলিয়াই নিজের জীবিতাবস্থাতেই মহাত্মা রামকে পিতৃহীন করিলাম। ইহাতে সকল মনুষ্য অবশ্যই আমার নিন্দা করিয়া বলিবে যে "রাজা দশরথ বুদ্ধিহীন ও অতিশয় কামুক। এইজন্যই তিনি স্ত্রীর কথায় প্রিয়তম পুত্রকে বনে প্রেরণ করিলেন।" বাল্যকাল হইতে রাম বহু ক্লেশ সহন করিয়াছে। বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরনিয়মপালন ও গুরুশুশ্রূষার দ্বারা সে কৃশ হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার সুখভোগের সময় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু পুনর্বার তাহাকে অতিশয় কষ্টভোগ করিতে হইবে। আমি যদি

পাঠান্তর :—(ক)—সান্ত্বয়ন্তী স্ম ভাষসে।

রাঘবে হি বনং প্রাপ্তে সর্বলোকস্য ধিক্কৃতম্।
মৃত্যুরক্ষমণীয়ং মাং নয়িষ্যতি যমক্ষয়ম্ ॥৮৭
মৃতে ময়ি গতে রামে বনং মনুজপুঙ্গবে।
ইষ্টে মম জনে শেষে কিং পাপং প্রতিপৎস্যসে ॥৮৮
কৌসল্যা মাঞ্চ রামঞ্চ পুত্রৌ চ যদি হাস্যতি।
দুঃখান্যসহতী দেবী মামেবানুগমিষ্যতি ॥৮৯
কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ মাঞ্চ পুত্রৈস্ত্রিভিঃ সহ।
প্রক্ষিপ্য নরকে সা ত্বং কৈকয়ী সুখিতা ভব ॥৯০
ময়া রামেণ চ ত্যক্তং শাশ্বতং সৎকৃতং গুণৈঃ।
ইক্ষ্বাকুকুলমক্ষোভ্যমাকুলং পালয়িষ্যসি ॥৯১
প্রিয়ং চেদ্ভরতস্যৈতদ্ রামপ্রব্রাজনং ভবেৎ।
মা স্ম মে ভরতঃ কার্ষীৎ প্রেতকৃত্যং গতায়ুষঃ ॥৯২
মৃতে ময়ি গতে রামে বনং পুরুষপুঙ্গবে।
সেদানীং বিধবা রাজ্যং সপুত্রা কারয়িষ্যসি ॥৯৩
ত্বং রাজপুত্রি দৈবেন ন্যবসো মম বেশ্মনি।
অকীর্তিশ্চাতুলা লোকে ধ্রুবঃ পরিভবশ্চ মে ॥
সর্বভূতেষু চাবজ্ঞা যথা পাপকৃতস্তথা ॥৯৪
কথং রথৈর্বিভুর্যাত্বা গজাশ্বৈশ্চ মুহুর্মুহুঃ।
পদ্ভ্যাং রামো মহারণ্যে বৎসো মে বিচরিষ্যতি ॥৯৫
যস্য চাহারসময়ে সূদাঃ কুণ্ডলধারিণঃ।
অহম্পূর্বাঃ পচন্তি স্ম প্রসন্নাঃ পানভোজনম্ ॥৯৬
স কথং নু কষায়াণি তিক্তানি কটুকানি চ।
ভক্ষয়ন্ বন্যমাহারং সুতো মে বর্তয়িষ্যতি ॥৯৭
মহার্হবস্ত্রসংবীতো ভূত্বা চিরসুখোচিতঃ।
কাষায়পরিধানস্তু কথং ভূমৌ নিবৎস্যতি (ক) ॥৯৮

বলি যে, 'রাম! তুমি বনে গমন কর', তাহা হইলে শ্রীমান্ রাম কখনই আমাকে প্রতিকূল বাক্য বলিবে না, কোন প্রতিবাদ করিবে না; বরং সে "বাঢ়ম্" বলিয়া বনে গমন করিতে সম্মতিই জানাইবে। 'রাম! তুমি বনে গমন কর' এইরূপ বাক্যে প্রেরিত হইয়া রাম যদি আমার প্রতিকূল কার্য্য করে, তাহা হইলে আমার খুব ভাল হয়। কিন্তু রাম ত সেরূপ কার্য্য কখনই করিবে না। রাম বনে গমন করিলে সকল লোক আমাকে ধিক্কার দিবে, কেহই আমাকে ক্ষমা করিবে না। তখন মৃত্যু আমাকে যমলোকে লইয়া যাইবে। আমি মৃত হইলে এবং পুরুষোত্তম রাম বনে গমন করিলে তুমি আমার অবশিষ্ট প্রিয়জনের সম্বন্ধে কি পাপানুষ্ঠান করিবে? কৌশল্যা যদি আমাকে ও রামকে প্রাপ্ত না হন এবং সুমিত্রা যদি আমাকে ও পুত্রদ্বয়কে প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে তাঁহারা উভয়েই আমার অনুগমন করিবেন। কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং রাম, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের সহিত আমাকে নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়া অসহ্য দুঃখ প্রদান করত তুমি সুখভোগ কর। এই ইক্ষ্বাকুবংশ চিরকাল বহুগুণভূষিত ছিল, কেহ কোনদিন ইহাকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে নাই। কিন্তু আমি ও রাম এই বংশকে ত্যাগ করিলে ইহা আকুল হইয়া পড়িবে। কৈকেয়ি! তখন তুমিই এই বংশকে রক্ষা করিবে। যদি রামের নির্বাসন ভরতের প্রীতিকর হয়, তাহা হইলে আমার মৃত্যুর পর ভরত যেন অগ্নিসংস্কার, শ্রাদ্ধাদি প্রেতকার্য্য না করে। আমার মৃত্যু ও নরশ্রেষ্ঠ রামের বনগমন হইলে তুমি বিধবা হইয়া পুত্রের সহিত রাজ্যপালন করিবে। রাজপুত্রি! তুমি আমার গৃহে বাস করিতেছ, ইহা আমারই দুর্দৈব। তোমার পাপিষ্ঠ ব্যক্তির ন্যায় আমাকে এই পৃথিবীতে ভীষণ অপযশ, চিরস্থায়ী ধিক্কার ও সকললোকের অবজ্ঞাভাজন হইতে হইবে। সর্বশক্তিমান্ প্রিয়তম আমার রাম সর্বদা রথে, হস্তীতে এবং অশ্বেতে আরোহণ করিয়া গমন করিয়াছে। কিন্তু এখন কিরূপে সে পদব্রজে মহারণ্যে ভ্রমণ করিবে? যে রামের আহার-সময়ে কুণ্ডলধারী পাচকগণ পরস্পর প্রতিযোগিতা করে, 'আমি অগ্রে পাক করিব' বলিয়া প্রসন্নচিত্তে পেয় ও ভক্ষ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে, আমার অতিপ্রিয় তনয় সেই রাম কষায়, তিক্ত ও কটু বন্যফল-মূল ভক্ষণ করিয়া কিভাবে দিন

গ্রন্থবিশেষে নিম্নলিখিত শ্লোকটি ৮৬নং শ্লোকের পর অধিক দেখা যায়—

শুদ্ধভাবো হি ভাবং মে ন তু জ্ঞাস্যতি রাঘবঃ।
বনং প্রব্রজেত্যুক্তো বাঢ়মিত্যেব বক্ষ্যতি ॥

পাঠান্তরঃ—(ক)—কথং রামো ভবিষ্যতি।

কস্তেদং দারুণং বাক্যমেবংবিধমপীরিতম্।
রামস্যারণ্যগমনং ভরতস্যাভিষেচনম্ ॥৯৯
ধিগস্তু যোষিতো নাম শঠাঃ স্বার্থপরায়ণাঃ।
ন ব্রবীমি স্ত্রিয়ঃ সর্বা ভরতস্যৈব মাতরম্ ॥১০০
অনর্থভাবেঽর্থপরে নৃশংসে
মমানুতাপায় নিবেশিতাসি।
কিমপ্রিয়ং পশ্যসি মন্নিমিত্তং
হিতানুকারিণ্যথবাপি রামে ॥১০১
পরিত্যজেয়ুঃ পিতরোঽপি পুত্রান্
ভার্য্যাঃ পতীংশ্চাপি কৃতানুরাগাঃ।
কৃৎস্নং হি সর্বং কুপিতং জগৎ স্যাদ্
দৃষ্ট্বৈব রামং ব্যসনে নিমগ্নম্ ॥১০২
অহং পুনর্দেবকুমাররূপ-
মলঙ্কৃতং তং সুতমাব্রজন্তম্।
নন্দামি পশ্যন্নিব দর্শনেন
ভবামি দৃষ্ট্বৈব পুনর্যুবেব ॥১০৩
বিনা হি সূর্য্যেণ ভবেৎ প্রবৃত্তি-
রবর্ষতা বজ্রধরেণ বাপি।
রামং তু গচ্ছন্তমিতঃ সমীক্ষ্য
জীবেন্ন কশ্চিত্ত্বিতি চেতনা মে ॥১০৪
বিনাশকামামহিতামমিত্রা-
মাবাসয়ং মৃত্যুমিবাত্মনস্ত্বাম্।
চিরং বতাঙ্কেন ধৃতাসি সর্পী
মহাবিষা তেন হতোঽস্মি মোহাৎ ॥১০৫
ময়া চ রামেণ সলক্ষ্মণেন
প্রশাস্তু হীনো ভরতস্ত্বয়া সহ।
পুরঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ নিহত্য বান্ধবান্
মমাহিতানাঞ্চ ভবাভিভাষিণী (ক) ॥১০৬

অতিবাহিত করিবে? মহামূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যে রাম চিরদিন সুখে কাটাইয়াছে, সেই রাম কিরূপে কাষায়-বস্ত্র পরিধান করিবে? রামের বনে গমন ও ভরতের অভিষেক-প্রার্থনারূপ এই দারুণ কথা কে বলিল? বুঝিলাম, স্ত্রীজাতি অতিশয় স্বার্থপরায়ণ ও শঠ-প্রকৃতি; তাহাদিগকে শতবার ধিক্কার। অবশ্য আমি সকল স্ত্রীলোককে এইরূপ বলিতেছি না, কেবল ভরতের মাতাকেই বলিতেছি।৮১-১০০

ওরে কৈকেয়ি! তোমার প্রকৃতি অতিহিংস্র। তুমি অতিশয় স্বার্থপর। আমার অনুতাপের জন্যই তোমার এই অনর্থময় অভিপ্রায়ে অভিনিবেশ হইয়াছে। আমার জন্য তোমার কি অপ্রিয় হইতে দেখিতেছ? সর্বলোক-হিতকারী রামেতেই বা কি অপ্রিয় কার্য্য দেখিয়াছ? আমি তোমাকে বলিতেছি যে, রামকে এইভাবে বিপদে মগ্ন দেখিয়া পিতারা পুত্রদিগকে ত্যাগ করিবে, অনুরক্তা পত্নীরা নিজ নিজ পতিকে ত্যাগ করিবে এবং সংসারে সকল জীবই অতিশয় ক্রুদ্ধ হইবে। দেবকুমারসদৃশ সৌন্দর্য্যবান্ অলঙ্কৃত রামকে আমার অভিমুখে আগমনকারী শুনিয়াই সাক্ষাদ্দর্শনের মত আনন্দলাভ করি। যখন তাহাকে দর্শন করি, তখন যেন পুনরায় যুবক হইয়া যাই। সূর্য্য উদিত না হইলেও হয়ত সংসারের জীবনযাত্রানির্বাহ হইতে পারে, বজ্রধর ইন্দ্র বর্ষণ না করিলেও জীবনধারণ সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু অযোধ্যা হইতে রামকে বনে যাইতে দেখিলে কেহই জীবনধারণ করিতে পারিবে না—ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কৈকেয়ি! তুমি আমার অহিতকর কার্য্যের দ্বারা আমাকে বিনাশ করিতে কামনা করিতেছ, এইজন্য তুমি আমার বিষমশত্রু। আমি নিজের মৃত্যুরূপিণী তোমাকে নিজগৃহে বাস করিতে দিয়াছি। আমি মোহবশতঃ তীব্রবিষময়ী সর্পীকে নিজক্রোড়ে ধারণ করিয়াছি, সেই জন্যই অদ্য নিহত হইতেছি। রাম, লক্ষ্মণ ও আমি থাকিব না—এইরূপ অবস্থায় ভরত তোমার সহিত রাজ্যশাসন করুক। তুমি পুররাষ্ট্র ও আমার প্রিয়জনগণকে বিনষ্ট করিয়া শত্রুপক্ষের সহিত সম্ভাষণ কর। কৈকেয়ি! তোমার আচরণ অতিশয় ক্রূর। তুমি এইরূপ বিপদ সৃষ্টি করিয়া আমাকে প্রহার করিতেছ এবং পতি-পত্নীর সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া যেরূপ কথা বলিতেছ, তাহাতেও তোমার দন্তসমূহ সহস্রভাগে বিদীর্ণ হইয়া মুখ হইতে ভূতলে পতিত হইতেছে না কেন? রাম ত তোমাকে কোনরূপ অহিতকর অপ্রিয়বাক্য বলে নাই। রাম যে কঠোর-বাক্য বলিতে জানে না। তুমি সর্বগুণসমন্বিত প্রিয়ভাষী

পাঠান্তর:—(ক)—ভবাভিহর্ষিণী

নৃশংসবৃত্তে ব্যসনপ্রহারিণি
প্রসহ্য বাক্যং যদিহাত্ম ভাষসে।
ন নাম তে কেন (ক) মুখাৎ পতন্ত্যধো
বিশীর্য্যমাণা দশনাঃ সহস্রধা ॥১০৭
ন কিঞ্চিদাহাহিতমপ্রিয়ং বচো
ন বেত্তি রামঃ পরুষাণি ভাষিতুম্।
কথং তু রামে হ্যভিরামবাদিনি
ব্রবীষি দোষান্ গুণনিত্যসম্মতে ॥১০৮
প্রতাম্য বা প্রজ্বল বা প্রণশ্য বা
সহস্রশো বা স্ফুটিতাং মহীং ব্রজ।
ন তে করিষ্যামি বচঃ সুদারুণং
মমাহিতং কেকয়রাজপাংসনে ॥১০৯
ক্ষুরোপমাং নিত্যমসৎ প্রিয়ংবদাং
প্রদুষ্টভাবাং স্বকুলোপঘাতিনীম্।
ন জীবিতুং ত্বাং বিষহেঽমনোরমাং
দিধক্ষমাণাং হৃদয়ং সবন্ধনম্ ॥১১০
ন জীবিতাং মেঽস্তি কুতঃ পুনঃ সুখং
বিনাত্মজেনাত্মবতাং কুতো রতিঃ।
মমাহিতং দেবি ন কর্তুমর্হসি
স্পৃশামি পাদাবপি তে প্রসীদ মে ॥১১১
স ভূমিপালো বিলপন্ননাথবৎ
স্ত্রিয়া গৃহীতো হৃদয়েঽতিমাত্রয়া।
পপাত দেব্যাশ্চরণৌ প্রসারিতা-
বুভাবসং প্রাপ্য যথাতুরস্তথা ॥১১২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে
আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥১২

রামের দোষের কথা কিরূপে বলিতেছ? কেকয়কুল-কলঙ্কিনি! কৈকেয়ি! তুমি গ্লানিতে মগ্নাই হও কিংবা অগ্নিতে প্রজ্বলিতই হও, অথবা বিনাশপ্রাপ্ত হও কিংবা সহস্রবার নিজশরীরে আঘাত করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হও, তথাপি তোমার অতিদারুণ বাক্যানুসারে কার্য্য করিব না, যেহেতু তাহা আমার অতীব অহিতকর। তুমি শাণিতক্ষুরের ন্যায় আমার হৃদয়চ্ছেদন করিতে উদ্যত। অনর্থকর প্রিয়বাক্য বলাই তোমার স্বভাব। তুমি দুষ্টপ্রকৃতি ও স্ববংশঘাতিনী। রূপলাবণ্যে মনোহারিণী হইয়া আমার প্রাণ ও হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছ, এইজন্য আমি তোমার জীবিত থাকা সহ্য করিতে পারিতেছি না। রাম ব্যতীত আমার জীবনই থাকিবে না, সুখেরও সম্ভাবনাই নাই। আত্মবান্ ব্যক্তিদের আত্মজ ব্যতীত কিরূপে সুখ হইবে? দেবি! আমার অহিত করা তোমার উচিত নয়, আমি তোমার চরণস্পর্শ করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। মর্য্যাদালঙ্ঘন-কারিণী কৈকেয়ীর বশীভূত হইয়া ভূপতি দশরথ অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে করিতে তাঁহার প্রসারিত চরণদ্বয় স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু চরণদ্বয় স্পর্শ করিতে না পারিয়া আতুরের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।১০১-১১২

পাঠান্তরঃ—(ক) ন নাম তেন—।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

[মহারাজ-দশরথস্য বিলাপোক্তিঃ, কৈকয্যা অনমনীয়-মনোভাবশ্চ ।]

অতদর্হং মহারাজং শয়ানমতথোচিতম্ ।
যযাতিমিব পুণ্যান্তে দেবলোকাৎ পরিচ্যুতম্ ॥১
অনর্থরূপাঽসিদ্ধার্থা হ্যভীতা ভয়দর্শিনী ।
পুনরাকারয়ামাস তমেব বরমঙ্গনা ॥২
ত্বং কত্থসে মহারাজ সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ ।
মম চেদং বরং কস্মাদ্ বিধারয়িতুমিচ্ছসি ॥৩
এবমুক্তস্তু কৈকয্যা রাজা দশরথস্তদা ।
প্রত্যুবাচ ততঃ ক্রুদ্ধো মুহূর্তং বিহ্বলন্নিব ॥৪
মৃতে ময়ি গতে রামে বনং মনুজপুঙ্গবে ।
হন্তানার্য্যে মমামিত্রে সকামা সুখিনী ভব ॥৫
স্বর্গেঽপি খলু রামস্য কুশলং দৈবতৈরহম্ ।
প্রত্যাদেশাদভিহিতং ধারয়িষ্যে কথং বত ॥৬
কৈকয্যাঃ প্রিয়কামেন রামঃ প্রবাজিতো বনম্ ।
যদি সত্যং ব্রবীম্যেতত্তদসত্যং ভবিষ্যতি ॥৭
অপুত্রেণ ময়া পুত্রঃ শ্রমেণ মহতা মহান্ ।
রামো লব্ধো মহাতেজাঃ স কথং ত্যজ্যতে ময়া ॥৮
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ জিতক্রোধঃ ক্ষমাপরঃ ।
কথং কমলপত্রাক্ষো ময়া রামো বিবাস্যতে ॥৯
কথমিন্দীবরশ্যামং দীর্ঘবাহুং মহাবলম্ ।
অভিরামমহং রামং স্থাপয়িষ্যামি দণ্ডকান্ ॥১০

ত্রয়োদশ সর্গ

[মহারাজ দশরথের বিলাপোক্তি ও কৈকেয়ীর অনমনীয় মনোভাব ।]

মহারাজ দশরথ অনুপযুক্ত ভূতলে শায়িত। তাঁহার এইভাবে শোকান্বিত হইয়া থাকার সময় নয়। তথাপি ঐ অবস্থায় মুহ্যমান দশরথকে পুণ্যনাশহেতু স্বর্গলোকভ্রষ্ট যযাতির মত মনে হইতেছিল। তখন ইক্ষ্বাকুবংশের অনর্থকারিণী কৈকেয়ী লোকনিন্দার ভয় ত্যাগ করিয়া দশরথকে সম্বোধনপূর্বক বরদান বিষয়ে নিজ অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে বলিলেন। যেহেতু কৈকেয়ীর মনোবাসনা পূর্ণ হয় নাই, সেইজন্য দশরথকে নানাভাবে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। মহারাজ! আপনি সত্যবাদী ও দৃঢ়সঙ্কল্প বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকেন। তবে আমাকে বরপ্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া এখন তাহার অন্যথা করিতে ইচ্ছুক হইতেছেন কেন? কৈকেয়ী এইরূপ বলিলে পর রাজা দশরথ মুহূর্তকাল বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, অনন্তর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—ওরে শত্রুরূপিণি! কৈকেয়ি! সত্যই তুমি অনার্য্যপ্রকৃতি। আমি মৃত হইলে এবং নরোত্তম রাম বনে গমন করিলে তুমি সুখে থাকিবে, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। মৃত্যুর পর আমি স্বর্গে গমন করিলে দেবগণ রামের কুশল-জিজ্ঞাসা করিবেন। তখন আমি যাহা বলিব, তাহা শুনিয়া তাঁহারা যাহা মন্তব্য করিবেন, তাহা আমি কিরূপে সহ্য করিব? 'কৈকেয়ীর প্রীতিসম্পাদনের জন্য রামকে বনে নির্বাসিত করিয়াছি' এইরূপ সত্যকথাই যদি বলি, তাহাতে তাঁহাদের বিশ্বাস হইবে না। আমি বহুকাল যাবৎ পুত্রহীন ছিলাম। বহু পরিশ্রমসাধ্য যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা মহাতেজস্বী মহাত্মা রামকে পুত্ররূপে পাইয়াছি। তাহাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব? মহাবীর বিদ্বান্ জিতেন্দ্রিয় ক্ষমাশীল কমললোচন রামকে কিরূপে নির্বাসিত করিব? ইন্দীবরশ্যামল, আজানুলম্বিতবাহু, মহাবলশালী ও সর্বলোকপ্রিয় রামকে আমি কিরূপে দণ্ডকারণ্যে পাঠাইব?১-১০

সুখানামুচিতস্যৈব দুঃখৈরনুচিতস্য চ।
দুঃখং নামানুপশ্যেয়ং কথং রামস্য ধীমতঃ ॥১১
যদি দুঃখমকৃত্বা তু মম সংক্রমণং ভবেৎ।
অদুঃখার্হস্য রামস্য ততঃ সুখমবাপ্নুয়াম্ ॥১২
নৃশংসে পাপসঙ্কল্পে রামং সত্যপরাক্রমম্।
কিং বিপ্রিয়েণ কৈকেয়ি প্রিয়ং যোজয়সে মম ॥১৩
অকীর্তিরতুলা লোকে ধ্রুবং পরিভবিষ্যতি।
তথা বিলপতস্তস্য পরিভ্রমিতচেতসঃ ॥১৪
অস্তমভ্যাগমৎ সূর্য্যো রজনী চাভ্যবর্ত্তত।
সা ত্রিযামা তদার্ত্তস্য চন্দ্রমণ্ডলমণ্ডিতা ॥১৫
রাজ্ঞো বিলপমানস্য ন ব্যভাসত শর্ব্বরী।
তদৈবোষ্ণং বিনিঃশ্বস্য বৃদ্ধো দশরথো নৃপঃ ॥১৬
বিললাপার্ত্তবদ্ দুঃখং গগনাসক্তলোচনঃ।
ন প্রভাতং ত্বয়েচ্ছামি নিশে নক্ষত্রভূষিতে ॥১৭
ক্রিয়তাং মে দয়া ভদ্রে ময়ায়ং রচিতোঽঞ্জলিঃ
অথবা গম্যতাং শীঘ্রং নাহমিচ্ছামি নির্ঘৃণাম্ ॥১৮
নৃশংসাং কৈকয়ীং দ্রষ্টুং যৎকৃতে ব্যসনং মম।
এবমুক্ত্বা ততো রাজা কৈকয়ীং সংযতাঞ্জলিঃ ॥১৯
প্রসাদয়ামাস পুনঃ কৈকয়ীং রাজধর্ম্মবিৎ।
সাধুবৃত্তস্য দীনস্য ত্বদ্গতস্য গতায়ুষঃ ॥২০
প্রসাদঃ ক্রিয়তাং ভদ্রে দেবি! রাজ্ঞো বিশেষতঃ।
শূন্যেন খলু সুশ্রোণি ময়েদং সমুদাহৃতম্ ॥২১
কুরু সাধু প্রসাদং মে বালে সহৃদয়া হ্যসি।
প্রসীদ দেবি রামো মে ত্বদ্দত্তং রাজ্যমব্যয়ম্ ॥২২

যে সর্বদা সুখভোগের অধিকারী, যাহার অল্পমাত্রও দুঃখভোগ করা উচিত নয়, সেই ধীমান্ রামের বনবাস-দুঃখ কিরূপে দেখিব? রামের দুঃখ হওয়া কখনই উচিত নয়। যদি তাহার দুঃখের কারণ না হইয়া আমি স্বর্গে গমন করি, তাহা হইলে সত্যই সুখলাভ করিব। ওরে কৈকেয়ি! তুমি অতি হিংস্রপ্রকৃতি। তোমার সঙ্কল্প অতীব পাপপূর্ণ। সত্যপরাক্রম অতিপ্রিয় আমার রামকে বনবাসরূপ অপ্রিয়কার্য্যে নিয়োগ করিতেছ কেন? ইহাতে আমার অতিশয় অপযশ হইবে এবং তাহাতে চিরকালের কীর্ত্তি ম্লান হইয়া যাইবে। এইভাবে উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে রাজা দশরথ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে সূর্য্য অস্তগমন করিলেন; রাত্রি সমাগত হইল। কিন্তু ঐ রাত্রি চন্দ্রমণ্ডলের দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়াও বিলাপরত অতিদুঃখিত নরপতিকে আনন্দদান করিতে পারে নাই। বৃদ্ধ রাজা দশরথ বারংবার উষ্ণ শ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে আকাশে দৃষ্টি স্থাপন করত অতিদুঃখিত ব্যক্তির মত কষ্টের সহিত বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি রাত্রিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—নক্ষত্রশোভাধারিণি! রজনি! "তোমার প্রভাত হউক" ইহা আমি কামনা করি না। মঙ্গলময়ি! আমি তোমাকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিতেছি। তুমি আমার প্রতি সদয় হও। অথবা তুমি সত্বর অতীত হও। যাহার জন্য আমার এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, সেই ক্রূরপ্রকৃতি নির্দয়া কৈকেয়ীকে দেখিতে ইচ্ছা করি না। রাত্রিকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলার পর কৈকেয়ীর প্রতি কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজধর্ম্মবিৎ দশরথ পুনর্বার তাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য বলিলেন,—কল্যাণময়ি! কৈকেয়ি! তোমার প্রতি আমার ব্যবহার সর্বদা সাধুতাপূর্ণ। আমি অতিদীন ও সর্বতোভাবে তোমার অনুগত। আমার আয়ু প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বিশেষতঃ আমি রাজা। অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্নভাব প্রকাশ কর। সুন্দরি! আমি কোন নির্জ্জনস্থানে রামের অভিষেক সিদ্ধান্ত করি নাই, পরন্তু সভাসদ্‌গণের সম্মুখে করিয়াছি। এখন বিপরীত কার্য্য করিলে সভাসদ্‌গণ উপহাস করিবে। কৈকেয়ি! তুমি সত্যই সহৃদয়া। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। দেবি! নেত্র-শোভাময়ি! প্রসন্ন হও। তোমার প্রদত্ত অক্ষয় রাজ্য শ্রীমান্ রাম প্রাপ্ত হউক। তুমি অক্ষয়কীর্তিলাভ করিবে। সুন্দরি! চারুবদনে! চারুনেত্রে! রামের রাজ্যলাভ আমার, রামের, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজনের, ভরতের ও সকললোকের প্রীতিকর হইবে। এইভাবে

লভতামসিতাপাঙ্গে যশঃ পরমবাপ্স্যসি।
মম রামস্য লোকস্য গুরূণাং ভরতস্য চ।
প্রিয়মেতদ্ গুরুশ্রোণি কুরু চারুমুখে ক্ষণে ॥২৩
বিশুদ্ধভাবস্য হি দুষ্টভাবা
দীনস্য তাম্রাশ্রুকলস্য রাজ্ঞঃ।
শ্রুত্বা বিচিত্রং করুণং বিলাপং
ভর্তুর্নৃশংসা ন চকার বাক্যম্ ॥২৪
অতঃ স রাজা পুনরেব মূর্চ্ছিতঃ
প্রিয়ামতুষ্টাং প্রতিকূলভাষিণীম্।
সমীক্ষ্য পুত্রস্য বিবাসনং প্রতি
ক্ষিতৌ বিসংজ্ঞো নিপপাত দুঃখিতঃ ॥২৫
ইতীব রাজ্ঞো ব্যথিতস্য সা নিশা
জগাম ঘোরং শ্বসতো মনস্বিনঃ।
বিবোধ্যমানঃ প্রতিবোধনং তদা
নিবারয়ামাস স রাজসত্তমঃ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥

বিলাপ করিতে থাকায় বিশুদ্ধস্বভাব দশরথের নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল এবং দীর্ঘসময় যাবৎ রোদনের জন্য রক্তবর্ণ হইল। কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি ক্রূরপ্রকৃতি কৈকেয়ী অতিদৈন্যযুক্ত স্বীয়পতির করুণ ও বিচিত্র বিলাপ শুনিয়া তদনুসারে কার্য্য করিলেন না। দশরথ নিজ পত্নীকে কিছুতেই সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না, বরং তাহাকে নিজপুত্রের নির্বাসন-বিষয়ে প্রতিকূলভাষিণী হইতে দেখিলেন। ইহাতে দুঃখিত হইয়া দশরথ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন এবং সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। মনস্বী মহারাজ অতিশয় ব্যথিত হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এইভাবেই সেই রাত্রি অতীত হইল। বৈতালিকগণ সঙ্গীত ও স্তুতির দ্বারা প্রতিবোধিত করিতে উদ্যত হইলে রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন।১১-২৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত

চতুর্দশঃ সর্গঃ

[দৃঢ়প্রতিজ্ঞো ভবিতুং মহারাজং প্রতি কৈকয্যাঃ প্ররোচনাদানম্, প্রার্থিতবরলাভায় তস্যা দুরাগ্রহপ্রকাশঃ, অন্তঃপুরস্য দ্বারদেশে মহর্ষি-বসিষ্ঠস্যাগমনম্, তদনুজ্ঞয়া মহারাজসমীপে সুমন্ত্রস্য গমনম্, ততো রাজাজ্ঞয়া রামমাহ্বয়িতুং তৎসমীপে সুমন্ত্রস্য গমনঞ্চ]

পুত্রশোকার্দিতং পাপা বিসংজ্ঞং পতিতং ভুবি।
বিচেষ্টমানমুৎপ্রেক্ষ্য ঐক্ষ্বাকুমিদমব্রবীৎ ॥১
পাপং কৃত্বেব কিমিদং মম সংশ্রুত্য সংশ্রবম্।
শেষে ক্ষিতিতলে সন্নঃ স্থিত্যাং স্থাতুং ত্বমর্হসি ॥২
আহুঃ সত্যং হি পরমং ধর্মং ধর্মবিদো জনাঃ।
সত্যমাশ্রিত্য চ ময়া ত্বং ধর্মং প্রতিচোদিতঃ ॥৩
সংশ্রুত্য শৈব্যঃ শ্যেনায় স্বাং তনুং জগতীপতিঃ।
প্রদায় পক্ষিণে রাজা জগাম গতিমুত্তমাম্ ॥৪
তথা হ্যলর্কস্তেজস্বী ব্রাহ্মণে বেদপারগে।
যাচমানে স্বকে নেত্রে উদ্ধৃত্যাবিমনা দদৌ ॥৫
সরিতাং তু পতিঃ স্বল্পাং মর্যাদাং সত্যমন্বিতঃ।
সত্যানুরোধাৎ সময়ে বেলাং স্বাং নাতিবর্ততে ॥৬
সত্যমেকপদং ব্রহ্ম সত্যে ধর্ম প্রতিষ্ঠিতঃ।
সত্যমেবাক্ষয়া বেদাঃ সত্যেনাবাপ্যতে পরম্ ॥৭
সত্যং সমনুবর্তস্ব যদি ধর্মে ধৃতা মতিঃ।
স বরঃ সফলো মেঽস্তু বরদো হ্যসি সত্তম ॥৮

চতুর্দশ সর্গ

[দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার জন্য মহারাজের প্রতি কৈকেয়ীর প্ররোচনা দান, প্রার্থিত বরপূরণের জন্য জন্য কৈকেয়ীর দুরাগ্রহ প্রকাশ, অন্তঃপুরের দ্বারদেশে মহর্ষি বশিষ্ঠের আগমন, বশিষ্ঠের আজ্ঞায় মহারাজের নিকট সুমন্ত্রের গমন ও অতঃপর রাজাদেশে রামকে ডাকিয়া আনিবার জন্য সুমন্ত্রের গমন]।

অনন্তর পুত্রশোককাতর অচেতনরূপে ভূতলে পতিত ইক্ষ্বাকুনন্দন দশরথকে চেষ্টাযুক্ত দেখিয়া পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী বলিলেন,—মহারাজ! আপনি আমাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া এখন মনে করিতেছেন যে, যেন পাপ করিয়াছেন। এখন অবসন্ন হইয়া ভূতলে শয়ন করিতেছেন কেন? সত্যপালনরূপ কুলমর্য্যাদা পালন করা আপনার অবশ্য কর্তব্য। ধর্মজ্ঞব্যক্তিগণ সত্যপালনকেই পরমধর্ম বলিয়া থাকেন। আমি সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাকেও সত্যপালনরূপ ধর্মানুষ্ঠানের প্রেরণা দিতেছি। শৈব্যনামক ভূপতি প্রতিশ্রুতি দান করিয়া নিজশরীর শ্যেনপক্ষীকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য পরমগতিলাভ করিয়াছিলেন। অতিতেজস্বী রাজা অলর্ক বেদবিদ্-ব্রাহ্মণপ্রার্থীকে নিজনয়নযুগল উৎপাটিত করিয়া প্রসন্নচিত্তে প্রদান করিয়াছিলেন। 'সীমালঙ্ঘন করিব না' বলিয়া প্রতিশ্রুত সমুদ্র সত্যরক্ষার অনুরোধেই পূর্ণিমা প্রভৃতি পর্বসময়েও অতিশয় সামান্য তীরভূমিও অতিক্রম করেন না। সত্যই প্রণবস্বরূপ ব্রহ্ম। ধর্ম সত্যেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সত্যই অক্ষয়বেদস্বরূপ। সত্যের আশ্রয়ে পরমপদপ্রাপ্তি হয়। রাজন্! যদি ধর্মে আপনার আস্থা থাকে, তাহা হইলে সত্যের অনুবর্তন করুন। আপনি যখন আমার প্রতি বরদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তখন আপনার দ্বারা আমার ঐ বরপ্রার্থনা সফল হউক। নিজের ধর্মবুদ্ধির জন্য ও আমার প্রার্থনাপূরণের জন্য আপনি নিজপুত্র রামকে নির্বাসিত করুন—এই কথা আমি তিনবার বলিতেছি*। আর্য্য! যদি আপনি প্রতিজ্ঞাত কার্য্য সম্পন্ন না করেন,

* 'রামকে নির্বাসিত করুন, রামকে নির্বাসিত করুন, রামকে নির্বাসিত করুন' ইহাই দৃঢ়লক্ষ্য। কোন মতেই রামকে নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না।

ধর্মস্তৈবাভিকামার্থং মম চৈবাভিচোদনাৎ।
প্রব্রাজয় সুতং রামং ত্রিঃ খলু ত্বাং ব্রবীম্যহম্ ॥৯

সময়শ্চ মমার্য্যেমং যদি ত্বং ন করিষ্যসি।
অগ্রতস্তে পরিত্যক্তা পরিত্যক্ষ্যামি জীবিতম্ ॥১০

এবং প্রচোদিতো রাজা কৈকয্যা নির্বিশঙ্কয়া।
নাশকৎ পাশমুন্মোক্তুং বলিরিন্দ্রকৃতং যথা ॥১১

উদভ্রান্তহৃদয়শ্চাপি বিবর্ণবদনোঽভবৎ।
স ধুর্য্যো বৈ পরিস্পন্দন্ যুগচক্রান্তরং যথা ॥১২

বিকলাভ্যাঞ্চ নেত্রাভ্যামপশ্যন্নিব ভূমিপঃ।
কৃচ্ছ্রাদ্ধৈর্য্যেণ সংস্তভ্য কৈকয়ীমিদমব্রবীৎ ॥১৩

যস্তে মন্ত্রকৃতঃ পাণিরগ্নৌ পাপে ময়া ধৃতঃ।
সংত্যজামি স্বজঞ্চৈব তব পুত্রং সহ ত্বয়া ॥১৪

প্রযাতা রজনী দেবী সূর্য্যস্যোদয়নং প্রতি।
অভিষেকায় হি জনস্ত্বরয়িষ্যতি মাং ধ্রুবম্ ॥১৫

রামাভিষেকসম্ভারৈস্তদর্থমুপকল্পিতৈঃ।
রামঃ কারয়িতব্যো মে মৃতস্য সলিলক্রিয়াম্ ॥১৬

সপুত্রয়া ত্বয়া নৈব কর্তব্যা সলিলক্রিয়া।
ব্যাহন্তাস্যশুভাচারে যদি রামাভিষেচনম্ ॥১৭

ন শক্তোঽস্ম্যাস্ম্যহং দ্রষ্টুং দৃষ্ট্বা পূর্বং তথামুখম্।
হতহর্ষং তথানন্দং পুনর্জনমবাঙ্মুখম্ ॥১৮

তাং তথা ব্রুবতস্তস্য ভূমিপস্য মহাত্মনঃ।
প্রভাতা শর্বরী পুণ্যা চন্দ্র-নক্ষত্রমালিনী ॥১৯

ততঃ পাপসমাচারা কৈকয়ী পার্থিবং পুনঃ।
উবাচ পরুষং বাক্যং বাক্যজ্ঞা রোষমূর্চ্ছিতা ॥২০

কিমিদং ভাষসে রাজন্ বাক্যং গররুজোপমম্।
আনায়য়িতুমক্লিষ্টং পুত্রং রামমিহার্হসি ॥২১

তাহা হইলে আমি আপনার উপেক্ষা বা অপমানের জন্য আপনার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিব।১-১০

কৈকেয়ী শঙ্কাশূন্য হইয়া এইভাবে দশরথকে প্রেরণা দিলেন। ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত বামনদেবের পাশে বদ্ধ বলি রাজা যেমন পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই, মহারাজ দশরথও সত্যপাশে বদ্ধ হওয়ায় কৈকেয়ীর নিকট মুক্ত হইতে পারিলেন না। তিনি ধাবমান চক্রদ্বয়ের মধ্যে স্থিত বৃষের মত উদ্‌ভ্রান্ত ও বিষণ্নমুখ হইলেন। দীর্ঘকাল রোদন করায় রাজা অতিবিহ্বল নেত্রদ্বয়ের দ্বারা যেন কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। বহু কষ্টে ধৈর্য্যের দ্বারা চিত্তকে স্থির করিয়া কৈকেয়ীকে বলিলেন,—পাপীয়সি! আমি অগ্নির সম্মুখে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তোমার যে হস্ত ধারণ করিয়াছিলাম, তাহা পরিত্যাগ করিলাম এবং আমার ঔরস-জাত তোমার পুত্রকে তোমার সহিত পরিত্যাগ করিলাম। এক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, এখন সূর্য্যোদয় দেখিলেই সকল লোক রামের অভিষেকের জন্য নিশ্চয়ই আমাকে ত্বরান্বিত করিবে। রামের অভিষেকের জন্য সংগৃহীত এই সকল সামগ্রী যদি তোমার বাধার জন্য রামের অভিষেকে না লাগে, তাহা হইলে ঐ সকল সামগ্রী দ্বারাই রাম যেন আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে। অশুভাচারিণি! যদি রামের অভিষেকে তুমি ব্যাঘাত সৃষ্টি কর, তাহা হইলে তুমি নিজপুত্রের সহিত আমার তর্পণাদি ক্রিয়া করিও না। রামের অভিষেক-সংবাদশ্রবণে সকল লোককে যেরূপ আনন্দিত দেখিয়াছি, এক্ষণে ঐ কার্য্যের ব্যাঘাতে নিরানন্দ উৎসাহহীন অধোবদন ঐ সকল লোককে আমি পুনর্বার কিরূপে দর্শন করিব? এইভাবে বহু কথা মহাত্মা দশরথ কৈকেয়ীকে বলিলেন। এদিকে চন্দ্র-তারকাময়ী রাত্রি প্রভাত হইল। অনন্তর পাপ-চারিণী বাক্যনিপুণা কৈকেয়ী ক্রোধে বিবেচনাশূন্য হইয়া দশরথকে অতি কর্কশ বাক্যে বলিলেন।১১-২০

রাজন্! বিষ ও শূলরোগসদৃশ মর্মভেদী এই সকল বাক্য কেন বলিতেছেন? এক্ষণে আপনার বিনাক্লেশে রামকে এখানে আনয়ন করা উচিত। আমার পুত্রকে রাজ্যে স্থাপিত করিয়া এবং রামকে বনে পাঠাইয়া আমাকে শত্রুশূন্য করুন, তাহা হইলে আপনার সত্য প্রতিপালন হইবে। কৈকেয়ীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া দশরথ তীক্ষ্ণ কশার (চাবুক) দ্বারা আহত উত্তম অশ্বের ন্যায় মর্মাহত হইলেন এবং কৈকেয়ীর দ্বারা বারংবার

স্থাপ্য রাজ্যে মম সুতং কৃত্বা রামং বনেচরম্।
নিঃসপত্নাঞ্চ মাং কৃত্বা কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥২২
স তুন্ন ইব তীক্ষ্ণেন প্রতোদেন হয়োত্তমঃ।
রাজা প্রচোদিতোঽভীক্ষ্ণং কৈকয্যা বাক্যমব্রবীৎ॥২৩
ধর্মবন্ধেন বদ্ধোঽস্মি নষ্টা চ মম চেতনা।
জ্যেষ্ঠং পুত্রং প্রিয়ং রামং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ধার্মিকম্ ।২৪
ততঃ প্রভাতাং রজনীমুদিতে চ দিবাকরে।
পুণ্যে নক্ষত্রযোগে চ মুহূর্তে চ সমাগতে ॥২৫
বসিষ্ঠো গুণসম্পন্নঃ শিষ্যৈঃ পরিবৃতস্তথা।
উপাগৃহ্যাশু সম্ভারান্ প্রবিবেশ পুরোত্তমম্ ॥২৬
সিক্তসম্মার্জিতপথাং পতাকোত্তমভূষিতাম্।
সংহৃষ্টমনুজোপেতাং সমৃদ্ধবিপণাপণাম্ ॥২৭
মহোৎসবসমাযুক্তাং রাঘবার্থে সমুৎসুকাম্।
চন্দনাগুরুধূপৈশ্চ সর্বতঃ পরিধূপিতাম্ ॥২৮

তাং পুরীং সমতিক্রম্য পুরন্দরপুরোপমাম্।
দদর্শান্তঃপুরং শ্রীমান্ নানাধ্বজগণাযুতম্ ॥২৯
পৌর-জানপদাকীর্ণং ব্রাহ্মণৈরুপশোভিতম্।
যষ্টিমদ্ভিঃ সুসম্পূর্ণং সদস্যৈঃ পরমার্চিতৈঃ ॥৩০
তদন্তঃপুরমাসাদ্য ব্যতিচক্রাম তং জনম্।
বসিষ্ঠঃ পরমপ্রীতঃ পরমর্ষিভিরাবৃতঃ ॥৩১
স ত্বপশ্যদ্ বিনিষ্ক্রান্তং সুমন্ত্রং নাম সারথিম্।
দ্বারে মনুজসিংহস্য সচিবং প্রিয়দর্শনম্ ॥৩২
তমুবাচ মহাতেজাঃ সূতপুত্রং বিশারদম্।
বসিষ্ঠঃ ক্ষিপ্রমাচক্ষ্ব নৃপতের্মামিহাগতম্ ॥৩৩
ইমে গঙ্গোদকঘটাঃ সাগরেভ্যশ্চ কাঞ্চনাঃ।
ঔডুম্বরং ভদ্রপীঠমভিষেকার্থমাহৃতম্ ॥৩৪
সর্ববীজানি গন্ধাশ্চ রত্নানি বিবিধানি চ।
ক্ষৌদ্রং দধি ঘৃতং লাজা দর্ভাঃ সুমনসঃ পয়ঃ ॥৩৫
অষ্টৌ চ কন্যা রুচিরা মত্তশ্চ বরবারণঃ।
চতুরশ্বো রথঃ শ্রীমান্ নিস্ত্রিংশো ধনুরুত্তমম্ ॥৩৬

প্রেরিত হইয়া বলিলেন,—আমি সত্যপাশে আবদ্ধ হইয়াছি। আমার চেতনা লুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে জ্যেষ্ঠতনয় অতিপ্রিয় ধার্মিক রামকে দেখিতে ইচ্ছা করি। এদিকে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। সূর্য্য উদিত হইয়াছেন। পুণ্যনক্ষত্রযুক্ত শুভমুহূর্ত হইয়াছে। তখন শিষ্যগণপরিবৃত গুণবান্ বশিষ্ঠ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ লইয়া সত্বর অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। সেই সময়েই অযোধ্যার পথসমূহ সিক্ত ও সম্মার্জিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ পতাকার দ্বারা প্রতিগৃহ সুশোভিত হইয়াছে। সেখানে সকলমানুষই আনন্দিত ও সকল বিপণিই নানাদ্রব্যে সমৃদ্ধ। সর্বত্র নানাবিধ মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইতেছে। সকলেই রামের অভিষেকের জন্য উৎসুক হইয়া রহিয়াছে। সকলস্থানই চন্দন, অগুরু ও ধূপের দ্বারা সুবাসিত হইয়াছে। ইন্দ্রপুরীসদৃশ অযোধ্যাপুরী অতিক্রম করিয়া বশিষ্ঠ নানাবিধ ধ্বজ-পতাকাশোভিত অন্তঃপুরের নিকটে আসিলেন। সেখানে আসিয়া দেখিলেন যে, পুরবাসী ও গ্রামবাসী লোকগণ সমবেত হইয়াছেন। পরমপূজিত সদস্যগণ ও দণ্ডধারী ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্থানটি পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সকললোককে অতিক্রমপূর্বক শ্রেষ্ঠ-ঋষিগণপরিবৃত বশিষ্ঠ আনন্দিতচিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেখানে মানবশ্রেষ্ঠ দশরথের সারথি প্রিয়-সচিব সুমন্ত্রকে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিতে দেখিলেন। তখন মহাতেজা বশিষ্ঠ কার্য্যপটু সারথিকে বলিলেন,—তুমি শীঘ্রই রাজার নিকট সংবাদ দাও যে, আমি এখানে আসিয়াছি।২১-৩৩

রামের অভিষেকের জন্য গঙ্গাজলপূর্ণ ঘট, সমুদ্র-জলপূর্ণ সুবর্ণ ঘট, উদুম্বরকাষ্ঠনির্মিত উত্তম উন্নত আসন, সর্বপ্রকার বীজ, গন্ধদ্রব্য, বিবিধরত্ন, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ (খই), কুশ, পুষ্প, দুগ্ধ, আটটি সুন্দরী কন্যা, মদমত্ত হস্তী, অশ্বচতুষ্টয়যোজিত রথ, সুন্দর খড়্গ, উত্তমধনু, শিবিকা, চন্দ্রতুল্য শ্বেতচ্ছত্র, শুভ্রচামরদ্বয়, সুবর্ণভৃঙ্গার, স্বর্ণমালাভূষিত পাণ্ডুবর্ণ বৃষ, দন্তচতুষ্টয়যুক্ত সিংহ, মহাবলশালী উত্তম ঘোটক, সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম, সমিধ,

কোন কোন গ্রন্থে ২৭ নং শ্লোকে নিম্নলিখিত শ্লোকার্ধটি অধিক দেখা যায়,—
বিচিত্রকুসুমাকীর্ণাং নানাস্রগিভির্বিরাজিতাম্।

বাহনং নরসংযুক্তং ছত্রঞ্চ শশিসন্নিভম্ ।
শ্বেতে চ বালব্যজনে ভৃঙ্গারঞ্চ হিরণ্ময়ম্ ॥৩৭
হেমদামপিনদ্ধশ্চ ককুদ্মান্ পাণ্ডুরো বৃষঃ ।
কেসরী চ চতুর্দংষ্ট্রো হরিশ্রেষ্ঠো মহাবলঃ ॥৩৮
সিংহাসনং ব্যাঘ্রতনুঃ সমিধশ্চ হুতাশনঃ ।
সর্বে বাদিত্রসঙ্ঘাশ্চ বেশ্যাশ্চালঙ্কৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৩৯
আচার্য্যা ব্রাহ্মণা গাবঃ পুণ্যাশ্চ মৃগ-পক্ষিণঃ ।
পৌর-জানপদশ্রেষ্ঠা নৈগমাশ্চ গণৈঃ সহ ॥৪০
এতে চান্যে চ বহবঃ প্রীয়মাণাঃ প্রিয়ংবদাঃ ।
অভিষেকায় রামস্য সহ তিষ্ঠন্তি পার্থিবৈঃ ॥৪১
ত্বরয়স্ব মহারাজং যথা সমুদিতেহহনি ।
পুষ্যে নক্ষত্রযোগে চ রামো রাজ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥৪২
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সূতপুত্রো মহাবলঃ ।
স্তুবন্নৃপতিশার্দূলং প্রবিবেশ নিবেশনম্ ॥৪৩
তং তু পূর্বোদিতং বৃদ্ধং দ্বারস্থা রাজসম্মতাঃ ।
ন শেকুরভিসংরোদ্ধুং রাজ্ঞঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥৪৪

স সমীপস্থিতো রাজ্ঞস্তামবস্থামজজ্ঞিবান্ ।
বাগ্‌ভিঃ পরমতুষ্টাভিরভিষ্টোতুং প্রচক্রমে ॥৪৫
ততঃ সূতো যথাপূর্বং পার্থিবস্য নিবেশনে ।
সুমন্ত্রঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তুষ্টাব জগতীপতিম্ ॥৪৬
যথা নন্দতি তেজস্বী সাগরো ভাস্করোদয়ে ।
প্রীতঃ প্রীতেন মনসা তথা নন্দয় নস্ততঃ ॥৪৭
ইন্দ্রমস্যাং তু বেলায়ামভিতুষ্টাব মাতলিঃ ।
সোঽজয়দ্দানবান্ সর্বাংস্তথা ত্বাং বোধয়াম্যহম্ ॥৪৮
বেদাঃ সহাঙ্গা বিদ্যাশ্চ যথা হ্যাত্মভুবং প্রভুম্ ।
ব্রাহ্মণং বোধয়ন্ত্যদ্য তথা ত্বাং বোধয়াম্যহম্ ॥৪৯
আদিত্যঃ সহ চন্দ্রেণ যথা ভূতধরাঃ শুভাম্ ।
বোধয়ত্যদ্য পৃথিবীং তথা ত্বাং বোধয়াম্যহম্ ॥৫০
উত্তিষ্ঠ সুমহারাজ কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ ।
বিরাজমানো বপুষা মেরোরিব দিবাকরঃ ॥৫১
সোম-সূর্য্যৌ চ কাকুৎস্থ শিব-বৈশ্রবণাবপি ।
বরুণশ্চাগ্নিরিন্দ্রশ্চ বিজয়ং প্রদিশন্তু তে ॥৫২

অগ্নি, সকলপ্রকার বাদ্যযন্ত্র, অলঙ্কৃত বেশ্যাগণ ও সধবা স্ত্রীগণ সমানীত হইয়াছে। আচার্য্য, ব্রাহ্মণ, ধেনু, শুভ-সূচক পশু-পক্ষী, নগরবাসী ও গ্রামবাসী মুখ্যব্যক্তিগণ বণিক্‌সমূহের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। এইভাবে আরও অন্যান্য প্রিয়ভাষী বহুলোক নরপতিগণের সহিত রামের অভিষেকের জন্য আনন্দে পূর্ণ হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। সুমন্ত্র! তুমি মহারাজকে ত্বরান্বিত কর, যাহাতে অদ্য শুভদিনে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত সময়ে রাম রাজ্য-লাভ করেন। মহাবলবান্ সুমন্ত্র বশিষ্ঠের এইরূপ বাক্য শুনিয়া নরপতিশ্রেষ্ঠ দশরথের প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহার গৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাজার অনুমতি বহুপূর্ব হইতেই প্রদত্ত ছিল বলিয়া বৃদ্ধ সুমন্ত্রকে রাজ-নিযুক্ত রাজহিতৈষী দ্বারপালগণ বাধা দিতে পারিল না। সুমন্ত্র গৃহে প্রবেশ করিয়া দশরথের সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং রাজার তৎকালিক অবস্থা জানিতে না পারিয়া সন্তোষজনক বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন।৩৪-৪৫

সুমন্ত্র পূর্বে যেভাবে রাজার স্তব করিতেন, সেই ভাবে অদ্যও কৃতাঞ্জলি হইয়া দশরথের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। রাজন্! সূর্য্যের উদয়ে যেরূপ সমুদ্র সূর্য্যকিরণে অনুরঞ্জিত হইয়া দর্শকগণের আনন্দবৃদ্ধি করেন, সেইরূপ আপনিও প্রীতচিত্তে আমাদিগের আনন্দ বৃদ্ধি করুন। ইন্দ্রের সারথি মাতলি সূর্য্যোদয়কালে যেভাবে ইন্দ্রকে স্তুতির দ্বারা প্রবোধিত করিয়া থাকেন, যাহার ফলে ইন্দ্র দানবগণকে জয় করিয়াছেন, আমিও সেইভাবে আপনাকে স্তুতির দ্বারা প্রবোধিত করিতেছি। বেদ, বেদাঙ্গ, ও অন্যান্য বিদ্যা যেভাবে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে প্রবোধিত করেন, অদ্য আমি সেইভাবে আপনাকে প্রবোধিত করিতেছি। চন্দ্রের সহিত সূর্য্য যেভাবে পৃথিবীর সকল লোককে প্রবোধিত করেন, আমি সেইভাবে আপনাকে প্রবোধিত করিতেছি। মহারাজ! সুমেরুপর্বত হইতে সূর্য্যের উত্থানের ন্যায় আপনি শয্যা হইতে উত্থিত হউন। রামাভিষেকের জন্য মাঙ্গলিক বস্ত্রালঙ্কার ধারণ করিয়া শোভিত হউন। কাকুৎস্থনন্দন! চন্দ্র, সূর্য্য, মহাদেব, কুবের, বরুণ, অগ্নি ও ইন্দ্র আপনাকে বিজয়ী করুন। মঙ্গলময়ী রাত্রি অতীত হইয়াছে। আপনার

গতা ভগবতী রাত্রিঃ কৃতং কৃত্যমিদং তব।
বুধ্যস্ব নৃপশার্দূল কুরু কার্য্যমনন্তরম্ ॥৫৩
উদতিষ্ঠতঃ রামস্য সমগ্রমভিষেচনম্।
পৌর-জানপদাশ্চাপি নৈগমশ্চ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৫৪
স্বয়ং বসিষ্ঠো ভগবান্ ব্রাহ্মণৈঃ সহ তিষ্ঠতি।
ক্ষিপ্রমাজ্ঞাপ্যতাং রাজন্! রাঘবস্যাভিষেচনম্ ॥৫৫
যথা হ্যপালাঃ পশবো যথা সেনা হ্যনায়কাঃ।
যথা চন্দ্রং বিনা রাত্রির্যথা গাবো বিনা বৃষম্ ॥৫৬
এবং হি ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রাজা ন দৃশ্যতে।
এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা সান্ত্বপূর্বমিবার্থবৎ ॥৫৭
অভ্যকীর্য্যত শোকেন ভূয় এব মহীপতিঃ।
ততস্তু রাজা তং সূতং সন্নহর্ষঃ সুতং প্রতি ॥৫৮
শোকরক্তেক্ষণঃ শ্রীমানুদ্বীক্ষ্যোবাচ ধার্মিকঃ।
বাক্যৈস্তু খলু মর্মাণি মম ভূয়ো নিকৃন্তসি ॥৫৯

সুমন্ত্রঃ করুণং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা দীনঞ্চ পার্থিবম্।
প্রগৃহীতাঞ্জলিঃ কিঞ্চিত্তস্মাদ্দেশাদপাক্রমৎ ॥৬০
যদা বক্তুং স্বয়ং দৈন্যান্ন শশাক মহীপতিঃ।
তদা সুমন্ত্রং মন্ত্রজ্ঞা কৈকয়ী প্রত্যুবাচ হ ॥৬১
সুমন্ত্র রাজা রজনীং রামহর্ষসমুৎসুকঃ।
প্রজাগরপরিশ্রান্তো নিদ্রাবশমুপাগতঃ ॥৬২
তদ্ গচ্ছ ত্বরিতং সূত রাজপুত্রং যশস্বিনম্।
রামমানয় ভদ্রং তে নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৬৩
অশ্রুত্বা রাজবচনং কথং গচ্ছামি ভামিনি।
তচ্ছ্রুত্বা মন্ত্রিণো বাক্যং রাজা মন্ত্রিণমব্রবীৎ ॥৬৪
সুমন্ত্র রামং দ্রক্ষ্যামি শীঘ্রমানয় সুন্দরম্।
স মন্যমানঃ কল্যাণং হৃদয়েন ননন্দ চ ॥৬৫
নির্জগাম চ স প্রীত্যা ত্বরিতো রাজশাসনাৎ।
সুমন্ত্রশ্চিন্তয়ামাস ত্বরিতং চোদিতস্তয়া ॥৬৬

আদিষ্ট কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি নিদ্রাত্যাগ করুন এবং পরবর্তী কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। রামের অভিষেকের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে। পুরবাসী, গ্রামবাসী ও বণিক্‌সমূহ কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। রাজন্! অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সহিত ভগবান্ বশিষ্ঠ উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি সত্বর রামের অভিষেকের আদেশ প্রদান করুন। যেমন পালকহীন পশু, নায়কহীন সৈন্য, চন্দ্রহীন রাত্রি ও বৃষহীন ধেনুর দুরবস্থা হয়, সেইরূপ রাজা না থাকিলে রাষ্ট্রের দুরবস্থা হইয়া থাকে। অতএব আপনি অতিশীঘ্র শয্যা ত্যাগ করুন। ভূপতি দশরথ সারথির সান্ত্বনাপূর্ণ অর্থযুক্ত বাক্য শুনিয়া পুনর্বার শোকে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর ধার্মিক নরপতি শোকবিহ্বল হইয়া রোদন করায় রক্তনেত্রে সারথির দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক দুঃখের সহিত বলিলেন,—সুমন্ত্র! তুমি স্তুতিবাক্য দ্বারা আমার আরও মর্মচ্ছেদ করিতেছ। রাজার এইরূপ কাতরবাক্য শুনিয়া এবং তাঁহাকে দৈন্যযুক্ত দেখিয়া সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলি-পুটে সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। মহীপতি এই ভাবে বিষণ্ণ হওয়ায় নিজে সুমন্ত্রকে যখন কিছুই বলিতে পারিলেন না, তখন মন্ত্রণাপটু কৈকেয়ী সুমন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।৪৬-৬১

সুমন্ত্র! মহারাজ রামের অভিষেকের আনন্দে অতিশয় উৎসুক হওয়ায় রাত্রিজাগরণ করিয়াছেন, এখন পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়াছেন। অতএব তুমি সত্বর গমন কর, যশস্বী রাজপুত্র রামকে এইস্থানে আনয়ন কর। তোমার মঙ্গল হউক। এখন রামকে আনয়ন করা উচিত কি না, তাহা তোমার বিচার করার প্রয়োজন নাই। কৈকেয়ীর বাক্য শুনিয়া সুমন্ত্র বলিলেন,—ভামিনি! আমি মহারাজের আদেশ না পাইলে কিরূপে যাইব? সুমন্ত্র-মন্ত্রীর বাক্য শুনিয়া রাজা তাঁহাকে বলিলেন,—সুমন্ত্র! আমি রামকে দেখিতে ইচ্ছা করি। তুমি আমার সুন্দর রামকে আনয়ন কর। দশরথের বাক্যে কল্যাণসাধন হইবে মনে করিয়া সুমন্ত্র অন্তরে আনন্দিত হইলেন এবং রাজার আদেশমত সত্বর সানন্দে বাহিরে আসিলেন। কৈকেয়ী রামকে আনিবার জন্য বিশেষভাবে প্রেরণা দেওয়ায় সুমন্ত্র চিন্তা করিলেন যে, নিশ্চয়ই ধর্মরাজ দশরথ রামের অভিষেকের জন্য অতিশয় প্রয়াসী হইয়াছেন। সুমন্ত্র এইরূপ নিশ্চয়

ব্যক্তং রামাভিষেকার্থে ইহায়স্যতি ধর্মরাট্।
ইতি সূতো মতিং কৃত্বা হর্ষেণ মহতা পুনঃ ॥৬৭
নির্জগাম মহাতেজা রাঘবস্য দিদৃক্ষয়া।
সাগরহ্রদসঙ্কাশাৎ সুমন্ত্রোঽন্তঃপুরাচ্ছুভাৎ।
নিষ্ক্রম্য জনসম্বাধং দদর্শ দ্বারমগ্রতঃ ॥৬৮
ততঃ পুরস্তাৎ সহসা বিনিঃসৃতো
মহীপতের্দ্বারগতান্ বিলোকয়ন্।
দদর্শ পৌরান্ বিবিধান্ মহাজনান্
উপস্থিতান্ দ্বারমুপেত্য বিষ্ঠিতান্ ॥৬৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে
আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ।

করিয়া অতিশয় আনন্দে রামকে দর্শন করিবার জন্য নির্গত হইলেন। সাগরমধ্যবর্ত্তী হ্রদের ন্যায় শুভ অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুমন্ত্র দ্বারদেশে বিশালজনতাকে দেখিলেন। অন্তঃপুরের বাহিরে আসিয়া দ্বারদেশে দ্বারপালগণকে দেখিলেন। অনন্তর দ্বারদেশে সমবেত পুরবাসী ও অন্যান্য ধনবান্ ব্যক্তিগণকে দেখিলেন।৬২-৬৯

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ সর্গঃ

[রাজ্যাভিষেকায় সমানীতানাং বিবিধানাং দ্রব্যাণাং বর্ণনম্, মহারাজ-দশরথস্যানুপস্থিতৌ সর্বেষাং জিজ্ঞাসা, সন্দেশং জ্ঞাতুং সুমন্ত্রস্য গমনম্, সুমন্ত্রং প্রতি দশরথস্যানুযোগঃ, রামমাহ্বয়িতুং রাজ্ঞ আদেশঃ, বিচিত্রশোভাময়রামভবনে সুমন্ত্রস্যাগমনঞ্চ।]

তে তু তাং রজনীমুষ্য ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
উপতস্থুরুপস্থানং সহ রাজপুরোহিতাঃ ॥১
অমাত্যা বলমুখ্যাশ্চ মুখ্যা যে নিগমস্য চ।
রাঘবস্যাভিষেকার্থং প্রীয়মাণাঃ সুসঙ্গতাঃ ॥২
উদিতে বিমলে সূর্য্যে পুষ্যে চাভ্যাগতেঽহনি।
লগ্নে কর্কটকে প্রাপ্তে জন্ম রামস্য চ স্থিতে ॥৩
অভিষেকায় রামস্য দ্বিজেন্দ্রৈরুপকল্পিতম্।
কাঞ্চনা জলকুম্ভাশ্চ ভদ্রপীঠং স্বলঙ্কৃতম্ ॥৪
রথশ্চ সম্যগাস্তীর্ণো ভাস্বতা ব্যাঘ্রচর্মণা।
গঙ্গা-যমুনয়োঃ পুণ্যাৎ সঙ্গমাদাহৃতং জলম্ ॥৫
যাশ্চান্যাঃ সরিতঃ পুণ্যা হ্রদাঃ কূপাঃ সরাংসি চ।
প্রাগ্‌বহাশ্চোর্ধ্ববাহাশ্চ তির্য্যগ্‌বাহাশ্চ ক্ষীরিণঃ ॥৬

পঞ্চদশ সর্গ

[রাজ্যাভিষেকের জন্য সমানীত বিবিধ দ্রব্যের বর্ণনা, মহারাজ দশরথের অনুপস্থিতিতে সকলের জিজ্ঞাসা, সংবাদ জানিবার জন্য সুমন্ত্রের গমন, সুমন্ত্রের প্রতি দশরথের অনুযোগ ও সত্বর রামকে ডাকিয়া আনিবার জন্য আদেশ এবং বিচিত্র শোভাময় রামভবনে সুমন্ত্রের আগমন]।

এদিকে দশরথের আদেশে বেদপারগামী ব্রাহ্মণেরা রাত্রি অতিবাহিত করিয়া রাজপুরোহিতগণের সহিত রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। অমাত্যগণ, সেনাপতিগণ এবং বণিগ্‌গণও রামের অভিষেক দর্শন করিবার জন্য সানন্দে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। নির্মল সূর্য্য উদিত হইয়াছে এবং পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত ও কর্কটলগ্নসমন্বিত রামের জন্মসময় উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ রামের অভিষেকের জন্য সামগ্রী আনয়ন করিয়াছেন। সুবর্ণনির্মিত জলকুম্ভ, অলঙ্কৃত ভদ্রপীঠ, ব্যাঘ্রচর্মের আস্তরণ-সমাচ্ছাদিত রথ, অতিপবিত্র গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল হইতে আনীত জল, অন্যান্য পবিত্র নদী, হ্রদ, কূপ, সরোবর, পূর্ববাহিনী, ঊর্ধ্ববাহিনী ও বক্রগামিনী জলপূর্ণা নদী হইতে এবং সমুদ্র হইতে আনীত জল, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ, কুশ, পুষ্প, দুগ্ধ, আটটি সুন্দরী কন্যা, মদমত্ত হস্তী,

তাভ্যশ্চৈবাহৃতং তোয়ং সমুদ্রেভ্যশ্চ সর্বশঃ।
ক্ষৌদ্রং দধি ঘৃতং লাজা দর্ভাঃ সুমনসঃ পয়ঃ ॥৭
অষ্টৌ চ কন্যা রুচিরা মত্তশ্চ বরবারণঃ।
সজলাঃ ক্ষীরিভিশ্ছন্না ঘটাঃ কাঞ্চন-রাজতাঃ ॥৮
পদ্মোৎপলযুতা ভান্তি পূর্ণাঃ পরমবারিণা।
চন্দ্রাংশুবিকচপ্রখ্যং পাণ্ডুরং রত্নভূষিতম্ ॥৯
সজ্জং তিষ্ঠতি রামস্য বালব্যজনমুত্তমম্।
চন্দ্রমণ্ডলসঙ্কাশমতাপত্রঞ্চ পাণ্ডুরম্ ॥১০
সজ্জং দ্যুতিকরং শ্রীমদভিষেকপুরঃসরম্।
পাণ্ডুরশ্চ বৃষঃ সজ্জঃ পাণ্ডুরাশ্বশ্চ সংস্থিতঃ ॥১১
বাদিত্রাণি চ সর্বাণি বন্দিনশ্চ তথাপরে।
ইক্ষ্বাকূণাং যথা রাজ্যে সংভ্রিয়েতাভিষেচনম্ ॥১২
তথাজাতীয়মাদায় রাজপুত্রাভিষেচনম্।
তে রাজবচনাত্তত্র সমবেতা মহীপতিম্ ॥১৩
অপশ্যন্তোঽব্রুবন্ কো নু রাজ্ঞো নঃ প্রতিবেদয়েৎ।
ন পশ্যামশ্চ রাজানমুদিতশ্চ দিবাকরঃ ॥১৪
যৌবরাজ্যাভিষেকশ্চ সজ্জো রামস্য ধীমতঃ।
ইতি তেষু ব্রুবাণেষু সর্বাংস্তাংশ্চ মহীপতিম্ ॥১৫
অব্রবীত্তানিদং বাক্যং সুমন্ত্রো রাজসৎকৃতঃ।
রামং রাজ্ঞো নিয়োগেন ত্বরয়া প্রস্থিতো হ্যহম্ ॥১৬
পূজ্যা রাজ্ঞো ভবন্তশ্চ রামস্য তু বিশেষতঃ।
অয়ং পৃচ্ছামি বচনাৎ সুখমায়ুষ্মতামহম্ ॥১৭

ক্ষীরিবৃক্ষপল্লবাচ্ছাদিত জলপূর্ণ রজত ও কাঞ্চনের দ্বারা নির্মিত ঘট, সুগন্ধিজলপূর্ণ ঘটে স্থাপিত নানাবিধ পদ্ম, চন্দ্রকিরণতুল্যশুভ্ররত্নভূষিত রামের জন্য নির্মিত চামর, চন্দ্রমণ্ডলতুল্যশুভ্র ও উজ্জ্বল অতিসুন্দর একটি ছত্র, শ্বেত বৃষ, শ্বেত অশ্ব, সকলরকম বাদ্যযন্ত্র এবং বন্দী প্রভৃতি স্তুতিগীতকারী ব্যক্তিগণ সমানীত হইয়াছে। ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের রাজ্যাভিষেকে যে সকল সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, সেই সকল সামগ্রী লইয়া রাজপুত্র রামের অভিষেকের জন্য সকলে দশরথের নির্দেশমত আসিয়াছেন, কিন্তু আসিয়া দশরথকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—আমাদের আগমন-সংবাদ মহারাজকে কে নিবেদন করিবে? সূর্য্য উদিত হইয়াছেন, অথচ মহারাজকে দেখিতেছি না। ধীমান্ রামের রাজ্যাভিষেক-সামগ্রী ত সংগৃহীত হইয়াছে। দ্বারস্থিত নৃপতিগণ ও অন্যান্য সকলে যখন এইভাবে কথা বলিতেছিলেন, তখন রাজপ্রেরিত সুমন্ত্র তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আমি মহারাজের আদেশে রামকে আনিবার জন্য অতিসত্বর গমন করিতেছি। আপনারা মহারাজের এবং বিশেষভাবে রামের পূজনীয়, সেইজন্য আপনাদের আদেশানুসারে আমিই মহারাজের কুশলজিজ্ঞাসা করিয়া আসি এবং তিনি প্রবুদ্ধ হইয়া কেন এখানে আসিতেছেন না, তাহাও জানিয়া আসি। অতিবৃদ্ধ সুমন্ত্র দ্বারস্থ ব্যক্তিগণকে এইরূপ বলিয়া অন্তঃপুরের দ্বারদেশে আসিলেন। সেখানে বারণ না থাকায় তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া মহারাজের বংশের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারাজের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া রাজসমীপে গমন করত যবনিকার (পর্দা, চিক্) অন্তরালে দাঁড়াইলেন এবং গুণযুক্ত আশীর্বচনের দ্বারা এইরূপে স্তুতি করিতে লাগিলেন—চন্দ্র, সূর্য্য, মহাদেব, কুবের, বরুণ, অগ্নি ও ইন্দ্র আপনাকে জয়লক্ষ্মী প্রদান করুন। ভগবতী রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে। মঙ্গলময় দিন উপস্থিত হইয়াছে। নৃপতিশ্রেষ্ঠ! আপনি নিদ্রাত্যাগ করুন, আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পন্ন করুন। ব্রাহ্মণগণ, সেনাপতিগণ ও বণিগ্‌গণ সকলেই দ্বারদেশে সমবেত হইয়াছেন। সকলেই আপনার দর্শনে অভিলাষী। অতএব আপনি জাগ্রত হউন। এইভাবে মন্ত্রজ্ঞ সুমন্ত্র সারথিকে স্তুতি করিতে দেখিয়া রাজা জাগ্রত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—রামকে আনয়ন করিবার জন্য আমি তোমাকে আদেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু কিজন্য তুমি আমার আদেশ পালন করিলে না? আমি এখন নিদ্রিত নহি। তুমি সত্বর এখানে রামকে

*গ্রন্থবিশেষে নিম্নলিখিত শ্লোকটি ১১ নং শ্লোকের পর অধিক দেখা যায়,—

প্রসৃতশ্চ গজঃ শ্রীমনৌপবাহ্যঃ প্রতীক্ষতে।
অষ্টৌ চ কন্যা মাঙ্গল্যাঃ সর্বাভরণভূষিতা।

রাজ্ঞঃ সংপ্রতিবুদ্ধস্য চানাগমনকারণম্ ।
ইত্যুক্ত্বান্তঃপুরদ্বারমাজগাম পুরাণবিৎ ॥১৮
সদাসক্তঞ্চ তদ্বেশ্ম সুমন্ত্রঃ প্রবিবেশ হ ।
তুষ্টাবাস্য তদা বংশং প্রবিশ্য স বিশাম্পতে ॥১৯
শয়নীয়ং নরেন্দ্রস্য তদাসাদ্য ব্যতিষ্ঠতঃ ।
সোঽত্যাসাদ্য তু তদ্বেশ্ম তিরস্করণিমন্তরা ॥২০
আশীর্ভির্গুণযুক্তাভিরভিতুষ্টাব রাঘবম্ ।
সোম-সূর্য্যৌ চ কাকুৎস্থ শিব-বৈশ্রবণাবপি ॥২১
বরুণশ্চাগ্নিরিন্দ্রশ্চ বিজয়ং প্রদিশন্তু তে ।
গতা ভগবতী রাত্রিরহঃ শিবমুপস্থিতম্ ॥২২
বুধ্যস্ব রাজশার্দূল কুরু কার্য্যমনন্তরম্ ।
ব্রাহ্মণা বলমুখ্যাশ্চ নৈগমাশ্চাগতাস্ত্বিহ ॥২৩
দর্শনং তেঽভিকাঙ্ক্ষন্তে প্রতিবুধ্যস্ব রাঘব ।
স্তুবন্তং তং তদা সূতং সুমন্ত্রং মন্ত্রকোবিদম্ ॥২৪
প্রতিবুধ্য ততো রাজা ইদং বচনমব্রবীৎ ।
রামমানয় সূতেতি যদস্যভিহিতো ময়া ॥২৫
কিমিদং কারণং যেন মমাজ্ঞা প্রতিহন্যতে (ক) ।
ন চৈব সংপ্রসুপ্তোঽহমানয়েহাশু রাঘবম্ ॥২৬
ইতি রাজা দশরথঃ সূতং তত্রান্বশাৎ পুনঃ ।
স রাজবচনং শ্রুত্বা শিরসা প্রতিপূজ্য তম্ ॥২৭
নির্জগাম নৃপাবাসান্মন্যমানঃ প্রিয়ং মহৎ ।
প্রপন্নো রাজমার্গঞ্চ পতাকা-ধ্বজশোভিতম্ ॥২৮
হৃষ্টঃ প্রমুদিতঃ সূতো জগামাশু বিলোকয়ন্ ।
স সূতস্তত্র শুশ্রাব রামাধিকরণাঃ কথাঃ ॥২৯
অভিষেচনসংযুক্তাঃ সর্বলোকস্য হৃষ্টবৎ ।
ততো দদর্শ রুচিরং কৈলাসসদৃশপ্রভম্ ॥৩০
রামবেশ্ম সুমন্ত্রস্তু শক্রবেশ্মসমপ্রভম্ ।
মহাকপাটপিহিতং বিতর্দিশতশোভিতম্ ॥৩১
কাঞ্চনপ্রতিমৈকাগ্রং মণি-বিদ্রুমতোরণম্ ।
শারদাভ্রঘনপ্রখ্যং দীপ্তং মেরুগুহাসমম্ ॥৩২
মণিভির্বরমাল্যানাং সুমহদ্ভিরলঙ্কৃতম্ ।
মুক্তামণিভিরাকীর্ণং চন্দনাগুরুভূষিতম্ ॥৩৩

আনয়ন কর। রাজা দশরথ এইভাবে পুনর্বার সুমন্ত্রকে আদেশ দিলেন। সুমন্ত্র রাজার বাক্য শুনিয়া নতমস্তকে আদেশগ্রহণপূর্বক অতিশয়কল্যাণজনক মনে করিতে করিতে রাজগৃহ হইতে নির্গত হইলেন। অনন্তর সুমন্ত্র পতাকা-ধ্বজশোভিত রাজপথে উপস্থিত হইলেন। পুলকিত ও আনন্দিত সুমন্ত্র চতুর্দিক্ অবলোকন করিতে করিতে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি যাইতে যাইতে রামের অভিষেক-বিষয়ক নানা আলোচনা সকললোকের মুখেই সানন্দে শুনিতে পাইলেন। অনন্তর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া কৈলাসতুল্যশোভাময় রামভবন দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্রভবনসদৃশ ঐ ভবনের দ্বারদেশ বৃহৎকপাটের দ্বারা অবরুদ্ধ। ইতস্ততঃ শত শত বেদিকা তাহার শোভাবৃদ্ধি করিতেছে। সেখানে বহু কাঞ্চননির্মিত প্রতিমা রহিয়াছে। ঐ ভবনের বহির্দ্বার মণি ও বিদ্রুমের দ্বারা খচিত। শরৎকালের মেঘের মত সুন্দর, সুমেরুপর্বতের গুহার ন্যায় উজ্জ্বল, উত্তমমণি-সমূহের দ্বারা গ্রথিত মালার দ্বারা অলঙ্কৃত, মণিমুক্তার দ্বারা সমাকীর্ণ এবং চন্দন ও অগুরুর দ্বারা সুবাসিত। মনোহর ও গন্ধপূর্ণ হওয়ায় চন্দনগিরির শিখরতুল্য ঐ ভবন সারস, ময়ূর প্রভৃতি কূজনকারী পক্ষিসমূহের দ্বারা সুশোভিত। ভবনের অভ্যন্তরে কোনস্থানে স্বর্ণনির্মিত ব্যাঘ্র বিরাজিত, কোন কোন স্থান কাষ্ঠশিল্পিগণের কৃত সূক্ষ্মচিত্রকার্য্যযুক্ত কাষ্ঠফলকে সুশোভিত। চন্দ্র-সূর্য্যতুল্য উজ্জ্বল ঐ ভবন স্বীয় প্রভাদ্বারা প্রাণিগণের মন ও চক্ষুকে আকর্ষণ করে। কুবের-ভবনতুল্য রামের প্রাসাদটি নানাবিধ পক্ষীর দ্বারা পূর্ণ। ইন্দ্রগৃহতুল্য কিংবা সুমেরুশৃঙ্গতুল্য ঐ ভবনকে সারথি সুমন্ত্র দেখিতে পাইলেন। ঐ ভবনের দ্বারদেশে যাইয়া দেখিলেন—রামের অভিষেকের জন্য উন্মুখ জনগণ নানাবিধ উপহার লইয়া সমাগত হইয়া উৎকণ্ঠার সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে প্রতীক্ষা করিতেছেন। হৃষ্টবদন লোকগণের সমাগমে ঐ স্থান বিশেষশোভাপ্রাপ্ত হইয়াছে। মহামেঘতুল্য উন্নত, সুশোভিত ও নানা মণিরত্নপূর্ণ ভবন কুব্জভৃত্যগণে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ১-৩৯

পাঠান্তর :—(ক) —প্রতিবাহ্যতে।

গন্ধান্মনোজ্ঞান্ বিসৃজদ্দার্দুরং শিখরং যথা।
সারসৈশ্চ ময়ূরৈশ্চ বিনদদ্ভির্বিরাজিতম্ ॥৩৪
সুকৃতেহামৃগাকীর্ণং সূৎকীর্ণং ভক্তিভিস্তথা।
মনশ্চক্ষুশ্চ ভূতানামাদদত্তিগ্মতেজসা ॥৩৫
চন্দ্র-ভাস্করসঙ্কাশং কুবেরভবনোপমম্।
মহেন্দ্রধামপ্রতিমং নানাপক্ষিসমাকুলম্ ॥৩৬
মেরুশৃঙ্গসমং সূতো রামবেশ্ম দদর্শ হ।
উপস্থিতৈঃ সমাকীর্ণং জনৈরঞ্জলিকারিভিঃ ॥৩৭
উপাদায় সমাক্রান্তৈস্তদা জানপদৈর্জনৈঃ।
রামাভিষেকসুমুখৈরুন্মুখৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥৩৮
মহামেঘসমপ্রখ্যমুদগ্রং সুবিরাজিতম্।
নানারত্নসমাকীর্ণং কুব্জকৈরপি চাবৃতম্ ॥৩৯
স বাজিযুক্তেন রথেন সারথিঃ
সমাকুলং রাজকুলং বিরাজয়ন্।
বরূথিনা রাজগৃহাভিপাতিনা
পুরস্য সর্বস্য মনাংসি হর্ষয়ন্ ॥৪০
ততঃ সমাসাদ্য মহাধনং মহৎ
প্রহৃষ্টরোমা স বভূব সারথিঃ।
মৃগৈর্ময়ূরৈশ্চ সমাকুলোল্বণং
গৃহং বরার্হস্য শচীপতেরিব ॥৪১
স তত্র কৈলাসনিভাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ
প্রবিশ্য কক্ষাস্ত্রিদশালয়োপমাঃ।
প্রিয়ান্নরান্ রামমতে স্থিতান্ বহূন্
ব্যপোহ্য শুদ্ধান্তমুপস্থিতো রথী ॥৪২
স তত্র শুশ্রাব চ হর্ষযুক্তা
রামাভিষেকার্থকৃতাং জনানাম্।
নরেন্দ্রসূনোরভিমঙ্গলার্থাঃ
সর্বস্য লোকস্য গিরঃ প্রহৃষ্টাঃ ॥৪৩
মহেন্দ্রসদ্মপ্রতিমঞ্চ বেশ্ম রামস্য রম্যং মৃগপক্ষিজুষ্টম্।
দদর্শ মেরোরিব শৃঙ্গমুচ্চং
বিভ্রাজমানং প্রভয়া সুমন্ত্রঃ ॥৪৪
উপস্থিতৈরঞ্জলিকারিভিশ্চ
সোপায়নৈর্জানপদৈর্জনৈশ্চ।
কোট্যাপরার্ধৈশ্চ বিমুক্তযানৈঃ
সমাকুলং দ্বারপদং দদর্শ ॥৪৫
ততো মহামেঘমহীধরাভং প্রভিন্নমত্যঙ্কুশমত্যসহ্যম্।
রামোপবাহ্যং রুচিরং দদর্শ
শত্রুঞ্জয়ং নাগমুদগ্রকায়ম্ ॥৪৬
স্বলঙ্কৃতান্ সাশ্বরথান্ সকুঞ্জরান্
অমাত্যমুখ্যাংশ্চ দদর্শ বল্লভান্।
ব্যপোহ্য সূতঃ সহিতান্ সমন্ততঃ
সমৃদ্ধমন্তঃপুরমাবিবেশ হ ॥৪৭
ততোঽদ্রিকূটাচলমেঘসন্নিভং
মহাবিমানোপমবেশ্মসংযুতম্।
অবার্য্যমাণঃ প্রবিবেশ সারথিঃ
প্রভূতরত্নং মকরো যথার্ণবম্ ॥৪৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

সারথি সুমন্ত্র অশ্বযুক্ত, রক্ষকবেষ্টিত ও রাজভবন-গমনাভিমুখী রথের দ্বারা জনতাপূর্ণ রাজভবন শোভিত করিয়া এবং সেখানে উপস্থিত সকলের চিত্তকে আনন্দিত করিয়া ভবনে প্রবেশ করিলেন। তিনি ইন্দ্রালয়তুল্য সুন্দর মৃগ-ময়ূরশোভিত ও নানাধনসমৃদ্ধ ভবনে প্রবেশ করিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন। রথের দ্বারাই কৈলাসপর্বততুল্য শোভাময় এবং স্বর্গতুল্য সুন্দর ও অলঙ্কৃত কয়েকটি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিলেন এবং সেখানে রামের মতানুবর্তী ও প্রিয় শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণকেও অতিক্রম করিলেন। অনন্তর সুমন্ত্র অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি সেখানে সমবেত জনগণের মুখে রাজনন্দন রামের মঙ্গলকামনাময় আনন্দপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিলেন। মৃগ-পক্ষিসমন্বিত ইন্দ্রগৃহতুল্য রামের গৃহটিকে সুমন্ত্র সুমেরু-শৃঙ্গের ন্যায় উন্নত ও উজ্জ্বলপ্রভাময় দেখিলেন ।৪০-৪৪

রামগৃহের দ্বারদেশে অসংখ্য মনুষ্য স্ব স্ব বাহনাদি পরিত্যাগ করিয়া নানাবিধ উপহারসহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে। তাহাদের উপস্থিতিতে দ্বারদেশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দ্বারদেশে রামের বাহনযোগ্য বিশালমেঘবর্ণপর্বতের তুল্য অসহ্যপরাক্রমশালী ও বিশাল-দেহবিশিষ্ট মদমত্ত নিরঙ্কুশ হস্তীকে দেখিলেন। অপর-দিকে অলঙ্কৃত অশ্বসহিত রথ, হস্তী ও প্রিয় অমাত্য-শ্রেষ্ঠগণকেও দেখিলেন। অনন্তর তাহাদের সকলকে অতিক্রম করিয়া সমৃদ্ধ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইলেন। অগ্রসর হইয়া প্রচুররত্নসমন্বিত সমুদ্রে মকর যেমন প্রবেশ করে, সেইরূপ পর্বতশৃঙ্গ ও অচলমেঘের তুল্য এবং বিশালবিমানতুল্যগৃহসমন্বিত অন্তঃপুরে অবারিতভাবে সুমন্ত্র প্রবেশ করিলেন ।৪৫-৪৮

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শঃ সর্গঃ

[সীতয়া সহ সমাসীনঃ রামসমীপে সুমন্ত্রেণ জ্যেষ্ঠপুত্রদর্শনাভিলাষি-মহারাজদশরথস্য মহীষ্যা কৈকয্যা সহাবস্থানকথায়া জ্ঞাপনম্, রামেণ স্বীয়রাজ্যাভিষেকস্যানুমানম্, সীতাদেব্যা আনন্দপ্রকাশঃ, মাঙ্গল্যাচরণম্, লক্ষ্মণেন সহ রামস্য রথেন যাত্রা, জনতায়া আনন্দকোলাহলঃ, গবাক্ষস্থানে সম্মিলিতানাং স্ত্রীণাং পরস্পরং সীতায়াঃ সৌভাগ্যমধিকৃত্যালাপঃ, ভাবিশাসক-রামংপ্রতি প্রজানাং সম্মতিপূর্ণবাক্যব্যবহারশ্চ ।]

স তদন্তঃপুরদ্বারং সমতীত্য জনাকুলম্ ।
প্রবিবিক্তাস্ততঃ কক্ষ্যামাসসাদ পুরাণবিৎ ॥১

প্রাসকার্মুকবিভ্রদ্ভির্যুবভির্মৃষ্টকুণ্ডলৈঃ ।
অপ্রমাদিভিরেকাগ্রৈঃ স্বানুরক্তৈরধিষ্ঠিতাম্ ॥২

তত্র কাষায়িণো বৃদ্ধান্ বেত্রপাণীন্ স্বলঙ্কৃতান্ ।
দদর্শ বিষ্ঠিতান্ দ্বারি স্ত্র্যধ্যক্ষান্ সুসমাহিতান্ ॥৩

তে সমীক্ষ্য সমায়ান্তং রামপ্রিয়চিকীর্ষবঃ ।
সহসোৎপতিতাঃ সর্বে হ্যাসনেভ্যঃ সসংভ্রমাঃ ॥৪

তানুবাচ বিনীতাত্মা সূতপুত্রঃ প্রদক্ষিণঃ ।
ক্ষিপ্রমাখ্যাত রামায় সুমন্ত্রো দ্বারি তিষ্ঠতি ॥৫

তে রামমুপসঙ্গম্য ভর্তুঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ ।
সভার্য্যায় চ রামায় ক্ষিপ্রমেবাচচক্ষিরে ॥৬

প্রতিবেদিতমাজ্ঞায় সূতমভ্যন্তরং পিতুঃ ।
তত্রৈবানায়য়ামাস রাঘবঃ প্রিয়কাম্যয়া ॥৭

তং বৈশ্রবণসঙ্কাশমুপবিষ্টং স্বলঙ্কৃতম্ ।
দদর্শ সূতঃ পর্য্যঙ্কে সৌবর্ণে সোত্তরচ্ছদে ॥৮

বরাহরুধিরাভেণ শুচিনা চ সুগন্ধিনা ।
অনুলিপ্তং পরার্ধ্যেন চন্দনেন পরন্তপম্ ॥৯

স্থিতয়া পার্শ্বতশ্চাপি বালব্যজনহস্তয়া ।
উপেতং সীতয়া ভূয়শ্চিত্রয়া শশিনং যথা ॥১০

তং তপন্তমিবাদিত্যমুপপন্নং স্বতেজসা ।
ববন্দে বরদং বন্দী বিনয়জ্ঞো বিনীতবৎ ॥১১

প্রাঞ্জলিঃ সুমুখং দৃষ্ট্বা বিহার-শয়নাসনে ।
রাজপুত্রমুবাচেদং সুমন্ত্রো রাজসৎকৃতঃ ॥১২

ষোড়শ সর্গ

[সীতাসহ সমাসীন রামসমীপে সুমন্ত্র কর্তৃক জ্যেষ্ঠ-পুত্রদর্শনাভিলাষী মহারাজ দশরথের মহিষী কৈকেয়ীসহ অবস্থানের কথা জ্ঞাপন, রাম কর্তৃক স্বীয় রাজ্যাভিষেকের অনুমান, সীতাদেবীর আনন্দপ্রকাশ ও মাঙ্গলিক আচরণ, লক্ষ্মণসহ রামের রথে করিয়া যাত্রা, জনতার আনন্দ-কোলাহল, গবাক্ষস্থানে সম্মিলিতা স্ত্রীগণের পরস্পর সীতার সৌভাগ্য-সম্বন্ধে আলাপ ও ভাবী শাসনকর্তা রামের প্রতি প্রজাবৃন্দের আস্থাপূর্ণ বাক্য-ব্যবহার ।]

অতিবৃদ্ধ সুমন্ত্র জনতাপূর্ণ অন্তঃপুরদ্বার অতিক্রম করিয়া কোলাহলশূন্য রামের প্রকোষ্ঠে উপনীত হইলেন। প্রাস ও কার্মুকধারী সমুজ্জ্বলকুণ্ডলশোভিত প্রমাদশূন্য অনুরক্ত বিশ্বস্ত যুবকগণ রক্ষকরূপে সেইস্থানে উপস্থিত রহিয়াছে। ঐ প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে কুসুম্ভাদি রক্তদ্রব্যে রঞ্জিতবস্ত্রধারী, অলঙ্কৃত, সাবধান ও স্ত্রীজন-রক্ষক বৃদ্ধগণ বেত্রযষ্টিহস্তে অবস্থান করিতেছে। সুমন্ত্র রামের প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে আসিয়া এইরূপ দেখিলেন। রামের হিতাকাঙ্ক্ষী দ্বারস্থব্যক্তিগণ সুমন্ত্রকে আসিতে দেখিয়া সম্ভ্রমের সহিত সত্বর আসন হইতে উঠিয়া পড়িল। সর্বকার্য্যনিপুণ অতিবিনীত সুমন্ত্র তাহাদিগকে বলিলেন,—সত্বর রামকে নিবেদন কর যে, সুমন্ত্র দ্বারদেশে উপস্থিত। রামের প্রিয়কারী ব্যক্তিগণ রামের নিকট যাইয়া সীতাসহিত রামকে সত্বর ঐ সংবাদ জানাইল। ঐ সংবাদ পাইয়াই সুমন্ত্রের প্রীতির জন্য রাম পিতার অন্তরঙ্গ বন্ধু সারথিকে নিজগৃহেই আনয়ন করাইলেন। সেখানে প্রবেশ করিয়া সুমন্ত্র উৎকৃষ্ট আস্তরণে আচ্ছাদিত সুবর্ণপর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট বিবিধভূষণে ভূষিত কুবেরতুল্য রামকে দর্শন করিলেন। তাঁহার অঙ্গ বরাহরক্তের ন্যায় অতিলোহিত এবং সুগন্ধি ও পবিত্র উৎকৃষ্টচন্দনে অনুলিপ্ত। রাম চামরধারিণী ও বামপার্শ্বে উপবিষ্টা সীতার দ্বারা শোভিত, মনে হয় যেন চিত্রানক্ষত্রের দ্বারা চন্দ্র শোভিত হইয়াছেন।১-১০

নীতিজ্ঞ সারথি সুমন্ত্র আদিত্যের ন্যায় স্বীয়তেজে উদ্ভাসিত বরদ রামকে বিনীতভাবে বন্দনা করিলেন। তাঁহাকে বিহারশয্যায় উপবিষ্ট ও প্রসন্ন দেখিয়া সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে রাজনন্দনকে বলিলেন,—রাম! আপনাকে

কৌসল্যা সুপ্রজা রাম পিতা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি।
মহিষ্যাপি হি কৈকয্যা গম্যতাং তত্র মা চিরম্ ॥১৩
এবমুক্তস্তু সংহৃষ্টো নরসিংহো মহাদ্যুতিঃ।
ততঃ সংমানয়ামাস সীতামিদমুবাচ হ ॥১৪
দেবি দেবশ্চ দেবী চ সমাগম্য মদন্তরে।
মন্ত্রয়েতে ধ্রুবং কিঞ্চিদভিষেচনসংহিতম্ ॥১৫
লক্ষয়িত্বা হ্যভিপ্রায়ং প্রিয়কামা সুদক্ষিণা।
সঞ্চোদয়তি রাজানং মদর্থমসিতেক্ষণা ॥১৬
সা প্রহৃষ্টা মহারাজং হিতকামানুবর্তিনী।
জননী চার্থকামা মে কৈকয়াধিপতেঃ সুতা ॥১৭
দিষ্ট্যা খলু মহারাজো মহিষ্যা প্রিয়য়া সহ।
সুমন্ত্রং প্রাহিণোদ্দূতমর্থ-কামকরং মম ॥১৮
যাদৃশী পরিষত্তত্র তাদৃশো দূত আগতঃ।
ধ্রুবমদ্যৈব মাং রাজা যৌবরাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥১৯

হন্ত শীঘ্রমিতো গত্বা দ্রক্ষ্যামি চ মহীপতিম্।
সহ ত্বং পরিবারেণ সুখমাস্ব রমস্ব চ ॥২০
পতিসম্মানিতা সীতা ভর্তারমসিতেক্ষণা।
আ দ্বারমনুবব্রাজ মঙ্গলান্যভিদধ্যুষী ॥২১
রাজ্যং দ্বিজাতিভির্জুষ্টং রাজসূয়াভিষেচনম্।
কর্তুমর্হতি তে রাজা বাসবস্যেব লোককৃৎ ॥২২
দীক্ষিতং ব্রতসম্পন্নং বরাজিনধরং শুচিম্।
কুরঙ্গশৃঙ্গপাণিঞ্চ পশ্যন্তী ত্বাং ভজাম্যহম্ ॥২৩
পূর্বাং দিশং বজ্রধরো দক্ষিণাং পাতু তে যমঃ।
বরুণঃ পশ্চিমামাশাং ধনেশস্তূত্তরাং দিশাম্ ॥২৪
অথ সীতামনুজ্ঞাপ্য কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ।
নিশ্চক্রাম সুমন্ত্রেণ সহ রামো নিবেশনাৎ ॥২৫
পর্বতাদিব নিষ্ক্রম্য সিংহো গিরিগুহাশয়ঃ।
লক্ষ্মণং দ্বারি সোঽপশ্যৎ প্রহ্বাঞ্জলিপুটং স্থিতম্ ॥২৬

পুত্ররূপে পাইয়া কৌশল্যা সৎপুত্রবতী। আপনার পিতা দশরথ মহিষী কৈকেয়ীর সহিত আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আপনি অবিলম্বে সেখানে গমন করুন। অতিদ্যুতিমান্ নরোত্তম রাম সুমন্ত্রের বাক্য শুনিয়া তাহাকে স্বীকৃতি জানাইলেন এবং সীতাকে বলিলেন,—দেবি! পিতৃদেব ও মাতৃদেবী আমার জন্য মিলিত হইয়া অভিষেকের সম্বন্ধে কোনরূপ পরামর্শ করিতেছেন বোধ হয়। সীতে! আমার মনে হইতেছে যে, হিতৈষিণী অতিনিপুণা স্নিগ্ধদৃষ্টি জননী কৈকেয়ী মহারাজের অভিপ্রায় বুঝিয়া আমার জন্য তাঁহাকে প্রেরণা দিতেছেন। কেকয়রাজনন্দিনী মহারাজ দশরথের অনুবর্তিনী, আমার হিতাকাঙ্ক্ষিণী জননী নিশ্চয়ই অভিষেকসংবাদশ্রবণে আনন্দিত হইয়াছেন এবং মহারাজের নিকট আমার জন্য কিছু প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহা আমার সৌভাগ্য যে, মহারাজ প্রিয়মহিষীর সহিত আমার স্বার্থসাধনকারী সুমন্ত্রকে দূতরূপে পাঠাইয়াছেন। অন্তঃপুরে যেভাবে সকলে সমবেত হইয়াছেন এবং যেরূপ দূত আগমন করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, নিশ্চয় অদ্যই মহারাজ আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। দেবি! সীতে! আমি অতিসত্বর এই স্থান হইতে যাইয়া মহারাজকে দর্শন করি। তুমি পরিজনের সহিত সুখে থাক এবং আরাম কর।১১-২০

এইরূপ বলিয়া রাম যাইতে উদ্যত হইলে পতি-সমাদৃতা সুন্দরী সীতা যাত্রাকালে উচ্চারণযোগ্য মাঙ্গলিক বচন বলিতে বলিতে দ্বারদেশ পর্যান্ত রামের অনুগমন করিলেন। সীতা বলিতে লাগিলেন—প্রজাপতি ব্রহ্মা যেরূপে ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপে মহারাজ দশরথ ব্রাহ্মণসেবিত-রাজ্যে তোমাকে রাজসূয়-যোগ্য আয়োজনের সহিত অভিষিক্ত করুন। আমি তোমাকে দীক্ষিত, ব্রতসম্পন্ন, মৃগচর্মধারী, পবিত্র ও কুরঙ্গশৃঙ্গধারী দেখিয়া ভজনা করিব। গমনকালে বজ্রধর ইন্দ্র তোমার পূর্বদিক্ রক্ষা করুন। যম দক্ষিণদিক্, বরুণ পশ্চিমদিক্ ও কুবের উত্তরদিক্ রক্ষা করুন। এইভাবে মাঙ্গলিক আচার সম্পন্ন হইলে সীতার অনুমতি লইয়া রাম সুমন্ত্রের সহিত নিজগৃহ হইতে নির্গত হইলেন। গিরিগুহাশায়ী সিংহ যেমন পর্বত হইতে বহির্গত হয়, সেইভাবে রাম বহির্গত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত লক্ষ্মণকে দ্বারদেশে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর

অথ মধ্যমকক্ষ্যায়াং সমাগচ্ছৎ সুহৃজ্জনৈঃ।
স সর্বানর্থিনো দৃষ্ট্বা সমেত্য প্রতিনন্দ্য চ ॥২৭
ততঃ পাবকসঙ্কাশমারুরোহ রথোত্তমম্।
বৈয়াঘ্রং পুরুষব্যাঘ্রো রাজিতং রাজনন্দন ॥২৮
মেঘনাদমসংবাধং মণি-হেমবিভূষিতম্।
মুষ্ণন্তমিব চক্ষূংষি প্রভয়া মেরুবর্চসম্ ॥২৯
করেণুশিশুকল্পৈশ্চ যুক্তং পরমবাজিভিঃ।
হরিযুক্তং সহস্রাক্ষো রথমিন্দ্র ইবাশুগম্ ॥৩০
প্রযযৌ তূর্ণমাস্থায় রাঘবো জ্বলিতঃ শ্রিয়া।
স পর্জন্য ইবাকাশে স্বনবানভিনাদয়ন্ ॥৩১
নিকেতান্নির্যযৌ শ্রীমান্মহাভ্রাদিব চন্দ্রমাঃ।
চিত্রচামরপাণিস্তু লক্ষ্মণো রাঘবানুজঃ ॥৩২
জুগোপ ভ্রাতরং ভ্রাতা রথমাস্থায় পৃষ্ঠতঃ।
ততো হলহলাশব্দস্তুমুলঃ সমজায়ত ॥৩৩
তস্য নিষ্ক্রমমাণস্য জনৌঘস্য সমন্ততঃ।
ততো হয়বরা মুখ্যা নাগাশ্চ গিরিসন্নিভাঃ ॥৩৪
অনুজগ্মুস্তথা রামং শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অগ্রতশ্চাস্য সন্নদ্ধাশ্চন্দনাগুরুভূষিতাঃ ॥৩৫
খড়্গ-চাপধরাঃ শূরা জগ্মুরাশংসবো জনাঃ।
ততো বাদিত্রশব্দাশ্চ স্তুতিশব্দাশ্চ বন্দিনাম্ ॥৩৬
সিংহনাদাশ্চ শূরাণাং ততঃ শুশ্রুবিরে পথি।
হর্ম্য-বাতায়নস্থাভির্ভূষিতাভিঃ সমন্ততঃ ॥৩৭
কীর্য্যমাণঃ সুপুষ্পৌঘৈর্যযৌ স্ত্রীভিররিন্দমঃ।
রামং সর্বানবদ্যাঙ্গ্যো রামপিপ্রীষয়া ততঃ ॥৩৮
বচোভিরগ্র্যৈর্হর্ম্যস্থাঃ ক্ষিতিস্থাশ্চ ববন্দিরে।
নূনং নন্দতি তে মাতা কৌসল্যা মাতৃনন্দন ॥৩৯
পশ্যন্তী সিদ্ধযাত্রং ত্বাং পিত্র্যং রাজ্যমুপস্থিতম্।
সর্বসীমন্তিনীভ্যশ্চ সীতাং সীমন্তিনীং বরাম্ ॥৪০

মধ্যমপ্রকোষ্ঠে যাহারা দর্শন করিতে উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, সেই সকল সুহৃৎ ও দর্শনপ্রার্থী ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিলেন। রাজপুত্র রাম সকলের সহিত সময়োচিত ব্যবহার করিয়া অগ্নিসদৃশ দিব্যরথে আরোহণ করিলেন। সেই রথটি রজতের দ্বারা নির্মিত এবং ব্যাঘ্রচর্মে সমাবৃত, তাহার শব্দ মেঘের মত। স্বর্ণ-মণিখচিত, অবাধগতি, সুমেরুতুল্য উজ্জ্বল রথটি নিজ-প্রভায় সকলের চক্ষুকে প্রতিহত করে। হস্তিশাবক-সদৃশ উৎকৃষ্ট অশ্ব-সংযোজিত রথটি ইন্দ্রের রথের ন্যায়। ইন্দ্র যেমন ত্বরিতগামী দিব্য অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া গমন করেন, সেইরূপ রামও তাদৃশ রথে আরোহণ করিয়া গমন করিলেন। শ্রীমান্ রাঘব নিজ প্রভায় উজ্জ্বল হইয়া আকাশে মেঘের মত সবদিক্ মুখরিত করিয়া সত্বর অগ্রসর হইলেন। মহামেঘের অভ্যন্তর হইতে চন্দ্রের ন্যায় রাম নিজভবন হইতে নির্গত হইলেন। রামানুজ লক্ষ্মণ বিচিত্রচামর হস্তে লইয়া রথোপরি রামের পশ্চাদ্‌ভাগে উপবেশনপূর্বক অগ্রজকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাম যখন এইভাবে ভবন হইতে নির্গত হইতেছিলেন, তখন সেখানে অপেক্ষারত জনতার তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। রামের পশ্চাতে শত শত উৎকৃষ্ট অশ্ব সহস্রসংখ্যক পর্বতসদৃশ হস্তী গমন করিতে লাগিল এবং চন্দন ও অগুরুভূষিত, খড়্গ ও চাপধারী কবচপরিহিত রামহিতৈষী বীরগণ অগ্রে গমন করিতে লাগিল। সেই সময় পথে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি, বন্দীদিগের স্তুতিশব্দ এবং বীরগণের সিংহনাদ শ্রবণ-গোচর হইতেছিল। চতুর্দিকে হর্ম্যগবাক্ষস্থিত অলঙ্কৃত স্ত্রীলোকগণ রামের উপর পুষ্পনিক্ষেপ করিতে লাগিল। রামকে প্রীত করিবার জন্য ভূতলস্থিত ও হর্ম্যস্থিত সৌন্দর্য্যমণ্ডিত ভদ্রমহিলাগণ উত্তমবাক্যে রামের বন্দনা করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল—কৌশল্যা-সুখবর্ধন! রাম! তোমার যাত্রা সফল হউক। তুমি পৈতৃক রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলে তোমার জননী কৌশল্যা অবশ্যই আনন্দিত হইবেন। অনন্তর ঐ মহিলাগণ মনে করিলেন যে, রামের প্রিয়া সীতা পৃথিবীস্থিত সকল রমণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠরমণী। সীতাদেবী পূর্বে নিশ্চয়ই অতিশয় তপস্যা করিয়াছিলেন, সেইজন্যই চন্দ্রের সহিত রোহিণীর ন্যায় তিনি রামের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

অমন্যন্ত হি তা নার্য্যো রামস্য হৃদয়প্রিয়াম্।
তয়া সুচরিতং দেব্যা পুরা নূনং মহত্তপঃ ॥৪১
রোহিণীব শশাঙ্কেন রামসংযোগমাপ যা।
ইতি প্রাসাদশৃঙ্গেষু প্রমদাভির্নরোত্তমঃ।
শুশ্রাব রাজমার্গস্থঃ প্রিয়া বাচ উদাহৃতাঃ ॥৪২
স রাঘবস্তত্র তদাপ্রলাপান্
শুশ্রাব লোকস্য সমাগতস্য।
আত্মাধিকারা বিবিধাশ্চ বাচঃ
প্রহৃষ্টরূপস্য পুরে জনস্য ॥৪৩
এষ শ্রিয়ং গচ্ছতি রাঘবোঽদ্য
রাজপ্রসাদাদ্ বিপুলাং গমিষ্যন্।
এতে বয়ং সর্বসমৃদ্ধকামা
যেষাময়ং নো ভবিতা প্রশাস্তা ॥৪৪
লাভো জনস্যাস্য যদেষ সর্বং
প্রপৎস্যতে রাষ্ট্রমিদং চিরায়।
ন হ্যপ্রিয়ং কিঞ্চন জাতু কশ্চিৎ
পশ্যেন্ন দুঃখ মনুজাধিপেঽস্মিন্ ॥৪৫
স ঘোষবদ্ভিশ্চ হয়ৈঃ সুনাগৈঃ
পুরঃসরৈঃ স্বস্তিক-সূত-মাগধৈঃ।
মহীয়মানঃ প্রবরৈশ্চ বাদিকৈ-
রভিষ্টুতো বৈশ্রবণো যথা যযৌ ॥৪৬
করেণু-মাতঙ্গ-রথাশ্বসঙ্কুলং
মহাজনৌঘৈঃ পরিপূর্ণচত্বরম্।
প্রভূতরত্নং বহুপণ্যসঞ্চয়ং
দদর্শ রামো বিমলং মহাপথম্ ॥৪৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে
আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ

রাজমার্গে যাইবার সময় রাম প্রাসাদ, গবাক্ষ প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত স্ত্রীজনের প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিলেন। ২১-৪২

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সমাগত অতিশয় আনন্দিত পুরবাসী ব্যক্তিগণের মুখে নিজের বিষয়ে বিবিধ আলাপ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তাহারা বলিতেছিল—এই রঘুনন্দন রাম রাজা দশরথের প্রসাদে বিপুল-রাজ্যশ্রী লাভ করিবার জন্য গমন করিতেছেন। ইনি আমাদের সকলের শাসনকর্তা হইবেন, তাহাতে আমাদের সকল মনোরথ সর্বথা সফল হইবে। এই রাম চিরকালের জন্য রাজ্যলাভ করিতেছেন, ইহাতে আমাদের সকলের পরম লাভ হইবে। ইনি সকল মনুষ্যের পালক হইলে কেহ কখনই অপ্রিয় ও দুঃখপ্রাপ্ত হইবে না। এইরূপ আলাপ শুনিতে শুনিতে রাম শব্দায়মান অশ্ব, হস্তী, অগ্রগামী বীরগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া এবং সূত, মাগধ প্রভৃতি স্তুতিপাঠকগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া কুবেরের ন্যায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্তর হস্তী, হস্তিনী, রথ ও অশ্বে পরিপূর্ণ, বিপুলজনতার দ্বারা পরিব্যাপ্ত, নানাবিধ প্রচুর রত্ন ও বহুবিধ পণ্যদ্রব্যপূর্ণ নির্মল রাজপথ দেখিতে পাইলেন। ৪২-৪৭

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তদশঃ সর্গঃ

[রাজপথস্য শোভাং পরিপশ্যতঃ সজ্জনানাং বাক্যালাপং শৃণ্বতো রামস্য পিতৃভবনে প্রবেশঃ ।]

স রামো রথমাস্থায় সংপ্রহৃষ্ট-সুহৃজ্জনঃ ।
পতাকা-ধ্বজসম্পন্নং মহার্হাগুরুধূপিতম্ ॥১
অপশ্যন্নগরং শ্রীমান্নানাজনসমন্বিতম্ (ক) ।
স গৃহৈরভ্রসঙ্কাশৈঃ পাণ্ডুরৈরুপশোভিতম্ ॥২
রাজমার্গং যযৌ রামো মধ্যেনাগুরুধূপিতম্ ।
চন্দনানাঞ্চ মুখ্যানামগুরূণাঞ্চ সঞ্চয়ৈঃ ॥৩
উত্তমানাঞ্চ গন্ধানাং ক্ষৌম-কৌশাম্বরস্য চ ।
আবিদ্ধাভিশ্চ মুক্তাভিরুত্তমৈঃ স্ফাটিকৈরপি ॥৪
শোভমানমসংবাধং তং রাজপথমুত্তমম্ ।
সংবৃতং বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্ভক্ষ্যৈরুচ্চাবচৈরপি ॥৫
দদর্শ তং রাজপথং দিবি দেবপতির্যথা ।
দধ্যক্ষত-হবির্লাজৈর্ধূপৈরগুরুচন্দনৈঃ ॥৬
নানামাল্যোপগন্ধৈশ্চ সদাভ্যর্চিতচত্বরম্ ।
আশীর্বাদান্ বহূন্ শৃণ্বন্ সুহৃদ্ভিঃ তমুদীরিতান্ ॥৭
যথার্হঞ্চাপি সম্পূজ্য সর্বানেব নরান্ যযৌ ।
পিতামহৈরাচরিতং তথৈব প্রপিতামহৈঃ ॥৮
অদ্যোপাদায় তং মার্গমভিষিক্তোঽনুপালয় ।
যথা স্ম পোষিতাঃ পিত্রা যথা সর্বৈঃ পিতামহৈঃ ।
ততঃ সুখতরং সর্বে রামে বৎস্যাম রাজনি ॥৯
অলমদ্য হি ভুক্তেন পরমার্থৈরলঞ্চ নঃ ।
যথা পশ্যাম নির্যান্তং রামং রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১০
ততো হি নঃ প্রিয়তরং নান্যৎ কিঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ।
যথাভিষেকো রামস্য রাজ্যেনামিততেজসঃ ॥১১
এতাশ্চান্যাশ্চ সুহৃদামুদাসীনঃ শুভাঃ কথাঃ ।
আত্মসম্পূজনীঃ শৃণ্বন্ যযৌ রামো মহাপথম্ ॥১২

সপ্তদশ সর্গ

[রাজপথের শোভাদর্শন করিতে করিতে ও সজ্জনবৃন্দের বাক্যালাপ শুনিতে শুনিতে শ্রীরামের পিতৃভবনে প্রবেশ ।]

শ্রীমান্ রাম সুহৃদ্বর্গকে আনন্দিত করিয়া রথারোহণপূর্বক অযোধ্যানগরকে দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে, প্রতিটি গৃহে ধ্বজ পতাকা উত্তোলিত হইয়াছে। মহামূল্য অগুরু ও ধূপের দ্বারা সুবাসিত হইয়াছে। বহুজনাকীর্ণ মেঘতুল্য উন্নত ও শুভ্র গৃহসমূহের দ্বারা শোভিত হইয়াছে। অযোধ্যানগর দর্শন করিতে করিতে রাজপথে উপস্থিত হইলেন। ঐ রাজপথ অগুরু ও ধূপের গন্ধে সুবাসিত, উৎকৃষ্ট চন্দন, অগুরু ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যের দ্বারা আমোদিত, স্থানে স্থানে পট্ট প্রভৃতি বস্ত্রের দ্বারা সুশোভিত, মধ্যে মধ্যে মুক্তাস্তবক ও স্ফটিকমালা বিরাজিত, নানাবিধ পুষ্প ও ভক্ষ্যদ্রব্যপরিবৃত। এই সকল উপকরণ ঐ রাজপথের শোভাবৃদ্ধি করিয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে যেমন সুন্দর প্রশস্ত রাজপথ দর্শন করেন, রামও সেইরূপ ঐ রাজপথটিকে দেখিতে লাগিলেন। ঐ রাজপথের চত্বরসমূহ সর্বদা দধি, অক্ষত, ঘৃত, লাজ, ধূপ, অগুরু, চন্দন, নানাপ্রকার মাল্য ও গন্ধদ্রব্যে সুশোভিত ছিল। রাজপথে যাইতে যাইতে বহুজনের বহুবিধ আশীর্বাদবাক্য শুনিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে যথাযোগ্যভাবে সম্মান করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজপথস্থিত জনগণ রামকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল—রাম! আপনার প্রপিতামহ ও পিতামহ প্রভৃতি পূর্বপুরুষ যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রজাপালন করিয়াছেন, আপনি সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে পালন করুন। অনন্তর তাহারা পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিল—রামের পিতা, পিতামহ প্রভৃতি আমাদিগকে যেরূপ প্রতিপালন করিয়া সুখী করিয়াছেন, রাম রাজা হইলে আমরা তদপেক্ষা অধিক সুখে থাকিব। যদি রাজ্যে

পাঠান্তর :—(ক) সমাকুলম্ ।

ন হি তস্মান্মনঃ কশ্চিচ্চক্ষুষী বা নরোত্তমাৎ।
নরঃ শক্নোত্যপাক্রষ্টু মতিক্রান্তেঽপি রাঘবে ॥১৩
যশ্চ রামং ন পশ্যেত্তু যঞ্চ রামো ন পশ্যতি।
নিন্দিতঃ সর্বলোকেষু স্বাত্মাপ্যেনং বিগর্হতে ॥১৪
সর্বেষাং স হি ধর্মাত্মা বর্ণানাং কুরুতে দয়াম্।
চতুর্ণাং হি বয়ঃস্থানাং তেন তে তমনুব্রতাঃ ॥১৫
চতুষ্পথান্ দেবপথাংশ্চৈত্যাংশ্চায়তনানি চ।
প্রদক্ষিণং পরিহরন্ জগাম নৃপতেঃ সুতঃ ॥১৬
স রাজকুলমাসাদ্য মেঘসংঘোপমৈঃ শুভৈঃ।
প্রাসাদশৃঙ্গৈর্বিবিধৈঃ কৈলাসশিখরোপমৈঃ ॥১৭
আবারয়দ্ভির্গগনং বিমানৈরিব পাণ্ডুরৈঃ।
বর্ধমানগৃহৈশ্চাপি রত্নজালপরিষ্কৃতৈঃ ॥১৮
তৎপৃথিব্যাং গৃহবরং মহেন্দ্রসদনোপমম্।
রাজপুত্রঃ পিতুর্বেশ্ম প্রবিবেশ শ্রিয়া জ্বলন্ ॥১৯
স কক্ষ্যা ধন্বিভির্গুপ্তাস্তিস্রোঽতিক্রম্য বাজিভিঃ।
পদাতিরপরে কক্ষ্যে দ্বে জগাম নরোত্তমঃ ॥২০
স সর্বাঃ সমতিক্রম্য কক্ষ্যা দশরথাত্মজঃ।
সন্নিবর্ত্য জনং সর্বং শুদ্ধান্তঃপুরমত্যগাৎ ॥২১
তস্মিন্ প্রবিষ্টে পিতুরন্তিকং তদা
জনঃ স সর্বো মুদিতো নৃপাত্মজে।
প্রতীক্ষতে তস্য পুনঃ স্ম নির্গমং
যথোদয়ং চন্দ্রমসঃ সরিৎপতিঃ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ।

অভিষিক্ত হওয়ার পর রাজভবন হইতে রামকে বহির্গত হইতে দেখিতে পাই, তাহা হইলে অদ্য আমাদের ভোজনের প্রয়োজন নাই, অন্য কোন পরমার্থেও প্রয়োজন নাই। অপরিমিততেজঃসম্পন্ন রামের রাজ্যাভিষেক যেরূপ প্রীতিকর হইবে, তদপেক্ষা অধিক প্রীতিকর আর কিছুই হইতে পারে না। এইভাবে রাজপথস্থিত বন্ধুব্যক্তিগণের মুখে স্বীয়প্রশংসা ও শুভ-কথা উদাসীনভাবে শুনিতে শুনিতে রাম রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন।১-১২

তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া চলিলেও কেহই ঐ নরোত্তম হইতে মন বা দৃষ্টি অপসারিত করিতে পারে নাই। সেই সময় যে ব্যক্তি রামকে দর্শন করিতে পারে নাই এবং যে ব্যক্তি রামের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, সে সকললোকের নিকট নিন্দিত হইয়াছিল, নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করিয়াছিল। ধার্মিক রাম ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি-নির্বিশেষে সকলের প্রতি যথাযোগ্য দয়া করেন, সেইজন্য সকলেই তাঁহার অনুগত ছিল। নৃপতিতনয় রাম চতুষ্পথ, দেবালয়, চৈত্য ও সভাগৃহসকল দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে রাজভবনের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ রাজভবন মেঘসমূহতুল্য মনোরম, কৈলাস-শিখরসদৃশ উন্নত ও বহু প্রাসাদশোভিত এবং গগনস্পর্শী বিমানসদৃশ শুভ্র ও বহুরত্নখচিত ক্রীড়াগৃহসমন্বিত। রাজকুমার রাম নিজতেজে প্রদীপ্ত হইয়া পৃথিবীতে ইন্দ্রালয়তুল্য অত্যুত্তম পিতৃভবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ধনুর্ধারী বীরগণকর্তৃক রক্ষিত তিনটি প্রকোষ্ঠ অশ্বযোজিত রথের দ্বারা অতিক্রম করিয়া পুরুষোত্তম রাম পদব্রজে অপর দুইটি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিলেন। দশরথতনয় এইভাবে সকল প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করত অনুগামী লোকদিগকে গমনে নিবৃত্ত করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাজকুমার পিতার নিকট গমন করিলে সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইল। সমুদ্র যেমন চন্দ্রের উদয়ের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ সকললোক রামের বহিরাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।১৩-২২

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশঃ সর্গঃ

[চিন্তিতং পিতরং দৃষ্ট্বা তৎকারণং কৈকয্যাঃ সমীপে রামস্য জিজ্ঞাসা, কঠিনহৃদয়-কৈকয্যা স্বীয়-প্রার্থিতবরবৃত্তান্তস্য বর্ণনম্, বনং গন্তুং শ্রীরামায় প্রেরণাদানঞ্চ।]

স দদর্শাসনে রামো নিষণ্ণং পিতরং শুভে।
কৈকয্যা সহিতং দীনং মুখেন পরিশুষ্যতা ॥১
স পিতুশ্চরণৌ পূর্বমভিবাদ্য বিনীতবৎ।
ততো ববন্দে চরণৌ কৈকয্যাঃ সুসমাহিতঃ ॥২
রামেত্যুক্ত্বা তু বচনং বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ।
শশাক নৃপতির্দীনো নেক্ষিতুং নাভিভাষিতুম্ ॥৩
তদপূর্বং নরপতের্দৃষ্ট্বা রূপং ভয়াবহম্।
রামোঽপি ভয়মাপন্নঃ পদা স্পৃষ্ট্বেব পন্নগম্ ॥৪
ইন্দ্রিয়ৈরপ্রহৃষ্টৈস্তং শোকসন্তাপকর্শিতম্।
নিঃশ্বসন্তং মহারাজং ব্যথিতাকুলচেতসম্ ॥৫
ঊর্মিমালিনমক্ষোভ্যং ক্ষুভ্যন্তমিব সাগরম্।
উপপ্লুতমিবাদিত্যমুক্তানৃতমৃষিং যথা ॥৬
অচিন্ত্যকল্পং নৃপতেস্তং শোকমুপধারয়ন্।
বভূব সংরব্ধতরঃ সমুদ্র ইব পর্বণি ॥৭
চিন্তয়ামাস চতুরো রামঃ পিতৃহিতে রতঃ।
কিংস্বিদদ্যৈব নৃপতির্ন মাং প্রত্যভিনন্দতি ॥৮
অন্যদা মাং পিতা দৃষ্ট্বা কুপিতোঽপি প্রসীদতি।
তস্য মামদ্য সংপ্রেক্ষ্য কিমায়াসঃ প্রবর্ততে ॥৯
স দীন ইব শোকার্তো বিষণ্ণবদনদ্যুতিঃ।
কৈকয়ীমভিবাদ্যৈব রামো বচনমব্রবীৎ ॥১০

অষ্টাদশ সর্গ

[পিতাকে চিন্তিত দেখিয়া তৎকারণ সম্বন্ধে কৈকেয়ীর নিকট রামের জিজ্ঞাসা, কঠিনহৃদয়া কৈকেয়ী কর্তৃক স্বীয় প্রার্থিত বরের বৃত্তান্ত বর্ণন ও বনগমনের জন্য শ্রীরামকে প্রেরণাদান।]

অনন্তর রাম রাজা দশরথকে দীনভাবে শুষ্ক বিষণ্ণবদনে কৈকেয়ীর সহিত উৎকৃষ্ট আসনে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। তিনি প্রথমে অতিবিনীতভাবে পিতার চরণবন্দনা করিলেন, পরে একাগ্রচিত্তে কৈকেয়ীর চরণবন্দনা করিলেন। দৈন্যযুক্ত মহারাজ "রাম" এই কথা বলিয়া আর কোন কথা বলিতে পাইলেন না এবং নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হওয়ায় রামকে দেখিতে পারিলেন না। মহারাজের এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া পদাহত সর্পকে দর্শন করার মত রাম অতিশয় ভীত হইলেন। মহারাজ দশরথের সকল ইন্দ্রিয়ই অপ্রসন্ন হইয়াছে। তিনি শোকে তাপে ব্যথিত হইয়া দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। মর্মস্পর্শী ব্যথায় তাঁহার চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল। ক্ষোভহীন সমুদ্রের ক্ষুব্ধ হওয়ার মত তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া রহিয়াছেন। রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের মত এবং মিথ্যাভাষণে হতপ্রভ ঋষির মত তাঁহার সমস্ত তেজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় পতিত পিতাকে দেখিয়া রাম তাঁহার অচিন্তনীয় শোকের কারণ চিন্তা করিতে করিতে পর্বকালীন সমুদ্রের মত উদ্বেলিত হইলেন। পিতৃহিতৈষী বুদ্ধিমান্ রাম ভাবিতে লাগিলেন—মহারাজ অদ্যই আমাকে অভিনন্দিত করিতেছেন না কেন? অন্যদিন তিনি ক্রুদ্ধ থাকিলেও আমাকে দেখিয়া প্রসন্ন হন, কিন্তু অদ্য আমাকে দেখিয়া তিনি খেদপ্রাপ্ত হইলেন কেন? এইরূপ মনে ভাবিয়া শোকার্ত ম্লানমুখকান্তি রাম অনাথের মত অসহায়ভাবে কৈকেয়ীকে অভিবাদন করিলেন এবং বলিলেন,—আমি অজ্ঞানতাবশত পিতার নিকট কোন অপরাধ করি নাই ত? যে অপরাধের জন্য তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহা আপনি জানিলে আমাকে বলুন এবং পিতাকে প্রসন্ন করুন। যিনি সর্বদা আমার প্রতি বাৎসল্যপরায়ণ, তিনি অদ্য আমার প্রতি অপ্রসন্নচিত্ত কেন? যিনি আমাকে দেখিলে সব সময় সম্ভাষণ

কচ্চিন্ময়া নাপরাদ্ধমজ্ঞানাদ্ যেন মে পিতা।
কুপিতস্তন্মমাচক্ষ্ব ত্বমেবৈনং প্রসাদয় ॥১১
অপ্রসন্নমনাঃ কিং নু সদা মাং প্রতি বৎসলঃ।
বিষণ্ণবদনো দীনঃ নহি মাং প্রতি ভাষতে ॥১২
শারীরো মানসো বাপি কচ্চিদেনং ন বাধতে।
সন্তাপো বাভিতাপো বা দুর্ল্ভং হি সদা সুখম্ ॥১৩
কচ্চিন্ন কিঞ্চিদ্ভরতে কুমারে প্রিয়দর্শনে।
শত্রুঘ্নে বা মহাসত্ত্বে মাতৃণাং বা মমাশুভম্ ॥১৪
অতোষয়ন্মহারাজমকুর্বন্ বা পিতুর্বচঃ।
মুহূর্তমপি নেচ্ছেয়ং জীবিতুং কুপিতে নৃপে ॥১৫
যতো মূলং নরঃ পশ্যেৎ প্রাদুর্ভাবমিহাত্মনঃ।
কথং তস্মিন্ন বর্তেত প্রত্যক্ষে সতি দৈবতে ॥১৬
কচ্চিত্তে পরুষং কিঞ্চিদভিমানাৎ পিতা মম।
উক্তো ভবত্যা রোষেণ যেনাস্য লুলিতং মনঃ ॥১৭
এতদাচক্ষ্ব মে দেবি তত্ত্বেন পরিপৃচ্ছতঃ।
কিং নিমিত্তমপূর্বোঽয়ং বিকারো মনুজাধিপে ॥১৮

এবমুক্তা তু কৈকয়ী রাঘবেণ মহাত্মনা।
উবাচেদং সুনির্লজ্জা ধৃষ্টমাত্মহিতং বচঃ ॥১৯
ন রাজা কুপিতো রাম ব্যসনং নাস্য কিঞ্চন।
কিঞ্চিন্মনোগতং ত্বস্য ত্বদ্ভয়ান্নানুভাষতে ॥২০
প্রিয়ং ত্বামপ্রিয়ং বক্তুং বাণী নাস্য প্রবর্ততে।
তদবশ্যং ত্বয়া কার্য্যং যদনেন শ্রুতং মম ॥২১
এষ মহ্যং বরং দত্ত্বা পুরা মামভিপূজ্য চ।
স পশ্চাৎ তপ্যতে রাজা যথান্যঃ প্রাকৃতস্তথা ॥২২
অতিসৃজ্য দদামীতি (ক) বরং মম বিশাম্পতিঃ।
স নিরর্থং গতজলে সেতুং বন্ধিতুমিচ্ছতি ॥২৩
ধর্মমূলমিদং রাম বিদিতঞ্চ সতামপি।
তৎসত্যং ন ত্যজেদ্ রাজা কুপিতস্ত্বৎকৃতে যথা ॥২৪
যদি তদ্বক্ষ্যতে রাজা শুভং বা যদি বাঽশুভম্।
করিষ্যসি ততঃ সর্বমাখ্যাস্যামি পুনস্ত্বহম্ ॥২৫
যদি ত্বভিহিতং রাজ্ঞা ত্বয়ি তন্ন বিপৎস্যতে।
ততোঽহমভিধাস্যামি ন হ্যেষ ত্বয়ি বক্ষ্যতি ॥২৬

করিয়া থাকেন, তিনি এক্ষণে বিষণ্ণবদনে দীনভাবে রহিয়াছেন কেন ?১-১২

শরীরে কোন ব্যাধি কিংবা মনে কোন শোক প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ব্যথিত করিতেছে না ত ? মানবের সর্বদা সুখ দুর্লভ। প্রিয়দর্শন কুমার ভরত, মহাবলবান্ শত্রুঘ্ন কিংবা আমার মাতৃগণের কোনরূপ অশুভ হয় নাই ত ? আমি পিতাকে অসন্তুষ্ট করিয়া কিংবা তাঁহার বাক্যপালন না করিয়া এক মুহূর্তও বাঁচিতে ইচ্ছা করি না। যদি তিনি আমার প্রতি কোন কারণবশত ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলেও আমি বাঁচিতে ইচ্ছা করি না। যাঁহা হইতে মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, যিনি প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার বাধ্য হইয়া না থাকে ? দেবি ! আপনি অভিমানিনী হইয়া ক্রোধবশত পিতার প্রতি কোনরূপ কটুবাক্য বলেন নাই ত, যাহার জন্য ইহার মন অবসন্ন হইয়াছে ? জননি ! আমি জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি যথার্থরূপে প্রকাশ করুন। মহারাজের এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব চিত্ত-বিকারের কারণ কি ? মহাত্মা রাম এইরূপ বলিলে পর নির্লজ্জা কৈকেয়ী নিজহিতকর ধৃষ্টবাক্য বলিলেন—রাম ! মহারাজ কুপিত হন নাই। ইঁহার কোনরূপ দুঃখও হয় নাই। তবে ইঁহার মনোগত কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে কিন্তু তাহা তোমার ভয়ে বলিতে পারিতেছেন না।১৩-২০

তুমি অতিশয় প্রিয়, এইজন্য তোমাকে অপ্রিয়বাক্য বলিতে ইঁহার রসনা প্রবৃত্ত হইতেছে না। কিন্তু ইনি আমার নিকটে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহা পালন করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। এই মহারাজ পূর্বে প্রশংসাপূর্বক আমাকে বরদান করিয়াছেন, কিন্তু এখন সাধারণলোকের ন্যায় অনুতাপ করিতেছেন। 'বরদান করিব' এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া মহারাজ জলনির্গমনের পর সেতুবন্ধনের ন্যায় বৃথা অনুতাপ করিতেছেন। রাম ! সত্যই ধর্মের মূল—এই কথা সজ্জনেরা অবশ্যই

পাঠান্তর :—(ক) অতি সৃজ্য দদামীতি—।

এতত্তু বচনং শ্রুত্বা কৈকয্যা সমুদাহৃতম্।
উবাচ ব্যথিতো রামস্তাং দেবীং নৃপসন্নিধৌ ॥২৭
অহো ধিঙ্ নার্হসে দেবি বক্তুং মামীদৃশং বচঃ।
অহং হি বচনাদ্ রাজ্ঞঃ পতেয়মপি পাবকে ॥২৮
ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষ্ণং মজ্জেয়মপি চার্ণবে।
নিযুক্তো গুরুণা পিত্রা নৃপেণ চ হিতেন চ ॥২৯
তদ্‌ব্রূহি বচনং দেবি রাজ্ঞো যদভিকাঙ্ক্ষিতম্।
করিষ্যে প্রতিজানে চ রামো দ্বির্নাভিভাষতে ॥৩০
তমার্জবসমাযুক্তমনার্য্যা সত্যবাদিনম্।
উবাচ রামং কৈকয়ী বচনং ভৃশদারুণম্ ॥৩১
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে পিত্রা তে মম রাঘব।
রক্ষিতেন বরৌ দত্তৌ সশল্যেন মহারণে ॥৩২
তত্র মে যাচিতো রাজা ভরতস্যাভিষেচনম্।
গমনং দণ্ডকারণ্যে তব চৈবাদ্য রাঘব ॥৩৩
যদি সত্যপ্রতিজ্ঞং ত্বং পিতরং কর্তুমিচ্ছসি।
আত্মানঞ্চ নরশ্রেষ্ঠ মম বাক্যমিদং শৃণু ॥৩৪
সন্নিদেশে পিতুস্তিষ্ঠ যথানেন প্রতিশ্রুতম্।
ত্বয়ারণ্যং প্রবেষ্টব্যং নব বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥৩৫
ভরতশ্চাভিষিচ্যেত যদেতদভিষেচনম্।
ত্বদর্থে বিহিতং রাজ্ঞা তেন সর্বেণ রাঘব ॥৩৬
সপ্ত সপ্ত চ বর্ষাণি দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ।
অভিষেকমিদং ত্যক্ত্বা জটাচীরধরো ভব ॥৩৭
ভরতঃ কোসলপুরে (ক) প্রশাস্তু বসুধামিমাম্।
নানারত্নসমাকীর্ণাং সবাজি-রথ-সঙ্কুলাম্ (খ) ॥৩৮
এতেন ত্বাং নরেন্দ্রোঽয়ং কারুণ্যেন সমাপ্লুতঃ।
শোকৈঃ সংক্লিষ্টবদনো ন শক্নোতি নিরীক্ষিতুম্ ॥৩৯

জানেন। অতএব এক্ষণে তোমার জন্য আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা যেন সত্য পরিত্যাগ না করেন। মহারাজ যাহা বলিবেন, তাহা শুভই হউক অথবা অশুভই হউক, যদি তুমি তাহা অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে আমি সমস্তই বলিতে পারি। মহারাজের যাহা বক্তব্য, তাহা যদি বৃথা না হয়, তাহা হইলে তোমাকে আমিই বলিব। ইনি তোমাকে কিছুই বলিতে পারিবেন না। কৈকেয়ীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া ব্যথিত রাম মহারাজের সম্মুখেই কৈকেয়ীকে বলিলেন,—অহো! আমাকে ধিক্। দেবি! আপনার আমাকে এইরূপ সন্দেহসূচক বাক্য বলা উচিত নয়। মহারাজের আদেশে আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিতে পারি, তীক্ষ্ণ বিষ ভক্ষণ করিতে পারি, সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে পারি। মহারাজ আমার পিতা, গুরু ও হিতৈষী। তাঁহার নিয়োগে আমি সবই করিতে পারি। দেবি! মহারাজের যাহা অভিলষিত, তাহা আপনি আমাকে বলুন। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তাহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিব। আপনি বিশ্বাস করুন যে, রাম কখনও দুইপ্রকার কথা বলে না।২১-৩০

তখন অনার্য্যা কৈকেয়ী সরলস্বভাব সত্যবাদী রামকে অতিশয় নিষ্ঠুর বাক্য বলিলেন—রাঘব! পূর্বে দেবতা ও অসুরের মহাযুদ্ধে তোমার পিতা শল্যদ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিলেন, আমা-কর্তৃক রক্ষিত হওয়ায় তখন আমাকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। অদ্য আমি সেই বর দুইটি প্রার্থনা করিয়াছি। একটি বর—ভরতের রাজ্যে অভিষেক এবং অপরটি—অদ্যই তোমার দণ্ডকারণ্যে গমন। নরশ্রেষ্ঠ! যদি তুমি পিতাকে ও নিজেকে সত্যপ্রতিজ্ঞ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমার পিতা যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা তুমি পালন কর। চতুর্দশবৎসরকাল তোমাকে অরণ্যে থাকিতে হইবে। রাঘব! মহারাজ তোমার অভিষেকের জন্য যে সকল আয়োজন করিয়াছেন, ঐ সকল আয়োজনের দ্বারা ভরত অভিষিক্ত হইবে। তুমি এই সকল অভিষেক-সম্ভার ত্যাগ করিয়া চতুর্দশবৎসর যাবৎ জটা-চীরধারণপূর্বক দণ্ডকারণ্যে বাস কর। নানাবিধরত্নপূর্ণ অশ্ব-রথসমন্বিত এই রাজ্যকে ভরত শাসন করুক। রাজা এইরূপ বরপ্রদান করায় তোমার প্রতি কারুণ্যপূর্ণ হইয়াছেন এবং

পাঠান্তরঃ—(ক) ভরতঃ কোসলপতেঃ—।
(খ)—সবাজি-রথ-কুঞ্জরাম্।

এতৎ কুরু নরেন্দ্রস্য বচনং রঘুনন্দন।
সত্যেন মহতা রাম তারয়স্ব নরেশ্বরম্ ॥৪০
ইতীব তস্যাং পরুষং বদন্ত্যাং
ন চৈব রামঃ প্রবিবেশ শোকম্।

শোকে শুষ্কবদন হইয়া তোমাকে দেখিতে পারিতেছেন না। রঘুনন্দন! তুমি মহারাজের অভিপ্রেত কার্য্য কর। এই মহাসত্য পালন করিয়া তাঁহাকে পরিত্রাণ কর।

প্রবিব্যথে চাপি মহাপ্রভাবো (ক)
রাজা চ পুত্রব্যসনাভিতপ্তঃ ॥৪১
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥২

কৈকেয়ী এইভাবে নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে থাকিলেও রামের অল্পও শোক বা ব্যথা হইল না। কিন্তু মহানুভব দশরথ অচিরভাবী পুত্রবিরহে অতিশয় ব্যথিত হইলেন।৩১-৪১

পাঠান্তর :— (ক) প্রবিব্যথে চাপি মহানুভাবো

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনবিংশঃ সর্গঃ

[রাম-কৈকয্যোরুক্তি-প্রত্যুক্তী, দশরথান্তঃপুরান্নিক্রম্য রামস্য সুহৃজ্জনদর্শনং, লক্ষণস্যাপি তদনুগমনং, রামস্য মাতৃসমীপে গমনঞ্চ।]

তদপ্রিয়মমিত্রঘ্নো বচনং মরণোপমম্।
শ্রুত্বা ন বিব্যথে রামঃ কৈকয়ীং চেদমব্রবীৎ ॥১
এবমস্তু গমিষ্যামি বনং বস্তুমহং ত্বিতঃ।
জটাচীরধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্ ॥২
ইদন্তু জ্ঞাতুমিচ্ছামি কিমর্থং মাং মহীপতিঃ।
নাভিনন্দতি দুর্দ্ধর্ষো যথাপূর্বমরিন্দমঃ ॥৩
মন্যুর্ন চ ত্বয়া কার্য্যো দেবি ব্রূমি তবাগ্রতঃ।
যাস্যামি ভব সুপ্রীতা বনং চীরজটাধরঃ ॥৪
হিতেন গুরুণা পিত্রা কৃতজ্ঞেন নৃপেণ চ।
নিযুজ্যমানো বিশ্রব্ধঃ কিং ন কুর্য্যামহং প্রিয়ম্ ॥৫
অলীকং মানসং ত্বেকং হৃদয়ং দহতীব মে (ক)।
স্বয়ং যন্নাহ মাং রাজা ভরতস্যাভিষেচনম্ ॥৬
অহং হি সীতাং রাজ্যঞ্চ প্রাণানিষ্টান্ ধনানি চ।
হৃষ্টো ভ্রাত্রে স্বয়ং দদ্যাং ভরতায় প্রচোদিতঃ ॥৭
কিং পুনর্মনুজেন্দ্রেণ স্বয়ং পিত্রা প্রচোদিতঃ।
তব চ প্রিয়কামার্থং প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্ ॥৮

ঊনবিংশ সর্গ

[রাম এবং কৈকেয়ীর উক্তি-প্রত্যুক্তি, দশরথের অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীরামের সুহৃজ্জন পরিদর্শন, লক্ষ্মণেরও রামের অনুগমন এবং শ্রীরামের মাতৃসমীপে গমন।]

শত্রুহন্তা রাম মৃত্যুতুল্যকষ্টদায়ক এই অপ্রিয় বাক্য শুনিয়া ব্যথিত হইলেন না। তিনি কৈকেয়ীকে বলিলেন,—এইরূপই হউক। আমি মহারাজের প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্য জটা-বল্কল ধারণ করিয়া বনে বাস করিতে এইস্থান হইতে গমন করিতেছি। কিন্তু আমি জানিতে ইচ্ছা করি যে, অপরাজেয় শত্রুহন্তা মহারাজ আমাকে পূর্বের ন্যায় অভিনন্দিত করিতেছেন না কেন? দেবি! আপনি রুষ্ট হইবেন না। আপনি প্রসন্ন হউন। আমি আপনার সম্মুখে বলিতেছি যে, জটা-বল্কলধারী হইয়া অবশ্যই বনে গমন করিব। রাজা দশরথ আমার পিতা, গুরু, হিতৈষী ও কৃতজ্ঞ। আমি তাঁহার নিয়োগে বিশ্বস্তচিত্তে কোন্ প্রিয়কার্য্য না করিতে পারি? কিন্তু এই মনোদুঃখে আমার অন্তর দগ্ধ হইতেছে যে, মহারাজ স্বয়ং আমাকে ভরতের অভিষেকের কথা বলিলেন না। ভরত আমার ভ্রাতা। আমি আপনার প্রীতির জন্যই ভরতকে রাজ্য, প্রাণ, অন্যান্য প্রার্থিত বস্তু, ঐশ্বর্য্য এমন কি সীতাকেও

পাঠান্তর :—(ক) দহতে মম

তদাশ্বাসয় হ্রীমন্তং কিং ত্বিদং যন্মহীপতিঃ।
বসুধাসক্তনয়নো মন্দমশ্রূণি মুঞ্চতি ॥৯
গচ্ছন্তু চৈবানয়িতুং দূতাঃ শীঘ্রজবৈর্হয়ৈঃ।
ভরতং মাতুলকুলাদদ্যৈব নৃপশাসনাৎ ॥১০
দণ্ডকারণ্যমেষোঽহং গচ্ছাম্যেব হি সত্বরঃ।
অবিচার্য্য পিতুর্বাক্যং সমাবস্তুং চতুর্দশ ॥১১
সা হৃষ্টা তস্য তদ্বাক্যং শ্রুত্বা রামস্য কৈকয়ী।
প্রস্থানং শ্রদ্দধানা সা ত্বরয়ামাস রাঘবম্ ॥১২
এবং ভবতু যাস্যন্তি দূতাঃ শীঘ্রজবৈর্হয়ৈঃ।
ভরতং মাতুলকুলাদিহাবর্ত্তয়িতুং নরাঃ ॥১৩
তব ত্বহং ক্ষমং মন্যে নোৎসুকস্য বিলম্বনম্।
রাম তস্মাদিতঃ শীঘ্রং বনং ত্বং গন্তুমর্হসি ॥১৪
ব্রীড়ান্বিতঃ স্বয়ং যচ্চ নৃপস্ত্বাং নাভিভাষতে।
নৈতৎ কিঞ্চিন্নরশ্রেষ্ঠ মন্যুরেষোঽপনীয়তাম্ ॥১৫
যাবত্ত্বং ন বনং যাতঃ পুরাদস্মাদতিত্বরম্।
পিতা তাবন্ন তে রাম স্নাস্যতে ভোক্ষ্যতেঽপি বা ॥১৬
ধিক্কষ্টমিতি নিঃশ্বস্য রাজা শোকপরিপ্লুতঃ।
মূর্চ্ছিতো ন্যপতত্তস্মিন্ পর্য্যঙ্কে হেমভূষিতে ॥১৭
রামোঽপ্যুত্থাপ্য রাজানং কৈকয্যাভিপ্রচোদিতঃ।
কশয়েব হতো বাজী বনং গন্তুং কৃতত্বরঃ ॥১৮
তদপ্রিয়মনার্য্যায়া বচনং দারুণোদয়ম্।
শ্রুত্বা গতব্যথো রামঃ কৈকয়ীং বাক্যমব্রবীৎ ॥১৯
নাহমর্থপরো দেবি লোকমাবস্তুমুৎসহে।
বিদ্ধি মামৃষিভিস্তুল্যং বিমলং ধর্ম্মমাস্থিতম্ ॥২০
যত্তত্রভবতঃ কিঞ্চিচ্ছক্যং কর্তুং প্রিয়ং ময়া।
প্রাণানপি পরিত্যজ্য সর্বথা কৃতমেব তৎ ॥২১
ন হ্যতো ধর্ম্মচরণং কিঞ্চিদস্তি মহত্তরম্।
যথা পিতরি শুশ্রূষা তস্য বা বচনক্রিয়া ॥২২

দান করিতে পারি, ইহাতে আমার আনন্দই হইবে। মহারাজ দশরথ আমার পিতা, তাঁহার নিয়োগে তদীয় প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য এই সব বস্তু ভরতকে আমি স্বচ্ছন্দে দান করিতে পারি। আপনি মহারাজকে আশ্বস্ত করুন। ইনি লজ্জিত হইয়া ভূতলে দৃষ্টিপাত করত কিজন্য অল্প অল্প অশ্রুমোচন করিতেছেন? মহারাজের আদেশে মাতুলগৃহ হইতে ভরতকে আনয়ন করিবার জন্য দূতগণ দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া অদ্যই গমন করুক।১-১০

এই আমি পিতার বাক্য নির্বিচারে স্বীকার করিয়া চতুর্দশবৎসরকাল বাস করিবার জন্য অতিসত্বর দণ্ডকারণ্যে যাইতেছি। রামের এইরূপ বাক্য শুনিয়া কৈকেয়ী আনন্দিত হইলেন। রামের বনগমনে বিশ্বাস করিয়াও তাঁহাকে ত্বরা দিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী বলিলেন—রাম! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই হউক। মাতুলালয় হইতে ভরতকে আনিবার জন্য দ্রুতগামী অশ্বের দ্বারা দূতগণ গমন করিবে। কিন্তু তুমি যখন বনগমনে উৎসুক হইয়াছ, তখন তোমার বিলম্ব করা আমি উচিত বলিয়া মনে করি না। অতএব রাম! শীঘ্রই তোমার এখান হইতে বনে যাওয়া উচিত। নরশ্রেষ্ঠ! মহারাজ লজ্জিত হইয়াছেন বলিয়াই নিজে তোমাকে কিছু বলিতে পারিতেছেন না। ইহা অতি সামান্য ব্যাপার, ধর্তব্যই নয়। তুমি এইজন্য মনঃক্ষোভ দূর কর। তুমি ত্বরান্বিত হইয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই পুরী হইতে বনে গমন না কর, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার পিতা স্নানও করিবেন না, ভোজনও করিবেন না। কৈকেয়ীর এইরূপ কথা শুনিয়া শোকার্ত্ত দশরথ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে "উঃ কি কষ্ট! আমাকে ধিক্।" এইরূপ বলার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ-পালঙ্কে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাম মহারাজকে উত্থাপিত করিলেন, কিন্তু সেই সময় পুনর্বার কৈকেয়ীর তাদৃশ বাক্য শুনিয়া কশাদ্বারা আহত অশ্বের ন্যায় বনে গমন করিতে বিলম্ব করিলেন না। অনার্য্য কৈকেয়ীর এইরূপ অপ্রিয় নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া ব্যথাহীন রাম কৈকেয়ীকে বলিলেন—দেবি! আমি স্বার্থপর হইয়া এই সংসারে বাস করিতে ইচ্ছা করি না। আপনি আমাকে ঋষিতুল্য মনে করুন। আমি ঋষিগণের মত শুদ্ধ ধর্ম্মকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়াছি। আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও যদি

অনুক্তোঽপ্যত্রভবতা ভবত্যা বচনাদহম্।
বনে বৎস্যামি বিজনে বর্ষাণীহ চতুর্দশ ॥২৩

ন নূনং ময়ি কৈকেয়ি কিঞ্চিদাশংসসে গুণম্ (ক)।
যদ্ রাজানমবোচস্ত্বং মমেশ্বরতরা সতী ॥২৪

যাবন্মাতরমাপৃচ্ছে সীতাং চানুনয়াম্যহম্।
ততোঽদ্যৈব গমিষ্যামি দণ্ডকানাং মহদ্বনম্ ॥২৫

ভরতঃ পালয়েদ্ রাজ্যং শুশ্রূষেচ্চ পিতুর্যথা।
তথা ভবত্যা কর্তব্যং স হি ধর্মঃ সনাতনঃ ॥২৬

রামস্য তু বচঃ শ্রুত্বা ভৃশং দুঃখগতঃ পিতা।
শোকাদশক্নুবন্ বক্তুং প্ররুরোদ মহাস্বনম্ ॥২৭

বন্দিত্বা চরণৌ রাজ্ঞো বিসংজ্ঞস্য পিতুস্তদা।
কৈকয্যাশ্চাপ্যনার্য্যা যা নিষ্পপাত মহাদ্যুতিঃ ॥২৮

স রামঃ পিতরং কৃত্বা কৈকেয়ীঞ্চ প্রদক্ষিণম্।
নিষ্ক্রম্যান্তঃপুরাত্তস্মাৎ স্বং দদর্শ সুহৃজ্জনম্ ॥২৯

তং বাষ্পপরিপূর্ণাক্ষঃ পৃষ্ঠতোঽনুজগাম হ।
লক্ষ্মণঃ পরমক্রুদ্ধঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ ॥৩০

অভিষেচনিকং ভাণ্ডং কৃত্বা রামঃ প্রদক্ষিণম্।
শনৈর্জগাম সাপেক্ষো দৃষ্টিং তত্রাবিচালয়ন্ ॥৩১

ন চাস্য মহতীং লক্ষ্মীং রাজ্যনাশোঽপকর্ষতি।
লোককান্তস্য কান্তত্বাচ্ছীতরশ্মেরিব ক্ষয়ঃ ॥৩২

ন বনং গন্তুকামস্য ত্যজতশ্চ বসুন্ধরাম্।
সর্বলোকাতিগস্যেব লক্ষ্যতে চিত্তবিক্রিয়া ॥৩৩

প্রতিষিধ্য শুভং ছত্রং ব্যজনে চ স্বলঙ্কৃতে।
বিসর্জয়িত্বা স্বজনং রথং পৌরাংস্তথা জনান্ ॥৩৪

পূজনীয় কোন প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি, তাহা হইলে তাহা করাই হইয়াছে মনে করিবেন। পিতার শুশ্রূষা কিংবা তাঁহার আদেশপালন মহত্তম ধর্মাচরণ। ইহা অপেক্ষা অন্য কোন প্রধান ধর্মাচরণ নাই। পিতৃদেব না বলিলেও আমি আপনার কথা অনুসারেই চতুর্দশবৎসর নির্জনবনে বাস করিব। কৈকেয়ি! মাতঃ! আপনি কি আমাতে কোন গুণই দেখিতে পান নাই, যার জন্য আমার উপর আপনার পূর্ণ আধিপত্য থাকিলেও এইরূপ কার্য্যের জন্য মহারাজকে বলিয়াছেন, আমাকে বলিতে ইচ্ছা করেন নাই? যাহাই হউক, আমি মাতার নিকট বিদায়গ্রহণ করি এবং সীতাকে অনুনয় করিয়া তাহার নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করি। পরে অদ্যই দণ্ডকনামক মহারণ্যে গমন করিব।১১-২৫

আপনি সেইরূপ ব্যবস্থা করিবেন, যাহাতে ভরত রাজ্যপালন করে এবং পিতার শুশ্রূষা করে, যেহেতু ইহাই হইল আমাদের সনাতন ধর্ম। রামের এইরূপ বাক্য শুনিয়া পিতা দশরথ অতিশয় দুঃখিত হইলেন, শোকের তীব্রতায় কিছু বলিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তখন দ্যুতিমান্ রাম সংজ্ঞাহীন পিতার ও অনার্য্যা কৈকেয়ীর চরণবন্দনা করিয়া এবং উভয়কে প্রদক্ষিণ করিয়া অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন। বাহিরে আসিয়া নিজ সুহৃদ্‌গণকে দর্শন করিলেন। সুমিত্রানন্দবর্ধন লক্ষ্মণ * অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে রামের অনুগমন করিতে লাগিলেন। বনগমনে উদ্যত রাম অভিষেকের জন্য সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভারকে প্রদক্ষিণ করত সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রের ক্ষয়ের ন্যায় রাজ্যের অপ্রাপ্তি রামের অনুপম শোভার বিন্দুমাত্র অপকর্ষ করিতে পারে নাই, যেহেতু রাম সর্বলোকাভিরাম এবং অতি কমনীয়। তিনি বসুন্ধরাকে ত্যাগ করিতেছেন এবং বনে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু জীবন্মুক্ত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার কোনরূপ চিত্তবিকার দেখা যায় নাই। রাম শুভ ছত্র ও অলঙ্কৃত চামরদ্বয়ের ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া সমস্ত স্বজন পুরবাসী ও রথকে বিসর্জন দিলেন এবং অন্তরে দুঃখবেগ ধারণ করিয়া ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্বক অপ্রিয় সংবাদ বলিবার জন্য জননী কৌশল্যার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।২৬-৩৫

উৎসব-সময়ে সমাগত সুসজ্জিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহই সত্যবাদী শ্রীমান্ রামের মুখে কোনরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারে নাই। শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রমা

পাঠান্তর :—(ক)—গুণান্।

* লক্ষ্মণ নিকটে থাকিয়া সকল বৃত্তান্ত জানিয়াছিলেন, যেহেতু তিনি সর্বদা রামের সহচর।

ধারয়ন্মনসা দুঃখমিন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য চ।
প্রবিবেশাত্মবান্ বেশ্ম মাতুরপ্রিয়শংসিবান্ ॥৩৫
সর্বোঽপ্যভিজনঃ শ্রীমাঞ্চ্রীমতঃ সত্যবাদিনঃ।
নালক্ষয়ত রামস্য কঞ্চিদাকারমাননে ॥৩৬
উচিতঞ্চ মহাবাহুর্ন জহৌ হর্ষমাত্মবান্।
শারদঃ সমুদীর্ণাংশুশ্চন্দ্রস্তেজ ইবাত্মজম্ ॥৩৭
বাচা মধুরয়া রামঃ সর্বং সম্মানয়ঞ্জনম্।
মাতুঃ সমীপং ধর্মাত্মা প্রবিবেশ মহাযশাঃ ॥৩৮

তং গুণৈঃ সমতাং প্রাপ্তো ভ্রাতা বিপুলবিক্রমঃ।
সৌমিত্রিরনুবব্রাজ ধারয়ন্ দুঃখমাত্মজম্ ॥৩৯
প্রবিশ্য বেশ্মাতিভৃশং মুদাযুতং
সমীক্ষ্য তাং চার্থবিপত্তিমাগতম্।
ন চৈব রামোঽত্র জগাম বিক্রিয়াং
সুহৃজ্জনস্যাত্মবিপত্তিশঙ্কয়া ॥৪০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে
ঊনবিংশঃ সর্গঃ।

যেমন নিজের স্বাভাবিক শোভা ত্যাগ করেন না, সেইরূপ মহাবাহু শুদ্ধাত্মা রাম স্বকীয় স্বাভাবিক হর্ষ ত্যাগ করেন নাই। ধর্মাত্মা যশস্বী রাম মধুর বাক্যে সমাগত সকল ব্যক্তিকে সম্মানিত করিয়া মাতার নিকটে উপস্থিত হইলেন। গুণের দ্বারা রামের সমতাপ্রাপ্ত বিপুলবিক্রম সুমিত্রানন্দন নিজদুঃখ অন্তরে ধারণ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। রাম অতিশয় আনন্দপূর্ণ মাতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন। নিজের বিপদ্ আগতপ্রায় জানিয়া ও স্বজনগণের প্রাণনাশের আশঙ্কায় তিনি বিন্দুমাত্র বিকার প্রাপ্ত হইলেন না।৩৬-৪০

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত

বিংশঃ সর্গঃ

[দশরথান্তঃপুরিকাণাং বিলাপঃ, আশীর্বাচয়ন্তীং কৌসল্যাং প্রতি রামস্য আত্মনো বনগমনবৃত্তান্তকথনম্, তচ্ছ্রুত্বা কৌশল্যায়া ভূতলে পতনং বিলাপশ্চ ।]

তস্মিংস্তু পুরুষব্যাঘ্রে নিষ্ক্রামতি কৃতাঞ্জলৌ ।
আর্তশব্দো মহাঞ্জজ্ঞে স্ত্রীণামন্তঃপুরে তদা ॥১
কৃত্যেষ্বচোদিতঃ পিত্রা সর্বস্যান্তঃপুরস্য চ ।
গতির্যঃ শরণং চাসীৎ স রামোঽদ্য প্রবৎস্যতি ॥২
কৌসল্যায়াং যথাযুক্তো জনন্যাং বর্ততে সদা ।
তথৈব বর্ততেঽস্মাসু জন্ম প্রভৃতি রাঘবঃ ॥৩
ন ক্রুধ্যত্যভিশপ্তোঽপি ক্রোধনীয়ানি বর্জয়ন্ ।
ক্রুদ্ধান্ প্রসাদয়ন্ সর্বান্ স সুতোঽদ্য প্রবৎস্যতি ॥৪
অবুদ্ধির্বত নো রাজা জীবলোকং চরত্যয়ম্ ।
যো গতিং সর্বভূতানাং পরিত্যজতি রাঘবম্ ॥৫
ইতি সর্বা মহিষ্যস্তা বিবৎসা ইব ধেনবঃ ।
পতিমাচুক্রুশুশ্চাপি সস্বনং চাপি চুক্রুশুঃ ॥৬
স হি চান্তঃপুরে ঘোরমার্তশব্দং মহীপতিঃ ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তঃ শ্রুত্বা ব্যালীয়তাসনে ॥৭
রামস্তু ভৃশমায়স্তো নিঃশ্বসন্নিব কুঞ্জরঃ ।
জগাম সহিতো ভ্রাতা মাতুরন্তঃপুরং বশী ॥৮
সোঽপশ্যৎ পুরুষং তত্র বৃদ্ধং পরমপূজিতম্ ।
উপবিষ্টং গৃহদ্বারি তিষ্ঠতশ্চাপরান্ বহূন্ ॥৯
দৃষ্ট্বৈব তু তদা রামং তে সর্বে সমুপস্থিতাঃ ।
জয়েন জয়তাং শ্রেষ্ঠং বর্ধয়ন্তি স্ম রাঘবম্ ॥১০
প্রবিশ্য প্রথমাং কক্ষ্যাং দ্বিতীয়ায়াং দদর্শ সঃ ।
ব্রাহ্মণান্ বেদসম্পন্নান্ বৃদ্ধান্ রাজ্ঞাভিসৎকৃতান্ ॥১১
প্রণম্য রামস্তান্ বৃদ্ধাংস্তৃতীয়ায়াং দদর্শ সঃ ।
স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ দ্বাররক্ষণতৎপরাঃ ॥১২

বিংশ সর্গ

[দশরথান্তঃপুরস্ত্রীগণের বিলাপ, আশীর্বাদকারিণী কৌশল্যার প্রতি শ্রীরামের স্বীয় বনগমনবৃত্তান্ত বর্ণন, তৎকথা শ্রবণে কৌশল্যার ভূতলে পতন ও বিলাপ ।]

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া যখন কৈকেয়ীর অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিলেন, তখন সেখানে দশরথের অন্যান্য মহিষীগণের অতিশয় আর্তনাদ সমুত্থিত হইল। "যে রাম পিতার আদেশ না পাইলেও আমাদের সকলের তত্ত্বাবধান করিতেন, যিনি আমাদের অভিভাবক ও আশ্রয়, হায়! হায়! সেই রাম অদ্য বনে গমন করিবেন। শ্রীমান্ রাম নিজজননী কৌশল্যার প্রতি যেরূপ ব্যবহার সর্বদা করেন, আমাদের প্রতিও জন্মাবধি সেইরূপ ব্যবহারই করিয়া আসিতেছেন। যিনি অভিশপ্ত হইলেও ক্রোধপ্রকাশ করেন না, ক্রোধের হেতুভূত কটুকথা মনে না রাখিয়া ক্রুদ্ধব্যক্তিগণকে প্রসন্ন করেন, তিনি অযোধ্যা হইতে চলিয়া যাইবেন? হায়! মহারাজ দশরথ সত্যই বুদ্ধিহীন। তিনি সকল লোককে বিনাশ করিতেছেন, যেহেতু সর্বলোকগতি শ্রীমান্ রামকে পরিত্যাগ করিতেছেন।" রাজমহিষীগণ বৎসবিহীনা ধেনুর ন্যায় এইরূপ বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং পতির নিন্দা করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে এই প্রকার ঘোর আর্তনাদ শুনিয়া দশরথ পুত্রশোকে অতিশয় অভিভূত হইলেন এবং দুঃখ ও লজ্জার জন্য বস্ত্রদ্বারা দেহ আবৃত করিয়া শয্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে জিতেন্দ্রিয় রাম আত্মীয়-স্বজনের দুঃখে খিন্ন হইয়া হস্তীর ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে লক্ষ্মণের সহিত মাতার অন্তঃপুরে গমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া দ্বারদেশে উপবিষ্ট অতিশয়সৎকারপ্রাপ্ত বৃদ্ধদ্বারাধ্যক্ষকে ও অন্যান্য অনেককে দেখিতে পাইলেন। তাহারা সকলেই রামকে দেখিয়াই তাঁহার নিকটে গমন করিল এবং বিজয়ি-শ্রেষ্ঠকে সংবর্ধনা জানাইল।১-১০

বর্ধয়িত্বা প্রহৃষ্টাস্তাঃ প্রবিশ্য চ গৃহং স্ত্রিয়ঃ।
ন্যবেদয়ন্ত ত্বরিতং রামমাতুঃ প্রিয়ং তদা ॥১৩
কৌসল্যাপি তদা দেবী রাত্রিং স্থিত্বা সমাহিতা।
প্রভাতে ত্বকরোৎ পূজাং বিষ্ণোঃ পুত্রহিতৈষিণী ॥১৪
স ক্ষৌমবসনা হৃষ্টা নিত্যং ব্রতপরায়ণা।
অগ্নিং জুহোতি স্ম তদা মন্ত্রবৎ কৃতমঙ্গলা ॥১৫
প্রবিশ্য তু তদা রামো মাতুরন্তঃপুরং শুভম্।
দদর্শ মাতরং তত্র হাবয়ন্তীং হুতাশনম্ ॥১৬
দেবকার্য্যনিমিত্তঞ্চ তত্রাপশ্যৎ সমুদ্যতম্।
দধ্যক্ষত-ঘৃতং চৈব মোদকান্ হবিষস্তথা ॥১৭
লাজান্মাল্যানি শুক্লানি পায়সং কৃসরং তথা।
সমিধঃ পূর্ণকুম্ভাংশ্চ দদর্শ রঘুনন্দনঃ ॥১৮
তাং শুক্ল-ক্ষৌমসংবীতাং ব্রতযোগেন কর্শিতাম্।
তর্পয়ন্তীং দদর্শাদ্ভির্দেবতাং বরবর্ণিনীম্ ॥১৯
সা চিরস্যাত্মজং দৃষ্ট্বা মাতৃনন্দনমাগতম্।
অভিচক্রাম সংহৃষ্টা কিশোরং বড়বা যথা ॥২০
স মাতরমুপক্রান্তামুপসংগৃহ্য রাঘবঃ।
পরিষক্তশ্চ বাহুভ্যামবঘ্রাতশ্চ মূর্ধনি ॥২১
তমুবাচ দুরাধর্ষং রাঘবং সুতমাত্মনঃ।
কৌসল্যা পুত্রবাৎসল্যাদিদং প্রিয়হিতং বচঃ ॥২২
বৃদ্ধানাং ধর্মশীলানাং রাজর্ষীণাং মহাত্মনাম্।
প্রাপ্নুহ্যায়ুশ্চ কীর্তিঞ্চ ধর্মং চাপ্যুচিতং কুলে ॥২৩
সত্যপ্রতিজ্ঞং পিতরং রাজানং পশ্য রাঘব।
অদ্যৈব ত্বাং স ধর্মাত্মা যৌবরাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥২৪
দত্তমাসনমালভ্য ভোজনেন নিমন্ত্রিতঃ।
মাতরং রাঘবঃ কিঞ্চিৎপ্রসার্য্যাঞ্জলিমব্রবীৎ ॥২৫
স স্বভাববিনীতশ্চ গৌরবাচ্চ তদানতঃ।
প্রস্থিতো দণ্ডকারণ্যমাপ্রষ্টুমুপচক্রমে ॥২৬

অনন্তর রাম প্রথম প্রকোষ্ঠ পার হইয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে রাজাকর্তৃক সমাদৃত বেদজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে উপবিষ্ট দেখিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া তৃতীয় প্রকোষ্ঠে স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধাগণকে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত দেখিলেন। সেই সকল মহিলারা রামকে সংবর্ধিত করিয়া সত্বর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং রাম-মাতাকে প্রিয়-সংবাদ জানাইল। পুত্রকল্যাণকামা জননী কৌশল্যাদেবী সংযতভাবে রাত্রিযাপন করিয়া প্রাতঃকালে বিষ্ণুপূজা করিতেছিলেন। সর্বদা ব্রতাচরণ-রতা পট্টবস্ত্রধারিণী সানন্দে মাঙ্গলিক আচার সমাপন করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক অগ্নিতে আহুতি দেওয়াইতে-ছিলেন। এমন সময় রাম মাতার শুভ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং মাতাকে ঋত্বিগ্‌গণ দ্বারা হবন করিতে দেখিলেন। তিনি সেখানে দেখিলেন যে, দৈব কার্য্যের জন্য দধি, অক্ষত (আতপতণ্ডুল), ঘৃত, মোদক, হবনদ্রব্য, লাজ, শুক্লপুষ্পমালা, পায়স, কৃশর (তিল, মুদ্গ ও তণ্ডুলের মিশ্রণে পাক করা দ্রব্য), সমিধ্ প্রভৃতি আনীত হইয়াছে, অপরদিকে অনেকগুলি পূর্ণকুম্ভও দেখিতে পাইলেন। অনন্তর জননীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, শেতপট্টবস্ত্রধারিণী উপবাসকৃশাঙ্গী গৌরাঙ্গী কৌশল্যা জলদ্বারা দেবতাতর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কৌশল্যা বহুক্ষণ পরে আনন্দদায়ক তনয়কে দেখিয়া নিজশাবকের প্রতি ধাবিত ঘোটকীর ন্যায় সানন্দে তাঁহার নিকট দ্রুতগমন করিলেন। শ্রীমান্ রাম নিকটে আগত জননীর চরণবন্দনা করিলেন, জননীও পুত্রকে বাহুদ্বারা অলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। অনন্তর কৌশল্যা পুত্রবাৎসল্যবশতঃ অপরাজেয় নিজপুত্র রামকে প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলিলেন,—বৎস! তুমি ধার্মিক মহাত্মা বৃদ্ধরাজর্ষিগণের তুল্য দীর্ঘ আয়ু, কীর্তি ও কুলোচিত ধর্ম লাভ কর। রাম! লক্ষ্য কর—তোমার পিতা মহারাজ দশরথ কিরূপ সত্যপ্রতিজ্ঞ! ধর্মাত্মা মহারাজ অদ্যই তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, এইরূপ বলিয়া মাতা নিজ প্রিয়তনয়কে বসিবার জন্য আসন দিলেন এবং কিঞ্চিৎ ভোজনের জন্য বলিলেন। স্বভাববিনীত রাম মাতার প্রতি গৌরবরক্ষার্থে আসনটি স্পর্শ করিলেন, অনন্তর অবনতমস্তকে কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডকারণ্যগমনের অনুমতি

দেবি নূনং ন জানীষে মহদ্ভয়মুপস্থিতম্।
ইদং তব চ দুঃখায় বৈদেহ্যা লক্ষ্মণস্য চ ॥২৭
গমিষ্যে দণ্ডকারণ্যং কিমনেনাসনেন মে।
বিষ্টরাসনযোগ্যো হি কালোঽয়ং মামুপস্থিতঃ ॥২৮
চতুর্দশঃ হি বর্ষাণি বৎস্যামি বিজনে বনে।
কন্দ-মূল-ফলৈর্জীবন্ হিত্বা মুনিবদামিষম্ ॥২৯
ভরতায় মহারাজো যৌবরাজ্যং প্রযচ্ছতি।
মাং পুনর্দণ্ডকারণ্যং বিবাসয়তি তাপসম্ ॥৩০
স ষড়ষ্টৌ চ বর্ষাণি বৎস্যামি বিজনে বনে।
আসেবমানো বন্যানি ফল-মূলৈশ্চ বর্তয়ন্ ॥৩১
সা নিকৃত্তেব শালস্য যষ্টিঃ পরশুনা বনে।
পপাত সহসা দেবী দেবতেব দিবশ্চ্যুতা ॥৩২
তামদুঃখোচিতাং দৃষ্ট্বা পতিতাং কদলীমিব।
রামস্তূত্থাপয়ামাস মাতরং গতচেতসম্ ॥৩৩

উপাবৃত্ত্যোত্থিতাং দীনাং বড়বামিব বাহিতাম্।
পাংশুগুণ্ঠিতসর্বাঙ্গীং বিমমর্শ চ পাণিনা ॥৩৪
সা রাঘবমুপাসীনমসুখার্তা সুখোচিতা।
উবাচ পুরুষব্যাঘ্রমুপশৃণ্বতি লক্ষ্মণে ॥৩৫
যদি পুত্র ন জায়েথা মম শোকায় রাঘব।
ন স্ম দুঃখমতো ভূয়ঃ পশ্যেয়মহমপ্রজাঃ ॥৩৬
এক এব হি বন্ধ্যায়াঃ শোকো ভবতি মানসঃ।
অপ্রজাস্মীতি সন্তাপো ন হ্যন্যঃ পুত্র বিদ্যতে ॥৩৭
ন দৃষ্টপূর্বং কল্যাণং সুখং বা পতিপৌরুষে।
অপি পুত্রে বিপশ্যেয়মিতি রামাস্থিতং ময়া ॥৩৮
সা বহূন্যমনোজ্ঞানি বাক্যানি হৃদয়চ্ছিদাম্।
অহং শ্রোষ্যে সপত্নীনামবরাণাং পরা সতী ॥৩৯
অতো দুঃখতরং কিন্নু প্রমদানাং ভবিষ্যতি।
মম শোকো বিলাপশ্চ যাদৃশোঽয়মনন্তকঃ ॥৪০

লইতে উপক্রম করিলেন, এবং সেইজন্য মাতাকে বলিলেন,—জননি! নিশ্চয়ই আপনি জানেন না যে, আপনার, সীতার ও লক্ষ্মণের দুঃখজনক ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। আমার এই আসনের প্রয়োজন নাই। আমি ত দণ্ডকারণ্যে যাইতেছি। কুশনির্মিত আসনে উপবেশনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমিষত্যাগ করিয়া মুনিগণের মত কন্দফল-মূল দ্বারা জীবনধারণপূর্বক নির্জনবনে চতুর্দশবৎসরকাল বাস করিব। মহারাজ ভরতকে যৌবরাজ্য দান করিতেছেন, এবং আমাকে তপস্বীর বেশে দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত করিতেছেন।১১-৩০

আমি জটা-বল্কলধারী হইয়া ফল-মূলে আহারনির্বাহপূর্বক চতুর্দশবৎসর নির্জনবনে বাস করিব। বনে কুঠার দ্বারা মূল ছিন্ন হইলে পর শালতরু যেমন পতিত হয়, রামের বাক্যে দেবী কৌশল্যাও সেইভাবে অকস্মাৎ ভূপতিত হইলেন। মনে হইল, যেন স্বর্গ হইতে কোন দেবতা পতিত হইলেন। যাঁহার কখনই দুঃখ হওয়া উচিত নয়, সেই কৌশল্যা মহাদুঃখে কদলীর ন্যায় পতিত হইলেন দেখিয়া রাম চৈতন্যহীনা মাতাকে ধরিয়া উঠাইলেন। ভারবহনে ক্লান্ত ঘোটকী যেমন ভূমিতে লুণ্ঠিত ও সর্বাঙ্গে ধূলিধূসরিত হয়, কৌশল্যাও সেইরূপ ভূমিলুণ্ঠনে সর্বাঙ্গে ধূলিধূসরিত হইয়াছেন। রাম জননীকে উঠাইয়া নিজহস্তের দ্বারা তাঁহার ধূলি মুছাইতে লাগিলেন। সর্বদা সুখভোগযোগ্যা কৌশল্যা অতিদুঃখে ব্যথিত হইয়া নিকটে উপবিষ্ট পুরুষোত্তম রামকে লক্ষ্মণের সমক্ষেই বলিলেন,—বৎস! রাম! ওরে! তুই যদি আমাকে এইরূপ দুঃখ দিবার জন্য আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ না ক'রতিস্, তাহা হইলে আমি বন্ধ্যা থাকিতাম, কিন্তু এত দুঃসহ দুঃখ পাইতাম না। বন্ধ্যা-নারীর মনে একটিমাত্র দুঃখ থাকে যে, সে পুত্রহীনা। ইহা ছাড়া অন্য কোন দুঃখ তাহার থাকে না। আমি পতির অনুরাগ পাইয়া সুখ ও ঐশ্বর্য্য কখনও দেখিতে পাই নাই। আশা করিয়াছিলাম যে, পুত্রের দ্বারা তাহা দেখিতে পাইব। রাম! এইজন্যই এতদিন জীবন-ধারণ করিতেছি। কিন্তু এখন জ্যেষ্ঠা রাজমহিষী হইয়াও কনিষ্ঠসপত্নীগণের বহু কর্কশবাক্য শ্রবণ করিতে বাধ্য হইব, যেহেতু তাহারা আমার হৃদয়বিদারক আচরণে সবদা অভ্যস্ত। সপত্নীগণের মর্মস্পর্শী কঠোর বাক্য

পাঠান্তর :—(ক) বট্ চাষ্টৌ চ বর্ষাণি—।

ত্বয়ি সন্নিহিতেঽপ্যেবমহমাসং নিরাকৃতা।
কিং পুনঃ প্রোষিতে তাত ধ্রুবং মরণমেব মে ॥৪১

অত্যন্তং নিগৃহীতাস্মি ভর্তুর্নিত্যমসম্মতা।
পরিবারেণ কৈকয্যাঃ সমা বাপ্যথবাবরা ॥৪২

যো হি মাং সেবতে কশ্চিদপি বাপ্যনুবর্ততে।
কৈকয্যাঃ পুত্রমন্বীক্ষ্য স জনো নাভিভাষতে ॥৪৩

নিত্যক্রোধতয়া তস্যাঃ কথং নু খরবাদিনম্ (ক)।
কৈকয্যা বদনং দ্রষ্টুং পুত্র শক্ষ্যামি দুর্গতা ॥৪৪

দশ সপ্ত চ বর্ষাণি জাতস্য তব রাঘব।
অতীতানি প্রকাঙ্ক্ষন্ত্যা ময়া দুঃখপরিক্ষয়ম্ ॥৪৫

তদক্ষয়ং মহদ্দুঃখং নোৎসহে সহিতুং চিরাৎ।
বিপ্রকারং সপত্নীনামেবং জীর্ণাপি রাঘব ॥৪৬

অপশ্যন্তী তব মুখং পরিপূর্ণ-শশিপ্রভম্।
কৃপণা বর্তয়িষ্যামি কথং কৃপণজীবিকা ॥৪৭

উপবাসৈশ্চ যোগৈশ্চ বহুভিশ্চ পরিশ্রমৈঃ।
দুঃখসংবর্ধিতো মোঘং ত্বং হি দুর্গতয়া ময়া ॥৪৮

স্থিরং নু হৃদয়ং মন্যে মমেদং যন্ন দীর্য্যতে।
প্রাবৃষীব মহানদ্যাঃ স্পৃষ্টং কূলং নবাম্ভসা ॥৪৯

মমৈব নূনং মরণং ন বিদ্যতে
ন চাবকাশোঽস্তি যমক্ষয়ে মম।
যদন্তকোঽদ্যৈব ন মাং জিহীর্ষতি
প্রসহ্য সিংহে রুদতীং মৃগীমিব ॥৫০

স্থিরং হি নূনং হৃদয়ং মমায়সং
ন ভিদ্যতে যদ্ভুবি নো বিদীর্য্যতে।

শ্রবণ অপেক্ষা মহিলাগণের অধিকতর দুঃখ কি হইতে পারে? আমার শোক ও বিলাপ বলার অযোগ্য। কোনদিনই ইহার শেষ হইবে না। বাবা! তুই আমার নিকটে আছিস্, তথাপি আমি উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইয়া আছি। তুই বনে চলিয়া গেলে আমার কি হইবে? নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু হইবে। পতির আনুকূল্য না পাইয়া আমি অতিশয় নিগ্রহভোগ করিয়াছি, আমি কৈকেয়ীর পরিচারিকার তুল্য কিংবা তদপেক্ষাও হীন হইয়া রহিয়াছি। যে আমার সেবা করে কিংবা আমাকে মানিয়া চলে, সে কৈকেয়ীর পুত্রকে দেখিলে আমার সহিত কথা বলে না। বৎস! কৈকেয়ী সর্বদাই ক্রুদ্ধ থাকিয়া কর্কশবাক্য বলে। আমি এই দুরবস্থায় পড়িয়া কিরূপে তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিব? রাম! তোমার উপনয়নের পর সপ্তদশবর্ষ অতীত হইল, আমি নিজদুঃখের অবসান কামনা করিয়া এতদিন অতিবাহিত করিলাম। রাম! এখন আমি জরাজীর্ণ হইয়াছি, আমি অসীম দুঃসহ দুঃখ ও সপত্নীগণের দুর্ব্যবহার বেশী-দিন সহ্য করিতে পারিব না। বৎস! আমি তোমার পূর্ণচন্দ্রতুল্য মুখখানি না দেখিয়া কিরূপে দীনভাবে এই শোচনীয় জীবন ধারণ করিব? বাবা! আমি হত-ভাগিনী, বহু উপবাস, বহু দেবার্চনা ও বহু পরিশ্রমের দ্বারা অনেক কষ্টে তোকে পালিত ও বর্ধিত করিয়াছি, কিন্তু আমার সবই বৃথা হইল। বর্ষাকালে মহানদীর নূতন জলপ্রবাহে যেমন তীর বিদীর্ণ হয়, তোর বনবাসের কথায় যে আমার হৃদয় সেইরূপ বিদীর্ণ হইল না, তাহাতে মনে হয়, নিশ্চয়ই আমার হৃদয় অতিশয় কঠিন। হায়! নিশ্চয়ই আমার মরণ নাই এবং যমালয়ে আমার জন্য অল্পও স্থান নাই। সিংহ যেমন ক্রন্দনরতা হরিণীকে বলপূর্বক লইয়া যায়, সেইরূপ যম আমাকে বলপূর্বক লইয়া যাইতেছে না কেন? নিশ্চয়ই আমার এই কঠিন হৃদয় লৌহনির্মিত, যেহেতু এই দুঃখেও আমার হৃদয় ভিন্ন হইতেছে না, ভূপতিত হইলেও তাহা বিদীর্ণ হইতেছে না। এইরূপ কঠোর দুঃখেও যখন দেহ পতন হইল না, তখন নিশ্চয়ই মনে হয়, অকালে কখনই মৃত্যু হয় না। আমি পুত্রের উদ্দেশে যে সকল ব্রত, দান, সংযম ও তপস্যা করিয়াছি, ঊষরভূমিতে নিক্ষিপ্তবীজের ন্যায় সে সকল ক্রিয়া সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইল, ইহাই আমার একমাত্র দুঃখ। যদি কোন ব্যক্তি গুরুতর দুঃখে ব্যথিত হইয়া অকালেও স্বেচ্ছায় মরিতে পারিত, তাহা হইলে আমি বৎসহীনা ধেনুর ন্যায় তোর অভাবে অদ্যই যমালয়ে গমন করিতাম। চন্দ্রবদন! রাম! তোর অভাবে এখন

পাঠান্তর :—(ক) খরবাদি তৎ

অনেন দুঃখেন চ দেহমর্পিতং
ধ্রুবং হ্যকালে মরণং ন বিদ্যতে ॥৫১

ইদং তু দুঃখং যদনর্থকানি মে
ব্রতানি দানানি চ সংযমাশ্চ হি।
তপশ্চ তপ্তং যদপত্যকাম্যয়া
সুনিষ্ফলং বীজমিবোপ্তমূষরে ।৫২

যদি হ্যকালে মরণং যদৃচ্ছয়া
লভেত কশ্চিদ্ গুরুদুঃখকর্ষিতঃ।
গতাহমদ্যৈব পরেতসংসদং
বিনা ত্বয়া ধেনুরিবাত্মজেন বৈ ॥৫৩

অথাপি কিং জীবিতমদ্য মে বৃথা
ত্বয়া বিনা চন্দ্রনিভাননপ্রভম্।
অনুব্রজিষ্যামি বনং ত্বয়ৈব গৌঃ
সুদুর্বলা বৎসমিবাভিকাঙ্ক্ষয়া ॥৫৪

ভৃশমসুখমমর্ষিতা যদা বহু
বিললাপ সমীক্ষ্য রাঘবম্।
ব্যসনমুপনিশাম্য সা মহৎ
সুতমিব বদ্ধমবেক্ষ্য কিন্নরী ॥৫৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকায়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ ॥২০

আমার জীবনই বৃথা। ধেনু যেমন অত্যন্ত দুর্বল হইয়াও বৎসের অনুগমন করে, সেইরূপ সামর্থ্য না থাকিলেও আমি বনে তোর অনুগমন করিব। কৌশল্যা মহাবিপদের কথা শুনিয়া তজ্জনিত দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি সত্যপাশবদ্ধ পুত্রকে দর্শন করিয়া বহুভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন, যেন কিন্নরী নিজপুত্রের জন্য বিলাপ করিতেছে।৪৫-৫৫

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে বিংশ সর্গ সমাপ্ত

একবিংশঃ সর্গঃ

[কৌসল্যাসন্তাপং দৃষ্ট্বা রাজাদীনুদ্দিশ্য লক্ষ্মণস্য ক্রোধোক্তিঃ, কৌসল্যায়া রামং প্রতি বনগমননিষেধশ্চ]

তথা তু বিলপন্তীং তাং কৌসল্যাং রামমাতরম্।
উবাচ লক্ষ্মণো দীনস্তৎকালসদৃশং বচঃ ॥১
ন রোচতে মমাপ্যেতদার্য্যে যদ্ রাঘবো বনম্।
ত্যক্ত্বা রাজ্যশ্রিয়ং গচ্ছেৎ স্ত্রিয়ো বাক্যবশঙ্গতঃ ॥২
বিপরীতশ্চ বৃদ্ধশ্চ বিষয়ৈশ্চ প্রধর্ষিতঃ।
নৃপঃ কিমিব ন ব্রূয়াচ্চোদ্যমানঃ সমন্মথঃ ॥৩
নাস্যাপরাধং পশ্যামি নাপি দোষং তথাবিধম্।
যেন নির্বাস্যতে রাষ্ট্রাদ্ বনবাসায় রাঘবঃ ॥৪
ন তং পশ্যাম্যহং লোকে পরোক্ষমপি যো নরঃ।
স্বমিত্রোঽপি নিরস্তোঽপি যোঽস্য
দোষমুদাহরেৎ ॥৫
দেবকল্পমৃজুং দান্তং রিপূণামপি বৎসলম্।
অবেক্ষমাণঃ কো ধর্মং ত্যজেৎ পুত্রমকারণাৎ ॥৬
তদিদং বচনং রাজ্ঞঃ পুনর্বাল্যমুপেয়ুষঃ।
পুত্রঃ কো হৃদয়ে কুর্য্যাদ্ রাজবৃত্তমনুস্মরন্ ॥৭
যাবদেব ন জানাতি কশ্চিদর্থমিমং নরঃ।
তাবদেব ময়া সার্ধমাত্মস্থং কুরু শাসনম্ ॥৮
ময়া পার্শ্বে সধনুষা তব গুপ্তস্য রাঘব।
কঃ সমর্থোঽধিকং কর্ত্তুং কৃতান্তস্যেব তিষ্ঠতঃ ॥৯
নির্মনুষ্যামিমাং সর্বামযোধ্যাং মনুজর্ষভ।
করিষ্যামি শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্যদি স্থাস্যতি বিপ্রিয়ে ॥১০

একবিংশ সর্গ

[কৌশল্যার সন্তাপ দেখিয়া রাজা প্রভৃতির উদ্দেশে লক্ষ্মণের ক্রোধোক্তি, এবং কৌশল্যার রামের প্রতি বনগমননিষেধ]।

অনন্তর দীন লক্ষ্মণ বিলাপকারিণী রামমাতা কৌশল্যাকে সময়োচিত বাক্য বলিলেন,—জননি! ইহা আমারও রুচিকর হইতেছে না যে, রাম স্ত্রীলোকের কথায় বাধ্য হইয়া রাজ্যশ্রী পরিত্যাগপূর্বক বনে যাইবেন। রাজা বৃদ্ধ হওয়ায় বিপরীতবুদ্ধি হইয়াছেন, বিষয়ের প্রতি তাঁহার আসক্তি বাড়িয়াছে। কামবশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রীর অনুগত ও নির্দেশপালনকারী হওয়ায় তিনি কি না বলিতে পারেন? আমি রঘুনন্দন রামের কোন অপরাধ কিংবা সেইরূপ কোন দোষ দেখিতেছি না, যাহার জন্য রাজ্য হইতে বনবাসের নিমিত্ত তাঁহাকে নির্বাসিত করা হইতেছে। সংসারে এমন কোন লোক দেখি না, যে অসাক্ষাতেও রামের দোষকীর্তন করে। অন্যের কথা কি, শত্রুও পরাজিত বা তিরস্কৃত হইয়া তাঁহার দোষকীর্তন করে না। ধর্মে আস্থাবান্ কোন্ ব্যক্তি বিনা কারণে দেবতুল্যসরলস্বভাব, জিতেন্দ্রিয় ও শত্রুর প্রতিও স্নেহপরায়ণ পুত্রকে পরিত্যাগ করে? সুতরাং মনে হয়, মহারাজ পুনর্বার বালকের মত বিচারশক্তি হারাইয়াছেন। সেইজন্য এইরূপ বাক্য বলিয়াছেন, কিন্তু পূর্ববর্ত্তী নরপতিগণের আচরণ স্মরণ করিয়া কোন্ পুত্র তাঁহার এই আদেশ হৃদয়ে গ্রহণ করিবে? রাম! যাবৎপর্য্যন্ত এই ব্যাপারটি কেহ জানিতে না পারে, তাহার পূর্বেই আপনি আমার সাহায্যে রাজ্যশাসন নিজের অধীনে আনয়ন করুন। আমি সাক্ষাৎ যমের ন্যায় ধনুর্ধারণপূর্বক পার্শ্বে থাকিয়া আপনাকে রক্ষা করিলে কোন্ ব্যক্তি (বাড়াবাড়ি) আধিক্য দেখাইতে সমর্থ হইবে? যদি অযোধ্যাবাসী মানুষ আপনার প্রতিকূলতা করে, তাহা হইলে আমি তীক্ষ্ণবাণসমূহ দ্বারা সম্পূর্ণ অযোধ্যাকে মনুষ্যশূন্য করিব। নরশ্রেষ্ঠ! আপনি জানেন যে, মৃদুব্যক্তিকে সকলেই পরাভূত করিয়া থাকে, সেইজন্য আমি বলিতেছি—যে যে ব্যক্তি ভরতের পক্ষাবলম্বী, কিংবা যে যে ভরতের হিতকামনা করে, তাহাদের সকলকে আমি বধ করিব। আর পিতা দশরথ যদি কৈকেয়ী কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া সন্তুষ্টমনে আমাদের

ভরতস্যাথ পক্ষ্যো বা যো বাস্য হিতমিচ্ছতি।
সর্বাংস্তাংশ্চ বধিষ্যামি মৃদুর্হি পরিভূয়তে ॥১১
প্রোৎসাহিতোঽয়ং কৈকয্যা সন্তুষ্টো যদি নঃ পিতা।
অমিত্রভূতো নিঃসঙ্গং বধ্যতাং বধ্যতামপি ॥১২
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথং প্রতিপন্নস্য কার্য্যং ভবতি শাসনম্ ॥১৩
বলমেষ কিমাশ্রিত্য হেতুং বা পুরুষোত্তম।
দাতুমিচ্ছতি কৈকয্যা উপস্থিতমিদং তব ॥১৪
ত্বয়া চৈব ময়া চৈব কৃত্বা বৈরমনুত্তমম্।
কাস্য শক্তিঃ শ্রিয়ং দাতুং ভরতায়ারিশাসন ॥১৫
অনুরক্তোঽস্মি ভাবেন ভ্রাতরং দেবি তত্ত্বতঃ।
সত্যেন ধনুষা চৈব দত্তেনেষ্টেন তে শপে ॥১৬
দীপ্তমগ্নিমরণ্যং বা যদি রামঃ প্রবেক্ষ্যতি।
প্রবিষ্টং তত্র মাং দেবি ত্বং পূর্বমবধারয় ॥১৭
হরামি বীর্য্যাদ্ দুঃখং তে তমঃ সূর্য্য ইবোদিতঃ।
দেবী পশ্যতু মে বীর্য্যং রাঘবশ্চৈব পশ্যতু ॥১৮
হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকয্যাসক্তমানসম্।
কৃপণঞ্চ স্থিতং বাল্যে বৃদ্ধভাবেন গর্হিতম্ ॥১৯
এতত্তু বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণস্য মহাত্মনঃ।
উবাচ রামং কৌসল্যা রুদতী শোকলালসা ॥২০
ভ্রাতুস্তে বদতঃ পুত্র লক্ষ্মণস্য শ্রুতং ত্বয়া।
যদত্রানন্তরং তত্ত্বং কুরুষ্ব যদি রোচতে ॥২১
ন চাধর্ম্যং বচঃ শ্রুত্বা সপত্ন্যা মম ভাষিতম্।
বিহায় শোকসন্তপ্তাং গন্তুমর্হসি মামিতঃ ॥২২
ধর্মজ্ঞ ইতি ধর্মিষ্ঠ ধর্মং চরিতুমিচ্ছসি।
শুশ্রূষ মামিহস্থস্ত্বং চর ধর্মমনুত্তমম্ ॥২৩
শুশ্রূষুর্জননীং পুত্র স্বগৃহে নিয়তো বসন্।
পরেণ তপসা যুক্তঃ কাশ্যপস্ত্রিদিবং গতঃ ॥২৪

শত্রু হইয়া যান, তবে নিঃসঙ্গ অবস্থায় তাঁহাকে বধ করিব কিংবা বন্ধন করিব।১ ১২

যেহেতু গুরুও যদি গর্বিত হন, কার্য্য ও অকার্য্য সম্বন্ধে যদি তাঁহার জ্ঞান না থাকে এবং তিনি যদি বিপথগামী হন, তাহা হইলে তাহাকে শাসন করা উচিত। নরোত্তম। মহারাজ কোন্ যুক্তিবলে আপনার ন্যায্যপ্রাপ্য অধিকার কৈকেয়ীকে প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন? শত্রুনাশক। রাম! আপনার সহিত ও আমার সহিত প্রবল শত্রুতা সৃষ্টি করিয়া ভরতকে রাজ্যশ্রী প্রদান করিবার কি শক্তি তাঁহার আছে? অনন্তর লক্ষ্মণ কৌশল্যাকে বলিলেন,—দেবি! আমি সর্বান্তঃকরণে অকপটভাবে রামের প্রতি অনুরক্ত। আমি সত্য, ধনু, দানাদি সৎকর্ম ও অভীষ্টবস্তুর শপথ করিয়া এই কথা বলিতেছি। মাতঃ! যদি অগ্রজ রাম প্রজ্বলিত অগ্নি কিংবা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে আপনি বিশ্বাস করুন যে, আমি রামের প্রবেশের পূর্বেই সেখানে প্রবেশ করিয়াছি। সূর্য্য যেমন উদিত হইয়া অন্ধকার নাশ করেন, আমিও সেইরূপ নিজ শক্তিতে আপনার দুঃখনাশ করিব। আপনি এবং অগ্রজ আমার শক্তি দর্শন করুন। আমি বৃদ্ধ পিতাকে নিহত করিব, যেহেতু তিনি কৈকেয়ীতে অতিশয় আসক্ত এবং আমাদের প্রতি উদাসীন বা নির্দয়। অতিবার্ধক্যের জন্য তিনি শিশুর মত হইয়া গর্হিত কার্য্য করিতেছেন।১৩-১৯

মহাত্মা লক্ষ্মণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া শোকাকুল-চিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে কৌশল্যা রামকে বলিলেন—বৎস। তোমার ভ্রাতা লক্ষ্মণ যাহা বলিতেছে, তাহা শুনিতেছ ত? যদি ইহা তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে এক্ষণে যাহা করণীয়, তাহা কর। আমার সপত্নীর উচ্চারিত অধর্মপূর্ণ বাক্য শুনিয়া শোকদগ্ধ মাতাকে পরিত্যাগপূর্বক এখান হইতে গমন করা কখনই উচিত নয়। ধর্মনিষ্ঠ বৎস! তুমি ধর্মের প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারিয়াছ বলিয়া যদি ধর্মাচরণ করিতেই ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এইস্থানে থাকিয়া আমার শুশ্রূষা কর, ইহাই তোমার শ্রেষ্ঠ ধর্ম। দেখ, বৎস! কাশ্যপ স্বগৃহে থাকিয়া নিয়মপূর্বক মাতৃশুশ্রূষা করিয়াছিলেন, এবং এই পরম তপস্যার দ্বারাই তিনি স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।২০-২৪

যথৈব রাজা পূজ্যস্তে গৌরবেণ তথা হ্যহম্।
ত্বাং সাহং নানুজানামি ন গন্তব্যমিতো বনম্ ॥২৫
ত্বদ্ বিয়োগান্ন মে কার্য্যং জীবিতেন সুখেন চ।
ত্বয়া সহ মম শ্রেয়স্তৃণানামপি ভক্ষণম্ ॥২৬
যদি ত্বং যাস্যসি বনং ত্যক্ত্বা মাং শোকলালসাম্।
অহং প্রায়মিহাসিষ্যে ন চ শক্ষ্যামি জীবিতুম্ ॥২৭
ততস্ত্বং প্রাপ্স্যসে পুত্র নিরয়ং লোকবিশ্রুতম্।
ব্রহ্মহত্যামিবাধর্মাৎ সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ ॥২৮
বিলপন্তীং তথা দীনাং কৌসল্যাং জননীং ততঃ।
উবাচ রামো ধর্মাত্মা বচনং ধর্মসংহিতম্ ॥২৯
নাস্তি শক্তিঃ পিতুর্বাক্যং সমতিক্রমিতুং মম।
প্রসাদয়ে ত্বাং শিরসা গন্তুমিচ্ছাম্যহং বনম্ ॥৩০
ঋষিণা চ পিতুর্বাক্যং কুর্বতা বনচারিণা।
গৌর্হতা জানতাধর্মং কণ্ডুনা চ বিপশ্চিতা ॥৩১
অস্মাকং তু কুলে পূর্বং সাগরস্যাজ্ঞয়া পিতুঃ।
খনদ্ভিঃ সাগরৈর্ভূমিমবাপ্তঃ সুমহান্ বধঃ ॥৩২
জামদগ্ন্যেন রামেণ রেণুকা জননী স্বয়ম্।
কৃত্তা পরশুনাহরণ্যে পিতুর্বচনকারণাৎ ॥৩৩
এতৈরন্যৈশ্চ বহুভির্দেবি দেবসমৈঃ কৃতম্।
পিতুর্বচনমক্লীবং করিষ্যামি পিতুর্হিতম্ ॥৩৪
ন খল্বেতন্ময়ৈকেন ক্রিয়তে পিতৃশাসনম্।
এতৈরপি কৃতং দেবি যে ময়া পরিকীর্তিতাঃ ॥৩৫
নাহং ধর্মমপূর্বং তে প্রতিকূলং প্রবর্তয়ে।
পূর্বৈরয়মভিপ্রেতো গতো মার্গোহনুগম্যতে ॥৩৬
তদেতত্তু ময়া কার্য্যং ক্রিয়তে ভুবি নান্যথা।
পিতুর্হি বচনং কুর্বন্ন কশ্চিন্নাম হীয়তে ॥৩৭
তামেবমুক্ত্বা জননীং লক্ষ্মণং পুনরব্রবীৎ।
বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুষ্মতাম্ ॥৩৮

পিতা দশরথ তোমার যেরূপ পূজনীয়, আমিও মাতৃরূপে সেইরূপই পূজা পাইবার যোগ্য। আমি তোমাকে বনে যাইতে অনুমতি দিতেছি না, অতএব তোমার বনে যাওয়া উচিত নয়। তোমার বিয়োগে আমার সুখেরও প্রয়োজন নাই, জীবনেরও প্রয়োজন নাই। তোমার সহিত থাকিয়া তৃণভক্ষণ করাও আমার শ্রেয়স্কর। তথাপি যদি তুমি আমাকে শোকব্যাকুল অবস্থায় ত্যাগ করিয়া বনে গমন কর, তাহা হইলে আমি অনশন ব্রত করিব, কিছুতেই জীবনধারণ করিতে পারিব না। নদীপতি সমুদ্র মাতৃদুঃখজনক অধর্মাচরণ করিয়া যেরূপ ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তুমিও মাতার মৃত্যুর কারণ হইয়া সর্বলোকপ্রসিদ্ধ নরক-দুঃখ প্রাপ্ত হইবে।২৫ ২৮

এইভাবে অতিশয় দৈন্যের সহিত জননী কৌশল্যা বিলাপ করিতে থাকিলে ধর্মপ্রাণ রাম তাঁহাকে ধর্মসঙ্গত বাক্যে বলিলেন,—জননি! পিতার বাক্য লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য আমার নাই। আমি বনে যাইতে ইচ্ছা করি এবং অবনত মস্তকে আপনার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। বনবাসী সুপণ্ডিত কণ্ডু ঋষি ধর্মজ্ঞ হইয়াও পিতার বাক্যপালন করিবার জন্য গোহত্যা করিয়াছিলেন। পূর্বকালে আমাদের বংশেই পিতা সগরের আদেশে তদীয় পুত্রগণ পৃথিবীখনন করিয়া অদ্ভুতভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জমদগ্নিতনয় রাম পিতার আদেশের জন্য আশ্রমে কুঠার দ্বারা নিজমাতাকে ছেদন করিয়াছিলেন। ইঁহারা এবং অন্যান্য দেবতুল্য বহুব্যক্তি বিনা দ্বিধায় পিতার আদেশ পালন করিয়াছিলেন। অতএব আমি পিতার আদেশপালনের দ্বারা তাঁহার প্রীতিসাধন করিব। জননি! আমিই যে কেবল পিতার আদেশ পালন করিতেছি—তাহা নয়, যাঁহাদের কথা উল্লেখ করিলাম, তাঁহারাও করিয়াছেন। দেবি! আমি আপনার দুঃখজনক কোন অপূর্বধর্মের প্রবর্তন করিতেছি না। আমি যাহা করিতেছি, তাহা পূর্বতন মহাপুরুষগণের অনুমোদিত ও আচরিত। আমি তাঁহাদের অনুসৃত মার্গে অনুগমন করিতেছি মাত্র।২৯-৩৬

এই সংসারে যাহা সকলের কর্তব্য, আমি তাহাই করিতেছি, বিপরীত কিছুই করিতেছি না। পিতৃবাক্য পালন করিলে কেহই হীন হয় না। শ্রীমান্ রাম বাগ্মিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ধনুর্ধারীদের মধ্যে প্রধান।

তব লক্ষ্মণ জানামি ময়ি স্নেহমনুত্তমম্।
বিক্রমং চৈব সত্ত্বঞ্চ তেজশ্চ সুদুরাসদম্ ॥৩৯
মম মাতুর্মহদ্ দুঃখমতুলং শুভলক্ষণ।
অভিপ্রায়ং ন বিজ্ঞায় সত্যস্য চ শমস্য চ ॥৪০
ধর্মো হি পরমো লোকে ধর্মে সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।
ধর্মসংশ্রিতমপ্যেতৎ পিতুর্বচনমুত্তমম্ ॥৪১
সংশ্রুত্য চ পিতুর্বাক্যং মাতুর্বা ব্রাহ্মণস্য বা।
ন কর্তব্যং বৃথা বীর ধর্মমাশ্রিত্য তিষ্ঠতা ॥৪২
সোঽহং ন শক্ষ্যামি পুনর্নিয়োগমতিবর্তিতুম্।
পিতুর্হি বচনাদ্ বীব কৈকেয্যাহং প্রচোদিতঃ ॥৪২
তদেতাং বিসৃজানার্য্যাং ক্ষত্রধর্মাশ্রিতাং মতিম্।
ধর্মামাশ্রয় মা তৈক্ষ্ম্যং মদ্বুদ্ধিরনুগম্যতাম্ ॥৪৪
তমেবমুক্ত্বা সৌহার্দাদ্ ভ্রাতরং লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
উবাচ ভূয়ঃ কৌসল্যাং প্রাঞ্জলিঃ শিরসা নতঃ ॥৪৫

অনুমন্যস্ব মাং দেবি গমিষ্যন্তমিতো বনম্।
শাপিতাসি মম প্রাণৈঃ কুরু স্বস্ত্যয়নানি মে ॥৪৬
তীর্ণপ্রতিজ্ঞশ্চ বনাৎ পুনরেষ্যাম্যহং পুরীম্।
যযাতিরিব রাজর্ষিঃ পুরা হিত্বা পুনর্দিবম্ ॥৪৭
শোকঃ সন্ধার্য্যতাং মাতর্হৃদয়ে সাধু মা শুচঃ ॥
বনবাসাদিহেষ্যামি পুনঃ কৃত্বা পিতুর্বচঃ ॥৪৮
ত্বয়া ময়া চ বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন সুমিত্রয়া।
পিতুর্নিয়োগে স্থাতব্যমেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥৪৯
অম্ব সংহৃত্য সম্ভারান্ দুঃখং হৃদি নিগৃহ্য চ ॥
বনবাসকৃতা বুদ্ধির্মম ধর্ম্যানুবর্ত্যতাম্ ॥৫০
এতদ্ বচস্তস্য নিশম্য মাতা
সুধর্ম্যমব্যগ্রমবিক্লবঞ্চ।
মৃতেব সংজ্ঞাং প্রতিলভ্য দেবী
সমীক্ষ্য রামং পুনরিত্যুবাচ ॥৫১

তিনি নিজজননী কৌশল্যাকে এইরূপ বলিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ! আমাতে যে তোমার প্রগাঢ় প্রীতি আছে, তাহা আমি জানি। তোমার যে বল, বিক্রম ও দুর্ধর্ষ তেজ আছে, তাহাও আমি জানি। শুভলক্ষণ! ভ্রাতঃ! আমার সত্য ও শান্ত অভিপ্রায় মাতা বুঝিতে পারেন নাই, এইজন্য তাঁহার অতুলনীয় গভীর দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে।৩৭-৪০

দেখ, লক্ষ্মণ! এই সংসারে ধর্মই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত। ধর্মেতেই সত্যের প্রতিষ্ঠা। পিতৃদেবের আদেশ প্রকৃতধর্মানুমোদিত। বীর! প্রতিজ্ঞা করার পর পিতার, মাতার কিংবা ব্রাহ্মণের বাক্য লঙ্ঘন করা ধর্মাশ্রয়ী ব্যক্তির কর্তব্য নয়। ভ্রাতঃ! আমি পিতার আদেশেই কৈকেয়ীকর্তৃক বনে বাস করিতে প্রবর্তিত হইয়াছি। অতএব পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিতে কোনরূপেই সমর্থ হইব না। লক্ষ্মণ! তুমি ক্ষত্রিয়-ধর্মানুযুক্ত অনার্য্য-বুদ্ধি ত্যাগ কর, প্রকৃত ধর্মকে আশ্রয় কর এবং উগ্রতা পরিহার কর। আমার বুদ্ধির অনুগামী হও।৪১-৪৭

লক্ষ্মণাগ্রজ রাম সৌহার্দবশতঃ অনুজ লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া অবনতমস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে কৌশল্যা দেবীকে পুনর্বার বলিতে লাগিলেন,—দেবি! আমি অযোধ্যা হইতে বনে যাইতেছি। আপনি আমাকে অনুমতি দান করুন। আমার প্রাণের শপথ (দিব্য) দিতেছি। আপনি আমার বনগমনের সময়ে করণীয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করুন। পূর্বকালে রাজর্ষি যযাতি যেমন স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াও পুনর্বার স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপে আমিও প্রতিজ্ঞাপালন করিয়া বন হইতে পুনর্বার অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিব। মাতঃ! আপনি শোক করিবেন না। মনোমধ্যে শোক সংবরণ করুন। বনবাস করিয়া পিতার আদেশপালনপূর্বক পুনর্বার এখানে ফিরিয়া আসিব। আপনার, আমার, সীতার, লক্ষ্মণের ও সুমিত্রার অবশ্যই পিতার আদেশ পালন করা কর্তব্য। ইহাই আমাদের সনাতনধর্ম। আমার রাজ্যাভিষেকের আয়োজন পরিহার করুন। অন্তরেই দুঃখনিগ্রহ করুন এবং ধর্মানুমোদিত আমার বনবাসের প্রবৃত্তির অনুবর্তিনী হউন।৪৫-৫০

রামের এইরূপ ধর্মযুক্ত ধৈর্য্যপূর্ণ কাতরতাশূন্য বাক্য শুনিয়া মাতা কৌশল্যা মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ

যথৈব তে পুত্র পিতা তথাহং
গুরুঃ স্বধর্ম্মেণ সুহৃত্তয়া চ।
ন ত্বানুজানামি ন মাং বিহায়
সুদুঃখিতামর্হসি গন্তুমেব (ক) ॥৫২
কিং জীবিতেনেহ বিনা ত্বয়া মে
লোকেন বা কিং স্বধয়ামৃতেন।
শ্রেয়ো মুহূর্ত্তং তব সন্নিধানং
মমৈব কৃৎস্নাদপি জীবলোকাৎ ॥৫৩
নরৈরিবোল্কাভিরপোহ্যমানো
মহাগজো ধ্বান্তমভিপ্রবিষ্টঃ।
ভূয়ঃ প্রজজ্বাল বিলাপমেবং
নিশম্য রামঃ করুণং জনন্যাঃ ॥৫৪
স মাতরং চৈব বিসংজ্ঞকল্পা-
মার্ত্তঞ্চ সৌমিত্রিমভিপ্রতপ্তম্।
ধর্ম্মে স্থিতো ধর্ম্ম্যমুবাচ বাক্যং
যথা স এবার্হতি তত্র বক্তুম্ ॥৫৫
অহং হি তে লক্ষ্মণ নিত্যমেব
জানামি ভক্তিঞ্চ পরাক্রমঞ্চ।
মম ত্বভিপ্রায়মসংনিরিক্ষ্য
মাত্রা সহাভ্যর্দসি মা সুদুঃখম্ ॥৫৬

ধর্ম্মার্থ-কামাঃ খলু জীবলোকে
সমীক্ষিতা ধর্মফলোদয়েষু।
যে তত্র সর্ব্বে স্যুরসংশয়ং মে
ভার্য্যেব বশ্যাভিমতা সপুত্রা ॥৫৭
যস্মিংস্তু সর্ব্বে স্যুরসন্নিবিষ্টা
ধর্ম্মো যতঃ স্যাত্তদুপক্রমেত।
দ্বেষ্যো ভবত্যর্থপরো হি লোকে
কামাত্মতা খল্বপি ন প্রশস্তা ॥৫৮
গুরুশ্চ রাজা চ পিতা চ বৃদ্ধঃ
ক্রোধাৎ প্রহর্ষাদথবাপি কামাৎ।
যদ্ ব্যাদিশেৎ কার্য্যমবেক্ষ্য ধর্ম্মং
কস্তং ন কুর্য্যাদনৃশংসবৃত্তিঃ ॥৫৯
ন তেন শক্নোমি পিতুঃ প্রতিজ্ঞা-
মিমাং ন কর্ত্তুং সকলাং যথাবৎ।
স হ্যাবয়োস্তাত গুরুর্নিয়োগে
দেব্যাশ্চ ভর্ত্তা স গতিশ্চ ধর্ম্মঃ ॥৬০
তস্মিন্ পুনর্জীবতি ধর্ম্মরাজে
বিশেষতঃ স্বে পথি বর্তমানে।
দেবী ময়া সার্দ্ধমিতোঽভিগচ্ছেৎ
কথং স্বিদন্যা বিধবেব নারী ॥৬১

পর সংজ্ঞালাভ করিয়া রামকে অবলোকন করিতে করিতে বলিলেন—বৎস। তোমার পিতা যেমন তোমার গুরু, তোমাকে স্নেহের সহিত পালন করিয়াছি বলিয়া আমিও তোমার সেইরূপ গুরু। আমি তোমাকে বনগমনে অনুমতি দিতেছি না। পুত্র! আমি অতিশয় দুঃখভাগিনী। আমাকে ত্যাগ করিয়া বনে যাওয়া তোমার উচিত হইবে না। তুমি আমার নিকটে না থাকিলে আমার জীবনের কি প্রয়োজন? অন্যান্য স্বজন, দেবতা ও পিতৃগণের পূজা এবং অমৃতেরই বা কি প্রয়োজন? সকল লোকের সান্নিধ্য অপেক্ষা মুহূর্তকাল তোমার সান্নিধ্য আমার মঙ্গলের কারণ। মনুষ্যগণ কর্তৃক উল্কা দ্বারা বিতাড়িত হইয়া অন্ধকারে প্রবিষ্ট মহাহস্তী যেরূপ প্রজ্বলিত হয়, জননীর সকরুণ বিলাপ শুনিয়া রামও সেইরূপ প্রজ্বলিত হইলেন। ধর্মপথে স্থিত শ্রীমান্ রাম এইভাবে শোকমূর্চ্ছিত মাতাকে এবং দুঃখিত ও ক্রোধসন্তপ্ত লক্ষ্মণকে ধর্মসঙ্গত বাক্য বলিলেন। এইরূপ অবস্থায় রামই ঐরূপ বলিতে পারেন। শ্রীমান্ রাম বলিলেন—লক্ষ্মণ! তোমার অদ্ভুত পরাক্রম ও আমার প্রতি অবিচলিত ভক্তি আছে, তাহা আমি জানি। কিন্তু অদ্য তুমি জননীর মতই আমার অভিপ্রায় না বুঝিয়াই আমাকে অতিশয় ব্যথিত করিতেছ। ভ্রাতঃ! এই সংসারে পূর্বকৃত ধর্মাচরণের ফলরূপেই ধর্ম, অর্থ ও কাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেরূপ আচরণ করিলে ধর্ম, অর্থ ও কাম পাওয়া যায়, তাহা অবশ্যই করণীয়—ইহাতে সন্দেহ নাই। ভার্য্যা যেরূপ

পাঠান্তরঃ—(ক) সুদুঃখিতামর্হসি পুত্র গন্তুম্॥

সা মানুমন্যস্ব বনং ব্রজন্তং
কুরুষ্ব নঃ স্বস্ত্যয়নানি দেবি।
যথা সমাপ্তে পুনরাব্রজেয়ং
যথা হি সত্যেন পুনর্যযাতিঃ ॥৬২
যশো হ্যহং কেবলরাজ্যকারণা-
ন্ন পৃষ্ঠতঃ কর্তুমলং মহোদয়ম্।
অদীর্ঘকালেন তু দেবি জীবিতে
বৃণেঽবরামদ্য মহীমধর্মতঃ ॥৬৩

প্রসাদয়ন্নরবৃষভঃ স মাতরং
পরাক্রমাজ্জিগমিষুরেব দণ্ডকান্।
অথানুজং ভৃশমনুশাস্য দর্শনং
চকার তাং হৃদি জননীং প্রদক্ষিণম্ ॥৬৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ।

বশীভূত হইয়া ধর্ম, সৌন্দর্য্যাদি দ্বারা অভিমত হইয়া কাম এবং পুত্রের জননী হইয়া অর্থ উৎপাদন করে, সেইরূপ এতাদৃশ আচরণ ধর্ম, অর্থ ও কাম উৎপাদন করিয়া থাকে। যে কার্য্যে ধর্ম, অর্থ ও কামের কোন সম্বন্ধ নাই, তাদৃশ কার্য্য করিবে না। অন্ততঃ যাহাতে ধর্ম আছে—তাহাই করিবে। ধর্মশূন্য কাম ও অর্থযুক্ত কার্য্য করিবে না, যেহেতু যে কার্য্যে কেবল অর্থের সম্বন্ধ আছে, তাহা করিলে লোকের বিদ্বেষভাজন হইতে হয়, এবং যে কার্য্যে কেবল কামের সম্বন্ধ আছে, তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে লোকের প্রশংসা পাওয়া যায় না। লক্ষ্মণ! মহারাজ দশরথ আমার পিতা। তিনি গুরুজন। এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি ক্রোধবশতঃ কিংবা হর্ষবশতঃ যেরূপ কার্য্য করিতে আদেশ করিবেন, কোন্ ভদ্রসন্তান ধর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার অনুষ্ঠান না করিবে? অতএব আমি পিতার এই প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে পালন না করিয়া থাকিতে পারিব না। তিনি আমাদের উভয়ের প্রতি সকলপ্রকার আদেশ দিতে পারেন। জননী কৌশল্যার তিনি পতি, একমাত্র আশ্রয় ও ধর্ম। সেই ধর্মরাজ মহারাজ দশরথ জীবিত আছেন, বিশেষতঃ তিনি ধর্মপথেই বর্তমান আছেন। এই অবস্থায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মাতা সাধারণ বিধবা রমণীর মত আমার সহিত কিভাবে এইস্থান হইতে গমন করিবেন? অতএব জননি! বনগমনে প্রবৃত্ত পুত্রকে অনুমতি প্রদান করুন। যযাতি যেমন সত্যের দ্বারা পুনর্বার স্বর্গে গিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও সত্যরক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া যেন পুনর্বার ফিরিয়া আসিতে পারি, আপনি তাদৃশ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করুন। কেবল রাজ্যের জন্য আমি অতিশয় উৎকৃষ্ট যশে উপেক্ষা করিতে পারি না। এই জীবন দীর্ঘকাল থাকিবে না। এই অবস্থায় অধর্মানুসারে তুচ্ছ রাজ্য প্রার্থনা করি না। নরশ্রেষ্ঠ রাম নিজশক্তিতে দণ্ডকারণ্যে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া নিজজননীকে এইভাবে প্রসন্ন করিলেন এবং অনুজ লক্ষ্মণকে বহুভাবে ধর্মবিষয়ক উপদেশ দান করিয়া মনে মনে কৌশল্যাকে প্রদক্ষিণ করিলেন।৫১-৬৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে একবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশঃ সর্গঃ

[রামস্য কৌসল্যা-লক্ষ্মণাভ্যাং ধর্মোপদেশদানম্ ।]

অথ তং ব্যথয়া দীনং সবিশেষমমর্ষিতম্ ।
সরোষমিব নাগেন্দ্রং রোষবিস্ফারিতেক্ষণম্ ॥১
আসাদ্য রামঃ সৌমিত্রিং সুহৃদং ভ্রাতরং প্রিয়ম্ ।
উবাচেদং স ধৈর্য্যেণ ধারয়ন্ সত্ত্বমাত্মবান্ ॥২
নিগৃহ্য রোষং শোকঞ্চ ধৈর্য্যমাশ্রিত্য কেবলম্ ।
অবমানং নিরস্যৈনং গৃহীত্বা হর্ষমুত্তমম্ ॥৩
উপক্লৃপ্তং যদেতন্মে অভিষেকার্থমুত্তমম্ ।
সর্বং নিবর্তয় ক্ষিপ্রং কুরু কার্য্যং নিরব্যয়ম্॥৪
সৌমিত্রে যোঽভিষেকার্থে মম সম্ভারসম্ভ্রমঃ।
অভিষেকনিবৃত্ত্যর্থে সোঽস্তু সম্ভারসম্ভ্রমঃ ॥৫
যস্যা মদভিষেকার্থে মানসং পরিতপ্যতে ।
মাতা নঃ সা যথা ন স্যাৎ সবিশঙ্কা তথা কুরু ॥৬
তস্যাঃ শঙ্কাময়ং দুঃখং মুহূর্তমপি নোৎসহে ।
মনসি প্রতিসঞ্জাতং সৌমিত্রেঽহমুপেক্ষিতুম্ ॥৭
ন বুদ্ধিপূর্বং নাবুদ্ধং স্মরামীহ কদাচন ।
মাতৃণাং বা পিতুর্বাহং কৃতমল্পঞ্চ বিপ্রিয়ম্ ॥৮
সত্যঃ সত্যাভিসন্ধশ্চ নিত্যং সত্যপরাক্রমঃ ।
পরলোকভয়াদ্ভীতো নির্ভয়োঽস্তু পিতা মম ॥৯
তস্যাপি হি ভবেদস্মিন্ কর্মণ্যপ্রতিসংহৃতে ।
সত্যং নেতি মনস্তাপস্তস্য তাপস্তপেচ্চ মাম্ ॥১০

দ্বাবিংশ সর্গ

[রামের কৌশল্যা ও লক্ষ্মণকে ধর্মোপদেশদান ।]

রাম বনগমনে উদ্যত হইলে লক্ষ্মণ অতিশয় কষ্টে কাতর হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য সকলের অপেক্ষা তিনিই বিশেষ অসহ্যবোধ করিতে লাগিলেন। অতিশয় ক্রোধে তাঁহার নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, তিনি কুপিত মহাগজের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিলেন। তখন জিতেন্দ্রিয় রাম ধৈর্য্যের দ্বারা চিত্তসংযম করিয়া প্রিয়ভ্রাতা সুমিত্রাতনয়কে বন্ধুর মত সম্বোধনপূর্বক বলিলেন,—ভ্রাতঃ! তুমি ক্রোধ ও শোকসংবরণ কর। সর্বদা ধৈর্য্যধারণ কর। এই অপমানকে হৃদয়ে স্থান দিও না। আমার অভিষেকের জন্য যে যে উত্তম আয়োজন হইয়াছে, অতিশয় আনন্দের সহিত সেই সকল বর্জন কর এবং আমার বনগমনের উদ্যোগ বিনাবিঘ্নে সত্বর সফল কর। সুমিত্রানন্দন! আমার অভিষেকের জন্য দ্রব্যসংগ্রহে তোমাদের যে প্রচেষ্টা, তাহা এখন আমার অভিষেক-নিবৃত্তিতে প্রয়োগ কর।১-৫

আমার অভিষেকের জন্য যাঁহার অন্তর অতিশয় সন্তপ্ত হইতেছে, আমাদের মাতা সেই কৈকেয়ী আমার বনগমনে যাহাতে কোনরূপ আশঙ্কা না করেন, তুমি সেইরূপ কার্য্য কর। বনগমনে আশঙ্কার ফলে তাঁহার যে দুঃখ হইবে, তাহা আমি একমুহূর্তও দেখিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহার মনোদুঃখ উপেক্ষা করা চলে না। ভ্রাতঃ! আমার মনে হয় না যে, আমি বুদ্ধিপূর্বক কিংবা অজ্ঞানবশতঃ মাতৃগণের অথবা পিতার অপ্রীতিকর কোন কার্য্য অল্পও করিয়াছি। সত্যবাদী, সর্বদা সত্যবাক্য, অব্যর্থপরাক্রম ও পরলোকভীত পিতা এক্ষণে ভয়শূন্য হউন। আমার অভিষেকের এই আয়োজন নিবৃত্ত না হইলে "আমার বাক্য সত্য হইল না" এইরূপ ভাবিয়া পিতা মনস্তাপ পাইবেন। তাঁহার মনস্তাপ আমাকে অতিশয় কষ্টদান করিবে।৬-১০

লক্ষ্মণ! এইজন্যই আমি অভিষেক-বিধানের নিবৃত্তি করিয়া অচিরকাল এখান হইতে বনে যাইতে ইচ্ছা করি।

অভিষেকবিধানস্তু তস্মাৎ সংহৃত্য লক্ষ্মণ।
অন্বগেবাহমিচ্ছামি বনং গন্তুমিতঃ পুরঃ ॥১১
মম প্রব্রাজনাদস্য কৃতকৃত্যা নৃপাত্মজা।
সুতং ভরতমব্যগ্রমভিষেচয়তাং ততঃ ॥১২
ময়ি চীরাজিনধরে জটামণ্ডলধারিণি।
গতেঽরণ্যঞ্চ কৈকেয্যা ভবিষ্যতি মনঃসুখম্ ॥১৩
বুদ্ধিঃ প্রণীতা যেনেয়ং মনশ্চ সুসমাহিতম্।
তন্তু নার্হামি সংক্লেষ্টুং প্রব্রজিষ্যামি মা চিরম্ ॥১৪
কৃতান্ত এব সৌমিত্রে দ্রষ্টব্যো মৎপ্রবাসনে।
রাজ্যস্য চ বিতীর্ণস্য পুনরেব নিবর্তনে ॥১৫
কৈকেয্যাঃ প্রতিপত্তির্হি কথং স্যান্মম বেদনে।
যদি তস্যা ন ভাবোঽয়ং কৃতান্তবিহিতো ভবেৎ ॥১৬
জানাসি হি যথা সৌম্য ন মাতৃষু মমান্তরম্।
ভূতপূর্বং বিশেষো বা তস্যা ময়ি সুতেঽপি বা ॥১৭
সোঽভিষেকনিবৃত্ত্যর্থৈঃ প্রবাসার্থৈশ্চ দুর্বচৈঃ।
উগ্রৈর্বাক্যৈরহং তস্যা নান্যদ্দৈবাৎ সমর্থয়ে ॥১৮
কথং প্রকৃতিসম্পন্না রাজপুত্রী তথাগুণা।
ব্রুয়াৎ সা প্রাকৃতেব স্ত্রী মৎপীড়াং ভর্তৃসন্নিধৌ ॥১৯
যদচিন্ত্যং তু তদ্দৈবং ভূতেষ্বপি ন হন্যতে।
ব্যক্তং ময়ি চ তস্যাঞ্চ পতিতো হি বিপর্যয়ঃ ॥২০
কশ্চ দৈবেন সৌমিত্রে যোদ্ধুমুৎসহতে পুমান্।
যস্য ন গ্রহণং কিঞ্চিৎ কর্মণোঽন্যন্ন দৃশ্যতে ॥২১
সুখ-দুঃখে ভয়-ক্রোধৌ লাভালাভৌ ভবাভবৌ।
যস্য কিঞ্চিত্তথাভূতং ননু দৈবস্য কর্ম তৎ ॥২২

আমার বনগমনে রাজনন্দিনী কৈকেয়ী কৃতকার্য্য হইবেন এবং নিঃশঙ্কভাবে নিজপুত্র ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারিবেন। আমি বল্কল ও জটা ধারণ করিয়া বনে গমন করিলে কৈকেয়ীর অন্তরে আনন্দ হইবে। পরমেশ্বরের প্রেরণায় কৈকেয়ীর এইরূপ বুদ্ধি হইয়াছে এবং মনও নিজকরণীয় বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছে। তাঁহাকে কষ্ট দিতে আমি পারি না। অতএব অচিরেই বনগমন করিব। ভ্রাতঃ! আমার প্রাপ্তপ্রায় রাজ্যের নিবৃত্তিতে ও নির্বাসনে দৈবকেই কারণ বলিয়া মনে কর।১১-১৫

যদি কৈকেয়ীর এতাদৃশ মনোভাব দৈবকৃত না হইত, তাহা হইলে আমাকে ব্যথা দিতে তাঁহার দৃঢ়সঙ্কল্প কিরূপে হইত? সৌম্য! তুমি ত জান যে, মাতৃগণের প্রতি আমার ব্যবহারের তারতম্য কোন দিনই হয় নাই। কৈকেয়ীরও আমাতে ও নিজপুত্র ভরতে কোন পার্থক্য-বোধ ছিল না। এই অবস্থায় আমার অভিষেক-নিবৃত্তির জন্য এবং আমাকে নির্বাসিত করিবার জন্য তিনি যে সকল কটু ও কঠোর দুর্বাক্য বলিয়াছেন, তাহাতে দৈব-ভিন্ন অন্য কাহাকেও কারণ বলিয়া মনে করিতে পারি না। ভ্রাতঃ! দৈব যদি কারণ না হইত, তাহা হইলে সৎস্বভাববতী স্নেহাদিগুণশালিনী রাজনন্দিনী কিরূপে স্বামীর সাক্ষাতে সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় আমার পীড়াজনক বাক্য বলিতে পারেন? যাহা চিন্তার অগোচর এবং যাহার প্রভাব কোন প্রাণীতেই প্রতিহত হয় না, তাহাই দৈব। এই দৈবের জন্যই আমাতে ও কৈকেয়ীতে এইরূপ বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে।১৬-২০

সুমিত্রানন্দন! ভ্রাতঃ! দৈবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে কোন্ ব্যক্তি সাহসী হইবে? কারণ কর্মফল পাইবার পূর্বে দৈবকে জানিবার অন্য কোন উপায় নাই। সুখ-দুঃখ, ভয়-ক্রোধ, লাভ-ক্ষতি, উৎপত্তি-বিনাশ প্রভৃতি বিষয়ে যে দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার হয়, তাহা দৈবের কার্য্য। অতিকঠোর তপস্যারত ঋষিগণও দৈবপ্রেরিত হইয়া কঠোর ব্রতনিয়ম পরিত্যাগপূর্বক কাম-ক্রোধাদির দ্বারা ভ্রষ্ট হইতে বাধ্য হন। আরব্ধকার্য্য প্রতিহত করিয়া অকস্মাৎ অসঙ্কল্পিত কোন কার্য্য যদি প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহা দৈবেরই কার্য্য বলিতে হইবে। ভ্রাতঃ! আমি এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিজেই নিজেকে সংযত করিয়াছি। সেইজন্য অভিষেক ব্যাহত হইলেও আমার পরিতাপ হইতেছে না। অতএব তুমিও এক্ষণে পরিতাপশূন্য হইয়া আমার মতের অনুসরণ কর। অতি সত্বর আমার অভিষেকের আয়োজন-ক্রিয়ার নিবৃত্তি কর। লক্ষ্মণ! আমার অভিষেকের জন্য যে সকল

ঋষয়োঽপ্যুগ্রতপসো দৈবেনাভিপ্রচোদিতাঃ।
উৎসৃজ্য নিয়মাংস্তীব্রান্ ভ্রশ্যন্তে কাম-মন্যুভিঃ ॥২৩
অসঙ্কল্পিতমেবেহ যদকস্মাৎ প্রবর্ত্ততে।
নিবর্ত্ত্যারব্ধমারম্ভৈর্নন্নু দৈবস্য কর্ম তৎ ॥২৪
এতয়া তত্ত্বয়া বুদ্ধ্যা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
ব্যাহতেঽপ্যভিষেকে মে পরিতাপো ন বিদ্যতে ॥২৫
তস্মাদপরিতাপঃ সন্ ত্বমপ্যনুবিধায় মাম্।
প্রতিসংহারয় ক্ষিপ্রমাভিষেচনিকীং ক্রিয়াম্ ॥২৬
এভিরেব ঘটৈঃ সর্বৈরভিষেচনসম্ভৃতৈঃ।
মম লক্ষ্মণ তাপস্যে ব্রতস্নানং ভবিষ্যতি ॥২৭
অথবা কিং মমৈতেন রাজ্যদ্রব্যময়েন তু।
উদ্ধৃতং মে স্বয়ং তোয়ং ব্রতাদেশং করিষ্যতি ॥২৮
মা চ লক্ষ্মণ সন্তাপং কার্ষীর্লক্ষ্ম্যা বিপর্য্যয়ে।
রাজ্যং বা বনবাসো বা বনবাসো মহোদয়ঃ ॥২৯
ন লক্ষ্মণাস্মিন্ মম রাজ্যবিঘ্নে
মাতা যবীয়স্যভিশঙ্কিতব্যা।
দৈবাভিপন্না ন পিতা কথঞ্চি-
জ্জানাসি দৈবং হি তথা প্রভাবম্ ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥২২

জলপূর্ণ ঘট আনীত হইয়াছে, সেই সকল ঘটের জলের দ্বারা আমার তাপসব্রতের স্নান সম্পন্ন হইবে। অথবা রাজ্যাভিষেক-সামগ্রীতে আমার কি প্রয়োজন? স্বহস্তে উদ্ধৃত জলই আমার ব্রতস্নান সম্পন্ন করিবে। লক্ষ্মণ! আমার রাজলক্ষ্মীলাভে বিপর্য্যয় হওয়ায় দুঃখ করিও না। রাজ্যলাভ ও বনবাস এই দুইটির মধ্যে বনবাসই আমার মহাফলদায়ক। ভ্রাতঃ! আমার রাজ্যলাভে এইরূপ বিঘ্ন হওয়ায় কনিষ্ঠা মাতা * কৈকেয়ী ও পিতা দশরথকে দোষী বলিয়া আশঙ্কা করিও না। যেহেতু তাঁহারা উভয়েই দৈবপ্রেরিত হইয়া এই কার্য্য করিয়াছেন। তুমি ত জানিতে পারিয়াছ যে, দৈব কিরূপ অপ্রতিহতপ্রভাবসম্পন্ন।২১-৩০

* কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীর মধ্যে কৈকেয়ী কনিষ্ঠা। কোনস্থলে অন্যান্য মাতৃগণকে লক্ষ্য করিয়া মধ্যমা মাতা বলা হইয়াছে।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ

[রামসমীপে ভরতাদীনুদ্দিশ্য লক্ষ্মণস্য সক্রোধবাক্যম্ ।]

ইতি ব্রুবতি রামে তু লক্ষ্মণোঽবাকৃশিরা ইব ।
ধ্যাত্বা মধ্যং জগামাশু মনসা দৈন্য-হর্ষয়োঃ ॥১

তথা তু বদ্ধা ভ্রুকুটীং ভ্রুবোর্মধ্যে নরর্ষভঃ ।
নিশশ্বাস মহাসর্পো বিলস্থ ইব রোষিতঃ ॥২

তস্য দুষ্প্রতিবীক্ষং তদ্‌ভ্রুকুটীসহিতং তদা ।
বভৌ ক্রুদ্ধস্য সিংহস্য মুখস্য সদৃশং মুখম্ ॥৩

অগ্রহস্তং বিধুন্বংস্তু হস্তী হস্তমিবাত্মনঃ ।
তির্য্যগূর্দ্ধং শরীরে চ পাতয়িত্বা শিরোধরাম্ ॥৪

অগ্রাক্ষ্ণা বীক্ষমাণস্তু তির্য্যগ্‌ভ্রাতরমব্রবীৎ ।
অস্থানে সম্ভ্রমো যস্য জাতো বৈ সুমহানয়ম্ ॥৫

ধর্মদোষপ্রসঙ্গেন লোকস্যানতিশঙ্কয়া ।
কথং হ্যেতদসম্ভ্রান্তস্ত্বদ্বিধো বক্তুমর্হতি ॥৬

যথা হ্যেবমশৌণ্ডীরং (ক) শৌণ্ডীরঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ।
কিং নাম কৃপণং দৈবমশক্তমভিশংসসি ॥৭

পাপয়োস্তে কথং নাম তয়োঃ শঙ্কা ন বিদ্যতে ।
সন্তি ধর্মোপধাসক্তা ধর্মাত্মন্ কিং ন বুধ্যসে ॥৮

তয়োঃ সুচরিতং স্বার্থং শাঠ্যাৎ পরিজিহীর্ষতোঃ ।
যদি নৈবং ব্যবসিতং স্যাদ্ধি প্রাগেব রাঘব ।
তয়োঃ প্রাগেব দত্তশ্চ স্যাদ্বরঃ প্রকৃতশ্চ সঃ ॥৯

লোকবিদ্বিষ্টমারব্ধং ত্বদন্যস্যাভিষেচনম্ ।
নোৎসহে সহিতুং বীর তত্র মে ক্ষন্তুমর্হসি ॥১০

যেনৈবমাগতা দ্বৈধং তব বুদ্ধির্মহামতে ।
সোঽপি ধর্মো মম দ্বেষ্যো যৎপ্রসঙ্গাদ্ বিমুহ্যসি ॥১১

ত্রয়োবিংশ সর্গ

[ভরত প্রভৃতিকে উদ্দেশ্য করিয়া রামের নিকট লক্ষ্মণের সক্রোধ বাক্য ।]

শ্রীমান্ রাম এই সকল কথা বলিলে পর লক্ষ্মণ অবনতমস্তকে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া দুঃখ ও হর্ষের মধ্যবর্তী অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর নরোত্তম লক্ষ্মণ ভ্রূকুটী করিয়া গর্তস্থিত ক্রুদ্ধ মহাসর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার ভ্রূকুটীযুক্ত দুর্দর্শনীয়-মুখ ক্রুদ্ধসিংহের মুখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। হস্তী যেমন নিজ শুণ্ডটিকে নানাভাবে সঞ্চালিত করে, লক্ষ্মণও সেইরূপ নিজ দক্ষিণহস্তকে নানাভাবে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন, এবং সর্বাঙ্গে গ্রীবাভঙ্গী করিয়া কটাক্ষ দ্বারা বক্রভাবে রামকে অবলোকনপূর্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন,—আর্য্য! ধর্মহানি-সম্ভাবনায় এবং পিতৃবাক্যপালন না করিয়া লোকমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে লোকেরা সৎপথভ্রষ্ট হইবে—এই আশঙ্কায় আপনার বনগমনে যে নিতান্ত ব্যগ্রতা হইয়াছে, তাহা সত্যই অসঙ্গত। আপনার মত বীর নির্ভীক ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ কিরূপে এই সকল কথা বলিতেছেন? কেনই বা দুর্বল অকিঞ্চিৎকর দৈবের এত প্রশংসা করিতেছেন? মহারাজ দশরথও তদীয় পত্নী কৈকেয়ী অতিশয় পাপকার্য্য করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদের প্রতি আপনার আশঙ্কা হইতেছে না কেন? ধর্মজ্ঞ! আপনি একথা কেন বুঝিতেছেন না যে, সংসারে অনেকে ধর্মাচরণের ছলনা বা ভান করিয়া থাকে। আমার মনে হয়, তাঁহারা স্বার্থের জন্য শঠতা করিয়া বিনা দোষে আপনাকে পরিত্যাগ করিতেছেন। রঘুনন্দন! যদি তাঁহাদের এইরূপ অভিপ্রায় পূর্ব হইতেই না থাকিত, তাহা হইলে কৈকেয়ীর প্রতি বরদান বহু পূর্বেই হইতে পারিত, এবং তাহাই সঙ্গত হইত। বীর! এক্ষণে আপনার অভিষেক না হইয়া যদি অন্যের অভিষেক হয়, তাহাতে সকল

পাঠান্তর :—(ক) যথা হ্যেবমশৌণ্ডীনাং—।

কথং ত্বং কর্মণা শক্তঃ কৈকয়ীবশবর্তিনঃ।
করিষ্যসি পিতুর্বাক্যমধর্মিষ্ঠং বিগর্হিতম্ ॥১২
যদয়ং কিল্বিষাদ্ভেদঃ কৃতোহপ্যেবং ন গৃহ্যতে।
জায়তে তত্র মে দুঃখং ধর্মসঙ্গশ্চ গর্হিতঃ ॥১৩
তবায়ং ধর্মসংযোগো লোকস্যাস্য বিগর্হিতঃ।
মনসাপি কথং কামং কুর্য্যাৎ ত্বাং কামবৃত্তয়োঃ।
তয়োস্ত্বহিতয়োর্নিত্যং শত্রোঃ পিত্রভিধানয়োঃ ॥১৪
যদ্যপি প্রতিপত্তিস্তে দৈবী চাপি তয়োর্মতম্।
তথাপ্যুপেক্ষণীয়ং তে ন মে তদপি রোচতে ॥১৫
বিক্লবো বীর্য্যহীনো যঃ স দৈবমনুবর্ততে।
বীরাঃ সম্ভাবিতাত্মানো ন দৈবং পর্য্যুপাসতে ॥১৬
দৈবং পুরুষকারেণ যঃ সমর্থঃ প্রবাধিতুম্।
ন দৈবেন বিপন্নার্থঃ পুরুষঃ সোহবসীদতি ॥১৭
দ্রক্ষ্যন্তি ত্বদ্য দৈবস্য পৌরুষং পুরুষস্য চ।
দৈব-মানুষয়োরদ্য ব্যক্তাব্যক্তির্ভবিষ্যতি ॥১৮
অদ্য মৎপৌরুষহতং (ক) দৈবং দ্রক্ষ্যন্তি বৈ জনাঃ।
যৈর্দৈবাদাহতং তেহদ্য দৃষ্টং রাজ্যাভিষেচনম্ ॥১৯
অত্যঙ্কুশমিবোদ্দামং গজং মদজলোদ্ধতম্।
প্রধাবিতমহং দৈবং পৌরুষেণ নিবর্তয়ে ॥২০
লোকপালাঃ সমস্তাস্তে নাদ্য রামাভিষেচনম্।
ন চ কৃৎস্নাস্ত্রয়ো লোকা বিহন্যুঃ কিং পুনঃ পিতা ॥২১
যৈর্বিবাসস্তবারণ্যে মিথো রাজন্ সমর্থিতঃ।
অরণ্যে তে বিবৎস্যন্তি চতুর্দশ সমাস্তথা ॥২২
অহং তদাশাং ধক্ষ্যামি পিতুস্তস্যাশ্চ যা তব।
অভিষেকবিঘাতেন পুত্ররাজ্যায় বর্ততে ॥২৩

লোকের বিদ্বেষ উৎপন্ন হইবে। আমি ইহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছি না, সেইজন্য আমাকে ক্ষমা করা উচিত।১-১০

আপনি সত্যই তীক্ষ্ণবুদ্ধি। তথাপি আমি বলিতেছি যে, যে ধর্মের দ্বারা আপনার বুদ্ধিবিপর্য্যয় হইয়াছে, যাহার দ্বারা আপনার মোহাবেশ হইয়াছে, আমি সেই ধর্মকে বিদ্বেষ করি। আপনি কার্য্যসাধনে সক্ষম, তথাপি কৈকেয়ীর বশীভূত নরপতির অধর্মপূর্ণ লোক-নিন্দিত আদেশ কিরূপে পালন করিবেন? আপনার রাজ্যাভিষেকে কপটতার দ্বারা ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা আপনি বুঝিতেছেন না, অপরন্তু ঐ গর্হিত কার্য্যকে ধর্ম বলিয়া বুঝিতেছেন—ইহাই আমার দুঃখ। আপনার এইরূপ কার্য্যে ধর্মভাব আরোপ করা সর্বলোকনিন্দিত। রাজা দশরথ ও কৈকেয়ী নামেই পিতা-মাতা, বস্তুতঃ তাঁহারা আপনার বৈরী ও অহিতকারী। আপনি ভিন্ন এমন কে আছে, যে এইরূপ যদৃচ্ছাচারী ব্যক্তিদের কথা মনেও স্থান দেয়? পিতা-মাতার এতাদৃশী বুদ্ধি দৈবের দ্বারাই হইয়াছে, ইহাই যদি আপনার ধারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও বলিতেছি যে, আপনার ঐ ধারণার প্রতি উপেক্ষা করা উচিত, যেহেতু আমি দৈবকে পছন্দ করি না। যে ব্যক্তি অতিশয় কাতর ও দুর্বল, সেই ব্যক্তিই দৈবের অনুগমন করে। যাহারা বীর ও সংসারে পুরুষ বলিয়া সম্মানিত, তাহারা কখনও দৈবের উপাসনা করেন না। যিনি নিজ পুরুষকারের দ্বারা দৈবকে বাধিত করিতে সমর্থ, তিনি দৈবের জন্য কদাচিৎ হতাশ হইলেও অবসন্ন হন না। অদ্য সকলেই দৈব ও পুরুষের পৌরুষ দুইটিকেই দেখিতে পাইবে। অদ্যই দৈব ও মানুষের শক্তির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ পরীক্ষিত হইবে। যাহারা আপনার রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়াকে যে দৈবের প্রভাবে প্রতিহত হইতে দেখিয়াছে, অদ্য তাহারা সকলেই আমার পৌরুষের দ্বারা সেই দৈবকে প্রতিহত হইতে দেখিবে। আমি নিজপৌরুষের দ্বারা নিরঙ্কুশ উচ্ছৃঙ্খল মদমত্ত হস্তীর ন্যায় দুর্বারগতি দৈবকে নিয়ন্ত্রিত করিব।১১-২০

অগ্রজ! পিতা দশরথের কথা দূরে থাকুক, সকল লোকপাল এবং ত্রিলোকবাসী প্রাণিগণও আপনার অভিষেকে বাধা দিতে পারিবে না। রাজন্! যাহারা পরস্পর আলোচনার দ্বারা আপনার বনবাস সমর্থন করিয়াছে, তাহারাই চতুর্দশবৎসর যাবৎ বনবাস করিতে

পাঠান্তর:—(ক) অদ্য মে পৌরুষহতং—।

মদ্বলেন বিরুদ্ধায় ন স্যাদ্দৈববলং তথা।
প্রভবিষ্যতি দুঃখায় যথোগ্রং পৌরুষং মম ।২৪
ঊর্ধ্বং বর্ষসহস্রান্তে প্রজাপাল্যমনন্তরম্।
আর্য্যপুত্রাঃ করিষ্যন্তি বনবাসং গতে ত্বয়ি ॥২৫
পূর্বরাজর্ষিবৃত্ত্যা হি বনবাসো বিধীয়তে।
প্রজা নিক্ষিপ্য পুত্রেষু পুত্রবৎ পরিপালনে ॥২৬
স চেদ্ রাজন্যনেকাগ্রে রাজ্যবিভ্রমশঙ্কয়া।
নৈবমিচ্ছসি ধর্মাত্মন্ রাজ্যং রাম ত্বমাত্মনি ॥২৭
প্রতিজানে চ তে বীর মা ভূবং বীরলোকভাক্।
রাজ্যঞ্চ তব রক্ষেয়মহং বেলেব সাগরম্ ।২৮
মঙ্গলৈরভিষিঞ্চস্ব তত্র ত্বং ব্যাপৃতো ভব।
অহমেকো মহীপালানলং বারয়িতুং বলাৎ ॥২৯
ন শোভার্থাবিমৌ বাহূ ন ধনুর্ভূষণায় মে।
নাসিরাবন্ধনার্থায় ন শরাঃ স্তম্ভহেতবঃ ॥৩০

অমিত্রমথনার্থং মে সর্বমেতচ্চতুষ্টয়ম্।
ন চাহং কাময়েঽত্যর্থং যঃ স্যাচ্ছত্রুর্মতো মম ॥৩১
অসিনা তীক্ষ্ণধারেণ বিদ্যুচ্চলিতবর্চসা।
প্রগৃহীতেন বৈ শত্রুং বজ্রিনং বা ন কল্পয়ে ॥৩২
খড়্গনিষ্পেষনিষ্পিষ্টৈর্গহনা দুশ্চরা চ মে।
হস্ত্যশ্ব-রথি-হস্তোরু-শিরোভির্ভবিতা মহী ॥৩৩
খড়্গধারাহতা মেঽদ্য দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ।
পতিষ্যন্তি দ্বিষো ভূমৌ মেঘা ইব সবিদ্যুতঃ ॥৩৪
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণে প্রগৃহীতশরাসনে।
কথং পুরুষমানী স্যাৎ পুরুষাণাং ময়ি স্থিতে ॥৩৫
বহুভিশ্চৈকমত্যস্যন্নেকেন চ বহূন্ জনান্।
বিনিয়োক্ষ্যাম্যহং বাণান্ নৃ-বাজি-গজ-মর্মসু ॥৩৬
অদ্য মেঽস্ত্রপ্রভাবস্য প্রভাবঃ প্রভবিষ্যতি।
রাজ্ঞশ্চাপ্রভুতাং কর্তুং প্রভুত্বঞ্চ তব প্রভো ॥৩৭

বাধ্য হইবে। যে কৈকেয়ী আপনার অভিষেকে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া নিজপুত্রকে রাজ্য দিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহার ও পিতার ঐ আশা আমি বিফল করিব। যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইবে, আমার উগ্র পৌরুষ তাহাকে যেরূপ দুঃখ প্রদান করিবে, দৈববল তাহাকে সেইরূপ দুঃখ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। আর্য্য! আপনি প্রজাপালন করিয়া সহস্রবৎসর পরে যখন বনগমন করিবেন, তখন আপনার পুত্রগণ প্রজাপালন করিতে থাকিবে।২১-২৫

পুত্রগণের উপর পুত্রোচিতভাবে পালনের জন্য প্রজাগণকে সমর্পণ করিয়া পূর্বপুরুষ রাজর্ষিগণের প্রথানুসারে বনগমনই আপনার কর্তব্য। ধর্মজ্ঞ! অগ্রজ! মহারাজ দশরথ অস্থিরচিত্ত। এইরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রবিপ্লবের আশঙ্কা করিয়া আপনি যদি নিজের উপর রাজ্যভার লইতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, তীরভূমি যেরূপ সমুদ্রকে রক্ষা করে, আমি সেইরূপ আপনার রাজ্য রক্ষা করিব। যদি তাহা না করি, তাহা হইলে আমার বীরলোকে যেন গমন না হয়। আপনি সংগৃহীত মাঙ্গলিকদ্রব্যের দ্বারা নিজেকে অভিষিক্ত করুন। ঐ কার্য্যে সত্বর ব্যাপৃত হউন। আমি একাকীই নিজশক্তিতে সকল নরপতিকে নিবারণ করিতে সমর্থ। আমার বাহুদ্বয় শোভাবৃদ্ধির জন্য নহে, আমার এই ধনু অলঙ্কাররূপে ধারণ করা হয় নাই, কটিদেশে বাঁধিয়া রাখিবার জন্যই এই খড়্গ নহে এবং শরসমূহ শুধু তূণে স্থাপন করিবার জন্যই নহে।২৬-৩০

আমার বাহু, ধনু, খড়্গ ও শর এই চারিটি বস্তু শত্রুনাশের জন্যই রহিয়াছে। যে আমার তুল্য শক্তিশালী শত্রু, তাহাকেও বিনষ্ট করিতে আমি অধিক কামনা করি না। বিদ্যুতের মত প্রদীপ্ত তীক্ষ্ণধার অসি গ্রহণ করিলে আমি কোন শত্রুকে এমন কি ইন্দ্রকে গ্রাহ্য করি না। আমার খড়্গের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হস্তী, অশ্ব ও রথারোহিগণের হস্ত, উরু ও মস্তকের দ্বারা এই পৃথিবী সমাবৃত হইয়া যাইবে, তাহার ফলে পৃথিবীতে বিচরণ করা দুঃসাধ্য হইবে। অগ্নিতুল্যতেজস্বী শত্রুগণ অদ্য আমার খড়্গরূপ বৃষ্টিধারার দ্বারা আহত হইয়া বিদ্যুৎসমন্বিত মেঘের ন্যায় ভূতলে পতিত হইবে। আমি গোধানামক অঙ্গুলিরক্ষাকারী কবচ ধারণ করিয়া দিব্য-

অদ্য চন্দনসারস্য কেয়ূরামোক্ষণস্য চ।
বসূনাঞ্চ বিমোক্ষস্য সুহৃদাং পালনস্য চ ॥৩৮
অনুরূপাবিমৌ বাহূ রাম কর্ম করিষ্যতঃ।
অভিষেচনবিঘ্নস্য কর্তৃণাং তে নিবারণে ॥৩৯
ব্রবীহি কোঽদ্যৈব ময়া বিযুজ্যতাং
তবাসু-হৃৎ-প্রাণযশঃ-সুহৃজ্জনৈঃ।
যথা তবেয়ং বসুধা বশা ভবেৎ
তথৈব মাং শাধি তবাস্মি কিঙ্করঃ ॥৪০

বিমৃজ্য বাষ্পং পরিসান্ত্ব্য চাসকৃৎ
স লক্ষ্মণং রাঘববংশবর্ধনঃ।
উবাচ পিত্রোর্বচনে ব্যবস্থিতং
নিবোধ মামেষ হি সৌম্য সৎপথঃ ॥৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥

ধনুর্ধারণপূর্বক দণ্ডায়মান হইলে পৃথিবীস্থিত পুরুষগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি নিজেকে পৌরুষবান্ বলিয়া কিরূপে মনে করিবে ?৩১-৩৫

আমি বহুবাণের দ্বারা একজনকে এবং একমাত্র বাণের দ্বারা বহুজনকে পরাজিত করিয়া মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বগণের মর্মস্থানে বাণসমূহ নিক্ষেপ করিব। প্রভো! অদ্য রাজা দশরথের প্রভুত্বলোপের জন্য এবং আপনার প্রভুত্বস্থাপনের জন্য আমার অস্ত্রশক্তির প্রতাপ প্রকাশিত হইবে। আমার বাহুদ্বয় এতদিন চন্দনলেপন, কেয়ূরধারণ, ধনবিতরণ ও সুহৃদ্‌গণের পালনের উপযুক্ত ছিল। অগ্রজ! আমার এই বাহুদ্বয় আপনার অভিষেকে ব্যাঘাতকারীদিগের নিবারণে সমুচিত কার্য্য করিবে। আপনি আদেশ করুন, অদ্য আমি আপনার কোন্ শত্রুকে প্রাণ, যশ ও বন্ধুগণ হইতে বিযুক্ত করিব? সম্পূর্ণ পৃথিবী যাহাতে আপনার আয়ত্তে আসে, সেইরূপ আদেশ প্রদান করুন। আমি আপনার ভৃত্য। লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া রঘুকুলবর্ধন শ্রীমান্ রাম প্রিয় অনুজের অশ্রুমার্জন করত বারংবার সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন এবং পরে বলিলেন,—সৌম্য! ভ্রাতঃ! তুমি জানিও যে, আমি পিতা-মাতার বাক্যপালনে দৃঢ়সঙ্কল্প, আমি পিতৃবাক্যপালনকেই সমীচীন পথ* বলিয়া মনে করি।

* পিতার জীবিতকালে আদেশানুবর্তী হওয়া, দেহত্যাগের পর প্রতিবৎসর ভূরিভোজন করান, গয়ায় পিণ্ডদান—এই তিনটির দ্বারা পুত্রের সার্থক জীবন।
"জীবতো বাক্যকরণাৎ প্রত্যব্দং ভূরিভোজনাৎ।
গয়ায়াং পিণ্ডদানাচ্চ ত্রিভিঃ পুত্রস্য পুত্রতা ॥"

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত

চতুর্বিংশঃ সর্গঃ

[বনগমনেচ্ছুনা রামেণ সহ গন্তুং বিলাপরতায়াঃ কৌসল্যায়া অভিলাষপ্রকাশঃ, 'পতিসেবৈব নারীধর্মঃ' এবং বোধয়িত্বা রামেণ সা প্রতিনিবৃত্তা, মাতুঃ সমীপাৎ স্বীয়বনগমনস্যানুমতিলাভশ্চ।]

তং সমীক্ষ্য ব্যবসিতং পিতুর্নির্দেশপালনে।
কৌসল্যা বাষ্পসংরুদ্ধা বচো ধর্মিষ্ঠমব্রবীৎ ॥১
অদৃষ্টদুঃখো ধর্মাত্মা সর্বভূতপ্রিয়ংবদঃ।
ময়ি জাতো দশরথাৎ কথমুঞ্ছেন বর্তয়েৎ ॥২
যস্য ভৃত্যাশ্চ দাসাশ্চ মৃষ্টান্যন্নানি ভুঞ্জতে।
কথং স ভোক্ষ্যতে রামো বনে মূল-ফলান্যয়ম্ ॥৩
ক এতচ্ছ্রদ্দধেৎশ্রুত্বা কস্য বা ন ভবেদ্ভয়ম্।
গুণবান্ দয়িতো রাজ্ঞঃ কাকুৎস্থো যদ্ বিবাস্যতে ॥৪
নূনং তু বলবাঁল্লোকে কৃতান্তঃ সর্বমাদিশন্।
লোকে রামাভিরামস্ত্বং বনং যত্র গমিষ্যসি ॥৫
অয়ং তু মামাত্মভবস্তবাদর্শনমারুতঃ।
বিলাপ-দুঃখসমিধো রুদিতাশ্রুহুতাহুতিঃ ॥৬
চিন্তাবাষ্পমহাধূমস্তবাগমনচিন্তজঃ।
কর্শয়িত্বাধিকং পুত্র (ক) নিঃশ্বাসায়াসসম্ভবঃ ॥৭
ত্বয়া বিহীনামিহ মাং শোকাগ্নিরতুলো মহান্।
প্রধক্ষ্যতি যথা কক্ষ্যং চিত্রভানুর্হিমাত্যয়ে ॥৮
কথং হি ধেনুঃ স্বং বৎসং গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি।
অহং ত্বামুগমিষ্যামি যত্র বৎস গমিষ্যসি ।৯
যথা নিগদিতং মাত্রা তদ্বাক্যং পুরুষর্ষভঃ।
শ্রুত্বা রামোঽব্রবীদ্ বাক্যং মাতরং ভৃশদুঃখিতাম্ ॥১০
কৈকেয্যা বঞ্চিতো রাজা ময়ি চারণ্যমাশ্রিতে।
ভবত্যা চ পরিত্যক্তো ন নূনং বর্তয়িষ্যতি ॥১১
ভর্তুঃ পুনঃ পরিত্যাগো নৃশংসঃ কেবলং স্ত্রিয়াঃ।
স ভবত্যা ন কর্তব্যো মনসাপি বিগর্হিতঃ ॥১২

চতুর্বিংশ সর্গ

[বনগমনোদ্যত রামের সঙ্গে যাইবার জন্য বিলাপরতা কৌশল্যার আগ্রহপ্রকাশ, 'পতির সেবাই নারীর ধর্ম' এইরূপ বুঝাইয়া রামকর্তৃক মাতাকে নিবৃত্তকরণ এবং মাতার নিকট হইতে স্বীয় বনগমনের অনুমতি লাভ।]

সেই সময় কৌশল্যা ধর্মাত্মা রামকে পিতৃবাক্য-পালনে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,— যে রাম মহারাজ দশরথের ঔরসে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে কখনও সামান্য দুঃখও পায় নাই, যে রাম পরমধার্মিক ও সকললোকের সহিত সর্বদা প্রিয়ভাষী, সেই রাম কিরূপে উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করিবে? যে রামের ভৃত্য ও পরিচারকগণ অন্ন ভোজন করে, সেই রাম বনে কিরূপে ফলমূল ভোজন করিবে। রাজার প্রিয়পুত্র গুণনিধি রাম নির্বাসিত হইতেছেন—এই সংবাদ শুনিয়া কে বিশ্বাস করিবে? বিশ্বাস করিলেও কাহার না ভয় হইবে? বৎস! রাম! এই সংসারে সর্বনিয়ন্তা দৈবই বলবান্, যেহেতু তুমি সংসারে সর্বজনপ্রিয় হইয়াও বনে গমন করিতেছ। বৎস! গ্রীষ্মকালে দাবানল যেমন বনস্থিত-তৃণগুল্মকে দগ্ধ করে, সেইরূপ তোমার বিরহজাত তুলনারহিত ভয়ঙ্কর শোকানল আমাকে দগ্ধ করিবে। তোমার অদর্শনই বায়ু এবং বিলাপ ও দুঃখ কাষ্ঠ হইয়া ঐ শোকাগ্নিকে প্রজ্বালিত করিবে। আমার অশ্রুবারি ঘৃতাহুতির মত ঐ অগ্নিকে বাড়াইয়া দিবে। বৎস! তুমি কবে ফিরিয়া আসিবে—এই চিন্তা ও তজ্জন্য দীর্ঘশ্বাস ধূমের মত ঐ অগ্নিকে ব্যাপ্ত করিবে। এই শোকাগ্নি প্রথমে আমাকে শোষণ করিবে, অনন্তর দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। ধেনু যেমন অগ্রগামী বৎসের অনুগমন করে, বৎস! সেইরূপ তুমি যেখানে যাইবে,

পাঠান্তর :—(ক) কর্ষয়িত্বা ভৃশং পুত্র—।

যাবজ্জীবতি কাকুৎস্থঃ পিতা মে জগতী পতিঃ।
শুশ্রূষা ক্রিয়তাং তাবৎ স হি ধর্মঃ সনাতনঃ ॥১৩
এবমুক্তা তু রামেণ কৌসল্যা শুভদর্শনা।
তথেত্যুবাচ সুপ্রীতা রামমক্লিষ্টকারিণম্ ॥১৪
এবমুক্তস্তু বচনং রামো ধর্মভৃতাং বরঃ।
ভূয়স্তামব্রবীদ্ বাক্যং মাতরং ভৃশদুঃখিতাম্ ॥১৫
ময়া চৈব ভবত্যা চ কর্তব্যং বচনং পিতুঃ।
রাজা ভর্তা গুরুঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বেষামীশ্বরঃ প্রভুঃ ॥১৬
ইমানি তু মহারণ্যে বিহৃত্য নব পঞ্চ চ।
বর্ষাণি পরমপ্রীত্যা স্থাস্যামি বচনে তব ॥১৭
এবমুক্তা প্রিয়ং পুত্রং বাষ্পপূর্ণাননা তদা।
উবাচ পরমার্তা তু কৌসল্যা সুতবৎসলা ॥১৮
আসাং রাম সপত্নীনাং মধ্যে বস্তুং ন মে ক্ষমম্।
নয় মামপি কাকুৎস্থ বনং বন্যাং মৃগীমিব ॥১৯
যদি তে গমনে বুদ্ধিঃ কৃতা পিতুরপেক্ষয়া।
তাং তথা রুদতীং রামো রুদন্ বচনমব্রবীৎ ॥২০
জীবন্ত্যা হি স্ত্রিয়া ভর্তা দৈবতং প্রভুরেব চ।
ভবত্যা মম চৈবাদ্য রাজা প্রভবতি প্রভুঃ ॥২১
ন হ্যনাথা বয়ং রাজ্ঞা লোকনাথেন ধীমতা।
ভরতশ্চাপি ধর্মাত্মা সর্বভূতপ্রিয়ংবদঃ ॥২২
ভবতীমনুবর্তেত স হি ধর্মরতঃ সদা।
যথা ময়ি তু নিষ্ক্রান্তে পুত্রশোকেন পার্থিবঃ ॥২৩
শ্রমং নাবাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিদপ্রমত্তা তথা কুরু।
দারুণশ্চাপ্যয়ং শোকো যথৈনং ন বিনাশয়েৎ ॥২৪
রাজ্ঞো বৃদ্ধস্য সততং হিতং চর সমহিতা।
ব্রতোপবাসনিরতা যা নারী পরমোত্তমা ॥২৫
ভর্তারং নানুবর্তেত সা চ পাপগতির্ভবেৎ।
ভর্তুঃ শুশ্রূষয়া নারী লভতে স্বর্গমুত্তমম্ ॥২৬

আমিও সেইখানেই তোমার অনুগমন করিব। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম এই সকল বাক্য শুনিয়া অতিশয় দুঃখিতা জননীকে বলিলেন।১-১০

মাতঃ! কৈকেয়ী মহারাজকে বঞ্চিত করিয়াছেন। আমি অরণ্যে গমন করিতেছি, আপনিও যদি তাঁহাকে ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই জীবিত থাকিবেন না। স্বামীকে পরিত্যাগ করা স্ত্রীলোকের অতিশয় নিষ্ঠুর কার্য্য। যে কার্য্য মনে করাও নিন্দিত, তাহা আপনি কখনই করিবেন না। পৃথিবীপতি পিতা দশরথ যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন তাঁহার শুশ্রূষা করুন, ইহাই সনাতন ধর্ম। শ্রীমান্ রাম এইরূপ বলিলে পর শুভদর্শনা কৌশল্যা প্রীতমনে শুভকর্মকারী নিজপুত্রকে বলিলেন—বৎস! 'তথাস্তু' তোমার কথানুসারেই কার্য্য হইবে। ধার্মিকপ্রবর রাম এইরূপ বাক্য শুনিয়া অত্যন্তদুঃখিতা মাতাকে পুনর্বার বলিলেন।১১-১৫

জননি! সর্বলোকশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ সকলের নিয়ন্তা ও অধিপতি। বিশেষতঃ তিনি আপনার পতি এবং আমার পিতা, সুতরাং উভয়েরই গুরু। অতএব তাঁহার আদেশ পালন করা আমাদের কর্তব্য। আমি অতিশয় আনন্দে চতুর্দশবৎসর মহারণ্যে বাস করিয়া প্রত্যাগমনপূর্বক আপনার নির্দেশ অনুসারে চলিব। পুত্রবাৎসল্যবতী অতিদুঃখিতা কৌশল্যা প্রিয়পুত্রের কথা শুনিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাকে বলিলেন,—রাম! পিতার ইচ্ছানুসারে যদি তোমার বনগমনই নিশ্চিত হইল, তাহা হইলে আমাকে বন্যা হরিণীর ন্যায় সঙ্গে লইয়া চল। আমি এই সকল সপত্নীদিগের মধ্যে বাস করিতে পারিব না। রামকে এইরূপ বলিয়া কৌশল্যা রোদন করিতে থাকিলে রাম নিজমতে দৃঢ় থাকিয়াই তাঁহাকে বলিলেন। ১৬-২০

জননি! জীবিত স্ত্রীলোকের পতিই গুরু ও দেবতা। মহারাজ দশরথ বর্তমান সময়ে আপনার ও আমার প্রভুরূপে ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারেন। সর্বলোকপতি বুদ্ধিমান্ মহারাজ থাকিতে আমরা অনাথ হইব না। সকলের প্রতি প্রিয়ভাষী ধর্মাত্মা ভরতও আপনার আজ্ঞাবহ হইবে, যেহেতু সে সর্বদা ধর্মাচরণে নিরত থাকে। আমি বনে গমন করিলে যাহাতে পুত্রশোকে মহারাজ সামান্যও কষ্ট প্রাপ্ত না হন,

অপি যা নির্নমস্কারা নিবৃত্তা দেবপূজনাৎ।
শুশ্রূষামেব কুর্বীত ভর্তুঃ প্রিয়হিতে রতা ॥২৭
এষ ধর্মঃ স্ত্রিয়া নিত্যো বেদে লোকে শ্রুতঃ স্মৃতঃ।
অগ্নিকার্য্যেষু চ সদা সুমনোভিশ্চ দেবতাঃ ॥২৮
পূজ্যাস্তে মৎকৃতে দেবি ব্রাহ্মণাশ্চৈব সৎকৃতাঃ।
এবং কালং প্রতীক্ষস্ব মমাগমনকাঙ্ক্ষিণী ॥২৯
নিয়তা নিয়তাহারা ভর্তুঃ শুশ্রূষণে রতা।
প্রাপ্স্যসে পরমং কাম্যং ময়ি প্রত্যাগতে সতি ॥৩০
যদি ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো ধারয়িষ্যতি জীবিতম্।
এবমুক্তা তু রামেণ বাষ্প-পর্য্যাকুলেক্ষণা ॥৩১
কৌশল্যা পুত্রশোকার্তা রামং বচনমব্রবীৎ।
গমনে সুকৃতাং বুদ্ধিং ন তে শক্নোমি পুত্রক ॥৩২
বিনিবর্তয়িতুং বীর নূনং কালো দুরত্যয়ঃ।
গচ্ছ পুত্র ত্বমেকাগ্রো ভদ্রং তেঽস্তু সদা বিভো ॥৩৩
পুনস্ত্বয়ি নিবৃত্তে তু ভবিষ্যামি গতক্লমা।
প্রত্যাগতে মহাভাগে কৃতার্থে চরিতব্রতে।
পিতুরানৃণ্যতাং প্রাপ্তে স্বপিষ্যে পরমং সুখম্ ॥৩৪
কৃতান্তস্য গতিঃ পুত্র দুর্বিভাব্যা সদা ভুবি।
যস্ত্বাং সংচোদয়তি মে বচ আবিদ্ধ্য রাঘব ॥৩৫
গচ্ছেদানীং মহাবাহো ক্ষেমেণ পুনরাগতঃ।
নন্দয়িষ্যসি মাং পুত্র সাম্না শ্লক্ষ্ণেন চারুণা ॥৩৬
অপীদানীং স কালঃ স্যাদ্বনাৎ প্রত্যাগতং পুনঃ।
যত্ত্বাং পুত্রক পশ্যেয়ং জটাবল্কলধারিণম্ ॥৩৭
তথাহি রামং বনবাসনিশ্চিতং
দদর্শ দেবী পরমেণ চেতসা।
উবাচ রামং শুভলক্ষণং বচো
বভূব চ স্বস্ত্যয়নাভিকাঙ্ক্ষিণী ॥৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ।

আপনি প্রমাদ না করিয়া সেইরূপ কার্য্য করুন, যেন নিদারুণ পুত্রশোক তাঁহাকে বিনষ্ট না করে। আপনি সমাহিতচিত্তে বৃদ্ধনরপতির সর্বদা হিতাচরণ করুন। যে নারী ব্রত-উপবাসকারিণী ও উৎকৃষ্টগুণবতী হইয়াও পতির অনুবর্তন করে না, সেই নারী পাপকারীদের তুল্য গতি লাভ করে। যে নারী দেবতাকে নমস্কার করে না, দেবপূজা হইতেও নিবৃত্ত হইয়া থাকে, সেই নারী পতির শুশ্রূষার দ্বারাই উত্তমস্বর্গলাভ করে। "পতির প্রিয় ও হিতসাধনে রত থাকিয়া সর্বদা তাঁহার শুশ্রূষা করিবে" ইহাই বেদাদি শাস্ত্র ও লোকাচারসম্মত স্ত্রীলোকের নিত্যধর্ম। আপনি এই ধর্মপালনপূর্বক আমার মঙ্গলের জন্য অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠানে পুষ্পের দ্বারা দেবতাগণের অর্চনা করুন। এইভাবে সংযতচিত্তে আহার সংযমপূর্বক পতির শুশ্রূষায় রত থাকুন এবং আমার প্রত্যাবর্তন কামনা করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করুন। ধার্মিকশ্রেষ্ঠ দশরথ যদি জীবিত থাকেন, তবে আমি ফিরিয়া আসিলে আপনি পরম অভীষ্ট লাভ করিবেন। রাম এইরূপ বলিলে পুত্রশোক-কাতরা কৌশল্যা অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাকে বলিলেন—পুত্র! তোমার বনগমনে সুদৃঢ় সঙ্কল্পের নিবৃত্তি করিতে আমি পারিলাম না, ইহাতে মনে হয় যে, দৈবকে অতিক্রম করা অতি কঠিন। বৎস! তুমি বনগমনে দৃঢ়চিত্ত, অতএব গমন কর। শক্তিধর! রাম! তোমার সর্বদা মঙ্গল হউক। তুমি ফিরিয়া আসিলেই আমার কষ্ট দূর হইবে। মহাভাগ্যবান্ তুমি পিতৃসত্যপালনপূর্বক কৃতার্থ হইয়া পিতাকে অঋণী করত ফিরিয়া আসিলে তখনই আমি সুখে নিদ্রিত হইতে পারিব।২১-৩৪

বৎস! এই সংসারে দৈবের গতি চিরকালই অচিন্তনীয়। আমার বাক্য অতিক্রম করিয়া ঐ দৈবই তোমাকে বনগমনে প্রেরণা দিতেছে। মহাবীর! তুমি গমন কর। মঙ্গলের সহিত পুনর্বার এখানে প্রত্যাবর্তন কর। বৎস! প্রত্যাবর্তন করিয়া মধুর কোমলবাক্যে সান্ত্বনাপূর্বক আমাকে আনন্দিত করিও। যে সময় তুমি জটা-বল্কলধারণপূর্বক বন হইতে ফিরিয়া আসিবে এবং আমি তোমাকে দেখিতে পাইব, সেই সময়টি এখনই উপস্থিত হউক। রামকে বনগমনে দৃঢ়-সংকল্প দেখিয়া কৌশল্যা সাদরচিত্তে এই সকল কথা বলিলেন, কিছুক্ষণ যাবৎ শুভলক্ষণ পুত্রকে দেখিতে লাগিলেন, অনন্তর তাঁহার মঙ্গলের জন্য মাঙ্গলিক স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছুক হইলেন।৩৫-৩৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্য বনযাত্রায়াং মঙ্গলকামিন্যা কৌসল্যায়াঃ স্বস্তিবাচনসম্পাদনম্, মাতরং প্রণম্য সহধর্মিণ্যা সীতয়া সহ দ্রষ্টুকামস্য রামস্য গমনঞ্চ।]

সা বিনীয় তমায়াসমুপস্পৃশ্য জলং শুচি।
চকার মাতা রামস্য মঙ্গলানি মনস্বিনী ॥১
ন শক্যসে বারয়িতুং গচ্ছেদানীং রঘূত্তম।
শীঘ্রঞ্চ বিনিবর্তস্ব বর্তস্ব চ সতাং ক্রমে ॥২
যং পালয়সি ধর্মং ত্বং প্রীত্যা চ নিয়মেন চ।
স বৈ রাঘবশার্দূল ধর্মস্ত্বামভিরক্ষতু ॥৩
যেভ্যঃ প্রণমসে পুত্র দেবেষ্বায়তনেষু চ।
তে চ ত্বামভিরক্ষন্তু বনে সহ মহর্ষিভিঃ ॥৪
যানি দত্তানি তেঽস্ত্রাণি বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
তানি ত্বামভিরক্ষন্তু গুণৈঃ সমুদিতং সদা ॥৫
পিতৃশুশ্রূষয়া পুত্র মাতৃশুশ্রূষয়া তথা।
সত্যেন চ মহাবাহো চিরং জীবাভিরক্ষিতঃ ॥৬
সমিৎ-কুশ-পবিত্রাণি বেদ্যশ্চায়তনানি চ।
স্থণ্ডিলানি চ বিপ্রাণাং শৈলা বৃক্ষাঃ ক্ষুপাহ্রদাঃ ॥
পতঙ্গাঃ পন্নগাঃ সিংহাস্ত্বাং রক্ষন্তু নরোত্তম ॥৭
স্বস্তি সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ মরুতশ্চ মহর্ষিভিঃ।
স্বস্তি ধাতা বিধাতা চ স্বস্তি পূষা ভগোঽর্য্যমা ॥৮
লোকপালাশ্চ তে সর্বে বাসবপ্রমুখাস্তথা।
ঋতবঃ ষট্ চ তে সর্বে মাসাঃ সংবৎসরাঃ ক্ষপাঃ।
দিনানি চ মুহূর্তাশ্চ স্বস্তি কুর্বন্তু তে সদা ॥৯

পঞ্চবিংশ সর্গ

[শ্রীরামের বনযাত্রার মঙ্গলকামনা করিয়া মাতা কৌশল্যার স্বস্তিবাচন সম্পাদন এবং মাতাকে প্রণাম করিয়া সহধর্মিনী সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রামের গমন।]

মনস্বিনী রামমাতা পুত্রবিরহের দুঃখ ত্যাগ করিয়া পবিত্রজলে আচমনপূর্বক রামের উদ্দেশে বহুবিধ মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। অনন্তর পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—রাঘবশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে নিবারণ করিতে পারিতেছি না। তুমি এক্ষণে বনে গমন কর, এবং শীঘ্রই ফিরিয়া আসিও। বৎস! সাধুগণের অবলম্বিত পথে অবস্থান কর। তুমি প্রীতিমনে নিয়মপূর্বক যে ধর্মকে রক্ষা করিতেছ, রাঘবশ্রেষ্ঠ! সেই ধর্মই তোমাকে রক্ষা করুন। তুমি দেবমন্দিরে যে সকল দেবতাকে প্রণাম করিয়া থাক, তাঁহারা মহর্ষিগণসহিত তোমার বনবাসকালে তোমাকে রক্ষা করুন। ধীমান্ বিশ্বামিত্র যে সকল অস্ত্র তোমাকে প্রদান করিয়াছেন, গুণাকর! রাম! ঐ সকল অস্ত্র তোমাকে রক্ষা করুন। পিতৃশুশ্রূষা, মাতৃশুশ্রূষা ও সত্যনিষ্ঠার দ্বারা রক্ষিত হইয়া তুমি চিরজীবী হও। পুরুষোত্তম! প্রিয়পুত্র! সমিধ, কুশ, পবিত্র, বেদী, দেবালয়, ব্রাহ্মণগণের স্থণ্ডিল (অর্চনাস্থান), পর্বত, মহাবৃক্ষ, ক্ষুদ্রশাখাযুক্তবৃক্ষ, হ্রদ, পক্ষী, সর্প ও সিংহগণ তোমাকে রক্ষা করুক। সাধ্য, বিশ্বদেব, দেবতা, মহর্ষি, ধাতা, বিধাতা, পূষা, ভগ, অর্য্যমা, ইন্দ্রাদি লোকপাল, ষট্ঋতু, দ্বাদশমাস, সংবৎসর, রাত্রি, দিন ও মুহূর্ত এবং এই সকলের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ সর্বদা তোমার মঙ্গলসাধন করুন। শ্রুতি, স্মৃতি ও ধর্ম সর্বতোভাবে তোমাকে রক্ষা করুন। ভগবান্ স্কন্দদেব, চন্দ্র, বৃহস্পতি, নারদ ও সপ্তর্ষিগণ ইঁহারা সকলে সর্বতোভাবে তোমাকে রক্ষা করুন। দিক্‌পতিগণসহিত প্রসিদ্ধদিক্‌সমূহ আমার স্তুতিতে তুষ্ট হইয়া সর্বদা বনে তোমাকে রক্ষা

শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ ধর্মশ্চ পাতু ত্বাং পুত্র সর্বতঃ ॥১০
স্কন্দশ্চ ভগবান্ দেবঃ সোমশ্চ সবৃহস্পতিঃ।
সপ্তর্ষয়ো নারদশ্চ তে ত্বাং রক্ষন্তু সর্বতঃ ॥১১
তে চাপি সর্বতঃ সিদ্ধা দিশশ্চ সদিগীশ্বরাঃ।
স্তুতা ময়া বনে তস্মিন্ পান্তু ত্বাং পুত্র নিত্যশঃ ॥১২
শৈলাঃ সর্বে সমুদ্রাশ্চ রাজা বরুণ এব চ।
দ্যৌরন্তরীক্ষং পৃথিবী বায়ুশ্চ সচরাচরঃ ॥১৩
নক্ষত্রাণি চ সর্বাণি গ্রহাশ্চ সহ দৈবতৈঃ।
অহোরাত্রে তথা সন্ধ্যে পান্তু ত্বাং বনমাশ্রিতম্ ॥১৪
ঋতবশ্চাপি ষট্ চান্যে মাসাঃ সংবৎসরাস্তথা।
কলাশ্চ কাষ্ঠাশ্চ তথা তব শর্ম দিশন্তু তে ॥১৫
মহাবনেঽপি চরতো মুনিবেষস্য ধীমতঃ।
তথা দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ ভবন্তু সুখদাঃ সদা ॥১৬
রাক্ষসানাং পিশাচানাং রৌদ্রাণাং ক্রূরকর্মণাম্।
ক্রব্যাদানাঞ্চ সর্বেষাং মা ভূৎ পুত্রক তে ভয়ম্ ॥১৭
প্লবগা বৃশ্চিকা দংশা মশকাশ্চৈব কাননে।
সরীসৃপাশ্চ কীটাশ্চ মা ভূবন্ গহনে তব ॥১৮
মহাদ্বিপাশ্চ সিংহাশ্চ ব্যাঘ্রা ঋক্ষাশ্চ দংষ্ট্রিণঃ।
মহিষাঃ শৃঙ্গিণো রৌদ্রা ন তে দ্রুহ্যন্তু পুত্রক ॥১৯
নৃমাংসভোজনা রৌদ্রা যে চান্যে সর্বজাতয়ঃ।
মা চ ত্বাং হিংসিষুঃ পুত্র ময়া সংপূজিতাস্তিহ ॥২০
আগমাস্তে শিবাঃ সন্তু সিধ্যন্তু চ পরাক্রমাঃ।
সর্বসম্পত্তয়ো রাম স্বস্তিমান্ গচ্ছ পুত্রক ॥২১
স্বস্তি তেঽস্ত্বন্তরিক্ষেভ্যঃ পার্থিবেভ্যঃ পুনঃ পুনঃ।
সর্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো যে চ তে পরিপন্থিনঃ ॥২২
শুক্রঃ সোমশ্চ সূর্য্যশ্চ ধনদোঽথ যমস্তথা।
পান্তু ত্বামর্চিতা রাম দণ্ডকারণ্যবাসিনম্ ॥২৩
অগ্নির্বায়ুস্তথা ধূমো মন্ত্রাশ্চর্ষিমুখাচ্চ্যুতাঃ।
উপস্পর্শনকালে তু পান্তু ত্বাং রঘুনন্দন ॥২৪

করুন। পর্বত, সমুদ্র, সমুদ্রপতি বরুণ, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, বায়ু, স্থাবর, জঙ্গম, নক্ষত্র, দেবগণসহিত গ্রহগণ, অহোরাত্র ও সন্ধ্যাকাল বনবাসরত তোমাকে রক্ষা করুন। ষট্‌ঋতু, দ্বাদশ মাস, সংবৎসর, কলা-কাষ্ঠাদি মুহূর্ত তোমার মঙ্গল বিধান করুন।১-১৫

বুদ্ধিমান্ তুমি যখন মুনির মত বেশধারণ করিয়া মহারণ্যে বিচরণ করিবে, তখন দেবগণ ও দৈত্যগণ তোমার সুখপ্রদ হউন। নিষ্ঠুর রাক্ষস, পিশাচ, অতি-ভীষণ ক্রব্যাদ (মাংসভোজী) প্রভৃতি হইতে যেন তোমার কোনরূপ ভয় না হয়। বানর, বৃশ্চিক, মশক, বনমক্ষিকা (বোল্‌তা), সর্প প্রভৃতি সরীসৃপ ও কীটসমূহ যেন গহনবনে তোমার হিংসাকারী না হয়। বন্যহস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ, বিশালদন্তবিশিষ্ট ও বিশাল-শৃঙ্গবিশিষ্ট প্রাণিগণ যেন তোমার প্রতি দ্রোহ না করে! আরও যে সকল অতিভীষণ নরমাংসভোজী হিংস্রজন্তু আছে, আমি তাহাদের পূজা করিতে থাকিব, তাহার ফলে তাহারা যেন তোমার হিংসা না করে।১৬-২০

বৎস! তোমার গমনপথ মঙ্গলময় হউক, তোমার পরাক্রম সফল হউক এবং বনবাসে প্রয়োজনীয় ফল-মূলাদি সুলভ হউক, পুত্র! এক্ষণে তুমি নির্বিঘ্নে বনগমন কর। অন্তরীক্ষচারী ও পৃথিবীচারী প্রাণী, সমস্ত দেবতা এবং তোমার বিরোধী প্রাণিগণ হইতে সর্বদা তোমার মঙ্গল হউক। শুক্র, চন্দ্র, সূর্য্য, কুবের ও যমকে পূজা করিলাম, বৎস! তুমি দণ্ডকারণ্যবাসী হইলে ইঁহারা তোমাকে রক্ষা করুন। রঘুনন্দন! অগ্নি, বায়ু, ধূম ও মহর্ষিগণ কর্তৃক উচ্চারিত মন্ত্রসমূহ অস্পৃশ্যবস্তুর স্পর্শকালে তোমাকে রক্ষা করুন। সর্বলোকপতি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, ঋষিগণ এবং অন্যান্য দেবগণ বনবাসকালে তোমাকে রক্ষা করুন। এইভাবে আশীর্বাণী উচ্চারণ করিয়া যশস্বিনী বিশালনেত্রা কৌশল্যা মাল্য, গন্ধ ও যথাযোগ্য স্তুতির দ্বারা দেবতাগণের অর্চনা করিলেন। অনন্তর রামের মঙ্গলের জন্য মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অগ্নি আহরণ করিয়া হোম করাইলেন। হোমের জন্য ঘৃত, শ্বেতপুষ্পমাল্য, সমিধ্ ও শ্বেতসর্ষপ কৌশল্যাদেবী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উপাধ্যায় রামের বিঘ্নাভাব ও শান্তির উদ্দেশে বিধিপূর্বক হবন করিয়া হুতাবশিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা বহির্দেশে লোকপালগণকে বলি (ভোজ্য উপহার)

সর্বলোকপ্রভুর্ব্রহ্মা ভূতকর্তা তথর্ষয়ঃ।
যে চ শেষাঃ সুরাস্তে তু রক্ষন্তু বনবাসিনম্ ॥২৫
ইতি মাল্যৈঃ সুরগণান্ গন্ধৈশ্চাপি যশস্বিনী।
স্তুতিভিশ্চানুরূপাভিরানর্চায়তলোচনা ॥২৬
জ্বলনং সমুপাদায় ব্রাহ্মণেন মহাত্মনা।
হাবয়ামাস বিধিনা রামমঙ্গলকারণাৎ ॥২৭
ঘৃতং শ্বেতানি মাল্যানি সমিধঃ শ্বেতসর্ষপান্ (ক)।
উপসম্পাদয়ামাস কৌসল্যা পরমাঙ্গনা ॥২৮
উপাধ্যায়ঃ স বিধিনা হুত্বা শান্তিমনাময়ম্।
হুত-হব্যাবশেষেণ বাহ্যং বলিমকল্পয়ৎ ॥২৯
মধু-দধ্যক্ষত-ঘৃতৈঃ স্বস্তিবাচ্যং দ্বিজাংস্ততঃ।
বাচয়ামাস রামস্য বনে স্বস্ত্যয়নক্রিয়াম্ ॥৩০
ততস্তস্মৈ দ্বিজেন্দ্রায় রামমাতা যশস্বিনী।
দক্ষিণাং প্রদদৌ কাম্যাং রাঘবং চেদমব্রবীৎ ॥৩১

যন্মঙ্গলং সহস্রাক্ষে সর্বদেবনমস্কৃতে।
বৃত্রনাশে সমভবত্তত্তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥৩২
যন্মঙ্গলং সুপর্ণস্য বিনতাকল্পয়ৎ পুরা।
অমৃতং প্রার্থয়ানস্য তত্তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥৩৩
অমৃতোৎপাদনে দৈত্যান্ ঘ্নতো বজ্রধরস্য যৎ।
অদিতির্মঙ্গলং প্রাদাত্তত্তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥৩৪
ত্রিবিক্রমান্ প্রক্রমতো বিষ্ণোরতুলতেজসঃ।
যদাসীন্মঙ্গলং রাম তত্তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥৩৫
ঋষয়ঃ সাগরা দ্বীপা বেদা লোকা দিশশ্চ তাঃ।
মঙ্গলানি মহাবাহো দিশন্তু শুভমঙ্গলম্ ॥৩৬
ইতি পুত্রস্য শেষাশ্চ কৃত্বা শিরসি ভামিনী।
গন্ধৈশ্চাপি সমালভ্য রামমায়তলোচনা ॥৩৭
ঔষধীঞ্চ সুসিদ্ধার্থাং বিশল্যকরণীং শুভাম্।
চকার রক্ষাং কৌসল্যা মন্ত্রৈরভিজজাপ চ ॥৩৮

দান করিলেন। অনন্তর তিনি মধু, দধি, ঘৃত ও অক্ষত (আতপতণ্ডুল) ব্রাহ্মণগণের হস্তে প্রদান করিয়া স্বস্তিবাচন ও রামের মঙ্গলপ্রার্থনা করাইলেন।২১-৩০

অনন্তর যশস্বিনী রাম-মাতা দ্বিজশ্রেষ্ঠ সেই উপাধ্যায়কে ইচ্ছানুরূপ দক্ষিণা দান করিলেন এবং রামকে বলিলেন,—বৎস! বৃত্রাসুরের বিনাশ-সময়ে সর্বদেববন্দিত সহস্রলোচন দেবরাজের যেরূপ মঙ্গল হইয়াছিল, তোমার সেইরূপ মঙ্গল হউক। পূর্বে অমৃতের আহরণকারী গরুড়ের উদ্দেশে তদীয়মাতা বিনতা যে মঙ্গলকামনা করিয়াছিলেন, সেই মঙ্গল তোমার হউক। অমৃতপ্রাপ্তিসময়ে দৈত্যগণহন্তা বজ্রধর ইন্দ্রের উদ্দেশে অদিতি যেরূপ মঙ্গল প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ মঙ্গল তোমার হউক। বৎস! ত্রিপদদ্বারা ত্রিভুবন আক্রমণকারী অতিতেজস্বী বামনরূপী বিষ্ণুর যে মঙ্গল হইয়াছিল, তোমার সেইরূপ মঙ্গল হউক। মহাবীর! ঋষিগণ, সমুদ্রসমূহ, দ্বীপসকল, বেদসমূহ, লোকগণ ও দিক্‌সমূহ তোমার মঙ্গলবিধান করুন।৩১-৩৬

এইরূপ বলিয়া বিশালনেত্রা কৌশল্যা পুত্রের মস্তকে অক্ষত প্রদান করিলেন এবং অঙ্গে চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য লেপন করিলেন। তাহার পর তাঁহার হস্তে প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ ঔষধি ও শুভকরী বিশল্যকরণীর রক্ষাবন্ধন করিলেন এবং এই সকল অনুষ্ঠানের সময় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দুঃখবশবর্তিনী রামজননী নিজদুঃখ অন্তরে রাখিয়া বাহিরে আনন্দপ্রকাশপূর্বক গদগদ স্বরে রামকে বলিলেন। তিনি কথা বলিবার পূর্বে রামের মস্তক অবনত করত আঘ্রাণ করিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি পরে বলিলেন,—বৎস! তুমি সুখী হইয়া গমন কর, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হউক। তুমি সুস্থদেহে সকলকার্য্যসাধন করিয়া পুনর্বার অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিবে এবং রাজকার্য্যে মনোযোগ করিবে। তখন আমি তোমাকে দেখিয়া সুখ পাইব। তুমি বন হইতে ফিরিয়া আসিলে তোমার পূর্ণচন্দ্রতুল্য বদন দর্শন করিব। তখন আমার সকল দুঃখ-দুশ্চিন্তা দূর হইবে এবং আনন্দে আমার মুখ প্রফুল্ল হইবে। বৎস! পিতৃবাক্যপালন করিয়া বনবাস হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক অযোধ্যায় তুমি আগত হইয়াছ, ইহাই

পাঠান্তর :—(ক) সমিধশ্চৈব সর্ষপান্।

উবাচাপি প্রহৃষ্টেব সা দুঃখবশবর্তিনী।
বাঙ্‌মাত্রেণ ন ভাবেন বাচা সংসজ্জমানয়া ॥৩৯
আনম্য মূর্ধ্নি চাঘ্রায় পরিষ্বজ্য যশস্বিনী।
অবদৎ পুত্রমিষ্টার্থো গচ্ছ রাম যথাসুখম্ ॥৪০
অরোগং সর্বসিদ্ধার্থমযোধ্যাং পুনরাগতম্।
পশ্যামি ত্বাং সুখং বৎস সন্ধিতং রাজবর্ত্মসু ॥৪১
প্রণষ্টদুঃখসঙ্কল্পা হর্ষবিদ্যোতিতাননা।
দ্রক্ষ্যামি ত্বাং বনাৎ প্রাপ্তং পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্ ॥৪২
ভদ্রাসনগতং রাম বনবাসাদিহাগতম্।
দ্রক্ষ্যামি চ পুনস্ত্বাং তু তীর্ণবন্তং পিতুর্বচঃ ॥৪৩
মঙ্গলৈরুপসম্পন্নো বনবাসাদিহাগতঃ।
বধ্বাশ্চ মম নিত্যং ত্বং কামান্ সংবর্ধয়াহি ভোঃ ॥৪৪

আমি দেখিতে ইচ্ছা করি। পুত্র! তুমি গমন কর, সত্বর বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাজোচিত বস্ত্রালঙ্কারে শোভিত হও এবং বধূমাতা জানকীর অভিলাষ সতত পূরণ কর।৩৭-৪৪

আমি শিব প্রভৃতি দেবতা, দিক্, মহর্ষি, ভূত ও দেবনাগগণের অর্চনা করিয়াছি; তোমার দীর্ঘকালযাবৎ বনবাস-সময়ে তাঁহারা হিতকামনা করুন। কৌশল্যাদেবী

পাঠান্তর :—(ক) ভদ্রং ভদ্রাসনগতং।

ময়ার্চিতা দেবগণাঃ শিবাদয়ো
মহর্ষয়ো ভূতগণাঃ সুরোরগাঃ।
অভিপ্রয়াতস্য বনং চিরায় তে
হিতানি কাঙ্ক্ষন্তু দিশশ্চ রাঘব॥৪৫
অতীব চাশ্রুপ্রতিপূর্ণলোচনা
সমাপ্য চ স্বস্ত্যয়নং যথাবিধি।
প্রদক্ষিণং চাপি চকার রাঘবং
পুনঃ পুনশ্চাপি নিরীক্ষ্য সস্বজে ॥৪৬
তয়া হি দেব্যা চ কৃতপ্রদক্ষিণো
নিপীড্য মাতুশ্চরণৌ পুনঃ পুনঃ।
জগাম সীতানিলয়ং মহাযশাঃ
স রাঘবঃ প্রজ্বলিতস্তয়া শ্রিয়া ॥৪৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ।

অশ্রুপরিপূর্ণনয়নে রামের স্বস্ত্যয়ন অনুষ্ঠান যথানিয়মে সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে বারংবার আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা রামকে প্রদক্ষিণ করিলে পর শ্রীমান্ রাম মাতার চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলেন। অনন্তর মহাযশস্বী রঘুপতি মাঙ্গলদ্রব্যধারণ-জনিত শোভায় উজ্জ্বল হইয়া সীতার ভবনাভিমুখে গমন করিলেন।৪৫-৪৭

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত

ষড়্বিংশঃ সর্গঃ

[চিন্তাক্রান্তং রামং দৃষ্ট্বা সীতায়াস্তৎকারণজিজ্ঞাসা, বৃদ্ধ-শ্বশুরৌ সেবমানা সর্বেষাং প্রীতিনিলয়া সতী গৃহে অবস্থাতুং সীতাং প্রতি স্বীয়বনযাত্রায়াঃ পূর্ববৃত্তান্তবর্ণনাকারিণো রামস্য হিতোপদেশঃ।]

অভিবাদ্য তু কৌসল্যাং রামঃ সংপ্রস্থিতো বনম্।
কৃতস্বস্ত্যয়নো মাত্রা ধর্মিষ্ঠে বর্ত্মনি স্থিতঃ ॥১
বিরাজয়ন্ রাজসুতো রাজমার্গং নরৈর্বৃতম্।
হৃদয়ান্যামমন্থেব জনস্য গুণবত্তয়া ॥২
বৈদেহী চাপি তৎসর্বং ন শুশ্রাব তপস্বিনী।
তদেব হৃদি তস্যাশ্চ যৌবরাজ্যাভিষেচনম্ ॥৩
দেবকার্য্যং স্ম সা কৃত্বা কৃতজ্ঞা হৃষ্টচেতনা।
অভিজ্ঞা রাজধর্মাণাং রাজপুত্রী প্রতীক্ষতি ॥৪
প্রবিবেশাথ রামস্তু স্ববেশ্ম সুবিভূষিতম্।
প্রহৃষ্টজনসম্পূর্ণং হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ ॥৫
অথ সীতা সমুৎপত্য বেপমানা চ তং পতিম্।
অপশ্যচ্ছোকসন্তপ্তং চিন্তাব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ম্ ॥৬
তাং দৃষ্ট্বা স হি ধর্মাত্মা ন শশাক মনোগতম্।
তং শোকং রাঘবঃ সোঢুং ততো বিবৃততাং গতঃ ॥৭
বিবর্ণবদনং দৃষ্ট্বা তং প্রস্বিন্নমমর্ষণম্।
আহ দুঃখাভিসন্তপ্তা কিমিদানীমিদং প্রভো ॥৮
অদ্য বার্হস্পতঃ শ্রীমান্যুক্তঃ পুষ্যেণ রাঘব।
প্রোচ্যতে ব্রাহ্মণৈঃ প্রাজ্ঞৈঃ কেন ত্বমসি দুর্মনাঃ ॥৯
ন তে শতশলাকেন জলফেননিভেন চ।
আবৃতং বদনং বল্গু চ্ছত্রেণাভিবিরাজতে ॥১০

ষড়্বিংশ সর্গ

[শ্রীরামকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া সীতাকর্তৃক ইহার কারণ জিজ্ঞাসা এবং বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করিয়া ও সকলের প্রীতিভাজন হইয়া গৃহে অবস্থান করিবার জন্য সীতার প্রতি স্বীয় বনযাত্রার পূর্ববৃত্তান্তবর্ণনকারী রামের হিতোপদেশ।]

ধর্মপথস্থিত রাম কৌশল্যাকে প্রণাম করিলেন। পুত্রের উদ্দেশে স্নেহময়ী জননীর স্বস্ত্যয়ন করা সমাপ্ত হইলে রাম বনগমনে উদ্যত হইলেন। মনুষ্যপরিপূর্ণ রাজপথ আলোকিত করিয়া গমন করিবার সময় রাম নিজের গুণপ্রভাবে সকলের হৃদয়কে আলোড়িত করিতে লাগিলেন। এদিকে তপস্বিনী সীতা এখন পর্য্যন্ত রামের বনগমন-বিষয়ে কোন কথাই শ্রবণ করেন নাই। রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক হইবে—এই বিষয়টিই তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। রাজধর্ম-নিপুণা রাজনন্দিনী প্রসন্নচিত্তে কৃতজ্ঞতার সহিত দেবার্চনা করিয়া রামের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় রাম লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোমুখ হইয়া আনন্দিতজনগণে পূর্ণ সুশোভিত নিজভবনে প্রবেশ করিলেন।১-৫

রামকে সমাগত দেখিয়া সীতা সত্বর তাঁহার নিকটে গমন করিলেন এবং নিজপতিকে শোকসন্তপ্ত ও চিন্তা-বিমূঢ় দেখিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। ধর্মাত্মা রাম সীতাকে দেখিয়া মনোগত শোক গোপন করিতে পারিলেন না, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। (রাজ্যত্যাগ বা বনবাসজন্য শোক নয়, কিন্তু সীতার মর্মস্পর্শী দুঃখ হইবে এইজন্য) রামের বদন বিবর্ণ হইয়াছে, কলেবর ঘর্মাক্ত হইয়াছে। এই অবস্থায় পতিকে ব্যাকুল দেখিয়া সীতা অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—প্রভো! এই সময়ে আপনার এইরূপ অবস্থার কারণ কি? অদ্য বৃহস্পতি কর্তৃক অধিষ্ঠিত পুষ্যানক্ষত্রের সহিত চন্দ্র মিলিত হইয়াছেন, বিজ্ঞব্রাহ্মণগণ এই

ব্যজনাভ্যাঞ্চ মুখ্যাভ্যাং শতপত্রনিভেক্ষণম্ ।
চন্দ্রহংসপ্রকাশাভ্যাং বীজ্যতে ন তবাননম্ ॥১১
বাগ্মিনো বন্দিনশ্চাপি প্রহৃষ্টাস্ত্বাং নরর্ষভ ।
স্তুবন্তো নাদ্য দৃশ্যন্তে মঙ্গলৈঃ সূত-মাগধাঃ ॥১২
ন তে ক্ষৌদ্রঞ্চ দধি চ ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ।
মূর্দ্ধ্নি মূর্দ্ধাভিষিক্তস্য দদাতি স্ম বিধানতঃ ॥১৩
ন ত্বাং প্রকৃতয়ঃ সর্বাঃ শ্রেণীমুখ্যাশ্চ ভূষিতাঃ ।
অনুব্রজিতুমিচ্ছন্তি পৌরজানপদাস্তথা ।১৪
চতুর্ভির্বেগসম্পন্নৈর্হয়ৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ ।
মুখ্যঃ পুষ্পরথো যুক্তঃ কিং ন গচ্ছতি তেঽগ্রতঃ ॥১৫
ন হস্তী চাগ্রতঃ শ্রীমান্ সর্বলক্ষণপূজিতঃ ।
প্রয়াণে লক্ষ্যতে বীর কৃষ্ণমেঘগিরিপ্রভঃ ॥১৬
ন চ কাঞ্চনচিত্রং তে পশ্যামি প্রিয়দর্শন ।
ভদ্রাসনং পুরস্কৃত্য যান্তং বীর পুরঃসরম্ ॥১৭

অভিষেকো যদা সজ্জঃ কিমিদানীমিদং তব ।
অপূর্বো মুখবর্ণশ্চ ন প্রহর্ষশ্চ লক্ষ্যতে ॥১৮
ইতীব বিলপন্তীং তাং প্রোবাচ রঘুনন্দনঃ ।
সীতে তত্র ভবাংস্তাতঃ প্রব্রাজয়তি মাং বনম্ ॥১৯
কুলে মহতি সম্ভূতে ধর্মজ্ঞে ধর্মচারিণি ।
শৃণু জানকি যেনেদং ক্রমেণাদ্যাগতং মম ॥২০
রাজ্ঞা সত্যপ্রতিজ্ঞেন পিত্রা দশরথেন বৈ ।
কৈকয্যৈ মম মাত্রে তু পুরা দত্তৌ মহাবরৌ ॥২১
তয়াদ্য মম সজ্জেঽস্মিন্নভিষেকে নৃপোদ্যতে ।
প্রচোদিতঃ স সময়ো ধর্মেণ প্রতিনির্জিতঃ ॥২২
চতুর্দশ হি বর্ষাণি বস্তব্যং দণ্ডকে ময়া ।
পিত্রা মে ভরতশ্চাপি যৌবরাজ্যে নিয়োজিতঃ ॥২৩
সোঽহং ত্বামাগতো দ্রষ্টুং প্রস্থিতো বিজনং বনম্ ।
ভরতস্য সমীপে তে নাহং কথ্যঃ কদাচন ॥২৪

সময়কে শুভকার্য্যে প্রশস্ত বলিয়াছেন। তবে তুমি কিজন্য বিষণ্ণ হইয়াছ? শতশলাকারচিত জলফেন-তুল্য শ্বেতচ্ছত্রে তোমার কমনীয় মুখমণ্ডল কেন সুশোভিত হইতেছে না?৬-১০

চন্দ্রহংসসদৃশদ্যুতিযুক্ত উৎকৃষ্ট চামরদ্বয়ে পদ্ম-পত্রতুল্য নয়নসমন্বিত তোমার বদনে ব্যজন করা হইতেছে না কেন? নরোত্তম! বাক্যনিপুণ বন্দী, সূত ও মাগধগণকে আনন্দিতমনে তোমার মঙ্গলপূর্ণ স্তুতি করিতে দেখিতেছি না কেন? বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ তোমার মস্তকে যথাবিধি মধু ও দধি প্রদান করিতেছেন না কেন? মুখ্য মুখ্য সামাজিক ব্যক্তিগণ, পৌরগণ, জনপদবাসী জনগণ ও প্রজাবর্গ তোমার অনুগমন করিতেছেন না কেন? বেগবান্ সুবর্ণ ভূষণ-ভূষিত চারিটি অশ্বের দ্বারা বাহিত শ্রেষ্ঠ পুষ্পরথ তোমার অগ্রে অগ্রে ধাবিত হইতেছে না কেন? বীর! কৃষ্ণ-বর্ণমেঘ ও পর্বতের তুল্য সর্বশুভলক্ষণবিশিষ্ট শোভাবান্ হস্তী তোমার অগ্রে যাইতেছে না কেন? প্রিয়দর্শন! কাঞ্চননির্মিত ভদ্রাসন গ্রহণপূর্বক কোন ভৃত্যকে তোমার অগ্রে যাইতে দেখিতেছি না কেন? যখন তোমার অভিষেকের সমস্ত সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে, তখন তোমার অভুতপূর্ব মুখ-বিবর্ণতা দেখিতেছি কেন? কেন তোমার আনন্দ লক্ষ্য করিতেছি না? এইভাবে বিলাপ-কারিণী জনকনন্দিনীকে রঘুনন্দন বলিলেন,—সীতে! পূজ্যপাদ পিতৃদেব আমাকে বনে নির্বাসিত করিতেছেন। জানকি! তুমি মহাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি ধর্মের রহস্য জান এবং ধর্মাচরণ করিয়া থাক। যেভাবে আমার এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর।১১-২০

পূর্বে কোন সময় সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতৃদেব মহারাজ আমার বিমাতা কৈকেয়ীকে দুইটি অব্যর্থ বরপ্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে মহারাজের উদ্যোগে আমার অভিষেকের সকল সামগ্রী সংগৃহীত হইলে কৈকেয়ী মাতা সেই দুইটি বরের কথা স্মরণ করাইয়া পিতৃদেবকে বশীভূত করিয়াছেন। আমি চতুর্দশবৎসরকাল দণ্ডকারণ্যে বাস করিব, পিতৃদেব আমাকে এইরূপ আদেশ করিয়া ভরতকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছেন। অতএব আমি বনগমনে উদ্যত হইয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। তুমি ভরতের নিকট কখনও আমার প্রশংসা করিও না। সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা অন্যের

ঋদ্ধিযুক্তা হি পুরুষা ন সহন্তে পরস্তবম্ ।
তস্মান্ন তে গুণাঃ কথ্যা ভরতস্যাগ্রতো মম ॥২৫
অহং তে নানুবক্তব্যো বিশেষেণ কদাচন ।
অনুকূলতয়া শক্যং সমীপে তস্য বর্তিতুম্ ॥২৬
তস্মৈ দত্তং নৃপতিনা যৌবরাজ্যং সনাতনম্ ।
স প্রসাদ্যস্ত্বয়া সীতে নৃপতিশ্চ বিশেষতঃ ॥২৭
অহং চাপি প্রতিজ্ঞাং তাং গুরোঃ সমনুপালয়ন্ ।
বনমদ্যৈব যাস্যামি স্থিরীভব মনস্বিনি ॥২৮
যাতে চ ময়ি কল্যাণি বনং মুনিনিষেবিতম্ ।
ব্রতোপবাসপরয়া ভবিতব্যং ত্বয়ানঘে ॥২৯
কল্যমুত্থায় দেবানাং কৃত্বা পূজাং যথাবিধি ।
বন্দিতব্যো দশরথঃ পিতা মম জনেশ্বরঃ ॥৩০
মাতা চ মম কৌসল্যা বৃদ্ধা সন্তাপকর্ষিতা ।
ধর্মমেবাগ্রতঃ কৃত্বা ত্বত্তঃ সম্মানমর্হতি ॥৩১
বন্দিতব্যাস্ত্বয়া নিত্যং (ক) যাঃ শেষা মম মাতরঃ ।
স্নেহপ্রণয়সম্ভোগৈঃ সমা হি মম মাতরঃ ॥৩২
ভ্রাতৃপুত্রসমৌ চাপি দ্রষ্টব্যৌ চ বিশেষতঃ ।
উভৌ ভরত-শত্রুঘ্নৌ (খ) প্রাণৈঃ প্রিয়তরৌ মম ॥৩৩
বিপ্রিয়ঞ্চ ন কর্তব্যং ভরতস্য কদাচন ।
স হি রাজা চ বৈদেহি দেশস্য চ কুলস্য চ ॥৩৪
আরাধিতা হি শীলেন প্রযত্নৈশ্চোপসেবিতাঃ ।
রাজানঃ সংপ্রসীদন্তি প্রকুপ্যন্তি বিপর্য্যয়ে ॥৩৫
ঔরসানপি পুত্রান্ হি ত্যজন্ত্যহিতকারিণঃ ।
সমর্থান্ প্রতিগৃহ্নন্তি জনানপি নরাধিপাঃ ॥৩৬
সা ত্বং বসেহ কল্যাণি রাজ্ঞঃ সমনুবর্তিনী ।
ভরতস্য রতা ধর্মে সত্যব্রতপরায়ণা ॥৩৭
অহং গমিষ্যামি মহাবনং প্রিয়ে
ত্বয়া হি বস্তব্যমিহৈব ভামিনি ।
যথা ব্যলীকং কুরুষে ন কস্যচিৎ
তথা ত্বয়া কার্য্যমিদং বচো মম ॥৩৮

* * *

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ ॥২৬

প্রশংসা সহ্য করিতে পারে না। সেইজন্য ভরতের সম্মুখে আমার গুণকীর্তন করিও না।২১-২৫

তুমি কখনই বিশেষভাবে আমার কথাও বলিও না। ভরতের অনুকূল আচরণ করিয়াই তাহার নিকট তোমাকে থাকিতে হইবে। রাজা দশরথ ভরতকে যুবরাজপদ প্রদান করিয়াছেন। ভরতই এখন রাজা। অতএব সীতে! তাহাকে প্রসন্ন করা তোমার কর্তব্য। আমি পিতার প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য অদ্যই বনে গমন করিব। মনস্বিনি! তুমি স্থির হও। কল্যাণি! তুমি সর্বথা পাপশূন্যা। আমি মুনিগণসেবিত বনে গমন করিলে পর তুমি সর্বদা ব্রত উপবাস অনুষ্ঠানে কালাতিপাত করিও। তুমি প্রত্যহ প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া যথাবিধি দেবতাগণের পূজা করিও এবং পূজার পর নরাধিপতি মদীয় পিতৃদেব দশরথের বন্দনা করিও। আমার জননী কৌশল্যা বৃদ্ধা। তিনি আমার শোকে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। তুমি ধর্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহার সম্মান অবশ্য করিও। আমার অন্যান্য মাতৃগণকেও তুমি বন্দনা করিও। তাঁহারা স্নেহ, প্রীতি ও প্রতিপালন করায় আমার নিকট সকলেই সমান। ভরত ও শত্রুঘ্ন আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তম। তুমি তাহাদের উভয়কে বিশেষভাবে ভ্রাতা ও পুত্রের মত দেখিবে। তুমি কখনও ভরতের অপ্রিয় কার্য্য করিবে না। বৈদেহি! এক্ষণে ভরতই ত আমাদের বংশের ও দেশের রাজা হইয়াছেন। সৎস্বভাব ও প্রযত্নের দ্বারা সেবিত হইলে নরপতিগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহার অন্যথা হইলে কুপিত হইয়া থাকেন। নরপতিগণ নিজ ঔরসজাত পুত্রগণকেও অহিতকারী দেখিলে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন এবং সম্পর্কহীন ব্যক্তিগণকেও হিতকারী দেখিলে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কল্যাণি! এই জন্যই তোমাকে বলিতেছি যে, তুমি ধর্ম ও সত্যব্রতপালনরতা হইয়া রাজা ভরতের অনুবর্তিনী হও এবং এইভাবেই এইস্থানে বাস কর। আমার প্রিয়ে! আমি মহারণ্যে গমন করিতেছি, তুমি এই স্থানে অবস্থান কর। আমার বক্তব্য এই যে, যে কার্য্য করিলে কাহারও অনিষ্ট হয় না, সেইরূপ কার্য্যই করিও।২৬-৩৮

পাঠান্তর :—(ক) বন্দিতব্যাশ্চ তে নিত্যং—। (খ) ত্বয়া ভরত-শত্রুঘ্নৌ—।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামচন্দ্রস্য বনবাসসঙ্গিনী ভবিতুং সীতাদেব্যা প্রার্থনম্।]

এবমুক্তা তু বৈদেহী প্রিয়ার্হা প্রিয়বাদিনী।
প্রণয়াদেব সংক্রুদ্ধা ভর্তারমিদমব্রবীৎ ॥১
কিমিদং ভাষসে রাম বাক্যং লঘুতয়া ধ্রুবম্।
ত্বয়া যদপহাস্যং মে শ্রুত্বা নরবরোত্তম ॥২
বীরাণাং রাজপুত্রাণাং শস্ত্রাস্ত্রবিদুষাং নৃপ।
অনর্হমযশস্যঞ্চ ন শ্রোতব্যং ত্বয়েরিতম্ ॥৩
আর্য্যপুত্র পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্রস্তথা স্নুষা।
স্বানি পুণ্যানি ভুঞ্জানাঃ স্বং স্বং ভাগ্যমুপাসতে ॥৪
ভর্তুর্ভাগ্যন্তু নার্য্যেকা প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ।
অতশ্চৈবাহমাদিষ্টা বনে বস্তব্যমিত্যপি ॥৫
ন পিতা নাত্মজো বাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ।
ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা ॥৬
যদি ত্বং প্রস্থিতো দুর্গং বনমদ্যৈব রাঘব।
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি মৃদ্নন্তী কুশকণ্টকান্ ॥৭
ঈর্ষ্যাং রোষং (ক) বহিষ্কৃত্য ভুক্তশেষমিবোদকম্।
নয় মাং বীর বিস্রব্ধঃ পাপং ময়ি ন বিদ্যতে ॥৮
প্রাসাদাগ্রে বিমানৈর্বা বৈহায়সগতেন বা।
সর্বাবস্থাতীতা (খ) ভর্তুঃ পাদচ্ছায়া বিশিষ্যতে ॥৯
অনুশিষ্টাস্মি মাত্রা চ পিত্রা চ বিবিধাশ্রয়ম্।
নাস্মি সংপ্রতিবক্তব্যা বর্তিতব্যং যথা ময়া ॥১০

সপ্তবিংশ সর্গ

[শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের সঙ্গিনী হইবার জন্য সীতাদেবীর প্রার্থনা।]

শ্রীমান্ রাম এইরূপ বলিলে পর প্রিয়বাক্যশ্রবণে যোগ্যা প্রিয়ভাষিণী বৈদেহী প্রণয়-কোপ প্রকাশপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন,—সর্বমানবশ্রেষ্ঠ! রাজপুত্র! তুমি এইরূপ লঘু ও অসার কথা বলিতেছ কেন? তোমার কথা শুনিয়া আমার হাস্যসংবরণ করা সম্ভব হইতেছে না। এমন কথা তুমি বলিলে, যাহা শাস্ত্র ও অস্ত্রে নিপুণ বীর্য্যবান্ রাজপুত্রগণের পক্ষে সর্বথা অযোগ্য ও অকীর্তিকর। অতএব তাহা শুনিবার যোগ্যই নয়। আর্য্যপুত্র! পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, পুত্রবধূ—ইঁহারা সকলে নিজ নিজ ভাগ্যানুসারে পাপ-পুণ্যময় কর্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। নরশ্রেষ্ঠ! নারীই একমাত্র নিজপতির ভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তোমার বনবাসের আদেশে আমিও বনবাসের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব আমাকেও বনে বাস করিতে হইবে।১-৫

পিতা, মাতা, পুত্র, সখীজন এমন কি আত্মাও স্ত্রীলোকের সদ্গতি বিধান করিতে অসমর্থ। একমাত্র পতিই ইহলোকে ও পরলোকে সর্বদা স্ত্রীলোকের সদ্গতিবিধানে সমর্থ। রঘুনন্দন! যদি তুমি অদ্যই দুর্গম অরণ্যে গমন কর, তাহা হইলে পথস্থিত কুশ-কণ্টক দলন করিতে করিতে আমি তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিব। মহাবীর! স্ত্রীলোকের বন-গমনের সাহস দেখিয়া ঈর্ষ্যা করিও না এবং তোমার কথা শুনিতেছি না বলিয়া ক্রোধ করিও না। পথিক যেমন জলপান করার পর অবশিষ্ট জল সঙ্গে লইয়া যায়, সেইরূপ তুমিও ঈর্ষ্যা ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে সঙ্গে লইয়া চল, আমাতে কোনপ্রকার পাপ নাই। প্রাসাদশিখরে অবস্থান ও বিমানে করিয়া আকাশভ্রমণ অপেক্ষা সকল অবস্থায় পতির পদচ্ছায়াই স্ত্রীলোকের একমাত্র শ্রেষ্ঠকাম্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। আমার পিতা-মাতা নানাবস্থায় স্ত্রীর কর্তব্য-সম্বন্ধে আমাকে বহু উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে আমাকে কিভাবে কিরূপ আচরণ করিতে হইবে, তাহা বলিতে হইবে না।৬-১০

পাঠান্তর:—(ক) ঈর্ষ্যা-রোষৌ—। (খ) সর্বাবস্থাগতা—।

অহং দুর্গং গমিষ্যামি বনং পুরুষবর্জ্জিতম্ ।
নানামৃগগণাকীর্ণং শার্দূলগণসেবিতম্ ॥১১
সুখং বনে নিবৎস্যামি যথৈব ভবনে পিতুঃ ।
অচিন্তয়ন্তী ত্রীংল্লোকাংশ্চিন্তয়ন্তী পতিব্রতম্ ॥১২
শুশ্রূষমাণা তে নিত্যং নিয়তা ব্রহ্মচারিণী ।
সহ রংস্যে ত্বয়া বীর বনেষু মধুগন্ধিষু ॥১৩
ত্বং হি কর্তুং বনে শক্তো রাম সংপরিপালনম্ ।
অন্যস্যাপি জনস্যেহ কিং পুনর্মম মানদ ॥১৪
সাহং ত্বয়া গমিষ্যামি বনমদ্য ন সংশয়ঃ ।
নাহং শক্যা মহাভাগ নিবর্তয়িতুমুদ্যতা ॥১৫
ফল-মূলাশনা নিত্যং ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ ।
ন তে দুঃখং করিষ্যামি নিবসন্তী ত্বয়া সহ ॥১৬
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি ভোক্ষ্যে ভুক্তবতি ত্বয়ি ।
ইচ্ছামি সরিতঃ শৈলান্ পল্বলানি সরাংসি চ ॥১৭

প্রিয়! আমি মনুষ্যবর্জিত নানাবিধপশুপূর্ণ ব্যাঘ্র-বিশিষ্ট দুর্গমবনে গমন করিব। ত্রিভুবনের সকল ঐশ্বর্য্য উপেক্ষা করিয়াও পাতিব্রত্য-ধর্মের কথা ভাবিয়া অতিসুখে বনে বাস করিব। পূর্বে শৈশবে পিতৃগৃহে যেমন সুখে ছিলাম, বনেও সেইরূপই থাকিব। আমি সর্বদা তোমার শুশ্রূষা করিব, তোমার মত নিয়মপালনপূর্বক তপস্যা করিব এবং মধুগন্ধ-সুবাসিত বনে তোমার সহিত বিহার করিব। প্রিয়! তুমি ঐ বনে অন্যান্য সকল লোকেরই পরিপালনে সম্পূর্ণ সমর্থ, আমাকে প্রতিপালন করিতে যে তুমি সমর্থ, তাহাতে সন্দেহ কি? আমি অদ্য তোমার সহিত বনে গমন করিব—ইহাতে কোন সংশয় নাই। মহাভাগ! আমি যখন বনগমনে উদ্যতা হইয়াছি, তখন তুমি আমাকে কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারিবে না।১১-১৫

তুমি আমার বিষয়ে কোনরূপ আশঙ্কা করিও না, আমি প্রত্যহ ফল-মূল ভক্ষণ করিয়াই থাকিব। তোমার সহিত বনবাসিনী হইয়াও তোমাকে কোন কষ্ট দিব না। আমি তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিব এবং তোমার ভোজন করা হইলে পর ভোজন করিব। আমি

দ্রষ্টুং সর্বত্র নির্ভীতা ত্বয়া নাথেন ধীমতা ।
হংস-কারণ্ডবাকীর্ণাঃ পদ্মিনীঃ সাধুপুষ্পিতাঃ ॥১৮
ইচ্ছেয়ং সুখিনী দ্রষ্টুং ত্বয়া বীরেণ সঙ্গতা ।
অভিষেকং করিষ্যামি তাসু নিত্যমনুব্রতা ॥১৯
সহ ত্বয়া বিশালাক্ষ রংস্যে পরমনন্দিনী ।
এবং বর্ষসহস্রাণি শতং বাপি ত্বয়া সহ ॥২০
ব্যতিক্রমং ন বেৎস্যামি স্বর্গোঽপি হি ন মে মতঃ ।
স্বর্গেঽপি চ বিনা বাসো ভবিতা যদি রাঘব ।
ত্বয়া বিনা নরব্যাঘ্র নাহং তদপি রোচয়ে ॥২১
অহং গমিষ্যামি বনং সুদুর্গমং
মৃগাযুতং বানর-বারণৈশ্চ ।
বনে নিবৎস্যামি যথা পিতৃর্গৃহে
তবৈব পাদাবুপগৃহ্য সম্মতা ॥২২

তোমাকে নিজপ্রভুরূপে নিকটে পাইলে সর্বথা ভয়শূন্য থাকি, সুতরাং ঐ বনে চারিদিকে পর্বত, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জলাশয় এবং নদীসমূহ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। তোমার সহিত মিলিত হইয়া অতিসুখে হংস-কারণ্ডব (জলকুক্কুট) পক্ষিগণপূর্ণ প্রস্ফুটিতপুষ্পবিশিষ্ট পদ্মিনীসমূহকে দেখিতে ইচ্ছা করি। বিশালনয়ন! ঐ সকল জলাশয়ে তোমার অনুগামিনী হইয়া প্রত্যহ স্নান করিব এবং অতিশয় আনন্দিতভাবে তোমার সহিত বিহার করিব। আমি এইরূপে তোমার সহিত শতবৎসর বা সহস্রবৎসর যাবৎ বনবাস করিলেও সামান্যও কষ্টবোধ করিব না। রঘুনন্দন! তোমা-ব্যতিরেকে স্বর্গও আমার কাম্য নয়। নরোত্তম! তোমাকে ছাড়িয়া যদি আমাকে স্বর্গে বাস করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ স্বর্গ আমি কখনই প্রার্থনা করিব না। অতএব আমি মৃগ-বানর-হস্তিপূর্ণ অতিদুর্গম অরণ্যে গমন করিব। তোমার অনুবর্তিনী হইয়া, তোমার পদসেবা করিয়া পিতৃগৃহে বাস করবার মতই আনন্দে বনে বাস করিব। আমি অন্যকোন বিষয়ে আসক্ত নহি, আমার চিত্ত তোমাতেই অনুরক্ত। আমি তোমা-

অনন্যভাবামনুরক্তচেতসং
ত্বয়া বিযুক্তাং মরণায় নিশ্চিতাম্।
নয়স্ব মাং সাধু কুরুষ্ব যাচনাং
নাতো ময়া তে গুরুতা ভবিষ্যতি ॥২৩
তথা ব্রুবাণামপি ধর্মবৎসলাং
ন চ স্ম সীতাং নৃবরো নিনীষতি।
উবাচ চৈনাং বহু সন্নিবর্তনে
বনে নিবাসস্য চ দুঃখিতাং প্রতি ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে মৃত্যুবরণ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিব, অতএব তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। আমার প্রার্থনা সফল কর। এই অনুগামিনীর দ্বারা তোমার ভার বাড়িবে না, কষ্টও হইবে না। সীতা এইরূপে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু পুরুষোত্তম রাম ধর্মপ্রিয়া সীতাকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বনে বাস করার দুঃখসমূহ বিস্তৃতভাবে বলিতে লাগিলেন।১৬ ২৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ বনবাসস্য সম্ভাবিতক্লেশসমূহানাং বর্ণনম্, বনগমনে স্বামিসঙ্গাভিলাষি-সীতাদেবীং নিবর্তিতুং রামচন্দ্রস্য প্রয়াসশ্চ।]

স এবং ব্রুবতীং সীতাং ধর্মজ্ঞাং ধর্মবৎসলঃ।
ন নেতুং কুরুতে বুদ্ধিং বনে দুঃখানি চিন্তয়ন্ ॥১
সান্ত্বয়িত্বা ততস্তাং তু বাষ্পদূষিতলোচনাম্।
নিবর্তনার্থে ধর্মাত্মা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥২
সীতে মহাকুলীনাসি ধর্মে নিরতা সদা।
ইহাচরস্ব ধর্মং ত্বং যথা মে মনসঃ সুখম্ ॥৩
সীতে যথা ত্বাং বক্ষ্যামি তথা কার্য্যং ত্বয়াঽবলে।
বনে দোষা হি বহবো বসতস্তান্নিবোধ মে ॥৪
সীতে বিমুচ্যতামেষা বনবাসকৃতা মতিঃ।
বহুদোষং হি কান্তারং বনমিত্যভিধীয়তে ॥৫
হিতবুদ্ধ্যা খলু বচো ময়ৈতদভিধীয়তে।
সদা সুখং ন জানামি দুঃখমেব সদা বনম্ ॥৬

অষ্টাবিংশ সর্গ

[শ্রীরামকর্তৃক বনবাসের সম্ভাবিত ক্লেশসমূহের বর্ণন ও বনগমনে স্বামিসঙ্গাভিলাষিণী সীতাদেবীকে নিবৃত্ত করিবার জন্য রামচন্দ্রের প্রয়াস।]

ধর্মপ্রিয় শ্রীমান্ রাম সীতার এইরূপ বাক্য শুনিলেন, কিন্তু তাঁহাকে ধর্মপরায়ণা বলিয়া বুঝিলেও বনবাসের দুঃখসমূহের কথা ভাবিয়া সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করিলেন না। এই অবস্থায় সীতার নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়াছে। ধর্মাত্মা রাম তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। অনন্তর বনগমন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলিলেন,—সীতে! তুমি শ্রেষ্ঠকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং সর্বদা ধর্মাচরণে রত হইয়া রহিয়াছ। তুমি এইস্থানে থাকিয়াই ধর্মাচরণ কর, ইহাতে আমার মনে সুখ হইবে। সীতে! প্রিয়ে! আমি তোমাকে যেরূপ বলিতেছি, তোমার সেইরূপ কার্য্য করাই কর্তব্য। বনে বাসকারীর বহু দোষ উপস্থিত হয়, আমি সেই সকল দোষের কথা বলিতেছি,

গিরিনির্ঝরসম্ভূতা গিরিনির্দরিবাসিনাম্।
সিংহানাং নিনদা দুঃখাঃ শ্রোতুং দুঃখমতো বনম্ ॥৭
ক্রীড়মানাশ্চ বিস্রব্ধা মত্তাঃ শূন্যে তথা মৃগাঃ।
দৃষ্ট্বা সমভিবর্তন্তে সীতে দুঃখমতো বনম্ ॥৮
সগ্রাহাঃ সরিতশ্চৈব পঙ্কবত্যঃ সুদুস্তরাঃ (ক)।
মত্তৈরপি গজৈর্নিত্যমতো দুঃখতরং বনম্ ॥৯
লতা-কণ্টকসংকীর্ণাঃ কৃকবাকূপনাদিতাঃ।
নিরপাশ্চ সুদুঃখাশ্চ মার্গা দুঃখমতো বনম্ ॥১০
সুপ্যতে পর্ণশয্যাসু স্বয়ং ভগ্নাসু ভূতলে।
রাত্রিষু শ্রমখিন্নেন তস্মাদ্দুঃখতরং বনম্ ॥১১
অহোরাত্রঞ্চ সন্তোষঃ কর্তব্যো নিয়তাত্মনা।
ফলৈর্বৃক্ষাবপতিতৈঃ সীতে দুঃখমতো বনম্ ॥১২
উপবাসশ্চ কর্তব্যো যথা প্রাণেন মৈথিলি।
জটাভারশ্চ কর্তব্যো বল্কলাম্বরধারণম্ ॥১৩
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ কর্তব্যং বিধিপূর্বকম্।
প্রাপ্তানামতিথীনাঞ্চ নিত্যশঃ প্রতিপূজনম্ ॥১৪
কার্য্যস্ত্রিরভিষেকশ্চ কালে কালে চ নিত্যশঃ।
চরতাং নিয়মেনৈব তস্মাদ্দুঃখতরং বনম্ ॥১৫
উপহারশ্চ কর্তব্যঃ কুসুমৈঃ স্বয়মাহৃতৈঃ।
আর্ষেণ বিধিনা বেদ্যাং সীতে দুঃখমতো বনম্ ॥১৬
যথা লব্ধেন কর্ত্তব্যঃ সন্তোষস্তেন মৈথিলি।
যথাহারৈর্বনচরৈঃ সীতে দুঃখমতো বনম্ ॥১৭
অতীব বাতস্তিমিরং বুভুক্ষা চাস্তি নিত্যশঃ।
ভয়ানি চ মহান্ত্যত্র অতো দুঃখতরং বনম্ ॥১৮

শ্রবণ কর। প্রিয়ে! তুমি বনবাস করিবার এই বাসনা বিসর্জন দাও। অভিজ্ঞব্যক্তিগণ বলেন—গহনবন বহু-দোষের আকর। তোমাকে রক্ষা করিতে আমার কষ্ট হইবে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া আমি এই কথা বলিতেছি না, কিন্তু তোমার হিতকামনা করিয়াই বলিতেছি যে, বন কোনকালেই সুখকর হয় না, তাহা চিরকালই দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। প্রিয়ে! পর্বতস্থিত জলধারার পতন-শব্দের দ্বারা দ্বিগুণীকৃত পর্বতগুহাস্থিত-সিংহগণের গর্জন-শ্রবণে অতিশয় দুঃখ হইয়া থাকে, এই জন্য বন দুঃখের কারণ। নির্জনবনে হিংস্রপশুগণ নিঃশঙ্ক হইয়া উন্মত্ত-ভাবে ক্রীড়া করিতে থাকে, তাহারা মনুষ্য দেখিলেই আক্রমণ করিতে ধাবিত হয়, এইজন্য বন দুঃখের কারণ। সেখানে নদীসমূহ মকর, কুম্ভীর প্রভৃতি হিংস্রজলজন্তু-দ্বারা পরিপূর্ণ এবং পঙ্কময়, মত্তহস্তীরাও ঐ নদীসমূহে অতিকষ্টে অবতীর্ণ হইতে পারে। এইজন্য বন অতীব দুঃখের কারণ। বনের পথসমূহ লতা ও কণ্টকে পরিব্যাপ্ত, বন্যকুক্কুট-শব্দে প্রতিধ্বনিত এবং জলশূন্য। ঐ সকল পথে ভ্রমণ করা অতিশয় কষ্টকর। এইজন্য বন দুঃখের কারণ।১-১০

সমস্ত দিন ভ্রমণের পরিশ্রমে কাতর হইয়া আপনা হইতে পতিত পত্রের দ্বারা নির্মিত শয্যায় রাত্রিকালে শয়ন করিতে হয়, এইজন্য বন দুঃখের কারণ। জানকি! বনে অন্যান্যবিষয়ে লোভ ত্যাগ করত বৃক্ষচ্যুত ফলের দ্বারাই দিবসে ও রাত্রিতে নিজেকে সন্তুষ্ট রাখিতে হয়, এইজন্যই বন দুঃখের কারণ। মৈথিলি! বনবাস-কালে সামর্থ্যানুসারে উপবাস করিতে হয়। মস্তকে জটাভার ও শরীরে বল্কল ধারণ করিতে হয়, সেখানে দেবতা ও পিতৃগণের বিধিপূর্বক পূজা করা অবশ্য কর্তব্য, সমাগত অতিথিগণেরও প্রত্যহই অর্চনা করিতে হয়। বনে প্রত্যহ যথাসময়ে তিনবার স্নান করা কর্তব্য। এই সকল নিয়ম পালন করিয়াই বনে বাস কর্তব্য বলিয়া বন অতিশয় দুঃখের কারণ।১১-১৫

স্বহস্তে চয়ন করা পুষ্পের দ্বারা ঋষিগণ-কথিত নিয়মে বেদিতে উপহার দিতে হয়। মিথিলারাজ-নন্দিনি! যাহারা বনে বিচরণ করিবে, তাহাদিগকে যথালব্ধ যৎকিঞ্চিৎ ফলমূল প্রভৃতির দ্বারা আহারনির্বাহ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। সেখানে প্রবলবেগে বায়ু সর্বদা প্রবাহিত হয়। প্রায় সকল সময়ই নিবিড় অন্ধকারে সেইস্থান আবৃত থাকে। অরণ্যে ক্ষুধাও তীব্র-ভাবে হইয়া থাকে। আরও অন্যান্য মহাভয়সমূহ ত আছেই। এইজন্য বন অতীব দুঃখের কারণ। প্রিয়ে! বনমধ্যে বহুরূপী বহু সরীসৃপ (সর্প প্রভৃতি) সদর্পে পথে পথে বিচরণ করে। সেখানে নদীর ন্যায় বক্রগতি নদী-

পাঠান্তর :—(ক)—পঙ্কবত্যস্তু দুস্তরাঃ।

সরীসৃপাশ্চ বহবো বহুরূপাশ্চ ভামিনি।
চরন্তি পথি তে দর্পাত্ততো দুঃখতরং বনম্ ॥১৯
নদীনিলয়নাঃ সর্পা নদীকুটিলগামিনঃ।
তিষ্ঠন্ত্যাবৃত্য পন্থানমতো দুঃখতরং বনম্ ॥২০
পতঙ্গা বৃশ্চিকাঃ কীটা দংশাশ্চ মশকৈঃ সহ।
বাধন্তে নিত্যমবলে সর্বং দুঃখমতো বনম্ ॥২১
দ্রুমাঃ কণ্টকিনশ্চৈব কুশাঃ কাশাশ্চ ভামিনি।
বনে ব্যাকুলশাখাগ্রাস্তেন দুঃখমতো বনম্ ॥২২
কায়ক্লেশাশ্চ বহবো ভয়ানি বিবিধানি চ।
অরণ্যবাসে বসতো দুঃখমেব সদা বনম্ ॥২৩
ক্রোধ-লোভৌ বিমোক্তব্যৌ কর্তব্যা তপসে মতিঃ।
ন ভেতব্যঞ্চ ভেতব্যে দুঃখং নিত্যমতো বনম্ ॥২৪
তদলং তে বনং গত্বা ক্ষেমং নহি বনং তব।
বিমৃশন্নিব পশ্যামি বহুদোষকরং বনম্ ॥২৫
বনং তু নেতুং ন কৃতা মতির্যদা
বভূব রামেণ তদা মহাত্মনা।
ন তস্য সীতাবচনং চকার তং
ততোঽব্রবীদ্ রামমিদং সুদুঃখিতা ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥

মধ্যবর্তী জলচর সর্পগণ গমনপথ অবরুদ্ধ করিয়া অবস্থিতি করে। এইজন্য বন অতীব দুঃখের কারণ।১৮-২০

সীতে! পতঙ্গ, বৃশ্চিক, কীট, দংশ (বনমক্ষিকা) ও মশকসমূহ বনবাসীকে সর্বদা যন্ত্রণা প্রদান করে। অরণ্যে সকল বৃক্ষই কণ্টকাকীর্ণ। বনভূমির সর্বত্র কুশ ও কাশের প্রাচুর্য্য। কণ্টকময় বৃক্ষ, কুশ ও কাশের শাখা ও অগ্রভাগ এমনভাবে আন্দোলিত হয়, তাহার জন্য বন অতিশয় দুঃখজনক হয়। এতদ্‌ভিন্ন আরও বহু অসুবিধা আছে। অরণ্যবাসীর শারীরিক কষ্ট যথেষ্টভাবে হইয়া থাকে। বহুবিধ ভয়ও উপস্থিত হয়। এইজন্য বন সর্বদা দুঃখের কারণ। বনে বাস করিতে হইলে ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিতে হয়, তপস্যাতেই মনস্থির করিতে হয় এবং ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলেও ভীতিশূন্য থাকিতে হয়, এই সকল কারণে বন সর্বদা দুঃখজনক। প্রিয়ে! এইজন্যই তোমাকে বলিতেছি, তুমি বনে যাইও না। বনবাস তোমার মঙ্গলদায়ক হইবে না। আমি বিশেষ চিন্তা করিয়াই বলিতেছি যে, বন বহুদোষের কারণ। এইরূপ বলিয়া মহাত্মা রাম সীতাকে বনে লইয়া যাইতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সীতা রামের বচন অঙ্গীকার করিলেন না। তখন তিনি অতিশয় দুঃখে রামকে বলিতে লাগিলেন।২১-২৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত

ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ

[সীতয়া স্ত্রীয়ঃ স্বাধিকার-প্রশ্নস্যোত্থাপনম্, পত্যুর্বনগমনে স্ত্রিয়াস্তদনুসরণস্যৌচিত্যপ্রদর্শনম্ ।]

এতত্তু বচনং শ্রুত্বা সীতা রামস্য দুঃখিতা ।
প্রসক্তাশ্রুমুখী মন্দমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১
যে ত্বয়া কীর্তিতা দোষা বনে বস্তব্যতাং প্রতি ।
গুণানিত্যেব তান্ বিদ্ধি তব স্নেহপুরস্কৃতা ॥২
মৃগাঃ সিংহা গজাশ্চৈব শার্দূলাঃ শরভাস্তথা ।
চমরাঃ সৃমরাশ্চৈব যে চান্যে বনচারিণঃ ॥৩
অদৃষ্টপূর্বরূপত্বাৎ সর্বে তে তব রাঘব ।
রূপং দৃষ্ট্বাঽপসর্পেয়ুস্তব সর্বে হি বিভ্যতি ॥৪
ত্বয়া চ সহ গন্তব্যং ময়া গুরুজনাজ্ঞয়া ।
ত্বদ্ বিয়োগেন মে রাম ত্যক্তব্যমিহ জীবিতম্ ॥৫
নহি মাং ত্বৎসমীপস্থামপি শক্রোঽপি রাঘব ।
সুরাণামীশ্বরঃ শক্তঃ প্রধর্ষয়িতুমোজসা ॥৬
পতিহীনা তু যা নারী সা ন শক্ষ্যতি জীবিতুম্ ।
কামমেবংবিধং রাম ত্বয়া মম নিদর্শিতম্ ॥৭
অথাপি চ মহাপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণানাং ময়া শ্রুতম্ ।
পুরা পিতৃগৃহে সত্যং বস্তব্যং কিল মে বনে ॥৮
লাক্ষণেভ্যো (ক) দ্বিজাতিভ্যঃ শ্রুত্বাহং বচনং গৃহে ।
বনবাসকৃতোৎসাহা নিত্যমেব মহাবল ॥৯
আদেশো বনবাসস্য প্রাপ্তব্যঃ স ময়া কিল ।
সা ত্বয়া সহ ভর্ত্রাহং যাস্যামি প্রিয় নান্যথা ॥১০

ঊনত্রিংশ সর্গ

[সীতা কর্তৃক স্ত্রীর স্বাধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন ও পতির বনগমনে স্ত্রীর তদনুসরণের ঔচিত্য প্রদর্শন ।]

জনকনন্দিনী রামের বচন শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। অশ্রুধারায় তাঁহার বদন প্লাবিত হইল। এই অবস্থায় মৃদুস্বরে তিনি রামকে বলিলেন,—আর্য্যপুত্র! বনবাস-সম্বন্ধে যে সকল দোষের কথা তুমি বলিতেছ, আমার পক্ষে সেই সকল দোষকে তুমি গুণ বলিয়া মনে করিতে পার, যেহেতু আমি তব স্নেহধন্যা। (যে তোমার স্নেহ পায়, তাহার নিকট দোষ বলিয়া কিছু থাকে না, সব কিছুই গুণ হইয়া যায়।) বনে যে সকল মৃগ, সিংহ, হস্তী, ব্যাঘ্র, শরভ (অষ্টসংখ্যকপদযুক্ত হিংস্রজন্তু), চমর ও গবয় এবং অন্যান্য বন্যজন্তু আছে। রঘুনন্দন! তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব রূপ দর্শন করিয়া তাহারা পলায়ন করিবে, যেহেতু সকল প্রাণীই তোমাকে ভয় করিয়া থাকে। আমি গুরুজনের অনুমতিক্রমে তোমার সহিত অবশ্যই যাইব। প্রিয়! তোমার বিরহে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।১-৫

রঘুনন্দন! আমি যদি তোমার নিকটে অবস্থান করি, তাহা হইলে দেবগণের অধিপতি ইন্দ্রও আমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। প্রিয়! তুমিই ত আমাকে এইরূপ বহু উপদেশ দিয়াছ যে, যে নারী পতিহীনা হয়, সে কখনও জীবিত থাকিতে পারে না। মহাপ্রাজ্ঞ! বনবাস বহুদোষযুক্ত হইলেও আমাকে নিশ্চয়ই বনে বাস করিতে হইবে—এই কথা পূর্বে পিতৃগৃহে থাকার সময় আমি ব্রাহ্মণগণের নিকট শুনিয়াছি। মহাবীর! হস্তরেখা প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের কথা শুনিয়া সেই সময় হইতেই সর্বদা বনে বাস করিতে আমার উৎসাহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ব্রাহ্মণগণ যখন বলিয়াছেন যে, আমাকে বনবাস করিতেই হইবে, তখন তাহা অবশ্যই কর্তব্য। প্রিয়! আমি তোমার সহিত যাইব, ইহার অন্যথা হইতে পারে না।৬-১০

আমি ব্রাহ্মণগণের বাক্য পালন করিব, সেইজন্য তোমার সহিত বনে গমন করিব। এক্ষণে আমার বনগমনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণগণ

পাঠান্তর :—(ক) লক্ষণিভ্যো— ।

কৃতাদেশা ভবিষ্যামি গমিষ্যামি ত্বয়া সহ।
কালশ্চায়ং সমুৎপন্নঃ সত্যবাগ্ ভবতু দ্বিজঃ ॥১১
বনবাসে হি জানামি দুঃখানি বহুধা কিল।
প্রাপ্যন্তে নিয়তং বীর পুরুষৈরকৃতাত্মভিঃ ॥১২
কন্যয়া চ পিতুর্গেহে বনবাসঃ শ্রুতো ময়া।
ভিক্ষিণ্যাঃ শমবৃত্তায়া মম মাতুরিহাগ্রতঃ ॥১৩
প্রসাদিতশ্চ বৈ পূর্বং ময়া বহুতিথং প্রভো (ক)
গমনং বনবাসস্য কাঙ্ক্ষিতং হি সহ ত্বয়া ॥১৪
কৃতক্ষণাহং ভদ্রং তে গমনং প্রতি রাঘব।
বনবাসস্য শূরস্য মম চর্য্যা হি রোচতে ॥১৫
শুদ্ধাত্মন্ প্রেমভাবাদ্ধি ভবিষ্যামি বিকল্মষা।
ভর্তারমনুগচ্ছন্তী ভর্তা হি মমদৈবতম্ (খ) ॥১৬
প্রেত্যভাবে হি কল্যাণঃ সঙ্গমো মে সদা ত্বয়া।
শ্রুতির্হি শ্রূয়তে পুণ্যা ব্রাহ্মণানাং যশস্বিনাম্ ॥১৭
ইহ লোকে চ পিতৃভির্যা স্ত্রী যস্য মহাবল।
অদ্ভির্দত্তা স্বধর্মেণ প্রেত্যভাবেঽপি তস্য সা ॥১৮
এবমস্মাৎ স্বকাং নারীং সুবৃত্তাং হি পতিব্রতাম্।
নাভিরোচয়সে নেতুং ত্বং মাং কেনেহ হেতুনা ॥১৯
ভক্তাং পতিব্রতাং দীনাং মাং সমাং সুখ-দুঃখয়োঃ।
নেতুমর্হসি কাকুৎস্থ সমানসুখ-দুঃখিনীম্ ॥২০
যদি মাং দুঃখিতামেবং বনং নেতুং ন চেচ্ছসি।
বিষমগ্নিং জলং বাহমাস্থাস্যে মৃত্যুকারণাৎ ॥২১

সত্যবাদী হউন। বনবাসে বহুপ্রকারের দুঃখসমূহ উপস্থিত হয়, তাহা আমি জানি। মহাবীর! অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা ঐ সকল দুঃখ ভোগ করে। আমার কন্যাবস্থায় পিতৃগৃহে থাকা-কালে আমার মাতার নিকট সদাচার-সম্পন্না তপস্বিনী এক মহিলা বনবাসের কথা বলিয়াছিলেন। আমি সেই সময় সেই কথা শুনিয়াছিলাম। প্রভো! আমি তোমাকে অনেকবার প্রসন্ন করিয়াছি। তোমার সহিত বনবাসে গমন আমার অতীব প্রার্থনার বিষয়। রঘুনন্দন! আমি বনে গমন করিবার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছি। তোমার মঙ্গল হউক। আমাকে গমনে অনুমতি দাও। পিতৃসত্য-পালনে বনবাসী তুমি মহাবীর। তোমার পরিচর্য্যা আমার অতিশয় আনন্দের কারণ।১১-১৫

প্রিয়! তুমি বিশুদ্ধাত্মা ও আমার পতি, আমি প্রীতিবশত তোমার অনুগামিনী হইলে অতিশয় শুচি হইব, যেহেতু ভর্তাই স্ত্রীলোকের একমাত্র দেবতা। আমি তোমার অনুগামিনী হইলে পরলোকেও তোমার মঙ্গলময় সঙ্গ লাভ করিতে পারিব। আমি যশস্বী ব্রাহ্মণগণের মুখে উত্তম শাস্ত্রবাক্য শুনিয়াছি যে—ইহলোকে পিতামাতা প্রভৃতি স্বজনবর্গ স্ব স্ব ধর্মানুসারে সঙ্কল্পের দ্বারা যে কন্যাকে যাহার নিকট প্রদান করেন, সেই কন্যা ইহলোকে সেই পুরুষের স্ত্রী এবং পরলোকেও তাঁহারই স্ত্রী। আমি তোমার পত্নী। আমি সচ্চরিত্রা ও পতিব্রতা। তথাপি কি কারণে তুমি আমাকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছুক হইতেছ না? কাকুৎস্থ! আমি পতিব্রতা ও তোমার সেবিকা। তোমার বিরহে আমার দৈন্যের সীমা থাকিবে না। আমি সুখে ও দুঃখে একরূপই থাকি এবং তোমার সুখকে সুখ ও তোমার দুঃখকেই দুঃখ মনে করি। অতএব আমাকে সঙ্গে লওয়া তোমার কর্তব্য।১৬-২০

আমাকে এইরূপ দুঃখিত দেখিয়াও যদি বনে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে মৃত্যুর জন্য বিষপান করিব কিংবা অগ্নিতে প্রবেশ করিব অথবা জলে নিমজ্জিত হইব। সীতাদেবী এইরূপে বহুভাবে রামের নিকট বনগমনের প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু মহাবাহু রাম নির্জনবনে তাঁহাকে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। রামের অসম্মতিসূচক বাক্য শুনিয়া সীতা অতিশয় চিন্তিত হইলেন। তিনি তাঁহার নয়ন হইতে বিগলিত

পাঠান্তর :—(ক)—ত্বং মে বহুতিথং প্রভো। (খ)—ভর্তা হি পরদৈবতম্।

এবং বহুবিধং তং সা যাচতে গমনং প্রতি।
নানুমেনে মহাবাহুস্তাং নেতুং বিজনং বনম্ ॥২২
এবমুক্তা তু সা চিন্তাং মৈথিলী সমুপাগতা।
স্নাপয়ন্তীব গামুষ্ণৈরশ্রুভির্নয়নচ্যুতৈঃ ॥২৩
চিন্তয়ন্তীং তদা তাং তু নিবর্ত্তয়িতুমাত্মবান্।
ক্রোধাবিষ্টাস্তু বৈদেহীং কাকুৎস্থো বহু সান্ত্বয়ন্(ক)॥২৪
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ।

উষ্ণ অশ্রুধারায় পৃথিবীকে যেন সিক্ত করিতে লাগিলেন। চিন্তাপরায়ণা ও কুপিতা সীতাকে বনগমন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য ধৈর্য্যবান্ রাম বহুভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।২১-২৪

পাঠান্তর :—(ক)—বহুবসান্ত্বয়ৎ।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিংশঃ সর্গঃ

[সীতয়া সহ বনগমনে রামস্য সম্মতিঃ।]

সান্ত্ব্যমানা তু রামেণ মৈথিলী জনকাত্মজা।
বনবাসনিমিত্তার্থং ভর্তারমিদমব্রবীৎ ॥১
সা তমুত্তমসংবিগ্না সীতা বিপুলবক্ষসম্।
প্রণয়াচ্চাভিমানাচ্চ পরিচিক্ষেপ রাঘবম্ ॥২
কিং ত্বামন্যত বৈদেহঃ পিতা মে মিথিলাধিপঃ।
রাম জামাতরং প্রাপ্য স্ত্রিয়ং পুরুষবিগ্রহম্ ॥৩
অনৃতং বত লোকোঽয়মজ্ঞানাদ্ যদি বক্ষ্যতি।
তেজো নাস্তি পরং রামে তপতীব দিবাকরে ॥৪
কিং হি কৃত্বা বিষণ্ণস্ত্বং কুতো বা ভয়মস্তি তে।
যৎ পরিত্যক্তু কামস্ত্বং মামনন্যপরায়ণাম্ ॥৫
দ্যুমৎসেনসুতং বীরং সতবন্তমনুব্রতাম্।
সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ত্বমাত্মবশবর্তিনীম্ ॥৬
ন ত্বহং মনসা ত্বন্যং দ্রষ্টাস্মি ত্বদৃতেঽনঘ।
ত্বয়া রাঘব গচ্ছেয়ং যথান্যা কুলপাংসনী ॥৭
স্বয়ং তু ভার্য্যাং কৌমারীং চিরমধ্যুষিতাং সতীম্
শৈলুষ ইব মাং রাম পরেভ্যো দাতুমিচ্ছসি ॥৮

ত্রিংশ সর্গ

[সীতার সহিত বনগমনে রামের সম্মতি।]

রাম এইভাবে সান্ত্বনা দিতে থাকিলে মিথিলারাজপুত্রী জানকী বনবাসের অনুমতিলাভের জন্য স্বামীকে বলিলেন। সেই সময় তিনি অতিশয় উদ্বেগযুক্ত হইয়া প্রণয় ও অভিমানের বশে বিশালবক্ষঃস্থলবিশিষ্ট রামকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। সীতা বলিলেন,—সুন্দর! তুমি পুরুষের আকৃতিবিশিষ্ট স্ত্রীলোক, ইহা জানিয়াই কি আমার পিতৃদেব মিথিলাপতি জনক তোমাকে জামাতা হইবার যোগ্য মনে করিয়াছিলেন? দেখ, তুমি যদি আমাকে সঙ্গে না লইয়া যাও, তাহা হইলে সাধারণলোক প্রকৃত ঘটনা না জানিয়া তোমার সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাইবে। সাধারণলোক বলিবে যে—রাম দীপ্তদিবাকরতুল্য হইলেও বস্তুতঃ তাঁহার সামান্য তেজও নাই। রাজপুত্র! তুমি কি চিন্তা করিয়া বিষণ্ন হইতেছ? তোমার ভয়ের কারণ কি?—যাহার জন্য একমাত্র তোমাতেই অনুরাগবতী পতিব্রতা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিতেছ?১-৫

দ্যুমৎসেন রাজার পুত্র বীর্য্যবান্ সত্যবানের অনুগামিনী সাবিত্রীর মত তুমি আমাকে ত্বদীয় বশীভূতা ও অনুগামিনী বলিয়া জানিও। নিষ্পাপ! প্রিয়!

যস্য পথ্যঞ্চ রামাত্থ যস্য চার্থেঽবরুধ্যসে।
ত্বং তস্য ভব বশ্যশ্চ বিধেয়শ্চ সদানঘ ॥৯
স মামনাদায় বনং ন ত্বং প্রস্থাতুমর্হসি।
তপো বা যদি বাঽরণ্যং স্বর্গো বা স্যাত্ত্বয়া সহ ॥১০
ন চ মে ভবিতা তত্র কশ্চিৎ পথি পরিশ্রমঃ।
পৃষ্ঠতস্তব গচ্ছন্ত্যা বিহারশয়নেষ্বিব ॥১১
কুশ-কাশ-শরেষীকা যে চ কণ্টকিনো দ্রুমাঃ।
তুলাজিনসমস্পর্শা মার্গে মম সহ ত্বয়া ॥১২
মহাবাতসমুদ্ভূতং যন্মামবকরিষ্যতি।
রজো রমণ তন্মন্যে পরার্ধ্যমিব চন্দনম্ ॥১৩
শাদ্বলেষু যদা শিশ্যে বনান্তর্বনগোচরা।
কুথাস্তরণযুক্তেষু কিং স্যাৎ সুখতরং ততঃ ॥১৪
পত্রং মূলং ফলং যত্ত্বু অল্পং বা যদি বা বহু।
দাস্যসে স্বয়মাহৃত্য তন্মেঽমৃতরসোপমম্ ॥১৫
ন মাতুর্ন পিতুস্তত্র স্মরিষ্যামি ন বেশ্মনঃ।
আর্তবান্যুপভুঞ্জানা পুষ্পাণি চ ফলানি চ ॥১৬
ন চ তত্র ততঃ কিঞ্চিদ্দ্রষ্টুমর্হসি বিপ্রিয়ম্।
মৎকৃতে ন চ তে শোকো ন ভবিষ্যামি দুর্ভরা ॥১৭
যস্ত্বয়া সহ স সর্গো নিরয়ো যস্ত্বয়া বিনা।
ইতি জানন্ পরাং প্রীতিং গচ্ছ রাম ময়া সহ ॥১৮
অথ মামেবমব্যগ্র্যাং বনং নৈব নয়িষ্যসে।
বিষমদ্যৈব পাস্যামি মা বশং দ্বিষতাং গমম্ ॥১৯
পশ্চাদপি হি দুঃখেন মম নৈবাস্তি জীবিতম্।
উজ্ঝিতায়াস্ত্বয়া নাথ তদৈব মরণং বরম্ ॥২০
ইমং হি সহিতুং শোকং মুহূর্তমপি নোৎসহে।
কিং পুনর্দশবর্ষাণি ত্রীণি চৈকঞ্চ দুঃখিতা ॥২১

আমি কুলটা নারীর মত মনেও তোমা-ভিন্ন অন্যপুরুষকে কখনও দর্শন করিনা। অতএব আমি তোমার সহিত গমন করিব। আমি কুমারী অবস্থাতেই তোমার ভার্য্যা হইয়াছি। পতিব্রতা হইয়া বহুদিন তোমার নিকট বাস করিতেছি। কিন্তু অদ্য তুমি ইহা কি করিতেছ? যাহারা নিজপত্নীকে অন্যের নিকট রাখিয়া জীবিকানির্বাহ করে, তাহাদের ন্যায় তুমি আমাকে অপরের নিকট রাখিতে চাহিতেছ? পাপমুক্ত! রঘুনন্দন! যে ভরতের অনুকূল আচরণ করিতে তুমি আমাকে নির্দেশ দিলে, যাহার জন্য তোমার অভিষেক স্থগিত হইয়াছে, তুমিই তাহার বশবর্তী ও হিতকারী হও। আমি দৃঢ়ভাবে বলিতেছি, আমাকে সঙ্গে না লইয়া তুমি কখনই বনে যাইতে পারিবে না। তপস্যা, অরণ্যবাস কিংবা স্বর্গলাভ, যাহাই আমার হউক না কেন, তাহা তোমার সহিতই হইবে, তোমাকে ছাড়িয়া নহে।৬-১০

তোমার পশ্চাতে গমন করিতে থাকিলে বনপথে আমার কিছুমাত্র পরিশ্রম হইবে না, বরং বিহারশয্যায় গমনের ন্যায় সুখকরই হইবে। তোমার সহিত গমন করিলে পথিস্থিত কুশ, কাশ, শর, ঈষীকা ও অন্যান্য কণ্টকময় বৃক্ষসমূহ আমার নিকট তুলা ও মৃগচর্মের ন্যায় সুখস্পর্শ হইবে। প্রিয়! প্রবলবায়ুর প্রবাহে উত্থিত ধূলিসমূহ যখন আমাকে আচ্ছাদিত করিবে, তখন আমি মনে করিব যে, ঐ ধূলিসমূহ উৎকৃষ্ট চন্দনের অনুলেপন। বনে গমন করিয়া যখন বনমধ্যে দূর্বাদি-তৃণপূর্ণ ভূমিতে তোমার সহিত শয়ন করিব, তখন আমার যে সুখ হইবে, তুমি কি মনে কর যে, বিচিত্রকম্বল ও আস্তরণযুক্ত শয্যায় শয়ন করিলে তদপেক্ষা অধিক সুখ হয়? তুমি নিজে সংগ্রহ করিয়া পত্র, মূল, ফল যাহা দিবে, তাহা অল্পই হউক আর অধিকই হউক, আমার নিকট তাহা অমৃত-তুল্য মধুর হইবে।১১-১৫

ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানাবিধ পুষ্প ও ফল উপভোগ করিতে করিতে মাতা, পিতা ও গৃহের কথাও স্মরণ করিব না। আমি তোমার সঙ্গে গেলে আমার জন্য তোমাকে কোনরূপ ক্লেশ পাইতে হইবে না, আমার জন্য শোকও পাইতে হইবে না। আমার ভরণপোষণে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। প্রিয়! তোমার সহিত থাকাই আমার স্বর্গ, তোমার বিরহই আমার নরক। তুমি আমার এইরূপ দৃঢ় প্রণয় জানিয়া আমার সহিতই গমন কর। বনে যাইতে আমার কিছুমাত্র উদ্‌বেগ বা ভয় নাই, তথাপি যদি তুমি আমাকে সঙ্গে না লইয়া যাও, তাহা হইলে আমি অদ্যই বিষপান করিব, কিছুতেই শত্রুজনের বশে যাইব না। নাথ! তুমি এখানে আমাকে

ইতি সা শোকসন্তপ্তা বিলপ্য করুণং বহু।
চুক্রোশ পতিমায়স্তা ভৃশমালিঙ্গ্য সস্বরম্ ॥২২
সা বিদ্ধা বহুভির্বাক্যৈর্দিগ্ধৈরিব গজাঙ্গনা।
চিরসন্নিয়তং বাষ্পং মুমোচাগ্নিমিবারণিঃ ॥২৩
তস্যাঃ স্ফটিকসঙ্কাশং বারি সন্তাপসম্ভবম্।
নেত্রাভ্যাং পরিসুস্রাব পঙ্কজাভ্যামিবোদকম্ ॥২৪
তৎসিতামলচন্দ্রাভং মুখমায়তলোচনম্।
পর্য্যশুষ্যত বাষ্পেণ জলোদ্ধৃতমিবাম্বুজম্ ॥২৫
তাং পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং বিসংজ্ঞামিব দুঃখিতাম্।
উবাচ বচনং রামঃ পরিবিশ্বাসয়ংস্তদা ॥২৬
ন দেবি তব দুঃখেন স্বর্গমপ্যভিরোচয়ে।
নহি মেঽস্তি ভয়ং কিঞ্চিৎ স্বয়ম্ভোরিব সর্বতঃ ॥২৭

তব সর্বমভিপ্রায়মবিজ্ঞায় শুভাননে।
বাসং ন রোচয়েঽরণ্যে শক্তিমানপি রক্ষণে ॥২৮
যৎ সৃষ্টাসি ময়া সার্ধং বনবাসায় মৈথিলি।
ন বিহাতুং ময়া শক্যা প্রীতিরাত্মবতা যথা ॥২৯
ধর্মস্তু গজনাসোরু সদ্ভিরাচরিতঃ পুরা।
তং চাহমনুবর্তিষ্যে যথা সূর্য্যং সুবর্চলা ॥৩০
ন খল্বহং ন গচ্ছেয়ং বনং জনকনন্দিনি।
বচনং তন্নয়তি মাং পিতুঃ সত্যোপবৃংহিতম্ ॥৩১
এষ ধর্মশ্চ সুশ্রোণি পিতুর্মাতুশ্চ বশ্যতা।
আজ্ঞাং চাহং ব্যতিক্রম্য নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥৩২
অস্বাধীনং কথং দৈবং প্রকারৈরভিরাধ্যতে।
স্বাধীনং সমতিক্রম্য মাতরং পিতরং গুরুম্ ॥৩৩

রাখিয়া বনগমন করিলে পরবর্তী কালে তোমার বিরহ-দুঃখে আমার মরণ যখন সুনিশ্চিতই, তখন তোমার বনগমন-সময়ে তোমার সম্মুখে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেষ্ঠ মনে করি।১৬-২০

অধিক কি বলিব, চতুর্দশবৎসরের কথা দূরে থাকুক, দুঃখিনী আমি তোমার বিরহের শোক একমুহূর্তও সহ্য করিতে পারিব না। শোকসন্তপ্তা সীতাদেবী অতিশয় খেদে এইভাবে বহুপ্রকার করুণ বিলাপ করিয়া নিজপ্রিয়তমকে দৃঢ়তার সহিত আলিঙ্গনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি বনগমন-নিবর্তক বহুতর বাক্যবাণে আহত হইয়া বিষলিপ্তবাণের দ্বারা বিদ্ধ হস্তিনীর ন্যায় কাতর হইয়া পড়িলেন। অরণিকাষ্ঠ যেমন অগ্নি উদ্‌গিরণ করে, সেইরূপ তিনি বহুক্ষণ যাবৎ নিরুদ্ধ অশ্রুধারা মোচন করিলেন। জল হইতে উদ্ধৃত পদ্মদ্বয় হইতে যেমন জলবিন্দু নিঃসৃত হয়, রামপ্রিয়ার নয়নদ্বয় হইতে সেইরূপ স্ফটিকতুল্য শুভ্র সন্তাপজাত অশ্রুবিন্দু নিঃসৃত হইতে লাগিল। নির্মলপূর্ণচন্দ্র-তুল্য বিশালনয়নসমন্বিত তাঁহার মুখমণ্ডল বহুক্ষণ পূর্বে জল হইতে উদ্ধৃত পদ্মের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গেল।২১-২৫

তখন প্রায়সংজ্ঞাহীনা অতিদুঃখিতা প্রিয়াকে দুই বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া রাম তাঁহাকে সঙ্গিনী করিবেন বলিয়া বিশ্বাস উৎপাদনপূর্বক বলিলেন,—দেবি!

তোমাকে দুঃখ দিয়া আমি স্বর্গও কামনা করি না। তুমি জানিও যে, স্বয়ম্ভূব্রহ্মার ন্যায় কাহারও নিকট হইতে আমার সামান্যও ভয় হয় না। অরণ্যে তোমার রক্ষণে আমি সর্বথা সমর্থ। সুমুখি! তথাপি তোমার মনোভাব সম্পূর্ণভাবে না জানিয়া তোমাকে বনবাসে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করি নাই। মৈথিলি! আমার সহিত বনবাস করিবার জন্যই বিধাতা তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যেমন সর্বভূতে দয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না, সেইরূপ আমি তোমাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারি না। হস্তিশুণ্ডতুল্য উরুদ্বয়বতি! সুন্দরি! পূর্বকালে সজ্জন রাজর্ষিগণ বনমধ্যে সপত্নীক হইয়া যে ধর্মের আচরণ করিয়াছিলেন, আমিও সপত্নীক হইয়া সেই ধর্মের অনুষ্ঠান করিব। সুবর্চলার সূর্য্যের অনুগমনের ন্যায় তুমি আমার অনুগমন কর।২৬-৩০

জনকনন্দিনি! আমি বনে যাইব না—ইহা ত কিছুতেই সম্ভব নয়, পিতার প্রতিজ্ঞারূপ বাক্যই আমাকে বনে লইয়া যাইতেছে। নিতম্বিনি! পিতামাতার বাধ্য হওয়া পুত্রের প্রধান ধর্ম। তাঁহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আমি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না। পিতামাতা প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ গুরু। তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া মানুষ অপ্রত্যক্ষ দৈবের আরাধন

দ্বিতীয় বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১] [দ্বাদশ সংখ্যা—স্নানযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ-প্রবর্তিত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

*   *   *

যুগ্ম-সম্পূজক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত-শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিক পত্র, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশের চেষ্টা চলিতেছে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

১০। এই আর্য্যশাস্ত্রের প্রথমবর্ষে মন্বাদি বিংশতি সংহিতা ও অন্যান্য দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আর্য্যশাস্ত্রের বহুল প্রচার-কামনায় তাহার বার্ষিক মূল্য ১৫·০০ টাকার স্থলে ১০·০০ টাকা করিয়া দিয়াছেন।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনুগ্রহ করিয়া ইহা অবশ্যই পাঠ করিবেন

১। আর্য্যশাস্ত্রকার্য্যালয় ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহ বেলা ১০৷৷০টা হইতে ৫৷৷০টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। এই সময়ের মধ্যে না আসিলে সাক্ষাৎকার সম্ভব হয় না।

২। স্মরণ রাখিবেন আষাঢ় মাস হইতে নূতন বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। আপনার তৃতীয় বর্ষের গ্রাহকমূল্য এখনও যদি না দিয়া থাকেন সত্বর পাঠাইবেন। গ্রাহকমূল্য বাকী থাকিলে সাধারণতঃ স্মারকপত্র দেওয়া হয় বটে, কিন্তু আদায় না হইলে পত্রিকা পাঠান হয় না।

৩। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যা গ্রাহকগণকে ভি. পি.-যোগে পাঠাইতে হয়, কারণ ডাকবিভাগ ইহার জন্য কোন ডাকমাশুলের সুবিধা দান করেন না। অতএব ব্যয়ভার কমাইতে হইলে গ্রাহকগণ কার্য্যালয়ে আসিয়া অথবা লোকমাধ্যমে সংগ্রহ করিবেন।

৪। শ্রীশ্রীঠাকুর আর্য্যশাস্ত্রের প্রথম বর্ষের ১২টি সংখ্যা আগামী রথযাত্রার দিন পর্য্যন্ত এককালীন ১০৲ টাকা মূল্যে দিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। এই সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় এখন হইতে প্রথম বর্ষের জন্যও ১৫৲ টাকা দিতে হইবে।

৫। স্মরণ রাখিবেন অনিবার্য্যকারণবশতঃ আর্য্যশাস্ত্রের মাসিক সংখ্যাগুলি প্রায় দুইমাস পিছাইয়া প্রকাশিত হইতেছে; সেই কারণ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাটি শ্রাবণের মাঝামাঝি পাইবেন। ইহা ঠিক করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে।

৬। আর্য্যশাস্ত্রের মাসিক সংখ্যা প্রতি বাংলা মাসের মাঝামাঝি (অর্থাৎ ইংরাজি মাসের শেষে) গ্রাহকগণকে পাঠান হয়। পত্রিকা না পাইলে ঐ বাংলা মাসের মধ্যে জানাইতে হইবে। মাসাধিককাল পরে জানাইলে পত্রিকা পাঠাইবার অসুবিধা ঘটিতে পারে।

৭। গ্রাহকগণ সর্ব্বক্ষেত্রে পত্র দিবার সময় ও যে কোন ব্যাপারে গ্রাহকসংখ্যা অবশ্যই উল্লেখ করিবেন এবং গ্রাহকমূল্যের মণিঅর্ডার, পত্রিকা সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান ও যাবতীয় পত্রালাপ ৩৮সি, বিধান সরণী, এই ঠিকানায় করিবেন।

৮। গত পৌষসংখ্যা (১৩৭০) হইতে **বাল্মীকি রামায়ণের** প্রকাশন আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহা সম্পূর্ণ হইতে অন্ততঃ দেড় বৎসর লাগিবে।

আর্য্যশাস্ত্র কার্য্যালয়
৩৮ সি, বিধান সরণী
কলিকাতা—৬

সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র

অমাত্যানুপধাতীতান্ পিতৃ-পৈতামহাঞ্ছুচীন্।
শ্রেষ্ঠাঞ্ছ্রেষ্ঠেষু কচ্চিৎ ত্বং নিযোজয়ন্তি কর্মসু ॥২৬
কচ্চিন্নোগ্রেণ দণ্ডেন ভৃশমুদ্বেজিতাঃ প্রজাঃ।
রাষ্ট্রে তবাবজানন্তি মন্ত্রিণঃ কৈকয়ীসুত ॥২৭
কচ্চিৎ ত্বাং নাবজানন্তি যাজকাঃ পতিতং যথা।
উগ্রাপ্রতিগ্রহীতারং কাময়ানমিব স্ত্রিয়ঃ ॥২৮
উপায়কুশলং বৈদ্যং ভৃত্যসংদূষণে রতম্।
শূরমৈশ্বর্য্যকামঞ্চ যো হন্তি ন স হন্যতে ॥২৯
কচ্চিদ্ ধৃষ্টশ্চ শূরশ্চ ধৃতিমান্ মতিমাঞ্ছুচিঃ।
কুলীনশ্চানুরক্তশ্চ দক্ষঃ সেনাপতিঃ কৃতঃ ॥৩০
বলবন্তশ্চ কচ্চিৎ তে মুখ্যা যুদ্ধবিশারদাঃ।
দৃষ্টাপদানা বিক্রান্তাস্ত্বয়া সংকৃত্য মানিতাঃ ॥৩১
কচ্চিদ্ বলস্য ভক্তঞ্চ বেতনঞ্চ যথোচিতম্।
সম্প্রাপ্তকালং দাতব্যং দদাসি ন বিলম্বসে ॥৩২
কালাতিক্রমণে হ্যেব ভক্ত-বেতনয়োর্ভৃতাঃ।
ভর্তুঃ কুপ্যন্তি দুষ্যন্তি সোঽনর্থঃ সুমহান্ কৃতঃ ॥৩৩
কচ্চিৎ সর্বেঽনুরক্তাস্ত্বাং কুলপুত্রাঃ প্রধানতঃ।
কচ্চিৎ প্রাণাংস্তবার্থেষু সন্ত্যজন্তি সমাহিতাঃ ॥৩৪
কচ্চিজ্জানপদো বিদ্বান্ দক্ষিণঃ প্রতিভানবান্।
যথোক্তবাদী দূতস্তে কৃতো ভরত পণ্ডিতঃ ॥৩৫
কচ্চিদষ্টাদশান্যেষু স্বপক্ষে দশ পঞ্চ চ।
ত্রিভিস্ত্রিভিরবিজ্ঞাতৈর্বেৎসি তীর্থানি চারণৈঃ ॥৩৬

যে সকল অমাত্য উৎকোচ প্রভৃতি (ঘুষ প্রভৃতি) গ্রহণ করেন না, যাঁহারা পিতৃ-পিতামহাদিক্রমে মন্ত্রিত্ব করিয়া আসিতেছেন, যাঁহাদের বাহ্য ও আন্তরশুদ্ধি আছে, সেইসকল মন্ত্রিগণকে তুমি উত্তমকার্য্যে নিযুক্ত করিতেছ ত? কৈকেয়ীনন্দন! তোমার রাজ্যে প্রজাগণ কঠোর-দণ্ডে উৎপীড়িত হয় না ত? মন্ত্রিগণ তোমাকে অবজ্ঞা করে না ত? নীচজাতীয়া নারীকে পরিগ্রহ করিয়া কোন পুরুষ তাহার প্রতি অতিশয় আসক্ত হইলে কুলকামিনীগণ সেই পুরুষকে যেমন অবজ্ঞা করিয়া থাকেন, যাজকগণ সেইভাবে পতিত ব্যক্তির ন্যায় তোমাকে অবজ্ঞা করেন না ত? সাম-দানাদি উপায়ে সুচতুর বিদ্বান্ রাজনীতিজ্ঞ বলবান্ ও ঐশ্বর্য্যলুব্ধ ভৃত্যকে যে রাজা বিনষ্ট না করেন, তিনি ঐ ভৃত্যের দ্বারা নিহত হন (অথবা রাজার নিকট হইতে প্রচুর অর্থ প্রাপ্তির জন্য রোগবৃদ্ধির কৌশল নিপুণ বৈদ্য ও সাধুব্যক্তির দোষ দর্শনে রত ভৃত্য ও রাজৈশ্বর্য্যলুব্ধ বীরকে যে রাজা বিনষ্ট না করেন, তাহাদের দ্বারা তিনি বিনষ্ট হন)। বিপক্ষগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ, বীর, ধৈর্য্যশীল, বুদ্ধিমান্, শুদ্ধচিত্ত কুলীন, অনুরক্ত ও নিপুণ ব্যক্তিকে সেনাপতি পদে বরণ করিয়াছ ত? ২৬-৩০

যুদ্ধবিৎ বলবিক্রমশালী প্রধান ভৃত্যগণের পৌরুষ কার্য্য দুই তিন বার পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করিয়াছ ত? সৈনিকগণের দৈনিক বা মাসিক যথাসময়ে প্রদেয় বেতন তুমি সময়মত প্রদান করিতেছ ত? ইহাতে তোমার বিলম্ব হয় না ত? যাহারা দৈনিক বা মাসিক বেতন পাইয়াই জীবিকা-নির্বাহের ব্যবস্থা করে, তাহারা যথাসময়ে বেতন না পাইলে প্রভুর প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়। এইভাবে ভৃত্যগণের বিরক্তি মহাবিপদের কারণ হইয়া উঠে। প্রধান প্রধান জ্ঞাতিগণ তোমার প্রতি অনুরক্ত আছেন ত? তাহারা এক মত হইয়া তোমার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছেন ত? ভরত! বিদ্বান্, সরলচিত্ত, প্রত্যুৎপন্নমতি, যথার্থবাদী, বিচক্ষণ ও জনপদবাসী ব্যক্তিকে দূতরূপে নিযুক্ত করিয়াছ ত?৩১-৩৫

যাহারা পরস্পর পরস্পরকে জানে না, এইরূপ চরগণকে অন্যের অজ্ঞাতসারে এক একটি বিষয়ে তিনজনকে নিযুক্ত করিয়াছ ত? এবং ঐ চরগণের দ্বারা শত্রুপক্ষের অষ্টাদশ (১) ও নিজ পক্ষের পঞ্চদশ রাজ্যরক্ষাসাধন বস্তুসমূহের যথাযথ সংবাদ অবগত

(১) শত্রুপক্ষের অষ্টাদশঃ—মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দৌবারিক, অন্তপুররক্ষাকারী, কারাধ্যক্ষ, ধনাধ্যক্ষ, রাজাজ্ঞাবাহক, প্রাড্বিবাক (ব্যবহারদর্শী বিচারক), ধর্মাসনাধিকারী, ব্যবহারনির্ণেতা, নেতাগণের বেতনাধ্যক্ষ, কর্মান্তে বেতনগ্রাহী, নগরাধ্যক্ষ, রাষ্ট্রান্তপাল, দুষ্টদিগের দণ্ডদানাধিকারী এবং জল-গিরি-বনস্থল-দুর্গপালগণ,—ইহাদের গতিবিধি ও স্বপক্ষের পঞ্চদশঃ—মন্ত্রী, পুরোহিত ও যুবরাজ—এই তিনজন ভিন্ন উল্লিখিত পঞ্চদশের গতিবিধি গুপ্তচরের দ্বারা জ্ঞাতব্য।

কচ্চিদ্ ব্যপাস্তানহিতান্ প্রতিযাতাংশ্চ সর্বদা।
দুর্বলাননবজ্ঞায় বর্তসে রিপুসূদন ॥৩৭
কচ্চিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।
অনর্থকুশলা হ্যেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥৩৮
ধর্মশাস্ত্রেষু মুখ্যেষু বিদ্যমানেষু দুর্বুধাঃ।
বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থং প্রবদন্তি তে ॥৩৯
বীরৈরধ্যুষিতাং পূর্বমস্মাকং তাত পূর্বকৈঃ।
সত্যনামাং দৃঢ়দ্বারাং হস্ত্যশ্ব-রথসঙ্কুলাম্ ॥৪০
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ স্বকর্মনিরতৈঃ সদা।
জিতেন্দ্রিয়ৈর্মহোৎসাহৈর্বৃতামার্য্যৈঃ সহস্রশঃ ॥৪১
প্রাসাদৈর্বিবিধাকারৈর্বৃতাং বৈদ্যজনাকুলাম্।
কচ্চিৎ সমুদিতাং স্ফীতামযোধ্যাং পরিরক্ষসে ॥৪২
কচ্চিচ্চৈত্যশতৈর্জুষ্টঃ সুনিবিষ্টজনাকুলঃ।
দেবস্থানৈঃ প্রপাভিশ্চ তটাকৈশ্চোপশোভিতঃ ॥৪৩
প্রহৃষ্টনর-নারীকঃ সমাজোৎসবশোভিতঃ।
সুকৃষ্টসীমা পশুমান্ হিংসাভিরভিবর্জিতঃ ॥৪৪
অদেবমাতৃকো রম্যঃ শ্বাপদৈঃ পরিবর্জিতঃ।
পরিত্যক্তো ভয়ৈঃ সর্বৈঃ খনিভিশ্চোপশোভিতঃ ॥৪৫
বিবর্জিতো নরৈঃ পাপৈর্মম পূর্বৈঃ সুরক্ষিতঃ।
কচ্চিজ্জনপদঃ স্ফীতঃ সুখং বসতি রাঘব ॥৪৬
কচ্চিত্তে দয়িতাঃ সর্বে কৃষি গোরক্ষজীবিনঃ।
বার্তায়াং সংস্থিতস্তাত লোকোঽয়ং সুখমেধতে ॥৪৭
তেষাং গুপ্তিপরীহারৈঃ কচ্চিৎ তে ভরণং কৃতম্।
রক্ষ্যা হি রাজ্ঞা ধর্মেণ সর্বে বিষয়বাসিনঃ ॥৪৮
কচ্চিৎ স্ত্রিয়ঃ সান্ত্বয়সে কচ্চিত্তাস্তে সুরক্ষিতাঃ।
কচ্চিন্ন শ্রদ্দধাস্যাসাং কচ্চিদ্ গুহ্যং ন ভাসসে ॥৪৯
কচ্চিন্নাগবনং গুপ্তং কচ্চিৎ তে সন্তি ধেনুকাঃ।
কচ্চিন্ন গণিকাশ্বানাং কুঞ্জরাণাঞ্চ তৃপ্যসি ॥৫০

হইয়া থাক ত? রিপুসূদন! ভরত! বিতাড়িত শত্রুগণ পুনর্বার আগমন করিলে তাহাদিগকে দুর্বল মনে করিয়া তুমি অবজ্ঞা কর না ত? ভ্রাতঃ! তুমি চার্বাকমতাবলম্বী কিংবা শুষ্কতার্কিক ব্রাহ্মণগণের সেবা করনা ত? ইহারা বালকের ন্যায় অজ্ঞ হইয়াও নিজেদিগকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে এবং সাধারণ জনগনের অনর্থসম্পাদনের কৌশল দেখায়। এই সকল দুষ্ট পণ্ডিতেরা উৎকৃষ্ট-প্রমাণসমর্থিত বেদাদি ধর্মশাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও তর্কবিদ্যামার্জিত বুদ্ধির সাহায্যে নিরর্থক বাদানুবাদ করিয়া থাকে। ৩৬-৩৯

ভ্রাতঃ। আমাদের মহাবীর পূর্বপুরুষগণের বাসভূমি, সমৃদ্ধিশালিনী অযোধানগরীকে উত্তমরূপে রক্ষা করিতেছ ত? অযোধ্যার দ্বারসমূহ অতিসুদৃঢ়, সেই নগরী হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিব্যাপ্ত, সহস্র সহস্র স্বকর্মরত জিতেন্দ্রিয় উৎসাহসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের দ্বারা সর্বদা পরিপূর্ণা সার্থকনামধারিণী অযোধ্যা বিবিধ আকারের প্রাসাদসমূহে ও বৈদ্যসমূহে পরিবৃত হইয়া আছে, সেই অযোধ্যাকে তুমি রক্ষা করিতেছ ত? রঘুনন্দন! শতশত চৈত্যবৃক্ষের দ্বারা যে স্থানের শোভা হইয়াছে, যে স্থানে জনগণ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে, দেবালয়, প্রপা (জলসত্র) ও তড়াগসমূহে সুশোভিত যে স্থানে নরনারীগণ অতিশয় আনন্দিত রহিয়াছে, যে স্থানে নানাবিধ সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে, যাহার প্রান্তবর্ত্তী প্রদেশসমূহ সুন্দরভাবে কর্ষিত ও গো মহিষাদি পশুসমূহে পূর্ণ, যে স্থানে হিংসার লেশমাত্র নাই, হিংস্র জন্তুশূন্য সেইস্থানসমূহ অদেবমাতৃক (বৃষ্টির অপেক্ষা নাই, নদীর জলেই কৃষিকার্য্যাদি হয়, এমন স্থান) সর্ববিধ ভয়শূন্য ও স্বর্ণ রত্ন প্রভৃতির আকর-সমূহে সুশোভিত, পাপিষ্ঠ নরগণ কর্ত্তৃক পরিতক্ত, সেই সমৃদ্ধ জনপদ সমুহ সুখে আছে ত? ৪০-৪৬

যাহারা কৃষি ও পশুপালন দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে, সেই বৈশ্যগণের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট আছ ত? ঐ সকল লোকেরা এক্ষণে বাণিজ্য প্রভিতিতে নিযুক্ত থাকিয়া সুখ-সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতেছে ত? তাহাদের অভিষ্টসাধন ও অনিষ্টপরিহার করিয়া তুমি তাহাদিগকে পোষণ করিতেছ ত? যেহেতু রাজ্যবাসী প্রজামাত্রই রাজার রক্ষণীয়। তুমি স্ত্রীলোকদিগকে সান্ত্বনা ও উত্তমভাবে রক্ষা করিয়া থাক ত? তুমি

কচ্চিদ্ দর্শয়সে নিত্যং মানুষাণাং বিভূষিতম্ ।
উত্থায়োত্থায় পূর্বাহ্ণে রাজপুত্র মহাপথে ॥৫১
কচ্চিন্ন সর্বে কর্মান্তাঃ প্রত্যক্ষাস্তেঽবিশঙ্কয়া ।
সর্বে বা পুনরুৎসৃষ্টা মধ্যমেবাত্র কারণম্ ॥৫২
কচ্চিদ্ দুর্গাণি সর্বাণি ধন-ধান্যায়ুধোদকৈঃ ।
যন্ত্রৈশ্চ প্রতিপূর্ণানি তথা শিল্পিধনুর্ধরৈঃ ॥৫৩
আয়স্তে বিপুলঃ কচ্চিৎ কচ্চিদল্পতরো ব্যয়ঃ ।
অপাত্রেষু ন তে কচ্চিৎ কো যো গচ্ছতি রাঘব ॥৫৪
দেবতার্থে চ পিত্রর্থে ব্রাহ্মণাভ্যাগতেষু চ ।
যোধেষু মিত্রবর্গেষু কচ্চিদ্ গচ্ছতি তে ব্যয়ঃ ॥৫৫
কচ্চিদার্য্যোঽপি শুদ্ধাত্মা ক্ষারিতশ্চাপকর্মণা ।
অদৃষ্টঃ শাস্ত্রকুশলৈর্ন লোভাদ্ বধ্যতে শুচিঃ ॥৫৬

উহাদের কথায় আস্থা রাখ না ত? উহাদের নিকট গোপনীয় কথা প্রকাশ কর না ত? যে বনে হস্তী জন্মিয়া থাকে, তুমি সেইবনকে রক্ষা করিতেছ ত? তুমি ধেনুসমূহকে পালন কর ত? হস্তিনী, হস্তী ও অশ্বের সংগ্রহে তুমি তৃপ্তিলাভ (অল্পেই প্রমোদননিবৃত্তি) কর না ত? ৪৭-৫০

রাজপুত্র! তুমি প্রত্যহ পূর্বাহ্ণে উত্থিত হইয়া রাজবেশে বিভূষিত হও ত? এবং সেই অবস্থায় রাজপথে ও সভামধ্যে প্রজাগণকে দর্শন দিয়া থাক ত? কর্মচারিগণ নিঃসঙ্কোচে তোমার নয়নগোচর হয় না ত? অথবা সর্বদা তোমার দর্শন পরিহার করে না ত? কর্মচারিগণের সর্বদা দর্শন ও একান্ত অদর্শন এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা অবলম্বনই অভীষ্ট-সিদ্ধির কারণ। তোমার দুর্গসমূহ ধন-ধান্য, অস্ত্র-শস্ত্র, যন্ত্র, শিল্পী ও ধনুর্দ্ধরসমূহে পরিপূর্ণ আছে ত? রঘুনন্দন! তোমার অধিকপরিমাণ আয় ও অণু-পরিমাণ ব্যয় হইয়া থাকে ত? নট গায়ক প্রভৃতি (ইহাদিগকে অপরিমিত দান নিষিদ্ধ) অপাত্রে ব্যয়িত হওয়ায় তোমার ধনাগার ধনশূন্য হইতেছে না ত? দেবগণ, পিতৃগণ, ব্রাহ্মণ, অভ্যাগত, যোদ্ধা ও বন্ধুগণের জন্য তোমার অর্থব্যয় হইয়া থাকে ত? ৫১-৫৫

গৃহীতশ্চৈব পৃষ্টশ্চ কালে দৃষ্টঃ সকারণঃ ।
কচ্চিন্ন মুচ্যতে চোরো ধনলোভান্নরর্ষভ ॥৫৭
ব্যসনে কচ্চিদাঢ্যস্য দুর্বলস্য চ রাঘব ।
অর্থং বিরাগাঃ পশ্যন্তি তবামাত্যা বহুশ্রুতাঃ ॥৫৮
যানি মিথ্যাভিশস্তানাং পতন্ত্যশ্রূণি রাঘব ।
তানি পুত্রপশূন্ ঘ্নন্তি প্রীত্যর্থমনুশাসতঃ ॥৫৯
কচ্চিদ্ বৃদ্ধাংশ্চ বালাংশ্চ বৈদ্যান্মুখ্যাংশ্চ রাঘব ।
দানেন মনসা বাচা ত্রিভিরেতৈর্বুভূষসে ॥৬০
কচ্চিদ্ গুরুংশ্চ বৃদ্ধাংশ্চ তাপসান্ দেবতাতিথীন্ ।
চৈত্যাংশ্চ সর্বান্ সিদ্ধার্থান্ ব্রাহ্মণাংশ্চ নমস্যসি ॥৬১
কচ্চিদর্থেন বা ধর্মমর্থং ধর্মেণ বা পুনঃ ।
উভৌ বা প্রীতিলোভেন কামেন ন বিবাধসে ॥৬২

সাধু সচ্চরিত্র ব্যক্তি মিথ্যাপবাদে দূষিত হওয়ায় বিচারের জন্য আনীত হইলে ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ প্রাড়্বিবাক (বিচারক) কর্ত্তৃক যদি তাহার দোষ প্রমাণিত না হয়, তাহা হইলে নির্দোষব্যক্তিকে তুমি ধনলোভবশতঃ দণ্ডিত কর না ত? নরশ্রেষ্ঠ! ধনস্বামী কিংবা নগরপাল-কর্ত্তৃক ধৃত ও জিজ্ঞাসিত হইয়া চৌররূপে প্রমাণিত কিংবা চৌর্য্যের লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে প্রকট হইয়াছে—এমন ব্যক্তিকে তোমার নিযুক্ত পালকগণ ধনলোভে ছাড়িয়া দেয় না ত? কোন ধনী ও দরিদ্রের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে তোমার বহু শাস্ত্রবিৎ অমাত্যগণ ধনলাভবিষয়ে বৈরাগ্যভাবাপন্ন হইয়া বিচার করে ত? ভরত! মিথ্যাপবাদে অভিযুক্ত জনগণের প্রকৃত বিচার না হওয়ায় তাহাদের যে অশ্রুধারা পতিত হয়, তাহাই রাজ্যসুখভোগজন্য শাসনকারী নরপতির পুত্র ও পশু সমূহকে নষ্ট করিয়া থাকে। তুমি বৃদ্ধ, বালক ও প্রধান বৈদ্যগণকে অভিমত-বস্তুপ্রদান, সস্নেহ বাক্যালাপ ও কল্যাণকামনার দ্বারা বশীভূত করিতে ইচ্ছা কর ত? ৫৬-৬০

তুমি গুরুগণ, বৃদ্ধগণ, তপস্বীগণ, দেবগণ, অতিথিগণ, চৈত্যবৃক্ষসমূহ ও বিদ্যা, সদাচার এবং তপস্যাদ্বারা সিদ্ধকাম ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার কর ত? ৬১

কচ্চিদর্থঞ্চ কামঞ্চ ধর্মঞ্চ জয়তাং বর।
বিভজ্য কালে কালজ্ঞ সর্বান্ বরদ সেবসে ॥৬৩
কচ্চিৎ তে ব্রাহ্মণাঃ শর্ম সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ।
আশংসন্তে মহাপ্রাজ্ঞ পৌরজনপদৈঃ সহ ॥৬৪
নাস্তিক্যমনৃতং ক্রোধং প্রমাদং দীর্ঘসূত্রতাম্।
অদর্শনং জ্ঞানবতামালস্যং পঞ্চবৃত্তিতাম্ ॥৬৫
একচিন্তনমর্থানামনর্থজ্ঞৈশ্চ মন্ত্রণম্।
নিশ্চিতানামনারম্ভং মন্ত্রস্যাপরিরক্ষণম্ ॥৬৬
মঙ্গলাদ্যপ্রয়োগঞ্চ প্রত্যুত্থানঞ্চ সর্বতঃ।
কচ্চিৎ ত্বং বর্জয়স্যেতান্ রাজদোষাংশ্চতুর্দশ ॥৬৭
দশ পঞ্চ চতুর্বর্গান্ সপ্তবর্গঞ্চ তত্ত্বতঃ।
অষ্টবর্গং ত্রিবর্গঞ্চ বিদ্যাস্তিস্রশ্চ রাঘব ॥৬৮
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ং বুদ্ধ্বা ষাড়্গুণ্যং দৈবমানুষম্।
কৃত্যং বিংশতিবর্গঞ্চ তথা প্রকৃতিমণ্ডলম্ ॥৬৯
যাত্রাদণ্ডবিধানঞ্চ দ্বিযোনী সন্ধি-বিগ্রহৌ।
কচ্চিদেতান্ মহাপ্রাজ্ঞ যথাবদনুমন্যসে ॥৭০
মন্ত্রিভিস্ত্বং যথোদ্দিষ্টং চতুর্ভিস্ত্রিভিরেব বা।
কচ্চিৎ সমস্তৈর্ব্যস্তৈশ্চ মন্ত্রং মন্ত্রয়সে বুধ ॥৭১
কচ্চিৎ তে সফলা বেদাঃ কচ্চিৎ তে সফলাঃ ক্রিয়াঃ।
কচ্চিৎ তে সফলা দারাঃ কচ্চিৎ তে সফলং শ্রুতম্ ॥৭২

তুমি অর্থদ্বারা ধর্মকে ও ধর্মদ্বারা অর্থকে কিংবা বিষয়-ভোগলালসাবশতঃ কামদ্বারা ধর্ম ও অর্থকে বাধিত কর না ত? বিজয়িশ্রেষ্ঠ! কালজ্ঞ! বরদ! ভরত! অর্থ, কাম ও ধর্মকে বিভক্ত করিয়া যথাকালে তুল্যরূপে সকলের সেবা করিতেছ ত? ধীমন্! পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকগণের সহিত সর্বশাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণগণ তোমার কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন ত? নাস্তিক্য, মিথ্যা, ক্রোধ, অনবধানতা, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানিব্যক্তি-গণের অদর্শন, আলস্য, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, একাকী চিন্তা-শীলতা, বিপরীতদর্শী ব্যক্তিগণের সহিত মন্ত্রণা, কর্ত্তব্য-রূপে নিশ্চিতকার্য্যের অনারম্ভ, মন্ত্রণাপ্রকাশ, প্রাতঃ-কালে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অপ্রবৃত্তি এবং এককালে সর্বদিকে অবস্থিত শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ যাত্রা—এই চতুর্দশ প্রকার রাজনীতির দোষ তুমি পরিত্যাগ করিয়া থাকত? মহাপ্রাজ্ঞ! ভরত! মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরীবাদ, অবৈধস্ত্রীসেবা, মদ্যপান, নৃত্য গীত ও বাদ্যে আসক্তি এবং বৃথাভ্রমণ—এই দশটি কামজ-দোষ বা দশবর্গ। পঞ্চবর্গ অর্থাৎ জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, বৃক্ষদ্বারা নির্মিত দুর্গ, মরুভূমিস্থিত দুর্গ ও উষ্ণকালে নির্মিত দুর্গ—এই পঞ্চপ্রকার দুর্গ। চতুর্বর্গ অর্থাৎ সাম, দান, ভেদ দণ্ড। সপ্তবর্গ অর্থাৎ রাজা, অমাত্য রাজ্য, সুহৃদ্, সৈন্য ও দুর্গ। অষ্টবর্গ অর্থাৎ ক্রূরতা, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, সাধুনিন্দা, বাগ্‌দণ্ড ও পরুষতা। ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কাম। বিদ্যাত্রয় অর্থাৎ বেদ, কৃষ্যাদি শাস্ত্র ও দণ্ডনীতি। ইন্দ্রিয়জয়ের উপায় যোগাভ্যাস। ষাড়্গুণ্য অর্থাৎ সন্ধি, যুদ্ধ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধের জন্য প্রতীক্ষা, বিপরীত পক্ষের মিত্রগণের পারস্পরিক ভেদসৃষ্টি ও বলবানের আশ্রয়। দৈববিপদ্—অগ্নি, জল, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক। মানুষবিপদ্—রাজভয়, রাজপুরুষভয়, চৌরভয়, শত্রুভয় ও অধিকারি-ভয় (রাজার প্রিয়ব্যক্তি হইতে ভয়)। কৃত্য অর্থাৎ অল্পবেতন, লুব্ধ, মানী ও অপমানিত এই চতুর্বিধ ব্যক্তিকে ক্রুদ্ধ, কোপিত, ভীত ও ভীষিত করিবার কারণ স্বরূপ যে চারিটি রাজকৃত্য। বিংশতি বর্গ অর্থাৎ বালক, বৃদ্ধ, চিররোগী, জ্ঞাতিগণের বহিষ্কৃত, ভীরু, ভীরুজনক, লুব্ধ, লুব্ধজনক, প্রজাগণের বিরাগভাজন, ইন্দ্রিয়সুখে অত্যাসক্ত, বহুলোকের সহিত মন্ত্রণাকারী, দেব-ব্রাহ্মণ নিন্দারত, দৈববিড়ম্বিত, দৈবচিন্তক, দুর্ভিক্ষপীড়িত, সৈন্যক্ষয়ে বিপদাপন্ন, দূর-দেশস্থ, বহুশত্রুসমন্বিত, যথাকালে কার্য্যে অনিযুক্ত, ও সত্যধর্মে অনাসক্ত—এই বিংশতিবর্গের সহিত কখনই সন্ধি করা উচিত নয়। প্রকৃতিবর্গ অর্থাৎ অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ ও দণ্ড। রাজমণ্ডল অর্থাৎ অরি, মিত্র, অরির মিত্র, মিত্রের মিত্র, অরিমিত্রের মিত্র, বিজিগীষু প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার রাজা। পঞ্চবিধ যুদ্ধযাত্রা, ব্যূহ-রচনা, ভেদরূপ দণ্ডবিধান, সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতির মধ্যে শত্রুগণের পরস্পর ভেদসাধন ও বলবানের আশ্রয়,

কচ্চিদেবৈব তে বুদ্ধির্যথোক্তা মম রাঘব।
আয়ুষ্যা চ যশস্যা চ ধর্ম-কামার্থসংহিতা ॥৭৩
যাং বৃত্তিং বর্ততে তাতো যাঞ্চ নঃ প্রপিতামহঃ।
তাং বৃত্তিং বর্ত্তসে কশ্চিদ্ যা চ সৎপথগা শুভা ॥৭৪
কচ্চিৎ স্বাদুকৃতং ভোজ্যমেকো নাশ্নাসি রাঘব।
কচ্চিদাশংসমানেভ্যো মিত্রেভ্যঃ সম্প্রযচ্ছসি ॥৭৫
রাজা তু ধর্মেণ হি পালয়িত্বা
মহীপতির্দণ্ডধরঃ প্রজানাম্।
অবাপ্য কৃৎস্নাং বসুধাং যথাবদ্
ইতশ্চ্যুতঃ স্বর্গমুপৈতি বিদ্বান্ ॥৭৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে শততমঃ সর্গঃ ॥

এই উভয়ের কারণ সন্ধি, এবং যান ও আসনের কারণ বিগ্রহ। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য অংশসকল সম্যগ্‌ভাবে বিজ্ঞাত হইয়া ত্যাজ্যের ত্যাগ ও গ্রাহ্যের গ্রহণ করিতেছ ত? ধীমন্! নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে চারিজন কিংবা তিনজন মন্ত্রীর সহিত পৃথগ্‌ভাবে অথবা মিলিতভাবে মন্ত্রণা করিয়া থাক ত? কর্ত্তব্যসমূহের অনুষ্ঠানের দ্বারা তোমার অধীত বেদ সফল হইতেছে ত? ক্রিয়াসমূহ বাঞ্ছিত-ফলদানের দ্বারা সফল হইতেছে ত? স্ত্রীগণ ধর্মানুষ্ঠানে সাহায্যের দ্বারা ও তোমার শাস্ত্রজ্ঞান-বিনয়ের দ্বারা সফল হইতেছে ত? ভরত! এই সকল উল্লিখিত বিষয়ে যেমন আমার আয়ু ও যশোবৃদ্ধিকর এবং ধর্ম-অর্থ-কামসমন্বিত জ্ঞান স্থিরতর আছে, তোমার জ্ঞানও সেইরূপ আছে ত? যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পিতা জীবনযাপন করিতেছেন এবং পিতামহগণ জীবনযাপন করিয়াছিলেন, তুমি ত সেই বৃত্তি অবলম্বন করিতেছ? যেহেতু তাহা সৎপথানুগামিনী ও কল্যাণদায়িনী। রঘুনন্দন! তুমি সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্য একাকী ভোজন কর না ত? স্নেহবৃদ্ধিকামী মিত্রগণ যাহা ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহাদিগকে তাহা প্রদান কর ত? বিদ্বান্ মহীপতি ক্ষত্রিয় দণ্ডধারণপূর্বক ধর্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া ও সমগ্র পৃথিবীকে ভোগ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া দেহত্যাগ করিলে স্বর্গে গমন করেন।৬২-৭৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে শততম সর্গ সমাপ্ত

একাধিকশততমঃ সর্গঃ

[রামস্য ভরতসমীপে বনগমনকারণজিজ্ঞাসা, রাম-ভরতয়োঃ পারস্পরিক-কথোপকথনঞ্চ।]

তং তু রামঃ সমাজ্ঞায় ভ্রাতরং গুরুবৎসলম্।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা প্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥১
কিমেতদিচ্ছেয়মহং শ্রোতং প্রব্যাহৃতং ত্বয়া।
যস্মাৎ ত্বমাগতো দেশমিমং চীরজটাজিনী ॥২
যন্নিমিত্তমিমং দেশং কৃষ্ণাজিনজটাধরঃ।
হিত্বা রাজ্যং প্রবিষ্টস্তং তৎসর্বং বক্তুমর্হসি ॥৩
ইত্যুক্তঃ কৈকয়ীপুত্রঃ কাকুৎস্থেন মহাত্মনা।
প্রগৃহ্য বলবদ্ ভূয়ঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥৪
আর্য্য তাতঃ পরিত্যজ্য কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্।
গতঃ স্বর্গং মহাবাহুঃ পুত্রশোকাভিপীড়িতঃ ॥৫
স্ত্রিয়া নিযুক্তঃ কৈকয্যা মম মাত্রা পরন্তপ।
চকার সা মহৎপাপমিদমাত্মযশোহরম্ ॥৬
সা রাজ্যফলমপ্রাপ্য বিধবা শোককর্শিতা।
পতিষ্যতি মহাঘোরে নরকে জননী মম ॥৭
তস্য মে দাসভূতস্য প্রসাদং কর্তুমর্হসি।
অভিষিঞ্চস্ব চাদ্যৈব রাজ্যেন মঘবানিব ॥৮
ইমাঃ প্রকৃতয়ঃ সর্বা বিধবা মাতরশ্চ যাঃ।
ত্বৎসকাশমনুপ্রাপ্তাঃ প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥৯
তথানুপূর্ব্যা যুক্তশ্চ যুক্তং চাত্মনি মানদ।
রাজ্যং প্রাপ্নুহি ধর্মেণ সকামান্ সুহৃদঃ কুরু ॥১০
ভবত্ববিধবা ভূমিঃ সমগ্রা পতিনা ত্বয়া।
শশিনা বিমলেনেব শারদী রজনী যথা ॥১১
এভিশ্চ সচিবৈঃ সার্ধং শিরসা যাচিতো ময়া।
ভ্রাতুঃ শিষ্যস্য দাসস্য প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥১২

একাধিকশততম সর্গ

[রামকর্তৃক ভরতের নিকটে বনগমনের কারণ জিজ্ঞাসা এবং রাম ও ভরতের পারস্পরিক কথোপকথন।]

গুরুবৎসল ভরতকে এইরূপে প্রশ্নচ্ছলে সর্বপ্রকার ধর্ম উপদেশ করিয়া লক্ষ্মণসহিত রাম পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ভ্রাতঃ! তুমি জটাবল্কল ও মৃগচর্ম ধারণ করিয়া যেজন্য এইবনে আগমন করিয়াছ, তাহা সুস্পষ্ট-ভাবে বল,—আমি সেই সমস্ত শুনিতে ইচ্ছা করি। তুমি রাজ্যত্যাগ করিয়া কৃষ্ণাজিন ও জটাধারণপূর্বক যেজন্য এইস্থানে আগমন করিয়াছ, সেইসকল বিষয় আমার নিকট প্রকাশ কর। ককুৎস্থবংশোদ্ভব মহাত্মা-রাম এইরূপ বলিলে পর কৈকেয়ীতনয় ভরত অতিকষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—আর্য্য! মহাবাহু পিতা দশরথ মদীয় মাতা কৈকেয়ীর অনুরোধে জ্যেষ্ঠতনয়কে অতিক্রমপূর্বক কনিষ্ঠকে রাজ্য দানরূপ দুষ্কর-কার্য্য করিয়া পুত্রশোকে অতিশয় পীড়িত হইয়াছিলেন এবং আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। আমার মাতা এই অকীর্ত্তিকর কার্য্য করিয়া মহাপাপ করিয়াছেন।১-৬

তিনি বিধবা শোকাকুলা ও রাজ্যফলে বঞ্চিতা হইয়া মহাঘোর নরকে পতিত হইবেন। আমি আপনার সেই দাসই রহিয়াছি। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। অদ্যই আপনি ইন্দ্রের ন্যায় স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হউন। সকল প্রজা ও বিধবা জননীগণ আপনাকে প্রসন্ন করিবার জন্য এইস্থানে আসিয়াছেন। অতএব আপনি প্রসন্ন হউন। মানদ! অগ্রজ! জ্যেষ্ঠত্ব অনুসারে আপনিই রাজ্যলাভের অধিকারী এবং আপনারই রাজ্যাভিষেক হওয়া উচিত। অতএব ধর্মানুসারে রাজ্য গ্রহণ করিয়া আপনি সুহৃদ্গণকে সফল মনোরথ করুন। ৭-১০

শারদীয়া রজনী যেমন নির্মল চন্দ্রের দ্বারা পতিমতী হইয়া থাকে, তেমনই এই সসাগরা ধরা আপনাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া সধবা হউক। আমি এই সচিব-গণের সহিত অবনতমস্তকে প্রার্থনা করিতেছি—আপনি

তদিদং শাশ্বতং পিত্র্যং সর্বং সচিবমণ্ডলম্।
পূজিতং পুরুষব্যাঘ্র নাতিক্রমিতুমর্হসি ॥১৩

এবমুক্ত্বা মহাবাহুঃ সবাষ্পঃ কৈকয়ীসুতঃ।
রামস্য শিরসা পাদৌ জগ্রাহ ভরতং পুনঃ ॥১৪

তং মত্তমিব মাতঙ্গং নিঃশ্বসন্তং পুনঃ পুনঃ।
ভ্রাতরং ভরতং রামঃ পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ ॥১৫

কুলীনঃ সত্ত্বসম্পন্নস্তেজস্বী চরিতব্রতঃ।
রাজ্যহেতোঃ কথং পাপমাচরেন্ মদ্বিধো জনঃ ॥১৬

ন দোষং ত্বয়ি পশ্যামি সূক্ষ্মমপ্যরিসূদন।
ন চাপি জননীং বাল্যাৎ ত্বং বিগর্হিতুমর্হসি ॥১৭

কামকারো মহাপ্রাজ্ঞ গুরূণাং সর্বদানঘ।
উপপন্নেষু দারেষু পুত্রেষু চ বিধীয়তে ॥১৮

বয়মস্য যথা লোকে সংখ্যাতাঃ সৌম্য সাধুভিঃ।
আর্যাঃ পুত্রাশ্চ শিষ্যাশ্চ ত্বমপি জ্ঞাতুমর্হসি ॥১৯

বনে বা চীরবসনং সৌম্য কৃষ্ণাজিনাম্বরম্।
রাজ্যে বাপি মহারাজো মাং বাসয়িতুমীশ্বরঃ ॥২০

যাবৎ পিতরি ধর্মজ্ঞ গৌরবং লোকসংকৃতে।
তাবদ্ ধর্মকৃতং শ্রেষ্ঠ জনন্যামপি গৌরবম্ ॥২১

এতাভ্যাং ধর্ম-শীলাভ্যাং বনং গচ্ছেতি রাঘব।
মাতাপিতৃভ্যামুক্তোঽহং কথমন্যৎ সমাচরে ॥২২

ত্বয়া রাজ্যমযোধ্যায়াং প্রাপ্তব্যং লোকসৎকৃতম্।
বস্তব্যং দণ্ডকারণ্যে ময়া বল্কলবাসসা ॥২৩

এবমুক্ত্বা মহারাজো বিভাগং লোকসন্নিধৌ।
ব্যাদিশ্য চ মহারাজো দিবং দশরথো গতঃ ॥২৪

স চ প্রমাণং ধর্মাত্মা রাজা লোকগুরুস্তব।
পিত্রা দত্তং যথাভাগমুপভোক্তুং ত্বমর্হসি ॥২৫

এই ভ্রাতার প্রতি এই শিষ্যের প্রতি আপনার এই দাসের প্রতি প্রসন্ন হউন। পুরুষোত্তম! বংশ-পরম্পরাগত পৈতৃব্যমান্য মন্ত্রিমণ্ডলও পুনঃ পুনঃ কামনা করিতেছেন, ইঁহাদিগের প্রার্থনা অতিক্রম করা উচিত নয়। মহাবাহু কৈকেয়ীনন্দন ভরত সবাষ্পকণ্ঠে এইরূপ বলিয়া মস্তকদ্বারা রামের চরণদ্বয় গ্রহণ করিলেন। তখন শ্রীমান্ রাম পুনঃ পুনঃ মত্তহস্তীর ন্যায় দীর্ঘশ্বাসত্যাগকারী ভ্রাতা ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন। ১১-১৫

ভ্রাতঃ! আমার মত কুলীন সত্ত্বসম্পন্ন তেজস্বী ব্রতপালনরত ব্যক্তি কিরূপে রাজ্যের জন্য পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘনরূপ পাপ আচরণ করিবে। শত্রুদমন! আমি তোমাতে অণুমাত্রও দোষ দেখিতেছি না। তুমি বাল্যচপলতাবশতঃ জননীকে নিন্দা করিতে পার না। মহাপ্রাজ্ঞ! নিষ্পাপ! ভরত! পিত্রাদি গুরুজন অনুগত স্ত্রী ও পুত্রগণের প্রতি স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন। সৌম্য! সাধুগণ লোকসমাজে স্ত্রী পুত্র ও শিষ্যগণকে যেমন নিয়োগার্হ বলিয়া গণ্য করেন, পিতার নিকট আমারাও সেইরূপ—ইহা তোমার জানা উচিত। প্রিয়দর্শন! ভ্রাতঃ! মহারাজ দশরথ আমাকে চীরবসন ও কৃষ্ণাজিন পরাইয়া বনেই হউক কিংবা রাজ্যেই হউক, যেস্থানে ইচ্ছা সেইস্থানেই বাস করাইতে পারেন। ১৬-২০

ধর্মজ্ঞ! ধার্মিকপ্রবর! সর্বলোকসৎকৃত পিতার প্রতি যেমন গৌরব প্রদর্শন করিতে হয়, মাতার প্রতিও সেইরূপ গৌরব প্রদর্শন করিতে হয়। ধার্মিক পিতামাতার "বনে যাও" এইরূপ বাক্যে আদিষ্ট হইয়া আমি কিরূপে তাহার অন্যথা আচরণ করিব? তুমি অযোধ্যায় সর্বলোকসৎকৃত রাজ্য প্রাপ্ত হইবে এবং আমি বল্কলবস্ত্রধারণপূর্বক দণ্ডকারণ্যে বাস করিব। দশরথ সর্বলোকসমক্ষে এইরূপ বিভাগ ব্যবস্থা এবং আমাদিগকে তদনুরূপ আদেশ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন, এক্ষণে লোকগুরু ধর্মাত্মা রাজাই তোমার পক্ষে প্রমাণ। অতএব বিভাগানুসারে পিতৃদত্ত-রাজ্য ভোগ করাই তোমার কর্তব্য। সৌম্য! আমি চতুর্দশবৎসর দণ্ডকারণ্যে থাকিয়া মহাত্মা পিতৃদেবের

চতুর্দশ সমাঃ সৌম্য দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ ।
উপভোক্ষ্যে ত্বহং দত্তং ভাগং পিত্রা মহাত্মনা ॥২৬
যদব্রবীন্মাং নরলোকসৎকৃতঃ
পিতা মহাত্মা বিবুধাধিপোমঃ ।
তদেব মন্যে পরমাত্মনো হিতং
ন সর্বলোকেশ্বরভাবমব্যয়ম্ ॥২৭
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে একাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

প্রদত্ত ভাগ ভোগ করিব। ইন্দ্রতুল্য লোকমান্য পিতা আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমি নিজের পরম শুভ বলিয়া মনে করি। তদ্ভিন্ন সর্বলোকে অক্ষয় প্রভুত্ব শুভকর ও হিতকর মনে করি না। ২১-২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ

[ভরতেন রামসমীপে পিতুর্দশরথস্য মৃত্যুসন্দেশস্য জ্ঞাপনম্ ।]

রামস্য বচনং শ্রুত্বা ভরতঃ প্রত্যুবাচ হ ।
কিং মে ধর্মাদ্ বিহীনস্য রাজধর্মঃ করিষ্যতি ॥১
শাশ্বতোঽয়ং সদা ধর্মঃ স্থিতোঽস্মাসু নরর্ষভ ।
জ্যেষ্ঠে পুত্রে স্থিতে রাজা ন কনীয়ান্ ভবেন্নৃপঃ ॥২
স সমৃদ্ধাং ময়া সার্ধমযোধ্যাং গচ্ছ রাঘব ।
অভিষেচয় চাত্মানং কুলস্যাস্য ভবায় নঃ ॥৩
রাজানং মানুষং প্রাহুর্দেবত্বে সম্মতো মম ।
যস্য ধর্মার্থসহিতং বৃত্তমাহুরমানুষম্ ॥৪
কেকয়স্থে চ ময়ি তু ত্বয়ি চারণ্যমাশ্রিতে ।
ধীমান্ স্বর্গং ততো রাজা যাযজূকঃ সতাং মতঃ ॥৫
নিষ্ক্রান্তমাত্রে ভবতি সহসীতে স লক্ষ্মণে ।
দুঃখশোকাভিভূতস্তু রাজা ত্রিদিবমভ্যগাৎ ॥৬

দ্ব্যধিকশততম সর্গ

[ভরতকর্তৃক রামের নিকট পিতা দশরথের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন।]

রামের ঐরূপ বাক্য শুনিয়া ভরত প্রত্যুত্তর করিলেন যে—আমি যদি কুলধর্ম হইতেই (জ্যেষ্ঠপুত্রের রাজ্য-লাভই কুলধর্ম) ভ্রষ্ট হইলাম, তাহা হইলে রাজ-ধর্ম আমার কি করিবে? নরশ্রেষ্ঠ! আমাদের পূর্বপুরুষগণে এই চিরন্তন ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল যে, রাজাদের জ্যেষ্ঠপুত্র বর্ত্তমান থাকিলে কনিষ্ঠ কখনও রাজ্যাধিকারী হয় না। অগ্রজ! এই জন্যই আমি বলিতেছি যে, আপনি সমৃদ্ধিশালিনী অযোধ্যায় আমার সহিত চলুন, এবং রঘুবংশের ও আমাদের সকলের কল্যাণের জন্য অভিষিক্ত হউন। সাধারণতঃ লোকেরা রাজাকে মনুষ্য বলিয়া মনে করে, কিন্তু আমার মতে রাজা দেবতাস্বরূপ। তাহার কারণ এই যে, রাজার ধর্মার্থ-সমন্বিত চরিত্র মানুষের মধ্যে কখনও সম্ভব হয় না।

উত্তিষ্ঠ পুরুষব্যাঘ্র ক্রিয়তামুদকং পিতুঃ।
অহং চায়ঞ্চ শত্রুঘ্নঃ পূর্বমেব কৃতোদকৌ ॥৭
প্রিয়েণ কিল দত্তং হি পিতৃলোকেষু রাঘব।
অক্ষয়ং ভবতীত্যাহুর্ভবাংশ্চৈব পিতুঃ প্রিয়ঃ ॥৮
তামেব শোচংস্তব দর্শনেপ্সু-
স্ত্বয্যেব সক্তামনিবর্ত্ত্য বুদ্ধিম্।
ত্বয়া বিহীনস্তব শোকরুগ্ন-
স্ত্বাং সংস্মরেন্নেব গতঃ পিতা তে ॥৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

আমি কেকয়রাজ্যে অবস্থান করিতেছিলাম, আপনি অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন, এই অবস্থায় সজ্জনসম্মত যাযজূক (সর্বদা যজ্ঞানুষ্ঠানরত) ধীমান্ মহারাজ স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ১-৫

সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আপনি অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র রাজা দশরথ দুঃখে ও শোকে অভিভূত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। নরোত্তম! এক্ষণে আপনি গাত্রোত্থান করুন এবং পিতার তর্পণাদি করুন। আমি ও এই শত্রুঘ্ন আমরা উভয়ে পূর্বে তর্পণাদি করিয়াছি। রঘুনন্দন! আপনি পিতার অতিপ্রিয় ও জ্যেষ্ঠ পুত্র। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে—প্রিয়পুত্রপ্রদত্ত পিণ্ডাদি পিতৃলোকে অক্ষয় হইয়া থাকে। অন্তিমসময়ে পিতা আপনার জন্য শোক করিতে করিতে আপনাকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় ব্যাকুল হইয়াছিলেন। আপনাতে তাঁহার চিত্ত আসক্ত হইয়াছিল, তিনি চিত্তকে আপনা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। আপনার শোকে অতিবিহ্বল হইয়া এবং আপনাকে নিকটে না পাইয়া সর্বদা আপনাকে ভাবিতে ভাবিতেই তিনি পরলোকে গমন করিয়াছেন। ৬-৯

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্ব্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ

[ভরতমুখাৎ পিতুর্মৃত্যুসন্দেশং শ্রুত্বা রামস্য চৈতন্যলোপঃ, চৈতন্যলাভাৎ পরং তস্য বিলাপঃ, মন্দাকিনীনদীং গত্বা ইঙ্গুদি-তিলকল্কদ্বারা পিত্রে পিণ্ডদানম্, ভ্রাতৃভিঃ সহ আশ্রমাগমনঞ্চ]

তাং শ্রুত্বা করুণাং বাচং পিতুর্মরণসংহিতাম্ ।
রাঘবো ভরতেনোক্তাং বভূব গতচেতনঃ ॥১
তং তু বজ্রমিবোৎসৃষ্টমাহবে দানবারিণা ।
বাগ্বজ্রং ভরতেনোক্তমমনোজ্ঞং পরন্তপঃ ॥২
প্রগৃহ্য রামো বাহূ বৈ পুষ্পিতাঙ্গ ইব দ্রুমঃ ।
বনে পরশুনা কৃত্তস্তথা ভুবি পপাত হ ॥৩
তথা হি পতিতং রামং জগত্যাং জগতীপতিম্ ।
কূলপাতপরিশ্রান্তং প্রসুপ্তমিব কুঞ্জরম্ ॥৪
ভ্রাতরস্তে মহেষ্বাসং সর্বতঃ শোককর্শিতম্ ।
রুদন্তঃ সহ বৈদেহ্যা সিষিচুঃ সলিলেন বৈ ॥৫
স তু সংজ্ঞাং পুনর্লব্ধ্বা নেত্রাভ্যামশ্রুমুৎসৃজন্ ।
উপাক্রামত কাকুৎস্থঃ কৃপণং বহু ভাষিতুম্ ॥৬
স রামঃ স্বর্গতং শ্রুত্বা পিতরং পৃথিবীপতিম্ ।
উবাচ ভরতং বাক্যং ধর্মাত্মা ধর্মসংহিতম্ ॥৭
কিং করিষ্যাম্যযোধ্যায়াং তাতে দিষ্টাং গতিং গতে ।
কস্তাং রাজবরাদ্ধীনামযোধ্যাং পালয়িষ্যতি ॥৮
কিন্নু তস্য ময়া কার্য্যং দুর্জাতেন মহাত্মনঃ ।
যো মৃতো মম শোকেন সময়া ন চ সংস্কৃতঃ ॥৯
অহো ভরত সিদ্ধার্থো যেন রাজা ত্বয়ানঘ ।
শত্রুঘ্নেন চ সর্বেষু প্রেতকৃত্যেষু সৎকৃতঃ ॥১০
নিষ্প্রধানামনেকাগ্রাং নরেন্দ্রেণ বিনা কৃতম্ ।
নিবৃত্তবনবাসোঽপি নাযোধ্যাং গন্তুমুৎসহে ॥১১
সমাপ্তবনবাসং মামযোধ্যায়াং পরন্তপ ।
কোঽনুশাসিষ্যতি পুনস্তাতে লোকান্তরং গতে ॥১২

ত্র্যধিকশততম সর্গ

[ভরতের মুখে পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া রামের চৈতন্য লোপ, চৈতন্য লাভের পর তাঁহার বিলাপ, মন্দাকিনীনদীতে যাইয়া ইঙ্গুদি ও তিলকল্ক দ্বারা পিতৃ উদ্দেশে পিণ্ডদান ও ভ্রাতৃগণের সহিত আশ্রম আগমন।]

ভরতকর্তৃক কথিত সেই শোকাবহ পিতৃমরণ সংবাদ শুনিয়া রঘুনন্দন রাম সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রের বজ্রনিক্ষেপের ন্যায় ভরত বজ্রতুল্য দুঃখদায়ক বাক্য বলিলে পর শত্রুদমন রাম বাহুদ্বয় অতিশয় শিথিল করিয়া অরণ্যমধ্যে কুঠারের দ্বারা ছেদিত পুষ্পিত-বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। জগৎপতি মহাধনুর্ধর শোকাকুল রামকে নদীতটপতন-পরিশ্রান্ত ও নিদ্রিত হস্তীর ন্যায় ভূতলে পতিত দেখিয়া ভরত প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ সীতার সহিত রোদন করিতে করিতে তাঁহার সর্বাঙ্গে জলসেচন করিতে লাগিলেন। ১-৫

পরে রাম চৈতন্যলাভ করিয়া নয়নদ্বয় হইতে অবিরত অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে করিতে করুণভাবে বহুবিলাপ করিতে লাগিলেন। ধর্মাত্মা রাম পৃথিবীপতি দশরথ স্বর্গগত হইয়াছেন শুনিয়া ভরতকে ধর্মসঙ্গত বাক্য বলিতে লাগিলেন,—পিতা দৈবকল্পিত গতিলাভ করিয়াছেন, আমি এক্ষণে অযোধ্যায় যাইয়া কি করিব? মহারাজবিহীনা অযোধ্যাকে কে পালন করিবে? আমার জন্মই বৃথা, আমি মহাত্মা দশরথের কি কার্য্য করিব? যিনি আমার শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন, আমি তাঁহার সৎকারও করিলাম না। নিষ্পাপ! ভরত! তুমি কৃতার্থ, যেহেতু তুমি ও শত্রুঘ্ন পারলৌকিক সকল-কার্য্যের দ্বারা পিতার সৎকার করিয়াছ। ৬-১০

আমি বনবাস হইতে নিবৃত্ত হইলেও সেই প্রধানপুরুষশূন্য বহুনায়ক রাজবিবর্জিত অযোধ্যায় যাইতে উৎসাহবোধ করিতেছি না। আমি বনবাস সমাপন করিয়া অযোধ্যায় গমন করিলে কে আমাকে হিতাহিত-

পুরা প্রেক্ষ্য সুবৃত্তং মাং পিতা যান্যাহ সান্ত্বয়ন্।
বাক্যানি তানি শ্রোষ্যামি কুতঃ কর্ণসুখান্যহম্ ॥১৩
এবমুক্ত্বাথ ভরতং ভার্য্যামভ্যেত্য রাঘবঃ।
উবাচ শোকসন্তপ্তঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্ ॥১৪
সীতে মৃতস্তে শ্বশুরঃ পিতৃহীনোঽসি লক্ষ্মণ।
ভরতো দুঃখমাচষ্টে স্বর্গতিং পৃথিবীপতেঃ ॥১৫
ততো বহুগুণং তেষাং বাষ্পং নেত্রেষ্বজায়ত।
তথা ব্রুবতি কাকুৎস্থে কুমারাণাং যশস্বিনাম্ ॥১৬
ততস্তে ভ্রাতরঃ সর্বে ভৃশমাশ্বাস্য দুঃখিতম্।
অব্রুবঞ্জগতীভর্তুঃ ক্রিয়তামুদকং পিতুঃ ॥১৭
সা সীতা স্বর্গতং শ্রুত্বা শ্বশুরং তং মহানৃপম্।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং ন শশাকেক্ষিতুং প্রিয়ম্ ॥১৮
সান্ত্বয়িত্বা তু তাং রামো রুদন্তীং জনকাত্মজাম্।
উবাচ লক্ষ্মণং তত্র দুঃখিতো দুঃখিতং বচঃ ॥১৯
আনয়েঙ্গুদি-পিণ্যাকং চীরমাহর চোত্তরম্।
জলক্রিয়ার্থং তাতস্য গমিষ্যামি মহাত্মনঃ ॥২০
সীতা পুরস্তাদ্ ব্রজতু ত্বমেনামভিতো ব্রজ।
অহং পশ্চাদ্ গমিষ্যামি গতির্হ্যেষা সুদারুণা ॥২১
ততো নিত্যানুগস্তেষাং বিদিতাত্মা মহামতিঃ।
মৃদুর্দান্তশ্চ কান্তশ্চ রামে চ দৃঢ়ভক্তিমান্ ॥২২
সুমন্ত্রস্তৈর্নৃপসুতৈঃ সার্ধমাশ্বাস্য রাঘবম্।
অবতারয়দালম্ব্য নদীং মন্দাকিনীং শিবাম্ ॥২৩
তে সুতীর্থাংস্ততঃ কৃচ্ছ্রাদুপগম্য যশস্বিনঃ।
নদীং মন্দাকিনীং রম্যাং সদা পুষ্পিতকাননাম্ ॥২৪

বিষয়ে উপদেশ দিবেন ? কারণ, পিতৃদেব ত' পরলোকে গমন করিয়াছেন। পূর্বে আমাকে সুচরিত্র ও আজ্ঞাপালনে অনুরক্ত দেখিয়া সান্ত্বনাপূর্বক যে সকল শ্রুতিসুখকর মনোহর কথা বলিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে কাহার নিকট ঐরূপ কথা শ্রবণ করিব ? শোকসন্তপ্ত রাম ভরতকে এইরূপ বলিয়া পূর্ণচন্দ্রবদনা সীতার নিকট যাইয়া বলিলেন—সীতে। তোমার শ্বশুর পরলোকে গমন করিয়াছেন। লক্ষ্মণ! তুমি পিতৃহীন হইয়াছ। রাজার স্বর্গগমনের সংবাদ ভরত অতিদুঃখের সহিত বলিতেছে। ১১-১৫

কাকুৎস্থ রাম এইরূপ বলিলে পর যশস্বী রাজকুমারগণের নয়নে অশ্রুধারা বহুগুণে বর্ধিত হইল। অনন্তর ভ্রাতৃগণ দুঃখিত রামকে পুনঃ পুনঃ আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন—"পৃথিবীপতি পিতৃদেবের উদকক্রিয়া (তর্পণাদি) সম্পন্ন করুন"। মহারাজ শ্বশুর স্বর্গগত হইয়াছেন শুনিয়া চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হওয়ায় সীতা প্রিয়তম রামকে কোন প্রকারেই দর্শন করিতে পারিলেন না। তখন অতিশয় রোদনকারিণী সীতাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া অতিদুঃখিত রাম দুঃখিতভাবে লক্ষ্মণকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! ইঙ্গুদিফল পেষণ করিয়া আনয়ন কর এবং একখণ্ড নূতন চীর আনয়ন কর। আমি মহাত্মা পিতৃদেবের তর্পণাদির জন্য গমন করিব।১৬-২০

সীতা অগ্রে গমন করুন, তুমি তৎপশ্চাৎ গমন কর, আমি সকলের পশ্চাৎ গমন করিব। এইরূপ গমন অতিশয় দারুণ। তখন ইক্ষ্বাকুবংশের চিরন্তন অনুগত, সুপরিচিত, মহামতি, কোমলপ্রকৃতি, জিতেন্দ্রিয় ও সুশ্রী রামের প্রতি দৃঢ়ভক্তিমান্ সুমন্ত্র রাজকুমারগণের সহিত রামকে আশ্বাসিত করিয়া তাঁহাদের হস্ত ধারণপূর্বক নির্মলসলিলা মন্দাকিনীনদীতে অবতরণ করাইলেন। যশস্বী রাজপুত্রগণ সীতার সহিত অতিকষ্টে অবতরণস্থানের নিকট গমন করিয়া পুষ্পিতবনশোভাময়ী, খরস্রোতা ও রমণীয়া মন্দাকিনীর সুপ্রশস্ত কর্দমশূন্য অবতরণস্থানে (ঘাটে) নামিলেন এবং রাজাকে তর্পণজল দান করিয়া বলিলেন যে, এই জল আপনার হউক।২১-২৫

মহীপতি রাম দক্ষিণাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া জলপূর্ণ অঞ্জলি গ্রহণপূর্বক রোদন করিতে করিতে বলিলেন—নৃপতিশ্রেষ্ঠ! আপনি পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার উদ্দেশে মৎপ্রদত্ত এই নির্মলজল অক্ষয় হইয়া পিতৃলোকে উপস্থিত হউক।

শীঘ্রস্রোতং সমাসাদ্য তীর্থং শিবমকর্দমম্।
সিষিচুস্তূদকং রাজ্ঞে তত এতদ্ ভবত্বিতি ॥২৫
প্রগৃহ্য তু মহীপালো জলপূরিতমঞ্জলিম্।
দিশং যাম্যামভিমুখো রুদন্ বচনমব্রবীৎ ॥২৬
এতৎ তে রাজশার্দূল বিমলং তোয়মক্ষয়ম্।
পিতৃলোকগতস্যাদ্য মদ্দত্তমুপতিষ্ঠতু ॥২৭
ততো মন্দাকিনীতীরাৎ প্রত্যুত্তীর্য্য স রাঘবঃ।
পিতুশ্চকার তেজস্বী নির্বাপং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥২৮
ঐঙ্গুদং বদরৈর্মিশ্রং পিণ্যাকং দর্ভসংস্তরে।
ন্যস্য রামঃ সুদুঃখার্তো রুদন্ বচনমব্রবীৎ ॥২৯
ইদং ভুঙ্ক্ষ্ব মহারাজ প্রীতো যদশনা বয়ম্।
যদন্নাঃ পুরুষা রাজন্! তদন্নাঃ পিতৃদেবতাঃ ॥৩০
ততস্তেনৈব মার্গেণ প্রত্যুত্তীর্য্য সরিত্তটাৎ।
আরুরোহ নরব্যাঘ্রো রম্যসানুং মহীধরম্ ॥৩১
ততঃ পর্ণকুটীদ্বারমাসাদ্য জগতীপতিঃ।
পরিজগ্রাহ পাণিভ্যামুভৌ ভরত-লক্ষ্মণৌ ॥৩২
তেষাং তু রুদতাং শব্দাৎ প্রতিশব্দোঽভবদ্ গিরৌ।
ভ্রাতৃণাং সহ বৈদেহ্যা সিংহানাং নর্দতামিব ॥৩৩
মহাবলানাং রুদতাং কুর্বতামুদকং পিতুঃ।
বিজ্ঞায় তুমুলং শব্দং ত্রস্তা ভরতসৈনিকাঃ ॥৩৪
অব্রুবংশ্চাপি রামেণ ভরতঃ সঙ্গতো ধ্রুবম্।
তেষামেব মহাঞ্ছব্দঃ শোচতাং পিতরং মৃতম্ ॥৩৫
অথ বাহান্ পরিত্যজ্য তং সর্বেঽভিমুখাঃ স্বনম্।
অপ্যেকমনসো জগ্মুর্যথাস্থানং প্রধাবিতাঃ ॥৩৬
হয়ৈরন্যে গজৈরন্যে রথৈরন্যে স্বলঙ্কৃতৈঃ।
সুকুমারাস্তথৈবান্যে পদ্ভিরেব নরা যযুঃ ॥৩৭
অচিরপ্রোষিতং রামং চিরবিপ্রোষিতং যথা।
দ্রষ্টুকামো জনঃ সর্বো জগাম সহ সাশ্রমম্ ॥৩৮
ভ্রাতৃণাং ত্বরিতাস্তে তু দ্রষ্টুকামাঃ সমাগমম্।
যযুর্বহুবিধৈর্যানৈঃ খুরনেমিসমাকুলৈঃ ॥৩৯
সা ভূমির্বহুভির্যানৈ রথনেমিসমাহতা।
মুমোচ তুমুলং শব্দং দ্যৌরিবাভ্রসমাগমে ॥৪০

অনন্তর তেজস্বী রাম ভ্রাতৃগণের সহিত মন্দাকিনীতীরে আসিয়া পিতার উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলেন। রাম কুশের আস্তরণের উপর বদরীফল মিশ্রিত তিলকল্কযুক্ত ইঙ্গুদিফলের পিণ্ড অর্পণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতভাবে রোদন করিতে করিতে বলিলেন,—মহারাজ! আমাদের যাহা ভোজ্য, আপনিও তাহাই ভোজন করুন। মনুষ্য স্বয়ং যাহা আহার করিয়া থাকে, পিতৃগণ ও দেবগণ তাহাই আহার করেন।২৬-৩০

নরশ্রেষ্ঠ রাম যে পথে মন্দাকিনীতীরে গমন করিয়াছিলেন, পিণ্ডদানের পর সেই পথে সেই স্থান হইতে রম্যসানুসম্পন্ন চিত্রকূটের উপর আরোহণ করিলেন। অনন্তর পৃথিবীপতি রাম পর্ণকুটীরের দ্বার-দেশে আসিয়া দুইহস্তের দ্বারা ভরত ও লক্ষ্মণকে ধারণ করিলেন। সিংহের গর্জ্জনধ্বনির ন্যায় সীতার সহিত রোদনপরায়ণ ভ্রাতৃগণের রোদনধ্বনির প্রতিধ্বনি চিত্রকূটপর্বতে প্রাদুর্ভূত হইল। পিতার তর্পণক্রিয়া সম্পাদনকারী মহাবলবান্ রোদনরত ভ্রাতৃগণের তুমুল শব্দ শুনিয়া ভরতের সৈনিক ভীত হইয়া উঠিল। তাহারা বলিতে লাগিল যে, ভরত রামের সহিত নিশ্চয়ই মিলিত হইয়াছেন। তাঁহারা মৃত পিতার জন্য শোক করিতেছেন। সেইজন্য এই তুমুল শব্দ উত্থিত হইতেছে। ৩১-৩৫

অনন্তর সৈনিকগণ নিজ নিজ বাহন পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে দ্রুতগতিতে সেই দিক্ অভিমুখে গমন করিতে লাগিল, যে দিকে রোদনধ্বনি হইতেছিল। সুকুমার-ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ হস্তীতে কেহ কেহ বা অলঙ্কৃত রথে গমন করিল। অন্য সকলে পদব্রজেই গমন করিল। রাম অল্পদিন প্রবাসী হইলেও দীর্ঘকাল প্রবাসস্থিত ব্যক্তির মত তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়া সকল লোক দ্রুতগতিতে আশ্রমে যাইতে লাগিল। ত্বরান্বিত জনগণ ভ্রাতৃগণের মিলন দর্শনে ইচ্ছুক হইয়া রথ অশ্ব প্রভৃতি বহুপ্রকার যানের দ্বারা

তেন বিত্রাসিতা নাগাঃ করেণুপরিবারিতাঃ।
আবাসয়ন্তো গন্ধেন জগ্মুরন্যদ্ বনং ততঃ ॥৪১
বরাহ-মৃগ-সিংহাশ্চ মহিষাঃ সৃমরাস্তথা।
ব্যাঘ্র-গোকর্ণ-গবয়া বিত্রেষুঃ পৃষতৈঃ সহ ॥৪২
রথাঙ্গ-হংসানত্যূহাঃ প্লবাঃ কারণ্ডবাঃ পরে।
তথা পুংস্কোকিলাঃ ক্রৌঞ্চা বিসংজ্ঞা
ভেজিরে দিশঃ ॥৪৩
তেন শব্দেন বিত্রস্তৈরাকাশং পক্ষিভির্বৃতম্।
মনুষ্যৈরাবৃতা ভূমিরুভয়ং প্রবভৌ তদা ॥৪৪
ততস্তং পুরুষব্যাঘ্রং যশস্বিনমকল্মষম্।
আসীনং স্থণ্ডিলে রামং দদর্শ সহসা জনঃ ॥৪৫
বিগর্হমাণঃ কৈকেয়ীং মন্থরামহিতামপি।
অভিগম্য জনো রামং বাষ্পপূর্ণমুখোঽভবৎ ॥৪৬

তান্ নরান্ বাষ্পপূর্ণাক্ষান্ সমীক্ষ্যাথ সুদুঃখিতান্।
পর্য্যস্বজত ধর্মজ্ঞঃ পিতৃবন্মাতৃবচ্চ সঃ ॥৪৭
স তত্র কাংশ্চিৎ পরিষস্বজে নরান্
নরাশ্চ কেচিত্তু তমভ্যবাদয়ন্।
চকার সর্বান্ সবয়স্য-বান্ধবান্
যথার্হমাসাদ্য তদা নৃপাত্মজঃ ॥৪৮
ততঃ স তেষাং রুদতাং মহাত্মনাং
ভুবঞ্চ খং চানুবিনাদয়ন্ স্বনঃ।
গুহা গিরীণাঞ্চ দিশশ্চ সন্ততং
মৃদঙ্গঘোষপ্রতিমো বিশুশ্রুবে ॥৪৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

গমন করিল। মেঘসমাগমে আকাশের ন্যায় রথ অশ্ব প্রভৃতি নানাবিধ যানে গমনকারী সৈন্যগণের গমনপথ তুমুল শব্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।৩৬-৪০

হস্তিনীর সহিত হস্তিসমূহ ঐ শব্দে অতিশয় ত্রস্ত হইয়া মদগন্ধে চতুর্দিক্ আমোদিত করিতে করিতে অন্য বনে পলায়ন করিল! বরাহ, মৃগ, সিংহ, মহিষ, সৃমর (এক প্রকার হরিণ), ব্যাঘ্র, গোকর্ণ (একপ্রকার হরিণ), গবয় (চমরীগাভী) ও পৃষতনামক হরিণসমূহ অতিশয় ভীত হইয়া পড়িল। চক্রবাক, হংস, জলকুক্কুট, প্লব (একপ্রকার বক), কারণ্ডব (বালিহাঁস) ও পুংকোকিল ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি পক্ষীরা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ তুমুলশব্দে সন্ত্রস্ত পক্ষীদিগের দ্বারা আকাশ পরিব্যাপ্ত হইল এবং মনুষ্যগণের দ্বারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইল, তাহাতে আকাশ ও পৃথিবী উভয়ই শোভা ধারণ করিল। অনন্তর জনগণ সহসা নিষ্পাপ যশস্বী পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে মৃত্তিকায় উপবিষ্ট অবস্থায় দর্শন করিল।৪১-৪৫

তাহারা কৈকেয়ী ও অহিতকারিণী মন্থরাকে নিন্দা করিতে করিতে সম্মুখে গমন করিল, তখন তাহাদের মুখমণ্ডল অশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়া গেল। ধর্মজ্ঞ রাম সেই সকল লোককে বাষ্পপূর্ণনয়ন ও অতিশয় দুঃখিত দেখিয়া পিতা ও মাতার ন্যায় সকলকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজপুত্র রাম সমাগতদের মধ্যে আলিঙ্গন-যোগ্য কোন কোন ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করিলেন, কেহ কেহ তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তিনি বয়স্য ও বন্ধু-গণের সহিত মিলিত হইয়া যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি ব্যবহার করিলেন। অনন্তর সেই মহাত্মাগণ অতিশয় রোদন করিতে থাকিলে তাঁহাদের রোদনধ্বনি ভূতল, আকাশ, দশ দিক্ ও পর্বতের গুহায় প্রতিধ্বনিত হইয়া মৃদঙ্গশব্দের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল।৪৬-৪৯

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্র্যধিকশততমসর্গ সমাপ্ত

চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ

বসিষ্ঠেন সহ দশরথপত্নীনাং রামদর্শনে গমনম্, পথি কৌসল্যা-সুমিত্রাদেব্যোরুক্তি-প্রত্যুক্তী, কৌসল্যাদীনাং রামদর্শনম্, তেন সহ কথোপকথনঞ্চ।]

বসিষ্ঠঃ পুরতঃ কৃত্বা দারান্ দশরথস্য চ।
অভিচক্রাম তং দেশং রামদর্শনতর্ষিতঃ ॥১
রাজপত্ন্যশ্চ গচ্ছন্ত্যো মন্দং মন্দাকিনীং প্রতি।
দদৃশুস্তত্র তৎ তীর্থং রাম-লক্ষ্মণসেবিতম্ ॥২
কৌসল্যা বাষ্পপূর্ণেন মুখেন পরিশুষ্যতা।
সুমিত্রামব্রবীদ্ দীনাং যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ ॥৩
ইদং তেষামনাথানাং ক্লিষ্টমক্লিষ্টকর্মণাম্।
বনে প্রাক্‌কলনং তীর্থং যে তে নির্বিষয়ীকৃতাঃ ॥৪
ইতঃ সুমিত্রে পুত্রস্তে সদা জলমতন্দ্রিতঃ।
স্বয়ং হরতি সৌমিত্রির্মম পুত্রস্য কারণাৎ ॥৫
জঘন্যমপি তে পুত্রঃ কৃতবান্ ন তু গর্হিতঃ।
ভ্রাতুর্যদর্থরহিতং সর্বং তদ্ গর্হিতং গুণৈঃ ॥৬
অদ্যায়মপি তে পুত্রঃ ক্লেশানামতথোচিতঃ।
নীচানর্থসমাচারং সজ্জং কর্ম প্রমুঞ্চতু ॥৭
দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু সা দদর্শ মহীতলে।
পিতুরিঙ্গুদি-পিণ্যাকং ন্যস্তমায়তলোচনা ॥৮
তং ভূমৌ পিতুরার্তেন ন্যস্তং রামেণ বীক্ষ্য সা (ক)।
উবাচ দেবী কৌসল্যা সর্বা দশরথস্ত্রিয়ঃ ॥৯
ইদমিক্ষ্বাকুনাথস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
রাঘবেণ পিতুর্দত্তং পশ্যতৈতদ্ যথাবিধি ॥১০

চতুরাধিকশততম সর্গ

[বশিষ্ঠের সহিত দশরথপত্নীগণের রামদর্শনে গমন, পথে কৌসল্যা ও সুমিত্রাদেবীর উক্তি প্রত্যুক্তি, কৌশল্যাদির রামদর্শন ও তাহার সহিত কথোপকথন।]

এদিকে বশিষ্ঠদেব রামদর্শনে অভিলাষী হইয়া দশরথের পত্নীগণকে অগ্রে করিয়া গমন করিলেন। রাজপত্নীগণ মন্দাকিনীর দিকে ধীরে ধীরে গমন করিতে করিতে রামলক্ষ্মণব্যবহৃত জলানয়নপথে (নদীর ঘাট) দেখিতে পাইলেন, তখন কৌশল্যাদেবী শুষ্ক ও অশ্রুপূর্ণবদনে অতিদীনা সুমিত্রাকে এবং অন্যান্য রাজপত্নীগণকে বলিলেন—যাহারা রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছে, সেই অক্লিষ্টকর্মা অনাথ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার ব্যবহৃত এই নদীতে অবতরণ স্থান। সুমিত্রে! তোমার পুত্র লক্ষ্মণ সদা আলস্যশূন্য হইয়া আমার পুত্রের জন্য নিশ্চয়ই এই স্থান হইতে জল আহরণ করে।১-৫

কিন্তু এই প্রকার জঘন্য (ভৃত্যের করণীয়) কার্য্য করিলেও লক্ষ্মণ নিন্দনীয় হইতে পারে না। এইরূপ ভ্রাতার যাহা প্রয়োজনীয় হয় না, তাহাই নিন্দিত হইয়া থাকে। রাম অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে এইরূপ ক্লেশ-ভোগের অনধিকারী লক্ষ্মণ অতি সত্বর দুঃখাবহ নীচ জনযোগ্য কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। এই প্রকার বলিতে বলিতে বিশালনয়না কৌশল্যা দেখিতে পাইলেন যে, দক্ষিণাগ্র (দক্ষিণদিকে অগ্রভাগ রহিয়াছে) কুশোপরি পিতার উদ্দেশে রামকর্ত্তৃক প্রদত্ত ইঙ্গুদি-ফলনির্মিত পিণ্ড ন্যস্ত রহিয়াছে। দুঃখার্ত্তরাম পিতার উদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়াছে, তাহা ভূতলে পতিত রহিয়াছে দেখিয়া কৌশল্যা দেবী দশরথের পত্নীগণকে বলিলেন।৬-১০

যিনি ইক্ষ্বাকুগণের অধিপতি, সেই রঘুনন্দন মহাত্মা দশরথের উদ্দেশে রাম যথাবিধানে পিণ্ডদান করিয়াছে। দেখ, যিনি বিবিধ ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়াছেন, সেই দেবতুল্য মহাত্মা দশরথের এইরূপ ভোজন আমি কখনই

পাঠান্তর :—(ক) —ধর্মেণ বীক্ষ্য সা

তস্য দেবসমানস্য পার্থিবস্য মহাত্মনঃ।
নৈতদৌপয়িকং মন্যে ভুক্তভোগস্য ভোজনম্ ॥১১
চতুরন্তাং মহীং ভুক্ত্বা মহেন্দ্রসদৃশো ভুবি।
কথমিঙ্গুদিপিণ্যাকং স ভুঙ্‌ক্তে বসুধাধিপঃ ॥১২
অতো দুঃখতরং লোকে ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাতি মে।
যত্র রামঃ পিতুর্দদ্যাদিঙ্গুদীক্ষোদমৃদ্ধিমান্ ॥১৩
রামেণেঙ্গুদিপিণ্যাকং পিতুর্দত্তং সমীক্ষ্য মে।
কথং দুঃখেন হৃদয়ং ন স্ফোটতি সহস্রধা ॥১৪
শ্রুতিস্তু খল্বিয়ং সত্যা লৌকিকী প্রাতভাতি মে।
যদন্নঃ পুরুষো নূনং তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ ॥১৫
এবমার্তাং সপত্ন্যস্তা জগ্মুরাশ্বাস্য তাং তদা।
দদৃশুশ্চাশ্রমে রামং স্বর্গচ্যুতমিবামরম্ ॥১৬
তং ভোগৈঃ সম্পরিত্যক্তং রামং সম্প্রেক্ষ্য মাতরঃ।
আর্তা মুমুচুরশ্রূণি সস্বরং শোককর্শিতাঃ ॥১৭

তাসাং রামঃ সমুত্থায় জগ্রাহ চরণাম্বুজান্।
মাতৃণাং মনুজব্যাঘ্রঃ সর্বাসাং সত্যসঙ্গরঃ ॥১৮
তাঃ পাণিভিঃ সুখস্পর্শৈর্মৃদ্বঙ্গুলিতলৈঃ শুভৈঃ।
প্রমমার্জ রজঃ পৃষ্ঠাদ্ রামস্যায়তলোচনাঃ ॥১৯
সৌমিত্রিরপি তাঃ সর্বা মাতৃঃ সম্প্রেক্ষ্য দুঃখিতঃ।
অভ্যবাদয়দাসক্তং শনৈ রামাদনন্তরম্ ॥২০
যথা রামে তথা তস্মিন্ সর্বা ববৃতিরে স্ত্রিয়ঃ।
বৃত্তিং দশরথাজ্জাতে লক্ষ্মণে শুভলক্ষণে ॥২১
সীতাপি চরণাংস্তাসামুপসংগৃহ্য দুঃখিতা।
শ্বশ্রূণামশ্রুপূর্ণাক্ষী সম্বভূবাগ্রতঃ স্থিতা ॥২২
তাং পরিষ্বজ্য দুঃখার্তা মাতা দুহিতরং যথা।
বনবাসকৃতাং দীনাং কৌসল্যা বাক্যমব্রবীৎ ॥২৩
বিদেহরাজস্য সুতা স্নুষা দশরথস্য চ।
রামপত্নী কথং দুঃখং সম্প্রাপ্তা বিজনে বনে ॥২৪

উপযুক্ত মনে করি না। পৃথিবীতে যিনি ইন্দ্রসদৃশ চারিটি সমুদ্র পরিবেষ্টিত এই বসুন্ধরাকে ভোগ করিয়াছেন, সেই মহারাজ কিরূপে ইঙ্গুদিফলের পিণ্ড ভোজন করিলেন? সমৃদ্ধিশালী রাম যে পিতাকে ইঙ্গুদিফলের পিণ্ডদান করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখজনক বিষয় এই সংসারে আমি আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। রাম পিতাকে ইঙ্গুদিফলের পিণ্ড দিয়াছে দেখিয়া আমার হৃদয় দুঃখে কেন সহস্রখণ্ডে বিদীর্ণ হইতেছে না? সংসারে যে যাহা আহার করে, তাহার পিতৃগণ এবং দেবগণও তাহাই আহার করেন, এই সর্বজনপ্রসিদ্ধ শ্রুতি আমার এক্ষণে সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে। ১১-১৫

কৌশল্যা এইভাবে ব্যাকুল হইয়া পড়িলে সপত্নীগণ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করত গমন করিলেন এবং আশ্রমে উপবিষ্ট রামকে স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার ন্যায় দর্শন করিলেন। সর্ববিধভোগশূন্য রামকে দর্শন করিয়া শোকাকুল মাতৃবৃন্দ অতিশয় বিহ্বল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদনপূর্বক অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সত্যপ্রতিজ্ঞ রাম গাত্রোত্থান করিয়া মাতৃগণের সকলের চরণকমল গ্রহণ করিলেন। আয়তলোচন মাতৃগণ সুকোমলাঙ্গুলি সুখস্পর্শ সুন্দর হস্তের দ্বারা রামের পৃষ্ঠদেশের ধূলি সুন্দরভাবে মার্জনা করিতে লাগিলেন। অতিদুঃখিত সুমিত্রানন্দন মাতৃগণকে দেখিয়া রামের পর সশ্রদ্ধচিত্তে অভিবাদন করিলেন। রাজপত্নীগণ রামের প্রতি যেমন ব্যবহার করিলেন, দশরথ হইতে জাত শুভলক্ষণ লক্ষ্মণের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিলেন। ১৬-২০

অতিদুঃখিতা সীতাদেবীও শ্বশ্রূগণের চরণ বন্দনা করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দুঃখিনীমাতা যেমন কন্যাকে আলিঙ্গন করেন, সেইভাবে সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া কৌশল্যা বনবাসদুঃখিতা দীনা পুত্রবধূকে বলিলেন,—হায়! যিনি বিদেহরাজার কন্যা, দশরথের পুত্রবধূ ও রামের পত্নী, তিনি কিরূপে নির্জনবনে এইরূপ দুঃখ পাইতে পারেন? বৎসে! রৌদ্রসন্তপ্ত পদ্মের ন্যায়, পরিম্লান কমলের ন্যায়, ধূলিধূসরিত সুবর্ণের ন্যায় ও মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের ন্যায় তোমার মুখ দেখিয়া শোকাগ্নি আমার হৃদয়কে সেইভাবে

পদ্মমাতপসন্তপ্তং পরিক্লিষ্টমিবোৎপলম্ ।
কাঞ্চনং রজসা ধ্বস্তং ক্লিষ্টং চন্দ্রমিবাম্বুদৈঃ ॥২৫
মুখং তে প্রেক্ষ্য মাং শোকো দহত্যগ্নিরিবাশ্রয়ম্ ।
ভৃশং মনসি বৈদেহি ব্যসনারণিসম্ভবঃ ॥২৬
ব্রুবন্ত্যামেবমার্তায়াং জনন্যাং ভরতাগ্রজঃ ।
পাদাবাসাদ্য জগ্রাহ বসিষ্ঠস্য চ রাঘবঃ ॥২৭
পুরোহিতস্যাগ্নিসমস্য তস্য বৈ
বৃহস্পতেরিন্দ্র ইবামরাধিপঃ ।
প্রগৃহ্য পাদৌ সুসমৃদ্ধতেজসঃ
সহৈব তেনোপবিবেশ রাঘবঃ ॥২৮
ততো জঘন্যং সহিতঃ স্বমন্ত্রিভিঃ
পুরপ্রধানৈশ্চ তথৈব সৈনিকৈঃ ।
জনেন ধর্মজ্ঞতমেন ধর্মবা-
নুপোপবিষ্টো ভরতস্তদাগ্রজম্ ॥২৯
উপোপবিষ্টস্তু তদাতিবীর্য্যবাং-
স্তপস্বিবেষেণ সমীক্ষ্য রাঘবম্ ।
শ্রিয়া জ্বলন্তং ভরতঃ কৃতাঞ্জলি-
র্যথা মহেন্দ্রঃ প্রযতঃ প্রজাপতিম্ ॥৩০
কিমেষ বাক্যং ভরতোহদ্য রাঘবং
প্রণম্য সৎকৃত্য চ সাধু বক্ষ্যতি ।
ইতীব সত্যার্যজনস্য তত্ত্বতো (ক)
বভুব কৌতূহলমুত্তমং তদা ॥৩১
স রাঘবঃ সত্যধৃতিশ্চ লক্ষ্মণো
মহানুভাবো ভরতশ্চ ধার্মিকঃ ।
বৃতঃ সুহৃদ্ভিশ্চ বিরেজিরেঽধ্বরে
যথা সদস্যৈঃ সহিতাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

দগ্ধ করিতেছে, যেভাবে অগ্নি আশ্রয়ীভূত কাষ্ঠকে দগ্ধ করে। ২১-২৬

শোকবিহ্বলা জননী এইভাবে দুঃখপ্রকাশ করিতে থাকিলে ভরতাগ্রজ রাম বশিষ্ঠের নিকটস্থ হইয়া তাঁহার চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির পাদবন্দনা করেন, সেইভাবে রাম অগ্নিতুল্য তেজস্বী পুরোহিত বশিষ্ঠের পদযুগল গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত উপবিষ্ট হইলেন। তখন ধার্মিকপ্রবর ভরত নিজমন্ত্রিগণ, প্রধান-পৌরগণ, সৈনিকগণ ও ধর্মজ্ঞ জনগণের সহিত মিলিত হইয়া পশ্চাদ্ভাগে রামের নিকট উপবিষ্ট হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মার নিকট উপবেশন করেন, সেইভাবে ভরত রামের নিকটে উপবেশ করিলেন। রাম তপস্বীর বেশে থাকিলেও শোভায় অতিসমুজ্জ্বল হইয়াছিলেন। অতিবীর্য্যবান্ ভরত সংযতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্রজের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অবস্থিত রহিলেন। সেই সময় সেইস্থানে উপস্থিত আর্য্যব্যক্তিগণের অন্তরে বস্তুত মহাকৌতূহল উৎপন্ন হইয়াছিল যে—রামকে প্রণাম ও সৎকার করার পর কিরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্য ভরত এক্ষণে বলিবেন? সত্যধৃতি রাম, মহানুভব লক্ষ্মণ ও ধার্মিক ভরত বান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া সেই সময়ে বহুসদস্য পরিবেষ্টিত তিনটি যজ্ঞাগ্নির অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন।২৭-৩২

পাঠান্তরঃ—(ক)—সর্বতো

মহর্ষি বাল্মিকীপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুরাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ

রাজ্যগ্রহণায় রামসমীপে ভরতস্য প্রার্থনম্, ভরতং প্রতি রামস্যোপদেশশ্চ।

ততঃ পুরুষসিংহানাং বৃত্তানাং তৈঃ সুহৃদ্গণৈঃ।
শোচতামেব রজনী দুঃখেন ব্যত্যবর্ত্তত ॥১
রজন্যাং সুপ্রভাতায়াং ভ্রাতরস্তে সুহৃদ্বৃতাঃ।
মন্দাকিন্যাং হুতং জপ্যং কৃত্বা রামমুপাগমন্ ॥২
তূষ্ণীং তে সমুপাসীনা ন কশ্চিৎ কিঞ্চিদব্রবীৎ।
ভরতস্তু সুহৃন্মধ্যে রামং বচনমব্রবীৎ ॥৩
সান্ত্বিতা মামিকা মাতা দত্তং রাজ্যমিদং মম।
তদ্ দদামি তবৈবাহং ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকম্ ॥৪
মহতেবাম্বুবেগেন ভিন্নঃ সেতুর্জলাগমে।
দুরাবরং ত্বদন্যেন রাজ্যখণ্ডমিদং মহৎ ॥৫
গতিং খর ইবাশ্বস্য তার্ক্ষ্যস্যেব পতত্রিণঃ।
অনুগন্তুং ন শক্তির্মে গতিং তব মহীপতে ॥৬
সুজীবং নিত্যশস্তস্য যঃ পরৈরুপজীব্যতে।
রাম তেন তু দুর্জীবং যঃ পরানুপজীবতি ॥৭
যথা তু রোপিতো বৃক্ষঃ পুরুষেণ বিবর্ধিতঃ।
হ্রস্বকেন দুরারোহো রূঢ়স্কন্ধো মহাদ্রুমঃ ॥৮
স যদা পুষ্পিতো ভূত্বা ফলানি ন বিদর্শয়েৎ।
সতাং নানুভবেৎ প্রীতিং যস্য হেতোঃ প্ররোপিতঃ ॥৯
এষোপমা মহাবাহো তদর্থং বেত্তুমর্হসি।
যত্র ত্বমস্মান্ বৃষভো ভর্তা ভৃত্যান্ ন শাধি হি ॥১০

পঞ্চাধিকশততম সর্গ

[রাজ্যগ্রহণ করিতে রামের নিকট ভরতের প্রার্থনা ও ভরতের প্রতি রামের উপদেশ।]

অনন্তর বান্ধবগণপরিবৃত পুরুষসিংহ শোকাকুলচিত্ত ভ্রাতৃগণের অতিদুঃখে রাত্রি অতিবাহিত হইল। প্রভাত হইলে পর ভ্রাতৃগণ বান্ধবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মন্দাকিনীতীরে জপ হোম সমাপনকরত রামের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই মৌন অবলম্বনপূর্বক বসিয়া রহিলেন, কেহই কিছু বলিলেন না। তখন ভরত বান্ধবগণসমক্ষে রামকে বলিতে লাগিলেন যে,—পিতা দশরথ প্রথমে আমার মাতা কৈকেয়ীকে রাজ্যদানপূর্বক সান্ত্বনাদান করেন, পরে আমার মাতা আমাকে ঐ রাজ্য দান করিয়াছেন, আমি এক্ষণে ঐ রাজ্য আপনাকে প্রদান করিতেছি, আপনি এই নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করুন। (১) বর্ষাকালে প্রবলবারিবেগে ভগ্ন সেতুর ন্যায় এই বিশাল কোশলরাজ্য আপনি ব্যতীত অন্য কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।১-৬

মহীপাল! অগ্রজ! গর্দভ যেমন অশ্বের গতির অনুকরণ করিতে পারে না, অন্যান্য পক্ষীরা যেমন গরুড়ের অনুকরণ করিতে পারে না, সেইরূপ আপনার রাজ্য-পালনশক্তির অনুকরণ করার শক্তি আমার নাই। রাম! যাহাকে সর্বদা উপজীব্য করিয়া অপরলোক জীবন যাপন করে, তাহার জীবনই সার্থক। যে ব্যক্তি পরোপজীবী হইয়া থাকে, তাহার জীবন দুঃখময় ও বৃথা। যেমন কোন ব্যক্তি বৃক্ষ রোপণ করিলে পর যখন ঐ বৃক্ষ বামন (খর্বদেহ) ব্যক্তির দুরারোহ, স্থূলস্কন্ধ মহাবৃক্ষরূপে বর্ধিত ও পুষ্পিত হয়, কিন্তু যদি তাহা ফল দান না করে, তাহা হইলে যে উদ্দেশ্যে বৃক্ষরোপণকারী বৃক্ষরোপণ করিয়াছিল, তাহা সফল হয় না, সে প্রীতি লাভ করিতে পারে না। মহাবাহো—এই উপমা আপনার প্রতি প্রযোজ্য বলিয়া জানুন অর্থাৎ রাজা দশরথ প্রজাপালনের জন্য আপনাকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন, যদি প্রজাপালনরূপ ফল না হয়, তাহা হইলে মহারাজ দশরথ প্রীতিলাভ করিবেন কিরূপে? আপনি আমাদের

(১ চতুর্থশ্লোকের অন্যরূপ অর্থও হয়—প্রথমতঃ পিতা আপনাকে রাজ্যদান করেন, পরে আমার মাতার সান্ত্বনার জন্য আমাকে রাজ্যদান করেন। বস্তুতঃ ঐ রাজ্য আপনারই প্রদত্ত। আপনার প্রদত্ত রাজ্য আমি প্রত্যর্পণ করিতেছি, আপনি তাহা ভোগ করুন।

শ্রেণয়স্ত্বাং মহারাজ পশ্যন্ত্বগ্র্যাশ্চ সর্বশঃ।
প্রতপন্তমিবাদিত্যং রাজ্যস্থিতমরিন্দমম্ ॥১১
ত্বানুযানে কাকুৎস্থ মত্তা নর্দন্তু কুঞ্জরাঃ।
অন্তঃপুরগতা নার্য্যো নন্দন্তু সুসমাহিতাঃ ॥১২
তস্য সাধ্বনুমন্যন্তে নাগরা বিবিধা জনাঃ।
ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা রামং প্রত্যনুযাচতঃ ॥১৩
তমেবং দুঃখিতং প্রেক্ষ্য বিলপন্তং যশস্বিনম্।
রামঃ কৃতাত্মা ভরতং সমাশ্বাসয়দাত্মবান্ ॥১৪
নাত্মনঃ কামকারো হি পুরুষোঽয়মনীশ্বরঃ।
ইতশ্চেতরতশ্চৈনং কৃতান্তঃ পরিকর্ষতি ॥১৫
সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্ ॥১৬
যথা ফলানাং পক্কানাং নান্যত্র পতনাদ্ ভয়ম্।
এবং নরস্য জাতস্য নান্যত্র মরণাদ্ ভয়ম্ ॥১৭
যথাগারং দৃঢ়স্থূণং জীর্ণং ভূত্বাঽবসীদতি।
তথাবসীদন্তি নরা জরামৃত্যুবশং গতাঃ ॥১৮
অত্যেতি রজনী যাতু সা ন প্রতিনিবর্ততে।
যাত্যেব যমুনাপূর্ণং সমুদ্রমুদকার্ণবম্ ॥১৯
অহোরাত্রাণি গচ্ছন্তি সর্বেষাং প্রাণিনামিহ।
আয়ূংষি ক্ষপয়ন্ত্যাশু গ্রীষ্মে জলমিবাংশবঃ ॥২০
আত্মানমনুশোচ ত্বং কিমন্যমনুশোচসি।
আয়ুস্তু হীয়তে যস্য স্থিতস্যাস্য গতস্য চ ॥২১
সহৈব মৃত্যুর্ব্রজতি সহ মৃত্যুর্নিষীদতি।
গত্বা সুদীর্ঘমধ্বানং সহ মৃত্যুর্নিবর্ততে ॥২২

সকলের শ্রেষ্ঠ ও পালন করিতে সমর্থ, কিন্তু আপনি আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন না।৭-১০

মহারাজ! আপনি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী ও শত্রুদমনকারী। রাজ্যবাসী প্রধানব্যক্তিগণ ও প্রজাবর্গ সকলেই আপনাকে রাজ্যমধ্যে অবস্থিতি দেখুক। ককুৎস্থনন্দন! আপনার অনুগমন করিবার সময় মত্ত হস্তীগণ সগর্বে গর্জন করুক। অন্তঃপুরচারিণী রমণীরা একাগ্রচিত্তে আনন্দ প্রকাশ করুক। ভরত এইভাবে রামের নিকট প্রার্থনা করিলে পর নগরবাসী প্রধান অপ্রধান সকলেই 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া ভরতের প্রার্থনা অনুমোদন করিল। যশস্বী ভরতকে অতিদুঃখিতভাবে বিলাপ করিতে দেখিয়া মহাপ্রাজ্ঞ ধৈর্য্যবান্ রাম তাঁহাকে আশ্বাসপ্রদানপূর্বক বলিলেন,—জীব স্বভাবতই পরাধীন, সে সেচ্ছানুসারে কোন কার্য্য করিতে পারে না। সর্বগ্রাসী কাল তাহাকে ইহলোকে ও পরলোকে সর্বদা পরিচালিত করিতেছে। ১১-১৫

এই সংসারে সঞ্চিত-বস্তু পরিণামে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সকল উন্নতিই পতনে পরিণত হয়, সকল সংযোগেরই বিয়োগে পর্য্যবসান ও জীবনের পরিণাম মরণেই হয়। সুপক্কফলের বৃক্ষ হইতে পতন ভিন্ন অন্য কোন ভয় নাই, এইরূপ জন্মগ্রহণকারীর মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোনভয় নাই। দৃঢ় স্তম্ভযুক্ত গৃহ যেমন জীর্ণ হইয়া অবসন্ন হয়, তেমনই মানবগণ জরা ও মৃত্যুর বশীভূত হইয়া অবসন্ন হয়। যে রাত্রি অতীত হয়, সে রাত্রি আর ফিরিয়া আসে না। যমুনানদীর পূর্ণজলরাশি সমুদ্রের দিকে গমনই করিতেছে, ফিরিয়া আসিতেছে না। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যতেজ যেমন অতিশীঘ্রই জলকে শোষণ করে, তেমনই গমনশীল দিবারাত্রি সকল প্রাণীর জীবনকালকে ক্ষয় করিতেছে। ১৬-২০

ভরত! তুমি নিজের জন্য শোক কর, অন্যের জন্য শোক করিতেছ কেন? ইহলোকলোকেই থাকুক কিংবা পরলোকলোকেই থাকুক, প্রতিমুহূর্ত্তেই সকলের আয়ু ক্ষয় হইতেছে। মৃত্যু জীবের সহিত গমন করে,জীবের সহিত উপবেশন করে, জীবের সহিত সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া তহারই সহিত নিবৃত্ত হয়। জরাজীর্ণ পুরুষের শরীরের চর্ম শিথিল হয়, কেশসমূহ শুভ্র হয়, তখন সে কি করিয়া এই সকল অনর্থ নিবারণ করিবে? সূর্য্য উদিত হইলে ও অস্তগামী হইলে মানবগণ আনন্দিত হয়, কিন্তু নিজেদের যে জীবনকালের ক্ষয় হইতেছে, তাহারা উহা বুঝিতে পারে না। যে কোন ঋতুর প্রারম্ভে তাহাকে নূতন বলিয়া মনে করে এবং অতিশয় হৃষ্ট হয়, কিন্তু ঋতুপরিবর্ত্তনের দ্বারা যে

গাত্রেষু বলয়ঃ প্রাপ্তাঃ শ্বেতাশ্চৈব শিরোরুহাঃ।
জরয়া পুরুষো জীর্ণঃ কিং হি কৃত্বা প্রভাবয়েৎ ॥২৩
নন্দন্ত্যুদিত আদিত্যে নন্দন্ত্যস্তমিতেঽহনি।
আত্মনো নাববুধ্যন্তে মনুষ্যা জীবিতক্ষয়ম্ ॥২৪
হৃষ্যন্ত্যৃতুমুখং দৃষ্ট্বা নবং নবমিবাগতম্।
ঋতূনাং পরিবর্তেন প্রাণিনাং প্রাণসংক্ষয়ঃ ॥২৫
যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহার্ণবে।
সমেত্য তু ব্যপেয়াতাং কালমাসাদ্য কঞ্চন ॥২৬
এবং ভার্যাশ্চ পুত্রাশ্চ জ্ঞাতয়শ্চ বসূনি চ।
সমেত্য ব্যবধাবন্তি ধ্রুবো হ্যেষাং বিনাভবঃ ॥২৭
নাত্র কশ্চিদ্ যথাভাবং প্রাণী সমতিবর্ততে।
তেন তস্মিন্নসামর্থ্যং প্রেতস্যাস্যনুশোচতঃ ॥২৮
যথা হি সার্থং গচ্ছন্তং ব্রূয়াৎ কশ্চিৎ পথি স্থিতঃ।
অহমপ্যাগমিষ্যামি পৃষ্ঠতো ভবতামিতি ॥২৯
এবং পূর্বৈর্গতো মার্গং পৈতৃ-পিতামহৈর্ধ্রুবঃ।
তমাপন্নঃ কথং শোচেদ্ যস্য নাস্তি ব্যতিক্রমঃ ॥৩০
বয়সঃ পতমানস্য স্রোতসো বাঽনিবর্তিনঃ।
আত্মা সুখে নিয়োক্তব্যঃ সুখভাজঃ প্রজাঃ স্মৃতাঃ ॥৩১
ধর্মাত্মা সুশুভৈঃ কৃৎস্নৈঃ ক্রতুভিশ্চাপ্তদক্ষিণৈঃ।
(ধূতপাপো গতঃ স্বর্গং পিতা নঃ পৃথিবীপতিঃ।
ভৃত্যানাং ভরণাৎ সম্যক্ প্রজানাং পরিপালনাৎ ॥
অর্থাদানাচ্চ ধর্মেণ পিতা নস্ত্রিদিবং গতঃ।
কর্মভিস্তু শুভৈরিষ্টৈঃ ক্রতুভিশ্চাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥
স্বর্গং দশরথঃ প্রাপ্তঃ পিতা নঃ পৃথিবীপতিঃ।
হৃষ্ট্বা বহুবিধৈর্যজ্ঞৈর্ভোগাংশ্চাবাপ্য পুষ্কলান্ ॥
উত্তমং চায়ুরাসাদ্য স্বর্গতঃ পৃথিবীপতিঃ।
আয়ুরুত্তমমাসাদ্য ভোগানপি চ রাঘবঃ ॥)
ন স শোচ্যঃ পিতা তাত স্বর্গতঃ সৎকৃতঃ সতাম্ ॥৩২

প্রাণীদের প্রাণক্ষয় হইতেছে তাহা বুঝিতে পারে না। ২১-২৫

যেমন মহাসাগরে ভাসমান কাষ্ঠদ্বয় কদাচিৎ পরস্পর মিলিত হয়, কিছুক্ষণ পরে পুনর্বার পৃথক্ হইয়া যায়, এইরূপই মানুষ ভার্য্যা, পুত্র, জ্ঞাতি ও অর্থ প্রভৃতি কিছুক্ষণের জন্য মিলিত হইয়া পুনর্বার বিযুক্ত হইয়া যায়, এই সকল বস্তুর বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী। এই সংসারের এইরূপ স্বভাব, সুতরাং কোন প্রাণীই ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব মৃতপিতার জন্য যে ব্যক্তি শোক করে, তাহার প্রেতত্বনিবারণের কোন শক্তিই নাই। কোন পথিক যেমন অগ্রগামী পথিকবৃন্দকে বলেন যে—আমিও তোমাদের পশ্চাৎ গমন করিতেছি, সেইরূপ পিতৃপিতামহগণ অবশ্যগন্তব্য যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথে গমন করিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তি কেন শোক করিবে ? যেহেতু, এই অনুগমনের কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় না।২৬ ৩০

প্রত্যাবর্তনশূন্য স্রোতের ন্যায় ক্ষয়শীল বয়স যাইতেছে কিন্তু ফিরিয়া আসিতেছে না। এই অবস্থায় আত্মাকে সুখসাধন কার্য্যে নিযুক্ত করা কর্তব্য। যেহেতু জীবগণ সুখভোগ করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ধর্মাত্মা পিতা সুমঙ্গলদায়ক বহু দক্ষিণাসমন্বিত বহু যজ্ঞ করিয়া (পৃথিবীপতি দশরথ পাপশূন্য হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ভৃত্যগণকে ও প্রজাগণকে যথোচিতভাবে প্রতিপালন করিয়া এবং ধর্মানুসারে রাজস্ব গ্রহণ করিয়া আমাদের পিতা স্বর্গে গিয়াছেন। মঙ্গলদায়ক প্রচুর দক্ষিণাসমন্বিত বেদবোধিত বহু যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠান করিয়া মহারাজ দশরথ স্বর্গে গিয়াছেন। বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া এবং প্রচুর পরিমাণে রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়া দীর্ঘজীবন লাভপূর্বক মহারাজ স্বর্গে গিয়াছেন। রঘুনন্দন দশরথ উত্তম আয়ু ও উত্তম ভোগও প্রাপ্ত হইয়াছেন) স্বর্গে গমন করিয়াছেন। তিনি সজ্জনগণের মান্য, অতএব তাঁহার জন্য শোক করা উচিত নয়। আমাদের পিতা জীর্ণ মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোক বিহারোপযোগী দৈবী সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁহার জন্য শোক করিতে পারে না। বিশেষতঃ তোমার ও আমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কখনই শোক করা উচিত হয় না। তুমি প্রাজ্ঞ ও ধৈর্য্যবান্, সুতরাং এইরূপ নানাবিধ

স জীর্ণং মানুষং দেহং পরিত্যজ্য পিতা হি নঃ।
দৈবীমৃদ্ধিমনুপ্রাপ্তো ব্রহ্মলোকবিহারিণীম্ ॥৩৩
তং তু নৈবংবিধঃ কশ্চিৎ প্রাজ্ঞঃ শোচিতুমর্হসি।
ত্বদ্বিধো মদ্বিধশ্চাপি শ্রুতবান্ বুদ্ধিমত্তরঃ ॥৩৪
এতে বহুবিধাঃ শোকা বিলাপরুদিতে তদা।
বর্জনীয়া হি ধীরেণ সর্বাবস্থাসু ধীমতা ॥৩৫
স স্বস্থো ভব মা শোকো যাত্বা চাবস তাং পুরীম্।
তথা পিত্রা নিযুক্তোঽসি বশিনা বদতাং বর ॥৩৬
যত্রাহমপি তেনৈব নিযুক্তঃ পুণ্যকর্মণা।
তত্রৈবাহং করিষ্যামি পিতুরার্য্যস্য শাসনম্ ॥৩৭
ন ময়া শাসনং তস্য ত্যক্তুং ন্যায্যমরিন্দম।
স ত্বয়াপি সদা মান্যঃ স বৈ বন্ধুঃ স নঃ পিতা ॥৩৮
তদ্বচঃ পিতুরেবাহং সম্মতং ধর্মচারিণাম্।
কর্মণা পালয়িষ্যামি বনবাসেন রাঘব ॥৩৯
ধার্মিকেণানৃশংসেন নরেণ গুরুবর্তিনা।
ভবিতব্যং নরব্যাঘ্র পরলোকং জিগীষতা ॥৪০
আত্মানমনুতিষ্ঠ ত্বং স্বভাবেন নরর্ষভ।
নিশাম্য তু শুভং বৃত্তং পিতুর্দশরথস্য নঃ ॥৪১
ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং মহাত্মা
পিতুর্নিদেশপ্রতিপালনার্থম্।
যবীয়সং ভ্রাতরমর্থবচ্চ
প্রভুর্মুহূর্তাদ্ বিররাম রামঃ ॥৪২
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

শোক, বিলাপ ও রোদন সকল সময়েই বর্জন করা তোমার কর্তব্য।৩১-৩৫

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! ভরত! তুমি স্থির হও। তুমি বৃথা শোক করিও না। অযোধ্যায় যাইয়া বাস কর। সত্যনিষ্ঠ পিতৃদেবকর্তৃক তুমি এই কার্য্যেই নিযুক্ত হইয়াছ। আমিও পুণ্যকর্মা পিতৃদেবকর্তৃক যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি, আমি সেই কার্য্যের দ্বারাই পিতার শাসন পালন করিব। শত্রুদমন! ভ্রাতঃ! পিতৃদেবের শাসন লঙ্ঘন করা আমার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হয় না। তাঁহাকে মান্য করা তোমারও কর্তব্য। যেহেতু তিনি আমাদের বন্ধু ও পিতা। রঘুনন্দন! আমি বনবাস দ্বারা ধর্মাচরণকারীদের অনুমোদিত সেই পিতৃবাক্য পালন করিব। নরশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি পরলোক জয় করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তি ধার্মিক ও অনৃশংস হইবে এবং গুরু আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইবে।৩৬-৪০

নরোত্তম! তুমি পিতৃদেবের পুণ্য চরিত্র আলোচনা করিয়া নিজ স্বভাবগুণে স্বীয় শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। মহাত্মা রাম পিতার আদেশ পালনের জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরতকে এই প্রকার অর্থযুক্ত বাক্য বলিয়া মুহূর্ত ক্ষান্ত হইলেন।৪১-৪২

মহর্ষি বাল্মীকীপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ

[অযোধ্যায়াং প্রত্যাবর্তনায় রাজ্যগ্রহণায় চ শ্রীরামসমীপে ভরতস্য পুনঃপ্রার্থনম্

এবমুক্ত্বা তু বিরতে রামে বচনমর্থবৎ ।
ততো মন্দাকিনীতীরে রামং প্রকৃতিবৎসলম্ ॥১
উবাচ ভরতশ্চিত্রং ধার্মিকো ধার্মিকং বচঃ ।
কো হি স্যাদীদৃশো লোকে যাদৃশস্ত্বমরিন্দম ॥২
ন ত্বাং প্রব্যথয়েদ্ দুঃখং প্রীতির্বা ন প্রহর্ষয়েৎ ।
সম্মতশ্চাপি বৃদ্ধানাং তাংশ্চ পৃচ্ছসি সংশয়ান্ ॥৩
যথা মৃতস্তথা জীবন্ যথাসতি তথা সতি ।
যস্যৈষ বুদ্ধিলাভঃ স্যাৎ পরিতপ্যেত কেন সঃ ॥৪
পরাবরজ্ঞো যশ্চ স্যাদ্ যথা ত্বং মনুজাধিপ ।
স এব ব্যসনং প্রাপ্য ন বিষীদিতুমর্হতি ॥৫

অমরোপমসত্ত্বস্ত্বং মহাত্মা সত্যসঙ্গরঃ ।
সর্বজ্ঞঃ সর্বদর্শী চ বুদ্ধিমাংশ্চাসি রাঘব ॥৬
ন ত্বামেবংগুণৈর্যুক্তং প্রভবাভবকোবিদম্ ।
অবিষহ্যতমং দুঃখমাসাদয়িতুমর্হতি ॥৭
প্রোষিতে ময়ি তৎপাপং যাত্রা মৎকারণাৎ কৃতম্ ।
ক্ষুদ্রয়া তদনিষ্টং মে প্রসীদতু ভবান্ মম ॥৮
ধর্মবন্ধেন বদ্ধোঽস্মি তেনেমাং নেহ মাতরম্ ।
হন্মি তীব্রেণ দণ্ডেন দণ্ডার্হাং পাপকারিণীম্ ॥৯
কথং দশরথাজ্জাতঃ শুভাভিজনকর্মণঃ ।
জানন্ ধর্মমধর্মঞ্চ কুর্য্যাং কর্ম জুগুপ্সিতম্ ॥১০

ষড়ধিক শততম সর্গ

[অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন ও রাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীরামের নিকট ভরতের পুনরায় প্রার্থনা !]

রাম এইরূপ অর্থযুক্তবাক্য বলিয়া বিরত হইলে পর মন্দাকিনীতীরে ধার্মিক ভরত প্রজাবৎসল রামকে ধর্মসঙ্গত ও সকলের বিস্ময়কর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। অরিদমন! আপনি যেরূপ গুণবান্, এই পৃথিবীতে সেইরূপ আর কে আছে? দুঃখ আপনাকে ব্যথিত করিতে পারে না এবং প্রীতিও আপনাকে হৃষ্ট করিতে পারে না। বৃদ্ধগণ আপনাকে অনুমোদন করেন, তথাপি ধর্মবিষয়ে সন্দেহ হইলে আপনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। মৃত ব্যক্তি যেমন স্ত্রী পুত্রাদি সম্বন্ধশূন্য, জীবিত ব্যক্তিও তদ্রূপ; অবিদ্যমান বিষয়ে যেমন অনুরাগ থাকে না, বিদ্যমান বিষয়েও সেইরূপ অনুরাগ থাকে না,- এইরূপ জ্ঞান যাহার হইয়াছে, সে ব্যক্তি কি জন্য পরিতাপ করিবে? নরাধিপ! যে ব্যক্তি আপনার ন্যায় প্রপঞ্চ আত্মতত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত হইয়াছেন, তিনি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও বিষণ্ন হন না।১-৫

রঘুনন্দন! আপনি দেবতুল্যসত্ত্বসম্পন্ন, মহানুভব, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, বুদ্ধিমান্ ও প্রাণিগণের উৎপত্তি এবং প্রলয়সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানবান্। আপনি এই সকল গুণসম্পন্ন বলিয়া অত্যন্ত অসহ্য দুঃখও আপনাকে অভিভূত করিতে পারে না। কিন্তু মাদৃশ ব্যক্তি যে বিষণ্ন হইয়া বিহ্বল হইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কি? আমি প্রবাসে ছিলাম বলিয়া ক্ষুদ্র প্রকৃতি মাতা কৈকেয়ী আমার জন্য যে পাপ করিয়াছেন, তাহা সর্বথা আমার অনভিপ্রেত। অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি ধর্মবন্ধনে (স্ত্রী হত্যা করা উচিত নয়) আবদ্ধ আছি, সেইজন্য এক্ষণে পাপকারিণী দণ্ডনীয়া মাতাকে কঠোর দণ্ডের দ্বারা নিহত করি নাই। সৎকর্মশীল সদ্বংশজাত দশরথের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া এবং ধর্ম ও অধর্মের স্বরূপ বুঝিয়া আমি কিরূপে এই গর্হিত কার্য্য করিব ?৬-১০

গুরু, ক্রিয়াবান্ ও বৃদ্ধ রাজা পিতৃদেব পরলোক গমন করিয়াছেন। আমি এই সভামধ্যে আমার পূজ্য

গুরুঃ ক্রিয়াবান্ বৃদ্ধশ্চ রাজা প্রেতঃ পিতেতি চ।
তাতং ন পরিগর্হেঽহং দৈবতং চেতি সংসদি ॥১১
কো হি ধর্মার্থয়োর্হীনমীদৃশং কর্ম কিল্বিষম্।
স্ত্রিয়ঃ প্রিয়চিকীর্ষুঃ সন্ কুর্য্যাদ্ ধর্মজ্ঞ ধর্মবিৎ ॥১২
অন্তকালে হি ভূতানি মুহ্যন্তীতি পুরা শ্রুতিঃ।
রাজ্ঞৈবং কুর্বতা লোকে প্রত্যক্ষা সা শ্রুতিঃ কৃতা ॥১৩
সাধ্বর্থমভিসন্ধায় ক্রোধান্মোহাচ্চ সাহসাৎ।
তাতস্য যদতিক্রান্তং প্রত্যাহরতু তদ্ ভবান্ ॥১৪
পিতুর্হি সমতিক্রান্তং পুত্রো যঃ সাধু মন্যতে।
তদপত্যং মতং লোকে বিপরীতমতোঽন্যথা ॥১৫
তদপত্যং ভবানস্তু মা ভবান্ দুষ্কৃতং পিতুঃ।
অতি যৎ তৎ কৃতং কর্ম লোকে ধীরবিগর্হিতম্ ॥১৬
কৈকয়ীং মাঞ্চ তাতঞ্চ সুহৃদো বান্ধবাংশ্চ নঃ।
পৌর-জানপদান্ সর্বান্ ত্রাতুং সর্বমিদং ভবান্ ॥১৭

ক্ব চারণ্যং ক্ব চ ক্ষাত্রং ক্ব জটাঃ ক্ব চ পালনম্।
ঈদৃশং ব্যাহতং কর্ম ন ভবান্ কর্তুমর্হতি ॥১৮
এষ হি প্রথমো ধর্মঃ ক্ষত্রিয়স্যাভিষেচনম্।
যেন শক্যং মহাপ্রাজ্ঞ প্রজানাং পরিপালনম্ ॥১৯
কশ্চ প্রত্যক্ষমুৎসৃজ্য সংশয়স্থমলক্ষণম্।
আয়তিস্থং চরেদ্ধর্মং ক্ষত্রবন্ধুরনিশ্চিতম্ ॥২০
অথ ক্লেশজমেব ত্বং ধর্মং চরিতুমিচ্ছসি।
ধর্মেণ চতুরো বর্ণান্ পালয়ন্ ক্লেশমাপ্নুহি ॥২১
চতুর্ণামাশ্রমাণাং হি গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমুত্তমম্।
আহুর্ধর্মজ্ঞ ধর্মজ্ঞাস্তং কথং ত্যক্তুমিচ্ছসি ॥২২
শ্রুতেন বালঃ স্থানেন জন্মনা ভবতো হ্যহম্।
স কথং পালয়িষ্যামি ভূমিং ভবতি তিষ্ঠতি ॥২৩
হীনবুদ্ধিগুণো (ক) বালো হীনস্থানেন চাপ্যহম্।
ভবতা চ বিনাভূতো ন বর্ত্তয়িতুমুৎসহে ॥২৪

দেবতার নিন্দা করিতেছি না। কিন্তু ধর্মজ্ঞ! কোন্ ধার্মিক ব্যক্তি পত্নীর প্রীতিবিধানের জন্য এইরূপ ধর্মার্থবর্জিত অন্যায় কার্য্য করিতে পারে? প্রাচীন প্রবাদ আছে যে, অন্তকালে প্রাণিগণ মোহগ্রস্ত হয়, মহারাজ দশরথ এইরূপ কার্য্য করায় সকল লোকে ঐ প্রাচীন প্রবাদকে প্রত্যক্ষ করিল। কৈকেয়ীর প্রতি ক্রোধ, মোহ ও অবিমৃষ্যকারিতার জন্য পিতা যে গর্হিতকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, আপনি তাহার নিবৃত্তি করুন। যে পুত্র পিতার বিপরীতকার্য্যকে সাধুসম্মতভাবে শোধন করে, সেই পুত্র সমাজে সকলের প্রশংসা লাভ করে। কিন্তু তাহা না করিলে কখনই প্রশংসা লাভ করে না।১১-১৫

অতএব আপনি পিতার সেইরূপ সৎপুত্র হউন। পিতৃদেব লোকসমাজে ধর্মকে অতিক্রম করিয়া যে অসাধু কার্য্য করিয়াছেন, আপনি সেই কার্য্যের অনুসরণ করিবেন না। কৈকেয়ীকে, আমাকে এবং পিতা, সুহৃদ্গণ, বন্ধুগণ, পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলকে রক্ষা করিতে আপনিই সমর্থ। ক্ষত্রিয় ধর্মই বা কোথায় আর নিবিড় অরণ্যই বা কোথায়? জটাধারণই বা কোথায় আর প্রজাপালনই বা কোথায়? পিতার আদিষ্ট এইরূপ বিরুদ্ধ কার্য্য করা আপনার উচিত নয়। মহাপ্রাজ্ঞ! যাহার দ্বারা প্রজাগণের পালন করিতে সমর্থ হওয়া যায়, সেই অভিষেকই ক্ষত্রিয়ের মুখ্য ধর্ম। কোন্ ক্ষত্রিয় এইরূপ প্রত্যক্ষ ধর্ম ত্যাগ করিয়া সংশয়স্থিত, লক্ষণরহিত, পরিণামে আচরণীয় ও অনিশ্চিতভাবাপন্ন ধর্মের আচরণ করিয়া থাকে?।১৬-২০

আপনি যদি ক্লেশকর ধর্ম আচরণ করিতে একান্তই ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ধর্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের পালনরূপ ক্লেশভোগ করুন। ধর্মজ্ঞ! ধর্মবিৎ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মচর্য্যাদি চারিটি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমকেই শ্রেষ্ঠ বলেন। তবে আপনি কেন গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন? আমি বিদ্যায়, সম্বন্ধে ও জন্মে সকলদিকেই আপনার কনিষ্ঠ। আপনি বর্ত্তমান থাকিতে আমি কিরূপে পৃথিবী পালন করিব? আমি আপনার অপেক্ষা হীনবুদ্ধি, হীনগুণ ও হীনস্থানস্থিত বালক। আপনার অভাবে একাকী জীবনধারণ করিতে কিংবা কোন স্থানে থাকিতে ইচ্ছা

পাঠান্তর:—(ক) হীনবুদ্ধিগুণো—।

ইদং নিখিলমপ্যগ্র্যং রাজ্যং পিত্র্যমকণ্টকম্।
অনুশাধি স্বধর্মেণ ধর্মজ্ঞ সহ বান্ধবৈঃ ॥২৫
ইহৈব ত্বাভিষিঞ্চন্তু সর্বাঃ প্রকৃতয়ঃ সহ।
ঋত্বিজঃ সবসিষ্ঠাশ্চ মন্ত্রবিন্মন্ত্রকোবিদাঃ ॥২৬
অভিষিক্তস্ত্বমস্মাভিরযোধ্যাং পালনে ব্রজ।
বিজিত্য তরসা লোকান্ মরুদ্ভিরিব বাসবঃ ॥২৭
ঋণানি ত্রীণ্যপাকুর্বন্ দুর্হৃদঃ সাধুনির্দহন্।
সুহৃদস্তর্পয়ন্ কামৈস্ত্বমেবাত্রানুশাধি মাম্ ॥২৮
অদ্যার্য্য মুদিতাঃ সন্তু সুহৃদস্তেঽভিষেচনে।
অদ্য ভীতাঃ পলায়ন্তু দুষ্প্রদাস্তে দিশো দশ ॥২৯
আক্রোশং মম মাতুশ্চ প্রমৃজ্য পুরুষর্ষভ।
অদ্য তত্রভবন্তঞ্চ পিতরং রক্ষ কিল্বিষাৎ ॥৩০
শিরসা ত্বাভিযাচেঽহং কুরুষ্ব করুণাং ময়ি।
বান্ধবেষু চ সর্বেষু ভূতেষ্বিব মহেশ্বরঃ ॥৩১
অথবা পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা বনমেব ভবানিতঃ।
গমিষ্যতি গমিষ্যামি ভবতা সার্ধমপ্যহম্ ॥৩২
তথাহি রামো ভরতেন তাম্যতা
প্রসাদ্যমানঃ শিরসা মহীপতিঃ।
ন চৈব চক্রে গমনায় সত্ত্ববান্
মতিং পিতুস্তদ্বচনে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৩৩
তদদ্ভুতং স্থৈর্য্যমবেক্ষ্য রাঘবে
সমং জনো হর্ষমবাপ দুঃখিতঃ।
ন যাত্যযোধ্যামিতি দুঃখিতোঽভবৎ
স্থিরপ্রতিজ্ঞত্বমবেক্ষ্য হর্ষিতঃ ॥৩৪
তমৃত্বিজো নৈগমযূথবল্লভা-
স্তথাবিসংজ্ঞাশ্রুকলাশ্চ মাতরঃ।
তথা ব্রুবাণং ভরতং প্রতুষ্টুবুঃ
প্রণম্য রামঞ্চ যযাচিরে সহ ॥৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ

করি না। আপনি ধর্মজ্ঞ, অতএব বান্ধবগণের সহিত ধর্মানুসারে উৎকৃষ্ট-সম্পূর্ণ-নিষ্কণ্টক-পৈতৃকরাজ্য শাসন করুন।২১-২৫

মন্ত্রবিৎ বশিষ্ঠের সহিত মন্ত্রজ্ঞ ঋত্বিক্‌সমূহ, অমাত্যসমূহ ও প্রজাবর্গ সকলে এই স্থানেই আপনার অভিষেক করুন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন নিজ প্রভাবে বিপক্ষ জয় করিয়া দেবগণের সহিত স্বর্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও অভিষিক্ত হইয়া নিজ বলে শত্রুনাশ-পূর্বক প্রজাপালনের জন্য আমাদের সহিত অযোধ্যায় গমন করুন। দেব-ঋণ পিতৃ-ঋণ ও ঋষি-ঋণ পরিশোধ-পূর্বক বিপক্ষগণের দহন ও সুহৃদ্‌গণের কাম্যবস্তু প্রদানের দ্বারা প্রীতিসম্পাদন করিয়া আমাকে অনুশাসন করুন। আর্য্য! অদ্য আপনার অভিষেকে সুহৃদ্‌গণ আনন্দিত হউন এবং বিপক্ষগণ ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করুক। পুরুষোত্তম! অদ্য আপনি আমার মাতার লোকাপবাদ দূর করিয়া পূজ্যতম পিতৃদেবকে পাপ হইতে মুক্ত করুন।২৬-৩০

মহেশ্বর যেমন সর্বভূতে দয়া করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনি এই ভ্রাতার প্রতি দয়া করুন। আমি অবনত মস্তকে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। অথবা যদি আপনি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া বনান্তরে গমন করেন, তাহা হইলে আমিও আপনার সহিত গমন করিব। ভরত তাদৃশ কাতরভাবে অবনতমস্তকে রামের প্রসন্নতার জন্য প্রার্থনা করিলেও নয়নাভিরাম সত্ত্বসম্পন্ন মহীপতি রাম পিতৃদেবের আজ্ঞাপালনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া অযোধ্যাগমনে সম্মত হইলেন না। ইহাতে সমবেত লোকগণ রামের অদ্ভুত স্থৈর্য্য দেখিয়া যুগপৎ হর্ষ ও দুঃখ প্রাপ্ত হইল। রাম অযোধ্যায় যাইতেছেন না বলিয়া দুঃখিত এবং তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আনন্দিত হইল। পুরোহিতগণ, পুরবাসিগণ ও অচেতনপ্রায় অশ্রুপূর্ণ মাতৃগণ ভরতকে সাগ্রহে নতভাবে রামের নিকট ঐ প্রার্থনা করিতে দেখিয়া প্রশংসা করিলেন। তখন সকলে ভরতের সহিত মিলিত হইয়া অযোধ্যায় গমনের জন্য রামের নিকট প্রণতভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।৩১-৩৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়ধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ

ভরতবাক্যশ্রবণাৎ পরং তৎপ্রতি পিতৃসত্যরক্ষণায় শ্রীরামস্যোপদেশঃ ।]

পুনরেবং ব্রুবাণং তং ভরতং লক্ষ্মণাগ্রজঃ ।
প্রত্যুবাচ ততঃ শ্রীমান্ জ্ঞাতিমধ্যে সুসৎকৃতঃ ॥১
উপপন্নমিদং বাক্যং যস্ত্বমেবমভাষথাঃ ।
জাতঃ পুত্রো দশরথাৎ কৈকয্যাং রাজসত্তমাৎ ॥২
পুরা ভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন্ ।
মাতামহে সমাশ্রৌষীদ্ রাজ্যশুল্কমনুত্তমম্ ॥৩
দেবাসুরে চ সংগ্রামে জনন্যৈ তব পার্থিবঃ ।
সম্প্রহৃষ্টো দদৌ রাজা বরমারাধিতঃ প্রভুঃ ॥৪
ততঃ সা সম্প্রতিশ্রাব্য তব মাতা যশস্বিনী ।
অযাচত নরশ্রেষ্ঠং দ্বৌ বরৌ বরবর্ণিনী ॥৫
তব রাজ্যং নরব্যাঘ্র মম প্রব্রাজনং তথা ।
তচ্চ রাজা তথা তস্যৈ নিযুক্তঃ প্রদদৌ বরম্ ॥৬
তেন পিত্রাহমপ্যত্র নিযুক্তঃ পুরুষর্ষভ ।
চতুর্দশ বনে বাসং বর্ষাণি বরদানিকম্ ॥৭
সোঽয়ং বনমিদং প্রাপ্তো নির্জনং লক্ষ্মণান্বিতঃ ।
সীতয়া চাপ্রতিদ্বন্দ্বঃ সত্যবাদে স্থিতঃ পিতুঃ ॥৮
ভবানপি তথেত্যেব পিতরং সত্যবাদিনম্ ।
কর্তুমর্হসি রাজেন্দ্র ক্ষিপ্রমেবাভিষিঞ্চনাৎ (ক) ॥৯
ঋণান্মোচয় রাজানং মৎকৃতে ভরত প্রভুম্ ।
পিতরং ত্রাহি ধর্মজ্ঞ মাতরং চাভিনন্দয় ॥১০
শ্রূয়তে ধীমতা তাত শ্রুতির্গীতা যশস্বিনা ।
গয়েন যজমানেন গয়েষ্বেব পিতৄন্ প্রতি ॥১১
পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতৄন্ যঃ পাতি সর্বতঃ ॥১২

সপ্তাধিক শততম সর্গ

[ভরতের বাক্য শ্রবণের পর তাঁহার প্রতি পিতৃসত্যরক্ষণের জন্য শ্রীরামের উপদেশ ।]

ভরত পুনর্বার এইরূপ বলিতে থাকিলে পরম মাননীয় শ্রীমান্ রাম জ্ঞাতিগণসমক্ষে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন,—ভ্রাতঃ! তুমি নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথের ঔরসে কৈকেয়ীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সুতরাং তুমি যে সকল কথা বলিতেছ, তাহা তোমার উপযুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত। ভরত! পূর্বে আমাদের পিতৃদেব যখন তোমার জননীকে বিবাহ করেন, তখন তোমার মাতামহের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে—"আপনার কন্যার গর্ভে যে সন্তান হইবে তাহাকেই রাজ্যদান করিব।" কিছুকাল পরে দেবাসুরযুদ্ধে তোমার জননীকর্তৃক বিশেষ শুশ্রূষা প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ দশরথ অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এইজন্য তোমার যশস্বিনী গৌরাঙ্গী মাতা রাজাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া তাঁহার নিকট দুইটি বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন।১-৫

নরশ্রেষ্ঠ! সেই দুইটি বরের মধ্যে একটির দ্বারা তোমার রাজ্যলাভ ও অপরটির দ্বারা আমার নির্বাসন চাহিয়াছিলেন। মহারাজও তাঁহার প্রার্থনায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ঐ দুইটি বর দান করিয়াছেন। নরশ্রেষ্ঠ! ঐ বরদানের জন্যই আমি চতুর্দশ বৎসর বনবাস করিতে পিতৃদেবকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছি। সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আমি পিতার সত্যরক্ষার জন্য নির্বিবাদে এই বনে আসিয়াছি। রাজেন্দ্র! ভরত! তুমিও সত্বর রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আমার মতই পিতৃদেবকে সত্যবাদী কর। ভরত! আমার জন্যই তুমি পিতাকে ঋণমুক্ত কর। তুমি ধর্মরহস্য জান। তুমি পিতৃদেবকে রক্ষা কর এবং মাতা কৈকেয়ীকে আনন্দিত কর।৬-১০

পাঠান্তর :—(ক) —ক্ষিপ্রমেবাভিষেচনাৎ।

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ।
তেষাং বৈ সমবেতানামপি কশ্চিদ্ গয়াং ব্রজেৎ ॥১৩
এবং রাজর্ষয়ঃ সর্বে প্রতীতা রঘুনন্দন।
তস্মাৎ ত্রাহি নরশ্রেষ্ঠ পিতরং নরকাৎ প্রভো ॥১৪
অযোধ্যাং গচ্ছ ভরত প্রকৃতীরনুরঞ্জয়।
শত্রুঘ্নসহিতো বীর সহ সর্বৈর্দ্বিজাতিভিঃ ॥১৫
প্রবেক্ষ্যে দণ্ডকারণ্যমহমপ্যবিলম্বয়ন্।
আভ্যাং তু সহিতো বীর বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ ॥১৬
ত্বং রাজা ভরত ভব স্বয়ং নরাণাং
বন্যানামহমপি রাজরাণ্মৃগাণাম্।
গচ্ছ ত্বং পুরবরমদ্য সম্প্রহৃষ্টঃ
সংহৃষ্টস্ত্বহমপি দণ্ডকান্ প্রবেক্ষ্যে ॥১৭

এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে—পূর্বে গয়া প্রদেশে বুদ্ধিমান্ যশস্বী গয়ানামক রাজা যজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে পিতৃপুরুষের প্রীতির জন্য এইরূপ গাথা গান করিয়াছিলেন —যেহেতু পুত্র পিতাকে পুংনামক নরক হইতে ত্রাণ করে এবং ইষ্ট (যজ্ঞাদি), পূর্ত (কূপখননাদি) কর্মদ্বারা পিতাকে স্বর্গলোকে প্রেরণ করিয়া সর্বতোভাবে রক্ষা করে, এইজন্যই তাহাকে পুত্র নামে উল্লেখ করা হয়। এইজন্যই লোকে গুণবান্ ও বিদ্বান্ বহু পুত্র কামনা করিয়া থাকে, কারণ, সেই বহু পুত্রের মধ্যে একজনও গয়ায় যাইতে পারে। রঘুনন্দন! রাজর্ষিগণ সকলেই এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। নরশ্রেষ্ঠ! শক্তিধর! তুমি পিতাকে নরক হইতে পরিত্রাণ কর। বীর! ভরত! তুমি শত্রুঘ্ন ও সকল ব্রাহ্মণের সহিত অযোধ্যায় গমন কর এবং প্রজাবর্গকে প্রতিপালন কর।১১-১৫

ছায়াং তে দিনকরভাঃ প্রবাধমানং
বর্ষত্রং ভরত করোতু মূর্ধ্নি শীতাম্।
এতেষামহমপি কাননদ্রুমাণাং
ছায়াং তামতিশয়িনীং শনৈঃ শ্রয়িষ্যে ॥১৮
শত্রুঘ্নস্ত্বতুলমতিস্তু (ক) তে সহায়ঃ
সৌমিত্রির্মম বিদিতঃ প্রধানমিত্রম্।
চত্বারস্তনয়বরা বয়ং নরেন্দ্রং
সত্যস্থং ভরত চরাম মা বিষীদ ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

বীর! আমি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অবিলম্বে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিব। ভরত! তুমি স্বয়ং মনুষ্যগণের রাজা হও। আমিও বন্য পশুগণের মহারাজ হইব। তুমি আনন্দিত হইয়া শ্রেষ্ঠ নগরী অযোধ্যায় গমন কর, আমিও আনন্দিত হইয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করি। ভরত! সূর্য্য-কিরণনিবারক রাজচ্ছত্র তোমার মস্তকে সুশীতল ছায়া বিধান করুক। আমি ধীরে ধীরে এই সকল বনতরুর নিবিড় ছায়া আশ্রয় করি। অসীম-বুদ্ধি শত্রুঘ্ন তোমার সহায় হউক। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তো আমার প্রধান সহায় বলিয়া প্রসিদ্ধই আছে। আমরা চারিটি ভ্রাতা মহারাজ দশরথের সুপুত্র, অতএব আমরা নরেন্দ্র পিতৃদেবকে সত্যপথে স্থায়ী করিব। ভরত! তুমি ইহাতে বিষণ্ণ হইও না।১৬-১৯

পাঠান্তরঃ—(ক) শত্রুঘ্নঃ কুশলমতিস্তু—।

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ

[নাস্তিকমতমবলম্ব্য শ্রীরামং বোধয়িতুং জাবালেরুদ্যোগঃ।]

আশ্বাসয়ন্তং ভরতং জাবালির্ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
উবাচ রামং ধর্মজ্ঞং ধর্মাপেতমিদং বচঃ ॥১
সাধু রাঘব মা ভূৎ তে বুদ্ধিরেবং নিরর্থিকা।
প্রাকৃতস্য নরস্যেব হ্যার্য্যবুদ্ধেস্তপস্বিনঃ ॥২
কঃ কস্য পুরুষো বন্ধুঃ কিমাপ্যং কস্য কেনচিৎ।
একো হি জায়তে জন্তুরেক এব বিনশ্যতি ॥৩
তস্মান্মাতা পিতা চেতি রাম সজ্জেত যো নরঃ।
উন্মত্ত ইব স জ্ঞেয়ো নাস্তি কশ্চিদ্ধি কস্যচিৎ ॥৪
যথা গ্রামান্তরং গচ্ছন্ নরঃ কশ্চিদ্ বহির্বসেৎ।
উৎসৃজ্য চ তমাবাসং প্রতিষ্ঠেতাপরেঽহনি ॥৫
এবমেব মনুষ্যাণাং পিতা মাতা গৃহং বসু।
আবাসমাত্রং কাকুৎস্থ সজ্জন্তে নাত্র সজ্জনাঃ ॥৬
পিত্র্যং রাজ্যং সমুৎসৃজ্য স নার্হসি নরোত্তম।
আস্থাতুং কাপথং দুঃখং বিষমং বহুকণ্টকম্ ॥৭
সমৃদ্ধায়ামযোধ্যায়ামাত্মানমভিষেচয়।
একবেণীধরা হি ত্বা নগরী সম্প্রতীক্ষতে ॥৮
রাজভোগাননুভবন্ মহার্হান্ পার্থিবাত্মজ।
বিহর ত্বমযোধ্যায়াং যথা শক্রস্ত্রিবিষ্টপে ॥৯
ন তে কশ্চিদ্ দশরথস্ত্বঞ্চ তস্য ন কশ্চন।
অন্যো রাজা ত্বমন্যস্তু তস্মাৎ কুরু যদুচ্যতে ॥১০

অষ্টাধিকশততম সর্গ

[নাস্তিকমত অবলম্বন করিয়া শ্রীরামকে বুঝাইবার জন্য জাবালির উদ্যোগ।]

রাম ভরতকে এইভাবে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন, এমন সময়ে দ্বিজবর জাবালি ধর্মজ্ঞ রামকে ধর্মবিরুদ্ধ এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন। রাম! তুমি আর্য্যজনোচিত বুদ্ধিসম্পন্ন ও তপস্বী। অতএব সামান্য মানুষের মত তোমার পিতৃবাক্য পালনবিষয়িণী এইরূপ ব্যর্থবুদ্ধি যেন না হয়। দেখ, এই জগতে কে কাহার বন্ধু? কাহার নিকট কোন্ ব্যক্তি কি পাইতে পারে? প্রাণী একাকীই জন্মগ্রণ করে এবং একাকীই বিনষ্ট হইয়া থাকে। রাম! এই জন্যই ইনি মাতা, ইনি পিতা—এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া যে ব্যক্তি আসক্ত হয়, তাহাকে উন্মত্ত মনে কর। বস্তুতঃ কেহই কাহারও নয়। যেমন কোন লোক গ্রামান্তরে যাইয়া কোন গৃহের বহির্ভাগে বাস করে, পরদিন সেই বাসস্থান ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে, সেইরূপ পিতা, মাতা, গৃহ ও সম্পত্তি মনুষ্যগণের সাময়িক আবাস মাত্র। কাকুৎস্থ! এইজন্য সজ্জনগণ এই সকল বিষয়ে আসক্ত হন না। ১-৬

নরোত্তম! পৈতৃক রাজ্য ত্যাগ করিয়া দুঃখময় ও বহু কণ্টকময় বিষম বনবাসকরা তোমার উচিত নয়। তুমি সমৃদ্ধিশালিনী অযোধ্যায় গমনপূর্বক নিজেকে রাজপদে অভিষিক্ত কর। অযোধ্যানগরী একবেণী-ধারিণী বিরহিণীর ন্যায় তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে। রাজপুত্র! এক্ষণে তুমি স্বর্গে ইন্দ্রের ন্যায় অযোধ্যায় মহার্হ রাজভোগসমূহ উপভোগ করিয়া পরমসুখে বিহার কর। দশরথ তোমার কেহই নহেন। তুমিও তাঁহার কেহই নহ। রাজা অন্যব্যক্তি, তুমিও অন্য-ব্যক্তি। সেইজন্য আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই কর। ৭-১০

জীবের জন্মবিষয়ে পিতা জীবমাত্র অর্থাৎ

বীজমাত্রং পিতা জন্তোঃ শুক্রং শোণিতমেব চ।
সংযুক্তমৃতুমন্মাত্রা পুরুষস্যেহ জন্ম তৎ ॥১১
গতঃ স নৃপতিস্তত্র গন্তব্যং যত্র তেন বৈ।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং ত্বং তু মিথ্যা বিহন্যসে ॥১২
অর্থ-ধর্মপরা যে যে তাংস্তান্ শোচামি নেতরান্।
তে হি দুঃখমিহ প্রাপ্য বিনাশং প্রেত্য লেভিরে ॥১৩
অষ্টকাপিতৃদৈবত্যমিত্যয়ং প্রসৃতো জনঃ।
অন্নস্যোপদ্রবং পশ্য মৃতো হি কিমশিষ্যতি ॥১৪
যদি ভুক্তমিহান্যেন দেহমন্যস্য গচ্ছতি।
দদ্যাৎ প্রবসতাং শ্রাদ্ধং ন তৎ পথ্যশনং ভবেৎ ॥১৫

নিমিত্তকারণ মাত্র। ঋতুমতী মাতার গর্ভে একত্রে মিলিত শুক্র ও শোণিতই উপাদান কারণ, ইহার ফলেই ইহলোকে জীবের জন্ম হয়। যে স্থানে তাঁহাকে অবশ্য গমন করিতে হইবে, রাজা দশরথ সেইস্থানেই গিয়াছেন। ইহাই সকল প্রাণীর স্বভাব কিন্তু তুমি পুরুষার্থভোগে উদাসীন হইয়া বৃথা নিজেকে বঞ্চিত করিতেছ। যাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ রাজ্যভোগাদি পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইলেও তাহা ত্যাগ করিয়া অপ্রত্যক্ষ ধর্মে নিযুক্ত হয়, তাহাদের জন্য আমার শোক হয়। অষ্টকাদি পিতৃদৈবতশ্রাদ্ধ করিতে যে ব্যক্তি রত হয়, তাহার ঐ সকল কর্মে রাশি রাশি অন্ন নষ্ট হয়। রাম! তুমি বিচার করিয়া দেখ, মৃতব্যক্তি কি কখনও ভোজন করে? এইস্থানে একজন লোক ভোজন করিলে ঐ ভুক্ত দ্রব্য যদি অন্যের উদরে যায়, তাহা হইলে প্রবাসগামী ব্যক্তির পাথেয় দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না। ঐ প্রবাসগামীর জন্য

দানসংবননা হ্যেতে গ্রন্থা মেধাবিভিঃ কৃতাঃ।
যজস্ব দেহি দীক্ষস্ব তপস্তপ্যস্ব সন্ত্যজ ॥১৬
স নাস্তি পরমিত্যেতৎ কুরু বুদ্ধিং মহামতে।
প্রত্যক্ষং যৎ তদা তিষ্ঠ পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ কুরু ॥১৭
সতাং বুদ্ধিং পুরস্কৃত্য সর্বলোকনিদর্শিনীম্।
রাজ্যং ত্বং প্রতিগৃহ্ণীষ্ব (খ) ভরতেন প্রসাদিতঃ ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ।

গৃহে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করুক। কিন্তু ঐরূপে শ্রাদ্ধ করিলে ঐ ব্যক্তির তাহা পাথেয় হয় না। দেবপূজা কর, অন্নদান কর, যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ কর, তপস্যা কর, সন্ন্যাস গ্রহণ কর, ইত্যাদি নানাপ্রকার উপদেশের একমাত্র উদ্দেশ্য কৌশলে লোকসমূহকে বশীভূত করিয়া দান করিতে বাধ্য করা এবং তাহারই উপায়স্বরূপ বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র কতিপয় ধূর্ত-মেধাবী লোক প্রচার করিয়াছে। পামরগণকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের ধন গ্রহণ করাই ঐ সকল শাস্ত্রপ্রচারের প্রয়োজন। মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ—ইহলোকভিন্ন পরলোক বলিয়া কিছুই নাই। যাহা প্রত্যক্ষ, তাহারই অনুষ্ঠান কর। যাহা অনুমান গ্রাহ্য বা পরোক্ষ, তাহাকে উপেক্ষা কর। ভরতকর্তৃক প্রসাদিত হইয়া প্রত্যক্ষবাদী সাধুগণের সর্বলোকসম্মত বুদ্ধিকে গ্রহণপূর্বক রাজ্য গ্রহণ কর।১১-১৮

(খ) রাজ্যং স ত্বং নিগৃহ্ণীষ্ব—।

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

নবাধিকশততমঃ সর্গঃ

[জাবালের্নাস্তিকমতং খণ্ডয়িত্বা শ্রীরামেণাস্তিকমতস্য স্থাপনম্ ।]

জাবালেস্তু বচঃ শ্রুত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ।
উবাচ পরয়া সূক্ত্যা বুদ্ধ্যাবিপ্রতিপন্নয়া ॥১
ভবান্ মে প্রিয়কামার্থং বচনং যদিহোক্তবান্ ।
অকার্য্যং কার্য্যসঙ্কাশমপথ্যং পথ্যসন্নিভম্ ॥২
নির্ম্মর্য্যাদস্তু পুরুষঃ পাপাচারসমন্বিতঃ ।
মানং ন লভতে সৎসু ভিন্নচারিত্রদর্শনঃ ॥৩
কুলীনমকুলীনং বা বীরং পুরুষমানিনম্ ।
চারিত্রমেব ব্যাখ্যাতি শুচিং বা যদি বাশুচিম্ ॥৪
অনার্য্যস্ত্বার্য্যসংস্থানঃ শৌচাদ্ধীনস্তথা শুচিঃ ।
লক্ষণ্যবদলক্ষণ্যো দুঃশীলঃ শীলবানিব ॥৫
অধর্ম্মং ধর্মবেষেণ যদ্যহং লোকসঙ্করম্ ।
অভিপৎস্যে শুভং হিত্বা ক্রিয়াং বিধিবিবর্জ্জিতাম্ ॥৬
কশ্চেতয়ানঃ পুরুষঃ কার্য্যাকার্য্যবিচক্ষণঃ ।
বহু মন্যেত মাং লোকে দুর্ব্বৃত্তং লোকদূষণম্ ॥৭
কস্য যাস্যাম্যহং বৃত্তং কেন বা স্বর্গমাপ্নুয়াম্ ।
অনয়া বর্তমানোঽহং বৃত্ত্যা হীনপ্রতিজ্ঞয়া ॥৮
কামবৃত্তোঽন্বয়ং লোকঃ কৃৎস্নঃ সমুপবর্ততে ।
যদ্বৃত্তাঃ সন্তি রাজানস্তদ্বৃত্তাঃ সন্তি হি প্রজাঃ ॥৯
সত্যমেবানৃশংসঞ্চ রাজবৃত্তং সনাতনম্ ।
তস্মাৎ সত্যাত্মকং রাজ্যং সত্যে লোকঃ
প্রতিষ্ঠিতঃ ॥১০

নবাধিক শততম সর্গ

[জাবালির নাস্তিকমত খণ্ডন করিয়া শ্রীরামকর্তৃক আস্তিকমত স্থাপন ।]

জাবালির বাক্য শুনিয়া সত্যপরাক্রম রাম অবিচলিতবুদ্ধিতে বেদশাস্ত্রসমর্থিত সাধুবাক্যে বলিলেন, —আপনি আমার প্রীতিকামনায় যে সকল কথা বলিলেন, তাহা কর্তব্যের ন্যায় মনে হইলেও বস্তুতই অকর্তব্য এবং পথ্য বলিয়া মনে হইলেও অপথ্যই। মর্য্যাদাহীন, পাপাচারপরায়ণ ও সাধুসম্মতশাস্ত্র ত্যাগ করিয়া নাস্তিকমতে শ্রদ্ধালু ব্যক্তি কখনই সজ্জনগণের নিকট সম্মান লাভ করিতে পারে না। মনুষ্য কুলীনই হউক কিংবা অকুলীনই হউক, বীরই হউক কিংবা বীরম্মন্যই হউক, শুচিই হউক কিংবা অশুচিই হউক, স্বীয় চরিত্রই (আচরণই) তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয়, আমি যদি আপনার কথানুসারে কার্য্য করি, তাহা হইলে অসাধুব্যক্তি সাধুর ন্যায়, অশুচিব্যক্তি শুচির ন্যায়, লক্ষণহীন-ব্যক্তি সুলক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তির ও দুঃশীলব্যক্তি সুশীল ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করিলে যে অবস্থা হয়, আমারও সেই অবস্থা হইবে। আমি ধার্মিক বেশ ধারণ করিয়া আপনার পরামর্শানুসারে যদি লোক-সঙ্করকারক অধর্মকে আশ্রয় করি, তাহা হইলে শুভফল ত্যাগপূর্বক অবৈধ ক্রিয়ানুষ্ঠান জন্য অশুভফল পাইতে হইবে ।১-৬

আমি দুর্ব্বৃত্ত হইয়া পরলোকদূষক পথ অবলম্বন করিলে কার্য্যাকার্য্য বিচক্ষণ সচেতন কোন্ পুরুষ এই সংসারে আমাকে সম্মান করিবে ? আপনার কথানুসারে কার্য্য করিলে আমার সত্যপালনের প্রতিজ্ঞাহানি হইবে, আমি প্রতিজ্ঞাহীন হইয়া ব্যবহার করিলে কাহার চরিত্র অনুসরণ করিবে ? (অথবা কোন্ মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করা হইবে ?) কিরূপেই বা স্বর্গ লাভ করিতে পারিব ? আমি যদি আপনার পরামর্শানুসারে যথেচ্ছাচারী হই, তাহা হইলে সকল লোকই যথেচ্ছাচারী হইবে। যেহেতু, রাজাদিগের আচরণ যেরূপ হয়, প্রজাদের আচরণও সেইরূপই হইয়া থাকে।

ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ সত্যমেব হি মেনিরে।
সত্যবাদী হি লোকেঽস্মিন্ পরং গচ্ছতি চাক্ষয়ম্ ॥১১
উদ্বিজন্তে যথা সর্পান্নরাদনৃতবাদিনঃ।
ধর্মঃ সত্যপরো লোকে মূলং সর্বস্য চোচ্যতে ॥১২
সত্যমেবেশ্বরো লোকে সত্যে ধর্মঃ সদাশ্রিতঃ।
সত্যমূলানি সর্বাণি সত্যান্নাস্তি পরং পদম্ ॥১৩
দত্তমিষ্টং হুতং চৈব তপ্তানি চ তপাংসি চ।
বেদাঃ সত্যপ্রতিষ্ঠানাস্তস্মাৎ সত্যপরো ভবেৎ ॥১৪
একঃ পালয়তে লোকমেকঃ পালয়তে কুলম্।
মজ্জত্যেকো হি নিরয় একঃ স্বর্গে মহীয়তে ॥১৫
সোঽহং পিতুর্নিদেশং তু কিমর্থং নানুপালয়ে।
সত্যপ্রতিশ্রবঃ সত্যং সত্যেন সময়ীকৃতম্ ॥১৬

নৈব লোভান্ন মোহাদ্ বা ন চাজ্ঞানাৎ তমোঽন্বিতঃ।
সেতুং সত্যস্য ভেৎস্যামি গুরোঃ সত্যপ্রতিশ্রবঃ ॥১৭
অসত্যসন্ধস্য সতশ্চলস্যাস্থিরচেতসঃ।
নৈব দেবা ন পিতরঃ প্রতীচ্ছন্তীতি নঃ শ্রুতম্ ॥১৮
প্রত্যগাত্মমিমং ধর্মং সত্যং পশ্যাম্যহং ধ্রুবম্।
ভারঃ সৎপুরুষৈশ্চীর্ণস্তদর্থমভিনন্দ্যতে ॥১৯
ক্ষাত্রং ধর্মমহং ত্যক্ষ্যে হ্যধর্মং ধর্মসংহিতম্।
ক্ষুদ্রৈর্নৃশংসৈর্লুব্ধৈশ্চ সেবিতং পাপকর্মভিঃ ॥২০
কায়েন কুরুতে পাপং মনসা সম্প্রধার্য্য তৎ।
অনৃতং জিহ্বয়া চাহ ত্রিবিধং কর্ম পাতকম্ ॥২১
ভূমিঃ কীর্তির্যশোলক্ষ্মীঃ পুরুষং প্রার্থয়ন্তি হি।
সত্যং সমনুবর্তন্তে সত্যমেব ভজেৎ ততঃ ॥২২

সত্যবাক্য ও সর্বভূতে দয়াই সনাতন রাজচরিত্র (বা রাজাদিগের ধর্ম)। সুতরাং এই রাজ্য সত্যময়। সত্যেই সমস্ত লোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।৭-১০

ঋষিগণ ও দেবগণ সত্যকেই সম্মানিত করেন। এই সংসারে সত্যবাদী ব্যক্তিই অক্ষয় ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সর্প হইতে যেমন লোক উদ্বিগ্ন হয়, সেইরূপ মিথ্যাবাদী ব্যক্তি হইতেও লোক উদ্বিগ্ন হয়। এই সংসারে সত্যাশ্রিত ধর্মই সকলের মূল বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহলোকে সত্যই ঈশ্বর। সত্যেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই সংসারের সকল বস্তুরই মূলস্বরূপ সত্য। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কিছু নাই। দান, যজ্ঞ, হোম, তপস্যাচরণ ও বেদশাস্ত্রাদি সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। অতএব মনুষ্য মাত্রেরই সত্যপরায়ণ হওয়া কর্তব্য। মনুষ্য একাকী রাজ্যপালন করে, একাকীই বংশকে পালন করে, একাকী নরকে পতিত হয় এবং একাকীই স্বর্গে পূজিত হয়।১১-১৫

সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সদাচাররত পিতা আমাকে সত্যপালনের আদেশ দিয়াছেন। আমি ধর্মাধর্ম বুঝিয়াও কিরূপে পিতৃদেবের আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হইব? আমি সত্যপালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি। অতএব লোভ, মোহ ও অজ্ঞতাবশতঃ মুগ্ধচিত্ত হইয়া পিতৃদেবের সত্যমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিব না। আমি এই কথা শুনিয়াছি যে—অসত্যপ্রতিজ্ঞ, চঞ্চলস্বভাব ও অস্থির-চিত্তব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হব্য-কব্য (হব্য—দেবভোগ্য। কব্য—পিতৃভোগ্য) দেবগণ ও পিতৃগণ গ্রহণ করেন না। জীবগণের উদ্দেশে প্রবৃত্ত সত্যপালনরূপ ধর্মকেই আমি সকলধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করি। পূর্বতন সাধুগণ সত্যপালনের জন্যই জটাবল্কলাদি ধারণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য আমি জটাবল্কলাদি ধারণের প্রশংসা করিতেছি। নীচাশয়, নৃশংস, লুব্ধ ও পাপাচারি-জনগণ ধর্মের মত প্রতীয়মান অধর্মেরই সেবা করিয়া থাকে, আমি ঐরূপ অধর্মকে পরিত্যাগ করিব। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের প্রকৃত ধর্মকে পরিত্যাগ করিব না।১৬-২০

"এইরূপ কর্ম করিব" ইহা মনোমধ্যে স্থির করিয়া মনুষ্য শরীরদ্বারা পাপ করে, পরে তাহা গোপন করিবার জন্য মিথ্যা কথা বলে,—এই মানসিক, কায়িক, ও বাচনিক ভেদে পাপ তিন প্রকার। ভূমি, কীর্তি (দানের জন্য সুনাম), যশ, (দৈহিক শক্তির জন্য সুনাম) ও লক্ষ্মী সত্যনিষ্ঠ পুরুষকে কামনা করে। ইহারা সত্যেরই অনুগমন করিয়া থাকে। অতএব সত্যেরই সেবা করা কর্তব্য। আপনি বিশেষভাবে অবধারণপূর্বক যুক্তিপূর্ণ বাক্যে বলিয়াছেন যে, "রাজ্যপালন কর,

শ্রেষ্ঠং হ্যনার্য্যমেব স্যাদ্ যদ্ ভবানবধার্য্য মাম্।
আহ যুক্তিকরৈর্বাক্যৈরিদং ভদ্রং কুরুষ্ব হ ॥২৩
কথং হ্যহং প্রতিজ্ঞায় বনবাসমিমং গুরোঃ।
ভরতস্য করিষ্যামি বচো হিত্বা গুরোর্বচঃ ॥২৪
স্থিরা ময়া প্রতিজ্ঞাতা প্রতিজ্ঞা গুরুসন্নিধৌ।
প্রহৃষ্টমানসা দেবী কৈকয়ী চাভবৎ তদা ॥২৫
বনবাসং বসন্নেব শুচির্নিয়তভোজনঃ।
মূল-পুষ্পফলৈঃ পুণ্যৈঃ পিতৄন্ দেবাংশ্চ তর্পয়ন্ ॥২৬
সন্তুষ্টপঞ্চবর্গোঽহং লোকযাত্রাং প্রবাহয়ে।
অকুহঃ শ্রদ্দধানঃ সন্ কার্য্যাকার্য্যবিচক্ষণঃ ॥২৭
কর্মভূমিমিমাং প্রাপ্য কর্তব্যং কর্ম যচ্ছুভম্।
অগ্নির্বায়ুশ্চ সোমশ্চ কর্মণা ফলভাগিনঃ ॥২৮
শতং ক্রতুনামাহৃত্য দেবরাট্ ত্রিদিবং গতঃ।
তপাংস্যুগ্রাণি চাস্থায় দিবং প্রাপ্তা মহর্ষয়ঃ ॥২৯
অমৃষ্যমাণঃ পুনরুগ্রতেজা
নিশম্য তন্নাস্তিকবাক্যহেতুম্।
অথাব্রবীৎ তং নৃপতেস্তনুজো
বিগর্হমাণো বচনানি তস্য ॥৩০
সত্যঞ্চ ধর্মঞ্চ পরাক্রমঞ্চ
ভূতানুকম্পাং প্রিয়বাদিতাঞ্চ।
দ্বিজাতি-দেবাতিথিপূজনঞ্চ
পন্থানমাহুস্ত্রিদিবস্য সন্তঃ ॥৩১
তেনৈবমাজ্ঞায় যথাবদর্থ-
মেকোদয়ং সম্প্রতিপদ্য বিপ্রাঃ।

ইহা তোমার হিতকর”—এই সকল কথা আমার নিকট ন্যায় সঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে না। আমি পিতার নিকট বনবাসের প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে গুরুবাক্য পরিত্যাগপূর্বক কিরূপে ভরতের কথানুসারে কার্য্য করিব? আমি যখন পিতৃদেবের সম্মুখে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তখন কৈকেয়ী দেবী অতিশয় হৃষ্টচিত্তা হইয়াছিলেন। অতএব আমি শুচি ও সংযতাহার হইয়া এই বনে বাসকরত পবিত্রফল, মূল ও পুষ্প দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধনপূর্বক নিজপ্রতিজ্ঞা পালন করিব। আমি ফলমূলভোজন দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সন্তোষসাধন করত অকপট শ্রদ্ধাশীল ও কার্য্যাকার্য্য বিচক্ষণ হইয়া পিতার সত্যপালনপূর্বক জীবনযাত্রা নির্বাহ করিব। এই কর্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কল্যাণকর কর্মানুষ্ঠানই কর্তব্য। যেহেতু অগ্নি, বায়ু ও সোম এই দেবতাত্রয় কর্মের ফলভাগী অর্থাৎ স্বীয় কর্মানুসারে ঐ তিনলোক পাওয়া যায়। দেবরাজ ইন্দ্র শতযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া স্বর্গরাজ্য লাভ করিয়াছেন এবং মহর্ষিগণ উগ্র তপস্যা করিয়াই দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। উগ্রতেজা নৃপসুত রাম জাবালির নাস্তিকতাপূর্ণ বাক্যসকল শুনিয়া অতিশয় অসহিষ্ণু হইলেন এবং তাঁহার বাক্যের নিন্দাপূর্বক পুনর্বার কহিলেন ।২১-৩০

সত্য, ধর্ম, চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, সর্বজীবে দয়া, প্রিয়বাদিতা এবং ব্রাহ্মণ, দেবতা ও অতিথির সৎকারকেই সাধুগণ স্বর্গের কারণ বলিয়াছেন। আমার এই কথানুসারে অপ্রমত্ত ব্রাহ্মণগণ অনুকূল তর্ক অবলম্বনপূর্বক মুখ্যফলসমন্বিত বেদার্থ যথাবিধি অবগত হইয়া সকল ধর্ম আচরণ করত ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তিতে আকাঙ্ক্ষা করিবেন। আপনি যে প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী চার্বাকের মতানুসারে বাক্যসমূহ বলিলেন এবং এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা ধর্মভ্রষ্ট হইয়া যে নাস্তিকতা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে মনে হয় যে, আপনার বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছে। তথাপি পিতৃদেব যে আপনাকে যজ্ঞকার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার ঐ কার্য্যকে নিন্দা করিতেছি। চোর যেমন দণ্ডনীয়, বুদ্ধও সেইরূপ। তথাগত বুদ্ধ নাস্তিক বলিয়া মনে করা উচিত। প্রজাগণের বুদ্ধি শুদ্ধির জন্য নাস্তিক-ব্যক্তিকে দণ্ড দান করা রাজার কর্তব্য। পণ্ডিতব্যক্তি অধার্মিক নাস্তিকের সহিত বাক্যালাপও করেন না, আপনার পূর্ববর্তী ব্যক্তিগণ ও ব্রাহ্মণগণ বহুবিধ শুভকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

ধর্ম্মং চরন্তঃ সকলং যথাবৎ
কাঙ্ক্ষন্তি লোকাগমমপ্রমত্তাঃ ॥৩২
নিন্দাম্যহং কর্ম কৃতং পিতুস্তদ্
যত্ত্বামগৃহ্ণাদ্ বিষমস্থবুদ্ধিম্।
বুদ্ধ্যানয়ৈবং বিধয়া চরন্তং
সুনাস্তিকং ধর্মপথাদপেতম্ ॥৩৩
যথা হি চোরঃ স তথা হি বুদ্ধ-
স্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।
তস্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজানাং
স নাস্তিকে নাভিমুখো বুধঃ স্যাৎ ॥৩৪
ত্বত্তো জনাঃ পূর্বতরে দ্বিজাশ্চ
শুভানি কর্মাণি বহূনি চক্রুঃ।
ছিত্ত্বা সদেমঞ্চ পরঞ্চ লোকং
তস্মাদ্ দ্বিজাঃ স্বস্তি কৃতং হুতঞ্চ ॥৩৫
ধর্মে রতাঃ সৎপুরুষৈঃ সমেতা-
স্তেজস্বিনো দান-গুণ প্রধানাঃ।
অহিংসকা বীতমলাশ্চ লোকে
ভবন্তি পূজ্যা মুনয়ঃ প্রধানাঃ ॥৩৬
ইতি ব্রুবন্তং বচনং সরোষং
রামং মহাত্মানমদীনসত্ত্বম্।
উবাচ পথ্যং পুনরাস্তিকঞ্চ
সত্যং বচঃ সানুনয়ঞ্চ বিপ্রঃ ॥৩৭
ন নাস্তিকানাং বচনং ব্রবীম্যহং
ন নাস্তিকোঽহং ন চ নাস্তি কিঞ্চন।
সমীক্ষ্য কালং পুনরাস্তিকোঽভবং
ভবেয় কালে পুনরেব নাস্তিকঃ ॥৩৮
স চাপি কালোঽয়মুপাগতঃ শনৈ-
র্যথা ময়া নাস্তিকবাগুদীরিতা।
নিবর্তনার্থং তব রাম কারণাৎ
প্রসাদনার্থঞ্চ ময়ৈতদীরিতম্ ॥৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে নবাধিকশততমঃ সর্গঃ।

ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কামনাশূন্য হইয়া তাঁহারা যে অহিংসা, সত্য, তপস্যা, দান, পরোপকারাদি ধর্ম ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাতেই বেদের প্রামাণ্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে।৩১-৩৫

যাঁহারা ধর্মরত, সৎপুরুষের সাহচর্য্য প্রাপ্ত, তেজস্বী, দানশীল, গুণবান, অহিংসক ও নির্মলচিত্ত মুনিশ্রেষ্ঠ, তাঁহারাই অর্থাৎ বশিষ্ঠাদি সেই সকল মুনিশ্রেষ্ঠরাই লোকসমাজে পূজিত হইয়া থাকেন। আপনার মত নাস্তিকমতাবলম্বী মুনি কখনও পূজিত হইতে পারেন না। মহামনা মহাত্মা রাম জাবালির বাক্যে নানাপ্রকার দোষ প্রদর্শনপূর্বক এইরূপ বলিতে থাকিলে দ্বিজবর জাবালি পুনর্বার অনুনয় সহকারে সত্য, সুপথ্য ও আস্তিক্যযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন—আমি নাস্তিকগণের মত প্রকাশ করিতেছি না, আমি নিজেও নাস্তিক নহি। পরলোক প্রভৃতি কিছুই নাই—একথা হইতে পারে না। সময় বুঝিয়া আমি পুনর্বার আস্তিক হইয়াছিলাম। সময়বিশেষে আমি নাস্তিক হইয়া থাকি। আমি যে সময়ে নাস্তিকের কথা বলিয়াছিলাম, সেই সময় ক্রমশঃ গত হইল। রাম! তোমাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত ও প্রসন্ন করিবার জন্যই আমি ঐরূপ বলিয়াছিলাম।৩৬-৩৯

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে নবাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

দশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[সৃষ্টিপরম্পরয়া সহ ইক্ষ্বাকুকুলপরম্পরামুক্ত্বা জ্যেষ্ঠেনৈব রাজ্যং গ্রাহ্যমিতি নীত্যা প্রতিপাদ্য রাজ্যগ্রহণায় শ্রীরামং প্রতি বসিষ্ঠদেবস্যোপদেশঃ ।]

ক্রুদ্ধমাজ্ঞায় রামং তু বসিষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ হ ।
জাবালিরপি জানীতে লোকস্যাস্য গতাগতিম্ ॥১
নিবর্তয়িতুকামস্তু তামেতদ্ বাক্যমব্রবীৎ ।
ইমাং লোকসমুৎপত্তিং লোকনাথ নিবোধ মে ॥২
সর্বং সলিলমেবাসীৎ পৃথিবী তত্র নির্মিতা ।
ততঃ সমভবদ্ ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্দৈবতৈঃ সহ ॥৩
স বরাহস্ততো ভূত্বা প্রোজ্জহার বসুন্ধরাম্ ।
অসৃজচ্চ জগৎ সর্বং সহ পুত্রৈঃ কৃতাত্মভিঃ ॥৪
আকাশপ্রভবো ব্রহ্মা শাশ্বতো নিত্য অব্যয়ঃ ।
তস্মান্মরীচিঃ সংজজ্ঞে মরীচেঃ কশ্যপঃ সুতঃ ॥৫
বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মনুর্বৈবস্বতঃ স্বয়ম্ ।
স তু প্রজাপতিঃ পূর্বমিক্ষ্বাকুস্তু মনোঃ সুতঃ ॥৬
যস্যেয়ং প্রথমং দত্তা সমৃদ্ধা মনুনা মহী ।
তমিক্ষ্বাকুমযোধ্যায়াং রাজানং বিদ্ধি পূর্বকম্ ॥৭
ইক্ষ্বাকোস্তু সুতঃ শ্রীমান্ কুক্ষিরিত্যেব বিশ্রুতঃ ।
কুক্ষেরথাত্মজো বীরো বিকুক্ষিরুদপদ্যত ॥৮
বিকুক্ষেস্তু মহাতেজা বাণঃ পুত্রঃ প্রতাপবান্ ।
বাণস্য চ মহাবাহুরনরণ্যো মহাতপাঃ ॥৯
নানাবৃষ্টির্বভূবাস্মিন্ ন দুর্ভিক্ষং সতাং বরে ।
অনরণ্যে মহারাজে তস্করো বাপি কশ্চন ॥১০
অনরণ্যান্মহারাজ পৃথু রাজা বভূব হ ।
তস্মাৎ পৃথোর্মহাতেজাস্ত্রিশঙ্কুরুদপদ্যত ॥১১
স সত্যবচনাদ্ বীরঃ সশরীরো দিবং গতঃ ।
ত্রিশঙ্কোরভবৎ সূনুর্ধুন্ধুমারো মহাযশাঃ ॥১২

দশাধিক শততম সর্গ

[সৃষ্টিপরম্পরার সহিত ইক্ষ্বাকুকুলপরম্পরার কথা বলিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই রাজ্য গ্রহণ করা উচিত—ইহা নিতিশাস্ত্রদ্বারা প্রতিপাদন করিয়া রাজ্য গ্রহণের জন্য শ্রীরামের প্রতি বশিষ্ঠদেবের উপদেশ ।]

রাম ক্রুদ্ধ হইয়াছেন দেখিয়া বশিষ্ঠদেব বলিলেন—রাম! জাবালি সংসারের লোকের ইহলোকে ও পরলোকে গতাগতির বিষয় বিশেষরূপেই জানেন। তোমাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্যই ইনি ঐ সকল কথা বলিয়াছেন। লোকনাথ! রাম! তুমি লোকসমূহের উৎপত্তির বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর। পূর্বে সমস্ত জলময় ছিল, সেই জলমধ্যে পৃথিবীর নির্মাণ হয়। অনন্তর দেবগণের সহিত স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হন। পরে বিশ্বাত্মা বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া জলমধ্য হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন এবং সৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন নিজ পুত্রগণের সহিত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের সৃষ্টি করিলেন। কারণোপাধি পরব্রহ্ম হইতে আপেক্ষিক নিত্যতাযুক্ত অব্যয় ব্রহ্মা সম্ভূত হন। ব্রহ্মা হইতে মরীচি ও মরীচি হইতে কশ্যপ জন্মগ্রহণ করেন ।১-৫

কশ্যপ হইতে বিবস্বান্ ও বিবস্বান্ হইতে বৈবস্বত মনু জন্মগ্রহণ করেন। এই বৈবস্বত মনুই প্রথম প্রজাপতি। ইঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু। মনু ইক্ষ্বাকুকেই প্রথমে সমৃদ্ধিশালিনী পৃথিবী দান করিয়াছিলেন। এই ইক্ষ্বাকুকে অযোধ্যার প্রথম রাজা বলিয়া জান। ইক্ষ্বাকুর পুত্র শ্রীমান্ কুক্ষিনামে বিখ্যাত ছিলেন। বীর! রাম! কুক্ষি হইতে বিকুক্ষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিকুক্ষির পুত্র মহাতেজা বাণ, বাণের পুত্র মহাবাহু অনরণ্য। তিনি মহাতপস্বী ছিলেন। সজ্জনশ্রেষ্ঠ মহারাজ অনরণ্যের রাজত্বকালে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ হয় নাই এবং কেহ চোর ছিল না ।৬-১০

মহারাজ! অনরণ্য হইতে পৃথুরাজা জন্মগ্রহণ করেন। পৃথু হইতে মহাতেজা ত্রিশঙ্কু উৎপন্ন হন। বীর ত্রিশঙ্কু সত্যবাদী হওয়ায় সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। ত্রিশঙ্কু হইতে মহাযশস্বী ধুন্ধুমার সম্ভূত হন। ধুন্ধুমার হইতে

ধুন্ধুমারান্মহাতেজা যুবনাশ্বো ব্যজায়ত।
যুবনাশ্বসুতঃ শ্রীমান্ মান্ধাতা সমপদ্যত ॥১৩
মান্ধাতুস্তু মহাতেজাঃ সুসন্ধিরুদপদ্যত।
সুসন্ধেরপি পুত্রৌ দ্বৌ ধ্রুবসন্ধি প্রসেনজিৎ ॥১৪
যশস্বী ধ্রুবসন্ধেস্তু ভরতো রিপুসূদনঃ।
ভরতাৎ তু মহাবাহোরসিতো নাম জায়ত ॥১৫
যস্যৈতে প্রতিরাজান উদপদ্যন্ত শত্রবঃ।
হৈহয়াস্তালজঙ্ঘাশ্চ শূরাশ্চ শশবিন্দবঃ ॥১৬
তাংস্তু সর্বান্ প্রতিব্যূহ্য যুদ্ধে রাজা প্রবাসিতঃ।
স চ শৈলবরে রম্যে বভূবাভিরতো মুনিঃ ॥১৭
দ্বে চাস্য ভার্য্যে গর্ভিণ্যৌ বভূবতুরিতি শ্রুতিঃ।
তত্র চৈকা মহাভাগা ভার্গবং দেববর্চসম্ ॥১৮
ববন্দে পদ্মপত্রাক্ষী কাঙ্ক্ষিণী পুত্রমুত্তমম্।
একা গর্ভবিনাশায় সপত্ন্যৈ গরলং দদৌ ॥১৯
ভার্গবশ্চ্যবনো নাম হিমবন্তমুপাশ্রিতঃ।
তমৃষিং সাভ্যুপাগম্য কালিন্দীত্বভ্যবাদয়ৎ ॥২০
স তামভ্যবদৎ প্রীতো বরেপ্সুং পুত্রজন্মনি।
পুত্রস্তে ভবিতা দেবি মহাত্মা লোকবিশ্রুতঃ ॥২১
ধার্মিকশ্চ সুভীমশ্চ বংশকর্তাঽরিসূদনঃ।
গত্বা প্রদক্ষিণং কৃত্বা মুনিং তমনুমান্য চ ॥২২
পদ্মপত্রসমানাক্ষং পদ্মগর্ভসমপ্রভম্।
ততঃ সা গৃহমাগম্য পত্নী পুত্রমজায়ত ॥২৩
সপত্ন্যা তু গরস্তস্যৈ দত্তো গর্ভজিঘাংসয়া।
গরেণ সহ তেনৈব তস্মাৎ স সগরোঽভবৎ ॥২৪
স রাজা সগরো নাম যঃ সমুদ্রমখানয়ৎ।
ইষ্ট্বা পর্বণি বেগেন ত্রাসয়ান ইমাঃ প্রজাঃ ॥২৫
অসমঞ্জস্তু পুত্রোঽভূৎ সগরস্যেতি নঃ শ্রুতম্।
জীবন্নেব স পিত্রা তু নিরস্তঃ পাপকর্মকৃৎ ॥২৬

মহাতেজা যুবনাশ্ব ও যুবনাশ্ব হইতে শ্রীমান্ মান্ধাতা জন্মগ্রহণ করেন। মান্ধাতা হইতে মহাতেজা সুসন্ধি, সুসন্ধি হইতে ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ নামে দুই পুত্র উদ্ভূত হন। ধ্রুবসন্ধি হইতে যশস্বী শত্রুদমনকারী ভরত এবং মহাবাহু ভরত হইতে অসিতনামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।১১-১৫

হৈহয়, তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দুনামক বীরগণ যাঁহার শত্রুরূপে বিপক্ষ হইয়াছিলেন, সেই অসিত মহারাজ যুদ্ধে প্রতিপক্ষ বীরগণকে সসৈন্যে অবরোধ করেন; পরিশেষে প্রতিপক্ষের বলাধিক্য বুঝিয়া প্রবাসে গমন করেন এবং মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রমণীয় হিমালয়-পর্বতে তপস্যার জন্য অবস্থিতি করেন। শোনা যায় যে—ঐ সময় অসিতের দুই পত্নীই গর্ভবতী ছিলেন। তন্মধ্যে একজন মহাভাগ্যবতী পদ্মপলাশলোচনা রাজ্ঞী সৎসন্তান লাভের কামনা করিয়া দেবতুল্য তেজস্বী ভৃগুনন্দন চ্যবনকে বন্দনা করিয়াছিলেন। অপরা রাজ্ঞী গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য সপত্নীকে বিষ প্রদান করিয়াছিলেন। ভৃগুপুত্র চ্যবন সেই সময় হিমালয়ে বসবাস করিতেন। কালিন্দীনাম্নী প্রথমা রাজ্ঞী সেই ঋষির নিকট যাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।১৬-২০

ঋষি চ্যবন রাজ্ঞীর অভিবাদনে প্রীত হইয়া ঐ সৎ পুত্রাভিলাষিণীকে বলিলেন—দেবি! লোকপ্রসিদ্ধ মহাত্মা এক পুত্র তোমার হইবে। ঐ পুত্র ধার্মিক, অতি ভীষণ প্রকৃতি, বংশরক্ষাকারী ও শত্রুনাশক হইবে। কালিন্দী রাজ্ঞী এইরূপ বরপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ-পূর্বক সম্মান করত গৃহে আগমন করিলেন এবং পদ্মপত্র-নেত্র ও পদ্মগর্ভসমপ্রভ একটি পুত্র প্রসব করিলেন। গর্ভনাশ করিবার জন্য সপত্নী যে বিষ প্রদান করিয়াছিল, সেই বিষের (গর) সহিত পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল বলিয়া ঐ পুত্রের "সগর" নাম রাখা হইল। যে সগর রাজা অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া খননবেগবলে প্রজাগণকে উদ্বেজিত করিয়া নিজ পুত্রগণের দ্বারা সমুদ্র খনন করাইয়াছিলেন।২১-২৫

আমরা শুনিয়াছি যে, সগরের অসমঞ্জনামক একটি পুত্র হইয়াছিল। ঐ পুত্র অতিশয় পাপপরায়ণ ছিল বলিয়া সগর জীবদ্দশাতেই তাঁহাকে পরিত্যাগ

অংশুমানপি পুত্রোঽভূদসমঞ্জশ্চ বীর্য্যবান্ ।
দিলীপোংঽশুমতঃ পুত্রো দিলীপস্য ভগীরথঃ ॥২৭
ভগীরথাৎ ককুৎস্থশ্চ কাকুৎস্থা যেন তু স্মৃতাঃ ।
ককুৎস্থস্য তু পুত্রোঽভূদ্ রঘুর্যেন তু রাঘবাঃ ॥২৮
রঘোস্তু পুত্রস্তেজস্বী প্রবৃদ্ধঃ পুরুষাদকঃ ।
কল্মাষপাদঃ সৌদাস ইত্যেবং প্রথিতো ভুবি ॥২৯
কল্মাষপাদ পুত্রোঽভূচ্ছঙ্খণস্ত্বিতি নঃ শ্রুতম্ ।
যস্তু তদ্বীর্যমাসাদ্য সহসৈন্যো ব্যনীনশৎ ॥৩০
শঙ্খণস্য তু পুত্রোঽভূচ্ছূরঃ শ্রীমান্ সুদর্শনঃ ।
সুদর্শনস্যাগ্নিবর্ণ অগ্নিবর্ণস্য শীঘ্রগঃ ॥৩১
শীঘ্রগস্য মরুঃ পুত্রো মরোঃ পুত্রঃ প্রশুশ্রুবঃ ।
প্রশুশ্রুবস্য পুত্রোঽভূদম্বরীষো মহামতিঃ ॥৩২

অম্বরীষস্য পুত্রোঽভূন্নহুষঃ সত্যবিক্রমঃ ।
নহুষস্য চ নাভাগঃ পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ ॥৩৩
অজশ্চ সুব্রতশ্চৈব নাভাগস্য সুতাবুভৌ ।
অজস্য চৈব ধর্মাত্মা রাজা দশরথঃ সুতঃ ॥৩৪
তস্য জ্যেষ্ঠোঽসি দায়াদো রাম ইত্যভিবিশ্রুতঃ ।
তদ্ গৃহাণ স্বকং রাজ্যমবেক্ষস্ব জগন্নৃপ ॥৩৫
ইক্ষ্বাকূণাং হি সর্বেষাং রাজা ভবতি পূর্বজঃ ।
পূর্বজেনাবরঃ পুত্রো জ্যেষ্ঠো রাজাভিষিচ্যতে ॥৩৬
স রাঘবাণাং কুলধর্মমাত্মনঃ
সনাতনং নাদ্য বিহন্তুমর্হসি ।
প্রভূতরত্নামনুশাধি মেদিনীং
প্রভূতরাষ্ট্রাং পিতৃবন্মহাযশঃ ॥৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ।

করিয়াছিলেন। ঐ অসমঞ্জের পুত্র বীর্য্যবান্ অংশুমান্। অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ। এই ককুৎস্থের বংশধর বলিয়া তোমরা কাকুৎস্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছ। ককুৎস্থের পুত্র রঘু এবং ঐ রঘুর বংশধর হওয়ায় তোমরা রাঘব বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছ। রঘুর পুত্র তেজস্বী সৌদাস। তিনি অভিসম্পাতবশতঃ কল্মাষপাদ, প্রবৃদ্ধ ও পুরুষাদক (নরভক্ষক) নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে,—কল্মাষপাদের পুত্র শঙ্খণ। এই শঙ্খণ সুপ্রসিদ্ধ বলশালী হইয়াও সৈন্যসহিত নিহত হন।২৬-৩০

শঙ্খণের পুত্র শ্রীমান্ বীর সুদর্শন। সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ। শীঘ্রগের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রশুশ্রুব। প্রশুশ্রুবের পুত্র প্রাজ্ঞ অম্বরীষ। অম্বরীষের পুত্র পরাক্রমশালী নহুষ। নহুষের পরম ধার্মিক পুত্র নাভাগ। নাভাগের অজ ও সুব্রত নামে দুই পুত্র। অজের পুত্র ধর্মাত্মা রাজা দশরথ। এই দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি রামনামে বিখ্যাত হইয়াছ। নরনাথ! তুমি নিজ রাজ্য গ্রহণ কর এবং এই সংসারকে অবলোকন কর। ইক্ষ্বাকুবংশে অগ্রজ সন্তানই রাজা হইয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমান থাকিতে কনিষ্ঠ কখনও রাজ্যাভিষিক্ত হয় না। তুমি রঘুবংশীয়গণের সনাতন কুলধর্ম বিনষ্ট করিতে পার না। অতএব পিতার ন্যায় মহাযশস্বী হইয়া প্রভূত রত্নশালিনী বিশালদেশময়ী এই পৃথিবীর শাসন কর।৩১-৩৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[রাজ্যগ্রহণায় রামং প্রতি বসিষ্ঠদেবস্যানুরোধঃ, পিতৃসত্যরক্ষণে দৃঢ়সঙ্কল্পস্য রামস্য তদ্‌গ্রহণে অনঙ্গীকারঃ, তেন ভরতস্য প্রায়োপবেশনোদ্যোগঃ, রামবচনেন ততঃ প্রতিনিবৃত্তস্য ভরতস্য স্বস্য চতুর্দশবৎসরং যাবদ্ বনবাসায় সঙ্কল্পঃ, তং প্রতি রামস্য পুনরুপদেশশ্চ।]

বসিষ্ঠঃ স তদা রামমুক্ত্বা রাজপুরোহিতঃ।
অব্রবীদ্ ধর্মসংযুক্তং পুনরেবাপরং বচঃ ॥১
পুরুষস্যেহ জাতস্য ভবন্তি গুরবস্ত্রয়ঃ (ক)।
আচার্য্যশ্চৈব কাকুৎস্থ পিতা মাতা চ রাঘব ॥২
পিতা হ্যেনং জনয়তি পুরুষং পুরুষর্ষভ।
প্রজ্ঞাং দদাতি চাচার্য্যস্তস্মাৎ স গুরুরুচ্যতে ॥৩
স তেঽহং পিতুরাচার্য্যস্তব চৈব পরন্তপ।
মম ত্বং বচনং কুর্বন্ নাতিবর্তেঃ সতাং গতিম্ ॥৪
ইমা হি তে পরিষদো জ্ঞাতয়শ্চ নৃপাস্তথা।
এষু তাত চরন্ ধর্মং নাতিবর্তেঃ সতাং গতিম্ ॥৫
বৃদ্ধায়া ধর্মশীলায়া মাতুর্নার্হস্যবর্তিতুম্।
তস্যা হি বচনং কুর্বন্ নাতিবর্তেঃ সতাং গতিম্ ॥৬
ভরতস্য বচঃ কুর্বন্ যাচমানস্য রাঘব।
আত্মানং নাতিবর্তেস্ত্বং সত্য-ধর্মপরাক্রমঃ ॥৭
এবং মধুরমুক্তঃ স গুরুণা রাঘব স্বয়ম্।
প্রত্যুবাচ সমাসীনং বসিষ্ঠং পুরুষর্ষভঃ ॥৮
যন্মাতাপিতরৌ বৃত্তং তনয়ে কুরুতঃ সদা।
ন সুপ্রতিকরং তৎ তু মাত্রা পিত্রা চ যৎকৃতম্ ॥৯
যথাশক্তিপ্রদানেন স্বাপনোচ্ছাদনেন চ।
নিত্যঞ্চ প্রিয়বাদেন তথা সংবর্ধনেন চ ॥১০

একাদশাধিক শততম সর্গ

[রাজ গ্রহণের জন্য রামের প্রতি বশিষ্ঠদেবের অনুরোধ, পিতৃসত্যপালনে দৃঢ়সঙ্কল্প রামের তদ্‌গ্রহণে অস্বীকার, সেইজন্য ভরতের প্রায়োপবেশনের উদ্যোগ, রামের বচনে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ভরতকর্তৃক স্বীয় চতুর্দশ বৎসর যাবৎ বনবাসের জন্য সঙ্কল্প, এবং তাঁহার প্রতি রামের পুনরায় উপদেশ।]

রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ সেই সময় রামকে ঐরূপ বলিয়া পুনর্বার ধর্মসঙ্গত অন্য কথা বলিতে লাগিলেন—কাকুৎস্থ! রঘুনন্দন! পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলে আচার্য্য পিতা ও মাতা এই তিন জন তাহার গুরু হন। নরোত্তম! পিতা তাহাকে জন্ম দিয়া থাকেন এবং আচার্য্য তাঁহাকে জ্ঞান দিয়া থাকেন, এইজন্য তাঁহারা গুরুপদবাচ্য হন। আমি তোমার পিতার ও তোমার আচার্য্য। অতএব তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন করিলে কখনও সদ্‌গতি হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। এই পৌরপরিষদ্‌গণ, জ্ঞাতিগণ ও নরপতিগণ সকলেই তোমার। তুমি ইহাঁদিগের প্রতি ধর্মাচরণ করিলে কখনও সৎপথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না।১-৫

বৃদ্ধা ও ধর্মশীলা জননীর বাক্য লঙ্ঘন করা তোমার উচিত হইবে না। তুমি ইহাঁর আদেশ পালন করিলে সৎপথভ্রষ্ট হইবে না। রঘুনন্দন! তুমি ধর্মপরায়ণ ও সত্যপরাক্রম, তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য প্রার্থনাকারী ভরতের অনুরোধ রক্ষা করিলে তুমি সৎপথভ্রষ্ট হইবে না। গুরুদেব বশিষ্ঠ মধুরবাক্যে এইরূপ বলিয়া আসন গ্রহণ করিলে পুরুষোত্তম রাম প্রত্যুত্তর করিলেন। পিতামাতা সর্বদা সন্তানের যে উপকার করেন, তাহার প্রত্যুপকার বা পরিশোধ করা কখনই সম্ভাবিত নহে। যথাশক্তি দুগ্ধ ও অন্নাদি দান, যথাকালে শয়ন করান, তৈলাদি উদ্বর্তন (তৈল মর্দনাদি), সর্বদা প্রিয়বাক্যপ্রয়োগ ও লালনপালন প্রভৃতির দ্বারা পিতামাতা যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার প্রতিদান কখনই সম্ভব হইতে পারে না।৬-১০

পাঠান্তর :—(ক)—ভবন্তি গুরবঃ সদা।

স হি রাজা দশরথঃ পিতা জনয়িতা মম।
আজ্ঞাপয়ন্মাং যৎ তস্য ন তন্মিথ্যা ভবিষ্যতি ॥১১
এবমুক্তস্তু রামেণ ভরতঃ প্রত্যনন্তরম্।
উবাচ বিপুলোরস্কঃ সূতং পরমদুর্মনাঃ ॥১২
ইহ তু স্থণ্ডিলে শীঘ্রং কুশানাস্তর সারথে।
আর্য্যং প্রত্যুপবেক্ষ্যামি যাবন্মে সম্প্রসীদতি ॥১৩
নিরাহারো নিরালোকো ধনহীনো যথা দ্বিজঃ।
শয়ে পুরস্তাচ্ছালায়াং যাবন্মাং প্রতিযাস্যতি ॥১৪
স তু রামমবেক্ষন্তং সুমন্ত্রং প্রেক্ষ্য দুর্মনাঃ।
কুশোত্তরমুপস্থাপ্য ভূমাবেবাস্থিতঃ স্বয়ম্ ॥১৫
তমুবাচ মহাতেজা রামো রাজর্ষিসত্তমঃ।
কিং মাং ভরত কুর্বাণং তাত প্রত্যুপবেক্ষ্যসে ॥১৬

ব্রাহ্মণো হ্যেকপার্শ্বেন নরান্ রোদ্ধুমিহার্হতি।
ন তু মূর্দ্ধাভিষিক্তানাং বিধিঃ প্রত্যুপবেশনে ॥১৭
উত্তিষ্ঠ নরশার্দুল হিত্বৈতদ্ দারুণং ব্রতম্।
পুরবর্য্যামিতঃ ক্ষিপ্রমযোধ্যাং যাহি রাঘব ॥১৮
আসীনস্ত্বেব ভরতঃ পৌরজানপদং জনম্।
উবাচ সর্বতঃ প্রেক্ষ্য কিমার্য্যং নানুশাসথ ॥১৯
তে তদোচুর্মহাত্মানং পৌর-জানপদা জনাঃ।
কাকুৎস্থমভিজানীমঃ সম্যগ্ বদতি রাঘবঃ ॥২০
এষোঽপি হি মহাভাগঃ পিতুর্বচসি তিষ্ঠতি।
অতএব ন শক্তাঃ স্মো ব্যাবর্ত্তয়িতুমঞ্জসা ॥২১
তেষামাজ্ঞায় বচনং রামো বচনমব্রবীৎ।
এবং নিবোধ বচনং সুহৃদাং ধর্মচক্ষুষাম্ ॥২২

রাজা দশরথ আমার জন্মদাতা পিতা। তিনি আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাঁহার সেই আদেশ কখনই মিথ্যা হইবে না। রাম এই প্রকার বলিলে পর বিশালহৃদয় ভরত অতিশয় দুঃখিতচিত্তে সমীপবর্ত্তী সারথিকে বলিলেন—সুমন্ত্র! তুমি অতি সত্বর এই চত্বরে কুশ আস্তরণ করিয়া (বিছাইয়া) দাও। আর্য্য রাম যে পর্য্যন্ত আমার প্রতি প্রসন্ন না হন, তাবৎপর্য্যন্ত আমি (১) প্রায়োপবেশন করিব। অধমর্ণকর্তৃক (ঋণগ্রহীতৃকর্তৃক) ধনহীন ঋণদাতা ব্রাহ্মণ যেমন নিজ ধনের পুনঃ প্রাপ্তির কামনায় অনাহারে মুদ্রিতনয়নে অধমর্ণের দ্বারদেশে শয়ন করিয়া থাকে, সেইরূপ আর্য্য রাম যাবৎ পর্য্যন্ত আমার বাক্যানুসারে অযোধ্যায় গমন না করিবেন, তাবৎ পর্য্যন্ত পর্ণকুটীরের দ্বারদেশে ঐ ভাবে শয়ন করিয়া থাকিব। রামের অনুরোধে সুমন্ত্র কুশ আনয়নে বিলম্ব করিতেছেন দেখিয়া দুঃখিতচিত্ত ভরত নিজেই ভূতলে কুশাস্তরণ করিয়া অবস্থিতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।১১-১৫

তখন রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ মহাতেজা রাম ভরতকে বলিলেন—ভরত! ভ্রাতঃ! আমি কি অন্যায় করিয়াছি যে, তুমি আমার পর্ণকুটীরের দ্বারদেশে প্রায়োপবেশন করিতেছ? হৃতধন ব্রাহ্মণই ধনপ্রাপ্তির জন্য অধমর্ণের দ্বারদেশে এইভাবে প্রায়োপবেশন করিতে পারেন। অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়গণের এইরূপ প্রায়োপবেশনের বিধান নাই। নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন! ভরত! তুমি গাত্রোত্থান কর, এই দারুণ ব্রত পরিত্যাগ করিয়া এই স্থান হইতে অযোধ্যায় অতি সত্বর গমন কর। তখন ভরত সেইভাবে উপবিষ্ট থাকিয়াই চতুর্দিকে অবস্থিত পুরবাসী ও জনপদবাসী জনগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, তোমরা সকলে কিজন্য আর্য্য রামকে হিতকর বাক্য বলিতেছ না। ভরতের বাক্য শুনিয়া তাহারা সকলে মহাত্মা ভরতকে বলিল যে, আপনি রঘুবংশীয় ব্যক্তির উপযুক্ত বাক্যই কাকুৎস্থ রামকে সঙ্গতভাবে বলিয়াছেন।১৬-২০

কিন্তু মহানুভব রামও পিতৃবাক্যপালনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। অতএব আমরা সহসা তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইতেছি না। তখন রাম তাহাদিগের বাক্য অনুমোদন করিয়া ভরতকে বলিলেন—ভ্রাতঃ! ধর্মদর্শী বন্ধুগণের এই বাক্য শ্রবণ কর। ইহারা তোমার সম্বন্ধে ও আমার সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছে, তাহা সম্যক্ বিচার করিয়া দেখ। মহাবাহো! তুমি ক্ষত্রিয়ের অকরণীয় প্রায়োপবেশন

(১) প্রায়োপবেশন :—যাহাকে উপরোধ করিতে হইবে, তাহার গৃহদ্বার সমীপে উদ্দেশ্যসিদ্ধি পর্য্যন্ত কুশের উপর মস্তকাবৃত অবস্থায় নিরাহারে একপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকা। পার্শ্ব পরিবর্তনও নিষিদ্ধ।

এতচ্চৈবোভয়ং শ্রুত্বা সম্যক্ সম্পশ্য রাঘব।
উত্তিষ্ঠ ত্বং মহাবাহো মাঞ্চ স্পৃশ তথোদকম্ ॥২৩
অথোত্থায় জলং স্পৃষ্ট্বা ভরতো বাক্যমব্রবীৎ।
শৃণ্বন্তু মে পরিষদো মন্ত্রিণঃ শ্রেণয়স্তথা ॥২৪
ন যাচে পিতরং রাজ্যং নানুশাসামি মাতরম্।
এবং পরমধর্মজ্ঞং নানুজানামি রাঘবম্ ॥২৫
যদি ত্ববশ্যং বস্তব্যং কর্তব্যঞ্চ পিতুর্বচঃ।
অহমেব নিবৎস্যামি চতুর্দশ বনে সমাঃ ॥২৬
ধর্মাত্মা তস্য সত্যেন ভ্রাতুর্বাক্যেন বিস্মিতঃ।
উবাচ রামঃ সম্প্রেক্ষ্য পৌর-জানপদং জনম্ ॥২৭
বিক্রীতমাহিতং ক্রীতং যৎ পিত্রা জীবতা মম।
ন তল্লোপয়িতুং শক্যং ময়া বা ভরতেন বা ॥২৮
উপাধির্নি ময়া কার্য্যো বনবাসে জুগুপ্সিতঃ।
যুক্তমুক্তঞ্চ কৈকয্যা পিত্রা মে সুকৃতং কৃতম্ ॥২৯
জানামি ভরতং ক্ষান্তং গুরুসৎকারকারিণম্।
সর্বমেবাত্র কল্যাণং সত্যসন্ধে মহাত্মনি ॥৩০
অনেন ধর্মশীলেন বনাৎ প্রত্যাগতঃ পুনঃ।
ভ্রাত্রা সহ ভবিষ্যামি পৃথিব্যাঃ পতিরুত্তমঃ ॥৩১
বৃতো রাজা হি কৈকয্যা ময়া তদ্বচনং কৃতম্।
অনৃতান্মোচয়ানেন পিতরং তং মহীপতিম্ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

হইতে উত্থিত হও। ইহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমাকে স্পর্শ কর এবং আচমনীয় জল স্পর্শ কর। অনন্তর ভরত গাত্রোত্থানপূর্বক জলস্পর্শ করিয়া বলিলেন—সভ্যগণ! মন্ত্রিগণ! জ্ঞাতিগণ! সকলেই আমার কথা শ্রবণ করুণ,—আমি পিতার নিকট রাজ্যপ্রার্থনা করি নাই, তজ্জন্য মাতাকেও কোনরূপ অনুরোধ করি নাই এবং পরমধর্মজ্ঞ আর্য্য রামের বনবাসেও সম্মতি জ্ঞাপন করি নাই। ২০-২৫

তথাপি যদি বনবাসের দ্বারাই পিতার আদেশ-পালন করিতে হয়, তাহা হইলে আমিই চতুর্দশবৎসর বনে বাস করিব। ধর্মাত্মা রাম অনুজ ভরতের সত্যবাক্যে বিস্মিত হইয়া পুরবাসী ও জনপদবাসী ব্যক্তিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—পিতা দশরথ জীবিতাবস্থায় যাহা বিক্রয় করিয়াছেন, যাহা দান করিয়াছেন, যাহা ক্রয় করিয়াছেন, তাহার লোপকরা আমার অথবা ভরতের উচিত হইবে না। আমি এই বনবাসে কোনরূপ কপটতা করিব না। আমি বনবাসে সমর্থ হইয়াও ভরতকে প্রতিনিধি করিলে তাহা অতিশয় নিন্দনীয়ই হইবে। কৈকেয়ীদেবী উচিত কথাই বলিয়াছেন এবং পিতৃদেবও সঙ্গত কার্য্যই করিয়াছেন। ভরত যে ক্ষমাশীল ও গুরুজনের সৎকারকারী, তাহাও আমি জানি। এই সত্যনিষ্ঠ মহাত্মা ভরতে সকল-বিষয়েই মঙ্গলসাধন সম্ভব। আমি চতুর্দশবৎসরান্তে বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ধর্মশীল ভরতের সহিত পুনর্বার পৃথিবীর অধিপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইব। কৈকেয়ী মহারাজ দশরথের নিকট আমার বনবাসরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং তোমার রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমি সেই অনুসারে কার্য্য করিতেছি। তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া মহারাজ পিতৃদেবকে অসত্য হইতে মুক্ত কর। ২৬-৩২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[রাবণবধৈষিণামৃষীণাং ভরতং প্রত্যুপদেশঃ, রাজ্যগ্রহণার্থং রামং প্রতি ভরতস্য প্রার্থনা, ভরতং প্রতি রামস্যাশ্বাসবচনম্, তৎপ্রার্থনানুসারেণ পাদুকাদানঞ্চ।]

তমপ্রতিমতেজোভ্যাং ভ্রাতৃভ্যাং রোমহর্ষণম্।
বিস্মিতাঃ সঙ্গমং প্রেক্ষ্য সমুপেতা মহর্ষয়ঃ ॥১
অন্তর্হিতা মুনিগণাঃ স্থিতাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
তৌ ভ্রাতরৌ মহাভাগৌ কাকুৎস্থৌ প্রশশংসিরে ॥২
সদার্য্যৌ রাজপুত্রৌ দ্বৌ (ক) ধর্মজ্ঞৌ ধর্মবিক্রমৌ।
শ্রুত্বা বয়ং হি সম্ভাষমুভয়োঃ স্পৃহয়ামহে ॥৩
ততস্ত্বৃষিগণাঃ ক্ষিপ্রং দশগ্রীববধৈষিণঃ।
ভরতং রাজশার্দুলমিত্যূচুঃ সঙ্গতা বচঃ ॥৪
কুলে জাত মহাপ্রাজ্ঞ মহাবৃত্ত মহাযশঃ।
গ্রাহ্যং রামস্য বাক্যং তে পিতরং যদ্যবেক্ষসে ॥৫
সদানৃণমিমং রামং বয়মিচ্ছামহে পিতুঃ।
অনৃণত্বাচ্চ কৈকেয্যাঃ স্বর্গং দশরথো গতঃ ॥৬
এতাবদুক্ত্বা বচনং গন্ধর্বাঃ সমহর্ষয়ঃ।
রাজর্ষয়শ্চৈব তথা সর্বে স্বাং স্বাং গতিং গতাঃ ॥৭
হ্লাদিতস্তেন বাক্যেন শুশুভে শুভদর্শনঃ।
রামঃ সংহৃষ্টবচনস্তানৃষীনভ্যপূজয়ৎ ॥৮
ত্রস্তগাত্রস্তু ভরতঃ স বাচা সজ্জমানয়া।
কৃতাঞ্জলিরিদং বাক্যং রাঘবং পুনরব্রবীৎ ॥৯,
রাম ধর্মমিমং প্রেক্ষ্য কুলধর্মানুসন্ততম্।
কর্তুমর্হসি কাকুৎস্থ মম মাতুশ্চ যাচনাম্ ॥১০

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ

[রাবণবধাভিলাষী ঋষিগণের ভরতের প্রতি উপদেশ, রাজ্য গ্রহণের জন্য রামের প্রতি ভরতের প্রার্থনা, ভরতের প্রতি রামের আশ্বাস বচন এবং তাঁহার প্রার্থনানুসারে পাদুকাদান।]

নারদাদি মহর্ষিগণ অতুলনীয়তেজস্বী ভ্রাতৃদ্বয়ের এইপ্রকার রোমহর্ষণ (পুলকসঞ্চারী) সমাগম সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া সেইস্থানে আগমন করিলেন। মুনিগণ ও মহর্ষিগণ শূন্যমার্গে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া ককুৎস্থ-বংশজাত মহাভাগ্যবান্ ভাতৃদ্বয়ের প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে—এই রাজপুত্রদ্বয় ধর্মপথানুবর্ত্তী ধর্মরহস্য-বিৎ। আমরা ইহাদের উভয়ের কথোপকথন শুনিয়া প্রীতচিত্তে পুনঃ পুনঃ শুনিতে ইচ্ছা করি। অনন্তর ঋষিগণ রাবণবধাভিলাষে সকলে অবিলম্বে মিলিত হইয়া নৃপশ্রেষ্ঠ ভরতকে বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ! সচ্চরিত্র-সম্পন্ন! ভরত! তুমি মহাযশস্বী ও সৎকুলজাত। তুমি যদি পিতার দিকে দৃষ্টিপাত কর (অর্থাৎ পিতার তৃপ্তি কামনা বা স্বর্গগমন কামনা কর), তাহা হইলে রামের বাক্য গ্রহণ করাই তোমার কর্ত্তব্য।১-৫

রাম পিতার নিকট অঋণী হউন—ইহাই আমরা কামনা করি। কৈকেয়ীর নিকট ঋণমুক্ত হইয়াই রাজাদশরথ স্বর্গে গিয়াছেন। মহর্ষিগণের সহিত রাজর্ষিগণ ও গন্ধর্বগণ এইরূপ বলিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। শুভদর্শন রাম মহর্ষিগণের বাক্যে আনন্দিত ও উৎফুল্ল হইলেন এবং প্রহৃষ্টবদনে ঋষিগণের সবিশেষ পূজা করিলেন। তখন ভরত কম্পিতশরীরে কৃতাঞ্জলি হইয়া স্খলিতবাক্যে রামকে পুনর্বাও বলিলেন। ককুৎস্থবংশজাত! অগ্রজ! জ্যেষ্ঠই রাজ্যাধিকারী এই কুলধর্মানুসারী কর্ত্তব্য বিচার করিয়াই কার্য্য করিতে হইবে এবং আমার মাতার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে।৬-১০

আমি একাকী এই বিশালরাজ্য রক্ষা করিতে এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী অনুরক্ত জনগণকে প্রতিপালন বা সন্তুষ্ট করিতে উৎসাহান্বিত হইতেছি

রক্ষিতং সুমহদ্ রাজ্যমহমেকস্তু নোৎসহে।
পৌর-জানপদাশ্চাপি রক্তান্ রঞ্জয়িতুং তদা ॥১১
জ্ঞাতয়শ্চাপি যোধাশ্চ মিত্রাণি সুহৃদশ্চ নঃ।
ত্বামেব হি প্রতীক্ষন্তে পর্জন্যমিব কর্ষকাঃ ॥১২
ইদং রাজ্যং মহাপ্রাজ্ঞ স্থাপয় প্রতিপদ্য হি।
শক্তিমান্ স হি কাকুৎস্থ লোকস্য পরিপালনে ॥১৩
এবমুক্ত্বাপতদ্ ভ্রাতুঃ পাদয়োর্ভরতস্তদা।
ভৃশং সম্প্রার্থয়ামাস রাঘবেঽতিপ্রিয়ং বদন্ ॥১৪
তমঙ্কে ভ্রাতরং কৃত্বা রামো বচনমব্রবীৎ।
শ্যামং নলিনপত্রাক্ষং মত্তহংসস্বরঃ স্বয়ম্ ॥১৫
আগতা ত্বামিয়ং বুদ্ধিঃ স্বজা বৈনয়িকী চ যা।
ভৃশমুৎসহসে তাত রক্ষিতুং পৃথিবীমপি ॥১৬
অমাত্যৈশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ বুদ্ধিমদ্ভিশ্চ মন্ত্রিভিঃ।
সর্বকার্য্যাণি সম্মন্ত্র্য মহান্ত্যপি হি কারয় ॥১৭
লক্ষ্মীশ্চন্দ্রাদপেয়াদ্ বা হিমবান্ বা হিমং ত্যজেৎ
অতীয়াৎ সাগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ ॥১৮
কামাদ্ বা তাত লোভাদ্ বা মাত্রা তুভ্যমিদং কৃতম্।
ন তন্মনসি কর্তব্যং বর্তিতব্যঞ্চ মাতৃবৎ ॥১৯
এবং ব্রুবাণং ভরতঃ কৌসল্যাসুতমব্রবীৎ।
তেজসাদিত্যসঙ্কাশং প্রতিপচ্চন্দ্রদর্শনম্ ॥২০
অধিরোহার্য্য পাদাভ্যাং পাদুকে হেমভূষিতে।
এতে হি সর্বলোকস্য যোগক্ষেমং বিধাস্যতঃ ॥২১
সোঽধিরুহ্য নরব্যাঘ্রঃ পাদুকে ব্যবমুচ্য চ।
প্রাযচ্ছৎ সুমহাতেজা ভরতায় মহাত্মনে ॥২২
স পাদুকে সম্প্রণম্য রামং বচনমব্রবীৎ।
চতুর্দশ হি বর্ষাণি জটাচীরধরো হ্যহম্ ॥২৩
ফলমূলাশনো বীর ভবেয়ং রঘুনন্দন।
তবাগমনমাকাঙ্ক্ষন্ বসন্ বৈ নগরাদ্ বহিঃ ॥২৪

না। কৃষকেরা যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, সেইভাবে আমাদের জ্ঞাতিবর্গ, যোদ্ধবর্গ ও বন্ধুবর্গ সকলেই আপনার প্রতীক্ষা করিতেছে। মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি আমার নিকট হইতে এই রাজ্য গ্রহণ করিয়া অন্য কাহারও হস্তে স্থাপন করুন। যাহাকেই এই ভার দিবেন, সেই ব্যক্তিই তাহা বহন করিতে পারিবে অর্থাৎ সকলেই প্রতিপালন করিবে। এইরূপ বলিয়া ভরত ভ্রাতার পদদ্বয়ে পতিত হইলেন এবং প্রিয়বাক্যে সম্বোধন করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন মত্তহংসের ন্যায় মধুরকণ্ঠ রাম পদ্মপলাশলোচন শ্যামবর্ণ ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া বলিতে লাগিলেন।১১-১৫

ভ্রাতঃ! তোমার যে স্বাভাবিক বিনয়সম্পন্ন বুদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে তুমি সম্পূর্ণ পৃথিবীকেও রক্ষা করিতে সমর্থ। সুহৃৎ, অমাত্য ও বুদ্ধিমান্ মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সমস্ত মহৎ কার্য্য সম্পাদিত কর। যদি চন্দ্র হইতে জ্যোৎস্না অপগত হয়, যদি হিমালয় হিম পরিত্যাগ করে, সমুদ্র যদি তটভূমি অতিক্রম করে, তথাপি আমি পিতৃদেবের নিকট কৃত প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না। ভ্রাতঃ! তোমার মাতা ইচ্ছা বা লোভের জন্য এইরূপ করিয়াছেন - ইহা তুমি মনে করিও না। মাতার প্রতি সন্তানের যেরূপ ব্যবহার কর্তব্য, তুমি তাঁহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহারই করিও। সূর্য্যসমতেজস্বী প্রতিপদের চন্দ্রের ন্যায় লোভনীয়-দর্শন রাম এইরূপ বলিতে থাকিলে ভরত তাঁহাকে বলিলেন। ১৬-২০

আর্য্য! আপনি সুবর্ণালঙ্কৃত পাদুকাদ্বয়ে চরণ অর্পণ করুন। এই পাদুকাদ্বয় সমস্তলোকের যোগক্ষেম বিধান করিবে। তখন মহাতেজস্বী নরোত্তম রাম পাদুকাদ্বয়ে চরণ সংযোগপূর্বক তাহা মোচন করিলেন এবং মহাত্মা ভরতকে প্রদান করিলেন। পাদুকাদ্বয়কে প্রণাম করিয়া রামকে বলিলেন—বীর! রঘুনন্দন! আমি এই চতুর্দশবৎসর জটাচীরধারী হইয়া ফলমূল ভোজন করিব এবং আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া অযোধ্যানগরীর বহির্দেশে বাস করিব। রঘুশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার পাদুকাদ্বয়ে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া এই চতুর্দশবৎসর অতিবাহিত করিব। যেদিন চতুর্দশ-বৎসর পূর্ণ হইবে, সেইদিন যদি আপনাকে দেখিতে না পাই, তাহা হইলে অগ্নিতে প্রবেশ করিব। "তথাস্তু"

তব পাদুকয়োর্নস্য রাজ্যতন্ত্রং পরন্তপ।
চতুর্দশে হি সম্পূর্ণে বর্ষেঽহনি রঘূত্তম ॥২৫
ন দ্রক্ষ্যামি যদি ত্বাং তু প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্।
তথেতি চ প্রতিজ্ঞায় তং পরিষ্বজ্য সাদরম্ ॥২৬
শত্রুঘ্নঞ্চ পরিষ্বজ্য বচনং চেদমব্রবীৎ।
মাতরং রক্ষ কৈকেয়ীং মাং রোষং কুরু তাং প্রতি ॥২৭
ময়া চ সীতয়া চৈব শপ্তোঽসি রঘুনন্দন।
ইত্যুক্ত্বাশ্রুপরীতাক্ষো ভ্রাতরং বিসসর্জ হ ॥২৮
স পাদুকে তে ভরতঃ স্বলঙ্কৃতে
মহোজ্জ্বলে সম্পরিগৃহ্য ধর্মবিৎ।
প্রদক্ষিণং চৈব চকার রাঘবং
চকার চৈবোত্তমনাগমূর্ধনি ॥২৯

অথানুপূর্ব্যা প্রতিপূজ্য তং জনং
গুরূংশ্চ মন্ত্রীন্ প্রকৃতীস্তথানুজৌ।
ব্যসর্জয়দ্ রাঘববংশবর্ধনঃ
স্থিতঃ স্বধর্মে হিমবানিবাচলঃ ॥৩০
তং মাতরো বাষ্পগৃহীতকণ্ঠ্যো
দুঃখেন নামন্ত্রয়িতুং হি শেকুঃ।
স চৈব মাতৄরভিবাদ্য সর্বা
রুদন্ কুটীং স্বাং প্রবিবেশ রামঃ ॥৩১
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥১১২

'তাহাই হইবে' এইরূপ স্বীকার করিয়া রাম সাদরে ভরত ও শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গনপূর্বক বলিলেন—রঘুনন্দন! তুমি কৈকেয়ীজননীকে রক্ষা করিও, তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিও না। এ বিষয়ে তোমার প্রতি আমার ও সীতার শপথ (দিব্য) রহিল। এইরূপে তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে ভরতকে বিদায় দিলেন।২১-২৮

ধর্মজ্ঞ ভরত সেই পরম উজ্জ্বল অলঙ্কৃত পাদুকাদ্বয় গ্রহণপূর্বক রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর পাদুকাদ্বয় রাজার বাহন হস্তীর মস্তকে স্থাপন করিলেন। তখন হিমালয়ের ন্যায় স্বধর্মনিষ্ঠ রঘুবংশ-বর্ধন রাম যথাক্রমে গুরুজন, মন্ত্রিবর্গ ও অন্যান্য সমবেত সকলকে যথোচিত সংবর্ধনা করিলেন এবং অনুজদ্বয়ের সমাদর করিয়া বিদায় দিলেন। মাতৃগণ দুঃখবশতঃ বাষ্পপূর্ণকণ্ঠ হওয়ায় কেহই রামকে আমন্ত্রণ করিতে পারিল না। রাম মাতৃগণকে অভিবাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে স্বীয় কুটীরে প্রবেশ করিলেন।২৯-৩১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[রামপাদুকে গৃহীত্বা শত্রুঘ্নেন সহ ভরতস্য অযোধ্যাভিমুখগমনম্]

ততঃ শিরসি কৃত্বা তু পাদুকে ভরতস্তদা।
আরুরোহ রথং হৃষ্টঃ শত্রুঘ্নসহিতস্তদা ॥১
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিশ্চ দৃঢ়ব্রতঃ।
অগ্রতঃ প্রযযুঃ সর্বে মন্ত্রিণো মন্ত্রপূজিতাঃ ॥২
মন্দাকিনীং নদীং রম্যাং প্রাঙ্মুখাস্তে যযুস্তদা।
প্রদক্ষিণঞ্চ কুর্বাণাশ্চিত্রকূটং মহাগিরিম্ ॥৩
পশ্যন্ ধাতুসহস্রাণি রম্যাণি বিবিধানি চ।
প্রযযৌ তস্য পার্শ্বেন সসৈন্যো ভরতস্তদা ॥৪
অদূরাচ্চিত্রকূটস্য দদর্শ ভরতস্তদা।
আশ্রমং যত্র স মুনির্ভরদ্বাজঃ কৃতালয়ঃ ॥৫

স তমাশ্রমমাগম্য ভরদ্বাজস্য বীর্য্যবান্।
অবতীর্য্য রথাৎ পাদৌ ববন্দে কুলনন্দনঃ ॥৬
ততো হৃষ্টো ভরদ্বাজো ভরতং বাক্যমব্রবীৎ।
অপি কৃত্যং কৃতং তাত রামেণ চ সমাগতম্ ॥৭
এবমুক্তঃ স তু ততো ভরদ্বাজেন ধীমতা।
প্রত্যুবাচ ভরদ্বাজং ভরতো ধর্মবৎসলঃ ॥৮
স যাচ্যমানো গুরুণা ময়া চ দৃঢ়বিক্রমঃ।
রাঘবঃ পরমপ্রীতো বসিষ্ঠং বাক্যমব্রবীৎ ॥৯
পিতুঃ প্রতিজ্ঞাং তামেব পালয়িষ্যামি তত্ত্বতঃ।
চতুর্দশ হি বর্ষাণি যা প্রতিজ্ঞা পিতুর্মম ॥১০

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ

[রামের পাদুকাযুগল গ্রহণ করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত ভরতের অযোধ্যাভিমুখে গমন।]

অনন্তর ভরত পাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া হৃষ্টমনে শত্রুঘ্নের সহিত রথে আরোহণ করিলেন। তখন বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি প্রভৃতি দৃঢ়ব্রত মুনিগণ ও মন্ত্রণাকুশল সম্মানভাজন মন্ত্রিগণ অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে চিত্রকূটনামক বিশালপর্বতকে প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্বাভিমুখে রমণীয় মন্দাকিনীর দিকে গমন করিলেন। রমণীয় নানাপ্রকার সহস্র সহস্র ধাতু দেখিতে দেখিতে ভরত সৈন্যগণের সহিত চিত্রকূটের উত্তরপার্শ্ব দিয়া চলিতে লাগিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ অন্যান্য মুনিগণের সহিত যে * স্থানে বাস করিতেছিলেন, ভরত চিত্রকূটের অনতিদূরে অবস্থিত সেইস্থান দেখিতে পাইলেন। ১-৫

সৎকুলজাত বীর্য্যবান্ ভরত সেই আশ্রমে আসিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং মহর্ষির চরণ বন্দনা করিলেন। তখন ভরদ্বাজ হৃষ্টচিত্তে ভরতকে বলিলেন,—বৎস! রামের সহিত মিলন হওয়ায় তোমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়াছে ত? ধীমান্ ভরদ্বাজ এইরূপ বলিলে পর ধর্মপ্রিয় ভরত তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন,—বশিষ্ঠদেব ও আমি রামের নিকট রাজ্যপালনের প্রার্থনা পুনঃ পুনঃ করিলে রঘুনন্দন অতিপ্রীত হইয়া বশিষ্ঠদেবকে বলিলেন যে,—পিতা আমার চতুর্দশবৎসর বনবাসের জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি পিতার প্রতিজ্ঞাই পালন করিব।৬-১০

বাগ্মী রাম এইরূপ বলিলে পর মহাপ্রাজ্ঞ সুবক্তা বশিষ্ঠ তাঁহাকে বলিলেন—মহাপ্রাজ্ঞ! রাম! তুমি এক্ষণে হৃষ্টমনে তোমার প্রতিনিধিস্বরূপ স্বর্ণালঙ্কৃত এই পাদুকাদ্বয় প্রদান কর এবং ইহার দ্বারাই তুমি অযোধ্যায় প্রজাগণের যোগ-ক্ষেমকারী হও। বশিষ্ঠদেব-

* ভরদ্বাজ নিজ আশ্রম ছাড়িয়া আসিয়া যমুনার দক্ষিণ তীরে সাময়িক বাসের জন্য একটি আশ্রম করিয়াছিলেন। এক্ষণে রাম ও ভরতের সংবাদ সত্বর জানিবার জন্য এই আশ্রমে আসিয়া রহিয়াছেন।

এবমুক্তো মহাপ্রাজ্ঞো বসিষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ হ।
বাক্যজ্ঞো বাক্যকুশলং রাঘবং বচনং মহৎ ॥১১
এতে প্রযচ্ছ সংহৃষ্টঃ পাদুকে হেমভূষিতে।
অযোধ্যায়াং মহাপ্রাজ্ঞ যোগ-ক্ষেমকরো ভব ॥১২
এবমুক্তো বসিষ্ঠেন রাঘবঃ প্রাঙ্মুখঃ স্থিতঃ।
পাদুকে হেমবিকৃতে মম রাজ্যায় তে দদৌ ॥১৩
নিবৃত্তোঽহমনুজ্ঞাতো রামেণ সুমহাত্মনা।
অযোধ্যামেব গচ্ছামি গৃহীত্বা পাদুকে শুভে ॥১৪
এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং ভরতস্য মহাত্মনঃ।
ভরদ্বাজঃ শুভতরং মুনির্বাক্যমুদাহরৎ ॥১৫
নৈতচ্চিত্রং নরব্যাঘ্রে শীলবৃত্তবিদাং বরে।
যদার্য্যং ত্বয়ি তিষ্ঠেত্তু নিম্নোৎসৃষ্টমিবোদকম্ ॥১৬
অনৃণঃ স মহাবাহুঃ পিতা দশরথস্তব।
যস্য ত্বমীদৃশঃ পুত্রো ধর্মাত্মা ধর্মবৎসলঃ ॥১৭
তমৃষিং তু মহাপ্রাজ্ঞমুক্তবাক্যং কৃতাঞ্জলিঃ।
আমন্ত্রয়িতুমারেভে চরণাবুপগৃহ্য চ ॥১৮

ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা ভরদ্বাজং পুনঃ পুনঃ।
ভরতস্তু যযৌ শ্রীমানযোধ্যাং সহ মন্ত্রিভিঃ ॥১৯
যানৈশ্চ শকটৈশ্চৈব হয়ৈর্নাগৈশ্চ সা চমূঃ।
পুনর্নিবৃত্তা বিস্তীর্ণা ভরতস্যানুযায়িনী ॥২০
ততস্তে যমুনাং দিব্যাং নদীং তীর্ত্বোর্মিমালিনীম্।
দদৃশুস্তাং পুনঃ সর্বে গঙ্গাং শিবজলাং নদীম্ ॥২১
তাং রম্যজলসম্পূর্ণাং সন্তীর্য্য সহবান্ধবঃ।
শৃঙ্গবেরপুরং রম্যং প্রবিবেশ সসৈনিকঃ ॥২২
শৃঙ্গবেরপুরাদ্ ভূয় অযোধ্যাং স দদর্শ হ।
অযোধ্যাং তু তদা দৃষ্ট্বা পিত্রা ভ্রাত্রা বিবর্জিতাম্ ॥২৩
ভরতো দুঃখসন্তপ্তঃ সারথিং চেদমব্রবীৎ।
সারথে পশ্য বিধ্বস্তা অযোধ্যা ন প্রকাশতে ॥২৪
নিরাকারা নিরানন্দা দীনা প্রতিহতস্বনা ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥১১৩

কর্তৃক এইরূপ কথিত হইলে রাম পূর্বাভিমুখ হইয়া আমার রাজ্যরক্ষার সহায়ক স্বর্ণভূষিত পাদুকাদ্বয় আমাকে দান করিলেন। সেই জন্য আমি মহাত্মা রামের আদেশানুসারে নিবৃত্ত হইয়া শুভ পাদুকাদ্বয় গ্রহণকরত অযোধ্যায় গমন করিতেছি। মহাত্মা ভরতের এইরূপ শুভবাক্য শ্রবণ করিয়া ভরদ্বাজমুনি তাঁহাকে শুভতর বাক্যে বলিলেন। ১১-১৫

পরিত্যক্ত জল যেমন নিম্নস্থানে (জলাশয় প্রভৃতিতে) থাকে, সেইরূপ অতিপবিত্রচরিত্রবান্‌গণের শ্রেষ্ঠ তোমাতে যে আর্য্যজনোচিত গুণ থাকিবে, তাহাতে কোন আশ্চর্য্য নাই। তোমার মহাবাহু পিতা দশরথ সর্বতোভাবে ঋণমুক্ত হইয়াছেন। এইরূপ ধর্মাত্মা ও ধর্মপ্রিয় তুমি যে দশরথের পুত্র, তাঁহার ঋণ থাকিতে পারে না। মহাপ্রাজ্ঞ এইরূপ বাক্য বলিলে পর ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার পদদ্বয়গ্রহণপূর্বক গমন করিবার জন্য আমন্ত্রণ (বিদায় গ্রহণ) করিলেন। অনন্তর শ্রীমান্ ভরত ভরদ্বাজকে বারংবার প্রদক্ষিণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত অযোধ্যার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন ভরতের অনুগামী সৈন্যগণ পুনর্বার নিবৃত্ত হইয়া যান, শকট, অশ্ব ও হস্তীসমূহের দ্বারা বিস্তীর্ণ হইল। ১৬-২০

অনন্তর তরঙ্গপূর্ণা রমণীয়া যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় পবিত্রসলিলা ভাগীরথীকে দেখিতে পাইলেন। বন্ধুগণ ও সৈন্যগণের সহিত ভরত রমণীয় জলপূর্ণা ভাগীরথী পার হইয়া অতিরমণীয় শৃঙ্গবেরপুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর শৃঙ্গবেরপুর হইতে নির্গত হইয়া পুনর্বার অযোধ্যাকে দর্শন করিলেন। পিতা ও ভ্রাতা-কর্তৃক বিবর্জিতা অযোধ্যাকে দেখিয়া দুঃখসন্তপ্ত ভরত সারথিকে বলিলেন,– সুমন্ত্র! অবলোকন কর—শোভা-রহিতা, অলঙ্কারশূন্যা, নিরানন্দা, দীনভাবযুক্তা ও আনন্দ-কোলাহলহীনা এই অযোধ্যা আর পূর্বের-ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে না। ২১-২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

চতুর্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[ভরতেন শ্রীরামবিরহাপগতশ্রিয়া অযোধ্যায়া রূপদর্শনম্, দশরথহীনমন্তঃপুরং দৃষ্ট্বা ভরতস্য শোকশ্চ ।

স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষেণ স্যন্দনেনোপযান্ প্রভুঃ ।
অযোধ্যাং ভরতঃ ক্ষিপ্রং প্রবিবেশ মহাযশাঃ ॥১
বিড়ালোলুকচরিতামালীননরবারণাম্ ।
তিমিরাভ্যাহতাং কালীমপ্রকাশাং নিশামিব ॥২
রাহুশত্রোঃ প্রিয়াং পত্নীং শ্রিয়া প্রজ্বলিতপ্রভাম্ ।
গ্রহেণাভ্যুদিতে নৈকাং রোহিণীমিব পীড়িতাম্ ॥৩
অল্পোষ্ণক্ষুব্ধসলিলাং ঘর্মতপ্তবিহঙ্গমাম্ ।
লীনমীন-ঝষ-গ্রাহাং কৃশাং গিরিনদীমিব ॥৪
বিধূমামিব হেমাভাং শিখামগ্নেঃ সমুত্থিতাম্ ।
হবিরভ্যুক্ষিতাং পশ্চাচ্ছিখাং বিপ্রলয়ং গতাম্ ॥৫
বিধ্বস্তকবচাং রুগ্নগজ-বাজি-রথ-ধ্বজাম্ ।
হতপ্রবীরামাপন্নাং চমূমিব মহাহবে ॥৬
সফেনাং সস্বনাং ভূত্বা সাগরস্য সমুত্থিতাম্ ।
প্রশান্তমারুতোদ্ধূতাং জলোর্মিমিব নিঃস্বনাম্ ॥৭
ত্যক্তাং যজ্ঞায়ুধৈঃ সর্বৈরভিরূপৈশ্চ যাজকৈঃ ।
সুত্যাকালে সুনির্বৃত্তে বেদিং গতরবামিব ॥৮
গোষ্ঠমধ্যে স্থিতামার্তামচরন্তীং নবং তৃণম্ ।
গোবৃষেণ পরিত্যক্তাং গবাং পত্নীমিবোৎসুকাম্ ॥৯
প্রভাকরাদ্যৈঃ সুস্নিগ্ধৈঃ প্রজ্বলদ্ভিরিবোত্তমৈঃ ।
বিযুক্তাং মণিভির্জাত্যৈর্নবাং মুক্তাবলীমিব ॥১০

চতুর্দশাধিকশততম সর্গ

[ভরতকর্তৃক শ্রীরামের বিরহে সৌন্দর্য্য-হীনা অযোধ্যার রূপ দর্শন এবং দশরথহীন অন্তঃপুর দর্শন করিয়া ভরতের শোক।]

মহাযশস্বী প্রভু ভরত স্নিগ্ধগম্ভীরধ্বনিযুক্ত রথে আরোহণপূর্বক সত্বর অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন যে—চতুর্দিকেই বিড়াল ও পেচকসমূহ বিচরণ করিতেছে। গৃহকবাটসমূহ রুদ্ধ রহিয়াছে। অন্ধকারাবৃতা, কৃষ্ণবর্ণা ও প্রকাশরহিতা রাত্রির ন্যায় অযোধ্যার অবস্থা হইয়াছে। রাহুর শত্রু চন্দ্রমা অভ্যুদিত রাহুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে চন্দ্রমার প্রিয়াপত্নী প্রজ্বলিত-প্রভাশালিনী রোহিণী যেমন পীড়িত হইয়া থাকে, অযোধ্যাও সেইরূপ হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে গিরিনদীর জলরাশি রৌদ্রতাপে উষ্ণ ও কলুষিত হইলে, জলচর পক্ষীরা গ্রীষ্মপ্রভাবে উত্তপ্ত হইলে এবং মৎস্যাদি ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুসকল বিলীন হইলে ঐ ক্ষীণদেহা নদীর যেরূপ অবস্থা হয়, অযোধ্যার তদনুরূপ অবস্থা হইয়াছে। যজ্ঞীয় ঘৃতসংস্পর্শে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা যেমন ধূমশূন্য হইয়া স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করে, পরে জলসেকের দ্বারা বিলয় প্রাপ্ত হয়, রামের বিরহে অযোধ্যার সেইরূপ দশা হইয়াছে। ১-৫

মহাযুদ্ধে বীরপুরুষসকল নিহত, কবচসমূহ ছিন্নভিন্ন এবং হস্তী অশ্ব ও রথসমূহ বিধ্বস্ত হইলে বিপন্ন সৈন্যবাহিনীর যেরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, অযোধ্যার সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে। সাগরের তরঙ্গ যেমন প্রবলবায়ুবেগে সশব্দে ফেনের সহিত সমুত্থিত হইয়া উপশমে মন্দপ্রবাহিত পবনের দ্বারা স্থির ও নিঃশব্দ হয়, অযোধ্যারও সেইরূপ দশা হইয়াছে। যজ্ঞের অবসানে ঋত্বিকসমূহ যজ্ঞবেদী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, স্রুক্-স্রুবাদি যজ্ঞীয় পাত্র ও উপকরণাদিসমূহ স্থানান্তরিত হইয়াছে, সেই যজ্ঞবেদী শব্দহীনা হইয়া যেমন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অযোধ্যার সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে। গোষ্ঠমধ্যে বৃষভকর্তৃক পরিত্যক্তা ধেনু নূতন তৃণভক্ষণে বিরতা ও দুঃখিতা হইয়া যেমন উৎকণ্ঠায় ব্যাকুলতা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে, অযোধ্যাও সেইরূপ রহিয়াছে। সুস্নিগ্ধপ্রভাবিশিষ্ট পদ্মরাগ স্ফটিক প্রভৃতি অতিশয় উৎকৃষ্ট মণিসমূহশূন্য মুক্তাবলীর যেমন শোভাহীন হইয়া থাকে, অযোধ্যাও সেইরূপ হইয়াছে ।৬-১০

সহসা চরিতাং স্থানান্মহাং পুণ্যক্ষয়াদ্ গতাম্ ।
সংহৃতদ্যুতিবিস্তারাং তারামিব দিবশ্চ্যুতাম্ ॥১১
পুষ্পনদ্ধাং বসন্তান্তে মত্তভ্রমরশালিনীম্ ।
দ্রুতদাবাগ্নিবিপ্লুষ্টাং ক্লান্তাং বনলতামিব ॥১২
সম্মূঢ়নিগমাং সর্বাং সংক্ষিপ্তবিপণাপণাম্ ।
প্রচ্ছন্নশশিনক্ষত্রাং দ্যামিবাম্বুধরৈর্যুতাম্ ॥১৩
ক্ষীণপানোত্তমৈর্ভগ্নৈঃ শরাবৈরভিসংবৃতাম্ ।
হতশৌণ্ডামিব ধ্বস্তাং পানভূমিমসংস্কৃতাম্ ॥১৪
বৃক্ণভূমিতলাং নিম্নাং বৃক্ণপাত্রৈঃ সমাবৃতাম্ ।
উপযুক্তোদকাং ভগ্নাং প্রপাং নিপতিতামিব ॥১৫
বিপুলাং বিততাং চৈব যুক্তপাশাং তরস্বিনাম্ ।
ভূমৌ বাণৈর্বিনিষ্কৃত্তাং পতিতাং জ্যামিবায়ুধাৎ ॥১৬
সহসা যুদ্ধশৌণ্ডেন হয়ারোহেণ বাহিতাম্ ।
নিহতাং প্রতিসৈন্যেন বড়বামিব পাতিতাম্ ॥১৭

ভরতস্তু রথস্থঃ সন্ শ্রীমান্ দশরথাত্মজঃ ।
বাহয়ন্তং রথশ্রেষ্ঠং সারথিং বাক্যমব্রবীৎ ॥১৮
কিন্নু খল্বদ্য গম্ভীরো মূর্চ্ছিতো ন নিশাম্যতে ।
যথাপুরমযোধ্যায়াং গীতবাদিত্রনিঃস্বনঃ ॥১৯
বারুণীমদগন্ধশ্চ মাল্যগন্ধশ্চ মূর্চ্ছিতঃ ।
চন্দনাগুরুগন্ধশ্চ ন প্রবাতি সমন্ততঃ ॥২০
যানপ্রবরঘোষশ্চ সুস্নিগ্ধহয়নিঃস্বনঃ ।
প্রমত্তগজনাদশ্চ মহাংশ্চ রথনিস্বনঃ ॥২১
নেদানীং শ্রূয়তে পুর্য্যামস্যাং রামে বিবাসিতে ।
চন্দনাগুরুগন্ধাংশ্চ মহার্হাশ্চ বনস্রজঃ ॥২২
গতে রামে হি তরুণাঃ সন্তপ্তা নোপভুঞ্জতে ।
বহির্যাত্রাং ন গচ্ছন্তি চিত্রমাল্যধরা নরাঃ ॥২৩
নোৎসবাঃ সম্প্রবর্তন্তে রামশোকার্দিতে পুরে ।
সা হি নূনং মম ভ্রাত্রা পুরস্যাস্য দ্যুতির্গতা ॥২৪

পুণ্যক্ষয়বশতঃ সহসা আকাশভ্রষ্ট পৃথিবীর অভিমুখে প্রধাবিত ক্ষীণদ্যুতি নক্ষত্রের ন্যায় অযোধ্যার শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। বসন্তকাল অতীত হইলে মত্তভ্রমরযুক্তা পুষ্পিতা লতা প্রবলদাবানলদ্বারা আক্রান্ত হইয়া যেরূপ ম্লান হইয়া যায়, সেইরূপ অযোধ্যাও ম্লান হইয়া গিয়াছে। রাজপথসমূহ জনগণের সমাগমশূন্য, পণ্যবীথি (দোকান প্রভৃতি) সমূহ সংরুদ্ধ হওয়ায় মেঘমালাদ্বারা নক্ষত্র ও চন্দ্র আবৃত হইলে আকাশের যেরূপ অবস্থা হয়, অযোধ্যা সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। মদ্যপানান্তে ভগ্নপাত্রপরিবৃত মদ্যপায়ীকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অসংস্কৃত পানভূমির যেমন অবস্থা হয়, অযোধ্যারও সেইরূপ হইয়াছে। ভগ্নপাত্রসমূহে সমাকীর্ণ ভগ্নচত্বর নিম্নতলগর্ত্তময় জল পানভূমি জলশূন্য হইয়া যেমন বিধ্বস্তভাবে থাকে, অযোধ্যাও সেইভাবে রহিয়াছে। ১১-১৫

বিপুল বিস্তীর্ণপাশযুক্ত জ্যা (ধনুর ছিলা) তেজস্বী পুরুষগণের বাণদ্বারা ধনু হইতে ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলে যেমন অবস্থা হয়, অযোধ্যার সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে। যুদ্ধমত্ত অশ্বারোহণকারীকর্তৃক বাহিত বড়বা (ঘোটকী) বিপক্ষ সৈন্য দ্বারা নিহত হইলে যেরূপ অবস্থা হয়, অযোধ্যারও সেইরূপ হইয়াছে। বিশাল-মৎস্য ও কূর্মপ্রভৃতি বহু জলচরের দ্বারা পূর্ণ, ভগ্নতীর, পদ্মশূন্য ও শুষ্কজল সরোবরের ন্যায় অযোধ্যাকে দেখা যাইতেছে। এক্ষণে অযোধ্যার সকল লোকই আনন্দশূন্য হইয়া অনুলেপনাদি পরিহার করিয়াছে। সকলের শরীর তীব্রশোকে সন্তপ্ত ও ভূষণরহিত। বর্ষাকাল সমাগমে মেঘমণ্ডলে প্রবিষ্ট নীলমেঘাবৃত সূর্য্যের প্রভার ন্যায় অযোধ্যায় যেমন গীতবাদ্যের ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইত, এক্ষণে সেইরূপ গম্ভীর তরঙ্গিত ধ্বনি ত শ্রুতিগোচর হইতেছে না? বারুণী (একপ্রকার মদ্য) মদগন্ধ, মাল্যগন্ধ, চন্দন ও অগুরুগন্ধ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে না। ১৬-২০

রাম অযোধ্যা হইতে নির্বাসিত হওয়ায় উত্তমযান (শকটাদি) শব্দ, সুস্নিগ্ধ অশ্বধ্বনি, মত্তমাতঙ্গধ্বনি ও রথচক্রের সুমহান্ শব্দ এই অযোধ্যায় শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। রাম বনে গমন করিয়াছেন বলিয়া অযোধ্যায় তরুণগণ শোকসন্তপ্ত হইয়া চন্দন, অগুরুগন্ধ ও মহামূল্য বনমালাসমূহ উপভোগ করিতেছেনা।

ন হি রাজত্যযোধ্যেয়ং সাসারেবার্জুনী ক্ষপা।
কদা নু খলু মে ভ্রাতা মহোৎসব ইবাগতঃ ॥২৫
জনয়িষ্যত্যযোধ্যায়াং হর্ষং গ্রীষ্ম ইবাম্বুদঃ।
তরুণৈশ্চারুবেষৈশ্চ নরৈরুন্নতগামিভিঃ ॥২৬
সম্পতদ্ভিরযোধ্যায়াং নাভিভান্তি মহাপথাঃ।
ইতি ব্রুবন্ সারথিনা দুঃখিতো ভরতস্তদা ॥২৭
অযোধ্যাং সম্প্রবিশ্যৈব বিবেশ বসতিং পিতুঃ।
তেন হনাং নীরেন্দ্রেণ সিংহহীনাং গুহামিব ॥২৮
তদা তদন্তঃপুরমুজ্ঝিতপ্রভং
সুরৈরিবোৎকৃষ্টমভাস্করং দিনম্।
নিরীক্ষ্য সর্বত্র বিভক্তমাত্মবান্
মুমোচ বাষ্পং ভরতঃ সুদুঃখিতঃ ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥১১৪

অযোধ্যাবাসীরা বিচিত্রমালা ধারণ করিয়া বহির্ভাগে গমন করিতেছে না। রামের শোকে অভিভূত এই অযোধ্যায় কোন উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে না। আমার মনে হয় আমার ভ্রাতার সহিত এই নগরীর সেই শোভা চলিয়া গিয়াছে। শরৎকালের শুক্লপক্ষীয় মনোহর রাত্রি বৃষ্টিধারায় পরিব্যাপ্ত হইলে যেমন তাহার শোভা হয় না, অযোধ্যারও সেইরূপ শোভা নাই। আমার ভ্রাতা রাম মহোৎসবের ন্যায় কবে এই অযোধ্যায় আসিবেন? এবং গ্রীষ্মকালে মেঘের ন্যায় তিনি অযোধ্যায় আসিয়া সকলের আনন্দ বিধান করিবেন? এক্ষণে অযোধ্যার রাজপথসমূহ উদ্ধতগমনশীল মনোহর বেশভূষা-সমন্বিত তরুণ পথিকগণদ্বারা সুশোভিত হইতেছে না—এইরূপ বলিতে বলিতে দুঃখিত ভরত সারথির সহিত অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন এবং প্রথমেই তিনি সিংহহীন গুহার ন্যায় দশরথরহিত পিতার গৃহে প্রবেশ করিলেন। পূর্বকালে রাহুকর্তৃক সূর্য্যদেব গ্রস্ত হইলে দিবস যেমন প্রভাহীন হইয়া দেবতাগণের শোক উৎপাদন করিয়াছিল, সেইরূপ দশরথের বিরহে জনসঞ্চারশূন্য প্রভাহীন সেই অন্তঃপুর দর্শন করিয়া দুঃখিত ভরত অশ্রুধারা পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ২১-২৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[নন্দিগ্রামং গত্বা শ্রীরামপাদুকে রাজসিংহাসনে অভিষিচ্য তস্মৈ চ সর্বং নিবেদ্য ভরতস্য রাজ্যপরিচালনম্ ।]

ততো নিক্ষিপ্য মাতৃস্তা অযোধ্যায়াং দৃঢ়ব্রতঃ
ভরতঃ শোকসন্তপ্তো গুরূনিদমথাব্রবীৎ ॥১
নন্দিগ্রামং গমিষ্যামি সর্বানামন্ত্রয়েঽত্র বঃ ।
তত্র দুঃখমিদং সর্বং সহিষ্যে রাঘবং বিনা ॥২
গতশ্চাহো দিবং রাজা বনস্থঃ স গুরুর্মম ।
রামং প্রতীক্ষে রাজ্যায় স হি রাজা মহাযশাঃ ॥৩
এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং ভরতস্য মহাত্মনঃ ।
অব্রুবন্ মন্ত্রিণঃ সর্বে বসিষ্ঠশ্চ পুরোহিতঃ ॥৪
সুভৃশং শ্লাঘনীয়ঞ্চ যদুক্তং ভরত ত্বয়া ।
বচনং ভ্রাতৃবাৎসল্যাদনুরূপং তবৈব তৎ ॥৫
নিত্যং তে বন্ধুলুব্ধস্য তিষ্ঠতো ভ্রাতৃসৌহৃদে ।
মার্গমার্য্যং প্রপন্নস্য নানুমন্যেত কঃ পুমান্ ॥৬
মন্ত্রিণাং বচনং শ্রুত্বা যথাভিলষিতং প্রিয়ম্ ।
অব্রবীৎ সারথিং বাক্যং রথো মে যুজ্যতামিতি ॥৭
প্রহৃষ্টবদনঃ সর্বা মাতৃঃ সমভিভাষ্য চ ।
আরুরোহ রথং শ্রীমান্ শত্রুঘ্নেন সমন্বিতঃ ॥৮
আরুহ্য তু রথং ক্ষিপ্রং শত্রুঘ্ন-ভরতাবুভৌ ।
যযতুঃ পরমপ্রীতৌ বৃতৌ মন্ত্রি-পুরোহিতৈঃ ॥৯
অগ্রতো গুরবঃ সর্বে বসিষ্ঠপ্রমুখা দ্বিজাঃ ।
প্রযযুঃ প্রাঙ্মুখাঃ সর্বে নন্দিগ্রামো যতো ভবেৎ ॥১০
বলঞ্চ তদনাহূতং গজাশ্ব-রথসঙ্কুলম্ ।
প্রযযৌ ভরতে যাতে সর্বে চ পুরবাসিনঃ ॥১১

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ

[নন্দিগ্রামে যাইয়া এবং শ্রীরামের পাদুকা অভিষিক্ত করত তাঁহাকে সমস্ত নিবেদনপূর্বক ভরতের রাজকার্য্যপরিচালনা।]

অনন্তর দৃঢ়ব্রত ভরত মাতৃগণকে অযোধ্যায় রাখিয়া শোকসন্তপ্তচিত্তে বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজনকে বলিলেন,—আমি নন্দিগ্রামে গমন করিব, সেইজন্য আপনাদিগকে আমন্ত্রণ (বিদায়সম্ভাষণ) করিতেছি। রামকে ছাড়িয়া আমি যে দুঃখ পাইয়াছি, নন্দিগ্রামে থাকিয়া সেই দুঃখ গ্রহণ করিব। হায়! মহারাজ দশরথ স্বর্গে গিয়াছেন। যিনি আমার গুরু, সেই রামও বনস্থ হইয়াছেন। আমি রামের প্রতীক্ষা করিব। তিনি মহাযশস্বী ও এই রাজ্যের উপযুক্ত রাজা। কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ সকলেই মহাত্মা ভরতের এইরূপ শুভ-বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—ভরত! তুমি ভ্রাতার প্রতি বাৎসল্যবশতঃ যে কথা বলিলে, তাহা অতিশয় প্রশংসনীয়। এইরূপ কথা তোমারই উপযুক্ত। ১-৫

তুমি ভ্রাতার প্রতি সৌহার্দপ্রকাশে সর্বদা নিরত, বন্ধুগণের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন ও সজ্জনগণের সেবিত পথ অবলম্বনকারী, অতএব কোনব্যক্তি তোমার অভিপ্রায়ে অসম্মতিপ্রকাশ করিবে? ভরত অভি-লাষানুরূপ প্রিয়বাক্য মন্ত্রীগণের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া সারথিকে রথ সজ্জিত করিবার আদেশ দিলেন। শ্রীমান্ ভরত শত্রুঘ্নের সহিত প্রফুল্লবদনে জননীগণকে সম্ভাষণ করিয়া রথে আরোহণ করিলেন। শত্রুঘ্ন ও ভরত উভয়ে মন্ত্রী ও পুরোহিতবৃত হইয়া রথারোহণ-পূর্বক পরমানন্দে সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুগণ ও ব্রাহ্মণগণ পূর্বাভিমুখে সেই পথে চলিলেন, যে পথে নন্দিগ্রাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।৬-১০

রথস্থঃ স তু ধর্মাত্মা ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
নন্দিগ্রামং যযৌ তূর্ণং শিরস্যাদায় পাদুকে ॥১২
ভরতস্তু ততঃ ক্ষিপ্রং নন্দিগ্রামং প্রবিশ্য সঃ।
অবতীর্য্য রথাৎ তূর্ণং গুরূনিদমভাষত ॥১৩
এতদ্ রাজ্যং মম ভ্রাত্রা দত্তং সন্ন্যাসমুত্তমম্।
যোগক্ষেমবহে চেমে পাদুকে হেমভূষিতে ॥১৪
ভরতঃ শিরসা কৃত্বা সন্ন্যাসং পাদুকে ততঃ।
অব্রবীদ্ দুঃখসন্তপ্তঃ সর্বং প্রকৃতিমণ্ডলম্ ॥১৫
ছত্রং ধারয়ত ক্ষিপ্রমার্য্যপাদাবিমৌ মতৌ।
আভ্যাং রাজ্যে স্থিতো ধর্মঃ পাদুকাভ্যাং গুরোর্মম ॥১৬
ভ্রাত্রা তু ময়ি সন্ন্যাসো নিক্ষিপ্তঃ সৌহৃদাদয়ম্।
তমিমং পালয়িষ্যামি রাঘবাগমনং প্রতি ॥১৭

ক্ষিপ্রং সংযোজয়িত্বা তু রাঘবস্য পুনঃ স্বয়ম্।
চরণৌ তৌ তু রামস্য দ্রক্ষ্যামি সহপাদুকৌ ॥১৮
ততো নিক্ষিপ্তভারোঽহং রাঘবেণ সমাগতঃ।
নিবেদ্য গুরবে রাজ্যং ভজিষ্যে গুরুবর্তিতাম্ ॥১৯
রাঘবায় চ সন্ন্যাসং দত্ত্বেমে বরপাদুকে।
রাজ্যং চেদমযোধ্যাঞ্চ ধূতপাপো ভবাম্যহম্ ॥২০
(অভিষিক্তে তু কাকুৎস্থে প্রহৃষ্টমুদিতে জনে।
প্রীতির্মম যশশ্চৈব ভবেদ্ রাজ্যাচ্চতুর্গুণম্ ॥
এবং তু বিলপন্ দীনো ভরতঃ স মহাযশাঃ।
নন্দিগ্রামেঽকরোদ্ রাজ্যং দুঃখিতো মন্ত্রিভিঃ সহ ॥)
স বল্কলজটাধারী মুনিবেশধরঃ প্রভুঃ।
নন্দিগ্রামেঽবসদ্ বীরঃ সসৈন্যো ভরতস্তদা ॥২১

ভরতের প্রস্থানের পর পুরবাসী সকলে এবং হস্তী-অশ্ব-রথসমাকুল সৈন্যসমূহ অনাহূত হইয়াও পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। ভ্রাতৃবৎসল মহাত্মা ভরত রথস্থ হইয়া রামের পাদুকাদ্বয় নিজমস্তকে ধারণপূর্বক নন্দিগ্রামে সত্বর উপস্থিত হইলেন। তিনি অতিসত্বর নন্দিগ্রামে প্রবেশ করিয়া রথ হইতে অবতরণপূর্বক গুরুজনদিগকে বলিলেন যে—আমার ভ্রাতা রাম উত্তম এই রাজ্য আমাকে ন্যাসস্বরূপে (গচ্ছিতরূপে) অর্পণ করিয়াছেন। এই স্বর্ণভূষিত পাদুকাদ্বয় এই রাজ্যের যোগক্ষেমবহন করিবে। অনন্তর ভরত রামপ্রদত্ত পাদুকাদ্বয় মস্তকে রাখিয়া দুঃখিতচিত্তে প্রজাবর্গকে বলিলেন। ১১-১৫

আর্য্য রামের চরণস্বরূপ এই পাদুকাদ্বয়ে অবিলম্বে ছত্র ধারণ কর। আমার গুরুর পাদুকাদ্বয়ের দ্বারা এই রাজ্যে ধর্মব্যবহার স্থিরতর আছে। ভ্রাতা আমার প্রতি সৌহার্দবশতঃ ইহা ন্যস্ত করিয়াছেন। রঘুনন্দন রামের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত আমি ইহা পালন করিব। তিনি বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার চরণযুগলে পাদুকাদ্বয় সংযোজিত করিয়া পাদুকাপরিহিত চরণযুগল দর্শন করিব। তিনি আমার উপর ভার ন্যস্ত করিয়াছেন, সেইজন্যই আমি অযোধ্যায় আসিয়াছি। তিনি ফিরিয়া আসিলে এই রাজ্যভার তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া আমি গুরুর মত তাঁহার সেবা করিব। রামের ন্যাসস্বরূপ এই পাদুকাদ্বয় ও এই অযোধ্যার রাজ্য তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া আমি পাপশূন্য হইব।১৬-২০

(কাকুৎস্থ রাম অভিষিক্ত হইলে এবং সকল জনগণ আনন্দিত হইলে আমার রাজ্যলাভ অপেক্ষা চতুর্গুণপ্রীতি ও যশ হইবে। এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে অতিদীন যশস্বী ভরত মন্ত্রিগণের সহিত অতিদুঃখিত-চিত্তে নন্দিগ্রামে থাকিয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন) বল্কলজটাধারী শক্তিমান্ ভরত মুনিজনোচিত বেশ ধারণ করিয়া সসৈন্যে নন্দিগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। (ভ্রাতৃবৎসল ভরত রামের আগমন কামনা করিয়া ভ্রাতৃবাক্য পালন করিতে লাগিলেন এবং নিজ প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য পাদুকাদ্বয়ের অভিষেক করিয়া নন্দিগ্রামে বাস করিলেন।) ভরত স্বয়ং পাদুকাদ্বয়ের উপর ছত্র ও চামর ধারণ করিলেন এবং রাজ্যশাসন বৃত্তান্তসমূহ পাদুকাদ্বয়ের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীভরত এইভাবে অগ্রজের পাদুকা-

(রামগমনমাকাঙ্ক্ষন্ ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
ভ্রাতুর্বচনকারী চ প্রতিজ্ঞাপারগস্তদা।
পাদুকে ত্বভিষিচ্যাথ নন্দিগ্রামেঽবসৎ তদা॥)
স বালব্যজনং ছত্রং ধারয়ামাস স স্বয়ম্।
ভরতঃ শাসনং সর্বং পাদুকাভ্যাং নিবেদয়ন্॥২২
ততস্তু ভরতঃ শ্রীমানভিষিচ্যার্য্যপাদুকে।
তদধীনস্তদা রাজ্যং কারয়ামাস সর্বদা॥২৩

তদা হি যৎ কার্যমুপৈতি কিঞ্চি-
দুপায়নং চোপহৃতং মহার্হম্।
স পাদুকাভ্যাং প্রথমং নিবেদ্য
চকার পশ্চাদ্ ভরতো যথাবৎ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥

দ্বয়ের অভিষেক করিয়া পাদুকাদ্বয়ের অধীনতাস্বীকারপূর্বক রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। সেইসময় রাজ্যসংক্রান্ত যে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে কিংবা মূল্যবান্ উপঢৌকন দ্রব্যাদি আসিলে তিনি অগ্রে পাদুকাদ্বয়ে নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ যথাবিধি ব্যবহার করিতেন। ২১-২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ

[বৃদ্ধকুলপতিনা সহ বহুনামৃষীণাং চিত্রকূটং পরিহায়ান্যত্র গমনম্।]

প্রতিযাতে তু ভরতে বসন্ রামস্তদা বনে।
লক্ষয়ামাস সোদ্বেগমথৌৎসুক্যং তপস্বিনাম্॥১
যে তত্র চিত্রকূটস্য পুরস্তাৎ তাপসাশ্রমে।
রামমাশ্রিত্য নিরতাস্তানলক্ষয়দুৎসুকান্॥২

নয়নৈর্ভ্রূকুটীভিশ্চ রামং নির্দিশ্য শঙ্কিতঃ।
অন্যোন্যমুপজল্পন্তঃ শনৈশ্চক্রুর্মিথঃ কথাঃ॥৩
তেষামৌৎসুক্যমালক্ষ্য রামস্ত্বাত্মনি শঙ্কিতঃ।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদমৃষিং কুলপতিং ততঃ॥৪

ষোড়শাধিকশততম সর্গ

[চিত্রকূটপর্বত পরিত্যাগকরত বৃদ্ধকুলপতির সহিত বহু ঋষির অন্যত্র গমন।]

এদিকে ভরত প্রতিনিবৃত্তি হইয়া অযোধ্যায় গমন করিলে পর রাম চিত্রকূটপর্বতস্থ তপোবনে বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই স্থানে অবস্থিত তপস্বী সকলের উদ্বেগপূর্ণ ঔৎসুক্য লক্ষ্য করিলেন। যে সকল তাপসগণ চিত্রকূটপর্বতের আশ্রমে রামের আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা সকলেই উৎসুক হইয়াছেন—ইহা রাম লক্ষ্য করিলেন। ঐ সময় তপস্বিবর্গ শঙ্কিত হইয়া নয়ন ও ভ্রূকুটীর দ্বারা রামকে নির্দেশপূর্বক পরস্পর ধীরে ধীরে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। রাম তাঁহাদিগের ঔৎসুক্য দেখিয়া স্বয়ং শঙ্কিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া কুলপতি ঋষিকে বলিলেন—ভগবন্! আমার পূর্ববর্তী রাজগণের অনুরূপ আচরণে কি কোন বিকার দেখিতে পাওয়া

ন কশ্চিদ্ ভগবন্ কিঞ্চিৎ পূর্ববৃত্তমিদং ময়ি।
দৃশ্যতে বিকৃতং যেন বিক্রিয়ন্তে তপস্বিনঃ ॥৫
প্রমাদাচ্চরিতং কিঞ্চিৎ কচ্চিন্নাবরজস্য মে।
লক্ষ্মণস্যর্ষিভির্দৃষ্টং নানুরূপং মহাত্মনঃ ॥৬
কচ্চিচ্ছুশ্রূষমাণা বঃ শুশ্রূষণপরা ময়ি।
প্রমদাভ্যুচিতাং বৃত্তিং সীতা যুক্তাং ন বর্ততে ॥৭
অথর্ষির্জরয়া বৃদ্ধস্তপসা চ জরাং গতঃ।
বেপমান ইবোবাচ রামং ভূতদয়াপরম্ ॥৮
কুতঃ কল্যাণসত্ত্বায়াঃ কল্যাণাভিরতেঃ সদা।
চলনং তাত বৈদেহ্যাস্তপস্বিষু বিশেষতঃ ॥৯
ত্বন্নিমিত্তমিদং তাবৎ তাপসান্ প্রতিবর্ততে।
রক্ষোভ্যস্তেন সংবিগ্নাঃ কথয়ন্তি মিথঃ কথাঃ ॥১০
রাবণাবরজঃ কশ্চিৎ খরো নামেহ রাক্ষসঃ।
উৎপাট্য তাপসান্ সর্বান্ জনস্থাননিবাসিনঃ ॥১১
ধৃষ্টশ্চ জিতকাশী চ নৃশংসঃ পুরুষাদকঃ।
অবলিপ্তশ্চ পাপশ্চ ত্বাঞ্চ তাত ন মৃষ্যতে ॥১২
ত্বং যদাপ্রভৃতি হ্যস্মিন্নাশ্রমে তাত বর্তসে।
তদাপ্রভৃতি রক্ষাংসি বিপ্রকুর্ব্বন্তি তাপসান্ ॥১৩
দর্শয়ন্তি হি বীভৎসৈঃ ক্রূরৈর্ভীষণকৈরপি।
নানারূপৈর্বিরূপৈশ্চ রূপৈশ্চ সুখদর্শনৈঃ ॥১৪
অপ্রশস্তৈরশুচিভিঃ সম্প্রযুজ্য চ তাপসান্।
প্রতিঘ্নন্ত্যপরান্ ক্ষিপ্রমনার্য্যাঃ পুরতঃ স্থিতান্ ॥১৫
তেষু তেষ্বাশ্রমস্থানেষ্ববুদ্ধমবলীয় চ।
রমন্তে তাপসাংস্তত্র নাশয়ন্তোঽল্পচেতসঃ ॥১৬

যাইতেছে? যাহার জন্য তপস্বিগণ এই বিকারভাব প্রাপ্ত হইতেছেন?১-৫

আমার অনুজ মহাত্মা লক্ষ্মণের প্রমাদবশতঃ কোন অন্যায় অনুপযুক্ত কার্য্য ঋষিগণ দেখিয়াছেন কি? সীতা আমার শুশ্রূষায় নিবিষ্টচিত্তা অপনাদের প্রতি প্রমাদবশতঃ কোন অনুপযুক্ত ব্যবহার করেন নাই ত? রাম ঐ আশ্রমবাসী মহর্ষিকে এইরূপ বলিলে পর তাপসবৃদ্ধ, জরাজীর্ণ ও কম্পিতদেহ ঋষি সর্বভূতে দয়ালু রামকে বলিলেন,—বৎস! শুদ্ধস্বভাবা সতত কল্যাণার্থিনী সীতার কাহারও প্রতি বিশেষতঃ তপস্বীদিগের প্রতি প্রমাদবশতঃ অনুপযুক্ত ব্যবহার কিরূপ হইতে পারে? কিন্তু তোমার নিমত্তই তপস্বীদিগের ভয় উপস্থিত হইয়াছে। এইজন্য উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহারা পরস্পর ঐ প্রকার আলাপ করিতেছেন। ৬-১০

বৎস! রাবণের ভ্রাতা খরনামক দুর্দান্ত, গর্বিত, নৃশংস, নির্ভীক ও পাপিষ্ঠ এক রাক্ষস এই স্থানে জনস্থানবাসী তপস্বীদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে এবং তোমাকেও অবজ্ঞা করিতেছে। বৎস! তুমি যে সময় হইতে এই আশ্রমে বাস করিতেছ, সেই সময় হইতেই রাক্ষসেরা তপস্বীদিগের অপকার করিতেছে। তাহারা বীভৎস, ক্রূর, ভীষণ, অসুখদর্শন ও নানাবিধ বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মুনিগণের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ঐ সকল অনার্য্য রাক্ষস নানাপ্রকার পাপজনক অশুচিদ্রব্য নিক্ষেপপূর্বক তাপসগণের অনিষ্ঠ সাধন করিতেছে। ঐ অসাধু নিশাচরগণ অপেক্ষাকৃত কোমলস্বভাব মুনিগণের পীড়নের জন্য সর্বদা প্রস্তুত রহিয়াছে। অন্যের অজ্ঞাতসারে আশ্রমে আশ্রমে লুকাইয়া থাকিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধি রাক্ষসেরা তাপসগণকে বিনষ্ট করিয়া আনন্দিত হইতেছে।১১-১৬

যজ্ঞকার্য্য আরম্ভ হইলে স্রুক্ প্রভৃতি যজ্ঞীয় পাত্র ও উপকরণাদিসমূহ দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। ঋষিগণ সেই দুরাত্মা রাক্ষসদিগের দৌরাত্ম্যে উপদ্রুত আশ্রম-সকল পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া অন্যত্র গমনের জন্য আমাকে অনুরোধ করিতেছেন। রাম! দুষ্ট রাক্ষসেরা এক্ষণে তাপসগণের শারীরিক অনিষ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, অতএব আমরা এই আশ্রম পরিত্যাগ করিব। এই আশ্রমের সন্নিকটেই বহুফলমূল সম্বলিত সুন্দর একটি আশ্রম আছে। অশ্বঋষির ঐ আশ্রমে আমি স্বজনসহিত আশ্রয় গ্রহণ করিব।১৭-২০

রাম! খরনামক রাক্ষস তোমার প্রতিও অনুচিত ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তুমিও আমাদিগের সহিত এইস্থান হইতে স্থানান্তরে

অবক্ষিপন্তি স্রুগ্‌ভাণ্ডানগ্নীন্ সিঞ্চন্তি বারিণা।
কলসাংশ্চ প্রমর্দন্তি হবনে সমুপস্থিতে ॥১৭

তৈর্দুরাত্মভিরাবিষ্টানাশ্রমান্ প্রজিহাসবঃ।
গমনায়ান্যদেশস্য চোদয়ন্ত্যৃষয়োঽদ্য মাম্ ॥১৮

তৎ পুরা রাম শারীরীমুপহিংসাং তপস্বিষু।
দর্শয়ন্তি হি দুষ্টাস্তে ত্যক্ষ্যাম ইমমাশ্রমম্ ॥১৯

বহুমূলফলং চিত্রমবিদূরাদিতো বনম্।
অশ্বস্যাশ্রমমেবাহং শ্রয়িষ্যে সগণঃ পুনঃ ॥২০

খরস্ত্বয্যপি চাযুক্তং পুরা রাম প্রবর্ত্ততে।
সহাস্মাভিরিতো গচ্ছ যদি বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে ॥২১

সকলত্রস্য সন্দেহো নিত্যং যুক্তস্য রাঘব।
সমর্থস্যাপি হি সতো বাসো দুঃখমিহাদ্য তে ॥২২

ইত্যুক্তবন্তং রামস্তং রাজপুত্রস্তপস্বিনম্।
ন শশাকোত্তরৈর্বাক্যৈরবরদ্ধুং সমুৎসুকম্ ॥২৩

অভিনন্দ্য সমাপৃচ্ছ্য সমাধায় চ রাঘবম্।
স জগামাশ্রমং ত্যক্ত্বা কুলৈঃ কুলপতিঃ সহ ॥২৪

রামঃ সংসাধ্য ঋষিগণমনুগমনাদ্
দেশাৎ তস্মাৎ কুলপতিমভিবাদ্য ঋষিম্।
সম্যক্ প্রীতৈস্তৈরনুমত উপদিষ্টার্থঃ
পুণ্যং বাসায় স্বনিলয়মুপসম্পেদে ॥২৫

আশ্রমমৃষিবিরহিতং প্রভুঃ
ক্ষণমপি ন জহৌ স রাঘবঃ।
রাঘবং হি সততমনুগতা-
স্তাপসাশ্চার্ষচরিতেধৃতগুণাঃ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

চল। যদিও তুমি সর্বদা সাবধানে রহিয়াছ, রাক্ষসগণের বিনাশে তোমার শক্তি আছে, তথাপি পত্নীর সহিত এই স্থানে বাস করা সর্বথা আশঙ্কা ও দুঃখেরই হইবে। সেই তপস্বী এইরূপ বলিলে পর রাজপুত্র রাম গমনোৎসুক তপস্বীকে প্রত্যুত্তরবাক্যে (আমি আছি, সকল রাক্ষসকে দূর করিব, আপনাদের ভয়ের কোন কারণ নাই ইত্যাদি) নিবারণ করিতে পারিলেন না। কুলপতি সেই তপস্বী বিয়োগখিন্ন রামকে অভিবাদনপূর্বক আশ্বস্ত করিয়া অন্যান্য ঋষি ও স্বজনের সহিত ঐ আশ্রম ত্যাগপূর্বক গমন করিলেন। তখন রাম গমোদ্যত ঋষিগণের অনুগমন করত ঐ কুলপতি ঋষিকে অভিবাদনপূর্বক নিজ আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনসময়ে ঋষিগণ সকলেই প্রীতির সহিত সম্যগ্‌রূপে উপদেশ দিয়া রামকে বিদায় দিলেন। শক্তিমান্ রাঘব ঋষিপরিত্যক্ত আশ্রমকে ক্ষণকালের জন্যও পরিত্যাগ করিতেন না। ঋষিজনোচিত গুণসম্পন্ন কতিপয় তপস্বী রামের সর্বদা অনুগত হওয়ায় আশ্রমান্তরে গমন করিলেন না। ২১-২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষোড়শাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

সপ্তদশাধিক শততমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামাদীনামত্রের্মুনেরাশ্রমগমনম্, অত্রিণা তেষামাতিথ্যবিধানম্, অনসূয়াদ্বারা সীতা সংবর্দ্ধিতা চ।]

রাঘবস্তুপযাতেষু সর্বেষ্বনুবিচিন্তয়ন্।
ন তত্রারোচয়দ্ বাসং কারণৈর্বহুভিস্তদা ॥১
ইহ মে ভরতো দৃষ্টো মাতরশ্চ সনাগরাঃ।
সা চ মে স্মৃতিরন্বেতি তান্ নিত্যমনুশোচতঃ ॥২
স্কন্ধাবারনিবেশেন তেন তস্য মহাত্মনঃ।
হয়-হস্তিকরীষৈশ্চ উপমর্দঃ কৃতো ভৃশম্ ॥৩
তস্মাদন্যত্র গচ্ছাম ইতি সঞ্চিন্ত্য রাঘবঃ।
প্রাতিষ্ঠত স বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ সঙ্গতঃ ॥৪
সোঽত্রেরাশ্রমমাসাদ্য তং ববন্দে মহাযশাঃ।
তং চাপি ভগবানত্রিঃ পুত্রবৎ প্রত্যপদ্যত ॥৫
স্বয়মাতিথ্যমাদিশ্য সর্বমস্য সুসৎকৃতম্।
সৌমিত্রিঞ্চ মহাভাগং সীতাঞ্চ সমসান্ত্বয়ৎ ॥৬
পত্নীঞ্চ তমনুপ্রাপ্তাং বৃদ্ধামামন্ত্র্য সৎকৃতাম্।
সান্ত্বয়ামাস ধর্মজ্ঞঃ সর্বভূতহিতে রতঃ ॥৭
অনসূয়াং মহাভাগাং তাপসীং ধর্মচারিণীম্।
প্রতিগৃহ্নীষ্ব বৈদেহীমব্রবীদৃষিসত্তমঃ ॥৮
রামায় চাচচক্ষে তাং তাপসীং ধর্মচারিণীম্।
দশ বর্ষাণ্যনাবৃষ্ট্যা দগ্ধে লোকে নিরন্তরম্ ॥৯
যয়া মূল-ফলে সৃষ্টে জাহ্নবী চ প্রবর্তিতা।
উগ্রেণ তপসা যুক্তা নিয়মৈশ্চাপ্যলঙ্কৃতা ॥১০
দশ বর্ষসহস্রাণি যথা তপ্তং মহৎ তপঃ।
অনসূয়াব্রতৈস্তাত প্রত্যূহাশ্চ নিবর্হিতাঃ ॥১১
দেবকার্য্যনিমিত্তঞ্চ যয়া সংত্বরমাণয়া।
দশরাত্রং কৃতা রাত্রিঃ সেয়ং মাতেব তেঽনঘ ॥১২

সপ্তদশাধিকশততম সর্গ

[শ্রীরামাদির অত্রিমুনির আশ্রমে গমন, অত্রিমুনি-কর্তৃক তাঁহাদের আতিথ্য বিধান ও অনসূয়া দ্বারা সীতা সংবর্দ্ধিতা।]

ঋষিগণ প্রায় সকলেই সেই আশ্রম হইতে চলিয়া গেলে পর রঘুনন্দন রাম সেই সময় নানা কারণে সেই আশ্রমে বাস করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। এই স্থানে ভরতকে জননীদিগকে ও পুরবাসী লোকসকলকে দর্শন করিলাম, তাঁহাদিগের জন্য অনুশোচনা হইতে থাকায় সেই স্মৃতি সর্বদা জাগরূক হইতেছে। মহাত্মা ভরতের শিবিরস্থাপনের জন্য এই স্থান অশ্ব ও হস্তীদিগের মলমূত্রে অপবিত্র হইয়াছে। অতএব অন্যত্র গমন করিব—এইরূপ চিন্তা করিয়া রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া সেই স্থানে হইতে গমন করিলেন। মহাযশা রাম অত্রিমুনির আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। ভগবান্ অত্রিও রামকে পুত্রবৎ গ্রহণ করিলেন। ১-৫

তাঁহার জন্য আতিথ্যসৎকারের সুন্দর ব্যবস্থা করিতে আদেশ দান করিয়া অত্রিমুনি মহানুভাব লক্ষ্মণ ও সীতাকে প্রিয়বাক্যের দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। অনন্তর ধর্মজ্ঞ, সর্বভূতহিতকারী, ঋষিশ্রেষ্ঠ অত্রি স্বীয় অনুগামিনী, মহাভাগা, ধর্মচারিণী ও সর্বজনমান্যা অনসূয়ানাম্নী পত্নীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—তুমি বৈদেহীকে তোমার নিকটে লইয়া যাও। অনন্তর তিনি ধর্মচারিণী তপস্বিনী অনসূয়ার পরিচয় রামের নিকট বলিলেন যে, পূর্বে কোন এক সময় দশবৎসর যাবৎ অনাবৃষ্টি হওয়ায় সকল লোক দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল, তখন উগ্রতপস্যা-চারিণী কঠোর নিয়মভূষিতা যে অনুসূয়া এই আশ্রমে গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং ফলমূল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৬-১০

যিনি দশসহস্রবর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। রাম! যে অনুসূয়ার ব্রতানুষ্ঠানের প্রভাবে সকলবিঘ্ন নিবারিত হইয়াছে, যিনি দেবতাগণের কার্য্যসিদ্ধির

তামিমাং সর্বভূতানাং নমস্কার্য্যাং তপস্বিনীম্।
অভিগচ্ছতু বৈদেহী বৃদ্ধামক্রোধনাং সদা ॥১৩
এবং ব্রুবাণং তমৃষিং তথেত্যুক্ত্বা স রাঘবঃ।
সীতামালোক্য ধর্মজ্ঞামিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৪
রাজপুত্রি শ্রুতং স্বেতন্মুনেরস্য সমীরিতম্।
শ্রেয়োঽর্থমাত্মনঃ শীঘ্রমভিগচ্ছ তপস্বিনীম্ ॥১৫
অনসূয়েতি যা লোকে কর্মভিঃ খ্যাতিমাগতা।
তাং শীঘ্রমভিগচ্ছ ত্বমভিগম্যাং তপস্বিনীম্ ॥১৬
সীতা স্বেতদ্ বচঃ শ্রুত্বা রাঘবস্য যশস্বিনী।
তামত্রিপত্নীং ধর্মজ্ঞামভিচক্রাম মৈথিলী ॥১৭
শিথিলাং বলিতাং বৃদ্ধাং জরাপাণ্ডুরমূর্ধজাম্।
সততং বেপমানাঙ্গীং প্রবাতে কদলীমিব ॥১৮
তাং তু সীতা মহাভাগামনসূয়াং পতিব্রতাম্।
অভ্যবাদয়দব্যগ্রা স্বং নাম সমুদাহরৎ ॥১৯
অভিবাদ্য চ বৈদেহী তাপসীং তাং দমান্বিতাম্।
বদ্ধাঞ্জলিপুটা হৃষ্টা পর্য্যপৃচ্ছদনাময়ম্ ॥২০
ততঃ সীতাং মহাভাগাং দৃষ্ট্বা তাং ধর্মচারিণীম্।
সান্ত্বয়ন্ত্যব্রবীদ্ বৃদ্ধা দিষ্ট্যা ধর্মমবেক্ষসে ॥২১
ত্যক্ত্বা জ্ঞাতিজনং সীতে মানবৃদ্ধিঞ্চ মানিনি।
অবরুদ্ধং বনে রামং দিষ্ট্যা ত্বমনুগচ্ছসি ॥২২
নগরস্থো বনস্থো বা শুভো বা যদি বা শুভঃ।
যাসাং স্ত্রীণাং প্রিয়ো ভর্তা তাসাং লোকা মহোদয়াঃ॥২৩
দুঃশীলঃ কামবৃত্তো বা ধনৈর্বা পরিবর্জিতঃ।
স্ত্রীণামার্য্যস্বভাবানাং পরমং দৈবতং পতিঃ ॥২৪

জন্য অতিত্বরান্বিতা হইয়া দশরাত্রিকে এক রাত্রিতে পরিণত করিয়াছিলেন, নিষ্পাপ! রাম! সেই অনুসূয়া মাতার ন্যায় তোমার সম্মুখে আসিয়াছেন। সকলপ্রাণীর নমস্কারযোগ্যা, তপস্বিনী, ক্রোধরহিতা ও বৃদ্ধা অনুসূয়ার নিকটে সীতাদেবী গমন করুন। অত্রিমুনি এইরূপ বলিলে পর রাম বলিলেন—"তথাস্তু" তাহাই হউক। অনন্তর ধর্মজ্ঞা সীতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এই কথা বলিলেন যে—রাজপুত্রি! এই মুনি যাহা বলিলেন সকল কথা শুনিয়াছ ত? তুমি নিজমঙ্গলের জন্য সত্বর তপস্বিনী অনুসূয়ার অনুগামিনী হও।১১-১৫

যিনি নিজকর্মদ্বারা লোকমধ্যে অনুসূয়ানামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, যিনি ক্রোধশূন্যা হওয়ায় সকলের আদরণীয়া, তুমি অবিলম্বে সেই এই তপস্বিনীর অনুগমন কর। রাঘবের এইরূপ বাক্য শুনিয়া যশস্বিনী মৈথিলী ধর্মজ্ঞা অত্রিপত্নীর নিকটে গমন করিলেন। অনসূয়া-দেবীর বার্ধক্যবশতঃ শরীর শিথিল জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কেশরাশি শুভ্র হইয়াছে। বায়ুর দ্বারা কম্পিত কদলীর ন্যায় তাঁহার অঙ্গসমূহ কম্পিত হইতেছে কিন্তু তিনি পতিব্রতা ও মহাভাগ্যবতী। সীতাদেবী সেই অনসূয়ার নিকট গমন করিয়া শান্তভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং নিজনাম উচ্চারণ করিয়া পরিচয় দিলেন। বৈদেহী সেই সংযমবতী অনসূয়াকে প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৬-২০

অনন্তর বৃদ্ধা ঋষিপত্নী অনসূয়া পতিধর্মচারিণী মহা-ভাগ্যবতী সীতাকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক বলিলেন—বৎসে! তুমি সৌভাগ্যবশতঃ ধর্ম বুঝিতে পারিয়াছ, মানিনি! তুমি সৌভাগ্যবশতঃ জ্ঞাতিজন ও সম্মান সমৃদ্ধি ত্যাগ করিয়া বনবাসকারী পতির অনুগামিনী হইয়াছ। পতি নগরস্থিত কিংবা বনস্থিত, শুভ (অনুকূল) কিংবা অশুভ (প্রতিকূল) হউন, যাঁহাদের পতিই পরমপ্রিয়তম, সেই সকল মহিলাগণের জন্যই মহাসমৃদ্ধিপূর্ণ লোক (স্বর্গাদি) সৃষ্টি হইয়াছে। পতি দুঃশীল, সেচ্ছাচারী কিংবা নির্ধন, যাহাই হউন—তিনি সৎস্বভাবসম্পন্না নারীদিগের পরম দেবতা। স্ত্রীলোকের নিকট স্বামী ব্যতীত অন্যকোন বিশিষ্ট বান্ধব হইতে পারে—ইহা চিন্তা করিয়াও বুঝি না। বৈদেহি! ইহলোকে ও পরলোকের জন্য অক্ষয় তপস্যার অনুষ্ঠান-স্বরূপই পতি। অসতী রমণীরা কামাসক্তচিত্ত হওয়ায় ভরণপোষণের জন্যই ভর্তাকে নাথ বলিয়া থাকে, তাহারা

নাতো বিশিষ্টং পশ্যামি বান্ধবং বিমৃশন্ত্যহম্।
সর্বত্র যোগ্যং বৈদেহি তপঃ কৃতমিবাব্যয়ম্ ॥২৫
নত্বেবমনুগচ্ছন্তি গুণদোষমসৎস্ত্রিয়ঃ।
কামবক্তব্যহৃদয়া ভর্তৃনাথাশ্চরন্তি যাঃ ॥২৬
প্রাপ্নুবন্ত্যযশশ্চৈব ধর্মভ্রংশঞ্চ মৈথিলি।
অকার্য্যবশমাপন্নাঃ স্ত্রিয়ো যাঃ খলু তদ্বিধাঃ ॥২৭
ত্বদ্বিধাস্তু গুণৈর্যুক্তা দৃষ্টলোকপরাবরাঃ।
স্ত্রিয়ঃ স্বর্গে চরিষ্যন্তি যথা পুণ্যকৃতস্তথা ॥২৮
তদেবমেতং ত্বমনুব্রতা সতী
পতিপ্রধানা সময়ানুবর্তিনী।
ভব স্বভর্তুঃ সহধর্মচারিণী
যশশ্চ ধর্মঞ্চ ততঃ সমাপ্স্যসি ॥২৯
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

এই সকল গুণ দোষ না বুঝিয়া স্বেচ্ছায় বিচরণ করিয়া থাকে। মৈথিলি! তাদৃশ স্বভাববতী রমণীরা অকার্য্য-বশীভূত হওয়ায় নিন্দা লাভ করে এবং ধর্মভ্রষ্টা হয়। কিন্তু তোমার ন্যায় যাঁহারা গুণবতী ও উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট-বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্না, তাঁহারা পুণ্যশীল ব্যক্তির মতই স্বর্গে বিচরণ করিয়া থাকেন, অতএব তুমি পতির অনুগত হইয়া পতির নিয়মানুবর্তনপূর্বক নিজপতির সহধর্মচারিণী হও, তাহা হইলে যশ ও ধর্ম উভয়ই প্রাপ্ত হইবে। ১১-২৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[সীতাঽনসূয়াসংবাদঃ, অনসূয়ায়াঃ সীতায়ৈ প্রেমোপহারদানম্, তৎপৃষ্টায়াঃ সীতায়াঃ স্বীয়স্বয়ংবরবিষয়বর্ণনঞ্চ।]

সা ত্বেবমুক্তা বৈদেহী ত্বনসূয়ানসূয়য়া।
প্রতিপূজ্য বচো মন্দং প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥১
নৈত্যদাশ্চর্য্যমার্য্যায়াং যন্মাং ত্বমনুভাষসে।
বিদিতং তু মমাপ্যেতদ্ যথা নার্য্যাঃ পতির্গুরুঃ ॥২
যদ্যপ্যেষ ভবেদ্ ভর্তা অনার্য্যো বৃত্তিবর্জিতঃ।
অদ্বৈধমত্র বর্তব্যং তথাপ্যেষ ময়া ভবেৎ ॥৩
কিং পুনর্যো গুণশ্লাঘ্যঃ সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্থিরানুরাগো ধর্মাত্মা মাতৃবৎপিতৃবৎপ্রিয়ঃ ॥৪
যাং বৃত্তিং বর্ততে রামঃ কৌসল্যায়াং মহাবলঃ।
তামেব নৃপনারীণামন্যাসামপি বর্ততে ॥৫
সকৃদ্ দৃষ্টাস্বপি স্ত্রীষু নৃপেণ নৃপবৎসলঃ।
মাতৃবদ্ বর্ততে বীরো মানমুৎসৃজ্য ধর্মবিৎ ॥৬

অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ

[সীতা ও অনসূয়ার পরস্পর আলাপ, অনসূয়া কর্তৃক সীতাকে প্রেমোপহার দান এবং তাঁহার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া সীতাদেবীর স্বীয় স্বয়ংবর বিষয় বর্ণন।]

অসূয়াশূন্যা সীতা অত্রিপত্নী অনসূয়ার বাক্য শুনিয়া তাঁহার বাক্যকে অভিনন্দিত করিয়া মৃদুমন্দভাবে বলিতে লাগিলেন,—আর্য্যে! আপনি আমাকে উপদেশ দিলেন, ইহা আপনাতে অসম্ভব নহে। পতিই যে নারীগণের গুরু, ইহা আমিও জানিয়াছি। যদি পতি অনার্য্য ও দরিদ্র হন, তথাপি তাঁহার প্রতি দ্বিধাভাব দূর করিয়া সদ্ব্যবহার করা আমার ন্যায় মহিলার অবশ্য কর্তব্য। আর যে পতি প্রশংসনীয়, গুণবান্, সদয়, জিতেন্দ্রিয়, দৃঢ়প্রীতিমান্, ধার্মিক ও পিতা মাতার ন্যায় প্রিয়, তাঁহার প্রতি যে দ্বিধাশূন্য সদ্ব্যবহার থাকিবে—তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। মহাবল রাম নিজ মাতা কৌশল্যার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, অন্যান্য রাজমহিষীদের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ১-৫

আগচ্ছন্ত্যাশ্চ বিজনং বনমেবং ভয়াবহম্।
সমাহিতং হি মে শ্বশ্র্বা হৃদয়ে যৎ স্থিরং মম ॥৭
পাণিপ্রদানকালে চ যৎ পুরা ত্বগ্নিসন্নিধৌ।
অনুশিষ্টং জনন্যা মে বাক্যং তদপি মে ধৃতম্ ॥৮
ন বিস্মৃতং তু মে সর্বং বাক্যৈঃ স্বৈর্ধর্মচারিণি।
পতিশুশ্রূষণান্নার্য্যাস্তপো নান্যদ্ বিধীয়তে ॥৯
সাবিত্রীং পতিশুশ্রূষাং কৃত্বা স্বর্গে মহীয়তে।
তথাবৃত্তিশ্চ যাতা ত্বং পতিশুশ্রূষয়া দিবম্ ॥১০
বরিষ্ঠা সর্বনারীণামেষা চ দিবি দেবতা।
রোহিণী ন বিনা চন্দ্রং মুহূর্তমপি দৃশ্যতে ॥১১
এবংবিধাশ্চ প্রবরাঃ স্ত্রিয়ো ভর্তৃদৃঢ়ব্রতাঃ।
দেবলোকে মহীয়ন্তে পুণ্যেন স্বেন কর্মণা ॥১২

ততোঽনসূয়া সংহৃষ্টা শ্রুত্বোক্তং সীতয়া বচঃ।
শিরস্যাঘ্রায় চোবাচ মৈথিলীং হর্ষয়ন্ত্যুতঃ ॥১৩
নিয়মৈর্বিবিধৈরাপ্তং তপো হি মহদস্তি মে।
তৎ সংশ্রিত্য বলং সীতে ছন্দয়ে ত্বাং শুচিব্রতে ॥১৪
উপপন্নঞ্চ যুক্তঞ্চ বচনং তব মৈথিলি।
প্রীতা চাস্ম্যুচিতাং সীতে করবাণি প্রিয়ঞ্চ কিম্ ॥১৫
তস্যাস্তদ্‌বচনং শ্রুত্বা বিস্মিতা মন্দবিস্ময়া।
কৃতমিত্যব্রবীৎ সীতা তপো-বলসমন্বিতাম্ ॥১৬
সা ত্বেবমুক্তা ধর্মজ্ঞা তয়া প্রীততরাভবৎ।
সফলঞ্চ প্রহর্ষং তে হন্ত সীতে করোম্যহম্ ॥১৭
ইদং দিব্যং বরং মাল্যং বস্ত্রমাভরণানি চ।
অঙ্গরাগঞ্চ বৈদেহি মহার্হমনুলেপনম্ ॥১৮

মহারাজ দশরথ একবারমাত্রও যে স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, পিতৃবৎসল ধর্মজ্ঞ রাম অভিমান পরিত্যাগপূর্বক সেই স্ত্রীর প্রতিও মাতৃবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমি যখন তাঁহার সহিত এই নির্জনবনে আগমন করি, তখন আমার শ্বশ্রূমাতা কৌশল্যাদেবী আপনার মতই আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আমার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। পূর্বে আমার বিবাহসময়ে অগ্নির সম্মুখে আমার মাতা আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই সকল উপদেশও আমি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। ধর্মচারিণি মাতঃ! আমি আত্মীয়-গণের উপদেশও ভুলিয়া যাই নাই। পতিশুশ্রূষা ভিন্ন অন্য কোনরূপ তপস্যা রমণীগণের জন্য বিহিত হয় নাই। সাবিত্রী পতিসেবার দ্বারাই স্বর্গে পূজিতা হইতেছেন। আপনিও পতিসেবার দ্বারাই স্বর্গলাভ করিবেন। ৬-১০

সর্বরমণীশ্রেষ্ঠা স্বর্গবাসিনী দেবতা রোহিণীকে চন্দ্রকে ছাড়িয়া থাকিতে দেখা যায় না। এইরূপ শ্রেষ্ঠ নারীগণ পতির প্রতি দৃঢ়ভক্তিমতী হইয়া নিজ নিজ পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গে পূজিত হইয়া থাকেন। সীতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অনসূয়া অতিশয় আনন্দিতা হইলেন এবং মস্তক আঘ্রাণ করিয়া সীতাকে আহ্লাদিত করিতে করিতে বলিলেন,—পবিত্রব্রতচারিণি! সীতে! বিবিধ নিয়মানুষ্ঠানদ্বারা উপার্জিত আমার মহতী তপস্যা আছে, আমি সেই তপস্যাশক্তিপ্রভাবে তোমাকে বরদান করিতে ইচ্ছা করি। মৈথিলি! তোমার কথাসমূহ যুক্তিযুক্ত ও পবিত্র। আমি তোমার কথা শুনিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। সীতে! এক্ষণে আমি তোমার কি প্রিয় কার্য্য সাধন করিব, তাহা বল। ১১-১৫

সীতাদেবী তপস্যাশক্তিমতী অনসূয়ার ঐরূপ বচন শ্রবণ করিয়া বিস্মিতা হইলেন এবং মৃদুহাস্য করত তাঁহাকে বলিলেন,—হে দেবী! আপনার অনুগ্রহে আমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। সীতার এইরূপ বাক্য শুনিয়া ধর্মজ্ঞা অনসূয়া সীতার লোভশূন্যতায় পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রীতা হইলেন এবং সীতাকে বলিলেন—সীতে! বৎসে! আমি তোমার আনন্দকে অধিক সফল করিব। এই দিব্যমালা, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, অলঙ্কাররাশি, অঙ্গরাগ ও মহামূল্য অনুলেপন, আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি। এই সকল দ্রব্য তোমার দেহকে সুশোভিত করিবে। এই সকল দ্রব্য সর্বদাই অনুরূপ ও অম্লান থাকিবে। জনকনন্দিনি! লক্ষ্মী যেমন দিব্য অঙ্গরাগ শরীরে লেপন করিয়া বিষ্ণুকে সুশোভিত করেন,

ময়া দত্তমিদং সীতে তব গাত্রাণি শোভয়েৎ।
অনুরূপমসংক্লিষ্টং নিত্যমেব ভবিষ্যতি ॥১৯
অঙ্গরাগেণ দিব্যেন লিপ্তাঙ্গী জনকাত্মজে।
শোভয়িষ্যসি ভর্তারং যথা শ্রীর্বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥২০
সা বস্ত্রমঙ্গরাগঞ্চ ভূষণানি স্রজস্তথা।
মৈথিলী প্রতিজগ্রাহ প্রীতিদানমনুত্তমম্ ॥২১
প্রতিগৃহ্য চ তৎ সীতা প্রীতিদানং যশস্বিনী।
শ্লিষ্টাঞ্জলিপুটা ধীরা সমুপাস্ত তপোধনাম্ ॥২২
তথা সীতামুপাসীনামনসূয়া দৃঢ়ব্রতা।
বচনং প্রষ্টুমারেভে কথাং কাচিদনুপ্রিয়াম্ ॥২৩
স্বয়ংবরে কিল প্রাপ্তা ত্বমনেন যশস্বিনা।
রাঘবেণেতি মে সীতে কথা শ্রুতিমুপাগতা ॥২৪
তাং কথাং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ চ মৈথিলি।
যথাভূতঞ্চ কাৎস্ন্যেন তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি ॥২৫

এবমুক্তা তু সা সীতা তাপসীং ধর্মচারিণীম্।
শ্রূয়তামিতি চোক্ত্বা বৈ কথয়ামাস তাং কথাম্ ॥২৬
মিথিলাধিপতির্বীরো জনকো নাম ধর্মবিৎ।
ক্ষত্রকর্মণ্যভিরতো ন্যায়তঃ শাস্তি মেদিনীম্ ॥২৭
তস্য লাঙ্গলহস্তস্য কৃষতঃ ক্ষেত্রমণ্ডলম্।
অহং কিলাত্থিতা ভিত্ত্বা জগতীং নৃপতেঃ সুতা ॥২৮
স মাং দৃষ্ট্বা নরপতির্মুষ্টিবিক্ষেপতৎপরঃ।
পাংসুগুণ্ঠিতসর্বাঙ্গীং বিস্মিতো জনকোঽভবৎ ॥২৯
অনপত্যেন চ স্নেহাদঙ্কমারোপ্য চ স্বয়ম্।
মমেয়ং তনয়েত্যুক্ত্বা স্নেহো ময়ি নিপাতিতঃ ॥৩০
অন্তরিক্ষে চ বাগুক্তা প্রতিমামানুষী কিল।
এবমেতন্নরপতে ধর্মেণ তনয়া তব ॥৩১
ততঃ প্রহৃষ্টো ধর্মাত্মা পিতা মে মিথিলাধিপঃ।
অবাপ্তো বিপুলামৃদ্ধিং মামবাপ্য নরাধিপঃ ॥৩২

সেইরূপ তুমিও এই দিব্য অঙ্গরাগ লেপন করিয়া নিজ পতিকে সুশোভিত করিবে।১৬-২০

তখন সীতাদেবী অনসূয়াকর্তৃক প্রীতিপূর্বক প্রদত্ত উত্তম বস্ত্র, অঙ্গরাগ, অলঙ্কার ও মাল্যসমূহ গ্রহণ করিলেন। যশস্বিনী সীতা প্রীতিপূর্বক প্রদত্ত বস্তুসকল গ্রহণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শান্তভাবে তপস্বিনী অনসূয়ার প্রীতিবিধানে প্রবৃত্তা হইলেন। তখন দৃঢ়নিয়মবতী অনসূয়া প্রীতিবিধানপ্রবৃত্তা সীতাকে কোন একটি প্রিয় কথা শুনিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—সীতে! এইরূপ কথা আমার শ্রবণপথে আসিয়াছে যে—যশস্বী রাম তোমাকে স্বয়ংবরে লাভ করিয়াছেন। মৈথিলি! আমি সেই কথা বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সকল কথাই তুমি আমার নিকট বল। ২১-২৫

ধর্মচারিণী তপস্বিনী অনসূয়া এইরূপ বলিলে পর সীতাদেবী তাঁহাকে বলিলেন—"শ্রবণ করুন"। এইরূপ বলিয়া স্বয়ংবরবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন—ধর্মবিৎ বীর মিথিলাপতি জনক ক্ষত্রিয়ধর্মে অনুরাগী হইয়া নীতিশাস্ত্রানুসারে পৃথিবী শাসন করিতেছেন। তিনি লাঙ্গলহস্তে যজ্ঞের জন্য ভূমি কর্ষণ করিতে থাকিলে আমি ভূমিভেদ করিয়া তাঁহার কন্যারূপে উত্থিতা হইলাম। ক্ষেত্রকর্ষণান্তে বীজ নিক্ষেপরত (কিংবা নিম্ন ও উন্নত ভূমি সমান করিবার জন্য মৃত্তিকামুষ্টিনিক্ষেপরত) নরপতি জনক ধূলিধূসরিতাঙ্গী আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি সন্তানহীন বলিয়া স্নেহবশতঃ আমাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন, এই কন্যা আমার কন্যা এইরূপে গ্রহণ করিয়া আমাতে কন্যাস্নেহ সমর্পণ করিলেন। ২৬-৩০

সেই সময় আকাশে মনুষ্যবাক্যসদৃশী দৈববাণী হইল যে—মহারাজ! এই কন্যা তোমার ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব এই কন্যা ধর্মতঃ তোমারই কন্যা হইল। তখন আমার পিতা ধার্মিক মিথিলাপতি মহারাজ আনন্দিত হইলেন এবং আমাকে প্রাপ্ত হইয়া অতুল ঐশর্য্য লাভ করিলেন। তিনি অভীষ্টদ্রব্যের মত আমাকে পুণ্যশীলা জেষ্ঠামহিষীর নিকট প্রদান করিলেন। স্নিগ্ধহৃদয়া জ্যেষ্ঠা মহিষী মাতৃস্নেহে আমাকে পালন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে

দত্তা চাস্মীষ্টবদ্দেব্যৈ জ্যেষ্ঠায়ৈ পুণ্যকর্মণে।
তয়া সম্ভাবিতা চাস্মি স্নিগ্ধয়া মাতৃসৌহৃদাৎ ॥৩৩
পরিসংযোগসুলভং বয়ো দৃষ্ট্বা তু মে পিতা।
চিন্তামভ্যগমদ্ দীনো বিত্তনাশাদিবাধনঃ ॥৩৪
সদৃশাচ্চাপকৃষ্টাচ্চ লোকে কন্যাপিতা জনাৎ।
প্রধর্ষণমবাপ্নোতি শক্রেণাপি সমো ভুবি ॥৩৫
তাং ধর্ষণামদূরস্থাং সংদৃশ্যাত্মনি পার্থিবঃ।
চিন্তার্ণবগতঃ পারং নাসসাদাপ্লবো যথা ॥৩৬
অযোনিজাং হি মাং জ্ঞাত্বা নাধ্যগচ্ছৎ স চিন্তয়ন্।
সদৃশং চাভিরূপঞ্চ মহীপালঃ পতিং মম ॥৩৭
তস্য বুদ্ধিরিয়ং জাতা চিন্তয়ানস্য সন্ততম্।
স্বয়ংবরং তনূজায়াঃ করিষ্যামীতি ধর্মতঃ ॥৩৮
মহাযজ্ঞে তদা তস্য বরুণেন মহাত্মনা।
দত্তং ধনুর্বরং প্রীত্যা তূণী চাক্ষয্যসায়কৌ ॥৩৯

অসঞ্চাল্যং মনুষ্যৈশ্চ যত্নেনাপি চ গৌরবাৎ।
তন্ন শক্তা নময়িতুং স্বপ্নেষ্বপি নরাধিপাঃ ॥৪০
তদ্ধনুঃ প্রাপ্য মে পিত্রা ব্যাহৃতং সত্যবাদিনা।
সমবায়ে নরেন্দ্রাণাং পূর্বমামন্ত্র্য পার্থিবান্ ॥৪১
ইদঞ্চ ধনুরুদ্যম্য সজ্যং য কুরুতে নরঃ।
তস্য মে দুহিতা ভার্য্যা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৪২
তচ্চ দৃষ্ট্বা ধনুঃ শ্রেষ্ঠং গৌরবাদ্ গিরিসন্নিভম্।
অভিবাদ্য নৃপা জগ্মুরশক্তাস্তস্য তোলনে ॥৪৩
সুদীর্ঘস্য তু কালস্য রাঘবোঽয়ং মহাদ্যুতিঃ
বিশ্বামিত্রেণ সহিতো যজ্ঞং দ্রষ্টুং সমাগতঃ ॥৪৪
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
বিশ্বামিত্রস্তু ধর্মাত্মা মম পিত্রা সুপূজিতঃ ॥৪৫
প্রোবাচ পিতরং তত্র রাঘবৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
সুতৌ দশরথস্যেমৌ ধনুর্দর্শনকাঙ্ক্ষিণৌ।
ধনুর্দর্শয় রামায় রাজপুত্রায় দৈবিকম্ ॥৪৬

আমার পতিমিলনযোগ্য (বিবাহোপযোগী) বয়স উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া দরিদ্রের ধনহানি হইলে যে চিন্তা উপস্থিত হয়, দীনভাবাম্বিত পিতার অতিশয় চিন্তা উপস্থিত হইল। তাহার কারণ এই যে—এই সংসারে কন্যার পিতা ইন্দ্রতুল্য হইলেও স্বতুল্য বা অপকৃষ্ট লোকের নিকট হইতে অসম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঐরূপ অসম্মান অদূরবর্ত্তী চিন্তা করিয়া মহারাজ জনক চিন্তাসাগরে মগ্ন হইলেন। পোতহীন বণিকের ন্যায় পারে যাইতে পারিলেন না। আমি অযোনিসম্ভবা—ইহা জানিয়া চিন্তাকরত আমার স্বভাব সৌন্দর্য্য প্রভৃতির অনুরূপ পাত্র প্রাপ্ত হইলেন না। সর্বদা চিন্তা করিতে থাকায় তাঁহার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হইল যে—ধর্মানুসারে আমার কন্যার জন্য স্বয়ংবর সভা করিব। ইতিপূর্বে মহাত্মা বরুণ জনকের পূর্ববর্ত্তী দেবরাতকে যজ্ঞস্থানে আসিয়া প্রীতিপূর্বক যে মহৎ ধনু ও অক্ষয়বাণ-পূর্ণ তূণদ্বয় দান করিয়াছিলেন, অত্যন্ত ভারবশতঃ যে ধনুকে বহুলোক সযত্নেও সঞ্চালিত করেন নাই, নৃপতি-শ্রেষ্ঠগণ স্বপ্নেও ঐ ধনুকে নত করিতে পারিতেন না। ৩১-৪০

সত্যবাদী পিতৃদেব সেই ধনু প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে রাজন্যবর্গকে আমন্ত্রণ করিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগকে বলিলেন—যে ব্যক্তি এই ধনু উত্তোলন করিয়া ইহাতে জ্যারোপণ (গুণযোজন) করিবেন, আমার কন্যা তাহারই ভার্য্যা হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু নরপতিগণ পর্বততুল্য ভারবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট ধনু দেখিয়া উত্তোলন করিতে অসমর্থ হইলেন এবং অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন। দীর্ঘকালপরে মহাদ্যুতি রাম বিশ্বামিত্রের সহিত যজ্ঞ দেখিবার জন্য মিথিলায় আগমন করিলেন। সত্যপরাক্রম রাম লক্ষ্মণের সহিত আমার পিতৃদেব-কর্তৃক পূজিত হইলেন, ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্রও পূজিত হইলেন। পূজিত হইয়া তিনি বলিলেন যে, দশরথের পুত্রদ্বয় রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ আপনার ধনু দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। (তুমি রাজপুত্র রামকে সেই দৈবধনু দর্শন করাও।) বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে পর সেই ধনু আনীত হইল। পিতৃদেব তখন রাজপুত্র রামকে সেই ধনু দেখাইলেন। বীর্য্যবান্ মহাবলবান্ রাম নিমেষমাত্রে সেই ধনু আনত করিয়া অবিলম্বে গুণ যোজনপূর্বক আকর্ষণ করিলেন। অতিবেগে আকর্ষণ

ইত্যুক্তস্তেন বিপ্রেণ তদ্ধনুঃ সমুপানয়ৎ ।
তদ্ধনুর্দর্শয়ামাস রাজপুত্রায় দৈবিকম্ ॥৪৭

নিমেষান্তরমাত্রেণ তদানম্য মহাবলঃ ।
জ্যাং সমারোপ্য ঝটিতি পূরয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥৪৮

তেনাপূরয়তা বেগান্মধ্যে ভগ্নং দ্বিধা ধনুঃ ।
তস্য শব্দোঽভবদ্ ভীমঃ পতিতস্যাশনের্যথা ॥৪৯

ততোঽহং তত্র রামায় পিত্রা সত্যাভিসন্ধিনা ।
উদ্যতা দাতুমুদ্যম্য জলভাজনমুত্তমম্ ॥৫০

দীয়মানাং ন তু তদা প্রতিজগ্রাহ রাঘবঃ ।
অবিজ্ঞায় পিতুশ্ছন্দমযোধ্যাধিপতেঃ প্রভোঃ ॥৫১

ততঃ শ্বশুরমামন্ত্র্য বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্ ।
মম পিত্রা ত্বহং দত্তা রামায় বিদিতাত্মনে ॥৫২

মম চৈবানুজা সাধ্বী ঊর্মিলা শুভদর্শনা ।
ভার্য্যার্থে লক্ষ্মণস্যাপি দত্তা পিত্রা মম স্বয়ম্ ॥৫৩

এবং দত্তাস্মি রামায় তথা তস্মিন্ স্বয়ংবরে ।
অনুরক্তাস্মি ধর্মেণ পতিং বীর্য্যবতাং বরম্ ॥৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

করায় সেই ধনু দুই খণ্ডে ভগ্ন হইল এবং বজ্রপতনের ন্যায় ধনুর ভঙ্গে ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর সত্য-প্রতিজ্ঞ পিতা উৎকৃষ্ট জলপাত্র গ্রহণপূর্বক আমাকে রামের হস্তে দান করিতে উদ্যত হইলেন। ৪১-৫০

কিন্তু অযোধ্যাপতি শক্তিমান্ দশরথের অভিপ্রায় না বুঝিয়া আমাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। অনন্তর পিতা আমার শ্বশুর বৃদ্ধ দশরথ মহারাজাকে আমন্ত্রণ করিয়া আত্মজ্ঞ রামের হস্তে আমাকে প্রদান করিলেন। আমার অনুজা সাধ্বী ও সুন্দরী ঊর্মিলাকে লক্ষ্মণের হস্তে ভার্যারূপে দান করিলেন। এইভাবে সেই স্বয়ংবরে আমি রামের হস্তে সমর্পিতা হইয়াছি। সেই সময় হইতেই আমি বীরশ্রেষ্ঠ পতির প্রতি ধর্মানুসারে অনুরাগবতী রহিয়াছি। ৫১-৫৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

ঊনবিংশত্যধিক শততমঃ সর্গঃ

[অনসূয়ানুজ্ঞয়া সীতাদেব্যাস্তৎপ্রদত্ত-বস্ত্র-ভূষণানাং ধারণম্, বিভূষিতায়াস্তস্যা রামসমীপে আগমনম্, আশ্রমে রাত্রিমতিবাহ্য প্রাতরন্যত্র গমনায় শ্রীরামাদীনামামন্ত্রণঞ্চ।]

অনসূয়া তু ধর্মজ্ঞা শ্রুত্বা তাং মহতীং কথাম্।
পর্য্যষ্বজত বাহুভ্যাং শিরস্যাঘ্রায় মৈথিলীম্ ॥১

ব্যক্তাক্ষরপদং চিত্রং ভাষিতং মধুরং ত্বয়া।
যথা স্বয়ংবরং বৃত্তং তৎ সর্বঞ্চ শ্রুতং ময়া ॥২

রমেয়ং কথয়া তে তু দৃঢ়ং মধুরভাষিণি।
রবিরস্তং গতঃ শ্রীমানুপোহ্য রজনীং শুভাম্ ॥৩

দিবসং পরিকীর্ণানামাহারার্থং পতত্রিণাম্।
সন্ধ্যাকালে নিলীনানাং নিদ্রার্থং শ্রূয়তে ধ্বনিঃ ॥৪

এতে চাপ্যভিষেকার্দ্রা মুনয়ঃ কলশোদ্যতাঃ।
সহিতা উপবর্তন্তে সলিলাপ্লুতবল্কলাঃ ॥৫

অগ্নিহোত্রে চ ঋষিণা হুতে চ বিধিপূর্বকম্।
কপোতাঙ্গারুণো ধূমো দৃশ্যতে পবনোদ্ধুতঃ ॥৬

অল্পবর্ণা হি তরবো ঘনীভূতাঃ সমন্ততঃ।
বিপ্রকৃষ্টেন্দ্রিয়ে দেশে ন প্রকাশন্তি বৈ দিশঃ ॥৭

রজনীচরসত্ত্বানি প্রচরন্তি সমন্ততঃ।
তপোবনমৃগা হ্যেতে বেদিতীর্থেষু শেরতে ॥৮

সম্প্রবৃত্তা নিশা সীতে নক্ষত্রসমলঙ্কৃতা।
জ্যোৎস্নাপ্রাবরণশ্চন্দ্রো দৃশ্যতেঽভ্যুদিতোঽম্বরে ॥৯

গম্যতামনুজানামি রামস্যানুচরী ভব।
কথয়ন্ত্যা হি মধুরং ত্বয়াহমপি তোষিতা ॥১০

ঊনবিংশত্যধিকশততম সর্গ

[অনসূয়ার অনুমতিক্রমে সীতাদেবীর তৎপ্রদত্ত বসন ও ভূষণাদি ধারণ, বিভূষিতা সীতাদেবীর শ্রীরামের নিকটে আগমন এবং আশ্রমে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে অন্যত্র গমনের জন্য শ্রীরামাদির বিদায় সম্ভাষণ।]

ধর্মজ্ঞা অনসূয়া এইরূপ মহতী কথা শ্রবণ করিয়া মস্তক আঘ্রাণপূর্বক বাহুদ্বয়দ্বারা সীতাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন—তুমি স্পষ্টাক্ষরপদযুক্ত বিচিত্র ও মধুর বাক্য বলিয়াছ, স্বয়ংবর যেভাবে হইয়াছিল, সেই সকল বৃত্তান্ত আমি শ্রবণ করিলাম। মধুরভাষিণি! আমি তোমার কথায় অতিশয় আনন্দিত হইলাম। সম্প্রতি রাত্রির আগমনে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিতেছেন। সমস্তদিন আহারের জন্য সর্বত্র বিচরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে নিদ্রার নিমিত্ত পক্ষীরা নিজ নিজ নীড়ে (বাসায়) ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাদের বিচিত্র ধ্বনি শুনা যাইতেছে। এই সকল আর্দ্রবল্কলধারী মুনিগণ অবগাহনপূর্বক সিক্তদেহে জলপূর্ণ কলস লইয়া মিলিতভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।১-৫

ঋষিগণকর্তৃক বিধিমত অগ্নিহোত্র হোম হওয়ায় কপোতকণ্ঠবৎ অব্যক্তরাগ বায়ুচালিত ধূমরাশি দেখা যাইতেছে। অল্পপত্রপল্লববিশিষ্ট বৃক্ষসমূহকে অন্ধকারে ঘনীভূত হইয়া দূরবর্ত্তী দেশে দিক্‌সমূহকে প্রকাশিত করিতেছে না। চতুর্দিকে রাত্রিচর প্রাণিগণ বিচরণ করিতেছে। তপোবনস্থিত মৃগগণ পুণ্যক্ষেত্রতুল্য বেদীর উপর শয়ন করিতেছে। সীতে! নক্ষত্ররাশিভূষিতা রাত্রি উপস্থিত হইতেছে। আকাশে চন্দ্রদেব জ্যোৎস্নাবৃত হইয়া উদিত হইতেছেন—দেখা যাইতেছে। অতএব আমি তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি এক্ষণে রামের নিকট যাইয়া সেবাপরায়ণা হও। তুমি মধুর বাক্য বলিয়া আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ। মৈথিলি! তুমি আমার সাক্ষাতে নিজেকে অলঙ্কৃত কর। বৎসে! দিব্যভূষণে শোভাময়ী হইয়া তুমি আমার প্রীতিবর্ধন কর।

অলঙ্কুরু চ তাবৎ ত্বং প্রত্যক্ষং মম মৈথিলি।
প্রীতিং জনয় মে বৎসে দিব্যালঙ্কারশোভিনী ॥১১
সা তদা সমলঙ্কৃত্য সীতা সুরসুতোপমা।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ রামং ত্বভিমুখী যযৌ ॥১২
তথা তু ভূষিতাং সীতাং দদর্শ বদতাং বরঃ।
রাঘবঃ প্রীতিদানেন তপস্বিন্যা জহর্ষ চ ॥১৩
ন্যবেদয়ৎ ততঃ সর্বং সীতা রামায় মৈথিলী।
প্রীতিদানং তপস্বিন্যা বসনাভরণ-স্রজাম্ ॥১৪
প্রহৃষ্টস্ত্বভবদ্ রামো লক্ষ্মণশ্চ মহারথঃ।
মৈথিল্যাঃ সৎক্রিয়াং দৃষ্ট্বা মানুষেষু সুদুর্লভাম্ ॥১৫
ততঃ স শর্বরীং প্রীতঃ পুণ্যাং শশিনিভাননাম্।
অর্চিতস্তাপসৈঃ সর্বৈরুবাস রঘুনন্দনঃ ॥১৬
তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামভিষিচ্য হুতাগ্নিকান্।
আপৃচ্ছেতাং নরব্যাঘ্রৌ তাপসান্ বনগোচরান্ ॥১৭
তাবূচুস্তে বনচরাস্তাপসা ধর্মচারিণঃ।
বনস্য তস্য সঞ্চারং রাক্ষসৈঃ সমভিপ্লুতম্ ॥১৮
রক্ষাংসি পুরুষাদানি নানারূপাণি রাঘব।
বসন্ত্যস্মিন্ মহারণ্যে ব্যালাশ্চ রুধিরাশনাঃ ॥১৯
উচ্ছিষ্টং বা প্রমত্তং বা তাপসং ব্রহ্মচারিণম্।
অদন্ত্যস্মিন্ মহারণ্যে তান্ নিবারয় রাঘব ॥২০
এষ পন্থা মহর্ষীণাং ফলান্যাহরতাং বনে।
অনেন তু বনং দুর্গং গন্তুং রাঘব তে ক্ষমম্ ॥
ইতীরিতঃ প্রাঞ্জলিভিস্তপস্বিভি-
র্দ্বিজৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নঃ পরন্তপঃ।
বনং সভার্য্যঃ প্রবিবেশ রাঘবঃ
সলক্ষ্মণঃ সূর্য্য ইবাভ্রমণ্ডলম্ ॥২২
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

দেবকন্যাসদৃশী সীতা বিচিত্র বেশভূষাদ্বারা বিভূষিতা হইয়া নিজমস্তকদ্বারা অনুসূয়ার পাদবন্দনপূর্বক রামের নিকটে গমন করিলেন। ৬-১২

বাগ্মী রাম ঐভাবে ভূষিতা সীতাকে দর্শন করিলেন। তপস্বিনী অনসূয়া প্রীতিপূর্বক ঐসকল বসনভূষণ দান করিয়াছেন জানিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তখন মৈথিলী তপস্বিনীপ্রদত্ত বসন ভূষণ প্রভৃতির প্রাপ্তির কথা রামকে নিবেদন করিলেন। সীতার মনুষ্যলোকে দুর্লভ সৎকার দেখিয়া মহারথ রাম ও লক্ষ্মণ অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। ১৩-১৫

অনন্তর ঋষিগণকর্তৃক অর্চিত রাম চন্দ্রমুখী সীতাকে দর্শন করিয়া প্রীত হইলেন এবং সেইস্থানে ঐ রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে পর রাম ও লক্ষ্মণ স্নানাদি সমাপ্ত করিলেন এবং যাঁহারা অগ্নিহোত্রাদি সমাপন করিয়াছেন, সেই সকল বনবাসী তপস্বীদিগের অন্যবনে যাইবার জন্য বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তখন ধর্মাচাররত বনবাসী তাপসগণ তাঁহাদের দুই ভ্রাতাকে বলিলেন—রাক্ষসগণ এই স্থানে আমাদের ফলমূলাদি সংগ্রহ ব্যাপারে অতিশয় উপদ্রব করিতেছে। রাঘব! নরমাংসভক্ষক নানারূপধারী রাক্ষসগণ ও রক্তপানকারী হিংস্র জন্তুসকল এই মহারণ্যে বাস করিয়া থাকে। রঘুনন্দন! এই মহারণ্যে অশুচি বা অসাবধান তপস্বী বা ব্রহ্মচারীকে তাহারা ভক্ষণ করিয়া থাকে, তুমি তাহাদিগকে নিবারণ কর। ১৬-২০

মহর্ষিগণের বনমধ্যে ফলাহরণের এই পথ দেখা যাইতেছে। তুমি এই পথে দুর্গম বনে গমন করিতে পারিবে। শত্রুদমনকারী রঘুনন্দন রাম তপস্বীসকলের দ্বারা কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ কথিত হইলেন। এইরূপে তপস্বিগণ পথের নির্দেশ দান করিয়া তাঁহার স্বস্ত্যয়ন অর্থাৎ মঙ্গলাশীর্বাদ করিলেন। সূর্য্যের মেঘমণ্ডলে প্রবেশের ন্যায় সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তিনি বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।২১-২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ গোস্বামি-ন্যায়াচার্য্যকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিত বাল্মীকি-রামায়ণের
অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত

অরণ্য-কাণ্ডম্

ওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীগোপালকৃষ্ণভট্টাচার্য্যকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

অরণ্য-কাণ্ডম্

[ওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীগোপালকৃষ্ণভট্টাচার্য্যকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্]

প্রথমঃ সর্গঃ

[তপস্বিনামাশ্রমে রামস্য লক্ষ্মণস্য সীতাদেব্যাশ্চ সৎকৃতিলাভঃ।]

প্রবিশ্য তু মহারণ্যং দণ্ডকারণ্যমাত্মবান্।
রামো দদর্শ দুর্ধর্ষস্তাপসাশ্রমমণ্ডলম্ ॥১
কুশ-চীরপরিক্ষিপ্তং ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা সমাবৃতম্।
যথা প্রদীপ্তং দুর্দর্শং গগনে সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥২
শরণ্যঃ সর্বভূতানাং সুসংমৃষ্টাজিরং সদা।
মৃগৈর্বহুভিরাকীর্ণং পক্ষিসঙ্ঘৈঃ সমাবৃতম্ ॥৩
পূজিতং চোপনৃত্তঞ্চ নিত্যমপ্সরসাং গণৈঃ।
বিশালৈরগ্নিশরণৈঃ স্রুগ্ভরাণ্ডৈবজিনৈঃ কুশৈঃ ॥৪
সমিদ্ভিস্তোয়কলশৈঃ ফলমূলৈশ্চ শোভিতম্।
আরণ্যৈশ্চ মহাবৃক্ষৈঃ পুণ্যৈঃ স্বাদুফলৈর্বৃতম্ ॥৫
বলিহোমার্চিতং পুণ্যং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতম্।
পুষ্পৈশ্চান্যৈঃ পরিক্ষিপ্তং পদ্মিন্যা চ সপদ্ময়া ॥৬
ফল-মূলাশনৈর্দান্তৈশ্চীর-কৃষ্ণাজিনাম্বরৈঃ।
সূর্য্যবৈশ্বানরাভৈশ্চ পুরাণৈর্মুনিভির্যুতম্ ॥৭
পুণ্যৈশ্চ নিয়তাহারৈঃ শোভিতং পরমর্ষিভিঃ।
তদ্‌ব্রহ্মভবনপ্রখ্যং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতম্ ॥৮
ব্রহ্মবিদ্ভির্মহাভাগৈর্ব্রাহ্মণৈরুপশোভিতম্।
তদ্দৃষ্ট্বা রাঘবঃ শ্রীমাংস্তাপসাশ্রমমণ্ডলম্ ॥৯
অভ্যগচ্ছন্মহাতেজা বিজ্যং কৃত্বা মহদ্ধনুঃ।
দিব্যজ্ঞানোপপন্নাস্তে রামং দৃষ্ট্বা মহর্ষয়ঃ ॥১০

প্রথম সর্গ

[তপস্বিগণের আশ্রমে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সৎকার লাভ।]

পরমপবিত্রাত্মা ও শত্রুগণের অজেয় রাম দণ্ডকনামক ভয়ঙ্কর অরণ্যে প্রবেশপূর্বক তপস্বিগণের বহুতর আশ্রম দর্শন করিলেন।১

কুশ, চীর ও বল্কলপরিব্যাপ্ত সেই সকল আশ্রম ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাসজনিত ব্রাহ্মী শোভামণ্ডিত হইয়া গগনস্থিত দুর্নিরীক্ষ্য সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় প্রদীপ্ত ছিল।২

সেই আশ্রম সমস্ত প্রাণীরই আশ্রয় ছিল এবং তাহা নিয়মিত পরিষ্কৃতপ্রাঙ্গণে শোভিত ও নানাবিধ পশুপক্ষিগণের দ্বারা সমাবৃত ছিল। স্বর্গ-বিহারিণী অপ্সরাগণ আসিয়া নৃত্য করত নিয়ত সেই আশ্রমের গৌরববর্দ্ধন করিত। সেই পবিত্র আশ্রমসমুদয় অরণ্যজাত, সুস্বাদুফলজনক, পবিত্র ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসমূহে সমাবৃত, বেদাধ্যয়নশব্দের দ্বারা মুখরিত, স্থানে স্থানে বিচিত্র পদ্মসরোবরের দ্বারা সুশোভিত, মল্লিকা-মালতীপুষ্পসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং বিশাল অগ্নিগৃহে স্রুক্-স্রুবাদি যজ্ঞীয় উপকরণ, অজিন, কুশ, সমিধ্‌সকল, জলপূর্ণ কলস ও বিবিধ ফলসমূহে পরিশোভিত ছিল এবং সেই সকল আশ্রমে সর্ব্বদা বৈশ্বদেববলি ও বিবিধ হোম কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। সেই সকল আশ্রমে চীর (সন্ন্যাসীর পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড) ও কৃষ্ণাজিন-পরিধানকারী ফলমূলভোজী এবং সূর্য্য ও অগ্নিসদৃশ-দ্যুতিশালী বৃদ্ধ মুনিগণ বাস করিতেন।৩-৭

সেই আশ্রমসকল নিয়তাহারী পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ ঋষিসমূহে শোভিত এবং বেদাধ্যয়ন-শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া ব্রহ্মলোকের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। মহাভাগ ও ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সুশোভিত সেই তাপসাশ্রমসকল মহাতেজা, সৌন্দর্য্যশালী, রঘুনন্দন রাম দর্শনপূর্ব্বক মহাধনুর জ্যা মোচন করিয়া তদভিমুখে গমন করিলেন। সেই সকল

অভিগম্য তদা প্রীতা বৈদেহীঞ্চ যশস্বিনীম্ ।
তে তু সোমমিবোদ্যন্তং দৃষ্ট্বা বৈ ধর্মচারিণম্ ॥১১
লক্ষ্মণং চৈব দৃষ্ট্বা তু বৈদেহীঞ্চ যশস্বিনীম্ ।
মঙ্গলানি প্রযুঞ্জানাঃ প্রত্যগৃহ্নন্ দৃঢ়ব্রতাঃ ॥১২
রূপসংহননং লক্ষ্মীং সৌকুমার্য্যং সুবেশতাম্ ।
দদৃশুর্বিস্মিতাকারা রামস্য বনবাসিনঃ ॥১৩
বৈদেহীং লক্ষ্মণং রামং নেত্রৈরনিমিষৈরিব ।
আশ্চর্য্যভূতান্ দদৃশুঃ সর্বে তে বনবাসিনঃ ॥১৪
অত্রৈনং হি মহাভাগাঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ।
অতিথিং পর্ণশালায়াং রাঘবং সংন্যবেশয়ন্ ॥১৫
ততো রামস্য সৎকৃত্য বিধিনা পাবকোপমাঃ ।
আজহ্রুস্তে মহাভাগাঃ সলিলং ধর্মচারিণঃ ॥১৬
মঙ্গলানি প্রযুঞ্জানা মুদা পরময়া যুতাঃ ।
মূলং পুষ্পং ফলং সর্বমাশ্রমঞ্চ মহাত্মনঃ ॥১৭
নিবেদয়িত্বা ধর্মজ্ঞাস্তে তু প্রাঞ্জলয়োঽব্রুবন্ ।
ধর্মপালো জনস্যাস্য শরণ্যশ্চ মহাযশাঃ ॥১৮
পূজনীয়শ্চ মান্যশ্চ রাজা দণ্ডধরো গুরুঃ ।
ইন্দ্রস্যৈব চতুর্ভাগঃ প্রজা রক্ষতি রাঘব ॥১৯
রাজা তস্মাদ্ বরান্ ভোগান্ রম্যান্ ভুঙ্‌ক্তে নমস্কৃতঃ
তে বয়ং ভবতা রক্ষ্যা ভবদ্বিষয়বাসিনঃ ॥
নগরস্থো বনস্থো বা ত্বং নো রাজা জনেশ্বরঃ ॥২০
ন্যস্তদণ্ডা বয়ং রাজন্ জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
রক্ষণীয়াস্ত্বয়া শশ্বদ্ গর্ভভূতাস্তপোধনাঃ ॥২১
এবমুক্ত্বা ফলৈর্মূলৈঃ পুষ্পৈরন্যৈশ্চ রাঘবম্ ।
বন্যৈশ্চ বিবিধাহারৈঃ সলক্ষ্মণমপূজয়ন্ ॥২২
তথান্যে তাপসাঃ সিদ্ধা রামং বৈশ্বানরোপমাঃ ।
ন্যায়বৃত্তা যথান্যায়ং তর্পয়ামাসুরীশ্বরম্ ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ ॥১

দৃঢ়ব্রত দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষিগণও জ্ঞানপ্রভাবে রাম ও যশস্বিনী বিদেহরাজ সীতাদেবী আসিতেছেন জানিতে পারিয়া প্রীতিসহকারে তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্‌গমন করিলেন। পরে তাঁহারা উদয়কালীন চন্দ্রসদৃশ প্রিয়দর্শন ধর্ম্মনিরত রাম, লক্ষ্মণ ও যশস্বিনী বিদেহরাজনন্দিনী সীতাদেবীকে দর্শন করিয়া মঙ্গল আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করত তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিলেন। ৮-১২

উক্ত বনবাসসিগণ বিস্মিত হইয়া রামের অঙ্গসৌষ্ঠব, লাবণ্য, কোমলতা ও সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই যেন অনিমেষলোচনে সেই আশ্চর্য্য-রূপসম্পন্ন রাম, লক্ষ্মণ ও বিদেহ-রাজনন্দিনী সীতাদেবীকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।১৩-১৪

তারপর প্রাণিহিতনিরত মহাভাগ, ধার্ম্মিক অগ্নিতুল্যতেজস্বী মহর্ষিগণ অতিথি রঘুনন্দন রামকে পর্ণশালা-মধ্যে নিবেশিত করিয়া সমাদরপূর্ব্বক যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিগণ মঙ্গল আশীর্ব্বাদ প্রয়োগকরত পরম আনন্দের সহিত মহাত্মা রামকে ফল, মূল ও পুষ্প প্রদানপূর্ব্বক "এ সমস্ত আশ্রমই আপনার" এইরূপ বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—যিনি ধর্ম্মরক্ষা করেন এবং ধর্ম্মের জন্য দুষ্টগণের প্রতি দণ্ডবিধান করেন, সেই যশস্বী রাজা সমস্তলোকের গুরু, মান্য ও পূজনীয় এবং তাঁহাকেই সকলে আশ্রয় করিয়া থাকে। হে রঘুনন্দন! ইন্দ্রের চতুর্থ অংশ ইহলোকে রাজা হইয়া প্রজাদিগকে রক্ষা করেন।১৬-১৯

সেইহেতু রাজা সমস্ত প্রাণিকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া রমণীয় শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বস্তুসমূহ ভোগ করেন। নগরেই থাকুন বা বনেই থাকুন, আপনিই আমাদের রাজা এবং আমরা আপনার রাজ্যেই বাস করি, অতএব আমাদিগকে রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য।২০

হে রাজন্! আমাদিগের তপস্যাই ধন এবং আমরা ক্রোধ ও ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়াছি, সেইহেতু আমরা কোন জীবকে দণ্ড দান করিতে পারি না; অতএব আমরা গর্ভস্থ বালকের ন্যায় আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ, এই কারণে আমাদিগকে আপনার অবশ্যই রক্ষা করা কর্ত্তব্য।২১

সেই মহর্ষিগণ ঐরূপ বলিয়া লক্ষ্মণের সহিত রঘুনন্দন রামকে পুষ্প, ফল, মূল ও অন্যান্য বিবিধ বনজাত খাদ্যদ্রব্য-দ্বারা অভ্যর্থনা করিলেন। অগ্নিতুল্য তেজস্বী, ন্যায়চরিত্র ও সিদ্ধ অন্যান্য তপস্বিগণ ভগবান্ রামচন্দ্রের যথাবিধি পূজা করিলেন।২২-২৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে প্রথম সর্গ সমাপ্ত

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

[বনমধ্যে রামস্য, লক্ষ্মণস্য, সীতায়াশ্চোপরি দুর্দর্শবিরাধস্যাক্রমণম্]

কৃতাতিথ্যোঽথ রামস্তু সূর্য্যস্যোদয়নং প্রতি।
আমন্ত্র্য স মুনীন্ সর্বান্ বনমেবান্বগাহত ॥১
নানামৃগগণাকীর্ণমৃক্ষ-শার্দুলসেবিতম্।
ধ্বস্তবৃক্ষ-লতা-গুল্মং দুর্দর্শসলিলাশয়ম্ ॥২
নিষ্কূজমানশকুনি ঝিল্লিকাগণনাদিতম্।
লক্ষ্মণানুচরো রামো বনমধ্যং দদর্শ হ ॥৩
সীতয়া সহ কাকুৎস্থস্তস্মিন্ ঘোরমৃগাযুতে।
দদর্শ গিরিশৃঙ্গাভং পুরুষাদং মহাস্বনম্ ॥৪
গভীরাক্ষং মহাবক্ত্রং বিকটং বিকটোদরম্।
বীভৎসং বিষমং দীর্ঘং বিকৃতং ঘোরদর্শনম্ ॥৫
বসানাং চর্ম বৈয়াঘ্রং বসার্দ্রং রুধিরোক্ষিতম্।
ত্রাসনং সর্বভূতানাং ব্যাদিতাস্যমিবান্তকম্ ॥৬
ত্রীন্ সিংহাংশ্চতুরো ব্যাঘ্রান্ দ্বৌ বৃকৌ পৃষতান্ দশ।
সবিষাণং বসাদিগ্ধং গজস্য চ শিরো মহৎ ॥৭
অবসজ্যায়সে শূলে বিনদন্তং মহাস্বনম্।
স রামং লক্ষ্মণং চৈব সীতাং দৃষ্ট্বা চ মৈথিলীম্ ॥৮
অভ্যধাবৎস্তু সংক্রুদ্ধঃ (ক) প্রজাঃ কাল ইবান্তকঃ।
স কৃত্বা ভৈরবং নাদং চালয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥৯
অঙ্কেনাদায় বৈদেহীমপাক্রম্য তদাব্রবীৎ।
যুবাং জটা-চীরধরৌ সভার্য্যৌ ক্ষীণজীবিতৌ ॥১০

দ্বিতীয় সর্গ

[বনমধ্যে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার উপর ভীষণদর্শন বিরাধের আক্রমণ।]

অনন্তর সূর্য্যের উদয়কালে আতিথ্য-সৎকারে সৎকৃত রাম মুনিগণের নিকট বিদায়সম্ভাষণ গ্রহণপূর্ব্বক নানাবিধ মৃগগণে সমাকীর্ণ এবং ব্যাঘ্র ও ভল্লুকসমূহে পরিব্যাপ্ত বনে প্রবেশ করিলেন। পরে তিনি লক্ষ্মণের সহিত বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সেই স্থান বিধ্বস্ত বৃক্ষ, লতা ও গুল্মসমূহে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; এবং পক্ষিগণও শব্দ করিতেছে না। কেবল ঝিল্লিকসমূহই শব্দ করিতেছে। সেখানের জলাশয়গুলি নিতান্ত অপ্রিয়দর্শন হইয়াছে।১-৩

অনন্তর কাকুৎস্থ রাম সীতার সহিত হিংস্রজন্তুগণে সমাকীর্ণ সেই বনমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে এক বিকটশব্দকারী পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ রাক্ষসকে দর্শন করিলেন। সেই ঘোরদর্শন রাক্ষস দেখিতে বিকটাকার ও তাহার চক্ষু অতি গভীর, বদন অতিবৃহৎ, উদর অতিবিশাল, দেহ সুদীর্ঘ ও বিভৎস এবং অতিবিষম ছিল। সেই সুদীর্ঘাকার রাক্ষস বসার্দ্র ও রুধিরাক্ত ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছিল। যেরূপ মুখব্যাদনকারী যমকে দেখিলে সকলের ভয় হইয়া থাকে, সেইরূপ তাহাকে দেখিলেও সকল প্রাণীর মনে ভীতির সঞ্চার হইত।৪-৬

সেই রাক্ষস তিনটি সিংহ, চারিটি ব্যাঘ্র, দুইটি বৃক, দশটি পৃষতমৃগ এবং দন্তযুক্ত ও বসার্দ্র বৃহৎ-হস্তীমস্তক শূলে আবদ্ধ করিয়া অতীব চীৎকার করিতেছিল। পরে সেই রাক্ষস রাম, লক্ষ্মণ ও মিথিলারাজ-দুহিতা সীতাকে দেখিতে পাইয়া অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া সংহারকালে কৃতান্ত যেমন প্রাণীদিগের প্রতি ধাবিত হন, সেইরূপ তাহাদিগের প্রতি ধাবিত হইল। সে অতি ভয়ানক শব্দদ্বারা পৃথিবী প্রকম্পিত করিয়া বিদেহরাজ দুহিতা সীতাকে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্বক কিয়দ্দূরে যাইয়া বলিলেন —তোরা যখন জটা ও চীর ধারণ করিয়া ভার্য্যার সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিস, আবার হস্তে ধনু, বাণ এবং অসিও ধারণ করিয়াছিস, তখন তোদের আর জীবনের আশা নাই। তাপসদ্বয়ের এক রমণীর

পাঠান্তর:—(ক) অভ্যধাবন্ সুসংক্রুদ্ধঃ—।

প্রবিষ্টৌ দণ্ডকারণ্যং শরচাপাসিপাণিনৌ।
কথং তাপসয়োর্বাঞ্চ বাসঃ প্রমদয়া সহ ॥১১
অধর্ম্মচারিণৌ পাপৌ কৌ যুবাং মুনিদূষকৌ।
অহং বনমিদং দুর্গং বিরাধো নাম রাক্ষসঃ ॥১২
চরামি সায়ুধো নিত্যমৃষিমাংসানি ভক্ষয়ন্।
ইয়ং নারী বরারোহা মম ভার্য্যা ভবিষ্যতি ॥১৩
যুবয়োঃ পাপয়োশ্চাহং পাস্যামি রুধিরং মৃধে।
তস্যৈবং ব্রুবতো দুষ্টং বিরাধস্য দুরাত্মনঃ ॥১৪
শ্রুত্বা সগর্ব্বিতং বাক্যং সম্ভ্রান্তা জনকাত্মজা।
সীতা প্রবেপিতোদ্বেগাৎ প্রবাতে কদলী যথা ॥১৫
তাং দৃষ্ট্বা রাঘবঃ সীতাং বিরাধাঙ্কগতাং শুভাম্।
অব্রবীল্লক্ষ্মণং বাক্যং মুখেন পরিশুষ্যতা ॥১৬

পশ্য সৌম্য নরেন্দ্রস্য জনকস্যাত্মসম্ভবাম্।
মম ভার্য্যাং শুভাচারাং বিরাধাঙ্কে প্রবেশিতাম্ ॥১৭
অত্যন্তসুখসংবৃদ্ধাং রাজপুত্রীং যশস্বিনীম্।
যদভিপ্রেতমস্মাসু প্রিয়ং বরবৃতঞ্চ যৎ ॥১৮
কৈকেয্যাস্তু সুসংবৃত্তং ক্ষিপ্রমদ্যৈব লক্ষ্মণ।
যা ন তুষ্যতি রাজ্যেন পুত্রার্থে দীর্ঘদর্শিনী ॥১৯
যয়াহং সর্বভূতানাং প্রিয়ঃ প্রস্থাপিতো বনম্।
অদ্যেদানীং সকামা সা যা মাতা মধ্যমা মম ॥২০
পরস্পর্শাত্তু বৈদেহ্যা ন দুঃখতরমস্তি মে।
পিতুর্বিনাশাৎ সৌমিত্রে স্বরাজ্যহরণাত্তথা ॥২১
ইতি ব্রুবতি কাকুৎস্থে বাষ্পশোকপরিপ্লুতঃ।
অব্রবীল্লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধো রুদ্ধো নাগ ইব শ্বসন্ ॥২২

সহিত এইরূপে বাস কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে ?৭-১১

তোরা অত্যন্ত পাপী ও অধর্ম্মাচারী, তোদের দ্বারা মুনিচরিত্র দূষিত হইতেছে। তোরা কে ? আমি রাক্ষস, আমার নাম বিরাধ। আমি ঋষিদিগের মাংস ভক্ষণ করিয়া শস্ত্রধারণ করত এই দুর্গম বনে বিচরণ করি। এই পরমাসুন্দরী নারী আমার ভার্য্যা হইবে।১২-১৩

তোরা পাপাচারী, আমি যুদ্ধে তোদের রক্ত পান করিব। সেই দুরাত্মা বিরাধের উক্তপ্রকার সগর্ব্ব নিন্দিত বাক্য শ্রবণ করিয়া জনক-দুহিতা সীতাদেবী ভয়ে ব্যাকুলচিত্তা হইলেন এবং যেরূপ প্রবল বায়ুবেগে কদলীবৃক্ষ কাঁপিতে থাকে, সেইরূপ সীতাদেবীও কাঁপিতে লাগিলেন।১৪-১৫

রঘুনন্দন রাম শুভলক্ষণা সেই সীতাদেবীকে বিরাধের ক্রোড়স্থা দেখিয়া শুষ্কবদনে লক্ষ্মণকে বলিলেন, হে শুভদর্শন! যিনি নরেন্দ্র জনকের নন্দিনী, যিনি অতিসুখে বর্দ্ধিতা রহিয়াছেন এবং যিনি আমার ভার্য্যা, দেখ, সেই যশস্বিনী রাজপুত্রী সীতাদেবী বিরাধের ক্রোড়ে অবস্থিতা হইয়াছেন। লক্ষ্মণ! আমাদিগের প্রতি যেরূপ হওয়া কৈকেয়ীর অভিপ্রেত, যাহা তাঁহার প্রিয় ছিল এবং যে উদ্দেশ্যে তিনি বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা অতিশীঘ্র সিদ্ধ হইতে চলিল। যিনি পুত্রের নিমিত্ত রাজ্যলাভ করিয়াও সন্তুষ্ট হন নাই, সমস্ত প্রাণী আমার প্রতি প্রীতি থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাকে বনে নির্বাসিত করিয়াছেন। অধুনা সেই মধ্যমজননী কৈকেয়ীদেবীর মনোরথ সফল হইল। হে সুমিত্রানন্দন! রাজ্যহরণ, পিতৃবিনাশ ও বৈদেহী সীতাদেবীর অঙ্গে পরপুরুষস্পর্শ—ইহা অপেক্ষা আমার সমধিক দুঃখ আর কিছুই নাই। ১৬-২১

কাকুৎস্থ রাম এইরূপ বলিলে, লক্ষ্মণ অতীব শোকাক্রান্ত হইলেন এবং তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। পরে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করত বলিলেন—হে কাকুৎস্থ! আপনি মহেন্দ্রের ন্যায় সমস্ত প্রাণীর নাথ হইয়া বিশেষতঃ আমার ন্যায় ভৃত্য থাকিতে কি নিমিত্ত অনাথের ন্যায় পরিতাপ করিতেছেন ? আমি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ রাক্ষসের প্রতি শরাঘাত করিলে উহার প্রাণ বহির্গত হইবে এবং পৃথিবী তার রক্ত পান করিবে। রাজ্যলোভী ভরতের প্রতি আমার যে ক্রোধ হইয়াছিল, এই বিরাধের প্রতি আমার সেইরূপই ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং মহেন্দ্র যেমন পর্ব্বতে বজ্র

অনাথ ইব ভূতানাং নাথস্তং বাসবোপমঃ।
ময়া প্রেষ্যেণ কাকুৎস্থ কিমর্থং পরিতপ্যসে ॥২৩
শরেণ নিহতাস্যাদ্য ময়া ক্রুদ্ধেন রক্ষসঃ।
বিরাধস্য গতাসোর্হি মহী পাস্যতি শোণিতম্ ॥২৪
রাজ্যকামে মম ক্রোধো ভরতে যো বভূব হ।
তং বিরাধে বিমোক্ষ্যামি বজ্রী বজ্রমিবাচলে ॥২৫
মম ভুজবলবেগবেগিতঃ
পততু শরোঽস্য মহান্মহোরসি।
ব্যপনয়তু তনোশ্চ জীবিতং
পততু ততশ্চ মহীং বিঘূর্ণিতঃ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

ত্যাগ করেন, সেইরূপ আমিও সেই ক্রোধ বিরাধের প্রতি নিক্ষেপ করিব। অমার বাহুবলের বেগে বেগবান্ হইয়া ঐ যে তীক্ষ্ণবাণ ছুটিয়া চলিয়াছে, উহা আজ বিরাধের বিশাল বক্ষঃস্থলে গিয়া পড়িবে। শরীর হইতে উহার প্রাণকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। তারপর ঐ বিরাধ ঘূর্ণিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইবে। ২২-২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

[রম-বিরাধয়োর্বাক্যবিনিময়ঃ, বিরাধোপরি রাম-লক্ষ্মণয়োঃ শস্ত্রাঘাতঃ, ভ্রাতরৌ স্কন্ধেন সংবাহ্য বিরাধস্য ঘোরকান্তারপ্রবেশশ্চ।]

অথোবাচ পুনর্বাক্যং বিরাধঃ পূরয়ন্ বনম্।
পৃচ্ছতো মম হি ব্রূতং কৌ যুবাং ক্ব গমিষ্যথঃ ॥ ১
তমুবাচ ততো রামো রাক্ষসং জ্বলিতাননম্।
পৃচ্ছন্তং সুমহাতেজা ইক্ষ্বাকুকুলমাত্মনঃ ॥২
ক্ষত্রিয়ৌ বৃত্তসম্পন্নৌ বিদ্ধি নৌ বনগোচরৌ।
ত্বাং তু বেদিতুমিচ্ছাবঃ কস্ত্বং চরসি দণ্ডকান্ ॥৩
তমুবাচ বিরাধস্তু রামং সত্যপরাক্রমম্।
হন্ত বক্ষ্যামি তে রাজন্ নিবোধ মম রাঘব ॥৪
পুত্রঃ কিল জবস্যাহং মাতা মম শতহ্রদা।
বিরাধ ইতি মামাহুঃ পৃথিব্যাং সর্বরাক্ষসাঃ ॥৫
তপসা চাভিসম্প্রাপ্তা ব্রহ্মণো হি প্রসাদজা।
শস্ত্রেণাবধ্যতা লোকেঽচ্ছেদ্যাভেদ্যত্বমেব চ ॥৬

তৃতীয় সর্গ

[বিরাধ-রাক্ষস ও রামের মধ্যে বাক্য বিনিময়, বিরাধের উপর রাম ও লক্ষ্মণের শস্ত্রাঘাত এবং দুইভাইকে স্কন্ধে লইয়া বিরাধের গভীর অরণ্যে প্রবেশ।]

অতঃপর সেই বিরাধ রাক্ষস উচ্চৈঃস্বরে চীৎকারের দ্বারা সমস্ত কানন প্রতিধ্বনিকরত পুনর্বার বলিল—আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—বল, তোরা দুইজন কে ও কোথায় যাইবি? ১

ক্রোধে জ্বলিতবদন সেই বিরাধরাক্ষস এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মহাতেজস্বী রাম বলিলেন,—ইক্ষ্বাকুবংশে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমরা ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়কর্ত্তব্য কার্য্য-সকল অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। সম্প্রতি বনে বাস করিতেছি, ইহা তুই অবগত হ। আমরাও তোকে জানিতে ইচ্ছা করি, বল্—তুই কে? কেন এই দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছিস?২-৩

অনন্তর বিরাধরাক্ষস সেই সত্যপরাক্রমশালী

উৎসৃজ্য প্রমদামেনামনপেক্ষৌ যথাগতম্ ।
ত্বরমাণৌ পলায়েথাং ন বাং জীবিতমাদদে ॥৭
তং রামঃ প্রত্যুবাচেদং কোপসংরক্তলোচনঃ ।
রাক্ষসং বিকৃতাকারং বিরাধং পাপচেতসম্ ॥৮
ক্ষুদ্র ধিক্ ত্বাং তু হীনার্থং মৃত্যুমন্বেষসে ধ্রুবম্ ।
রণে প্রাপ্স্যসি সংতিষ্ঠ ন মে জীবন্ বিমোক্ষসে ॥৯
ততঃ সজ্জং ধনুঃ কৃত্বা রামঃ সুনিশিতান্ শরান্ ।
সুশীঘ্রমভিসন্ধায় রাক্ষসং নিজঘান হ ॥১০
ধনুষা জ্যাগুণবতা সপ্ত বাণান্ মুমোচ হ ।
রুক্মপুঙ্খান্মহাবেগান্ সুপর্ণানিলতুল্যগান্ ॥১১

তে শরীরং বিরাধস্য ভিত্ত্বা বর্হিণবাসসঃ ।
নিপেতুঃ শোণিতাদিগ্ধা ধরণ্যাং পাবকোপমাঃ ॥১২
স বিদ্ধো ন্যস্য বৈদেহীং শূলমুদ্যম্য রাক্ষসঃ ।
অভ্যদ্রবৎ সুসংক্রুদ্ধস্তদা রামং সলক্ষ্মণম্ ॥১৩
স বিনদ্য মহানাদং শূলং শক্রধ্বজোপমম্ ।
প্রগৃহ্যাশোভত তদা ব্যাত্তানন ইবান্তকঃ ॥১৪
অথ তৌ ভ্রাতরৌ দীপ্তং শরবর্ষং ববর্ষতুঃ ।
বিরাধে রাক্ষসে তস্মিন্ কালান্তকযমোপমে ॥১৫
স প্রহস্য মহারৌদ্রঃ স্থিত্বাজৃম্ভত রাক্ষসঃ ।
জৃম্ভমাণস্য তে বাণাঃ কায়ান্নিষ্পেতুরাশুগাঃ ॥১৬

রামকে বলিল,—ওরে রঘুকুলজাত রাজন্ ! আমি তোর নিকটে আত্মবৃত্তান্ত বলিতেছি—তুই শোন্ ।৪

আমি জবনামক রাক্ষসের পুত্র। আমার মাতার নাম শতহ্রদা। এই পৃথিবীতে সমস্ত রাক্ষস আমাকে 'বিরাধ' বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। আমি তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার প্রসাদে "শস্ত্র দ্বারা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য ও অব্যয় হইব" এইপ্রকার বর লাভ করিয়াছি, অতএব তোরা যুদ্ধের অপেক্ষা না করিয়া সত্বর এই রমণীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যে স্থান হইতে আসিয়াছিস, সেই স্থানেই পলায়ন কর্ ; তাহা না হইলে তোদের জীবন পর্য্যন্ত থাকিবে না ।৫-৭

রাম ক্রোধে আরক্তচক্ষু হইয়া সেই পাপিষ্ঠ বিকৃতাকার বিরাধকে এইরূপ প্রত্যুত্তর দিলেন,—রে ক্ষুদ্র ! তোকে ধিক্ ! তোর অভিপ্রায় অতি মন্দ, তুই নিশ্চয়ই মৃত্যুর অন্বেষণ করিতেছিস্ ; এইক্ষণেই তাহা লাভ করিবি। দাঁড়া, আমার হাতে জীবিত অবস্থায় তোর পরিত্রাণ নাই। অনন্তর সেই রাম অতিশীঘ্র ধনুতে জ্যা আরোপণপূর্ব্বক বহুতর তীক্ষ্ণ শর সন্ধান করিয়া সেই রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ।৮-১০

তারপর জ্যাযুক্ত ধনু দ্বারা স্বর্ণপুঙ্খ, অতিবেগবান্ এবং গরুড় ও বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী সাতটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই সমস্ত ময়ূরপুচ্ছযুক্ত ও অগ্নিতুল্য দীপ্তিশালী বাণ বিরাধের দেহ ভেদ করত রক্তলিপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন বাণবিদ্ধ সেই রাক্ষস বিদেহরাজ-দুহিতা সীতাকে ভূতলে রাখিয়া শূল উদ্যত করত সক্রোধে রাম ও লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হইল ।১১-১৩

সে অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ইন্দ্রধ্বজতুল্য সেই শূল ধারণ করত মুখব্যাদনকারী যমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ।১৪

অনন্তর সেই দুই ভ্রাতা কালান্তক যমসদৃশ বিরাধের গাত্রে তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন অতি-ভয়ানক সেই রাক্ষস দণ্ডায়মান হইয়া হাস্য করত জৃম্ভণ করিল। জৃম্ভণ করিবার কালে তাহার শরীর হইতে সেই সমস্ত দ্রুতগামী বাণ বহির্গত হইয়া পতিত হইল। অনন্তর সেই বিরাধ অপরিসীম দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াও বরপ্রভাবে জীবিত থাকিয়া শূল উদ্যত করত রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হইল। তখন সেই বজ্রসদৃশ শূলের অগ্রভাগ আকাশ স্পর্শ করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিসম পরিদৃশ্যমান হইল। শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ রাম দুইটি বাণদ্বারাই সেই শূল ছেদন করিলেন ।১৫-১৮

যেরূপ বজ্রদ্বারা ভিন্ন হইয়া মেরুপর্ব্বতের বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ রামের বাণে ছিন্ন হইয়া বিরাধের শূল ভূতলে পতিত হইল। তখন রাম ও লক্ষ্মণ অতিশীঘ্র দংশনোদ্যত কৃষ্ণসর্পের ন্যায় দুইটি

স্পর্শাত্তু বরদানেন প্রাণান্ সংরোধ্য রাক্ষসঃ।
বিরাধঃ শূলমুদ্যম্য রাঘবাবভ্যধাবত ॥১৭
তচ্ছূলং বজ্রসঙ্কাশং গগনে জ্বলনোপমম্।
দ্বাভ্যাং শরাভ্যাং চিচ্ছেদ রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥১৮
তদ্রামবিশিখৈশ্ছিন্নং শূলং তস্যাপতদ্ ভুবি।
পপাতাশনিনাচ্ছিন্নং মেরোরিব শিলাতলম্ ॥১৯
তৌ খড়্গৌ ক্ষিপ্রমুদ্যম্য কৃষ্ণসর্পাবিবোদ্যতৌ।
তূর্ণমাপেততুস্তস্য তদা প্রহরতাং বলাৎ ॥২০
স বধ্যমানঃ সুভৃশং ভুজাভ্যাং পরিগৃহ্য তৌ।
অপ্রকম্প্যৌ নরব্যাঘ্রৌ রৌদ্রঃ প্রস্থাতুমৈচ্ছত ॥২১
তস্যাভিপ্রায়মাজ্ঞায় রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
বহত্বয়মলং তাবৎ পথানেন তু রাক্ষসঃ ॥২২
যথা চেচ্ছতি সৌমিত্রে তথা বহতু রাক্ষসঃ।
অয়মেব হি নঃ পন্থা যেন যাতি নিশাচরঃ ॥২৩
স তু স্ববলবীর্য্যেণ সমুৎক্ষিপ্য নিশাচরঃ।
বালাবিব স্কন্ধগতৌ চকারাতিবলোদ্ধতঃ ॥২৪
তাবারোপ্য ততঃ স্কন্ধং রাঘবৌ রজনীচরঃ।
বিরাধো বিনদন্ ঘোরং জগামাভিমুখো বনম্ ॥২৫
বনং মহামেঘনিভং প্রবিষ্টো
দ্রুমৈর্মহদ্ভির্বিবিধৈরুপেতম্।
নানাবিধৈঃ পক্ষিকুলৈর্বিচিত্রং
শিবাযুতং ব্যালমৃগৈর্বিকীর্ণম্ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ

খড়্গ উদ্যত করিয়া রাক্ষসের দিকে ধাবিত হইলেন এবং তাহার নিকটে যাইয়া বলপূর্ব্বক খড়্গ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন।১৯-২০

রাম-লক্ষ্মণকর্ত্তৃক অতীব পীড্যমান হইয়া সেই ভয়ানক রাক্ষস উভয়হস্ত দ্বারা তাঁহাদিগের দুইজনকে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু ইহার দ্বারা তাঁহাদিগের শরীর ভয়ে কম্পিত হইল না। তারপর রাম সেই রাক্ষসের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—এই রাক্ষস আমাদিগকে লইয়া এই পথ দিয়া গমন করুক। হে সুমিত্রানন্দন! এই রাক্ষস যেস্থানে আমাদিগকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে, সেইস্থানে লইয়া যাউক; কেননা, এ যে পথ দিয়া যাইতেছে, তাহা আমাদেরও গন্তব্য পথ।২১-২৩

সেই অতিবলবান্ বিরাধরাক্ষস স্বীয় বলদ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে বালকদ্বয়ের ন্যায় উত্তোলনপূর্ব্বক স্কন্ধদেশে আরোপণ করত ভয়ানক বনের অভিমুখে চীৎকার করিতে করিতে যাইতে লাগিল।২৪-২৫

অনন্তর সেই রাক্ষস নানাবিধ বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষযুক্ত, বিবিধ পক্ষীসমূহে মনোহর, শৃগাল সমন্বিত, হিংস্রজন্তু-সমূহে সমাকীর্ণ ও মহামেঘ-সদৃশ নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইল।২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত

চতুর্থঃ সর্গঃ

[শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োর্বিরাধবধঃ ।]

হ্রিয়মাণৌ তু কাকুৎস্থৌ দৃষ্ট্বা সীতা রঘূত্তমৌ ।
উচ্চৈঃস্বরেণ চুক্রোশ প্রগৃহ্য সুমহাভুজৌ ॥১
এষ দাশরথী রামঃ সত্যবান্ শীলবান্ শুচিঃ ।
রক্ষসা রৌদ্ররূপেণ হ্রিয়তে সহলক্ষ্মণঃ ॥২
মামৃক্ষা ভক্ষয়িষ্যন্তি শার্দূলদ্বিপিনস্তথা ।
মাং হরোৎসৃজ কাকুৎস্থৌ নমস্তে রাক্ষসোত্তম ॥৩
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বৈদেহ্যা রাম-লক্ষ্মণৌ ।
বেগং প্রচক্রতুর্বীরৌ বধে তস্য দুরাত্মনঃ ॥৪
তস্য রৌদ্রস্য সৌমিত্রিঃ সব্যং বাহুং বভঞ্জ হ ।
রামস্তু দক্ষিণং বাহুং তরসা তস্য রক্ষসঃ ॥৫
স ভগ্নবাহুঃ সংবিগ্নঃ পপাতাশু বিমূর্চ্ছিতঃ ।
ধরণ্যাং মেঘসঙ্কাশো বজ্রভিন্ন ইবাচলঃ ॥৬
মুষ্টিভির্বাহুভিঃ পদ্ভিঃ সূদয়ন্তৌ তু রাক্ষসম্ ।
উদ্যম্যোদ্যম্য চাপ্যেতং স্থণ্ডিলে নিষ্পিপেষতুঃ ॥৭
স বিদ্ধো বহুভির্বাণৈঃ খড়্গাভ্যাঞ্চ পরিক্ষতঃ ।
নিষ্পিষ্টো বহুধা ভূমৌ ন মমার স রাক্ষসঃ ॥৮

চতুর্থ সর্গ

[শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক বিরাধ বধ ।]

রাক্ষস রঘুকুলশ্রেষ্ঠ কাকুস্থ রাম ও লক্ষ্মণকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া সীতাদেবী স্বীয় উত্তম বাহুদ্বয় উত্তোলন করত উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন,—ঐ ভয়ঙ্কর রূপধারী রাক্ষস সাধুস্বভাব, সত্যনিরত ও সুপবিত্র দশরথতনয় রামকে লক্ষ্মণের সহিত হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে ।১-২

অহো ! বৃক, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুগণ আমাকে ভক্ষণ করিবে। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। তুমি ঐ দুই কাকুৎস্থকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে হরণ কর ।৩

বিদেহ-রাজদুহিতা সীতার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বীর রাম ও লক্ষ্মণ সেই দুরাত্মা রাক্ষসের বধবিষয়ে সত্বর হইলেন। তখন রাম বলপূর্বক সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের দক্ষিণবাহু এবং সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাহার বামবাহু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ।৪-৫

সেই মেঘসদৃশ রাক্ষস ভগ্নহস্ত হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল এবং শীঘ্র মূর্চ্ছিত হইয়া বজ্রভিন্ন পর্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। পরে তাঁহারা সেই রাক্ষসকে হস্ত, পদ ও মুষ্টি দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন এবং পুনঃপুনঃ উত্তোলনপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন ।৬-৭

কিন্তু সেই রাক্ষস বহুসংখ্যক বাণে বিদ্ধ, খড়্গদ্বারা আহত ও নানাভাবে ভূতলে পিষ্ট হইয়াও মরিল না ।৮

যিনি ভয়ের সময় সকলকেই অভয় দান করেন, সেই শ্রীমান্ রাম পর্ব্বতসদৃশ সেই রাক্ষসকে সর্ব্বতোভাবে অবধ্য দেখিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—হে পুরুষোত্তম ! এই রাক্ষসের এরূপ তপস্যা থাকায় যুদ্ধে শস্ত্র দ্বারা ইহার পরাজয় হইতেছে না। অতএব চল আমরা ইহাকে পুঁতিয়া ফেলি ।৯-১০

লক্ষ্মণ ! যেরূপ ভয়ঙ্কর হস্তীর নিমিত্ত গর্ত খনন করা হয়, সেইরূপ তুমি এই ভয়ঙ্কর তেজস্বী রাক্ষসের নিমিত্ত এই বনমধ্যে এক বৃহৎ গর্ত্ত খনন কর ।১১

বীর্য্যবান্ রাম লক্ষ্মণকে গর্ত্ত খনন করিতে বলিয়া বিরাধকে আক্রমণ করত পাদ দ্বারা তাহার কণ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন ।১২

বিরাধরাক্ষস পুরুষশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সবিনয়ে বলিল,—হে পুরুষপ্রধান !

তং প্রেক্ষ্য রামঃ সুভৃশমবধ্যমচলোপমম্ ।
ভয়েষ্বভয়দঃ শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ ॥৯
তপসা পুরুষব্যাঘ্র রাক্ষসোঽয়ং ন শক্যতে ।
শস্ত্রেণ যুধি নির্জেতুং রাক্ষসং নিখনাবহে ॥১০
কুঞ্জরস্যেব রৌদ্রস্য রাক্ষসস্যাস্য লক্ষ্মণ ।
বনেঽস্মিন্ সুমহচ্ছ্বভ্রং খন্যতাং রৌদ্রবর্চসঃ ॥১১
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং রামঃ প্রদরঃ খন্যতামিতি ।
তস্থৌ বিরাধমাক্রম্য কণ্ঠে পাদেন বীর্য্যবান্ ॥১২
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবেণোক্তং রাক্ষসঃ প্রশ্রিতং বচঃ ।
ইদং প্রোবাচ কাকুৎস্থং বিরাধঃ পুরুষর্ষভম্ ॥১৩
হতোঽহং পুরুষব্যাঘ্র শক্রতুল্যবলেন বৈ ।
ময়া তু পূর্বং ত্বং মোহান্ন জ্ঞাতঃ পুরুষর্ষভ ॥১৪
কৌসল্যা সুপ্রজাস্তাত রামস্ত্বং বিদিতো ময়া ।
বৈদেহী চ মহাভাগা লক্ষ্মণশ্চ মহাযশাঃ ॥১৫
অভিশাপাদহং ঘোরাং প্রবিষ্টো রাক্ষসীং তনুম্ ।
তুম্বুরুর্নাম গন্ধর্বঃ শপ্তো বৈশ্রবণেন হি ॥১৬

প্রসাদ্যমানশ্চ ময়া সোঽব্রবীন্মাং মহাযশাঃ ।
যদা দাশরথী রামস্ত্বাং বধিষ্যতি সংযুগে ॥১৭
তদা প্রকৃতিমাপন্নো ভবান্ স্বর্গং গমিষ্যতি ।
অনুপস্থীয়মানো মাং স ক্রুদ্ধো ব্যাজহার হ ॥১৮
ইতি বৈশ্রবণো রাজা রম্ভাসক্তমুবাচ হ ।
তব প্রসাদান্মুক্তোঽহমভিশাপাৎ সুদারুণাৎ ॥১৯
ভবনং স্বং গমিষ্যামি স্বস্তি বোঽস্তু পরন্তপ ।
ইতো বসতি ধর্মাত্মা শরভঙ্গঃ প্রতাপবান্ ॥২০
অধ্যর্ধযোজনে তাত মহর্ষিঃ সূর্য্যসন্নিভঃ ।
তং ক্ষিপ্রমভিগচ্ছ ত্বং স তে শ্রেয়োঽভিধাস্যতি ॥২১
অবটে চাপি মাং রাম নিক্ষিপ্য কুশলী ব্রজ ।
রক্ষসাং গত সত্ত্বানামেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥২২
অবটে যে নিধীয়ন্তে তেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ ।
এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থং বিরাধঃ শরপীড়িতঃ ॥২৩
বভূব স্বর্গসংপ্রাপ্তো ন্যস্তদেহো মহাবলঃ ।
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবো বাক্যং লক্ষ্মণং ব্যাদিদেশ হ ॥২৪

মহেন্দ্রসদৃশ আপনার শক্তিতে আমি নিহত হইব। হে পুরুষোত্তম! আমি অজ্ঞানবশতঃ পূর্ব্বে আপনাকে জানিতে পারি নাই। কৌসল্যাদেবী আপনার দ্বারাই সৎপুত্রবতী হইয়াছেন। এখন জানিলাম যে, আপনিই রাম। মহাভাগ্যবতী বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা এবং মহাযশা লক্ষ্মণকেও আমি জানিতে পারিয়াছি।১৩-১৫

আমি অভিশাপ দ্বারা এই ভয়ানক রাক্ষসশরীর প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি পূর্বে গন্ধর্ব ছিলাম, আমার নাম তুম্বুরু। আমি কুবেরকর্ত্তৃক এইরূপ অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছি।১৬

অভিশাপকালে আমি সেই মহাযশা কুবেরকে প্রসন্ন করিলে, তিনি আমাকে ইহা বলিয়াছিলেন যে, যখন দশরথতনয় রাম তোমাকে যুদ্ধে বধ করিবেন, তখন তুমি গন্ধর্বদেহ লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করিবে। আমি রম্ভার প্রতি আসক্ত হইয়া যথাসময়ে ধনেশ্বর কুবেরের নিকটে উপস্থিত হই নাই বলিয়া তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐরূপ অভিশাপবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এখন আমি আপনার প্রসাদে সেই নিদারুণ অভিশাপ হইতে মুক্ত হইলাম।১৭-১৯

হে শত্রুতাপন! আমি নিজভবনে গমন করিব। আপনাদিগের মঙ্গল হউক। এস্থান হইতে অর্ধযোজন দূরে প্রতাপশালী এবং সূর্য্যতুল্যতেজস্বী ধর্ম্মাত্মা শরভঙ্গ নামে এক মহর্ষি বাস করেন। আপনি শীঘ্র তাঁহার নিকটে গমন করুন,তিনি আপনার মঙ্গল বিধান করিবেন।২০-২১

হে রাম! এক্ষণে আপনি আমাকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া নির্ভয়চিত্তে তথায় গমন করুন। গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হওয়া মৃত্যুর পর রাক্ষসদিগের সনাতন ধর্ম্ম। মৃত্যুর পর যে রাক্ষসগণ গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহারা সনাতন লোকসকল লাভ করিয়া থাকে। শরপীড়িত মহাবল সেই বিরাধ কাকুৎস্থ রামকে ঐরূপ বলিয়া দেহত্যাগ-পূর্বক স্বর্গে গমন করিল। বিরাধের বাক্য শ্রবণ করিয়া রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন,—লক্ষ্মণ! যেরূপ ভয়ানক হস্তীর জন্য গর্ত খনন করিতে হয়, এই ভীমকর্ম্মা রাক্ষসের জন্যও সেইরূপ বৃহৎ গর্ত

কুঞ্জরস্যেব রৌদ্রস্য রাক্ষসস্যাস্য লক্ষ্মণ।
বনেঽস্মিন্ সুমহান্ শ্বভ্রঃ খন্যতাং রৌদ্রকর্মণঃ ॥২৫
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং রামঃ প্রদরঃ খন্যতামিতি।
তস্থৌ বিরাধমাক্রম্য কণ্ঠে পাদেন বীর্য্যবান্ ॥২৬
ততঃ খনিত্রমাদায় লক্ষ্মণঃ শ্বভ্রমুত্তমম্।
অখনৎ পার্শ্বতস্তস্য বিরাধস্য মহাত্মনঃ ॥২৭
তং মুক্তকণ্ঠমুৎক্ষিপ্য শঙ্কুকর্ণং মহাস্বনম্।
বিরাধং প্রাক্ষিপচ্ছ্বভ্রে নদন্তং ভৈরবস্বনম্ ॥২৮
তমাহবে দারুণমাশুবিক্রমৌ
স্থিরাবুভৌ সংযতি রাম-লক্ষ্মণৌ।
মুদান্বিতৌ চিক্ষিপতুর্ভয়াবহং
নদন্তমুৎক্ষিপ্য বলেন রাক্ষসম্ ॥২৯
অবধ্যতাং প্রেক্ষ্য মহাসুরস্য তৌ
শিতেন শস্ত্রেণ তদা নরর্ষভৌ।
সমর্থ্য চাত্যর্থবিশারদাবুভৌ
বিলে বিরাধস্য বধং প্রচক্রতুঃ ॥৩০

স্বয়ং বিরাধেন হি মৃত্যুমাত্মনঃ
প্রসহ্য রামেণ যথার্থমীপ্সিতঃ।
নিবেদিতঃ কাননচারিণা স্বয়ং
ন মে বধঃ শস্ত্রকৃতো ভবেদিতি ॥৩১
তদেব রামেণ নিশম্য ভাষিতং
কৃতা মতিস্তস্য বিলপ্রবেশনে।
বিলঞ্চ তেনাতিবলেন রক্ষসা
প্রবেশ্যমানেন বনং বিনাদিতম্ ॥৩২
প্রহৃষ্টরূপাবিব রাম-লক্ষ্মণৌ
বিরাধমুর্ব্যাং প্রদরে নিপাত্য তম্।
ননন্দতুর্বীতভয়ৌ মহাবনে
শিলাভিরন্তর্দধতুশ্চ রাক্ষসম্ ॥৩৩
ততস্তু তৌ কাঞ্চনচিত্রকার্মুকৌ
নিহত্য রক্ষঃ পরিগৃহ্য মৈথলীম্।
বিজহ্রতুস্তৌ মুদিতৌ মহাবনে
দিবি স্থিতৌ চন্দ্র-দিবাকরাবিব ॥৩৪

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে শ্রীমদ্‌রামায়ণে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ

খনন কর। লক্ষ্মণকে গর্ত্ত খনন করিতে বলিয়া শক্তিমান্ রাম বিরাধকে আক্রমণ করিয়া পাদ দ্বারা কণ্ঠদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন।২২-২৬

অনন্তর লক্ষ্মণ খনিত্র দ্বারা সেই বৃহৎকায় বিরাধের পার্শ্বদেশে এক বৃহৎ গর্ত্ত খনন করিলেন। পরে রাম শঙ্কু-সদৃশ কঠিনকর্ণসমন্বিত বিরাধের সেই কণ্ঠদেশ পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে উত্তোলনপূর্ব্বক উক্ত গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। তখন সে উচ্চৈঃস্বরে ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিল। যুদ্ধে স্থিরস্বভাব ও বল প্রকাশে ক্ষিপ্রহস্ত রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে আনন্দিত হইয়া বলপূর্ব্বক ক্রূরকর্ম্মকারী ভয়ঙ্কর সেই বিরাধরাক্ষসকে উত্তোলন করিয়া গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। সকলকার্য্যে নিপুণ সেই দুই নরোত্তম মহাসুর বিরাধ শস্ত্রদ্বারা অবধ্য—ইহা নিশ্চয় করিয়া বুদ্ধিপ্রভাবে তাহার মৃত্যুর উপায় নির্ধারণপূর্ব্বক তাহাকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করত বধ করিলেন।২৭-৩০

বনচারী বিরাধ স্বয়ংই রামের নিকট আত্মবিনাশ কামনা করিয়া অর্থাৎ রাম হস্তে মৃত্যু কামনা করিয়া "শস্ত্র দ্বারা আমার বধ হইবে না" ইহা তাঁহার নিকট নিবেদন করিয়াছিল। সেই অতীব বলশালী রাক্ষসের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম তাহাকে গর্ত্তে প্রোথিত করিয়া দিবার যুক্তি করিয়াছিলেন। পরে রামকর্ত্তৃক গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইবার সময় সে ভীষণ চীৎকার করিয়া সমস্ত বন নিনাদিত করিয়া তুলিল। অনন্তর মহারণ্যমধ্যে রাম ও লক্ষ্মণ সেই বিরাধকে গর্ত্তে নিপাতিত করিয়া অত্যন্ত হর্ষলাভ করত আকাশস্থ সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় নির্ভয়ে বিহার করিতে লাগিলেন।

[যেরূপ বিশাল নীল আকাশে সূর্য্য ও চন্দ্র নির্ভয়ে বিহার করেন, সেইরূপ এই বিশাল নীল অরণ্যে সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী এবং চন্দ্রের ন্যায় দ্যুতিমান্ রাম ও লক্ষ্মণ বিরাধের মৃত্যুতে নির্ভয়ে বিহার করিতে লাগিলেন]।৩১-৩৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামাদীনাং মুনি-শরভঙ্গাশ্রমগমনম্, তত্র সদেবগণ-দেবরাজ-মহেন্দ্রস্য দর্শনলাভঃ, শ্রীরামাদীন্ প্রতি মুনেঃ সাদরাভ্যর্থনাসম্পাদনম্, ততো মুনের্ব্রহ্মলোকগমনঞ্চ।]

হত্বা তু তং ভীমবলং বিরাধং রাক্ষসং বনে।
ততঃ সীতাং পরিষ্বজ্য সমাশ্বাস্য চ বীর্য্যবান্ ॥১
অব্রবীদ্ ভ্রাতরং রামো লক্ষ্মণং দীপ্ততেজসম্।
কষ্টং বনমিদং দুর্গং ন চ স্মো বনগোচরাঃ ॥২
অভিগচ্ছামহে শীঘ্রং শরভঙ্গং তপোধনম্।
আশ্রমং শরভঙ্গস্য রাঘবোঽভিজগাম হ ॥৩
তস্য দেবপ্রভাবস্য তপসা ভাবিতাত্মনঃ।
সমীপে শরভঙ্গস্য দদর্শ মহদদ্ভুতম্ ॥৪
বিভ্রাজমানং বপুষা সূর্য্য-বৈশ্বানরপ্রভম্।
রথপ্রবরমারূঢ়মাকাশে বিবুধানুগম্ ॥৫
অসংস্পৃশন্তং বসুধাং দদর্শ বিবুধেশ্বরম্।
সম্প্রভাভরণং দেবং বিরজোঽম্বরধারিণম্ ॥৬
তদ্বিধৈরেব বহুভিঃ পূজ্যমানং মহাত্মভিঃ।
হরিতৈর্বাজিভির্যুক্তমন্তরিক্ষগতং রথম্ ॥৭
দদর্শাদূরতস্তস্য তরুণাদিত্যসন্নিভম্।
পাণ্ডুরাভ্রঘনপ্রখ্যং চন্দ্রমণ্ডলসন্নিভম্ ॥৮
অপশ্যদ্ বিমলং ছত্রং চিত্রমাল্যোপশোভিতম্।
চামরব্যজনে চাগ্র্যে রুক্মদণ্ডে মহাধনে ॥৯
গৃহীতে বরনারীভ্যাং ধূয়মানে চ মূর্ধনি।
গন্ধর্বামরসিদ্ধাশ্চ বহবঃ পরমর্ষয়ঃ ॥১০
অন্তরিক্ষগতং দেবং গীর্ভিরগ্র্যাভিরৈডয়ন্।
সহ সম্ভাষমাণে তু শরভঙ্গেন বাসবে ॥১১

পঞ্চম সর্গ

[শ্রীরাম প্রভৃতির শরভঙ্গমুনির আশ্রমে গমন, তথায় দেবগণসহ দেবরাজ ইন্দ্রের দর্শন লাভ, শ্রীরাম প্রভৃতির প্রতি মুনির সাদর অভ্যর্থনা এবং অতঃপর মুনির ব্রহ্মলোকে গমন।]

তেজস্বী রাম ভীমবল সেই বিরাধরাক্ষসকে বধ করিয়া (বিরাধভয়ে ভীতা) সীতাকে আলিঙ্গনপূর্বক আশ্বাস প্রদান করত দীপ্ততেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলিলেন,—এই বন অতি কষ্টদায়ক ও দুর্গম এবং আমরাও এই বনের কোন বিষয় অবগত নহি; সেইজন্য শীঘ্র তপোধন শরভঙ্গের নিকটে গমন করিব। অনন্তর রঘুনন্দন রাম শরভঙ্গের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।১-৩

পরে তিনি তপস্যাপ্রভাবে বিশুদ্ধচিত্ত ও দেবতুল্য প্রভাবশালী সেই শরভঙ্গ ঋষির আশ্রম সমীপে যাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার দর্শন করিলেন।৪

সূর্য্য ও অগ্নিসম অঙ্গকান্তিতে দেদীপ্যমান দেবরাজ মহেন্দ্র প্রদীপ্ত অলঙ্কারসমূহে ভূষিত এবং নির্মলবস্ত্র পরিধান করত ভূতলস্পর্শ না করিয়া শ্যামবর্ণ অশ্বযুক্ত রথারোহণে আকাশে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে আরও অনেক দেবগণ রহিয়াছেন এবং সেইরূপ আভরণ ভূষিত অনেক মহাত্মা তাঁহার পূজা করিতেছেন। রাম দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, তরুণ সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসমন্বিত ও শ্যামবর্ণ অশ্বগণ যোজিত রথখানি অন্তরীক্ষে রহিয়াছে। তিনি আরও দেখিলেন যে, মহেন্দ্রের মস্তকের উপরে পাণ্ডুরবর্ণ ঘন-মেঘের মত বর্ণবিশিষ্ট ও বিচিত্রমাল্যসুশোভিত চন্দ্রমণ্ডলসদৃশ নির্মল ছত্র বিরাজমান রহিয়াছে। দুই উত্তমা স্ত্রী সুবর্ণনির্মিত দণ্ড-সমন্বিত দুইটি মহামূল্য উৎকৃষ্ট চামর গ্রহণ করিয়া তাঁহার মস্তকে বীজন করিতেছে এবং বহু দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ উত্তম বাক্যসমূহের দ্বারা সেই অন্তরীক্ষস্থিত দেবরাজ মহেন্দ্রকে স্তব করিতেছেন। শতযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী মহেন্দ্র শরভঙ্গমুনির সহিত সম্ভাষণ করিতেছেন। ৫-১১

রাম সেই আশ্রমে ইন্দ্রকে দেখিয়া এবং তাহা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করাইয়া বলিলেন,

দৃষ্ট্বা শতক্রতুং তত্র রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
রামোঽথ রথমুদ্দিশ্য ভ্রাতুর্দর্শয়তাদ্ভুতম্ ॥১২
অর্চিষ্মন্তং শ্রিয়া জুষ্টমদ্ভুতং পশ্য লক্ষ্মণ।
প্রতপন্তমিবাদিত্যমন্তরিক্ষগতং রথম্ ॥১৩
যে হয়াঃ পুরুহূতস্য পুরা শক্রস্য নঃ শ্রুতাঃ।
অন্তরিক্ষগতা দিব্যাস্ত ইমে হরয়ো ধ্রুবম্ ॥১৪
ইমে চ পুরুষব্যাঘ্র যে তিষ্ঠন্ত্যভিতো দিশম্।
শতং শতং কুণ্ডলিনো যুবানঃ খড়্গপাণয়ঃ ॥১৫
বিস্তীর্ণবিপুলোরস্কাঃ পরিঘায়তবাহবঃ।
শোণাংশুবসনাঃ সর্ব্বে ব্যাঘ্রা ইব দুরাসদা ॥১৬
উরোদেশেষু সর্ব্বেষাং হারা জ্বলনসন্নিভাঃ।
রূপং বিভ্রতি সৌমিত্রে পঞ্চবিংশতিবার্ষিকম্ ॥১৭
এতদ্ধি কিল দেবানাং বয়ো ভবতি নিত্যদা।
যথেমে পুরুষব্যাঘ্রা দৃশ্যন্তে প্রিয়দর্শনাঃ ॥১৮
ইহৈব সহ বৈদেহ্যা মুহূর্ত্তং তিষ্ঠ লক্ষ্মণ।
যাবজ্জানাম্যহং ব্যক্তং ক এষ দ্যুতিমান্ রথে ॥১৯
তমেবমুক্ত্বা সৌমিত্রিমিহৈব স্থীয়তামিতি।
অভিচক্রাম কাকুৎস্থঃ শরভঙ্গাশ্রমং প্রতি ॥২০
ততঃ সমভিগচ্ছন্তং প্রেক্ষ্য রামং শচীপতিঃ।
শরভঙ্গমনুজ্ঞাপ্য বিবুধানিদমব্রবীৎ ॥২১
ইহোপয়াত্যসৌ রামো যাবন্মাং নাভিভাষতে।
নিষ্ঠাং নয়ত তাবত্তু ততো মাং দ্রষ্টুমর্হতি ॥২২
জিতবন্তং কৃতার্থং হি তদাহমচিরাদিমম্।
কর্ম হ্যনেন কর্ত্তব্যং মহদন্যৈঃ সুদুষ্করম্ ॥২৩
অথ বজ্রী তমামন্ত্র্য মানয়িত্বা চ তাপসম্।
রথেন হয়যুক্তেন যযৌ দিবমরিন্দমঃ ॥২৪
প্রযাতে তু সহস্রাক্ষে রাঘবঃ সপরিচ্ছদঃ।
অগ্নিহোত্রমুপাসীনং শরভঙ্গমুপাগমৎ ॥২৫

—লক্ষ্মণ সন্তাপদায়ক সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃসম্পন্ন, অন্তরীক্ষস্থ, শোভাযুক্ত অদ্ভুত ঐ রথ দর্শন কর। ১২-১৩

পূর্ব্বে আমরা বহুযজ্ঞানুষ্ঠানকারী মহেন্দ্রের অশ্বসমূহের যেরূপ বিবরণ শ্রবণ করিয়াছি ; ঐ অন্তরীক্ষস্থ দিব্য অশ্ব-সকল সেইরূপই—ইহাতে সন্দেহ নাই। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ঐ যে ব্যাঘ্রের ন্যায় দুরাক্রমণীয়, কুণ্ডলধারী ও যুবক শত শত পুরুষগণ হস্তে খড়্গধারণ করিয়া চতুর্দিকে অবস্থান করিতেছেন।১৪-১৫

তাঁহাদের বক্ষঃস্থল অতি বিশাল ও অগ্নিতুল্য জাজ্বল্যমানভূষণে ভূষিত, বাহু পরিঘের (মুদ্গর জাতীয় প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রের) ন্যায় আয়ত, তাঁহাদের বস্ত্র রক্তবর্ণ এবং রূপ পঞ্চবিংশতি বৎসরবয়স্ক যুবকের সদৃশ। উঁহারা নিশ্চয়ই দেবতা হইবেন। কেননা, ঐ প্রিয়দর্শন পুরুষপ্রধানগণের যাদৃশ বয়ঃক্রম অনুমিত হইতেছে, দেবতাদিগের নিত্যই ঐরূপ হইয়া থাকে। লক্ষ্মণ! ঐ রথস্থ দীপ্তিশালী মহাপুরুষ কে ? যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি ইহা নিশ্চয়রূপে জানিতে না পারি, তুমি বিদেহরাজ-দুহিতা সীতার সহিত ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থান কর। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে "এইস্থানে অবস্থান কর" বলিয়া কাকুৎস্থ রাম শরভঙ্গের আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।১৬-২০

এদিকে শচীপতি ইন্দ্র রামকে স্বীয় অভিমুখে আসিতে দেখিয়া শরভঙ্গমুনির নিকটে যাইবার অনুমতি গ্রহণ করত দেবগণকে বলিলেন,—ঐ রাম এইদিকে আসিতেছেন ; কিন্তু আমার সহিত সম্ভাষণ করিবার পূর্ব্বে তিনিই কার্য্য সমাধা করুন, পরে আমাকে দর্শন করিবেন। (এইস্থলে মূলে যে 'মাং দ্রষ্টুমর্হতি' এই পাঠ আছে, সেইস্থলে 'মা দ্রষ্টুমর্হতি' এই পাঠ ধরিয়া —'এইজন্য তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়া উচিত হইবে না' এইরূপ অর্থ কেহ কেহ করেন।) যাহা অন্যের পক্ষে অতি দুষ্কর, রাবণ-বধরূপ সেই মহৎ কার্য্য ঐ রামকেই নিষ্পাদন করিতে হইবে। রাবণকে জয় করিয়া রাম কৃতকার্য্য হইলে, আমি স্বয়ংই অবিলম্বে আসিয়া উঁহাকে দর্শন করিব। অনন্তর বজ্রধারী শক্রদমন মহেন্দ্র সেই তপস্বী শরভঙ্গকে

তস্য পাদৌ চ সংগৃহ্য রামঃ সীতা চ লক্ষ্মণঃ।
নিষেদুস্তদনুজ্ঞাতা লব্ধবাসা নিমন্ত্রিতাঃ ॥২৬
ততঃ শক্রোপযানং তু পর্য্যপৃচ্ছৎ স রাঘবঃ।
শরভঙ্গশ্চ তৎসর্বং রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ ॥২৭
মামেষ বরদো রাম ব্রহ্মলোকং নিনীষতি।
জিতমুগ্রেণ তপসা দুষ্প্রাপমকৃতাত্মভিঃ ॥ ২৮
অহং জ্ঞাত্বা নরব্যাঘ্র বর্তমানমদূরতঃ।
ব্রহ্মলোকং ন গচ্ছামি ত্বামদৃষ্ট্বা প্রিয়াতিথিম্ ॥২৯
ত্বয়াহং পুরুষব্যাঘ্র ধার্মিকেণ মহাত্মনা।
সমাগম্য গমিষ্যামি ত্রিদিবং চাবরং পরম্ ॥৩০
অক্ষয়া নরশার্দূল জিতা লোকা ময়া শুভাঃ।
ব্রাহ্ম্যাশ্চ নাকপৃষ্ঠ্যাশ্চ প্রতিগৃহ্ণীষ্ব মামকান্ ॥৩১

আমন্ত্রণপূর্বক সম্মানিত করিয়া অশ্বযোজিত রথে স্বর্গ অভিমুখে গমন করিলেন।২১-২৪

সহস্রলোচন ইন্দ্র স্বর্গে গমন করিলে রঘুনন্দন রাম ভ্রাতা ও পত্নীর সহিত যে সময়ে শরভঙ্গের নিকটে গমন করিলেন, সেই সময় তিনি অগ্নিতে হোম করিতেছিলেন। পরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী সেই মহর্ষির চরণে প্রণত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া ও আতিথ্যগ্রহণের নিমন্ত্রণ করিয়া উপবেশন করিতে অনুমতি দিলেন এবং তাঁহারাও আজ্ঞা পাইয়া উপবিষ্ট হইলেন।২৫-২৬

অনন্তর রঘুনন্দন রাম শরভঙ্গমুনিকে মহেন্দ্রের আগমন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনি তাঁহাকে তৎসমুদায় নিবেদন করিলেন। হে রাম! অবিশুদ্ধচিত্ত মানব যাহা লাভ করিতে পারে না, আমি উগ্র তপস্যার দ্বারা সেই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছি। সেই ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে ঐ বরপ্রদ ইন্দ্র এখানে আগমন করিয়াছেন।২৭-২৮

কিন্তু হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার নিতান্ত প্রিয় অতিথি; তুমি আমার নিকট আসিয়াছ, ইহা অবগত হইয়া আমি গমন করিলাম না।২৯

তুমি অতি মহাত্মা, ধার্মিক ও পুরুষপ্রধান। আমি তোমার সহিত সমাগত হইয়াই স্বর্গীয় উচ্চ-নীচলোকসমূহে গমন করিব—এই অভিলাষ করিলাম।৩০

এবমুক্তো নরব্যাঘ্রঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
ঋষিণা শরভঙ্গেন রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ ॥৩২
অহমেবাহরিষ্যামি সর্বাংল্লোকান্ মহামুনে।
আবাসং ত্বহমিচ্ছামি প্রদিষ্টমিহ কাননে ॥৩৩
রাঘবেণৈবমুক্তস্তু শক্রতুল্যবলেন বৈ।
শরভঙ্গো মহাপ্রাজ্ঞঃ পুনরেবাব্রবীদ্ বচঃ ॥৩১
ইহ রাম মহাতেজাঃ সুতীক্ষ্ণো নাম ধার্মিকঃ।
বসত্যরণ্যে নিয়তঃ স তে শ্রেয়ো বিধাস্যতি ॥৩৫
[সুতীক্ষ্ণমভিগচ্ছ ত্বং শুচৌ দেশে তপস্বিনম্।
রমণীয়ে বনোদ্দেশে স তে বাসং বিধাস্যতি ॥]
ইমাং মন্দাকিনীং রাম প্রতিস্রোতামনুব্রজ।
নদীং পুষ্পোড়ুপবহাং ততস্তত্র গমিষ্যসি ॥৩৬

হে নরবর! আমি তপস্যা দ্বারা যে সমস্ত অক্ষয়-সুখজনক স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোকলাভের অধিকারী হইয়াছি, তুমি আমার তপস্যার্জ্জিত সেইলোকসমূহ প্রতিগ্রহ কর।৩১

মহর্ষি শরভঙ্গ সর্বশাস্ত্রবিশারদ, নরশ্রেষ্ঠ, রঘুনন্দন রামকে ঐরূপ বলিলে রাম তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন,—হে মহামুনে! আমি স্বয়ংই তপঃপ্রভাবে সমস্ত লোক আহরণ করিব, আপনি আপনার উপার্জিত লোকে যাইয়া সুখভোগ করুন। অধুনা আমার ইচ্ছা এই যে, আপনি এই বনমধ্যে আমার বাসযোগ্য স্থান বলিয়া দিন।৩২-৩৩

মহামতি শরভঙ্গ ঋষি—ইন্দ্রতুল্য বলবান, রঘুনন্দন রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে পুনর্বার বলিলেন,—হে রাম! এই অরণ্যমধ্যে সুতীক্ষ্ণনামে বিষয়শক্তিশূন্য, হীন ও কেবল ধর্মনিরত এক মহাতেজা মহর্ষি বাস করেন। তিনি তোমার মঙ্গলবিধান করিবেন।৩৪-৩৫

(তুমি যেখানে সুতীক্ষ্ণমুনি তপস্যা করিতেছেন, সেই রমণীয় ও পবিত্রস্থান বনপ্রদেশে গমন কর। সেই মুনিই তোমার বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবেন।)

হে রাম! তুমি এই পুষ্পসমূহবাহিনী* মন্দাকিনী-নাম্নী নদীর স্রোতের বিপরীত দিক্ দিয়া গমন কর,

* কেহ কেহ এইরূপ অর্থ করেন—'পুষ্পনির্মিত নৌকাদ্বারা পরপারগমনযোগ্যা'।

এষ পন্থা নরব্যাঘ্র মুহূর্ত্তং পশ্য তাত মাম্ ।
যাবজ্জহামি গাত্রাণি জীর্ণাং ত্বচমিবোরগঃ ॥৩৭
ততোহগ্নিং স সমাধায় হুত্বা চাজ্যেন মন্ত্রবৎ ।
শরভঙ্গো মহাতেজাঃ প্রবিবেশ হুতাশনম্ ॥৩৮
তস্য রোমাণি কেশাংশ্চ তদা বহ্নির্মহাত্মনঃ ।
জীর্ণাং ত্বচং তদস্থীনি যচ্চ মাংসঞ্চ শোণিতম্ ॥৩৯
স চ পাবকসঙ্কাশঃ কুমারঃ সমপদ্যত ।
উত্থায়াগ্নিচয়াত্তস্মাচ্ছরোভঙ্গো ব্যরোচত ॥৪০

তাহা হইলেই তথায় যাইতে পারিবে। হে নরবর ! সেই মহর্ষির আশ্রমে যাইবার এই পথ। হে তাত ! তুমি মুহূর্ত্ত-কাল আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত এই স্থানে অবস্থান কর। যেরূপ সর্প জীর্ণ নির্মোক (খোলোস) পরিত্যাগ করে, আমিও সেইরূপ এই শরীর পরিত্যাগ করিব।৩৬-৩৭

অনন্তর সেই মহাতেজা শরভঙ্গ ঋষি যথাবিধি অগ্নি সমাধানপূর্বক মন্ত্রপূত ঘৃত দ্বারা যেরূপ হবন করা হয়, সেইরূপ স্বীয় আত্মার হবন করিলেন অর্থাৎ অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। তখন অগ্নি সেই মহাত্মার রোম, কেশ, জীর্ণত্বক্, মাংস, রক্ত ও অস্থি,—এই সমস্তই দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।৩৮-৩৯

স লোকানাহিতাগ্নীনামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্ ।
দেবানাঞ্চ ব্যতিক্রম্য ব্রহ্মলোকং ব্যরোহত ॥৪১
সপুণ্যকর্মা ভুবনে দ্বিজর্ষভঃ
পিতামহং সানুচরং দদর্শ হ ।
পিতামহশ্চাপি সমীক্ষ্য তং দ্বিজং
ননন্দ সুস্বাগতমিত্যুবাচ হ ॥৪২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

দগ্ধ হইবার পর সেই মহর্ষি শরভঙ্গ অগ্নিতুল্য দ্যুতিশালী এক কুমার হইলেন, তিনি সেই অগ্নিসমূহ হইতে সমুত্থিত হইয়া অতীব শোভা ধারণপূর্বক আহিতাগ্নিদিগের লোকসকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।৪০-৪১

পৃথিবীমধ্যে পুণ্যকর্মানুষ্ঠায়ী সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ শরভঙ্গ ঋষি পিতামহ ব্রহ্মাকে অনুচরবর্গের সহিত অবলোকন করিলেন এবং তিনিও সেই দ্বিজবরকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন—'সুস্বাগতম্' তোমার আগমন পরম শুভজনক হউক।৪২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চম স্বর্গ সমাপ্ত

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

[রক্ষসাং পীড়নাৎ স্বেষাং রক্ষণায় বানপ্রস্থমুনীনাং শ্রীরামচন্দ্রসমীপে প্রার্থনা, তেভো রামস্যাশ্বাসদানঞ্চ ।]

শরভঙ্গে দিবং প্রাপ্তে মুনিসঙ্ঘাঃ সমাগতাঃ।
অভ্যগচ্ছন্ত কাকুৎস্থং রামং জ্বলিততেজসম্ ॥১
বৈখনসা বালখিল্যাঃ সংপ্রক্ষালা মরীচিপাঃ।
অশ্মকুট্টাশ্চ বহবঃ পত্রাহারাশ্চ তাপসাঃ ॥২
দন্তোলুখলিনশ্চৈব তথৈবোন্মজ্জকাঃ পরে।
গাত্রশয্যা অশয্যাশ্চ তথৈবানবকাশিকাঃ ॥৩
মুনয়ঃ সলিলাহারা বায়ুভক্ষাস্তথাপরে।
আকাশনিলয়াশ্চৈব তথা স্থণ্ডিলশায়িনঃ ॥৪
তথোর্ধ্ববাসিনো দান্তাস্তথার্দ্রপটবাসসঃ।
সজপাশ্চ তপোনিষ্ঠাস্তথা পঞ্চতপোঽন্বিতাঃ ॥৫
সর্বে ব্রাহ্ম্যা শ্রিয়া যুক্তা দৃঢ়যোগসমাহিতাঃ।
শরভঙ্গাশ্রমে রামমভিজগ্মুশ্চ তাপসাঃ ॥৬
অভিগম্য চ ধর্মজ্ঞা রামং ধর্মভৃতাং বরম্।
ঊচুঃ পরমধর্মজ্ঞমৃষিসঙ্ঘাঃ সমাগতাঃ ॥৭
ত্বমিক্ষ্বাকুকুলস্যাস্য পৃথিব্যাশ্চ মহারথঃ।
প্রধানশ্চাপি নাথশ্চ দেবানাং মঘবানিব ॥৮
বিশ্রুতস্ত্রিষু লোকেষু যশসা বিক্রমেণ চ।
পিতৃব্রতত্বং সত্যঞ্চ ত্বয়ি ধর্মশ্চ পুষ্কলঃ ॥৯
ত্বামাসাদ্য মহাত্মানং ধর্মজ্ঞং ধর্মবৎসলম্।
অর্থিত্বান্নাথ বক্ষ্যামস্তচ্চ নঃ ক্ষন্তুমর্হসি ॥১০

ষষ্ঠ সর্গ

[রাক্ষসদিগের অত্যাচার হইতে নিজেদের রক্ষার জন্য বানপ্রস্থমুনিগণের শ্রীরামচন্দ্রের নিকট প্রার্থনা এবং তাঁহাদিগকে শ্রীরামচন্দ্রের আশ্বাস দান।]

শরভঙ্গ ঋষি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে মুনিগণ সকলে মিলিত হইয়া দীপ্ততেজা কাকুৎস্থ রামের নিকটে গমন করিলেন।১

বৈখানস (প্রজাপতির নখজাত) বালখিল্য (প্রজাপতির লোমজাত), সংপ্রক্ষাল ভগবানের চরণপ্রক্ষালনে উৎপন্ন), মরীচিপ (চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণ পান করিয়া জীবনধারণকারী), অশ্মকুট্ট (অপক্ব কুট্টিতান্নভোজী), পত্রাহারী, দন্তোলূখলী (দন্তকুট্টিতান্নভোজী অর্থাৎ দন্তের দ্বারা যিনি উদূখলের কাজ করেন), উন্মজ্জক (আকণ্ঠ জলে নিমগ্ন হইয়া তপস্যাকারী), গাত্রশয্যা (ভূতলশায়ী), অশয্য (নিদ্রাপরিত্যাগী), অনবকাশিক (একপায়ে অবস্থান করিয়া সর্বদা তপস্যাকারী *) জলাহারী, বায়ুভোগী, আকাশনিলয় (অনাবৃত প্রদেশবাসী), স্থণ্ডিলশায়ী, ঊর্দ্ধবাসী (গিরিশিখর প্রভৃতি ঊর্দ্ধপ্রদেশে বাসকারী), দান্ত (ইন্দ্রিয়দমনকারী), নিয়ত আর্দ্রবস্ত্রপরিধায়ী, সদা জপশীল, নিত্যবেদাধ্যায়ী ও পঞ্চতপানুষ্ঠায়ী ঋষিসকল শরভঙ্গ ঋষির আশ্রমে রামের সমীপে গমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ছিলেন এবং সুদৃঢ় যোগাভ্যাসের ফলে সকলেরই চিত্ত সমাহিত ছিল। সেই সমস্ত ধর্মজ্ঞ ঋষিগণ মিলিত হইয়া পরম ধর্মজ্ঞ ও ধার্মিকপ্রবর রামের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন।২-৭

আপনি মহারথ এবং ইক্ষ্বাকুকুল ও পৃথিবীমধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। অধিক কি, যেরূপ মহেন্দ্র দেবতাদিগের নাথ, সেইরূপ আপনিও ভূতলবাসিদিগের নাথ হইয়াছেন।৮

আপনি যশঃ ও বিক্রম দ্বারা ত্রিলোকমধ্যে খ্যাতি

* কেহ কেহ বলেন—নিরন্তর কর্মানুষ্ঠানহেতু যাঁহার অবকাশ নাই

অধর্ম্মঃ সুমহান্নাথ ভবেত্তস্য তু ভূপতেঃ।
যো হরেদ্ বলিষড়্ভাগং ন চ রক্ষতি পুত্রবৎ ॥১১
যুঞ্জানঃ স্বানিব প্রাণান্ প্রাণৈরিষ্টান্ সুতানিব।
নিত্যযুক্তঃ সদা রক্ষন্ সর্বান্ বিষয়বাসিনঃ ॥১২
প্রাপ্নোতি শাশ্বতীং রাম কীর্ত্তিং স বহুবার্ষিকীম্।
ব্রহ্মণঃ স্থানমাসাদ্য তত্র চাপি মহীয়তে ॥১৩
যৎকরোতি পরং ধর্ম্মং মুনির্মূলফলাশনঃ।
তত্র রাজ্ঞশ্চতুর্ভাগঃ প্রজা ধর্ম্মেণ রক্ষতঃ ॥১৪
সোঽয়ং ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠো বানপ্রস্থগণো মহান্।
ত্বনাথো নাথবদ্ রাম রাক্ষসৈর্হন্যতে ভৃশম্ ॥১৫
এহি পশ্য শরীরাণি মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
হতানাং রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্বহূনাং বহুধা বনে ॥১৬
পম্পানদীনিবাসানামনুমন্দাকিনীমপি।
চিত্রকূটালয়ানাঞ্চ ক্রিয়তে কদনং মহৎ ॥১৭
এবং বয়ং ন মৃষ্যামো বিপ্রকারং তপস্বিনাম্।
ক্রিয়মাণং বনে ঘোরং রক্ষোভির্ভীমকর্ম্মভিঃ ॥১৮
ততস্ত্বাং শরণার্থঞ্চ শরণ্যং সমুপস্থিতাঃ।
পরিপালয় নো রাম বধ্যমানান্নিশাচরৈঃ ॥১৯
পরা ত্বত্তো গতির্বীর পৃথিব্যাং নোপপদ্যতে।
পরিপালয় নঃ সর্বান্ রাক্ষসেভ্যো নৃপাত্মজ ॥২০
তচ্ছ্রুত্বা তু কাকুৎস্থস্তাপসানাং তপস্বিনাম্।
ইদং প্রোবাচ ধর্ম্মাত্মা সর্বানেব তপস্বিনঃ ॥২১
নৈবমর্হথ মাং বক্তুমাজ্ঞাপ্যোঽহং তপস্বিনাম্।
কেবলেন স্বকার্য্যেণ প্রবেষ্টব্যং বনং ময়া ॥২২

লাভ করিয়াছেন, আপনাতেই পিতৃনির্দ্দেশ পালনরূপ ব্রত, সত্য ও চতুষ্পাদ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত আছে।৯

আপনি মহাত্মা, ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্মপ্রিয় সুতরাং আমরা প্রার্থী হইয়া আপনার নিকট কিছু নিবেদন করিব, আপনি সে জন্য ক্ষমা করিবেন।১০

হে নাথ! যিনি প্রজাগণের নিকট হইতে ছয়ভাগ বলি (কর) গ্রহণ করেন অথচ প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করেন না, সেই রাজার অতি অধর্ম হয়।১১

হে রাম! যিনি নিয়ত প্রজারক্ষণে যত্নপরায়ণ এবং সাবধান হইয়া স্বীয় প্রাণসমজ্ঞান করিয়া অথবা প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রদিগের ন্যায় সমানজ্ঞান করিয়া সমস্ত প্রজাগণকে নিরন্তর রক্ষা করেন, সেই রাজা ইহলোকে দীর্ঘবর্ষ জীবিত থাকিয়া অক্ষয়কীর্তি লাভ করেন এবং অন্তে ব্রহ্মলোকে যাইয়া সম্মানিত হন।১২-১৩

মুনি ফলমূলভোজী হইয়া যে পরম ধর্ম উপার্জন করেন, ধর্মানুসারে প্রজারক্ষণকারী মহীপতি সেই ধর্ম্মের চতুর্থাংশ লাভ করিয়া থাকেন।১৪

যেখানে ব্রাহ্মণই সংখ্যায় অধিক, সেই বানপ্রস্থ মহাত্মাগণ আপনি নাথ থাকিতেও অনাথের ন্যায় রাক্ষসগণ-কর্তৃক নিহত হইতেছেন। ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণকর্তৃক নানাপ্রকারে নিহত হইয়া বিশুদ্ধচিত্ত মুনিগণের দেহসমূহ (শব বা কঙ্কাল) পতিত রহিয়াছে—আপনি আগমনপূর্বক তাহা অবলোকন করুন।১৫-১৬

পম্পা ও মন্দাকিনীনদীর তীরবাসী এবং চিত্রকূট-নিবাসী মুনিগণ রাক্ষসকর্ত্তৃক অতীব পীড়িত হইতেছেন।১৭

আমরা ভীমকর্মা রাক্ষসগণকর্তৃক তপস্বিগণের ঐরূপ ঘোর অপকার সহ্য করিতে পারিতেছি না। অতএব আমরা আশ্রয় গ্রহণের জন্য আপনার নিকটে আসিয়াছি। হে রাম! আমরা নিশাচরগণকর্ত্তৃক পীড়িত হইতেছি, অতএব আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন।১৮-১৯

হে নৃপনন্দন! এই পৃথিবী মধ্যে আপনি ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই। অতএব হে বীর! আপনি রাক্ষসগণ হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। সেই সমস্ত নিয়ত তপস্যানিরত তাপসদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্মাত্মা কাকুৎস্থ রাম তাঁহাদিগের সকলকে বলিলেন—হে তপস্বিগণ! আপনাদিগের আমাকে এইরূপ ভাবে বলা উচিত নয়, পরন্তু আদেশ করাই উচিত। কেবল পিতার আদেশ প্রতিপালনের জন্য আমাকে যখন বনে গমন করিতে হইতেছে, তখন আপনাদের রাক্ষসকৃত অত্যাচার অবশ্যই দমন করিব। আমি পিতার আদেশ

বিপ্রকারমপাক্রষ্টুং রাক্ষসৈর্ভবতামিমম্ ।
পিতুস্তু নির্দেশকরঃ প্রবিষ্টোঽহমিদং বনম্ ॥২৩
ভবতামর্থসিদ্ধ্যর্থমাগতোঽহং যদৃচ্ছয়া ।
তস্য মেঽয়ং বনে বাসো ভবিষ্যতি মহাফলঃ ॥২৪
তপস্বিনাং রণে শত্রূন্ হন্তুমিচ্ছামি রাক্ষসান্ ।
পশ্যন্তু বীর্য্যমৃষয়ঃ সভ্রাতুর্মে তপোধনাঃ ॥২৫

দত্ত্বা বরং চাপি তপোধনানাং
ধর্মে ধৃতাত্মা সহ লক্ষ্মণেন ।
তপোধনৈশ্চাপি সহার্যদত্তঃ
সুতীক্ষ্ণমেবাভিজগাম বীরঃ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ

পালন করিবার নিমিত্ত এই বনে প্রবেশ করিয়াছি। আমার এই বনপ্রবেশ দৈববশতঃ আপনাদিগেরও প্রয়োজন সাধক হইয়া উঠিয়াছে, অতএব আপনাদিগের সেবা করিবার সুযোগ লাভ করিয়া আমার এই বনবাস আমার পক্ষে মহাফলপ্রদ হইবে ।২০-২৪

হে তপোধনগণ! আমি আপনাদের শত্রু রাক্ষসদিগকে বধ করিতে অভিলাষ করিতেছি। আপনারা আমার ও আমার ভ্রাতার বলবীর্য্য অবলোকন করুন। সেই বীর, ধর্মাত্মা ও সচ্চরিত্র রাম তপস্বিগণকে সেইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের ও লক্ষ্মণের সহিত সুতীক্ষ্ণমুনির নিকটে গমন করিলেন ।২৫-২৬

মহর্ষি বাল্মিকীপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তমঃ সর্গঃ

সীতয়া লক্ষ্মণেন চ সহ রামস্য সুতীক্ষ্ণস্য মুনেরাশ্রমগমনম্, মুনিনা সহ তস্য কথোপকথনম্, মুনিনা সৎকৃতানাং শ্রীরাম প্রভৃতীনাং তদীয়াশ্রমে রাত্রিযাপনঞ্চ।]

রামস্তু সহিতো ভ্রাত্রা সীতয়া চ পরন্তপঃ।
সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমপদং জগাম সহ তৈর্দ্বিজৈঃ ॥১
স গত্বা দূরমধ্বানং নদীস্তীর্ত্বা বহূদকাঃ।
দদর্শ বিমলং শৈলং মহামেরুমিবোন্নতম্ ॥২
ততস্তদিক্ষ্বাকুবরৌ সততং বিবিধৈর্দ্রুমৈঃ।
কাননং তৌ বিবিশতুঃ সীতয়া সহ রাঘবৌ ॥৩
প্রবিষ্টস্তু বনং ঘোরং বহুপুষ্পফলদ্রুমম্।
দদর্শাশ্রমমেকান্তে চীরমালাপরিষ্কৃতম্ ॥৪
তত্র তাপসমাসীনং মলপঙ্কজধারিণম্।
রামঃ সুতীক্ষ্ণং বিধিবত্তপোধনমভাষত ॥৫

রামোঽহমস্মি ভগবন্ ভবন্তং দ্রষ্টুমাগতঃ।
তন্মাভিবদ ধর্মজ্ঞ মহর্ষে সত্যবিক্রম ॥৬
স নিরীক্ষ্য ততো ধীরো রামং ধর্মভৃতাং বরম্।
সমাশ্লিষ্য চ বাহুভ্যামিদং বচনমব্রবীৎ ॥
স্বাগতং তে রঘুশ্রেষ্ঠ রাম সত্যভৃতাং বর।
আশ্রমোঽয়ং ত্বয়াক্রান্তঃ সনাথ ইব সাম্প্রতম্ ॥৮
প্রতীক্ষমাণস্ত্বামেব নারোহেঽহং মহাযশঃ।
দেবলোকমিতো বীর দেহং ত্যক্ত্বা মহীতলে ॥৯
চিত্রকূটমুপাদায় রাজ্যভ্রষ্টোঽসি মে শ্রুতঃ।
ইহোপয়াতঃ কাকুৎস্থ দেবরাজঃ শতক্রতুঃ ॥১০

সপ্তম সর্গ

(সীতা ও লক্ষ্মণসহ রামের সুতীক্ষ্ণমুনির আশ্রমে গমন, মুনির সহিত রামের কথোপকথন এবং মুনিকর্তৃক সৎকৃত হইয়া তদীয় আশ্রমে শ্রীরাম প্রভৃতির রাত্রি যাপন।)

শত্রুতাপন রাম সীতা, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রম অভিমুখে গমন করিলেন।১

তিনি বহু জলপূর্ণানদী উত্তীর্ণ হইয়া ও অনেকদূর পথ অতিক্রম করিয়া সুমেরু পর্বতের ন্যায় অতি উচ্চ এক নির্মল পর্বত দেখিতে পাইলেন।২

অনন্তর সেই দুই ইক্ষ্বাকুকুলশ্রেষ্ঠ সীতার সহিত সেই পর্বতের নিকটবর্তী নানাবিধ বৃক্ষসমূহে বিরাজিত কাননে প্রবেশ করিলেন।৩

রাম সেই ঘোরবনে প্রবেশ করিয়া তাহার একপ্রান্তে নানাবিধ ফল-পুষ্পযুক্ত বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত ও চীরমালা শোভিত * এক আশ্রম দর্শন করিলেন।৪

তিনি সেই আশ্রমে নিজের পাপবিনাশের জন্য পদ্মমালা ধারণপূর্বক তপস্যানিরত তপোধন সুতীক্ষ্ণকে উপবিষ্ট দেখিয়া যথাবিধি তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলেন—হে ভগবন্! সত্যপরাক্রম! ধর্মজ্ঞ! মহর্ষে! আমি আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এইস্থানে আগমন করিয়াছি। আপনি আমাকে সম্ভাষণ করুন।৫-৬

অনন্তর সেই ধৈর্য্যসম্পন্ন মহর্ষি ধার্মিকপ্রধান রামকে দর্শন করিয়া বাহুদ্বয় প্রসারিত করত আলিঙ্গন পূর্বক বলিলেন,—হে রঘুনন্দন রাম! তুমি সুখে আগমন করিয়াছ ত? হে সত্যবাদিশ্রেষ্ঠ! তোমার আগমনে এই আশ্রম এক্ষণে সনাথ হইল। হে বীর! তোমার যশ ত্রিভুবন বিখ্যাত। আমি তোমারই প্রতীক্ষায় মহীতলে দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে আরোহণ করি নাই।৭-৯

হে কাকুৎস্থ! শতযজ্ঞানুষ্ঠায়ী দেবরাজ ইন্দ্র এইস্থানে আগমন করিয়াছিলেন। তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া চিত্রকূটপর্বতে আসিয়া বাস করিতেছ—ইহা আমি

* বানপ্রস্থদিগের পরিধেয় অপ্রশস্ত বস্ত্র বা কৌপীনসকল কুটীরের এখানে সেখানে টাঙ্গানো রহিয়াছে ইহা যেন পরস্পর সন্নিবদ্ধ হইয়া মালার আকার ধারণ করত আশ্রমের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে।

উপাগম্য চ মে দেবো মহাদেব সুরেশ্বরঃ।
সর্ব্বল্লোঁকান্ জিতানাহ মম পুণ্যেন কর্মণা ॥১১

তেষু দেবর্ষিজুষ্টেষু জিতেষু তপসা ময়া।
মৎপ্রসাদাৎ সভার্য্যস্ত্বং বিহরস্ব সলক্ষ্মণঃ ॥১২

তমুগ্রতপসং দীপ্তং মহর্ষিং সত্যবাদিনম্।
প্রত্যুবাচাত্মবান্ রামো ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ ॥১৩

অহমেবাহরিষ্যামি স্বয়ং লোকান্ মহামুনে।
আবাসং ত্বহমিচ্ছামি প্রদিষ্টমিহ কাননে ॥১৪

ভবান্ সর্বত্র কুশলঃ সর্বভূতহিতে রতঃ।
আখ্যানং শরভঙ্গেন গৌতমেন মহাত্মনা ॥১৫

এবমুক্তস্তু রামেণ মহার্ষিলোকবিশ্রুতঃ।
অব্রবীন্মধুরং বাক্যং হর্ষেণ মহতা যুতঃ ॥১৬

অয়মেবাশ্রমো রাম গুণবান্ রম্যতামিতি।
ঋষিসঙ্ঘানুচরিতঃ সদা মূলফলৈর্যুতঃ ॥১৭

ইমমাশ্রমমাগম্য মৃগসঙ্ঘা মহীয়সঃ।
অহত্বা প্রতিগচ্ছন্তি লোভয়িত্বাঽকুতোভয়াঃ ॥১৮

নান্যো দোষো ভবেদত্র মৃগেভ্যোঽন্যত্র বিদ্ধি বৈ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য মহর্ষের্লক্ষ্মণাগ্রজঃ ॥১৯

উবাচ বচনং ধীরো বিগৃহ্য সশরং ধনুঃ।
তানহং সুমহাভাগ মৃগসঙ্ঘান্ সমাগতান্ ॥২০

হন্যাং নিশিতধারেণ শরেণানতপর্বণা।
ভবাংস্তত্রাভিষজ্যেত কিং স্যাৎ কৃচ্ছ্রতরং ততঃ ॥২১

এতস্মিন্নাশ্রমে বাসং চিরং তু ন সমর্থয়ে।
তমেবমুক্ত্বোপরমং রামঃ সন্ধ্যামুপাগমৎ ॥২২

অন্বাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং তত্র বাসমকল্পয়ৎ।
সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমে রম্যে সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥২৩

ততঃ শুভং তাপসযোগ্যমন্নং
স্বয়ং সুতীক্ষ্ণঃ পুরুষর্ষভাভ্যাম্।
তাভ্যাং সুসৎকৃত্য দদৌ মহাত্মা
সন্ধ্যানিবৃত্তৌ রজনীং সমীক্ষ্য ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ

তাঁহার নিকট শুনিয়াছি। সেই দেবশ্রেষ্ঠ দেবরাজ ইন্দ্র এইস্থানে আসিয়া আমাকে বলিয়াছেন যে, আমি পুণ্যকর্ম দ্বারা সমস্ত লোক জয় করিয়াছি।১০-১১

অতএব তুমি আমার প্রসাদে ভার্য্যা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত মদীয় তপস্যার্জ্জিত দেবর্ষিসেবিত-লোকসমূহে যাইয়া বিহার কর।১২

ইন্দ্র যেরূপ ব্রহ্মার সহিত বাক্যালাপ করেন, অনন্তর বিশুদ্ধচিত্ত রাম উগ্রতপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত, সত্যবাদী, মহর্ষি সুতীক্ষ্ণকে সেইভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন,—হে মহামুনে! আমি স্বয়ংই তপঃপ্রভাবে সমস্ত লোক আহরণ করিব। সম্প্রতি আপনি অরণ্যমধ্যে আমার বাসযোগ্য স্থান নির্দেশ করুন—ইহাই আমার একমাত্র কামনা।১৩-১৪

গৌতমবংশীয় মহাত্মা শরভঙ্গ আমাকে বলিয়াছেন যে, আপনি সর্বকার্য্যে দক্ষ ও সমস্ত প্রাণীর হিতকারী।১৫

রাম লোকবিখ্যাত মহর্ষি সুতীক্ষ্ণকে ঐরূপ বলিলে তিনি অতীব হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে মধুরবাক্যে বলিলেন—হে রাম! এই আশ্রম অতি উৎকৃষ্ট, ইহাতে সব সময় ফলমূল পাওয়া যায় এবং অনেক ঋষি এখানে যাতায়াত ও বাস করেন। অতএব তুমি এই স্থানেই বাস করিয়া বিহার কর।১৬-১৭

এই আশ্রমে অনেক সুন্দর মৃগগণ আসিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করত সকলকে আকৃষ্ট করিয়াও কোন ব্যক্তি কর্তৃক হত না হইয়া চলিয়া যায়।১৮

এই আশ্রমে একমাত্র মৃগের উপদ্রব ব্যতীত আর কোনও উপদ্রব নাই। লক্ষ্মণাগ্রজ ধৈর্য্যশালী রাম সেই মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া ধনু ও শর গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন,—হে মহাভাগ! আমি আনতপর্ব তীক্ষ্ণ শর দ্বারা যদি সেই সমস্ত সমাগত মৃতদিগকে হরণ করি, তবে আপনার অপমান হইবে। আমার তাহা অপেক্ষা আর অধিক কষ্ট কি হইতে পারে?১৯-২১

অতএব আমি এই আশ্রমে বহুকাল বাস করিতে ইচ্ছা করি না। এই কথা বলিয়া রাম সন্ধ্যোপাসনা করিলেন। তিনি স্বায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করিয়া সুতীক্ষ্ণমুনির সেই রমণীয় আশ্রমে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বসবাস নির্ধারণ করিলেন।২২-২৩

অনন্তর সন্ধ্যাকাল অতিক্রম হওয়ার পর রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া মহাত্মা সুতীক্ষ্ণমুনি নিজেই অতি আদরের সহিত সেই দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষকে তপস্বিগণের ভোজনযোগ্য পবিত্র অন্ন প্রদান করিলেন।২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টমঃ সর্গঃ

[প্রাতঃ সুতীক্ষ্ণসমীপাদ্ গমনানুমতিং গৃহীত্বা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ সহ রামস্য প্রস্থানম্]

রামস্তু সহ সৌমিত্রিঃ সুতীক্ষ্ণেণাভিপূজিতঃ।
পরিণাম্য নিশাং তত্র প্রভাতে প্রত্যবুধ্যত ॥১
উত্থায় চ যথাকালং রাঘবঃ সহ সীতয়া।
উপস্পৃশ্য সুশীতেন তোয়েনোৎপলগন্ধিনা ॥২
অথ তেঽগ্নিং সুরাংশ্চৈব বৈদেহী রাম-লক্ষ্মণৌ।
কাল্যং বিধিবদভ্যর্চ্য তপস্বিশরণে বনে ॥৩
উদয়ন্তং দিনকরং দৃষ্ট্বা বিগতকল্মষাঃ।
সুতীক্ষ্ণমভিগম্যেদং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রুবন্ ॥৪
সুখোষিতাঃ স্ম ভগবংস্ত্বয়া পূজ্যেন পূজিতাঃ।
আপৃচ্ছামঃ প্রযাস্যামো মুনয়স্ত্বরয়ন্তি নঃ ॥৫
ত্বরামহে বয়ং দ্রষ্টুং কৃৎস্নমাশ্রমমণ্ডলম্।
ঋষীণাং পুণ্যশীলানাং দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্ ॥৬
অভ্যনুজ্ঞাতুমিচ্ছামঃ সহৈভির্মুনিপুঙ্গবৈঃ।
ধর্মনিত্যৈস্তপোদান্তৈর্বিশিখৈরিব পাবকৈঃ ॥৭
অবিষহ্যাতপো যাবৎ সূর্য্যো নাতিবিরাজতে।
অমার্গেণাগতাং লক্ষ্মীং প্রাপ্যেবান্বয়বর্জিতঃ ॥৮
তাবদিচ্ছামহে গন্তুমিত্যুক্ত্বা চরণৌ মুনেঃ।
ববন্দে সহসৌমিত্রিঃ সীতয়া সহ রাঘবঃ ॥৯
তৌ সংস্পৃশন্তৌ চরণাবুত্থাপ্য মুনিপুঙ্গবঃ।
গাঢ়মাশ্লিষ্য সস্নেহমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১০

অষ্টম সর্গ

[প্রাতঃকালে সুতীক্ষ্ণমুনির নিকট হইতে বিদায় লইয়া সীতাসহ রাম-লক্ষ্মণের প্রস্থান।]

সুতীক্ষ্ণমুনি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া রাম ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তদীয় আশ্রমে রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে জাগরিত হইলেন।১

তারপর সেই রঘুনন্দন রাম সীতার সহিত যথাসময়ে উত্থিত হইয়া পদ্মগন্ধযুক্ত সুশীতল জলে স্নান করিলেন। অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও বিদেহরাজদুহিতা সীতা ইঁহারা তপস্বিগণের আশ্রয় সেই বনে যথাবিধি অগ্নি ও অন্যান্য দেবতাগণকে পূজা করিলেন। অনন্তর নিষ্পাপ তাঁহারা সূর্য্য উদিত হইতেছেন দেখিয়া সুতীক্ষ্ণমুনির নিকটে গমন করত তাঁহাকে মধুর বাক্যে বলিলেন—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের পূজনীয়, পরন্তু আমরা আপনার দ্বারা পূজিত হইয়া সুখে রাত্রি যাপন করিয়াছি। এখন আমরা অন্যত্র গমন করিব, সেইজন্য আমরা আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। এই মুনিগণ আমাদিগকে গমনের জন্য ত্বরান্বিত করিতেছেন।২-৫

আমরা এই সকল পূতচরিত্র দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদিগের আশ্রমসকল দর্শন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছি।৬

অতএব আপনি এই সমস্ত নিয়ত ধর্মনিরত, তপস্যাদ্বারা বশীকৃতচিত্ত, মুনিশ্রেষ্ঠ ও নির্ধূম বহ্নিতুল্য তেজস্বী মহর্ষিদিগের সহিত আমাদিগকে তথায় গমন করিতে অনুমতি প্রদান করুন।৬

যে কাল পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব অতীব তাপপ্রদ দীপ্তি ধারণ করিয়া অন্যায় পথাবলম্বনে ধনপ্রাপ্ত অসদ্বংশীয় পুরুষের উগ্রস্বভাবের ন্যায় অসহনীয় না হন, আমরা তাহার মধ্যেই সেখানে যাইতে কামনা করিতেছি। রঘুনন্দন রাম মহর্ষি সুতীক্ষ্ণকে ঐরূপ বলিয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন।৭-৯

মুনিশ্রেষ্ঠ সুতীক্ষ্ণ চরণস্পর্শকারী সেই দুই ভ্রাতাকে উত্থাপনপূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহ বচনে বলিলেন,—হে রাম! তুমি ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী এই সীতা ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে পথে গমন কর।১০-১১

অরিষ্টং গচ্ছ পন্থানং রাম সৌমিত্রিণা সহ।
সীতয়া চানয়া সার্ধং ছায়য়েবানুবৃত্তয়া ॥১১
পশ্যাশ্রমপদং রম্যং দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্।
এষাং তপস্বিনাং বীর তপসা ভাবিতাত্মনাম্ ॥১২
সুপ্রাজ্যফলমূলানি পুষ্পিতানি বনানি চ।
প্রশস্তমৃগযূথানি শান্তপক্ষিগণানি চ ॥১৩
ফুল্লপঙ্কজখণ্ডানি প্রসন্নসলিলানি চ।
কারণ্ডববিকীর্ণানি তটাকানি সরাংসি চ ॥১৪
দ্রক্ষ্যসে দৃষ্টিরম্যাণি গিরিপ্রস্রবণানি চ।
রমণীয়ান্যরণ্যানি ময়ূরাভিরুতানি চ ॥১৫
গম্যতাং বৎস সৌমিত্রে ভবানপি চ গচ্ছতু।

হে বীর! তুমি যাইয়া তপস্যাদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত এই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিদিগের রমণীয় আশ্রমসকল দর্শন কর।১২

তুমি প্রভূত ফলমূল সমন্বিত ও পুষ্পশোভিত, প্রশস্ত মৃগসমূহে পরিব্যাপ্ত, শান্ত পক্ষিগণে পূর্ণ অনেক বন এবং বিকসিত পদ্মসমূহে বিরাজিত, নির্মল জল-সমন্বিত ও কারণ্ডবগণে (জলচর পক্ষিবিশেষ) পরিব্যাপ্ত বহুবিধ তড়াগ ও সরোবর দেখিতে পাইবে এবং নয়নরঞ্জন অনেক গিরি নির্ঝর ও ময়ূরনিনাদিত বিবিধ মনোহর অরণ্যও তোমার নয়নগোচর হইবে। হে বৎস! অধুনা তুমি গমন কর। হে সুমিত্রানন্দন! তুমিও গমন কর; কিন্তু তোমরা সেই আশ্রমসকল দর্শন করিয়া পুনরায় এই আশ্রমে প্রত্যাগমন করিও।১৩-১৬

আগন্তব্যঞ্চ তে দৃষ্ট্বা পুনরেবাশ্রমং প্রতি ॥১৬
এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা কাকুৎস্থঃ সহলক্ষ্মণঃ।
প্রদক্ষিণং মুনিং কৃত্বা প্রস্থাতুমুপচক্রমে ॥১৭
ততঃ শুভতরে তূণী ধনুষী চায়তেক্ষণা।
দদৌ সীতা তয়োর্ভ্রাত্রোঃ খড়্গৌ চ বিমলৌ ততঃ ॥১৮
অবাধ্য চ শুভে তূণী চাপে আদায় সস্বনে।
নিষ্ক্রান্তাবাশ্রমাদ্ গন্তুমুভৌ তৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥১৯
শীঘ্রং তৌ রূপসম্পন্নাবনুজ্ঞাতৌ মহর্ষিণা।
প্রস্থিতৌ ধৃতচাপাসী সীতয়া সহ রাঘবৌ ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ

সেই মহর্ষিকর্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া কাকুৎস্থ রাম লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে 'আচ্ছা, তাহাই হইবে' বলিয়া প্রদক্ষিণ করত প্রস্থান করিতে উদ্যুক্ত হইলেন।১৭

অনন্তর বিস্তৃতলোচনা সীতাদেবী সেই দুই ভ্রাতাকে দুইটি উত্তম তূণ, ধনু ও খড়্গ প্রদান করিলেন।১৮

তখন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে সেই দুই উত্তম তূণ স্কন্ধে আবদ্ধ করিয়া টঙ্কারশব্দযুক্ত দুইটি ধনু গ্রহণ করত তথায় যাইবার জন্য সেই আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন।১৯

সেই দুই রূপবান্ রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষিকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়াই অতি শীঘ্র ধনু ও খড়্গ ধারণ করত সীতার সহিত প্রস্থান করিলেন।২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে অষ্টম সর্গ সমাপ্ত

নবমঃ সর্গঃ

[নির্দোষপ্রাণিহননাৎ প্রতিনিবৃত্তয়ে অহিংসা-ধর্মপাপালনায় চ রামং প্রতি সীতায়া অনুরোধঃ]

সুতীক্ষ্ণেনাভ্যনুজ্ঞাতং প্রস্থিতং রঘুনন্দনম্।
হৃদ্যয়া স্নিগ্ধয়া বাচা ভর্তারমিদমব্রবীৎ ॥১
অধর্মং তু সুসূক্ষ্মেণ বিধিনা প্রাপ্যতে মহান্।
নিবৃত্তেন চ শক্যোঽয়ং ব্যসনাৎ কামজাদিহ ॥২
ত্রীণ্যেব ব্যসনান্যত্র কামজানি ভবন্ত্যত।
মিথ্যাবাক্যং তু পরমং তস্মাদ্গুরুতরাবুভৌ ॥৩
পরদারাভিগমনং বিনা বৈরঞ্চ রৌদ্রতা।
মিথ্যাবাক্যং ন তে ভূতং ন ভবিষ্যতি রাঘব ॥৪
কুতোঽভিলষণং স্ত্রীণাং পরেষাং ধর্মনাশনম্।
তব নাস্তি মনুষ্যেন্দ্র ন চাভূত্তে কদাচন ॥৫
মনস্যপি তথা রাম ন চৈতদ্ বিদ্যতে ক্বচিৎ।
স্বদারনিরতশ্চৈব নিত্যমেব নৃপাত্মজ ॥৬
ধর্মিষ্ঠঃ সত্যসন্ধশ্চ পিতুর্নির্দেশকারকঃ।
ত্বয়ি ধর্মশ্চ সত্যঞ্চ ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৭
তচ্চ সর্বং মহাবাহো শক্যং বোঢ়ুং জিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
তব বশ্যেন্দ্রিয়ত্বঞ্চ ভূতানাং শুভদর্শন ॥৮
তৃতীয়ং যদিদং রৌদ্রং পরপ্রাণাভিহিংসনম্
নির্বৈরং ক্রিয়তে মোহাত্তচ্চ তে সমুপস্থিতম্ ॥৯
প্রতিজ্ঞাতস্ত্বয়া বীর দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্।
ঋষীণাং রক্ষণার্থায় বধঃ সংযতি রক্ষসাম্ ॥১০

নবম সর্গ

[নিরপরাধ প্রাণীদিগের বধ না করিবার জন্য ও অহিংসাধর্মপালনের জন্য রামের প্রতি সীতার অনুরোধ।]

সুতীক্ষ্মমুনিকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া রঘুনন্দন রাম দণ্ডকারণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলে সীতা দেবী তাঁহার স্বামী রামকে সস্নেহে ও মনোহরবাক্যে বলিলেন—অতি সূক্ষ্মবিচার করিয়া দেখিলে তুমি মহাত্মা হইয়াও অধর্ম সঞ্চয় করিতেছ। কিন্তু তুমি যদি কামজন্য ব্যসন হইতে নিবৃত্ত হও, তবে সমস্ত অধর্ম হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহলোকে কামজন্য ব্যসন ত্রিবিধ। প্রথম —মিথ্যাবাক্য, দ্বিতীয়—পরস্ত্রীগমন, তৃতীয়—শত্রুতা-ব্যতিরেকে প্রাণিহনন। প্রথমব্যসন উৎকট বটে, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যসন তাহা অপেক্ষাও সমধিক উৎকট। হে রঘুনন্দন! তুমি কোন কারণেই মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ কর নাই এবং ভবিষ্যতেও করিবে না।-১৪

হে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ! তোমার ধর্মনাশক পরস্ত্রীগমনের অভিলাষ নাই, কারণ, তাহা পূর্বেও ছিল না, পরেও হইবে না।৫

হে নৃপতনয় রাম! তুমি নিয়তই স্ব-স্ত্রীনিরত, তোমার মনেও পরস্ত্রীবিষয়ক অভিলাষ নাই।৬

তুমি পিতার আদেশ প্রতিপালনকারী, ধার্মিক ও সত্যপ্রতিজ্ঞ; তোমাতে ধর্ম ও সত্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে মহাবাহো! যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে পরাজয় করিয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত সদ্‌গুণই ধারণ করিতে সমর্থ হন। হে শুভদর্শন! তুমি যে জিতেন্দ্রিয়—ইহা আমি জানি।৭-৮

কিন্তু শত্রুতাভিন্ন মোহগ্রস্ত হইয়া পরপ্রাণ-হিংসা রূপ যে অতি ভয়ানক তৃতীয় ব্যসন, এখন তোমার তাহাই উপস্থিত হইয়াছে। হে বীর! তুমি দণ্ডকারণ্য-বাসী ঋষিদিগের রক্ষার জন্য যুদ্ধে রাক্ষসদিগকে বধ করিব— এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ এবং সেইজন্য ভ্রাতার সহিত ধনুর্বাণ ধারণ করিয়া 'দণ্ডক' নামক বিখ্যাত কাননের অভিমুখে গমন করিয়াছ।৯-১১

তোমাকে দণ্ডকারণ্যাভিমুখে প্রস্থিত দেখিয়া এবং তোমার প্রতিজ্ঞাপালনরূপ ব্রত জানিয়া কিভাবে তোমার আত্যন্তিক কল্যাণ হইবে—এই চিন্তা করত আমার মন ব্যাকুল হইয়াছে।১২

এতন্নিমিত্তং বচনং দণ্ডকা ইতি বিশ্রুতম্।
প্রস্থিতস্ত্বং সহ ভ্রাত্রা ধৃতবাণশরাসনঃ ॥১১
ততস্ত্বাং প্রস্থিতং দৃষ্ট্বা মম চিন্তাকুলং মনঃ।
ত্বদ্বৃত্তং চিন্তয়ন্ত্যা বৈ ভবেন্নিঃশ্রেয়সং হিতম্ ॥১২
নহি মে রোচতে বীর গমনং দণ্ডকান্ প্রতি।
কারণং তত্র বক্ষ্যামি বদন্ত্যাঃ শ্রূয়তাং মম ॥১৩
ত্বং হি বাণধনুষ্পাণির্ভ্রাত্রা সহ বনং গতঃ।
দৃষ্ট্বা বনচরান্ সর্বান্ কচ্চিৎ কুর্য্যাঃ শরব্যয়ম্ ॥১৪
ক্ষত্রিয়াণামিহ ধনুর্হুতাশস্যেন্ধনানি চ।
সমীপতঃ স্থিতং তেজোবলমুচ্ছ্রয়তে ভৃশম্ ॥১৫
পুরা কিল মহাবাহো তপস্বী সত্যবাক্ শুচিঃ।
কস্মিংশ্চিদভবৎ পুণ্যে বনে রতমৃগদ্বিজে ॥১৬
তস্যৈব তপসো বিঘ্নং কর্তুমিন্দ্রঃ শচীপতিঃ।
খঙ্গপাণিরথাগচ্ছাদাশ্রমং ভটরূপধৃক্ ॥১৭

তস্মিংস্তদাশ্রমপদে নিহিতঃ খঙ্গ উত্তমঃ।
স ন্যাসবিধিনা দত্তঃ পুণ্যে তপসি তিষ্ঠতঃ ॥১৮
স তচ্ছস্ত্রমনুপ্রাপ্য ন্যাসরক্ষণতৎপরঃ।
বনে তু বিচরত্যেব রক্ষন্ প্রত্যয়মাত্মনঃ ॥১৯
যত্র গচ্ছত্যুপাদাতুং মূলানি চ ফলানি চ।
ন বিনা যাতি তং খঙ্গং ন্যাসরক্ষণতৎপরঃ ॥২০
নিত্যং শস্ত্রং পরিবহন্ ক্রমেণ স তপোধনঃ।
চকার রৌদ্রীং স্বাং বুদ্ধিং ত্যক্ত্বা তপসি নিশ্চয়ম্॥২১
ততঃ স রৌদ্রাভিরতঃ প্রমত্তোঽধর্মকর্ষিতঃ।
তস্য শস্ত্রস্য সংবাসাজ্জগাম নরকং মুনিঃ ॥২২
এবমেতৎপুরাবৃত্তং শস্ত্রসংযোগকারণম্।
অগ্নিসংযোগবদ্ধেতুঃ শস্ত্রসংযোগ উচ্যতে ॥২৩
স্নেহাচ্চ বহুমানাচ্চ স্মারয়ে ত্বাং তু শিক্ষয়ে।
ন কথঞ্চন সা কার্য্যা গৃহীত ধনুষা ত্বয়া ॥২৪

হে বীর! দণ্ডকারণ্যে গমন আমার অভিপ্রেত হইতেছে না। আমি তাহার কারণ বলিতেছি, আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর।১৩

যদি তুমি বাণ ও ধনুর্ধারী ভ্রাতার সহিত দণ্ডকারণ্যে যাইয়া সমস্ত বনচরদিগকে অবলোকন করিয়া শর প্রয়োগ করিয়া ফেল? কারণ, যেরূপ তৃণকাষ্ঠাদি সমস্ত বস্তু অগ্নির নিকটবর্ত্তী হইয়া অর্থাৎ তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার তেজ বৃদ্ধি করে, সেইরূপ ধনু ও অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগের সমীপবর্ত্তী হইয়াই তাঁহাদিগের তেজ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। হে মহাবাহো! পুরাকালে পক্ষী ও মৃগসমূহে পরিব্যাপ্ত কোন এক পুণ্য অরণ্যে শুদ্ধ ও সত্যনিষ্ঠ এক তপস্বী ছিলেন।১৪-১৬

শচীপতি ইন্দ্র তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন করিতে ইচ্ছুক হইয়া যোদ্ধার রূপ ধারণ করত খড়্গহস্তে সেই আশ্রমে আগমন করিলেন এবং সেই মুনির আশ্রমে উত্তম খড়্গ গচ্ছিতরাখার বিধি অনুসারে সেই পুণ্যজনক তপস্যানিরত তপস্বীর নিকট সেইরূপ খড়্গ গচ্ছিত রাখিলেন। অনন্তর সেই তপোধন সেই খড়্গলাভ করিয়া স্বীয় বিশ্বাস রক্ষা করত গচ্ছিতবস্তু রক্ষণে এইরূপ যত্নবান্ হইলেন যে, সেই খড়্গ ব্যতিরেকে ফল বা মূল আহরণ করিবার নিমিত্তও গমন করিতে পারিতেন না। সেই তপোধন নিয়ত শস্ত্র বহন করত ক্রমে তপস্যায় যত্নহীন হইয়া ভীষণকর্মে আসক্ত হইয়া পড়িলেন।১৭-২১

অনন্তর তিনি শস্ত্রসংযোগে প্রমত্ত, রৌদ্রকর্মনিরত ও অধর্মগ্রস্ত হইয়া নরকে গমন করিলেন। পূর্বে শস্ত্রসংযোগহেতু এইরূপ ঘটিয়াছিল; এই কারণে পণ্ডিতেরা শস্ত্রসংযোগ অগ্নিসংযোগের ন্যায় বিকারের কারণ বলিয়া থাকেন। তুমি আমার প্রীতিভাজন ও আদরণীয়—এইজন্য আমি তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, শিক্ষা দিতেছি না। হে বীর! তুমি কখনও শত্রুতাব্যতিরেকে ধনুর্ধারণ করিয়া দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসদিগকে বধ করিতে যাইও না। কেননা, কোন ব্যক্তি কাহাকেও বিনা অপরাধে বধকরা যুক্তিযুক্ত মনে করে না। ধনুর্ধারণ করিয়া ক্ষত্রধর্মপরায়ণ শক্তিশালী ক্ষত্রিয়গণ আর্ত্তব্যক্তিদিগের রক্ষার জন্য বনে বিচরণ করেন।২২-২৬

বুদ্ধির্বৈরং বিনা হন্তুং রাক্ষসান্ দণ্ডকাশ্রিতান্ ।
অপরাধং বিনা হন্তুং লোকো বীর ন মংস্যতে ॥২৫
ক্ষত্রিয়াণাং তু বীরাণাং বনেষু নিয়তাত্মনাম্ ।
ধনুষা কার্য্যমেতাবদার্ত্তানামভিরক্ষণম্ ॥২৬
ক্ব চ শস্ত্রং ক্ব চ বনং ক্ব চ ক্ষাত্রং তপঃ ক্ব চ ।
ব্যাবিদ্ধমিদমস্মাভির্দেশধর্মাস্তু পূজ্যতাম্ ॥২৭
কদর্য্যকলুষা বুদ্ধির্জায়তে শস্ত্রসেবনাৎ ।
পুনর্গত্বা ত্বযোধ্যায়াং ক্ষত্রধর্মং চরিষ্যসি ॥২৮
অক্ষয়া তু ভবেৎ প্রীতিঃ শ্বশ্রূ-শ্বশুরয়োর্মম ।
যদি রাজ্যং হি সন্ন্যস্য ভবেস্তং নিরতো মুনিঃ ॥২৯

কোথায় শাস্ত্র আর কোথায় বন! কোথায় ক্ষত্রধর্ম আর কোথায় তপস্যা! আমাদিগের অনুষ্ঠেয় বিষয় পরস্পর বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তপোবনানুষ্ঠেয় ধর্মেরই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, নিরন্তর শস্ত্র ব্যবহার করিলে সকলেরই বুদ্ধি হীনব্যক্তিদিগের বুদ্ধির ন্যায় ধর্মবিরোধিনী হইয়া উঠে। অতএব তুমি অযোধ্যায় যাইয়া পুনরায় ক্ষত্রধর্ম আচরণ করিও।২৭ ২৮

তুমি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে বাস করিতেছ। এক্ষণে যদি মুনিদিগের আচরণীয় ধর্ম আচরণ কর, তাহা হইলে আমার শ্বশুর ও শ্বশ্রূ প্রীত হইবেন। ধর্ম হইতে অর্থলাভ হয় এবং ধর্ম হইতে সুখলাভ হয়। অধিক কি,

ধর্মাদর্থঃ প্রভবতি ধর্মাৎ প্রভবতে সুখম্ ।
ধর্মেণ লভতে সর্বং ধর্মসারমিদং জগৎ ॥৩০
আত্মানং নিয়মৈস্তৈস্তৈঃ কর্ষয়িত্বা প্রযত্নতঃ ।
প্রাপ্যতে নিপুণৈর্ধর্মো ন সুখাল্লভতে সুখম্ ॥৩১
স্ত্রীচাপলাদেতদুপাহৃতং মে
ধর্মঞ্চ বক্তুং তব কঃ সমর্থঃ ।
বিচার্য্য বুদ্ধ্যা তু সহানুজেন
যদ্ রোচতে তৎ কুরু মাচিরেণ ॥৩২
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ

ধর্ম দ্বারা সকলবস্তুই লাভ করা যায়। অতএব এই জগতে ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, বিচক্ষণ মনুষ্যগণ যত্নসহকারে বিহিত নিয়মদ্বারা শরীর ক্ষীণ করিয়া ধর্মলাভ করেন। কেন না, সুখদায়ক উপায় দ্বারা প্রকৃত সুখজনক ধর্ম লাভ করা যায় না। হে সৌম্য! তুমি নিয়ত শুদ্ধচিত্ত হইয়া তপোবনানুষ্ঠেয় ধর্ম আচরণ কর। তুমি ত্রিলোকের সমস্ত বিষয়ই অবগত আছ। তোমার নিকটে ধর্মনির্দেশ করিতে কাহার সামর্থ্য আছে? আমি কেবল স্ত্রীস্বভাব-সুলভ চাপল্যবশতঃই এইরূপ বলিলাম। তুমি ভ্রাতার সহিত বিচার করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিবে, অবিলম্বে তাহারই অনুষ্ঠান করিবে।২৯-৩২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে নবম সর্গ সমাপ্ত

দশমঃ সর্গঃ

[ঋষীণাং রক্ষণায় রাক্ষসবধস্য প্রতিজ্ঞাপালনে শ্রীরামস্য দার্ঢ্যেন যুক্তিপ্রদর্শনম্ ।]

বাক্যমেতত্তু বৈদেহ্যা ব্যাহৃতং ভর্তৃভক্তয়া ।
শ্রুত্বা ধর্মে স্থিতো রামঃ প্রত্যুবাচাথ জনকীম্ ॥১
হিতমুক্তং ত্বয়া দেবি স্নিগ্ধয়া সদৃশং বচঃ ।
কুলং ব্যপদিশন্ত্যা চ ধর্মজ্ঞে জনকাত্মজে ॥২
কিন্তু বক্ষ্যাম্যহং দেবি ত্বয়ৈবোক্তমিদং বচঃ ।
ক্ষত্রিয়ৈর্ধার্য্যতে চাপো নার্তশব্দো ভবেদিতি ॥৩
তে চার্তা দণ্ডকারণ্যে মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।
মাং সীতে স্বয়মাগম্য শরণ্যং শরণং গতাঃ ॥৪
বসন্তঃ কালকালেষু বনে মূল-ফলাশনাঃ ।
ন লভন্তে সুখং ভীরু রাক্ষসৈঃ ক্রূরকর্মভিঃ ॥৫
[কালে কালে চ নিরতা নিয়মৈর্বিবিধৈর্বনে ।]
ভক্ষ্যন্তে রাক্ষসৈর্ভীমৈর্নরমাংসোপজীবিভিঃ ।
তে ভক্ষ্যমাণা মুনয়ো দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ ॥৬
অস্মানভ্যবপদ্যেতি মামূচুর্দ্বিজসত্তমাঃ ।
ময়া তু বচনং শ্রুত্বা তেষামেবং মুখাচ্চ্যুতম্ ॥৭
কৃত্বা বচনশুশ্রূষাং বাক্যমেতদুদাহৃতম্ ।
প্রসীদন্তু ভবন্তো মে হ্রীরেষা তু মমাতুলা ॥৮
যদীদৃশৈরহং বিপ্রৈরুপস্থেয়ৈরুপস্থিতঃ ।
কিং করোমীতি চ ময়া ব্যাহৃতং দ্বিজসন্নিধৌ ॥৯
সর্বৈরেব সমাগম্য বাগিয়ং সমুদাহৃতা ।
রাক্ষসৈর্দণ্ডকারণ্যে বহুভিঃ কামরূপিভিঃ ॥১০
অর্দিতাঃ স্ম ভৃশং রাম ভবান্নস্তত্র রক্ষতু ।
হোমকালে তু সম্প্রাপ্তে পর্বকালেষু চানঘ ॥১১

দশম সর্গ

(ঋষিদিগের রক্ষাকল্পে দৃঢ়তার সহিত রাক্ষসবধের প্রতিজ্ঞাপালনে শ্রীরামের যুক্তিপ্রদর্শন ।)

পতিভক্তিমতী বিদেহরাজদুহিতা সীতাদেবীর উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ধার্মিক রাম তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন—হে ধর্মজ্ঞে! জনকতনয়ে! তুমি ক্ষত্রধর্ম কীর্তন করত আমার প্রতি স্নেহান্বিত হইয়া ক্ষত্রিয়ের কুলধর্মের অনুরূপ হিতজনক বাক্যই বলিয়াছ ।১-২

হে দেবি! আমি আর তোমাকে কি বলিব? তুমি নিজেই এই বাক্য বলিয়াছ যে, যাহাতে কেহ আর্ত হইয়া চীৎকার না করে, সেইজন্যই ক্ষত্রিয়গণ ধনু ধারণ করিয়া থাকেন। হে সীতে! কঠোরব্রতাবলম্বী সেই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ আর্ত হইয়া আমাকে রক্ষক ভাবিয়া আমার নিকটে স্বয়ং আসিয়া শরণাগত হইয়াছেন ।৩-৪

হে ভীরু! মুনিগণ ফল-মূলভোজন করত চিরকালই অরণ্যে বাস করেন। অধুনা ক্রূরকর্মা রাক্ষসগণকর্তৃক পীড়িত হইয়া সুখভোগ করিতে পারিতেছেন না ।৫

অধিক কি, তাঁহারা নরমাংসের দ্বারা জীবিকা-নির্বাহকারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ কর্তৃক ভক্ষিত হইতেছেন। রাক্ষসেরা ভক্ষণ করিতে থাকিলে সেই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী দ্বিজশ্রেষ্ঠ মুনিগণ আমার নিকটে আসিয়া তাহা বলিলেন। আমি তাঁহাদিগের মুখ হইতে সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহাদের আজ্ঞা পালনরূপ সেবাভাব মনে লইয়া তাঁহাদিগকে বলিলাম,—আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমারই আপনাদিগের নিকট গমন করা কর্তব্য ছিল। কিন্তু আপনারা যে আমার নিকট আসিয়াছেন, ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কারণ। অনন্তর আমি সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগের সমীপে ইহা বলিলাম—আমাকে কি করিতে হইবে?৬-৯

তখন তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া এই কথা বলিলেন, 'হে রাম! আমরা দণ্ডকারণ্যে থাকিয়া বহুতর ইচ্ছানুরূপ-রূপধারী রাক্ষসগণকর্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হইতেছি। তুমি দণ্ডকারণ্য গমন করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। হে অনঘ! পুরাকালে যখন আমরা হোম

ধর্ষয়ন্তি স্ম দুর্ধর্ষাঃ রাক্ষসাঃ পিশিতাশনাঃ।
রাক্ষসৈর্ধর্ষিতানাঞ্চ তাপসানাং তপস্বিনাম্ ॥১২
গতিং মৃগয়মাণানাং ভবান্নঃ পরমা গতিঃ।
কামং তপঃপ্রভাবেণ শক্তা হন্তুং নিশাচরান্ ॥১৩
চিরার্জিতং ন চেচ্ছামস্তপঃ খণ্ডয়িতুং বনম্।
বহুবিঘ্নং তপোনিত্যং দুশ্চরং চৈব রাঘব ॥১৪
তেন শাপং ন মুঞ্চামো ভক্ষ্যমাণাশ্চ রাক্ষসৈঃ।
তদর্দ্যমানান্ রক্ষোভির্দণ্ডকারণ্যবাসিভিঃ ॥১৫
রক্ষনস্তং সহ ভ্রাত্রা ত্বন্নাথা হি বয়ং বনে।
ময়া চৈতদ্ বচঃ শ্রুত্বা কার্ৎস্ন্যেন পরিপালনম্ ॥১৬
ঋষীণাং দণ্ডকারণ্যে সংশ্রুতং জনকাত্মজে।
সংশ্রুত্য চ ন শক্ষ্যামি জীবমানঃ প্রতিশ্রবম্ ॥১৭
মুনীনামন্যথাকর্ত্তুং সত্যমিষ্টং হি মে সদা।
অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং ত্বাং বা সীতে সলক্ষ্মণাম্ ॥১৮
ন তু প্রতিজ্ঞাং সংশ্রুত্য ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষতঃ।
তদবশ্যং ময়া কার্য্যমৃষীণাং পরিপালনম্ ॥১৯
অনুক্তেনাপি বৈদেহি প্রতিজ্ঞায় কথং পুনঃ।
মম স্নেহাচ্চ সৌহার্দাদিদমুক্তং ত্বয়া বচঃ ॥২০
পরিতুষ্টোঽস্ম্যহং সীতে ন হ্যনিষ্টোঽনুশাস্যতে।
সদৃশং চানুরূপঞ্চ কুলস্য তব শোভনে ॥
সধর্মচারিণী মে ত্বং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী ॥২১
ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং মহাত্মা
সীতাং প্রিয়াং মৈথিলরাজ পুত্রীম্।
রামো ধনুষ্মান্ সহ লক্ষ্মণেন
জগাম রম্যাণি তপোবনানি ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ

কার্য্যে ব্যাপৃত হই, তখন মাংসভোজী দুর্ধর্ষ রাক্ষসগণ আমাদিগকে পীড়ন করে। আমরা নিরন্তর কেবল তপোনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকি। এক্ষণে আমরা রাক্ষসগণকর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া রক্ষাকর্তার অন্বেষণ করিতেছি। তুমিই আমাদিগের পরম রক্ষক। আমরা তপস্যাপ্রভাবে স্বয়ং রাক্ষসদিগকে হনন করিতে পারি। কিন্তু বহু কালার্জিত তপোবল ক্ষয় করিতে আমাদিগের ইচ্ছা হয় না। হে রঘুনন্দন! একেতো তপস্যার অনুষ্ঠানই অতি কঠিন, তাহার উপর আবার তাহাতে অনেক বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। অতএব রাক্ষসেরা আমাদিগকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলেও আমরা তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করি না। তুমিই আমাদিগের নাথ, আমরা তোমারই বলে অরণ্যে বাস করিয়া থাকি। অতএব অধুনা আমরা দণ্ডকারণ্য-বাসী রাক্ষসগণকর্তৃক পীড়িত হইতেছি। তুমি ভ্রাতার সহিত আমাদিগকে রক্ষা কর: হে জনকনন্দিনি! আমি ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদিগের নিকটে তাঁহাদিগকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আমি মুনিদিগের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়া জীবিত থাকিতে তাহার অন্যথা করিতে পারিব না, কারণ, সর্বদা সত্যপালনই আমার অভীষ্ট ব্রত। হে সীতে! আমি তোমাকে ও লক্ষ্মণকে এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু কাহারও নিকটে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের সমীপে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার অন্যথা করিতে পারি না। অতএব অবশ্যই আমাকে ঋষিদিগকে রক্ষা করিতে হইবে।১০-১৯

হে বিদেহ-রাজনন্দিনি! ঋষিগণ আমাকে না বলিলেও আমি তাঁহাদিগকে রক্ষা করিব। হে সীতে! তুমি আমার প্রতি স্নেহ ও সৌহার্দ্যবশতঃ আমাকে যে তাদৃশবাক্য বলিয়াছ, তাহাতে আমি সন্তোষ লাভ করিয়াছি। কারণ, কেহই অপ্রিয় ব্যক্তিকে হিতোপদেশ করে না। হে শোভনে! তুমি আমাকে স্বীয় বংশের অনুরূপ সমুচিত বাক্যই বলিয়াছ, তুমি আমার সহধর্মচারিণী, আমি তোমাকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় মনে করি।২০-২১

সেই ধনুর্ধারী মহাত্মা রাম প্রিয়া মিথিলারাজ-দুহিতা সীতাকে ঐরূপ বাক্য বলিয়া লক্ষ্মণের সহিত সেই রমণীয় তপোবনে গমন করিলেন।২২

মহর্ষি বাল্মিকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশঃ সর্গঃ

[পঞ্চাপ্সরতীর্থস্য মাণ্ডকর্ণেশ্চ বৃত্তান্তবর্ণনম্, বিবিধেষ্বাশ্রমেষু সমবস্থায় শ্রীরাম প্রভৃতীনাং সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমগমনম্, কিয়ৎকালং তত্র নিবস্য মুনেরনুজ্ঞয়া প্রাগ্ অগস্ত্যভ্রাতুস্ততোঽগস্ত্যস্যাশ্রম-গমনম্, অগস্ত্যস্য মাহাত্ম্যকীর্তনঞ্চ।]

অগ্রতঃ প্রযযৌ রামঃ সীতা মধ্যে সুশোভনা।
পৃষ্ঠতস্তু ধনুষ্পাণির্লক্ষ্মণোঽনুজগাম হ ॥১

তৌ পশ্যমানৌ বিবিধাঞ্ছৈলপ্রস্থান্ বনানি চ।
নদীশ্চ বিবিধা রম্যা জগ্মতুঃ সহ সীতয়া ॥২

সারসাংশ্চক্রবাকাংশ্চ নদীপুলিনচারিণঃ।
সরাংসি চ সপদ্মানি যুতানি জলজৈঃ খগৈঃ ॥৩

যূথবদ্ধাংশ্চ পৃষতান্ মদোন্মত্তান্ বিষাণিনঃ।
মহিষাংশ্চ বরাহাংশ্চ গজাংশ্চ দ্রুমবৈরিণঃ ॥৪

তে গত্বা দূরমধ্বানং লম্বমানে দিবাকরে।
দদৃশুঃ সহিতা রম্যং তটাকং যোজনায়ুতম্ ॥৫

পদ্মপুষ্করসংবাধং গজযূথৈরলঙ্কৃতম্।
সারসৈর্হংসকাদম্বৈঃ সঙ্কুলং জলজাতিভিঃ ॥৬

প্রসন্নসলিলে রম্যে তস্মিন্ সরসি শুশ্রুবে।
গীতবাদিত্রনির্ঘোষো ন তু কশ্চন দৃশ্যতে ॥৭

ততঃ কৌতূহলাদ্ রামো লক্ষ্মণশ্চ মহারথঃ।
মুনিং ধর্মভৃতং নাম প্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥৮

ইদমত্যদ্ভুতং শ্রুত্বা সর্বেষাং নো মহামুনে।
কৌতূহলং মহজ্জাতং কিমিদং সাধু কথ্যতাম্ ॥৯

[বক্তব্যং যদি চেদ্ বিপ্র নাতিগুহ্যমপি প্রভো।]

তেনৈবমুক্তো ধর্মাত্মা রাঘবেণ মুনিস্তদা।
প্রভাবং সরসঃ ক্কিপ্রমাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥১০

একাদশ সর্গ

[পঞ্চাপ্সর-তীর্থ ও মাণ্ডকর্ণিমুনির কথা, বিভিন্ন আশ্রমে অবস্থানপূর্বক শ্রীরাম প্রভৃতির সুতীক্ষ্ণমুনির আশ্রমে গমন, কিছুদিন তথায় অবস্থান করত মুনির আজ্ঞাক্রমে অগস্ত্য-ভ্রাতা ও তৎপর অগস্ত্যের আশ্রমে গমন এবং অগস্ত্যের মাহাত্ম্য কীর্তন।]

রাম অগ্রে অগ্রে চলিলেন, সাধুচরিতা সীতাদেবী মধ্যে থাকিয়া যাইতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মণ ধনুর্ধারণ করিয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন।১

তাঁহারা সীতার সহিত নানাবিধ গিরি-শিখর, বন ও রমণীয় নদীসকল দর্শন করত গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যাইতে যাইতে অনেক নদীতটবিহারী সারস, চক্রবাক ও জলবিচরণকারী পক্ষিগণে বিরাজিত, পদ্মসমন্বিত সরোবর, প্রশস্তশৃঙ্গযুক্ত শ্রেণীবদ্ধ মদোন্মত্ত পৃষত, মৃগ, মহিষ, বরাহ এবং বৃক্ষবৈরী অর্থাৎ বৃক্ষভগ্নকারী হস্তী দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সূর্য্য পশ্চিমদিকে নামিতে থাকিলে, তাঁহারা মিলিত হইয়া বহুদূর পথ অতিক্রম করত শ্বেত ও রক্তপদ্মসমূহে পরিশোভিত, তটবিহারী গজসমূহে অলঙ্কৃত এবং জলচারী সারস ও হংসগণে পরিব্যাপ্ত একযোজনবিস্তৃত রমণীয় সরোবর দর্শন করিলেন।২-৬

সেই নির্মল জলপূর্ণ রমণীয় সরোবরের নিকট হইতে গীত ও বাদ্যধ্বনি সকলেই শ্রবণ করিতে লাগিল কিন্তু তথায় কোন ব্যক্তিকেই দেখিতে পাওয়া গেল না। পরে মহারথ রাম ও লক্ষ্মণ কৌতূহলবশতঃ ধর্মভৃতনামক মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামুনে! এই অদ্ভুত গীত ও বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া আমাদিগের সকলেরই পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে। ইহার কারণ কি? তাহা আপনি আমাদের নিকটে ভাল করিয়া বলুন।৭-৯

রঘুনন্দন রাম ধর্মাত্মা ধর্মভৃতমুনিকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সত্বর সেই সরোবরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন,—রাম! মাণ্ডকর্ণিনামা এক মুনি

ইদং পঞ্চাপ্সরো নাম তটাকং সর্বকালিকম্।
নির্মিতং তপসা রাম মুনিনা মাণ্ডকর্ণিনা ॥১১
স হি তেপে তপস্তীব্রং মাণ্ডকর্ণিমহামুনিঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি বায়ুভক্ষো জলাশয়ে ॥১২
ততঃ প্রব্যথিতাঃ সর্বে দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
অব্রুবন্ বচনং সর্বে পরস্পরসমাগতাঃ ॥১৩
অস্মাকং কস্যচিৎ স্থানমেষ প্রার্থয়তে মুনিঃ।
ইতি সংবিগ্নমনসঃ সর্বে তত্র দিবৌকসঃ ॥১৪
ততঃ কর্তুং তপোবিঘ্নং সর্বদেবৈর্নিয়োজিতাঃ।
প্রধানাপ্সরসঃ পঞ্চ বিদ্যুচ্চলিতবর্চসঃ ॥১৫
অপ্সরোভিস্ততস্তাভির্মুনির্দৃষ্টপরাবরঃ।
নীতো মদনবশ্যত্বং দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥১৬
তাশ্চৈবাপ্সরসঃ পঞ্চ মুনেঃ পত্নীত্বমাগতাঃ।
তটাকে নির্মিতং তাসাং তস্মিন্নন্তর্হিতং গৃহম্ ॥১৭
তত্রৈবাপ্সরসঃ পঞ্চ নিবসন্ত্যো যথাসুখম্।
রময়ন্তি তপোযোগান্মুনিং যৌবনমাস্থিতম্ ॥১৮

তাসাং সংক্রীড়মানানামেষ বাদিত্রনিঃস্বনঃ।
শ্রূয়তে ভূষণোন্মিশ্রো গীতশব্দো মনোহরঃ ॥১৯
আশ্চর্য্যমিতি তস্যৈতদ্বচনং ভাবিতাত্মনঃ।
রাঘবঃ প্রতিজগ্রাহ সহ ভ্রাত্রা মহাযশাঃ ॥২০
এবং কথয়মানঃ স দদর্শাশ্রমমণ্ডলম্।
কুশচীরপরিক্ষিপ্তং ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা সমাবৃতম্ ॥২১
প্রবিশ্য সহ বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ রাঘবঃ।
উবাস মুনিভিঃ সর্বৈঃ পূজ্যমানো মহাযশাঃ।
তদা তস্মিন্ স কাকুৎস্থঃ শ্রীমত্যাশ্রমমণ্ডলে ॥২২
উষিত্বা স সুখং তত্র পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ।
জগাম চাশ্রমংস্তেষাং পর্য্যায়েণ তপস্বিনাম্ ॥২৩
তেষামুষিতবান্ পূর্বং সকাশে স মহাস্ত্রবিৎ।
ক্বচিৎ পরিদশান্মাসানেকসংবৎসরং ক্বচিৎ ॥২৪
ক্বচিচ্চ চতুরো মাসান্ পঞ্চ ষট্ চ পরান্ ক্বচিৎ।
অপরত্রাধিকান্মাসানধ্যর্ধমধিকং ক্বচিৎ ॥২৫

তপোবলে এই সরোবর নির্মাণ করিয়াছেন, ইহাতে চিরকালই জল থাকে। ইহার নাম পঞ্চাপ্সর। সেই মহামুনি মাণ্ডকর্ণি জলাশয়ে থাকিয়া বায়ু ভক্ষণ করত দশ হাজার বৎসর কঠোর তপস্যা করেন।১০-১২

সেই সময় অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ অতীব ব্যথিত হইলেন এবং পরস্পরে মিলিয়া এইরূপ বলিলেন—এই মুনি অবশ্যই আমাদিগের কাহারও স্থান প্রার্থনা করিতেছেন। পরে তাঁহারা সকলে ঐ কারণে উদ্বিগ্ন হইয়া সেই মুনির তপস্যার বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে বিদ্যুৎতুল্য দ্যুতিশালিনী পাঁচটি প্রধান অপ্সরাকে নিয়োগ করিলেন।১৩-১৫

অনন্তর তাহারা দেবকার্য্যসিদ্ধির জন্য সেই পরম তত্ত্বাভিজ্ঞ মহর্ষিকেও কামবশীভূত করিয়া তুলিল এবং সেই পাঁচটি অপ্সরাই তাঁহার পত্নী হইল। এই সরোবরের মধ্যে সেই অপ্সরাদের জন্য গৃহ নির্মিত হইয়াছে। তাহারা তাহার মধ্যে বাস করত তপোবলে যৌবনপ্রাপ্ত সেই মুনির মনোরঞ্জন করিতেছে। সেই ক্রীড়াপরায়ণ অপ্সরাদিগের ভূষণশব্দযুক্ত এই মনোহর গীত ও বাদ্যধ্বনি শোনা যাইতেছে।১৬-১৯

মহাযশা রঘুনন্দন রাম ভ্রাতার সহিত সেই বিশুদ্ধ-চিত্ত মুনির বাক্যে বিস্মিত হইলেন। তিনি কি আশ্চর্য্য ব্যাপার—এইরূপ বলিতে বলিতে কুশচীর-পরিব্যাপ্ত ও ব্রাহ্মীশোভাসমন্বিত আশ্রমমণ্ডল দেখিতে পাইলেন।২০-২১

পরে সেই কাকুৎস্থ রঘুনন্দন রাম বিদেহরাজদুহিতা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সেই শোভাসম্পন্ন আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পথে রাত্রিবাস করত মহর্ষিগণকর্ত্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া ক্রমে সেই সমস্ত সুশোভিত আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তিনি তথায় মহর্ষিগণকর্তৃক অর্চিত হইয়া সুখে অবস্থান করত একে একে সকলেরই আশ্রমে গমন করিলেন। অনন্তর সর্বশস্ত্রবিৎ রাম যাঁহার নিকটে পূর্বে বাস করিয়াছিলেন, পুনরায় তাঁহাদিগের সকলেরই আশ্রমে আগমন করিলেন। তিনি কোনস্থানে দশমাস, কোনও স্থানে

ত্রীন্মাসানষ্টমাসাংশ্চ রাঘবো ন্যবসৎ সুখম্ ।
তত্র সংবসতস্তস্য মুনীনামাশ্রমেষু বৈ ॥২৬
রমতশ্চানুকূল্যেন যযুঃ সংবৎসরা দশ ।
পরিবৃত্য চ ধর্ম্মজ্ঞো রাঘবঃ সহ সীতয়া ॥২৭
সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমপদং পুনরেবাজগাম হ ।
স তমাশ্রমমাগম্য মুনিভিঃ পরিপূজিতঃ ॥২৮
তত্রাপি ন্যবসদ্ রামঃ কঞ্চিৎ কালমরিন্দমঃ ।
অথাশ্রমস্থো বিনয়াৎ কদাচিত্তং মহামুনিম্ ॥২৯
উপাসীনঃ স কাকুৎস্থঃ সুতীক্ষ্ণমিদমব্রবীৎ ।
অস্মিন্নরণ্যে ভগবন্নগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ ॥৩০
বসতীতি ময়া নিত্যং কথাঃ কথয়তাং শ্রুতম্ ।
ন তু জানামি তং দেশং বনস্যাস্য মহত্তয়া ॥৩১
কুত্রাশ্রমপদং রম্যং মহর্ষেস্তস্য ধীমতঃ ।
প্রসাদার্থং ভগবতঃ সানুজঃ সহ সীতয়া ॥৩২
অগস্ত্যমধিগচ্ছেয়মভিবাদয়িতুং মুনিম্ ।
মনোরথো মহানেষ হৃদি সম্পরিবর্ত্ততে ॥৩৩
যদহন্তং মুনিবরং শুশ্রূষেয়মপি স্বয়ম্ ।
ইতি রামস্য স মুনিঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মাত্মনো বচঃ ॥৩৪
সুতীক্ষ্ণঃ প্রত্যুবাচেদং প্রীতো দশরথাত্মজম্ ।
অহমপ্যেতদেব ত্বাং বক্তুকামঃ সলক্ষ্মণম্ ॥৩৫
অগস্ত্যমভিগচ্ছেতি সীতয়া সহ রাঘব ।
দিষ্ট্যা ত্বিদানীমর্থেঽস্মিন্ স্বয়মেব ব্রবীষি মাম্ ॥৩৬
অয়মাখ্যামি তে রাম যত্রাগস্ত্যো মহামুনিঃ ।
যোজনান্যাশ্রমাত্তাত যাহি চত্বারি বৈ ততঃ ॥
দক্ষিণেন মহান্ শ্রীমানগস্ত্যভ্রাতুরাশ্রমঃ ॥৩৭
স্থলীপ্রায়বনোদ্দেশে পিপ্পলীবনশোভিতে ।
বহুপুষ্পফলে রম্যে নানাবিহগনাদিতে ॥৩৮
পদ্মিন্যো বিবিধাস্তত্র প্রসন্নসলিলাশয়াঃ ।

এক বৎসর, কোনও স্থানে চারি মাস, কোনও স্থানে পাঁচ মাস, কোনও স্থানে ছয়মাস, কোনও স্থানে সাত মাস, কোন স্থানে তিন মাস, কোনও স্থানে অর্দ্ধ মাসের অধিক কাল এবং কোন কোন স্থানে সংবৎসরেরও অধিক কাল পরম সুখে বাস করিলেন। সেই সমস্ত মুনিদিগের মধুর ব্যবহারে প্রীত হইয়া তিনি ঐ সকল আশ্রমে সানন্দে বাস করিতে লাগিলেন।২২-২৬

এইরূপে তাঁহার দশ বৎসর অতীত হইল। অনন্তর সেই ধর্মজ্ঞ রঘুনন্দন রাম সীতার সহিত পুনর্ব্বার সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি সেই আশ্রমে আগমনপূর্বক মুনিগণকর্ত্তৃক পূজিত হইলেন। তথায় শত্রুতাপন রাম কিয়ৎকাল বাস করিলেন। অনন্তর কাকুৎস্থ রাম সেই আশ্রমে বাস করত কোনসময়ে মহামুনি সুতীক্ষ্ণের নিকট উপবেশন করিয়া তাঁহাকে বিনয় সহকারে বলিলেন,— হে ভগবন্! আমি কথোপকথনকারী ঋষিদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, এই অরণ্যমধ্যেই ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য বাস করেন। কিন্তু এই অরণ্য অতি বিস্তৃত, এই কারণে কোন্ প্রদেশে সেই ধীমান্ মহর্ষির আশ্রম, তাহা আমি অবগত নহি। আমি সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই ভগবান্ অগস্ত্যের অনুগ্রহ লাভের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদনের জন্য তাঁহার নিকটে গমন করিব এবং স্বয়ং সেই মুনিশ্রেষ্ঠের সেবা করিব, আমার হৃদয়ে এইরূপ প্রবল বাসনা জাগরিত হইয়াছে। মহামুনি সুতীক্ষ্ণ দশরথতনয় রামের সেই বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, 'হে রাঘব! আমিও তোমাকে ও লক্ষ্মণকে সীতার সহিত অগস্ত্য মুনির নিকটে গমন কর' ইহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি না বলিতে বলিতেই ভাগ্যানুসারে এক্ষণে তুমি স্বয়ংই আমাকে তাহা বলিতেছ।২৭-৩৬

রাম! যে প্রদেশে মহামুনি অগস্ত্য বাস করেন, আমি তোমার নিকটে তাহা বলিতেছি—বৎস! তুমি এই আশ্রম হইতে দক্ষিণ দিক দিয়া চারিযোজন পথ গমন করিলে অগস্ত্য মুনির ভ্রাতার আশ্রম পাইবে।৩৭

বিবিধ পুষ্পফলসমন্বিত, নানাবিধ-বিহঙ্গ শব্দে প্রতিধ্বনিত, পিপ্পলীবৃক্ষসমূহে শোভিত, রমণীয়-স্থলবহুল বনমধ্যে তাঁহার আশ্রম, তথায় হংস

হংসকারণ্ডবাকীর্ণাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ ॥৩৯
তত্রৈকাং রজনীং ব্যুষ্য প্রভাতে রাম গম্যতাম্ ।
দক্ষিণাং দিশমাস্থায় বনখণ্ডস্য পার্শ্বতঃ ॥৪০
তত্রাগস্ত্যাশ্রমপদং গত্বা যোজনমন্তরম্ ।
রমণীয়ে বনোদ্দেশে বহুপাদপশোভিতে ॥৪১
রংস্যতে তত্র বৈদেহী লক্ষ্মণশ্চ ত্বয়া সহ ।
স হি রম্যো বনোদ্দেশো বহুপাদপসংযুতঃ ॥৪২
যদি বুদ্ধিঃ কৃতা দ্রষ্টুমগস্ত্যং তং মহামুনিম্ ।
অদ্যৈব গমনে বুদ্ধিং রোচয়স্ব মহামতে ॥৪৩
ইতি রামো মুনেঃ শ্রুত্বা সহ ভ্রাত্রাঽভিবাদ্য চ ।
প্রতস্থেঽগস্ত্যমুদ্দিশ্য সানুজঃ সহ সীতয়া ॥৪৪
পশ্যন্ বনানি চিত্রাণি পর্বতাংশ্চাভ্রসন্নিভান্ ।
সরাংসি সরিতশ্চৈব পথি মার্গবশানুগান্ ॥৪৫
সুতীক্ষ্ণেনোপদিষ্টেন গত্বা তেন পথা সুখম্ ।
ইদং পরমসংহৃষ্টো বাক্যং লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥৪৬

এতদেবাশ্রমপদং নূনং তস্য মহাত্মনঃ ।
অগস্ত্যস্য মুনের্ভ্রাতুর্দৃশ্যতে পুণ্যকর্মণঃ ॥৪৭
যথা হি মে বনস্যাস্য জ্ঞাতাঃ পথি সহস্রশঃ ।
সন্নতাঃ ফলভারেণ পুষ্পভারেণ চ দ্রুমাঃ ॥৪৮
পিপ্পলীনাঞ্চ পক্বানাং বনাদস্মাদুপাগতঃ ।
গন্ধোঽয়ং পবনোৎক্ষিপ্তঃ সহসা কটুকোদয়ঃ ॥৪৯
তত্র তত্র চ দৃশ্যন্তে সংক্ষিপ্তাঃ কাষ্ঠসঞ্চয়াঃ ।
লূনাশ্চ পরিদৃশ্যন্তে দর্ভা বৈদূর্য্যবর্চসঃ ॥৫০
এতচ্চ বনমধ্যস্থং কৃষ্ণাভ্রশিখরোপমম্ ।
পাবকস্যাশ্রমস্থস্য ধূমাগ্রং সম্প্রদৃশ্যতে ॥৫১
বিবিক্তেষু চ তীর্থেষু কৃতস্নানা দ্বিজাতয়ঃ ।
পুষ্পোপহারং কুর্বন্তি কুসুমৈঃ স্বয়মর্জিতৈঃ ॥৫২
ততঃ সুতীক্ষ্ণবচনং যথা সৌম্য ময়া শ্রুতম্ ।
অগস্ত্যস্যাশ্রমো ভ্রাতুর্নূনমেষ ভবিষ্যতি ॥৫৩

এবং চক্রবাকসমূহে পরিশোভিত অনেক নির্ম্মল সরোবর আছে। রাম তুমি সেই আশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে নিকটবর্ত্তী বনের পার্শ্বভাগ দিয়া দক্ষিণদিক অবলম্বনপূর্বক একযোজন পথ গমন করিলে বিবিধ বৃক্ষশোভিত রমণীয় কাননমধ্যবর্ত্তী অগস্ত্য ঋষির আশ্রম প্রাপ্ত হইবে।৩৮-৪১

তথায় যাইলে তুমি বিদেহরাজসুতা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সানন্দে বিচরণ করিতে পারিবে ; কারণ, সেই নানাবিধ বৃক্ষযুক্ত অরণ্যপ্রদেশ অতি রমণীয়।৪২

হে মহামতে ! যখন তুমি সেই মহামুনি অগস্ত্যকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তখন অদ্যই তথায় যাইতে চেষ্টা কর।৪৩

রাম সুতীক্ষ্ণমুনির বাক্য শ্রবণপূর্বক তখনই সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া অগস্ত্য ঋষির আশ্রমে গমন করিলেন।৪৪

অনন্তর তিনি বিচিত্র বন, মেঘসদৃশ পর্বত, সরোবর ও নদী দর্শন করিতে করিতে সুতীক্ষ্ণঋষিকর্তৃক উপদিষ্ট সেই পথ দিয়া সুখে গমন করত অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন।৪৫-৪৬

এই যে আশ্রম দেখা যাইতেছে, ইহাতে নিশ্চয়ই সেই পুণ্যকর্মা মুনি মহাত্মা অগস্ত্যভ্রাতা বাস করেন। আমি যেরূপ সুতীক্ষ্ণমুনির নিকট বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছি, এই বনে পথিমধ্যে তাদৃশ সহস্র সহস্র বৃক্ষ ফল-পুষ্পভারে অবনত হইয়া রহিয়াছে। ৪৭-৪৮

এই বন হইতে সহসা পক্ক পিপ্পলীফলের কটু গন্ধ বায়ুকর্তৃক বাহিত হইয়া আসিতেছে। স্থানে স্থানে সঞ্চিত কাষ্ঠরাশি এবং ছিন্ন বৈদূর্য্যতুল্য প্রভাশালী কুশসমূহ দেখা যাইতেছে। এই বনমধ্যবর্ত্তী আশ্রমস্থ অগ্নিধূমের অগ্রভাগ কৃষ্ণমেঘযুক্ত পর্বত শিখরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। এই সমস্ত নির্জন সরোবরতীর্থে ব্রাহ্মণগণ স্নান করিয়া স্বয়ং আহৃত পুষ্পসমূহ দ্বারা দেবতাদের আরাধনা করিতেছেন। হে শুভদর্শন ! আমি সুতীক্ষ্ণমুনির যেসব বাক্য শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, ইহা নিশ্চয়ই সেই অগস্ত্য-ভ্রাতার আশ্রম হইবে।৪৯-৫৩

নিগৃহ্য তরসা মৃত্যুং লোকানাং হিতকাম্যয়া।
যস্য ভ্রাত্রা কৃতেয়ং দিক্ শরণ্যা পুণ্যকর্মণা ॥৫৪
ইহৈকদা কিল ক্রূরো বাতাপিরপি চেল্বলঃ।
ভ্রাতরৌ সহিতাবাস্তাং ব্রাহ্মণঘ্নৌ মহাসুরৌ ॥৫৫
ধারয়ন্ ব্রাহ্মণং রূপমিল্বলঃ সংস্কৃতং বদন্।
আমন্ত্রয়তি বিপ্রান্ স শ্রাদ্ধমুদ্দিশ্য নির্ঘৃণঃ ॥৫৬
ভ্রাতরং সংস্কৃতং কৃত্বা ততস্তং মেষরূপিণম্।
তান্ দ্বিজান্ ভোজয়ামাস শ্রাদ্ধদৃষ্টেন কর্মণা ॥৫৭
ততো ভুক্তবতাং তেষাং বিপ্রাণামিল্বলোঽব্রবীৎ।
বাতাপে নিষ্ক্রমস্বেতি স্বরেণ মহতা বদন্ ॥৫৮
ততো ভ্রাতুর্বচঃ শ্রুত্বা বাতাপির্মেষবন্নদন্।
ভিত্বা ভিত্বা শরীরাণি ব্রাহ্মণানাং বিনিষ্পতৎ ॥৫৯
ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি তৈরেবং কামরূপিভিঃ।
বিনাশিতানি সংহত্য নিত্যশঃ পিশিতাশনৈঃ ॥৬০

অগস্ত্যেন তদা দেবৈঃ প্রার্থিতেন মহর্ষিণা।
অনুভূয় কিল শ্রাদ্ধে ভক্ষিতঃ স মহাসুরঃ ॥৬১
ততঃ সম্পন্নমিত্যুক্ত্বা দত্ত্বা হস্তেঽবনেজনম্।
ভ্রাতরং নিষ্ক্রমস্বেতি ইল্বলঃ সমভাষত ॥৬২
স তদা ভাষমাণং তু ভ্রাতরং বিপ্রঘাতিনম্।
অব্রবীৎ প্রহসন্ ধীমানগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ ॥৬৩
কুতো নিষ্ক্রমিতুং শক্তির্ময়া জীর্ণস্য রক্ষসঃ।
ভ্রাতুস্তু মেষরূপস্য গতস্য যমসাদনম্ ॥৬৪
অথ তস্য বচঃ শ্রুত্বা ভ্রাতুর্নিধনসংশ্রিতম্।
প্রধর্ষয়িতুমারেভে মুনিং ক্রোধান্নিশাচরঃ ॥৬৫
সোঽভ্যদ্রবদ্দ্বিজেন্দ্রং তং মুনিনা দীপ্ততেজসা।
চক্ষুষানলকল্পেন নির্দগ্ধো নিধনং গতঃ ॥৬৬
তস্যায়মাশ্রমো ভ্রাতুস্তটাকবনশোভিতঃ।
বিপ্রানুকম্পয়া যেন কর্মেদং দুষ্করং কৃতম্ ॥৬৭

তাঁহার ভ্রাতা পুণ্যকর্মা অগস্ত্যঋষি মানবদিগের কল্যাণকামনায় বলপূর্বক মৃত্যুস্বরূপ বাতাপি ও ইল্বল নামক দুই অসুরকে নিগৃহীত করিয়া এই দক্ষিণ দিক্‌কে সকলের বাসযোগ্য করিয়াছেন।৫৪

এক সময় এই প্রদেশে মহাসুর বাতাপি ও ইল্বল নামে ব্রাহ্মণঘাতী ও অতিক্রূর দুই ভ্রাতা একত্র বাস করিত। সেই নির্দয় ইল্বল ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া সংস্কৃতবাক্য প্রয়োগ করত ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিত, এবং মেষরূপধারী স্বীয় ভ্রাতাকে যথাবিধি সংস্কৃত করিয়া শাস্ত্রবিহিত কর্ম অনুসারে সেইব্রাহ্মণদিগকে তাহার মাংস ভোজন করাইত।৫৫-৫৭

অনন্তর সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিয়া উঠিলে 'তুমি বহির্গত হও' ইহা বলিবার পরে বাতাপি ভ্রাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া মেষের ন্যায় শব্দ করত ব্রাহ্মণদিগের শরীর ভেদ করিয়া বহির্গত হইত। সেই যদৃচ্ছা রূপধারী মাংসভোজী অসুরগণ এইরূপে নিত্যই সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণদিগকে বিনাশ করিত।৫৮-৬০

তখন দেবতাগণ মহর্ষি অগস্ত্যকে প্রার্থনা করিলে তিনি শ্রাদ্ধসময়ে শাকরূপধারী বাতাপি মহাসুরকে অনুভব করিয়া তাহাকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অনন্তর শুদ্ধির জন্য ইল্বল তাঁহার হস্তে জল প্রদান করিয়া তাঁহাকে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে কি? ইহা বলিয়া ভ্রাতাকে নির্গত হইতে বলিল। ৬১-৬২

বিপ্রঘাতী ইল্বল ভ্রাতাকে ঐরূপ বলিলে সেই ধীমান্ মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য হাস্য করিতে করিতে বলিলেন—আমি মেষরূপধারী তোর ভ্রাতাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, সে যমালয়ে গমন করিয়াছে, তাহার আর নির্গত হইবার শক্তি কোথায়?৬৩-৬৪

অনন্তর নিশাচর ইল্বল মহর্ষির উক্ত ভ্রাতৃ-নিধন-জ্ঞাপক বাক্য শ্রবণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে মারিবার জন্য উদ্যত হইল। যখন ঐ রাক্ষস তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল, তখন সেই প্রদীপ্ততেজা অগস্ত্যমুনি অগ্নিতুল্য তেজসম্পন্ন স্বীয় দৃষ্টি দ্বারা তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপেই সে নিহত হইয়াছিল। যিনি ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দয়া করিয়া এই দুষ্কর কর্ম করিয়াছিলেন, সেই অগস্ত্যমুনির ভ্রাতার বহু সরোবর ও বন দ্বারা শোভিত এই আশ্রম। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত রাম যেসময়ে ঐরূপ কথোপকথন করিতেছেন,

এবং কথয়মানস্য তস্য সৌমিত্রিণা সহ।
রামস্যাস্তং গতঃ সূর্যঃ সন্ধ্যাকালোঽভ্যবর্ত্তত ॥৬৮
উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং সহ ভ্রাত্রা যথাবিধি।
প্রবিবেশাশ্রমপদং তমৃষিং চাভ্যবাদয়ৎ ॥৬৯
সম্যক্ প্রতিগৃহীতস্তু মুনিনা তেন রাঘবঃ।
ন্যবসত্তাং নিশামেকাং প্রাশ্য মূলফলানি চ ॥৭০
তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামুদিতে রবিমণ্ডলে।
ভ্রাতরং তমগস্ত্যস্য আমন্ত্রয়ত রাঘবঃ ॥৭১
অভিবাদয়ে ত্বাং ভগবন্ সুখমস্ম্যুষিতো নিশাম্।
আমন্ত্রয়ে ত্বাং গচ্ছামি গুরুং তে দ্রষ্টুমগ্রজম্ ॥৭২
গম্যতামিতি তেনোক্তো জগাম রঘুনন্দনঃ।
যথোদ্দিষ্টেন মার্গেণ বনং তচ্চাবলোকয়ন্ ॥৭৩
নীবারান্ পনসান্ শালান্ বঞ্জুলাংস্তিনিশাংস্তথা।
চিরিবিল্বান্ মধূকাংশ্চ বিল্বানথ চ তিন্দুকান্ ॥৭৪

সেই সময় সূর্য্য অস্তগত হইলেন এবং সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তিনি ভ্রাতার সহিত যথাবিধি স্বায়ংকালীন উপাসনা সমাপন করিয়া সেই ঋষির আশ্রমে প্রবেশ পূর্বক মহর্ষির চরণে প্রণত হইলেন। অনন্তর সেই ঋষি রঘুনন্দন রামকে যথানিয়মে পাদ্যাদিদ্বারা সৎকার করিলে তিনি তাহার নিকট হইতে ফলমূল গ্রহণ করিয়া তথায় রাত্রি যাপন করিলেন।৬৭-৭০

রাত্রিশেষে সূর্য্য উদিত হইলে রঘুনন্দন রাম বিদায় লইবার জন্য অগস্ত্যভ্রাতার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া তাহাকে বলিলেন,—হে ভগবন্! আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আমি সুখে রাত্রি যাপন করিয়াছি। সম্প্রতি পূজনীয় আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে দর্শন করিবার জন্য গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।৭১-৭২

অনন্তর অগস্ত্যভ্রাতা রঘুনন্দন রামকে বলিলেন—আচ্ছা, গমন কর। মহর্ষির নিকট হইতে আজ্ঞা পাইয়া রঘুনন্দন রাম সুতীক্ষ্ণমুনিকর্ত্তৃক উপদিষ্ট পথ দিয়া শোভা দর্শন করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন।৭৩

পরে সেই পদ্মলোচন রাম অগস্ত্য ঋষির আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইয়া তথায় নীবার, পনস, সাল,

পুষ্পিতান্ পুষ্পিতাগ্রাভির্লতাভিরুপশোভিতান্।
দদর্শ রামঃ শতশস্তত্র কান্তারপাদপান্ ॥৭৫
হস্তি-হস্তৈর্বিমৃদিতান্ বানরৈরুপশোভিতান্।
মত্তৈঃ শকুনিসঙ্ঘৈশ্চ শতশঃ প্রতিনাদিতান্ ॥৭৬
ততোঽব্রবীৎ সমীপস্থং রামো রাজীবলোচনঃ।
পৃষ্ঠতোঽনুগতং বীরং লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্ধনম্ ॥৭৭
স্নিগ্ধপত্রা যথা বৃক্ষা যথা ক্ষান্তা মৃগদ্বিজাঃ।
আশ্রমো নাতিদূরস্থো মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ ॥৭৮
অগস্ত্য ইতি বিখ্যাতো লোকে স্বেনৈব কর্মণা।
আশ্রমো দৃশ্যতে তস্য পরিশ্রান্তশ্রমাপহঃ ॥৭৯
প্রাজ্যধূমাকুলবনশ্চীরমালাপরিষ্কৃতঃ।
প্রশান্তমৃগযূথশ্চ নানাশকুনিনাদিতঃ ॥৮০
নিগৃহ্য তরসা মৃত্যুং লোকানাং হিতকাম্যয়া।
দক্ষিণা দিক্ কৃতা যেন শরণ্যা পুণ্যকর্মণা ॥৮১

করঞ্জ, বিল্ব, মধুক, তিন্দুক, এবং হস্তীশুণ্ডে মর্দিত, বানরগণে শোভিত, প্রমত্ত বিহঙ্গদিগের শব্দে নিনাদিত, পুষ্পসমন্বিতা লতাসমূহে সুশোভিত ও শত শত পুষ্পযুক্ত বনজাত বৃক্ষ দর্শন করিলেন, এবং সমীপস্থ পশ্চাদ্বর্ত্তী শোভাবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে বলিলেন,—বৃক্ষসকলের পত্র যেরূপ স্নিগ্ধ ও মৃগগণ যেরূপ শান্ত দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে, সেই বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম আর দূরবর্ত্তী নহে। যিনি স্বীয় কর্ম দ্বারা লোকমধ্যে 'অগস্ত্য' * নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, ধূমদ্বারা ব্যাপ্ত বনমধ্যবর্ত্তী, চীরমালাসমাকীর্ণ, শান্তিযুক্তমৃগসমূহে সমাকুল এবং নানাবিধ প্রতিধ্বনিযুক্ত ও পরিশ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের শ্রমনিবারক তাঁহার ঐ আশ্রম দেখা যাইতেছে।৭৪-৮০

যিনি মানবদিগের হিতাভিলাষী হইয়া বলপূর্বক যমতুল্য অসুরকে নিগৃহীত করিয়া এই দক্ষিণদিক্কে মনুষ্যের বাসযোগ্য করিয়াছেন, এবং রাক্ষসগণ যাঁহার প্রভাবে সন্ত্রস্ত হইয়া এই দক্ষিণদিকে আগমন করে না,

* অগং পর্বতং স্তম্ভয়তি ইতি অগস্ত্য, যিনি অগ অর্থাৎ পর্বতকে স্তম্ভিত করেন, তিনি অগস্ত্য।

তস্যেদমাশ্রমপদং প্রভাবাদ্ যস্য রাক্ষসৈঃ।
দিগিয়ং দক্ষিণা ত্রাসাদ্ দৃশ্যতে নোপভুজ্যতে ॥৮২
যদাপ্রভৃতি চাক্রান্তা দিগিয়ং পুণ্যকর্মণা।
তদাপ্রভৃতি নির্বৈরাঃ প্রশান্তা রজনীচরাঃ ॥৮৩
নাম্না চেয়ং ভগবতো দক্ষিণা দিক্‌প্রদক্ষিণা।
প্রথিতা ত্রিষু লোকেষু দুর্ধর্ষা ক্রূরকর্মভিঃ ॥৮৪
মার্গং নিরোদ্ধুং সততং ভাস্করস্যাচলোত্তমঃ।
সন্দেশং পালয়ংস্তস্য বিন্ধ্যশৈলো ন বর্ধতে ॥৮৫
অয়ং দীর্ঘায়ুষস্তস্য লোকে বিশ্রুতকর্মণঃ।
অগস্ত্যস্যাশ্রমঃ শ্রীমান্ বিনীতমৃগসেবিতঃ ॥৮৬
এষ লোকার্চিতঃ সাধুর্হিতে নিত্যং রতঃ সতাম্।
অস্মানধিগতানেষ শ্রেয়সা যোজয়িষ্যতি ॥৮৭
আরাধয়িষ্যাম্যত্রাহমগস্ত্যং তং মহামুনিম্।
শেষঞ্চ বনবাসস্য সৌম্য বৎস্যামহং প্রভো ॥৮৮

দূর হইতে অবলোকন মাত্র করে, ঐ সেই পুণ্যকর্মা মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম। সেই পুণ্যকর্মা অগস্ত্য যখন হইতে এইদিকে আগমন করিয়াছেন, রাক্ষসেরা তখন হইতেই শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া শান্তস্বভাব হইয়াছে।৮১-৮৩

এই দক্ষিণদিক্ সেই ভগবান অগস্ত্যঋষির প্রভাবে ক্রূরকর্মা রাক্ষসদিগের অধর্ষণীয় ও মানবদিগের বাসযোগ্য হইয়া ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। পর্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করত সূর্য্যের পথ রোধ করিবার জন্য আর নিরন্তর বর্দ্ধিত হইতেছেন না। লোকমধ্যে বিখ্যাতকর্মা সেই দীর্ঘায়ু মহর্ষি অগস্ত্যের ঐ আশ্রম নিরীহ মৃগগণে সেবিত ও শোভামণ্ডিত। আমরা সমস্ত লোকপূজিত ও নিয়ত সাধুদিগের কল্যাণসাধনে নিরত ঐ সাধুচরিত্র মহর্ষির আশ্রমে গমন করিলে উনি আমাদিগের কল্যাণ বিধান করিবেন।৮৪-৮৭

হে সুন্দরদর্শন! আমি তথায় যাইয়া সেই মহামুনি অগস্ত্যকে আরাধনা করিব এবং বনবাসের অবশিষ্ট কাল তথায় বাস করিব। ঐ আশ্রমে দেব, গন্ধর্ব

অত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
অগস্ত্যং নিয়তাহারাঃ সততং পর্য্যুপাসতে ॥৮৯
নাত্র জীবেন্মৃষাবাদী ক্রূরো বা যদি বা শঠঃ।
নৃশংসঃ পাপবৃত্তো বা মুনিরেষ তথাবিধঃ ॥৯০
অত্র দেবাশ্চ যক্ষাশ্চ নাগাশ্চ পতগৈঃ সহ।
বসন্তি নিয়তাহারা ধর্মমারাধয়িষ্ণবঃ ॥৯১
অত্র সিদ্ধা মহাত্মানো বিমানৈঃ সূর্য্যসন্নিভৈঃ।
ত্যক্ত্বা দেহান্নবৈর্দেহৈঃ স্বর্যাতাঃ পরমর্ষয়ঃ ॥৯২
যক্ষত্বমমরত্বঞ্চ রাজ্যানি বিবিধানি চ।
অত্র দেবাঃ প্রযচ্ছন্তি ভূতৈরারাধিতাঃ শুভৈঃ ॥৯৩
আগতাঃ স্মাশ্রমপদং সৌমিত্রে প্রবিশাগ্রতঃ।
নিবেদয়েহ মাং প্রাপ্তমৃষয়ে সহ সীতয়া ॥৯৪
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ ॥

ও তপস্যাসিদ্ধ মহর্ষিগণ সংযতাহার হইয়া নিরন্তর অগস্ত্য ঋষিকে উপাসনা করেন। ঐ মহর্ষি এরূপ প্রভাব-সম্পন্ন যে, উঁহার আশ্রমে মিথ্যাবাদী, ক্রূর, শঠ, নৃশংস বা পাপচারী ব্যক্তি জীবিত থাকে না।৮৯-৯০

ঐ আশ্রমে দেব, যক্ষ, নাগ ও পক্ষিগণ ধর্মচর্চার জন্য আহার সংযত করিয়া বাস করেন; সেই স্থানে যে সমস্ত মহাত্মা মহর্ষিগণ তপস্যায় সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা পুরাতন-দেহ পরিত্যাগ করিয়া নবকলেবর ধারণ করত সূর্য্যতুল্য প্রভাশালী বিমানে আরোহণপূর্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন।৯১-৯২

যে সমস্ত শুভকর্মকারী প্রাণীগণ ঐ আশ্রমে থাকিয়া দেবতাগণের আরাধনা করেন, তাঁহাদিগকে দেবতাগণ দেবত্ব, যক্ষত্ব বা নানাবিধ রাজ্য প্রদান করিয়া থাকেন। হে সুমিত্রাকুমার! আমরা অগস্ত্যমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছি। সম্প্রতি তুমি অগ্রে আশ্রমে প্রবেশ কর এবং আমি সীতার সহিত এখানে আগমন করিয়াছি—ইহা মহর্ষিকে নিবেদন কর।৯৩-৯৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামপ্রভৃতীনামগস্ত্যাশ্রম প্রবেশঃ, মুনিনা অতিথীনাং তেষাং সৎকারঃ, রামস্য দিব্যশস্ত্রপ্রাপ্তিশ্চ ।]

স প্রবিশ্যাশ্রমপদং লক্ষ্মণো রাঘবানুজঃ ।
অগস্ত্যশিষ্যমাসাদ্য বাক্যমেতদুবাচ হ ॥১
রাজা দশরথো নাম জ্যেষ্ঠস্তস্য সুতো বলী ।
রামঃ প্রাপ্তো মুনিং দ্রষ্টুং ভার্য্যয়া সহ সীতয়া ॥২
লক্ষ্মণো নাম তস্যাহং ভ্রাতা ত্ববরজো হিতঃ ।
অনুকূলশ্চ ভক্তশ্চ যদি তে শ্রোত্রমাগতঃ ॥৩
তে বয়ং বনমত্যুগ্রং প্রবিষ্টাঃ পিতৃশাসনাৎ ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামহে সর্বে ভগবন্তং নিবেদ্যতাম্ ॥৪
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণস্য তপোধনঃ ।
তথেত্যুক্তাঽগ্নিশরণং প্রবিবেশ নিবেদিতুম্ ॥৫
স প্রবিশ্য মুনিশ্রেষ্ঠং তমসা দুষ্প্রধর্ষণম্ ।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদং রামাগমনমঞ্জসা ॥৬
যথোক্তং লক্ষ্মণেনৈব শিষ্যোঽগস্ত্যস্য সম্মতঃ ।
পুত্রৌ দশরথস্যেমৌ রামো লক্ষ্মণ এব চ ॥৭
প্রবিষ্টাবাশ্রমপদং সীতয়া সহ ভার্য্যয়া ।
দ্রষ্টুং ভবন্তমায়াতৌ শুশ্রূষার্থমরিন্দমৌ ॥৮
যদত্রানন্তরং তৎ ত্বমাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি ।
ততঃ শিষ্যাদুপশ্রুত্য প্রাপ্তং রামং সলক্ষ্মণম্ ॥৯
বৈদেহীঞ্চ মহাভাগামিদং বচনমব্রবীৎ ।
দিষ্ট্যা রামশ্চিরস্যাদ্য দ্রষ্টুং মাং সমুপাগতঃ ॥১০
মনসা কাঙ্ক্ষিতং হ্যস্য ময়াপ্যাগমনং প্রতি ।
গম্যতাং সৎকৃতো রামঃ সভার্য্যঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥১১
প্রবেশ্যতাং সমীপং মে কিমসৌ ন প্রবেশিতঃ ।
এবমুক্তস্তু মুনিনা ধর্মজ্ঞেন মহাত্মনা ॥১২

দ্বাদশ সর্গ

[শ্রীরাম প্রভৃতির অগস্ত্যাশ্রমে প্রবেশ, মুনিকর্তৃক অতিথি সৎকার ও রামের দিব্য অস্ত্র-শস্ত্রপ্রাপ্তি]।

রামানুজ লক্ষ্মণ অগ্রে আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিয়া অগস্ত্য ঋষির এক শিষ্যের নিকট যাইয়া বলিলেন,—রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র বলবান্ রাম ভার্য্যা সীতার সহিত অগস্ত্যমুনিকে দর্শন করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন ।১-২

আমার নাম লক্ষ্মণ, আমি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং তাঁহার বশবর্তী, হিতকারী ও ভক্ত। আশা করি—আপনারা তাহা শ্রবণ করিয়াছেন। আমরা পিতার আদেশে অতি ভয়ঙ্কর বনে প্রবিষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে ভগবান্ অগস্ত্যমুনিকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেছি। আপনি তাঁহাকে ইহা নিবেদন করুন ।৩-৪

সেই তপোধন লক্ষ্মণের উক্ত বাক্য শ্রবণ করত 'তাঁহাকে নিবেদন করিতেছি' বলিয়া অগস্ত্যকে নিবেদন করিবার জন্য অগ্নিগৃহে প্রবেশ করিলেন ।৫

অগস্ত্য ঋষির প্রিয় শিষ্য তথায় প্রবিষ্ট হইয়া অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া তপোবলে বলীয়ান্ বলিয়া অধর্ষণীয় মুনিশ্রেষ্ঠকে লক্ষ্মণের বাক্যানুসারে রামের আগমনবার্তা এইরূপে বলিলেন,—দশরথতনয় শত্রুদমন রাম ভার্য্যা সীতা ও ভ্রাতা অরিন্দম লক্ষ্মণের সহিত আপনাকে দর্শন ও সেবা করিবার জন্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন ।৬-৮

এ বিষয়ে যাহা বক্তব্য, তাহা আপনি আদেশ করুন। অনন্তর অগস্ত্য ঋষি শিষ্যের নিকট রাম, লক্ষ্মণ ও মহাভাগ্যবতী সীতাদেবীর আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—সৌভাগ্যক্রমে বহু কাল পরে রাম আমাকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন ।৯-১০

আমিও মনেমনে তাঁহার আগমন আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম। তুমি যাও এবং রামকে ভার্য্যা সীতা

অভিবাদ্যাব্রবীচ্ছিষ্যস্তথেতি নিয়াতাঞ্জলিঃ।
তদা নিষ্ক্রম্য সম্ভ্রান্তঃ শিষ্যো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥১৩
কোঽসৌ রামো মুনিং দ্রষ্টুমেতু প্রবিশতু স্বয়ম্।
ততো গত্বাশ্রমপদং শিষ্যেণ সহ লক্ষ্মণঃ ॥১৪
দর্শয়ামাস কাকুৎস্থং সীতাঞ্চ জনকাত্মজাম্।
তং শিষ্যঃ প্রশ্রিতং বাক্যমগস্ত্যবচনং ব্রুবন্ ॥১৫
প্রাবেশয়দ্ যথান্যায়ং সৎকারার্হং সুসৎকৃতম্।
প্রবিবেশ ততো রামঃ সীতয়া সহ লক্ষ্মণঃ ॥১৬
প্রশান্তহরিণাকীর্ণমাশ্রমং হ্যবলোকয়ন্।
স তত্র ব্রহ্মণঃ স্থানমগ্নেঃ স্থানং তথৈব চ ॥১৭
বিষ্ণোঃ স্থানং মহেন্দ্রস্য স্থানং চৈব বিবস্বতঃ।
সোমস্থানং ভগস্থানং স্থানং কৌবেরমেব চ ॥১৮
ধাতুর্বিধাতুঃ স্থানঞ্চ বায়োঃ স্থানং তথৈব চ।
স্থানঞ্চ পাশহস্তস্য বরুণস্য মহাত্মনঃ ॥১৯
স্থানং তথৈব গায়ত্র্যা বসূনাং স্থানমেব চ।
স্থানঞ্চ নাগরাজস্য গরুড়স্থানমেব চ ॥২০
কার্ত্তিকেয়স্য চ স্থানং ধর্মস্থানঞ্চ পশ্যতি।
ততঃ শিষ্যৈঃ পরিবৃতো মুনিরপ্যভিনিষ্পতৎ ॥২১
তং দদর্শাগ্রতো রামো মুনীনাং দীপ্ততেজসম্।
অব্রবীদ্ বচনং বীরো লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্দ্ধনম্ ॥২২
বহির্লক্ষ্মণ নিষ্ক্রামত্যগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ।
ঔদার্য্যেণাবগচ্ছামি নিধানং তপসামিদম্ ॥২৩
এবমুক্ত্বা মহাবাহুরগস্ত্যং সূর্য্যবর্চসম্।
জগ্রাহাপততস্তস্য পাদৌ চ রঘুনন্দনঃ ॥২৪
অভিবাদ্য তু ধর্মাত্মা তস্থৌ রামঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
সীতয়া সহ বৈদেহ্যা তদা রামঃ স লক্ষ্মণঃ ॥২৫
প্রতিগৃহ্য চ কাকুৎস্থমর্চয়িত্বাঽসনোদকৈঃ।
কুশলপ্রশ্নমুক্ত্বা চ আস্যতামিতি সোঽব্রবীৎ ॥২৬

ও লক্ষ্মণের সহিত সসম্মানে আমার নিকটে আনয়ন কর। তুমি কেন দেখিবামাত্র তাঁহাকে এখানে প্রবেশ করিবার জন্য অভ্যর্থনা কর নাই? সেই শিষ্য ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা মুনিকর্তৃক ঐ রূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—আমি এখনই তাঁহাদিগকে লইয়া আসিতেছি। পরে তিনি তথা হইতে সম্ভ্রম-সহকারে নির্গত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন।১১-১৩

রাম কে? তিনি আসুন। মুনিকে দর্শন করিবার জন্য স্বয়ং প্রবেশ করুন। অনন্তর লক্ষ্মণ সেই শিষ্যের সহিত আশ্রমের প্রান্তভাগে যাইয়া তাঁহাকে কাকুৎস্থ রাম ও জনকদুহিতা সীতাকে দেখাইলেন। তখন সেই শিষ্য সৎকারযোগ্য রামের পাদ্যাদির দ্বারা সৎকার করত তাহাকে সবিনয়ে অগস্ত্যবাক্য বলিতে বলিতে সম্মানসহকারে যথানিয়মে আশ্রমের ভিতরে লইয়া গেলেন।১৪-১৬

পরে রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শান্তস্বভাব হরিণে পূর্ণ সেই আশ্রম অবলোকন করত তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি তথায় প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মা, অগ্নি, বিষ্ণু, মহেন্দ্র, সূর্য, চন্দ্র, কুবের, ধাতা, বিধাতা, বায়ু, পাশধারী মহাত্মা বরুণ, গায়ত্রীদেবী, বসুগণ, নাগরাজ বাসুকি, গরুড়, কার্ত্তিক ও ধর্মের পৃথক্ পৃথক্ স্থান দর্শন করিলেন। অনন্তর অগস্ত্যমুনি শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া অগ্নিগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।১৭-২১

বীর্য্যশালী রাম মুনিদিগের অগ্রবর্ত্তী দীপ্ততেজা অগস্ত্যমুনিকে সম্মুখে আগমন করিতে দেখিয়া শোভাবর্দ্ধন লক্ষ্মণ কে বলিলেন,—লক্ষ্মণ! তপস্যার আকর ঐ ভগবান্ অগস্ত্য ঋষি বহির্দেশে আগমন করিতেছেন। এক্ষণে আমি বিনীত হইয়া তপোধনের নিকটে গমন করি।২২-২৩

মহাবাহু রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া সূর্য্যতুল্য তেজস্বী অগস্ত্যঋষিকে আগত দেখিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। ধর্মাত্মা লোকাভিরাম রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সেই অগস্ত্যঋষি কাকুৎস্থ রামকে অতি আদরের সহিত গ্রহণপূর্ব্বক আসন ও জল দ্বারা অর্চনাদি করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ও উপবেশন করিতে বলিলেন।২৪-২৬

অগ্নিং হুত্বা প্রদায়ার্ঘ্যমতিথীন্ প্রতিপূজ্য চ।
বানপ্রস্থেন ধর্ম্মেণ স তেষাং ভোজনং দদৌ ॥২৭

প্রথমং চোপবিশ্যাথ ধর্ম্মজ্ঞো মুনিপুঙ্গবঃ।
উবাচ রামমাসীনং প্রাঞ্জলিং ধর্ম্মকোবিদম্ ॥২৮

অন্যথা খলু কাকুৎস্থ তপস্বী সমুদাচরন্।
দুঃসাক্ষীব পরে লোকে স্বানি মাংসানি ভক্ষয়েৎ ॥২৯

রাজা সর্ব্বস্য লোকস্য ধর্ম্মচারী মহারথঃ।
পূজনীয়শ্চ মান্যশ্চ ভবান্ প্রাপ্তঃ প্রিয়াতিথিঃ ॥৩০

এবমুক্ত্বা ফলৈর্মূলৈঃ পুষ্পৈশ্চান্যৈশ্চ রাঘবম্।
পূজয়িত্বা যথাকামং ততোঽগস্ত্যস্তমব্রবীৎ ॥৩১

ইদং দিব্যং মহচ্চাপং হেমবজ্রবিভূষিতম্।
বৈষ্ণবং পুরুষব্যাঘ্র নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণাঃ ॥৩২

অমোঘঃ সূর্য্যসঙ্কাশো ব্রহ্মদত্তঃ শরোত্তমঃ।
দত্তৌ মম মহেন্দ্রেণ তূণী চাক্ষয্য-সায়কৌ ॥৩৩

সম্পূর্ণৌ নিশিতৈর্ব্বাণৈর্জ্বলদ্ভিরিব পাবকৈঃ।
মহারজতকোশোঽয়মসির্হেমবিভূষিতঃ ॥৩৪

অনেন ধনুষা রাম হত্বা সংখ্যে মহাসুরান্।
আজহার শ্রিয়ং দীপ্তাং পুরা বিষ্ণুর্দিবৌকসাম্ ॥৩৫

তদ্ধনুস্তৌ চ তূণী চ শরং খড়্গঞ্চ মানদ।
জয়ায় প্রতিগৃহ্ণীষ্ব বজ্রং বজ্রধরো যথা ॥৩৬

এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ সমস্তং তদ্বরায়ুধম্।
দত্ত্বা রামায় ভগবানগস্ত্যঃ পুনরব্রবীৎ ॥৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ।

পরে তিনি অগ্নিতে হোম করিয়া বানপ্রস্থ-ধর্ম্মানুসারে সেই অতিথি রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীকে অর্ঘ্যপ্রদান-পূর্ব্বক পূজা করত ভোজন দান করিলেন।২৭

অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য প্রথমে উপবিষ্ট হইয়া অঞ্জলিবদ্ধ ও পশ্চাতে উপবিষ্ট ধর্ম্মজ্ঞ রামকে বলিলেন।২৮

হে কাকুৎস্থ! তপস্বী যদি অতিথির প্রতি অন্য প্রকার আচরণ করে, তবে মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা ব্যক্তির ন্যায় তাহাকে ঘোর নরকে স্বীয় মাংস ভক্ষণ করিতে হয়।২৯

তুমি মহারথ ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ও সমস্তলোকের রাজা সুতরাং আমাদের প্রিয় অতিথি। তুমি এখানে আগমন করিয়াছ, অবশ্যই আমাদিগের তোমাকে পূজা ও সম্মান করা কর্ত্তব্য। অগস্ত্যঋষি রঘুনন্দন রামকে ঐ রূপবলিয়া ইচ্ছানুসারে পুষ্প ফলমূল ও অন্যান্য বনদ্রব্য দ্বারা পূজা করিয়া পুনরায় বলিলেন,—পুরুষশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্র আমাকে এই বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত স্বর্ণ ও বজ্রমণিদ্বারা বিভূষিত দিব্য মহৎ বৈষ্ণব ধনু, সূর্য্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন ও অমোঘ ব্রহ্মদত্তনামক উৎকৃষ্ট শর, স্বর্ণনির্ম্মিত কোষস্থিত স্বর্ণভূষিত অসি এবং অগ্নিসদৃশ প্রজ্বলিত তীক্ষ্ণ শর-সমূহে পরিপূর্ণ অক্ষয়-শায়ক ও তূণদ্বয় প্রদান করিয়াছেন।৩০-৩৪

রাম! পূর্ব্বে বিষ্ণু এই ধনু দ্বারা যুদ্ধে অসুরশ্রেষ্ঠদিগকে বধ করিয়া দেবগণের দীপ্তিমতীলক্ষ্মী আহরণ করিয়াছিলেন।৩৫

হে মানদ! বজ্রধারী ইন্দ্র যেরূপ বজ্র গ্রহণ করেন, সেইরূপ তুমিও বিজয়লাভের জন্য এই ধনু, শর, খড়্গ ও তূণদ্বয় গ্রহণ কর।৩৬

মহাতেজস্বী ভগবান্ অগস্ত্যঋষি এই কথা বলিয়া রামকে সেই সমস্ত উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন।৩৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

[রামং প্রতি অগস্ত্যস্য প্রসন্নতা, সীতাদেবীমুদ্দিশ্য মুনীনাং সপ্রংশসমন্তব্যং পঞ্চবটীমধ্যে আশ্রমনির্মাণায় রামং প্রতি মুনীনাং নির্দেশঃ, তেন রামাদীনাং যাত্রা চ।]

রাম প্রীতোঽস্মি ভদ্রং তে পরিতুষ্টোঽস্মি লক্ষ্মণ।
অভিবাদয়িতুং যন্মাং প্রাপ্তৌ স্থঃ সহ সীতয়া ॥১
অধ্বশ্রমেণ বা খেদো বাধতে প্রচুরশ্রমঃ।
ব্যক্তমুৎকণ্ঠতে বাপি মৈথিলী জনকাত্মজা ॥২
এষা চ সুকুমারী চ খেদৈশ্চ ন বিমানিতা।
রাজ্যদোষং বনং প্রাপ্তা ভর্তৃস্নেহপ্রচোদিতা ॥৩
যথৈষা রমতে রাম ইহ সীতা তথা কুরু।
দুষ্করং কৃতবত্যেষা বনে ত্বামভিগচ্ছতী ॥৪
এষা হি প্রকৃতিঃ স্ত্রীণামা সৃষ্টে রঘুনন্দন।
সমস্থমনুরজ্যন্তে বিষমস্থং ত্যজন্তি চ ॥৫
শতহ্রদানাং লোলত্বং শস্ত্রাণাং তীক্ষ্ণতাং তথা।
গরুড়ানিলয়োঃ শৈঘ্রমনুগচ্ছন্তি যোষিতঃ ॥৬
ইয়ং তু ভবতো ভার্য্যা দোষৈরেতৈর্বিবর্জিতা।
শ্লাঘ্যা চ ব্যপদেশ্যা চ যথা দেবেষ্বরুন্ধতী ॥৭
অলঙ্কৃতোঽয়ং দেশশ্চ যত্র সৌমিত্রিণা সহ।
বৈদেহ্যা চানয়া রাম বৎস্যসি ত্বমরিন্দম ॥৮
এবমুক্তস্তু মুনিনা রাঘবঃ সংযতাঞ্জলিঃ।
উবাচ প্রশ্রিতং বাক্যমৃষিং দীপ্তমিবানলম্ ॥৯
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে মুনিপুঙ্গবঃ।
গুণৈঃ সভ্রাতৃভার্য্যস্য গুরুর্নঃ পরিতুষ্যতি ॥১০

ত্রয়োদশ সর্গ

(রামের প্রতি মহর্ষি অগস্ত্যের প্রসন্নতা, সীতাদেবীর উদ্দেশে মুনির সপ্রশংস মন্তব্য, পঞ্চবটীতে আশ্রম নির্মাণের জন্য রামের প্রতি মুনির আদেশ ও তদুদ্দেশে রাম প্রভৃতির যাত্রা)

হে রাম! তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। লক্ষ্মণ! আমি তোমার প্রতিও সন্তুষ্ট হইয়াছি; কেননা, সীতার সহিত তোমারা আমাকে অভিবাদন করিবার জন্য এইস্থানে আসিয়াছ।১

পথ ভ্রমণের জন্য অত্যন্ত শ্রম ও তজ্জনিত ক্লেশ তোমাদিগকে পীড়িত করিতেছে, মিথিলারাজ জনকের দুহিতা সীতাদেবীও অত্যন্ত পরিশ্রান্তা হইয়া উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন।২

এই সুকুমারী সীতাদেবী পূর্বে কখনও এইরূপ দুঃখ-পীড়িতা হন নাই। সম্প্রতি পতিভক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অতি কষ্টদায়ক এই বনে আগমন করিয়াছেন। রাম! এই সীতা বনেও তোমার অনুগামিনী হইয়া অতি দুষ্কর-কার্য্য করিয়াছেন। এখন যাহাতে তাঁহার চিত্তে সন্তোষ জন্মে, তুমি সেইরূপ কার্য্য কর।৩-৪

হে রঘুনন্দন! সৃষ্টিকাল হইতে স্ত্রীগণের এইরূপ স্বভাব যে, তাহারা সম্পৎসময়ে পতির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে এবং বিপৎসময়ে পতিকে পরিত্যাগ করে।৫

স্ত্রীগণ বিদ্যুতের চঞ্চলতা, অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা এবং গরুড় ও বায়ুর দ্রুতগামিতার অনুসরণ করিয়া থাকে। কিন্তু তোমার এ ভার্য্যাতে সে সমস্ত দোষ নাই, ইনি দেবীগণের মধ্যে অরুন্ধতীর ন্যায় পবিত্রাদিগের অগ্রগণ্যা ও প্রশংসনীয়া।৬-৭

হে শত্রুদমন রাম! এক্ষণে এই প্রদেশ সম্যগ্‌রূপ অলঙ্কৃত হইল; কেননা, তুমি বিদেহরাজদুহিতা সীতা ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত এইস্থানে বাস করিবে।৮

প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য দ্যুতিশালী অগস্ত্যমুনি কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া রঘুনন্দন রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বিনীতভাবে বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাদিগের গুরু। আপনি যখন আমাকে এবং আমার ভ্রাতা ও ভার্য্যার গুণে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তখন আমি আপনার অনুগ্রহভাজন ও ধন্য হইয়াছি।৯-১০

কিন্তু ব্যাদিশ মে দেশং সোদকং বহুকাননম্
যত্রাশ্রমপদং কৃত্বা বসেয়ং নিরতঃ সুখম্ ॥১১
ততোঽব্রবীন্ মুনিশ্রেষ্ঠঃ শ্রুত্বা রামস্য ভাষিতম্।
ধ্যাত্বা মুহূর্ত্তং ধর্ম্মাত্মা ততোবাচ বচঃ শুভম্ ॥১২
ইতো দ্বিযোজনে তাত বহুমূল-ফলোদকঃ।
দেশো বহুমৃগঃ শ্রীমান্ পঞ্চবট্যভিবিশ্রুতঃ ॥১৩
তত্র গত্বাশ্রমপদং কৃত্বা সৌমিত্রিণা সহ।
রমস্ব ত্বং পিতুর্বাক্যং যথোক্তমনুপালয়ন্ * ॥১৪
বিদিতো হ্যেষ বৃত্তান্তো মম সর্বস্তবানঘ।
তপসশ্চ প্রভাবেণ স্নেহাদ্দশরথস্য চ ॥১৫
হৃদয়স্থশ্চ তে চ্ছন্দো বিজ্ঞাতং তপসা ময়া।
ইহ বাসং প্রতিজ্ঞায় ময়া সহ তপোবনে ॥১৬

অধুনা আপনি আমাকে কোথায় অল্পায়াসে জল পাওয়া যায়—এইরূপ একটি বহু বনশোভিত স্থান বলিয়া দিন। আমি তথায় আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক সুখে বাস করিব।১১

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল ধ্যানস্থ থাকিয়া পরে তাঁহাকে এই শুভবাক্য বলিলেন,—হে তাত! এই স্থান হইতে দুই যোজন দূরে পঞ্চবটীনামে নানাবিধ ফলমূলসমন্বিত এক বিখ্যাত প্রদেশ আছে। সেইস্থানে অল্পায়াসে জল পাওয়া যায়। তুমি তথায় যাইয়া সুমিত্রানন্দন-লক্ষ্মণের সহিত আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া পিতৃবাক্য যথাযথপালন করত পরম সন্তোষসহকারে বাস কর।১২-১৪

আমি তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ পূর্ব্বেই তপঃপ্রভাবে তোমার পিতৃবাক্য পালনের জন্য বনবাস এবং রাজা

* ১৪নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি কোন কোন গ্রন্থে অধিক দেখা যায়,—

[কালোঽয়ং গতভূয়িষ্ঠো যঃ কালস্তব রাঘব।
সময়ো যো নরেন্দ্রেণ কৃতো দশরথেন তে ॥
তীর্ণপ্রতিজ্ঞঃ কাকুৎস্থ সুখং রাজ্যে নিবৎস্যতি।
ধন্যস্তে জনকো রাম স রাজা রঘুনন্দন ॥
যৎ ত্বয়া জ্যেষ্ঠপুত্রেণ য়য়াতিরিব তারিতঃ।]

অতশ্চ ত্বামহং ব্রূমি গচ্ছ পঞ্চবটীমিতি।
স হি রম্যো বনোদ্দেশো মৈথিলী তত্র রংস্যতে ॥১৭
স দেশঃ শ্লাঘনীয়শ্চ নাতিদূরে চ রাঘব।
গোদাবর্য্যাঃ সমীপে চ মৈথিলী তত্র রংস্যতে ॥১৮
প্রাজ্যমূলফলৈশ্চৈব নানাদ্বিজগণৈর্যুতঃ।
বিবিক্তশ্চ মহাবাহো পুণ্যো রম্যস্তথৈব চ ॥১৯
ভবানপি সদাচারঃ শক্তশ্চ পরিরক্ষণে।
অপি চাত্র বসন্ রাম তাপসান্ পালয়িষ্যসি ॥২০
এতদালক্ষ্যতে বীর মধুকানাং মহাবনম্।
উত্তরেণাস্য গন্তব্যং ন্যগ্রোধমপি গচ্ছতা ॥২১
ততঃ স্থলমুপারুহ্য পর্বতস্যাবিদূরতঃ।
খ্যাতঃ পঞ্চবটীত্যেব নিত্যপুষ্পিতকাননঃ ॥২২

দশরথের অঙ্গীকার পালনের জন্য প্রাণত্যাগরূপ সকল বৃত্তান্ত অবগত আছি, অধিকন্তু তুমি আমার সহিত এই তপোবনে বাস করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে যে নিমিত্ত অন্যস্থানে বাস করিতে অভিলাষ করিতেছ, আমি তপস্যাপ্রভাবে তোমার সেই আন্তরিক ভাবও (এই স্থানে টীকাকার বলিয়াছেন—অগস্ত্যাশ্রমে রাক্ষস নাই। রাক্ষসবধ করাই রামের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা এই স্থানে সাধিত হইবে না, এই জন্য স্থানান্তরে চলিলেন] জানিতে পারিয়াছি, তজ্জন্যই বলিতেছি যে পঞ্চবটীতে গমন কর। সেই বনপ্রদেশ অতিরমণীয়। তথায় মিথিলা রাজদুহিতা সীতাদেবী প্রীতিলাভ করিবেন।১৫-১৭

হে রঘুনন্দন! গোদাবরীনদীর নিকটে স্থিত সেই রমণীয় প্রদেশ এই আশ্রম হইতে অধিক দূরে নহে। মিথিলারাজ দুহিতা সীতাদেবী অবশ্যই তথায় প্রীতিলাভ করিবেন।১৮

হে মহাবাহো! প্রচুর ফলমূল সমন্বিত, নানাবিধ পক্ষিগণে সেবিত ও পুণ্যজনক সেই নির্জন স্থান অতি রমণীয়।১৯

রাম! তুমি সদাচারসম্পন্ন ও আত্মরক্ষায় সমর্থ। অধিক কি, তুমি তথায় বাস করত তপস্বিগণকেও রক্ষা করিবে।২০

অগস্ত্যেনৈবমুক্তস্তু রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
সৎকৃত্যামন্ত্রয়ামাস তমৃষিং সত্যবাদিনম্ ॥২৩
তৌ তু তেনাভ্যনুজ্ঞাতৌ কৃতপাদাভিবন্দনৌ।
তমাশ্রমং পঞ্চবটীং জগ্মতুঃ সহ সীতয়া ॥২৪
গৃহীতচাপৌ তু নরাধিপাত্মজৌ
বিষক্তূণী সমরেষ্বকাতরৌ।
যথোপদিষ্টেন পথা মহর্ষিণা
প্রজগ্মতুঃ পঞ্চবটীং সমাহিতৌ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥

হে বীর! ঐ যে মধূকবৃক্ষের নিকটে ঘোর বন দেখা যাইতেছে, উহার উত্তর ভাগ দিয়া তোমরা গমন করিবে। তাহা হইলে তুমি সেই প্রসিদ্ধ বটবৃক্ষের অনতিদূরে এক পর্বতের নিকটে সদা পুষ্পসমন্বিত ও বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত কাননের মধ্যবর্ত্তী পঞ্চবটীনামে বিখ্যাত প্রদেশ পাইবে। রাম সত্যবাদী অগস্ত্যমুনি কর্ত্তৃক ঐ রূপ উক্ত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে সম্মানিত করত তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিলেন।২১-২৩

অনন্তর তাঁহারা সেই মুনিকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সীতার সহিত তাঁহার চরণ বন্দনাপূর্বক সেই পঞ্চবটীনামক আশ্রমের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।২৪

যাঁহারা যুদ্ধে কাতরতা প্রদর্শন করেন না, সেই দুই রাজকুমার ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশে তূণ আবদ্ধ করিয়া সযত্নে মহর্ষি অগস্ত্যের উপদিষ্ট পথদিয়া পঞ্চবটীর অভিমুখে গমন করিলেন।২৫

মহর্ষি বাল্মীকীপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দশঃ সর্গঃ

[পঞ্চবটীমভিগমনসময়ে পথি জটায়ুনা সহ শ্রীরামাদীনাং সাক্ষাৎকারঃ, রামসমীপে তস্য বিস্তৃত-বিচিত্রপরিচয়দানঞ্চ।]

অথ পঞ্চবটীং গচ্ছন্নন্তরা রঘুনন্দনঃ।
আসসাদ মহাকায়ং গৃধ্রং ভীমপরাক্রমম্ ॥১
তং দৃষ্ট্বা তৌ মহাভাগৌ বনস্থং রাম-লক্ষ্মণৌ।
মেনাতে রাক্ষসং পক্ষিং ব্রুবাণৌ কো ভবানিতি ॥২
ততো মধুরয়া বাচা সৌম্যয়া প্রীণয়ন্নিব।
উবাচ বৎস মাং বিদ্ধি বয়স্যং পিতুরাত্মনঃ ॥৩
স তং পিতৃসখং মত্বা পূজয়ামাস রাঘবঃ।
স তস্য কুলমব্যগ্রমথ পপ্রচ্ছ নাম চ ॥৪
রামস্য বচনং শ্রুত্বা কুলমাত্মানমেব চ।
আচচক্ষে দ্বিজস্তস্মৈ সর্বভূতসমুদ্ভবম্ ॥৫
পূর্বকালে মহাবাহো যে প্রজাপতয়োঽভবন্।
তান্মে নিগদতঃ সর্বানাদিতঃ শৃণু রাঘব ॥৬
কর্দমঃ প্রথমস্তেষাং বিকৃতস্তদনন্তরম্।
শেষশ্চ সংশ্রয়শ্চৈব বহুপুত্রশ্চ বীর্য্যবান্ ॥৭
স্থাণুর্মরীচিরত্রিশ্চ ক্রতুশ্চৈব মহাবল।
পুলস্ত্যশ্চাঙ্গিরাশ্চৈব প্রচেতাঃ পুলহস্তথা ॥৮
দক্ষো বিবস্বানপরোঽরিষ্টনেমিশ্চ রাঘব।
কশ্যপশ্চ মহাতেজাস্তেষামাসীচ্চ পশ্চিমঃ ॥৯
প্রজাপতেস্তু দক্ষস্য বভূবুরিতি বিশ্রুতাঃ।
ষষ্টির্দুহিতরো রাম যশস্বিন্যো মহাযশঃ ॥১০

চতুর্দশ সর্গ

[পঞ্চবটী অভিমুখে গমনসময়ে পথিমধ্যে জটায়ুর সাথে রাম প্রভৃতির সাক্ষাৎ ও রামের নিকট জটায়ুর স্বীয় বিস্তৃত ও বিচিত্র পরিচয় প্রদান।]

অনন্তর রঘুনন্দন রাম পঞ্চবটীর অভিমুখে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে মহা পরাক্রমশালী ভয়ানক ও বৃহৎ শরীরধারী এক গৃধ্রকে প্রাপ্ত হইলেন।১

মহাভাগ রাম ও লক্ষ্মণ বনপথস্থিত ঐ পক্ষীকে দেখিয়া রাক্ষস বোধ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কে ?২

তখন সেই গৃধ্র কোমল ও মধুর বাক্যে রামকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন,—বৎস! আমি তোমার পিতার বয়স্য—ইহা তুমি অবগত হও। তখন রঘুনন্দনরাম তাঁহাকে পিতৃতুল্যজ্ঞানে পূজাকরত বিনীতভাবে তাঁহার নাম ও গোত্র জিজ্ঞাসা করিলেন।৩ ৪

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া পক্ষী তাঁহার নিকটে স্বীয় বংশ ও নাম এবং প্রসঙ্গক্রমে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তিপ্রকার বলিতে লাগিলেন।৫

হে মহাভুজ রাম! পূর্বে যাঁহারা প্রজাপতি হইয়াছিলেন, আমি প্রথম হইতে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের নাম কীর্তন করিতেছি—শ্রবণ কর।৬

প্রথম প্রজাপতি হইলেন—১। কর্দম। তারপর ২। বিকৃত, ৩। শেষ, ৪। সংশ্রয়, ৫। বীর্য্যসম্পন্ন বহুপুত্রবান্, ৬। স্থাণু, ৭। মরীচি, ৮। অত্রি, ৯। ক্রতু, ১০। পুলস্ত্য, ১১। অঙ্গিরা, ১২। প্রচেতা, ১৩। পুলহ, ১৪। দক্ষ, ১৫। সূর্য্য ও ১৬। অরিষ্ট প্রজাপতি হন এবং সর্বশেষে ১৭। মহাতেজা কশ্যপ প্রজাপতি হন। হে মহাযশাঃ রাম দক্ষ প্রজাপতির যশস্বিনী লোকবিখ্যাতা ষষ্টিসংখ্যক (৬০) কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে কশ্যপ ১। অদিতি, ২। দিতি, ৩। দনু, ৪। কালকা, ৫। তাম্রা ৬। ক্রোধবশা, ৭। মনু ও ৮। আনলা—এই আটটি সুমধ্যমা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন *। তারপর প্রীত হইয়া কশ্যপ সেই কন্যাদিগকে বলিলেন।৭-১২

* অন্যত্র 'কশ্যপায় ত্রয়োদশ' এই বচনানুসারে কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর উল্লেখ থাকায় এইস্থলে যে আটটি পত্নীর কথা বলা হইল, তাহা পুত্রবতী ও প্রধান পত্নীর কথা বুঝিতে হইবে।

কশ্যপঃ প্রতিজগ্রাহ তাসামষ্টৌ সুমধ্যমাঃ।
অদিতিঞ্চ দিতিং চৈব দনুমপি চ কালকাম্ ॥১১
তাম্রাং ক্রোধবশাং চৈব মনুং চাপ্যনলামপি।
তাস্ত কন্যাস্ততঃ প্রীতঃ কশ্যপঃ পুনরব্রবীৎ ॥১২
পুত্রাংস্ত্রৈলোক্যভর্তৃন্ বৈ জনয়িষ্যথ মৎসমান্।
অদিতিস্তন্মনা রাম দিতিশ্চ দনুরেব চ ॥১৩
কালকা চ মহাবাহো শেষাস্ত্বমনসোঽভবন্।
অদিত্যাং জজ্ঞিরে দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংসদরিন্দম ॥১৪
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ চ পরন্তপ।
দিতিস্ত্বজনয়ৎ পুত্রান্ দৈত্যাংস্তাত যশস্বিনঃ ॥১৫
তেষামিয়ং বসুমতী পুরাসীৎ সবনার্ণবা।
দনুস্ত্বজনয়ৎ পুত্রমশ্বগ্রীবমরিন্দম ॥১৬
নরকং কালকং চৈব কালকাপি ব্যজায়ত।
ক্রৌঞ্চীং ভাসীং তথা শ্যেনীং ধৃতরাষ্ট্রীং তথা শুকীম্ ॥১৭

তাম্রা তু সুষুবে কন্যাঃ পঞ্চৈতা লোকবিশ্রুতাঃ।
উলূকান্ জনয়ৎ ক্রৌঞ্চী ভাসী ভাসান্ ব্যজায়ত ॥১৮
শ্যেনী শ্যেনাংশ্চ গৃধ্রাংশ্চ ব্যজায়ত সুতেজসঃ।
ধৃতরাষ্ট্রী তু হংসাংশ্চ কলহংসাংশ্চ সর্বশঃ ॥১৯
চক্রবাকাংশ্চ ভদ্রং তে বিজজ্ঞে সাপি ভামিনী।
শুকী নতাং বিজজ্ঞে তু নতায়া বিনতাসুতা ॥২০
দশক্রোধবশা রাম বিজজ্ঞেঽপ্যাত্মসম্ভবাঃ।
মৃগীঞ্চ মৃগমন্দাঞ্চ হরীং ভদ্রমদামপি ॥২১
মাতঙ্গীমথ শার্দূলীং শ্বেতাঞ্চ সুরভিং তথা।
সর্বলক্ষণসম্পন্নাং সুরসাং কদ্রুকামপি ॥২২
অপত্যং তু মৃগাঃ সর্বে মৃগ্যা নরবরোত্তম।
ঋক্ষাশ্চ মৃগমন্দায়াঃ সৃমরাশ্চমরাস্তথা ॥২৩
ততস্ত্বিরাবতীং নাম জজ্ঞে ভদ্রমদাসুতাম্।
তস্যাস্ত্বৈরাবতঃ পুত্রো লোকনাথো মহাগজঃ ॥২৪

তোমরা আমার ন্যায় ত্রৈলোক্যপালক বহু পুত্র প্রসব করিবে। হে মহাবাহো! রাম! তখন দিতি, অদিতি, দনু ও কালকা তাদৃশ পুত্রলাভে অভিলাষিণী হন, আর তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু, ও অনলা ইঁহারা তদ্‌বিষয়ে মনযোগ করেন না। হে অরিদমন! দ্বাদশ সূর্য্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র ও দুই স্বর্গবৈদ্য—এই তেত্রিশ দেবতা অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হে তাত! দিতির গর্ভে অনেক যশস্বী পুত্র জন্মলাভ করে, তাহারা দৈত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ।১৩-১৫

পূর্বে বনভূমিসহ সসাগরা পৃথিবীতে তাহাদের আধিপত্য ছিল। হে শক্রতাপন! দনু অশ্বগ্রীবনামক এক পুত্র প্রসব করে।১৬

কালকা নরক ও কালক নামে দুই পুত্র লাভ করেন এবং তাম্রা ভাসী, ক্রৌঞ্চী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকানাম্নী লোকবিখ্যাতা পাঁচটী কন্যা প্রসব করেন। ভাসী ভাসগণকে, ক্রৌঞ্চী উলূকগণকে, শ্যেনী অতি তেজস্বী গৃধ্র ও শ্যেনদিগকে, ধৃতরাষ্ট্রী হংস, কলহংস ও চক্রবাকগণকে এবং শুকী নতাকে প্রসব করিয়াছিলেন।

হে রাম! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। নতার বিনাতানাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে।১৭-২০

হে রাম! ক্রোধবশা (১) মৃগী, (২) মৃগমন্দা, (৩) হরী, (৪) ভদ্রমদা, (৫) মাতঙ্গী, (৬) শার্দূলী, (৭) শ্বেতা, (৮) সুরভি, (৯) সকল শুভ লক্ষণযুক্তা সুরসা ও (১০) কদ্রুনাম্নী দশটি কন্যা উৎপাদন করেন।২১-২২

হে নরোত্তম! মৃগগণ মৃগীর গর্ভে এবং ঋক্ষ, সৃমর ও চমরগণ মৃগমন্দার গর্ভে উৎপন্ন হন। ভদ্রমদা ইরাবতী নাম্নী একটি কন্যা প্রসব করেন। সেই ইরাবতীর গর্ভে ঐরাবতনামক লোকপালক মহাগজের জন্ম হয়।২৩-২৪

সিংহ, গোলাঙ্গুল ও অন্যান্য বেগশালী বানরগণ হরীর গর্ভে জন্মলাভ করে। হে পুরুষোত্তম! শার্দূলী ব্যাঘ্রগণকে, মাতঙ্গী অন্যান্য হস্তীদিগকে এবং শ্বেতা দিগ্‌পালক হস্তীদিগকে প্রসব করে।২৫-২৬

হে রাম! তোমার মঙ্গল হউক। সুরভির রোহিণী ও গন্ধর্বী নাম্নী দুইটী যশস্বিনী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। হে

হর্য্যাশ্চ হরয়োঽপত্যং বানরাশ্চ তপস্বিনঃ।
গোলাঙ্গুলাশ্চ শার্দূলী ব্যাঘ্রাংশ্চাজনয়ৎ সুতান্ ॥২৫
মাতঙ্গ্যাস্তথ মাতঙ্গা অপত্যং মনুজর্ষভ।
দিশাগজস্তু কাকুৎস্থ শ্বেতা ব্যজনয়ৎ সুতম্ ॥২৬
ততো দুহিতরৌ রাম সুরভির্দেব্যজায়ত।
রোহিণীং নাম ভদ্রং তে গন্ধর্বীঞ্চ যশস্বিনীম্ ॥২৭
রোহিণ্যজনয়দ্ গাবো গন্ধর্বী বাজিনঃ সুতান্।
সুরসাঽজনয়ন্নাগান্ রাম কদ্রুশ্চ পন্নগান্ ॥২৮
মনুর্মনুষ্যান্ জনয়ৎ কশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চ মনুজর্ষভ ॥২৯
মুখতো ব্রাহ্মণা জাতা উরসঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা।
উরুভ্যাং জজ্ঞিরে বৈশ্যাঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রা ইতি শ্রুতিঃ॥৩০
সর্বান্ পুণ্যফলান্ বৃক্ষাননলাপি ব্যজায়ত।
বিনতা চ শুকীপৌত্রী কদ্রুশ্চ সুরসাস্বসা ॥৩১
কদ্রুর্নাগসহস্রন্তু বিজজ্ঞে ধরণীধরম্।
দ্বৌ পুত্রৌ বিনতায়াস্তু গরুড়োঽরুণ এব চ ॥৩২

তস্মাজ্জাতোঽহমরুণাৎ সম্পাতিশ্চ মমাগ্রজঃ।
জটায়ুরিতি মাং বিদ্ধি শ্যেনীপুত্রমরিন্দম ॥৩৩
সোঽহং বাসসহায়স্তে ভবিষ্যামি যদীচ্ছসি।
সীতাঞ্চ তাত রক্ষিষ্যে ত্বয়ি যাতে সলক্ষ্মণে ॥৩৪
জটায়ুষং তু প্রতিপূজ্য রাঘবো
মুদা পরিষ্বজ্য চ সন্নতোঽভবৎ।
পিতুর্হি শুশ্রাব সখিত্বমাত্মবান্
জটায়ুষা সংকথিতং পুনঃ পুনঃ ॥৩৫
স তত্র সীতাং পরিদায় মৈথিলীং
সহৈব তেনাঽতিবলেন পক্ষিণা।
জগাম তাং পঞ্চবটীং সলক্ষ্মণো
রিপূন্দিধক্ষন্ স বনানি পালয়ন্ ॥৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ।

রাম! রোহিণী গোসকলকে, গন্ধর্বী অশ্বগণকে, সুরসা নাগদিগকে এবং কদ্রু সর্পসকলকে উৎপাদন করেন।২৭-২৮

হে মানবোত্তম! মনু মহাত্মা কাশ্যপের ঔরসে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতিতে বিভক্ত মনুষ্যবর্গকে সৃজন করেন।২৯

ব্রাহ্মণগণ পরম পুরুষের মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়গণ বক্ষঃস্থল হইতে, বৈশ্যগণ উরুদ্বয় হইতে এবং শূদ্রগণ পাদদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন—শ্রুতিতে দেখা যায়।৩০

অনলা হইতে সমস্ত শুভ ফলজনক বৃক্ষ সঞ্জাত হইয়াছে। বিনতা শুকার পৌত্রী এবং কদ্রু সুরসার ভগিনী।৩১

কদ্রু ভূভারধারী সহস্র নাগ এবং বিনতা গরুড় ও অরুণ নামক দুই পুত্র প্রসব করেন।৩২

হে শত্রুনাশন! আমি সেই অরুণের ঔরসে শ্যেনীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছি। সম্পাতি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং আমার নাম হইল জটায়ু।৩৩

হে বৎস! যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি পঞ্চবটীবাসের সময় তোমার সহায়তা করিব। তুমি যখন লক্ষ্মণের সহিত অন্যত্র গমন করিবে, আমি তখন সীতাকে রক্ষা করিব।৩৪

ইহা শ্রবণ করিয়া রঘুনন্দন রাম আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিয়া বিনীতভাবে তাঁহার পূজা করিলেন। এবং পিতার সহিত তাঁহার কিভাবে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা জটায়ুর মুখে পুনঃপুনঃ শুনিতে লাগিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র অতি বলবান্ সেই পক্ষীর নিকটে মিথিলারাজকন্যা সীতার রক্ষণভার অর্পণ করিয়া অগ্নি যেরূপ পতঙ্গকে দগ্ধ করিয়া বিনাশ করে, সেইরূপ শত্রুবিনাশ করিবার জন্য জটায়ু এবং লক্ষ্মণের সহিত পঞ্চবটীবনে প্রবেশ করিলেন।৩৫-৩৬

মহর্ষি বাল্মিকীপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ সর্গঃ

[রামানুজ্ঞয়া পঞ্চবট্যা মনোজ্ঞপ্রদেশে লক্ষ্মণস্য পর্ণশালানির্মাণম্, তত্র সীতয়া লক্ষ্মণেন চ সহ শ্রীরামস্য বাসশ্চ]

ততঃ পঞ্চবটীং গত্বা নানা ব্যালমৃগাযুতাম্ ।
উবাচ লক্ষ্মণং রামো ভ্রাতরং দীপ্ততেজসম্ ॥১
আগতাঃ স্ম যথোদ্দিষ্টং যং দেশং মুনিরব্রবীৎ ।
অয়ং পঞ্চবটীদেশঃ সৌম্য পুষ্পিতকাননঃ ॥২
সর্বতশ্চার্যতাং দৃষ্টিঃ কাননে নিপুণো হ্যসি ।
আশ্রমঃ কতরস্মিন্নো দেশে ভবতি সম্মতঃ ॥৩
রমতে যত্র বৈদেহী ত্বমহং চৈব লক্ষ্মণ ।
তাদৃশো দৃশ্যতাং দেশঃ সন্নিকৃষ্টজলাশয়ঃ ॥৪
বনমারণ্যকং যত্র জলমারণ্যকং তথা ।
সন্নিকৃষ্টঞ্চ যস্মিংস্তু সমিৎ-পুষ্প-কুশোদকম্ ॥৫

এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণঃ সংযতাঞ্জলিঃ ।
সীতাসমক্ষং কাকুৎস্থমিদং বচনমব্রবীৎ ॥৬
পরবানস্মি কাকুৎস্থ ত্বয়ি বর্ষশতং স্থিতে ।
স্বয়ং তু রুচিরে দেশে ক্রিয়তামিতি মাং বদ ॥৭
সুপ্রীতস্তেন বাক্যেন লক্ষ্মণস্য মহাদ্যুতিঃ ।
বিমৃশন্ রোচয়ামাস দেশং সর্বগুণান্বিতম্ ॥৮
স তং রুচিরমাক্রম্য দেশমাশ্রমকর্মণি ।
হস্তে গৃহীত্বা হস্তেন রামঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ ॥৯
অয়ং দেশঃ সমঃ শ্রীমান্ পুষ্পিতৈস্তরুভির্বৃতঃ ।
ইহাশ্রম পদং রম্যং যথাবৎ কর্তুমর্হসি ॥১০

পঞ্চদশ সর্গ

[রামের আজ্ঞায় পঞ্চবটীর মনোরমপ্রদেশে লক্ষ্মণ-কর্তৃক পর্ণকুটীর নির্মাণ ও তথায় সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের বাস ।]

অনন্তর রাম নানাবিধ হিংস্রজন্তু ও হরিণাদি পরিব্যাপ্ত পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিয়া তেজস্বী ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলিলেন,—হে শুভদর্শন ! মহর্ষি অগস্ত্য যে স্থানের কথা বলিয়াছিলেন, আমরা সর্বদা পুষ্পসমন্বিত-কানন দ্বারা পরিশোভিত সেই পঞ্চবটীবনে প্রবেশ করিয়াছি ।১-২

আশ্রমযোগ্য স্থান নিরূপণ করিবার অদ্ভুত নৈপুণ্য তোমাতে আছে, সেইজন্য কোন্ স্থানে আমাদিগের আশ্রম হইতে পারে—তাহা নির্ণয়ের জন্য এই কাননের চতুর্দিকে উত্তমরূপে অন্বেষণ কর । লক্ষ্মণ ! যে স্থানের নিকট রমণীয় কানন ও জলাশয় আছে, যে স্থানে সমিধ্ কুশ ও পুষ্প সুলভ এবং যে স্থানে আমি, তুমি ও বিদেহরাজকন্যা সীতা আনন্দের সহিত বাস করিতে পারি, তুমি এইরূপ স্থান অন্বেষণ কর ।৩-৫

রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিলে লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাদেবীর সমীপে কাকুৎস্থ রামকে বলিলেন,—হে কাকুৎস্থ ! আপনি অনন্তকালও থাকিতে আমি স্বাধীন নহি, অতএব আপনি স্বয়ং রমণীয় স্থান নির্বাচন করিয়া আমাকে সেই স্থানে কুটীরনির্মাণ করিতে আদেশ করুন ।৬-৭

দ্যুতিমান্ রাম লক্ষ্মণের বাক্যে অতিশয় প্রীত হইয়া বিবেচনা করত এক সর্বগুণান্বিত স্থান মনোনীত করিলেন । তারপর তিনি সেই মনোহর স্থানে গমন পূর্বক হস্তদ্বারা সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের হস্তদ্বয় ধারণ করত আশ্রম নির্মাণবিষয়ে তাঁহাকে বলিলেন ।৮-৯

এই প্রদেশ সমতল এবং পুষ্পিত বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত ও অত্যন্ত শোভাযুক্ত । তুমি এইস্থলে যথাযথরূপে এক রমণীয় আশ্রম নির্মাণ কর । অনতিদূরে সূর্যাতুল্য উজ্জ্বল ও সুবাসিত পদ্মসমূহের দ্বারা শোভিত ঐ এক রমণীয়া নদী দেখা যাইতেছে । যাহার উভয় তট পুষ্পসমন্বিত-বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত, যাহার তটদেশে মৃগগণ বিচরণ করিতেছে এবং যাহা হংস ও কারণ্ডবগণে

ইয়মাদিত্যসঙ্কাশৈঃ পদ্মৈঃ সুরভিগন্ধিভিঃ।
অদূরে দৃশ্যতে রম্যা পদ্মিনী পদ্মশোভিতা ॥১১
যথাখ্যাতমগস্ত্যেন মুনিনা ভাবিতাত্মনা।
ইয়ং গোদাবরী রম্যা পুষ্পিতৈস্তরুভির্বৃতা ॥১২
হংস-কারণ্ডবকীর্ণা চক্রবাকোপশোভিতা।
নাতিদূরে ন চাসন্নে মৃগযূথনিপীড়িতা ॥১৩
ময়ূরনাদিতা রম্যাঃ প্রাংশবো বহুকন্দরাঃ।
দৃশ্যন্তে গিরয়ঃ সৌম্য ফুল্লৈস্তরুভিরাবৃতাঃ ॥১৪
সৌবর্ণৈ রাজতৈস্তাম্রৈর্দেশে দেশে তথা শুভৈঃ।
গবাক্ষিতা ইবাভান্তি গজাঃ পরমভক্তিভিঃ ॥১৫
সালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ খর্জ্জুরৈঃ পনসৈর্দ্রুমৈঃ।
নীবারৈস্তিনিশৈশ্চৈব পুন্নাগৈশ্চোপশোভিতাঃ ॥১৬
চূতৈরশোকৈস্তিলকৈঃ কেতকৈরপি চম্পকৈঃ।
পুষ্প-গুল্ম-লতোপেতৈস্তৈস্তৈস্তরুভিরাবৃতাঃ ॥১৭
স্যন্দনৈশ্চন্দনৈর্নীপৈঃ পনসৈর্লকুচৈরপি।
ধবাশ্বকর্ণখদিরৈঃ শমী-কিংশুক-পাটলৈঃ ॥১৮

ইদং পুণ্যমিদং রম্যমিদং বহুমৃগদ্বিজম্।
ইহ বৎস্যাম সৌমিত্রে সার্ধমেতেন পক্ষিণা ॥১৯
এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
অচিরেণাশ্রমং ভ্রাতুশ্চকার সুমহাবলঃ ॥২০
পর্ণশালাং সুবিপুলাং তত্র সঙ্ঘাতমৃত্তিকাম্।
সুস্তম্ভাং মস্করৈর্দীর্ঘৈঃ কৃতবংশাং সুশোভনাম্ ॥২১
শমীশাখাভিরাস্তীর্য্য দৃঢ়পাশাবপাশিতাম্।
কুশ-কাশশরৈঃ পর্ণৈঃ সুপরিচ্ছাদিতাং তথা ॥২২
সমীকৃততলাং রম্যাং চকার সুমহাবলঃ।
নিবাসং রাঘবস্যার্থে প্রেক্ষণীয়মনুত্তমম্ ॥২৩
স গত্বা লক্ষ্মণঃ শ্রীমান্নদীং গোদাবরীং তথা।
স্নাত্বা পদ্মানি চাদায় সফলঃ পুনরাগতঃ ॥২৪
ততঃ পুষ্পবলিং কৃত্বা শান্তিঞ্চ স যথাবিধি।
দর্শয়ামাস রামায় তদাশ্রমপদং কৃতম্ ॥২৫
স তং দৃষ্ট্বা কৃতং সৌম্যমাশ্রমং সহ সীতয়া।
রাঘবঃ পর্ণশালায়াং হর্ষমাহারয়ৎ পরম্ ॥২৬

পূর্ণা এবং চক্রবাকসমূহে শোভিতা রহিয়াছে, সেই রমণীয়া নদী গোদাবরী—এই স্থানের অতি দূরবর্ত্তী বা অতি নিকটবর্ত্তী নহে, বিশুদ্ধচিত্ত অগস্ত্যমুনি ঐরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন।১০-১৩

সাল, তাল, তমাল, খর্জ্জুর, কাঁঠাল, তিনিশ, নীবার, পুন্নাগ, আম্র, অশোক, কেতক, চম্পক, স্যন্দন, চন্দন, কদম্প, লকুচ, ধব, অশ্বকর্ণ, খদীর, শমী ও পলাশ এই সমস্ত বৃক্ষ এবং গুল্মপরিবৃত ও লতাসমন্বিত-পুষ্পিত-বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত, ময়ূরের শব্দে মুখরিত, বহু কন্দরযুক্ত, উচ্চ ও রমণীয় অনেক সুদৃশ্য পর্বত দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সকল পর্বত স্থানে স্থানে সুবর্ণ, রজত ও তাম্রবর্ণ বিচিত্র রেখাযুক্ত হওয়ায় তাহার দ্বারা অলঙ্কতের ন্যায় শোভা পাইতেছে।১০-১৮

হে সুমিত্রানন্দন! এই স্থান রমণীয়, পুণ্যজনক এবং বিবিধ মৃগ ও পক্ষীসমূহে সেবিত, অতএব আমরা এই জটায়ু পক্ষীর সহিত এই স্থানেই বাস করিব।১৯

রাম অতিবলবান্, বীর-শত্রুহন্তা লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিলে তিনি অল্পকালমধ্যেই রামের ইচ্ছানুরূপ এক আশ্রম নির্মাণ করিলেন।২০

তিনি রঘুনন্দন রামের জন্য সুদৃশ্য অতিউত্তম বৃহৎ পর্ণকুটীর রচনা করিলেন। সমতল ভূভাগে নির্ম্মিত, উৎকৃষ্ট-স্তম্ভযুক্ত ও দৃঢ়বদ্ধ সেই পর্ণ কুটিরের ছাদ সুদীর্ঘ বংশ দ্বারা নির্মিত। পরে শমীশাখা দ্বারা আস্তৃত এবং তদুপরি কুশ, কাস ও শর পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হইল।২১-২৩

অনন্তর সেই শ্রীমান্ লক্ষ্মণ গোদাবরীনদীতে যাইয়া স্নান করত অনেক পদ্ম ও বিবিধ ফল লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। পরে তিনি সেই পুষ্পাদি দ্বারা দেবতাদিগকে অর্চনাপূর্ব্বক যথাবিধি বাস্তুশান্তি করিয়া রামকে সেই পর্ণকুটীর দেখাইলেন।২৪-২৫

রঘুনন্দন রাম সীতার সহিত সেই নবনির্মিত মনোরম কুটীর দর্শন করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং

সুসংহৃষ্টঃ পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং লক্ষ্মণং তদা।
অতিস্নিগ্ধঞ্চ গাঢ়ঞ্চ বচনং চেদমব্রবীৎ ॥২৭
প্রীতোঽস্মি তে মহৎ কর্ম ত্বয়া কৃতমিদং প্রভো।
প্রদেয়ো যন্নিমিত্তং তে পরিষ্বঙ্গো ময়া কৃতঃ ॥২৮
ভাবজ্ঞেন কৃতজ্ঞেন ধর্মজ্ঞেন চ লক্ষ্মণ।
ত্বয়া পুত্রেণ ধর্মাত্মা ন সংবৃত্তঃ পিতা মম ॥২৯

লক্ষ্মণকে সস্নেহে বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—হে সর্বকর্মনিপুণ! তুমি এই মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ। আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, সেইজন্য পুরস্কার প্রদানচ্ছলে তোমাকে আলিঙ্গন করিলাম।২৬-২৮

লক্ষ্মণ! তুমি ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও অভিপ্রায়জ্ঞ। যখন এতাদৃশপুত্র তুমি বর্ত্তমান আছ, তখন আমাদিগের পিতা ধর্মাত্মা দশরথ মৃত হন নাই। শোভাবর্ধন সুখী রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া সেই বহু ফলসমন্বিত প্রদেশে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ২৯-৩০

এবং লক্ষ্মণমুক্ত্বা তু রাঘবো লক্ষ্মিবর্ধনঃ।
তস্মিন্ দেশে বহুফলে ন্যবসৎ স সুখং সুখী ॥৩০
কঞ্চিৎ কালং স ধর্মাত্মা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ।
অন্বাস্যমানো ন্যবসৎ স্বর্গলোকে যথামরঃ ॥৩১
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥

যেরূপ পূজিত হইয়া দেবতাগণ স্বর্গে বাস করেন, সেইরূপ রাম সীতা ও লক্ষ্মণকর্তৃক সেবিত হইয়া কিয়ৎকাল সেইস্থানে অবস্থান করিলেন।৩১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত

ষোড়শঃ সর্গঃ

[লক্ষ্মণেন হেমন্তর্ত্তোর্বর্ণনম্, ভরতস্য প্রশংসনঞ্চ, লক্ষ্মণেন সীতয়া চ সহ শ্রীরামস্য গোদাবর্য্যাং স্নানম্ ।]

বসতস্তস্য তু সুখং রাঘবস্য মহাত্মনঃ ।
শরদ্‌ব্যপায়ে হেমন্তঋতুরিষ্টঃ প্রবর্ত্ততে ॥১

স কদাচিৎপ্রভাতায়াং শর্বর্য্যাং রঘুনন্দনঃ ।
প্রযযাবভিষেকার্থং রম্যাং গোদাবরীং নদীম্ ॥২

প্রহ্বঃ কলশহস্তস্তং সীতয়া সহ বীর্য্যবান্ ।
পৃষ্ঠতোঽনুব্রজন্ ভ্রাতা সৌমিত্রিরিদমব্রবীৎ ॥৩

অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তঃ প্রিয়ো যস্তে প্রিয়ংবদ ।
অলঙ্কৃত ইবাভাতি যেন সংবৎসরঃ শুভঃ ॥৪

নীহারপুরুষো লোকঃ পৃথিবী শস্যমালিনী ।
জলান্যনুপভোগ্যানি সুভগো হব্যবাহনঃ ॥৫

নবাগ্রয়ণপূজাভিরভ্যর্চ্য পিতৃদেবতাঃ ।
কৃতাগ্রয়ণকাঃ কালে সন্তো বিগতকল্মষাঃ ॥৬

প্রাজ্যকামা জনপদাঃ সম্পন্নতরগোরসাঃ ।
বিচরন্তি মহীপালা যাত্রার্থং বিজিগীষবঃ ॥৭

সেবমানে দৃঢ়ং সূর্য্যে দিশমন্তকসেবিতাম্ ।
বিহীনতিলকেব স্ত্রী নোত্তরা দিক্ প্রকাশতে ॥৮

প্রকৃত্যা হিমকোশাঢ্যো দূরসূর্য্যশ্চ সাম্প্রতম্ ।
যথার্থনামা সুব্যক্তং হিমবান্ হিমবান্ গিরিঃ ॥৯

অত্যন্তসুখসঞ্চারা মধ্যাহ্নে স্পর্শতঃ সুখাঃ ।
দিবসাঃ সুভগাদিত্যাশ্ছায়াসলিলদুর্ভগাঃ ॥১০

ষোড়শ সর্গ।

[লক্ষ্মণকর্ত্তৃক হেমন্ত ঋতু বর্ণন ও ভরতের প্রশংসা এবং লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত শ্রীরামের গোদাবরী-নদীতে স্নান।]

মহাত্মা রঘুনন্দন রাম সেইস্থানে বাসকালীন শরৎকাল অতীত হইল ও প্রিয় হেমন্তকাল আগত হইল।১

তারপর একদিন রাত্রি প্রভাত হইলে রঘুনন্দন রাম স্নানের জন্য রমণীয়া গোদাবরী নদীতে গমন করিলেন।২

তাঁহার ভ্রাতা বীর্য্যবান্ সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণ হস্তে কলস ধারণপূর্ব্বক নম্র হইয়া সীতাদেবীর সহিত পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত তাঁহাকে বলিলেন।৩

হে প্রিয়ভাষিণি! যে কাল আপনার প্রিয় এবং যাহার দ্বারা শুভ সংবৎসর অলঙ্কৃতের ন্যায় শোভা পায়, এখন সেইকাল উপস্থিত হইয়াছে।৪

এই সময় সকল লোকেরই শরীর শুষ্ক হইয়া থাকে, পৃথিবী শস্যমালায় ভূষিত হয়, জল অব্যবহার্য্য ও অগ্নি সুখসেব্য হইয়া থাকে।৫

এইকালে মানবগণ নবশস্য দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিয়া নবশস্যনিমিত্তক যাগ করত পাপ শূন্য হন।৬

এই সময়ে সমস্ত জনপদেই প্রচুর কাম্যবস্তু ও সুমধুর দুগ্ধ সুলভ হয়, সেইজন্য এই সময়েই বিজয়েচ্ছু ভূপতিগণ যুদ্ধযাত্রার জন্য গমন করেন।৭

সূর্য্যদেব এক্ষণে যমসেবিত দক্ষিণদিকের অতিশয় সেবা করেন, (অর্থাৎ দক্ষিণায়ন কাল) সেইজন্য উত্তর দিক সিন্দুরবিহীনা স্ত্রীর ন্যায় হতশ্রীসম্পন্ন হয়।৮

হিমালয় স্বভাবতই প্রভূত হিমের আকর। তাহাতে আবার অধুনা সূর্য্যও তাহার দূরবর্ত্তী হইয়াছেন, সুতরাং তাহার 'হিমালয়' এই নামটি সার্থক হইয়াছে।৯

সম্প্রতি দিবসের মধ্যভাগে সূর্য সুখসেব্য হন এবং ছায়া ও জল দুঃসেবনীয় হয়। আর সূর্য্যতাপসেবন ও মধ্যাহ্নে বিচরণ সুখদায়ক হয়। এই সময় সূর্য্য মৃদু হন এবং প্রভাতসময়ে হিমের আধিক্যবশতঃ অত্যন্ত ঠাণ্ডা পড়ে। এ সময়ে প্রাণীমাত্রেই জড়ীভূত হয় এবং সেইজন্য সমস্ত অরণ্য প্রাণীশূন্য বোধ হইয়া থাকে। এখন প্রাতঃকাল হিমবিকৃত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। এই পৌষমাসে

মৃদুসূর্য্যাঃ সুনিহারাঃ পটুশীতাঃ সমাহিতা।
শূন্যারণ্যা হিমধ্বস্তা দিবসা ভান্তি সাম্প্রতম্ ॥১১

নিবৃত্তাকাশশয়নাঃ পুষ্যনীতা হিমারুণাঃ।
শীতবৃদ্ধতরায়ামাস্ত্রিযামা যান্তি সাম্প্রতম্ ॥১২

রবিসংক্রান্তসৌভাগ্যস্তুষারারুণমণ্ডলঃ।
নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে ॥১৩

জ্যোৎস্না তুষারমলিনা পৌর্ণমাস্যাং ন রাজতে।
সীতেব চাতপশ্যামা লক্ষ্যতে ন চ শোভতে ॥১৪

প্রকৃত্যা শীতলস্পর্শো হিমবিদ্ধশ্চ সাম্প্রতম্।
প্রবাতি পশ্চিমো বায়ুঃ কালে দ্বিগুণশীতলঃ ॥১৫

বাষ্পচ্ছন্নান্যরণ্যানি যব-গোধূমবন্তি চ।
শোভন্তেঽভ্যুদিতে সূর্য্যে নদদ্ভিঃ ক্রৌঞ্চসারসৈঃ ॥১৬

খর্জ্জূর-পুষ্পাকৃতিভিঃ শিরোভিঃ পূর্ণতণ্ডুলৈঃ।
শোভন্তে কিঞ্চিদালম্বাঃ শালয়ঃ কণকপ্রভাঃ ॥১৭

ময়ূখৈরুপসর্পদ্ভির্হিমঃ নীহারসংবৃতৈঃ।
দূরমভ্যুদিতঃ সূর্য্যঃ শশাঙ্ক ইব লক্ষ্যতে ॥১৮

আগ্রাহ্যবীর্য্যঃ পূর্বাহ্ণে মধ্যাহ্নে স্পর্শতঃ সুখঃ।
সংযুক্তঃ কিঞ্চিদাপাণ্ডুরাতপঃ শোভতে ক্ষিতৌ ॥১৯

অবশ্যায়নিপাতনে কিঞ্চিৎ প্রক্লিন্নশাদ্বলা।
বনানাং শোভতে ভূমির্নিবিষ্টতরুণাতপা ॥২০

স্পৃশন্ সুবিপুলং শীতমুদকং দ্বিরদঃ সুখম্।
অত্যন্ততৃষিতো বন্যো প্রতিসংহরতে করম্ ॥২১

এতে হি সমুপাসীনা বিহগা জলচারিণঃ।
নাবগাহন্তি সলিলমপ্রগলভা ইবাহবম্ ॥২২

অবশ্যায়তমোনদ্ধা নীহারতমসাবৃতাঃ।
প্রসুপ্তা ইব লক্ষ্যন্তে বিপুষ্পা বনরাজয়ঃ ॥২৩

বাষ্পসংছন্নসলিলা রুতবিজ্ঞেয়সারসাঃ।
হিমার্দ্রবালুকৈস্তীরৈঃ সরিতো ভান্তি সাম্প্রতম্ ॥২৪

তুষারপতনাচ্চৈব মৃদুত্বাদ্ভাস্করস্য চ।
শৈত্যাদগাগ্রস্থমপি প্রায়েণ রসবজ্জলম্ ॥২৫

জরাজর্জরিতৈঃ পত্রৈঃ শীর্ণকেশরকর্ণিকৈঃ।
নালশেষা হিমধ্বস্তা ন ভান্তি কমলাকরাঃ ॥২৬

হিমপ্রযুক্ত ধূসরবর্ণা রাত্রিতে অনাবৃতপ্রদেশে কেহই শয়ন করেনা। এক্ষণে তুষারাছন্ন রজনীসকল অতি বিস্তৃত বলিয়া অতিকষ্টে অতিবাহিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি সূর্য্য চন্দ্রের সুখসেব্যতারূপ সৌভাগ্য অপহরণ করিয়াছেন।১০-১২

চন্দ্রমণ্ডল হিমযুক্ত ধূসর বর্ণ হওয়ায় নিশ্বাস দ্বারা মালিন্যপ্রাপ্ত দর্পণের ন্যায়প্রকাশিত হইয়াছে। চন্দ্রকিরণ নীহারে (হিম) মলিন হইয়া আতপ (রৌদ্র) প্রযুক্ত বিবর্ণা সীতাদেবীর ন্যায় হতশ্রী হইয়া শোভা পাইতেছে না।১৩-১৪

পশ্চিম দিকের বায়ু স্বভাবতই শীতল তাহাতে আবার অধুনা প্রাতঃকালে হিমযুক্ত হওয়ায় দ্বিগুণ শীতল হইয়া বহিতেছে। ক্রৌঞ্চ ও সারসগণের শব্দে মুখরিত, যব ও গোধূম সমন্বিত এবং নীহার পরিব্যাপ্ত অরণ্যসকল সূর্য্যোদয়ে শোভা পাইতেছে।১৬

সুবর্ণতুল্য প্রভাশালী ধান্য খর্জ্জুরপুষ্পাকৃতি তণ্ডুলপূর্ণ অগ্রভাগের ভারে কিঞ্চিৎ অবনত হইয়া শোভা পাইতেছে। দীর্ঘায়ত সূর্য্যকিরণ তুষারশোভা নীহারকণায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উত্তাপশূন্য হইয়াছে এবং সেইজন্য সূর্য্যদেব ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলেও তাঁহাকে চন্দ্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে। অধুনা ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ আতপ (রৌদ্র) ভূতলে পতিত হইয়া শোভিত হয়। পূর্বাহ্ণে উহার উত্তাপই অনুভূত হয় না, মধ্যাহ্নে তাহার স্পর্শে সুখলাভ হইয়া থাকে। প্রভাতে ঈষদার্দ্র হিমপাতে নবতৃণাচ্ছাদিত বনভূমি নবীন আতপসংযোগে অপূর্ব্ব শোভাধারণ করে।১৭-২০

এইসময় বন্যহস্তী অত্যন্ত পিপাসার্ত্ত হইয়া অতি শীতল জল দেখিয়া আহ্লাদ সহকারে স্পর্শ করে এবং তন্মুহূর্ত্তেই শৈত্যপ্রযুক্ত শুণ্ড সঙ্কুচিত করে। সমস্ত জলচর পক্ষীগণ তীরে উপবিষ্ট রহিয়াছে, ভীরু ব্যক্তিগণ যেমন যুদ্ধে প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ ইহারা জলে প্রবেশ করিতে পারিতেছেনা। পুষ্পশূন্য অরণ্যসমূহ কুয়াসার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রিত বলিয়া মনে হইতেছে। এক্ষণে নদীসকলের জল হইতে অনবরত বাষ্প নির্গত হইতেছে এবং বালুকাময় তীরভূমি হিমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহাতে নদীসকল মনোরম শোভা ধারণ করিতেছে। নদীর জল বাষ্পাচ্ছন্ন হওয়ায় তাহার

অস্মিংস্তু পুরুষব্যাঘ্র কালে দুঃখসমন্বিতঃ।
তপশ্চরতি ধর্ম্মাত্মা ত্বদ্ভক্ত্যা ভরতঃ পুরে ॥২৭
ত্যক্ত্বা রাজ্যঞ্চ মানঞ্চ ভোগাংশ্চ বিবিধান্ বহূন্।
তপস্বী নিয়তাহারঃ শেতে শীতে মহীতলে ॥২৮
সোঽপি বেলামিমাং নূনমভিষেকার্থমুদ্যতঃ।
বৃতঃ প্রকৃতিভির্নিত্যং প্রযাতি সরযূং নদীম্ ॥২৯
অত্যন্তসুখসংবৃদ্ধঃ সুকুমারো হিমার্দ্দিতঃ।
কথং ত্বপররাত্রেষু সরযূমবগাহতে ॥৩০
পদ্মপত্রেক্ষণঃ শ্যামঃ শ্রীমান্নিরুদরো মহান্।
ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যবাদী চ হ্রীনিষেধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩১
প্রিয়াভিভাষী মধুরো দীর্ঘবাহুররিন্দমঃ।
সন্ত্যজ্য বিবিধান্ সৌখ্যানার্য্যং সর্বাত্মনা শ্রিতঃ ॥৩২
জিতঃ স্বর্গস্তব ভ্রাত্রা ভরতেন মহাত্মনা।
বনস্থমপি তাপস্যে যস্ত্বামনুবিধীয়তে ॥৩৩

ন পিত্র্যমনুবর্তন্তে মাতৃকং দ্বিপদা ইতি।
খ্যাতো লোকপ্রবাদোঽয়ং ভরতেনান্যথা কৃতঃ ॥৩৪
ভর্তা দশরথো যস্যাঃ সাধুশ্চ ভরতঃ সুতঃ।
কথং নু সাম্বা কৈকেয়ী তাদৃশী ক্রূরদর্শিনী ॥৩৫
ইত্যেবং লক্ষ্মণে বাক্যং স্নেহাদ্ বদতি ধার্মিকে।
পরিবাদং জনন্যাস্তমসহন্ রাঘবোঽব্রবীৎ ॥৩৬
ন তেঽম্বা মধ্যমা তাত গর্হিতব্যা কদাচন।
তামেবেক্ষ্বাকুনাথস্য ভরতস্য কথাং কুরু ॥৩৭
নিশ্চিতৈব হি মে বুদ্ধির্বনবাসে দৃঢ়ব্রতা।
ভরতস্নেহসন্তপ্তা বালিশীক্রিয়তে পুনঃ ॥৩৮
সংস্মরাম্যস্য বাক্যানি প্রিয়াণি মধুরাণি চ।
হৃদ্যান্যমৃতকল্পানি মনঃ প্রহ্লাদনানি চ ॥৩৯
কদা হ্যহং সমেষ্যামি ভরতেন মহাত্মনা।
শত্রুঘ্নেণ চ বীরেণ ত্বয়া চ রঘুনন্দন ॥৪০

মধ্যস্থিত সারস পক্ষীগণ আকাশে দেখা না যাইলেও শব্দের দ্বারা অনুমিত হইতেছে।২১-২৪

এক্ষণে পর্ব্বতের শিখরস্থিত জল তুষারপাত ও সূর্য্যকিরণের মৃদুতাবশতঃ অতীব শীতল হইয়াও রসবৎ হইয়াছে। কমলাকর সরোবরে কমলসমূহে পত্রসকল জীর্ণ এবং কেসরকর্ণিকা শীর্ণ হইয়া গিয়াছে; তাহাদের কেবল নাল অবশিষ্ট রহিয়াছে, উক্ত সরোবরসকল হিমের দ্বারা বিকৃত হইয়া হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই সময়ে ধর্ম্মাত্মা ভরত নগরে থাকিয়া আপনার প্রতি অনুরাগবশতঃ তপস্যাচরণ করিয়া দুঃখে সময় অতিবাহিত করিতেছেন।২৫-২৭

তিনি এক্ষণে রাজ্য, মান ও বিবিধ ভোগসমূহ পরিত্যাগ করিয়া তপস্যায় রত আছেন ও আহার সংযত করিয়া সুশীতল ভূতলে শয়ন করিতেছেন। তিনি নিত্যই এই সময়ে মন্ত্রী ও প্রজাবর্গে পরিবৃত হইয়া স্নানার্থে সরযূ-নদীতে গমন করেন। তাঁহার শরীর অতি কোমল, তিনি অত্যন্ত সুখে বর্দ্ধিত হইয়াছেন। এক্ষণে হিম পতিত হওয়ায় কি প্রকারে রাত্রিশেষে সরযূনদীতে অবগাহন করিতেছেন? আর্য্য! সেই পদ্মপলাশলোচন, শ্যামবর্ণ, সৌন্দর্য্যশালী, ধর্ম্মজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত নিরুদর, মহান্ স্বভাব, লজ্জাশালী, দীর্ঘবাহু এবং প্রিয়ও সত্যবাদী শত্রুতাপন্ ভরত সমস্ত সুখ ত্যাগ করিয়া আপনাকেই সর্বপ্রকারে আশ্রয় করিয়াছেন এবং নগরে থাকিয়াও আপনার বনবাসজীবনের অনুসরণে তপস্যাকরত নিশ্চয়ই স্বর্গ জয় করিয়াছেন। দ্বিপদ মানবগণ পিতৃস্বভাবের অনুবর্তী হন না, পরন্তু মাতারই স্বভাবের অনুকরণ করেন,—এইলোকবিখ্যাত প্রবাদ ভরতকর্তৃক মিথ্যা প্রমাণিত হইল। রাজা দশরথ যাঁহার স্বামী এবং সাধুস্বভাব ভরত যাঁহার পুত্র, সেই মধ্যমজননী কৈকেয়ী দেবী কি প্রকারে এইরূপ নিষ্ঠুর কর্ম করিলেন? ২৮-৩৫

ধার্মিক লক্ষ্মণ স্নেহপ্রযুক্ত ঐরূপ বাক্য বলিলে রঘুনন্দন রাম মধ্যম-জননীর সেই নিন্দাবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন,—ভ্রাতঃ! তুমি কোন প্রকারেই সেই মধ্যম-জননীকে নিন্দা করিও না। যদি কিছু বলিতেই হয়, তবে সেই ইক্ষ্বাকুকুলনাথ ভরতের কথা বল। যদিও বনেবাস করিব—এইরূপ সঙ্কল্পই আমার দৃঢ়তর আছে, তথাপি ভরতের প্রতি স্নেহবশতঃ আমার চিত্ত সন্তপ্ত ও চঞ্চল হইতেছে। মনের প্রীতিসম্পাদক ও

ইত্যেবং বিলপংস্তত্র প্রাপ্য গোদাবরীং নদীম্।
চক্রেঽভিষেকং কাকুৎস্থঃ সানুজঃ সহ সীতয়া ॥৪১

তর্পয়িত্বাথ সলিলৈস্তৈঃ পিতৄন্ দৈবতানপি।
স্তুবন্তি স্মোদিতং সূর্য্যং দেবতাশ্চ তথানঘাঃ ॥৪২

কৃতাভিষেকঃ স ররাজ রামঃ
সীতাদ্বিতীয়ঃ সহ লক্ষ্মণেন।
কৃতাভিষেকস্ত্বগরাজপুত্র্যা
রুদ্রঃ সনন্দির্ভগবানিবেশঃ ॥৪৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ ॥

অমৃতের ন্যায় হৃদয়াহ্লাদকারী সেই ভরতের প্রিয় বাক্যসকল আমার স্মৃতিপথোদিত হইতেছে। হে রঘুনন্দন! আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া কবে মহাত্মা ভরত ও বীর শত্রুঘ্নের সহিত মিলিত হইব? ৩৫-৪০

কাকুৎস্থ রাম এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে গোদাবরীনদীতে যাইয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত তথায় স্নান করিলেন। পরে সেই নিষ্পাপ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী জল দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া উদিত সূর্য্য ও অপর দেবতাগণের স্তব করিলেন।৪১-৪২

স্নানের পর ভগবান্ রুদ্র পর্বতরাজকন্যা উমাদেবী এবং নন্দির সহিত মিলিত হইয়া যেরূপ শোভা ধারণ করেন, সেইরূপ স্নানান্তে দাশরথি রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন।৪৩

মহর্ষি বল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশঃ সর্গঃ

[পঞ্চবটীস্থ-রামাশ্রমে শূর্পণখায়া আগমনম্, রামস্য পরিচয়লাভঃ, রামরূপহৃতচিত্তায়াস্তস্যা ভার্য্যারূপেণ স্বাং গ্রহীতুং রামং প্রতি অনুরোধশ্চ।]

কৃতাভিষেকো রামস্তু সীতা সৌমিত্রিরেব চ।
তস্মাদ্ গোদাবরীতীরাত্ততো জগ্মুঃ স্বমাশ্রমম্ ॥১

আশ্রমং তমুপাগম্য রাঘবঃ সহ লক্ষ্মণঃ।
কৃত্বা পৌর্বাহ্নিকং কর্ম পর্ণশালামুপাগমৎ ॥২

উবাস সুখিতস্তত্র পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ।
স রামঃ পর্ণশালায়ামাসীনঃ সহ সীতয়া ॥৩

বিররাজ মহাবাহুশ্চিত্রয়া চন্দ্রমা ইব।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা চকার বিবিধাঃ কথা ॥৪

তদাসীনস্য রামস্য কথাসংসক্তচেতসঃ।
তং দেশং রাক্ষসী কাচিদাজগাম যদৃচ্ছয়া ॥৫

সা তু শূর্পণখা নাম দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ।
ভগিনী রামমাসাদ্য দদর্শ ত্রিদশোপমম্ * ॥৬

দীপ্তাস্যঞ্চ মহাবাহুং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্।
গজবিক্রান্তগমনং জটামণ্ডলধারিণম্ ॥৭

সুকুমারং মহাসত্ত্বং পার্থিবব্যঞ্জনান্বিতম্।
রামমিন্দীবরশ্যামং কন্দর্পসদৃশপ্রভম্ ॥৮

বভূবেন্দ্রোপমং দৃষ্ট্বা রাক্ষসী কামমোহিতা।
সুমুখং দুর্মুখী রামং বৃত্তমধ্যং মহোদরী ॥৯

সপ্তদশ সর্গ

(পঞ্চবটীতে রামের আশ্রমে শূর্পণখার আগমন, রামের পরিচয় লাভ ও স্বীয় পরিচয় দান, এবং রামের রূপে মোহিত হইয়া নিজেকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবার জন্য রামের প্রতি রাক্ষসী সূর্পণখার অনুরোধ।)

রঘুনন্দন রাম, সীতা ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ—ইঁহারা সকলে স্নান করিয়া সেই গোদাবরীনদীর তীর হইতে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন।১

পরে রাম লক্ষ্মণের সহিত আশ্রমে আসিয়া পূর্বাহ্নে করণীয় কার্য্যসকল সমাধা করিয়া পর্ণশালামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মহর্ষিগণকর্তৃক পূজিত হইয়া তথায় উপবেশন করিলেন। সেই মহাবাহু রাম পর্ণশালার মধ্যে সীতার সহিত আসীন হইয়া চিত্রা-নক্ষত্রসমন্বিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত নানাবিধ কথা বলিতে লাগিলেন।২-৪

রাম পর্ণশালায় উপবেশন করিয়া লক্ষ্মণের সহিত কথোপকথনে নিরত আছেন, এমন সময় সেই স্থানে কোন এক রাক্ষসী যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করিল।৫

সেই রাক্ষসীর নাম সূর্পণখা এবং দশবদন রাবণের ভগিনী। সে দেবতুল্য মনোহর রূপসম্পন্ন রামের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিল।৬

সেই রামের দীপ্ত বদন এবং পদ্মপত্রসদৃশ বিস্তৃতলোচন দীর্ঘবাহু ও হস্তীর ন্যায় মন্থরগতি, তিনি জটামণ্ডলধারী সুকোমল, বলশালী, রাজোচিত লক্ষণসম্পন্ন, নীলকমলের ন্যায় শ্যামকান্তি, কামদেবের ন্যায় দ্যুতিমান্ ও মহেন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী রামকে দর্শন করিয়া কাম মোহিত হইল। সেই রাক্ষসীর উদর ছিল বিশাল, সেই বিরূপাক্ষী, তাম্রকেশী, বিকৃতরূপা, ঘোরশব্দযুক্তা, অতিবৃদ্ধা, কটুভাষিণী, অতি দুর্বৃত্তা ও কুরূপা। রাক্ষসী সুন্দরবদন, ক্ষীণকটি, বিশালনয়ন, কৃষ্ণকেশ, প্রিয়রূপ, মধুরভাষী, যৌবনসম্পন্ন, অনুকূলবাদী, সচ্চরিত্র ও নয়নাভিরাম রামকে বলিল,—তুমি জটাধারী তপস্বীর বেশে ধনুর্বাণ ধারণ করত ভার্য্যার সহিত কি নিমিত্ত এই রাক্ষসসেবিত দেশে আগমন করিয়াছ? তোমার এখানে আসিবার কারণ কি, তাহা যথার্থরূপে কীর্তন কর।৭-১৩

* কোন কোন গ্রন্থে ৬নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়,—

সিংহোরস্কং মহাবাহুং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্।
আজানুবাহুং দীপ্তাস্যমতীব প্রিয়দর্শনম্ ॥

তৃতীয় বর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩৭১] [পঞ্চম সংখ্যা—উত্থানী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত—

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

---

* * *

যুগ্ম-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী ঃ—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরুসম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৭১।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে প্রথমবর্ষে ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম ছয় মাসে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা ও প্রজাপতি-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীরামায়ণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-শ্রীমহাভারত-শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্রসংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন। যাঁহারা তৃতীয় বর্ষের বার্ষিক উপায়ন বাবদ ১৫·০০ টাকা পাঠান নাই, তাঁহাদের উক্ত টাকা সত্বর পাঠাইতে অনুরোধ জানাইতেছি।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

বাজিহ্রেষিতসংঘুষ্টমদ্ভুতৈশ্চ হয়ৈস্তথা।
রথৈর্যানৈর্বিমানৈশ্চ তথা হয়-গজৈঃ শুভৈঃ ॥২৭
বারণৈশ্চ চতুর্দন্তৈঃ শ্বেতাভ্রনিচয়োপমৈঃ।
ভূষিতৈঃ রুচিরদ্বারং মত্তৈশ্চ মৃগ-পক্ষিভিঃ ॥২৮
রক্ষিতং সুমহাবীর্যৈর্যাতুধানৈঃ সহস্রশঃ।
রাক্ষসাধিপতেগুপ্তমাবিবেশ গৃহং কপিঃ ॥২৯

স হেমজাম্বুনদচক্রবালং
মহার্হমুক্তামণিভূষিতান্তম্।
পরার্ধ্যকালাগুরুচন্দনার্হং
স রাবণান্তঃ পুরমাবিবেশ ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরাকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥

শ্বেতপদ্মসুশোভিত, পরিখা-পরিবৃত, অতি উচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত, স্বর্গের ন্যায় মনোরম সুমধুর দিব্য শব্দে মুখরিত, অশ্বগণের হ্রেষারবে প্রতিধ্বনিত, অদ্ভুত অশ্ব, রথ, যান, বিমান, সুন্দরাকৃতি অশ্ব, গজ এবং মেঘসদৃশ সুসজ্জিত চতুর্দ্দন্ত হস্তিসমূহে সমাবৃত, মনোজ্ঞ দ্বার বিভূষিত, মদমত্ত মৃগ ও পক্ষিগণে পরিব্যাপ্ত এবং সহস্র সহস্র মহাবলশালী নিশাচর কর্তৃক সুরক্ষিত রাক্ষসপতি রাবণের গুপ্ত গৃহে হনুমান্ প্রবেশ করিলেন।১৫-২৯

কনকনির্মিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, শিরোভাগে মহামূল্য মণিমুক্তা মালায় বিভূষিত ও বহুমূল্য কৃষ্ণাগুরু চন্দন সৌরভে সুবাসিত রাবণের অন্তঃপুরে কপিবর প্রবিষ্ট হইলেন।১৬-৩০

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ সর্গঃ

[গগনাঙ্গনে চন্দ্রদেবস্যাবতরণম্, হনূমতা নানারাক্ষসানাং দর্শনম্, সীতাদেবীমনবলোকয়তো হনূমতশ্চিন্তা চ।]

ততঃ স মধ্যং গতমংশুমন্তং
জ্যোৎস্না-বিতানং মুহুরুদ্বমন্তম্।
দদর্শ ধীমান্ ভুবি ভানুমন্তং
গোষ্ঠে বৃষং মত্তমিব ভ্রমন্তম্ ॥১
লোকস্য পাপানি বিনাশয়ন্তং
মহোদধিং চাপি সমেধয়ন্তম্।
ভূতানি সর্ব্বাণি বিরাজয়ন্তং
দদর্শ সীতাংশুমথাভিযান্তম্ ॥২

যা ভাতি লক্ষ্মীর্ভুবি মন্দরস্থা
যথা প্রদোষেষু চ সাগরস্থা।
তথৈব তোয়েষু চ পুষ্করস্থা
ররাজ সা চারু-নিশাকরস্থা ॥৩
হংসো যথা রাজতপঞ্জরস্থঃ
সিংহো যথা মন্দরকন্দরস্থঃ।
বীরো যথা গর্বিতকুঞ্জরস্থ
শ্চন্দ্রোঽপি বভ্রাজ তথাম্বরস্থঃ ॥৪

পঞ্চম সর্গ

[চন্দ্রদেবের গগনাঙ্গনে অবতরণ, হনুমানের নানা-প্রকার নিশাচর ও নিশাচরী অবলোকন, সীতাদেবীকে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহার চিন্তা।]

(এই সর্গ টী অনুপ্রাস সমুজ্জ্বল মহাকাব্য।)

অনন্তর (রাত্রির প্রথম যামার্ধ অন্তঃপুর প্রবেশ কার্য্যে অতীত হওয়ার পর) বুদ্ধিমান্ হনুমান্ (আকাশ ও নক্ষত্রের) মধ্যগত হইয়া পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ জ্যোৎস্নারাশি বিকীরণকারী সূর্য্যের ন্যায় (সমধিক) প্রকাশমান্ শীতাংশু চন্দ্রদেবকে গোষ্ঠে বিচরণশীল মদমত্ত বৃষভের ন্যায় অবলোকন করিলেন।১

অনন্তর তিনি জগতের (লোকের) পাপ (জনক-

স্থিতঃ ককুদ্মানিব তীক্ষ্ণশৃঙ্গো
মহাচলঃ শ্বেত ইবোর্ধ্বশৃঙ্গঃ।
হস্তীব জাম্বূনদবদ্ধশৃঙ্গো
বিভাতি চন্দ্রঃ পরিপূর্ণশৃঙ্গঃ ॥৫
বিনষ্টশীতাম্বুতুষারপঙ্কো
মহাগ্রহগ্রাহবিনষ্টপঙ্কঃ
প্রকাশলক্ষ্ম্যাশ্রয়নির্মলাঙ্কো
ররাজ চন্দ্রো ভগবান্ শশাঙ্কঃ ॥৬
শিলাতলং প্রাপ্য যথা মৃগেন্দ্রো
মহারণং প্রাপ্য যথা গজেন্দ্রঃ।
রাজ্যং সমাসাদ্য যথা নরেন্দ্র-
স্তথা প্রকাশো বিররাজ চন্দ্রঃ ॥৭
প্রকাশচন্দ্রোদয়নষ্টদোষঃ
প্রবৃদ্ধরক্ষঃ পিশিতাশদোষঃ।
রামাভিরামেরিতচিত্তদোষঃ
স্বর্গপ্রকাশো ভগবান্ প্রদোষঃ ॥৮
তন্ত্রীস্বরাঃ কর্ণসুখাঃ প্রবৃত্তাঃ
স্বপন্তি নার্যঃ পতিভিঃ সুবৃত্তাঃ।
নক্তঞ্চরাশ্চাপি তথা প্রবৃত্তা
বিহর্তুমত্যদ্ভুতরৌদ্রবৃত্তাঃ ॥৯
মত্তপ্রমত্তানি সমাকুলানি
রথাশ্বভদ্রাসনসঙ্কুলানি
বীরশ্রিয়া চাপিসমাকুলানি
দদর্শ ধীমান্ স কপিঃ কুলানি ॥১০
পরস্পরং চাধিকমাক্ষিপন্তি
ভুজাংশ্চ পীনানধিবিক্ষিপন্তি
মত্তপ্রলাপানধিবিক্ষিপন্তি
মত্তানি চান্যোন্যমধিক্ষিপন্তি ॥১১

দুঃখ) রাশি বিনাশপূর্বক মহোদধি (সাগর) পরিবর্ধিত করিয়া ভূত (জীব)-সকলের প্রকাশ সাধন করিতে করিতে চন্দ্রদেবকে গমন করিতে দেখিলেন।২

যে লক্ষ্মী (শোভা) পৃথিবীতে মন্দরপর্বতে বিরাজমানা, প্রদোষকালে সাগরে অবস্থিতা, (দিবাভাগে) সলিলমধ্যস্থ পুষ্করে (পদ্মে) সন্নিহিতা, (বর্তমানে) সেই লক্ষ্মী মনোজ্ঞ নিশাকর অর্থাৎ চন্দ্রে বিরাজমানা।৩

রজতনির্মিতপঞ্জরস্থিত হংস, মন্দর পর্বতের গুহাশ্রয়ী সিংহ এবং গর্বিত-কুঞ্জর (হস্তী) পৃষ্ঠস্থিত বীরের ন্যায় নভোমণ্ডলমধ্যবর্তী চন্দ্র দীপ্যমান হইতেছিলেন।৪

পরিপূর্ণ মৃগচিহ্নরূপ শৃঙ্গশোভিত চন্দ্র তীক্ষ্ণশৃঙ্গ-বৃষভ, সমুন্নতশিখরসমন্বিত শুভ্রবর্ণ মহাপর্বত এবং হিরণ্যবদ্ধশৃঙ্গ (দন্ত) হস্তীর ন্যায় শোভা পাইতে-ছিলেন।৫

(বর্ষাকাল অতীত হওয়ায়) শীতল জলবিন্দুরূপ পঙ্কশূন্য, মহাগ্রহ সূর্য্যের কিরণ সম্পর্কবশতঃ বিনষ্ট-মালিন্য, প্রকাশ রূপলক্ষ্মীর (শোভার) আশ্রয় নিবন্ধন (অর্থাৎ তেজঃ সম্বন্ধিযোগ থাকা) স্পষ্টকলঙ্ক ভগবান্ শশাঙ্ক চন্দ্র প্রদীপ্ত হইতে লাগিলেন।৬

শিলাতল প্রাপ্ত মৃগেন্দ্র (সিংহ) রণমধ্যবর্তী গজেন্দ্র ও প্রাপ্তরাজ্য নরেন্দ্রের ন্যায় চন্দ্রও সমধিক প্রকাশ-শোভায় বিরাজিত হইতেছিলেন।৭

প্রকাশমান চন্দ্রের উদয়ে (রাশির গৃহাভ্যন্তরই) অন্ধকার রূপদোষ নষ্ট হইয়াছে, রাক্ষসগণের মাংস ভক্ষণদোষ বর্ধিত হইয়াছে, রমণীগণের প্রণয়কলহনিরত হওয়ায় স্বর্গীয় সুখ আবির্ভূত হওয়ায় প্রদোষ (সন্ধ্যাকাল) সমধিক শোভাময় হইয়াছে।৮

কর্ণসুখকর বীণাধ্বনি প্রবর্তিত হইল, পতিতা রমণীগণ স্বামীর সহিত শয়ন করিল এবং অত্যন্ত অদ্ভুত ও রৌদ্র-কর্মকারী নিশাচরগণ বিহারে প্রবৃত্ত হইল।৯

বুদ্ধিমান্ কপি রথ, অশ্ব ও স্বর্ণময় আসনে পূর্ণ বীরশ্রী পরিব্যাপ্ত, ঐশ্বর্য্য মদমত্ত নিশাচরগণে সমাকীর্ণ রাক্ষসগৃহসকল অবলোকন করিলেন।১০

তিনি দেখিলেন মদমত্ত রাক্ষসগণ পরস্পর কটু উত্তর প্রত্যুত্তর দিতেছে, কেহ বা পীনস্তন বিক্ষেপ করিতে করিতে উত্তম প্রলাপবাক্য প্রয়োগে পরস্পরের নিন্দা

রক্ষাংসি বক্ষাংসি চ বিক্ষিপন্তি
গাত্রাণি কান্তাসু চ বিক্ষিপন্তি।
রূপাণি চিত্রাণি চ বিক্ষিপন্তি
দৃঢ়ানি চাপানি চ বিক্ষিপন্তি ॥১২
দদর্শ কান্তাশ্চ সমালভন্ত্য-
স্তথা পরাস্তত্র পুনঃ স্বপন্ত্যঃ।
স্বরূপবক্ত্রাশ্চ তথা হসন্ত্যঃ
ক্রুদ্ধাঃ পরাশ্চাপি বিনিঃশ্বসন্ত্যঃ ॥১৩
মহাগজৈশ্চাপি তথা নদদ্ভিঃ
সুপূজিতৈশ্চাপি তথা সুসদ্ভিঃ।
ররাজ বীরৈশ্চ বিনিঃশ্বসদ্ভি-
র্হ্রদা ভুজঙ্গৈরিব নিঃশ্বসদ্ভিঃ ॥১৪
বুদ্ধিপ্রধানান্ রুচিরাভিধানান্
সংশ্রদ্দধানাঞ্জগতঃ প্রধানান্।
নানাবিধানান্ রুচিরাভিধানান্
দদর্শ তস্যাং পুরী যাতুধানান্ ॥১৫
ননন্দ দৃষ্ট্বা স চ তান্ সুরূপান্
নানাগুণাত্মগুণানুরূপান্।
বিদ্যোতমানান্ স চ তান্ সুরূপান্
দদর্শ কাংশ্চিচ্চ পুনর্বিরূপান্ ॥১৬
ততো বরার্হাঃ সুবিশুদ্ধভাবা-
স্তেষাং স্ত্রিয়স্তত্র মহানুভাবাঃ।
প্রিয়েষু পানেষু চ সক্তভাবা
দদর্শ তারা ইব সুখভাবাঃ ॥১৭
স্ত্রিয়ো জ্বলন্তীস্ত্রপয়োপগূঢ়া
নিশীথকালে রমণোপগূঢ়াঃ।
দদর্শ কশ্চিৎ প্রমদোপগূঢ়া
যথা বিহঙ্গা বিহগোপগূঢ়াঃ ॥১৮
অন্যাঃ পুনর্হর্ম্যতলোপবিষ্টা-
স্তত্র প্রিয়াঙ্ক সুখোপবিষ্টাঃ।
ভর্তুঃ পরা ধর্ম্মপরা নিবিষ্টা
দদর্শ ধীমান্ মদনোপবিষ্টাঃ ॥১৯
অপ্রাবৃতাঃ কাঞ্চনরাজিবর্ণাঃ
কশ্চিৎ পরার্ধ্যাস্তপনীয়বর্ণাঃ।
পুনশ্চ কাশ্চিচ্ছশলক্ষবর্ণাঃ
কান্তপ্রহীণা রুচিরাঙ্গবর্ণাঃ ॥২০

করিতেছে। রাক্ষসগণের কেহ বা বক্ষঃস্থল নিক্ষেপ করিতেছে, কেহ বা প্রেয়সীর গাত্রে স্বীয়গাত্র নিক্ষেপ করিতেছে, কেহ বা বিচিত্র রূপসজ্জা ধারণ করিতেছে, কেহ বা ধনুর্বাণ আকর্ষণ করিতেছে। রমণীগণের কেহ চন্দনলেপন, কেহ শয়ন, কেহ প্রফুল্লবদনে হাস্য এবং কেহ বা ক্রুদ্ধা হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে।১১-১৩

মদমত্ত মাতঙ্গকুলের গর্জনে, সম্মাননীয় (বিভীষণাদি) অতি সজ্জন বীরগণের দীর্ঘনিঃশ্বাসে (সেই অন্তঃপুর) ভুজঙ্গকুল পরিব্যাপ্ত হ্রদের ন্যায় শোভমান হইয়াছিল।১৪

তিনি সেই পুরীতে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, মধুরভাষী, (গুরুবাক্যাদিতে) শ্রদ্ধাশীল (আস্তিক), নানা মনোজ্ঞ নামধারী ও বিচিত্র বেশভূষিত জগতের মধ্যে প্রধান প্রধান রাক্ষসগণকে দর্শন করিলেন।১৫

আত্মগুণের অনুরূপ (রামসেবকগুণানুরূপ) বিবিধ-গুণালঙ্কৃত, অত্যন্ত সুন্দররূপ-সম্পন্ন রাক্ষসগণকে তথায় বিদ্যোতমান দেখিয়া আনন্দলাভ করিলেন এবং কতকগুলি বিকৃতরূপ রাক্ষসকে স্বরূপ সাহচর্য্যে সুশোভিত দেখিতে পাইলেন।১৬

অনন্তর তিনি তথায় শ্রেষ্ঠভূষণ সজ্জিতা, বিশুদ্ধান্তঃ-করণা, শোভনস্বভাবা, (কটাক্ষ বিক্ষেপাদি) হাব-ভাব সমন্বিতা এবং প্রীতিজনক (মদ্য) পানে সমাশক্তা রাক্ষসী-গণকে তারকার ন্যায় (শোভনদর্শনা) দেখিলেন।১৭

পুনরায় অর্ধরাত্রে তিনি বিহগসমালিঙ্গিতা বিহগা (বিহগী)র ন্যায় রমণ (স্বামী) কর্তৃক আলিঙ্গিতা কোন কোন রমণীকে অত্যন্ত হর্ষসমন্বিতা (অথচ) লজ্জাবলীঢ়া অবস্থায় স্বকীয় রূপসম্পদে জাজ্বল্যমানা দেখিতে পাইলেন।১৮

ততঃ প্রিয়ান্ প্রাপ্য মনোভিরামান্
সুপ্রীতিযুক্তাঃ সুমনোভিরামাঃ।
গৃহেষু হৃষ্টাঃ পরমাভিরামা
হরিপ্রবীরঃ স দদর্শ রামাঃ ॥২১
চন্দ্রপ্রকাশাশ্চ হি বক্ত্রমালা
বক্রাঃ সুপক্ষাশ্চ সুনেত্রমালাঃ।
বিভূষণানাঞ্চ দদর্শ মালাঃ
শতহ্রদানামিব চারুমালাঃ ॥২২
ন ত্বেব সীতাং পরমাভিজাতাং
পথিস্থিতে রাজকুলে প্রজাতাম্।
লতাং প্রফুল্লামিব সাধু জাতাং
দদর্শ তন্বীং মনসাঽভিজাতাম্ ॥২৩
সনাতনে বর্ত্মনি সন্নিবিষ্টাং
রামেক্ষণীং তাং মদনাভিবিষ্টাম্।
ভর্ত্তুর্মনঃ শ্রীমদনুপ্রবিষ্টাং
স্ত্রীভ্যঃ পরাভ্যশ্চ সদা বিশিষ্টাম্ ॥২৪
উষ্ণার্দিতাং সানুসৃতাস্রকণ্ঠীং
পুরা বরাহোত্তমনিষ্ককণ্ঠীম্।
সুজাতপক্ষামভিরক্তকণ্ঠীং
বনে প্রনৃত্তামিব নীলকণ্ঠীম্ ॥২৫
অব্যক্তরেখামিব চন্দ্রলেখাং
পাংসু প্রদিগ্ধামিব হেমরেখাম্।
ক্ষতপ্ররূঢ়ামিব বর্ণরেখাং
বায়ুপ্রভুগ্নামিব হেমরেখাম্ ॥২৬
সীতামপশ্যন্ মনুজেশ্বরস্য
রামস্য পত্নীং বদতাং বরস্য।
বভূব দুঃখোপহতশ্চিরস্য
প্লবঙ্গমো মন্দ ইবাচিরস্য ॥২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥

এতদ্ব্যতীত বুদ্ধিমান্ হনুমান্ অন্য কোন কোন পরিণীতা পতিব্রতা রমণীকে প্রাসাদতলে কাহাকেও বা মদনবিবশা হইয়া পতির ক্রোড়দেশে সুখে উপবেশন করিতে দেখিলেন।১৯

তিনি দেখিলেন,—তাহাদের মধ্যে কেহ উত্তরীয়-হীনা পতিবিরহিতা বলিয়া কনকরেখার ন্যায় কৃশাঙ্গী, কেহ তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, কেহ বা চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণা হওয়ায় তাহার অঙ্গবর্ণ সর্বথা মনোজ্ঞ হইয়াছে।২০

অনন্তর হরিশ্রেষ্ঠ কোন কোন রমণীকে স্বামি-সঙ্গলাভে অত্যন্ত প্রীতিমতী, কাহাকেও বা প্রসূন-গুচ্ছালঙ্কৃতা, পরমপ্রীতিযুক্তা, কাহাকেও বা স্বগৃহে পরমানন্দ সন্দোহতৃপ্তা দেখিতে পাইলেন।২১

শশধরসদৃশ চারুবদনপরিপাটী, কুটীল দৃষ্টি, সুকোমল পক্ষরাজিবিরাজিত নেত্ররাজি, বিদ্যুন্মালার ন্যায় প্রদীপ্ত অলঙ্কারসমূহ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল।২২

কিন্তু অভিজাত (শ্রেষ্ঠ) রাজবংশে সমুৎপন্না, ধর্মপথানুবর্তিনী, সুজাতা প্রফুল্লিতা লতার ন্যায় সুকুমারী, বিনীতায় মনঃসঙ্কল্পনির্মিতা কৃশাঙ্গী সীতাকে তিনি দেখিতে পাইলেন না।২৩

সনাতন-পাতিব্রত্য পথানুস্মরণকারিণী, একমাত্র রামচন্দ্রই যাহার মদনাভিনিবেশের বিষয়, স্বামীর নির্মল চিত্তে প্রবিষ্টা, মহিলাকুলের ললামভূতা, সর্বথা সুবৈশিষ্ট্য-রক্ষণপরায়ণা, স্বামিবিরহ সন্তাপবিধুরা হইয়া সাশ্রুকণ্ঠী, পূর্বে মহামূল্যভূষণসারনিষ্কবিভূষিতকণ্ঠী, সুকোমল পক্ষ্ম (নেত্রলোম)-যুক্তা, অরণ্যে নৃত্যমালা ময়ূরীর ন্যায় সুমধুরভাষিণী, স্বামিবিরহে রাহুগ্রস্তচন্দ্রের ন্যায়, ধূলি-ধূসরিতা স্বর্ণরেখার ন্যায়, ক্ষতস্থানে সঞ্জাত বর্ণরেখার ন্যায়, প্রভঞ্জনালোড়িত মেঘের ন্যায় নিরতিশয় শোচনীয়াকৃতি ও মনুজেশ্বর শ্রীরামচন্দ্রের সহধর্মিণী সীতাকে বহুকাল অন্বেষণ করিয়াও দেখিতে না পাওয়ায় কপিরাজ হনুমান্ কিছুকাল অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত ও শিথিলপ্রযত্ন হইয়া পড়িলেন।২৪-২৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

[লঙ্কায়া ভূষণস্বরূপং রাবণবাসগৃহং গত্বা তৎসমীপস্থিত-প্রহস্তপ্রমুখরাক্ষসানাং গৃহেষু সীতাঞ্চাম্বিষ্য রাবণগৃহে হনুমতঃ প্রবেশঃ।]

স নিকামং বিমানেষু বিচরন্ কামরূপধৃক্।
বিচচার কপির্লঙ্কাং লাঘবেন সমন্বিতঃ ॥১
আসসাদ চ লক্ষ্মীবান্ রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্।
প্রাকারেণার্কবর্ণেন ভাস্বরেণাভিসংবৃতম্ ॥২
রক্ষিতং রাক্ষসৈর্ভীমৈঃ সিংহৈরিব মহদ্বনম্।
সমীক্ষমাণো ভবনং চকাশে কপিকুঞ্জরঃ ॥৩
রূপ্যকোপহিতৈশ্চিত্রৈস্তোরণৈর্হেমভূষণৈঃ।
বিচিত্রাভিশ্চ কক্ষ্যাভির্দ্বারৈশ্চ রুচিরৈর্বৃতম্ ॥৪
গজাস্থিতৈর্মহামাত্রৈঃ শূরৈশ্চ বিগতশ্রমৈঃ।
উপস্থিতমসংহার্য্যৈর্হয়ৈঃ স্যন্দনযাযিভিঃ ॥৫
সিংহ-ব্যাঘ্রতনুত্রাণৈর্দান্তকাঞ্চনরাজতৈঃ।
ঘোষবদ্ভির্বিচিত্রৈশ্চ সদা বিচরিতং রথৈঃ ॥৬

বহুরত্নসমাকীর্ণং পরার্ধ্যাসনভূষিতম্।
মহারথসমাবাপং মহারথমহাসনম্ ॥৭
দৃশ্যৈশ্চ পরমোদারৈস্তৈস্তৈশ্চ মৃগপক্ষিভিঃ।
বিবিধৈর্বহুসাহস্রৈঃ পরিপূর্ণং সমন্ততঃ ॥৮
বিনীতৈরন্তপালৈশ্চ রক্ষোভিশ্চ সুরক্ষিতম্।
মুখ্যাভিশ্চ বরস্ত্রীভিঃ পরিপূর্ণং সমন্ততঃ ॥৯
মুদিতপ্রমদারত্নং রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্।
বরাভরণসংহ্রাদৈঃ সমুদ্রস্বননিঃস্বনম্ ॥১০
তদ্ রাজগুণসম্পন্নং মুখ্যৈশ্চ বরচন্দনৈঃ।
মহাজনসমাকীর্ণং সিংহৈরিব মহদ্বনম্ ॥১১
ভেরীমৃদঙ্গাভিরুতং শঙ্খঘোষবিনাদিতম্।
নিত্যার্চিতং পর্বহুতং পূজিতং রাক্ষসৈঃ সদা ॥১২

ষষ্ঠ সর্গ

[লঙ্কার অলঙ্কার স্বরূপ রাবণের বাসগৃহে গিয়া তন্নিকটবর্তী প্রহস্তপ্রমুখ রাক্ষসগণের গৃহে সীতার অন্বেষণ পূর্বক রাবণের গৃহে হনুমানের প্রবেশ।]

কামরূপী শ্রীমান্ হনুমান্ যথেচ্ছভাবে দ্রুতগতিতে লঙ্কানগরীতে সপ্ততল প্রাসাদসমূহে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং সিংহগণ রক্ষিত মহাবনের ন্যায় ভীষণ রাক্ষসগণ পরিরক্ষিত, চতুর্দিকে সূর্য্যসমবর্ণ প্রোজ্জ্বল প্রাচীরে পরিবেষ্টিত দুর্গম রাক্ষসেন্দ্র ভবনে উপনীত হইলেন এবং সেই ভবন দেখিয়া প্রফুল্ল হইলেন। রৌপ্যখচিত ও সুবর্ণভূষিত বিচিত্র তোরণ বিশিষ্ট বহু কক্ষ্যা সমন্বিত মনোরম ভবনগুলি অতিশয় শোভিত হইতেছিল। গজোপরি উপবিষ্ট বিরতশ্রম শৌর্য্যশালী মহামাত্র (মাহুত)গণ এবং রথবাহী সিংহব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত গাত্র, অপ্রতিতহগতি অশ্বসমূহ, বিচিত্র শব্দকারী রথসমূহ তাহাতে সতত বিচরণ করিতেছিল। মহামূল্যরত্ন পরিব্যাপ্ত, বহুমূল্য আসন বিভূষিত, সুবৃহৎ রথসমূহে সমাকীর্ণ, মহারথদিগের আসন বিভূষিত; নানাবর্ণ আকৃতিযুক্ত সুদৃশ্য বহু সহস্র মৃগপক্ষিসমূহে পরিবৃত বিনীত সীমারক্ষক রাক্ষসগণে সুরক্ষিত; প্রধানা বরাঙ্গণা ও প্রফুল্লচিত্তা প্রমদাগণে চতুর্দিক্ পরিপূর্ণ, সাগরসদৃশ উত্তম ভূষণসমূহের শব্দ গম্ভীররবে নিনাদিত, রাজভবনোচিত লক্ষণোপলক্ষিত শ্রেষ্ঠ চন্দন সৌরভে সুরভিত, সিংহ সমাকুল মহাবনের ন্যায় মহাজনসমূহে সমাকীর্ণ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খধ্বনির দ্বারা ধ্বনিত, পর্ব্ব-সমূহে রাক্ষসগণ কর্তৃক নিত্য সুপূজিত, সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, সাগরের তুল্য নিঃস্বনকারী, হস্তী অশ্ব রথসমূহে সমাকুল, মহামূল্যরত্নরাজি বিভূষিত

সমুদ্রমিব গম্ভীরং সমুদ্রসমনিঃস্বনম্ ।
মহাত্মনো মহদ্বেশ্ম মহারত্নপরিচ্ছদম্ ॥১৩
মহারত্নসমাকীর্ণং দদর্শ স মহাকপিঃ ।
বিরাজমানং বপুষা গজাশ্ব-রথসঙ্কুলম্ ॥১৪
লঙ্কাভরণমিত্যেব সোঽমন্যত মহাকপিঃ ।
চচার হনুমাংস্তত্র রাবণস্য সমীপতঃ ॥১৫
গৃহাদ্ গৃহং রাক্ষসানামুদ্যানানি চ সর্বশঃ ।
বীক্ষমাণোঽপ্যসন্ত্রস্তঃ প্রাসাদাংশ্চ চচার সঃ ॥১৬
অবপ্লুত্য মহাবেগঃ প্রহস্তস্য নিবেশনম্ ।
ততোঽন্যৎ পুপ্লুবে বেশ্ম মহাপার্শ্বস্য বীর্য্যবান্ ॥১৭
অথ মেঘপ্রতীকাশং কুম্ভকর্ণনিবেশনম্ ।
বিভীষণস্য চ তথা পুপ্লুবে স মহাকপিঃ ॥ ১৮
মহোদরস্য চ তথা বিরূপাক্ষস্য চৈব হি ।
বিদ্যুজ্জিহ্বস্য ভবনং বিদ্যুন্মালেস্তথৈব চ ॥১৯
বজ্রদংষ্ট্রস্য চ তথা পুপ্লুবে স মহাকপিঃ ।
শুকস্য চ মহাবেগঃ সারণস্য চ ধীমতঃ ॥২০
তথা চেন্দ্রজিতো বেশ্ম জগাম হরিযূথপঃ ।
জম্বুমালেঃ সুমালেশ্চ জগাম হরিসত্তমঃ ॥২১
রশ্মিকেতোশ্চ ভবনং সূর্য্যশত্রোস্তথৈব চ ।
বজ্রকায়স্য চ তথা পুপ্লুবে স মহাকপিঃ ॥২২
ধূম্রাক্ষস্যাথ সম্পাতের্ভবনং মারুতাত্মজঃ ।
বিদ্যুদ্রূপস্য ভীমস্য ঘনস্য বিঘনস্য চ ॥২৩
শুকনাভস্য চক্রস্য শঠস্য কপটস্য চ ।
হ্রস্বকর্ণস্য দংষ্ট্রস্য লোমশস্য চ রক্ষসঃ ॥২৪
যুদ্ধোন্মত্তস্য মত্তস্য ধ্বজগ্রীবস্য সাদিনঃ ।
বিদ্যুজ্জিহ্ব-দ্বিজিহ্বানাং তথা হস্তিমুখস্য চ ॥২৫
করালস্য পিচাস্য শোণিতাক্ষস্য চৈব হি ।
প্লবমানঃ ক্রমেণৈব হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ॥২৬
তেষু তেষু মহার্হেষু ভবনেষু মহাযশাঃ ।
তেষামৃদ্ধিমতামৃদ্ধিং দদর্শ স মহাকপিঃ ॥২৭
সর্ব্বেষাং সমতিক্রম্য ভবনানি সমন্ততঃ ।
আসসাদাথ লক্ষ্মীবান্ রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্ ॥২৮
রাবণস্যোপশায়িন্যো দদর্শ হরিসত্তমঃ ।
বিচরন্ হরিশার্দ্দূলো রাক্ষসীর্বিকৃতেক্ষণাঃ ॥২৯
শূল-মুদ্গরহস্তাংশ্চ শক্তি-তোমরধারিণঃ ।
দদর্শ বিবিধান্ গুল্মাংস্তস্য রক্ষঃপতের্গৃহে ॥৩০

রত্নসমাকীর্ণ, রাক্ষসরাজ রাবণের বিশাল ভবন অবলোকন করিয়া কপিবর হনুমান্ তাহাকে লঙ্কানগরীর অলঙ্কারস্বরূপ মনে করিলেন এবং তাহার নিকটস্থ গৃহে বিচরণ করিতে করিতে, এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমন করিয়া রাক্ষসগণের গৃহ ও মধ্যবর্ত্তী উদ্যানসমূহ নির্ভীক হৃদয়ে দেখিতে লাগিলেন।১-১৬

তখন হনুমান মহাবেগে উল্লম্ফন পূর্বক ক্রমে ক্রমে প্রহস্ত, মহাবলশালী মহাপার্শ্ব; অনন্তর মহামেঘসদৃশ কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ, বিদ্যুৎজিহ্ব, বিদ্যুন্মালী, বজ্রদংষ্ট্র, শুক, সার বুদ্ধিমান্ মারণ, ইন্দ্রজিৎ, জম্বুমালী, সুমালী, রশ্মিকেতু, সূর্য্যশত্রু, বজ্রকায়, ধূম্রাক্ষ, সম্পাতি, ভয়াবহবিদ্যুদ্রূপ, ঘন, বিঘন, শুকনাভ, চক্র, শঠ, শম্ব, কপট, করালদন্ত, হ্রস্বকর্ণ, রোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত অশ্বারোহী শ্রেষ্ঠ ধ্বজগ্রীব, দ্বিজিহ্ব, হস্তিমুখ, করাল, বিশাল, শোণিতাখ্যের গৃহমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাযশা মহাকপি হনুমান্ ক্রমে ক্রমে সেই সকল সমৃদ্ধিশালী গৃহে ভ্রমণ করিতে করিতে রাক্ষসদের ধনসমৃদ্ধি দেখিয়া প্রীত হইলেন। সকলের ভবনশ্রেণী অতিক্রমপূর্ব্বক পরম শোভাসম্পন্ন রাক্ষস-রাজের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন বিকৃত-নয়না রাক্ষসীগণ শক্তি, তোমর, শূল ও মুদ্গর ধারণ পূর্বক তাহার রক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছে। পর্য্যায়ক্রমে বহু বিকৃতবদনা রাক্ষসী অবসর লইয়া শয়ন করিতেছে। বিশালকায় রাক্ষসেরা বিবিধ অস্ত্র লইয়া সেই গৃহের বহির্দেশে অবস্থিত আছে। রক্ত শুভ্র ও গৌরবর্ণ অতিবেগগামী অশ্ব শোভিত হইতেছে এবং শত্রুপক্ষের হস্তি-পরাভবকারী রূপসম্পন্ন সুশিক্ষিত ঐরাবতের ন্যায় পরাক্রমশালী শত্রুসৈন্যের নিহন্তা, যুদ্ধে শত্রুপক্ষের

রাক্ষসাংশ্চ মহাকায়ান্ নানাপ্রহরণোদ্যতান্ ।
রক্তান্ শ্বেতান্ সিতাংশ্চাপি হরীংশ্চাপি মহাজবান্॥৩১
কুলীনান্ রূপসম্পন্নান্ গজান্ পরগজারুজান্ ।
শিক্ষিতান্ গজশিক্ষায়ামৈরাবতসমান্ যুধি ॥৩২
নিহন্তৄন্ পরসৈন্যানাং গৃহে তস্মিন্ দদর্শ সঃ ।
ক্ষরতশ্চ যথা মেঘান্ স্রবতশ্চ যথা গিরীন্ ॥৩৩
মেঘস্তনিতনির্ঘোষান্ দুর্ধর্ষান্ সমরে পরৈঃ ।
সহস্রং বাহিনীস্তত্র জাম্বূনদপরিষ্কৃতাঃ ॥৩৪
হেমজালৈরবিচ্ছিন্নাস্তরুণাদিত্যসন্নিভাঃ ।
দদর্শ রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য নিবেশনে ॥৩৫
শিবিকা বিবিধাকারাঃ স কপির্মারুতাত্মজঃ ।
লতাগৃহাণি চিত্রাণি চিত্রশালাগৃহাণি চ ॥৩৬
ক্রীড়াগৃহাণি চান্যানি দারুপর্বতকানি চ
কামস্য গৃহকং রম্যং দিবাগৃহকমেব চ ॥৩৭
দদর্শ রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য নিবেশনে ।
স মন্দরসমপ্রখ্যং ময়ূরস্থানসঙ্কুলম্ ॥৩৮
ধ্বজযষ্টিভিরাকীর্ণং দদর্শ ভবনোত্তমম্ ।
অনন্তরত্ননিচয়ং নিধিজালং সমন্ততঃ ॥
ধীরনিষ্ঠিতকর্ম্মাঙ্গং গৃহং ভূতপতেরিব ॥৩৯
অর্চির্ভিশ্চাপি রত্নানাং তেজসা রাবণস্য চ ।
বিররাজ চ তদ্বেশ্ম রশ্মিবানিব রশ্মিভিঃ ॥৪০
জাম্বূনদময়ান্যেব শয়ন্যাসনানি চ ।
ভাজনানি চ শুভ্রাণি দদর্শ হরিযূথপঃ ॥৪১
মধ্বাসবকৃতক্লেদং মণিভাজনসঙ্কুলম্ ।
মনোরমমসংবাধং কুবেরভবনং যথা ॥৪২
নূপুরাণাঞ্চ ঘোষেণ কাঞ্চীনাং নিঃস্বনেন চ ।
মৃদঙ্গতলনির্ঘোষৈর্ঘোষবদ্ভির্বিনাদিতম্ ॥৪৩
প্রাসাদসংঘাতযুতং স্ত্রীরত্নশতসঙ্কুলম্ ।
সুব্যূঢ়কক্ষ্যং হনুমান্ প্রবিবেশ মহাগৃহম্ ॥৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥

দুর্জ্জয়, মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী, শুভ লক্ষণযুক্ত হস্তিসকল জলবর্ষী মেঘ ও ধাতুস্রাবী পর্বতের ন্যায় মদধারা বর্ষণ করিতেছে। রাক্ষসরাজ রাবণের সেই গৃহে কনকনির্মিত জালরন্ধ্রে বিভূষিত, স্বর্ণালঙ্কৃত, তরুণ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান, সহস্র-সহস্র লোক বহনক্ষম নানা আকৃতি বিশিষ্ট শিবিকাসকল দেখা যাইতেছে এবং তাহার মধ্যে বিবিধ সুরম্য লতাগৃহ, ক্রীড়াগৃহ, রতিগৃহ, দিবা-কালীন বিহারগৃহ, চিত্রপটশোভিত গৃহ ও ক্রীড়ার্থ কাষ্ঠনির্মিত কৃত্রিম পর্বতসকল বিরাজ করিতেছে। বায়ুপুত্র ক্রমে রাক্ষসরাজ রাবণের দিবাভবন দেখিতে পাইলেন; তাহার স্থানে স্থানে ময়ূরগণের অনেক ক্রীড়াস্থান বিরাজ করিতেছে। উহা মন্দর ভূধরের তলদেশের ন্যায় রমণীয় ধ্বজসমূহে সমাকীর্ণ এবং বিবিধ রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ হইয়া অপূর্ব সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইতেছে। তাহার স্থানে স্থানে অনেক ধনাগার, নির্ভীক, স্থিরচিত্ত, ধীরস্বভাব রক্ষিগণকর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া যক্ষরাজ কুবেরের গৃহের ন্যায় রহিয়াছে।১৭-৩৯

রশ্মিশালী সূর্য্যকিরণদ্বারা যেমন প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ সেই গৃহ রত্নরাশির জ্যোতি এবং রাবণের তেজঃপ্রভাবে সম্যক্ দীপ্তি হইতেছে; তাহাতে কনক-রচিত পর্য্যঙ্ক ও আসন এবং শুভ্রবর্ণ পাত্রসকল বিন্যস্ত রহিয়াছে। উহা মণিখচিত ভাজনসমূহে সমাকীর্ণ, মদ্য এবং আসবে আর্দ্র হইয়া কুবেরের ভবনের ন্যায় সুন্দর হইয়াছে। মৃদঙ্গ অন্যান্য বাদ্য কাঞ্চী এবং নূপুরের শিঞ্জনে মুখরিত, রাক্ষসরাজের সেই সুবিস্তৃত হর্ম্ম্যমালায় পরিবেষ্টিত, স্ত্রীরত্নসমাকুল বহু কক্ষ্যাগৃহে সুশোভিত গৃহ দেখিয়া বায়ুপুত্র হনুমান্ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।৪০-৪৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তমঃ সর্গঃ

[রাবণভবনস্য পুষ্পকবিমানস্য চ বর্ণনম্ ।]

স বেশ্মজালং বলবান্ দদর্শ
ব্যাসক্তবৈদূর্য্যসুবর্ণজালম্ ।
যথা মহৎ প্রাবৃষি মেঘজালং
বিদ্যুৎপিনদ্ধং সবিহঙ্গজালম্ ॥১

নিবেশনানাং বিবিধাশ্চ শালাঃ
প্রধানশঙ্খায়ুধচাপশালাঃ ।
মনোহরাশ্চাপি পুনর্বিশালা
দদর্শ বেশ্মাদ্রিষু চন্দ্রশালাঃ ॥২

গৃহাণি নানাবসুরাজিতানি
দেবাসুরৈশ্চাপি সুপূজিতানি ।
সর্বৈশ্চ দোষৈঃ পরিবর্জিতানি
কপির্দদর্শ স্ববলার্জিতানি ॥৩

তানি প্রযত্নাভিসমাহিতানি
ময়েন সাক্ষাদিব নির্ম্মিতানি ।
মহীতলে সর্বগুণোত্তরাণি
দদর্শ লঙ্কাধিপতের্গৃহাণি ॥৪

ততো দদর্শোচ্ছ্রিতমেঘরূপং
মনোহরং কাঞ্চনচারুরূপম্ ।
রক্ষোধিপস্যাত্মবলানুরূপং
গৃহোত্তমং হ্যপ্রতিরূপরূপম্ ॥৫

মহীতলে স্বর্গমিব প্রকীর্ণং
শ্রিয়া জ্বলন্তং বহুরত্নকীর্ণম্ ।
নানাতরূণাং কুসুমাবকীর্ণং
গিরেরিবাগ্রং রজসাবকীর্ণম্ ॥৬

নারীপ্রবেকৈরিব দীপ্যমানং
তড়িদ্ভিরম্ভোধরমর্চ্যমানম্ ।
হংসপ্রবেকৈরিব বাহ্যমানং
শ্রিয়া যুতং খে সুকৃতং বিমানম্ ॥৭

যথা নগাগ্রং বহুধাতুচিত্রং
যথা নভশ্চ গ্রহ-চন্দ্রচিত্রম্ ।
দদর্শ যুক্তাকৃতচারুমেঘ-
চিত্রং বিমানং বহুরত্নচিত্রম্ ॥৮

সপ্তম সর্গ

[রাবণ ভবন ও পুষ্পকবিমান বর্ণনা ।]

মহাবল হনুমান্ বর্ষাকালে বিহগকুলের সহিত বিদ্যুৎসমাশ্লিষ্ট মহামেঘমালার ন্যায় বিহগসমূহ চিত্রিত, বৈদূর্য্যমণিখচিত, সুবর্ণময় বাতায়ন সংযুক্ত, নাগরিক গৃহসমূহ ; প্রশস্ত শঙ্খ, আয়ুধ ও শরাসনে সুসজ্জিত গৃহসমূহের বিবিধ কক্ষ (অবান্তর গৃহ)সকল ; পর্বত সদৃশ ভবনসমূহের উপরিস্থিত মনোহর, বিশাল, শিরোগৃহ (চন্দ্রশালা) এবং বিবিধ ধনরত্ন বিভূষিত দেবতা অসুরগণ কর্তৃক সুপূজিত, সর্বদোষ বিবর্জিত, স্বীয় পরাক্রমে সমুপার্জিত, যত্নপূর্বক সম্যগ্‌ভাবে যথাস্থানে সংস্থাপিত, যেন সাক্ষাৎ ময়দানব বিনির্মিত পৃথিবীতে সর্বগুণসমন্বিত লঙ্কাধিপতির গৃহসকল অবলোকন করিলেন ।১-৪

অনন্তর উন্নত মেঘসদৃশ সুবর্ণমনোহররূপসম্পদ্ বিশিষ্ট স্বীয় শক্তির অনুরূপ নিরূপম রাক্ষসরাজের প্রধান গৃহের মধ্যে উত্তম গৃহসকলকে মহীতলে বিনিক্ষিপ্ত স্বর্গের ন্যায় বিবিধরত্ন সমাকীর্ণ সুষমা-সমুজ্জ্বল, বিক্ষিপ্তপ্রসূনপরাগ-সমাচ্ছন্ন নানাজাতীয় বৃক্ষ ও পুষ্পপরিপূর্ণ পর্বতাগ্রভাগের ন্যায় সমুজ্জ্বল দেখিলেন ।৫-৬

শ্রেষ্ঠ রমণীগণ কর্তৃক দীপ্যমান, বিদ্যুদ্‌যুক্ত মেঘের ন্যায় শ্রেষ্ঠ হংসকুল কর্তৃক বাহ্যমান, আকাশে সৌন্দর্য্য-শোভিত পুণ্যবান্‌গণের অবস্থানের ন্যায়, বহু ধাতু-বিচিত্রিত পর্বতশৃঙ্গের ন্যায়, গ্রহচন্দ্রালঙ্কৃত গগনের ন্যায়

মহী কৃতা পর্বতরাজিপূর্ণা
　　শৈলাঃ কৃতা বৃক্ষবিতানপূর্ণাঃ।
বৃক্ষাঃ কৃতাঃ পুষ্পবিতানপূর্ণাঃ
　　পুষ্পং কৃতং কেসরপত্রপূর্ণম্ ॥৯
কৃতানি বেশ্মানি চ পাণ্ডুরাণি
　　তথা সুপুষ্পাণ্যপি পুষ্করাণি।
পুনশ্চ পদ্মানি সকেসরাণি
　　বনানি চিত্রাণি সরোবরাণি ॥১০
পুষ্পাহ্বয়ং নাম বিরাজমানং
　　রত্নপ্রভাভিশ্চ বিঘূর্ণমানম্।
বেশ্মোত্তমানামপি চোচ্চমানং
　　মহাকপিস্তত্র মহাবিমানম্ ॥১১
কৃতাশ্চ বৈদূর্য্যময়া বিহঙ্গা
　　রূপ্যপ্রবালৈশ্চ তথা বিহঙ্গাঃ।
চিতাশ্চ নানাবসুভির্ভুজঙ্গা
　　জাত্যানুরূপাস্তুরগাঃ শুভাঙ্গাঃ ॥১২

প্রবাল-জাম্বূনদ-পুষ্পপক্ষাঃ
　　সলীলমাবর্জ্জিত-জিহ্মপক্ষাঃ
কামস্য সাক্ষাদিব ভান্তি পক্ষাঃ
　　কৃতা বিহঙ্গাঃ সুমুখাঃ সুপক্ষাঃ ॥১৩
নিযুজ্যমানাশ্চ গজাঃ সুহস্তাঃ
　　সকেসরাশ্চোৎপলপত্রহস্তাঃ।
বভূব দেবী চ কৃতা সুহস্তা
　　লক্ষ্মীস্তথা পদ্মিনি পদ্মহস্তা ॥১৪
ইতীব তদ্গৃহমভিগম্য শোভনং
　　সবিস্ময়ো নগমিব চারুকন্দরম্।
পুনশ্চ তৎপরমসুগন্ধি সুন্দরং
　　হিমাত্যয়ে নগমিব চারুকন্দরম্ ॥১৫
ততঃ স তাং কপিরভিপত্য পূজিতাং
　　চরন্ পুরীং দশমুখবাহুপালিতাম্।

পুঞ্জীকৃতমেঘ চিত্রসদৃশ, বহুরত্ন সুসজ্জিত (পুষ্পক নামক) বিমান (ব্যোমযান) তিনি দেখিতে লাগিলেন।৭-৮

এই বিমানে (বহুজনের) উপবেশন স্থান (কৃত্রিম) পর্বতসমূহে পরিপূর্ণ; পর্বতগুলি বৃক্ষরাজিপূর্ণ; বৃক্ষগুলি পুষ্পসকলপূর্ণ, পুষ্পরাজি কেশরপুঞ্জে পরিব্যাপ্ত। তথায় আরও পাণ্ডুরবর্ণ বিবিধভবন, সুপুষ্পশোভিত পুষ্করিণী, কেশরযুক্ত পদ্ম, বিচিত্র বন ও সরোবর বিদ্যমান। মহাকপি রত্নপ্রভাভাস্বর, ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ, দেবগৃহ-ভূতবিমানসমূহ অপেক্ষা অত্যুচ্চ (সৌভাগ্যপরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত) পুষ্পক নামক মহাবিমান দর্শন করিলেন।৯-১১

(সেই বিমান) বৈদূর্য্য (মণি)ময় বিহঙ্গম, রৌপ্য প্রবাল নির্মিত বিহঙ্গ, (স্বর্ণরৌপ্যাদি) নানারত্ন চিত্রিত ভুজঙ্গ এবং জাত্যানুরূপ (প্রকৃত অশ্বের সদৃশ) সুন্দরাঙ্গ তুরঙ্গসকল বিচিত্রিত। যাহাদের পক্ষসকল প্রবাল ও স্বর্ণনির্মিত পুষ্পে সুশোভিত, (শিল্পনিপুণতাপ্রযুক্ত) যে পক্ষ লীলার সহিত (অনায়াসে) বক্র করা যায়, সাক্ষাৎ কামদেবের পক্ষের (সহায়কের) ন্যায় (তদ্দর্শনে মানসে কাম উদ্দীপিত হয় বলিয়া) দীপ্যমান, সুন্দর মুখ ও সুন্দর পক্ষ বিহঙ্গকুল তাহাতে চিত্রিত রহিয়াছে। পদ্মশোভিত বিমান সরোবরে পদ্মহস্তে সুশোভিতা লক্ষ্মীদেবী এবং তাঁহার অভিষেকে (স্নানকার্য্যে) ব্যাপৃত কেশরের সহিত পদ্মদল শোভিত হস্ত (শুণ্ড)যুক্ত হস্তীসকলও তথায় চিত্রিত রহিয়াছে। এইপ্রকার মনোরম গুহাবিশিষ্ট পর্বতের ন্যায় বসন্তকালে পরম সুগন্ধি সুন্দর কোটর (গর্ত)-যুক্ত বৃক্ষের ন্যায় রাবণের শোভমান গৃহে গমন করিয়া হনুমান্ পুনঃ পুনঃ বিস্মিত হইয়াছিলেন। এইরূপে সেই দশমুখ রাবণের বাহুপালিত অতি প্রশংসিত লঙ্কানগরীতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়াও

অদৃশ্য তাং জনকসুতাং সুপূজিতাং
সুদুঃখিতাং পতিগুণবেগনির্জ্জিতাম্ ॥১৬

ততস্তদা বহুবিধভাবিতাত্মনঃ
কৃতাত্মনো জনকসুতাং সুবর্ত্মনঃ।

অপশ্যতোঽভবদতিদুঃখিতং মনঃ
সচক্ষুষঃ প্রবিচরতো মহাত্মনঃ ॥১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ ॥

(বিয়োগ দুঃখে) নিতান্ত দুঃখিতা, সুপ্রশংসিতা ও পতিগুণ-স্মরণে বিহ্বলহৃদয়া জনকদুহিতাকে দেখিতে না পাওয়ায় নানাপ্রকারে সমগ্র জগতে পূজিতস্বভাব, সুশিক্ষিতচিত্ত, শোভননীতিপথাবলম্বী, শাস্ত্রচক্ষুঃসম্পন্ন, সেই মহাত্মা কপিবরের মন নিরতিশয় দুঃখিত হইল।১২-১৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টমঃ সর্গঃ

[পুনর্বিস্তারেণ পুষ্পকবিমানবর্ণম্]

স তস্য মধ্যে ভবনস্য সংস্থিতো
মহদ্ বিমানং মণিরত্নচিত্রিতম্।
প্রতপ্তজাম্বূনদজালকৃত্রিমং
দদর্শ ধীমান্ পবনাত্মজঃ কপিঃ ॥১

তদপ্রমেয়-প্রতিকার-কৃত্রিমং
কৃতং স্বয়ং সাধ্বিতি বিশ্বকর্ম্মণা।
দিবং গতে বায়ুপথে প্রতিষ্ঠিতং
ব্যরাজতাদিত্যপথস্য লক্ষ্ম তৎ ॥২

ন তত্র কিঞ্চিন্ন কৃতং প্রযত্নতো
ন তত্র কিঞ্চিন্ন মহার্ঘরত্নবৎ।
ন তে বিশেষা নিয়তাঃ সুরেষ্বপি
ন তত্র কিঞ্চিন্ন মহাবিশেষবৎ ॥৩

তপঃ সমাধান-পরাক্রমার্জ্জিতং
মনঃ সমাধানবিচারচারিণম্।
অনেক-সংস্থান-বিশেষনির্মিতং
ততস্ততস্তুল্য-বিশেষনির্ম্মিতম্ ॥৪

অষ্টম সর্গ

[বিস্তৃতভাবে পুনরায় পুষ্পক বিমান বর্ণনা।]

বুদ্ধিমান্ পবনপুত্র হনুমান্ রাবণের গৃহমধ্যে অবস্থান পূর্বক বিবিধ শ্রেষ্ঠ মণি দ্বারা বিচিত্রিত, প্রতপ্ত স্বর্ণনির্মিত, গবাক্ষজাল সমলঙ্কৃত, নিরুপম সৌন্দর্য্যমণ্ডিত, প্রতিমা-শোভিত, স্বয়ং বিশ্বকর্মা কর্ত্তৃক সম্যক্‌বিধানে নির্মিত, আকাশবর্তিবায়ুপথে আদিত্যপথের চিহ্ন স্বরূপে বিরাজমান, অতিমহৎ পুষ্পক নামক উত্তমবিমান দর্শন করিলেন। সেই বিমানে এমন কোন অংশ ছিল না, যাহা অতিযত্নে নির্মিত হয় নাই, এমন কোন অবয়ব ছিল না, যাহা মহামূল্য রত্ন খচিত নহে; দেবগণের বিমানে যাদৃশ শিল্পসৌষ্ঠব লক্ষিত হয় না, তদপেক্ষা অতিবিশেষ শিল্পকলা ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। (রাবণের) তপস্যাও

মনঃ সমাধায় তু শীঘ্রগামিনং
দুরাসদং মারুততুল্যগামিনম্ ।
মহাত্মনাং পুণ্যকৃতাং মহর্দ্ধিনাং
যশস্বিনামগ্র্যমুদামিবালয়ম্ ॥৫
বিশেষমালম্ব্য বিশেষসংস্থিতং
বিচিত্রকূটং বহুকূটমণ্ডিতম্ ।
মনোঽভিরামং শরদিন্দুনির্মলং
বিচিত্রকূটং শিখরং গিরের্যথা ॥৬
বহন্তি যৎ কুণ্ডলশোভিতাননা
মহাশনা ব্যোমচরা নিশাচরাঃ ।
বিবৃত্তবিধ্বস্তবিশাললোচনা
মহাজবা ভূতগণাঃ সহস্রশঃ ॥৭
বসন্তপুষ্পোৎকরচারুদর্শনং
বসন্তমাসাদপি চারুদর্শনম্
স পুষ্পকং তত্র বিমানমুত্তমং
দদর্শ তদ্বানরবীরসত্তমঃ ॥৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ ॥

সমাধিলব্ধপরাক্রমে সমুপার্জিত, মনের অভিলাষ অনুসারে শীঘ্র ও সর্বত্র গতিশীল, বিচিত্র শিল্পনৈপুণ্যে বিনির্মিত, উৎকৃষ্টতর হইতে উৎকৃষ্টতম দিব্যবিমান-নির্মাণযোগ্যবিশেষে বিশেষিত, প্রভুর মনোবৃত্তি অনুসারে শীঘ্রগামী, অত্যন্ত দুর্বার, বায়ুর ন্যায় বেগগামী, ধনবান, যশস্বী, পুণ্যশীল মহাত্মাগণের নিরতিশয় আনন্দ-প্রদ-ভবনস্বরূপ, বিশেষ বিশেষ গতি অনুসারে শূন্য-পথে বিচরণ সমর্থ, অদ্ভুতপদার্থ সমূহের সমষ্টিস্বরূপ বহু সংখ্যক গৃহে সুসজ্জিত, পরম রমণীয় শারদ শশধরের ন্যায় নির্মল, বিচিত্র কূটসমন্বিত পর্বত শিখরের ন্যায় সুরঞ্জিত। যাহাদের চক্ষুঃশ্রেণী সর্বদা ঘূর্ণায়মান, নিমেষশূন্য ও বিশাল, তাদৃশ গগনগামী নিশাচর ও মহাবেগবান্ কুণ্ডলালঙ্কৃত সহস্র সহস্র ভূতগণ কর্তৃক এই বিমান গম্ভীর নির্ঘোষে বাহিত হইত। এইরূপে বানরশ্রেষ্ঠ মহাবীর হনুমান্ বসন্তপুষ্পসম্ভারসমলঙ্কৃত বসন্ত অপেক্ষাও অতি সুদর্শন এই উৎকৃষ্ট বিমান অবলোকন করিলেন।১-৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে অষ্টম সর্গ সমাপ্ত

নবমঃ সর্গঃ

[রাবণগৃহে সীতায়া অন্বেষণায় হনূমতঃ পুষ্পকবিমানারোহণম্, নানাবস্থাসু প্রসুপ্তায়া রমণীনামবলোকনঞ্চ ।]

তস্যালয়বরিষ্ঠস্য মধ্যে বিমলমায়তম্ ।
দদর্শ ভবনশ্রেষ্ঠং হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ॥১
অর্ধযোজনবিস্তীর্ণমায়তং যোজনং মহৎ ।
ভবনং রাক্ষসেন্দ্রস্য বহুপ্রাসাদসঙ্কুলম্ ॥২
মার্গমাণস্তু বৈদেহীং সীতামায়তলোচনাম্ ।
সর্ব্বতঃ পরিচক্রাম হনুমানরিসূদনঃ ॥৩
উত্তমং রাক্ষসাবাসং হনুমানবলোকয়ন্ ।
আসসাদার্থ লক্ষ্মীবান্ রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্ ॥৪
চতুর্বিষাণৈর্দ্বিরদৈস্ত্রিবিষাণৈস্তথৈব চ ।
পরিক্ষিপ্তমসংবাধং রক্ষ্যমাণমুদায়ুধৈঃ ॥৫
রাক্ষসীভিশ্চ পত্নীভী রাবণস্য নিবেশনম্ ।
আহৃতাভিশ্চ বিক্রম্য রাজকন্যাভিরাবৃতম্ ॥৬
তন্নক্র-মকরাকীর্ণং তিমিঙ্গিল-ঝষাকুলম্ ।
বায়ুবেগসমাধূতং পন্নগৈরিব সাগরম্ ॥৭
যা হি বৈশ্রবণে লক্ষ্মীর্যা চন্দ্রে হরিবাহনে ।
সা রাবণগৃহে রম্যা নিত্যমেবানপায়িনী ॥৮
যা চ রাজ্ঞঃ কুবেরস্য যমস্য বরুণস্য চ ।
তাদৃশী তদ্বিশিষ্টা বা ঋদ্ধী রক্ষোগৃহেম্বিহ ॥৯
তস্য হর্ম্যস্য মধ্যস্থবেশ্ম চান্যৎ সুনির্মিতম্ ।
বহুনির্যূহসংযুক্তং দদর্শ পবনাত্মজঃ ॥১০
ব্রহ্মণোঽর্থে কৃতং দিব্যং দিবি যদ্বিশ্বকর্মণা ।
বিমানং পুষ্পকং নাম সর্বরত্নবিভূষিতম্ ॥১১
পরেণ তপসা লেভে যৎ কুবেরঃ পিতামহাৎ ।
কুবেরমোজসা জিত্বা লেভে তদ্ রাক্ষসেশ্বরঃ ॥১২

নবম সর্গ

[রাবণগৃহে সীতার অন্বেষণের জন্য হনুমানের পুষ্পকবিমানে আরোহণ এবং নানা অবস্থায় প্রসুপ্ত রমণীগণকে অবলোকন ।]

মারুতপুত্র হনুমান্ সেই সর্বোত্তম ভবনসমূহের মধ্যে অতিসুন্দর বিমল, অতিবৃহৎ, অর্ধযোজন বিস্তার, একযোজন দীর্ঘ ও বহু প্রাসাদ পরিবেষ্টিত রাবণের গৃহ পরিদর্শন করিলেন ।১-২

অরিনিষূদন হনুমান্ তথায় বিশাললোচনা বিদেহ-রাজনন্দিনী সীতাদেবীকে অন্বেষণ করিবার জন্য সর্বত্র পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। অনন্তর লক্ষ্মীবান্ হনুমান্ রাক্ষসগণের উত্তম আবাসসকল অবলোকন করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের ভবনে উপস্থিত হইলেন ।৩-৪

অতিশয় বিস্তৃত, চতুর্দ্দন্ত ও ত্রিদন্ত হস্তিসমূহে পরিব্যাপ্ত, উদ্যতায়ুধ নিশাচরসমূহ ও রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত, (স্বজাতীয়) পত্নী ও বলপূর্বক সমাহৃতা রাজকন্যা কর্ত্তৃক পরিবৃত থাকায় এই (রাবণ) ভবন যেন নক্র, মকর, তিমিঙ্গিল, মৎস্য ও সর্পকুল পরিপূর্ণ বায়ুবেগে উদ্বেলিত সমুদ্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ।৫-৭

কুবের, চন্দ্র ও ইন্দ্রে যে লক্ষ্মী বিরাজমানা, রাবণের গৃহেও সেই পরমরমণীয়া এবং বিনাশরহিতা লক্ষ্মী নিত্য সন্নিহিতা। রাজা কুবের, যম ও বরুণের যে ধন সমৃদ্ধি রাবণের এই গৃহ তাদৃশ বা তদপেক্ষা সমধিক সমৃদ্ধি-সম্পন্ন। পবনাত্মজ সেই (পুষ্পকরথস্থিত) হর্ম্যের মধ্যস্থলে আর একটি সুনির্মিত মত্তবারণ চিহ্নিত গৃহ দেখিতে পাইলেন। স্বর্গে বিশ্বকর্মা নানাবিধ রত্ন সমলঙ্কৃত পুষ্পক নামক যে দিব্য বিমান ব্রহ্মার জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যক্ষপতি কুবের কঠোর তপস্যাবলে যাহা পিতামহের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন,

ঈহামৃগসমাযুক্তৈঃ কার্তস্বরহিরণ্ময়ৈঃ।
সুকৃতৈরাচিতং স্তম্ভৈঃ প্রদীপ্তমিব চ শ্রিয়া ॥১৩
মেরুমন্দরসঙ্কাশৈরুল্লিখদ্‌ভিরিবাম্বরম্।
কূটাগারৈঃ শুভাগারৈঃ সর্বতঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥১৪
জ্বলনার্কপ্রতীকাশৈঃ সুকৃতং বিশ্বকর্মণা।
হেমসোপানযুক্তঞ্চ চারুপ্রবরবেদিকম্ ॥১৫
জালবাতায়নৈর্যুক্তং কাঞ্চনৈঃ স্ফাটিকৈরপি।
ইন্দ্রনীল-মহানীলমণিপ্রবরবেদিকম্ ॥১৬
বিদ্রুমেণ বিচিত্রেণ মণিভিশ্চ মহাধনৈঃ।
নিস্তুলাভিশ্চ মুক্তাভিস্তলে নাভিবিরাজিতম্ ॥১৭
চন্দনেন চ রক্তেন তাপনীয়নিভেন চ।
সুপুণ্যগন্ধিনা যুক্তমাদিত্যতরুণোপমম্ ॥১৮
বিমানং পুষ্পকং দিব্যমারুরোহ মহাকপিঃ।
তত্রস্থঃ সর্বতো গন্ধং পানভক্ষ্যান্নসম্ভবম্ ॥১৯
দিব্যং সম্মূর্চ্ছিতং জিঘ্রন্ রূপবন্তমিবানিলম্।
স গন্ধস্তং মহাসত্ত্বং বন্ধুর্বন্ধুমিবোত্তমম্ ॥২০
ইত এহীত্যুবাচেব তত্র যত্র স রাবণঃ।
ততস্তাং প্রস্থিতঃ শালাং দদর্শ মহতীং শিবাম্ ॥২১
রাবণস্য মহাকান্তাং কান্তামিব বরস্ত্রিয়ম্।
মণিসোপানবিকৃতাং হেমজালবিরাজিতাম্ ॥২২
স্ফাটিকৈরাবৃততলাং দন্তান্তরিতরূপিকাম্।
মুক্তা-বজ্রপ্রবালৈশ্চ রূপ্যচামীকরৈরপি ॥২৩
বিভূষিতাং মণিস্তম্ভৈঃ সুবহুস্তম্ভভূষিতাম্।
সমৈঋর্জুভিরত্যুচ্চৈঃ সমন্তাৎ সুবিভূষিতৈঃ ॥২৪
স্তম্ভৈঃ পক্ষৈরিবাত্যুচ্চৈর্দিবং সংপ্রস্থিতামিব।
মহত্যা কুথয়াস্তীর্ণাং পৃথিবীলক্ষণাঙ্কয়া ॥২৫
পৃথিবীমিব বিস্তীর্ণাং সরাষ্ট্রগৃহশালিনীম্।
নাদিতাং মত্তবিহগৈর্দিব্যগন্ধাধিবাসিতাম্ ॥২৬

রাক্ষসাধিপতি পরাক্রমে কুবেরকে জয় করিয়া তাহা লাভ করিয়াছিলেন।৮-১২

সুবর্ণ ও রৌপ্যময় ঈহামৃগ (ব্যাঘ্র প্রতিকৃতি) সুগঠিত স্তম্ভসমূহে ও স্বীয় শোভায় এই বিমানটি উদ্ভাসিত হইতেছিল। সুমেরু এবং মন্দরপর্ব্বত সদৃশ, সূর্য্যাগ্নিসন্নিভ, গগনস্পর্শী, কূটাগার (গুপ্ত স্বল্পগৃহ) ও বিহারগৃহসকল তাহাতে অলঙ্কৃত রহিয়াছে; বিশ্বকর্ম্মা শিল্পনৈপুণ্যে যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহা স্বর্ণময় সোপান ও উত্তমবেদিতে অলঙ্কৃত, কাঞ্চনময়, স্ফটিকময় গবাক্ষ ও বাতায়নসমূহ যাহাতে বিরাজমান; যাহাতে ইন্দ্রনীল, মহানীল ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট মণিময় বেদি সকল শোভা পাইতেছে; বিচিত্র বিদ্রুম মহামূল্য মণি গোলাকৃতি মুক্তাদ্বারা এইস্থানের কুট্টিমসকল শোভিত হইয়া রহিয়াছে; যাহা সুবর্ণবর্ণ সুগন্ধি রক্তচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া তরুণ সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। (বিবিধ উৎকৃষ্ট আকৃতি বিশিষ্ট কূটাগার সমন্বিত) মহাকপি সেই পুষ্পক নামক বিমানে আরোহণ করিলেন এবং সেই বিমানে অবস্থান করিয়া পান (মদ্যাদি) ভক্ষ্যান্নসম্ভূত সর্ব্বতোব্যাপী মনোহর গন্ধ আঘ্রাণ করিলেন; দিগন্তব্যাপ্ত সেই বায়ু যেন সাক্ষাৎ গন্ধরূপে তথায় বিরাজমান, বন্ধু যেমন অকৃত্রিম উত্তম বন্ধুকে আহ্বান করে, সেইরূপ গন্ধসমৃদ্ধ বায়ু মহাবীর হনুমান্‌কে "যে স্থানে রাবণ আছে আমার সহিত সেইস্থানে আগমন কর" এই কথা বলিল। অনন্তর তিনি উৎকৃষ্ট রমণীর ন্যায় রাবণের পরমপ্রেমভাজন অতি রমণীয় সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিঘ্ন রাবণের সুবৃহৎ শয়ন মন্দির দর্শন করিলেন। মণিময় সোপানরাজি বিরাজিত, সুবর্ণ নির্ম্মিত গবাক্ষজাল পরিবৃত, তলভাগ স্ফটিকপ্রস্তরাবৃত, মধ্যে মধ্যে হস্তিদন্ত, মুক্তা, হীরক, প্রবাল, রৌপ্য ও স্বর্ণ নির্ম্মিতা বিবিধ প্রতিমায় সুশোভিত এই গৃহে সম, সরল, অত্যুচ্চ সুশোভিত স্তম্ভগুলি পক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছে, বহু সংখ্যক স্তম্ভদ্বারা এই গৃহ যেন আকাশে সমুত্থিত পক্ষ দ্বারা উড্ডীন হইতেছে। রাষ্ট্র ও গৃহ-সমন্বিত পৃথিবীর ন্যায় বিস্তীর্ণ এই গৃহে প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ কম্বল আস্তীর্ণ রহিয়াছে। মদমত্ত বিহঙ্গমগণের কূজন

পরার্ধ্যাস্তরণোপেতাং রক্ষোঽধিপনিষেবিতাম্।
ধূম্রামগুরুধূপেন বিমলাং হংসপাণ্ডুরাম্ ॥২৭

পত্রপুষ্পোপহারেণ কল্মাষীমিব সুপ্রভাম্।
মনসো মোদজননীং বর্ণস্যাপি প্রসাধিনীম্ ॥২৮

তাং শোকনাশিনীং দিব্যাং শ্রিয়ঃ সংজননীমিব।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থৈস্তু পঞ্চ পঞ্চভিরুত্তমৈঃ ॥২৯

তর্পয়ামাস মাতেব তদা রাবণপালিতা।
স্বর্গোঽয়ং দেবলোকোঽয়মিন্দ্রস্যাপি পুরী ভবেৎ ॥
সিদ্ধির্বেয়ং পরা হি স্যাদিত্যমন্যত মারুতিঃ ॥৩০

প্রধ্যায়ত ইবাপশ্যৎ প্রদীপাংস্তত্র কাঞ্চনান্।
ধূর্তানিব মহাধূর্তৈর্দেবনেন পরাজিতান্ ॥৩১

দীপানাঞ্চ প্রকাশেন তেজসা রাবণস্য চ।
অর্চিভির্ভূষণানাঞ্চ প্রদীপ্তেত্যভ্যমন্যত ॥৩২

ততোঽপশ্যৎ কুথাসীনং নানাবর্ণাম্বরস্রজম্।
সহস্রং বরনারীণাং নানাবেষবিভূষিতম্ ॥৩৩

পরিবৃত্তেঽর্ধরাত্রে তু পাননিদ্রাবশঙ্গতম্।
ক্রীড়িত্বোপরতং রাত্রৌ প্রসুপ্তং বলবত্তদা ॥৩৪

তৎ প্রসুপ্তং বিরুরুচে নিঃশব্দান্তরভূষিতম্।
নিঃশব্দহংস-ভ্রমরং যথা পদ্মবনং মহৎ ॥৩৫

তাসাং সংবৃতদান্তানি মীলিতাক্ষীণি মারুতিঃ।
অপশ্যৎ পদ্মগন্ধীনি বদনানি সুযোষিতাম্ ॥৩৬

প্রবুদ্ধানীব পদ্মানি তাসাং ভূত্বা ক্ষপাক্ষয়ে।
পুনঃ সংবৃতপাত্রাণি রাত্রাবিব বভুস্তদা ॥৩৭

ইমানি মুখপদ্মানি নিয়তং মত্তষট্পদাঃ।
অম্বুজানীব ফুল্লানি প্রার্থয়ন্তি পুনঃ পুনঃ ॥৩৮

ইতি বামন্যত শ্রীমানুপপত্ত্যা মহাকপিঃ।
মেনে হি গুণতস্তানি সমানি সলিলোদ্ভবৈঃ ॥৩৯

সা তস্য শুশুভে শালা তাভিঃ স্ত্রীভির্বিরাজিতা।
শরদীব প্রসন্না দ্যৌস্তারাভিরতিশোভিতা ॥৪০

স চ তাভিঃ পরিবৃতঃ শুশুভে রাক্ষসাধিপঃ।
যথা হ্যুড়ুপতিঃ শ্রীমাংস্তারাভিরিব সংবৃতঃ ॥৪১

মুখরিত, মনোহর সৌরভে সুবাসিত; অত্যুত্তম আভরণ-বিশিষ্ট, অগুরুধূপের দ্বারা ধূম্রবর্ণ হংসের ন্যায় পাণ্ডুর বর্ণ, অতিশয় নির্ম্মল পত্র ও পুষ্প রচনার সান্নিধ্যবশতঃ বিচিত্রবর্ণা বশিষ্ঠধেনুর ন্যায় প্রভাবশালী। হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধন, দেহকান্তির সর্ব্ববিধ শোক বিনাশন, সাক্ষাৎ শোভাস্বরূপ রাবণের এই শয়নশালা তিনি দর্শন করিলেন। দর্শনমাত্র জননীর ন্যায় রূপ-রসাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) ভোগ্য বস্তুদ্বারা পবনতনয় হনুমান্ চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধন করিলেন। তখন তিনি মনে করিলেন যে, ইহা কি স্বর্গ, না দেবলোক, না ইন্দ্রনগরী অমরাবতী, কিম্বা উত্তম সিদ্ধি; যেহেতু উহা প্রদীপশিখার আলোকে ভূষণের (অলঙ্কার) জ্যোতিতে এবং রাবণের তেজঃ-প্রভাবে অতিশয় সমুজ্জ্বল হইয়াছে? তাহাতে কাঞ্চনময় প্রদীপসমূহ রাবণের তেজে প্রতিহত হইয়া ধূর্ত্ত (অক্ষক্রীড়ায় নিপুণ ব্যক্তি) যেমন মহাধূর্ত্ত কর্ত্তৃক অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন ও দীপ্তিহীন রহিয়াছে, ইহা দেখিতে পাইলেন। অনন্তর বায়ুপুত্র হনুমান্ বিচিত্র অলঙ্কারে ও নানাবিধ বেশভূষায় বিভূষিতা সহস্র সহস্র সুন্দরী রমণী বিচিত্র আসনে শয়ানা, অর্দ্ধরাত্র অতীত হইলে মদ্যপান ও নিদ্রার বশীভূত হইয়া ক্রীড়া হইতে বিরতা হইয়াছে। সকলে প্রসুপ্ত হওয়ায় নূপুর প্রভৃতির শব্দ তিরোহিত, সুতরাং ঐ গৃহ হংস ও ভ্রমর ধ্বনিবিরহিত বৃহৎ পদ্মবনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। রজনীশেষে পদ্মসকল প্রস্ফুটিত হইয়া দিবাশেষে যেমন নিমীলিত হয়, সেইরূপ নিদ্রা সমাগমে তাহাদের নয়নযুগল সঙ্কুচিত ও দশনাবলী সংবৃত থাকায় সেই সুন্দরী রমণীগণের পদ্মগন্ধ সমন্বিত মুখমণ্ডল সেইরূপ শোভা ধারণ করিতেছে। মদমত্ত ভ্রমরকুল নিয়ত সেইসকল প্রফুল্ল কমলের ন্যায় মুখ কমলকে প্রার্থনা করিতেছে। কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ হনুমান্ যুক্তি অনুসারে সমানগুণবশতঃ পদ্মের সহিত তাহাদের

যাশ্চ্যবন্তেঽম্বরাত্তারাঃ পুণ্যশেষসমাবৃতাঃ।
ইমাস্তাঃ সঙ্গতাঃ কৃৎস্না ইতি মেনে হরিস্তদা ॥৪২

তারাণামিব সুব্যক্তং মহতীনাং শুভার্চিষাম্।
প্রভাবর্ণ-প্রসাদাশ্চ বিরেজুস্তত্র যোষিতাম্ ॥৪৩

ব্যাবৃত্তকচপীনস্রক্‌প্রকীর্ণবরভূষণাঃ।
পানব্যায়ামকালেষু নিদ্রোপহতচেতসঃ ॥৪৪

ব্যাবৃত্ততিলকাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিদুদ্‌ভ্রান্তনূপুরাঃ।
পার্শ্বে গলিতহারাশ্চ কাশ্চিৎ পরমযোষিতঃ ॥৪৫

মুক্তাহারবৃতাশ্চান্যাঃ কাশ্চিৎ প্রস্রস্তবাসসঃ।
ব্যাবিদ্ধরশনাদামাঃ কিশোর্য্য ইব বাহিতাঃ ॥৪৬

অকুণ্ডলধরাশ্চান্যা বিচ্ছিন্নমৃদিতস্রজঃ।
গজেন্দ্রমৃদিতাঃ ফুল্লা লতা ইব মহাবনে ॥৪৭

চন্দ্রাংশুকিরণাভাশ্চ হারাঃ কাসাঞ্চিদুদ্গতাঃ।
হংসা ইব বভুঃ সুপ্তাঃ স্তনমধ্যেষু যোষিতাম্ ॥৪৮

অপরাসাঞ্চ বৈদূর্য্যাঃ কাদম্বা ইব পক্ষিণঃ।
হেমসূত্রাণি চান্যাসাং চক্রবাকা ইবাভবন্ ॥৪৯

হংসকারণ্ডবোপেতাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ।
আপগা ইব তা রেজুর্জঘনৈঃ পুলিনৈরিব ॥৫০

কিঙ্কিণীজালসঙ্কাশাস্তা হেমবিপুলাম্বুজাঃ।
ভাবগ্রাহা যশস্তীরাঃ সুপ্তা নদ্য ইবাবভুঃ ॥৫১

মৃদুষ্বঙ্গেষু কাসাঞ্চিৎ কুচাগ্রেষু চ সংস্থিতাঃ।
বভূবুর্ভূষণানীব শুভা ভূষণরাজয়ঃ ॥৫২

অংশুকান্তাশ্চ কাসাঞ্চিন্মুখমারুতকম্পিতাঃ।
উপর্য্যুপরি বক্ত্রাণাং ব্যাধূয়ন্তে পুনঃ পুনঃ ॥৫৩

তাঃ পতাকা ইবোদ্ধূতাঃ পত্নীনাং রুচিরপ্রভাঃ।
নানাবর্ণসুবর্ণানাং বক্ত্রমূলেষু রেজিরে ॥৫৪

ববল্গুশ্চাত্র কাসাঞ্চিৎ কুণ্ডলানি শুভার্চিষাম্।
মুখমারুতসঙ্কম্পৈর্মন্দং মন্দঞ্চ যোষিতাম্ ॥৫৫

শর্করাসবগন্ধঃ স প্রকৃত্যা সুরভিঃ সুখঃ।
তাসাং বদননিঃশ্বাসঃ সিষেবে রাবণং তদা ॥৫৬

মুখের তুলনা করিলেন। সেই গৃহ সুন্দরী প্রমদাগণের দ্বারা বিরাজিত হইয়া শরৎকালীন নক্ষত্রখচিত নির্ম্মল আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।১৩-৪০

আর সেই রাক্ষসাধিপতি সেই রমণীগণে পরিবৃত হইয়া তারকামালা সমাবৃত শোভাশালী চন্দ্রের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।৪১

পুণ্য শেষ হইলে যে সকল তারা নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত হয়, তাহারাই যেন এই সকল রমণীরূপে সম্মিলিত হইয়া রহিয়াছে—কপিরাজ তখন ইহাই মনে করিলেন।৪২

উজ্জ্বলকান্তি মহতী মহিলাগণের দেহ-লাবণ্য বর্ণ সৌন্দর্য্য ও উজ্জ্বলতা নক্ষত্রমালার ন্যায় তথায় স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতেছিল।৪৩

মদ্যপানজন্য পরিশ্রমসময়ে রমণীগণ নিদ্রায় অচেতন হইলে তাহাদের আলুলিত কেশপাশ সুশ্লিষ্টকোমল মাল্যদাম এবং শ্রেষ্ঠ ভূষণরাজি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।৪৪

কাহারও তিলক মুছিয়া গিয়াছিল—কাহারও নূপুর পদভ্রষ্ট হইয়াছিল, কোনও প্রধানা রমণীর হারশ্রেণী পার্শ্বদেশে বিগলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ বা বিগলিত মুক্তাহার পরিবৃতা, কেহ বা (কটিদেশ হইতে) বিগলিত বসনা, কাহারও (নিতম্ব হইতে) কাঞ্চীগুণ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। শ্রান্তা নারীগণ বহনক্লিষ্টা ঘোটকীর ন্যায় বিক্ষিপ্তভূষণা হইয়া নিদ্রা যাইতেছিল। অন্য কাহারও কুণ্ডল ধারণ করাই হয় নাই, কাহারও মাল্য বিমর্দ্দিত হইয়াছিল, তাহাতে তাহারা মহারণ্যে বনহস্তিবিমর্দ্দিত প্রফুল্ল লতার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। কাহারও কাহারও চন্দ্রকিরণের ন্যায় ধবল মুক্তাহার ঊর্দ্ধদিকে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় সেই প্রমদাগণের স্তনমধ্যে সুপ্ত হংসের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। অপর রমণীগণের কাহারও বৈদূর্য্য মণিখচিত হারমালা কলহংসের ন্যায়, কাহারও স্তনমধ্যস্থ হেমহার চক্রবাকের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। হংস-কারণ্ডববিরাজিত, চক্রবাকপক্ষিসুশোভিত নদীর ন্যায় কোন কোন সুন্দরীর জঘন (নিতম্বদেশ) পুলিনের ন্যায় শোভিত হইতেছিল।৪৫-৫০

সুপ্ত কামিনীগণের কিঙ্কিনীজাল মুদ্রিত নয়নসমূহ

রাবণাননশঙ্কাশ্চ কাশ্চিদ্ রাবণযোষিতঃ।
মুখানি চ সপত্নীনামুপাজিঘ্রন্ পুনঃ পুনঃ ॥৫৭
অত্যর্থং সক্তমনসো রাবণেন তা বরস্ত্রিয়ঃ।
অস্বতন্ত্রাঃ সপত্নীনাং প্রিয়মেবাচরংস্তদা ॥৫৮
বাহূনুপনিধায়ান্যাঃ পারিহার্য্যবিভূষিতান্।
অংশুকানি চ রম্যাণি প্রমদাস্তত্র শিশ্যিরে ॥৫৯
অন্যা বক্ষসি চান্যস্যাস্তস্যাঃ কাচিৎ পুনর্ভুজম্।
অপরা ত্বঙ্কমন্যস্যাস্তস্যাশ্চাপ্যপরা কুচৌ ॥৬০
ঊরুপার্শ্বকটীপৃষ্ঠমন্যোন্যস্য সমাশ্রিতাঃ।
পরস্পরনিবিষ্টাঙ্গ্যো মদস্নেহবশানুগাঃ ॥৬১
অন্যোন্যস্যাঙ্গসংস্পর্শাৎ প্রীয়মাণা সুমধ্যমাঃ।
একীকৃতভুজাঃ সর্বাঃ সুষুপুস্তত্র যোষিতঃ ॥৬২
অন্যোন্যভুজসূত্রেণ স্ত্রীমালা গ্রথিতা হি সা।
মালেব গ্রথিতা সূত্রে শুশুভে মত্তষট্পদা ॥৬৩
লতানাং মাধবে মাসি ফুল্লানাং বায়ুসেবনাৎ।
অন্যোন্যমালাগ্রথিতং সংশক্তকুসুমোচ্চয়ম্ ॥৬৪
প্রতিবেষ্টিতসুস্কন্ধমন্যোন্যভ্রমরাকুলম্।
আসীদ্ বনমিবোদ্ধূতং স্ত্রীবনং রাবণস্য তৎ ॥৬৫
উচিতেষ্বপি সুব্যক্তং ন তাসাং যোষিতাং তদা।
বিবেকঃ শক্য আধাতুং ভূষণাঙ্গাম্বরস্রজাম্ ॥৬৬
রাবণে সুখসংবিষ্টে তাঃ স্ত্রিয়ো বিবিধপ্রভাঃ।
জ্বলন্তঃ কাঞ্চনা দীপাঃ প্রেক্ষন্তো নিমিষা ইব ॥৬৭
রাজর্ষি-বিপ্র-দৈত্যানাং গন্ধর্বাণাঞ্চ যোষিতঃ।
রক্ষসাং চাভবন্ কন্যাস্তস্য কামবশঙ্গতাঃ ॥৬৮
যুদ্ধকামেন তাঃ সর্বা রাবণেন হৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সমদা মদনেনৈব মোহিতাঃ কাশ্চিদাগতাঃ ॥৬৯
ন তত্র কাশ্চিৎ প্রমদাঃ প্রসহ্য
বীর্য্যোপপন্নেন গুণেন লব্ধাঃ।

মুকুলিত কুমুদ, রতিভাব মকরাদি এবং তাহাদের সুকোমল অঙ্গে কাহারও কুচাগ্রে বিমর্দ্দজনিত রেখারাজি রঞ্জিত হইয়া শোভা ধারণ করিতেছিল। কাহারও মুখ-মারুতহিল্লোলে চঞ্চল বস্ত্রাঞ্চল বদনের উপরিভাগে বারম্বার কম্পিত হইতেছিল। মনে হয় যেন নানাবর্ণ রঞ্জিত সুবর্ণতন্তু বিনির্ম্মিত বস্ত্রাঞ্চলসকল বায়ুকম্পিত পতাকার ন্যায় বিরাজিত হইতেছিল। কোন কোন কান্তিযুক্তা রমণীর কুণ্ডল মুখনিঃসৃত বায়ু কর্ত্তৃক কম্পিত হইয়া মন্দমন্দ আন্দোলিত হইতেছিল। তাহাদের স্বভাবতঃ সুগন্ধি বদন সম্পৃক্ত মুখস্পর্শ নিঃশ্বাসমারুত আসব-গন্ধে আমোদিত হইয়া তৎকালে রাবণের সেবা করিতেছিল। কোন কোন রাবণ-মহিলা মদবিহ্বলা হইয়া রাবণের মুখভ্রমে বারম্বার সপত্নীদিগের মুখ আঘ্রাণ করিতেছিল। সেইসকল শ্রেষ্ঠললনার মন রাবণের প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়া সপত্নী কর্ত্তৃক পরিচুম্বিত হইলেও বিরক্ত না হইয়া, রাবণের মুখভ্রমে তাহাদের মুখ আঘ্রাণকরতঃ প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতেছিল। কেহ কেহ বিচিত্র বস্ত্রসকল এবং বলয়-বিভূষিত ভুজদ্বয়কে উপাধান করিয়া কেহ বা কাহারও বক্ষের উপর, কেহ বা কাহারও স্তনমণ্ডলের উপর মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়াছিল।৫১-৬০

রমণীগণ এইরূপে মত্ততাবশতঃ স্নেহের বশীভূত হইয়া একে অপরের ঊরু, কটি, পার্শ্ব এবং পৃষ্ঠদেশ আশ্রয়করতঃ পরস্পর অঙ্গ সন্নিবেশ পূর্বক শয়ন করিয়া রহিয়াছে এবং এই ভাবে সমস্তে সুমধ্যমা রমণীগণ পরস্পর বাহুসংবাহন করিয়া নিদ্রিত রহিয়াছে। মত্তষট্পদসকল সুগ্রথিত পুষ্পমালায় যেমন শোভা পায়, সেই রমণীরূপ মালা একে অপরের ভুজসূত্রে গ্রথিত হইয়া সেইরূপ শোভা সঞ্চার করিতেছে। রাবণের সেই রমণী-বন দেখিয়া, বোধ হইতেছে যেন চৈত্রমাসে (বসন্তকালে) বিকসিত লতাবন বায়ুর আন্দোলনে পরস্পর মালার ন্যায় গ্রথিত পুষ্পস্তবক পরস্পরে সংসক্ত হইয়া রহিয়াছে।৬১-৬৪

রাবণের সেই মহিলাবন যেন কম্পিত কুসুম-সমাকীর্ণ সুশোভন সংযুক্ত ভ্রমরসমাকুল বনের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। তাহাদের অলঙ্কার, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ,

ন চান্যকামাপি ন চান্যপূর্ব্বা
বিনা বরার্হাং জনকাত্মজাং তু ॥৭০
ন চাকুলীনা ন চ হীনরূপা
নাদক্ষিণা নানুপচারযুক্তা ।
ভার্য্যাভবত্তস্য ন হীনসত্ত্বা
ন চাপি কান্তস্য ন কামনীয়া ॥৭১
বভূব বুদ্ধিস্তু হরীশ্বরস্য
যদীদৃশী রাঘবধর্মপত্নী ।
ইমা মহারাক্ষসরাজভার্য্যাঃ
সুজাতমস্যেতি হি সাধুবুদ্ধেঃ ॥৭২
পুনশ্চ সোঽচিন্তয়দাত্তরূপো
ধ্রুবং বিশিষ্টা গুণতো হি সীতা ।
অথায়মস্যাং কৃতবান্ মহাত্মা
লঙ্কেশ্বরঃ কষ্টমনার্য্যকর্ম্ম ॥৭৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ ॥

স্বরসংযোগ ও মাল্যাদি যথাস্থানে সুস্পষ্ট বিন্যস্ত থাকিলেও (কোন্‌টি কাহার অলঙ্কার বা কোন্‌টি কাহার অঙ্গ) তাহাদের পার্থক্য নির্ণয় দুঃসাধ্য হইয়াছিল। রাবণ সুখসুপ্ত হইলে প্রজ্বলিত কাঞ্চন দীপমালা সেই রুচির-প্রভা রমণীগণকে যেন নির্নিমেষ নেত্রে দেখিতেছিল। রাজর্ষি, ব্রাহ্মণ, দৈত্য, গন্ধর্ব এবং রাক্ষসকন্যাগণ তাহার কামবশবর্তিনী (পত্নী) হইয়াছিল। সেই সমস্ত প্রমদা যুদ্ধাভিলাষে রাবণ কর্তৃক হৃতা হইয়াছিল। কতকগুলি মদমত্তা মদন কর্তৃক মোহিতা হইয়াই তাহার নিকট সমাগতা হইয়াছিল। বীর্য্যবান্ রাবণ বলাৎকার করিয়া কোন প্রমদাকে হরণ করিয়া তথায় আনেন নাই। কেহ রাবণের পরাক্রমে, কেহবা সৌন্দর্য্যাদিগুণে মুগ্ধা হইয়াছিল—যাহারা পূর্বেই পরপুরুষসমাসক্তা হইয়াছিল বা স্বামিত্বে বরণ করিয়াছিল—জনকাত্মজা সীতা ব্যতীত অন্য কোন রমণী (বস্তুতঃ) রাবণ কর্তৃক হৃতা হয় নাই। অকুলীনা, সৌন্দর্য্যহীনা, দয়াদাক্ষিণ্যবর্জিতা, অলঙ্কারাদি উপচাররহিতা, দুর্বলা, কান্তের (স্বামীর) কামনীয়া নহে, এরূপ ভার্য্যা তাঁহার ছিল না। হরীশ্বরের এই বুদ্ধি হইল যে, ইঁহারা মহারাক্ষসরাজের ভার্য্যা (উপভুক্তা সুসুপ্তা), এইরূপ যদি রাঘব-ধর্মপত্নী হইয়া থাকেন, তবে সাধুবুদ্ধি রাবণের ভালই হইবে। (যেহেতু আমার বানরের) মুখে এই সংবাদ পাইলে রাঘবশ্রেষ্ঠ আর যুদ্ধ করিবেন না। পুনরায় আত্মস্থ হইয়া চিন্তা করিলেন—সীতা (পাতিব্রত্যাদি) গুণে নিশ্চয় বৈশিষ্ট্যশালিনী, মহাত্মা লঙ্কেশ্বর সেই সীতাতে কি ক্লেশদায়ক অনার্য্যকর্ম করিবেন ? ৬৫-৭৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে নবম সর্গ সমাপ্ত

দশমঃ সর্গঃ

[পুষ্পকবিমানস্থিতেন হনূমতা নানালঙ্কারৈর্বিবিধোপকরণৈশ্চ দীপ্তিমচ্ছয্যাশায়িতস্য বিবিধালঙ্কারালঙ্কৃতদেহস্য রাবণস্য দর্শনম্, আরান্মৃদঙ্গ-বীণাদিবাদ্যসমন্বিতানাং শৈলুষীণাং মধ্যে বিচিত্রশয্যায়াং শয়ানামত্যুজ্জ্বলাভরণশোভিতাং মন্দোদরীং সীতেতি মত্বা তস্যানন্দপ্রকাশশ্চ।]

তত্র দিব্যোপমং মুখ্যং স্ফাটিকং রত্নভূষিতম্।
অবেক্ষমাণো হনুমান্ দদর্শ শয়নাসনম্ ॥১

দান্তকাঞ্চনচিত্রাঙ্গৈর্বৈদূর্যৈশ্চ বরাসনৈঃ।
মহার্হাস্তরণোপেতৈরুপপন্নং মহাধনৈঃ ॥২

তস্য চৈকতমে দেশে দিব্যমালোপশোভিতম্।
দদর্শ পাণ্ডুরং ছত্রং তারাধিপতিসন্নিভম্ ॥৩

জাতরূপপরিক্ষিপ্তং চিত্রভানোঃ সমপ্রভম্।
অশোকমালাবিততং দদর্শ পরমাসনম্ ॥৪

বালব্যজনহস্তাভির্বীজ্যমানং সমন্ততঃ।
গন্ধৈশ্চ বিবিধৈর্জুষ্টং বরধূপেন ধূপিতম্ ॥৫

পরমাস্তরণাস্তীর্ণমাবিকাজিনসংবৃতম্।
দামভির্বরমাল্যানাং সমন্তাদুপশোভিতম্ ॥৬

তস্মিন্ জীমূতসঙ্কাশং প্রদীপ্তোজ্জ্বলকুণ্ডলম্।
লোহিতাক্ষং মহাবাহুং মহারজতবাসসম্ ॥৭

লোহিতেনানুলিপ্তাঙ্গং চন্দনেন সুগন্ধিনা।
সন্ধ্যারক্তমিবাকাশে তোয়দং সতড়িদ্গুণম্ ॥৮

বৃতমাভরণৈর্দিব্যৈঃ সুরূপং কামরূপিণম্।
সবৃক্ষ-বন-গুল্মাঢ্যং প্রসুপ্তমিব মন্দরম্ ॥৯

ক্রীড়িত্বোপরতং রাত্রৌ বরাভরণভূষিতম্।
প্রিয়ং রাক্ষসকন্যানাং রাক্ষসানাং সুখাবহম্ ॥১০

পীত্বাপ্যুপরতং চাপি দদর্শ স মহাকপিঃ।
ভাস্বরে শয়নে বীরং প্রসুপ্তং রাক্ষসাধিপম্ ॥১১

নিঃশ্বসন্তং যথা নাগং রাবণং বানরোত্তমঃ।
আসাদ্য পরমোদ্বিগ্নঃ সোপাসর্পৎ সুভীতবৎ ॥১২

দশম সর্গ

[পুষ্পকবিমানস্থিত হনুমান্ কর্তৃক নানালঙ্কার ও বিবিধোপকরণে দীপ্তিমতী শয্যায় শায়িত, বিবিধ অলঙ্কারালঙ্কৃতদেহ রাবণের দর্শন এবং অদূরে মৃদঙ্গবীণাদি-বাদ্যসমন্বিতা শৈলূষীগণের মধ্যে বিচিত্র শয্যায় শয়ানা অত্যুজ্জ্বল আভরণশোভিতা মন্দোদরীকে সীতা মনে করিয়া আনন্দ প্রকাশ।]

হনুমান্ তথায় (রাবণের শয়নগৃহে) দেখিতে দেখিতে স্বর্গস্থাপিতের ন্যায় স্ফটিক নির্মিত, রত্ন এবং বৈদূর্য্যাদিমণি বিভূষিত, (হস্তি-) দন্ত ও কাঞ্চন দ্বারা চিত্রিতাঙ্গ মহামূল্য আস্তরণ (বিছানার চাদর) শোভিত, মহাধন শ্রেষ্ঠ আসন (তোষকাদি) সমন্বিত উত্তম শয়নপর্য্যঙ্ক দেখিতে পাইলেন।১-২

তাহার একদেশে তারাধিপতির (চন্দ্রের) ন্যায় মনোহর মাল্যসুশোভিত পাণ্ডুরবর্ণ ছত্রও দেখিলেন। কনকময় কারুকার্য্যে রচিত, বহ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং অশোক (পুষ্প) মাল্যে সমাবৃত সিংহাসন দেখিলেন।৩-৪

তাহার চতুর্দিক্ চামরহস্তা (কৃত্রিম) রমণীগণ কর্তৃক বীজ্যমানা, বিবিধ গন্ধ দ্রব্য ও উৎকৃষ্ট ধূপদ্বারা সুবাসিতা, মনোহর আস্তরণে আস্তীর্ণা, মেষচর্মদ্বারা (পার্শ্বদেশ) পরিবেষ্টিতা এবং চতুষ্পার্শ্বে শ্রেষ্ঠ মাল্যদাম দ্বারা সুশোভিতা।৫-৬

তাহার মধ্যে রক্তনেত্র, মহাবাহু, সুবর্ণ সূত্রনির্মিত, বস্ত্রপরিধানকারী, সুগন্ধি রক্তচন্দন দ্বারা অনুলিপ্তগাত্র, সন্ধ্যাকালীন গগনে বিদ্যুদ্গুণশোভিত, মেঘের ন্যায় রক্তবর্ণ দিব্যাভরণভূষিত, সুরূপ, কামচারী, বৃক্ষ, বন ও গুল্মাদি সমাবৃত, মন্দরাচলের সদৃশ, রজনীকালে মত্তমান ও ক্রীড়াদি হইতে বিরত, শ্রেষ্ঠালঙ্কার বিভূষিত, রাক্ষসকন্যা-গণের প্রিয়তম, রাক্ষসগণের আনন্দদায়ক, পানোপরত

অথারোহণমাসাদ্য বেদিকান্তরমাশ্রিতঃ।
ক্ষীবং রাক্ষসশার্দূলং প্রেক্ষতে স্ম মহাকপিঃ ॥১৩
শুশুভে রাক্ষসেন্দ্রস্য স্বপতঃ শয়নং শুভম্।
গন্ধহস্তিনি সম্বিষ্টে যথা প্রস্রবণং মহৎ ॥১৪
কাঞ্চনাঙ্গদসন্নদ্ধৌ দদর্শ স মহাত্মনঃ।
বিক্ষিপ্তৌ রাক্ষসেন্দ্রস্য ভুজাবিন্দ্রধ্বজোপমৌ ॥১৫
ঐরাবতবিষাণাগ্রৈরাপীড়নকৃতব্রণৌ।
বজ্রোল্লিখিতপীনাংসৌ বিষ্ণুচক্রপরিক্ষতৌ ॥১৬
পীনৌ সমসুজাতাংসৌ সঙ্গতৌ বলসংযুতৌ।
সুলক্ষণনখাঙ্গুষ্ঠৌ স্বঙ্গুলীয়কলক্ষিতৌ ॥১৭
সংহতৌ পরিঘাকারৌ বৃত্তৌ করিকরোপমৌ।
বিক্ষিপ্তৌ শয়নে শুভ্রে পঞ্চশীর্ষাবিবোরগৌ ॥১৮
শশক্ষতজকল্পেন সুশীতেন সুগন্ধিনা।
চন্দনেন পরার্ধ্যেন স্বনুলিপ্তৌ স্বলঙ্কৃতৌ ॥১৯
উত্তমস্ত্রীবিমৃদিতৌ গন্ধোত্তমনিষেবিতৌ।
যক্ষ-পন্নগ-গন্ধর্ব-দেব-দানবরাবিণৌ ॥২০
দদর্শ স কপিস্তস্য বাহূ শয়নসংস্থিতৌ।
মন্দরস্যান্তরে সুপ্তৌ মহাহী রুষিতাবিব ॥২১
তাভ্যাং স পরিপূর্ণাভ্যামুভাভ্যাং রাক্ষসেশ্বরঃ।
শুশুভেঽচলসঙ্কাশঃ শৃঙ্গাভ্যামিব মন্দরঃ ॥২২
চূত-পুন্নাগসুরভির্বকুলোত্তমসংযুতঃ।
মৃষ্টান্নরসসংযুক্তঃ পানগন্ধপুরঃসরঃ ॥২৩
তস্য রাক্ষসরাজস্য নিশ্চক্রাম মহামুখাৎ।
শয়ানস্য বিনিঃশ্বাসঃ পূরয়ন্নিব তদ্ গৃহম্ ॥২৪
মুক্তামণিবিচিত্রেণ কাঞ্চনেন বিরাজিতা।
মুকুটেনাপবৃত্তেন কুণ্ডলোজ্জ্বলিতাননম্ ॥২৫
রক্তচন্দনদিগ্ধেন তথা হারেণ শোভিনা।
পীনায়তবিশালেন বক্ষসাভিবিরাজিতা ॥২৬

এবং সমুজ্জ্বল শয়নে প্রসুপ্ত মহাবীর রাক্ষসাধিপতি রাবণকে সেই মহাকপি দেখিতে পাইলেন।৭-১১

অনন্তর বানরোত্তম রাবণকে হস্তীর ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলিতে দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ব্যক্তিসদৃশ ধীরে ধীরে তাহার সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। অতঃপর সোপান-পঙ্‌ক্তি প্রাপ্ত হইয়া তাহার মধ্যস্থ বেদিকা আশ্রয়-পূর্বক রাক্ষসশার্দূলকে দেখিতে লাগিলেন। সুপ্ত রাক্ষসেন্দ্রের মনোহর শয্যা গন্ধহস্তী কর্তৃক সমারূঢ় মহাপ্রস্রবণের ন্যায় সুশোভিত ছিল। তিনি দেখিলেন কনকময় অঙ্গদে ভূষিত মহাত্মা রাক্ষসেন্দ্রের বাহুদ্বয় ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; যাহা যুদ্ধকালে ঐরাবতের দন্তাগ্রভাগ ক্ষতদ্বারা চিহ্নিত, বিষ্ণুচক্র-প্রহারে বিক্ষত, স্থূল, বলযুক্ত, পরিঘতুল্যাকৃতি, হস্তিশুণ্ড-সদৃশ বৃত্তানুপূর্ব্ব ও গোলাকার। উহার সন্ধিস্থল সুলগ্ন, নখ ও অঙ্গুষ্ঠ সুলক্ষণযুক্ত, অঙ্গুলীসকল সুদৃশ্য-সুপুষ্ট বর্ত্তুল, অংশদেশ সুগঠিত ও বজ্রপ্রহার চিহ্নিত; এই ভুজযুগল পঞ্চশীর্ষ সর্পের ন্যায় শুভ্র শয্যাতলে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।১২-১৮

শশকের রক্তের ন্যায় রক্তবর্ণ, সুগন্ধি, সুশীতল, উৎকৃষ্ট চন্দনে অনুলিপ্ত, অলঙ্কৃত, বরাঙ্গনা (আলিঙ্গনে) বিমর্দিত, উত্তম গন্ধদ্রব্য নিষেবিত, যক্ষ, পন্নগ, গন্ধর্ব, দেব ও দানবগণের ভয়াবহ এবং শয্যাতলে সংস্থিত তাঁহার সেই বাহুযুগল মন্দরপর্বতের মধ্যে প্রসুপ্ত মহাসর্পদ্বয়ের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিল।১৯-২১

পর্বতপ্রতিম রাক্ষসেশ্বর সেই পূর্ণলক্ষণাক্রান্ত বাহুযুগল দ্বারা শিখরযুগলশোভিত মন্দরাচলের ন্যায় শোভিত হইয়াছিলেন।২২

উৎকৃষ্ট বকুল পুষ্পসংযুক্ত আম্র ও নাগকেশর পুষ্পের ন্যায় সুরভি, মধুর অন্নরসযুক্ত মদ্যপান গন্ধ সদৃশ তাঁহার নিশ্বাসবায়ু সেই গৃহ পরিপূর্ণ করিয়াই যেন তাঁহার বিশাল আনন হইতে বিনিঃসৃত হইতেছিল।২৩-২৪

মণিমুক্তাবিচিত্রিত কাঞ্চন বিরাজিত স্খলিত মুকুটের দ্বারা তাঁহার বদনমণ্ডল কুণ্ডলসমুজ্জ্বল, তাঁহার বিশাল, পীন ও আয়ত বক্ষস্থল রক্তচন্দনে লিপ্ত ও সুশোভন হারসমন্বিত, তিনি পাণ্ডুরবর্ণ মহামূল্য নব ক্ষৌমবসন এবং পীতবর্ণ বামস্কন্ধে নিপতিত উত্তরীয়যুক্ত ছিলেন। চতুর্দ্দশ

পাণ্ডুরেণাপবিদ্ধেন ক্ষৌমেণ ক্ষতজেক্ষণম্ ।
মহার্হেণ সুসংবীতং পীতেনোত্তরবাসসা ॥২৭
মাষরাশিপ্রতীকাশং নিঃশ্বসন্তং ভুজঙ্গবৎ ।
গাঙ্গে মহতি তোয়ান্তে প্রসুপ্তমিব কুঞ্জরম্ ॥২৮
চতুর্ভিঃ কাঞ্চনৈর্দীপৈর্দীপ্যমানং চতুর্দিশম্ ।
প্রকাশীকৃতসর্বাঙ্গং মেঘং বিদ্যুদ্গণৈরিব ॥২৯
পাদমূলগতাশ্চাপি দদর্শ সুমহাত্মনঃ ।
পত্নীঃ স প্রিয়ভার্য্যস্য তস্য রক্ষঃপতের্গৃহে ॥৩০
শশিপ্রকাশবদনা বরকুণ্ডলভূষণাঃ ।
অম্লানমাল্যাভরণা দদর্শ হরিযূথপঃ ॥৩১
নৃত্যবাদিত্রকুশলা রাক্ষসেন্দ্রভুজাঙ্কগাঃ ।
বরাভরণধারিণ্যো নিষণ্ণা দদৃশে কপিঃ ॥৩২
বজ্রবৈদূর্য্যগর্ভাণি শ্রবণান্তেষু যোষিতাম্ ।
দদর্শ তাপনীয়ানি কুণ্ডলান্যঙ্গদানি চ ॥৩৩
তাসাং চন্দ্রোপমৈর্বক্ত্রৈঃ শুভৈর্ললিতকুণ্ডলৈঃ ।
বিররাজ বিমানং তন্নভস্তারাগণৈরিব ॥৩৪
মদব্যায়ামখিন্নাস্তা রাক্ষসেন্দ্রস্য যোষিতঃ ।
তেষু তেষ্ববকাশেষু প্রসুপ্তাস্তনুমধ্যমাঃ ॥৩৫

অঙ্গহারৈস্তথৈবান্যা কোমলৈর্নৃত্যশালিনী ।
বিন্যস্তশুভসর্বাঙ্গী প্রসুপ্তা বরবর্ণিনী ॥৩৬
কাচিৎ বীণাং পরিষ্বজ্য প্রসুপ্তা সম্প্রকাশতে ।
মহানদীপ্রকীর্ণেব নলিনী পোতমাশ্রিতা ॥৩৭
অন্যা কক্ষগতেনৈব মড্ডুকেনাসিতেক্ষণা ।
প্রসুপ্তা ভামিনী ভাতি বালপুত্রেব বৎসলা ॥৩৮
পটহং চারুসর্বাঙ্গী ন্যস্য শেতে শুভস্তনী ।
চিরস্য রমণং লব্ধা পরিষ্বজ্যেব কামিনী ॥৩৯
কাচিদ্ বীণাং পরিষ্বজ্য সুপ্তা কমললোচনা ।
বরং প্রিয়তমং গৃহ্য সকামেব হি কামিনী ॥৪০
বিপঞ্চীং পরিগৃহ্যান্যা নিয়তা নৃত্যশালিনী ।
নিদ্রাবশমনুপ্রাপ্তা সহকান্তেব ভামিনী ॥৪১
অন্যা কনকসঙ্কাশৈর্মৃদুপীনৈর্মনোরমৈঃ ।
মৃদঙ্গং পরিবিদ্ধ্যাঙ্গৈঃ প্রসুপ্তা মত্তলোচনা ॥৪২
ভুজপাশান্তরস্থেন কক্ষগেন কৃশোদরী ।
পণবেন মহানিন্দ্যা সুপ্তা মদকৃতশ্রমা ॥৪৩
ডিণ্ডিমং পরিগৃহ্যান্যা তথৈবাসক্তডিণ্ডিমা ।
প্রসুপ্তা তরুণং বৎসমুপগুহ্যেব ভামিনী ॥৪৪

লোহিতবর্ণ, পাপরাশির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস ত্যাগকারী ও সুবিশাল গঙ্গাজলভ্যন্তরে প্রসুপ্ত হস্তীর ন্যায় অবস্থিত। বিদ্যুন্মালা দ্বারা মেঘ যেমন সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে, সেইরূপ চতুর্দিকে অবস্থিত চারিটি সুবর্ণ প্রদীপে প্রদীপিত হইয়া তাঁহার সর্বাঙ্গ সমুদ্ভাসিত ছিল। বানর-যূথপতি সেই গৃহে প্রিয়তমাপ্রিয় মহাত্মা রাক্ষসরাজের পাদমূলে সমাগতা চন্দ্রসমুজ্জ্বলবদনা, উৎকৃষ্টকুণ্ডলভূষণা, প্রদীপ্ত মাল্যাভরণা, নৃত্য ও বাদ্যে কুশলা, উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, রাক্ষসরাজের বাহু ও ক্রোড়ে সন্নিবিষ্টা নিদ্রিতা পত্নীগণকে দেখিলেন। সেই রমণীগণের হীরক বৈদূর্য্যমণিখচিত স্বর্ণকুণ্ডল ও অঙ্গদ কর্ণপ্রান্তে বিন্যস্ত। তারাগণ বিরাজিত গগনমণ্ডলের ন্যায় রমণীয়-মনোজ্ঞ কুণ্ডলসমূহে শোভিত তাহাদের চন্দ্রের সদৃশ আনন দ্বারা সেই বিমান বিরাজমান ছিল।২৫-৩৪

রাক্ষসেন্দ্রের সেই ক্ষীণমধ্যা রমণীগণ মদ ও রতিজনিত ব্যায়ামে ক্লান্ত হইয়া সেই সেই স্থানেই নিদ্রিতা রহিয়াছে। কোন নৃত্যশালিনী বরবর্ণিনী কোমল অঙ্গহারসংযুক্তা সেই ভাবেই মনোরম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিন্যস্ত অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কেহ বা বীণা আলিঙ্গন পূর্বক নিদ্রিতা হওয়ায় মহানদীতে বিক্ষিপ্তা পোত (জলযান) সমাশ্রিতা কমলিনীর ন্যায় প্রকাশমানা রহিয়াছে। শ্যামলনয়না কোন ভামিনী ডমরু কক্ষে লইয়া প্রসুপ্তা থাকায় পুত্রবৎসলার শিশুপুত্রে ক্রোড়ে রাখিয়া নিদ্রিতার ন্যায় শোভমানা। দীর্ঘকালের পর প্রিয়তমকে প্রাপ্ত হইয়া কামিনী যেমন গাঢ় আলিঙ্গন পূর্বক শয়ন করে, সেইরূপ কোন সুস্তনী সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণী পটহ আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রিতা রহিয়াছে। কামার্ত্তা কামিনী যেমন বাঞ্ছিত প্রিয়তমকে

কাচিদাড়ম্বরং নারী ভুজসম্ভোগপীড়িতম্ ।
কৃত্বা কমলপত্রাক্ষী প্রসুপ্তা মদমোহিতা ॥৪৫
কলশীমপবিদ্ধ্যান্যা প্রসুপ্তা ভাতি ভামিনী ।
বসন্তে পুষ্পশবলা মালেব পরিমার্জিতা ॥৪৬
পাণিভ্যাঞ্চ কুচৌ কাচিৎ সুবর্ণকলশোপমৌ ।
উপগুহ্যাবলা সুপ্তা নিদ্রাবলপরাজিতা ॥৪৭
অন্যা কমলপত্রাক্ষী পূর্ণেন্দুসদৃশাননা ।
অন্যামালিঙ্গ্য সুশ্রোণীং প্রসুপ্তা মদবিহ্বলা ॥৪৮
আতোদ্যানি বিচিত্রাণি পরিষ্বজ্য বরস্ত্রিয়ঃ ।
নিপীড্য চ কুচৈঃ সুপ্তাঃ কামিন্যঃ কামুকানিব ॥৪৯
তাসামেকান্তবিন্যস্তে শয়ানাং শয়নে শুভে ।
দদর্শ রূপসম্পন্নামথ তাং স কপিঃ স্ত্রিয়ম্ ॥৫০
মুক্তামণিসমাযুক্তৈর্ভূষণৈঃ সুবিভূষিতাম্ ।
বিভূষয়ন্তীমিব চ স্বশ্রিয়া ভবনোত্তমম্ ॥৫১
গৌরীং কনকবর্ণাভামিষ্টামন্তঃপুরেশ্বরীম্ ।
কপির্মন্দোদরীং তত্র শয়ানাং চারুরূপিণীম্ ॥৫২
স তাং দৃষ্ট্বা মহাবাহুর্ভূষিতাং মারুতাত্মজঃ ।
তর্কয়ামাস সীতেতি রূপযৌবনসম্পদা ॥
হর্ষেণ মহতা যুক্তো ননন্দ হরিযূথপঃ ॥৫৩
আস্ফোটয়ামাস চুচুম্ব পুচ্ছং
ননন্দ চিক্রীড় জগৌ জগাম ।
স্তম্ভানরোহন্নিপপাত ভূমৌ
নিদর্শয়ন্ স্বাং প্রকৃতিং কপীনাম্ ॥৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ ॥

আলিঙ্গন পূর্বক শয়ন করে, সেইরূপ কোন কমললোচনা কামিনী বীণা আলিঙ্গন পূর্বক প্রসুপ্তা আছে। নিয়ত নৃত্য-শালিনী কোন বামা বিপঞ্চী লইয়া নিদ্রাবশীভূত হওয়ায় স্বামীর সহিত ভামিনার ন্যায় শয়ানা। অন্য কোন মত্তনয়না সুবর্ণসদৃশ স্থূল সুকোমল মনোরম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা মৃদঙ্গ আকর্ষণ পূর্বক প্রসুপ্তা। অনিন্দ্য সুন্দরী কোন রমণী মদশ্রমকাতরা কৃশোদরী ভুজপাশের মধ্যে কক্ষগত পণবের (নামক বাদ্যযন্ত্রের) সহিত নিদ্রিতা। (পৃষ্ঠদেশে) ডিণ্ডিমসংলগ্না কোন রমণী ডিণ্ডিমকে (ক্রোড়দেশে) আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রিত হওয়ায় পতি পার্শ্বে পুত্রক্রোড়ে শায়িতা কামিনীর ন্যায় মনে হইতেছে। পদ্মপলাশনয়না মদমত্তা কোন নারী আড়ম্বর (নামক বাদ্যযন্ত্র) কে ভুজদ্বারা সম্ভোগাবস্থার ন্যায় নিপীড়ন করিয়া প্রসুপ্তা। বসন্তকালে কুসুমসমূহে কর্বুরবর্ণা (জল) পরিমার্জিতা মালার ন্যায় কোন কামিনী কলসী আলিঙ্গন পূর্বক (জলসিক্তাবস্থায়) শয়ানা। কোন অবলা স্বর্ণকলসদ্বয়সদৃশ কুচযুগল দ্বারা সমাবৃত করিয়া নিদ্রাভিভূতা। কমলপত্রাক্ষী, পূর্ণচন্দ্রনিভাননা কোন কামিনী অন্য এক নিতম্বিনীকে আলিঙ্গন পূর্বক নিদ্রাবশীভূতা। কামিনীগণ যেমন কামুক (পুরুষকে) আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রিত থাকে, সেইরূপে এই বরবর্ণিনী-গণ বিচিত্র (মৃদঙ্গ, বীণা, মুরজাদি) বাদ্যযন্ত্র সকল আলিঙ্গন করিয়া (স্বীয়) কুচমণ্ডল নিপীড়ন পূর্বক প্রসুপ্তা।৩৫-৩৯

অনন্তর কপিবর তাহাদের শয্যার একপার্শ্বে বিন্যস্ত সুকোমল শয্যায় শয়ানারূপ সম্পন্না এক রমণীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি মণিমুক্তা খচিত অলঙ্কারে সমলঙ্কৃতা এবং নিজের দেহলাবণ্যে যেন সেই উত্তমভবনটিকেও অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি কনকবর্ণতুল্যা গৌরাঙ্গী, অন্তঃপুরের অধীশ্বরীস্বরূপা চারু-রূপিণী মন্দোদরীকে কপিবর তথায় দেখিতে পাইলেন। হরিযূথপতি মহাবাহু পবননন্দন সেই সর্বাভরণভূষিতা রূপযৌবনসম্পন্না রমণীশ্রেষ্ঠাকে তখন সীতা বলিয়া অনুমান করিলেন এবং অত্যন্ত হর্ষাবিষ্ট হইয়া স্তম্ভে আরোহণ করিয়াই ভূতলে পতন, পুনঃ স্তম্ভে গমন, পুচ্ছচুম্বন, ক্রীড়ন, আস্ফোটন, গান প্রভৃতি বানরস্বভাব প্রদর্শন পূর্বক আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।৪০-৫৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশঃ সর্গঃ

[মন্দোদরীং প্রতি সীতাবুদ্ধিসম্ভবাদ্ যুক্ত্যা পর্য্যালোচ্য তস্মাচ্চ নিবর্ত্য হনূমতা পানভূমিস্থিতস্য রাবণস্য চতুর্দিক্ষু নানাবস্থাস্থিতানাং রমণীনাং নানাপানপাত্রাদীনাঞ্চ দর্শনম্, পরদারদর্শনজন্যপাপমাশঙ্ক্য জিতেন্দ্রিয়তয়া তৎসংসর্গং নিবার্য্য তত্র চ সীতামনবলোক্য পুনরন্বেষণোপক্রমশ্চ।]

অবধূয় চ তাং বুদ্ধিং বভূবাবস্থিতস্তদা।
জগাম চাপরাং চিন্তাং সীতাং প্রতি মহাকপিঃ ॥১
ন রামেণ বিযুক্তা সা স্বপ্তুমর্হতি ভামিনী।
ন ভোক্তুং নাপ্যলঙ্কর্তুং ন পানমুপসেবিতুম্ ॥২
নান্যং নরমুপস্থাতুং সুরাণামপি চেশ্বরম্।
ন হি রামসমঃ কশ্চিদ্ বিদ্যতে ত্রিদশেষ্বপি ॥৩
অন্যেয়মিতি নিশ্চিত্য ভূয়স্তত্র চচার সঃ।
পানভূমৌ হরিশ্রেষ্ঠঃ সীতাসন্দর্শনোৎসুকঃ ॥৪
ক্রীড়িতেনাপরাঃ ক্লান্তা গীতেন চ তথাপরাঃ।
নৃত্যেন চাপরাঃ ক্লান্তাঃ পানবিপ্রহতাস্তথা ॥৫
মুরজেষু মৃদঙ্গেষু চেলিকাসু চ সংস্থিতাঃ।
তথাস্তরণমুখ্যেষু সংবিষ্টাশ্চাপরাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৬
অঙ্গনানাং সহস্রেণ ভূষিতেন বিভূষণৈঃ।
রূপসংলাপশীলেন যুক্তগীতার্থভাষিণা ॥৭
দেশ-কালাভিযুক্তেন যুক্তবাক্যাভিধায়িনা।
রতাধিকেন সংযুক্তাং দদর্শ হরিযূথপঃ ॥৮
অন্যত্রাপি বরস্ত্রীণাং রূপসংলাপশায়িনাম্।
সহস্রং যুবতীনাং তু প্রসুপ্তং স দদর্শ হ ॥৯
দেশকালাভিযুক্তং তু যুক্তবাক্যাভিধায়ি তৎ।
রতাবিরতসংসুপ্তং দদর্শ হরিযূথপঃ ॥১০
তাসাং মধ্যে মহাবাহুঃ শুশুভে রাক্ষসেশ্বরঃ।
গোষ্ঠে মহতি মুখ্যানাং গবাং মধ্যে যথা বৃষঃ ॥১১
স রাক্ষসেন্দ্রঃ শুশুভে তাভিঃ পরিবৃতঃ স্বয়ম্।
করেণুভির্যথারণ্যে পরিকীর্ণো মহাদ্বিপঃ ॥১২

একাদশ সর্গ

[মন্দোদরীর প্রতি সীতাবুদ্ধি হওয়ায় যুক্তির সহিত পর্য্যালোচনা করিয়া তাহা হইতে নিবর্তন পূর্বক হনুমান্ কর্তৃক পানভূমিস্থিত রাবণের চতুর্দিকে নানাবস্থায় রমণীগণকে ও নানাবিধ পানপাত্রাদি অবলোকন এবং পরদারদর্শনজন্য পাপের আশঙ্কা করিয়া জিতেন্দ্রিয়ত্বহেতু সেই সংসর্গ নিবারণপূর্বক সেই স্থানে সীতার সন্ধান না পাইয়া অন্যত্র অন্বেষণের জন্য উপক্রম।]

মহাকপি তখন সেই (বানরোচিত) বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্বক অধোদেশে অবস্থান করিয়া সীতার (অভিজ্ঞানাদি) সম্বন্ধে অন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। সীতাদেবী রামচন্দ্র বিযুক্তা হইয়া কখনও শয়ন, ভোজন ও পান করিতে অথবা অলঙ্কার পরিধান করিতে পারেন না। অন্য কোন ব্যক্তি এমনকি দেবতাগণের ঈশ্বরেরও তিনি সেবা করিতে পারেন না—যেহেতু স্বর্গেও রামচন্দ্রের তুল্য কোন ব্যক্তি নাই। "ইনি অন্য কোন রমণী হইবেন"—এইরূপ স্থির করিয়া সীতার দর্শনে সমুৎসুক হরিশ্রেষ্ঠ পুনরায় সেই পানভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।১-৪

দেখিলেন,—কেহ ক্রীড়া করিয়া, কেহ সঙ্গীত করিয়া, কেহ বা নৃত্য করিয়া, সুরাপানে বিহ্বলা ও ক্লান্তা। কোন রমণী মুরজ, কেহ মৃদঙ্গ এবং কেহ চেলিকা আশ্রয় করিয়া শায়িতা, কেহ বা সুবিন্যস্ত আস্তরণে শায়িতা। উত্তম অলঙ্কারসমূহে সমলঙ্কৃতা সহস্র সহস্র রতিশ্রমকাতরা প্রমদা (নিদ্রিতাবস্থায় পরস্পরের) রূপলাবণ্য সংলপনে কেহ কেহ (পূর্বগীত) সঙ্গীতের যথার্থ প্রকাশনে ব্যাপৃতা রহিয়াছে। অন্যত্রও এইরূপ রূপসংলাপকারিণী সহস্র সহস্র উত্তমা যুবতী নিদ্রিত দেখিতে পাইলেন। বানর-যূথপতি দেশ ও কালের সহিত সম্বন্ধ যুক্তিযুক্ত বাক্যকথনে ব্যাপৃতা রতিক্লান্তপ্রসুপ্তাদেরও দেখিতে পাইলেন।৫-১০

সর্ব্বকামৈরুপেতাঞ্চ পানভূমিং মহাত্মনঃ।
দদর্শ কপিশার্দুলস্তস্য রক্ষঃপতের্গৃহে ॥১৩
মৃগাণাং মহিষাণাঞ্চ বরাহাণাঞ্চ ভাগশঃ।
তত্র ন্যস্তানি মাংসানি পানভূমৌ দদর্শ সঃ ॥১৪
রৌক্মেষু চ বিশালেষু ভাজনেষ্বপ্যভক্ষিতান্।
দদর্শ কপিশার্দুলো ময়ূরান্ কুক্কুটাংস্তথা ॥১৫
বরাহ-বাধ্রীণসকান্ দধিসৌবর্চলাযুতান্।
শল্যান্ মৃগময়ূরাংশ্চ হনুমানন্ববৈক্ষত ॥১৬
কৃকলান্ বিবিধাংশ্ছাগাঞ্ছশকানর্ধভক্ষিতান্।
মহিষানেকশল্যাংশ্চ মেষাংশ্চ কৃতনিষ্ঠিতান্ ॥১৭
লেহ্যানুচ্চাবচান্ পেয়ান্ ভোজ্যান্যুচ্চাবচানি চ।
তথাম্ললবণোত্তংসৈর্বিবিধৈ রাগখাণ্ডবৈঃ ॥১৮
মহানূপুরকেয়ূরৈরপবিদ্ধৈর্মহাধনৈঃ।
পানভাজনবিক্ষিপ্তৈঃ ফলৈশ্চ বিবিধৈরপি ॥১৯
কৃতপুষ্পোপহারা ভূরধিকাং পুষ্যতি শ্রিয়ম্।
তত্র তত্র চ বিন্যস্তৈঃ সুশ্লিষ্টশয়নাসনৈঃ ॥২০
পানভূমির্বিনা বহ্নিং প্রদীপ্তেবোপলক্ষ্যতে।
বহু প্রকারৈর্বিবিধৈর্বরসংস্কারসংস্কৃতৈঃ ॥২১
মাংসৈঃ কুশলসংযুক্তৈঃ পানভূমিগতৈঃ পৃথক্।
দিব্যাঃ প্রসন্না বিবিধাঃ সুরাঃ কৃতসুরা অপি ॥২২
শর্করাসবমাধ্বীকাঃ পুষ্পাসবফলাসবাঃ।
বাসচূর্ণৈশ্চ বিবিধৈর্মৃষ্টাস্তৈস্তৈঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥২৩
সন্ততা শুশুভে ভূমির্মাল্যৈশ্চ বহুসংস্থিতৈঃ।
হিরণ্ময়ৈশ্চ কলসৈর্ভাজনৈঃ স্ফাটিকৈরপি ॥২৪
জাম্বূনদময়ৈশ্চান্যৈঃ করকৈরভিসংবৃতা।
রাজতেষু চ কুম্ভেষু জাম্বূনদময়েষু চ ॥২৫
পানশ্রেষ্ঠাং তথা ভূমিং কপিস্তত্র দদর্শ সঃ॥
সোঽপশ্যচ্ছাতকুম্ভানি সীধোর্মণিময়ানি চ ॥২৬

সুবৃহৎ গোষ্ঠে মুখ্য মুখ্য গো-সমূহের মধ্যে বৃষভের ন্যায় মহাবল রাক্ষসেশ্বর সেই রমণীগণের মধ্যে শোভাপ্রাপ্ত হইতেছিলেন।১১

অরণ্যে করেণু (হস্তিনী)-গণে পরিবেষ্টিত মহাগজের ন্যায় সেই রাক্ষসেন্দ্র সেই ললনাকুল পরিবৃত হইয়া শোভিত হইয়াছিলেন।১২

কপিশার্দ্দূল সেই মহাত্মা রাক্ষসরাজের গৃহে কামনার সর্ববিধ ভোজ্যবস্তু সমন্বিত পানশালা দর্শন করিলেন এবং দেখিলেন,—সেই পানভূমির কোন কোন অংশে মহিষ ও বরাহমাংস ভাগক্রমে বিন্যস্ত রহিয়াছে।১৩-১৪

কোথাও স্বর্ণনির্মিত বিশালপাত্রে ভক্ষিত (ভুক্তাবশিষ্ট) ময়ূর ও কুক্কুটমাংস রহিয়াছে। হনুমান্ কোথাও দধি ও লবণ মাখান বরাহ, বার্ধীনস (কৃষ্ণগ্রীব, রক্তশীর্ষ, শ্বেতপক্ষ পক্ষিবিশেষ), শজারু, মৃগ ও ময়ূর মাংস দেখিলেন। কোথাও অর্ধভক্ষিত কৃকল, বিবিধ ছাগ, শশকমাংস কোথাও পরিপক্ক মহিষ, শজারু ও ছাগমাংস এবং নানাবিধ লেহ্য, ভালমন্দ পেয় ও ভোজ্য দ্রব্য, অম্ল এবং লবণ প্রধান রসদ্বারা জিহ্বার জড়তা নিবারক বিবিধ শর্করাদি মিশ্রিত তরল এবং গাঢ় দ্রাক্ষা, কুষ্মও দাড়িম্বের রসের সহিত নানাপ্রকার উচ্চাবচ রাগ, খাণ্ডব (ক) প্রভৃতি লেহ্য, পেয় ও ভোজ্য দর্শন করিলেন। স্খলিত মহামূল্য হার নূপুর ও কেয়ূর এবং পান ও ভোজনে নিপতিত বিবিধ ফলদ্বারা পানভূমি যেন পুষ্পোপহার প্রাপ্ত হইয়া শোভা বর্ধন করিতেছিল। সেই সেই স্থানে সুনির্মিত (রত্নাদিনির্মিত পর্য্যঙ্কস্থ) শয্যা আসনসমূহে সুবিন্যস্ত থাকায় পানভূমি (মদ্যপানগৃহ) যেন বহ্নিব্যতীত ও জাজ্বল্যমান দেখাইতেছিল।১৫-২০

বহুপ্রকার বিবিধ রসসংস্কারে সংস্কৃত নিপুণ পাচক কর্তৃক পক্ক পানভূমিগত পৃথক্ পৃথক্ মাংসের সহিত বিবিধ সুনির্মল দিব্য সুরা (অমৃতমন্থনোত্থিত অকৃত্রিম সুরা) এবং নানা গন্ধদ্রব্যের চূর্ণমিশ্রিত (শৌণ্ডিক) কৃত সুরা,

(ক) সিতামধ্বাদিমধুরো দ্রাক্ষাদাড়িমজো রসঃ।
বিরলশ্চেৎ কৃতো রাগঃ সান্দ্রশ্চেৎ খাণ্ডবঃ স্মৃতঃ॥
—ইতি টীকাকৃতঃ।

তানি তানি চ পূর্ণানি ভাজনানি মহাকপিঃ।
কচিদর্ধাবশেষাণি কচিৎ পীতান্যশেষতঃ ॥২৭
কচিন্নৈব প্রপীতানি পানানি স দদর্শ হ।
কচিদ্ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধান্ কচিৎ পানানি ভাগশঃ ॥২৮
কচিদর্ধাবশেষাণি পশ্যন্ বৈ বিচচার হ।
শয়নান্যত্র নারীণাং শূন্যানি বহুধা পুনঃ।
পরস্পরং সমাশ্লিষ্য কাশ্চিৎ সুপ্তা বরাঙ্গনাঃ ॥২৯
কাচিচ্চ বস্ত্রমন্যস্যা অপহৃত্যোপগুহ্য চ।
উপগম্যাবলা সুপ্তা নিদ্রাবলপরাজিতা ॥৩০
তাসামুচ্ছ্বাসবাতেন বস্ত্রং মাল্যঞ্চ গাত্রজম্।
নাত্যর্থং স্পন্দতে চিত্রং প্রাপ্য মন্দমিবানিলম্ ॥৩১
চন্দনস্য চ শীতস্য সীধোর্মধুরসস্য চ।
বিবিধস্য চ মাল্যস্য পুষ্পস্য বিবিধস্য চ ॥৩২
বহুধা মারুতস্তস্য গন্ধং বিবিধমুদ্বহন্।
স্নানানাং চন্দনানাঞ্চ ধূপানাং চৈব মূর্ছিতঃ ॥৩৩
প্রববৌ সুরভির্গন্ধো বিমানে পুষ্পকে তদা।
শ্যামাবদাতাস্তত্রান্যাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণা বরাঙ্গনাঃ ॥৩৪
কাশ্চিৎ কাঞ্চনবর্ণাঙ্গ্যঃ প্রমদা রাক্ষসালয়ে।
তাসাং নিদ্রাবশত্বাচ্চ মদনেন বিমূর্চ্ছিতম্ ॥৩৫
পদ্মিনীনাং প্রসুপ্তানাং রূপমাসীদ্ যথৈব হি।
এবং সর্বমশেষেণ রাবণান্তঃপুরং কপিঃ ॥
দদর্শ স মহাতেজা ন দদর্শ চ জানকীম্ ॥৩৬
নিরীক্ষমাণশ্চ ততস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ স মহাকপিঃ।
জগাম মহতীং শঙ্কাং ধর্মসাধ্বসশঙ্কিতঃ ॥৩৭
পরদারাবরোধস্য প্রসুপ্তস্য নিরীক্ষণম্।
ইদং খলু মমাত্যর্থং ধর্মলোপং করিষ্যতি ॥৩৮

(১) শর্করাসব, মাধ্বীক, পুষ্পাসব এবং ফলাসব সকল ভূমিতে স্থানে স্থানে সজ্জিত ছিল। স্তরে স্তরে সজ্জিত নানাপুষ্পে গ্রথিত প্রচুরতর মনোহর মাল্য, হিরণ্ময়কলস, স্ফটিক নির্মিত পানপাত্র এবং সুবর্ণময় করক (দ্বিমুখ পানপাত্র বিশেষ) প্রভৃতিতে ভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া শোভা পাইতেছিল। রজত ও স্বর্ণনির্মিত কুম্ভসমূহে উৎকৃষ্ট পেয় সঞ্চিত ছিল। মহাকপি সুবর্ণময় ও মণিময় পাত্রসমূহে স্থানে স্থানে মদ্য পূর্ণ আছে দেখিলেন। কোনস্থানের পাত্রে সুরা অর্ধপীত, কোথায়ও সম্পূর্ণ পীত, কোথাও বা কিছুই পীত হয় নাই দেখিতে পাইলেন। কোনও স্থানে নানাবিধ ভক্ষ্য ও পানীয় সুরা পানভূমির স্থানে স্থানে বিভাগ করিয়া বিন্যস্ত রহিয়াছে। কোনও স্থলে অর্ধাবশিষ্ট, কোথাও সম্পূর্ণ পীত এবং কোথাও বা অপীতপান ও ভোজনপাত্রসকল বিন্যস্ত রহিয়াছে। হনুমান্ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এই সকল দর্শনপূর্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন,—কোন কোন উত্তমাঙ্গনা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া শায়িতা থাকায় বহু শয্যা শূন্য হইয়া রহিয়াছে। কোন অবলা নিদ্রাবেশে অপর কামিনীর শয্যায় গমন করিয়া তাহার বস্ত্র অপহরণ পূর্বক তাহাকেই আলিঙ্গন করিয়া শায়িতা রহিয়াছে। প্রমদাগণের গাত্রলগ্ন বিচিত্র বসন ও মাল্য যেরূপ মন্দ মন্দ বায়ুদ্বারা আন্দোলিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ তাহাদের নিশ্বাস বায়ুতেও (সেই সব বস্ত্রাদি) আন্দোলিত হইতেছিল। শীতল চন্দন, মদ্য, মধুররস, বিবিধমাল্য ও পুষ্প এবং স্নানযোগ্য চন্দনের, ধূপ প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্যের বিচিত্র গন্ধ বহন করিয়া বায়ু প্রবাহিত হইতেছে।২১-৩৩

তদানীং পুষ্পকবিমানে সুরভি গন্ধ প্রবাহিত হইতেছিল। সেই রাক্ষসালয়ে কতগুলি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণা এবং কতকগুলি কাঞ্চনবর্ণসমৃদ্ধা প্রমদার নিদ্রাবশতঃ রতিক্রীড়া বিমূর্চ্ছিত রূপসৌন্দর্য্য প্রসুপ্ত পদ্মিনীর তুল্য হইয়াছিল।৩৪-৩৫

মহাতেজস্বী মহাকপি এইপ্রকারে বিশেষভাবে (সমূহকক্ষে) রাবণের অন্তঃপুর পর্য্যবেক্ষণ করিলেন কিন্তু সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর কপিবর সেই

(১) পানকং দ্রাক্ষমাধূকং খার্জ্জুরং তালমৈক্ষবম্।
মধূত্থং শীধুমাধ্বীকং মৈরেয়ং নারিকেলজম্ ॥
—ইতি গোঃ টীকা।

ন হি মে পরদারাণাং দৃষ্টির্বিষয়বর্তিনী।
অয়ং চাত্র ময়া দৃষ্টঃ পরদারপরিগ্রহঃ ॥৩৯
তস্য প্রাদুরভূচ্চিন্তা পুনরন্যা মনস্বিনঃ।
নিশ্চিতৈকান্তচিত্তস্য কার্য্যনিশ্চয়দর্শিনী ॥৪০
কামং দৃষ্টা ময়া সর্বা বিশ্বস্তা রাবণস্ত্রিয়ঃ।
ন তু মে মনসা কিঞ্চিদ্ বৈকৃত্যমুপপদ্যতে ॥৪১
মনো হি হেতুঃ সর্বেষামিন্দ্রিয়াণাং প্রবর্তনে।
শুভাশুভাস্ববস্থাসু তচ্চ মে সুব্যবস্থিতম্ ॥৪২
নান্যত্র হি ময়া শক্যা বৈদেহী পরিমার্গিতুম্।
স্ত্রিয়ো হি স্ত্রীষু দৃশ্যন্তে সদা সম্পরিমার্গণে ॥৪৩
যস্য সত্ত্বস্য যা যোনিস্তস্যাং তৎ পরিমার্গতে।
ন শক্যং প্রমদা নষ্টা মৃগীষু পরিমার্গিতম্ ॥৪৪
তদিদং মার্গিতং তাবচ্ছুদ্ধেন মনসা ময়া।
রাবণান্তঃপুরং সর্ব্বং দৃশ্যতে ন চ জানকী ॥৪৫
দেব-গন্ধর্বকন্যাশ্চ নাগকন্যাশ্চ বীর্য্যবান্।
অবেক্ষমাণো হনুমান্নৈবাপশ্যত জানকীম্ ॥৪৬
তামপশ্যন্ কপিস্তত্র পশ্যংশ্চান্যা বরস্ত্রিয়ঃ।
অপক্রম্য তদা বীরঃ প্রস্থাতুমুপচক্রমে ॥৪৭
স ভূয়ঃ সর্ব্বতঃ শ্রীমান্ মারুতির্যত্নমাশ্রিতঃ।
আপানভূমিমুৎসৃজ্য তাং বিচেতুং প্রচক্রমে ॥৪৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ ॥

(বিবস্ত্রা পর) স্ত্রীগণকে দেখিতে দেখিতে ধর্ম (লোপ) ভয়ে অতিশয় শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। এই প্রসুপ্ত পরদারগণের অন্তঃপুরদর্শন নিশ্চয়ই আমার ধর্মকে অত্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিবে। যেহেতু পর রমণীর প্রতি আমার দৃষ্টি কদাপি নিপতিত হয় নাই এবং এই পরদারাপহরণকারী রাবণও আমার দৃষ্টিতে পতিত হইল। স্থিরভাবে একান্তচিত্তে কার্য্যের সাধনসম্পাদিনী অন্যপ্রকার চিন্তা সেই মনস্বীর চিত্তে পুনরায় আবির্ভূত হইল। বিশ্বস্তভাবে শায়িতা রাবণরমণীগণকে যথেচ্ছভাবে অবলোকন করিলাম কিন্তু তাহাতে আমার চিত্তের কোনপ্রকার বৈলক্ষণ্য উৎপাদিত হয় নাই। মনই ইন্দ্রিয়গণের শুভ বা অশুভ অবস্থায় প্রবর্তন করার কারণ, সেই মন আমার সুব্যবস্থিত (বশীভূত) (সুতরাং আমার পাপাশঙ্কা নিরর্থক)। বৈদিহীকে আমি আর অন্যস্থানে অনুসন্ধান করিতে পারিনা, যেহেতু স্ত্রীলোকের অন্বেষণ করিতে হইলে স্ত্রীগণের মধ্যেই তাহার সাক্ষাৎ লাভ সম্ভব। যে প্রাণীর যাহারা সমান জাতি, সেই জাতির মধ্যে তাহার অন্বেষণ বিধেয়—মৃগীসমূহমধ্যে অনুদ্দিষ্টা অঙ্গনার অন্বেষণ কর্তব্য নহে। অমি বিশুদ্ধান্তঃকরণে রাবণের সমগ্র অন্তঃপুর বিশেষভাবে অন্বেষণ করিলাম কিন্তু জানকীকে দেখিতে পাইলাম না।৩৭-৪৬

বীর্য্যবান্ হনুমান্ দেব, গন্ধর্ব ও নাগকন্যাগণের মধ্যে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জানকীকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া কেবল অন্য প্রধানা স্ত্রীগণকে দেখিলেন। তখন তিনি সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া প্রস্থান করিলেন। শ্রীমান্ পবননন্দন সেই পানভূমি পরিত্যাগ পূর্বক পুনরায় সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।৪৭-৪৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ সর্গঃ

[চিত্রগৃহ-নিকুঞ্জাদিনানাস্থানেষু সীতামন্বিষ্য তাঞ্চানবলোক্য 'রাবণেন সীতা নিহতে'তি সম্ভাবনম্, অকৃতকার্য্যতয়া স্বীয়যত্নবৈফল্যাদ্ রাজ্ঞঃ সুগ্রীবস্য দর্শনং বিপত্তিকারণং মত্বা হনুমতো বিষাদঃ, অনির্বেদঃ ফলজনক ইতি সঞ্চিন্ত্য পুনঃ সীতায়া অন্বেষণারম্ভঃ, অন্বেষ্টব্যস্থানেষু সীতামপ্রাপ্য পুনঃ শোকলাভশ্চ ।]

স তস্য মধ্যে ভবনস্য সংস্থিতো
লতাগৃহাংশ্চিত্রগৃহান্নিশাগৃহান্ ।
জগাম সীতাং প্রতিদর্শনোৎসুকো
ন চৈব তাং পশ্যতি চারুদর্শনাম্ ॥১

স চিন্তয়ামাস ততো মহাকপিঃ
প্রিয়ামপশ্যন্ রঘুনন্দনস্য তাম্ ।
ধ্রুবং ন সীতা ধ্রিয়তে যথা ন মে
বিচিন্বতো দর্শনমেতি মৈথিলী ॥২

সা রাক্ষসানাং প্রবরেণ জানকী
স্বশীলসংরক্ষণতৎপরা সতী ।
অনেন নূনং প্রতিদুষ্টকর্মণা
হতা ভবেদার্য্যপথে পরে স্থিতা ॥৩

বিরূপরূপা বিকৃতা বিবর্চসো
মহাননা দীর্ঘবিরূপদর্শনাঃ ।
সমীক্ষ্য তা রাক্ষসরাজযোষিতো
ভয়াদ্ বিনষ্টা জনকেশ্বরাত্মজা ॥৪

সীতামদৃষ্ট্বা হ্যনবাপ্য পৌরুষং
বিহৃত্য কালং সহ বানরৈশ্চিরম্ ।
ন মেঽস্তি সুগ্রীবসমীপগা গতিঃ
সুতীক্ষ্ণদণ্ডো বলবাংশ্চ বানরঃ ॥৫

দৃষ্টমন্তঃপুরং সর্ব্বং দৃষ্টা রাবণযোষিতঃ ।
ন সীতা দৃশ্যতে সাধ্বী বৃথা জাতো মম শ্রমঃ ॥৬

কিন্নু মাং বানরাঃ সর্ব্বে গতং বক্ষ্যন্তি সঙ্গতাঃ ।
গত্বা তত্র ত্বয়া বীর কিং কৃতং তদ্‌বদস্ব নঃ ॥৭

অদৃষ্ট্বা কিং প্রবক্ষ্যামি তামহং জনকাত্মজাম্ ।
ধ্রুবং প্রায়মুপাসিষ্যে কালস্য ব্যতিবর্ত্তনে ॥৮

কিং বা বক্ষ্যতি বৃদ্ধশ্চ জাম্ববানঙ্গদশ্চ সঃ ।
গতং পারং সমুদ্রস্য বানরাশ্চ সমাগতাঃ ॥৯

দ্বাদশ সর্গ

[চিত্রগৃহ নিকুঞ্জাদি নানাস্থানে অন্বেষণ করিয়াও সীতার দর্শন না পাওয়ায় রাবণ কর্তৃক সীতার বিনাশ সম্ভাবনা, অকৃতকার্য্যতাহেতু স্বীয় যত্নের বৈফল্য-জন্য রাজা সুগ্রীব দর্শনে স্বীয় বিপদ্‌মনে করিয়া হনুমানের বিষাদ লাভ। অনির্বেদই ফলজনক মনে করিয়া পুনরায় সীতার অন্বেষণ আরম্ভ এবং অন্বেষ্টব্য স্থানগুলিতে সীতাকে দেখিতে না পাইয়া পুনরায় শোকলাভ।]

সেই রাবণভবনে অবস্থান পূর্বক সীতা দর্শনে সমুৎসুক কপিবর লতাগৃহ (লতাচ্ছাদিত), চিত্র (বহুচিত্র বিশিষ্ট) গৃহে এবং নিশা (রাত্রিবাস) গৃহগুলিতে বিচরণ করিলেন কিন্তু সেই চারুদর্শনা সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর মহাকপি রঘুনন্দনের প্রিয়াকে দেখিতে না পাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—অনুসন্ধান করিয়াও যখন মৈথিলীর দর্শন পাইলাম না, তখন মনে হয় তিনি নিশ্চয়ই জীবিতা নাই। (অথবা) স্বীয় পাতিব্রত্য মর্য্যাদারক্ষণে আগ্রহশীলা এবং ন্যায্য পথে অবস্থিতা সেই বালিকা নিশ্চয়ই অতিক্রূরকর্মা রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক নিহতা হইয়া থাকিবেন। (অথবা) বিকৃতরূপা বিকৃতা, তেজোহীনা, বিশালবদনা, দীর্ঘবীভৎসাকৃতি সেই রাক্ষসরাজের রমণীগণকে দেখিয়া জনকরাজনন্দিনী

অনির্বেদঃ শ্রিয়ো মূলমনির্বেদঃ পরং সুখম্।
ভূয়স্তত্র বিচেষ্যামি ন যত্র বিচয়ঃ কৃতঃ ॥১০
অনির্বেদো হি সততং সর্বার্থেষু প্রবর্তকঃ।
করোতি সফলং জন্তোঃ কর্ম যচ্চ করোতি সঃ ॥১১
তস্মাদনির্বেদকরং যত্নং চেষ্টেঽহমুত্তমম্।
অদৃষ্টাংশ্চ বিচেষ্যামি দেশান্ রাবণপালিতান্ ॥১২
আপানশালা বিচিতাস্তথা পুষ্পগৃহাণি চ।
চিত্রশালাশ্চ বিচিতা ভূয়ঃ ক্রীড়াগৃহাণি চ ॥১৩
নিষ্কুটান্তররথ্যাশ্চ বিমানানি চ সর্বশঃ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভূয়োঽপি বিচেতুমুপচক্রমে ॥১৪
ভূমীগৃহাংশ্চৈত্যগৃহান্ গৃহাতিগৃহকানপি।
উৎপতন্নিপতংশ্চাপি তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ পুনঃ ক্বচিৎ ॥১৫
অপবৃণ্বংশ্চ দ্বারাণি কপাটান্যবঘট্টয়ন্।
প্রবিশন্নিষ্পতংশ্চাপি প্রপতন্নুৎপতন্নিব ॥১৬
সর্বমপ্যবকাশং স বিচচার মহাকপিঃ।
চতুরঙ্গুলমাত্রোঽপি নাবকাশঃ স বিদ্যতে ॥
রাবণান্তঃপুরে তস্মিন্ যং কপির্ন জগাম সঃ ॥১৭
প্রাকারান্তরবীথ্যশ্চ বেদিকাশ্চৈত্যসংশ্রয়াঃ।
শ্বভ্রাশ্চ পুষ্করিণ্যশ্চ সর্বং তেনাবলোকিতম্ ॥১৮
রাক্ষস্যো বিবিধাকারা বিরূপা বিকৃতাস্তথা।
দৃষ্টা হনুমতা তত্র ন তু সা জনকাত্মজা ॥১৯
রূপেণাপ্রতিমা লোকে পরা বিদ্যাধরস্ত্রিয়ঃ।
দৃষ্টা হনুমতা তত্র ন তু রাঘবনন্দিনী ॥২০

ভয়েই প্রাণত্যাগ করিয়া থাকিবেন। বানরগণের সহিত চিরকাল থাকিয়া সীতাকে না দেখিয়া (সমুদ্রলঙ্ঘনাদি) পুরুষার্থপ্রাপ্ত না হইয়া সুগ্রীবের সমীপে যাওয়ার পন্থা নাই, যেহেতু বলবান্ বানররাজ সুগ্রীব তীক্ষ্ণদণ্ড প্রদান করিবেন। অন্তঃপুরের সর্বত্র (প্রতিপ্রকোষ্ঠে) পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কেবল রাক্ষসরমণীই দেখিলাম কিন্তু সাধ্বী সীতা নয়নপথে পতিতা হইলেন না; আমার শ্রম বৃথা হইল। আমি সে স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলে সম্মিলিত সহচর বানরগণ যখন জিজ্ঞাসা করিবে—হে বীর! তুমি তথায় গিয়া কি কি কার্য্য করিয়া আসিয়াছ তাহা আমাদিগকে বল। সেই জনকাত্মজাকে না দেখিয়া আমি তাহাদের নিকট কি প্রত্যুত্তর দিব?" সুগ্রীবের কল্পিত কালের প্রায়শঃ অতিক্রম হওয়ায় নিশ্চয়ই আমি প্রায়োবেশন করিব। সমুদ্রের পরপারে প্রত্যাবর্তন করিলে বৃদ্ধ জাম্ববান্, অঙ্গদ ও অন্যান্য বানরগণই বা কি বলিবেন? অনির্বেদই (উৎসাহই) উন্নতির মূল—উৎসাহই পরম সুখের নিদান, অতএব যে স্থানে অন্বেষণ করি নাই, সেই সেই স্থানে পুনরায় অন্বেষণ করিব। উৎসাহই মানুষকে সতত সকল কার্য্যে প্রবর্তিত করিয়া থাকে। উৎসাহ সম্পন্ন হইয়া মানুষ যে কাজ করে, তাহা সফল হইয়া যাকে। সুতরাং যে সকল স্থান আমি দেখি নাই, উৎসাহ ও যত্নসহকারে রাবণরক্ষিত সেই সকল স্থান অন্বেষণ করিব।১-১২

সমস্ত (মদ্য) পানশালা, পুষ্প (নির্মিত) গৃহ, চিত্রশালা ও ক্রীড়াগৃহ পুনঃ পুনঃ অন্বেষণ করিয়াছি। গৃহ ও উপবনের মধ্যবর্তী বীথী এবং সমস্ত বিমান ও অন্বেষণ করা হইয়াছে—এইরূপে চিন্তা করিয়া হনুমান্ পুনরায় দেবতায়তনভূমির নিম্নবর্তী গৃহ, চৈত্যগৃহ, গৃহের উপরিস্থিত গৃহসকল অন্বেষণ করিতে উদ্যত হইলেন। কোথাও উৎপতন, কোথাও নিপতন, কোথাও ক্ষণমাত্র অবস্থান, কোথাও পুনঃ পুনঃ গমন, কোথাও দ্বার উদ্‌ঘাটন, কোথাও কপাটসম্বরণ, কোথাও গৃহপ্রবেশ, কোথাও গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্বক উন্নতস্থানে আরোহণ এবং কোথাও নিম্নদেশে অবতরণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাবণের অন্তঃপুর এরূপ অনুসন্ধান করিলেন যে, কোথাও চতুরঙ্গুলি পরিমিত স্থানও তাঁহার গমনের বাকি রহিল না।১-১৭

প্রাচীরের অন্তর্বর্ত্তী মন্ত্রী ও কুমারগণের সমুদয় গৃহ, বেদিসকল, চৈত্যবৃক্ষ, গহ্বর ও পুষ্করিণী প্রভৃতি সকল স্থান অন্বেষণ করিয়া কেবল বিকৃতবেশা বিরূপা

নাগকন্যা বরারোহাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ।
দৃষ্টা হনুমতা তত্র ন তু সা জনকাত্মজা ॥২১

প্রমথ্য রাক্ষসেন্দ্রেণ নাগকন্যা বলাদ্ধৃতাঃ।
দৃষ্টা হনুমতা তত্র ন সা জনকনন্দিনী ॥২২

সোঽপশ্যংস্তাং মহাবাহুঃ পশ্যংশ্চান্যা বরস্ত্রিয়ঃ।
বিষসাদ মহাবাহুর্হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ॥২৩

উদ্যোগং বানরেন্দ্রাণাং প্লবনং সাগরস্য চ।
ব্যর্থ্যং বীক্ষ্যানিলসুতশ্চিন্তাং পুনরুপাগতঃ ॥২৪

অবতীর্য্য বিমানাচ্চ হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
চিন্তামুপজগামাথ শোকোপহতচেতনঃ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥

বিবিধাকারা রাক্ষসীই দেখিতে পাইলেন। কিন্তু জনক-দুহিতাকে দেখিতে পাইলেন না। অপ্রতিমরূপলাবণ্যবতী প্রধানা বিদ্যাধরপত্নীগণের মধ্যে অনুসন্ধান করিলেন, সেখানেও রাঘবানন্দদায়িনী সীতার দর্শন পাইলেন না।১৮-২০

পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোজ্ঞবদনা রাক্ষসেন্দ্র রাবণের বিবাহিতা, অবিবাহিতা ও বলপূর্বক আনীতা বরারোহা নাগকন্যাদিগকে দেখিলেন, সে স্থানেও সেই জনকাত্মজাকে দেখিতে পাইলেন না। মহাবাহু পবনপুত্র হনুমান্ অন্যান্য মুখ্যা প্রমদাগণের মধ্যেও অন্বেষণ পূর্বক তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। শ্রেষ্ঠ বানরগণের উদ্যোগ ও স্বীয় সমুদ্র লঙ্ঘন ব্যর্থ হইতেছে নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অনন্তর পবনকুমার হনুমান্ শোকে অভিভূত হইয়া বিমান হইতে অবতরণ করিলেন এবং চিন্তায় অধীর হইয়া পড়িলেন।২১-২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

[পুষ্পকবিমানান্নির্গমনানন্তরং তড়িদ্গত্যা সর্বত্র সীতায়া অন্বেষণম্, তামসমীক্ষ্য তদ্বিনাশসম্ভাবনা, সীতামনবলোক্য রামসমীপে গমনপূর্বকং তদ্বিষয়নিবেদনানিবেদনরূপবিশেষদোষং চিন্তয়িত্বা হনুমতঃ কিষ্কিন্ধায়াং প্রত্যাবর্ত্তনেচ্ছাত্যাগঃ, প্রয়োপবেশনাদিনা প্রাণবিনাশাশয়ঃ, রাবণ-বধপ্রভৃতিবিষয়াংশ্চিন্তয়তো হনুমতঃ অশোকবনদর্শনম্, তত্র অন্বেষ্টব্যমিতি সঞ্চিন্ত্য দেবতানামৃষীণাং ব্রহ্মণশ্চ সমীপে প্রার্থনাপূর্বকমন্বেষণেচ্ছা চ।]

বিমানাত্তু স সংক্রম্য প্রাকারং হরিযূথপঃ।
হনুমান্ বেগবানাসীদ্ যথা বিদ্যুদ্ঘনান্তরে ॥১
সম্পরিক্রম্য হনুমান্ রাবণস্য নিবেশনান্।
অদৃষ্ট্বা জানকীং সীতামব্রবীদ্ বচনং কপিঃ ॥২
ভূয়িষ্ঠং লোলিতা লঙ্কা রামস্য চরতা প্রিয়ম্।
ন হি পশ্যামি বৈদেহীং সীতাং সর্বাঙ্গশোভনাম্ ॥৩
পল্বলানি তটাকানি সরাংসি সরিতস্তথা।
নদ্যোঽনূপবনান্তাশ্চ দুর্গাশ্চ ধরণীধরাঃ ॥৪
লোলিতা বসুধা সর্বা ন চ পশ্যামি জানকীম্।
ইহ সম্পাতিনা সীতা রাবণস্য নিবেশনে ॥
আখ্যাতা গৃধ্ররাজেন ন চ সা দৃশ্যতে ন কিম্ ॥৫
কিং তু সীতাথ বৈদেহী মৈথিলী জনকাত্মজা।
উপতিষ্ঠেত বিবশা রাবণেন হৃতা বলাৎ ॥৬
ক্ষিপ্রমুৎপততো মন্যে সীতামাদায় রক্ষসঃ।
বিভ্যতো রামবাণানামন্তরা পতিতা ভবেৎ ॥৭
অথবা হ্রিয়মাণায়াঃ পথি সিদ্ধনিষেবিতে।
মন্যে পতিতমার্য্যায়া হৃদয়ং প্রেক্ষ্য সাগরম্ ॥৮
রাবণস্যোরুবেগেন ভুজাভ্যাং পীড়িতেন চ।
তয়া মন্যে বিশালাক্ষ্যা ত্যক্তং জীবিতমার্য্যয়া ॥৯
উপর্য্যুপরি সা নূনং সাগরং ক্রমতস্তদা।
বিচেষ্টমানা পতিতা সমুদ্রে জনকাত্মজা ॥১০

ত্রয়োদশ সর্গ

[পুষ্পক বিমান হইতে নির্গমনের পর বিদ্যুৎবেগে হনুমানের সর্বত্র সীতার অন্বেষণ, তাঁহাকে দেখিতে না পাওয়ায় তদ্বিনাশসম্ভাবনা। সীতার দর্শন না পাইয়া রামের নিকট গমন করত তাহা জ্ঞাপন করা বা না করার বিশেষ দোষ চিন্তা, কিষ্কিন্ধ্যা ফিরিয়া যাওয়ার বাসনা পরিত্যাগ, প্রায়োপবেশনাদির দ্বারা প্রাণত্যাগ বাসনা, রাবণ বধ প্রভৃতি চিন্তা করিতে করিতে সম্মুখে এক অশোকবন দর্শন এবং তন্মধ্যে অন্বেষণ করা হয় নাই ভাবিয়া দেবতা ঋষি ব্রহ্মাদির প্রার্থনা পূর্বক তথায় অন্বেষণের ইচ্ছা।]

বেগবান্ হরিযূথপতি হনুমান্ বিমান হইতে অবতরণ পূর্বক মেঘমালার মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় ত্বরান্বিত হইয়া প্রাচীর পর্য্যবেষ্টন করিলেন। রাবণের সমস্ত গৃহ পরিক্রমা করিয়া সীতাকে দেখিতে না পাওয়ায় হনুমান্ (বিলাপের ন্যায়) বলিতে লাগিলেন—"হায় শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় কার্য্য সম্পাদনের জন্য সমগ্র লঙ্কা বসুধা নিরন্তর পর্য্যটন করিলাম, তথাপি সর্বাঙ্গশোভনা সেই বিদেহরাজনন্দিনী সীতার দর্শন পাইলাম না। পল্বল (অল্পজলাভূমি), তড়াগ, সরোবর, হ্রদ, জলসমীপে কাননবেষ্টিতা নদী, দুর্গম পর্বত এবং সমগ্র বসুধা অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু জানকীকে দেখিতে পাইতেছি না। বিহঙ্গরাজ সম্পাতি রাবণের এই ভবনে সীতা আছেন বলিয়া ছিলেন, তাহা হইলে তিনি কেন নয়নগোচর হইতেছেন না।১-৫

রাবণকর্তৃক বলপূর্বক হৃতা সীতা বিদেহরাজপুত্রী মৈথিলী জনকাত্মজা তবে কি ভয়বিবশা হইয়া তাহার সেবা করিতেছেন? মনে হয়, রাক্ষসরাজ সীতাকে লইয়া দ্রুতগতিতে আকাশপথে আসার সময় রামচন্দ্রের বাণপ্রভাব স্মরণ করিয়া অবশ হইলে তাহার হস্ত হইতে তিনি (ভূতলে) পতিত হইয়া থাকিবেন। অথবা মনে হয় সিদ্ধচারণসেবিত (গগন) পথে হরণ করিয়া আসার সময় (ভয়ঙ্কর) সাগর দেখিয়া তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইয়া থাকিবে। অথবা সেই বিশালনয়না

আহো ক্ষুদ্রেণ চানেন রক্ষন্তী শীলমাত্মনঃ।
অবন্ধুর্ভক্ষিতা সীতা রাবণেন তপস্বিনী ॥১১
অথবা রাক্ষসেন্দ্রস্য পত্নীভিরসিতেক্ষণা।
অদুষ্টা দুষ্টভাবাভির্ভক্ষিতা সা ভবিষ্যতি ॥১২
সম্পূর্ণচন্দ্রপ্রতিমং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্।
রামস্য ধ্যায়তী বক্ত্রং পঞ্চত্বং কৃপণা গতা ॥১৩
হা রাম লক্ষ্মণেত্যেবং হাযোধ্যে চেতি মৈথিলী।
বিলপ্য বহু বৈদেহী ন্যস্তদেহা ভবিষ্যতি ॥১৪
অথবা নিহিতা মন্যে রাবণস্য নিবেশনে।
ভৃশং লালপ্যতে বালা পঞ্জরস্থেব সারিকা ॥১৫
জনকস্য কুলে জাতা রামপত্নী সুমধ্যমা।
কথমুৎপলপত্রাক্ষি রাবণস্য বশং ব্রজেৎ ॥১৬
বিনষ্টা বা প্রণষ্টা বা মৃতা বা জনকাত্মজা।
রামস্য প্রিয়ভার্য্যস্য ন নিবেদয়িতুং ক্ষমম্ ॥১৭
নিবেদ্যমানে দোষঃ স্যাদ্দোষঃ স্যাদনিবেদনে।
কথং নু খলু কর্তব্যং বিষমং প্রতিভাতি মে ॥১৮

অস্মিন্নেবং গতে কার্য্যে প্রাপ্তকালং ক্ষমঞ্চ কিম্।
ভবেদিতি মতিং ভূয়ো হনুমান্ প্রবিচারয়ন্ ॥১৯
যদি সীতামদৃষ্ট্বাহহং বানরেন্দ্রপুরীমিতঃ।
গমিষ্যামি ততঃ কো মে পুরুষার্থো ভবিষ্যতি ॥২০
মমেদং লঙ্ঘনং ব্যর্থং সাগরস্য ভবিষ্যতি।
প্রবেশশ্চৈব লঙ্কায়াং রাক্ষসানাঞ্চ দর্শনম্ ॥২১
কিং বা বক্ষ্যতি সুগ্রীবো হরয়ো বাপি সঙ্গতাঃ।
কিষ্কিন্ধামনুসম্প্রাপ্তং তৌ বা দশরথাত্মজৌ ॥২২
গত্বা তু যদি কাকুৎস্থং বক্ষ্যামি পরুষং বচঃ।
ন দৃষ্টেতি ময়া সীতা ততস্ত্যক্ষ্যতি জীবিতম্ ॥২৩
পরুষং দারুণং তীক্ষ্ণং ক্রূরমিন্দ্রিয়তাপনম্।
সীতানিমিত্তং দুর্বাক্যং শ্রুত্বা স ন ভবিষ্যতি ॥২৪
তং তু কৃচ্ছ্রগতং দৃষ্ট্বা পঞ্চত্বগতমানসম্।
ভৃশানুরক্তমেধাবী ন ভবিষ্যতি লক্ষ্মণঃ ॥২৫
বিনষ্টৌ ভ্রাতরৌ শ্রুত্বা ভরতোহপি মরিষ্যতি।
ভরতঞ্চ মৃতং দৃষ্ট্বা শত্রুঘ্নো ন ভবিষ্যতি ॥২৬

রাবণের প্রচণ্ডবেগ ও ভুজযুগ দ্বারা নিপীড়িতা হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অথবা অত্যুচ্চ স্থান দিয়া রাবণ সমুদ্র অতিক্রম করিতে থাকিলে ভয়বিবশা সীতা সমুদ্রে পতিত হইয়া থাকিবেন।৬-১০

অথবা হায়! স্বীয় পাতিব্রত্য স্বভাব রক্ষা করিতে গিয়া স্বজনবিরহিণী (একাকিনী) দুঃখভাগিনী সীতা ক্ষুদ্রচেতা এই রাবণ কর্তৃক ভক্ষিতা হইয়া থাকিবেন। অথবা অদুষ্টা অসিতনয়না সেই বৈদেহী রাক্ষসরাজের দুষ্টাভিপ্রায়া পত্নীগণ কর্তৃক ভক্ষিতা হইয়া থাকিবেন। অথবা পদ্মপলাশলোচন ও পূর্ণচন্দ্র সদৃশ রামচন্দ্রের বদনমণ্ডল ধ্যান করিতে করিতে দুঃখিনী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অথবা হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা অযোধ্যা! এই প্রকার বিলাপ করিতে রামভামিনী বিদেহ-রাজনন্দিনী দেহত্যাগ করিয়া থাকিবেন। অথবা মনে হয় পিঞ্জরবদ্ধা সারিকার ন্যায় রাবণগৃহে অবরুদ্ধা হইয়া নিরন্তর বিলাপ করিতেছেন। উৎপলদলনয়না, ক্ষীণমধ্যা সীতা জনকবংশজাতা ও রামের ধর্মপত্নী হইয়া কেনই বা তিনি রাবণের বশীভূতা হইবেন? ১১-১৬

জনকাত্মজা বিনষ্টা (বিশেষতঃ চরিত্রনষ্টা,) প্রণষ্টা (দর্শনগোচর অপ্রাপ্তা) অথবা মৃতা এইরূপ কোনই (কথাই) প্রিয়ভার্য্য (যাহার ভার্য্যা অত্যন্ত প্রিয়) রামচন্দ্রের নিকট নিবেদন করা আমার সঙ্গত হইবে না। নিবেদন (তাঁহার বৃত্তান্ত না জানিয়া কোন সংবাদ জ্ঞাপনে) করিলেও দোষ, নিবেদন না করিলেও (তাহা হইলে অন্বেষণ যথারীতি করা হয় নাই মনে করিলে) দোষ—এই নিয়ম (উভয় সঙ্কটে আমার কর্তব্য) নির্ধারণ দুঃসাধ্য হইয়াছে। এইভাবে কর্তব্য নির্ণয়ে অসমর্থ হনুমান্ কার্য্যের এই বিষমদশাতে উচিতসময়ে কি অনুষ্ঠেয়, তাহা পুনরায় বিবেচনা করিতে লাগিলেন। সীতাকে না দেখিয়া যদি আমি বানররাজ সুগ্রীবের

পুত্রাম্মৃতান্ সমীক্ষ্যাথ ন ভবিষ্যন্তি মাতরঃ।
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ ন সংশয়ঃ ॥২৭
কৃতজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ।
রামং তথাগতং দৃষ্ট্বা ততস্ত্যক্ষ্যতি জীবিতম্ ॥২৮
দুর্মনা ব্যথিতা দীনা নিরানন্দা তপস্বিনী।
পীড়িতা ভর্তৃশোকেন রুমা ত্যক্ষ্যতি জীবিতম্ ॥২৯
বালিজেন তু দুঃখেন পীড়িতা শোককর্শিতা।
পঞ্চত্বমাগতা রাজ্ঞী তারাঽপি ন ভবিষ্যতি ॥৩০
মাতাপিত্রোর্বিনাশেন সুগ্রীবব্যসনেন চ।
কুমারোঽপ্যঙ্গদস্তস্মাদ্ বিজহিষ্যতি জীবিতম্ ॥৩১
ভর্তৃজেন তু দুঃখেন অভিভূতা বনৌকসঃ।
শিরাংস্যভিহনিষ্যন্তি তলৈর্মুষ্টিভিরেব চ ॥৩২
সান্ত্বেনানুপ্রদানেন মানেন চ যশস্বিনা।
লালিতাঃ কপিনাথেন প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যন্তি বানরাঃ ॥৩৩
ন বনেষু ন শৈলেষু ন নিরোধেষু বা পুনঃ।
ক্রীড়ামনুভবিষ্যন্তি সমেত্য কপিকুঞ্জরাঃ ॥৩৪
সপুত্রদারাঃ সামাত্যা ভর্তৃব্যসনপীড়িতাঃ।
শৈলাগ্রেভ্যঃ পতিষ্যন্তি সমেষু বিষমেষু চ ॥৩৫
বিষমুদ্বন্ধনং বাপি প্রবেশং জ্বলনস্য বা।
উপবাসমথো শস্ত্রং প্রচরিষ্যন্তি বানরাঃ ॥৩৬

পুরীতে উপস্থিত হই, তাহা হইলে আমার কি পুরুষকারই বা হইল। আমার এই সমুদ্র লঙ্ঘন, লঙ্কায় প্রবেশ ও রাক্ষসকুলের দর্শন সমস্তই ব্যর্থ হইবে। কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইলে সুগ্রীবই বা কি বলিবেন—সম্মিলিত বানরগণ মিলিত হইয়া কি বলিবে এবং সেই দশরথপুত্রদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণই বা কি বলিবেন! যদি রামচন্দ্রকে "আমি সীতাকে দেখিতে পাইলাম না" এই রূঢ় বাক্য বলি, তবে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। কর্কশ, অতিদারুণ, ইন্দ্রিয়গণের সন্তাপপ্রদ, ভয়ঙ্কর ও সুতীক্ষ্ণ এই সীতার অদর্শনরূপ দুঃসংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি থাকিতে পারিবেন না। ভ্রাতৃভক্ত মেধাবী লক্ষ্মণ তাঁহাকে (জ্যেষ্ঠরামকে) এইরূপ মনমরা অবস্থায় দেখিলে তিনিও প্রাণধারণ করিতে পারিবেন না। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যুশ্রবণে ভরতও প্রাণত্যাগ করিবেন; ভরতকে মৃত দেখিলে শত্রুঘ্ন আর নিশ্চয়ই থাকিতে (দেহধারণ করিতে) পারিবেন না। পুত্রগণকে মৃত দেখিয়া কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা প্রমুখ মাতৃগণ যে প্রাণত্যাগ করিবেন—তাহাতে কোন সংশয় নাই। অনন্তর কৃতজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বানররাজ সুগ্রীবও রামকে সেই অবস্থায় দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। দুঃখিতা, চিন্তাব্যথিতহৃদয়া, শোচনীয়া, আনন্দশূন্যা হতভাগিনী রুমাও স্বামিশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন। ভর্ত্তা বালীর দুঃখে পীড়িতা, শোককৃশা, মৃতপ্রায়া রাজ্ঞী তারাও কোন প্রকারে প্রাণ ধারণ করিতে পারিবেন না।১৭-৩০

জনক, জননী ও পিতৃব্য সুগ্রীবের বিনাশ দুঃখে কুমার অঙ্গদও জীবন বিসর্জন করিবেন। প্রভুর বিয়োগদুঃখে অভিভূত হইয়া বনবাসী বানরগণ মস্তকে করতল ও মুষ্টির আঘাত করিতে থাকিবে। যশস্বী কপিনাথ বালী যাহাদিগকে সান্ত্বনা, ধনও সম্মান দান করিয়াছিলেন, সেই বানরকুলও প্রাণত্যাগ করিবে। শ্রেষ্ঠকপিগণ বনরাজিতে, শৈলশ্রেণীতে, বা গিরিগহ্বরে কোনও স্থানে আর সম্মিলিত হইয়া ক্রীড়াসুখ অনুভব করিবে না। প্রভুর বিয়োগে শোকাকুল বানরগণ পুত্র, কলত্র ও অমাত্যগণের সহিত শৈলশিখর হইতে সম ও বিষম স্থানে নিপতিত হইবে—বিষপান, উদ্বন্ধন, অগ্নি প্রবেশ, অনশন অথবা শস্ত্রপ্রহার করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে। আমি (কিষ্কিন্ধায়) ফিরিয়া গেলে ভীষণ ক্রন্দনরোল উত্থিত হইবে, ইক্ষ্বাকুবংশের ও বনচর বানরগণের বিনাশ সাধিত হইবে, অতএব আমি এস্থান হইতে কিষ্কিন্ধানগরীতে ফিরিয়া যাইব না এবং মৈথিলী (সংবাদ) ব্যতীত সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও পারিব না। আমি ফিরিয়া না গিয়া এই স্থানে অবস্থান করিলে ধর্মাত্মা রাম ও লক্ষ্মণ এবং

ঘোরমারোদনং মন্যে গতে ময়ি ভবিষ্যতি।
ইক্ষ্বাকুকুলনাশশ্চ নাশশ্চৈব বনৌকসাম্ ॥৩৭
সোঽহং নৈব গমিষ্যামি কিষ্কিন্ধাং নগরীমিতঃ।
নহি শক্ষ্যাম্যহং দ্রষ্টুং সুগ্রীবং মৈথিলীং বিনা ॥৩৮
ময্যগচ্ছতি চেহস্থে ধর্মাত্মানৌ মহারথৌ।
আশয়া তৌ ধরিষ্যেতে বানরাশ্চ তরস্বিনঃ ॥৩৯
হস্তাদানো মথাদানো নিয়তো বৃক্ষমূলিকঃ।
বানপ্রস্থো ভবিষ্যামি হ্যদৃষ্ট্বা জনকাত্মজাম্ ॥৪০
সাগরানূপজে দেশে বহুমূলফলোদকে।
চিতিং কৃত্বা প্রবেক্ষ্যামি সমিদ্ধমরণীসুতম্ ॥৪১
উপবিষ্টস্য বা সম্যগ্ লিঙ্গিনং সাধয়িষ্যতঃ।
শরীরং ভক্ষয়িষ্যন্তি বায়সাঃ শ্বাপদানি চ ॥৪২
ইদমপ্যৃষিভির্দৃষ্টং নির্যাণমিতি মে মতিঃ।
সম্যগাপঃ প্রবেক্ষ্যামি ন চেৎ পশ্যামি জানকীম্ ॥৪৩

সুজাতমূলা সুভগা কীর্তিমালা যশস্বিনী।
প্রভগ্না চিররাত্রায় মম সীতামপশ্যতঃ ॥৪৪
তাপসো বা ভবিষ্যামি নিয়তো বৃক্ষমূলিকঃ।
নেতঃ প্রতিগমিষ্যামি তামদৃষ্ট্বাসিতেক্ষণাম্ ॥৪৫
যদি তু প্রতিগচ্ছামি সীতামনধিগম্যতাম্।
অঙ্গদঃ সহিতঃ সর্ব্বৈর্বানরৈর্ন ভবিষ্যতি ॥৪৬
বিনাশে বহবো দোষা জীবন্ প্রাপ্নোতি ভদ্রকম্।
তস্মাৎ প্রাণান্ ধরিষ্যামি ধ্রুবো জীবতি সঙ্গমঃ ॥৪৭
এবং বহুবিধং দুঃখং মনসা ধারয়ন্ বহু।
নাধ্যগচ্ছত্তদা পারং শোকস্য কপিকুঞ্জরঃ ॥৪৮
ততো বিক্রমমাসাদ্য ধৈর্য্যবান্ কপিকুঞ্জরঃ।
রাবণং বা বধিষ্যামি দশগ্রীবং মহাবলম্ ॥
কামমস্তু হৃতা সীতা প্রত্যাচীর্ণং ভবিষ্যতি ॥৪৯

তপস্বী বানরগণ আশার বশবর্তী হইয়া প্রাণধারণ করিবেন। জনকাত্মজাকে দেখিতে না পাইলে হস্তে বা মুখমধ্যে যে ফলাদি খাদ্য স্বয়ং নিপতিত হইবে, তাহাদ্বারা জীবনধারণ পূর্বক সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বৃক্ষমূলাশ্রয়ে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিব। অথবা বহু-ফলমূল জল সমন্বিত সাগরের তটভূমিতে চিতা প্রস্তুত করিয়া অরণি (কাষ্ঠে-কাষ্ঠে ঘর্ষণ জন্য সমুৎপন্ন প্রজ্বলিত) বহ্নিতে প্রবেশ করিব।৩১-৪১

অথবা অনশন পূর্বক সূক্ষ্মশরীরী (লিঙ্গশরীর বিশিষ্ট) আত্মোপাসনা দ্বারা শরীর হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করিব, তখন বায়স ও শ্বাপদকুল আমার শরীর ভক্ষণ করিবে। অথবা জানকীকে যদি দেখিতে না পাই, তবে নিশ্চয়ই জলমধ্যে প্রবেশ করিব—ইহাও ঋষিপ্রদর্শিত নির্য্যাণ (গমন অর্থাৎ মরণ) মার্গ বলিয়া আমার মনে হয়। সীতাকে দেখিতে না পাইলে আমার সৎকার্য্যমূলিকা, সৌভাগ্যশালিনা, যশস্বিনী কীর্তিমালা চিরকালের জন্য বিনষ্ট হইয়া যাইবে। নিয়ত (সংযত) চিত্ত বৃক্ষমূলাশ্রয়ী তপস্বী হইব, তথাপি কজ্জলনয়না সীতার সন্ধান না লইয়া এ স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিব না। সীতার বার্তা না লইয়া যদি ফিরিয়া যাই, তবে বানরগণের সহিত অঙ্গদ আর দেহ ধারণ করিবেন না। প্রাণ বিসর্জন করিলেও বহুদোষ, জীবিত থাকিলে কখনও কল্যাণ পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং আমি প্রাণ ধারণ করিব—জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই কখনও সুখ সম্ভব হইতে পারে। কপিকুঞ্জর এই প্রকারে মনে মনে নানাপ্রকার দুঃখ করিয়াও তৎকালে শোকের পরপারে যাইতে পারিলেন না। অনন্তর ধৈর্য্যশালী কপিশ্রেষ্ঠ পরাক্রম অবলম্বন পূর্বক মহাবল দশানন রাবণকে বধ করিব তাহা হইতে সীতা হরণের বিলক্ষণ বৈরনির্য্যাতন করা হইবে। অথবা রুদ্রের নিকট পশু (বলির) উপহারের ন্যায় এই রাবণকে বারংবার সমুদ্রের উপর নিক্ষেপ করিতে করিতে রামচন্দ্রের নিকট লইয়া গিয়া উপহার দিব। সীতার সন্ধান না পাওয়ায় এই ভাবে চিন্তায় ব্যাকুল ও শোকাক্রান্তচিত্ত হইয়া হতাশ বানর চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে পর্য্যন্ত যশস্বিনী রামপত্নী সীতার দর্শন না পাই সে

অথবৈনং সমুৎক্ষিপ্য উপর্য্যুপরি সাগরম্ ।
রামায়োপহরিষ্যামি পশুং পশুপতেরিব ॥৫০
ইতি চিন্তাসমাপন্নঃ সীতামনধিগম্যতাম্ ।
ধ্যানশোকপরীতাত্মা চিন্তয়ামাস বানরঃ ॥৫১
যাবৎ সীতাং ন পশ্যামি রামপত্নীং যশস্বিনীম্ ।
তাবদেতাং পুরীং লঙ্কাং বিচিনোমি পুনঃ পুনঃ ॥৫২
সম্পাতিবচনাচ্চাপি রামং যদ্যানয়াম্যহম্ ।
অপশ্যন্ রাঘবো ভার্য্যাং নির্দহেৎ সর্ব্ববানরান্ ॥৫৩
ইহৈব নিয়তাহারো বৎস্যামি নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।
ন মৎকৃতে বিনশ্যেয়ুঃ সর্ব্বে তে নর-বানরাঃ ॥৫৪
অশোকবনিকা চাপি মহতীয়ং মহাদ্রুমা ।
ইমামধিগমিষ্যামি নহীয়ং বিচিতা ময়া ॥৫৫
বসূন্ রুদ্রাংস্তথাদিত্যানশ্বিনৌ মরুতোঽপি চ ।
নমস্কৃত্বা গমিষ্যামি রক্ষসাং শোকবর্ধনঃ ॥৫৬
জিত্বা তু রাক্ষসান্ দেবীমিক্ষ্বাকুকুলনন্দিনীম্ ।
সম্প্রদাস্যামি রামায় সিদ্ধীমিব তপস্বিনে ॥৫৭
স মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা চিন্তাবিগ্রথিতেন্দ্রিয়ঃ ।
উদতিষ্ঠন্ মহাবাহুর্হনূমান্ মারুতাত্মজঃ ॥৫৮
নমোঽস্তু রামায় সলক্ষ্মণায়
দেব্যৈ চ তস্যৈ জনকাত্মজায়ৈ ।
নমোঽস্তু রুদ্রেন্দ্র-যমানিলেভ্যো
নমোঽস্তু চন্দ্রাগ্নি-মরুদ্গণেভ্যঃ ॥৫৯
স তেভ্যস্তু নমস্কৃত্বা সুগ্রীবায় চ মারুতিঃ ।
দিশঃ সর্ব্বাঃ সমালোক্য সোঽশোকবনিকাং প্রতি॥৬০
স গত্বা মনসা পূর্ব্বমশোকবনিকাং শুভাম্ ।
উত্তরং চিন্তয়ামাস বানরো মারুতাত্মজঃ ॥৬১
ধ্রুবং তু রক্ষোবহুলা ভবিষ্যতি বনাকুলা ।
অশোকবনিকা পুণ্যা সর্ব্বসংস্কারসংস্কৃতা ॥৬২
রক্ষিণশ্চাত্র বিহিতা নূনং রক্ষন্তি পাদপান্ ।
ভগবানপি বিশ্বাত্মা নাতিক্ষোভং প্রবায়তি ॥৬৩
সংক্ষিপ্তোঽয়ং ময়াত্মা চ রামার্থে রাবণস্য চ ।
সিদ্ধিং দিশন্তু মে সর্ব্বে দেবাঃ সর্ষিগণাস্ত্বিহ ॥৬৪

পর্য্যন্ত এই লঙ্কাপুরীতে পুনঃ পুনঃ অন্বেষণ করিতে থাকিব ।৪২-৫২

সম্পাতির বাক্যবিশ্বাসে (সীতা লঙ্কায় আছেন) রামচন্দ্রকে যদি এ স্থানে আনায়ন করি, তাহা হইলে তিনি তাঁহার (প্রিয়তমা) ভার্য্যাকে এ স্থানে দেখিতে না পাইলে বানরকুল ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। আমার জন্যই সমস্ত বানর নিহত হইবে, অতএব এই স্থানেই আহারসংযম ও ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া বাস করিব। এই যে মহাবৃক্ষসমন্বিত বিশাল পরিধিপরিবৃত অশোক-কানন দেখা যাইতেছে, ইহার মধ্যে ত (সীতার) অন্বেষণ করা হয় নাই। রাক্ষসকুলের শোকবর্দ্ধনকারী আমি বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও মরুদ্গণকে প্রণাম করিয়া এই স্থানে এখন অন্বেষণ করিব। রাক্ষসগণকে পরাজিত করিয়া তপস্বীকে তপস্যার ফল প্রদানের ন্যায় ইক্ষ্বাকুলনন্দিনী সীতা-দেবীকে রামচন্দ্রের নিকট সম্প্রদান করিব। চিন্তা-ব্যাকুলিতচিত্ত মহাবলবান্ পবননন্দন হনুমান্ মুহূর্তকাল 'লক্ষ্মণ ও জনকাত্মজা সীতার সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে' প্রণাম; 'রুদ্র, ইন্দ্র, যম ও অনিলগণকে' প্রণাম এবং 'চন্দ্র, অগ্নি ও মরুদ্গণকে' প্রণাম এইরূপ ধ্যান করিয়া ও সুগ্রীবকে প্রণাম করিয়া সমস্তদিক্ অবলোকন পূর্বক সমুত্থিত হইয়া অশোকবনে গমন করিলেন। পবননন্দন পূর্বে শোভিত অশোকবনে প্রবেশ করিয়া উত্তর (অনন্তর কর্তব্য) মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কানন-সমাবৃতা সর্ববিধ সংস্কারে (বৃক্ষমূল খনন—জলসেচন প্রভৃতি) সংস্কারযুক্তা, রাক্ষসবহুলা এই অশোকবনিকা। নিশ্চয়ই রক্ষি-রাক্ষসগণ এই স্থানে অবস্থিত হইয়া বৃক্ষসমূহ রক্ষা করিতেছে। বিশ্বাত্মা ভগবান্ পবনদেবও এই স্থানে অতি প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছেন না। অতএব রামচন্দ্রের কার্য্যসিদ্ধির জন্য রাবণের দর্শন পরিহারনিমিত্ত আমি আমার দেহ সঙ্কুচিত করিলাম। ঋষিগণের সহিত সমস্ত দেবগণ আমাকে সিদ্ধিদান

ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ দেবাশ্চৈব তপস্বিনঃ।
সিদ্ধিমগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পুরুহূতশ্চ বজ্রভৃৎ ॥৬৫
বরুণঃ পাশহস্তশ্চ সোমাদিত্যৌ তথৈব চ।
অশ্বিনৌ চ মহাত্মানৌ মরুতঃ সর্ব্ব এব চ ॥৬৬
সিদ্ধিং সর্ব্বাণি ভূতানি ভূতানাং চৈব যঃ প্রভুঃ।
দাস্যন্তি মম যে চান্যেঽপ্যদৃষ্টাঃ পথি গোচরাঃ ॥৬৭
তদুন্নসং পাণ্ডুরদন্তমব্রণং
শুচিস্মিতং পদ্মপলাশলোচনম্।
দ্রক্ষ্যে তদার্য্যাবদনং কদা ন্বহং
প্রসন্নতারাধিপতুল্যবর্চসম্ ॥৬৮
ক্ষুদ্রেণ হীনেন নৃশংসমূর্ত্তিনা
সুদারুণালঙ্কৃতবেষধারিণা।
বলাভিভূতা হ্যবলা তপস্বিনী
কথং নু মে দৃষ্টিপথেঽদ্য সা ভবেৎ ॥৬৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥

করুন। স্বয়ম্ভু ভগবান্ ব্রহ্মা, দেবগণ, তপস্বিগণ, অগ্নি, বায়ু, বজ্রহস্ত পুরন্দর, পাশহস্ত বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য, মহাত্মা অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, ভূতগণ, ভূতাধিপতিগণ, সকলে আমার কর্ম্মসিদ্ধি প্রদান করুন। আরও অদৃশ্যভাবে যাঁহারা পথে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহারা সকলে আমার এই (দুষ্কর) কার্য্যে সফলতা দান করুণ।৫৩-৬৭

সেই উন্নত নাসিকা পাণ্ডুরবর্ন দন্ত পঙ্ক্তি-সুশোভিত, পদ্মপত্রবিশাল নেত্রদ্বয় বিরাজিত, মৃদুহাস্য সমুদ্ভাসিত, সুনির্ম্মল শশধরের ন্যায় দ্যুতিসম্পন্ন সীতাদেবীর সেই অনবদ্য বদনমণ্ডল কবে দেখিতে পাইব? নীচপ্রকৃতি, হীন, নৃশংসমূর্ত্তি রাবণ, তপস্বীর অতি নিদারুণ ছদ্মবেশ ধারণ পূর্বক বিপুলবলসহকারে অভিভূতা সেই অবলা সীতাদেবী কি প্রকারে আমার দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হইবেন?৬৮-৬৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ

[অশোকবনিকাপ্রাকারমুল্লঙ্ঘ্য বনস্য রমণীয়তাঞ্চ দৃষ্ট্বা হনূমতস্তত্র প্রবেশঃ, বৃক্ষাদ্ বৃক্ষান্তরলম্ফনেন বৃক্ষশাখাকম্পনং, তেন চ পুষ্প-পত্রাদ্যবপাতনম্, সীতামন্বিষ্যতা হনূমতা বনমধ্যে কাঞ্চনবেদিকায়াং কাঞ্চনবৃক্ষপরিবেষ্টিতস্য কস্যচিচ্ছিংশপাবৃক্ষস্য দর্শনম্, তৎসমীপে প্রবহমানায়া নদ্যা অবলোকনঞ্চ।]

স মুহূর্ত্তমিব ধ্যাত্বা মনসা চাধিগম্যতাম্।
অবপ্লুতো মহাতেজাঃ প্রাকারং তস্য বেশ্মনঃ ॥১
স তু সংহৃষ্টসর্ব্বাঙ্গঃ প্রাকারস্থো মহাকপিঃ।
পুষ্পিতাগ্রান্ বসন্তাদৌ দদর্শ বিবিধান্ দ্রুমান্ ॥২
সালানশোকান্ ভব্যাংশ্চ চম্পকাংশ্চ সুপুষ্পিতান্।
উদ্দালকান্নাগবৃক্ষাংশ্চূতান্ কপিমুখানপি ॥৩
তথাঽম্রবর্ণসম্পন্নাংল্লতাশতসমন্বিতান্।
জ্যামুক্ত ইব নারাচঃ পুপ্লুবে বৃক্ষবাটিকাম্ ॥৪
স প্রবিশ্য বিচিত্রাং তাং বিহগৈরভিনাদিতাম্।
রাজতৈঃ কাঞ্চনৈশ্চৈব পাদপৈঃ সর্ব্বতো বৃতাম্ ॥৫
বিহগৈর্ম্মৃগসঙ্ঘৈশ্চ বিচিত্রাং চিত্রকাননাম্।
উদিতাদিত্যসঙ্কাশাং দদর্শ হনুমান্ বলী ॥৬
বৃতাং নানাবিধৈর্ব্বৃক্ষৈঃ পুষ্পোপগফলোপগৈঃ।
কোকিলৈর্ভৃঙ্গরাজৈশ্চ মত্তৈর্নিত্যনিষেবিতাম্ ॥৭
প্রহৃষ্টমনুজাং কালে মৃগপক্ষিমদাকুলাম্।
মত্তবর্হিণসঙ্ঘুষ্টাং নানাদ্বিজগণায়ুতাম্ ॥৮
মার্গমাণো বরারোহাং রাজপুত্রীমনিন্দিতাম্।
সুখপ্রসুপ্তান্ বিহগান্ বোধয়ামাস বানরঃ ॥৯
উৎপতদ্ভির্দ্বিজগণৈঃ পক্ষৈর্বাতৈঃ সমাহতাঃ।
অনেকবর্ণা বিবিধা মুমুচুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥১০

চতুর্দ্দশ সর্গ

[অশোকবনিকার প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্বক প্রাচীর-বনের রমণীয়তা দেখিয়া হনুমানের বনে প্রবেশ, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফন করিতে করিতে শাখা কম্পন করিয়া পুষ্পপত্রাদি অবপাতন, সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে বনের মধ্যভাগে কাঞ্চনময় বেদিকায় কাঞ্চনবৃক্ষ পরিবেষ্টিত কোন শিংশপাবৃক্ষ দর্শন এবং তাহার সমীপে প্রবহমানা নদী অবলোকন।]

মহাতেজস্বী কপিবর মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া মনে মনে সীতার ধ্যানপূর্বক রাবণ ভবনের উচ্চপ্রাচীর হইতে লম্ফ প্রদান করিতে করিতে অশোকবনের প্রাচীরে উপনীত হইলেন। প্রাকারে অবস্থিত মহাকপি সর্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া বসন্ত প্রভৃতি সকল ঋতুতে যে যে পুষ্প বিকশিত হইয়া থাকে, সেই সেই বিকশিত পুষ্পসম্ভারে সুশোভিত নানাবিধ বৃক্ষ অবোলকন করিতে লাগিলেন। পুষ্পিত শাল, অশোক, ভব্য (মহাদেবপ্রীতকর পুষ্প বিশেষের বৃক্ষ), চম্পক, উদ্দালক, নাগকেশর, কপিমুখাকৃতি ফলযুক্ত আম্রবৃক্ষ এবং আম্রকাননসমাচ্ছন্ন শতশত লতাসমাবৃত বৃক্ষবাটিকা অবলোকন পূর্বক ধনুর্মুক্ত বাণের ন্যায় (তথায়) লম্ফ প্রদান করিলেন। বলবান্ হনুমান্ সে স্থানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—, তাহা (সেই বৃক্ষবাটিকা) রজতময় ও কাঞ্চনময় বৃক্ষরাজি দ্বারা সর্বতঃ সমাবৃত, বিবিধ বিহগকুল কর্ত্তৃক (কাকলিকলাপে) অভিনন্দিত, বিহঙ্গসঙ্ঘ ও মৃগযূথ কর্ত্তৃক বিচিত্রিত, প্রান্তদেশ বিচিত্র শোভায় অলঙ্কৃত ও চিত্র-কাননাবৃত হইয়া সমুদিত সূর্য্যের প্রভার ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং পুষ্প ও ফলসমন্বিত নানাবিধ বৃক্ষসমূহে সমাবৃত, মত্ত কোকিল ও ভৃঙ্গকুল কর্ত্তৃক নিত্য নিষেবিত, প্রহৃষ্ট মানব, মদমত্ত মৃগযূথ ও পক্ষিগণ কর্ত্তৃক সর্বকালে সমাকুল এবং মত্তময়ূরের কেকারবে প্রতিধ্বনিত। বানরোত্তম বিপুলনিতম্বা ও অনিন্দ্যসৌন্দর্য্যা সেই

পুষ্পাবকীর্ণঃ শুশুভে হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
অশোকবনিকামধ্যে যথা পুষ্পময়ো গিরিঃ ॥১১
দিশঃ সর্ব্বাভিধাবন্তং বৃক্ষখণ্ডগতং কপিম্।
দৃষ্ট্বা সর্ব্বাণি ভূতানি বসন্ত ইতি মেনিরে ॥১২
বৃক্ষেভ্যঃ পতিতৈঃ পুষ্পৈরবকীর্ণা পৃথগ্বিধৈঃ।
ররাজ বসুধা তত্র প্রমদেব বিভূষিতা ॥১৩
তরস্বিনা তে তরবস্তরসা বহু কম্পিতাঃ।
কুসুমানি বিচিত্রাণি সসৃজুঃ কপিনা তদা ॥১৪
নির্ধূতপত্রশিখরাঃ শীর্ণপুষ্পফলদ্রুমাঃ।
নিক্ষিপ্তবস্ত্রাভরণা ধূর্ত্তা ইব পরাজিতাঃ ॥১৫
হনূমতা বেগবতা কম্পিতাস্তে নগোত্তমাঃ।
পুষ্প-পত্র-ফলান্যাশু মুমুচুঃ ফলশালিনঃ ॥১৬
বিহঙ্গসঙ্ঘৈর্হীনাস্তে স্কন্ধমাত্রাশ্রয়া দ্রুমাঃ।
বভূবুরগমাঃ সর্ব্বে মারুতেন বিনির্ধূতাঃ ॥১৭
বিধূতকেশী যুবতীর্যথা মৃদিতবর্ণকা।
নিপীতশুভদন্তোষ্ঠী নখৈর্দন্তৈশ্চ বিক্ষতা ॥১৮
তথা লাঙ্গূলহস্তৈস্তু চরণাভ্যাঞ্চ মর্দিতা।
তথৈবাশোকবনিকা প্রভগ্নবনপাদপা ॥১৯
মহালতানাং দামানি ব্যধমত্তরসা কপিঃ।
যথা প্রাবৃষি বেগেন মেঘজালানি মারুতঃ ॥২০
স তত্র মণিভূমীশ্চ রাজতীশ্চ মনোরমাঃ।
তথা কাঞ্চনভূমীশ্চ বিচরন্ দদৃশে কপিঃ ॥২১
বাপীশ্চ বিবিধাকারাঃ পূর্ণাঃ পরমবারিণা।
মহার্হমণিসোপানৈরুপপন্নাস্ততস্ততঃ ॥২২
মুক্তাপ্রবালসিকতাঃ স্ফটিকান্তরকুট্টিমাঃ।
কাঞ্চনৈস্তরুভিশ্চিত্রৈস্তীরজৈরুপশোভিতাঃ ॥২৩
বুদ্ধপদ্মোৎপলবনাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ।
নত্যূহরুতসংঘুষ্টা হংস-সারসনাদিতাঃ ॥২৪

রাজপুত্রীর অন্বেষণ করিতে করিতে সুখপ্রসুপ্ত বিহগকুলকে জাগরিত করিয়া দিলেন। উড্ডীয়মান পক্ষিকুলের পক্ষপবনে আঘাতপ্রাপ্ত বৃক্ষসমূহ নানাবর্ণের নানাবিধ পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিল।১-১০

অশোককাননমধ্যে পুষ্পরাশিতে সমাচ্ছন্ন পবনাত্মজ হনুমান্ পুষ্পময় গিরির ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। সমস্ত দিকে সেই প্রকারে ধাবমান হইতে দেখিয়া ঐ হনুমান্‌কে তত্রত্য ভূত (প্রাণি) সকল (ঋতুরাজ) বসন্ত বলিয়া মনে করিলেন। সেই স্থানে বসুন্ধরা বৃক্ষ হইতে বিচ্যুত নানা জাতীয় কুসুমে সমাকীর্ণা হইয়া নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা প্রমদার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। বলবান্ হনুমান্ কর্ত্তৃক বেগভরে কম্পিত বৃক্ষসকল পুষ্পরাশি বর্ষণ করিতে লাগিল। বৃক্ষসমূহের পত্র, ফল, পুষ্প ও অগ্রভাগ বানরের বেগে ভগ্ন হইয়া নিপতিত হইলে বৃক্ষরাজি অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত অক্ষধূর্ত্তের বসন আভরণাদি নিক্ষেপের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল। হনুমানের বেগভরে কম্পিত ফলশালী শ্রেষ্ঠ বৃক্ষগণ সহসা পুষ্প, পত্র ও ফল মোচন করিতে লাগিল। বিহঙ্গসঙ্গবিহীন, স্কন্ধ (গুঁড়ি)-মাত্রাবিশিষ্ট (অর্থাৎ শাখা পত্রাদিবিহীন মুঁড়া গাছগুলি) ও মারুতির বেগদর্পে বিকম্পিত দ্রুমসমূহ অগম্য হইয়া উঠিয়াছিল। (অর্থাৎ ছায়া না থাকায় কোন ব্যক্তির সেস্থানে গমনের ইচ্ছা রহিল না।) আলুলায়িত কুন্তলা, বিগতাঙ্গরাগা যুবতী শুদ্ধদন্ত ও অধরোষ্ঠে নিপীড়িতা এবং নখর ও দন্ত দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইলে যে অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সেই হনুমানের লাঙ্গুল, হস্ত ও পদপ্রহারে বন এবং বৃক্ষসমূহ ভগ্ন হওয়ায় অশোকবনিকা বিমর্দ্দিত হইয়া সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বর্ষাকালে প্রচণ্ড বায়ুবেগে বিচ্ছিন্ন মেঘমালার ন্যায় হনুমান্ বলপূর্বক বৃহৎ লতাজাল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন।১১-২০

কপিপ্রবর তথায় বিচরণ করিতে করিতে মণিময়, রজতময় ও কাঞ্চনময় ভূমিভাগ, বিমল স্বাদু জল-পূর্ণ, মহামূল্য মণিময় সোপান শ্রেণীবদ্ধ, স্ফটিকরচিত কুট্টিমাভ্যন্তরবিশিষ্ট, মুক্তা ও প্রবালরূপ সিকতা (বালুকা) যুক্ত বিবিধ আকারের দীর্ঘিকাসমূহ দেখিতে

দীর্ঘাভিদ্রু‌র্মযুক্তাভিঃ সরিদ্ভিশ্চ সমন্ততঃ।
অমৃতোপমতোয়াভিঃ শিবাভিরুপসংস্কৃতাঃ ॥২৫
লতাশতৈরবততাঃ সন্তানকুসুমাবৃতাঃ।
নানাগুল্মাবৃতবনাঃ করবীরকৃতান্তরাঃ ॥২৬
ততোঽম্বুধরসঙ্কাশং প্রবৃদ্ধশিখরং গিরিম্।
বিচিত্রকূটং কূটৈশ্চ সর্ব্বতঃ পরিবারিতম্ ॥২৭
শিলাগৃহৈরবততং নানাবৃক্ষসমাবৃতম্।
দদর্শ কপিশার্দূলো রম্যং জগতি পর্ব্বতম্ ॥২৮
দদর্শ চ নগাত্তস্মান্নদীং নিপতিতাং কপিঃ।
অঙ্কাদিব সমুৎপত্য প্রিয়স্য পতিতাং প্রিয়াম্ ॥২৯
জলে নিপতিতাগ্রৈশ্চ পাদপৈরুপশোভিতাম্।
বার্য্যমাণামিব ক্রুদ্ধাং প্রমদাং প্রিয়বন্ধুভিঃ ॥৩০
পুনরাবৃত্ততোয়াঞ্চ দদর্শ স মহাকপিঃ।
প্রসন্নামিব কান্তস্য কান্তাং পুনরুপস্থিতাম্ ॥৩১

তস্যাদূরাৎ স পদ্মিন্যো নানাদ্বিজগণায়ুতাঃ।
দদর্শ কপিশার্দূলো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ॥৩২
কৃত্রিমাং দীর্ঘিকাং চাপি পূর্ণাং শীতেন বারিণা।
মণিপ্রবরসোপানাং মুক্তাসিকতশোভিতাম্ ॥৩৩
বিবিধৈর্ম্মৃগসঙ্ঘৈশ্চ বিচিত্রাং চিত্রকাননাম্।
প্রাসাদৈঃ সুমহদ্ভিশ্চ নির্ম্মিতৈাবিশ্বকর্ম্মণা ॥৩৪
কাননৈঃ কৃত্রিমৈশ্চাপি সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতাম্।
যে কেচিৎ পাদপাস্তত্র পুষ্পোপগফলোপগাঃ ॥৩৫
সচ্ছত্রাঃ সবিতর্দীকাঃ সর্ব্বে সৌবর্ণবেদিকাঃ।
লতাপ্রতানৈর্বহুভিঃ পর্ণৈশ্চ বহুভির্বৃতাম্ ॥৩৬
কাঞ্চনীং শিংশপামেকাং দদর্শ স মহাকপিঃ।
বৃতাং হেমময়ীভিস্তু বেদিকাভিঃ সমন্ততঃ ॥৩৭
সোঽপশ্যদ্ ভূমিভাগাংশ্চ নগপ্রস্রবণানি চ।
সুবর্ণবৃক্ষানপরান্ দদর্শ শিখিসন্নিভান্ ॥৩৮

পাইলেন। সেই বাপী তীরজাত কাঞ্চনময় বৃক্ষসমূহে সুশোভিত, প্রস্ফুটিত পদ্ম, উৎপলবন ও চক্রবাকগণ কর্ত্তৃক বিমণ্ডিত, দাত্যূহ-হংস-সারস প্রভৃতি পক্ষিকুলের কূজনে মুখরিত এবং সুদীর্ঘবৃক্ষরাজিসমাবৃতা অমৃত-তুল্য জলপূর্ণা শুভময়ী নদীসমূহে পরিবেষ্টিত, শতশত অবনত লতাদলে ও সন্তানকুসুমে সমাবৃত, মধ্যে মধ্যে করবীর ও বিবিধ গুল্মে সমাচ্ছাদিত। অনন্তর কপিশ্রেষ্ঠ মেঘতুল্য অত্যুচ্চ শিখরসমন্বিত, বিচিত্র কূট-সমূহে সমলঙ্কৃত, কূটগৃহ ও শিলাগৃহে সুসজ্জিত, চতুর্দ্দিকে নানা জাতীয় বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা সমাবৃত, জগতে পরমরমণীয় এক পর্বত দেখিতে পাইলেন।২১-২৮

প্রিয়তমের অঙ্ক (ক্রোড়) পরিত্যাগ করিয়া (ভূতলে) নিপতিতা প্রণয়িনীর ন্যায় সেই পর্বত হইতে সমুৎপন্ন হইয়া (অধোদেশে) নিপতিতা এক নদী কপিবর দেখিতে লাগিলেন। প্রিয় আত্মীয়গণ যেমন কুপিতা প্রমদাকে (অন্যত্র গমনে) বারণ করে, (তীরজাত) বৃক্ষসমূহের শাখাসকল জলে নিপতিত হইয়া সেইরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। কান্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কান্তা যেমন পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করে, বৃক্ষশাখায় জলরাশি আবর্তিত হওয়ায় নদী যেন (পূর্বস্থানে) ফিরিয়া আসিতেছে। সেই পর্বতের অদূরে নানাজাতীয় বিহগকুল সমাকুলা, পদ্মিনীশোভিতা, শীতলবারিপরিপূর্ণা, মণিময় সোপানশ্রেণীবদ্ধা, মুক্তাময়বালুকাযুক্তা, বিবিধমৃগসঙ্ঘে বিচিত্রিতা ও চিত্র কাননপরিবেষ্টিতা এক কৃত্রিম দীর্ঘিকা কপিশ্রেষ্ঠ পবননন্দনের দৃষ্টি গোচর হইল। ইহার চতুর্দ্দিকে বিশ্বকর্মানির্মিত সুমহতী প্রাসাদমালা ও কৃত্রিম কাননরাজি বিরাজিত। সেই দীঘীর সমীপবর্তী স্থানে সকল বৃক্ষই পুষ্প ও ফলে সমৃদ্ধ, ছত্রাকারে বিস্তৃত এবং (মূলদেশে) আরোহণ সোপানবেদিকার সহিত বেদ্দিকাসমূহে সুশোভিত। অনন্তর মহাকপি বহু লতার কুটিল তন্তু দ্বারা গ্রথিত, বহু পত্র পরিবেষ্টিত ও চতুর্দ্দিকে সুবর্ণময়ী বেদিকা দ্বারা সমাবৃত এক কাঞ্চনময় শিংশপা বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন।২৯-৩৭

তিনি প্রস্রবণ সকল, ভূমিভাগ এবং অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল সুবর্ণবর্ণ অন্যান্য নানাজাতীয় বৃক্ষও দেখিলেন। সুমেরু

তেষাং দ্রুমাণাং প্রভয়া মেরোরিব মহাকপিঃ।
অমন্যত তদা বীরঃ কাঞ্চনোঽস্মীতি সর্ব্বতঃ ॥৩৯

তান্ কাঞ্চনান্ বৃক্ষগণান্ মারুতেন প্রকম্পিতান্।
কিঙ্কিণীশতনির্ঘোষান্ দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাগতম্ ॥৪০

সুপুষ্পিতাগ্রান্ রুচিরাংস্তরুণাঙ্কুরপল্লবান্।
তামারুহ্য মহাবেগঃ শিংশপাং পর্ণসংবৃতাম্ ॥৪১

ইতো দ্রক্ষ্যামি বৈদেহীং রামদর্শনলালসাম্।
ইতশ্চেতশ্চ দুঃখার্তাং সম্পতন্তীং যদৃচ্ছয়া ॥৪২

অশোকবনিকা চেয়ং দৃঢ়ং রম্যা দুরাত্মনঃ।
চন্দনৈশ্চম্পকৈশ্চাপি বকুলৈশ্চ বিভূষিতা ॥৪৩

ইয়ঞ্চ নলিনী রম্যা দ্বিজসঙ্ঘনিষেবিতা।
ইমাং সা রাজমহিষী নূনমেষ্যতি জানকী ॥৪৪

সা রামা রাজমহিষী রাঘবস্য প্রিয়া সতী।
বনসঞ্চারকুশলা ধ্রুবমেষ্যতি জানকী ॥৪৫

অথবা মৃগশাবাক্ষী বনস্যাস্য বিচক্ষণা।
বনমেষ্যতি সাদ্যেহ রামচিন্তানুকর্শিতা ॥৪৬

রামশোকাভিসন্তপ্তা সা দেবী বামলোচনা।
বনবাসরতা নিত্যমেষ্যতে বনচারিণী ॥৪৭

বনেচরাণাং সততং নূনং স্পৃহয়তে পুরা।
রামস্য দয়িতা ভার্য্যা জনকস্য সুতা সতী ॥৪৮

সন্ধ্যাকালমনাঃ শ্যামা ধ্রুবমেষ্যতি জানকী।
নদীং চেমাং শুভজলাং সন্ধ্যার্থে বরবর্ণিনী ॥৪৯

তস্যাশ্চাপ্যনুরূপেয়মশোকবনিকা শুভা।
শুভায়াঃ পার্থিবেন্দ্রস্য পত্নী রামস্য সম্মতা ॥৫০

যদি জীবতি সা দেবী তারাধিপনিভাননা।
আগমিষ্যতি সাবশ্যমিমাং শীতজলাং নদীম্ ॥৫১

এবং তু গত্বা হনুমান্ মহাত্মা
প্রতীক্ষমাণো মনুজেন্দ্রপত্নীম্।
অবেক্ষমাণশ্চ দদর্শ সর্ব্বং
সুপুষ্পিতে পর্ণঘনে নিলীনঃ ॥৫২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ॥

পর্বতের সুবর্ণময় প্রভার ন্যায় সেই বৃক্ষসমূহের প্রভায় মহাবীর হনুমান্ স্বীয় দেহ কাঞ্চনময় বলিয়া মনে করিলেন। পবনপ্রকম্পিত সেই কনকপ্রভ বৃক্ষরাজি শত শত কিঙ্কিনীর শিঞ্জনের ন্যায় শব্দ করিতেছে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সেই সুপুষ্পিতাগ্র, কোমল কিশলয় ও অঙ্কুর প্রভৃতি মনোরম পত্রপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন শিংশপাবৃক্ষে আরোহণ পূর্বক মহাবেগবান্ কপিপ্রবর বলিলেন—রামচন্দ্রের দর্শনলালসা-পরায়ণা বৈদেহী ইতস্ততঃ যদৃচ্ছাক্রমে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যদি এস্থানে আসিয়া থাকেন, তবে আমি এইস্থান হইতে তাঁহাকে দর্শন করিব। চন্দন, চম্পক ও বকুল বিভূষিতা দুরাত্মা রাবণের এই অশোকবনিকা অত্যন্ত রমণীয়া। বিহঙ্গমসঙ্ঘনিষেবিত পদ্মরমণীয় এই স্থানে রাজমহিষী জানকী নিশ্চয়ই আসিতে পারেন। রাজমহিষী নিরন্তর রামপ্রিয়া এবং বনবিচরণে কুশলা; সেই জানকী নিশ্চয়ই এই স্থানে আসিয়াছেন। অথবা মৃগশিশুনয়না রামচিন্তাকাতরা বিচক্ষণা সেই রামা অদ্য এই বনে আসিয়া থাকিবেন। রামের শোকে অত্যন্ত সন্তপ্তা সেই বামলোচনা সীতা বনবাসে ব্যাপৃতা থাকায় (বনপ্রিয়া বলিয়া) বনচারিণী হইয়া নিত্যই এই স্থানে আসিয়া থাকেন। রামের প্রিয়তমা ভার্য্যা জনকরাজনন্দিনী পতিব্রতা সীতা পূর্বে বনচর পশুপক্ষীদের সতত অবস্থান অভিলাষ করিতেন সুতরাং এস্থানে আসিতে পারেন। অথবা বরবর্ণিনী শ্যামা (যৌবনমধ্যস্থা) জানকী সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া এই পবিত্রতোয়া নদীতে সন্ধ্যা উপাসনার জন্য নিশ্চয়ই আসিবেন। তিনি রাজেন্দ্র জনকের কন্যা এবং রামচন্দ্রের অভিমতা পত্নী, অতএব এই শুভা অশোকবনিকা তাঁহার বাসযোগ্যা। যদি সেই শশধরতুল্যবদনা দেবী জীবিতা থাকেন, তবে এই শীতলসলিল নদীতে অবশ্যই আসিবেন। মহাত্মা হনুমান্ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মহারাজ রামচন্দ্রের পত্নীর প্রতীক্ষায় সুপুষ্পিত ও নিবিড় পত্রাচ্ছাদিত শিংশপা বৃক্ষে লুকায়িত থাকিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ।৩৮-৫২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ সর্গঃ

[শিংশপাবৃক্ষাগ্রে অবস্থানপূর্বকং সর্বাসু দিক্ষু চক্ষু র্বিস্তীর্য্য হনুমতা চৈত্যপ্রাসাদস্থিতায়া যথাবর্ণিত-লক্ষণান্বিতায়া সীতায়া দর্শনম্, বিবিধযুক্ত্যা সীতারূপেণ তস্যা এব নিরূপণঞ্চ।]

স বীক্ষমাণস্তত্রস্থো মার্গমাণশ্চ মৈথিলীম্।
অবেক্ষমাণশ্চ মহীং সর্ব্বাং তামন্ববৈক্ষত ॥১
সন্তানকলতাভিশ্চ পাদপৈরুপশোভিতাম্।
দিব্যগন্ধরসোপেতাং সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতাম্ ॥২
তাং স নন্দনসঙ্কাশাং মৃগপক্ষিভিরাবৃতাম্।
হর্ম্যপ্রাসাদসম্বাধাং কোকিলাকুলনিঃস্বনাম্ ॥৩
কাঞ্চনোৎপলপদ্মাভির্বাপীভিরুপশোভিতাম্।
বহ্বাসনকুথোপেতাং বহুভূমিগৃহাযুতাম্ ॥৪
সর্বর্তুকুসুমৈ রম্যৈঃ ফলবদ্ভিশ্চ পাদপৈঃ।
পুষ্পিতানামশোকানাং শ্রিয়া সূর্য্যোদয়প্রভাম্ ॥৫

প্রদীপ্তামিব তত্রস্থো মারুতিঃ সমুদৈক্ষত।
নিষ্পত্রশাখাং বিহগৈঃ ক্রিয়মাণামিবাসকৃৎ ॥৬
বিনিষ্পতদ্ভিঃ শতশশ্চিত্রৈঃ পুষ্পাবতংসকৈঃ।
সমূলপুষ্পরচিতৈরশোকৈঃ শোকনাশনৈঃ ॥৭
পুষ্পভারাতিভারৈশ্চ স্পৃশদ্ভিরিব মেদিনীম্।
কর্ণিকারৈঃ কুসুমিতৈঃ কিংশুকৈশ্চ সুপুষ্পিতৈঃ ॥৮
স দেশঃ প্রভয়া তেষাং প্রদীপ্ত ইব সর্ব্বতঃ।
পুন্নাগাঃ সপ্তপর্ণাশ্চ চম্পকোদ্দালকাস্তথা ॥৯
বিবৃদ্ধমূলা বহবঃ শোভন্তে স্ম সুপুষ্পিতাঃ।
শাতকুম্ভনিভাঃ কেচিৎ কেচিদগ্নিশিখপ্রভাঃ ॥১০

পঞ্চদশ সর্গ

[শিংশপাবৃক্ষাগ্রে অবস্থানপূর্বক সর্বদিকে চক্ষু বিস্তার করিয়া হনুমান্ কর্তৃক চৈত্যপ্রাসাদস্থিতা যথাবর্ণিত লক্ষণাক্রান্তা সীতার দর্শন এবং বিবিধযুক্তি দ্বারা তাঁহাকেই সীতারূপে হনুমানের স্থিরীকরণ।]

সেই (শিংশপাবৃক্ষে) স্থানে অবস্থিত মৈথিলী-দর্শনলিপ্সু হনুমান্ তত্রত্য সমগ্র ভূখণ্ডে বিশেষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পবননন্দন সেই ভূমিকে কল্পতরুলতাবেষ্টিত বৃক্ষসমূহে সুশোভিতা, স্বর্গীয় গন্ধ ও রসসংশ্লিষ্টা, সর্বতোভাবে সমলঙ্কৃতা, মৃগ ও পক্ষিগণ কর্তৃক সমাবৃতা, কোকিলকুলকললাপে মধুরা, নন্দনবনের ন্যায় হর্ম্য ও প্রাসাদ পরিব্যাপ্তা, কাঞ্চনময় উৎপল ও কমলসমাচ্ছন্না বাপী (দীঘী)-সমূহে উপশোভিতা, কুশ, কম্বল প্রভৃতি বহু আসনে সমাস্তীর্ণা, সপ্তাষ্টতলাদি গৃহযুক্তা, সর্বঋতুতে সমুৎপদ্যমান রমণীয় পুষ্পযুক্ত বৃক্ষসমূহে শোভাময়ী এবং প্রস্ফুটিত অশোকপুষ্পের প্রভায় উদয়কালীন সূর্য্যের (রক্তিম) প্রভাচ্ছটায় সমুদ্ভাসিতা দেখিলেন।১-৫

বিবিধ শত শত পক্ষী পুনঃ পুনঃ তদুপরি নিপতিত হওয়ায় এবং পুষ্পভূষণে ভূষিত থাকায় বৃক্ষগুলি যেন শাখা ও পত্রহীন ছিল। মূলদেশ হইতে পুষ্পিত শোকনাশন অশোক পুষ্পসম্ভারভারে অবনত হইয়া মেদিনীকে স্পর্শ করিয়াছে। এই অশোক ও বিকশিত সুপুষ্পিত কর্ণিকার ও পলাশ বৃক্ষসকলের প্রভায় সেই প্রদেশ যেন সর্বতোভাবে প্রদীপ্ত। বিস্তীর্ণমূল শতশত পুন্নাগ, সপ্তবর্ণ, চম্পক ও উদ্দালক বৃক্ষসকল সুপুষ্পিত ও শোভাময়। কাননের সহস্র অশোকের মধ্যে কতকগুলি সুবর্ণবর্ণ, কতকগুলি অগ্নিশিখার প্রভার ন্যায়, কতকগুলি নীলাঞ্জন সদৃশ। এই অশোককানন নন্দনবনের ন্যায় আনন্দজনক ও কুবেরের চৈত্ররথে (উদ্যানে)র ন্যায় বিচিত্র অথবা অচিন্ত্য স্বর্গীয় রমণীয় সুষমায় এতদুভয়কেও অতিক্রম করিয়া পুষ্পরূপ নক্ষত্রমালাশোভিত দ্বিতীয়

নীলাঞ্জননিভাঃ কেচিত্তত্রাশোকাঃ সহস্রশঃ।
নন্দনং বিবুধোদ্যানং চিত্রং চৈত্ররথং যথা ॥১১
অতিবৃত্তমিবাচিন্ত্যং দিব্যং রম্যশ্রিয়াযুতম্।
দ্বিতীয়মিব চাকাশং পুষ্পজ্যোতির্গণাযুতম্ ॥১২
পুষ্পরত্নশতৈশ্চিত্রং পঞ্চমং সাগরং যথা।
সর্ব্বর্তু পুষ্পৈর্নিচিতং পাদপৈর্মধুগন্ধিভিঃ ॥১৩
নানানিনাদৈরুদ্যানং রম্যং মৃগগণ-দ্বিজৈঃ।
অনেকগন্ধপ্রবহং পুণ্যগন্ধং মনোহরম্ ॥১৪
শৈলেন্দ্রমিব গন্ধাঢ্যং দ্বিতীয়ং গন্ধমাদনম্।
অশোকবনিকায়াং তু তস্যাং বানরপুঙ্গবঃ ॥১৫
স দদর্শাবিদূরস্থং চৈত্যপ্রাসাদমূর্জ্জিতাম্।
মধ্যে স্তম্ভসহস্রেণ স্থিতং কৈলাসপাণ্ডুরম্ ॥১৬
প্রবালকৃতসোপানং তপ্তকাঞ্চনবেদিকম্।
মুষ্ণন্তমিব চক্ষূংষি দ্যোতমানমিব শ্রিয়া ॥১৭
নির্ম্মলং প্রাংশুভাবত্বাদুল্লিখন্তমিবাম্বরম্।
ততো মলিনসংবীতাং রাক্ষসীভিঃ সমাবৃতাম্ ॥১৮
উপবাসকৃশাং দীনাং নিঃশ্বসন্তীং পুনঃ পুনঃ।
দদর্শ শুক্লপক্ষাদৌ চন্দ্ররেখামিবামলাম্ ॥১৯
মন্দপ্রখ্যায়মানেন রূপেণ রুচিরপ্রভাম্।
পিনদ্ধাং ধূমজালেন শিখামিব বিভাবসোঃ ॥২০
পীতেনৈকেন সংবীতাং ক্লিষ্টেনোত্তমবাসসা।
সপঙ্কামনলঙ্কারাং বিপদ্মামিব পদ্মিনীম্ ॥২১
পীড়িতাং দুঃখসন্তপ্তাং পরিক্ষীণাং তপস্বিনীম্।
গ্রহেণাঙ্গারকেণেব পীড়িতামিব রোহিণীম্ ॥২২
অশ্রুপূর্ণমুখীং দীনাং কৃশামনশনেন চ।
শোকধ্যানপরাং দীনাং নিত্যং দুঃখপরায়ণাম্ ॥২৩
প্রিয়ং জনমপশ্যন্তীং পশ্যন্তীং রাক্ষসীগণম্।
স্বগণেন মৃগীং হীনাং শ্বগণেনাবৃতামিব ॥২৪
নীলনাগাভয়া বেণ্যা জঘনং গতয়ৈকয়া।
নীলয়া নীরদাপায়ে বনরাজ্যা মহীমিব ॥২৫
সুখার্হাং দুঃখসন্তপ্তাং ব্যসনানামকোবিদাম্।
তাং বিলোক্য বিশালাক্ষীমধিকং মলিনাং কৃশাম্ ॥২৬

আকাশের ন্যায় এবং পুষ্পরূপ রত্নসমূহে চিত্রিত পঞ্চম সাগরের ন্যায় সমুজ্জ্বল।৬-১২

পবননন্দন কপিরাজ সেই অশোকবনের অনতিদূরে সকল ঋতুর মধুগন্ধি পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত, মৃগ ও পক্ষিকুলের বিচিত্র নিনাদে রম্য, নানাপ্রকার পুণ্যগন্ধে মনোহর, দ্বিতীয় গন্ধমাদনের ন্যায় গন্ধাঢ্য, পর্বতরাজ হিমালয়ের ন্যায় অত্যুচ্চ সহস্র সহস্র স্তম্ভের উপরিভাগে বর্ত্তুলাকারে সুবিন্যস্ত এবং কৈলাস শিখরের ন্যায় পাণ্ডুরবর্ণ এক অত্যুচ্চ চৈত্যপ্রাসাদ দেখিতে পাইলেন।১৩-১৬

তাহার সোপানপঙ্‌ক্তি প্রবাল দ্বারা নির্মিত, বেদিকাগুলি তপ্তকাঞ্চনবর্ণসমৃদ্ধ। সৌন্দর্য্যরাশিতে বিদ্যোতিত হইয়া যেন নেত্র হরণ করিয়া লইতেছে। সুনির্মল প্রভায় অত্যুচ্চরূপে উদ্ভাসিত হইয়া যেন গগন স্পর্শ করিতেছে।১৭

চৈত্যপ্রাসাদদর্শনানন্তর মলিনবস্ত্রে সমাচ্ছাদিতশরীরা, রাক্ষসীসমূহে পরিবৃতা, উপবাসে কৃশা, শোচনীয় দশাপ্রাপ্তা, পুনঃ পুনঃ নিশ্বাসত্যাগ কারিণী, শুক্লপক্ষীয় প্রতিপৎ চন্দ্ররেখার ন্যায় (ক্ষীণ হইলেও) নিষ্কলঙ্কা, ধূমজালসমাচ্ছন্না অগ্নিশিখার ন্যায় কথঞ্চিৎ প্রত্যভিজ্ঞায়মানা, জীর্ণ পীতবর্ণ একমাত্র উত্তম বস্ত্র পরিহিতা, মলিনবেশা, কমলবিরহিতা কমলিনী (সরসী)র ন্যায়, অলঙ্কারশূন্যা অঙ্গারক তুল্য কেতুগ্রহের দ্বারা নিপীড়িতা রোহিণীর ন্যায় নিপীড়িতা, অত্যন্ত দুঃখ সন্তপ্তা, পরিক্ষীণা, অশ্রুপূর্ণমুখী, দীনা, অনশনে (অভোজনে) কৃশা, শোকচিন্তায় নিয়ত দুঃখপরায়ণা, কুক্কুর পরিবৃতা স্বজনবিরহিতা হরিণীর ন্যায় প্রিয় জনকে দেখিতে না পাইয়া কেবল রাক্ষসীগণের প্রতি দত্তকাতরনয়না, বর্ষাকাল গত হইলে নীলবর্ণবনরাজি শোভিতা ধরণীর ন্যায়, নীলভুজঙ্গীর ন্যায় জঘন বিলম্বিনী, একবেণীধারিণী ; দুঃখযোগ্যা, অবিজ্ঞাতদুঃখা (চিরকাল সুখে পালিতা হওয়ায় দুঃখবিষয়ে জ্ঞানহীনা),

তর্কয়ামাস সীতেতি কারণৈরুপপাদিভিঃ।
হ্রিয়মাণা তদা তেন রক্ষসা কামরূপিণা ॥২৭
যথারূপা হি দৃষ্টা সা তথারূপেয়মঙ্গনা।
পূর্ণচন্দ্রাননাং সুভ্রুং চারুবৃত্তপয়োধরাম্ ॥২৮
কুর্ব্বন্তীং প্রভয়া দেবীং সর্ব্বা বিতিমিরা দিশঃ।
তাং নীলকণ্ঠীং বিম্বোষ্ঠীং সুমধ্যাং সুপ্রতিষ্ঠিতাম্ ॥২৯
সীতাং পদ্মপলাশাক্ষীং মন্মথস্য রতিং যথা।
ইষ্টাং সর্ব্বস্য জগতঃ পূর্ণচন্দ্রপ্রভামিব ॥৩০
ভূমৌ সুতনুমাসীনাং নিয়তামিব তাপসীম্।
নিঃশ্বাসবহুলাং ভীরুং ভুজগেন্দ্রবধূমিব ॥৩১
শোকজালেন মহতা বিততেন ন রাজতীম্।
সংসক্তাং ধূমজালেন শিখামিব বিভাবসোঃ ॥৩২
তাং স্মৃতীমিব সন্দিগ্ধামৃদ্ধিং নিপতিতামিব।
বিহতামিব চ শ্রদ্ধামাশাং প্রতিহতামিব ॥৩৩
সোপসর্গাং যথা সিদ্ধিং বুদ্ধিং সকলুষামিব।
অভূতেনাপবাদেন কীর্ত্তিং নিপতিতামিব ॥৩৪
রামোপরোধব্যথিতাং রক্ষোগণনিপীড়িতাম্।
অবলাং মৃগশাবাক্ষীং বীক্ষমাণাং ততস্ততঃ ॥৩৫
বাষ্পাম্বুপরিপূর্ণেন কৃষ্ণবক্রাক্ষিপক্ষ্মণা।
বদনেনাপ্রসন্নেন নিঃশ্বসন্তীং পুনঃ পুনঃ ॥৩৬
মলপঙ্কধরাং দীনাং মণ্ডনার্হামমণ্ডিতাম্।
প্রভাং নক্ষত্ররাজস্য কালমেঘৈরিবাবৃতাম্ ॥৩৭
তস্য সন্দিদিহে বুদ্ধিস্তথা সীতাং নিরীক্ষ্য চ।
আম্নায়ানামযোগেন বিদ্যাং প্রশিথিলামিব ॥৩৮
দুঃখেন বুবুধে সীতাং হনুমাননলঙ্কৃতাম্।
সংস্কারেণ যথা হীনাং বাচমর্থান্তরং গতাম্ ॥৩৯
তাং সমীক্ষ্য বিশালাক্ষীং রাজপুত্রীমনিন্দিতাম্।
তর্কয়ামাস সীতেতি কারণৈরুপপাদয়ন্ ॥৪০

বিশালাক্ষী, অত্যন্ত শোকমলিনা ও কৃশাকে উৎপন্ন লক্ষণসমূহের দ্বারা সীতা বলিয়াই একরূপ মনে মনে নিশ্চয় করিলেন।১৮-২৬

সেই কামরূপী নিশাচর হরণ করিয়া আনার সময় ইঁহার যেরূপ বেশভূষাদি দেখা গিয়াছিল, এই অঙ্গনা (লক্ষণাদি দ্বারা) সেইরূপ বলিয়াই মনে হইতেছে! পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর বদনমণ্ডলা, সুভ্রূ, মনোজ্ঞ ও বর্ত্তুলপয়োধরা দেবীর দেহলাবণ্যে দশদিক্ সমুদ্ভাসিত। এই সীতা কামদেবের রতির ন্যায় (কণ্ঠস্থিত নীলকান্তমণিহারের প্রভায়) নীলকণ্ঠী, বিম্বফলের ন্যায় রক্তিম-ওষ্ঠযুক্তা, ক্ষীণমধ্যা, (সমুদয় অঙ্গ যথাযথভাবে) সুপ্রতিষ্ঠিতা সর্বাবয়বা এবং পদ্মপলাশনয়না পূর্ণচন্দ্রের প্রভার ন্যায় সমগ্র জগতের পূজনীয়া। ব্রতচারিণী তাপসীর ন্যায় সুতনু ভূমিতে উপবিষ্টা হইয়া ভয়বিহ্বলা সর্পরাজবধূর ন্যায় মুহুর্মুহুঃ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। ধূমজালসমাচ্ছন্না অগ্নির ন্যায়, সন্দেহমলিনা স্মৃতির ন্যায়, অন্যায়ভাবে অপহৃতা ঐশ্বর্য্যের ন্যায়, নাস্তিক্য বুদ্ধিদ্বারা অনাদৃতা শ্রদ্ধার ন্যায়, বাঞ্ছিত বস্তুর অপ্রাপ্তিনিবন্ধন নিষ্ফল আশা (আকাঙ্ক্ষা)র ন্যায়, প্রতিবন্ধকবহুলা সিদ্ধির ন্যায়; (রাগদ্বেষাদি) কলুষিতা বুদ্ধির ন্যায় এবং মিথ্যা ও অপবাদ-দূষিতা কীর্তির ন্যায় সুবিস্তীর্ণ সুমহৎ শোকজালে সমাবৃতা সীতা তাদৃশ শোভমানা নহেন। রামসেবা-প্রতিবন্ধে ব্যথিতা, রাক্ষসগণ কর্তৃক নিপীড়িতা, চকিত মৃগশিশুনয়না ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপচঞ্চলা, চক্ষুর্জল পরিপূর্ণ ও কৃষ্ণকুটিলনেত্ররোমযুক্ত বিষণ্ণবদনে বারংবার নিঃশ্বাস-ত্যাগিনী, (স্নানাদি না থাকায়) গাত্রমলে মলিন-কলেবরা, দীনা, ভূষণপরিধানযোগ্যা হইয়াও অনলঙ্কৃতা, কৃষ্ণমেঘসমাচ্ছন্না নক্ষত্র রাজচন্দ্র প্রভার সদৃশা, অভ্যাসাভাবে শিথিলীভূতা বিদ্যার ন্যায় সীতাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার বুদ্ধি (ইনি সীতা কিনা) সন্দেহযুক্তা হইল।২৭-৩৮

হনুমান্ সীতাকে অনলঙ্কৃতা এবং যথোচিত স্নানাদি সংস্কারবিহীনা দেখিয়া ব্যাকরণসংস্কারশূন্য যথোচিত অর্থের বিপরীতার্থবোধক বাক্যের ন্যায় অতিকষ্টে জানিতে পারিলেন।৩৯

অনিন্দ্যরূপা বিশালনয়না রাজপুত্রীকে দর্শন করিয়া

বৈদেহ্যা যানি চাঙ্গেষু তদা রামোঽন্বকীর্তয়ৎ।
তান্যাভরণজালানি গাত্রশোভীন্যলক্ষয়ৎ ॥৪১

সুকৃতৌ কর্ণবেষ্টৌ চ শ্বদংষ্ট্রৌ চ সুসংস্থিতৌ।
মণিবিদ্রুমচিত্রাণি হস্তেষ্বাভরণানি চ ॥৪২

শ্যামানি চিরযুক্তত্বাত্তথা সংস্থানবন্তি চ।
তান্যেবৈতানি মন্যেঽহং যানি রামোঽন্বকীর্তয়ৎ ॥৪৩

তত্র যান্যবহীনানি তান্যহং নোপলক্ষয়ে।
যান্যস্যা নাবহীনানি তানীমানি ন সংশয়ঃ ॥৪৪

পীতং কনকপট্টাভং স্রস্তং তদ্বসনং শুভম্।
উত্তরীয়ং নগাসক্তং তদা দৃষ্টং প্লবঙ্গমৈঃ ॥৪৫

ভূষণানি চ মুখ্যানি দৃষ্টানি ধরণীতলে।
অনয়ৈবাপবিদ্ধানি স্বনবন্তি মহান্তি চ ॥৪৬

ইদং চিরগৃহীতত্বাদ্ বসনং ক্লিষ্টবত্তরম্।
তথাপ্যনূনং তদ্বর্ণং তথা শ্রীমদ্‌যথেতরৎ ॥৪৭

ইয়ং কনকবর্ণাঙ্গী রামস্য মহিষী প্রিয়া।
প্রণষ্টাপি সতী যস্য মনসো ন প্রণশ্যতি ॥৪৮

ইয়ং সা যৎকৃতে রামশ্চতুর্ভিরিহ তপ্যতে।
কারুণ্যেনানৃশংস্যেন শোকেন মদনেন চ ॥৪৯

স্ত্রী প্রনষ্টেতি কারুণ্যাদাশ্রিতেত্যানৃশংস্যতঃ।
পত্নী নষ্টেতি শোকেন প্রিয়েতি মদনেন চ ॥৫০

অস্যা দেব্যা যথারূপমঙ্গপ্রত্যঙ্গসৌষ্ঠবম্।
রামস্য চ যথারূপং তস্যেয়মসিতেক্ষণা ॥৫১

অস্যা দেব্যা মনস্তস্মিংস্তস্য চাস্যাং প্রতিষ্ঠিতম্।
তেনেয়ং স চ ধর্মাত্মা মুহূর্তমপি জীবতি ॥৫২

বিবিধ হেতুদ্বারা তিনি (হনুমান্) তাঁহাকেই সীতা বলিয়া অনুমান করিলেন।৪০

(হনুমানের সীতা অন্বেষণের জন্য) আগমনসময়ে রামচন্দ্র বৈদেহীর গাত্রে যে সকল অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেইসকল গাত্রশোভাকারী আভরণ তিনি সীতার অঙ্গে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইলেন। এই যে কর্ণযুগলে সুঘটিত কুণ্ডলদ্বয়, এই যে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত কুকুরের দংষ্ট্রায় ত্রিকর্ণক শ্বদংষ্ট্র নামক কর্ণাভরণ-বিশেষ, এই যে হস্তস্থিত মণিপ্রবালখচিত, দীর্ঘকাল সংস্কারাভাবে শ্যামলতাপ্রাপ্ত আভরণগুলি দেখা যাইতেছে, আমার মনে হয় রাম যে সকল আভরণের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই এই সমস্ত আভরণ। রামের আজ্ঞপ্ত আভরণের মধ্যে যাহা (ঋষ্যমুকপর্বতে) পড়িয়া গিয়াছে, সেইগুলি আমি দেখিতে পাইতেছি না। যেগুলি পতিত হয় নাই, এইগুলি সেই আভরণ—সন্দেহ নাই। সুবর্ণপট্টের ন্যায় প্রদীপ্ত পীতবর্ণ যে সুন্দর উত্তরীয় বস্ত্র স্খলিত হইয়া পর্বতে পতিত হইয়াছিল, তাহা তৎকালে (সুগ্রীবাদি) সকল বানরই দর্শন করিয়াছিল।

ইহা (সীতা) কর্তৃক পরিত্যক্ত যে সকল মহামূল্য শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ধরণীপৃষ্ঠে নিপতিত হইয়া ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহাও তাহারা দেখিয়াছে। এই পরিধেয় বস্ত্র (উত্তরীয়) খণ্ডের অপেক্ষা ইহা বর্ণে ন্যূনতা প্রাপ্ত হয় নাই। নিরুদ্দিষ্ট হইয়াও যিনি রামের মন হইতে নিরুদ্দিষ্টা হইতে পারেন নাই, সেই এই সুবর্ণবর্ণাঙ্গী রামের প্রিয়া মহিষী। যাহার জন্য রাম কারুণ্য, আনৃশংস্য; শোক ও কাম—এই চতুষ্টয় দ্বারা সন্তপ্ত হইতেছেন—ইনিই সেই। স্ত্রী অপহৃতা—(আপৎকালে রক্ষা করিতে পারেন নাই) এই জন্য কারুণ্য, আশ্রিত ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পারিলেন না—তাই দয়া, পত্নীর উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না, তাই শোক এবং প্রিয়তমা বলিয়া মদন তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছে। এই দেবীর যে রূপলাবণ্য ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব, আর রামেরও ত সেই প্রকার রূপচ্ছটা; তাহাতে মনে হয়—এই অসিত-নয়নাই রামের মহিষী। এই দেবীর মন তাঁহাতে ও রামের মন এই দেবীতে নিহিত—সেইজন্যই ইনিও সেই ধর্মাত্মা রাম জীবিত রহিয়াছেন। ইঁহার বিরহে প্রভু

দুষ্করং কৃতবান্ রামো হীনো যদনয়া প্রভুঃ।
ধারয়ত্যাত্মনো দেহং ন শোকেনাবসীদতি ॥৫৩

[দুষ্করং কুরুতে রামো য ইমাং মত্তকাশিনীম্।
সীতাং বিনা মহাবাহুর্মুহূর্তমপি জীবতি ॥]

রাম যে শোকেও প্রাণধারণ করিয়া রহিয়াছেন, ইহা অতি দুষ্কর কর্ম—সন্দেহ নাই। (এই মত্তকাশিনী সীতার বিরহে মহাবাহু রাম যে মুহূর্তকালও জীবিত রহিয়াছেন—তাহা অতি দুষ্কর কর্ম) এই প্রকারে

এবং সীতাং তথা দৃষ্ট্বা হৃষ্টঃ পবনসম্ভবঃ।
জগাম মনসা রামং প্রশশংস চ তং প্রভুম্ ॥৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥

গুণবতী সীতাকে সেই স্থানে দেখিয়া সন্তুষ্ট পবননন্দন মনে মনে রামসন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং প্রভুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।৪১-৫৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শঃ সর্গঃ

[সীতায়াঃ শুভশীল-লক্ষণাদীনি প্রশস্য তস্যা এতাদৃশীং দুরবস্থাঞ্চ বীক্ষ্য হনুমতঃ শোকঃ।]

প্রশস্য তু প্রশস্তব্যাং সীতাং তাং হরিপুঙ্গবঃ।
গুণাভিরামং রামঞ্চ পুনশ্চিন্তাপরোঽভবৎ ॥১
স মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ।
সীতামাশ্রিত্য তেজস্বী হনুমান্ বিললাপ হ ॥২
মান্যা গুরুবিনীতস্য লক্ষ্মণস্য গুরুপ্রিয়া।
যদি সীতা হি দুঃখার্তা কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥৩

রামস্য ব্যবসায়জ্ঞা লক্ষ্মণস্য চ ধীমতঃ।
নাত্যর্থং ক্ষুভ্যতে দেবী গঙ্গেব জলদাগমে ॥৪
তুল্যশীল-বয়োবৃত্তাং তুল্যাভিজনলক্ষণাম্।
রাঘবোঽর্হতি বৈদেহীং তং চেয়মসিতেক্ষণা ॥৫
তাং দৃষ্ট্বা নবহেমাভাং লোককান্তামিব শ্রিয়ম্।
জগাম মনসা রামং বচনং চেদমব্রবীৎ ॥৬

ষোড়শ সর্গ

[সীতার শুভশীল-লক্ষণাদির প্রশংসা পূর্বক তাঁহার এই প্রকার দুরবস্থা দর্শনে হনুমানের শোক প্রকাশ।]

তেজস্বী হরিশ্রেষ্ঠ প্রশংসনীয়া সীতা ও গুণাভিরাম রামের গুণকীর্তন পূর্বক পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়াই অশ্রুপর্য্যাকুলনেত্রে সীতার উদ্দেশ্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন। গুরুগণের সুশিক্ষার গুণে বিনীত লক্ষ্মণের সম্মাননীয়া গুরুপত্নী হইয়াও যে সীতা দুঃখে নিপীড়িতা হইতেছেন, তাহাতে মনে হয়—কালকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। দেবী বুদ্ধিমান্ রাম ও লক্ষ্মণের বিক্রম জানেন বলিয়া বর্ষাকালের (প্রয়াগস্থা) গঙ্গার ন্যায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধা হন্

অস্যা হেতোর্বিশালাক্ষ্যা হতো বালী মহাবলঃ।
রাবণপ্রতিমো বীর্য্যে কবন্ধশ্চ নিপাতিতঃ ॥৭
বিরাধশ্চ হতঃ সংখ্যে রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ।
বনে রামেণ বিক্রম্য মহেন্দ্রেণেব শম্বরঃ ॥৮
চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্ম্মণাম্।
নিহতানি জনস্থানে শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ ॥৯
খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে ত্রিশিরাশ্চ নিপাতিতঃ।
দূষণশ্চ মহাতেজা রামেণ বিদিতাত্মনা ॥১০
ঐশ্বর্য্যং বানরাণাঞ্চ দুর্লভং বালিপালিতম্।
অস্যা নিমিত্তে সুগ্রীবঃ প্রাপ্তবাঁল্লোকবিশ্রুতঃ ॥১১
সাগরশ্চ ময়াক্রান্তঃ শ্রীমান্নদ-নদীপতিঃ।
অস্যা হেতোর্বিশালাক্ষ্যাঃ পুরী চেয়ং নিরীক্ষিতা ॥১২
যদি রামঃ সমুদ্রান্তাং মেদিনীং পরিবর্তয়েৎ।
অস্যাঃ কৃতে জগচ্চাপি যুক্তমিত্যেব মে মতিঃ ॥১৩
রাজ্যং বা ত্রিষু লোকেষু সীতা বা জনকাত্মজা।
ত্রৈলোক্যরাজ্যং সকলং সীতায়া নাপ্নুয়াৎ কলাম্ ॥১৪

ইয়ং সা ধর্ম্মশীলস্য জনকস্য মহাত্মনঃ।
সুতা মৈথিলরাজস্য সীতা ভর্তৃদৃঢ়ব্রতা ॥১৫
উত্থিতা মেদিনীং ভিত্ত্বা ক্ষেত্রে হলমুখক্ষতে।
পদ্মরেণুনিভৈঃ কীর্ণা শুভৈঃ কেদারপাংসুভিঃ ॥১৬
বিক্রান্তস্যার্য্যশীলস্য সংযুগেষ্বনিবর্তিনঃ।
স্নুষা দশরথস্যৈষা জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞো যশস্বিনী ॥১৭
ধর্ম্মজ্ঞস্য কৃতজ্ঞস্য রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
ইয়ং সা দয়িতা ভার্য্যা রাক্ষসীবশমাগতা ॥১৮
সর্ব্বান্ ভোগান্ পরিত্যজ্য ভর্তৃস্নেহবলাৎ কৃতা।
অচিন্তয়িত্বা কষ্টানি প্রবিষ্টা নির্জনং বনম্ ॥১৯
সন্তুষ্টা ফলমূলেন ভর্তৃশুশ্রূষণাপরা।
যা পরাং ভজতে প্রীতিং বনেঽপি ভবনে যথা ॥২০
সেয়ং কনকবর্ণাঙ্গী নিত্যং সুস্মিতভাষিণী।
সহতে যাতনামেতামনর্থানামভাগিনী ॥২১
ইমাং তু শীলসম্পন্নাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি রাঘবঃ।
রাবণেন প্রমথিতাং প্রপামিব পিপাসিতঃ ॥২২

নাই। অসিত (কৃষ্ণ)-নয়না সীতা ও রামের স্বভাব, বয়স, চরিত্র, বংশমর্য্যাদা ও (শুভ) লক্ষণ—এইরূপ বলিয়া সীতাই রামের যোগ্যা এবং রামও সীতার যোগ্য।১-৫

হনুমান্ লক্ষ্মীর ন্যায় অখিললোককমনীয়া তরুণী স্বর্ণবর্ণা সেই সীতাকে দর্শন করিয়া রামচন্দ্রকে মনে মনে ধ্যান করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—এই বিশাল-নয়না সীতার জন্য মহাবল বালী নিহত, রাবণের তুল্য বীর্য্যবান্ কবন্ধ পাতিত এবং ইন্দ্র কর্ত্তৃক শম্বরাসুর বধের ন্যায় ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী বিরাধরাক্ষসও যুদ্ধে পরাক্রম প্রদর্শন পূর্বক রাম কর্ত্তৃক হত হইয়াছে। (ইঁহার জন্যই) আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাতেজস্বী রাম কর্ত্তৃক জনস্থানে বহ্নিশিখার ন্যায় শরজালে ভীমকর্মা চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষস নিহত এবং খর, দূষণ ও ত্রিশিরা যুদ্ধে হত হইয়াছে। ইঁহার নিমিত্তই ভুবনবিখ্যাত সুগ্রীব বালিপালিত দুর্লভ বানররাজের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বিশালাক্ষীর জন্যই আমি নদ ও নদীর পতি শোভাময় সাগর লঙ্ঘন এবং এই লঙ্কাপুরী দর্শন করিয়াছি। ইহার জন্য রাম যদি সমুদ্র পর্য্যন্ত মেদিনী এবং বিশ্বজগৎও যদি বিপর্য্যস্ত (ওলট-পালট) করিয়া ফেলেন, তবে তাহাও যুক্তিযুক্ত হইবে বলিয়া আমার মনে হয়। ত্রিলোকের রাজ্য এবং জনকনন্দিনী সীতা,—ইহাদের মধ্যে সমগ্র ত্রৈলোক্যরাজ্য সীতার ষোড়শভাগের একভাগেরও তুল্য হইবে না। ইনি মিথিলাধিপতি ধর্মশীল মহাত্মা জনকের দুহিতা, দৃঢ় পতিব্রতা, পদ্মরেণু সদৃশ পবিত্র যজ্ঞভূমির ধূলিতে সমাচ্ছন্না হইয়া হলমুখে বিদারিত ক্ষেত্র হইতে ভূমিভেদ করিয়া উত্থিতা হইয়াছিলেন। ইনি আর্য্যচরিত্র, অপ্রতিহত পরাক্রমশালী, সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ এবং সেই ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও আত্মজ্ঞ রামের দয়িতা ভার্য্যা রাক্ষসীগণের বশবর্তিনী হইয়াছেন।৬-১৮

ইনি পতিস্নেহপাশে আবদ্ধা হইয়া সর্বভোগ পরিত্যাগ পূর্বক কোন কষ্ট চিন্তা না করিয়াই নির্জন বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং পতিশুশ্রূষাপরায়ণা

অস্যা নূনং পুনর্লাভাদ্ রাঘবঃ প্রীতিমেষ্যতি।
রাজা রাজ্যপরিভ্রষ্টঃ পুনঃ প্রাপ্যেব মেদিনীম্ ॥২৩
কামভোগৈঃ পরিত্যক্তা হীনা বন্ধুজনেন চ।
ধারয়ত্যাত্মনো দেহং তৎসমাগমকাঙ্ক্ষিণী ॥২৪
নৈষা পশ্যতি রাক্ষস্যো নেমান্ পুষ্প-ফল-দ্রুমান্।
একস্থহৃদয়া নূনং রামমেবানুপশ্যতি ॥২৫
ভর্তা নাম পরং নার্য্যাঃ শোভনং ভূষণাদপি।
এষা হি রহিতা তেন শোভনার্হা ন শোভতে ॥২৬
দুষ্করং কুরুতে রামো হীনো যদনয়া প্রভুঃ।
ধারয়ত্যাত্মনো দেহং ন দুঃখেনাবসীদতি ॥২৭
ইমামসিতকেশান্তাং শতপত্রনিভেক্ষণাম্।
সুখার্হাং দুঃখিতাং জ্ঞাত্বা মমাপি ব্যথিতং মনঃ ॥২৮
ক্ষিতিক্ষমা পুষ্করসন্নিভেক্ষণা
যা রক্ষিতা রাঘব-লক্ষ্মণাভ্যাম্।
সা রাক্ষসীভির্বিকৃতেক্ষণাভিঃ
সংরক্ষ্যতে সম্প্রতিবৃক্ষমূলে ॥২৯
হিমহতনলিনীব নষ্টশোভা
ব্যসনপরম্পরয়া নিপীড্যমানা।
সহচররহিতেব চক্রবাকী
জনকসুতা কৃপণাং দশাং প্রপন্না ॥৩০
অস্যা হি পুষ্পাবনতাগ্রশাখাঃ
শোকং দৃঢ়ং বৈ জনয়ন্ত্যশোকাঃ।
হিমব্যপায়েন চ শীতরশ্মি-
রভ্যুত্থিতো নৈকসহস্ররশ্মিঃ ॥৩১
ইত্যেবমর্থং কপিরন্ববেক্ষ্য
সীতেয়মিত্যেব তু জাতবুদ্ধিঃ।
সংশ্রিত্য তস্মিন্নিষসাদ বৃক্ষে
বলী হরীণামৃষভস্তরস্বী ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ ॥

হইয়া ফলমূলাহারে সন্তুষ্টা থাকিয়া বনেও ভবনের ন্যায় পরমা প্রীতি অনুভব করিতেছিলেন।১৯-২০

যিনি নিত্য ঈষৎ হাস্যমুখে কথা বলিতেন, বিপদ্ বলিয়া যিনি কিছু জানিতেন না, সেই কনকবর্ণাঙ্গী সীতা এখন এই অসহনীয় যাতনা সহ্য করিতেছেন। পিপাসু ব্যক্তির পক্ষে পানীয়শালার ন্যায় রামও রাবণনিপীড়িতা অথচ চারিত্র্যসম্পন্না এই সীতাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। নষ্টরাজ্যের পুনঃ প্রাপ্তি ঘটিলে নরপতি যেরূপ আনন্দিত হন, ইঁহার পুনর্লাভে রাঘব নিশ্চয়ই সেইরূপ প্রীতিলাভ করিবেন। কামভোগে বঞ্চিতা বন্ধুজনবিরহিতা হইয়া ইনি রামের সমাগম আকাঙ্ক্ষায় স্বীয়দেহ ধারণ করিতেছেন। ইনি এই সকল রাক্ষসীগণকে এবং এই সমস্ত পুষ্পফলসমন্বিত তরুরাজিকে দর্শন করিতেছেন না, একান্তচিত্তে কেবল রামকেই চিন্তা করিতেছেন। অন্য ভূষণ অপেক্ষা নারীগণের পক্ষে ভর্তাই পরম শোভা বর্ধক। রামবিরহিতা সীতা সুশোভনা হইলেও ভর্তৃবিরহিতা হওয়ায় শোভা প্রাপ্ত হইতেছেন না। প্রভু রাম যে ইঁহার বিরহশোকে অবসন্ন না হইয়া প্রাণ ধারণ করিতেছেন, ইহাতে তিনি অতি দুষ্কর কর্ম করিতেছেন। অগ্রভাগ পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণকেশা, পদ্মপলাশনয়না এবং সুখোচিতা সীতাকে দুঃখিতা জানিয়া আমারও মন ব্যথিত হইতেছে। পৃথিবীর ন্যায় ধৈর্য্যশালিনী পদ্মনয়না যে সীতাকে রাম ও লক্ষ্মণ রক্ষা করিতেন, সেই সীতা এখন বিকৃতনয়না রাক্ষসীগণ কর্তৃক বৃক্ষমূলে রক্ষিতা হইতেছেন। বিপৎপরম্পরায় নিপীড়িতা জনকদুহিতা হিমহতা নলিনীর ন্যায় ও সহচর-রহিতা চক্রবাকীর ন্যায় নষ্টশোভা হইয়া শোচনীয় দশাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। পুষ্পভারাবনত অশোক তরুরাজির অগ্রশাখা ও বসন্তের প্রাদুর্ভাবে প্রকাশিত অনেকসহস্রকিরণ চন্দ্র ইঁহার সমধিক শোক উৎপাদন করিতেছে। হরিশ্রেষ্ঠ তেজস্বী বলবান্ হনুমান্ এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইঁহাকেই সীতা নিশ্চয় পূর্বক সেই বৃক্ষেই অবস্থান করিলেন।২১-৩২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশঃ সর্গঃ

[ভগবতি চন্দ্রে আকাশমধ্যভাগোপনীতে সতি ভয়ঙ্কর-বিকৃতানন-রাক্ষসীভিঃ পরিবেষ্টিতাং জানকীং দৃষ্ট্বা হর্ষবিস্ফুরিতনেত্রস্য হনূমতো মনসা রাম-লক্ষ্মণাভিবাদনম্, শিংশপাবৃক্ষাগ্রভাগে সংবৃতেনাবস্থানঞ্চ।]

ততঃ কুমুদখণ্ডাভো নির্মলং নির্মলোদয়ঃ।
প্রজগাম নভশ্চন্দ্রো হংসো নীলমিবোদকম্ ॥১
শচিব্যমিব কুবন্ ন প্রভয়া নির্ম্মলপ্রভঃ।
চন্দ্রমা রশ্মিভিঃ শীতৈঃ সিষেবে পবনাত্মজম্ ॥২
স দদর্শ ততঃ সীতাং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।
শোকভারৈরিব ন্যস্তাং ভারৈর্নাবমিবাম্ভসি ॥৩
দিদৃক্ষমাণো বৈদেহীং হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
স দদর্শাবিদূরস্থা রাক্ষসীর্ঘোরদর্শনাঃ ॥৪
একাক্ষীমেককর্ণাঞ্চ কর্ণপ্রাবরণাং তথা।
অকর্ণাং শঙ্কুকর্ণাঞ্চ মস্তকোচ্ছ্বাসনাসিকাম্ ॥৫
অতিকায়োত্তমাঙ্গীঞ্চ তনুদীর্ঘশিরোধরাম্।
ধ্বস্তকেশীং তথাকেশীং কেশকম্বলধারিণীম্ ॥৬
লম্বকর্ণললাটাঞ্চ লম্বোদরপয়োধরাম্।
লম্বোষ্ঠীং চিবুকোষ্ঠীঞ্চ লম্বাস্যাং লম্বজানুকাম্ ।৭
হ্রস্বাং দীর্ঘাঞ্চ কুব্জাঞ্চ বিকটাং বামনাং তথা।
করালাং ভুগ্নবক্রাঞ্চ পিঙ্গাক্ষীং বিকৃতাননাম্ ॥৮
বিকৃতাঃ পিঙ্গলাঃ কালীঃ ক্রোধনাঃ কলহপ্রিয়াঃ।
কালায়স-মহাশূল-কূট-মুদ্গরধারিণীঃ ॥৯
বরাহ-মৃগ-শার্দূল-মহিষাজ-শিবামুখাঃ।
গজোষ্ট্র-হয়পাদাশ্চ নিখাতশিরসোঽপরাঃ ॥১০

সপ্তদশ সর্গ

[ভগবান্ চন্দ্র আকাশের মধ্যভাগে উপনীত হইলে ভয়ঙ্কর বিকৃতাননা রাক্ষসীগণ কর্তৃক জানকীকে পরিবেষ্টিত দেখিয়া হর্ষবিস্ফুরিত নেত্রে হনুমান্ কর্তৃক মনে মনে রাম ও লক্ষ্মণকে অভিবাদন এবং শিংশপাবৃক্ষের অগ্রভাবে গোপনে অবস্থান।]

অনন্তর (সেই দিবস অতীত হইলে) নীলনীর-বিহারী হংসের ন্যায় কুমুদরাশি সদৃশ শুভ্রবর্ণ নির্মলোদিত চন্দ্র ধীরে ধীরে নির্মল গগনমণ্ডলের (সমধিক) ঊর্ধ্বভাগে গমন করিতে লাগিলেন। সেই সুনির্মলকান্তি নিশাপতি স্বীয় প্রভায় (দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া) তাহার সহায়তা করার জন্যই যেন স্নিগ্ধ কিরণরাশি দ্বারা পবননন্দনের সেবা করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি সলিলমধ্যে ভারাক্রান্তা নিমজ্জমানা নৌকার ন্যায় পূর্ণচন্দ্রতুল্যবদনা সীতাকে শোকসাগরে নিমগ্না দেখিতে পাইলেন। মারুতাত্মজ হনুমান্ সেই সীতাকে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিতে করিতে দূরদেশে বিকটাকৃতি রাক্ষসীগণকে অবস্থিত থাকিতে দেখিলেন। তাহাদের কাহারও এক চক্ষু, কাহারও এক কর্ণ, কাহারও মস্তক আচ্ছাদনকারী কর্ণ, কাহারও বা কর্ণ নাই, কাহার শঙ্কুর ন্যায় কর্ণ, কাহারও ললাট পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ কর্ণ, কাহারও মস্তকের উপর ঊর্ধ্বমুখ নাসিকা, কাহারও দেহের উত্তরার্ধ সুদীর্ঘ, কাহারও গ্রীবা কৃশ অথচ দীর্ঘ, কাহারও কেশ বিধ্বস্ত, কাহারও বা কেশ নাই, কাহারও কম্বলের মত কেশ, কেহ লম্বস্তনী, কাহারও উদর লম্বমান, কাহারও ওষ্ঠ লম্বমান, কাহারও চিবুকে ওষ্ঠ, কেহ লম্বমানবদনা, কেহ দীর্ঘজানু। কেহ খর্বকায়া, কেহ দীর্ঘকায়া, কেহ কুব্জা, কেহ বিকটাকারা, কেহ বামনাকৃতি, কেহ বিকৃতশরীরা, কেহ ভগ্নমুখী, কেহ পিঙ্গাক্ষী, কেহ বিকৃতমুখী, কেহ পিঙ্গলবর্ণা, কেহ কৃষ্ণবর্ণা, কেহ

একহস্তৈকপাদাশ্চ খরকর্ণ্যশ্বকর্ণিকাঃ।
গোকর্ণীর্হস্তিকর্ণীশ্চ হরিকর্ণীস্তথাপরাঃ ॥১১
অতিনাসাশ্চ কাশ্চিচ্চ তির্য্যঙ্নাসা অনাসিকাঃ।
গজসন্নিভনাসাশ্চ ললাটোচ্ছ্বাসনাসিকাঃ ॥১২
হস্তিপাদা মহাপাদা গোপাদাঃ পাদচুলিকাঃ।
অতিমাত্রশিরোগ্রীবা অতিমাত্রকুচোদরীঃ ॥১৩
অতিমাত্রাস্য-নেত্রাশ্চ দীর্ঘজিহ্বাননাস্তথা।
অজামুখী র্হস্তিমুখীর্গোমুখীঃ শূকরীমুখীঃ ॥১৪
হয়োষ্ট্র-খরবক্ত্রাশ্চ রাক্ষসীর্ঘোরদর্শনাঃ।
শূল-মুদ্গরহস্তাশ্চ ক্রোধনাঃ কলহপ্রিয়াঃ ॥১৫
করালা ধূম্রকেশিন্যো রাক্ষসীর্বিকৃতাননাঃ।
পিবন্তি সততং পানং সুরা-মাংসসদাপ্রিয়াঃ ॥১৬
মাংসশোণিতদিগ্ধাঙ্গীর্মাংসশোণিতভোজনাঃ।
তা দদর্শ কপিশ্রেষ্ঠো রোমহর্ষণদর্শনাঃ ॥১৭
স্কন্ধবন্তমুপাসীনাঃ পরিবার্য্য বনস্পতিম্।
তস্যাধস্তাচ্চ তাং দেবীং রাজপুত্রীমনিন্দিতাম্ ॥১৮
লক্ষয়ামাস লক্ষ্মীবান্ হনুমান্ জনকাত্মজাম্।
নিষ্প্রভাং শোকসন্তপ্তাং মলসঙ্কুলমূর্দ্ধজাম্ ॥১৯
ক্ষীণপুণ্যাং চ্যুতাং ভূমৌ তারাং নিপতিতামিব।
চারিত্রব্যপদেশাঢ্যাং ভর্ত্তৃদর্শনদুর্গতাম্ ॥২০
ভূষণৈরুত্তমৈর্হীনাং ভর্ত্তৃবাৎসল্যভূষিতাম্।
রাক্ষসাধিপসংরুদ্ধাং বন্ধুভিশ্চ বিনাকৃতাম্ ॥২১
বিযূথাং সিংহসংরুদ্ধাং বদ্ধাং গজবধূমিব।
চন্দ্ররেখাং পয়োদান্তে শারদাভ্রৈরিবাবৃতাম্ ॥২২
ক্লিষ্টরূপামসংস্পর্শাদযুক্তামিব বল্লকীম্।
স তাং ভর্ত্তৃহিতে যুক্তামযুক্তাং রক্ষসাং বশে ॥২৩
অশোকবনিকামধ্যে শোকসাগরমাপ্লুতাম্।
তাভিঃ পরিবৃতাং তত্র সগ্রহামিব রোহিণীম্ ॥২৪

ক্রোধনস্বভাবা, কেহ কলহপ্রিয়া এবং কৃষ্ণবর্ণ লৌহনির্ম্মিত বৃহৎ শূল, কূট ও মুদ্গরধারিণী। কাহারও মুখ বরাহ, মৃগ, ব্যাঘ্র, মহিষ, ছাগ ও শৃগালের মুখের তুল্য ও কেহ হস্তিপাদ, কেহ উষ্ট্রপাদ, কেহ বা অশ্বপাদ, কেহ এক হস্ত, কেহ বা একপাদ, কাহারও মস্তক বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট, কেহ গর্দ্দভকর্ণী, অশ্বকর্ণী, গোকর্ণী, গজকর্ণী ও কেহ বা সিংহকর্ণী, কাহারও নাসিকা দীর্ঘ, কাহারও বক্র, কাহারও বা হস্তিশুণ্ডাকৃতি, কাহারও ললাটে উন্নত নাসিকা, কেহ বা নাসিকাশূন্যা, কাহারও ললাটে ঊর্দ্ধমুখ নাসিকা, কেহ মহাপাদ, কেহ গোপাদ, কাহারও পায়ে কেশগুচ্ছ, কাহারও মস্তক ও গ্রীবা অতিদীর্ঘ, কাহারও স্তনযুগল ও উদর অত্যন্ত দীর্ঘ, কাহারও বা নয়নদ্বয় অস্বাভাবিক দীর্ঘ, কাহারও মুখ অতি দীর্ঘ, কাহারও বা জিহ্বা দীর্ঘ, কেহ অজমুখী, কেহ হস্তিমুখী, কেহ গোমুখী, কেহ শূকরমুখী, কেহ অশ্বমুখী, কেহ উষ্ট্রমুখী ও কেহ গর্দ্দভমুখী কেহ ভয়ঙ্করদর্শনা, কেহ শূল ও মুদগরহস্তা, ক্রোধযুক্তা ও কলহপ্রিয়া। করালা, ধূম্রবর্ণকেশযুক্তা, বিকৃতাননা মদ্য মাংসপ্রিয়া রাক্ষসীগণ সর্বদা মদ্যপানে সমাসক্তা। রক্ত ও মাংসে সংলিপ্তদেহ, মাংস-শোণিতভোজননিরতা ও রোমহর্ষণ দর্শনা (যাহাদের দর্শনভয়ে শরীরে রোমাঞ্চ উদ্গত হয়) রাক্ষসীগণ প্রশস্ত শাখা-প্রশাখাসমন্বিত বনস্পতি বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট। তাহার (সেই বৃক্ষের) অধোদেশে অনবদ্য সৌন্দর্য্যা রাজনন্দিনী সীতা সমাসীনা।১-১৮

লক্ষ্মীবান্ হনুমান্ শোকসন্তপ্তা, মল (ধূল্যাদি) ব্যাপ্ত-কেশা জনকতনয়াকে পুণ্যক্ষয়বশতঃ স্বর্গভ্রষ্টা তারার ন্যায় প্রভাহীনা দেখিলেন। পাতিব্রত্য-জন্য কীর্তিমণ্ডিতা, ভর্ত্তৃদর্শনদুর্লভা, উত্তমবিভূষণহীনা, স্বামিস্নেহস্নিগ্ধা ও বন্ধুবিহীনা, সীতাকে যূথভ্রষ্টা সিংহ-বিত্রস্তা গজবধূর ন্যায় রাক্ষসাধিপতি কর্ত্তৃক অবরুদ্ধা এবং বর্ষাবসানে শারদ মেঘলায় সমাচ্ছন্ন চন্দ্রকলার ন্যায় ও বাদক অসংস্পৃষ্ট বাদন ক্রিয়ারহিত বীণার ন্যায় শ্রীহীনা দেখিলেন। ভর্ত্তৃহিতাকাঙ্ক্ষিণী, রাক্ষসাধীনে অবস্থানের অনর্হা, অশোকবনমধ্যে শোকসাগরে নিমগ্না সীতা ক্রূরগ্রহ-গ্রস্তা রোহিণীর ন্যায় রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিতা। প্রসূনশূন্যা

দদর্শ হনুমাংস্তত্র লতামকুসুমামিব ।
সা মলেন চ দিগ্ধাঙ্গী বপুষা চাপ্যলঙ্কৃতা ॥
মৃণালী পঙ্কদিগ্ধেব বিভাতি চ ন ভাতি চ ॥২৫

মলিনেন তু বস্ত্রেণ পরিক্লিষ্টেন ভামিনীম্ ।
সংবৃতাং মৃগশাবাক্ষীং দদর্শ হনুমান্ কপিঃ ॥২৬

তাং দেবীং দীনবদনামদীনাং ভর্তৃতেজসা ।
রক্ষিতাং স্বেন শীলেন সীতামসিতলোচনাম্ ॥২৭

তাং দৃষ্ট্বা হনুমান্ সীতাং মৃগশাবনিভেক্ষণাম্ ।
মৃগকন্যামিব ত্রস্তাং বীক্ষমাণাং সমন্ততঃ ॥২৮

দহন্তীমিব নিঃশ্বাসৈর্বৃক্ষান্ পল্লবধারিণঃ ।
সঙ্ঘাতমিব শোকানাং দুঃখস্যোর্মিমিবোত্থিতাম্ ॥২৯
তাং ক্ষমাং সুবিভক্তাঙ্গীং বিনাভরণশোভিনীম্ ।
প্রহর্ষমতুলং লেভে মারুতিঃ প্রেক্ষ্য মৈথিলীম্ ॥৩০
হর্ষজানি চ সোঽশ্রূণি তাং দৃষ্ট্বা মদিরেক্ষণাম্ ।
মুমোচ হনুমাংস্তত্র নমশ্চক্রে চ রাঘবম্ ॥৩১
নমস্কৃত্বাঽথ রামায় লক্ষ্মণায় চ বীর্য্যবান্ ।
সীতাদর্শনসংহৃষ্টো হনুমান্ সংবৃতোঽভবৎ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥

লতা এবং পঙ্কলিপ্তা পদ্মিনীর ন্যায় সীতা মলিনদেহা ও আভরণশূন্যা অবস্থায় (স্বাভাবিক দেহলাবণ্যে) শোভমানা ও (আভরণহীনা ও মলিনা বলিয়া) অশোভমানা। মলিন ও জীর্ণবসনে আবৃতদেহা সেই মৃগশিশুনয়না সীতাকে হনুমান্ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। সেই দীনা অথচ স্বামিপরাক্রম স্মরণে অদীনা অসিতনয়না সীতা স্বীয় চরিত্রবলে রক্ষিতা ; চকিতা মৃগীর ন্যায় বালকুরঙ্গনয়না সীতা চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে দীর্ঘ উষ্ণনিঃশ্বাসে পল্লবিত তরুরাজিকে যেন দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন। বীর্য্যবান্ পবননন্দন হনুমান্ দুঃখসাগরের সমুত্থিত ঊর্মিমালার ন্যায়, মূর্ত্ত শোকরাশির ন্যায় অবস্থিতা সুবিন্যস্তদেহা, নিরাভরণ সুন্দরী, কৃশা মৈথিলীকে দেখিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলেন।১৯-৩০

সেই চকোরনয়নাকে দেখিয়া হনুমান্ আনন্দজাত অশ্রু মোচন করিলেন এবং সেইস্থান হইতে রামচন্দ্রকে প্রণাম করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণকে প্রণাম করিয়া সীতা দর্শনানন্দে আনন্দিত বীর্য্যবান্ হনুমান্ (সেই বৃক্ষশাখায় লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন।৩১-৩৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত

অষ্টাদশঃ সর্গঃ

[নিশাবসানে শতশঃ প্রমদাপরিবেষ্টিতস্য কামার্তস্য সীতাসমীপে আগচ্ছতো রাবণস্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গং সম্যগ্ দ্রষ্টুং হনুমতঃ শিংশপাবৃক্ষাগ্রাৎ নিঃশব্দেনাবতরণম্, শাখায়া অধো গূঢ়েনাবস্থানঞ্চ।]

তথা বিপ্রেক্ষমাণস্য বনং পুষ্পিতপাদপম্।
বিচিন্বতশ্চ বৈদেহীং কিঞ্চিচ্ছেষা নিশাভবৎ ॥১
ষড়ঙ্গবেদবিদুষাং ক্রতুপ্রবরযাজিনাম্।
শুশ্রাব ব্রহ্মঘোষান্ স বিরাত্রে ব্রহ্মরক্ষসাম্ ॥২
অথ মঙ্গলবাদিত্রৈঃ শব্দৈঃ শ্রোত্রমনোহরৈঃ।
প্রাবোধ্যত মহাবাহুর্দশগ্রীবো মহাবলঃ ॥৩
বিবুধ্য তু মহাভাগো রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্।
স্রস্তমাল্যাম্বরধরো বৈদেহীমন্বচিন্তয়ৎ ॥৪
ভৃশং নিযুক্তস্তস্যাঞ্চ মদনেন মদোৎকটঃ।
ন তু তং রাক্ষসঃ কামং শশাকাত্মনি গূহিতুম্ ॥৫
স সর্ব্বাভরণৈর্যুক্তো বিভ্রচ্ছ্রিয়মনুত্তমাম্।
তাং নগৈর্বিবিধৈর্জুষ্টাং সর্ব্বপুষ্পফলোপগৈঃ ॥৬
বৃতাং পুষ্করিণীভিশ্চ নানাপুষ্পোপশোভিতাম্।
সদা মত্তৈশ্চ বিহগৈর্বিচিত্রাং পরমাদ্ভুতৈঃ ॥৭
ঈহামৃগৈশ্চ বিবিধৈর্বৃতাং দৃষ্টিমনোহরৈঃ।
বীথীঃ সম্প্রেক্ষমাণশ্চ মণি-কাঞ্চনতোরণাম্ ॥৮
নানা মৃগগণাকীর্ণাং ফলৈঃ প্রপতিতৈর্বৃতাম্।
অশোকবনিকামেব প্রাবিশৎ সন্ততদ্রুমাম্ ॥৯
অঙ্গনাঃ শতমাত্রন্তু তং ব্রজন্তমনুব্রজন্।
মহেন্দ্রমিব পৌলস্ত্যং দেব-গন্ধর্বযোষিতঃ ॥১০

অষ্টাদশ সর্গঃ

[রজনীর শেষভাগে শতশত প্রমদা পরিবেষ্টিত কামার্ত রাবণকে সীতাসমীপে আসিতে দেখিয়া হনুমানের তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিস্ফুটভাবে দেখিবার জন্য শিংশপাবৃক্ষের অগ্রদেশ হইতে নিঃশব্দে অবতরণ এবং শাখার অধোদেশে গূঢ়বেশে অবস্থান।]

এই প্রকারে পুষ্পিত পাদপসুশোভিত কানন নিরীক্ষণ এবং বৈদেহীকে স্পষ্ট দর্শনের অবসর প্রতীক্ষা করিতে করিতে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল।১

রাত্রির অবসানে তিনি ষড়ঙ্গের সহিত বেদবিৎ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ রাক্ষসগণের বেদধ্বনি শুনিতে পাইলেন।২

অনন্তর শ্রবণমনোহর মাঙ্গলিক বাদ্য ধ্বনিতে মহাবল মহাবাহু দশানন জাগরিত হইলেন।৩

প্রতাপশালী মহাভাগ রাক্ষসাধিপতি বিগলিত মাল্য ও বসন ধারণ অবস্থায় জাগরিত হইয়াই বৈদেহীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।৪

মাদকসুরাপানাদিদ্বারা মদোন্মত্ত রাক্ষস কামবেগে তাঁহাতে গাঢ় অভিনিবেশে চিত্ত স্থাপন করায় কোনপ্রকারে সেই কামকে গোপন করিয়া রাখিতে পারে নাই।৫

রাক্ষসরাজ সর্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া উত্তম শোভা ধারণ পূর্বক সর্বঋতুর পুষ্পফল সমন্বিত নানাজাতীয় বৃক্ষরাজিবিরাজিত পুষ্করিণী-পরিবৃত, সদাপ্রমত্ত পরমাদ্ভুত পক্ষিকুলে বিচিত্রিত, দৃষ্টিমনোহর নানাবিধ ঈহামৃগ (কুক্কুরাকৃতি ব্যাঘ্রবিশেষ)গণে পরিবৃত, মণি ও কাঞ্চনময় তোরণ সংযুক্ত, বিবিধ মৃগকুলে সমাকীর্ণ, নিপতিত ফলসমূহে আবৃত এবং নিরন্তর বৃক্ষশ্রেণী সুশোভিত অশোক কাননেই পথ দেখিতে দেখিতে প্রবেশ করিলেন।৬-৯

দেব ও গন্ধর্ব পত্নীগণ যেরূপ মহেন্দ্রের অনুগমন

দীপিকাঃ কাঞ্চনীঃ কাশ্চিজ্জগৃহুস্তত্র যোষিতঃ।
বালব্যজনহস্তাশ্চ তালবৃন্তানি চাপরাঃ ॥১১
কাঞ্চনৈশ্চৈব ভৃঙ্গারৈর্জহ্রুঃ সলিলমগ্রতঃ।
মণ্ডলাগ্রা বৃসীশ্চৈব গৃহ্যান্যাঃ পৃষ্ঠতো যযুঃ ॥১২
কাচিদ্রত্নময়ীং পাত্রীং পূর্ণাং পানস্য ভ্রাজতীম্।
দক্ষিণা দক্ষিণেনৈব তদা জগ্রাহ পাণিনা ॥১৩
রাজহংসপ্রতীকাশং ছত্রং পূর্ণশশিপ্রভম্।
সৌবর্ণদণ্ডমপরা গৃহীত্বা পৃষ্ঠতো যযৌ ॥১৪
নিদ্রামদপরীতাক্ষ্যো রাবণস্যোত্তমস্ত্রিয়ঃ।
অনুজগ্মুঃ পতিং বীরং ঘনং বিদ্যুল্লতা ইব ॥১৫
ব্যাবিদ্ধহারকেয়ূরাঃ সমামৃদিতবর্ণকাঃ।
সমাগলিতকেশান্তাঃ সস্বেদবদনাস্তথা ॥১৬
ঘূর্ণন্ত্যো মদশেষেণ নিদ্রয়া চ শুভাননাঃ।
স্বেদক্লিষ্টাঙ্গকুসুমাঃ সমাল্যাকুলমূর্দ্ধজাঃ ॥১৭

প্রয়ান্তং নৈঋতপতিং নার্য্যো মদিরলোচনাঃ।
বহুমানাচ্চ কামাচ্চ প্রিয়ভার্য্যাস্তমন্বযুঃ ॥১৮
স চ কামপরাধীনঃ পতিস্তাসাং মহাবলঃ।
সীতাসক্তমনা মন্দো মন্দাঞ্চিতগতির্বভৌ ॥১৯
ততঃ কাঞ্চীনিনাদঞ্চ নূপুরাণাঞ্চ নিঃস্বনম্।
শুশ্রাব পরমস্ত্রীণাং কপির্মারুতনন্দনঃ ॥২০
তং চাপ্রতিমকর্ম্মাণমচিন্ত্যবলপৌরুষম্।
দ্বারদেশমনুপ্রাপ্তং দদর্শ হনুমান্ কপিঃ ॥২১
দীপিকাভিরনেকাভিঃ সমন্তাদবভাসিতম্।
গন্ধতৈলাবসিক্তাভির্ধ্রিয়মাণাভিরগ্রতঃ ॥২২
কামদর্পমদৈর্যুক্তং জিহ্মতাম্রায়তেক্ষণম্।
সমক্ষমিব কন্দর্পমপবিদ্ধশরাসনম্ ॥২৩
মথিতামৃতফেনাভমরজোবস্ত্রমুত্তমম্।
সপুষ্পমবকর্ষন্তং বিমুক্তং সক্তমঙ্গদে ॥২৪

করিয়া থাকেন, সেইরূপ মাত্র শতসংখ্যক অঙ্গনা গমনকারী পৌলস্ত্যের (রাবণের) অনুগমন করিয়াছিল।১০

কোন কোন কামিনী সুবর্ণ প্রদীপ গ্রহণ করিল। কেহ কেহ চামরব্যজন, কেহ কেহ তালবৃন্ত হস্তে ধারণ করিল। কেহ কেহ পুরোভাগে স্বর্ণভৃঙ্গারে সলিল আহরণ করিল। অপর কতকগুলি স্বর্ণসিংহাসন লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। কোন অনুকূলা নায়িকা দক্ষিণ হস্তে পানীয়পূর্ণ মনোরম মণিময় পাত্র গ্রহণ করিল। অপর একজন রাজহংসসদৃশ, পূর্ণচন্দ্রপ্রভাসমুজ্জ্বল সুবর্ণদণ্ডসমন্বিত ছত্র লইয়া পৃষ্ঠদেশে যাইতে লাগিল। বিদ্যুল্লতার মেঘানুসরণের ন্যায় রাবণের উত্তমা প্রমদাগণ নিদ্রায় ও মাদকতায় বিজড়িতনয়না হইয়া বীর পতির অনুগমন করিল।১১-১৫

তাহাদের হার ও কেয়ূর স্ব স্ব স্থান হইতে বিগলিত, গাত্রানুলেপন মর্দ্দিত, কেশকলাপ আলুলায়িত, বদনে স্বেদবিন্দু প্রকাশিত হইয়াছে। মদাবস্থাপগমে অবসন্না, নিদ্রাবশতঃ ঘূর্ণিতকলেবরা সেই সব শুভাননার কেশগুচ্ছ মাল্যের সহিত বিক্ষিপ্ত এবং অঙ্গকুসুম স্বেদজলে ম্লান হইয়াছে। মদিরলোচনা প্রিয়পত্নীগণ ভর্তৃকৃত বহুসম্মানে ও স্বীয় কামচরিতার্থের উদ্দেশ্যে গমনকারী সেই রাক্ষসাধিপতির অনুগমন করিল। তাহাদের সেই কামপরতন্ত্র মহাবল পতি সীতার প্রতি সমাসক্তচিত্ত হইয়া ধীরে ধীরে স্খলিতগতিতে গমন করিতে লাগিল। তারপর মারুততনয় কপি রমণীয় রমণীগণের কাঞ্চী ও নূপুরের নিঃস্বন (ধ্বনি) শুনিতে পাইলেন।১৬-২০

হনুমান্ কপি সেই অনন্যসাধারণকর্মা অচিন্তনীয় শক্তি ও পৌরুষসম্পন্ন রাবণকে দ্বারদেশে উপস্থিত হইতে দেখিলেন।২১

সম্মুখভাগে রাক্ষসীরা গন্ধতৈলপূর্ণ বহু প্রদীপ ধারণপূর্বক গমন করিতে থাকায় দশদিক সমুদ্ভাসিত হইতেছে। কাম, দর্প ও মত্ততাযুক্ত কুটিল এবং তাম্রাভনয়নে শোভিত রাক্ষসপতি যেন শরাসন-বিরহিত মূর্তিমান্ কন্দর্পের ন্যায় সমুপস্থিত। রাবণ মনোরম মুক্তাখচিত, মথিত দুগ্ধফেননিভ শুভ্রধৌত, উৎকৃষ্ট বিলুলিত বস্ত্র ও কেয়ূর আসক্ত পুষ্পমাল্যাদি আকর্ষণ করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতেছিলেন।

তং পত্রবিটপে লীনঃ পত্র-পুষ্পশতাবৃতঃ।
সমীপমুপসঙ্ক্রান্তং বিজ্ঞাতুমুপচক্রমে ॥২৫
অবেক্ষমাণস্তু তদা দদর্শ কপিকুঞ্জরঃ।
রূপ-যৌবনসম্পন্না রাবণস্য বরস্ত্রিয়ঃ ॥২৬
তাভিঃ পরিবৃতো রাজা সুরূপাভির্মহাযশাঃ।
তন্মৃগদ্বিজসঙ্ঘুষ্টং প্রবিষ্টঃ প্রমদাবনম্ ॥২৭
ক্ষীবো বিচিত্রাভরণঃ শঙ্কুকর্ণো মহাবলঃ।
তেন বিশ্রবসঃ পুত্রঃ স দৃষ্টো রাক্ষসাধিপঃ ॥২৮
বৃতঃ পরমনারীভিস্তারাভিরিব চন্দ্রমাঃ।
তং দদর্শ মহাতেজাস্তেজোবন্তং মহাকপিঃ ॥২৯
রাবণোঽয়ং মহাবাহুরিতি সঞ্চিন্ত্য বানরঃ।
সোঽয়মেব পুরা শেতে পুরমধ্যে গৃহোত্তমে।
অবপ্লুতো মহাতেজা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ ॥৩০
স তথাপ্যুগ্রতেজাঃ নির্ধূতস্তস্য তেজসা।
পত্রে গুহ্যান্তরে সক্তো মতিমান্ সংবৃতোঽভবৎ ॥৩১
স তামসিতকেশান্তাং সুশ্রোণীং সংহতস্তনীম্।
দিদৃক্ষুরসিতাপাঙ্গীমুপাবর্তত রাবণঃ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥

শাখাপত্রে লীন শত শত পুষ্পও পত্রে আবৃত (হনুমান্) সমীপাগত ব্যক্তিকে বিশেষভাবে জানিবার জন্য কৌতূহলী হইলেন।২২-২৫

সেই সময়ে বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া কপিকুঞ্জর রাবণের রূপ ও যৌবনসম্পন্না ভার্য্যাসকলকে এবং মহাযশা রাক্ষসরাজকে রূপবতী রমণীগণে পরিবৃত হইয়া মৃগপক্ষিনিনাদিত সেই প্রমোদকাননে প্রবেশ করিতে দেখিলেন। মদমত্ত বিচিত্র আভরণভূষিত মহাবল শঙ্কুকর্ণ তারাগণপরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় সুন্দরী রমণীগণে পরিবেষ্টিত বিশ্রবাতনয় রাক্ষসাধিপতিকে দেখিতে পাইল। মহাতেজস্বী মহাকপি সেই তেজস্বী রাবণকে দেখিলেন। ইনি সেই মহাবাহুই রাবণ, ইনিই পূর্বে অন্তঃপুরে উত্তমগৃহে নিদ্রিত ছিলেন, এইরূপ বিবেচনা করিয়া উল্লম্ফন পূর্বক সেই শাখা হইতে উপরিতম শাখায় আরোহণ করিলেন। মারুতি অত্যন্ত উগ্রতেজঃসম্পন্ন, বুদ্ধিমান্ হইলেও রাবণের তেজে অভিভূত হইয়া বহুপত্রযুক্ত শাখার গুহ্যপ্রদেশে লুক্কায়িত হইলেন। সেই রাবণ কৃষ্ণকেশগুচ্ছশালিনী পীবরস্তনী, চারু-নিতম্বিনী, অসিতনয়না সীতার দর্শনলালসায় তদভিমুখে গমন করিলেন।২৬-৩২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনবিংশঃ সর্গঃ

[রাবণভয়কম্পমানায়াঃ পরিম্লানায়াঃ সীতায়া অবস্থাবর্ণনম্, তাং বশীকর্তুমুদ্যমশ্চ ।]

তস্মিন্নেব ততঃ কালে রাজপুত্রী ত্বনিন্দিতা ।
রূপ-যৌবনসম্পন্নং ভূষণোত্তমভূষিতম্ ॥১
ততো দৃষ্ট্বৈব বৈদেহী রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ।
প্রাবেপত বরারোহা প্রবাতে কদলী যথা ॥২
ঊরুভ্যামুদরং ছাদ্য বাহুভ্যাঞ্চ পয়োধরৌ ।
উপবিষ্টা বিশালাক্ষী রুদতী বরবর্ণিনী ॥৩
দশগ্রীবস্তু বৈদেহীং রক্ষিতাং রাক্ষসীগণৈঃ ।
দদর্শ দীনাং দুঃখার্তাং নাবং সন্নামিবার্ণবে ॥৪
অসংবৃতায়ামাসীনাং ধরণ্যাং সংশিতব্রতাম্ ।
ছিন্নাং প্রপতিতাং ভূমৌ শাখামিব বনস্পতেঃ ॥৫
মলমণ্ডনদিগ্ধাঙ্গীং মণ্ডনার্হামমণ্ডনাম্ ।
মৃণালী পঙ্কদিগ্ধেব বিভাতি ন বিভাতি চ ॥৬
সমীপং রাজসিংহস্য রামস্য বিদিতাত্মনঃ ।
সঙ্কল্পহয়সংযুক্তৈর্যান্তীমিব মনোরথৈঃ ॥৭
শুষ্যন্তীং রুদতীমেকাং ধ্যানশোকপরায়ণাম্ ।
দুঃখস্যান্তমপশ্যন্তীং রামাং রামমনুব্রতাম্ ॥৮
চেষ্টমানামথাবিষ্টাং পন্নগেন্দ্রবধূমিব ।
ধূপ্যমানাং গ্রহেণেব রোহিণীং ধূমকেতুনা ॥৯
বৃত্তশীলে কুলে জাতামাচারবতি ধার্ম্মিকে ।
পুনঃ সংস্কারমাপন্নাং জাতামিব চ দুষ্কুলে ॥১০
[অভূতেনাপবাদেন কীর্ত্তিং নিপতিতামিব ।
আম্নায়ানামযোগেন বিদ্যাং প্রশিথিলামিব ॥]
সন্নামিব মহাকীর্ত্তিং শ্রদ্ধামিব বিমানিতাম্ ।
প্রজ্ঞামিব পরিক্ষীণামাশাং প্রতিহতামিব ॥১১

ঊনবিংশ সর্গ

[রাবণ ভয়ে কম্পমানা ও পরিম্লানা সীতার অবস্থা বর্ণন এবং সমাগত রাবণ কর্তৃক তাঁহাকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা ।]

অনন্তর সেই সময়ে অনিন্দনীয় সৌন্দর্য্যা, নিতম্ব-শালিনী বিদেহরাজনন্দিনী রূপ ও যৌবন সম্পন্ন উত্তম ভূষণ সমূহে অলঙ্কৃত রাক্ষসাধিপতি রাবণকে দেখিয়াই বাত্যা (প্রবল বাতাস)হত কদলী (বৃক্ষে)র ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন ।১-২

পরে বিশালনয়না বরবর্ণিনী সীতা উরুযুগল দ্বারা উদর ও বাহুদ্বয় দ্বারা স্তনযুগল আচ্ছাদন পূর্বক উপবিষ্টা থাকিয়াই রোদন করিতে লাগিলেন ।৩

দশানন রাক্ষসীগণ কর্তৃক রক্ষিতা, মলিনা, দুঃখার্ত্তা সীতাকে সমুদ্রে নিমগ্না নৌকার ন্যায় এবং অনাবৃত ভূমিতে উপবিষ্টা (যেন রাবণবধের জন্য) তীক্ষ্ণ ব্রতচারিণীকে ভূতলে নিপতিত বনস্পতির ছিন্ন শাখার ন্যায় দর্শন করিলেন ।৪-৫

দেখিলেন—সীতার অলঙ্কারের স্থানে গাত্র-মললিপ্তা ; অলঙ্করণের যোগ্যা হইয়াও অনলঙ্কৃতা, পঙ্কলিপ্তা মৃণালিনীর ন্যায় অশোভনা হইলে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে সুশোভনা । তিনি মনরূপ রথে সঙ্কল্পরূপ অশ্ব যোজনা করিয়া যেন রাজশ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞ রামের সমীপে গমন করিতেছেন । রামানুব্রতা, রামের ধ্যানে ও শোকে সমাসক্তচিত্তা, রোরুদ্যমানা এবং একাকিনী বালিকা দুঃখের অন্ত দেখিতে না পাইয়া শুকাইয়া যাইতেছেন । মন্ত্রাদি-সামর্থে রুদ্ধবীর্য্যা, পন্নগরাজবধূর (সর্পিণীর) ন্যায়

আয়তীমিব বিধ্বস্তামাজ্ঞাং প্রতিহতামিব।
দীপ্তামিব দিশং কালে পূজামপহৃতামিব ॥১২
পৌর্ণমাসীমিব নিশাং তমোগ্রস্তেন্দুমণ্ডলাম্।
পদ্মিনীমিব বিধ্বস্তাং হতশূরাং চমূমিব ॥১৩
প্রভামিব তমোধ্বস্তামুপক্ষীণামিবাপগাম্।
বেদীমিব পরামৃষ্টাং শান্তামগ্নিশিখামিব ॥১৪
উৎকৃষ্টপর্ণকমলাং বিত্রাসিতবিহঙ্গমাম্।
হস্তিহস্তপরামৃষ্টামাকুলামিব পদ্মিনীম্ ॥১৫
পতিশোকাতুরাং শুষ্কাং নদীং বিস্রাবিতামিব।
পরয়া মৃজয়া হীনাং কৃষ্ণপক্ষে নিশামিব ॥১৬
সুকুমারীং সুজাতাঙ্গীং রত্নগর্ভগৃহোচিতাম্।
তপ্যমানামিবোষ্ণেন মৃণালীমচিরোদ্ধৃতাম্ ॥১৭
গৃহীতামালিতাং স্তম্ভে যূথপেন বিনাকৃতাম্।
নিঃশ্বসন্তীং সুদুঃখার্তাং গজরাজবধূমিব ॥১৮
একয়া দীর্ঘয়া বেণ্যা শোভমানামযত্নতঃ।
নীলয়া নীরদাপায়ে বনরাজ্যা মহীমিব ॥১৯
উপবাসেন শোকেন ধ্যানেন চ ভয়েন চ।
পরিক্ষীণাং কৃশাং দীনামল্পাহারাং তপোধনাম্ ॥২০
আযাচমানাং দুঃখার্ত্তাং প্রাঞ্জলিং দেবতামিব।
ভাবেন রঘুমুখ্যস্য দশগ্রীবপরাভবম্ ॥২১
সমীক্ষমাণাং রুদতীমনিন্দিতাং
সুপক্ষ্মতাম্রায়তশুক্ললোচনাম্।
অনুব্রতাং রামমতীব মৈথিলীং
প্রলোভয়ামাস বধায় রাবণঃ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ঊনবিংশঃ সর্গঃ ॥

বিবিধ চেষ্টাপরায়ণা, ধূমকেতুগ্রহসমাক্রান্তা রোহিণীর ন্যায় সন্তপ্তা, সৎস্বভাব, সদাচার ও ধার্মিক বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও বিধিবিহিত সংস্কারকর্মানুষ্ঠানে সংস্কৃতা হইলেও (স্ত্রীগণের বিবাহই একমাত্র সংস্কার বলিয়া তাহা দ্বিজাতির উপনয়নজন্মের ন্যায় যেন দ্বিতীয় জন্ম) যেন দুষ্কুলে জাতার ন্যায় সংস্কৃতা হওয়ায় মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।৬-১০

(মিথ্যাপবাদে বিধ্বস্তা কীর্তি ও বেদাভ্যাসবিবর্জিতা প্রশিথিলিতা বিদ্যার ন্যায়)

তিনি যেন অবসন্না কীর্তি, অবমানিতা শ্রদ্ধা, (আস্তিক্যবুদ্ধি) পরিক্ষীণা প্রজ্ঞা, প্রতিহতা আশা, বিধ্বস্তা ধনাদিপ্রাপ্তিলঙ্ঘিতা রাজাজ্ঞা, উল্কাপাতে প্রজ্বলিতা দিক্, বিনষ্টা দেবপূজা, রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমণ্ডল-মণ্ডিতা নিশা, বিদলিতা পদ্মিনী, হতবীরা ভগ্নমুখী সেনা, অন্ধকারবিধ্বস্তা প্রভা, ক্ষীণা, তটিনী, পতিতাদি কর্তৃক দূষিতা যজ্ঞবেদী, নির্বাণপ্রাপ্তা অগ্নিশিখা, হস্তিশুণ্ড-বিদলিতা ব্যাকুলা পদ্মপূর্ণা বাপী (দীঘী), ভগ্নতটহেতুক শুষ্কজলা নদীস্বরূপা পতিশোকে হতপ্রভা। কৃষ্ণপক্ষের নিশিথিনীর ন্যায় অঙ্গরাগ না থাকায় মলিনা। শোভনাঙ্গী সুকুমারী রত্নরচিতগৃহবাসে অভ্যস্তা সীতা অল্পসময় সংগৃহীতা মৃণালিনীর ন্যায় উষ্ণসন্তপ্তা। যূথপতির নিকট হইতে পৃথককৃতা, গৃহীতা, স্তম্ভে বদ্ধা গজবধূর ন্যায় অত্যন্ত দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগিনী, মেঘাপগমে নীল বনরাজি-বিরাজিতা ধরণীর ন্যায় অযত্নে রক্ষিতা এক দীর্ঘ বেণী-দ্বারা শোভমানা। উপবাসে, শোকে, রামানুচিন্তনে ও রাবণ ভয়ে তপস্বিনী সীতা পরিক্ষীণা, কৃশদেহা এবং দীনাবস্থা প্রাপ্তা। কুলদেবতার উদ্দেশ্যে প্রাঞ্জলি পূর্বক দুঃখার্তা সীতা ধ্যানদ্বারা রামের নিকট দশাননের পরাজয় সম্যক্‌রূপে যাচমানা। অনিন্দিতা সুপক্ষ্ম (নেত্রলোম) শোভিত-লোহিতপ্রান্তা আয়ত শুক্ল-লোচনা রামপ্রাণা পতিব্রতা মৈথিলীকে রোদন করিতে দেখিয়া রাবণ স্বীয় মৃত্যুর ভয় দেখাইয়াই যেন (যদি বশবর্তিনী না হও, তবে আমি (রাবণ) প্রাণত্যাগ করিব ইত্যাদি রূপে) প্রলুব্ধ করিতে লাগিল।১১-২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত

ত্রিংশঃ সর্গঃ

[রাবণেন সীতায়াঃ প্রলোভনম্।]

স তাং পরিবৃতাং দীনাং নিরানন্দাং তপস্বিনীম্।
সাকারৈর্মধুরৈর্বাক্যৈর্ন্যদর্শয়ত রাবণঃ ॥১
মাং দৃষ্ট্বা নাগনাসোরু গূহমানা স্তনোদরম্।
অদর্শনমিবাত্মানং ভয়ান্নেতুং ত্বমিচ্ছসি ॥২
কাময়ে ত্বাং বিশালাক্ষি বহু মন্যস্ব মাং প্রিয়ে।
সর্ব্বাঙ্গগুণসম্পন্নে সর্ব্বলোকমনোহরে ॥৩
নেহ কিঞ্চিন্মনুষ্যা বা রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ।
ব্যপসর্পতু তে সীতে ভয়ং মত্তঃ সমুত্থিতম্ ॥৪
সধর্ম্মো রক্ষসাং ভীরু সর্ব্বদৈব ন সংশয়ঃ।
গমনং বা পরস্ত্রীণাং হরণং সম্প্রমথ্য বা ॥৫
এবং চৈবমকামাং ত্বাং ন চ স্প্রক্ষ্যামি মৈথিলি।
কামং কামঃ শরীরে মে যথাকামং প্রবর্ত্ততাম্ ॥৬
দেবী নেহ ভয়ং কার্য্যং ময়ি বিশ্বসিহি প্রিয়ে।
প্রণয়স্ব চ তত্ত্বেন মৈবং ভূঃ শোকলালসা ॥৭
একবেণী অধঃশয্যা ধ্যানং মলিনমম্বরম্।
অস্থানেঽপ্যুপবাসশ্চ নৈতান্যৌপয়িকানি তে ॥৮
বিচিত্রাণি চ মাল্যানি চন্দনান্যগুরূণি চ।
বিবিধানি চ বাসাংসি দিব্যান্যাভরণানি চ ॥৯
মহার্হাণি চ পানানি শয়নান্যাসনানি চ।
গীতং নৃত্যঞ্চ বাদ্যঞ্চ লভ মাং প্রাপ্য মৈথিলি ॥১০

ত্রিংশ সর্গ

[রাবণ কর্ত্তৃক সীতাকে প্রলোভন।]

রাক্ষসী পরিবৃতা, নিরানন্দা, দুঃখভাগিনী, মলিনা ও তাপসী সীতাকে রাবণ মধুর স্বাভিপ্রায়বোধক বাক্যে বলিতে লাগিলেন।১

হে নাগ (গজ)-নাসোরু! (গজ নাসিকার ন্যায় উরুবিশিষ্টে!) তুমি আমাকে দেখিয়াই ভয়ে স্তনমণ্ডল ও উদর সঙ্গোপন করিলে; নিজেকে (নিজ শরীরকে) আমার দর্শনের অগোচরে রাখিতে চাহিতেছ কেন?২

হে বিশালনয়নে! হে সমুদয় শরীরগুণসম্পন্নে! হে সর্বলোকমনোহরে! প্রিয়ে! আমি তোমাকে কামনা করি (সুতরাং আমা হইতে তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই); আমাকে বহু (পর্য্যাপ্ত অভিপ্রেত) মনে কর (গ্রহণ কর)। এ স্থানে কোন মানুষ বা কামরূপী রাক্ষস নাই। হে সীতে! আমা হইতে সমুৎপন্ন তোমার ভীতি অপসারণ কর। হে ভীরু! বল পূর্বক পরপত্নীহরণ বা পরস্ত্রীগমন রাক্ষসগণের সনাতন নিজধর্ম তাহাতে সংশয় নাই। হে মৈথিলি! এইরূপ রাক্ষসধর্ম থাকিলে মন্মথ যথেচ্ছভাবে তোমার বিষয়ে কামে আমাকে উত্তেজিত করিতে থাকিলেও কামরহিতা তোমাকে আমি কদাচ স্পর্শ করিব না। হে দেবি! আমাকে ভয় করিও না। হে প্রিয়ে! আমাকে ভয় করিও না, আমাকে বিশ্বাস কর। আমার প্রতি (স্বীয় অনুচর বুদ্ধিতে) প্রণয়বর্ত্তী হও। এই ভাবে শোকাকুলা হইও না। একবেণী (ধারণ) অধোদেশে (ভূতলে) শয়ন, চিন্তা, মলিন বসনপরিধান, অকারণ উপবাস, এই সকল তোমার উপযুক্ত নহে। হে মৈথিলি! তুমি আমাকে অনুচররূপে গ্রহণ করিয়া

স্ত্রীরত্নমসি মৈবং ভূঃ কুরু গাত্রেষু ভূষণম্।
মাং প্রাপ্য হি কথং বা স্যাস্ত্বমনর্হা সুবিগ্রহে ॥১১
ইদং তে চারু সঞ্জাতং যৌবনং হ্যতিবর্ত্ততে।
যদতীতং পুনর্নৈতি স্রোতঃ স্রোতস্বিনামিব ॥১২
ত্বাং কৃত্বোপরতো মন্যে রূপকর্ত্তা স বিশ্বকৃৎ।
নহি রূপোপমা হ্যন্যা তবাস্তি শুভদর্শনে ॥১৩
ত্বাং সমাসাদ্য বৈদেহী রূপযৌবনশালিনীম্।
কঃ পুনর্নাতিবর্তেত সাক্ষাদপি পিতামহঃ ॥১৪
যৎ যৎ পশ্যামি তে গাত্রং শীতাংশুসদৃশাননে।
তস্মিংস্তস্মিন্ পৃথুশ্রোণি চক্ষুর্মম নিবধ্যতে ॥১৫
ভব মৈথিলি ভার্য্যা মে মোহমেতং বিসর্জয়।
বহ্বীনামুত্তমস্ত্রীণাং [আহৃতানামিতস্ততঃ।
সর্ব্বাসামেব ভদ্রং তে] মমাগ্রমহিষী ভব ॥১৬

লোকেভ্যো যানি রত্নানি সম্প্রমথ্যাহৃতানি মে।
তানি তে ভীরু সর্ব্বাণি রাজ্যং চৈব দদামি তে ॥১৭
বিজিত্য পৃথিবীং সর্ব্বাং নানানগরমালিনীম্।
জনকায় প্রদাস্যামি তব হেতোর্বিলাসিনি ॥১৮
নেহ পশ্যামি লোকেঽন্যং যো মে প্রতিবলো ভবেৎ।
পশ্য মে সুমহদ্বীর্য্যমপ্রতিদ্বন্দ্বমাহবে ॥১৯
অসকৃৎ সংযুগে ভগ্না ময়া বিমৃদিতধ্বজাঃ।
অশক্তাঃ প্রত্যনীকেষু স্থাতুং মম সুরাসুরাঃ ॥২০
ইচ্ছ মাং ক্রিয়তামদ্য প্রতিকর্ম্ম তবোত্তমম্।
সুপ্রভাণ্যবসজ্জন্তাং তবাঙ্গে ভূষণানি হি ॥২১
সাধু পশ্যামি তে রূপং সুযুক্তং প্রতিকর্ম্মণা।
প্রতিকর্ম্মাভিসংযুক্তা দাক্ষিণ্যেন বরাননে ॥২২
ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগান্ যথাকামং পিব ভীরু রমস্ব চ।
যথেষ্টঞ্চ প্রযচ্ছ ত্বং পৃথিবীং বা ধনানি চ ॥২৩

বিচিত্র মাল্য, চন্দন, অগুরু, নানাপ্রকার বস্ত্র, দিব্য আভরণ, মহামূল্য বিবিধ (রথাদি) যান, শয্যা, আসন, সঙ্গীত, নৃত্য, ও বাদ্য উপভোগ কর। তুমি—স্ত্রীরত্ন এ অবস্থায় থাকিও না, শরীরকে ভূষণে বিভূষিত কর। হে শোভনশরীরে! আমাকে লাভ করিয়া কেনই বা তুমি অনলঙ্কৃতা থাকিবে। তোমার এই নবোদ্গত মনোজ্ঞ যৌবন অতীত হইয়া যাইতেছে। স্রোতস্বিনীর স্রোতের ন্যায় অতীত যৌবন পুনরায় ফিরিয়া আসে না।৩-১২

শুভদর্শনে। মনে হয়,—রূপনির্ম্মাতা বিশ্বস্রষ্টা তোমার এই সৌন্দর্য্যলাবণ্যপূর্ণ রূপ নির্ম্মাণ করিয়া (রূপ নির্ম্মাণ) কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছেন; যেহেতু তোমার রূপের সহিত তুলনা করা যায়, এরূপ অন্য কোন রমণী নাই। হে বৈদেহি! এইরূপ সৌন্দর্য্য ও যৌবনশালিনী তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া কোন্ পুরুষ না বিমুগ্ধ হয়? (অপরের কথা দূরে থাকুক) সাক্ষাৎ পিতামহও (ব্রহ্মা) এই যৌবনশোভায় সমাকৃষ্ট হন। হে চন্দ্রনিভাননে! বিপুলনিতম্বে! তোমার যে যে অঙ্গ দেখিতেছি, সেই স্থানেই আমার চক্ষু নিবদ্ধ হইয়া রহিতেছে। হে মৈথিলি! তুমি আমার ভার্য্যা হও। এই মূঢ়তা পরিহার কর। বহু উত্তমা রমণীগণের মধ্যে তুমি প্রধানা মহিষী হও। হে ভীরু! ত্রিভুবন মন্থন করিয়া আমি যে সকল রত্ন আহরণ করিয়াছি, সেই সমস্তই তোমার; এমন কি রাজ্য পর্য্যন্ত তোমাকে সমর্পণ করিব। বিলাসিনি! নানা নগরমালাশোভিতা সমগ্রা পৃথিবী জয় করিয়া তোমার সন্তোষের জন্য জনকরাজাকে দিব। হে সুনিতম্বে! এই জগতে এমন কোন (বীর) পুরুষ দেখি না যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিধারী হইতে পারে। আমার প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন সুমহান্ পরাক্রম অবলোকন কর। দেবতা ও অসুরগণ পুনঃ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়াছে, তাহাকর্ত্তৃক তাহাদের পতাকা বিমর্দ্দিত হইয়াছে, তাহারা আমার প্রতিপক্ষরূপে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় নাই।১৩-২০

অতএব তুমি আমাকে ইচ্ছা কর (সেবকরূপে আকাঙ্ক্ষা কর)। অদ্য তোমার গাত্র উত্তম প্রসাধন অর্পণ কর। সমুজ্জ্বল ভূষণে তোমার অঙ্গ সুসজ্জিত হউক। হে

ললস্ব ময়ি বিস্রব্ধা ধৃষ্টমাজ্ঞাপয়স্ব চ।
মৎপ্রসাদাল্ললন্ত্যাশ্চ ললতাং বান্ধবস্তব ॥২৪
ঋদ্ধিং মমানুপশ্য ত্বং শ্রিয়ং ভদ্রে যশস্বিনি।
কিং করিষ্যসি রামেণ সুভগে চীরবাসিনা ॥২৫
নিক্ষিপ্তবিজয়ো রামো গতশ্রীর্বনগোচরঃ।
ব্রতী স্থণ্ডিলশায়ী চ শঙ্কে জীবতি বা ন বা ॥২৬
নহি বৈদেহী রামস্ত্বাং দ্রষ্টুং বাপ্যুপলভ্যতে।
পুরোবলাকৈরসিতৈর্মেঘৈর্জ্যোৎস্নামিবাবৃতাম্ ॥২৭
ন চাপি মম হস্তাত্ত্বাং প্রাপ্তুমর্হতি রাঘবঃ।
হিরণ্যকশিপুঃ কীর্ত্তিমিন্দ্রহস্তগতামিব ॥২৮
চারুস্মিতে চারুদতি চারুনেত্রে বিলাসিনি।
মনো হরসি মে ভীরু সুপর্ণঃ পন্নগং যথা ॥২৯
ক্লিষ্টকৌ শেয়বসনাং তন্বীমপ্যনলঙ্কৃতাম্।
ত্বাং দৃষ্ট্বা স্বেষু দারেষু রতিং নোপলভাম্যহম্ ॥৩০
অন্তঃপুরনিবাসিন্যঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বগুণান্বিতাঃ।
যাবত্যো মম সর্ব্বাসামৈশ্বর্য্যং কুরু জানকি ॥৩১
মম হ্যসিতকেশান্তে ত্রৈলোক্যপ্রবরস্ত্রিয়ঃ।
তাস্ত্বাং পরিচরিষ্যন্তি শ্রিয়মপ্সরসো যথা ॥৩২
যানি বৈশ্রবণে সুভ্রু রত্নানি চ ধনানি চ।
তানি লোকাংশ্চ সুশ্রোণি ময়া ভুঙ্ক্ষ্ব যথাসুখম্ ॥৩৩
ন রামস্তপসা দেবি ন বলেন চ বিক্রমৈঃ।
ন ধনেন ময়া তুল্যস্তেজসা যশসাপি বা ॥৩৪
পিব বিহর রমস্ব ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্
ধননিচয়ং প্রদিশামি মেদিনীঞ্চ।

বরাননে! অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত হইলে তোমার রূপমাধুরী আরও মনোরম হইবে। আমার প্রতি কৃপা করিয়া তুমি বিবিধ অলঙ্কারে প্রসাধিত হও। হে ভীরু! যথেচ্ছভাবে ভোগ্য বস্তু উপভোগ কর। যথেচ্ছ পানীয় পান কর। পৃথিবী বা ধনসম্পদ্ যথাভিলাষে দান কর। হে ভদ্রে! আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। ধৃষ্টভাবেই আমাকে আদেশ কর। আমার অনুগ্রহলব্ধ বস্তুনিচয়ে তোমার বান্ধবগণের সন্তোষ উৎপাদন কর। হে যশস্বিনি! সৌভাগ্যশালিনি! ভদ্রে! আমার পরাক্রমসম্পদ ও ধনসম্পদ অবলোকন করিয়াও তুমি সেই চীরবসনধারী রামকে লইয়া কি করিবে? বিজয়োপকরণশূন্য, হতশ্রী, বনবাসী, ব্রতাচরণকারী ও ভূতলশায়ী রাম জীবিত আছেন কিনা সন্দেহ। বৈদেহি! সম্মুখে বলাকাশ্রেণী ও কৃষ্ণমেঘসমাচ্ছন্না জ্যোৎস্নার ন্যায় সেই রাম আর তোমাকে দেখিতেও পাইবে না। হিরণ্যকশিপুর ইন্দ্র করতলগত কীর্তি (ভার্য্যার) ন্যায় রাম আমার হস্ত (কবল) হইতে তোমাকে উদ্ধার করিয়া লইতে পারিবে না।২১-২৮

হে চারুহাসিনি! চারুদন্তে! চারুনেত্রে! বিলাসিনি! গরুড় যেরূপ সর্পকুল হরণ করে, সেইরূপ তুমিও আমার মন হরণ করিয়াছ। তোমাকে জীর্ণপট্টবস্ত্র পরিধানা ও অলঙ্কারবিহীনা দেখিয়া স্বীয় ভার্য্যা (মন্দোদরী প্রভৃতি) লাভ করিতে পারিতেছিনা। সর্বগুণসম্পন্না আমার অন্তঃপুরবাসিনী যত রমণী রহিয়াছে, হে জানকি! তুমি তাহাদের সকলের উপর আধিপত্য কর। হে নীলকুন্তলে! অপ্সরোগণ যেরূপ লক্ষ্মীর সেবা করে, ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠা রমণীয়া আমার রমণীগণ ও সেইভাবে তোমার সেবা করিবে। হে সুভ্রু! সুশ্রোণি! বৈশ্রবনের (কুবেরের) যে সকল ধন ও রত্ন ছিল, তাহা সমস্তই আমার আয়ত্তে আছে। সেই সকল ধনরত্ন ও ত্রিভুবনের সহিত তুমি আমার সহিত ভোগ কর। দেবি! রাম তপস্যায়, বলে, বিক্রমে, সম্পদে, তেজোবীর্য্যে বা খ্যাতিতে কিছুতেই আমার সমকক্ষ হইবে না। ললনে! পান কর, বিহার কর, যথেচ্ছ আনন্দ উপভোগ কর, পর্য্যাপ্ত বিত্ত ও পৃথিবী (ভূমি) ইচ্ছানুসারে দান কর। তুমি আমার সহিত যথেচ্ছ আনন্দ উপভোগ কর। তোমার বন্ধুবর্গও আমার

ময়ি লল ললনে যথাসুখং ত্বং
ত্বয়ি চ সমেত্য ললন্তু বান্ধবাস্তে ॥৩৫
কুসুমিত-তরুজালসন্ততানি
ভ্রমরযুতানি সমুদ্রতীরজানি।
কনকবিমলহারভূষিতাঙ্গী
বিহর ময়া সহ ভীরু কাননানি ॥৩৬
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ ॥

নিকট আসিয়া তাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করুক। হে ভীরু, বিশদ-সুবর্ণহারবিভূষিতাঙ্গি! আমার সহিত পুষ্পিত পাদপ-পরিব্যাপ্ত ভ্রমরকুলসঙ্কুল সমুদ্রতীরজাত কাননরাজিতে বিহার কর।২৯-৩৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশঃ সর্গঃ

[দুর্জনসংসর্গপরিহারায় অন্তরা তৃণনিক্ষেপপূর্বকং শান্তেন বাক্যেন রাবণায় হিতোপদেশং দদত্যাঃ সীতায়া রামগুণকীর্তনম্, তেন (রামেণ) সহ মিত্রতায়াঃ শুভফলং শত্রুতায়াশ্চাশুভফলং দর্শয়িত্বা সীতয়া রামসমীপে আত্মসমর্পণদ্বারা মিত্রতাস্থাপনায় রাবণং প্রত্যুপদেশশ্চ।]

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সীতা রৌদ্রস্য রক্ষসঃ।
আর্তা দীনস্বরা দীনং প্রত্যুবাচ ততঃ শনৈঃ ॥১
দুঃখার্তা রুদতী সীতা বেপমানা তপস্বিনী।
চিন্তয়ন্তী বরারোহা পতিমেব পতিব্রতা ॥২
তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা প্রত্যুবাচ শুচিস্মিতা।
নিবর্তয় মনো মত্তঃ স্বজনে প্রীয়তাং মনঃ ॥৩
ন মাং প্রার্থয়িতুং যুক্তস্ত্বং সিদ্ধিমিব পাপকৃৎ।
অকার্য্যং ন ময়া কার্য্যমেকপত্ন্যা বিগর্হিতম্ ॥৪

একবিংশ সর্গ

[দুর্জন সংসর্গ পরিহারের জন্য মধ্যে তৃণ নিক্ষেপূর্বক শান্তবাক্যে রাবণকে হিতোপদেশ প্রদান করিতে করিতে সীতার রামগুণ কীর্তন এবং তাঁহার সহিত মিত্রতার শুভফল ও শত্রুতার অশুভ ফল দেখাইয়া রামের নিকটক আত্মসমর্পণ দ্বারা মিত্রতা স্থাপনের উপদেশ।]

সীতা সেই ক্রুর রাক্ষসের সেইসব বাক্য শ্রবণে দুঃখিতা হইয়া ক্ষীণস্বরে দীনতা প্রদর্শন পূর্বক ধীরে ধীরে প্রত্যুত্তর করিতে লাগিলেন। অনন্তর দুঃখার্তা, বরারোহা, পতিব্রতা, কম্পিতকলেবরা, রোদনপরায়ণা (রাবণের দুরাশা চিন্তা করিয়া যেন) ও ঈষৎ হাস্যযুক্তা সীতা (পরপুরুষ, তমোগুণাশ্রয়ী রাক্ষসের সহিত সাক্ষাৎ কথা বলা উচিৎ নয় মনে করিয়া) মধ্যে তৃণ ব্যবধান রাখিয়া মনে মনে পতির ধ্যান করিতে করিতে প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন।১-২

আমা হইতে তোমার মনকে ফিরাইয়া নাও, স্বকীয় জনে (ভার্য্যায়) তোমার চিত্ত প্রীতিলাভ করুক। যেহেতু পাপকারী ব্যক্তি যেরূপ সিদ্ধি (ব্রহ্মলোকাদি) প্রাপ্ত হইতে পারেনা, তদ্রূপ আমাকে (প্রাপ্তির আশায়) প্রার্থনা তোমার যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। আমি মহাকুলপ্রসূতা, পবিত্রবংশে (বধূরূপে) সমাগতা,

কুলং সম্প্রাপ্তয়া পুণ্যং কুলে মহতি জাতয়া।
এবমুক্ত্বা তু বৈদেহী রাবণং তং যশস্বিনী ॥৫
রাবণং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা ভূয়ো বচনমব্রবীৎ।
নাহমৌপয়িকী ভার্য্যা পরভার্য্যা সতী তব ॥৬
সাধু ধর্ম্মমবেক্ষস্ব সাধু সাধুব্রতং চর।
যথা তব তথান্যেষাং রক্ষ্যা দারা নিশাচর ॥৭
আত্মানমুপমাং কৃত্বা স্বেষু দারেষু রম্যতাম্।
অতুষ্টং স্বেষু দারেষু চপলং চপলেন্দ্রিয়ম্।
নয়ন্তি নিকৃতিপ্রজ্ঞং পরদারাঃ পরাভবম্ ॥৮
ইহ সন্তো ন বা সন্তি সতো বা নানুবর্ত্তসে।
যথা হি বিপরীতা তে বুদ্ধিরাচারবর্জ্জিতা ॥৯
বচো মিথ্যাপ্রণীতাত্মা পথ্যমুক্তং বিচক্ষণৈঃ।
রাক্ষসানামভাবায় ত্বং বা ন প্রতিপদ্যসে ॥১০
অকৃতাত্মানমাসাদ্য রাজানমনয়ে রতম্।
সমৃদ্ধানি বিনশ্যন্তি রাষ্ট্রাণি নগরাণি চ ॥১১
তথৈব ত্বাং সমাসাদ্য লঙ্কা রত্নৌঘসঙ্কুলা।
অপরাধাত্তবৈকস্য নচিরাদ্ বিনশিষ্যতি ॥১২
সকৃতৈর্হন্যমানস্য রাবণাদীর্ঘদর্শিনঃ।
অভিনন্দন্তি ভূতানি বিনাশে পাপকর্ম্মণঃ ॥১৩
এবং ত্বাং পাপকর্ম্মাণং বক্ষ্যন্তি নিকৃতা জনাঃ।
দিষ্ট্যৈতদ্ ব্যসনং প্রাপ্তো রৌদ্র ইত্যেব হর্ষিতাঃ ॥১৪
শক্যা লোভয়িতুং নাহমৈশ্বর্য্যেণ ধনেন বা।
অনন্যা রাঘবেণাহং ভাস্করেণ যথা প্রভা ॥১৫
উপধায় ভুজং তস্য লোকনাথস্য সৎকৃতম্।
কথং নামোপধাস্যামি ভুজমন্যস্য কস্যচিৎ ॥১৬
অহমৌপয়িকী ভার্য্যা তস্যৈব চ ধরাপতেঃ।
ব্রতস্নাতস্য বিদ্যেব বিপ্রস্য বিদিতাত্মনঃ ॥১৭

একপত্নী (এক পতি যাহার তাদৃশ) ব্রতচারিণী (পতিব্রতা) সুতরাং সাধুজননিন্দিত (পরপুরুষস্পর্শাদিরূপ) অকার্য্য করা আমার উচিত হইতে পারে না। যশস্বিনী বৈদেহী সেই রাবণকে এই কথা বলিয়াই কিন্তু রাবণকে পৃষ্ঠভাগে (পশ্চাদ্‌ভাগে) রাখিয়া পুনরায় বাক্য বলিতে লাগিলেন,—আমি সতী ও পরপত্নী, সুতরাং তোমার ভোগযোগ্যা নহি।৩-৬

সদ্ধর্ম পর্য্যবেক্ষণ কর। সজ্জনগণের অনুষ্ঠেয় সাধুব্রত আচরণ কর। নিশাচর! স্বীয় ভার্য্যার ন্যায় অন্যের ভার্য্যারও রক্ষণ সর্বদা অবশ্য কর্ত্তব্য।৭

তুমি আপনাকে উপমা করিয়া স্বীয় ভার্য্যাতে রত হও। যে ব্যক্তি নিজ ভার্য্যায় অসন্তুষ্ট সেই চপলেন্দ্রিয় মন্দবুদ্ধি চপলকে পরস্ত্রী আয়ুক্ষয় প্রভৃতি বিবিধ অমঙ্গলে পাতিত করে। তোমার যেরূপ শিষ্টাচারবিরহিতা বিপরীতা বুদ্ধি দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয়—এস্থানে সদ্ব্যক্তি নাই, অথবা তুমি সজ্জনের অনুবর্তন কর না, কিংবা পরিণামদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তি তোমাকে হিতবাক্য বলিয়া থাকিবেন কিন্তু তুমি রাক্ষসকুলের অমঙ্গলের (বিনাশের) জন্য সেই হিতবাক্যকে মিথ্যা মনে করিয়া অশ্রদ্ধায় তাহা গ্রহণ করিতেছ না। যেরূপ দুর্নীতিপরায়ণ ও অশিক্ষিত রাজাকে প্রাপ্ত হইলে অতি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র ও নগরসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া রত্নপূর্ণা লঙ্কা এক তোমারই অপরাধে অচিরকালমধ্যে বিনষ্ট হইবে। রাবণ! যে অদূরদর্শী নিজকর্মদোষে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে যাইতেছে, সেই পাপকর্মার বিনাশে সমস্ত প্রাণীই সর্বতোভাবে আনন্দিত হইয়া থাকে।৮-১৩

তোমা কর্ত্তৃক বঞ্চিত ব্যক্তিরা এইরূপ পাপকর্মে নিরত তোমাকে আনন্দের সহিত বলিবে, "রে ক্রুর! তুই দৈবক্রমে এই বিপদ্ প্রাপ্ত হইয়াছিস্"। হে রাক্ষস! সূর্য্য ও সূর্য্যের প্রভা পৃথগ্‌ভাবে থাকিতে পারেনা, সেইরূপ আমিও রাঘব হইতে কদাপি পৃথক্ হইয়া থাকিতে পারি না। অতএব ঐশ্বর্য্য বা ধনের প্রলোভনে আমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিবে না। সেই লোকনাথের দক্ষিণ বাহু উপাধান করিয়া (আবার) কি প্রকারে (কোন্ লজ্জায়) অন্য কোন ব্যক্তির বাহুকে উপাধান করিব? তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায় আমি ব্রতস্নাত

সাধু রাবণ রামেণ মাং সমানয় দুঃখিতাম্।
বনে বাসিতয়া সার্দ্ধং করেণ্বেব গজাধিপম্ ॥১৮
মিত্রমৌপয়িকং কর্ত্তুং রামঃ স্থানং পরীপ্সতা।
বন্ধং চানিচ্ছতা ঘোরং ত্বয়াসৌ পুরুষর্ষভঃ ॥১৯
বিদিতঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ শরণাগতবৎসলঃ।
তেন মৈত্রী ভবতু তে যদি জীবিতুমিচ্ছসি ॥২০
প্রসাদয়স্ব ত্বং চৈনং শরণাগতবৎসলম্।
মাং চাস্মৈ প্রযতো ভূত্বা নির্যাতয়িতুমর্হসি ॥২১
এবং হি তে ভবেৎ স্বস্তি সম্প্রদায় রঘূত্তমে।
অন্যথা ত্বং হি কুর্ব্বাণঃ পরাং প্রাপ্স্যসি চাপদম্ ॥২২
বর্জয়েদ্ বজ্রমুৎসৃষ্টং বর্জয়েদন্তকশ্চিরম্।
ত্বদ্বিধং ন তু সংক্রুদ্ধো লোকনাথঃ স রাঘবঃ ॥২৩
রামস্য ধনুষঃ শব্দং শ্রোষ্যসি ত্বং মহাস্বনম্।
শতক্রতুবিসৃষ্টস্য নির্ঘোষমশনেরিব ॥২৪
ইহ শীঘ্রং সুপর্বাণো জ্বলিতাস্যা ইবোরগাঃ।
ইষবো নিপতিষ্যন্তি রাম-লক্ষ্মণলক্ষিতাঃ ॥২৫
রক্ষাংসি নিহনিষ্যন্তঃ পুর্য্যামস্যাং ন সংশয়ঃ।
অসম্পাতং করিষ্যন্তি পতন্তঃ কঙ্কবাসসঃ ॥২৬
রাক্ষসেন্দ্রমহাসর্পান্ স রামগরুড়ো মহান্।
উদ্ধরিষ্যতি বেগেন বৈনতেয় ইবোরগান্ ॥২৭
অপনেষ্যতি মাং ভর্তা ত্বত্তঃ শীঘ্রমরিন্দমঃ।
অসুরেভ্যঃ শ্রিয়ং দীপ্তাং বিষ্ণুস্ত্রিভিরিব ক্রমৈঃ ॥২৮
জনস্থানে হতস্থানে নিহতে রক্ষসাং বলে।
অশক্তেন ত্বয়া রক্ষঃ কৃতমেতদসাধু বৈ ॥২৯
আশ্রমং তত্তয়োঃ শূন্যং প্রবিশ্য নরসিংহয়োঃ।
গোচরং গতয়োর্ভ্রাত্রোরপনীতা ত্বয়াধম ॥৩০
নহি গন্ধমুপাঘ্রায় রাম-লক্ষ্মণয়োস্ত্বয়া।
শক্যং সন্দর্শনে স্থাতুং শুনা শার্দূলয়োরিব ॥৩১

বিদিতাত্মতত্ত্ব ধরাপতির উপভোগ্যা ভার্য্যা। হে রাবণ! আমি অত্যন্ত ব্যথিতা; সুতরাং বনে কামুকী করিণীর সহিত গজপতির ন্যায় আমাকে রামের সহিত ভদ্রভাবে সম্মিলিত করিয়া দাও। লঙ্কানগরী রক্ষার ইচ্ছা থাকিলে ও সকলকুটুম্বপীড়াজনক স্বীয় মৃত্যুর ইচ্ছা না থাকিলে পুরুষশ্রেষ্ঠ রামের সহিত তোমার মিত্রতাস্থাপনই করা উচিত। তিনি সকল ধর্মজ্ঞাতা ও শরণাগত-বৎসলরূপে প্রসিদ্ধ; যদি বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাঁহার সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য। তুমি সংযতচিত্তে আমাকে তাঁহার নিকট প্রত্যর্পণ করিয়া সেই শরণাগতবৎসল রামকে প্রসন্ন কর। এই ভাবে রঘুশ্রেষ্ঠের নিকট আমাকে সমর্পণ করিলে তোমার মঙ্গল হইবে। ইহার বিপরীত কার্য্য করিলে তুমি ভয়ঙ্কর বিপদ্ প্রাপ্ত হইবে; যেহেতু নিক্ষিপ্ত বজ্রও তোমাকে বর্জন করিতে পারে, যমও তোমাকে চিরকালের জন্য বর্জন করিতে পারে, কিন্তু লোকনাথ ক্রুদ্ধ রাঘব তোমার ন্যায় দুর্জনকে বর্জন করিবেন না, অবশ্যই বধ করিবেন।১৪-২৩

ইন্দ্রনিক্ষিপ্ত বজ্রের নির্ঘোষের ন্যায় তুমি অচিরেই রামের ধনুর মহাস্বনপ্রতিধ্বনিত শব্দ শুনিতে পাইবে।২৪

রাম ও লক্ষ্মণের নামচিহ্নাঙ্কিত শোভনপর্বসম্বলিত বাণসমূহ জ্বলিতবদন সর্পের ন্যায় শীঘ্রই লঙ্কানগরীতে নিপতিত হইবে।২৫

তাহারা (সেই বাণসমূহ) নিপতিত হইয়া এই পুরীতে রাক্ষসকুল সম্পূর্ণরূপে বধপূর্বক নিষ্প্রত্যূহে কঙ্কাদির বাসস্থান করিয়া দিবে।২৬

বিনতানন্দন গরুড় যেরূপে মহাবেগে সর্পসমূহকে সুন্মূলিত করে, সেইরূপ রামরূপ গরুড় রাক্ষসরূপ সর্পকে নির্মূল (বধ) করিবেন।২৭

বিষ্ণু যেরূপ তিন পাদক্ষেপে ত্রিবিক্রম প্রকাশ করিয়া অসুরগণের নিকট হইতে প্রজ্যোতিতা শ্রীকে আহরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শত্রুনিসূদন আমার স্বামী তোমার নিকট হইতে সত্বর আমাকে লইয়া যাইবেন।২৮

হে রাক্ষস! সে বধ্যস্থানে জনস্থানে রাক্ষসসৈন্য নিহত হইলে তুমি স্বয়ং (তাহার প্রতীকারে) অসমর্থ হইয়া এই অসৎ আচরণ করিয়াছ।২৯

তস্য তে বিগ্রহে তাভ্যাং যুগগ্রহণমস্থিরম্।
বৃত্রস্যেবেন্দ্রবাহুভ্যাং বাহোরেকস্য বিগ্রহে ॥৩২
ক্ষিপ্রং তব স নাথো মে রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
তোয়মল্পমিবাদিত্যঃ প্রাণানাদাস্যতে শরৈঃ ॥৩৩
গিরিং কুবেরস্য গতোঽথবালয়ং
সভাং গতো বা বরুণস্য রাজ্ঞঃ।
অসংশয়ং দাশরথের্বিমোক্ষ্যসে
মহাদ্রুমঃ কালহতোঽশনেরিব ॥৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে একবিংশ সর্গঃ ॥

রে অধম! সেই নরসিংহ ভ্রাতৃদ্বয়ের অগোচরে শূন্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আমাকে তুই হরণ করিয়া আনিয়াছিস্।৩০

কুক্কুর যেমন ব্যাঘ্রের আঘ্রাণ পাইলে সম্মুখে অবস্থান করিতে পারেনা, সেইরূপ তুইও রাম-লক্ষ্মণের গন্ধ পাইলে (সমীপে অবস্থান জানিলে) তাঁহাদের সমক্ষে থাকিতে পারিবি না।৩১

দ্বিবাহু ইন্দ্রের সহিত একবাহু বৃত্রাসুরের সংগ্রামের ন্যায় রাম-লক্ষ্মণের সহিত তোমার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সহায়কও (ভুজ) থাকিবে না।৩২

সূর্য্যের অল্পমাত্র জল শোষণের ন্যায় আমার পতি রাম লক্ষ্মণের সাহায্যে অতিক্ষিপ্রই শরজালে তোমার প্রাণ হরণ করিবেন। তুমি ভয়ে কুবেরের আবাস পর্বতে (কৈলাসে) বা বরুণালয়ের পরপারে গেলেও কালাহত বনপতি যেমন বজ্রপাত হইতে রক্ষা পায় না, সেইরূপ তুমিও দাশরথির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে না,—ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।৩৩-৩৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে একবিংশ সর্গ সমাপ্ত

দ্বাবিংশঃ সর্গঃ

[সীতয়ৈবং ভর্ৎসনয়া ক্রুদ্ধস্য 'মাসদ্বয়মপেক্ষ্য তাং বধিষ্যামি' ইতি কথিতস্য রাবণস্য ভয়প্রদর্শনম্, ততো রাবণপত্নীনাং চক্ষুঃসঙ্কেতেনাশ্বস্তয়া সীতয়া পুনা রাবণং প্রতি ভর্ৎসনবাক্যম্, ভয়েন সান্ত্বনাবাক্যেন চ সীতাং বশীকর্তুং ভয়ঙ্করীর্বিকৃতবদনা রাক্ষসীর্নিযুজ্য ধন্যমালিনীতি নাম্না পত্ন্যা নিবৃত্তস্য রাবণস্য অন্তঃপুরচারিণীভিঃ সহ স্বগৃহে গমনঞ্চ ।]

সীতায়া বচনং শ্রুত্বা পরুষং রাক্ষসেশ্বরঃ ।
প্রত্যুবাচ ততঃ সীতাং বিপ্রিয়ং প্রিয়দর্শনাম্ ॥১
যথা যথা সান্ত্বয়িতা বশ্যঃ স্ত্রীণাং তথা তথা ।
যথা যথা প্রিয়ং বক্তা পরিভূতস্তথা তথা ॥২
সন্নিযচ্ছতি মে ক্রোধং ত্বয়ি কামঃ সমুত্থিতঃ ।
দ্রবতো মার্গমাসাদ্য হয়ানিব সুসারথিঃ ॥৩
বামঃ কামো মনুষ্যাণাং যস্মিন্ কিল নিবধ্যতে ।
জনে তস্মিংস্ত্বনুক্রোশঃ স্নেহশ্চ কিল জায়তে ॥৪
এতস্মাৎ কারণান্ন ত্বাং ঘাতয়ামি বরাননে ।
বধার্হামবমানার্হাং মিথ্যা প্রব্রজনে রতাম্ ॥৫
পরুষাণি হি বাক্যানি যানি যানি ব্রবীষি মাম্ ।
তেষু তেষু বধো যুক্তস্তব মৈথিলি দারুণঃ ॥৬
এবমুক্ত্বা তু বৈদেহীং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।
ক্রোধসংরম্ভসংযুক্তঃ সীতামুত্তরমব্রবীৎ ॥৭
দ্বৌ মাসৌ রক্ষিতব্যৌ মে যোঽবধিস্তে ময়া কৃতঃ ।
ততঃ শয়নমারোহ মম ত্বং বরবর্ণিনি ॥৮

দ্বাবিংশ সর্গ

[সীতার এই প্রকার ভর্ৎসনায় ক্রুদ্ধ রাবণ "দুই মাস অপেক্ষা করিয়া তোমাকে হত্যা করিব" বলিয়া তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন অনন্তর রাবণের পত্নীগণের চক্ষুঃসঙ্কেতে আশ্বস্তা সীতা কর্তৃক পুনরায় রাবণকে ভর্ৎসনা, ভয়ঙ্করী বিকৃতবদনা রাক্ষসীগণকে ভয় ও সান্ত্বনাবাক্যে সীতাকে বশীভূত করার জন্য নিযুক্ত করিয়া 'রাবণকে ধান্যমালিনী নামক তাহার পত্নী তাহা হইতে নিবর্তন করিলে' মুগ্ধ রাবণের অন্তঃপুরচারিণীগণের সহিত স্বগৃহে গমন ।]

অনন্তর রাক্ষসেশ্বর, সীতার কর্কশবাক্য শুনিয়া প্রিয়দর্শনা সীতাকে অপ্রিয় বাক্য বলিতে লাগিলেন ।১

হে বরাননে! সংসারে দেখা যায় পুরুষ স্ত্রীকে যেরূপে সান্ত্বনা করে, সেই পুরুষ সেই স্ত্রীর নিকট ততই আদৃত হইয়া থাকে কিন্তু আমি তোমাকে যতই প্রিয়-বাক্য বলিতেছি তুমি ততই আমাকে পরাভূত করিতেছ। বিপথে ধাবিত অশ্ববর্গকে সুসারথি যেমন সংযত করিয়া রাখে, সেইরূপ তোমার প্রতি সমুত্থিত কাম তেমনই ঐ ক্রোধকে সংযত করিয়া রাখিতেছে। মনুষ্যগণের পক্ষে কাম অতি ভয়ঙ্কর (প্রতিকূল), যাহার উপর কামভাব জাগ্রৎ হয়, সেই ব্যক্তি ক্রোধের পাত্র হইলেও তাহাতে দয়া ও স্নেহ জন্মিয়া থাকে। তুমি বধার্হা, অবমাননার যোগ্যা ও কপট তাপসব্রতনিরতা, তথাপি এই কারণেই তোমাকে বধ করিতেও পারিতেছি না। হে মৈথিলি! তুমি আমাকে যে সকল পরুষ (কর্কশ) বাক্য বলিয়াছ, সেই প্রত্যেক বাক্যই তোমার দারুণ বধের কারণ হওয়া উচিত ।২-৬

রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রোধ ও প্রণয়সংযুক্ত হইয়া বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে এইরূপ বলার পর পরবর্তী বাক্যও বলিতে লাগিলেন। হে বরবর্ণিনি! (অরণ্য-কাণ্ডে 'মাসান্ দ্বাদশ ভামিনি!' এই রাবণ বাক্যের) তোমার জন্য আমি যে সময় নির্ধারণ করিয়াছিলাম, তাহার অবশিষ্ট দুইমাস প্রতীক্ষা করিব। তারপর তুমি আমার শয্যায় আরোহণ কর। এই দুই মাস অতীত হইলেও

দ্বাভ্যামূর্দ্ধং তু মাসাভ্যাং ভর্ত্তারং মামনিচ্ছতীম্।
মম ত্বাং প্রাতরাশার্থে সূদাশ্ছেৎস্যন্তি খণ্ডশঃ ॥৯
তাং ভর্ৎস্যমানাং সম্প্রেক্ষ্য রাক্ষসেন্দ্রেণ জানকীম্।
দেব-গন্ধর্ব্বকন্যাস্তা বিষেদুর্বিকৃতেক্ষণাঃ ॥১০
ওষ্ঠপ্রকারৈরপরা নেত্রৈর্বক্ত্রৈস্তথাপরাঃ।
সীতামাশ্বাসয়ামাসুস্তর্জিতাং তেন রক্ষসা ॥১১
তাভিরাশ্বাসিতা সীতা রাবণং রাক্ষসাধিপম্।
উবাচাত্মহিতং বাক্যং বৃত্তশৌটীর্য্যগর্ব্বিতম্ ॥১২
নূনং ন তে জনঃ কশ্চিদস্মিন্নিঃশ্রেয়সি স্থিতঃ।
নিবারয়তি যো ন ত্বাং কর্ম্মণোঽস্মাদ্ বিগর্হিতাৎ ॥১৩
মাং হি ধর্ম্মাত্মনঃ পত্নীং শচীমিব শচীপতেঃ।
ত্বদন্যস্ত্রিষু লোকেষু প্রার্থয়েন্মনসাপি কঃ ॥১৪
রাক্ষসাধম রামস্য ভার্য্যামমিততেজসঃ।
উক্তবানসি যৎ পাপং ক্ব গতস্তস্য মোক্ষ্যসে ॥১৫

যথা দৃপ্তশ্চ মাতঙ্গঃ শশশ্চ সহিতৌ বনে।
তথা দ্বিরদবদ্ রামস্ত্বং নীচ শশবৎ স্মৃতঃ ॥১৬
স ত্বমিক্ষ্বাকুনাথং বৈ ক্ষিপন্নিহ ন লজ্জসে।
চক্ষুষো বিষয়ে তস্য ন যাবদুপগচ্ছসি ॥১৭
ইমে তে নয়নে ক্রূরে বিকৃতে কৃষ্ণপিঙ্গলে।
ক্ষিতৌ ন পতিতে কস্মান্মামনার্য্য নিরীক্ষতঃ ॥১৮
তস্য ধর্ম্মাত্মনঃ পত্নী স্নুষা দশরথস্য চ।
কথং ব্যাহরতো মাং তে ন জিহ্বা পাপ শীর্য্যতি ॥১৯
অসন্দেশাত্তু রামস্য তপসশ্চানুপালনাৎ।
ন ত্বাং কুর্মি দশগ্রীব ভস্ম ভস্মার্হতেজসা ॥২০
নাপহর্ত্তুমহং শক্যা তস্য রামস্য ধীমতঃ।
বিধিস্তব বধার্থায় বিহিতো নাত্র সংশয়ঃ ॥২১
শূরেণ ধনদভ্রাত্রা বলৈঃ সমুদিতেন চ।
অপোহ্য রামং কস্মাচ্চিদ্ দারচৌর্য্যং ত্বয়া কৃতম্ ॥২২

তুমি যদি আমাকে ভর্ত্তারূপে গ্রহণে অনিচ্ছুক হও তাহা হইলে পাচকগণ আমার প্রাতরাশের (প্রাতর্ভোজনের) জন্য তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবে।৭-৯

বিশালনয়না দেব ও গন্ধর্বকন্যাগণ রাক্ষসরাজ কর্ত্তৃক জানকীকে এইরূপ তিরস্কৃতা হইতে দেখিয়া বিষণ্ণা হইলেন এবং রাক্ষসরাজ কর্ত্তৃক নির্ভৎসিতা সীতাকে কেহ ওষ্ঠভঙ্গী দ্বারা, কেহ কটাক্ষচালনভঙ্গীতে, কেহ বা মুখভঙ্গী দ্বারা আশ্বাস দিতে লাগিলেন। সেই দেব-গন্ধর্বকন্যাগণ কর্ত্তৃক আশ্বস্তা হইয়া সীতা স্বীয় পাতিব্রত্য ও পতির বীর্য্যে গর্বিত বাক্যসকল রাবণের কল্যাণের জন্য বলিতে লাগিলেন।১০-১২

মনে হয়—তোমার অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষী এমন কোন ব্যক্তি এস্থানে নাই, যে তোমাকে এই নিন্দিত কর্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে।১৩

শচীপতি (ইন্দ্রে)র শচীর ন্যায় আমি ধর্মাত্মা (রামে)র পত্নী। এই ত্রিভুবনে তুমি ব্যতীত অন্য কেহ মনে মনেও আমাকে প্রার্থনা করিতে পারেনা।১৪

রাক্ষসাধম! আমি অপরিমিত তেজস্বী রামের পত্নী, তুমি যে সব পাপ কথা আমাকে বলিয়াছ ; কোন্ স্থানে গিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবে? ১৫

নীচ! বলদৃপ্ত হস্তী এবং শশক বনে যুদ্ধার্থে সম্মিলিত হইলে যাহা হয়, তদ্রূপ হস্তীর ন্যায় রামের সহিত শশকের ন্যায় তোমারও সংগ্রামে সেইরূপ অবস্থা হইবে।১৬

সেই (শশকবৎ) তুমি সেই (গজেন্দ্রবৎ) রামের নিন্দা করিয়া লজ্জিত হইতেছ না? (কতক্ষণ আর নিন্দা করিবে?) যে পর্য্যন্ত না তুমি তাঁহার নয়ন গোচর হও। (তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী)। অনার্য্য! আমার প্রতি (অসদভিপ্রায়ে) নিরীক্ষণকারী তোমার এই ক্রূর, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ, পাপ-কলুষিত নয়নদ্বয় ভূতলে নিপতিত হইতেছে না কেন? ১৭-১৮

(রে সাক্ষাৎ) পাপ! আমি সেই ধর্মাত্মা (রামে)র পত্নী ও দশরথের পুত্রবধূ; তুমি আমার প্রতি যে

সীতায়া বচনং শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
বিবৃত্য নয়নে ক্রূরে জানকীমন্বৈক্ষত ॥২৩
নীলজীমূতসঙ্কাশো মহাভুজশিরোধরঃ।
সিংহসত্ত্বগতিঃ শ্রীমান্ দীপ্তজিহ্বোগ্রলোচনঃ ॥২৪
চলাগ্রমুকুটপ্রাংশুশ্চিত্রমাল্যানুলেপনঃ।
রক্তমাল্যাম্বরধরস্তপ্তাঙ্গদবিভূষণঃ ॥২৫
শ্রোণীসূত্রেণ মহতা মেচকেন সুসংবৃতঃ।
অমৃতোৎপাদনে নদ্ধো ভুজঙ্গেনেব মন্দরঃ ॥২৬
তাভ্যাং স পরিপূর্ণাভ্যাং ভুজাভ্যাং রাক্ষসেশ্বরঃ।
শুশুভেঽচলসঙ্কাশঃ শৃঙ্গাভ্যামিব মন্দরঃ ॥২৭
তরুণাদিত্যবর্ণাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতঃ।
রক্তপল্লবপুষ্পাভ্যামশোকাভ্যামিবাচলঃ ॥২৮
স কল্পবৃক্ষপ্রতিমো বসন্ত ইব মূর্তিমান্।
শ্মশানচৈত্যপ্রতিমো ভূষিতোঽপি ভয়ঙ্করঃ ॥২৯
অবেক্ষমাণো বৈদেহীং কোপসংরক্তলোচনঃ।
উবাচ রাবণঃ সীতাং ভুজঙ্গ ইব নিঃশ্বসন্ ॥৩০
অনয়েনাভিসম্পন্নমর্থহীনমনুব্রতে।
নাশয়াম্যহমদ্য ত্বাং সূর্য্যঃ সন্ধ্যামিবৌজসা ॥৩১
ইত্যুক্ত্বা মৈথিলীং রাজা রাবণঃ শত্রুরাবণঃ।
সন্দদর্শ ততঃ সর্ব্বা রাক্ষসীর্ঘোরদর্শনাঃ ॥৩২
একাক্ষীমেককর্ণাঞ্চ কর্ণপ্রাবরং তথা।
গোকর্ণীং হস্তিকর্ণীঞ্চ লম্বকর্ণীমকর্ণিকাম্ ॥৩৩
হস্তিপদ্যাশ্বপদ্যৌ চ গোপদীং পাদচূলিকাম্।
একাক্ষীমেকপাদীঞ্চ পৃথুপাদীমপাদিকাম্ ॥৩৪

(কটূক্তি দ্বারা) ব্যবহার করিতেছ, তাহাতে তোমার জিহ্বা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে না কেন? ১৯

হে দশানন! তোমাকে ভস্মীভূত করার মত তেজ আমার আছে, কিন্তু (পতি) রামের আদেশ না থাকায়ও যথারীতি পাতিব্রত্য পালন করিতেছি (অভিশাপ দিলে তপঃক্ষয় এবং ব্রতভঙ্গ) বলিয়া তোমাকে ভস্মসাৎ করিতেছি না।২০

আমি রামের ভার্য্যা, আমাকে তুমি অপহরণ করিতে পারিতে না, তবে বিধাতা তোমার বধের জন্য এই বিধান করিয়াছেন—ইহাতে সন্দেহ নাই।২১

তুমি শূর, কুবেরের ভ্রাতা, অমিতবলসম্পন্ন হইয়াও (কৌশলে) রামকে আশ্রম হইতে অপসারিত করিয়া কেন তাঁহার ভার্য্যাকে অপহরণ করিলে।২২

সীতার বাক্য শ্রবণ পূর্বক রাক্ষসাধিপতি রাবণ বিবর্তন কুটিল নেত্রদ্বয় দ্বারা ক্রুদ্ধভাবে জানকীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।২৩

তখন শ্রীমান্ রাবণ দেখিতে নীলজলদ মূর্তি, দীর্ঘবাহু, প্রশস্তগ্রীব, সিংহের ন্যায় বলদর্পিত গতি, জিহ্বা ও লোচনদ্বয় উদ্দীপ্ত ও প্রখর হইয়াছিল। মুকুটের অগ্রভাগ কম্পিত হইতেছে, আকৃতি অতিশয় দীর্ঘ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। কণ্ঠে বিচিত্র মাল্য ও অঙ্গে বিবিধ অনুলেপন দেখা যাইতেছিল। রক্তমাল্য, রক্তবস্ত্র ও সমুজ্জ্বল কণ্ঠাভরণ তাহার গাত্রে শোভা পাইতেছিল। নিতম্বদেশে পরিহিত বৃহৎ মেখলা অমৃত মন্থনকালে ভুজঙ্গ (রজ্জু) দ্বারা পরিবেষ্টিত মন্দরপর্বতের (রূপ মন্থন দণ্ডের) ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। পরিপুষ্ট বাহুদ্বয় দ্বারা রাক্ষসেশ্বর শৃঙ্গযুগলযুক্ত মন্দর পর্বতের ন্যায় শোভিত হইতেছিল। (কামাচারী রাবণের তখন দুই বাহুই দেখা যাইতেছিল।) রক্ত পল্লব পুষ্পশোভিত অশোক-বৃক্ষ দ্বয় দ্বারা বিভূষিত পর্বতের ন্যায় রাবণ তরুণ আদিত্য-দ্বয় সদৃশ কুণ্ডলদ্বয় দ্বারা বিভূষিত হইয়াছিল। কল্পবৃক্ষের ও বসন্তের ন্যায় ভূষিত হইলেও তাহার রূপ শ্মশানও চৈত্যবৃক্ষের (শ্মশানবৃক্ষ বা শ্মশানমণ্ডপের) ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। এই প্রকার ক্রোধরক্তলোচন রাবণ সীতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক ভুজগের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বৈদেহীকে বলিল।২৪-৩০

হে রামব্রতধারিণি! তুমি প্রয়োজনহীন নীতি-বহির্ভূত ব্রতপালন করিতেছ, অতএব সূর্য্য স্বীয় প্রভায় যেমন প্রভাতকালের অন্ধকার নাশ করে আমিও সেই রূপ বলপূর্বক তোমাকে বিনাশ করিব।৩১

শত্রুসন্তাপন রাবণ মৈথিলীকে এই কথা বলিয়া ভয়ঙ্করদর্শনা রাক্ষসীগণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন;

অতিমাত্রশিরোগ্রীবামতিমাত্রকুচোদরীম্ ।
অতিমাত্রাস্য-নেত্রাঞ্চ দীর্ঘজিহ্বানখামপি ॥৩৫
অনাসিকাং সিংহমুখীং গোমুখীং শূকরীমুখীম্ ।
যথা মদ্বশগা সীতা ক্ষিপ্রং ভবতি জানকী ॥৩৬
তথা কুরুত রাক্ষস্যঃ সর্ব্বাঃ ক্ষিপ্রং সমেত্য বা ।
প্রতিলোমানুলোমৈশ্চ সাম-দানাদিভেদনৈঃ ॥৩৭
আবর্জ্জযত বৈদেহীং দণ্ডস্যোদ্যমনেন চ ।
ইতি প্রতি সমাদিশ্য রাক্ষসেন্দ্রঃ পুনঃ পুনঃ ॥৩৮
কাম-মন্যুপরীতাত্মা জানকীং প্রতি গর্জ্জত ।
উপগম্য ততঃ ক্ষিপ্রং রাক্ষসী ধান্যমালিনী ॥৩৯
পরিষ্বজ্য দশগ্রীবমিদং বচনমব্রবীৎ ।
ময়া ক্রীড় মহারাজ সীতয়া কিং তবানয়া ॥৪০
বিবর্ণয়া কৃপণয়া মানুষ্যা রাক্ষসেশ্বর ।
নূনমস্যাং মহারাজ ন দেবা ভোগসত্তমান্ ॥৪১
বিদধত্যমরশ্রেষ্ঠাস্তব বাহুবলার্জ্জিতান্ ।
অকামাং কাময়ানস্য শরীরমুপতপ্যতে ॥৪২
ইচ্ছন্তীং কাময়ানস্য প্রীতির্ভবতি শোভনা ।
এবমুক্তস্তু রাক্ষস্যা সমুৎক্ষিপ্তস্ততো বলী ॥
প্রহসন্ মেঘসঙ্কাশো রাক্ষসঃ স ন্যবর্ত্তত ॥৪৩
প্রস্থিতঃ স দশগ্রীবঃ কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্ ।
জ্বলদ্ভাস্করসঙ্কাশং প্রবিবেশ নিবেশনম্ ॥৪৪
দেবগন্ধর্ব্বকন্যাশ্চ নাগকন্যাশ্চ তাস্ততঃ ।
পরিবার্য্য দশগ্রীবং প্রবিশুস্তা গৃহোত্তমম্ ॥৪৫
স মৈথিলীং ধর্ম্মপরামবস্থিতাং
প্রবেপমানাং পরিভর্ৎস্য রাবণঃ ।
বিহায় সীতাং মদনেন মোহিতঃ
স্বমেব বেশ্ম প্রবিবেশ রাবণঃ ॥৪৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥

তাহাদের কেহ একাক্ষী, কেহ এক কর্ণা, কেহ বিশাল কর্ণা, কেহ গোকর্ণসদৃশ কর্ণা, কেহ লম্বকর্ণা, কেহ বা বিগতকর্ণা, কেহ হস্তীপদী, কেহ অশ্বপদী, কেহ গো-সদৃশপদী, কেহ লোমপদী, কেহ একপদী, কেহ স্থূলপদী, কেহ বা পদবিহীনা, কাহারও মস্তক ও গ্রীবা পরিমাণাতিরিক্ত, কাহারও স্তন ও উদর অসাধারণ, কাহারও মুখ ও চক্ষু প্রমাণাতিরিক্ত, কাহারও জিহ্বা ও নখ সুদীর্ঘ, কেহ গোমুখাকৃতি, কেহ শূকরমুখাকৃতি, কেহ বা সিংহমুখাকৃতি কেহ বা নাসিকাবিহীনা এবং এই সব রাক্ষসীকে বলিলেন,—হে রাক্ষসীগণ! জানকী যাহাতে অচিরেই আমার বশবর্ত্তিনী হন্, তোমরা প্রত্যেকে অথবা সম্মিলিতভাবে তাহা সম্পাদন কর। প্রতিকূল ও অনুকূল ব্যবহার, সান্ত্বনাবাক্য, অর্থাদিদান, ভেদ ও দণ্ড রূপ যে কোন উপায়ে বিদেহরাজনন্দিনীকে বশীভূতা কর। রাক্ষসরাজ পুনঃ পুনঃ এই প্রকার আদেশ প্রদান পূর্ব্বক কাম ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া জানকীর প্রতি গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষসী ধান্যমালিনী দ্রুত-গতিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দশাননকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন,—মহারাজ রাক্ষসেশ্বর! আমার সহিত ক্রীড়া করুন; বিবর্ণা, দীনা এই মানুষী সীতায় তোমার কি প্রয়োজন? মহারাজ! মনে হয়—দেব-শ্রেষ্ঠগণ আপনার বাহুবলে উপার্জ্জিত স্বর্গীয় উত্তম উত্তম ভোগ ইহার জন্য বিধান করেন নাই। অকামাকে কামনাকারীর শরীর সন্তপ্ত হয়, সকামার প্রতি ইচ্ছুক হইলে শোভনা প্রীতি হইয়া থাকে। রাক্ষসী কর্ত্তৃক এই প্রকার কথিত ও সেই স্থান হইতে অপসারিত হইয়া বলবান্ মেঘসদৃশ রাক্ষস (ধান্যমালিনীর এই আচরণে স্ত্রীপ্রহার মনে করিয়া) হাসিতে হাসিতে সীতা প্রসঙ্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মেদিনী কম্পমান করিয়াই যেন দশগ্রীব সেস্থান হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক প্রোজ্জ্বল সূর্য্যের ন্যায় স্বকীয় আবাস গৃহে প্রবেশ করিতে লাগিলেন এবং সেইস্থানে স্থিতা দেব, গন্ধর্ব ও নাগকন্যাগণ দশাননকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করিল।৩২-৪৫

মদনবিমোহিত রাবণ ধর্ম্মপরায়ণা কম্পিতগাত্রা উপবিষ্টা মৈথিলীকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে সীতাকে পরিত্যাগ করতঃ স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন।৪৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ

[রাবণানিযুক্তানামেকজটাপ্রমুখানাং রাক্ষসীনাং রাবণস্য প্রশংসাগীত্যা সীতাং মোহয়িতুমুদ্যমঃ ।]

ইত্যুক্ত্বা মৈথিলীং রাজা রাবণঃ শত্রুরাবণঃ ।
সন্দিশ্য চ ততঃ সর্ব্বা রাক্ষসীর্নির্জগাম হ ॥১
নিষ্ক্রান্তে রাক্ষসেন্দ্রে তু পুনরন্তঃপুরং গতে ।
রাক্ষস্যো ভীমরূপাস্তাঃ সীতাং সমভিদুদ্রুবুঃ ॥২
ততঃ সীতামুপাগম্য রাক্ষস্যঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ ।
পরং পরুষয়া বাচা বৈদেহীমিদমব্রুবন্ ॥৩
পৌলস্ত্যস্য বরিষ্ঠস্য রাবণস্য মহাত্মনঃ ।
দশগ্রীবস্য ভার্য্যাত্বং সীতে ন বহু মন্যসে ॥৪
ততস্ত্বেকজটা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ ।
আমন্ত্র্য ক্রোধতাম্রাক্ষী সীতাং করতলোদরীম্ ॥৫
প্রজাপতীনাং ষণ্ণাং তু চতুর্থোঽয়ং প্রজাপতিঃ ।
মানসো ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ পুলস্ত্য ইতি বিশ্রুতঃ ॥৬
পুলস্ত্যস্য তু তেজস্বী মহর্ষির্মানসঃ সুতঃ ।
নাম্না স বিশ্রবা নাম প্রজাপতিসমপ্রভঃ ॥৭
তস্য পুত্রো বিশালাক্ষি রাবণঃ শত্রুরাবণঃ ।
তস্য ত্বং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভার্য্যা ভবিতুমর্হসি ॥৮
ময়োক্তং চারু সর্ব্বাঙ্গি বাক্যং কিং নানুমন্যসে ।
ততো হরিজটা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ ॥৯
বিবৃত্য নয়নে কোপান্মার্জারসদৃশেক্ষণা ।
যেন দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবরাজশ্চ নির্জ্জিতঃ ॥১০
তস্য ত্বং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভার্য্যা ভবিতুমর্হসি ।
বীর্য্যোৎসিক্তস্য শূরস্য সংগ্রামেষ্বনিবর্তিনঃ ॥
বলিনো বীর্য্যযুক্তস্য ভার্য্যাত্বং কিং ন লিপ্সসে ॥১১
প্রিয়াং বহুমতাং ভার্য্যাং ত্যক্ত্বা রাজা মহাবলঃ ।
সর্ব্বাসাঞ্চ মহাভাগাং ত্বামুপৈষ্যতি রাবণঃ ॥১২

ত্রয়োবিংশ সর্গ

[রাবণ কর্তৃক নিযুক্তা একজটাপ্রমুখরাক্ষসীগণের রাবণের প্রশংসাগীতিতে সীতাকে তৎপ্রতি মুগ্ধ করিবার চেষ্টা ।]

অনন্তর শত্রুবিদারণ রাবণ মৈথিলীকে এইরূপ বলিয়া এবং রাক্ষসীগণকে সেইরূপ আদেশ প্রদানপূর্বক সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলেন ।১

রাক্ষসরাজ বহির্গত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে সেই সকল বিকটদর্শনা রাক্ষসী সীতাকে উপদ্রুত করিয়া তুলিল ।২

তারপর সেই ক্রোধবিহ্বলা রাক্ষসীগণ সীতার সমীপস্থা হইয়া অত্যন্ত কর্কশবাক্যে সীতাকে এইরূপ বলিতে লাগিল—"সীতে! পুলস্ত্যবংশীয় শ্রেষ্ঠ মহাত্মা দশগ্রীবের ভার্য্যা হওয়া কি তুমি উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারিতেছ না ? তৎপরে একজটা রাক্ষসী ক্রোধে রক্তাক্ষী হইয়া মুষ্টিমিতোদরী (কৃশোদরী) সীতাকে সম্বোধন পূর্বক বলিতে লাগিল—"মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু এই ছয়জন প্রজাপতির চতুর্থ প্রজাপতি পুলস্ত্য ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে বিখ্যাত। প্রজাপতির সমান দ্যুতিমান্ তেজস্বী বিশ্রবা পুলস্ত্যের মানসপুত্র। হে বিশালনয়নে! শত্রুভয়াবহ রাবণ তাঁহারই পুত্র; তুমি সেই রাক্ষসেন্দ্রের সম্মানার্হা পত্নী হওয়ারই যোগ্যা ।৩-৮

হে শোভনসর্বাবয়বে! তুমি কি আমার উক্ত বাক্য অনুমোদন করিতেছ না ? পরে বিড়ালের চক্ষুর ন্যায় চক্ষু

সমৃদ্ধং স্ত্রীসহস্রেণ নানারত্নোপশোভিতম্ ।
অন্তঃপুরং তদুৎসৃজ্য ত্বামুপৈষ্যতি রাবণঃ ॥১৩
অন্যা তু বিকটানাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ ।
অসকৃদ্ ভীমবীর্য্যেণ নাগা গন্ধর্বদানবাঃ ॥১৪
নির্জিতাঃ সমরে যেন স তে পার্শ্বমুপাগতঃ ।
তস্য সর্বসমৃদ্ধস্য রাবণস্য মহাত্মনঃ ।
কিমর্থং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভার্য্যাত্বং নেচ্ছসেহধমে ॥১৫
ততস্তাং দুর্ম্মুখী নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ ।
যস্য সূর্য্যো ন তপতি ভীতো যস্য স মারুতঃ ।
ন বাতি স্মায়তাপাঙ্গি কিং ত্বং তস্য ন তিষ্ঠসে ॥১৬

পুষ্পবৃষ্টিঞ্চ তরবো মুমুচুর্যস্য বৈ ভয়াৎ ।
শৈলাঃ সুস্রুবুঃ পানীয়ং জলদাশ্চ যদেচ্ছতি ॥১৭

তস্য নৈর্ঋতরাজস্য রাজরাজস্য ভামিনি ।
কিং ত্বং ন কুরুষে বুদ্ধিং ভার্য্যার্থে রাবণস্য হি ॥১৮

সাধু তে তত্ত্বতো দেবি কথিতং সাধু ভামিনি ।
গৃহাণ সুস্মিতে বাক্যমন্যথা ন ভবিষ্যসি ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥

যুক্তা হরিজটানাম্নী রাক্ষসী ক্রোধে নয়নদ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া বলিতে লাগিল,—যিনি তেত্রিশ (কোটী) দেবতা ও দেবরাজকে পরাস্ত করিয়াছেন, সেই রাক্ষসরাজের ভার্য্যা হওয়া তোমার অবশ্যই কর্তব্য। যিনি যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ বীর্য্যবলে দৃপ্ত, বলবান্ ও শৌর্য্যসম্পন্ন, তুমি সেই রাবণের ভার্য্যা হইতে লিপ্সা করিতেছনা কেন? যিনি রমণীগণের মধ্যে সৌভাগ্যবতী, সর্বাপেক্ষা-প্রিয়তমা, সেই মন্দোদরীকেও পরিত্যাগ করিয়া মহাবল রাজা তোমার নিকটই থাকিবেন।৯-১২

সেই সহস্র সহস্র রমণী দ্বারা সমৃদ্ধ ও বিবিধরত্নরাজি-সুশোভিত অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিরা রাবণ তোমার অনুগত হইবেন।১৩

অন্য এক বিকটা নাম্নী রাক্ষসী বলিতে লাগিল—অধমে! যিনি ভীমপরাক্রমে যুদ্ধে বহু গন্ধর্ব ও দানবকে বার বার পরাজিত করিয়াছেন, তিনিই আজ তোমার নিকট সমাগত, সেই সর্বসমৃদ্ধ মহানুভব রাক্ষসরাজের ভার্য্যা হইতে তুমি ইচ্ছা করিতেছ না কেন? ১৪-১৫

তারপর দুর্ম্মুখীনামক রাক্ষসী বলিতে লাগিল—হে দীর্ঘাপাঙ্গি! যাহার ভয়ে ভীত সূর্য্য (অধিক) তাপ প্রদান করেন না, যাহার ভয়ে ভীত বায়ু (প্রবলবেগে) প্রবাহিত হন না, তুমি তাঁহার হইয়া থাকিবে না কেন? ভামিনি! যাহার ভয়ে বৃক্ষসকল পুষ্পবর্ষণ করে, যাহার ভয়ে শৈলরাজি ও জলদসকল ইচ্ছানুরূপ জল প্রদান করে, সেই রাজাধিরাজ রাক্ষসরাজ রাবণের ভার্য্যা হওয়ার বুদ্ধি তোমায় হইতেছে না কেন? ভামিনি! দেবি! তোমাকে যথাযথ উত্তম তত্ত্বকথা বলিলাম। হে শোভন-হাস্যে! তুমি এই (সদুপদেশ) বাক্য গ্রহণ কর, অন্যথায় তোমার জীবন রক্ষা হইবে না।১৬-১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত

চতুর্বিংশঃ সর্গঃ

[রাক্ষসীভির্নিভর্ৎসিতায়া দৃঢ়চিত্তায়াঃ সীতায়া অরুন্ধতী-শচীপ্রভৃতি পতিব্রতা উদাহৃত্য 'মরণেঽপি মম পরপুরুষস্বীকরণমসম্ভবম্' ইতি দার্ঢ্যেনোক্তিঃ, শিংশপাবৃক্ষস্থিতস্য হনূমতো নানাবিধশস্ত্রাণ্যুত্তোল্য রাক্ষসীভিঃ সন্ত্রাসিতাং রোরুদ্যমানাং সীতাং প্রতি প্রযুক্ত-পরুষবাক্যশ্রবণঞ্চ।]

ততঃ সীতাং সমস্তাস্তা রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ।
পরুষং পরুষানর্হামূচুস্তদ্বাক্যমপ্রিয়ম্ ॥১
কিং ত্বমন্তঃপুরে সীতে সর্ব্বভূতমনোরমে।
মহার্হশয়নোপেতে ন বাসমনুমন্যসে ॥২
মানুষী মানুষস্যৈব ভার্য্যাত্বং বহু মন্যসে।
প্রত্যাহর মনো রামান্নৈবং জাতু ভবিষ্যতি ॥৩
ত্রৈলোক্যবসুভোক্তারং রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্।
ভর্ত্তারমুপসঙ্গম্য বিহরস্ব যথাসুখম্ ॥৪
মানুষী মানুষং তং তু রামমিচ্ছসি শোভনে।
রাজ্যাদ্ ভ্রষ্টমসিদ্ধার্থং বিক্লবন্তমনিন্দিতে ॥৫
রাক্ষসীনাং বচঃ শ্রুত্বা সীতা পদ্মনিভেক্ষণা।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যামিদং বচনমব্রবীৎ ॥৬
যদিদং লোকবিদ্বিষ্টমুদাহরত সঙ্গতাঃ।
নৈতন্মনসি বাক্যং মে কিল্বিষং প্রতিতিষ্ঠতি ॥৭
ন মানুষী রাক্ষসস্য ভার্য্যা ভবিতুমর্হতি।
কামং খাদত মাং সর্ব্বা ন করিষ্যামি বো বচঃ ॥৮
দীনো বা রাজ্যহীনো বা যো মে ভর্ত্তা স মে গুরুঃ।
তং নিত্যমনুরক্তাস্মি যথা সূর্য্যং সুবর্চলা ॥৯
যথা শচী মহাভাগা শক্রং সমুপতিষ্ঠতি।
অরুন্ধতী বসিষ্ঠঞ্চ রোহিণী শশিনং যথা ॥১০

চতুর্বিংশ সর্গ।

[রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক নিভর্ৎসিত হইয়াও দৃঢ়চিত্তা সীতার শচী, অরুন্ধতী প্রভৃতি পতিব্রতার উদাহরণ দিয়া 'মৃত্যু ঘটিলেও আমার পরপুরুষ স্বীকার সম্ভব নহে'—ইহা দৃঢ়তার সহিত উক্তি। শিংশপাবৃক্ষস্থিত হনুমানের নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রের উত্তোলন দ্বারা রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক ভীতিপ্রদর্শিতা হইয়া রোরুদ্যমানা সীতার প্রতি প্রযুক্ত কর্কশ বাক্য শ্রবণ।]

অনন্তর সেই বিকৃতবদনা রাক্ষসীগণ কঠোর বাক্য প্রয়োগের অনর্হা সীতাকে অপ্রিয় ও কর্কশ বাক্য বলিতে লাগিল—সীতে! মহামূল্য শয্যায় সুসজ্জিত সকল প্রাণীর মনোহর অন্তঃপুরে বাস তুমি অনুমোদন করিতেছ না কেন? হে মানুষি! তুমি মানুষের ভার্য্যা হওয়াই শ্লাঘনীয় মনে করিতেছ। রাম হইতে তোমার মন ফিরাইয়া আন। তোমার সহিত রামের কখনও মিলন হইবে না।১-৩

ত্রৈলোক্যের বিত্তরাশির উপভোক্তা রাক্ষসেশ্বর রাবণকে ভর্ত্তারূপে স্বীকার করিয়া ইচ্ছানুরূপ সুখে বিহার কর।৪

হে শোভনে! তুমি মানুষী বলিয়াই মানুষ রামের প্রতি অভিলাষিণী হইয়াছ, কিন্তু হে অনিন্দিতে! রাম রাজ্যভ্রষ্ট, বিহ্বল, সুতরাং তাঁহার পক্ষে অভীষ্টসাধন অসম্ভব (অর্থাৎ তোমার উদ্ধারসাধনে তিনি অসমর্থ)।৫

পদ্মনিভাননা সীতা রাক্ষসীগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন।৬

তোমরা সম্মিলিতা হইয়া যে লোকনিন্দিত কর্ম্মে উৎসাহিত করিতেছ, সেই পরপুরুষ সহবাসরূপ পাপবাক্য (কর্ম্ম) আমার চিত্তে স্থান পাইবে না।৭

লোপামুদ্রা যথাগস্ত্যং সুকন্যা চ্যবনং যথা।
সাবিত্রী সত্যবন্তঞ্চ কপিলং শ্রীমতী যথা ॥১১

সৌদাসং মদয়ন্তীব কেশিনী সগরং যথা
নৈষধং দময়ন্তীব ভৈমী পতিমনুব্রতা ॥১২

তথাহমিক্ষ্বাকুবরং রামং পতিমনুব্রতা।
সীতায়া বচনং শ্রুত্বা রাক্ষস্যঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ ॥
ভর্ৎসয়ন্তি স্ম পরুষৈর্বাক্যৈ রাবণচোদিতাঃ ॥১৩

অবলীনঃ স নির্বাক্যো হনুমাঞ্ছিংশপাদ্রুমে।
সীতাং সন্তর্জয়ন্তীস্তা রাক্ষসীরশৃণোৎ কপিঃ ॥১৪

তামভিক্রম্য সংরব্ধা বেপমানাং সমন্ততঃ।
ভৃশং সংলিলিহুর্দীপ্তান্ প্রলম্বান্ দশনচ্ছদান্ ॥১৫

ঊচুশ্চ পরমক্রুদ্ধাঃ প্রগৃহ্যাশু পরশ্বধান্।
নেয়মর্হতি ভর্ত্তারং রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ॥১৬

সা ভর্ৎস্যমানা ভীমাভী রাক্ষসীভির্বরাঙ্গনা।
সা বাষ্পমপমার্জন্তী শিংশপাং তামুপাগমৎ ॥১৭

ততস্তাং শিংশপাং সীতা রাক্ষসীভিঃ সমাবৃতা।
অভিগম্য বিশালাক্ষী তস্থৌ শোকপরিপ্লুতা ॥১৮

তাং কৃশাং দীনবদনাং মলিনাম্বরবাসিনীম্।
ভর্ৎসয়াঞ্চক্রিরে ভীমা রাক্ষস্যস্তাঃ সমন্ততঃ ॥১৯

ততস্তু বিনতা নাম রাক্ষসী ভীমদর্শনা।
অব্রবীৎ কুপিতাকারা করালা নির্ণতোদরী ॥২০

সীতে পর্য্যাপ্তমেতাবদ্ভর্ত্তুঃ স্নেহঃ প্রদর্শিতঃ।
সর্ব্বত্রাতিকৃতং ভদ্রে ব্যসনায়োপকল্পতে ॥২১

মানুষী কখনও রাক্ষসের ভার্য্যা হইতে পারে না। তোমরা আমাকে ইচ্ছানুসারে ভক্ষণ করিতে পার, কিন্তু আমি তোমাদের বাক্য পালন করিব না। আমার স্বামী দরিদ্রই হউন বা রাজ্য বিহীন হউন, তথাপি তিনিই আমার গুরু। সুবর্চলার সূর্য্যের প্রতি অনুরক্তার ন্যায় আমি নিয়ত তাঁহার প্রতিই অনুরক্তা।৮-৯

মহাভাগা শচী ইন্দ্রের, অরুন্ধতী বশিষ্ঠের, রোহিণী চন্দ্রের, লোপামুদ্রা অগস্ত্যের, সুকন্যা চ্যবনের, সাবিত্রী সত্যবানের, শ্রীমতী কপিলের, মদয়ন্তী সৌদাসের, কেশিনী সগরের ও ভীমরাজনন্দিনী দময়ন্তী যেমন নৈষধের প্রতি অনুরক্তা থাকিয়া পতির অনুগামিনী, সেইরূপ ইক্ষ্বাকুশ্রেষ্ঠ রাম আমার পতি এবং আমি তাঁহারই অনুগামিনী।১০-১২

সীতার বাক্য শ্রবণ পূর্বক রাবণের আজ্ঞাবর্তিনী রাক্ষসীগণ ক্রোধমূর্চ্ছিতা হইয়া তাঁহাকে কর্কশ বাক্যে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।১৩

শিংশপাবৃক্ষে নিলীন (লুক্কায়িত) কপিবর হনুমান্ কোন বাক্য প্রয়োগ না করিয়া রাক্ষসীগণের তর্জ্জন-যুক্ত বাক্য শুনিতে লাগিলেন।১৪

ক্রুদ্ধা রাক্ষসীগণ ভয়কম্পিতা সীতার চতুর্দ্দিক বেষ্টনপূর্বক লম্বমান দীপ্ত ওষ্ঠ পুনঃ পুনঃ লেহন করিতে লাগিল এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর কুঠার গ্রহণ পূর্বক বলিল—এই মানুষী রাক্ষসাধিপতি রাবণকে স্বামীর যোগ্য মনে করিতেছে না (অতএব আমাদের ভক্ষণের যোগ্য হইতেছে)।১৫-১৬

ভীষণাকৃতি রাক্ষসীগণ কর্তৃক এইরূপে তিরস্কৃতা হইয়া বরবর্ণিনী সীতা অশ্রু মার্জ্জন করিতে করিতে শিংশপাবৃক্ষের সমীপবর্তিনী হইলেন।১৭

অনন্তর রাক্ষসীগণপরিবৃতা বিশালাক্ষী সীতা শিশংপাবৃক্ষের সমীপে যাইয়া শোকসাগরে মগ্না হইয়াই তাহার মূলে উপবেশন করিলেন।১৮

সেই সকল ভয়ঙ্করী রাক্ষসী মলিনবস্ত্রপরিধানা, ম্লানমুখী ও কৃশাঙ্গী সীতাকে চতুর্দ্দিক হইতে তিরস্কার করিতে লাগিল।১৯

তৎপরে নিম্নোদরী ভীষণদশনা বিকটদর্শনা বিনতা নামক রাক্ষসী কুপিতা হইয়া বলিল—সীতে! তুমি এপর্য্যন্ত পতির প্রতি যে স্নেহ দেখাইয়াছ, তাহা পর্য্যাপ্ত কিন্তু হে মঙ্গলময়ি! সমস্তই অত্যন্ত (অধিক) হইলে তাহা বিপদের কারণ হইয়া থাকে। মৈথিলি! তুমি মনুষ্যজাতির কর্তব্য পালন করিয়াছ, তাহা অবশ্য

পরিতুষ্টাস্মি ভদ্রং তে মানুষস্তে কৃতো বিধিঃ।
মমাপি তু বচঃ পথ্যং ব্রুবন্ত্যাঃ কুরু মৈথিলী ॥২২
রাবণং ভজ ভর্ত্তারং ভর্ত্তারং সর্ব্বরক্ষসাম্।
বিক্রান্তমাপতন্তঞ্চ সুরেশমিব বাসবম্ ॥২৩
দক্ষিণং ত্যাগশীলঞ্চ সর্ব্বস্য প্রিয়বাদিনম্।
মানুষং কৃপণং রামং ত্যক্ত্বা রাবণমাশ্রয় ॥২৪
দিব্যাঙ্গরাগা বৈদেহি দিব্যাভরণভূষিতা।
অদ্যপ্রভৃতি লোকানাং সর্ব্বেষামীশ্বরী ভব ॥২৫
অগ্নেঃ স্বাহা যথা দেবী শচী বেন্দ্রস্য শোভনে।
কিং তে রামেণ বৈদেহি কৃপণেন গতায়ুষা ॥২৬
এতদুক্তঞ্চ মে বাক্যং যদি ত্বং ন করিষ্যসি।
অস্মিন্ মুহূর্ত্তে সর্ব্বাস্ত্বাং ভক্ষয়িষ্যামহে বয়ম্ ॥২৭
অন্যা তু বিকটা নাম লম্বমানপয়োধরা।
অব্রবীৎ কুপিতা সীতাং মুষ্টিমুদ্যম্য তর্জতী ॥২৮
বহূন্যপ্রতিরূপাণি বচনানি সুদুর্মতে।
অনুক্রোশান্মৃদুত্বাচ্চ সোঢ়ানি তব মৈথিলি ॥২৯
ন চ নঃ কুরুষে বাক্যং হিতং কালপুরস্কৃতম্।
আনীতাসি সমুদ্রস্য পারমন্যৈর্দুরাসদম্ ॥৩০
রাবণান্তঃপুরে ঘোরে প্রবিষ্টা চাসি মৈথিলি।
রাবণস্য গৃহে রুদ্ধা অস্মাভিস্তুভিরক্ষিতা ॥৩১
ন ত্বাং শক্তঃ পরিত্রাতুমপি সাক্ষাৎ পুরন্দরঃ।
কুরুষ্ব হিতবাদিন্যা বচনং মম মৈথিলি ॥৩২
অলমশ্রুনিপাতেন ত্যজ শোকমনর্থকম্।
ভজ প্রীতিং প্রহর্ষঞ্চ ত্যজন্তী নিত্যদৈন্যতাম্ ॥৩৩
সীতে রাক্ষসরাজেন পরিক্রীড় যথাসুখম্।
জানীমহে যথা ভীরু স্ত্রীণাং যৌবনমধ্রুবম্ ॥৩৪
যাবন্ন তে ব্যতিক্রামেত্তাবৎ সুখমবাপ্নুহি।
উদ্যানানি চ রম্যাণি পর্ব্বতোপবনানি চ ॥৩৫
সহ রাক্ষসরাজেন চর ত্বং মদিরেক্ষণে।
স্ত্রীসহস্রাণি তে দেবি বশে স্থাস্যন্তি সুন্দরি ॥৩৬
রাবণং ভজ ভর্ত্তারং ভর্ত্তারং সর্ব্বরক্ষসাম্।
উৎপাট্য বা তে হৃদয়ং ভক্ষয়িষ্যামি মৈথিলি ॥৩৭

মঙ্গলজনক; তজ্জন্য আমিও পরিতুষ্টা হইয়াছি, কিন্তু তুমি আমার বক্ষ্যমাণ হিতবাক্য প্রতিপালন কর।২০-২২

দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী সমস্ত রাক্ষসের অধিপতি রাবণকে স্বামীরূপে উপাসনা কর।২৩

দরিদ্র মনুষ্য রামকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার প্রতি দাক্ষিণ্যভাবাপন্ন, দাতা এবং সকলেরই নিকট প্রিয়বাদী রাবণকে আশ্রয় কর।২৪

হে শোভনে বৈদেহি! দিব্য অঙ্গরাগে ও স্বর্গীয় অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া অগ্নির স্বাহার ন্যায় ও ইন্দ্রের শচীর ন্যায় সমস্ত জগতের অধীশ্বরী হও। অল্পায়ু বিদেহসুতে! দুরবস্থাপন্ন রামের দ্বারা কোন কাজই হইবে না।২৫-২৬

আমার উক্ত বাক্য যদি তুমি পালন না কর, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই আমরা সকলে তোমাকে ভক্ষণ করিব।২৭

অনন্তর লম্বিতস্তনী বিকটানাম্নী রাক্ষসী অত্যন্ত কোপান্বিতা হইয়া মুষ্টি সমুত্তত করত তিরস্কার করিতে করিতে সীতাকে বলিতে লাগিল,—দুর্মতে! মৈথিলি! অতি তুচ্ছ বলিয়া দয়া করিয়া তোমার বহু অন্যায্য প্রলাপবাক্য আমরা সহ্য করিয়াছি। আমাদের সময়োপযোগী হিতবাক্যও তুমি গ্রহণ করিতেছ না। মৈথিলি! তুমি অন্যের দুষ্প্রবেশ সমুদ্রের পরপারে আনীতা হইয়াছ ও রাবণের ভয়ঙ্কর অন্তঃপুরে প্রবিষ্টা হইয়াছ এবং রাবণের গৃহে অবরুদ্ধা থাকিয়া আমাদের কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইতেছ, সুতরাং তোমাকে সাক্ষাৎ দেবেন্দ্রও পরিত্রাণ করিতে সমর্থ নহেন। মৈথিলি! অতএব হিতবাদিনী আমার বাক্য প্রতিপালন কর।২৮-৩২

অশ্রুপাতের প্রয়োজন নাই; নিরর্থক শোক পরিত্যাগ কর, আনন্দ ও প্রীতিলাভ কর; নিত্যদীনতা পরিত্যাগ কর। হে সীতে! স্বীয় অভিপ্রায় মত আনন্দে রাক্ষসরাজের সহিত ক্রীড়া কর। হে ভীরু! আমরা জানি—রমণীগণের যৌবন অনিত্য, যে পর্য্যন্ত না যৌবন

যদি মে ব্যাহৃতং বাক্যং ন যথাবৎ করিষ্যসি।
ততশ্চণ্ডোদরী নাম রাক্ষসী ক্রূরদর্শনা ॥৩৮
ভ্রাময়ন্তী মহচ্ছূলমিদং বচনমব্রবীৎ।
ইমাং হরিণশাবাক্ষীং ত্রাসোৎকম্পপয়োধরাম্ ॥৩৯
রাবণেন হৃতাং দৃষ্ট্বা দৌহৃর্দো মে মহানয়ম্।
যকৃৎ প্লীহং মহৎ ক্রোড়ং হৃদয়ঞ্চ সবন্ধনম্ ॥৪০
গাত্রাণ্যপি তথা শীর্ষং খাদেয়মিতি মে মতিঃ।
ততস্তু প্রঘসা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ ॥৪১
কণ্ঠমস্যা নৃশংসায়াঃ পীড়য়ামঃ কিমাস্যতে।
নিবেদ্যতাং ততো রাজ্ঞে মানুষী সা মৃতেতি হ ॥৪২
নাত্র কশ্চন সন্দেহঃ খাদতেতি স বক্ষ্যতি।
ততস্ত্বজামুখী নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ ॥৪৩

বিশস্যেমাং ততঃ সর্বান্ সমান্ কুরুত পিণ্ডকান্।
বিভজাম ততঃ সর্বা বিবাদো মে ন রোচতে ॥৪৪
পেয়মানীয়তাং ক্ষিপ্রং মাল্যঞ্চ বিবিধং বহু।
ততঃ শূর্পণখা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ ॥৪৫
অজামুখ্যা যদুক্তং বৈ তদেব মম রোচতে।
সুরা চানীয়তাং ক্ষিপ্রং সর্বশোকবিনাশিনী ॥৪৬
মানুষং মাংসমাস্বাদ্য নৃত্যামোঽথ নিকুম্ভিলাম্।
এবং নির্ভৎর্স্যমানা সা সীতা সুরসুতোপমা ॥৪৭
রাক্ষসীভির্বিরূপাভির্ধৈর্য্যমুৎসৃজ্য রোদিতি ॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ ॥

অতিক্রান্ত হইয়া যায়, সে পর্য্যন্ত তুমি সুখভোগ করিয়া লও। হে মদিরনয়নে! রমণীয় উদ্যান ও পার্বত্য উপবন-সমূহে তুমি রাক্ষসরাজের সহিত বিচরণ কর। হে সুন্দরি! হে দেবি! সহস্র সহস্র রমণী তোমার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে।৩৩-৩৬

রাক্ষসগণের অধিপতি রাবণকে স্বামিভাবে সেবা কর। তুমি যদি আমার বাক্য যথাযথ পালন না কর, তবে আমরা তোমার হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করিব। অনন্তর ক্রূরদর্শনা চণ্ডোদরী নাম্নী রাক্ষসী প্রকাণ্ড শূল (অস্ত্র) ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিতে লাগিল,—ভয়-কম্পিতস্তনী, মৃগশিশুনয়না ও রাবণহৃতা ইহাকে দেখিয়া গর্ভিণীর গর্ভাবস্থার ইচ্ছার ন্যায় আমার ইচ্ছা হইতেছে, ইহার যকৃৎ, প্লীহা, ভুজদ্বয়, পার্শ্বভাগ, নাড়ীবন্ধন সহিত হৃদয়, মস্তক ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল ভক্ষণ করি। অনন্তর প্রঘসা নাম্নী রাক্ষসী বলিতে লাগিল।৩৭-৪১

আমি এই নৃশংসার কণ্ঠদেশ নিপীড়ন করিব (গলা টিপিয়া দিব)। তোমরা বসিয়া আছ কেন? তারপর মহারাজের নিকট নিবেদন কর যে, মানুষী মরিয়া গিয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণ করিলে তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন—তোমরা সকলে তাহা ভক্ষণ কর। অনন্তর অজামুখী নাম্নী রাক্ষসী বলিল—ইহাকে হত্যা করিয়া ইহার মাংসপিণ্ড সমানভাগ কর। পরে সকলে ভাগ করিয়া লইব; কেননা, আমার বিবাদ ভাল লাগে না। আর সত্বর তোমরা পর্য্যাপ্ত নানাপ্রকারের মদ্য ও নানাবিধ মাল্য আনয়ন কর। তারপর শূর্পণখা নাম্নী অন্যা (রাবণভগিনী নহে) রাক্ষসী বলিল,—অজামুখী যাহা বলিয়াছে, তাহাই আমার ইচ্ছা—অতএব সর্বলোক-বিনাশিনী সুরা আনয়ন কর, আমরা নর মাংসের আস্বাদ গ্রহণ পূর্বক নিকুম্ভিলায় (লঙ্কার পশ্চিমভাগে ভদ্রকালী দেবী) গিয়া নৃত্য করিব। অমরকন্যাসদৃশী সীতা রাক্ষসীগণের এইরূপ ভর্ৎসনাশ্রবণে ধৈর্য্যহারা হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।৪২-৪৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ

[রাক্ষসীনাং তর্জ্জনাদ্যশক্ত্যা, অশোকশাখামবলম্ব্য রামপ্রভৃতীংশ্চোদ্দিশ্যাহ্বানং জ্ঞাপয়ন্ত্যা অশ্রূণি ত্যজন্ত্যাঃ সীতায়া রোদনম্ ।]

অথ তাসাং বদন্তীনাং পরুষং দারুণং বহু ।
রাক্ষসীনামসৌম্যানাং রুরোদ জনকাত্মজা ॥১
এবমুক্তা তু বৈদেহী রাক্ষসীভির্মনস্বিনী ।
উবাচ পরমত্রস্তা বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥২
ন মানুষী রাক্ষসস্য ভার্য্যা ভবিতুমর্হতি ।
কামং খাদত মাং সর্ব্বা ন করিষ্যামি বো বচঃ ॥৩
সা রাক্ষসীমধ্যগতা সীতা সুরসুতোপমা ।
ন শর্ম লেভে শোকার্ত্তা রাবণেনেব ভর্ৎসিতা ॥৪
বেপতে স্মাধিকং সীতা বিশন্তীবাঙ্গমাত্মনঃ ।
বনে যূথপরিভ্রষ্টা মৃগী কোকৈরিবার্দ্দিতা ॥৫
সা ত্বশোকস্য বিপুলাং শাখামালম্ব্য পুষ্পিতাম্ ।
চিন্তয়ামাস শোকেন ভর্ত্তারং ভগ্নমানসা ॥৬
সা স্নাপয়ন্তী বিপুলৌ স্তনৌ নেত্রজলস্রবৈঃ ।
চিন্তয়ন্তী ন শোকস্য তদান্তমধিগচ্ছতি ॥৭
সা বেপমানা পতিতা প্রবাতে কদলী যথা ।
রাক্ষসীনাং ভয়ত্রস্তা বিবর্ণবদনাভবৎ ॥৮
তস্যাঃ সা দীর্ঘবহুলা বেপন্ত্যাঃ সীতয়া তদা ।
দদৃশে কম্পিতা বেণী ব্যালীব পরিসর্পতী ॥৯
সা নিঃশ্বসন্তী শোকার্ত্তা কোপোপহতচেতনা ।
আর্ত্তা ব্যসৃজদশ্রূণি মৈথিলি বিললাপ চ ॥১০

পঞ্চবিংশ সর্গ

[রাক্ষসীগণের তর্জ্জন গর্জ্জন সহ্য করিতে না পারিয়া অশোকশাখা অবলম্বন পূর্ব্বক রাম প্রভৃতির উদ্দেশ্যে আহ্বান জানাইতে জানাইতে অশ্রুপূর্ণনয়না হইয়া জানকীর অত্যন্ত রোদন ।]

অনন্তর জনকরাজদুহিতা সেই অভদ্র রাক্ষসীগণের বিবিধ ভয়ঙ্কর কটুবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিতা হইলে মনস্বিনী বৈদেহী তৎপরে অত্যন্ত ভীতা হইয়া বাষ্প গদ্‌গদস্বরে বলিতে লাগিলেন।১-২

মানুষী কখনও রাক্ষসের ভার্য্যা হইতে পারে না। তোমরা সকলে যথেচ্ছভাবে আমাকে ভক্ষণ করিতে পার, তথাপি আমি তোমাদের বাক্য প্রতিপালন করিতে পারিব না। দেবকন্যাসদৃশী, শোকার্ত্তা ও রাবণতিরস্কৃতা সীতা রাক্ষসীমধ্যবর্ত্তিনী হইয়া স্বস্তি লাভ করিতে পারিলেন না। বনমধ্যে বৃক (ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রবিশেষ) কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা যূথভ্রষ্টা মৃগীর ন্যায় ভয়ে শরীরমধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া অত্যন্ত কম্পমানা হইলেন।৩-৫

ভগ্নহৃদয়া সীতা পুষ্পিত অশোকবৃক্ষের বৃহৎ শাখা অবলম্বন পূর্ব্বক শোকে পতিদেবতাকে চিন্তা করিতে লাগিলেন।৬

নেত্রজলধারায় বিপুল স্তনযুগল অভিষিক্ত করিয়া চিন্তা করিতে করিতে শোকের কূলকিনারা দেখিতে পাইলেন না।৭

প্রবল বায়ুতে কম্পমানা কদলী বৃক্ষের ন্যায় তিনি রাক্ষসীগণের ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে নিপতিতা হইয়া বিবর্ণা হইয়া গেলেন।৮

সেই কম্পমানা সীতার সুদীর্ঘা কম্পমানা বেণী ইতস্ততঃ সঞ্চারিণী সর্পিণীর ন্যায় পরিদৃষ্টা হইতে লাগিল।৯

হা রামেতি চ দুঃখার্ত্তা হা পুনর্লক্ষ্মণেতি চ।
হা শ্বশ্রূর্মম কৌসল্যে হা সুমিত্রেতি ভামিনী ॥১১
লোকপ্রবাদঃ সত্যোঽয়ং পণ্ডিতৈঃ সমুদাহৃতঃ।
অকালে দুর্লভো মৃত্যুঃ স্ত্রিয়া বা পুরুষস্য বা ॥১২
যত্রাহমাভিঃ ক্রূরাভী রাক্ষসীভিরিহার্দিতা।
জীবামি হীনা রামেণ মুহূর্তমপি দুঃখিতা ॥১৩
এষাল্পপুণ্যা কৃপণা বিনশিষ্যাম্যনাথবৎ।
সমুদ্রমধ্যে নৌঃ পূর্ণা বায়ুবেগৈরিবাহতা ॥১৪
ভর্ত্তারং তমপশ্যন্তী রাক্ষসীবশমাগতা।
সীদামি খলু শোকেন কূলং তোয়হতং যথা ॥১৫
তং পদ্মদলপত্রাক্ষং সিংহবিক্রান্তগামিনম্।
ধন্যাঃ পশ্যন্তি মে নাথং কৃতজ্ঞং প্রিয়বাদিনম্ ॥১৬
সর্ব্বথা তেন হীনায়া রামেণ বিদিতাত্মনা।
তীক্ষ্ণং বিষমিবাস্বাদ্য দুর্লভং মম জীবনম্ ॥১৭
কীদৃশং তু মহাপাপং ময়া দেহান্তরে কৃতম্।
তেনেদং প্রাপ্যতে ঘোরং মহাদুঃখং সুদারুণম্ ॥১৮
জীবিতং ত্যক্তুমিচ্ছামি শোকেন মহতা বৃতা।
রাক্ষসীভিশ্চ রক্ষন্ত্যা রামো নাসাদ্যতে ময়া ॥১৯
ধিগস্তু খলু মানুষ্যং ধিগস্তু পরবশ্যতাম্।
ন শক্যং যৎ পরিত্যক্তুমাত্মচ্ছন্দেন জীবিতম্ ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥

শোকবিহ্বলচৈতন্যা শোকাকুলা মৈথিলী নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে আর্ত্তা হইয়া অশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা আমার শ্বশ্রূ কৌশল্যে! হা শ্বশ্রূ সুমিত্রে! বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।১০-১১

পণ্ডিতগণ কর্তৃক কথিত এই লোকপ্রবাদ সত্য যে, স্ত্রী বা পুরুষের অকালে মৃত্যু দুর্লভ।১২

যেহেতু এই ক্রূরা রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িতা হইয়াও রামবিরহে এক মুহূর্তও আমি বাঁচিতে ইচ্ছা করিতেছি না।১৩

অত্যল্পপুণ্যশালিনী দীনা আমি সমুদ্রমধ্যে বায়ু-প্রবাহে পরিপূর্ণা নৌকার ন্যায় অসহায় অবস্থায় বিনাশ প্রাপ্ত হইব।১৪

রাক্ষসীগণের বশে অবস্থিতা সেই ভর্তা (রাম) কে দেখিতে না পাইয়া তরঙ্গাহত নদীকূলের ন্যায় আমি শোকে অবসন্না হইয়া পড়িয়াছি।১৫

পদ্মপলাশলোচন, সিংহের ন্যায় বিক্রমে গমনশীল, কৃতজ্ঞ ও মধুরভাষী আমার সেই পতিকে যাহারা দেখিতেছে, তাহারা ধন্য—ধন্য।১৬

আত্মজ্ঞানী রামের বিরহে তীব্রবিষপানকারীর জীবনের ন্যায় আমার জীবন দুর্লভ হইবে।১৭

আমি পূর্বজন্মে দেহান্তরে কীদৃশ মহাপাপ করিয়াছিলাম, যাহার ফলে এই নিদারুণ ভয়ঙ্কর মহাদুঃখ প্রাপ্ত হইতেছি। রাক্ষসী পরিরক্ষিতা আমাকে রাম আর প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া মনে হয় না, অতএব মহাশোকে পর্য্যাকুলা হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি।১৮-১৯

মনুষ্যজন্মকে ধিক্! পরাধীনতাকে ধিক্! যেহেতু স্বীয় ইচ্ছানুসারে প্রাণত্যাগ করিতে পারিতেছি না।২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত

ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ

[রাক্ষসীনির্ভর্ৎসিতায়াঃ সীতায়া 'যুষ্মাভির্হননেঽপ্যহং যুষ্মদ্‌বাক্যং ন প্রতিপালয়িষ্যামি' ইতি প্রতিজ্ঞা, কথং রামস্তাং গ্রহীতুং ন সমাগত ইত্যস্য নানাকারণং প্রকল্প্য বিলাপশ্চ।]

প্রসক্তাশ্রুমুখী ত্বেবং ব্রুবতী জনকাত্মজা।
অধোগতমুখী বালা বিলপ্তুমুপচক্রমে ॥১
উন্মত্তেব প্রমত্তেব ভ্রান্তচিত্তেব শোচতী।
উপাবৃত্তা কিশোরীব বিচেষ্টন্তী মহীতলে ॥২
রাঘবস্য প্রমত্তস্য রক্ষসা কামরূপিণা।
রাবণেন প্রমথ্যাহমানীতা ক্রোশতী বলাৎ ॥৩
রাক্ষসীবশমাপন্না ভর্ৎস্যমানা চ দারুণম্।
চিন্তয়ন্তী সুদুঃখার্ত্তা নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥৪
নহি মে জীবিতেনার্থো নৈবার্থৈর্ন চ ভূষণৈঃ।
বসন্ত্যা রাক্ষসীমধ্যে বিনা রামং মহারথম্ ॥৫
অশ্মসারমিদং নূনমথবাপ্যজরামরম্।
হৃদয়ং মম যেনেদং ন দুঃখেন বিশীর্য্যতে ॥৬
ধিঙ্‌মামনার্য্যামসতীং যাহং তেন বিনা কৃতা।
মুহূর্ত্তমপি জীবামি জীবিতং পাপজীবিকা ॥৭
চরণেনাপি সব্যেন ন স্পৃশেয়ং নিশাচরম্।
রাবণং কিং পুনরহং কাময়েয়ং বিগর্হিতম্ ॥৮
প্রত্যাখ্যানং ন জানাতি নাত্মানং নাত্মনঃ কুলম্।
যো নৃশংসস্বভাবেন মাং প্রার্থয়িতুমিচ্ছতি ॥৯
ছিন্না ভিন্না প্রভিন্না বা দীপ্তা বাগ্নৌ প্রদীপিতা।
রাবণং নোপতিষ্ঠেয়ং কিং প্রলাপেন বশ্চিরম্ ॥১০

ষড়্‌বিংশ সর্গ

[রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক নির্ভর্ৎসিতা সীতা "তোমরা হত্যা করিলেও আমি তোমাদের কথা স্বীকার করিতে পারিব না"—এই প্রতিজ্ঞা এবং রাম কেন তাঁহাকে লইতে আসিতেছেন না তাহার বিবিধ কারণ কল্পনা পূর্ব্বক বিলাপ।]

অশ্রুধারাপ্লাবিতমুখী জনকাত্মজা বালিকা সীতা ভূতাবেশপ্রযুক্তউন্মত্তা, পিত্তোদ্রেকনিমিত্ত প্রমত্তা, দিঙ্‌মোহ জন্য উদ্‌ভ্রান্তার ন্যায় এই ভাবে (বক্ষ্যমাণ) শোকপ্রকাশক বাক্য বলিতে বলিতে শ্রান্তি অপনোদনের জন্য ভূতলে বিলুঠ্যমানা অশ্বকন্যার ন্যায় ভূমিতে বিলুণ্ঠিতা হইয়া অধোমুখে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।১-২

মায়ারূপী (মারীচ) রাক্ষসের মায়ায় মোহিত রাঘব দূরবর্ত্তী হইলে (শূন্যাশ্রমে প্রবিষ্ট) রাবণ কর্ত্তৃক নিপীড়িতা ক্রন্দনকারিণী আমি বলপূর্ব্বক হৃতা (ও এস্থানে আনীতা) হইয়াছি।৩

রাক্ষসীগণের বশীভূতা, নিদারুণ তিরস্কৃতা ও রামের চিন্তায় অত্যন্ত দুঃখার্ত্তা, আমি (এ অবস্থায়) আর জীবনধারণে উৎসাহিনী হইতেছি না।৪

মহারথ রামবিরহে রাক্ষসীমধ্যে নিবাসিনীর (আমার) জীবনের বিত্তের বা অলঙ্কারে কোন প্রয়োজন নাই।৫

আমার হৃদয় নিশ্চয়ই প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, অজর অথবা অমর, যেহেতু এই (গভীর) দুঃখাবেগেও তাহা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে না।৬

পতিবিযুক্তা হইয়া থাকাই অনার্য্যাচার এবং অবিদ্যমানা প্রায় (থাকিয়াও না থাকার সমান) আমাকে ধিক্। এই ভাবে মুহূর্ত্তকাল জীবন ধারণ প্রায়শঃ পাপজীবনের তুল্য।৭

নিশাচর রাবণকে কামনা করা দূরে থাক্, বামপাদ দ্বারাও তাহাকে স্পর্শ করিতেই ইচ্ছা করি না।৮

সে (আমার কৃত) প্রত্যাখ্যানও জানিতে

খ্যাতঃ প্রাজ্ঞঃ কৃতজ্ঞশ্চ সানুক্রোশশ্চ রাঘবঃ।
সদ্বৃত্তো নিরনুক্রোশঃ শঙ্কে মদ্ভাগ্যসংক্ষয়াৎ ॥১১
রাক্ষসানাং জনস্থানে সহস্রাণি চতুর্দ্দশ।
একেনৈব নিরস্তানি স মাং কিং নাভিপদ্যতে ॥১২
নিরুদ্ধা রাবণেনাহমল্পবীর্য্যেণ রক্ষসা।
সমর্থঃ খলু মে ভর্ত্তা রাবণং হন্তুমাহবে ॥১৩
বিরাধো দণ্ডকারণ্যে যেন রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
রণে রামেণ নিহতঃ স মাং কিং নাভিপদ্যতে ॥১৪
কামং মধ্যে সমুদ্রস্য লঙ্কেয়ং দুষ্প্রধর্ষণা।
ন তু রাঘববাণানাং গতিরোধো ভবিষ্যতি ॥১৫
কিং নু তৎ কারণং যেন রামো দৃঢ়পরাক্রমঃ।
রক্ষসাপহৃতাং ভার্য্যামিষ্টাং যো নাভিপদ্যতে ॥১৬

ইহস্থাং মাং ন জানীতে শঙ্কে লক্ষ্মণপূর্বজঃ।
জানন্নপি স তেজস্বী ধর্ষণাং মর্ষয়িষ্যতি ॥১৭
হৃতেতি মাং যোঽধিগত্য রাঘবায় নিবেদয়েৎ।
গৃধ্ররাজোঽপি স রণে রাবণেন নিপাতিতঃ ॥১৮
কৃতং কর্ম মহত্তেন মাং তদাভ্যবপদ্যতা।
তিষ্ঠতা রাবণবধে বৃদ্ধেনাপি জটায়ুষা ॥১৯
যদি মামিহ জানীয়াদ্ বর্তমানাং হি রাঘবঃ।
অদ্য বাণৈরভিক্রুদ্ধঃ কুর্য্যাল্লোকমরাক্ষসম্ ॥২০
নির্দহেচ্চ পুরীং লঙ্কাং নির্দহেচ্চ মহোদধিম্।
রাবণস্য চ নীচস্য কীর্ত্তিং নাম চ নাশয়েৎ ॥২১
ততো নিহতনাথানাং রাক্ষসীনাং গৃহে গৃহে।
যথাহমেবং রুদতী তথা ভূয়ো ন সংশয়ঃ ॥২২

পারিতেছে না, নিজের স্বরূপ ও কুলও জানে না যে, এইরূপ নৃশংসস্বভাব প্রকাশ করিয়া আমাকে প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করিতেছে।৯

আমাকে তোমরা ছেদন করিয়া ফেল, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেল, বিদীর্ণ কর, অগ্নিতে সন্তাপিত কর বা ভস্মসাৎ কর, তথাপি আমি রাবণের ভজনা করিতে পারিব না। তোমাদের দীর্ঘকাল প্রলাপবাক্য প্রয়োগেরও কোন প্রয়োজন নাই।১০

রাঘব প্রাজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, দয়ালু, বিখ্যাত ও সুশীল। মনে হয়,—আমার সৌভাগ্য ক্ষীণ হওয়ায় তিনিও নির্দ্দয় হইয়াছেন।১১

যিনি জনস্থানে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস একাকীই বধ করিয়াছেন, তিনি কি আমায় পুনর্লাভ করিতে পারিবেন না? ১২

স্বল্পবীর্য রাক্ষস রাবণ কর্ত্তৃক আমি অবরুদ্ধা হইয়াছি কিন্তু আমার পতি যুদ্ধে রাবণকে নিধন করিতে সমর্থ। যিনি দণ্ডকারণ্যে যুদ্ধে রাক্ষসপ্রধান বিরাধকে সংহার করিয়াছেন—সেই রাম কি আমাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন না? (নিশ্চয়ই উদ্ধার করিবেন) যদিও লঙ্কানগরী সমুদ্রমধ্যবর্ত্তিনী বলিয়া সহজে কেহ আক্রমণ করিতে পারেনা, তথাপি রামচন্দ্রের বাণের গতি এস্থানে অবরুদ্ধ হইবে না (অর্থাৎ এস্থানে রামচন্দ্র প্রবেশ পূর্বক বাণসন্ধানে রাবণ বধ করিবেন)।১৩-১৫

সেই প্রবলপরাক্রম রাম রাক্ষসকর্ত্তৃক অপহৃতা প্রিয়পত্নীকে পুনরায় প্রাপ্ত হইতেছেন না—তাহার কারণ কি? ১৬

মনে হয়—লক্ষ্মণাগ্রজ রাম আমি যে এই স্থানে আছি, তাহা জানেনা না; জানিতে পারিলে কি তেজস্বী রাম এই অবমাননা সহ্য করিতেন? ১৭

যিনি আমার হরণবৃত্তান্ত অবগত থাকায় রঘুবরকে নিবেদন করিতে পারিতেন, সেই গৃধ্ররাজ জটায়ু রাবণের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন।১৮

অতি বৃদ্ধ হইলেও তিনি তৎকালে আমার উদ্ধার কামনায় রাবণবধে যত্নবান্ হইয়া অতি মহৎ কার্য্যই করিয়াছেন।১৯

রঘুনন্দন যদি জানিতে পারেন আমি লঙ্কায় অবস্থিতা, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অদ্যই শরাঘাতে ত্রিভুবন রাক্ষসশূন্য করিবেন।২০

এই লঙ্কানগরী নিঃশেষে দগ্ধ ও মহা সমুদ্র শোষণ করিয়া ফেলিবেন; এমনকি নীচাশয় রাবণের কীর্ত্তি ও নামপর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন।২১

তখন হতপতি রাক্ষসীগণের ঘরে ঘরে আমি যেরূপ

অগ্নিস্থ রক্ষসাং লঙ্কাং কুর্য্যাদ্ রামঃ সলক্ষ্মণঃ।
নহি তাভ্যাং রিপুর্দৃষ্টো মুহূর্ত্তমপি জীবতি ॥২৩
চিতাধূমাকুলপথা গৃধ্রমণ্ডলমণ্ডিতা।
অচিরেণৈব কালেন শ্মশানসদৃশী ভবেৎ ॥২৪
অচিরেণৈব কালেন প্রাপ্স্যাম্যেনং মনোরথম্।
দুষ্প্রস্থানোঽয়মাভাতি সর্ব্বেষাং বো বিপর্য্যয়ঃ ॥২৫
যাদৃশানি তু দৃশ্যন্তে লঙ্কায়ামশুভানি তু।
অচিরেণৈব কালেন ভবিষ্যতি হতপ্রভা ॥২৬
নূনং লঙ্কা হতে পাপে রাবণে রাক্ষসাধিপে।
শোষমেষ্যতি দুর্ধর্ষা প্রমদা বিধবা যথা ॥২৭
পুণ্যোৎসবসমৃদ্ধা চ নষ্টভর্ত্রী সরাক্ষসা।
ভবিষ্যতি পুরী লঙ্কা নষ্টভর্ত্রী যথাঙ্গনা ॥২৮

নূনং রাক্ষসকন্যানাং রুদতীনাং গৃহে গৃহে।
শ্রোষ্যামি নচিরাদেব দুঃখার্ত্তানামিহ ধ্বনিম্ ॥২৯
সান্ধকারা হতদ্যোতা হতরাক্ষসপুঙ্গবা।
ভবিষ্যতি পুরী লঙ্কা নির্দগ্ধা রামসায়কৈঃ ॥৩০
যদি নাম স শূরো মাং রামো রক্তান্তলোচনঃ।
জানীয়াদ্ বর্ত্তমানাং যাং রাক্ষসস্য নিবেশনে ॥৩১
অনেন তু নৃশংসেন রাবণেনাধমেন মে।
সময়ো যস্তু নির্দ্দিষ্টস্তস্য কালোঽয়মাগতঃ ॥৩২
স চ মে বিহিতো মৃত্যুরস্মিন্ দুষ্টেন বর্ত্ততে।
অকার্য্যং যে ন জানন্তি নৈর্ঋতাঃ পাপকারিণঃ ॥৩৩
অধর্মাৎ তু মহোৎপাতো ভবিষ্যতি হি সাম্প্রতম্।
নৈতে ধর্মং বিজানন্তি রাক্ষসাঃ পিশিতাশনাঃ ॥৩৪

নিয়ত ক্রন্দন করিতেছি, সেইরূপ ক্রন্দনের রোল উঠিবে সন্দেহ নাই।২২

রাম ও লক্ষ্মণ অন্বেষণ করিয়া যখন আমার সন্ধান পাইবেন, তখন রাক্ষসগণের সংহারসাধন করিবেন; যেহেতু শত্রু তাঁহাদের (ভ্রাতৃযুগলের) নয়নপথবর্তী হইয়া মুহূর্তকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।২৩

অচিরকালমধ্যেই লঙ্কানগরী চিতাধূমে পরিব্যাপ্তমার্গা গৃধ্রমণ্ডলভূষিতা শ্মশানভূমি সদৃশী হইবে।২৪

তোমাদের সকলের নিকট আমার উক্তি শাস্ত্র বিরুদ্ধ বিপরীত বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে—ইহা তোমাদের পক্ষে অমঙ্গলসূচক; অতি অল্পসময়ের মধ্যেই আমার এই মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে।২৫

এই লঙ্কায় যে সকল অশুভ লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে তাহাতে লঙ্কা অচিরকালমধ্যেই হতপ্রভা হইবে।২৬

সাক্ষাৎপাপ রাক্ষসাধিপতি রাবণ নিহত হইলে দুষ্প্রবেশ্যা লঙ্কানগরী বিধবা প্রমদার ন্যায় বিশুষ্কা হইয়া যাইবে।২৭

পবিত্র উৎসবে পরিপূর্ণা লঙ্কাপুরী মৃতপতিকা রমণীর ন্যায় অবিলম্বেই হতস্বামিকা রাক্ষসীকুলে পরিব্যাপ্তা হইবে।২৮

রোরুদ্যমানা রাক্ষসকন্যাগণের দুঃখপ্রপীড়িতার ন্যায় ক্রন্দনধ্বনি অচিরেই প্রতিগৃহে আমি নিশ্চয়ই শুনিতে পাইব।২৯

যদি প্রান্তরক্তনয়ন বীরচূড়ামণি রাম আমি রাক্ষসগৃহে রহিয়াছি জানিতে পারেন, তাহা হইলে এই লঙ্কাপুরী রামবাণসমূহে অন্ধকারাচ্ছন্না, তেজোবিহীনা ও রাক্ষসবীর শূন্যা হইয়া নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যাইবে।৩০-৩১

এই নৃশংস অধম রাক্ষস আমার যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে, তাহারও কিন্তু সময় উপস্থিত।৩২

দুষ্টনির্দ্দিষ্ট সেই সময়ে আমার মৃত্যুর বিধান করিয়াছে; পাপকারী রাক্ষসগণ অকার্য্য কাহাকে বলে জানে না। (আমাকে হত্যারূপ) এই অধর্ম হইতে সত্বই মহা উৎপাত উপস্থিত হইবে। মাংসাশী রাক্ষসেরা ধর্ম জানে না। রাক্ষস নিশ্চয়ই আমাকে প্রাতর্ভোজ্যরূপে গ্রহণ করিবে; সেই প্রিয়দর্শন রাম ব্যতীত আমি কি উপায় অবলম্বন করিব? ৩৩-৩৫

যদি কেহ এস্থানে অদ্য বিষ প্রদান করিত, তাহা হইলে (তাহা পান করিয়া) পতিবিহনে সত্বর শমন-দেবকে দর্শন করিতাম।৩৬

ধ্রুবং মাং প্রাতরাশার্থং রাক্ষসঃ কল্পয়িষ্যতি।
সাহং কথং করিষ্যামি তং বিনা প্রিয়দর্শনম্ ॥৩৫
যদি কশ্চিৎ প্রদাতা মে বিষস্যাদ্য ভবেদিহ।
ক্ষিপ্রং বৈবস্বতং দেবং পশ্যেয়ং পতিনা বিনা ॥৩৬
নাজানাজ্জীবতীং রামঃ স মাং ভরতপূর্বজঃ।
জানন্তৌ তু ন কুর্য্যাতাং নোর্ব্যাং হি পরিমার্গণম্ ॥৩৭
নূনং মমৈব শোকেন স বীরো লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
দেবলোকমিতো যাতস্ত্যক্ত্বা দেহং মহীতলে ॥৩৮
ধন্যা দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
মম পশ্যন্তি যে বীরং রামং রাজীবলোচনম্ ॥৩৯
অথবা নহি তস্যার্থো ধর্ম্মকামস্য ধীমতঃ।
ময়া রামস্য রাজর্ষের্ভার্য্যয়া পরমাত্মনঃ ॥৪০
দৃশ্যমানে ভবেৎ প্রীতিঃ সৌহৃদং নাস্ত্যদৃশ্যতঃ।
নাশয়ন্তি কৃতঘ্নাস্তু ন রামো নাশয়িষ্যতি ॥৪১
কিং বা ময্যগুণাঃ কেচিৎ কিং বা ভাগ্যক্ষয়ো হি মে।
যা হি সীতা বরার্হেণ হীনা রামেণ ভামিনী ॥৪২
শ্রেয়ো মে জীবিতান্ মর্ত্তুং বিহীনায়া মহাত্মনা।
রামাদক্লিষ্টচারিত্রাচ্ছূরাচ্ছত্রুনিবর্হণাৎ ॥৪৩
অথবা ন্যস্তশস্ত্রৌ তৌ বনে মূল-ফলাশনৌ।
ভ্রাতরৌ হি নরশ্রেষ্ঠৌ চরন্তৌ বনগোচরৌ ॥৪৪
অথবা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন দুরাত্মনা।
ছদ্মনা ঘাতিতৌ শূরৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৪৫
সাহমেবংবিধে কালে মর্ত্তুমিচ্ছামি সর্বতঃ।
ন চ মে বিহিতো মৃত্যুরস্মিন্ দুঃখেঽতিবর্ততি ॥৪৬

সেই ভরতাগ্রজ রাম আমি যে বাঁচিয়া আছি, তাহা জানেন না। জানিতে পারিলে সেই দুইজন (রাম ও লক্ষ্মণ) আমাকে কি পৃথিবীতে অন্বেষণ করিতেন না? (অবশ্যই করিতেন)।৩৭

হয়ত আমার শোকে সেই বীর লক্ষ্মণাগ্রজ (রাম) ভূতলে দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে গিয়াছেন।৩৮

সেই দেবগণ গন্ধর্বের সহিত সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ আমার কমললোচন বীর রামকে দেখিয়া ধন্য হইতেছেন।৩৯

অথবা আত্মানাত্মবিবেকসম্পন্ন জীবন্মুক্ত পরমাত্মা ধার্মিক রাজর্ষি শ্রীরামচন্দ্রের ভার্য্যার প্রয়োজন নাই।৪০*

দর্শনগোচর হইলে প্রীতি হয়, অন্তর্হিত হইলে সৌহার্দ্দ্য থাকে না; কৃতঘ্নগণই পূর্বপ্রণয় নষ্ট করিতে পারে, কিন্তু রামচন্দ্র কদাপি পূর্বপ্রীতি বিনষ্ট করিতে পারেন না।৪১

কিংবা আমার কোন (অগুণ) অপরাধ থাকিতে পারে, কিংবা আমার সৌভাগ্যের ক্ষয় হইয়া থাকিতে পারে; যেহেতু ভামিনী সীতা উত্তমবস্তুযোগ্য রাম হইতে বিযুক্তা হইয়াছে।৪২

সেই মহাত্মা নির্মলচরিত্র শত্রুদমন মহাবীর রাম-বিরহে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।৪৩

অথবা সেই নরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করত ফলমূলভোজী হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছেন।৪৪

অথবা দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ কোন ছলে সেই বীর ভ্রাতৃযুগল রাম ও লক্ষ্মণকে নিহত করিয়া থাকিবে।৪৫

এই অবস্থায় আমি সর্বতোভাবে প্রাণত্যাগেরই সাহস করিতেছি, কিন্তু এই ঘোরতর দুঃসময়ে বর্তমানা থাকিলেও (বিধাতা কর্তৃক) আমার মৃত্যু বিহিত হয় নাই।৪৬

সেই সত্যদ্রষ্টা ব্রহ্মনিষ্ঠ (জিতেন্দ্রিয়) জিতান্তঃ-করণ পূর্বজন্মের পুণ্যকর্মবলে ব্রহ্ম ও আত্মাতে সমদর্শী নিষ্কাম যোগসম্পন্ন মুনিগণই ধন্য যাহাদের প্রিয় ও অপ্রিয় জ্ঞান নাই।৪৭

প্রিয় বস্তুর বিয়োগেও যাঁহাদের দুঃখ হয় না ও অপ্রিয় কিছু সঙ্ঘটিত হইলে যাঁহাদের প্রিয় বিয়োগ

* কোন কোন গ্রন্থে ৩৫নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধটি দেখা যায়;—

রামং রক্তান্তনয়নমপশ্যন্তি সুদুঃখিতা।

ধন্যাঃ খলু মহাত্মানো মুনয়ঃ সত্যসম্মতাঃ।
জিতাত্মানো মহাভাগা যেষাং ন স্তঃ প্রিয়াপ্রিয়ে ॥৪৭
প্রিয়ান্ন সম্ভবেদ্দুঃখমপ্রিয়াদধিকং ভবেৎ।
তাভ্যাং হি তে বিযুজ্যন্তে নমস্তেষাং মহাত্মনাম্ ॥৪৮

সাহং ত্যক্তা প্রিয়েণৈব রামেণ বিদিতাত্মনা।
প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি পাপস্য রাবণস্য গতা বশম্ ॥৪৯
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ ॥

অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ হয় না; যাঁহারা বিয়োগজন্য ও অপ্রিয় সংযোগজন্য দুঃখ হইতে বিমুক্ত, তাঁহাদিগকে প্রণাম করি।৪৮

পাপাশয় রাবণের বশবর্তিনী এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞ প্রিয়তম রাম হইতে বিযুক্তা আমি প্রাণত্যাগই করিব।৪৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ

[স্বপ্নদর্শনোত্থিতায়াস্ত্রিজটায়াঃ সীতাভৎর্সকারিণী রাক্ষসীরভি ভৎর্সনম্, 'অদ্য ময়া রামাভ্যুদয়-রাবণামঙ্গলসূচকং স্বপ্নং দৃষ্টমিতি হেতোঃ সীতাভৎর্সনাৎ প্রতিনিবর্ত্তধ্ব'মিতি জ্ঞাপনম্, ততো রাক্ষসীপৃষ্টায়াস্ত্রিজটায়াঃ স্বপ্নবৃত্তান্তকথনঞ্চ।]

ইত্যুক্তাঃ সীতয়া ঘোরং রাক্ষস্যঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
কাশ্চিজ্জগ্মুস্তদাখ্যাতুং রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥১
ততঃ সীতামুপাগম্য রাক্ষস্যো ভীমদর্শনাঃ।
পুনঃ পরুষমেকার্থমনর্থার্থমথাব্রুবন্ ॥২
অদ্যেদানীং তবানার্য্যে সীতে পাপবিনিশ্চয়ে।
রাক্ষস্যো ভক্ষয়িষ্যন্তি মাংসমেতদ্ যথাসুখম্ ॥৩

সীতাং তাভিরনার্য্যাভির্দৃষ্ট্বা সন্তর্জিতাং তদা।
রাক্ষসী ত্রিজটা বৃদ্ধা প্রবুদ্ধা বাক্যমব্রবীৎ ॥৪
আত্মানং খাদতানার্য্যা ন সীতাং ভক্ষয়িষ্যথ।
জনকস্য সুতামিষ্টাং স্নুষাং দশরথস্য চ ॥৫
স্বপ্নো হ্যদ্য ময়া দৃষ্টো দারুণো রোমহর্ষণঃ।
রাক্ষসানামভাবায় ভর্ত্তুরস্যা ভবায় চ ॥৬

সপ্তবিংশ সর্গ

[স্বপ্নদর্শনোত্থিতা ত্রিজটা কর্ত্তৃক সীতাকে ভৎর্সনাকারিণী রাক্ষসীগণকে ভৎর্সনা—আমি আজ রামের অভ্যুদয় ও রাবণের অমঙ্গল সূচক স্বপ্ন দেখিয়াছি, অতএব তোমরা সীতাভৎর্সন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও—ইহা জ্ঞাপন, অনন্তর সেই রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া ত্রিজটার স্বপ্নবৃত্তান্ত কথন।]

সীতা কর্ত্তৃক এইরূপ (স্বীয় মরণনিশ্চায়ক) নিদারুণ বাক্য কথিত হইয়া ক্রোধমূর্চ্ছিতা রাক্ষসীগণের কেহ কেহ এই (মরণনিশ্চায়ক) সংবাদ জানাইবার জন্য দুরাত্মা রাবণের নিকট গমন করিল।১

অনন্তর ভয়ঙ্করাকৃতি রাক্ষসীগণ সীতার সমীপস্থা হইয়া স্বকীয় অনর্থের হেতুস্বরূপ পুনরায় সেই (পূর্বোক্ত) রূপ কর্কশ বাক্য বলিতে লাগিল।২

অনার্য্যে! সীতে! সম্প্রতি অদ্য তুমি এই (স্বীয়

এবমুক্তাস্ত্রিজটয়া রাক্ষস্যঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
সর্বা এবাব্রুবন্ ভীতাস্ত্রিজটাং তামিদং বচঃ ॥৭
কথয়স্ব ত্বয়া দৃষ্টঃ স্বপ্নোঽয়ং কীদৃশো নিশি।
তাসাং শ্রুত্বা তু বচনং রাক্ষসীনাং মুখোদ্গতম্ ॥৮
উবাচ বচনং কালে ত্রিজটা স্বপ্নসংশ্রিতম্।
গজদন্তময়ীং দিব্যাং শিবিকামন্তরিক্ষগাম্ ॥৯
যুক্তাং বাজিসহস্রেণ স্বয়মাস্থায় রাঘবঃ।
শুক্লমাল্যাম্বরধরো লক্ষ্মণেন সমাগতঃ ॥১০
স্বপ্নে চাদ্য ময়া দৃষ্টা সীতা শুক্লাম্বরাবৃতা।
সাগরেণ পরিক্ষিপ্তং শ্বেতপর্বতমাস্থিতা ॥১১
রামেণ সঙ্গতা সীতা ভাস্করেণ প্রভা যথা।
রাঘবশ্চ পুনর্দৃষ্টশ্চতুর্দন্তং মহাগজম্ ॥১২

আরূঢ়ঃ শৈলসঙ্কাশং চকাশ সহলক্ষ্মণঃ।
ততস্তু সূর্য্যসঙ্কাশৌ দীপ্যমানৌ স্বতেজসা ॥১৩
শুক্লমাল্যাম্বরধরৌ জানকীং পর্য্যুপস্থিতৌ।
তপস্তস্য নগস্যাগ্রে হ্যাকাশস্থস্য দন্তিনঃ ॥১৪
ভর্ত্রা পরিগৃহীতস্য জানকী স্কন্ধমাশ্রিতা।
ভর্তুরঙ্কাৎ সমুৎপত্য ততঃ কমললোচনা।
চন্দ্র-সূর্যৌ ময়া দৃষ্টা পাণিভ্যাং পরিমার্জতী ॥১৫
ততস্তাভ্যাং কুমারাভ্যামাস্থিতঃ স গজোত্তমঃ।
সীতয়া চ বিশালাক্ষ্যা লঙ্কায়া উপরিস্থিতঃ ॥১৬
পাণ্ডরর্ষভযুক্তেন রথেনাষ্টযুজা স্বয়ম্।
ইহোপয়াতঃ কাকুৎস্থঃ সীতয়া সহ ভার্য্যয়া ॥১৭

মরণরূপ) পাপ নিশ্চয় করিলে রাক্ষসীগণ যথাসুখে তোমার মাংস ভক্ষণ করিবে।৩

তখন ধর্মজ্ঞান ও বয়সে বৃদ্ধা (জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধা) ত্রিজটা (বিভীষণের কন্যা—গোবিন্দরাজ বলেন) রাক্ষসী জাগরুক হইয়া অশিষ্টা রাক্ষসীগণকে সীতাভর্ৎসনে ব্যাপৃতা দেখিয়া তাহাদিগকে বলিল।৪

অনার্য্য রাক্ষসীসকল! তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ কর, জনকের আদরের মেয়ে দশরথের পুত্রবধূ সীতাকে ভক্ষণ করিও না।৫

আমি আজ রাক্ষসগণের অমঙ্গল ও ইহার স্বামীর অভ্যুদয়সূচক অতি অদ্ভুত রোমাঞ্চকর নিদারুণ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি।৬

ত্রিজটা কর্তৃক এইরূপ অভিহিতা হইয়া ক্রোধবিহ্বলা রাক্ষসীগণ ভীতা হইয়া ত্রিজটাকে বলিল—তুমি রাত্রে কিরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছ,—তাহা আমাদিগকে বল। সেই রাক্ষসীগণের বদনবিনিঃসৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্রিজটা প্রাতঃকালে দৃষ্ট স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল। রঘুনন্দন রাম শুভ্রবস্ত্র ও শুক্লমাল্য পরিধান পূর্বক সহস্র অশ্বযোজিত, হস্তি-দন্তনির্মিত শূন্যগামী দিব্য শিবিকায় (রথে) লক্ষ্মণের সহিত সমারূঢ় হইয়া এ স্থানে উপনীত হইতেছেন।৭-১০

স্বপ্নে আরও দেখিলাম যে, ক্ষীরসমুদ্রবেষ্টিত শ্বেত-পর্বতে অবস্থিত সূর্য্যদেবের সহিত সম্মিলিতা তদীয় প্রভার ন্যায় সীতা শুক্লবস্ত্র পরিধান পূর্বক রামচন্দ্রের সহিত মিলিতা হইয়াছেন। আরও দেখিলাম, রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত পর্বতসদৃশ চতুর্দন্ত মহাগজপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক স্বীয় প্রভায় সূর্য্যের ন্যায় বিদ্যোতিত হইয়া শোভিত হইতেছেন।১১-১৩

এবং শুক্লবসন পরিধান পূর্বক জানকীর নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর কমলনয়না জানকী সেই আকাশস্থিত শ্বেতপর্বতাগ্রভাগে স্বামী রামের ক্রোড়ে পতিতা হইয়া তথা হইতে স্বামী কর্তৃক পরিগৃহীত হস্তীর স্কন্ধে উপবেশন করিলেন। তারপর দেখিলাম—সীতা দুই হস্তে চন্দ্র ও সূর্য্যকে গ্রহণ করিলেন।১৪-১৫

তদনন্তর সেই গজোত্তম কুমারযুগল রাম ও লক্ষ্মণের সহিত বিশালনয়না সীতাকে পৃষ্ঠে লইয়া লঙ্কার উপরিভাগে উপনীত হইল।১৬

আবার দেখিলাম,—রাম শ্বেতমাল্য ও শ্বেতবস্ত্র পরিধান পূর্বক পাণ্ডুর বর্ণ অষ্ট বৃষভযোজিত রথে লক্ষ্মণের সহিত

শুক্লমাল্যাম্বরধরো লক্ষ্মণেন সহাগতঃ।
ততোহন্যত্র ময়া দৃষ্টো রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥১৮
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া সহ বীর্য্যবান্।
আরুহ্য পুষ্পকং দিব্যং বিমানং সূর্য্যসন্নিভম্ ॥১৯
উত্তরাং দিশমালোচ্য প্রস্থিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
এবং স্বপ্নে ময়া দৃষ্টো রামো বিষ্ণুপরাক্রমঃ ॥২০
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া সহ ভার্য্যয়া।
ন হি রামো মহাতেজাঃ শক্যো জেতুং সুরাসুরৈঃ ॥২১
রাক্ষসৈর্বাপি চান্যৈর্বা স্বর্গঃ পাপজনৈরিব।
রাবণশ্চ ময়া দৃষ্টো মুণ্ডস্তৈলসমুক্ষিতঃ ॥২২
রক্তবাসাঃ পিবন্মত্তঃ করবীরকৃতস্রজঃ।
বিমানাৎ পুষ্পকাদদ্য রাবণঃ পতিতঃ ক্ষিতৌ ॥২৩

কৃষ্যমাণঃ স্ত্রিয়া মুণ্ডো দৃষ্টঃ কৃষ্ণাম্বরঃ পুনঃ।
রথেন খরযুক্তেন রক্তমাল্যানুলেপনঃ ॥২৪
পিবংস্তৈলং হসন্নৃত্যন্ ভ্রান্তচিত্তাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
গর্দভেন যযৌ শীঘ্রং দক্ষিণাং দিশমাস্থিতঃ ॥২৫
পুনরেব ময়া দৃষ্টো রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
পতিতোহবাক্‌শিরা ভূমৌ গর্দভাদ্ ভয়মোহিতঃ ॥২৬
সহসোত্থায় সম্ভ্রান্তো ভয়ার্ত্তো মদবিহ্বলঃ।
উন্মত্তরূপো দিগ্বাসা দুর্বাক্যং প্রলপন্ বহু ॥২৭
দুর্গন্ধং দুঃসহং ঘোরং তিমিরং নরকোপমম্।
মলপঙ্কাং প্রবিশ্যাশু মগ্নস্তত্র স রাবণঃ ॥২৮
প্রস্থিতো দাক্ষিণামাশাং প্রবিষ্টোহকর্দমং হ্রদম্।
কণ্ঠে বদ্ধ্বা দশগ্রীবং প্রমদা রক্তবাসিনী ॥২৯

আসিতেছেন (ভার্য্যা সীতার সহিত এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন।)।১৭

তারপর অন্যত্র দেখিলাম,—সত্যপরাক্রম বীর্য্যবান্ পুরুষোত্তম রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত সূর্য্য-সদৃশ দিব্য পুষ্পকবিমানে আরোহণ করিয়া উত্তর দিগভিমুখে প্রস্থান করিলেন (১)।

এইরূপে আমি স্বপ্নে দেখিলাম—ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা সীতার সহিত রাম বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমশালী, পাপী যেরূপ স্বর্গ জয় করিতে পারে না, তদ্রূপ সুর, অসুর, রাক্ষস বা অন্যকেহ মহাতেজা রামকে জয় করিতে সমর্থ নহে।

আবার স্বপ্নে দেখিলাম—রক্তবস্ত্র পরিধানকারী মুণ্ডিতমস্তক করবীর পুষ্পমাল্যধারী তৈলাভ্যক্ত পানমত্ত রাবণ অদ্য পুষ্পক বিমান হইতে ভূতলে নিপতিত হইল।১৮-২৩

রমণীগণ রক্তমাল্য ও রক্ত অনুরঞ্জন লিপ্ত, কৃষ্ণবস্ত্র-পরিহিত মুণ্ডিতমস্তক রাবণকে গর্দ্দভযুক্ত রথে আকর্ষণ করিতেছে এবং ভ্রান্তচিত্ত আকুলিতেন্দ্রিয় হইয়া তৈল-পান, হাস্য ও নৃত্য করিতে করিতে গর্দ্দভে আরোহণ পূর্বক দ্রুতগতিতে দক্ষিণ দিগভিমুখে গমন করিতেছে।২৪-২৫

পুনরায় দেখিলাম—রাক্ষসেশ্বর রাবণ ভীতিবিহ্বল হইয়া অধোমস্তকে গর্দ্দভ হইতে ভূমিতলে পতিত হইল।২৬

সন্ত্রস্ত ভয়বিহ্বল রাবণ বিবস্ত্র (উলঙ্গ) অবস্থায় সহসা উত্থিত হইয়া উন্মত্তরূপ প্রচুর কটুবাক্যে প্রলাপ করিতে করিতে দুর্গন্ধময় মলপঙ্কপরিপূর্ণ নরকসদৃশ দুঃসহ ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অতিসত্বর তাহাতে নিমজ্জিত হইল।২৭-২৮

সেই দক্ষিণ দিকে গিয়া কর্দ্দমশূন্য হ্রদে প্রবেশ করিল। কর্দ্দমলিপ্তাঙ্গী রক্তবস্ত্রপরিহিতা কৃষ্ণবর্ণা প্রমদা দশগ্রীবের কণ্ঠদেশে বন্ধন পূর্বক দক্ষিণদিকে

(১) টীকাকারগণ স্বপ্নের এই পর্য্যন্ত সীতার পক্ষে মঙ্গলসূচক বলিতেছেন :—

'আরোহণং গোবৃষকুঞ্জরাণাং প্রাসাদশৈলাগ্রবনস্পতীনাম্।
বিষ্ঠানুলেপো রুদিতং মৃতঞ্চ স্বপ্নেষগম্যাগমনঞ্চ রম্যম্ ॥
অপিচ
আদিত্যমণ্ডলং বাপি চন্দ্রমণ্ডলমেব বা।
স্বপ্নে গৃহ্লাতি হস্তাভ্যাং মহদ্রাজ্যং সমাপ্নুয়াৎ।

কালী কর্দমলিপ্তাঙ্গী দিশং যাম্যাং প্রকর্ষতি।
এবং তত্র ময়া দৃষ্টঃ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ ॥৩০
রাবণস্য সুতাঃ সর্ব্বে মুণ্ডাস্তৈলসমুক্ষিতাঃ।
বরাহেণ দশগ্রীবঃ শিশুমারেণ চেন্দ্রজিৎ ॥৩১
উষ্ট্রেণ কুম্ভকর্ণশ্চ প্রয়াতো দক্ষিণাং দিশম্।
একস্তত্র ময়া দৃষ্টঃ শ্বেতচ্ছত্রো বিভীষণঃ ॥৩২
শুক্লমাল্যাম্বরধরঃ শুক্লগন্ধানুলেপনঃ।
শঙ্খতুন্দুভিনির্ঘোষৈর্নৃত্তগীতৈরলঙ্কৃতঃ ॥৩৩
আরুহ্য শৈলসঙ্কাশং মেঘস্তনিতনিঃস্বনম্।
চতুর্দন্তং গজং দিব্যমাস্তে তত্র বিভীষণঃ ॥৩৪
চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সার্ধং বৈহায়সমুপস্থিতঃ ॥৩৫
সমাজশ্চ মহান্ বৃত্তো গীত-বাদিত্রনিঃস্বনঃ।

আকর্ষণ করিতেছে। এই প্রকারেই মহাবল কুম্ভকর্ণকেও দেখিলাম।২৯-৩০

রাবণের পুত্রগণও মুণ্ডিতমস্তক এবং তৈলসিক্ত রহিয়াছে। দশগ্রীব—বরাহে, ইন্দ্রজিৎ—শিশুমারে এবং কুম্ভকর্ণ—উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া দক্ষিণ দিকে যাইতেছে। কেবল একমাত্র বিভীষণ শ্বেতছত্রশোভিত হইয়া রহিয়াছে। সেই বিভীষণ শ্বেতমাল্য ও শ্বেতবসন পরিহিত, শ্বেতগন্ধে অনুলিপ্ত, শঙ্খ দুন্দুভি নিনাদ ও নৃত্যগীতে অলঙ্কৃত, পর্বতসদৃশ মেঘমন্দ্রধ্বনিকারী চতুর্দন্ত দিব্য গজে আরোহণ পূর্বক চারিজন মন্ত্রীর সহিত গগনমার্গে উপনীত হইয়াছেন।৩১-৩৫

তাঁহার সভায় গীত ও বাদ্যধ্বনি হইতেছে, রাক্ষসগণ, রক্তবস্ত্র ও রক্তমাল্য ধারণ পূর্বক (তৈল) পানে রত। ভগ্নগোপুর (নগরের দরজা) ও ভগ্ন-তোরণা রমণীয়া লঙ্কাপুরী অশ্ব, রথ ও হস্তিগণের সহিত সমুদ্রগর্ভে নিপতিতা।৩৬-৩৭

আমি স্বপ্নে দেখিলাম—রাবণপরিরক্ষিতা লঙ্কা বলবান্ রামদূত বানর কর্তৃক দগ্ধীভূতা বিকটশব্দকারিণী তৈলপানোন্মত্তা রাক্ষসরমণীগণ ভস্ম দ্বারা রুক্ষ এই লঙ্কায় উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেছে।৩৮-৩৯

পিবতাং রক্তমাল্যানাং রক্ষসাং রক্তবাসসাম্ ॥৩৬
লঙ্কা চেয়ং পুরী রম্যা সবাজি-রথ-কুঞ্জরা।
সাগরে পতিতা দৃষ্টা ভগ্নগোপুরতোরণা ॥৩৭
লঙ্কা দৃষ্টা ময়া স্বপ্নে রাবণেনাভিরক্ষিতা।
দগ্ধা রামস্য দূতেন বানরেণ তরস্বিনা ॥৩৮
পিত্বা তৈলং প্রমত্তাশ্চ প্রহসন্ত্যো মহাস্বনাঃ।
লঙ্কায়াং ভস্মরূক্ষায়াং সর্ব্বা রাক্ষসযোষিতঃ ॥৩৯
কুম্ভকর্ণাদয়শ্চেমে সর্বে রাক্ষসপুঙ্গবাঃ।
রক্তং নিবসনং গৃহ্য প্রবিষ্টা গোময়হ্রদম্ ॥৪০
অপগচ্ছত পশ্যধ্বং সীতামাপ্নোতি রাঘবঃ।
ঘাতয়েৎ পরমামর্ষী যুস্মান্ সার্ধং হি রাক্ষসৈঃ ॥৪১

কুম্ভকর্ণ প্রমুখ রাক্ষসবীরবৃন্দ রক্তবর্ণ নিন্দিতবস্ত্র পরিধান করিয়া গোময়হ্রদে প্রবেশ করিতেছে।৪০

(রাক্ষসীগণ!) তোমরা সীতাভৎর্সন হইতে প্রতি-নিবৃত্তা হইয়া এস্থান হইতে সরিয়া যাও। রঘুনন্দন সীতাকে লাভ করিবেন, তোমরা তাহা দেখিতে পাইবে; অত্যন্ত ক্রুদ্ধ রাঘব রাক্ষসগণের সহিত তোমাদেরও বধ করিবেন।৪১

অত্যন্ত স্নেহপরায়ণা বনবাসব্রতসহচারিণী প্রিয়তমা ভার্য্যার প্রতি তোমাদের তিরস্কার ও তাড়না রাঘব কখনও ক্ষমা করিবেন না।৪২

অতএব কর্কশবাক্যে আর প্রয়োজন নাই; শান্ত ভাবেই তাঁহার সহিত আলাপ কর; বৈদেহীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাই আমাদের কর্তব্য বলিয়া আমি মনে করি।৪৩

যে দুঃখিতার সম্বন্ধে এই প্রকার স্বপ্ন দেখা যায়, সে নানাবিধ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অত্যন্ত উত্তম প্রিয় বস্তু লাভ করে।৪৪

রাক্ষসীগণ আর বলার প্রয়োজন নাই; নির্ভৎর্সিতা হইলেও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। রামচন্দ্রের নিকট হইতে রাক্ষসগণের ভয়ঙ্কর ভয় উপস্থিত হইয়াছে।৪৫

প্রিয়াং বহুমতাং ভার্য্যাং বনবাসমনুব্রতাম্ ।
ভৎ´সিতাং তর্জিতাং বাপি নানুমংস্যতি রাঘবঃ ॥৪২
তদলং ক্রূরবাক্যৈশ্চ সান্ত্বমেবাভিধীয়তাম্ ।
অভিযাচাম বৈদেহীমেতদ্ধি মম রোচতে ॥৪৩
যস্যা হ্যেবংবিধঃ স্বপ্নো দুঃখিতায়াঃ প্রদৃশ্যতে ।
সা দুঃখৈর্বহুভির্মুক্তা প্রিয়ং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥৪৪
ভৎ´সিতামপি যাচধ্বং রাক্ষস্যঃ কিং বিবক্ষয়া ।
রাঘবাদ্ধি ভয়ং ঘোরং রাক্ষসানামুপস্থিতম্ ॥৪৫
প্রণিপাতপ্রসন্না হি মৈথিলী জনকাত্মজা ।
অলমেষা পরিত্রাতুং রাক্ষস্যো মহতো ভয়াৎ ॥৪৬
অপি চাস্যা বিশালাক্ষ্যা ন কিঞ্চিদুপলক্ষয়ে ।
বিরূপমপি চাঙ্গেষু ন সূক্ষ্মমপি লক্ষণম্ ॥৪৭
ছায়াবৈগুণ্যমাত্রং তু শঙ্কে দুঃখমুপস্থিতম্ ।
অদুঃখার্হামিমাং দেবীং বৈহায়সমুপস্থিতাম্ ॥৪৮
অর্থসিদ্ধিং তু বৈদেহ্যাঃ পশ্যাম্যহমুপস্থিতাম্ ।
রাক্ষসেন্দ্রবিনাশঞ্চ বিজয়ং রাঘবস্য চ ॥৪৯
নিমিত্তভূতমেতত্তু শ্রোতুমস্যা মহৎ প্রিয়ম্ ।
দৃশ্যতে চ স্ফুরচ্চক্ষুঃ পদ্মপত্রমিবায়তম্ ॥৫০
ঈষদ্ধি হৃষিতো বাস্যা দক্ষিণায়া হ্যদক্ষিণঃ ।
অকস্মাদেব বৈদেহ্যা বাহুরেকঃ প্রকম্পতে ॥৫১
করেণুহস্তপ্রতিমঃ সব্যশ্চোরুরনুত্তমঃ ।
বেপন্ কথয়তীবাস্যা রাঘবং পুরতঃ স্থিতম্ ॥৫২
পক্ষী চ শাখানিলয়ং প্রবিষ্টঃ
পুনঃ পুনশ্চোত্তমসান্ত্ববাদী ।
সুখাগতাং বাচমুদীরয়াণঃ
পুনঃ পুনশ্চোদয়তীব হৃষ্টঃ ॥৫৩
ততঃ সা হ্রীমতী বালা ভর্ত্তুর্বিজয়হর্ষিতা ।
অবোচদ্ যদি তত্তথ্যং ভবেয়ং শরণং হি বঃ ॥৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ॥

হে রাক্ষসীগণ! প্রণিপাতে প্রসন্না জনকাত্মজা মৈথিলী তোমাদিগকে মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিবেন। আরও দেখ; অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে দর্শন করিয়াও এই বিশালনয়না সীতার কোন অঙ্গেই কোন বিরুদ্ধ (রেখাদি) চিহ্ন (দুর্লক্ষণাদি) দেখিতে পাইতেছি না ।৪৬-৪৭

স্নানানুলেপনাদির অভাবে কান্তির মালিন্যই দুঃখরূপে উপস্থিত হইয়াছে; দুঃখের অনর্হা সীতাকে স্বপ্নে যেরূপ (আকৃতি) দেখিয়াছি, তাহাতে মনে হয় সীতার অভীষ্ট-সিদ্ধি রাক্ষসরাজের বিনাশ ও রামের বিজয়াভ্যুদয় উপস্থিত ।৪৮-৪৯

আরও দেখ, এই অতিপ্রিয় মঙ্গলনিমিত্তসূচক এই স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণের জন্য পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত সীতার বাম চক্ষুকে স্ফুরিত হইতে দেখা যাইতেছে। এই নিপুণা বৈদেহীর বামবাহু ঈষৎ হর্ষপুলকিত হইয়া সহসা কম্পিত হইতেছে এবং হস্তিনীর শুণ্ডের ন্যায় অনুত্তম বাম উরু স্পন্দিত হইয়া 'রামচন্দ্র সম্মুখে উপস্থিত'—ইহাই যেন বলিয়া দিতেছে ।৫০-৫২

(কাক-পিঙ্গলিকা) পক্ষী শাখাস্থিত নীড়ে প্রবিষ্ট হইয়া সুমধুর স্বরে পুনঃ পুনঃ উত্তম-শান্ত-স্বাগতবাক্যে "সীতে রাম আসিতেছেন"—এই কথা যেন সীতাকে হৃষ্টচিত্তে বার বার বলিতেছে ।৫৩

অনন্তর লজ্জাশীলা বালিকা সীতা পতির বিজয়সূচিকা ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণপূর্বক হর্ষান্বিতা হইয়া বলিলেন—"যদি তোমাদের বাক্য সত্য হয়, তবে আমি তোমাদের রক্ষা করিব" ।৫৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ

[রাবণপ্রযুক্তরাক্ষসীনাং ভৎর্সনং তাড়নঞ্চাসহিত্বা বহু বিলপন্ত্যাঃ সীতায়া বেণীমবলম্ব্যোদ্বন্ধনেন প্রাণোৎসর্জনোদ্যমঃ, তদা পূর্বানুভূত-শুভ-লক্ষণানামাবির্ভাবশ্চ ।]

সা রাক্ষসেন্দ্রস্য বচো নিশম্য
তৎ রাবণস্য প্রিয়মপ্রিয়াতা ।
সীতা বিতত্রাস যথা বনান্তে
সিংহাভিপন্না গজরাজকন্যা ॥১

সা রাক্ষসীমধ্যগতা চ ভীরু-
র্বাগ্ভির্ভৃশং রাবণতর্জিতা চ ।
কান্তারমধ্যে বিজনে বিসৃষ্টা
বালেব কন্যা বিললাপ সীতা ॥২

সত্যং বতেদং প্রবদন্তি লোকে
নাকালমৃত্যু-র্ভবতীতি সন্তঃ ।
যত্রাহমেবং পরিভৎর্স্যমানা
জীবামি যস্মাৎ ক্ষণমপ্যপুণ্যা ॥৩

সুখাদ্ বিহীনং বহুদুঃখপূর্ণ-
মিদং তু নূনং হৃদয়ং স্থিরং মে ।
বিদীর্য্যতে যন্ন সহস্রধাদ্য
বজ্রাহতং শৃঙ্গমিবাচলস্য ॥৪

নৈবাস্তি নূনং মম দোষমত্র
বধ্যাহমস্যাপ্রিয়দর্শনস্য ।
ভাবং ন চাস্যাহমনুপ্রদাতু-
মলং দ্বিজো মন্ত্রমিবাদ্বিজায় ॥৫

তস্মিন্ননাগচ্ছতি লোকনাথে
গর্ভস্থজন্তোরিব শল্যকৃন্তঃ ।
নূনং মমাঙ্গান্যচিরাদনার্যঃ
শস্ত্রৈঃ শিতৈশ্ছেৎস্যতি রাক্ষসেন্দ্রঃ ॥৬

অষ্টাবিংশ সর্গ

[রাবণপ্রযুক্ত রাক্ষসীগণের ভৎর্সন ও তাড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া বহু বিলাপ করিতে করিতে সীতা বেণীর দ্বারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগের চেষ্টা এবং তখন পূর্বে অনুভূত শুভ লক্ষ্মণসমূহের আবির্ভাব ।]

অপ্রিয়বাক্যশ্রবণসন্তপ্তা সীতা রাবণের সেই অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া বনমধ্যে সিংহ কর্তৃক সমাক্রান্তা গজরাজকন্যার ন্যায় সন্ত্রস্তা হইলেন ।১

রাক্ষসীগণের মধ্যবর্ত্তিনী রাবণ কর্তৃক ভৎর্সিতা ভীতা সীতা বিজন অরণ্যে পরিত্যক্তা শিশুকন্যার ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন ।২

হায় ! পৃথিবীতে সাধুগণ বলিয়া থাকেন যে, অকালে কাহারও মৃত্যু হয় না, ইহা সত্য ; যেহেতু আমি এতাদৃশী অপুণ্যশালিনী যে, এইরূপ তিরস্কৃতা হইয়া ক্ষণকালও জীবিতা আছি ।৩

প্রিয়সংযোগহীন বহুদুঃখপূর্ণ আমার এই হৃদয় যেহেতু বজ্রাহত শৈলশিখরের ন্যায় সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না, অতএব মনে হয়—এই হৃদয় শৈলশিখর অপেক্ষাও দৃঢ় ।৪

এই প্রাণত্যাগবিষয়ে আমার কোন দোষ নাই। আমি ত এই (অবাঞ্ছিত) অপ্রিয়দর্শনের বধ্যা, দ্বিজাতি যেমন অদ্বিজাতিকে (বৈদিক) মন্ত্র দান করিতে পারেন না, আমি ও তেমনি রাবণের অনুগমন (আত্মসমর্পণ) করিতে পারি না ।৫

জগন্নাথ রাম রাবণের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না

দুঃখং বতেদং ননু দুঃখিতায়া
মাসৌ চিরায়াভিগমিষ্যতো দ্বৌ।
বদ্ধস্য বধ্যস্য যথা নিশান্তে
রাজোপরোধাদিব তস্করস্য ॥৭
হা রাম হা লক্ষ্মণ হা সুমিত্রে
হা রামমাতঃ সহ মে জনন্যঃ।
এষা বিপদ্যাম্যহমল্পভাগ্যা
মহার্ণবে নৌরিব মূঢ়বাতা ॥৮
তরস্বিনৌ ধারয়তা মৃগস্য
সত্ত্বেন রূপং মনুজেন্দ্রপুত্রৌ।
নূনং বিশস্তৌ মম কারণাত্তৌ
সিংহর্ষভৌ দ্বাবিব বৈদ্যুতেন ॥৯
নূনং স কালো মৃগরূপধারী
মামল্পভাগ্যাং লুলুভে তদানীম্।
যত্রার্যপুত্রৌ বিসসর্জ মূঢ়া
রামানুজং লক্ষ্মণপূর্বজঞ্চ ॥১০

হা রাম সত্যব্রত দীর্ঘবাহো
হা পূর্ণচন্দ্রপ্রতিমানবক্ত্র
হা জীবলোকস্য হিতঃ প্রিয়শ্চ
বধ্যাং ন মাং বেৎসি হি রাক্ষসানাম্ ॥১১
অনন্যদেবত্বমিয়ং ক্ষমা চ
ভূমৌ চ শয্যা নিয়মশ্চ ধর্ম্মে।
পতিব্রতাত্বং বিফলং মমেদং
কৃতং কৃতঘ্নেষ্বিব মানুষাণাম্ ॥১২
মোঘো হি ধর্ম্মশ্চরিতো মমায়ং
তথৈকপত্নীত্বমিদং নিরর্থকম্।
যা ত্বাং ন পশ্যামি কৃশা বিবর্ণা
হীনা ত্বয়া সঙ্গমনে নিরাশা ॥১৩
পিতুর্নিদেশং নিয়মেন কৃত্বা
বনান্নিবৃত্তশ্চরিতব্রতশ্চ।
স্ত্রীভিস্তু মন্যে বিপুলেক্ষণাভিঃ
সংরংস্যসে বীতভয়ঃ কৃতার্থঃ ॥১৪

আসিলে অস্ত্রচিকিৎসক (প্রসূতির জীবনরক্ষার জন্য) যেমন শাণিত অস্ত্রে গর্ভস্থ ভ্রূণের ছেদন করে, সেইরূপ রাক্ষসেন্দ্রও নিশিত শরসমূহে অচিরেই জীবিতাবস্থায় আমার অঙ্গসমূহ নিশ্চয়ই ছেদন করিবে।৬

(পতিবিরহ) দুঃখিতা আমার আবার এই দুঃখ যে, যখন মৃত্যুর অবধিভূত দুইমাস শীঘ্রই অতীত হইয়া যাইবে, তখন (রাজ অপরাধীর ন্যায় টীকামতে) রাজার আদেশে গৃহে (কারাগার গৃহে) অবরুদ্ধ বধ্য তস্করের ন্যায় আমার বধ হইবে।৭

হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা সুমিত্রে! হা রামমাতঃ! তৎসহ আমার জননীগণ! মহাসমুদ্রে মহাবাত্যাবেগ-তাড়িতা নৌকার ন্যায় এই মন্দভাগ্যা আমি বিপন্না হইলাম।৮

বজ্রাগ্নিসদৃশ সেই মৃগরূপধারী রাক্ষস আমার জন্যই সেই সিংহশ্রেষ্ঠসদৃশ বলবান্ রাজপুত্রদ্বয়কে নিশ্চয়ই সংহার করিয়াছে।৯

মৃগরূপধারী কাল সেই সময়ে এই হতভাগিনীকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, যাহার ফলে আমি মোহিতা হইয়া আর্য্যপুত্র লক্ষ্মণাগ্রজ রাম ও রামানুজ লক্ষ্মণকে (সেই মায়া মৃগানুসরণের জন্য) বিদায় দিয়াছিলাম। (কবি এস্থলে "বিসসর্জ" এই উত্তমপুরুষে লিট্ প্রয়োগ করিয়া সীতার চিত্ত বিক্ষেপ সূচনা করিয়াছেন)।১০

হা সত্যব্রত! দীর্ঘবাহো! হা পূর্ণচন্দ্রনিভানন! রাম! হা জীবকল্যাণনিরত সর্বজনপ্রিয়! আমি যে রাক্ষসগণের বধ্যা হইতেছি, তাহা তুমি জানিতে পারিলে না? ১১

আমার পতিমাত্র দেবতাপূজিকাত্ব, (রাবণের কৃত অপরাধসহস্র সহনরূপ) ক্ষমা, (অভিশাপ না দিয়া) ভূমিতল শয্যায় শয়ন, ধর্মানুরাগ ও পাতিব্রত্য ধর্মপালন (কৃতোপকারবিস্মৃত) কৃতঘ্ন ব্যক্তির উপকার করার ন্যায় বিফল হইল।১২

যেহেতু আমি তোমার সহিত পুনর্মিলনে নিরাশ

অহং তু রাম ত্বয়ি জাতকামা
চিরং বিনাশায় নিবদ্ধভাবা।
মোঘং চরিত্বাঽথ তপো ব্রতঞ্চ
ত্যক্ষ্যামি ধিগ্ জীবিতমল্পভাগ্যম্ ॥১৫
সঞ্জীবিতং ক্ষিপ্রমহং ত্যজেয়ং
বিষেণ শস্ত্রেণ শিতেন বাপি।
বিষস্য দাতা ন তু মেঽস্তি কশ্চি-
চ্ছস্ত্রস্য বা বেশ্মনি রাক্ষসস্য ॥১৬
(ইতীব দেবী বহুধা বিলপ্য
সর্ব্বাত্মনা রামমনুস্মরন্তী।
প্রবেপমানা পরিশুষ্কবক্ত্রা
নগোত্তমং পুষ্পিতমাসসাদ ॥)
শোকাভিতপ্তা বহুধা বিচিন্ত্য
সীতাথ বেণীগ্রথনং গৃহীত্বা।
উদ্বধ্য বেণ্যুদ্গ্রথনেন শীঘ্র-
মহং গমিষ্যামি যমস্য মূলম্ ॥১৭
উপস্থিতা সা মৃদুসর্বগাত্রী
শাখাং গৃহীত্বা চ নগস্য তস্য।
তস্যাস্তু রামং পরিচিন্তয়ন্ত্যা
রামানুজং স্বঞ্চ কুলং শুভাঙ্গ্যাঃ ॥১৮
তস্যা বিশোকানি তদা বহূনি
ধৈর্য্যার্জ্জিতানি প্রবরাণি লোকে।
প্রাদুর্নিমিত্তানি তদা বভূবুঃ
পুরাপি সিদ্ধান্যুপলক্ষিতানি ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥

হইয়া অত্যন্ত কৃশা, হীনা ও মলিনা হইলেও তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। অতএব আমার এই সকল ধর্মাচরণ নিষ্ফল এবং পাতিব্রত্য ধর্মপালনও নিরর্থক হইতেছে।১৩

আমার মনে হয়, তুমি যথানিয়মে পিতার আদেশ প্রতিপালন পূর্বক সমাচরিতব্রত বন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হওয়ায় কৃতকৃত্য ও নির্ভয় হইয়া বিশাললোচনা রমণীগণের কামক্রীড়ারত হইবে।১৪

কিন্তু রাম! আমি তোমাতেই কামাভিলাষিণী, প্রাণ হানির দুঃখ সহ্যকরার জন্যই তোমাতে আমি চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলাম। এই নিষ্ফল তপস্যা ও ব্রতসমাচরণ করিয়াও এই ভাগ্যহীন ধিক্ (কদর্য্য) জীবন পরিত্যাগ করিব।১৫

বিষপানে বা নিশিতশস্ত্রের আঘাতে অতি সত্বর আমি প্রাণত্যাগ করিব, কিন্তু এস্থানে আমার বিষপ্রদাতাও কেহ নাই; এই রাক্ষসগৃহে শস্ত্রই বা কে দিবে? ১৬

(সীতাদেবী এই ভাবে সর্বপ্রকারে অনুক্ষণ শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণপূর্বক বিবিধ বহু বিলাপ করিতে করিতে এবং শুষ্কবদনা হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পুষ্পিত তরুবরের সমীপবর্তিনী হইলেন।) অনন্তর শোকসন্তপ্তা সীতা বহু চিন্তা করিয়া বেণীগ্রন্থি গ্রহণপূর্বক (বেণীগ্রহণে উদ্বন্ধন পূর্বক) শীঘ্রই আমি যমসমীপে গমন করিব।১৭

কোমলসর্বদেহা সীতা সেই বৃক্ষের শাখা গ্রহণ করিয়া রাম, রামানুজ, নিজের অবস্থাদি ও বংশ প্রভৃতি চিন্তা করিতে থাকিলে তৎকালে সেই শুভাঙ্গীর ধৈর্য্যসম্পাদক পূর্বপরীক্ষিত (মিথিলায় রামের আগমন-সময়ের নিমিত্তসকল যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত) লোকপ্রসিদ্ধ, শোকবিনাশক, ভাবিশুভসূচক (শকুন) নিমিত্ত বা লক্ষণসমূহ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল।১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ

[শুভনিমিত্তানাং কথনম্, পূর্বজ্ঞাত-লোমহর্ষলক্ষণসদৃশতয়া তেষাং লক্ষণানাং শুভত্বনির্দ্ধারণ-পূর্বকমানন্দানুভবশ্চ।]

তথাগতাং তাং ব্যথিতামনিন্দিতাং
ব্যতীতহর্ষাং পরিদীনমানসাম্।
শুভাং নিমিত্তানি শুভানি ভেজিরে
নরং শ্রিয়া জুষ্টমিবোপসেবিনঃ ॥১

তস্যাঃ শুভং বামমরালপক্ষ্ম-
রাজ্যাবৃতং কৃষ্ণবিশালশুক্লম্।
প্রাস্পন্দতৈকং নয়নং সুকেশ্যা
মীনাহতং পদ্মমিবাভিতাম্রম্ ॥২

ভুজশ্চ চার্বঞ্চিতবৃত্তপীনঃ
পরার্ধ্যকালগুরুচন্দনার্হঃ।
অনুত্তমেনাধ্যুষিতঃ প্রিয়েণ
চিরেণ বামঃ সমবেপতাশু ॥৩

গজেন্দ্রহস্তপ্রতিমশ্চ পীন-
স্তয়োর্দ্বয়োঃ সংহতয়োস্তু জাতঃ
প্রস্পন্দমানঃ পুনরূরুরস্যা
রামং পুরস্তাৎ স্থিতমাচচক্ষে ॥৪

শুভং পুনর্হেমসমানবর্ণ-
মীষদ্রজোধ্বস্তমিবাতুলাক্ষ্যাঃ
বাসঃ স্থিতায়াঃ শিখরাগ্রদন্ত্যাঃ
কিঞ্চিৎ পরিস্রংসত চারুগাত্র্যাঃ ॥৫

এতৈর্নিমিত্তৈরপরৈশ্চ সুভ্রূঃ
সঞ্চোদিতা প্রাগপি সাধুসিদ্ধৈঃ।
বাতাতপক্লান্তমিব প্রণষ্টং
বর্ষেণ বীজং প্রতিসংজহর্ষ ॥৬

ঊনত্রিংশ সর্গ

[শুভ নিমিত্তগুলির কথন, পূর্বে পরিজ্ঞাত গাত্রলোমহর্ষলক্ষণের সমান জাতীয় বলিয়া সেই লক্ষণগুলির শুভত্ব নির্ধারণ-পূর্বক সীতার আনন্দ অনুভব।]

ব্যথিতা, অনিন্দিতা, নিরানন্দা, দুঃখিতচিত্তা সীতা সেই (উদ্বন্ধন) কার্য্যে প্রবৃত্তা হইলে সেবক ভৃত্য যেরূপ লক্ষ্মীবান্ ব্যক্তিগণের সমীপস্থ হইয়া সেবা করিতে থাকে, তদ্রূপ শুভলক্ষণসমূহ সেই শুভার সেবার জন্য প্রতিভাত হইতে লাগিল।১

সেই সুকেশীর কুটিল পক্ষরাজিপরিবৃত, কৃষ্ণ তারক শোভিত, অপাঙ্গ (নেত্রপ্রান্ত)-রক্তিম, বিশাল ও শুক্লবর্ণ বামলোচন মীনাহত পদ্মের ন্যায় স্পন্দিত হইতে লাগিল। তাঁহার যে মনোরম সুগোল মাংসল বামবাহু উৎকৃষ্ট কৃষ্ণাগুরু (চন্দনে) চর্চ্চিত হইয়া সর্বোত্তম প্রিয়তমের উপাধান হইত, সেই বামবাহু দীর্ঘ দিনের পর আজ মুহুর্মুহুঃ স্পন্দিত হইতে লাগিল।২-৩

পরস্পর সংশ্লিষ্ট উরুদ্বয়ের মধ্যে গজেন্দ্রহস্ত সদৃশ সুঘটিত স্থূলতর বাম উরু স্পন্দিত হইয়া, "রাম সম্মুখে উপস্থিত" ইহাই যেন প্রকাশ করিয়া দিল।৪

বিশালনয়না দাড়িম্ববীজাগ্রভাগবৎ দন্তশোভিনী, সমাসীনা সুচারুকান্তির (সীতার) ঈষৎমলিন মঙ্গলপ্রদ সুবর্ণবর্ণ বস্ত্র কিঞ্চিৎ স্খলিত হইল। (আসন হইতে অধোদেশে পতিত হইল)।৫

সুভ্রূ সীতা এতাদৃশ এবং পূর্বানুভূত ভাবিশুভজনক অন্যান্য লক্ষণ সকল দেখিয়া বায়ু ও তাপবিহীন প্রণষ্ট-

তস্যাঃ পুনর্বিম্বফলোপমোষ্ঠং
স্বক্ষি-ভ্রূ-কেশান্তমরালপক্ষ্ম।
বক্ত্রং বভাসে সিত শুক্লদংষ্ট্রং
রাহোর্মুখাচ্চন্দ্র ইব প্রমুক্তঃ ॥৭
সা বীতশোকা ব্যপনীততন্দ্রা
শান্তজ্বরা হর্ষবিবুদ্ধসত্ত্বা।
অশোভতার্য্যা বদনেন শুক্লে
শীতাংশুনা রাত্রিরিবোদিতেন ॥৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

বীজ বর্ষার জললাভে যেরূপ অঙ্কুরিত হয়, সেইরূপ হর্ষান্বিতা হইলেন।৬

তাঁহার কিন্তু বক্র ও কৃষ্ণবর্ণ পক্ষ্মশোভিত বিশাল-নয়ন ঈষৎকুটিল ও সুশোভন মনোহর কেশসম্বলিত ভ্রূ, বিম্বফলতুল্য রক্তবর্ণ ওষ্ঠ, স্ফটিকমণির ন্যায় শুভ্র দন্তপঙ্‌ক্তি সমন্বিত মুখমণ্ডল তৎকালে রাহুমুক্ত শশধরের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।৭

বীতশোকা, বিমুক্তালস্যা, শান্তসন্তাপা ও আর্য্যা সীতা আনন্দে প্রফুল্লবদনা হইয়া চন্দ্রোদয়ে শুক্লপক্ষের রাত্রির ন্যায় শোভমানা হইলেন।৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ঊনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

ত্রিংশঃ সর্গঃ

[প্রত্যক্ষং সকলবৃত্তান্তদর্শি-শিংশপাবৃক্ষস্থ-হনূমতা সীতায়ৈ আশ্বাসদানাঽদানয়োর্দোষগুণবিচারঃ, যথাকালং সমাশ্বাসপ্রদানং কর্তব্যমিতি নিশ্চয়শ্চ।]

হনুমানপি বিক্রান্তঃ সর্বং শুশ্রাব তত্ত্বতঃ।
সীতায়াস্ত্রিজটায়াশ্চ রাক্ষসীনাঞ্চ তর্জিতম্ ॥১
অবেক্ষমাণস্তাং দেবীং দেবতামিব নন্দনে।
ততো বহুবিধাং চিন্তাং চিন্তয়ামাস বানরঃ ॥২
যাং কপীনাং সহস্রাণি সুবহূন্যযুতানি চ।
দিক্ষু সর্বাসু মার্গন্তে সেয়মাসাদিতা ময়া ॥৩
চারেণ তু সুযুক্তেন শত্রোঃ শক্তিমবেক্ষতা।
গূঢ়েন চরতা তাবদবেক্ষিতমিদং ময়া ॥৪

ত্রিংশ সর্গ

[প্রত্যক্ষ সকলবৃত্তান্তদর্শী শিংশপাবৃক্ষস্থ হনুমান্ কর্তৃক সীতাকে আশ্বাস দেওয়া ও আশ্বাস না দেওয়ার দোষগুণ বিচার এবং যথাসময়ে সমাশ্বাসপ্রদান কর্তব্য বলিয়া নিশ্চয়।]

মহাবীর হনুমান্ সীতার বিলাপ, রাক্ষসীগণের গর্জ্জন ও ত্রিজটার স্বপ্নবিবরণ প্রভৃতি সমস্তই নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করিলেন। তারপর তিনি নন্দনকাননস্থিতা দেবতার ন্যায় সীতাকে দেখিয়া নানা প্রকার চিন্তার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।১-২

সহস্র সহস্র বানর সমস্ত দিকে যাহাকে অন্বেষণ করিতেছে, আমি তাঁহারই দর্শন লাভ করিলাম।৩

প্রভু কর্তৃক গুপ্তচররূপে নিযুক্ত হইয়া গুপ্তভাবে বিচরণপূর্বক শত্রুর শক্তি, রাক্ষসগণের মধ্যে রাবণের বিশেষ ঐশ্বর্য্য, রাক্ষসরাজ রাবণের প্রভাব এবং সুনিপুণ ভাবে এই লঙ্কাপুরীও নিরীক্ষণ করিলাম।৪-৫

রাক্ষসানাং বিশেষশ্চ পুরী চেয়ং নিরীক্ষিতা।
রাক্ষসাধিপতেরস্য প্রভাবো রাবণস্য চ ॥৫
যথা তস্যাপ্রমেয়স্য সর্ব্বসত্ত্বদয়াবতঃ।
সমাশ্বাসয়িতুং ভার্য্যাং পতিদর্শনকাঙ্ক্ষিণীম্ ॥৬
অহমাশ্বাসয়াম্যেনাং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।
অদৃষ্টদুঃখাং দুঃখস্য ন হ্যন্তমধিগচ্ছতীম্ ॥৭
যদি হ্যহং সতীমেনাং শোকোপহতচেতনাম্।
অনাশ্বাস্য গমিষ্যামি দোষবদ্ গমনং ভবেৎ ॥৮
গতে হি ময়ি তত্রেয়ং রাজপুত্রী যশস্বিনী।
পরিত্রাণমপশ্যন্তী জানকী জীবিতং ত্যজেৎ ॥৯
যথা চ স মহাবাহুঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
সমাশ্বাসয়িতুং ন্যায্যঃ সীতাদর্শনলালসঃ ॥১০
নিশাচরীণাং প্রত্যক্ষমক্ষমং চাভিভাষিতম্।
কথং নু খলু কর্ত্তব্যমিদং কৃচ্ছ্রগতো হ্যহম্ ॥১১

অনেন রাত্রিশেষেণ যদি নাশ্বাস্যতে ময়া।
সর্ব্বথা নাস্তি সন্দেহঃ পরিত্যক্ষ্যতি জীবিতম্ ॥১২
রামস্তু যদি পৃচ্ছেন্মাং কিং মাং সীতাব্রবীদ্ বচঃ।
কিমহং তং প্রতি ব্রূয়ামসম্ভাষ্য সুমধ্যমাম্ ॥১৩
সীতাসন্দেশরহিতং মামিতস্ত্বরয়া গতম্।
নির্দহেদপি কাকুৎস্থঃ ক্রোধতীব্রেণ চক্ষুষা ॥১৪
যদি বোদ্‌যোজয়িষ্যামি ভর্তারং রামকারণাৎ।
ব্যর্থমাগমনং তস্য সসৈন্যস্য ভবিষ্যতি ॥১৫
অন্তরং ত্বহমাসাদ্য রাক্ষসীনামবস্থিতঃ।
শনৈরাশ্বাসয়াম্যদ্য সন্তাপবহুলামিমাম্ ॥১৬
অহং হ্যতিতনুশ্চৈব বানরশ্চ বিশেষতঃ।
বাচং চোদাহরিষ্যামি মানুষীমিহ সংস্কৃতাম্ ॥১৭
যদি বাসং প্রদাস্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্।
রাবণং মন্যমানা মাং সীতা ভীতা ভবিষ্যতি ॥১৮

সম্প্রতি সেই অপরিচ্ছিন্নস্বরূপ অপরিমেয় গুণসম্পন্ন সর্বভূতে দয়াপরায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী পতিদর্শনাভিলাষিণী (সীতা যাহাতে আশ্বস্তা হন, তাহাই কর্তব্য বলিয়া) যে সীতা কখনও দুঃখ অনুভব করেন নাই, সত্বর এই দুঃখ হইতেও মুক্তির সম্ভাবনা নাই, আমি সেই পূর্ণচন্দ্রনিভাননা সীতাকে সান্ত্বনা প্রদান করিব ।৬-৭

যদি শোকাসন্তাপে অচৈতন্যপ্রায়া এই সতীকে আশ্বাস না দিয়া গমন করি, তাহা হইলে সেই গমন দোষাবহ হইবে ।৮

আমি এস্থান হইতে সমাশ্বাস না দিয়া চলিয়া গেলে যশস্বিনী রাজপুত্রী উদ্ধারের উপায় না দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন ।৯

এতদ্ব্যতীত মহাবাহু পূর্ণচন্দ্রতুল্যবদন সীতার দর্শনলালসাযুক্ত রামচন্দ্রকে আশ্বাস দেওয়া ন্যায়সঙ্গত। নিশাচরীগণের সমক্ষে সীতার সহিত সম্ভাষণও অযৌক্তিক। আমি কর্তব্যই বা কি উপায়ে সম্পাদন করিব? আমি মহাবিপদে পড়িলাম ।১০-১১

এই রাত্রির শেষে যদি আশ্বাস প্রদান না করি, তবে তিনি সর্বপ্রকারে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন ।১২

আর রাম যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন—সীতা আমাকে কি বলিয়াছেন? তখন এই সুমধ্যমা সীতার সহিত সম্ভাষণ না করিয়া আমিই বা তাঁহাকে কি প্রত্যুত্তর দিব? সীতার বাক্য না লইয়া ত্বরান্বিত হইয়া সেস্থানে গেলে কাকুৎস্থ রাম ক্রোধতীব্রদৃষ্টিদ্বারা আমাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন ।১৩-১৪

(সীতার সহিত সম্ভাষণ না করিয়া) যদিও রামের জন্য কপিপতি সুগ্রীবকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিয়া (সৈন্যগণের সহিত) এস্থানে আনয়ন করি, তাহা হইলে সৈন্যগণের সহিত তাঁহার আগমন ব্যর্থ হইয়া যাইবে। (যেহেতু অনাশ্বস্তা সীতা তৎপূর্বেই প্রাণত্যাগ করিবেন) ।১৫

অতএব রাক্ষসীগণের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের অনবধানতার অবসর লইয়া নিরতিশয় সন্তাপে তাপিতা এই সীতাকে ধীরে ধীরে আশ্বস্তা করিব ।১৬

আমি ক্ষুদ্রকায় বিশেষতঃ বানর হইয়া মনুষ্যগণের

(বানরস্য বিশেষেণ কথং স্যাদভিভাষণম্)
অবশ্যমেব বক্তব্যং মানুষং বাক্যমর্থবৎ ।
ময়া সান্ত্বয়িতুং শক্যা নান্যথেয়মনিন্দিতা ॥১৯
সেয়মালোক্য মে রূপং জানকী ভাষিতং তথা ।
রক্ষোভিস্ত্রাসিতা পূর্বং ভূয়স্ত্রাসমুপৈষ্যতি ॥২০
ততো জাতপরিত্রাসা শব্দং কুর্য্যান্মনস্বিনী ।
জানানা মাং বিশালাক্ষী রাবণং কামরূপিণম্ ॥২১
সীতয়া চ কৃতে শব্দে সহসা রাক্ষসীগণঃ ।
নানাপ্রহরণো ঘোরং সমেয়াদন্তকোপমঃ ॥২২
ততো মাং সম্পরিক্ষিপ্য সর্ব্বতো বিকৃতাননাঃ ।
বধে চ গ্রহণে চৈব কুর্য্যুর্যত্নং মহাবলাঃ ॥২৩
তং মাং শাখাঃ প্রশাখাশ্চ স্কন্ধাংশ্চোত্তমশাখিনাম্ ।
দৃষ্ট্বা চ পরিধাবন্তং ভবেয়ুঃ পরিশঙ্কিতাঃ ॥২৪
মম রূপঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বনে বিচরতো মহৎ ।
রাক্ষস্যো ভয়বিত্রস্তা ভবেয়ুর্বিকৃতস্বরাঃ ॥২৫
ততঃ কুর্য্যুঃ সমাহ্বানং রাক্ষস্যো রক্ষসামপি ।
রাক্ষসেন্দ্রনিযুক্তানাং রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনে ॥২৬
তে শূল-শর-নিস্ত্রিংশবিবিধায়ুধপাণয়ঃ ।
আপতেয়ুর্বিমর্দেঽস্মিন্ বেগেনোদ্বেগকারণাৎ ॥২৭
সংরুদ্ধস্তৈস্তু পরিতো বিধমে রাক্ষসং বলম্ ।
শক্নুয়াং ন তু সম্প্রাপ্তুং পরং পারং মহোদধেঃ ॥২৮
মাং বা গৃহ্নীয়ুরাবৃত্য বহবঃ শীঘ্রকারিণঃ ।
স্যাদিয়ং চাগৃহীতার্থা মম চ গ্রহণং ভবেৎ ॥২৯
হিংসাভিরুচয়ো হিংস্যুরিমাং বা জনকাত্মজাম্ ।
বিপন্নং স্যাৎ ততঃ কার্য্যং রাম-সুগ্রীবয়োরিদম্ ॥৩০
উদ্দেশে নষ্টমার্গেঽস্মিন্ রাক্ষসৈঃ পরিবারিতে ।
সাগরেণ পরিক্ষিপ্তে গুপ্তে বসতি জানকী ॥৩১

ব্যবহৃত ব্যাকরণ দ্বারা পরিশুদ্ধ ভাষায় সম্ভাষণ করিব ।১৭

যদি দ্বিজাতিগণের ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় আলাপ করি, তাহা হইলে আমাকে রাবণ মনে করিয়া সীতা ভীতা হইবেন ।১৮

(বিশেষতঃ বানরই বা কি প্রকারে কথা বলিতে পারেন) অথচ আমাকে অবশ্যই অর্থযুক্ত মনুষ্যভাষা বলিতে হইবে। এই অনিন্দিতা সীতাকে অন্য প্রকারে আমার সান্ত্বনা দেওয়া চলিবে না ।১৯

পূর্বে রাক্ষসগণ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ বিত্রাসিতা জানকী আমার (বানর) রূপ অবলোকন করিয়া এবং (মনুষ্যোচিত) ভাষা প্রয়োগ শুনিয়া পুনরায় সন্ত্রস্তা হইবেন ।২০

অনন্তর বিশালাক্ষী মনস্বিনী সন্ত্রস্তা হইয়া আমাকে কামরূপী রাবণ মনে করিয়া চীৎকার করিতে পারেন ।২১

সীতার বিকৃতশব্দে যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর রাক্ষসীগণ বিবিধ অস্ত্রাদির সহিত সহসা উপস্থিত হইবে ।২২

তারপর সেই বিকৃতবদন মহাবল রাক্ষসীগণ সমস্ত দিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া (দেখিলেই আমাকে) গ্রহণ (ধরিবার) করার জন্য ও বধের জন্য চেষ্টা করিবে। তখন আমি উত্তম উত্তম বৃক্ষসমূহের শাখা-প্রশাখা ও স্কন্ধ (গুঁড়ি) অবলম্বন পূর্বক চতুর্দ্দিকে উল্লম্ফন (ছুটাছুটি) করিতে থাকিব, তাহাতে তাহারা অত্যন্ত ভীত হইবে ।২৩২৪

বনবিচরণকালে (রাক্ষসীগণের ধর্ষণ যাহাতে সম্ভব না হয়, তজ্জন্য তৎকালে গৃহীত) আমার মহৎরূপ দেখিয়া ভয়বিহ্বলা রাক্ষসীগণ বিকট শব্দ করিবে ।২৫

তারপর সেই রাক্ষসীগণ রাক্ষসরাজের গৃহরক্ষায় নিযুক্ত রাক্ষসগণকে সম্যগ্‌ভাবে আহ্বান করিবে ।২৬

তাহারাও শূল, বাণ এবং খড়গ প্রভৃতি নানাবিধ আয়ুধ (অস্ত্র) হস্তে লইয়া উদ্বেগবশতঃ অত্যন্ত বেগে এই সঙ্ঘর্ষের জন্য সমুপস্থিত হইবে ।২৭

সেই রাক্ষসসৈন্য কর্তৃক চতুর্দ্দিকে অবরুদ্ধ হইয়া যদি রাক্ষসসৈন্যদের বিনাশ করি, তাহা হইলে (যুদ্ধ শ্রান্তিতে) মহাসমুদ্রের পরপারে যাইতে আর সমর্থ হইব না ।২৮

বিশস্তে বা গৃহীতে বা রক্ষোভির্ময়ি সংযুগে।
নাশং পশ্যামি রামস্য সহায়ং কার্য্যসাধনে ॥৩২
বিমৃশংশ্চ ন পশ্যামি যো হতে ময়ি বানরঃ
শতযোজনবিস্তীর্ণং লঙ্ঘয়েত মহোদধিম্ ॥৩৩
কামং হন্তুং সমর্থোঽস্মি সহস্রাণ্যপি রক্ষসাম্।
ন তু শক্যাম্যহং প্রাপ্তুং পরং পারং মহোদধেঃ ॥৩৪
অসত্যানি চ যুদ্ধানি সংশয়ো মে ন রোচতে।
কশ্চ নিঃসংশয়ং কার্য্যং কুর্য্যাৎ প্রাজ্ঞঃ সসংশয়ম্ ॥৩৫
এষ দোষো মহান্ হি স্যান্মম সীতাভিভাষণে।
প্রাণত্যাগশ্চ বৈদেহ্যা ভবেদনভিভাষণে ॥৩৬
ভূতাশ্চার্থা বিরুদ্ধন্তি দেশকালবিরোধিতাঃ।
বিক্লবং দূতমাসাদ্য তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥৩৭
অর্থানর্থান্তরে বুদ্ধির্নিশ্চিতাপি ন শোভতে।
ঘাতয়ন্তি হি কার্য্যাণি দূতাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥৩৮
ন বিনশ্যেৎ কথং কার্য্যং বৈক্লব্যং ন কথং মম!
লঙ্ঘনঞ্চ সমুদ্রস্য কথং নু ন বৃথা ভবেৎ ॥৩৯
কথং নু খলু বাক্যং মে শৃণুয়ান্নোদ্বিজেত চ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য হনুমাংশ্চকার মতিমান্ মতিম্ ॥৪০
রামমক্লিষ্টকর্ম্মাণং স্ববন্ধুমনুকীর্ত্তয়ন্।
নৈনামুদ্বেজয়িষ্যামি তদ্বন্ধুগতচেতনাম্ ॥৪১
ইক্ষ্বাকূণাং বরিষ্ঠস্য রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
শুভানি ধর্ম্মযুক্তানি বচনানি সমর্পয়ন্ ॥৪২

অথবা (শীঘ্রকারী) প্রত্যুৎপন্নমতি কার্য্যকুশল রাক্ষসগণ যদি আমাকে বেষ্টন পূর্বক ধরিয়া ফেলে, তাহা হইলে এই সীতাদেবী আমার আগমন প্রয়োজন জানিতে পারিবেন না অথচ আমিও নিরর্থক অবরুদ্ধ হইব।২৯

অথবা হিংসাপ্রিয় রাক্ষসগণ যদি এই জনকাত্মজাকে হত্যা করে, তাহা হইলে রাম ও সুগ্রীবের এই কার্য্য বিপন্ন (ব্যাঘাত প্রাপ্ত) হইবে।৩০

পথহীন, রাক্ষসপরিবৃত, সমুদ্রবেষ্টিত, দুর্লঙ্ঘ্য ও গুপ্ত প্রদেশে দেবী জানকী বাস করিতেছেন।৩১

যদি রাক্ষসেরা আমাকে যুদ্ধে বন্দী করে অথবা হত্যা করে, তাহা হইলে রামের কার্য্যসাধনে অন্য কোন সাহায্যকারী দেখিতে পাইতেছি না।৩২

আমি নিহত হইলে এই শতযোজন বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র পার হইয়া আসিতে পারে—বিশেষ বিবেচনা পূর্বক এমন কোন বানর দেখিতেছি না।৩৩

যদিও আমি সহস্র সহস্র রাক্ষস বধ করিতে পারি, তথাপি (তারপর ক্লান্তদেহে) সাগরের পরপারে যাইতে আর সমর্থ হইব না।৩৪

যুদ্ধ অসত্য (অর্থাৎ জয় বা পরাজয় উভয়ের একতর নিশ্চয় নাই), সন্দিগ্ধ ব্যাপারে আমার অভিরুচি নাই। কোন্ প্রাজ্ঞব্যক্তি সম্ভাবিত নিঃসন্দিগ্ধ কার্য্যকে সংশয়াকুল করিয়া ফেলে? ৩৫

সীতার সহিত সম্ভাষণ করিলে এই সকল গুরুতর দোষ হইতে পারে, আর সম্ভাষণ না করিলে তাঁহার মৃত্যু হইবে। (এই উভয় সঙ্কটে আমার কি কর্তব্য)।৩৬

সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় অবিমৃষ্যকারী দূত কর্ত্তৃক দেশ ও কালের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়া প্রায়সিদ্ধিপ্রাপ্ত কার্য্যসকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে (অতএব দূতকে অতি সাবধানে চলিতে হইবে)।৩৭

রাজা ও মন্ত্রী কর্ত্তৃক সুবিবেচিত কর্তব্যাকর্তব্যবিষয়ে নিশ্চিতা বুদ্ধিও পণ্ডিতাভিমানী দূতের নিকট শোভিত হয় না (নিষ্ফল হইয়া যায়)।৩৮

এখন কি উপায় অবলম্বন করিলে কার্য্যহানি না হয়, (পরন্তু কার্য্য সিদ্ধ হয়), কি উপায়েই বা ব্যাকুলতা (বুদ্ধিহীনতা) বিদূরিত হয়, কি করিলেই বা আমার সমুদ্র লঙ্ঘন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত না হয় (বরং সার্থক হয়)।৩৯

কি উপায় অবলম্বন করিলে সীতাদেবী আমার বাক্য শ্রবণে উদ্বিগ্না না হন—এইরূপ চিন্তা করিতে

শ্রাবয়িষ্যামি সর্ব্বাণি মধুরাং প্রব্রুবন্ গিরম্।
শ্রদ্ধাস্যতি যথা সীতা তথা সর্ব্বং সমাদধে ॥৪৩

ইতি স বহুবিধং মহাপ্রভাবো
জগতিপতেঃ প্রমদামবেক্ষমাণঃ।
মধুরমবিতথং জগাদ বাক্যং
দ্রুমবিটপান্তরমাস্থিতো হনূমান্ ॥৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

করিতে মতিমান্ হনুমান্ মতি স্থির করিয়া ফেলিলেন।৪০

উদ্বেগজনককার্য্যানুষ্ঠানবিরত সুবন্ধু রামের (গুণ ও) নামসংকীর্ত্তন পূর্ব্বক রামগতহৃদয়া সীতার যাহাতে কোন উদ্বেগ না জন্মায়, তাহাই করিব। (সাক্ষাৎ দর্শন না দিয়া পূর্ব্বে) ইক্ষ্বাকুকুলতিলক আত্মতত্ত্ববিৎ রামের ধর্ম্মসম্বলিত শুভ বাক্যসকল শুনাইয়া পরে মধুর বাক্য বলিয়া যাহাতে সীতা সেই বাক্যে শ্রদ্ধাসম্পন্না হন, সেই সমুহ সম্পাদন করিব।৪১-৪৩

মহানুভব হনুমান্ বৃক্ষবিটপান্তরে লীন থাকিয়া জগৎপতির প্রমদাকে দেখিয়া এইরূপ বিবিধ মধুর সত্য বাক্য (পরবর্ত্তী অধ্যায়ে) বলিলেন।৪৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

একত্রিংশঃ সর্গঃ

[শিংশপাবৃক্ষস্থিত-হনূমতা মনুষ্যবাক্যমবলম্ব্য রামচন্দ্রস্যা জন্মনঃ স্বীয়সীতাদর্শনপর্য্যন্তং সজ্ঘটিতস্য বৃত্তান্তস্য বর্ণনম্, তচ্ছ্রুত্বা সীতাদেব্যাঃ সহর্ষং চতুর্দিক্ষু দৃষ্টিনিক্ষেপঃ, শিশপাবৃক্ষস্থিত-হনূমদ্দর্শনঞ্চ ।]

এবং বহুবিধাং চিন্তাং চিন্তয়িত্বা মহামতিঃ ।
সংশ্রবে মধুরং বাক্যং বৈদেহ্যা ব্যাজহার হ ॥১
রাজা দশরথো নাম রথ-কুঞ্জর-বাজিমান্ ।
পুণ্যশীলো মহাকীর্ত্তিরিক্ষ্বাকূণাং মহাযশাঃ ॥২
রাজর্ষীণাং গুণশ্রেষ্ঠস্তপসা চর্ষিভিঃ সমঃ ।
চক্রবর্ত্তিকুলে জাতঃ পুরন্দরসমো বলে ॥৩
অহিংসারতিরক্ষুদ্রো ঘৃণী সত্যপরাক্রমঃ ।
মুখ্যস্যেক্ষ্বাকুবংশস্য লক্ষ্মীবাঁল্লক্ষ্মিবর্ধনঃ ॥৪
পার্থিবব্যঞ্জনৈর্যুক্তঃ পৃথুশ্রীঃ পার্থিবর্ষভঃ ।
পৃথিব্যাং চতুরন্তায়াং বিশ্রুতঃ সুখদঃ সুখী ॥৫

তস্য পুত্রঃ প্রিয়ো জ্যেষ্ঠস্তারাধিপনিভাননঃ ।
রামো নাম বিশেষজ্ঞঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বধনুষ্মতাম্ ॥৬
রক্ষিতা স্বস্য বৃত্তস্য স্বজনস্যাপি রক্ষিতা ।
রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্ম্মস্য চ পরন্তপঃ ॥৭
তস্য সত্যাভিসন্ধস্য বৃদ্ধস্য বচনাৎ পিতুঃ ।
সভার্য্যঃ সহ চ ভ্রাত্রা বীরঃ প্রব্রজিতো বনম্ ॥৮
তেন তত্র মহারণ্যে মৃগয়াং পরিধাবতা ।
রাক্ষসা নিহতাঃ শূরা বহবঃ কামরূপিণঃ ॥৯
জনস্থানবধং শ্রুত্বা নিহতৌ খর-দূষণৌ ।
ততস্ত্বমর্ষাপহৃতা জানকী রাবণেন তু ॥১০

একত্রিংশ সর্গ

[শিংশপা বৃক্ষস্থিত হনুমান্ কর্তৃক মনুষ্যের বাক্য অবলম্বন পূর্বক রামচন্দ্রের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া স্বীয় সীতাদর্শন পর্য্যন্ত সংঘটিত বৃত্তান্ত বর্ণন, তাহা শ্রবণ করিয়া সীতা কর্তৃক আনন্দে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ ও শিংশপা বৃক্ষস্থিত হনুমানকে অবলোকন।]

মহামতি হনুমান্ এইরূপ বহুপ্রকার চিন্তার বিষয় চিন্তা করিয়া বৈদেহীর যাহাতে সম্যক্ শ্রবণ গোচর হয়, সেইভাবে মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন।১

প্রভূত রথ, হস্তী ও অশ্বে সমৃদ্ধ, পুণ্যশীল, মহাকীর্ত্তি, ইক্ষ্বাকুবংশে মহাযশস্বী দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন।২

রাজর্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন, তপস্যায় ঋষিগণের তুল্য ও শক্তিতে ইন্দ্রসদৃশ সেই রাজা রাজচক্রবর্ত্তী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দয়ালু, অহিংসারত, নীচসংসর্গবিরত, সত্যপরাক্রম, ইক্ষ্বাকু-রাজবংশের মুখ্য, লক্ষ্মীবান্, লক্ষ্মীবর্ধন, রাজলক্ষণাক্রান্ত, বিপুলৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, পার্থিবশ্রেষ্ঠ, সসাগরা পৃথিবী মধ্যে সুবিখ্যাত, সুখদাতা ও সুখী ছিলেন।৩-৫

তাঁহার প্রিয়তম চন্দ্রবদন রাম নামক জ্যেষ্ঠ পুত্র, বিশেষজ্ঞ এবং সমস্ত ধনুর্ধরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।৬

সেই শত্রুসন্তাপন রাম স্বজন পরিপালক, চরিত্র, ধর্ম ও জীবলোকের রক্ষক।৭

সত্য-প্রতিজ্ঞ বৃদ্ধ পিতার বাক্যে ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত সেই বীর বনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন।৮

তিনি সেই মহারণ্যে মৃগয়া করিতে করিতে কামরূপী বহু বীর রাক্ষস বধ করেন।৯

রাবণ জনস্থানে খর ও দূষণের বধসংবাদ শ্রবণের

বঞ্চয়িত্বা বনে রামং মৃগরূপেণ মায়য়া।
স মার্গমাণস্তাং দেবীং রামঃ সীতামনিন্দিতাম্ ॥১১
আসসাদ বনে মিত্রং সুগ্রীবং নাম বানরম্।
ততঃ স বালিনং হত্বা রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥১২
আযচ্ছৎ কপিরাজ্যং তু সুগ্রীবায় মহাত্মনে।
সুগ্রীবেণাভিসন্দিষ্টা হরয়ঃ কামরূপিণঃ ॥১৩
দিক্ষু সর্ব্বাসু তাং দেবীং বিচিন্বন্তঃ সহস্রশঃ।
অহং সম্পাতিবচনাচ্ছতযোজনমায়তম্ ॥১৪
তস্যা হেতোর্বিশালাক্ষ্যাঃ সমুদ্রং বেগবান্ প্লুতঃ।
যথারূপাং যথাবর্ণাং যথালক্ষ্মবতীঞ্চ তাম ॥১৫
অশ্রৌষং রাঘবস্যাহং সেয়মাসাদিতা ময়া।
বিররামৈবমুক্ত্বা স বাচং বানরপুঙ্গবঃ ॥১৬

জানকী চাপি তচ্ছ্রুত্বা বিস্ময়ং পরমং গতা।
ততঃ সা বক্রকেশান্তা সুকেশী কেশসংবৃতম্।
উন্নম্য বদনং ভীরুঃ শিংশপামন্ববৈক্ষতঃ ॥১৭
নিশম্য সীতা বচনং কপেশ্চ
দিশশ্চ সর্ব্বাঃ প্রদিশশ্চ বীক্ষ্য।
স্বয়ং প্রহর্ষং পরমং জগাম
সর্বাত্মনা রামমনুস্মরন্তী ॥১৮
সা তির্য্যগূর্ধ্বঞ্চ তথা হ্যধস্তা-
ন্নিরীক্ষমাণা তমচিন্ত্যবুদ্ধিম্।
দদর্শ পিঙ্গাধিপতেরমাত্যং
বাতাত্মজং সূর্য্যমিবোদয়স্থম্ ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

পর ক্রোধবশতঃ মায়ামৃগরূপে রামকে বঞ্চনা করিয়া বন হইতে জানকীকে অপহরণ করিয়াছে।১০

রাম সেই অনিন্দনীয়া দেবী সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে বনে সুগ্রীব নামক বানরকে মিত্ররূপে প্রাপ্ত হন। অনন্তর অরিপুরবিজয়ী রাম বালীকে বধ করিয়া মহাত্মা সুগ্রীবকে কপিরাজ্য প্রদান করেন।১১-১২

সহস্র সহস্র কামরূপী বানর সমস্ত দিকে সেই দেবীর অন্বেষণের জন্য সুগ্রীব কর্তৃক সমাদিষ্ট হইয়াছে।১৩

সম্পাতির উপদেশানুসারে আমি সেই বিশাল-লোচনা সীতার জন্য অতিবেগে শতযোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছি।১৪

আমি রঘুপতি রামচন্দ্রের নিকট তাঁহার যেরূপ বর্ণ, চিহ্ন ও সৌন্দর্য্য শ্রবণ করিয়াছিলাম, সেইরূপই ইঁহাকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি।১৫

সেই বানরশ্রেষ্ঠ এই পর্য্যন্ত বাক্য বলিয়া বিরত হইলেন; জানকীও এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্না হইলেন।১৬

অনন্তর সেই কুটিলকুন্তলা সুকেশী কেশসমাচ্ছাদিত বদন উত্তোলন পূর্বক ভীত-ভীতা হইয়া শিংশপা-বৃক্ষাভিমুখে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।১৭

সীতা কপির সেই বাক্য শ্রবণ পূর্বক সমস্ত দিক্ ও বিদিক্ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সর্বপ্রকারে রামকে স্মরণ করিতে করিতে স্বয়ং অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন।১৮

তিনি ঊর্ধ্ব, অধঃ ও পার্শ্বদেশ নিরীক্ষণ পূর্বক উদয়াচলস্থিত সূর্য্যের ন্যায় অচিন্ত্যনীয়বুদ্ধি পিঙ্গা(বানরা)ধিপতির অমাত্য পবননন্দন হনুমান্‌কে দেখিতে পাইলেন।১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ

[সীতায়াঃ স্বচিন্তায়াং তর্ক-বিতর্কম্।]

ততঃ শাখান্তরে লীনং দৃষ্ট্বা চলিতমানসা।
বেষ্টিতার্জুনবস্ত্রং তং বিদ্যুৎসঙ্ঘাতপিঙ্গলম্ ॥১
সা দদর্শ কপিং তত্র প্রশ্রিতং প্রিয়বাদিনম্।
ফুল্লাশোকোৎকরাভাসং তপ্তচামীকরেক্ষণম্ ॥২
সাথ দৃষ্ট্বা হরিশ্রেষ্ঠং বিনীতবদবস্থিতম্।
মৈথিলী চিন্তয়ামাস বিস্ময়ং পরমং গতা ॥৩
অহো ভীমমিদং সত্ত্বং বানরস্য দুরাসদম্।
দুর্নিরীক্ষ্যমিদং মত্বা পুনরেব মুমোহ সা ॥৪
বিললাপ ভৃশং সীতা করুণং ভয়মোহিতা।
রাম রামেতি দুঃখার্তা লক্ষ্মণেতি চ ভামিনী ॥৫
রুরোদ সহসা সীতা মন্দমন্দস্বরা সতী।
সাথ দৃষ্ট্বা হরিবরং বিনীতবদুপাগতম্ ॥
মৈথিলী চিন্তয়ামাস স্বপ্নোঽয়মিতি ভামিনী ॥৬
সা বীক্ষমাণা পৃথুভুগ্নবক্ত্রং
শাখামৃগেন্দ্রস্য যথোক্তকারম্।
দদর্শ পিঙ্গপ্রবরং মহার্হং
বাতাত্মজং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্ ॥৭
সা তং সমীক্ষ্যৈব ভৃশং বিপন্না
গতাসুকল্পেব বভূব সীতা।
চিরেণ সংজ্ঞাং প্রতিলভ্য চৈবং
বিচিন্তয়ামাস বিশালনেত্রা ॥৮
স্বপ্নো ময়ায়ং বিকৃতোঽদ্য দৃষ্টঃ
শাখামৃগঃ শাস্ত্রগণৈর্নিষিদ্ধঃ।

দ্বাত্রিংশ সর্গ

[সীতার স্বচিন্তার উপর তর্ক বিতর্ক।]

অনন্তর বিহ্বলচিত্তা সীতা শাখাভ্যন্তরে লুক্কায়িত, শুক্লাম্বরপরিহিত, বিদ্যুৎসমূহের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, বিকশিত অশোকপুষ্পের ন্যায় আরক্তবর্ণ এবং তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় লোচনযুক্ত, বিনীত প্রিয়বাদী কপিকে দেখিতে পাইলেন।১-২

বানরের ভয়ঙ্কর ও বিশাল আকৃতি দেখিয়া সীতা অত্যন্ত বিস্মিতা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।৩

ইহার দর্শনও ভয়াবহ মনে করিয়া পুনরায় সীতা মূর্চ্ছিতা হইলেন এবং ভীতিবিহ্বলা হইয়া অতীব করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।৪

কুপিতা, দুঃখার্তা ও সতী সীতা "হা রাম! হা লক্ষ্মণ!" বলিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বহু প্রকারে রোদন করিতে লাগিলেন।৫

মৈথিলী সেই কপিশ্রেষ্ঠকে সহসা বিনীতভাবে সমীপবর্তী হইতে দেখিয়া চিন্তা করিলেন—ইহা (এই ভয়ঙ্কর বানরের বিনীতভাবে উপসর্পণ) কি স্বপ্ন? ৬

সীতা বানররাজ সুগ্রীবের দূত, বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পবনপুত্র হনুমানের বিশাল ও বঙ্কিম বদনের সহিত পূর্বোক্ত প্রকার রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন।৭

সীতা তাঁহাকে দেখিয়াই অত্যন্ত সংজ্ঞাহীনা অবস্থায় মৃতপ্রায়া হইয়া পড়িলেন। দীর্ঘকাল পরে পুনরায়

স্বস্ত্যস্তু রামায় সলক্ষ্মণায়
তথা পিতুর্মে জনকস্য রাজ্ঞঃ ॥৯
স্বপ্নো হি নায়ং নহি মেঽস্তি নিদ্রা
শোকেন দুঃখেন চ পীড়িতায়াঃ।
সুখং হি মে নাস্তি যতো বিহীনা
তেনেন্দুপূর্ণপ্রতিমাননেন ॥১০
রামেতি রামেতি সদৈব বুদ্ধ্যা
বিচিন্ত্য বাচা ব্রুবতী তমেব।
তস্যানুরূপঞ্চ কথাং তদর্থা-
মেবং প্রপশ্যামি তথা শৃণোমি ॥১১
অহং হি তস্যাদ্য মনোভবেন
সম্পীড়িতা তদ্গতসর্ব্বভাবা।
বিচিন্তয়ন্তী সততং তমেব
তথৈব পশ্যামি তথা শৃণোমি ॥১২
মনোরথঃ স্যাদিতি চিন্তয়ামি
তথাপি বুদ্ধ্যাপি বিতর্কয়ামি।
কিং কারণং তস্য হি নাস্তি রূপং
সুব্যক্তরূপশ্চ বদত্যয়ং মাম্ ॥১৩
নমোঽস্তু বাচস্পতয়ে সবজ্রিণে
স্বয়ম্ভুবে চৈব হুতাশনায়।
অনেন চোক্তং যদিদং মমাগ্রতো
বনৌকসা তচ্চ তথাস্তু নান্যথা ॥১৪

ইত্যার্ষেঃ শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

সংজ্ঞা লাভ করিয়া বিশালনয়না সীতা চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আজ স্বপ্নে শাস্ত্রসমূহে (বিগর্হিত) নিষিদ্ধ বিকৃত বানর দেখিয়াছি; লক্ষ্মণসহিত রামের এবং আমার পিতা জনকরাজের মঙ্গল হউক ।৮-৯

শোকে ও দুঃখে নিপীড়িতা আমার নিদ্রাই কোথায় সুতরাং ইহা স্বপ্নই বা কিরূপে হইতে পারে? আর সেই পূর্ণচন্দ্রনিভানন রামবিহীনা আমার সুখও হইতে পারে না ।১০

মনে মনে নিরন্তর রামের চিন্তায় বাক্যেও রামচন্দ্রের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সেই রামচন্দ্রের রূপ যেন দেখিতেছি এবং তাঁহার বাক্যও যেন শ্রবণ করিতেছি ।১১

আমি রামচন্দ্রেরই (প্রণয়িনী) আজ কাম-পীড়ায় তদ্গতচিত্তা হইয়া তাঁহাকেই সতত চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকে যেমন (ধ্যানে) দেখিতে পাইতেছি, তদ্রূপ তাঁহার বাক্যও যেন শ্রবণ করিতেছি ।১২

মনে চিন্তা করিতে পারা যায়—বুদ্ধিতে বিচার করা যায়—কিন্তু তাহাতে রূপ দেখা যায় না বা বাক্য শ্রবণ করা যায় না, কিন্তু বানর আমাকে তাঁহার রূপ যেন সুব্যক্তভাবে বলিয়া দিতেছে ।১৩

আমি বৃহস্পতি, দেবেন্দ্র, ব্রহ্মা ও অগ্নিকে প্রণাম করিতেছি, এই বনবাসী বানর আমার সমক্ষে যাহা কিছু বলিবে—তাহা যেন সমস্তই সত্য হয়—তাহার অন্যথা যেন না হয় ।১৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ

[সীতাসমীপে আত্মপরিচয়ং দত্ত্বা হনূমতা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ সহ রামস্য বনগমনবৃত্তান্তস্য বর্ণনম্ ।]

সোঽবতীর্য্য দ্রুমাৎ তস্মাদ্ বিদ্রুমপ্রতিমাননঃ ।
বিনীতবেষঃ কৃপণঃ প্রণিপত্যোপসৃত্য চ ॥১
তামব্রবীন্মহাতেজা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ ।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় সীতাং মধুরয়া গিরা ॥২
কা নু পদ্মপলাশাক্ষি ক্লিষ্টকৌশেয়বাসিনি ।
দ্রুমস্য শাখামালম্ব্য তিষ্ঠসি ত্বমনিন্দিতা ॥৩
কিমর্থং তব নেত্রাভ্যাং বারি স্রবতি শোকজম্ ।
পুণ্ডরীক-পলাশাভ্যাং বিপ্রকীর্ণমিবোদকম্ ॥৪
সুরাণামসুরাণাঞ্চ নাগ-গন্ধর্ব্ব-রক্ষসাম্ ।
যক্ষাণাং কিন্নরাণাঞ্চ কা ত্বং ভবসি শোভনে ॥৫
কা ত্বং ভবসি রুদ্রাণাং মরুতাং বা বরাননে । (ক)
বসূনাং বা বরারোহে দেবতা প্রতিভাসি মে ॥৬
কিং নু চন্দ্রমসা হীনা পতিতা বিবুধালয়াৎ ।
রোহিণী জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠাসর্ব্বগুণাধিকা ॥৭
কোপাদ্ বা যদি বা মোহাদ্ভর্ত্তারমসিতেক্ষণে ।
বসিষ্ঠং কোপয়িত্বা ত্বাং বাসি কল্যাণ্যরুন্ধতী ॥৮
কো নু পুত্রঃ পিতা ভ্রাতা ভর্ত্তা বা তে সুমধ্যমে ।
অস্মাঁল্লোকাদমুং লোকং গতং ত্বমনুশোচসি ॥৯
রোদনাদতিনিঃশ্বাসাদ্ ভূমিসংস্পর্শনাদপি ।
ন ত্বাং দেবীমহং মন্যে রাজ্ঞঃ সংজ্ঞাবধারণাৎ ॥১০

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ

[সীতার নিকট আত্মপরিচয় প্রদানপূর্বক হনুমান্ লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত রামের বনগমন বৃত্তান্ত বর্ণন ।]

সেই মহাতেজস্বী, প্রবালসদৃশানন, বিনীত বেশধারী ও সীতার দুঃখে সমদুঃখভাগী পবননন্দন হনুমান্ বৃক্ষশাখা হইতে অবতরণ পূর্বক সীতার সমীপবর্ত্তী হইয়া মস্তকে বদ্ধাঞ্জলি পূর্বক প্রণিপাত করত মধুর বাক্যে সীতাকে বলিতে লাগিলেন।১-২

হে পদ্মপলাশনয়নে ! মলিনবস্ত্রধারিণি ! অনিন্দিতে ! বৃক্ষের শাখা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছেন—আপনি কে ? ৩

পদ্মপত্রদ্বয় হইতে বিক্ষিপ্ত জলের ন্যায় আপনার নেত্রদ্বয় হইতে শোকসমুদ্ভূত জল নিঃসৃত হইতেছে কেন ? ৪

হে শোভনে ! আপনি দেব, দৈত্য, নাগ, গন্ধর্ব, রাক্ষস, যক্ষ, অথবা কিন্নরের কে (কন্যা বা বধূ) ? ৫

হে বরাননে ! আপনি রুদ্রগণের, মরুদ্গণের, অথবা বসুগণের কে (কন্যা বা বধূ) ? হে বরারোহে ! আপনি দেবতা বলিয়া আমার মনে হইতেছে ।৬

আপনি কি জ্যোতিষ্কনক্ষত্রগণের শ্রেষ্ঠা সর্বগুণ-সম্পন্না রোহিণী ? সুধাকরবিচ্যুতা হইয়া দেবভবন স্বর্গ হইতে (তলে) পতিতা হইয়াছেন ? ৭

হে সুলোচনে ! হে কল্যাণি ! হে অসিতনয়নে ! আপনি কে ? ক্রোধান্ধা হইয়া স্বামী বশিষ্ঠের

পাঠান্তর :—(ক) কা ত্বং ভবসি কল্যাণি ত্বমনিন্দিতলোচনে ।

ব্যঞ্জনানি হি তে যানি লক্ষণানি চ লক্ষয়ে।
মহিষী ভূমিপানস্য রাজকন্যা চ মে মতা ॥১১
রাবণেন জনস্থানাদ্ বলাৎ প্রমথিতা যদি।
সীতা ত্বমসি ভদ্রং তে তন্মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ ॥১২
যথা হি তব বৈ দৈন্যং রূপং চাপ্রতিমানুষম্।
তপসা চান্বিতো বেষস্ত্বং রামমহিষী ধ্রুবম্ ॥১৩
সা তস্য বচনং শ্রুত্বা রামকীর্ত্তনহর্ষিতা।
উবাচ বাক্যং বৈদেহী হনূমন্তং দ্রুমাশ্রিতম্ ॥১৪
পৃথিব্যাং রাজসিংহানাং মুখ্যস্য বিদিতাত্মনঃ।
স্নুষা দশরথস্যাহং শত্রুসৈন্যপ্রণাশিনঃ ॥১৫
দুহিতা জনকস্যাহং বৈদেহস্য মহাত্মনঃ।
সীতেতি নাম্না চোক্তাহহং ভার্য্যা রামস্য ধীমতঃ ॥১৬
সমা দ্বাদশ তত্রাহং রাঘবস্য নিবেশনে।
ভুঞ্জানা মনুষান্ ভোগান্ সর্ব্বকামসমৃদ্ধিনী ॥১৭

ততস্ত্রয়োদশে বর্ষে রাজ্যে চেক্ষ্বাকুনন্দনম্।
অভিষেচয়িতুং রাজা সোপাধ্যায়ঃ প্রচক্রমে ॥১৮
তস্মিন্ সম্ভ্রিয়মাণে তু রাঘবস্যাভিষেচনে।
কৈকেয়ী নাম ভর্ত্তারমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৯
ন পিবেয়ং ন খাদেয়ং প্রত্যহং মম ভোজনম্।
এষ মে জীবিতস্যান্তো রামো যদ্যভিষিচ্যতে ॥২০
যত্তদুক্তং ত্বয়া বাক্যং প্রীত্যা নৃপতিসত্তম।
তচ্চেন্ন বিতথং কার্য্যং বনং গচ্ছতু রাঘবঃ ॥২১
স রাজা সত্যবাগ্ দেব্যা বরদানমনুস্মরন্।
মুমোহ বচনং শ্রুত্বা কৈকেয্যাঃ ক্রূরমপ্রিয়ম্ ॥২২
ততস্তং স্থবিরো রাজা সত্যধর্ম্মে ব্যবস্থিতঃ।
জ্যেষ্ঠং যশস্বিনং পুত্রং রুদন্ রাজ্যমযাচত ॥২৩
স পিতুর্বচনং শ্রীমানভিষেকাৎ পরং প্রিয়ম্।
মনসা পূর্ব্বমাসাদ্য বাচা প্রতিগৃহীতবান্ ॥২৪

ক্রোধোৎপাদনকারিণী মঙ্গলময়ী অরুন্ধতী? হে সুমধ্যমে! আপনার পুত্র, পিতা, ভ্রাতা অথবা স্বামী এই মর্ত্ত্যলোক হইতে কি কেহ পরলোকে গমন করিয়াছেন—যাহার জন্য আপনি অনুশোচনা করিতেছেন? আপনার রোদন, দীর্ঘনিঃশ্বাসত্যাগ, ভূলোকে অবস্থান এবং রাজচিহ্ন হেতু মনে হইতেছে আপনি দেবী নহেন। যে সব লক্ষণ ও চিহ্ন দেখিতেছি, তাহাতে আপনি রাজার মহিষী এবং রাজার কন্যা বলিয়াই আমার মনে হয়। যদি আপনি জনস্থান হইতে রাবণকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক অপহৃতা সীতা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই জিজ্ঞাসু আমাকে সদুত্তর প্রদান করুন। আপনার অলৌকিক রূপ, দীনতা এবং তপস্বিনীর বেশ দেখিয়া মনে হইতেছে—আপনি নিশ্চিত রামচন্দ্রের মহিষী।৮-১৩

হনুমানের বাক্যে শ্রীরামচন্দ্রের নাম ও গুণকীর্ত্তন শ্রবণে হৃষ্টচিত্তা বৈদেহী বৃক্ষাশ্রিত হনুমানকে বলিতে লাগিলেন।১৪

হে কপিবর! ভূমণ্ডলে শ্রেষ্ঠ ভূপতিগণের মধ্যে প্রধানতম, সুবিখ্যাত ও শত্রুসৈন্যবিনাশক রাজা দশরথের আমি পুত্রবধূ, বিদেহরাজ মহাত্মা জনকের কন্যা এবং বুদ্ধিমান্ শ্রীরামচন্দ্রের ধর্মপত্নী; আমি সীতা নামে বিদিতা।১৫-১৬

অযোধ্যায় রঘুপতি রামচন্দ্রের অন্তঃপুরে দ্বাদশ বৎসর নানাপ্রকার সমস্ত কামনা পরিপূর্ণকারী মানবীয় ভোগ্য উপভোগ করিয়াছি।১৭

অনন্তর ত্রয়োদশবর্ষে কুলগুরু বশিষ্ঠের সহিত মহারাজ দশরথ ইক্ষ্বাকুকুলভূষণ শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকে প্রবৃত্ত হইলেন।১৮

রঘুপতির রাজ্যাভিষেকের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হইলে পর কৈকেয়ী তাঁহার স্বামীকে বলিলেন।১৯

যদি রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা হয়, তাহা হইলে আমি জলপান করিব না ও প্রতিদিনের খাদ্যও ভোজন করিব না এবং ইহা দ্বারা আমার জীবনাবসান হইবে।২০

হে নৃপোত্তম! আপনি প্রসন্ন হইয়া যে বাক্য দান করিয়াছিলেন—তাহা যদি অসত্য প্রতিপাদন করিতে না চান, তাহা হইলে রামচন্দ্র বনে গমন করুক।২১

দদ্যান্ন প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ সত্যং ব্রূয়ান্নচানৃতম্।
অপি জীবিতহেতোর্হি রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥২৫

স বিহায়োত্তরীয়াণি মহার্হাণি মহাযশাঃ।
বিসৃজ্য মনসা রাজ্যং জনন্যৈ মাং সমাদিশৎ ॥২৬

সাহং তস্যাগ্রতস্তূর্ণং প্রস্থিতা বনচারিণী।
নহি মে তেন হীনায়া বাসঃ স্বর্গেঽপি রোচতে ॥২৭

প্রাগেব তু মহাভাগঃ সৌমিত্রির্মিত্রনন্দনঃ।
পূর্ব্বজস্যানুযাত্রার্থে কুশচীরৈরলঙ্কৃতঃ ॥২৮

তে বয়ং ভর্ত্তুরাদেশং বহুমান্য দৃঢ়ব্রতাঃ
প্রবিষ্টাঃ স্ম পুরাঽদৃষ্টং বনং গম্ভীরদর্শনম্ ॥২৯

বসতো দণ্ডকারণ্যে তস্যাহমমিতৌজসঃ।
রাক্ষসাপহৃতা ভার্য্যা রাবণেন দুরাত্মনা ॥৩০

দ্বৌ মাসৌ তেন মে কালো জীবিতানুগ্রহঃ কৃতঃ।
ঊর্দ্ধং দ্বাভ্যাং তু মাসাভ্যাং ততস্ত্যক্ষ্যামি জীবিতম্॥৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

সত্যবাদী রাজা দশরথ দেবীকে বরপ্রদানস্মরণপূর্বক কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর ও অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।২২

তবে পরে সত্যধর্মে সুপ্রতিষ্ঠ বৃদ্ধ রাজা দশরথ রোদন করিতে করিতে সেই যশস্বী জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট রাজ্য প্রার্থনা করিলেন।২৩

শ্রীমান্ রামচন্দ্র পিতার অভিষেকের প্রিয় বাক্য যে ভাবে পূর্বে মনে মনে স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই ভাবেই পরবর্তী পিতার বাক্যও স্বীকার করিলেন।২৪

সেই সত্যপরাক্রম রাম কেবল দান করিয়া থাকেন—প্রতিগ্রহ করেন না। তিনি সত্যই বলিয়া থাকেন; জীবনরক্ষার প্রয়োজনেও তিনি কখনও মিথ্যা বলেন না।২৫

সেই মহাযশাঃ রঘুনাথ মহামূল্য (অভিষেক) উত্তরীয় পরিত্যাগ পূর্বক মনে মনে রাজ্য ত্যাগ করিয়া আমাকে জননীর নিকট অবস্থানের আদেশ প্রদান করিলেন।২৬

আমি কিন্তু তাঁহার সমক্ষেই বনসহচারিণী হইলাম, যেহেতু তাঁহাকে ছাড়িয়া স্বর্গলোকে অবস্থানও আমার রুচিপ্রদ নহে।২৭

স্বজনানন্দদায়ক সুমিত্রানন্দন মহাত্মা লক্ষ্মণ তৎপূর্বেই অগ্রজের অনুগমনের জন্য কুশ ও চীর (বনবাসীর পক্ষে পরিধেয় জীর্ণবস্ত্র) দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন।২৮

এই ভাবে অধিপতি দশরথের আদেশের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন পূর্বক কঠোর ব্রতধারণ করিয়া আমরা তিনজন অদৃষ্টপূর্ব গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম।২৯

দণ্ডকারণ্যে বাসসময়ে অমিততেজা শ্রীরামচন্দ্রের ভার্য্যা আমি সীতা দুরাত্মা রাক্ষস রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হইয়াছি।৩০

সেই রাক্ষসরাজ রাবণ দুইমাস আমার জীবনধারণের কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে। (সেই দুইমাস মধ্যে আমাকে সে বশীভূতা করার আশা পোষণ করে।) এই দুইমাস অতীত হইলে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব।৩১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ

[হনুমন্তং প্রতি সীতায়াঃ সন্দেহঃ, তৎসমাধানঞ্চ। হনূমতা শ্রীরামচন্দ্রস্য গুণসমূহানাং কীর্তনম্]

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা হনুমান্ হরিপুঙ্গবঃ।
দুঃখাদ্ দুঃখাভিভূতায়াঃ সান্ত্বমুত্তরমব্রবীৎ ॥১
অহং রামস্য সন্দেশাদ্দেবি দূতস্তবাগতঃ।
বৈদেহী কুশলী রামঃ স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ ॥২
যো ব্রাহ্মমস্ত্রং বেদাংশ্চ বেদ বেদবিদাং বরঃ।
স ত্বাং দাশরথী রামো দেবি কৌশলমব্রবীৎ ॥৩
লক্ষ্মণশ্চ মহাতেজা ভর্ত্তুস্তেঽনুচরঃ প্রিয়ঃ।
কৃতবাঞ্ছোকসন্তপ্তঃ শিরসা তেঽভিবাদনম্ ॥৪
সা তয়োঃ কুশলং দেবী নিশম্য নর-সিংহয়োঃ।
প্রতি সংহৃষ্টসর্ব্বাঙ্গী হনুমন্তমথাব্রবীৎ ॥৫
কল্যাণী বত গাথেয়ং লৌকিকী প্রতিভাতি মা।
এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশতাদপি ॥৬
তয়োঃ সমাগমে তস্মিন্ প্রীতিরুৎপাদিতাদ্ভুতা।
পরস্পরেণ চালাপং বিশ্বস্তৌ তৌ প্রচক্রতুঃ ॥৭
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
সীতায়াঃ শোকতপ্তায়াঃ সমীপমুপচক্রমে ॥৮
যথা যথা সমীপং স হনূবানুপসর্পতি।
তথা তথা রাবণং সা তং সীতা পরিশঙ্কতে ॥৯
অহো ধিগ্ ধিক্ কৃতমিদং কথিতং হি যদস্য মে।
রূপান্তরমুপাগম্য স এবায়ং হি রাবণঃ ॥১০

চতুস্ত্রিংশ সর্গ

[হনুমানের প্রতি সীতার সন্দেহ ও তাহার সমাধান। হনুমান্ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের গুণাবলী কীর্ত্তন।]

বানর-শিরোমণি হনুমান্ দুঃখাভিভূতা সীতার দুঃখপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সান্ত্ববাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন।১

দেবি! আমি শ্রীরামচন্দ্রের দূত; তাঁহার আদেশ লইয়া আমি আপনার নিকট উপনীত হইয়াছি। হে বিদেহরাজনন্দিনি! শ্রীরামচন্দ্র কুশলে আছেন। তিনি আপনার কুশল জানিতে ইচ্ছা করেন।২

দেবি! যিনি ব্রহ্মাস্ত্র ও বেদে সুপণ্ডিত, বেদ-বেত্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—সেই দশরথনন্দন কুশলী রাম আপনার কুশলজিজ্ঞাসু।৩

আপনার পতির অনুচর এবং প্রিয়, মহাতেজস্বী শোকসন্তপ্ত লক্ষ্মণ আপনার চরণে মস্তক স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিয়াছেন।৪

অতঃপর পুরুষসিংহ রাম ও লক্ষ্মণের কুশল সম্বাদ শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চিতসর্বকলেবরা সীতা হনুমান্‌কে বলিলেন।৫

জীবিত থাকিলে মানুষ শতবর্ষ পরেও আনন্দ লাভ করিতে পারে—এই লৌকিক প্রবাদবাক্য আমার নিকট মঙ্গলময় বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।৬

সীতা ও হনুমানের এই সম্মিলনে দুইজনেই অদ্ভুত প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা দুইজনই একে অপরের সহিত বিশ্বস্তভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন।৭

পবননন্দন হনুমান্ শোকসন্তপ্তা সীতার সেই কথা শুনিয়া সীতার সমীপবর্তী হইতে লাগিলেন।৮

হনুমান্ যে ভাবে (ধীরে ধীরে) তাঁহার সমীপে

তামশোকস্য শাখাং তু বিমুক্ত্বা শোককর্শিতা।
তস্যামেবানবদ্যাঙ্গী ধরণ্যাং সমুপাবিশৎ ॥১১
অবন্দত মহাবাহুস্ততস্তাং জনকাত্মজাম্।
সা চৈনং ভয়সন্ত্রস্তা ভূয়ো নৈনমুদৈক্ষত ॥১২
তং দৃষ্ট্বা বন্দমানঞ্চ সীতা শশিনিভাননা।
অব্রবীদ্ দীর্ঘমুচ্ছ্বস্য বানরং মধুরস্বরা ॥১৩
মায়াং প্রবিষ্টো মায়াবী যদি ত্বং রাবণঃ স্বয়ম্।
উৎপাদয়সি মে ভূয়ঃ সন্তাপং তন্ন শোভনম্ ॥১৪
স্বং পরিত্যজ্য রূপং যঃ পরিব্রাজকরূপবান্।
জনস্থানে ময়া দৃষ্টস্ত্বং স এব হি রাবণঃ ॥১৫
উপবাসকৃশাং দীনাং কামরূপ নিশাচর।
সন্তাপয়সি মাং ভূয়ঃ সন্তাপং তন্ন শোভনম্ ॥১৬
অথবা নৈতদেবং হি যন্ময়া পরিশঙ্কিতম্।
মনসো হি মম প্রীতিরুৎপন্না তব দর্শনাৎ ॥১৭
যদি রামস্য দূতস্ত্বমাগতো ভদ্রমস্তু তে।
পৃচ্ছামি ত্বাং হরিশ্রেষ্ঠ প্রিয়া রামকথা হি মে ॥১৮
গুণান্ রামস্য কথয় প্রিয়স্য মম বানর।
চিত্তং হরসি মে সৌম্য নদীকূলং যথা রয়ঃ ॥১৯
অহো স্বপ্নস্য সুখতা যাহমেব চিরাহৃতা।
প্রেষিতং নাম পশ্যামি রাঘবেণ বনৌকসম্ ॥২০
স্বপ্নেঽপি যদ্যহং বীরং রাঘবং সহলক্ষ্মণম্।
পশ্যেয়ং নাবসীদেয়ং স্বপ্নোঽপি মম মৎসরী ॥২১
নাহং স্বপ্নমিমং মন্যে স্বপ্নে দৃষ্ট্বা হি বানরম্।
ন শক্যোঽভ্যুদয়ঃ প্রাপ্তুং প্রাপ্তশ্চাভ্যুদয়ো মম ॥২২

গমন করিতে লাগিলেন—সীতাও (ক্রমে) সেইভাবে তাহাকে রাবণ বলিয়া আশঙ্কা করিতে লাগিলেন।৯

অহো! আমাকে ধিক্! যেহেতু আমি ইহাকে আমার মনের কথা বলিয়া ফেলিলাম। নিশ্চয়ই সেই রাবণ রূপান্তর ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে।১০

অনিন্দিতদেহা শোককৃশা সীতা সেই অশোক-বৃক্ষের (হস্তধৃত) শাখা পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে উপবেশন করিলেন।১১

তদনন্তর মহাবাহু হনুমান্ জনকনন্দিনী সীতার পাদবন্দনা (প্রণাম) করিলেন। কিন্তু সীতা ভয়ে সন্ত্রস্তা হইয়া পুনরায় তদভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন না।১২

সেই সীতাকে পুনঃ পুনঃ (প্রণাম) বন্দনা করিতে দেখিয়া চন্দ্রমুখী সীতা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক মধুর স্বরে বলিলেন।১৩

তুমি মায়াবী রাবণ হইয়া যদি মায়াময় শরীরে প্রবেশ পূর্বক পুনঃ পুনঃ আমার সন্তাপ উৎপাদন করিয়া থাক, তাহা হইলে ইহা তোমার মঙ্গলজনক হইবে না। জনস্থানে যাহাকে নিজরূপ পরিত্যাগ পূর্বক পরিব্রাজকরূপ ধারণ করিতে দেখিয়াছিলাম, নিশ্চয়ই তুমি সেই রাবণ।১৪-১৫

হে স্বেচ্ছারূপধারিণ্! নিশাচর! আমি উপবাসে কৃশা ও দুর্বলা। আমাকে পুনঃ পুনঃ সন্তাপে সন্তপ্ত করিতেছ—ইহা তোমার পক্ষে ভাল নহে।১৬

অথবা আমি মনে মনে যে (কথা) আশঙ্কা করিতেছি, তাহা না হইতেও পারে। যেহেতু তোমার দর্শনে আমার মন আনন্দ লাভ করিতেছে।১৭

হে বানরশ্রেষ্ঠ! সত্যই যদি তুমি রামের দূত হইয়া আসিয়া থাক, তবে তোমার মঙ্গল হউক। এখন আমি তোমাকে আমার অত্যন্ত প্রীতিকর রামের কথা জিজ্ঞাসা করিব।১৮

হে সৌম্য বানর! প্রিয়তম রামচন্দ্রের গুণ বর্ণন কর। জলপ্রবাহের নদীকূলহরণের ন্যায় রাম-কথা দ্বারা আমার চিত্ত হরণ কর।১৯

অহো, স্বপ্ন কি সুখজনক! যে স্বপ্ন কর্তৃক হৃতা হইয়া রামচন্দ্রপ্রেরিত বনবাসী বানরকে দেখিতে পাইতেছি।২০

লক্ষ্মণের সহিত রঘুনাথকে স্বপ্নে দেখিতে পাইলে আমি এরূপ অবসন্না হইতাম না, কিন্তু স্বপ্নও আমার সহিত ঈর্ষা করিতেছে।২১

এই স্বপ্নকে আমি স্বপ্ন বলিয়া মনে করিতে পারি

কিং নু স্যাচ্চিত্তমোহোঽয়ং ভবেদ্ বাতগতিস্ত্বিয়ম্ ।
উন্মাদজো বিকারো বা স্যাদয়ং মৃগতৃষ্ণিকা ॥২৩
অথবা নায়মুন্মাদো মোহোঽপ্যুন্মাদলক্ষণঃ ।
সম্বুধ্যে চাহমাত্মানমিমং চাপি বনৌকসম্ ॥২৪
ইত্যেবং বহুধা সীতা সম্প্রধার্য্য বলাবলম্ ।
রক্ষসাং কামরূপত্বান্মেনে তং রাক্ষসাধিপম্ ॥২৫
এতাং বুদ্ধিং তদা কৃত্বা সীতা সা তনুমধ্যমা ।
ন প্রতিব্যাজহারাথ বানরং জনকাত্মজা ॥২৬
সীতায়া নিশ্চিতং বুদ্ধ্বা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ* ।
শ্রোত্রানুকূলৈর্বচনৈস্তদা তাং সম্প্রহর্ষয়ন্ ॥২৭
আদিত্য ইব তেজস্বী লোককান্তঃ শশী যথা ।
রাজা সর্ব্বস্য লোকস্য দেবো বৈশ্রবণো যথা ॥২৮
বিক্রমেণোপপন্নশ্চ যথা বিষ্ণুর্মহাযশাঃ ।
সত্যবাদী মধুরবাগ্ দেবো বাচস্পতির্যথা ॥২৯
রূপবান্ সুভগঃ শ্রীমান্ কন্দর্প ইব মূর্ত্তিমান্ ।
স্থানক্রোধে প্রহর্ত্তা চ শ্রেষ্ঠো লোকে মহারথঃ ॥৩০
বাহুচ্ছায়ামবষ্টব্ধো যস্য লোকো মহাত্মনঃ ।
অপক্রম্যাশ্রমপদান্ মৃগরূপেণ রাঘবম্ ॥৩১
শূন্যে যেনাপনীতাসি তস্য দ্রক্ষসি তৎফলম্ ।
অচিরাদ্ রাবণং সংখ্যে যো বধিষ্যতি বীর্য্যবান্ ॥৩২
ক্রোধপ্রমুক্তৈরিষুভির্জ্বলদ্ভিরিব পাবকৈঃ ।
তেনাহং প্রেষিতো দূতস্ত্বৎসকাশমিহাগতঃ ॥৩৩
ত্বদ্বিয়োগেন দুঃখার্ত্তঃ স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ ।
লক্ষ্মণশ্চ মহাতেজাঃ সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনঃ ॥৩৪

না, যেহেতু স্বপ্নে বানর দর্শন করিলে অভ্যুদয় লাভ করা যায় না, কিন্তু আমি অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইয়াছি।২২

তাহা হইলে ইহা কি আমার চিত্তের মূঢ়তা অথবা আমার বায়ু প্রকোপের ফল, অথবা উন্মত্ততাজনিত চিত্তবিকার অথবা ইহা কি মরীচিকা (আলেয়া) ? ২৩

অথবা ইহা উন্মত্ততা নহে, মোহও বলা যায় না, যেহেতু মোহও উন্মত্ততার প্রকারান্তর। আমি নিজেকে ও এই বনবাসী বানরকে যথার্থ জ্ঞান দ্বারা বুঝিতে পারিতেছি।২৪

সীতা এইরূপে বিবিধপ্রকারে (এই বানর প্রকৃতপক্ষে মায়ারূপী রাক্ষস অথবা রামদূত এই উভয় পক্ষের) উভয় কোটির প্রবল দুর্বল ভাব ও রাক্ষসের কামরূপতার বিষয় চিন্তা করিয়া তাহাকে রাক্ষসাধিপতি রাবণ বলিয়া মনে করিলেন।২৫

অতঃপর কৃশোদরী জনকনন্দিনী সীতা এই প্রকার চিন্তা করিয়া পুনরায় সেই বানরের সহিত কোনও কথা বলিলেন না।২৬

পবনকুমার হনুমান্ সীতার এই প্রকার (রাবণরূপে) নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জানিতে পারিয়া শ্রোত্রমনোহর বাক্যে তাঁহার আনন্দ উৎপাদনপূর্বক বলিতে লাগিলেন।২৭

রামচন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, চন্দ্রের ন্যায় লোক-কমনীয় এবং কুবেরের ন্যায় সমগ্র জগতের রাজা।২৮

মহাযশাঃ বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রমশালী এবং বৃহস্পতির ন্যায় সত্যবাদী ও মধুরভাষী।২৯

তিনি কামদেবের ন্যায় রূপবান, সৌভাগ্যশালী ও শ্রীমান্। ক্রোধের পাত্রের প্রতি প্রহার করিতে সমর্থ এবং পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ মহারথী।৩০

সমগ্র বিশ্ব যে মহাত্মার ভুজবলাশ্রিত (ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রিত) মায়ামৃগরূপধারী নিশাচর সেই রঘুপতিকে সরাইয়া লইয়া নির্জন আশ্রম হইতে আপনাকে অপহরণ করিয়াছিল, তাহার ফল আপনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন।৩১

প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় ক্রোধবিমুক্ত বাণ দ্বারা যে পরাক্রমশালী রাম যুদ্ধে রাবণকে বধ করিবেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার দূতরূপে আপনার নিকট প্রেরিত হইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আপনার বিয়োগে দুঃখার্ত্ত সেই রাম আপনার কুশল জানিতে চাহিয়াছেন।

* কোন কোন গ্রন্থে অধোলিখিত শ্লোকার্দ্ধটি ২৭ নং শ্লোকের পূর্বে দেখা যায়,—

হনূমানপিতু্ঃখার্তাং তাং দৃষ্ট্বা ভয়মোহিতাম্ ।

অভিবাদ্য মহাবাহুঃ স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ।
রামস্য চ সখা দেবি সুগ্রীবো নাম বানরঃ ॥৩৫
রাজা বানরমুখ্যানাং স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ।
নিত্যং স্মরতি তে রামঃ সসুগ্রীবঃ সলক্ষ্মণঃ ॥৩৬
দিষ্ট্যা জীবসি বৈদেহী রাক্ষসীবশমাগতা।
নচিরাদ্ দ্রক্ষ্যসে রামং লক্ষ্মণঞ্চ মহারথম্ ॥৩৭
মধ্যে বানরকোটীনাং সুগ্রীবং চামিতৌজসম্।
অহং সুগ্রীবসচিবো হনূমান্ নাম বানরঃ ॥৩৮
প্রবিষ্টো নগরীং লঙ্কাং লঙ্ঘয়িত্বা মহোদধিম্।
কৃত্বা মূর্ধ্নি পদন্যাসং রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥৩৯
ত্বাং দ্রষ্টুমুপযাতোঽহং সমাশ্রিত্য পরাক্রমম্।
নাহমস্মি তথা দেবি যথা মামবগচ্ছসি ॥
বিশঙ্কা ত্যজ্যতামেষা শ্রদ্ধৎস্ব বদতো মম ॥৪০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

সুমিত্রানন্দন মহাতেজস্বী মহাবাহু লক্ষ্মণও অভিবাদন পূর্বক আপনার কুশল জানিতে ইচ্ছা করেন। হে দেবি! রামচন্দ্রের সখা প্রধান প্রধান বানরসমূহের রাজা সুগ্রীব নামক বানরও আপনার কুশলজিজ্ঞাসু। সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্র প্রতিদিন আপনাকে স্মরণ করিতেছেন।৩২-৩৬

হে বিদেহরাজপুত্রি! রাক্ষসের অধীনে আসিয়াও আপনি যে জীবিতা আছেন—তাহা সৌভাগ্যের বিষয়। অচিরেই আপনি মহারথী রাম ও লক্ষ্মণের দর্শন পাইবেন।৩৭

বানরসমূহের মধ্যবর্তী মহাতেজা সুগ্রীবকেও দেখিতে পাইবেন। আমি সুগ্রীবের মন্ত্রী হনুমান্ নামক বানর।৩৮

আমি মহাসমুদ্র লঙ্ঘনপূর্বক দুরাত্মা রাবণের মস্তকে পদস্থাপন করিয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়াছি।৩৯

পরাক্রম অবলম্বন পূর্বক আপনার দর্শনের জন্য উপস্থিত হইয়াছি। দেবি! আপনি আমাকে যে ভাবে বুঝিতেছেন—আমি তদ্রূপ নহি। আপনি বিপরীত আশঙ্কা পরিহার করুন এবং আমার বাক্যে বিশ্বাস করুন।৪০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ

[সমাগতো হনূমান্ রামদূতো ন বেত্তি সম্যগ্ জ্ঞাতুং জানক্যা জিজ্ঞাসিতস্য হনূমতো রাম-লক্ষ্মণয়োর্বর্ণ-চিহ্নাদিনিরূপণপূর্বকং স্বস্য সুগ্রীবমন্ত্রিত্বগ্রহণাদি-সীতাদর্শনান্তবৃত্তসমূহকীর্তনঞ্চ।]

তাং তু রামকথাং শ্রুত্বা বৈদেহী বানরর্ষভাৎ।
উবাচ বচনং শান্ত্বমিদং মধুরয়া গিরা ॥১

ক্ব তে রামেণ সংসর্গঃ কথং জানাসি লক্ষ্মণম্।
বানরাণাং নারাণাঞ্চ কথমাসীৎ সমাগমঃ ॥২

যানি রামস্য চিহ্নানি লক্ষ্মণস্য চ বানর।
তানি ভূয়ঃ সমাচক্ষ্ব ন মাং শোকঃ সমাবিশেৎ ॥৩

কীদৃশং তস্য সংস্থানং রূপং তস্য চ কীদৃশম্।
কথমূরূ কথং বাহূ লক্ষ্মণস্য চ শংস মে ॥৪

এবমুক্তস্তু বৈদেহ্যা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
ততো রামং যথাতত্ত্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥৫

জানন্তী বত দিষ্ট্যা মাং বৈদেহী পরিপৃচ্ছসি।
ভর্তুঃ কমলপত্রাক্ষি সংস্থানং লক্ষ্মণস্য চ ॥৬

যানি রামস্য চিহ্নানি লক্ষ্মণস্য চ যানি বৈ।
লক্ষিতানি বিশালাক্ষি বদতঃ শৃণু তানি মে ॥৭

রামঃ কমলপত্রাক্ষঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
রূপদাক্ষিণ্যসম্পন্নঃ প্রসূতো জনকাত্মজে ॥৮

পঞ্চত্রিংশ সর্গ

[সমাগত হনুমান্ যথার্থতঃ রামের দূত কিনা জানিতে ইচ্ছা করিয়া জানকী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হনুমানের রাম ও লক্ষ্মণের বর্ণ চিহ্নাদি নিরূপণ পূর্বক নিজের সুগ্রীবের মন্ত্রিত্ব ও সীতাদর্শন পর্য্যন্ত সমুহ বৃত্তান্ত বর্ণন।]

বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের নিকট হইতে রামের এই সকল কথা শুনিয়া বৈদেহী সান্ত্বভাবে মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।১

হে বানর! রামের সহিত কোথায় তোমার আলাপ আলোচনা হইয়াছিল এবং লক্ষ্মণকেই বা তুমি কেমন করিয়া জানিলে? আর নর ও বানরের মধ্যে কিরূপেই বা মিলন হইল? রাম ও লক্ষ্মণের যে সকল চিহ্ন আছে—তুমি তাহা পুনরায় আমার নিকট সম্যক্ বর্ণন কর, তাহা হইলে আমার আর (সন্দেহনিমিত্তক) শোক থাকিবে না।২-৩

রাম ও লক্ষ্মণের অবয়বসংস্থান, বাহুযুগল, উরুদ্বয় এবং বর্ণ কিরূপ? তাহা আমার নিকট বল।৪

অনন্তর পবননন্দন হনুমান্ বৈদেহী কর্তৃক এই প্রকার কথিত হইয়া রামের যথাযথ (রূপাদি) তত্ত্ব বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।৫

কমলদলনয়নে! বৈদেহি! ভাগ্যক্রমে আপনি আমাকে রামের দূত জানিয়া স্বামীর ও লক্ষ্মণের অবয়বাদি সংস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।৬

হে বিশালনয়নে! রাম ও লক্ষ্মণের যে যে চিহ্ন আমি লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা বলিতেছি—আপনি শ্রবণ করুন।৭

হে জনকতনয়ে! রামের নয়নযুগল পদ্মপলাশের

তেজসাঽদিত্যসঙ্কাশঃ ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ।
বৃহস্পতিসমো বুদ্ধ্যা যশসা বাসবোপমঃ ॥৯
রক্ষিতা জীবলোকস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা।
রক্ষিতা স্বস্য বৃত্তস্য ধর্ম্মস্য চ পরন্তপঃ ॥১০
রামো ভামিনি লোকস্য চাতুর্বর্ণ্যস্য রক্ষিতা।
মর্য্যাদানাঞ্চ লোকস্য কর্ত্তা কারয়িতা চ সঃ ॥১১
অর্চিষ্মানর্চিতোঽত্যর্থং ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতঃ।
সাধুনামুপকারজ্ঞঃ প্রচারজ্ঞশ্চ কর্ম্মণাম্ ॥১২
রাজনীত্যাং বিনীতশ্চ ব্রাহ্মণানামুপাসকঃ।
জ্ঞানবান্ শীলসম্পন্নো বিনীতশ্চ পরন্তপঃ ॥১৩
যজুর্ব্বেদবিনীতশ্চ বেদবিদ্ভিঃ সুপূজিতঃ।
ধনুর্ব্বেদে চ বেদে চ বেদাঙ্গেষু চ নিষ্ঠিতঃ ॥১৪

বিপুলাংসো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবঃ শুভাননঃ।
গূঢ়জত্রুঃ সুতাম্রাক্ষো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ ॥১৫
দুন্দুভিস্বননির্ঘোষঃ স্নিগ্ধবর্ণঃ প্রতাপবান্।
সমশ্চ সুবিভক্তাঙ্গো বর্ণং শ্যামং সমাশ্রিতঃ ॥১৬
ত্রিস্থিরস্ত্রিপ্রলম্বশ্চ ত্রিসমস্ত্রিষু চোন্নতঃ।
ত্রিতাম্রস্ত্রিষু চ স্নিগ্ধো গম্ভীরস্ত্রিষু নিত্যশঃ ॥১৭
ত্রিবলীমাংস্ত্র্যবনতশ্চতুর্ব্যঙ্গস্ত্রিশীর্ষবান্।
চতুষ্কলশ্চতুর্লেখশ্চতুষ্কিষ্কুশ্চতুঃসমঃ ॥১৮
চতুর্দ্দশসমদ্বন্দ্বশ্চতুর্দংষ্ট্রশ্চতুর্গতিঃ।
মহোষ্ঠহনুনাসশ্চ পঞ্চস্নিগ্ধোঽষ্টবংশবান্ ॥১৯
দশপদ্মো দশবৃহৎ ত্রিভির্ব্যাপ্তো দ্বিশুক্লবান্।
ষড়ুন্নতো নবতনুস্ত্রিভির্ব্যাপ্নোতি রাঘবঃ ॥২০

ন্যায়, বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় এবং তিনি দাক্ষিণ্যাদি গুণবিভূষিত হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।৮

শত্রুতাপন রাম সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ এবং দেবেন্দ্রের ন্যায় যশঃসম্পন্ন।৯

তিনি নিখিল জীবলোকের, স্বজনগণের, স্বীয় সচ্চরিত্রের এবং স্বধর্মের রক্ষক। হে ভামিনি! রামচন্দ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ের রক্ষিতা; তিনি লোকসকলের সম্মানকারী ও সম্মান প্রবর্ত্তক। তেজস্বী এবং ব্রাহ্মণাদি চাতুর্বর্ণ্য কর্তৃক অত্যন্ত পূজিত রাম (গৃহস্থ হইয়াও) ব্রহ্মচর্য্যব্রত-পরায়ণ, সজ্জনগণের উপকারই করিতে জানেন এবং কর্মানুষ্ঠানের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ।১০-১২

শত্রুসন্তাপন রাম রাজনীতিতে সুপণ্ডিত, ব্রাহ্মণগণের উপাসক, জ্ঞানী, সুশীল ও বিনীত। যজুর্বেদে সুশিক্ষিত, বেদজ্ঞগণ কর্তৃক পূজিত, ধনুর্বেদ, (অন্যান্য) বেদ এবং (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই) বেদাঙ্গসমূহে ব্যুৎপন্ন।১৩-১৪

সেই লোকপ্রসিদ্ধ প্রতাপশালী শ্রীরামচন্দ্রের স্কন্ধদ্বয় বিপুল; বাহুযুগল—দীর্ঘ, কম্বু (শঙ্খ) সদৃশ গ্রীবা (ঘাড়); স্কন্ধসন্ধি গূঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট; নয়নযুগল তাম্রবর্ণ; (কণ্ঠ) স্বর—দুন্দুভির ধ্বনির ন্যায় গম্ভীর; বর্ণ—স্নিগ্ধ, শ্যাম অথচ সুন্দর; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—সুগঠিত ও সুবিভক্ত।১৫-১৬

নিত্যই তাহার উরু, মণিবন্ধ ও মুষ্টি এই তিনটি স্থান স্থির (দৃঢ়); (উরুশ্চ মণিবন্ধশ্চ মুষ্টিশ্চ নৃপতেঃ স্থিরা ইতি তিলকাদয়ঃ), ভ্রূ, বৃষণ ও বাহুদ্বয় এই তিনস্থান লম্বমান ("প্রলম্বা যস্য স ধনী ত্রয়ো ভ্রূ-মুষ্ক-বাহবঃ" ইতি সামুদ্রিকঃ); এইরূপ কেশাগ্র, বৃষণ ও জানু সমান, (কেশাগ্রং বৃষণং জানু সমং যস্য স ভূপতিরিতি তিলকাদয়ঃ); নাভির মধ্যভাগ, কুক্ষি ও বক্ষঃ উন্নত (নাভ্যন্তঃ কুক্ষিবক্ষোভিরুন্নতৈঃ ক্ষিতিপো ভবেদিতি টীকাকৃতঃ); নেত্রপ্রান্তভাগ, নখ, করতল ও পদতল এই তিন স্থান তাম্রবর্ণ, (নেত্রান্ত-নখ-পাণ্যঙ্ঘ্রিতলৈস্তাম্রৈস্ত্রিভিঃ সুখীতি টীকাকৃতঃ), পাদরেখা, কেশ ও লিঙ্গমণি এই তিনটি স্নিগ্ধ; (স্নিগ্ধা ভবন্তি বৈ যেষাং পাদরেখাঃ শিরোরুহাঃ। তথা লিঙ্গমণিস্তেষাং মহাভাগ্যং বিনির্দ্দিশেদিতি টীকা); কণ্ঠস্বর, গতি ও নাভি এই তিনটি গম্ভীর; ("স্বরে গতৌ চ নাভৌ গম্ভীরস্ত্রিষু শস্যতে" ইতি তিলকঃ)।১৭

সত্যধর্ম্মরতঃ শ্রীমান্ সংগ্রাহানুগ্রহে রতঃ।
দেশকালবিভাগজ্ঞঃ সর্ব্বলোকপ্রিয়ংবদঃ ॥২১
ভ্রাতা চাস্য চ বৈমাত্রঃ সৌমিত্রিরমিতপ্রভঃ।
অনুরাগেণ রূপেণ গুণৈশ্চাপি তথাবিধঃ ॥২২
স সুবর্ণচ্ছবিঃ শ্রীমান্ রামঃ শ্যামো মহাযশাঃ।
তাবুভৌ নরশার্দ্দুলৌ ত্বদ্দর্শনকৃতোৎসবৌ ॥২৩

বিচিন্বন্তৌ মহীং কৃৎস্নামস্মাভিঃ সহ সঙ্গতৌ।
ত্বামেব মার্গমাণৌ তৌ বিচরন্তৌ বসুন্ধরাম্ ॥২৪
দদর্শতুর্মৃগপতিং পূর্বজেনাবরোপিতম্।
ঋষ্যমূকস্য মূলে তু বহুপাদপসঙ্কুলে ॥২৫
ভ্রাতুর্ভয়ার্ত্তমাসীনং সুগ্রীবং প্রিয়দর্শনম্।
বয়ঞ্চ হরিরাজং তং সুগ্রীবং সত্যসঙ্গরম্ ॥২৬

কণ্ঠ ও উদর বলীত্রয়শোভিত; পদতলের মধ্যভাগ, পদরেখা ও কুচাগ্র সমভাবে অবনত; গ্রীবা, প্রজনন, পৃষ্ঠ ও জঙ্ঘা এই চারি স্থান হ্রস্ব (গ্রীবা প্রজননং পৃষ্ঠং হ্রস্বে জঙ্ঘে চ পূজিতে—ইতি টীকা); মস্তক তিনটী আবর্ত্তে সুশোভিত (আবর্ত্তত্রয়সংযুক্তং যস্য শিরঃ ক্ষিতিভৃতাময়ং নাথঃ ইতি টীকা); অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীর মূলদেশে চতুর্বেদে অভিজ্ঞতাসূচক চারিটি রেখা; (মূলেঽঙ্গুষ্ঠস্য রেখানাং চতস্রস্তিস্র এব বা। একা দ্বে বা যথাযোগং বেদরেখা দ্বিজন্মনাম্ ইতি টীকা); ললাটদেশে চারিটী রেখা; (ললাটে যস্য দৃশ্যন্তে চতুস্ত্রিদ্ব্যেকরেখিকাঃ। শতদ্বয়ং শতং ষষ্টিস্তস্যায়ুর্বিংশতিঃ ক্রমাৎ ইতি টীকা) চতুর্দ্দশাঙ্গুলী পরিমিত হস্তের এবং চতুর্হস্ত পরিমিত শরীরের ঔন্নত্য; (৯৬ অঙ্গুলী পরিমিত দেহ); বাহু, জানু, উরু ও গণ্ডস্থল এই চতুরবয়ব সমান, (বাহূরু-জানু-গণ্ডানি চত্বার্য্যথ সমানি চেতি টীকাকৃতঃ)।১৮

ভ্রূযুগল, নাসাপুটদ্বয়, নেত্রদ্বয়, কর্ণদ্বয়, ওষ্ঠদ্বয়, চুচুকদ্বয়, কফোণিদ্বয়, মণিবন্ধদ্বয়, জানুদ্বয়, বৃষণদ্বয়, কটি-পার্শ্বদ্বয়, হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, স্ফিক্‌দ্বয়—এই চতুর্দ্দশ পরস্পর সমান; (ভ্রুবৌ নাসাপুটৌ নেত্রে কর্ণাবোষ্ঠৌ চ চুচুকৌ। কূর্পরে মণিবন্ধৌ চ জানুনী বৃষণৌ কটী। করৌ পাদৌ স্ফিজৌ যস্য সমৌ জ্ঞেয়ঃ স ভূপতিঃ। ইতি তিলকঃ); দন্তপঙ্‌ক্তি যুগলের প্রত্যেক পার্শ্বে এক একটী করিয়া চারিটী শুভলক্ষণাক্রান্ত দংষ্ট্রা; (স্নিগ্ধা ঘনাশ্চ দশনাঃ সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্রাঃ শুভাশ্চতস্র ইতি তিলকঃ); সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী ও বৃষভের গতির তুল্য তাঁহার চতুর্বিধ গতি; ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় অরুণবর্ণ অথচ মাংসল; হনু পরিপূর্ণ মাংসল ও উন্নত; নাসিকা দীর্ঘ উন্নত ও মনোজ্ঞ। বাক্য, বদনমণ্ডল, নখ, লোম ও চর্ম্ম—এই পাঁচটী অতি স্নিগ্ধ (চিক্কণ); বাহুদ্বয়, অঙ্গুলীদ্বয়, উরুদ্বয় ও জঙ্ঘাদ্বয় এই আটটী সুদীর্ঘ।১৯

তাঁহার মুখ, নয়ন, মুখগহ্বর, জিহ্বা, ওষ্ঠ, তালু, স্তন, নখ, হস্ত ও পাদ—এই দশটী পদ্মতুল্য, উরু, শিরঃ, ললাট, গ্রীবা, বাহু, স্কন্ধ, নাভি, পাদ, পৃষ্ঠ ও কর্ণ বিশাল; শ্রী (সম্পদ্-লক্ষ্মী), যশ ও তেজঃ—এই তিনটী দ্বারা তিনি সর্বদা পরিব্যাপ্ত। তাঁহার মাতৃকুল ও পিতৃকুল এই উভয় কুলই শুদ্ধ; তাঁহার কক্ষ, কুক্ষি, বক্ষঃ, নাসিকা, স্কন্দ ও ললাট এই ছয়টী উন্নত; (কক্ষঃ কুক্ষিশ্চ বক্ষশ্চ ঘ্রাণ-স্কন্ধ-ললাটিকাঃ। সর্বভূতেষু নির্দ্দিষ্টা উন্নতাস্তু সুখপ্রদাঃ ইতি তিলকটীকা)। তাঁহার অঙ্গুলীপর্ব, কেশ, রোম, নখ, ত্বক, শেফঃ (পুং চিহ্ন), মৃদুশ্মশ্রু, দৃষ্টি ও বুদ্ধি এই নয়টী সূক্ষ্ম; (সূক্ষ্মাণ্যঙ্গুলি পর্বাণি কেশ-রোম-নখ-ত্বচঃ। শেফশ্চ যেষাং সূক্ষ্মাণি তে নরা দীর্ঘজীবিনঃ ইতি প্রোক্তং ষট্‌কম্। মৃদু শ্মশ্রুত্বং সূক্ষ্মদৃষ্টিত্বং সূক্ষ্মবুদ্ধিত্বং চেতি নবকমিতি তিলকটীকা) এবং তিনি ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের যথাকালে সেবা করিয়া থাকেন। (তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিরূপে পৃথিবীতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন—একথা শিরোমণিটীকাকার বলেন। ভূষণ বলেন—পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই তিনকালে ধর্মার্থ কামের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। "ধর্মার্থ-কামাঃ কালেষু ত্রিষু যস্য স্বনিষ্ঠিতাঃ")।২০

তিনি সত্যধর্ম্মে রত থাকিয়া ধনসংগ্রহ ও তদ্দ্বারা প্রজাগণের রক্ষণাদি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

পরিচর্য্যামহে রাজ্যাৎ পূর্ব্বজেনাবরোপিতম্ ।
ততস্তৌ চীরবসনৌ ধনুঃপ্রবরপাণিনৌ ॥২৭
ঋষ্যমূকস্য শৈলস্য রম্যং দেশমুপাগতৌ
স তৌ দৃষ্ট্বা নরব্যাঘ্রৌ ধন্বিনৌ বানরর্ষভঃ ॥২৮
অভিপ্লুতো গিরেস্তস্য শিখরং ভয়মোহিতঃ ।
ততঃ স শিখরে তস্মিন্ বানরেন্দ্রো ব্যবস্থিতঃ ॥২৯
তয়োঃ সমীপং মামেব প্রেষয়ামাস সত্বরম্ ।
তাবহং পুরুষব্যাঘ্রৌ সুগ্রীববচনাৎ প্রভূ ॥৩০
রূপ-লক্ষণসম্পন্নৌ কৃতাঞ্জলিরুপস্থিতঃ ।
তৌ পরিজ্ঞাততত্ত্বার্থৌ ময়া প্রীতিসমন্বিতৌ ॥৩১
পৃষ্ঠমারোপ্য তং দেশং প্রাপিতৌ পুরুষর্ষভৌ ।
নিবেদিতৌ চ তত্ত্বেন সুগ্রীবায় মহাত্মনে ॥৩২
তয়োরন্যোন্যসম্ভাষাদ্ ভৃশং প্রীতিরজায়ত ।
তত্র তৌ কীর্ত্তিসম্পন্নৌ হরীশ্বর-নরেশ্বরৌ ॥৩৩
পরস্পরকৃতাশ্বাসৌ কথয়া পূর্ব্ববৃত্তয়া ।
তং ততঃ সান্ত্বয়ামাস সুগ্রীবং লক্ষ্মণাগ্রজঃ ॥৩৪
স্ত্রীহেতোর্বালিনা ভ্রাত্রা নিরস্তং পুরুতেজসা ।
ততস্ত্বন্নাশজং শোকং রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ ॥৩৫
লক্ষ্মণো বানরেন্দ্রায় সুগ্রীবায় ন্যবেদয়ৎ ।
স শ্রুত্বা বানরেন্দ্রস্তু লক্ষ্মণেনেরিতং বচঃ ॥৩৬

তিনি সকলের প্রতি প্রীতি সম্ভাষণাদি দ্বারা কোন্ স্থানে ও কোন্ সময়ে কি কাজ করা উচিত,—তাহা বিবেচনা পূর্বক সম্পাদন করিয়া থাকেন ।২১

তাহার বৈমাত্রেয় (দ্বিতীয়া মাতার পুত্র) ভ্রাতা অমিতপ্রভাসম্পন্ন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সৌভ্রাত্রাদি অনুরাগে, রূপসৌন্দর্য্যে ও গুণগরিমায় তাঁহারই তুল্য ।২২

কনকতুল্য গৌরকান্তি সেই শ্রীমান্ লক্ষ্মণ ও মহাযশা শ্যামকান্তি রাম—এই দুই নরশার্দ্দূল আপনার দর্শনোৎসুক হইয়া সমগ্র ধরণীমণ্ডল অন্বেষণ পূর্বক আমাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন এবং আপনার অন্বেষণে সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করিতে করিতে অগ্রজ কর্তৃক নির্বাসিত, ভ্রাতার ভয়ে বহু বৃক্ষসমাচ্ছন্ন ঋষ্যমূক পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত, ভয়ার্ত্ত ও প্রিয়দর্শন সুগ্রীবকে দেখিতে পাইলেন। আমরা সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং অগ্রজ কর্তৃক রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট সেই বানররাজ সুগ্রীবের পরিচর্য্যা করিতেছিলাম। বানররাজ সুগ্রীব সেই চীরবসনধারী নরব্যাঘ্র রাম ও লক্ষ্মণকে দিব্য ধনুর্ধারণ পূর্বক ঋষ্যমূক পর্বতের রমণীয় স্থানে আসিতে দেখিয়া ভীতিবিমূঢ় হইয়া উল্লম্ফনপূর্বক সেই পর্বতের শিখরে আরোহণ করিলেন। অতঃপর বানরেন্দ্র সেই শিখরে অবস্থান পূর্বক সত্বর আমাকে তাঁহাদের নিকট পাঠাইলেন। আমি সুগ্রীবের আদেশে কৃতাঞ্জলিপুটে, পুরুষোত্তম সুলক্ষণ, রূপবান্, প্রভু রাম ও লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা আমার নিকট প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিয়া প্রীত হইলেন ।২৩-৩১

আমি তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠে লইয়া সেই (পূর্ব) স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া মহাত্মা সুগ্রীবের নিকট সকল তত্ত্ব নিবেদন করিলাম ।৩২

তাঁহাদের পরস্পর সম্ভাষণে অত্যন্ত প্রীতি সমুৎপন্ন হইল। সেই কীর্তিসম্পন্ন নরপতি ও বানরপতি স্ব স্ব পূর্ব বৃত্তান্ত বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে আশ্বাস প্রদান করিলেন ।৩৩-৩৪

মহা পরাক্রমশালী ভ্রাতা বালী সুগ্রীবের ভার্য্যা হরণ করিবার অভিপ্রায়ে রাজ্য হইতে তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়াছেন জানিয়া লক্ষ্মণাগ্রজ রাম তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ বানররাজ সুগ্রীবকে আপনার হরণজন্য অক্লিষ্টকর্মা রামের শোকবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। বানররাজ লক্ষ্মণকথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় অত্যন্ত নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন। অতঃপর রাক্ষস কর্তৃক অপহরণকালে আপনার গাত্র শোভাবর্ধক যে অলঙ্কারগুলি আপনি ভূতলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, বানর-যূথপতিগণ (সুগ্রীবের আদেশে) হৃষ্টচিত্তে সেই

তদাসীন্নিষ্প্রভোঽত্যর্থং গ্রহগ্রস্ত ইবাংশুমান্।
ততস্ত্বদ্গাত্রশোভীনি রক্ষসা হ্রিয়মাণয়া ॥৩৭
যান্যাভরণজালানি পাতিতানি মহীতলে।
তানি সর্ব্বাণি রামায় আনীয় হরিযূথপাঃ ॥৩৮
সংহৃষ্টা দর্শয়ামাসুর্গতিং তু ন বিদুস্তব।
তানি রামায় দত্তানি ময়ৈবোপহৃতানি চ ॥৩৯
স্বনবন্ত্যবকীর্ণানি তস্মিন্ বিহতচেতসি।
তান্যঙ্কে দর্শনীয়ানি কৃত্বা বহুবিধং তদা ॥৪০
তেন দেবপ্রকাশেন দেবেন পরিদেবিতম্।
পশ্যতস্তানি রুদতস্তাম্যতশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥৪১
প্রাদীপয়দ্ দাশরথেস্তদা শোকহুতাশনম্ ॥৪২
শায়িতঞ্চ চিরং তেন দুঃখার্ত্তেন মহাত্মনা।
ময়াপি বিবিধৈর্বাক্যৈঃ কৃচ্ছ্রাদুত্থাপিতঃ পুনঃ ॥৪৩
তানি দৃষ্ট্বা মহার্হাণি দর্শয়িত্বা মুহুর্মুহুঃ।
রাঘবঃ সহসৌমিত্রিঃ সুগ্রীবে সংন্যবেশয়ৎ ॥৪৪
স তবাদর্শনাদার্যে রাঘবঃ পরিতপ্যতে।
মহতা জ্বলতা নিত্যমগ্নিনেবাগ্নিপর্ব্বতঃ ॥৪৫
ত্বৎকৃতে তমনিদ্রা চ শোকশ্চিন্তা চ রাঘবম্।
তাপয়ন্তি মহাত্মানমগ্ন্যাগারমিবাগ্নয়ঃ ॥৪৬
তবাদর্শনশোকেন রাঘবঃ পরিচাল্যতে।
মহতা ভূমিকম্পেন মহানিব শিলোচ্চয়ঃ ॥৪৭
কাননানি সুরম্যাণি নদীপ্রস্রবণানি চ।
চরন্ ন রতিমাপ্নোতি ত্বামপশ্যন্ নৃপাত্মজে ॥৪৮
স ত্বাং মনুজশার্দূলঃ ক্ষিপ্রং প্রাপ্স্যতি রাঘবঃ।
সমিত্রবান্ধবং হত্বা রাবণং জনকাত্মজে ॥৪৯
সহিতৌ রাম-সুগ্রীবাবুভাবকুরুতাং তদা।
সময়ং বালিনং হন্তুং তব চান্বেষণং প্রতি ॥৫০

অলঙ্কার আনিয়া রামকে দেখাইল কিন্তু আপনার গমনস্থান তাহারা জানিত না। আমিই প্রথমে রামকে প্রদত্ত এই অলঙ্কারগুলি সংগ্রহ করিয়া (সুগ্রীবকে) দিয়াছিলাম।৩৫-৩৯

ভূতলপতননিবন্ধন বিবর্ণ ও বিশীর্ণ সেই দর্শনীয় অলঙ্কারগুলিকে দেবাবতার দেব রাম ক্রোড়ে রাখিয়া দেখিতে দেখিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে ও আক্ষেপ করিতে করিতে বহুপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাহা তাঁহার শোকানলকে উদ্দীপিত করিয়া তুলল।৪০-৪২

মহাত্মা রাম দুঃখার্ত্ত হইয়া অনেকক্ষণ ভূতলে শয়ন করিয়া রহিলেন। পরে আমি নানাবিধ প্রবোধবাক্যে সেই ক্লেশ হইতে তাঁহাকে উঠাইলাম।৪৩

লক্ষ্মণের সহিত রাম সেই মহামূল্য অলঙ্কারগুলি পুনঃ পুনঃ দেখিয়া ও দেখাইয়া সুগ্রীবের নিকট রাখিলেন।৪৪

আর্য্যে! আপনার অদর্শনে রঘুনন্দন রাম প্রজ্বলিত অগ্নিতাপে সন্তপ্ত (সংবর্তকনামক কালাগ্নিনিবাসভূত) অগ্নিপর্বতের ন্যায় নিরন্তর পরিতপ্ত হইতেছেন।৪৫

অগ্নি যেমন অগ্নি-গৃহকে উত্তপ্ত করে, সেইরূপ আপনার অদর্শনজাত অনিদ্রা, শোক ও চিন্তা সেই মহাত্মা রাঘবকে তাপিত করিতেছে।৪৬

প্রবল ভূমিকম্পে মহাপর্বতের ন্যায় রাঘব আপনার অদর্শনজন্য শোকে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন।৪৭

রাজকন্যে! মনোরম কানন, নদী ও প্রস্রবণসমূহে বিচরণ করিলেও রাম আপনার অদর্শনে সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেছেন না।৪৮

জনকতনয়ে! সেই নরব্যাঘ্র রাঘব অচিরেই মিত্র ও বান্ধবসহ রাবণকে বধ করিয়া আপনাকে উদ্ধার করিবেন।৪৯

সেই সময় রাম ও সুগ্রীব উভয়ে সম্মিলিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বালিবধ ও আপনার অন্বেষণে (এই উভয় কার্য্য সাধনে) প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।৫০

তৎপরে মহাবীর কুমারযুগল রাম ও লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়া যুদ্ধে বালীকে বধ করিলেন।৫১

অনন্তর রাম যুদ্ধে পরাক্রমের দ্বারা বালীকে বধ

ততস্তাভ্যাং কুমারাভ্যাং বীরাভ্যাং স হরীশ্বরঃ।
কিষ্কিন্ধাং সমুপাগম্য বালী যুদ্ধে নিপাতিতঃ ॥৫১
ততো নিহত্য তরসা রামো বালিনমাহবে।
সর্ব্বর্ক্ষ হরিসঙ্ঘানাং সুগ্রীবমকরোৎ পতিম্ ॥৫২
রাম-সুগ্রীবয়োরৈক্যং দেব্যেবং সমজায়ত।
হনুমন্তঞ্চ মাং বিদ্ধি তয়োর্দূতমুপাগতম্ ॥৫৩
স্বং রাজ্যং প্রাপ্য সুগ্রীবঃ স্বানানীয় মহাকপীন্।
ত্বদর্থং প্রেষয়ামাস দিশো দশ মহাবলান্ ॥৫৪
আদিষ্টা বানরেন্দ্রেণ সুগ্রীবেণ মহৌজসঃ।
অদ্রিরাজপ্রতীকাশাঃ সর্ব্বতঃ প্রস্থিতা মহীম্ ॥৫৫
ততস্তে মার্গমাণা বৈ সুগ্রীববচনাতুরাঃ।
চরন্তি বসুধাং কৃৎস্নাং বয়মন্যে চ বানরাঃ ॥৫৬
অঙ্গদো নাম লক্ষ্মীবান্ বালিসূনুর্মহাবলঃ।
প্রস্থিতঃ কপিশার্দূলস্ত্রিভাগবলসংবৃতঃ ॥৫৭
তেষাং নো বিপ্রণষ্টানাং বিন্ধ্যে পর্ব্বতসত্তমে।
ভৃশং শোকপরীতানামহোরাত্রগণা গতাঃ ॥৫৮
তে বয়ং কার্য্যনৈরাশ্যাৎ কালস্যাতিক্রমেণ চ।
ভয়াচ্চ কপিরাজস্য প্রাণাংস্ত্যক্তুমুপস্থিতাঃ ॥৫৯
বিচিত্য গিরিদুর্গাণি নদীপ্রস্রবণানি চ।
অনাসাদ্য পদং দেব্যাঃ প্রাণাংস্ত্যক্তুং ব্যবস্থিতাঃ ॥৬০
ততস্তস্য গিরেমূর্দ্ধ্নি বয়ং প্রায়মুপাস্মহে।
দৃষ্ট্বা প্রায়োপবিষ্টাংশ্চ সর্ব্বান্ বানরপুঙ্গবান্ ॥৬১
ভৃশং সোকার্ণবে মগ্নঃ পর্য্যদেবয়দঙ্গদঃ।
তব নাশঞ্চ বৈদেহি বালিনশ্চ তথা বধম্ ॥৬২
প্রায়োপবেশমস্মাকং মরণঞ্চ জটায়ুষঃ।
তেষাং নঃ স্বামিসন্দেশান্নিরাশানাং মুমূর্ষতাম্ ॥৬৩
কার্য্যহেতোরিহায়াতঃ শকুনির্বীর্য্যবান্ মহান্।
গৃধ্ররাজস্য সোদর্য্যঃ সম্পাতির্নাম গৃধ্ররাট্ ॥৬৪

করত সুগ্রীবকে ভল্লুক ও বানরগণের আধিপত্য প্রদান করিলেন।৫২

দেবি! এইভাবে রাম ও সুগ্রীবের মৈত্রী সঙ্ঘটিত হইয়াছে; আমি তাঁহাদের দূতরূপে উপস্থিত হনুমান।৫৩

দেবি! সুগ্রীব স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজ অধিকারে অবস্থিত মহাবল বানরসকল আনয়ন পূর্ব্বক আপনার অন্বেষণের জন্য তাহাদিগকে দশদিকে পাঠাইয়াছেন।৫৪

কপিরাজ সুগ্রীবের আদেশে প্রবল পরাক্রমশালী গিরিরাজসদৃশ বানরগণ পৃথিবীর সর্বত্র প্রস্থিত হইয়াছে।৫৫

অতঃপর সুগ্রীবের আজ্ঞায় ভীত আমরা ও অন্যান্য বানরগণ আপনার অন্বেষণে সমগ্র পৃথিবী বিচরণ করিতেছি।৫৬

লক্ষ্মীবান্ কপিশ্রেষ্ঠ বালিপুত্র মহাবল অঙ্গদ এক তৃতীয়াংশ কপিসৈন্যপরিবেষ্টিত হইয়া যাত্রা করিয়াছেন।৫৭

পর্বতসত্তম বিন্ধ্যের গহ্বরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শোক-বিহ্বল অবস্থায় আমাদের কয়েকটি দিবারাত্র অতীত হইল।৫৮

সুগ্রীবের নির্দ্দিষ্ট দিন অতীত হইতে লাগিল, সেইজন্য আমরাও কার্য্যে নিরাশ হইয়া কপিরাজে (সুগ্রীবে)র ভয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলাম।৫৯

গিরি, দুর্গ, নদী এবং প্রস্রবণ অন্বেষণ করিয়াও যখন দেবীর (আপনার) দর্শন পাইলাম না, তখন প্রাণত্যাগে উদ্যুক্ত হইলাম।৬০

গিরিশিখরে প্রায়োপবেশন করিলাম। বৈদেহি! বানরপ্রধানগকে প্রায়োপবেশন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত শোকসাগরে নিমগ্ন অঙ্গদ আপনার অদর্শন, বালিবধ, আমাদের প্রায়োপবেশন, জটায়ুর বধ প্রভৃতির উদ্দেশ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। স্বামী (বানররাজ সুগ্রীব) কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট সময়মধ্যে আপনার সন্ধান না পাইয়া নিরাশ হওত মরণের সঙ্কল্প করিলে কোনও কার্য্যব্যপদেশে আমাদের নিকট উপনীত গৃধ্ররাজ জটায়ুর সহোদর সম্পাতিনামক পক্ষিরাজ ভ্রাতার নিধনবার্ত্তা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—কোন্ ব্যক্তি কোন্

শ্রুত্বা ভ্রাতৃবধং কোপাদিদং বচনমব্রবীৎ ।
যবীয়ান্ কেন মে ভ্রাতা হতঃ ক্ব চ নিপাতিতঃ ॥৬৫
এতদাখ্যাতুমিচ্ছামি ভবদ্ভির্বানরোত্তমাঃ ।
অঙ্গদোঽকথয়ৎ তস্য জনস্থানে মহদ্বধম্ ॥৬৬
রক্ষসা ভীমরূপেণ ত্বামুদ্দিশ্য যথার্থতঃ ।
জটায়োস্তু বধং শ্রুত্বা দুঃখিতঃ সোঽরুণাত্মজঃ ॥৬৭
ত্বামাহ স বরারোহে বসন্তীং রাবণালয়ে ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সম্পাতেঃ প্রীতিবর্ধনম্ ॥৬৮
অঙ্গদপ্রমুখাঃ সর্ব্বে ততঃ প্রস্থাপিতা বয়ম্ ।
বিন্ধ্যাদুত্থায় সম্প্রাপ্তাঃ সাগরস্যান্তমুত্তমম্ ॥৬৯
ত্বদ্দর্শনে কৃতোৎসাহা হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ প্লবঙ্গমাঃ ।
অঙ্গদপ্রমুখাঃ সর্ব্বে বেলোপান্তমুপাগতাঃ ॥৭০
চিন্তাং জগ্মুঃ পুনর্ভীমাং ত্বদ্দর্শনসমুৎসুকাঃ ।
অথাহং হরিসৈন্যস্য সাগরং দৃশ্য সীদতঃ ॥৭১
ব্যবধূয় ভয়ং তীব্রং যোজনানাং শতং প্লুতঃ ।
লঙ্কা চাপি ময়া রাত্রৌ প্রবিষ্টা রাক্ষসাকুলা ॥৭২
রাবণশ্চ ময়া দৃষ্টস্ত্বঞ্চ শোকনিপীড়িতা ।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যথাবৃত্তমনিন্দিতে ॥৭৩
অভিভাষস্ব মাং দেবি দূতো দাশরথেরহম্ ।
তন্মাং রামকৃতোদ্যোগং ত্বন্নিমিত্তমিহাগতম্ ॥৭৪
সুগ্রীবসচিবং দেবি বুদ্ধ্যস্ব পবনাত্মজম্ ।
কুশলী তব কাকুৎস্থঃ সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥৭৫
গুরোরারাধনে যুক্তো লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ ।
তস্য বীর্য্যবতো দেবি ভর্ত্তুস্তব হিতে রতঃ ॥৭৬
অহমেকস্তু সম্প্রাপ্তঃ সুগ্রীববচনাদিহ ।
ময়েয়মসহায়েন চরতা কামরূপিণা ॥৭৭
দক্ষিণা দিগনুক্রান্তা ত্বন্মার্গবিচয়ৈষিণা ।
দিষ্ট্যাহং হরিসৈন্যানাং ত্বন্নাশমনুশোচতাম্ ॥৭৮

স্থানে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জটায়ুকে বধ করিয়াছে ? ৬১-৬৫

হে বানরমুখ্যগণ ! আপনাদের নিকট তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক অপহৃতা আপনার উদ্ধারসাধনে প্রবৃত্ত হওয়ায় জনস্থানে ভয়ঙ্কর রাক্ষস কর্তৃক নির্মমভাবে (জটায়ুর) বধের যথাযথ বৃত্তান্ত অঙ্গদ তাঁহাকে বলিলেন। হে বরারোহে! অরুণ-পুত্র সম্পাতি জটায়ুর বধসংবাদে দুঃখিত হইয়া আপনি যে রাবণ আলয়ে বাস করিতেছেন—তাহা বলিলেন। সম্পাতির সেই প্রীতিবর্ধক বাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্গদ-প্রমুখ আমরা সকলে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। হৃষ্ট ও পুষ্ট বানরগণ আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বিন্ধ্য পর্বত হইতে উত্থিত হইয়া মনোরম সমুদ্রতীরে সমুপস্থিত হইল। অঙ্গদপ্রমুখ সকল বানর আপনার দর্শনে সমুৎসুক হইয়া (সমুদ্রের) বেলাভূমিতে উপনীত হইলেন এবং (গভীর দুস্তর সমুদ্র দেখিয়া) ভয়ঙ্কর চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। বানরসৈন্যগণ সমুদ্র দেখিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলে তাহাদের ভয়ঙ্কর ভয় অপনোদন করিয়া আমি শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্র উল্লম্ফন পূর্বক লঙ্ঘন করিলাম এবং রাত্রিতে রাক্ষসসঙ্কুল লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ করিলাম।৬৬-৭২

রাবণকে দেখিলাম ; শোক নিপীড়িতা আপনাকেও দেখিলাম। অনিন্দিতে! যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তৎসমুদয় আপনার নিকট বলিলাম।৭৩

দেবি! আমি দশরথনন্দন রামের দূত ও সুতরাং আমার সহিত সম্ভাষণ করুন। দেবি! আমাকে পবন-পুত্র, সুগ্রীবসচিব ও আপনার অন্বেষণের জন্য রামের উদ্‌যোগে উৎসাহিত হইয়া এস্থানে সমাগত দূত বলিয়া অবগত হউন। শস্ত্রধারিগণশ্রেষ্ঠ আপনার সেইকাকুৎস্থ রাম কুশলে আছেন; আর শুভ লক্ষণযুক্ত লক্ষ্মণ আপনার সেই বীর্য্যবান্ পতির কল্যাণকর্মে নিরত ও সেই (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপ) গুরুর আরাধনায় (সেবায়) নিযুক্ত আছেন।৭৪-৭৬

আমি এককই সুগ্রীবের আদেশে এস্থানে আসিয়াছি। যথেচ্ছ রূপধারী আমি একাকী আপনার গন্তব্যস্থান অন্বেষণবাসনায় বিচরণ করিতে করিতে

অপনেষ্যামি সন্তাপং তবাধিগমশাসনাৎ।
দিষ্ট্যা হি ন মম ব্যর্থং সাগরস্যেহ লঙ্ঘনম্ ॥৭৯

প্রাপ্স্যাম্যহমিদং দেবি ত্বদ্দর্শনকৃতং যশঃ।
রাঘবশ্চ মহাবীর্য্যঃ ক্ষিপ্রং ত্বামভিপৎস্যতে ॥৮০

সপুত্রবান্ধবং হত্বা রাবণং রাক্ষসাধিপম্।
মাল্যবান্নাম বৈদেহি গিরীণামুত্তমো গিরিঃ ॥৮১

ততো গচ্ছতি গোকর্ণং পর্ব্বতং কেসরী হরিঃ।
স চ দেবর্ষিভির্দিষ্টঃ পিতা মম মহাকপিঃ।
তীর্থে নদীপতেঃ পুণ্যে শম্বসাদনমুদ্ধরন্ ॥৮২

যস্যাহং হরিণঃ ক্ষেত্রে জাতো বাতেন মৈথিলি।
হনূমানিতি বিখ্যাতো লোকে স্বেনৈব কর্ম্মণা ॥৮৩

বিশ্বাসার্থং তু বৈদেহি ভর্ত্তুরুক্তা ময়া গুণাঃ।
অচিরাৎ ত্বামিতো দেবি রাঘবো নয়িতা ধ্রুবম্ ॥৮৪

এবং বিশ্বাসিতা সীতা হেতুভিঃ শোককর্ষিতা।
উপপন্নৈরভিজ্ঞানৈর্দূতং তমধিগচ্ছতি ॥৮৫

অতুলঞ্চ গতা হর্ষং প্রহর্ষেণ তু জানকী।
নেত্রাভ্যাং বক্রপক্ষ্মাভ্যাং মুমোচানন্দজং জলম্ ॥৮৬

চারুতদ্বদনং তস্যাস্তাম্রশুক্লায়তেক্ষণম্।
অশোভত বিশালাক্ষ্যা রাহুমুক্ত ইবোড়ুরাট্ ॥৮৭

হনূমন্তং কপিং ব্যক্তং মন্যতে নান্যথেতি সা।
অথোবাচ হনূমাংস্তামুত্তরং প্রিয়দর্শনাম্ ॥৮৮

এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং সমাশ্বসিহি মৈথিলি।
কিং করোমি কথং বা তে রোচতে প্রতিযাম্যহম্ ॥৮৯

হতেঽসুরে সংযতি শম্বসাদনে
কপিপ্রবীরেণ মহর্ষিচোদনাৎ।
ততোঽস্মি বায়ুপ্রভবো হি মৈথিলি
প্রভাবতস্তৎপ্রতিমশ্চ বানরঃ ॥৯০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

দক্ষিণদিকে উপস্থিত হইয়াছি! এক্ষণে ভাগ্যক্রমে আমিই আপনার দর্শন বৃত্তান্ত বলিয়া আপনার অদর্শনে শোকনিমগ্ন বানরসৈন্যগণের সন্তাপ অপনোদন করিব। ভাগ্যক্রমে আমার এই সমুদ্র লঙ্ঘ ব্যর্থ হয় নাই।৭৭-৭৯

দেবি! আপনার দর্শনপ্রাপ্তি জন্য এই যশঃ আমিই প্রাপ্ত হইব। সেই মহাবীর রাম অচিরেই পুত্র ও বান্ধবের সহিত রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করিয়া আপনাকে প্রাপ্ত হইবেন। বৈদেহি! পর্বতসমূহের মধ্যে মনোহর মাল্যবান্ নামক এক পর্বত আছে। কেশরী-নামক বানর সেই পর্বত হইতে গোকর্ণ পর্বতে গিয়াছিলেন। আমার পিতা মহাকপি কেশরী দেবর্ষিগণের আদেশে নদীপতি (সমুদ্রের) পুণ্যতীর্থে শম্বসাদন নামক অসুরকে সংহার করেন। মৈথিলি! সেই হরির ক্ষেত্রে বায়ুর (ঔরসে বায়ু) কর্তৃক জন্মগ্রহণ করিয়াছি। জন্মাবধি আমি স্বীয় পরাক্রম বলে হনুমান্ নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছি।৮০-৮৩

আপনার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যই প্রভুর গুণসমূহ বর্ণন করিলাম। রঘুনন্দন অবিলম্বে আপনাকে এইস্থান হইতে নিশ্চয়ই লইয়া যাইবেন।৮৪

শোকাকৃশা সীতা এই সকল যুক্তিযুক্ত ও অভিজ্ঞান-বোধক হেতুমদ্‌বাক্যে বিশ্বস্তা হইয়া তাহাকে দূতরূপেই জানিলেন এবং তিনি বিপুল আনন্দলাভ করিলেন; জানকী অত্যধিক হর্ষে কুটিলনেত্র লোমযুক্ত নয়নযুগল দ্বারা আনন্দাশ্রু মোচনকরিতে লাগিলেন।৮৫-৮৬

শুক্ললোহিত বিশাললোচনযুগলসমন্বিত সীতার সেই বদন তৎকালে রাহুমুক্ত নক্ষত্ররাজের (চন্দ্রের) ন্যায় মনোরম শোভা প্রাপ্ত হইল।৮৭

সীতা হনুমানকে অন্যপ্রকার না মনে করিয়া প্রকৃত বানর বলিয়া মনে করিলেন। অনন্তর হনুমান্ প্রিয়-দর্শনা সীতার প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করিয়া বলিলেন—মৈথিলি! আপনার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম; আপনি আশ্বস্তা হউন; আমি রামের নিকট ফিরিয়া যাইব—এখন কি করিব? আপনার কি অভিপ্রায় তাহা বলুন। মৈথিলি! কপিপ্রবীর কেশরী মহর্ষিগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শাম্বসাদন অসুরকে যুদ্ধে নিহত করিলে আমি (অসুরবধে সন্তুষ্ট মহর্ষিগণের প্রভাবে বায়ুর ঔরসে) বায়ু হইতেই বানররূপে জন্মগ্রহণ করিলাম; আমার প্রভাবও বায়ুর ন্যায় হইল।৮৮-৯০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

ষড়্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ

[স্বং প্রতি প্রগাঢ়বিশ্বাসসম্পাদনায় হনূমতো জানক্যৈ রামচন্দ্রস্যাঙ্গুরীয়কপ্রদানম্, তৎ প্রাপ্য হৃষ্টায়াঃ সীতায়া হনূমৎপ্রশংসনং রামাদীনাং কুশলজিজ্ঞাসা চ, এতাবৎকালমনাগমনাৎ প্রীতিনয়নেন রামঃ সীতাং নাপশ্যদিত্যাশঙ্ক্য সীতায়াঃ ক্রোধঃ, ভবদীয়াবস্থানাদ্যজ্ঞানকারণাদ্ রামস্যানাগমনহেতুরিতি হনূমদুক্তিঃ, সীতাং প্রতি রামস্য প্রীতসন্দেশমুক্ত্বা হনূমতা রামস্য শোকাবস্থামুল্লিখ্য সীতাপ্রাপ্তয়ে তস্যাশেষপ্রযত্নবর্ণনম্, তস্যৈ আশ্বাসদানঞ্চ ।]

ভূয় এব মহাতেজা হনূমান্ পবনাত্মজঃ।
অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং সীতাপ্রত্যয়কারণাৎ ॥১
বানরোঽহং মহাভাগে দূতো রামস্য ধীমতঃ।
রামনামাঙ্কিতং চেদং পশ্য দেব্যঙ্গুলীয়কম্ ॥২
প্রত্যয়ার্থং তবানীতং তেন দত্তং মহাত্মনা।
সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে ক্ষীণদুঃখফলা হ্যসি ॥৩
গৃহীত্বা প্রেক্ষমাণা সা ভর্ত্তুঃ করবিভূষিতম্।
ভর্ত্তারমিব সম্প্রাপ্তং জানকী মুদিতাভবৎ ॥৪
চারু তদ্বদনং তস্যাস্তাম্রশুক্লায়তেক্ষণম্।
বভূব হর্ষোদগ্রঞ্চ রাহুমুক্ত ইবোড়ুরাট্ ॥৫
ততঃ সা হ্রীমতী বালা ভর্ত্তুঃ সন্দেশহর্ষিতা।
পরিতুষ্টা প্রিয়ং কৃত্বা প্রশশংস মহাকপিম্ ॥৬

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ

[নিজের প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য হনুমান্ কর্ত্তৃক জানকীকে রামচন্দ্রের অঙ্গুরীয়ক প্রদান, তাহা লাভ করিয়া হৃষ্টা সীতা দ্বারা হনুমানের প্রশংসা ও রামাদির কুশল জিজ্ঞাসা, এ পর্য্যন্ত না আসায় রাম সীতাকে প্রীতির চক্ষে দেখেন না—এই আশঙ্কা করিয়া সীতার ক্রোধ, আপনার অবস্থানাদি জানা না থাকাই রামের অনাগমনের হেতু—হনুমানের এতাদৃশ উক্তি, সীতার প্রতি রামের অত্যন্ত প্রীতির কথা বলিয়া হনুমান্ কর্ত্তৃক রামের শোকাবস্থা প্রতিপাদন পূর্ব্বক সীতার প্রাপ্তির জন্য তাঁহার অশেষবিধ প্রযত্নের বর্ণনা এবং তাঁহাকে আশ্বাস দান।]

প্রবলপ্রতাপ পবনপুত্র হনুমান্ সীতার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য পুনরায় বিনীতভাবে বলিলেন, মহাভাগে! আমি যথার্থই বানর এবং বুদ্ধিমান্ রামের দূত; দেবি! রামনামাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয়ক অবলোকন করুন।১-২

মহাত্মা রাম কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই অঙ্গুরীয়ক আপনার বিশ্বাসের জন্য আনিয়াছি; আপনার দুঃখফলক সময় ক্ষীণ (অবসান) হইয়া আসিতেছে; আপনি আশ্বস্তা হউন; আপনার মঙ্গল উপস্থিত।৩

জানকী স্বামীর অঙ্গুলিভূষণ হস্তে লইয়া তাহা দেখিতে দেখিতে যেন স্বামীকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন—এইরূপ মনে করিয়া আনন্দিতা হইলেন।৪

তাঁহার সেই আরক্ত শুক্ল দীর্ঘ সুচারু নয়নযুক্ত বদন তখন রাহু বিমুক্ত তারাপতির (চন্দ্রের) ন্যায় হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল।৫

তদনন্তর সেই বালা (অঙ্গুলিসান্নিধ্যে ভর্ত্তৃসান্নিধ্য জ্ঞানবশতঃ) লজ্জিতা, ভর্ত্তার সংবাদ প্রাপ্তিবশতঃ পরিতুষ্টা প্রীতির বিষয়ীভূত করিয়া মহাকপির প্রশংসা করিতে লাগিলেন।৬

বিক্রান্তস্ত্বং সমর্থস্ত্বং প্রাজ্ঞস্ত্বং বানরোত্তম।
যেনেদং রাক্ষসপদং ত্বয়ৈকেন প্রধর্ষিতম্ ॥৭
শতযোজনবিস্তীর্ণঃ সাগরো মকরালয়ঃ।
বিক্রমশ্লাঘনীয়েন ক্রমতা গোষ্পদীকৃতঃ ॥৮
নহি ত্বাং প্রাকৃতং মন্যে বানরং বানরর্ষভ।
যস্য তে নাস্তি সন্ত্রাসো রাবণাদপি সম্ভ্রমঃ ॥৯
অর্হসে চ কপিশ্রেষ্ঠ ময়া সমভিভাষিতুম্।
যদ্যসি প্রেষিতস্তেন রামেণ বিদিতাত্মনা ॥১০
প্রেষয়িষ্যতি দুর্ধর্ষো রামো নহ্যপরীক্ষিতম্।
পরাক্রমমবিজ্ঞায় মৎসকাশং বিশেষতঃ ॥১১
দিষ্ট্যা চ কুশলী রামো ধর্ম্মাত্মা সত্যসঙ্গরঃ।
লক্ষ্মণশ্চ মহাতেজাঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ ॥১২
কুশলী যদি কাকুৎস্থঃ কিং ন সাগরমেখলাম্।
মহীং দহতি কোপেন যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥১৩

হে বানরোত্তম! তুমি বীর; দেশ ও কালোচিত কর্ম সম্পাদনে চতুর এবং ধর্মার্থবিষয়ক সর্ব শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ; যেহেতু তুমি একাকী রাক্ষসগণের এইস্থান বিমর্দ্দন করিয়াছ।৭

শতযোজন বিস্তীর্ণ মকরালয় সাগর তুমি গোষ্পদের ন্যায় লঙ্ঘন করিয়াছ, তোমার পরাক্রম প্রশংসনীয়।৮

বানরশ্রেষ্ঠ! তোমাকে সাধারণ বানর বলিয়া মনে করিতে পারি না, যেহেতু তোমার সমুদ্র হইতে সন্ত্রাস এবং রাবণের ভয়ে চিত্ত সংক্ষোভ উপস্থিত হয় নাই।৯

হে কপিশ্রেষ্ঠ! যদি আত্মতত্ত্বজ্ঞ রাম কর্তৃক প্রেরিত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার সহিত তুমি আলাপ করিতে পার।১০

বিশেষতঃ পরাক্রান্ত রাম পরাক্রম না জানিয়া অপরীক্ষিত ব্যক্তিকে আমার নিকট পাঠাইবেন না।১১

সৌভাগ্যবশতঃ সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্মাত্মা রাম এবং সুমিত্রার আনন্দবর্ধন মহাতেজা লক্ষ্মণ কুশলেই আছেন। কিন্তু যদি কাকুৎস্থ রাম কুশলেই থাকেন, তবে কেন (আমার জন্য) প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্রমেখলা ধরিত্রীকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন না? ১২-১৩

অথবা শক্তিমন্তৌ তৌ সুরাণামপি নিগ্রহে।
মমৈব তু ন দুঃখানামস্তি মন্যে বিপর্য্যয়ঃ ॥১৪
কচ্চিন্ন ব্যথতে রামঃ কচ্চিন্ন পরিতপ্যতে।
উত্তরাণি চ কার্য্যাণি কুরুতে পুরুষোত্তমঃ ॥১৫
কচ্চিন্ন দীনঃ সম্ভ্রান্তঃ কার্য্যেষু চ ন মুহ্যতি।
কচ্চিৎ পুরুষকার্য্যাণি কুরুতে নৃপতেঃ সুতঃ ॥১৬
দ্বিবিধং ত্রিবিধোপায়মুপায়মপি সেবতে।
বিজিগীষুঃ সুহৃৎ কচ্চিন্মিত্রেষু চ পরন্তপঃ ॥১৭
কচ্চিন্মিত্রাণি লভতেঽমিত্রৈশ্চাপ্যভিগম্যতে।
কচ্চিৎ কল্যাণমিত্রশ্চ মিত্রৈশ্চাপি পুরস্কৃতঃ ॥১৮
কচ্চিদাশাস্তি দেবানাং প্রসাদং পার্থিবাত্মজঃ।
কচ্চিৎ পুরুষকারঞ্চ দৈবঞ্চ প্রতিপদ্যতে ॥১৯
কচ্চিন্ন বিগতস্নেহো বিবাসান্ময়ি রাঘবঃ।
কচ্চিন্মাং ব্যসনাদস্মান্মোক্ষয়িষ্যতি রাঘবঃ ॥২০

অথবা দেবতাগণেরও নিগ্রহে শক্তিসম্পন্ন রাম এবং লক্ষ্মণ আমার দুঃখের মূলীভূত পাপের নাশ হয় নাই বলিয়া কি স্থির রহিয়াছেন? পুরুষোত্তম রাম ব্যথিত ও সন্তপ্ত না হইয়া উত্তরকালে কর্ত্তব্য (যাহাতে আমার দুঃখমুক্তি হয়, তদনুরূপ) কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করিতেছেন ত? ১৪-১৫

রাজপুত্র (রাম) দুঃখকাতর ও সম্ভ্রান্ত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যসমূহে বিমূঢ় হন নাই ত? পুরুষাকার অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন ত? ১৬

শত্রুতাপন রাম মিত্রের প্রতি সৌহার্দ্দ্যবশতঃ সাম ও দানরূপ দ্বিবিধ উপায়, বিজিগীষু হইয়া অমিত্রের (শত্রুর) প্রতি দান, ভেদ ও দণ্ড এই ত্রিবিধ উপায় (অথবা সৌম্য ও অসৌম্য রূপ উপায় দ্বয়, ধর্মার্থ কামরূপ পুরুষার্থ উপায়ত্রয়, সর্বত্র দানরূপ এক উপায়) প্রয়োগ করিতেছেন ত? ১৭

তিনি মিত্রলাভে সমর্থ হইতেছেন ত? মিত্রেরাও স্বেচ্ছায় তাঁহার সহিত মিলিত হইতেছেন ত? তিনি মিত্রগণের মঙ্গলসাধন করিলে মিত্রগণ তাঁহার সম্মান পূর্বক অনুবর্ত্তন করিতেছেন ত? ১৮

সুখানামুচিতো নিত্যমসুখানামনুচিতঃ।
দুঃখমুত্তরমাসাদ্য কচ্চিদ্ রামো ন সীদতি ॥২১
কৌশল্যায়াস্তথা কচ্চিৎ সুমিত্রায়াস্তথৈব চ।
অভীক্ষ্ণং শ্রূয়তে কচ্চিৎ কুশলং ভরতস্য চ ॥২২
মন্নিমিত্তেন মানার্হঃ কচ্চিচ্ছোকেন রাঘবঃ।
কচ্চিন্নান্যমনা রামঃ কচ্চিন্মাং তারয়িষ্যতি ॥২৩
কচ্চিদক্ষৌহিণীং ভীমাং ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
ধ্বজিনীং মন্ত্রিভির্গুপ্তাং প্রেষয়িষ্যতি মৎকৃতে ॥২৪
বানরাধিপতিঃ শ্রীমান্ সুগ্রীবঃ কচ্চিদেষ্যতি।
মৎকৃতে হরিভির্বীরৈর্বৃতো দন্ত-নখায়ুধৈঃ ॥২৫
কচ্চিচ্চ লক্ষ্মণঃ শূরঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ।
অস্ত্রবিচ্ছরজালেন রাক্ষসান্ বিধমিষ্যতি ॥২৬
রৌদ্রেণ কচ্চিদস্ত্রেণ রামেণ নিহতং রণে।
দ্রক্ষ্যাম্যল্পেন কালেন রাবণং সসুহৃজ্জনম্ ॥২৭

কচ্চিন্ন তদ্ধেমসমানবর্ণং
তস্যাননং পদ্মসমানগন্ধি।
ময়া বিনা শুষ্যতি শোকদীনং
জলক্ষয়ে পদ্মমিবাতপেন ॥২৮

ধর্ম্মাপদেশাত্ত্যজতঃ স্বরাজ্যং
মাং চাপ্যরণ্যং নয়তঃ পদাতেঃ।
নাসীদ্ যথা যস্য ন ভীর্ন শোকঃ
কচ্চিৎ স ধৈর্য্যং হৃদয়ে করোতি ॥২৯

ন চাস্য মাতা ন পিতা ন চান্যঃ
স্নেহাদ্ বিশিষ্টোঽস্তি ময়া সমো বা।
তাবদ্ধ্যহং দূত জিজীবিষেয়ং
যাবৎ প্রবৃত্তিং শৃণুয়াং প্রিয়স্য ॥৩০

রাজনন্দন রাম দেবগণের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেন ত? দৈব ও পুরুষকার উভয়কেই অবলম্বন করিতেছেন ত? ১৯

আমি প্রবাসে থাকায় রাঘব আমার প্রতি বিগত-স্নেহ (স্নেহহীন) হন নাই ত? এই বিপদ্ হইতে রাঘব আমাকে মোচন করিবেন ত? ২০

নিরন্তর সুখ সংবর্ধিত রাম দুঃখ ভোগ করেন নাই; অতএব দুঃখপরম্পরা প্রাপ্ত হইয়া রাম ত অবসন্ন হইয়া পড়েন নাই? কৌশল্যা, সুমিত্রা ও ভরতের কুশল সংবাদ শ্রবণ করিতে পাইতেছেন ত? ২১-২২

আমার (বিরহ) জন্য শোকে সম্মানার্হ রাঘব বিমনা হন নাই ত? আমাকে উদ্ধার করিবেন ত? ২৩

ভ্রাতৃবৎসল ভরত আমার (উদ্ধারের) জন্য মন্ত্রিমণ্ডলী কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা অক্ষৌহিণী ভয়ঙ্করী সেনা পাঠাইবেন ত? ২৪

বানরাধিপতি সুগ্রীব দন্তনখায়ুধধারী বানর বীরগণে পরিবৃত হইয়া আমার (উদ্ধারের) জন্য আসিবেন ত? ২৫

সুমিত্রানন্দবর্ধন অস্ত্রবিৎ বীর লক্ষ্মণ শরজালে রাক্ষসগণকে দগ্ধ করিবেন ত? ২৬

অত্যল্পকালের মধ্যে ভয়ঙ্কর অস্ত্রের আঘাতে যুদ্ধে বন্ধুবর্গের সহিত রাবণকে রাম কর্ত্তৃক ঘাতিত হইতে দেখিব ত? ২৭

জল ক্ষয় হইলে (শুকাইয়া গেলে) পদ্ম যেমন সৌরাতপে শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ হেমসমানবর্ণ কমল গন্ধবৎ সৌরভ সম্পন্ন তাঁহার মুখমণ্ডল শোকে মলিন হইয়া আমার বিরহে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে ত? ২৮

ধর্মপালনের জন্য নিজ রাজ্য ত্যাগ করিয়া এবং পাদচারে আমাকে অরণ্যে আনিয়াও যাঁহার ব্যথা, ভীতি ও শোক ছিল না, সেই রাম অন্তরে ধৈর্য্য ধারণ করিতেছেন ত? ২৯

তাঁহার মাতা, পিতা বা অন্য কাহারও প্রতি আমার অধিক স্নেহ থাকা ত দূরের কথা, সমান স্নেহও নাই। হে দূত! যে পর্য্যন্ত না প্রিয়তমের সংবাদ শুনিতে পাই, কেবল ততদিনই আমি প্রাণ ধারণ করিতে ইচ্ছা করি। ৩০

তৃতীয় বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৭১] [ষষ্ঠ সংখ্যা—ছাদনী যাত্রা (প্রাবরণী যাত্রা)

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত-

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

---

* * *

যুগ্ম-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

সহ-সম্মৃজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে প্রথমবর্ষে ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম ছয় মাসে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা ও প্রজাপতি-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীরামায়ণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-শ্রীমহাভারত-শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্রসংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন। যাঁহারা তৃতীয় বর্ষের বার্ষিক উপায়ন বাবদ ১৫.০০ টাকা পাঠান নাই, তাঁহাদের উক্ত টাকা সত্বর পাঠাইতে অনুরোধ জানাইতেছি।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

ইতীব দেবী বচনং মহার্থং
তং বানরেন্দ্রং মধুরার্থমুক্ত্বা।
শ্রোতুং পুনস্তস্য বচোঽভিরামং
রামার্থযুক্তং বিররাম রামা ॥৩১
সীতায়া বচনং শ্রুত্বা মারুতির্ভীমবিক্রমঃ।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ ॥৩২
ন ত্বামিহস্থাং জানীতে রামঃ কমললোচনঃ।
তেন ত্বাং নানয়ত্যাশু শচীমিব পুরন্দরঃ ॥৩৩
শ্রুত্বৈব চ বচো মহ্যং ক্ষিপ্রমেষ্যতি রাঘবঃ।
চমূং প্রকর্ষন্ মহতীং হর্য্যৃক্ষগণসংযুতাম্ ॥৩৪
বিষ্টম্ভয়িত্বা বাণৌঘৈরক্ষোভ্যং বরুণালয়ম্।
করিষ্যতি পুরীং লঙ্কাং কাকুৎস্থঃ শান্তরাক্ষসাম্ ॥৩৫
তত্র যদ্যন্তরা মৃত্যুর্যদি দেবা মহাসুরাঃ।
স্থাস্যন্তি পথি রামস্য স তানপি বধিষ্যতি ॥৩৬
তবাদর্শনজেনার্যে শোকেন পরিপূরিতঃ।
ন শর্ম লভতে রামঃ সিংহার্দিত ইব দ্বিপঃ ॥৩৭
মন্দরেণ চ তে দেবি শপে মূলফলেন চ।
মলয়েন চ বিন্ধ্যেন মেরুণা দর্দুরেণ চ ॥৩৮
যথা সুনয়নং বল্গু বিম্বোষ্ঠং চারু কুণ্ডলম্।
মুখং দ্রক্ষ্যসি রামস্য পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্ ॥৩৯
ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি বৈদেহি রামং প্রস্রবণে গিরৌ।
শতক্রতুমিবাসীনং নাগপৃষ্ঠস্য মূর্ধনি ॥৪০
ন মাংসং রাঘবো ভুঙ্‌ক্তে ন চৈব মধু সেবতে।
বন্যং সুবিহিতং নিত্যং ভক্তমশ্নাতি পঞ্চমম্ ॥৪১
নৈব দংশান্ ন মশকান্ ন কীটান্ ন সরীসৃপান্।
রাঘবোঽপনয়েদ্ গাত্রাৎ ত্বদ্‌গতেনান্তরাত্মনা ॥৪২
নিত্যং ধ্যানপরো রামো নিত্যং শোকপরায়ণঃ।
নান্যচ্চিন্তয়তে কিঞ্চিৎ স তু কামবশং গতঃ ॥৪৩

রামা দেবী বানরেন্দ্র হনুমান্‌কে এইরূপ অর্থগৌরব-পূর্ণ মধুরার্থ বাক্য বলিয়া পুনরায় তাঁহার (হনুমানের) রামপ্রয়োজনযুক্ত মনোরম বাক্য শ্রবণের জন্য বিরতা হইলেন।৩১

ভীমবিক্রম পবননন্দন সীতার বাক্য শ্রবণ পূর্বক মস্তকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রত্যুত্তর করিতে লাগিলেন।৩২

আপনি যে এইস্থানে আছেন, তাহা কমললোচন রাম জানেন না; সেইজন্য ইন্দ্র যেরূপ (দৈত্যাপহৃতা) শচীকে লইয়া অসিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনাকে সত্বর লইয়া যাইতে পারেন নাই। রাম আমার নিকট হইতে আপনার সংবাদ শুনিলেই যক্ষ ও বানরগণে পরিপূর্ণ বিরাট সৈন্য লইয়া সত্বর উপস্থিত হইবেন।৩৩-৩৪

কাকুৎস্থ রাম বাণসমূহের দ্বারা অক্ষোভ্য বরুণালয় (মহাসমুদ্র) সংস্তম্ভিত (সেতুবন্ধ পূর্বক স্তব্ধ) করিয়া লঙ্কাপুরীর রাক্ষসদিগকে প্রশমিত করিবেন।৩৫

যদি সেই কার্য্যের মধ্যে মৃত্যু ও অসুরগণের সহিত অন্য দেবতাবৃন্দ রামের আগমনপথে প্রতিবন্ধক ঘটায়, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকেও বিনষ্ট করিবেন।৩৬

আর্য্যে! আপনার অদর্শনজন্য শোকে পরিপূরিত (বিহ্বলাক্রান্ত) রাম সিংহনিপীড়িত হস্তীর ন্যায় সুখলাভ করিতে পারিতেছেন না।৩৭

আমি মন্দরপর্বত (অধিষ্ঠানস্থান), মেরু, মন্দর, বিন্ধ্য ও দর্দ্দুর (মলয়পর্বতের নিকটবর্ত্তী চন্দনের উৎপত্তি স্থান) পর্বত এবং সকল ফল ও মূলে (সঞ্জীবন সাধন) শপথ করিয়া বলিতেছি,—মনোজ্ঞ কুণ্ডলভূষিত, বিম্বতুল্য রক্তবর্ণ ওষ্ঠসমন্বিত, সুনয়ন এবং মনোরম রামের বদন সমুদিতপূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দেখিতে পাইবেন; বৈদেহি! ঐরাবত পৃষ্ঠে সমাসীন দেবেন্দ্রের ন্যায় অবিলম্বেই রামকে প্রস্রবণগিরিতে দেখিতে পাইবেন।৩৮-৪০

রাঘব মাংস ভোজন করেন না, মধু (মদ্য) ও সেবন করেন না, (ব্রহ্মচর্য্য বিধি) সুবিহিত অরণ্যজাত (ফল মূলাদিরূপ) অন্ন পঞ্চম (সায়ংকালে) (কাহারও মতে এক-দিনের প্রাতঃ ও সায়ং এবং অপর দিনের প্রাতঃ ও সায়ং—এই চতুর্থকাল পরিত্যাগ করিয়া দুইদিন পরে তৃতীয় দিনে পঞ্চমকালে অর্থাৎ সকালে) ভোজন করিয়া থাকেন।৪১

অনিদ্রঃ সততং রামঃ সুপ্তোঽপি চ নরোত্তমঃ।
সীতেতি মধুরাং বাণীং ব্যাহরন্ প্রতিবুধ্যতে ॥৪৪

দৃষ্ট্বা ফলং বা পুষ্পং বা যচ্চান্যৎ স্ত্রীমনোহরম্।
বহুশো হা প্রিয়েত্যেবং শ্বসংস্ত্বামভিভাষতে ॥৪৫

স দেবি নিত্যং পরিতপ্যমান-
স্ত্বামেব সীতেত্যভিভাষমাণঃ।
ধৃতব্রতো রাজসুতো মহাত্মা
তবৈব লাভায় কৃতপ্রযত্নঃ ॥৪৬

সা রামসংকীর্ত্তনবীতশোকা
রামস্য শোকেন সমানশোকা।
শরন্মুখেনাম্বুদশেষচন্দ্রা
নিশেব বৈদেহসুতা বভূব ॥৪৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

রাঘব গাত্র হইতে দংশ (ডাঁশ), মশক, কীট ও সরীসৃপ অপসারণ করেন না, কামপরবশ হইয়া কোন চিন্তা না করিয়া ত্বদ্গতচিত্ত হইয়া সতত আপনারই ধ্যানপরায়ণ ও নিত্য শোকাকুল হইয়া রহিয়াছেন।৪২ ৪৩

রাম প্রায়ই নিদ্রিত হন না; সামান্য ক্ষণ সুপ্ত হইয়া সেই নরোত্তম "সীতা" এই মধুর বাণী উচ্চারণ করিয়া জাগরিত হন।৪৪

ফল, পুষ্প অথবা রমণীগণের মনোরঞ্জন অন্য কোন বস্তু দেখিলে "হা প্রিয়ে" বলিয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগপূর্বক আপনাকে আহ্বান করিতে থাকেন। দেবি! আপনাকে "সীতে" এই বলিয়া সম্ভাষণ পূর্বক সতত বিলাপ করিতে করিতে সেই মহাত্মা রাজপুত্র আপনার পুনর্লাভের জন্য যত্নপরায়ণ রহিয়াছেন।৪৫-৪৬

বিদেহরাজনন্দিনী রামের শোকে সমান শোকাকুলা হইলেও পুনঃ পুনঃ রামের নাম সংকীর্তনে শোকরহিতা হইয়া শরৎপ্রারম্ভে (স্বল্প) মেঘমণ্ডিত শশধর দ্বারা প্রকাশ ও অপ্রকাশবিশিষ্টা রজনীর ন্যায় হর্ষ শোকবতী হইলেন।৪৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ

[স্বকীয় (সীতায়াঃ) বিয়োগাদ্ রামচন্দ্রোঽতীব শোকাভিভূত ইতি শ্রুত্বা দুঃখিতয়া সীতয়া তত্র সত্বরং শ্রীরামমানেতুং হনূমৎসমীপে প্রার্থনম্। 'আয়াতু, মৎপৃষ্ঠে আরহতু, ভবতীমহং রামসমীপে নেষ্যামী'তি সীতাশোকমশক্নুবতো হনূমত উক্তিঃ, ততস্তদনুকূলমুদ্যুজ্য ক্ষুদ্রেণ শরীরেণ সীতানয়নমসম্ভবং মত্বা তস্য বিশালশরীরধারণম্, তেন সহ গমনমসমীচীনমিতি সীতায়া উত্তরম্, সত্বরং রামচন্দ্রমেবানেতুং হনূমৎপ্রেষণঞ্চ।]

সা সীতা বচনং শ্রুত্বা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা।
হনূমন্তমুবাচেদং ধর্ম্মার্থসহিতং বচঃ ॥১
অমৃতং বিষসম্পৃক্তং ত্বয়া বানরভাষিতম্।
যচ্চ নান্যমনা রামো যচ্চ শোকপরায়ণঃ ॥২
ঐশ্বর্য্যে বা সুবিস্তীর্ণে ব্যসনে বা সুদারুণে।
রজ্জ্বেব পুরুষং বদ্ধ্বা কৃতান্তঃ পরিকর্ষতি ॥৩
বিধির্নূনমসংহার্য্যঃ প্রাণিনাং প্লবগোত্তম।
সৌমিত্রিং মাঞ্চ রামঞ্চ ব্যসনৈঃ পশ্য মোহিতান্ ॥৪
শোকস্যাস্য কথং পারং রাঘবোঽধিগমিষ্যতি।
প্লবমানঃ পরিক্রান্তো হতনৌঃ সাগরে যথা ॥৫
রাক্ষসানাং বধং কৃত্বা সূদয়িত্বা চ রাবণম্।
লঙ্কামুন্মথিতাং কৃত্বা কদা দ্রক্ষ্যতি মাং পতিঃ ॥৬
স বাচ্যঃ সন্ত্বরস্বেতি যাবদেব ন পূর্য্যতে।
অয়ং সংবৎসরঃ কালস্তাবদ্ধি মম জীবিতম্ ॥৭
বর্ত্ততে দশমো মাসো দ্বৌ তু শেষৌ প্লবঙ্গম।
রাবণেন নৃশংসেন সময়ো যঃ কৃতো মম ॥৮

সপ্তত্রিংশ সর্গ

[স্বকীয় (সীতার) বিয়োগজন্য রামচন্দ্র অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়াছেন শুনিয়া দুঃখিতা সীতা কর্তৃক রামচন্দ্রকে সত্বর সেই স্থানে লইয়া আসিবার জন্য হনুমানের নিকট প্রার্থনা। সীতার শোক সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি "আসুন! আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন—আমি আপনাকে রামের নিকট লইয়া যাইতেছি" ইত্যাদি হনুমানের উক্তি, তদনুকূল উদ্‌যোগ করত ক্ষুদ্রাকৃতিতে সীতাকে লইয়া যাওয়া অসম্ভব বলিয়া হনুমানের বিশালশরীর ধারণ, তাঁহার সহিত সীতার যাওয়া সমীচীন হইবে না—ইহা সীতার উত্তর এবং রামচন্দ্রকেই সত্বর সে স্থানে আনার জন্য হনুমান্‌কে প্রেরণ।]

পূর্ণচন্দ্রনিভাননা সীতা (হনুমানের এই সকল) বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমান্‌কে ধর্মার্থযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন।১

বানর! তোমার কথিত বাক্যে "রাম অনন্যমনা" ইহা অমৃতবৎ, আর "শোকপরায়ণ" ইহা বিষবৎ অতএব তোমার উক্তি বিষসম্পৃক্ত অমৃত।২

অতুল ঐশ্বর্য্যে অথবা নিদারুণ বিপদে (যে ভাবেই থাকুক না কেন) বিদ্যমান পুরুষকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া কাল কিন্তু (নিয়তই) আকর্ষণ করিতেছে।৩

হে বানরোত্তম! জীবের পক্ষে দৈব (পরমাত্মনিয়োগ) নিশ্চয়ই অপরিহার্য্য (অর্থাৎ জীব দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না)। দেখ; রাম, লক্ষ্মণ ও আমাকে বিপদ বিমূঢ় (অভিভূত) করিয়া রাখিয়াছে।৪

সাগরে তরণী বিনষ্টা হইলে পুরুষ যেমন (বাহুবলে সন্তরণ রূপ) পরাক্রম অবলম্বনপূর্বক ভাসিতে ভাসিতে কূলে উপনীত হয়, তদ্রূপ রামচন্দ্রও কোনক্রমে এই শোকের পার প্রাপ্ত হইবেন।৫

রাক্ষসগণকে বধ ও রাবণকে বিনাশ করিয়া এবং লঙ্কা নগরীকে বিমর্দ্দিতা করিয়া কবে আমার পতি আমাকে দেখিতে পাইবেন? ৬

(রাবণ নির্দিষ্ট) এই এক বৎসর পর্য্যন্ত কাল যে

বিভীষণেন চ ভ্রাত্রা মম নির্য্যাতনং প্রতি।
অনুনীতঃ প্রযত্নেন ন চ তৎ কুরুতে মতিম্ ॥৯
মম প্রতিপ্রদানং হি রাবণস্য ন রোচতে।
রাবণং মার্গতে সংখ্যে মৃত্যুঃ কালবশংগতম্ ॥১০
জ্যেষ্ঠ্যা কন্যা কলা নাম বিভীষণসুতা কপে।
তয়া মমৈতদাখ্যাতং মাত্রা প্রহিতয়া স্বয়ম্ ॥১১
অবিন্ধ্যো নাম মেধাবী বিদ্বান্ রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
ধৃতিমাঞ্ছীলবান্ বৃদ্ধো রাবণস্য সুসম্মতঃ ॥১২
রামাৎ ক্ষয়মনুপ্রাপ্তং রক্ষসাং প্রত্যচোদয়ৎ।
ন চ তস্য স দুষ্টাত্মা শৃণোতি বচনং হিতম্ ॥১৩
আশংসেয়ং হরিশ্রেষ্ঠ ক্ষিপ্রং মাং প্রাপ্স্যতে পতিঃ।
অন্তরাত্মা হি মে শুদ্ধস্তস্মিংশ্চ বহবো গুণাঃ ॥১৪
উৎসাহঃ পৌরুষং সত্ত্বমানৃশংস্যং কৃতজ্ঞতা।
বিক্রমস্ত প্রভাবশ্চ সন্তি বানর রাঘবে ॥১৫
চতুর্দশ সহস্রাণি রাক্ষসানাং জঘান যঃ।
জনস্থানে বিনা ভ্রাত্রা শত্রুঃ কস্তস্য নোদ্বিজেৎ ॥১৬
ন স শক্যস্তুলয়িতুং ব্যসনৈঃ পুরুষর্ষভঃ ॥
অহং তস্যানুভাবজ্ঞা শক্রস্যেব পুলোমজা ॥১৭
শরজালাংশুমাঞ্ছূরঃ কপে রামদিবাকরঃ।
শত্রুরক্ষোময়ং তোয়মুপশোষং নয়িষ্যতি ॥১৮
ইতি সংজল্পমানাং তাং রামার্থে শোককর্শিতাম্।
অশ্রুসম্পূর্ণবদনামুবাচ হনূমান্ কপিঃ ॥১৯
শ্রুত্বৈব চ বচো মহ্যং ক্ষিপ্রমেষ্যতি রাঘবঃ।
চমূং প্রকর্ষন্ মহতীং হর্য্যৃক্ষগণসঙ্কুলাম্ ॥২০
অথবা মোচয়িষ্যামি ত্বামদ্যৈব সরাক্ষসাৎ।
অস্মাদ্দুঃখাদুপারোহ মম পৃষ্ঠমনিন্দিতে ॥২১
ত্বাং তু পৃষ্ঠগতাং কৃত্বা সন্তরিষ্যামি সাগরম্।
শক্তিরস্তি হি মে বোঢ়ুং লঙ্কামপি সরাবণাম্ ॥২২

পর্য্যন্ত পূর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত আমার জীবন থাকিবে অতএব তাঁহাকে ত্বরান্বিত হইয়া আসিতে বলিবে।৭

হে প্লবঙ্গম! (বানর!) এখন দশমাস চলিতেছে; দুইমাস মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে; নৃশংস রাবণ কর্তৃক আমার সম্বন্ধে এইরূপ সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।৮

ভ্রাতা বিভীষণ (রামের নিকট) আমার প্রত্যর্পণ বিষয়ে যত্নের সহিত (রাবণের নিকট) অনুনয় করিয়াছিল; তাহাতে রাবণ সম্মত হয় নাই।৯

আমার প্রতিপ্রদান রাবণের রুচিসম্মত নহে; কাল-বশীভূত রাবণকে মৃত্যু সমরে অন্বেষণ করিতেছে।১০

হে কপি! বিভীষণের কলানাম্নী জ্যেষ্ঠা কন্যা তাহার মাতা কর্তৃক প্রেরিতা হইয়া আমাকে এই কথা বলিয়া গিয়াছে।১১

মেধাবী, বিদ্বান্, ধৈর্য্যশালী, সুশীল ও রাবণের প্রিয়পাত্র অবিন্ধ্য নামক এক বৃদ্ধ রাক্ষস "রাক্ষসগণ রাম কর্তৃক বিনষ্ট হইবে" এই কথা বলিয়াছিল, কিন্তু দুরাচার (রাবণ) তাহার হিতোপদেশ শ্রবণ করে নাই।১২-১৩

হরিশ্রেষ্ঠ! আমি (নিঃসংশয়ে) মনে করি—আমার পতি সত্বর আমাকে লাভ করিবেন, যেহেতু আমার অন্তরাত্মা বিশুদ্ধ; হে বানর! সেই রঘুপতির উৎসাহ, পুরুষাকার, সামর্থ্য, অনৃশংসতা, কৃতজ্ঞতা, বিক্রম ও প্রভাব প্রভৃতি নানাবিধ গুণ রহিয়াছে। তিনি ভ্রাতার সাহায্য ব্যতীত জনস্থানে চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষস বধ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কোন্ শত্রু উদ্বিগ্ন হইবে না? ১৪-১৬

ইন্দ্রাণী যেমন ইন্দ্রের প্রভাব জানেন, আমিও তদ্রূপ রামের প্রভাব জানি। এই দুঃখপ্রদাতা রাক্ষসগণের সহিত পুরুষোত্তম রামের তুলনা যুক্তিযুক্ত নহে।১৭

হে কপি! মহাবীর রামরূপ সূর্য্য শরজালরূপ কিরণরাশি দ্বারা রাক্ষসশত্রুরূপ জলকে শীঘ্রই শোষণ করিয়া ফেলিবেন।১৮

রামবিরহে শোকক্লিষ্টা অশ্রুবদনা সীতা এই সব কল্পনা বাক্য বলিলে হনুমান্ তাঁহাকে বলিলেন—আমার নিকট (আপনার) এই সব বাক্য শ্রবণ করিলেই রাঘব ঋক্ষ ও বানরপরিব্যাপ্তা মহতী সেনা সঙ্গে লইয়া শীঘ্রই এইস্থানে আসিবেন।১৯-২০

অহং প্রস্রবণস্থায় রাঘবায়াদ্য মৈথিলি।
প্রাপয়িষ্যামি শক্রায় হব্যং হুতমিবানলঃ ॥২৩
দ্রক্ষ্যস্যদ্যৈব বৈদেহি রাঘবং সহলক্ষ্মণম্।
ব্যবসায়সমাযুক্তং বিষ্ণুং দৈত্যবধে যথা ॥২৪
ত্বদ্দর্শনকৃতোৎসাহমাশ্রমস্থং মহাবলম্।
পুরন্দরমিবাসীনং নগরাজস্য মূর্ধনি ॥২৫
পৃষ্ঠমারোহ মে দেবি মা বিকাঙ্ক্ষস্ব শোভনে।
যোগমন্বিচ্ছ রামেণ শশাঙ্কেনেব রোহিণী ॥২৬
কথয়ন্তীব শশিনা সংগমিষ্যসি রোহিণী।
মৎপৃষ্ঠমধিরোহ ত্বং তরাকাশং মহার্ণবম্ ॥২৭
নহি মে সম্প্রযাতস্য ত্বামিতো নয়তোঽঙ্গনে।
অনুগন্তুং গতিং শক্তাঃ সর্বে লঙ্কানিবাসিনঃ ॥২৮

যথৈবাহমিহ প্রাপ্তস্তথৈবাহমসংশয়ম্।
যাস্যামি পশ্য বৈদেহি ত্বামুদ্যম্য বিহায়সম্ ॥২৯
মৈথিলী তু হরিশ্রেষ্ঠাচ্ছ্রুত্বা বচনমদ্ভুতম্।
হর্ষবিস্মিতসর্বাঙ্গী হনুমন্তমথাব্রবীৎ ॥৩০
হনূমন্ দূরমধ্বানং কথং মাং নেতুমিচ্ছসি।
তদেব খলু তে মন্যে কপিত্বং হরিযূথপ ॥৩১
কথং চাল্পশরীরস্ত্বং মামিতো নেতুমিচ্ছসি।
সকাশং মানবেন্দ্রস্য ভর্তুর্মে প্লবগর্ষভ ॥৩২
সীতায়াস্তু বচঃ শ্রুত্বা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
চিন্তয়ামাস লক্ষ্মীবান্ নবং পরিভবং কৃতম্ ॥৩৩
ন মে জানাতি সত্ত্বং বা প্রভাবং বাসিতেক্ষণা।
তস্মাৎ পশ্যতু বৈদেহী যদ্ রূপং মম কামতঃ ॥৩৪

অথবা হে অনিন্দিতে! আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন, অদ্যই আমি আপনাকে রাক্ষসগণকৃত এই দুঃখ হইতে মুক্ত করিব।২১

আপনাকে পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিয়া সমুদ্র সন্তরণ করিতে পারিব, (এমন কি) রাবণের সহিত এই লঙ্কাপুরীকেও বহন করার সামর্থ্য আমার আছে।২২

মৈথিলি! অগ্নি যেমন আহুত হব্য লইয়া ইন্দ্রকে প্রদান করে, আমিও সেইরূপ আপনাকে লইয়া প্রস্রবণ-পর্বতে অবস্থিত রঘুপতি রামচন্দ্রের নিকট সমর্পণ করিব।২৩

বৈদেহি! দৈত্যবধে সমুদ্যুক্ত বিষ্ণুর ন্যায় অদ্যই আপনার দর্শনের সমুৎসুক হইয়া ইন্দ্রের ন্যায় নগরাজের (প্রস্রবণপর্বতের) শিখরদেশস্থিত আশ্রমে অবস্থিত লক্ষ্মণের সহিত রামকে আপনি দেখিতে পাইবেন। ২৪-২৫।

শোভনে! চন্দ্রের সহিত রোহিণীর ন্যায় যদি আপনি রামের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। দেবি! নিরাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া উপেক্ষা করিবেন না।২৬

"রাম" এই শব্দের উচ্চারণ (করিতে যত সময় লাগে এই সময়ের মধ্যে) সমকালেই চন্দ্রের সহিত রোহিণীর ন্যায় আপনি রামের সহিত মিলিত হইতে পারিবেন। আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করত আকাশপথে মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হউন। হে ললনে! আপনাকে এই স্থান হইতে লইয়া যাওয়ার সময় সমস্ত লঙ্কানিবাসিগণ আমার অনুসরণ করিতে সমর্থ হইবে না।২৭-২৮

বৈদেহি! নিরীক্ষণ করুন। আমি যেভাবে (শূন্যপথে) এস্থানে আসিয়াছি, আপনাকে পৃষ্ঠে লইয়া সেই ভাবেই আকাশপথ অবলম্বন পূর্বক নিঃসংশয়ে যাইতে পারিব।২৯

অনন্তর মৈথিলী বানরোত্তমের অদ্ভুত কথা শুনিয়া আনন্দে পুলকিতশরীরা হইয়া হনুমানকে বলিলেন।৩০

হে বানরযূথপতে হনুমন্! কিরূপে তুমি আমাকে এই সুদূর পথে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছ? তাহাতে তোমাকে আমি সামান্য বানর বলিয়াই মনে করিতেছি।৩১

বানরর্ষভ! ক্ষুদ্রকায় বানর হইয়া তুমি আমাকে এইস্থান হইতে আমার পতি মানবেন্দ্র রামের নিকট কি সাহসে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছ? ৩২

তাহার পর পবননন্দন শ্রীমান্ হনুমান্ সীতার

ইতি সঞ্চিন্ত্য হনূমাংস্তদা প্লবগসত্তমঃ।
দর্শয়ামাস সীতায়াঃ স্বরূপমরিমর্দনঃ ॥৩৫
স তস্মাৎ পাদপাদ্ধীমানাপ্লুত্য প্লবগর্ষভঃ।
ততো বর্ধিতুমারেভে সীতাপ্রত্যয়কারণাৎ ॥৩৬
মেরুমন্দরসঙ্কাশো বভৌ দীপ্তানলপ্রভঃ;
অগ্রতো ব্যবতস্থে চ সীতায়া বানরর্ষভঃ ॥৩৭
হরিঃ পর্ব্বতসঙ্কাশস্তাম্রবক্ত্রো মহাবলঃ।
বজ্রদংষ্ট্রনখো ভীমো বৈদেহীমিদমব্রবীৎ ॥৩৮
স পর্ব্বতবনোদ্দেশাং সাট্টপ্রাকারতোরণাম্।
লঙ্কামিমাং সনাথাং বা নয়িতুং শক্তিরস্তি মে ॥৩৯
তদবস্থাপ্যতাং বুদ্ধিরলং দেবি বিকাঙ্ক্ষয়া।
বিশোকং কুরু বৈদেহি রাঘবং সহলক্ষ্মণম্ ॥৪০
তং দৃষ্ট্বাচলসঙ্কাশমুবাচ জনকাত্মজা।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষী মারুতস্যৌরসং সুতম্ ॥৪১

তব সত্ত্বং বলং চৈব বিজানামি মহাকপে।
বায়োরিব গতিশ্চাপি তেজশ্চাগ্নেরিবাদ্ভুতম্ ॥৪২
প্রাকৃতোঽন্যঃ কথং চেমাং ভূমিমাগন্তুমর্হতি।
উদধেরপ্রমেয়স্য পারং বানরযূথপ ॥৪৩
জানামি গমনে শক্তিং নয়নে চাপি তে মম।
অবশ্যং সম্প্রধার্য্যাশু কার্য্যসিদ্ধিরিবাত্মনঃ ॥৪৪
অযুক্তং তু কপিশ্রেষ্ঠ ময়া গন্তুং ত্বয়া সহ।
বায়ুবেগসবেগস্য বেগো মাং মোহয়েৎ তব ॥৪৫
অহমাকাশমাসক্তা উপর্য্যুপরি সাগরম্।
প্রপতেয়ং হি তে পৃষ্ঠাদ্ভুয়ো বেগেন গচ্ছতঃ ॥৪৬
পতিতা সাগরে চাহং তিমি-নক্র-ঝষাকুলে।
ভবেয়মাশু বিবশা যাদসামন্নমুত্তমম্ ॥৪৭
ন চ শক্ষ্যে ত্বয়া সার্দ্ধং গন্তুং শত্রুবিনাশন।
কলত্রবতি সন্দেহস্ত্বয়ি স্যাদপ্যসংশয়ম্ ॥৪৮

(তুমি ক্ষুদ্রকায়) বাক্য শ্রবণে নূতন পরিভূত (অবজ্ঞাত) হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।৩৩

এই কৃষ্ণনয়না বৈদেহী আমার সামর্থ্য বা প্রভাব জানেন না, অতএব আমি যে কামরূপী (ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে পারি) তাহা প্রত্যক্ষ করুন।৩৪

তখন এরূপ চিন্তা করিয়া বানরসত্তম শত্রুবিমর্দ্দন হনুমান্ সীতাকে স্বীয় রূপ দেখাইলেন।৩৫

বানরশ্রেষ্ঠ ধীমান্ হনুমান্ সেই বৃক্ষ হইতে উল্লম্ফন পূর্বক সীতার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বর্ধিত হইতে লাগিলেন।৩৬

উদ্দীপ্ত বহ্নির ন্যায় প্রভাশালী সেই বানরর্ষভ সীতার সম্মুখে অবস্থান পূর্বক মেরু ও মন্দর পর্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।৩৭

রক্তমুখ, বজ্রের ন্যায় দন্ত ও নখর বিশিষ্ট, মহাবলশালী এবং পর্বতের তুল্য ভয়ঙ্কর বানর বৈদেহীকে বলিতে লাগিলেন—পর্বতের সহিত বনভূমিবিভাগ, প্রাকারতোরণের সহিত অট্টালিকা ও রাবণের সহিত এই লঙ্কাপুরী লইয়া যাইবার শক্তি আমার আছে। অতএব বৈদেহি! আপনি সন্দেহ করিবেন না,—আপনার বুদ্ধি স্থির করুন; লক্ষ্মণের সহিত রঘুকুলপতির শোক দূর করুন।৩৮-৪০

পদ্মপত্রবিশালনয়না জনকরাজদুহিতা সীতা পবনের ঔরসপুত্র হনুমানকে পর্বতের ন্যায় দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"মহাকপে! তোমার প্রজ্ঞা, বল ও গতি বায়ুর ন্যায় এবং অগ্নির ন্যায় অদ্ভুত তেজ—এই সকল আমি বিশেষভাবে জানি। হে বানরযূথপতে! অন্য কোন সাধারণ ব্যক্তি কি এই অপার সমুদ্র পার হইয়া এই ভূখণ্ডে আসিতে পারিত? (সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্বক) গমনে ও আমার বহনে তোমার শক্তি আছে—তাহা জানি। তুমি তোমার বলবৈভবে কার্য্যসিদ্ধি চিন্তা করিতেছ; তোমার ন্যায় আমারও কার্য্যসিদ্ধি অবশ্য বিচার করিয়া দেখা উচিত। হে কপিশ্রেষ্ঠ! তোমার সহিত আমার যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু বায়ুর বেগের তুল্য তোমার প্রবল বেগ আমাকে অজ্ঞান করিয়া দিবে।৪১-৪৫

তুমি যখন সাগরের উপর দিয়া আকাশমার্গে সবেগে

হ্রিয়মাণাং তু মাং দৃষ্ট্বা রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ।
অনুগচ্ছেয়ুরাদিষ্টা রাবণেন দুরাত্মনা ॥৪৯
তৈস্ত্বং পরিবৃতঃ শূরৈঃ শূল-মুদ্গরপাণিভিঃ।
ভবেস্ত্বং সংশয়ং প্রাপ্তো ময়া বীর কলত্রবান্ ॥৫০
সাযুধা বহবো ব্যোম্নি রাক্ষসাস্ত্বং নিরায়ুধঃ।
কথং শক্ষ্যসি সংযাতুং মাং চৈব পরিরক্ষিতুম্ ॥৫১
যুদ্ধমানস্য রক্ষোভিস্তুতৈস্তঃ ক্রূরকর্ম্মভিঃ।
প্রপতেয়ং হি তে পৃষ্ঠাদ্ভয়ার্ত্তা কপিসত্তম ॥৫২
অথ রক্ষাংসি ভীমানি মহান্তি বলবন্তি চ।
কথঞ্চিৎ সাম্পরায়ে ত্বাং জয়েয়ুঃ কপিসত্তম ॥৫৩
অথবা যুদ্ধমানস্য পতেয়ং বিমুখস্য তে।
পতিতাঞ্চ গৃহীত্বা মাং নয়েয়ুঃ পাপরাক্ষসাঃ ॥৫৪
মাং বা হরেয়ুস্ত্বদ্ধস্তাদ্ বিশসেয়ুরথাপি বা।
অনবস্থৌ হি দৃশ্যেতে যুদ্ধে জয়-পরাজয়ৌ ॥৫৫
অহং বাপি বিপদ্যেয়ং রক্ষোভিরভিতর্জ্জিতা।
ত্বৎপ্রযত্নো হরিশ্রেষ্ঠ ভবেন্নিষ্ফল এব তু ॥৫৬
কামং ত্বমপি পর্য্যাপ্তো নিহন্তুং সর্ব্বরাক্ষসান্।
রাঘবস্য যশো হীয়েৎ ত্বয়া শস্তৈস্তু রাক্ষসৈঃ ॥৫৭
অথবাদায় রক্ষাংসি ন্যসেয়ুঃ সংবৃতে হি মাম্।
যত্র তে নাভিজানীয়ুর্হরয়ো নাপি রাঘবঃ ॥৫৮
আরম্ভস্তু মদর্থোঽয়ং ততস্তব নিরর্থকঃ।
ত্বয়া হি সহ রামস্য মহানাগমনে গুণঃ ॥৫৯
ময়ি জীবিতমায়ত্তং রাঘবস্যামিতৌজসঃ।
ভ্রাতৃণাঞ্চ মহাবাহো তব রাজকুলস্য চ ॥৬০

যাইতে থাকিবে, তখন আমি নিরবলম্বনাবস্থায় নিশ্চয়ই তোমার পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যাইব।৪৬

তিমি, কুম্ভীরাদি জলজন্তু ও মৎস্যাদি পরিব্যাপ্ত সাগরে অবশভাবে নিপতিতা হইয়া আমি শীঘ্রই জলজন্তুগণের উপাদেয় ভক্ষ্য হইব।৪৭

হে অরিন্দম! স্ত্রীলোকের সহিত গমন করিলে রাক্ষসেরা তোমাকে নিঃসংশয়ে সন্দেহ করিবে, অতএব তোমার সহিত আমি যাইতে পারি না।৪৮

আমাকে অপহৃতা হইতে দেখিলে ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী রাক্ষসগণ দুরাচার রাবণের আদেশে তোমার পশ্চাদ্ ধাবিত হইবে।৪৯

হে বীর! রাক্ষসবীরেরা শূল ও মুদ্গর হস্তে লইয়া তোমার চতুর্দিকে ঘিরিয়া ফেলিলে তোমারই প্রাণ সংশয় উপস্থিত হইবে, সুতরাং তোমার স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া যাওয়া উচিত হইবে না।৫০

রাক্ষসেরা সংখ্যায় অধিক ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত; তুমি একাকী, নিরস্ত্র ও আকাশচারী; সুতরাং তুমিই বা কেমন করিয়া যাইবে? আর আমাকেই বা কি করিয়া রক্ষা করিবে? ৫১

হে কপিসত্তম! তুমি যখন সেই ক্রূরকর্মা রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিবে, তখন আমি ভয়ে বিহ্বলা হইয়া তোমার পৃষ্ঠদেশ হইতে পড়িয়া যাইব।৫২

হে হনুমত্তম! পক্ষান্তরে সেই বিপুলকায় বলবান্ ভীমপরাক্রম রাক্ষসগণ কোন প্রকারে (প্রাণপণ যত্ন দ্বারা) সংগ্রামে হয়ত তোমাকে জয় করিতেও পারে।৫৩

অথবা যুদ্ধনিরতাবস্থায় আমার রক্ষায় বিমুখ হইয়া পড়িলে আমি তোমার পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যাইব, তখন পাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা নিপাতিতা আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে।৫৪

আমাকে তোমার হস্ত হইতে হরণ করিতে পারে অথবা (রামের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ) আমাকে হত্যা করিতেও পারে। যুদ্ধে জয় বা পরাজয় (উভয়ই) অনিশ্চিত দেখা যায়।৫৫

হে হরিশ্রেষ্ঠ! আমিও যদি রাক্ষসগণ কর্তৃক নির্জিতা হইয়া বিপদে পতিতা হই, তাহা হইলে তোমার এই প্রযত্ন নিশ্চয়ই নিষ্ফল হইবে।৫৬

তুমি হয়ত রাক্ষসকুলকে সংহার করিতে সমর্থ, কিন্তু তোমা কর্তৃক তাহারা নিহত হইলে (স্বয়ং রাম আমাকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না বলিয়া) রাঘবের যশোহানি হইবে।৫৭

তৌ নিরাশৌ মদর্থঞ্চ শোকসন্তাপকর্শিতৌ।
সহ সর্ব্বর্ক্ষ হরিভিস্ত্যক্ষ্যতঃ প্রাণসংগ্রহম্ ॥৬১
ভর্ত্তুর্ভক্তিং পুরস্কৃত্য রামাদন্যস্য বানর।
নাহং স্প্রষ্টুং স্বতো গাত্রমিচ্ছেয়ং বানরোত্তম ॥৬২
যদহং গাত্রসংস্পর্শং রাবণস্য গতা বলাৎ।
অনীশা কিং করিষ্যামি বিনাথা বিবশা সতী ॥৬৩
যদি রামো দশগ্রীবমিহ হত্বা সরাক্ষসম্।
মামিতো গৃহ্য গচ্ছেত তত্তস্য সদৃশং ভবেৎ ॥৬৪
শ্রুতাশ্চ দৃষ্টা হি ময়া পরাক্রমা
মহাত্মনস্তস্য রণাবমর্দিনঃ।
ন দেব-গন্ধর্ব-ভুজঙ্গ-রাক্ষসা
ভবন্তি রামেণ সমা হি সংযুগে ॥৬৫
সমীক্ষ্য তং সংযতি চিত্রকার্ম্মুকং
মহাবলং বাসবতুল্যবিক্রমম্।
সলক্ষ্মণং কো বিষহেত রাঘবং
হুতাসনং দীপ্তমিবানিলেরিতম্ ॥৬৬
সলক্ষ্মণং রাঘবমাজিমর্দনং
দিশাগজং মত্তমিব ব্যবস্থিতম্।
সহেত কো বানরমুখ্য সংযুগে
যুগান্তসূর্য্যপ্রতিমং শরার্চিষম্ ॥৬৭
স মে কপিশ্রেষ্ঠ সলক্ষ্মণং প্রিয়ং
সযূথপং ক্ষিপ্রমিহোপপাদয়।
চিরায় রামং প্রতি শোককর্শিতাং
কুরুষ্ব মাং বানরবীর হর্ষিতাম্ ॥৬৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

অথবা রাক্ষসগণ আমাকে যদি অতি গোপনীয় স্থানে রক্ষা করে, বানরগণ বা রাঘব যে স্থানের সন্ধান পাইবে না, তাহা হইলে আমার জন্য তোমার এত উদ্‌যোগ আয়োজন সমস্তই নিরর্থক হইবে। অতএব তোমার সহিত রাম আসিলেই মহান্ গুণ (অর্থাৎ কার্য্যসিদ্ধি) হইবে।৫৮

হে মহাবাহো! অমিত তেজঃসম্পন্ন রঘুপতি তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ, তোমার রাজকুল (সুগ্রীববংশ) ও তোমার জীবন সমস্তই আমার অধীন। (অর্থাৎ আমার বিনাশে সকলেই বিনষ্ট বা হতাশ হইবে) যেহেতু রাম ও লক্ষ্মণ আমার বিয়োগের শোক-সন্তাপে কৃশ হইয়াই রহিয়াছেন, (সম্পূর্ণ) নিরাশ হইলে ঋক্ষ ও বানরগণ সহ তাঁহারা প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন।৫৯-৬১

বানর! স্বামীর প্রতি ভক্তিবশতঃ স্বেচ্ছায় তাঁহাকে ছাড়া অন্য ব্যক্তির দেহ স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করি না।৬২

হে বানরোত্তম! বলপূর্বক (রাম ও লক্ষ্মণ রূপ) রক্ষকবিহীনা, অসহায়া, অনাথা অবস্থায় থাকায় (স্ত্রী জাতি স্বভাবতঃ দুর্বলা বলিয়া) বলপূর্বক যদিও আমাকে রাবণের গাত্র সংস্পর্শ প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল, তথাপি তখন আমার কোন উপায় ছিল না। অতএব যদি রামচন্দ্র রাক্ষসগণের সহিত রাবণকে বধ করিয়া আমাকে এস্থান হইতে লইয়া যাইতে সমর্থ হন, তবেই তাঁহার উপযুক্ত কর্তব্য সম্পাদন হয়। সেই রণবিমর্দ্দনকারী মহাত্মা রামচন্দ্রের পরাক্রম-কাহিনী শ্রবণ করিয়াছি এবং প্রত্যক্ষও করিয়াছি। দেব, গন্ধর্ব, ভুজঙ্গ ও রাক্ষসগণ সংগ্রামে কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইবে না।৬৩-৬৫

সেই দেবেন্দ্রতুল্য বিক্রমশালী, বিচিত্র ধনুর্ধারী, প্রবল-পরাক্রম রঘুকুলসম্ভূত লক্ষ্মণের সহিত রামকে নিরীক্ষণ করিয়া বায়ুচালিত প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় তাঁহাদের প্রভাব কে সহ্য করিবে? হে বানরমুখ্য! মত্ত দিগ্‌গজের ন্যায় রণবিমর্দ্দনকারী লক্ষ্মণের সহিত রাম সমরক্ষেত্রে অবস্থিত হইলে মহাপ্রলয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় কে তাঁহাদের প্রখর শরবহ্নিজ্বালা সহ্য করিবে? হে কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি লক্ষ্মণের সহিত আমার প্রিয়তম রাম ও যূথপতি সুগ্রীবকে এই লঙ্কাপুরীতে লইয়া আইস। হে বানরবীর! দীর্ঘকাল আমি রাম-বিরহশোকে কাতরা আছি—তুমি এই কার্য্য সাধন পূর্বক আমাকে আনন্দিতা কর।৬৬-৬৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ

[রামস্য বিশ্বাসোৎপাদনায় হনূমতাভিজ্ঞান প্রার্থিতায়া জানক্যাঃ কাকাসুরবৃত্তান্তকথনম্, তদেব প্রত্যভিজ্ঞানরূপেণ জ্ঞাপনায়াদেশদানঞ্চ। রামস্যাভিবাদনং লক্ষ্মণস্য চ কুশলপ্রশ্নাদ্যুক্ত্বা 'রাবণনির্দিষ্টাবশিষ্টকালমাসদ্বয়মধ্যে ময়া কেবলং মাসমেকং জীবিষ্যতে' ইতি প্রতিজ্ঞাপূর্বকমভিজ্ঞানরূপেণ চূড়ামণিপ্রদানঞ্চ।]

ততঃ স কপিশার্দ্দূলস্তেন বাক্যেন তোষিতঃ।
সীতামুবাচ তচ্ছ্রুত্বা বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥১
যুক্তরূপং ত্বয়া দেবি ভাষিতং শুভদর্শনে।
সদৃশং স্ত্রীস্বভাবস্য সাধ্বীনাং বিনয়স্য চ ॥২
স্ত্রীত্বান্ন ত্বং সমর্থাসি সাগরং ব্যতিবর্ত্তিতুম্।
মামধিষ্ঠায় বিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্ ॥৩
দ্বিতীয়ং কারণং যচ্চ ব্রবীষি বিনয়ান্বিতে।
রামাদন্যস্য নার্হামি সংসর্গমিতি জানকি ॥৪
এতত্তে দেবি সদৃশং পত্ন্যাস্তস্য মহাত্মনঃ।
কা হ্যন্যা ত্বামৃতে দেবি ব্রূয়াদ্ বচনমীদৃশম্ ॥৫
শ্রোষ্যতে চৈব কাকুৎস্থঃ সর্ব্বং নিরবশেষতঃ।
চেষ্টিতং যৎ ত্বয়া দেবি ভাষিতঞ্চ মমাগ্রতঃ ॥৬
কারণৈর্ব্বহুভির্দেবি রামপ্রিয়চিকীর্ষয়া।
স্নেহপ্রস্কন্নমনসা ময়ৈতৎ সমুদীরিতম্ ॥৭
লঙ্কায়া দুষ্প্রবেশত্বাদ্ দুস্তরত্বান্মহোদধেঃ।
সামর্থ্যাদাত্মনশ্চৈব ময়ৈতৎ সমুদীরিতম্ ॥৮
ইচ্ছামি ত্বাং সমানেতুমদ্যৈব রঘুনন্দিনা।
গুরুস্নেহেন ভক্ত্যা চ নান্যথা তদুদাহৃতম্ ॥৯
যদি নোৎসহসে যাতুং ময়া সার্দ্ধমনিন্দিতে।
অভিজ্ঞানং প্রযচ্ছ ত্বং জানীয়াদ্ রাঘবো হি যৎ ॥১০

অষ্টত্রিংশ সর্গ

[রামের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য হনুমান্ কর্তৃক অভিজ্ঞান প্রার্থিতা হইয়া জানকীর কাকাসুর বৃত্তান্ত কথন ও ইহাই প্রত্যভিজ্ঞানরূপে জানাইবার জন্য আদেশ দান, রামকে অভিবাদন ও লক্ষ্মণকে কুশল প্রশ্নাদি বলিয়া 'রাবণনির্দ্দিষ্ট অবশিস্ট কাল মাসদ্বয়ের মধ্যে আমি একমাস মাত্র প্রাণ ধারণ করিব' এই প্রতিজ্ঞা পূর্বক অভিজ্ঞানরূপে স্বীয় চূড়ামণি প্রদান।]

অনন্তর বাক্যবিশারদ কপিশার্দ্দূল হনুমান্ সীতা-কথিত বাক্য শ্রবণ পূর্বক সেই বাক্যে সন্তুস্ট হইয়া বলিলেন—হে শুভদর্শনে দেবি! আপনি (ভীরুত্বাদি) স্ত্রীস্বভাবের এবং পতিব্রতাগণের পাতিব্রত্যের অনুরূপ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিয়াছেন।১-২

হে বিনয়ান্বিতে জানকি! আপনি স্ত্রীলোক বলিয়া আমার পৃষ্ঠে অধিষ্ঠান পূর্বক শতযোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র অতিক্রম করিতে পারিবেন না। আর "রাম ব্যতীত অন্য কাহারও শরীর স্পর্শ করিতে পারেন না" (আমার পৃষ্ঠে না যাওয়ার) এই দ্বিতীয় কারণ যাহা উল্লেখ করিলেন, তাহা মহাত্মা রামের পত্নীর অনুরূপই হইয়াছে। হে দেবি! (এই ঘোর বিপৎকালে) আপনি ব্যতীত আর কে এইরূপ বাক্য বলিতে পারে? ৩-৫

হে দেবি! শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতিসাধনাভিপ্রায়ে বিবিধ হেতুর উপন্যাসপূর্বক আপনি রোদন, উদ্বন্ধন বিলাপাদি চেস্টা করিয়াছেন এবং আমার নিকট যাহা যাহা বলিয়াছেন, আমি স্নেহার্দ্রচিত্তে তাহার (আনুপূর্বিক) সমস্তই কাকুৎস্থ রাম কে বলিব, তিনি নিরবশেষে আমার উক্তি হইতে সকল বৃত্তান্ত শুনিতে পাইবেন।৬-৭

লঙ্কার দুষ্প্রবেশত্ব (লঙ্কাপ্রবেশ অতীব কস্টসাধ্য) সমুদ্রের দুস্তরত্ব (সমুদ্রলঙ্ঘন ততোধিক কস্টসাধ্য)

এবমুক্তা হনুমতা সীতা সুরসুতোপমা।
উবাচ বচনং মন্দং বাষ্পপ্রগ্রথিতাক্ষরম্ ॥১১
ইদং শ্রেষ্ঠমভিজ্ঞানং ব্রূয়াস্ত্বং তু মম প্রিয়ম্।
শৈলস্য চিত্রকূটস্য পাদে পূর্বোত্তরে পদে ॥১২
তাপসাশ্রমবাসিন্যাঃ প্রাজ্যমূলফলোদকে।
তস্মিন্ সিদ্ধাশ্রিতে দেশে মন্দাকিন্যবিদূরতঃ ॥১৩
তস্যোপবনখণ্ডেষু নানাপুষ্পসুগন্ধিষু।
বিহৃত্য সলিলে ক্লিন্নো মমাঙ্কে সমুপাবিশঃ ॥১৪
ততো মাংসসমাযুক্তো বায়সঃ পর্য্যতুণ্ডয়ৎ।
তমহং লোষ্ট্রমুদ্যম্য বারয়ামি স্ম বায়সম্ ॥১৫
দারয়ন্ স চ মাং কাকস্তত্রৈব পরিলীয়তে।
ন চাপ্যুপারমন্মাংসাদ্ভক্ষার্থী বলিভোজনঃ ॥১৬
উৎকর্ষন্ত্যাঞ্চ রশনাং ক্রুদ্ধায়াং ময়ি পক্ষিণে।
স্রংসমানে চ বসনে ততো দৃষ্টা ত্বয়া হ্যহম্ ॥১৭
ত্বয়া বিহসিতা চাহং ক্রুদ্ধা সংলজ্জিতা তদা।
ভক্ষ্যগৃদ্ধেন কাকেন দারিতা ত্বামুপাগতা ॥১৮
ততঃ শ্রান্তাহমুৎসঙ্গমাসীনস্য তবাবিশম্।
ক্রুধ্যন্তীব প্রহৃষ্টেন ত্বয়াহং পরিসান্ত্বিতা ॥১৯
বাষ্পপূর্ণমুখী মন্দং চক্ষুষী পরিমার্জতী।
লক্ষিতাহং ত্বয়া নাথ বায়সেন প্রকোপিতা ॥২০
পরিশ্রমাচ্চ সুপ্তা হে রাঘবাঙ্কেঽপ্যহং চিরম্।
পর্য্যায়েণ প্রসুপ্তশ্চ মমাঙ্কে ভরতাগ্রজঃ ॥২১
স তত্র পুনরেবাথ বায়সঃ সমুপাগমৎ।
ততঃ সুপ্তপ্রবুদ্ধাং মাং রাঘবাঙ্কাৎ সমুত্থিতাম্ ॥

হেতুক নিজ সামর্থ্য জানি বলিয়া আমি আপনাকে এরূপ (লইয়া যাইবার) কথা বলিতেছিলাম। গুরু শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি স্নেহ ও আপনার প্রতি ভক্তিপ্রবণ হইয়া অন্তই আপনাকে রঘুবংশের আনন্দদায়ক রামের সহিত সম্মিলিত করিবার অভিলাষে এরূপ কথা বলিয়াছিলাম, নচেৎ এরূপ কথা কখনও বলিতাম না। হে অনিন্দিতে! যদি আপনি আমার সহিত যাইতে উৎসাহিতা না হন, তবে যাহাতে রামচন্দ্র (এস্থানে আগমন ও আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎকার) জানিতে পারেন—এইরূপ অভিজ্ঞান (স্বকীয় চিহ্নাদি) আমাকে প্রদান করুন।৮-১০

হনুমান্ কর্তৃক এই প্রকার (অভিজ্ঞানবিষয়ে) কথিতা হইয়া দেবকন্যাসদৃশী সীতা বাষ্পগদ্গদাক্ষরে ধীরে ধীরে বাক্য বলিতে লাগিলেন। মন্দাকিনী নদীর অদূরে প্রচুর ফলমূল ও জল পরিপূর্ণ চিত্রকূটপর্বতের ঈশানদিকের (প্রত্যন্তপর্বত) পাদদেশে সিদ্ধাশ্রমে এই তাপসাশ্রমবাসিনীর (আমার) যাহা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, আমার প্রিয়তমকে তুমি সেই শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান বলিবে।১১-১৩

নানাবিধ পুষ্পসৌরভে সুরভিত সেই (পার্বত্য) উপবনসমূহে বিহার পূর্বক সলিলার্দ্র হইয়া তুমি আমার ক্রোড়ে উপবেশন করিয়াছিলে; তখন কোন মাংসাভিলাষী কাক আমার স্তনমধ্যে চঞ্চুপুট দ্বারা আঘাত করিয়াছিল, সেই কাককে আমি লোষ্ট্র (ঢিল) নিক্ষেপ পূর্বক বারণ করিয়াছিলাম; কিন্তু সেই বলিভোজী কাক পুনঃ পুনঃ নিবারিত হইয়াও মাংসভক্ষণার্থীর ন্যায় সেই (মাংসবিদারণ) স্থানে মাংস ভক্ষণ হইতে বিরত হইল না—সেই স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিল না। তখন আমি পক্ষীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বস্ত্রগ্রন্থি দৃঢ় করিবার জন্য কাঞ্চীদাম আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় আমার বসন স্খলিত হইল; তোমার দৃষ্টি গোচর হইলে তোমা কর্তৃক উপহসিতা হইলাম, তখন ক্রুদ্ধা, লজ্জিতা ও ভক্ষ্যালোলুপ কাক কর্তৃক বিদারিতা হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম। সেই সময় উপবিষ্ট তোমার ক্রোড়ে আমি শ্রান্তা হইয়া উপবেশন করিলাম। তুমি প্রহৃষ্ট হইয়া ক্রুদ্ধের ন্যায় আমাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলে; তখন নয়নজলধারায় অভিষিক্তবদনা হইয়া আমি আমার নয়নদ্বয় মার্জন করিতে করিতে বলিয়াছিলাম—হে নাথ! কাক যে আমাকে অত্যন্ত কোপযুক্তা করিয়াছে, তাহা তুমি লক্ষ্য করিয়াছ।১৪-২০

বায়সঃ সহসাগম্য বিদদার স্তনান্তরে ॥২২
পুনঃ পুনরথোৎপত্য বিদদার স মাং ভৃশম্।
ততঃ সমুত্থিতো রামো মুক্তৈঃ শোণিতবিন্দুভিঃ* ॥২৩
স মাং দৃষ্ট্বা মহাবাহুর্বিতুন্নাং স্তনয়োস্তদা।
আশীবিষ ইব ক্রুদ্ধঃ শ্বসন্ বাক্যমভাষত ॥২৪
কেন তে নাগনাসোরু বিক্ষতং বৈ স্তনান্তরম্।
কঃ ক্রীড়তি সরোষেণ পঞ্চবক্ত্রেণ ভোগিনা ॥২৫
বীক্ষমাণস্ততস্তং বৈ বায়সং সমবৈক্ষত।
নখৈঃ সরুধিরৈস্তীক্ষ্ণৈর্মামেবাভিমুখং স্থিতম্ ॥২৬
পুত্রঃ কিল স শক্রস্য বায়সঃ পততাং বরঃ।
ধরান্তরং গতঃ শীঘ্রং পবনস্য গতৌ সমঃ ॥২৭
ততস্তস্মিন্ মহাবাহুঃ কোপসংবর্ত্তিতেক্ষণঃ।
বায়সে কৃতবান্ ক্রূরাং মতিং মতিমতাং বরঃ ॥২৮

স দর্ভসংস্তরাদ্ গৃহ্য ব্রহ্মণোঽস্ত্রেণ যোজয়ৎ।
স দীপ্ত ইব কালাগ্নির্জ্জ্বালাভিমুখো দ্বিজম্ ॥২৯
স তং প্রদীপ্তং চিক্ষেপ দর্ভং তং বায়সং প্রতি।
ততস্তু বায়সং দর্ভঃ সোঽম্বরেঽনুজগাম হ ॥৩০
অনুসৃষ্টস্তদা কাকো জগাম বিবিধাং গতিম্।
ত্রাণকাম ইমং লোকং সর্ব্বং বৈ বিচচার হ ॥৩১
স পিত্রা চ পরিত্যক্তঃ সর্বৈশ্চ পরমর্ষিভিঃ।
ত্রীংল্লোকান্ সম্পরিক্রম্য তমেব শরণং গতঃ ॥৩২
ন তং নিপতিতং ভূমৌ শরণ্যঃ শরণাগতম্।
বধার্হমপি কাকুৎস্থঃ কৃপয়া পর্য্যপালয়ৎ ॥৩৩
পরিদ্যূনং বিবর্ণঞ্চ পতমানং তমব্রবীৎ।
মোঘমস্ত্রং ন শক্যং তু ব্রাহ্মং কর্ত্তুং তদুচ্যতাম্ ॥৩৪

হে রাঘব! পরিশ্রমবশতঃ আমি তোমার ক্রোড়ে অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম, ভরতাগ্রজও পর্য্যায়ক্রমে আমার ক্রোড়ে প্রসুপ্ত হইয়াছিলেন। ইত্যবসরে সেই কাক পুনরায় তথায় সমুপস্থিত হইল। অনন্তর নিদ্রাভঙ্গের পর আমি রামের ক্রোড় হইতে সমুত্থিতা হইলে হঠাৎ সেই কাক আসিয়া স্তনমধ্যস্থিত বক্ষদেশ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। সে বার বার উড়িয়া আসিয়া আমাকে অত্যন্ত ক্ষত বিক্ষত করিল। রক্তবিন্দু তাঁহার শরীরে বিমুক্ত হইলে (সুখসুপ্ত) তিনি জাগিয়া উঠিলেন। সেই মহাবাহু রাম স্তনযুগলের মধ্যে ক্ষতবিক্ষত দেখিয়া ক্রোধে বিষধর সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন।২১-২৪

হে করিকরভোরু! (হস্তীর শুণ্ডের ন্যায় উরুযুক্তে!) কে তোমায় স্তনাভ্যন্তর বিক্ষত করিল? কে ক্রুদ্ধ পঞ্চমুখ আশীবিষের সহিত ক্রীড়া করিতেছে? ২৫

ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ পূর্বক আমার অভিমুখে অবস্থিত রক্তের সহিত তীক্ষ্ণ নখরবিশিষ্ট কাককে দেখিতে পাইলেন। কাকরূপধারী সেই বিহগশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত তখন বায়ুবেগে সত্বর ভূবিবরমধ্যে প্রবেশ করিল।২৬-২৭

মহাজ্ঞানী মহাবাহু রাম ক্রোধে নয়নযুগল ঘূর্ণন পূর্বক সেই কাকের উপর ক্রূরবুদ্ধিসম্পন্ন হইলেন।২৮

তিনি দর্ভ (কুশ) মুষ্টি হইতে একটী দর্ভ লইয়া (মন্ত্রপূত করিয়া) ব্রহ্মাস্ত্রে যোজনা করিলেন। তাহা প্রদীপ্ত কালাগ্নির ন্যায় পক্ষীর অভিমুখে প্রজ্বলিত হইল।২৯

তিনি সেই প্রজ্বলিত দর্ভটী সেই কাকের অভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন, সেই দর্ভটী গগনপথে কাকের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।৩০

বাণ কর্ত্তৃক পশ্চাৎ প্রধাবিত কাক বিচিত্র গতিতে চলিতে লাগিল। পরিত্রাণলাভের আশায় (ভূলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত) সমুহ লোক বিচরণ করিতে লাগিল। (কপটরূপধারী) সেই কাক (রক্ষালাভের আশায় সমাশ্রিত) নিজ পিতা এবং মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া (আশ্রয় না পাইয়া) (স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালরূপ) লোকত্রয় পর্য্যটন করত সেই (সর্বলোকাশ্রয়) রামের শরণাগত হইল।৩১-৩২

শরণাগতপালক কাকুৎস্থ (রাম) কৃপা পূর্বক সেই বধযোগ্য, ভূমিতে নিপতিত ও শরণাগত কাকের প্রাণরক্ষা করিলেন।৩৩

* কোন কোন গ্রন্থে ২৩নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়,—

বায়সেন ততস্তেন বলবৎ ক্লিশ্যমানয়া।
স ময়া বোধিতঃ শ্রীমান্ সুখসুপ্তঃ পরন্তপঃ॥

ততস্তস্যাক্ষি কাকস্য হিনস্তি স্ম স দক্ষিণম্ ।
দত্ত্বা তু দক্ষিণং নেত্রং প্রাণেভ্যঃ পরিরক্ষিতঃ ॥৩৫
স রামায় নমস্কৃত্বা রাজ্ঞে দশরথায় চ ।
বিসৃষ্টস্তেন বীরেণ প্রতিপেদে স্বমালয়ম্ ॥৩৬
মৎকৃতে কাকমাত্রেঽপি ব্রহ্মাস্ত্রং সমুদীরিতম্ ।
কস্মাদ্ যো মাহরত্ত্বত্তঃ ক্ষমসে তং মহীপতে ॥৩৭
স কুরুষ্ব মহোৎসাহাং কৃপাং ময়ি নরর্ষভ ।
ত্বয়া নাথবতী নাথ হ্যনাথা ইব দৃশ্যতে ॥৩৮
আনৃশংস্যং পরো ধর্ম্মস্ত্বত্ত এব ময়া শ্রুতম্ ।
জানামি ত্বাং মহাবীর্য্যং মহোৎসাহং মহাবলম্ ॥৩৯
অপারবারমক্ষোভ্যং গাম্ভীর্য্যাৎ সাগরোপমম্ ।
ভর্ত্তারং সসমুদ্রায়া ধরণ্যা বাসবোপমম্ ॥৪০
এবমস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠো বলবান্ সত্ত্ববানপি ।
কিমর্থমস্ত্রং রক্ষঃসু ন যোজয়সি রাঘব ॥৪১

ন নাগা নাপি গন্ধর্বা ন সুরা ন মরুদ্গণাঃ ।
রামস্য সমরে বেগং শক্তাঃ প্রতিসমীহিতুম্ ॥৪২
তস্য বীর্য্যবতঃ কচ্চিদ্ যদ্যস্তি ময়ি সম্ভ্রমঃ ।
কিমর্থং ন শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ ক্ষয়ং নয়তি রাক্ষসান্ ॥৪৩
ভ্রাতুরাদেশমাদায় লক্ষ্মণো বা পরন্তপঃ ।
কস্য হেতোর্ন মাং বীরঃ পরিত্রাতি মহাবলঃ ॥৪৪
যদি তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ বায়্বিন্দ্রসমতেজসৌ ।
সুরাণামপি দুর্দ্ধর্ষৌ কিমর্থং মামুপেক্ষতঃ ॥৪৫
মমৈব দুষ্কৃতং কিঞ্চিন্মহদস্তি ন সংশয়ঃ ।
সমর্থাবপি তৌ যন্মাং নাবেক্ষেতে পরন্তপৌ ॥৪৬
বৈদেহ্যা বচনং শ্রুত্বা করুণং সাশ্রু ভাষিতম্ ।
অথাব্রবীন্মহাতেজা হনুমান্ হরিযূথপঃ ॥৪৭
ত্বচ্ছোকবিমুখো রামো দেবি সত্যেন তে শপে ।
রামে দুঃখাভিপন্নে তু লক্ষ্মণঃ পরিতপ্যতে ॥৪৮

(জগতে ত্রাণকর্ত্তা না পাইয়া রামেরই শরণাপন্ন হইয়াছিল।) ক্ষীণশক্তি, বিবর্ণ ও পতমান সেই কাক-রূপধারী জয়ন্তকে রাম বলিলেন,—এই ব্রহ্মাস্ত্রকে ব্যর্থ করিবার শক্তি আমার নাই, এখন কি করিব বল? অতঃপর সেই বাণ ঐ কাকের দক্ষিণ চক্ষু বিনাশ করিল; সেও দক্ষিণ নেত্র দিয়া প্রাণরক্ষা করিল। তারপর কাক রামকে ও রাজা দশরথকে প্রণাম করিয়া এবং তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া স্বীয় ভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইল।৩৪-৩৬

হে মহীপতে! তুমি আমার জন্য সামান্য কাকের উপর ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলে, কিন্তু তোমার নিকট হইতে যে আমাকে অপহরণ করিল, তাহাকে কেন ক্ষমা করিতেছ? হে নরোত্তম! বিপুল-সমুৎসাহে আমার প্রতি কৃপা কর। হে নাথ! যে তোমার দ্বারা নাথবতী, সে আজ অনাথার ন্যায় পরিদৃষ্ট হইতেছে।৩৭-৩৮

তোমার নিকটই আমি দয়া পরমধর্ম—ইহা শুনিয়াছি। মহাবীর্য্যসম্পন্ন, পারাপাররহিত স্বীয় তেজে পরিপূর্ণ (কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন), মহান্ উৎসাহশালী প্রবল পরাক্রান্ত, অধৃষ্য, গাম্ভীর্য্যে সাগরের তুল্য, সসমুদ্রা ধরণীর অধিপতি ইন্দ্রতুল্য আপনাকে আমি জানি।৩৯-৪০

হে রাঘব! এতাদৃশ বলশালী বুদ্ধিমান্ অস্ত্রবেত্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনি কি কারণে রাক্ষসগণের প্রতি অস্ত্রযোজনা করিতেছেন না? ৪১

কি নাগ, কি গন্ধর্ব, কি অসুর, কি দেবগণ কেহই রামের প্রতিকূলে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার বেগ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ নহে।৪২

সেই বীর্য্যবান্ রাঘবের যদি আমার প্রতি সমাদর থাকে, তবে কি কারণে তিনি তীক্ষ্ণ শরজালে রাক্ষসকুল ধ্বংস করিতেছেন না? ৪৩

পরন্তপ মহাবলী বীর লক্ষ্মণই কেন ভ্রাতার আদেশ গ্রহণপূর্বক আমাকে পরিত্রাণ করিতেছেন না? ৪৪

পবন ও দেবেন্দ্রসদৃশ তেজস্বী পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম এবং লক্ষ্মণ যদি দেবগণেরও অজেয় হইয়া থাকেন, তবে কি কারণে আমার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন? ৪৫

যেহেতু শত্রুসন্তাপক রাম ও লক্ষ্মণ সমর্থ হইয়াও

কথঞ্চিদ্ভবতী দৃষ্টা ন কালঃ পরিশোচিতুম্।
ইমং মুহূর্ত্তং দুঃখানামন্তং দ্রক্ষ্যসি শোভনে ॥৪৯
তাবুভৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ রাজপুত্রৌ মহাবলৌ।
ত্বদ্দর্শনকৃতোৎসাহৌ লোকান্ ভস্মীকরিষ্যতঃ ॥৫০
হত্বা চ সমরক্রূরং রাবণং সহবান্ধবম্।
রাঘবস্ত্বাং বিশালাক্ষি স্বাং পুরীং প্রতি নেষ্যতি ॥৫১
ব্রূহি যদ্ রাঘবো বাচ্যো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
সুগ্রীবো বাপি তেজস্বী হরয়ো বা সমাগতাঃ ॥৫২
ইত্যুক্তবতি তস্মিংশ্চ সীতা পুনরথাব্রবীৎ।
[উবাচ শোকসন্তপ্তা হনুমন্তং প্লবঙ্গমম্।]
কৌশল্যা লোকভর্ত্তারং সুষুবে যং মনস্বিনী ॥৫৩
তং মমার্থে সুখং পৃচ্ছ শিরসা চাভিবাদয়।
স্রজশ্চ সর্ব্বরত্নানি প্রিয়া যাশ্চ বরাঙ্গনাঃ ॥৫৪
ঐশ্বর্য্যঞ্চ বিশালায়াং পৃথিব্যামপি দুর্লভম্।
পিতরং মাতরং চৈব সম্মান্যাভিপ্রসাদ্য চ ॥৫৫
অনুপ্রব্রজিতো রামং সুমিত্রা যেন সুপ্রজাঃ।
আনুকূল্যেন ধর্ম্মাত্মা ত্যক্ত্বা সুখমনুত্তমম্ ॥৫৬
অনুগচ্ছতি কাকুৎস্থং ভ্রাতরং পালয়ন্ বনে।
সিংহস্কন্ধো মহাবাহুর্মনস্বী প্রিয়দর্শনঃ ॥৫৭
পিতৃবদ্ বর্ত্ততে রামে মাতৃবন্মাং সমাচরৎ।
হ্রিয়মাণাং তদা বীরো ন তু মাং বেদ লক্ষ্মণঃ ॥৫৮
বৃদ্ধোপসেবী লক্ষ্মীবাঞ্ শক্তো ন বহুভাষিতা।
রাজপুত্রঃ প্রিয়শ্রেষ্ঠঃ সদৃশঃ শ্বশুরস্য মে ॥৫৯

আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন না, তাহাতে আমার কোন মহাপাপ আছে সন্দেহ নাই।৪৬

রোদনের সহিত বৈদেহীর সেই করুণ উক্তি শ্রবণ করিয়া হরিযূথপতি মহাতেজা হনুমান্ বলিলেন।৪৭

হে দেবি! আমি সত্যদ্বারা আপনার নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি যে, রাম আপনার (বিয়োগজন্য) শোকে কর্তব্যাকর্তব্যনির্ণয় বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। রাম শোকে সন্তপ্ত হওয়ায় লক্ষ্মণও বিলাপ করিতেছেন।৪৮

বহু কষ্টসাধনের পর যখন আপনি দৃষ্টা হইয়াছেন, তখন আর অনুশোচনার অবসর নাই। হে শোভনে! অবিলম্বেই আপনার দুঃখের শেষ দেখিতে পাইবেন।৪৯

সেই পুরুষব্যাঘ্র মহাবল রাজপুত্রদ্বয় আপনার দর্শনের জন্য উৎসাহসম্পন্ন হইয়া রাক্ষসলোক ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবেন।৫০

হে বিশালাক্ষি! রাঘব বান্ধবের সহিত ক্রূর রাবণকে সংগ্রামে নিহত করিয়া নিজগৃহে আপনাকে ফিরাইয়া আনিবেন।৫১

মহাবল রাম, লক্ষ্মণ, তেজস্বী সুগ্রীব ও সমাগত বানরগণকে যাহা বলিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন।৫২

হনুমান্ এই কথা বলিলে সীতা পুনরায় বলিলেন,—

(শোকসন্তপ্তা হইয়া প্লবঙ্গম হনুমান্‌কে বলিলেন) মনস্বিনী কৌশল্যা যে লোকনাথকে প্রসব করিয়াছেন, তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া তাঁহাকে (রামচন্দ্রকে) কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে এবং অবনত-মস্তকে অভিবাদন জানাইবে। মাল্য, রত্নসমুদয়, প্রীতি-বিষয়ীভূতা বরাঙ্গনা ও এই বিশাল পৃথিবীতলের দুর্ল্লভ ঐশ্বর্য্য এবং সুখ বিসর্জন দিয়া, পিতা ও মাতাকে সম্মান-প্রদর্শন পূর্বক প্রসন্ন রাখিয়া এবং অনুকূল আচরণে যিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা কাকুৎস্থ শ্রীরামচন্দ্রকে রক্ষণ করিতে করিতে অনুগমন করিতেছে, যাহার দ্বারা সুমিত্রা সুপুত্রবতী; সিংহস্কন্ধ, মহাবাহু, মনস্বী যে প্রিয়দর্শন রামের প্রতি পিতার ন্যায় ও আমার প্রতি মাতার ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে; সেই লক্ষ্মণ তৎকালে আমার অপহরণ বৃত্ত জানিতে পারে নাই। বৃদ্ধোপসেবী লক্ষ্মীবান্ সমর্থ হইলেও যে বহুভাষী নহে, রাজপুত্র রামচন্দ্রের প্রিয়জনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমার শ্বশুরের তুল্য গুণশালী যে ভ্রাতা লক্ষ্মণ আমা অপেক্ষা রামের নিয়ত প্রিয়তর, যে বীর্য্যবান্ কার্য্যভারে গ্রহণে নিযুক্ত হইলে তাহা বহন এবং সুসম্পাদন করিয়া থাকে; রামচন্দ্র যাহাকে দেখিয়া পিতৃব্যবহার বিস্মৃত হইয়াছেন, তুমি আমার উদ্ধারের জন্য

মত্তঃ প্রিয়তরো নিত্যং ভ্রাতা রামস্য লক্ষ্মণঃ।
নিযুক্তো ধুরি যস্যাং তু তামুদ্বহতি বীর্য্যবান্ ॥৬০
যং দৃষ্ট্বা রাঘবো নৈব বৃত্তমার্য্যমনুস্মরেৎ।
স মমার্থায় কুশলং বক্তব্যো বচনান্মম ॥৬১
মৃদুর্নিত্যং শুচির্দক্ষঃ প্রিয়ো রামস্য লক্ষ্মণঃ।
যথা হি বানরশ্রেষ্ঠ দুঃখক্ষয়করো ভবেৎ ॥৬২
ত্বমস্মিন্ কার্য্যনির্বাহে প্রমাণং হরিযূথপ।
রাঘবস্ত্বৎসমারম্ভান্ ময়ি যত্নপরো ভবেৎ ॥৬৩
ইদং ব্রূয়াশ্চ মে নাথং শূরং রামং পুনঃ পুনঃ।
জীবিতং ধারয়িষ্যামি মাসং দশরথাত্মজ ॥৬৪
ঊর্দ্ধং মাসান্ন জীবেয়ং সত্যেনাহং ব্রবীমি তে
রাবণেনোপরুদ্ধাং মাং নিকৃত্যা পাপকর্ম্মণা ॥
ত্রাতুমর্হসি বীর ত্বং পাতালাদিব কৌশিকীম্ ॥৬৫

ততো বস্ত্রগতং মুক্ত্বা দিব্যং চূড়ামণিং শুভম্।
প্রদেয়ো রাঘবায়েতি সীতা হনুমতে দদৌ ॥৬৬

প্রতিগৃহ্য ততো বীরো মণিরত্নমনুত্তমম্।
অঙ্গুল্যা যোজয়ামাস নহ্যস্য প্রাভবদ্ভুজঃ ॥৬৭

মণিরত্নং কপিবরঃ প্রতিগৃহ্যাভিবাদ্য চ।
সীতাং প্রদক্ষিণং কৃত্বা প্রণতঃ পার্শ্বতঃ স্থিতঃ ॥৬৮

আমার বচনানুসারে তাহাকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে।৫৩-৬১

হে বানরশ্রেষ্ঠ! শান্তস্বভাব, নিত্যপবিত্রচরিত্র সুনিপুণ ও রামচন্দ্রের প্রিয় লক্ষ্মণ যেন আমার এই দুঃখক্ষয়কারক হয়।৬২

হে কপিসঙ্ঘপতে! এই উদ্ধারকার্য্যসম্পাদনে তুমিই প্রমাণ; রামচন্দ্র তোমার কার্য্যসমারম্ভের কুশলতা দেখিয়া তিনিও আমার উদ্ধারে যত্নপরায়ণ হইবেন।৬৩

আমার বীর স্বামী রামকে তুমি পুনঃপুনঃ এইসমস্ত কথা বলিবে,—হে দাশরথি! একমাসমাত্র আমি জীবনধারণ করিব; আমি সত্য করিয়া তোমাকে বলিতেছি, একমাসের পরে আমি আর বাঁচিয়া থাকিবনা* অতএব হে বীর! পাতাললোক হইতে কৌশিকীর সমুদ্ধরণের ন্যায় (১) পাপিষ্ঠ রাবণের নিয়োগে রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক নিগ্রহ দ্বারা অবরুদ্ধা আমাকে তুমি এই লঙ্কাপুরী হইতে পরিত্রাণ কর।৬৪-৬৫

অতঃপর সীতা অতি মঙ্গলময় অতিমনোহর চূড়ামণি (শিরোরত্ন) বস্ত্রমধ্য হইতে বাহির করত 'ইহা রঘুপতিকে প্রদান করিও' বলিয়া হনুমান্‌কে দিলেন।৬৬

বীর হনুমান্ সেই অনুত্তম (শ্রেষ্ঠ) মণি গ্রহণ পূর্ব্বক (সেই মণির আধারস্বরূপ স্বর্ণপুষ্পের ছিদ্র মধ্যে) তাহা অঙ্গুলীতে ধারণ করিলেন। সে সময় তাঁহার বাহুসূক্ষ্ম থাকিলেও বাহুতে ধারণ করা গেল না।৬৭

কপিবর হনুমান্ সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মণি গ্রহণ পূর্ব্বক

* রাবণনির্দ্দিষ্ট সংবৎসরের অবশিষ্ট দুইমাস অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে, যেহেতু দুইমাসের পর সেই অনার্য্য রাবণ আসিয়া আমার প্রতি অনার্য ব্যবহার করিবে। অতএব তাহার পূর্ব্বেই আমার মরণ শ্রেয়স্কর।

(১) পুরাকালে ইন্দ্র ব্রাহ্মণ বৃত্রাসুরকে বধ করিলে এবং সেই ব্রহ্মহত্যা পাপে ইন্দ্র অভিভূত হইলে ইন্দ্রের শ্রী, লক্ষ্মী (কৌশিক ইন্দ্র, তাঁহার রমণী কৌশিকী) পাতাললোকে প্রবেশ করেন। তখন দেবগণের প্রার্থনায় ভগবান্ নারায়ণ বৈষ্ণবাশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ইন্দ্রকে পাপমুক্ত করিয়া ত্রৈলোক্যরাজ্যে অভিষিক্ত করেন এবং পুরাতনী ইন্দ্রলক্ষ্মীকে আহ্বান করেন। অশরীরী বাণী বলেন—ইন্দ্রলক্ষ্মী গবাক্ষতীর্থে বাস করিতেছেন, তাঁহারা সেস্থানে উপস্থিত হইলে ইন্দ্রপত্নী পাতালে প্রবেশ করেন। দেবগণ তথায় প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইলে পুনরায় অশরীরী বাণী প্রযুক্ত হইয়া তাঁহারা আবার সেই পুরুষোত্তমের নিকট প্রার্থনা করেন। তখন নারায়ণ পাতাললোকে প্রবেশ পূর্ব্বক তথা হইতে ইন্দ্রলক্ষ্মীকে উদ্ধার করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান করেন ইত্যাদি ব্রহ্মপুরাণে দেখা যায়। টীকাকারগণ বলেন,—কেহ কেহ বলেন—কৌশিকী কৌশিকগোত্রা পৃথিবী, নারায়ণ বরাহাবতারে পাতাল হইতে উদ্ধার করেন।

হর্ষেণ মহতা যুক্তঃ সীতাদর্শনজেন সঃ।
হৃদয়েন গতো রামং লক্ষ্মণঞ্চ সলক্ষণম্ ॥৬৯
মণিবরমুপগৃহ্য তং মহার্হং
জনকনৃপাত্মজয়া ধৃতং প্রভাবাৎ।

গিরিবরপবনাবধূতমুক্তঃ
সুখিতমনাঃ প্রতিসংক্রমং প্রপেদে ॥৭০
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

তাঁহাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং পার্শ্বদেশে অবস্থান করিলেন।৬৮

সীতার দর্শনলাভে নিরতিশয় হর্ষান্বিতহৃদয়ে তিনি শুভ লক্ষণসম্পন্ন রাম ও লক্ষ্মণ সমীপে মনে মনে গমন করিলেন অর্থাৎ স্মরণ করিলেন।৬৯

জনকরাজদুহিতা স্বীয় অলৌকিকপ্রভাবে যাহা সঙ্গোপনে ধারণ করিতেন, হনুমান্ সেই মহামূল্য মণিরত্ন পাইয়া উত্তম পর্বতোপরি বায়ুবিকম্পিত ব্যক্তি সে স্থান হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইলে যেরূপ সুখী হয়, সেইরূপ সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া লঙ্কার দুর্গ প্রাকারের অভিমুখে গমনের জন্য যত্নপরায়ণ হইলেন।৭০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[চূড়ামণিগ্রহণপূর্বকং প্রস্থানোদ্যতং হনুমন্তং স্বকুশলং বিজ্ঞাপ্য জানক্যা 'মদোদ্ধারায় রাম-লক্ষ্মণৌ উৎসাহিতৌ করিষ্যসি' ইতি নিবেদনম্, দুস্তরসমুদ্রলঙ্ঘনে রঘুবীরাণাং সামর্থমস্তি ন বেত্যাশঙ্কিতায়াঃ সীতায়াঃ সমীপে হনূমতঃ স্বীয়প্রভাবমুপবর্ণ্য 'নাস্তু, অহমেব তান্ পৃষ্ঠেন সংবাহ্যাত্র উপস্থিতো ভবিষ্যামি' ইত্যেবং সীতায়ৈ আশ্বাসদানঞ্চ।]

মণিং দত্ত্বা ততঃ সীতা হনুমন্তমথাব্রবীৎ।
অভিজ্ঞানমভিজ্ঞাতমেতদ্ রামস্য তত্ত্বতঃ ॥১
মণিং দৃষ্ট্বা তু রামো বৈ ত্রয়াণাং সংস্মরিষ্যতি।
বীরো জনন্যা মম চ রাজ্ঞো দশরথস্য চ ॥২

স ভূয়স্ত্বং সমুৎসাহচোদিতো হরিসত্তম।
অস্মিন্ কার্য্যসমুৎসাহে প্রচিন্তয় যদুত্তরম্ ॥৩
ত্বমস্মিন্ কার্য্যনির্য্যোগে প্রমাণং হরিসত্তম।
তস্য চিন্তয় যো যত্নো দুঃখক্ষয়করো ভবেৎ ॥৪

ঊনচত্বারিংশ সর্গ

[চূড়ামণি গ্রহণ পূর্বক প্রস্থানোদ্যত হনুমান্‌কে জানকী কর্তৃক স্বীয়কুশল জানাইয়া 'আমাকে উদ্ধার করার জন্য রামও লক্ষ্মণকে উৎসাহিত করিও' ইহা নিবেদন, দুস্তর সমুদ্রলঙ্ঘনে রঘুবীরেরা সমর্থ হইবেন কিনা সীতা আশঙ্কা করিলে হনুমান্ কর্তৃক স্বীয় প্রভাব বর্ণন পূর্বক 'না হয় আমিই আমার পৃষ্ঠে তাঁহাদিগকে লইয়া নিশ্চয় এ স্থানে উপস্থিত হইব' বলিয়া সীতাকে আশ্বাস প্রদান।]

অনন্তর সীতা মণিপ্রদান করিয়া হনুমান্‌কে বলিলেন,—আমার প্রদত্ত এই অভিজ্ঞান (চিহ্ন) রামের সর্বতোভাবে অভিজ্ঞাত।১

এই মণি দর্শন করিয়া বীর রাম আমাকে, আমার জননীকে ও রাজা দশরথকে—এই তিনজনকে স্মরণ করিবেন। যেহেতু বিবাহকালে দশরথের সমক্ষে আমার জননী এই মণি আমাকে প্রদান করিয়াছেলেন।২

হে হরিসত্তম! (মণিদর্শনজন্য রামের) এই উৎসাহসম্পাদ্য কার্য্যে তুমিই পুনরায় নিযুক্ত হইবে; সেই কার্য্যসম্পাদনে উৎসাহসম্পন্ন হইয়া উত্তর কর্তব্য যাহা সম্পাদন করিবে, তাহা বিশেষভাবে চিন্তা কর।৩

হনুমান্ যত্নমাস্থায় দুঃখক্ষয়করো ভব।
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় মারুতির্ভীমবিক্রমঃ ॥৫
শিরসাবন্দ্য বৈদেহীং গমনায়োপচক্রমে।
জ্ঞাত্বা সম্প্রস্থিতং দেবী বানরং পবনাত্মজম্ ॥৬
বাষ্পগদ্গদয়া বাচা মৈথিলী বাক্যমব্রবীৎ।
হনুমন্ কুশলং ব্রুয়াঃ সহিতৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৭
সুগ্রীবঞ্চ সহামাত্যং সর্ব্বান্ বৃদ্ধাংশ্চ বানরান্।
ব্রুয়াস্ত্বং বানরশ্রেষ্ঠ কুশলং ধর্ম্মসংহিতম্ ॥৮
যথা চ স মহাবাহুর্মাং তারয়তি রাঘবঃ।
অস্মাদ্ দুঃখাম্বুসংরোধাৎ ত্বং সমাধাতুমর্হসি ॥৯
জীবন্তীং মাং যথা রামঃ সম্ভাবয়তি কীর্ত্তিমান্।
তৎ ত্বয়া হনুমন্ বাচ্যং বাচা ধর্ম্মমবাপ্নুহি ॥১০
নিত্যমুৎসাহযুক্তস্য বাচঃ শ্রুত্বা ময়েরিতাঃ।
বর্ধিষ্যতে দাশরথেঃ পৌরুষং মদবাপ্তয়ে ॥১১

মৎসন্দেশযুতা বাচস্ত্বত্তঃ শ্রুত্বৈব রাঘবঃ।
পরাক্রমে মতিং বীরো বিধিবৎ সংবিধাস্যতি ॥১২
সীতায়াস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ ॥১৩
ক্ষিপ্রমেষ্যতি কাকুৎস্থো হর্য্যৃক্ষপ্রবরৈর্বৃতঃ।
যস্তে যুধি বিজিত্যারীন্ শোকং ব্যপনয়িষ্যতি ॥১৪
নহি পশ্যামি মর্ত্ত্যেষু নাসুরেষু সুরেষু বা।
যস্তস্য বমতো বাণান্ স্থাতুমুৎসহতেঽগ্রতঃ ॥১৫
অপ্যর্কমপি পর্জন্যমপি বৈবস্বতং যমম্।
স হি সোঢ়ুং রণে শক্তস্তব হেতোর্বিশেষতঃ ॥১৬
স হি সাগরপর্য্যন্তাং মহীং সাধিতুমর্হতি।
ত্বন্নিমিত্তো হি রামস্য জয়ো জনকনন্দিনি ॥১৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সম্যক্ সত্যং সুভাষিতম্।
জানকী বহু মেনে তং বচনং চেদমব্রবীৎ ॥১৮

হে হরিসত্তম! এই কার্য্যসম্পাদনে তুমিই প্রমাণ (সমর্থব্যবস্থাপক), যে প্রযত্ন রামের দুঃখক্ষয়কারী হইবে তদ্বিষয়ে চিন্তা কর।৪

হনুমন্! তুমি যত্নবান্ হইয়া রামচন্দ্রকে এবিষয়ে উদ্যুক্ত করিবে, তুমি রামের ও আমার দুঃখক্ষয় কারক হও। ভীমবিক্রম পবননন্দন হনুমান্ 'তাহাই করিব' এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অবনতমস্তকে বৈদেহীকে অভিবাদন পূর্ব্বক গমন করিতে উদ্যত হইলেন। দেবী মৈথিলী পবনপুত্র বানরকে প্রস্থানোদ্যত জানিয়া বাষ্পগদ্গদবাক্যে তাহাকে বলিলেন,—হে বানরশ্রেষ্ঠ হনুমন্! তুমি রাম ও লক্ষ্মণ উভয়কে একত্র আমার কুশল সংবাদ বলিবে। অমাত্যের সহিত সুগ্রীব এবং সমস্ত বৃদ্ধবানরকে আমার ধর্ম্মসংযুক্ত কুশল বলিবে। মহাবাহু রাঘব যে উপায়ে আমাকে এই দুঃখসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে আনুকুল্য সম্পাদন করিবে।৫-৯

হে হনুমন্! কীর্ত্তিমান্ রাম আমাকে যাহাতে জীবিতাবস্থায় আশ্বস্তা (বাঁচারমত বাঁচিয়া থাকার ন্যায়) করেন, তোমাকে সেইরূপ তাঁহার নিকট বলিতে হইবে; তাহাতে তুমি বাক্যকৃত সাহায্যেও ধর্ম্মলাভ করিবে।১০

মদুক্ত বাক্যসকল শ্রবণ করিলে আমাকে প্রাপ্তির জন্য নিত্য উৎসাহযুক্ত দশরথনন্দনের পৌরুষ সংবর্ধিত হইবে।১১

বীর রঘুবর তোমার নিকট হইতে আমার কথিত সংবাদযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিলেই পরাক্রমপ্রকাশে যথাবিধি উপায় নির্ধারণ করিবেন।১২

পবনতনয় হনুমান্ সীতার বাক্য শ্রবণ করত মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া প্রত্যুত্তর বাক্য বলিতে লাগিলেন।১৩

যিনি সংগ্রামে শত্রুসমূহকে জয় করিয়া আপনার শোক অপনোদন করিবেন, সেই কাকুৎস্থ প্রধান প্রধান বানর ও ভল্লুকগণে পরিবৃত হইয়া অতি ক্ষিপ্রই এস্থানে আগমন করিবেন।১৪

আমি মর্ত্ত্যবাসী অসুর বা দেবগণের মধ্যে এমন কাহাকে দেখিতে পাইতেছিনা, যে বাণবর্ষণকারী সেই রাঘবের সমক্ষে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়।১৫

এমনকি তিনি বিশেষতঃ আপনার জন্য সংগ্রামে

ততস্তং প্রস্থিতং সীতা বীক্ষমণা পুনঃপুনঃ।
ভর্ত্তৃস্নেহান্বিতং বাক্যং সৌহার্দাদনুমানয়ৎ ॥১৯
যদি বা মন্যসে বীর বসৈকাহমরিন্দম।
কস্মিংশ্চিৎ সংবৃতে দেশে বিশ্রান্তঃ শ্বো গমিষ্যসি ॥২০
মম চৈবাল্পভাগ্যায়াঃ সান্নিধ্যাৎ তব বানর।
অস্য শোকস্য মহতো মুহূর্ত্তং মোক্ষণং ভবেৎ ॥২১
ততো হি হরিশার্দ্দূল পুনরাগমনায় তু।
প্রাণানামপি সন্দেহো মম স্যান্নাত্র সংশয়ঃ ॥২২
তবাদর্শনজঃ শোকো ভূয়ো মাং পরিতাপয়েৎ।
দুঃখাদ্দুঃখপরামৃষ্টাং দীপয়ন্নিব বানর ॥২৩
অয়ঞ্চ বীর সন্দেহস্তিষ্ঠতীব মমাগ্রতঃ।
সুমহাংস্ত্বৎসহায়েষু হর্য্যৃক্ষেষু হরীশ্বর ॥২৪
কথং নু খলু দুষ্পারং তরিষ্যতি মহোদধিম্
তানি হর্য্যৃক্ষসৈন্যানি তৌ বা নরবরাত্মজৌ ॥২৫
ত্রয়াণামেব ভূতানাং সাগরস্যেহ লঙ্ঘনে।
শক্তিঃ স্যাদ্ বৈনতেয়স্য তব বা মারুতস্য বা ॥২৬
তদস্মিন্ কার্য্যনির্যোগে বীরৈবং দুরতিক্রমে।
কিং পশ্যসে সমাধানং ত্বং হি কার্য্যবিদাংবরঃ ॥২৭
কামমস্য ত্বমেবৈকঃ কার্য্যস্য পরিসাধনে।
পর্য্যাপ্তঃ পরবীরঘ্ন যশস্যস্তে ফলোদয়ঃ ॥২৮
বলৈঃ সমগ্রৈর্যুধি মাং রাবণং জিত্য সংযুগে।
বিজয়ী স্বপুরং যাযাৎ তত্তস্য সদৃশং ভবেৎ ॥২৯
বলৈস্তু সঙ্কুলাং কৃত্বা লঙ্কাং পরবলার্দনঃ।
মাং নয়েদ্ যদি কাকুৎস্থস্তত্তস্য সদৃশং ভবেৎ ॥৩০

কি সূর্য্য, কি ইন্দ্র, অথবা সূর্য্যনন্দন যম সকলেরই তেজ সহ্য করিতে সমর্থ।১৬

হে জনকনন্দিনি! তিনি সাগরপর্য্যন্ত পৃথিবী জয়ে সমুদ্যত এবং আপনার প্রাপ্তির নিমিত্তই রামচন্দ্রের এই পৃথিবী জয় প্রয়োজন।১৭

তাঁহার (হনুমানের) এই শ্রবণমনোরম বাক্য সম্যক্ শ্রবণ পূর্বক জানকী প্রীতিলাভ করিলেন। অনন্তর সীতা প্রস্থানোদ্যত হনুমানকে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে স্বামিস্নেহসমন্বিত এবং হনুমৎকথিত বাক্যের প্রশংসা করিলেন ও বলিলেন।১৮-১৯

হে শত্রুদমন বীর! যদি তুমি আমার কথা অনুমোদন কর, তাহা হইলে কোন নির্জনস্থানে তুমি একদিন বিশ্রাম করিয়া আগামীকল্য গমন করিও।২০

হে বানর! আমার ভাগ্য খারাপ, তোমার সান্নিধ্যে থাকিলে মুহূর্তকালের জন্য অন্ততঃ এই মহাশোকের হাত হইতে মুক্ত হইয়া থাকিতে পারিব।২১

হে বানরশ্রেষ্ঠ! একদিন এখানে থাকিয়া গেলেও তোমার পুনরাগমনে সন্দেহ আছে, কিন্তু না আসিলে তাহাতে আমার প্রাণও সংশয়াপন্ন হইবে,—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।২২

হে বানর! তোমার অদর্শনজাত শোক এই অনুভূয়মান দুঃখ অপেক্ষা আরও সমধিক দুঃখিতা করিয়া পুনঃ পুনঃ আমাকে উদ্দীপিতা করিতে করিতে সন্তপ্তা করিয়া তুলিবে।২৩

হে বীর! আমার সমক্ষে অতিসুমহান্ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, (সাক্ষাৎ কার্য্যসাধক) তোমার সহায়ক বানর ও ভল্লুকগণের সম্মেলনে হরীশ্বর সুগ্রীব, বানর ও ভল্লুকসৈন্যগণ এবং সেই রাজতনয়দ্বয় রাম ও লক্ষ্মণ কি উপায়ে এই দুষ্পার সমুদ্র পার হইবেন ?২৪-২৫

যেহেতু বিনতাতনয় গরুড়, বায়ু ও তুমি ইহলোকে বিদ্যমান এই তিনজনেরই এই সাগর পার হইবার শক্তি আছে।২৬

অতএব হে বীর! এই দুরতিক্রম কার্য্যসম্পাদনে তুমি কি সমাধান নিরীক্ষণ বিবেচনা করিতেছ? কার্য্যকুশলগণের মধ্যে তুমিই ত শ্রেষ্ঠ।২৭

অথবা হে শত্রুবীরঘাতন! তুমি এককই এইসব রাক্ষস বধপূর্বক আমাকে রামের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া রূপ কার্য্য পরিসাধনে পর্য্যাপ্ত, অপরের কি প্রয়োজন? তাহাতে তোমারই যশস্কর বিজয়রূপ ফল লাভ হইবে (রামের নহে)।২৮

তবে যদি সমগ্র সৈন্যের সহিত (লঙ্কায় আসিয়া) যুদ্ধে রাবণকে পরাজিত করিয়া বিজয়ী রাম আমাকে

তদ্ যথা তস্য বিক্রান্তমনুরূপং মহাত্মনঃ।
ভবেদাহবশূরস্য তথা ত্বমুপপাদয় ॥৩১
তদর্থোপহিতং বাক্যং প্রশ্রিতং হেতুসংহিতম্।
নিশম্য হনূমাঞ্ছ্রেষ্ঠং বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ ॥৩২
দেবি হর্য্যৃক্ষসৈন্যানামীশ্বরঃ প্লবতাং বরঃ।
সুগ্রীবঃ সত্যসম্পন্নস্তবার্থে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৩৩
স বানরসহস্রাণাং কোটিভিরভিসংবৃতঃ।
ক্ষিপ্রমেষ্যতি বৈদেহি রাক্ষসানাং নিবর্হণঃ ॥৩৪
তস্য বিক্রমসম্পন্নাঃ সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ।
মনঃসঙ্কল্পসম্পাতা নিদেশে হরয়ঃ স্থিতাঃ ॥৩৫
যেষাং নোপরি নাধস্তান্ন তির্য্যক্ সজ্জতে গতিঃ।
ন চ কর্ম্মসু সীদন্তি মহৎস্বমিততেজসঃ ॥৩৬
অসকৃত্তৈর্মহোৎসাহৈঃ সসাগরধরাধরা।
প্রদক্ষিণীকৃতা ভূমির্বায়ুমার্গানুসারিভিঃ ॥৩৭
মদ্বিশিষ্টাশ্চ তুল্যাশ্চ সন্তি তত্র বনৌকসঃ।
মত্তঃ প্রত্যবরঃ কশ্চিন্নাস্তি সুগ্রীবসন্নিধৌ ॥৩৮
অহং তাবদিহ প্রাপ্তঃ কিং পুনস্তে মহাবলাঃ।
নহি প্রকৃষ্টাঃ প্রেষ্যন্তে প্রেষ্যন্তে হীতরে জনাঃ ॥৩৯
তদলং পরিতাপেন দেবি শোকো ব্যপৈতু তে।
একোৎপাতেন তে লঙ্কামেষ্যন্তি হরিযূথপাঃ ॥৪০
মম পৃষ্ঠগতৌ তৌ চ চন্দ্রসূর্য্যাবিবোদিতৌ।
ত্বৎসকাশং মহাসত্ত্বৌ নৃসিংহাবাগমিষ্যতঃ ॥৪১
তৌ হি বীরৌ নরবরৌ সহিতৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
আগম্য নগরীং লঙ্কাং সায়কৈর্বিধমিষ্যতঃ ॥৪২
সগণং রাবণং হত্বা রাঘবো রঘুনন্দনঃ।
ত্বামাদায় বরারোহে স্বপুরীং প্রতি যাস্যতি ॥৪৩
তদাশ্বসিহি ভদ্রং তে ভব ত্বং কালকাঙ্ক্ষিণী।
নচিরাদ্ দ্রক্ষ্যসে রামং প্রজ্বলন্তমিবানলম্ ॥৪৪

লইয়া নিজগৃহে গমন করেন, তবেই তাঁহার ন্যায় বীরের যথোপযুক্ত কার্য্য হয়।২৯

শত্রুসৈন্যবিমর্দ্দনকারী কাকুৎস্থ রাম লঙ্কানগরীকে সৈন্যসমাচ্ছন্ন করিয়া যদি আমাকে লইয়া যান, তবে তাহাই তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত কার্য্য হয়।৩০

অতএব সেই রণবীর মহাত্মার যাহাতে অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ পায়, তুমি সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। প্রয়োজন সিদ্ধিসম্পাদক সঙ্গত যুক্তিযুক্ত স্নেহপূর্ণ সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমান্‌ও কার্য্যনির্বাহক সঙ্গতিপূর্ণ যথাযথ স্নেহময় প্রকৃত উত্তর বলিতে লাগিলেন।৩১-৩২

হে দেবি! বানর ও ভল্লুক-সৈন্যের অধিপতি পরাক্রমশালী বানররাজ সুগ্রীব আপনার উদ্ধারের জন্য দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া রহিয়াছেন।৩৩

হে বৈদেহি! রাক্ষসকুলের সংহারকারী রাম সহস্র কোটি বানরসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া শীঘ্রই লঙ্কায় আসিতেছেন।৩৪

ঊর্দ্ধদেশ, অধোদেশ বা বিষম দেশ কুত্রাপি যাহাদের গতি প্রতিরুদ্ধ হয় না, মনঃসঙ্কল্পের ন্যায় এবং অতি দুরূহ কার্য্যে যাহারা অবসন্ন হয় না, যাহারা দ্রুত গমন করিতে পারে,—এইরূপ পরাক্রমশালী সত্ত্বসম্পন্ন শক্তিমান্ ও অপরিমিতবীর্য্যসমন্বিত অনেক বানর তাঁহার আদেশ পালনের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।৩৫-৩৬

তাহারা মহা উৎসাহের সহিত বহুবার বায়ুপথে শৈল ও সাগরের সহিত ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়াছে।৩৭

সুগ্রীবসন্নিধানে আমা অপেক্ষা সমধিকবলশালী ও সমানবলশালী বহুবনবাসী বানর রহিয়াছে। আমার অপেক্ষা ন্যূনবল কেহই নাই।৩৮

আমিই (হীনবল হইয়াও) এস্থানে আসিতে পারিয়াছি। সেই সমস্ত বিপুলশক্তিসম্পন্নদের ত কথাই নাই; কার্য্যের জন্য নিকৃষ্ট ইতর ব্যক্তিরাই প্রেরিত হইয়া থাকে, প্রধান প্রধান ব্যক্তি কোথায়ও প্রেরিত হন না। অতএব হে দেবি! আর পরিতাপের প্রয়োজন নাই; আপনার শোক অপগত হউক; হরি (বানর) যূথপতিগণ এক লম্ফেই লঙ্কায় উপস্থিত হইবেন। আর বিপুল সৈন্যসহায়সম্পন্ন নরসিংহ রাম ও লক্ষ্মণ আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় আপনার সমীপে আগমন করিবেন।৩৯-৪১

নিহতে রাক্ষসেন্দ্রে চ সপুত্রামাত্যবান্ধবে।
ত্বং সমেষ্যসি রামেণ শশাঙ্কেনেব রোহিণী ॥৪৫

ক্ষিপ্রং ত্বং দেবি শোকস্য পারং দ্রক্ষ্যসি মৈথিলি।
রাবণঞ্চৈব রামেণ দ্রক্ষ্যসে নিহতং বলাৎ ॥৪৬

এবমাশ্বাস্য বৈদেহীং হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
গমনায় মতিং কৃত্বা বৈদেহীং পুনরব্রবীৎ ॥৪৭

তমরিঘ্নং কৃতাত্মানং ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি রাঘবম্।
লক্ষ্মণঞ্চ ধনুষ্পাণিং লঙ্কাদ্বারমুপাগমৎ ॥৪৮

নখদংষ্ট্রায়ুধান্ বীরান্ সিংহশার্দূলবিক্রমান্।
বানরান্ বারণেন্দ্রাভান্ ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি সঙ্গতান্ ॥৪৯

শৈলাম্বুদনিকাশানাং লঙ্কামলয়সানুষু।
নর্দতাং কপিমুখ্যানামার্য্যে যূথান্যনেকশঃ ॥৫০

স তু মর্ম্মণি ঘোরেণ তাড়িতো মন্মথেষুণা।
নশর্ম লভতে রামঃ সিংহার্দিত ইব দ্বিপঃ ॥৫১

রুদ মা দেবি শোকেন মা ভূৎ তে মনসো ভয়ম্।
শচীব ভর্ত্রা শক্রেণ সঙ্গমেষ্যসি শোভনে ॥৫২

রামাদ্ বিশিষ্টঃ কোঽন্যোঽস্তি কশ্চিৎ সৌমিত্রিণা সমঃ।
অগ্নি-মারুতকল্পৌ তৌ ভ্রাতরৌ তব সংশ্রয়ৌ ॥৫৩

নাস্মিংশ্চিরং বৎস্যসি দেবি দেশে
রক্ষোগণৈরধ্যুষিতেঽতিরৌদ্রে।
ন তে চিরাদাগমনং প্রিয়স্য
ক্ষমস্ব মৎসঙ্গমকালমাত্রম্ ॥৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

সেই নরশ্রেষ্ঠ বীরযুগল রাম ও লক্ষ্মণ এক সঙ্গেই আসিয়া শরজালানলে লঙ্কাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন।৪২

হে বরারোহে! রঘুকুলের আনন্দবর্ধক রঘুনন্দন রাম রাবণকে সবংশে বিনাশ করিয়া আপনাকে লইয়া নিজভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন।৪৩

অতএব আপনি আশ্বস্তা হউন, কালের অপেক্ষা করুন ও দিবসগণনাতৎপরা হউন—আপনার শুভ হইবে। প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় আপনি অচিরেই রামকে দেখিতে পাইবেন।৪৪

পুত্র, অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত রাক্ষসরাজ রাবণ নিহত হইলে চন্দ্রের সহিত রোহিণীর মিলনের ন্যায় রামের সহিত আপনি মিলিতা হইবেন।৪৫

হে দেবি! মৈথিলি! সত্বরই আপনি শোকের অবসান দেখিতে পাইবেন এবং রাবণকেও রামকর্ত্তৃক বলপূর্বক নিহত দেখিবেন।৪৬

পবনপুত্র হনুমান্ বৈদেহীকে এইরূপে আশ্বাস প্রদানপূর্বক গমনবুদ্ধিতে পুনরায় বৈদেহীকে বলিলেন।৪৭

আপনি অচিরেই নির্বিঘ্নে আত্মরক্ষাকারী রাম ও ধনুর্ধারী লক্ষ্মণকে লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত দেখিতে পাইবেন।৪৮

আর্য্যে! আপনি সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় বিক্রমশালী নখ ও দন্তরূপ আয়ুধ (অস্ত্র) সম্পন্ন ও গজরাজের ন্যায় (বিশালদেহ) বানরবীর সকলকে মিলিতভাবে লঙ্কায় উপস্থিত হইতে দেখিবেন। মলয়পর্বতের সানুপ্রদেশে অব্যক্তশব্দকারী এবং পর্বত ও মেঘমালার ন্যায় দীর্ঘাকৃতি বানরমুখ্যগণকে বহুবার দেখিতে পাইবেন।৪৯-৫০

রাম তীব্র কামবাণে মর্মাহত হইয়া সিংহনিপীড়িত হস্তীর ন্যায় সুখলাভ করিতে পারিতেছেন না।৫১

দেবি! শোকাকুলা হইয়া আর রোদন করিবেন না; আপনার মনের ভয় বিদূরিত হউক। হে শোভনে! ইন্দ্রের সহিত শচীর ন্যায় আপনি ও ভর্ত্তৃ-(স্বামি)সঙ্গলাভ করিবেন।৫২

রাম ও সুমিত্রাতনয় লক্ষ্মণ অপেক্ষা সমধিক বলশালী কেহ নাই। অগ্নি ও বায়ুতুল্য উভয় ভ্রাতা আপনার আশ্রয় রহিয়াছেন অতএব—ভয় নাই।৫৩

দেবি! রাক্ষসগণ সমাশ্রিত এই ভয়ঙ্করপ্রদেশে আপনাকে আর বেশী দিন বাস করিতে হইবে না। আপনার প্রিয়তমের আগমনও বিলম্বিত হইবে না; রামের সহিত আমার সাক্ষাৎকার লাভের কালটুকু আপনি প্রতীক্ষা করুন।৫৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ঊনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[রামস্মরণহেতোঃ মনঃশিলয়া তিলকরচনা, কাকং প্রতি বাণনিক্ষেপ ইতি বৃত্তদ্বয়ং হনুমৎসমীপে উপবর্ণ্য স্বীয়দুর্দশাং নিবেদ্য, ততো বিমুক্তিপ্রার্থনাঞ্চ বিজ্ঞাপ্য সীতায়া আশীর্বাদ-পুরস্কারেণ হনূমদ্‌গমনানুমোদনম্ ।]

শ্রুত্বা তু বচনং তস্য বায়ুসূনোর্মহাত্মনঃ ।
উবাচাত্মহিতং বাক্যং সীতা সুরসুতোপমা ॥১
ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রিয়বক্তারং সম্প্রহৃষ্যামি বানর ।
অর্ধসঞ্জাতশস্যেব বৃষ্টিং প্রাপ্য বসুন্ধরা ॥২
যথা তং পুরুষব্যাঘ্রং গাত্রৈঃ শোকাভিকর্শিতৈঃ ।
সংস্পৃশেয়ং সকামাহং তথা কুরু দয়াং ময়ি ॥৩
অভিজ্ঞানঞ্চ রামস্য দত্ত্বা হরিগুণোত্তম ।
ক্ষিপ্তামিষীকাং কাকস্য কোপাদেকাক্ষিশাতনীম্ ॥৪
মনঃ শিলায়াস্তিলকো গণ্ডপার্শ্বে নিবেশিতঃ ।
ত্বয়া প্রণষ্টে তিলকে তং কিল স্মর্তুমর্হসি ॥৫
স বীর্য্যবান্ কথং সীতাং হৃতাং সমনুমন্যসে ।
বসন্তীং রাক্ষসাং মধ্যে মহেন্দ্রবরুণোপম ॥৬
এষ চূড়ামণির্দিব্যো ময়া সুপরিরক্ষিতঃ ।
এতং দৃষ্ট্বা প্রহৃষ্যামি ব্যসনে ত্বামিবানঘ ॥৭
এষ নির্যাতিতঃ শ্রীমান্ ময়া তে বারিসম্ভবঃ ।
অতঃপরং ন শক্ষ্যামি জীবিতুং শোকলালসা ॥৮

চত্বারিংশ সর্গ

[সীতা কর্তৃক মনঃশিলা দ্বারা তিলকরচনা ও কাকের প্রতি বাণ মোক্ষণ রামের স্মৃতিপথে আনার উদ্দেশ্যে ঐ সকল বৃত্তান্ত হনুমানের নিকট বর্ণনপূর্বক স্বীয় দুর্দশা নিবেদন ও তাহা হইতে বিমুক্তির প্রার্থনা জানাইয়া আশীর্বাদ-সহকারে হনুমানের গমন অনুমোদন ।]

দেবকন্যাসদৃশী সীতা সেই মহাত্মা বায়ুপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় কল্যাণজনক বাক্য বলিতে লাগিলেন,—হে বানর ! বসুন্ধরা শস্যের অর্ধসঞ্জাত (অর্ধোৎপন্ন) অবস্থায় জলাভাবে শুষ্কপ্রায়া হইয়া (অমৃত) বৃষ্টিধারা প্রাপ্তির ন্যায় (প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয়) আমি প্রিয় অমৃততুল্য মধুরভাষী তোমাকে দেখিয়া (এবং তোমার মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া) হর্ষান্বিত হইলাম ।১-২

সেই পুরুষোত্তমস্পর্শাকাঙ্ক্ষিণী আমি যাহাতে আমার শোকসন্তাপে কৃশতাপ্রাপ্ত অঙ্গের দ্বারা সেই পুরুষোত্তম রামকে স্পর্শ করিতে পারি, তুমি আমার প্রতি তদনুরূপ দয়া প্রকাশ কর ।৩

হে হরিগণশ্রেষ্ঠ ! (চূড়ামণিরূপ) অভিজ্ঞান (চিহ্ন)টী শ্রীরামচন্দ্রকে দিও এবং ক্রোধবশতঃ কাকের প্রতি একচক্ষু বিনষ্টকারিণী ইষীকা (বাণ) নিক্ষেপ ও আমার (পূর্ব) তিলক নষ্ট হইলে আমার গণ্ডপার্শ্বে (তাঁহা কর্তৃক) মনঃশিলায় (ধাতুবিশেষে) তিলক সন্নিবেশ—ইহা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিও ।৪-৫

ইন্দ্র ও বরুণের ন্যায় পরাক্রমশালী সেই বীর্য্যবান্ রাম অপহৃতা ও রাক্ষসগণমধ্যে অবস্থিতা সীতার এই অবস্থা কিরূপে সহ্য করিতেছেন ? ৬

হে অনঘ (নিষ্পাপ) ! এই স্বর্গীয় মনোহর চূড়ামণি আমি সুষ্ঠভাবে রক্ষা করিয়াছি ; এই বিপদে ইহাকে দর্শন করিয়া তোমার দর্শনের তুল্য আনন্দলাভ করিয়াছি । সেই শ্রীমান্ সমুদ্রজাত রত্ন (অভিজ্ঞানস্বরূপে) তোমার

অসহ্যানি চ দুঃখানি বাচশ্চ হৃদয়চ্ছিদঃ।
রাক্ষসৈঃ সহ সংবাসং ত্বৎকৃতে মর্ষয়াম্যহম্ ॥৯
ধারয়িষ্যামি মাসং তু জীবিতং শত্রুসূদন।
মাসাদূর্ধ্বং ন জীবিষ্যে ত্বয়া হীনা নৃপাত্মজ ॥১০
ঘোরো রাক্ষসরাজোঽয়ং দৃষ্টিশ্চ ন সুখা ময়ি।
ত্বাং চ শ্রুত্বা বিষজ্জন্তং ন জীবেয়মপি ক্ষণম্ ॥১১
বৈদেহ্যা বচনং শ্রুত্বা করুণং সাশ্রুভাষিতম্।
অথাব্রবীন্মহাতেজা হনুমান মারুতাত্মজঃ ॥১২
ত্বচ্ছোকবিমুখো রামো দেবি সত্যেন তে শপে।
রামে শোকাভিভূতে তু লক্ষ্মণঃ পরিতপ্যতে ॥১৩
দৃষ্টা কথঞ্চিদ্ভবতী ন কালঃ পরিদেবিতুম্
ইমং মুহূর্তং দুঃখানামন্তং দ্রক্ষ্যসি ভামিনি ॥১৪
তাবুভৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ রাজপুত্রাবনিন্দিতৌ।
ত্বদ্দর্শনকৃতোৎসাহৌ লঙ্কাং ভস্মীকরিষ্যতঃ ॥১৫
হত্বা তু সমরে রক্ষো রাবণং সহবান্ধবৈ।
রাঘবৌ ত্বাং বিশালাক্ষি স্বাং
পুরীং প্রতি নেষ্যতঃ ॥১৬
যত্তু রামো বিজানীয়াদভিজ্ঞানমনিন্দিতে।
প্রীতিসংজননং ভূয়স্তস্য ত্বং দাতুমর্হসি ॥১৭
সাব্রবীদ্ দত্তমেবাহো ময়াভিজ্ঞানমুত্তমম্।
এতদেব হি রামস্য দৃষ্ট্বা যত্নেন ভূষণম্ ॥১৮
শ্রদ্ধেয়ং হনুমন্ বাক্যং তব বীর ভবিষ্যতি।
স তং মণিবরং গৃহ্য শ্রীমান্ প্লবগসত্তমঃ ॥১৯
প্রণম্য শিরসা দেবীং গমনায়োপচক্রমে।
তমুৎপাতকৃতোৎসাহমবেক্ষ্য হরিযূথপম্ ॥২০
বর্ধমানং মহাবেগমুবাচ জনকাত্মজা।
অশ্রুপূর্ণমুখী দীনা বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥২১

নিকট প্রেরিত হইল; অতঃপর শোকাক্রান্তচিত্তা আমি (তোমার অনাগমনে) প্রাণধারণ করিতে সামর্থ হইব না।৭-৮

তোমার (সহিত পুনর্মিলনের আশায়) জন্যই এই অসহনীয় ক্লেশপরম্পরা, হৃদয়চ্ছেদনকারী রাক্ষসী-গণের কর্কশ বাক্যসমূহ ও রাক্ষসগণের মধ্যে বাস সহ্য করিতেছি। হে শত্রুনিষূদন! তোমার বিয়োগে একমাসের পর আর আমি বাঁচিতে পারিব না।৯-১০

এই রাক্ষসরাজ অত্যন্ত নৃশংস, আমার প্রতি ইহার দৃষ্টিপাত সুখকর নহে। তোমাকেও যদি বিলম্বে আগমন করিতে শ্রবণ করি, তবে আর একমাস কেন ক্ষণকাল জীবন ধারণ করিব না।১১

অনন্তর বৈদেহীর রোদনের সহিত এই সকরুণ উক্তি শ্রবণপূর্বক পবনাত্মজ মহাতেজা হনুমান্ বলিলেন—হে দেবি! আমি সত্য শপথ করিয়া বলিতেছি যে, রাম আপনার অপ্রাপ্তিজাত শোকে বিমনা হইয়া রহিয়াছেন এবং রাম শোকাকুল হওয়ায় লক্ষ্মণ পরিতাপ করিতেছেন।১২-১৩

আপনি কোনক্রমে দৃষ্টিগোচরা হইয়াছেন; আর বিলাপের অবসর নাই; হে ভামিনি! আপনি অতি সত্বর দুঃখরাশির অন্ত দেখিতে পাইবেন। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ অনিন্দিত রাজকুমারযুগল আপনার দর্শনে উৎসাহিত হইয়া লঙ্কাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবেন। হে বিশালাক্ষি! বন্ধুবর্গের সহিত রাক্ষস রাবণকে যুদ্ধে নিহত করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ আপনাকে স্বীয় আবাসে ফিরাইয়া লইবেন।১৪-১৬

হে অনিন্দিতে! আপনার যে অভিজ্ঞান রাম বিশেষভাবে জানিতে পারেন, সেইরূপ সমধিক প্রীতিজনক অভিজ্ঞান যদি আর কিছু থাকে, তাহা আমাকে প্রদান করিতে পারেন।১৭

সীতা বলিলেন,—ওগো! আমি তোমাকে উত্তম অভিজ্ঞানই প্রদান করিয়াছি; হে বীর হনুমান্! এই ভূষণ যত্নপূর্বক দেখিলেই রাম তোমার বাক্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবেন; কপিসত্তম শ্রীমান্ হনুমান্ সেই মণিরত্ন গ্রহণ পূর্বক অবনতমস্তকে দেবীকে প্রণাম করিয়া গমনে

হনূমন্ সিংহসঙ্কাশৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
সুগ্রীবঞ্চ সহামাত্যং সর্বান্ ব্রূয়া অনাময়ম্ ॥২২
যথা চ স মহাবাহুর্মাং তারয়তি রাঘবঃ।
অস্মাদ্ দুঃখাম্বুসংরোধৎ ত্বং সমাধাতুমর্হসি ॥২৩
ইদঞ্চ তীব্রং মম শোকবেগং
রক্ষোভিরেভিঃ পরিভর্ৎসনঞ্চ।
ব্রূয়াস্তু রামস্য গতঃ সমীপং
শিবশ্চ তেঽধ্বাস্তু হরিপ্রবীর ॥২৪

স রাজপুত্র্যা প্রতিবেদিতার্থঃ
কপিঃ কৃতার্থঃ পরিহৃষ্টচেতাঃ।
তদল্পশেষং প্রসমীক্ষ্য কার্য্যং
দিশং হ্যুদীচীং মনসা জগাম ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

সমুদ্যত হইলেন। বানরযূথপতি সেই হনুমান্‌কে উল্লম্ফনে উৎসাহযুক্ত, ক্রমশঃ বর্ধমান ও মহাবেগসম্পন্ন হইতে দেখিয়া ব্যথিতা ও অশ্রুপূর্ণবদনা জনকরাজদুহিতা বাষ্পগদ্‌গদ স্বরে তাঁহাকে বলিলেন।১৮-২১

হে হনুমন্! সিংহসদৃশ মহাতেজাঃ ভ্রাতৃযুগল রাম ও লক্ষ্মণকে এবং সুগ্রীব ও বানরগণ সকলকেই আমার কুশল জানাইবে।২২

মহাবাহু রাঘব যাহাতে আমাকে এই দুঃখসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতে পারেন, তুমি তাহার সমাধান করিবে।২৩

হে হরিপ্রবীর! তুমি রামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইয়া আমার এই তীব্র শোকাবেগ ও এই সমস্ত রাক্ষসগণের ভর্ৎসনার কথা তাঁহাকে বলিবে। তোমার গমনপথ মঙ্গল হউক।২৪

রাজনন্দিনী সীতার নিকট সমুহ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কৃতার্থ ও অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হনুমান্ সেই কার্য্যবিষয়ে বিচার করিয়া উত্তরদিকে যাইতে মনস্থ করিলেন।২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[জানকীবাক্যং শ্রুত্বা রাক্ষসানাং শক্তিপরীক্ষাকর্ম্মণি হনুমতো মনঃস্থাপনম্, প্রমদাবনভঙ্গ-
স্থিরীপূর্বকং তস্যৈব কার্য্যে পরিনমনঞ্চ ।]

স চ বাগ্‌ভিঃ প্রশস্তাভির্গমিষ্যন্ পূজিতস্তয়া ।
তস্মাদ্ দেশাদপাক্রম্য চিন্তয়ামাস বানরঃ ॥১
অল্পশেষমিদং কার্য্যং দৃষ্টেয়মসিতেক্ষণা ।
ত্রীনুপায়ানতিক্রম্য চতুর্থ ইহ দৃশ্যতে ॥২
ন সাম রক্ষঃসু গুণায় কল্পতে
ন দানমর্থোপচিতেষু যুজ্যতে ।
ন ভেদসাধ্যা বলদর্পিতা জনাঃ
পরাক্রমস্ত্বেষ মমেহ রোচতে ॥৩

ন চাস্য কার্য্যস্য পরাক্রমাদৃতে
বিনিশ্চয়ঃ কশ্চিদিহোপপদ্যতে
হতপ্রবীরাশ্চ রণে তু রাক্ষসাঃ
কথঞ্চিদীয়ুর্যদিহাদ্য মার্দবম্ ॥৪
কার্য্যে কর্ম্মণি নির্ব্বৃত্তে যো বহূন্যপি সাধয়েৎ ।
পূর্ব্বকার্য্যাবিরোধেন স কার্য্যং কর্ত্তুমর্হতি ॥৫
ন হ্যেকঃ সাধকো হেতুঃ স্বল্পস্যাপীহ কর্ম্মণঃ ।
যো হ্যর্থং বহুধা বেদ স সমর্থোঽর্থসাধনে ॥৬

একচত্বারিংশ সর্গ

[জানকীর বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমান কর্ত্তৃক রাক্ষসগণের শক্তি পরীক্ষার কার্য্যে অবশিষ্ট মন স্থাপন ও প্রমদাবনভঙ্গ স্থির পূর্বক তাহা কার্য্যে পরিণতকরণ।]

প্রশস্তবাক্যে সীতা কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া গমনেচ্ছু হনুমান্ সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রধান কার্য্য অসিতনয়না সীতাদর্শন নিষ্পন্ন হইয়াছে, আনুষঙ্গিক শত্রুসামর্থ নিরূপণরূপ অল্প কার্য্য অবশিষ্ট রহিয়াছে,—এই শত্রুবলপরীক্ষণ কার্য্যে সাম, দান ও ভেদ তিন প্রকার উপায় অতিক্রম পূর্বক চতুর্থ দণ্ডরূপ উপায়ই সাধনরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে।১-২

রাক্ষসগণের প্রতি সাম প্রথম উপায় প্রয়োগে কোন ফল হইবে না, (যেহেতু সরল ব্যক্তিতে সাম ফলদায়ক, বীর কুটিলের নহে) অর্থবলে বলীয়ান্ রাক্ষসের প্রতিদান রূপ (দ্বিতীয়) উপায় ও যুক্তিযুক্ত হইবে না ; বলগর্বে গর্বিত রাক্ষসগণে ভেদরূপ (তৃতীয়) উপায় প্রয়োগ করিয়াও আয়ত্তে আনা যাইবে না ; অতএব এই কার্য্যে পরাক্রম দণ্ডরূপ (চতুর্থ) উপায় প্রদর্শনই আমার অভিরুচিসম্মত ।৩

পরাক্রমপ্রদর্শন ব্যতীত এই রাক্ষসগণের শক্তি-নির্ণয় কার্য্যে আর অন্য কোন নিশ্চিত উপায় উপপাদন করা যাইতেছে না ; আজিকার পরাক্রমপ্রকাশে মুখ্যরাক্ষসবীর কিছুসংখ্যক নিহত হইলে ভবিষ্যৎ সংগ্রামে তাহারা কথঞ্চিৎ মৃদুভাব অবলম্বন করিতে পারে ।৪

(সীতাদেবীর অন্বেষণরূপ) কর্তব্য কার্য্য সাধিত হইলেও যে ব্যক্তি পূর্বকার্য্যের অবিরোধে তাহা (আদিষ্ট কার্য্যের) অপেক্ষা অধিক কার্য্য সাধন করিতে পারে, সেই কার্য্য সাধনের যথোপযুক্ত পাত্র ।৫

যিনি অতিযত্নে অল্পমাত্র কার্য্যের সাধকরূপে

ইহৈব তাবৎকৃতনিশ্চয়ো হ্যহং
ব্রজেয়মদ্য প্লবগেশ্বরালয়ম্ ।
পরাত্মসম্মর্দবিশেষতত্ত্ববিৎ
ততঃ কৃতং স্যান্মম ভর্তৃশাসনম্ ॥৭
কথং নু খল্বদ্য ভবেৎ সুখাগতং
প্রসহ্য যুদ্ধং মম রাক্ষসৈঃ সহ ।
তথৈব খল্বাত্মবলঞ্চ সারবৎ
সমানয়েন্মাঞ্চ রণে দশাননঃ ॥৮
ততঃ সমাসাদ্য রণে দশাননং
সমন্ত্রিবর্গং সবলং সযায়িনম্ ।
হৃদি স্থিতং তস্য মতং বলঞ্চ
সুখেন মত্বাহমিতঃ পুনর্ব্রজে ॥৯
ইদমস্য নৃশংসস্য নন্দনোপমমুত্তমম্ ।
বনং নেত্রমনঃকান্তং নানাদ্রুমলতাযুতম্ ॥১০
ইদং বিধ্বংসয়িষ্যামি শুষ্কং বনমিবানলঃ ।
অস্মিন্ ভগ্নে ততঃ কোপং করিষ্যতি স রাবণঃ ॥১১
ততো মহৎসাশ্বমহারথদ্বিপং
বলং সমানেষ্যতি রাক্ষসাধিপঃ ।
ত্রিশূল-কালায়সপট্টিশায়ুধং
ততো মহদ্ যুদ্ধমিদং ভবিষ্যতি ॥১২
অহঞ্চ তৈঃ সংযতি চণ্ডবিক্রমৈঃ
সমেত্য রক্ষোভিরভঙ্গবিক্রমঃ ।
নিহত্য তদ্ রাবণচোদিতং বলং
সুখং গমিষ্যামি হরীশ্বরালয়ম্ ॥১৩
ততো মারুতবৎ ক্রুদ্ধো মারুতির্ভীমবিক্রমঃ ।
ঊরুবেগেন মহতা দ্রুমান্ ক্ষেপ্তুমথারভৎ ॥১৪
ততস্তদ্ধনুমান্ বীরো বভঞ্জ প্রমদাবনম্ ।
মত্তদ্বিজসমাঘুষ্টং নানাদ্রুমলতাযুতম্ ॥১৫

সিদ্ধিলাভ করেন, তিনি সর্বকার্য্যসাধক হইতে পারেন না; কিন্তু যে ব্যক্তি অল্পপ্রযত্নে প্রধান কার্য্যসিদ্ধির (আনুষঙ্গিক কর্তব্য) বহুভাবে বিবেচনা করিতে সমর্থ হন তিনিই মুখ্যকার্য্য, সম্পাদনে সমর্থ।৬

যদিও আমি প্রথমতঃ সীতান্বেষণে কৃতনিশ্চয় হইয়া আসিয়াছি, তথাপি সংগ্রাম সঙ্ঘটিত হইলে শত্রু সামর্থ্যের সহিত আমাদের সামর্থ্যের পার্থক্য কত, তাহাও যদি জানিয়া বানররাজ সুগ্রীবমন্দিরে উপস্থিত হইতে পারি, তাহা হইলে আমার প্রভুর আদেশ সম্যক্ ভাবে পালন করা হয়। (অন্যথায় শত্রুশক্তি জিজ্ঞাসিত হইলে নিরুত্তর হইতে হইবে)।৭

আমার এই স্থানে আগমন কি প্রকারে শুভফল-জনক হয়, কি প্রকারেই বা রাক্ষসগণের সহিত স্বীয় বলপ্রয়োগে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, আর সংগ্রাম উপস্থিত হইলেই বা দশানন কি ভাবে স্বীয় সৈন্যের ও আমার সারবত্তার বিশেষ পরিচয় পাইয়া কাহার বা প্রশংসা করেন? ৮

অনন্তর মন্ত্রিবর্গ সৈন্য ও সারথির সহিত দশাননকে রণক্ষেত্রে প্রাপ্ত হইলে আমি তাঁহার হৃদ্গত অভিপ্রায় ও সামর্থ্য অনায়াসে জানিয়া এই স্থান হইতে পুনর্যাত্রা করিব। অতএব বহ্নি কর্তৃক শুষ্কবন বিধ্বংসনের ন্যায় আমি নয়নমনোহর নানা তরুলতা সমাচ্ছন্ন নন্দনবনতুল্য এই বনকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিব। ইহা ভগ্ন ও বিপর্য্যস্ত হইলে তাহার পর রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবে।৯-১১

অতঃপর (বনবিমর্দনাদির পর) রাক্ষসাধিপতি রাবণ (ত্রিশূল কৃষ্ণবর্ণ লৌহনির্মিত অস্ত্রবিশেষ) ও পট্টিশ প্রভৃতি আয়ুধসমন্বিতা এবং হস্তী, অশ্ব, রথপরিব্যাপ্তা মহতী সেনা প্রেরণ করিবে, তাহা হইলে আমার মনস্তুষ্টিসম্পাদক সেই মহাসংগ্রাম সঙ্ঘটিত হইবে।১২

আমিও প্রচণ্ড পরাক্রমশালী সেই রাক্ষসগণের সহিত সংগ্রামে সম্মিলিত হইয়া অখণ্ডবিক্রমে রাবণ-প্রেরিত সৈন্যবধ পূর্বক সুখে বানররাজ সুগ্রীবের গৃহে গমন করিতে পারিব।১৩

তদনন্তর ভীমবিক্রমশালী ও ক্রুদ্ধ পবননন্দন পবনের ন্যায় প্রবলবেগে বৃক্ষসমূহ ইতস্তত নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।১৪

তদ্বনং মথিতৈর্বৃক্ষৈর্ভিন্নৈশ্চ সলিলাশয়ৈঃ।
চূর্ণিতৈঃ পর্ব্বতাগ্রৈশ্চ বভূবাপ্রিয়দর্শনম্ ॥১৬
নানাশকুন্তবিরুতৈঃ প্রভিন্নসলিলাশয়ৈঃ।
তাম্রৈঃ কিসলয়ৈঃ ক্লান্তৈঃ ক্লান্তদ্রুমলতাযুতৈঃ ॥১৭
ন বভৌ তদ্বনং তত্র দাবানলহতং যথা।
ব্যাকুলাবরণা রেজুর্বিহ্বলা ইব তা লতাঃ ॥১৮
লতাগৃহৈশ্চিত্রগৃহৈশ্চ সাদিতৈ-
র্ব্যালৈর্মৃগৈরার্ত্তরবৈশ্চ পক্ষিভিঃ।
শিলাগৃহৈরুন্মথিতৈস্তথা গৃহৈঃ
প্রণষ্টরূপং তদভূন্মহদ্বনম্ ॥১৯

সা বিহ্বলাশোকলতাপ্রতানা
বনস্থলী শোকলতাপ্রতানা।
জাতা দশাস্যপ্রমদাবনস্য
কপের্বলাদ্ধি প্রমদাবনস্য ॥২০
ততঃ স কৃত্বা জগতীপতের্মহান্
মহদ্ ব্যলীকং মনসো মহাত্মনঃ।
যুযুৎসুরেকো বহুভির্মহাবলৈঃ
শ্রিয়া জ্বলংস্তোরণমাশ্রিতঃ কপিঃ ॥২১
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

তারপর মহাবীর হনুমান্ মত্তবিহঙ্গকুলকূজনে মুখরিত এবং নানাতরুলতা সমাবৃত প্রমদাবন (রমণীগণের প্রমোদ উদ্যান) ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। বিমর্দ্দিত বৃক্ষরাজিতে, উন্মথিত জলাশয়সমূহে, বিচূর্ণিত মনোরম (ক্রীড়া) পর্বত শিখরশ্রেণীতে, নানা পক্ষিনিনাদে, বিচ্ছিন্ন জলাশয় সকলে, তাম্রবর্ণ ম্লান কিশলয়কুলে ও বিপর্য্যস্ত দ্রুমলতায় সমাকীর্ণ সেই কানন ঐসময় দাবানলদগ্ধবনের ন্যায় সৌন্দর্য্যশূন্য হইল এবং তত্রত্য লতাগুচ্ছ স্খলিত (বিপর্য্যস্ত)-গাত্রবসনা ব্যাকুলা রমণীর ন্যায় বিরূপ শোভা প্রাপ্ত হইল।১৫-১৮

লতাগৃহ চিত্রগৃহ বিশীর্ণ (বিধ্বস্ত) হইলে, হিংস্র শার্দ্দূল, হরিণাদি বন্যপশু ও পক্ষিকুল আর্তনাদ করিতে থাকিলে এবং শিলাবিনির্মিত গৃহ ও অন্যান্য গৃহসকল উৎথাপিত হইলে সেই মহান্ উদ্যান হতশ্রী হইল।১৯

অন্তঃপুরমধ্যস্থিত দশাননের রমণীগণ বিহরণ যোগ্য প্রমদাবনের অশোকলতাগুচ্ছ বিধ্বস্ত হইলে সেই বনস্থলী তখন শোকলতাগুল্মে পরিব্যাপ্তা হইল (অশোক বৃক্ষের বিরূপ অবস্থা শোকদায়িকা হইল)।২০

অতঃপর জগৎপতি মহাত্মা রাবণের এই প্রকার মানসিক অপ্রিয় সমুৎপাদন পূর্বক যুদ্ধোৎসাহে দেদীপ্যমান মহাকপি মহাবলসম্পন্ন বহুসংখ্যক রাক্ষসের সহিত একাকী যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় উদ্যানের বহির্দ্বারে (তোরণে) অবস্থান করিলেন।২১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

হনূমতা প্রমদাবনং বিধ্বস্তং দৃষ্ট্বা সীতাসমীপে কোঽয়মিতি রাক্ষসীনাং জিজ্ঞাসা, 'নাহংজানে সম্ভাবয়ামি কোঽপি রাক্ষস ইতি' এবং সীতায়া উত্তরং শ্রুত্বা কেষাঞ্চিদ্ দূতানাং রাবণসমীপে গমনম্, সীতাস্থিতং কাননমৃতে নিখিলবনবিধ্বংসনসন্দেশজ্ঞাপনঞ্চ। হনূমতা রাবণপ্রেষিতানাং কিঙ্করনামকানাং রাক্ষসানাং হননবার্তাশ্রবণপূর্বকং রাবণেন প্রহস্তপুত্রস্য প্রেরণঞ্চ।]

ততঃ পক্ষিনিনাদেন বৃক্ষভঙ্গস্বনেন চ।
বভূবুস্ত্রাসসম্ভ্রান্তাঃ সর্ব্বে লঙ্কানিবাসিনঃ ॥১
বিদ্রুতাশ্চ ভয়ত্রস্তা বিনেদুর্মৃগপক্ষিণঃ।
রক্ষসাঞ্চ নিমিত্তানি ক্রূরাণি প্রতিপেদিরে ॥২
ততো গতায়াং নিদ্রায়াং রাক্ষসো বিকৃতাননাঃ
তদ্বনং দদৃশুর্ভগ্নং তঞ্চ বীরং মহাকপিম্ ॥৩
স তা দৃষ্ট্বা মহাবাহুর্মহাসত্ত্বো মহাবলঃ।
চকার সুমহদ্রূপং রাক্ষসীনাং ভয়াবহম্ ॥৪

ততস্তু গিরিসঙ্কাশমতিকায়ং মহাবলম্।
রাক্ষস্যো বানরং দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছুর্জনকাত্মজাম্ ॥৫
কোঽয়ং কস্য কুতো বায়ং কিন্নিমিত্তমিহাগতঃ।
কথং ত্বয়া সহানেন সংবাদঃ কৃত ইত্যুত ॥৬
আচক্ষ্ব নো বিশালাক্ষি মা ভূত্তে সুভগে ভয়ম্।
সংবাদমসিতাপাঙ্গি ত্বয়া কিং কৃতবানয়ম্ ॥৭
অথাব্রবীৎ তদা সাধ্বী সীতা সর্ব্বাঙ্গশোভনা।
রক্ষসাং কামরূপাণাং বিজ্ঞানে কা গতির্মম ॥৮

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ

[হনুমান্ কর্তৃক প্রমদাবন বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া সীতার নিকট ইনি কে এইরূপ রাক্ষসীগণের জিজ্ঞাসা, 'আমি জানিনা, হয়ত কোন রাক্ষস হইতে পারে' সীতার এই প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিয়া কতিপয় দূতের রাবণের সমীপে গমন এবং সীতাবস্থিত কানন ব্যতীত সমস্ত বনের বিধ্বংসন সংবাদ জ্ঞাপন। হনুমান্ কর্তৃক রাবণ প্রেরিত কিঙ্কর নামক বহুরাক্ষসগণের নিধন বার্তা শ্রবণ পূর্বক রাবণ কর্তৃক প্রহস্তরাক্ষসের পুত্রকে তথায় প্রেরণ।]

অনন্তর পক্ষিসংঘের নিনাদে ও বৃক্ষভঙ্গের মড়মড় শব্দে লঙ্কার অধিবাসিবৃন্দ ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িল।১

ভয়বিত্রস্ত ও পলায়নপরায়ণ মৃগ ও পক্ষিকুল নিনাদ করিতে লাগিল এবং রাক্ষসগণের নিকট অশুভলক্ষণ সকল প্রকাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল।২

অতঃপর বনভঙ্গধ্বনিতে নিদ্রা অপগত হইলে বিকৃতবদনা রাক্ষসীগণ সেই ভগ্ন বন ও সেই বীর মহাকপিকে দেখিতে পাইল।৩

দীর্ঘবাহু, মহাতেজাঃ ও মহদ্বলসম্পন্ন হনুমান তাহাদিগকে (রাক্ষসীগণকে) দেখিয়া রাক্ষসীগণের ভয়াবহ অতিবিশাল রূপ ধারণ করিল।৪

তারপর রাক্ষসীগণ পর্বতের ন্যায় বিশালশরীর বলবান্ বানরকে দেখিয়া জনকনন্দিনী সীতাকে জিজ্ঞাসা করিল—হে বিশালাক্ষি! সুভগে! এই ব্যক্তি কে? কাহা দ্বারা প্রেরিত হইয়া কোনস্থান হইতে কি কারণে এই স্থানে আসিয়াছে? তোমার সহিতই বা কি কারণে আলাপ করিল? হে কৃষ্ণনয়নপ্রান্তে! তোমার কোন ভয় নাই, এই বানর তোমার সহিত কি সংলাপ করিল,—তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ কর।৫-৭

তখন সর্বাঙ্গশোভনা সাধ্বী সীতা বলিলেন—কামরূপী রাক্ষসগণের বিশেষ বিজ্ঞান অবগত হওয়ার আমার কি উপায় আছে? এই ব্যক্তি কে এবং কি কার্য্যসাধনের

যূয়মেবাস্য জানীত যোঽয়ং যদ্বা করিষ্যতি।
অহিরেব হ্যহেঃ পাদান্ বিজানাতি ন সংশয়ঃ ॥৯
অহমপ্যতিভীতাস্মি নৈব জানামি কো হ্যয়ম্।
বেদ্মি রাক্ষসমেবৈনং কামরূপিণমাগতম্ ॥১০
বৈদেহ্যা বচনং শ্রুত্বা রাক্ষস্যো বিদ্রুতা দ্রুতম্।
স্থিতাঃ কাশ্চিদ্গতাঃ কাশ্চিদ্ রাবণায় নিবেদিতুম্ ॥১১
রাবণস্য সমীপে তু রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ।
বিরূপং বানরং ভীমং রাবণায় ন্যবেদিষুঃ ॥১২
অশোকবনিকামধ্যে রাজন্ ভীমবপুঃ কপিঃ।
সীতয়া কৃতসংবাদস্তিষ্ঠত্যমিতবিক্রমঃ ॥১৩
ন চ তং জানকী সীতা হরিং হরিণলোচনা।
অস্মাভির্বহুধা পৃষ্টা নিবেদয়িতুমিচ্ছতি ॥১৪
বাসবস্য ভবেদ্ দূতো দূতো বৈশ্রবণস্য বা।
প্রেষিতো বাপি রামেণ সীতান্বেষণকাঙ্ক্ষয়া ॥১৫
তেনৈবাদ্ভুতরূপেণ যত্তত্তব মনোহরম্।
নানামৃগগণাকীর্ণং প্রমৃষ্টং প্রমদাবনম্ ॥১৬
ন তত্র কশ্চিদুদ্দেশো যস্তেন ন বিনাশিতঃ।
যত্র সা জানকী দেবী স তেন ন বিনাশিতঃ ॥১৭
জানকীরক্ষণার্থং বা শ্রমাদ্ বা নোপলক্ষ্যতে।
অথবা কঃ শ্রমস্তস্য সৈব তেনাভিরক্ষিতা ॥১৮
চারুপল্লবপত্রাঢ্যং যং সীতা স্বয়মাস্থিতা।
প্রবৃদ্ধঃ শিংশপাবৃক্ষঃ স চ তেনাভিরক্ষিতঃ ॥১৯
তস্যোগ্ররূপস্যোগ্রং ত্বং দণ্ডমাজ্ঞাতুমর্হসি।
সীতা সম্ভাষিতা যেন বনং তেন বিনাশিতম্ ॥২০
মনঃ পরিগৃহীতাং তাং তব রক্ষোগণেশ্বর।
কঃ সীতামাভিভাষেত যো ন স্যাৎ ত্যক্তজীবিতঃ ॥২১
রাক্ষসীনাং বচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
চিতাগ্নিরিব জজ্বাল কোপসংবর্তিতেক্ষণঃ ॥২২

জন্য এস্থানে আসিয়াছে, তাহা তোমরাই জানিতে পার; যেহেতু সর্পই সর্পের ব্যবসায়, উদ্‌যোগ অথবা লক্ষ জানিতে সমর্থ—তাহাতে সন্দেহ নাই। আমিও অত্যন্ত ভয় পাইতেছি, এই বীর কে তাহা জানিতে পারিতেছি না; আমার মনে হয়—কোনও রাক্ষস এই প্রকার কামরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে*।৮-১০

সীতার এই অজ্ঞতাসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসীগণের কেহ দ্রুতগতিতে পলায়ন করিল, কেহ সেইস্থানে অবস্থান করিল, কেহ বা রাবণকে এই সংবাদ নিবেদনের জন্য গমন করিল। সেই বিকৃতবদনা রাক্ষসীগণ রাবণসমীপে সেই বিরূপ ভয়ঙ্কর বানরের ব্যাপার নিবেদন করিতে লাগিল,- হে রাজন্! প্রবলপরাক্রম ভীষণাকৃতি এক বানর সীতার সহিত কথাবার্তা বলিয়া অশোককাননমধ্যে বসিয়া আছে। আমাদের কর্তৃক বহুবার জিজ্ঞাসিতা হইয়াও হরিণনয়না জনকরাজকন্যা সীতা সেই বানরের বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না। দেবরাজ ইন্দ্রের অথবা কুবের দূত হইতে পারে; অথবা রাম সীতার অন্বেষণ আকাঙ্ক্ষায় তাহাকে এস্থানে পাঠাইতে পারেন।১১-১৫

নানাবিধ মৃগগণে সমাকীর্ণ আপনার মনোহর প্রমোদকানন (প্রমদাবন) সেই অদ্ভুতাকৃতি বানর কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছে। সেখানে এমন কোন প্রদেশ নাই, যাহা সেই বানর কর্তৃক বিনাশিত হয় নাই; কিন্তু জানকীদেবী যে প্রদেশে আছেন, সে প্রদেশ বিনষ্ট করে নাই। জানকীর রক্ষার জন্যই হউক, অথবা পরিশ্রমবশতঃই হউক —নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না অথবা তাহার আবার পরিশ্রমই বা কি? যাহাই হউক জানকীর আশ্রয়বৃক্ষভঙ্গ না করিয়া তাঁহাকে (জানকীকে) সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছে। মনোজ্ঞপল্লব ও পত্রসুশোভিত যে বৃক্ষকে স্বয়ং সীতা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, সেই প্রবৃদ্ধ শিংশপা বৃক্ষকে বানর সর্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে। সেই উগ্ররূপ বানরের প্রতি উগ্রদণ্ড

*এইস্থানে সীতার এই মিথ্যা ভাষণ দোষাবহ নহে, যেহেতু—"বিবাহকালে রতিসংপ্রয়োগে প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে। বিপ্রস্য চার্থেঽপ্যনৃতং বদেয়ুঃ পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি" ইহা স্মরণ করিয়াই সীতার এই অসত্যভাষণ।

তস্য ক্রুদ্ধস্য নেত্রাভ্যাম্ প্রাপতন্নশ্রুবিন্দবঃ।
দীপ্তাভ্যামিব দীপাভ্যাং সার্চিষঃ স্নেহবিন্দবঃ ॥২৩
আত্মনঃ সদৃশান্ বীরান্ কিঙ্করান্নামরাক্ষসান্।
ব্যাদিদেশ মহাতেজা নিগ্রহার্থং হনূমতঃ ॥২৪
তেষামশীতিসাহস্রং কিঙ্করাণাং তরস্বিনাম্।
নির্যযুর্ভবনাৎ তস্মাৎ কূটমুদ্গরপাণয়ঃ ॥২৫
মহোদরা মহাদংষ্ট্রা ঘোররূপা মহাবলাঃ।
যুদ্ধাভিমনসঃ সর্ব্বে হনূমদ্গ্রহণোন্মুখাঃ ॥২৬
তে কপিং তং সমাসাদ্য তোরণস্থমবস্থিতম্।
অভিপেতুর্মহাবেগাঃ পতঙ্গা ইব পাবকম্ ॥২৭
তে গদাভির্বিচিত্রাভিঃ পরিঘৈঃ কাঞ্চনাঙ্গদৈঃ।
আজঘ্নুর্বানরশ্রেষ্ঠং শরৈরাদিত্যসন্নিভৈঃ ॥২৮
মুদ্গরৈঃ পট্টিশৈঃ শূলৈঃ প্রাস-তোমরপাণয়ঃ।
পরিবার্য হনূমন্তং সহসা তস্থুরগ্রতঃ ॥২৯

হনূমানপি তেজস্বী শ্রীমান্ পর্ব্বতসন্নিভঃ।
ক্ষিতাবাবিধ্য লাঙ্গূলং ননাদ চ মহাধ্বনিম্ ॥৩০
স ভূত্বা তু মহাকায়ো হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
পুচ্ছমাস্ফোটয়ামাস লঙ্কাং শব্দেন পূরয়ন্ ॥৩১
তস্যাস্ফোটিতশব্দেন মহতা চানুনাদিনা।
পেতুর্বিহঙ্গা গগনাদুচ্চৈশ্চেদমঘোষয়ৎ ॥৩২
জয়ত্যতিবলো রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণাভিপালিতঃ ॥৩৩
দাসোঽহং কোসলেন্দ্রস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
হনূমান্ শত্রুসৈন্যানাং নিহন্তা মারুতাত্মজঃ ॥৩৪
ন রাবণসহস্রং মে যুদ্ধে প্রতিবলং ভবেৎ।
শিলাভিশ্চ প্রহরতঃ পাদপৈশ্চ সহস্রশঃ ॥৩৫
অর্দয়িত্বা পুরীং লঙ্কামভিবাদ্য চ মৈথিলীম্।
সমৃদ্ধার্থো গমিষ্যামি মিষতাং সর্ব্বরাক্ষসাম্ ॥৩৬

বিধানের আদেশ করা উচিত; হে রাক্ষসগণেশ্বর! জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া কেই বা আপনার মনঃপরিগৃহীতা মানসবিবাহিতা সেই সীতার সহিত আলাপ করিতে পারে? ১৬-২১

রাক্ষসীগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে সংঘূর্ণিত-লোচন রাক্ষসেশ্বর রাবণ চিতানলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন।২২

প্রদীপ্ত প্রদীপদ্বয় হইতে (বর্তিস্থিতপ্রজ্বলিত) জ্বালার সহিত তৈলবিন্দুপতনের ন্যায় ক্রুদ্ধ রাবণের নেত্রযুগল হইতে অশ্রুবিন্দুধারা নিপতিত হইতে লাগিল।২৩

মহাতেজা রাবণ হনুমানের নিগ্রহের জন্য আত্মসদৃশ পরাক্রমশালী কিঙ্করনামক রাক্ষসগণকে আদেশ করিলেন।২৪

তাহাদের মধ্যে অশীতি (আশী) সহস্র বীর কিঙ্কর কূট মুদ্গর প্রভৃতি আয়ুধ হস্তে লইয়া সেই (রাক্ষস) ভবন হইতে নির্গত হইল।২৫

মহোদর, মহাদংষ্ট্রা (দন্ত), ঘোররূপ, মহাভাগ ও সংগ্রাম সমুৎসুক হনুমানকে গ্রহণ (আক্রমণ) করিবার নিমিত্ত উন্মুখ। তাহার সকলে তোরণোপরি (যুদ্ধাভিলাষে) অবস্থিত সেই কপিবরের সমীপবর্তী হইয়া পাবকাভিমুখ পতঙ্গের ন্যায় নিপতিত হইল।২৬-২৭

তাহারা বিচিত্র গদা, কাঞ্চনবলয়যুক্ত পরিঘ, সূর্য্যসঙ্কাশ শরসমূহদ্বারা বানরশ্রেষ্ঠকে প্রহার করিতে লাগিল এবং মুদ্গর, পট্টিশ, শূল প্রাস ও তোমর হস্তে লইয়া সহসা হনুমানের চারিদিকে পরিবেষ্টন পূর্বক পুরোভাগে (সম্মুখে) অবস্থান করিল।২৮-২৯

তেজস্বী শ্রীমান্ হনুমানও পর্বততুল্যাকৃতি হইয়া ভূতলে লাঙ্গূলতাড়নাদ্বারা আস্ফালন পূর্বক মহানিনাদ করিলেন। সেই পবনপুত্র হনুমান্ কিন্তু বিশালশরীর ধারণ করিয়া পুচ্ছ শব্দে লঙ্কা পরিপূরিত করিতে করিতে পুচ্ছ আস্ফোটন করিতে লাগিলেন।৩০-৩১

তাঁহার সেই পুচ্ছাস্ফোটিত শব্দে ও মহান্ প্রতিধ্বনিতে গগনমণ্ডল হইতে বিহগকুল নিপতিত হইতে লাগিল এবং তিনি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলেন— অতি বলবান্ রাম ও মহাবল লক্ষ্মণের জয় এবং রামরক্ষিত মহারাজ সুগ্রীবের জয়। আমি অক্লিষ্টকর্মা

তস্য সন্নাদশব্দেন তেঽভবন্ ভয়শঙ্কিতাঃ।
দদৃশুশ্চ হনূমন্তং সন্ধ্যামেঘমিবোন্নতম্ ॥৩৭
স্বামিসন্দেশনিঃশঙ্কাস্ততস্তে রাক্ষসাঃ কপিম্।
চিত্রৈঃ প্রহরণৈর্ভীমৈরভিপেতুস্ততস্ততঃ ॥৩৮
স তৈঃ পরিবৃতঃ শূরৈঃ সর্ব্বতঃ স মহাবলঃ।
আসসাদায়সং ভীমং পরিঘং তোরণাশ্রিতম্ ॥৩৯
স তং পরিঘমাদায় জঘান রজনীচরান্।
সপন্নগমিবাদায় স্ফুরন্তং বিনতাসুতঃ ॥৪০
বিচচারাম্বরে বীরঃ পরিগৃহ্য চ মারুতিঃ।
সূদয়ামাস বজ্রেণ দৈত্যানিব সহস্রদৃক্ ॥৪১
স হত্বা রাক্ষসান্ বীরঃ কিঙ্করান্ মারুতাত্মজঃ।
যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী মহাবীরস্তোরণং সমবস্থিতঃ ॥৪২
ততস্তস্মাদ্ভয়ান্মুক্তাঃ কতিচিত্তত্র রাক্ষসাঃ।
নিহতান্ কিঙ্করান্ সর্ব্বান্ রাবণায় ন্যবেদয়ন্ ॥৪৩
স রাক্ষসানাং নিহতং মহাবলং
নিশম্য রাজা পরিবৃত্তলোচনঃ।
সমাদিদেশাপ্রতিমং পরাক্রমে
প্রহস্তপুত্রং সমরে সুদুর্জ্জয়ম্ ॥৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

কোশলাধিপতির দাস, শত্রুসৈন্যের নিহন্তা এবং পবননন্দন হনুমান্।৩২-৩৪

সহস্র সহস্র শিলা ও পাদপসমূহে প্রহার করিতে থাকিলে সহস্র রাবণ ও আমার প্রতিযোদ্ধা (সমকক্ষ যোদ্ধা) হইতে পারে না।৩৫

সমস্ত রাক্ষসের সমক্ষেই লঙ্কানগরী বিমথিত করিয়া মৈথিলীকে অভিবাদনপূর্বক সিদ্ধপ্রয়োজন অর্থাৎ নিজ কর্ত্তব্য শেষ করিয়া চলিয়া যাইব।৩৬

হনুমানের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া তাহারা ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল এবং সন্ধ্যাকালীন সমুন্নত মেঘের ন্যায় হনুমান্‌কে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।৩৭

অনন্তর প্রভু (রাবণের) আদেশে নিঃশঙ্কচিত্ত রাক্ষসগণ বিচিত্রবর্ণ ভয়ঙ্কর প্রহরণ (অস্ত্রশস্ত্র) দ্বারা হনুমানকে ইতস্ততঃ প্রহার করিতে লাগিল।৩৮

সেই সকল বীর (রাক্ষস) গণ দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত মহাবল হনুমান্ তোরণদ্বারে সমাশ্রিত লৌহময় ভয়ানক পরিঘ গ্রহণ করিলেন।৩৯

বিস্ফুরিত সর্প লইয়া বিনতানয় গরুড়ের ন্যায় সেই হনুমান্ সেই পরিঘ লইয়া নিশাচরসমূহ বধ করিতে লাগিলেন।৪০

বীর বায়ুপুত্র পরিঘ লইয়া গগনমার্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং সহস্রনেত্র ইন্দ্র বজ্র (রূপ অস্ত্র) দ্বারা দৈত্যগণের ন্যায় তিনিও রাক্ষসদের বধ করিতে লাগিলেন।৪১

কিঙ্কর নামক রাক্ষসকুল হত্যা করিয়া মহাবীর পবননন্দন হনুমান্ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া তোরণোপরি অবস্থান করিতে লাগিলেন।৪২

তারপর সেই যুদ্ধভয় হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত কতিপয় রাক্ষস রাবণসমীপে সমস্ত কিঙ্করসৈন্যের মৃত্যুসংবাদ নিবেদন করিল।৪৩

রাক্ষসগণের মহাবল নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া ঘূর্ণিতলোচন রাজা পরাক্রমে অতুলনীয় রণদুর্জ্জয় প্রহস্ত-(রাক্ষসের) পুত্র জাম্বুমালীকে সমরগমনে আদেশ করিলেন।৪৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[রাবণপ্রেরিতকিঙ্করসৈন্যহননপূর্বকং রাক্ষসকুলদেবতানাং চৈত্যপ্রাসাদং ধ্বংসয়িতুং হনুমত উদ্যোগঃ, প্রাসাদরক্ষকৈঃ প্রাপ্তপ্রহারেণ হনুমতা তেষাং বিনাশঃ, রামনামকীর্তনানন্তরং স্বীয়পরাক্রমং প্রকট্য চৈত্যপ্রাসাদস্তম্ভোৎপাটনপূর্বকং তং ঘূর্ণয়তো হনূমতঃ প্রাসাদদাহঃ, ততোঽন্তরীক্ষ-গমনম্, অচিরেণৈবকালেনেয়ং নগরী যূয়ঞ্চ বিধ্বংসিতা ভবেয়ুরিতি নিবেদনম্।]

ততঃ স কিঙ্করান্ হত্বা হনুমান্ ধ্যানমাস্থিতঃ।
বনং ভগ্নং ময়া চৈত্যপ্রাসাদো ন বিনাশিতঃ ॥১
তস্মাৎ প্রাসাদমপ্যেবমিমং বিধ্বংসয়াম্যহম্।
ইতি সঞ্চিন্ত্য হনুমান্ মনসা দর্শয়ন্ বলম্ ॥২
চৈত্যপ্রাসাদমুৎপ্লুত্য মেরুশৃঙ্গমিবোন্নতম্।
আরুরোহ হরিশ্রেষ্ঠো হনূমান্ মারুতাত্মজঃ ॥৩
আরুহ্য গিরিসঙ্কাশং প্রাসাদং হরিযূথপঃ।
বভৌ স সুমহাতেজাঃ প্রতিসূর্য্য ইবোদিতঃ ॥৪
সম্প্রধৃষ্য তু দুর্ধর্ষশ্চৈত্যপ্রসাদমুন্নতম্।
হনুমান্ প্রজ্বলঁল্লক্ষ্ম্যা পারিযাত্রোপমোঽভবৎ ॥৫
স ভূত্বা সুমহাকায়ঃ প্রভাবান্ মারুতাত্মজঃ।
ধৃষ্টমাস্ফোটয়ামাস লঙ্কাং শব্দেন পূরয়ন্ ॥৬
তস্যাস্ফোটিতশব্দেন মহতা শ্রোত্রঘাতিনা।
পেতুর্বিহঙ্গমাস্তত্র চৈত্যপালাশ্চ মোহিতাঃ ॥৭
অস্ত্রবিজ্জয়তাং রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণাভিপালিতঃ ॥৮
দাসোঽহং কোশলেন্দ্রস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
হনূমান্ শত্রুসৈন্যানাং নিহন্তা মারুতাত্মজঃ ॥৯
ন রাবণসহস্রং মে যুদ্ধে প্রতিবলং ভবেৎ।
শিলাভিশ্চ প্রহরতঃ পাদপৈশ্চ সহস্রশঃ ॥১০
ধর্ষয়িত্বা পুরীং লঙ্কামভিবাদ্য চ মৈথিলীম্।
সমৃদ্ধার্থো গমিষ্যামি মিষতাং সর্ব্বরক্ষসাম্ ॥১১
এবমুক্ত্বা মহাকায়শ্চৈত্যস্থো হরিযূথপঃ।
ননাদ ভীমনির্হ্রাদো রক্ষসাং জনয়ন্ ভয়ম্ ॥১২

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ

[রাবণপ্রেরিত কিঙ্করদের হত্যা করিয়া অদৃষ্টপূর্ব রাক্ষসকুলদেবতার চৈত্য প্রাসাদ ধ্বংস করিতে উদ্যোগ প্রাসাদরক্ষকের প্রহার হনুমান্ কর্তৃক প্রাপ্ত বধ এবং রাম নাম গর্জন পূর্বক নিজ পরাক্রম প্রকটিত করিয়া চৈত্য প্রাসাদের স্তম্ভ উৎপাটনপূর্বক তাহা ভ্রমণ করাইতে করাইতে প্রাসাদ দগ্ধ করণ পরে অন্তরিক্ষে গমন পূর্বক বলিলেন অচিরেই এই নগরী ও তোমরা বিধ্বস্ত হইবে এইরূপ নিবেদন।]

কিঙ্কর নামক রাক্ষসসৈন্যদিগকে হত্যা করিয়া হনুমান্ অনন্তর মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন,—আমি প্রমদাবন বিধ্বস্ত করিয়াছি, রক্ষঃকুলদেবতার চৈত্য প্রাসাদ ত বিনষ্ট করি নাই। অতএব অদ্যই পরাক্রম প্রদর্শন পূর্বক আমি এই প্রাসাদ বিধ্বংস করিয়া ফেলিব, হনুমান্ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন।১-২

পবনপুত্র কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ সুমেরুশৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত রাক্ষসকুলদেবতার চৈত্তপ্রাসাদে উল্লম্ফন পূর্বক অধিরোহণ করিলেন।৩

পর্বতসদৃশ প্রাসাদপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেই সুমহৎতেজঃসম্পন্ন হরিযূথপতি উদিত দ্বিতীয়সূর্য্যের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন। দুর্দ্ধর্ষ হনুমান্ মনোজ্ঞ উত্তম চৈত্যপ্রাসাদ বিধ্বংসন পূর্বক বিজয়লক্ষ্মী সমুজ্জ্বল হইয়া পারিষাত্র (কুলাচল) পর্বতের ন্যায় শোভিত হইলেন।৪-৫

পবনপুত্র স্বীয় প্রভাবে সুবৃহৎ শরীর ধারণ পূর্বক সিংহনাদে লঙ্কানগরী পরিব্যাপ্ত করিতে করিতে নির্ভয়ে চৈত্যপ্রাসাদ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।৬

তাহার সেই শ্রবণকঠোর মহান্ আস্ফোটিত শব্দে পক্ষিকুল ভূতলে নিপতিত ও চৈত্যপাল মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইল।৭

অস্ত্রবিদ্ রাম ও মহাবল লক্ষ্মণের জয় হউক। রাঘবরক্ষিত সুগ্রীবের জয় হউক। অক্লিষ্টকর্মা কোশলাধিপতি রামের দাস, শত্রসৈন্যগণের নিহন্তা আমি পবনপুত্র হনুমান্ সহস্র সহস্র শিলা ও বৃক্ষদ্বারা প্রহার করিতে থাকিলে সহস্র রাবণও সংগ্রামে আমার প্রতিপক্ষ হইতে পারেনা। রাক্ষসগণ সমক্ষে লঙ্কাপুরী

তেন নাদেন মহতা চৈত্যপালাঃ শতং যযুঃ।
গৃহীত্বা বিবিধানস্ত্রান্ প্রাসান্ খড়্গান্ পরশ্বধান্ ॥১৩
বিসৃজন্তো মহাকায়া মারুতিং পর্য্যবারয়ন্।
তে গদাভির্বিচিত্রাভিঃ পরিঘৈঃ কাঞ্চনাঙ্গদৈঃ ॥১৪
আজগ্মুর্বানরশ্রেষ্ঠং বাণৈশ্চাদিত্যসন্নিভৈঃ।
আবর্ত্ত ইব গঙ্গায়াস্তোয়স্য বিপুলো মহান্ ॥১৫
পরিক্ষিপ্য হরিশ্রেষ্ঠং স বভৌ রক্ষসাং গণঃ।
ততো বাতাত্মজঃ ক্রুদ্ধো ভীমরূপং সমাস্থিতঃ ॥১৬
প্রাসাদস্য মহাংস্তস্য স্তম্ভং হেমপরিষ্কৃতম্।
উৎপাটয়িত্বা বেগেন হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ॥১৭
ততস্তং ভ্রাময়ামাস শতধারং মহাবলঃ।
তত্র চাগ্নিঃ সমভবৎ প্রাসাদশ্চাপ্যদহ্যত ॥১৮
দহ্যমানং ততো দৃষ্ট্বা প্রাসাদং হরিযূথপঃ।
স রাক্ষসশতং হত্বা বজ্রেণেন্দ্র ইবাসুরান্ ॥১৯
অন্তরিক্ষস্থিতঃ শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ।
মাদৃশানাং সহস্রাণি বিসৃষ্টানি মহাত্মনাম্ ॥২০
বলিনাং বানরেন্দ্রাণাং সুগ্রীববশবর্ত্তিনাম্।
অটন্তি বসুধাং কৃৎস্নাং বয়মন্যে চ বানরাঃ ॥২১
দশনাগবলাঃ কেচিৎ কেচিদ্ দশগুণোত্তরাঃ।
কেচিন্নাগসহস্রস্য বভূবুস্তুল্যবিক্রমাঃ ॥২২
সন্তি চৌঘবলাঃ কেচিৎ সন্তি বায়ুবলোপমাঃ।
অপ্রমেয়বলাঃ কেচি তত্রাসন্ হরিযূথপাঃ ॥২৩
ঈদৃগ্বিধৈস্তু হরিভির্বৃতো দন্তনখায়ুধৈঃ
শতৈঃ শতসহস্রৈশ্চ কোটিভিশ্চাযুতৈরপি ॥২৪
আগমিষ্যতি সুগ্রীবঃ সর্ব্বেষাং বো নিষূদনঃ।
নেয়মস্তি পুরী লঙ্কা ন যূয়ং ন চ রাবণঃ ॥
যস্য ত্বিক্ষ্বাকুবীরেণ বদ্ধং বৈরং মহাত্মনা ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

বিধ্বংস করিয়া মিথিলারাজনন্দিনীকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইব।৮-১১।

চৈত্যপ্রাসাদোপরি উপবিষ্ট বৃহদাকৃতি হরিযূথপতি এই কথা বলিয়া রাক্ষসকুলের ভীতিসমুৎপাদন পূর্ব্বক ভীমরবে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই মহানিনাদে প্রাস, খড়্গ, পরশু প্রভৃতি বিবিধ ক্ষেপণাস্ত্র লইয়া শতসংখ্যক বিপুলাকৃতি চৈত্যপ্রাসাদরক্ষক উপস্থিত হইল এবং সেই অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করিতে করিতে বানরকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। বিচিত্র গদা, কাঞ্চন-বলয়ান্বিত পরিঘ ও সূর্য্যতুল্য তেজঃশালী শরজালে সেই বানরশ্রেষ্ঠকে প্রহার করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ কপিশ্রেষ্ঠকে বেষ্টন করিয়া গঙ্গাজলপ্রবাহের বিপুল আবর্ত্তের (জলভ্রমির) ন্যায় শোভা পাইয়ত লাগিল। অনন্তর বায়ুপুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিলেন। পবনাত্মজ মহান্ ও মহাবল হনুমান্ সেই প্রাসাদের সুবর্ণোজ্জ্বল শতধার স্তম্ভ উৎপাটন পূর্ব্বক তাহা সবেগে ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। তাহাতে বিদ্যমান অগ্নি প্রাসাদকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। অতঃপর প্রাসাদ দগ্ধ হইতে দেখিয়া বজ্রপ্রহারে ইন্দ্রের অসুর নিধনের ন্যায় কপিযূথপতি সেই একশত রাক্ষস নিধন পূর্ব্বক আকাশমণ্ডলে উত্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—মহাত্মা সুগ্রীবের বশবর্ত্তী আমার ন্যায় বলবান্ সহস্র সহস্র বানরশ্রেষ্ঠ আমরা ও অন্যান্য বানরগণ প্রভুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সমগ্র ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিতেছি সেই হরিযূথপতিদের মধ্যে কতগুলি দশহস্তিতুল্য, কেহ কেহ বা সহস্র হস্তিতুল্য বল ও বিক্রমসম্পন্ন। কেহ কেহ ওঘসজ্বাতগজবলসম্পন্ন অথবা (ওঘজলপ্রবাহ) জল-প্রবাহের ন্যায় বলবিশিষ্ট, কেহ কেহ বায়ুর তুল্য বলশালী, কেহ কেহ বা অপরিমিত (অসীম) বলশালী। দন্ত ও নখর রূপ আয়ুধযুক্ত এই প্রকার শত শত, সহস্র সহস্র, অযুত অযুত, কোটি কোটি, বানরগণ পরিবৃত তোমাদের নিহন্তা সুগ্রীবও আগমন করিবেন। ইক্ষ্বাকুবংশের বীর মহাত্মা রামের সহিত তোমরা যখন বদ্ধবৈর হইয়াছ, তখন তোমাদের লঙ্কাপুরীও নাই, তোমরাও নাই এবং রাবণও নাই—জানিও।১২-২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[হনূমন্তং নিগ্রহীতুং রাবণপ্রেরিত-জম্বুমালিনো যুদ্ধে বিনাশঃ ।]

সন্দিষ্টো রাক্ষসেন্দ্রেণ প্রহস্তস্য সুতো বলী ।
জম্বুমালী মহাদংষ্ট্রো নির্জগাম ধনুর্ধরঃ ॥১
রক্তমাল্যাম্বরধরঃ স্রগ্বী রুচিরকুণ্ডলঃ ।
মহান্ বিবৃত্তনয়নশ্চণ্ডঃ সমরদুর্জয়ঃ ॥২
ধনুঃ শক্রধনুঃপ্রখ্যং মহদ্ রুচিরসায়কম্ ।
বিস্ফারয়াণো বেগেন বজ্রাশনিসমস্বনম্ ॥৩
তস্য বিস্ফারঘোষেণ ধনুষো মহতা দিশঃ ।
প্রদিশশ্চ নভশ্চৈব সহসা সমপূর্য্যত ॥৪
রথেন খরযুক্তেন তমাগতমুদীক্ষ্য সঃ ।
হনূমান্ বেগসম্পন্নো জহর্ষ চ ননাদ চ ॥৫
তং তোরণবিটঙ্কস্থং হনূমন্তং মহাকপিম্ ।
জম্বুমালী মহাতেজা বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥৬
অর্ধচন্দ্রেণ বদনে শিরস্যেকেন কর্ণিনা ।
বাহ্বোর্বিব্যাধ নারাচৈর্দশভিস্তু কপীশ্বরম্ ॥৭
তস্য তচ্ছুশুভে তাম্রং শরেণাভিহতং মুখম্ ।
শরদীবাম্বুজং ফুল্লং বিদ্ধং ভাস্কররশ্মিনা ॥৮
তত্তস্য রক্তং রক্তেন রঞ্জিতং শুশুভে মুখম্ ।
যথাকাশে মহাপদ্মং সিক্তং কাঞ্চনবিন্দুভিঃ ॥৯
চুকোপ বাণাভিহতো রাক্ষসস্য মহাকপিঃ ।
ততঃ পার্শ্বেঽতিবিপুলাং দদর্শ মহতীং শিলাম্ ॥১০

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ

[হনুমান্‌কে নিগৃহীত করার জন্য রাবণ কর্তৃক প্রেরিত জম্বুমালীকে যুদ্ধে নিধন ।]

প্রহস্তের পুত্র রক্তমাল্য ও রক্তবসনধারী মনোজ্ঞ-কুণ্ডলকর্ণ, মাল্যশোভিত, বিঘূর্ণিতনেত্র, সমরদুর্জয়, মহান্ বলবান্, মহাদংষ্ট্র, মহাধনুর্ধর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত জম্বুমালী রাক্ষসরাজের আদেশে (সুতীক্ষ্ণ) মহান্ ও মনোজ্ঞ বাণ বজ্রনিনাদতুল্যনিনাদিত ইন্দ্রধনুসদৃশ ধনুতে জ্যা আরোপণ পূর্বক টঙ্কার করিতে করিতে (গৃহ হইতে) নির্গত হইলেন (যুদ্ধযাত্রা করিলেন) ।১-৩

তাঁহার সেই মহাধনুর বিস্ফারণশব্দে দিক্ বিদিক্ ও নভোমণ্ডল সহসা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ।৪

খর (গর্দভ)-বাহিত রথারোহণে সমাগত জম্বুমালীকে নিরীক্ষণ করিয়া সেই বেগবান্ হনুমান্ আনন্দিত হইলেন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ।৫

মহাতেজা জম্বুমালী তোরণস্তম্ভোপরি অবস্থিত সেই মহাকপি হনুমান্‌কে নিশিতশরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিল ।৬

বদনমণ্ডলে অর্ধচন্দ্রাকৃতিবাণ, মস্তকদেশে একটী কর্ণি (নামক) বাণ এবং বাহুযুগলে দশটী নারাচ (নামক) বাণে কপীশ্বরকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল ।৭

তাঁহার স্বাভাবিক লোহিতবর্ণমুখ বাণবিদ্ধ হইয়া সূর্য্যকিরণসম্পাতে বিকশিত শারদীয় রক্তপদ্মের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল ।৮

তাঁহার সেই (স্বাভাবিক) রক্তমুখ রক্তরঞ্জিত হইয়া গগনমণ্ডলে রক্তাশোকপুষ্পরসবিন্দুসিক্তমহান্ পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ।৯

তরসা তাং সমুৎপাট্য চিক্ষেপ জববদ্ বলী।
তাং শরৈর্দশভিঃ ক্রুদ্ধস্তাড়য়ামাস রাক্ষসঃ ॥১১
বিপন্নং কর্ম্ম তদ্ দৃষ্ট্বা হনূমাংশ্চণ্ডবিক্রমঃ।
সালং বিপুলমুৎপাট্য ভ্রাময়ামাস বীর্যবান্ ॥১২
ভ্রাময়ন্তং কপিং দৃষ্ট্বা সালবৃক্ষং মহাবলম্।
চিক্ষেপ সুবহূন্ বাণাঞ্জম্বুমালী মহাবলঃ ॥১৩
সালং চতুর্ভিশ্চিচ্ছেদ বানরং পঞ্চভির্ভুজে।
উরস্যেকেন বাণেন দশভিস্তু স্তনান্তরে ॥১৪
স শরৈঃ পুরিততনুঃ ক্রোধেন মহতা বৃতঃ।
তমেব পরিঘং গৃহ্য ভ্রাময়ামাস বেগিতঃ ॥১৫
অতিবেগোঽতিবেগেন ভ্রাময়িত্বা বলোৎকটঃ।
পরিঘং পাতয়ামাস জম্বুমালের্মহোরসি ॥১৬
তস্য চৈব শিরো নাস্তি ন বাহূ জানুনী ন চ।
ন ধনুর্ন রথো নাশ্বাস্তত্রাদৃশ্যন্ত নেষবঃ ॥১৭
স হতস্তরসা তেন জম্বুমালী মহারথঃ।
পপাত নিহতো ভূমৌ চূর্ণিতাঙ্গ ইব দ্রুমঃ ॥১৮
জম্বুমালিং সুনিহতং কিঙ্করাংশ্চ মহাবলান্।
চুক্রোধ রাবণঃ শ্রুত্বা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥১৯
স রোষসংবর্তিততাম্রলোচনঃ
প্রহস্তপুত্রে নিহতে মহাবলে।
অমাত্যপুত্রানতিবীর্য্যবিক্রমান্
সমাদিদেশাশু নিশাচরেশ্বরঃ ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

রাক্ষসের শরজালে অভিহত হইয়া মহাকপি ক্রুদ্ধ হইলেন ও তৎপরে পার্শ্বে অতিবিশাল একটি মহতী শিলা দেখিতে পাইলেন।১০

অতিবেগে বলবান্ হনুমান্ সবলে সেই শিলা সমুৎপাটনপূর্বক নিক্ষেপ করিলেন ও ক্রুদ্ধ রাক্ষস দশটি বাণে ঐ শিলা খণ্ডিত করিল।১১

প্রচণ্ড পরাক্রমশালী বীর্য্যবান্ হনুমান্ সেই (শিলা-নিক্ষেপ) কার্য্য ব্যর্থ হইতে দেখিয়া প্রকাণ্ড শালবৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক তাহা ভ্রমণ করাইতে (ঘুরাইতে) লাগিলেন।১২

মহাবলশালী জম্বুমালী মহাবল হনুমান্‌কে শালবৃক্ষ ভ্রমণ-করাইতে দেখিয়া বহুতর শর নিক্ষেপ করিল এবং চারিবাণে শালবৃক্ষ ছেদন করিল ; বানরকে পাঁচবাণে বাহুতে, একবাণে বক্ষঃস্থলে এবং দশবাণে স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগে বিদ্ধ করিল।১৩-১৪

শরজালে ব্যাপ্তশরীর হনুমান্ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া (শত্রুনিক্ষিপ্ত) সেই পরিঘ গ্রহণপূর্বক সবেগে ঘুরাইতে লাগিলেন।১৫

মদোদ্ধত অতিবেগসম্পন্ন হনুমান্ প্রবলবেগে সেই পরিঘ ভ্রমণকরাইয়া জম্বুমালীর বিশাল বক্ষোদেশে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে তাহার মস্তক, বাহুদ্বয়, জানুযুগল, ধনুঃ, রথ, (রথবাহী অশ্বস্থানীয়) গর্দ্দভ, বাণসমূহ কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হইল না।১৬-১৭

হনুমান্ কর্ত্তৃক বলে নিহত জম্বুমালী চূর্ণিতদেহ বৃক্ষের ন্যায় নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।১৮

জম্বুমালীর ও মহাবল কিঙ্করগণের নিধনসংবাদ শ্রবণ-পূর্বক রাবণ ক্রোধে রক্তনয়ন হইয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। মহাবল প্রহস্তপুত্র নিহত হইলে ক্রোধে রক্তবর্ণচক্ষুর্দ্বয় বিঘূর্ণিত করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ অতিশয় বল ও বিক্রমশালী অমাত্যপুত্রগণকে সত্বর যুদ্ধগমনে আদেশ প্রদান করিলেন।১৯-২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[পবননন্দনেন পূর্বং কিঙ্করনামকরাক্ষসবধবৎ সপ্তানাং মন্ত্রিপুত্রাণাং যমালয়প্রেষণম্, পুনস্তত্তোরণমারুহ্য তস্যাবস্থানঞ্চ।]

ততস্তে রাক্ষসেন্দ্রেণ চোদিতা মন্ত্রিণঃ সুতাঃ।
নির্যযুর্ভবনাৎ তস্মাৎ সপ্ত সপ্তার্চিবর্চসঃ ॥১
মহদ্বলপরীবারা ধনুষ্মন্তো মহাবলাঃ।
কৃতাস্ত্রাস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠাঃ পরস্পরজয়ৈষিণঃ ॥২
হেমজালপরিক্ষিপ্তৈর্ধ্বজবদ্ভিঃ পতাকিভিঃ।
তোয়দস্বননির্ঘোষৈর্বাজিযুক্তৈর্মহারথৈঃ ॥৩
তপ্তকাঞ্চনচিত্রাণি চাপান্যমিতবিক্রমাঃ।
বিস্ফারয়ন্তঃ সংহৃষ্টাস্তড়িদ্বন্ত ইবাম্বুদাঃ ॥৪
জনন্যস্তাস্ততস্তেষাং বিদিত্বা কিঙ্করান্ হতান্।
বভূবুঃ শোকসম্ভ্রান্তাঃ সবান্ধবসুহৃজ্জনাঃ ॥৫
তে পরস্পরসংঘর্ষাৎ তপ্তকাঞ্চনভূষণাঃ।
অভিপেতুর্হনূমন্তং তোরণস্থমবস্থিতম্ ॥৬
সৃজন্তো বাণবৃষ্টিং তে রথগর্জিতনিঃস্বনাঃ।
প্রাবৃট্‌কাল ইবাম্ভোদা বিচেরুর্নৈর্ঋতাম্বুদাঃ ॥৭
অবকীর্ণস্ততস্তাভি র্হনূমান্ শরবৃষ্টিভিঃ।
অভবৎ সংবৃতাকারঃ শৈলরাড়িব বৃষ্টিভিঃ ॥৮
স শরান্ বঞ্চয়ামাস তেষামাশুচরঃ কপিঃ।
রথবেগাংশ্চ বীরাণাং বিচরন্ বিমলেঽম্বরে ॥৯
স তৈঃ ক্রীড়ন্ ধনুষ্মদ্ভির্ব্যোম্নি বীরঃ প্রকাশতে
ধনুষ্মদ্ভির্যথা মেঘৈর্মারুতঃ প্রভুরম্বরে ॥১০

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ

[পবননন্দনের পূর্বে কিঙ্কর নামক রাক্ষসগণের ন্যায় মন্ত্রিপুত্র সাতজনকে যমালয়ে প্রেরণ এবং পুনরায় সেই তোরণের উপর আরোহণপূর্বক অবস্থান।]

অনন্তর রাক্ষসাধিপতির আদেশে অগ্নিতুল্যতেজ, সম্পন্ন মহতী সেনাসমন্বিত, অস্ত্রশস্ত্রে শিক্ষিত, অস্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ অহমহমিকাবশতঃ পরস্পর বিজয়াকাঙ্ক্ষী ধনুর্ধারী, সংহৃষ্ট, অমিতবিক্রম সপ্ত মন্ত্রিপুত্র, সুবর্ণজালবেষ্টিত বিশেষ ধ্বজা ও পতাকা বিশিষ্ট, মেঘতুল্যধ্বনি-সমন্বিত, অশ্বযুক্ত মহারথে (আরোহণ পূর্বক) তপ্তসুবর্ণ চিত্রিতধনুক আস্ফালন করিতে করিতে বিদ্যুদ্‌বিভূষিত মেঘমালার ন্যায় সেই (রাক্ষস) ভবন হইতে বহির্গত হইলেন।১-৪

কিঙ্করগণ নিহত হইয়াছে জানিয়া সেই সময়ে তাহাদের জননীগণ বান্ধব ও সুহৃদ্‌গণের সহিত শোকবিহ্বল হইয়া পড়িল।৫

তপ্তসুবর্ণালঙ্কারভূষিত মন্ত্রিপুত্রগণ প্রত্যেকে অগ্রে জয় করিবার অভিলাষে পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া তোরণোপরি নিশ্চলভাবে অবস্থিত হনুমানের অভিমুখে প্রধাবিত হইল।৬

রথগর্জন সদৃশ গর্জ্জনকারী সেই রাক্ষসরূপ মেঘসকল বাণবর্ষণ করিতে করিতে বর্ষাকালের মেঘমালার ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল।৭

তাহাদের শরবৃষ্টিতে সমাচ্ছন্ন হনুমান্ বৃষ্টির জলে সমাচ্ছাদিত পর্বতের ন্যায় অদৃশ্যাকৃতি হইলেন।৮

ক্ষিপ্রগামী হনুমান নির্মল গগনে (ইতস্ততঃ) বিচরণ করিতে করিতে সেই বীরগণের নিক্ষিপ্ত শর ও রথবেগ পরিহার করিতে লাগিলেন (অর্থাৎ ক্ষিপ্রগতিতে

স কৃত্বা নিনদং ঘোরং ত্রাসয়ংস্তাং মহাচমূম্।
চকার হনুমান্ বেগং তেষু রক্ষঃসু বীর্য্যবান্ ॥১১
তলেনাভিহনৎ কাংশ্চিৎ পাদৈঃ কাংশ্চিৎ পরন্তপঃ।
মুষ্টিভিশ্চাহনৎ কাংশ্চিন্নখৈঃ কাংশ্চিদ্ব্যদারয়ৎ ॥১২
প্রমমাথোরসা কাংশ্চিদূরুভ্যামপরানপি।
কেচিৎ তস্যৈব নাদেন তত্রৈব পতিতা ভুবি ॥১৩
ততস্তেষ্ববপন্নেষু ভূমৌ নিপতিতেষু চ।
তৎসৈন্যমগমৎ সর্ব্বং দিশো দশ ভয়ার্দিতম্ ॥১৪
বিনেদুর্বিস্বরং নাগা নিপেতুর্ভুবি বাজিনঃ।
ভগ্ননীড়ধ্বজচ্ছত্রৈর্ভূশ্চ কীর্ণাভবদ্ রথৈঃ ॥১৫

স্রবতা রুধিরেণাথ স্রবন্ত্যো দর্শিতাঃ পথি।
বিবিধৈশ্চ স্বনৈর্লঙ্কা ননাদ বিকৃতং তদা ॥১৬

স তান্ প্রবৃদ্ধান্ বিনিহত্য রাক্ষসান্
মহাবলশ্চণ্ড-পরাক্রমঃ কপিঃ।
যুযুৎসুরন্যৈঃ পুনরেব রাক্ষসৈ-
স্তদেব বীরোঽভিজগাম তোরণম্ ॥১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

আকাশে উঠিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন, যাহাতে লক্ষ্য অস্থির হওয়ায় শর তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিতে পারিল না বা রথও তাঁহার অনুসরণে সমর্থ হইল না)।৯

ইন্দ্রধনুসুশোভিত মেঘমালার সহিত প্রভু (স্বীয়জনক) বায়ুর ন্যায় বীর (হনুমান্) সেই ধনুর্দ্ধারীদের (রাক্ষসগণের) সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে আকাশে শোভমান হইলেন।১০

সেই বীর্য্যবান্ হনুমান্ ঘোর নিনাদে সেই মহাসৈন্যের ভীতি উৎপাদনপূর্বক রাক্ষসগণের অভিমুখে সবেগে ধাবিত হইলেন।১১

শত্রুতাপন হনুমান্ কতকগুলি (রাক্ষস)কে চপেটাঘাতে, কতকগুলিকে পাদাঘাতে ও কতকগুলিকে মুষ্টিপ্রহারে নিহত করিলেন, কতকগুলিকে নখরদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।১২

কতকগুলিকে বক্ষঃস্থল দ্বারা, অপর কতকগুলিকে উরুদ্বারা বিমর্দ্দিত করিলেন; কেহ কেহ তাঁহার বিকট শব্দে সেইস্থানে ভূতলে পতিত হইল।১৩

অতঃপর তাহারা অবসন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলে ভয়বিহ্বল সেই রাক্ষসসৈন্যসকল দশ দিকে পলায়ন করিল। হস্তিসকল বিকটস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল; অশ্বসমূহ ভূমিতলে নিপতিত হইল, ভগ্ন নীড়- (রথারোহীর অধিষ্ঠান) স্থান ছত্র ও পতাকার সহিত রথসমূহে ধরাতল সমাচ্ছাদিত হইল।১৪-১৫

ক্ষরিতরুধিরপ্রবাহে পথে রক্তনদীসকল পরিদৃষ্ট হইল; সেই সময়ে রাক্ষসগণের বিবিধ বিকৃত শব্দে লঙ্কানগরী (প্রতিধ্বনিত) শব্দে যেন বিকৃত নিনাদ করিতে লাগিল।১৬

প্রচণ্ডপরাক্রম মহাবল বীর হনুমান্ প্রবীণ রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া পুনরায় অন্যান্য রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়া সেই তোরণের উপরিভাগে গমন করিলেন।১৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[অথ রাবণপ্রেরিতানাং পঞ্চসংখ্যকানাং সেনাপতিনাং বধসাধনপূর্ব্বকং পুনস্তত্তোরণোপরি অবস্থানম্ ।]

হতান্ মন্ত্রিসুতান্ বুদ্ধা বানরেণ মহাত্মনা ।
রাবণঃ সংবৃতাকারশ্চকার মতিমুত্তমাম্ ॥১
স বিরূপাক্ষযূপাক্ষৌ দুর্ধরঞ্চৈব রাক্ষসম্ ।
প্রঘসং ভাসকর্ণঞ্চ পঞ্চসেনাগ্রনায়কান্ ॥২
সন্দিদেশ দশগ্রীবো বীরান্নয়বিশারদান্ ।
হনুমদ্গ্রহণেঽব্যগ্রান্ বায়ুবেগসমান্ যুধি ॥৩
যাত সেনাগ্রগাঃ সর্ব্বে মহাবলপরিগ্রহাঃ ।
সবাজিরথমাতঙ্গাঃ স কপিঃ শাস্যতামিতি ॥৪
যত্তৈশ্চ খলু ভাব্যং স্যাৎ তমাসাদ্য বনালয়ম্ ।
কর্ম্ম চাপি সমাধেয়ং দেশকালাবিরোধিতম্ ॥৫
ন হ্যহং তং কপিং মন্যে কর্ম্মণা প্রতি তর্কয়ন্ ।
সর্ব্বথা তন্মহদ্ভূতং মহাবলপরিগ্রহম্ ॥৬
বানরোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা নহি শুধ্যতি মে মনঃ ।
নৈবাহং তং কপিং মন্যে যথেয়ং প্রস্তুতা কথা ॥৭
ভবেদিন্দ্রেণ বা সৃষ্টমস্মদর্থং তপোবলাৎ ।
সনাগ-যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-দেবাসুরমহর্ষয়ঃ ॥৮
যুষ্মাভিঃ প্রহিতৈঃ সর্ব্বৈর্ময়া সহ বিনির্জিতাঃ ।
তৈরবশ্যং বিধাতব্যং ব্যলীকং কিঞ্চিদেব নঃ ॥৯
তদেব নাত্র সন্দেহঃ প্রসহ্য পরিগৃহ্যতাম্ ।
যাত সেনাগ্রগাঃ সর্ব্বে মহাবলপরিগ্রহাঃ ॥১০

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ

[অনন্তর রাবণপ্রেরিত পাঁচজন সেনাপতির বধসাধন পূর্বক হনুমানের পুনরায় সেই তোরণে অবস্থান ।]

মহাবল বানর কর্তৃক মন্ত্রিপুত্রগণ নিহত হইয়াছে জানিয়া অন্তরস্থ ভয় সংগোপনপূর্বক ধৈর্য্যসহকারে যুদ্ধবিষয়ে উত্তম বুদ্ধি করিয়া দশগ্রীব রাবণ নীতি-বিশারদ বায়ুতুল্য বেগশালী হনুমানের গ্রহণে বিলম্বকারী বীর বিরূপাক্ষ, যূপাক্ষ, দুর্ধর, প্রঘস ও ভাসকর্ণ এই পঞ্চ প্রধান সেনাপতিকে হনুমানকে বন্ধন করিয়া আনিবার জন্য আদেশ করিলেন ।১-৩

তোমরা সকলে, অশ্ব, হস্তী, রথ ও মহাবলশালী পদাতি সৈন্যসহকারে নিজেরা সৈন্যগণের অগ্রবর্তী হইয়া গমন কর এবং সেই কপিকে (হনুমানকে) শাসন কর ।৪

বনবাসী সেই বানরের সমীপে গমন পূর্বক সাবধানে থাকিবে এবং সতর্কতার সহিত দেশ ও কালের অবিরোধে কর্তব্য কার্য্যের সমাধান করিবে ।৫

কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া আমি তাহাকে সাধারণ বানর বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিতেছি না। সর্বপ্রকারে তাহাকে অদ্ভুত বলশালী মহাপ্রাণী বলিয়াই মনে করি ।৬

যেহেতু যে সব ঘটনা উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে তাহাকে বানর বলিয়া আমার চিত্ত পরিশুদ্ধি লাভ করিতে পারিতেছে না ।৭

আমাদের নিগ্রহের জন্য তপোবলে দেবেন্দ্র ইহাকে সৃষ্টি করিতেও পারে। আমার ও মৎপ্রেরিত তোমাদের সকল কর্তৃক নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব, দেব, অসুর ও মহর্ষিগণ পরাভূত হইয়াছে সুতরাং আমাদের কিছু অপ্রিয় সাধন তাহাদের অবশ্য কর্তব্য। অতএব তাহাই (ইন্দ্রসৃষ্টপ্রাণীই) হইবে;

সবাজি-রথ-মাতঙ্গাঃ স কপিঃ শাস্যতামিতি।
নাবমন্যো ভবদ্ভিশ্চ কপির্ধীরপরাক্রমঃ ॥১১
দৃষ্টা হি হরয়ঃ পূর্ব্বং ময়া বিপুলবিক্রমাঃ।
বালী চ সহসুগ্রীবো জাম্ববাংশ্চ মহাবলঃ ॥১২
নীলঃ সেনাপতিশ্চৈব যে চান্যে দ্বিবিদাদয়ঃ।
নৈব তেষাং গতির্ভীমা ন তেজো ন পরাক্রমঃ ॥১৩
ন মতির্ন বলোৎসাহো ন রূপপরিকল্পনম্।
মহৎসত্ত্বমিদং জ্ঞেয়ং কপিরূপং ব্যবস্থিতম্ ॥১৪
প্রযত্নং মহদাস্থায় ক্রিয়তামস্য নিগ্রহঃ।
কামং লোকাস্ত্রয়ঃ সেন্দ্রাঃ সসুরাসুরমানবাঃ ॥১৫
ভবতামগ্রতঃ স্থাতুং ন পর্য্যাপ্তা রণাজিরে।
তথাপি তু নয়জ্ঞেন জয়মাকাঙ্ক্ষতা রণে ॥১৬
আত্মা রক্ষ্যঃ প্রযত্নেন যুদ্ধসিদ্ধির্হি চঞ্চলা।
তে স্বামিবচনং সর্ব্বে প্রতিগৃহ্য মহৌজসঃ ॥১৭
সমুৎপেতুর্মহাবেগা হুতাশসমতেজসঃ।
রথৈশ্চ মত্তৈর্নাগৈশ্চ বাজিভিশ্চ মহাজবৈঃ ॥১৮
শস্ত্রৈশ্চ বিবিধৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সর্ব্বৈশ্চোপহিতা বলৈঃ।
ততস্তু দদৃশুর্বীরা দীপ্যমানং মহাকপিম্ ॥১৯
রশ্মিমন্তমিবোদ্যন্তং স্বতেজোরশ্মিমালিনম্।
তোরণস্থং মহাবেগং মহাসত্ত্বং মহাবলম্ ॥২০
মহামতিং মহোৎসাহং মহাকায়ং মহাভুজম্।
তং সমীক্ষ্যৈব তে সর্ব্বে দিক্ষু সর্ব্বাস্ববস্থিতাঃ ॥২১
তৈস্তৈঃ প্রহরণৈর্ভীমৈরভিপেতুস্ততস্ততঃ।
তস্য পঞ্চায়সাস্তীক্ষ্ণাঃ সিতাঃ পীতমুখাঃ শরাঃ।
শিরস্যুৎপলপত্রাভা দুর্দ্ধরেণ নিপাতিতাঃ ॥২২
স তৈঃ পঞ্চভিরাবিদ্ধঃ শরৈঃ শিরসি বানরঃ।
উৎপপাত নদন্‌ ব্যোম্নি দিশো দশ বিনাদয়ন্‌ ॥২৩

তাহাতে সন্দেহ নাই; তাহাকে অচিরে বন্ধন করিয়া লইয়া আসিবে। অশ্ব, গজ, রথ ও মহান্‌ (পদাতি) সৈন্য সঙ্গে লইয়া স্বয়ং তোমরা সকলে সেনাগণের পুরোভাগে অবস্থান পূর্বক যুদ্ধে গমন কর এবং বানরকে শাসন কর। তোমরা সেই ভীম-পরাক্রমশালী বানরকে তুচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করিবে না ॥৮-১১

আমি শীঘ্রই পূর্ব্বে বিপুলপরাক্রমশালী সুগ্রীবের সহিত বালী, মহাবল জাম্ববান, সেনাপতি নীল ও দ্বিবিদ প্রভৃতি অনেক বানরকে অবলোকন করিয়াছি কিন্তু তাহাদের গতি এতাদৃশ ভয়ঙ্কর নহে, তাহাদের তেজঃ নাই, পরাক্রম নাই, বুদ্ধি নাই, সামর্থ্য নাই, উৎসাহ নাই ও যথেচ্ছভাবে রূপগ্রহণ সামর্থ্য নাই, অতএব ইহাকে বানররূপধারী মহাসত্ত্বসম্পন্ন প্রাণী বলিয়া জানিবে, পরম প্রযত্নে তোমরা তাহার নিগ্রহ করিবে। যদিও ইন্দ্রের সহিত দেবগণ, অসুর এবং মানবগণের সহিত ত্রিলোক (স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল) রণাঙ্গনে তোমাদের সমক্ষে অবস্থানে অসমর্থ, তথাপি যুদ্ধে বিজয়াকাঙ্ক্ষী নীতিজ্ঞের পক্ষে সর্বপ্রযত্নে আত্মরক্ষা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য, যেহেতু যুদ্ধে সিদ্ধি (জয়) লাভ অনিশ্চিত। হুতাশনতুল্যতেজস্বী সেই মহাবল রাক্ষসসকল প্রভুর আদেশ অঙ্গীকার (শিরোধার্য্য) করিয়া রথ, মদমত্তহস্তী, মহাবেগশালী অশ্ব, তীক্ষ্ণ শাণিত অস্ত্র ও সর্বপ্রকার বলে সুসজ্জিত হইয়া প্রবলবেগে প্রধাবিত হইল। অনন্তর সেই বীরগণ মহাবেগবান্‌ মহাধ্যবসায়সম্পন্ন মহানুৎসাহী (অলৌকিককার্য্যে দৃঢ় প্রযত্নকে উৎসাহ বলা হয়) প্রখর বুদ্ধিমান্‌, মহাবল মহদাকৃতিযুক্ত ও মহাবাহু সেই মহাকপিকে উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় স্বীয়তেজঃ-প্রভাবে দীপ্যমান হইয়া তোরণের উপরিভাগে অবস্থিত দেখিল। তোরণস্থিত তাহাকে (কপিকে) নিরীক্ষণ করিয়াই সকল দিকে অবস্থিত সেই রাক্ষসবীরগণ সেই সেই (গৃহীত) ভয়াবহ অস্ত্রের সহিত স্ব স্ব অধিষ্ঠান স্থান হইতে অগ্রসর হইল। দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস স্বর্ণপুঙ্খ, উৎপলপত্রপ্রভাবিশিষ্ট লৌহময় তীক্ষ্ণ শাণিত পাঁচটী শর তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিল ।১২-২২

সেই পঞ্চশরে মস্তকে বিদ্ধ হইয়া হনুমান্‌ স্বীয়

ততস্তু দুর্ধরো বীরঃ সরথঃ সজ্যকার্মুকঃ।
কিরঞ্ শরশতৈর্নৈকৈরভিপেদে মহাবলঃ ॥২৪
স কপির্বারয়ামাস তং ব্যোম্নি শরবর্ষিণম্।
বৃষ্টিমন্তং পয়োদান্তে পয়োদমিব মারুতঃ ॥২৫
অর্দ্দ্যমানস্ততস্তেন দুর্ধরেণানিলাত্মজঃ।
চকার নিনদং ভূয়ো ব্যবর্ধত চ বীর্য্যবান্ ॥২৬
স দূরং সহসোৎপত্য দুর্ধরস্য রথে হরিঃ।
নিপপাত মহাবেগো বিদ্যুদ্রাশির্গিরাবিব ॥২৭
ততঃ স মথিতাষ্টাশ্বং রথং ভগ্নাক্ষকূবরম্।
বিহায় ন্যপতদ্ভূমৌ দুর্ধরস্ত্যক্তজীবিতঃ ॥২৮
তং বিরূপাক্ষ-যূপাক্ষৌ দৃষ্ট্বা নিপতিতং ভুবি।
তৌ জাতরোষৌ দুর্ধর্ষাবুৎপেততুররিন্দমৌ ॥২৯
স তাভ্যাং সহসোৎপ্লুত্য বিষ্ঠিতো বিমলেঽম্বরে।
মুদ্গরাভ্যাং মহাবাহুর্বক্ষস্যভিহতঃ কপিঃ ॥৩০
তয়োর্বেগবতোর্বেগং নিহত্য স মহাবলঃ।
নিপপাত পুনর্ভূমৌ সুপর্ণ ইব বেগিতঃ ॥৩১
স সালবৃক্ষমাসাদ্য সমুৎপাট্য চ বানরঃ।
তাবুভৌ রাক্ষসৌ বীরৌ জঘান পবনাত্মজঃ ॥৩২
ততস্তাংস্ত্রীন্ হতাঞ্জ্ঞাত্বা বানরেণ তরস্বিনা।
অভিপেদে মহাবেগঃ প্রহস্য প্রঘসো বলী ॥৩৩
ভাসকর্ণশ্চ সংক্রুদ্ধঃ শূলমাদায় বীর্য্যবান্।
একতঃ কপিশার্দূলং যশস্বিনমবস্থিতৌ ॥৩৪
পট্টিশেন শিতাগ্রেণ প্রঘসঃ প্রত্যপোথয়ৎ।
ভাসকর্ণশ্চ শূলেন রাক্ষসঃ কপিকুঞ্জরম্ ॥৩৫
স তাভ্যাং বিক্ষতৈর্গাত্রৈরসৃগ্দিগ্ধতনূরুহঃ।
অভবদ্ বানরঃ ক্রুদ্ধো বালসূর্য্যসমপ্রভঃ ॥৩৬
সমুৎপাট্য গিরেঃ শৃঙ্গং সমৃগ-ব্যাল-পাদপম্।

নিনাদে দশদিক্ নিনাদিত করিয়া ব্যোম (গগন) পথে উৎপতিত হইলেন।২৩

তখন রথের সহিত জ্যাযুক্ত কার্মুকধারী মহাবল বীর দুর্ধর নামক রাক্ষস শত শত শর নিক্ষেপ করিতে করিতে হনুমানের সমীপবর্তী হইল।২৪

বর্ষাকালাবসানে (শরৎকালে) পবনের বারিবর্ষণকারী মেঘাপসারণের ন্যায় পবননন্দন আকাশে অবস্থিত থাকিয়াই স্বীয় হুংকারশব্দে শরবর্ষণকারী দুর্ধর নামক রাক্ষসের বাণবর্ষণ প্রতিরোধ করিলেন।২৫

অনন্তর বায়ুপুত্র বীর্য্যবান্ হনুমান্ দুর্ধরের শরাঘাতে নিপীড়িত হইয়া পুনরায় ভীষণ নিনাদ করিলেন ও (স্বয়ং) শরীরের বৃদ্ধিসম্পাদন করিতে লাগিলেন।২৬

পর্বতোপরি বজ্রপাতের ন্যায় হনুমান্ সহসা দূর হইতে মহাবেগে লম্ফপ্রদানপূর্বক দুর্ধরের রথোপরি নিপতিত হইলেন।২৭

তৎপরে দুর্ধরের অষ্ট অশ্ব বিমর্দ্দিত ও অক্ষ কুবর ভগ্ন হইলে সেই রথ পরিত্যাগ করিয়া বিগতপ্রাণ দুর্ধর ভূতলে নিপতিত হইল।২৮

তাহাকে ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া অরিবিমর্দ্দনকারী দুর্ধর্ষ বিরূপাক্ষ ও যূপাক্ষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গগনে উৎপতিত হইল।২৯

তাহারা দুইজন সহসা উল্লম্ফনপূর্বক নির্মল নভোমণ্ডলে অধিষ্ঠিত মহাবাহু হনুমানের বক্ষঃস্থলে দুই মুদ্গর দ্বারা প্রহার করিল।৩০

বেগবান্ হনুমান্ রাক্ষসদ্বয়ের মুদ্গর প্রহার বেগ নিষ্ফল করিয়া গরুড়ের ন্যায় অতিবেগে পুনরায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।৩১

পবনাত্মজ বানর শালবৃক্ষের সমীপবর্তী হইয়া তাহা উৎপাটনপূর্বক তাহার দ্বারা প্রহার করিয়া সেই রাক্ষসবীরদ্বয়কে নিহত করিলেন।৩২

বলবান্ বানর সেই তিনজনকে নিধন করিয়াছে জানিয়া মহাবেগ বলশালী প্রঘস ও অতিক্রুদ্ধ বীর্য্যবান্ শূলহস্ত ভাসকর্ণ উভয়ে একত্র অবস্থিত হইয়া—প্রঘস শাণিত পট্টিশ ও রাক্ষস ভাসকর্ণ শূলদ্বারা সেই কপিশ্রেষ্ঠ যশস্বী হনুমানকে প্রোথিত করিল।৩৩-৩৫

এতদুভয়ের দ্বারা বিক্ষতগাত্র রক্তলিপ্তগাত্রলোম হওয়ায় বালসূর্য্যতুল্য অরুণপ্রভোদ্ভাসিত বানর ক্রুদ্ধ

জঘান হনুমান্‌বীরো রাক্ষসৌ কপিকুঞ্জরঃ।
গিরিশৃঙ্গসুনিষ্পিষ্টৌ তিলশস্তৌ বভূবতুঃ ॥৩৭
ততস্তেষ্ববসন্নেষু সেনাপতিষু পঞ্চসু।
বলং তদবশেষন্তু নাশয়ামাস বানরঃ ॥৩৮
অশ্বৈরশ্বান্ গজৈর্নাগান্ যোধৈর্যোধান্‌রথৈরথান্।
স কপির্নাশয়ামাস সহস্রাক্ষ ইবাসুরান্ ॥৩৯
হয়ৈর্নাগৈস্তুরঙ্গৈশ্চ ভগ্নাক্ষৈশ্চ মহারথৈঃ।
হতৈশ্চ রাক্ষসৈর্ভূমী রুদ্ধমার্গা সমন্ততঃ ॥৪০

ততঃ কপিস্তান্ ধ্বজিনীপতীন্ রণে
নিহত্য বীরান্ সবলান্ সবাহনান্।
তথৈব বীরঃ পরিগৃহ্য তোরণং,
কৃতক্ষণঃ কাল ইব প্রজাক্ষয়ে ॥৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

হইলেন এবং মৃগ, ব্যাল, সর্প ও পাদপসঙ্কুল পর্বতশৃঙ্গ সমুৎপাটন পূর্বক সেই রাক্ষসদ্বয়কে আঘাত করিলেন; তাহাতে তাহারা সেই পর্বতশৃঙ্গদ্বারা সুষ্ঠুভাবে নিষ্পিষ্ট হইয়া তিল তিল হইয়া গেল।৩৬-৩৭

সেই পঞ্চসেনাপতি নিহত হইলে বানর অবশিষ্ট সৈন্য সংহার করিলেন। ইন্দ্রের অসুরনিধনের ন্যায় সেই কপি অশ্ব দ্বারা (প্রহার করিয়া) অশ্বদিগকে, গজদ্বারা গজসমূহকে, যোদ্ধা দ্বারা যোদ্ধাসকলকে ও রথের দ্বারা রথনিবহকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন।৩৮-৩৯

হত হস্তী তুরঙ্গ, ভগ্ন যুগন্ধর (যোয়াল) মহারথ এবং নিহত রাক্ষসে ভূমিতে গমনপথ চতুর্দিকে অবরুদ্ধ হইল।৪০

এইরূপে বীর হনুমান্ যুদ্ধে বল ও বাহনের সহিত সেই বীর সেনাপতিদিগকে সংহার করিয়া প্রলয়কালে অবসর প্রাপ্ত কৃতান্তের ন্যায় (সমস্ত জীব প্রলয়ে বিনষ্ট হইলে আর হন্তব্য কিছু না থাকায়) তিনিও অবসর পাইয়া পূর্ববৎ তোরণ অবলম্বন পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।৪১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[হনূমতা যুদ্ধক্ষেত্রে সমুপস্থিতস্য রাবণপুত্রস্য অক্ষস্য বধঃ।]

সেনাপতীন্ পঞ্চ স তু প্রমাপিতান্
হনূমতা সানুচরান্সবাহনান্।
নিশম্য রাজা সমরোদ্ধতোন্মুখং
কুমারমক্ষং প্রসমৈক্ষতাক্ষম্ ॥১

স তস্য দৃষ্ট্যর্পণসম্প্রচোদিতঃ
প্রতাপবান্ কাঞ্চনচিত্রকার্ম্মুকঃ।
সমুৎপপাতাথ সদস্যুদীরিতো
দ্বিজাতি-মুখ্যৈর্হবিষেব পাবকঃ ॥২

ততো মহান্ বালদিবাকরপ্রভং
প্রতপ্তজাম্বূনদজালসন্ততম্।
রথং সমাস্থায় যযৌ স বীর্য্যবান্
মহাহরিং তং প্রতি নৈর্ঋতর্ষভঃ ॥৩

ততস্তপঃ সংগ্রহ সঞ্চয়ার্জিতং
প্রতপ্তজাম্বূনদজালচিত্রিতম্।
পতাকিনং রত্নবিভূষিতধ্বজং
মনোজবাষ্টাশ্ববরৈঃ সুযোজিতম্ ॥৪

সুরাসুরাধৃষ্যমসঙ্গচারিণং
তড়িৎপ্রভং ব্যোমচরং সমাহিতম্।
সতূণমষ্টাসিনিবদ্ধবন্ধুরং
যথাক্রমাবেশিতশক্তিতোমরম্ ॥৫

বিরাজমানং প্রতিপূর্ণবস্তুনা
সহেমদাম্না শশি-সূর্য্যবর্চসা।
দিবাকরাভং রথমাস্থিতস্ততঃ
স নির্জগামামরতুল্যবিক্রমঃ ॥৬

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ

[হনুমান্ কর্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে সমুপস্থিত রাবণের পুত্র অক্ষনামক রাক্ষস বধ]

হনুমান্ কর্তৃক সানুচর সবাহন পঞ্চসেনাপতির নিধন সংবাদ শ্রবণ করিয়া সম্মুখবর্তী সমরোদ্ধত ও উৎকণ্ঠিত কুমার অক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।১

রাবণের দৃষ্টিচালনেই যুদ্ধগমনের জন্য প্রেরিত হইয়া প্রতাপশালী সুবর্ণময় বিচিত্র ধনুর্ধারী সেই রাক্ষস অক্ষ যজ্ঞশালায় ব্রাহ্মণোত্তম প্রদত্ত ঘৃতাহুতিপ্রাপ্ত উদ্দীপ্ত বহ্নির ন্যায় সমুৎপতিত হইল।২

অতঃপর বীর্য্যবান্ মহান্ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অক্ষ বিশুদ্ধ সুবর্ণজাল পরিব্যাপ্ত ও নবোদিত সূর্য্যকিরণরাগরঞ্জিত রথে আরোহণ পূর্বক সেই মহাবানরের অভিমুখে যাত্রা করিল।৩

সঞ্চিত, দীর্ঘ তপশ্চর্য্যার প্রভাবে সমুপার্জিত, তপ্তকাঞ্চন জাল বিচিত্রিত, রত্নবিভূষিতধ্বজ ও পতাকাদ্বারা সুসজ্জিত, মানসতুল্য বেগশালী অষ্টঅশ্বশ্রেষ্ঠ সংযোজিত, দেব দানবের অজেয়, নিরালম্ব (ভূতলাদি অবলম্বন ব্যতীত) চারী, আকাশ ও পর্বতোপরি অব্যাহতগতি, অতএব আকাশপথে বিচরণশীল, বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, তূণ (ইষুধি) (অষ্টদিকে) অষ্টঅসি দ্বারা রথফলক সজ্জিত, যথাক্রমে শক্তি ও তোমর

স পূরয়ন্ খঞ্চ মহীঞ্চ সাচলাং
তুরঙ্গমাতঙ্গমহারথস্বনৈঃ।
বলৈঃ সমেতৈঃ সহতোরণস্থিতং
সমর্থমাসীনমুপাগমৎ কপিম্ ॥৭

স তং সমাসাদ্য হরিং হরীক্ষণো
যুগান্তকালাগ্নিমিব প্রজাক্ষয়ে।
অবস্থিতং বিস্মিতজাতসম্ভ্রমং
সমৈক্ষতাক্ষো বহুমানচক্ষুষা ॥৮

স তস্য বেগঞ্চ কপের্মহাত্মনঃ
পরাক্রমং চারিষু রাবণাত্মজঃ।
বিচারয়ন্ স্বঞ্চ বলং মহাবলো
যুগক্ষয়ে সূর্য্য ইবাভিবর্ধত ॥৯

স জাতমন্যুঃ প্রসমীক্ষ্য বিক্রমং
স্থিতঃ স্থিরঃ সংযতি দুর্নিবারণম্।
সমাহিতাত্মা হনুমন্তমাহবে
প্রচোদয়ামাস শিতৈঃ শরৈস্ত্রিভিঃ ॥১০

ততঃ কপিং তং প্রসমীক্ষ্য গর্ব্বিতং
জিতশ্রমং শত্রুপরাজয়োচিতম্
অবৈক্ষতাক্ষঃ সমুদীর্ণমানসং
সবাণপাণিঃ প্রগৃহীতকার্ম্মুকঃ ॥১১

স হেমনিষ্কাঙ্গদচারুকুণ্ডলঃ
সমাসসাদাশু পরাক্রমঃ কপিম্
তয়োর্বভূবাপ্রতিমঃ সমাগমঃ
সুরাসুরাণামপি সম্ভ্রমপ্রদঃ ॥১২

ররাস ভূমির্ন ততাপ ভানুমান্
ববৌ ন বায়ুঃ প্রচচাল চাচলঃ।
কপেঃ কুমারস্য চ বীর্য্যসংযুগং
ননাদ চ দ্যৌরুদধিশ্চ চুক্ষুভে ॥১৩

স তস্য বীরঃ সুমুখান্ পতত্রিণঃ
সুবর্ণপুঙ্খান্ সবিষানিবোরগান্।
সমাধিসংযোগবিমোক্ষতত্ত্ববি-
চ্ছরানথ ত্রীন্ কপিমূর্দ্ধ্যতাড়য়ৎ ॥১৪

সমাবেশিত, হেমমালা সহ সূর্য্য চন্দ্রপ্রভাবিদ্যোতিত, সমরোপকরণ সম্ভারে বিরাজিত ও সূর্য্যপ্রভ সেই রথে আরোহণ করিয়া অমরতুল্যপরাক্রমশালী অক্ষ গমন করিতে লাগিলেন।৪-৬

সেই কুমার অক্ষ অশ্বগণের হ্রেষারবে, হস্তিযূথের বৃংহিত নাদে এবং মহারথের (নির্ঘোষ)নিনাদে গগনমণ্ডল ও সশৈল পৃথিবী পরিপূরিত করিয়া সমবেত সৈন্য সমভিব্যাহারে তোরণোপরি সমাসীন সামর্থ্যসম্পন্ন হনুমানের সম্মুখীন হইল।৭

সিংহতুল্য ভয়ঙ্করদৃষ্টিসম্পন্ন অক্ষ হনুমানের সমীপবর্ত্তী হইয়া বালক আমার সহিত যুদ্ধার্থে উপস্থিত বলিয়া সম্ভ্রমযুক্ত লোকসংহরণনিমিত্ত প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় অবস্থিত সেই কপিবরকে সসম্মানে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।৮

মহাবল রাবণাত্মজ হনুমানের বেগ, শত্রুমধ্যে তাহার পরাক্রম এবং স্বীয় সৈন্য সামর্থ্য বিচার করিয়া প্রলয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপ্রভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।৯

ক্রোধাবিষ্ট অথচ ধীরভাবে অবস্থিত ও সংযতচিত্ত অক্ষ সমরে দুর্নিবার দর্শনীয় পরাক্রম হনুমানকে তিনটী শাণিত শরনিক্ষেপে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিল।১০

ধনুর্বাণধারী অক্ষ গর্বিত, ক্লান্তিশূন্য, শত্রুপরাজয়ে সমর্থ, নিশ্চিন্তচিত্ত হনুমানকে দেখিতে লাগিলেন।১১

হেমময় (নিষ্ক) বক্ষোভূষণ, অঙ্গদ মনোজ্ঞকুণ্ডলালঙ্কৃত, তীক্ষ্ণপৌরুষ অক্ষ হনুমানের নিকট উপস্থিত হইল; তখন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে দেব ও দানবের ভয়প্রদ অতুলনীয় সংগ্রাম আরম্ভ হইল।১২

কপি ও কুমারের বীর্য্যপূর্ণ সংগ্রাম অবলোকন করিয়া ভূতলবাসী চিৎকার করিতে লাগিল; সূর্য্য তেজোহীন হইলেন; বায়ু প্রবাহিত হইলেন না; পর্বত

স তৈঃ শরৈর্মূর্দ্ধ্নি সমং নিপাতিতৈঃ
ক্ষরন্নসৃগ্‌দিগ্ধবিবৃত্তনেত্রঃ।
নবোদিতাদিত্যনিভঃ শরাংশুমান্
ব্যরাজতাদিত্য ইবাংশুমালিকঃ ॥১৫
ততঃ প্লবঙ্গাধিপমন্ত্রিসত্তমঃ
সমীক্ষ্য তং রাজবরাত্মজং রণে।
উদগ্রচিত্রায়ুধচিত্রকার্ম্মুকং
জহর্ষ চাপূর্য্যত চাহবোন্মুখঃ ॥১৬
স মন্দরাগ্রস্থ ইবাংশুমালী
বিবৃদ্ধকোপো বলবীর্য্যসংবৃতঃ।
কুমারমক্ষং সবলং সবাহনং
দদাহ নেত্রাগ্নিমরীচিভিস্তদা ॥১৭
ততঃ স বাণাসনশক্রকার্ম্মুকঃ
শরপ্রবর্ষো যুধি রাক্ষসাম্বুদঃ।
শরান্ মুমোচাশু হরীশ্বরাচলে
বলাহকো বৃষ্টিমিবাচলোত্তমে ॥*১৮
কপিস্ততস্তং রণচণ্ডবিক্রমং
প্রবৃদ্ধতেজোবল-বীর্য্যসায়কম্।
কুমারমক্ষং প্রসমীক্ষ্য সংযুগে
ননাদ হর্ষাদ্ ঘনতুল্যনিঃস্বনঃ ॥১৯
স বালভাবাদ্ যুধি বীর্য্যদর্পিতঃ
প্রবৃদ্ধমন্যুঃ ক্ষতজোপমেক্ষণঃ।
সমাসসাদাপ্রতিমং রণে কপিং
গজো মহাকূপমিবাবৃতং তৃণৈঃ ॥২০
স তেন বাণৈঃ প্রসভং নিপাতিতৈ-
শ্চকার নাদং ঘননাদনিঃস্বনঃ।
সমুৎসহেনাশু নভঃ সমারুজন্
ভুজোরুবিক্ষেপণঘোরদর্শনঃ ॥২১
সমুৎপতন্তং সমভিদ্রবদ্ বলী
স রাক্ষসানাং প্রবরঃ প্রতাপবান্।

প্রকম্পিত হইল, নভস্থল নিনাদিত হইল ও সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।১৩

অতঃপর লক্ষ্যদর্শন (বাণ যাহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে হইবে, সেই লক্ষ্য স্থিরভাবে দর্শনে) শরসন্ধানে ও শরমোক্ষণে কুশল বীর রাক্ষস অক্ষ সুবর্ণপুঙ্খ সুমুখ পক্ষযুক্ত সবিষসর্পের ন্যায় তিনিটী শরে কপির মস্তকে আঘাত করিল।১৪

যুগপৎ মস্তকে নিপতিত সেই শরত্রয়ে বিদ্ধ, ক্ষরিতরুধির ধারায় অভিষিক্ত, বিশালনেত্রসম্পন্ন ও সমস্তকস্থিত শররূপ কিরণমালী হনুমান্ নবোদিত আদিত্যের ন্যায় লোহিতমূর্ত্তি অংশু (কিরণ)-মালী হইয়া আদিত্যসদৃশী শোভা প্রাপ্ত হইলেন।১৫

অনন্তর বানররাজ সুগ্রীবের প্রধানমন্ত্রী সমরোন্মুখ হনুমান্ অত্যুত্তম চিত্র আয়ুধ (অস্ত্র) ও চিত্র ধনুর সহিত রাজশ্রেষ্ঠ রাবণের পুত্রকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া হর্ষান্বিত এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন।১৬

মন্দরাচলের শিখরস্থিত সূর্য্যের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন ক্রোধপরিপূর্ণ হনুমান্ সেই সময়ে নয়নবহ্নি কিরণজালায় যেন বল ও বাহনের সহিত কুমার অক্ষকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।১৭

গিরিরাজোপরি মেঘমালার বারিবর্ষণের ন্যায় যুদ্ধে শরধারারূপ বৃষ্টিযুক্ত রাক্ষসরূপ মেঘ, বিচিত্র ধনুঃরূপ ইন্দ্রধনুঃশোভিত হইয়া বানরোত্তমরূপ পর্বতে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল।১৮

যুদ্ধে প্রচণ্ড পরাক্রমশালী, তেজ, বল, বীর্য্য ধনুর্বাণে সমৃদ্ধ, কুমার অক্ষকে যুদ্ধে নিরীক্ষণ করিয়া হনুমান্ আনন্দে মেঘনাদের ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি করিলেন।১৯

বালকস্বভাববশতঃ অত্যন্ত বীর্য্যগর্বিত এবং ক্রোধভরে রক্তনেত্র হইয়া কুমার অক্ষ হস্তীর তৃণাচ্ছাদিত মহাকূপে পতনের ন্যায় যুদ্ধে অতুলনীয় বানরের সহিত সম্মিলিত হইল।২০

ক্ষিপ্র নিক্ষিপ্ত কুমারের বাণনিকরে আহত বানর

* কোন কোন গ্রন্থে ১৮নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়।

স তস্য তানষ্ট বরান্ মহাহয়ান্ সমাহিতান্ ভারসহান্ বিবর্ত্তনে।

রথী রথশ্রেষ্ঠতরঃ কিরঞ্ছরৈঃ
পয়োধরঃ শৈলমিবাশ্মবৃষ্টিভিঃ ॥২২
স তাঞ্ছরাংস্তস্য হরির্বিমোক্ষয়ং-
শ্চচার বীরঃ পথি বায়ুসেবিতে।
শরান্তরে মারুতবদ্বিনিষ্পতন্
মনোজবঃ সংযতি ভীমবিক্রমঃ ॥২৩
তমাত্তবাণাসনমাহবোন্মুখং
খমাস্তৃণন্তং বিবিধৈঃশরোত্তমৈঃ।
অবৈক্ষতাক্ষং বহুমানচক্ষুষা
জগাম চিন্তাং স চ মারুতাত্মজঃ ॥২৪
ততঃ শরৈর্ভিন্নভুজান্তরঃ কপিঃ
কুমারবর্যেণ মহাত্মনা নদন্।
মহাভুজঃ কর্ম্ম বিশেষতত্ত্ববিদ্
বিচিন্তয়ামাস রণে পরাক্রমম্ ॥২৫

অবালবদ্ বালদিবাকরপ্রভঃ
করোত্যয়ং কর্ম্ম মহন্মহাবলঃ।
ন চাস্য সর্ব্বাহবকর্ম্মশালিনঃ
প্রমাপণে মে মতিরত্র জায়তে ॥২৬
অয়ং মহাত্মা চ মহাংশ্চ বীর্য্যতঃ
সমাহিতশ্চাতিসহশ্চ সংযুগে
অসংশয়ং কর্ম্মগুণোদয়াদয়ং
সনাগযক্ষৈর্মুনিভিশ্চ পূজিতঃ ॥২৭
পরাক্রমোৎসাহবিবৃদ্ধমানসঃ
সমীক্ষতে মাং প্রমুখোহগ্রতঃ স্থিতঃ।
পরাক্রমো হ্যস্য মনাংসি কম্পয়েৎ
সুরাসুরাণামপি শীঘ্রকারিণঃ ॥২৮
ন খল্বয়ং নাভিভবেদুপেক্ষিতঃ
পরাক্রমো হ্যস্য রণে বিবর্ধতে।

নিজ বাহু বিক্ষেপপূর্বক ভয়ঙ্করী মূর্তি ধারণ করিয়া উৎসাহের সহিত সত্বর নভোমণ্ডলের সন্তাপসম্পাদক মেঘনিনাদের ন্যায় ভীষণ শব্দ করিলেন।২১

শৈলোপরি মেঘের শিলাবৃষ্টির ন্যায় অন্যান্য রথী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর রথী, প্রতাপান্বিত, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, বলবান্ অক্ষ বাণবর্ষণ করিতে করিতে ঊর্দ্ধপথগামী সেই বানরকে অভিদ্রাবিত করিল।২২

মানসতুল্য বেগশালী ভীমবিক্রম বীর হনুমান্, সমাগতশরজালমধ্যবর্ত্তী সংগ্রামে বায়ুর ন্যায় নিপতিত হইয়া তাহার সেই শরজাল (দ্রুত গমনপূর্বক শরীর স্পর্শ করিতে না দিয়া) ব্যর্থ করত বায়ুপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন।২৩

সমরোদ্যত গৃহীতধনু অক্ষকে নানাবিধ উত্তম শরসমূহে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্নকারী অক্ষকে পবনপুত্র সম্মানসূচক দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে এবং এতাদৃশ বীরকে কি প্রকারে বধ করিব ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন।২৪

অনন্তর কুমারশ্রেষ্ঠ মহাত্মা অক্ষের শরসঙ্ঘাতে বক্ষস্থলে বিদ্ধ পরাক্রমের বিশেষতাভিজ্ঞ মহাবাহু হনুমান্, হুঙ্কার নিনাদ করিতে করিতে সংগ্রামে অক্ষকুমারের পরাক্রম বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।২৫

নবোদিত দিবাকরতুল্য এই প্রশংসনীয় বিক্রম মহাবল রাক্ষস বালক (অবালকের) প্রবীণের ন্যায় কর্ম করিতেছে, অতএব এই সময়ে সর্বপ্রকার যুদ্ধকর্মকুশল এই বীরের নিধনে আমার বুদ্ধি সমুৎপন্ন হইতেছে না অর্থাৎ ইহাকে বধ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না।২৬

এই মহাতপা বীর্য্যাধিক্যবশতঃ অত্যন্ত মহান্, অপ্রমত্ত, যুদ্ধে প্রহারাদির সাংগ্রামিক ক্লেশসহনশীল ও পরাক্রমপ্রকাশরূপ কর্মগুণের নৈপুণ্য এই কুমার অক্ষ নাগ এবং যক্ষগণের সহিত মুনিগণের প্রশংসা ভাজন হইবে—সন্দেহ নাই।২৭

পরাক্রম ও উৎসাহে পরিপূর্ণচিত্ত বীরমুখ্য অক্ষ পুরোভাগে অবস্থিত থাকিয়া আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে,—এই ক্ষিপ্রকারীর পরাক্রম দেব ও দানবগণের হৃদয় প্রকম্পিত করিতে পারে।২৮

সংগ্রামে ইহার পরাক্রম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, অতএব

প্রমাপণং হ্যস্য মমাদ্য রোচতে
ন বর্দ্ধমানোঽগ্নিরুপেক্ষিতুং ক্ষমঃ ॥২৯
ইতি প্রবেগস্তু পরস্য তর্কয়ন্
স্বকর্ম্মযোগঞ্চ বিধায় বীর্য্যবান্।
চকার বেগস্তু মহাবলস্তদা
মতিঞ্চ চক্রেঽস্য বধে তদানীম্ ॥৩০
স তস্য তানষ্ট বরান্ মহাহয়ান্
সমাহিতান্ ভারসহান্ বিবর্ত্তনে।
জঘান বীরঃ পথি বায়ুসেবিতে
তলপ্রহারৈঃ পবনাত্মজঃ কপিঃ ॥৩১
ততস্তলেনাভিহতো মহারথঃ
স তস্য পিঙ্গাধিপমন্ত্রিনির্জ্জিতঃ।
স ভগ্ননীড়ঃ পরিবৃত্তকূবরঃ
পপাত ভূমৌ হতবাজিরম্বরাৎ ॥৩২
স তং পরিত্যজ্য মহারথো রথং
সকার্ম্মুকঃ খড়্গধরঃ খমুৎপতন্।

ইহাকে উপেক্ষা করিলে সে যে আমাকে অভিভূত (বিপর্য্যস্ত) করিবে না—এমন নহে (অবশ্যই করিবে)। অতএব ইহার বিনাশ আমার অভিপ্রেত; যেহেতু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অগ্নিকে উপেক্ষা করা উচিত নহে।২৯

এই প্রকারে শত্রুর সামর্থ্য বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিয়া কর্ত্তব্য যুদ্ধকর্ম্মে স্বীয় জ্ঞান ও শক্তি প্রভৃতি উপায় বিবেচনা পূর্ব্বক মহাবল বীর্য্যবান্ হনুমান্ সেইসময়ে তাহাকে বিনাশ করার বুদ্ধি স্থির করিলেন এবং বেগ প্রকাশ করিলেন।৩০

সেই বীর বায়ুপুত্র হনুমান্ বিচিত্রমণ্ডল সব্যাপসব্যাদি বিচরণে সুশিক্ষিত ভারসহনসমর্থ মহান্ আটটী উত্তম অশ্বকে চপেটাঘাতে বায়ুমার্গে বধ করিলেন।৩১

বানরাধিপতি সুগ্রীবের মন্ত্রী হনুমান্ কর্ত্তৃক পরাভূত-করতলপ্রহারাভিহত মহারথ হতাশ্ব ভগ্ননীড় (রথীর অবস্থান স্থানকে নীড় বলে) পরিবৃত্ত কুবর (যুগন্দর) হইয়া আকাশ হইতে ভূতলে নিপতিত হইল।৩২

ততোঽভিযোগাদৃষিরুগ্রবীর্য্যবান্
বিহায় দেহং মরুতামিবালয়ম্ ॥৩৩
কপিস্ততস্তং বিচরন্তমম্বরে
পতৎ ত্রিরাজানিলসিদ্ধসেবিতে
সমেত্য তং মারুতবেগবিক্রমঃ
ক্রমেণ জগ্রাহ চ পাদয়োর্দৃঢ়ম্ ॥৩৪
স তং সমাবিধ্য সহস্রশঃ কপি-
র্মহোরগং গৃহ্য ইবাণ্ডজেশ্বরঃ
মুমোচ বেগাৎ পিতৃতুল্যবিক্রমো
মহীতলে সংযতি বানরোত্তমঃ ॥৩৫
স ভগ্নবাহূরুকটীপয়োধরঃ
ক্ষরন্নসৃঙ্ নির্ম্মথিতাস্থিলোচনঃ।
সম্ভিন্নসন্ধিঃ প্রবিকীর্ণবন্ধনো
হতঃ ক্ষিতৌ বায়ুসুতেন রাক্ষসঃ ॥৩৬
মহাকপির্ভূমিতলে নিপীড্য তং
চকার রক্ষোঽধিপতের্মহদ্ভয়ম্

উগ্রবীর্য্যবান্ ঋষির তপঃপ্রভাবে দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমনের ন্যায় মহারথ অক্ষ রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধনুর্বাণের সহিত খড়্গ ধারণ করিয়া আকাশে উৎপতিত হইল।৩৩

বায়ুতুল্যবেগ ও বিক্রমশালী সেই হনুমান্ বিহগরাজ গরুড়, পবন ও সিদ্ধগণ সেবিত আকাশে ধীরে ধীরে ক্রমশঃ তাহার (অক্ষের) সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহার পা দুইটী ধরিয়া ফেলিলেন।৩৪

গরুড়ের মহাসর্পগ্রহণের ন্যায় পিতৃতুল্য পরাক্রমশালী বানরোত্তম হনুমান্ সংগ্রামে তাহাকে (অক্ষকে) গ্রহণপূর্ব্বক সহস্রবার (বহুবার) সবেগে ভ্রমণ করাইয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন।৩৫

বায়ুপুত্র কর্ত্তৃক ক্ষিতিতলে নিক্ষিপ্ত রাক্ষসের বাহু, উরু, কটি ও পয়োধর ভগ্ন এবং অস্থি ও লোচন নির্ম্মথিত হইল, সন্ধিসমূহ প্রভিন্ন ও সন্ধিবন্ধনসকল বিশ্লিষ্ট হইয়া নিহত হইল।৩৬

মহর্ষিভিশ্চক্রচরৈঃ সমাগতৈঃ
সমেত্য ভূতৈশ্চ সযক্ষ-পন্নগৈঃ।
সুরৈশ্চ সেন্দ্রৈর্ভৃশজাতবিস্ময়ৈ-
র্হতে কুমারে স কপির্নিরীক্ষিতঃ ॥৩৭
নিহত্য তং বজ্রিসুতোপমং রণে
কুমারমক্ষং ক্ষতজোপমেক্ষণম্।
তদেব বীরোঽভিজগাম তোরণং
কৃতক্ষণঃ কাল ইব প্রজাক্ষয়ে ॥৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

মহাকপি তাহাকে ভূমিতলে নিপীড়ন করিয়া রক্ষোঽধিপতির মহদ্‌ভয় উৎপাদন করিলেন; কুমার অক্ষ নিহত হইলে সমাগত ইন্দ্রসহ দেবগণ, যক্ষ ও পন্নগগণের সহিত ভূতগণ, মহর্ষি ও চক্রচর গ্রহগণ সম্মিলিত হইয়া অত্যন্ত বিস্ময়সহকারে সেই কপিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রতনয়তুল্য বিক্রমাশালী রক্তনেত্র কুমার অক্ষকে সমরে নিধন করিয়া বীর হনুমান্ প্রলয়কালীন যমের ন্যায় কার্য্যান্তর না থাকায় অবসর প্রতীক্ষায় পুনরায় সেই তোরণে অভিগমন করিলেন।৩৭ ৩৮

মহর্ষিবাল্মীকি প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[রাবণেন হিতোপদিষ্টস্যেন্দ্রজিতো হনূমৎসমীপে গমনম্, দ্রুতগামিনা হনূমতেন্দ্রজিতো বাণস্য ব্যর্থে সতি ইন্দ্রজিতা ব্রহ্মাস্ত্রেণ তস্য বন্ধনম, বন্ধনমোচনসমর্থস্যাপি হনূমতো রাবণদর্শনেচ্ছো স্তস্যানুবর্তনম্ ; তেন সহেন্দ্রজিতো রাবণসমীপে গমনঞ্চ।]

ততস্তু রক্ষোঽধিপতির্মহাত্মা
হনূমতাক্ষে নিহতে কুমারে।
মনঃ সমাধায় স দেবকল্পং
সমাদিদেশেন্দ্রজিতং সরোষঃ ॥১

ত্বমস্ত্রবিচ্ছস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠঃ
সুরাসুরাণামপি শোকদাতা।
সুরেষু সেন্দ্রেষু চ দৃষ্টকর্ম্মা
পিতামহারাধনসঞ্চিতাস্ত্রঃ ॥২

ত্বদস্ত্রবলমাসাদ্য সসুরাঃ সমরুদ্গণাঃ।
ন শেকুঃ সমরে স্থাতুং সুরেশ্বরসমাশ্রিতাঃ ॥৩

ন কশ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু সংযুগেন গতশ্রমঃ।
ভুজবীর্য্যাভিগুপ্তশ্চ তপসা চাভিরক্ষিতঃ ॥
দেশকালপ্রধানশ্চ ত্বমেব মতিসত্তমঃ ॥৪

ন তেঽস্ত্যশক্যং সমরেষু কর্ম্মণাং
ন তেঽস্ত্যকার্য্যং মতিপূর্ব্বমন্ত্রণে।
ন সোঽস্তি কশ্চিৎ ত্রিষু সংগ্রহেষু
ন বেদ যস্তেঽস্ত্রবলং বলঞ্চ ॥৫

মমানুরূপং তপসো বলঞ্চ তে
পরাক্রমশ্চাস্ত্রবলঞ্চ সংযুগে।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ

[রাবণকর্তৃক হিতোপদিষ্ট ইন্দ্রজিতের হনুমানের নিকট গমন, দ্রুতগামী হনুমানের দ্বারা ইন্দ্রজিতের বাণ ব্যর্থ হইলে ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক তাহাকে ব্রহ্মাস্ত্রে বন্ধন। সেই বন্ধনমোচনে সমর্থ হইলেও হনুমানের রাবণ সন্দর্শনেচ্ছায় তাহার অনুবর্তন এবং তাহাকে লইয়া ইন্দ্রজিতের রাবণের নিকটে গমন।]

হনুমান্ কর্তৃক কুমার অক্ষ নিহত হইলে পর রাক্ষসাধিপতি রাবণ পুত্র বিনাশ জন্য রোষযুক্ত হইলে ধৈর্য্যাবলম্বনে মনঃস্থির করিয়া দেবতুল্য ইন্দ্রজিৎকে আদেশ করিলেন।১

তুমি পিতামহের আরাধনা করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করায় তুমি অস্ত্রকুশল ও অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিরুদ্ধ সুর ও অসুরগণের পরাজয় করায় শোকদাতা ইন্দ্রের সহিত দেবগণ তোমার ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।২

দেবরাজসমাশ্রিত দেবগণের সহিত মরুদ্গণ তোমার অস্ত্রবলে সংগ্রামে স্থির থাকিতে সমর্থ হন না।৩

তুমি ভিন্ন এই ত্রিলোকমধ্যে অন্যকেহ যুদ্ধে অক্লান্ত অবস্থায় থাকিতে পারে না। তুমিই অদ্বিতীয় ও অসাধারণ বুদ্ধিমান্।৪

যুদ্ধে কর্তব্য কার্য্যগুলির কোনটীই তোমার অসাধ্য নহে; শাস্ত্রানুরূপবুদ্ধিপূর্বক প্রবৃত্ত হইলে তোমার অবিবেচনা প্রসূত কোন কার্য্য হয় না। ত্রিভুবনে এমন কোন ব্যক্ত নাই, যিনি তোমার স্বাভাবিক বল ও অস্ত্র অবগত নহেন।৫

সংগ্রামে তোমার বিক্রম, অস্ত্রবল ও তপোবল আমার অনুরূপ; এই রণসঙ্কটে নিশ্চিত জয়রূপ প্রয়োজনসিদ্ধির

ন ত্বাং সমাসাদ্য রণাবমর্দে
মনঃ শ্রমং গচ্ছতি নিশ্চিতার্থম্ ॥৬
নিহতাঃ কিঙ্করাঃ সর্ব্বে জম্বুমালী চ রাক্ষসঃ।
অমাত্যপুত্রা বীরাশ্চ পঞ্চ সেনাগ্রগামিনঃ ॥৭
বলানি সুসমৃদ্ধানি সাশ্ব-নাগ-রথানি চ।
সহোদরস্তে দয়িতঃ কুমারোঽক্ষশ্চ সূদিতঃ ॥
ন তু তেষ্বেব মে সারো যস্ত্বয্যরিনিসূদন ॥৮
ইদঞ্চ দৃষ্ট্বা নিহতং মহদ্‌বলং
কপেঃ প্রভাবঞ্চ পরাক্রমঞ্চ।
ত্বমাত্মনশ্চাপি নিরীক্ষ্য সারং
কুরুষ্ব বেগং স্ববলানুরূপম্ ॥৯
বলাবমর্দস্ত্বয়ি সন্নিকৃষ্টে
যথা গতে শাম্যতি শান্তশত্রৌ।
তথা সমীক্ষ্যাত্মবলং পরঞ্চ
সমারভস্বাস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠ ॥১০

জন্য তোমাকে স্থির করায় আমার মন বিষাদ প্রাপ্ত নহে।৬

সমূহ কিঙ্করসৈন্য, রাক্ষস জম্বুমালী, বীর অমাত্য পুত্রগণ, সেনাগ্রগামী পঞ্চ সেনাপতি নিহত হইয়াছে।৭

হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত সুসমৃদ্ধিসম্পন্ন মহাবল মহোদর এবং কুমার অক্ষও নিহত হইয়াছে। হে অরিবিমর্দ্দন। তাহাদের প্রতি আমার তাদৃশ উৎকর্ষতা বুদ্ধি ছিলনা।৭-৮

এই মহা মহা রাক্ষস সৈন্যদের নিধন দেখিয়া কপির প্রভাব ও পরাক্রম এবং স্বীয় বলোৎকর্ষ বিশেষভাবে নিরীক্ষণ পূর্বক বিবেচনা করিয়া সসামর্থ্যানুরূপ বিক্রম প্রকাশ করিবে।৯

হে অস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধ করিতে করিতে তুমি শত্রুর সমীপবর্ত্তী হইলে রাক্ষসসৈন্যবিমর্দ্দনকারী শত্রু বানর যাহাতে ক্ষীণশক্তি হয়, তদনুরূপ শত্রুবল ও আত্মবল বিবেচনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিবে।১০

ন বীর সেনা গণশো চ্যবন্তি
ন বজ্রমাদায় বিশালসারম্।
ন মারুতস্যাস্তি গতিপ্রমাণং
ন চাগ্নিকল্পঃ করণেন হন্তুম্ ॥১১
তমেবমর্থং প্রসমীক্ষ্য সম্যক্
স্বকর্ম্মসাম্যাদ্ধি সমাহিতাত্মা।
স্মরংশ্চ দিব্যং ধনুষোঽস্য বীর্য্যং
বজ্রাক্ষতং কর্ম্ম সমারভস্ব ॥১২
ন খল্বিয়ং মতিশ্রেষ্ঠ যত্ত্বাং সংপ্রেষয়াম্যহম্।
ইয়ঞ্চ রাজধর্ম্মাণাং ক্ষত্রস্য চ মতির্মতা ॥১৩
নানাশাস্ত্রেষু সংগ্রামে বৈশারদ্যমরিন্দম।
অবশ্যমেব বোদ্ধব্যং কামশ্চ বিজয়ো রণে ॥১৪
ততঃ পিতুস্তদ্বচনং নিশম্য
প্রদক্ষিণং দক্ষসুতপ্রভাবঃ।
চকার ভর্ত্তারমতিত্বরেণ
রণায় বীরঃ প্রতিপন্নবুদ্ধিঃ ॥১৫

হে বীর! (আক্রান্ত হইলে) সৈন্যগণ দলে দলে পলায়ন করে; (তাহাদের অনুগামী করা বিফল), সেই পবনপুত্রের সামর্থ্যের ইয়ত্তা নেই (অর্থাৎ সে এককালে এতসংখ্যক বধ করিতে পারে, তদতিরিক্ত পারিবে না—এরূপ কোন পরিমাণ স্থির করা যায় না); তীক্ষ্ণ ও কঠিন বজ্রের ন্যায় আয়ুধসমূহও ব্যর্থ, যেহেতু অগ্নিতুল্য শত্রুকে (অস্ত্রাদি) কোন করণদ্বারা বধ করা অসম্ভব (অথচ এই কার্য্য তোমাকে করিতে হইবে)।১১

অতএব এই সমস্ত বিষয় স্ব-সাধিত (পূর্ব) কর্মের সাদৃশ্য (ও মদুক্ত উপদেশ) স্থির ও ধীর চিত্তে সম্যক্ বিবেচনাপূর্বক তোমার এই দিব্যাস্ত্র ধনুর্বাণের সামর্থ্য স্মরণ করিয়া সাবধানে শত্রুবিজয়ে গমন কর এবং শত্রুর অবিনাশ্য কর্ম সম্পাদন কর।১২

হে প্রশস্তবুদ্ধিশালিন্! (তুমি পরম প্রিয় পুত্র)। তোমাকে যে সঙ্কটে আমি পাঠাইতেছি—তাহা আমার উচিত বুদ্ধি নহে, তথাপি রাজধর্মানুসারিগণের এবং

ততস্তৈঃ স্বগণৈরিষ্টৈরিন্দ্রজিৎ প্রতিপূজিতঃ।
যুদ্ধোদ্ধতকৃতোৎসাহঃ সংগ্রামং সম্প্রপদ্যত ॥১৬
শ্রীমান্ পদ্মবিশালাক্ষো রাক্ষসাধিপতেঃ সুতঃ।
নির্জগাম মহাতেজাঃ সমুদ্র ইব পর্ব্বণি ॥১৭
স পক্ষিরাজোপমতুল্যবেগৈ-
র্ব্যাঘ্রৈশ্চতুর্ভিঃ স তু তীক্ষ্ণদংষ্ট্রৈঃ।
রথং সমাযুক্তমসহ্যবেগঃ
সমারুরোহেন্দ্রজিদিন্দ্রকল্পঃ ॥১৮
স রথী ধন্বিনাং শ্রেষ্ঠঃ শস্ত্রজ্ঞোঽস্ত্রবিদাং বরঃ।
রথেনাভিযযৌ ক্ষিপ্রং হনূমান্ যত্র সোঽভবৎ ॥১৯
স তস্য রথনির্ঘোষং জ্যাস্বনং কার্ম্মুকস্য চ।
নিশম্য হরিবীরোঽসৌ সম্প্রহৃষ্টতরোঽভবৎ ॥২০
ইন্দ্রজিচ্চাপমাদায় শিতশল্যাংশ্চ সায়কান্।
হনূমন্তমভিপ্রেত্য জগাম রণপণ্ডিতঃ ॥২১
তস্মিংস্ততঃ সংযতি জাতহর্ষে
রণায় নির্গচ্ছতি বাণপাণৌ।
দিশশ্চ সর্ব্বাঃ কলুষা বভূবু-
র্মৃগাশ্চ রৌদ্রা বহুধা বিনেদুঃ ॥২২
সমাগতাস্তত্র তু নাগযক্ষা
মহর্ষয়শ্চক্রচরাশ্চ সিদ্ধাঃ।
নভঃ সমাবৃত্য চ পক্ষিসঙ্ঘা
বিনেদুরুচ্চৈঃ পরমপ্রহৃষ্টাঃ ॥২৩
আয়ান্তং স রথং দৃষ্ট্বা তূর্ণমিন্দ্রধ্বজং কপিঃ।
ননাদ চ মহানাদং ব্যবর্দ্ধত চ বেগবান্ ॥২৪
ইন্দ্রজিৎ স রথং দিব্যমাশ্রিতশ্চিত্রকার্ম্মুকঃ।
ধনুর্বিস্ফারয়ামাস তড়িদূর্জ্জিতনিঃস্বনম্ ॥২৫
ততঃ সমেতাবতিতীক্ষ্ণবেগৌ
মহাবলৌ তৌ রণনির্বিশঙ্কৌ।

ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে এইরূপ বুদ্ধিই শাস্ত্রসম্মত। হে অরিন্দম! (ক্ষত্রিয় ও রাজধর্মানুগামিগণের) ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও সংগ্রামে নৈপুণ্য লাভ অবশ্যকর্তব্য অথচ রণে বিজয় লাভও (তাহাদের) একান্ত কাম্য।১৩-১৪

পিতার এই সকল বাক্য শ্রবণানন্তর দেবতুল্য প্রভাবশালী বীর ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধগমনে নিশ্চিতবুদ্ধি হইয়া সত্বর প্রভু পিতাকে প্রদক্ষিণ করিলেন।১৫

তখন (সভাস্থিত) অভিমত অন্যান্য রাক্ষসগণ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত, পদ্মপলাশলোচন, তেজস্বী, রাক্ষসরাজতনয় শ্রীমান্ ইন্দ্রজিৎ রণোৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া সংগ্রাম-ভূমিতে অবতরণের জন্য পর্ব (অমাবস্যাপূর্ণিমাদি) কালীন (পরিবর্ধমান) সমুদ্রের ন্যায় (সভা হইতে) বহির্গত হইলেন।১৬-১৭

অসহ্যবিক্রম ইন্দ্রতুল্য ইন্দ্রজিৎ পক্ষিরাজ গরুড়ের তুল্য বেগশালী তীক্ষ্ণদংষ্ট্র (দন্ত) চারিটী বিষধর সর্প সংযোজিত রথে আরোহণ করিলেন।১৮

সর্বধনুর্ধারিশ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ, অস্ত্রবিদ্গণের মধ্যে প্রধান, রথচারী ইন্দ্রজিৎ রথারোহণে যে স্থানে হনুমান্ অবস্থিত ছিলেন, সেইস্থানে দ্রুত উপনীত হইলেন।১৯

তাঁহার রথনির্ঘোষ, জ্যানিস্বন ও কার্মুকধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই বানরবীর (পূর্বাপেক্ষা) সন্তুষ্টতরচিত্ত হইলেন।২০

চাপ ও তীক্ষ্ণাগ্র বাণ লইয়া রণপণ্ডিত ইন্দ্রজিৎ হনুমানের অভিমুখে গমন করিলেন।২১

তিনি বাণহস্তে সহর্ষে যুদ্ধের জন্য বহির্গত হইলে দিক্সকল মলিন হইল, শৃগালাদি ক্রূর পশুগণ বিরূপ নিনাদ করিতে লাগিল।২২

তৎকালে নাগ, যক্ষ, মহর্ষি, সিদ্ধ ও গ্রহগণ সেই (রণ) স্থলে সমুপস্থিত হইলেন; পক্ষিকুল নিরতিশয় পুলকিতচিত্তে গগনমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল।২৩

ইন্দ্রধ্বজরথকে সত্বর আসিতে দেখিয়া কপি মহানাদে নিনাদ করিলেন এবং (স্বয়ং) বর্ধিত হইতে লাগিলেন।২৪

বিচিত্র ধনুর্ধারী ইন্দ্রজিৎ দিব্যরথে সমাশ্রিত থাকিয়া

কপিশ্চ রক্ষোঽধিপতেস্তনূজঃ
সুরাসুরেন্দ্রাবিব বদ্ধবৈরৌ ॥২৬
স তস্য বীরস্য মহারথস্য
ধনুষ্মতঃ সংযতি সম্মতস্য।
শরপ্রবেগং ব্যহনৎ প্রবৃদ্ধ-
শ্চচার মার্গে পিতুরপ্রমেয়ঃ ॥২৭
ততঃ শরানায়ততীক্ষ্ণশল্যান্
সুপত্রিণঃ কাঞ্চন-চিত্রপুঙ্খান্।
মুমোচ বীরঃ পরবীরহন্তা
সুসন্ততান্ বজ্রসমানবেগান্ ॥২৮
ততঃ স তৎস্যন্দননিঃস্বনঞ্চ
মৃদঙ্গভেরীপটহস্বনঞ্চ।
বিকৃষ্যমাণস্য চ কার্মুকস্য
নিশম্য ঘোষং পুনরুৎপপাত ॥২৯
শরাণামন্তরেষ্বাশু ব্যাবর্ত্তত মহাকপিঃ।
হরিস্তস্যাভিলক্ষ্যস্য মোক্ষয়ঁল্লক্ষ্যসংগ্রহম্ ॥৩০
শরাণামগ্রতস্তস্য পুনঃ সমভিবর্ত্তত।
প্রসার্য্য হস্তৌ হনুমানুৎপপাতানিলাত্মজঃ ॥৩১
তাবুভৌ বেগসম্পন্নৌ রণকর্ম্মবিশারদৌ।
সর্ব্বভূতমনোগ্রাহি চক্রতুর্যুদ্ধমুত্তমম্ ॥৩২
হনূমতো বেদ ন রাক্ষসোঽন্তরং
ন মারুতিস্তস্য মহাত্মনোঽন্তরম্।
পরস্পরং নির্বিষহৌ বভূবতুঃ
সমেত্য তৌ দেবসমানবিক্রমৌ ॥৩৩
ততস্তু লক্ষ্যে স বিহন্যমানে
শরেষ্বমোঘেষু চ সম্পতৎসু।
জগাম চিন্তাং মহতীং মহাত্মা
সমাধিসংযোগ-সমাহিতাত্মা ॥৩৪
ততো মতিং রাক্ষসরাজসূনু-
শ্চকার তস্মিন্ হরিবীরমুখ্যে।
অবধ্যতাং তস্য কপেঃ সমীক্ষ্য
কথং নিগচ্ছেদিতি নিগ্রহার্থম্ ॥৩৫

বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় গম্ভীর শব্দে ধনুঃ বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন।২৫

ইহার পর অতিতীক্ষ্ণ-বেগসম্পন্ন, মহাবল, রণে ভয়শূন্য হনুমান্ ও রাক্ষসাধিপতির তনয় উভয়ে বদ্ধবৈর সুররাজ ও অসুররাজের ন্যায় পরস্পর সম্মুখীন হইলেন।২৬

অদ্বিতীয় বীর হনুমান্, মহারথ ধনুর্ধারী রণনিপুণ রাক্ষসবীরের শরসন্ধান ব্যর্থ করিলেন এবং নিজদেহে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পিতার পথে (বায়ুপথে) বিচরণ করিতে লাগিলেন।২৭

তখন শত্রুবীরনাশন রাক্ষসবীর আয়ত ও তীক্ষ্ণাগ্র, শোভন (কঙ্কাদি) পক্ষযুক্ত, কাঞ্চনচিত্রিত, ফলকবিশিষ্ট ও বজ্রতুল্য বেগশালী শরসমূহ নিরন্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।২৮

অনন্তর রথ, মৃদঙ্গ, ভেরী, পটহ ও আকৃষ্যমাণ ধনুর ঘোরতর শব্দ শ্রবণপূর্বক হনুমান্ পুনরায় উৎপতিত হইলেন।২৯

এইরূপ (বিচিত্রকার্মুকাদিধারণ) করায় দর্শনীয় রাক্ষসবীরের লক্ষ্যভেদ ব্যর্থ করিতে করিতে মহাকপি শীঘ্রই শরসমূহের সম্মুখ হইতে দূরে বিবিধভাবে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।৩০

বায়ুপুত্র হনুমান্ হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া (কখনও সেই শরসমূহ ব্যর্থ করিয়া কখনও বা শরের সহিত অগ্রে ছুটিতে ছুটিতে) শরসমূহের পুরোভাগে বিচরণ করিতে লাগিলেন।৩১

যুদ্ধকর্মবিশারদ বেগশালী বীরদ্বয় সকল জীব-জগতের হৃদয়গ্রাহী অনুপম যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।৩২

সেই সময়ে রাক্ষসবীর হনুমানের কোন ছিদ্র (অর্থাৎ হত্যা করিবার সুযোগ) পাইলেন না আর হনুমান্ও সেই মহাত্মার কোন ছিদ্র বুঝিতে পারিলেন না, অথচ সেই দেবতুল্য পরাক্রমশালী

ততঃ পৈতামহং বীরঃ সোঽস্ত্রমন্ত্রবিদাংবরঃ।
সন্দধে সুমহাতেজাস্তং হরিপ্রবরং প্রতি ॥৩৬
অবধ্যোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা তমস্ত্রেণাস্ত্রতত্ত্ববিৎ।
নিজগ্রাহ মহাবাহুং মারুতাত্মজমিন্দ্রজিৎ ॥৩৭
তেন বদ্ধস্ততোঽস্ত্রেণ রাক্ষসেন স বানরঃ।
অভবন্নির্বিচেষ্টশ্চ পপাত চ মহীতলে ॥৩৮
ততোঽথ বুদ্ধা স তদস্ত্রবন্ধং
প্রভোঃ প্রভাবাদ্ বিগতাল্পবেগঃ।
পিতামহানুগ্রহমাত্মনশ্চ
বিচিন্তয়ামাস হরিপ্রবীরঃ ॥৩৯
ততঃ স্বায়ম্ভুবৈর্মন্ত্রৈর্ব্রহ্মাস্ত্রঞ্চাভিমন্ত্রিতম্।
হনূমাংশ্চিন্তয়ামাস বরদানং পিতামহাৎ ॥৪০

ন মেঽস্য বন্ধস্য চ শক্তিরস্তি
বিমোক্ষণে লোকগুরোঃ প্রভাবাৎ।
ইত্যেবমেবং বিহিতোঽস্ত্রবন্ধো
ময়াত্মযোনেরনুবর্ত্তিতব্যঃ ॥৪১
স বীর্য্যমস্ত্রস্য কপির্বিচার্য্য
পিতামহানুগ্রহমাত্মনশ্চ।
বিমোক্ষশক্তিং পরিচিন্তয়িত্বা
পিতামহাজ্ঞামনুবর্ত্ততে স্ম ॥৪২
অস্ত্রেণাপি হি বদ্ধস্য ভয়ং মম ন জায়তে।
পিতামহ-মহেন্দ্রাভ্যাং রক্ষিতস্যানিলেন চ ॥৪৩
গ্রহণে চাপি রক্ষোভির্মহন্মে গুণদর্শনম্।
রাক্ষসেন্দ্রেণ সংবাদস্তস্মাদ্ গৃহ্নন্তু মাং পরে ॥৪৪

অনভিভবনীয় বীরদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন হইয়া অসহ্যবেগে যুদ্ধ করিয়া যাইতেছেন।৩৩

অতঃপর অব্যর্থ শরসমূহ নিপতিত হইলেও লক্ষ্য (হনুমান্) বিদ্ধ (স্বয়ং লক্ষ্যই তাহা ব্যর্থ করিতে থাকায়) না হওয়ায় মহাত্মা ইন্দ্রজিৎ ধ্যানযোগে হনুমানের স্বরূপ জানিবার জন্য একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন।৩৪

তারপর (ধ্যানের পর) রাক্ষসরাজপুত্র ধ্যানে এই কপির অবধ্যত্ব অনুধাবন করিয়া এই বানরকে নিগৃহীত করিবার জন্য চিন্তা করিলেন—কি প্রকারে ইহাকে বন্ধন করা যায় ? ৩৫

তখন অতিতেজঃসম্পন্ন অস্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ সেই বীর বানরপ্রবরের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন।৩৬

অস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ইন্দ্রজিৎ "হনুমান্ ব্রহ্মাস্ত্রেরও অবধ্য" ইহা জানিয়া মহাবাহু পবনপুত্রকে সেই অস্ত্রদ্বারা বন্ধন করিলেন।৩৭

পরিশেষে কপিবর রাক্ষসের সেই অস্ত্রে বদ্ধ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।৩৮

তাহার পর সেই হনুমান্ নিজেকে তাহার (রাক্ষসের) ব্রহ্মাস্ত্র-বিদ্ধ জানিয়াও প্রভু রামের (ব্রহ্মার বরপ্রদান) প্রভাবে অল্পমাত্র পীড়াও অপ্রাপ্ত হইয়া নির্ভয়-চিত্তে নিজের প্রতি পিতামহ ব্রহ্মার (মুহূর্তমাত্রেই ব্রহ্মাস্ত্র বিনির্মুক্তি রূপ) অনুগ্রহ চিন্তা করিলেন।৩৯

এবং স্বয়ম্ভুদেবতার মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত ব্রহ্মাস্ত্রের এবং পিতামহের নিকট হইতে প্রাপ্ত বরও চিন্তা করিতে লাগিলেন।৪০

ত্রৈলোক্যগুরু ব্রহ্মার প্রভাবে আমার এই ব্রহ্মাস্ত্র-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের শক্তি নাই—এই প্রকার অস্ত্রবন্ধ বিধির বিধানে হইয়াছে সুতরাং মুহূর্তকালের জন্য আমার ব্রহ্মাস্ত্রের অনুবর্তন করা কর্তব্য।৪১

সেই কপি ব্রহ্মাস্ত্রসামর্থ্য ও নিজের প্রতি পিতামহের অনুগ্রহ বিবেচনা করিয়া এবং বিমোচন-শক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া পিতামহের আদেশের অনুবর্তন করিলেন।৪২

(স্বীয় সূর্য্যকর্তৃক কবলিত হওয়ার পর হইতে) পিতামহ, মহেন্দ্র ও পবনকর্তৃক আমি রক্ষিত অতএব অস্ত্রবদ্ধ হইলেও আমার কোন ভয় উৎপন্ন হইতেছে না।৪৩

রাক্ষসগণ আমাকে গ্রহণ করিলে বরং গুণই দেখা

স নিশ্চিতার্থঃ পরবীরহন্তা
সমীক্ষ্যকারী বিনিবৃত্তচেষ্টঃ।
পরৈঃ প্রসহ্যাভিগতৈর্নিগৃহ্য
ননাদ তৈস্তৈঃ পরিভর্ৎস্যমানঃ ॥৪৫
ততস্তে রাক্ষসা দৃষ্ট্বা বিনিশ্চেষ্টমরিন্দমম্।
ববন্ধুঃ শণবল্কৈশ্চ দ্রুমচীরৈশ্চ সংহতৈঃ ॥৪৬
স রোচয়ামাস পরৈশ্চ বন্ধং
প্রসহ্য বীরৈরভিগর্হণঞ্চ।
কৌতূহলান্মাং যদি রাক্ষসেন্দ্রো
দ্রষ্টুং ব্যবস্যেদিতি নিশ্চিতার্থঃ ॥৪৭
স বদ্ধস্তেন বল্কেন বিমুক্তোঽস্ত্রেণ বীর্য্যবান্।
অস্ত্রবন্ধঃ স চান্যং হি ন বন্ধমনুবর্ত্ততে ॥৪৮
অথেন্দ্রজিৎ তং দ্রুমচীরবদ্ধং
বিচার্য্য বীরঃ কপিসত্তমং তম্।
বিমুক্তমস্ত্রেণ জগাম চিন্তা-
মন্যেন বদ্ধোঽপ্যনুবর্ত্ততেঽস্ত্রম্ ॥৪৯
অহো মহৎ কর্ম্ম কৃতং নিরর্থং
ন রাক্ষসৈর্মন্ত্রগতির্বিমৃষ্টা।
পুনশ্চ নাস্ত্রে বিহতেঽস্ত্রমন্যৎ
প্রবর্ত্ততে সংশয়িতাঃ স্ম সর্ব্বে ॥৫০
অস্ত্রেণ হনুমান্ মুক্তো নাত্মানমববুধ্যতে।
কৃষ্যমাণস্তু রক্ষোভিস্তৈশ্চ বন্ধৈর্নিপীড়িতঃ ॥৫১
হন্যমানস্ততঃ ক্রূরৈ রাক্ষসৈঃ কালমুষ্টিভিঃ।
সমীপং রাক্ষসেন্দ্রস্য প্রাকৃষ্যত স বানরঃ ॥৫২
অথেন্দ্রজিৎ তং প্রসমীক্ষ্য মুক্ত-
মস্ত্রেণ বদ্ধং দ্রুমচীরসূত্রৈঃ।
ব্যদর্শয়ত্তত্র মহাবলং তং
হরিপ্রবীরং সগণায় রাজ্ঞে ॥৫৩
তং মত্তমিব মাতঙ্গং বদ্ধং কপিবরোত্তমম্।
রাক্ষসা রাক্ষসেন্দ্রায় রাবণায় ন্যবেদয়ন্ ॥৫৪
কোঽয়ং কস্য কুতো বাপি
কিং কার্য্যং কোঽভ্যুপাশ্রয়ঃ।

যাইতেছে, তাহাতে রাক্ষসরাজের সহিত কথোপকথন হইতে পারে অতএব শত্রুরা আমাকে বাঁধিয়া লইয়া যাউক।৪৪

বিচারপূর্বক কর্মকারী শত্রুবীরহন্তা সেই কপি এইরূপ স্থির করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন; চতুর্দিকে বিদ্যমান রাক্ষসকুল সমবেত হইয়া বলপ্রয়োগে গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে থাকিলে তিনি স্বজাতীয় শব্দ করিতে লাগিলেন।৪৫

রাক্ষসগণ অরিদমন হনুমান্‌কে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া শণের ছাল (বল্কল) ও গাছের ছালে নির্মিত রজ্জুদ্বারা তাঁহাকে বাঁধিতে লাগিল।৪৬

রাক্ষসরাজ হয়ত কৌতূহলবশতঃ আমার দর্শনের নিশ্চয় করিয়া থাকিতে পারেন, এইভাবে কার্য্যতত্ত্বনিশ্চয় করিয়া হনুমান্ বলপূর্বক রাক্ষসগণের বন্ধন ও তিরস্কার রুচিসম্মতরূপে সহ্য করিলেন।৪৭

সেই বীর্য্যবান্ হনুমান্ রাক্ষসকর্তৃক বল্কলরজ্জুবদ্ধ হওয়া মাত্রই ব্রহ্মাস্ত্রবন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন, যেহেতু (মন্ত্র দ্বারা) ব্রহ্মাস্ত্রবন্ধ অন্য কোন বন্ধনের অনুসরণ করে না।৪৮

রাক্ষসকৃত বৃক্ষবল্কলরজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইলে সেই হনুমানকে ব্রহ্মাস্ত্রবন্ধন হইতে মুক্ত জানিয়া বীর ইন্দ্রজিৎ চিন্তা করিলেন,—অন্যদ্বারা বদ্ধ হইয়াও যেন (এই কপি) ব্রহ্মাস্ত্রের অনুবর্ত্তন করিতেছে।৪৯

অহো! রাক্ষসগণ মন্ত্রের শক্তি বিচার না করিয়াই আমার সম্পাদিত এই সুমহৎ (ব্রহ্মাস্ত্রে বন্ধন রূপ) কর্ম নিরর্থক করিয়া ফেলিল। ব্রহ্মাস্ত্র বিফল হইলে অন্য কোন অস্ত্র সেস্থলে কার্য্যকারী হয় না, অতএব ইহাতে সকলেই সংশয়গ্রস্ত হইল।৫০

ব্রহ্মাস্ত্র হইতে মুক্ত হইলেও হনুমান্ তাহা যেন জানিতে পারিলেন না, কিন্তু রাক্ষসগণের বন্ধনে ও আকর্ষণে অত্যন্ত নিপীড়িত হইলেন।৫১

সেই নিষ্ঠুর রাক্ষসগণ কালমুষ্টি প্রহার করিতে

ইতি রাক্ষসবীরাণাং দৃষ্ট্বা সংজজ্ঞিরে কথাঃ ॥৫৫
হন্যতাং দহ্যতাং বাপি ভক্ষ্যতামিতি চাপরে।
রাক্ষসাস্তত্র সংক্রুদ্ধাঃ পরস্পরমথাব্রুবন্ ॥৫৬
অতীত্য মার্গং সহসা মহাত্মা
স তত্র রক্ষোঽধিপপাদমূলে।
দদর্শ রাজ্ঞঃ পরিচারবৃদ্ধান্
গৃহং মহারত্নবিভূষিতঞ্চ ॥৫৭
স দদর্শ মহাতেজা রাবণঃ কপিসত্তমম্।
রক্ষোভির্বিকৃতাকারৈঃ কৃষ্যমাণমিতস্ততঃ ॥৫৮
রাক্ষসাধিপতিঞ্চাপি দদর্শ কপিসত্তমঃ।
তেজোবলসমাযুক্তং তপন্তমিব ভাস্করম্ ॥৫৯

স রোষসংবর্তিততাম্রদৃষ্টি-
র্দশাননস্তং কপিমন্ববেক্ষ্য।
অথোপবিষ্টান্ কুলশীলবৃদ্ধান্
সমাদিশৎ তং প্রতি মুখ্যমন্ত্রীন্ ॥৬০
যথাক্রমং তৈঃ স কপিশ্চ পৃষ্টঃ
কার্য্যার্থমর্থস্য চ মূলমাদৌ।
নিবেদয়ামাস হরীশ্বরস্য
দূতঃ সকাশাদহমাগতোঽস্মি ॥৬১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

করিতে সেই বানরকে রাক্ষসরাজ সমীপে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল।৫২

ব্রহ্মাস্ত্রবিমুক্ত বৃক্ষবল্কলরজ্জুবদ্ধ বানরকে আনীত দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ সেই হরিপ্রবীরকে মন্ত্রিগণের সহিত রাজার দৃষ্টিগোচর করাইলেন।৫৩

রাক্ষসগণ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বদ্ধ সেই কপিসত্তমকে রাক্ষসাধিপতির নিকট নিবেদন করিল।৫৪

সেই হনুমানকে দেখিয়া এই ব্যক্তি কে? কাহার আত্মজ? কোন্ স্থান হইতে আসিল? এস্থলে তাহার কি প্রয়োজন? কাহার আশ্রয়ে ইহার এই নির্ভীকতা? এইরূপ পরস্পরের কথাবার্তা চলিতে লাগিল।৫৫

রাজসভায় রাক্ষসগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিল—ইহাকে মারিয়া ফেল, কেহ বলিল দগ্ধ করিয়া ফেল, কেহ কেহ বলিল—ইহাকে ভোজন করিয়া ফেল।৫৬

মহাত্মা হনুমান্ কিছু পথ অতিক্রম করিয়া রাক্ষসাধিপতি রাবণের পদপ্রান্তে বৃদ্ধ পরিচারকগণকে ও মহারত্নবিভূষিত গৃহকেও দেখিতে লাগিলেন।৫৭

তেজস্বী রাবণও দেখিলেন,—কপিশ্রেষ্ঠ হনুমানকে বিকৃতাকার রাক্ষসগণ ইতস্ততঃ আকর্ষণ (টানাটানি) করিতেছে।৫৮

কপিসত্তমও দেদীপ্যমান সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ও বলসম্পন্ন রাক্ষসরাজকে দেখিতে লাগিলেন।৫৯

হনুমানকে দেখিয়াই ক্রোধে নয়নযুগল ঘূর্ণিত ও রক্তবর্ণ করিয়া দশানন তাহার পরিচয় জানার জন্য সেস্থানে উপবিষ্ট কুলশীলসম্পন্ন মুখ্যমন্ত্রিগণকে আদেশ করিলেন।৬০

তাঁহারা প্রথমে তাহার কর্তব্য, আগমন, প্রয়োজনের মূল কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হনুমান্ বলিলেন,—আমি কপীশ্বর (সুগ্রীবের) দূতরূপে এস্থানে আসিয়াছি।৬১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[রাবণস্য (মহাপুরুষ) চিহ্নং সম্পদমৈশ্বর্য্যঞ্চাবলোক্য বিস্মিতস্য হনূমতঃ যদি রাবণো ধর্মভ্রষ্টো ন স্যাৎ, তর্হি স দেবলোকানামপি শাসনকর্ত্তা স্যাদিতি সম্ভাবনা ।]

ততঃ স কর্ম্মণা তস্য বিস্মিতো ভীমবিক্রমঃ ।
হনূমান্ ক্রোধতাম্রাক্ষো রক্ষোধিপমবৈক্ষত ॥১
ভ্রাজমানং মহার্হেণ কাঞ্চনেন বিরাজতা ।
মুক্তাজালবৃতেনাথ মুকুটেন মহাদ্যুতিম্ ॥২
বজ্রসংযোগসংযুক্তৈর্মহার্হমণিবিগ্রহৈঃ ।
হৈমৈরাভরণৈশ্চিত্রৈর্মনসেব প্রকল্পিতৈঃ ॥৩
মহার্হক্ষৌমসংবীতং রক্তচন্দনরূষিতম্ ।
স্বনুলিপ্তং বিচিত্রাভির্বিবিধাভিশ্চ ভক্তিভিঃ ॥৪
বিচিত্রং দর্শনীয়ৈশ্চ রক্তাক্ষৈর্ভীমদর্শনৈঃ ।
দীপ্ততীক্ষ্ণমহাদংষ্ট্রং প্রলম্বং দশনচ্ছদৈঃ ॥৫
শিরোভির্দশভির্বীরো ভ্রাজমানং মহৌজসম্ ।
নানাব্যালসমাকীর্ণৈঃ শিখরৈরিব মন্দরম্ ॥৬
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং হারেণোরসি রাজতা ।
পূর্ণচন্দ্রাভবক্ত্রেণ সবালার্কমিবাম্বুদম্ ॥৭
বাহুভির্বদ্ধকেয়ূরৈশ্চন্দনোত্তমরূষিতৈঃ ।
ভ্রাজমানাঙ্গদৈর্ভীমৈঃ পঞ্চশীর্ষৈরিবোরগৈঃ ॥৮
মহতি স্ফাটিকে চিত্রে রত্নসংযোগচিত্রিতে ।
উত্তমাস্তরণাস্তীর্ণে সূপবিষ্টং বরাসনে ॥৯
অলঙ্কৃতাভিরত্যর্থং প্রমদাভিঃ সমন্ততঃ ।
বালব্যজনহস্তাভিরারাৎসমুপসেবিতম্ ॥১০

ঊনপঞ্চাশ সর্গ

[রাবণের (মহাপুরুষ) চিহ্ন, সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হনুমানের রাবণ যদি ধর্মভ্রষ্ট না হইতেন, তাহা হইলে তিনি দেবলোকেরও শাসনকর্ত্তা হইতে পারিতেন—এইরূপ সম্ভাবনা ।]

সেই সময়ে ইন্দ্রজিতের কার্য্যে বিস্মিত ভীমবিক্রম হনুমান্ ক্রোধরক্তনেত্রে রাক্ষসাধিপতি রাবণকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ।১

মহামূল্য কাঞ্চনখচিত ও মুক্তাজালসমাবৃত মুকুটে দেদীপ্যমানা ; হীরকখচিত মহামূল্য মণিবিনির্ম্মিত যেন মানসকল্পিত দিব্য বিচিত্র আভরণে শোভমান ; বহুমূল্য ক্ষৌম বস্ত্র পরিহিত ; রক্তচন্দন চর্চ্চিত ; বিবিধ বিচিত্র ভক্তি (গাত্রে কৃত চিত্রাদি) রচনানুলিপ্তকলেবর ; বিচিত্রদর্শন, রক্তাক্ষ, প্রলম্বিত ওষ্ঠধারী, দীপ্ত ও তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট, ভীষণাকৃতি ; সর্পসমাকীর্ণ শিখরযুক্ত মন্দর পর্বতের ন্যায় দশটা মস্তকে শোভমান ; মহাতেজাঃ ; বক্ষোবিরাজিত হারে নীলকজ্জলবৎ বিরাজমান ; নবোদিত সূর্য্যের দ্বারা মেঘমালার ন্যায় পূর্ণচন্দ্রতুল্য বদনমণ্ডলে দীপ্যমান ; উত্তম চন্দনচর্চিত, কেয়ূরভূষিত, অঙ্গদে ভয়ঙ্কর পঞ্চশীর্ষ সর্পবেষ্টিতের ন্যায় বাহুসমূহে বিরাজমান, উত্তম আস্তরণে সজ্জিত, রত্নখচিত, স্ফটিকনির্মিত বিচিত্র বিশাল সিংহাসনে সমুপবিষ্ট, অলঙ্কারালঙ্কৃত ও চামরহস্ত রমণীগণে চতুর্দ্দিকে সুসেবিত ; চারিটী মহাসাগরের ভূমণ্ডল বেষ্টনের ন্যায় চতুর্দিকে উপবিষ্ট মন্ত্রতত্ত্ববিশারদ দুর্ধর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব ও নিকুম্ভ এই চারিজন রাক্ষসমন্ত্রীদ্বারা পরিবৃত ; বলদর্পিত ; দেবসচিবগণের ইন্দ্রকে

দুর্দ্ধরেণ প্রহস্তেন মহাপার্শ্বেন রক্ষসা।
মন্ত্রিভির্মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞৈর্নিকুম্ভেন চ মন্ত্রিণা ॥১১
উপোপবিষ্টং রক্ষোভিশ্চতুর্ভির্বলদর্পিতম্।
কৃৎস্নং পরিবৃতং লোকং চতুর্ভিরিব সাগরৈঃ ॥১২
মন্ত্রিভির্মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞৈরন্যৈশ্চ শুভদর্শিভিঃ।
আশ্বাস্যমানং সচিবৈঃ সুরৈরিব সুরেশ্বরম্ ॥১৩
অপশ্যদ্ রাক্ষসপতিং হনূমানতিতেজসম্।
বেষ্টিতং মেরুশিখরে সতোয়মিব তোয়দম্ ॥১৪
স তৈঃ সম্পীড্যমানোঽপি রক্ষোভির্ভীমবিক্রমৈঃ।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা রক্ষোঽধিপমবৈক্ষত ॥১৫
ভ্রাজমানং ততো দৃষ্ট্বা হনুমান্ রাক্ষসেশ্বরম্।
মনসা চিন্তয়ামাস তেজসা তস্য মোহিতঃ ॥১৬

আশ্বাস দানের ন্যায় মন্ত্রণানিপুণ মন্ত্রিগণ ও অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষিসঙ্ঘ কর্ত্তৃক আশ্বাসিত, মেরুশিখরে পরিবেষ্টিত সজল জলদের ন্যায় অমিততেজঃসম্পন্ন সেই রাক্ষসাধিপতিকে হনুমান্ দর্শন করিলেন।২-১৪

ভীমপরাক্রম সেই সকল রাক্ষসকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলেও তিনি (হনুমান্) পরমবিস্ময়সহকারে রক্ষোধিপতিকে দর্শন করিতে লাগিলেন।১৫

দীপ্যমান রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখিয়া হনুমান্ তাঁহার তেজে বিমুগ্ধ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।১৬

অহো রূপমহো ধৈর্য্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ।
অহো রাক্ষসরাজস্য সর্ব্বলক্ষণযুক্ততা ॥১৭
যদ্যধর্মো ন বলবান্ স্যাদয়ং রাক্ষসেশ্বরঃ।
স্যাদয়ং সুরলোকস্য সশক্রস্যাপি রক্ষিতা ॥১৮
অস্য ক্রূরৈর্নৃশংসৈশ্চ কর্ম্মভির্লোককুৎসিতৈঃ।
সর্ব্বে বিভ্যতি খল্বস্মাল্লোকাঃ সামরদানবাঃ ॥১৯
অয়ং হ্যুৎসহতে ক্রুদ্ধঃ কর্ত্তুমেকার্ণবং জগৎ।
ইতি চিন্তাং বহুবিধামকরোন্মতিমান্ কপিঃ ॥
দৃষ্ট্বা রাক্ষসরাজস্য প্রভাবমমিতৌজসঃ ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

অহো! আশ্চর্য্য রাক্ষসরাজের রূপ, আশ্চর্য্য ধৈর্য্য, অদ্ভুত পরাক্রম, বিচিত্র তাঁহার দ্যুতি এবং তিনি সর্বলক্ষণসম্পন্ন অদ্ভুত। যদি অধর্ম এত প্রবল না হইত, তবে রাক্ষসেশ্বর ইন্দ্রের সহিত দেবলোকের রক্ষক হইতে পারিতেন। ইঁহার নৃশংস, ক্রূর ও (জনসমাজে) লোকবিনিন্দিত কার্য্যকলাপে দেবদানবের সহিত সমস্ত লোকসমাজ বিত্রস্ত। ইনি ক্রুদ্ধ হইলে এই বিশ্বসংসার একমহাসমুদ্রে পরিণত করিতে পারেন। অপরিমেয় তেজঃসম্পন্ন রাক্ষসরাজের প্রভাব নিরীক্ষণ করিয়া হনুমান্ এই প্রকারের বহুবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন।১৭-২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশঃ সর্গঃ

[রাবণাদিষ্ট-প্রহস্তেন হনুমৎসমীপে তদীয়পরিচয়স্য, বনবিমর্দনস্য রাক্ষসসংহননস্য চ কারণস্য জিজ্ঞাসা, মন্ত্রিণো বাক্যমনাদৃত্য রাবণং সংলক্ষ্য চ বনভঙ্গঃ, রাক্ষসবধঃ। তস্য (রাবণস্য) দর্শনম্, আত্মরক্ষণায় প্রতিযুদ্ধমিত্যাদিবর্ণনপূর্বকং রামদূতোঽহমিতি হনুমতঃ পরিচয়দানম্, ব্রহ্মবরেণ ব্রহ্মাস্ত্রমুক্তিঃ সুলভমিত্যপি ভবদীয়দর্শনাকাঙ্ক্ষয়া অস্ত্রানুসারণং কৃতমিতি জ্ঞাপনঞ্চ।]

তমুদ্বীক্ষ্য মহাবাহুঃ পিঙ্গাক্ষং পুরতঃ স্থিতম্।
রোষেণ মহতাবিষ্টো রাবণো লোকরাবণঃ ॥১
শঙ্কাহতাত্মা দধ্যৌ স কপীন্দ্রং তেজসাবৃতম্।
কিমেষ ভগবান্ নন্দী ভবেৎ সাক্ষাদিহাগতঃ ॥২
যেন শপ্তোঽস্মি কৈলাসে ময়া প্রহসিতে পুরা।
কোঽয়ং বানরমূর্ত্তিঃ স্যাৎ
কিংস্বিদ্ বাণোঽপি বাসুরঃ ॥৩
স রাজা রোষতাম্রাক্ষঃ প্রহস্তং মন্ত্রিসত্তমম্।
কালযুক্তমুবাচেদং বচো বিপুলমর্থবৎ ॥৪
দুরাত্মা পৃচ্ছ্যতামেষ কুতঃ কিং বাস্য কারণম্।
বনভঙ্গে চ কোঽস্যার্থো রাক্ষসানাঞ্চ তর্জনে ॥৫
মৎপুরীমপ্রধৃষ্যাং বৈ গমনে কিং প্রয়োজনম্।
আয়োধনে বা কিং কার্য্যং পৃচ্ছ্যতামেষ দুর্মতিঃ ॥৬
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্তো বাক্যমব্রবীৎ।
সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে ন ভীঃ কার্য্যা ত্বয়া কপে ॥৭
যদি তাবৎ ত্বমিন্দ্রেণ প্রেষিতো রাবণালয়ম্।
তত্ত্বমাখ্যাহি মা তে ভূদ্ভয়ং বানর মোক্ষ্যসে ॥৮
যদি বৈশ্রবণস্য ত্বং যমস্য বরুণস্য চ।
চারুরূপমিদং কৃত্বা প্রবিষ্টো নঃ পুরীমিমাম্ ॥৯
বিষ্ণুনা প্রেষিতো বাপি দূতো বিজয়কাঙ্ক্ষিণা।
নহি তে বানরং তেজো রূপমাত্রং তু বানরম্ ॥১০

পঞ্চাশ সর্গ

[রাবণাদিষ্ট প্রহস্ত কর্তৃক হনুমানের নিকট তাহার পরিচয়, বনবিমর্দ্দন ও রাক্ষস সংহননের কারণ জিজ্ঞাসা, মন্ত্রীর কথা গ্রাহ্য না করিয়া ও রাবণকে লক্ষ্য করিয়া বনভঙ্গ, রাক্ষস বধ এবং তাঁহার (রাবণের) দর্শন, আত্মরক্ষণের জন্য প্রতিযুদ্ধ বর্ণন পূর্বক নিজেকে রামদূত বলিয়া হনুমানের পরিচয় দান এবং ব্রহ্মার বরে ব্রহ্মাস্ত্র মুক্তি সুলভ হইলেও আপনার দর্শনের জন্য অস্ত্রানুসরণ করিয়া আসিয়াছি—ইহা জ্ঞাপন।]

পিঙ্গলনয়ন তেজঃপুঞ্জসমাবৃত সেই কপীন্দ্রকে দেখিয়া মহাবাহু লোকবিদ্রাবণ রাবণ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শঙ্কিতচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন—পুরাকালে (বানরমুখ দেখিয়া) আমি উপহাস করিলে যিনি কুপিত হইয়া কৈলাসে আমাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন—"এই বানরমুখ দ্বারাই তোমার বিনাশ হইবে" অধুনা সেই সাক্ষাৎ ভগবান্ নন্দীই কি বানররূপ ধারণ করিয়া এখানে আসিয়াছেন? এ বানরমূর্ত্তিধারী কে? তবে কি (বলিপুত্র শিবভক্ত) বাণাসুর? (নন্দীর আদেশে উপস্থিত?) ।১-৩

রোষরক্তনেত্র সেই রাজা মন্ত্রিপ্রবর প্রহস্তকে সময়োপযোগী গম্ভীরার্থযুক্ত বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন,—এই দুরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর—এই বানর কাহার আদেশে, কোন স্থান হইতে, কি কারণে আমার এই দুর্দ্ধর্ষনগরীতে আগমন করিয়াছে? বনভঙ্গের বা কি প্রয়োজন? রাক্ষসনিপীড়ন করার বা হেতু কি? (আমার কিঙ্করগণের সহিত) যুদ্ধেরই বা কি আবশ্যক? ৪-৬

প্রহস্ত রাবণের কথা শুনিয়া (হনুমানকে) বলিলেন,—হে কপে। তুমি আশ্বস্ত হও। তোমার মঙ্গল হইবে। ভয় করিও না। হে বানর। তোমার ভয় নাই। তুমি সত্য কথা বল—মুক্তি লাভ করিবে। তুমি কি দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক রাবণগৃহে প্রেরিত হইয়াছ? অথবা কুবের, বরুণ বা যমের চররূপে চারুরূপ ধারণ

তত্ত্বতঃ কথয়স্বাদ্য ততো বানর মোক্ষ্যসে।
অনৃতং বদতশ্চাপি দুর্ল্লভং তব জীবিতম্ ॥১১

অথবা যন্নিমিত্তস্তে প্রবেশো রাবণালয়ে।
এবমুক্তো হরিবরস্তদা রক্ষোগণেশ্বরম্ ॥১২

অব্রবীন্নাস্মি শক্রস্য যমস্য বরুণস্য চ।
ধনদেন ন মে সখ্যং বিষ্ণুনা নাস্মি চোদিতঃ ॥১৩

জাতিরেব মম ত্বেষা বানরোঽহমিহাগতঃ।
দর্শনে রাক্ষসেন্দ্রস্য তদিদং দুর্ল্লভং ময়া ॥১৪

বনং রাক্ষসরাজস্য দর্শনার্থে বিনাশিতম্।
ততস্তে রাক্ষসাঃ প্রাপ্তা বলিনো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥১৫

রক্ষণার্থঞ্চ দেহস্য প্রতিযুদ্ধা ময়া রণে।
অস্ত্রপাশৈর্ন শক্যোঽহং বদ্ধুং দেবাসুরৈরপি ॥১৬

পিতামহাদেষ বরো মমাপি হি সমাগতঃ।
রাজানং দ্রষ্টুকামেন ময়াস্ত্রমনুবর্ত্তিতম্ ॥১৭

বিমুক্তোঽপ্যহমস্ত্রেণ রাক্ষসৈস্ত্বভিবেদিতঃ।
কেনচিদ্ রামকার্য্যেণ আগতোঽস্মি তবান্তিকম্ ॥১৮

দূতোঽহমিতি বিজ্ঞায় রাঘবস্যামিতৌজসঃ।
শ্রূয়তামেব বচনং মম পথ্যমিদং প্রভো ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

করিয়া আমাদের এই পুরীতে প্রবেশ করিয়াছ? অথবা বিজয়াকাঙ্ক্ষী বিষ্ণুকর্ত্তৃক তাঁহার দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছ? যেহেতু তোমার পরাক্রম বানরের মত নহে, কেবল রূপটাই বানরের মত। অথবা তুমি যে উদ্দেশ্যে রাবণভবনে প্রবেশ করিয়াছ, তাহা তুমি আজ সত্যরূপে প্রকাশ করিলে মুক্তিলাভ করিবে—মিথ্যা বলিলে তোমার জীবন দুর্লভ হইবে।৭-১১

এই প্রকার কথিত (জিজ্ঞাসিত) হইয়া কপিপ্রবর রাক্ষসগণের অধিপতিকে বলিলেন—আমি ইন্দ্র, যম বা বরুণের দূত নহি ; কুবেরের সহিত আমার মিত্রতা নাই ; বিষ্ণুকর্ত্তৃক‌ও প্রেরিত হই নাই। আমি জাতিতেই বানর—সেই (স্বাভাবিক) বানররূপেই এস্থানে রাক্ষসপতির দর্শনাভিলাষে আসিয়াছি, (তাঁহার দর্শন) দুর্লভ বলিয়া তাঁহার দর্শনের অভিলাষেই বনভঙ্গ করিয়াছিলাম। তারপর যুদ্ধাভিলাষে বলবান্ রাক্ষসগণ আসিলে আত্মদেহ রক্ষারজন্য রণক্ষেত্রে প্রতিযুদ্ধ করিয়াছি। পিতামহের বরপ্রভাবে দেবতা বা অসুরগণ আমাকে অস্ত্রপাশে বন্ধন করিতে সমর্থ নহেন ; কেবল রাজদর্শনের জন্যই অস্ত্রের অনুবর্তন করিয়াছিলাম। রাক্ষসগণের বিজ্ঞাত যে, আমি ব্রহ্মাস্ত্রপাশ বিমুক্ত ; তথাপি শ্রীরামের কোন কার্য্যের জন্য আপনার সমীপে আসিয়াছি। হে প্রভো! আমি অমিততেজঃশালী শ্রীরামচন্দ্রের দূত ; অতএব আমার এই কল্যাণময় বাক্য শ্রবণ করুন।১২-১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[হনূমতা রাবণসমীপে (রাবণায়) রামস্য বনাগমনাৎ সীতাদর্শনপর্য্যন্তস্য সর্বস্য বৃত্তস্য নিবেদনম্ ; রামমহিমবর্ণনপূর্বকং তৎসমীপে সীতাং প্রত্যর্প্য স্বস্য জীবনলাভে রাজ্যৈশ্বর্য্যরক্ষণে চ মনঃস্থাপনোপদেশশ্চ ।]

তং সমীক্ষ্য মহাসত্ত্বং সত্ত্ববান্ হরিসত্তমঃ ।
বাক্যমর্থবদব্যগ্রস্তমুবাচ দশাননম্ ॥১
অহং সুগ্রীবসন্দেশাদিহ প্রাপ্তস্তবান্তিকে ।
রাক্ষসেশ হরীশস্ত্বাং ভ্রাতা কুশলমব্রবীৎ ॥২
ভ্রাতুঃ শৃণু সমাদেশং সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ ।
ধর্ম্মার্থসহিতং বাক্যমিহ চামুত্র চ ক্ষমম্ ॥৩
রাজা দশরথো নাম রথকুঞ্জরবাজিমান্ ।
পিতেব বন্ধুর্লোকস্য সুরেশ্বরসমদ্যুতিঃ ॥৪
জ্যেষ্ঠস্তস্য মহাবাহুঃ পুত্রঃ প্রিয়তরঃ প্রভুঃ ।
পিতুর্নির্দেশান্নিষ্ক্রান্তঃ প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্ ॥৫
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া সহ ভার্যয়া ।
রামো নাম মহাতেজা ধর্ম্ম্যং পন্থানমাশ্রিতঃ ॥৬
তস্য ভার্য্যা জনস্থানে ভ্রষ্টা সীতেতি বিশ্রুতা ।
বৈদেহস্য সুতা রাজ্ঞো জনকস্য মহাত্মনঃ ॥৭
মার্গমাণস্তু তাং দেবীং রাজপুত্রঃ সহানুজঃ ।
ঋষ্যমূকমনুপ্রাপ্তঃ সুগ্রীবেণ চ সঙ্গতঃ ॥৮
তস্য তেন প্রতিজ্ঞাতং সীতায়াঃ পরিমার্গণম্ ।
সুগ্রীবস্যাপি রামেণ হরিরাজ্যং নিবেদিতুম্ ॥৯
ততস্তেন মৃধে হত্বা রাজপুত্রেণ বালিনম্ ।
সুগ্রীবঃ স্থাপিতো রাজ্যে হর্য্যৃক্ষাণাং গণেশ্বরঃ ॥১০

একপঞ্চাশ সর্গ

[হনুমান্ কর্তৃক রাবণের নিকট রামের বনাগমন হইতে আরম্ভ করিয়া সীতাদর্শন পর্য্যন্ত সকল ঘটনা নিবেদন, রামমহিমা বর্ণনপূর্বক সীতাকে তাঁহার নিকট প্রত্যর্পণ করিয়া নিজের জীবন লাভ ও রাজ্য ঐশ্বর্য্য রক্ষা করিতে উপদেশ দান ।]

বীর্য্যবান্ হরিসত্তম মহাবলশালী দশাননকে নিরীক্ষণ করিয়া অব্যগ্রচিত্তে তাঁহাকে প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ বাক্য বলিতে লাগিলেন ।১

আমি সুগ্রীবের বাক্যানুসারে আপনার সমীপে আসিয়াছি। হে রাক্ষসেশ্বর! আপনার ভ্রাতা হরীশ্বর আপনার কুশলবার্তা জানিতে চাহিয়াছেন। মহাত্মা ভ্রাতা সুগ্রীবের ইহকাল ও পরকালের হিতসাধনসমর্থ ধর্মার্থযুক্ত সমাদেশ শ্রবণ করুন ।২-৩

বহু রথ, হস্তী ও অশ্বের অধীশ্বর দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পিতার ন্যায় জনপালক ও দেবেন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী। তাঁহার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্র মহাবাহু রাম পিতার আদেশে (গৃহ হইতে) বহির্গত হইয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সহধর্মিণী সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ পূর্বক মহাতেজাঃ রাম ধর্মপথে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় বিদেহরাজ মহাত্মা জনকের দুহিতা সীতা নামে বিখ্যাতা তাঁহার পত্নী জনস্থানে অদৃশ্যা হন। অনুজের সহিত রাজতনয় সেই দেবীকে অন্বেষণ করিতে করিতে ঋষ্যমূকপর্বতে উপনীত হন এবং তথায় সুগ্রীবের সহিত মিলিত হন ।৪-৮

সুগ্রীব সীতার অন্বেষণ করিয়া দিবেন প্রতিজ্ঞা করিলে রাম সুগ্রীবকেও বানররাজ্য আনিয়া দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন ।৯

তারপর রাজপুত্র রাম যুদ্ধে বালীকে বধ করিয়া বানর

ত্বয়া বিজ্ঞাতপূর্ব্বশ্চ বালী বানরপুঙ্গবঃ।
স তেন নিহতঃ সংখ্যে শরেণৈকেন বানরঃ ॥১১
স সীতামার্গণে ব্যগ্রঃ সুগ্রীবঃ সত্যসঙ্গরঃ।
হরীন্ সম্প্রেষয়ামাস দিশঃ সর্ব্বা হরীশ্বরঃ ॥১২
তাং হরীণাং সহস্রাণি শতানি নিযুতানি চ।
দিক্ষু সর্ব্বাসু মার্গন্তে হ্যধশ্চোপরি চাম্বরে ॥১৩
বৈনতেয়সমাঃ কেচিৎ কেচিৎ তত্রানিলোপমাঃ।
অসঙ্গগতয়ঃ শীঘ্রা হরিবীরা মহাবলাঃ ॥১৪
অহং তু হনুমান্নাম মারুতস্যৌরসঃ সুতঃ।
সীতায়াস্তু কৃতে তূর্ণং শতযোজনমায়তম্ ॥১৫
সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বৈব তাং দিদৃক্ষুরিহাগতঃ।
ভ্রমতা চ ময়া দৃষ্টা গৃহে তে জনকাত্মজা ॥১৬
তদ্ভবান্ দৃষ্টধর্ম্মার্থস্তপঃকৃতপরিগ্রহঃ।
পরদারান্ মহাপ্রাজ্ঞ নোপরোদ্ধুং ত্বমর্হসি ॥১৭

নহি ধর্ম্মবিরুদ্ধেষু বহ্বপায়েষু কর্ম্মসু।
মূলঘাতিষু সজ্জন্তে বুদ্ধিমন্তো ভবদ্বিধাঃ ॥১৮
কশ্চ লক্ষ্মণমুক্তানাং রামকোপানুবর্ত্তিনাম্।
শরাণামগ্রতঃ স্থাতুং শক্তো দেবাসুরেষ্বপি ॥১৯
ন চাপি ত্রিষু লোকেষু রাজন্ বিদ্যেত কশ্চন।
রাঘবস্য ব্যলীকং যঃ কৃত্বা সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥২০
তৎ ত্রিকালহিতং বাক্যং ধর্ম্ম্যমর্থানুযায়ি চ ॥
মন্যস্ব নরদেবায় জানকী প্রতিদীয়তাম্ ॥২১
দৃষ্টা হীয়ং ময়া দেবী লব্ধং যদিহ দুর্লভম্।
উত্তরং কর্ম্ম যচ্ছেষং নিমিত্তং তত্র রাঘবঃ ॥২২
লক্ষিতেয়ং ময়া সীতা তথা শোকপরায়ণা।
গৃহে যাং নাভিজানাসি পঞ্চাস্যামিব পন্নগীম্ ॥২৩
নেয়ং জরয়িতুং শক্যা সাসুরৈরমরৈরপি।
বিষসংস্পৃষ্টমত্যর্থং ভুক্তমন্নমিবৌজসাঃ ॥২৪

ও ভল্লুকগণের অধীশ্বররূপে সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।১০

বানররাজ বালী আপনার পূর্ববিজ্ঞাত। সেই বানরকে যুদ্ধে রাম একটী শরেই বধ করিয়াছেন।১১

সত্যপ্রতিজ্ঞ বানররাজ সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে ব্যগ্র হইয়া সমস্তদিকে বাণরগণকে পাঠাইয়াছেন।১২

শত, সহস্র ও নিযুতসংখ্যক বানর দশদিকে নভোমণ্ডল হইতে ঊর্ধ্ব, মধ্য ও পাতাল পর্য্যন্ত সীতার অন্বেষণ করিতেছেন।১৩

সেই মহাবলসম্পন্ন বানর বীরগণের কেহ কেহ গরুড়তুল্য এবং কেহ কেহ বায়ুতুল্য অসঙ্গগতি ও শীঘ্রগামী।১৪

আমি পবনের ঔরস পুত্র—নাম হনুমান্। সীতার অন্বেষণের জন্য শতযোজনবিস্তীর্ণ সাগর দ্রুতগতিতে লঙ্ঘনপূর্বক আপনার দর্শনেচ্ছু হইয়া এস্থানে আসিয়াছি। ভ্রমণ করিতে করিতে আপনার গৃহে জনকনন্দিনী সীতাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।১৫-১৬

হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি ধর্মার্থতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারী ও তপোবলসঞ্জাত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী; অতএব পরদারাকে অবরুদ্ধ (সংগোপন) করিয়া রাখা আপনার সমুচিত কর্ত্তব্য নহে।১৭

ধর্মবিরুদ্ধ বহু অনর্থের এমনকি স্বীয়বিনাশের হেতুভূত কর্মে আসক্ত হওয়া আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির উচিত নহে।১৮

দেব ও অসুরগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি রামচন্দ্রের ক্রোধাধীন এবং লক্ষ্মণবিমুক্ত শরজালের সমক্ষে অবস্থান করিতে সমর্থ? ১৯

রাজন্! এই ত্রিলোকমধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নাই, যে রামের অপ্রিয় আচরণ করিয়া সুখলাভ করিতে পারে।২০

অতএব আপনি আমার এই শাস্ত্রানুগত ধর্মযুক্ত বাক্য অনুমোদন করুন এবং নরশ্রেষ্ঠ রামের নিকট জনকদুহিতা সীতাদেবীকে প্রত্যর্পণ করুন।২১

আমি (আপনার গৃহে) সীতাদেবীর দর্শনলাভ করিয়াছি (অতএব গোপন করা দুঃসাধ্য)। (সহস্র কোটী বানরের) দুর্লভদর্শনা সীতার দর্শন লাভ করিলাম

তপঃসন্তাপলব্ধস্তে সোঽয়ং ধর্ম্মপরিগ্রহঃ।
ন স নাশয়িতুং ন্যায্য আত্মপ্রাণপরিগ্রহঃ ॥২৫

অবধ্যতাং তপোভির্যাং ভবান্ সমনুপশ্যতি।
আত্মনঃ সাসুরৈর্দেবৈর্হেতুস্তত্রাপ্যয়ং মহান্ ॥২৬

সুগ্রীবো ন চ দেবোঽয়ং ন যক্ষো ন চ রাক্ষসঃ।
মানুষো রাঘবো রাজন্ সুগ্রীবশ্চ হরীশ্বরঃ ॥
তস্মাৎ প্রাণপরিত্রাণং কথং রাজন্ করিষ্যসি ॥২৭

ন তু ধর্ম্মোপসংহারমধর্মফলসংহিতম্।
তদেব ফলমন্বেতি ধর্ম্মশ্চাধর্ম্মনাশনঃ ॥২৮

প্রাপ্তং ধর্ম্মফলং তাবদ্ভবতা নাত্র সংশয়ঃ।
ফলমস্যাপ্যধর্ম্মস্য ক্ষিপ্রমেব প্রপৎস্যসে ॥২৯

জনস্থানবধং বুদ্ধ্বা বালিনশ্চ বধং তথা।
রাম-সুগ্রীবসখ্যঞ্চ বুধ্যস্ব হিতমাত্মনঃ ॥৩০

কামং খল্বহমপ্যেকঃ সবাজি-রথ-কুঞ্জরাম্।
লঙ্কাং নাশয়িতুং শক্তস্তস্যৈষ তু ন নিশ্চয়ঃ ॥৩১

রামেণ হি প্রতিজ্ঞাতং হর্য্যৃক্ষগণসন্নিধৌ।
উৎসাদনমমিত্রাণাং সীতা যৈস্তু প্রধর্ষিতা ॥৩২

অপকুর্বন্ হি রামস্য সাক্ষাদপি পুরন্দরঃ।
ন সুখং প্রাপ্নুয়াদন্যঃ কিং পুনস্ত্বদ্বিধো জনঃ ॥৩৩

যাং সীতেত্যভিজানাসি যেয়ং তিষ্ঠতি তে গৃহে।
কালরাত্রীতি তাং বিদ্ধি সর্ব্বলঙ্কাবিনাশিনীম্ ॥৩৪

তদলং কালপাশেন সীতাবিগ্রহরূপিণা।
স্বয়ং স্কন্ধাবসক্তেন ক্ষেমমাত্মনি চিন্ত্যতাম্ ॥৩৫

অতঃপর অবশিষ্ট (সীতা উদ্ধরণ) উত্তরকর্তব্যকর্মসাধনে রামই কারণ। (সীতান্বেষণরূপ মৎকৃত্য সাধিত হইয়াছে)।২২

পঞ্চমুখী স্ববিনাশিকা পন্নগীর (সর্পীর) ন্যায় আপনার গৃহে অবস্থিতা যাঁহাকে আপনি জানিতে পারিতেছেন না, সেই সীতাকে আমি শোকপরায়ণা দেখিয়াছি। (তাঁহার শোকাগ্নি পন্নগীর বিষাগ্নির ন্যায় আপনার নগরী দগ্ধ করিয়া দিবে)।২৩

জঠরাগ্নির শক্তি থাকিলেও যেরূপ অত্যন্ত বিষসম্পৃক্ত অন্ন জীর্ণকরা যায় না, তদ্রূপ অসুরের সহিত দেবগণও বলপূর্বক তাঁহাকে (গোপনে) রক্ষা করিতে সমর্থ নহে।২৪

তপস্যার ক্লেশ সহ্য করিয়া আপনি যে ধর্মসাধ্য ঐশ্বর্য্য ও চিরায়ু লাভ করিয়াছেন, তাহা পরদারপরিগ্রহ-রূপ পরম অধর্মের দ্বারা নষ্ট করা ন্যায্য হইবে না।২৫

আপনি আপনাকে দেবাসুরের অবধ্যত্ব রূপে যে অনুভব করিতেছেন, তাহাতে তপোবলই প্রধান কারণ।২৬

হে রাজন্। সুগ্রীব দেবতা, যক্ষ অথবা রাক্ষস নহেন। রামচন্দ্র মনুষ্য, সুগ্রীব বানরেশ্বর। অতএব হে রাজন্! আপনি এতদুভয় হইতে কিরূপে প্রাণরক্ষা করিবেন।২৭

অধর্মের আধিক্যবশতঃ যাহার অধর্ম ফলোন্মুখ তাহার অধিক ধর্মাচরণের ফলও অধর্মেরই অনুবর্তন করিয়া থাকে। বিপুল ধর্মাচরণ অতি অল্পই অধর্ম বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়।২৮

আপনি ধর্মফল প্রাপ্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই (যেহেতু বিপুল ঐশ্বর্য্য ও দীর্ঘায়ুলাভ তাহার প্রমাণ); শীঘ্রই এই পরদারাপহরণরূপ অধর্মের ফলও প্রাপ্ত হইবেন (তাহাতেও সন্দেহ নাই)।২৯

জনস্থানের (রাক্ষস) বধ, বলবান্ বালীর বধ এবং রাম ও সুগ্রীবের সখ্য প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া আপনার কল্যাণ চিন্তা করুন।৩০

আমি একাকীই—হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত এই লঙ্কাপুরী অনায়াসে বিনাশ করিতে সমর্থ, কিন্তু যাঁহার আদেশে আমি এস্থানে আসিয়াছি, তাঁহার (সেই রামের) যে (লঙ্কাবিনাশ) আদেশ নাই।৩১

যাহারা সীতাকে লাঞ্ছনা দিয়াছে, সেই শত্রুদের (স্বয়ং) বিনাশ করিবেন—ইহা বানর ও ভল্লুকগণসমক্ষে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।৩২

সীতায়াস্তেজসা দগ্ধাং রামকোপপ্রদীপিতাম্।
দহ্যমানামিমাং পশ্য পুরীং সাট্টপ্রতোলিকাম্ ॥৩৬
স্বানি মিত্রাণি মন্ত্রীংশ্চ
জ্ঞাতীন্ ভ্রাতৄন্ সুতান্ হিতান্।
ভোগান্ দারাংশ্চ লঙ্কাঞ্চ
মা বিনাশমুপানয় ॥৩৭
সত্যং রাক্ষসরাজেন্দ্র শৃণুষ্ব বচনং মম।
রামদাসস্য দূতস্য বানরস্য বিশেষতঃ ॥৩৮
সর্ব্বান্ লোকান্ সুসংহৃত্য সভূতান্ সচরাচরান্।
পুনরেব তথা স্রষ্টুং শক্তো রামো মহাযশাঃ ॥৩৯
দেবাসুর-নরেন্দ্রেষু যক্ষ-রক্ষোরগেষু চ।
বিদ্যাধরেষু নাগেষু গন্ধর্বেষু মৃগেষু চ ॥৪০
সিদ্ধেষু কিন্নরেন্দ্রেষু পতত্রিষু চ সর্ব্বতঃ।
সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বকালেষু নাস্তি সঃ ॥৪১
যো রামং প্রতি যুধ্যেত বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমম্।
সর্ব্বলোকেশ্বরস্যেহ কৃত্বা বিপ্রিয়মীদৃশম্।
রামস্য রাজসিংহস্য দুর্ল্লভং তব জীবিতম্ ॥৪২
দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ নিশাচরেন্দ্র
গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধর-নাগ-যক্ষাঃ।
রামস্য লোকত্রয়নায়কস্য
স্থাতুং ন শক্তাঃ সমরেষু সর্ব্বে ॥৪৩
ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুশ্চতুরাননো বা
রুদ্রস্ত্রিনেত্রস্ত্রিপুরান্তকো বা।

রামের অপকার করিয়া সাক্ষাৎ দেবেন্দ্রও সুখলাভে বঞ্চিত হন, আপনার ন্যায় অন্যব্যক্তির ত কথাই নাই (সমধিক দণ্ড—বিনাশ অনিবার্য্য) ।৩৩

আপনার গৃহে অবস্থিতা যাঁহাকে আপনি সীতা বলিয়া অবগত হইতেছেন, তাঁহাকে সর্বলঙ্কাবিনাশকারিণী (প্রলয়কালে জগদ্‌বিধ্বংসনকারিণী) কালরাত্রী বলিয়া জানিবেন ।৩৪

সীতামূর্তিতে অবতীর্ণ কালপাশকে (যমের পাশাস্ত্রকে) আপনি স্বয়ং কণ্ঠে বন্ধন করিয়াছেন, (অতএব তাহা পরিহার করিয়া) স্বীয় আত্মমঙ্গল চিন্তা করুন ।৩৫

সীতার তেজঃ (বহ্নি) প্রভাবে দগ্ধা, রামের ক্রোধ-(বায়ুর) প্রদীপ্তা হইয়া অট্টালিকা ও বীথিকার সহিত এই লঙ্কাপুরী ভস্মসাৎ হইবে—দেখিতে পাইবেন ।৩৬

স্বকীয় মিত্র, মন্ত্রী, জ্ঞাতি, ভ্রাতা, পুত্র, হিতাকাঙ্ক্ষী, ভোগ্য বস্তু ও দারা—এই সকল এবং লঙ্কাকে বিনাশ করাইবেন না ।৩৭

হে রাক্ষসরাজশ্রেষ্ঠ! আপনি এই রামচন্দ্রের দাস ও দূত (অতএব তাঁহার প্রভাব জানি) বিশেষতঃ (বনবাসী) বানর জাতির (পক্ষপাতশূন্য) সত্য (হিত) বাক্য (বিশেষ বিবেচনা পূর্বক) শ্রবণ করুন ।৩৮

মহাযশাঃ রামচন্দ্র প্রাণিপুঞ্জের সহিত স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত লোক (স্বর্গ, মর্ত ও পাতালাদি চতুর্দ্দশ ভুবন) সম্যক্‌ভাবে (উপ) সংহার করিয়া পুনরায় সেইভাবেই সৃষ্টি করিতে সমর্থ ।৩৯

বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমশালী রামচন্দ্রের (বিপক্ষে) প্রতিযুদ্ধ করিতে পারে, এমন ব্যক্তি দেব, অসুর, নরপতি, যক্ষঃ, রক্ষঃ, উরগ (সর্প), বিদ্যাধর, নাগ, গন্ধর্ব, মৃগ, সিদ্ধ, কিন্নর, পক্ষী এবং সমস্ত দিকে সমস্ত স্থানে সর্বকালে (ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান) বিদ্যমান, অন্যান্য প্রাণিকুলের মধ্যেও নাই। সর্বলোকেশ্বর রাজসিংহ রামচন্দ্রের এইরূপ অপ্রিয় আচরণ করায় আপনার জীবন দুর্লভ জানিবেন ।৪০-৪২

হে নিশাচরেন্দ্র! দেবগণ, দৈত্য, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, নাগ ও যক্ষগণ সকলেই লোকত্রয়নায়ক শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখসমরে অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন ।৪৩

(চতুরানন স্বয়ম্ভু, ব্রহ্মা অথবা ত্রিলোচন, ত্রিপুরান্তক রুদ্র অথবা সুরনায়ক মহাবিভূতিসম্পন্ন বিষ্ণুও

*এস্থলে "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রামাণ্য বলে ইন্দ্রপদে উপেন্দ্রই গৃহীত হইয়া টীকাকারগণ বলেন।

ইন্দ্রো মহেন্দ্রঃ সুরনায়কো বা
স্থাতুং ন শক্তা যুধি রাঘবস্য ॥৪৪

স সৌষ্ঠবোপেতমদীনবাদিনঃ
কপের্নিশম্যাপ্রতিমোঽপ্রিয়ং বচঃ।

দশাননঃ কোপবিবৃত্তলোচনঃ
সমাদিশৎ তস্য বধং মহাকপেঃ ॥৪৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

রঘুপতি রামচন্দ্রের সম্মুখে যুদ্ধে অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন ।৪৪

অদীন (অকাতরে স্পষ্ট)-বাদী হনুমানের সৌষ্ঠব (শব্দার্থসম্পদ্) যুক্ত অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া অতুলনীয় বীর দশানন ক্রোধে নয়নযুগল বিঘূর্ণিত করিয়া সেই মহাকপির বধসাধনে আদেশ প্রদান করিলেন ।৪৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[হনূমতঃ পরুষবাক্যং শ্রুত্বা ক্রুদ্ধরাবণেন তস্য বধাদেশঃ, দূতস্যাবধ্যত্বং প্রদর্শ্য বিভীষণস্য তস্মাৎ রাবণং প্রতিনিবর্তয়িতুমুদ্যমশ্চ।]

স তস্য বচনং শ্রুত্বা বানরস্য মহাত্মনঃ।
আজ্ঞাপয়দ্ বধং তস্য রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥১

বধে তস্য সমাজ্ঞপ্তে রাবণেন দুরাত্মনা।
নিবেদিতবতো দৌত্যং নানুমেনে বিভীষণঃ ॥২

তং রক্ষোঽধিপতিং ক্রুদ্ধং তচ্চ কার্য্যমুপস্থিতম্।
বিদিত্বা চিন্তয়ামাস কার্য্যং কার্য্যবিধৌ স্থিতঃ ॥৩

নিশ্চিতার্থস্ততঃ সাম্না পূজ্যং শত্রুজিদগ্রজম্।
উবাচ হিতমত্যর্থং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥৪

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ

[হনুমানের কর্কশবাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ রাবণ কর্তৃক তাহার বধাদেশ, দূতের অবধ্যত্ব প্রদর্শন পূর্বক বিভীষণের তাহা হইতে প্রতি নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা।]

মহাত্মা বানরের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধবিহ্বল রাবণ তাহার বধসাধনে আদেশ প্রদান করিলেন ।১

স্বীয় দৌত্যকর্ম সম্পাদনকারী হনুমান্ দুরাত্মা রাবণের বধাদেশ প্রাপ্ত হইলে দূত অবধ্য বলিয়া ভ্রাতা বিভীষণ তাহা অনুমোদন করিলেন না এবং সেই ক্রুদ্ধ রাক্ষসরাজও উপস্থিত এই (গুরু) কর্তব্য কার্য্য অবগত হইয়া কার্য্যবিধি অনুসারে কর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। অতঃপর যথোচিত কার্য্য সম্পাদনে স্থিরবুদ্ধি বাক্যবিশারদ বিভীষণ শত্রুজয়ী পূজ্য অগ্রজ রাবণকে শান্তভাবে অত্যন্ত মঙ্গলজনক বাক্য বলিতে লাগিলেন ।২-৪

ক্ষমস্ব রোষং ত্যজ রাক্ষসেন্দ্র
প্রসীদমে বাক্যমিদং শৃণুষ্ব।
বধং ন কুর্বন্তি পরাবরজ্ঞা
দূতস্য সন্তো বসুধাধিপেন্দ্রাঃ ॥৫
রাজন্ ধর্ম্মবিরুদ্ধঞ্চ লোকবৃত্তেশ্চ গর্হিতম্।
তব চাসদৃশং বীর কপেরস্য প্রমাপণম্ ॥৬
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ রাজধর্ম্মবিশারদঃ।
পরাবরজ্ঞো ভূতানাং ত্বমেব পরমার্থবিৎ ॥৭
গৃহ্যন্তে যদি রোষেণ ত্বাদৃশোঽপি বিচক্ষণাঃ।
ততঃ শাস্ত্রবিপশ্চিত্ত্বং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥৮
তস্মাৎ প্রসীদ শত্রুঘ্ন রাক্ষসেন্দ্র দুরাসদ।
যুক্তাযুক্তং বিনিশ্চিত্য দূতদণ্ডো বিধীয়তাম্ ॥৯
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
কোপেন মহতাবিষ্টো বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ ॥১০
ন পাপানাং বধে পাপং বিদ্যতে শত্রুসূদন।
তস্মাদিমং বধিষ্যামি বানরং পাপকারিণম্ ॥১১

অধর্ম্মমূলং বহুদোষযুক্ত-
মনার্য্যজুষ্টং বচনং নিশম্য।
উবাচ বাক্যং পরমার্থতত্ত্বং
বিভীষণো বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠঃ ॥১২
প্রসাদ লঙ্কেশ্বর রাক্ষসেন্দ্র
ধর্ম্মার্থতত্ত্বং বচনং শৃণুষ্ব।
দূতা ন বধ্যাঃ সময়েষু রাজন্
সর্ব্বেষু সর্ব্বত্র বদন্তি সন্তঃ ॥১৩
অসংশয়ং শত্রুরয়ং প্রবৃদ্ধঃ
কৃতং হ্যনেনাপ্রিয়মপ্রমেয়ম্।
ন দূতবধ্যং প্রবদন্তি সন্তো
দূতস্য দৃষ্টা বহবো হি দণ্ডাঃ ॥১৪
বৈরূপ্যমঙ্গেষু কশাভিঘাতো
মৌণ্ড্যং তথা লক্ষণসন্নিপাতঃ।
এতান্ হি দূতে প্রবদন্তি দণ্ডান্
বধস্তু দূতস্য ন নঃ শ্রুতোঽস্তি ॥১৫

হে রাক্ষসেন্দ্র! ক্ষমা করুন, ক্রোধ পরিত্যাগ করুন, প্রসন্ন হউন, আমার এই বাক্য শ্রবণ করুন; রাজন্! উৎকর্ষাপকর্ষকার্য্যজ্ঞানসম্পন্ন সৎস্বভাব বসুধাধিপতিগণ কখনও দূতকে বধ করেন না। হে বীর! রাজন্! এই বানরকে বধসাধন ধর্ম্মবিরুদ্ধ, লোকাচারবিনিন্দিত এবং আপনার ন্যায় পরমার্থবেত্তার অসদৃশ।৫-৬

আপনি ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, রাজধর্ম্মবিশারদ, জীবকুলের উৎকর্ষাপকর্ষকার্য্যতত্ত্বজ্ঞ এবং আপনিই পরমার্থবেত্তা।৭

অতএব আপনার মত বিচক্ষণও যদি ক্রোধাবিষ্ট হন, তাহা হইলে (অধ্যয়নশ্রম স্বীকার করিয়া) শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যসম্পাদন কেবল বৃথাশ্রম মাত্র।৮

অতএব হে শত্রুঘাতিন্, দুরাসদ, রাক্ষসরাজ! আপনি প্রসন্ন হউন। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া দূতের দণ্ড বিধান করুন।৯

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসেশ্বর রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উত্তর-বাক্য বলিতে লাগিলেন।১০

হে শত্রুসূদন! পাপকারিগণের বধে পাপ হয় না, অতএব রাজদ্রোহ পাপাপরাধে এই পাপকারী বানরকে বধ করিতে হইবে।১১

রাবণের এই অধর্ম্মমূলক, নীচজনোচিত অপকীর্ত্তি প্রভৃতি বিবিধ দোষযুক্ত বাক্যশ্রবণ পূর্ব্বক বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিভীষণ সারগর্ভ তত্ত্বার্থযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন।১২

হে লঙ্কাধিপতে! রাক্ষসরাজ! আপনি প্রসন্ন হউন; নিগূঢ় ধর্ম্মের তত্ত্বসমন্বিত বাক্য শ্রবণ করুন। হে রাজন্! সময়ে দূত সর্ব্বকালেই অবধ্য—ইহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বক্ষেত্রেই পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন।১৩

এই বলগর্বিত বানর যে শত্রু তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু দূত দুষ্ট হইলেও দূত বধ্য—এরূপ কথা সাধুগণ বলেন না বরং দূতের বিবিধ প্রকার দণ্ড বিধান দেখা যায়।১৪

শরীরের বিরূপতাসাধন, কশা (বেত্রা)ঘাত, মস্তক-

কথঞ্চ ধর্ম্মার্থবিনীতবুদ্ধিঃ
পরাবরপ্রত্যয়নিশ্চিতার্থঃ।
ভবদ্বিধঃ কোপবশে হি তিষ্ঠেৎ
কোপং ন গচ্ছন্তি হি সত্ত্ববন্তঃ ॥১৬
ন ধর্ম্মবাদে ন চ লোকবৃত্তে
ন শাস্ত্রবুদ্ধিগ্রহণেষু বাপি।
বিদ্যেত কশ্চিত্তব বীরতুল্য-
স্ত্বংহ্যুত্তমঃ সর্ব্বসুরাসুরাণাম্ ॥১৭
পরাক্রমোৎসাহমনস্বিনাঞ্চ
সুরাসুরাণামপি দুর্জয়েন।
ত্বয়াপ্রমেয়েণ সুরেন্দ্রসঙ্ঘা
জিতাশ্চ যুদ্ধেষ্বসকৃন্নরেন্দ্রাঃ ॥১৮
ইত্থং বিধস্যামরদৈত্যশত্রোঃ
শূরস্য বীরস্য তবাজিতস্য।
কুর্ব্বন্তি ধারা মনসাপ্যলীকং
প্রাণৈর্বিমুক্তা ন তু ভোঃ পুরা তে ॥১৯

ন চাপ্যস্য কপের্ঘাতে কঞ্চিৎ পশ্যাম্যহং গুণম্।
তেষ্বয়ং পাত্যতাং দণ্ডো যৈরয়ং প্রেষিতঃ কপিঃ ॥২০
সাধুর্বা যদি বাসাধুঃ পরৈরেষ সমর্পিতঃ।
ব্রুবন্ পরার্থং পরবান্ ন দূতো বধমর্হতি ॥২১
অপি চাস্মিন্ হতে নান্যং রাজন্ পশ্যামি খেচরম্।
ইহ যঃ পুনরাগচ্ছেৎ পরং পারং মহোদধেঃ ॥২২
তস্মান্নাস্য বধে যত্নঃ কার্য্যঃ পরপুরঞ্জয়।
ভবান্ সেন্দ্রেষু দেবেষু যত্নমাস্থাতুমর্হতি ॥২৩
অস্মিন্ বিনষ্টে নহি ভূতমন্যং
পশ্যামি যস্তৌ নররাজপুত্রৌ।
যুদ্ধায় যুদ্ধপ্রিয় দুর্বিনীতা-
বুদ্যোজয়েদ্ বৈ ভবতা বিরুদ্ধৌ ॥২৪
পরাক্রমোৎসাহমনস্বিনাঞ্চ
সুরাসুরাণামপি দুর্জয়েন।
ত্বয়া মনোনন্দন নৈর্ঋতানাং
যুদ্ধায় নির্নাশয়িতুং ন যুক্তম্ ॥২৫

মুণ্ডন অথবা কোন চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া দেওয়া, দূতের প্রতি এইসকল দণ্ডের বিধান করিয়া থাকেন, কিন্তু দূতের বধ আমাদের শ্রবণগোচর হয় নাই।১৫

আপনি ধর্ম ও অর্থতত্ত্বে বিনীতবুদ্ধিসম্পন্ন, উত্তম অধমপ্রভৃতি বিচার করিয়া কার্য্যনির্ণয় করিয়া থাকেন; আপনার ন্যায় ব্যক্তির ক্রোধের বশবর্তী হওয়া কি উচিত? সজ্জনগণ ক্রোধ অবলম্বন করেন না।১৬

হে বীর! ধর্মবাদে, লোকাচারে এবং (বিচারপূর্বক) শাস্ত্রীয় তাৎপর্য্য গ্রহণে আপনার তুল্য কেহই নাই; আপনি সুর ও অসুরগণের মধ্যে সর্বোত্তম।১৭

আপনি পরাক্রমশালী, উৎসাহসম্পন্ন, মনস্বী এবং সুর ও অসুরগণের দুর্জ্জয়। বিবেচক আপনি দেবগণকে ও অন্য নরপতিগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছেন। এই ভাবে আপনি দেব ও দৈত্যগণের শত্রু। আপনি শূর, বীর ও সমুন্নত। সেই বীরবৃন্দও পূর্বে মনে মনেও আপনার অপ্রিয় আচরণ করেন নাই এবং সেই বীরগণও প্রাণে বিযুক্ত হয় নাই। (এই শ্লোকদ্বয় প্রক্ষিপ্ত) হে রাজন্! এই বানর বধে কোন গুণ (উপকার) ও দেখিতে পাইতেছি না অথবা যাহাদের দ্বারা এই দূত প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদেরই দণ্ড বিধান করুন।১৮-২০

ভাল-মন্দ যাহাই বলুক না কেন দূত পরের আদেশে পরের কথা বলে বলিয়া পরাধীন দূত বধযোগ্য হইতে পারে না।২১

হে রাজন্। এই বানর হত হইলে অন্য কোন গগনচারী (এই সমুদ্রের পরপারে) যে আসিবে—তাহা দেখিতেছি না। অতএব শত্রুনগরবিজয়িন্! ইহার বধসাধনে প্রযত্নের প্রয়োজন নাই। দেবগণের সহিত ইন্দ্রের প্রতিই আপনার অবহিত হওয়া উচিত।২২-২৩

হে যুদ্ধপ্রিয়! এই দূত বিনষ্ট হইলে আপনার বিরুদ্ধাচরণকারী সেই নররাজপুত্রদ্বয়কে যুদ্ধে উদ্‌যুক্ত করিবে, সেইরূপ অন্য দূত আমি দেখিতেছি না।২৪

হিতাশ্চ শূরাশ্চ সমাহিতাশ্চ
কুলেষু জাতাশ্চ মহাগুণেষু।
মনস্বিনঃ শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠাঃ
কোপপ্রশস্তাঃ সুভৃতাশ্চ যোধাঃ ॥২৬
তদেকদেশেন বলস্য তাবৎ
কেচিৎ তবাদেশকৃতোঽদ্য যান্তু।
তৌ রাজপুত্রাবুপগৃহ্য মূঢ়ৌ
পরেষু তে ভাবয়িতুং প্রভাবম্ ॥২৭

নিশাচরাণামধিপোঽনুজস্য
বিভীষণস্যোত্তমবাক্যমিষ্টম্
জগ্রাহ বুদ্ধ্যা সুরলোক শত্রু-
র্মহাবলো রাক্ষসরাজমুখ্যঃ ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

হে রক্ষোমনোবিনোদন! আপনি পরাক্রমী, উৎসাহ-সম্পন্ন, মনস্বী, দেব ও অসুরগণের দুর্জয়, রাক্ষসগণের মানসিক যুদ্ধাভিলাষ বিনষ্ট করা আপনার উচিত হইবে না।২৫

আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী, বীর, (বেতনপ্রাপ্তিতে) সংযতচিত্ত, সৎকুলজাত, মহাগুণসম্পন্ন, মনস্বী, শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, প্রশস্তক্রোধপরায়ণ, অত্যন্ত পরিপুষ্ট যোদ্ধৃগণের কিছু সংখ্যক সৈন্য লইয়া কোন ব্যক্তি আপনার আদেশে অদ্যই সেই মূঢ় রাজপুত্রদ্বয়কে ধরিয়া এখানে লইয়া আসুক—শত্রুগণের নিকট আপনার প্রভাব বিস্তার করা উচিত।২৬-২৭

নিশাচরাধিপতি, দেবলোকবিজয়ী ও মহাবল রাক্ষস-রাজাধিরাজ অনুজ বিভীষণের এই মঙ্গলজনক মনোরম বাক্যের তাৎপর্য্য বুদ্ধিপূর্বক গ্রহণ করিলেন।২৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদরামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[রাবণাদিষ্ট-নিশাচরৈস্তৈলসিক্তবস্ত্রখণ্ডেন হনূমতঃ পুচ্ছং সংবেষ্ট্য ঢক্কাদিবাদ্যনিনাদৈর্ঘোষয়িত্বা তেন সহ লঙ্কায়াঃ প্রদক্ষিণম্, রাক্ষসীসমীপত এতদ্‌বৃত্তং শ্রুত্বা অগ্নিনিকটে শপথপূর্বকং সীতায়াঃ প্রার্থনা, তোরণমারুহ্য স্বশরীরঞ্চ সঙ্কুচ্য হনূমতঃ পুচ্ছবহ্নের্মুক্তিলাভঃ, ততঃ স্বশরীরং বর্দ্ধয়িত্বা পরিঘঞ্চ ধৃত্বা রক্ষিণাং রাক্ষসানাং বধশ্চ ।]

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দশগ্রীবো মহাত্মনঃ ।
দেশকালহিতং বাক্যং ভ্রাতুরুত্তরমব্রবীৎ ॥১
সম্যগুক্তং হি ভবতা দূতবধ্যা বিগর্হিতা ।
অবশ্যন্তু বধাদন্যঃ ক্রিয়তামস্য নিগ্রহঃ ॥২
কপীনাং কিল লাঙ্গূলমিষ্টং ভবতি ভূষণম্ ।
তদস্য দীপ্যতাং শীঘ্রং তেন দগ্ধেন গচ্ছতু ॥৩
ততঃ পশ্যন্ত্বমুং দীনমঙ্গবৈরূপ্যকর্শিতম্ ।
সমিত্রজ্ঞাতয়ঃ সর্ব্বে বান্ধবাঃ সসুহৃজ্জনাঃ ॥৪
আজ্ঞাপয়দ্ রাক্ষসেন্দ্রঃ পুরং সর্ব্বং সচত্বরম্ ।
লাঙ্গূলেন প্রদীপ্তেন রক্ষোভিঃ পরিণীয়তাম্ ॥৫
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসাঃ কোপকর্কশাঃ ।
বেষ্টন্তে তস্য লাঙ্গূলং জীর্ণৈঃ কার্পাসিকৈঃ পটৈঃ ॥৬

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ

[রাবণাদিষ্ট নিশাচরগণ কর্তৃক তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ডে হনুমানের পুচ্ছ সংবেষ্টনপূর্বক ঢক্কাদিবাদ্য ঘোষণা নিনাদে লঙ্কা প্রদক্ষিণ। রাক্ষসীর নিকট এই সব কথা শুনিয়া জানকীর অগ্নির নিকট শপথপূর্বক প্রার্থনা, তোরণের উপর আরোহণ পূর্বক নিজ শরীর কৃশ করিয়া পুচ্ছাগ্নি হইতে হনুমানের মুক্তিলাভ এবং স্বীয় শরীর বিশাল করতঃ পরিঘ লইয়া রক্ষী রাক্ষসগণকে বধ।]

ভ্রাতা মহাত্মা বিভীষণের দেশ ও কালোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া দশানন (দেশ ও তৎকালের কল্যাণজনক) উত্তর বাক্য বলিতে লাগিলেন।১

(বিভীষণ!) তুমি যথার্থই বলিয়াছ, দূত বধ অত্যন্ত নিন্দনীয়; কিন্তু বধ ব্যতীত অন্যপ্রকারে ইহার নিগ্রহ অবশ্যই কর্তব্য।২

লাঙ্গুল বানরগণের অতীব প্রিয়ভূষণ; তাহার সেই লাঙ্গুল সত্বর (অগ্নি সংযোগ পূর্বক) প্রজ্বলিত কর; সেই দগ্ধলাঙ্গুলের সহিত (বানর) তাহার প্রভু সমীপে গমন করুক।৩

সুহৃদ্বর্গের সহিত মিত্র জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ বিরূপকলেবর, ক্লিষ্ট ও ব্যাকুল এই বানরকে অবলোকন করুক। রাক্ষসাধিপতি আদেশ করিলেন—লাঙ্গুলে অগ্নিসংযোগ পূর্বক রাক্ষসগণ এই বানরকে চত্বরের সহিত সমস্ত নগর ভ্রমণ করাইয়া আনুক।৪-৫

রাবণের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত কোপনস্বভাব রাক্ষসগণ (রাশি রাশি) জীর্ণ (ছিন্ন) কার্পাসবস্ত্র দ্বারা সেই বানরের লাঙ্গুল বেষ্টন করিতে লাগিল।৬

সংবেষ্ট্যমানে লাঙ্গূলে ব্যবর্দ্ধত মহাকপিঃ।
শুষ্কমিন্ধনমাসাদ্য বনেষ্বিব হুতাশনঃ ॥৭
তৈলেন পরিষিচ্যাথ তেঽগ্নিং তত্রোপপাদয়ন্।
লাঙ্গূলেন প্রদীপ্তেন রাক্ষসাংস্তানতাড়য়ৎ ॥৮
রোষামর্ষপরীতাত্মা বালসূর্য্যসমাননঃ।
স ভূয়ঃ সঙ্গতৈঃ ক্রূরৈ রাক্ষসৈর্হরিপুঙ্গবঃ ॥৯
সহস্ত্রী-বাল-বৃদ্ধাশ্চ জগ্মুঃ প্রীতিং নিশাচরাঃ।
নিবদ্ধঃ কৃতবান্ বীরস্তৎকালসদৃশীং মতিম্ ॥১০
কামং খলু ন মে শক্তা নিবদ্ধস্যাপি রাক্ষসাঃ।
ছিত্ত্বা পাশান্ সমুৎপত্য হন্যামহমিমান্ পুনঃ ॥১১
যদি ভর্ত্তৃহিতার্থায় চরন্তং ভর্ত্তৃশাসনাৎ।
নিবধ্নন্তে দুরাত্মানো ন তু মে নিষ্কৃতিঃ কৃতা ॥১২

লাঙ্গুল বেষ্টিত হইলে বনমধ্যে শুষ্ককাষ্ঠপ্রাপ্ত বহ্নির ন্যায় হনুমান্ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।৭

অতঃপর রাক্ষসগণ তাহা (কার্পাস বস্ত্রখণ্ডে) তৈলাভিষিক্ত করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলে রোষ ও অমর্ষে সমাচ্ছন্ন, নবোদিত সূর্য্যসদৃশ বদন-মণ্ডলশালী হনুমান্ সেই প্রজ্বলিত লাঙ্গুল দ্বারা তাঁহাদের আঘাত করিতে লাগিলেন। (সেই হনুমানের প্রদীপ্ত লাঙ্গুল দেখিবার জন্য) সমাগত ক্রূর রাক্ষসগণ মিলিত হইয়া পুনরায় তাহাকে বদ্ধ করিল। স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধের সহিত নিশাচরগণ পরমা প্রীতি লাভ করিল। বদ্ধ বানর তৎকালোচিত বুদ্ধি স্থির করিলেন।৮-১০

আমি বদ্ধ অবস্থায় নিশ্চেষ্ট থাকিলেও নিশাচরগণ আমাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে না। সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া পুনরুত্থানপূর্ব্বক ইহাদিগকে বধ করিতে পারি।১১

প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মঙ্গলের জন্য বিচরণকারী আমাকে যদি তাহারা তাহাদের প্রভু দশাননের আদেশে বন্ধন করিয়া থাকে, (তাহারা বন্ধন মাত্র করিয়াছে) আমার কৃত (অপ) কর্মের প্রতীকার তাহারা করিতে পারে নাই।১২

সর্ব্বেষামেব পর্য্যাপ্তো রাক্ষসানামহং যুধি।
কিন্তু রামস্য প্রীত্যর্থং বিষহিষ্যেঽহমীদৃশম্ ॥১৩
লঙ্কা চারয়িতব্যা মে পুনরেব ভবেদিতি।
রাত্রৌ ন হি সুদৃষ্টা মে দুর্গকর্ম্মবিধানতঃ ॥১৪
অবশ্যমেব দ্রষ্টব্যা ময়া লঙ্কা নিশাক্ষয়ে।
কামং বধ্নন্তু মে ভূয়ঃ পুচ্ছস্যোদ্দীপনেন চ ॥১৫
পীড়াং কুর্ব্বন্তি রক্ষাংসি ন মেঽস্তি মনসঃ শ্রমঃ।
ততস্তে সংবৃতাকারং সত্ত্ববন্তং মহাকপিম্ ॥১৬
পরিগৃহ্য যযুর্হৃষ্টা রাক্ষসাঃ কপিকুঞ্জরম্।
শঙ্খ-ভেরীনিনাদৈশ্চ ঘোষয়ন্তঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥১৭
রাক্ষসাঃ ক্রূরকর্ম্মাণশ্চারয়ন্তি স্ম তাং পুরীম্।
অন্বীয়মানো রক্ষোভির্যযৌ সুখমরিন্দমঃ ॥১৮

যদিও আমি একাকীই সমরে সমুদয় রাক্ষস সংহারে সমর্থ তথাপি রামচন্দ্রের প্রীতির জন্য ঈদৃশ বন্ধন সহ্য করিব। (পূর্বে) রাত্রিতে বিচরণ করায় লঙ্কার দুর্গসকল সুষ্ঠুভাবে নিরীক্ষণ সম্ভব হয় নাই, অতএব দিবাভাগে (এইভাবে) পুনরায় লঙ্কার সমস্ত স্থান বিচরণ পূর্বক দেখিতে পাইব।১৩-১৪

নিশাক্ষয়ে* (নিশাবসানে দিবাভাগে) অবশ্যই আমার

* "নিশাক্ষয়" এই পদটী দ্বারা হনুমান্ সীতার সহিত সম্ভাষণের জন্য কতিপয় দিবস লঙ্কায় বাস করিয়াছিলেন ইত্যাদি সূচিত হইতেছে বলিয়া টীকাকার তিলক বলেন,—ফাল্গুনমাসে সীতাপহরণ; আশ্বিনের শুক্লপক্ষাবসানে হনুমানের প্রেরণায় বানরগণের দূত প্রেরণ; কার্তিক শুক্লপক্ষে সীতাঅন্বেষণের জন্য বানরের গমন; অগ্রহায়ণ শুক্লাদশমীতে সম্পাতির সহিত সাক্ষাৎকার; তখন সুগ্রীবের নির্দ্দিষ্ট একমাস অতীত বলিয়া বানরগণের কথন; একাদশীতে হনুমানের লঙ্কায় গমন, রাত্রিশেষে সীতাদর্শন; দ্বাদশীর দিবাভাগে অবস্থান পূর্বক রাত্রিতে সম্যক্ সীতাসন্দর্শন; রাত্রিশেষে সীতার নিকট রাবণের আগমন, সেই সময় রাবণ প্রদত্ত দ্বাদশমাসের প্রায় দুইমাস অবশিষ্ট; ত্রয়োদশীর প্রাতঃকালে সীতার সহিত বাক্যালাপ, এই সেইদিনই অশোকবনিকাদি ভঙ্গ; চতুর্দ্দশীতে অক্ষপর্য্যন্ত সমূহ রাক্ষস বধ ও লঙ্কাদাহ; অথবা পূর্ণিমার লঙ্কাদাহ; ইত্যাদি অনুসন্ধান করা উচিত।

হনূমাংশ্চারয়ামাস রাক্ষসানাং মহাপুরীম্ ।
অথাপশ্যদ্ বিমানানি বিচিত্রাণি মহাকপিঃ ॥১৯
সংবৃতান্ ভূমিভাগাংশ্চ সুবিভক্তাংশ্চ চত্বরান্ ।
রথ্যাশ্চ গৃহসংবাধাঃ কপিঃ শৃঙ্গাটকানি চ ॥২০
তথা রথ্যোপরথ্যাশ্চ তথৈব চ গৃহান্তরান্ ।
চত্বরেষু চতুষ্কেষু রাজমার্গে তথৈব চ ॥২১
ঘোষয়ন্তি কপিং সর্ব্বে চার ইত্যেব রাক্ষসাঃ ।
স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধা নির্জগ্মুস্তত্র তত্র কুতূহলাৎ ॥২২
তং প্রদীপিতলাঙ্গূলং হনূমন্তং দিদৃক্ষবঃ ।
দীপ্যমানে ততস্তস্য লাঙ্গূলাগ্রে হনূমতঃ ॥২৩
রাক্ষস্যস্তা বিরূপাক্ষ্যঃ শংসুর্দেব্যাস্তদপ্রিয়ম্ ।
যস্ত্বয়া কৃতসংবাদঃ সীতে তাম্রমুখঃ কপিঃ ॥২৪
লাঙ্গূলেন প্রদীপ্তেন স এষ পরিণীয়তে ।
শ্রুত্বা তদ্বচনং ক্রূরমাত্মাপহরণোপমম্ ॥২৫
বৈদেহী শোকসন্তপ্তা হুতাশনমুপাগমৎ ।
মঙ্গলাভিমুখী তস্য সা তদাসীন্ মহাকপেঃ ॥২৬
উপতস্থে বিশালাক্ষী প্রযতা হব্যবাহনম্ ।
যদ্যস্তি পতিশুশ্রূষা যদ্যস্তি চরিতং তপঃ ॥২৭
যদি বা ত্বেকপত্নীত্বং শীতো ভব হনূমতঃ ।
যদি কিঞ্চিদনুক্রোশস্তস্য মষ্যস্তি ধীমতঃ ।

একবার লঙ্কা দর্শন করা উচিত অতএব তাহারা পুনরায় আমাকে বন্ধন করুক লাঙ্গুল প্রজ্বলিত করিয়া রাক্ষসেরা পীড়া প্রদান করিলেও তাহাতে আমার মানসিক ক্লেশ নাই। অনন্তর সেই রাক্ষসগণ গূঢ়স্বভাব বলবান্ বানরশ্রেষ্ঠ মহাকপিকে গ্রহণ পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে গমন করিল এবং শঙ্খভেরী প্রভৃতির নিনাদে তাহার রাজদ্রোহিতারূপ নিজ কর্মদোষের জন্য রাজদণ্ড ঘোষণা করিতে করিতে ক্রূরকর্মা রাক্ষসগণ সেই বানরকে সেই নগরীতে ভ্রমণ করাইতে লাগিল। শত্রুদমন হনুমান্‌ও নিশাচরগণ কর্তৃক নীয়মান হইয়া সুখে গমন করিতে লাগিলেন।১৫-১৮

হনুমান্ রাক্ষসগণের সহিত মহানগরী দর্শন করিতে লাগিলেন। বিচিত্র বিমান-প্রাচীরবেষ্টিত সুনির্ম্মিত অঙ্গন ভূমিভাগ, পার্শ্বদেশে নিবিড় গৃহসকল শোভিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ চতুষ্পথ, গৃহদ্বয়মধ্য স্থান প্রভৃতি মহাকপির দৃষ্টিগোচর হইল। রাক্ষসগণ সেই চত্বরে চতুষ্পথে সেই মহাকপিকে রাম-দূত চোর বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিল। সেই প্রজ্বলিত-পুচ্ছ হনুমানকে দর্শনাকাঙ্ক্ষায় কৌতূহলবশতঃ স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধগণ গৃহ হইতে আসিতে লাগিল। সেই হনুমানের লাঙ্গুলাগ্রভাগ প্রজ্বলিত হইলে পর বিরূপাক্ষী রাক্ষসীগণ সেই অপ্রিয় সংবাদ দেবী সীতার নিকট এই সব বৃত্তান্ত জানাইল—হে সীতে! তুমি যে তাম্রমুখ হনুমানের সহিত কথাবার্তা বলিয়াছিলে সেই হনুমানের লাঙ্গুল প্রজ্বলিত করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করান হইতেছে। বিদেহরাজনন্দিনী এই আত্ম-বিনাশসদৃশ ক্লেশদায়ক বাক্য শ্রবণপূর্বক শোকসন্তপ্তা হইয়া হুতাশনের নিকট গমন করিলেন এবং হনুমানের মঙ্গল কামনায় তাঁহার নিকট অবস্থান করিলেন।১৯-২৬

বিশালনয়না সংযতচিত্তা বহ্নির উপাসনা করিতে লাগিলেন। হে হুতাশন! যদি আমার পতিশুশ্রূষা ও তপশ্চর্য্যার ফল থাকে, যদি আমি পতিব্রতা হইয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি হনুমানের প্রতি শীতল হও। যদি সেই ধীমান্ রামের আমার প্রতি করুণা থাকে, যদি আমার ভাগ্যে সুখ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তুমি হনুমানের প্রতি শীতল হও। যদি সেই ধর্ম্মাত্মা আমাকে পাতিব্রত্যশালিনী ও তাঁহার মঙ্গলাভিকাঙ্ক্ষিণী বলিয়া জানিয়া থাকেন, তাহা হইলে তুমি হনুমানের প্রতি শীতল হও। যদি সুগ্রীব আমাকে এই দুঃখরূপ জল সংরোধ হইতে উদ্ধারসাধনের জন্য সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তুমি হনুমানের প্রতি শীতল হও। প্রখর জ্বালামালী হুতাশন হরিণনয়না সীতার সমীপে হনুমানের শুভ সংবাদ বলিবার নিমিত্তই যেন প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। হনুমানের জনক বায়ু পুচ্ছানলে সংযুক্ত হইলেও দেবীর সম্মুখে হিমানিলের

যদি বা ভাগ্যশেষো মে শীতো ভব হনূমতঃ ॥২৮
যদি মাং বৃত্তসম্পন্নাং তৎ-সমাগমলালসাম্ ।
স বিজানাতি ধর্ম্মাত্মা শীতো ভব হনূমতঃ ॥২৯
যদি মাং তারয়েদার্য্যঃ সুগ্রীবঃ সত্যসঙ্গরঃ ।
অস্মাদ্ দুঃখাম্বুসংরোধাচ্ছীতো ভব হনূমতঃ ॥৩০
ততস্তীক্ষ্ণার্চিরব্যগ্রঃ প্রদক্ষিণশিখোঽনলঃ ।
জজ্বাল মৃগশাবাক্ষ্যাঃ শংসন্নিব শুভং কপেঃ ॥৩১
হনূমজ্জনকশ্চৈব পুচ্ছানলযুতোঽনিলঃ ।
ববৌ স্বাস্থ্যকরো দেব্যাঃ প্রালেয়ানিলশীতলঃ ॥৩২
দহ্যমানে চ লাঙ্গূলে চিন্তয়ামাস বানরঃ ।
প্রদীপ্তোঽগ্নিরয়ং কস্মান্ন মাং দহতি সর্ব্বতঃ ॥৩৩
দৃশ্যতে চ মহাজ্বালঃ করোতি চ ন মে রুজম্ ।
শিশিরস্যেব সম্পাতো লাঙ্গূলাগ্রে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৩৪
অথ বা তদিদং ব্যক্তং যদ্ দৃষ্টং প্লবতা ময়া ।
রামপ্রভাবাদাশ্চর্য্যং পর্ব্বতঃ সরিতাং পতৌ ॥৩৫

ন্যায় শীতল ও স্বাস্থ্যকর হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিলেন।২৭-৩২

লাঙ্গুল দহ্যমান হইতে থাকিলে হনুমান্ চিন্তা করিতে লাগিলেন—অগ্নি চতুর্দিকে প্রজ্বলিত ও প্রবলশিখা সমন্বিত হইলেও আমাকে দগ্ধ করিতেছেন না বা ক্লেশ দিতেছেন না কেন ? পরন্তু শিশিরস্নিগ্ধের ন্যায় আমার লাঙ্গুলের অগ্রভাগে অবস্থান করিতেছেন।৩৩-৩৪

অথবা সমুদ্র লঙ্ঘনসময়ে রামের প্রভাবে সমুদ্র মধ্যে আশ্চর্য্য পর্বতদর্শনের ন্যায় এই ব্যাপারও তাঁহার প্রভাবেই হইতেছে সন্দেহ নাই।৩৫

সমুদ্র ও ধীমান্ মৈনাক যদি রামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাতে রামের হিতসাধনে অগ্নিই বা কেন শৈত্যাবলম্বন করিবেন না ? ৩৬

সীতার আশ্রিতজনবাৎসল্য ও রামের তেজঃপ্রভাব ও পিতা পবনের সখ্য—এই কারণত্রয়েই অগ্নি আমাকে দগ্ধ করিতেছেন না।৩৭

যদি তাবৎ সমুদ্রস্য মৈনাকস্য চ ধীমতঃ ।
রামার্থে সম্ভ্রমস্তাদৃক্কিমগ্নির্ন করিষ্যতি ॥৩৬
সীতায়াশ্চানৃশংস্যেন তেজসা রাঘবস্য চ ।
পিতুশ্চ মম সখ্যেন ন মাং দহতি পাবকঃ ॥৩৭
ভূয়ঃ স চিন্তয়ামাস মুহূর্ত্তং কপিকুঞ্জরঃ ।
কথমস্মদ্বিধস্যেহ বন্ধনং রাক্ষসাধমৈঃ ॥৩৮
প্রতিক্রিয়াস্য যুক্তা স্যাৎ সতি মহ্যং পরাক্রমে ।
ততশ্ছিত্ত্বা চ তান্ পাশান্ বেগবান্ বৈ মহাকপিঃ ॥৩৯
উৎপপাতাথ বেগেন ননাদ চ মহাকপিঃ ।
পুরদ্বারং ততঃ শ্রীমান্ শৈলশৃঙ্গমিবোন্নতম্ ॥৪০
বিভক্তরক্ষঃ-সম্বাধমাসসাদানিলাত্মজঃ ।
স ভূত্বা শৈলসঙ্কাশঃ ক্ষণেন পুনরাত্মবান্ ॥৪১
হ্রস্বতাং পরমাং প্রাপ্তো বন্ধনান্যবশাতয়ৎ ।
বিমুক্তশ্চাভবচ্ছ্রীমান্ পুনঃ পর্ব্বতসন্নিভঃ ॥৪২
বীক্ষমাণশ্চ দদৃশে পরিঘং তোরণাশ্রিতম্ ।

কপিকুঞ্জর পুনরায় মুহূর্তকাল চিন্তা করিলেন—পরাক্রম থাকা সত্ত্বেও রাক্ষসাধমেরা আমার ন্যায় ব্যক্তিকে কিরূপে বন্ধন করিবে ? অতএব এই পাশে (বন্ধন) ছিন্ন করিয়া ইহার প্রতীকার সাধন আমার কর্তব্য। এইপ্রকার চিন্তা করিয়া বেগবান হনুমান্ এই সকল পাশ ছেদন করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে উৎপতিত হইলেন। অনন্তর শ্রীমান্ হনুমান্ শৈলশৃঙ্গসদৃশ সমুন্নত তোরণোপরি সবেগে সমুপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে সেই সময়ে রাক্ষসগণকে বিচরণ করিতে দেখা গেল না। হনুমান্ সযত্নে ক্ষণকালের মধ্যে পর্বততুল্য শরীর ধারণপূর্বক পুনরায় সেই মুহূর্তেই ক্ষুদ্রকায় হইয়া বন্ধনসকল হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। অবশেষে সেই হনুমান্ বন্ধনমুক্ত হইয়া পুনরায় আবার পর্বতসদৃশ হইলেন। অতঃপর ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া তোরণোপরি কৃষ্ণলৌহ নির্মিত একটা গদা

স তং গৃহ্য মহাবাহুঃ কালায়সপরিষ্কৃতম্।
রক্ষিণস্তান্ পুনঃ সর্ব্বান্ সূদয়ামাস মারুতিঃ ॥৪৩
স তান্ নিহত্বা রণচণ্ডবিক্রমঃ
সমীক্ষমাণঃ পুনরেব লঙ্কাম্।
প্রদীপ্তলাঙ্গূলকৃতার্চিমালী
প্রকাশিতাদিত্য ইবার্চিমালী ॥৪৪
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

দর্শন পূর্বক তাহা গ্রহণ করিলেন এবং তদ্দ্বারা রক্ষী রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিলেন। সংগ্রামে প্রচণ্ডবিক্রম হনুমান্ রক্ষিগণের বিনাশসাধনপূর্বক পুনরায় লঙ্কার চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে লাঙ্গুলস্থিত অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হওয়ায় তিনি রশ্মিজাল-সমাবৃত রবির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।৩৮-৪৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[হনূমতা লঙ্কাপুর্য্যা দহনম্, রাক্ষসানাং বিলাপশ্চ।]

বীক্ষমাণস্ততো লঙ্কাং কপিঃ কৃতমনোরথঃ।
বর্ধমানসমুৎসাহঃ কার্য্যশেষমচিন্তয়ৎ ॥১
কিং নু খল্ববশিষ্টং মে কর্ত্তব্যমিহ সাম্প্রতম্।
যদেষাং রক্ষসাং ভূয়ঃ সন্তাপজননং ভবেৎ ॥২
বনং তাবৎ প্রমথিতং প্রকৃষ্টা রাক্ষসা হতাঃ।
বলৈকদেশঃ ক্ষপিতঃ শেষং দুর্গবিনাশনম্ ॥৩
দুর্গে বিনাশিতে কর্ম্ম ভবেৎ সুখপরিশ্রমম্।
অল্পযত্নেন কার্য্যেঽস্মিন্ মম স্যাৎ সফলঃ শ্রমঃ ॥৪
যো হ্যয়ং মম লাঙ্গূলে দীপ্যতে হব্যবাহনঃ।
অস্য সন্তর্পণং ন্যায্যং কর্ত্তুমেভির্গৃহোত্তমৈঃ ॥৫
ততঃ প্রদীপ্তলাঙ্গূলঃ সবিদ্যুদিব তোয়দঃ।
ভবনাগ্রেষু লঙ্কায়া বিচচার মহাকপিঃ ॥৬

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ

[হনুমান্ কর্ত্তৃক লঙ্কাপুরীর দহন ও রাক্ষসগণের বিলাপ]

অনন্তর কপিবর হনুমান্ মনোরথ সিদ্ধ হওয়ায় উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া লঙ্কানগরী নিরীক্ষণপূর্ব্বক অবশিষ্ট কার্য্যের চিন্তা করিতে লাগিলেন। অধুনা এই রাক্ষসদিগের যাহাতে পুনর্ব্বার সন্তাপ বৃদ্ধি হয়, সম্প্রতি তাদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। বনভগ্ন, প্রধান প্রধান রাক্ষস নিধন এবং কিয়দংশে সৈন্যও সংহার করিয়াছি, কেবল দুর্গ বিনষ্ট করাই অবশিষ্ট রহিয়াছে। সমুদ্র-সন্তরণে আমার যে শ্রম হইয়াছে, এই দুর্গ ধ্বংস হইলে তাহা সার্থক হইবে এবং সীতার অন্বেষণ করিতে আমার যে শ্রম হইয়াছে, অল্প যত্নে তাহাও সুসিদ্ধ হইবে। বিশেষতঃ যে হব্যবাহন (অগ্নি) আমার লাঙ্গুলে প্রদীপ্ত হইতেছেন, উত্তম উত্তম গৃহসকল দগ্ধ করিয়া তাঁহার তর্পণ করা উচিত।১-৫

তৎপরে বানরবর হনুমান্ প্রজ্বলিত লাঙ্গুল লইয়া সবিদ্যুৎ তোয়দের ন্যায় লঙ্কাস্থ গৃহবৃন্দের উপরি বিচরণ

গৃহাদ্ গৃহং রাক্ষসানামুদ্যানানি চ বানরঃ।
বীক্ষমাণো হ্যসন্ত্রস্তঃ প্রাসাদাংশ্চ চচার সঃ ॥৭
অবপ্লুত্য মহাবেগঃ প্রহস্তস্য নিবেশনম্।
অগ্নিং তত্র বিনিক্ষিপ্য শ্বসনেন সমো বলী ॥৮
ততোঽন্যৎ পুপ্লুবে বেশ্ম মহাপার্শ্বস্য বীর্য্যবান্।
মুমোচ হনুমানগ্নিং কালানলশিখোপমম্ ॥৯
বজ্রদংষ্ট্রস্য চ তথা পুপ্লুবে স মহাকপিঃ।
শুকস্য চ মহাতেজাঃ সারণস্য চ ধীমতঃ ॥১০
তথা চেন্দ্রজিতো বেশ্ম দদাহ হরিযূথপঃ।
জম্বুমালেঃ সুমালেশ্চ দদাহ ভবনং ততঃ ॥১১
রশ্মিকেতোশ্চ ভবনং সূর্য্যশত্রোস্তথৈব চ।
হ্রস্বকর্ণস্য দংষ্ট্রস্য রোমশস্য চ রক্ষসঃ ॥১২
যুদ্ধোন্মত্তস্য মত্তস্য ধ্বজগ্রীবস্য রক্ষসঃ।
বিদ্যুজ্জিহ্বস্য ঘোরস্য তথা হস্তিমুখস্য চ ॥১৩
করালস্য বিশালস্য শোণিতাক্ষস্য চৈব হি।
কুম্ভকর্ণস্য ভবনং মকরাক্ষস্য চৈব হি ॥১৪
নরান্তকস্য কুম্ভস্য নিকুম্ভস্য দুরাত্মনঃ।
যজ্ঞশত্রোশ্চ ভবনং ব্রহ্মশত্রোস্তথৈব চ ॥১৫

বর্জয়িত্বা মহাতেজা বিভীষণগৃহং প্রতি।
ক্রমমাণঃ ক্রমেণৈব দদাহ হরিপুঙ্গবঃ ॥১৬
তেষু তেষু মহার্হেষু ভবনেষু মহাযশাঃ।
গৃহেম্বৃদ্ধিমতামৃদ্ধিং দদাহ কপিকুঞ্জরঃ ॥১৭
সর্ব্বেষাং সমতিক্রম্য রাক্ষসেন্দ্রস্য বীর্য্যবান্।
আসসাদাথ লক্ষ্মীবান্ রাবণস্য নিবেশনম্ ॥১৮
ততস্তস্মিন্ গৃহে মুখ্যে নানারত্নবিভূষিতে।
মেরুমন্দরসঙ্কাশে নানামঙ্গলশোভিতে ॥১৯
প্রদীপ্তমগ্নিমুৎসৃজ্য লাঙ্গূলাগ্রে প্রতিষ্ঠিতম্।
ননাদ হনুমান্ বীরো যুগান্তজলদো যথা ॥২০
শ্বসনেন চ সংযোগাদতিবেগো মহাবলঃ।
কালাগ্নিরিব জজ্বাল প্রাবর্দ্ধত হুতাশনঃ ॥২১
প্রদীপ্তমগ্নিং পবনস্তেষু বেশ্মসু চারয়ন্।
অভূচ্ছ্বসনসংযোগাদতিবেগো হুতাশনঃ ॥
তানি কাঞ্চনজালানি মুক্তামণিময়ানি চ ॥২২
ভবনানি ব্যশীর্য্যন্ত রত্নবন্তি মহান্তি চ।
তানি ভগ্নবিমানানি নিপেতুর্বসুধাতলে ॥২৩

করিতে লাগিলেন। নির্ভীকচিত্তে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া রাক্ষসদিগের প্রাসাদ, উদ্যান এবং প্রত্যেক আলয়েই ভ্রমণ করিলেন। পরিশেষে বায়ুসদৃশ বেগবান্ বীর্য্যবান্ হনুমান্ প্রথমতঃ প্রহস্তের আলয়ে উল্লম্ফনপূর্ব্বক তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন। ক্রমে মহাপার্শ্ব, বজ্রদংষ্ট্র, শুক, ধীমান্ সারণ, ইন্দ্রজিৎ, জম্বুমালী, সুমালী, রশ্মিকেতু, সূর্য্যশত্রু, হ্রস্বকর্ণ, দংষ্ট্র, রোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, ধ্বজগ্রীব, বিদ্যুজ্জিহ্ব, ঘোর, হস্তিমুখ, করাল, বিশাল, শোণিতাক্ষ, কুম্ভকর্ণ, মকরাক্ষ, নরান্তক, মহাত্মা, কুম্ভ, যজ্ঞশত্রু এবং ব্রহ্মশত্রুর আলয়ে অগ্নি প্রদান করিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। কপিকুঞ্জর মহাতেজা হনুমান্ বিভীষণের আলয় পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে সকল গৃহই দহন করিলেন। ধনবান্ দিগের সেই সেই মহামূল্য ভবনে যে সকল ধনসম্পত্তি ছিল, কপিবর বীর্য্যবান্ শ্রীমান্ হনুমান্ তাহাও দগ্ধ করিলেন। তাহাদিগের গৃহ অতিক্রম করিয়া রাক্ষসপতি রাবণের গৃহসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে বিবিধ মঙ্গলময় বস্তুশোভিত, নানাবিধ রত্ন দ্বারা সুসজ্জিত, মেরু ও মন্দর সদৃশ রাবণের যে সকল প্রধান প্রধান আলয় ছিল, বীর হনুমান্ তাহাতে লাঙ্গুলস্থ প্রদীপ্ত অগ্নি নিক্ষেপ করিয়া যুগান্তকালীন জলদের ন্যায় গভীর স্বরে নিনাদ করিলেন। তখন সেই ঘোরতর হুতাশন পবনদেবের সহায়তায় অতিবেগে প্রজ্বলিত হইয়া প্রলয়াগ্নির ন্যায় বর্দ্ধিত হইলেন। তখন প্রভঞ্জন সেই সেই ভবননিকরে প্রদীপ্ত অনল বিকিরণ করিতে লাগিলেন। কাঞ্চন-রচিত বাতায়ন-সমন্বিত, মণি-মুক্তা ও রত্নখচিত বিশাল ভবন-সকল সেই অনলে বিশীর্ণ হইল। এমন কি, পুণ্যক্ষয় হইলে সিদ্ধদিগের আলয় যেমন অম্বরতল হইতে

ভবনানীব সিদ্ধানামম্বরাৎ পুণ্যসংক্ষয়ে।
সঞ্জজ্ঞে তুমুলঃ শব্দো রাক্ষসানাং প্রধাবতাম্ ॥২৪
স্বে স্বে গৃহপরিত্রাণে ভগ্নোৎসাহোজ্ঝিতশ্রিয়াম্।
নূনমেষোঽগ্নিরায়াতঃ কপিরূপেণ হা ইতি ॥২৫
ক্রন্দন্ত্যঃ সহসা পেতুঃ স্তনন্ধয়ধরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
কাশ্চিদগ্নিপরীতাঙ্গ্যো হর্ম্যেভ্যো মুক্তমূর্ধজাঃ ॥২৬
পতন্ত্যো রেজিরেঽভ্রেভ্যঃ সৌদামন্য ইবাম্বরাৎ।
বজ্র-বিদ্রুম-বৈদূর্য-মুক্তা-রজতসংহতান্ ॥২৭
বিচিত্রান্ ভবনাদ্ধাতূন্ স্যন্দমানান্ দদর্শ সঃ।
নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং তৃণানাঞ্চ যথা তথা ॥২৮
হনুমান্ রাক্ষসেন্দ্রাণাং বধে কিঞ্চিন্ন তৃপ্যতি।
ন হনূমদ্বিশস্তানাং রাক্ষসানাং বসুন্ধরা ॥২৯
হনূমতা বেগবতা বানরেণ মহাত্মনা।
লঙ্কাপুরং প্রদগ্ধং তদ্ রুদ্রেণ ত্রিপুরং যথা ॥৩০
ততঃ স লঙ্কাপুরপর্ব্বতাগ্রে
সমুত্থিতো ভীম-পরাক্রমোঽগ্নিঃ।
প্রসার্য চূড়াবলয়ং প্রদীপ্তো
হনূমতা বেগবতোপসৃষ্টঃ ॥৩১
যুগান্তকালানলতুল্যরূপঃ
সমারুতোঽগ্নির্ববৃধে দিবস্পৃক্।
বিধূমরশ্মির্ভবনেষু সক্তো
রক্ষঃ-শরীরাজ্য-সমর্পিতার্চিঃ ॥৩২
আদিত্যকোটীসদৃশঃ সুতেজা
লঙ্কাং সমস্তাং পরিবার্য তিষ্ঠন্।
শব্দৈরনেকৈরশনিপ্ররূঢ়ৈ-
র্ভিন্দন্নিবাণ্ডং প্রবভৌ মহাগ্নিঃ ॥৩৩
তত্রাম্বরাদগ্নিরতিপ্রবৃদ্ধো
রূক্ষপ্রভঃ কিংশুকপুষ্পচূড়ঃ।
নির্বাণধূমাকুলরাজয়শ্চ
নীলোৎপলাভাঃ প্রচকাশিরেঽভ্রাঃ ॥৩৪
বজ্রী মহেন্দ্রস্ত্রিদশেশ্বরো বা
সাক্ষাদ্ যমো বা বরুণোঽনিলো বা।

নিপতিত হয়, সেইরূপ গৃহরাজী ভগ্ন হইয়া বসুধাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। রাক্ষসেরা শ্রীহীন ও আপন আপন গৃহরক্ষায় নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া হাহাকার শব্দে ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। অনল নিশ্চয়ই এই বানররূপে আগমন করিয়াছে। রাক্ষসীরা সর্ব্বাঙ্গে অনলাচ্ছন্ন হইয়া আলুলায়িত কেশে হর্ম্ম্যবৃন্দ হইতে পতিত হইয়া অম্বর-পতিত সৌদামিনীর ন্যায়, শোভা পাইল। রাক্ষসদিগের প্রজ্বলিত গৃহ হইতে হীরক, মুক্তা, প্রবাল, বৈদূর্য্য, স্বর্ণ, রজত প্রভৃতি বিচিত্র ধাতুসকল গলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। অগ্নি যেমন কাষ্ঠ ও তৃণ দ্বারা তৃপ্ত হন না, হনুমানও তদ্রূপ নিশাচরদিগকে বধ করিয়া কিছুমাত্র তৃপ্তিলাভ করিলেন না। পরন্তু হনুমান্ এত রাক্ষস বধ করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীতে সেই মৃত নিশাচরদিগের শয়নের স্থান হইল না। রুদ্রদেব যেমন ত্রিপুর দহন করিয়াছিলেন, মহাত্মা বানরবর বেগবান্ হনুমান্ সেইরূপ লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে সেই ভয়ানক হুতাশন, বেগবান্ হনুমান্ কর্ত্তৃক বিকীর্ণ হইয়া লঙ্কাপুরীর পর্ব্বত-শিখরে শিখাসকল বিস্তার করিয়া প্রজ্বলিত হইল। অধিক কি, কালানলতুল্য ভীষণ অগ্নি বায়ু সংযোগে বর্দ্ধিত হইয়া আকাশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিল; তখন সেই বিধূমরশ্মি গৃহলগ্ন অনল রাক্ষসশরীররূপ আজ্যের আহুতি পাইয়া জ্বালাসকল উদ্গিরণ করিতে লাগিল। কোটি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী প্রলয়ানল সমস্ত লঙ্কাপুরী পরিবৃত করিয়া বজ্রের ন্যায় ঘোরতর নিনাদে যেন ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করতই দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। কিংশুক পুষ্প-সদৃশ শিখাসম্পন্ন ক্রূরকান্তি হুতাশন এইরূপে আকাশ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে অধোভাগে বিচ্ছিন্ন ধূমসকল নভোমণ্ডলে বিকীর্ণ হইয়া মেঘের ন্যায় আকারে নীলোৎপলবৎ প্রভা বিস্তার-পূর্ব্বক সাতিশয় শোভা ধারণ করিল।৬-৩৪

লঙ্কাপুরীর সমস্ত গৃহ, প্রাণিপুঞ্জ এবং বৃক্ষরাজী দগ্ধ হইলে মহাবল রাক্ষসেরা তাহা দর্শন করিয়া পরস্পর

রৌদ্রোঽগ্নিরর্কো ধনদশ্চ সোমো
ন বানরোঽয়ং স্বয়মেব কালঃ ॥৩৫
কিং ব্রহ্মণঃ সর্ব্বপিতামহস্য
লোকস্য ধাতুশ্চতুরাননস্য ।
ইহাগতো বানররূপধারী
রক্ষোপসংহারকরঃ প্রকোপঃ ॥৩৬
কিং বৈষ্ণবং বা কপিরূপমেত্য
রক্ষোবিনাশায় পরং সুতেজঃ ।
অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তমেকং
স্বমায়য়া সাম্প্রতমাগতং বা ॥৩৭
ইত্যেবমূচুর্বহবো বিশিষ্টা
রক্ষোগণাস্তত্র সমেত্য সর্ব্বে ।
সপ্রাণিসঙ্ঘাং সগৃহাং সবৃক্ষাং
দগ্ধাং পুরীং তাং সহসা সমীক্ষ্য ॥৩৮
ততস্তু লঙ্কা সহসা প্রদগ্ধা
সরাক্ষসা সাশ্বরথা সনাগা ।
সপক্ষিসঙ্ঘা সমৃগা সবৃক্ষা
রুরোদ দীনা তুমুলং সশব্দম্ ॥৩৯
হা তাত হা পুত্রক কান্ত মিত্র
হা জীবিতেশাঙ্গ হতং সুপুণ্যম্ ।
রক্ষোভিরেবং বহুধা ব্রুবদ্ভিঃ
শব্দঃ কৃতো ঘোরতরঃ সুভীমঃ ॥৪০
হুতাশনজ্বাল-সমাবৃতা সা
হতপ্রবীরা পরিবৃত্তযোধা ।
হনূমতঃ ক্রোধবলাভিভূতা
বভূব শাপোপহতেব লঙ্কা ॥৪১
সসম্ভ্রমং ত্রস্তবিষণ্ণরাক্ষসাং
সমুজ্জ্বলজ্জ্বালহুতাশনাঙ্কিতাম্ ।
দদর্শ লঙ্কাং হনুমান্ মহামনাঃ
স্বয়ম্ভুরোষোপহতামিবাবনিম্ ॥৪২
ভঙ্ক্ত্বা বনং পাদপরত্নসঙ্কুলং
হত্বা তু রক্ষাংসি মহান্তি সংযুগে ।
দগ্ধ্বা পুরীং তাং গৃহরত্নমালিনীং
তস্থৌ হনূমান্ পবনাত্মজঃ কপিঃ ॥৪৩

বলাবলি করিতে লাগিল যে, এ বানর নহে ; ত্রিদশাধিপতি বজ্রধারী মহেন্দ্র, বরুণ, অনল, রৌদ্রাগ্নি, সূর্য্য, ধনদ, সোম, সাক্ষাৎ যম অথবা স্বয়ং কালই হইবেন ; কিংবা সর্বলোকপিতামহ লোকবিধাতা চতুরানন ব্রহ্মার কোপ রাক্ষসসংহারকারী বানররূপ ধারণ করিয়া এখানে আগমন করিয়াছে। অথবা অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্ত এবং একমাত্র পরম বিষ্ণুতেজ রাক্ষসকুল বিনাশের নিমিত্ত সম্প্রতি মায়াবলে কপিরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন।৩৫-৩৮

অনন্তর লঙ্কানগরী,—রাক্ষস, হস্তী, অশ্ব, রথ, মৃগ, বৃক্ষ এবং পক্ষীসহ দগ্ধ হইলে তথাকার রাক্ষসেরা দুঃখিত হইয়া চীৎকার শব্দে রোদন করিতে লাগিল। হা তাতঃ ! হা পুত্র ! হা কান্ত ! হা মিত্র ! হা জীবিতেশ ! আমাদের সমস্ত পুণ্যক্ষয় হইল, রাক্ষসেরা এইরূপে ঘোরতর শব্দে বিলাপ করিতে লাগিল। অগ্নিশিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রধান প্রধান বীর যোদ্ধাসকল অভিহত হইলে হনুমানের ক্রোধ এবং বলে অভিভূত লঙ্কাপুরী শাপ-হতার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। নিশাচরেরা বিষণ্ণ ও ত্রস্তভাবে অবস্থান করিতেছে। মহামনা হনুমান্ সসম্ভ্রমে দেখিতে লাগিলেন,—ব্রহ্মার দিবাবসান অর্থাৎ প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে ব্রহ্মার কোপে পৃথিবী যেমন লয়প্রাপ্ত হইতে থাকে, প্রজ্বলিত বহ্নিজ্বালায় পরিবৃত লঙ্কাপুরী সেইরূপ দশাপ্রাপ্ত হইয়াছে। পবননন্দন কপিবর হনুমান্ পাদপ-সঙ্কুল বন ভগ্ন, গৃহসমূহ-সমন্বিতা লঙ্কাপুরী দগ্ধ এবং প্রধান প্রধান রাক্ষস সকলকে সমরে সংহার করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই মহাত্মা বহুবিধ তরুরাজি দ্বারা সুশোভিত কানন ভগ্ন, প্রভূত রাক্ষস সংহার এবং

স রাক্ষসাংস্তান্ সুবহূংশ্চ হত্বা
বনঞ্চ ভঙ্ক্ত্বা বহুপাদপং তৎ।
বিসৃজ্য রক্ষোভবনেষু চাগ্নিং
জগাম রামং মনসা মহাত্মা ॥৪৪
ততস্তু তং বানরবীরমুখ্যং
মহাবলং মারুততুল্যবেগম্।
মহামতিং বায়ুসুতং বরিষ্ঠং
প্রতুষ্টুবুর্দেবগণাশ্চ সর্ব্বে ॥৪৫
দেবাশ্চ সর্ব্বে মুনিপুঙ্গবাশ্চ
গন্ধর্ব-বিদ্যাধর-পন্নগাশ্চ
ভূতানি সর্ব্বাণি মহান্তি তত্র
জগ্মুঃ পরাং প্রীতিমতুল্যরূপাম্ ॥৪৬
ভঙ্ক্ত্বা বনং মহাতেজা হত্বা রক্ষাংসি সংযুগে।
দগ্ধ্বা লঙ্কাপুরীং ভীমাং ররাজ স মহাকপিঃ ॥৪৭
গৃহাগ্র্যশৃঙ্গাগ্রতলে বিচিত্রে
প্রতিষ্ঠিতো বানররাজসিংহঃ।
প্রদীপ্তলাঙ্গূলকৃতার্চিমালী
ব্যরাজতাদিত্য ইবার্চিমালী ॥৪৮
লঙ্কাং সমস্তাং সম্পীড্য লাঙ্গূলাগ্নিং মহাকপিঃ।
নির্ব্বাপয়ামাস তদা সমুদ্রে হরিপুঙ্গবঃ ॥৪৯
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
দৃষ্ট্বা লঙ্কাং প্রদগ্ধাং তাং বিস্ময়ং পরমং গতাঃ ॥৫০
তং দৃষ্ট্বা বানরশ্রেষ্ঠং হনূমন্তং মহাকপিম্।
কালাগ্নিরিতি সঞ্চিন্ত্য সর্বভূতানি তত্রসুঃ ॥৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

তাহাদের ভবনে অগ্নি প্রদান করিয়া মনে মনে রামচন্দ্রকে স্মরণ করিলেন।৩৯-৪৪

তৎকালে দেবতারা সকলে মারুতসদৃশ বেগবান্ মহামতি বানর-বীর বায়ুপুত্রের স্তব করিতে লাগিলেন। প্রধান প্রধান ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, পন্নগ এবং মহাভূতগণ অসীম প্রীতি লাভ করিলেন। মহাতেজা কপিবর হনুমান্,—বন ভগ্ন, ভয়ঙ্করী লঙ্কাপুরী দগ্ধ এবং রাক্ষসকুল বধ করিয়া শোভিত হইলেন। সেই বানররাজ প্রধানতম প্রাসাদমণ্ডলের বিচিত্র শিখরাগ্রে উপবিষ্ট হইয়া প্রদীপ্ত লাঙ্গুলের শিখাসকল বিকীর্ণ হওয়ায়, অর্চ্চিমালাশোভিত আদিত্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। বানরপুঙ্গব হনুমান্, সমস্ত লঙ্কাপুরী সর্বতোভাবে পীড়িত করিয়া তখন সাগরসলিলে লাঙ্গুলস্থ অনল নির্ব্বাপিত করিলেন। অনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, এবং পরমর্ষিগণ লঙ্কাপুরীর সেইভাবে দগ্ধ দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তখন বানরশ্রেষ্ঠ সেই মহাকপি হনুমানকে প্রলয়াগ্নি মনে করিয়া সকল প্রাণী ভীত হইয়াছিল।৪৫-৫১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[সীতার্থে হনূমতশ্চিন্তা, তন্নিরাকরণশ্চ ।]

সন্দীপ্যমানাং বিত্রস্তাং ত্রস্তরক্ষোগণাং পুরীম্ ।
অবেক্ষ্য হনুমাঁল্লঙ্কাং চিন্তয়ামাস বানরঃ ॥১
তস্যাভূৎ সুমহাংস্ত্রাসঃ কুৎসা চাত্মন্যজায়ত ।
লঙ্কাং প্রদহতা কর্ম কিংস্বিৎ কৃতমিদং ময়া ॥২
ধন্যাঃ খলু মহাত্মানো যে বুদ্ধ্যা কোপমুত্থিতম্ ।
নিরুন্ধন্তি মহাত্মানো দীপ্তমগ্নিমিবাম্ভসা ॥৩
ক্রুদ্ধঃ পাপং ন কুর্য্যাৎ কঃ ক্রুদ্ধো হন্যাৎ গুরূনপি ।
ক্রুদ্ধঃ পরুষয়া বাচা নরঃ সাধূনধিক্ষিপেৎ ॥৪
বাচ্যাবাচ্যং প্রকুপিতো ন বিজানাতি কর্হিচিৎ ।
নাকার্য্যমস্তি ক্রুদ্ধস্য নাবাচ্যং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥৫
যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধং ক্ষময়ৈব নিরস্যতি ।
যথোরগস্ত্বচং জীর্ণাং স বৈ পুরুষ উচ্যতে ॥৬
ধিগস্তু মাং সুদুর্বুদ্ধিং নির্লজ্জং পাপকৃত্তমম্ ।
অচিন্তয়িত্বা তাং সীতামগ্নিদং স্বামিঘাতকম্ ॥৭
যদি দগ্ধা ত্বিয়ং সর্ব্বা নূনমার্য্যাপি জানকী ।
দগ্ধা তেন ময়া ভর্ত্তুর্হতং কার্য্যমজানতা ॥৮
যদর্থময়মারম্ভস্তৎকার্য্যমবসাদিতম্ ।
ময়া হি দহতা লঙ্কাং ন সীতা পরিরক্ষিতা ॥৯
ঈষৎকার্য্যমিদং কার্য্যং কৃতমাসীন্ন সংশয়ঃ ।
তস্য ক্রোধাভিভূতেন ময়া মূলক্ষয়ঃ কৃতঃ ॥১০
বিনষ্টা জানকী ব্যক্তং ন হ্যদগ্ধঃ প্রদৃশ্যতে ।
লঙ্কায়াঃ কশ্চিদুদ্দেশঃ সর্ব্বা ভস্মীকৃতা পুরী ॥১১
যদি তদ্বিহতং কার্য্যং ময়া প্রজ্ঞাবিপর্য্যয়াৎ ।
ইহৈব প্রাণসন্ন্যাসো মমাপি হ্যদ্য রোচতে ॥১২

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ

[সীতার জন্য হনুমানের চিন্তা ও তাহার নিবারণ ।]

সেই লঙ্কাপুরীকে দহ্যমান, ভীত এবং ভীত রাক্ষসগণে ব্যাপ্ত নিরীক্ষণ করিয়া বানরবর হনুমানের মনে অতিশয় ভয় এবং আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন যে, আমি লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিতে গিয়া কি কুৎসিত কর্ম করিয়াছি ! যে মহাত্মারা বারিবর্ষণে প্রজ্বলিত অনলের নির্বাণের ন্যায় বুদ্ধিপ্রভাবে ক্রোধ সংযম করেন, তাঁহারাই ধন্য। মানব কুপিত হইলে কোন্ পাপ কাজ না করিয়া থাকে ? অন্য কথা দূরে থাকুক, কেহ কেহ কোপান্ধ হইয়া গুরুহত্যা করে, কেহ বা নিতান্ত নিষ্ঠুর বাক্যে সাধুগণের প্রতি অধিক্ষেপ করে। ক্রুদ্ধ মনুষ্যদিগের কদাপি বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান থাকে না, বিশেষতঃ তাহাদিগের অকর্ত্তব্য এবং অবাচ্য কোনসময়ই থাকে না।১-৫

সর্প যেমন জীর্ণ নির্ম্মোক (খোলস) পরিত্যাগ করে, সেইরূপ যিনি স্বীয় ক্ষমাগুণে উদয়সময়েই ক্রোধকে বিসর্জ্জন করেন, তিনিই যথার্থ পুরুষ বলিয়া কথিত হন। "এই পুরী দগ্ধ হইলে সীতাদেবীও সেইসঙ্গে দগ্ধ হইবেন" ইহা না ভাবিয়া যখন লঙ্কায় অগ্নি প্রদান করিয়াছি, তখন আমার তুল্য নির্ব্বোধ ও নির্লজ্জ আর নাই। বিশেষতঃ আমি প্রভু হত্যা করিয়া নিরতিশয় পাপে লিপ্ত হইলাম, অতএব আমাকে ধিক্ ! অধিকন্তু সমস্ত পুরী নিশ্চয়ই দগ্ধ হইয়াছে। যদি পূজনীয়া জনক-তনয়া দগ্ধ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অজ্ঞানবশতঃ আমি প্রভুর কার্য্য

কিমগ্নৌ নিপতাম্যদ্য আহোস্বিদ্ বড়বামুখে।
শরীরমিহ সত্ত্বানাং দদ্মি সাগরবাসিনাম্ ॥১৩
কথং নু জীবতা শক্যো ময়া দ্রষ্টুং হরীশ্বরঃ।
তৌ বা পুরুষশার্দ্দূলৌ কার্য্যসর্ব্বস্বঘাতিনা ॥১৪
ময়া খলু তদেবেদং রোষদোষাৎ প্রদর্শিতম্।
প্রথিতং ত্রিষু লোকেষু কপিত্বমনবস্থিতম্ ॥১৫
ধিগস্তু রাজসং ভাবমনীশমনবস্থিতম্।
ঈশ্বরেণাপি যদ্ রাগান্ ময়া সীতা ন রক্ষিতা ॥১৬
বিনষ্টায়াং তু সীতায়াং তাবুভৌ বিনশিষ্যতঃ।
তয়োর্বিনাশে সুগ্রীবঃ সবন্ধুর্বিনশিষ্যতি ॥১৭
এতদেব বচঃ শ্রুত্বা ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
ধর্ম্মাত্মা সহশত্রুঘ্নঃ কথং শক্ষ্যতি জীবিতুম্ ॥১৮
ইক্ষ্বাকুবংশে ধর্ম্মিষ্ঠে গতে নাশমসংশয়ম্।
ভবিষ্যন্তি প্রজাঃ সর্ব্বাঃ শোকসন্তাপপীড়িতাঃ ॥১৯
তদহং ভাগ্যরহিতো লুপ্তধর্ম্মার্থসংগ্রহঃ।
রোষদোষপরীতাত্মা ব্যক্তং লোকবিনাশনঃ ॥২০
ইতি চিন্তয়তস্তস্য নিমিত্তান্যুপপেদিরে।
পূর্ব্বমপ্যুপলব্ধানি সাক্ষাৎ পুনরচিন্তয়ৎ ॥২১
অথবা চারুসর্ব্বাঙ্গী রক্ষিতা স্বেন তেজসা।
ন নশিষ্যতি কল্যাণী নাগ্নিরগ্নৌ প্রবর্ত্ততে ॥২২
নহি ধর্ম্মাত্মনস্তস্য ভার্য্যামমিততেজসঃ।
স্বচরিত্রাভিগুপ্তাং তাং স্প্রষ্টুমর্হতি পাবকঃ ॥২৩
নূনং রামপ্রভাবেণ বৈদেহ্যাঃ সুকৃতেন চ।
যস্মাৎ দহনকর্ম্মায়ং নাদহদ্ধব্যবাহনঃ ॥২৪

ক্ষতি করিলাম। লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিতে গিয়া সীতাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করি নাই, সুতরাং যে কার্য্যের জন্য এই আরম্ভ, তাহাও নষ্ট হইল। এই লঙ্কাদহন কার্য্য অল্পায়াসসাধ্য কার্য্যের ন্যায় অতিতুচ্ছ, অনায়াসে সম্পাদন করিয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার মূলক্ষয় করিলাম।৬-১০

এই লঙ্কাপুরীর সমস্ত বস্তুই ভস্মীভূত হইয়াছে, অদগ্ধ কোন স্থানই আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; অতএব জানকী নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়াছেন। দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ যদি আমি সেই কার্য্য নষ্ট করিয়া থাকি, তবে অদ্যই এ স্থানে প্রাণত্যাগ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে। আমি এই অনলে বা সমুদ্রের বাড়বানলে কি নিপতিত হইব, অথবা সাগরবাসী জীবদিগের নিকট শরীর সমর্পণ করিব? যাঁহাকে লইয়া আমাদের এই কার্য্য, তাঁহাকে নষ্ট করিয়া জীবিত থাকিয়া কিরূপে পুরুষবর রাম, লক্ষ্মণ এবং বানররাজ সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইব? পরন্তু বানরেরা যে অব্যবস্থিতচিত্ত, ইহা ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত; আমি রাক্ষসগণের প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া অদ্য সেই অব্যবস্থিতচিত্ততাই প্রদর্শন করিলাম। রজোগুণে লোক অসংযমী ও অব্যবস্থিত হইয়া পড়ে। সেই রাজসিক ভাবকে ধিক্; যেহেতু, আমি রাজসিকভাব দমন করিতে সমর্থ হইয়াও রজোগণ-সম্ভূত কোপের বশীভূত হইয়া সীতাকে রক্ষা করিলাম না। পরন্তু সীতার মৃত্যু হইলে রাম এবং লক্ষ্মণ উভয়ে প্রাণত্যাগ করিবেন। তাঁহাদের নাশ হইলে সুগ্রীব সবান্ধবে বিনষ্ট হইবেন। ভ্রাতৃবৎসল ধর্ম্মাত্মা ভরত এবং শত্রুঘ্ন এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কখন জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন না। এইরূপে ধর্মনিরত ইক্ষ্বাকুবংশ ধ্বংস হইলে প্রজাসকল শোকে নিতান্ত কাতর হইবে; সন্দেহ নাই। অতএব আমি এমনই হতভাগ্য যে, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া সঞ্চিতধর্ম বিলুপ্ত করিয়া লোক সংহার করিলাম।১১-২০

এইরূপ বিষয়ের অনুশীলন করিতে করিতে তাঁহার নিকট শুভসূচক নিমিত্তসকল দেখা যাইতে লাগিল। হনুমান্ তাহা দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, সেই সর্ব্বাঙ্গশোভনা সীতা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে রক্ষিত হইয়া থাকিবেন; কারণ, অগ্নি কখন অগ্নিকে দগ্ধ করে না, অতএব কল্যাণী জানকীও বিনষ্ট হন নাই। আমি বোধ করি, জানকীর পুণ্য ও রামের প্রভাবে দহনস্বভাব এই হব্যবাহন আমাকে দহন করেন নাই। বিশেষতঃ সেই অমিততেজা ধর্ম্মাত্মা রামের ভার্য্যা স্বীয় চরিত্রগুণে সর্ব্বথা রক্ষিত হইতেছেন,

ত্রয়াণাং ভরতাদীনাং ভ্রাতৃণাং দেবতা চ যা।
রামস্য চ মনঃকান্তা সা কথং বিনশিষ্যতি ॥২৫
যদ্বা দহনকর্ম্মায়ং সর্ব্বত্র প্রভুরব্যয়ঃ।
ন মে দহতি লাঙ্গূলং কথমার্য্যাং প্রধক্ষ্যতি ॥২৬
পুনশ্চাচিন্তয়ৎ তত্র হনূমান্ বিস্মিতস্তদা।
হিরণ্যনাভস্য গিরের্জলমধ্যে প্রদর্শনম্ ॥২৭
তপসা সত্যবাক্যেন অনন্যত্বাচ্চ ভর্ত্তরি।
অপি সা নির্দহেদগ্নিং ন তামগ্নিঃ প্রধক্ষ্যতি ॥২৮
স তথা চিন্তয়ংস্তত্র দেব্যা ধর্ম্মপরিগ্রহম্।
শুশ্রাব হনুমাংস্তত্র চারণানাং মহাত্মনাম্ ॥২৯
অহো খলু কৃতং কর্ম্ম দুর্বিগাহং হনূমতা।
অগ্নিং বিসৃজতা তীক্ষ্ণং ভীমং রাক্ষসসদ্মনি ॥৩০
প্রপলায়িতরক্ষঃস্ত্রীবালবৃদ্ধসমাকুলা।
জনকোলাহলাধ্মাতা ক্রন্দন্তীবাদ্রিকন্দরৈঃ ॥৩১
দগ্ধেয়ং নগরী লঙ্কা সাট্টপ্রাকারতোরণা।
জানকী ন চ দগ্ধেতি বিস্ময়োঽদ্ভুত এব নঃ ॥৩২
ইতি শুশ্রাব হনুমান্ বাচং তামমৃতোপমাম্।
বভূব চাস্য মনসো হর্ষস্তৎকালসম্ভবঃ ॥৩৩
স নিমিত্তৈশ্চ দৃষ্টার্থৈঃ কারণৈশ্চ মহাগুণৈঃ।
ঋষিবাক্যৈশ্চ হনুমানভবৎ প্রীতমানসঃ ॥৩৪
ততঃ কপিঃ প্রাপ্তমনোরথার্থ-
স্তামক্ষতাং রাজসুতাং বিদিত্বা।
প্রত্যক্ষতস্তাং পুনরেব দৃষ্ট্বা
প্রতিপ্রযাণায় মতিঞ্চকার ॥৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

অতএব পাবক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবেন না। জনক-দুহিতা রামের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা কান্তা এবং ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন এই ভ্রাতৃত্রয়ের দেবতাস্বরূপ; অতএব তিনি কেন বিনষ্ট হইবেন? অথবা এই দহনস্বভাব অব্যয় অনলের সর্বত্র দহন করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও যখন তিনি আমার লাঙ্গুল দগ্ধ করেন নাই, তখন সেই আর্য্যা জনক-তনয়াকে কেন দগ্ধ করিবেন? ২১-২৬

তৎকালে হনুমান্ বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মৈনাক পর্ব্বত দেবীর প্রভাবে আমার বিশ্রামের জন্যজলমধ্যে দর্শন দিয়াছিলেন। অধিক কি, সীতাদেবী তপস্যা, সত্যবাদিতা এবং পাতিব্রত্য বলে অগ্নিকেও নিঃশেষে দগ্ধ করিতে পারেন, সুতরাং পাবক কখন তাঁহাকে দহন করিতে সমর্থ হইবেন না। তখন হনুমান্ এইরূপে দেবীর ধর্মনিষ্ঠার বিষয় আলোচনা করিতে থাকিলে তথায় মহাত্মা চারণদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিলেন যে, রাক্ষসদিগের গৃহে তীব্রতর ভয়ানক অনল প্রদান করিয়া হনুমান্ ত ভীষণ অচিন্ত্যনীয় আশ্চর্য্য কর্ম সম্পাদন করিয়াছেন। বিশেষতঃ পুরী দগ্ধ হওয়ায় রাক্ষসী বালক ও বৃদ্ধগণ ইতস্ততঃ ধাবিত হওয়ায় এই পুরী জনকোলাহলে প্রতিধ্বনিত হইয়া গিরিকন্দর দ্বারা যেন ক্রন্দনরতা হইতেছে। পরন্তু এই নগরী—অট্টালিকা, প্রাচীর ও তোরণসহ ভস্মীভূত হইয়াছে, কিন্তু জানকী দগ্ধ হন নাই, ইহাই আমাদের আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত বলিয়াই প্রতীতি হইতেছে। এই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমানের অন্তঃকরণে হর্ষের উদয় হইল।২৭-৩৩

দক্ষিণনেত্র-স্পন্দন প্রভৃতি নিমিত্তদর্শনে সীতা ও রামের প্রভাব জানিয়া এবং চারণবাক্যে প্রীতচিত্ত হইলেন। অনন্তর চারণদিগের বাক্যে রাজসুতার সুস্থ অবস্থা অবগত হইয়া কপিবরের মনোরথ সফল হইল, পরন্তু তিনি সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাগমন করিতে স্থির করিলেন।৩৪-৩৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ

[সীতয়া সহ হনূমতঃ পুনঃ সাক্ষাৎকারঃ, তদনন্তরং সমুদ্রলঙ্ঘনঞ্চ ।]

ততস্তু শিংশপামূলে জানকীং পর্য্যবস্থিতাম্ ।
অভিবাদ্যাব্রবীদ্ দিষ্ট্যা পশ্যামি ত্বামিহাক্ষতাম্ ।১

ততস্তং প্রস্থিতং সীতা বীক্ষমাণা পুনঃ পুনঃ ।
ভর্ত্তুঃ স্নেহান্বিতা বাক্যং হনূমন্তমভাষত ॥২

যদি ত্বং মন্যসে তাত বসৈকাহমিহানঘ ।
কচিৎ সুসংবৃতে দেশে বিশ্রান্তঃ শ্বো গমিষ্যসি ॥৩

মম চৈবাল্পভাগ্যায়াঃ সান্নিধ্যাৎ তব বানর ।
শোকস্যাস্যাপ্রমেয়স্য মুহূর্ত্তং স্যাদপি ক্ষয়ঃ ॥৪

গতে হি হরিশার্দূল পুনঃ সম্প্রাপ্তয়ে ত্বয়ি ।
প্রাণেষ্বপি ন বিশ্বাসো মম বানরপুঙ্গব ॥৫

অদর্শনঞ্চ তে বীর ভূয়ো মাং দারয়িষ্যতি ।
দুঃখাদ্ দুঃখতরং প্রাপ্তাং দুর্মনঃ-শোককর্শিতাম্ ॥৬

অয়ঞ্চ বীর সন্দেহস্তিষ্ঠতীব মমাগ্রতঃ ।
সুমহৎসু সহায়েষু হর্য্যৃক্ষেষু মহাবলঃ ॥৭

কথং নু খলু দুষ্পারং সন্তরিষ্যন্তি সাগরম্ ।
তানি হর্য্যৃক্ষসৈন্যানি তৌ বা নরবরাত্মজৌ ॥৮

ত্রয়াণামেব ভূতানাং সাগরস্যাপি লঙ্ঘনে ।
শক্তিঃ স্যাদ্ বৈনতেয়স্য তব বা মারুতস্য বা ॥৯

তদত্র কার্য্যনির্বন্ধে সমুৎপন্নে দুরাসদে ।
কিং পশ্যসি সমাধানং ত্বং হি কার্য্যবিশারদঃ ॥১০

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ

[সীতার সহিত হনুমানের পুনরায় সাক্ষাৎকার ও তারপর সমুদ্র লঙ্ঘন ।]

জনক-দুহিতা সীতা শিংশপাবৃক্ষের মূলদেশে অবস্থিতি করিতেছেন, ইত্যবসরে হনুমান্ তথায় উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন,—দেবি! আমি শুভাদৃষ্টবশতঃই আপনার সুস্থ অবস্থা নিরীক্ষণ করিলাম। মারুতি প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে সীতাদেবী স্বামীর প্রতি প্রীতিবশতঃ তাঁহাকে বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—বৎস! তুমি আমার কথা যদি অনুমোদন কর, তাহা হইলে কোন নিভৃতস্থানে এক দিবস বিশ্রাম করিয়া কল্য গমন করিও। হে অনঘ! আমার অদৃষ্ট অতিমন্দ, তথাপি তুমি আমার নিকটে থাকিলে মুহূর্ত্তকালও এই ঘোরতর শোকের অবসান হইতে পারে। হে হরিশার্দ্দূল! তুমি এখন গমন করিবে বটে, কিন্তু পুনর্ব্বার তোমাদের আসিতে আসিতে আমার জীবন থাকিবে কি না সন্দেহ।১-৫

হে বানরবর! আমি মনের ক্লেশে নিতান্ত কাতর হইয়া অতিশয় দুঃখ পাইতেছি। বিশেষতঃ তোমার অদর্শনই আমার হৃদয় বিদারণ করিবে। হে বীর! আমার মনে সর্ব্বদা মহাসন্দেহ হইতেছে যে, তোমার সাহায্যকারী বানর এবং ভল্লুকগণকে লইয়া মহাবল সুগ্রীব কি উপায়ে দুষ্পার সাগর পার হইবেন? আর রাজতনয় রাম ও লক্ষ্মণই বা কি প্রকারে পার হইবেন? কারণ, বিনতা নন্দন গরুড়, বায়ু এবং তুমি এই তিনজনই কেবল সাগর লঙ্ঘন করিতে সমর্থ। তুমি কার্য্য-বিশারদ, অতএব এই দুষ্কর উপস্থিত কার্য্য নির্ব্বাহের কি উপায় দেখিতেছ? ৬-১০

কামমস্য ত্বমেবৈকঃ কার্য্যস্য পরিসাধনে।
পর্য্যাপ্তঃ পরবীরঘ্ন যশস্যস্তে ফলোদয়ঃ ॥১১
বলৈস্তু সঙ্কুলাং কৃত্বা লঙ্কাং পরবলার্দনঃ।
মাং নয়েদ্ যদি কাকুৎস্থস্তৎ তস্য সদৃশং ভবেৎ ॥১২
তদ্‌যথা তস্য বিক্রান্তমনুরূপং মহাত্মনঃ।
ভবত্যাহবশূরস্য তথা ত্বমুপপাদয় ॥১৩
তদর্থোপহিতং বাক্যং প্রশ্রিতং হেতুসংহিতম্।
নিশম্য হনুমান্ বীরো বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ ॥১৪
দেবি! হর্য্যৃক্ষসৈন্যানামীশ্বরঃ প্লবতাং বরঃ।
সুগ্রীবঃ সত্ত্বসম্পন্নস্তবার্থে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥১৫
স বানরসহস্রাণাং কোটীভিরভিসংবৃতঃ।
ক্ষিপ্রমেষ্যতি বৈদেহি! সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ ॥১৬
তৌ চ বীরৌ নরবরৌ সহিতৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
আগম্য নগরীং লঙ্কাং সায়কৈর্বিধমিষ্যতঃ ॥১৭
সগণং রাক্ষসং হত্বা নচিরাদ্ রঘুনন্দনঃ।
ত্বামাদায় বরারোহে স্বাং পুরীং প্রতি যাস্যতি ॥১৮
সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে ভব ত্বং কালকাঙ্ক্ষিণী।
ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি রামেণ নিহতং রাবণং রণে ॥১৯
নিহতে রাক্ষসেন্দ্রে চ সপুত্রামাত্যবান্ধবে।
ত্বং সমেষ্যসি রামেণ শশাঙ্কেনেব রোহিণী ॥২০
ক্ষিপ্রমেষ্যতি কাকুৎস্থো হর্য্যৃক্ষপ্রবরৈর্যুতঃ।
যস্তে যুধি বিজিত্যারীঞ্শোকং ব্যপনয়িষ্যতি ॥২১
এবমাশ্বাস্য বৈদেহীং হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
গমনায় মতিং কৃত্বা বৈদেহীমভ্যবাদয়ৎ ॥২২
রাক্ষসান্ প্রবরান্ হত্বা নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ।
সমাশ্বাস্য চ বৈদেহীং দর্শয়িত্বা পরং বলম্ ॥২৩
নগরীমাকুলাং কৃত্বা বঞ্চয়িত্বা চ রাবণম্।
দর্শয়িত্বা বলং ঘোরং বৈদেহীমভিবাদ্য চ ॥২৪
প্রতিগন্তুং মনশ্চক্রে পুনর্মধ্যেন সাগরম্।
ততঃ স কপিশার্দূলঃ স্বামিসন্দর্শনোৎসুকঃ ॥২৫
আরুরোহ গিরিশ্রেষ্ঠমরিষ্টমরিমর্দ্দনঃ।
তুঙ্গপদ্মকজুষ্টাভির্নীলাভির্বনরাজিভিঃ ॥২৬
সোত্তরীয়মিবাম্ভোদৈঃ শৃঙ্গান্তরবিলম্বিভিঃ।
বোধ্যমানমিব প্রীত্যা দিবাকরকরৈঃ শুভৈঃ ॥২৭
উন্মিষন্তমিবোদ্ধূতৈর্লোচনৈরিব ধাতুভিঃ।
তোয়ৌঘনিঃস্বনৈর্মন্দ্রৈঃ প্রাধীতমিব পর্ব্বতম্ ॥২৮

অথবা হে পরবীর-বিনাশন! অপরের আসিবার প্রয়োজন কি? তুমি একাকীই এই কার্য্য সম্পাদন করিতে পার, অতএব কার্য্যসিদ্ধিই তোমার যশের কারণ হইবে; কিন্তু শত্রুসৈন্য-সংহর্ত্তা কাকুৎস্থ রাম সৈন্য দ্বারা লঙ্কা নগরী আচ্ছন্ন করিয়া যদি আমাকে লইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার অনুরূপ কার্য্য হয়; অতএব মহাত্মা রণবীরের যাহাতে অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ পায়, তুমি সেইরূপ কার্য্য কর! সীতার সেই যুক্তিযুক্ত অর্থসঙ্গত স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বীর হনুমান্ উত্তর করিলেন,—হে দেবি! বানর ও ভল্লুক-সেনার অধিপতি সত্যপরায়ণ বানরবর সুগ্রীব আপনার উদ্ধারে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন।১১-১৫

হে বৈদেহি! বানরপতি সুগ্রীব সহস্র কোটি বানরে পরিবৃত হইয়া সত্বর আগমন করিবেন। আর নরবীরবর রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে আগমন করিয়া বাণানলে লঙ্কা নগরী দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। হে বরারোহে! রঘুনন্দন রাম রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া আপনাকে লইয়া নিজ নগরীতে গমন করিবেন; অতএব আশ্বাসিত হইয়া কিয়ৎকাল অপেক্ষা করুন, আপনার মঙ্গল হইবে। আপনি শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন, রাম অবিলম্বে রাবণকে সমরে সংহার করিবেন। রাক্ষসেন্দ্র রাবণ অমাত্য ও বান্ধববর্গের সহিত নিহত হইলে চন্দ্রের সহিত রোহিণীর যোগের ন্যায় রামের সহিত আপনার মিলন হইবে।১৬-২০

যিনি যুদ্ধে রাক্ষসদিগকে পরাজয় করিয়া আপনার শোক অপনয়ন করিবেন, সেই কাকুৎস্থ রাম অবিলম্বেই প্রধান প্রধান বানর ও ভল্লুকগণে পরিবৃত হইয়া আগমন করিবেন। হনুমান্ অনুত্তম বল প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রধান প্রধান রাক্ষসবধ এবং ঘোরতর পরাক্রমে রাবণকে বঞ্চনা

প্রগীতমিব বিস্পষ্টং নানাপ্রস্রবণস্বনৈঃ।
দেবদারুভিরত্যুচ্চৈরূর্দ্ধবাহুমিব স্থিতম্ ॥২৯
প্রপাতজলনির্ঘোষৈঃ প্রাক্রুষ্টমিব সর্ব্বতঃ।
বেপমানমিব শ্যামৈঃ কম্পমানৈঃ শরদ্বনৈঃ ॥৩০
বেণুভির্মারুতোদ্ধূতৈঃ কূজন্তমিব কীচকৈঃ।
নিঃশ্বসন্তমিবামর্ষাদ্ ঘোরৈরাশীবিষোত্তমৈঃ ॥৩১
নীহারকৃতগম্ভীরৈর্ধ্যায়ন্তমিব গহ্বরৈঃ।
মেঘপাদনিভৈঃ পাদৈঃ প্রক্রান্তমিব সর্ব্বতঃ ॥৩২
জৃম্ভমাণমিবাকাশে শিখরৈরভ্রমালিভিঃ।
কূটৈশ্চ বহুধা কীর্ণং শোভিতং বহুকন্দরৈঃ ॥৩৩
সালতালৈশ্চ কর্ণৈশ্চ বংশৈশ্চ বহুভির্বৃতম্।
লতাবিতানৈর্বিততৈঃ পুষ্পবদ্ভিরলঙ্কৃতম্ ॥৩৪
নানামৃগগণৈঃ কীর্ণং ধাতুনিষ্যন্দভূষিতম্।
বহুপ্রস্রবণোপেতং শিলাসঞ্চয়সঙ্কটম্ ॥৩৫
মহর্ষি-যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরোরগসেবিতম্।
লতাপাদপসংবাধং সিংহাধিষ্ঠিতকন্দরম্ ॥৩৬
ব্যাঘ্রাদিভিঃ সমাকীর্ণং স্বাদুমূলফলদ্রুমম্।
আরুরোহানিলসুতঃ পর্ব্বতং প্লবগোত্তমঃ ॥৩৭
রামদর্শনশীঘ্রেণ প্রহর্ষেণাভিচোদিতঃ।
তেন পাদতলক্রান্তা রম্যেষু গিরিসানুষু ॥৩৮
সঘোষাঃ সমশীর্য্যন্ত শিলাশ্চূর্ণীকৃতাস্ততঃ।
স তমারুহ্য শৈলেন্দ্রং ব্যবর্ধত মহাকপিঃ ॥৩৯
দক্ষিণাদুত্তরং পারং প্রার্থয়ঁল্লবণাম্ভসঃ।
অধিরুহ্য ততো বীরঃ পর্ব্বতং পবনাত্মজঃ ॥৪০
দদর্শ সাগরং ভীমং ভীমোরগনিষেবিতম্।
স মারুত ইবাকাশং মারুতস্যাত্মসম্ভবঃ ॥৪১
প্রপেদে হরিশার্দূলো দক্ষিণাদুত্তরাং দিশম্।
স তদা পীড়িতস্তেন কপিনা পর্ব্বতোত্তমঃ ॥৪২
ররাস বিবিধৈর্ভূতৈঃ প্রাবিশদ্ বসুধাতলম্।
কম্পমানৈশ্চ শিখরৈঃ পতদ্ভিরপি চ দ্রুমৈঃ ॥৪৩
তস্যোরুবেগোন্মথিতাঃ পাদপাঃ পুষ্পশালিনঃ।
নিপেতুর্ভূতলে ভগ্নাঃ শক্রায়ুধহতা ইব ॥৪৪
কন্দরোদরসংস্থানাং পীড়িতানাং মহৌজসাম্।
সিংহানাং নিনদো ভীমো নভো
ভিন্দন্ হি শুশ্রুবে ॥৪৫
ত্রস্তব্যাবিদ্ধবসনা ব্যাকুলীকৃতভূষণাঃ।
বিদ্যাধর্য্যঃ সমুৎপেতুঃ সহসা ধরণীধরাৎ ॥৪৬
অতিপ্রমাণা বলিনো দীপ্তজিহ্বা মহাবিষাঃ।
নিপীড়িতশিরোগ্রীবা ব্যচেষ্টন্ত মহাহয়ঃ ॥৪৭

করিয়া লঙ্কা নগরী আকুল করিলেন এবং এইরূপে আপনার বলের পরিচয় ও বৈদেহীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া সাগরমধ্য দিয়া প্রতিগমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর অরিমর্দ্দন কপিবর হনুমান্ স্বামি-সন্দর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়া অরিষ্টনামক পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। ঐ পর্ব্বত বিশাল ভূর্জ্জতরু শোভিত নীলবর্ণ বন-রাজিরূপ বসন পরিধান করিয়া শিখর-সংলগ্ন মেঘ-স্বরূপ উত্তরীয় ধারণপূর্ব্বক প্রীতিনিবন্ধন দিবাকর-কররূপ শুভ্র করস্পর্শে যেন তত্রত্য বস্তুসকলকে উদ্বোধিত করিতেছে।২১-২৭

প্রকাশিত ধাতুরূপ লোচনসকল উন্মীলনপূর্ব্বক মেঘধ্বনিস্বরূপ গভীরস্বরে যেন অধ্যয়ন করিতেছে। নানাবিধ প্রস্রবণের মন্দ মন্দ শব্দরূপ বিস্পষ্টস্বরে যেন গান করিতে আরম্ভ করিতেছে। দেবদারুবৃক্ষ-সকল উন্নতভাবে অবস্থান করায় ঐ শিখর যেন ঊর্দ্ধবাহুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। সর্ব্বত্র গুহা হইতে বারিধারা পতনের শব্দ হইতেছে। বোধ হইতেছে পর্ব্বত যেন চীৎকার করিতে আরম্ভ করিতেছে। সপ্তপর্ণ প্রভৃতি শ্যামবর্ণ শরৎকালীন বৃক্ষ সকল কাঁপিতে থাকায় বোধ হইতেছে পর্ব্বত নিজেই কম্পিত হইতেছে। বায়ুর আঘাতে শব্দিত কীচক দ্বারা পর্ব্বত যেন বেণুরব করিতেছে। ভীষণ আশীবিষ সর্প গর্জ্জন করিতেছে, বোধ হইতেছে—পর্ব্বত যেন ক্রুদ্ধ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। নীহারপাতে

কিন্নরোরগ-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-বিদ্যাধরাস্তথা।
পীড়িতং তং নগবরং ত্যক্ত্বা গগনমাস্থিতাঃ ॥৪৮
স চ ভূমিধরঃ শ্রীমান্ বলিনা তেন পীড়িতঃ।
সবৃক্ষশিখরোদগ্রঃ প্রবিবেশ রসাতলম্ ॥৪৯
দশযোজনবিস্তারস্ত্রিংশদ্ যোজনমুচ্ছ্রিতঃ।
ধরণ্যাং সমতাং যাতঃ স বভূব ধরাধরঃ ॥৫০

স লিলঙ্ঘয়িষুর্ভীমং সলীলং লবণার্ণবম্।
কল্লোলাস্ফালবেলান্তমুৎপপাত নভো হরিঃ ॥৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

সমাচ্ছন্ন হইয়া গহ্বরসকল গভীর ভাব ধারণ করায় পর্ব্বত রুদ্ধেন্দ্রিয় ধ্যানমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় প্রতীত হইতেছে। মেঘখণ্ডসদৃশ প্রত্যন্ত পর্ব্বতরূপ পদ দ্বারা যেন সর্বত্র বিচরণ করিতেছে। মেঘস্পর্শী শিখরবৃন্দ আকাশে উন্নত হইয়াছে। গিরিবর গাত্রমোটন করিতেছে। শৃঙ্গসকল নানাস্থানে বিকীর্ণ রহিয়াছে। গুহাসকল তাহার সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। শাল, তাল, অশ্বকর্ণ এবং নানাবিধ বংশ দ্বারা তাহার সকল স্থান আকীর্ণ রহিয়াছে। পুষ্পশোভিত বিস্তৃত লতারূপ বিতানসকল তাহার স্থানে স্থানে শোভা পাইতেছে। নানাজাতীয় মৃগকুল সর্বত্র বিচরণ করিতেছে। ধাতু-সকল নিঃসৃত হইয়া তাহাকে ভূষিত করিতেছে। প্রস্রবণ-সকল শিলাসমূহে দুর্গম হইয়া নানাস্থানে বিরাজমান রহিয়াছে। মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, উরগগণ এবং প্রত্যেক গুহায় সিংহসকল বাস করিতেছে*।২৮-৩৬

সুস্বাদু ফলমূল, বৃক্ষ, লতা এবং অপরাপর তরুরাজি সর্বত্র শোভা পাইতেছে। বায়ুতনয় হরিবর হনুমান্ রামদর্শন-লালসায় নিতান্ত হৃষ্ট হইয়া পর্বতে আরোহণ করিলেন। অমনি শিলাসকল তাঁহার পদতলে আক্রান্ত হইয়া রমণীয় গিরিসানুমধ্যে সশব্দে পতিত হইবামাত্র একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর পবনতনয় কপিবর বীর হনুমান্ লবণ সমুদ্রের দক্ষিণ পার হইতে উত্তর পারে যাইবার নিমিত্ত সেই শৈলশিখরে আরোহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাহার উর্দ্ধে গমন করিয়া ভয়ানক সর্পসেবিত ঘোরতর সাগর নয়নগোচর করিলেন। বায়ু যেমন আকাশপথে গমন করে, সেইরূপ হরিশার্দ্দূল মারুতি দক্ষিণ দিক্ হইতে উত্তর দিকে গমন করিলেন। তখন সেই পর্বতোত্তম বানরের ভয়ে পীড়িত হইয়া বিবিধ ভূতবর্গের সহিত ঘোররবে বসুধাতলে প্রবেশ করিল। তাহার শিখরসকল কম্পিত এবং বৃক্ষসকল পতিত হইতে লাগিল। পুষ্পশোভিত পাদপশ্রেণী তাহার গুরুতর বেগে মথিত ও ভগ্ন হইয়া বজ্রাহতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।৩৭-৪৪

অতীব তেজস্বী সিংহ সকল পীড়িত হইয়া গুহামধ্যে গর্জন করিল। সেই ঘোরতর শব্দ নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া লোকের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। ভয়ে বিদ্যাধরীগণ স্খলিতবসনা ও বিপর্য্যস্তভূষণা হইয়া সহসা পর্বত হইতে নিপতিত হইল। অতীব দীর্ঘ দীপ্তজিহ্বা বলবান্ মহাবিষ বৃহৎ বৃহৎ সর্পসকল মস্তক এবং গ্রীবাদেশে নিপীড়িত হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিল। দশ-যোজন-বিস্তৃত ও ত্রিংশৎ-যোজন-উন্নত হইলেও সেই ধরাধর ধরণী মধ্যে সমতা প্রাপ্ত হইল। যাহা মহাতরঙ্গ-মালা দ্বারা বেলা ভূমির অন্তভাগ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে, বানরবর হনুমান্ তাদৃশ ভয়ানক লবণসমুদ্র লঙ্ঘন করিতে অভিলাষী হইয়া আকাশে উৎপতিত হইলেন।৪৫-৫১

* ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ সর্বত্র বিচরণ করিতেছে।

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বা জাম্ববানঙ্গদাদিভিঃ সহ হনুমতো মিলনম্ ।]

আপ্লুত্য চ মহাবেগঃ পক্ষবানিব পর্ব্বতঃ ।
ভুজঙ্গ-যক্ষ-গন্ধর্বপ্রবুদ্ধকমলোৎপলম্ ॥১
স চন্দ্রকুমুদং রম্যং সার্ককারণ্ডবং শুভম্ ।
তিষ্য-শ্রবণকাদম্বমভ্রশৈবলশাদ্বলম্ ॥২
পুনর্বসুমহামীনং লোহিতাঙ্গমহাগ্রহম্ ।
ঐরাবতমহাদ্বীপং স্বাতীহংসবিলাসিতম্ ॥৩
বাতসঙ্ঘাতজালোর্মি-চন্দ্রাংশুশিশিরাম্বুমং ।
হনুমানপরিশ্রান্তঃ পুপ্লুবে গগনার্ণবম্ ॥৪
গ্রসমান ইবাকাশং তারাধিপমিবোল্লিখন্ ।
হরন্নিব সনক্ষত্রং গগনং সার্কমণ্ডলম্ ॥৫
অপারমপরিশ্রান্তশ্চাম্বুধিং সমগাহত ।
হনুমান্ মেঘজালানি বিকর্ষন্নিব গচ্ছতি ॥৬
পাণ্ডুরারুণবর্ণানি নীলমাঞ্জিষ্ঠকানি চ ।
হরিতারুণবর্ণানি মহাভ্রাণি চকাশিরে ॥৭
প্রবিশন্নভ্রজালানি নিষ্ক্রমংশ্চ পুনঃ পুনঃ ।
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ চন্দ্রমা ইব দৃশ্যতে ॥৮
বিবিধাভ্রঘনাপন্নগোচরো ধবলাম্বরঃ ।
দৃশ্যাদৃশ্যতনুর্বীরস্তথা চন্দ্রায়তেঽম্বরে ॥৯
তার্ক্ষ্যায়মাণো গগনে স বভৌ বায়ুনন্দনঃ ।
দারয়ন্ মেঘবৃন্দানি নিষ্পতংশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥১০

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ

[সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া জাম্ববান্ ও অঙ্গাদির সহিত হনুমানের মিলন ।]

হনুমান্ উল্লঙ্ঘন পূর্বক সপক্ষ পর্বতের ন্যায় পরিশ্রান্ত না হইয়াই মহাবেগে অতি রমণীয় শোভন গগনসাগর পার হইতে লাগিলেন। গন্ধর্ব, যক্ষ এবং ভুজঙ্গ সেই গগনসাগরের প্রফুল্ল কমল; চন্দ্র তাহার কুমুদ, সূর্য্য তাহার হংস, পুষ্যা ও শ্রবণা তাহার কলহংস; মেঘসকল তাহার শৈবাল (শেওলা), শস্যশ্যামল তীর এবং তীরস্থ জলাভূমি, পুনর্বসু তত্রস্থ বৃহৎ মৎস্য; মঙ্গলগ্রহ তথাকার বিশাল গ্রহ, ঐরাবত সেই সাগরের মহাদ্বীপ; স্বাতী তাহার হংস; বাত্যাসমস্ত সেই সাগরের তরঙ্গমালা এবং শশাঙ্ক-কিরণ তাহার শীতল জল।১-৪

বায়ুতনয় আকাশমণ্ডল গ্রাস করিয়া যেন তারাপতিকে নখরদ্বারা বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন; এমনকি যেন গগনমণ্ডল হইতে আদিত্য এবং নক্ষত্রসকল গ্রহণ করিবেন বলিয়া অপরিশ্রান্তভাবে অপার-সাগর মধ্যে অবগাহন করিলেন। তিনি যেন মেঘজাল আকর্ষণ করিয়াই গমন করিতে লাগিলেন। তখন শ্বেত, রক্ত, নীল, লোহিত এবং হরিৎ, অরুণ প্রভৃতি নানাবর্ণ বিশাল মেঘনিচয় তৎকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। পুনঃপুনঃ মেঘবৃন্দের মধ্যে প্রবিষ্ট এবং নির্গত হইয়া হনুমান্ কখন প্রকাশ, কখন বা অপ্রকাশ চন্দ্রমার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। শ্বেতাম্বরধারী বীর হনুমান্ নানাবিধ মেঘরাজির মধ্যবর্ত্তী পথে গমন করিয়া কখন দৃশ্য, কখন অদৃশ্য হইয়া আকাশে

নদন্ নাদেন মহতা মেঘস্বনমহাস্বনঃ ।
প্রবরান্ রাক্ষসান্ হত্বা নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ ॥১১
আকুলাং নগরীং কৃত্বা ব্যথয়িত্বা চ রাবণম্ ।
অর্দয়িত্বা মহাবীরান্ বৈদেহীমভিবাদ্য চ ॥১২
আজগাম মহাতেজাঃ পুনর্মধ্যেন সাগরম্ ।
পর্বতেন্দ্রং সুনাভঞ্চ সমুপস্পৃশ্য বীর্য্যবান্ ॥১৩
জ্যামুক্ত ইব নারাচো মহাবেগোঽভ্যুপাগমৎ ।
স কিঞ্চিদারাৎ সম্প্রাপ্তঃ সমালোক্য মহাগিরিম্ ॥১৪
মহেন্দ্রং মেঘসঙ্কাশং ননাদ স মহাকপিঃ ।
স পূরয়ামাস কপির্দিশো দশ সমন্ততঃ ॥১৫
নদন্নাদেন মহতা মেঘস্বনমহাস্বনঃ ।
স তং দেশমনুপ্রাপ্তঃ সুহৃদ্দর্শনলালসঃ ॥১৬
ননাদ সুমহানাদং লাঙ্গূলং চাপ্যকম্পয়ৎ ।
তস্য নানদ্যমানস্য সুপর্ণাচরিতে পথি ॥১৭
ফলতীবাস্য ঘোষেণ গগনং সার্কমণ্ডলম্ ।
যে তু তত্রোত্তরে কূলে সমুদ্রস্য মহাবলাঃ ॥১৮
পূর্বং সংবিষ্ঠিতাঃ শূরা বায়ুপুত্রদিদৃক্ষবঃ ।
মহতো বায়ুনুন্নস্য তোয়দস্যেব নিঃস্বনম্ ।
শুশ্রুবুস্তে তদা ঘোষমূরুবেগং হনূমতঃ ॥১৯
তে দীনমনসঃ সর্বে শুশ্রুবুঃ কাননৌকসঃ ।
বানরেন্দ্রস্য নির্ঘোষং পর্জন্যনিনদোপমম্ ॥২০
নিশম্য নদতো নাদং বানরাস্তে সমন্ততঃ ।
বভূবুরুৎসুকাঃ সর্বে সুহৃদ্দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥২১
জাম্ববান্ স হরিশ্রেষ্ঠঃ প্রীতিসংহৃষ্টমানসঃ ।
উপামন্ত্র্য হরীন্ সর্বানিদং বচনমব্রবীৎ ॥২২
সর্ব্বথা কৃতকার্য্যোঽসৌ হনূমান্ নাত্রসংশয়ঃ ।
ন হ্যস্যাকৃতকার্য্যস্য নাদ এবংবিধো ভবেৎ ॥২৩

চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। কখনও মেঘনিচয় বিদারণ পূর্বক পুনঃপুনঃ নিপতিত হইয়া গগনমণ্ডলে গরুড়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেন।৫-১০

মহাতেজা হনুমান্ প্রথমতঃ মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে ঘোরতর শব্দ করত লঙ্কানগরীতে গিয়া বহু প্রধান প্রধান রাক্ষস নিহত করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া আপনার নাম কীর্তন করিতে করিতে চলিলেন। যাইবার সময়ে তিনি আরও বলিতে লাগিলেন যে, তিনি নিশাচরদিগকে নিপীড়ন পূর্বক লঙ্কানগরী আকুল করিয়া রাবণকে নিতান্ত ব্যথিত করিয়াছেন। অবশেষে বৈদেহীকে অভিবাদন করিয়া পুনর্বার সাগর মধ্যে আগমন করিতেছেন। সেই মেঘসদৃশ বীর্য্যবান্ হনুমান্ মৈনাক পর্বতকে স্পর্শ করিয়া ধনুঃ হইতে নিক্ষিপ্ত নারাচ-অস্ত্রের ন্যায় অতিবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কপিবর কিঞ্চিৎ দূর হইতে মহেন্দ্র নামক মহাগিরি দেখিবামাত্র মেঘের ন্যায় সুগভীর শব্দে ঘোরতর নিনাদ করিয়া দশদিক্ পরিপূর্ণ করিলেন। ১১-১৫

অবশেষে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সুহৃদ্দর্শন-লালসায় অতিগম্ভীর শব্দ করিয়া পুচ্ছ কাঁপাইতে লাগিলেন। আকাশমার্গে বারংবার নিনাদ করিতে থাকিলে, তাঁহার সেই নিনাদে সূর্য্য ও গগনমণ্ডল যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। আর যে সকল মহাবল বানরেরা বায়ুতনয় হনুমানের দর্শন লালসায় সাগরের উত্তরতীরে পূর্বাবধি অবস্থিতি করিতেছিল, সেই শূরগণ তখন বায়ুবেগে বিচ্ছিন্ন বৃহৎ মেঘের গর্জনের ন্যায় হনুমানের গুরুতর বেগজনিত নির্ঘোষ শ্রবণ করিল। অবশেষে নিতান্ত দীনচিত্ত কাননবাসী বানরসকল মেঘগর্জনের ন্যায় বানরবরের নিনাদ শুনিতে পাইয়া "ইহা হনুমানের ধ্বনি" এইরূপ নিশ্চয় করত সুহৃৎ-দর্শন-বাসনায় অতিশয় উৎসুক হইল।১৬-২১

তখন হরিবর জাম্ববান্ প্রীতিবশতঃ হৃষ্টচিত্ত বানর-দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, এই হনুমান্ সর্বতোভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সন্দেহ নাই; কারণ, কৃতকার্য্য না হইলে ইঁহার এইরূপ নিনাদ হইত না। তখন বানরসকল তাঁহার বাহু ও উরুর বেগজনিত শব্দ এবং কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া আনন্দে ইতস্ততঃ লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল। হনুমানকে দেখিবার জন্য

তস্য বাহূরুবেগঞ্চ নিনাদঞ্চ মহাত্মনঃ।
নিশম্য হরয়ো হৃষ্টাঃ সমুৎপেতুর্যতস্ততঃ ॥২৪

তে নগাগ্রান্নগাগ্রাণি শিখরাচ্ছিখরাণি চ।
প্রহৃষ্টাঃ সমপদ্যন্ত হনূমন্তং দিদৃক্ষবঃ ॥২৫

তে প্রীতাঃ পাদপাগ্রেষু গৃহ্য শাখামবস্থিতাঃ।
বাসাংসি চ প্রকাশানি সমাবিধ্যন্ত বানরাঃ ॥২৬

গিরিগহ্বরসংলীনো যথা গর্জতি মারুতঃ।
এবং জগর্জ বলবান্ হনূমান্ মারুতাত্মজঃ ॥২৭

তমভ্রঘনসঙ্কাশমাপতন্তং মহাকপিম্।
দৃষ্ট্বা তে বানরাঃ সর্ব্বে তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা ॥২৮

ততস্তু বেগবান্ বীরো গিরের্গিরিনিভঃ কপিঃ।
নিপপাত গিরেস্তস্য শিখরে পাদপাকুলে ॥২৯

হর্ষেণাপূর্য্যমাণোঽসৌ রম্যে পর্ব্বতনির্ঝরে।
ছিন্নপক্ষ ইবাকাশাৎ পপাত ধরণীধরঃ ॥৩০

ততস্তে প্রীতমনসঃ সর্ব্বে বানরপুঙ্গবাঃ।
হনূমন্তং মহাত্মানং পরিবার্য্যোপতস্থিরে ॥৩১

পরিবার্য্য চ তে সর্ব্বে পরাং প্রীতিমুপাগতাঃ।
প্রহৃষ্টবদনাঃ সর্ব্বে তমাগতমুপাগমন্ ॥৩২

উপায়নানি চাদায় মূলানি চ ফলানি চ।
প্রত্যর্চয়ন্ হরিশ্রেষ্ঠং হরয়ো মারুতাত্মজম্ ॥৩৩

বিনেদুর্মুদিতাঃ কেচিৎ কেচিৎ কিলকিলাং তথা।
হৃষ্টাঃ পাদপশাখাশ্চ আনিন্যুর্বানরর্ষভাঃ ॥৩৪

হনূমাংস্তু গুরূন্ বৃদ্ধাঞ্জাম্ববৎপ্রমুখাংস্তদা।
কুমারমঙ্গদঞ্চৈব সোঽবন্দত মহাকপিঃ ॥৩৫

স তাভ্যাং পূজিতঃ পূজ্যঃ কপিভিশ্চ প্রসাদিতঃ।
দৃষ্টা দেবীতি বিক্রান্তঃ সংক্ষেপেণ ন্যবেদয়ৎ ॥৩৬

নিষসাদ চ হস্তেন গৃহীত্বা বালিনঃ সুতম্।
রমণীয়ে বনোদ্দেশে মহেন্দ্রস্য গিরেস্তদা ॥৩৭

হনুমানব্রবীৎ পৃষ্টস্তদা তান্ বানরর্ষভান্।
অশোকবনিকাসংস্থা দৃষ্টা সা জনকাত্মজা ॥৩৮

রক্ষ্যমাণা সুঘোরাভী রাক্ষসীভিরনিন্দিতা।
একবেণীধরা বালা রামদর্শনলালসা ॥৩৯

উপবাসপরিশ্রান্তা মলিনা জটিলা কৃশা।
ততো দৃষ্টেতি বচনং মহার্থমমৃতোপমম্ ॥৪০

নিশম্য মারুতেঃ সর্ব্বে মুদিতা বানরাভবন্।
ক্ষ্বেড়ন্ত্যন্যে নদন্ত্যন্যে গর্জন্ত্যন্যে মহাবলাঃ ॥৪১

সাতিশয় উৎসুক হইয়া তাহারা পাছে পড়িয়া যায়, এই ভয়ে শাখা অবলম্বন পূর্ব্বক প্রীতিচিত্তে বৃক্ষাগ্রে অবস্থিতি করিল এবং সুদৃশ্য বসন কাঁপাইতে লাগিল। বায়ুনন্দন বলবান্ হনুমান্ পর্ব্বতগুহামধ্যে-প্রবিষ্ট বায়ু-তুল্য ঘোরতর গর্জ্জন করিতে করিতে মেঘসমূহের ন্যায়, আকাশপথে আগমন করিতেছেন দেখিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বানরসকল অবস্থান করিতে লাগিল।২২-২৮

ইত্যবসরে পর্ব্বতপ্রতিম বীরবর বলবান্ হনুমান্ অরিষ্টনামক অচল হইতে উৎপ্লুত হইয়া বৃক্ষসঙ্কুল মহেন্দ্র পর্ব্বতের শিখরে নিপতিত হইলেন। অধিক কি, তিনি আহ্লাদপূর্ণচিত্তে ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় আকাশ হইতে রমণীয় গিরিনির্ঝরে পতিত হইলেন। অনন্তর প্রধান প্রধান বানরসকল প্রীতচিত্ত হইয়া মহাত্মা হনুমানের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিল এবং তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিল। বানরগণ ফল, মূল প্রভৃতি উপঢৌকন দ্রব্য লইয়া প্রফুল্ল-বদনে কপিবর বায়ুনন্দনের নিকট গমন করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিল। প্রধান প্রধান বানরেরা অতীব হৃষ্ট হইয়া হনুমানের উপবেশনার্থ পাদপশাখা আনয়ন করিল, কেহ প্রীতচিত্তে কিল-কিলশব্দ করিয়া উঠিল, কেহ বা প্রফুল্ল-অন্তঃকরণে নিনাদ করিল। পরন্তু সেই বিক্রান্ত পূজ্যবর কপিবর হনুমান্ তৎকালে জাম্ববান্ প্রভৃতি পূজনীয় বৃদ্ধবর্গকে ও কুমার অঙ্গদকে অভিবাদন করিলেন এবং জাম্ববান্ ও অঙ্গদ তাঁহাকে প্রতি নমস্কার করিলে এবং অন্যান্য বানরগণ তাঁহাকে প্রসন্নদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলে তিনি সংক্ষেপে বলিলেন—সীতা-দেবীর দর্শন পাইয়াছি।২৯-৩৬

তৎকালে হনুমান্ বালি-তনয়ের হস্তধারণ পূর্ব্বক মহেন্দ্রশিখরের রমণীয় বনপ্রদেশে উপবেশন করিলেন। তখন বানরগণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন,—অশোক-বনমধ্যে সেই অনিন্দিতা জনক-দুহিতার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। ঘোররূপা রাক্ষসীরা

চক্রুঃ কিলকিলামন্যে প্রতিগর্জ্জন্তি চাপরে।
কেচিদুচ্ছ্রিতলাঙ্গূলাঃ প্রহৃষ্টাঃ কপিকুঞ্জরাঃ ॥৪২
আয়তাঞ্চিতদীর্ঘাণি লাঙ্গূলানি প্রবিব্যধুঃ।
অপরে তু হনূমন্তং শ্রীমন্তং বানরোত্তমম্ ॥৪৩
আপ্লুত্য গিরিশৃঙ্গেষু সংস্পৃশন্তি স্ম হর্ষিতাঃ।
উক্তবাক্যং হনূমন্তমঙ্গদস্ত তদাব্রবীৎ ॥৪৪
সর্ব্বেষাং হরিবীরাণাং মধ্যে বাচমনুত্তমাম্।
সত্ত্বে বীর্য্যে ন তে কশ্চিৎ সমো বানর বিদ্যতে ॥৪৫
যদবপ্লুত্য বিস্তীর্ণং সাগরং পুনরাগতঃ।
জীবিতস্য প্রদাতা নস্ত্বমেকো বানরোত্তম ॥৪৬
ত্বৎপ্রসাদাৎ সমেষ্যামঃ সিদ্ধার্থা রাঘবেণ হ।
অহো স্বামিনি তে ভক্তিরহো বীর্য্যমহো ধৃতিঃ ॥৪৭
দিষ্ট্যা দৃষ্টা ত্বয়া দেবী রামপত্নী যশস্বিনী।
দিষ্ট্যা ত্যক্ষ্যতি কাকুৎস্থঃ শোকং
সীতাবিয়োগজম্ ॥৪৮

ততোঽঙ্গদং হনূমন্তং জাম্ববন্তঞ্চ বানরাঃ।
পরিবার্য্য প্রমুদিতা ভেজিরে বিপুলাঃ শিলাঃ ॥৪৯
উপবিষ্টা গিরেস্তস্য শিলাসু বিপলাসু তে।
শ্রোতুকামাঃ সমুদ্রস্য লঙ্ঘনং বানরোত্তমাঃ ॥৫০
দর্শনঞ্চাপি লঙ্কায়াঃ সীতায়া রাবণস্য চ।
তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে হনূমদ্বদনোন্মুখাঃ ॥৫১
তস্থৌ তত্রাঙ্গদঃ শ্রীমান্ বানরৈর্ব্বহুভির্ব্বৃতঃ।
উপাস্যমানো বিবিধৈর্দিবি দেবপতির্যথা ॥৫২
হনূমতা কীর্ত্তিমতা যশস্বিনা
তথাঙ্গদেনাঙ্গদনদ্ধবাহুনা।
মুদা তদাধ্যাসিতমুন্নতং মহ-
ন্মহীধরাগ্রং জ্বলিতং শ্রিয়াভবৎ ॥৫৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

সেই অবলার রক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছে, তিনি রামের দর্শনলালসায় নিতান্ত উৎসুক হইয়া একবেণী ধারণ করিয়াছেন।৩৭-৩৯

বিশেষতঃ তিনি অনাহারে ক্লিষ্টা, মলিনা, জটাবিশিষ্টা এবং কৃশা হইয়াছেন। মারুতির অমৃতের ন্যায় মধুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল বানরসকল অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সিংহনাদ, কেহ নিনাদ, কেহ গর্জ্জন, কেহ কিলকিলা ধ্বনি, কেহ বা প্রতি গর্জ্জন করিল। কতকগুলি প্রধান বানর অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া স্থূল ও দীর্ঘ পুচ্ছ উন্নত করিয়া কম্পিত করিতে লাগিল। অপরাপর বানরসকল হৃষ্টচিত্তে গিরিশৃঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া বানরবর শ্রীমান্ হনুমানের গাত্র স্পর্শ করিল। তখন অঙ্গদ সেই সকল বানরবীরগণের সমক্ষে হনুমানকে বলিতে লাগিলেন,—হে বানরোত্তম! বলে বা বীর্য্যে কোন বানরই তোমার সমান নহে, যেহেতু তুমি একাকী বিস্তীর্ণ সাগর পার হইয়া পুনরাগমন করত আমাদিগের জীবন দান করিলে। অধিক কি, তোমার প্রসাদেই কৃতকার্য্য হইয়া আমরা রামের সহিত সম্মিলিত হইব। অহো! তোমার কি অপূর্ব্ব প্রভুভক্তি! ও কি অদ্ভুত বীর্য্য! কি অনুপম ধৈর্য্য! ভাগ্যবশতঃই রামরমণী যশস্বিনী সীতাদেবী তোমার নয়নগোচর হইয়াছেন। সৌভাগ্যবশতঃ কাকুৎস্থ রাম সীতার বিয়োগজনিত শোক ত্যাগ করিতে পারিবেন। তৎপরে বানরসকল প্রহৃষ্ট হইয়া অঙ্গদ, জাম্ববান্ এবং হনুমানের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া এক এক বিশাল শিলাখণ্ডে উপবেশন করিল। শ্রেষ্ঠ বানরগণ সেই গিরির বিশাল শিলাখণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া সাগরসন্তরণ-বৃত্তান্ত এবং লঙ্কা, সীতা ও রাবণের দর্শন-বিবরণ শ্রবণ করিবে বলিয়া হনুমানের মুখের দিকে একাগ্রভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতি করিতে লাগিল। স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন চতুর্দ্দিকে দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করেন, সেইরূপ শ্রীমান্ অঙ্গদ বহুবিধ বানরে পরিবৃত হইয়া অধিষ্ঠান করিলেন। হস্তে কেয়ূর-যুগলধারী কীর্ত্তিমান্ হনুমান্ এবং যশস্বী অঙ্গদ, অতীব উন্নত পর্ব্বতের অগ্রভাগে উপবেশন করিলে—সেই পর্ব্বতাগ্র সাতিশয় শোভিত হইতে লাগিল।৪০-৫৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[জাম্ববতা পৃষ্টস্য হনূমতো লঙ্কাযাত্রায়া যাবতীয়বৃত্তান্তকথনম্ ।]

ততস্তস্য গিরেঃ শৃঙ্গে মহেন্দ্রস্য মহাবলাঃ ।
হনুমৎপ্রমুখাঃ প্রীতিং হরয়ো জগ্মুরুত্তমাম্ ॥১
প্রীতিমৎসূপবিষ্টেষু বানরেষু মহাত্মসু ।
তং ততঃ প্রতিসংহৃষ্টঃ প্রীতিযুক্তং মহাকপিম্ ॥২
জাম্ববান্ কার্য্যবৃত্তান্তমপৃচ্ছদনিলাত্মজম্ ।
কথং দৃষ্টা ত্বয়া দেবী কথং বা তত্র বর্ত্ততে ॥৩
তস্যাং চাপি কথং বৃত্তঃ ক্রূরকর্ম্মা দশাননঃ ।
তত্ত্বতঃ সর্ব্বমেতন্নঃ প্রব্রূহি ত্বং মহাকপে ॥৪
সম্মার্গিতা কথং দেবী কিঞ্চ সা প্রত্যভাষত ।
শ্রুতার্থাশ্চিন্তয়িষ্যামো ভূয়ঃ কার্য্যবিনিশ্চয়ম্ ॥৫
যশ্চার্থস্তত্র বক্তব্যো গতৈরস্মাভিরাত্মবান্ ।
রক্ষিতব্যঞ্চ যত্তত্র তদ্ভবান্ ব্যাকরোতু নঃ ॥৬
স নিযুক্তস্ততস্তেন সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ ।
নমস্যন্ শিরসা দেব্যৈ সীতায়ৈ প্রত্যভাষত ॥৭
প্রত্যক্ষমেব ভবতাং মহেন্দ্রাগ্রাৎ খমাপ্লুতঃ ।
উদধের্দক্ষিণং পারং কাঙ্ক্ষমাণঃ সমাহিতঃ ॥৮
গচ্ছতশ্চ হি মে ঘোরং বিঘ্নরূপমিবাভবৎ ।
কাঞ্চনং শিখরং দিব্যং পশ্যামি সুমনোহরম্ ॥৯
স্থিতং পন্থানমাবৃত্য মেনে বিঘ্নঞ্চ তন্নগম্ ।
উপসঙ্গম্য তং দিব্যং কাঞ্চনং নগমুত্তমম্ ॥১০

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ

[জাম্ববান্ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া হনুমানের লঙ্কা যাত্রার সমস্ত বৃত্তান্ত কথন ।]

অনন্তর মহাবল হনুমান্ প্রভৃতি বানরগণ মহেন্দ্র পর্ব্বতের শৃঙ্গে উপবেশন করিয়া সাতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন। মহাত্মা শ্রেষ্ঠ বানরগণ হৃষ্টচিত্তে উপবেশন করিলে জাম্ববান্ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া সেই প্রীতচিত্ত কপিবর বায়ুনন্দন হনুমানকে সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন,—হে কপিবর! তুমি কিরূপে দেবীর সাক্ষাৎ লাভ করিলে? জানকীই বা তথায় কি অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন? দুরাত্মা রাবণই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছে? আমাদের নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর। হে হনুমন! কি প্রকারে দেবীর অন্বেষণ করিলে? আর তিনিই বা তোমাকে কি প্রত্যুত্তর দিয়াছেন? আমরা তাহার তাৎপর্য্য অবগত হইয়া আত্মজ্ঞ রামসন্নিধানে গমন করত তাঁহার নিকট যাহা ব্যক্ত করিতে পারিব, আর যাহা গোপন করিতে হইবে, সেই বিষয়ের চিন্তা করিব, অতএব তৎসমস্ত আমাদিগের নিকট ব্যক্ত কর।১-৬

হনুমান্ জাম্ববান্ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পুলকিত-গাত্রে সীতাদেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,—সাগরের দক্ষিণপার প্রাপ্তির প্রত্যাশায় সমাহিতচিত্ত আপনাদিগের সমক্ষেই আমি মহেন্দ্র-পর্ব্বত হইতে আকাশে উৎপতিত হইলাম এবং সমুদ্রের দক্ষিণ পারে যাইবার ইচ্ছা করিয়া একাগ্রচিত্তে গমন করিতে

কৃতা মে মনসা বুদ্ধির্ভেত্তব্যোঽয়ং ময়েতি চ।
প্রহতস্য ময়া তস্য লাঙ্গূলেন মহাগিরেঃ ॥১১
শিখরং সূর্য্যসঙ্কাশং ব্যশীর্যত সহস্রধা।
ব্যবসায়ঞ্চ তং বুদ্ধ্বা স হোবাচ মহাগিরিঃ ॥১২
পুত্রেতি মধুরাং বাণীং মনঃ প্রহ্লাদয়ন্নিব।
পিতৃব্যং চাপি মাং বিদ্ধি সখায়ং মাতরিশ্বনঃ ॥১৩
মৈনাকমিতি বিখ্যাতং নিবসন্তং মহোদধৌ।
পক্ষবন্তঃ পুরা পুত্র বভূবুঃ পর্ব্বতোত্তমাঃ ॥১৪
ছন্দতঃ পৃথিবীং চেরুর্বাধমানাঃ সমন্ততঃ।
শ্রুত্বা নগানাং চরিতং মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ ॥১৫
বজ্রেণ ভগবান্ পক্ষৌ চিচ্ছেদৈষাং সহস্রশঃ।
অহন্তু মোচিতস্তস্মাৎ তব পিত্রা মহাত্মনা ॥১৬
মারুতেন তদা বৎস প্রক্ষিপ্তো বরুণালয়ে।
রাঘবস্য ময়া সাহ্যে বর্ত্তিতব্যমরিন্দম ॥১৭

রামো ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা ময়া তস্য মৈনাকস্য মহাত্মনঃ ॥১৮
কার্য্যমাবেদ্য চ গিরেরুদ্ধতং বৈ মনো মম।
তেন চাহমনুজ্ঞাতো মৈনাকেন মহাত্মনা ॥১৯
স চাপ্যন্তর্হিতঃ শৈলো মানুষেণ বপুষ্মতা।
শরীরেণ মহাশৈলঃ শৈলেন চ মহোদধৌ ॥২০
উত্তমং জবমাস্থায় শেষমধ্বানমাস্থিতঃ।
ততোঽহং সুচিরং কালং জবেনাভ্যগমং পথি ॥২১
ততঃ পশ্যাম্যহং দেবীং সুরসাং নাগমাতরম্।
সমুদ্রমধ্যে সা দেবী বচনং চেদমব্রবীৎ ॥২২
মম ভক্ষ্যঃ প্রদিষ্টস্ত্বমমরৈর্হরিসত্তম।
ততস্ত্বাং ভক্ষয়িষ্যামি বিহিতস্ত্বং হি মে সুরৈঃ ॥২৩
এবমুক্তঃ সুরসয়া প্রাঞ্জলিঃ প্রণতঃ স্থিতঃ।
বিবর্ণবদনো ভূত্বা বাক্যঞ্চেদমুদীরয়ম্ ॥২৪

লাগিলাম। ক্রমশঃ গমন করিতে করিতে দূর হইতে মনোহর কাঞ্চনময় এক দিব্য শিখর দেখিতে পাই। ঐ পর্ব্বত আমার পথিমধ্যে যাইবার ঘোর বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া বোধ হইল। সুবর্ণময় দিব্য গিরিবরের নিকটবর্ত্তী হইয়া মনে করিলাম যে, ইহাকে ভয় দেখান কর্ত্তব্য; এই বিবেচনা করিয়া সেই মহাপর্ব্বতে লাঙ্গুলের আঘাত করিলাম, সেই প্রহারে তাহার সূর্য্য সমান-কান্তি শিখর সহস্রধা বিদীর্ণ হইল। সেই মহাগিরি আপনার তাদৃশ অবস্থা অবগত হইয়া 'পুত্র' এই সুমধুর সম্ভাষণে আমাকে আনন্দরসে আপ্লুত করিয়া বলিলেন যে, আমি তোমার পিতা বায়ুর সখা; সুতরাং আমি তোমার পিতৃব্য। আমার নাম মৈনাক। আমি মহাসাগর মধ্যে বাস করিয়া থাকি। পুরাকালে প্রধান প্রধান পর্ব্বতসকলের পক্ষ ছিল, তাহারা পৃথিবীর সকলস্থানেই প্রজা-পীড়ন করিয়া বিচরণ করিত। তৎকালে পাকশাসন ভগবান্ মহেন্দ্র পর্ব্বতগণের চরিত্র শ্রবণ করিয়া বজ্রপ্রহারে তাহাদিগের পক্ষচ্ছেদন করিলেন। হে বৎস! তোমার পিতা মহাত্মা বায়ু তৎকালে সাগর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আমাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। হে অরিদমন! বাসব-সম-পরাক্রান্ত রঘুকুল-তিলক রাম ধার্ম্মিকগণের অগ্রগণ্য, অতএব তাঁহার সাহায্য করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অনন্তর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গিরিবর মহাত্মা মৈনাক-সমীপে আমার কর্ত্তব্যকার্য্যের বিষয় নিবেদন করিলাম, কিন্তু সত্বর গমনের জন্য আমার মন চঞ্চল হইল, সুতরাং মহাত্মা মৈনাকের অনুমতি লইয়া অতি দ্রুতবেগে অবশিষ্ট পথ গমন করিতে লাগিলাম। তখন সেই মহাগিরি মৈনাকও তৎক্ষণাৎ মনুষ্য শরীরে অন্তর্হিত হইয়া পাষাণরূপে মহাসাগর গর্ভে লীন হইলেন।৭-২০

তৎপরে অতিদ্রুতবেগে বহুক্ষণ গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে সাগরমধ্যবর্ত্তিনী নাগমাতা সুরসা দেবীকে দর্শন করিলাম। তিনি বলিলেন,—হে বানর প্রবর! দেবতারা তোমাকে আমার ভক্ষ্য করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, অতএব আমি তোমাকে ভক্ষণ করিব। সুরসা এইরূপ বলিলে, আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণতভাবে রহিলাম, অবশেষে মলিন-বদনে এই কথা

রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া চ পরন্তপ ॥২৫
তস্য সীতা হৃতা ভার্য্যা রাবণেন দুরাত্মনা।
তস্যাঃ সকাশং দূতোঽহং গমিষ্যে রামশাসনাৎ ॥২৬
কর্ত্তুমর্হসি রামস্য সাহায্যং বিষয়ে সতি।
অথবা মৈথিলীং দৃষ্ট্বা রামং চাক্লিষ্টকারিণম্ ॥২৭
আগমিষ্যামি তে বক্ত্রং সত্যং প্রতিশৃণোমি তে।
এবমুক্তা ময়া সা তু সুরসা কামরূপিণী ॥২৮
অব্রবীন্নাতিবর্ত্তেত কশ্চিদেষ বরো মম।
এবমুক্তঃ সুরসয়া দশযোজনমায়তঃ ॥২৯
ততোঽর্দ্ধগুণবিস্তারো বভূবাহং ক্ষণেন তু।
মৎপ্রমাণাধিকঞ্চৈব ব্যাদিতন্তু মুখং তয়া ॥৩০
তদ্ দৃষ্ট্বা ব্যাদিতং ত্বাস্যং হ্রস্বং হ্যকরবং পুনঃ।
তস্মিন্ মুহূর্ত্তে চ পুনর্বভূবাঙ্গুষ্ঠসম্মিতঃ ॥৩১
অভিপত্যাশু তদ্বক্ত্রং নির্গতোঽহং ততঃ ক্ষণাৎ।
অব্রবীৎ সুরসা দেবী স্বেন রূপেণ মাং পুনঃ ॥৩২
অর্থসিদ্ধ্যৈ হরিশ্রেষ্ঠ গচ্ছ সৌম্য যথাসুখম্।
সমানয় চ বৈদেহীং রাঘবেণ মহাত্মনা ॥৩৩
সুখী ভব মহাবাহো প্রীতাস্মি তব বানর।
ততোঽহং সাধু সাধ্বীতি সর্ব্বভূতৈঃ প্রশংসিতঃ ॥৩৪
ততোঽন্তরিক্ষং বিপুলং প্লুতোঽহং গরুড়ো যথা।
ছায়া মে নিগৃহীতা চ ন চ পশ্যামি কিঞ্চন ॥৩৫
সোঽহং বিগতবেগস্তু দিশো দশ বিলোকয়ন্।
ন কিঞ্চিৎ তত্র পশ্যামি যেন মে বিহতা গতিঃ ॥৩৬
অথ মে বুদ্ধিরুৎপন্না কিন্নাম গমনে মম।
ঈদৃশো বিঘ্ন উৎপন্নো রূপমত্র ন দৃশ্যতে ॥৩৭
অধোভাগে তু মে দৃষ্টিঃ শোচতঃ পতিতা তদা।
তত্রাদ্রাক্ষমহং ভীমাং রাক্ষসীং সলিলেশয়াম্ ॥৩৮

বলিলাম যে, অরিদমন দশরথতনয় শ্রীমান্ রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে আগমন করেন।২১-২৫

দুরাত্মা রাবণ তাঁহার ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে। সুতরাং আমি রামের আদেশে দূত হইয়া তাহার নিকট গমন করিতেছি। রামের এই কার্য্যে তোমারও সাহায্য করা উচিত; অথবা আমি তোমার নিকট এই সত্যপ্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, সীতাকে দেখিয়া এবং তদীয় সংবাদ অক্লিষ্ট-কর্ম্মা রামকে প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার তোমার মুখমধ্যে আগমন করিব। পরন্তু কামরূপিণী সুরসা আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, আমার নিকট আসিলে কেহই ফিরিতে পারিবে না, আমার এই বর আছে। সুরসার বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন আমার শরীর দশ যোজন বৃদ্ধি করিলাম, তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া তৎক্ষণাৎ আরও পঞ্চ যোজন বিস্তার করিলাম। তখন সুরসা মদীয় শরীরের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অধিকতর মুখ-ব্যাদান করিলেন। আমি তাঁহার বিস্তৃত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার শরীর সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হইলাম, অবশেষে সেই মুহূর্ত্তেই অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ হইয়া তাঁহার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইলাম। সুরসা তখন নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে পুনরায় বলিলেন।২৬-৩২

হে সাধো! তুমি যথাইচ্ছা গমন কর। হে মহাবাহো বানর! আমি প্রীত হইয়াছি, অতএব তুমি মহাত্মা রামের সহিত সীতার মিলন করিয়া দিয়া সুখী হও। তৎকালে সকল প্রাণীই 'সাধু সাধু' বলিয়া আমার প্রশংসা করিল। তৎপরে অনন্ত আকাশে গরুড়ের ন্যায় গমন করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে আমার ছায়া আকৃষ্ট হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুই আমার দৃষ্টি-গোচর হইল না। পরন্তু আমার গতিবেগ একেবারে রুদ্ধ হইলে আমি দশদিক্ দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু কে আমার গতিরোধ করিল, তাহার কিছুই দেখিতে পাইলাম না। এইরূপ বিঘ্ন উপস্থিত, অথচ এখানে কিছুই দেখিতেছি না, অতএব আমার গমনের প্রয়োজন কি? মনোমধ্যে এইরূপ আলোচনা করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছি, ইতিমধ্যে নিম্নদিকে দৃষ্টি পতিত হইল।

প্রহস্য চ মহানাদমুক্তোঽহং ভীময়া তয়া।
অবস্থিতমসম্ভ্রান্তমিদং বাক্যমশোভনম্ ॥৩৯
ক্বাসি গন্তা মহাকায় ক্ষুধিতায়া মমেপ্সিতঃ।
ভক্ষঃ প্রীণয় মে দেহং চিরমাহারবর্জ্জিতম্ ॥৪০
বাঢ়মিত্যেব তাং বাণীং প্রত্যগৃহ্ণামহং ততঃ।
আস্যপ্রমাণাদধিকং তস্যাঃ কায়মপূরয়ম্ ॥৪১
তস্যাশ্চাস্যং মহদ্ভীমং বর্ধতে মম ভক্ষণে।
ন তু মাং সা তু বুবুধে মম বা বিকৃতং কৃতম্ ॥৪২
ততোঽহং বিপুলং রূপং সংক্ষিপ্য নিমিষান্তরাৎ।
তস্যা হৃদয়মাদায় প্রপতামি নভঃস্থলম্ ॥৪৩
সা বিসৃষ্টভুজা ভীমা পপাত লবণাম্ভসি।
ময়া পর্ব্বতসঙ্কাশা নিকৃত্তহৃদয়া সতী ॥৪৪
শৃণোমি খগতানাঞ্চ বাচঃ সৌম্যা মহাত্মনাম্।
রাক্ষসী সিংহিকা ভীমা ক্ষিপ্রং হনুমতা হতা ॥৪৫
তাং হত্বা পুনরেবাহং কৃত্যমাত্যয়িকং স্মরন্।
গত্বা চ মহদধ্বানং পশ্যামি নগমণ্ডিতম্ ॥৪৬
দক্ষিণং তীরমুদধের্লঙ্কা যত্র গতা পুরী।
অস্তং দিনকরে যাতে রক্ষসাং নিলয়ং পুরীম্ ॥৪৭
প্রবিষ্টোঽহমবিজ্ঞাতো রক্ষোভির্ভীমবিক্রমৈঃ।
তত্র প্রবিশতশ্চাপি কল্পান্তঘনসপ্রভা ॥৪৮
অট্টহাসং বিমুঞ্চন্তী নারী কাপ্যুত্থিতা পুরঃ।
জিঘাংসন্তীং ততস্তাস্তু জ্বলদগ্নিশিরোরুহাম্ ॥৪৯
সব্যমুষ্টিপ্রহারেণ পরাজিত্য সুভৈরবাম্।
প্রদোষকালে প্রবিশং ভীতয়াহং তয়োদিতঃ ॥৫০
অহং লঙ্কাপুরী বীর নির্জ্জিতা বিক্রমেণ তে।
যস্মাৎ তস্মাদ্ বিজেতাসি সর্ব্বরক্ষাংস্যশেষতঃ ॥৫১
তত্রাহং সর্ব্বরাত্রন্তু বিচরঞ্জনকাত্মজাম্।
রাবণান্তঃপুরগতো ন চাপশ্যং সুমধ্যমাম্ ॥৫২
ততঃ সীতামপশ্যংস্তু রাবণস্য নিবেশনে।
শোকসাগরমাসাদ্য ন পারমুপলক্ষয়ে ॥৫৩
শোচতা চ ময়া দৃষ্টং প্রাকারেণাভিসংবৃতম্।
কাঞ্চনেন বিকৃষ্টেন গৃহোপবনমুত্তমম্ ॥৫৪

দৃষ্টিপাত করিবামাত্র জলমধ্যে ভীষণাকৃতি রাক্ষসী দেখিতে পাইলাম।৩৩-৩৮

কিন্তু নির্ভীকচিত্তে অবস্থিতি করিতেছি দেখিয়া সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসী বিকট হাস্য করত ভীষণস্বরে আমাকে এই অশুভ বাক্য বলিল যে, হে মহাকায়! তুমি কোথায় গমন করিতেছ? আমি বহুকাল অনাহারে অতিশয় ক্ষুধিত হইয়া তোমাকে ভোজন করিতে ইচ্ছা করিতেছি; অতএব তুমি আমাকে সন্তুষ্ট কর। তৎপরে আমি তাঁহার কথা স্বীকার করিলাম বটে; কিন্তু মুখপ্রমাণ অপেক্ষা অধিকতর শরীর বৃদ্ধি করিলাম। তথাপি সে আমাকে ভক্ষণ করিবে বলিয়া ভীষণ মুখ-ব্যাদান করিয়া রহিল। আমি কামরূপী, সুতরাং অনায়াসে বিঘ্ন নাশ করিতে সক্ষম, সে তাহা জানিতে পারিল না; প্রত্যুত আমি তৎকালে যে রূপান্তর অবলম্বন করিয়াছিলাম, তাহাও সে বুঝিতে পারিল না। পরন্তু নিমেষমধ্যে বিপুল শরীর সঙ্কোচ করিয়া তাহার বক্ষঃস্থল বিদারণ পূর্বক নভোমণ্ডলে উৎপতিত হইলাম। ৩৯-৪৩

আমি পর্বতাকারা ভীমা রাক্ষসীর হৃদয় ভেদ করিলে, সে বাহুযুগল বিক্ষিপ্ত করিয়া লবণ-সাগরের জলমধ্যে পতিত হইল। তৎকালে আকাশচারী মহাত্মাদিগের "ভীমা সিংহিকা রাক্ষসী হনুমান্ কর্ত্তৃক অবিলম্বে নিহত হইয়াছে" এই প্রকার সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিলাম। আমি তাহাকে নিপাতিত করিয়া সীতাদর্শনের কাল বিলম্ব হইল ভাবিয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলাম, বহুদূর গমন করিয়া বহুপর্বতমণ্ডিত সাগরের দক্ষিণ তীর দেখিতে পাইলাম। সেই সাগর তীরেই লঙ্কাপুরী অবস্থিত। দিনকর অস্তগমন করিলে আমি ভীমবিক্রম রাক্ষসদিগের অজ্ঞাতসারে তাহাদের নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতেছি, ইতিমধ্যে প্রলয় মেঘের ন্যায় নীলকান্তি কোন নারী বিকট হাস্য করিতে করিতে আমার সম্মুখে উপস্থিত

সপ্রাকারমবপ্লুত্য পশ্যামি বহুপাদপম্।
অশোকবনিকামধ্যে শিংশপাপাদপো মহান্ ॥৫৫
তমারুহ্য চ পশ্যামি কাঞ্চনং কদলীবনম্।
অদূরাচ্ছিংশপাবৃক্ষাৎ পশ্যামি বরবর্ণিনীম্ ॥৫৬
শ্যামাং কমলপত্রাক্ষীমুপবাসকৃশাননাম্ ।
তদেকবাসঃ-সংবীতাং রজোধ্বস্তশিরোরুহাম্ ॥৫৭
শোকসন্তাপদীনাঙ্গীং সীতাং ভর্ত্তৃহিতে স্থিতাম্।
রাক্ষসীভির্বিরূপাভিঃ ক্রূরাভিরভিসংবৃতাম্ ॥৫৮
মাংসশোণিতভক্ষ্যাভির্ব্যাঘ্রীভির্হরিণীং যথা।
সা ময়া রাক্ষসীমধ্যে তর্জ্জ্যমানা মুহুর্মুহুঃ ॥৫৯
একবেণীধরা দীনা ভর্ত্তৃচিন্তাপরায়ণা।
ভূমিশয্যা বিবর্ণাঙ্গী পদ্মিনীব হিমাগমে ॥৬০
রাবণাদ্ বিনিবৃত্তার্থা মর্ত্তব্যে কৃতনিশ্চয়া।
কথঞ্চিন্মৃগশাবাক্ষী তূর্ণমাসাদিতা ময়া ॥৬১
তাং দৃষ্ট্বা তাদৃশীং নারীং রামপত্নীং যশস্বিনীম্।
তত্রৈব শিংশপাবৃক্ষে পশ্যন্নহমবস্থিতঃ ॥৬২
ততো হলাহলাশব্দং কাঞ্চীনূপুরমিশ্রিতম্।
শৃণোম্যধিকগম্ভীরং রাবণস্য নিবেশনে ॥৬৩
ততোঽহং পরমোদ্বিগ্নঃ স্বরূপং প্রত্যসংহরম্।
অহঞ্চ শিংশপাবৃক্ষে পক্ষীব গহনে স্থিতঃ ॥৬৪
ততো রাবণদারাশ্চ রাবণশ্চ মহাবলঃ।
তদ্দেশমনুসম্প্রাপ্তো যত্র সীতাভবৎ স্থিতা ॥৬৫
তং দৃষ্ট্বাথ বরারোহা সীতা রক্ষোগণেশ্বরম্।
সঙ্কুচ্যোরূ স্তনৌ পীনৌ বাহুভ্যাং পরিরভ্য চ ॥৬৬

হইল। সেই জ্বলন্ত বহ্নিসদৃশ কেশজাল-মণ্ডিতা ভীষণাকৃতি রাক্ষসী আমাকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি তাহাকে দক্ষিণ মুষ্টিপ্রহারে পরাজিত করিয়া প্রদোষকালে পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। তখন সে ভীত হইয়া আমাকে বলিল।৪৪-৫০

হে বীর! আমিই লঙ্কাপুরী, আমি যখন তোমার বিক্রমে পরাজিত হইয়াছি, তখন তুমি সমস্ত রাক্ষসকেই পরাজয় করিবে। তৎপরে রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত রাত্রি বিচরণ করিলাম, তথাপি সুমধ্যমা জনক-দুহিতার দর্শন পাইলাম না। রাবণের পুরমধ্যে সীতার দর্শন না পাইয়া শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া তাহার পার দেখিতে পাইলাম না, সুতরাং শোক প্রকাশ করিতেছি, ইতিমধ্যে কাঞ্চনময় অত্যুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত অন্তঃপুরসন্নিহিত মনোরম উপবন নয়নপথে পতিত হইল। তৎপরে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক উদ্যানস্থ নানাজাতীয় তরুরাজির শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে অশোকবনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক বিশাল শিংশপা দেখিতে পাইলাম।৫১-৫৫

পরে সেই বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া সুবর্ণবর্ণ কদলীকাননের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, পদ্মপলাশলোচনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সীতা শোকসন্তাপে নিতান্ত মলিন হইয়া তাহার অদূরে অবস্থান করিতেছেন। অনাহারে তাঁহার বদন অতীব কৃশ, কেশকলাপ ধূলিজালে আচ্ছন্ন, হরণকালে তাঁহার যে একখানি বসন ছিল,—তাহাই কেবল পরিধানে রহিয়াছে। রক্তমাংসাশিনী ব্যাঘ্রীরা যেমন হরিণীকে বেষ্টন করে, সেইরূপ বিরূপা ক্রূরা রাক্ষসীরা ভর্ত্তৃর হিতপরায়ণা সীতার সর্ব্বদিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। অনন্তর আমি অবিলম্বে মৃগনয়না সীতার সন্নিহিত হইয়া দেখিলাম,—হেমন্তকাল সমাগত হইলে নলিনী যেমন বিবর্ণ হয়, সেইরূপ জানকী স্বামীর চিন্তায় নিতান্ত মলিনা হইয়াছেন। রাক্ষসীগণ মুহুর্মুহুঃ তাঁহাকে তর্জ্জন করিতেছে। তিনি পতিবিরহে একবেণী ধারণ করিয়া দীন-চিত্তে নিশাচরীদিগের মধ্যে ভূমিশয্যায় আসীন রহিয়াছেন। অধিক কি, রাবণের অত্যাচারে সুখসম্ভোগে বঞ্চিত হইয়া মরণে কৃত-নিশ্চয় হইয়াছেন। রাম-রমণী যশস্বিনী জানকীর তাদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া সেই শিংশপাবৃক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলাম।৫৬-৬২

তৎপরে রাক্ষসপতির আলয়ে অদূরে নূপুর ও কাঞ্চীর

বিত্রস্তাং পরমোদ্বিগ্নাং বীক্ষ্যমাণামিতস্ততঃ।
ত্রাণং কিঞ্চিদপশ্যন্তীং বেপমানাং তপস্বিনীম্ ॥৬৭
তামুবাচ দশগ্রীবঃ সীতাং পরমদুঃখিতাম্।
অবাক্‌শিরাঃ প্রপতিতো বহুমন্যস্ব মামিতি ॥৬৮
যদি চেত্ত্বস্তু মাং দর্পান্নাভিনন্দসি গর্বিতে।
দ্বিমাসানন্তরং সীতে পশ্যামি রুধিরং তব ॥৬৯
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
উবাচ পরমক্রুদ্ধা সীতা বচনমুত্তমম্ ॥৭০
রাক্ষসাধম রামস্য ভার্য্যামমিততেজসঃ।
ইক্ষ্বাকুবংশনাথস্য স্নুষাং দশরথস্য চ ॥৭১
অবাচ্যং বদতো জিহ্বা কথম্ন পতিতা তব।
কিংস্বিদ্ বীর্য্য ! তবানার্য যো মাং ভর্ত্তুরসন্নিধৌ ॥৭২
অপহৃত্যাগতঃ পাপ তেনাদৃষ্টো মহাত্মনা।
ন ত্বং রামস্য সদৃশো দাস্যেঽপ্যস্য ন যুজ্যসে ॥৭৩

অজেয়ঃ সত্যবাক্ শূরো রণশ্লাঘী চ রাঘবঃ।
জানক্যা পরুষং বাক্যমেবমুক্তো দশাননঃ ॥৭৪
জজ্বাল সহসা কোপাচ্চিতাস্থ ইব পাবকঃ।
বিবৃত্য নয়নে ক্রূরে মুষ্টিমুদ্যম্য দক্ষিণম্ ॥৭৫
মৈথিলীং হন্তুমারব্ধঃ স্ত্রীভির্হাহাকৃতস্তদা।
স্ত্রীণাং মধ্যাৎ সমুৎপত্য তস্য ভার্য্যা দুরাত্মনঃ ॥৭৬
বরা মন্দোদরী নাম তয়া স প্রতিষেধিতঃ।
উক্তশ্চ মধুরাং বাণীং তয়া স মদনার্দিতঃ ॥৭৭
সীতয়া তব কিস্কার্য্যং মহেন্দ্রসমবিক্রম।
ময়া সহ রমস্বাদ্য মদ্বিশিষ্টা ন জানকী ॥৭৮
দেবগন্ধর্বকন্যাভির্যক্ষকন্যাভিরেব চ।
সার্দ্ধং প্রভো রমস্বেতি সীতয়া কিং করিষ্যসি ॥৭৯
ততস্তাভিঃ সমেতাভির্নারীভিঃ স মহাবলঃ।
উত্থাপ্য সহসা নীতো ভবনং স্বং নিশাচরঃ ॥৮০

শিঞ্জন-মিশ্রিত অতিগম্ভীর হলহলা শব্দ শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া অতিক্ষুদ্র আকার ধারণ পূর্ব্বক পক্ষীর ন্যায় শিংশপাবৃক্ষের নিবিড় পত্রমধ্যে লুক্কায়িত হইলাম। ইত্যবসরে মহাবল রাবণ এবং তদীয় পত্নীসকল সীতার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বরারোহা বিদেহ-দুহিতা রাক্ষসপতিকে দর্শন করিবামাত্র ভীত হইয়া উরুযুগল সঙ্কুচিত এবং বাহুদ্বারা পীন স্তন-যুগল আচ্ছাদন করিলেন, কিন্তু নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ দর্শনপূর্বক যখন আপনার কোন পরিত্রাণের উপায় দেখিতে পাইলেন না, তখন ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন।৬৩-৬৭

তখন দশানন সুদুঃখিতা সীতাকে কহিলেন,—আমি তোমার নিকট অবনত-মস্তকে পতিত রহিয়াছি, অতএব আমাকে সম্মানিত কর। হে গর্বিতে সীতে! যদি তুমি গর্ব্ববশতঃ আমাকে সন্তুষ্ট না কর, তাহা হইলে দুই মাস পরেই তোমার রুধির দর্শন করিব। সীতাদেবী দুরাচার রাবণের ঈদৃশ বাক্যশ্রবণে কোপাকুল হইয়া বলিলেন,—"রে রাক্ষসাধম! আমি অতুলপ্রভাব রামের ভার্য্যা, ইক্ষ্বাকু-কুলতিলক দশরথের পুত্রবধূ, তথাপি তুই আমাকে অবাচ্য বলিতেছিস্! তোর জিহ্বা পতিত হইল না। রে অনার্য্য! তুই রামের অনুপস্থিতিকালে তাঁহার অগোচরে আমাকে হরণ করিয়া লঙ্কায় আনিয়াছিস্। এই কি তোর বীর্য্য নাকি? রে পাপ! রঘুনন্দন রাম সত্যবাদী, শূর এবং সমরে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত তোর তুলনা করা দূরে থাকুক, তুই তাঁহার দাসত্ব করিবারও যোগ্য নহিস্। জানকীর এইরূপ কঠোর বাক্য শ্রবণ করত দশানন ক্রুদ্ধ হইয়া চিতানলের ন্যায় সহসা জ্বলিত হইলেন। অমনি নিষ্ঠুর নয়নযুগল ঘূর্ণিত এবং দক্ষিণ মুষ্টি উন্নত করিয়া মৈথিলীকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন তাঁহার মহিলাগণ 'হাহাকার' করিয়া উঠিল। দুরাত্মার প্রধান ভার্য্যা মন্দোদরী স্ত্রীদিগের মধ্য হইতে আসিয়া নিবারণ পূর্ব্বক কামপীড়িত স্বীয় পতিকে সুমধুর বাক্যে বলিলেন,—হে মহেন্দ্রসমবিক্রম! জানকী আমা অপেক্ষা সুন্দরী নহে, অতএব সীতাকে লইয়া প্রয়োজন কি? আমার সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত

যাতে তস্মিন্ দশগ্রীবে রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ।
সীতাং নির্ভৎর্সয়ামাসুর্বাক্যৈঃ ক্রূরৈঃ সুদারুণৈঃ ॥৮১
তৃণবত্তাষিতং তাসাং গণয়ামাস জানকী।
গর্জিতঞ্চ তথা তাসাং সীতাং প্রাপ্য নিরর্থকম্ ॥৮২
বৃথা গর্জিতনিশ্চেষ্টা রাক্ষস্যঃ পিশিতাশনাঃ।
রাবণায় শশংসুস্তাঃ সীতাব্যবসিতং মহৎ ॥৮৩
ততস্তাঃ সহিতাঃ সর্ব্বা বিহতাশা নিরুদ্যমাঃ।
পরিক্লিশ্য সমস্তাস্তা নিদ্রাবশমুপাগতাঃ ॥৮৪
তাসু চৈব প্রসুপ্তাসু সীতা ভর্তৃহিতে রতা।
বিলপ্য করুণং দীনা প্রশুশোচ সুদুঃখিতা ॥৮৫
তাসাং মধ্যাৎ সমুত্থায় ত্রিজটা বাক্যমব্রবীৎ।
আত্মানং খাদত ক্ষিপ্রং ন সীতামসিতেক্ষণাম্ ॥৮৬

জনকস্যাত্মজাং সাধ্বীং স্নুষাং দশরথস্য চ।
স্বপ্নো হ্যদ্য ময়া দৃষ্টো দারুণো রোমহর্ষণঃ ॥৮৭
রক্ষসাঞ্চ বিনাশায় ভর্ত্তুরস্যা জয়ায় চ।
অলমস্মান্ পরিত্রাতুং রাঘবাদ্ রাক্ষসীগণম্ ॥৮৮
অভিযাচাম বৈদেহীমেতদ্ধি মম রোচতে।
যদি হ্যেবংবিধঃ স্বপ্নো দুঃখিতায়াঃ প্রদৃশ্যতে ॥৮৯
সা দুঃখৈর্বিবিধৈর্মুক্তা সুখমাপ্নোত্যনুত্তমম্।
প্রণিপাতপ্রসন্না হি মৈথিলী জনকাত্মজা ॥৯০
অলমেষা পরিত্রাতুং রাক্ষস্যো মহতো ভয়াৎ।
ততঃ সা হ্রীমতী বালা ভর্ত্তুর্বিজয়হর্ষিতা ॥৯১
অবোচদ্ যদি তৎ তথ্যং ভবেয়ং শরণং হি বঃ।
তাঞ্চাহং তাদৃশীং দৃষ্ট্বা সীতায়া দারুণাং দশাম্ ॥৯২

হউন। হে প্রভো! দেবকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা এবং যক্ষকন্যা প্রভৃতি আপনার অনেক মহিলা, অতএব তাহাদের সহিত বিহার করুন, সীতাকে লইয়া কি করিবেন? মন্দোদরী এই কথা বলিলে রমণীগণ সমাগত মহাবলশালী রাক্ষসকে উঠাইয়া সহসা পুরমধ্যে লইয়া গেল।৬৮-৮০

দশগ্রীব স্বীয় ভবনে চলিয়া গেলে বিকৃতাননা রাক্ষসীরা সুদারুণ নিষ্ঠুর বাক্যে সীতাদেবীকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল, কিন্তু জানকী তাহাদের কথায় তৃণের ন্যায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন, সুতরাং সীতাসন্নিধানে তাহাদের গর্জ্জন বিফল হইল। মাংসাশিনী রাক্ষসীগণ গর্জ্জন নিষ্ফল হইল দেখিয়া ক্ষান্ত হইয়া রাবণের নিকটে গিয়া সীতার সুদৃঢ় সঙ্কল্প নিবেদন করিল। পরিশেষে সেই সমস্ত রাক্ষসীরা রাক্ষসপতির আনুকূল্য সম্পাদনে নিরাশ ও নিরুৎসাহ হইয়া শ্রমবশতঃ নিদ্রিত হইল। তাহারা নিদ্রিত হইলে পতির হিতাভিলাষিণী জানকী ভীত ও সাতিশয় দুঃখিত হইয়া করুণস্বরে বিলাপ করত শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।৮১-৮৫

ইত্যবসরে ত্রিজটা তাহাদের মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া কহিতে লাগিল,—তোমরা নিজের মাংস নিজেই খাইবে, কিন্তু অসিতাপাঙ্গী সীতাকে কখন খাইতে পারিবে না; কারণ, ইনি জনকরাজের দুহিতা, দশরথের পুত্রবধূ এবং পতিব্রতা। অদ্য অত্যাশ্চর্য্য অতি ভীষণ একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি। তাহাতে বোধ হয় যে, রাক্ষসদিগের বিনাশ এবং ইঁহার স্বামীর জয়লাভ হইবে। তৎকালে বৈদেহী আমাদিগকে রাঘব হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন, অতএব ইঁহার নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি, ইহাই আমার ইচ্ছা। দুঃখিত ব্যক্তি সম্বন্ধে এইরূপ স্বপ্ন দেখা যাইলে দুঃখিত অবিলম্বে বিবিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া অনুত্তম সুখলাভ করে। জনকনন্দিনী মৈথিলীকে প্রণিপাত করিলে তিনি প্রসন্না হইবেন।৮৬-৯০

তাহা হইলে ইনি আমাদিগকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন। অনন্তর সেই লজ্জাশীলা বালা ভর্ত্তার ভাবী বিজয়সম্ভাবনায় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন,—যদি ত্রিজটার বাক্য সত্য হয়, তবে তোমাদিগকে পরিত্রাণ করিব। সীতার তাদৃশ দারুণ অবস্থা দর্শন করিয়া স্থিরচিত্তে কিয়ৎকাল চিন্তা করিলাম, কিন্তু আমার মন কিছুতেই সুখী হইল না। তথাপি কি প্রকারে জানকীর সহিত সম্ভাষণ করিব, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম।

চিন্তয়ামাস বিশ্রান্তো ন চ মে নির্বৃতং মনঃ।
সম্ভাষণার্থে চ ময়া জানক্যাশ্চিন্তিতো বিধিঃ ॥৯৩
ইক্ষ্বাকুকুলবংশস্তু স্তুতো মম পুরস্কৃতঃ।
শ্রুত্বা তু গদিতাং বাচং রাজর্ষিগণভূষিতাম্ ॥৯৪
প্রত্যভাষত মাং দেবী বাষ্পৈঃ পিহিতলোচনা।
কস্ত্বং কেন কথং চেহ প্রাপ্তো বানরপুঙ্গব ॥৯৫
কা চ রামেণ তে প্রীতিস্তন্মে শংসিতুমর্হসি।
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা অহমপ্যব্রবং বচঃ ॥৯৬
দেবি ! রামস্য ভর্ত্তুস্তে সহায়ো ভীমবিক্রমঃ।
সুগ্রীবো নাম বিক্রান্তো বানরেন্দ্রো মহাবলঃ ॥৯৭
তস্য মাং বিদ্ধি ভৃত্যস্ত্বং হনূমন্তমিহাগতম্।
ভর্ত্রা সম্প্রহিতস্তুভ্যং রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা ॥৯৮
ইদন্তু পুরুষব্যাঘ্রঃ শ্রীমান্ দাশরথিঃ স্বয়ম্।
অঙ্গুলীয়মভিজ্ঞানমদাৎ তুভ্যং যশস্বিনি ! ॥৯৯
তদিচ্ছামি ত্বয়াজ্ঞপ্তং দেবি কিঙ্করবাণ্যহম্।
রাম-লক্ষ্মণয়োঃ পার্শ্বং নয়ামি ত্বাং কিমুত্তরম্ ॥১০০
এতচ্ছ্রুত্বা বিদিত্বা চ সীতা জনকনন্দিনী।
আহ রাবণমুৎপাট্য রাঘবো মাং নয়ত্বিতি ॥১০১
প্রণম্য শিরসা দেবীমহমার্য্যামনিন্দিতাম্।
রাঘবস্য মনোহ্লাদমভিজ্ঞানমযাচিষম্ ॥১০২
অথ মামব্রবীৎ সীতা গৃহ্যতাময়মুত্তমঃ।
মণির্যেন মহাবাহু রামস্ত্বাং বহু মন্যতে ॥১০৩
ইত্যুক্ত্বা তু বরারোহা মণিপ্রবরমুত্তমম্।
প্রাযচ্ছৎ পরমোদ্বিগ্না বাচা মাং সন্দিদেশ হ ॥১০৪
ততস্তস্যৈ প্রণম্যাহং রাজপুত্র্যৈ সমাহিতঃ।
প্রদক্ষিণং পরিক্রামমিহাভ্যুদ্গতমানসঃ ॥১০৫
উত্তরং পুনরেবাহ নিশ্চিত্য মনসা তদা।
হনুমন্ মম বৃত্তান্তং বক্তুমর্হসি রাঘবে ॥১০৬

পরে স্থির করিয়া তাঁহার অগ্রে ইক্ষ্বাকুবংশের গুণকীর্ত্তন করিলাম। পরন্তু সীতাদেবী রাজর্ষির গুণকীর্ত্তন-সমন্বিত মদীয় বচন শ্রবণপূর্ব্বক অশ্রু-প্লাবিত-নয়নে প্রত্যুত্তর করিলেন,—হে বানরবর ! তুমি কে ? কিজন্য কিরূপে এখানে আসিলে ? আর রামের সহিত তোমার কিরূপে সৌহার্দ্দ হইল ? এই সকল বৃত্তান্ত তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর। তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি বলিলাম।৯১-৯৬

হে দেবি ! প্রবলপ্রতাপ মহাবল বানরাধিপতি সুগ্রীব আপনার ভর্ত্তা রামের সহায় হইয়াছেন; আমি তাঁহার ভৃত্য, আমার নাম হনুমান্। অপ্রতিহত-কর্ম্মা রাম আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন, সেইজন্য এইস্থলে আসিয়াছি। অধিকন্তু হে যশস্বিনি ! পুরুষ-প্রবর শ্রীমান্ দশরথ-নন্দন অভিজ্ঞানস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টী আপনাকে প্রদান করিয়াছেন। হে দেবি ! আপনাকে সমুদ্রের উত্তরতীরে রাম ও লক্ষ্মণের নিকট লইয়া যাইব ? অথবা আপনার কোন্ আজ্ঞা প্রতিপালন করিব, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। জনকদুহিতা ইহার মর্ম্ম অবগত হইয়া বলিলেন,—রাঘব রাবণকে সমূলে সংহার করিয়া আমাকে নিজ ভবনে লইয়া যান, ইহাই আমার বাসনা। তখন সেই অনিন্দিতা আর্য্যা সীতাকে প্রণাম করিয়া যাহাতে রামের আহ্লাদ জন্মে, তাদৃশ অভিজ্ঞান প্রার্থনা করিলাম।৯৭-১০২

পরে সেই বরারোহা সীতা আমাকে বলিলেন,—তুমি এই মণি গ্রহণ কর; মহাবাহু রাম ইহা পাইয়া তোমাকে অধিকতর আদর করিবেন। এই কথা বলিয়া আমাকে একটি অতি উৎকৃষ্ট মণি প্রদান করিলেন, কিন্তু আরও অধিক উদ্বিগ্ন হইয়া রামের নিকট বলিবার জন্য কতকগুলি পূর্ব্ববিবরণ বলিয়া দিলেন। তদনন্তর এখানে প্রত্যাগমন করিব বলিয়া মনোমধ্যে স্থিরসঙ্কল্প করিলাম, তৎপরে একাগ্রমনে রাজতনয়াকে প্রণাম করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে থাকিলে আর্য্যা সীতা বাষ্প গদ্গদস্বরে আমাকে বলিলেন,—হনুমান্ ! তুমি রাঘব-সন্নিধানে আমার বৃত্তান্ত এমন ভাবে বর্ণন করিবে, যেন সেই বীরবর রাম এবং লক্ষ্মণ শ্রবণমাত্র সুগ্রীবের সহিত আগমন করেন; কারণ, পূর্ব্ব নিয়মানুসারে

যথা শ্রুত্বৈব নচিরাত্তাবুভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
সুগ্রীবসহিতৌ বীরাবুপেয়াতাং তথা কুরু ॥১০৭
যদন্যথা ভবেদেতদ্ দ্বৌ মাসৌ জীবিতং মম।
ন মাং দ্রক্ষ্যতি কাকুৎস্থো ম্রিয়ে সাহমনাথবৎ ॥১০৮
তচ্ছ্রুত্বা করুণং বাক্যং ক্রোধো মামভ্যবর্ত্তত।
উত্তরঞ্চ ময়া দৃষ্টং কার্য্যশেষমনন্তরম্ ॥১০৯
ততোঽবর্দ্ধত মে কায়স্তদা পর্ব্বতসন্নিভঃ।
যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী বনং তস্য বিনাশয়িতুমারভে ॥১১০
তদ্ভগ্নং বনখণ্ডস্তু ভ্রান্ত-ত্রস্ত-মৃগদ্বিজম্।
প্রতিবুদ্ধ্য নিরীক্ষন্তে রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ ॥১১১
মাঞ্চ দৃষ্ট্বা বনে তস্মিন্ সমাগম্য ততস্ততঃ।
তাঃ সমভ্যাগতাঃ ক্ষিপ্রং রাবণায়াচচক্ষিরে ॥১১২
রাজন্! বনমিদং দুর্গং তব ভগ্নং দুরাত্মনা।
বানরেণ হ্যবিজ্ঞায় তব বীর্য্যং মহাবল ॥১১৩
তস্য দুর্ব্বুদ্ধিতা রাজংস্তব বিপ্রিয়কারিণঃ।
বধমাজ্ঞাপয় ক্ষিপ্রং যথাসৌ ন পুনর্ব্রজেৎ ॥১১৪

তচ্ছ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রেণ বিসৃষ্টা বহুদুর্জয়াঃ।
রাক্ষসাঃ কিঙ্করা নাম রাবণস্য মনোঽনুগাঃ ॥১১৫
তেষামশীতিসাহস্রং শূল-মুদ্গরপাণিনাম্।
ময়া তস্মিন্ বনোদ্দেশে পরিঘেণ নিষূদিতম্ ॥১১৬
তেষান্তু হতশিষ্টা যে তে গতা লঘুবিক্রমাঃ।
নিহতঞ্চ ময়া সৈন্যং রাবণায়াচচক্ষিরে ॥১১৭
ততো মে বুদ্ধিরুৎপন্না চৈত্যপ্রাসাদমুত্তমম্।
তত্রস্থান্ রাক্ষসান্ হত্বা শতংস্তম্ভেন বৈ পুনঃ ॥১১৮
ললামভূতো লঙ্কায়া ময়াবিধ্বংসিতো রুষা।
ততঃ প্রহস্তস্য সুতং জম্বুমালিনমাদিশৎ ॥১১৯
রাক্ষসৈর্বহুভিঃ সার্দ্ধং ঘোররূপৈর্ভয়ানকৈঃ।
তমহং বলসম্পন্নং রাক্ষসং রণকোবিদম্ ॥১২০
পরিঘেণাতিঘোরেণ সূদয়ামি সহানুগম্।
তচ্ছ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্তু মন্ত্রিপুত্রান্ মহাবলান্ ॥১২১
পদাতিবলসম্পন্নান্ প্রেষয়ামাস রাবণঃ।
পরিঘেণৈব তান্ সর্ব্বান্ নয়ামি যমসাদনম্ ॥১২২

আমার জীবিতকাল দুই মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে, ইহার মধ্যে কাকুৎস্থ রাম না আসিলে আমি অনাথার ন্যায় প্রাণত্যাগ করিব, সুতরাং তিনি আমাকে আর দেখিতে পাইবেন না।১০৩-৮

তাঁহার সেই করুণ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে আমার শরীর, পর্ব্বতের ন্যায় বর্দ্ধিত হইল; তখন আমি লঙ্কানাশ করিবার অভিপ্রায় করিয়া যুদ্ধাশয়ে তাহার প্রমদাবন ভাঙ্গিতে লাগিলাম। বনখণ্ড ভগ্ন হইবামাত্র পক্ষী এবং মৃগকুল ত্রস্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ সময়ে বিকৃতাননা রাক্ষসীরা জাগরিত হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে সেই বনমধ্যে আমাকে দেখিতে পাইল। তাহারা সকলে মিলিত হইয়া সত্বর রাবণ-সন্নিধানে গমন করিয়া নিবেদন করিল,—রাজন্! আপনার মহাবল-বীর্য্যপ্রভাব না জানিয়া দুরাত্মা বানর ভবদীয় দুর্গম বন ভগ্ন করিয়াছে। মহারাজ! সে যখন আপনার অপ্রিয় আচরণ করিয়াছে, তখন তাহার নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি বলিতে হইবে, অতএব সত্বর তাহাকে বধ করিতে আদেশ করুন, সে যেন পলায়ন না করে।১০৯-১৪

রাক্ষসপতি তাহা শ্রবণ করিয়া কতকগুলি দুর্জ্জয় রাক্ষসকে পাঠাইলেন। তাহারা রাবণের মনোমত ভৃত্য। শূল ও মুদ্গর ধারণপূর্ব্বক সেই বনভূমিতে আসিবামাত্র আমি পরিঘ-প্রহারে সেই অশীতি সহস্র রাক্ষসকে নিপাতিত করিলাম। তাহাদের মধ্যে যে সকল হীনবীর্য্য রাক্ষসেরা পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতেছিল, তাহারা রাবণ সকাশে এই সংবাদ নিবেদন করিল। এই অবকাশে অনুত্তম চৈত্য প্রসাদ নষ্ট করিতে আমার বাসনা হইল, অমনি কোপপরবশ হইয়া স্তম্ভের আঘাতে তত্রত্য একশত রাক্ষসকে যমরাজের অতিথি করিয়া লঙ্কার অলঙ্কারস্বরূপ সেই প্রাসাদ ধ্বংস করিলাম। অনন্তর রাক্ষসপতি বিকটাকার ভয়ঙ্কর অধিকসংখ্যক রাক্ষসসহ প্রহস্তসুত জম্বুমালীকে সমর-

মন্ত্রিপুত্রান্ হতান্ শ্রুত্বা সমরে লঘুবিক্রমান্ ।
পঞ্চ সেনাগ্রগাঞ্ছূরান্ প্রেষয়ামাস রাবণঃ ॥১২৩
তানহং সহসৈন্যান্ বৈ সর্ব্বানেবাভ্যসূদয়ম্ ।
ততঃ পুনর্দশগ্রীবঃ পুত্রমক্ষং মহাবলম্ ॥১২৪
বহুভী রাক্ষসৈঃ সার্ধং প্রেষয়ামাস সংযুগে ।
তস্তু মন্দোদরীপুত্রং কুমারং রণপণ্ডিতম্ ॥১২৫
সহসা খং সমুত্ক্রান্তং পাদয়োশ্চ গৃহীতবান্ ।
তমাসীনং শতগুণং ভ্রাময়িত্বা ব্যপেষয়ম্ ॥১২৬
তমক্ষমাগতং ভগ্নং নিশম্য স দশাননঃ ।
ততশ্চেন্দ্রজিতং নাম দ্বিতীয়ং রাবণঃ সুতম্ ॥১২৭
ব্যাদিদেশ সুসংক্রুদ্ধো বলিনং যুদ্ধদুর্মদম্ ।
তচ্চাপ্যহং বলং সর্ব্বং তঞ্চ রাক্ষসপুঙ্গবম্ ॥১২৮
নষ্টৌজসং রণে কৃত্বা পরং হর্ষমুপাগতঃ ।
মহতাপি মহাবাহুঃ প্রত্যয়েন মহাবলঃ ॥১২৯
প্রহিতো রাবণেনৈষ সহ বীরৈর্মদোদ্ধতৈঃ ।
সোঽবিষহ্যং হি মাং বুদ্ধ্বা স্বসৈন্যঞ্চাবমর্দিতম্ ॥১৩০
ব্রহ্মণোঽস্ত্রেণ স তু মাং প্রবদ্ধা চাতিবেগিনঃ ।
রজ্জুভিশ্চাপি বধ্নন্তি ততো মাং তত্র রাক্ষসাঃ ॥১৩১
রাবণস্য সমীপঞ্চ গৃহীত্বা মামুপাগমন্ ।
দৃষ্ট্বা সম্ভাষিতশ্চাহং রাবণেন দুরাত্মনা ॥১৩২
পৃষ্টশ্চ লঙ্কাগমনং রাক্ষসানাঞ্চ তং বধম্ ।
তৎসর্ব্বঞ্চ রণে তত্র সীতার্থমুপজল্পিতম্ ॥১৩৩
তস্যাস্তু দর্শনাকাঙ্ক্ষী প্রাপ্তস্ত্বদ্ভবনং বিভো ।
মারুতস্যৌরসঃ পুত্রো বানরো হনুমানহম্ ॥১৩৪
রামদূতঞ্চ মাং বিদ্ধি সুগ্রীবসচিবং কপিম্ ।
সোঽহং দৌত্যেন রামস্য ত্বৎসকাশমিহাগতঃ ॥১৩৫
শৃণু চাপি সমাদেশং যদহং প্রব্রবীমি তে ।
রাক্ষসেশ ! হরীশস্ত্বাং বাক্যমাহ সমাহিতম্ ॥১৩৬

গমনে আদেশ করিলেন। আমি ঘোরতর পরিঘ-প্রহারে সমর-বিশারদ বলবান্ রাক্ষসকে অনুচরের সহিত সংহার করিলাম। ইহা শ্রবণ করিয়া রাক্ষসেন্দ্র রাবণ পদাতিক সেনা সমভিব্যাহারে বলবান্ মন্ত্রিপুত্রদিগকে প্রেরণ করিলেন। আমি তাহাদিগকেও পরিঘ দ্বারা শমন-সদনে পাঠাইলাম।১১৫-২২

পরিশেষে লঙ্কাপতি লঘুবিক্রম মন্ত্রিপুত্রদিগের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বলবান্ পাঁচজন সেনাপতিকে প্রেরণ করিলেন। আমি সৈন্যসহ তাহাদের সকলকে নিপাতিত করিলাম। তৎপরে দশানন বহুতর রাক্ষসসেনা সমভিব্যাহারে স্বীয় পুত্র মহাবল অক্ষকে সমরে পাঠাইলেন। পরন্তু মন্দোদরী-পুত্র রণকোবিদ কুমার অক্ষ অসিচর্ম্ম ধারণ করিয়া যেমন আকাশপথে উৎপতিত হইতেছিল, অমনি সহসা তাহার পদযুগল গ্রহণপূর্ব্বক শতবার ঘূর্ণিত করিয়া নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিলাম।১২৩-২৬

দশবদন রাবণ 'অক্ষ আসিয়া ভগ্ন হইয়াছে' এই কথা শুনিবামাত্র দ্বিতীয় পুত্র যুদ্ধদুর্মদ মহাবল ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। আমিও সমরে সেই রাক্ষসবর ইন্দ্রজিৎ এবং সেনানিচয়ের তেজোহানি করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। পরন্তু 'মহাবাহু ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত বলবান্, অতএব অনায়াসে শত্রু জয় করিবে' এই বিপুল বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া রাক্ষসপতি মদগর্বিত বীরগণের সহিত তাহাকে সংগ্রাম-গমনে অনুমতি করেন। কিন্তু সে স্বীয় সৈন্যের পরাজয় এবং আমার অসহ্য পরাক্রম দর্শন করিয়া আমাকে ব্রহ্মাস্ত্রে বন্ধনপূর্বক সবেগে প্রস্থান করিল। অমনি অপরাপর রাক্ষসেরা আমাকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া রাবণ-সমীপে লইয়া গেল। দুরাত্মা রাবণ আমাকে দেখিয়া "কি জন্য আমি আসিয়াছি এবং রাক্ষস বধ করিলাম কেন?" তাহা জিজ্ঞাসা করিল। আমি কহিলাম,—আমি সীতার নিমিত্ত এই সমস্ত কার্য্য করিয়াছি।১২৭-৩৩

হে বিভো! তাঁহারই দর্শনাভিলাষে আপনার বাড়ীতে আগমন করিয়াছি। আমি বায়ুর ঔরসপুত্র, সুগ্রীবের সচিব, আমার নাম হনুমান্। আমি রামের দূত হইয়া আপনার আলয়ে আসিয়াছি। আপনার

সুগ্রীবশ্চ মহাভাগঃ স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ।
ধর্ম্মার্থকামসহিতং হিতং পথ্যমুবাচ হ ॥১৩৭
বসত ঋষ্যমুকে মে পর্ব্বতে বিপুলদ্রুমে।
রাঘবো রণবিক্রান্তো মিত্রত্বং সমুপাগতঃ ॥১৩৮
তেন মে কথিতং রাজন্ ভার্য্যা মে রক্ষসা হৃতা*।
তত্র সাহায্যহেতোর্মে সময়ং কর্তুমর্হসি ॥১৩৯
বালিনা হৃতরাজ্যেন সুগ্রীবেণ সহ প্রভুঃ।
চক্রেঽগ্নিসাক্ষিকং সখ্যং রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥১৪০
তেন বালিনমাহত্য শরেণৈকেন সংযুগে।
বানরাণাং মহারাজঃ কৃতঃ সম্প্লবতাং প্রভুঃ ॥১৪১
তস্য সাহায্যমস্মাভিঃ কার্য্যং সর্ব্বাত্মনা ত্বিহ।
তেন প্রস্থাপিতস্তুভ্যং সমীপমিহ ধর্ম্মতঃ ॥১৪২
ক্ষিপ্রমানীয়তাং সীতা দীয়তাং রাঘবস্য চ।
যাবন্ন হরয়ো বীরা বিধমন্তি বলস্তব ॥১৪৩
বানরাণাং প্রভাবোঽয়ং ন কেন বিদিতঃ পুরা।
দেবতানাং সকাশঞ্চ যে গচ্ছন্তি নিমন্ত্রিতাঃ ॥১৪৪
ইতি বানররাজস্ত্বামাহেত্যভিহিতো ময়া।
মামৈক্ষত ততো রুষ্টশ্চক্ষুষা প্রদহন্নিব ॥১৪৫
তেন বধ্যোঽহমাজ্ঞপ্তো রক্ষসা রৌদ্রকর্ম্মণা।
মৎপ্রভাবমবিজ্ঞায় রাবণেন দুরাত্মনা ॥১৪৬
ততো বিভীষণো নাম তস্য ভ্রাতা মহামতিঃ।
তেন রাক্ষসরাজশ্চ যাচিতো মম কারণাৎ ॥১৪৭
নৈবং রাক্ষসশার্দ্দূল ত্যজ্যতামেষ নিশ্চয়ঃ।
রাজশাস্ত্রব্যপেতো হি মার্গঃ সংলক্ষ্যতে ত্বয়া ॥১৪৮
দূতবধ্যা ন দৃষ্টা হি রাজশাস্ত্রেষু রাক্ষস।
দূতেন বেদিতব্যঞ্চ যথাভিহিতবাদিনা ॥১৪৯
সুমহত্যপরাধেঽপি দূতস্যাতুলবিক্রম।
বিরূপকরণং দৃষ্টং ন বধোঽস্তি হি শাস্ত্রতঃ ॥১৫০
বিভীষণেনৈবমুক্তো রাবণঃ সন্দিদেশ তান্।
রাক্ষসানেতদেবাস্য লাঙ্গূলং দহ্যতামিতি ॥১৫১

নিকট যাহা বলিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে রাক্ষসেশ! বানরপতি সুগ্রীব মধুর সম্ভাষণপূর্বক আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। হে মহাভাগ! সুগ্রীব আপনার হিতকর ধর্ম, অর্থ ও কামযুক্ত এই সকল কথা বলিয়াছেন।১৩৪-৩৭

আমি বিশাল তরুরাজি-শোভিত ঋষ্যমুক পর্বতে বসতি করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে রণবিক্রান্ত রাম আসিয়া আমার সহিত মিত্রতা করিলেন। রাজন্! তিনি আমাকে কহিলেন যে, রাক্ষসে আমার ভার্য্যা অপহরণ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে আমার সহায়তার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। সুগ্রীব বালিকর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন, সুতরাং রাম ও লক্ষ্মণের সহিত অগ্নিসাক্ষী করিয়া মিত্রতা করিলেন। রাম একটি শরে সংগ্রামে বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে বানরদিগের অধিপতি করিয়াছেন, অতএব তাঁহার সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য, সেইজন্য ধর্মানুসারে আপনার সন্নিধানে দূত পাঠাইয়াছেন। বানর-বীরেরা যাবৎ আপনার বলনাশ না করিতেছে, তাহার মধ্যে অতি ত্বরায় সীতাকে রামহস্তে প্রত্যর্পণ করুন। যাহারা পুরাকালে নিমন্ত্রিত হইয়া দেবগণের নিকট গমন করিত, সেই বানরদিগের প্রভাব কে না অবগত আছে? ১৩৮-৪৪

বানররাজ আপনাকে এই কথা বলিয়াছেন। আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া রৌদ্রকর্মা দুরাত্মা রাক্ষস রাবণ কোপপ্রজ্বলিত চক্ষুদ্বারা আমাকে দর্শন করত যেন দগ্ধ করিতে লাগিল এবং আমার প্রভাব না জানিয়া বধাদেশ করিল। তৎপরে তাহার ভ্রাতা মহামতি বিভীষণ আমার জন্য রাক্ষসরাজের সন্নিধানে প্রার্থনা করিলেন,—হে রাক্ষসশার্দ্দূল! আপনি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ অবধ্য; অতএব এই প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করুন। হে নিশাচরপতে! 'দূত বধ্য' ইহা ত রাজশাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না, বিশেষতঃ দূতেরা প্রভুর নিকট যাহা শুনিয়া আইসে, তাহাই নিবেদন করে।১৪৫-৪৯

* কোন কোন গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকটি এইস্থানে অধিক দেখা যায়,—

তত্র সাহায্যমস্মাকং কার্যং সর্বাত্মনা ত্বয়া।
ময়া চ কথিতা তস্মৈ বালিনশ্চ বধং প্রতি ॥

ততস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা মম পুচ্ছং সমন্ততঃ।
বেষ্টিতং শণবল্কৈশ্চ পটৈঃ কার্পাসকৈস্তথা ॥১৫২
রাক্ষসাঃ সিদ্ধসন্নাহাস্ততস্তে চণ্ডবিক্রমাঃ।
তদাদীপ্যন্ত মে পুচ্ছং হনন্তঃ কাষ্ঠমুষ্টিভিঃ ॥১৫৩
বদ্ধস্য বহুভিঃ পাশৈর্যন্ত্রিতস্য চ রাক্ষসৈঃ।
ন মে পীড়াহভবৎ কাচিদ্ দিদৃক্ষোর্নগরীং দিবা ॥১৫৪
ততস্তে রাক্ষসাঃ শূরা বদ্ধং মামগ্নিসংবৃতম্।
অঘোষয়ন্ রাজমার্গে নগরদ্বারমাগতাঃ ॥১৫৫
ততোহহং সুমহদ্রূপং সংক্ষিপ্য পুনরাত্মনঃ।
বিমোচয়িত্বা তং বন্ধং প্রকৃতিস্থঃ স্থিতঃ পুনঃ ॥১৫৬
আয়সং পরিঘং গৃহ্য তানি রক্ষাংস্যসূদয়ম্।
ততস্তন্নগরদ্বারং বেগেন প্লুতবানহম্ ॥১৫৭
পুচ্ছেন চ প্রদীপ্তেন তাং পুরীং সাট্টগোপুরাম্।
দহাম্যহমসম্ভ্রান্তো যুগান্তাগ্নিরিব প্রজাঃ ॥১৫৮
বিনষ্টা জানকী ব্যক্তং ন হ্যদগ্ধঃ প্রদৃশ্যতে।
লঙ্কায়াঃ কশ্চিদুদ্দেশঃ সর্ব্বা ভস্মীকৃতা পুরী ॥১৫৯
দহতা চ ময়া লঙ্কাং দগ্ধা সীতা ন সংশয়ঃ।
রামস্য চ মহৎকার্য্যং ময়েদং বিফলীকৃতম্ ॥১৬০
ইতি শোকসমাবিষ্টশ্চিন্তামহমুপাগতঃ।
ততোহহং বাচমশ্রৌষং চারণানাং শুভাক্ষরাম্ ॥১৬১
জানকী ন চ দগ্ধেতি বিস্ময়োদন্তভাষিণাম্।
ততো মে বুদ্ধিরুৎপন্না শ্রুত্বা তামদ্ভুতাং গিরম্ ॥১৬২
অদগ্ধা জানকীত্যেব নিমিত্তৈশ্চোপলক্ষিতম্।
দীপ্যমানে তু লাঙ্গুলে ন মাং দহতি পাবকঃ ॥১৬৩
হৃদয়ঞ্চ প্রহৃষ্টং মে বাতাঃ সুরভিগন্ধিনঃ।
তৈর্নিমিত্তৈশ্চ দৃষ্টার্থৈঃ কারণৈশ্চ মহাগুণৈঃ ॥১৬৪
ঋষিবাক্যৈশ্চ দৃষ্টার্থৈরভবং হৃষ্টমানসঃ।
পুনর্দৃষ্টা চ বৈদেহী বিসৃষ্টশ্চ তয়া পুনঃ ॥১৬৫

হে অতুলবিক্রম! অত্যন্ত অপরাধী হইলে দূতকে বিকলাঙ্গ করিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ; তাহার বধ ত কোন শাস্ত্রে নাই। রাবণ বিভীষণের কথা শুনিয়া সেই রাক্ষসদিগকে বলিলেন যে, 'ইহার লাঙ্গুল দগ্ধ কর।' তখন যুদ্ধোদ্যুক্ত প্রচণ্ড-বিক্রম রাক্ষসেরা তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কার্পাসবস্ত্র এবং শণ দ্বারা আমার সমস্ত পুচ্ছ বেষ্টন করিল। পরে তাহারা কাষ্ঠমুষ্টি দ্বারা প্রহার করিতে করিতে আমার পুচ্ছ জ্বালাইয়া দিল। যদিও রাক্ষসগণ আমাকে বিবিধ পাশে বদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু দিবসে নগরী দর্শন করিব বলিয়া তৎকালে আমার কিছুমাত্র পীড়া হয় নাই, তৎপরে রাক্ষসবীরেরা আমাকে লইয়া নগরদ্বারে আগমণপূর্ব্বক রাজমার্গে আমার অবস্থাদির কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিল।১৫০-৫৫

তখন আবার আমার বিশাল দেহ সঙ্কুচিত করিয়া আপনার বন্ধন মোচনপূর্বক প্রকৃতিস্থ হইলাম এবং তৎক্ষণাৎ লৌহময় পরিঘ গ্রহণ করিয়া সেই রাক্ষসদিগকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলাম। সংহার করিয়াই অতিবেগে সেই নগরদ্বারে উল্লম্ফন করিলাম। প্রলয়ানল যেমন প্রজা নাশ করে, সেইরূপ আমিও অসম্ভ্রান্ত হইয়া লাঙ্গুললগ্ন অনল দ্বারা রাজভবন হইতে পুরদ্বার পর্য্যন্ত সমস্ত নগর ভস্মসাৎ করিলাম। সমস্ত পুরীই দগ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং লঙ্কার কোন স্থানই অদগ্ধ দৃষ্ট হইল না, অতএব জানকীও তৎ-সমভিব্যাহারে দগ্ধ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। আমি লঙ্কা দহন করিতে গিয়া সীতাকে দগ্ধ করিয়াছি, সুতরাং আমি রামের এই সুমহৎ কার্য্য বিফল করিলাম।১৫৬-১৬০

এইরূপ শোক-সন্তপ্ত হইয়া চিন্তায় নিমগ্ন আছি, ইত্যবসরে 'জানকী দগ্ধ হন নাই' চারণদিগের এই বিস্ময়কর অদ্ভুত বাক্য শ্রবণমাত্র আমার জ্ঞানের উদয় হইল। তখন জনক-তনয়া যে দগ্ধ হন নাই, ইহা শুভ-সূচক নিমিত্ত দেখিয়া আরও দৃঢ়প্রতীত হইল। মদীয় লাঙ্গুল প্রদীপ্ত হইলে অগ্নি আমাকে দহন করিলেন না, অধিকন্তু সুগন্ধ সমীরণ আমার হৃদয় আহ্লাদিত করিলেন; সেই শুভলক্ষণ দেখিয়া এবং ঋষিবাক্য কখন মিথ্যা হয় না জানি বলিয়া তৎকালে আমার অন্তঃকরণ

ততঃ পর্ব্বতমাসাদ্য তত্রারিষ্টমহং পুনঃ।
প্রতিপ্লবনমারেভে যুষ্মদ্দর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥১৬৬
ততঃ শ্বসনচন্দ্রার্কসিদ্ধগন্ধর্বসেবিতম্।
পন্থানমহমাক্রম্য ভবতো দৃষ্টবানিহ ॥১৬৭
রাঘবস্য প্রসাদেন ভবতাঞ্চৈব তেজসা।
সুগ্রীবস্য চ কার্য্যার্থং ময়া সর্ব্বমনুষ্ঠিতম্ ॥১৬৮
এতৎ সর্ব্বং ময়া তত্র যথাবদুপপাদিতম্।
তত্র যন্ন কৃতং শেষং তৎ সর্ব্বং ক্রিয়তামিতি ॥১৬৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

অতীব হৃষ্ট হইল। পুনরায় বৈদেহীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তৎসন্নিধানে বিদায় গ্রহণ করিলাম।১৬১-৬৫

অনন্তর অরিষ্টনামক পর্বতে আরোহণ করিয়া আপনাদিগের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় পুনর্বার প্রত্যাগমন করিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমশঃ চন্দ্র, সূর্য্য, সিদ্ধ, বায়ু এবং গন্ধর্বদিগের পথ অবলম্বনপূর্বক আসিতে আসিতে আপনাদিগকে এই স্থানে দেখিতে পাইলাম। পরে রাঘবের প্রসাদে এবং আপনাদিগের তেজঃপ্রভাবে সুগ্রীবের সমুদয় কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অধিক কি, এই সমস্ত কার্য্য তথায় যথানিয়মে সম্পন্ন করিয়াছি, আর যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে, তৎসমস্ত আপনারা সম্পাদন করুন।১৬৬-৬৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[বানরগণসমীপে হনূমতা সীতায়া দুরবস্থাবর্ণনপূর্বকং তেভ্যো লঙ্কাক্রমণে উৎসাহদানম্।]

এতদাখ্যায় তৎ সর্ব্বং হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
ভূয়ঃ সমুপচক্রাম বচনং বক্তুমুত্তরম্ ॥১
সফলো রাঘবোদ্যোগঃ সুগ্রীবস্য চ সম্ভ্রমঃ।
শীলমাসাদ্য সীতায়া মম চ প্রীণিতং মনঃ ॥২
আর্য্যায়াঃ সদৃশং শীলং সীতায়াঃ প্লবগর্ষভাঃ।
তপসা ধারয়েল্লোকান্ ক্রুদ্ধা বা নির্দহেদপি ॥৩
সর্ব্বথাতিপ্রকৃষ্টোঽসৌ রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
যস্য তাং স্পৃশতো গাত্রং তপসা ন বিনাশিতম্ ॥৪
ন তদগ্নিশিখা কুর্য্যাৎ সংস্পৃষ্টা পাণিনা সতী।
জনকস্য সুতা কুর্য্যাদ্ যৎ ক্রোধকলুষীকৃতা ॥৫
জাম্ববৎপ্রমুখান্ সর্ব্বাননুজ্ঞাপ্য মহাকপীন্।
অস্মিন্নেবঙ্গতে কার্য্যে ভবতাঞ্চ নিবেদিতে।
ন্যায্যং স্ম সহ বৈদেহ্যা দ্রষ্টুং তৌ পার্থিবাত্মজৌ ॥৬
অহমেকোঽপি পর্য্যাপ্তঃ সরাক্ষসগণাং পুরীম্।
তাং লঙ্কাং তরসা হন্তুং রাবণঞ্চ মহাবলম্ ॥৭
কিং পুনঃ সহিতো বীরৈর্বলবদ্ভিঃ কৃতাত্মভিঃ।
কৃতাস্ত্রৈঃ প্লবগৈঃ শক্তৈর্ভবদ্ভির্বিজয়ৈষিভিঃ ॥৮
অহন্তু রাবণং যুদ্ধে সসৈন্যং সপুরঃসরম্।
সহপুত্রং বধিষ্যামি সহোদরযুতং যুধি ॥
ব্রাহ্মমস্ত্রঞ্চ রৌদ্রঞ্চ বায়ব্যং বারুণন্তথা ॥৯

ঊনষষ্টিতম সর্গ

[বানরগণসমীপে হনুমান্ কর্তৃক সীতার দুরবস্থা বর্ণণাপূর্বক তাহাদিগকে লঙ্কা আক্রমণে উৎসাহদান।]

বায়ুতনয় হনুমান্ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,—সুগ্রীবের উৎসাহ এবং রামের উদ্যোগ সফল হইল, বিশেষতঃ সীতার স্বভাব দর্শনে আমার মন অত্যন্ত প্রীত হইয়াছে। হে বানরগণ! আর্য্যা সীতার চরিত্র অরুন্ধতীর সদৃশ; তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া লোকসকল দহন করিতে আবার তপোবলে রক্ষা করিতেও পারেন। দেখ, রাক্ষসপতি রাবণও মহাতপস্বী; সুতরাং সীতাকে স্পর্শ করিলেও তপঃপ্রভাবে তাহার শরীর বিনষ্ট হয় নাই। পতিব্রতা জনক-সুতা রোষ পরবশ হইয়া যাহা করিতে পারেন, অনলশিখা পাণি-স্পৃষ্ট হইয়াও তাহা করিতে পারেন না। জাম্ববান্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বানরদিগের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া সীতার অন্বেষণ করিতে গিয়া যাহা ঘটনা হইয়াছিল, তৎসমুদয় আপনাদের সমক্ষে নিবেদন করিলাম, এখন রাম, লক্ষ্মণ ও বৈদেহীকে একত্র নিরীক্ষণ করা আমাদিগের উচিত।১-৬

হনুমান্ বলিলেন,—আমি প্রবল পরাক্রমে একাকীই রাক্ষস-বৃন্দের সহিত লঙ্কানগরী ধ্বংস এবং রাবণকে শমন-সদনে প্রেরণ করিতে পারি। পরন্তু আপনারা সকলেই পরাক্রান্ত বীর, অস্ত্র-কুশল এবং সমর্থ; বিশেষতঃ জয়াভিলাষী ও অধ্যবসায়-সম্পন্ন। অতএব আপনাদের সহিত সমবেত হইয়া ঐ কার্য্য সম্পাদন করিব,—তাহা বলা বাহুল্য। সৈন্য, সহোদর, পুত্র এবং অনুচরবর্গের সহিত রাবণকে আমিই সমরে সংহার করিব। যদিও ইন্দ্রজিতের ব্রাহ্ম, রৌদ্র, বায়ব্য এবং বারুণ প্রভৃতি অস্ত্রসকল যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্নিরীক্ষ্য, তথাপি সেই অস্ত্রজাল বিনষ্ট করিয়া সমস্ত রাক্ষসদিগকে বধ করিব।

যদি শক্রজিতোঽস্ত্রাণি দুর্নিরীক্ষ্যাণি সংযুগে।
তান্যহং নিহনিষ্যামি বিধমিষ্যামি রাক্ষসান্ ॥১০
ভবতামভ্যনুজ্ঞাতো বিক্রমো মে রুণদ্ধি তম্।
মদ্বাহুবলসৃষ্টা হি শৈলবৃষ্টির্নিরন্তরা ॥১১
দেবানপি রণে হন্যাৎ কিম্পুনস্তান্ নিশাচরান্।
ভবতামননুজ্ঞাতো বিক্রমো মে রুণদ্ধি মাম্ ॥১২
সাগরোঽপ্যতিয়াদ্ বেলাং মন্দরঃ প্রচলেদপি।
ন জাম্ববন্তং সমরে কম্পয়েদরিবাহিনী ॥১৩
সর্ব্বরাক্ষসসঙ্ঘানাং রাক্ষসা যে চ পূর্ব্বজঃ।
অলমেকোঽপি নাশায় বীরো বালিসুতঃ কপিঃ ॥১৪
প্লবগস্যোরুবেগেন নীলস্য চ মহাত্মনঃ।
মন্দরোঽপ্যবশীর্য্যেত কিং পুনর্যুধি রাক্ষসাঃ ॥১৫
সদেবাসুরযক্ষেষু গন্ধর্ব্বোরগ-পক্ষিষু।
মৈন্দস্য প্রতিযোদ্ধারং শংসত দ্বিবিদস্য বা ॥১৬
অশ্বিপুত্রৌ মহাবেগাবেতৌ প্লবগসত্তমৌ।
এতয়োঃ প্রতিযোদ্ধারং ন পশ্যামি রণাজিরে ॥১৭

আপনাদের অনুজ্ঞা ব্যতীত আমার বিক্রম রুদ্ধ রহিয়াছে, আমি সংগ্রামে বাহুবলে শৈলসমূহ নিক্ষেপ করিয়া দেবতাদিগকেও সংহার করিতে পারি, নিশাচর ত অতি সামান্য। সাগর বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে, মন্দরপর্ব্বত স্বস্থান হইতে চলিত হইতে পারে, কিন্তু শত্রুসৈন্য জাম্ববানকে সমরে বিচলিত করিতে পারিবে না।৭-১৩

বিশেষতঃ বালিতনয় বীর অঙ্গদ একাকী প্রধান প্রধান রাক্ষস-বীরদিগকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম। মহাত্মা নীলের মহান্ বেগে (আহত হইলে) মন্দর পর্বতও বিশীর্ণ হইয়া যায়, যুদ্ধে রাক্ষসগণের ত কথাই নাই। দেব, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব, উরগ ও পক্ষিমধ্যে এমন কে আছে যে, মৈন্দ অথবা দ্বিবিদের প্রতিযোদ্ধা হইতে পারে? আপনারাই বলুন।১৪-১৬

প্লবগসত্তম অশ্বিপুত্রদ্বয় অত্যন্ত বলসম্পন্ন; রণাঙ্গনে এতদুভয়ের প্রতিযোদ্ধা দেখিতেছি না।১৭

[পিতামহবরোৎসেকাৎ পরমং দর্পমাস্থিতৌ।
অমৃতপ্রাশিতাবেতৌ সর্ব্ববানরসত্তমৌ।
অশ্বিনোর্মাননার্থং হি সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
সর্ব্বাবধ্যত্বমতুলমনয়োর্দত্তবান্ পুরা ॥
বরোৎসেকেন মুক্তৌ চ প্রমথ্য মহতীঞ্চমূম্।
সুরাণামমৃতং ধীরৌ পীতবন্তৌ প্লবঙ্গমৌ ॥
এতাবেব হি সংক্রুদ্ধৌ সবাজি-রথ-কুঞ্জরাম্।
লঙ্কাং নাশয়িতুং শক্তৌ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তু বানরাঃ ॥]
ময়ৈব নিহতা লঙ্কা দগ্ধা ভস্মীকৃতা পুরী।
রাজমার্গেষু সর্ব্বেষু নাম বিশ্রাবিতং ময়া ॥১৮
জয়ত্যতিবলো রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণাভিপালিতঃ ॥১৯
অহং কোসলরাজস্য দাসঃ পবনসম্ভবঃ।
হনূমানিতি সর্ব্বত্র নামবিশ্রাবিতং ময়া ॥২০
অশোকবনিকা মধ্যে রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
অধস্তাচ্ছিংশপামূলে সাধ্বী করুণমাস্থিতা ॥২১

(এই অশ্বিপুত্রদ্বয় পিতামহে (ব্রহ্মা)র বরপ্রভাবে পরম দর্পাশ্রয়ী। এই দুইজন অমৃতভোজী ও সর্ববানরোত্তম। এই অশ্বিদ্বয়ের সম্মানের জন্য পুরাকালে তাঁহাদের অতুলনীয় সকলের অবধ্যত্ব বরপ্রদান করিয়াছেন। বরপ্রভাবে এই বানর বীরদ্বয় দেবগণের মহতী সেনা মথিত করিয়া অমৃত পান করিয়াছেন। এই দুইজন ক্রুদ্ধ হইলে অশ্ব, হস্তী ও রথের সহিত লঙ্কা বিনাশে সমর্থ; অন্য সকল বানর দূরে থাকুক।—অতিরিক্ত পাঠ।)

লঙ্কানগরী আমা কর্ত্তৃক দগ্ধা, ভস্মীভূতা ও মৃতপ্রায়া হইয়াছে। আরও সমস্ত রাজপথে আমি (এইভাবে) নামও ঘোষণা করিয়াছি।১৮

অতিবল রাম ও মহাবল লক্ষ্মণের জয়। রামচন্দ্র কর্ত্তৃক অভিপালিত রাজা সুগ্রীবের জয়।১৯

আমি কোশলরাজ রামচন্দ্রের দাস, পবনের পুত্র এবং আমার নাম হনুমান্—এইরূপে সর্বত্র সকলের নাম ঘোষণা করিয়াছি।২০

রাক্ষসীভিঃ পরিবৃতা শোকসন্তাপকর্শিতা।
মেঘরেখাপরিবৃতা চন্দ্ররেখেবানিষ্প্রভা ॥২২
অচিন্তয়ন্তী বৈদেহী রাবণং বলদর্পিতম্।
পতিব্রতা চ সুশ্রোণী অবষ্টব্ধা চ জানকী ॥২৩
অনুরক্তা হি বৈদেহী রামে সর্বাত্মনা শুভা।
অনন্যচিন্তা রামেণ পৌলোমীব পুরন্দরে ॥২৪
তদেকবাসঃ সংবীতা রজোধ্বস্তা তথৈব চ।
[শোকসন্তাপদীনাঙ্গী সীতাভর্ত্তৃহিতে রতা] ॥
সা ময়া রাক্ষসীমধ্যে তর্জ্যমানা মুহুর্মুহুঃ ॥২৫
রাক্ষসীভির্বিরূপাভির্দৃষ্টা হি প্রমদাবনে।
একবেণীধরা দীনা ভর্ত্তৃচিন্তাপরায়ণা ॥২৬
অধঃশয্যা বিবর্ণাঙ্গী পদ্মিনীব হিমোদয়ে।
রাবণাদ্ বিনিবৃত্তার্থা মর্তব্যকৃতনিশ্চয়া ॥২৭
কথঞ্চিন্মৃগশাবাক্ষী বিশ্বাসমুপপাদিতা।
ততঃ সম্ভাষিতা চৈব সর্ব্বমর্থং প্রকাশিতা ॥২৮
রামসুগ্রীবসখ্যঞ্চ শ্রুত্বা প্রীতিমুপাগতা।
নিয়তঃ সমুদাচারো ভক্তির্ভর্তরি চোত্তমা ॥২৯
যন্ন হন্তি দশগ্রীবং স মহাত্মা দশাননঃ।
নিমিত্তমাত্রং রামস্তু বধে তস্য ভবিষ্যতি ॥৩০
সা প্রকৃত্যেব তন্বঙ্গী তদ্বিয়োগাচ্চ কর্শিতা।
প্রতিপৎপাঠশীলস্য বিদ্যেব তনুতাং গতা ॥৩১
এবমাস্তে মহাভাগা সীতা শোকপরায়ণা।
যদত্র প্রতিকর্ত্তব্যং তৎ সর্ব্বমুপকল্প্যতাম্ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

শোকসন্তাপে কৃশা, মেঘাবৃত চন্দ্ররেখার ন্যায় নিষ্প্রভা, সাধ্বী সীতা দুরাত্মা রাবণের অশোকবনিকার মধ্যে শিংশপাবৃক্ষের মূলে নিম্নদেশে রাক্ষসীগণ পরিবেষ্টিতা হইয়া দীনভাবে অবস্থান করিতেছেন। ২১-২২

শোভন-নিতম্বশালিনী পতিব্রতা বৈদেহী জানকী বলদর্পিত রাবণকে গ্রাহ্য করেন না বলিয়া অবরুদ্ধা।২৩

দেবেন্দ্রচিন্তা-নিরতা (নহুষ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধা) ইন্দ্রাণীর ন্যায় রামচিন্তা-নিরতা মঙ্গলময়ী বৈদেহী সর্বতোভাবে রামে(র গুণে) অনুরক্তা।২৪

একবস্ত্র-পরিহিতা, ধূলি-ধূসরিতা একবেণীধরা, দীনা ; অধোদেশে (ভূতলে) শয়ানা, হিমহত পদ্মিনীর ন্যায় বিবর্ণাঙ্গী, রাবণের প্রলোভনে অবশীভূতা, মরণে কৃতনিশ্চয়া, ভর্ত্ত-চিন্তাপরায়ণা, পুনঃ পুনঃ বিকৃতরূপা রাক্ষসীগণকর্ত্তৃক নির্ভর্ৎস্যমানা (শোকসন্তাপে কৃশাঙ্গী সর্বদা ভর্ত্তৃহিতনিরতা) সীতাকে আমি প্রমদাবনে রাক্ষসীগণের মধ্যে দেখিয়াছি।২৫-২৭

অতি প্রযত্নে আমার প্রতি সেই হরিণনয়না সীতার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছি। তারপর সম্ভাষণপূর্বক সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়াছি।২৮

তিনি রাম ও সুগ্রীবের সখ্যসংবাদ শ্রবণে পরমা প্রীতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার নিরন্তর সদাচার ও উত্তমা পতিভক্তি যে দশাননকে বধ করিতেছে না, রাবণের (তপো) মাহাত্ম্যই তাহার কারণ। তাঁহার বধে রামচন্দ্র নিমিত্তমাত্রই হইবেন।২৯-৩০

স্বভাবতঃ কৃশাঙ্গী রামবিয়োগে আরও কৃশা হইয়া প্রতিপৎতিথিতে অধ্যয়নশীল শিষ্যের বিদ্যার ন্যায় অত্যন্ত কৃশতা প্রাপ্তা হইয়াছেন।৩১

মহাভাগা সীতা এই প্রকার শোকপরায়ণা রহিয়াছেন—এখন এবিষয়ে যাহা প্রতি কর্ত্তব্য থাকে, আপনারা সে সকল উপপাদন করুন।৩২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ঊনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[স্বীয়পরাক্রমপ্রশংসয়োৎসাহিতস্যাঙ্গদস্য রাবণাদিরাক্ষসবিনাশপূর্বকং সীতামুদ্ধর্তুমুদ্যোগঃ, বিবেচক-জাম্ববতা যুক্তিপ্রদর্শনপূর্বকং তস্মাৎ প্রতিনিবর্ত্তনঞ্চ ।]

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বালিসূনুরভাষত ।
[অযুক্তং তু বিনা দেবীং দৃষ্টবদ্ভিশ্চ বানর ।
সমীপং গন্তুমস্মাভিঃ রাঘবস্য মাহাত্মনঃ ॥]
অশ্বিপুত্রৌ মহাবেগৌ বলবন্তৌ প্লবঙ্গমৌ ॥১
পিতামহবরোৎসেকাৎ পরমং দর্পমাস্থিতৌ ।
অশ্বিনোর্মাননার্থং হি সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥২
সর্বাবধ্যত্বমতুলমনয়োর্দত্তবান্ পুরা ।
বরোৎসেকেন মত্তৌ চ প্রমথ্য মহতীং চমূম্ ॥৩
সুরাণামমৃতং বীরৌ পীতবন্তৌ মহাবলৌ ।
এতাবেব হি সংক্রুদ্ধৌ সবাজি-রথ-কুঞ্জরাম্ ॥৪
লঙ্কাং নাশয়িতুং শক্তৌ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তু বানরাঃ ।
অহমেকোঽপি পর্য্যাপ্তঃ সরাক্ষসগণাং পুরীম্ ॥৫
তাং লঙ্কাং তরসা হন্তুং রাবণঞ্চ মহাবলম্ ।
কিম্পুনঃ সহিতো বীরৈর্বলবদ্ভিঃ কৃতাত্মভিঃ ॥৬
কৃতাস্ত্রৈঃ প্লবগৈঃ শক্তৈর্ভবদ্ভির্বিজয়ৈষিভিঃ ।
বায়ুসূনোর্বলেনৈব দগ্ধা লঙ্কেতি নঃ শ্রুতম্ ॥৭
দৃষ্ট্বা দেবী ন চানীতা ইতি তত্র নিবেদিতুম্ ।
ন যুক্তমিব পশ্যামি ভবদ্ভিঃ খ্যাতপৌরুষৈঃ ॥৮
নহি বঃ প্লবনে কশ্চিন্নাপি কশ্চিৎ পরাক্রমে ।
তুল্যঃ সামরদৈত্যেষু লোকেষু হরিসত্তমাঃ ॥৯
জিত্বা লঙ্কাং সরক্ষোঘাং হত্বা তং রাবণং রণে ।
সীতামাদায় গচ্ছামঃ সিদ্ধার্থা হৃষ্টমানসাঃ ॥১০
তেষ্বেবং হতবীরেষু রাক্ষসেষু হনূমতা ।
কিমন্যদত্র কর্ত্তব্যং গৃহীত্বা যাম জানকীম্ ॥১১

ষষ্টিতম সর্গ

[স্বীয় পরাক্রম প্রশংসায় উৎসাহিত অঙ্গদের রাবণাদি রাক্ষস বিনাশপূর্বক সীতাকে উদ্ধার করিতে উদ্‌যোগ, বিবেচক জাম্ববান্ কর্তৃক যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক তাহা হইতে প্রতিনিবর্তন ।]

হনুমানের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া বালিপুত্র অঙ্গদ বলিলেন,—(হে বানর! সীতাদেবী ব্যতীত আমাদের মহাত্মা রাঘবের সমীপে গমন করা অযুক্ত] অশ্বিপুত্রদ্বয় মহাবেগশালী ও বলবান্ প্লবঙ্গম। পিতামহ (ব্রহ্মা) প্রদত্ত বরপ্রভাবে তাহারা অত্যন্ত গর্বিত। অশ্বিদ্বয়ের সম্মান প্রদর্শনের জন্য সর্বলোকপিতামহ পুরাকালে তাহাদের অতুলনীয় সকলের অবধ্যত্ব বর-প্রদান করিয়াছিলেন। সেই বীরদ্বয় বরপ্রভাবে মত্ত হইয়া দেবগণের মহতী সেনা প্রমথন পূর্বক অমৃত পান করিয়াছিল। এই দুইজন ক্রুদ্ধ হইলে অশ্ব, হস্তী ও রথের সহিত লঙ্কা বিনাশে সমর্থ; অন্য সব বানরের কথা থাকুক। আমিও একক প্রবল পরাক্রমে রাক্ষসগণের সহিত লঙ্কাপুরী এবং মহাবলশালী রাবণকে বিধ্বংস করিতে পারি। আপনারা সকলে বীর, বলশালী, রণে খ্যাতিসম্পন্ন, অস্ত্রকোবিদ্, বিজয়াভিলাষী, সমর্থ ও অধ্যবসায়সম্পন্ন। আপনাদের সহিত মিলিত হইলে একাজ যে সহজে সম্পন্ন হইবে—তাহাতে আর সন্দেহ কি? পবনপুত্রের বলেই লঙ্কা দগ্ধ হইয়াছে শুনিয়াছি। তিনি সীতাদেবীরও সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, কিন্তু আনিতে পারেন নাই। অতএব প্রখ্যাতপৌরুষ আপনাদের (রামের সমীপে) (এই সব কথা) নিবেদন করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিতেছি না। হে বানরোত্তমগণ! দেবলোকের সহিত দৈত্যলোকে উল্লম্ফনে বা পরাক্রমে আপনাদের তুল্য কেহই নাই। রাক্ষসগণের সহিত লঙ্কা জয় করিয়া সেই রাবণকে যুদ্ধে হত্যা করিয়া ও সীতাদেবীকে লইয়া সাফল্যের সহিত হৃষ্টমানসে (তাঁহার নিকট) যাইব ।১-১০

হনুমান রাক্ষসগণকে হত (শেষ) করিলে পর

রাম-লক্ষ্মণয়োর্ম্মধ্যে ন্যস্যাম জনকাত্মজাম্ ।
কিং ব্যলীকৈস্তু তান্ সর্ব্বান্ বানরান্ বানরর্ষভাঃ ॥১২
বয়মেব হি গত্বা তান্ হত্বা রাক্ষসপুঙ্গবান্ ।
রাঘবং দ্রষ্টুমর্হামঃ সুগ্রীবং সহলক্ষ্মণম্ ॥১৩
তমেবং কৃতসঙ্কল্পং জাম্ববান্ হরিসত্তমঃ ।
উবাচ পরমপ্রীতো বাক্যমর্থবদর্থবিৎ ॥১৪
নৈষা বুদ্ধির্ম্মহাবুদ্ধে যদ্ ব্রবীষি মহাকপে ।
বিচেতুং বয়মাজ্ঞপ্তা দক্ষিণাং দিশমুত্তমাম্ ॥১৫
নানেতুং কপিরাজেন নৈব রামেণ ধীমতা ।
কথঞ্চিন্নির্জিতাং সীতামস্মাভির্নাভিরোচয়েৎ ॥১৬
রাঘবো নৃপশার্দূলঃ কুলং ব্যপদিশন্ স্বকম্ ।
প্রতিজ্ঞায় স্বয়ং রাজা সীতাবিজয়মগ্রতঃ ॥১৭

সর্ব্বেষাং কপিমুখ্যানাং কথং মিথ্যা করিষ্যতি ।
বিফলং কর্ম্ম চ কৃতং ভবেৎ তুষ্টির্ন তস্য চ ॥১৮
বৃথা চ দর্শিতং বীর্য্যং ভবেদ্ বানরপুঙ্গবাঃ ।
তস্মাদ্ গচ্ছাম বৈ সর্বে যত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ ॥
সুগ্রীবশ্চ মহাতেজাঃ কার্য্যস্যাস্য নিবেদনে ॥১৯
ন তাবদেষা মতিরক্ষমা নো
যথা ভবান্ পশ্যতি রাজপুত্র ।
যথা তু রামস্য মতিনিবিষ্টা
তথা ভবান্ পশ্যতু কার্য্যসিদ্ধিম্ ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

জানকীকে আনিয়া রামসমীপে গমন ব্যতীত এসময়ে অন্য কি কর্তব্য থাকিতে পারে ? ১১

সুতরাং আমরা রাম ও লক্ষ্মণের মধ্যে সীতাকে স্থাপন করিব। অতএব হে বানরোত্তমগণ! (কিষ্কিন্ধায় সমাগত) সকল বানরগণকে অপ্রিয় দুঃখ দেওয়ার প্রয়োজন কি ? ১২

আমরাই গিয়া রাক্ষসপ্রধানদিগকে বধ করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত দেখা করিতে পারিব। কার্য্যকুশল হরিসত্তম জাম্ববান্ পরম প্রীত হইয়া ঈদৃশ সঙ্কল্প নিশ্চয়কারী অঙ্গদকে অর্থতাৎপর্য্যপূর্ণ বাক্য বলিতে লাগিলেন।১৩-১৪

হে মহাবুদ্ধিসম্পন্ন মহাকপে! যেহেতু আমরা উত্তম দক্ষিণদিকে (সীতার) অন্বেষণের জন্য আদিষ্ট হইয়াছি, (সীতাকে লইয়া আসার জন্য নহে) অতএব তুমি যাহা বলিলে—সে বিষয়ে বুদ্ধি নিশ্চয় করা কর্তব্য হইবে না।১৫

কপিরাজ সুগ্রীব অথবা ধীমান্ রামচন্দ্র (সীতাকে) আনিবার আদেশ দেন নাই। (প্রথমতঃ বিজয় লাভ দুষ্কর) কোন প্রকারে (কষ্টে-সৃষ্টে রাবণকে) পরাভূত করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিয়া আনিলে (স্বীয় বীর্য্যে বংশমর্য্যাদা রক্ষণেচ্ছুর পক্ষে) তাহা কোন মতে স্বীয় কুলমর্য্যাদা প্রকাশকারী নৃপশ্রেষ্ঠ রাঘবের রুচিসম্মত হইবে না। রাজা সুগ্রীব সর্বসমক্ষে স্বয়ং সীতা-সমুদ্ধারের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—সকল বানরপ্রধানের রাজা সুগ্রীব তাঁহার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিবেন কেন ? যে কার্য্যে তাঁহার সন্তুষ্টি জন্মিবে না, সেই নিষ্ফল কর্ম অনুষ্ঠানে কি প্রয়োজন ? ১৬-১৮

হে বানরোত্তমগণ! (রাবণের নিকট প্রকাশিত) আমাদের বীর্য্যপ্রদর্শনও (তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে) বৃথা হইবে। সুতরাং এই (সীতাদর্শনাদি) কার্য্য নিবেদন করার জন্য আমরা সকলে যে স্থানে লক্ষ্মণের সহিত রাম ও মহাতেজা সুগ্রীব আছেন, তথায় যাইব।১৯

রাজকুমার! তুমি যেভাবে (বিবেচনা করিয়া) দেখিতেছ—আমাদের এই (বিচার) বুদ্ধি সেভাবে ততটা অসঙ্গত নয়। রামচন্দ্র যেরূপ বুদ্ধিনিশ্চয় প্রাপ্ত হইবেন, তদনুরূপ কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে তুমি বিচার বিবেচনা কর।২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[মহেন্দ্রপর্বতাৎ কিষ্কিন্ধামভি গমনকারিণাং বানরাণাং মার্গমধ্যে সুগ্রীবপ্রিয়তম-দধিমুখরক্ষিত-মধুবনে অবতরণম্, অঙ্গদাদেশেন মধুবনস্য ফলোপভোগঃ, ক্রুদ্ধ-দধিমুখেন নিবারিতানাং বানরাণাং নখ-দন্তৈস্তস্মৈ প্রহারদানঞ্চ ।]

ততো জাম্ববতো বাক্যমগৃহ্ণন্ত বনৌকসঃ ।
অঙ্গদপ্রমুখা বীরা হনূমাংশ্চ মহাকপিঃ ॥১

প্রীতিমন্তস্ততঃ সর্ব্বে বায়ুপুত্রপুরঃসরাঃ ।
মহেন্দ্রাগ্রাৎ সমুৎপত্য পুপ্লুবুঃ প্লবগর্ষভাঃ ॥২

মেরুমন্দরসঙ্কাশা মত্তা ইব মহাগজাঃ ।
ছাদয়ন্ত ইবাকাশং মহাকায়া মহাবলাঃ ॥৩

সভাজ্যমানং ভূতৈস্তমাত্মবন্তং মহাবলম্ ।
হনূমন্তং মহাবেগং বহন্ত ইব দৃষ্টিভিঃ ॥৪

রাঘবে চার্থনির্ব্বৃত্তিং কর্ত্তুঞ্চ পরমং যশঃ ।
সমাধায় সমৃদ্ধার্থাঃ কর্ম্মসিদ্ধিভিরুন্নতাঃ ॥৫

প্রিয়াখ্যানোন্মুখাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে যুদ্ধাভিনন্দিনঃ
সর্ব্বে রামপ্রতীকারে নিশ্চিতার্থা মনস্বিনঃ ॥৬

প্লবমানাঃ খমাপ্লুত্য ততস্তে কাননৌকসঃ ।
নন্দনোপমমাসেদুর্বনং দ্রুমশতাযুতম্ ॥৭

যত্তন্মধুবনং নাম সুগ্রীবস্যাভিরক্ষিতম্ ।
অধৃষ্যং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতমনোহরম্ ॥৮

যদ্ রক্ষতি মহাবীরঃ সদা দধিমুখঃ কপিঃ ।
মাতুলঃ কপিমুখ্যস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ ॥৯

তে তদ্বনমুপাগম্য বভূবুঃ পরমোৎকটাঃ ।
বানরা বানরেন্দ্রস্য মনঃকান্তং মহাবনম্ ॥১০

একষষ্টিতম সর্গঃ

[মহেন্দ্র পর্বত হইতে কিষ্কিন্ধাভিমুখে গমনকারী বানরগণের পথিমধ্যে সুগ্রীবপ্রিয়তম ও দধিমুখরক্ষিত মধুবনে অবতরণ । অঙ্গদের আদেশে মধুবনের ফল উপভোগ এবং ক্রুদ্ধ দধিমুখ কর্তৃক নিবারিত হইয়া নখদন্ত দ্বারা তাহাকে প্রহার দান ।]

অঙ্গদপ্রমুখ বনবাসী বীর (বানর)গণ এবং মহাকপি হনুমান্ তখন জাম্ববানের (যুক্তিযুক্ত) বাক্য গ্রহণ (অনুমোদন) করিলেন ।১

তখন পবনপুত্রপ্রমুখ প্রধান বানরগণ প্রীত হইয়া মহেন্দ্রপর্বত হইতে উৎপতিত হইয়া উল্লম্ফন পূর্বক চলিতে লাগিলেন ।২

মেরু ও মন্দর (পর্বত) তুল্য মহাকায় মহাবল বানরগণ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াই যেন চলিতে লাগিলেন ।৩

সিদ্ধাদিকর্তৃক সম্মানিত, আত্মজ্ঞানবান্, মহাবল বেগশালী হনুমানকে তাহারা প্রীতিচিত্তে নির্নিমেষনয়নে যেন দৃষ্টিদ্বারা বহন করিতে লাগিল ।৪

রামচন্দ্রের কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে কৃতনিশ্চয়, (সীতাদর্শন-রূপ) কার্য্য সিদ্ধি দ্বারা সমুন্নতচিত্ত, যশোবিস্তারে উন্মত্ত-প্রায়, সকলেই প্রিয় সংবাদপ্রদানে উৎসুক এবং সকলেই রণোৎসাহী রামচন্দ্রের শত্রুনিধনরূপ প্রতীকার করিতে কৃতসঙ্কল্প সেই সকল বনবাসী বানর লম্ফ প্রদানে গগন-পথ অতিক্রম করিতে করিতে শত শত দ্রুম সুশোভিত নন্দনবনের ন্যায় মনোরম বনে উপনীত হইল ।৫-৭

ইহা সুগ্রীবের অনুচর কর্তৃক অভিরক্ষিত, সকলপ্রাণীর ধর্ষণের অযোগ্য সর্বলোকমনোহর (সুগ্রীবের) মধুবন ।৮

ততস্তে বানরা হৃষ্টা দৃষ্ট্বা মধুবনং মহৎ।
কুমারমভ্যযাচন্ত মধূনি মধুপিঙ্গলাঃ ॥১১

ততঃ কুমারস্তান্ বৃদ্ধান্ জাম্ববৎপ্রমুখান্ কপীন্।
অনুমান্য দদৌ তেষাং নিসর্গং মধুভক্ষণে ॥১২

তে নিসৃষ্টাঃ কুমারেণ ধীমতা বালিসূনুনা।
হরয়ঃ সমপদ্যন্ত দ্রুমান্ মধুকরাকুলান্ ॥১৩

ভক্ষয়ন্তঃ সুগন্ধীনি মূলানি চ ফলানি চ।
জগ্মুঃ প্রহর্ষং তে সর্ব্বে বভূবুশ্চ মদোৎকটাঃ ॥১৪

ততশ্চানুমতাঃ সর্ব্বে সুসংহৃষ্টা বনৌকসঃ।
মুদিতাশ্চ ততস্তে চ প্রনৃত্যন্তি ততস্ততঃ ॥১৫

গায়ন্তি কেচিৎ প্রহসন্তি কেচি-
ন্নৃত্যন্তি কেচিৎ প্রণমন্তি কেচিৎ।

পঠন্তি কেচিৎ প্রচরন্তি কেচিৎ
প্লবন্তি কেচিৎ প্রলপন্তি কেচিৎ ॥১৬

পরস্পরং কেচিদুপাশ্রয়ন্তি
পরস্পরং কেচিদতিক্রবন্তি।

দ্রুমাদ্ দ্রুমং কেচিদভিদ্রবন্তি
ক্ষিতৌ নগাগ্রান্নিপতন্তি কেচিৎ ॥১৭

মহীতলাৎ কেচিদুদীর্ণবেগা
মহাদ্রুমাগ্রাণ্যভিসম্পতন্তি।

গায়ন্তমন্যঃ প্রহসন্নুপৈতি
হসন্তমন্যঃ প্ররুদন্নুপৈতি ॥১৮

তুদন্তমন্যঃ প্রণদন্নুপৈতি
সমাকুলং তৎকপিসৈন্যমাসীৎ।

ন চাত্র কশ্চিন্ন বভূব মত্তো
ন চাত্র কশ্চিন্ন বভূব দৃপ্তঃ ॥১৯

ততো বনং তৎ পরিভক্ষ্যমাণং
দ্রুমাংশ্চ বিধ্বংসিতপত্রপুষ্পান্।

কপিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা সুগ্রীবের মাতুল দধিমুখনামক মহাবীর কপি এই মধুবন রক্ষায় নিযুক্ত।৯

বানররাজ সুগ্রীবের মানস প্রীতিদায়ক সেই মহাবন মধুবনে প্রবেশ করিয়া (মধুপান প্রত্যাশায়) সেই বানরগণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল।১০

অনন্তর মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ সেই বানরগণ মহৎ মধুবন দর্শনে হৃষ্ট হইয়া কুমারের নিকট মধু প্রার্থনা করিল।১১

তখন কুমার অঙ্গদ জাম্ববান্ প্রমুখ বৃদ্ধ বানরগণের সম্মতি লইয়া তাহাদিগকে স্বভাবজাত মধুপান আজ্ঞা প্রদান করিলেন।১২

ধীমান্ যুবরাজ বালিপুত্রের আদেশপ্রাপ্ত সেই বানরগণ মধুকর-সমাকুল বৃক্ষকুলের সমীপবর্ত্তী হইল। সুগন্ধি মূল এবং ফল ভক্ষণ করিতে করিতে তাহারা নিরতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইল এবং সকলেই মদোন্মত্ত হইল। আদেশপ্রাপ্ত সেই বনবাসিবানরগণ অত্যন্ত হৃষ্ট ও প্রমুদিত হইয়া ইতস্ততঃ নৃত্যাদিতে প্রবৃত্ত হইল।

কেহ গান, কেহ হাস্য, কেহ নৃত্য, কেহ প্রণাম, কেহ পাঠ, কেহ বিচরণ, কেহ উল্লম্ফন, কেহ বা প্রলাপ করিতে আরম্ভ করিল।১৩-১৬

কেহ কেহ পরস্পর পরস্পরের গাত্রে গাত্রে সংশ্লেষণ (জড়াজড়ি), কেহ কেহ পরস্পরের মধ্যে কলহ করিতে লাগিল। কেহ বা বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, কেহ কেহ পর্বতাগ্র দেশ হইতে ভূতলে, কেহ কেহ দ্রুত বেগে ভূতল হইতে মহাবৃক্ষের অগ্রভাগে লাফাইতে লাগিল; কেহ কেহ উপহাস করিতে করিতে সঙ্গীতরত বানরের নিকট আসিল। কেহ রোদন করিতেছে—অপর এক বানর রোদন করিতে করিতে তাহার নিকট আসিল। কেহ ব্যথা পাইতেছে—অপর কেহ তাহাকে আরও ব্যথা দিতে লাগিল। এই ভাবে সেই বানরবাহিনী সমাকুলা হইল। সেই স্থানে এমন কেহ ছিল না, যে প্রমত্ত হয় নাই বা দৃপ্ত হইয়া উঠে নাই।১৭-১৯

অনন্তর সেই বনের মধু নিঃশেষে পীত ও বৃক্ষ সমূহের পত্র ও পুষ্প বিধ্বংসিত হইতে দেখিয়া দধিবক্ত্র

সমীক্ষ্য কোপাদ্ দধিবক্ত্রনামা
নিবারয়ামাস কপিঃ কপীংস্তান্ ॥২০

স তৈঃ প্রবৃদ্ধৈঃ পরিভর্ৎস্যমানো
বনস্য গোপ্তা হরিবৃদ্ধবীরঃ।
চকার ভূয়ো মতিমুগ্রতেজা
বনস্য রক্ষাং প্রতি বানরেভ্যঃ ॥২১

উবাচ কাংশ্চিৎ পরুষাণ্যভীতি-
মসক্তকন্যাংশ্চ তলৈর্জঘান।
সমেত্য কৈশ্চিৎ কলহং চকার
তথৈব সাম্নোপজগাম কাংশ্চিৎ ॥২২

স তৈর্মদাদপ্রতিবার্যবেগৈ-
র্বলাচ্চ তেন প্রতিবার্যমাণৈঃ।
প্রধর্ষণে ত্যক্তভয়ৈঃ সমেত্য
প্রকৃষ্যতে চাপ্যনবেক্ষ্য দোষম্ ॥২৩

নখৈস্তুদন্তো দশনৈর্দশন্ত-
স্তলৈশ্চ পাদৈশ্চ সমাপয়ন্তঃ।
মদাৎ কপিং তে কপয়ঃ সমন্তা-
ন্মহাবনং নির্বিষয়ঞ্চ চক্রুঃ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

নামক কপি ক্রোধের সহিত সেই বানরগণকে নিবারণ করিলেন। উগ্রতেজঃসম্পন্ন বনরক্ষক বৃদ্ধ বানরবীর দধিবক্ত্র সেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হুঙ্কার মদমত্ত বানর কর্তৃক ভর্ৎসিত হইলেন। তথাপি পুনরায় সেই বানরগণের হাত হইতে বন রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।২০-২১

নির্ভয়ে কাহাকেও কর্কশ বাক্য বলিলেন, কাহাকে বা নিরন্তর চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন। সম্মিলিত হইয়া কাহারও সহিত কলহ করিতে আর কাহাকে বা (সাম) শান্ত মধুর বাক্যে তুষ্ট করিতে লাগিলেন।২২

(রাজপুরুষ বলিয়া রাজদণ্ডের ভয় না থাকায়) অহঙ্কারে অপ্রতিহত বেগসম্পন্ন সেই বানরসৈন্যগণ দধিবক্ত্র কর্তৃক প্রতিবার্যমাণ (নিবারিত) হইলেও সকলে মিলিয়া নির্ভীকচিত্তে তাহাকে প্রধর্ষণের জন্য আকর্ষণ করিতে লাগিল। নিজেদের দোষ দেখিল না। সেই বানরগণ মত্ততাবশতঃ নখর দ্বারা বিদারণ, দশন দ্বারা দংশন এবং চপেটাঘাত ও পাদ-প্রহারে মৃতপ্রায় করিয়া চতুর্দিকে সেই বিশালকানন ফলশূন্য ও শ্রীহীন করিয়া ফেলিল।২৩-২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[হনুমন্নির্দেশং লব্ধ্বা ক্ষোভেণ সহ মধুবনপ্রবেশপূর্বকং মধু পিত্বা গীত-নৃত্যাদিনা মত্ততামাচরন্তি-র্বানরৈর্নিষেধপ্রবৃত্তানাং রক্ষিণাং বিতাড়নম্, বিতাড়িতৈর্বনরক্ষকৈর্দধিমুখায় সর্ববৃত্তান্তস্য নিবেদনম্, পুনর্দধিমুখে নিষেধপ্রবৃত্তে অঙ্গদেন তং প্রহরতা ভুবি নিষ্পেষণম্, তদা সুগ্রীবায় সর্বং নিবেদিতুকামানাং দধিমুখ-রক্ষকানাং কিষ্কিন্ধাগমনম্, রামসন্নিধৌ সুগ্রীবনমনঞ্চ ।]

তানুবাচ হরিশ্রেষ্ঠো হনূমান্ বানরর্ষভঃ ।
অব্যগ্রমনসো যূয়ং মধু সেবত বানরাঃ ॥১
অহমাবর্জয়িষ্যামি যুষ্মাকং পরিপন্থিনঃ ।
শ্রুত্বা হনূমতো বাক্যং হরীণাং প্রবরোঽঙ্গদঃ ॥২
প্রত্যুবাচ প্রসন্নাত্মা পিবন্তু হরয়ো মধু ।
অবশ্যং কৃতকার্য্যস্য বাক্যং হনুমতো ময়া ॥৩
অকার্য্যমপি কর্ত্তব্যং কিমঙ্গং পুনরীদৃশম্ ।
অঙ্গদস্য মুখাচ্ছ্রুত্বা বচনং বানরর্ষভাঃ ॥৪
সাধু সাধ্বিতি সংহৃষ্টা বানরাঃ প্রত্যপূজয়ন্ ।
পূজয়িত্বাঙ্গদং সর্বে বানরাঃ বানরর্ষভম্ ॥৫
জগ্মুর্মধুবনং যত্র নদীবেগ ইব দ্রুমম্ ।
তে প্রবিষ্টা মধুবনং পালানাক্রম্য শক্তিতঃ ॥৬
অতিসর্গাচ্চ পটবো দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা চ মৈথিলীম্ ।
পপুঃ সর্বে মধু তদা রসবৎ ফলমাদদুঃ ॥৭
উৎপত্য চ ততঃ সর্বে বনপালান্ সমাগতান্ ।
তে তাড়য়ন্তঃ শতশঃ সক্তা মধুবনে তদা ॥৮

দ্বিষষ্টিতম সর্গ

[হনুমানের অনুমতি পাইয়া বানরগণ কর্তৃক ক্ষোভের সহিত মধুবনে প্রবেশ পূর্বক মধুপান করিয়া সঙ্গীত নৃত্যাদি দ্বারা মত্তের ন্যায় আচরণ করিতে করিতে নিষেধপ্রবৃত্ত বনরক্ষকগণকে বিতাড়ন, বিতাড়িত বনরক্ষকগণের দধিমুখের নিকট সমস্ত নিবেদন, পুনরায় দধিমুখ নিষেধপ্রবৃত্ত হইলে অঙ্গদ কর্তৃক দধিমুখকে প্রহার করিতে করিতে ভূতলে নিষ্পেষণ, তখন সুগ্রীবের নিকট নিবেদনাভিপ্রায়ে দধিমুখ ও বনরক্ষকগণের কিষ্কিন্ধায় গমন এবং রামসমীপস্থ সুগ্রীবের চরণে প্রণাম জ্ঞাপন।]

হরিশ্রেষ্ঠ বানরোত্তম হনুমান্ তাহাদিগকে বলিলেন, বানরগণ তোমরা অব্যগ্রচিত্তে মধু সেবন কর। তোমাদের প্রতিকূল শত্রুদের আমি নিবারণ করিব। হনুমানের বাক্য শ্রবণে প্রসন্নচিত্ত বানরপ্রবর অঙ্গদ বলিলেন— কপিগণ মধু পান করুক। কৃতকার্য্য (হইয়া প্রত্যাবৃত্ত) হনুমানের বাক্য (আদেশ) অকার্য্য হইলেও আমাদের অবশ্যই তাহা পালন করা কর্তব্য ; (ইহাতে অকার্য্য নহে) এইরূপ কার্য্যের কথাই বা কি ? বানরোত্তমগণ অঙ্গদের মুখ হইতে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে "সাধু, সাধু" বলিয়া অভিনন্দিত করিল। বানরগণ বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সমস্ত বানরই (যে পথে গেলে মধুবনের বৃক্ষভাগে যাওয়া যায় সেই পথে) মধুবনে ক্রমাভিমুখে নদীর স্রোতের ন্যায় প্রধাবিত হইল। সীতার দর্শনও (হনুমানের নিকট তাঁহার বার্তা) শ্রবণ করিয়া (নির্ভীকচিত্ত) বানরগণ অঙ্গদের অনুমতি পাইয়া মধুবনে প্রবেশ পূর্বক সামর্থ্যানুসারে পালকগণকে আক্রমণ করিয়া মধুপান

মধূনি দ্রোণমাত্রাণি বাহুভিঃ পরিগৃহ্য তে।
পিবন্তি কপয়ঃ কেচিৎ সঙ্ঘশস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥৯

ঘ্নন্তি স্ম সহিতাঃ সর্ব্বে ভক্ষয়ন্তি তথাপরেঃ।
কেচিৎ পীত্বাপবিধ্যন্তি মধূনি মধুপিঙ্গলাঃ ॥১০

মধূচ্ছিষ্টেন কেচিচ্চ জঘ্নুরন্যোন্যমুৎকটাঃ।
অপরে বৃক্ষমূলেষু শাখা গৃহ্য ব্যবস্থিতাঃ ॥১১

অত্যর্থঞ্চ মদগ্লানাঃ পর্ণান্যাস্তীর্য্য শেরতে।
উন্মত্তবেগাঃ প্লবগা মধুমত্তাশ্চ হৃষ্টবৎ ॥১২

ক্ষিপন্ত্যপি তথান্যোন্যং স্খলন্তি চ তথাপরে।
কেচিৎ ক্ষ্বেড়ান্ প্রকুর্বন্তি
কেচিৎ কূজন্তি হৃষ্টবৎ ॥১৩

হরয়ো মধুনা মত্তাঃ কেচিৎ সুপ্তা মহীতলে।
ধৃষ্টাঃ কেচিদ্ধসন্ত্যন্যে কেচিৎ কুর্বন্তি চেতরৎ ॥১৪

কৃত্বা কেচিদ্ বদন্ত্যন্যে কেচিদ্ বুধ্যন্তি চেতরৎ।
যেঽপ্যত্র মধুপালাঃ স্যুঃ প্রেষ্যা দধিমুখস্য তু ॥১৫

তেঽপি তৈর্বানরৈর্ভীমৈঃ প্রতিষিদ্ধা দিশো গতাঃ।
জানুভিশ্চ প্রঘৃষ্টাশ্চ দেবমার্গঞ্চ দর্শিতাঃ ॥১৬

অব্রুবন্ পরমোদ্বিগ্না গত্বা দধিমুখং বচঃ।
হনূমতা দত্তবরৈর্হতং মধুবনং বলাৎ।
বয়ঞ্চ জানুভির্ঘৃষ্টা দেবমার্গঞ্চ দর্শিতাঃ ॥১৭

তদা দধিমুখঃ ক্রুদ্ধো বনপস্তত্র বানরঃ।
হতং মধুবনং শ্রুত্বা সান্ত্বয়ামাস তান্ হরীন্ ॥১৮

এতাগচ্ছত গচ্ছামো বানরানতিদর্পিতান্।
বলেনাবারয়িষ্যামি প্রভুঞ্জানান্ মধূত্তমম্ ॥১৯

শ্রুত্বা দধিমুখস্যেদং বচনং বানরর্ষভাঃ।
পুনর্বীরা মধুবনং তেনৈব সহিতা যযুঃ ॥২০

করিল ও রসাল ফল আহরণ করিল। অতঃপর সমাগত শতশত পালকগণকেও বিতাড়িত করিয়া মধুপানে সমাসক্ত হইল।১-৮

বিদ্যমান বানরসঙ্ঘের মধ্যে কেহ কেহ দ্রোণ (অষ্ট আঢ়ক) পরিমিত মধু বাহু (হস্ত) যুগলে গ্রহণ করিয়া সন্তোষ সহকারে মধু পান করিতে লাগিল। মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ সেই বানরগণ সম্মিলিত হইয়া কেহ কেহ পরস্পর মারামারি করিতে লাগিল; কেহ কেহ অপরকে ভোজন করাইতে লাগিল, কেহ বা মধু পান করিয়া মৌচাকগুলি ফেলিয়া দিতে লাগিল। কেহ কেহ মদমত্ত হইয়া উচ্ছিষ্ট মধু (সিক্থ) দ্বারা অপরকে আঘাত করিল। কেহ শাখা আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষমূলে অবস্থান করিল। উন্মত্ত বেগশালী মদমত্ত ও হৃষ্টচিত্ত কোন কোন বানর অপরিমিত মধু পানে গ্লানিবশতঃ (বৃক্ষের) পত্রসমূহ বিস্তীর্ণ করিয়া (পত্র শয্যা রচনা করিয়া) তাহাতে শয়ন করিল। সমধিক আনন্দে পরস্পর পরস্পরকে দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কেহ কেহ (পদযুগলে ব্যথিত হইয়া) স্খলিত হইয়া পড়িল, কেহ কেহ সিংহনাদ করিতে লাগিল, কেহ বা হৃষ্টচিত্তে কূজন করিল, মধু পানে মত্ত কোন কোন বানর ভূতলে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। কেহ আনন্দে অপরকে উপহাস করিল, কেহ (হাস্যের ইতর) রোদন করিতে লাগিল, কেহ এক প্রকার কথা বলিলে অপরে তাহার ভিন্নার্থ গ্রহণ করিল। দধিমুখের প্রেষিত যে সকল মধুপালক কর্মচারী এই স্থানে (বন রক্ষায়) নিযুক্ত ছিল, তাহারা এই সমস্ত ভয়ঙ্কর বানর কর্ত্তৃক পাদদ্বয় দ্বারা আকাশে উৎক্ষিপ্ত ও উৎপীড়িত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিল। অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে তাহারা দধিমুখের নিকট গিয়া বলিল—হনুমানের বর (অনুমতি) প্রাপ্ত বানরগণ বলপূর্বক মধুবন বিনষ্ট করিয়াছে। আমাদের জানুযুগল আকর্ষণ করিয়া আমাদিগকে গগনমার্গে উৎক্ষেপণ করিয়াছে।৯-১৭

তখন বনপালক বানর দধিমুখ মধুবনকে বিনষ্ট হইতে জানিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। সেই বানরদিগকে সান্ত্বনা দিলেন—তোমরা চল—উত্তম মধুবন ভগ্নকারী অতিদর্পিত বানরদিগকে আমি বলপূর্বক নিবারণ করিতেছি।১৮-১৯

মধ্যে চৈষাং দধিমুখঃ সুপ্রগৃহ্য মহাতরুম্ ।
সমভ্যধাবন্ বেগেন সর্ব্বে তে চ প্লবঙ্গমাঃ ॥২১

তে শিলাঃ পাদপাংশ্চৈব পাষাণানপি বানরাঃ ।
গৃহীত্বাভ্যাগমন্ ক্রুদ্ধা যত্র তে কপি কুঞ্জরাঃ* ॥২২

বলান্নিবারয়ন্তশ্চ আসেদুর্হরয়ো হরীন্ ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ ক্রুদ্ধা ভৎ´সয়ন্তো মুহুর্মুহুঃ ॥২৩

অথ দৃষ্ট্বা দধিমুখং ক্রুদ্ধং বানরপুঙ্গবাঃ ।
অভ্যধাবন্ত বেগেন হনূমৎপ্রমুখাস্তদা ॥২৪

স বৃক্ষং তং মহাবাহুমাপতন্তং মহাবলম্ ।
বেগবন্তং বিজগ্রাহ বাহুভ্যাং কুপিতোঽঙ্গদঃ ॥২৫

মদান্ধো ন কৃপাং চক্রে আর্য্যকোঽয়ং মমেতি সঃ ।
অথৈনং নিষ্পিপেষাশু বেগেন বসুধাতলে ॥২৬

স ভগ্নবাহূরুমুখো বিহ্বলঃ শোণিতোক্ষিতঃ ।
প্রমুমোহ মহাবীরো মুহূর্ত্তং কপিকুঞ্জরঃ ॥২৭

[স সমাশ্বস্য সহসা সংক্রুদ্ধো রাজমাতুলঃ ।
বানরান্ বারয়ামাস দণ্ডেন মধুমোহিতান্]

স কথঞ্চিদ্ বিমুক্তস্তৈর্বানরৈর্বানরর্ষভঃ ।
উবাচৈকান্তমাগত্য স্বান্ ভৃত্যান্ সমুপাগতান্ ॥২৮

এতাগচ্ছত গচ্ছামো ভর্ত্তা নো যত্র বানরঃ ।
সুগ্রীবো বিপুলগ্রীবঃ সহ রামেণ তিষ্ঠতি ॥২৯

সর্ব্বং চৈবাঙ্গদে দোষং শ্রাবয়িষ্যাম পার্থিবে ।
অমর্ষী বচনং শ্রুত্বা ঘাতয়িষ্যতি বানরান্ ॥৩০

দধিমুখের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক বানরমুখ্যগণ তাঁহার সহিত পুনরায় মধুবনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল ।২০

তাহাদের মধ্যবর্ত্তী দধিমুখ বিশাল বৃক্ষ গ্রহণ করিয়া তাহাদের সহিত মহাবেগে ধাবিত হইতে লাগিল ।২১

সেই ক্রুদ্ধ বানরগণ শিলা, বৃক্ষ ও প্রস্তরসকল লইয়া (হনুমান্ প্রমুখ) বানর প্রধানগণের অভিমুখে চলিতে লাগিল ।২২

ক্রোধে ওষ্ঠপুট দংশন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ তিরস্কার করিতে করিতে বানরগণ সেই (হনুমৎপক্ষীয়) বানরগণকে পরাক্রমের সহিত নিবারণ করিতে লাগিল ।২৩

অনন্তর দধিমুখকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া হনুমৎপ্রমুখ বানরগণ (তদভিমুখে) সবেগে ধাবিত হইলেন ।২৪

বৃক্ষের সহিত মহাবল মহাবাহু মহাবেগে আপতিত দধিমুখকে ক্রুদ্ধ অঙ্গদ বাহুদ্বয় দ্বারা ধরিয়া ফেলিলেন ।২৫

সেই মদান্ধ অঙ্গদ ইনি (দধিমুখ সুগ্রীবের মাতুল অতএব) আমার পূজ্য আর্য্য—ইহা ভাবিয়া (দধিমুখের প্রতি) কৃপা করিলেন না, সত্বরই তাঁহাকে ভূতলে নিষ্পিষ্ট করিলেন ।২৬

বাহু, উরু ও মুখ ভগ্ন হইলে কপিকুঞ্জর মহাবীর দধিমুখ বিহ্বল পড়িলেন এবং রক্তাক্ত হৃদয়ে মুহূর্ত্ত কালমধ্যে মূর্চ্ছিত হইলেন ।২৭

(ক্রুদ্ধ রাজমাতুল সহসা আশ্বস্ত হইয়া দণ্ডদ্বারা মধু-মোহিত বানরগণকে নিবারণ করিলেন ।—অধিক পাঠ ।)

অতি কষ্টে কোন প্রকারে সেই বানরগণকর্ত্তৃক বিমুক্ত সেই বানরশ্রেষ্ঠ (দধিমুখ) নিভৃত স্থানে আসিয়া সমুপাগত নিজ ভৃত্যবর্গকে বলিলেন ।২৮

এস, চল, আমাদের রাজা বিশালগ্রীব সুগ্রীব রামের সহিত যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন—আমরা তথায় যাই । সমস্ত দোষই অঙ্গদের—ইহা রাজাকে শোনাইব । ক্রুদ্ধ রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া বানরগণকে বধ করাইবেন ।২৯-৩০

---

* ২২ নং শ্লোকের পর অধিক দেখা যায়,—

তে স্বামিবচনং বীরা হৃদয়েষ্ববসজ্য তৎ ।
ত্বরয়া হ্যভ্যধাবন্ত সাল-তাল-শিলায়ুধাঃ ॥
বৃক্ষস্থাংশ্চ তলস্থাংশ্চ বানরান্ বলদর্পিতান্ ।
অভ্যক্রামংস্ততো বীরাঃ পালাস্তত্র সহস্রশঃ ॥

সেই বীরেরা প্রভুর বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া শাল, তাল ও শিলারূপ আয়ুধহস্তে দ্রুতগতিতে ছুটিতে লাগিল এবং সেই বীরপালকগণ বৃক্ষস্থিত ও বৃক্ষতলস্থিত বলদর্পিত সহস্র সহস্র বাণরকে আক্রমণ করিল ।—অধিক পাঠ

ইষ্টং মধুবনং হ্যেতৎ সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
পিতৃপৈতামহং দিব্যং দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥৩১
স বানরানিমান্ সর্ব্বান্ মধুলুব্ধান্ গতায়ুষঃ।
ঘাতয়িষ্যতি দণ্ডেন সুগ্রীবঃ সসুহৃজ্জনান্ ॥৩২
বধ্যা হ্যেতে দুরাত্মানো নৃপাজ্ঞাপরিপন্থিনঃ।
অমর্ষপ্রভবো রোষঃ সফলো মে ভবিষ্যতি ॥৩৩
এবমুক্ত্বা দধিমুখো বনপালান্ মহাবলঃ।
জগাম সহসোৎপত্য বনপালৈঃ সমন্বিতঃ ॥৩৪
নিমেষান্তরমাত্রেণ স হি প্রাপ্তো বনালয়ঃ।
সহস্রাংশুসুতো ধীমান্ সুগ্রীবো যত্র বানরঃ ॥৩৫
রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চৈব দৃষ্ট্বা সুগ্রীবমেব চ।
সমপ্রতিষ্ঠাং জগতীমাকাশান্নিপপাত হ ॥৩৬

স নিপত্য মহাবীরঃ সর্ব্বৈস্তৈঃ পরিবারিতঃ।
হরির্দধিমুখঃ পালৈঃ পালানাং পরমেশ্বরঃ ॥৩৭

স দীনবদনো ভূত্বা কৃত্বা শিরসি চাঞ্জলিম্।
সুগ্রীবস্যাশু তৌ মূর্দ্ধ্না চরণৌ প্রত্যপীড়য়ৎ ॥৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

এই মনোরম মধুবন মহাত্মা সুগ্রীবের একান্ত অভিলষিত এবং পিতৃপিতামহের (কাল হইতে) অধিকৃত, দেবগণও ইহাতে প্রবেশ করিতে পারেন না।৩১

সুগ্রীব দণ্ড প্রয়োগদ্বারা সুহৃদ্বর্গের সহিত এই গতায়ুঃ মধুলব্ধ বানরগণের বধসাধন করিবেন।৩২

রাজাজ্ঞালঙ্ঘনকারী এই দুরাত্মাসকল অবশ্য বধযোগ্য। (তাহা হইলে) আমার অমর্ষসঞ্জাত রোষও সফল হইবে।৩৩

মহাবল দধিমুখ বনরক্ষকগণকে এই কথা বলিয়া বনপালগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া সহসা উল্লম্ফনপূর্ব্বক চলিতে লাগিলেন।৩৪

সেই বনবাসী বানর নিমেষমধ্যে সূর্য্যপুত্র ধীমান্ বানর সুগ্রীব যেখানে আছেন, সেখানে উপস্থিত হইলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে দেখিয়া দধিমুখ আকাশ হইতে সমতলভূমিতে অবতরণ করিলেন।৩৫-৩৬

বানর সেই সকল বনপালগণে পরিবৃত বন-পালাধিপতি মহাবীর কপি দধিমুখ নিপতিত হইয়া দীনবদনে কৃতাঞ্জলিপুটে সুগ্রীবের চরণযুগল স্বীয় মস্তকের দ্বারা নিপীড়িত করিলেন।৩৭-৩৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[দধিমুখেন সুগ্রীবায় মধুবনবিধ্বংসনসন্দেশনিবেদনম্, লক্ষ্মণস্য সুগ্রীবসমীপে দধিমুখবৃত্তান্ত-জিজ্ঞাসা, তদ্‌বৃত্তান্তমাকর্ণ্য বনারাণাঞ্চ হর্ষোদয়মবগম্য লক্ষ্মণস্য সীতাসন্ধানপ্রাপ্তিনিশ্চয়ঃ, দধিমুখায়াশ্বাসপ্রদানং, সত্বরমঙ্গদপ্রভৃতীন্ প্রেষয়িতুং নির্দেশশ্চ ।]

ততো মূর্দ্ধ্না নিপতিতং বানরং বানরর্ষভঃ ।
দৃষ্ট্বৈবোদ্বিগ্নহৃদয়ো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥১

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কস্মাত্ত্বং পাদয়োঃ পতিতো মম ।
অভয়ং তে প্রদাস্যামি সত্যমেবাভিধীয়তাম্ ॥২

কিং সম্ভ্রমাদ্ধিতং কৃৎস্নং ব্রূহি যদ্ বক্তুমর্হসি ।
কচ্চিন্মধুবনে স্বস্তি শ্রোতুমিচ্ছামি বানর ॥ ৩

স সমাশ্বাসিতস্তেন সুগ্রীবেণ মহাত্মনা ।
উত্থায় স মহাপ্রাজ্ঞো বাক্যং দধিমুখোঽব্রবীৎ ॥৪

নৈবর্ক্ষরজসা রাজন্ ন ত্বয়া ন চ বালিনা ।
বনং নিসৃষ্টপূর্ব্বং তে নাশিতং তত্তু বানরৈঃ ॥৫

ন্যবারয়মহং সর্ব্বান্ সহৈভির্বনচারিভিঃ ।
অচিন্তয়িত্বা মাং হৃষ্টা ভক্ষয়ন্তি পিবন্তি চ ॥৬

এভিঃ প্রধর্ষণায়াঞ্চ বারিতং বনপালকৈঃ ।
মামপ্যচিন্তয়ন্ দেব ভক্ষয়ন্তি বনৌকসঃ ॥৭

শিষ্টমত্রাপবিধ্যন্তি ভক্ষয়ন্তি তথাপরে ।
নিবার্য্যমাণাস্তে সর্ব্বে ভ্রুকুটিং দর্শয়ন্তি হি ॥৮

ইমে হি সংরক্তরাস্তদা তৈঃ সম্প্রধর্ষিতঃ ।
নিবার্যন্তে বনাত্তস্মাৎ ক্রুদ্ধৈর্বানরপুঙ্গবৈঃ ॥৯

ত্রিষষ্টিতম সর্গ

[দধিমুখ কর্তৃক সুগ্রীবের নিকট মধুবনবিধ্বংসন সংবাদ নিবেদন, লক্ষ্মণ কর্তৃক সুগ্রীবকে দধিমুখের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা, দধিমুখের বৃত্তান্ত শুনিয়া ও বানরগণের হর্ষোদয় অবগত হইয়া লক্ষ্মণের সীতার সন্ধানপ্রাপ্তি নিশ্চয়, দধিমুখকে আশ্বাস প্রদান এবং অঙ্গদ প্রভৃতিকে সত্বর পাঠাইয়া দিবার আদেশদান ।]

অনন্তর অবনতমস্তকে বানর (দধিমুখ)কে নিপতিত হইতে দেখিয়া বানররাজ সুগ্রীব উৎকণ্ঠিতচিত্তে তাঁহাকে বলিলেন ।১

উত্থিত হউন, উত্থিত হউন—আপনি আমার পদতলে পড়িলেন কেন? আপনাকে অভয়প্রদান করিতেছি—আপনি সত্য ঘটনা বলুন। কাহার ভয়ে আপনি এস্থানে আসিয়াছেন ? (আমার বা আপনার) সমস্ত মঙ্গলজনক বাক্য (উচিত বা অনুচিত) যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহা বলুন । হে বানর ! মধুবনের মঙ্গল ত ? তাহাও শুনিতে ইচ্ছা করি ।২-৩

মহাত্মা সুগ্রীব কর্তৃক সমাশ্বাসিত মহাপ্রাজ্ঞ দধিমুখ সমুত্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ।৪

রাজন্ ! ঋক্ষবৃন্দ, আপনি অথবা বালী পূর্বে কেহই মধুবনকে (বানরগণের) যথেচ্ছ ভোগের জন্য উৎসর্গ করেন নাই। (অঙ্গদপ্রমুখ) বানরগণ তাহা (সেই বন) নষ্ট করিয়া দিয়াছে ।৫

এই বনচারী বানরগণের সহিত আমি তাহাদের নিবারণ করিলেও তাহারা হৃষ্টচিত্তে ফল ভক্ষণ ও মধুপান করিতেছে ।৬

দেব ! (হনুমৎপ্রমুখ) বনবাসী বানরগণ মধুবন নষ্ট করিতে থাকিলে এই বনরক্ষকগণ নিবারণ করিয়াছিল। (আমি গেলে) আমাকেও অবজ্ঞা করিয়া তাহারা ভক্ষণ করিতেছে ।৭

তাহারা ভক্ষণও করিতেছে, অবশিষ্ট (ভুক্তাবশিষ্ট)

ততস্তৈর্বহুভির্বীরৈর্বানরৈর্বানরর্ষভাঃ।
সংরক্তনয়নৈঃ ক্রোধাদ্ধরয়ঃ সম্প্রধর্ষিতাঃ ॥১০
পাণিভির্নিহতাঃ কেচিৎ কেচিজ্জানুভিরাহতাঃ।
প্রকৃষ্টাশ্চ তদা কামং দেবমার্গঞ্চ দর্শিতাঃ ॥১১
এবমেতে হতাঃ শূরাস্ত্বয়ি তিষ্ঠতি ভর্তরি।
কৃৎস্নং মধুবনং চৈব প্রকামং তৈশ্চ ভক্ষ্যতে ॥১২
এবং বিজ্ঞাপ্যমানং তং সুগ্রীবং বানরর্ষভম্।
অপৃচ্ছৎ তং মহাপ্রাজ্ঞো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ॥১৩
কিময়ং বানরো রাজন্ বনপঃ প্রত্যুপস্থিতঃ।
কিঞ্চার্থমভিনির্দিশ্য দুঃখিতো বাক্যমব্রবীৎ ॥১৪
এবমুক্তস্তু সুগ্রীবো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
লক্ষ্মণং প্রত্যুবাচেদং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥১৫
আর্য্য লক্ষ্মণ সম্প্রাহ বীরো দধিমুখঃ কপিঃ।
অঙ্গদপ্রমুখৈর্বীরৈর্ভক্ষিতং মধু বানরৈঃ ॥১৬

বিধ্বংস করিয়া দিতেছে; নিবারিত হইয়া সকলেই ভ্রূকুটি প্রদর্শন করিতেছে।৮

নিবারণ উদ্দেশ্যে প্রযত্নকারী এই বনরক্ষক বানরগণ ক্রুদ্ধ সেই শ্রেষ্ঠ বানরগণ কর্তৃক নিপীড়িত ও সেই বন হইতে বিতাড়িত হইয়াছে।৯

তারপর ক্রুদ্ধ সংরক্তনয়ন বীর বহু বানর কর্তৃক এই বানরোত্তমগণ নির্য্যাতিত হইয়াছে।১০

কেহ ভগ্নবাহু, কেহ ভগ্নজানু হইয়া আহত হইয়াছে; কেহ বলপূর্বক আকৃষ্ট (গৃহীত) হইয়া ইচ্ছামত গগনমার্গে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।১১

আপনি প্রভু থাকা সত্বেও এই বানরেরা এই ভাবে আহত হইল, আর তাহারা সেই সমগ্র মধুবন স্বেচ্ছানুসারে ভক্ষণ করিল।১২

এইরূপ বিজ্ঞাপিত বানররাজ সুগ্রীবকে শত্রু-বীরঘাতী মহাপ্রাজ্ঞ লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন।১৩

রাজন্! এই প্রত্যুপস্থিত বানর কি বন-পালক? কোন্ বিষয় জ্ঞাপন করিয়া দুঃখিতভাবে কথা বলিতেছে? মহাত্মা লক্ষ্মণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বাক্য-বিশারদ সুগ্রীব তাঁহাকে প্রত্যুত্তর বাক্যে বলিলেন।১৪-১৫

নৈষামকৃতকার্য্যাণামীদৃশঃ স্যাদ্ ব্যতিক্রমঃ।
বনং যদভিপন্নাস্তে সাধিতং কর্ম্ম তদ্ ধ্রুবম্ ॥১৭
বারয়ন্তো ভৃশং প্রাপ্তাঃ পালা জানুভিরাহতাঃ।
তথা ন গণিতশ্চায়ং কপির্দধিমুখো বলী ॥১৮
পতির্মম বনস্যায়মস্মাভিঃ স্থাপিতঃ স্বয়ম্।
দৃষ্টা দেবী ন সন্দেহো ন চান্যেন হনূমতা ॥১৯
ন হ্যন্যঃ সাধনে হেতুঃ কর্ম্মণোঽস্য হনূমতঃ।
কার্য্যসিদ্ধির্হনূমতি মতিশ্চ হরিপুঙ্গবে ॥২০
ব্যবসায়শ্চ বীর্যঞ্চ শ্রুতং চাপি প্রতিষ্ঠিতম্।
জাম্ববান্ যত্র নেতা স্যাদঙ্গদশ্চ মহাবলঃ ॥২১
হনূমাংশ্চাপ্যধিষ্ঠাতা ন তত্র গতিরন্যথা।
অঙ্গদপ্রমুখৈর্বীরৈর্হতং মধুবনং কিল ॥২২
বিচিত্য দক্ষিণামাশামাগতৈর্হরিপুঙ্গবৈঃ।
আগতৈশ্চাপ্রধৃষ্যং তদ্ধতং মধুবনং হি তৈঃ ॥২৩

আর্য্য! লক্ষ্মণ! বীর বানর দধিমুখ বলিতেছেন,—অঙ্গদপ্রমুখ বীর বানরগণ মধু ভক্ষণ করিয়াছে।১৬

(আমাদের নিযুক্ত কার্য্যসাধনে) অকৃতকার্য্য হইলে ইহাদের এইরূপ ব্যতিক্রম হইত না; যেহেতু তাহারা বনবিধ্বংসনে প্রবৃত্ত; অতএব তাহারা সেই কার্য্য নিশ্চয়ই সাধন করিয়াছে—সন্দেহ নাই।১৭

পালকগণ নিবারণ করিতে গিয়া অত্যন্ত গুরুতর-ভাবে ভগ্নজানু হইয়া (আমার নিকট) উপস্থিত হইয়াছে এবং বলবান্ মদীয় বনের অধিপতি আমাদের দ্বারা স্বেচ্ছায় সংস্থাপিত সেই বানর দধিমুখকে গ্রাহ্য করে নাই। অন্য কেহ নহে—হনুমানই দেবী (সীতা)র দর্শন লাভ করিয়াছে—সন্দেহ নাই।১৮-১৯

হনুমান্ ব্যতীত এই কর্ম সংসাধনে (প্রধান) কারণ হইতে পারেন না। কর্মসাধনবুদ্ধি, প্রজ্ঞা, অধ্যবসায়, বীর্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান বানরসত্তম হনুমানেই সুপ্রতিষ্ঠিত। যাহাতে (সৈন্যবাহিনীতে) জাম্ববান্ (মুখ্য) নেতা, মহাবল অঙ্গদ সর্ববানর-নিয়ন্তা; হনুমান্ বুদ্ধিদাতা, তথায় (সেই সৈন্যে) অন্যান্য পথে গমন সম্ভব নহে। অঙ্গদপ্রমুখ বীরগণ মধুবন নষ্ট করিয়াছে।২০-২২

ধর্ষিতঞ্চ বনং কৃৎস্নমুপযুক্তন্তু বানরৈঃ।
পাতিতা বনপালাস্তে তদা জানুভিরাহতাঃ ॥২৪
এতদর্থময়ং প্রাপ্তো বক্তুং মধুরবাগিহ।
নাম্না দধিমুখো নাম হরিঃ প্রখ্যাতবিক্রমঃ ॥২৫
দৃষ্টা সীতা মহাবাহো সৌমিত্রে পশ্য তত্ত্বতঃ।
অভিগম্য যথা সর্ব্বে পিবন্তি মধু বানরাঃ ॥২৬
ন চাপ্যদৃষ্ট্বা বৈদেহীং বিশ্রুতাঃ পুরুষর্ষভ।
বনং দত্তবরং দিব্যং ধর্ষয়েয়ুর্বনৌকসঃ ॥২৭
ততঃ প্রহৃষ্টো ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণঃ সহরাঘবঃ।
শ্রুত্বা কর্ণসুখাং বাণীং সুগ্রীববদনাচ্চ্যুতাম্ ॥২৮
প্রাহৃষ্যত ভৃশং রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাযশাঃ।
শ্রুত্বা দধিমুখস্যৈবং সুগ্রীবস্তু প্রহৃষ্য চ ॥২৯
বনপালং পুনর্বাক্যং সুগ্রীবঃ প্রত্যভাষত।
প্রীতোঽস্মি সোঽহং যদ্ভুক্তং বনং তৈঃ কৃতকর্ম্মভিঃ ॥৩০
ধর্ষিতং মর্ষণীয়ঞ্চ চেষ্টিতং কৃতকর্ম্মণাম্।
গচ্ছ শীঘ্রং মধুবনং সংরক্ষস্ব ত্বমেব হি ॥
শীঘ্রং প্রেষয় সর্ব্বাংস্তান্ হনূমৎপ্রমুখান্ কপীন্ ॥৩১
ইচ্ছামি শীঘ্র হনূমৎপ্রধানাঞ্-
শাখামৃগাংস্তান্ মৃগরাজদর্পান্।
প্রষ্টুং কৃতার্থান্ সহ রাঘবাভ্যাং
শ্রোতুঞ্চ সীতাধিগমে প্রযত্নম্ ॥৩২
প্রীতিস্ফীতাক্ষৌ সম্প্রহৃষ্টৌ কুমারৌ
দৃষ্ট্বা সিদ্ধার্থৌ বানরাণাঞ্চ রাজা।
অঙ্গৈঃ প্রহৃষ্টৈঃ কার্য্যসিদ্ধিং বিদিত্বা
বাহ্বোরাসন্নামতিমাত্রং ননন্দ ॥৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

দক্ষিণদিক্ অন্বেষণপূর্ব্বক প্রত্যাগত মুখ্য বানরগণ কর্ত্তৃক মধুবনে প্রবেশ পূর্ব্বক সমগ্র বন বিধ্বস্ত ও উপভুক্ত হইয়াছে এবং সেই সময়ে (বাধাপ্রদানকারী) বনপালক জানুপ্রহারে আহত ও নিপতিত হইয়াছে।২৩-২৪

এই বিখ্যাতবিক্রম মধুরভাষী দধিমুখ নামক বানর এই (সংবাদ জানাইবার) জন্য আমার নিকট উপনীত হইয়াছেন।২৫

হে মহাবাহো! সুমিত্রানন্দন! যথার্থ বিচার করিয়া দেখুন—বানরসকল প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন মধুপানে নিরত, তখন নিশ্চয়ই সীতাদেবীর দর্শন ঘটিয়াছে—সন্দেহ নাই।২৬

হে পুরুষোত্তম! বনবাসী বিখ্যাত বানরবর্গ বৈদেহীর দর্শন না পাইলে কখনই বররূপে দেবগণ প্রদত্ত—এই দিব্য কানন ভঙ্গে প্রবৃত্ত হইত না।২৭

ধর্ম্মাত্মা রাম ও যশস্বী লক্ষ্মণ সুগ্রীবের মুখনিঃসৃত শ্রবণমনোহর এই মধুর বাণী শ্রবণে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।২৮

মহাযশা রাম ও লক্ষ্মণ অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন। দধিমুখের কথা শ্রবণ করিয়া সুগ্রীবও সংহৃষ্টমানসে তাঁহাকে (দধিমুখকে) পুনরায় বলিলেন,—তাহারা যে কৃতকার্য্য হইয়া মধুবন উপভোগ করিয়াছে, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম।২৯-৩০

সফলতা লাভ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত সেই বানরগণের এই ধর্ষণাদি অবমানাচরণ ক্ষমার যোগ্য সহনীয়। শীঘ্র প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আপনিই সেই মধুবন রক্ষা করুন এবং সত্বর সেই হনুমৎপ্রমুখ বানরগণকে (আমার নিকট) পাঠাইয়া দেন।৩১

সিংহ (তুল্য)-পরাক্রম সম্পাদিত কার্য্য হনুমৎ-প্রধান শাখামৃগগণকে রাম ও লক্ষ্মণের সহিত আমি শীঘ্রই দেখিতে এবং সীতাদেবীকে পুনঃ প্রাপ্তির জন্য তাহাদের অনুষ্ঠিত প্রযত্ন শুনিতে ইচ্ছা করি।৩২

(রাম ও লক্ষ্মণ) কুমারদ্বয়কে হর্ষে রোমাঞ্চিত কলেবর ও প্রীতিবিস্ফারিতনয়নে কৃতার্থ হইতে দেখিয়া বানররাজ সুগ্রীবও সফলকাম হইয়াছেন মনে করিলেন এবং পুলকিতশরীরে কার্য্যসিদ্ধি করতলগত বলিয়া আনন্দিত হইলেন।৩৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় বর্ষ, পৌষ, ১৩৭১] [সপ্তম সংখ্যা—পুষ্যাভিষেক যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত—

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

---

*　　*　　*

যুগ্ম-সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫.০০ টাকা [প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরুসম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই পৌষ, ১৩৭১।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে প্রথমবর্ষে ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম ছয় মাসে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা ও প্রজাপতি-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীরামায়ণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-শ্রীমহাভারত-শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্রসংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

ॐश्रीश्रीगुরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন

অতিশয় আনন্দের সহিত সহৃদয় পাঠকমহোদয়গণকে নিবেদন করিতেছি যে, পরমপূজ্য শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মহারাজ যুদ্ধকাণ্ডের কয়েকটি সর্গের অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীভগবন্নামপ্রচারনিরত অবস্থায় বিভিন্ন কর্মে ব্যস্ত থাকিয়াও তিনি যে অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা কৃতার্থ। তিনি যে যে দিবসে এবং যে যে স্থানে অনুবাদ করিয়াছেন, অনুবাদে তাহা উল্লিখিত হইল।

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন। যাঁহারা তৃতীয় বর্ষের বার্ষিক উপায়ন বাবদ ১৫'০০ টাকা পাঠান নাই, তাঁহাদের উক্ত টাকা সত্বর পাঠাইতে অনুরোধ জানাইতেছি।

বিনীত
সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[মধুবনং প্রত্যাগম্য সুগ্রীবসমাদিষ্টস্য দধিমুখস্য অঙ্গদসমীপে ক্ষমাপ্রার্থনা, ঝটিতি সুগ্রীবসমীপে গমনায় সুগ্রীবাদেশজ্ঞাপনঞ্চ। হনুমৎপ্রভৃতিভিঃ সাকং সুগ্রীবসন্নিধিমুপনীতেনাঙ্গদেন প্রণতিপূর্বকং শ্রীরামচন্দ্রায় সীতাসন্দর্শনাদিবার্তানিবেদনম্।]

সুগ্রীবেণৈবমুক্তস্তু হৃষ্টো দধিমুখঃ কপিঃ।
রাঘবং লক্ষ্মণঞ্চৈব সুগ্রীবং চাভ্যবাদয়ৎ ॥১
স প্রণম্য চ সুগ্রীবং রাঘবৌ চ মহাবলৌ।
বানরৈঃ সহিতঃ শূরৈর্দিবমেবোৎপপাত হ ॥২
স যথৈবাগতঃ পূর্ব্বং তথৈব ত্বরিতং গতঃ।
নিপত্য গগনাদ্ভূমৌ তদ্ বনং প্রবিবেশ হ ॥৩
স প্রবিষ্টো মধুবনং দদর্শ হরিযূথপান্।
বিমদানুদ্ধতান্ সর্ব্বান্ মেহমানান্ মধূদকম্ ॥৪

স তানুপাগমদ্ বীরো বদ্ধ্বা করপুটাঞ্জলিম্।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণমিদং হৃষ্টবদঙ্গদম্ ॥৫
সৌম্য রোষো ন কর্ত্তব্যো যদেভিঃ পরিবারণম্।
অজ্ঞানাদ্ রক্ষিভিঃ ক্রোধাদ্ ভবন্তঃ প্রতিষেধিতাঃ ॥৬
শ্রান্তো দূরাদনুপ্রাপ্তো ভক্ষয়স্ব স্বকং মধু।
যুবরাজস্ত্বমীশশ্চ বনস্যাস্য মহাবল ॥৭
মৌর্খ্যাৎ পূর্ব্বং কৃতো রোষস্তদ্ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি।
যথৈব হি পিতা তেঽভূৎ পূর্ব্বং হরিগণেশ্বরঃ ॥৮

চতুঃষষ্টিতম সর্গ

[মধুবনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সুগ্রীবসমাদিষ্ট দধিমুখের অঙ্গদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং সত্বর সুগ্রীবসমীপ-গমনে সুগ্রীবের আদেশ নিবেদন। হনুমৎ প্রভৃতির সহিত অঙ্গদ কর্ত্তৃক সুগ্রীবসমীপে সমুপনীত হইয়া প্রণামপূর্বক শ্রীরামচন্দ্রকে সীতাসন্দর্শনাদি নিবেদন।]

সুগ্রীব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া হৃষ্টচিত্ত দধিমুখ কপি রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে অভিবাদন করিলেন।১

এবং সুগ্রীব ও মহাবল রাঘবদ্বয় (রাম ও লক্ষ্মণ)কে প্রণাম করিয়া শৌর্য্যসম্পন্ন বানরগণের সহিত ব্যোমমার্গে উৎপতিত হইলেন।২

যে ভাবে তিনি আসিয়াছিলেন, সেইরূপ দ্রুতগতিতে গমন করিলেন এবং গগন হইতে ভূতলে নিপতিত হইয়া সেই বনে প্রবেশ করিলেন।৩

মধুবনে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি মধুবন এবং (মধুর পরিণামে মূত্ররূপে পরিণত) মধু মূত্রসলিল ত্যাগ পূর্বক মদহীন অনুদ্ধত বানরযূথপতি সকলকে দেখিতে লাগিলেন।৪

করপুটে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া বীর দধিমুখ তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং অঙ্গদকে প্রীতিজনক মধুর বাক্যে বলিলেন।৫

হে সৌম্য! অজ্ঞানবশতঃ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া এই বনরক্ষক বানরগণ আপনাদিগকে যে নিবারণ করিয়াছিল, তাহাতে রুষ্ট হওয়া আপনার উচিত হইবে না।৬

হে মহাবল! আপনি যুবরাজ; সুতরাং আপনিও এই বনের অধীশ্বর। দূর পর্য্যটনে শ্রান্ত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব স্বকীয় মধুপান করুন। মূর্খতাবশতঃ আমারও পূর্বকৃত ক্রোধ আপনি ক্ষমা করুন। হে হরিসত্তম! পূর্বে আপনার পিতা যেরূপ বানরগণের

তথা ত্বমপি সুগ্রীবো নান্যস্তু হরিসত্তম।
আখ্যাতং হি ময়া গত্বা পিতৃব্যস্য তবানঘ ॥৯
ইহোপযানং সর্বেষামেতেষাং বনচারিণাম্।
ভবদাগমনং শ্রুত্বা সহৈভির্বনচারিভিঃ ॥১০
প্রহৃষ্টো ন তু রুষ্টোঽসৌ বনং শ্রুত্বা প্রধর্ষিতম্।
প্রহৃষ্টো মাং পিতৃব্যস্তে সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ॥১১
শীঘ্রং প্রেষয় সর্ব্বাংস্তানিতি হোবাচ পার্থিবঃ।
শ্রুত্বা দধিমুখস্যৈতদ্ বচনং শ্লক্ষ্ণমঙ্গদঃ ॥১২
অব্রবীত্তান্ হরিশ্রেষ্ঠো বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।
শঙ্কে শ্রুতোঽয়ং বৃত্তান্তো রামেণ হরিযূথপাঃ ॥১৩
অয়ঞ্চ হর্ষাদাখ্যাতি তেন জানামি হেতুনা।
তৎক্ষমং নেহ নঃ স্থাতুং কৃতে কার্য্যে পরন্তপাঃ ॥১৪
পীত্বা মধু যথাকামং বিক্রান্তা বনচারিণঃ।
কিং শেষং গমনং তত্র সুগ্রীবো যত্র বানরঃ ॥১৫

সর্বে যথা মাং বক্ষ্যন্তি সমেত্য হরিপুঙ্গবাঃ।
তথাস্মি কর্তা কর্ত্তব্যে ভবদ্ভিঃ পরবানহম্ ॥১৬
নাজ্ঞাপয়িতুমীশোঽহং যুবরাজোঽস্মি যদ্যপি।
অযুক্তং কৃতকর্মাণো যূয়ং ধর্ষয়িতুং বলাৎ ॥১৭
ব্রুবতশ্চাঙ্গদস্যৈবং শ্রুত্বা বচনমুত্তমম্।
প্রহৃষ্টমনসো বাক্যমিদমূচুর্বনৌকসঃ ॥১৮
এবং বক্ষ্যতি কো রাজন্ প্রভুঃ সন্ বানরর্ষভ।
ঐশ্বর্য্যমদমত্তো হি সর্বোঽহমিতি মন্যতে ॥১৯
তব চেদং সুসদৃশং বাক্যং নান্যস্য কস্যচিৎ।
সন্নতির্হি তবাখ্যাতি ভবিষ্যচ্ছুভযোগ্যতাম্ ॥২০
সর্বে বয়মপি প্রাপ্তাস্তত্র গন্তুং কৃতক্ষণাঃ।
স যত্র হরিবীরাণাং সুগ্রীবঃ পতিরব্যয়ঃ ॥২১
ত্বয়া হ্যনুক্তৈর্হরিভির্নৈব শক্যং পদাৎ পদম্।
কচিদ্ গন্তুং হরিশ্রেষ্ঠ ব্রূমঃ সত্যমিদস্তু তে ॥২২

অধীশ্বর ছিলেন, অধুনা সুগ্রীব ও আপনি সেইরূপ (বানরগণের অধীশ্বর); অপর কেহ নহে। হে নিষ্পাপ! আপনার পিতৃব্যের নিকটে গিয়া এই বনচারী বানরগণের এস্থানে আগমন বৃত্তান্ত বলিয়াছিলাম। তিনি বনচারিগণের সহিত আপনার আগমন বার্তা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ও বন প্রমথিত শুনিয়া রুষ্ট হইলেন না। আপনার পিতৃব্য পৃথিবীপালক বানরেশ্বর সুগ্রীব আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—তাহাদের সকলকে শীঘ্র (আমার নিকট) পাঠাইয়া দাও। বাক্যবিশারদ অঙ্গদ দধিমুখের এই মনোজ্ঞ বাক্য শ্রবণ করিয়া বানরোত্তম-গণকে বলিলেন,—হে হরিযূথপতিগণ! আমার মনে হয় রামচন্দ্র সমস্ত বৃত্তান্ত নিশ্চয়ই শ্রবণ করিয়াছেন।৭-১৩

যেহেতু এই দধিমুখ যেরূপ হর্ষবশতঃ সুগ্রীবের আদেশ জ্ঞাপন করিতেছেন, সেই কারণেই তাহা জানা যাইতেছে। অতএব হে শত্রুসন্তাপদায়ক বানরগণ! কার্য্যসম্পাদনের পর আর আমাদের এস্থানে অবস্থান যুক্তিযুক্ত নহে।১৪

হে বিক্রমসম্পন্ন বনচারিগণ! ইচ্ছানুসারে যথেষ্ট মধুপান করা হইয়াছে; অবশিষ্ট বা কি আছে? এখন বানর সুগ্রীব যেস্থানে বিদ্যমান, তথায় গমন করা উচিত।১৫

হরিপুঙ্গবগণ সম্মিলিত হইয়া যেভাবে আমাকে বলিতেছেন, তাহাতে আমি কর্তা বটে, তথাপি কর্তব্য বিষয়ে আমি আপনাদের দ্বারা পরাধীন (অর্থাৎ আপনারা ব্যতীত আমি একক কার্য্য সিদ্ধি করিতে সমর্থ নহে)।১৬

যদিও আমি যুবরাজ, তথাপি আপনাদিগকে কোন বিষয়ে আদেশ প্রদান করিতে পারি না। আপনারা কৃতকর্মা (প্রবীণ), আপনাদের প্রতি (আদেশাদি প্রদানে) কোন প্রকার প্রভুত্ব প্রকাশ আমার পক্ষে অন্যায়।১৭

অঙ্গদের এইপ্রকার বিনয়মধুর উত্তম বাক্য শ্রবণ পূর্বক হৃষ্টচিত্তে বনবাসী বানরগণ বলিলেন।১৮

হে বানরসত্তম! রাজন্! ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া সকলেই আত্মাভিমানী হয়, কিন্তু কোন্ ব্যক্তি প্রভু হইয়াও এরূপ বাক্য বলে? ১৯

এরূপ বাক্য আপনারই অনুরূপ—অন্য কাহারও

এবং তু বদতাং তেষামঙ্গদঃ প্রত্যভাষত।
সাধু গচ্ছাম ইত্যুক্ত্বা খমুৎপেতুর্মহাবলাঃ ॥২৩
উৎপতন্তমনূৎপেতুঃ সর্বে তে হরিযূথপাঃ।
কৃত্বাকাশং নিরাকাশং যন্ত্রোৎক্ষিপ্তা ইবোপলাঃ ॥২৪
অঙ্গদং পুরতঃ কৃত্বা হনূমন্তঞ্চ বানরম্।
তেঽম্বরং সহসোৎপত্য বেগবন্তঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥২৫
বিনদন্তো মহানাদং ঘনা বাতেরিতা যথা।
অঙ্গদে সমনুপ্রাপ্তে সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ॥২৬
উবাচ শোকসন্তপ্তং রামং কমললোচনম্।
সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে দৃষ্টা দেবী ন সংশয়ঃ ॥২৭
নাগন্তুমিহ শক্যং তৈরতীতসময়ৈরিহ।
অঙ্গদস্য প্রহর্ষাচ্চ জানামি শুভদর্শন ॥২৮

এরূপ বাক্য শোভা পায় না। আপনার বিনয় আপনার ভবিষ্যৎ শুভ (ভাগ্যোন্নতি রূপ) যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।২০

আমরাও সকলে সমুপস্থিত এবং হরিবীরগণের অব্যয় অধিপতি সুগ্রীবের নিকট গমনের জন্য সমুৎসুক।২১

কিন্তু হে হরিশ্রেষ্ঠ! আপনার আদেশ ব্যতীত বানরগণ একপদও কোথাও যাইতে সমর্থ হইবে না,—ইহা আপনার নিকট সত্য বলিলাম।২২

বানরগণ এই কথা বলিলে অঙ্গদ গমনানুমতি প্রদান করিলেন। "ভাল কথা—চলুন, আমরা যাই" এই কথা বলিয়া মহাবল বানরগণ আকাশে উৎপতিত হইল।২৩

অঙ্গদ (গগনমার্গে) উৎপতিত হইলে সেই হরিযূথপতিগণ গগনমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিয়া যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত শিলাসকলের ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল।২৪

অঙ্গদও হনুমানকে সম্মুখভাগে রাখিয়া বেগশালী বানরগণ সহসা আকাশে উৎপতিত হইয়া পবনসঞ্চালিত মেঘমালার ন্যায় মহানিনাদে নিনাদিত করিতে করিতে চলিতে লাগিল। অঙ্গদ সমীপবর্তী হইলে বানরেশ্বর সুগ্রীব শোকসন্তপ্ত কমললোচন রামকে বলিলেন,—

ন মৎসকাশমাগচ্ছেৎ কৃত্যে হি বিনিপাতিতে।
যুবরাজো মহাবাহুঃ প্লবতামঙ্গদো বরঃ ॥২৯
যদ্যপ্যকৃতকৃত্যানামীদৃশঃ স্যাদুপক্রমঃ।
ভবেত্তু দীনবদনো ভ্রান্তবিপ্লুতমানসঃ ॥৩০
পিতৃপৈতামহং চৈতৎ পূর্ব্বকৈরভিরক্ষিতম্।
ন মে মধুবনং হন্যাদদৃষ্ট্বা জনকাত্মজাম্ ॥৩১
কৌসল্যাসুপ্রজা রাম সমাশ্বসিহি সুব্রত!
দৃষ্টা দেবী ন সন্দেহো ন চান্যেন হনূমতা ॥৩২
নহ্যন্যঃ কর্ম্মণো হেতুঃ সাধনেঽস্য হনূমতঃ।
হনূমতীহ সিদ্ধিশ্চ মতিশ্চ মতিসত্তম ॥৩৩
ব্যবসায়শ্চ শৌর্য্যঞ্চ শ্রুতঞ্চাপি প্রতিষ্ঠিতম্।
জাম্ববান্ যত্র নেতা স্যাদঙ্গদশ্চ হরীশ্বরঃ ॥৩৪

হে শুভদর্শন! আপনার মঙ্গল হইবে। আপনি আশ্বস্ত হউন। ইহারা সীতার দর্শন পাইয়াছে—সন্দেহ নাই। অঙ্গদের প্রহর্ষধ্বনি হইতে তাহা জানা যাইতেছে। অন্যথা তাহারা সময় অতিক্রম করিয়া এখানে আসিতে সাহসী হইত না।২৫-২৮

কার্য্য সিদ্ধি না হইলে বানরমুখ্য যুবরাজ মহাবাহু অঙ্গদ আমার সকাশে আসিত না।২৯

(বানরস্বভাববশতঃ) যদিও অকৃতকার্য্য বানরদের এইরূপ আড়ম্বর হইতে পারে, তথাপি তাহারা (হর্ষান্বিত না হইয়া) উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত ও ম্লানমুখ হইত।৩০

জনকনন্দিনীর সাক্ষাৎকার না পাইলে পূর্বপুরুষ-রক্ষিত পিতৃ-পিতামহক্রমাগত আমার মধুবন বিনষ্ট করিত না।৩১

হে সুব্রত! কৌশল্যাশোভনপুত্র রাম! আপনি আশ্বস্ত হউন। অন্য কেহ নহে—হনুমান্ সীতাদেবীর দর্শনলাভ করিয়াছে—তাহাতে সন্দেহ নাই।৩২

হে বুদ্ধিসত্তম! এই কার্য্য সংসাধনে তাহার (হনুমানের) ন্যায় অন্য কেহ কারণ হইতে পারে না। (কার্য্যসম্পাদিকা) সিদ্ধি, বুদ্ধি, অধ্যবসায়, শৌর্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান—এই সমস্তই হনুমানে সুপ্রতিষ্ঠিত। হরীশ্বর

হনূমাংশ্চাপ্যধিষ্ঠাতা ন তত্র গতিরন্যথা।
মা ভূশ্চিন্তাসমাযুক্তঃ সম্প্রত্যমিতবিক্রম ॥৩৫
যদা হি দর্পিতোদগ্রাঃ সঙ্গতাঃ কাননৌকসঃ।
নৈষামকৃতকার্য্যাণামীদৃশঃ স্যাদুপক্রমঃ ॥৩৬
বনভঙ্গেন জানামি মধূনাং ভক্ষণেন চ।
ততঃ কিলকিলাশব্দং শুশ্রাবাসন্নমম্বরে ॥৩৭
হনূমৎকর্ম্মদৃপ্তানাং নদতাং কাননৌকসাম্।
কিষ্কিন্ধামুপযাতানাং সিদ্ধিং কথয়তামিব ॥৩৮
ততঃ শ্রুত্বা নিনাদং তং কপীনাং কপিসত্তমঃ।
আয়াতাঞ্চিতলাঙ্গূলঃ সোঽভবদ্ধৃষ্টমানসঃ ॥৩৯
আজগ্মুস্তেঽপি হরয়ো রামদর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।
অঙ্গদং পুরতঃ কৃত্বা হনূমন্তঞ্চ বানরম্ ॥৪০

অঙ্গদ ও জাম্ববান্ যে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক, হনুমান্ যাহার (বুদ্ধিদাতৃরূপে) অধিষ্ঠাতা, সে স্থানে কোন অকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। হে অমিতবিক্রম! সম্প্রতি আর চিন্তাক্লিষ্ট হইবেন না।৩৩-৩৫

বলদর্পিত উদগ্র বনবাসিবানরগণ একত্র সম্মিলিত হইয়াছে—অকৃতকার্য্য হইলে ইহাদের এত আড়ম্বর দেখা যাইত না।৩৬

বনভঙ্গ ও মধুভক্ষণের দ্বারাও ইহা বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত হইতেছি। এই সময়ে সুগ্রীব সমীপবর্ত্তী আকাশে হনুমানের কৃতকার্য্যে গর্বিত মহানিনাদকারী বানরগণের কিষ্কিন্ধাসমীপে কার্য্যসিদ্ধির বার্ত্তা নিবেদন করিতে করিতেই যেন সমুত্থাপিত কিলকিলা শব্দ শুনিতে পাইলেন।৩৭-৩৮

অনন্তর কপিসত্তম সুগ্রীব সেই সময়ে কপিগণের সেই (হর্ষ) নিনাদ শ্রবণ করিয়া সংহৃষ্টমানসে লাঙ্গুল উৎক্ষিপ্ত করিলেন।৩৯

তেঽঙ্গদপ্রমুখা বীরাঃ প্রহৃষ্টাশ্চ মদান্বিতাঃ।
নিপেতুর্হরিরাজস্য সমীপে রাঘবস্য চ ॥৪১
হনূমাংশ্চ মহাবাহুঃ প্রণম্য শিরসা ততঃ।
নিয়তামক্ষতাং দেবীং রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ ॥৪২
দৃষ্টা দেবীতি হনুমদ্বদনাদমৃতোপমম্।
আকর্ণ্য বচনং রামো হর্ষমাপ সলক্ষ্মণঃ ॥৪৩
নিশ্চিতার্থং ততস্তস্মিন্ সুগ্রীবং পবনাত্মজে।
লক্ষ্মণঃ প্রীতিমান্ প্রীতং বহুমানাদবৈক্ষত ॥৪৪
প্রীত্যা চ পরযোপেতো রাঘবঃ পরবীরহা।
বহুমানেন মহতা হনূমন্তমবৈক্ষত ॥৪৫
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

রামচন্দ্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষী বানরগণ অঙ্গদ ও হনুমান্‌কে সম্মুখে লইয়া উপস্থিত হইল।৪০

অঙ্গদপ্রমুখ মদমত্ত বীর বানরগণ রঘুবংশজাত রাম এবং বানররাজ সুগ্রীবের সমীপে উপনীত হইল।৪১

তারপর মহাবাহু হনুমান্ অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া রাঘব রামচন্দ্রকে নিবেদন করিলেন,—দেবী সীতা পাতিব্রতপালনে অক্ষত শরীরে বিদ্যমানা; আমি তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া আসিয়াছি। 'দেবী দৃষ্টা হইয়াছেন' হনুমানের বদননিঃসৃত এই মধুর বচন শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত রাম আনন্দ লাভ করিলেন।৪২-৪৩

সেই পবনপুত্র হনুমানের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি সাধনে কৃতনিশ্চয় সুগ্রীবকে শত্রুবীরঘাতী প্রীতিমান্ লক্ষ্মণ সমধিক প্রীত হইয়া সসম্মানে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আর রঘুবর রামচন্দ্র পরমপ্রীতিযুক্ত হইয়া বহু সম্মানের সহিত হনুমান্‌কে অবলোকন করিতে লাগিলেন।৪৪-৪৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[রামচন্দ্রেণ সীতাবৃত্তান্তজিজ্ঞাসিতস্য হনূমতঃ শিংশপাবৃক্ষমূলে রাক্ষসীনাং মধ্যে তস্যা অবস্থিতিনিবেদনপূর্ব্বকং তৎপ্রদত্তাভিজ্ঞানপ্রদানম্ ।]

ততঃ প্রস্রবণং শৈলং তে গত্বা চিত্রকাননম্ ।
প্রণম্য শিরসা রামং লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্ ॥১
যুবরাজং পুরস্কৃত্য সুগ্রীবমভিবাদ্য চ ।
প্রবৃত্তিমথ সীতায়াঃ প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥২
রাবণান্তঃপুরে রোধং রাক্ষসীভিশ্চ তর্জ্জনম্ ।
রামে সমনুরাগঞ্চ যথা চ নিয়মঃ কৃতঃ ॥৩
এতদাখ্যায়তে সর্ব্বে হরয়ো রামসন্নিধৌ ।
বৈদেহীমক্ষতাং শ্রুত্বা রামস্তূত্তরমব্রবীৎ ॥৪
ক্ব সীতা বর্ত্ততে দেবী কথঞ্চ ময়ি বর্ত্ততে ।
এতন্মে সর্ব্বমাখ্যাত বৈদেহীং প্রতি বানরাঃ ॥৫
রামস্য গদিতং শ্রুত্বা হরয়ো রামসন্নিধৌ ।
চোদয়ন্তি হনূমন্তং সীতাবৃত্তান্তকোবিদম্ ॥৬
শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং হনূমান্ মারুতাত্মজঃ ।
প্রণম্য শিরসা দেব্যৈ সীতায়ৈ তাং দিশং প্রতি ॥৭
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞঃ সীতায়া দর্শনং যথা ।
তং মণিং কাঞ্চনং দিব্যং দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥৮
দত্ত্বা রামায় হনুমাংস্ততঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ।
সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বাহং শতযোজনমায়তম্ ॥৯
অগচ্ছং জানকীং সীতাং মার্গমাণো দিদৃক্ষয়া ।
তত্র লঙ্কেতি নগরী রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥১০

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ

[রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সীতার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিত হইয়া হনুমানের শিংশপা বৃক্ষমূলে রাক্ষসীগণমধ্যে তাঁহার অবস্থান নিবেদন পূর্ব্বক তাঁহার প্রদত্ত অভিজ্ঞান প্রদান ।

অনন্তর তাহারা (সেই বানরগণ) যুবরাজ (অঙ্গদ) কে পুরোভাগে রাখিয়া বিচিত্র কাননশোভিত প্রস্রবণশৈলে উপস্থিত হইয়া অবনত মস্তকে মহাবল রাম ও লক্ষ্মণকে প্রণাম এবং সুগ্রীবকে অভিবাদন করিয়া সীতাদেবীর বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল ১-২

বানরগণ রাবণের অন্তঃপুরে সীতাদেবীর অবরোধ, রাক্ষসীগণের তর্জ্জন, রামের প্রতি সীতার অনুরাগ ও (রাবণ কর্ত্তৃক) সম্পাদিত নিয়ম (সীতাদেবী হনুমান্‌কে বলিয়াছিলেন—"দশমো বর্ত্ততে মাসো দ্বৌ তু শেষৌ প্লবঙ্গম !" ইহা দশম মাস আর দুইমাস অবশিষ্ট আছে ; হনুমান্ ! আমার মৃত্যু অবধারিত) ইত্যাদি রামসমীপে নিবেদন করিল । বৈদেহীর কুশল সংবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক রাম বলিলেন—বানরগণ ! সীতা দেবী কোথায় ? আমার প্রতি কি ভাব পোষণ করিতেছেন ? সীতাসম্বন্ধে এই সব বৃত্তান্ত আমার নিকট বর্ণন কর ।৩-৫

রামচন্দ্রের জিজ্ঞাসাবাক্য শ্রবণ করিয়া বানরগণ সীতাদেবীর বৃত্তান্তকুশল হনুমান্‌কে রামচন্দ্রের নিকট (সীতার বৃত্তান্ত বলার জন্য) পাঠাইয়া দিল ।৬

তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্যকুশল পবনপুত্র হনুমান্ অবনতমস্তকে সেই (দক্ষিণ) দিক্ অভিমুখে সীতা দেবীকে প্রণাম পূর্ব্বক যেভাবে সীতাদেবীর দর্শনলাভ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিতে লাগিলেন। স্বকীয় প্রভায় দেদীপ্যমান কাঞ্চনময় সেই দিব্য মণি রামচন্দ্রকে সমর্পণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন,—আমি একশত যোজনবিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘন

দক্ষিণস্য সমুদ্রস্য তীরে বসতি দক্ষিণে।
তত্র সীতা ময়া দৃষ্টা রাবণান্তঃপুরে সতী ॥১১
ত্বয়ি সন্ন্যস্য জীবন্তী রামা রাম মনোরথম্।
দৃষ্টা মে রাক্ষসীমধ্যে তর্জ্জ্যমানা মুহুর্মুহুঃ ॥১২
রাক্ষসীভির্বিরূপাভী রক্ষিতা প্রমদাবনে।
দুঃখমাপদ্যতে দেবী ত্বয়া বীর সুখোচিতা ॥১৩
রাবণান্তঃপুরে রুদ্ধা রাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা।
একবেণীধরা দীনা ত্বয়ি চিন্তাপরায়ণা ॥১৪
অধঃশয্যা বিবর্ণাঙ্গী পদ্মিনীব হিমাগমে।
রাবণাদ্ বিনিবৃত্তার্থা মর্ত্তব্যে কৃতনিশ্চয়া ॥১৫
দেবী কথঞ্চিৎ কাকুৎস্থ ত্বন্মনা মাগিতা ময়া।
ইক্ষ্বাকুবংশবিখ্যাতিং শনৈঃ কীর্ত্তয়তানঘ ॥১৬
সা ময়া নরশার্দূল শনৈর্বিশ্বাসিতা তদা।
ততঃ সম্ভাষিতা দেবী সর্ব্বমর্থঞ্চ দর্শিতা ॥১৭

করিয়া সীতাদেবীর দর্শনলালসায় তাঁহার অনুসন্ধান করিতে করিতে চলিতে লাগিলাম। দক্ষিণসমুদ্রের তীরে দুরাত্মা রাবণের লঙ্কানগরী অবস্থিতা, সেখানে রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে সতী সীতাদেবীর দর্শনলাভ করিয়াছি। হে রাম! প্রমদাবনে রাক্ষসীগণমধ্যে পুনঃ পুনঃ নির্ভর্ৎস্যমানা ও বিকৃতরূপা রাক্ষসীগণ কর্তৃক সুরক্ষিতা অবস্থায় আপনাতে চিত্তসমর্পণ করিয়া জীবিতা সেই বামাকে আমি দেখিয়া আসিয়াছি। হে বীর! (আপনা কর্তৃক) সুখলালিতা, রাবণের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা, একবেণীধরা, মলিনা, আপনার চিন্তায় নিমগ্না ও রাক্ষসীগণ কর্তৃক সুরক্ষিতা দেবী সীতা আপনার বিরহে দুঃখভোগ করিতেছেন।৭-১৪

ভূমিশয্যায় শয়ানা এবং হিমাগমে পদ্মিনীর ন্যায় বিবর্ণদেহা সীতা রাবণ কর্তৃক অবরুদ্ধ থাকায় (আপনার সেবারূপ) স্বীয় বাসনায় বঞ্চিত হইয়া মরণের জন্য স্থিরনিশ্চয়া হইয়া রহিয়াছেন।১৫

হে নিষ্পাপ কাকুৎস্থ! কোন প্রকারে অন্বেষণ-প্রাপ্তা সীতার উদ্দেশে ইক্ষ্বাকুবংশের প্রশস্তি ক্রমশঃ কীর্ত্তন করিতে করিতে আমি তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন

রাম-সুগ্রীবসংখ্যঞ্চ শ্রুত্বা হর্ষমুপাগতা।
নিয়তঃ সমুদাচারো ভক্তিশ্চাস্যাঃ সদা ত্বয়ি ॥১৮
এবং ময়া মহাভাগ দৃষ্টা জনকনন্দিনী।
উগ্রেণ তপসা যুক্তা ত্বদ্ভক্ত্যা পুরুষর্ষভ ॥১৯
অভিজ্ঞানঞ্চ মে দত্তং যথাবৃত্তং তবান্তিকে।
চিত্রকূটে মহাপ্রাজ্ঞ বায়সং প্রতি রাঘব ॥২০
বিজ্ঞাপ্যঃ পুনরপ্যেষ রামো বায়ুসুত ত্বয়া।
অখিলেন যথাদৃষ্টমিতি মামাহ জানকী ॥২১
অয়ং চাস্মৈ প্রদাতব্যো যত্নাৎ সুপরিরক্ষিতঃ।
ব্রুবতা বচনান্যেবং সুগ্রীবস্যোপশৃণ্বতঃ ॥২২
এষ চূড়ামণিঃ শ্রীমান্ ময়া তে যত্নরক্ষিতঃ।
মনঃশিলায়াস্তিলকং তৎ স্মরস্বেতি চাব্রবীৎ* ॥২৩
এষ নির্য্যাতিতঃ শ্রীমান্ ময়া তে বারিসম্ভবঃ।
এতং দৃষ্টা প্রমোদিষ্যে ব্যসনে ত্বামিবানঘ ॥২৪

করত তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিলাম ও সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলাম।১৬-১৭

রাম ও সুগ্রীবের মিত্রতা সংবাদ শুনিয়া তিনি সন্তোষ লাভ করিলেন। আপনার প্রতি তাঁহার ভক্তি ও সমুদাচার নিয়ত ব্যবস্থিত রহিয়াছে।১৮

মহাত্মন্! পুরুষোত্তম! আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ জনকনন্দিনী কঠোর তপস্যায় নিযুক্তা রহিয়াছেন দেখিলাম।১৯

মহাপ্রাজ্ঞ রাঘব! আমার নিকট অভিজ্ঞানরূপে এই পূর্ব বৃত্তান্ত বলিলেন যে, হে বায়ুসুত! চিত্রকূটপর্বতে বায়সের প্রতি রামচন্দ্র যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত নিঃশেষভাবে আমার হৃদয়ে নিহিত রহিয়াছে তোমাকে তাহা বলিলাম; আর (রাক্ষসীগণের অত্যাচার) যাহা দেখিলে তাহাও তুমি রামচন্দ্রকে জানাইবে—এই কথা জানকী আমাকে বলিয়াছেন।২০-২১

* কোন কোন গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধটি ২৩ নং শ্লোকের পর অধিক দেখা যায়,—

ত্বয়া প্রনষ্টে তিলকে তং কিল স্মর্ত্ত মর্হসি॥

জীবিতং ধারয়িষ্যামি মাসং দশরথাত্মজ।
ঊর্দ্ধং মাসান্ন জীবেয়ং রক্ষসাং বশমাগতা ॥২৫
ইতি মামব্রবীৎ সীতা কৃশাঙ্গী ধর্ম্মচারিণী।
রাবণান্তঃপুরে রুদ্ধা মৃগীবোৎফুল্ললোচনা ॥২৬
এতদেব ময়াখ্যাতং সর্ব্বং রাঘব যদ্‌যথা।
সর্ব্বথা সাগরজলে সন্তারঃ প্রবিধীয়তাম্ ॥২৭

তৌ জাতাশ্বাসৌ রাজপুত্রৌ বিদিত্বা
তচ্চাভিজ্ঞানং রাঘবায় প্রদায়।
দেব্যা চাখ্যাতং সর্ব্বমেবানুপূর্ব্বাদ্
বাচা সম্পূর্ণং বায়ুপুত্রঃ শশংস ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

এই সমস্ত আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া অতিযত্নে সুরক্ষিত এই মণি সুগ্রীবের সমক্ষে অর্পণ পূর্বক যাহাতে তাঁহার (সুগ্রীবের) শ্রবণ গোচর হয়, সেই ভাবে রামচন্দ্রকে এই কথাগুলি বলিবে। এই রমণীয় শোভাসম্পন্ন চূড়ামণি আপনার জন্য আমি সযত্নে রক্ষা করিয়াছি। আপনি আমার যে মনঃশিলার তিলক রচনা করিয়াছিলেন,—তাহা স্মরণ করুন। (তিলক নষ্ট হইলেও তাহার বিষয় আপনার স্মৃতিপথে থাকা উচিত—অধিক পাঠ) হে নিষ্কলুষ! এই জলজাত মনোরম মণি আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম। আপনার প্রেরিত এই অঙ্গুরী দর্শনে এই বিপৎকালেও আপনার সাক্ষাৎ দর্শনের ন্যায় প্রীতিলাভ করিতে থাকিব। হে দশরথনন্দন! আর একমাস মাত্র জীবন ধারণ করিব—একমাস অতীত হইলে রাক্ষসগণের বশীভূতা হইয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। রাবণান্তঃপুরে অবরুদ্ধা মৃগীর ন্যায় উৎফুল্লনয়না কৃশাঙ্গী ধর্মচারিণী সীতা এই সমস্ত কথা আমাকে (আপনাকে জানাইতে) বলিয়াছেন।২২-২৬

হে রাঘব! যেস্থানে যাহা ঘটিয়াছে, তৎসমুদয়ই আপনার নিকট প্রকাশ করিলাম। সর্বথা সাগরজলে সন্তরণের উপায় (চিন্তাপূর্বক) বিধান করুন।২৭

সেই রাজপুত্রদ্বয়কে আশ্বস্ত জানিয়া বায়ুপুত্র রামচন্দ্রকে সেই (সীতাপ্রদত্ত) অভিজ্ঞান (মণি) প্রদান পূর্বক সীতাদেবীর কথিত বিবরণ আনুপূর্বিক বাক্যদ্বারা সম্পূর্ণ বর্ণন করিলেন।২৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[সীতাদেবীপ্রেরিত-চূড়ামণিং বক্ষসি ধৃত্বা বহুবিলপতো রামচন্দ্রস্য সীতাকথিতবাক্যানি পুনরাখ্যাতুং হনুমৎসমীপে অনুরোধজ্ঞাপনম্‌।]

এবমুক্তো হনুমতা রামো দশরথাত্মজঃ।
তং মণিং হৃদয়ে কৃত্বা রুরোদ সহলক্ষ্মণঃ ॥১
তস্তু দৃষ্ট্বা মণিশ্রেষ্ঠং রাঘবং শোককর্শিতঃ।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ ॥২
যথৈব ধেনুঃ স্রবতি স্নেহাদ্ বৎসস্য বৎসলা।
তথা মমাপি হৃদয়ং মণিশ্রেষ্ঠস্য দর্শনাৎ ॥৩
মণিরত্নমিদং দত্তং বৈদেহ্যাঃ শ্বশুরেণ মে।
বধূকালে যথাবদ্ধমধিকং মূর্ধ্নি শোভতে ॥৪
অয়ং হি জলসম্ভূতো মণিঃ প্রবরপূজিতঃ।
যজ্ঞে পরমতুষ্টেন দত্তঃ শক্রেণ ধীমতা ॥৫
ইমং দৃষ্ট্বা মণিশ্রেষ্ঠং তথা তাতস্য দর্শনম্।
অদ্যাস্ম্যবগতঃ সৌম্য বৈদেহস্য তথা বিভো ॥৬
অয়ং হি শোভতে তস্যাঃ প্রিয়ায়া মূর্ধ্নি মে মণিঃ।
অদ্যাস্য দর্শনেনাহং প্রাপ্তাং তামিব চিন্তয়ে ॥৭
কিমাহ সীতা বৈদেহী ব্রূহি সৌম্য পুনঃ পুনঃ।
পরাসুমিব তোয়েন সিঞ্চন্তী বাক্যবারিণা ॥৮
ইতস্তু কিং দুঃখতরং যমিমং বারিসম্ভবম্।
মণিং পশ্যামি সৌমিত্রে বৈদেহীমাগতং বিনা ॥৯
চিরং জীবতি বৈদেহী যদি মাসং ধরিষ্যতি।
ক্ষণং বীর ন জীবেয়ং বিনা তামসিতেক্ষণাম্ ॥১০

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ

[সীতাদেবীর প্রেরিত চূড়ামণি বক্ষে ধারণ করিয়া বহুপ্রকার বিলাপ করিতে রামচন্দ্র কর্তৃক হনুমান্‌কে পুনরায় সীতাকথিত বাক্যগুলি নিবেদন করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন।]

হনুমান্ কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া দশরথনন্দন রাম সেই মণি হৃদয়ে ধারণপূর্বক লক্ষ্মণের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন।১

সেই মণিরত্ন অবলোকন করিয়া শোকাকুল রাম অশ্রুপূর্ণনয়নযুগলে সুগ্রীবকে বলিলেন।২

বৎসসন্দর্শনে বৎসলা ধেনুর যেরূপ স্নেহবশতঃ ক্ষীরধারা (দুগ্ধ) ক্ষরিত হয়, সেইরূপ এই মণি দর্শনে আমার হৃদয়ও বিগলিত হইতেছে।৩

ধীমান্ ইন্দ্র পরম পরিতোষের সহিত এই দেবপূজিত জলজাত মণি যজ্ঞে জনককে দান করিয়াছিলেন। আমার শ্বশুর জনক বধূত্বসম্পাদক কালে অর্থাৎ বিবাহকালে সীতার মস্তকে যেরূপ বদ্ধ হইলে অধিক শোভিত হয়, সেইভাবে সাজাইয়া সীতাকে দিয়াছিলেন। সীতাকে লইয়া আসার সময় জনক তাহা পথে সাবধানে রক্ষার জন্য পিতার হস্তে দিয়াছিলেন।৪-৫

সৌম্য! এই মণিরত্ন সন্দর্শনে আজ পিতৃদেব দশরথের ও বিদেহরাজ জনকের দর্শন প্রাপ্ত হইতেছি। এই মণি প্রিয়তমা সীতার মস্তকে শোভিত থাকিত, অতএব এই মণির দর্শনে (সাক্ষাৎ) সীতাকে প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া মনে করি। (তিলক বলেন—এই মণি-দর্শনে যেরূপ সীতা দর্শন লাভ হইতেছে, সেইরূপ জনক দশরথের হস্তে প্রদান করায় দশরথের, জনক কর্তৃক প্রদত্ত হওয়ায় জনকের এবং জনক রাজা সপত্নীক থাকায় সপত্নীক জনকেরও দর্শন লাভ হইতেছে)।৬-৭

হে সৌম্য! মূর্চ্ছিত ব্যক্তির জলসেচনের ন্যায় (মোহগ্রস্ত) আমাকে সীতাকথিত বাক্য-বারি দ্বারা পুনঃপুনঃ সেচনকর, (পুনঃ পুনঃ সীতা কথিত বাক্য বল)।৮

সুমিত্রানন্দন! বৈদেহী ব্যতীত সমুপনীত এই

নয় মামপি তং দেশং যত্র দৃষ্টা মম প্রিয়া।
ন তিষ্ঠেয়ং ক্ষণমপি প্রবৃত্তিমুপলভ্য চ ॥১১
কথং সা মম সুশ্রোণী ভীরুভীরুঃ সতী সদা।
ভয়াবহানাং ঘোরাণাং মধ্যে তিষ্ঠতি রক্ষসাম্ ॥১২
শারদস্তিমিরোন্মুক্তো নূনং চন্দ্র ইবাম্বুদৈঃ।
আবৃতো বদনং তস্যা ন বিরাজতি সাম্প্রতম্ ॥১৩
কিমাহ সীতা হনুমংস্তত্ত্বতঃ কথয়স্ব মে।
এতেন খলু জীবিষ্যে ভেষজেনাতুরো যথা ॥১৪
মধুরা মধুরালাপা কিমাহ মম ভামিনী।
মদ্বিহীনা বরারোহা হনুমন্ কথয়স্ব মে।
দুঃখাদ্দুঃখতরং প্রাপ্য কথং জীবতি জানকী ॥১৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

বারিজ মণিকে যে নিরীক্ষণ করিতেছি, এতদপেক্ষা সমধিক দুঃখজনক আর কি আছে? বৈদেহী যদি একমাস জীবিতা থাকেন, তবে তিনি দীর্ঘজীবিনী; কিন্তু হে বীর! আমি সেই অসিতনয়না সীতা ব্যতীত ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না।৯-১০

যেস্থানে আমার প্রাণাধিক প্রিয়তমা সীতা দৃষ্টা হইয়াছেন—আমাকে সেইস্থানে লইয়া চল, যেহেতু তাঁহার বার্তা অবগত হইয়া ক্ষণকালও স্থির থাকিতে পারিতেছি না। আমার সেই সুশ্রোণী সতী অত্যন্ত ভীতা হইয়া কি প্রকারে ভয়াবহ ঘোররূপ রাক্ষসগণের মধ্যে নিরন্তর বাস করিতেছেন? ১১-১২

কলঙ্কবিহীন মেঘাবৃত শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার বদন সম্প্রতি নিশ্চয়ই শোভা প্রাপ্ত হইতেছে না।১৩

হনুমন্! সীতা (আর) কি বলিয়াছেন? তুমি নিঃসঙ্কোচে (গোপন না করিয়া) যথার্থতঃ বর্ণন কর। পীড়িত ব্যক্তির ঔষধ সেবনের ন্যায় আমি সেই সকল বাক্য শ্রবণে জীবনধারণ করিব।১৪

হনুমন্! আমার মধুরভাষিণী মনোহারিণী নিতম্বিনী সহধর্মিণী জনকনন্দিনী আমার বিরহে সমধিক দুঃখিতা হইয়া আমাকে কি বলিয়াছেন এবং অসহনীয় দুঃখভোগ করিতে করিতে কিরূপেই বা জীবিতা আছেন? ১৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[হনূমতা সীতাকথিত-চিত্রকূটপর্বতসঙ্ঘটিতবায়সবৃত্তান্তরূপস্যাভিজ্ঞানস্য সম্যগ্ বর্ণনম্, সীতায়াঃ করুণং বিলাপো হনূমতস্তস্যৈ সান্ত্বনাপ্রদানঞ্চেতি বৃত্তকথনম্ ।]

এবমুক্তস্তু হনুমান্ রাঘবেণ মহাত্মনা ।
সীতায়া ভাষিতং সর্ব্বং ন্যবেদয়ত রাঘবে ॥১
ইদমুক্তবতী দেবী জানকী পুরুষর্ষভ ।
পূর্ব্ববৃত্তমভিজ্ঞানং চিত্রকূটে যথাতথম্ ॥২
সুখসুপ্তা ত্বয়া সার্দ্ধং জানকী পূর্ব্বমুত্থিতা ।
বায়সঃ সহসোৎপত্য বিদদার স্তনান্তরম্ ॥৩
পর্য্যায়েণ চ সুপ্তস্ত্বং দেব্যঙ্কে ভরতাগ্রজ ।
পুনশ্চ কিল পক্ষী স দেব্যা জনয়তি ব্যথাম্ ॥৪
ততঃ পুনরুপাগম্য বিদদার ভৃশং কিল ।
ততস্ত্বং বোধিতস্তস্যাঃ শোণিতেন সমুক্ষিতঃ ॥৫
বায়সেন চ তেনৈবং সততং বাধ্যমানয়া ।
বোধিতঃ কিল দেব্যা ত্বং সুখসুপ্তঃ পরন্তপ ॥৬
তাঞ্চ দৃষ্ট্বা মহাবাহো দারিতাঞ্চ স্তনান্তরে ।
আশীবিষ ইব ক্রুদ্ধস্ততো বাক্যং ত্বমূচিবান্ ॥৭
নখাগ্রৈঃ কেন তে ভীরু দারিতং বৈ স্তনান্তরম্ ।
কঃ ক্রীড়তি সরোষেণ পঞ্চবক্ত্রেণ ভোগিনা ॥৮
নিরীক্ষমাণঃ সহসা বায়সং সমুদৈক্ষথাঃ ।
নখৈঃ সরুধিরৈস্তীক্ষ্ণৈস্তামেবাভিমুখং স্থিতম্ ॥৯
সুতঃ কিল স শক্রস্য বায়সঃ পততাংবরঃ ।
ধরান্তরগতঃ শীঘ্রং পবনস্য গতৌ সমঃ ॥১০

সপ্তষষ্টিতম সর্গ

[হনুমান্ কর্ত্তৃক সীতাকথিত চিত্রকূট পর্বতে সঙ্ঘটিত বায়সবৃত্তান্তরূপ অভিজ্ঞানের সম্যক্ বর্ণন, সীতার করুণ বিলাপ ও হনুমৎকর্ত্তৃক তাহার সান্ত্বনাপ্রদান—ইহা বর্ণন ।]

মহাত্মা রাঘব কর্ত্তৃক এই প্রকার উক্ত হইয়া হনুমান্ রামচন্দ্রের নিকট সীতার সমূহ উক্তি নিবেদন করিতে লাগিলেন ।১

হে পুরুষোত্তম ! পূর্বে চিত্রকূটপর্বতে সঙ্ঘটিত ঘটনা দেবী জানকী অভিজ্ঞানরূপে যথাযথভাবে সেই বৃত্তান্ত এই ভাবে বলিয়াছেন যে, হে ভরতাগ্রজ ! জানকী আপনার সহিত সুখে নিদ্রিতা হইয়া পূর্বে উত্থিতা হইয়াছিলেন । সহসা এক বায়স (কাক) উৎপতিত হইয়া তাঁহার স্তনমধ্য বিদীর্ণ করিয়াছিল । আপনিও পর্য্যায়ক্রমে তখন দেবীর ক্রোড়ে নিদ্রিত ছিলেন । সেই পক্ষী পুনরায় (সেই স্তনমধ্যে আঘাত করিয়া) দেবীর ব্যথা উৎপাদন করিয়াছিল। তারপর পুনরায় আসিয়া (স্তনমধ্যে) গুরুতররূপে বিদীর্ণ করিল, তখন সেই দেবীর (গাত্রপ্রবাহিত) রক্তে আপনি অভিষিক্ত হইলে তিনি আপনার নিদ্রাভঙ্গে (প্রযত্ন) করিয়াছিলেন (তাহাতেও আপনি জাগরিত হন নাই) । হে পরন্তপ ! সেই বায়সকর্ত্তৃক নিরন্তর নিপীড়িতা

[পুনঃ পুনঃ আক্রমণ দ্বারা রাবণবধযোগ্য কিনা ইহা পরীক্ষার জন্য আসিয়াছিল (তিলক) উত্তর কালে রামের রোষ রাবণের বধযোগ্যত্ব সূচনা করিল—রামায়ণ শিরোমণি বলেন—রাম ও সীতার দেহ অপ্রাকৃত, তাহা রক্তক্ষরণের হেতুভূত বিদারণের যোগ্য নহে—সীতার রক্ত রাম শরীরে নিপতিত হওয়ায় রামের শরীর রক্তবস্ত্রের ন্যায় দেখা যাইতেছিল, যেহেতু "যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং রামস্য পরমাত্মনঃ। স সর্বস্মাদ্ বহিঃ কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্তবিধানতঃ" এই উদ্ধৃত বচন তাহার প্রমাণ)।২-৬

ততস্তস্মিন্ মহাবাহো কোপসংবর্ত্তিতেক্ষণঃ।
বায়সে ত্বং ব্যধাঃ ক্রূরাং মতিং মতিমতাং বর ॥১১
স দর্ভসংস্তরাদ্ গৃহ্য ব্রহ্মাস্ত্রেণ ন্যযোজয়ঃ।
স দীপ্ত ইব কালাগ্নির্জ্জ্বালাভিমুখং খগম্ ॥১২
স ত্বং প্রদীপ্তং চিক্ষেপ দর্ভং তং বায়সং প্রতি।
ততস্তু বায়সং দীপ্তঃ স দর্ভোঽনুজগাম হ ॥১৩
ভীতৈশ্চ স পরিত্যক্তঃ সুরৈঃ সর্ব্বৈশ্চ বায়সঃ।
ত্রীন্ লোকান্ সম্পরিক্রম্য ত্রাতারং নাধিগচ্ছতি ॥১৪
পুনরপ্যাগতস্তত্র ত্বৎসকাশমরিন্দম।
ত্বং তং নিপতিতং ভূমৌ ধরণ্যাং শরণাগতম্ ॥১৫
বধার্হমপি কাকুৎস্থ কৃপয়া পরিপালয়।
মোঘমস্ত্রং ন শক্যন্তু কর্তুমিত্যেব রাঘব ॥১৬
ততস্তস্যাক্ষি কাকস্য হিনস্তি স্ম স দক্ষিণম্।
বায়সস্ত্বাং নমস্কৃত্য রাজ্ঞো দশরথস্য চ ॥১৭
বিসৃষ্টস্তু তদা কাকঃ প্রতিপেদে স্বমালয়ম্।
এবমস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সত্ত্ববান্ শীলবানপি ॥১৮
কিমর্থমস্ত্রং রক্ষঃসু ন যোজয়সি রাঘব।
ন দানবা ন গন্ধর্বা নাসুরা ন মরুদ্গণাঃ ॥১৯
তব রাম রণে শক্তাস্তথা প্রতিসমাসিতুম্।
তব বীর্য্যবতঃ কশ্চিন্ময়ি যদ্যস্তি সম্ভ্রমঃ ॥২০

হইয়া দেবী আপনার সুখনিদ্রা ভঙ্গ করিয়াছিলেন। হে মহাবাহো! স্তনমধ্য বিদারিত দেখিয়া আপনি বিষধরসর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া ইহা বলিয়াছিলেন যে, হে ভীরু! নখের অগ্রভাগ দ্বারা কে তোমার স্তনমধ্যভাগ বিদীর্ণ করিল? কে ক্রুদ্ধ পঞ্চবক্ত্র ফণীর সহিত ক্রীড়া করিতেছে? তখন আপনি ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে রুধিরালিপ্ত তীক্ষ্ণনখরবিশিষ্ট এক কাককে সীতাভিমুখে অবস্থিত দেখিতে পাইলেন। সেই পক্ষিশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের পুত্র বায়স পবনের তুল্য গতিতে শীঘ্রই ধরান্তরে (পাতালে) প্রবেশ করিল। হে মতিমত্তম! মহাবাহো! আপনি তখন কোপে নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া সেই কাকের (অনিষ্টসাধনে) ক্রূর বুদ্ধি ধারণ করিলেন। আপনি কুশশয্যা হইতে একটি কুশ গ্রহণ পূর্বক তাহা ব্রহ্মাস্ত্রে যোজনা (অভিমন্ত্রিত) করিলেন। তখন তাহা (সেই কুশ) প্রদীপ্ত প্রলয়াগ্নির ন্যায় পক্ষীর অভিমুখে জ্বলিয়া উঠিল। সেই প্রদীপ্ত কুশ আপনি সেই বায়সাভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর সেই দীপ্ত দর্ভ বায়সের অনুসরণ করিতে লাগিল। (পরিত্রাণ লাভের আশায় সেই কাক দেবগণের শরণাপন্ন হইলে) ভীত দেবগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত বায়স লোকত্রয় (স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল) পরিক্রমা করিয়া পরিত্রাণকারী প্রাপ্ত হইল না।১২-১৪

হে অরিন্দম! সে তখন পুনরায় আপনার সকাশে ভূতলে সমুপস্থিত হইল। হে কাকুৎস্থ! আপনি ধরণী পৃষ্ঠে নিপতিত বধযোগ্য সেই শরণাগতকে কৃপা করিয়া সর্বতোভাবে (তাহার জীবন) রক্ষা করিয়াছিলেন। হে রাঘব! কিন্তু সেই ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ করার শক্তি না থাকায় (আপনার অনুগ্রহে) সেই কাকের দক্ষিণাক্ষি বিনষ্ট করিয়াছিল। বায়স আপনাকে ও রাজা দশরথকে প্রণাম করিয়া (আপনাদের নিকট) বিদায় লইয়া নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। হে রাঘব! আপনি এতাদৃশ অস্ত্রকুশল, বলবান্ ও শীলবান্ হইয়াও কি কারণে রাক্ষসগণের প্রতি অস্ত্রযোজনা করিতেছেন না? হে রাম! কি দেবগণ, দানবগণ, গন্ধর্বগণ, অসুরগণ, কি মরুদ্গণ কেহই রণস্থলে আপনার প্রতিকূলে অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন। আপনি বীর্য্যশালী, আমার প্রতি যদি আপনার একটুকুও

[রামায়ণ শিরোমণি বলেন—সীতার অঙ্গ স্পর্শ করায় সেই বায়স স্বভাবতঃ পবিত্র হওয়ায় তাহার প্রতি কল্যাণবুদ্ধি সমুৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক হইলেও তাহার প্রতি কোপপ্রদর্শনের উদ্দেশে এই যে 'প্রার্থিত হইলেই পরমাত্মা কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন' ইহাই পরমাত্মারীতি; যেহেতু, পুরাণ বলেন—"করুণায়ামপি ব্যক্তং শক্তৌ ময়পি দেহিনাম্। অপ্রার্থিতো ন গোপায়েদিতি তৎপ্রার্থনা মতিঃ।" অতএব বায়সের শরণাগতির প্রয়োজন ছিল।] ১৫-১৬

ক্ষিপ্রং সুনিশিতৈর্বাণৈর্হন্যতাং যুধি রাবণঃ।
ভ্রাতুরাদেশমাজ্ঞায় লক্ষ্মণো বা পরন্তপঃ ॥২১
স কিমর্থং নরবরো ন মাং রক্ষতি রাঘবঃ।
শক্তৌ তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ বায়্বগ্নিসমতেজসৌ ॥২২
সুরাণামপি দুর্দ্ধর্ষৌ কিমর্থং মামুপেক্ষতঃ।
মমৈব দুষ্কৃতং কিঞ্চিন্মহদস্তি ন সংশয়ঃ ॥২৩
সমর্থৌ সহিতৌ যন্মাং ন রক্ষেতে পরন্তপৌ।
বৈদেহ্যা বচনং শ্রুত্বা করুণং সাধুভাষিতম্ ॥২৪
পুনরপ্যহমার্য্যাস্তামিদং বচনমব্রুবম্।
ত্বচ্ছোকবিমুখো রামো দেবি সত্যেন তে শপে ॥২৫
রামে দুঃখাভিভূতে চ লক্ষ্মণঃ পরিতপ্যতে।
কথঞ্চিদ্ভবতী দৃষ্টা ন কালঃ পরিশোচিতুম্ ॥২৬
ইদং মুহূর্ত্তং দুঃখানামন্তং দ্রক্ষ্যসি ভামিনি।
তাবুভৌ নরশার্দ্দূলৌ রাজপুত্রৌ পরন্তপৌ ॥২৭
ত্বদ্দর্শনকৃতোৎসাহৌ লঙ্কাং ভস্মী করিষ্যতঃ।
হত্বা চ সমরে রৌদ্রং রাবণং সহবান্ধবম্ ॥২৮
রাঘবস্ত্বাং বরারোহে স্বপুরীং নয়িতা ধ্রুবম্।
যত্তু রামো বিজানীয়াদভিজ্ঞানমনিন্দিতে ॥২৯
প্রীতিসঞ্জননং তস্য প্রদাতুং তৎ ত্বমর্হসি।
সাভিবীক্ষ্য দিশঃ সর্বা বেণ্যুদ্গ্রথনমুত্তমম্ ॥৩০
মুক্ত্বা বস্ত্রাদ্দদৌ মহ্যং মণিমেতং মহাবল।
প্রতিগৃহ্য মণিং দোর্ভ্যাং তব হেতো রঘুপ্রিয় ॥৩১
শিরসা সম্প্রণম্যৈনাম্ অহমাগমনে ত্বরে।
গমনে চ কৃতোৎসাহমবেক্ষ্য বরবর্ণিনী ॥৩২
বিবর্দ্ধমানঞ্চ হি মামুবাচ জনকাত্মজা।
অশ্রুপূর্ণমুখী দীনা বাষ্পগদ্গদভাষিণী ॥৩৩
মমোৎপতনসম্ভ্রান্তা শোকবেগসমাহতা।
মামুবাচ ততঃ সীতা সভাগ্যোঽসি মহাকপে ॥৩৪
যদ্দ্রক্ষ্যসি মহাবাহুং রামং কমললোচনম্।
লক্ষ্মণঞ্চ মহাবাহুং দেবরং মে যশস্বিনম্ ॥৩৫
সীতয়াপ্যেবমুক্তোঽহমব্রুবং মৈথিলীং তথা।
পৃষ্ঠমারোহ মে দেবি ক্ষিপ্রং জনকনন্দিনি ॥৩৬

আদর থাকে, তাহা হইলে সুব্যবস্থিত ক্ষিপ্রগামী শরজালে (বর্ষণে) যুদ্ধে রাবণকে বধ করুন। শত্রুতাপন রঘুবংশাবতংস নরোত্তম লক্ষ্মণই বা ভ্রাতার আদেশ লইয়া আমাকে রক্ষা করিতেছেন না কেন? অথবা বায়ু ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী, দেবগণেরও অজেয় সেই পুরুষোত্তম রাম ও লক্ষ্মণ কি কারণে আমায় উপেক্ষা করিতেছেন? আমারই কোনও মহাপাপ আছে—সন্দেহ নাই, তাই সেই শত্রুদমনসমর্থ রাম ও লক্ষ্মণ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও আমাকে রক্ষা করিতেছেন না। বিদেহরাজনন্দিনীর সেই সুভাষিত করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় আমি আর্য্যা সীতাদেবীকে বলিয়াছিলাম,—আমি সত্যশপথ পূর্বক বলিতেছি যে, দেবি! আপনার বিরহশোকে রাম বিমুখ হইয়া পড়িয়াছেন। রামকে দুঃখাভিভূত দেখিয়া লক্ষ্মণও পরিতাপ করিতেছেন। হে ভামিনি! আপনি যখন কোন প্রকারে আমার নয়নগোচর হইয়াছেন, তখন আর শোকের সময় নাই, অবিলম্বেই দুঃখের অবসান দেখিতে পাইবেন। নরশ্রেষ্ঠ পরন্তপ রাজপুত্রদ্বয় (রাম ও লক্ষ্মণ) আপনার সন্দর্শনে উৎসাহিত (যুদ্ধে উদ্যুক্ত) হইয়া লঙ্কানগরী ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবেন। হে সুনিতম্বিনি! রাঘব সমরে বন্ধুবর্গের সহিত ভয়ঙ্কর রাবণকে বধ করিয়া আপনাকে নিশ্চয়ই নিজগৃহে লইয়া যাইবেন। হে অনিন্দিতে! যাহাতে রামের বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, এইরূপ কোন তাঁহার প্রাতিজনক অভিজ্ঞান (নিদর্শন) আপনার প্রদান করা উচিত। হে মহাবল! তিনি সকল দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া এই উত্তম মণি বেণীবন্ধন বস্ত্র হইতে মুক্ত করিয়া আপনাকে প্রদান করিলেন। হে রঘুপ্রিয়! আপনার (প্রতির) জন্য আমি করযুগলে সেই মণি গ্রহণ পূর্বক অবনতমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রত্যাগমনে ত্বরান্বিত হইলাম। বরবর্ণিনী জনকাত্মজা আমাকে গমনে উৎসাহসম্পন্ন (সমুদ্রলঙ্ঘনের জন্য) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া অশ্রুপূর্ণবদনা, মলিনা, আমার

যাবত্তে দর্শয়াম্যদ্য সসুগ্রীবং সলক্ষ্মণম্।
রাঘবঞ্চ মহাভাগে ভর্ত্তারমসিতেক্ষণে ॥৩৭
সাব্রবীন্মাং ততো দেবী নৈষ ধর্ম্মো মহাকপে।
যত্তে পৃষ্ঠং সিষেবেঽহং স্ববশা হরিপুঙ্গব ॥৩৮
পুরা চ যদহং বীর স্পৃষ্টা গাত্রেষু রক্ষসা।
তত্রাহং কিং করিষ্যামি কালেনোপনিপীড়িতা ॥৩৯
গচ্ছ ত্বং কপিশার্দ্দূল যত্র তৌ নৃপতেঃ সুতৌ।
ইত্যেবং সা সমাভাষ্য ভূয়ঃ সন্দেষ্টুমাস্থিতা ॥৪০
হনুমন্ সিংহসঙ্কাশৌ তাবুভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
সুগ্রীবঞ্চ সহামাত্যং সর্ব্বান্ ব্রূয়া অনাময়ম্ ॥৪১
যথা চ স মহাবাহুর্মাং তারয়তি রাঘবঃ।
অস্মাদ্দুঃখাম্বুসংরোধাৎ তত্ত্বমাখ্যাতুমর্হসি ॥৪২

ইদঞ্চ তীব্রং মম শোকবেগং
রক্ষোভিরেভিঃ পরিভর্ৎসনঞ্চ।
ব্রূয়াস্তু রামস্য গতঃ সমীপং
শিবশ্চ তেঽধ্বাস্তু হরিপ্রবীর ॥৪৩

এতৎ তবার্য্যা নৃপ সংযতা সা
সীতা বচঃ প্রাহ বিষাদপূর্ব্বম্।
এতচ্চ বুদ্ধা গদিতং যথা ত্বং
শ্রদ্ধৎস্ব সীতাং কুশলাং সমগ্রাম্ ॥৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

উৎপতনবেগে সম্ভ্রান্তা, শোকাবেগে নিপীড়িতা হইয়া আমাকে বলিলেন—হে মহাকপে! তুমি সৌভাগ্যবান্, যেহেতু তুমি কমললোচন মহাবাহু রাম ও যশস্বী মহাবাহু আমার দেবর লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইবে।১৫-৩৫

সীতা কর্ত্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া আমি তখন মৈথিলীকে বলিলাম—হে দেবি! জনকনন্দিনি! শীঘ্রই আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন।৩৬

হে অসিতলোচনে! মহাভাগে! তাহা হইলে অদ্যই আমি সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্রকে দেখাইতে পারিব।৩৭

তারপর সেই দেবী আমাকে বলিলেন,—হে মহাকপে! ইহা ধর্ম (সম্মত) নহে। হে হরিপুঙ্গব! আমি স্বেচ্ছায় তোমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে পারি না।৩৮

হে বীর! পূর্বে আমি রাক্ষস দ্বারা গাত্রে স্পৃষ্টা হইয়াছি। আমি তখন কি করিব? দৈব নিপীড়িতা হওয়ায় আমার কোন সামর্থ্য ছিল না।৩৯

হে কপিবর! রাজপুত্রদ্বয় যে স্থানে আছেন, তুমি তথায় গমন কর। এই কথা বলিয়াও পুনরায় আদেশ করিলেন।৪০

হনুমন্! সিংহবিক্রম রাম ও লক্ষ্মণকে, অমাত্যের সহিত সুগ্রীবকে এবং অপর সকলকে আমার কুশল জানাইও।৪১

মহাবাহু সেই রাম আমাকে যাহাতে এই দুস্তর দুঃখসমুদ্র হইতে উদ্ধার করেন, তাঁহাকে সেইভাবে নিবেদন করিবে।৪২

হে হরিপ্রবীর! তুমি রামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত রাক্ষসের নির্ভর্ৎসন (তিরস্কার) ও আমার এই তীব্র শোকবেগ নিবেদন করিবে। তোমার (গমন) পথ মঙ্গলময় হউক।৪৩

হে নৃপ! সংযতচিত্তা আর্য্যা সীতাদেবী বিষাদ পূর্বক এই সকল বাক্য বলিয়াছিলেন। আমার উক্তি সম্যক্ বোধ পূর্বক (আমার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া) সীতার সামগ্রিক (উদ্ধার দ্বারা ঐকান্তিক) কুশলসম্পাদনে শ্রদ্ধা সম্পন্ন হউন।৪৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[হনূমতা রামচন্দ্রসমীপে 'বানরাণাং সমুদ্রতরণে শক্তিরস্তি ন বে'তি
সীতাসন্দেহস্য কথনম্, তৎপরিহারবিষয়বর্ণনঞ্চ ।]

অথাহমুত্তরং দেব্যা পুনরুক্তঃ সসম্ভ্রমঃ ।
তব স্নেহান্নরব্যাঘ্র সৌহার্দ্দাদনুমান্য চ ॥১
এবং বহুবিধং বাচ্যো রামো দাশরথিস্ত্বয়া ।
যথা মাং প্রাপ্নুয়াচ্ছীঘ্রং হত্বা রাবণমাহবে ॥২
যদি বা মন্যসে বীর বসৈকাহমরিন্দম ।
কস্মিংশ্চিৎ সংবৃতে দেশে বিশ্রান্তঃ শ্বো গমিষ্যসি ॥৩
মম চাপ্যল্পভাগ্যায়াঃ সান্নিধ্যাৎ তব বানর ।
অস্য শোকবিপাকস্য মুহূর্ত্তং স্যাদ্ বিমোক্ষণম্ ॥৪
গতে হি ত্বয়ি বিক্রান্ত পুনরাগমনায় বৈ ।
প্রাণানামপি সন্দেহো মম স্যান্নাত্র সংশয়ঃ ॥৫
অয়ঞ্চ বীর সন্দেহস্তিষ্ঠতীব মমাগ্রতঃ ।
সুমহান্ ত্বৎসহায়েষু হর্য্যৃক্ষেষু অসংশয়ঃ ॥৭
কথং নু খলু দুষ্পারং তরিষ্যন্তি মহোদধিম্ ।
তানি হর্য্যৃক্ষসৈন্যানি তৌ বা নরবরাত্মজৌ ॥৮
ত্রয়াণামেব ভূতানাং সাগরস্যেহ লঙ্ঘনে ।
শক্তিঃ স্যাদ্ বৈনতেয়স্য বায়োর্বা তব বানঘ ॥৯
তদস্মিন্ কার্য্যনির্যোগে বীরৈবং দুরতিক্রমে ।
কিং পশ্যসি সমাধানং ব্রূহি বাক্যবিদাং বর ॥১০
কামমস্য ত্বমেবৈকঃ কার্য্যস্য পরিসাধনে ।
পর্য্যাপ্তঃ পরবীরঘ্ন যশস্যস্তে বলোদয়ঃ ॥১১

অষ্টষষ্টিতম সর্গ

[হনুমান্ কর্তৃক রামচন্দ্রের নিকট সমুদ্রতরণে বানরগণের শক্তি আছে কি না, এই সীতাকৃত সন্দেহের কথা নিবেদন ও তাহার পরিহারবিষয় বর্ণন ।]

হে নরোত্তম! অনন্তর প্রত্যাবর্তনব্যস্ত আমাকে দেবী সীতা আপনার প্রতি স্নেহবশতঃ (সর্বদা কপটসংসর্গ বিরহিতা থাকায়) সৌজন্য প্রদর্শন পূর্বক অবশিষ্ট এই বাক্য আমাকে বলিয়াছিলেন ।১

তুমি দাশরথিকে এইরূপে (উদ্‌যুক্ত হওয়ার প্রেরণাসূচক) বহুবিধ উপদেশ এবং যাহাতে শীঘ্র তিনি রাবণকে যুদ্ধে বধ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন তাহাও বলিবে ।২

হে শত্রুবিমর্দন! বীর! যদি (আমার বাক্য) অনুমোদন কর, তাহা হইলে কোন গোপনপ্রদেশে বিশ্রাম করিয়া আগামীকল্য গমন করিও ।৩

হে বানর! তুমি এই হতভাগিনীর নিকট থাকিলে মুহূর্তের জন্যও আমার এই শোকবিপাকের বিমোক্ষণ হইতে পারে ।৪

বিক্রমশালিন্! এখন ত চলিলে—কিন্তু তোমার পুনরাগমন পর্য্যন্ত আমার প্রাণ থাকিবে কিনা সন্দেহ ।৫

অতি দুঃখ দৈন্যের মধ্যে পরাভূতা দুর্গতা ও দুঃখভাগিনী হইয়াই পড়িয়া আছি—তোমার অদর্শনজন্য ভয় আমাকে আরও সন্তপ্তা করিবে ।৬

হে বীর! আমার সমক্ষে তোমার সহায়ক বানর ও ঋক্ষ বিষয়ে এই সংশয় সমুপস্থিত যে, সেই রাজপুত্রদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণ এবং বানর ও ঋক্ষ সৈন্যাদি কি উপায়ে এই দুষ্পার মহোদধি উত্তরণ করিবেন? ৭-৮

হে নিষ্পাপ! এই পৃথিবীতে বিনতাতনয় গরুড়, বায়ু এবং তুমি; এই তিন প্রাণীরই সমুদ্রলঙ্ঘনে শক্তি রহিয়াছে ।৯

হে বাক্যকুশল! বীর! সুতরাং এই দুরতিক্রম কার্য্য সাধনের কি (উপায়ে) সমাধান দেখিতেছ—তাহা বল ।১০

বলৈঃ সমগ্রৈর্যদি মাং হত্বা রাবণমাহবে।
বিজয়ী স্বপুরীং রামো নয়েৎ তৎ স্যাদ্ যশস্করম্ ॥১২
যথাহং তস্য বীরস্য বনাদুপধিনা হৃতা।
রক্ষসা তদ্ভয়াদেব তথা নার্হতি রাঘবঃ ॥১৩
বলৈস্তু সঙ্কুলাং কৃত্বাঃ লঙ্কাং পরবলার্দনঃ।
মাং নয়েদ্ যদি কাকুৎস্থস্তৎ তস্য সদৃশং ভবেৎ ॥১৪
তদ্ যথা তস্য বিক্রান্তমনুরূপং মহাত্মনঃ।
ভবত্যাহবশূরস্য তথা ত্বমুপপাদয় ॥১৫
তদর্থোপহিতং বাক্যং প্রশ্রিতং হেতুসংহিতম্।
নিশম্যাহং ততঃ শেষং বাক্যমুত্তরমব্রুবম্ ॥১৬
দেবি হর্য্যৃক্ষসৈন্যানামীশ্বরঃ প্লবতাং বরঃ।
সুগ্রীবঃ সত্ত্বসম্পন্নস্তবার্থে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥১৭

তস্য বিক্রমসম্পন্নাঃ সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ।
মনঃসঙ্কল্পসদৃশা নিদেশে হরয়ঃ স্থিতাঃ ॥১৮
যেষাং নোপরি নাধস্তান্ন তির্য্যক্ সজ্জতে গতিঃ।
ন চ কর্ম্মসু সীদন্তি মহৎ স্বমিততেজসঃ ॥১৯
অসকৃৎ তৈর্মহাভাগৈর্বানরৈর্বলসংযুতৈঃ।
প্রদক্ষিণীকৃতা ভূমির্বায়ুমার্গানুসারিভিঃ ॥২০
মদ্বিশিষ্টাশ্চ তুল্যাশ্চ সন্তি তত্র বনৌকসঃ।
মত্তঃ প্রত্যবরঃ কশ্চিন্নাস্তি সুগ্রীবসন্নিধৌ ॥২১
অহং তাবদিহ প্রাপ্তঃ কিং পুনস্তে মহাবলাঃ।
ন হি প্রকৃষ্টাঃ প্রেষ্যন্তে প্রেষ্যন্তে হীতরে জনাঃ ॥২২
তদলং পরিতাপেন দেবি মন্যুরপৈতু তে।
একোৎপাতেন তে লঙ্কামেষ্যন্তি হরিযূথপাঃ ॥২৩

হে শত্রুবীরবিনাশন! তুমি এককই এই কার্য্য পরিসাধনে পর্য্যাপ্ত (সমর্থ)। পরাক্রমপ্রকাশে তোমার যশোবৃদ্ধি হইবে।১১

তবে সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধে রাবণকে বধ পূর্বক বিজয়ী রাম যদি আমাকে নিজগৃহে লইয়া যান, তবেই তাহা যশস্কর হয়।১২

রাক্ষস রাবণ যেমন সেই বীরের ভয়ে ছল প্রদর্শনে আমাকে বন হইতে অপহরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছে। আমাকে তাহার ভয়ে ছল পূর্বক লইয়া যাওয়া রঘুবংশ-তিলক রামের পক্ষে উচিত হইবে না।১৩

শত্রুসৈন্যসংহর্তা কাকুৎস্থ রাম সৈন্যসমূহে লঙ্কানগরী সমাবৃত করিয়া যদি লইয়া যান, তাহাতে তাঁহার অনুরূপ কার্য্য করা হইবে।১৪

অতএব যুদ্ধবীর মহাত্মা রামচন্দ্রের যাহাতে অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ পায়—তুমি তাহা উপপাদন কর।১৫

অর্থগৌরবযুক্ত যুক্তিদ্বারা সমর্থিত স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি শেষ উত্তর বাক্য বলিতে লাগিলাম।১৬

দেবি! বানর ও ভল্লুক সৈন্যের অধিপতি সত্যপ্রতিজ্ঞ প্লবঙ্গমশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব আপনার সমুদ্ধরণে দৃঢ়সঙ্কল্প রহিয়াছেন।১৭

ঊর্দ্ধ, অধঃ, কি পার্শ্ব কুত্রাপি যাহাদের গতি ব্যাহত হয় না; দুরূহ কৃত্যসাধনে যাহারা অবসন্ন হয়না—এইরূপ অমিত তেজঃসম্পন্ন, বিপুলবিক্রমসম্পন্ন, বীর্য্যবান্ মহাবল মানসসঙ্কল্পের ন্যায় দ্রুতগামী বানর তাঁহার আদেশ পরিপালনে প্রস্তুত রহিয়াছে।১৮-১৯

সেই সমস্ত বলসম্পন্ন বানরমহাভাগ বায়ুপথ অবলম্বন পূর্বক বহুবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছে।২০

সুগ্রীবের সান্নিধ্যে আমা অপেক্ষা বীর্য্যবিশিষ্ট,—আমার তুল্য বলসম্পন্ন বহু বানর আছে; আমা অপেক্ষা দুর্বল কিন্তু কেহই নহে।২১

অতএব আমি যখন এই দুস্তর সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া এস্থানে আসিতে পারিয়াছি, তখন সেই মহাবলগণ বিষয়ে সন্দেহ কি? (তাঁহারা অনায়াসে সাগর পার হইতে পারিবেন।) দৌত্যকার্য্যে প্রকৃষ্ট ব্যক্তিগণ প্রেরিত হন না, নিকৃষ্ট (ইতর) শ্রেণীর ব্যক্তিই দৌত্যকার্য্যে প্রেষিত হইয়া থাকে।২২

অতএব হে দেবি! পরিতাপের প্রয়োজন নাই। আপনার শোক অপনীত হউক। সেই হরিযূথপতিগণ এক লম্ফপ্রদানেই লঙ্কায় সমুপস্থিত হইবেন।২৩

মম পৃষ্ঠগতৌ তৌ চ চন্দ্রসূর্য্যাবিবোদিতৌ।
ত্বৎসকাসং মহাভাগে নৃসিংহাবাগমিষ্যতঃ ॥২৪
অরিঘ্নং সিংহসঙ্কাশং ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি রাঘবম্।
লক্ষ্মণঞ্চ ধনুষ্মন্তং লঙ্কাদ্বারমুপাগতম্ ॥২৫
নখদংষ্ট্রায়ুধান্ বীরান্ সিংহশার্দ্দূলবিক্রমান্।
বানরান্ বানরেন্দ্রাভান্ ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি সঙ্গতান্ ॥২৬
শৈলাম্বুদনিকাশানাং লঙ্কামলয়সানুষু।
নর্দতাং কপিমুখ্যানাং নচিরাচ্ছ্রোষ্যসে স্বনম্ ॥২৭
নিবৃত্তবনবাসঞ্চ ত্বয়া সার্ধমরিন্দমম্।
অভিষিক্তমযোধ্যায়াং ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি রাঘবম্ ॥২৮
ততো ময়া বাগ্‌ভিরদীনভাষিণী
শিবাভিরিষ্টাভিরভিপ্রসাদিতা।
উবাহ শান্তিং মম মৈথিলাত্মজা
তবাতি শোকেন তথাতিপীড়িতা ॥২৯
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

হে মহাভাগ্যবতি! সেই নৃসিংহ রাম ও লক্ষ্মণ আমার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক সমুদিত চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় আপনার সমীপে আসিতে পারিবেন।২৪

আপনি অবিলম্বেই দেখিতে পাইবেন—শত্রুঘাতী সিংহসদৃশ রাম ও লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ হস্তে লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন।২৫

আর সিংহ ও শার্দ্দূলের ন্যায় বিক্রমশালী, গজরাজের ন্যায় দীর্ঘকায়, নখর ও দন্ত (রূপ) অস্ত্রযুক্ত বানরবীরগণকে (লঙ্কায়) তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত দেখিতে পাইবেন।২৬

লঙ্কা সমীপবর্ত্তী মলয় পর্বতের সানুপ্রদেশে শৈল ও অম্বুদ (মেঘ) সদৃশ বানরমুখ্যগণের আস্ফালন ধ্বনি সততই শুনিতে পাইবেন। আপনি অবিলম্বে আরও দেখিতে পাইবেন—অরিন্দম শ্রীরামচন্দ্র বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অযোধ্যায় আপনার সহিত (রাজ সিংহাসনে) অভিষিক্ত হইয়াছেন।২৭-২৮

অতঃপর আপনার (বিরহ) শোকে নিরতিশয় পীড়িতা (হইলেও) অকাতরভাষিণী জনকরাজনন্দিনী মদুক্ত ঈপ্সিত বাক্যবিন্যাসে প্রসন্ন হইয়া কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়াছেন।২৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

বঙ্গভাষানুবাদোঽয়ং সমাপ্তো যৎকৃপাবলাৎ।
সুন্দরং সুন্দরান্তে তং সীতারামং নমাম্যহম্ ॥
রস-শৈলাহি-হিমাংশৌ শাকে চ গুরুবাসরে।
উত্তরায়ণসংক্রান্ত্যাং সমাপ্তেয়ং শুভা কৃতিঃ ॥
প্রীয়তাং শ্রীসীতারাম! কলিকলুষহারক!
প্রীতে ত্বয়ি জগৎ প্রীতং তত্রৈবৈষ মনোদ্যমঃ ॥

শ্রীশ্রীসীতারামচরণে সমেষাং মতিরস্তু।

ওঁ তৎসৎ

পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীযাদবেন্দ্রনাথন্যায়তর্কতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিতং

সুন্দরকাণ্ডং সম্পূর্ণম্ ॥

যুদ্ধ(লঙ্কা)কাণ্ডম্

পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীরঘুনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ-কৃত-

বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

যুদ্ধকাণ্ডম্

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীরঘুনাথকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

[শ্রীরামচন্দ্রস্য হনূমৎপ্রশংসনপূর্ব্বকং সমুদ্রোত্তরণচিন্তা ।]

প্রথমঃ সর্গঃ

শ্রুত্বা হনূমতো বাক্যং যথাবদভিভাষিতম্ ।
রামঃ প্রীতিসমাযুক্তো বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ ॥১

কৃতং হনূমতা কার্য্যং সুমহদ্ভুবি দুর্লভম্ ।
মনসাপি যদন্যেন ন শক্যং ধরণীতলে ॥২

নহি তং পরিপশ্যামি যস্তরেৎ মহার্ণবম্ ।
অন্যত্র গরুড়াদ্ বায়োরন্যত্র চ হনূমতঃ ॥৩

দেব-দানব-যক্ষাণাং গন্ধর্ব্বোরগ-রক্ষসাম্ ।
অপ্রধৃষ্যাং পুরীং লঙ্কাং রাবণেন সুরক্ষিতাম্ ॥৪

প্রবিষ্টঃ সত্ত্বমাশ্রিত্য জীবন্ কো নাম নিষ্ক্রমেৎ ।
কো বিশেৎ সুদুরাধর্ষাং রাক্ষসৈশ্চ সুরক্ষিতাম্ ॥৫

যো বীর্য্যবলসম্পন্নো ন সমঃ স্যাদ্ধনূমতঃ ।
ভৃত্যকার্য্যং হনুমতা সুগ্রীবস্য কৃতং মহৎ ।
এবং বিধায় স্ববলং সদৃশং বিক্রমস্য চ ॥৬

যো হি ভৃত্যো নিযুক্তঃ সন্ ভর্ত্তা কর্ম্মণি দুষ্করে ।
কুর্য্যাৎ তদনুরাগেণ তমাহুঃ পুরুষোত্তমম্ ॥৭

যো নিযুক্তঃ পরং কার্য্যং ন কুর্য্যাদ্ নৃপতেঃ প্রিয়ম্ ।
ভৃত্যো যুক্তঃ সমর্থশ্চ তমাহুর্মধ্যমং নরম্ ॥৮

নিযুক্তো নৃপতেঃ কার্য্যং ন কুর্যাদ্ যঃ সমাহিতঃ ।
ভৃত্যো যুক্তঃ সমর্থশ্চ তমাহুঃ পুরুষাধমম্ ॥৯

তন্নিয়োগে নিযুক্তেন কৃতং কৃত্যং হনূমতা ।
ন চাত্মা লঘুতাং নীতঃ সুগ্রীবশ্চাপি তোষিতঃ ॥১০

প্রথম সর্গ

[শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক হনুমানের প্রশংসা পূর্ব্বক সমুদ্রপারের চিন্তা ।]

যথাবৎ কথিত হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাম প্রসন্ন হইলেন এবং এই উত্তর বাক্য বলিলেন—হনুমান্ কর্ত্তৃক পৃথিবীতে দুর্লভ সুমহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জগতে এই কার্য্যের কথা কেহ চিন্তাও করিতে পারে না। গরুড়, বায়ু ও হনুমান্ ভিন্ন অন্য কেহ এই মহাসমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ—এরূপ কাহাকেও দেখি না ।১-৩

দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, নাগ ও রাক্ষসগণের অজেয় লঙ্কাপুরী রাবণ রক্ষিতা। সেই লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া কে স্বয়ং জীবিত অবস্থায় ফিরিতে পারে ? যে হনুমানের মত বলীবীর্যসম্পন্ন নয়, তাহার পক্ষে লঙ্কা প্রবেশ অসম্ভব। হনুমান্ বল-বিক্রমপ্রকাশ দ্বারা সুগ্রীবের ভৃত্যকার্য্য নিজ অনুরূপ মহদ্‌ভাবে সম্পাদন করিয়াছে ।৪-৬

প্রভু কর্ত্তৃক কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত ভৃত্য যদি সেই কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া তদতিরিক্ত প্রভুর হিতজনক অন্য কর্ম সমাধা করে, তাহা হইলে সেই ভৃত্যকে পণ্ডিতেরা শ্রেষ্ঠ পুরুষ (উত্তম ভৃত্য) বলেন। যে ভৃত্য এক কর্মে নিযুক্ত হইয়া মাত্র তাহাই করে, কিন্তু সামর্থ্য থাকিলেও প্রভুর প্রিয় অন্য কার্য্য করে না, তাহাকে মধ্যম পুরুষ (মধ্যম ভৃত্য) বলা হয়। সামর্থ্যবান্ ভৃত্য প্রভু কর্ত্তৃক

অহঞ্চ রঘুবংশশ্চ লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
বৈদেহ্যা দর্শনেনাদ্য ধর্ম্মতঃ পরিরক্ষিতাঃ ॥১১
ইদং তু মম দীনস্য মনো ভূয়ঃ প্রকর্ষতি।
যদিহাস্য প্রিয়াখ্যাতুর্ন কুর্ম্মি সদৃশং প্রিয়ম্ ॥১২
এষ সর্ব্বস্বভূতস্তু পরিষ্বঙ্গো হনূমতঃ।
ময়া কালমিমং প্রাপ্য দত্তস্তস্য মহাত্মনঃ ॥১৩
ইত্যুক্ত্বা প্রীতিহৃষ্টাঙ্গো রামস্তং পরিষস্বজে।
হনুমন্তং কৃতাত্মানং কৃতকার্য্যমুপাগতম্ ॥১৪
ধ্যাত্বা পুনরুবাচেদং বচনং রঘুসত্তমঃ।
হরীণামীশ্বরস্যৈব সুগ্রীবস্যোপশৃণ্বতঃ ॥১৫
সর্ব্বথা সুকৃতং তাবৎ সীতায়াঃ পরিমার্গণম্।
সাগরন্তু সমাসাদ্য পুনর্নষ্টং মনো মম ॥১৬
কথং নাম সমুদ্রস্য দুষ্পারস্য মহাম্ভসঃ।
হরয়ো দক্ষিণং পারং গমিষ্যন্তি সমাগতাঃ ॥১৭
যদ্যপ্যেষ তু বৃত্তান্তো বৈদেহ্যা গদিতো মম।
সমুদ্রপারগমনে হরীণাং কিমিবোত্তরম্ ॥১৮
ইত্যুক্ত্বা শোকসম্ভ্রান্তো রামঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
হনূমন্তং মহাবাহুস্ততো ধ্যানমুপাগমৎ ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ ॥

নিযুক্ত হইয়াও যদি একাগ্রচিত্তে তৎকার্য্য না করে, তাহা হইলে তাহাকে অধম পুরুষ (অধমভৃত্য) বলে।৭-৯

হনুমান্ রাজাদেশে নিযুক্ত হইয়া কর্ম সমাধা করিয়াছে। নিজের মহত্ত্ব স্থাপিত ও সুগ্রীবের সন্তোষ উৎপন্ন হইয়াছে। হনুমান্ বৈদেহীকে দেখিয়া আসায়—আমি, লক্ষ্মণ, এমন কি রঘুবংশও ধর্মানুসারে রক্ষিত হইয়াছে। এরূপ প্রিয় ও হিতকর্মকারীর কোন অনুরূপ অনুষ্ঠানে অক্ষম এই দীন আমার অন্তঃকরণ পীড়িত হইতেছে। এখন এই মহাত্মা হনুমান্‌কে আমার সর্বস্বভূত আলিঙ্গন প্রদান করিতেছি—এই কথা বলিতে বলিতে আদেশপালক কৃতকৃত্য হনুমান্‌কে শ্রীরামচন্দ্র প্রেম পুলকিত হইয়া আলিঙ্গন করিলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া রঘুবংশমণি শ্রীরাম কপীশ্বর সুগ্রীবের সমীপেই (সুগ্রীবকে শুনাইয়াই) বলিতে লাগিলেন—সীতার অনুসন্ধান সুসম্পন্ন। কিন্তু সাগরের কথা মনে হইলেই মনভঙ্গ হইতেছে। তরঙ্গসঙ্কুল দুষ্পার মহান্ সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে গমন এই বানরগণের পক্ষে কি ভাবে সম্ভব? জানকীর লঙ্কায় অবস্থিতির কথা বলিলে বটে, কিন্তু বানরগণের সমুদ্রপারের উপায় কে বলিয়া দিবে? শত্রুনিষূদন মহাবাহু শ্রীরাম শোকাতুর হইয়া হনুমান্‌কে এই সকল কথা বলিলেন এবং চিন্তামগ্ন হইলেন।১০-১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে প্রথম সর্গ সমাপ্ত

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

[শোকার্ত্ত-রামং প্রতি সুগ্রীবস্যোপদেশবাক্যম্।]

তং তু শোকপরিদ্যূনং রামং দশরথাত্মজম্।
উবাচ বচনং শ্রীমান্ সুগ্রীবঃ শোকনাশনম্ ॥১
কিং ত্বয়া তপ্যতে বীর যথান্যঃ প্রাকৃতস্তথা।
মৈবং ভূস্ত্যজ সন্তাপং কৃতঘ্ন ইব সৌহৃদম্ ॥২
সন্তাপস্য চ তে স্থানং ন হি পশ্যামি রাঘব।
প্রবৃত্তাবুপলব্ধায়াং জ্ঞাতে চ নিলয়ে রিপোঃ ॥৩
মতিমান্ শাস্ত্রবিৎ প্রাজ্ঞঃ পণ্ডিতশ্চাসি রাঘব।
ত্যজেমাং প্রাকৃতাং বুদ্ধিং কৃতাত্মেবার্থদূষিণীম্ ॥৪
সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বা তু মহানক্রসমাকুলম্।
লঙ্কামারোহয়িষ্যামো হনিষ্যামশ্চ তে রিপুম্ ॥৫
নিরুৎসাহস্য দীনস্য শোকপর্য্যাকুলাত্মনঃ।
সর্ব্বথা ব্যবসীদন্তি ব্যসনঞ্চাধিগচ্ছতি ॥৬
ইমে শূরাঃ সমর্থাশ্চ সর্ব্বতো হরিযূথপাঃ।
ত্বৎপ্রিয়ার্থং কৃতোৎসাহাঃ প্রবেষ্টুমপি পাবকম্।
এষাং হর্ষেণ জানামি তর্কশ্চাপি দৃঢ়ো মম ॥৭
বিক্রমেণ সমানেষ্যে সীতাং হত্বা যথা রিপুম্।
রাবণং পাপকর্ম্মাণং তথা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি ॥৮
সেতুরত্র যথা বধ্যেদ্ যথা পশ্যেম তাং পুরীম্।
তস্য রাক্ষসরাজস্য তথা ত্বং কুরু রাঘব ॥৯
দৃষ্ট্বা তাং হি পুরীং লঙ্কাং ত্রিকূটশিখরে স্থিতাম্।
হতঞ্চ রাবণং যুদ্ধে দর্শনাদবধারয় ॥১০
অবদ্ধ্বা সাগরে সেতুং ঘোরে তু বরুণালয়ে।
লঙ্কা নাসাদিতুং শক্যা সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥১১
সেতুবন্ধঃ সমুদ্রে চ যাবল্লঙ্কাসমীপতঃ।
সর্ব্বস্তীর্ণঞ্চ বৈ সৈন্যং জিতমিত্যুপধারয় ॥১২
তথাহি সমরে শূরা হরয়ঃ কামরূপিণঃ।
তদলং বিক্লবাং বুদ্ধিং রাজন্ সর্ব্বার্থনাশনীম্ ॥১৩
পুরুষস্য হি লোকেঽস্মিন্ শোকঃ শৌর্য্যাপকর্ষণঃ।

দ্বিতীয় সর্গ

[শোকার্ত্ত রামের প্রতি সুগ্রীবের উপদেশ বাক্য।]

শ্রীমান্ সুগ্রীব শ্রীরামকে শোকার্ত্ত দেখিয়া শোকনাশক বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন—হে বীর! আপনি কেন প্রাকৃত জনের ন্যায় শোক করিতেছেন? কৃতঘ্ন ব্যক্তি যেমন সৌহার্দ ত্যাগ করে, তদ্রূপ আপনিও সন্তাপ ত্যাগ করুন। হে রাঘব! আমি শোকের কারণ দেখিতেছি না; যেহেতু সীতার অবস্থিতি এবং শত্রুর বাসস্থান জানা গিয়াছে। হে রাঘব! আপনি বুদ্ধিমান্ জ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত; কৃতাত্মা ব্যক্তির ন্যায় আপনি অর্থদূষক এই প্রাকৃত বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন। ভীষণ জলজন্তুপূর্ণ সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কা আক্রমণ করিব এবং আপনার শত্রু বধ করিব।১-৫

নিরুৎসাহ, দীন ও শোকার্ত্তের সব নষ্ট হয় এবং বিপন্ন হয়। এই বানর দলপতিগণ বীর, রণকুশল এবং আপনার প্রিয়কামনায় অগ্নি প্রবেশেও প্রস্তুত। ইহাদের সানন্দ উৎসাহের দ্বারা বুঝিতেছি এবং আমার ইহা দৃঢ় বিশ্বাস। এখন যাহাতে আমরা পরাক্রম প্রকাশ করিয়া আপনার শত্রু পাপিষ্ঠ রাবণকে বধ করিতে এবং সীতার উদ্ধার করিতে পারি। হে রঘুনন্দন! আপনি সেইরূপ উপায় স্থির করুন। যাহাতে সেতুবন্ধন এবং লঙ্কাদর্শন সম্ভব হয় আপনি তাদৃশ উপায় নির্ধারণ করুন। ত্রিকূটপর্বতের শিখরে অবস্থিতা লঙ্কাপুরীর দর্শন হইলেই জানিবেন, নিশ্চয়ই রাবণ যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। বরুণের বাসস্থান ঘোর সাগরে সেতুবন্ধন না করিলে ইন্দ্রের সহিত দেবতা এবং অসুরগণও লঙ্কা গমনে সমর্থ হন না।

যত্তু কার্য্যং মনুষ্যেণ শৌটীর্য্যমবলম্ব্যতাম্ ॥১৪
তদলঙ্করণায়ৈব কর্ত্তুর্ভবতি সত্বরম্।
অস্মিন্ কালে মহাপ্রাজ্ঞ সত্ত্বমাতিষ্ঠ তেজসা ॥১৫
শূরাণাং হি মনুষ্যাণাং ত্বদ্বিধানাং মহাত্মনাম্।
বিনষ্টে বা প্রণষ্টে বা শোকঃ সর্ব্বার্থনাশনঃ ॥১৬
তৎ ত্বং বুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ।
মদ্বিধৈঃ সচিবৈঃ সার্দ্ধমরীন্ জেতুং সমর্হসি ॥১৭
ন হি পশ্যাম্যহং কঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু রাঘব।
গৃহীতধনুষো যস্তে তিষ্ঠেদভিমুখো রণে ॥১৮
বানরেষু সমাসক্তং ন তে কার্য্যং বিপৎস্যতে।
অচিরাদ্ দ্রক্ষ্যসে সীতাং তীর্ত্বা সাগরমক্ষয়ম্ ॥১৯
তদলং শোকমালম্ব্য ক্রোধমালম্ব ভূপতে।
নিশ্চেষ্টাঃ ক্ষত্রিয়া মন্দাঃ সর্ব্বে চণ্ডস্য বিভ্যতি ॥২০
লঙ্ঘনার্থঞ্চ ঘোরস্য সমুদ্রস্য নদীপতেঃ।
সহাস্মাভিরিহোপেতঃ সূক্ষ্মবুদ্ধির্বিচারয় ॥২১
লঙ্ঘিতে তত্র তৈঃ সৈন্যৈর্জিতমিত্যেব নিশ্চিনু।
সর্ব্বন্তীর্ণঞ্চ মে সৈন্যং জিতমিত্যবধার্য্যতাম্ ॥২২
ইমে হি হরয়ঃ শূরাঃ সমরে কামরূপিণঃ।
তানরীন্ বিধমিষ্যন্তি শিলা-পাদপবৃষ্টিভিঃ ॥২৩
কথঞ্চিৎ পরিপশ্যামি লঙ্ঘিতং বরুণালয়ম্।
হতমিত্যেব তং মন্যে যুদ্ধে শত্রুনিবর্হণ ॥২৪
কিমুক্ত্বা বহুধা চাপি সর্ব্বথা বিজয়ী ভবান্।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি মনো মে সম্প্রহৃষ্যতি ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥

যখনই সমুদ্রে সেতু নির্মিত হইবে, তখনই নিশ্চয় জানিবেন যে, সকল বানরসৈন্য পার হইয়াছে এবং আপনার জয়ও হইয়াছে। এই বানরগণ কামরূপী ও রণকুশল, তাই বলিতেছি—হে রাজন্! এই সর্বকর্ম-নাশিনী বিকল বুদ্ধি ত্যাগ করুন; কারণ, জগতে দেখা যায় যে শোক পুরুষের শৌর্য্যাদি গুণকে নষ্ট করে। এখন মানুষের যেরূপ কর্ত্তব্য আপনি সেইরূপ শৌর্য্য অবলম্বন করুন।৬-১৪

শৌর্য্য অবলম্বনকারী ব্যক্তি শীঘ্রই সিদ্ধির দ্বারা অলঙ্কৃত হয়। হে মহাপ্রাজ্ঞ শ্রীরাম! এই সময়ে আপনি তেজের দ্বারা ধৈর্য্য ধারণ করুন। যেহেতু কোন বস্তুর বিনাশ বা অদর্শনজনিত শোক আপনার মত বীর ও মহাত্মা পুরুষগণের সর্বার্থ নাশ করে। আপনি বুদ্ধিমান্‌দিগের অগ্রগণ্য, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ও আমার ন্যায় সচিবগণের সাহায্যে শত্রু জয় করিতে সমর্থ। হে রাঘব! আপনি যুদ্ধস্থলে ধনু ধারণ করিলে ত্রিলোকমধ্যে এরূপ কাহাকে দেখি না যে, আপনার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে। বানরগণের উপর ন্যস্ত আপনার কার্য্য নষ্ট হইবে না। অক্ষয় সাগর পার হইয়া শীঘ্রই শ্রীসীতাকে দেখিতে পাইবেন।১৫-১৯

হে ভূপতে! শোক ত্যাগ করুন, ক্রোধ অবলম্বন করুন। উদ্যমহীন ক্ষত্রিয় জীবন্মৃত; ক্রোধীকে সকলে ভয় পায়। আপনি সূক্ষ্মবুদ্ধি—আপনি আমাদের সহিত একত্রিত হইয়া ঘোর সমুদ্রের লঙ্ঘনের উপায় চিন্তা করুন। এই সৈন্য সাগর পার হইলে জয়ও নিশ্চিত জানিবেন। মনে করুন—সমুদ্র লঙ্ঘিত হইয়াছে; আপনিও জয় লাভ করিয়াছেন। রণকুশল ও ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণে সমর্থ এই বানরগণ শিলা ও বৃক্ষ বর্ষণ দ্বারা সেই শত্রুগণকে সংহার করিবে। হে শত্রুনিসূদন শ্রীরাম! যদি কোন প্রকারে বরুণালয় সাগরের পরপার দেখিতে পাই, তাহা হইলে রাবণ যুদ্ধে নিহত—মনে করিতে পারি। অধিক কথায় প্রয়োজন নাই—আপনি সর্বপ্রকারে বিজয়ী হইবেন। কারণ শুভ লক্ষণসকল দেখিয়া আমার মন আনন্দে ও উৎসাহে পরিপূর্ণ।২০-২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্য হনূমৎসমীপে লঙ্কায়া পরিচয়জিজ্ঞাসা, হনূমত তস্যা বিবরণদানঞ্চ।]

সুগ্রীবস্য বচঃ শ্রুত্বা হেতুমৎ পরমার্থবৎ।
প্রতিজগ্রাহ কাকুৎস্থো হনূমন্তমথাব্রবীৎ ॥১

তপসা সেতুবন্ধেন সাগরোচ্ছোষণেন চ।
সর্ব্বথাপি সমর্থোঽস্মি সাগরস্যাস্য লঙ্ঘনে ॥২

কতি দুর্গাণি দুর্গায়া লঙ্কায়াস্তদ্ ব্রবীহি মে।
জ্ঞাতুমিচ্ছামি তৎ সর্ব্বং দর্শনাদিব বানর ॥৩

বলস্য পরিমাণঞ্চ দ্বারদুর্গক্রিয়ামপি।
গুপ্তিকর্ম্ম চ লঙ্কায়া রক্ষসাং সদনানি চ ॥৪

যথাসুখং যথাবচ্চ লঙ্কায়ামসি দৃষ্টবান্।
সর্ব্বমাচক্ষ্ব তত্ত্বেন সর্ব্বথা কুশলো হ্যসি ॥৫

শ্রুত্বা রামস্য বচনং হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠো রামং পুনরথাব্রবীৎ ॥৬

শ্রূয়তাং সর্ব্বমাখ্যাস্যে দুর্গকর্ম্মবিধানতঃ।
গুপ্তা পুরী যথা লঙ্কা রক্ষিতা চ যথা বলৈঃ ॥৭

রাক্ষসাশ্চ যথা স্নিগ্ধা রাবণস্য চ তেজসা।
পরাং সমৃদ্ধিং লঙ্কায়াঃ সাগরস্য চ ভীমতাম্ ॥৮

বিভাগঞ্চ বলৌঘস্য নির্দ্দেশং বাহনস্য চ।
এবমুক্ত্বা হরিশ্রেষ্ঠঃ কথয়ামাস তত্ত্বতঃ ॥৯

প্রহৃষ্টমুদিতা লঙ্কা মত্তদ্বিপসমাকুলা।
মহতী রথসম্পূর্ণা রক্ষোগণনিষেবিতা ॥১০

বাজিভিশ্চ সুসম্পূর্ণা সা পুরী দুর্গমা পরৈঃ।
দৃঢ়বদ্ধকপাটানি মহাপরিঘবন্তি চ।
চত্বারি বিপুলান্যস্যা দ্বারাণি সুমহান্তি চ ॥১১

তত্রেষূপলযন্ত্রাণি বলবন্তি মহান্তি চ।
আগতং পরসৈন্যং তৈস্তত্র প্রতিনিবার্য্যতে ॥১২

তৃতীয় সর্গ

[হনুমানের নিকট শ্রীরাম কর্তৃক লঙ্কার পরিচয় জিজ্ঞাসা এবং হনুমান্ কর্তৃক তাহার বিবরণদান।]

কাকুৎস্থ শ্রীরাম সুগ্রীবের তথ্যপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীকার করিলেন এবং হনুমানকে বলিলেন—আমি তপোবলে সেতুনির্মাণে, সমুদ্র-শোষণে ও সাগরলঙ্ঘনে সকলরকমে সমর্থ। হে বানর! দুর্গম লঙ্কায় কতগুলি দুর্গ আছে, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। তুমি স্পষ্ট বিবরণ দাও।১-৩

রাবণের সৈন্যের পরিমাণ; দ্বার সকলের দুর্গমতার সাধনসকল, পরিখাদির সংখ্যা, রাক্ষসগণের গৃহসকল তুমি অনায়াসে ও ভালভাবে দেখিয়াছ। তুমি যথাযথ ভাবে আমায় সব বল। তোমার সর্বতোভাবে বর্ণনা সামর্থ্য আছে।৪-৫

শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করত বাগ্মীশ্রেষ্ঠ পবননন্দন হনুমান্ শ্রীরামচন্দ্রকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন—রাজন্! শ্রবণ করুন—আপনি লঙ্কার দুর্গনির্মাণপদ্ধতি, রক্ষাব্যবস্থা, রাক্ষসদের বিক্রমাদি, রাবণের প্রভাব এবং রাবণের প্রতি প্রীতি, লঙ্কার সমৃদ্ধি, সমুদ্রের ভয়ঙ্করতা, পদাতিকের সংখ্যা ও বিভাগ এবং বাহন সংখ্যা—এই সব বিষয় আপনাকে বলিতেছি। এই কথা বলিয়া কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ যথাযথভাবে বলিতে লাগিলেন।৬-৯

সেই লঙ্কা হর্ষ ও আমোদপ্লুতা, মদমত্ত হস্তি-সমাকুলা, অসংখ্য রথযুক্তা, রাক্ষসগণের বাসভূমি। মহাপরিঘ যুক্ত ও (অর্গল) দৃঢ় কপাটবদ্ধ ইহার চারিটি দ্বার আছে। সেই দ্বারে দৃঢ় ও মহৎ ইষূপল যন্ত্র সকল স্থাপিত আছে। সেই সকল যন্ত্র দ্বারা আক্রমণকারী

দ্বারেষু সংস্কৃতা ভীমাঃ কালায়সময়াঃ শিতাঃ ।
শতশো রচিতা বীরৈঃ শতঘ্ন্যো রক্ষসাং গণৈঃ ॥১৩
সৌবর্ণস্তু মহাংস্তস্যাঃ প্রাকারো দুষ্প্রধর্ষণঃ ।
মণি-বিদ্রুম-বৈদূর্য্য-মুক্তাবিরচিতান্তরঃ ॥১৪
সর্ব্বতশ্চ মহাভীমাঃ শীততোয়া মহাশুভাঃ ।
অগাধা গ্রাহসম্পূর্ণাঃ পরিখা মীনসেবিতাঃ ॥১৫
দ্বারেষু তাসাং চত্বারঃ সংক্রমাঃ পরমায়তাঃ ।
যন্ত্রৈরুপেতা বহুভির্মহদ্ভির্গৃহপঙ্‌ক্তিভিঃ ॥১৬
ত্রায়ন্তে সংক্রমাস্তত্র পরসৈন্যাগতে সতি ।
যন্ত্রৈস্তৈরবকীর্য্যন্তে পরিখাসু সমন্ততঃ ॥১৭
একস্ত্বকম্প্যো বলবান্ সংক্রমঃ সুমহাদৃঢ়ঃ ।
কাঞ্চনৈর্বহুভিস্তম্ভৈর্বেদিকাভিশ্চ শোভিতঃ ॥১৮
স্বয়ং প্রকৃতিমাপন্নো যুযুৎসু রাম রাবণঃ ।
উত্থিতশ্চাপ্রমত্তশ্চ বলানামনুদর্শনে ॥১৯
লঙ্কা পুনর্নিরালম্বা দেবদুর্গভয়াবহা ।
নাদেয়ং পার্ব্বতং বান্যং কৃত্রিমঞ্চ চতুর্ব্বিধম্ ॥২০

স্থিতা পারে সমুদ্রস্য দূরপারস্য রাঘব ।
নৌপথশ্চাপি নাস্ত্যত্র নিরুদ্দেশশ্চ সর্ব্বশঃ ॥২১
শৈলাগ্রে রচিতা দুর্গা সা পূর্দ্দেবপুরোপমা ।
বাজি-বারণসম্পূর্ণা লঙ্কা পরমদুর্জয়া ॥২২
পরিখাশ্চ শতঘ্ন্যাশ্চ যন্ত্রাণি বিবিধানি চ ।
শোভয়ন্তি পুরীং লঙ্কাং রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥২৩
অযুতং রাক্ষসামত্র পূর্ব্বদ্বারং সমাশ্রিতম্ ।
শূলহস্তা দুরাধর্ষাঃ সর্ব্বে খড়্গাগ্রযোধিনঃ ॥২৪
নিযুতং রক্ষসামত্র দক্ষিণদ্বারমাশ্রিতম্ ।
চতুরঙ্গেণ সৈন্যেন যোধাস্তত্রাপ্যনুত্তমাঃ ॥২৫
প্রযুতং রক্ষসামত্র পশ্চিমদ্বারমাশ্রিতম্ ।
চর্ম্মখড়্গধরাঃ সর্ব্বে তথা সর্বাস্ত্রকোবিদাঃ ॥২৬
ন্যর্ব্বুদং রক্ষসামত্র উত্তরদ্বারমাশ্রিতম্ ।
রথিনশ্চাশ্ববাহাশ্চ কুলপুত্রাঃ সুপুজিতাঃ ॥২৭
শতশোঽথ সহস্রাণি মধ্যমং স্কন্ধমাশ্রিতাঃ ।
যাতুধানা দুরাধর্ষাঃ সাগ্রকোটিশ্চ রক্ষসাম্ ॥২৮

সৈন্যকে আক্রমণ করা হয়। রাক্ষসবীরগণ লৌহসারময়ী ভয়ঙ্কর শত শত শতঘ্নী সাজাইয়া রাখিয়াছে। অন্যের অধৃষ্য মণিমুক্তা-বিদ্রুমাদি খচিত ও স্বর্ণনির্মিত চারিটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। তাহার চারিদিকে মৎস্য ও ভীষণ জলজন্তুসমাকুল, শীতল জলপূর্ণ গভীর পরিখা বর্ত্তমান। সেই লঙ্কাপুরীর চারিটি দ্বারে পরিখাতরণার্থ সুপ্রশস্ত সেতুপথ আছে। উহাতে বহু যন্ত্র আছে এবং চারিটি নিকটে বৃহদাকার গৃহসকল অবস্থিত। শত্রুসৈন্য আসিলে যন্ত্রসকল দ্বারা সেতুপথ রক্ষিত ও পরিখার চারিধারে নিক্ষিপ্ত হয়।১০-১৮

ঐ চারিটি পথের মধ্যে অতিসুদৃঢ় ও বৃহৎ সংক্রম আছে; তাহা কাঞ্চনময় বহু স্তম্ভ ও বেদিকার দ্বারা অলঙ্কৃত। হে শ্রীরাম! যুযুৎসু রাবণ শত্রুসৈন্য দেখিবার জন্য সতর্কভাবে সেই সেতুতে অবস্থান করে।১৯

আরও দেখুন—নিরালম্বা ভীতিপ্রদা লঙ্কার নদী, পর্বত, বন ও কৃত্রিম এই চারিপ্রকার দুর্গ বর্ত্তমান থাকায় দেবতাদিগেরও অগম্য। রাঘব! দুস্তর সাগরের পরপারে লঙ্কা অবস্থিতা। জলযানের ব্যবস্থাও নাই। এই জন্য লঙ্কার সংবাদও কেহই জানেন না। সেই লঙ্কা দুর্গমা, পর্বতশিখরে রচিতা, বহু হস্তী, অশ্ব বলবাহনে সুশোভিতা এবং অমরাবতীর ন্যায় দুর্জয়া। হে রাম! সেই দুরাত্মা রাবণের লঙ্কাপুরী পরিখা, শতঘ্নী ও বহুপ্রকার যন্ত্রদ্বারা পরিশোভিতা। খড়্গ যুদ্ধে পারদর্শী শূলধারী দুর্দ্ধর্ষ দশ হাজার রাক্ষস সৈন্য পূর্বদ্বারে বর্ত্তমান। যুদ্ধকুশল দশলক্ষ রাক্ষস সেনা চতুরঙ্গ বলের সহিত দক্ষিণদ্বারে অবস্থিতি করিতেছে। পশ্চিমদ্বারে সর্বাস্ত্রকুশল খড়্গচর্মধারী প্রযুত সংখ্যক রাক্ষস আছে। সৎকুলজাত রাবণকর্ত্তৃক সম্মানিত দশকোটি রথী অশ্বারোহী রাক্ষস উত্তরদ্বারে অবস্থিত। লঙ্কার মধ্যম স্কন্ধের দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসদিগের সংখ্যা করা যায় না। উহাদের সংখ্যা শত শত সহস্র সহস্র কোটি কোটিও হইতে পারে।২০-২৮

তে ময়া সংক্রমা ভগ্নাঃ পরিখাশ্চাবপূরিতাঃ।
দগ্ধা চ নগরী লঙ্কা প্রাকারাশ্চাবসাদিতাঃ ॥২৯
বলৈকদেশঃ ক্ষপিতো রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্।
যেন কেন তু মার্গেণ তরাম বরুণালয়ম্ ॥৩০
হতেতি নগরী লঙ্কা বানরৈরুপধার্য্যতাম্।
অঙ্গদো দ্বিবিদো মৈন্দো জাম্ববান্ পনসো নলঃ ॥৩১
নীলঃ সেনাপতিশ্চৈব বলশেষেণ কিং তব।
প্লবমানা হি গত্বা তাং রাবণস্য মহাপুরীম্ ॥৩২
সপর্ব্বতবনাং ভিত্ত্বা সখাতাঞ্চ সতোরণাম্।
সপ্রাকারাং সভবনামানয়িষ্যন্তি রাঘব ॥৩৩
এবমাজ্ঞাপয় ক্ষিপ্রং বলানাং সর্ব্বসংগ্রহম্।
মুহূর্ত্তেন তু যুক্তেন প্রস্থানমভিরোচয় ॥৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥

আমি সেতুপথগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়াছি, পরিখাসকল পূরিত করিয়াছি, লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছি, প্রাচীরসকল পাতিত করিয়াছি, বিশাল রাক্ষস সৈন্যের এক চতুর্থাংশ সংহার করিয়াছি। যে কোন প্রকারে যদি আমরা সমুদ্র পার হইতে পারি, তাহা হইলে "লঙ্কা বিনষ্ট"—ইহা বানরগণ সিদ্ধান্ত করিতে পারিবে। অঙ্গদ দ্বিবিদ, মৈন্দ, জাম্ববান্, পনস, নল এবং সেনাপতি নীল লঙ্কা বিজয়ের পক্ষে যথেষ্ট; অবশিষ্ট সৈন্যের কি প্রয়োজন? হে রাঘব! অঙ্গদাদি আমরা আকাশ-পথে রাবণের মহাপুরী লঙ্কায় গমন করিব এবং পর্বত, বন পরিখা, প্রাচীর, তোরণ ও গৃহসকলের সহিত লঙ্কাকে নষ্ট করিয়া সীতামাতাকে আনিয়া দিব। আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সৈন্যদিগের সর্বসংগ্রহের আদেশ দিন এবং শুভমুহূর্তে যাত্রার আদেশ করুন।২৯-৩৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত

চতুর্থঃ সর্গঃ

[বানরসেনাভিঃ সহ শ্রীরামাদীনাং প্রস্থানম্, সমুদ্রতটোপরি তেষামেকত্র সমাবেশশ্চ।]

শ্রুত্বা হনূমতো বাক্যং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
ততোঽব্রবীন্মহাতেজা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥১
যন্নিবেদয়সে লঙ্কাং পুরীং ভীমস্য রক্ষসঃ।
ক্ষিপ্রমেতাং বধিষ্যামি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥২
অস্মিন্ মুহূর্ত্তে সুগ্রীব প্রয়াণমভিরোচয়।
যুক্তো মুহূর্ত্তে বিজয়ে প্রাপ্তো মধ্যং দিবাকরঃ ॥৩
সীতাং হৃত্বা তু তদ্ যাতু ক্বাসৌ যাস্যতি জীবিতঃ।
সীতা শ্রুত্বা তু যানং মে আশামেষ্যতি জীবিতে।
জীবিতান্তেঽমৃতং স্পৃষ্ট্বা পীত্বা বিষমিবাতুরঃ ॥৪
উত্তরা ফাল্গুনী হ্যদ্য শ্বস্তু হস্তেন যোক্ষ্যতে।
অভিপ্রয়াম সুগ্রীব সর্ব্বানীকসমাবৃতাঃ ॥৫
নিমিত্তানি চ পশ্যামি যানি প্রাদুর্ভবন্তি বৈ।
নিহত্য রাবণং সন্ধ্যে হ্যানয়িষ্যামি জানকীম্ ॥৬
উপরিষ্টাদ্ধি নয়নং স্ফুরমাণমিদং মম।
বিজয়ং সমনুপ্রাপ্তং শংসতীব মনোরথম্ ॥৭
ততো বানররাজেন লক্ষ্মণেন সুপূজিতঃ।
উবাচ রামো ধর্ম্মাত্মা পুনরপ্যর্থকোবিদঃ ॥৮
অগ্রে যাতু বলস্যাস্য নীলো মার্গমবেক্ষিতুম্।
বৃতঃ শতসহস্রেণ বানরাণাং তরস্বিনাম্ ॥৯
ফলমূলবতা নীল শীতকাননবারিণা।
পথা মধুমতা চাশু সেনাং সেনাপতে নয় ॥১০

চতুর্থ সর্গ

[বানরসেনাগণের সহিত শ্রীরামাদির প্রস্থান ও সমুদ্রতটে তাঁহাদিগের একত্র সমাবেশ।]

সত্যপরাক্রম মহাতেজা শ্রীরাম যথানুপূর্বিক হনুমানের বাক্য শ্রবণ করত বলিলেন—হনুমান্! তুমি যে ভয়ঙ্কর রাক্ষসের পুরীর বর্ণনা করিলে সেই লঙ্কাপুরী অচিরে ধ্বংস করিব—ইহা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি। হে সুগ্রীব! তোমরা এখন-ই অভিযানের নিমিত্ত প্রস্তুত হও। সূর্যদেব মধ্যগগনে আসিয়াছেন; অতএব বিজয়* মুহূর্ত্তে যাত্রা করা বিধেয়।১-৩

রাবণ সীতা হরণ করিয়া প্রাণ লইয়া কোথাও পলাইতে পারিবে না। সীতাও আমার অভিযানের কথা শুনিয়া (মিলনের) আশায় জীবন ধারণ করিবে। হে সুগ্রীব! যেমন পীড়িত বা মৃত ব্যক্তি অমৃত প্রাপ্তিতে জীবন লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ আজ উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্র (সাধক-তারা), কাল হস্তা নক্ষত্র হইবে; অতএব আজ-ই আমরা সসৈন্যে যুদ্ধ যাত্রা করিব। শুভলক্ষণসকল দৃষ্ট হওয়ায় আমার বিশ্বাস হইতেছে যে, রাবণকে বধ করিয়া জানকীকে গৃহে আনয়ন করিব। আমার দক্ষিণনয়নের উপরিভাগ বারংবার নৃত্য করিয়া বিজয়প্রাপ্তি ও ইষ্টসিদ্ধির সূচনা করিতেছে। শ্রীরামের এই বাক্য শুনিয়া সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ বহুমান প্রদর্শন করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—সেনাপতি নীল বেগশালী এক লক্ষ বানর সেনার সহিত পথ অন্বেষণের জন্য অগ্রে গমন করুক। হে নীল! যে পথে উত্তম ফলমূল, শীতল জল, বনচ্ছায়া বর্ত্তমান, এইরূপ পথে শীঘ্র চল। দুরাত্মা রাক্ষসগণ পথের ফল ও জল দূষিত করিয়া রাখিতে পারে—এই বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইয়া সৈন্যগণকে রক্ষা করিবে। বানর সৈন্যগণ যেন নিম্নভূমি বনদুর্গ প্রভৃতিতে শত্রুসৈন্য আত্মগোপন করিয়াছে কিনা

* দিবসের দ্বিপ্রহর সময়কে 'অভিজিৎ' মুহূর্ত বলে। এই সময়কে 'বিজয়' মুহূর্তও বলে। সেইজন্য এই সময়ে যুদ্ধযাত্রা উত্তম বলিয়া মানিতে হয়। যদ্যপি 'ভুক্তৌ দক্ষিণযাত্রায়াং প্রতিষ্ঠায়াং দ্বিজন্মনি। আধানে চ ধ্বজারোহে মৃত্যুদঃ স্যাৎ সদাভিজিৎ॥' জ্যোতিষরত্নাকরের এই বচনানুযায়ী উক্ত মুহূর্তে যাত্রা নিষিদ্ধ, তথাপি কিষ্কিন্ধা হইতে লঙ্কা দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অর্থাৎ অগ্নিকোণে হওয়ার কারণ ঐ দোষ এইস্থলে হইবে না।

দূষয়েয়ুর্দুরাত্মানঃ পথি মূলফলোদকম্।
রাক্ষসাঃ পথি রক্ষেথাস্তেভ্যস্ত্বং নিত্যমুদ্যতঃ ॥১১
নিম্নেষু বনদুর্গেষু বনেষু চ বনৌকসঃ।
অভিপ্লুত্যাভিপশ্যেয়ুঃ পরেষাং নিহিতং বলম্ ॥১২
যত্তু ফল্গু বলং কিঞ্চিত্তদত্রৈবোপপদ্যতাম্।
এতদ্ধি ঘোরং কৃত্যং নো বিক্রমেণ প্রযুজ্যতাম্ ॥১৩
সাগরৌঘনিভং ভীমং মহানীকং মহাবলাঃ (ক)।
কপিসিংহাঃ প্রকর্ষন্তু শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১৪
গজশ্চ গিরিসঙ্কাশো গবয়শ্চ মহাবলঃ।
গবাক্ষশ্চাগ্রতো যান্তু গবং দৃপ্তা ইবর্ষভঃ ॥১৫
যাতু বানরবাহিন্যা বানরঃ প্লবতাং পতিঃ।
পালয়ন্ দক্ষিণং পার্শ্বমৃষভো বানরর্ষভঃ ॥১৬
গন্ধহস্তীব দুর্ধর্ষস্তরস্বী গন্ধমাদনঃ।
যাতু বানরবাহিন্যাঃ সব্যং পার্শ্বমধিষ্ঠিতঃ ॥১৭
যাস্যামি বলমধ্যেঽহং বলৌঘমভিহর্ষয়ন্।
অধিরুহ্য হনূমন্তমৈরাবতমিবেশ্বরঃ ॥১৮
অঙ্গদেনৈব সংযাতু লক্ষ্মণশ্চান্তকোপমঃ।
সার্ব্বভৌমেন ভূতেশো দ্রবিণাধিপতির্যথা ॥১৯
জাম্ববাংশ্চ সুষেণশ্চ বেগদর্শী চ বানরঃ।
ঋক্ষরাজো মহাবাহুঃ কুক্ষিং রক্ষন্তি তে ত্রয়ঃ ॥২০
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবো বাহিনীপতিঃ।
ব্যাদিদেশ মহাবীর্য্যো বানরান্ বানরর্ষভঃ ॥২১
তে বানরগণাঃ সর্ব্বে সমুৎপত্য মহৌজসঃ।
গুহাভ্যঃ শিখরেভ্যশ্চ আশু পুপ্লুবিরে তদা ॥২২
ততো বানররাজেন লক্ষ্মণেন চ পূজিতঃ।
জগাম রামো ধর্ম্মাত্মা সসৈন্যো দক্ষিণাং দিশম্ ॥২৩
শতৈঃ শতসহস্রৈশ্চ কোটিভিশ্চাযুতৈরপি।
বারণাভৈশ্চ হরিভির্যযৌ পরিবৃতস্তদা ॥২৪
তং যান্তমনুযাতি স্ম মহতী হরিবাহিনী।
হৃষ্টাঃ প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে সুগ্রীবেণাভিপালিতাঃ ॥২৫
আপ্লবন্তঃ প্লবন্তশ্চ গর্জ্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
ক্ষ্বেলন্তো নিনদন্তশ্চ জগ্মুর্ব্বৈ দক্ষিণাং দিশম্ ॥২৬

পাঠান্তর ঃ—(ক)—অগ্রানীকং মহাবলঃ।

তাহা লম্ফাদির দ্বারা পরীক্ষা করে। এই সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা বাল্য ও বার্দ্ধক্যহেতু দুর্বল, তাহারা কিষ্কিন্ধাতে-ই থাকুক। কারণ—যুদ্ধ ব্যাপারটি ঘোরতর, অতএব বলশালী সেনাগণই যাত্রা করুক। শত শহস্র মহাবল বানরসিংহগণ এই মহাসাগরতুল্য ভয়ঙ্কর বানরসেনা সঞ্চালন করুক। গিরিতুল্য গজ, মহাবল গবয় ও গবাক্ষ মদগর্বিত গোবৃষভের ন্যায় সেনাগণের অগ্রগামী হউক।৪-১৫

লম্ফপ্রদানকারিগণের অগ্রগণ্য বানরপুঙ্গব ঋষভ দক্ষিণপার্শ্ব রক্ষা করত চলুক। গন্ধহস্তীর মত দুর্দ্ধর্ষ বেগবান্ গন্ধমাদন বানরসেনার বামভাগ রক্ষা করিয়া চলুক। ইন্দ্র যেমন ঐরাবতে আরোহণ করে, তদ্রূপ আমি হনুমানের স্কন্ধে চড়িয়া সেনামধ্যে অবস্থান করত সৈন্যগণের হর্ষ উৎপাদন করিতে করিতে চলিব। সার্বভৌমনামক হস্তীতে আরোহণ করিয়া যক্ষরাজ কুবের যেমন গমন করেন, সেইরূপ যমতুল্য লক্ষ্মণ অঙ্গদের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করুক। ঋক্ষরাজ জাম্ববান্, মহাবাহু সুষেণ ও বেগদর্শী—এই তিনজন সেনাগণের কুক্ষিদেশ রক্ষা করুক।১৬-২০

শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনিয়া বানরশ্রেষ্ঠ মহাবল সেনাপতি সুগ্রীব যথোচিত আজ্ঞা দিলেন। তখন সেই মহাবল বানরসকল লম্ফপ্রদান করিতে করিতে গুহা ও শিখর হইতে শীঘ্র বাহির হইতে আরম্ভ করিল।২১-২২

তদনন্তর বানররাজ সুগ্রীব ও লক্ষ্মণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ধর্ম্মাত্মা শ্রীরাম হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অযুত অযুত কোটি কোটি হস্তিসদৃশ বানরগণে পরিবৃত হইয়া সসৈন্যে দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলেন।২৩-২৪

সুগ্রীব পালিত সেই বিশাল বানরবাহিনী হৃষ্ট ও উৎসাহিত হইয়া শ্রীরামের অনুসরণ করিতে লাগিল। কোন কোন বানর সেনাগণের রক্ষার জন্য চতুর্দিকে লম্ফ প্রদান করত, কেহ কেহ পথাদি নিরাপত্তা পরীক্ষা

ভক্ষয়ন্তঃ সুগন্ধীনি মধূনি চ ফলানি চ।
উদ্বহন্তো মহাবৃক্ষান্ মঞ্জরীপুঞ্জধারিণঃ ॥২৭
অন্যোন্যং সহসা দৃপ্তা নির্ব্বহন্তি ক্ষিপন্তি চ।
পতন্তশ্চোৎপতন্ত্যন্যে পাতয়ন্ত্যপরেঽপরান্ ॥২৮
রাবণো নো নিহন্তব্যঃ সর্ব্বে চ রজনীচরাঃ।
ইতি গর্জ্জন্তি হরয়ো রাঘবস্য সমীপতঃ ॥২৯
পুরস্তাদৃষভো বীরো নীলঃ কুমুদ এব চ।
পন্থানং শোধয়ন্তিস্ম বানরৈর্বহুভিঃ সহ ॥৩০
মধ্যে তু রাজা সুগ্রীবো রামো লক্ষ্মণ এব চ।
বলিভির্বহুভির্ভীমৈর্বৃতাঃ শত্রুনিবর্হণাঃ ॥৩১
হরিঃ শতবলির্বীরঃ কোটিভির্দশভির্বৃতঃ।
সর্ব্বামেকো হ্যবষ্টভ্য ররক্ষ হরিবাহিনীম্ ॥৩২
কোটীশতপরীবারঃ কেশরী পনসো গজঃ।
অর্কশ্চাতিবলঃ পার্শ্বমেকং তস্যাভিরক্ষতি ॥৩৩

সুষেণো জাম্ববাংশ্চৈব ঋক্ষৈর্বহুভিরাবৃতৌ।
সুগ্রীবং পুরতঃ কৃত্বা জঘনং সংররক্ষতুঃ ॥৩৪
তেষাং সেনাপতির্বীরো নীলো বানরপুঙ্গবঃ।
সমন্তাৎ প্লবতাং শ্রেষ্ঠস্তদ্বলং পর্য্যবারয়ৎ ॥৩৫
দরীমুখঃ প্রজঙ্ঘশ্চ জম্ভোঽথ রভসঃ কপিঃ।
সর্ব্বতশ্চ যযুর্বীরাস্ত্বরয়ন্তঃ প্লবঙ্গমান্ ॥৩৬
এবং তে হরিশার্দ্দূলা গচ্ছন্তি বলদর্পিতাঃ।
অপশ্যন্ত গিরিশ্রেষ্ঠং সহ্যং দ্রুমশতাকুলম্ ॥৩৭
সরাংসি চ প্রফুল্লানি তটাকানি বরাণি চ।
রামস্য শাসনং জ্ঞাত্বা ভীমকোপস্য ভীতবৎ ॥৩৮
বর্জ্জয়ন্নগরাভ্যাসাংস্তথা জনপদানপি।
সাগরৌঘনিভং ভীমং তদ্বানরবলং মহৎ ॥৩৯
নিঃসসর্প মহাঘোরং ভীমঘোষামিবার্ণবম্।
তস্য দাশরথেঃ পার্শ্বে শূরাস্তে কপিকুঞ্জরাঃ ॥৪০

করিয়া, কেহ বা সিংহনাদ, কেহ বা চিৎকার পূর্বক সুগন্ধি ও সুমিষ্ট ফলসকল ভক্ষণ এবং মঞ্জরীপুষ্প অলঙ্কৃত বিশাল বৃক্ষ উদ্‌বহন করিয়া দক্ষিণ দিকে যাইতে লাগিল। উহারা কখনও সহসা বলদৃপ্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বহন ও ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ কেহ ভূমিতে পড়িতে, লাফাইতে এবং খেলিতে লাগিল। আমরা 'রাবণ ও অপর সমস্ত রাক্ষসগণকে বধ করিব।'—এই বলিয়া শ্রীরামসমীপে বানরগণ গর্জন করিতে লাগিল। বীর ঋষভ, নীল ও কুমুদ বহু বানরগণের সহিত পথসকল সংস্কার করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল।২৫-৩০

এই সেনাদলের মধ্যস্থলে কপিরাজ সুগ্রীব এবং শ্রীরাম ও শ্রীলক্ষ্মণ অসংখ্য বানরবীরে বেষ্টিত হইয়া চলিলেন। বীর শতবলি দশ কোটি বানরসেনায় পরিবৃত হইয়া একাকী সেই বাহিনী রক্ষা করিতে লাগিল। শতকোটি বানরে বেষ্টিত হইয়া মহাবল কেশরী, পনস, গজ ও অর্ক সেই সেনা পার্শ্বরক্ষা করত যাইতে লাগিল।৩১-৩৩

মহাবল সুষেণ ও জাম্ববান্ সুগ্রীবকে অগ্রবর্তী করিয়া বহু ঋক্ষসৈন্য সমভিব্যবহারে বাহিনীর জঘন দেশ রক্ষা করিয়া চলিল। বানরসিংহ সেনাপতি নীল ইতস্তত লম্ফপ্রদানকারী বানরদিগকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়া যাইতে লাগিল। দরীমুখ, প্রজঙ্ঘ এবং শরভ সেনাগণকে সর্বতোভাবে বেগে চালনা করিতে লাগিল। এইরূপ গমন করিতে করিতে সেই বানর-শার্দ্দূলগণ শত শত বৃক্ষশোভিত পর্বতশ্রেষ্ঠ সহ্য, প্রস্ফুটিত পদ্মযুক্ত সরোবর এবং মনোরম তড়াগসকল দেখিতে পাইল। বানরগণ ভীমকোপ রামের শাসন জানিতে পারিয়া ভয়ে নগর বা লোকালয়ের নির্জন দিয়াও যাইতে সাহস করিল না। মহাসমুদ্রের মত ভয়ঙ্কর বিশাল বানরগণ ভয়ানক গর্জনকারী মহাসাগরের ন্যায় পর্বত হইতে বাহির হইল। সেই বীর কপি-কুঞ্জরগণ সুসারথিচালিত উত্তম অশ্বের ন্যায় লম্ফপ্রদান পূর্বক দ্রুত শ্রীরামপার্শ্বে উপস্থিত হইতে লাগিল। তখন হনুমান্ ও অঙ্গদের স্কন্ধস্থিত শ্রীরাম ও শ্রীলক্ষ্মণ শুভগ্রহযুক্ত (শুক্র ও বৃহস্পতি যুক্ত) সূর্য্য ও চন্দ্রের

তূর্ণমাপুপ্লবুঃ সর্বে সদশ্বা ইব চোদিতাঃ।
কপিভ্যামুহ্যমানৌ তৌ শুশুভাতে নরর্ষভৌ ॥৪১
মহদ্ভ্যামিব সংস্পৃষ্টৌ গ্রহাভ্যাং চন্দ্র-ভাস্করৌ।
ততো বানররাজেন লক্ষ্মণেন সুপূজিতঃ ॥৪২
জগাম রামো ধর্ম্মাত্মা সসৈন্যো দক্ষিণাং দিশম্।
তমঙ্গদগতো রামং লক্ষ্মণঃ শুভয়া গিরা ॥৪৩
উবাচ পরিপূর্ণার্থং পূর্ণার্থপ্রতিভানবান্।
হৃতামবাপ্য বৈদেহীং ক্ষিপ্রং হত্বা চ রাবণম্ ॥৪৪
সমৃদ্ধার্থঃ সমৃদ্ধার্থামযোধ্যাং প্রতিযাস্যসি।
মহান্তি চ নিমিত্তানি দিবি ভূমৌ চ রাঘব ॥৪৫
শুভানি তব পশ্যামি সর্ব্বাণ্যেবার্থসিদ্ধয়ে।
অনুবাতি শিবো বায়ুঃ সেনাং মৃদুহিতঃ সুখঃ ॥৪৬
পূর্ণবল্গুস্বরাশ্চামী প্রবদন্তি মৃগদ্বিজাঃ।
প্রসন্নাশ্চ দিশঃ সর্ব্বা বিমলশ্চ দিবাকরঃ ॥৪৭
উশনাশ্চ প্রসন্নার্চ্চিরণু ত্বাং ভার্গবো গতঃ।
ব্রহ্মরাশির্বিশুদ্ধশ্চ শুদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
অর্চিষ্মন্তঃ প্রকাশন্তে ধ্রুবং সর্বে প্রদক্ষিণম্ ॥৪৮
ত্রিশঙ্কুর্বিমলো ভাতি রাজর্ষিঃ সপুরোহিতঃ।
পিতামহঃ পুরোঽস্মাকম্ ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্ ॥৪৯
বিমলে চ প্রকাশেতে বিশাখে নিরুপদ্রবে।
নক্ষত্রং পরমস্মাকম্ ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্ ॥৫০
নৈর্ঋতং নৈর্ঋতানাঞ্চ নক্ষত্রমতিপীড্যতে।
মূলো মূলবতা স্পৃষ্টো ধূপ্যতে ধূমকেতুনা ॥৫১
সর্ব্বং চৈতদ্বিনাশায় রাক্ষসানামুপস্থিতম্।
কালে কালগৃহীতানাং নক্ষত্রং গ্রহপীড়িতম্ ॥৫২
প্রসন্নাঃ সুরসাশ্চাপো বনানি ফলবন্তি চ।
প্রবান্তি নাধিকা গন্ধা যথর্ত্তু কুসুমা দ্রুমাঃ ॥৫৩
ব্যূঢানি কপিসৈন্যানি প্রকাশন্তেঽধিকং প্রভো।
দেবানামিব সৈন্যানি সংগ্রামে তারকাময়ে।
এবমার্য্য সমীক্ষ্যৈতান্ প্রীতো ভবিতুমর্হসি ॥৫৪
ইতি ভ্রাতরমাশ্বাস্য হৃষ্টঃ সৌমিত্রিরব্রবীৎ।
অথাবৃত্য মহীং কৃৎস্নাং জগাম হরিবাহিনী ॥৫৫
ঋক্ষ-বানর-গোপুচ্ছৈর্নখ-দংষ্ট্রায়ুধৈরপি।
করাগ্রৈশ্চরণাগ্রৈশ্চ বানরৈরুদ্ধৃতং রজঃ ॥৫৬

শোভা ধারণ করিলেন। তারপর বানররাজ সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ কর্তৃক সুপূজিত হইয়া ধর্মাত্মা শ্রীরাম সসৈন্যে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন। অঙ্গদস্কন্ধস্থিত লক্ষ্মণ শুভ লক্ষণসকল দেখিয়া কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলেন এবং পূর্ণকাম শ্রীরামকে মঙ্গলময়ী বাণী বলিলেন—রঘুনাথ! আমরা শীঘ্রই রাবণ বধ করিয়া শ্রীসীতামাতার উদ্ধারে কৃতকার্য্য হইব এবং ধন-জন পূর্ণ অযোধ্যায় ফিরিব। হে রাঘব! আকাশে ও পৃথিবীতে আপনার কার্য্যসিদ্ধির নির্দেশক শুভ সুমহৎ লক্ষণসকল দেখিতে পাইতেছি। দেখুন, সুখস্পর্শে মৃদুবায়ু সেনাগণের অনুকূলে বহিতেছে।৩৪-৪৬

পশুপক্ষীগণ সুস্বরে কূজন করিতেছে। দিক্‌সকল প্রসন্না, দিবাকর নির্মল কিরণ দিতেছেন। প্রসন্নকিরণ ভৃগুনন্দন শুক্র আপনার পশ্চাতে উত্থিত হইয়াছেন। সপ্তর্ষিগণ শোভা পাইতেছেন, ঐস্থানে প্রসন্ন ধ্রুব নক্ষত্রও দৃষ্ট হইতেছে। শুদ্ধ ও প্রকাশমান সপ্তর্ষিগণ ধ্রুবকে দক্ষিণে রাখিয়া পরিক্রমা করিতেছেন। ইক্ষ্বাকু-পিতামহ মহাত্মা রাজর্ষি ত্রিশঙ্কু পুরোহিত বশিষ্ঠের সহিত আমাদের পুরোভাগে বিমল কিরণ দান করিতেছেন। ইক্ষ্বাকুবংশের পরম হিতকারী বিমল বিশাখা নক্ষত্রদ্বয় নিরুপদ্রব হইয়া (মঙ্গলাদি দুষ্ট গ্রহের আক্রমণ শূন্য হইয়া) প্রকাশিত হইতেছে। মূলা নক্ষত্র রাক্ষসদিগের হিতকারী—উহার দেবতা নির্ঋতি। ধূমকেতু ঐ নক্ষত্রকে পীড়িত ও সন্তাপিত করিতেছে। এই সব লক্ষণ রাক্ষসদিগের বিনাশকালের সূচনা করিতেছে। কারণ—যাহাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তাহাদিগের-ই নক্ষত্র সময়ানুসারে গ্রহদ্বারা আক্রান্ত হয়।৪৭-৫২

সরোবরের জল প্রসন্ন ও সুপেয় এবং অকালে বৃক্ষসকল ফলবান্ হইতেছে। সুগন্ধ বায়ু মন্দ মন্দ বহিতেছে। বৃক্ষসকল ঋতু অনুসারে পুষ্পিত হইয়াছে। প্রভো!

ভীমমন্তর্দ্দধে লোকং নির্বার্য্য সবিতুঃ প্রভাম্।
সপর্ব্বতবনাকাশাং দক্ষিণাং হরিবাহিনী ॥৫৭
ছাদয়ন্তী যযৌ ভীমা দ্যামিবাম্বুদসন্ততিঃ।
উত্তরন্ত্যাস্তু সেনায়াং সন্ততং বহুযোজনম্ ॥৫৮
নদী স্রোতাংসি সর্ব্বাণি সস্যন্দুর্ব্বিপরীতবৎ।
সরাংসি বিমলাম্ভাংসি দ্রুমাকীর্ণাংশ্চ পর্ব্বতান্ ॥৫৯
সমান্ ভূমিপ্রদেশাংশ্চ বনানি ফলবন্তি চ।
মধ্যেন চ সমন্তাচ্চ তির্য্যক্ চাধশ্চ সাবিশৎ ॥৬০
সমাবৃত্য মহীং কৃৎস্নাং জগাম মহতী চমূঃ।
তে হৃষ্টবদনাঃ সর্ব্বে জগ্মুর্মারুতরংহসঃ ॥৬১
হরয়ো রাঘবস্যার্থে সমারোপিতবিক্রমাঃ।
হর্ষ-বীর্য্য-বলোদ্রেকান্ দর্শয়ন্তঃ পরস্পরম্ ॥৬২
যৌবনোৎসেকজান্ দর্পান্ বিবিধাংশ্চক্রুরধ্বনি।
তত্র কেচিদ্ দ্রুতং জগ্মুরুৎপেতুশ্চ তথাপরে ॥৬৩
কেচিৎ কিলকিলাং চক্রুর্ব্বানরা বারণোপমাঃ।
প্রাস্ফোটয়ংশ্চ পুচ্ছানি সন্নিজঘ্নুঃ পদান্যপি ॥৬৪
ভুজান্ বিক্ষিপ্য শৈলাংশ্চ দ্রুমানন্যে বভঞ্জিরে।
আরোহন্তশ্চ শৃঙ্গাণি গিরীণাং গিরিগোচরাঃ ॥৬৫
মহানাদান্ প্রমুঞ্চন্তঃ ক্ষ্বেড়ামন্যে প্রচক্রিরে।
ঊরুবেগৈশ্চ মমৃদুর্লতাজালান্যনেকশঃ ॥৬৬
জৃম্ভমাণাশ্চ বিক্রান্তা বিচিক্রীড়ুঃ শিলাদ্রুমৈঃ।
ততঃ শতসহস্রৈশ্চ কোটিভিশ্চ সহস্রশঃ ॥৬৭
বানরাণাং সুঘোরাণাং শ্রীমৎপরিবৃতা মহী।
সা স্ম যাতি দিবারাত্রং মহতী হরিবাহিনী ॥৬৮
প্রহৃষ্টমুদিতাঃ সর্ব্বে সুগ্রীবেণাভিপালিতাঃ।
বানরাস্ত্বরিতা যান্তি সর্ব্বে যুদ্ধাভিনন্দিনঃ।
প্রমোক্ষয়িষবঃ সীতাং মুহূর্ত্তং ক্বাপি নাবসন্ ॥৬৯
ততঃ পাদপসম্বাধং নানাবনসমাযুতম্।
সহ্যপর্ব্বতমাসাদ্য বানরাস্তে সমারুহন্ ॥৭০
কাননানি বিচিত্রাণি নদীপ্রস্রবণানি চ।
পশ্যন্নভিযযৌ রামঃ সহ্যস্য মলয়স্য চ ॥৭১

ব্যূহবদ্ধ বানরসেনার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। তারকাসুরের যুদ্ধে দেবসেনার ন্যায় বানরসৈন্যগণ উৎসাহসম্পন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। হে আর্য্য! এই সকল সুলক্ষণ দেখিয়া আপনার প্রসন্ন হওয়া উচিত। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ শ্রীরামকে এরূপ আশ্বাস দিলেন; সেই সময়ের মধ্যেই বানরসৈন্য সুবিস্তীর্ণ ভূমিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া গমন করিতে লাগিল।৫৩-৫৫

তখন নখ দন্তায়ুধ সেই ঋক্ষ, বানর ও গোপুচ্ছগণের হস্ত এবং পদাগ্রনিক্ষিপ্ত ধূলিসমূহ সূর্য্যকিরণ আচ্ছাদিত করত সমগ্র দক্ষিণদেশ সমাচ্ছন্ন করিল। যেমন মেঘমালা আকাশকে ঢাকিয়া ফেলে, সেইরূপ বানরসৈন্য পর্বত, বন ও আকাশের সহিত দক্ষিণ দিক্‌কে সমাচ্ছন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। বহু যোজনবিস্তৃত সেই বানরসৈন্যের বেগে নদী উত্তরণকালে স্রোত বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই ভাবে সেই বিশাল বানরবাহিনী নির্ম্মল সলিলপূর্ণ সরোবর, বৃক্ষাকীর্ণ গিরি, সমতল প্রদেশসকল এবং ফলপূর্ণ অরণ্যে প্রবেশ করত সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ আচ্ছন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। পবনের ন্যায় বেগশালী সেই কপিগণের মুখে আনন্দের চিহ্ন দেখা দিল। শ্রীরামের কার্য্যসিদ্ধির জন্য তাহাদের পরাক্রম স্বতঃই প্রকাশিত হইতে লাগিল। যাইতে যাইতে তাহারা পরস্পর হর্ষ, বল, বিক্রম ও যৌবনোচিত দর্পচিহ্ন দেখাইতে লাগিল। সেই বানরগণের মধ্যে কেহ কেহ অতি দ্রুতবেগে কেহবা শূন্যমার্গে যাইতে লাগিল; কেহ বা হর্ষসূচক কিল কিল শব্দ করিতে লাগিল। কেহবা ভূমিতে লাঙ্গুলসঞ্চালন, কেহ বা পাদস্ফালন, কেহবা হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক পর্ব্বত বৃক্ষসকল ভগ্ন করিতে লাগিল। কেহবা ভয়ঙ্কর গর্জ্জন পূর্ব্বক শিখরে আরোহণ করিতে লাগিল। কেহবা মুখব্যাদন করিয়া পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহবা ঊরুদেশের দ্বারা বিবিধ লতাজাল ছিন্ন করত শীলা ও বৃক্ষ লইয়া খেলিতে আরম্ভ করিল।

চম্পকাংস্তিলকাংশ্চূতানশোকান্ সিন্ধুবারকান্।
তিনিশান্ করবীরাংশ্চ ভঞ্জন্তি স্ম প্লবঙ্গমাঃ ॥৭২
অঙ্কোলাংশ্চ করঞ্জাশ্চ প্লক্ষ-ন্যগ্রোধ-তিন্দুকান্।
জম্বুকামলপুন্নাগান্ ভঞ্জন্তি স্ম প্লবঙ্গমাঃ ॥৭৩
প্রস্তরেষু চ রম্যেষু বিবিধাঃ কাননদ্রুমাঃ।
বায়ুবেগপ্রচলিতাঃ পুষ্পৈরবকিরন্তি তান্ ॥৭৪
মারুতঃ সুখসংস্পর্শো বাতি চন্দনশীতলঃ।
ষট্পদৈরনুকূজদ্ভির্বনেষু মধুগন্ধিষু ॥৭৫
অধিকং শৈলরাজস্তু ধাতুভিঃ সুবিভূষিতঃ।
ধাতুভ্যঃ প্রসৃতো রেণুর্বায়ুবেগেন ঘট্টিতঃ ॥৭৬
সুমহদ্বানরানীকং ছাদয়ামাস পর্ব্বতঃ।
গিরিপ্রস্থেষু রম্যেষু সর্ব্বতঃ সম্প্রপুষ্পিতাঃ ॥৭৭
কেতক্যঃ সিন্ধুবারাশ্চ বাসন্ত্যশ্চ মনোরমাঃ।
মাধব্যো গন্ধপূর্ণাশ্চ কুন্দগুল্মাশ্চ পুষ্পিতাঃ ॥৭৮
চিরিবিল্বা মধূকাশ্চ বঞ্জুলা বকুলাস্তথা।
রঞ্জকাস্তিলকাশ্চৈব নাগবৃক্ষাশ্চ পুষ্পিতাঃ ॥৭৯
চূতাঃ পাটলিকাশ্চৈব কোবিদারাশ্চ পুষ্পিতাঃ।
মুচুলিন্দার্জ্জুনাশ্চৈব শিংশপাঃ কুটজাস্তথা ॥৮০
হিন্তালাস্তিনিশাশ্চৈব চূর্ণকা নীপকাস্তথা।
নীলাশোকাশ্চ সরলা অঙ্কোলাঃ পদ্মকাস্তথা ॥৮১
প্রীয়মাণৈঃ প্লবঙ্গৈস্তু সর্বে পর্যাকুলীকৃতাঃ
বাপ্যস্তস্মিন্ গিরৌ রম্যাঃ পল্বলানি তথৈব চ ॥৮২
চক্রবাকানুচরিতাঃ কারণ্ডবনিষেবিতাঃ।
প্লবৈঃ ক্রৌঞ্চৈশ্চ সঙ্কীর্ণা বরাহ-মৃগসেবিতাঃ ॥৮৩
ঋক্ষৈস্তরক্ষুভিঃ সিংহৈঃ শার্দ্দূলৈশ্চ ভয়াবহৈঃ।
ব্যালৈশ্চ বহুভির্ভীমৈঃ সেব্যমানাঃ সমন্ততঃ ॥৮৪
পদ্মৈঃ সৌগন্ধিকৈঃ ফুল্লৈঃ কুমুদৈশ্চোৎপলৈস্তথা।
বারিজৈর্বিবিধৈঃ পুষ্পৈ রম্যাস্তত্র জলাশয়াঃ ॥৮৫

এইরূপ শত শত সহস্র সহস্র কোটি কোটি ভীমকায় বানরে পৃথিবী সমাচ্ছন্না হইল। ঈদৃশ হৃষ্ট, যুদ্ধার্থী ও সুগ্রীবপালিত সেই বানরসৈন্যগণ সীতাকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় কোন স্থানে একমুহূর্তও বিশ্রাম না লইয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।৫৬-৬৯

তদনন্তর সেই বানরসকল বিবিধ কাননে অলঙ্কৃত সহ্যপর্বতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার শিখরে আরোহণ করিল। শ্রীরামচন্দ্র সহ্য ও মলয়পর্বতের মনোরম কানন, নদী ও ঝরণাপদ্মের শোভা দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিলেন। সেই সময় বানরগণ সেই দুই পর্বতস্থ চম্পক, তিলক, চূত, অশোক, সিন্ধুবার, তিনিশ, করবী, অঙ্কুশ, করঞ্জ, প্লক্ষ, বট, তিন্দুক, জম্বুক, আমলকী এবং পুন্নাগ বৃক্ষসকল ভগ্ন করিতে লাগিল। মনোরম পর্বতস্থিত নানাজাতীয় বনতরুসকল বায়ুবেগে কম্পিত হইয়া কপি সৈন্যগণের উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল।৭০-৭৪

মধুসুরভিত সেই অরণ্যভূমিতে সুমধুর গুঞ্জনকারী ভ্রমরগুঞ্জনমুখরিত, সুখস্পর্শ, সুশীতল চন্দনগন্ধ শীতল বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। শৈলরাজ সহ্য ধাতুসমূহে বিশেষভাবে অলঙ্কৃত ছিল এবং তৎকালে বায়ুবেগে ধাতুসমূহের রেণু সঞ্চালিত হইয়া সেই মহতী বানরবাহিনীকে সমাচ্ছাদিত করিল। মনোরম গিরিপ্রস্থে বহু কুসুমিত কেতকী সিন্ধুবার, নবমল্লিকা, মাধবী, কুন্দ, চিরবিল্ব, মধূক, স্থলপদ্ম, বকুল, রঞ্জক, তিলক, নাগেশ্বর, চূত, পাটলিক, রক্ত কাঞ্চন, মুচুলিন্দ, অর্জ্জুন, শিংশপা, গিরিমল্লিকা, হিন্তাল, তিনিশ, চূর্ণক, নীলাশোক, সরল, অঙ্কোল এবং পদ্মক প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতাসকল পুষ্পিত হইয়াছিল।৭৫-৮১

অত্যন্ত আনন্দিত বানরগণ বৃক্ষ ও লতাসকল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সেই পর্বতে স্থানে স্থানে বহু রমণীয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জলাশয় ছিল। চক্রবাক, কারণ্ডব, জল-কুক্কুট, ক্রৌঞ্চ, বরাহ, মৃগ, ঋক্ষ, তরক্ষু, সিংহ, শার্দ্দূল এবং ভীমকায় অসংখ্য নাগগণ কর্তৃক সেই জলাশয়সকল অধ্যাসিত হইয়া শোভা পাইতেছিল। প্রস্ফুটিত সৌগন্ধযুক্ত কুমুদ, কহ্লার, কমল ও নানাজাতীয় মনোহর জলজপুষ্প অলঙ্কৃত সেই জলাশয়সকলের তটদেশে বহু

তস্য সানুষু কূজন্তি নানাদ্বিজগণাস্তথা।
স্নাত্বা পীত্বোদকান্যত্র জলে ক্রীড়ন্তি বানরাঃ ॥৮৬
অন্যোন্যং প্লাবয়ন্তি স্ম শৈলমারুহ্য বানরাঃ।
ফলান্যমৃতগন্ধীনি মূলানি কুসুমানি চ ॥৮৭
বভঞ্জুর্বানরাস্তত্র পাদপানাং মদোৎকটাঃ।
দ্রোণমাত্রপ্রমাণানি লম্বমানানি বানরাঃ ॥৮৮
যযুঃ পিবন্তো হৃষ্টাস্তে মধূনি মধুপিঙ্গলাঃ।
পাদপানবভঞ্জন্তো বিকর্ষন্তস্তথা লতাঃ ॥৮৯
বিধমন্তো গিরিবরান্ প্রযযুঃ প্লবগর্ষভাঃ।
বৃক্ষেভ্যোঽন্যে তু কপয়ো নন্দন্তো মধুদর্পিতাঃ ॥৯০
অন্যান্ বৃক্ষান্ প্রপদ্যন্তে প্রপতন্ত্যপি চাপরে।
বভূব বসুধা তৈস্তু সম্পূর্ণা হরিপুঙ্গবৈঃ।
যথা কলমকেদারৈঃ পক্বৈরিব বসুন্ধরা ॥৯১
তং সহ্যং সমভিক্রম্য মলয়ঞ্চ মহাগিরিম্।
মহেন্দ্রমথ সম্প্রাপ্য রামো রাজীবলোচনঃ ॥৯২
আরুরোহ মহাবাহুঃ শিখরং দ্রুমভূষিতম্।
ততঃ শিখরমারুহ্য রামো দশরথাত্মজঃ ॥৯৩
কূর্ম্ম-মীনসমাকীর্ণমপশ্যৎ সলিলাশয়ম্।
আসেতুরানুপূর্ব্ব্যেণ সমুদ্রং ভীমনিঃস্বনম্ ॥৯৪
অবরুহ্য জগামাশু বেলাবনমনুত্তমম্।
রামো রময়তাং শ্রেষ্ঠঃ সসুগ্রীবঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥৯৫
অথ ধৌতোপলতলাং তোয়ৌঘৈঃ সহসোত্থিতৈঃ।
বেলামাসাদ্য বিপুলাং রামো বচনমব্রবীৎ ॥৯৬
এতে বয়মনুপ্রাপ্তাঃ সুগ্রীব বরুণালয়ম্।
ইহেদানীং হি চিন্তা সা যা নঃ পূর্বমুপস্থিতা ॥৯৭
অতঃপরমতীরোঽয়ং সাগরঃ সরিতাম্পতিঃ।
ন চায়মনুপায়েন শক্যস্তরিতুমর্ণবঃ ॥৯৮
তদিহৈব নিবেশোঽস্তু মন্ত্রঃ প্রস্তূয়তামিহ।
যথেদং বানরবলং পরং পারমবাপ্নুয়াৎ ॥৯৯
ইতীব স মহাবাহুঃ সীতাহরণকর্শিতঃ।
রামঃ সাগরমাসাদ্য বাসমাজ্ঞাপয়ত্তদা ॥১০০
সর্বাঃ সেনা নিবেশ্যন্তাং বেলায়াং হরিপুঙ্গব।
সম্প্রাপ্তো মন্ত্রকালো নঃ সাগরস্যেহ লঙ্ঘনে ॥১০১
স্বাং স্বাং সেনাং সমুৎসৃজ্য মা চ কশ্চিৎ কুতো ব্রজেৎ।
গচ্ছন্তু বানরাঃ শূরা জ্ঞেয়ং ছন্নং ভয়ঞ্চ নঃ ॥১০২

জাতীয় পক্ষিসকল কূজন করিতেছিল। বানরগণ জলাশয়সকলে স্নান ও জলপান করত ক্রীড়া করিতে লাগিল। বাতকগুলি বানর পরস্পর পরস্পরকে জলক্ষেপণ করিতে লাগিল। কতকগুলি বানর পর্বতে আরোহণ করিয়া তরুসমূহের অমৃততুল্য ফলমূল এবং ফলসমূহ ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ মদমত্ত বানরসকল দ্রোণপরিমাণ মধুযুক্ত মৌচাক সকল হইতে মধুপান করত আনন্দিত হইয়া চলিতে লাগিল। কোন কোন বানর মধুপানে তৃপ্ত হইয়া বৃক্ষে আরোহণ পূর্বক গর্জন করিতে লাগিল। কোন কোন বানর আরোহণ ও অবরোহণ করিতে লাগিল। তৎকালে ঐ বানরশিরোমণিগণে পরিব্যাপ্ত সেই প্রদেশ কলম ধান্য পূর্ণ ক্ষেত্রের শোভা ধারণ করিয়াছিল।৮২-৯১

কমলনয়ন মহাবাহু শ্রীরাম মহেন্দ্র পর্বতের সমীপে উপস্থিত হইয়া বৃক্ষসুশোভিত পর্বতশিখরে আরোহণ করিলেন। তদনন্তর দাশরথি রাম মহেন্দ্রপর্বতের শিখর হইতে কূর্ম ও মৎস্যাদি পূর্ণ সমুদ্র দেখিতে পাইলেন। এইভাবে বানরগণ সহ্য এবং মলয় পর্বত অতিক্রম করত মহেন্দ্রপর্ব্বতের নিকটবর্তী ভয়ঙ্কর গর্জনকারী সমুদ্রের তটে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর ভক্ত-মনোরঞ্জকারিগণের শ্রেষ্ঠ শ্রীরাম পর্ব্বত হইতে অবতরণ করত সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত দ্রুতবেগে মহাসমুদ্রের পরম উত্তম বেলাবনে আগমন করিলেন। অনন্তর জলতরঙ্গধৌত ও উপলশোভিত সিন্ধুতীরে উপস্থিত হইয়া সুগ্রীবকে বলিলেন,—সুগ্রীব! আমরা সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়াছি। সাগরের পরপার গমনবিষয়ে চিন্তা পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে, অতএব এই

রামস্য বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
সেনাং ন্যবেশয়ত্তীরে সাগরস্য দ্রুমাযুতে ॥১০৩
বিররাজ সমীপস্থং সাগরস্য চ তদ্বলম্।
মধুপাণ্ডুজলঃ শ্রীমান্ দ্বিতীয় ইব সাগরঃ ॥১০৪
বেলাবনমুপাগম্য ততস্তে হরিপুঙ্গবাঃ।
নিবিষ্টাশ্চ পরং পারং কাঙ্ক্ষমাণা মহোদধেঃ ॥১০৫
তেষাং নিবিশমানানাং সৈন্যসন্নাহনিঃস্বনঃ।
অন্তর্ধায় মহানাদমর্ণবস্য প্রশুশ্রুবে ॥১০৬
সা বানরাণাং ধ্বজিনী সুগ্রীবেণাভিপালিতা।
ত্রিধা নিবিষ্টা মহতী রামস্যার্থপরাভবৎ ॥১০৭
সা মহার্ণবমাসাদ্য হৃষ্টা বানরবাহিনী।
বায়ুবেগসমাধূতং পশ্যমানা মহার্ণবম্ ॥১০৮
দূরপারমসম্বাধং রক্ষোগণনিষেবিতম্।
পশ্যন্তো বরুণাবাসং নিষেদুর্হরিযূথপাঃ ॥১০৯
চণ্ডনক্র-গ্রাহঘোরং ক্ষপাদৌ দিবসক্ষয়ে।
হসন্তমিব ফেনৌঘৈর্নৃত্যন্তমিব চোর্মিভিঃ ॥১১০
চন্দ্রোদয়ে সমুদ্ভূতং প্রতিচন্দ্রসমাকুলম্।
চণ্ডানিলমহাগ্রাহৈঃ কীর্ণং তিমি-তিমিঙ্গিলৈঃ ॥১১১
দীপ্তভোগৈরিবাকীর্ণং ভুজঙ্গৈর্বরুণালয়ম্।
অবগাঢ়ং মহাসত্ত্বৈর্নানাশৈলসমাকুলম্ ॥১১২
সুদুর্গং দুর্গমার্গং তমগাধমসুরালয়ম্।
মকরৈর্নাগভোগৈশ্চ বিগাঢ়া বাতলোলিতাঃ ॥১১৩
উৎপেতুশ্চ নিপেতুশ্চ প্রহৃষ্টা জলরাশয়ঃ।

দুস্তর সরিৎপতি সাগর উত্তরণের কোন নিশ্চিত উপায় অবলম্বন না করিলে পরপারগমন অসম্ভব। সেইজন্য এই স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করতঃ বানরসৈন্য যাহাতে মহাসাগরের পরপারে যাইতে পারে, তাহার কোন উপায় স্থির করা হউক। সীতাহরণকর্শিত মহাবাহু রাম সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইয়া সুগ্রীবকে এইরূপে সেনা সন্নিবেশের আদেশ দিলেন ।৯২-১০০

হে কপিশ্রেষ্ঠ! সমস্ত বানরসেনাকে বেলাভূমিতে সন্নিবেশিত কর। এখন আমাদের সাগরলঙ্ঘনের উপায় চিন্তার কাল উপস্থিত হইয়াছে। এখন কোন সেনাপতি কোন কারণে নিজ নিজ সৈন্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যেন না যায়। সমস্ত বানরসেনা রক্ষার জন্য সকলে নিজ নিজ স্থান অধিকার করুক। এখানে আমাদিগের অজ্ঞাত রাক্ষসীমায়াকৃত ভয়ের হেতু বর্ত্তমান—এবিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীব রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া বৃক্ষশোভিত সাগরের তীরে সেনাসন্নিবেশ স্থাপন করিলেন। সমুদ্রের তীরবর্তী মধু-পিঙ্গলবর্ণ সেই বিশাল বানরসেনা জলপূর্ণ সাগরের শোভা ধারণ করিল। তখন শ্রেষ্ঠ বানরগণ সাগরের তটে উপস্থিত হইয়া সাগরপারের ইচ্ছায় সন্নিবিষ্ট হইল। সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর শব্দ (নিস্বন) মহাসমুদ্রের মহানাদকে বিলুপ্ত করিল। সুগ্রীবদ্বারা সুরক্ষিত ঐ বিশাল বানরসেনা রামচন্দ্রের কার্য্যসাধনের নিমিত্ত তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। সেই বিশাল বানরবাহিনী মহা-সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইয়া বায়ুবেগে কম্পিত মহার্ণবের শোভা আনন্দের সহিত দেখিতে লাগিল—দূরপার সাগর রাক্ষসগণের আবাস; মধ্যে কোন আশ্রয় নাই, কুম্ভীরাদি ভয়ঙ্কর জলচরগণ তথায় বিচরণ করায় সাগরকে ভীষণতর করিয়াছে। প্রদোষে ফেনপুঞ্জ অলঙ্কৃত হওয়ায় সাগর যেন হাসিতেছে, তরঙ্গ-ভঙ্গিমায় যেন নৃত্য করিতেছে, প্রতি তরঙ্গে চন্দ্র প্রতিবিম্বিত হওয়ায় মনোরম শোভা ধারণ করিয়াছে। প্রচণ্ড বায়ুতুল্য গতিশীল তিমি-তিমিঙ্গিল প্রভৃতি পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ঐ সাগর প্রদীপ্ত ফণাধারী ভুজঙ্গকুল পরিব্যাপ্ত বিশালকায় জলচর এবং নানা পর্ব্বতে সমাকীর্ণ, অত্যন্ত দুর্গম, দুস্তর পারাপারপথহীন এবং অসুরগণের বাসস্থল। মকর এবং জলনাগগণের ফণামণ্ডলপূর্ণ জলরাশি বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া আনন্দে কখন উৎক্ষিপ্ত কখনও বা নিপতিত হইতেছিল। সেই রাক্ষসনিবাস পাতালস্পর্শী

অগ্নিচূর্ণামিবাবিদ্ধং ভাস্বরাম্বুমহোরগম্ ।
সুরারিনিলয়ং ঘোরং পাতালবিষয়ং সদা ॥১১৪
সাগরঞ্চাম্বরপ্রখ্যমম্বরং সাগরোপমম্ ।
সাগরঞ্চাম্বরঞ্চেতি নির্বিশেষমদৃশ্যত ॥১১৫
সম্পৃক্তং নভসাপ্যম্ভঃ সম্পৃক্তঞ্চ নভোঽম্ভসা ।
তাদৃগ্‌রূপে স্ম দৃশ্যেতে তারারত্নসমাকুলে ॥১১৬
সমুৎপতিতমেঘস্য বীচিমালাকুলস্য চ ।
বিশেষো ন দ্বয়োরাসীৎ সাগরস্যাম্বরস্য চ ॥১১৭
অন্যোন্যৈরাহতাঃ সক্তাঃ সস্বনুর্ভীমনিঃস্বনাঃ ।
ঊর্ম্ময়ঃ সিন্ধুরাজস্য মহাভের্য্য ইবাহবে ॥১১৮

ভয়ঙ্কর মহাসাগরে যে সকল জলসর্প ছিল, তাহাদের মস্তকস্থিত মণির কিরণ জলে পতিত হওয়ায় মনে হইতেছিল যেন জলোপরি অগ্নিকণাসকল বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।১০১-১৪

সাগর আকাশের এবং আকাশ সাগরের শোভা ধারণ করায় আকাশ এবং সাগরের কোন পার্থক্য লক্ষিত হইতেছিল না। জলরাশি আকাশে মিলিত হইয়াছে, আকাশ সাগর জলে মিলিত হইয়াছে। আকাশে অসংখ্য তারা শোভা পাইতেছিল, সাগর জলে অসংখ্য রত্ন শোভা পাইতেছিল। আকাশে ঘনঘটা, সমুদ্রে তরঙ্গাকুলতা থাকায় সমুদ্র ও আকাশের কোন বিশেষতা ছিলনা। মহাসাগরের ভীষণ শব্দায়মান সেই নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গসকল পরস্পর সন্তাড়িত হইয়া রণভেরীর শব্দের অনুকরণ করিতেছিল।১১৫-১৮

রত্নৌঘজলসন্নাদং বিষক্তমিব বায়ুনা ।
উৎপতন্তমিব ক্রুদ্ধং যাদোগণসমাকুলম্ ॥১১৯
দদৃশুস্তে মহাত্মানো বাতাহতজলাশয়ম্ ।
অনিলোদ্ধূতমাকাশে প্রলপন্তমিবোর্ম্মিভিঃ ॥১২০
ততো বিস্ময়মাপন্না হরয়ো দদৃশু স্থিতাঃ ।
ভ্রান্তোর্ম্মিজালসন্নাদং প্রলোলমিব সাগরম্ ॥১২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥

জলজন্তুসমাকুল, বায়ুসঞ্চালিত এবং রত্নমালামণ্ডিত সমুদ্রতরঙ্গসকল যেন ক্রুদ্ধ হইয়াই উৎপতিত হইতেছে। মহামনস্বী বানরসেনাগণ দেখিলেন যে, বায়ুদ্বারা চালিত জলরাশিযুক্ত সমুদ্র আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া তরঙ্গভঙ্গের দ্বারা যেন নৃত্যের অনুকরণ করিতেছে। তদনন্তর ঘূর্ণায়মান সমুদ্রের চঞ্চল বারিরাশিকে তরঙ্গধ্বনিতে প্রলপমান দেখিয়া বিস্ময়ান্বিতচিত্তে বানরসেনাগণ তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।১১৯-২১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ সর্গঃ

[সীতায়ৈ শ্রীরামস্য শোকো বিলাপশ্চ।]

সা তু নীলেন বিধিবৎ স্বারক্ষা সুসমাহিতা।
সাগরস্যোত্তরে তীরে সাধু সেনা নিবেশিতা (ক) ॥১
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চোভৌ তত্র বানরপুঙ্গবৌ।
বিচেরতুশ্চ তাং সেনাং রক্ষার্থং সর্ব্বতো দিশম্ ॥২
বিনিষ্টায়াস্তু সেনায়াং তীরে নদনদীপতেঃ।
পার্শ্বস্থং লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা রামো বচনমব্রবীৎ ॥৩
শোকশ্চ কিল কালেন গচ্ছতা হ্যপগচ্ছতি।
মম চাপশ্যতঃ কান্তামহন্যহনি বর্দ্ধতে ॥৪
ন মে দুঃখং প্রিয়া দূরে ন মে দুঃখং হৃতেতি চ।
এতদেবানুশোচামি বয়োঽস্যা হ্যতিবর্ত্ততে ॥৫
বাহি বাত যতঃ কান্তা তাং স্পৃষ্ট্বা মামপি স্পৃশ।
ত্বয়ি মে গাত্রসংস্পর্শশ্চন্দ্রে দৃষ্টিসমাগমঃ ॥৬
তন্মে দহতি গাত্রাণি বিষং পীতমিবাশয়ে।
হা নাথেতি প্রিয়া সা মাং হ্রিয়মাণা যদব্রবীৎ ॥৭
তদ্বিয়োগেন্ধনবতা তচ্চিন্তাবিমলার্চ্চিষা।
রাত্রিন্দিবং শরীরং মে দহ্যতে মদনাগ্নিনা ॥৮
অবগাহ্যার্ণবং স্বপ্স্যে সৌমিত্রে ভবতা বিনা।
এবঞ্চ প্রজ্বলন্ কামো ন মাং সুপ্তং জলে দহেৎ ॥৯
বহ্বেতৎ কাময়ানস্য শক্যমেতেন জীবিতুম্।
যদহং সা চ বামোরুরেকাং ধরণিমাশ্রিতৌ ॥১০
কেদারস্যেব কেদারঃ সোদকস্য নিরূদকঃ।
উপস্নেহেন জীবামি জীবন্তীং যৎ শৃণোমি তাম্ ॥১১
কদা নু খলু সুশ্রোণীং শতপত্রায়তেক্ষণাম্।
বিজিত্য শত্রূন্ দ্রক্ষ্যামি সীতাং স্ফীতামিব শ্রিয়ম্ ॥১২

পঞ্চম সর্গ

[সীতার জন্য শ্রীরামের শোক ও বিলাপ।]

সেই বানরসৈন্য সেনাপতি নীল কর্তৃক সাগরের উত্তরতীরে সম্যক্ নিবেশিত হইয়া যথাযথভাবে রক্ষিত হইতে লাগিল। বানরশ্রেষ্ঠ মৈন্দ ও দ্বিবিদ বানর সেনাগণের রক্ষার জন্য চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ নদ-নদীপতি সমুদ্রের তীরে সন্নিবেশিত হইলে শ্রীরাম পার্শ্বস্থিত লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করত বলিলেন—হে লক্ষ্মণ! সময় যত অতীত হয়, শোকও তত লাঘব হয়—ইহাই নিয়ম। কিন্তু আমার প্রিয়ার অদর্শনজনিত শোক দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। প্রিয়া দূরে, তজ্জন্য আমি দুঃখিত নই; রাবণ হরণ করিয়াছে, সেজন্যও আমি দুঃখ করি না; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট জীবনকাল অতীত হইতেছে, সেই জন্যই আমার শোক হইতেছে। সমীরণ! কান্তা যেখানে আছেন, তুমি তথায় যাও; তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া আসিয়া আমাকে স্পর্শ কর। তাপতপ্ত নয়ন চন্দ্রদর্শনে যেরূপ শীতল হয়, তদ্রূপ প্রিয়াস্পর্শকারী তুমি আমাকে স্পর্শ করিলে আমার দেহ শীতল হইবে।১-৬

যখন রাবণ সীতাকে হরণ করে, তখন—"হা নাথ" বলিয়া আমাকে যে সে আহ্বান করিয়াছিল, সেই আহ্বানই বিষপানকারীর দেহের ন্যায় আমার দেহকে দগ্ধ করিতেছে। লক্ষ্মণ! দিবারাত্র মদনাগ্নিতে আমার দেহ দগ্ধ হইতেছে; প্রিয়াবিরহ ইহার কাষ্ঠ এবং প্রিয়াচিন্তাই ইহার শিখাস্বরূপ হইয়াছে। হে সৌমিত্রে! তুমি এই স্থানেই অবস্থান কর, আমি সাগরজলে নিদ্রা যাই। সাগরসলিলে নিদ্রিত হইলে প্রজ্বলিত কাম বোধ হয় আমায় দগ্ধ করিতে পারিবেনা। লক্ষ্মণ! সেই বামোরু সীতা ও আমি যখন একই পৃথিবীতে

পাঠান্তর:—(ক)—সাধু সা বিনিবেশিতা।

কদা সুচারুদন্তোষ্ঠং তস্যাঃ পদ্মমিবাননম্।
ঈষদুন্নাম্য পশ্যামি রসায়নমিবাতুরঃ ॥১৩
তৌ তস্যাঃ সহিতৌ পীনৌ স্তনৌ তালফলোপমৌ।
কদা নু খলু সোৎকম্পৌ হসন্ত্যা মাং ভজিষ্যতঃ(ক)॥১৪
সা নূনমসিতাপাঙ্গী রক্ষোমধ্যগতা সতী।
মন্নাথা নাথহীনেব ত্রাতারং নাধিগচ্ছতি ॥১৫
কথং জনকরাজস্য দুহিতা মম চ প্রিয়া।
রাক্ষসীমধ্যগা শেতে স্নুষা দশরথস্য চ ॥১৬
অবিক্ষোভ্যাণি রক্ষাংসি সা বিধূয়োৎপতিষ্যতি।
বিধূয় জলদান্নীলান্ শশিলেখা শরৎস্বিব ॥১৭
স্বভাবতনুকা নূনং শোকেনানশনেন চ।
ভূয়স্তনুতরা সীতা দেশকালবিপর্য্যয়াৎ ॥১৮
কদা নু রাক্ষসেন্দ্রস্য নিধায়োরসি সায়কান্।
শোকং প্রত্যাহরিষ্যামি শোকমুৎসৃজ্য মানসম্ ॥১৯
কদা নু খলু মে সাধ্বী সীতামরসুতোপমা।
সোৎকণ্ঠা কণ্ঠমালম্ব্য মোক্ষ্যত্যানন্দজং জলম্ ॥২০
কদা শোকমিমং ঘোরং মৈথিলীবিপ্রযোগজম্।
সহসা বিপ্রমোক্ষ্যামি বাসঃ শুক্লেতরং যথা ॥২১
এবং বিলপতস্তস্য তত্র রামস্য ধীমতঃ।
দিনক্ষয়ান্মন্দবপুর্ভাস্করোঽস্তমুপাগতঃ ॥২২
আশ্বাসিতো লক্ষ্মণেন রামঃ সন্ধ্যামুপাসত।
স্মরন্ কমলপত্রাক্ষীং সীতাং শোকাকুলীকৃতঃ ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥

অবস্থিতি করিতেছি, তখন "তাহাকে নিশ্চয় পাইব" এই আশাতেই জীবন ধারণ করিয়া আছি।৭-১০

যেরূপ জলযুক্ত ক্ষেত্র শুকাইলেও তৎপ্রতি স্নেহবশতঃ ধান্যসকল কথঞ্চিদ্ ভাবে জীবিত থাকে, তদ্রূপ "সীতা জীবিত আছেন" ইহা শুনিয়াই জীবন ধারণ করিতেছি। হায়! কবে আমি শত্রু জয় করিয়া কমলায়তলোচনা ও সমৃদ্ধা রাজলক্ষ্মীর ন্যায় সেই ক্ষীণমধ্যা সীতাকে দেখিতে পাইব? পীড়িত ব্যক্তির রসায়নপানের ন্যায় কবে আমি সুচারুদর্শনা সীতার মুখকমল উন্নত করত তাহা দর্শন করিব! কবে সেই সুহাসিনীর উৎকম্পান্বিত তালতুল্য ঘন পীন স্তনদ্বয় আমাকে পীড়ন করিবে! আহা! আমি নাথ বর্ত্তমান থাকিতেও সেই অসিতাপাঙ্গী পতিব্রতা জনকদুহিতা রাক্ষসগণের মধ্যগত অনাথার ন্যায় কাহাকেও পরিত্রাণকারীরূপে পাইতেছেন না। কি পরিতাপের বিষয়? রাজর্ষি জনকের তনয়া, আমার স্ত্রী ও দশরথের পুত্রবধূ হইয়াও তাহাকে রাক্ষসগণমধ্যে বাস করিতে হইতেছে! যেরূপ শরৎকালের চন্দ্রকলা সুনীল মেঘমালাকে অপসারিত করিয়া সমুদিত হয়, তদ্রূপ সীতাও দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসদিগকে নিপাতিত করিয়া সম্মানিতা হইবেন। স্বভাবকৃশাঙ্গী সীতা দেশকালের বিপর্য্যয়ে অনাহারে ও শোকেতে শীঘ্রই আরও কৃশাঙ্গী হইয়াছেন। কবে আমি সেই দুরাত্মা রাক্ষসরাজের বক্ষস্থল শরবিদ্ধ করত নিজের শোক দূর করিয়া সীতার শোক অপনোদন করিব? কবে দেবকন্যাসদৃশী সাধ্বী সীতা উৎকণ্ঠার সহিত আমার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিবে? কতদিনে সীতাবিরহজনিত এই শোক মলিন বস্ত্রের ন্যায় সহসা পরিত্যাগ করিব? ধীমান্ শ্রীরামচন্দ্র সীতাশোকে ব্যাকুল হইয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে দিবা অবসান হেতু ভগবান্ ভুবনভাস্কর হীনপ্রভ হইয়া অস্তাচলে গমন করিলেন। কমললোচনা সীতার স্মরণে শোকসন্তপ্ত শ্রীরামকে লক্ষ্মণ সান্ত্বনা দান করিলে তিনি সায়ংকালীন সন্ধ্যা উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন।১১-২৩

পাঠান্তর :—(ক)—স্নিগ্ধন্ত্যা মাং ভজিষ্যতঃ।

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

[কর্তব্যনির্ধারণায় সমুচিতপরামর্শং দাতুং মন্ত্রিণঃ প্রতি রাবণস্যানুরোধঃ]

লঙ্কায়াস্তু কৃতং কর্ম্ম ঘোরং দৃষ্ট্বা ভয়াবহম্।
রাক্ষসেন্দ্রো হনুমতা শক্রেণেব মহাত্মনা।
অব্রবীদ্ রাক্ষসান্ সর্ব্বান্ হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ ॥১
ধর্ষিতা চ প্রবিষ্টা চ লঙ্কা দুষ্প্রসহা পুরী।
তেন বানরমাত্রেণ দৃষ্টা সীতা চ জানকী ॥২
প্রাসাদো ধর্ষিতশ্চৈত্যঃ প্রবরা রাক্ষসা হতাঃ।
আবিলা চ পুরী লঙ্কা সর্ব্বা হনুমতা কৃতা ॥৩
কিং করিষ্যামি ভদ্রং বঃ কিং বো যুক্তমনন্তরম্।
উচ্যতাং নঃ সমর্থং যৎ কৃতঞ্চ সুকৃতং ভবেৎ ॥৪
মন্ত্রমূলঞ্চ বিজয়ং প্রবদন্তি মনস্বিনঃ।
তস্মাদ্ বৈ রোচয়ে মন্ত্রং রামং প্রতি মহাবলাঃ ॥৫
ত্রিবিধাঃ পুরুষা লোকে উত্তমাধম-মধ্যমাঃ।
তেষান্তু সমবেতানাং গুণ-দোষৌ বদাম্যহম্ ॥৬
মন্ত্রস্ত্রিভির্হি সংযুক্তঃ সমর্থৈর্মন্ত্রনির্ণয়ে।
মিত্রৈর্বাপি সমানার্থৈর্বান্ধবৈরপি বাধিকৈঃ ॥৭
সহিতো মন্ত্রয়িত্বা যঃ কর্ম্মারম্ভান্ প্রবর্ত্তয়েৎ।
দৈবে চ কুরুতে যত্নং তমাহুঃ পুরুষোত্তমম্ ॥৮
একোঽর্থং বিমৃশেদেকো ধর্ম্মে প্রকুরুতে মনঃ।
একঃ কার্য্যাণি কুরুতে তমাহুর্ম্মধ্যমং নরম্ ॥৯
গুণ-দোষৌ ন নিশ্চিত্য ত্যক্ত্বা দৈবব্যপাশ্রয়ম্।
করিষ্যামীতি যঃ কার্য্যমুপেক্ষেৎ স নরাধমঃ ॥১০
যথেমে পুরুষা নিত্যমুত্তমাধম-মধ্যমাঃ।
এবং মন্ত্রোঽপি বিজ্ঞেয় উত্তমাধম-মধ্যমাঃ ॥১১
ঐক্যমত্যমুপাগম্য শাস্ত্রদৃষ্টেন চক্ষুষা।
মন্ত্রিণো যত্র নিরতাস্তমাহুর্মন্ত্রমুত্তমম্ ॥১২

ষষ্ঠ সর্গ

[কর্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য রাবণ কর্তৃক মন্ত্রিগণকে সমুচিত পরামর্শ দিতে অনুরোধ।]

এদিকে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ লঙ্কামধ্যে মহাবলী পুরন্দরের ন্যায় হনুমৎকৃত সেই ভয়ঙ্কর কার্য্য দেখিয়া লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোবদন হইলেন এবং রাক্ষসগণকে বলিলেন—দেখ, একমাত্র বানর আসিয়াই এই দুর্জ্জয় লঙ্কাপুরী আক্রমণ করত পুরমধ্যে প্রবেশ করিল এবং জনকনন্দিনী সীতাকে দেখিয়া গেল। একাকী হনুমান্‌ই প্রাসাদ ধর্ষণ এবং প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে মারিয়া সমগ্র লঙ্কাপুরী বিক্ষুব্ধ করিয়া গিয়াছে। যাহা হউক এখন তোমাদের কি কল্যাণ করিব এবং কোন কার্য্য বা তোমাদের যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়? যে কার্য্য পরিণামে শ্লাঘনীয় হইবে বলিয়া মনে হয়—এরূপ উপায় বল। মনীষিগণ মন্ত্রণাকেই বিজয়ের মূল বলিয়া থাকেন। হে মহাবল রাক্ষসগণ! রামের বিষয়ে মন্ত্রণা করাই কর্ত্তব্য। পৃথিবীতে উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে পুরুষ তিন প্রকার,—আমি তাহাদের গুণ ও দোষ কীর্ত্তন করিতেছি।১-৬

যে পুরুষ মন্ত্রনির্ণয়ে সমর্থ, নিম্নোক্ত মন্ত্রণাত্রয়যুক্ত অথবা সমসুখ-দুঃখভোগী মিত্র ও হিতকারীবন্ধুগণের সহিত মন্ত্রণা করত দৈবসহায়ে যত্নপরায়ণ হইয়া কার্য্য আরম্ভ করে—তাহাকেই পণ্ডিতগণ উত্তম পুরুষ বলিয়া থাকেন। যে পুরুষ নিজেই ধর্ম্ম এবং অর্থের বিচার করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে মধ্যম বলে। যে ব্যক্তি গুণ ও দোষের যথাযথ বিচার এবং দৈবের আশ্রয় না লইয়া 'আমি নিজেই এই কার্য্য সম্পন্ন করিব' এইরূপে স্থির করত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ উপেক্ষা করে, তাহাকে অধম পুরুষ বলে।৭-১০

পুরুষগণের মধ্যে যেরূপ উত্তম, মধ্যম ও অধম শ্রেণী

বহ্বীরপি মতীর্গত্বা মন্ত্রিণামর্থনির্ণয়ঃ।
পুনর্যত্রৈকতাং প্রাপ্তঃ স মন্ত্রো মধ্যমঃ স্মৃতঃ ॥১৩
অন্যোন্যমতিমাস্থায় যত্র সম্প্রতিভাষ্যতে।
ন চৈকমত্যে শ্রেয়োঽস্তি মন্ত্রঃ সোঽধম উচ্যতে ॥১৪
তস্মাৎ সুমন্ত্রিতং সাধু ভবন্তো মতিসত্তমাঃ।
কার্য্যং সম্প্রতিপদ্যন্তমেতৎ কৃত্যং মতং মম ॥১৫
বানরাণাং হি ঘোরাণাং সহস্রৈঃ পরিবারিতঃ।
রামোঽভ্যেতি পুরীং লঙ্কামস্মাকমুপরোধকঃ ॥১৬

তরিষ্যতি চ সুব্যক্তং রাঘবঃ সাগরং সুখম্।
তরসা যুক্তরূপেণ সানুজঃ সবলানুগঃ ॥১৭
সমুদ্রমুচ্ছোষয়তি বীর্য্যেণান্যৎ করোতি বা।
তস্মিন্নেবংবিধে কার্য্যে বিরুদ্ধে বানরৈঃ সহ।
হিতং পুরে চ সৈন্যে চ সর্ব্বং সম্মন্ত্র্যতাং মম ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥

বিভাগ আছে, সেইরূপ মন্ত্রণারও উত্তম মধ্যম এবং অধম শ্রেণী বিভাগ দৃষ্ট হয়। নীতিবিদ্ মন্ত্রিগণ নয়দৃষ্টিতে সেই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করতঃ ঐক্যমত অবলম্বন করিলে যে মন্ত্রণায় উপনীত হইল, তাহাই নীতিবিদ্‌গণের মতে উত্তম মন্ত্রণা। যে মন্ত্রনিশ্চয়ে মন্ত্রিগণ প্রথমতঃ নানারূপ বিরুদ্ধ মত অবলম্বন করত পরে ঐক্যমত হ'ন, সেই মন্ত্রকে মধ্যম মন্ত্রণা বলে। যে মন্ত্রণাতে মন্ত্রিগণ বিভিন্নমত অবলম্বন পূর্ব্বক বিরুদ্ধভাষী হইয়াও শেষে কিয়ৎপরিমাণে একমত অবলম্বন করিলেও পরিণামে তাহা শ্রেয়স্কর হয়না, তাহাকে অধম মন্ত্রণা বলা হয়। সুতরাং উত্তম বুদ্ধিসম্পন্ন মন্ত্রিগণ! তোমরা মন্ত্রণা করিয়া যাহা করণীয় বলিয়া স্থির করিবে, তাহাই আমি করিব।১১-১৫

শ্রীরাম অসংখ্য ভীষণ বানরসেনা পরিবেষ্টিত হইয়া আমাদিগকে অবরুদ্ধ করিবার জন্য শীঘ্রই লঙ্কাপুরে উপস্থিত হইবে। ইহা সুনিশ্চিত যে, রাঘব নিজের সমুচিত বলদ্বারা সেনা ও সেবকগণ অনুজগণের সহিত সুখে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবেন। তিনি নিজ বীর্য্যবলে সমুদ্র শোষণ অথবা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিবেন। এমতাবস্থায় বানরগণের সহিত বিরোধে আমার পুরী ও সৈন্যর যাহাতে মঙ্গল হয়, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা কর।১৬-১৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তমঃ সর্গঃ

[রাক্ষসৈ রাবণস্যেন্দ্রজিতশ্চ বল-পরাক্রময়োর্বর্ণনম্, রামেণ সহ যুদ্ধে রাবণো জেষ্যতীতি বিশ্বাসোৎপাদনঞ্চ ।]

ইত্যুক্তা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাক্ষসাস্তে মহাবলাঃ ।
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ ॥১
দ্বিষৎপক্ষমবিজ্ঞায় নীতিবাহ্যাস্ত্ববুদ্ধয়ঃ ।
রাজন্ পরিঘ-শক্ত্যৃষ্টি-শূল-পট্টিশ-কুন্তলম্ ॥২
সুমহন্নো বলং কস্মাদ্ বিষাদং ভজতে ভবান্ ।
ত্বয়া ভোগবতীং গত্বা নির্জিতাঃ পন্নগা যুধি ॥৩
কৈলাসশিখরাবাসী যক্ষৈর্বহুভিরাবৃতঃ ।
সুমহৎকদনং কৃত্বা বশ্যস্তে ধনদঃ কৃতঃ ॥৪
স মহেশ্বরসখ্যেন শ্লাঘমানস্ত্বয়া বিভো ।
নির্জ্জিতঃ সমরে রোষাল্লোকপালো মহাবলঃ ॥৫
বিনিপাত্য চ যক্ষৌঘান্ বিক্ষোভ্য বিনিগৃহ্য চ ।
ত্বয়া কৈলাসশিখরাদ্ বিমানমিদমাহৃতম্ ॥৬
ময়েন দানবেন্দ্রেণ ত্বদ্ভয়াৎ সখ্যমিচ্ছতা ।
দুহিতা তব ভার্য্যার্থে দত্তা রাক্ষসপুঙ্গব ॥৭
দানবেন্দ্রো মহাবাহো বীর্য্যোৎসিক্তো দুরাসদঃ ।
বিগৃহ্য বশমানীতঃ কুম্ভীনস্যাঃ সুখাবহঃ ॥৮
নির্জ্জিতাস্তে মহাবাহো নাগা গত্বা রসাতলম্ ।
বাসুকিস্তক্ষকঃ শঙ্খো জটী চ বশমাহৃতাঃ ॥৯
অক্ষয়া বলবন্তশ্চ শূরা লব্ধবরাঃ পুনঃ ।
ত্বয়া সংবৎসরং যুদ্ধ্বা সমরে দানবা বিভো ॥১০
স্ববলং সমুপাশ্রিত্য নীতা বশমরিন্দম ।
মায়াশ্চাধিগতাস্তত্র বহ্ব্যো বৈ রাক্ষসাধিপ ॥১১
শূরাশ্চ বলবন্তশ্চ বরুণস্য সুতা রণে ।
নির্জ্জিতাস্তে মহাভাগ চতুর্বিধবলানুগাঃ ॥১২

সপ্তম সর্গ

[রাক্ষসগণ কর্তৃক রাবণ ও ইন্দ্রজিতের বল-পরাক্রম বর্ণনা এবং রামের সহিত যুদ্ধে রাবণের জয় হইবে—এইরূপ বিশ্বাস উৎপাদন ।]

রাক্ষসরাজ রাবণ এই কথা বলিলে কৃতাঞ্জলিপুটে মহাবল রাক্ষসেরা বলিল—রাজন্! শত্রুর বলাবল না জানিয়া মন্ত্রণা করা নির্বোধের কার্য্য। আপনার পরিঘ, শক্তি, ঋষ্টি, শূল ও পট্টিশধারী বিপুল সৈন্য আছে, তথাপি কেন আপনি বিষণ্ণ হইতেছেন? আপনি পাতালে অভিযান করিয়া নাগগণকে জয় করিয়াছেন। বিভো! যিনি মহেশ্বরের সখা বলিয়া গর্ব্ব করেন, সেই কৈলাসবাসী বহুযক্ষ পরিবৃত কুবেরকেও যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বশীভূত করিয়াছেন, আপনি যুদ্ধে রোষভরে সমস্ত মহাবল লোকপালগণকে জয় করিয়াছেন এবং যক্ষগণকে বিক্ষোভিত ও নিগৃহীত করত অনেককে বধ করিয়া কৈলাসশিখর হইতে এই বিমান আহরণ করিয়াছেন। হে রাক্ষসপুঙ্গব! দানবরাজ ময় আপনার ভয়ে ভীত হইয়া আপনার সহিত মিত্রতানিমিত্ত নিজ দুহিতা মন্দোদরীকে ভার্য্যারূপে আপনাকে সম্প্রদান করিয়াছেন। কুম্ভীনসীর ভর্ত্তা বলবান্ বলগর্বিত দানবেন্দ্র মধুর সহিত যুদ্ধ করত তাহাকে বশীভূত করিয়াছেন। মহাবাহো! আপনি রসাতলে গমন করত নাগগণকে পরাজিত করিয়া বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ এবং জটী প্রভৃতি নাগগণকে বশ করিয়াছেন। প্রভো! আপনি নিজবল আশ্রয় করত সংবৎসর কাল যুদ্ধ করিয়া অক্ষয় বলবান্, শূর, লব্ধবর কালকেয় প্রভৃতি দানবগণকে নিজবশে আনিয়াছেন এবং তাহাদিগের সহিত বহুদিবস একত্র অবস্থান হেতু মায়াবিদ্যাও শিক্ষা করিয়াছেন।১-১১

মহাভাগ! আপনি রণভূমিতে চতুরঙ্গিনী সেনার সহিত শূর এবং মহাবল বরুণনন্দনগণকেও জয়

মৃত্যুদণ্ডমহাগ্রাহং শাল্মলীদ্রুমমণ্ডিতম্।
কালপাশমহাবীচিং যমকিঙ্করপন্নগম্ ॥১৩
মহাজ্বরেণ দুর্দ্ধর্ষং যমলোকমহার্ণবম্।
অবগাহ্য ত্বয়া রাজন্ যমস্য বলসাগরম্ ॥১৪
জয়শ্চ বিপুলং প্রাপ্তো মৃত্যুশ্চ প্রতিষেধিতঃ।
সুযুদ্ধেন চ তে সর্ব্বে লোকাস্তত্র সুতোষিতাঃ ॥১৫
ক্ষত্রিয়ৈর্বহুভির্বীরৈঃ শক্রতুল্যপরাক্রমৈঃ।
আসীদ্ বসুমতী পূর্ণা মহদ্ভিরিব পাদপৈঃ ॥১৬
তেষাং বীর্য্যগুণোৎসাহৈর্ন সমো রাঘবো রণে।
প্রসহ্য তে ত্বয়া রাজন্ হতাঃ সমরদুর্জ্জয়াঃ ॥১৭
তিষ্ঠ বা কিং মহারাজ শ্রমেণ তব বানরান্।
অয়মেকো মহারাজ ইন্দ্রজিৎ ক্ষপয়িষ্যতি ॥১৮
অনেন চ মহারাজ মাহেশ্বরমনুত্তমম্।
ইষ্ট্বা যজ্ঞং বরো লব্ধো লোকে পরমদুর্ল্লভঃ ॥১৯
শক্তি-তোমরমীনঞ্চ বিনিকীর্ণান্ত্রশৈবলম্।
গজ-কচ্ছপসম্বাধমশ্বমণ্ডূকসঙ্কুলম্ ॥২০
রুদ্রাদিত্যমহাগ্রাহং মরুদ্বসুমহোরগম্।
রথাশ্বগজতোয়ৌঘং পদাতিপুলিনং মহৎ ॥২১
অনেন হি সমাসাদ্য দেবানাং বলসাগরম্।
গৃহীতো দৈবতপতির্লঙ্কাঞ্চাপি প্রবেশিতঃ ॥২২
পিতামহনিয়োগাচ্চ মুক্তঃ শম্বরবৃত্রহা।
গতস্ত্রিবিষ্টপং রাজন্ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ ॥২৩
তমেব ত্বং মহারাজ বিসৃজেন্দ্রজিতং সুতম্।
যাবদ্ বানরসেনাং তাং সরামাং নয়তি ক্ষয়ম্ ॥২৪
রাজন্ নাপদযুক্তেয়মাগতা প্রাকৃতাজ্জনাৎ।
হৃদি নৈব ত্বয়া কার্য্যা ত্বং বধিষ্যসি রাঘবম্ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ ॥

করিয়াছেন! রাজন্! আপনি মৃত্যুদণ্ডরূপ মহাশক্র-সঙ্কুল, যাতনারূপ শাল্মলীদ্রুম মণ্ডিত, কালপাশরূপ ভীষণ ঊর্ম্মিমালা পরিব্যাপ্ত, যমদূতরূপ সর্প পরিপূর্ণ, মহাজ্বররূপহেতু দুর্দ্ধর্ষ যমের বলরূপ সাগর বিশিষ্ট যমলোক রূপ মহাসমুদ্রে অবগাহন করত সুমহান্ জয় লাভ করিয়াছেন এবং মৃত্যুকেও অতিক্রম করিয়াছেন। রাজন্! তথায় আপনার যুদ্ধ দেখিয়া সকল লোকই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। বিশাল পাদপসমূহের ন্যায় ইন্দ্র-তুল্য পরাক্রমশালী বীর ক্ষত্রিয়গণে যে পৃথিবী পরিপূর্ণা ছিলেন, আপনি বাহুবলে সেই রণদুর্জ্জয় ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করিয়াছেন। মহারাজ! রাম যুদ্ধবিষয়ে তাহাদের ন্যায় বীর্য্য, গুণ ও বলশালী নহে। রাজন্! যখন আপনি রণদুর্ব্বার বীরগণকে সংহার করিয়াছেন, তখন রামকে জয় করা আর আপনার পক্ষে এমনকি বড় কথা? অথবা মহারাজ! আপনারই বা পরিশ্রমের কি প্রয়োজন? আপনি বিশ্রাম করুন। মহাবল ইন্দ্রজিৎ একাই বানরগণকে সংহার করিবেন। মহারাজ! ইন্দ্রজিৎ উত্তম মাহেশ্বর যজ্ঞ করত মহেশ্বরের নিকট হইতে জগতে দুর্ল্লভ বর লাভ করিয়াছেন।১২-১৯

এই বীরই শক্তি ও তোমররূপ মীনগণে পরিপূর্ণ, বিকীর্ণ অস্ত্ররূপ শৈবালময়, গজরূপ কচ্ছপ এবং অশ্বরূপ ভেকসঙ্কুল, রুদ্র ও আদিত্যরূপ মহাগ্রাহ, সমাকুল বায়ু ও বসুগণরূপ মহাসর্পযুক্ত, রথ, অশ্ব অজরূপ বারিরাশি পূর্ণ এবং পদাতিরূপ মহৎ পুলিনবিশিষ্ট, দেবসেনা রূপ মহাসাগর প্রাপ্ত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে বন্ধন করত লঙ্কায় আনিয়াছিলেন। রাজন্! তদনন্তর পিতামহের নিয়োগে সেই সর্ব্বদেবনমস্কৃত, সম্বর ও বৃত্রঘাতী ইন্দ্রকে বিমুক্ত করিলে তিনি স্বর্গে প্রতিগমন করেন। অতএব মহারাজ! আপনার পুত্র ইন্দ্রজিৎকে আদেশ করুন তিনি রামের সহিত বানরসেনার নিধন করিবেন। রাজন্! আপনি নর-বানররূপ প্রাকৃত গণ হইতে যে বিপদের আশঙ্কা করিতেছেন, তাহা আপনার করা উচিত নহে এবং চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নহে—আপনি নিশ্চয়ই রামকে বধ করিবেন।২০-২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টমঃ সর্গঃ

[শক্রসৈন্যবিনাশায় রাবণসমীপে প্রহস্ত-দুর্মুখ-নিকুম্ভ বজ্রহনু-বজ্রদংষ্ট্রপ্রভৃতীনামুৎসাহপ্রদর্শনম্ ।]

ততো নীলাম্বুদপ্রখ্যঃ প্রহস্তো নাম রাক্ষসঃ ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং শূরঃ সেনাপতিস্তদা ॥১
দেব-দানব-গন্ধর্ব্বাঃ পিশাচ-পতগোরগাঃ ।
সর্ব্বে ধর্ষয়িতুং শক্যাঃ কিং পুনর্মানবৌ রণে ॥২
সর্ব্বে প্রমত্তা বিশ্বস্তা বঞ্চিতাঃ স্ম হনূমতা ।
ন হি মে জীবতো গচ্ছেজ্জীবন্ স বনগোচরঃ ॥৩
সর্বাং সাগরপর্য্যন্তাং সশৈল-বন-কাননাম্ ।
করোম্যবানরাং ভূমিমাজ্ঞাপয়তু মাং ভবান্ ॥৪
রক্ষাঞ্চৈব বিধাস্যামি বানরাদ্ রজনীচর ।
নাগমিষ্যতি তে দুঃখং কিঞ্চিদাত্মাপরাধজম্ ॥৫
অব্রবীত্তমসংক্রুদ্ধো দুর্ম্মুখো নাম রাক্ষসঃ ।
ইদং ন ক্ষমণীয়ং হি সর্ব্বেষাং নঃ প্রধর্ষণম্ ॥৬
অয়ং পরিভবো ভূয়ঃ পুরস্যান্তঃপুরস্য চ ।
শ্রীমতো রাক্ষসেন্দ্রস্য বানরেন্দ্রপ্রধর্ষণম্ ॥৭
অস্মিন্ মুহূর্ত্তে গত্বৈকো নিবর্ত্তিষ্যামি বানরান্ ।
প্রবিষ্টান্ সাগরং ভীমমম্বরং বা রসাতলম্ ॥৮
ততোঽব্রবীৎ সুসংক্রুদ্ধো বজ্রদংষ্ট্রো মহাবলঃ ।
প্রগৃহ্য পরিঘং ঘোরং মাংস-শোণিতদূষিতম্ ॥৯
কিং নো হনূমতা কার্য্যং কৃপণেন তপস্বিনা ।
রামে তিষ্ঠতি দুর্দ্ধর্ষে সুগ্রীবেঽপি সলক্ষ্মণে ॥১০
অদ্য রামং সসুগ্রীবং পরিঘেণ সলক্ষ্মণম্ ।
আগমিষ্যামি হত্বৈকো বিক্ষোভ্য হরিবাহিনীম্ ॥১১
ইদং মমাপরং বাক্যং শৃণু রাজন্ যদিচ্ছসি ।
উপায়কুশলো হ্যেব জয়েচ্ছত্রূনতন্দ্রিতঃ ॥১২

অষ্টম সর্গ

[শক্রসেনাবিনাশ করিবার জন্য রাবণের নিকট প্রহস্ত, দুর্মুখ, নিকুম্ভ, বজ্রহনু ও বজ্রদংষ্ট্র প্রভৃতির উৎসাহ প্রদর্শন।]

তদনন্তর নীল মেঘতুল্য শ্যামবর্ণ বীর সেনাপতি প্রহস্তনামক রাক্ষস কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল,—"মহারাজ! আমরা দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, প্রতগ ও উরগগণকেও যুদ্ধক্ষেত্রে পরাস্ত করিতে পারি; মানব রাম-লক্ষ্মণের কথা আর বেশি কি? আমরা অসাবধান ছিলাম, বিপদের সম্ভাবনাও ছিল না, সেইজন্য নিশ্চিন্ত ছিলাম। সেই কারণেই হনুমান্‌কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছি, নতুবা আমার প্রাণ থাকিতে সেই অরণ্যচারী প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিত না। আপনি আদেশ করুন—আমি উপল (শিলা) এবং অরণ্যের সহিত আসমুদ্র সমুদয় ভূভাগ বানরশূন্য করিব। হে রাক্ষসরাজ! আমি বানর-ভয় হইতে রাক্ষসগণকে রক্ষা করিব! অতএব সীতা হরণ করা আত্মাপরাধজনিত আপনার দুঃখও উপস্থিত হইবে না।১-৫

তৎপশ্চাৎ দুর্মুখ নামক রাক্ষস অতি ক্রোধের সহিত কহিল—মহারাজ! একটা বানর আসিয়াই আমাদের অপদস্থ করিয়া গিয়াছে। এই বানরের আক্রমণে সমস্ত লঙ্কাপুরীর, মহারাজের অন্তঃপুরের এবং মহারাজেরও পরাভব হইয়াছে। আমি এই মুহূর্ত্তে যাইয়া একাকী সেই বানরগণকে সংহার করিব। তাহারা ভীষণ সমুদ্র, আকাশ এবং রসাতলে প্রবেশ করিলেও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না।৬-৮

অতঃপর মহাবলী বজ্রদংষ্ট্র অত্যন্ত ক্রোধের সহিত মাংস-শোণিতলিপ্ত এক বিশাল পরিঘ গ্রহণ করত বলিল—রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব জীবিত থাকিতে দীন তপস্বী হনুমান্‌কে মারিয়া কি ফল হইবে? আজই আমি একাকী এই পরিঘ আঘাতে সলক্ষ্মণ রাম এবং

কামরূপধরাঃ শূরাঃ সুভীমা ভীমদর্শনাঃ।
রাক্ষসানাং সহস্রাণি রাক্ষসাধিপ নিশ্চিতাঃ ॥১৩
কাকুৎস্থমুপসঙ্গম্য বিভ্রতো মানুষং বপুঃ।
সর্ব্বে হ্যসম্ভ্রমা ভূত্বা ব্রুবন্তু রঘুসত্তমম্ ॥১৪
প্রেষিতা ভরতে নৈব ভ্রাত্রা তব যবীয়সা।
স হি সেনাং সমুত্থাপ্য ক্ষিপ্রমেবোপযাস্যতি ॥১৫
ততো বয়মিতস্তূর্ণং শূল-শক্তি-গদাধরাঃ।
চাপ-বাণাসিহস্তাশ্চ ত্বরিতাস্তত্র যামহে ॥১৬
আকাশে গণশঃ স্থিত্বা হত্বা তাং হরিবাহিনীম্।
অশ্মশস্ত্রমহাবৃষ্ট্যা প্রাপয়াম যমক্ষয়ম্ ॥১৭
এবঞ্চেদুপসর্পেতামনয়ং রাম-লক্ষ্মণৌ।
অবশ্যমপনীতেন জহতামেব জীবিতম্ ॥১৮
কৌম্ভকর্ণিস্ততো বীরো নিকুম্ভো নাম বীর্য্যবান্।
অব্রবীৎ পরমক্রুদ্ধো রাবণং লোকরাবণম্ ॥১৯
সর্ব্বে ভবন্তস্তিষ্ঠন্তু মহারাজেন সঙ্গতাঃ।
অহমেকো হনিষ্যামি রাঘবং সহলক্ষ্মণম্ ॥২০
সুগ্রীবং সহনূমন্তং সর্ব্বাংশ্চৈবাত্র বানরান্।
ততো বজ্রহনুর্নাম রাক্ষসঃ পর্ব্বতোপমঃ ॥২১
ক্রুদ্ধঃ পরিলিহন্ সৃক্কাং জিহ্বয়া বাক্যমব্রবীৎ।
স্বৈরং কুর্ব্বন্তু কার্য্যাণি ভবন্তো বিগতজ্বরাঃ ॥২২
একোঽহং ভক্ষয়িষ্যামি তাং সর্ব্বাং হরিবাহিনীম্।
স্বস্থাঃ ক্রীড়ন্তু নিশ্চিন্তাঃ পিবন্তু মধু বারুণম্ ॥২৩
অহমেকো বধিষ্যামি সুগ্রীবং সহলক্ষ্মণম্।
সাঙ্গদঞ্চ হনূমন্তং সর্ব্বাংশ্চৈবাত্র বানরান্ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ ॥

সুগ্রীবকে বধ করিয়া বানরসৈন্যকে উৎসন্নে পাঠাইয়া দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিব। হে রাজন্! উপায়জ্ঞ পণ্ডিতই শত্রুগণকে জয় করিতে পারেন। আপনার যদি ইচ্ছা হয়, আমার একটি কথা শ্রবণ করুন—কামরূপী, শূর, ভীমকায়, ভীমদর্শন অসংখ্য রাক্ষস মনুষ্যরূপ ধারণ করত সেই কাকুৎস্থ রঘুসত্তম রামের নিকট যাইয়া অভ্রান্তচিত্তে এই কথা বলুক—আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরত আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। তাহা হইলে শ্রীরাম বানরসৈন্য পরিত্যাগ করত শীঘ্রই আমাদের সৈন্যের সহিত মিলিত হইবে। তদনন্তর আমরা শূল, শক্তি, গদা, ধনু, বাণ এবং খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অবিলম্বে যাইব এবং দলে দলে আকাশে থাকিয়া শীলা ও অস্ত্রাদি বর্ষণ পূর্ব্বক সেই বানরসেনাকে যমালয়ে পাঠাইব। রাম ও লক্ষ্মণ যদি এইরূপ ভাবে প্রতারিত হয়, তবে নিশ্চয়ই আমাদের ছলনায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। তৎপর প্রতাপী এবং বলী কুম্ভকর্ণপুত্র নিকুম্ভ বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া সর্ব্বলোকপীড়ক রাবণের প্রতি লক্ষ্য করত প্রহস্তাদি রাক্ষসগণকে বলিল—মহারাজের সহিত আপনারা সকলেই একত্র অবস্থান করুন। আমি একাই লক্ষ্মণসহিত রাম, সুগ্রীব, হনুমান্ এবং সমগ্র বানরসেনা সংহার করিব। অতঃপর পর্ব্বততুল্য বজ্রহনুনামক রাক্ষস ক্রোধে জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠ অবলেহন করিতে করিতে বলিল—আপনারা সচ্ছন্দে নিশ্চিন্তভাবে নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউন। একাকী আমিই বানরসৈন্যগণকে ভক্ষণ করিয়া আসিব। আপনারা সুস্থ ও নিশ্চিন্তমনে বারুণী পানপূর্ব্বক ক্রীড়া করুন। আমি একাই লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব, অঙ্গদ ও হনুমান্ প্রভৃতি সমস্ত বানরসেনাকে বধ করিব।৯-২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টম সর্গ সমাপ্ত

নবমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামোঽজেয় ইতি বিনিবেদ্য রামসমীপে সীতাং প্রত্যাবর্তয়িতুং রাবণমন্তিকে বিভীষণস্যানুরোধঃ।]

ততো নিকুম্ভো রভসঃ সূর্য্যশত্রুর্মহাবলঃ।
সুপ্তঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ মহাপার্শ্ব-মহোদরৌ ॥১
অগ্নিকেতুশ্চ দুর্দ্ধর্ষো রশ্মিকেতুশ্চ রাক্ষসঃ।
ইন্দ্রশত্রুশ্চ বলবাংস্ততো বৈ রাবণাত্মজঃ ॥২
প্রহস্তোঽথ বিরূপাক্ষো বজ্রদংষ্ট্রো মহাবলঃ।
ধূম্রাক্ষোঽথ নিকুম্ভশ্চ দুর্মুখশ্চৈব রাক্ষসঃ ॥৩
পরিঘান্ পট্টিশাঞ্ছূলান্ প্রাসান্ শক্তিপরশ্বধান্।
চাপানি চ সুবাণানি খড়্গাংশ্চ বিপুলাম্বুভান্ ॥৪
প্রগৃহ্য পরমক্রুদ্ধাঃ সমুৎপত্য চ রাক্ষসাঃ।
অব্রুবন্ রাবণং সর্ব্বে প্রদীপ্তা ইব তেজসা ॥৫
অদ্য রামং বধিষ্যামঃ সুগ্রীবঞ্চ সলক্ষ্মণম্।
কৃপণঞ্চ হনূমন্তং লঙ্কা যেন প্রধর্ষিতা ॥৬
তান্ গৃহীতায়ুধান্ সর্ব্বান্ বারয়িত্বা বিভীষণঃ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং পুনঃ প্রত্যুপবেশ্য তান্ ॥৭
অপ্যুপায়ৈস্ত্রিভিস্তাত যোঽর্থঃ প্রাপ্তুং ন শক্যতে।
তস্য বিক্রমকালাংস্তান্ যুক্তানাহুর্মনীষিণঃ ॥৮
প্রমত্তেষ্বভিযুক্তেষু দৈবেন প্রহৃতেষু চ।
বিক্রমাস্তাত সিধ্যন্তি পরীক্ষ্য বিধিনা কৃতাঃ ॥৯
অপ্রমত্তং কথং তন্তু বিজিগীষুং বলে স্থিতম্।
জিতরোষং দুরাধর্ষং তং ধর্ষয়িতুমিচ্ছথ ॥১০
সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বা তু ঘোরং নদনদীপতিম্।
গতিং হনূমতো লোকে কো বিদ্যাৎ তর্কয়েত বা ॥১১
বলান্যপরিমেয়ানি বীর্য্যাণি চ নিশাচরাঃ।
পরেষাং সহসাবজ্ঞা ন কর্ত্তব্যা কথঞ্চন ॥১২
কিঞ্চ রাক্ষসরাজস্য রামেণাপকৃতং পুরা।
আজহার জনস্থানাদ্ যস্য ভার্য্যাং যশস্বিনঃ ॥১৩
খরো যদ্যতিবৃত্তস্তু স রামেণ হতো রণে।
অবশ্যং প্রাণিনা প্রাণা রক্ষিতব্যা যথাবলম্ ॥১৪

নবম সর্গ

[শ্রীরাম অজেয়—ইহা জানাইয়া রামের নিকট সীতাকে প্রত্যর্পণ করিতে রাবণ সমীপে বিভীষণের অনুরোধ।]

তদনন্তর নিকুম্ভ, রভস, মহাবলী সূর্য্যশত্রু, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, দুর্জ্জয় অগ্নিকেতু, রাক্ষস রশ্মিকেতু, মহাতেজস্বী বলবান্ রাবণকুমার ইন্দ্রজিৎ, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, মহাবলী বজ্রদংষ্ট্র, ধূম্রাক্ষ, অতিকায় এবং নিশাচর দুর্ম্মুখ প্রভৃতি রাক্ষসগণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া হস্তে পরিঘ, পট্টিশ, শূল, প্রাস, শক্তি, কুঠার, সুবাণযুক্ত ধনু তথা তীক্ষ্ণ খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক তেজে উদ্দীপ্ত হইয়া রাবণসম্মুখে উপস্থিত হইল এবং বলিল—আমরা আজই শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব এবং কৃপণ লঙ্কাদগ্ধকারী হনুমান্‌কে সংহার করিব।১-৬

সেই অস্ত্রশস্ত্রধারী রাক্ষসদিগকে নিবারণ এবং তাহাদিগকে যথাস্থানে উপবেশন করাইয়া বিভীষণ করজোড়ে বলিতে লাগিলেন—তাত! সাম, দান ও ভেদ দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয় না, নীতিশাস্ত্রজ্ঞগণ সেই কার্য্যসাধনের জন্য বিক্রম প্রকাশ সমর্থন করেন। হে তাত! যে শত্রু অনবহিত, কার্য্যান্তরে ব্যস্ত, ব্যাধিগ্রস্তরূপ দৈবহত, তাহাকে বিধিমত পরীক্ষা করিয়া বিক্রম প্রয়োগ করিলে বিক্রম প্রয়োগ সফল হয়। শ্রীরামচন্দ্র প্রমাদহীন, জয়েচ্ছু, দৈবসহায়, জিতক্রোধ এবং দুর্দ্ধর্ষ। শ্রীরামকে কিরূপে জয় করিতে ইচ্ছা করিতেছ? নিশাচরগণ! পূর্ব্বে তোমরা কে জানিতে যে, হনুমান্ এই ভয়ঙ্কর নদ-নদীপতি সমুদ্রকে লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় আসিতে পারিবে? শত্রুগণের বহু সেনা

এতন্নিমিত্তং বৈদেহী ভয়ং নঃ সুমহদ্ভবেৎ।
আহৃতা সা পরিত্যাজ্যা কলহার্থে কৃতে নু কিম্ ॥১৫
ন তু ক্ষমং বীর্য্যবতা তেন ধর্ম্মানুবর্ত্তিনা।
বৈরং নিরর্থকং কর্ত্তুং দীয়তামস্য মৈথিলী ॥১৬
যাবন্ন সগজাং সাশ্বাং বহুরত্নসমাকুলাম্।
পুরীং দারয়তে বাণৈর্দীয়তামস্য মৈথিলী ॥১৭
যাবৎ সুঘোরা মহতী দুর্দ্ধর্ষা হরিবাহিনী।
নাবস্কন্দতি নো লঙ্কাং তাবৎ সীতা প্রদীয়তাম্ ॥১৮
বিনশ্যেদ্ধি পুরী লঙ্কা শূরাঃ সর্ব্বে চ রাক্ষসাঃ।
রামস্য দয়িতা পত্নী স্বয়ং যদি ন দীয়তে ॥১৯
প্রসাদয়ে ত্বাং বন্ধুত্বাৎ কুরুষ্ব বচনং মম।
হিতং তথ্যং ত্বহং ব্রূমি দীয়তামস্য মৈথিলী ॥২০
পুরা শরৎসূর্য্যমরীচিসন্নিভান্
নবাগ্রপুঙ্খান্ সুদৃঢ়ান্ নৃপাত্মজঃ।
সৃজত্যমোঘান্ বিশিখান্ বধায় তে
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী ॥২১
ত্যজাশু কোপং সুখধর্ম্মনাশনম্
ভজস্ব ধর্ম্মং রতিকীর্ত্তিবর্দ্ধনম্।
প্রসীদ জীবেম স পুত্রবান্ধবাঃ
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী ॥২২
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
বিসর্জ্জয়িত্বা তান্ সর্ব্বান্ প্রবিবেশ স্বকং গৃহম্ ॥২৩
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ ॥

আছে এবং তাহাদের পরাক্রমও কম নহে। কখনও শত্রুগণকে সহসা অবজ্ঞা করা উচিত নহে।৭-১২

সেই যশস্বী রামচন্দ্রই বা প্রথমে রাক্ষসরাজ রাবণের এমন কি অপকার করিয়াছিলেন যে, রাবণ জনস্থান হইতে তাঁহার ভার্য্যাকে হরণ করিয়া আনিলেন? যদি বল—রাম খরকে নিহত করিয়াছেন; খর অত্যাচারী ছিল, রামকে আক্রমণ করিয়াছিল বলিয়াই রাম তাহাকে সংহার করেন। সামর্থ্যানুসারে জীবন রক্ষা করা প্রাণী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যদি এই কারণে সীতাকে হরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করুন। অন্যথায় আমাদের মহাভয়ের সম্ভাবনা আছে। যাহার ফল মাত্র কলহ, সে কর্ম্ম প্রয়োজন কি? শ্রীরাম ধর্ম্মাত্মা এবং পরাক্রমশালী, তাঁহার সহিত অযথা বিবাদ করা উচিত নয়। আপনি মৈথিলীকে প্রত্যর্পণ করুন। রামচন্দ্র যে পর্য্যন্ত এই হস্তী, অশ্ব ও বহুতর রত্নপূর্ণ লঙ্কাপুরীকে বাণ দ্বারা বিধ্বস্ত না করেন, তৎপূর্ব্বেই আপনি সীতাকে প্রত্যর্পণ করুন। যে পর্য্যন্ত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, সুমহৎ ও দুর্জ্জয় বানরবাহিনী আমাদের এই লঙ্কাপুরীকে বিধ্বস্ত না করে, তৎপূর্ব্বেই সীতাকে প্রত্যর্পণ করুন। যদি শ্রীরামের প্রিয়তমা পত্নী সীতাকে প্রত্যর্পণ না করেন, তাহা হইলে এই লঙ্কাপুরী ও বীর রাক্ষসগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। আমি আপনার ভ্রাতা, আপনার কল্যাণকর সত্য কথাই বলিতেছি। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমার কথা শ্রবণ করুন রামচন্দ্রের নিকট মৈথিলীকে প্রত্যর্পণ করুন। রাজকুমার শ্রীরাম যে পর্য্যন্ত আপনাকে বধ করার জন্য সূর্য্যকিরণতুল্য তেজস্বী, উজ্জ্বল, ফলপুঙ্খ, সুদৃঢ় ও সুশোভিত অব্যর্থ বাণসকল ক্ষেপণ না করেন, তৎপূর্ব্বেই মৈথিলীকে দাশরথি হস্তে প্রত্যর্পণ করুন। ভ্রাতঃ! আপনি শীঘ্র সুখ ও ধর্ম্মনাশক ক্রোধকে ত্যাগ করুন। রতি এবং কীর্ত্তিবর্দ্ধক ধর্ম্মকে ভজনা করুন। আপনি প্রসন্ন হউন, আমরা সপুত্র-বান্ধব জীবিত থাকি। আপনি দশরথনন্দন রামকে মৈথিলী প্রত্যর্পণ করুন। বিভীষণের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ সকলকে বিদায় প্রদান করত নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন।১৩-২৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে নবম সর্গ সমাপ্ত

দশমঃ সর্গঃ

[বিভীষণস্য রাবণান্তঃপুরগমনম্, অমঙ্গলনিমিত্তানাং ভয়ং প্রদর্শ্য সীতাং প্রত্যর্পয়িতুং প্রার্থনা, তদ্‌বাক্যমস্বীকৃত্য রাবণেন বিভীষণস্য বিসর্জনঞ্চ।]

ততঃ প্রত্যুষসি প্রাপ্তে প্রাপ্তধর্ম্মার্থনিশ্চয়ঃ।
রাক্ষসাধিপতের্ব্বেশ্ম ভীমকর্ম্মা বিভীষণঃ ॥১
শৈলাগ্রচয়সঙ্কাশং শৈলশৃঙ্গমিবোন্নতম্।
সুবিভক্তমহাকক্ষং মহাজনপরিগ্রহম্ ॥২
মতিমদ্ভির্ম্মহামাত্রৈরনুরক্তৈরধিষ্ঠিতম্।
রাক্ষসৈরাপ্তপর্য্যাপ্তৈঃ সর্ব্বতঃ পরিরক্ষিতম্ ॥৩
মত্তমাতঙ্গনিঃশ্বাসৈর্ব্যাকুলীকৃতমারুতম্।
শঙ্খঘোষমহাঘোষং তূর্য্যসম্বাধনাদিতম্ ॥৪
প্রমদাজনসম্বাধং প্রজল্পিতমহাপথম্।
তপ্তকাঞ্চননির্য্যূহং ভূষণোত্তমভূষিতম্ ॥৫
গন্ধর্ব্বাণামিবাবাসমালয়ং মরুতামিব।
রত্নসঞ্চয়সম্বাধং ভবনং ভোগিনামিব ॥৬
তং মহাভ্রমিবাদিত্যস্তেজোবিস্তৃতরশ্মিবান্।
অগ্রজস্যালয়ং বীরঃ প্রবিবেশ মহাদ্যুতিঃ ॥৭
পুণ্যান্ পুণ্যাহঘোষাংশ্চ বেদবিদ্ভিরুদাহৃতান্।
শুশ্রাব সুমহাতেজা ভ্রাতুর্ব্বিজয়সংশ্রিতান্ ॥৮
পূজিতান্ দধিপাত্রৈশ্চ সর্পিভিঃ সুমনোক্ষতৈঃ।
মন্ত্রবেদবিদো বিপ্রান্ দদর্শ স মহাবলঃ ॥৯
স পূজ্যমানো রক্ষোভির্দীপ্যমানং স্বতেজসা।
আসনস্থং মহাবাহুর্ব্বন্দে ধনদানুজম্ ॥১০
স রাজদৃষ্টিসম্পন্নমাসনং হেমভূষিতম্।
জগাম সমুদাচারং প্রযুজ্যাচারকোবিদঃ ॥১১
স রাবণং মহাত্মানং বিজনে মন্ত্রিসন্নিধৌ।
উবাচ হিতমত্যর্থং বচনং হেতুনিশ্চিতম্ ॥১২

দশম সর্গ

[বিভীষণের রাবণের অন্তঃপুরে গমন, অমঙ্গলনিমিত্তসকলের ভয় দেখাইয়া সীতাকে প্রত্যর্পণ করিতে প্রার্থনা এবং রাবণ কর্ত্তৃক তাঁহার বাক্য অগ্রাহ্যপূর্ব্বক বিদায়দান।]

তদনন্তর পরদিবস প্রাতঃকালে তেজস্বী রশ্মিমান্ সূর্য্য যেমন মহামেঘমালায় প্রবিষ্ট হন, তদ্রূপ ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ, ভীমকর্ম্মা, মহাদ্যুতি ও বীরশ্রেষ্ঠ বিভীষণ পর্ব্বতশিখরসকলের ন্যায় বহু গৃহযুক্ত, পর্ব্বতশিখরসদৃশ উচ্চ সুবিভক্ত বৃহৎ কক্ষবিশিষ্ট, মহাজনপূর্ণ, বুদ্ধিমান্, মহাকায়, অনুরক্ত, হিতরত এবং কার্য্যসাধনক্ষম রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ও সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত, মত্ত হস্তিগণের নিঃশ্বাস নিপীড়িত, বায়ু ও শঙ্খ শব্দের তুল্য সুমহান্ শব্দপূর্ণ, তূর্য্যধ্বনি নিনাদিত, প্রমদাজনসম্পন্ন, রাত্রিশেষ হেতু জনরবপূর্ণরাজপথ, উত্তম ভূষণভূষিত, তপ্তকাঞ্চন নির্ম্মিত, গন্ধর্ব্ব ও দেবগণের ভবনতুল্য সমৃদ্ধিশালী এবং নাগভবনের সদৃশ রত্নজালপূর্ণ অগ্রজ রাবণের গৃহে প্রবেশ করিলেন।১-৭

মহাতেজস্বী বলবান্ বিভীষণ ভাইয়ের বিজয়ের জন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা পবিত্র পুণ্যাহবাচন শ্রবণ করিলেন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিলেন, তাঁহাদের হস্তে দধি, ঘৃত, ফুল ও অক্ষত দিয়া তিনি ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিলেন। রাক্ষসগণসৎকৃত সেই মহাবাহু বিভীষণ সতেজ ও প্রদীপ্ত আসনস্থিত কুবেরানুজ রাবণকে বন্দনা করিলেন। রাবণ তাঁহাকে সদাচারসম্মত আশীর্ব্বাদ করত সভায় উপবেশনের ইঙ্গিত করিলেন। তিনিও সেই সুবর্ণভূষিত আসনে উপবেশন করিলেন। লোকসকলের হিতাহিত বিষয়ে অভিজ্ঞ বিভীষণ প্রণামাদি করিয়া সান্ত্বনাপূর্ণ বচনদ্বারা অগ্রজ মহামনা রাবণকে প্রসন্নকরত একান্তে মন্ত্রিগণের সম্মুখে

প্রসাদ্য ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং সান্ত্বেনোপস্থিতক্রমঃ।
দেশকালার্থসংবাদি দৃষ্টলোকপরাবরঃ ॥১৩
যদা প্রভৃতি বৈদেহী সম্প্রাপ্তেহ পরন্তপ।
তদা প্রভৃতি দৃশ্যন্তে নিমিত্তান্যশুভানি নঃ ॥১৪
সস্ফুলিঙ্গঃ সধূমার্চ্চিঃ সধূম-কলুষোদয়ঃ।
মন্ত্রসন্ধুক্ষিতোঽপ্যগ্নির্ন সম্যগভিবর্ধতে (ক) ॥১৫
অগ্নিষ্টেষ্বগ্নিশালাসু তথা ব্রহ্মস্থলীষু চ।
সরীসৃপাণি দৃশ্যন্তে হব্যেষু চ পিপীলিকাঃ ॥১৬
গবাং পয়াংসি স্কন্নানি বিমদা বরকুঞ্জরাঃ।
দীনমশ্বাঃ প্রহেষন্তে নবগ্রাসাভিনন্দিনঃ ॥১৭
খরোষ্ট্রাশ্বতরা রাজন্ ভিন্নরোমাঃ স্রবন্তি চ।
ন স্বভাবেঽবতিষ্ঠন্তে বিধানৈরপি চিন্তিতাঃ ॥১৮
বায়সাঃ সঙ্ঘশঃ ক্রূরা ব্যাহরন্তি সমন্ততঃ।
সমবেতাশ্চ দৃশ্যন্তে বিমানাগ্রেষু সঙ্ঘশঃ ॥১৯
গৃধ্রাশ্চ পরিলীয়ন্তে পুরীমুপরি পীড়িতাঃ।
উপপন্নাশ্চ সন্ধ্যে দ্বে ব্যাহরন্ত্যশিবং শিবাঃ ॥২০
ক্রব্যাদানাং মৃগাণাঞ্চ পুরীদ্বারেষু সঙ্ঘশঃ।
শ্রূয়ন্তে বিপুলা ঘোষাঃ সবিস্ফূর্জ্জিতনিঃস্বনাঃ ॥২১
তদেবং প্রস্তুতে কার্য্যে প্রায়শ্চিত্তমিদং ক্ষমম্।
রোচতে বীর বৈদেহী রাঘবায় প্রদীয়তাম্ ॥২২
ইদঞ্চ যদি বা মোহাল্লোভাদ্ বা ব্যাহৃতং ময়া।
তত্রাপি চ মহারাজ ন দোষং কর্ত্তুমর্হসি ॥২৩
অয়ং হি দোষঃ সর্ব্বস্য জনস্যাস্যোপলক্ষ্যতে।
রক্ষসাং রাক্ষসীনাঞ্চ পুরস্যান্তঃপুরস্য চ ॥২৪
প্রাপণে চাস্য মন্ত্রস্য নিবৃত্তাঃ সর্ব্বমন্ত্রিণঃ।
অবশ্যঞ্চ ময়া বাচ্যং যদ্দৃষ্টমথবা শ্রুতম্।
সম্প্রধার্য্য যথান্যায়ং তদ্ভবান্ কর্ত্তুমর্হতি ॥২৫
ইতি স্বমন্ত্রিণাং মধ্যে ভ্রাতা ভ্রাতরমুচিবান্।
রাবণং রক্ষসাং শ্রেষ্ঠং পথ্যমেতদ্ বিভীষণঃ ॥২৬
হিতং মহার্থং মৃদুহেতুসংহিতং
ব্যতীতকালায়তিসম্প্রতিক্ষমম্।

দেশ, কাল ও প্রয়োজন অনুরূপ-যুক্তিপূর্ণ এবং হিতকর বাক্যসকল বলিলেন ।৮-১৩

হে পরন্তপ! যে অবধি বৈদেহীকে এই লঙ্কাপুরীতে আনয়ন করিয়াছেন, তদবধি আমাদিগের অমঙ্গলসূচক নানা দুর্নিমিত্ত লক্ষিত হইতেছে। অগ্নি মন্ত্রসংস্কৃত হইলেও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এবং শিখার সহিত প্রভূত ধূমউদ্গীরণ করেন, মন্ত্রের দ্বারা আহূত হইয়াও অগ্নি সবিশেষ সংবর্দ্ধিত হন্ না। মহানস, অগ্নিহোত্র শালা ও বেদ অধ্যয়ন গৃহসকলে সর্পাদি সরীসৃপ এবং হবনীয় দ্রব্যসমূহে পিপীলিকা সকল দৃষ্ট হইতেছে। গাভীসকল দুগ্ধবিহীন, উত্তম হস্তিসকল মদবিহীন এবং অশ্বগণ পর্য্যাপ্ত ভোজন করিয়াও নূতন আহার্য্য পাইবার আশায় দীনভাবে শব্দ করিতেছে। রাজন্! গর্দ্দভ, উষ্ট্র এবং অশ্বতরগণ রোমাঞ্চিতকলেবরে অশ্রুমোচন করিতেছে, সুচিকিৎসিত হইয়াও প্রকৃতিস্থ হইতেছে না ।১৪-১৮

ক্রূর বায়সসকল দলবদ্ধভাবে বিকৃত রব করিতেছে এবং দলবদ্ধ হইয়া বিমানোপরি উপবিষ্ট হইতেছে। গৃধ্রসকল পীড়িত হইয়া পুরীর উপরে পড়িতেছে। শৃগালসকল দুই সন্ধ্যায় সমীপে আগমন করত অশুভসূচক শব্দ করিতেছে। নগরীর দ্বারসমূহে ব্যাঘ্রাদি মাংসাশী পশুগণের শব্দ বজ্রপতন শব্দের তুল্য শ্রুত হইতেছে। অতএব হে বীর! শ্রীরাঘবকে সীতা প্রত্যর্পণ করাই বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া মনে হইতেছে। মহারাজ! যদি আমি মোহ অথবা লোভবশতঃ এই সকল কথা বলিয়া থাকি, তথাপি আপনি দোষ লইবেন না। সীতাহরণজনিত দুর্নিমিত্তসকল এই লোকসমূহের এবং নিখিল রাক্ষস, রাক্ষসী, অন্তঃপুর ও সমগ্র লঙ্কাপুরীরই অনিষ্টকর বলিয়া মনে হইতেছে। যদিও আপনার ভয়ে কোন মন্ত্রীই আপনাকে এই মন্ত্রণাদান করিতে পারেন নাই, তথাপি আমি যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহা আমার বলা

পাঠান্তর :—(ক) — মন্ত্রসন্ধুক্ষিতোঽগ্নির্ন সম্যগভিবর্ধতে।

নিশম্য তদ্বাক্যমুপস্থিতজ্বরঃ
প্রসঙ্গবানুত্তরমেতদব্রবীৎ ॥২৭
ভয়ং ন পশ্যামি কুতশ্চিদপ্যহং
ন রাঘবঃ প্রাপ্স্যতি জাতু মৈথিলীম্ ।
সুরৈঃ সহেন্দ্রৈরপি সঙ্গরে কথং
মহাগ্রতঃ স্থাস্যতি লক্ষ্মণাগ্রজঃ ॥২৮

ইত্যেবমুক্ত্বা সুরসৈন্যনাশনো
মহাবলঃ সংযতি চণ্ডবিক্রমঃ ।
দশাননো ভ্রাতরমাপ্তবাদিনং
বিসর্জ্জয়ামাস তদা বিভীষণম্ ॥২৯
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ ॥

উচিত, সেইজন্য ব্যক্ত করিলাম। এখন বিবেচনা পূর্ব্বক যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করুন।১৯-২৫

ভ্রাতা বিভীষণ রাক্ষসগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাক্ষসরাজ রাবণকে মন্ত্রিগণসমক্ষে এই সকল হিতবাক্য বলিলে সীতাভিলাষী রাবণ ত্রিকালের হিতজনক, বিনয় ও হেতুগর্ভ বিভীষণের বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন—আমি কাহারও নিকট হইতে ভয়ের কারণ দেখিতে পাইতেছিনা। রাঘব কখনই মৈথিলীকে লাভ করিতে পারিবে না। লক্ষ্মণাগ্রজ রাম ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের সহিত মিলিত হইয়াও আমার অগ্রে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিতে সক্ষম হইবে না। রণভূমিতে প্রচণ্ড বিক্রমশালী দেবসৈন্যসংহারক মহাবল রাবণ হিতাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা বিভীষণকে এই কথা বলিয়া বিদায় দিলেন।২৬-২৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে দশম সর্গ সমাপ্ত

পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীরঘুনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদ সমাপ্ত

শ্রীশ্রীঠাকুরসীতারামদাস-ওঙ্কারনাথমহারাজকৃত-

বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

যুদ্ধকাণ্ডম্

একাদশঃ সর্গঃ

[রাবণেন সহ তৎসভাসদ্গণস্যৈকত্র সম্মেলনম্।]

স বভূব কৃশো রাজা মৈথিলীকামমোহিতঃ।
অসম্মানাচ্চ সুহৃদাং পাপঃ পাপেন কর্ম্মণা ॥১
অতীব কামসম্পন্নো বৈদেহীমনুচিন্তয়ন্।
অতীতসময়ে কালে তস্মিন্ বৈ যুধি রাবণঃ।
অমাত্যৈশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ প্রাপ্তকালমমন্যত ॥২
স হেমজালবিততং মণিবিদ্রুমভূষিতম্।
উপগম্য বিনীতাশ্বমারুরোহ মহারথম্ ॥৩
তমাস্থায় রথশ্রেষ্ঠং মহামেঘসমস্বনম্।
প্রযযৌ রক্ষসাং শ্রেষ্ঠো দশগ্রীবঃ সভাং প্রতি ॥৪
অসিচমর্ধরা যোধাঃ সর্ব্বায়ুধধরাস্ততঃ।
রাক্ষসা রাক্ষসেন্দ্রস্য পুরস্তাৎ সম্প্রতস্থিরে ॥৫
নানাবিকৃতবেষাশ্চ নানাভূষণভূষিতাঃ।
পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চৈনং পরিবার্য্য যযুস্তদা ॥৬
রথৈশ্চাতিরথাঃ শীঘ্রং মত্তৈশ্চ বরবারণৈঃ।
অনূৎপেতুর্দশগ্রীবমাক্রীড়দ্ভিশ্চ বাজিভিঃ ॥৭
গদাপরিঘহস্তাশ্চ শক্তিতোমরপাণয়ঃ।
পরশ্বধধরাশ্চান্যে তথান্যে শূলপাণয়ঃ॥
ততস্তূর্য্যসহস্রাণাং সঞ্জজ্ঞে নিঃস্বনো মহান্ ॥৮
তুমুলঃ শঙ্খশব্দশ্চ সভাং গচ্ছতি রাবণে।
স নেমিঘোষেণ মহান্ সহসাভিনিনাদয়ন্ ॥৯
রাজমার্গং শ্রিয়া জুষ্টং প্রতিপেদে মহারথঃ।
বিমলঞ্চাতপত্রঞ্চ প্রগৃহীতমশোভত ॥১০

একাদশ সর্গ

[রাবণের সহিত তাহার সভাসদ্গণের একত্র সম্মেলন।]

[সেহারাবাজার, ৪।১০।৭১, সকাল ৫॥০]

মিথিলারাজনন্দিনী সীতার প্রতি কামমোহিত, বিভীষণাদি সুহৃদ্গণের অসম্মান হেতু ও সীতাহরণরূপ পাপকর্ম্মের দ্বারা পাপী রাক্ষসরাজ রাবণ কৃশ হইয়াছিল। বিদেহরাজকন্যা সীতাকে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া অতীব কামার্ত্ত রাবণ সেই যুদ্ধের সময় অতীত হইলেও অমাত্য এবং বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যুদ্ধ করাই স্থির কর্ত্তব্য মনে করিল।১-২

সেই রাবণ সুবর্ণজালাচ্ছাদিত, মণিবিদ্রুম (প্রবাল) বিভূষিত ও সুশিক্ষিত অশ্বযোজিত মহারথের নিকট আসিয়া তাহাতে আরোহণ করিল।৩

মহামেঘসদৃশ শব্দকারী সেই শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ পূর্ব্বক রাক্ষসপ্রধান দশানন সভা উদ্দেশে প্রস্থান করিল। সেই সময়ে অসিচর্ম্মধারী ও সকল প্রকার আয়ুধধারী বহু যোদ্ধা রাক্ষসরাজ রাবণের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল।৪-৫

তখন নানা বিকৃত বেশধারী, বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত তাহারা রাবণকে পার্শ্বে এবং পশ্চাতে পরিবৃত করিয়া গমন করিতে লাগিল।৬

অতিরথগণ শীঘ্র রথে, মত্ত হস্তীতে ও ক্রীড়াকারী অশ্বে আরূঢ় হইয়া দশগ্রীবের অনুগমন করিল।৭

তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ গদা ও পরিঘহস্ত, কেহ কেহ শক্তি তোমরপাণি, অপর কেহ বা পরশুধারী, কেহ কেহ বা শূলপাণি ছিল। অনন্তর সহস্র তূর্য্যধ্বনিতে মহান্ শব্দ সঞ্জাত হইল।৮

রাবণ সভায় গমন করিলে তুমুল শঙ্খধ্বনি উত্থিত

পাণ্ডুরং রাক্ষসেন্দ্রস্য পূর্ণস্তারাধিপো যথা।
হেমমঞ্জরিগর্ভে চ শুদ্ধস্ফটিকবিগ্রহে ॥১১
চামরব্যজনে তস্য রেজতুঃ সব্যদক্ষিণে।
তে কৃতাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে রথস্থং পৃথিবীস্থিতাঃ ॥১২
রাক্ষসা রাক্ষসশ্রেষ্ঠং শিরোভিস্তং ববন্দিরে।
রাক্ষসৈঃ স্তূয়মানঃ সন্ জয়াশীর্ভিররিন্দমঃ ॥১৩
আসসাদ মহাতেজাঃ সভাং বিরচিতাং তদা।
সুবর্ণরজতাস্তীর্ণাং বিশুদ্ধস্ফটিকান্তরাম্ ॥১৪
বিরাজমানো বপুষা রুক্মপট্টোত্তরচ্ছদাম্।
তাং পিশাচশতৈঃ ষড়্ভিরভিগুপ্তাং সদাপ্রভাম্ ॥১৫
প্রবিবেশ মহাতেজাঃ সুকৃতাং বিশ্বকর্ম্মণা।
তস্যাং তু বৈদূর্য্যময়ং প্রিয়কাজিনসংবৃতম্ ॥১৬
মহৎসোপাশ্রয়ং ভেজে রাবণঃ পরমাসনম্।
ততঃ শশাসেশ্বরবদ্দূতাঁল্লঘুপরাক্রমান্ ॥১৭
সমানয়ত মে ক্ষিপ্রমিহৈতান্ রাক্ষসানিতি।
কৃত্যমস্তি মহজ্জানে কর্ত্তব্যমিতি শত্রুভিঃ ॥১৮
রাক্ষসাস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা লঙ্কায়াং পরিচক্রমুঃ।
অনুগেহমবস্থায় বিহারশয়নেষু চ।
উদ্যানেষু চ রক্ষাংসি চোদয়ন্তো হ্যভীতবৎ ॥১৯
তে রথান্ রুচিরা একে দৃপ্তানেকে দৃঢ়ান্ হয়ান্।
নাগানেকেঽধিরুরুহুর্জগ্মুশ্চৈকে পদাতয়ঃ ॥২০
সা পুরী পরমাকীর্ণা রথকুঞ্জরবাজিভিঃ।
সম্পতদ্ভির্বিরুরুচে গরুত্মদ্ভিরিবাম্বরম্ ॥২১
তে বাহনান্যবস্থায় যানানি বিবিধানি চ।
সভাং পদ্ভিঃ প্রবিবিশুঃ সিংহা গিরিগুহামিব ॥২২
রাজ্ঞঃ পাদৌ গৃহীত্বা তু রাজ্ঞা তে প্রতিপূজিতাঃ।
পীঠেষ্বন্যে বৃষীষ্বন্যে ভূমৌ কেচিদুপাবিশন্ ॥২৩

হইল। তাহার বিশাল রথ নেমিঘোষের (চক্রের ঘর্ঘর শব্দে) দ্বারা দিক্‌সকল প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে সহসা শোভাসমন্বিত রাজপথে উপস্থিত হইল। সেই সময় রাক্ষসেন্দ্র রাবণের মস্তকে ধৃত বিমল শ্বেতচ্ছত্র ছিল, তাহা যেন পূর্ণচন্দ্র সদৃশ শোভাপ্রাপ্ত হইল। তাহার বামে ও দক্ষিণে সুবর্ণমঞ্জরী (বল্লরী) গর্ভ, শুদ্ধ-স্ফটিকনির্ম্মিত দণ্ডযুক্ত চামরব্যজন শোভা পাইতেছিল। পথিমধ্যে ভূতলে অবস্থিত সমস্ত রাক্ষস কৃতাঞ্জলিপুটে রাক্ষসপ্রধান রাবণকে মস্তকের দ্বারা বন্দনা করিতে লাগিল। রাক্ষসবৃন্দ কর্ত্তৃক জয় এবং আশীর্ব্বাদ দ্বারা স্তুত হইতে হইতে শত্রুদমনকারী মহাতেজস্বী রাবণ বিশ্বকর্ম্ম-নির্মিত রাজসভায় উপস্থিত হইল। সুবর্ণরজত আস্তীর্ণা, মধ্যে মধ্যে বিশুদ্ধ স্ফটিক শোভিতা, স্বর্ণ জড়িত রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিতা, স্বীয় প্রভায় দেদীপ্যমানা, ছয়শত পিশাচের দ্বারা রক্ষিতা, সতত উদ্ভাসিতা সেই বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত সুন্দর সভায় স্বীয় শরীরে বিরাজমান মহাতেজস্বী রাবণ প্রবেশ করিল। সেই সভায় বৈদূর্য্যমণি বিনির্মিত ও প্রিয়ক নামক মৃগের চর্ম্ম আচ্ছাদিত এক বিশাল সিংহাসন ছিল। তাহার পর রাবণ সেই পরমাসনে উপবেশন করিল। অনন্তর তথায় সমাসীন হইয়া ঈশ্বরের ন্যায় রাবণ দ্রুতগামী দূতগণকে আজ্ঞা করিল।৯-১৭

তোমরা শীঘ্র যাইয়া রাক্ষসগণকে এখানে আনয়ন কর। শত্রুগণের সহিত এক্ষণে মহান্ কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে—এইটি মনে করিতেছি।১৮

রাক্ষসগণ রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া লঙ্কার মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। বিহার স্থান, শয়নাগার ও উদ্যানে গমন পূর্ব্বক নির্ভয়তার সহিত সেই সব রাক্ষসগণকে রাজসভায় প্রেরণ করিতে লাগিল।১৯

ঐ রাক্ষসগণের মধ্যে কেহ কেহ রথে, কেহ বা মদমত্ত হস্তীর উপরে, কেহ কেহ বা অশ্বের উপর আরোহণপূর্ব্বক এবং অপর কেহ বা পদব্রজে গমন করিতে লাগিল।২০

[সিউড়ী, ৭।১০।৭১, সকাল ৭টা।]

সেই সময় ধাবিত রথ, হস্তী এবং অশ্বসমূহের দ্বারা সমাচ্ছন্ন সেই লঙ্কাপুরী বহুসংখ্যক গরুড়ের দ্বারা আচ্ছাদিত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।২১

তে সমেত্য সভায়াং বৈ রাক্ষসা রাজশাসনাৎ।
যথার্হমুপতস্থুস্তে রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ॥২৪
মন্ত্রিণশ্চ যথামুখ্যা নিশ্চিতার্থেষু পণ্ডিতাঃ।
অমাত্যাশ্চ গুণোপেতাঃ সর্ব্বজ্ঞা বুদ্ধিদর্শনাঃ ॥২৫
সমীয়ুস্তত্র শতশঃ শূরাশ্চ বহবস্তথা।
সভায়াং হেমবর্ণায়াং সর্ব্বার্থস্য সুখায় বৈ ॥২৬
ততো মহাত্মা বিপুলং সুযুগ্যং
রথং বরং হেম-বিচিত্রিতাঙ্গম্।
শুভং সমাস্থায় যযৌ যশস্বী
বিভীষণঃ সংসদমগ্রজস্য ॥২৭
স পূর্বজায়াবরজঃ শশংস
নামাথ পশ্চাচ্চরণৌ ববন্দে
শুকঃ প্রহস্তশ্চ তথৈব তেভ্যো
দদৌ যথার্হং পৃথগাসনানি ॥২৮
সুবর্ণনানামণিভূষণানাং
সুবাসসাং সংসদি রাক্ষসানাম্।
তেষাং পরার্ধ্যাগুরুচন্দনানাং
স্রজাশ্চ গন্ধাঃ প্রববুঃ সমন্তাৎ ॥২৯
ন চুক্রুশুর্নানৃতমাহ কশ্চিৎ
সভাসদো নাপি জজল্পুরুচ্চৈঃ।
সংসিদ্ধার্থাঃ সর্ব্ব এবোগ্রবীর্য্যা।
ভর্ত্তুঃ সর্ব্বে দদৃশুশ্চাননং তে ॥৩০
স রাবণঃ শস্ত্রভৃতাং মনস্বিনাং
মহাবলানাং সমিতৌ মনস্বী।
তস্যাং সভায়াং প্রভয়া চকাশে
মধ্যে বসূনামিব বজ্রহস্তঃ ॥৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ ॥

তাহারা (রাক্ষসগণ) বিবিধ যান বাহন হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সিংহ যেমন গিরিগুহায় প্রবেশ করে, তদ্রূপ তাহারা পদব্রজে সভায় প্রবেশ করিল।২২

তাহারা রাক্ষসরাজের পদযুগল গ্রহণ করিয়া বন্দনা করত রাজা রাবণ কর্ত্তৃক প্রতিপূজিত হইয়া কেহ কেহ সিংহাসনে, কেহ বা কুশাসনে, কেহ কেহ ভূমিতে উপবেশন করিল।২৩

তৎকালে তাহারা রাজার আদেশে সেই সভায় একত্রিত হইয়া যথাযোগ্যরূপে রাক্ষসরাজ রাবণকে উপাসনা করিল।২৪

যথাযোগ্য ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে (মন্ত্রণাদানে) অভিজ্ঞ, কর্ত্তব্যনির্ণয়ে কুশল ও বিদ্বান, মুখ্য মুখ্য মন্ত্রিগণ এবং বুদ্ধিদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, সদ্‌গুণসম্পন্ন শত শত অমাত্য-(উপমন্ত্রী)গণ ও বহু সংখ্যক বীর শত্রুবধরূপ প্রয়োজন সুখে সম্পাদনের জন্য সুবর্ণসদৃশ শোভা (কান্তি) সম্পন্ন সেই সভায় উপস্থিত হইল।২৫-২৬

অনন্তর যশস্বী মহাত্মা বিভীষণ এক সুবর্ণজড়িত সুন্দর অশ্বযুক্ত বিশাল এবং শ্রেষ্ঠ শুভরথে আরূঢ় হইয়া অগ্রজের সভায় আগমন করিল।২৭

সেই কনিষ্ঠভ্রাতা বিভীষণ স্বীয় নাম উল্লেখকরত অগ্রজের চরণদ্বয় বন্দনা করিল। শুক এবং প্রহস্ত তদনুরূপ আচরণ করিল। রাবণ তাহাদিগকে যথাযোগ্য পৃথক্ পৃথক্ আসন দান করিল। তখন সুবর্ণ ও নানাপ্রকার মণিভূষণে অলঙ্কৃত, সুন্দর বস্ত্রধারী এবং বহুমূল্য অগুরু চন্দনচর্চিত সেই রাক্ষসগণের মাল্যের সুগন্ধ, সভার চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিয়াছিল।২৮-২৯

সেই সভায় কেহই বাক্যোচ্চারণ করে নাই, অসত্য বাক্য বলে নাই, সমস্ত সভাসদ্ উচ্চৈঃস্বরে জল্পনা করে নাই এবং সকলে সফল মনোরথ ও ভীমপরাক্রমশালী, তাহারা সকলেই প্রভু রাবণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শস্ত্রধারী মনস্বী (প্রশস্তচিত্ত) মহাবলসম্পন্ন বীরগণের সমাগম হইলে মহামনস্বী সেই রাবণ সভায় বসুগণের মধ্যে বজ্রহস্ত ইন্দ্রের ন্যায় স্বীয় প্রভায় বিভাসিত হইতে লাগিল।৩০-৩১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে একাদশ সর্গ সমাপ্ত

দ্বাদশঃ সর্গঃ

[নগররক্ষণায় সৈন্যনিয়োগঃ, সীতোপরি স্বীয়াসক্তিমুল্লিখ্য রাবণস্য তদ্ধরণবৃত্তান্তকথনম্, ভবিষ্যৎকর্তব্যায় সভাসদ্‌গণসমীপে নিদেশপ্রার্থনা, প্রাথমং কুম্ভকর্ণস্য তিরস্কারঃ, ততো নিখিলশত্রুসৈন্যবধায় স্বস্যৈব ভারগ্রহণঞ্চ।]

স তাং পরিষদং কৃৎস্নাং সমীক্ষ্য সমিতিঞ্জয়ঃ।
প্রচোদয়ামাস তদা প্রহস্তং বাহিনীপতিম্ ॥১
সেনাপতে যথা তে স্যুঃ কৃতবিদ্যাশ্চতুর্বিধাঃ।
যোধা নগররক্ষায়াং তথা ব্যাদেষ্টুমর্হসি ॥২
স প্রহস্তঃ প্রণীতাত্মা চিকীর্ষন্ রাজশাসনম্।
বিনিক্ষিপদ্ বলং সর্ব্বং বহিরন্তশ্চ মন্দিরে ॥৩
ততো বিনিক্ষিপ্য বলং সর্ব্বং নগরগুপ্তয়ে।
প্রহস্তঃ প্রমুখে রাজ্ঞো নিষসাদ জগাদ চ ॥৪
বিহিতং বহিরন্তশ্চ বলং বলবতস্তব।
কুরুষ্বাবিমনাঃ ক্ষিপ্রং যদভিপ্রেতমস্তি তে ॥৫
প্রহস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজা রাজ্যহিতৈষিণঃ।
সুখেপ্সুঃ সুহৃদাং মধ্যে ব্যাজহার স রাবণঃ ॥৬
প্রিয়াপ্রিয়ে সুখে দুঃখে লাভালাভে হিতাহিতে।
ধর্মকামার্থকৃচ্ছ্রেষু যূয়মর্হথ বেদিতুম্ ॥৭
সর্বকৃত্যানি যুষ্মাভিঃ সমারব্ধানি সর্ব্বদা।
মন্ত্রকর্ম্মাণি যুক্তানি ন জাতু বিফলানি মে ॥৮
স সোমগ্রহনক্ষত্রৈর্মরুদ্ভিরিব বাসবঃ।
ভবদ্ভিরহমত্যর্থং বৃতঃ শ্রিয়মবাপ্নুয়াম্ ॥৯
অহন্তু খলু সর্ব্বান্ বঃ সমর্থয়িতুমুদ্যতঃ।
কুম্ভকর্ণস্য তু স্বপ্নান্নেমমর্থমচোদয়ম্ ॥১০

দ্বাদশ সর্গ

[নগররক্ষার জন্য সৈন্য নিয়োগ, সীতার প্রতি আপনার আসক্তির কথা বলিয়া রাবণের তাহার হরণ-প্রসঙ্গ কথন এবং ভাবী কর্ত্তব্যের জন্য সভাসদ্‌গণের সম্মতি প্রার্থনা, প্রথমে কুম্ভকর্ণ কর্তৃক তিরস্কার পরে স্বয়ংই সমস্ত শত্রুসৈন্য বধের ভার গ্রহণ।]

শত্রুবিজয়ী রাবণ সমগ্র সভা সন্দর্শন পূর্ব্বক সেনাপতি প্রহস্তকে সেই সময় এই প্রকার আদেশ করিল।১

সেনাপতি! তুমি অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিক সৈন্যগণকে নগর রক্ষার নিমিত্ত আদেশ কর।২

মনোজয়ী প্রহস্ত রাজার আদেশ পালন করিবার ইচ্ছায় সমস্ত সৈন্যগণকে নগরের বাহিরে ও ভিতরে যথাযোগ্য স্থানে নিযুক্ত করিল।৩

তারপর নগর রক্ষার জন্য সকল সৈন্যকে নিবেশিত করিয়া প্রহস্ত রাজা রাবণের সম্মুখে উপবিষ্ট হইল এবং বলিল,—রাজন্! বলবান্ তোমার সৈন্যগণকে নগরের ভিতরে এবং বাহিরে যথাস্থানে নিযুক্ত করিয়াছি। স্থিরচিত্তে শীঘ্র তোমার যাহা ইচ্ছা (অভিপ্রেত), তাহার অনুষ্ঠান কর।৪-৫

রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রহস্তের কথা শ্রবণকরত সুখাভিলাষী সেই রাজা রাবণ সুহৃদ্‌গণের মধ্যে এই কথা বলিল,—সভাসদ্‌বৃন্দ! ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-বিষয়ক সঙ্কট উপস্থিত হইলে তোমরা প্রিয় অপ্রিয়, সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ ও হিত অহিতবিচারে সমর্থ।৬-৭

তোমরা সতত পরস্পর বিচার করিয়া যে যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছ, আমার সেই সমস্ত কার্য্য কখনও বিফল হয় নাই। চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ও মরুদ্‌গণপরিবেষ্টিত ইন্দ্র যেমন স্বর্গ সুখ উপভোগ করেন, সেই প্রকার তোমাদের কর্তৃক পরিবৃত হইয়া আমি লঙ্কায় অতিশয় সুখ সম্পদ্ ভোগ করিতেছি।৮-৯

অয়ং হি সুপ্তঃ ষণ্মাসান্ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং মুখ্যঃ স ইদানীং সমুত্থিতঃ ॥১১
ইয়ঞ্চ দণ্ডকারণ্যাদ্ রামস্য মহিষী প্রিয়া।
রক্ষোভিশ্চরিতোদ্দেশাদানীতা জনকাত্মজা ॥১২
সা মে ন শয্যামারোঢুমিচ্ছত্যলসগামিনী।
ত্রিষু লোকেষু চান্যা মে ন সীতা সদৃশী তথা ॥১৩
তনুমধ্যা পৃথুশ্রোণী শরদিন্দুনিভাননা।
হেমবিম্বনিভা সৌম্যা মায়েব ময়নির্ম্মিতা ॥১৪
সুলোহিততলৌ শ্লক্ষ্ণৌ চরণৌ সুপ্রতিষ্ঠিতৌ।
দৃষ্ট্বা তাম্রনখৌ তস্যা দীপ্যতে মে শরীরজঃ ॥১৫
হুতাগ্নেরর্চ্চিঃসঙ্কাশামেনাং সৌরীমিব প্রভাম্।
উন্নসং বিমলং বল্গু বদনঞ্চারুলোচনম্ ॥১৬
পশ্যংস্তদবশস্তস্যাঃ কামস্য বশমেয়িবান্।
ক্রোধহর্ষসমানেন দুর্ব্বর্ণকরণেন চ ॥১৭
শোকসন্তাপনিত্যেন কামেন কলুষীকৃতঃ।
সা তু সংবৎসরং কালং মাময়াচত ভামিনী ॥১৮
প্রতীক্ষমাণা ভর্ত্তারং রামমায়তলোচনা।
তন্ময়া চারুনেত্রায়াঃ প্রতিজ্ঞাতং বচঃ শুভম্ ॥১৯
শ্রান্তোঽহং সততং কামাদ্ যাতো হয় ইবাধ্বনি।
কথং সাগরমক্ষোভ্যং তরিষ্যন্তি বনৌকসঃ ॥২০
বহুসত্ত্বঝষাকীর্ণং তৌ বা দশরথাত্মজৌ।
অথবা কপিনৈকেন কৃতং নঃ কদনং মহৎ ॥২১
দুর্জ্ঞেয়াঃ কার্য্যগতয়ো ব্রূত যস্য যথামতি।
মানুষান্মো ভয়ং নাস্তি তথাপি তু বিমৃশ্যতাম্ ॥২২

আমি যে কর্ম্ম করি, প্রথমে তোমাদের সমর্থন লইয়া থাকি। পরন্তু কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত থাকে বলিয়া তাহাকে কোন কিছু বলিতে পারি না।১০

[এলাহবাদ, ১০।১০।৭১, সকাল ৪॥০ টা।]

সমস্ত শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবলবান্ এই কুম্ভকর্ণ ছয় মাস নিদ্রিত থাকে, অধুনা সে জাগরিত হইয়াছে।১১

রাক্ষসগণের বিচরণভূমি দণ্ডকারণ্য হইতে রামের প্রিয়া মহিষী জনকদুহিতা এই সীতাকে আনয়ন করিয়াছি।১২

মন্দগামিনী সেই সীতা আমার শয্যায় আরূঢ় হইতে ইচ্ছা করিতেছে না। ত্রিভুবনে সীতার ন্যায় অন্য কোন সুন্দরী আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।১৩

ময়দানব-নির্মিতা মায়াময়ী সুবর্ণপ্রতিমাসদৃশী সীতা ক্ষীণকটি, গুরুনিতম্বিনী, শরচ্চন্দ্রবদনা ও অতি প্রিয়দর্শনা।১৪

অতিশয় রক্তবর্ণ, মসৃণ ও মনোহর তাম্রনখ-বিশিষ্ট তাহার চরণ-যুগল দেখিয়া আমার মদনাগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে।১৫

ঘৃতাহুতিতে প্রজ্বলিত বহ্নিশিখাসদৃশী, সূর্য্যপ্রভার ন্যায় কান্তি যুক্তা এই সীতাকে এবং তাহার উন্নত নাসিকা ও মনোরম সমন্বিতা সুন্দরবদনকমল দেখিয়া আমি অবশ হইয়া কামের বশীভূত হইয়াছি। ক্রোধ ও হর্ষ উভয় অবস্থায় সমানরূপে অবস্থিত, বর্ণমলিনকারী এবং সতত শোকসন্তাপদায়ক কাম আমার মনকে কলুষিত করিয়াছে। বিশালনেত্রা, মনোরমা ভামিনী সীতা স্বামী রামের প্রতীক্ষার জন্য একবৎসর কাল সময় আমার কাছে প্রার্থনা করিয়াছে। শোভননয়না সীতার সেই সুন্দর (শুভ) বাক্য আমি স্বীকার করিয়াছি*।১৬-১৯

দীর্ঘপথভ্রমণে ক্লান্ত অশ্বের ন্যায় কামহেতু আমি সতত শ্রান্ত হইয়াছি। বনবাসী বানরগণ অথবা দশরথ-

---

*এইস্থানে রাবণ সভাসদ্গণের কাছে নিজের উদারতা দেখাইয়া অসত্যবাক্য বলিয়াছেন। সীতা কখনও নিজমুখে এই কথা বলেন নাই যে, আমাকে একবৎসর সময় দাও—ইহার মধ্যে রাম না আসিলে আমি তোমার হইব। সীতা সব সময়েই রাবণকে তিরস্কার বাক্য বলিয়াছে। রাবণের এই জঘন্য উক্তির সবটুকুই মিথ্যা। বরং রাবণই সীতাকে একবৎসর সময় দিয়াছিলেন যে, ইহার মধ্যে সীতা স্বয়ং বশে না আসিলে রাবণ জোর পূর্ব্বক তাহাকে বশীভূত করিবে। ৫৬ সর্গ, ২৪-২৫ শ্লোক, অরণ্য।

তদা দেবাসুরে যুদ্ধে যুষ্মাভিঃ সহিতোঽজয়ম্ ।
তে মে ভবন্তশ্চ তথা সুগ্রীবপ্রমুখান্ হরীন্ ॥২৩
পরে পারে সমুদ্রস্য পুরস্কৃত্য নৃপাত্মজৌ ।
সীতায়াঃ পদবীং প্রাপ্য সম্প্রাপ্তৌ বরুণালয়ম্ ॥২৪
অদেয়া চ যথা সীতা বধ্যৌ দশরথাত্মজৌ ।
ভবদ্ভির্মন্ত্র্যতাং মন্ত্রঃ সুনীতঞ্চাভিধীয়তাম্ ॥২৫
নহি শক্তিং প্রপশ্যামি জগত্যন্যস্য কস্যচিৎ ।
সাগরং বানরৈস্তীর্ত্বা নিশ্চয়েন জয়ো মম ॥২৬
তস্য কামপরীতস্য নিশম্য পরিদেবিতম্ ।
কুম্ভকর্ণঃ প্রচুক্রোধ বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥২৭
যদা তু রামস্য সলক্ষ্মণস্য
প্রসহ্য সীতা খলু সা ইহাহৃতা ।
সকৃৎ সমীক্ষ্যৈব সুনিশ্চিতং তদা
ভজেত চিত্তং যমুনেব যামুনম্ ॥২৮
সর্ব্বমেতন্মাহারাজ কৃতমপ্রতিমং তব ।
বিধীয়েত সহাস্মাভিরাদাবেবাস্য কর্ম্মণঃ ॥২৯
ন্যায়েন রাজকার্য্যাণি যঃ করোতি দশানন ।
ন স সন্তপ্যতে পশ্চান্নিশ্চিতার্থমতির্নৃপঃ ॥৩০
অনুপায়েন কর্ম্মাণি বিপরীতানি যানি চ ।
ক্রিয়মাণানি দুষ্যন্তি হবীংস্যপ্রয়তেষ্বিব ॥৩১
যঃ পশ্চাৎ পূর্ব্বকার্য্যাণি কর্ম্মাণ্যভিচিকীর্ষতি ।
পূর্ব্বঞ্চাপরকার্য্যাণি স ন বেদ নয়ানয়ৌ ॥৩২
চপলস্য তু কৃত্যেষু প্রসমীক্ষ্যাধিকং বলম্ ।
ছিদ্রমন্যে প্রপদ্যন্তে ক্রৌঞ্চস্য খমিব দ্বিজাঃ ॥৩৩

পুত্র রাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়, বহুজলজন্তু ও মৎস্যাদি সমাকুল অলঙ্ঘ্য সাগর কি প্রকারে উত্তীর্ণ হইবে? অথবা একমাত্র কপি আমাদের মহান্ অনিষ্ট করিয়া গিয়াছে। কর্ম্মের গতি সকল গহনা (দুর্জ্ঞেয়া)। নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে উপায় বল। মানুষ হইতে আমাদের ভয় নাই, তথাপি তোমরা বিচার কর ।২০-২২

যে সময় দেবাসুরের যুদ্ধ হয়, সেই সময় তোমাদের সহায়েই আমি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলাম। আজও তোমরা সেইরূপ আমার সহায়ক। সেই দুই রাজকুমার সীতার সন্ধান পাইয়া সুগ্রীবপ্রমুখ বানরগণকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রের পরপারে উপস্থিত হইয়াছে ।২৩-২৪

অধুনা তোমরা পরস্পর এইরূপ কোন সুন্দর নীতি (মন্ত্রণা) বল যাহাতে—সীতাকে প্রত্যর্পণ করিতে না হয় এবং দশরথপুত্রদ্বয় বিনষ্ট হয় ।২৫

বানরগণের সহিত সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় আগমন করিবার শক্তি জগতে অন্য কাহারও দেখিতেছি না, এই হেতু আমাদের জয় সুনিশ্চিত ।২৬

কামাতুর রাবণের এইরূপ খেদপূর্ণ প্রলাপ শ্রবণ করিয়া কুম্ভকর্ণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং এই কথা বলিল ।২৭

যখন তুমি মনে মনে একবার বিচার করিয়া সলক্ষ্মণ রামের আশ্রম হইতে সীতাকে বল (বঞ্চনা) পূর্ব্বক আনিয়াছিলে, সেই সময়ে আমাদের সহিত সুনিশ্চিত বিচার করা উচিত ছিল। যমুনার যামুন পূর্ণের ইচ্ছার ন্যায় এখন আর পরামর্শ ফলবতী হইবে না ।২৮

মহারাজ! তুমি যে বলপূর্ব্বক পরস্ত্রী হরণাদি কার্য্য করিয়াছ, তাহা তোমার পক্ষে অনুচিত হইয়াছে। এই কার্য্যের প্রথমেই আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করা কর্ত্তব্য ছিল ।২৯

দশানন! যে রাজা ন্যায়পূর্ব্বক সমস্ত রাজকর্ম্ম করেন, সেই নিশ্চিতার্থমতি রাজা পরে আর অনুতাপ করেন না ।৩০

যে কর্ম উচিত উপায় অবলম্বন বিনা অনুষ্ঠিত হয় এবং যাহা লোক ও শাস্ত্রের বিপরীত সেই পাপ কর্ম্ম অপবিত্র আভিচারিক যজ্ঞে হুত হবিষ্যের ন্যায় দূষিত হইয়া থাকে ।৩১

যে ব্যক্তি পূর্ব্বকার্য্য পশ্চাতে করিতে থাকে এবং পশ্চাতের কার্য্য অগ্রেই করিতে অভিলাষী, সেই ব্যক্তি নীতি অনীতি জানে না ।৩২

শত্রুগণ আপনার বিপক্ষের বল অধিক দেখিয়াও

ত্বয়েদং মহদারব্ধং কার্য্যমপ্রতিচিন্তিতম্ ।
দিষ্ট্যা ত্বাং নাবধীদ্ রামো বিষমিশ্রমিবামিষম্ ॥৩৪
তস্মাত্ত্বয়া সমারব্ধং কর্ম্ম হ্যপ্রতিমং পরৈঃ ।
অহং সমীকরিষ্যামি হত্বা শত্রূংস্তবানঘ ॥৩৫
অহমুৎসাদয়িষ্যামি শত্রূংস্তব নিশাচর ।
যদি শক্র-বিবস্বন্তৌ যদি পাবক-মারুতৌ ।
তাবহং যোধয়িষ্যামি কুবের-বরুণাবপি ॥৩৬
গিরিমাত্রশরীরস্য মহাপরিঘযোধিনঃ ।
নর্দতস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য বিভীয়াদ্ বৈ পুরন্দরঃ ॥৩৭
পুনর্ম্মাং স দ্বিতীয়েন শরেণ নিহনিষ্যতি ।
ততোঽহং তস্য পাস্যামি রুধিরং কামমাশ্বস ॥৩৮

যদি সমস্ত কর্মে চপল হয়, তাহা হইলে পক্ষী যেমন দুর্লঙ্ঘ্য ক্রৌঞ্চপর্বতের ছিদ্র আশ্রয় (অন্বেষণ) করে, তদ্রূপ তাহার দমনের জন্য ছিদ্র (উপায়) অনুসন্ধান করিয়া থাকে ।৩৩

রাজন্! তুমি ভাবী পরিণাম বিচার না করিয়া অতিশয় দুষ্কর্ম আরব্ধ করিয়াছ। যেমন বিষমিশ্রিত আমিষ ভোজনকারীর প্রাণ হরণ করিয়া লয়, তদ্রূপ রাম তোমাকে সংহার করিতেন, কিন্তু—সৌভাগ্যক্রমে রাম তোমার প্রাণ এখনও হরণ করেন নাই ।৩৪

অনঘ! যদ্যপি তুমি শত্রুর সহিত অনুচিত কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছ, তথাপি আমি তোমার শত্রুগণকে সংহার করিয়া সব ঠিক করিয়া দিব ।৩৫

নিশাচর! তোমার শত্রু যদি ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, কুবের ও বরুণ হয়, তথাপি আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব এবং তোমার শত্রুগণকে নিঃশেষ করিয়া দিব ।৩৬

বধেন বৈ দাশরথেঃ সুখাবহং
জয়ং তবাহর্ত্তুমহং যতিষ্যে ।
হত্বা চ রামং সহ লক্ষ্মণেন
খাদামি সর্ব্বান্ হরিযূথমুখ্যান্ ॥৩৯
রমস্ব কামং পিব চাগ্র্যবারুণীং
কুরুষ্ব কার্য্যাণি হিতানি বিজ্বরঃ ।
ময়া তু রামে গমিতে যমক্ষয়ং
চিরায় সীতা বশগা ভবিষ্যতি ॥৪০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥

পর্ব্বতসদৃশ প্রকাণ্ড শরীরধারী আমি তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাবিশিষ্ট হইয়া মহাপরিঘ হস্তে ধারণ পূর্বক যখন সমরাঙ্গনে গর্জ্জন করিব, তখন আমাকে দেখিয়া ইন্দ্রও ভীত হইবে ।৩৭

রাম যখন আমাকে একটি বাণ মারিয়া দ্বিতীয় বাণে আঘাত করিতে উদ্যত হইবে, ঐ অবসরে আমি তাহার রক্ত পান করিব, তুমি ইচ্ছামত নিশ্চিন্ত হও ।৩৮

আমি দশরথনন্দন রামের বধসাধন পূর্ব্বক তোমার সুখাবহ জয় আহরণ করিতে যত্ন করিব। লক্ষ্মণের সহিত রামকে বিনাশ করিয়া আমি সমস্ত বানরযূথ-পতিগণকে ভোজন করিব ।৩৯

তুমি আনন্দিত মনে বিহার কর, উত্তম বারুণী পান কর এবং নিশ্চিন্ত হইয়া স্বীয় হিতকর কার্য্যকরণে নিরত হও। আমার দ্বারা রাম যমলোকে গমন করিলে সীতা চিরকালের জন্য তোমার বশীভূতা হইবে ।৪০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

[সীতামুপভোক্তুং রাবণং প্রতি মহাপার্শ্বস্যোক্তিঃ, রাবণস্য তদকরণকারণ-ব্রহ্মশাপপ্রাপ্তিরূপপূর্ববৃত্তান্তবর্ণনং, দুরাধর্ষত্বকথনঞ্চ]

রাবণং ক্রুদ্ধমাজ্ঞায় মহাপার্শ্বো মহাবলঃ।
মুহূর্তমনুসঞ্চিন্ত্য প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥১
যঃ খল্বপি বনং প্রাপ্য মৃগব্যালনিষেবিতম্।
ন পিবেন্মধু সম্প্রাপ্য স নরো বালিশো ভবেৎ ॥২
ঈশ্বরস্যেশ্বরঃ কোঽস্তি তব শত্রুনিবর্হণ।
রমস্ব সহ বৈদেহ্যা শত্রূনাক্রম্য মূর্দ্ধসু ॥৩
বলাৎ কুক্কুটবৃত্তেন প্রবর্ত্তস্ব মহাবল।
আক্রম্যাক্রম্য সীতাং বৈ তাং ভুঙ্‌ক্ষ্ব চ রমস্ব চ ॥৪
লব্ধকামস্য তে পশ্চাদাগমিষ্যতি কিং ভয়ম্।
প্রাপ্তমপ্রাপ্তকালং বা সর্ব্বং প্রতিবিধাস্যসে ॥৫
কুম্ভকর্ণঃ সহাস্মাভিরিন্দ্রজিচ্চ মহাবলঃ।
প্রতিষেধয়িতুং শক্তৌ সবজ্রমপি বজ্রিণম্ ॥৬
উপপ্রদানং সান্ত্বং বা ভেদং বা কুশলৈঃ কৃতম্।
সমতিক্রম্য দণ্ডেন সিদ্ধিমর্থেষু রোচয়ে ॥৭
ইহ প্রাপ্তান্ বয়ং সর্ব্বাঞ্ছত্রূংস্তব মহাবল।
বশে শস্ত্রপ্রতাপেন করিষ্যামো ন সংশয়ঃ ॥৮
এবমুক্তস্তদা রাজা মহাপার্শ্বেন রাবণঃ।
তস্য সম্পূজয়ন্ বাক্যমিদং বচনমব্রবীৎ ॥৯
মহাপার্শ্ব নিবোধ ত্বং রহস্যং কিঞ্চিদাত্মনঃ।
চিরবৃত্তং তদাখ্যাস্যে যদবাপ্তং পুরা ময়া ॥১০

ত্রয়োদশ সর্গ

[মহাপার্শের উক্তি, সীতাকে বলাৎকার করিবার জন্য রাবণের প্রতি রাবণের তাহা অকরণের কারণ ব্রহ্মশাপ প্রাপ্তিরূপ পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ও দুরাধর্ষত্ব কথন।]

রাবণকে ক্রুদ্ধ জানিয়া মহাবলবান্ মহাপার্শ্ব মুহূর্ত্ত কাল কিছু চিন্তা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল।১

যে হিংস্র পশু ও সর্পসমাকুল দুর্গম বনে গমন করিয়া তথায় মধু প্রাপ্ত হইয়াও পান না করে, সেই পুরুষ অতিশয় মূর্খ।২

শত্রুনাশন রাজন্! ঈশ্বর তো আপনিই, আপনার আবার ঈশ্বর কে আছে? শত্রুমস্তকে চরণ রাখিয়া বিদেহরাজনন্দিনী সীতার সহিত রমণ করুন।৩

মহাবল! আপনি কুক্কুট ব্যবহারের ন্যায় সীতাকে বলাৎকার করুন। বারংবার আক্রমণ করত তাহার সহিত রমণ ও উপভোগ করুন।৪

আপনার মনোরথ সফল হইলে আর আপনার কোথা হইতে ভয় উপস্থিত হইবে? যদি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে কোন ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সমস্ত ভয়ের যথোচিত প্রতিবিধান করিবেন।৫

[এলাহবাদ, ১২।১০।৭১ ভোর ৪॥ টা]

আমাদের সহিত মহাবল কুম্ভকর্ণ এবং ইন্দ্রজিৎ যদি যোগ দেয়, তাহা হইলে তাহারা উভয়ে বজ্রধারী ইন্দ্রকেও প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে।৬

আমি তো নীতিকুশল পুরুষগণের দ্বারা প্রযুক্ত সাম-দান এবং ভেদকে ছাড়িয়া কেবল দণ্ডের দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধি উত্তম বলিয়া মনে করি।৭

মহাবল রাক্ষসরাজ! এখানে আপনার যে সমস্ত শত্রু আসিবে, তাহাদের আমরা স্বীয় শস্ত্রপ্রভাবে বশীভূত করিব—ইহাতে কোন সংশয় নাই।৮

মহাপার্শ্ব কর্তৃক এইরূপ কথিত হইলে রাজা রাবণ তাহার সেই বাক্যের প্রশংসা করিতে করিতে এই কথা বলিল।৯

মহাপার্শ্ব! বহুদিন পূর্ব্বে এক গুপ্ত ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় আমি শাপগ্রস্ত হইয়াছিলাম। আমার জীবনের সেই গুপ্ত রহস্য বলিতেছি—তাহা শ্রবণ কর।১০

পিতামহস্য ভবনং গচ্ছন্তীং পুঞ্জিকস্থলাম্।
চঞ্চূর্য্যমাণামদ্রাক্ষমাকাশেঽগ্নিশিখামিব ॥১১
সা প্রসহ্য ময়া ভুক্তা কৃতা বিবসনা ততঃ।
স্বয়ম্ভুভবনং প্রাপ্তা লোলিতা নলিনী যথা ॥১২
তচ্চ তস্য তথা মন্যে জ্ঞাতমাসীন্মহাত্মনঃ।
অথ সঙ্কুপিতো বেধা মামিদং বাক্যমব্রবীৎ ॥১৩
অদ্য প্রভৃতি যামন্যাং বলান্নারীং গমিষ্যসি।
তদা তে শতধা মূর্দ্ধা ফলিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৪
ইত্যহং তস্য শাপস্য ভীতঃ প্রসভমেব তাম্।
নারোহয়ে বলাৎ সীতাং বৈদেহীং শয়নে শুভে ॥১৫
সাগরস্যেব মে বেগো মারুতস্যেব মে গতিঃ।
নৈতদ্ দাশরথির্বেদ হ্যাসাদয়তি তেন মাম্ ॥১৬
কো হি সিংহমিবাসীনং সুপ্তং গিরিগুহাশয়ে।
ক্রুদ্ধং মৃত্যুমিবাসীনং প্রবোধয়িতুমিচ্ছতি ॥১৭
ন মত্তো নির্গতান্ বাণান্ দ্বিজিহ্বান্ পন্নগানিব।
রামঃ পশ্যতি সংগ্রামে তেন মামভিগচ্ছতি ॥১৮
ক্ষিপ্রং বজ্রসমৈর্বাণৈঃ শতধা কার্ম্মুকচ্যুতৈঃ।
রামমাদীপয়িষ্যামি উল্কাভিরিব কুঞ্জরম্ ॥১৯
তচ্চাস্য বলমাদাস্যে বলেন মহতা বৃতঃ।
উদিতঃ সবিতা কালে নক্ষত্রাণাং প্রভামিব ॥২০
ন বাসবেনাপি সহস্রচক্ষুষা
যুধাস্মি শক্যো বরুণেন বা পুনঃ।
ময়া ত্বিয়ং বাহুবলেন নির্জ্জিতা
পুরা পুরী বৈশ্রবণেন পালিতা ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥

একদিন আমি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় আকাশপথেবিচরণকারিণী পুঞ্জিকাস্থলা নাম্নী এক অপ্সরাকে পিতামহ ব্রহ্মার ভবনে যাইতে দেখিয়াছিলাম।১১

আমি বল পূর্ব্বক তাহাকে বিবসনা করত উপভোগ করিয়াছিলাম, অনন্তর হস্তীর দ্বারা দলিতা পদ্মিনীর ন্যায় সে ব্রহ্মার আবাসে উপস্থিত হয়।১২

আমি মনে করি—আমার দ্বারা তাহার যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, মহাত্মা ব্রহ্মা তাহা জ্ঞাত হন; অনন্তর তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন।১৩

আজ হইতে তুমি যদি বলপূর্ব্বক অন্য কোন নারী গমন কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।১৪

এইজন্য আমি ব্রহ্মার শাপে ভীত হইয়া স্বীয় উত্তম শয্যায় সেই বিদেহনন্দিনী সীতাকে বলপূর্ব্বক নির্বিচারে আরোহণ করাই নাই।১৫

সমুদ্রসদৃশ আমার বেগ, পবনের ন্যায় আমার গতি একথা দশরথকুমার রাম জানে না। তজ্জন্য আমাকে দুঃখপ্রদানে উদ্যত হইয়াছে। (আক্রমণ করিয়াছে)।১৬

তাহা না হইলে পর্ব্বতগুহায় সুখসুপ্তসিংহের সমান ও কুপিত মৃত্যুর ন্যায় উপবিষ্ট আমাকে কে জাগরিত করিতে ইচ্ছা করে? আমার ধনুক হইতে নির্গত দ্বিজিহ্ব সর্পসদৃশ বাণসকল সমরে রাম কখনো দেখে নাই, সেই হেতু আমার অভিমুখে আগমন করিতেছে।১৭-১৮

যেমন উল্কার দ্বারা হস্তীকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ আমি আমার ধনুকচ্যুত বজ্রসদৃশ শত শত বাণ দ্বারা শীঘ্র রামকে প্রজ্বলিত করিব।১৯

যেমন প্রাতঃকালীন উদিত সূর্য্য নক্ষত্রগণের প্রভাকে লীন করিয়া লন, সেইরূপ নিজের বিশাল সেনাপরিবৃত হইয়া আমি তাহার বল হরণ করিব।২০

সমরে সহস্রনয়ন ইন্দ্র এবং বরুণও আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নয়। পূর্ব্বকালে কুবেরের দ্বারা পালিত এই লঙ্কাপুরী আমি বাহুবলে জয় করিয়া লইয়াছি।২১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ

[রামোঽজেয় ইত্যুক্ত্বা সীতাপ্রত্যর্পণায় বিভীষণস্যাভিমতপ্রকাশঃ।]

নিশাচরেন্দ্রস্য নিশম্য বাক্যং
স কুম্ভকর্ণস্য চ গর্জ্জিতানি।
বিভীষণো রাক্ষসরাজমুখ্য-
মুবাচ বাক্যং হিতমর্থযুক্তম্ ॥১

বৃতো হি বাহ্বন্তরভোগরাশি-
শ্চিন্তাবিষঃ সুস্মিততীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ।
পঞ্চাঙ্গুলীপঞ্চশিরোঽতিকায়ঃ
সীতামহাহিস্তব কেন রাজন্ ॥২

যাবন্ন লঙ্কাং সমভিদ্রবন্তি
বলীমুখাঃ পর্ব্বতকূটমাত্রাঃ।
দংষ্ট্রায়ুধাশ্চৈব নখায়ুধাশ্চ
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী ॥৩

যাবন্ন গৃহ্ণন্তি শিরাংসি বাণা
রামেরিতা রাক্ষসপুঙ্গবানাম্।
বজ্রোপমা বায়ুসমানবেগাঃ
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী ॥৪

ন কুম্ভকর্ণেন্দ্রজিতৌ চ রাজং-
স্তথা মহাপার্শ্ব-মহোদরৌ বা।
নিকুম্ভ-কুম্ভৌ চ তথাতিকায়ঃ
স্থাতুং সমর্থা যুধি রাঘবস্য ॥৫

জীবংস্তু রামস্য ন মোক্ষ্যসে ত্বং
গুপ্তঃ সবিত্রাপ্যথবা মরুদ্ভিঃ।
ন বাসবস্যাঙ্কগতো ন মৃত্যো-
র্নভো ন পাতালমনুপ্রাবিষ্টঃ ॥৬

নিশম্য বাক্যন্তু বিভীষণস্য
ততঃ প্রহস্তো বচনং বভাষে।
ন নো ভয়ং বিদ্ম ন দৈবতেভ্যো
ন দানবেভ্যোঽপ্যথবা কদাচিৎ ॥৭

চতুর্দ্দশ সর্গ

["রাম অজেয়" এই কথা বলিয়া সীতাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য বিভীষণের অভিমত প্রকাশ।]

রাক্ষসরাজের এই কথা ও কুম্ভকর্ণের গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া বিভীষণ নিশাচরপতি রাবণকে অর্থযুক্ত হিতকর বাক্য বলিল।১

হে রাজন! যে সীতারূপ সর্পের হৃদয়ভাগ শরীর, চিন্তা বিষ, সুন্দর ঈষৎ হাস্য তীক্ষ্ণদন্ত, আর প্রত্যেক হস্তে পাঁচ পাঁচটি অঙ্গুলি পঞ্চশির, সেই বিশালশরীরধারী সীতাকে কেন বরণ করিয়াছ? ২

যতক্ষণ (যাবৎ) দংষ্ট্রায়ুধ ও নখায়ুধ পর্ব্বত শিখর-সদৃশ উচ্চ বানরসমূহ লঙ্কা আক্রমণ না করে, তাবৎ দশরথ-তনয় শ্রীরামের হস্তে মিথিলারাজ-নন্দিনী সীতাকে প্রত্যর্পণ করুন।৩

যাবৎ শ্রীরামনিক্ষিপ্ত বায়ুতুল্য বেগশীল ও বজ্র-সমান বাণগুলি প্রধান রাক্ষসগণের মস্তকসকল দ্বিখণ্ডিত না করে, তাবৎ দশরথ-নন্দন শ্রীরামকে সীতা সমর্পণ করুন।৪

রাজন্! কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, নিকুম্ভ, কুম্ভ এবং অতিকায় কেহই সংগ্রামে শ্রীরঘুনাথের সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না।৫

যদি সূর্য্য বা বায়ু আপনাকে রক্ষা করে, ইন্দ্র অথবা যমের যদি ক্রোড়গত হন কিংবা আকাশ এবং পাতালে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করেন, তাহা হইলেও শ্রীরামের হস্তে জীবিত থাকিবেন না।৬

বিভীষণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করত প্রহস্ত এই কথা বলিল—আমরা কখনও দেবতাগণ অথবা দানবগণ হইতে ভীত হই না এবং ভয় যে কি,—তাহা জানি না।৭

ন যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-মহোরগেভ্যো
ভয়ং ন সংখ্যে পতগোরগেভ্যঃ।
কথং নু রামাদ্ ভবিতা ভয়ং নো
নরেন্দ্রপুত্রাৎ সমরে কদাচিৎ ॥৮
প্রহস্তবাক্যং ত্বহিতং নিশম্য
বিভীষণো রাজহিতানুকাঙ্ক্ষী।
ততো মহার্থং বচনং বভাষে
ধর্ম্মার্থকামেষু নিবিষ্টবুদ্ধিঃ ॥৯
প্রহস্ত রাজা চ মহোদরশ্চ
ত্বং কুম্ভকর্ণশ্চ যথার্থজাতম্।
ব্রুবীত রামং প্রতি তন্ন শক্যং
যথা গতিঃ স্বর্গমধর্মবুদ্ধেঃ ॥১০
বধস্তু রামস্য ময়া ত্বয়া চ
প্রহস্ত সর্ব্বৈরপি রাক্ষসৈর্বা।
কথং ভবেদর্থবিশারদস্য
মহার্ণবং তর্ত্তুমিবাপ্লবস্য ॥১১
ধর্ম্মপ্রধানস্য মহারথস্য
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবস্য রাজ্ঞঃ।
পুরোঽস্য দেবাশ্চ তথাবিধস্য
কৃত্যেষু শক্তস্য ভবন্তি মূঢ়াঃ ॥১২
তীক্ষ্ণা ন তাবত্তব কঙ্কপত্রা
দুরাসদা রাঘববিপ্রমুক্তাঃ।
ভিত্ত্বা শরীরং প্রবিশন্তি বাণাঃ
প্রহস্ত তেনৈব বিকত্থসে ত্বম্ ॥১৩
ভিত্ত্বা ন তাবৎ প্রবিশন্তি কায়ং
প্রাণান্তিকাস্তেঽশনিতুল্যবেগাঃ।
শিতাঃ শরা রাঘববিপ্রমুক্তাঃ
প্রহস্ত তেনৈব বিকত্থসে ত্বম্ ॥১৪
ন রাবণো নাতিবলস্ত্রিশীর্ষো
ন কুম্ভকর্ণস্য সুতো নিকুম্ভঃ।
ন চেন্দ্রজিদ্ দাশরথিং প্রবোঢ়ুং
ত্বং বা রণে শক্রসমং সমর্থাঃ ॥১৫
দেবান্তকো বাপি নরান্তকো বা
তথাতিকায়োঽতিরথো মহাত্মা।
অকম্পনশ্চাদ্রিসমানসারঃ
স্থাতুং ন শক্তা যুধি রাঘবস্য ॥১৬

যুদ্ধে যক্ষ, গন্ধর্ব, মহানাগ ও পক্ষী এবং সর্পসমূহ হইতে আমাদের কখনও ভয় হয় না। নরপতিনন্দন রাম হইতে কি প্রকারে সংগ্রামে ভয় হইবে? ৮

ধর্ম্ম, অর্থ ও কামে অনন্যচিত্ত সর্বতোভাবে রাজার হিতাকাঙ্ক্ষী বিভীষণ অহিতকর প্রহস্তের কথা শ্রবণ করিয়া মহান্ অর্থযুক্ত বাক্য বলিল।৯

প্রহস্ত! যেমন পাপাত্মা পুরুষের স্বর্গগতি হয়না, তদ্রূপ মহারাজ রাবণ, মহোদর, তুমি এবং কুম্ভকর্ণ শ্রীরামের প্রতি যাহা কিছু বলিতেছ, সেই সমস্ত করিতে সমর্থ হইবে না।১০

প্রহস্ত! শ্রীরামচন্দ্র অর্থবিশারদ্ ও সমস্ত কার্য্যসাধনে নিপুণ। যেমন বিনা নৌকায় কেহ মহাসমুদ্র পার হইতে পারে না, সেইরূপ আমি, তুমি অথবা সমস্ত রাক্ষসগণের দ্বারা কি প্রকারে শ্রীরামের বিনাশ সম্ভব? ১১

ধর্মপ্রধান, ইক্ষ্বাকুবংশজাত সকল কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ এবং মহারথী (বলি, বিরাধ, কবন্ধ প্রভৃতির সংহারকারী) এইরূপ প্রসিদ্ধ পরাক্রমী রামের সম্মুখে দেবগণও বিমূঢ় হন।১২

প্রহস্ত! অদ্যাপি শ্রীরামনিক্ষিপ্ত কঙ্কপত্রযুক্ত দুর্জ্জয় তীক্ষ্ণবাণসমূহ তোমার শরীর বিদীর্ণ করিয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হয় নাই, তজ্জন্য এই প্রকার আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিতেছ।১৩

প্রহস্ত! প্রাণান্তকর বজ্রতুল্য বেগশীল, শ্রীরঘুনাথ-নিক্ষিপ্ত শাণিত বাণসকল এখনও তোমার শরীর ভেদ করিয়া প্রবেশ করে নাই, সেইজন্য তুমি এইরূপ শ্লাঘা করিতেছ।১৪

রাবণ, অতিবলবান্ কুম্ভকর্ণ-তনয় নিকুম্ভ, ইন্দ্রজয়ী

অয়ঞ্চ রাজা ব্যসনাভিভূতো
মিত্রৈরমিত্রপ্রতিমৈর্ভবদ্ভিঃ
অস্যাস্যতে রাক্ষসনাশনার্থে
তীক্ষ্ণঃ প্রকৃত্যা হ্যসমীক্ষ্যকারী ॥১৭
অনন্তভোগেন সহস্রমূর্দ্ধ্না
নাগেন ভীমেন মহাবলেন।
বলাৎ পরিক্ষিপ্তমিমং ভবন্তো
রাজানমুৎক্ষিপ্য বিমোচয়ন্তু ॥১৮
যাবদ্ধি কেশগ্রহণাৎ সুহৃদ্ভিঃ
সমেত্য সর্ব্বৈঃ পরিপূর্ণকামৈঃ।
নিগৃহ্য রাজা পরিরক্ষিতব্যো
ভূতৈর্যথা ভীমবলৈর্গৃহীতঃ ॥১৯
সুবারিণা রাঘবসাগরেণ
প্রচ্ছাদ্যমানস্তরসা ভবদ্ভিঃ।
যুক্তস্ত্বয়ং তারয়িতুং সমেত্য
কাকুৎস্থপাতালমুখে পতন্ সঃ ॥২০
ইদং পুরস্যাস্য সরাক্ষসস্য
রাজ্ঞশ্চ পথ্যং সসুহৃজ্জনস্য
সম্যক্ হি বাক্যং স্বমতং ব্রবীমি
নরেন্দ্রপুত্রায় দদাতু মৈথিলীম্ ॥২১
পরস্য বীর্য্যং স্ববলঞ্চ বুদ্ধ্বা
স্থানং ক্ষয়ঞ্চৈব তথৈব বৃদ্ধিম্।
তথা স্বপক্ষেঽপ্যনুমৃশ্য বুদ্ধ্যা
বদেৎ ক্ষমং স্বামিহিতং স মন্ত্রী ॥২২
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ॥

মেঘনাদ এবং তুমি সমরে সুরেন্দ্রসদৃশ দশরথকুমার শ্রীরামচন্দ্রের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না।১৫

দেবান্তক, নরান্তক, অতিকায়, বিশাল শরীর অতিরথ ও পর্বতের ন্যায় শক্তিশালী অকম্পন রণস্থলে শ্রীরঘুনাথের সম্মুখে অবস্থান করিতে সক্ষম হইবে না।১৬

এই রাজা রাবণ স্বভাবত তীক্ষ্ণপ্রকৃতি, অবিবেচক ব্যসনের* দ্বারা অভিভূত হইয়াছে। তোমরা কার্য্যত শত্রুতুল্য, নামে মিত্র সাজিয়া রাক্ষসগণের কি নাশের জন্য রাক্ষসরাজের সেবায় নিযুক্ত আছ।১৭

অনন্ত শারীরিক বলসম্পন্ন সহস্র ফণাযুক্ত এবং মহাবলশালী ভয়ানক সর্প এই রাজাকে বলপূর্ব্বক আপনার শরীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছে। তোমরা সকলে মিলিয়া ইহাকে বন্ধনমুক্ত করত প্রাণসঙ্কট হইতে রক্ষা কর।১৮

যেমন ভীষণ বলসম্পন্ন ভূতগণ কর্তৃক গৃহীত ব্যক্তিকে সুহৃদ্গণ নিগ্রহকরত রক্ষা করে, তদ্রূপ পরিপূর্ণকাম সমস্ত সুহৃদ্গণের সহিত মিলিত হইয়া প্রয়োজনমত কেশগ্রহণ পূর্বক নিগৃহীত করত এই রাজাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।১৯

উত্তমচরিত্ররূপ জলে পরিপূর্ণ শ্রীরঘুনাথ সমুদ্রে নিমগ্ন অথবা কাকুৎস্থ শ্রীরামরূপী পাতালের গভীর গর্ত্তে নিপতিত এই রাবণকে তোমরা সকলে মিলিত হইয়া শীঘ্র উদ্ধার কর।২০

আমি রাক্ষসগণের সহিত এই সমস্ত লঙ্কানগরীর এবং সুহৃদ্গণসহ মহারাজের হিতের জন্য স্বীয় উত্তম অভিমত ব্যক্ত করিতেছি যে, রাজতনয় শ্রীরামের হস্তে মিথিলারাজকুমারী সীতাকে সমর্পণ করুন।২১

যিনি আপনার এবং শত্রুপক্ষের বল পরাক্রম বুঝিয়া উভয় পক্ষের স্থিতি, হানি ও বৃদ্ধি স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা বিচার করত স্বামীর হিতকর উচিত বাক্য বলিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ মন্ত্রী।২২

* রাজগণের ৭টি ব্যসন—বাক্‌দণ্ডয়োশ্চ পারুষ্যমর্থদূষণমেব চ। পানং স্ত্রী মৃগয়া দ্যূতং ব্যসনং সপ্তধা প্রভো।

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ সর্গঃ

[বিভীষণং প্রতীন্দ্রজিত উপহাসঃ, ইন্দ্রজিতং তিরস্কৃত্য বিভীষণস্য যথার্থসত্যকথনঞ্চ ।]

বৃহস্পতেস্তুল্যমতের্বচস্ত-
ন্নিশম্য যত্নেন বিভীষণস্য ।
ততো মহাত্মা বচনং বভাষে
তত্রেন্দ্রজিন্নৈর্ঋতযূথমুখ্যঃ ॥১

কিন্নাম তে তাতকনিষ্ঠ বাক্য-
মনর্থকং বৈ বহুভীতবচ্চ ।
অস্মিন্ কুলে যোঽপি ভবেন্ন জাতঃ
সোঽপীদৃশং নৈব বদেন্ন কুর্য্যাৎ ॥২

সত্ত্বেন বীর্য্যেণ পরাক্রমেণ
ধৈর্য্যেণ শৌর্য্যেণ চ তেজসা চ ।
একঃ কুলেঽস্মিন্ পুরুষো বিমুক্তো
বিভীষণস্তাতকনিষ্ঠ এবঃ ॥৩

কিন্নাম তৌ মানুষরাজপুত্রা-
বস্মাকমেকেন হি রাক্ষসেন ।
সুপ্রাকৃতেনাপি নিহন্তুমেতৌ
শক্যৌ কুতো ভীষয়সে স্ম ভীরো ৪॥

ত্রিলোকনাথো নন্নু দেবরাজঃ
শক্রো ময়া ভূমিতলে নিবিষ্টঃ ।
ভয়ার্দ্দিতাশ্চাপি দিশঃ প্রপন্নাঃ
সর্ব্বে তদা দেবগণাঃ সমগ্রাঃ ॥৫

ঐরাবতো নিঃস্বনমুন্নদন্ স
নিপাতিতো ভূমিতলে ময়া তু
বিকৃষ্য দন্তৌ তু ময়া প্রসহ্য
বিত্রাসিতা দেবগণাঃ সমগ্রাঃ ॥৬

সোঽহং সুরাণামপি দর্পহন্তা
দৈত্যোত্তমানামপি শোককর্ত্তা ।
কথং নরেন্দ্রাত্মজয়োর্ন শক্তো
মনুষ্যয়োঃ প্রাকৃতয়োঃ সুবীর্য্যঃ ॥৭

অথেন্দ্রকল্পস্য দুরাসদস্য
মহৌজসস্তদ্ বচনং নিশম্য ।
ততো মহার্থং বচনং বভাষে
বিভীষণঃ শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠঃ ॥৮

পঞ্চদশ সর্গ

[বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের উপহাস ও ইন্দ্রজিৎকে তিরস্কার পূর্ব্বক সভায় বিভীষণের যথার্থ সত্য কথন ।]

বৃহস্পতিসদৃশ বুদ্ধিমান্ বিভীষণের যত্নসহকারে কথিত সেই কথা শ্রবণ করিয়া রাক্ষসযূথপতিশ্রেষ্ঠ মহাকায় ইন্দ্রজিৎ তথায় এই কথা বলিল।১

কনিষ্ঠতাত! আপনি অত্যন্ত ভীতের ন্যায় অনর্থক কথা বলিতেছেন। যে ব্যক্তি এই কুলে জন্মগ্রহণ করে নাই, সেই ব্যক্তিও এইরূপ বাক্য বলিবে না এবং এতাদৃশ কার্য্য করিবে না।২

আমাদের এই রাক্ষসকুলে একমাত্র এই কনিষ্ঠতাত বিভীষণই বল, বীর্য্য, পরাক্রম, ধৈর্য্য, শৌর্য্য এবং তেজোবিহীন।৩

সেই মানবরাজতনয়দ্বয় কোন্ ছার, অতি সাধারণ কোন এক রাক্ষসেই তাহাদের (বিনাশ) নিধন করিতে সমর্থ। ভীরু কাপুরুষ! কি হেতু আমাদের ভীতি প্রদর্শন করিতেছ? ৪

ত্রিভুবনপতি দেবরাজ ইন্দ্রকেও আমি ধরাতলে নিবেশিত করিয়াছিলাম। সেই সময় সমস্ত দেবতামণ্ডলী ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিয়াছিলেন।৫

আমি বল পূর্ব্বক ঐরাবত হস্তীর দন্তদ্বয় উৎপাটন করিয়া তাহাকে ভূতলে নিপাতিত করিলে তৎকালে

ন তাত মন্ত্রে তব নিশ্চয়োঽস্তি
বালস্ত্বমদ্যাপ্যবিপক্কবুদ্ধিঃ।
তস্মাৎ ত্বয়াপ্যাত্মবিনাশনায়
বচোঽর্থহীনং বহু বিপ্রলপ্তম্ ॥৯
পুত্রপ্রবাদেন তু রাবণস্য
ত্বমিন্দ্রজিন্মিত্রমুখোঽসি শত্রুঃ
যস্যেদৃশং রাঘবতো বিনাশং
নিশম্য মোহাদনুমন্যসে ত্বম্ ॥১০
ত্বমেব বধ্যশ্চ সুদুর্ম্মতিশ্চ
স চাপি বধ্যো য ইহানয়ৎ ত্বাম্।
বালং দৃঢ়ং সাহসিকঞ্চ যোঽদ্য
প্রাবেশয়ন্মন্ত্রকৃতাং সমীপম্ ॥১১
মূঢ়োঽপ্রগল্ভোঽবিনয়োপপন্ন-
স্তীক্ষ্ণস্বভাবোঽল্পমতির্দুরাত্মা।
মূর্খস্ত্বমত্যন্তসুদুর্ম্মতিশ্চ
ত্বমিন্দ্রজিদ্ বালতয়া ব্রবীষি ॥১২
কো ব্রহ্মদণ্ডপ্রতিমপ্রকাশা-
নর্চ্চিষ্মতঃ কালনিকাশরূপান্।
সহেত বাণান্ যমদণ্ডকল্পান্
সমক্ষমুক্তান্ যুধি রাঘবেণ ॥১৩
ধনানি রত্নানি সুভূষণানি
বাসাংসি দিব্যানি মণীংশ্চ চিত্রান্।
সীতাঞ্চ রামায় নিবেদ্য দেবীং
বসেম রাজন্নিহ বীতশোকাঃ ॥১৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥

সে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে। এই পরাক্রম দ্বারা দেবগণকে আমি সন্ত্রস্ত করিয়াছিলাম।৬

দেবগণের দর্পহননকারী প্রধান প্রধান দৈত্যগণের শোকজনক অতিবলবান্ সেই আমি সাধারণ মানুষ রাজকুমারদ্বয়কে কেন জয় করিতে সমর্থ হইব না? ৭

সুরেন্দ্রসদৃশ তেজস্বী মহাপরাক্রমশালী দুর্জ্জয় ইন্দ্রজিতের এই কথা শ্রবণ করিয়া অনন্তর শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিভীষণ মহার্থযুক্ত এই বাক্য বলিল।৮

বৎস! তুমি বালক, তোমার বুদ্ধি অদ্যাপি অপরিপক্ক। তোমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে মন্ত্রণা নিশ্চয় হয় নাই, সেই হেতু তুমি আপনার বিনাশের জন্য বহু নিরর্থক প্রলাপ বাক্য বলিতেছ।৯

ইন্দ্রজিৎ! তুমি রাবণের পুত্র বলিয়া বাহ্যতঃ তাহার মিত্র ও ভিতরে তাহার শত্রু, যেহেতু তুমি শ্রীরঘুনাথের দ্বারা রাক্ষসরাজের বিনাশের কথা শুনিয়াও মোহবশে তাহা অনুমোদন করিতেছ।১০

অতিশয় দুর্ম্মতি তুমি, অতএব বধ্য; আর যে ব্যক্তি তোমায় এখানে আনিয়াছে, সেও বধযোগ্য। অদ্য তোমার ন্যায় অতিশয় দুঃসাহসিক বালককে এই মন্ত্রণাকারিগণের নিকট যে প্রবেশ করাইয়াছে, সেই পুরুষও প্রাণদণ্ডার্হ।১১

ইন্দ্রজিৎ! তুমি অবিবেকী, তোমার বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই, বিনয়বিহীন, তীক্ষ্ণস্বভাব, ক্ষুদ্রমতি, দুরাত্মা মূর্খ, তুমি অতিশয় সুদুর্মতি বালকহেতু এই কথা বলিতেছ।১২

শ্রীরঘুনাথের দ্বারা রণক্ষেত্রে শত্রুগণের সমক্ষে নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মদণ্ডের সমান প্রভাসম্পন্ন, শিখাবান্ কাল-সদৃশ এবং যমদণ্ডের ন্যায় ভীষণ বাণসকল কে সহ্য করিতে সমর্থ হইবে?১৩

রাজন্! আমরা ধন, রত্ন, সুন্দর অলঙ্কার, দিব্যবস্ত্র ও বিচিত্র মণিসকল এবং দেবী সীতাকে শ্রীরামের করে সমর্পণ করত শোকবিহীন হইয়া এই নগরে বাস করিব।১৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শঃ সর্গঃ

[রাবণেন বিভীষণস্য তিরস্কারঃ, তং নির্ভর্ৎস্য বিভীষণস্যাপি সভাত্যাগশ্চ ।]

সুনিবিষ্টং হিতং বাক্যমুক্তবন্তং বিভীষণম্ ।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং রাবণঃ কালচোদিতঃ ॥১

বসেৎ সহ সপত্নেন ক্রুদ্ধেনাশীবিষেণ চ ।
ন তু মিত্রপ্রবাদেন সংবশেচ্ছত্রুসেবিনা ॥২

জানামি শীলং জ্ঞাতীনাং সর্ব্বলোকেষু রাক্ষস ।
হৃষ্যন্তি ব্যসনেষ্বেতে জ্ঞাতীনাং জ্ঞাতয়ঃ সদা ॥৩

প্রধানং সাধকং বৈদ্যং ধর্ম্মশীলঞ্চ রাক্ষস ।
জ্ঞাতয়োঽপ্যবমন্যন্তে শূরং পরিভবন্তি চ ॥৪

নিত্যমন্যোঽন্যসংহৃষ্টা ব্যসনেষ্বাততায়িনঃ ।
প্রচ্ছন্নহৃদয়া ঘোরা জ্ঞাতয়স্তু ভয়াবহাঃ ॥৫

শ্রূয়ন্তে হস্তিভির্গীতাঃ শ্লোকাঃ পদ্মবনে পুরা ।
পাশহস্তান্ নরান্ দৃষ্ট্বা শৃণুষ্ব গদতো মম ॥৬

নাগ্নির্নান্যানি শস্ত্রাণি ন নঃ পাশা ভয়াবহাঃ ।
ঘোরাঃ স্বার্থপ্রযুক্তাস্তু জ্ঞাতয়ো নো ভয়াবহাঃ ॥৭

উপায়মেতে বক্ষ্যন্তি গ্রহণে নাত্র সংশয়ঃ ।
কৃৎস্নাদ্ ভয়াজ্‌জ্ঞাতিভয়ং কুকষ্টং বিদিতঞ্চ নঃ ॥৮

বিদ্যতে গোষু সম্পন্নং বিদ্যতে জ্ঞাতিতো ভয়ম্ ।
বিদ্যতে স্ত্রীষু চাপল্যং বিদ্যতে ব্রাহ্মণে তপঃ ॥৯

ততো নেষ্টমিদং সৌম্য যদহং লোকসৎকৃতঃ ।
ঐশ্বর্য্যমভিজাতশ্চ রিপূণাং মূর্ধ্নি চ স্থিতঃ ॥১০

ষোড়শ সর্গ

[রাবণ কর্তৃক বিভীষণের তিরস্কার এবং তাহাকে ভর্ৎসনা করত বিভীষণেরও সভাত্যাগ ।]

কালপ্রেরিত রাবণ সুন্দর অর্থযুক্ত এবং হিতকর বাক্যোচ্চারণকারী বিভীষণকে কঠোর বাক্যে বলিতে লাগিল ।১

শত্রু এবং কুপিত সর্পের সহিতও বাস করিবে, কিন্তু মিত্রের ন্যায় প্রতীয়মান শত্রুসেবীর সহিত কখনও বাস করিবে না ।২

রাক্ষস ! সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ জ্ঞাতিগণের স্বভাব আমি জানি । জ্ঞাতিগণের বিপদ্ উপস্থিত হইলে জ্ঞাতি-সকল সতত আনন্দিত হইয়া থাকে ।৩

নিশাচর ! জ্যেষ্ঠত্বহেতু প্রাপ্তরাজ্য, রাজকার্য্যে দক্ষ, সাধক, বিদ্বান্, ধর্ম্মশীল ও বীর হইলেও জ্ঞাতিগণ তাহাকে অবমাননা করিয়া থাকে এবং পরিভূত করে ।৪

শত্রুরূপী জ্ঞাতিগণ মনোভাব গোপনকারী, ক্রূর ও ভয়াবহ । তাহারা সঙ্কট উপস্থিত হইলে পরস্পর নিত্য আনন্দিত হইয়া থাকে ।৫

পূর্ব্বকালে পদ্মবনে পাশহস্ত মানবগণকে দেখিয়া হস্তিসকলের গীত যে শ্লোক শুনিয়াছিলাম, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর ।৬

আমাদের অগ্নি, অন্যান্য শস্ত্রসকল ও পাশ ভয়জনক নয়, ভীষণ স্বার্থপর জ্ঞাতিগণই আমাদের ভয়াবহ ।৭

ইহারা গ্রহণ করিবার উপায় বলিয়া থাকে । সমস্ত ভয় অপেক্ষা জ্ঞাতিভয়ই আমাদের অতিশয় কষ্টদায়ক—ইহা অবগত আছি ।৮

গাভীগণে হব্য-কব্যের সম্পত্তি দুগ্ধ, নারীগণে চপলতা, ব্রাহ্মণে তপস্যা এবং জ্ঞাতিগণে ভয় অবশ্য বিদ্যমান থাকে ।৯

যেহেতু আমি লোকপূজিত, ঐশ্বর্য্যবান্, কুলীন ও

যথা পুষ্করপত্রেষু পতিতাস্তোয়বিন্দবঃ।
ন শ্লেষমধিগচ্ছন্তি তথানার্য্যেষু সৌহৃদম্ ॥১১
যথা শরদি মেঘানাং সিঞ্চতামপি গর্জ্জতাম্।
ন ভবত্যম্বুসংক্লেদস্তথানার্য্যেষু সৌহৃদম্ ॥১২
যথা মধুকরস্তর্ষাদ্ রসং বিন্দন্ন তিষ্ঠতি।
তথা ত্বমপি তত্রৈব তথানার্য্যেষু সৌহৃদম্ ॥১৩
যথা মধুকরস্তর্ষাৎ কাশপুষ্পং পিবন্নপি।
রসমত্র ন বিন্দেত তথানার্য্যেষু সৌহৃদম্ ॥১৪
যথা পূর্ব্বং গজঃ স্নাত্বা গৃহ্য হস্তেন বৈ রজঃ।
দূষয়ত্যাত্মনো দেহং তথানার্য্যেষু সৌহৃদম্ ॥১৫
যোহন্যস্ত্বেবংবিধং ব্রূয়াদ্ বাক্যমেতন্নিশাচর।
অস্মিন্ মুহূর্ত্তে ন ভবেৎ ত্বাং তু ধিক্ কুলপাংসন ॥১৬
ইত্যুক্তঃ পরুষং বাক্যং ন্যায়বাদী বিভীষণঃ।
উৎপপাত গদাপাণিশ্চতুর্ভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ ॥১৭

অব্রবীচ্চ তদা বাক্যং জাতক্রোধো বিভীষণঃ।
অন্তরিক্ষগতঃ শ্রীমান্ ভ্রাতা বৈ রাক্ষসাধিপম্ ॥১৮
স ত্বম্ভ্রান্তোঽসি মে রাজন্ ব্রূহি মাং যদ্ যদিচ্ছসি।
জ্যেষ্ঠো মান্যঃ পিতৃসমো ন চ ধর্ম্মপথে স্থিতঃ।
ইদং হি পরুষং বাক্যং ন ক্ষমাম্যগ্রজস্য তে ॥১৯
সুনীতং হিতকামেন বাক্যমুক্তং দশানন।
ন গৃহ্নন্ত্যকৃতাত্মানঃ কালস্য বশমাগতাঃ ॥২০
পুরুষাঃ সুলভা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ ॥২১
বদ্ধং কালস্য পাশেন সর্ব্বভূতাপহারিণঃ।
ন নশ্যন্তমুপেক্ষে ত্বাং প্রদীপ্তঃ শরণং যথা ॥২২
দীপ্তপাবকসঙ্কাশৈঃ শিতৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ।
ন ত্বামিচ্ছাম্যহং দ্রষ্টুং রামেণ নিহতং শরৈঃ ॥২৩

শত্রুগণের মস্তকে অবস্থিত, সেইহেতু এইসব তোমার অভীষ্ট নয়।১০

যেমন পদ্মপত্রে পতিত জলবিন্দুসকল শ্লিষ্ট হয় না, তেমনি অনার্য্যসমূহের হৃদয়ে সৌহার্দ্য থাকিতে পারে না।১১

যেমন শরৎ ঋতুতে গর্জ্জন ও বর্ষণকারী মেঘের জলে পৃথিবী পরিপ্লুতা হয় না, তদ্রূপ অনার্য্যগণের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ নিষ্ফল।১২

ভ্রমর যেমন অতিশয় প্রেমের সহিত ফুলের রস পান করিয়াও সেখানে অবস্থান করে না, সেই প্রকার অনার্য্যহৃদয়ে সহৃদয়তা থাকে না; তুমি ঐ প্রকার অনার্য্য।১৩

মধুকর ভ্রমর যেমন রসের ইচ্ছায় কাশপুষ্পের রস পান করিয়াও রস প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ অনার্য্যবৃন্দের হৃদয়ে বন্ধুত্ব থাকিতে পারে না।১৪

[মুরাদনগর—দিল্লী, ১৬।১০।৭১, সকাল ৬টা]

যেমন হস্তী স্নান করিয়া স্বীয় শুণ্ডের দ্বারা রজ (ধূলি) লইয়া আপনার শরীর দূষিত করে, সেইরূপ অনার্য্য ব্যক্তিতে সৌহার্দ্য দূষিত হইয়া থাকে।১৫

কুলকলঙ্ক রাক্ষস! তোমাকে ধিক্, যদি তুমি ভিন্ন অন্য কেউ এই কথা বলিত, তাহা হইলে এইমুহূর্ত্তে সে জীবিত থাকিত না।১৬

রাবণ এইরূপ কঠোর বাক্য বলিলে, ন্যায়বাদী গদাপাণি বিভীষণ চারজন রাক্ষসের সহিত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল।১৭

সেই সময় অন্তরীক্ষগত শ্রীমান্ ভ্রাতা বিভীষণ রুষ্ট হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে বলিল।১৮

রাজন্! তুমি ভ্রান্ত এবং ধর্ম্মপথে অবস্থিত নও; তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তজ্জন্য পিতার সমান মাননীয়, কিন্তু তুমি আমাকে যাহা বলিলে, অগ্রজ হইলেও তোমার এই কর্কশ বাক্য সহ্য করিতে পারিব না।১৯

দশানন! যে অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ কামের বশীভূত, সে হিতকামনায় সুন্দর নীতিযুক্ত কথা গ্রহণ করে না।২০

রাজন্! প্রিয়বাদী পুরুষ সতত সুলভ, পরিণামে হিতকর বচনের বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ।২১

তুমি সর্ব্বভূতবিনাশকারী কালপাশে বদ্ধ হইয়াছ। প্রদীপ্ত গৃহের ন্যায় তুমি নষ্ট হইতেছ, সেইজন্য

শূরাশ্চ বলবন্তশ্চ কৃতাস্ত্রাশ্চ নরা রণে।
কালাভিপন্নাঃ সীদন্তি যথা বালুকসেতবঃ ॥২৪
তন্মর্ষয়তু যচ্চোক্তং গুরুত্বাদ্ধিতমিচ্ছতা।
আত্মানং সর্ব্বথা রক্ষ পুরীঞ্চেমাং সরাক্ষসাম্।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি সুখী ভব ময়া বিনা ॥২৫
নিবার্য্যমাণস্য ময়া হিতৈষিণা
ন রোচতে তে বচনং নিশাচর।
পরান্তকালে হি গতায়ুষো নরা
হিতং ন গৃহ্নন্তি সুহৃদ্ভিরীরিতম্ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ ॥

তোমাকে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া হিতকর বাক্য বলিয়াছি।২২

শ্রীরামচন্দ্রের সুবর্ণ-ভূষিত প্রদীপ্ত অনলসদৃশ শাণিত শরের দ্বারা তোমাকে নিহত দেখিতে ইচ্ছা করি না।২৩

কালের বশীভূত হইলে শূর, বলবান্ এবং অস্ত্রবেত্তা মানবগণও সংগ্রামে বালুকানির্ম্মিত সেতুর ন্যায় নষ্ট হইয়া যায়।২৪

হিতকামী আমার দ্বারা যাহা কথিত হইয়াছিল, তাহা তোমার প্রিয় হয় নাই; তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর। সর্ব্বপ্রকারে রাক্ষসগণসহ এই পুরী ও আত্মাকে রক্ষা কর। তোমার মঙ্গল হউক। আমি যাইতেছি; আমি বিনা তুমি সুখী হও।২৫

রাক্ষসরাজ! আমি হিতৈষী কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেও আমার সেই সকল বাক্য তোমার রুচিকর হইতেছে না, যেমন গতায়ু ব্যক্তিগণ অন্তিমকালে সুহৃদ্‌গণকথিত বাক্য গ্রহণ করে না।২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তদশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামসমীপে বিভীষণস্য শরণগ্রহণম্, তস্মৈ আশ্রয়দানবিষয়ে মন্ত্রীভিঃ সহ শ্রীরামস্য পরামর্শশ্চ ।]

ইত্যুক্ত্বা পরুষং বাক্যং রাবণং রাবণানুজঃ ।
আজগাম মুহূর্ত্তেন যত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ ॥১
তং মেরুশিখরাকারং দীপ্তামিব শতহ্রদাম্ ।
গগনস্থং মহীস্থাস্তে দদৃশুর্বানরাধিপাঃ ॥২
যে চাপ্যনুচরাস্তস্য চত্বারো ভীমবিক্রমাঃ ।
তেঽপি বর্ম্মায়ুধোপেতা ভূষণোত্তমভূষিতাঃ ॥৩
স চ মেঘাচলপ্রখ্যো বজ্রায়ুধসমপ্রভঃ ।
বরায়ুধধরো বীরো দিব্যাভরণভূষিতঃ ॥৪
তমাত্মপঞ্চমং দৃষ্ট্বা সুগ্রীবো বানরাধিপঃ ।
বানরৈঃ সহ দুর্দ্ধর্ষশ্চিন্তয়ামাস বুদ্ধিমান্ ॥৫
চিন্তায়িত্বা মুহূর্ত্তন্তু বানরাংস্তানুবাচ হ ।
হনুমৎপ্রমুখান্ সর্ব্বানিদং বচনমুত্তমম্ ॥৬
এষ সর্ব্বায়ুধোপেতশ্চতুর্ভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ ।
রাক্ষসোঽভ্যেতি পশ্যধ্বমস্মান্ হন্তুং ন সংশয়ঃ ॥৭
সুগ্রীবস্য বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বে তে বানরোত্তমাঃ ।
শালানুদ্যম্য শৈলাংশ্চ ইদং বচনমব্রুবন্ ॥৮
শীঘ্রং ব্যাদিশ নো রাজন্ বধায়ৈষাং দুরাত্মনাম্ ।
নিপতন্তি হতা যাবদ্ ধরণ্যামল্পচেতনাঃ ॥৯
তেষাং সম্ভাষমাণানামন্যোঽন্যং স বিভীষণঃ ।
উত্তরন্তীরমাসাদ্য খস্থ এব ব্যতিষ্ঠত ॥১০
স উবাচ মহাপ্রাজ্ঞঃ স্বরেণ মহতা মহান্ ।
সুগ্রীবং তাংশ্চ সম্প্রেক্ষ্য খস্থ এব বিভীষণঃ ॥১১
রাবণো নাম দুর্বৃত্তো রাক্ষসো রাক্ষসেশ্বরঃ ।
তস্যাহমনুজো ভ্রাতা বিভীষণ ইতি শ্রুতঃ ॥১২

সপ্তদশ সর্গ

[শ্রীরামের নিকট বিভীষণের শরণগ্রহণ, তাহার আশ্রয় দান সম্বন্ধে শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ।]

[লবকুশ আশ্রম, বিঠুর, ১৭।১০।৭১, সকাল ৮টা।]

রাবণানুজ বিভীষণ রাবণকে এইরূপ কঠোর বাক্য বলিয়া যেস্থানে রাম লক্ষ্মণের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, মুহূর্ত্তকালমধ্যে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।১

ভূতলস্থিত বানরযূথপতিগণ মেরুশিখরসদৃশ প্রকাণ্ডশরীর, প্রজ্বলিত অশনিতুল্য আকাশে অবস্থিত বিভীষণকে তাহারা দেখিতে পাইল।২

তাহার সহিত ভীষণ পরাক্রমশালী কবচ ও অস্ত্রশস্ত্রধারী এবং উত্তম ভূষণে ভূষিত চারিটি অনুচর ছিল।৩

মেঘ এবং পর্ব্বতসদৃশ সেইবীর বিভীষণ ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, উত্তম অস্ত্রশস্ত্রধারী ও দিব্য আভরণে ভূষিত ছিল।৪

সেই চারিজন রাক্ষসের সহিত পঞ্চম বিভীষণকে দেখিয়া দুর্জ্জয় এবং বুদ্ধিমান্ বীর কপিরাজ সুগ্রীব বানরগণের সঙ্গে বিচার করিতে লাগিল।৫

মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া সুগ্রীব হনুমান্‌প্রমুখ সমস্ত বানরবৃন্দকে এই উত্তম কথা বলিল।৬

দেখ,—সকলপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রসমন্বিত চারিজন রাক্ষসের সহিত এই রাক্ষস আমাদের হনন করিতে আসিতেছে,—ইহাতে কোন সংশয় নাই।৭

সুগ্রীবের কথা শ্রবণ করিয়া সেই সমস্ত বানরযূথপতিগণ শালবৃক্ষ ও পর্ব্বতশিখর উদ্যত করিয়া এই বাক্য বলিল।৮

রাজন্! আপনি শীঘ্রই এই দুরাত্মগণের বধের আদেশ দিন, যাহাতে এই মন্দমতি নিশাচরবৃন্দ নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়।৯

পরস্পর তাহাদের এই প্রকার কথোপকথন

তেন সীতা জনস্থানাৎ হৃতা হত্বা জটায়ুষম্।
রুদ্ধা চ বিবশা দীনা রাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা ॥১৩
তমহং হেতুভির্বাক্যৈর্বিবিধৈশ্চ ন্যদর্শয়ম্।
সাধু নির্য্যাত্যতাং সীতা রামায়েতি পুনঃপুনঃ ॥১৪
স চ ন প্রতিজগ্রাহ রাবণঃ কালচোদিতঃ।
উচ্যমানং হিতং বাক্যং বিপরীত ইবৌষধম্ ॥১৫
সোঽহং পরুষিতস্তেন দাসবচ্চাবমানিতঃ।
ত্যক্ত্বা পুত্রাংশ্চ দারাংশ্চ রাঘবং শরণং গতঃ ॥১৬
নিবেদয়ত মাং ক্ষিপ্রং রাঘবায় মহাত্মনে।
সর্ব্বলোকশরণ্যায় বিভীষণমুপস্থিতম্ ॥১৭
এতত্তু বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবো লঘুবিক্রমঃ।
লক্ষ্মণস্যাগ্রতো রমং সংরব্ধমিদমব্রবীৎ ॥১৮

প্রবিষ্টঃ শত্রুসৈন্যং হি প্রাপ্তঃ শত্রুরতর্কিতঃ।
নিহন্যাদন্তরং লব্ধ্বা উলূকো বায়সানিব ॥১৯
মন্ত্রে ব্যূহে নয়ে চারে যুক্তো ভবিতুমর্হসি।
বানরাণাঞ্চ ভদ্রন্তে পরেষাঞ্চ পরন্তপ ॥২০
অন্তর্দ্ধানগতা হ্যেতে রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ।
শূরাশ্চ নিকৃতিজ্ঞাশ্চ তেষাং জাতু ন বিশ্বসেৎ ॥২১
প্রণিধী রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য ভবেদয়ম্।
অনুপ্রবিশ্য সোঽস্মাসু ভেদং কুর্য্যান্ন সংশয়ঃ ॥২২
অথবা স্বয়মেবৈষ চ্ছিদ্রমাসাদ্য বুদ্ধিমান্।
অনুপ্রবিশ্য বিশ্বস্তে কদাচিৎ প্রহরেদপি ॥২৩
মিত্রাদপি বলঞ্চৈব মৌলভৃত্যবলন্তথা।
সর্ব্বমেতদ্ বলং গ্রাহ্যং বর্জ্জয়িত্বা দ্বিষদ্বলম্ ॥২৪

হইতেছিল, এই সময় সেই বিভীষণ সমুদ্রের উত্তরতটে আসিয়া আকাশে অবস্থান করিতে লাগিল।১০

মহাবুদ্ধিমান্ মহাপুরুষ বিভীষণ আকাশেই অবস্থান করিয়া সুগ্রীব ও বানরগণকে দেখিতে দেখিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিল।১১

রাবণনামক যে দুরাচার রাক্ষস এবং রাক্ষসগণের অধীশ্বর, আমি তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমার নাম বিভীষণ।১২

রাবণ জটায়ুকে হত্যা করিয়া জনস্থান হইতে সীতাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে। বিবশা দীনা তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং অধুনা রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা আছে।১৩

আমি বিবিধ যুক্তিসঙ্গত বাক্যের দ্বারা তাহাকে বারবার বুঝাইলাম যে, তুমি শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে সীতাকে প্রত্যর্পণ কর, ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে।১৪

যেমন আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি ঔষধ গ্রহণ করে না, তেমনি রাবণ মৎকথিত হিতকর বাক্য গ্রহণ করে নাই।১৫

তাহার দ্বারা কঠোর বাক্যে তিরস্কৃত এবং দাসের ন্যায় অবমানিত হইয়া সেই আমি পত্নী পুত্রগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীরঘুনাথের শরণে আসিয়াছি।১৬

বানরগণ! তোমরা সর্ব্বলোকের শরণ্য মহাত্মা শ্রীরঘুনাথকে শীঘ্র নিবেদন কর যে, বিভীষণ উপস্থিত হইয়াছে।১৭

বিভীষণের এই কথা শুনিয়া শীঘ্রগামী সুগ্রীব রামের নিকট উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণের অগ্রে সকোপে এইপ্রকার বাক্য বলিল।১৮

রাবণের সৈন্যে প্রবিষ্ট কোন শত্রু অকস্মাৎ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পেচক যেমন বায়সগণকে হনন করে, সেইরূপ সেও অবসর প্রাপ্ত হইয়া আমাদের বিনাশ করিবে।১৯

হে শত্রুসূদন (শত্রুঘাতিন্) রঘুনাথ! বানরগণের মঙ্গল ও শত্রুর নিগ্রহের জন্য আপনি কার্য্যাকার্য্য বিচারে, সেনা সন্নিবেশে, নীতিযুক্ত উপায় প্রয়োগে ও গুপ্তচরের নিয়োগাদি বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান হউন।২০

অদৃশ্য সঞ্চরণশীল কামরূপী এই রাক্ষসগণ বলবান্ ও মায়াবী, তাহাদের কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়।২১

রাক্ষসরাজ রাবণের এই ব্যক্তি গুপ্তচর, আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরস্পর বিরোধ উপস্থিত করিবে—এসম্বন্ধে কোন সংশয় নাই।২২

প্রকৃত্যা রাক্ষসো হ্যেষ ভ্রাতা মিত্রস্য বৈ প্রভো।
আগতশ্চ রিপুঃ সাক্ষাৎ কথমস্মিংশ্চ বিশ্বসেৎ ॥২৫
রাবণস্যানুজে ভ্রাতা বিভীষণ ইতি শ্রুতঃ।
চতুর্ভিঃ সহ রক্ষোভির্ভবন্তং শরণং গতঃ ॥২৬
রাবণেন প্রণীতং হি তমবেহি বিভীষণম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে ক্ষমং ক্ষমবতাং বর ॥২৭
রাক্ষসো জিহ্ময়া বুদ্ধ্যা সন্দিষ্টোঽয়মিহাগতঃ।
প্রহর্ত্তুং মায়য়া ছন্নো বিশ্বস্তে ত্বয়ি চানঘ ॥২৮
বধ্যতামেব তীব্রেণ দণ্ডেন সচিবৈঃ সহ।
রাবণস্য নৃশংসস্য ভ্রাতা হ্যেষ বিভীষণঃ ॥২৯
এবমুক্ত্বা তু তং রামং সংরব্ধো বাহিনীপতিঃ।
বাক্যজ্ঞো বাক্যকুশলং ততো মৌনমুপাগমৎ ॥৩০

সুগ্রীবস্য তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা রামো মহাবলঃ।
সমীপস্থানুবাচেদং হনুমৎপ্রমুখান্ কপীন্ ॥৩১
যদুক্তং কপিরাজেন রাবণাবরজং প্রতি।
বাক্যং হেতুমদত্যর্থং ভবদ্ভিরপি চ শ্রুতম্ ॥৩২
সুহৃদামর্থকৃচ্ছ্রেষু যুক্তং বুদ্ধিমতা সদা।
সমর্থেনোপসন্দেষ্টুং শাশ্বতীং ভূতিমিচ্ছতা ॥৩৩
ইত্যেবং পরিপৃষ্টাস্তে স্বং স্বং মতমতন্দ্রিতাঃ।
সোপচারং তদা রামমূচুঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥৩৪
অজ্ঞাতং নাস্তি তে কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু রাঘব।
আত্মানং পূজয়ন্ রাম পৃচ্ছস্যস্মান্ সুহৃত্তয়া ॥৩৫
ত্বং হি সত্যব্রতঃ শূরো ধার্ম্মিকো দৃঢ়বিক্রমঃ।
পরীক্ষ্যকারী স্মৃতিমান্নিসৃষ্টাত্মা সুহৃৎসু চ ॥৩৬

অথবা এই বুদ্ধিমান্ রাক্ষস ছিদ্র লাভ করিয়া বিশ্বস্ত সেনার মধ্যে অনুপ্রবেশ করত কখন স্বয়ংই আমাদের প্রহার করিবে।২৩

শত্রুপক্ষের সৈন্য পরিবর্জন পূর্ব্বক মিত্র এবং বনবাসী ও পরম্পরাগত ভৃত্যগণকে সৈন্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।২৪

এই বিভীষণ স্বভাবতঃ রাক্ষস, আপনার শত্রুর ভ্রাতা, সাক্ষাৎ শত্রু উপস্থিত হইয়াছে, কি প্রকারে ইহাকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? ২৫

বিভীষণনামে প্রসিদ্ধ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চারিটি রাক্ষসের সহিত আপনার শরণ গ্রহণ করিয়াছে।২৬

সমুচিত কার্য্যকারিগণের শ্রেষ্ঠ রঘুনাথ! সেই বিভীষণকে রাবণের দ্বারা প্রেরিত বলিয়া অবগত হউন। তাহার নিগ্রহই আমি উচিত বলিয়া মনে করি।২৭

নিষ্পাপ রাঘব! কুটিলবুদ্ধি রাবণের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া এই রাক্ষস মায়ার দ্বারা আত্মগোপন পূর্ব্বক বিশ্বস্ত আপনাকে প্রহার করিবার জন্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছে।২৮

মহাক্রুর রাবণের ভ্রাতা এই বিভীষণ, সচিবগণের সহিত ইহাকে কঠোর দণ্ড দানের দ্বারা বধ করুন। অনন্তর বাক্যরুষ্ট সেনাপতি সুগ্রীবের বাচনিপুণ শ্রীরামচন্দ্রকে এই কথা বলিয়া মৌন হইল।২৯-৩০

মহাবল শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের সেই বাক্য শ্রবণ করত সমীপস্থ হনুমান্প্রমুখ বানরদিগকে বলিলেন।৩১

বানরগণ! কপিরাজ সুগ্রীব রাবণানুজ বিভীষণ-বিষয়ে যে যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়াছে, তাহা তোমরাও শ্রবণ করিয়াছ।৩২

স্থায়ী উন্নতিকামী বুদ্ধিমান্ সমর্থবান্ ব্যক্তি কর্ত্তব্য-বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে মিত্রগণকে নিজ নিজ প্রকাশের সুযোগ দান করেন।৩৩

শ্রীরাম এইরূপে তাহাদের পরামর্শদানের সুযোগ দান করিলে প্রিয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া বানরগণ সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিল।৩৪

রাঘব! ত্রিভুবনে আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই তথাপি আমরা আপনার মিত্র বলিয়াই আমাদের সম্মানদানের জন্যই পরামর্শ দানের সুযোগ দান করিতেছেন।৩৫

আপনি সত্যব্রত, শূর, ধার্মিক দৃঢ়বিক্রম, পরীক্ষাকারী, স্মৃতিমান্ ও মিত্রগণে আত্মসমর্পণকারী।৩৬

তস্মাদেকৈকশস্তাবৎ ব্রুবন্তু সচিবাস্তব।
হেতুতো মতিসম্পন্নাঃ সমর্থাশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥৩৭
ইত্যুক্তে রাঘবায়াথ মতিমানঙ্গদোঽগ্রতঃ।
বিভীষণপরীক্ষার্থমুবাচ বচনং হরিঃ ॥৩৮
শত্রোঃ সকাশাৎ সম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বথা তর্ক্য এব হি।
বিশ্বাসনীয়ঃ সহসা ন কর্ত্তব্যো বিভীষণঃ ॥৩৯
ছাদয়িত্বাত্মভাবং হি চরন্তি শঠবুদ্ধয়ঃ।
প্রহরন্তি চ রন্ধ্রেষু সোঽনর্থঃ সুমহান্ ভবেৎ ॥৪০
অর্থানর্থৌ বিনিশ্চিত্য ব্যবসায়ং ভজেদিহ।
গুণতঃ সংগ্রহং কুর্য্যাদ্দোষতস্তু বিসর্জ্জয়েৎ ॥৪১
যদি দোষো মহাংস্তস্মিংস্ত্যজতামবিশঙ্কিতম্।
গুণান্ বাপি বহূন্ জ্ঞাত্বা সংগ্রহঃ ক্রিয়তে নৃপ ॥৪২
শরভস্ত্বথ নিশ্চিত্য সার্থং বচনমব্রবীৎ।
ক্ষিপ্রমস্মিন্নরব্যাঘ্র চারঃ প্রতিবিধীয়তাম্ ॥৪৩
প্রণিধায় হি চারেণ যথাবৎ সূক্ষ্মবুদ্ধিনা।
পরীক্ষ্য চ ততঃ কার্য্যো যথান্যায়ং পরিগ্রহঃ ॥৪৪
জাম্ববাংস্ত্বথ সংপ্রেক্ষ্য শাস্ত্রবুদ্ধ্যা বিচক্ষণঃ।
বাক্যং বিজ্ঞাপয়ামাস গুণবদ্দোষবর্জ্জিতম্ ॥৪৫
বদ্ধবৈরাচ্চ পাপাচ্চ রাক্ষসেন্দ্রাদ্ বিভীষণঃ।
অদেশকালে সম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বথা শঙ্ক্যতামযম্ ॥৪৬
ততো মৈন্দস্তু সংপ্রেক্ষ্য নয়াপনয়কোবিদঃ।
বাক্যং বচনসম্পন্নো বভাষে হেতুমত্তরম্ ॥৪৭
অনুজো নাম তস্যৈব রাবণস্য বিভীষণঃ।
পৃচ্ছ্যতাং মধুরেণায়ং শনৈর্নরপতীশ্বরঃ ॥৪৮
ভাবমস্য তু বিজ্ঞায় তত্ত্বতস্তং করিষ্যসি।
যদি দুষ্টো ন দুষ্টো বা বুদ্ধিপূর্ব্বং নরর্ষভ ॥৪৯
অথ সংস্কারসম্পন্নো হনুমান্ সচিবোত্তমঃ।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণমর্থবন্মধুরং লঘু ॥৫০

সেই হেতু সামর্থবান্ বুদ্ধিমান্ আপনার সব সচিবগণ ক্রমশঃ পর্য্যায়ক্রমে স্ব স্ব যুক্তিযুক্ত মত ব্যক্ত করুক।৩৭

এই কথা বলিলে মতিমান্ কপি অঙ্গদ প্রথমেই বিভীষণকে পরীক্ষার কথা শ্রীরামকে নিবেদন করিল।৩৮

প্রভু! বিভীষণ শত্রুর নিকট হইতে আসিয়াছে, সেইজন্য তাহাকে সন্দেহ করাই উচিত। বিভীষণকে সহসা বিশ্বাসের পাত্র মনে করা উচিত নয়।৩৯

শঠগণ আত্মভাব গোপন করিয়া বিচরণ করে এবং ছিদ্র পাইলেই প্রহার করে। তখন মহা অনর্থের সৃষ্টি হয়।৪০

অর্থ ও অনর্থ বিচার পূর্বক ব্যবহার করা কর্তব্য। গুণদর্শনে গ্রহণ ও দোষ দর্শনে ত্যাগ করিবে।৪১

নৃপ! যদি তাহাতে (বিভীষণে) মহদ্ দোষ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে ত্যাগ করা উচিত। আর যদি তাহার বহুগুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে সংগ্রহ করা (দলে নেওয়া) কর্তব্য।৪২

তদনন্তর শরভ বিচার পূর্বক সার্থক বাক্য বলিল— পুরুষব্যাঘ্র! বিভীষণের পশ্চাতে শীঘ্র গুপ্তচর নিযুক্ত করুন।৪৩

সূক্ষ্ম বুদ্ধিমান্ গুপ্তচর নিয়োগ পূর্বক যথাবৎ উহার পরীক্ষা করত নীতিগতভাবে সংগ্রহ (গ্রহণ) করা উচিত।৪৪

অতঃপর বিচক্ষণ জাম্ববান্ শাস্ত্রবুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া দোষরহিত গুণযুক্ত বচন বলিল।৪৫

কৃতবৈর পাপী রাক্ষসরাজের নিকট হইতে অসময়ে অযথাস্থানে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় সর্বপ্রকারে ইহাকে (বিভীষণকে) সন্দেহ করা উচিত।৪৬

অতঃপর নীতি ও অনীতিবিষয়ে পণ্ডিত, বাগ্মী মৈন্দ ভালভাবে বিচার করত অধিকতর যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিল।৪৭

মহারাজ! যখন এই বিভীষণ সেই রাবণের অনুজ, তখন মধুর ব্যবহারে ধীরে ধীরে সব জিজ্ঞাসা করুন।৪৮

নরশ্রেষ্ঠ! ইহার ভাব দুষ্ট বা অদুষ্ট, বুদ্ধি পূর্বক তাহা যথার্থভাবে জানিয়া কর্তব্য নিশ্চয় করিবেন।৪৯

ন ভবন্তং মতিশ্রেষ্ঠং সমর্থং বদতাং বরম্ ।
অতিশায়য়িতুং শক্তো বৃহস্পতিরপি ব্রুবন্ ॥৫১
ন বাদান্নাপি সংঘর্ষান্নাধিক্যান্ন চ কামতঃ ।
বক্ষ্যামি বচনং রাজন্ যথার্থং রামগৌরবাৎ ॥৫২
অর্থানর্থনিমিত্তং হি যদুক্তং সচিবৈস্তব ।
তত্র দোষং প্রপশ্যামি ক্রিয়া ন হ্যুপপদ্যতে ॥৫৩
ঋতে নিয়োগাৎ সামর্থ্যমববোদ্ধুং ন শক্যতে ।
সহসা বিনিয়োগো হি দোষবান্ প্রতিভাতি মে ॥৫৪
চারপ্রণিহিতং যুক্তং যদুক্তং সচিবৈস্তব ।
অর্থস্যাসম্ভবাত্তত্র কারণং নোপপদ্যতে ॥৫৫
অদেশকালে সম্প্রাপ্ত ইত্যয়ং যদ্বিভীষণঃ ।
বিবক্ষা চাত্র মেঽস্তীয়ং তাং নিবোধ যথামতি ॥৫৬
স এষ দেশকালশ্চ ভবতীহ যথা তথা ।
পুরুষাৎ পুরুষং প্রাপ্য তথা দোষগুণাবপি ॥৫৭
দৌরাত্ম্যং রাবণে দৃষ্ট্বা বিক্রমঞ্চ তথা ত্বয়ি ।
যুক্তমাগমনং হ্যত্র সদৃশং তস্য বুদ্ধিতঃ ॥৫৮
অজ্ঞাতরূপৈঃ পুরুষৈঃ স রাজন্ পৃচ্ছ্যতামিতি ।
যদুক্তমত্র মে প্রেক্ষা কাচিদস্তি সমীক্ষিতা ॥৫৯
পৃচ্ছ্যমানো বিশঙ্কেত সহসা বুদ্ধিমান্ বচঃ ।
তত্র মিত্রং প্রদুষ্যেত মিথ্যাপৃষ্টং সুখাগতম্ ॥৬০
অশক্যং সহসা রাজন্ ভাবো বোদ্ধুং পরস্য বৈ ।
অন্তরেণ শরৈর্ভিন্নৈর্নৈপুণ্যং পশ্যতাং ভৃশম্ ॥৬১
ন ত্বস্য ব্রুবতো জাতু লক্ষ্যতে দুষ্টভাবতা ।
প্রসন্নং বদনং চাপি তস্মান্মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥৬২
অশঙ্কিতমতিঃ স্বস্থো ন শঠঃ পরিসর্পতি ।
ন চাস্য দুষ্টবাগস্তি তস্মান্মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥৬৩
আকারশ্ছাদ্যমানোঽপি ন শক্যো বিনিগূহিতুম্ ।
বলাদ্ধি বিবৃণোত্যেব ভাবমন্তর্গতং নৃণাম্ ॥৬৪

তদনন্তর যথাশাস্ত্রসংস্কারসম্পন্ন সচিবশ্রেষ্ঠ হনুমান্ শ্রবণমধুর, সার্থক, মনোরম ও সংক্ষিপ্ত বাক্যে বলিল ।৫০

প্রভো ! বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, সমর্থ ও বুদ্ধিমান্‌গণের বরিষ্ঠ আপনাকে ভাষণ-বিষয়ে বৃহস্পতিও অতিক্রম করিতে সমর্থ নয় ।৫১

মহারাজ শ্রীরাম ! আমি তর্ক, স্পর্দ্ধা, অভিমান অথবা কোন কামনার বশীভূত না হইয়া মাত্র কার্য্যের গৌরববশতঃ যথার্থ বাক্য বলিব ।৫২

অর্থ ও অনর্থবিষয়ে আপনার সচিবগণ যে পরীক্ষার কথা বলিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে; অধুনা পরীক্ষাকাল নয় ।৫৩

কর্ম্মে নিযুক্ত না করিয়া সামর্থ (দোষগুণ) জানা যায় না। আর হঠাৎ নিয়োগও আমার নিকট দোষ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে ।৫৪

আপনার মন্ত্রিগণ গুপ্তচর-নিয়োগের যে পরামর্শ দিয়াছেন, প্রয়োজনাভাবে তাহারও কারণ দেখিতেছি না। "বিভীষণ অদেশকালে আসিয়াছে"—এই যে কথা বলা হইয়াছে, এ বিষয়েও আমার কিছু বক্তব্য আছে,—আপনি স্থিরচিত্তে শ্রবণ করুন ।৫৫-৫৬

উহার আগমনের দেশ, কাল, পাত্র, গুণ ও দোষ বিচার যথাযথই হইয়াছে। রাবণের দুষ্টতা এবং আপনার বিক্রম দর্শন করিয়া বুদ্ধি অনুসারে তাহার এইস্থানে আগমন যুক্তিযুক্ত ।৫৭-৫৮

রাজন্ ! "গুপ্তচর দ্বারা মনোভাব জ্ঞাত হউন"—এই যে কথা বলা হইয়াছে,—এ বিষয়েও আমার কিছু বক্তব্য আছে ।৫৯

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সহসা অপরিচিতের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইলে যদি জানিতে পারেন "সব জানিয়াও অজানার ভান করিতেছে" তাহা হইলে হৃদয় কলুষিত হইবে ।৬০

মহারাজ ! সহসা অন্যের মনোভাব জানা অসম্ভব। অত্যন্ত নিপুণতার সহিত স্বরভেদ লক্ষ্য না করিলে মনোভাব জানা যাইবে না ।৬১

ইহার আলাপকালে কোন দুষ্টভাব লক্ষিত হয় নাই; বদনও প্রসন্ন। সেইজন্য ইহার প্রতি আমার কোন সন্দেহ নাই ।৬২

দুষ্টব্যক্তি নিঃশঙ্কচিত্তে স্বস্থভাবে উপস্থিত হইতে পারে না, ইহার বাক্যও দোষযুক্ত নয়। অতএব ইহার প্রতি আমার সন্দেহ নাই ।৬৩

দেশকালোপপন্নঞ্চ কার্য্যং কার্য্যবিদাং বর।
সফলং কুরুতে ক্ষিপ্রং প্রয়োগেণাভিসংহিতম্ ॥৬৫
উদ্‌যোগস্তব সম্প্রেক্ষ্য মিথ্যাবৃত্তঞ্চ রাবণম্।
বালিনঞ্চ হতং শ্রুত্বা সুগ্রীবঞ্চাভিষেচিতম্ ॥৬৬
রাজ্যং প্রার্থয়মানস্তু বুদ্ধিপূর্ব্বমিহাগতঃ।
এতাবত্তু পুরস্কৃত্য বিদ্যতে তস্য সংগ্রহঃ ॥৬৭
যথাশক্তি ময়োক্তস্তু রাক্ষসস্যার্জবং প্রতি।
প্রমাণং ত্বং হি সর্ব্বস্য শ্রুত্বা বুদ্ধিমতাং বর ॥৬৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥

বহিরাকার (ভঙ্গি) গোপন করিলেও মানুষ অন্তর্গত ভাব গোপন করিতে পারে না—ঐ ভাব স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া থাকে।৬৪

কার্য্যবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন! বিভীষণের আগমন-রূপকার্য্য দেশ-কালের অনুরূপ হইয়াছে। এইরূপ কার্য্য নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হইলে কর্ম্ম স্বাভাবিকভাবেই শীঘ্র সম্পন্ন হয়।৬৫

আপনার উদ্‌যোগ, রাবণের মিথ্যাচার, বালিবধ এবং সুগ্রীবের অভিষেক—এইসব সংবাদ শুনিয়া রাজ্য প্রার্থনায় বুদ্ধিপূর্ব্বক আপনার কাছে আসিয়াছে। এইরূপ চিন্তা করত ইহাকে (বিভীষণকে) গ্রহণ করা যাইতে পারে। বুদ্ধিমান্ শ্রেষ্ঠ শ্রীরাম! এই রাক্ষসের সরলতা বিষয়ে যথাশক্তি আমি যাহা নিবেদন করিলাম, তাহা শ্রবণ করিয়া অবশিষ্ট তুমিই নির্দ্ধারণ কর।৬৬-৬৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত

অষ্টাদশঃ সর্গঃ

অনুবাদকঃ—পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীরঘুনাথকাব্য-ব্যাকরণতীর্থঃ

[ভগবতঃ শ্রীরামচন্দ্রস্য শরণাগতরক্ষণমহত্ত্ববর্ণনম্, স্বীয়ব্রতবর্ণনপূর্ব্বকং বিভীষণেন সহ মিলনঞ্চ।]

অথ রামঃ প্রসন্নাত্মা শ্রুত্বা বায়ুসুতস্য হ।
প্রত্যভাষত দুর্দ্ধর্ষঃ শ্রুতবানাত্মনি স্থিতম্ ॥১
মমাপি চ বিবক্ষাস্তি কাচিৎ প্রতি বিভীষণম্।
শ্রোতুমিচ্ছামি তৎসর্বং ভবদ্ভিঃ শ্রেয়সি স্থিতৈঃ ॥২
মিত্রভাবেন সম্প্রাপ্তং ন ত্যজেয়ং কথঞ্চন।
দোষো যদ্যপি তস্য স্যাৎ সতামেতদগর্হিতম্ ॥৩
সুগ্রীবস্ত্বথ তদ্বাক্যমাভাষ্য চ বিমৃশ্য চ।
ততঃ শুভতরং বাক্যমুবাচ হরিপুঙ্গবঃ ॥৪
স দুষ্টো বাপ্যদুষ্টো বা কিমেষ রজনীচরঃ।
ঈদৃশং ব্যসনং প্রাপ্তং ভ্রাতরং যঃ পরিত্যজেৎ ॥৫
কো নাম স ভবেত্তস্য যমেষ ন পরিত্যজেৎ।
বানরাধিপতের্বাক্যং শ্রুত্বা সর্বানুদীক্ষ্য তু ॥৬
ঈষদুৎস্ময়মানস্তু লক্ষ্মণং পুণ্যলক্ষণম্।
ইতি হোবাচ কাকুৎস্থো বাক্যং সত্যপরাক্রমঃ ॥৭
অনধীত্য চ শাস্ত্রাণি বৃদ্ধাননুপসেব্য চ।
ন শক্যমীদৃশং বক্তুং যদুবাচ হরীশ্বরঃ ॥৮
অস্তি সূক্ষ্মতরং কিঞ্চিদ্ যাথাত্র প্রতিভাতি মা।
প্রত্যক্ষং লৌকিকং চাপি বর্ত্ততে সর্বরাজসু ॥৯
অমিত্রাস্তৎকুলীনাশ্চ প্রাতিদেশ্যাশ্চ কীর্ত্তিতাঃ।
ব্যসনেষু প্রহর্ত্তারস্তস্মাদয়মিহাগতঃ ॥১০

অষ্টাদশ সর্গ

[ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত রক্ষার মহত্ত্ব এবং স্বীয় ব্রতের বর্ণনপূর্ব্বক বিভীষণের সহিত মিলন।]

তদনন্তর বায়ুপুত্র হনুমানের মুখে স্ব অভিমত বাক্য শ্রবণ করত (শত্রুগণের) দুর্দ্ধর্ষ শ্রীরাম প্রসন্নচিত্তে বলিলেন। মিত্রগণ! বিভীষণবিষয়ে আমারও কিছু বক্তব্য আছে। আপনারা আমার হিতাকাঙ্ক্ষী, অতএব আমার মনোভাব আপনাদের জানা ভাল।১-২

মিত্রভাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহাকে কোনমতেই ত্যাগ করিতে পারি না। যদিও ইহার কোন দোষ থাকে, তথাপি দোষীকে আশ্রয়দান সৎপুরুষনিন্দিত কর্ম্ম নহে।৩

কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব শ্রীরামের এই কথা শুনিয়া এ বিষয়ে বিচার করত শুভতর বাক্য বলিল।৪

প্রভো! এই নিশাচর দুষ্ট হউক আর নাই হউক তাহাতে কি? যে ঈদৃশ বিপদাপন্ন ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহার এমন কে আত্মীয় হইতে পারে যাহাকে সে পরিত্যাগ করিবে না? ৫

বানররাজ সুগ্রীবের এই কথা শ্রবণ করত সত্যপরাক্রম কাকুৎস্থ সকলের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্যসহকারে পুণ্যলক্ষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন।৬-৭

লক্ষ্মণ! বানররাজ সুগ্রীব এখন যাহা বলিলেন, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বৃদ্ধসেবা-ব্যতীত এইরূপ কথা কেহ বলিতে পারে না।৮

সুগ্রীব! ভ্রাতৃত্যাগবিষয়ে আরও সূক্ষ্মতর কারণ আছে বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। সকলরাজগণেতেই যাহা (জ্ঞাতিভীতি) লৌকিকভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।৯

রাজার শত্রু দুই প্রকার—জ্ঞাতি ও নিকটস্থদেশবাসী। বিপদ উপস্থিত হইলে রাজগণ তাহাদিগকে প্রহার করেন, সেই ভয়ে বিভীষণ এখানে আসিয়াছে।১০

অপাপাস্তৎকুলীনাশ্চ মানয়ন্তি স্বকান্ হিতান্।
এষ প্রায়ো নরেন্দ্রাণাং শঙ্কনীয়স্তু শোভনঃ ॥১১

যস্তু দোষস্ত্বয়া প্রোক্তো হ্যাদানেঽরিবলস্য চ।
তত্র তে কীর্ত্তয়িষ্যামি যথাশাস্ত্রমিদং শৃণু ॥১২

ন বয়ং তৎকুলীনাশ্চ রাজকাঙ্ক্ষী চ রাক্ষসঃ।
পণ্ডিতা হি ভবিষ্যন্তি তস্মাদ্ গ্রাহ্যো বিভীষণঃ ॥১৩

অব্যগ্রাশ্চ প্রহৃষ্টাশ্চ তে ভবিষ্যন্তি সঙ্গতাঃ।
প্রণাদশ্চ মহানেষোঽন্যোন্যস্য ভয়মাগতম্ ॥
ইতি ভেদং গমিষ্যন্তি তস্মাৎ প্রাপ্তো বিভীষণঃ ॥১৪

ন সর্ব্বে ভ্রাতরস্তাত ভবন্তি ভরতোপমাঃ।
মদ্বিধা বা পিতুঃ পুত্রাঃ সুহৃদো বা ভবদ্বিধাঃ ॥১৫

এবমুক্তস্তু রামেণ সুগ্রীবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
উত্থায়েদং মহাপ্রাজ্ঞঃ প্রণতো বাক্যমব্রবীৎ ॥১৬

রাবণেন প্রণিহিতং তমবেহি নিশাচরম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে ক্ষমং ক্ষমবতাং বর ॥১৭

রাক্ষসো জিহ্ময়া বুদ্ধ্যা সন্দিষ্টোঽয়মিহাগতঃ।
প্রহর্ত্তুং ত্বয়ি বিশ্বস্তে বিশ্বস্তে ময়ি বানঘ ॥১৮

লক্ষ্মণে বা মহাবাহো স বধ্যঃ সচিবৈঃ সহ।
রাবণস্য নৃশংসস্য ভ্রাতা হ্যেষ বিভীষণঃ ॥১৯

এবমুক্ত্বা রঘুশ্রেষ্ঠং সুগ্রীবো বাহিনীপতিঃ।
বাক্যজ্ঞো বাক্যকুশলং ততো মৌনমুপাগমৎ ॥২০

স সুগ্রীবস্য তদ্বাক্যং রামঃ শ্রুত্বা বিমৃশ্য চ।
ততঃ শুভতরং বাক্যমুবাচ হরিপুঙ্গবম্ ॥২১

স দুষ্টো বাপ্যদুষ্টো বা কিমেষ রজনীচরঃ।
সূক্ষ্মমপ্যহিতং কর্ত্তুং মম শক্তঃ কথঞ্চন ॥২২

পিশাচান্ দানবান্ যক্ষান্ পৃথিব্যাং চৈব রাক্ষসান্।
অঙ্গুল্যগ্রেণ তান্ হন্যামিচ্ছন্ হরিগণেশ্বরঃ ॥২৩

যাহাদের মনে পাপ নাই এবং এক কুলোৎপন্ন, নিজ কুটুম্বগণের হিতৈষী হইলেও এইরূপ স্বজাতীয়গণকেও রাজা ভয় করিয়া থাকে*।১১

শত্রুপক্ষীয় সৈন্যসংগ্রহে যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছ, তোমাকে এই বিষয়ে যথাশাস্ত্র উত্তর দিতেছি—শ্রবণ কর।১২

আমরা তাহার কুটুম্ব নহি; রাক্ষসও (বিভীষণও) রাজ্যাভিলাষী, রাক্ষসগণ পণ্ডিতও হইয়া থাকে, অতএব বিভীষণকে গ্রহণ করা সমীচীন †।১৩

বিভীষণ আমাদের সহিত মিলিত হইলে নিশ্চিন্ত ও প্রসন্ন হইবে। শরণাগতির প্রবলতা দেখিয়া মনে হইতেছে পরস্পরের (রাবণ-বিভীষণের) মধ্যে ভয় উৎপন্ন হইয়াছে। এইজন্যই ভেদ দেখা যাইতেছে, অতএব বিভীষণকে গ্রহণ করা যাইতে পারে।১৪

তাত! সংসারে সকল ভ্রাতাই ভরত নয়, পিতার সকল পুত্রই মাদৃশ নহে, আর সকল বন্ধুই তোমার (সুগ্রীবের) মত নয়।১৫

শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ বলিলে সলক্ষ্মণ মহাবুদ্ধিমান্ সুগ্রীব উত্থিত হইয়া প্রণাম করত এই কথা বলিল।১৬

উচিত কার্য্যসম্পাদকশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম! তাহাকে রাবণ প্রেরিত বলিয়া জানিবেন, তাহাকে নিগ্রহ করাই উচিত বলিয়া আমার মনে হয়।১৭

হে অনঘ! এই কুটিল-বুদ্ধি রাক্ষস রাবণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমাদিগের বিশ্বাস উৎপাদন পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে আপনার, আমার অথবা লক্ষ্মণের বিনাশ-সাধন করিবার নিমিত্তই এস্থানে আসিয়াছে। অতএব নৃশংস রাবণের ভ্রাতা এই বিভীষণকে সচিবগণের সহিত বিনাশ করাই কর্ত্তব্য। বাক্যবিৎ সেনাপতি সুগ্রীব বাক্য-বিশারদ রঘুনন্দন রামকে এই কথা বলিয়াই মৌনাবলম্বন করিল।১৮-২০

রাম সুগ্রীবের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত বানররাজকে এই কল্যাণপ্রদ বাক্য বলিলেন,—সুগ্রীব! এই রাক্ষস বিভীষণ দুষ্টই হউক আর

* বিপদগ্রস্ত ভ্রাতৃত্যাগরূপ দোষ খণ্ডিত হইল।

† 'কুটুম্ব নহি' ইহাদ্বারা প্রহার ভয় এবং 'রাজ্যাভিলাষী' ইহা দ্বারা পরিত্যাগ-ভয় খণ্ডিত হইল।

শ্রূয়তে হি কপোতেন শত্রুঃ শরণমাগতঃ।
অর্চিতশ্চ যথান্যায়ং স্বৈশ্চ মাংসৈর্নিমন্ত্রিতঃ ॥২৪
স হি তং প্রতিজগ্রাহ ভার্যাহর্তারমাগতম্।
কপোতো বানরশ্রেষ্ঠ কিং পুনর্মদ্বিধো জনঃ ॥২৫
ঋষেঃ কণ্বস্য পুত্রেণ কণ্ডুনা পরমর্ষিণা।
শৃণু গাথা পুরা গীতা ধর্মিষ্ঠা সত্যবাদিনা ॥২৬
বদ্ধাঞ্জলিপুটং দীনং যাচন্তং শরণাগতম্।
ন হন্যাদানৃশংস্যার্থমপি শত্রুং পরন্তপ ॥২৭
আর্ত্তো বা যদি বা দৃপ্তঃ পরেষাং শরণং গতঃ।
অরিঃ প্রাণান্ পরিত্যজ্য রক্ষিতব্যঃ কৃতাত্মনা ॥২৮
ন চেদ্ভয়াদ্ বা মোহাদ্ বা কামাদ্ বাপি ন রক্ষতি।
স্বয়া শক্ত্যা যথান্যায়ং তৎপাপং লোকগর্হিতম্ ॥২৯
বিনষ্টঃ পশ্যতস্তস্য রক্ষিণঃ শরণং গতঃ।
আদায় সুকৃতং তস্য সর্বং গচ্ছেদরক্ষিতঃ ॥৩০
এবং দোষো মহানত্র প্রপন্না নামরক্ষণে।
অস্বর্গ্যং চাযশস্যঞ্চ বলবীর্য্যবিনাশনম্ ॥৩১
করিষ্যামি যথার্থং তু কণ্ডোর্বচনমুত্তমম্।
ধর্মিষ্ঠঞ্চ যশস্যঞ্চ স্বর্গ্যং স্যাত্তু ফলোদয়ে ॥৩২
সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥৩৩
আনয়ৈনং হরিশ্রেষ্ঠ দত্তমস্যাভয়ং ময়া।
বিভীষণো বা সুগ্রীব যদি বা রাবণঃ স্বয়ম্ ॥৩৪
রামস্য তু বচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবঃ প্লবগেশ্বরঃ।
প্রত্যভাষত কাকুৎস্থং সৌহার্দেনাভিপূরিতঃ ॥৩৫

সচ্চরিত্রই হউক, আমার অণুমাত্র অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। কপীশ্বর! সামান্য বিভীষণের কথা দূরে থাকুক, আমি ইচ্ছা করিলে ক্ষণকাল মধ্যেই পৃথিবীস্থ তাবৎ পিশাচ, দানব, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারাই নিহত করিতে পারি।২১-২৩

(শরণাগতের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে একটি ইতিহাস শ্রবণ কর।) শুনিয়াছি, কোন সময়ে একজন ব্যাধ কপোতের আবাসভূত এক বৃক্ষের নিম্নভাগে উপস্থিত হয়। কপোত সেই স্বপত্নী কপোতীর অপহারক শত্রুকেও স্বাশ্রয়াগত ও শীতার্ত্ত দর্শন করিয়া অগ্নি আনয়ন পূর্ব্বক শীত নিবারণ করত সাধ্যানুসারে তাহার সেবা করিল এবং তদনন্তর স্বীয় মাংস দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করিতেও অনুরোধ করিল। হে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব! যখন ঐ কপোত ভার্য্যাহন্তা শরণাগত শত্রুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন না করিয়া বরং যথাবিধি সৎকারই করিয়াছে, তখন আমি ক্ষত্রিয় হইয়া কি প্রকারে শরণাগত শত্রুর প্রতি অনাদর প্রকাশ করিব? ২৪-২৫

হে সুগ্রীব! এতদ্বিষয়ে মহর্ষি কণ্বের পুত্র সত্যবাদী মহর্ষি কণ্ডু যে কয়েকটী ধর্ম্মসঙ্গত গাথা গান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। শরণাগত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দীনভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে আশ্রিত রক্ষণরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালনের অনুরোধে তাঁদৃশ শত্রুকেও বিনাশ করিবে না। শত্রু আর্ত্তই হউক অথবা দৃপ্তই হউক, কাতরভাবে শত্রুর শরণাগত হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়াও তাহাকে রক্ষা করা ধর্ম্মাত্মার কর্ত্তব্য। আর যদি কোন ব্যক্তি ভয়, মোহ অথবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই হউক শক্ত্যনুসারে যথাবিধি তাহাকে রক্ষা না করে, তাহা হইলে সে পাপগ্রস্ত হইয়া জনসমাজে নিন্দিত হয়।২৬-২৯

এইরূপ আশ্রিত ব্যক্তিকে রক্ষা না করিলে যদ্যপি সে কোনরূপে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে অরক্ষিত হইয়া নিহত সেই ব্যক্তি তদীয় সুকৃতের ফলভাগী হইয়া স্বর্গে গমন করে। সুগ্রীব! শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা না করিলে এইরূপ মহাদোষ হয় জানিবে এবং উহাতে অতিশয় অযশ, বলবীর্য্যনাশ ও স্বর্গগমনের সুকৃতিও বিলুপ্ত হইয়া থাকে। অতএব আমি সেই মহর্ষি কণ্ডুর ধর্ম্মসঙ্গত, যশোবর্দ্ধন ও স্বর্গপ্রাপক সদুপদেশ-বাক্য-সকল যথাবৎ প্রতিপালন করিব; তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হইবে।৩০-৩২

'আমি আপনার শরণাগত হইলাম' এই

কিমত্র চিত্রং ধর্মজ্ঞ লোকনাথশিখামণে।
যত্ত্বমার্য্যং প্রভাষেথাঃ সত্ত্ববান্ সৎপথে স্থিতঃ ॥৩৬
মম চাপ্যন্তরাত্মাহয়ং শুদ্ধং বেত্তি বিভীষণম্।
অনুমানাচ্চ ভাবাচ্চ সর্বতঃ সুপরীক্ষিতঃ ॥৩৭
তস্মাৎ ক্ষিপ্রং সহাস্মাভিস্তুল্যো ভবতু রাঘব।
বিভীষণো মহাপ্রাজ্ঞঃ সখিত্বং চাভ্যুপৈতু নঃ ॥৩৮

ততস্তু সুগ্রীববচো নিশম্য ত-
দ্ধরীশ্বরেণাভিহিতং নরেশ্বরঃ।
বিভীষণেনাশু জগাম সঙ্গমং
পতত্ত্রিরাজেন যথা পুরন্দরঃ ॥৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥

কথা একবার মাত্র বলিয়া যে আমার আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাহাকে সকল প্রাণী হইতে অভয় দান করি,—ইহা আমার ব্রত (প্রধান সঙ্কল্প)। হে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব! এ ব্যক্তি যদ্যপি বিভীষণ বা স্বয়ং রাবণই হয়, তথাপি আমি অভয় প্রদান করিতেছি; তুমি শীঘ্র তাহাকে আমার নিকটে আনয়ন কর। বানররাজ সুগ্রীব, কাকুৎস্থ রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া সৌহার্দ্দভাবে পরিপূরিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন,—হে লোকনাথ! হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি বীর্য্যবান্ ও রাজসমূহের শিরোমণি-স্বরূপ; সুতরাং সৎপথাবলম্বন পূর্ব্বক যে, এরূপ কল্যাণ-জনক আদেশ প্রদান করিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? পরম চতুর হনুমান্,—ভাব, রূপ ও অনুমান দ্বারা বিভীষণের চরিত্র পরীক্ষা করায় এবং আপনার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করায়, আমার অন্তরাত্মাও এখন বিভীষণকে বিশুদ্ধস্বভাব বলিয়া বোধ করিতেছে। অতএব হে রঘুনন্দন! মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ আমাদের তুল্য হউক এবং ত্বরায় আমাদিগের সহিত তাহার মিত্রতা সংস্থাপিত হউক। তদনন্তর নরেন্দ্র রাম সুগ্রীবের কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবেন্দ্র যেরূপ পক্ষিরাজ গরুড়ের সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ত্বরায় রাক্ষসরাজ বিভীষণের সহিত মিলিত হইলেন।৩৩-৩৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনবিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামচরণে বিভীষণস্য শরণগ্রহণম্, রামপৃষ্টেন বিভীষণেন রাবণস্য শক্তেঃ পরিচয়দানম্, রাবণবধ-প্রতিজ্ঞাপূর্বকং শ্রীরামেণ লঙ্কারাজ্যে বিভীষণস্যাভিষেচনম্, সমুদ্রতীরে আবাসস্থাপনঞ্চ ।]

রাঘবেণাভয়ে দত্তে সন্নতো রাবণানুজঃ ।
বিভীষণো মহাপ্রাজ্ঞো ভূমিং সমবলোকয়ৎ ॥১
উৎপপাতাবনিং হৃষ্টো ভক্তৈরনুচরৈঃ সহ ।
স তু রামস্য ধর্মাত্মা নিপপাত বিভীষণঃ ॥২
পাদয়োর্নিপপাতাথ চতুর্ভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ ।
অব্রবীচ্চ তদা বাক্যং রামং প্রতি বিভীষণঃ ॥৩
ধর্মযুক্তঞ্চ যুক্তঞ্চ সাম্প্রতং সম্প্রহর্ষণম্ ।
অনুজো রাবণস্যাহং তেন চাস্ম্যবমানিতঃ ॥৪
ভবন্তং সর্বভূতানাং শরণ্যং শরণং গতঃ ।
পরিত্যক্তা ময়া লঙ্কা মিত্রাণি চ ধনানি চ ॥৫
ভবদ্গতং হি মে রাজ্যং জীবিতঞ্চ সুখানি চ ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রামো বচনমব্রবীৎ ॥৬
বচসা সান্ত্বয়িত্বৈনং লোচনাভ্যাং পিবন্নিব ।
আখ্যাহি মম তত্ত্বেন রাক্ষসানাং বলাবলম্ ॥৭
এবমুক্তং তদা রক্ষো রামেণাক্লিষ্টকর্মণা ।
রাবণস্য বলং সর্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥৮
অবধ্যঃ সর্বভূতানাং গন্ধর্বোরগপক্ষিণাম্ ।
রাজপুত্র দশগ্রীবো বরদানাৎ স্বয়ম্ভুবঃ ॥৯
রাবণানন্তরো ভ্রাতা মম জ্যেষ্ঠশ্চ বীর্য্যবান্ ।
কুম্ভকর্ণো মহাতেজাঃ শক্রপ্রতিবলো যুধি ॥১০
রামসেনাপতিস্তস্য প্রহস্তো যদি তে শ্রুতঃ ।
কৈলাসে যেন সমরে মণিভদ্রঃ পরাজিতঃ ॥১১
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণস্ত্ববধ্যকবচো যুধি ।
ধনুরাদায় যস্তিষ্ঠন্নদৃশ্যো ভবতীন্দ্রজিৎ ॥১২

ঊনবিংশ সর্গ

[শ্রীরামের চরণে বিভীষণের শরণগ্রহণ, রামের দ্বারা জিজ্ঞাসিত বিভীষণ কর্তৃক রাবণের শক্তির পরিচয় দান, রাবণ বধের প্রতিজ্ঞা পূর্বক শ্রীরাম কর্তৃক লঙ্কারাজ্যে বিভীষণের অভিষেক এবং সমুদ্রতীরে নিবাস স্থাপন ।]

রঘুনন্দন রাম এইরূপে অভয় প্রদান করিলে রাবণানুজ মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করত অবরোহণ করিবার বাসনায় পৃথিবীতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এবং হৃষ্টান্তঃকরণে সচিবগণের সহিত আকাশমার্গ হইতে ভূমিতলে অবরোহণ করিয়া রামের সন্নিকটে উপস্থিত হইল। অনন্তর অপর রাক্ষসচতুষ্টয়ের সহিত তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া ধর্ম্ম ও যুক্তিসঙ্গত এবং প্রীতিকর এই বাক্য বলিল,—আমি রাবণের অনুজ সহোদর, তৎকর্তৃক অবমানিত হইয়া লঙ্কা, মিত্র ও ধনাদি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক আপনাকে সর্ববভূতের শরণ্য দর্শন করিয়া আপনার শরণাগত হইলাম। সম্প্রতি আমার প্রাণ, সুখ ও রাজ্যলাভ সমস্তই আপনার অধীন। রাম বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল নয়নে অবলোকনপূর্বক মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—বিভীষণ! তুমি রাক্ষসগণের বলাবল সমস্ত আমার নিকট প্রকৃতরূপে বর্ণনা কর ।১-৭

অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম এই কথা বলিলে রাক্ষস বিভীষণ রাবণের সম্পূর্ণ বল বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল,—হে রাজনন্দন! ব্রহ্মার বরদানপ্রভাবে দশানন গন্ধর্ব্ব, নাগ এবং পক্ষী প্রভৃতি সকল ভূতেরই অবধ্য। যুদ্ধে দেবরাজের সদৃশ বলবান্, রাবণের কনিষ্ঠ, বীর্য্যবান্ ও মহাতেজস্বী কুম্ভকর্ণ নামক আমার এক জ্যেষ্ঠ সহোদর আছেন। হে রঘুনন্দন! শুনিয়া থাকিবেন,—কৈলাসপর্বতে যুদ্ধেতে যে মণিভদ্রকেও

সংগ্রামে সুমহদ্‌ব্যূহে তর্পয়িত্বা হুতাশনম্ ।
অন্তর্ধানগতঃ শ্রীমাণিন্দ্রজিদ্ধন্তি রাঘব ॥১৩
মহোদর-মহাপার্শ্বৌ রাক্ষসশ্চাপ্যকম্পনঃ ।
অনীকপাস্তু তস্যৈতে লোকপালসমা যুধি ॥১৪
দশকোটি সহস্রাণি রক্ষসাং কামরূপিণাম্ ।
মাংসশোণিতভক্ষ্যাণাং লঙ্কাপুরনিবাসিনাম্ ॥১৫
স তৈস্তু সহিতো রাজা লোকপালানযোধয়ৎ ।
সহ দেবৈস্তু তে ভগ্না রাবণেন দুরাত্মনা ॥১৬
বিভীষণস্য তু বচস্তচ্ছ্রুত্বা রঘুসত্তমঃ ।
অন্বীক্ষ্য মনসা সর্বমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৭
যানি কর্মাপদানানি রাবণস্য বিভীষণ ।
আখ্যাতানি চ তত্ত্বেন হ্যবগচ্ছামি তান্যহম্ ॥১৮
অহং হত্বা দশগ্রীবং সপ্রহস্তং সহাত্মজম্ ।
রাজানং ত্বাং করিষ্যামি সত্যমেতচ্ছৃণোতু মে ॥১৯
রসাতলং বা প্রবিশেৎ পাতালং বাপি রাবণঃ ।
পিতামহসকাশং বা ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যতে ॥২০
অহত্বা রাবণং সংখ্যে সপুত্র-জন-বান্ধবম্ ।
অযোধ্যাং ন প্রবেক্ষ্যামি ত্রিভিস্তৈর্ভ্রাতৃভিঃ শপে ॥২১
শ্রুত্বা তু বচনং তস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ ।
শিরসাবন্দ্য ধর্মাত্মা বক্তুমেব প্রচক্রমে ॥২২
রাক্ষসানাং বধে সাহ্যং লঙ্কায়াশ্চ প্রধর্ষণে ।
করিষ্যামি যথাপ্রাণং প্রবেক্ষ্যামি চ বাহিনীম্ ॥২৩
ইতি ব্রুবাণং রামস্তু পরিষ্বজ্য বিভীষণম্ ।
অব্রবীল্লক্ষ্মণং প্রীতঃ সমুদ্রাজ্জলমানয় ॥২৪
তেন চেমং মহাপ্রাজ্ঞমভিষিঞ্চ বিভীষণম্ ।
রাজানং রক্ষসাং ক্ষিপ্রং প্রসন্নে ময়ি মানদ ॥২৫
এবমুক্তস্তু সৌমিত্রিরভ্যষিঞ্চদ্ বিভীষণম্ ।
মধ্যে বানরমুখ্যানাং রাজানং রাজশাসনাৎ ॥২৬

পরাজিত করিয়াছিল, সেই প্রহস্ত রাবণের সেনাপতি; ইন্দ্রজিৎ কবচবিহীন হইয়াও অঙ্গুলিত্রাণমাত্র ধারণ করিয়াই ধনুর্ব্বাণহস্তে রণভূমিতে অবস্থান করে এবং ইচ্ছামত অদৃশ্যও হইতে পারে। হে রাঘব! ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ দ্বারা হুতাশনের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক সুমহৎ ব্যূহ-বিশিষ্ট রণভূমিতে অদৃশ্য হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে শত্রু-গণকে সংহার করিয়া থাকে। যুদ্ধে লোকপালগণের ন্যায় বিক্রমশালী মহোদর, মহাপার্শ্ব ও অকম্পন প্রভৃতি রাক্ষসগণ তাঁহার সেনাপতি। দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ কামরূপী, মাংসশোণিতাশী, লঙ্কানিবাসী দশ সহস্র কোটি রাক্ষস-সেনায় পরিবৃত হইয়া লোকপালগণের সহিত যুদ্ধ করত দেবগণের সহিত তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়াছে।৮-১৬

রঘুসত্তম রাম বিভীষণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে সমস্ত পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন,—বিভীষণ! তুমি রাবণের বলবীর্য্যাদির বিষয় যাহা বলিলে, সমস্তই সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে।১৭-১৮

তুমি নিশ্চয় জানিবে, আমি প্রহস্ত ও ইন্দ্রজিতের সহিত রাবণকে বিনাশ করিয়া তোমাকে রাজা করিব। রাবণ যদ্যপি রসাতল, পাতাল অথবা ব্রহ্মার আলয়ে প্রবেশ করে, তথাপি জীবিত অবস্থায় আমার নিকট হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। আমি লক্ষ্মণাদি ভ্রাতৃত্রয়ের শপথ করিয়া বলিতেছি, পুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত রাবণকে বিনাশ না করিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিব না।১৯-২১

ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনম্র-মস্তকে তাঁহার চরণযুগল বন্দনাপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিল,—আমি সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রাক্ষসগণের বধ ও লঙ্কার প্রধর্ষণ বিষয়ে যথাশক্তি আপনাদের সাহায্য করিব। বিভীষণ এই কথা বলিলে রাম প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত লক্ষ্মণকে বলিলেন,—হে মানদ! আমি বিভীষণের প্রতি প্রীত হইয়াছি, অতএব তুমি শীঘ্র সমুদ্র হইতে জল আনয়ন করিয়া এই মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণকে রাক্ষস-রাজ্যে অভিষিক্ত কর।২২-২৫

এইরূপ আজ্ঞা হইলে সুমিত্রানন্দন মুখ্য মুখ্য বানর-

তং প্রসাদং তু রামস্য দৃষ্ট্বা সদ্যঃ প্লবঙ্গমাঃ।
প্রচুক্রুশুর্মহাত্মানং সাধু সাধ্বিতি চাব্রুবন্ ॥২৭

অব্রবীচ্চ হনূমাংশ্চ সুগ্রীবশ্চ বিভীষণম্।
কথং সাগরমক্ষোভ্যং তরাম বরুণালয়ম্ ॥
সৈন্যৈঃ পরিবৃতাঃ সর্বে বানরাণাং মহৌজসাম্ ॥২৮

উপায়ৈরভিগচ্ছাম যথা নদ-নদীপতিম্।
তরাম তরসা সর্বে সসৈন্যা বরুণালয়ম্ ॥২৯

এবমুক্তস্তু ধর্মাত্মা প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ।
সমুদ্রং রাঘবো রাজা শরণং গন্তুমর্হতি ॥৩০

খানিতঃ সগরেণায়মপ্রমেয়ো মহোদধিঃ।
কর্তুমর্হতি রামস্য জ্ঞাতেঃ কার্য্যং মহোদধিঃ ॥৩১

এবং বিভীষণেনোক্তং রাক্ষসেন বিপশ্চিতা।
আজগামাথ সুগ্রীবো যত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ ॥৩২

ততশ্চাখ্যাতুমারেভে বিভীষণবচঃ শুভম্।
সুগ্রীবো বিপুলগ্রীবঃ সাগরস্যোপবেশনম্ ॥৩৩

প্রকৃত্যা ধর্মশীলস্য রামস্যাস্যাপ্যরোচত।
সলক্ষ্মণং মহাতেজাঃ সুগ্রীবঞ্চ হরীশ্বরম্ ॥৩৪

সৎক্রিয়ার্থং ক্রিয়াদক্ষং স্মিতপূর্বমভাষত।
বিভীষণস্য মন্ত্রোঽয়ং মম লক্ষ্মণ রোচতে ॥৩৫

সুগ্রীবঃ পণ্ডিতো নিত্যং ভবান্ মন্ত্রবিচক্ষণঃ।
উভাভ্যাং সম্প্রধার্য্যার্থং রোচতে যৎ তদুচ্যতাম্ ॥৩৬

এবমুক্তৌ ততো বীরাবুভৌ সুগ্রীব-লক্ষ্মণৌ।
সমুদাচারসংযুক্তমিদং বচনমূচতুঃ ॥৩৭

কিমর্থং নৌ নরব্যাঘ্র ন রোচিষ্যতি রাঘব।
বিভীষণেন যৎ তুক্তমস্মিন্ কালে সুখাবহম্ ॥৩৮

অবদ্ধ্বা সাগরে সেতুং ঘোরেঽস্মিন্ বরুণালয়ে।
লঙ্কা নাসাদিতুং শক্যা সেন্দ্রেরপি সুরাসুরৈঃ ॥৩৯

গণের সম্মুখে বিভীষণকে রাক্ষস রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।২৬

শ্রীরামের সদ্য সেই প্রসাদ (অনুগ্রহ) দেখিয়া বানরগণ হর্ষধ্বনি করত মহাত্মাকে (শ্রীরামকে) 'সাধু সাধু' বলিতে লাগিল।২৭

তদনন্তর সুগ্রীব ও হনুমান্ বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিল—আমরা মহাবলী বানরসেনাগণের সহিত কিরূপে অক্ষোভ্য বরুণালয় সমুদ্রের পরপারে গমন করিব? ২৮

যে উপায়ে আমরা সসৈন্যে নদ-নদীপতি বরুণালয় সমুদ্র শীঘ্র পার হইতে পারি, তাহা চিন্তা করুন।২৯

তাহারা এইরূপ বলিলে ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ বলিল—'রাজা রামকে সমুদ্রের শরণ লইতে হইবে'।৩০

এই অপার সমুদ্র সগর কর্তৃক খাত হইয়াছিল, অতএব জ্ঞাতি শ্রীরামের কার্য্য সাগরের করা কর্ত্তব্য।৩১

বিদ্বান্ রাক্ষস বিভীষণ এইরূপ বলিলে লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরাম যেস্থানে অবস্থান করিতেছেন, সুগ্রীব সেস্থানে আসিয়া মিলিত হইল।৩২

তদনন্তর বিশালগ্রীব সুগ্রীব বিভীষণকথিত সাগর উপাসনা বিষয়ক অর্থাৎ সাগরের নিকট হত্যা (ধরণা) দেওয়ার শুভ কথা বলিতে আরম্ভ করিল।৩৩

ধার্মিক প্রকৃতি শ্রীরাম তাহা অনুমোদন করিলেন। মহাতেজস্বী শ্রীরাম স্মিতহাস্য পূর্বক কার্যদক্ষ সলক্ষ্মণ সুগ্রীবকে বিভীষণের সৎকারের জন্য বলিলেন—লক্ষ্মণ! বিভীষণের পরামর্শ আমার ভাল মনে হইতেছে।৩৪-৩৫

সুগ্রীব রাজনীতিজ্ঞ, তুমিও নিত্য মন্ত্র-বিচক্ষণ। তোমরা দুইজনে বিচার করিয়া করণীয় নির্দেশ দাও।৩৬

এইরূপ কথিত হইলে তদনন্তর সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ সমাদর পূর্বক এইকথা বলিলেন।৩৭

পুরুষব্যাঘ্র রাঘব! অধুনা বিভীষণ যে সুখাবহ কথা বলিয়াছে, তাহা আমাদের রুচিকর কেন না হইবে? ৩৮

এই ঘোর বরুণালয় সাগরে সেতু বন্ধন না করিয়া ইন্দ্রের সহিত সুরাসুরগণও লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করতে পারে না।৩৯

শূর বিভীষণের বাক্য সার্থক করুন। বিলম্বের

বিভীষণস্য শূরস্য যথার্থং ক্রিয়তাং বচঃ।
অলং কালাত্যয়ং কৃত্বা সাগরোঽয়ং নিযুজ্যতাম্॥
যথা সৈন্যেন গচ্ছাম পুরীং রাবণপালিতাম্॥৪০

প্রয়োজন নাই। সাগরকে অনুরোধ করুন—যাহাতে সসৈন্যে আপনি রাবণ-পালিতা পুরীতে গমন করিতে পারেন।৪০

এবমুক্তঃ কুশাস্তীর্ণে তীরে নদনদীপতেঃ।
সংবিবেশ তদা রামো বেদ্যামিব হুতাশনঃ॥৪১
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ঊনবিংশঃ সর্গঃ॥

এইকথা বলিলে শ্রীরাম নদ-নদীপতির তীরে কুশ আস্তরণ পূর্বক বেদিতে হুতাশনের (অগ্নির) ন্যায় উপবিষ্ট হইলেন।৪১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীতআদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশঃ সর্গঃ

[শার্দূলপরামর্শেন দূতপদে শুকং বৃত্বা সুগ্রীবসমীপে প্রেষণম্, বানরৈস্তস্য দুর্দশায়াঃ কারণবর্ণনম্, শ্রীরামকৃপয়া তৎসঙ্কটমোচনম্, রাবণমুদ্দিশ্য সুগ্রীবস্যোত্তরদানঞ্চ।]

ততো নিবিষ্টাং ধ্বজিনীং সুগ্রীবেণাভিপালিতাম্।
দদর্শ রাক্ষসোঽভ্যেত্য শার্দূলো নাম বীর্য্যবান্॥১
চারো রাক্ষসরাজস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
তাং দৃষ্ট্বা সর্বতোঽব্যগ্রাং প্রতিগম্য স রাক্ষসঃ॥২
আবিশ্য লঙ্কাং বেগেন রাজানমিদমব্রবীৎ।
এষ ইব বানরর্ক্ষৌঘো লঙ্কাং সমভিবর্ততে॥৩
অগাধশ্চাপ্রমেয়শ্চ দ্বিতীয় ইব সাগরঃ।
পুত্রৌ দশরথস্যেমৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ॥৪
উত্তমৌ রূপসম্পন্নৌ সীতায়াঃ পদমাগতৌ।
এতৌ সাগরমাসাদ্য সন্নিবিষ্টৌ মহাদ্যুতে॥৫
বলঞ্চাকাশমাবৃত্য সর্বতো দশযোজনম্।
তত্ত্বভূতং মহারাজ ক্ষিপ্রং বেদিতুমর্হসি॥৬
তব দূতা মহারাজ ক্ষিপ্রমর্হন্তি বেদিতুম্।
উপপ্রদানং সান্ত্বং বা ভেদো বাত্র প্রযুজ্যতাম্॥৭
শার্দূলস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।

বিংশ সর্গ

[শার্দূলের পরামর্শে শুককে দূত করিয়া সুগ্রীবের নিকট প্রেরণ, বানর দ্বারা উহার দুর্দশার কারণ বর্ণন, শ্রীরামকৃপায় সঙ্কট মোচন ও রাবণ উদ্দেশে সুগ্রীবের উত্তর।]

তদনন্তর দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণের চর শার্দূল নামক জনৈক মহাবলী রাক্ষস তথায় আসিয়া সাগর-তীরস্থ সুগ্রীবরক্ষিত সেই বানরসেনা দেখিয়া শীঘ্র লঙ্কাপুরী প্রত্যাগমন করত রাক্ষসরাজ রাবণকে বলিল। মহারাজ! দ্বিতীয় সাগরের ন্যায় অগাধ ও অসীম বানর ও ভল্লুক সেনা-প্রবাহ আসিয়া পড়িয়াছে। রাজা দশরথের দুই পুত্র শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ পরম রূপবান্ ও বীর দুই ভ্রাতা শ্রীসীতার উদ্ধারের জন্য আসিয়াছেন।

উবাচ সহসা ব্যগ্রঃ সম্প্রধার্য্যার্থমাত্মনঃ ॥
শুকং সাধু তদা রক্ষো বাক্যমর্থবিদাং বরম্ ॥৮
সুগ্রীবং ব্রূহি গত্বাশু রাজানং বচনান্মম।
যথা সন্দেশমক্লীবং শ্লক্ষ্ণয়া পরয়া গিরা ॥৯
ত্বং বৈ মহারাজকুলপ্রসূতো
মহাবলশ্চর্ক্ষরজঃসুতশ্চ।
ন কশ্চনার্থস্তব নাস্ত্যনর্থ-
স্তথাপি মে ভ্রাতৃসমো হরীশ ॥১০
অহং যদ্যহরং ভার্য্যাং রাজপুত্রস্য ধীমতঃ।
কিং তত্র তব সুগ্রীব কিষ্কিন্ধাং প্রতি গম্যতাম্ ॥১১
নহীয়ং হরিভির্লঙ্কা প্রাপ্তুং শক্যা কথঞ্চন।
দেবৈরপি সগন্ধর্বৈঃ কিং পুনর্নর-বানরৈঃ ॥১২
স তদা রাক্ষসেন্দ্রেণ সন্দিষ্টো রজনীচরঃ।
শুকো বিহঙ্গমো ভূত্বা তূর্ণমাপ্লুত্য চাম্বরম্ ॥১৩
স গত্বা দূরমধ্বানমুপর্য্যুপরি সাগরম্।
সংস্থিতো হ্যম্বরে বাক্যং সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ ॥১৪
সর্বমুক্তং যথাদিষ্টং রাবণেন দুরাত্মনা।
তৎ প্রাপয়ন্তং বচনং তূর্ণমাপ্লুত্য বানরাঃ ॥১৫
প্রাপদ্যন্ত তদা ক্ষিপ্রং লোপ্তুং হন্তুঞ্চ মুষ্টিভিঃ।
সর্বৈঃ প্লবঙ্গৈঃ প্রসভং নিগৃহীতো নিশাচরঃ ॥১৬
গগনাদ্ ভূতলে চাশু প্রতিগৃহ্যাবতারিতঃ।
বানরৈঃ পীড্যমানস্তু শুকো বচনমব্রবীৎ ॥১৭
ন দূতান্ ঘ্নন্তি কাকুৎস্থ বার্য্যন্তাং সাধু বানরাঃ।
যস্তু হিত্বা মতং ভর্ত্তুঃ স্বমতং সম্প্রধারয়েৎ ॥
অনুক্তবাদী দূতঃ সন্ স দূতো বধমর্হতি ১৮
শুকস্য বচনং রামঃ শ্রুত্বা তু পরিদেবিতম্।
উবাচ মাবধিষ্টেতি ঘ্নতঃ শাখামৃগর্ষভান্ ॥১৯

মহাতেজস্বী মহারাজ—এই দুই ভ্রাতা সাগর প্রাপ্ত হইয়া তীরে অবস্থিতি করিতেছেন। বানরসেনাসকল আকাশ ও সর্বদিকে দশযোজন ব্যাপিয়া আছে। আপনি শীঘ্র এই যথার্থ ঘটনা বিশেষভাবে জ্ঞাত হউন।১-৬

মহারাজ! আপনার দূতগণ সত্বর জানিতে সক্ষম—(দূত প্রেরণ করুন।) এইস্থলে সীতাপ্রত্যর্পণ, সন্ধি বা ভেদ কোন্‌টি প্রযোজ্য—তাহা বিবেচনা করুন।৭

শার্দূলের বাক্য শ্রবণ করত রাক্ষসেশ্বর রাবণ শীঘ্র আপন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ পূর্বক অর্থবেত্তৃগণের শ্রেষ্ঠ রাক্ষস শুককে এই উত্তম বাক্য বলিল।৮

(দূত!) আমার নির্দেশ অনুসারে তুমি সুগ্রীবের নিকট ক্ষিপ্র গমন করত নির্ভিকচিত্তে মধুর ও উত্তম বাক্যে আমার সন্দেশ বলিবে।৯

বানররাজ! তুমি মহারাজকুলে জন্মিয়াছ! ঋক্ষরজার পুত্র বলবান্ তোমাকে ভ্রাতার ন্যায় মনে করিয়া থাকি। আমার দ্বারা তোমার কোন লাভ বা লোকসান (অলাভ) হয় নাই।১০

সুগ্রীব! যদি আমি ধীমান্ রাজপুত্র রামের ভার্য্যা হরণ করিয়া থাকি, তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? অতএব কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাগমন কর।১১

আমার এই লঙ্কাপুরী বানরগণ কোন প্রকারেই আসিতে পারিবে না। দেবতা ও গন্ধর্বগণেরও লঙ্কা দুষ্প্রবেশ্য, নর-বানরের কথা আর কি বলিব? ১২

রাক্ষসরাজ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সেই রাক্ষস শুকপক্ষীর রূপ ধারণ করত সত্বর আকাশে উৎপতিত হইল। সে সাগরের উপর দিয়া দূর পথ গমন করত সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইল এবং আকাশে অবস্থান পূর্বক দুরাত্মা রাবণের আদেশানুসারে সব কথা সুগ্রীবকে বলিল। এই বাক্য শ্রবণ করত বানরগণ ক্ষিপ্রগতিতে আকাশে উৎপতিত হইয়া শুককে কেহ বা ছেদন, কেহ বা মুষ্টি প্রহারে বধ করিতে উদ্যত হইল। সকল বানরগণ কর্ত্তৃক এইরূপে ঐ রাক্ষস নিগৃহীত হইল।১৩-১৬

তারপর বানরগণ তাহাকে ধরিয়া আকাশ হইতে ভূতলে নামাইয়া আনিল। বানরগণ কর্ত্তৃক শুক পীড়িত হইয়া বলিতে লাগিল।১৭

কাকুৎস্থ! বানরগণকে নিবৃত্ত করুন—তাহারা দূতকে

স চ পত্ত্রলঘুর্ভূত্বা হরিভির্দর্শিতেঽভয়ে।
অন্তরিক্ষে স্থিতো ভূত্বা পুনর্বচনমব্রবীৎ ॥২০
সুগ্রীব সত্ত্বসম্পন্ন মহাবলপরাক্রম।
কিং ময়া খলু বক্তব্যো রাবণো লোকরাবণঃ ॥২১
স এবমুক্তঃ প্লবগাধিপস্তদা
প্লবঙ্গমানামৃষভো মহাবলঃ।
উবাচ বাক্যং রজনীচরস্য
চারং শুকং শুদ্ধমদীনসত্ত্বঃ ॥২২
ন মেঽসি মিত্রং ন তথানুকম্প্যো
ন চোপকর্তাসি ন মে প্রিয়োঽসি।
অরিশ্চ রামস্য সহানুবন্ধ-
স্ততোঽসি বালীব বধার্হবধ্যঃ ॥২৩
নিহন্ম্যহং ত্বাং সসুতং সবন্ধুং
সজ্ঞাতিবর্গং রজনীচরেশ।
লঙ্কাঞ্চ সর্বাং মহতা বলেন
সর্বৈঃ করিষ্যামি সমেত্য ভস্ম ॥২৪
ন মোক্ষ্যসে রাবণ রাঘবস্য
সুরৈঃ সহেন্দ্রৈরপি মূঢ় গুপ্তঃ।
অন্তর্হিতঃ সূর্য্যপথং গতোঽপি
তথৈব পাতালমনুপ্রবিষ্টঃ ॥
গিরীশপাদাম্বুজসঙ্গতো বা
হতোঽসি রামেণ সহানুজস্ত্বম্ ॥২৫
তস্য তে ত্রিষু লোকেষু ন পিশাচং ন রাক্ষসম্।
ত্রাতারং নানুপশ্যামি ন গন্ধর্বং ন চাসুরম্ ॥২৬
অবধীতস্ত্বং জরাবৃদ্ধং গৃধ্ররাজং জটায়ুষম্।
কিং নু তে রামসান্নিধ্যে সকাশে লক্ষ্মণস্য চ ॥
হৃতা সীতা বিশালাক্ষী যাং ত্বং গৃহ্য ন বুধ্যসে ॥২৭
মহাবলং মহাত্মানং দুরাধর্ষং সুরৈরপি।
ন বুধ্যসে রঘুশ্রেষ্ঠং যস্তে প্রাণান্ হরিষ্যতি ॥২৮
ততোঽব্রবীদ্ বালীসুতোঽপ্যঙ্গদো হরিসত্তমঃ।
নায়ং দূতো মহারাজ চারকঃ প্রতিভাতি মে ॥২৯

বধ করিতেছে। যে দূত প্রভুর মত ত্যাগ করত স্বমত ব্যক্ত করে, সেই অযুক্তবাদী দূত বধ্য।১৮

শুকের কথা ও বিলাপ শ্রবণ করিয়া শ্রীরাম প্রহার-কারী বানরগণকে বলিলেন—ইহাকে মারিও না।১৯

বানরগণের নিকট অভয় পাইয়া লঘুপত্র শুক আকাশে উত্থিত হইয়া পুনঃ বলিতে লাগিল।২০

সত্ত্বসম্পন্ন মহাবল পরাক্রম সুগ্রীব! লঙ্কায় প্রতিগমন করিয়া সেই লোকভয়ঙ্কর রাবণকে কি বলিব? বলুন।২১

এই কথা বলিলে কপিশ্রেষ্ঠ, মহাবলী ও উদার বানররাজ সুগ্রীব নিশাচররাজ রাবণের দূত শুককে বলিল।২২

(শুক! রাবণকে বলিবে) রাবণ! তুমি আমার মিত্র, দয়ার্হ, উপকারী বা প্রিয়ও নহ—তুমি শ্রীরামের শত্রু। অতএব পুত্রাদির সহিত তুমি বালির ন্যায় বধার্হ।২৩

নিশাচররাজ! পুত্র-জ্ঞাতি-বন্ধু-বান্ধব সহিত তোমাকে বধ করিব এবং বিপুল সৈন্যের সহিত লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া লঙ্কাপুরী ভস্মসাৎ করিব।২৪

যদ্যপি ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমাকে রক্ষা করে অথবা সূর্য্যপথে আত্মগোপন কর কিংবা পাতালে প্রবেশ বা গিরীশের (শিবের) পাদপদ্ম আশ্রয় কর, তথাপি শ্রীরামের হস্তে সহানুজ তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।২৫

ত্রিভুবনে পিশাচ, রাক্ষস, গন্ধর্ব ও অসুরগণের মধ্যে কাহাকে তোমার রক্ষক দেখিতেছি না।২৬

তুমি বৃদ্ধ গৃধ্ররাজ জটায়ুকে কেন বধ করিয়াছ? তুমি শ্রীরাম লক্ষ্মণের উপস্থিতে কেন সীতা হরণ কর নাই? সীতা হরণ করায় তোমার সমূহ বিপদ্ কি বুঝিতেছ না? ২৭

দেবগণেরও দুর্দ্ধর্ষ, মহাত্মা ও মহাবল রঘুশ্রেষ্ঠকে জান না যে, তিনি তোমার প্রাণ হরণ করিবেন? ২৮

তদনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ বালিসুত অঙ্গদ বলিল—মহারাজ! এই রাক্ষস দূত নয়—গুপ্তচর বলিয়া আমার

তুলিতং হি বলং সর্বমনেন তব তিষ্ঠতা।
গৃহ্যতাং মাগমল্লঙ্কামেতদ্ধি মম রোচতে ॥৩০

ততো রাজ্ঞা সমাদিষ্টাঃ সমুৎপত্য বলীমুখাঃ।
জগৃহুশ্চ ববন্ধুশ্চ বিলপন্তমনাথবৎ ॥৩১

শুকস্তু বানরৈশ্চণ্ডৈস্তত্র তৈঃ সম্প্রপীড়িতঃ।
ব্যাচুক্রোশ মহাত্মানং রামং দশরথাত্মজম্ ॥
লুপ্যেতং মে বলাৎ পক্ষৌ ভিদ্যেতে মে তথাক্ষিণী ॥৩২

যাঞ্চ রাত্রিং মরিষ্যামি জায়ে রাত্রিঞ্চ যামহম্।
এতস্মিন্নন্তরে কালে যন্ময়া হ্যশুভং কৃতম্ ॥
সর্বং তদুপপদ্যেথা জহ্যাং চেদ্ যদি জীবিতম্ ॥৩৩

নাঘাতয়ত্তদা রামঃ শ্রুত্বা তৎপরিদেবিতম্।
বানরানব্রবীদ্ রামো মুচ্যতাং দূত আগতঃ ॥৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ ॥

মনে হইতেছে। এস্থানে অবস্থান করত এই নিশাচর আপনার বল ও ব্যূহাদি সব অবগত হইয়াছে। অতএব ইহাকে অবরুদ্ধ করুন, যাহাতে লঙ্কায় যাইতে না পারে—ইহাই আমার মত।২৯-৩০

তৎপর সুগ্রীব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বলবান্ বানরগণ তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তখন নিশাচর অনাথের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল।৩১

প্রচণ্ড বানরগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া শুক দশরথ-নন্দন মহাত্মা শ্রীরামকে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—বানরগণ বলপূর্বক পক্ষছেদন ও অক্ষি উৎপাটন করিতে উদ্যত হইয়াছে—আপনি নিবারণ করুন। নতুবা জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (যে রাত্রে জন্ম হইয়াছে ও যে রাত্রে আমার মৃত্যু হইবে ইহার মধ্যবর্ত্তী সময়) আমি যত পাপ করিয়াছি, আপনি ঐ সব পাপভাগী হইবেন।৩২-৩৩

তখন শুকের সেই বিলাপ শ্রবণ করত শ্রীরাম তাহার প্রাণরক্ষা করিলেন এবং বলিলেন—ইহাকে মুক্ত কর। দূত হইয়া আসিয়াছে।৩৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ সমুদ্রতীরে কুশাস্তরণপূর্বকং দিবসত্রয়মুপবিশ্য সমুদ্রদেবস্য দর্শনমলব্ধ্বা সক্রোধং বাণদ্বারা সমুদ্রস্য বিক্ষুব্ধীকরণম্ ।]

ততঃ সাগরবেলায়াং দর্ভানাস্তীর্য্য রাঘবঃ ।
অঞ্জলিং প্রাঙ্মুখঃ কৃত্বা প্রতিশিশ্যে মহোদধেঃ ॥১
বাহুং ভুজঙ্গভোগাভমুপধায়ারিসূদনঃ ।
জাতরূপময়ৈশ্চৈব ভূষণৈর্ভূষিতং পুরা ॥২
মণিকাঞ্চনকেয়ূরমুক্তাপ্রবরভূষণৈঃ ।
ভুজৈঃ পরমনারীণামভিমৃষ্টমনেকধা ॥৩
চন্দনাগুরুভিশ্চৈব পুরস্তাদভিসেবিতম্ ।
বালসূর্য্যপ্রকাশৈশ্চ চন্দনৈরুপশোভিতম্ ॥৪
শয়নে চোত্তমাঙ্গেন সীতায়াঃ শোভিতং পুরা ।
তক্ষকস্যেব সম্ভোগং গঙ্গাজলনিষেবিতম্ ॥৫
সংযুগে যুগসঙ্কাশং শত্রূণাং শোকবর্ধনম্ ।
সুহৃদাং নন্দনং দীর্ঘং সাগরান্তব্যপাশ্রয়ম্ ॥৬
অস্যতা চ পুনঃ সব্যং জ্যাঘাতবিহতত্বচম্ ।
দক্ষিণো দক্ষিণং বাহুং মহাপরিঘসন্নিভম্ ॥৭
গোসহস্রদাতারং হ্যুপধায় ভুজং মহৎ ।
অদ্য মে তরণং বাথ মরণং সাগরস্য বা ॥৮
ইতি রামো ধৃতিং কৃত্বা মহাবাহুর্মহোদধিম্ ।
অধিশিশ্যে চ বিধিবৎ প্রযতো নিয়তো মুনিঃ ॥৯
তস্য রামস্য সুপ্তস্য কুশাস্তীর্ণে মহীতলে ।
নিয়মাদপ্রমত্তস্য নিশাস্তিস্রোঽভিজগ্মতুঃ ॥১০
স ত্রিরাত্রোষিতস্তত্র নয়জ্ঞো ধর্মবৎসলঃ ।
উপাসত তদা রামঃ সাগরং সরিতাং পতিম্ ॥১১
ন চ দর্শয়তে রূপং মন্দো রামস্য সাগরঃ ।
প্রযতেনাপি রামেণ যথার্হমভিপূজিতঃ ॥১২

একবিংশ সর্গ

[শ্রীরাম কর্তৃক সমুদ্রতীরে কুশাস্তরণ পূর্বক দিবসত্রয় উপবেশন করিয়া সমুদ্রদেবের দর্শন না পাওয়ায় কোপসহকারে বাণ দ্বারা সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধী করণ।]

তদনন্তর রাঘব সমুদ্রতীরে বেলাভূমিতে কুশ আস্তরণ পূর্বক মহাসাগরের সমীপে কৃতাঞ্জলিপুটে পূর্বমুখ হইয়া শয়ন করিলেন।১

অরিসূদন শ্রীরাম বনবাসের পূর্বে স্বর্ণভূষণে ভূষিত, সর্পশরীর তুল্য সৌন্দর্যসম্পন্ন বাহুকে উপাধান করিলেন।২

অযোধ্যায় অবস্থিতিকালে যে বাহু মাতৃস্থানীয়া পরম নারীগণের সুবর্ণ কেয়ূর তথা মতির অলঙ্কার যুক্ত কর-কমল দ্বারা প্রমার্জিত ও সেবিত হইয়াছিল।৩

যে বাহু চন্দন ও অগুরু সেবিত ছিল এবং রক্ত চন্দন দ্বারা লিপ্ত হওয়ায় প্রাতঃকালে সূর্য্যের শোভা হরণ করিত।৪

যে বাহু সীতার মস্তক দ্বারা শোভিত হইত এবং লাল চন্দন লিপ্ত হইয়া শয্যায় স্থাপিত হইলে গঙ্গাজলস্থিত তক্ষকের শোভা ধারণ করিত।৫

যুগসদৃশ যে বাহুদ্বয় যুদ্ধস্থলে শত্রুদিগের শোক ও মিত্রদিগের হর্ষ বর্দ্ধিত করিত এবং আসমুদ্র ভূমণ্ডলের ভার যাহাতে অধিষ্ঠিত ছিল।৬

যে বাহু পুনঃপুনঃ শরনিক্ষেপজন্য জ্যাঘাত চিহ্নযুক্ত মহাপরিঘতুল্য এবং যাহাদ্বারা অসংখ্য গো প্রদত্ত হইয়াছে সেই সুদীর্ঘ দক্ষিণ বাহুকে উপাধান করত শ্রীরাম আজ সমুদ্রতরণ অথবা আমার হস্তে সমুদ্রের মরণ—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মৌন হইলেন এবং মন, বাক্য ও কা[য়] সংযম পূর্বক সাগরের প্রসন্নতার জন্য যথাবিধি অপ্রমত্ত

সমুদ্রস্য ততঃ ক্রুদ্ধো রামো রক্তান্তলোচনঃ।
সমীপস্থমুবাচেদং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্ ॥১৩
অবলেপঃ সমুদ্রস্য ন দর্শয়তি যঃ স্বয়ম্।
প্রশমশ্চ ক্ষমা চৈব আর্জবং প্রিয়বাদিতা ॥১৪
অসামর্থ্যফলা হ্যেতে নির্গুণেষু সতাং গুণাঃ।
আত্মপ্রশংসিনং দুষ্টং ধৃষ্টং বিপরিধাবকম্ ॥১৫
সর্বত্রোৎসৃষ্টদণ্ডঞ্চ লোকঃ সৎকুরুতে নরম্।
ন সাম্না শক্যতে কীর্তির্ন সাম্না শক্যতে যশঃ ॥১৬
প্রাপ্তুং লক্ষ্মণ লোকেঽস্মিন্ জয়ো বা রণমূর্ধনি।
অদ্য মদ্বাণনির্ভগ্নৈর্মকরৈর্মকরালয়ম্ ॥১৭
নিরুদ্ধতোয়ং সৌমিত্রে প্লবদ্ভিঃ পশ্য সর্বতঃ।
ভোগিনাং পশ্য ভোগানি ময়া ভিন্নানি লক্ষ্মণ ॥১৮
মহাভোগানি মৎস্যানাং করিণাঞ্চ করানিহ।
সশঙ্খশুক্তিকাজালং সমীনমকরং তথা ॥১৯
অদ্য যুদ্ধেন মহতা সমুদ্রং পরিশোষয়ে।
ক্ষময়া হি সমাযুক্তং মাময়ং মকরালয়ঃ ॥২০
অসমর্থং বিজানাতি ধিক্ ক্ষমামীদৃশে জনে।
ন দর্শয়তি সাম্না মে সাগরো রূপমাত্মনঃ ॥২১
চাপমানয় সৌমিত্রে শরাংশ্চাশীবিষোপমান্।
সমুদ্রং শোষয়িষ্যামি পদ্ভ্যাং যান্তু প্লবঙ্গমাঃ ॥২২
অদ্যাক্ষোভ্যমপি ক্রুদ্ধঃ ক্ষোভয়িষ্যামি সাগরম্।
বেলাসু কৃতমর্যাদং সহস্রোর্মিসমাকুলম্ ॥২৩
নির্মর্যাদং করিষ্যামি সায়কৈর্বরুণালয়ম্।
মহার্ণবং ক্ষোভয়িষ্যে মহাদানবসঙ্কুলম্ ॥২৪
এবমুক্ত্বা ধনুষ্পাণিঃ ক্রোধবিস্ফারিতেক্ষণঃ।
বভূব রামো দুর্ধর্ষো যুগান্তাগ্নিরিব জ্বলন্ ॥২৫
সম্পীড্য চ ধনুর্ঘোরং কম্পয়িত্বা শনৈর্জগৎ।
মুমোচ বিশিখানুগ্রান্ বজ্রানিব শতক্রতুঃ ॥২৬

ভাবে কুশাসনে শয়ন করিয়া তিন রাত্র অতিবাহিত করিলেন।৭-১০

নয়জ্ঞ ধর্ম্মবৎসল শ্রীরাম এইভাবে ত্রিরাত্রবাসরূপ ধর্ম আচরণের দ্বারা নদীপতি সাগরের উপাসনা করিলেন। কিন্তু মন্দবুদ্ধি সাগর—ব্রতী শ্রীরাম দ্বারা যথাযথরূপে পূজিত হইয়া তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন না।১১-১২

তখন অরুণলোচন শ্রীরাম সমুদ্রের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া নিকটস্থ শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন।১৩

গর্ববশে সমুদ্র আমায় দর্শনদান করিলেন না। শান্তি, ক্ষমা, সরলতা ও মধুর ভাষণ—সৎপুরুষের এই সর্বগুণ দুর্জনের প্রতি প্রযুক্ত হইলে ঐ গুণবান্ পুরুষকে দুর্জনব্যক্তি অক্ষম মনে করে। আত্মপ্রশংসাকারী, দুষ্ট, ধৃষ্ট, সর্বত্র বাধার সৃষ্টিকারী এবং সকলের প্রতি দণ্ড প্রয়োগকারী ব্যক্তিকে সকলে সৎকার করিয়া থাকে। সাম দ্বারা জগতে কীর্তি ও যশলাভ করা যায় না।১৪-১৬

লক্ষ্মণ! এইলোকে সাম দ্বারা সংগ্রামে বিজয়ও লাভ হয় না। সৌমিত্রে! অদ্য আমার বাণে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ভাসমান জলজন্তুগণ দ্বারা এই মকরালয় সমুদ্রের জলরাশি সমাচ্ছাদিত করিব—দেখিবে। লক্ষ্মণ! আমি এখন-ই জলচর সর্পসকলের ও মৎস্যগণের বিশাল দেহসকল এবং জলহস্তীর শুণ্ডসকল খণ্ড খণ্ড করিব। অদ্য মহান্ যুদ্ধে শঙ্খ ও শুক্তিকাগণের সহিত এবং মৎস্য ও মকরগণের সহিত সমুদ্রকে শুকাইয়া ফেলিব। মকরালয় সমুদ্র ক্ষমাশীল আমাকে অক্ষম মনে করিয়াছে, এইরূপ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা ধিক্। সামাশ্রয়ী আমাকে সমুদ্র দর্শন দান করিল না।১৭-২১

সৌমিত্রে! ধনু ও সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর বাণসকল আনয়ন কর। আমি সমুদ্র শোষণ করিব—বানরগণ পদব্রজে লঙ্কা যাউক।২২

যদিও সমুদ্র অক্ষোভ্য, তথাপি (আমি) ক্রুদ্ধ হইয়া সাগরকে ক্ষুভিত করিব। সমুদ্র সহস্র তরঙ্গাকুল হইয়াও বেলা মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে না। বাণ দ্বারা বরুণালয়ের মর্য্যাদা নষ্ট করিব এবং মহাদানবগণে পূর্ণ মহাসমুদ্রকে ক্ষুভিত করিব।২৩-২৪

এইকথা বলিয়া ধনুর্ধারী দুর্দ্ধর্ষ শ্রীরাম ক্রোধবিস্ফারিত নেত্রে প্রলয়াগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন।২৫

তে জ্বলন্তো মহাবেগাস্তেজসা সায়কোত্তমাঃ।
প্রবিশন্তি সমুদ্রস্য জলং বিত্রস্তপন্নগম্ ॥২৭
তোয়বেগং সমুদ্রস্য সমীনমকরো মহান্।
স বভূব মহাঘোরঃ সমারুতরবস্তথা ॥২৮
মহোর্মিমালাবিততঃ শঙ্খশুক্তিসমাবৃতঃ।
সধূমঃ পরিবৃত্তোর্মিঃ সহসাসীন্মহোদধিঃ ॥২৯
ব্যথিতাঃ পন্নগাশ্চাসন্ দীপ্তাস্যা দীপ্তলোচনাঃ।
দানবাশ্চ মহাবীর্যাঃ পাতালতলবাসিনঃ ॥৩০
উর্ম্ময়ঃ সিন্ধুরাজস্য সনক্রমকরাস্তথা।
বিন্ধ্যমন্দরসঙ্কাশাঃ সমুৎপেতুঃ সহস্রশঃ ॥৩১
আঘূর্ণিততরঙ্গৌঘঃ সম্ভ্রান্তোরগরাক্ষসঃ।
উদ্বর্তিতমহাগ্রাহঃ সঘোষো বরুণালয়ঃ ॥৩২
ততস্তু তং রাঘবমুগ্রবেগং
প্রকর্ষমাণং ধনুরপ্রমেয়ম্।
সৌমিত্রিরুৎপত্য বিনিঃশ্বসন্তং
মামেতি চোক্ত্বা ধনুরাললম্বে ॥৩৩
এতদ্বিনাপি হ্যুদধেস্তবাদ্য
সম্পৎস্যতে বীরতমস্য কার্য্যম্।
ভবদ্বিধাঃ ক্রোধবশং ন যান্তি
দীর্ঘং ভবান্ পশ্যতু সাধুবৃত্তম্ ॥৩৪
অন্তর্হিতৈশ্চাপি তথান্তরিক্ষে
ব্রহ্মর্ষিভিশ্চৈব সুরর্ষিভিশ্চ।
শব্দঃ কৃতঃ কষ্টমিতি ব্রুবদ্ভি-
র্মামেতি চোক্ত্বা মহতা স্বরেণ ॥৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ ॥

ভয়ঙ্কর ধনুতে জ্যারোপণ পূর্বক জলকে কম্পিত করিয়া ইন্দ্রের বজ্রনিক্ষেপের ন্যায় উগ্র বাণসকল নিক্ষেপ করিলেন।২৬

তেজঃপ্রদীপ্ত মহান্ বেগশালী বাণসকল সমুদ্রের জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তখন জলবাসী সর্পসকল ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।২৭

মৎস ও মকরগণের সহিত সমুদ্রের জলরাশি প্রবল বেগে প্রবাহিত হইল এবং মহাঘোর ঝটিকার শব্দে সাগর মুখরিত হইল।২৮

শঙ্খ ও শুক্তিসমাচ্ছন্ন মহান্ তরঙ্গসকলে সমাকীর্ণ মহাসমুদ্র ধূমযুক্ত ও ঘূর্ণীসঙ্কুল হইল।২৯

পাতালতলবাসী, দীপ্তমুখ ও দীপ্তলোচন সর্পগণ এবং মহাবলী অসুরগণ ব্যথিত হইল।৩০

তখন সমুদ্র হইতে নক্র ও মকরসমাকীর্ণ বিন্ধ্য এবং মন্দরসদৃশ বিশাল তরঙ্গসকল উত্থিত হইতে লাগিল।৩১

সাগরের তরঙ্গসকল ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। সাগরবাসী রাক্ষসগণ সন্ত্রস্ত হইল এবং মহাকায় জলচরসকল উত্থিত হওয়ায় বরুণালয় ভীষণ আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ হইল।৩২

এইরূপে রাঘব দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সেই উগ্রবেগবান্ বিশাল ধনু আকর্ষণ পূর্বক শরনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে সৌমিত্রি 'না, না,' শব্দে নিবারণ করিয়া তাঁহার ধনু ধারণ করিলেন এবং বলিলেন— বীরশ্রেষ্ঠ! আপনার ন্যায় ব্যক্তির ক্রোধের বশবর্ত্তী হওয়া উচিত নয়। অন্যরূপেও আপনার কার্য্য সাধিত হইতে পারে। সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা অন্য কোন উপায় স্থির করুন। অদৃশ্যভাবে অবস্থান করত ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ 'হা কষ্ট' 'না না' ইত্যাদি শব্দে আকাশ মুখরিত করিয়া আপনাকে নিবৃত্ত করিতেছেন।৩৩-৩৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে একবিংশ সর্গ সমাপ্ত

দ্বাবিংশঃ সর্গঃ

[সমুদ্রস্য পরামর্শেন নলদ্বারা সাগরোপরি শতযোজন-দীর্ঘ-সেতুনির্মাণম্, সেতুমার্গেণ বানরৈঃ সহ শ্রীরামাদীনাং পারেসমুদ্রগমনম্, তত্র সেনানিবাসস্থাপনঞ্চ ।]

অথোবাচ রঘুশ্রেষ্ঠঃ সাগরং দারুণং বচঃ ।
অদ্য ত্বাং শোষয়িষ্যামি সপাতালং মহার্ণব ॥১
শরনির্দগ্ধতোয়স্য পরিশুষ্কস্য সাগর ।
ময়া নিহতসত্ত্বস্য পাংসুরুৎপদ্যতে মহান্ ॥২
মৎকার্মুকনিসৃষ্টেন শরবর্ষেণ সাগর ।
পরং তীরং গমিষ্যন্তি পদ্ভিরেব প্লবঙ্গমাঃ ॥৩
বিচিন্বন্নাভিজানাসি পৌরুষং নাপি বিক্রমম্ ।
দানবালয় সন্তাপং মত্তো নাম গমিষ্যসি ॥৪
ব্রাহ্মেণাস্ত্রেণ সংযোজ্য ব্রহ্মদণ্ডনিভং শরম্ ।
সংযোজ্য ধনুষি শ্রেষ্ঠে বিচকর্ষ মহাবলঃ ॥৫
তস্মিন্ বিকৃষ্টে সহসা রাঘবেণ শরাসনে ।
রোদসী সম্পফালেব পর্বতাশ্চ চকম্পিরে ॥৬
তমশ্চ লোকমাবব্রে দিশশ্চ ন চকাশিরে ।
প্রতিচুক্ষুভিরে চাশু সরাংসি সরিতস্তদা ॥৭
তির্য্যক্ চ সহ নক্ষত্রৈঃ সঙ্গতৌ চন্দ্র-ভাস্করৌ ।
ভাস্করাংশুভিরাদীপ্তং তমসা চ সমাবৃতম্ ॥৮
প্রচকাশে তদাকাশমুল্কাশতবিদীপিতম্ ।
অন্তরিক্ষাচ্চ নির্ঘাতা নির্জগ্মুরতুলস্বনাঃ ॥৯
বপুঃপ্রকর্ষেণ ববুর্দিব্যমারুতপঙ্‌ক্তয়ঃ ।
বভঞ্জ চ তদা বৃক্ষান্ জলদানুদ্বহন্মুহুঃ ॥১০
আরুজংশ্চৈব শৈলাগ্রান্ শিখরাণি বভঞ্জ চ ।
দিবি চ স্ম মহামেঘাঃ সংহতাঃ সমহাস্বনাঃ ॥১১
মুমুচুর্বৈদ্যুতানগ্নীংস্তে মহাশনয়স্তদা ।
যানি ভূতানি দৃশ্যানি চুক্রুশুশ্চাশনেঃ সমম্ ॥১২

দ্বাবিংশ সর্গ

[সমুদ্রের পরামর্শানুযায়ী নল দ্বারা সাগরের উপর শতযোজন দীর্ঘ সেতু নির্মাণ এবং সেতুপথে বানরগণের সহিত শ্রীরামাদির পরপার গমন ও শিবির স্থাপন ।]

অনন্তর রঘুশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম সমুদ্রকে কঠোর বাক্যে বলিলেন—মহার্ণব ! অদ্য পাতাল সহিত তোমাকে শোষণ করিব ।১

সাগর ! বাণ দ্বারা জলরাশি পরিশুষ্ক করিব, জলচরগণ নিহত হইবে এবং তোমার গর্ভ হইতে সুমহান্ ধূলিজাল উত্থিত হইবে ।২

সমুদ্র ! আমার বাণের দ্বারা যখন তোমার এইরূপ দশা উপস্থিত হইবে, তখন বানরগণ পদব্রজে-ই পরপারে যাইবে ।৩

দানবালয় ! তুমি বর্দ্ধিত হইয়াছ বলিয়া আমার পৌরুষ ও বিক্রম জানিতে পারিতেছ না । (জানিও) আমা হইতে তুমি (জীবননাশ রূপ) মহাসন্তাপ প্রাপ্ত হইবে ।৪

(এই বলিয়া) মহাবল শ্রীরাম ব্রহ্মদণ্ডতুল্য ভয়ঙ্কর একটি বাণ ব্রাহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া শ্রেষ্ঠধনুতে শরযোজন পূর্বক আকর্ষণ করিলেন ।৫

সহসা শ্রীরাঘব এইরূপে শরাসন আকর্ষণ করিলে পৃথ্বী ও আকাশ স্ফুটিত এবং পর্বতসকল কম্পিত হইল ।৬

লোকসকল অন্ধকারাচ্ছন্ন, দিক্‌সকল অপ্রকাশ এবং সরোবর ও নদীসকল সংক্ষুব্ধ হইল ।৭

চন্দ্র ও সূর্য্য নক্ষত্রগণের সহিত তির্য্যগ্ গতিতে চলিতে আরম্ভ করিল । আকাশ সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়াও তমসাচ্ছন্ন হইল ।৮

শত শত প্রজ্বলিত উল্কাপাত হইতে লাগিল । ভয়ঙ্কর শব্দে অন্তরীক্ষ হইতে বজ্রপাত হইতে লাগিল ।৯

দিব্য বায়ুসকল অত্যন্তবেগে প্রবাহিত হইয়া মেঘ

অদৃশ্যানি চ ভূতানি মুমুচুর্ভৈরবস্বনম্।
শিশ্যিরে চাভিভূতানি সন্ত্রস্তান্যুদ্বিজন্তি চ ॥১৩
সম্প্রবিব্যথিরে চাপি ন চ পস্পন্দিরে ভয়াৎ।
সহ ভূতৈঃ সতোয়োর্মিঃ সনাগঃ সহরাক্ষসঃ ॥১৪
সহসাভূৎ ততো বেগাদ্ ভীমবেগো মহোদধিঃ।
যোজনং ব্যতিচক্রাম বেলামন্যত্র সম্প্লবাৎ ॥১৫
তং তথা সমতিক্রান্তং নাতিচক্রাম রাঘবঃ।
সমুদ্ধতমমিত্রঘ্নো রামো নদনদীপতিম্ ॥১৬
ততো মধ্যাৎ সমুদ্রস্য সাগরঃ স্বয়মুত্থিতঃ।
উদয়াদ্রিমহাশৈলান্মেরোরিব দিবাকরঃ ॥১৭
পন্নগৈঃ সহ দীপ্তাস্যৈঃ সমুদ্রঃ প্রত্যদৃশ্যত।
স্নিগ্ধবৈদূর্য্যসঙ্কাশো জাম্বূনদবিভূষণঃ ॥১৮
রক্তমাল্যাম্বরধরঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণঃ।
সর্বপুষ্পময়ীং দিব্যাং শিরসা ধারয়ন্ স্রজম্ ॥১৯
জাতরূপময়ৈশ্চৈব তপনীয়বিভূষণৈঃ।
আত্মজানাঞ্চ রত্নানাং ভূষিতো ভূষণোত্তমৈঃ ॥২০
ধাতুভির্মণ্ডিতঃ শৈলো বিবিধৈর্হিমবানিব।
একাবলীমধ্যগতং তরলং পাণ্ডুরপ্রভম্ ॥২১
বিপুলেনোরসা বিভ্রৎ কৌস্তুভস্য সহোদরম্।
আঘূর্ণিততরঙ্গৌঘঃ কালিকানিলসঙ্কুলঃ ॥২২
গঙ্গাসিন্ধুপ্রধানাভিরাপগাভিঃ সমাবৃতঃ।
উদ্বর্তিতমহাগ্রাহঃ সম্ভ্রান্তোরগরাক্ষসঃ ॥২৩
দেবতানাং সুরূপাভির্নানারূপাভিরীশ্বরঃ।
সাগরঃ সমুপক্রম্য পূর্বমামন্ত্র্য বীর্য্যবান্ ॥২৪
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং রাঘবং শরপাণিনম্ ॥২৫
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ রাঘব।
স্বভাবে সৌম্য তিষ্ঠন্তি শাশ্বতং মার্গমাশ্রিতাঃ ॥২৬
তৎস্বভাবো মমাপ্যেষ যদগাধোঽহমপ্লবঃ।
বিকারস্তু ভবেদ্ গাধ এতত্তে প্রবদাম্যহম্ ॥২৭
ন কামান্ন চ লোভাদ্ বা ন ভয়াৎপার্থিবাত্মজ।
গ্রাহনক্রাকুলজলং স্তম্ভয়েয়ং কথঞ্চন ॥২৮
বিধাস্যে যেন গন্তাসি বিষহিষ্যেঽহপ্যহং তথা।

জালকে বারংবার ইতস্তত সঞ্চালন, বৃক্ষসকল ভগ্ন এবং পর্বতসমূহকে উৎপীড়িত করিয়া শিখরসকলকে পাতিত করিতে লাগিল। আকাশে মহাবেগ মহাস্বন বজ্রসকলের সংঘাতে মুহুর্মুহুঃ বৈদ্যুতাগ্নি বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সেই সময়ে দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রাণিমাত্রই সন্ত্রস্ত ও অভিভূত হইয়া বজ্রসম ভীষণ আর্তনাদ করিয়া কম্পিতকলেবরে পড়িতে লাগিল এবং অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ভয়ে জড়বৎ প্রতীতি হইতে লাগিল। তখন সাগর, জল, তরঙ্গ, নাগ, রাক্ষস এবং প্রাণিগণের মহান্ বেগে সমুদ্র হঠাৎ প্রচণ্ড বেগশালী হইয়া প্রলয়কাল উপস্থিত না হওয়াতেও বেলাভূমি অতিক্রম করত একযোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল।১০-১৫

শত্রুহন্তা শ্রীরাম নদ-নদীপতি সমুদ্রের মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া স্বীয় স্থান হইতে পশ্চাদপসারণ করিলেন না।১৬

উদয়াচল হইতে যেরূপ দিবাকর উদিত হন, সেইরূপ সাগরের তরঙ্গসমূহ হইতে স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ সাগর উত্থিত হইলেন। দীপ্তাস্য সর্পগণের সহিত সমুদ্র দৃষ্ট হইল। তাঁহার বর্ণ স্নিগ্ধ বৈদূর্য্য মণির ন্যায় এবং তাঁহার দেহ জাম্বুনদনামক সুবর্ণ নির্মিত ভূষণে সমলঙ্কৃত।১৭-১৮

(তিনি) রক্তমাল্য ও বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় এবং সর্বপ্রকার পুষ্পগ্রথিত দিব্য মাল্য তাঁহার শিরে শোভা পাইতেছিল।১৯

সাগর সুবর্ণ এবং তপ্তকাঞ্চন নির্মিত ভূষণে ও স্বমধ্যে উৎপন্ন রত্নসমূহের উত্তমভূষণে ভূষিত ছিল। সেইজন্য বিবিধ ধাতুমণ্ডিত হিমমান্ পর্বতের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সাগর স্বীয় বিশাল বক্ষে কৌস্তুভমণির সহোদর (সদৃশ) এক শ্বেতপ্রভাযুক্ত মুখ্যরত্ন ধারণ করিয়াছিল, যাহা মতিহার মালার মধ্যভাগের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। আঘূর্ণিত তরঙ্গমালা, মেঘ এবং বায়ুসমূহে সঙ্কুল সমুদ্র—গঙ্গা সিন্ধুপ্রমুখ নদীগণে পরিবৃত ছিল। সাগরমধ্যে বিশাল বিশাল জলচরগণ উদ্‌ভ্রান্ত এবং সর্প ও রাক্ষসগণ বিমূঢ়তা প্রাপ্ত হইলে দেবতাদিগের ন্যায় মনোহর

ন গ্রাহ্যা বিধমিষ্যন্তি যাবৎ সেনা তরিষ্যতি।
হরীণাং তরণে রাম করিষ্যামি যথা স্থলম্ ॥২৯
তমব্রবীৎ তদা রামঃ শৃণু মে বরুণালয়।
অমোঘোঽয়ং মহাবাণঃ
কস্মিন্ দেশে নিপাত্যতাম্ ॥৩০
রামস্য বচনং শ্রুত্বা তঞ্চ দৃষ্ট্বা মহাশরম্।
মহোদধির্মহাতেজা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ ॥৩১
উত্তরেণাবকাশোঽস্তি কশ্চিৎ পুণ্যতরো মম।
দ্রুমকুল্য ইতি খ্যাতো
লোকে খ্যাতো যথা ভবান্ ॥৩২
উগ্রদর্শনকর্মাণো বহবস্তত্র দস্যবঃ।
আভীরপ্রমুখাঃ পাপাঃ পিবন্তি সলিলং মম ॥৩৩
তৈর্ন তৎস্পর্শনং পাপং সহেয়ং পাপকর্মভিঃ।
অমোঘঃ ক্রিয়তাং রাম অয়ং তত্র শরোত্তমঃ ॥৩৪

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সাগরস্য মহাত্মনঃ।
মুমোচ তং শরং দীপ্তং পরং সাগরদর্শনাৎ ॥৩৫
তেন তন্মরুকান্তারং পৃথিব্যাং কিল বিশ্রুতম্।
নিপাতিতঃ শরো যত্র বজ্রাশনিসমপ্রভঃ ॥৩৬
ননাদ চ তদা তত্র বসুধা শল্যপীড়িতা।
তস্মাদ্ ব্রণমুখাৎ তোয়মুৎপপাত রসাতলাৎ ॥৩৭
স বভূব তদা কূপো ব্রণ ইত্যেব বিশ্রুতঃ।
সততং চোত্থিতং তোয়ং সমুদ্রস্যেব দৃশ্যতে ॥৩৮
অবদারণশব্দশ্চ দারুণঃ সমপদ্যত।
তস্মাৎ তদ্ বাণপাতেন অপঃ কুক্ষিষ্বশোষয়ৎ ॥৩৯
বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু মরুকান্তারমেব চ।
শোষয়িত্বা তু তং কুক্ষিং রামো দশরথাত্মজঃ ॥৪০
বরং তস্মৈ দদৌ বিদ্বান্ মরবেঽমরবিক্রমঃ ॥৪১

রূপধারী নদীগণে পরিবৃত হইয়া শক্তিশালী নদীপতি সমুদ্র শ্রীরামের নিকট আসিয়া পূর্বে সম্বোধন করত পরে করযোড়ে বলিতে লাগিলেন।২০-২৫

সৌম্য রাঘব! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজ—স্বভাবে অবস্থিতি করে, নিজ নিজ সনাতন মার্গ ত্যাগ করে না। আমার সেই স্বভাব—আমি অগাধ এবং দুস্তর। যদি সুতর হই, তাহা হইলে আমার স্বভাবের বিকার অর্থাৎ ব্যতিক্রম হইবে। এই বিষয়ে (পারাপার বিষয়ে) উপায় বলিতেছি।২৬-২৭

রাজকুমার! আমি কখনই লোভ, ভয়, অনুরাগ বা ইচ্ছাপূর্বক গ্রাহসমাকুল আমার জলরাশিকে স্তম্ভিত হইতে দিব না।২৮

শ্রীরাম! আমি এইরূপ উপায় বলিয়া দিব, যাহাতে আপনি আমার অপর পারে যাইতে পারেন। গ্রাহ(হিংস্র জলজন্তু)গণ বানরগণকে কষ্ট প্রদান না করে, সকল সেনা পার হইতে পারে এবং আমারও খেদ উপস্থিত না হয়। তখন শ্রীরাম উহাকে বলিলেন—বরুণালয়! আমার কথা শ্রবণ কর। আমার এই বাণ অব্যর্থ, তাহা কোন দেশে নিক্ষেপ করিতে পারিব? ২৯-৩০

শ্রীরামের বচন শ্রবণ করিয়া ও সেই মহাবাণকে দেখিয়া মহাতেজস্বী মহোদধি রাঘবকে বলিলেন।৩১

আপনি যেমন লোক বিখ্যাত এবং পুণ্যাত্মা, সেইরূপ আমার উত্তর দিকে দ্রুমকুল্য নামক সুপ্রসিদ্ধ ও পবিত্র স্থান আছে।৩২

তথায় উগ্রদর্শন, দুষ্কর্মরত ও পাপাচারী আভীর প্রমুখ বহু সংখ্যক দস্যু আমার জলপান করিয়া থাকে।৩৩

সেই পাপাচারিগণ কর্তৃক জল পৃষ্ট হওয়ায় সঞ্চিত পাপ অসহ্য হইয়াছে। শ্রীরাম! আপনি আপনার এই উত্তম বাণ সেখানে সফল করুন।৩৪

মহাত্মা সাগরের সেই কথা শুনিয়া সাগরের উপদেশানুসারে শ্রীরাম অত্যন্ত দীপ্ত সেই বাণ তথায় নিক্ষেপ করিলেন।৩৫

বজ্র ও অশনি তুল্য সেই বাণ যেস্থানে নিক্ষিপ্ত হইল, সেইস্থান পৃথিবীতে মরুকান্তার নামে খ্যাত হইল।৩৬

তখন বাণ-পীড়িত বসুধা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং সেই ব্রণমুখে রসাতল হইতে জল নির্গত হইতে লাগিল। সেইস্থানে ব্রণ নামে খ্যাত কূপের সৃষ্টি হইল। সেই কূপ হইতে সতত জল উত্থিত হইয়া সমুদ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।৩৭-৩৮

পশব্যশ্চাল্পরোগশ্চ ফল-মূল-রসাযুতঃ।
বহুস্নেহো বহুক্ষীরঃ সুগন্ধিবিবিধৌষধিঃ ॥৪২
এবমেতৈশ্চ সংযুক্তো বহুভিঃ সংযুতো মরুঃ।
রামস্য বরদানাচ্চ শিবঃ পন্থা বভূব হ ॥৪৩
তস্মিন্ দগ্ধে তদা কুক্ষৌ সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ।
রাঘবং সর্বশাস্ত্রজ্ঞমিদং বচনমব্রবীৎ ॥৪৪
অয়ং সৌম্য নলো নাম তনয়ো বিশ্বকর্মণঃ।
পিত্রা দত্তবরঃ শ্রীমান্ প্রীতিমান্ বিশ্বকর্মণঃ ॥৪৫
এষ সেতুং মহোৎসাহঃ করোতু ময়ি বানরঃ।
তমহং ধারয়িষ্যামি যথা হ্যেষ পিতা তথা ॥৪৬
এবমুক্তোদধির্নষ্টঃ সমুত্থায় নলস্ততঃ।
অব্রবীদ্ বানরশ্রেষ্ঠো বাক্যং রামং মহাবলম্ ॥৪৭
অহং সেতুং করিষ্যামি বিস্তীর্ণে মকরালয়ে।
পিতুঃ সামর্থ্যমাসাদ্য তত্ত্বমাহ মহোদধিঃ ॥৪৮
দণ্ড এব বরো লোকে পুরুষস্যেতি মে মতিঃ।
ধিক্ ক্ষমামকৃতজ্ঞেষু সান্ত্বং দানমথাপি বা ॥৪৯
অয়ং হি সাগরো ভীমঃ সেতুকর্ম দিদৃক্ষয়া।
দদৌ দণ্ডভয়াদ্ গাধং রাঘবায় মহোদধিঃ ॥৫০
মম মাতুর্বরো দত্তো মন্দরে বিশ্বকর্মণা।
ময়া তু সদৃশঃ পুত্রস্তব দেবি ভবিষ্যতি ॥৫১
ঔরসস্তস্য পুত্রোঽহং সদৃশো বিশ্বকর্মণা।
স্মারিতোঽস্ম্যহমেতেন তত্ত্বমাহ মহোদধিঃ ॥
ন চাপ্যহমনুক্তো বঃ প্রক্রয়ামাত্মনো গুণান্ ॥৫২
সমর্থশ্চাপ্যহং সেতুং কর্তুং বৈ বরুণালয়ে।
তস্মাদদ্যৈব বধ্নন্তু সেতুং বানরপুঙ্গবাঃ ॥৫৩
ততো বিসৃষ্টা রামেণ সর্বে তে হরিপুঙ্গবাঃ।
উৎপেতুর্মহারণ্যং হৃষ্টাঃ শতসহস্রশঃ ॥৫৪

ঐ সময়ে ভূমিবিদারণের ভয়ঙ্কর শব্দ হইল এবং বাণের তেজে তত্রস্থ সরোবরাদির জল শুষ্ক হইয়া যাইল। সেই সময় হইতে ঐস্থান মরুকান্তার নামে ত্রিলোক বিখ্যাত হইল। সমুদ্রের কুক্ষি প্রদেশ শুষ্ক করিয়া বিদ্বান্ দেবতুল্য পরাক্রমী দশরথনন্দন শ্রীরাম সেই মরুভূমিকে বরদান করিলেন।৩৯-৪১

সেই মরুভূমি রামের বরদানে পুনরায় পশুগণের বাসোপযোগী, রোগাল্পতা, বিবিধ সুরস ফলমূলে পূর্ণ, বহু স্নেহ, বহুক্ষীর এবং বহুবিধ সুগন্ধি ও ওষধি দ্বারা সমাকীর্ণ ও এইরূপ বিবিধ গুণভূষিত হওয়ায় তাহার পথসকল পথিকগণের সুখদায়ক হইল। সেই সময় সাগরের কুক্ষিস্থান দগ্ধ হইলে সরিৎপতি সমুদ্র সর্বশাস্ত্রজ্ঞ রাঘবকে এই কথা বলিলেন।৪২-৪৪

সৌম! এই প্রীতিযুক্ত বিশ্বকর্ম্মপুত্র শ্রীমান্ নল পিতৃবরে সর্ববস্তু নির্মাণ সামর্থ্য পাইয়াছে। পিতার ন্যায় শক্তিশালী এই মহোৎসাহী বানর আমার উপর সেতু নির্মাণ করুক—আমি তাহা ধারণ করিব।৪৫-৪৬

এই কথা বলিয়া সমুদ্র অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ নল উত্থিত হইয়া মহাবল শ্রীরামকে বলিল।৪৭

এই বিস্তীর্ণ মকরালয় সমুদ্রের উপর আমি পিতার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া সেতুনির্মাণ করিব। মহাসাগর যথার্থ-ই বলিয়াছে।৪৮

জগতে অকৃতজ্ঞ পুরুষের প্রতি দণ্ড প্রয়োগ-ই করণীয়—আমার ইহাই বিশ্বাস। ঐরূপ লোকের প্রতি ক্ষমা, সান্ত্বনা ও দাননীতিকে ধিক্।৪৯

এই ভয়ঙ্কর মহোদধি সাগর দণ্ড ভয়ে-ই আপনার বক্ষে সেতু নির্মাণ দেখিতে ইচ্ছা করিয়া স্থান দিল।৫০

মন্দরপর্বতে বিশ্বকর্মা আমার মাতাকে বর দিয়াছিলেন—দেবি! তোমার পুত্র আমার তুল্য হইবে।৫১

আমি তাঁহার ঔরস পুত্র এবং শিল্পকর্মে তৎসদৃশ। সমুদ্র সত্য-ই বলিয়াছে,—সমুদ্র আমাকে স্মরণ করাইয়া দিল। আপনারা জিজ্ঞাসা না করিলে নিজগুণ বলিতে পারি না, সেইজন্য আত্মগুণ বলি নাই।৫২

আমি বরুণালয়ে সেতু নির্মাণে সমর্থ। অতএব অদ্যই বানরপুঙ্গবগণ সেতু বন্ধন আরম্ভ করুক।৫৩

তৎপর শ্রীরামপ্রেরিত শত শত সহস্র সহস্র বানরশ্রেষ্ঠগণ আনন্দিতমনে উল্লম্ফন করিয়া মহারণ্যে প্রবেশ করিল।৫৪

তে নগান্ নগসঙ্কাশাঃ শাখামৃগগণর্ষভাঃ।
বভঞ্জুঃ পাদপাংস্তত্র প্রচকর্ষুশ্চ সাগরম্ ॥৫৫
তে সালৈশ্চাশ্বকর্ণৈশ্চ ধবৈর্বংশৈশ্চ বানরাঃ।
কুটজৈরর্জুনৈস্তালৈস্তিলকৈস্তিনিশৈরপি ॥৫৬
বিল্বকৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ কর্ণিকারৈশ্চ পুষ্পিতৈঃ।
চূতৈশ্চাশোকবৃক্ষৈশ্চ সাগরং সমপূরয়ন্ ॥৫৭
সমূলাংশ্চ বিমূলাংশ্চ পাদপান্ হরিসত্তমাঃ।
ইন্দ্রকেতূনিবোদ্যম্য প্রজহ্রুর্বানরাস্তরূন্ ॥৫৮
তালান্ দাড়িমগুল্মাংশ্চ নারিকেল-বিভীতকান্।
করীরান্ বকুলান্ নিম্বান্ সমাজহ্রুরিতস্ততঃ ॥৫৯
হস্তিমাত্রান্ মহাকায়াঃ পাষাণাংশ্চ মহাবলাঃ।
পর্বতাংশ্চ সমুৎপাট্য যন্ত্রৈঃ পরিবহন্তি চ ॥৬০
প্রক্ষিপ্যমাণৈরচলৈঃ সহসা জলমুদ্ধৃতম্।
সমুৎসসর্প চাকাশমবাসর্পৎ ততঃ পুনঃ ॥৬১
সমুদ্রং ক্ষোভয়ামাসুর্নিপতন্তঃ সমন্ততঃ।
সূত্রাণ্যন্যে প্রগৃহ্ণন্তি হ্যায়তং শতযোজনম্ ॥৬২

নলশ্চক্রে মহাসেতুং মধ্যে নদনদীপতেঃ।
স তদা ক্রিয়তে সেতুর্বানরৈর্ঘোরকর্মভিঃ ॥৬৩
দণ্ডানন্যে প্রগৃহ্ণন্তি বিচিন্বন্তি তথাপরে।
বানরৈঃ শতশস্তত্র রামস্যাজ্ঞাপুরঃসরৈঃ ॥৬৪
মেঘাভৈঃ পর্বতাভৈশ্চ তৃণৈঃ কষ্ঠৈর্ববন্দিরে।
পুষ্পিতাগ্রৈশ্চ তরুভিঃ সেতুং বধ্নন্তি বানরাঃ ॥৬৫
পাষাণাংশ্চ গিরিপ্রখ্যান্ গিরীণাং শিখরাণি চ।
দৃশ্যন্তে পরিধাবন্তো গৃহ্যদানবসন্নিভাঃ ॥৬৬
শিলানাং ক্ষিপ্যমাণানাং শৈলানাং তত্র পাত্যতাম্।
বভূব তুমুলঃ শব্দস্তদা তস্মিন্ মহোদধৌ ॥৬৭
কৃতানি প্রথমেনাহ্না যোজনানি চতুর্দশ।
প্রহৃষ্টৈর্গজসঙ্কাশৈস্ত্বরমাণৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ ॥৬৮
দ্বিতীয়েন তথৈবাহ্না যোজনানি তু বিংশতিঃ।
কৃতানি প্লবগৈস্তূর্ণং ভীমকায়ৈর্মহাবলৈঃ ॥৬৯
অহ্না তৃতীয়েন তথা যোজনানি তু সাগরে।
ত্বরমাণৈর্মহাকায়ৈরেকবিংশতিরেব চ ॥৭০

তারপর পর্বততুল্য বিশালকায় বানরশিরোমণিগণ পর্বতশিখর ও বৃক্ষসকল ভঙ্গ করিয়া সমুদ্রতীরে আনিতে আরম্ভ করিল।৫৫

ঐ বানরগণ শাল, অশ্বকর্ণ, ধব, বংশ, কুটজ, অর্জুন, তাল, তিল, তিনিশ, বিল্ব, সপ্তপর্ণ, পুষ্পিত কর্ণিকার, চূত এবং অশোক প্রভৃতি বৃক্ষসকল দ্বারা সমুদ্রতীর আচ্ছন্ন করিল। এইরূপে বানরশ্রেষ্ঠগণ ইন্দ্রধ্বজতুল্য সমুল ও নির্মুল বৃক্ষসকলকে চারিদিক হইতে আহরণ করিতে লাগিল।৫৬-৫৮

চারিদিক হইতে তাল, দাড়িম্ব, নারিকেল, বিভীতক, করবীর, বকুল ও নিম্ব প্রভৃতি বহু প্রকার বৃক্ষসকল বহুল পরিমাণে আহরণ করিতে লাগিল। হস্তীর ন্যায় প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড এবং পর্বতসকল উৎপাটন করত যন্ত্র দ্বারা বহন করিতে আরম্ভ করিল।৫৯-৬০

শিলাখণ্ডসকল সমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত হইলে সমুদ্রের জল সহসা আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পুনরায় অধঃপতিত হইতে লাগিল।৬১

চারিদিক হইতে প্রস্তরসকল নিপাতিত হওয়ায় সমুদ্র সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। কতকগুলি বানর (নির্মাণ কার্য্যের জন্য) শতযোজন বিস্তৃত সূত্র ধরিল।৬২

নল নদ-নদীপতির মধ্যস্থলে সেতু নির্মাণ করিতে লাগিল। ঘোরকর্মা বানরগণ তখন নলের সহিত কার্যে যোগদান করিল।৬৩

কোন কোন কপি দণ্ড গ্রহণ করিতে লাগিল, কেহ কেহ বৃক্ষাদি অন্বেষণ করিতে লাগিল। মেঘ ও পর্বত-সদৃশ অসংখ্য বানরগণ শ্রীরামের আদেশানুসারে তৃণ, কাষ্ঠ ও পুষ্পিত বৃক্ষাদির দ্বারা সেতুবন্ধন আরম্ভ করিল।৬৪-৬৫

পর্বততুল্য প্রস্তরসকল এবং গিরিশিখরসকল গ্রহণ করিয়া বানরগণ ধাবিত হইলে দানববৃন্দের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল।৬৬

তৎকালে গিরিশৃঙ্গ এবং প্রস্তরখণ্ডসকল প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় সমুদ্রে তুমুল শব্দ উত্থিত হইল।৬৭

চতুর্থেন তথা চাহ্না দ্বাবিংশতিরথাপি বা।
যোজনানি মহাবেগৈঃ কৃতানি ত্বরিতৈস্ততঃ ॥৭১
পঞ্চমেন তথা চাহ্না প্লবগৈঃ ক্ষিপ্রকারিভিঃ।
যোজনানি ত্রয়োবিংশৎ সুবেলমধিকৃত্য বৈ ॥৭২
স বানরবরঃ শ্রীমান্ বিশ্বকর্মাত্মজো বলী।
ববন্ধ সাগরে সেতুং যথা চাস্য পিতা তথা ॥৭৩
স নলেন কৃতঃ সেতুঃ সাগরে মকরালয়ে।
শুশুভে সুভগঃ শ্রীমান্ স্বাতীপথ ইবাম্বরে ॥৭৪
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
আগম্য গগনে তস্থুর্দ্রষ্টুকামাস্তদদ্ভুতম্ ॥৭৫
দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্।
দদৃশুর্দেবগন্ধর্বা নলসেতুং সুদুষ্করম্ ॥৭৬
আপ্লবন্তঃ প্লবন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
তমচিন্ত্যমসহ্যঞ্চ হ্যদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥৭৭
দদৃশুঃ সর্বভূতানি সাগরে সেতুবন্ধনম্।
তানি কোটি সহস্রাণি বানরাণাং মহৌজসাম্ ॥৭৮
বধ্নন্তঃ সাগরে সেতুং জগ্মুঃ পারং মহোদধেঃ।
বিশালঃ সুকৃতঃ শ্রীমান্ সুভূমিঃ সুসমাহিতঃ ॥৭৯
অশোভত মহান্ সেতুঃ সীমন্ত ইব সাগরে।
ততঃ পারে সমুদ্রস্য গদাপাণির্বিভীষণঃ ॥৮০
পরেষামভিঘাতার্থমতিষ্ঠৎ সচিবৈঃ সহ।
সুগ্রীবস্তু ততঃ প্রাহ রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥৮১
হনুমন্তং ত্বমারোহ অঙ্গদং ত্বথ লক্ষ্মণঃ।
অয়ং হি বিপুলো বীর সাগরো মকরালয়ঃ ॥৮২
বৈহায়সৌ যুবামেতৌ বানরৌ ধারয়িষ্যতঃ।
অগ্রতস্তস্য সৈন্যস্য শ্রীমান্ রামঃ সলক্ষ্মণঃ ॥৮৩
জগাম ধন্বী ধর্মাত্মা সুগ্রীবেণ সমন্বিতঃ।
অন্যে মধ্যেন গচ্ছন্তি পার্শ্বতোঽন্যে প্লবঙ্গমাঃ ॥৮৪

ক্ষিপ্রকারী, মহাবলী, মহাবেগবান্ ও গজের ন্যায় মহাকায় বানরগণ অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রথম দিনে চতুর্দশযোজন দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করিল। ভীমকায় মহাবল বানরগণ ক্ষিপ্রগতি সহকারে দ্বিতীয় দিনে বিংশতি, তৃতীয় দিনে একবিংশতি, চতুর্থ দিনে দ্বাবিংশতি যোজন সেতু প্রস্তুত করিল। এইরূপে বানরগণ পঞ্চমদিবসে ত্রয়োবিংশতি যোজন সেতু ক্ষিপ্রতার সহিত নির্মাণ করিয়া সুবেলপর্বতে সংযোজিত করিল।৬৮-৭২

এইরূপে বিশ্বকর্মাতনয় বলী বানরশ্রেষ্ঠ নল পিতৃতুল্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া সাগরের বক্ষে সেতু নির্মাণ করিল।৭৩

মকরালয় সাগরে নলনির্মিত সেই সুন্দর ও শোভাশালী সেতু আকাশস্থ ছায়া পথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৭৪

তদনন্তর দেবগণ গন্ধর্ব, সিদ্ধ এবং পরমর্ষিগণের সহিত সেতু দর্শনেচ্ছায় গগনমণ্ডলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। নলনির্মিত শতযোজন দীর্ঘ ও দশ যোজন বিস্তৃত অদ্ভুত ও সুদুষ্কর সেতু দেবতা ও গন্ধর্বগণ দেখিতে লাগিলেন।৭৫-৭৬

বানরগণ সেতুবন্ধন করিয়া আনন্দে গর্জন করত কেহ বা লম্ফন কেহ বা উল্লম্ফন প্রদান করিয়া দেখিতে লাগিল। সমস্ত প্রাণিগণ সাগরে সেই অচিন্ত্য, অসহ্য, লোমহর্ষণ ও অদ্ভুত সেতুবন্ধন দেখিতে লাগিল। এইরূপে প্রস্তুত করিয়া মহাতেজস্বী সহস্রকোটি বানর সমুদ্রের পরপারে উপস্থিত হইল। সমতলসুশোভিত সেই সুনির্মিত বিরাট বিশাল সেতু সাগরের সীমন্তের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। তদনন্তর স্বীয় অমাত্যগণের সহিত গদাহস্তে বিভীষণ পরপারে আসিয়া রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধার্থ অবস্থিতি করিতে লাগিল। (অর্থাৎ সেতু রক্ষায় যত্নবান্ হইল)। তৎপশ্চাৎ বানররাজ সুগ্রীব সত্যপরাক্রম শ্রীরামকে বলিল।৭৭-৮১

বীর! আপনি হনুমানে এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। কারণ—এই মকরালয় সমুদ্র সুদীর্ঘ।৮২

আকাশগামী এই দুই বানর আপনাদিগকে ধারণ করিতে পারিবে। ধনুর্ধারী ধর্মাত্মা শ্রীমান্ শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত সেনাগণের অগ্রভাগে চলিতে লাগিলেন। কোন কোন বানর সেনাগণের মধ্যে, কেহ কেহ পার্শ্বে পার্শ্বে গমন করিতে লাগিল।৮৩-৮৪

সলিলং প্রপতন্ত্যন্যে মার্গমন্যে প্রপেদিরে।
কেচিদ্ বৈহায়সগতাঃ সুপর্ণা ইব পুপ্লুবুঃ ॥৮৫

ঘোষেণ মহতা ঘোষং সাগরস্য সমুচ্ছ্রিতম্।
ভীমমন্তর্দধে ভীমা তরন্তী হরিবাহিনী ॥৮৬

বানরাণাং হি সা তীর্ণা বাহিনী নলসেতুনা।
তীরে নিবিবিশে রাজ্ঞা বহুমূলফলোদকে ॥৮৭

তদদ্ভুতং রাঘবকর্ম্ম দুষ্করং
সমীক্ষ্য দেবাঃ সহ সিদ্ধচারণৈঃ।
উপেত্য রামং সহসা মহর্ষিভি-
স্তমভ্যষিঞ্চন্ সুশুভৈর্জ্জলৈঃ পৃথক্ ॥৮৮

জয়স্ব শত্রূন্ নরদেব মেদিনীং
সসাগরাং পালয় শাশ্বতীঃ সমাঃ।
ইতীব রামং নরদেবসৎকৃতং
শুভৈর্বচোভির্বিবিধৈরপূজয়ন্ ॥৮৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥

কেহ কেহ সন্তরণ করিয়া, কেহ কেহ পদব্রজে, কেহ কেহ বা সুপর্ণের ন্যায় আকাশ পথে যাত্রা করিল।৮৫

সেই ভয়ঙ্কর বানরসেনাসকলের সাগরতরণকালীন ভীষণ গর্জনে সমুদ্র গর্জনের শব্দকেও অভিভূত করিল।৮৬

নলনির্ম্মিত সেতুপথে বানরবাহিনী সমুদ্র পার হইল। রাজা সুগ্রীব তাহাদিগকে ফল, মূল ও সুপেয় জলপূর্ণস্থানে সন্নিবেশিত করিল।৮৭

শ্রীরামের অদ্ভুত এবং দুষ্কর কার্য দেখিয়া দেবগণ তৎক্ষণাৎ সিদ্ধচারণ ও মহর্ষিগণের সহিত শ্রীরামের নিকট উপস্থিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ পবিত্র ও শুভ জল দ্বারা অভিষেক করিলেন।৮৮

তাঁহারা বলিলেন—নরদেব! আপনি শত্রুগণকে পরাজিত করত সুদীর্ঘকাল সসাগরা ধরণী প্রতিপালন করুন। দেবগণ এইরূপ বহুবিধ মঙ্গলজনক বাক্য দ্বারা রাজশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকে অভিনন্দিত করিলেন।৮৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্য লক্ষ্মণসমীপে দুর্লক্ষণানাং বর্ণনম্ ।]

নিমিত্তানি নিমিত্তজ্ঞো দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণপূর্বজঃ ।
সৌমিত্রিং সম্পরিষ্বজ্য ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১
পরিগৃহ্যোদকং শীতং বনানি ফলবন্তি চ ।
বলৌঘং সংবিভজ্যেমং ব্যূহ্য তিষ্ঠেম লক্ষ্মণ ॥২
লোকক্ষয়করং ভীমং ভয়ং পশ্যাম্যুপস্থিতম্ ।
প্রবর্হণং প্রবীরাণামৃক্ষ-বানর-রক্ষসাম্ ॥৩
বাতাশ্চ কলুষা বান্তি কম্পতে চ বসুন্ধরা ।
পর্বতাগ্রাণি বেপন্তে পতন্তি চ মহীরুহাঃ ॥৪
মেঘাঃ ক্রব্যাদসঙ্কাশাঃ পরুষাঃ পরুষস্বনাঃ ।
ক্রূরাঃ ক্রূরং প্রবর্ষন্তি মিশ্রং শোণিতবিন্দুভিঃ ॥৫
রক্তচন্দনসঙ্কাশা সন্ধ্যা পরমদারুণা ।
জ্বলতঃ প্রপতত্যেতদাদিত্যাদগ্নিমণ্ডলম্ ॥৬
দীনা দীনস্বরাঃ ক্রূরাঃ সর্বতো মৃগপক্ষিণঃ ।
প্রত্যাদিত্যং বিনর্দন্তি জনয়ন্তো মহদ্ভয়ম্ ॥৭
রজন্যামপ্রকাশস্তু সন্তাপয়তি চন্দ্রমাঃ ।
কৃষ্ণরক্তাংশুপর্যন্তো লোকক্ষয় ইবোদিতঃ ॥৮
হ্রস্বো রূক্ষোঽপ্রশস্তশ্চ পরিবেষস্তু লোহিতঃ ।
আদিত্যে বিমলে নীলং লক্ষ্ম লক্ষ্মণ দৃশ্যতে ॥৯
রজসা মহতা চাপি নক্ষত্রাণি হতানি চ ।
যুগান্তমিব লোকানাং পশ্য শংসন্তি লক্ষ্মণ ॥১০
কাকাঃ শ্যেনাস্তথা নীচা গৃধ্রাঃ পরিপতন্তি চ ।
শিবাশ্চাপ্যশুভান্ নাদান্ নদন্তি সুমহাভয়ান্ ॥১১
শৈলৈঃ শূলৈশ্চ খড়্গৈশ্চ বিমুক্তৈঃ কপিরাক্ষসৈঃ ।
ভবিষ্যত্যাবৃতা ভূমির্মাংসশোণিতকর্দমা ॥১২

ত্রয়োবিংশ সর্গ

[শ্রীরামের লক্ষ্মণসমীপে দুর্নিমিত্তসকলের বর্ণন ।]

অনন্তর নিমিত্তজ্ঞ লক্ষ্মণাগ্রজ রাম (বহুবিধ লোকক্ষয়কর ঘোর) নিমিত্তসকল দর্শন করিয়া সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করত এই কথা বলিলেন,—লক্ষ্মণ! যে স্থানে সুশীতল জল এবং ফলবান্ বৃক্ষসকল আছে, সেই স্থানে এই ঋক্ষ, গোলাঙ্গুল এবং বানরসকলকে বিভাগ করত ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক অবস্থান করা কর্ত্তব্য, কারণ, বীরাগ্রগণ্য ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণের বিনাশ-সূচক ঘোরতর লোকক্ষয়কর ভয় উপস্থিত দেখিতেছি। ঐ দেখ,—বায়ু রজঃ প্রভৃতি দ্বারা কলুষিত হইয়া বহিতেছে, বসুন্ধরা এবং পর্ব্বতাগ্রসকল কম্পিত ও মহীরুহ(বৃক্ষ)সকল পতিত হইতেছে। ক্রব্যাদ(রাক্ষস)সদৃশ ক্রূর এবং নেত্রোদ্‌বেগকর ভীমঘোষ মেঘসকল ক্রূরভাবে শোণিত-মিশ্রিত বিন্দুসকল বর্ষণ করিতেছে।১-৫

সন্ধ্যাসময় রক্তচন্দনের ন্যায় নিদারুণ লোহিত বর্ণ হইয়াছে। আদিত্যমণ্ডল হইতে প্রজ্বলিত অগ্নি-খণ্ডসকল পতিত হইতেছে; তদ্দর্শনে ক্রূরস্বভাব পশু-পক্ষিগণ সূর্য্যাভিমুখ হইয়া দীনভাবে এবং করুণ-স্বরে আমার অন্তরে ভীষণ ভয় উৎপাদন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ শ্রুতিকঠোর শব্দ করিতেছে। চন্দ্রমা পূর্ব্বের ন্যায় সুপ্রকাশ না হইয়া কৃষ্ণ এবং লোহিত পরিধি-পরিবেষ্টিত প্রলয়কালীন মূর্ত্তিতে উদিত হইয়া সন্তাপিত করিতেছেন। লক্ষ্মণ! হ্রস্ব ও রুক্ষভাবে প্রকাশ্যমান এবং লোহিতবর্ণ পরিধিবেষ্টিত বিমল আদিত্যমণ্ডলে নীলচিহ্ন দৃস্ট হইতেছে এবং নক্ষত্রসমূহ অত্যন্ত ধূলিরাশিতে আবৃত হইয়া হতপ্রভ হইয়াছে। লক্ষ্মণ! এই সকল দর্শনে বোধ হইতেছে, যেন যুগান্তকাল উপস্থিত হইয়াছে।৬-১০

কাক, শ্যেন ও গৃধ্রগণ সহসা নিম্নে পতিত হইতেছে। শিবাগণ ভয়জনক অশুভ-সূচক সুমহৎ শব্দ করিতেছে।

ক্ষিপ্রমদ্যৈব দুর্দ্ধর্ষাং পুরীং রাবণপালিতাম্ ।
অভিযাম জবেনৈব সর্বৈর্হরিভিরাবৃতাঃ ॥১৩

ইত্যেবমুক্ত্বা ধন্বী স রামঃ সংগ্রামধর্ষণঃ ।
প্রতস্থে পুরতো রামো লঙ্কামভিমুখো বিভুঃ ॥১৪

সবিভীষণসুগ্রীবাঃ সর্বে তে বানরর্ষভাঃ ।
প্রতস্থিরে বিনর্দন্তো ধৃতানাং দ্বিশতাং বধে ॥১৫

রাঘবস্য প্রিয়ার্থং তু সুতরাং বীর্য্যশালিনাম্ ।
হরীণাং কর্মচেষ্টাভিস্তুতোষ রঘুনন্দনঃ ॥১৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥

লক্ষ্মণ! এই সকল দর্শন করিয়া বোধ হইতেছে, অত্রত্য ভূভাগ নিশ্চয় অচিরকালের মধ্যেই বানর ও রাক্ষসগণ বিক্ষিপ্ত শৈল, শূল, ও খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা সমাবৃত এবং মাংস ও শোণিতে কর্দ্দমপূর্ণ হইবে। অতএব আমরা অদ্যই বানরগণে পরিবৃত হইয়া সত্বর রাবণ-পালিত অজেয় লঙ্কাপুরীতে গমন করিব। সংগ্রামধর্ষণ লোকরঞ্জন বিভু রাম এই কথা বলিয়া হস্তে শরাসন ধারণ করত লঙ্কাভিমুখে অগ্রে প্রস্থিত হইলেন। বিভীষণ, সুগ্রীব এবং অপর বানরগণও বিপুল সিংহনিনাদ করত তাঁহাদের অনুগামী হইল। রঘুনন্দন রাম সীতার উদ্ধারের নিমিত্ত বীর্য্যশালী বানরগণের তাদৃশ কার্য্য ও যত্নদর্শনে পরম সন্তুষ্ট হইলেন।১১-১৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত

চতুর্বিংশঃ সর্গঃ

[লক্ষ্মণসমীপে লঙ্কায়াঃ শোভাবর্ণনপূর্বকং ব্যূহবন্ধভাবেন সৈন্যানামবস্থানায়াদেশদানম্, শ্রীরামাদেশেন বন্ধনমুক্তস্য শুকস্য রাবণসমীপে গমনান্তরং শ্রীরামস্য সৈন্যশক্তেঃ প্রাবল্য-প্রদর্শনম্, রাবণস্যাপি সবলস্য গর্বপ্রদর্শনঞ্চ।]

সা বীরসমিতী রাজ্ঞা বিররাজ ব্যবস্থিতাঃ।
শশিনা শুভনক্ষত্রা পৌর্ণমাসীব শারদী ॥১
প্রচচাল চ বেগেন ত্রস্তা চৈব বসুন্ধরা।
পীড্যমানা বলৌঘেন তেন সাগরবর্চসা ॥২
ততঃ শুশ্রুবুরাক্রুষ্টং লঙ্কায়াং কাননৌকসঃ।
ভেরী-মৃদঙ্গসংঘুষ্টং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ॥৩
বভূবুস্তেন ঘোষেণ সংহৃষ্টা হরিযূথপাঃ।
অমৃষ্যমাণাস্তদ্ ঘোষং বিনেদুর্ঘোষবত্তরম্ ॥৪
রাক্ষসাস্তং প্লবঙ্গানাং শুশ্রুবুস্তেঽপি গর্জিতম্।
নর্দতামিব দৃপ্তানাং মেঘানামম্বরে স্বনম্ ॥৫
দৃষ্ট্বা দাশরথির্লঙ্কাং চিত্রধ্বজপতাকিনীম্।
জগাম মনসা সীতাং দূয়মানেন চেতসা ॥৬
অত্র সা মৃগশাবাক্ষী রাবণেনোপরুধ্যতে।
অভিভূতা গ্রহেণেব লোহিতাঙ্গেন রোহিণী ॥৭
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য সমুদ্বীক্ষ্য চ লক্ষ্মণ।
উবাচ বচনং বীরস্তৎকালহিতমাত্মনঃ ॥৮
আলিখন্তীমিবাকাশমুত্থিতাং পশ্য লক্ষ্মণ।
মনসেব কৃতাং লঙ্কাং নগাগ্রে বিশ্বকর্মণা ॥৯
বিমানৈর্বহুভির্লঙ্কা সঙ্কীর্ণা রচিতা পুরা।
বিষ্ণোঃ পদমিবাকাশং ছাদিতং পাণ্ডুভির্ঘনৈঃ ॥১০
পুষ্পিতৈঃ শোভিতা লঙ্কা বনৈশ্চিত্ররথোপমৈঃ।
নানাপতগসঙ্ঘুষ্টফলপুষ্পোপগৈঃ শুভৈঃ ॥১১
পশ্য মত্তবিহঙ্গানি প্রলীনভ্রমরাণি চ।
কোকিলাকুলখণ্ডানি দোধবীতি শিবোঽনিলঃ ॥১২

চতুর্বিংশ সর্গ

[লক্ষ্মণসমীপে লঙ্কার শোভাবর্ণনপূর্বক ব্যূহবন্ধভাবে সৈন্যগণকে অবস্থান করিতে শ্রীরামের আদেশদান, তাঁহার আদেশে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শুকের রাবণ সমীপে গমনান্তর শ্রীরামের সৈন্যশক্তির প্রাবল্য প্রদর্শন এবং রাবণেরও নিজ সৈন্যের গর্বপ্রদর্শন।]

অনন্তর সেই সমাগত বীরগণ রাজপুত্র রামকর্তৃক ব্যূহমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়া শোভন নক্ষত্ররাজি-বিরাজিত শরৎকালীন পৌর্ণমাসী নিশার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সেখানকার ভূভাগ সাগরসদৃশ সেই বলসমূহের বেগে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া বারংবার কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর বনচারী বানর-যূথপতিগণ লঙ্কা হইতে রাক্ষসগণের আক্রোশ শব্দ এবং ভেরী ও মৃদঙ্গসকলের সুমহৎ লোমহর্ষণ শব্দ শুনিতে পাইয়া অতীব আনন্দিত হইল এবং তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া এরূপ সুমহৎ শব্দ করিল যে, রাক্ষসেরাও অন্তরিক্ষে শব্দায়মান মেঘনির্ঘোষের ন্যায় মদগর্ব্ব বানরগণের সেই গর্জনধ্বনি শুনিতে পাইল।১-৫

দাশরথি রাম বিচিত্র ধ্বজ-পতাকা-শোভিত লঙ্কাপুরী দর্শন করিয়া মনোমধ্যে সীতাকে স্মরণ করত 'এই স্থানেই সেই মৃগশাবকলোচনা জানকী মঙ্গল-গ্রহাভিভূত রোহিণী নক্ষত্রের ন্যায় রাবণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া আছেন,' এইরূপ পরিতাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বীরবর রাম লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উষ্ণ ও দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত আপনার তৎকালোচিত হিতজনক এই কথা বলিলেন,—লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, পর্ব্বতের শিখরদেশে নির্ম্মিত লঙ্কানগরীর প্রাসাদশিখরসকল আকাশ ভেদ করত উঠিয়া এরূপ শোভা পাইতেছে যে, বোধ হয় যেন বিশ্বকর্ম্মা মনোমধ্যেই এই পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দেখ, লঙ্কানগরী সপ্তভূমি প্রাসাদবিশিষ্ট বিমানসকলে সঙ্কীর্ণ হইয়া পাণ্ডুবর্ণ মেঘাচ্ছাদিত বিষ্ণুপদ আকাশের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে।৬-১০

ইতি দাশরথী রামো লক্ষ্মণং সমভাষত।
বলঞ্চ তত্র বিভজচ্ছাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥১৩
শশাস কপিসেনাং তাং বলাদাদায় বীর্য্যবান্।
অঙ্গদঃ সহ নীলেন তিষ্ঠেদুরসি দুর্জয়ঃ ॥১৪
তিষ্ঠেদ্ বানরবাহিন্যা বানরৌঘসমাবৃতঃ।
আশ্রিতো দক্ষিণং পার্শ্বমৃষভো নাম বানরঃ ॥১৫
গন্ধহস্তীব দুর্ধর্ষস্তরস্বী গন্ধমাদনঃ।
তিষ্ঠেদ্ বানরবাহিন্যাঃ সব্যং পার্শ্বমধিষ্ঠিতঃ ॥১৬
মূর্দ্ধ্নি স্থাস্যাম্যহং যত্তো লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।
জাম্ববাংশ্চ সুষেণশ্চ বেগদর্শী চ বানরঃ ॥১৭
ঋক্ষমুখ্যা মহাত্মানঃ কুক্ষিং রক্ষন্তু তে ত্রয়ঃ।
জঘনং কপিসেনায়াঃ কপিরাজোঽভিরক্ষতু ॥
পশ্চার্দ্ধমিব লোকস্য প্রচেতাস্তেজসা বৃতঃ ॥১৮
সুবিভক্তমহাব্যূহা মহাবানররক্ষিতা।
অনীকিনী সা বিবভৌ যথা দ্যৌঃ সাভ্রসম্প্লবা ॥১৯
প্রগৃহ্য গিরিশৃঙ্গাণি মহতশ্চ মহীরুহান্।
আসেদুর্বানরা লঙ্কাং মিমর্দয়িষবো রণে ॥২০
শিখরৈর্বিকিরামৈনাং লঙ্কাং মুষ্টিভিরেব বা।
ইতি স্ম দধিরে সর্বে মনাংসি হরিপুঙ্গবাঃ ॥২১
ততো রামো মহাতেজাঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ।
সুবিভক্তানি সৈন্যানি শুক এষ বিমুচ্যতাম্ ॥২২
রামস্য তু বচঃ শ্রুত্বা বানরেন্দ্রো মহাবলঃ।
মোচয়ামাস তং দূতং শুকং রামস্য শাসনাৎ ॥২৩

গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের উপবনের ন্যায় ফল-পুষ্পপূর্ণ বনরাজি লঙ্কাকে কেমন শোভিত করিতেছে। ঐ দেখ, নানজাতি বিহঙ্গগণ তদুপরি উপবিষ্ট হইয়া সুমধুর শব্দ করিতেছে। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ,—সুশীতল, সুরভি ও সুমন্দ সমীরণ বৃক্ষসকলকে কম্পিত করিতেছে; বিহঙ্গমগণ প্রমত্তভাবে তদুপরি বসিয়া আছে; পাছে বায়ুবেগে পতিত হইতে হয়, এই ভাবিয়াই যেন ভ্রমরকুল পুষ্প মধ্যে লীন হইতেছে। কোকিলগণ যেন বসন্ত সমাগমে ব্যাকুল হইয়াই সুমধুর কুহু রব করিতেছে। বীর্য্যবান্ দাশরথি রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া সেই স্থানেই যুদ্ধশাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে সৈন্যবিভাগে প্রবৃত্ত হইয়া সেই বানরবল হইতে স্বীয় সাহায্যক্ষম সেনাগণকে পৃথক্ করিয়া লইয়া কপিসৈন্যগণকে এইরূপ আদেশ করিলেন,—দুর্জ্জয় অঙ্গদ সেনাপতি নীলের সহিত এই সৈন্যগণের উরঃস্থলে অবস্থান করিবে। কপিশ্রেষ্ঠ ঋষভ বানরসমূহে পরিবৃত হইয়া বানরসেনাগণের সহিত দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থান করিবে।১১-১৫

মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ মহাবেগশালী বানরবর গন্ধমাদন বানরসেনাগণের সহিত বামভাগে অবস্থান করিবে। আমি লক্ষ্মণের সহিত সাবধানে সর্ব্বাগ্রে অবস্থান করিব। বানরশ্রেষ্ঠ মহাবল জাম্ববান্, সুষেণ এবং বেগদর্শী,—এই তিন জনে কুক্ষিদেশ রক্ষা করিবে। বরুণ যেরূপ স্বীয় তেজে পৃথিবীর পশ্চিমপ্রান্ত রক্ষা করেন, তদ্রূপ বানররাজ সুগ্রীব এই সেনাসমূহের জঘনদেশ রক্ষা করিব।১৬-১৮

বীরশ্রেষ্ঠ বানরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিতা সেই বানরবাহিনী এইরূপে বিভক্ত ও ব্যূহবদ্ধ হইয়া নিবিড় ঘনঘটাচ্ছাদিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বানরগণ গিরিশৃঙ্গ এবং বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল গ্রহণ করিয়া যেন মর্দ্দন করিবার ইচ্ছাতেই লঙ্কানগরীকে আক্রমণ করিল। তৎকালে বানরগণ এইরূপ উৎসাহান্বিত হইয়া উঠিল যে, তাহারা মনে করিতে লাগিল,—এই লঙ্কাপুরীকে শৈলশিখরনিচয়বর্ষণে সমাচ্ছাদিত অথবা মুষ্টি প্রহারেই ইহার প্রাসাদসমূহ চূর্ণ করিয়া ফেলিব।১৯-২১

অনন্তর মহাতেজস্বী রাম বানররাজ সুগ্রীবকে এইকথা বলিলেন,—এক্ষণে সমস্ত সৈন্য বিভাগ করা হইয়াছে, অতএব এই শুককে ছাড়িয়া দাও। মহাবল বানরেন্দ্র সুগ্রীব রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে রাক্ষসরাজের দূত সেই শুককে মুক্ত করিয়া দিলে, সেই রাক্ষস বানরগণ কর্ত্তৃক একান্ত পীড়িত ও ভীত হইয়া

মোচিতো রামবাক্যেন বানরৈশ্চ নিপীড়িতঃ।
শুকঃ পরমসন্ত্রস্তো রক্ষোধিপমুপাগমৎ ॥২৪
রাবণঃ প্রহসন্নেব শুকং বাক্যমুবাচ হ।
কিমিমৌ তে সিতৌ পক্ষৌ লূনপক্ষস্য দৃশ্যসে ॥২৫
কচ্চিন্নানেকচিত্তানাং তেষাং ত্বং বশমাগতঃ।
ততঃ স ভয়সংবিগ্নস্তেন রাজ্ঞাভিচোদিতঃ ॥২৬
বচনং প্রত্যুবাচেদং রাক্ষসাধিপমুত্তমম্।
সাগরস্যোত্তরে তীরেঽব্রুবং তে বচনং তথা।
যথা সন্দেশমক্লিষ্টং সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥২৭
ক্রুদ্ধৈস্তৈরহমুৎপ্লুত্য দৃষ্টমাত্রঃ প্লবঙ্গমৈঃ।
গৃহীতোঽস্ম্যপি চারব্ধো
হন্তুং লোপ্তুঞ্চ মুষ্টিভিঃ ॥২৮
ন তে সম্ভাষিতুং শক্যাঃ সম্প্রশ্নোঽত্র ন বিদ্যতে।
প্রকৃত্যা কোপনাস্তীক্ষ্ণা বানরা রাক্ষসাধিপ ॥২৯

স চ হন্তা বিরাধস্য কবন্ধস্য খরস্য চ।
সুগ্রীবসহিতো রামঃ সীতায়াঃ পদমাগতঃ ॥৩০
স কৃত্বা সাগরে সেতুং তীর্ত্বা চ লবণোদধিম্।
এষ রক্ষাংসি নির্ধূয় ধন্বী তিষ্ঠতি রাঘবঃ ॥৩১
ঋক্ষ-বানরসঙ্ঘানামনীকানি সহস্রশঃ।
গিরিমেঘনিকাশানাং ছাদয়ন্তি বসুন্ধরাম্ ॥৩২
রাক্ষসানাং বলৌঘস্য বানরেন্দ্রবলস্য চ।
নৈতয়োর্বিদ্যতে সন্ধির্দেব-দানবয়োরিব ॥৩৩
পুরা প্রাকারমায়ান্তি ক্ষিপ্রমেকতরং কুরু।
সীতাং চাঽস্মৈ প্রযচ্ছাশু যুদ্ধং বাপি প্রদীয়তাম্ ॥৩৪
শুকস্য বচনং শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।
রোষসংরক্তনয়নো নির্দহন্নিব চক্ষুষা ॥৩৫
যদি মাং প্রতি যুদ্ধেরন্ দেব-গন্ধর্ব-দানবাঃ।
নৈব সীতাং প্রদাস্যামি সর্বলোকভয়াদপি ॥৩৬

সত্বর রাক্ষসরাজের নিকটে গমন করিল। রাবণ শুককে তদবস্থায় সমাগত দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করত "এ কি? তোমার পক্ষসকল ছিন্ন দেখিতেছি কেন? কেহ কি তোমার পক্ষদ্বয় বদ্ধ করিয়াছিল? অথবা তুমি কি সেই চঞ্চলচিত্ত বানরগণের বশতাপন্ন হইয়াছিলে?" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ভয়োদ্বিগ্নচিত্ত শুক রাক্ষসপতিকে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিল,—মহারাজ! আমি সাগরের উত্তরতীরে গমন করিয়া প্রথমতঃ মধুর-বাক্যে বানরগণকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত আপনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপেই আদিষ্ট সেই বীরোচিত বাক্যসকল বলিতে আরম্ভ করিলাম। বানরগণ আমাকে দর্শন করিয়াই অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধে লম্ফপ্রদান করত আমাকে গ্রহণ করিল এবং পক্ষদ্বয় ছেদন ও মুষ্টি—প্রহার দ্বারা আমার প্রাণ পর্য্যন্তও বিনাশ করিতে উদ্যত হইল।২২-২৮

রাক্ষসনাথ! সেই বনচারী বানরগণ স্বভাবতই কোপন-স্বভাব এবং পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়াই সত্বর কার্য্য করিয়া থাকে, এজন্য কোন বিচার না করিয়াই আমাকে এইরূপ লাঞ্ছনা দিয়াছে; সুতরাং তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিবার উপায় নাই। মহারাজ! যে বীর—মহাবল বিরাধ, কবন্ধ এবং আপনার ভ্রাতা খরকেও বিনাশ করিয়াছেন, তিনি বানররাজ সুগ্রীবের সহিত সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া ও সেতু-নির্ম্মাণ দ্বারা লবণসমুদ্রের পরপারে যাইয়া রাক্ষসগণকে তুচ্ছজ্ঞান করত ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক লঙ্কায় আসিয়া অবস্থান করিতেছেন।২৯-৩১

তাঁহার পর্ব্বত ও মেঘসদৃশ বিশালকায় এত সহস্র সহস্র বানর ভল্লুক সৈন্য আসিয়াছে যে, তাহারা বসুন্ধরাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। মহারাজ! আপনার এবং বানররাজ সুগ্রীবের সৈন্যগণের মধ্যে দেবগণের সহিত দানবগণের ন্যায় পরস্পর সন্ধিস্থাপন হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং লঙ্কাকে প্রাকারাকারে ঘিরিয়া ফেলার পূর্ব্বে আপনি সত্বর রামকে সীতা প্রদান অথবা তাঁহার সহিত যুদ্ধ,—এই উভয়ের অন্যতর অবলম্বন করুন।৩২-৩৪

শুকের এতাদৃশ বাক্য শুনিয়া রাবণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রোষপূর্ণনয়নে যেন শুককে দগ্ধ করত

কদা সমভিধাবন্তি মামকা রাঘবং শরাঃ।
বসন্তে পুষ্পিতং মত্তা ভ্রমরা ইব পাদপম্ ॥৩৭
কদা শোণিতদিগ্ধাঙ্গং দীপ্তৈঃ কার্ম্মুকবিচ্যুতৈঃ।
শরৈরাদীপয়িষ্যামি উল্কাভিরিব কুঞ্জরম্ ॥৩৮
তচ্চাস্য বলমাদাস্যে বলেন মহতা বৃতঃ।
জ্যোতিষামিব সর্ব্বেষাং প্রভামুদ্যন্ দিবাকরঃ ॥৩৯
সাগরস্যেব মে বেগো মারুতস্যেব মে বলম্।
ন চ দাশরথির্বেদ তেন মাং যোদ্ধুমিচ্ছতি ॥৪০
ন মে তূণীশয়ান্ বাণান্ সবিষানিব পন্নগান্।
রামঃ পশ্যতি সংগ্রামে তেন মাং যোদ্ধুমিচ্ছতি ॥৪১
ন জানাতি পুরা বীর্য্যং মম যুদ্ধে স রাঘবঃ।
মম চাপময়ীং বীণাং শরকোণৈঃ প্রবাদিতাম্ ॥৪২
জ্যাশব্দতুমুলাং ঘোরামার্তগীতমহাস্বনাম্।
নারাচতলসন্নাদাং নদীমহিতবাহিনীম্ ॥
অবগাহ্য মহারঙ্গং বাদয়িষ্যাম্যহং রণে ॥৪৩
স বাসবেনাপি সহস্রচক্ষুষা
যুদ্ধেঽস্মি শক্যো বরুণেন বা স্বয়ম্।
যমেন বা ধর্ষয়িতুং শরাগ্নিনা
মহাহবে বৈশ্রবণেন বা পুনঃ ॥৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ ॥

এইকথা বলিল,—যদি দেব, দানব এবং গন্ধর্ব্বগণ একত্র মিলিত হইয়া আমার সহিত প্রতিযুদ্ধ করে অথবা ত্রিলোকবাসী যাবতীয় লোকসকলও আমার প্রতিকূল হয়, তথাপি আমি ভীত হইয়া সীতাকে সমর্পণ করিব না। হায়! কখন এতাদৃশ শুভ সময় উপস্থিত হইবে, যখন বসন্তকালে প্রমত্ত ভ্রমরকুল যেরূপ কুসুমিত পাদপাভিমুখে ধাবিত হয়, তদ্রূপ মদীয় শরনিকর সেই রাঘবের প্রতি ধাবিত হইবে! কখন আমার কার্ম্মুক-বিক্ষিপ্ত প্রদীপ্ত শরসমূহ দ্বারা শোণিত-দিগ্ধাঙ্গ সেই রামকে উল্কা দ্বারা যেরূপ হস্তী দগ্ধ হয়, তদ্রূপ দগ্ধ করিয়া ফেলিব। হে শুক! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যেরূপ দিবাকর উদিত হইয়া নক্ষত্রাদি ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কসকলের প্রভাব তিরোহিত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আমিও বিপুল বলপরিবৃত হইয়া সেই সামান্য বলকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিব। বোধ হয়—দশরথের পুত্র সেই রাম আমার সাগরসমান বেগ এবং বায়ুসদৃশ বল অবগত নহে, সেই কারণেই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছে।৩৫-৪১

রাম এখনও রণভূমিতে মদীয় শরাসন বিনির্গত সবিষ আশীবিষ (সর্প) তুল্য শরসমূহ দর্শন করে নাই বলিয়াই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। মনে হয়, রাম পূর্ব্বে আমার বীর্য্য এবং আমি যে সমরভূমিতে সেনারূপনদীতে মহারঙ্গে অবগাহন করিয়া যে শররূপ কোণ সকলদ্বারা বাদিত, জ্যাশব্দরূপ তুমুল শব্দবিশিষ্ট, আর্ত্ত এবং ভীত সকলের 'হা হতো স্মি' ইত্যাদিরূপ গীতশব্দসদৃশ বিবিধ স্বরপূর্ণ এবং প্রক্ষিপ্ত নারাচ-তলের ন্যায় সন্নাদ-বিশিষ্ট ধনুর্ম্ময়ী বীণা বাদিত করিব, তাহা জানিতে পারে নাই, সেইজন্যই এইরূপ ইচ্ছা করিতেছে। শুক! অধিক কি? সহস্রলোচন ইন্দ্র কিংবা বরুণও আমাকে যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ নহেন; যম অথবা স্বয়ং কুবেরও আমাকে শরাগ্নিদ্বারা ধর্ষণ করিতে অক্ষম।৪২-৪৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ

[রাবণেন শুক-সারণয়োগুর্প্তভাবেন বানরসেনামধ্যে প্রেরণম্, বিভীষণেন তয়োর্গ্রহণম্, শ্রীরামকৃপয়া মুক্তয়োস্তয়োঃ শ্রীরামসন্দেশং গৃহীত্বা লঙ্কায়াং গমনম্, রাবণসমীপে তন্নিবেদনঞ্চ।]

সবলে সাগরং তীর্ণে রামে দশরথাত্মজে।
অমাত্যৌ রাবণঃ শ্রীমানব্রবীচ্ছুক-সারণৌ ॥১
সমগ্রং সাগরং তীর্ণং দুস্তরং বানরং বলম্।
অভূতপূর্বং রামেণ সাগরে সেতুবন্ধনম্ ॥২
সাগরে সেতুবন্ধং তং ন শ্রদ্দধ্যাং কথঞ্চন।
অবশ্যং চাপি সংখ্যেয়ং তন্ময়া বানরং বলম্ ॥৩
ভবন্তৌ বানরং সৈন্যং প্রবিশ্যানুপলক্ষিতৌ।
পরিমাণঞ্চ বীর্যঞ্চ যে চ মুখ্যাঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥৪
মন্ত্রিণো যে চ রামস্য সুগ্রীবস্য চ সম্মতাঃ।
যে পূর্বমভিবর্তন্তে যে চ শূরাঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥৫
স চ সেতুর্যথা বদ্ধঃ সাগরে সলিলার্ণবে।
নিবেশঞ্চ যথা তেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্ ॥৬
রামস্য ব্যবসায়ঞ্চ বীর্য্যং প্রহরণানি চ।
লক্ষ্মণস্য চ বীরস্য তত্ত্বতো জ্ঞাতুমর্হথ ॥৭
কশ্চ সেনাপতিস্তেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্।
তচ্চ জ্ঞাত্বা যথাতত্ত্বং শীঘ্রমাগন্তুমর্হথঃ ॥৮
ইতি প্রতিসমাদিষ্টৌ রাক্ষসৌ শুক-সারণৌ।
হরিরূপধরৌ বীরৌ প্রবিষ্টৌ বানরং বলম্ ॥৯
ততস্তদ্ বানরং সৈন্যমচিন্ত্যং লোমহর্ষণম্।
সংখ্যাতুং নাধ্যগচ্ছেতাং তদা তৌ শুক-সারণৌ ॥১০
তৎস্থিতং পর্বতাগ্রেষু নির্ঝরেষু গুহাসু চ।
সমুদ্রস্য চ তীরেষু বনেষূপবনেষু চ।
তরমাণঞ্চ তীর্ণঞ্চ তর্তুকামঞ্চ সর্বশঃ ॥১১

পঞ্চবিংশ সর্গ

[রাবণকর্তৃক গুপ্তভাবে শুক ও সরণকে বানর-সেনামধ্যে প্রেরণ, বিভীষণ কর্তৃক তাহাদের বন্ধন, শ্রীরামের কৃপায় মুক্ত হইয়া তাঁহার সংবাদ গ্রহণ পূর্বক শুক ও সারণের লঙ্কায় গমন এবং রাবণ সমীপে তাহা নিবেদন।]

দশরথ নন্দন রাম সৈন্যগণের সহিত সাগর পার হইয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া রাবণ শুক ও সারণ নামক স্বীয় মন্ত্রিদ্বয়কে বলিতে লাগিল,—রাম সমুদ্রের উপর অভূতপূর্ব এক সেতু বন্ধন করিয়াছে এবং তদ্দ্বারা সমগ্র বানরসৈন্য দুস্তর সমুদ্র পার হইয়াছে।১-২

সাগরে সেতুবন্ধন ইহা ত আমি কোন প্রকারেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। সে যাহা হউক, এক্ষণে রামের সহিত কত বানর সৈন্য আসিয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক। অতএব তোমরা অনুপলক্ষিত (গুপ্ত) ভাবে বানরসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই বানরসৈন্যের সংখ্যা, তাহাদের বলবীর্য্য, তন্মধ্যে যেগুলি প্রধান, রামের মন্ত্রী এবং যাহারা সুগ্রীবের সহচর ও যাহারা সৈন্যের অগ্রগামী এবং যে যে বানরগণ বীর বলিয়া বিখ্যাত।৩-৫

সেই সলিলার্ণব সমুদ্রের উপর যেপ্রকারে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, মহাবল বানরগণ যেরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং মহাবীর রাম-লক্ষ্মণের কার্য্য প্রণালী, পরাক্রম ও অস্ত্রাদির বিষয় যথার্থরূপে অবগত হও। সেই মহাতেজস্বী বানরগণের সেনাপতিই বা কে? তাহাও বিশেষভাবে অবগত হইয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে। রাক্ষসদ্বয় শুক ও সারণ রাক্ষসরাজ কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া বানররূপ ধারণ করত বানরসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু তাহারা সেই অচিন্ত্য লোমহর্ষণ বানরসৈন্য গণনা করিতে সমর্থ হইল না।৬-১০

কারণ, তখন অসংখ্য বানরসৈন্য সমুদ্র পার হইয়া পর্ব্বত শৃঙ্গ, নির্ঝর, গুহা, সমুদ্রতট, বন এবং উপবনে

নিবিষ্টং নিবিশচ্চৈব ভীমনাদং মহাবলম্।
তদ্বলার্ণবমক্ষোভ্যং দদৃশাতে নিশাচরৌ ॥১২
তৌ দদর্শ মহাতেজাঃ প্রতিচ্ছন্নৌ বিভীষণঃ।
আচচক্ষে স রামায় গৃহীত্বা শুক-সারণৌ ॥১৩
তস্যেতৌ রাক্ষসেন্দ্রস্য মন্ত্রিণৌ শুক-সারণৌ।
লঙ্কায়াঃ সমনুপ্রাপ্তৌ চারৌ পরপুরঞ্জয় ॥১৪
তৌ দৃষ্ট্বা ব্যথিতৌ রামং নিরাশৌ জীবিতে তথা।
কৃতাঞ্জলিপুটৌ ভীতৌ বচনং চেদমূচতুঃ ॥১৫
আবামিহাগতৌ সৌম্য রাবণপ্রহিতাবুভৌ।
পরিজ্ঞাতুং বলং সর্ব্বং তদিদং রঘুনন্দন ॥১৬
তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা রামো দশরথাত্মজঃ।
অব্রবীৎ প্রহসন্ বাক্যং সর্ব্বভূতহিতে রতঃ ॥১৭
যদি দৃষ্টং বলং সর্ব্বং বয়ং বা সুসমাহিতাঃ।
যথোক্তং বা কৃতং কার্য্যং ছন্দতঃ প্রতিগম্যতাম্ ॥১৮
অথ কিঞ্চিদদৃষ্টং বা ভূয়স্তদ্ দ্রষ্টুমর্হথঃ।
বিভীষণো বা কাৎস্নেন পুনঃ সন্দর্শয়িষ্যতি ॥১৯
ন চেদং গ্রহণং প্রাপ্য ভেতব্যং জীবিতং প্রতি।
ন্যস্তশস্ত্রৌ গৃহীতৌ চ ন দূতৌ বধমর্হথঃ ॥২০
প্রচ্ছন্নৌ চ বিমুঞ্চেমৌ চারৌ রাত্রিঞ্চরাবুভৌ।
শত্রুপক্ষস্য সততং বিভীষণ বিকর্ষিণৌ ॥২১
প্রবিশ্য মহতীং লঙ্কাং ভবদ্ভ্যাং ধনদানুজঃ।
বক্তব্যো রক্ষসাং রাজা যথোক্তং বচনং মম ॥২২
যদ্ বলং ত্বং সমাশ্রিত্য সীতাং মে হৃতবানসি।
তদ্দর্শয় যথাকামং সসৈন্যশ্চ সবান্ধবঃ ॥২৩
শ্বঃ কাল্যে নগরীং লঙ্কাং সপ্রাকারাং সতোরণাম্।
রক্ষসাঞ্চ বলং পশ্য শরৈর্বিধ্বংসিতং ময়া ॥২৪
ক্রোধং ভীমমহং মোক্ষ্যে সসৈন্যে ত্বয়ি রাবণ।
শ্বঃ কাল্যে বজ্রবান্ বজ্রং দানবেষ্বিব বাসবঃ ॥২৫

অবস্থান করিতেছিল, অনেকেই পার হইতেছিল এবং বহু সংখ্যক সৈন্য তখনও পরপারে থাকিয়া পার হইবার উদ্‌যোগ করিতেছিল। প্রচ্ছন্ন বেশধারী রাক্ষস শুক ও সারণ এইরূপে প্রবিষ্ট হইয়া শিবির মধ্যে প্রবেশোন্মুখ সেই ভীমনাদ মহাবল অক্ষোভ্য বানরবল দর্শন করিতেছে, ইত্যবসরে মহাতেজস্বী বিভীষণ তাহাদিগকে রামচন্দ্রের কাছে আনাইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে শত্রুতাপন! ইহারা উভয়েই সেই রাক্ষসেন্দ্র রাবণের মন্ত্রী, ইহাদের নাম শুক ও সারণ। মহারাজ! ইহারা রাবণ কর্তৃক চররূপে প্রেরিত হইয়া আপনার বল-দর্শনের জন্য এ স্থানে আসিয়াছে। অনন্তর শুক ও সারণ রামকে দর্শন করত ভয়বিহ্বল হইয়া জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া এই কথা বলিল—হে সৌম্য রঘুনন্দন! আমরা উভয়েই রাবণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আপনার এই সমস্ত বল জ্ঞাত হইবার জন্য এ স্থানে আসিয়াছি।১১-১৬

সর্ব্বভূত-হিতৈষী দশরথনন্দন রাম তাহাদের তাদৃশ সকরুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত এইকথা বলিলেন,—যদি আমাদের সমস্ত সৈন্য দেখিয়া থাক, অমাত্য সুগ্রীব এবং আমাদের বীর্য্যাদির বিষয় জ্ঞাত হইয়া থাক, অথবা রাবণ যেরূপ বলিয়া দিয়াছিল, তাহা অতিক্রম করিয়াও যদ্যপি কোন কর্ম্ম করিয়া থাক, (আমি তৎসকলই ক্ষমা করিতেছি।) তথাপি তোমরা ইচ্ছানুসারে ফিরিয়া যাও। যদি কিছু দেখিতে অবশিষ্ট থাকে, তাহাও দেখিয়া যাও অথবা বিভীষণ পুনর্ব্বার সমস্ত দেখাইয়া দিবেন। তোমরা আমার বশীভূত হইয়াছ বলিয়া জীবনের আশা পরিত্যাগ করিও না; কারণ, তোমরা দূত, অশস্ত্র এবং শরণাগত, সেইহেতু অবধ্য। বিভীষণ! রাবণের শত্রুপক্ষভেদ-সাধনক্ষম এবং প্রচ্ছন্নরূপী —এই দুই রাক্ষসচরকে ছাড়িয়া দাও।১৭-২১

রঘুনন্দন রাম বিভীষণকে এইকথা বলিয়া পুনরায় শুক এবং সারণকে বলিতে লাগিলেন,—তোমরা লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ করিয়া কুবেরের কনিষ্ঠ সহোদর সেই রাক্ষসরাজ রাবণকে আমার এই কথাগুলি বলিবে;— তুমি যে বলে আমার প্রণয়িনী ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ, অধুনা সৈন্য এবং বান্ধবগণের সহিত

ইতি প্রতিসমাদিষ্টৌ রাক্ষসৌ শুক-সারণৌ।
জয়েতি প্রতিনন্দ্যৈনং রাঘবং ধর্ম্মবৎসলম্ ॥২৬
আগম্য নগরীং লঙ্কামব্রূতাং রাক্ষসাধিপম্।
বিভীষণগৃহীতৌ তু বধার্থং রাক্ষসেশ্বর ॥২৭
দৃষ্ট্বা ধর্ম্মাত্মনা মুক্তৌ রামেণামিততেজসা।
একস্থানগতা যত্র চত্বারঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥২৮
লোকপালসমাঃ শূরাঃ কৃতাস্ত্রা দৃঢ়বিক্রমাঃ।
রামো দাশরথিঃ শ্রীমাঁল্লক্ষ্মণশ্চ বিভীষণঃ ॥২৯
সুগ্রীবশ্চ মহাতেজা মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ।
এতে শক্তাঃ পুরীং লঙ্কাং সপ্রাকারাং সতোরণাম্ ॥৩০
উৎপাট্য সংক্রাময়িতুং সর্বে তিষ্ঠন্তু বানরাঃ।
যাদৃশং তদ্ধি রামস্য রূপং প্রহরণানি চ ॥৩১
বধিষ্যতি পুরীং লঙ্কামেকস্তিষ্ঠন্তু তে ত্রয়ঃ।
রামলক্ষ্মণগুপ্তা সা সুগ্রীবেণ চ বাহিনী ॥
বভূব দুর্দ্ধর্ষতরা সর্বৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥৩২
প্রহৃষ্টযোধা ধ্বজিনী মহাত্মনাং
বনৌকসাং সম্প্রতি যোদ্ধুমিচ্ছতাম্।
অলং বিরোধেন শমো বিধীয়তাং
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী ॥৩৩
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥

সেই বল দর্শন করাও। তুমি কল্য প্রাতঃকালেই দেখিবে তোরণশোভিত এবং প্রাকারবেষ্টিত লঙ্কানগরী ও সমগ্র রাক্ষসবল মদীয় শরসমূহ দ্বারা বিধ্বংসিত হইতেছে। বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ দানবগণের উপর বজ্র নিক্ষেপ করেন, রাবণ! আমি কল্য প্রাতে তোমার উপর সেইরূপ ক্রোধ নিক্ষেপ করিব।২২-২৫

শুক ও সারণ এইরূপে প্রত্যাগত হইয়া ধর্ম্মবৎসল রঘুনন্দন রামকে আপনি বিজয়ী হউন—এই বলিয়া অভিবাদন করত লঙ্কানগরীতে আসিয়া রাক্ষসরাজকে বলিতে লাগিল,—হে রাক্ষসেশ্বর! আমরা বানরসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বধ করিবার জন্য বিভীষণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে, অমিততেজস্বী ধর্ম্মাত্মা রাম তাহা দেখিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। মহারাজ! লোকপাল-সদৃশ বীর্য্যবান্ সর্ব্বাস্ত্রকুশল ও প্রবল পরাক্রম দশরথ-নন্দন শ্রীমান্ রাম ও লক্ষ্মণ, আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ এবং মহেন্দ্রসদৃশ বিক্রমশালী মহাতেজস্বী কিষ্কিন্ধারাজ সুগ্রীব—এইপুরুষশ্রেষ্ঠ চতুষ্টয় যখন একত্র মিলিত হইয়াছেন, তখন অপর বানরগণের সাহায্য না লইয়া চারিজনেই প্রাকার ও তোরণের সহিত এই লঙ্কাপুরীকে স্বস্থান হইতে উৎপাটন করিয়া অন্যস্থানে সংস্থাপিত করিতে পারিবেন। রামের যেরূপ রূপ এবং অস্ত্রাদি দেখিলাম, তাহাতে লক্ষ্মণ, বিভীষণ অথবা সুগ্রীব কাহারও সাহায্যের আবশ্যক হইবে না, তিনি একাকীই লঙ্কাপুরীকে ধ্বংস করিবেন। মহারাজ! যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব কর্ত্তৃক রক্ষিত সেই বানর-সেনাকে সমগ্র অমর এবং অসুর-গণেরও অজেয় বলিয়া বোধ হইল। রাজন্! সেই মহাবল বনচারী বানরসেনাগণ সকলেই রণকুশল এবং তাহারা যুদ্ধাভিলাষী হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে, অতএব তাহাদের সহিত বিরোধের আবশ্যক নাই; আপনি দাশরথির কাছে জানকীকে প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করুন।২৬-৩৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত

ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ

[রাবণসমীপে সারণস্য পৃথক্‌শো বানরযূথপতীনাং পরিচয়দানম্।]

তদ্বচঃ সত্যমক্লীবং সারণেনাভিষিতম্।
নিশম্য রাবণো রাজা প্রত্যভাষত সারণম্ ॥১
যদি মামভিযুঞ্জীরন্ দেব-গন্ধর্ব-দানবাঃ।
নৈব সীতামহং দদ্যাং সর্বলোকভয়াদপি ॥২
ত্বং তু সৌম্য পরিত্রস্তো হরিভিঃ পীড়িতো ভৃশম্।
প্রতিপ্রদানমদ্যৈব সীতায়াঃ সাধু মন্যসে ॥৩
কো হি নাম সপত্নো মাং সমরে জেতুমর্হতি।
ইত্যুক্ত্বা পরুষং বাক্যং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥৪
আরুরোহ ততঃ শ্রীমান্ প্রাসাদং হিমপাণ্ডুরম্।
বহুতালসমুৎসেধং রাবণোঽথ দিদৃক্ষয়া ॥৫
তাভ্যাং চরাভ্যাং সহিতো রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
পশ্যমানঃ সমুদ্রং তং পর্বতাংশ্চ বনানি চ ॥৬
দদর্শ পৃথিবীদেশং সুসম্পূর্ণং প্লবঙ্গমৈঃ।
তদপারমসহ্যঞ্চ বানরাণাং মহাবলম্ ॥৭
আলোক্য রাবণো রাজা পরিপপ্রচ্ছ সারণম্।
এষাং কে বানরা মুখ্যাঃ কে শূরাঃ কে মহাবলাঃ ॥৮
কে পূর্বমভিবর্তন্তে মহোৎসাহাঃ সমন্ততঃ।
কেষাং শৃণোতি সুগ্রীবঃ কে বা যূথপযূথপাঃ ॥৯
সারণাচক্ষ্ব মে সর্বং কিম্প্রভাবাঃ প্লবঙ্গমাঃ।
সারণো রাক্ষসেন্দ্রস্য বচনং পরিপৃচ্ছতঃ ॥১০
আবভাষেঽথ মুখ্যজ্ঞো মুখ্যাংস্তত্র বনৌকসঃ।
এষ যোঽভিমুখো লঙ্কাং নর্দংস্তিষ্ঠতি বানরঃ ॥১১
যূথপানাং সহস্রেণ শতেন পরিবারিতঃ।
যস্য ঘোষেণ মহতা সপ্রাকারা সতোরণা ॥১২

ষড়্‌বিংশ সর্গ

[রাবণসমীপে সারণের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বানর-যূথপতিগণের পরিচয়দান।]

রাবণ সারণের সেই সত্য এবং অকাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিল,—যদি দেব, দানব এবং গন্ধর্বগণ অথবা ত্রিলোকবাসী সকল লোক একত্র মিলিত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, আমি তথাপি ভয়ে সীতাকে প্রত্যর্পণ করিব না। হে সৌম্য! বানরগণ তোমাকে অতিশয় পীড়ন করিয়াছে, সেই কারণেই তুমি নিরতিশয় ভীত হইয়াছ, সুতরাং সীতাকে প্রত্যর্পণ করাই সঙ্গত বলিয়া বোধ করিতেছ; বিশেষতঃ কোন শত্রু আমাকে সংগ্রামে জয় করিতে সমর্থ হইবে? রাক্ষসরাজ শ্রীমান্ রাবণ এইরূপ পরুষ বাক্যসকল বলিয়া বানরবল দেখিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া সেই চরদ্বয়ের সহিত হিমের ন্যায় পাণ্ডুরবর্ণ এবং তালবৃক্ষ সদৃশ অত্যুচ্চ প্রাসাদে আরোহণ করিলেন।১-৫

অনন্তর সমুদ্র, পর্বত ও বনসকল বানরসৈন্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং সেই অপার দুঃসহ মহাবল বানরগণ বিশ্রাম করিতেছে দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া রাবণ সারণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই বানরগণের মধ্যে কাহারা প্রধান, কাহারা বীর এবং কোন্ বানরগণই বা মহাবলশালী? কোন্ বানরগণ সাতিশয় উৎসাহের সহিত সর্ব্বতোভাবে বানরসৈন্যের সম্মুখভাগ রক্ষা করিতেছে? কাহারা সুগ্রীবের মন্ত্রী এবং কোন বানরগণই বা দলপতিগণেরও প্রধান।৬-৯

হে সারণ! তাহাদের পরাক্রমই বা কিরূপ? তুমি আমার কাছে এই সকল বিষয়ের কীর্ত্তন কর। বানরগণের মধ্যে কে প্রধান, কে অপ্রধান তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ সারণ রাক্ষসরাজের বাক্য শ্রবণ করত প্রধান প্রধান বানরগণের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। ঐ দেখুন, যে বানর শত সহস্র দলপতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া লঙ্কাভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপকরত সিংহনাদ করিতেছে,

লঙ্কা প্রতিহতা সর্বা সশৈলবনকাননা।
সর্বশাখামৃগেন্দ্রস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ ॥১৩
বলাগ্রে তিষ্ঠতে বীরো নীলো নামৈষ যূথপঃ।
বাহূ প্রগৃহ্য যঃ পদ্ভ্যাং মহীং গচ্ছতি বীর্য্যবান্ ॥১৪
লঙ্কামভিমুখঃ কোপাদভীক্ষ্ণঞ্চ বিজৃম্ভতে।
গিরিশৃঙ্গপ্রতীকাশঃ পদ্মকিঞ্জল্কসন্নিভঃ ॥১৫
স্ফোটয়ত্যতিসংরব্ধো লাঙ্গূলঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
যস্য লাঙ্গূলশব্দেন স্বনন্তি প্রদিশো দশ ॥১৬
এষ বানররাজেন সুগ্রীবেণাভিষেচিতঃ।
যুবরাজোঽঙ্গদো নাম ত্বামাহ্বয়তি সংযুগে ॥১৭
বালিনঃ সদৃশঃ পুত্রঃ সুগ্রীবস্য সদা প্রিয়ঃ।
রাঘবার্থে পরাক্রান্তঃ শক্রার্থে বরুণো যথা ॥১৮
এতস্য সা মতিঃ সর্বা যদ্ দৃষ্টা জনকাত্মজা।
হনুমতা বেগবতা রাঘবস্য হিতৈষিণা ॥১৯
বহূনি বানরেন্দ্রাণামেষ যূথানি বীর্য্যবান্।
পরিগৃহ্যাভিযাতি ত্বাং স্বেনানীকেন মর্দিতুম্ ॥২০
অনুবালিসুতস্যাপি বলেন মহতা বৃতঃ।
বীরস্তিষ্ঠতি সংগ্রামে সেতুহেতুরয়ং নলঃ ॥২১
যে তু বিষ্টভ্য গাত্রাণি ক্ষ্বেড়য়ন্তি নদন্তি চ।
উত্থায় চ বিজৃম্ভন্তে ক্রোধেন হরিপুঙ্গবাঃ ॥২২
এতে দুষ্প্রসহা ঘোরাশ্চণ্ডাশ্চণ্ডপরাক্রমাঃ।
অষ্টৌ শতসহস্রাণি দশকোটিশতানি চ ॥
য এনমনুগচ্ছন্তি বীরাশ্চন্দনবাসিনঃ ॥২৩
এষৈবাশংসতে লঙ্কাং স্বেনানীকেন মর্দিতুম্।
শ্বেতো রজতসঙ্কাশশ্চপলো ভীমবিক্রমঃ ॥২৪
বুদ্ধিমান্ বানরঃ শূরস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
তূর্ণং সুগ্রীবমাগম্য পুনর্গচ্ছতি বানরঃ ॥২৫
বিভজন্ বানরীং সেনামনীকানি প্রহর্ষয়ন্।
যঃ পুরা গোমতীতীরে রম্যং পর্যেতি পর্বতম্ ॥২৬
নাম্না সংরোচনো নাম নানানগযুতো গিরিঃ।
তত্র রাজ্যং প্রশাস্ত্যেষ কুমুদো নাম যূথপঃ ॥২৭

তাহার তুমুল শব্দে পর্ব্বত, জলাশয় ও কাননসকলের সহিত প্রাকারবেষ্টিত ও তোরণশোভিত লঙ্কানগরী প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং যে বানররাজ মহাত্মা সুগ্রীবের সৈন্যাগ্রে অবস্থান করিতেছে, উহার নাম নীল। পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় উন্নতকায় এবং পদ্মকেশরের ন্যায় পীতবর্ণ ঐ যে বানর বাহুদ্বয় উদ্যত করত পদদ্বয়ে বিচরণ করিতেছে, ক্রোধভরে লঙ্কাভিমুখে বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ ও মুখভঙ্গী প্রকাশ করিয়া যেন অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ লাঙ্গুল উৎক্ষেপ করিতেছে এবং যাহার লাঙ্গুল উৎক্ষেপশব্দে দশদিক্ প্রতিশব্দিত হইতেছে, মহারাজ! বানররাজ সুগ্রীব কর্ত্তৃক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত এই যুবরাজ অঙ্গদ আপনাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছে।১০-১৭

মহারাজ! বরুণ যেরূপ ইন্দ্রের জন্য পরাক্রম প্রকাশ করেন, সুগ্রীবের প্রিয় অঙ্গদ পিতার ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই অঙ্গদের মন্ত্রণানুসারেই রামচন্দ্রের হিতৈষী বেগবান্ হনুমান্ জনকনন্দিনীকে দেখিয়া গিয়াছিল। মহারাজ! এই বীর্য্যবান্ অঙ্গদ অসংখ্য বানরদলপতিগণ পরিবৃত হইয়া আপনাকে পরাজয় করিবার অভিপ্রায়েই সসৈন্যে অবস্থান করিতেছে। সাগরে সেতুবন্ধনের হেতু সেই নল বিপুল সৈন্যে পরিবৃত হইয়া অঙ্গদের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিতেছে।১৮-২১

(মহারাজ!) শত্রুগণের দুঃসহ প্রচণ্ড পরাক্রমশালী এবং বেগবান্ চন্দনবন-নিবাসী সহস্রকোটি অষ্টলক্ষ পরিমিত বানরদলপতিগণ গাত্রস্তম্ভিত করিয়া সিংহনাদ করত লম্ফপ্রদান এবং ক্রোধভরে উৎপতিত হইয়া বিজৃম্ভণ করত যে বীরের অনুগামী হইয়াছে এবং যে সেনাগণের হর্ষবর্দ্ধন করত বানরসেনাগণকে বিভক্ত করিয়া রাখিয়া দ্রুতপদে সুগ্রীবের নিকট ফিরিয়া আসিতেছে, ঐ রজতের ন্যায় শুক্লবর্ণ চপলস্বভাব ভীম-পরাক্রম বুদ্ধিমান্ বীর্য্যবান্ এবং ত্রিলোক-বিশ্রুত

যোঽসৌ শতসহস্রাণি সহর্ষং পরিকর্ষতি।
যস্য বালা বহুব্যামা দীর্ঘলাঙ্গূলমাশ্রিতাঃ ॥২৮
তাম্রাঃ পীতাঃ সিতাঃ শ্বেতাঃ প্রকীর্ণা ঘোরদর্শনাঃ।
অদীনো বানরশ্চণ্ডঃ সংগ্রামমভিকাঙ্ক্ষতি॥
এষোঽপ্যাশংসতে লঙ্কাং স্বেনানীকেন মর্দিতুম্ ॥২৯
যস্ত্বেষ সিংহসঙ্কাশঃ কপিলো দীর্ঘকেসরঃ।
নিভৃতঃ প্রেক্ষতে লঙ্কাং দিধক্ষন্নিব চক্ষুষা ॥৩০
বিন্ধ্যং কৃষ্ণগিরিং সহ্যং পর্ব্বতঞ্চ সুদর্শনম্।
রাজন্ সততমধ্যাস্তে স রম্ভো নাম যূথপঃ॥
শতং শতসহস্রাণাং ত্রিংশচ্চ হরিপুঙ্গবাঃ ॥৩১
যং যান্তং বানরা ঘোরাশ্চণ্ডাশ্চণ্ডপরাক্রমাঃ।
পরিবার্য্যানুগচ্ছন্তি লঙ্কাং মর্দিতুমোজসা ॥৩২
যস্তু কর্ণৌ বিবৃণুতে জৃম্ভতে চ পুনঃ পুনঃ।
ন তু সংবিজতে মৃত্যোর্ন চ সেনাং প্রধাবতি ॥৩৩
প্রকম্পতে চ রোষেণ তির্য্যক্ চ পুনরীক্ষতে।
পশ্য লাঙ্গূলবিক্ষেপং ক্ষ্বেড়ত্যেব মহাবলঃ ॥৩৪
মহাজবো বীতভয়ো রম্যং সাল্বেয়পর্ব্বতম্।
রাজন্ সততমধ্যাস্তে শরভো নাম যূথপঃ ॥৩৫
এতস্য বলিনঃ সর্ব্বে বিহারা নাম যূথপাঃ।
রাজঞ্ছতসহস্রাণি চত্বারিংশত্তথৈব চ ॥৩৬
যস্তু মেঘ ইবাকাশং মহানাবৃত্য তিষ্ঠতি।
মধ্যে বানরবীরাণাং সুরাণামিব বাসবঃ ॥৩৭
ভেরীণামিব সন্নাদো যস্যৈষ শ্রূয়তে মহান্।
ঘোষঃ শাখামৃগেন্দ্রাণাং সংগ্রামমভিকাঙ্ক্ষতাম্ ॥৩৮
এষ পর্ব্বতমধ্যাস্তে পারিযাত্রমনুত্তমম্।
যুদ্ধে দুষ্প্রসহো নিত্যং পনসো নাম যূথপঃ ॥৩৯
এনং শতসহস্রাণাং শতার্দ্ধং পর্য্যুপাসতে।
যূথপা যূথপশ্রেষ্ঠং যেষাং যূথানি ভাগশঃ ॥৪০
যস্তু ভীমাং প্রবল্গন্তীং চমূং তিষ্ঠতি শোভয়ন্।
স্থিতাং তীরে সমুদ্রস্য দ্বিতীয় ইব সাগরঃ ॥৪১
এষ দর্দ্দুরসঙ্কাশো বিনতো নাম যূথপঃ।
পিবংশ্চরতি যো বেণাং নদীনামুত্তমাং নদীম্ ॥৪২

সংরোচননামক বানর স্বীয় সেনাদ্বারাই লঙ্কাপুরী বিদলিত করিতে ইচ্ছা করিতেছে। যে পূর্ব্বে গোমতী-তীরস্থ রম্যপর্ব্বতে বাস করিত এবং এক্ষণে বিবিধ বৃক্ষশোভিত বিন্ধ্য-পর্ব্বতের রাজা, ঐ সেই কুমুদনামক যূথপতি। যাহার দীর্ঘ লাঙ্গুলের অতিদীর্ঘ কেশসকল পীত, কৃষ্ণ, শুক্ল প্রভৃতি বিধানে রঞ্জিত এবং চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ থাকায় অতি ভীষণ দর্শনীয় হইয়াছে, ঐ সেই চণ্ডনামক বানর নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। মহারাজ! ঐ বীর কেবল মাত্র স্বীয় সেনাগণের সাহায্যেই লঙ্কা পুরীকে দলিত করিতে ইচ্ছা করিতেছে। সিংহসদৃশ দীর্ঘকেশর এবং পিঙ্গলবর্ণ যে বানর লঙ্কাপুরীকে দগ্ধ করিবার মানসেই যেন একাগ্রচিত্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে ও প্রচণ্ডপরাক্রম ঘোরতর ত্রিংশৎকোটি বানরপুঙ্গবগণ লঙ্কাকে দলিত করিবার অভিপ্রায়ে যাহার অনুগামী হইয়াছে, ঐ যূথপতির নাম রম্ভ। মহারাজ! ঐ বীর বিন্ধ্য, কৃষ্ণগিরি, সহ্য এবং সুদর্শন—এই চারিটী পর্ব্বতের রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সতত সেইসকল স্থানে বাস করে। ঐ যে বীর কর্ণদ্বয় আবৃত করিয়া হাই তুলিতেছে, মৃত্যুকেও যে ভয় করে না, যুদ্ধক্ষেত্রে কোন সৈনিকের সহায়তা অপেক্ষা করে না, ক্রোধে যাহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছে এবং যে স্বীয় লাঙ্গুল বিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতেছে, ঐ যূথপতির নাম শরভ। রাজন্! এই বীর তেজোবলে সাল্বেয়পর্ব্বতের রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা সেই স্থানে বাস করে।২২-৩৫

যে বিশাল বানর মেঘের ন্যায় আকাশকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে, সেই বীরের একচত্বারিংশৎ লক্ষ বিহারনামক বলশালী যূথপতিগণ অনুগামী হইয়াছে। যথায় সমরাভিলাষী বানরসিংহের সুমহৎ শব্দ ভেরী-নিনাদের ন্যায় শ্রুত হইতেছে, দেবরাজ বাসব যেরূপ অমরগণের মধ্যে সমাসীন থাকেন, সেইরূপ যে বীর বানর বীরগণের মধ্যে আসীন রহিয়াছে, যুদ্ধে নিরন্তর

ষষ্টিঃ শতসহস্রাণি বলমস্য প্লবঙ্গমাঃ।
ত্বামাহ্বয়তি যুদ্ধায় ক্রোধনো নাম বানরঃ ॥৪৩
বিক্রান্তা বলবন্তশ্চ যথা যূথানি ভাগশঃ।
যস্তু গৈরিকবর্ণাভং বপুঃ পুষ্যতি বানরঃ ॥৪৪
অবমত্য সদা সর্বান্ বানরান্ বলদর্পিতঃ।
গবয়ো নাম তেজস্বী ত্বাং ক্রোধাদভিবর্ততে ॥৪৫
এনং শতসহস্রাণি সপ্ততিঃ পর্য্যুপাসতে।
এষৈবাশংসতে লঙ্কাং স্বেনানীকেন মর্দিতুম্ ॥৪৬
এতে দুষ্প্রসহা বীরা যেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে।
যূথপা যূথপশ্রেষ্ঠাস্তেষাং যূথানি ভাগশঃ ॥৪৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ষড়্বিংশঃ সর্গঃ ॥

দুঃসহ ঐ যূথপতি শ্রেষ্ঠ পনস পারিযাত্রনামক উৎকৃষ্ট পর্ব্বতে বাস করে। মহারাজ! পঞ্চাশৎ লক্ষ পরিমিত বানরযূথপতিগণ নিজ নিজ সেনাগণের সহিত এই বীরের অনুগামী হইয়াছে।৩৬-৪০

যে বীর প্লবমান ভীমপরাক্রম বানরগণের মধ্যে থাকিয়া সমুদ্রের তীরস্থিত দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে, ঐ মেঘসদৃশ বিনতনামক দলপতি বিচরণ করত প্রত্যহ উত্তম পর্ণসানদীর জলপান করিয়া থাকে। ষষ্টি লক্ষ পরিমিত বানর এই বীরের সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত আছে। ঐ দেখুন,—ক্রোধননামক যূথপতি আপনাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছে। মহারাজ! এই বীরের অধীনে যে সকল বল-বিক্রমশালী দলপতি আছে, তাহাদের প্রত্যেকের অধীনেই তাদৃশ বলশালী বানর সৈন্য রহিয়াছে। যাহার শরীরকান্তি গৈরিকবর্ণের ন্যায়, ঐ তেজস্বী গবয়নামক বানর ক্রোধভরে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। মহারাজ! ঐ গবয়! এরূপ বলদর্পিত যে, অপর কোন বানরকেই বীর বলিয়া গণ্য করে না। ইহার যে সপ্ততি লক্ষ সৈন্য আছে, তাহা দ্বারাই লঙ্কানগরীকে বিধ্বংসিত করিতে ইচ্ছা করিতেছে। মহারাজ! এই দুঃসহ বানর-বীরগণকে গণনা করিয়া শেষ করা যায় না; কারণ, ইহাদের মধ্যে যে সকল প্রবীণ দলপতি আছে, তাহাদের প্রত্যেকের অধীনে অনেক দলপতি এবং সেই দলপতিগণের প্রত্যেকের অধীনেও পৃথক্ পৃথক্ সৈন্য আছে।৪১-৪৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ষড়্বিংশ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ

[বানরসেনানাং মধ্যে প্রধান-যূথপতীনাং পরিচয়দানম্ ।]

তাংস্তু তে সম্প্রবক্ষ্যামি প্রেক্ষমাণস্য যূথপান্ ।
রাঘবার্থে পরাক্রান্তা যে ন রক্ষন্তি জীবিতম্ ॥১
স্নিগ্ধা যস্য বহুব্যামা দীর্ঘলাঙ্গূলমাশ্রিতাঃ ।
তাম্রাঃ পীতাঃ সিতাঃ শ্বেতাঃ প্রকীর্ণা ঘোরকর্মণঃ ॥২
প্রগৃহীতাঃ প্রকাশন্তে সূর্যস্যেব মরীচয়ঃ ।
পৃথিব্যাং চানুকৃষ্যন্তে হরো নামৈষ বানরঃ ॥৩
যং পৃষ্ঠতোঽনুগচ্ছন্তি শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
বৃক্ষানুদ্যম্য সহসা লঙ্কারোহণতৎপরাঃ ॥৪
যূথপা হরিরাজস্য কিঙ্করাঃ সমুপস্থিতাঃ ।
নীলানিব মহামেঘাংস্তিষ্ঠতো যাংস্তু পশ্যসি ॥৫
অসিতাঞ্জনসঙ্কাশান্ যুদ্ধে সত্যপরাক্রমান্ ।
অসংখ্যেয়াননির্দেশান্ পরং পারমিবোদধেঃ ॥৬
পর্বতেষু চ যে কেচিদ্ বিষয়েষু নদীষু চ ।
এতে ত্বামভিবর্তন্তে রাজন্নৃক্ষাঃ সুদারুণাঃ ॥৭
এষাং মধ্যে স্থিতো রাজন্ ভীমাক্ষো ভীমদর্শনঃ ।
পর্জন্য ইব জীমূতৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতঃ ॥৮
ঋক্ষবন্তং গিরিশ্রেষ্ঠমধ্যাস্তে নর্মদাং পিবন্ ।
সর্বর্ক্ষাণামধিপতির্ধূম্রো নামৈষ যূথপঃ ॥৯
যবীয়ানস্য তু ভ্রাতা পশ্যৈনং পর্বতোপমম্ ।
ভ্রাত্রা সমানো রূপেণ বিশিষ্টস্তু পরাক্রমে ॥১০
স এষ জাম্ববান্ নাম মহাযূথপযূথপঃ ।
প্রশান্তো গুরুবর্তী চ সম্প্রহারেষ্বমর্ষণঃ ॥১১
এতেন সাহ্যস্তু মহৎ কৃতং শক্রস্য ধীমতা ।
দৈবাসুরে জাম্ববতা লব্ধাশ্চ বহবো বরাঃ ॥১২

সপ্তবিংশ সর্গ

[বানরসেনাগণের মধ্যে প্রধান যূথপতিগণের পরিচয় দান ।]

মহারাজ ! আপনি যে সকল বানরগণকে দেখিতেছেন, তাহাদের মধ্যে যাহারা রাঘবের জন্য পরাক্রম প্রকাশ করিয়া জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাদের পরিচয় দিতেছি,—শ্রবণ করুন ! যাহার দীর্ঘ লাঙ্গুলাশ্রিত তাম্র, পীত এবং শুক্লবর্ণ প্রকীর্ণ উৎক্ষিপ্ত ও অতিদীর্ঘ কেশকলাপ মার্ত্তণ্ডের মরীচিমালার ন্যায় পৃথিবীকে দীপ্তিমতী করিয়াছে, ঐ বীরের পশ্চাদ্ভাগেই বানররাজ সুগ্রীবের কিঙ্কর শত সহস্র দলপতিগণ বলসহকারে লঙ্কা আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে বৃক্ষহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পর্ব্বত, গ্রাম এবং নদীসকলে নীল, মেঘ ও অঞ্জন-সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ, যুদ্ধে সত্যপরাক্রম এবং রেণুসকলের ন্যায় অসংখ্য ও সমুদ্রের পরপারে ন্যায় অনির্দ্দেশ্য যে ভয়াবহ ঋক্ষগণকে দেখিতেছেন, উহারা সকলেই আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে।১-৭

রাজন্ ! আকাশ যেরূপ মেঘমালায় সর্ব্বতোভাবে পরিবৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভীমলোচন ও ভীমবিক্রম যে বীর ঐ বানরদলের মধ্যে অবস্থান করিতেছে, ঐ ধূম্রনামক বানরযূথপতি নর্ম্মদার পশ্চাদ্দেশস্থিত ঋক্ষবান্ নামক উত্তম পর্ব্বতে বাস করে। রূপে ভ্রাতার সমান, বলে তদপেক্ষাও অধিক ধূম্রের কনিষ্ঠভ্রাতা ঐপর্ব্বতপ্রমাণ বীরকে দর্শন করুন। মহারাজ! যাহাকে রণভূমিতে পরাভব করিতে পারা যায় না, সেই শান্তমূর্ত্তি গুরুবশবর্ত্তী এবং যূথপতিশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ ; ধীমান্ জাম্ববান্ সুর এবং অসুরগণের সমরসময়ে সুররাজ শচীপতির সুমহৎ সাহায্য করিয়া অনেক বর লাভ করিয়াছেন।৮-১২

আরুহ্য পর্বতাগ্রেভ্যো মহাভ্রবিপুলাঃ শিলাঃ।
মুঞ্চন্তি বিপুলাকারা ন মৃত্যোরুদ্বিজন্তি চ ॥১৩
রাক্ষসানাঞ্চ সদৃশাঃ পিশাচানাঞ্চ রোমশাঃ।
এতস্য সৈন্যা বহবো বিচরন্ত্যমিতৌজসঃ ॥১৪
য এনমভিসংরব্ধং প্লবমানমবস্থিতম্।
প্রেক্ষন্তে বানরাঃ সর্ব্বে স্থিতা যূথপযূথপম্ ॥১৫
এষ রাজন্ সহস্রাক্ষং পর্য্যুপাস্তে হরীশ্বরঃ।
বলেন বলসংযুক্তো দম্ভো নামৈষ যূথপঃ ॥১৬
যং স্থিতং যোজনে শৈলং গচ্ছন্ পার্শ্বেন সেবতে।
ঊর্দ্ধং তথৈব কায়েন গতঃ প্রাপ্নোতি যোজনম্ ॥১৭
যস্মাত্তু পরমং রূপং চতুষ্পাংসু ন বিদ্যতে।
শ্রুতঃ সন্নাদনো নাম বানরাণাং পিতামহঃ ॥১৮
যেন যুদ্ধং তদা দত্তং রণে শক্রস্য ধীমতা।
পরাজয়শ্চ ন প্রাপ্তঃ সোঽয়ং যূথপযূথপঃ ॥১৯
যস্য বিক্রমমাণস্য শক্রস্যেব পরাক্রমঃ।
এষ গন্ধর্বকন্যায়ামুৎপন্নঃ কৃষ্ণবর্ত্মনা ॥২০
তদা দেবাসুরে যুদ্ধে সাহ্যার্থং ত্রিদিবৌকসাম্।
যত্র বৈশ্রবণো রাজা জম্বুমুপনিষেবতে ॥২১
যো রাজা পর্বতেন্দ্রাণাং বহুকিন্নরসেবিনাম্।
বিহারসুখদো নিত্যং ভ্রাতুস্তে রাক্ষসাধিপ ॥২২
তত্রৈষ রমতে শ্রীমান্ বলবান্ বানরোত্তমঃ।
যুদ্ধেষ্বকত্থনো নিত্যং ক্রথনো নাম যূথপঃ ॥২৩
বৃতঃ কোটিসহস্রেণ হরীণাং সমবস্থিতঃ।
এষৈবাশংসতে লঙ্কাং স্বেনানীকেন মর্দিতুম্ ॥২৪
যো গঙ্গামনুপর্যেতি ত্রাসয়ন্ গজযূথপান্।
হস্তিনাং বানরাণাঞ্চ পূর্ববৈরমনুস্মরন্ ॥২৫
এষ যূথপতির্নেতা গর্জন্ গিরিগুহাশয়ঃ।
গজান্ রোধয়তে বন্যানারুজংশ্চ মহীরুহান্ ॥২৬
হরীণাং বাহিনীমুখ্যো নদীং হৈমবতীমনু।
উশীরবীজমাশ্রিত্য মন্দরং পর্বতোত্তমম্ ॥২৭
রমতে বানরশ্রেষ্ঠো দিবি শক্র ইব স্বয়ম্।
এনং শতসহস্রাণাং সহস্রমভিবর্ততে ॥২৮

যাহারা মৃত্যু উপস্থিত হইলেও কম্পিত হয় না, রাক্ষস এবং পিশাচগণের ন্যায় ক্রূরস্বভাব যে বানরগণ সিংহনাদ করত পর্ব্বতাগ্রে আরোহণ করিয়া মহামেঘসদৃশ বিপুল শিলাসকল ক্ষেপণ করত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, উহারা সকলেই এই অমিততেজস্বী জাম্ববানের সৈন্য।১৩-১৪

যে বানর ক্রীড়া করিবার জন্য কখন উৎপতিত হইতেছে, কখন বা ভূতলে ক্রীড়া করিতেছে এবং বানরগণ সকলেই যাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছে, ঐ সেনাপরিবৃত বলশালী দলপতি শ্রেষ্ঠের নাম দম্ভ। মহারাজ! এই বানরপুঙ্গব সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের উপাসনা করিয়া থাকে। যে বানর পর্ব্বতোপরি অবস্থানসময়ে একযোজন, গমনকালে পার্শ্ব দ্বারা একযোজন, অগ্রে পদদ্বয় দ্বারা একযোজন ও ঊর্দ্ধে স্বীয় শরীর দ্বারা একযোজন ব্যাপিয়া গমন করে, যে বুদ্ধিমান্ বানর ইন্দ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাতে জয়লাভ করিয়াছিল এবং চতুষ্পাদগণের মধ্যে যাহার অপেক্ষা ভয়ঙ্কর রূপ আর নাই, ঐ সেই বিখ্যাত বানরগণের পিতামহ সন্নাদন নামক যূথপতি।১৫-১৯

যে বীর পূর্ব্বে দেবাসুর সংগ্রামসময়ে দেবতাগণের সাহায্যের নিমিত্ত অগ্নির ঔরসে গন্ধর্ব্বকন্যার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং যে রণভূমিতে দেবরাজের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে, এই সেই ক্রথন নামক দলপতি। হে রাক্ষসনাথ! যেস্থানে রাজা কুবের জম্বুবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া থাকিতেন, বহুকিন্নরসেবিত পর্বতশ্রেষ্ঠগণের যে রাজা, আপনার ভ্রাতা যেস্থানে বিহারজনিত পরম সুখভোগ করিয়া থাকেন, সেইস্থানে বলবান্ ও শ্রীমান্ এই বানরোত্তম রমণ করিয়া থাকে। মহারাজ যুদ্ধে আত্মশ্লাঘা বিরহিত এবং সহস্রকোটি বানর পরিবৃত এই বীর স্বীয় সেনাগণ দ্বারাই লঙ্কানগরী দলন করিতে ইচ্ছা করিতেছে।২০-২৪

যে বানর গজরূপী শম্বসাদনের সহিত বানরবর কেশরীর সংগ্রামবিষয়ক হস্তী এবং বানরগণের পূর্ব্ব-বৈর স্মরণ করিয়া গঙ্গাসমীপস্থিত গজযূথগণকে ভয় দেখাইয়া

বীর্য্যবিক্রমদৃপ্তানাং নর্দতাং বাহুশালিনাম্
স এষ নেতা চৈতেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্ ॥২৯
স এষ দুর্ধরো রাজন্ প্রমাথী নাম যূথপঃ।
বাতেনেবোদ্ধতং মেঘং যমেনমনুপশ্যসি ॥৩০
অনীকমপি সংরব্ধং বানরাণাং তরস্বিনাম্।
উদ্ধূতমরুণাভাসং পবনেন সমন্ততঃ ॥৩১
বিবর্তমানং বহুশো যত্রৈতদ্বহুলং রজঃ।
এতেঽসিতমুখা ঘোরা গোলাঙ্গূলা মহাবলাঃ ॥৩২
শতং শতসহস্রাণি দৃষ্ট্বা বৈ সেতুবন্ধনম্।
গোলাঙ্গূলং মহারাজ গবাক্ষং নাম যূথপম্ ॥৩৩
পরিবার্য্যাভিনর্দন্তে লঙ্কাং মর্দিতুমোজসা।
ভ্রমরাচরিতা যত্র সর্বকালফলদ্রুমাঃ ॥৩৪
যং সূর্য্যস্তুল্যবর্ণাভমনুপর্যেতি পর্ব্বতম্।
যস্য ভাসা সদা ভান্তি তদ্বর্ণা মৃগপক্ষিণঃ ॥৩৫
যস্য প্রস্থং মহাত্মানো ন ত্যজন্তি মহর্ষয়ঃ।
সর্বকামফলা বৃক্ষাঃ সদা ফলসমন্বিতাঃ ॥৩৬
মধূনি চ মহার্হাণি যস্মিন্ পর্বতসত্তমে
তত্রৈষ রমতে রাজন্ রম্যে কাঞ্চনপর্বতে ॥৩৭
মুখ্যো বানরমুখ্যানাং কেসরী নাম যূথপঃ।
ষষ্টিগিরিসহস্রাণি রম্যাঃ কাঞ্চনপর্বতাঃ ॥৩৮
তেষাং মধ্যে গিরিবরস্ত্বমিবানঘ রক্ষসাম্।
তত্রৈকে কপিলাঃ শ্বেতাস্তাম্রাস্যা মধুপিঙ্গলাঃ ॥৩৯
নিবসন্ত্যুত্তমগিরৌ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা নখায়ুধাঃ।
সিংহা ইব চতুর্দংষ্ট্রা ব্যাঘ্রা ইব দুরাসদাঃ ॥৪০
সর্বে বৈশ্বানরসমা জ্বলদাশীবিষোপমাঃ।
সুদীর্ঘাঞ্চিতলাঙ্গূলা মত্তমাতঙ্গসন্নিভাঃ ॥৪১
মহাপর্বতসঙ্কাশা মহাজীমূতনিঃস্বনাঃ।
বৃত্তপিঙ্গলনেত্রা হি মহাভীমগতিস্বনাঃ ॥৪২

থাকে, ঐ সেনাপতিকে দর্শন করুন। মহারাজ! এই যূথপতি গিরিগুহামধ্যে শয়ন করিয়া যে সময়ে গর্জ্জন করিতে থাকে, তখন গজযূথগণ দূর হইতে ইহার সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হয় এবং বৃক্ষসকলও ভগ্ন হইয়া যায়। দেবরাজ যেরূপ অমরাবতীতে বাস করেন, তদ্রূপ এই বানরবাহিনীপতি গঙ্গার সমীপবর্ত্তী উশীরবীজ এবং মন্দরনামক উত্তম পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া পরম প্রীতি অনুভব করিয়া থাকে। রাক্ষসেন্দ্র! বলগর্ব্বিত, ঘোররব, বলশালী এবং মহাবাহু সহস্র লক্ষ বানর যাহার অনুগত এবং যেখানে ক্রুদ্ধস্বভাব বেগবান্ বানরসেনা সমুদ্ধত অরুণবর্ণ ধূলিজাল চতুর্দ্দিকে বিকির্ণ হইয়াছে, ঐ সেই শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ প্রমাথীনামক যূথপতি। মহারাজ! ঘোরতর শুক্লমুখ মহাবল শতলক্ষবানর সেতুবন্ধনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যে গবাক্ষ নামক বানরদলপতির চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইয়াছে, উহারাই লঙ্কাকে দলন করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। মহারাজ! ঐ দেখুন, প্রধান প্রধান বানরদিগের নায়ক কেশরী নামক যূথপতি অবস্থান করিতেছে। রাজন্! যথায় যথাকার সর্ব্বকাল ফলপ্রদ বৃক্ষ সর্ব্বদা ভ্রমরসেবিত সূর্য্য যাহাকে আপনার সমান বর্ণ বোধে প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, যাহার কান্তি দ্বারা প্রতিভাত হইয়া তত্রত্য মৃগ পক্ষিগণ তাহার সমান বর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যেখানে বৃক্ষসকল ফল পুষ্পশালী ও ইচ্ছানুরূপ ফলপ্রদ হওয়ায় মহর্ষিগণ সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছেন এবং যে উত্তম পর্ব্বতে মহামূল্য মধু পাওয়া যায়, এই বীরকেশরী সেই মনোহর কাঞ্চনপর্ব্বতে অবস্থান করিয়া থাকে।২৫-৩৮

হে অনঘ! আপনি যেরূপ রাক্ষসগণের প্রধান, তদ্রূপ ষষ্টি সহস্রসংখ্যক মনোহর কাঞ্চনপর্ব্বতের মধ্যে সাবর্ণিমেরুনামক পর্ব্বত সর্ব্বপ্রধান; সেই সাবর্ণিমেরুপর্ব্বতে তাম্রমুখ, মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, তীক্ষ্ণদন্ত, নখায়ুধ, সিংহের ন্যায় চতুর্দ্দন্ত, ব্যাঘ্রের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায় ভয়ঙ্কর, সুদীর্ঘ এবং রমণীয় লাঙ্গুলবিশিষ্ট, মত্ত মাতঙ্গ ও মহাপর্ব্বতের ন্যায় বিশালকায় এবং মহামেঘের ন্যায় ঘোর গর্জ্জনকারী পিঙ্গলবর্ণ সুগোল নেত্র-

মর্দয়ন্তীব তে সর্বে তস্থুর্লঙ্কাং সমীক্ষ্য তে।
এষ চৈষামধিপতির্মধ্যে তিষ্ঠতি বীর্য্যবান্ ॥৪৩
জয়ার্থী নিত্যমাদিত্যমুপতিষ্ঠতি বীর্য্যবান্।
নাম্না পৃথিব্যাং বিখ্যাতো রাজন্ শতবলীতি যঃ ॥৪৪
এষৈবাশংসতে লঙ্কাং স্বেনানীকেন মর্দিতুম্।
বিক্রান্তো বলবাঞ্ছূরঃ পৌরুষে স্বে ব্যবস্থিতঃ ॥৪৫
রামপ্রিয়ার্থং প্রাণানাং দয়াং ন কুরুতে হরিঃ।
গজো গবাক্ষো গবয়ো নলো নীলশ্চ বানরঃ ॥৪৬
একৈকমেব যোধানাং কোটিভির্দশভির্বৃতঃ।
তথান্যে বানরশ্রেষ্ঠা বিন্ধ্যপর্বতবাসিনঃ ॥
ন শক্যন্তে বহুত্বাৎ তু সংখ্যাতুং লঘুবিক্রমাঃ ॥৪৭
সর্বে মহারাজ মহাপ্রভাবাঃ
সর্বে মহাশৈলনিকাশকায়াঃ।
সর্বে সমর্থাঃ পৃথিবীং ক্ষণেন
কর্তুং প্রবিধ্বস্তবিকীর্ণ শৈলাম্ ॥৪৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ॥

বিশিষ্ট, মহাভীমগতি ও ভীমবর যে বানরগণ বাস করে, দেখুন, উহারাই যেন লঙ্কাকে দলিত করিবে বলিয়া আসিয়াছে। রাজন্! যে জয়ার্থী হইয়া সর্বদা আদিত্যের উপাসনা করিয়া থাকে, এই বানরগণের অধিপতি, ঐ সেই শতবলীনামক বীর্য্যবান্ বানর উহাদের মধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছে। মহারাজ! এই বীর শতবলী এরূপ বিক্রান্ত, বলবান্ ও পৌরুষশালী যে, স্বীয় সৈন্যের সাহায্যে লঙ্কাকে মর্দ্দন করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।৩৯-৪৫

গজ, গবাক্ষ, গয়, ও নল প্রভৃতি বানরগণ সকলেই প্রাণের আশা পরিত্যাগ করত দশকোটি সৈন্যে পরিবৃত হইয়া রামের হিতসাধন বাসনায় সমাগত হইয়াছে। রাজন্! বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে বলপ্রকাশে ক্ষিপ্রহস্ত যে বানরশ্রেষ্ঠগণ সমাগত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যার ইয়ত্তা নাই। মহারাজ! এই বীরগণের সকলেরই দেহ মহাশৈল-সদৃশ, সকলেই মহা প্রভাবসম্পন্ন ও সকলেই শিলাবর্ষণ দ্বারা ক্ষণকাল মধ্যে পৃথিবীকে সমাচ্ছন্ন করিতে পারে।৪৩-৪৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ

[সুগ্রীবমন্ত্রিণাং, মৈন্দ-দ্বিবিদয়োঃ, হনূমতঃ, বিভীষণস্য, শ্রীরামস্য, লক্ষ্মণস্য, সুগ্রীবস্য চ পরিচয়ং বিজ্ঞাপ্য শুকেন বানরসৈন্যানাং সংখ্যায়া নিরূপণম্।]

সারণস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণং রাক্ষসাধিপম্।
বলমাদিশ্য তৎ সর্বং শুকো বাক্যমথাব্রবীৎ ॥১
স্থিতান্ পশ্যসি যানেতান্মত্তানিব মহাদ্বিপান্।
ন্যগ্রোধানিব গাঙ্গেয়ান্ সালান্ হৈমবতানিব ॥২
এতে দুষ্প্রসহা রাজন্ বলিনঃ কামরূপিণঃ।
দৈত্য-দানবসঙ্কাশা যুদ্ধে দেবপরাক্রমাঃ ॥৩
এষাং কোটিসহস্রাণি নব পঞ্চ চ সপ্ত চ।
তথা শঙ্খসহস্রাণি তথা বৃন্দশতানি চ ॥৪
এতে সুগ্রীবসচিবাঃ কিষ্কিন্ধানিলয়াঃ সদা।
হরয়ো দেবগন্ধর্বৈরুৎপন্নাঃ কামরূপিণঃ ॥৫
যৌ যৌ পশ্যসি তিষ্ঠন্তৌ সমানৌ দেবরূপিণৌ।
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব তাভ্যাং নাস্তি সমো যুধি ॥৬
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা অমৃতপ্রাশিনাবুভৌ।
আশংসেতে যথা লঙ্কামেতৌ মর্দিতুমোজসা ॥ ৭

যং তু পশ্যসি তিষ্ঠন্তং প্রভিন্নমিব কুঞ্জরম্।
যো বলাৎ ক্ষোভয়েৎ ক্রুদ্ধঃ সমুদ্রমপি বানরঃ ॥৮

এষোঽভিগন্তা লঙ্কায়াং বৈদেহ্যাস্তব চ প্রভো।
এনং পশ্য পুরা দৃষ্টং বানরং পুনরাগমৎ ॥৯

জ্যেষ্ঠঃ কেসরিণঃ পুত্রো বাতাত্মজ ইতি শ্রুতঃ।
হনূমানিতি বিখ্যাতো লঙ্ঘিতো যেন সাগরঃ ॥১০

কামরূপো হরিশ্রেষ্ঠো বলরূপসমন্বিতঃ।
অনিবার্য্যগতিশ্চৈব যথা সততগঃ প্রভুঃ ॥১১

অষ্টাবিংশ সর্গ

[সুগ্রীবমন্ত্রিগণ, মৈন্দ, দ্বিবিধ, হনুমান্, বিভীষণ, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের পরিচয় দিয়া শুক কর্তৃক বানরসৈন্যগণের সংখ্যা নিরূপণ।]

সারণ এইরূপে রামের বল নির্দ্দেশ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে শুক রাক্ষসাধিপ রাবণকে বলিল,—মহারাজ! হিমালয়সম্ভূত শালবৃক্ষের ন্যায় গঙ্গাতীরজাত বটবৃক্ষের ন্যায় এবং মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিশালকায় ঐ যে কামরূপী বলবান্ বীরগণকে দেখিতেছেন, উহারা সকলেই রণভূমিতে দেব-দানবের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে এবং তৎকালে কেহই উহাদের প্রতাপ সহ্য করিতে পারে না। দেবতা এবং গন্ধর্ব্বগণের ঔরসে উৎপন্ন সহস্রশঙ্খ শতবৃন্দ একবিংশত্যধিক সহস্রকোটিসংখ্যক ঐ কামরূপী কিষ্কিন্ধাবাসী বানরগণ সকলেই সুগ্রীবের সচিব।১-৫

দেবরূপী ও সমানরূপী ঐ যে দুই বীরকে দেখিতেছেন, রণভূমিতে ঐ মৈন্দ ও দ্বিবিধের ন্যায় কেহই পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে না; মহারাজ! যাহারা ব্রহ্মার নিকট অনুমতি লাভ করিয়া অমৃত পান করিয়াছিল, ঐ সেই বীরদ্বয় নিজশক্তিতে লঙ্কাকে দলিত করিবার বাসনা করিতেছে। মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় ঐ যে বানরকে অবস্থান করিতে দেখিতেছেন, ঐ বীর ক্রুদ্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক সমুদ্রকেও ক্ষুব্ধ করিয়াছিল। রাজন! যে সমুদ্রলঙ্ঘন করত লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া বৈদেহীর এবং আপনারও অনুসন্ধান করিয়াছিল এবং আপনি যাহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, ঐ দেখুন, কেশরীর জ্যেষ্ঠপুত্র পবননন্দন সেই বিখ্যাত হনুমান্ আবার আগমন করিয়াছে। যেরূপ বায়ুর গতি রোধ হয় না, তদ্রূপ কেহই ঐ সর্ব্বকর্ম্মসমর্থ, কামরূপী, রূপবান্, বলশালী ও বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের গতিরোধ করিতে পারে না।৬-১১